মহাভারত

●● ছোটদের কাছে অতি লোভনীয় একটি সিরিজ ●●

—::: বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী বইগুলির সহজ সরল অনুবাদ :::—

● অনুবাদ সিরিজ ●

প্রতি কপি—**পাঁচ টাকা**

বই	লেখক
মার্গারেট ডি ভ্যালয়	আলেকজাঁন্দ্রে দ্যুমা
কার্শিকান ব্রাদার্স	"
থ্রি মাস্কেটিয়ার্স	"
কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিস্ট	"
ব্ল্যাক টিউলিপ	"
ভাইকাউণ্ট দ্য ব্র্যাগেলোঁ	"
কাউণ্টেস দ্য চার্নি	"
টোয়েণ্টি ইয়ার্স আফটার	"
ম্যান ইন দি আয়রন মাস্ক	"
দি বটল ইম্প	রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন
কিড্‌ন্যাপড্‌	"
ক্যাট্রিওনা	"
ডাঃ জেকিল এণ্ড মিঃ হাইড	"
ট্রেজার আইল্যাণ্ড	"
ব্ল্যাক অ্যারো	"
এ টেল অব টু সিটিজ	চার্লস ডিকেন্স
গ্রেট এক্সপেক্টেশন	"
ডেভিড কপারফিল্ড	"
নিকোলাস নিকোলবি	"
অলিভার টুইষ্ট	"
দ্য ম্যান হু লাফস	ভিক্টর মারি হ্যুগো
লা মিজার‍্যাবল	"
হাঞ্চব্যাক অব নোৎরদাম	"
টয়লার্স অব দি সি	"
এ কানেক্টিকাট ইয়াংকি	মার্ক টোয়েন
পাডেনহেড উইলসন্‌	"
এ্যাডভেঞ্চার অব টম সইয়র	"
প্রিন্স এণ্ড দি পপার	"
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন	এইচ. জি. ওয়েলস
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্ল্ডস	"
ইনভিজিবল ম্যান	"
দি লাইট হাউস	জুলে ভার্নে
রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ	"
মাইকেল ষ্ট্রগফ	"
ট্র্যাজেডি অব সেক্‌সপীয়ার	উইলিয়াম সেক্‌সপীয়ার
দ্য ফেয়ার গড	লী ওয়ালেস
সেক্‌সপীয়ারের কমেডি	"
বেনহুর	"

বই	লেখক
লাস্ট ডেজ অব পম্পেই	লর্ড লিটন
সোলজার্স পে	উইলিয়াম ফক্‌নার
টম ব্রাউন স্কুল ডেজ	টমাস হিউজেস
দি লাস্ট অব দি মহিক্যানস	জেমস ফেনিমোর কুপার
দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড	কোনান ডয়েল
আংকল টমস কেবিন	হ্যারিয়েট বীচার স্টৌঙ্গ
অব হিউম্যান বণ্ডেজ	সোমারসেট মম
জেন আয়ার	শার্লোট ব্রণ্টি
ক্যোরাল আইল্যাণ্ড	আর. এম. ব্যালেন্টাইন
হোয়াইট মাংকি	জন গলসওয়ার্দি
মাদার	ম্যাক্সিম গোর্কি
সাইলাস মার্নার	জর্জ ইলিয়ট
আইভ্যান হো	স্যার ওয়াল্টার স্কট
রব রয়	"
দ্য ব্রিজ অন দি ড্রিনা	আইভো এ্যানড্রিচ
লাস্ট ফ্রণ্টিয়ার	হাওয়ার্ড ফাস্ট
দ্য ফোর জাস্ট মেন	এডগার ওয়ালেস
ডন কুইক্সোট	সার্ভেণ্টিস
ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট	ফিয়োডার ডষ্টয়েভস্কি
হাইপেশিয়া	চার্লস কিংস লি
ফ্রাঙ্কেষ্টিন	মেরী উলষ্টন ক্রাফট
আইসল্যাণ্ড ফিসারম্যান	পিয়ের লোটি
অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রণ্ট	এরিক মারিয়া রেমার্ক
মিডল মার্চ	জর্জ ইলিয়ট
ইলিয়াড	হোমার
ওডিসি	"
রবিনসন ক্রুসো	ড্যানিয়েল ডিফো
দ্য লষ্ট কিং	র‍্যাফেল স্যাবার্টিনি
কিং সলোমন মাইনস	স্যার রাইডার হার্গার্ড
ইডিয়ট	এফ. এম. ডষ্টয়েভস্কি
মিষ্টেরীজ অব প্যারি	ইউজিন স্যু
স্যামসন ডালিলা	"
এ্যাডভেঞ্চার অব মার্কোপোলো	"
কুয়োভাদিস	"

এ ছাড়া আরও নতুন নতুন বই ছাপা হচ্ছে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

কাশীদাসী

মহাভারত

• অষ্টাদশ পর্ব্ব •

কৃত্তিবাসী রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশামৃত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থের সম্পাদক

শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

সম্পাদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত
কলিকাতা গেজেট—২৩শে মে, ১৯৪০;
পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ—নভেম্বর, ১৯৮১

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

●

নভেম্বর
১৯৮১
১০

●

সম্পাদনা করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

●

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

●

দাম—
পঁচাত্তর টাকা

●

পরিশিষ্ট

বিষয় | পৃষ্ঠা

ভূমিকা

'মহাভারতের কথা অমৃত সমান',

কাশীরামের এই অমর উক্তি সারা ভারতে সত্য হইয়া আছে এবং যতদিন ভারত ভারত থাকিবে, ততদিন মহাভারতের কথা প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে অমৃত যোগাইবে।

কবে কোন্ বিস্মৃত সুদূর অতীতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই অমর মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে যুগ হইতে যুগান্তরে, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে, কত কবি, কত নাট্যকার, কত সাহিত্যিক, কত সাধু-সন্তজন এই জ্ঞান, তত্ত্ব, কাহিনী ও রসের মহাসাগর হইতে অঞ্জলি তুলিয়া লইয়া নব নব সৃষ্টি করিয়াছেন, সমগ্র প্রাচীন ভারত-সাহিত্য এই মহাভারতের দানে পুষ্ট হইয়া আছে। তাই মহাভারতের কত যে সংস্করণ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেব সাহিত্য-কুটীরের এই মহাভারত বহু বর্ষের বহু গবেষণা ও সঙ্কলনের ফলে গ্রথিত হইয়াছে। **মূল বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কাশীরাম দাস পর্য্যন্ত সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ মন্থন করিয়া সরস সহজ পয়ার ছন্দে এই মহাভারত রচিত হইয়াছে** এবং ইহাতে বহু অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে যাহা সচরাচর বাজার-চলতি মহাভারতে দেখা যায় না। সেইজন্য পণ্ডিতমণ্ডল ও সাধারণের মধ্যে এই মহাভারত সমান আদরে গৃহীত হইয়াছে।

এই সংস্করণের **বৈশিষ্ট্য ও মহাভারত সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা** এই গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টরূপে দেওয়া হইয়াছে। তাই **এই ভূমিকায় সে-সব কথা আর আলোচনা করা হইল না।**

মহাভারত শুধু কাব্য নয়, শুধু কাহিনী ও ইতিহাস নয়, ইহা একাধারে কাব্য, পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব। এমন কোন জ্ঞানের বিষয় নাই যাহা মহাভারতে আলোচিত হয় নাই, এমন কোন কাব্য-রস নাই যাহা মহাভারতে পাওয়া যায় না। মহাভারতের মতন চরিত্র-বহুল গ্রন্থও জগতে আর দ্বিতীয় নাই। অসংখ্য চরিত্র এবং প্রত্যেক চরিত্র তাহার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অদ্বিতীয়। বেদব্যাস যে সব মহামহিমান্বিত চরিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন, জগতের সাহিত্যে কোথাও তাহার তুলনা নাই। শত শত বর্ষ ধরিয়া সেই সব পৌরাণিক চরিত্র ভারতবাসীর সম্মুখে জ্বলন্ত জীবন্ত আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে। আর এই অসংখ্য অপরূপ ব্যক্তিত্বের মধ্যে কেন্দ্র-পুরুষ হইয়া আছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভারতের অমর ধর্ম্ম-গ্রন্থ গীতাও এই মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত।

তাই মহাভারতের মহিমার তুলনা নাই। তাই ঋষিবাক্য বলে, যেখানে মহাভারত পঠিত হয়, সেখানে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত হন।

আমাদের চেষ্টা, যাহাতে এই পুণ্যগ্রন্থ বাঙালীর ঘরে ঘরে বিরাজ করে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

চিত্র পরিচয়

[চিত্রসমূহের বিষয়বস্তুর সহজ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।]

ত্রিবর্ণ চিত্র

১। অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ।
২। জাহ্নবীর তীরে গঙ্গা ও শান্তনু।
৩। তপস্যারত কাশীরাজ কন্যার নিকট পঞ্চদেবতার আগমন।
৪। গঙ্গায় তর্পণকালে নাগকন্যা উলুপী কর্তৃক অর্জ্জুনকে বিবাহ।
৫। শিশুপাল কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের নিন্দা।
৬। শ্রীবৎসরাজ ও চিন্তাদেবীর বনে গমন।
৭। অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ।
৮। চন্দ্রহংস রাজসমীপে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন।

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। পরশুরাম অবতার।
২। পিতার নিকট দেবযানীর অনুযোগ ও যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ।
৩। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কর্তৃক খান্ডববন দাহন।
৪। দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্র দান।
৫। পান্ডবদের বিপদভঞ্জন করিতে শ্রীকৃষ্ণের কাম্যকবনে আগমন।
৬। ভীম কর্তৃক কীচক বধ ও কৃষ্ণার আনন্দ।
৭। শিবিরদ্বারে অশ্বত্থামার আগমন ও শিবের সহিত যুদ্ধ।

একবর্ণ চিত্র

সূচীপত্র

আদিপর্ব

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সভাপর্ব্ব

বনপর্ব্ব

সূচীপত্র

বিরাটপর্ব্ব

সূচীপত্র

উদ্যোগপর্ব্ব

ভীষ্মপর্ব্ব

দ্রোণপর্ব্ব

কর্ণপর্ব্ব

শল্যপর্ব্ব

গদাপর্ব্ব

সৌপ্তিকপর্ব্ব

ঐষীকপর্ব্ব

স্ত্রীপর্ব্ব

শান্তিপর্ব্ব

অশ্বমেধপর্ব্ব

আশ্রমিকপর্ব্ব

মুষলপর্ব্ব

স্বর্গারোহণপর্ব্ব

পরিশিষ্ট

কাশীদাসী মহাভারত

গ্রন্থ-সূচনা

সর্ব্বশাস্ত্র-বীজ হরিনাম দু-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি, তাহা বেদে অগোচর॥
প্রণমহ পুস্তক ভারত-নামধর।
যার নাম লৈলে নিষ্পাপ হয় নর॥
পরাশর-সুত-মুখে হইল সম্ভব।
অমল কমল দিব্য ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ॥
গীতা-অর্থ কৈল তাহে সুগন্ধি নির্ম্মাণ।
কেশব চরিত তাহে বিবিধ আখ্যান॥
তরিতে সন্তক্তি সেই প্রচণ্ড-তপনে।
ভারত-পঙ্কজ ফুটে যার দরশনে॥
সুজন সুবুদ্ধি লোক হইয়া ভ্রমর।
ভারত-পঙ্কজ-মধু পিয়ে নিরন্তর॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকাশ।
করিল কলুষ যত হয় ত বিনাশ॥

ষষ্টি লক্ষ শ্লোকে ব্যাস ভারত রচিল।
ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে দিল॥
সুরলোকে পড়িল নারদ তপোধন।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ করেন শ্রবণ॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পরম যতনে।
অসিত-দেবল-মুখে পিতৃলোকে শুনে॥
শুকদেব-মুখে শুনে গন্ধর্ব্বাদি যক্ষ।
মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ॥
লক্ষ শ্লোক প্রচারিল হেথা মর্ত্ত্যপুরে।
সংসার-নরক হৈতে উদ্ধারিতে নরে॥
শ্রীবৈশম্পায়ন কহে, জন্মেজয় শুনে।
পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র একভিতে কৈল।
ভারত সহিত মুনি তৌলেতে তুলিল॥

ভারেতে অধিক, তেঁই হইল ভারত।
বিবিধ পুরাণ-গ্রন্থ যাহার সম্মত ॥
স্থরাস্থর নাগলোক এ তিন ভুবনে।
সংসারের মধ্যে যত হৈল পুণ্যজনে ॥
সবার চরিত্র এই ভারত-ভিতর।
যাহার শ্রবণে হয় পাপহীন নর ॥

সর্ব্বশাস্ত্র-মধ্যে হয় প্রধান গণন।
দেবগণ-মধ্যে যথা দেবনারায়ণ ॥
নদনদীগণ যেন প্রবেশে সাগর।
সকল পুরাণ-কথা ভারত-ভিতর ॥
অনেক কঠোর তপে ব্যাস-মহামুনি।
রচিল বিচিত্র গ্রন্থ ভারত-কাহিনী ॥

শ্লোকচ্ছন্দে গ্রন্থ তবে রচিলেন ব্যাস।
গীতচ্ছন্দে কহে তাহা কবি কাশীদাস ॥

আদিপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● সৌতির প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের ভৃগুবংশ বিবরণ-জিজ্ঞাসা

শৌনকাদি মুনিগণ নৈমিষ-কাননে ।
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করেন যতনে ॥
লোমহর্ষণের পুত্র সৌতি-নামধর ।
ব্যাস-উপদেশে সর্ব্ব-শাস্ত্রেতে তৎপর ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল নৈমিষ-কাননে ।
শৌনকাদি মুনি যজ্ঞ করে যেইস্থানে ॥
মুনিগণে প্রণমিল সূতের নন্দন ।
আশীর্ব্বাদ করি সবে দিলেন আসন ॥
সৌতিকে দেখিয়া হর্ষে কহে মুনিগণ ।
কোথা হৈতে হৈল সৌতি তব আগমন ॥
কোথায় বা এতকাল করিলা যাপন ।
সবিস্তারে কহ সবে করিব শ্রবণ ॥
মুনিগণ-প্রশ্ন শুনি সূতের কুমার ।
সবিনয়ে করযোড়ে কহেন বিস্তার ॥
জন্মেজয়-পুত্র ছিল পরীক্ষিৎ নামে ।
সর্প নাশিবার যজ্ঞ করে ধরাধামে ॥
সেই যজ্ঞে মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীবৈশম্পায়ন ।
ব্যাস-বিরচিত কথা করান শ্রবণ ॥
বিস্তারে শ্রবণ করি ভারত-আখ্যান ।
যাহার শ্রবণে নর পায় দিব্যজ্ঞান ॥
নানাতীর্থ পর্য্যটন করি অবশেষে ।
উপনীত হইয়াছি তোমা সবা পাশে ॥
সূর্য্যাগ্নির সমতেজাঃ তোমা সর্ব্বজনে ।
ব্রহ্মারূপে অবতীর্ণ নৈমিষ-কাননে ॥
ধর্ম্ম-ইতিহাস কিংবা পুরাণ-কাহিনী ।
শ্রবণে মানস কিবা কহ মহামুনি ॥

আদেশ করহ আমি করিব কীর্ত্তন।
যাহার শ্রবণে সর্ব্বপাপ-বিমোচন॥
সৌতির বচন শুনি কন মহামুনি।
তব তাত সূত ছিল সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞানী॥
নানাচিত্র বিচিত্র কথন পুরাতন।
সূতমুখে বহুশাস্ত্র ক'রেছি শ্রবণ॥
তাঁর পুত্র তুমি হে জিজ্ঞাসি সে-কারণ।
কি জানহ, কহ তুমি করিব শ্রবণ॥
ভৃগুবংশ সমুৎপন্ন হৈল কিবা মতে।
বিস্তারিয়া কহ তাহা সবার অগ্রেতে॥
সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা ব্যাসের রচন॥
ব্রহ্মার নন্দন হৈল ভৃগু মহামুনি।
পুলোমা নামেতে কন্যা তাঁহার গৃহিণী॥
গর্ভবতী পুলোমায় রাখি নিজ ঘরে।
ভৃগু মহামুনি গেল স্নান করিবারে॥
হেনকালে আসে তথা দৈত্য একজন।
ভৃগুপত্নী হরিবারে করিল মনন॥
কামেতে পীড়িত চিত্ত নাহি কিছু ভয়।
কন্যা দিল ফলমূল, কিছু নাহি লয়॥
বলেতে ধরিব বলি বিচারিল মনে।
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দীপ্ত হুতাশনে॥
অগ্নিপানে চাহি বলে দানব দুরন্ত।
কহ বৈশ্বানর, তুমি জান আদি অন্ত॥
ইহার জনক পূর্ব্বে বরিলেক মোরে।
না দিয়া বিবাহ মোরে দিলেক ভৃগুরে॥
ধর্ম্মভ্রষ্ট ভৃগু নাহি করিল বিচার।
বিভা করি আনে কন্যা বরণ আমার॥
মিথ্যা না কহিও তুমি কহ সত্যবাণী।
ন্যায়েতে এ কন্যা হয় কাহার গৃহিণী॥
দানবের বাক্য শুনি অগ্নি হৈল ভীত।
কেমনে কহিবে মিথ্যা হইল চিন্তিত॥
সত্য কৈলে কন্যা ল'য়ে যাইবে দানব।
ভাবিয়া তাহার প্রতি বলে জলোদ্ভব॥
জানি আমি পূর্ব্বে তুমি পুলোমা কন্যায়।
বরণ করেছ, তাহা মিথ্যা কভু নয়॥
কিন্তু বিধিমতে তব বিভা না হইল।
তেঁই এ কন্যার পিতা ভৃগুরে অর্পিল॥
বেদমন্ত্র পাঠ করি আমার গোচর।
বিবাহ করিল কন্যা ভৃগু মুনিবর॥
তথাপি ন্যায়েতে কন্যা তোমার ঘরণী।
কহিলাম সত্য কথা যাহা আমি জানি॥
অগ্নির বচন শুনি দানব দুর্ব্বার।
নিমেষে ধরিল এক বরাহ আকার॥
বলে ধরি কন্যা ল'য়ে চলিল তখন।
ভয়েতে বিকলা কন্যা করয়ে রোদন॥
গর্ভেতে আছিল পুত্র ভৃগুর ঔরসে।
রাক্ষসের অত্যাচারে তবে মহারোষে॥
দ্বিতীয় সূর্য্যের প্রায় হইল বাহির।
বিখ্যাত চ্যবন নামে সেই মহাবীর॥
দৃষ্টিমাত্রে ভৃগুপুত্র রাক্ষস দুর্জ্জনে।
সেই দণ্ডে ভস্মীভূত কৈল তপোধনে॥
ভৃগুর ঘরণী কোলে করি নিজ সুতে।
চলিল আশ্রমে তবে কাঁদিতে কাঁদিতে॥
হেনকালে আইল তথায় পদ্মযোনি।
ক্রন্দন-নিবৃত্তি কৈল বলি প্রিয়বাণী॥
ক্রন্দনে বহিল অশ্রুজল পুলোমার।
তাহাতে জন্মিল নদী আশ্চর্য্য ব্যাপার॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত হইলেন বিধি।
নাম তার রাখিলেন 'বধূসরা' নদী॥
বধূকে রাখিয়া গৃহে গেল প্রজাপতি।
পুত্র কোলে বসি ছিল অতি দুঃখমতী॥
হেনকালে স্নান করি আসে ভৃগু তথা।
জিজ্ঞাসিল কেন তোর চিত্ত বিকলতা॥
স্বামীরে দেখিয়া কন্যা করিয়া রোদন।
কহিলেক যতেক দানব-বিবরণ॥
তোমার তনয় এই কৈল প্রতিকার।
দানবে মারিয়া মোরে করিল উদ্ধার॥

এত শুনি পুনঃ ভৃগু হেতু জিজ্ঞাসিল।
কি কারণে দৈত্য আসি তোমারে ধরিল॥
কন্যা বলে, আচম্বিতে আসি দুষ্টমতি।
আমারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল অগ্নিপ্রতি॥
বৈশ্বানর-বাক্যে মোরে হরিল দুর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ভৃগু ক্রোধে অচেতন॥
আজি হতে সর্ব্বভক্ষ্য হও হুতাশন।
বলিয়া শাপিল তেজে তবে তপোধন॥
ত্রাসিত অনল শুনি ভৃগুর বচন।
সকাতরে দ্বিজবরে করে নিবেদন॥
কোন্ দোষে ভৃগুমুনি শাপ দিলা মোরে।
বলিলাম যাহা জানি তাহা দানবেরে॥
জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা বলে যেই জন।
ইহকালে কুৎসা, অন্তে নরকে গমন॥
উভয় সপ্তম কুল নরকে প্রবেশে।
জানিয়া আমারে শাপ দিলা বিনা দোষে॥
মোর মুখে দিলা তৃপ্তি দেব-পিতৃগণ।
অনুচিত শাপ মোরে দিলা কি কারণ॥
এত বলি বৈশ্বানর দেবগণে লৈয়া।
ব্রহ্মারে সকল কথা নিবেদিল গিয়া॥
ব্রহ্মা বলে, অগ্নি, দুঃখ না ভাব মানসে।
সকল হইবে শুদ্ধ তোমার পরশে॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া।
পুনরপি জগতেতে ব্যাপিল আসিয়া॥
ভারত-পঙ্কজ কবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

● রুরুর সর্প-হিংসা

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
এইরূপে ভৃগু-পুত্র হইল চ্যবন॥
প্রমতি নামেতে হৈল চ্যবন-তনয়।
তাহার তনয় হৈল রুরু মহাশয়॥
প্রমদ্বরা ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
যাহার জননী হন মেনকা অপ্সরী॥
কতকালে মৈল কন্যা সর্পের দংশনে।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুগণে॥
ভার্য্যার মরণ-শোকে প্রমতি-নন্দন।
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন॥
মুনির ক্রন্দন শুনি যত দেবগণ।
দেবদূত পাঠাইল প্রবোধ-কারণ॥
দেবদূত বলে, রুরু, কান্দ কি কারণে।
মরিল তোমার ভার্য্যা আয়ুর বিহনে॥
ইহার উপায় আর নাহিক ত্রিলোকে।
আছয়ে উপায় এক কহিব তোমাকে॥
আপন অর্দ্ধেক আয়ু যদি দেহ তারে।
তবে পাবে নিজ ভার্য্যা কহিনু তোমারে॥
অর্দ্ধ আয়ু দিব, রুরু কৈল অঙ্গীকার।
জীউক সে ভার্য্যা মোর, কর প্রতিকার॥
এত শুনি দেবদূত রুরুকে লইয়া।
যমের ভবনে গেল বিমানে চড়িয়া॥
যমেরে কহিল দূত সব বিবরণ।
অর্দ্ধ আয়ু স্ত্রীকে দিল প্রমতি-নন্দন॥
ধর্ম্মরাজ বলে, পাবে তোমার গৃহিণী।
যাও যাও নিজালয়ে, যাও দ্বিজমণি॥
ধর্ম্মবলে প্রমদ্বরা জীবন পাইল।
দেখিয়া প্রমতি-পুত্র সানন্দ হইল॥
প্রতিজ্ঞা করিল রুরু ক্রোধে ততক্ষণে।
মারিব ভুজঙ্গ যত দেখিব নয়নে॥
হাতে দণ্ড ভ্রমে রুরু সর্প-অন্বেষণে।
মারিল অনেক সর্প, না যায় গণনে॥
একদিন ভ্রমে মুনি অরণ্য-ভিতর।
দেখেন ডুণ্ডুভ সর্প অতি ভয়ঙ্কর॥
সর্প দেখি দণ্ড লয়ে যায় মারিবারে।
দেখিয়া ডুণ্ডুভ ডাকি বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
কি দোষ করিনু আমি তোমার সদনে।
অহিংসক জনে মার কিসের কারণে॥

রুরু বলে, দোষ-গুণ না করি বিচার।
সর্প পেলে সংহারিব প্রতিজ্ঞা আমার॥
ডুণ্ডুভ বলেন, আমি নামমাত্র সাপ।
অহিংসক-হিংসনে জন্ময়ে মহাপাপ॥
এতেক শুনিয়া রুরু ভাবিয়া তখন।
জিজ্ঞাসিল, কহ তুমি কোন্ মহাজন॥
সর্প বলে, ছিনু আমি মুনির কুমার।
খগম-নামেতে সখা ছিলেন আমার॥
তালপত্রে সর্প এক করিয়া রচন।
সখারে দিলাম আমি রহস্য-কারণ॥
সর্প দেখি মোহ গেল মুনির তনয়।
ক্রোধ করি শাপ মোরে দিল মহাশয়॥
হীনবীর্য্য সর্প হৈয়া থাকহ কাননে।
পুনরপি বলে মোরে করুণা-বচনে॥
অচিরে হইবে মুক্ত, শুন প্রাণসখা।
রুরুর সহিত তব যবে হবে দেখা॥
প্রমতির পুত্র তুমি, ভৃগুবংশে জন্ম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেন কর ক্ষত্র-কর্ম্ম॥
ব্রাহ্মণের কর্ম্ম নহে লোকের হিংসন।
স্বল্প দোষে দেখ মোর দুর্গতি-লক্ষণ॥
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করহ পালন।
ভয়ার্ত্ত জনেরে রক্ষ করিয়া যতন॥
পূর্ব্বে রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ কৈল।
দয়ায় সর্পের কুল ব্রাহ্মণে রাখিল॥
আস্তিক নামেতে দ্বিজ জরৎকারু-সুত।
যাহার চরিত্র-কথা শুনিতে অদ্ভুত॥
রুরু বলে, কহ শুনি আস্তিক-আখ্যান।
কিমতে নাগের কুল কৈল পরিত্রাণ॥
কি-কারণে সর্পযজ্ঞ কৈল জন্মেজয়।
কহ শুনি মুনিবর খণ্ডুক বিস্ময়॥
মুনি কহে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
শুনিবারে চিত্ত যদি আছয়ে তোমার॥
মুনিগণে জিজ্ঞাসিলে কহিবে সকল।
আজ্ঞা দেহ, যাব আমি আপনার স্থল॥
এত বলি দিব্য-মূর্ত্তি হৈল সেইখানে।
অন্তর্দ্ধান হৈয়া মুনি গেল নিজস্থানে॥
বিস্ময় জন্মিল, রুরু মনোদুঃখ-তাপে।
আপনার গৃহে আসি জিজ্ঞাসিল বাপে॥
প্রমতি বলেন, আমি সব তাহা জানি।
আস্তিকের উপাখ্যান অদ্ভুত কাহিনী॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শ্রবণের সুখ ইহা বিনা নাহি আর॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে॥

● জরৎকারুর বিবরণ

জিজ্ঞাসিল রুরু তবে জনকের স্থানে।
সর্পযজ্ঞ জন্মেজয় কৈল কি-কারণে॥
প্রমতি বলেন, বৎস, কর অবধান।
মহাশ্চর্য্য সর্প-যজ্ঞ অপূর্ব্ব আখ্যান॥
জটাচার্ব্ব-বংশে জন্ম জরৎকারু মুনি।
যোগেতে পরম যোগী ত্রিজগতে জানি॥
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিয়া গেল দেশ-দেশান্তরে।
উলঙ্গ উন্মত্তবেশ সদা অনাহারে॥
একদা অরণ্য-মধ্যে ভ্রমে তপোধন।
একগোটা গর্ত্ত দেখে অদ্ভুত কথন॥
তস্য মধ্যে দেখয়ে মনুষ্য কতজন।
এক উলামূল ধরি আছে সর্ব্বজন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া জিজ্ঞাসিল মুনিবর।
কি-কারণে এত দুঃখ তোমা সবাকার॥
যে উলার মূল ধরি আছ সর্ব্বজনে।
মূষিক খুঁড়িছে মূল না দেখ নয়নে॥
একগোটা মূলমাত্র দৃঢ় আছে তৃণে।
এখনি ছিঁড়িবে উহা ইন্দুর-দংশনে॥
তবে ত পড়িবে সবে গর্ত্তের ভিতর।
এত শুনি পিতৃগণ করিল উত্তর॥

জটাচার্ব্ববংশে আমা সবার উৎপত্তি।
নির্ব্বংশ হইনু সেই হৈল হেন গতি॥
ঋষি বলে, বংশে কেহ নাহি কি তোমার।
বংশেতে জন্মিয়া করে সবার উদ্ধার॥
পিতৃগণ বলে, মাত্র আছে একজন।
মূর্খ দুরাচার সেই বংশ অভাজন॥
না করিল কুলধর্ম্ম বংশের রক্ষণ।
জরৎকারু নাম তার, শুন মহাজন॥
এত শুনি জরৎকারু বিস্ময় হইয়া।
আমি জরৎকারু বলি কহিল ডাকিয়া॥
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কর পিতৃগণ।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা করিব পালন॥
পিতৃগণ বলে, কর বনিতা গ্রহণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি, তপস্যা-তৎপর।
পুত্রবন্তে যেই ধর্ম্ম তোমাতে গোচর॥
মহাপুণ্য করি লোক না যায় যথায়।
পুত্রবন্ত লোক সব তথাকারে ধায়॥
তে’ কারণে বিবাহ করহ মুনিবর।
পুত্র জন্মাইয়া আমা সবা রক্ষা কর॥
পিতৃগণ-বাক্য শুনি বলে জরৎকার।
যত্নে না করিব বিভা মম অঙ্গীকার॥
মোর নামে কন্যা যদি যাচি কেহ দেয়।
তবে সে করিব বিভা, কহিনু নিশ্চয়॥
তাহার গর্ভেতে যেই জন্মিবে কুমার।
তোমা সবাকার সেই করিবে উদ্ধার॥
শুনি অন্তর্দ্ধান হৈল যত পিতৃগণ।
শূন্যেতে ডাকিয়া তবে বলিল বচন॥
বিভা করি জরৎকারু জন্মাও সন্ততি।
সন্তান জন্মিলে হবে বংশের সদ্গতি॥
যেই উলামূল সবে ছিলাম ধরিয়া।
তুমি আছ তেঁই মুল আছে ত লাগিয়া॥
মূষিকে খুঁড়িতে ছিল মূষিক সে নয়।
মূষারূপে আপনি সে ধর্ম্ম মহাশয়॥

তাহা শুনি জরৎকারু করিল গমন।
বহুদেশ-দেশান্তর করয়ে ভ্রমণ॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা শুনি চিন্তে অনুক্ষণে।
যাচি কন্যা দিবে কেহ নাহি কি ভুবনে॥
মহাবনে প্রবেশিল মুনি জরৎকার।
কন্যা কার আছে, দেহ বলে তিনবার॥
আছিল তথায় বাসুকির অনুচর।
মুনির সন্দেশ কহে বাসুকি-গোচর॥
এত শুনি বাসুকির আনন্দ অপার।
ভগিনী সহিত গেল যথা জরৎকার॥
মুনিবরে ফণিবর করে নিবেদন।
আমার ভগিনী মুনি, করহ গ্রহণ॥
মুনি বলে, এই কন্যা কোন্ নাম ধরে।
সত্য করি কহ মিথ্যা না ভাণ্ডিহ মোরে॥
মোর নামে হয় যদি ভগিনী তোমার।
বিবাহ করিব তবে কৈনু অঙ্গীকার॥
বাসুকি কহিল, নাম ধরে জরৎকারী।
তোমার লাগিয়া জন্ম ল’য়েছে সুন্দরী॥
যত্নে রাখিয়াছি আমি তোমার কারণে।
তোমারি আজ্ঞায় আনিলাম এতদিনে॥
এত বলি কন্যা দিয়া গেল ফণিবর।
শুনি নাগলোকে হৈল আনন্দ বিস্তর॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে কর পান, যাবে ভবক্ষুধা॥
বহু চিত্রকথা যত কাশী-বিরচিত।
অমর-কিন্নর-নর-নাগের চরিত॥
বিবিধ বিপদ খণ্ডে যাহার শ্রবণে।
আত্মশুদ্ধি বংশবৃদ্ধি পাপ-বিমোচনে॥
স্ববাঞ্ছিত ফল হয় ইথে নাহি আন।
হরিপদে মতি হয়, জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
এই কথা শ্রবণে সকল পাপ নাশে।
গীতচ্ছন্দে বিরচিল তাহা কাশীদাসে॥

নাগগণের উৎপত্তি ও অরুণের জন্ম

মুনিগণ বলে, কহ ইহার কারণ।
ভগিনীকে দিল নাগ কোন্ প্রয়োজন॥
মুনিহেতু কি কারণে কন্যার উদ্ভব।
মোদের নিকটে কহ বিস্তারিয়া সব॥
সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী যাহার কারণ॥
দক্ষের দুহিতা কদ্রু, বিনতা সুন্দরী।
স্বামী কশ্যপেরে তোষে বহু সেবা করি॥
তুষ্ট হ'য়ে বলে মুনি, মাগ দোঁহে বর।
ইহা শুনি কদ্রু বলে যুড়ি দুই কর॥
সহস্রেক নাগ হবে আমার তনয়।
এই মোর বাঞ্ছা, আজ্ঞা কর মহাশয়॥
বিনতা মাগিল বর কশ্যপের পায়।
দুই গোটা পুত্র মোরে দেহ মহাশয়॥
কদ্রুপুত্র হৈতে বলী হইবে নন্দন।
হাসিয়া কশ্যপ বর দিলা ততক্ষণ॥
মুনি বরে দুইজনে হৈল গর্ভবতী।
দোঁহে আশ্বাসিয়া বনে গেল মহামতি॥
কতদিনে দুইজনে প্রসব হইল।
কদ্রুদেবী সহস্রেক ডিম্ব প্রসবিল॥
দুই ডিম্ব প্রসবিল বিনতা সুন্দরী।
রাখিল সকল ডিম্ব স্বর্ণপাত্রে ভরি॥
পঞ্চশত বৎসরে জন্মিল নাগগণ।
মুনি-বরে পায় কদ্রু সহস্র নন্দন॥
বিনতা দেখিয়া তাপ হৃদয়ে ভাবিল।
এককালে দুইজনে ডিম্ব প্রসবিল॥
সহস্র পুত্রের কদ্রু জননী হইল।
কি-হেতু না জানি মোর পুত্র না জন্মিল॥
এত ভাবি এক ডিম্ব বিনতা ভাঙ্গিল।
তাহাতে লোহিতবর্ণ পুত্র যে জন্মিল॥
অর্দ্ধাঙ্গ বিহীন হৈল পক্ষীর আকার।
ক্রোধ করি জননীকে বলিল কুমার॥
পরপুত্র দেখি হিংসা জন্মিল হৃদয়ে।
অকালে ভাঙ্গিয়া ডিম্ব পূর্ণ নাহি হয়ে॥
অঙ্গহীন করি মোরে জন্মাইলা তুমি।
তে' কারণে জননী শাপিব তোরে আমি॥
যে ভগিনী-পুত্র দেখি হিংসা কর মনে।
তাহার হইয়া দাসী সেব চিরদিনে॥
এই ডিম্বে আছে যেই পুরুষ-রতন।
তাহা হৈতে হবে তব শাপ-বিমোচন॥
মহাবীর্য্যবন্ত বীর এই ডিম্বে আছে।
অকালে আমার প্রায় ভাঙ্গি ফেল পাছে॥
আপনি হইবে ভগ্ন সহস্র বৎসরে।
এত বলি প্রবোধিল স্বীয় জননীরে॥
হেনমতে কতদিন দৈবের ঘটনে।
কদ্রু আর বিনতা আছয়ে একস্থানে॥
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ববর পরম সুন্দর।
সূর্য্যের কিরণ নিন্দি তার কলেবর॥
নানা রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষণ।
মহাবীর্য্যবন্ত অশ্ব পবন-গমন॥
সমুদ্র-মন্থনে সেই অশ্বের উৎপত্তি।
এত শুনি মুনি জিজ্ঞাসিল সৌতিপ্রতি॥
সমুদ্র-মন্থন হৈল কিসের কারণ।
কহ শুনি বিস্তারিয়া সূতের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সমুদ্র-মন্থন

সূত বলে, অবধান কর মুনিগণ।
যেহেতু হইল পূর্ব্বে সমুদ্র-মন্থন॥
ব্রহ্মারে কহিল পূর্ব্বে দেব গদাধর।
দেবাসুরগণে লৈয়া মথহ সাগর॥
সুধার উৎপত্তি হবে সাগর-মন্থনে।
দেবগণ অমর হইবে সুধাপানে॥

নারদ বলেন, আমি ছিনু সুরপুরে।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে ॥

পৃষ্ঠা—১১
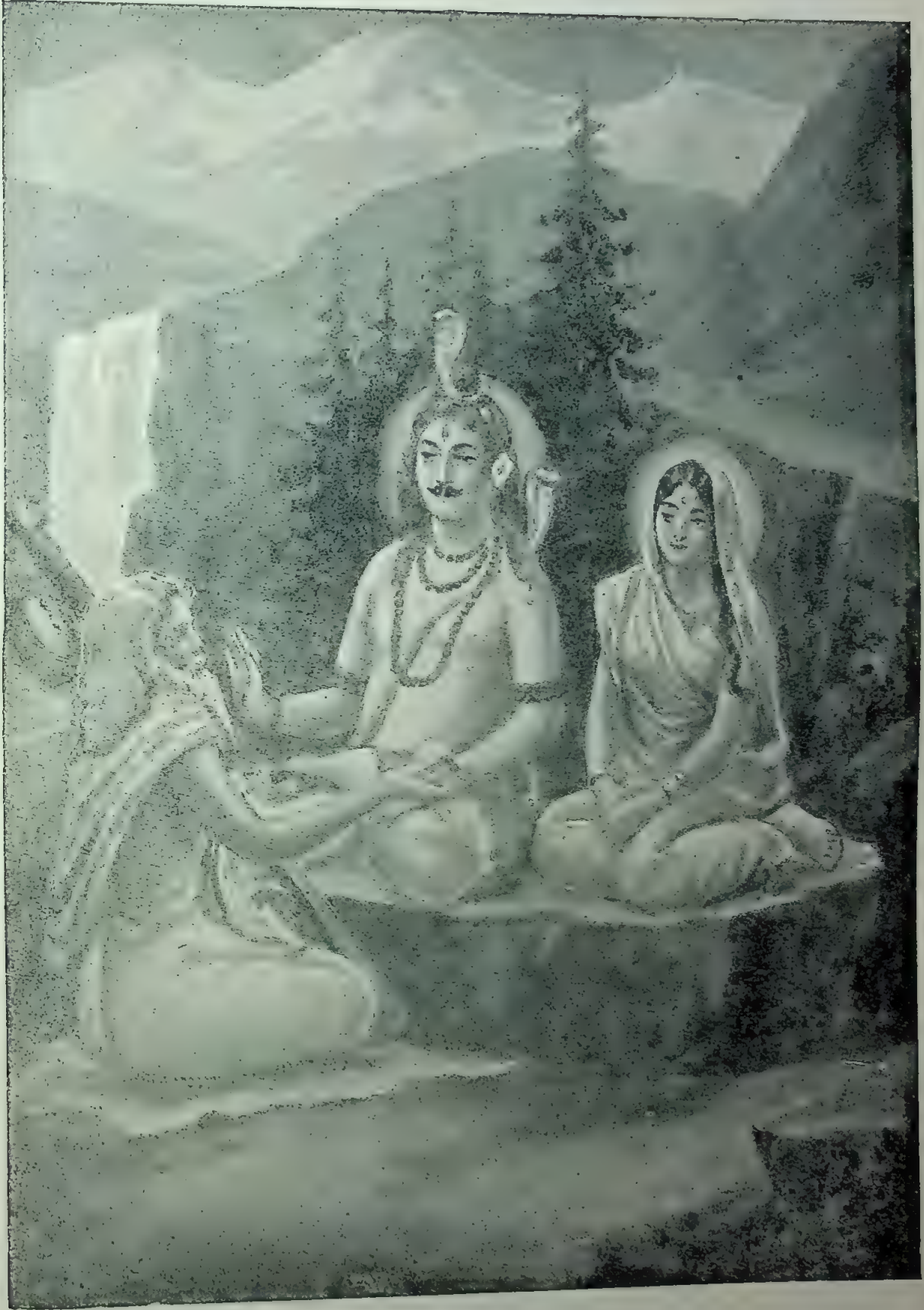
যত মহৌষধি আছে পৃথিবী-ভিতরে।
মন্দর লইয়া মথ ফেলিয়া সাগরে॥
বিষ্ণুর পাইয়া আজ্ঞা যত দেবগণ।
মন্দর পর্ব্বত যথা করিল গমন॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
ঊর্দ্ধে উচ্চ একাদশ সহস্র যোজন॥
উপাড়িতে বহু শক্তি কৈলা দেবগণে।
না পারিয়া নিবেদিল বিষ্ণুর সদনে॥
বিষ্ণুর আজ্ঞাতে সে অনন্ত মহীধর।
উপাড়িয়া ভুজবলে আনিল মন্দর॥
দেবগণ সহ গেল সমুদ্রের তীরে।
বরুণে বলিল, তুমি ধরহ মন্দরে॥
বরুণ বলিল, গিরি বড়ই বিস্তার।
মোর শক্তি নাহিক ধরিতে মহাভার॥
মন্দর ধরিতে এক আছয়ে উপায়।
মোর জলে কূর্ম্ম আছে অতি মহাকায়॥
এত শুনি দেবগণ কূর্ম্মে আরাধিল।
মন্দর ধরিতে কূর্ম্ম অঙ্গীকার কৈল॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে গিরিবর করিয়া স্থাপন।
বাসুকি-নাগের দড়ি করিল যোজন॥
পুচ্ছেতে ধরিল দেব, মুখে দৈত্যগণ।
আরম্ভ করিল সিন্ধু করিতে মন্থন॥
গিরি-ঘরষণে নাগ ছাড়য়ে নিঃশ্বাস।
ধূম উপজিল তাহে, ব্যাপিল আকাশ॥
সেই ধূমে হৈল যত মেঘের জনম।
বৃষ্টি করি সুরগণে খণ্ডাইল শ্রম॥
ত্রিভুবনে হৈল কম্প সর্পের গর্জ্জনে।
অনেক মরিল দৈত্য বিষের জ্বলনে॥
মন্দরের আন্দোলে বরুণ কম্পমান।
জলের নিবাসী সব ত্যজিল পরাণ॥
পর্ব্বতের বৃক্ষ জ্বলে মূল-ঘরষণে।
পর্ব্বত নিবাসী পোড়ে তাহার আগুনে॥
দেখিয়া করিল দয়া দেব পুরন্দর।
আজ্ঞায় বরিষে মেঘ পর্ব্বত-উপর॥
নির্ব্বাপিত হৈল অগ্নি জল-বরিষণে।
ঔষধের বৃক্ষ পিষ্ট হইল ঘরষণে॥
তাহাতে যতেক রস সমুদ্রে পড়য়ে।
সেই রস-পরশনে জলচর জীয়ে॥
হেনমতে দেব-দৈত্য সমুদ্র মথিল।
অনেক হইল শ্রম অমৃত নহিল॥
ব্রহ্মারে কহিল তবে সব দেবগণ!
তোমার আজ্ঞায় হৈল সমুদ্র-মন্থন॥
অমৃত না হৈল, হৈল পরিশ্রম সার।
পুনঃ মথিবারে শক্তি নাহি সবাকার॥
এত শুনি ব্রহ্মা নিবেদিল নারায়ণে।
অশক্ত হইল সবে সমুদ্র-মন্থনে॥
তোমা-বিনা সিন্ধু মথে কাহার শকতি।
এত শুনি অঙ্গীকার করিলা শ্রীপতি॥
সকল দেবতা তেজ বিষ্ণুর পাইয়া।
পুনরপি সিন্ধু মথে মন্দর ধরিয়া॥
হেনমতে দেবাসুর মন্থন করিতে।
চন্দ্রের জনম তাহে হৈল আচম্বিতে॥
সুধাংশু ষোড়শ-কলা নাম ধরে সোম।
দুই লক্ষ যোজনেতে কৈল স্থিতি ব্যোম॥
দরশনে অখিল জনের হয় তৃপ্তি।
যোজন পঞ্চাশ কোটি ব্রহ্মাণ্ডেতে দীপ্তি॥
দেখি হরষিত হৈল সুরাসুর-নর।
পুনরপি মথে সিন্ধু ধরিয়া মন্দর॥
তবে ত উঠিল হস্তী নাম ঐরাবত।
শ্বেত অঙ্গ চতুর্দ্দন্ত আকার পর্ব্বত॥
মদিরা উঠিল, উঠে অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা।
পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ সুরপুরী-শোভা॥
অমৃতের কমণ্ডলু লৈয়া বাম কাঁখে।
ধন্বন্তরি উঠিলেন সুরাসুর দেখে॥
কৌস্তুভ রতন উঠে, দেখে দেবগণ।
আনন্দেতে পুনঃ সিন্ধু করয়ে মথন॥
মন্দরের আন্দোল ক্ষীরোদ-সিন্ধুমাঝ।
না পারিল সহিতে বরুণ মহারাজ॥

পাত্রমিত্রগণ ল'য়ে করিল বিচার।
কিমতে মথন হবে, কহ ত বিস্তার॥
মিত্র বলে, উপায় শুনহ মোর বাণী।
শরণ লইতে চল দেব-চক্রপাণি॥
জনমিল যেই কন্যা কমল-কাননে।
তাঁহা দিয়া পূজা কর দেব-নারায়ণে॥
পূর্ব্বে নাম ছিল তাঁর লক্ষ্মী হরিপ্রিয়া।
মুনি-শাপভ্রষ্ট হৈয়া জন্মিল আসিয়া॥
তাঁহার কারণে সিন্ধু হইল মথন।
নিবারণ হবে লক্ষ্মী পেলে নারায়ণ॥
শুনি তবে জলরাজ বিলম্ব না কৈল।
দিব্য-রত্নগণে চতুর্দ্দোল বানাইল॥
আপনি লইল স্কন্ধে পুত্রের সহিতে।
নারীগণ চামর ঢুলায় চারি-ভিতে॥
সহস্রফণায় ছত্র শিরে ধরে শেষ।
বাহির হইলা সিন্ধু হইতে জলেশ॥
রূপেতে করিল আলো এ তিন-ভুবন।
মলিন হইল সূর্য্য আদি জ্যোতির্গণ॥
কমল জিনিয়া অঙ্গ অতি কোমলতা।
কমল-বদন, চক্ষু কমলের পাতা॥
দ্বিভুজা কমলদস্তা চড়ি চতুর্দ্দোলে।
কর-কমলেতে ধৃত যুগলকমলে॥
যুগল কমল-পদ কমল-আসন।
বিদ্যুৎ-বরণী নানা রতনে ভূষণ॥
স্থাবর জঙ্গম ক্ষিতি সমুদ্র আকাশ।
দরশনে সবাকার হইল উল্লাস॥
জীবাত্মা-বিহনে যেন হয় মৃত তনু।
তদ্বৎ ত্রৈলোক্য ছিল বিনা লক্ষ্মীজনু॥
দেবকন্যা নাগকন্যা মনুষ্য অপ্সরী।
হুলাহুলি শব্দেতে পূরিল তিন পুরী॥
দুন্দুভির শব্দে নৃত্য করে বরাঙ্গনা।
ত্রৈলোক্যেতে জয় জয় হইল ঘোষণা॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি যত অমরমণ্ডল।
করযোড়ে প্রণমি পড়িল ভূমিতল॥

চতুর্দ্দিকে স্তুতি করে দেব-ঋষিগণ।
উত্তরিলা সন্নিকটে দেব-নারায়ণ॥
প্রণমিয়া বরুণ পড়িল কত দূরে।
আজ্ঞামাত্র উঠি দাণ্ডাইল যোড়করে॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে মৃদু-মন্দ-ভাষে।
স্তুতি করে নারায়ণে অশেষ বিশেষে॥
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি স্থূল, তুমি সর্ব্বরূপী।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তুমি জগদ্ব্যাপী॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি সিন্ধু-ধরাধর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব-নাগ-নর॥
তোমার সৃজন দেব এ তিন ভুবন।
স্থানে স্থানে সকলেতে তোমা নিয়োজন॥
ইন্দ্রে স্বর্গ যমে দিলা সংযমনীপুর।
কুবেরে কৈলাস দিলা ধনের ঠাকুর॥
জলমধ্যে আমারে করিয়া দিলা স্থিতি।
তোমার আজ্ঞায় সেথা করি যে বসতি॥
কোন দোষে দোষী নহি তব রাঙ্গা পদে।
তবে কেন আমি এত পড়িনু প্রমাদে॥
দ্বিতীয় সুমেরু-সম মন্দর পর্ব্বত।
মোর পুর-মধ্যেতে মথিল অবিরত॥
যোজন পঞ্চাশকোটি যে পৃথ্বী-বিস্তার।
হেন ক্ষিতি তিলবৎ শিরে রহে যাঁর॥
অবিরত সেই স্থল মন্থে সেই শেষ।
সুরাসুর ত্রৈলোক্যতে ঘর্ষণ বিশেষ॥
জীব জন্তু নানাজাতি ছিল যত জন।
একটীও না রহিল লইয়া জীবন॥
ভাঙ্গিল আমার পুর হৈল লণ্ডভণ্ড।
না জানি কাহার দোষে মোর হৈল দণ্ড॥
এতকাল দিয়াছিলা সিন্ধু-জল-মাঝ।
কোথায় রহিব, আজ্ঞা দেহ দেবরাজ॥
ভক্তিভরে এই স্তব করিল বরুণ।
শুনিয়া করুণাময় হৈলা সকরুণ॥
আশ্বাসি বলেন হরি শুন জলেশ্বর।
না করিহ চিন্তা কিছু, না করিহ ডর॥

দুর্ব্বাসার শাপে লক্ষ্মী ছাড়ি নিজস্থল।
তিনপুর ত্যাগ করি পশে সিন্ধু-জল ॥
লক্ষ্মীহত হয়ে কষ্ট পায় সর্ব্বজন।
সমুদ্র মথিল সবে তাহার কারণ ॥
লক্ষ্মী যদি পাই তবে মথনে কি কাজ।
বিশেষে তোমার ক্লেশ হৈল জলরাজ ॥
এত বলি মথন করিল নিবারণ।
শুনি হৃষ্টমতি হৈল বরুণ তখন ॥
সর্ব্বরত্নসার যেই ত্রৈলোক্য-দুর্ল্লভ।
গোবিন্দের গলে মণি দিলেন কৌস্তুভ ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-প্রভা জিনি যাহার কিরণ।
নারায়ণ বক্ষঃস্থলে হৈল সুশোভন ॥
লক্ষ্মী দিয়া প্রণমিয়া গেলেন জলেশ।
মথন নিবারি চলিলেন হৃষীকেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
একমনে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

● নারদ কর্ত্তৃক মহাদেবের নিকট সমুদ্রমন্থনের সংবাদ প্রদান

সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভুজঙ্গ কিন্নর।
সবে সিন্ধু মথিল না জানে মাত্র হর ॥
দেখিয়া নারদ মুনি হৃদয়ে চিন্তিত।
কৈলাসে হরের ঘরে হৈল উপনীত ॥
প্রণমিয়া শিব-দুর্গা দোঁহার চরণ।
আশীষ করিয়া দেবী দিলেন আসন ॥
নারদ বলেন, আমি ছিনু সুরপুরে।
শুনিনু মথিল সিন্ধু যত সুরাসুরে ॥
বিষ্ণু পান কমলা কৌস্তুভ মণি আদি।
ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত গজনিধি ॥
নানারত্ন পায় লোক, জল জলধর।
অমৃত অমরবৃন্দ কল্পতরুবর ॥
নানাধাতু মহৌষধি পায় নরলোক।
এই হেতু হৃদযে জন্মিল বড় শোক ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আছয়ে যত জনে।
সবে ভাগ পাইল কেবল তোমা বিনে ॥
সে-কারণে তত্ত্ব নিতে আইলাম হেথা।
সবার ঈশ্বর তুমি বিধাতার ধাতা ॥
তোমারে না দিয়া ভাগ সবে বাঁটি লৈল।
এই হেতু মোর অঙ্গে ধৈর্য্য নাই হৈল ॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
শুনি কিছু উত্তর না কৈল ত্রিলোচন ॥
তাহা দেখি ক্রোধে সকম্পিতা ত্রিলোচনা।
নারদেরে কহে তবে করিয়া ভর্ৎসনা ॥
কাহারে এতেক বাক্য বল মুনিবর।
বৃক্ষেরে বলিলে যথা না পায় উত্তর ॥
কণ্ঠেতে হাড়ের মালা বিভূষণ যার।
কৌস্তুভাদি মণিরত্নে কি কাজ তাহার ॥
কি কাজ চন্দনে যার বিভূষণ ধূলি।
অমৃতে কি কাজ যার ভক্ষ্য সিদ্ধিগুলি ॥
মাতঙ্গে কি কাজ যার বলদ-বাহন।
পারিজাতে কিবা কাজ ধুতুরাভরণ ॥
এ-সকল চিন্তি মোর অঙ্গ জরজর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব জান মুনিবর ॥
জানিয়া উহারে দক্ষ পূজা না করিল।
সেই অভিমানে তনু ত্যজিতে হইল ॥
দেবীবাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান্।
যে বলিলা হৈমবতী, কিছু নহে আন ॥
বাহন ভূষণে মোর কিবা প্রয়োজন।
আমি লই তাহা, যাহা ত্যজে অন্য জন ॥
ভক্তিতে করিয়া বশ মাগিলেন দাস।
অম্লান অম্বর পট্টাম্বর দিব্যবাস ॥
ঘৃণা করি ব্যাঘ্রচর্ম্ম কেহ না লইল।
তেঁই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল ॥
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরী।
বিভূতি না লয়, তেঁই বিভূষণ ধরি ॥
মণিরত্নহার নিল মুকুতা প্রবাল।
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল ॥

ধুতুরাকুসুম নাহি লয় কোন জন।
তেঁই অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ॥
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ।
কেহ নাহি লয় তেঁই আছয়ে বলদ॥
প্রথমেতে দক্ষ মোরে না জানি পূজিল।
অজ্ঞান তিমিরে দক্ষ মোহিত হইল॥
তেঁই মোরে না জানিয়া পূজা না করিল।
তার সমুচিত দণ্ড তখনি পাইল॥
পশুর সদৃশ হৈল ছাগলের মুণ্ড।
মূত্রপুরীষেতে পূর্ণ হৈল যজ্ঞকুণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র যম বরুণ তপন।
মোরে না পূজিয়া দেবী, আছে কোন্‌জন॥
দেবী বলে দারাপুত্রে গৃহী যেই জন।
তাহারে না হয় যুক্ত এ-সব কথন॥
বিভূতি-বৈভব-বিদ্যা সঞ্চয়ে যতনে।
সংসারে বিমুখ ইথে আছে কোন্ জনে॥
সংসারেতে যে জন বিমুখ এ সকলে।
কাপুরুষ বলিয়া তাহারে লোকে বলে॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-ইন্দ্রে তুমি যেমন পূজিত।
সাক্ষাতেই সে-সকল হইল বিদিত॥
রত্নাকর মথি সবে নিল রত্নধন।
কেহ না পুছিল তোমা করিয়া হেলন॥
পার্ব্বতীর হেন বাক্য শুনিয়া শঙ্কর।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে থরথর॥
কাশীরাম কহে, কাশীপতি ক্রোধমুখে।
বৃষভ সাজাতে আজ্ঞা করিল নন্দীকে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

● সমুদ্র-মন্থন-স্থানে মহাদেবের আগমন

পার্ব্বতীর কটুভাষ, শুনি ক্রোধে দিগ্‌বাস,
টানিয়া বান্ধিল বাঘবাস।
বাসুকিনাগের দড়ি, কাঁকালে বান্ধিল বেড়ি,
করে তুলি নিল মৃগপাশ॥
কপালেতে শশিকলা, গলে শোভে হাড়মালা,
করযুগে কঞ্চুক-কঙ্কণ।
ভানু বৃহদ্ভানু শশী, ত্রিবিধ প্রকারে ভূষি,
ক্রোধে যেন প্রলয়কিরণ॥
যেন গিরি হেমকূটে, আকাশে লহরী উঠে,
বেগে গঙ্গা মধ্যে জটাজূটে।
রতনমণির আভা, কোটিচন্দ্র মুখশোভা,
ফণি মণি বেড়া যে মুকুটে॥
গলে দিল হাড়সাপ, টঙ্কারি পিনাকচাপ,
ত্রিশূল খট্টাঙ্গ নিলা করে।
সাজিল শিবের সেনা, যক্ষ রক্ষ অগণনা,
প্রেত ভূত ভূচর খেচরে॥
আগে ধায় যত দানা, কান্ধেতে ত্রিশিরবাণা,
মুখরব মহাকোলাহলে।
ডম্বুরের ডিমি ডিমি, আকাশ পাতাল ভূমি,
কম্প হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে॥
বৃষভ সাজায়ে বেগে, আনি নন্দী দিল আগে,
নানা রত্নে করিয়া ভূষণ।
ক্রোধে কাঁপে ভূতনাথ, যেন কদলীর পাত,
অতি শীঘ্র কৈল আরোহণ॥
আগুদলে সেনাপতি, ময়ূরবাহনে গতি,
শক্তি করে করি ষড়ানন।
গণেশ চড়িয়া মূষ, করে ধরি পাশাঙ্কুশ,
দক্ষিণ ভাগেতে ক্রোধমন॥
বামে নন্দী মহাকাল, করে শূল শাল তাল,
পাছে ভৃঙ্গী ধায় তিন পাদে।
চলিলেন দেবরাজ, দেখিয়া শিবের সাজ,
তিন-লোক গণিল প্রমাদে॥
ক্ষণেকে ক্ষীরোদকূলে, উত্তরিলা দলবলে,
যথা সিন্ধু মথে সুরাসুর।
কহে কাশীদাস দেবে, দ্রুততর গতি সবে,
প্রণময়ে দেখিয়া ঠাকুর॥

পুনর্ব্বার সিন্ধু মন্থন ও মহাদেবের বিষপান

করযোড়ে দাঁড়াইল সব দেবগণে।
শিব বলে, মথ সিন্ধু রহাইলে কেনে॥
ইন্দ্র বলে, মন্থন হইল দেব শেষ।
নিবারিয়া আপনি গেলেন হৃষীকেশ॥
একে ক্রোধে আছিলেন দেব-মহেশ্বর।
দ্বিতীয়ে ইন্দ্রের বাক্যে কম্পে কলেবর॥
শিব বলে, এত গর্ব্ব তোমা সবাকার।
আমারে হেলন কর করি অহঙ্কার॥
রত্নাকর মথি রত্ন নিলা সবে বাঁটি।
কেহ চিত্তে না করিলা আছয়ে ধূর্জ্জটি॥
যা করিলা তাহা কিছু নাহি করি মনে।
আমি মথিবারে বলি করহ হেলনে॥
এতেক বলিল যদি দেব-মহেশ্বর।
ভয়েতে উত্তর কেহ না কৈল অমর॥
নিঃশব্দে রহিল যত দেবের সমাজ।
করযোড়ে বলয়ে কশ্যপ মুনিরাজ॥
অবধান কর দেব পার্ব্বতীর কান্ত।
কহিব ক্ষীরোদ-সিন্ধু-মথন-বৃত্তান্ত॥
পারিজাত মাল্য দুর্ব্বাসার গলে ছিল।
স্নেহে সেই মাল্য মুনি ইন্দ্রগলে দিল॥
গজরাজ আরোহণে ছিলা পুরন্দর।
সেই মাল্য দিল তার দন্তের উপর॥
সহজে মাতঙ্গ অনুক্ষণ মদে মত্ত।
পশুজাতি নাহি জানে মালা মুনিদত্ত॥
শুণ্ডে জড়াইয়া মালা ফেলিল ভূতলে।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিহেন জ্বলে॥
অহঙ্কারে ইন্দ্র মোরে অবজ্ঞা করিল।
মোর দত্ত পুষ্পরাজ ছিঁড়িয়া ফেলিল॥
সম্পদে হইয়া মত্ত তুচ্ছ কৈল মোরে।
দিল শাপ, হবে লক্ষ্মী হত পুরন্দরে॥
ব্রহ্মশাপে লোকমাতা প্রবেশিল জলে।
লক্ষ্মী-বিনা কষ্ট হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডলে॥
লোকের কারণে ব্রহ্মা কৃষ্ণে নিবেদিল।
সমুদ্র মথিতে আজ্ঞা নারায়ণ কৈল॥
এই হেতু ক্ষীরোদ মথিল পুরন্দর।
শেষ মথনের দড়ি মথিল মন্দর॥
অনেক উৎপাত হৈল বরুণের পুরে।
লক্ষ্মী দিয়া স্তব আসি কৈল গদাধরে॥
নিবারিয়া মথন গেলেন নারায়ণ।
পুনঃ তুমি আজ্ঞা কর মথন কারণ॥
বিষ্ণু বলে বড় বলী আছিল অমর।
এবে বিষ্ণু-বিনা আর ভ্রমে কলেবর॥
দ্বিতীয়ে মথন-দড়ি নাগরাজ শেষ।
সাক্ষাতে আপনি দেব, দেখ তার ক্লেশ॥
অঙ্গেতে যতেক হাড় সব হৈল চূর।
সহস্র-মুখেতে লাল বহিছে প্রচুর॥
বরুণের যত কষ্ট না যায় গণন।
আর আজ্ঞা নাহি কর করিতে মথন॥
শিব বলে, আমা-হেতু মথ একবার।
আগমন অকারণ না হৌক আমার॥
শিববাক্য কার শক্তি লঙ্ঘিবারে পারে।
পুনরপি মথন করিল সুরাসুরে॥
শ্রমেতে অশক্ত কলেবর সর্ব্বজনা।
ঘনশ্বাস বহে যেন আগুনের কণা॥
অত্যন্ত ঘর্ষণে তবে মন্দর পর্ব্বত।
সুতপ্ত হইল যেন মহা অগ্নিবৎ॥
ছিণ্ডি খণ্ড খণ্ড হৈল নাগের শরীর।
ক্ষীরোদ-সমুদ্রে সব বহিল রুধির॥
অত্যন্ত ঘর্ষণ নাগ সহিতে নারিল।
সহস্রমুখের পথে গরল বহিল॥
সিন্ধুর ঘর্ষণ-অগ্নি, সর্পের গরল।
দেবের নিঃশ্বাস অগ্নি, মন্দর অনল॥
চারি অগ্নি মিশ্রিত হইয়া এক হৈল।
সিন্ধু হৈতে আচম্বিতে বাহির হইল॥
প্রাতঃ হৈতে দিনকর তেজে যেন বাড়ে।
দাবানল তেজে যেন শুষ্ক বন পোড়ে॥

যুগান্তের কালে যেন সমুদ্রের জল।
মুহূর্ত্তেকে ব্যাপিলেক সমুদ্র সকল॥
দহিল সবার অঙ্গ বিষের জ্বলনে।
রহিতে না পারে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে॥
পলায় সহস্র-চক্ষু কুবের বরুণ।
অষ্টবসু, নবগ্রহ, অশ্বিনীনন্দন॥
অসুর রাক্ষস যক্ষ যত ছিল আর।
সকলের মনে লাগিল চমৎকার॥
পলাইয়া গেল যত ত্রৈলোক্যের জন।
বিষণ্ণবদনে তবে চাহে ত্রিলোচন॥
দূরে থাকি দেবগণ সবে করে স্তুতি।
রক্ষা কর ভুতনাথ অনাথের গতি॥
তোমা বিনা রক্ষাকর্ত্তা নাহি দেখি আন।
সংসার হইল নষ্ট তোমা-বিদ্যমান॥
রাখ রাখ বিশ্বনাথ, বিলম্ব না সয়।
ক্ষণেক রহিলে আর হইবে প্রলয়॥
দেবের বিষাদ দেখি কাকুতি-স্তবন।
বিষে দগ্ধ হয় সৃষ্টি দেখি ত্রিলোচন॥
বিশেষ চিন্তেন পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকার।
এবার মথনে সিন্ধু-রত্ন যে আমার॥
আপন অর্জ্জিত রত্নে সৃষ্টি করে নাশ।
হৃদয়ে চিন্তিয়া আশু হন কৃত্তিবাস॥
সমুদ্র জিনিয়া বিষ আকাশ পরশে।
আকর্ষণ করি হর নিলেন গণ্ডুষে॥
দূরে থাকি সুরাসুর দেখয়ে কৌতুকে।
করিলেন বিষপান একই চুমুকে॥
অঙ্গীকার-পালন স্বধর্ম্ম দেখাবারে।
কণ্ঠেতে রাখেন বিষ না লন উদরে॥
নীলবর্ণ-কণ্ঠ বিষ পানে বিশ্বনাথ।
নীলকণ্ঠ নাম তেঁই হইল বিখ্যাত॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া যত ত্রৈলোক্যের জন।
কৃতাঞ্জলি করি হরে করেন স্তবন॥
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধনের ঈশ্বর।
যম সূর্য্য বায়ু সোম তুমি বৈশ্বানর॥
তুমি শেষ বরুণ নক্ষত্র বসু রুদ্র।
তুমি স্বর্গ ক্ষিতি অধঃ পর্ব্বত সমুদ্র॥
যোগ জ্ঞান বেদ শাস্ত্র তুমি যজ্ঞ জপ।
তুমি ধ্যান ধারণা তুমি সে উগ্রতপ॥
অকালে করিলা তুমি এ মহাপ্রলয়।
কি করিব, আজ্ঞা এবে দেহ মৃত্যুঞ্জয়॥
এত শুনি আজ্ঞা দিল দেব মহেশ্বর।
রাখ নিয়া যথাস্থানে আছিল মন্দর॥
মথন-নিবৃত্তি কর নাহি আর কাজ।
অনেক পাইলে কষ্ট দেবের সমাজ॥
এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবগণ।
মন্দর লইতে সবে করিল যতন॥
অমর তেত্রিশ কোটি অসুর যতেক।
মন্দর তুলিতে যত্ন করিল অনেক॥
কার শক্তি নহিল তুলিতে গিরিবর।
তুলিয়া লইল গিরি শেষ বিষধর॥
যথাস্থানে মন্দর থুইল ল'য়ে শেষ।
নিবারিয়া সবে গেল যার যেই দেশ॥
কাশীরাম দাস কহে করিয়া মিনতি।
অনুক্ষণ নীলকণ্ঠ-পদে রহে মতি॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
করিলে শ্রবণে পান যায় ভব-ক্ষুধা॥

● অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের যুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপ ধারণ

মুনিগণ বলে, শুন সূতের নন্দন।
শুনিলাম যে-কথা সে অদ্ভুত কথন॥
অমর অসুর মিলি সমুদ্র মথিল।
দেব সব নিল যত রত্ন উপজিল॥
রত্নের বিভাগ কেন না পায় অসুর।
কহ শুনি সূতপুত্র কারণ মধুর॥
সৌতি বলে, দৈত্যগণ একত্র হইয়া।
দেবগণ হৈতে সুধা লইল কাড়িয়া॥

হুঙ্কারিয়া বলে সবে এ কি অবিচার।
আমাদের ভাগ্যে দেখি শ্রমমাত্র সার॥
সবাকার শ্রম হৈল ক্ষীরোদ-মথনে।
যা কিছু উঠিল সব নিল দেবগণে॥
ঐরাবত হস্তী নিল বাজী উচ্চৈঃশ্রবা।
লক্ষ্মী কৌস্তুভাদি মণি শতচন্দ্র-আভা॥
সকল লইল যেন শিশুগণে ভাণ্ডি।
অমরের ভাগ পাছে হয় সুধাহাণ্ডি॥
এত বলি কাড়িয়া লইল দৈত্যগণ।
দেব-দৈত্য কলহ হইল ততক্ষণ॥
মধ্যস্থ হইয়া হর কলহ ভাঙ্গিল।
দেব-দৈত্যগণ প্রতি ডাকিয়া বলিল॥
অকারণে দ্বন্দ্ব সবে কর কি-কারণ।
সবার অর্জ্জিত সুধা লহ সর্ব্বজন॥
শিবের বচনে দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হইল।
কে বাঁটিয়া দিবে সুধা সকলে কহিল॥
হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ।
ধীরে ধীরে উপনীত হৈল সেই দেশ॥
রূপেতে হইল আলো চতুর্দ্দশ পুর।
সুবর্ণে রচিত তাঁর চরণে নূপুর॥
কোকনদ জিনি পদ, মনোহর গতি।
যে-চরণে জন্মিলেন গঙ্গা-ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ।
লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু, চারু দুই হাত।
মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম জিনি পদ্ম অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কুচযুগ ভরা বুক দাড়িম্ব প্রমাণ॥
ভুজ সম ভুজঙ্গম মৃণাল জিনিয়া।
সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি।
নখবৃন্দ জিনি ইন্দুপ্রভা গুণশালী॥
কোটিকাম জিনি শ্যাম বদন-পঙ্কজ।
মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড়-অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক-চঞ্চুখানি।
নেত্রদ্বয় শোভা পায় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রূদ্বয়-ভঙ্গিমা।
গালে প্রাতঃ-দিননাথ দিতে নারে সীমা॥
পীতবাস করে হাস স্থির-সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘ কেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী লম্বমান।
আচম্বিতে উপনীত সবা বিদ্যমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামাগ্নি দহিল।
সুরাসুর তিনপুর ঢলিয়া পড়িল॥
সবে মূর্চ্ছাগত হৈল দেখিয়া মোহিনী।
কতক্ষণে চেতন পাইয়া শূলপাণি॥
মোহিনীর প্রতি তিনি একদৃষ্টে চান।
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান॥
কন্যা বলে, যোগী তোর কেমন প্রকৃতি।
ঘনাইয়া এস বুড়া, হ'য়ে ছন্নমতি॥
এত বলি নারায়ণ যান শীঘ্রগতি।
পাছে পাছে ধাইয়া চলেন পশুপতি॥
হর বলে, হরিণাক্ষি মুহূর্ত্তেক রহ।
দাঁড়াইয়া তুমি মোরে এক কথা কহ॥
কে তুমি, কোথায় থাক, কাহার নন্দিনী।
কি-হেতু আইলা তুমি কহ সত্যবাণী॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী।
তব পাদনখে নিন্দে সবাকার জ্যোতি॥
দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী শচী অরুন্ধতী।
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা রতি॥
নাগিনী মানুষী দেবী ত্রৈলোক্যবাসিনী।
সবে মোরে জানে, আমি সবাকারে জানি॥
ব্রহ্মাণ্ডে আছহ কভু না শুনি না দেখি।
কোথা হ'তে এলে সত্য কহ শশিমুখী॥
কন্যা বলে, বুড়া, তোর মুখে নাহি লাজ।
মোর পরিচয়ে তব আছে কোন্ কাজ॥
তৈল-বিনা দেহে ছাই, শিরে জটাভার।
তাম্বুল-বিহনে দন্ত স্ফটিক আকার॥

বসন না মিলে, পরিধান বাঘছড়ি।
দীঘল হাতের নখ, পাকা গোঁপ দাড়ি॥
অঙ্গের দুর্গন্ধে উঠে মুখেতে বমন।
না জানি আছয়ে কিনা বদনে দশন॥
মোর অঙ্গগন্ধে দেখ ব্রহ্মাণ্ড পূরিত।
অঙ্গের ছটাতে দেখ ত্রৈলোক্য দীপিত॥
কোন্ লাজে চাহ মোরে করিতে সম্ভাষ।
কেমন সাহসে তুমি এস মোর পাশ॥
কিবা রূপ রোম কূপ এরূপ যে হেরে।
পুণ্যবান্ সেই ধন্য লোক বলি তারে॥
সুর-নর-মনোহর মোহিনী মূরতি।
কাশীদাস-আশা বড় দেখি দিবারাতি॥

——

● মোহিনীর সহিত হরের মিলন

হর বলে, হরিণাক্ষি, কেন দেহ তাপ।
মোর সহ কভু তোর নাহিক আলাপ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে মহাপ্রাণী।
সবার ঈশ্বর আমি শুন বরাননি॥
ব্রহ্মার পঞ্চম শির নখেতে ছেদিল।
বহুকাল সেবি বিষ্ণু অভয় পাইল॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
সব লোকপাল করে মোর আরাধন॥
জ্ঞানযোগে মৃত্যু আমি করিলাম জয়।
আমার নয়নানলে কাম ভস্ম হয়॥
মহামায়া বল যারে ত্রৈলোক্যমোহিনী।
বিষ্ণু অংশ জাত গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥
দাসী হ'য়ে সেবে মোর চরণ-অম্বুজে।
মনোমত বর লভে মোরে যেই ভজে॥
ত্যজ মান মনোরমা করহ সম্ভাষ।
আমারে ভজিলে হবে সিদ্ধ অভিলাষ॥
কন্যা বলে, যোগী, তোরে জানিনু এক্ষণ।
তোরে ত মহেশ বলি বলে সর্ব্বজন॥
ব্যর্থ জপ-তপ তোর, ব্যর্থ যোগ-জ্ঞান।
ব্যর্থ তোর পঞ্চমুখে রামনাম-গান॥
ব্যর্থ জটা, ভস্ম মাখ, ব্যর্থ তুমি যোগী।
ভণ্ডতা করিয়া লোকে বলাহ বৈরাগী॥
কামিনী দেখিয়া এত হইলা বিহ্বল।
কামদগ্ধ বুড়া কোন্ লাজে বল বোল॥
হর বলে, মনোহরা, কর অবধান।
তব অঙ্গ দেখি মোর লোপ হৈল জ্ঞান॥
করিলাম এক কাম দহন নয়নে।
কোটি কাম জ্বলিতেছে তব চক্ষুকোণে॥
তপ জপ যোগ জ্ঞান জ্ঞানের বৈরাগ্য।
এ সকল কর্ম্মে যদি হয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য॥
এই বাঞ্ছা হয় তুমি করহ পরশ।
আলিঙ্গন দেহ তুমি হইয়া হরষ॥
যতেক করিনু তপ জপ হরিনাম।
জটা ভস্ম দিগ্‌বাস শ্মশানে যে ধাম॥
তার সমুচিত ফল মিলাইল বিধি।
এতকালে পাইলাম তোমা-হেন নিধি॥
সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিনু চরণে।
কৃপা করি আলিঙ্গন দেহ বরাননে॥
হর-বাক্য শুনি হাসি বলে হয়গ্রীব।
অপ্রাপ্য দ্রব্যেরে কেন বাঞ্ছা কর শিব॥
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যজিবারে পারে যেই জন।
অন্যমনা না হবে, আমাতে এক মন॥
কায়মনোবাক্যে করে আমারে ভজন।
সে-জনেরে যাচি আমি দিব আলিঙ্গন॥
শিব বলে, কন্যা, এই সত্য অঙ্গীকার।
আজি হৈতে তোমা-বিনা নাহি জানি আর॥
ত্যজিলাম সর্ব্ব কর্ম্ম ভার্য্যা-পুত্রগণ।
সেবিব তোমার পদ দেহ আলিঙ্গন॥
হরি বলে, কত মোরে করহ ছলন।
কেমনে ত্যজিবা তুমি ভার্য্যা-পুত্রগণ॥
এক ভার্য্যা রাখিয়াছ জটার ভিতর।
আর ভার্য্যা করিয়াছ অর্দ্ধ কলেবর॥

মোহিনীর প্রতি তিনি একদৃষ্টে চান।
দুই ভুজ প্রসারিয়া ধরিবারে যান॥ পৃষ্ঠা ১৫

হর বলে, হরিণাক্ষি, কেন হেন কহ।
ত্যজিয়া কপট মোরে কর অনুগ্রহ ॥
কি ছার সে নারী, পুত্র, নাম লহ তার।
শত শত গঙ্গা দুর্গা নিছনি তোমার ॥
দাসী হ'য়ে সেবিবে সে, আমি হৈব দাস।
কৃপা করি বরাননি পূর মোর আশ ॥
যদি তুমি নিশ্চয় না দিবা আলিঙ্গন।
আমার বধের দোষী হবে এইক্ষণ ॥
নেউটিয়া মোর পানে চাহ চারুমুখে।
হের মরি ত্রিশূল মারিয়া নিজ বুকে ॥
এত বলি ত্রিশূল নিলেন ভূতনাথ।
উলটি হাসিয়া তবে বলেন শ্রীনাথ ॥
বুঝিলাম, গঙ্গাধর, তোমার যে জ্ঞান।
কামে বশ হয়ে চাহ ত্যজিবারে প্রাণ ॥
ধৈর্য্য ধর, ত্যজ খেদ, চিত্ত কর স্থির।
দিব আলিঙ্গন তুমি না ত্যজ শরীর ॥
নাহি জান বিশ্বনাথ আমার হৃদয়।
ভকত-জনেরে আমি দিই যে অভয় ॥
যে-জন যেমন কাম মাগে মোর স্থান।
দিই তারে তাহা, কভু হয় নাহি আন ॥
বিশেষ আমাকে পূর্ব্বে মাগিয়াছ তুমি।
অর্দ্ধ অঙ্গ দিব অঙ্গীকার কৈনু আমি ॥
এত বলি আলিঙ্গন দিতে জগন্নাথ।
আইস বলিয়া বিস্তারেন দুই হাত ॥
আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক।
অর্দ্ধ ভস্ম ভূষা হৈল, চন্দন অর্দ্ধেক ॥
অর্দ্ধ জটাজূট, অর্দ্ধ চিকুর চাঁচর।
অর্দ্ধেক কিরীট, অর্দ্ধ ফণী ফণাধর ॥
কস্তুরী তিলক অর্দ্ধ, অর্দ্ধ শশিকলা।
অর্দ্ধ গলে হাড়মালা, অর্দ্ধে বনমালা ॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, কুণ্ডলী-কুণ্ডল।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন অর্দ্ধ, শোভিত গরল ॥
অর্দ্ধ মলয়জ, অর্দ্ধ ভস্ম-কলেবর।
অর্দ্ধ বাঘাম্বর-কটী, অর্দ্ধ পীতাম্বর ॥
এক পদে ফণী, একে কনক নূপুর।
শঙ্খ-চক্র করে শোভে, ত্রিশূল-ডম্বুর ॥
এক ভিতে দুর্গা, এক ভিতে লক্ষ্মী সাজে।
কাশীদাস স্মরে সেই চরণ-সরোজে ॥

● সুধাবণ্টন ও রাহু-কেতুর বিবরণ

সৌতি বলে, সাবধানে শুন মুনিগণ।
কহিনু অপূর্ব্ব হরিহরের মিলন ॥
দেবগণ-রক্ষা হেতু দেব ভগবান।
পুনরপি আইলেন সবা-বিদ্যমান ॥
হেথা সুরাসুরে সবে পাইয়া চেতন।
কোথা কন্যা, কোথা কন্যা, করে অন্বেষণ ॥
হেনকালে সেই স্থানে দেখে নারায়ণে।
এই এই বলিয়া ধাইল সর্ব্বজনে ॥
চতুর্দ্দিক হৈতে ধায় যত সুরাসুর।
কন্যারে বেড়িল সবে করি লক্ষ্যপূর ॥
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় রহে সর্ব্বজন।
ততক্ষণে নারায়ণ বলেন বচন ॥
এই ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে আমার বসতি।
মোহিনী আমার নাম মায়াতে উৎপত্তি ॥
সহিতে নারিনু অনুক্ষণ কলরব।
কি-হেতু কলহ কর তোমরা সে সব ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল সর্ব্বজন।
অসুর-অমর-দ্বন্দ্ব অমৃত-কারণ ॥
ভাল হৈল, তোমা-সহ হইল মিলন।
আপনি থাকিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ ॥
বাঁটি দেহ সুধা, দ্বন্দ্ব হৌক সমাধান।
তুমি যে করিবে, তাহা না করিব আন ॥
কন্যা বলে, এত দ্বন্দ্বে আমার কি কাজ।
কভু না মধ্যস্থ হৈব সুরাসুর-মাঝ ॥
আমার বিধান যদি নাহি লয় মনে।
সবে ক্রোধ করিলে কি করিব তখনে ॥

তাহা শুনি ডাকি তবে বলে সর্ব্বজন।
সত্য করি না লঙ্ঘিব তোমার বচন ॥
এতেক সবার মুখে শুনি দৃঢ়বাণী।
কহিতে লাগিলা তবে দেব চক্রপাণি ॥
তোমা সবাকার বাক্য না করিব আন।
আনি দেহ সুধাভাণ্ড আমা-বিদ্যমান ॥
দুই সারি দিয়া হেথা বৈস সর্ব্বজন।
একভিতে দৈত্য, একভিতে দেবগণ ॥
মায়াবীর মায়াতে মোহিত সর্ব্বজন।
সুধাভাণ্ড আনিয়া দিলেক ততক্ষণ ॥
দুই পংক্তি বসিল হইয়া পত্রাসন।
কাঁখে সুধাভাণ্ড করি করেন বণ্টন ॥
দেবতার জ্যেষ্ঠ ভাগ, বলেন মোহিনী।
দেবে সুধা বিতরিতে যুক্তি আগে মানি ॥
দৈত্যগণ বলিল, যেমত তব মতি।
শুনিয়া বাঁটেন সুধা তবে লক্ষ্মীপতি ॥
ইন্দ্র যম কুবের আদিত্য হুতাশন।
ইত্যাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ ॥
সবাকারে ক্রমে সুধা বাঁটিয়া মোহিনী।
অবশেষে যত ছিল খাইল আপনি ॥
হেনকালে ডাকিয়া বলেন রবিশশী।
হের দেখ রাহু-দৈত্য সুধা খায় আসি ॥
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
দুই খান করিয়া কাটিল ততক্ষণ ॥
তথাপিও না মরিল সুধাপান-হেতু।
মুখ হৈল রাহু, কলেবর হৈল কেতু ॥
দৈত্য মারি সুধাভাণ্ড করিল গোপন।
দেখি ক্রোধে কম্পান্বিত হৈল দৈত্যগণ ॥
মারহ অমরগণে বলিয়া উঠিল।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধু উথলিল ॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে বরিষে প্রচুর।
কে বর্ণিতে পারে যুদ্ধ কৈল সুরাসুর ॥
সুধাপানে বলবান্ যতেক অমর।
মথনেতে দৈত্যগণ ক্লান্ত কলেবর ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিয়া গেল সর্ব্বজন।
আপন আলয়ে চলি গেল দেবগণ ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবান্।
কাশীরাম কহে কলিভয়ে পরিত্রাণ ॥

● নাগগণের প্রতি কদ্রুর অভিসম্পাত

শৌনকাদি মুনিগণ সৌতিরে পুছিল।
কদ্রু আর বিনতার কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
সৌতি বলে, দুইজন দেখি তুরঙ্গম।
সর্ব্ব-সুলক্ষণ অশ্ব অতি মনোরম ॥
কদ্রু বলে, বিনতা, দেখহ অশ্ববর।
কোন্ বর্ণ ধরে অশ্ব পরম সুন্দর ॥
বিনতা কহিল, অশ্ব শ্বেতবর্ণ ধরে।
তুমি কোন্ বর্ণ দেখ, কহ দেখি মোরে ॥
কদ্রু বলে, কৃষ্ণবর্ণ হয় অশ্ববর।
দুই জনে বিতণ্ডা যে হইল বিস্তর ॥
কদ্রু বলে, বিনতা, কোন্দল কি কারণ।
দুই জনে এস তবে করি কিছু পণ ॥
দাসী হ'য়ে থাকিবেক যেইজন হারে।
নির্ণয় করিয়া দোঁহে চলি গেল ঘরে ॥
অস্ত গেল দিনমণি দৃষ্টি নাহি চলে।
কল্য আসি তুরঙ্গম দেখিব সকালে ॥
সহস্রেক পুত্র কদ্রু আনিল ডাকিয়া।
কহিল বৃত্তান্ত যত পুত্রে বসাইয়া ॥
পুত্রগণ বলে, মাতা কি কর্ম্ম করিলে।
শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা খ্যাত ভূমণ্ডলে ॥
কদ্রু বলে, অশ্ব যদি ধবল আকার।
কৃষ্ণাঙ্গ যেমতে হয় কর প্রতিকার ॥
বিনতার সহ আমি করিয়াছি পণ।
হারিলে হইব দাসী না হয় খণ্ডন ॥
এত শুনি নাগগণ বিরস বদন।
মায়ের চরণে তবে করে নিবেদন ॥

যেমন জননী তুমি, তেমন বিনতা।
কপটেতে দিব দুঃখ ভাল নহে কথা॥
শুনিয়া কুপিল কদ্রু দিল শাপবাণী।
জন্মেজয়-যজ্ঞে ভস্ম হৈবে সব ফণী॥
কদ্রু শাপ দিল যদি, আনন্দিত ধাতা।
ইন্দ্র সহ আনন্দিত যতেক দেবতা॥
বিষম দুর্জ্জয় ফণী লোক-হিংসা করে।
আনন্দে কুসুমবৃষ্টি করে পুরন্দরে॥
বিষের জ্বলনে লোক হয় যে বিনাশ।
রক্ষা হেতু ব্রহ্মা মন্ত্র করিল প্রকাশ॥
দিব্য মন্ত্র গারুড়িক দিল কশ্যপেরে।
কশ্যপ হইতে প্রচারিল মর্ত্ত্যপুরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● কদ্রু আর বিনতার ঘোটক পরীক্ষা

মায়ের বচন শুনি নাগগণে ভয়।
শীঘ্রগতি গেল যথা উচ্চৈঃশ্রবা হয়॥
তুরঙ্গের পুচ্ছ ছিল ধবল বরণ।
ঢাকিল তাহার বর্ণ যত নাগগণ॥
নিশ্বাসেতে কৃষ্ণাঙ্গ হইল উচ্চৈঃশ্রবা।
লুকাইল পূর্ব্বের ধবল ইন্দু আভা॥
হেথায় বিনতা কদ্রু উঠিয়া প্রভাতে।
ক্রোধযুক্ত দোঁহে গেল তুরঙ্গ দেখিতে॥
পথে যেতে সমুদ্র দেখিল দুইজনে।
পর্ব্বত-আকার তাহে জলচরগণে॥
শতেক যোজন কেহ বিংশতি যোজন।
কুম্ভীর কচ্ছপ মৎস্য আদি জন্তুগণ॥
হেনমতে কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যথা করিল গমন॥
নিকটেতে গিয়া দোঁহে করে নিরীক্ষণ।
কৃষ্ণবর্ণ দেখে ঘোড়া অতি সুলক্ষণ॥

দেখিয়া বিনতা হৈল বিষণ্ণ-আকার।
সপত্নীর দাসীপণ কৈল অঙ্গীকার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● গরুড়ের জন্ম ও সূর্যের রথে অরুণের সারথ্যকার্য্যে নিয়োজন

হেনমতে দাসীপণে আছেন বিনতা।
মহাবীর গরুড়ের জন্ম হৈল হেথা॥
ডিম্ব ফাটি বাহির হইল আচম্বিতে।
দেখিতে দেখিতে কায় লাগিল বাড়িতে॥
প্রাতঃ হৈতে ক্রমে যেন সূর্যতেজ বাড়ে।
বনে অগ্নি দিলে যেন দশদিক্ বেড়ে॥
কামরূপী বিহঙ্গম মহাভয়ঙ্কর।
নিশ্বাসে উড়িয়া যায় যতেক শিখর॥
বিদ্যুৎ-আকার অঙ্গ লোহিত লোচন।
ক্ষণমাত্রে মুণ্ড গিয়া ছুঁইল গগন॥
যুগান্তের অগ্নি যেন দেখে সর্ব্বজনে।
সুরাসুর কম্পমান তাহার গর্জ্জনে॥
অগ্নি হেন জানি সবে করি যোড় কর।
অগ্নির উদ্দেশে স্তব করিল বিস্তর॥
অগ্নি বলে, আমাকে এ স্তুতি কর কেনে।
আপনা সংবর বলি, বলে দেবগণে॥
দেবতার স্তবে অগ্নি কন হাস্য করি।
অকারণে ভীত কেন দৈত্যকুল-অরি॥
আমি নহি, কাশ্যপেয় বিনতানন্দন।
সর্ব্বলোক-হিতকারী, হিংস্রক-হিংসন॥
না করিহ ভয়, কেহ, থাক মম সঙ্গে।
আনন্দিত হ'য়ে সবে দেখহ বিহঙ্গে॥
অগ্নির বচন শুনি যত দেবগণ।
যোড়হাত করি করে গরুড়ে স্তবন॥
হেন রূপ দেখি তব অতি ভয়ঙ্কর।
সংবর করুণা করি বিনতা-কোঙর॥

তোমার তেজেতে দেখ চক্ষু যায় জ্বলি।
ভীষণ গর্জ্জনে লাগে কর্ণদ্বয়ে তালি॥
কশ্যপের পুত্র তুমি হও দয়াবান্।
নিজ তেজ সংবরহ, কর পরিত্রাণ॥
দেবতার স্তবে তুষ্ট হৈল খগেশ্বর।
আশ্বাসিয়া সংবরিল নিজ কলেবর॥
তবে পক্ষিরাজ বীর অরুণে লইয়া।
আদিত্যের রথে তারে বসাইল গিয়া॥
বিষম সূর্য্যের তেজে পোড়ে ত্রিভুবন।
অরুণের আচ্ছাদনে হৈল নিবারণ॥
মুনিগণ বলে, কহ ইহার কারণ।
কোন্ হেতু ত্রিভুবন দহয়ে তপন॥
সৌতি বলে, যেইকালে দেব জনার্দ্দন।
সুরগণে সুধারাশি করেন বণ্টন॥
গোপনে বসিয়া রাহু অমৃত খাইল।
দিবাকর নারায়ণে দেখাইয়া দিল॥
সূর্য্যের বচনে তবে দেব নারায়ণ।
চক্রেতে রাহুর মুণ্ড করেন ছেদন॥
সূর্য্যের হইল পাপ তাহার কারণে।
ক্রোধে রাহু গ্রাসে তাঁরে পাপগ্রহ দিনে॥
সূর্য্যের হইল ক্রোধ যত দেবগণে।
ডাকিয়া বলিনু আমি সবার কারণে॥
সবে দেখে কৌতুক আমারে করে গ্রাস।
এই হেতু সৃষ্টি আমি করিব বিনাশ॥
আপনার তেজেতে পোড়াব ত্রিভুবন।
এত চিন্তি মহাতেজ ধরিল তপন॥
দেবগণ নিবেদিল ব্রহ্মার গোচর।
ত্রৈলোক্য দহিতে তেজ কৈল দিনকর॥
ব্রহ্মা বলে, ভয় নাহি কর দেবগণ।
ইহার উপায় এক করিব রচন॥
কশ্যপের পুত্র হবে বিনতা-উদরে।
রবি-তেজ নিবারিবে সেই মহাবীরে॥
কত দিন কষ্ট সহি থাক সর্ব্বজনে।
এত বলি প্রবোধিয়া গেল দেবগণে॥

ভারতের পুণ্যকথা পুণ্যবান্ শুনে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

● সুধা আনিতে গরুড়ের স্বর্গে গমন

অরুণে লইয়া তবে বিনতা-নন্দন।
সূর্য্যরথে যত্ন করি করিল স্থাপন॥
অশ্ব-দড়ি কড়িয়ালি ধরি বাম হাতে।
অরুণ সারথি হৈয়া রহিল সে রথে॥
সূর্য্যরথে সহোদরে রেখে পক্ষিরাজ।
জননীর ঠাঁই গেল ক্ষীরসিন্ধু-মাঝ॥
দুঃখিত জননী দেখি মলিনবদন।
মায়ের চরণে গিয়া করিল বন্দন॥
পুত্রে দেখি বিনতার খণ্ডিল বিষাদ।
স্নেহবাক্যে গরুড়েরে করে আশীর্ব্বাদ॥
হেনকালে কদ্রু ডাকি বলে বিনতারে।
রম্য-দ্বীপে ল'য়ে চল কান্ধে করি মোরে॥
রম্যক-দ্বীপেতে মোর পুত্রের আলয়।
ত্বরিতে লইয়া চল বিলম্ব না হয়॥
কদ্রুরে লইয়া কান্ধে বিনতা সুন্দরী।
নাগগণে গরুড় লইল কান্ধে করি॥
নাগগণে কান্ধে করি গরুড় উড়িল।
চক্ষুর নিমিষে সূর্য্যমণ্ডলে চলিল॥
সূর্য্যের কিরণে পোড়ে যত নাগগণ।
নাগমাতা দেখে, পুড়ি মরিছে নন্দন॥
পুড়ি মরে নাগগণ নাহিক উপায়।
আকুল হইয়া কদ্রু স্মরে দেবরায়॥
ত্রৈলোক্যের নাথ তুমি দেব শচীপতি।
আমার কুমারগণে কর অব্যাহতি॥
বহুবিধ স্তুতি কদ্রু কৈল পুরন্দরে।
ইন্দ্র আজ্ঞা ডাকি কৈল সব জলধরে॥
সেইক্ষণে মেঘগণ ঢাকিল আকাশ।
জলবৃষ্টি করিয়া ভরিল দিক্‌পাশ॥

তবে খগপতি সব লৈয়া নাগগণে।
রম্যক-দ্বীপেতে বীর গেল ততক্ষণে॥
নাগের আলয় দ্বীপ অতি মনোহর।
কাঞ্চনে মণ্ডিত গৃহ প্রবাল প্রস্তর॥
ফল-ফুলে সুশোভিত চন্দনের বন।
মলয় সুগন্ধি বায়ু বহে অনুক্ষণ॥
আপনার আলয়ে বসিল নাগগণ।
গরুড়ে চাহিয়া তবে বলিল বচন॥
উড়িবার বড় শক্তি আছয়ে তোমার।
চড়িয়া তোমার কান্ধে করিব বিহার॥
আর এক দ্বীপে লয়ে চল খগেশ্বর।
শুনিয়া গরুড় গেল মায়ের গোচর॥
গরুড় কহিল, মাতা, কহ বিবরণ।
পুনরপি কান্ধে নিতে বলে নাগগণ॥
প্রভু যেন আজ্ঞা করে সেবা করিবারে।
কি-হেতু এমন বোল বলে বারে বারে॥
একবার কান্ধে কৈনু তোমার আজ্ঞায়।
পুনরপি বলে মোরে সহনে না যায়॥
বিনতা বলিল, পুত্র, দৈবের লিখন।
আমি তার দাসী, তুমি দাসীর নন্দন॥
গরুড় বলিল, মাতা, কহ বিবরণ।
তুমি তার দাসী হৈলা কিসের কারণ॥
বিনতা কহিল, পূর্ব্বে সপত্নীর সনে।
উচ্চৈঃশ্রবা-তরে হই পরাজিতা পণে॥
সেই হৈতে দাসীবৃত্তি করি তার আমি।
তে'কারণে দাসীপুত্র হৈলে বাপু তুমি॥
এত শুনি মহাক্রোধ করিল সুপর্ণ।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে চক্ষু রক্তবর্ণ॥
মায়ে এড়ি গেল সর্প-মায়ের নিকটে।
কদ্রুর অগ্রেতে বীর কহে করপুটে॥
আজ্ঞা কর জননী গো করি নিবেদন।
কি মতে মায়ের হয় দাসীত্ব-মোচন॥
কদ্রু বলে, মুক্ত যদি করিবে জননী।
সুরলোক হৈতে সুধা মোরে দেহ আনি॥

তাহা শুনি খগবর আনন্দিত অতি।
মায়ের নিকটে বীর গেল শীঘ্রগতি॥
যে বলিল সর্পমাতা মায়েরে কহিল।
না ভাবিহ মাতা, দুঃখ অবসান হৈল॥
এখনি আনিব সুধা চক্ষু পালটিতে।
ক্ষুধায় উদর জ্বলে দেহ কিছু খেতে॥
জননী বলিল, যাহ সমুদ্রের তীরে।
খাও গিয়া তথা বৈসে যত নিশাচরে॥
কিন্তু কহি তথা এক দ্বিজবর আছে।
বুঝিয়া খাইও বাপু দ্বিজে খাও পাছে॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ-জাতি কহিনু তোমারে।
ক্ষুধায় আকুল বৎস, খাও পাছে তারে॥
অগ্নি সূর্য্য বিষ হৈতে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে বাছা নাহিক নিস্তার॥
গরুড় বলিল, যদি তাদৃশ ব্রাহ্মণ।
কিবা চিহ্ন ধরে দ্বিজ কেমন বরণ॥
বিনতা বলিল, তুমি ক্ষুধায় আকুল।
চিনিয়া খাইতে দুঃখ পাইবে বহুল॥
খাইতে তোমার কষ্ট জন্মিবে যখন।
নিশ্চয় জানিবে পুত্র সেই সে ব্রাহ্মণ॥
এত বলি বিনতা করিল আশীর্ব্বাদ।
যাহ পুত্র, অমৃত আনহ অপ্রমাদ॥
ইন্দ্র যম আদিত্য কুবের হুতাশন।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোনজন॥
এত বলি খগবরে করিল মেলানি।
মায়ে প্রণমিয়া বীর উড়িল তখনি॥
গরুড় উড়িতে তিন ভুবন কাঁপিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
গর্জ্জনে লাগিল তালা সুরাসুর-নরে॥
কৈবর্ত্তের দেশ দেখি মুখ বিস্তারিল।
নিঃশ্বাস সহিতে সব মুখে প্রবেশিল॥
আছিল ব্রাহ্মণ এক তাহার ভিতরে।
অগ্নির সমান জ্বলে গরুড়-উদরে॥

গরুড় স্মরিল তবে মায়ের বচন।
ডাকিয়া বলিল, শীঘ্র নিঃসর ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ বলিল, নিঃসরিব কি প্রকারে।
ভার্য্যা মোর পুড়ি মরে তোমার উদরে ॥
কৈবর্ত্তিনী ভার্য্যা মোর প্রাণের সমান।
ভার্য্যার বিহনে আমি না রাখিব প্রাণ ॥
গরুড় বলিল, মোর দ্বিজ বধ্য নহে।
ত্বরিতে নিঃসর অগ্নি যাবৎ না দহে ॥
ধরিয়া ভার্য্যার হাত এস হে বাহিরে।
এত শুনি ধরি দ্বিজ কৈবর্ত্তীর করে ॥
লইয়া আপন ভার্য্যা হইল বাহির।
অন্তরীক্ষে উড়িল গরুড় মহাবীর ॥
হেনকালে গরুড়েরে কশ্যপ দেখিল।
আশীর্ব্বাদ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল ॥
গরুড় বলিল, তবে আছি যে কুশলে।
সকল কুশল, মাত্র ভক্ষ্য নাহি মিলে ॥
মায়ের বচনে খাইলাম নিশাচর।
না হইল ক্ষুধা-শান্তি পুড়িছে উদর ॥
বিমাতার বাক্যে যাই অমৃত আনিতে।
ক্ষুধায় অবশ তনু, জ্বলি অন্তরেতে ॥
তুমি আর কিছু মোরে দেহ খাইবারে।
ভাল করি দেহ গো উদর যেন পূরে ॥
কশ্যপ বলিল, তবে শুন পুত্রবর।
দেব-নরে বিখ্যাত আছয়ে সরোবর ॥
গজ-কূর্ম্ম দুই জন তথা যুদ্ধ করে।
তাহার বৃত্তান্ত শুন আমার গোচরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● গজ-কূর্ম্মের বিবরণ

বিভাবসু সুপ্রতীক দুই সহোদর।
মহাধনে ধনী দোঁহে মুনির কোঙর ॥
শত্রুগণ করিল দোঁহার ভেদাভেদ।
ধনের কারণে দোঁহে হইল বিচ্ছেদ ॥
সুপ্রতীক কনিষ্ঠ সে পৃথক হইল।
আপনার সমুচিত বিভাগ মাগিল ॥
শত্রুগণে বলিল, অনেক ধন আছে।
আপন উচিত ভাগ ছাড়ি দেহ পাছে ॥
সেকারণে সদা তোমা হিতকথা কই।
তোমারি মঙ্গলতরে, স্বার্থপর নই ॥
বিভাবসু জ্যেষ্ঠ কহে, এ ভাগ উহার।
অকারণে দ্বন্দ্ব করে সহিত আমার ॥
দোঁহাকারে এইমত কহে শত্রুগণে।
বহুদিন এইমত দ্বন্দ্ব দুই জনে ॥
নিত্য আসি সুপ্রতীক ভ্রাতে মাগে ধন।
ক্রোধে বিভাবসু শাপ দিল ততক্ষণ ॥
যে কিছু তোমার ভাগ তাহা দিনু আমি।
না লইয়া দ্বন্দ্ব কর পরবাক্যে তুমি ॥
নিত্য আসি বিসংবাদ কর মম সনে।
দিনু শাপ গজ হৈয়া থাক গিয়া বনে ॥
সুপ্রতীক বলে, মোরে ভাগ নাহি দিয়া।
শাপ দিলে বল মোরে কিসের লাগিয়া ॥
তুমিও কচ্ছপ হও জলের ভিতরে।
দুই জনে দুই শাপ দিলেক দোঁহারে ॥
গজ গেল অরণ্যে, কচ্ছপ গেল জলে।
ভাই সহ বিসংবাদ কৈলে হেন ফলে ॥
পরবাক্যে ভাই সব করে যে বিবাদ।
অতি ক্লেশ জন্মে তার হয় ত প্রমাদ ॥
সেই সে কচ্ছপ আছে জলের ভিতর।
যুড়িয়া যোজন দশ তার কলেবর ॥
তাহার দ্বিগুণ দেহ করিবর ধরে।
নিত্য আসি যুদ্ধ করে সরোবর-তীরে ॥
সেই গজ-কূর্ম্ম গিয়া করহ ভক্ষণ।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে বিনতানন্দন ॥
ত্রিভুবন পরাজয়ী হও মহাবীর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তব রাখুন শরীর ॥

কশ্যপের আজ্ঞা পেয়ে গরুড় সত্বর।
চক্ষুর নিমিষে গেল যথা সরোবর॥
অন্তরীক্ষ হৈতে দেখে বিনতা-কোঙর।
বন হৈতে বাহির হইল গজবর॥
সরোবর-তীরে আসি করিল গর্জ্জন।
ক্রোধ করি কূর্ম্ম দেখা দিলেক তখন॥
দুই জনে মহাযুদ্ধ কহনে না যায়।
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা দেখে খগরায়॥
এক নখে গজ ধরি কূর্ম্ম আর নখে।
চক্ষুর নিমিষে উড়ি গেল তপোলোকে॥
কোথায় খাইব বসি, ভাবে মনে-মন।
নানাজাতি বৃক্ষ দেখে পরশে গগন॥
রোহিণী নামেতে বৃক্ষ অতি উচ্চতর।
জানিয়া গরুড়ে ডাকি বলিল উত্তর॥
মোর ডাল দেখ শত যোজন বিস্তার।
সুস্থ হ'য়ে ইথে বসি করহ আহার॥
বৃক্ষের বচন শুনি বিনতানন্দন।
ডালেতে বসিল গিয়া করিতে ভক্ষণ॥
ভাঙ্গিল বৃক্ষের ডাল গরুড়ের ভরে।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে তপ করে॥
শাখা ধরি অধোমুখে আছে মুনিগণ।
দেখিয়া হইল ভীত বিনতানন্দন॥
ভূমিতে ফেলিলে ডাল মরিবেক মুনি।
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল মনে ভয় গণি॥
ঠোঁটেতে ধরিল ডাল, গজ-কূর্ম্ম নখে।
উড়িয়া বেড়ায় পক্ষী উপায় না দেখে॥
বহুদিন গরুড় উড়িল হেন মতে।
কশ্যপে দেখিল গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥
গরুড়ের মুখে ডাল দেখি বিপরীত।
বালখিল্য মুনিগণ তাহে বিলম্বিত॥
কশ্যপ বলেন, পুত্র করিলা কি কাজ।
হের দেখ ডালে আছে মুনির সমাজ॥
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ ষষ্টি সহস্র ব্রাহ্মণ।
উপায় করহ ক্রোধ নহে যতক্ষণ॥
তবে ত কশ্যপ মুনি যোড় করি কর।
মুনিগণ-প্রতি স্তুতি করিলা বিস্তর॥
এই ত গরুড় করে সবাকার হিত।
তে'কারণে ক্রোধ তারে না হয় উচিত॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হয়ে ঋষিগণ।
হিমগিরি 'পরে সবে করিল গমন॥
তবে খগেশ্বর জিজ্ঞাসিল কশ্যপেরে।
কোথায় ফেলিব ডাল আজ্ঞা কর মোরে॥
কশ্যপ বলিল, যাহ বাসহীন গিরি।
জীবজন্তু নাহি সেই পর্ব্বত উপরি॥
কশ্যপের আজ্ঞাক্রমে বীর খগেশ্বর।
ফেলিল সে ডাল ল'য়ে পর্ব্বত উপর॥
গজ-কূর্ম্ম খাইলেক পর্ব্বতে বসিয়া।
অমৃত আনিতে যায় সুতৃপ্ত হইয়া॥
মহাতেজে গগনে উঠিল মহাবল।
পাখসাটে উড়ি গেল পর্ব্বতসকল॥
দিনকরে আচ্ছাদিল হৈল অন্ধকার।
অমর-নগরে হৈল উৎপাত অপার॥
উল্কাপাত নির্ঘাত হইছে ঘনে ঘন।
ঘোর বায়ু মেঘে করে রক্ত বরিষণ॥
এত দেখি ইন্দ্র বৃহস্পতিরে পুছিল।
এত অমঙ্গল কেন স্বর্গেতে হইল॥
বৃহস্পতি বলিল, তোমার পূর্ব্ব পাপে।
আইসে গরুড় পক্ষী অদ্ভুত প্রতাপে॥
সুধার কারণে আসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইবে সুধা জিনি দেবগণ॥
এত শুনি কুপিত হইল পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা যত দেবগণ।
সসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

● ইন্দ্রের প্রতি বালখিল্যাদির অভিসম্পাত

মুনিগণ বলে শুন সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কশ্যপ ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বিদিত ভুবনে।
তাঁর পুত্র পক্ষী হৈল কিসের কারণে॥
কামরূপী পক্ষী সেই মহাবলবন্ত।
কি হেতু হইল কহ পূর্ব্বের বৃত্তান্ত॥
সৌতি বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু শুন সারোদ্ধার॥
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি যজ্ঞ আরম্ভিল।
দেব-ঋষি-গন্ধর্ব্বাদি যত কেহ ছিল॥
যজ্ঞের সাহায্যদানে করিয়া মনন।
যজ্ঞকাষ্ঠ আনিবারে প্রবেশিল বন॥
ভাঙ্গিয়া লইল কাষ্ঠ মাথার উপর।
পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা নিল পুরন্দর॥
শীঘ্র কাষ্ঠ ফেলিয়া আইল সুরমণি।
পথেতে দেখিল যত বালখিল্য মুনি॥
পলাশের পত্র লয়ে মাথার উপরে।
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ সবে যায় ধীরে ধীরে॥
পথে যেতে সবে এক গোক্ষুর দেখিয়া।
পার হৈতে নাহি পারে, আছে দাণ্ডাইয়া॥
তাহা দেখি হাসিতে লাগিল দেবরাজ।
দেখিয়া করিল ক্রোধ মুনির সমাজ॥
উপহাস করিলি করিয়া অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণেরে নাহি চেন মত্ত দুরাচার॥
বালখিল্য মুনিগণ এতেক ভাবিল।
আর ইন্দ্র করিবারে যজ্ঞ আরম্ভিল॥
ইন্দ্র হৈতে শতগুণ বলিষ্ঠ হইবে।
কামরূপী মহাকায় ত্রৈলোক্য জিনিবে॥
হেনমতে যজ্ঞ করে যত মুনিগণ।
শুনিয়া কশ্যপে ইন্দ্র করে নিবেদন॥
শীঘ্রগতি গেল তেঁই যজ্ঞের সদন।
মুনিগণ-প্রতি তবে বলিল বচন॥
দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মারে সেবিল।
দেবের ঈশ্বর করি ব্রহ্মা নিয়োজিল॥
অন্য ইন্দ্রহেতু যজ্ঞ কর কি-কারণ।
ব্রহ্মার বচন চাহ করিতে লঙ্ঘন॥
ব্রহ্মার বচন রাখ, হও সবে প্রীত।
আজ্ঞা কর মুনিগণ যে হয় উচিত॥
বালখিল্য বলে, যজ্ঞে পাই বহু কষ্ট।
রাখিতে তোমার বাক্য সব হৈল নষ্ট॥
কশ্যপ বলিল, নষ্ট হবে কি কারণ।
হউক পক্ষীন্দ্র যে জিনিবে ত্রিভুবন॥
মুনিগণে সান্ত্বাইয়া বলে সুররাজে।
উপহাস কভু আর নাহি কর দ্বিজে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নাহি কর অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে কারো নাহিক নিস্তার॥
এত বলি দেবরাজে করেন মেলানি।
বিনতারে কহেন, কশ্যপ মহামুনি॥
সফল করিলা ব্রত শুন গুণবতি।
তব গর্ভেতে হবে খগেন্দ্র-উৎপত্তি॥
এত শুনি বিনতার আনন্দ বিস্তর।
হেনমতে পক্ষী হৈল কশ্যপ-কোঙর॥
তবে ত গরুড় বীর গেল সুরালয়।
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি দেখি সবে পায় ভয়॥
যে দেবের হাতে ছিল যেই প্রহরণ।
চতুর্দ্দিকে করিতে লাগিল বরিষণ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি ভূষণ্ডি তোমর।
পরিঘ পরশু চক্র মুষল মুদ্গর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করে বরিষণ।
ঝাঁকে-ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি করে দেবগণ॥
কামরূপী পক্ষিরাজ নির্ভয়-শরীর।
দেবের চরিত্র দেখি হাসে মহাবীর॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
গরুড়ের তেজ বাড়ে যত অস্ত্র পাড়ে॥
জিনিয়া মেঘের শব্দ গরুড়-গর্জ্জন।
দেবের চরিত্র দেখি ভাবে মনে মন॥

ইন্দ্র-আদি দেবগণ সবাই অবোধ।
না জানিয়া আমা সঙ্গে বাড়ায় বিরোধ ॥
সবারে মারিতে পারি চক্ষুর নিমেষে।
সাধিব আপন কার্য্য, কি কাজ বিনাশে ॥
এই চিন্তি ততক্ষণে বিনতানন্দন।
পাখসাটে পূরাইল ধূলায় গগন ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নানা রত্নময়।
সকল ভাঙ্গিল পাখসাটেতে নিশ্চয় ॥
পবনেরে আজ্ঞা দিল দেব পুরন্দর।
ধূলা উড়াইয়া তুমি ফেলাও সত্বর ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধূলা উড়ায় পবন।
পুনঃ আসি গরুড়ে বেড়িল সর্ব্বজন ॥
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখিয়া রুষিল বীর বিনতানন্দন ॥
পাখসাট মারে কারে বিদারিল নখে।
ঠোঁটেতে চিরিয়া ফেলে যে পড়ে সম্মুখে ॥
সবার মস্তক হৈল রক্তে পরিপূর্ণ।
ভাঙ্গিল মস্তক কারো অস্থি হৈল চূর্ণ ॥
পাখসাটে উড়াইয়া ফেলে মহারাগে।
দক্ষিণে পলায় কেহ, কেহ পূর্ব্বভাগে ॥
পশ্চিমে দ্বাদশ রবি পলাইল ডরে।
অশ্বিনীকুমার দোঁহে পলায় উত্তরে ॥
পুনঃ পুনঃ আসি যুদ্ধ করে দেবগণ।
প্রাণপণ করে সবে সুধার কারণ ॥
কামরূপী বিহঙ্গম, বলে মহাবল।
অতিক্রোধে হৈল যেন জ্বলন্ত অনল ॥
প্রলয়-অনল যেন দহে সর্ব্বজনে।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দেবগণে ॥
দেবতা তেত্রিশ কোটী জিনিয়া সমরে।
চন্দ্রলোকে উত্তরিল নিমেষ ভিতরে ॥
চন্দ্রের নিকটে গিয়া দেখে মহাবল।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে জ্বলন্ত অনল ॥
অগ্নি দেখি উপায় করিল খগবর।
সুবর্ণের অঙ্গ হৈয়া প্রবেশে ভিতর ॥

অগ্নি পার হৈয়া তবে দেখে খগেশ্বর।
তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার চক্র ভ্রমে নিরন্তর ॥
মক্ষিকা পড়িলে তাতে হয় শতখান।
হেন চক্র গরুড় দেখিল বিদ্যমান ॥
সূচিকা-প্রমাণ রন্ধ্র ছিল চক্রমাঝ।
ততোধিক ক্ষুদ্র তথা হৈল পক্ষিরাজ ॥
চক্র পার হৈয়া তবে বিনতানন্দন।
অমৃত গ্রহণ কৈল আনন্দিত মন ॥
ঢাকিয়া লইল সুধা পাখার ভিতরে।
দ্রুতবেগে তথা হৈতে চলিল সত্বরে ॥
কামরূপী মহাকায় বিনতানন্দন।
সেরূপে যাইতে ইচ্ছা করিল তখন ॥
চক্র-অগ্নি লঙ্ঘিয়া আইসে খগবর।
এ-সব কৌতুক দেখি ক্রোধে চক্রধর ॥
অন্তরীক্ষে এল যথা বিনতানন্দন।
দুই জনে যুদ্ধ হৈল না যায় কহন ॥
চতুর্ভুজে চারি অস্ত্রে যুঝে নারায়ণ।
পাখসাটে পক্ষিবর করে নিবারণ ॥
আঁচড় কামড় আর মারে পাখসাট।
ক্ষুব্ধ হয় গোবিন্দের হৃদয়-কপাট ॥
অনেক হইল যুদ্ধ লিখনে না যায়।
তুষ্ট হ'য়ে গরুড়ে বলেন দেবরায় ॥
তোমার বিক্রমে তুষ্ট হইনু খেচর।
মনোমত মাগ তুমি, দিব আমি বর ॥
গরুড় বলিল, যদি দিবা তুমি বর।
তোমা হইতে উচ্চেতে বসিব নিরন্তর ॥
অজর অমর হ'ব অজিত সংসারে।
বিষ্ণু কন, যাহা ইচ্ছা দিলাম তোমারে ॥
বর পেয়ে হৃষ্টচিত্তে বলে খগেশ্বর।
আমি বর দিব তুমি মাগ গদাধর ॥
গোবিন্দ বলেন, যদি দিবে তুমি বর।
আমার বাহন তুমি হও খগেশ্বর ॥
গরুড় বলিল, মম সত্য অঙ্গীকার।
নিশ্চয় বাহন আমি হইব তোমার ॥

উচ্চস্থল দিতে যে আমারে দিলা বর।
শ্রীহরি বলেন, বৈস রথের উপর ॥
এইমত দোঁহাকারে দোঁহে বর দিয়া।
তথা হৈতে চলে বীর অমৃত লইয়া ॥
পবন অধিক হয় গরুড়ের গতি।
দৃষ্টিমাত্রে সুরলোকে গেল মহামতি ॥
আছিল পরম ক্রোধে দেব পুরন্দর।
মহাতেজে মারে বজ্র গরুড়-উপর ॥
হাসিয়া গরুড় বলে, শুন দেবরাজ।
বজ্র-অস্ত্র ব্যর্থ হৈলে পাবে বড় লাজ ॥
মুনি-অস্ত্র-জাত অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
শত বজ্র হ'লে মোর কি করিতে পারে ॥
তথাপি মুনির বাক্য করিতে পালন।
একগুটি পর্ণ দিব তোমার কারণ ॥
এত বলি এক পাখা ঠোঁটে উপাড়িয়া।
ইন্দ্র মারে বজ্র, তাতে দিল ফেলাইয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন দেব পুরন্দর।
সবিনয়ে বলে তবে শুন খগেশ্বর ॥
তোমার চরিত্র দেখি হইলাম প্রীত।
সখ্য করিবারে চাহি তোমার সহিত ॥
গরুড় বলিল, যদি ইচ্ছা কর তুমি।
আজি হৈতে হইলাম তব সখা আমি ॥
ইন্দ্র বলে, সখা এক করি নিবেদন।
তোমার তেজের কথা না যায় কথন ॥
কত বল ধর তুমি কহ সত্য ক'রে।
তোমার বিক্রম দেখি তিনলোকে ডরে ॥
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে পক্ষিরাজ।
আপনি আপন গুণ কহিবারে লাজ ॥
তুমি সখা জিজ্ঞাসিলে কহিতে যুয়ায়।
আমার বলের কথা শুন দেবরায় ॥
সাগর সহিত ক্ষিতি এক পক্ষে করি।
আর পক্ষে তোমা সব অমর-নগরী ॥
দুই পক্ষে লইয়া উড়িব বায়ু-ভরে।
শ্রম না হইবে মম সহস্র বৎসরে ॥
শুনিয়া হইল স্তব্ধ দেব পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে, ইহা সত্য মানি খগেশ্বর ॥
যতেক বলিলা সব সম্ভবে তোমারে।
এক নিবেদন সখা, কহি আরবারে ॥
অমৃত লইয়া যাও কিসের কারণ।
ফিরে দেহ আমা সবে করি আকিঞ্চন ॥
সুপর্ণ কহিল, শুন দেব বজ্রপাণি।
দাসীপণে বদ্ধ আছে আমার জননী ॥
সুধা ল'য়ে দিতে যদি পারি সর্পগণে।
তবে ত জননী মুক্ত হবে দাসীপণে ॥
এই হেতু সুধা লয়ে যাই নাগলোকে।
যথায় জননী কাল হরেন অসুখে ॥
ইন্দ্র বলে, হেন কথা যুক্তিযুক্ত নয়।
মহাদুষ্ট নাগগণ সৃষ্টি করে ক্ষয় ॥
তোমার যে শত্রু হয় সে শত্রু আমার।
শত্রুকে অমৃত দিতে না হয় বিচার ॥
হেন জনে সুধা দিবে কিসের কারণ।
অপর উপায়ে মায়ে করহ মোচন ॥
জগতের প্রাণ রাখ আমার বচন।
সদয় হইয়া সুধা কর প্রত্যর্পণ ॥
গরুড় বলিল, সখা এ নহে বিচার।
মায়ের অগ্রেতে করিয়াছি অঙ্গীকার ॥
এখনি আনিব সুধা বলিয়াছি বাণী।
কেমনে অমৃত ছাড়ি যাই বজ্রপাণি ॥
তবে এক যুক্তি সখা, করহ শ্রবণ।
তব বাক্য রবে, হবে মায়ের মোচন ॥
সুধা ল'য়ে দিব আমি যত সর্পদলে।
সুযোগ বুঝিয়া তুমি হরিবে কৌশলে ॥
পেয়ে সুধা নাহি পাবে দুষ্ট নাগগণ।
লাভে হৈতে জননীর দাসীত্ব-মোচন ॥
এই যুক্তি মনে লয় সখা সুরপতি।
শুনি দেবরাজ হৈল হরষিত অতি ॥
ইন্দ্র বলে, তুষ্ট হই তোমার বচনে।
ইচ্ছা থাকে যদি, বর মাগ মম স্থানে ॥

গরুড় বলিল, আমি কি মাগিব বর।
আমার অসাধ্য কিবা ত্রৈলোক্য-ভিতর ॥
তথাপি করিব রক্ষা সখা, তব বাক্য।
বর দেহ, ফণী যেন হয় মম ভক্ষ্য ॥
কপটেতে দুষ্টগণ মায়ে দুঃখ দিল।
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র তারে বর দিল ॥
বর পেয়ে তথা হৈতে চলে খগেশ্বর।
ছায়ারূপে সঙ্গে চলিলেন পুরন্দর ॥
পথে যেতে ইন্দ্র জিজ্ঞাসেন ক্ষণেক্ষণ।
এখন সুদৃঢ় করি বলহ বচন ॥
যথায় রাখিবা সুধা, যবে লব আমি।
মোর সহ দ্বন্দ্ব পাছে পুনঃ কর তুমি ॥
হাসিয়া গরুড় ইন্দ্রে করিল নির্ভয়।
তথাপি ইন্দ্রের চিত্তে প্রত্যয় না হয় ॥
তথা হৈতে চলে বীর তারা যেন খসে।
নাগলোকে গেল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
ডাক দিয়া আনিল যতেক নাগগণে।
হের সুধা আনিলাম দেখ সৰ্ব্বজনে ॥
দাসীত্ব মোচন হৌক আমার জননী।
এত শুনি আনন্দিত হৈল সব ফণী ॥
ফণিগণ বলিলেক আর নাহি দায়।
দাসীত্ব মোচন করিলাম তব মায় ॥
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত বিনতানন্দন ॥
নাগগণে ডাকি তবে বলিল বচন ॥
স্নান করি শুচি হৈয়া এস সৰ্ব্বজন।
আনন্দিত হ'য়ে সুধা করহ ভক্ষণ ॥
এই দেখ সুধা রাখি কুশের উপর।
এত বলি সুধা থুয়ে গেল খগেশ্বর ॥
গরুড়ের বাক্যে সবে করে স্নান দান।
হেথা সুধা ল'য়ে ইন্দ্র হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
শুচি হৈয়া আসিল যতেক নাগগণ।
অমৃত না দেখি হৈল বিরস-বদন ॥
জানিল হরিয়া সুধা দেবরাজ নিল।
সবে মিলি সেই কুশ চাটিতে লাগিল ॥
তীক্ষ্ণধারে সকলের জিহ্বা হৈল চির।
সেই হৈতে দুই জিহ্বা হইল ফণীর ॥
পবিত্র হইল কুশ সুধা-পরশনে।
নিষ্ফল সকল কৰ্ম্ম কুশের বিহনে ॥
গরুড়-বিক্রম আর বিনতা-মোচন।
নাগের নৈরাশ্য আর অমৃত-হরণ ॥
এ সব রহস্য কথা যেই জন শুনে।
আয়ুর্যশ বৃদ্ধি তার হয় দিনে দিনে ॥
পুত্রার্থীর পুত্র হয়, ধনার্থীর ধন।
যাহাকে প্রসন্ন হয় বিনতানন্দন ॥
আদিপৰ্ব্ব ভারতে গরু-জন্মকথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীতে গাঁথা ॥

● নাগ-রাজার তপস্যা

শৌনকাদি মুনি বলে, সূতের নন্দন।
শুনিনু গরুড়-কথা অদ্ভুত কথন ॥
কদ্রুর হইল এক সহস্র কুমার।
কোন্ কৰ্ম্ম কৈল কিবা নাম সবাকার ॥
সৌতি বলে, কতেক কহিব মুনিগণ।
কিছু নাম কহি শ্রেষ্ঠ ফণী যত জন ॥
শেষ জ্যেষ্ঠ সহোদর, দ্বিতীয় বাসুকি।
ঐরাবত তক্ষক কৰ্কট সিংহ-আঁখি ॥
বামন কালিয় এলাপত্র মহোদর।
কুণ্ডর অনীল নীল বৃত্ত অকৰ্কর ॥
মণিনাগ আপূরণ আৰ্য্যক উগ্রক।
সুরামুখ দধিমুখ কলস পোতক ॥
কৌরব্য কুটর আপ্ত কম্বল তিত্তিরি।
হেনমত নাগ সব কত নাম করি ॥
সৰ্ব্ব হৈতে শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ শেষ বিষধর।
জিতেন্দ্রিয় সুপণ্ডিত ধৰ্ম্মেতে তৎপর ॥
ভাই সব দুরাচার দেখি নাগরাজ।
বিশেষ মায়ের শাপ ভাবি হৃদিমাঝ ॥

ত্যজিয়া সকলে গেল তপ করিবারে।
নানা-তীর্থ করি শেষ ভ্রময়ে সংসারে ॥
হিমালয় আশ্রয় করিল নাগবর।
অত্যন্ত কঠোর তপ করে নিরন্তর ॥
তার তপ দেখি তুষ্ট হৈল প্রজাপতি।
ব্রহ্মা বলে, তপ কেন কর ফণিপতি ॥
স্ববাঞ্ছিত বর মাগি করহ গ্রহণ।
করযোড়ে শেষ তবে কৈল নিবেদন ॥
আমি কি কহিব সব তোমার গোচর।
দুষ্ট দুরাচার মোর যত সহোদর ॥
গরুড় আমার ভাই বিনতানন্দন।
তার সহ কলহ করয়ে অনুক্ষণ ॥
বলেতে সমর্থ কেহ নহে সম তার।
নিষেধ না শুনে কেহ করে অহঙ্কার ॥
সদাই কপট কর্ম্ম লোকের হিংসন।
অহঙ্কারী কুপথী যতেক ভ্রাতৃগণ ॥
সেই হেতু সকলের সংসর্গ ছাড়িয়া।
শরীর ত্যজিব আমি তপস্যা করিয়া ॥
পুনঃ যেন সংসর্গ না হয় সবা সনে।
মরিব তপস্যা করি তাহার কারণে ॥
বিরিঞ্চি বলেন, শেষ না ভাব এমন।
দুষ্টের সংসর্গ তব হইবে মোচন ॥
ধর্ম্মেতে তৎপর তুমি, বলে মহাবল।
আপনার তেজে ধর পৃথিবীমণ্ডল ॥
ব্রহ্মার বচনে শেষ পৃথিবী ধরিল।
গরুড়-সহিত ব্রহ্মা মৈত্র করাইল ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় গিয়া পাতাল-ভিতর।
তথা থাকি পৃথিবীরে ধরে বিষধর ॥
তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা তারে কৈল নাগরাজা।
নাগলোকে দেবলোকে সবে করে পূজা ॥
হেনমতে শেষ সব ত্যজি ভ্রাতৃগণে।
একাকী রহিল তথা ব্রহ্মার বচনে ॥
শেষ যদি গেল তবে বাসুকি চিন্তিত।
মায়ের শাপেতে হয় অত্যন্ত দুঃখিত ॥
সব ভ্রাতৃগণ লৈয়া করেন যুকতি।
মায়ের শাপেতে ভাই না দেখি নিষ্কৃতি ॥
জনকের শাপেতে আছয়ে প্রতিকার।
জননীর শাপে নাহি দেখি যে উদ্ধার ॥
ক্রোধ করি জননী যখন শাপ দিল।
পিতৃ-পিতামহ সবে স্বীকার করিল ॥
জন্মেজয়-যজ্ঞে হবে অবশ্য সংহার।
এখন তাহার ভাই কর প্রতিকার ॥
এতেক বচন যদি বাসুকি বলিল।
যার যেই যুক্তি আসে কহিতে লাগিল ॥
এক নাগ বলে, আমি ব্রাহ্মণ হইব।
জন্মেজয়-যজ্ঞে আমি ভিক্ষা মাগি লব ॥
আর নাগ বলে, আমি রাজমন্ত্রী হৈয়া।
না দিব করিতে যজ্ঞ মন্ত্রণা করিয়া ॥
আর নাগ বলে কোন্ বিচিত্র সে-কথা।
কেমনে করিবে যজ্ঞ, খাব যজ্ঞ-হোতা ॥
নহিলে খাইব সব ব্রাহ্মণে ধরিয়া।
দ্বিজ-বিনা যজ্ঞ হবে কেমন করিয়া ॥
অন্যে বলে, আরে ভাই এ নহে বিচার।
ব্রাহ্মণ-হিংসিলে ভাই নাহিক নিস্তার ॥
বিপদে পড়িলে লোক বিপ্রে দান করে।
বিপ্র তুষ্ট হ'লে ভাই সর্ব্বারিষ্ট হরে ॥
আর নাগ বলে, আমি জলধর হৈয়া।
নিবারিব যজ্ঞ-অগ্নি বারি বরষিয়া ॥
আর নাগ বলে, আমি বিপ্ররূপ ধরি।
যতেক যজ্ঞের শস্য লব চুরি করি ॥
কেহ বলে মোরা সবে একত্র হইয়া।
অনিবার যজ্ঞাগার থাকিব বেড়িয়া ॥
যাহারে দেখিব তারে করিব ভক্ষণ।
ভয়েতে করিবে রাজা যজ্ঞ-নিবারণ ॥
অথবা রাজার জল-ক্রীড়ার সময়ে।
রাখিব বান্ধিয়া আনি তাকে নিজালয়ে ॥
এতেক বলিল যদি সব নাগগণে।
বাসুকি বলিল, নাহি রুচে মম মনে ॥

আমা সবা মারিবারে দৈব-শক্তি ধরে।
কাহার ক্ষমতা ভাই তাহারে নিবারে॥
ইহার উপায় কিছু নাহি দেখি আর।
অবশ্য সর্পের কুল হইবে সংহার॥
এলাপত্র-নামে সর্প ছিল একজন।
বাসুকির বাক্য শুনি কহিল তখন॥
মায়ের বচন কভু নহে ত লঙ্ঘন।
যত যুক্তি কৈলে সবে সব অকারণ॥
মায়ের বচন আর দৈবের লিখন।
অবশ্য হইবে যজ্ঞ না যায় খণ্ডন॥
পাণ্ডুবংশে জন্মেজয় রাজার উৎপত্তি।
তাঁর যজ্ঞ হিংসিবেক কাহার শকতি॥
আছয়ে উপায় এক শুন সর্ব্বজন।
সাবধানে শুন সবে ব্রহ্মার বচন॥
পুত্রগণে যখন জননী শাপ দিল।
দেবগণ তখনি ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসিল॥
হেন শাপ কেহ দেয় আপন নন্দনে।
আর কোন্ জন হেন আছয়ে ভুবনে॥
ব্রহ্মা বলে, অবধান কর সুরগণ।
পরের অহিতকারী সদা সর্পগণ॥
বিনষ্ট হইলে তারা রহিবে সংসার।
নতুবা সর্পের বিষে হৈবে ছারখার॥
তবে ধর্ম্মে অনুগত যেই নাগ হবে।
জন্মেজয়-যজ্ঞে মাত্র সেই রক্ষা পাবে॥
শুন সবে আছে এক উপায় তাহার।
জটাচার্ব্ব-বংশে জন্ম লবে জরৎকার॥
তাঁহার বিবাহ হবে জরৎকারী-সনে।
বাসুকীর ভগ্নী সেই বিখ্যাত ভুবনে॥
তাঁর গর্ভে জন্মিবেক আস্তিক কুমার।
সেই পুত্র নাগকুল করিবে নিস্তার॥
এইরূপে ব্রহ্মা আজ্ঞা কৈল নাগগণে।
এ-সকল কথা আমি শুনেছি শ্রবণে॥
আর যত প্রকার করহ ভাইগণ।
না হইবে সাধ্য কিছু সব অকারণ॥

সেই জরৎকারী যেই ভগিনী সবার।
জরৎকারে বিভা দিলে হইবে নিস্তার॥
এতেক বলিল এলাপত্র বিষধর।
সাধু সাধু কহি সবে করিল উত্তর॥
তবে দেবাসুরে মিলি সমুদ্র মথিল।
তাহার মথন-দড়ি বাসুকি হইল॥
তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ ব্রহ্মারে বলিল।
বাসুকি হইতে সিন্ধু মথন হইল॥
মাতৃশাপে বাসুকির দহে কলেবর।
আজ্ঞা কর পিতামহ খণ্ডে যেন ডর॥
ব্রহ্মা বলে, জরৎকারী ভগিনী তাহার।
তার পুত্র করিবেক নাগের নিস্তার॥
বাসুকি শুনিয়া হৈল আনন্দিত-মন।
জরুৎকারু জন্য চর কৈল নিয়োজন॥
চরগণে বলিল, থাকিবে অলক্ষ্যেতে।
জরৎকারু দেখা হৈলে কহিবে ত্বরিতে॥
যাহা জিজ্ঞাসিল, সৌতি বলে মুনিগণে।
বাসুকি দিলেন ভগ্নী তাহার কারণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
ভক্তিভরে বর্ণন করিব যত পারি॥
ইহার শ্রবণে যত সুখী হবে নরে।
তাদৃশ নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য-ভিতরে॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি বাঞ্ছে সদা ভারত-শ্রবণ॥

● পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ

সৌতি বলে, এইরূপে গেল বহুকাল।
পাণ্ডুবংশে হৈল পরীক্ষিৎ মহীপাল॥
মহাপুণ্যবান্ রাজা প্রতাপে মিহির।
কৃপাচার্য্য শিক্ষায় সকল শাস্ত্রে ধীর॥
সর্ব্বগুণযুক্ত রাজা সদা সত্যব্রত।
মৃগয়াতে প্রিয় বনে ভ্রমে অবিরত॥

দৈবে এক দিন রাজা বিন্ধিলা হরিণে।
পলায় হরিণ, পাছু ধাইল আপনে॥
পরীক্ষিৎ-বাণে জীয়ে কাহার জীবন্।
পলাইয়া গেল মৃগ দৈব-নিবন্ধন॥
বহুদূরে অরণ্যে পশিল নরবর।
দেখিতে না পায় মৃগ অরণ্য-ভিতর॥
তৃষ্ণায় আকুল বড় হয়ে পরীক্ষিৎ।
গো-চারণ স্থানে এক হৈল উপনীত॥
উপনীত হয়ে তথা দেখিবারে পান।
বৎসগণ করিতেছে গাভী-দুগ্ধ পান॥
তাহাদের মুখস্থত যত ফেনরাশি।
বসিয়া করেন পান মৌনে এক ঋষি॥
ঋষিবরে দেখি নৃপ করি সম্বোধন।
ক্ষুধায় কাতর হয়ে কহেন বচন॥
আমি পরীক্ষিৎ রাজা.শুন তপোধন।
মম বিদ্ধ মৃগ এক কৈল পলায়ন॥
কোন্ পথে গেল মৃগ, বলে দাও মোরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্ত হ'য়েছি অন্তরে॥
মৌনব্রতধারী মুনি না কহে বচন।
ভূপতি জিজ্ঞাসা তবু করে পুনঃপুন॥
মৌনব্রতে আছে মুনি, রাজা নাহি জানে।
উত্তর না পেয়ে রাজা ক্রুদ্ধ হৈল মনে॥
একে ত রাজ্যের রাজা, দ্বিতীয়ে অতিথি।
উত্তর না দিল দুষ্ট ইহার প্রকৃতি॥
এত ভাবি নৃপতি কুপিত হইল মনে।
মৃতসর্প ছিল এক তার সন্নিধানে॥
ধনুহুলে করি সর্প গলে জড়াইল।
অশ্ব-আরোহণে রাজা হস্তিনায় গেল॥
ব্রাহ্মণের পুত্র মুনি শৃঙ্গীনাম ধরে।
কৃশনামে তার সখা বলিল তাহারে॥
কিবা গর্ব্ব কর আপনারে না জানিয়া।
তব বাপে রাজা দণ্ডে বনে দেখ গিয়া॥
এত শুনি গেল শৃঙ্গী দেখিবারে বাপ।
গলায় দেখিল, বেড়ি আছে মৃত সাপ॥

ক্রুদ্ধ হৈল শৃঙ্গী যেন জ্বলন্ত অনল।
রাজারে দিলেক শাপ হাতে করি জল॥
আজি হৈতে সপ্তদিনে পরীক্ষিৎ নৃপে।
তক্ষক দংশিবে তাকে মম এই শাপে॥
এত বলি পরীক্ষিতে দিল ব্রহ্মশাপ।
পুত্রের শুনিয়া শাপ দ্বিজে হৈল তাপ॥
মৌনভঙ্গে দ্বিজবর করয়ে বিলাপ।
অবোধ সন্তান তুমি দিলে মনস্তাপ॥
অজ্ঞান সন্তান তুমি করিলে কি কর্ম্ম।
ক্রোধে তপ নষ্ট হয় প্রবল অধর্ম্ম॥
নৃপে শাপ দান কভু উচিত না হয়।
রাজার প্রতাপে সব রাজ্য রক্ষা পায়॥
রাজার আশ্রয়ে যজ্ঞ করে দ্বিজগণ।
যজ্ঞ কৈলে বৃষ্টি হয় ফলে শস্যধন॥
দুষ্ট-দৈত্য-চৌর-ভয় রাজার বিহনে।
রাজ্য-রক্ষা-হেতু ধাতা সৃজিল রাজনে॥
রাজা দশ শ্রোত্রিয় সমান বেদে বলে।
হেন নৃপে শাপ দিয়া কুকর্ম্ম করিলে॥
অন্য হেন রাজা নহে রাজা পরীক্ষিৎ।
পিতামহ-সম রাজা, স্বধর্ম্মে পণ্ডিত॥
ব্রতধারী বলি মোরে রাজা নাহি জানে।
ক্ষুধার্ত্ত আইল রাজা আমার সদনে॥
না করিনু গৃহধর্ম্ম, দিলা তবে শাপ।
ক্ষমা করি পুত্র তারে খণ্ড মনস্তাপ॥
এত শুনি বলে শৃঙ্গী বাপের গোচরে।
যে কথা বলিলা পিতা নারি খণ্ডিবারে॥
সহজে বচন মম খণ্ডন না হয়।
যে-শাপ দিলাম ইহা খণ্ডিবার নয়॥
এত শুনি মুনিবর হইয়া চিন্তিত।
নিশ্চয় জানিল শাপ না হবে খণ্ডিত॥
গৌরমুখ নামে শিষ্যে আনিল ডাকিয়া।
পাঠাইল নৃপ-স্থানে সকল কহিয়া॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল শীঘ্র হস্তিনানগর।
প্রবেশ করিল গিয়া যথা নৃপবর॥

ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
কোথা হৈতে আগমন বলি জিজ্ঞাসিল॥
ব্রাহ্মণ বলিল, রাজা, শুন সাবধানে।
মৃগয়া-কারণ তুমি গিয়াছিলা বনে॥
যে দ্বিজের গলে জড়াইলে মৃত সাপ।
অজ্ঞান তাহার পুত্র, ক্রোধে দিল শাপ॥
পুত্র শাপ দিল, তাহা পিতা নাহি জানে।
সে কারণ পাঠাইলা মোরে তব স্থানে॥
বহু বহু প্রীতিবাক্য পুত্রেরে কহিল।
তথাপি শাপান্ত তারে করিতে নারিল॥
সাত দিনে করিবেক তক্ষকে দংশন।
জানিয়া উপায় শীঘ্র করহ রাজন্॥
বজ্রাঘাত হৈল শুনি ব্রাহ্মণ-বচন।
আপনারে নিন্দা করি বলেন রাজন্॥
করিলাম কোন্ কর্ম্ম দুষ্ট কদাচার।
ব্রাহ্মণে হিংসিনু আমি না করি বিচার॥
আপন মরণ রাজা নাহি চিন্তে মনে।
ব্রাহ্মণের তাপহেতু নিন্দয়ে আপনে॥
ধ্যানেতে ছিলেন মুনি, আগে নাহি জানি।
যে দণ্ড হইল মম সত্য করি মানি॥
মুনিরাজে জানাইও আমার বিনয়।
দৈবে যাহা করে, তাহা খণ্ডন না হয়॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে করিয়া মেলানি।
মন্ত্রণা করয়ে যত মন্ত্রিগণে আনি॥
তক্ষকে দংশিবে সপ্ত দিবস ভিতরে।
কি করি উপায়, শীঘ্র জানাও আমারে॥
মন্ত্রিগণ বলে, রাজা কর অবধান।
মঞ্চ এক উচ্চতর করহ নির্ম্মাণ॥
উচ্চ এক স্তম্ভে মঞ্চ করিল রচন।
চতুর্দ্দিকে জাগিয়া রহিল মন্ত্রিগণ॥
সর্পের গুণীন যত আছয়ে সংসারে।
চতুর্দ্দিকে রাখিলেন যোজন-বিস্তারে॥
বেদবিজ্ঞ বিপ্র যত সিদ্ধ-বাক্য যার।
শত শত চতুর্দ্দিকে রহিল রাজার॥

তাহে বসি দান-ধ্যান করে নৃপবর।
হরিগুণ শুনে রাজা ধর্ম্মেতে তৎপর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● পরীক্ষিতের নিকট তক্ষকের আগমন

সৌতি বলে, অবধান কর মুনিগণ।
এমত উপায় বহু কৈল মন্ত্রিগণ॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি॥
ধন ধর্ম্ম যশ পাব ভাবি দ্বিজবর।
ত্বরা করি গেল দ্বিজ হস্তিনানগর॥
তক্ষক আইসে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপে।
বটবৃক্ষতলে দেখা পাইল কাশ্যপে॥
তক্ষক বলিল, দ্বিজ এলে কোথা হৈতে।
কোথাকারে যাও কেন গমন ত্বরিতে॥
কাশ্যপ বলেন, পরীক্ষিৎ নরবর।
আজি তাঁরে দংশিবে তক্ষক-বিষধর॥
সেকারণে যাই আমি রাজার সদনে।
মন্ত্রবলে রক্ষা আমি করিব রাজনে॥
তক্ষক বলিল, তুমি অবোধ ব্রাহ্মণ।
কার শক্তি আছে রাখে তক্ষক-দংশন॥
ফিরি নিজ গৃহে যাও শুন দ্বিজবর।
অকারণে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
কাশ্যপ বলিল, শুন গুরুমন্ত্রবলে।
রাখিতে পারি যে আমি তক্ষক দংশিলে॥
শুনিয়া তক্ষক ক্রুদ্ধ হৈল অতিশয়।
আমিই তক্ষক বলি দিল পরিচয়॥
নিবারিতে পার যদি আমার দংশন।
এই বৃক্ষ দংশি, দেখি করহ রক্ষণ॥
কাশ্যপ বলিল, তুমি দংশ তরুবর।
মন্ত্রবলে রাখি দেখ তোমার গোচর॥

এতেক কাশ্যপ-বাক্য তক্ষক শুনিয়া।
দংশিলেক তরুবর যায় ভস্ম হৈয়া॥
লাফ দিয়া ভস্মমুষ্টি কাশ্যপ ধরিল।
দেখ মোর মন্ত্রবল তক্ষকে বলিল॥
মন্ত্র পড়ি ভস্মমুষ্টি গর্ত্তেতে ফেলিল।
দৃষ্টিমাত্র সেইক্ষণে অঙ্কুর হইল॥
দুই পত্র হ'য়ে হৈল দীর্ঘ তরুবর।
শাখা-পত্র পূর্ব্বে যেন আছিল সুন্দর॥
দেখিয়া তক্ষক হৈল বিষণ্ণ-বদন।
কাশ্যপে চাহিয়া বলে বিনয়-বচন॥
পরম পণ্ডিত তুমি, গুণে মহাগুণী।
তোমার চরিত্র লোকে অদ্ভুত কাহিনী॥
রাখিতে আছয়ে শক্তি দেখিনু তোমার।
কেবল আমার বিষে কৈলা প্রতিকার॥
আমারে রাখিতে পার আছয়ে শকতি।
রাখিতে নারিবে পরীক্ষিৎ নরপতি॥
পূর্ব্বেতে জারিল তারে ব্রাহ্মণের বিষে।
যেই বিষে ভয় করে দেব জগদীশে॥
ভৃগুমুনি-পদাঘাতে করি কৃতাঞ্জলি।
বহু স্তব কৈল বিষ্ণু, পাছে দেয় গালি॥
ব্রাহ্মণের গালিতে কলঙ্কী শশধর।
ব্রাহ্মণের গালিতে ভগাঙ্গ পুরন্দর॥
আর যত যত জন আছে পৃথিবীতে।
হেন জন কে না ডরে বিপ্রের গালিতে॥
ব্রহ্মশাপে বিরোধ করিতে যদি মন।
তবে তথাকারে তুমি করহ গমন॥
যশ লভিবারে যদি যাবে দ্বিজবর।
না পারিলে লজ্জা পাবে সভার ভিতর॥
ধন ইচ্ছা করি যদি যাহ তথাকারে।
আমি দিব যাহা নাহি রাজার ভাণ্ডারে॥
এতেক বচন যদি তক্ষক বলিল।
শুনিয়া কাশ্যপ দ্বিজ মনেতে ভাবিল॥
ভাল বলে ফণিবর লয় মোর মন।
ব্রহ্মশাপে বিরোধ নাহিক প্রয়োজন॥
নিশ্চয় জানিনু আয়ু নাহিক রাজার।
চিন্তিয়া তক্ষক-বাক্য করিল স্বীকার॥
কাশ্যপ বলিল, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
তবে আর কেন যাব পাই যদি ধন॥
যাইতাম ধন-ধর্ম্ম-যশের কারণে।
ব্রহ্মশাপ বিরোধে হইল ভয় মনে॥
তুমি যদি দেহ ধন, যাইব ফিরিয়া।
এত শুনি ফণী মণি দিলেক লইয়া॥
যাহার পরশে হয় লৌহাদি কাঞ্চন।
হৃষ্ট হৈয়া বাহুড়িল দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
বাহুড়ি কাশ্যপ গেল চিন্তে ফণিবর।
নৃপতির কথা লোকে বলে পরস্পর॥
কেহ বলে নৃপতিরে ব্রহ্মশাপ দিল।
সপ্তম দিবস আজি আসি পূর্ণ হৈল॥
কেহ বলে, রাজা বড় করিল উপায়।
এক স্তম্ভে মঞ্চ করি বসিয়াছে তায়॥
কাহার নাহিক শক্তি যাইতে তথায়।
কেমনে তক্ষক গিয়া দংশিবে রাজায়॥
নানাবিধ মহৌষধি আছে চারিভিতে।
গুণিগণ শূন্যপথ রোধিল মন্ত্রেতে॥
পরস্পর এক কথা বলে সর্ব্বজন।
শুনিয়া চিন্তিত চিত্তে কদ্রুর নন্দন॥
সহচরগণ প্রতি বলিল বচন।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি এবে ধর সর্ব্বজন॥
কেবল যাইতে নাহি ব্রাহ্মণের মানা।
ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি তবে ধর সর্ব্বজনা॥
ফলফুলে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজারে।
এই ফল-গুটী লৈয়া দিয়া তাঁর করে॥
শীঘ্রগতি না যাইবে যাবে ধীরে ধীরে।
চিনিতে না পারে যেন রাজ-অনুচরে॥
এত বলি ফল-মধ্যে করিল আশ্রয়।
শুনিয়া সকল নাগ বিপ্রমূর্ত্তি হয়॥
সেই ফল নানাপুষ্প হাতে করি নিল।
যথা মঞ্চে নরপতি তথায় চলিল॥

সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥

পৃষ্ঠা—৩৩
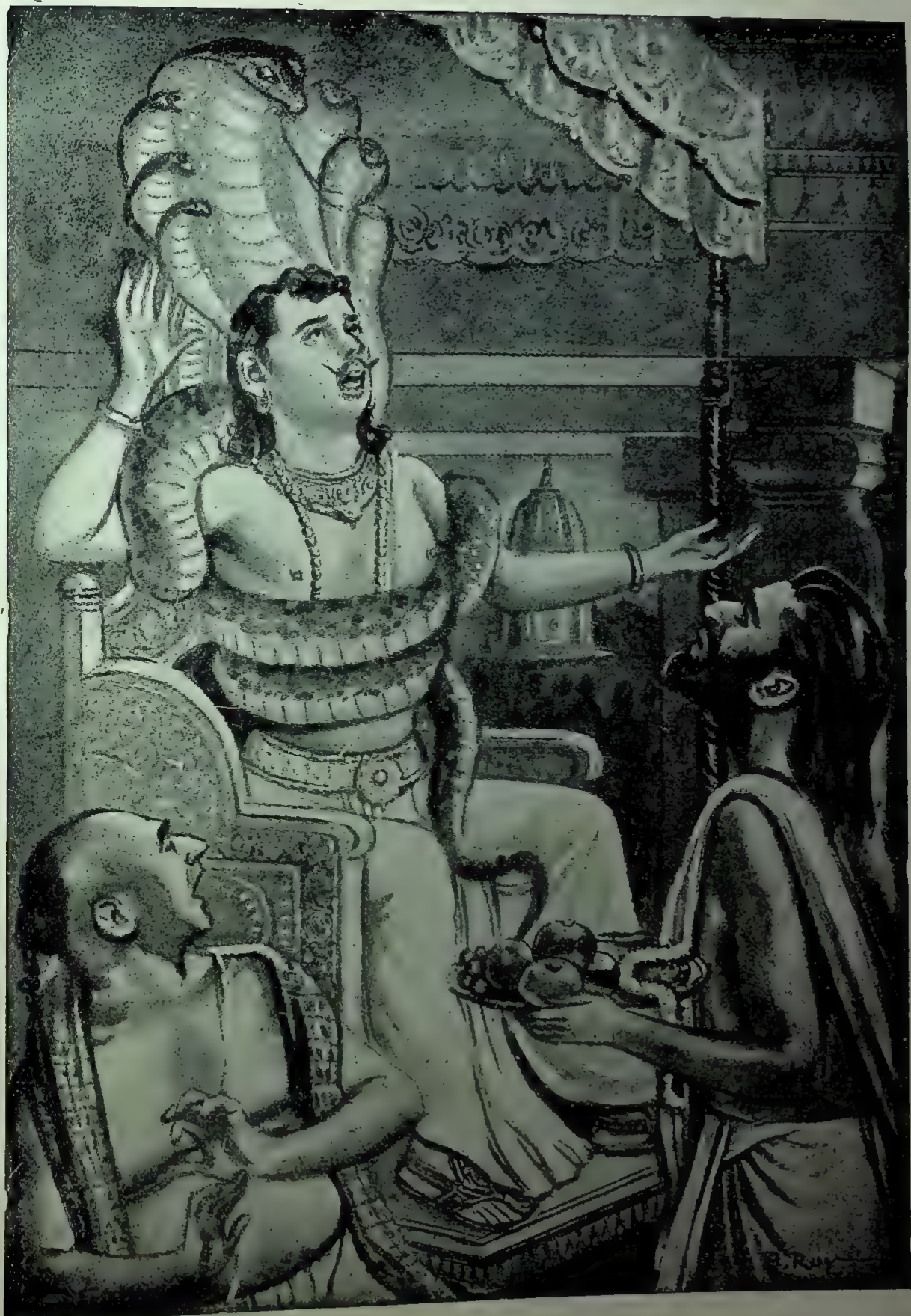
ব্রাহ্মণের রোধ নাহি রাজার দুয়ারে।
ফলফুলে আশীর্ব্বাদ করিল রাজারে॥
আনন্দে নৃপতি তার ফলফুল নিল।
খুঁত ফল দেখি রাজা নখে বিদারিল॥
ক্ষুদ্র এক পোকা তাহে লোহিত বরণ।
কৃষ্ণবর্ণ মুখ তার দেখিল রাজন্॥
হেনকালে নৃপতি বলিল মন্ত্রিগণে।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত আজি হই সাত দিনে॥
মুহূর্ত্তেক অস্ত হৈতে আছে দিনমণি।
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হৈল অদ্ভুত কাহিনী॥
এই হেতু আশঙ্কিত হইতেছে মন।
অব্যর্থ ব্রাহ্মণ-শাপ হইল খণ্ডন॥
এই পোকা তক্ষক হউক এইক্ষণ।
দংশুক আমাকে, থাক্ ব্রাহ্মণ-বচন॥
এতেক বলিয়া পোকা মস্তকে রাখিল।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী না হোক বলিল॥
হেনমতে রাজা মন্ত্রী করয়ে বিচার।
ততক্ষণে তক্ষক ধরিল নিজাকার॥
প্রলয়ের মেঘ যেন করয়ে গর্জ্জন।
শব্দ শুনি ভয়েতে পলায় মন্ত্রিগণ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি সবে হৈল ডর।
জড়াইল লাঙ্গুলে রাজার কলেবর॥
সহস্রেক ফণা ধরে ছত্রের আকার।
শব্দ করি ব্রহ্মতালু দংশিল রাজার॥
নৃপতিরে দংশিয়া অন্তরীক্ষে চলে।
রক্তপদ্ম-আভা-তনু অগ্নিসম জ্বলে॥
রাজা-সহ মঞ্চ জ্বলে বিষের আগুনে।
কান্দে মন্ত্রিগণ সব রাজার বিহনে॥
অন্তঃপুরে শুনিয়া কান্দয়ে সর্ব্বজন।
প্রেতকর্ম্ম রাজার করিল ততক্ষণ॥
অগ্নিহোত্রী ঘৃতে তনু করিল দাহন।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল তাঁর বিহিত লক্ষণ॥
মন্ত্রিগণ-সহ যুক্তি করি সব প্রজা।
তাঁর পুত্র জন্মেজয়, তাঁরে কৈল রাজা॥
বয়সে বালক শিশু বড় বুদ্ধিমন্ত।
পরাক্রমে জন্মেজয় দুষ্টের দুরন্ত॥
রাজার দেখিয়া গুণ যত মন্ত্রিগণ।
কাশীরাজ-কন্যা সহ করিল বরণ॥
বপুষ্টমা নামে কাশীরাজের নন্দিনী।
নানারত্নে ভূষিয়া দিলেন নৃপমণি॥
বিভা করি জন্মেজয় আসে গৃহে লৈয়া।
চিরদিন ক্রীড়া করে আনন্দিত হৈয়া॥
এক পত্নী বিনা তাঁর অন্যে নাহি মন।
উর্ব্বশী-সহিত যেন বুধের নন্দন॥
নাগের চরিত্র, আর কাশ্যপের কর্ম্ম।
পরীক্ষিৎ-স্বর্গবাস, জন্মেজয় জন্ম॥
এ সব রহস্য কথা শুনে যেই জন।
বংশবৃদ্ধি ধনবৃদ্ধি হরিপদে মন॥
স্ববাঞ্ছিত ফল পায় কহিলেন ব্যাস।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় পুণ্যের প্রকাশ॥
আদিপর্ব্বে সুধাসম ভারতের কথা।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর গাথা॥

● জরৎকারুর পত্নীত্যাগ

শৌনকাদি মুনি বলে, শুন সূত-সুত।
কহিলা সকল কথা শ্রবণে অদ্ভুত॥
জরৎকারু মুনিরে বাসুকি ভগ্নী দিল।
কহ শুনি আস্তিকের কিসে জন্ম হৈল॥
সৌতি বলে, জরৎকারু বিবাহ করিয়া।
পুনর্ব্বার বনে-বনে বেড়ায় ভ্রমিয়া॥
একদা ভগ্নীরে ডাকি বাসুকি কহিল।
কহ ভগ্নী, মুনি-সহ কি কথা হইল॥
রক্ষণাবেক্ষণ মুনি করে কি তোমার।
সত্য করি কহ তুমি অগ্রেতে আমার॥
জরৎকারী বলে, আমি মুনি নাহি দেখি।
কোথা যায় কোথা থাকে বঞ্চি যে একাকী

এত শুনি বাসুকির বিষণ্ণ বদন।
আর দিনে মুনির পাইল দরশন ॥
বাসুকি বলেন, মুনি, কর অবধান।
তোমাকে আপন ভগ্নী করিলাম দান ॥
রাখিয়াছিলাম যত্নে তোমার কারণ।
বিবাহ করিয়া তারে করিবা পালন ॥
মুনি বলে, মোর চিত্তে বিবাহ না ছিল।
পিতৃগণ-দুঃখে বিভা করিতে হইল ॥
গৃহে বাস করিতে না লয় মোর মন।
শরীরে না সহে মোর কাহার বচন ॥
তোমার ভগিনী সত্য করুক গোচরে।
কখন না কোন বাক্য বলিবে আমারে ॥
যদি বলে, ত্যজিব, আমার সত্য-বাণী।
বাসুকি বলিল, সত্য যাহা বল মুনি ॥
মম ভগ্নী করিবে অপ্রিয় যেই দিনে।
নিশ্চয় করিও ত্যাগ তাহারে সে দিনে ॥
তবে ত বাসুকি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া।
বহু মণিরত্নে তাহা দিলেন ভরিয়া ॥
পত্নী-সহ মুনি তথা করেন বসতি।
কতদিনে জরৎকারী হৈল ঋতুমতী ॥
ধরিল নাগিনী গর্ভ মুনির ঔরসে।
শশিকলা বাড়ে যেন দিবসে দিবসে ॥
বহু সেবা করে কন্যা জানি মুনি-মন।
করযোড়ে সম্মুখেতে থাকে অনুক্ষণ ॥
যখন যে-আজ্ঞা করে জরৎকারু মুনি।
আজ্ঞামাত্র সেই কর্ম্ম করয়ে নাগিনী ॥
হেনমতে বহু সেবা করে প্রতিদিনে।
দৈবে এক দিনে দেখে দিবা-অবসানে ॥
নিদ্রাযুক্ত কন্যা-উরু পরে শির দিয়া।
শয়ন করিছে মুনি অচেতন হৈয়া ॥
নিদ্রা যায় মুনি, হৈল সন্ধ্যার সময়।
দেখিয়া নাগিনী মনে ভাবিলেক ভয় ॥
অস্ত গেল দিনকর, সন্ধ্যা যায় বৈয়া।
না বলিলে ক্রোধ মোরে করিবে জাগিয়া ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে পাছে ক্রোধ করে মুনি।
হইল পরম চিন্তা এত সব গণি ॥
যাহা করে করিবেক পরে মুনিরাজ।
সন্ধ্যা-ধর্ম্ম না রাখিলে হইবে অকাজ ॥
অবহেলে যেই দ্বিজ সন্ধ্যা নাহি করে।
পঞ্চ মহাপাপ জন্মে তাঁহার শরীরে ॥
এত ভাবি জরৎকারী বলিল ডাকিয়া।
উঠ, সন্ধ্যা কর প্রভু, সন্ধ্যা যায় বৈয়া ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈল, মুনি উঠে মহাকোপে।
লোহিত-বরণ মুখ, অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
অমান্য করিলি মোরে করি অহঙ্কার।
এই দোষে তোর মুখ না দেখিব আর ॥
জরৎকারী বলে, প্রভু, মোর নাহি দোষ।
অকারণে মোর প্রতি কেন কর রোষ ॥
সন্ধ্যা বহি যায় প্রভু, সূর্য্য গেল অস্ত।
সন্ধ্যাহীনে যত পাপ জানহ সমস্ত ॥
সে-কারণে নিদ্রাভঙ্গ করিনু তোমার।
তবে ত্যাগ কর, দোষ বুঝিয়া আমার ॥
মুনি বলে, না বুঝিয়া না কহিবি কথা।
আমি সন্ধ্যা না করিলে সন্ধ্যা যাবে কোথা ॥
ওরে ওরে সন্ধ্যা তোর কেমন বিচার।
মোরে না বলিয়া যাহ বড় অহঙ্কার ॥
সন্ধ্যা বলে, মুনিরাজ, না করিহ ক্রোধ।
এই ত আছি যে রাখি তব উপরোধ ॥
মুনি বলে, নাগিনী, শুনিলি নিজ কাণে।
অবজ্ঞা করিলি মোরে কি সামান্য জ্ঞানে ॥
নিশ্চয় ত্যজিয়া তোরে যাব আমি বন।
পুনরপি না দেখিব তোর এ-বদন ॥
মুনির নির্ঘাত বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
কান্দিতে কান্দিতে কহে চরণেতে ধরি ॥
না জানিয়া করিলাম প্রভু অপরাধ।
এবার ক্ষমহ মোরে করহ প্রসাদ ॥
ভাই সব শুনি মোর হইবে নিরাশ।
তোমারে দিলেক ভাই করি বড় আশ ॥

মাতৃশাপে ভ্রাতৃ-মনে বড় ছিল ভয়।
তোমারে আমাকে দিয়া খণ্ডিল সংশয়॥
তোমার ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
তাহা হৈতে রক্ষা পাবে মোর ভ্রাতৃগণ॥
বংশ না হইতে তুমি যাহ যে ছাড়িয়া।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিব কি বোল বলিয়া॥
নিশ্চয় ছাড়িয়া যদি যাবে তুমি মোরে।
শরীর ত্যজিব আমি তোমার গোচরে॥
এত শুনি সদয় হইল মুনিবর।
আশ্বাসিয়া কন্যার উদরে দিল কর॥
অস্তি অস্তি বলিয়া বুলায় গর্ভে হাত।
এই গর্ভে আছে পুত্র নাগকুলনাথ॥
এই গর্ভে আছে যেই পুরুষ-রতন।
তোমার আমার কুল করিবে রক্ষণ॥
চিন্তা ছাড়ি যাহ প্রিয়ে, নিজ ভ্রাতৃগৃহে।
ভ্রাতৃগণে প্রবোধিবা যেন দুঃখী নহে॥
বলিলাম বাক্য মোর কভু মিথ্যা নয়।
ত্যজিলাম তোমারে যে জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি আশ্বাসিয়া নিজ বনিতায়।
গৃহ ত্যজি পুনঃ মুনি যান তপস্যায়॥
অব্যর্থ ব্রাহ্মণবাক্য অন্তরেতে গণি।
মুনিবরে কিছু আর না কহে নাগিনী॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥

● আস্তিকের জন্ম

ত্যজিয়া পত্নীর পাশ, মুনি গেলা বনবাস,
পত্নীরে রাখিয়া একাকিনী।
অশ্রুজলপূর্ণ মুখে, করাঘাত হানে বুকে,
ভ্রাতৃস্থানে চলিল নাগিনী॥
ক্রন্দন করয়ে স্বসা, মুখে না আইসে ভাষা,
দেখিয়া বাসুকি চমকিত।
আশ্বাসিয়া নাগরাজ, স্বসারে জিজ্ঞাসে কাজ,
কান্দ কেন হইয়া দুঃখিত॥
ভ্রাতার বচন শুনি, কহে গদ গদ বাণী,
আপনার যত বিবরণ।
অবধান কর ভাই, কিছু মোর দোষ নাই,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
বজ্রের সমান বাণী, ভগিনীর বাক্য শুনি,
নাগরাজ বিষণ্ণবদন।
একে ত মায়ের শাপে, সর্ব্বদা শরীর কাঁপে,
তাহে পুন হৈল দুর্ঘটন॥
কহ ভগ্নী, কহ মোরে, জিজ্ঞাসিতে লজ্জা করে,
আপনি জানহ সব কথা।
মাতৃশাপে ভ্রাতৃগণে, বড় ভয় ছিল মনে,
উপায় করিয়া দিল ধাতা॥
মুনিবীর্য্যে গর্ভে তব, হ'য়ে পুত্র-সমুদ্ভব,
নাগকুল করিবে সে ত্রাণ।
তাহার কারণে তোরে, চিরদিন রাখি ঘরে,
জরৎকারে করিলাম দান॥
না হইতে বংশধর, ত্যজিলেন মুনিবর,
মাতৃশাপে সদা চিন্তে মন।
হ'য়েছে কি গর্ভ তোর, লজ্জা ত্যজি অগ্রে মোর,
কহ শুনি সত্য বিবরণ॥
জিজ্ঞাসিতে লজ্জা হয়, তবু না পুছিলে নয়,
বড় দায় আমা সবাকার।
সত্য করি কহ মোরে, কহিলে কি মুনিবরে,
যে কারণে বিবাহ তোমার॥
ভ্রাতার বচন শুনি, সলজ্জিতা সুবদনী,
কহিতে লাগিল অধোমুখে।
যতেক কহিলে তুমি, সব তত্ত্ব জানি আমি,
বিচারিয়া কহিনু মুনিকে॥
মুনি যদি যায় ছাড়ি, চরণ-যুগলে পড়ি,
বংশ-হেতু কৈনু নিবেদন।
সদয় হইয়া মুনি, অস্তি অস্তি বলে বাণী,
এই গর্ভে হইবে নন্দন॥

তোমার যতেক ভ্রাতৃ, আমার যতেক পিতৃ,
দুই কুল করিবে উদ্ধার।
এতেক বলিয়া মোরে, মুনি গেল দেশান্তরে,
নিবারিয়া ক্রন্দন আমার॥
ত্যজ ভাই মনস্তাপ, চিন্তা নাহি মাতৃশাপ,
কভু নাহি মিথ্যা কহে মুনি।
জরৎকারী ইহা কৈল, যেন সুধাবৃষ্টি হৈল,
আনন্দেতে নাচে সব ফণী॥
উল্লাসিত নাগরাজা, ভগিনীরে করে পূজা,
নানা রত্নে করিল ভূষিত।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার, বহু ভক্ষ্য উপহার,
সেবায় করিল নিয়োজিত॥
তবে ভুজঙ্গম-পতি, পুছে জরৎকারী-প্রতি,
কহ তুমি ইহার কারণ।
কহ সত্য জরৎকারী, কি দোষ তোমার হেরি,
মুনিরাজ ছাড়ি গেল বন॥
আমি তাঁরে ভাল জানি, বড় উগ্র সেই মুনি,
বিনা দোষে ত্যজিয়াছে তোমা।
তথাপি কি দেখি দোষ, করিলেক এত রোষ,
একা গৃহে ছাড়ি গেল রামা॥
জরৎকারী বলে ভাই, শুন তবে বলি তাই,
আজিকার দিন অবসানে।
শির দিয়া মোর ঊরে, নিদ্রা গেল মুনিবরে,
অস্ত গেল তপন গগনে॥
সন্ধ্যাভঙ্গ হয় মুনি, মনে আমি ভয় গণি,
জাগরণে পাছে ক্রোধ করে।
সন্ধ্যাহীন যেই দ্বিজ, সর্পহেন হীনতেজ,
এ কারণে জাগালাম তাঁরে॥
জাগি রক্তমুখ কোপে, দেখিয়া হৃদয় কাঁপে,
বলে মোরে অবজ্ঞা করিলি।
আমি সন্ধ্যা না করিতে,সন্ধ্যা যাবেকোন্‌মতে,
সন্ধ্যারে ডাকিল ইহা বলি॥
সন্ধ্যা মনে ভয় পাই, বলে আমি নাহি যাই,
আছি যে তোমার উপরোধে।

সন্ধ্যার বচন শুনি, ত্যাগ করি গেল মুনি,
এইমাত্র মম অপরাধে॥
মুনির চরিত্র শুনি, বিস্ময় মানিল ফণী,
ভগিনীরে তোষে মৃদুভাষে।
ভাল হৈল গেল দ্বিজ, দুঃখ না ভাবিহ নিজ,
থাক গৃহে পরম সন্তোষে॥
সহস্রেক সহোদর, আর যত অনুচর,
সহস্রেক বধূর সহিত।
সেবিবে তোমার পায়, সর্ব্বদা ঈশ্বরী-প্রায়,
মোর গৃহে থাক অচিন্তিত॥
এত বলি ফণিবর, ডাকি সব সহোদর,
নিয়োজিল তাহার সেবনে।
হেনমতে জরৎকারী, সর্ব্বদুঃখ পরিহরি,
রহিলেন ভ্রাতার ভবনে॥
গর্ভ বাড়ে অহর্নিশি, শুক্লপক্ষে যেন শশী,
প্রসবিল সময়-সংযোগে।
পরম সুন্দর কায়, শিশু পূর্ণশশী-প্রায়,
দেখি আনন্দিত সব নাগে॥
রূপে গুণে অনুপম, আস্তিক থুইল নাম,
গর্ভকালে কহি গেল পিতা।
শৈশব হইতে সুত, সকল গুণেতে যুত,
বেদ-বিদ্যা-ব্রতে পারগতা॥
আস্তিকের জন্মকথা, অপূর্ব্ব ভারত-গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেন সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

● উপমন্যু ও আরুণির উপাখ্যান

সৌতি বলে, অপূর্ব্ব শুনহ মুনিগণ।
কহিব বিচিত্র কথা পুরাণ-বচন॥
অবন্তীনগরে দ্বিজ নাম সন্দীপন।
তাঁর স্থানে শিষ্যগণ করে অধ্যয়ন॥

এক শিষ্যে দ্বিজ গাভী কৈল সমর্পণ।
গুরু-আজ্ঞা পেয়ে তারে করেন রক্ষণ ॥
কতদিনে বলে গুরু, কহ শিষ্যবর।
বড় পুষ্ট দেখি যে তোমার কলেবর ॥
কিবা খাও, কোথা পাও, কহ সত্যবাণী।
শুনিয়া বলেন শিষ্য করি যোড়পাণি ॥
গাভীগণ দোহনান্তে পিয়ে বৎসগণ।
পশ্চাতে খাই যে আমি করিয়া দোহন ॥
গুরু বলে, এতদিনে সব জানা গেল।
এই হেতু বৎসগণ দুর্ব্বল হইল ॥
গাভী দুহি খাও তুমি নাহি ভয় লাজ।
আর কভু তুমি না করিহ হেন কাজ ॥
গুরু-আজ্ঞা শুনি দ্বিজ গেল গাভী লৈয়া।
কতদিনে পুনঃ বিপ্র কহিল ডাকিয়া ॥
উচিত কহিলে শিষ্য না হইও রুষ্ট।
পুনশ্চ তোমারে বড় দেখি হৃষ্টপুষ্ট ॥
গাভী-দুগ্ধ পুনঃ বুঝি কর তুমি পান।
শিষ্য বলে, গোসাঞি করহ অবধান ॥
যেই দিন হৈতে তুমি করিলা বারণ।
ভিক্ষা মাগি নিত্য করি উদর পূরণ ॥
গুরু বলে, ভিক্ষা করি পূরহ উদরে।
এবে ভিক্ষা করি সব আনি দিও মোরে ॥
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল দ্বিজবর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল কত দিবস অন্তর ॥
কহ শিষ্য, বড় পুষ্ট দেখি তব কায়।
কি খাইয়া রহিয়াছ কহিবা আমায় ॥
শিষ্য বলে, গাভী রাখি অরণ্য-ভিতর।
রক্ষক রাখিয়া আমি যাই যে নগর ॥
দিবসের যত ভিক্ষা দিই তব ঘরে।
সন্ধ্যাতে মাগিয়া ভিক্ষা ভরি যে উদরে ॥
হাসিয়া বলিল গুরু, এ কোন্ বিচার।
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা রাত্রে তুমি কর আপনার ॥
রাত্রিদিবা যত পাও আনি দিবা মোরে।
এত শুনি গাভী লৈয়া গেল বন ঘোরে ॥

ক্ষুধায় আকুল তনু ভ্রমে বনে বন।
অর্কের কোমল পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥
বড়ই দুর্ব্বল হৈল, শীর্ণ হৈল কায়।
দেখিতে না পায় তবু গোধন চরায় ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈবের লিখন।
নিরুদক-কূপ-মধ্যে পড়িল ব্রাহ্মণ ॥
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল।
গৃহেতে আইল যত গোধনের পাল ॥
শিষ্যে না দেখিয়া গুরু দুঃখিত অন্তর।
অন্বেষণে গেল দ্বিজ অরণ্য-ভিতর ॥
কোথা গেল উপমন্যু, ডাকে দ্বিজবর।
উপমন্যু বলে, আমি কূপের ভিতর ॥
গুরু বলে, কূপ-মধ্যে পড়িলা কিমতে।
উপমন্যু বলে, চক্ষে না পাই দেখিতে ॥
অর্কপত্র খাইয়া নয়ন অন্ধ হৈল।
শুনিয়া আচার্য্য তবে উপদেশ কৈল ॥
দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমার দুইজন।
শীঘ্র কর দ্বিজবর, তাঁদের স্মরণ ॥
এত শুনি দ্বিজ বহু স্তবন করিল।
ততক্ষণে দুই চক্ষু নির্ম্মল হইল ॥
কূপ হৈতে উঠিয়া ধরিল গুরুপাদ।
সন্তুষ্ট হইয়া গুরু কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
চারিবেদে যত শাস্ত্র জানহ সকলে।
যাহ দ্বিজ নিজ গৃহে পরম কুশলে ॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল দ্বিজ আহ্লাদিত মনে।
সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান হৈল গুরুর বচনে ॥

আরুণি নামেতে শিষ্য ছিল এক জন।
ডাকি তারে গুরু আজ্ঞা কৈল ততক্ষণ ॥
ধান্যক্ষেত্রে জল সব যাইছে বহিয়া।
যত্ন করি আলি বাঁধি জল রাখ গিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র আরুণি যে করিল গমন।
আলি বাঁধিবারে বহু করিল যতন ॥
দন্তেতে খুদিয়া মাটী বাঁধালেতে ফেলে।
রাখিতে না পারে মাটী অতি বেগ জলে ॥

পুনঃপুনঃ শিষ্যবর করিল যতন।
না পারিল ক্ষেত্রজল করিতে বন্ধন ॥
জল বহি যায়, গুরু পাছে ক্রোধ করে।
আপনি শুইল দ্বিজ বাঁধাল উপরে ॥
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি ॥
ক্ষেত্র-মধ্যে গিয়া ডাক দিল দ্বিজবর।
শিষ্য বলে, শুয়ে আছি বান্ধের উপর ॥
বহু যত্ন করিলাম, না রহে বন্ধন।
আপনি শুলাম বান্ধে তাহার কারণ ॥
শুনিয়া বলিল গুরু, এস হে উঠিয়া।
শীঘ্র আসি গুরুপায় প্রণমিল গিয়া ॥
কেদারাংশ ভাঙ্গি তব হইল উদয়।
আজি হৈতে তব নাম উদ্দালক রয় ॥
আশীষ করিয়া গুরু করিল কল্যাণ।
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র হৌক তব জ্ঞান ॥
এত বলি বিদায় করিল দ্বিজবর।
প্রণাম করিয়া শিষ্য গেল নিজ ঘর ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
কা[illegible]াম দাস কহে ভব-পরিত্রাণ ॥

● উতঙ্কের উপাখ্যান

উতঙ্ক বেদের শিষ্য পড়ে গুরু-স্থানে।
কতদিনে যায় গুরু যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে ॥
উতঙ্কে বলিল গুরু, থাক তুমি ঘর।
কিছু নষ্ট নাহি হয় থাকিবা গোচর ॥
এত বলি গেল দ্বিজ যথা যজ্ঞস্থান।
কতদিনে গুরুপত্নী কৈল ঋতুস্নান ॥
উতঙ্কে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল।
তোমাতে সমর্পি গৃহ তব গুরু গেল ॥
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন।
ঋতু নষ্ট হয়, তুমি করহ রক্ষণ ॥

শুনিয়া বিস্ময়-চিত্ত হইল উতঙ্ক।
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয়ে আতঙ্ক ॥
কি করিব, কি হইবে ইহার উপায়।
গৃহরক্ষা-হেতু গুরু রাখিল আমায় ॥
ঋতুরক্ষা কর্ম্ম এই না হয় আমার।
পরদার মহাপাপ তাহে গুরুদার ॥
এত চিন্তি ব্রাহ্মণীরে না দিল উত্তর।
ব্রাহ্মণ আইল কত দিবস-অন্তর ॥
উতঙ্কের প্রতি রোষ ব্রাহ্মণীর জাগে।
একান্তে ব্রাহ্মণী কহে, ব্রাহ্মণের আগে ॥
দিবে গুরু-দক্ষিণা উতঙ্ক যেইক্ষণে।
পাঠাইবে তাহাকে আমার সন্নিধানে ॥
তবে দ্বিজ জানিল এ সব বিবরণ।
তুষ্ট হৈয়া উতঙ্কে বলিল ততক্ষণ ॥
যাহ দ্বিজ, সর্ব্বশাস্ত্র হও তুমি জ্ঞাত।
শুনিয়া উতঙ্ক কহে করি যোড়হাত ॥
আজ্ঞা কর গোঁসাই দক্ষিণা কিছু দিব।
গুরু বলে, তব পাশে কিছু না মাগিব ॥
দেহ তবে তব গুরুপত্নী যাহা মাগে।
এত শুনি গেল দ্বিজ গুরুপত্নী-আগে ॥
দক্ষিণা যাচয়ে দ্বিজ করি যোড়পাণি।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলিল ব্রাহ্মণী ॥
পৌষ্য-ভূপ-মহিষীর শ্রবণকুণ্ডল।
আনি দিলে পাই তব দক্ষিণা সকল ॥
সপ্তদিন ভিতরে আনিয়া দিবে মোরে।
না আনিলে দিব শাপ কহিলাম তোরে ॥
এত শুনি উতঙ্ক গুরুকে নিবেদিল।
যাও হে নির্ব্বিঘ্নে দ্বিজ-গুরু আজ্ঞা দিল ॥
গুরুকে প্রণাম করি উতঙ্ক চলিল।
কতদূর পথে এক বৃষভ দেখিল ॥
পুরীষ ত্যজিয়া বৃষ আছে দাঁড়াইয়া।
উতঙ্কে দেখিয়া বৃষ বলিল ডাকিয়া ॥
হের দেখ মল মোর উতঙ্ক ব্রাহ্মণ।
হইবে তোমার প্রিয় করহ ভক্ষণ ॥

উতঙ্ক বলিল, হেন নহে কদাচন।
পথে হেন অসম্মানে কিবা প্রয়োজন ॥
বৃষ বলে, অসম্মান নহে দ্বিজবর।
তোমার গুরুর দিব্য খাও এ গোবর ॥
গুরু-দিব্য শুনি দ্বিজ ভাবিল বিস্তর।
গোবর ভক্ষণ করি চলিল সত্বর ॥
তথা হৈতে চলি গেল পৌষ্য-নৃপ-ঘর।
মাগিল কুণ্ডলযুগ্ম নৃপতি-গোচর ॥
নৃপ পাঠাইল দ্বিজে রাণীর সদনে।
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল দিলেন ততক্ষণে ॥
কর্ণ হৈতে কুণ্ডল কাটিয়া দিল রাণী।
পাইয়া কুণ্ডল চলি গেল দ্বিজমণি ॥
যেইক্ষণে দ্বিজ হাতে কুণ্ডল পাইল।
সেইক্ষণে তক্ষক তাহার সঙ্গ নিল ॥
পরশ করিতে দ্বিজে নাহিক শকতি।
পাছে পাছে যায় ধরি সন্ন্যাসী-মূরতি ॥
কত পথে উতঙ্ক দেখিয়া সরোবর।
স্নানেতে নামিল বস্ত্র থুইয়া উপর ॥
বসন ভিতরে দ্বিজ কুণ্ডল থুইল।
ছিদ্র পেয়ে তক্ষক কুণ্ডল হরে নিল ॥
উতঙ্ক দেখয়ে থাকি জলের ভিতরে।
সন্ন্যাসী কুণ্ডল লৈয়া পশিল বিবরে ॥
ত্যজিয়া যে স্নান দ্বিজ ধায় মুক্তচুল।
বিবরের দ্বারে দেখে না পাশ আঙ্গুল ॥
উপায় না দেখি মুনি বিষাদিত-মন।
নখেতে বিবর-দ্বার করয়ে খনন ॥
এ-সকল বৃত্তান্ত জানিল পুরন্দর।
ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখী হইল অন্তর ॥
সেই দণ্ডে নিজ বজ্র কৈল নিয়োজন।
বিবরের দ্বার মুক্ত হৈল ততক্ষণ ॥
পাতালে উতঙ্ক গিয়া প্রবেশ করিল।
লিখিতে অনেক কথা যতেক দেখিল ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-গতায়াত গ্রহতারাগণ।
মাস বর্ষ ষড়ঋতু সবার সদন ॥
অনেক ভ্রমিল দ্বিজ পাতাল-ভিতরে।
না দেখিয়া সন্ন্যাসীরে চিন্তিত অন্তরে ॥
হেনকালে অশ্বরূপে বলে বৈশ্বানর।
হে উতঙ্ক ব্রাহ্মণ, আমার বাক্য ধর ॥
গুরুজ্ঞানে মোরে তুমি করহ বিশ্বাস।
শ্রেয় হবে, মোর গুহে করহ বাতাস ॥
গুরু-নাম শুনি দ্বিজ বিলম্ব না কৈল।
কিছু না পাইয়া মুখে গুহে ফুঁক দিল ॥
গুহে ফুঁক দিতে ধূম বাহিরিল মুখে।
ধূমময় সকল করিল নাগলোকে ॥
প্রলয়ের প্রায় হৈল ঘোর অন্ধকার।
বিস্ময় হইয়া নাগ করিল বিচার ॥
বাসুকি প্রভৃতি যত শ্রেষ্ঠ নাগগণ।
কি হেতু হইল ধূম জিজ্ঞাসে কারণ ॥
চরমুখে বৃত্তান্ত পাইল ততক্ষণ।
তক্ষকে আনিয়া বহু করিল গর্জ্জন ॥
দেহ শীঘ্র কুণ্ডল, ব্রাহ্মণ হৌক সুখী।
এত বলি দ্বিজে তুষ্ট করিল বাসুকি ॥
কুণ্ডল পাইয়া দ্বিজ গেল অশ্বস্থানে।
পৃষ্ঠে করি অশ্ব ল'য়ে থুইল ব্রাহ্মণে ॥
সপ্তদিন পূর্ণে আসি গুরুর গৃহেতে।
দেখে গুরুপত্নী ক্রোধে আছে জল হাতে ॥
মুখেতে নির্গত হৈতে ছিল শাপবাণী।
হেনকালে উতঙ্ক দিলেন যুগ্মমণি ॥
কুণ্ডল পাইয়া হৃষ্ট ব্রাহ্মণী হইল।
উতঙ্ক সকল কথা গুরুকে কহিল ॥
গুরু বলে, যেই বৃষ দিলেন গোবর।
বৃষ নহে অমৃত দিলেন পুরন্দর ॥
সন্ন্যাসীর বেশে যেই লইল কুণ্ডল।
তক্ষক বিবরদ্বারে গেল রসাতল ॥
অশ্বরূপে যে তোমার কৈল উপকার।
অশ্ব নহে, অগ্নি ইষ্ট সহজে আমার ॥
এত শুনি উতঙ্কের মনে হইল তাপ।
বিনাদোষে দুঃখ মোরে দিল দুষ্টসাপ ॥

তার সমুচিত ফল দিব আমি তারে।
এত শুনি বিদায় মাগিল দ্বিজবরে ॥
গুরু প্রদক্ষিণ করি করিল গমন।
যথা রাজা জন্মেজয় চলিল ব্রাহ্মণ ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল বন্দন।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে কেন আগমন ॥
দ্বিজ বলে, নৃপতি করহ কোন্ কর্ম্ম।
পিতৃবৈরী না নাশিলে, নহে পুত্রধর্ম্ম ॥
চণ্ডাল তক্ষক নাগ বড় দুরাচার।
দংশিল তোমার বাপে বিখ্যাত সংসার ॥
তাহার উচিত রাজা করিতে যুয়ায়।
সর্পকুল বিনাশিতে করহ উপায় ॥
উতঙ্ক-বচন শুনি রাজা জন্মেজয়।
মন্ত্রিগণে জিজ্ঞাসিল মানিয়া বিস্ময় ॥
কহ সত্য মন্ত্রিগণ ইহার কারণ।
তক্ষক-দংশনে হৈল পিতার মরণ ॥
ব্রহ্মশাপে মরিলেক পিতা হেন জানি।
তক্ষক এমন কৈল, কভু নাহি শুনি ॥
রাজার এমত বাক্য শুনি মন্ত্রিগণ।
কহিতে লাগিল তবে কথা পুরাতন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সাধু সদা করে পান ॥

——

● জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞের মন্ত্রণা

মন্ত্রিগণ বলে, রাজা, কর অবধান।
প্রতাপে তোমার পিতা পাণ্ডব-সমান ॥
মৃগয়া কারণে রাজা ভ্রমে বনে বন।
একদিন হৈল তথা দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
বিন্ধিয়া হরিণ রাজা পাছে পাছে ধায়।
আচম্বিতে দ্বিজ এক দেখিল তথায় ॥
ক্ষুধায় আকুল রাজা জিজ্ঞাসিল তারে।
মৌনী ছিল, মুনি কিছু না কহে রাজারে ॥
দৈবে এক মৃত সর্প নৃপতি দেখিল।
ক্রোধে ল'য়ে মুনি-গলে জড়াইয়া দিল ॥
অনন্তর নরবর স্বরাজ্যে আসিল।
কিছু না বলিল মুনি, মৌনেতে রহিল ॥
শৃঙ্গী-নামে ঋষিপুত্র শুনি ক্রোধে শাপে।
সপ্তম দিবসে নৃপে দংশিবেক সাপে ॥
পুত্র শাপ দিল, পিতা দুঃখিত হইয়া।
রাজারে জানায় তবে দূত পাঠাইয়া ॥
বার্ত্তা পেয়ে করিলেন ভূপতি উপায়।
সপ্তম দিবস-কথা কহি শুন রায় ॥
কাশ্যপ নামেতে মুনি সর্পমন্ত্রে গুণী।
রাজারে দংশিবে সর্প লোকমুখে শুনি ॥
বাঁচাতে আসিতেছিল হস্তিনা নগরে।
পথে দেখা পাইল তক্ষক বিষধরে ॥
নিজ-নিজ গুণ পরীক্ষিতে দুইজনে।
ভস্ম হৈয়া গেল বৃক্ষ তক্ষক-দংশনে ॥
কাশ্যপের মন্ত্রে বৃক্ষ পুনশ্চ জন্মিল।
তক্ষক দেখিয়া মনে বিস্ময় মানিল ॥
আপনার মাথার মণি ল'য়ে ফণিবর।
ফিরাইল দ্বিজে দিয়া করি সমাদর ॥
ধন পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাহুড়িল।
কপটে তক্ষক আসি রাজারে দংশিল ॥
এত শুনি নৃপ জিজ্ঞাসিল আরবার।
সত্য কহ, শুনিয়া করিব প্রতিকার ॥
কাশ্যপে তক্ষকে কথা হইল যখন।
এ সকল বার্ত্তা শুনিলেক কোন্ জন ॥
মন্ত্রিগণ বলে, সর্প যে বৃক্ষ দংশিল।
কাষ্ঠ-হেতু সেই বৃক্ষে দ্বিজ এক ছিল ॥
বৃক্ষের সহিত সেই ভস্ম যে হইল।
পুনঃ বৃক্ষসহ দ্বিজ জনম লভিল ॥
দেখিল শুনিল যত কহিল নগরে।
এত শুনি নৃপতি কচালে করে করে ॥
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে, করয়ে ক্রন্দন।
গদ্গদভাষে রাজা বলেন বচন ॥

মন্ত্রবিৎ কাশ্যপের আশ্চর্য্য ক্ষমতা।
নিশ্চয় বাঁচিত পিতা, না হৈত অন্যথা॥
দারুণ তক্ষক সর্প তারে ফিরাইল।
তক্ষক আমার বৈরী, এবে জানা গেল॥
বিপ্রের বচনে আসি করিল দংশন।
কাশ্যপেরে ফিরাইল কিসের কারণ॥
ধন দিয়া করে লোক পর-উপকার।
ধন দিয়া মোর বাপে করিল সংহার॥
পুনর্ব্বার রাজা কহে, শুন মন্ত্রিগণ।
সত্য কহিলেক যত উতঙ্ক ব্রাহ্মণ॥
উতঙ্কের প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন।
নিশ্চয় করিব পিতৃবৈরী-নির্য্যাতন॥
নাশিব নাগের কুল প্রতিজ্ঞা আমার।
পিতৃ-কার্য্য সাধি হৈব পিতৃঋণে পার॥
এত বলি পুরোহিত আর দ্বিজগণে।
আহ্বান করিয়া রাজা কহেন যতনে॥
সর্প বিনাশিতে চেষ্টা হইল আমার।
সবংশে সকল নাগ করিব সংহার॥
বিষজালে যেমন পুড়িল মোর বাপ।
সেইরূপে অগ্নিতে পোড়াব সব সাপ॥
বিপ্রগণ বলে, রাজা আছয়ে উপায়।
সর্প সংহারিতে যজ্ঞ কর কুরুরায়॥
তোমার নামেতে মন্ত্র আছে পুরাণেতে।
তোমা-বিনা নাহি হবে অন্যের সাধ্যেতে॥
এত শুনি নরপতি আনন্দিত-মন।
আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণে যজ্ঞের কারণ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা যত মন্ত্রিগণ।
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য আনিল তখন॥
পত্রেতে লিখিল দ্রব্য বলে মন্ত্রিগণে।
দেশ-দেশান্তর হৈতে আনিল যতনে॥
সঙ্কল্প করিল রাজা শাস্ত্রের বিধান।
শিল্পকার যজ্ঞস্থান করিল নির্ম্মাণ॥
যজ্ঞকুণ্ড করিল সে শিল্পী বিচক্ষণ।
রাজারে ভবিষ্য-কথা কৈল নিবেদন॥
দেখিলাম রাজা, যজ্ঞ পূর্ণ না হইবে।
ব্রাহ্মণ হইতে যজ্ঞ বিঘ্ন যে ঘটিবে॥
শুনি নরপতি তবে বলে দ্বারিগণে।
যজ্ঞকালে আসিতে না দিবা কোনজনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ

ঘৃত বস্ত্র যব ধান্য কাষ্ঠ রাশি রাশি।
আনাইল রাজা যজ্ঞে হ'য়ে অভিলাষী॥
হোতা চণ্ডভার্গব নামেতে দ্বিজবর।
সদাচার-ব্রতী দ্বিজ আইল বিস্তর॥
ঋষি সে নারদ ব্যাস মার্কণ্ড পিঙ্গল।
উদ্দালক শৌনক আইল যে দেবল॥
বিপ্রগণ বেদমন্ত্রে অনল জ্বালিল।
লইয়া নাগের নাম যজ্ঞাহুতি দিল॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি দেখি লাগে ভয়।
মন্ত্রবলে সর্প কুণ্ডে পড়ি ভস্ম হয়॥
আকাশে থাকিয়া যেন মেঘে বৃষ্টি করে।
বৃষ্টিধারাবৎ পড়ে অগ্নির উপরে॥
হাহাকার শব্দ হৈল নগরে নগরে।
প্রলয়-সমুদ্র-শব্দে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
আপন ইচ্ছায় উঠে আকাশ-উপরে।
নানাবর্ণ নাগ পড়ে কুণ্ডের ভিতরে॥
কেহ অশ্ব, কেহ উষ্ট্র, কেহ হস্তী-প্রায়।
কেহ কৃষ্ণ, কেহ পীত, কেহ সিতকায়॥
জলমধ্যে গর্ত্তমধ্যে কোটরে প্রবেশে।
মন্ত্রে টানি বান্ধি আনে যজ্ঞের প্রদেশে॥
একশত দুইশত পঞ্চশত শির।
পর্ব্বত জিনিয়া কারো বিপুল শরীর॥
মস্তকে লাঙ্গুল ফিরে জিহ্বা লড়বড়ি।
কাতর হইয়া কেহ যায় গড়াগড়ি॥

সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে হইয়া কাতর।
মহানাদে পড়ে সব অনল-ভিতর॥
দুর্গন্ধ হইল যত পূরিল সংসার।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হৈল চমৎকার॥
যখন প্রতিজ্ঞা কৈল রাজা জন্মেজয়।
ইন্দ্র-স্থানে ভয়ে নিল তক্ষক আশ্রয়॥
কহিল বৃত্তান্ত সব যজ্ঞের কারণ।
জন্মেজয়-যজ্ঞ করে সর্পের নিধন॥
প্রাণভয়ে শরণ লইল সুরেশ্বরে।
শুনিয়া অভয় তারে দিল পুরন্দরে॥
নির্ভয় হইয়া তথা তক্ষক রহিল।
এখানে নাগের কুল উৎসন্ন হইল॥
যজ্ঞে ভস্ম হয় যত নাগের সমাজ।
চমকিত হইল বাসুকি নাগরাজ॥
ভয়েতে কম্পিত-তনু মূর্চ্ছা ঘনঘন।
ভগিনীরে ত্বরিতে করিল নিবেদন॥
দেখহ ভগিনী সব নাগের সংহার।
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে আমার॥
নাগবংশ-রক্ষা-হেতু তোমার নন্দনে।
কহিয়া, রাখহ শেষ আছে যত জনে॥
মায়ের শাপেতে যেই চিত্তে ছিল ভয়।
সেইকাল হৈল এই নাগের প্রলয়॥
ভ্রাতারে আকুল দেখি কান্দিয়া নাগিনী।
পুত্রেরে ডাকিয়া কহে সকরুণ বাণী॥
ভ্রাতৃগণে আমার হইল মাতৃশাপ।
সেই হেতু আমারে পাইল তোর বাপ॥
মম ভ্রাতৃগণ হয় মাতুল তোমার।
এ মহাপ্রলয়ে প্রাণ রাখহ সবার॥
আস্তিক বলিল, মাতা, কান্দ কি কারণে।
যে আজ্ঞা করিবা তাহা পালিব এক্ষণে॥
জরৎকারী বলে, যজ্ঞ করে জন্মেজয়।
মন্ত্র-বলে সকল ভুজঙ্গ করে ক্ষয়॥
মরিছে মাতুলবংশ করহ উদ্ধার।
তোমা বিনা রাখে কেহ নাহি হেন আর॥
আস্তিক বলিল, মাতা, না কর বিষাদ।
এখনি খণ্ডিব আমি নাগের প্রমাদ॥
বাসুকিরে বল তুমি হইতে নির্ভয়।
এখনি করিব ত্রাণ নাহিক সংশয়॥
মাতুলে নির্ভয় করি চলিল ত্বরিত।
জন্মেজয়-যজ্ঞস্থানে হৈল উপনীত॥
প্রবেশ করিতে দ্বারী নাহি দেয় তারে।
ক্রোধেতে আস্তিক কহে, কম্পে ওষ্ঠাধরে॥
ব্রাহ্মণ-হেলন কর মূঢ় দুরাচার।
নাহি জান, এই হেতু হইবে সংহার॥
আস্তিকের ক্রোধ দেখি দ্বারী কম্পমান্।
দ্বার ছাড়ি প্রণমিল হ'য়ে সাবধান॥
তথা হইতে আস্তিক গেলেন যজ্ঞস্থান।
বেদধ্বনি করি সভা কৈল কম্পমান॥
সভার ব্রাহ্মণগণে করিল বন্দন।
নৃপতিরে বলে তবে আশীষ বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি॥

যজ্ঞস্থানে আস্তিকের গমন

আইল আস্তিক মুনি, করি মহা বেদধ্বনি,
নৃপতিরে করিল কল্যাণ।
ধন্য যত চন্দ্রবংশ, হেন পুত্র অবতংস,
ক্ষত্রমধ্যে না দেখি সমান॥
দেখেছি শুনেছি কত, যজ্ঞ হৈল যত-যত,
কারে দিব ইহার তুলনা।
যজ্ঞ কৈল ইন্দ্র যম, কুবের বরুণ সোম,
আর যত না যায় গণনা॥
যুধিষ্ঠির পাণ্ডুপতি, বাসুদেব মহামতি,
শ্বেতবাহু নহুষ যযাতি।
মান্ধাতা মরুত্ত-ভূপ, নানাযুগে প্রতিরূপ,
দক্ষিণ সগর দাশরথি॥

ইক্ষ্বাকু ভরতাত্মজ, রাজা শিবি শিখিধ্বজ,
নানা যজ্ঞ করিল বহুল।
কেহ শত কেহ ত্রিশ, কেহ ষষ্টি কেহ বিশ,
এক যজ্ঞ নহে সমতুল॥
পুত্রসহ ব্যাস ঋষি, যাহার সভায় বসি,
যজ্ঞ-হেতু শিষ্যগণ লৈয়া।
সাক্ষাৎ হইয়া যায়, বৈশ্বানর হবি খায়,
শিখা যায় প্রদক্ষিণ হৈয়া॥
ধন্য শ্রীজনমেজয়, নাহি হবে, নাহি হয়,
তুলনা নাহিক ভূমণ্ডলে।
ধর্ম্মে যেন যুধিষ্ঠির, ধনুর্ব্বেদে রঘুবীর,
কীর্ত্তি ভগীরথ সমতুলে॥
তেজে সূর্য্য প্রভা হেন, রূপে কামদেব যেন,
ব্রতীচারী ভীষ্মের সমান।
ধর্ম্মেতে বাল্মীকি মুনি, ক্ষমাতে বশিষ্ঠ গণি,
বিভবেতে যেন মরুত্বান্॥
আস্তিক-বচন শুনি, জন্মেজয় নৃপমণি,
মন্ত্রিগণে বলেন বচন।
বালক দ্বিজের সুত, কথা কহে বৃদ্ধমত,
যত-যত পূর্ব্ব পুরাতন॥
যাহা মাগে, দিব আমি, গো-অন্ন কাঞ্চন ভূমি,
এ দ্বিজের পূরাইব আশ।
মাগ শিশু, যেই মনে, মনোনীত মম স্থানে,
এত বলি করিল আশ্বাস॥
এত শুনি হোতৃগণ, নৃপে করে নিবেদন,
নহে এই দানের সময়।
যজ্ঞপূর্ণ নাহি করি, তক্ষক সে পিতৃ-অরি,
যাবৎ অনলে ভস্ম নয়॥
শুনি রাজা বলে দ্বিজে, রাখিয়াছ কোন্ কাজে,
অদ্যাপিও তক্ষক ভীষণ।
দ্বিজ বলে নৃপমণি, তক্ষক দারুণ ফণী,
দেবরাজে লয়েছে শরণ॥
শুনিয়া নৃপতি কোপে, দশনে অধর চাপে,
বলিল যতেক দ্বিজগণে।
ইন্দ্র রাখে মোর অরি, তাহার সহিত করি,
তক্ষকেও লও হুতাশনে॥
ভূপতির আজ্ঞা পেয়ে, শ্রুবদণ্ড হাতে ল'য়ে,
দ্বিজগণ মন্ত্র উচ্চারিল।
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে, সঙ্গে ল'য়ে নাগরাজে,
দেবরাজ আকাশে আসিল॥
অপ্সরী অপ্সর যত, বাদ্যগীতে সবে রত,
মন্ত্রপাশে হইয়া বন্ধিত।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
কাশীরাম দাস-বিরচিত॥

● আস্তিক-কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ

সূর্য্যমণ্ডলেতে শুনি নৃত্য-গীত-নাদ।
যত যজ্ঞহোতৃগণ গণিল প্রমাদ॥
ভূপতির ক্রোধ-বাক্যে হৈল কোন্ কাজ।
সর্ব্বনাশ হৈল, আজি মরে দেবরাজ॥
এত চিন্তি হোতৃগণ করিল বিচার।
ইন্দ্রে ছাড়ি তক্ষকে আকর্ষে আরবার॥
তক্ষক পন্নগে ইন্দ্র উত্তরীয়ে ভরি।
শরণ-রক্ষণ-হেতু আছে কান্ধে করি॥
রাখিতে নারিল ইন্দ্র করিয়া যতন।
মন্ত্রতেজে ছাড়াইল ইন্দ্রের বন্ধন॥
আইসে তক্ষক নাগ করিয়া গর্জ্জন।
সঘনে নির্গত ঘোর নিশ্বাস-পবন॥
মূর্ত্তিমান বায়ু যেন ফিরয়ে আকাশে।
অবশ হইয়া নাগ অন্তরীক্ষে আসে॥
মাতুল অনলে পোড়ে আস্তিক জানিল।
অন্তরীক্ষে তিষ্ঠ তিষ্ঠ, আস্তিক বলিল॥
শূন্যেতে রহিল সর্প আস্তিকের বোলে।
তক্ষক সঘনে কাঁপে ব্রহ্ম-মন্ত্র-বলে॥
আস্তিক বলিল, রাজা, হও কৃপাবান।
আজ্ঞা কর ভূপতি, মাগি যে আমি দান॥

রাজা বলে, দ্বিজশিশু বৈসহ সভায়।
যা মাগিবে দিব আমি ব'লেছি তোমায় ॥
পিতৃবৈরী সংহারিয়া করি যজ্ঞপূর্ণ।
তোমার বাসনা যাহা পূরাইব তূর্ণ ॥
আস্তিক বলিল, যদি তক্ষকে নাশিবে।
তবে তুমি কিবা আর মোরে দান দিবে ॥
আস্তিকের বাক্য শুনি মানি চমৎকার।
রাজা বলে, যাহা চাহ দিব আমি আর ॥
আস্তিক বলিল, রাজা, কর অবধান।
ইহা বিনা তোমারে না মাগি অন্য দান ॥
রাজা বলে, দ্বিজ, হেন না বলিহ আর।
মোর পিতৃবৈরী সে তক্ষক দুরাচার ॥
তার হেতু মৈল দেখ ভুজঙ্গসকল।
তারে না মারিলে যত্ন সকলি বিফল ॥
তাহার নিধনে তুমি না হও বাধক।
অন্য যাহা ইচ্ছা মোরে মাগহ বালক ॥
আস্তিক বলিল, রাজা, তুমি সুপণ্ডিত।
তোমারে বুঝাবে অন্যে না হয় উচিত ॥
আয়ুঃশেষে যমে নিল তোমার জনকে।
অকারণে অপরাধী করহ তক্ষকে ॥
অসংখ্য ভুজঙ্গগণ করিলা সংহার।
অহিংসক জনে মার নহে সুবিচার ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের সভা দেখি যে তোমার।
নিষেধ না করে কেহ জীবের সংহার ॥
আস্তিক বলিল যদি এতেক বচন।
রাজারে বলিল তবে যত সভাজন ॥
আপনি বলিলা ব্যাস ডাকিয়া রাজারে।
প্রবোধ করহ ভূপ দ্বিজের কুমারে ॥
নিবৃত্ত করহ যজ্ঞ সবে বলে ডাকি।
ব্রাহ্মণ-বালকে রাজা না কর অসুখী ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত বলি হৈল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ ভূপতি আপনি ॥
সর্পযজ্ঞ নরেন্দ্র করিল নিবারণ।
আস্তিকের পূজা কৈল দিয়া বহু ধন ॥
নানা দান পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে দ্বিজগণ।
নিজ-নিজ দেশে সবে করিল গমন ॥
আস্তিকে বলিল রাজা করিয়া মেলানি।
অশ্বমেধকালেতে আসিবে দ্বিজমণি ॥
তবে ত আস্তিক গেল আপনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা-মাতুল-গোচর ॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ হৈল আনন্দিত।
নাগলোকে উৎসব হইল অপ্রমিত ॥
যতেক আছিল নাগ একত্র হইয়া।
পূজা কৈল আস্তিকেরে বহু রত্ন দিয়া ॥
পুনর্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর দিব, মাগ তুমি যেই মনে লয় ॥
আস্তিক বলিল, যদি সবে দিবে বর।
এই বর মাগি আমি সবার গোচর ॥
প্রাতঃ-সন্ধ্যাকালে যেই মোর নাম লবে।
নাগগণ হৈতে তার ভয় নাহি রবে ॥
আমার চরিত্র যেই করিবে শ্রবণ।
নাগ হইতে কভু ভীত না হবে সে-জন ॥
এ-সব নিয়ম যেই করিবে লঙ্ঘন।
সত্য কহি তবে তার নিশ্চয় মরণ ॥
ফাটিবেক শির যেন শিরীষের ফল।
আস্তিকের বাক্য যেই করিবে নিষ্ফল ॥
বরদান করিলাম বলে নাগগণে।
নিকটে না যাব কেহ তোমার স্মরণে ॥
আদিপর্ব্ব ভারতের নানা উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● জন্মেজয়ের ধর্ম্মহিংসা

সৌতি বলে, তবে পরীক্ষিতের নন্দন।
ডাকিয়া আনিল যত পাত্রমিত্রগণ ॥
সবারে বলিল রাজা করিয়া বিলাপ।
দূর না হইল মম হৃদয়ের তাপ ॥

আপনার চিত্তে আমি করিনু বিচার।
দ্বিজ-বিনা শত্রু মোর কেহ নাহি আর॥
ধর্ম্মশীল তাত মোর জগতে বিখ্যাত।
বিনা-অপরাধে শাপ পেলেন নির্ঘাত॥
পিতৃবৈরী বিনাশিতে বহু চেষ্টা ছিল।
তাহে পুনঃ দ্বিজ আসি বাধক হইল॥
শাপেতে মরিল পরীক্ষিৎ নরবর।
মারিতে রাখিল পুনঃ তক্ষক পামর॥
মোর রাজ্যে বসিয়া এতেক অহঙ্কার।
দ্বিজের কুরীতি অঙ্গে সহ্য নহে আর॥
ক্রোধানলে মোর অঙ্গ হ'তেছে দহন।
হেন মনে হয় সব মারিব ব্রাহ্মণ॥
পূর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্য করিলেন দ্বিজধ্বংস।
উদর চিরিয়া মারিলেন ভৃগুবংশ॥
সেইমত দ্বিজ সব করিব সংহার।
যাহা হৌক এই সত্য বচন আমার॥
নৃপতির বাক্য শুনি সবে স্তব্ধ হৈল।
পাত্রমিত্রগণ তাহে উত্তর না দিল॥
রাজা বলে, কেহ কেন না দেহ উত্তর।
মন্ত্রিগণ বলে, শুন নৃপতি-প্রবর॥
বিষম বুঝিয়া বাক্য না আসে মুখেতে।
কে দিবে এ যুক্তি রাজা বিপ্র-বিনাশিতে॥
কহিলা যে কার্ত্তবীর্য্য মারিল ব্রাহ্মণে।
তার সমুচিত দণ্ড বিখ্যাত ভুবনে॥
সেই ভৃগুকুলে জাত রাম ভগবান্।
ক্ষত্রিয় শোণিতে ক্ষিতি করাইল স্নান॥
ক্ষত্র বলি পৃথিবীতে না রহিল আর।
ব্রাহ্মণ-ঔরসে পুনঃ হইল সঞ্চার॥
বচনে সৃজন যাঁর বচনে পালন।
ক্ষণেকেতে করে ভস্ম যাঁহার বচন॥
অগ্নি-সূর্য্য কালসর্পে আছে প্রতিকার।
ব্রাহ্মণের ক্রোধে রাজা নাহিক নিস্তার॥
এক যুক্তি চিত্তেতে আইসে নৃপমণি।
উপায় করিয়া বিপ্রতেজ কর হানি॥
কুশোদকে বিপ্রের পবিত্র হয় অঙ্গ।
কুশ-বিনা হইবেক কর্ম্ম-অঙ্গ ভঙ্গ॥
হীনতেজ হৈবে দ্বিজ হবে কর্ম্মহীন।
পশ্চাৎ করিবে দগ্ধ ধর্ম্মে হৈলে ক্ষীণ॥
রাজা বলে, ভাল যুক্তি কৈলে সর্ব্বজন।
এমতে নাশিব দ্বিজ নিল মম মন॥
এত বলি নরপতি দূতগণে আনে।
আজ্ঞা করি ডাকিয়া আনিল কোড়াগণে॥
সব কোড়াগণ তোরা চতুর্দ্দিকে যাহ।
পৃথিবীর যত কুশ খুদিয়া ফেলহ॥
মন্ত্রিগণ বলে, রাজা এ নহে বিচার।
রাজা নষ্ট করে কুশ ঘুষিবে সংসার॥
না খুদিলে মরিবেক, করহ উপায়।
ঘৃত দুগ্ধ গুড় মধু আদি দেহ তায়॥
এই সব দ্রব্য ঢালিবেক কুশমূলে।
স্বাদে পিপীলিকা গিয়া খাইবে সকলে॥
পিপীলিকা কুশমূল কাটিয়া ফেলিবে।
কার্য্যসিদ্ধ হৈবে, হিংসা কেহ না জানিবে॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ততক্ষণ।
চারিদিকে চলিল যতেক দূতগণ॥
রাজ্যে রাজ্যে বার্ত্তা কৈল যত অনুচরে।
মারিল সকল কুশ দেশ-দেশান্তরে॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥

● জন্মেজয়ের নিকট ব্যাসের আগমন

কুশ না মিলিল দ্বিজ হৈল চমৎকার।
স্থানে স্থানে বসি সবে করিল বিচার॥
এত সব কারণ জানিল ব্যাসমুনি।
নৃপতিকে বুঝাবারে চলিলা আপনি॥
ব্যাসে দেখি আনন্দিত জন্মেজয় রাজা।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁর বহু করে পূজা॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসিয়া আসনে।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে॥

বদরিকাশ্রমে শুনিলাম সমাচার।
ব্রাহ্মণের হিংসা কর কিমত বিচার॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পণ্ডিত সুজন।
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা মন॥
যাঁর ক্রোধে যদুকুল হইল বিধ্বংস।
যাঁর ক্রোধে নষ্ট হয় সগরের বংশ॥
যাঁর ক্রোধে কলঙ্কী হইল কলানিধি।
যাঁর ক্রোধে লবণাক্ত হৈল জলনিধি॥
যাঁর ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ।
যাঁর ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ॥
পূর্ব্বেতে যতেক তব পিতামহগণ।
যাঁরে সেবি বিজয়ী হইল ত্রিভুবন॥
হেন জনে হিংস তুমি কিসের কারণ।
শুনিয়া বলিল রাজা নিজ নিবেদন॥
বিনা অপরাধে বাপে কৈল ভস্মরাশি।
পিতৃবৈরী মারিতে বাধক হৈল আসি॥
এই হেতু বড় তাপ অন্তরে আমার।
নিজ দুঃখ নিবেদিনু অগ্রেতে তোমার॥
ব্যাসদেব কন, ধৈর্য্য ধর নররাজ।
ক্রোধে ধর্ম্ম নষ্ট হয় সিদ্ধ নহে কাজ॥
ব্রাহ্মণেরে ক্রোধ রাজা কর অকারণ।
ভবিষ্যৎ খণ্ডন না হয় কদাচন॥
তোমার পিতার জন্ম হইল যখন।
গণিয়া কহিল যত শাস্ত্রবিজ্ঞ জন॥
নানাযজ্ঞ-ধর্ম্ম করিবেক অপ্রমিত।
ভুজঙ্গ-দংশনে মৃত্যু হইবে নিশ্চিত॥
আমার বচনে স্থির হও গুণাধার।
পিতা হেতু দুঃখ চিন্তা না করিহ আর॥
কে খণ্ডিতে পারে রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
না বুঝিয়া কেন কর দ্বিজসহ দ্বন্দ্ব॥
ব্যাসের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
ভাবি পরে কুশ-হিংসা কৈল নিবারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● জন্মেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞ

রাজা বলে, অকারণ করিলাম এত।
কোটি অহিংসক সর্প করিলাম হত॥
এ-পাপ নরক হৈতে না দেখি নিস্তার।
কহ মুনি, ইহাতে কিরূপে হব পার॥
জ্ঞাতিবধ করি পূর্ব্বে পিতামহগণ।
অশ্বমেধ করি পাপে হইল মোচন॥
আমিও করিব সেই বাজিমেধ-যজ্ঞ।
শুনি নিষেধিল ব্যাস সকল-শাস্ত্রজ্ঞ॥
রাজা বলে, মুনি, কেন করহ নিষেধ।
পিতৃ-পিতামহ মোর কৈল অশ্বমেধ॥
অক্ষম জানিয়া বুঝি কর নিবারণ।
নিশ্চয় করিব যজ্ঞ, এই মম পণ॥
মুনি বলে, ক্ষম তুমি সকল কর্ম্মেতে।
বাজিমেধ নাহি রাজা এ কলিযুগেতে॥
মাংসশ্রাদ্ধ সন্ন্যাস গোমেধ অশ্বমেধ।
দেবর হইতে পুত্র কলিতে নিষেধ॥
অবশ্য করিব যজ্ঞ, বলে মহারাজ।
মোর বিঘ্ন করিতে কে আছে ক্ষিতিমাঝ॥
মুনি বলে, করহ যে তব মনে লয়।
কিমতে কহিব আমি বেদে নাহি কয়॥
এত বলি মুনিরাজ হৈল অন্তর্দ্ধান।
নৃপতি করিল তবে যজ্ঞের বিধান॥
যজ্ঞ-অশ্ব নিয়োজিল সেনাপতিগণ।
বহুদেশ-দেশান্তর করিল ভ্রমণ॥
সম্পূর্ণ বৎসর অশ্ব পৃথিবী ভ্রমিল।
যত রাজগণে বলে জিনিয়া আনিল॥
যত মুনি দ্বিজগণ ছিল ভূমণ্ডলে।
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল যজ্ঞস্থলে॥
বপুষ্টমা রাণীসহ আছে নৃপবর।
অসিপত্র-ব্রত আচরিয়া সংবৎসর॥
হইল বছর পূর্ণ চৈত্র পূর্ণিমাতে।
কাটিয়া তুরঙ্গ রাজা ফেলিল অগ্নিতে॥

দ্বিজগণ বেদশব্দে পূরিল গগন।
শূন্য-মণ্ডলেতে থাকি দেখে দেবগণ॥
অশ্বমেধ পূর্ণ হয় কলিযুগ-মাঝ।
বেদনিন্দা ভয়েতে কম্পিত দেবরাজ॥
কাটামুণ্ড অশ্বের আছিল অবশেষ।
মায়াবলে ইন্দ্র তাহে করিল প্রবেশ॥
সভামধ্যে নৃত্য করে তুরঙ্গের মুণ্ড।
দেখিয়া আশ্চর্য্য বড় হৈল সভাখণ্ড॥
রাণীসহ নৃপতি আছয়ে সভামাঝ।
নাচে মুণ্ড সভাখণ্ড পাইলেক লাজ॥
যতেক সভার লোক অধোমুখ হৈল।
ব্রাহ্মণকুমার এক হাসিয়া উঠিল॥
পুনঃপুনঃ তালি মারে হাসে খল খল।
দেখিয়া হইল রাজা জ্বলন্ত অনল॥
রাজার সম্মুখে ছিল খড়্গ খরশান।
দ্বিজপুত্রে কাটিয়া করিল দুইখান॥
হাহাকার শব্দ হৈল যজ্ঞের শালায়।
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ পলাইয়া যায়॥
ব্রহ্মঘাতী মহাপাপী এই চরাচার।
দেখিলে হইবে পাপ বদন ইহার॥
যত দূর পর্য্যন্ত ইহার অধিকার।
তত দূর দ্বিজের বসতি নাহি আর॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ নাম করিয়া আনিল।
ব্রাহ্মণের মাংস খায়, এবে জানা গেল॥
ফেলহ ইহার দ্রব্য যে আছে যথায়।
এত বলি সভা ছাড়ি দ্বিজগণ যায়॥
ব্রাহ্মণ-ঘাতীর মুখ দেখা অনুচিত।
রাজগণ যথাতথা গেল চতুর্ভিত॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল, একমাত্র রহিল রাজন্॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর গাথা।
শ্রবণে সুধার ধারা ভারতের কথা॥

ব্যাসের পুনরাগমন ও জন্মেজয়ের প্রতি ভারত শ্রবণের উপদেশ

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবেদব্যাস মুনি।
বর্ণন না যায় যিনি অপ্রমিত গুণী॥
সত্যবতী হৃদয়-নন্দন মুনি ব্যাস।
যাঁর মুখচন্দ্র তিন ভুবন-প্রকাশ॥
সেই মুখ-পঙ্কজ-গলিত-সুধাধার।
পাপেতে তরিল প্রাণী এ ভব-সংসার॥
কনক-পিঙ্গল-জটা বিরাজিত শিরে।
কৃষ্ণ-সার-চর্ম্ম পরিধান কলেবরে॥
অম্বরে অম্বরি' যে ভারত বাঁধে কাঁখে।
দক্ষিণ বামেতে পাছে মুনি লাখে-লাখে॥
জানিয়া রাজার কষ্ট সদয়-হৃদয়।
উপনীত সেখানে যেখানে জন্মেজয়॥
অধোমুখে আছে রাজা হ'য়ে শোকাবেশ।
ব্যাসে দেখি লজ্জাবান্ হইল বিশেষ॥
মুনি বলে, অভিমান ত্যজ নরপতি।
বাক্য না শুনিয়া রাজা হৈল হেন গতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা পাইয়া আশ্বাস।
চরণে পড়িয়া কহে গদগদ-ভাষ॥
আমা হেন নিন্দিত নাহিক এ-সংসারে।
তোমার বচন নাহি শুনি অহঙ্কারে॥
তার সমুচিত ফল আমি পাইলাম।
দুস্তর নরক-সিন্ধু মাঝে পড়িলাম॥
কৃপা কর মুনিরাজ, পড়িনু চরণে।
তোমা বিনা তারে মোরে নাহি অন্যজনে॥
ত্যজিল আমারে ভ্রাতা মন্ত্রী মিত্র জন।
ত্যজিল যতেক দ্বিজ পুরোহিতগণ॥
পাপী বলে, কেহ মোর নিকটে না আসে।
আপনি আইলা কৃপা করি স্নেহবশে॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ, কি করি এখন।
পাপ-সিন্ধু হৈতে মোরে করহ তারণ॥
মুনি বলে, চিত্তে দুঃখ না ভাবিহ আর।
হইবে নিষ্পাপ ধর বচন আমার॥

ব্রহ্মবধ-আদি পাপ সব হবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ-ফল পাবে নাহিক সংশয়॥
এক লক্ষ শ্লোক মহাভারত-রচন।
শুচি হ'য়ে একমনে করহ শ্রবণ॥
খণ্ডিবেক পাপ-তাপ নাহিক সংশয়।
মোর বাক্য ধর পরীক্ষিতের তনয়॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারত শুনহ নরবর॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে॥
তব পিতৃ-পিতামহগণের চরিত।
বিবিধ অপূর্ব্ব কথা ভারতে গ্রথিত॥
মহাপুণ্যপ্রদ তত্ত্ব অতুল সংসারে।
করহ শ্রবণ, মুক্ত হবে পাপভারে॥
এত শুনি নৃপমণি আনন্দিতমতি।
ভক্তিভরে মুনিবরে করিয়া প্রণতি॥
বলিলা আমার প্রতি যদি কৃপাবান্।
আপনি শুনাও তবে ভারত-আখ্যান॥
কি-হেতু আমার পিতৃ-পিতামহগণ।
জ্ঞাতিসহ যুদ্ধ করি হইল নিধন॥
আপনি আছিলা দেব সে-সব সময়।
তবে কেন বিবাদে হইল সব ক্ষয়॥
কহ মোরে মুনিবর, ইহার কারণ।
চিরদিন শুনিতে উৎসুক মম মন॥
মুনি বলে, ভারতের কথন বিস্তার।
কহিবারে অবসর নাহিক আমার॥
মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন॥
শুনহ ইহার মুখে ভারত-আখ্যান।
যে আজ্ঞা বলিয়া রাজা করেন সম্মান॥
এত বলি মুনিরাজ গেল নিজস্থান।
অনুমতি দিয়া শিষ্যে বর্ণিতে পুরাণ॥
অনন্তর নৃপবর ব্যাসের বচনে।
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ করে ততক্ষণে॥
তার তলে বসে রাজা ল'য়ে মন্ত্রিগণ।
চারি জাতি নগরেতে শ্রেষ্ঠ যত জন॥
পূজা করে মুনিবরে নানা উপচারে।
বিনয়-বচনে ভূপ জিজ্ঞাসিল তাঁরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম বিরচিল শুনে পুণ্যবান্॥

— —

● মহর্ষি বৈশম্পায়নের নিকটে জন্মেজয়েব শ্রীমহাভারতকথা-শ্রবণারম্ভ

তবে শ্রীজনমেজয় মুনিরে পাইয়া।
জিজ্ঞাসিল পুণ্য-কথা বিনয় করিয়া॥
জগতে বিখ্যাত যে বৈশম্পায়ন মুনি।
কহিতে লাগিল তত্ত্ব ভারত-কাহিনী॥
প্রথমে বন্দিল গুরু ব্যাস মহামুনি।
যাঁহার রচিত গ্রন্থ ভারত-কাহিনী॥
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ যাহার শ্রবণে।
সকল যজ্ঞের ফল পায় ততক্ষণে॥
রাজা হ'য়ে শুনিলে সর্ব্বত্র হয় জয়।
ব্রাহ্মণে শুনিলে যায় নরকের ভয়॥
বৈশ্য শূদ্র শুনিলে খণ্ডয়ে সব দুঃখ।
অপুত্রক শুনিলে দেখয়ে পুত্রমুখ॥
রাজভয় শত্রুভয় পথিভয় আদি।
বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে আর যত ব্যাধি॥
মোক্ষশাস্ত্র বলি যেই ব্যাসের রচিত।
সম্পূর্ণ সকল রসে করিল বর্ণিত॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তার সম ফল নাহি স্বর্গের উপর॥
ইহলোকে আয়ুর্যশ অন্তে স্বর্গে যায়।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়॥
শুচি হৈয়া মন দিয়া শুনে যেইজন।
নাহিক সংশয় ইথে ব্যাসের বচন॥
একলক্ষ-শ্লোকে এই ভারত নির্ম্মাণ।
নানা ধর্ম্মচিত্র সুবিচিত্র উপাখ্যান॥
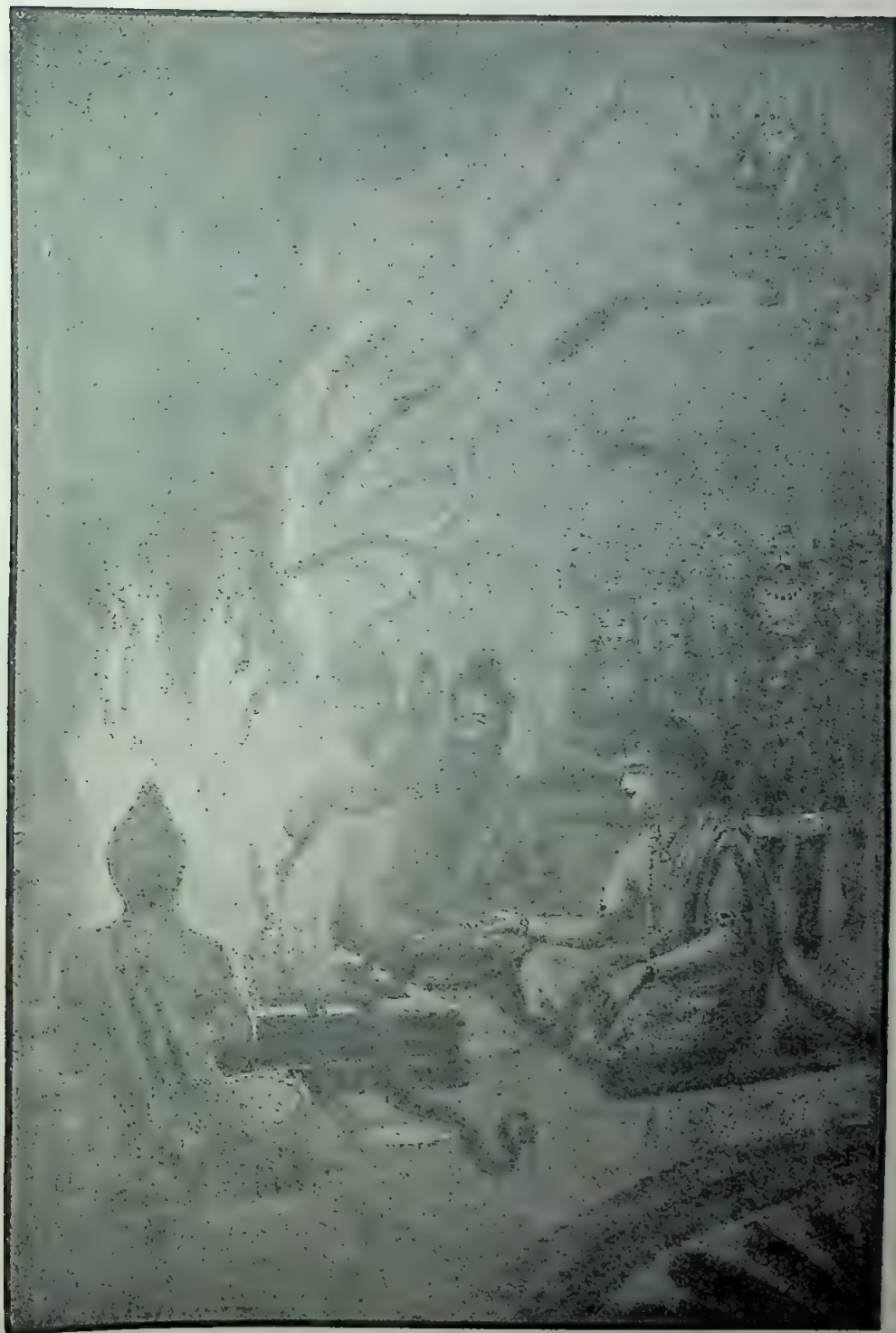
বিপ্রের মন্ত্রের তেজে,　　সঙ্গে লয়ে নাগরাজে,
দেবরাজ আকাশে আসিল ॥　　পৃষ্ঠা—৪৩

কাশী কহে, ভারত-শ্রবণে পুণ্যোদয়।
গোলোকে বসতি হয়, নাহি কলি-ভয়॥

ভগবানের পরশুরাম অবতার

হরি হরি শব্দ করি শুন একচিতে।
প্রথমেতে সবাকার রক্ষা যেই মতে॥
পৃথিবীর মধ্যে ক্ষত্র হইল অপার।
মহামত্ত হৈয়া সবে করে কদাচার॥
লোকহিংসা সহিতে না পারি জনার্দ্দন।
ভৃগুবংশে হইলেন প্রকাশ তখন॥
করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন-সপ্তবার॥
ক্ষত্র ব'লে ক্ষিতিমধ্যে না রাখিল রাম।
মারিল দুগ্ধের শিশু ক্ষত্র যার নাম॥
ব্রাহ্মণেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন।
বিপ্রগৃহে প্রবেশিল ক্ষত্র-পত্নীগণ॥
রাজকর্ম্ম বিপ্রগণে সম্ভব না হয়।
সেকারণে সমুৎপন্ন ক্ষেত্রজ তনয়॥
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে বিপ্র-বীর্য্যে হইল কুমার।
পুনঃ ক্ষিতিমধ্যে হৈল ক্ষত্রিয়-প্রচার॥
নিষ্পাপ হইল সবে পরম ধার্ম্মিক।
ধর্ম্মেতে বাড়িল বংশ, হইল অধিক॥
ধর্ম্মেতে করিল সবে প্রজার পালন।
রাজ্যে না রহিল আর অকাল-মরণ॥
নিজ নিজ বৃত্তিতে করেন সবে কর্ম্ম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রে যেই ধর্ম্ম॥
পাপেতে প্রসঙ্গ নাহি ধর্ম্মেতে তৎপর।
সাগর-অবধি ক্ষিতি পূর্ণ হৈল নর॥
স্বর্গেতে বৈভব পূর্ণ হৈল ক্ষিতিমাঝ।
রাজগণ হইল দ্বিতীয় দেবরাজ॥
অনন্তর যতেক দানব-দৈত্যগণ।
দেব হৈতে পরাভূত হইল যখন॥
সুখ-ভোগ-স্থান ক্ষিতি দেখি মনোরম।
ভোগের কারণে নিল মনুষ্য-জনম॥
জন্মিয়া পৃথিবীমধ্যে হইল প্রবল।
তপ জপ যজ্ঞ দান হিংসিল সকল॥
দানবের ভার ধরা না পারি সহিতে।
ব্রহ্মারে জানায় গিয়া বিষাদিত-চিতে॥
কাতরে কহেন ধরা বিনয়-বচনে।
অবিরল অশ্রুজল ঝরে দুনয়নে॥
ক্ষিতির রোদন দেখি কমল-আসন।
পৃথিবীরে কহিলেন প্রবোধ-বচন॥
না কর ক্রন্দন তুমি, স্থির কর মন।
উপায়ে তোমার কার্য্য করিব সাধন॥
তোমার কারণে আমি সব দেবগণে।
নররূপে জন্মাইব অসুর নিধনে॥
এত বলি পৃথিবীকে করিয়া মেলানি।
দেবগণে লৈয়া যুক্তি করে পদ্মযোনি॥
প্রলয় অসুরগণে হৈল ক্ষিতিভার।
হরি-বিনা কার শক্তি করিতে সংহার॥
চল সবে কহি গিয়া দেব-নারায়ণে।
এত বলি ব্রহ্মা-সহ যত দেবগণে॥
ঊর্দ্ধ-বাহু করি স্তুতি করে প্রজাপতি।
কৃপা কর নারায়ণ, অনাথের গতি॥
সর্ব্বভূত-আত্মা তুমি সবার জীবন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল ভুবন॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে দানব প্রবল।
তোমা-বিনা রক্ষা নাহি, মজিল সকল॥
কাতর হইয়া ব্রহ্মা করিলেন স্তুতি।
করিলেন অনুজ্ঞা কৃপায় লক্ষ্মীপতি॥
তোমার বচনে ব্রহ্মা, হৈব অবতার।
আপনি খণ্ডিব আমি অবনীর ভার॥
নিজ নিজ অংশ লৈয়া যত দেবগণ।
সবে জন্ম লও গিয়া মনুষ্য-ভুবন॥
এতেক আকাশবাণী শুনি প্রজাপতি।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল দেবগণ-প্রতি॥

দেবতা গন্ধর্ব্ব আর যত বিদ্যাধরে।
সবে জন্ম লহ গিয়া ধরণী-ভিতরে॥
ব্রহ্মার আদেশ পেয়ে যত দেবগণ।
অবনীর মাঝে গিয়া জন্মিলা তখন॥
দেবতা মানব দৈত্য একত্র হইল।
শুনি জন্মেজয় রাজা মুনিরে কহিল॥
কোন্ জন দৈত্য ইথে কেবা দেব নর।
প্রত্যেকে আমারে সব কহ মুনিবর॥

——

● দেব-দানবাদির ভূতলে জন্মগ্রহণ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেমনে হইল শুন সৃষ্টি-সংঘটন॥
ব্রহ্মার মানস-পুত্র হৈল ছয় জন।
ছয় জন হৈতে শুন জন্মে ত্রিভুবন॥
মরীচি অত্রিরা অত্রি ক্রতু সুলোচন।
পুলস্ত্য পুলহ নামে আর দুইজন॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র ত্রিজগতে জানি।
তাঁর পুত্র হইল কশ্যপ মহামুনি॥
ত্রয়োদশ কন্যা নিজ দক্ষ প্রজাপতি।
কশ্যপে করেন দান হয়ে হৃষ্টমতি॥
দক্ষের দুহিতা সব ধরে যেই নাম।
একে একে বলি শুন নৃপ গুণধাম॥
অদিতি কপিলা দনু কদ্রু মুনি ক্রোধা।
দনায়ু সিংহিকা কালা দিতি আর প্রধা॥
বিশ্বা আর বিনতা যে তের জন গণি।
তের জনে যত জন্মে শুন নৃপমণি॥
অদিতির গর্ভে হৈল আদিত্য দ্বাদশ।
যাঁহার কিরণে এই প্রকাশে দিবস॥
ধাতা মিত্র অংশ ভগ বরুণ অর্য্যমা।
ত্বষ্টা বিষ্ণু বিবস্বান্ পূষা শক্রনামা॥
সবিতা নামেতে পুত্র দশমেতে গণি।
দ্বাদশ আদিত্য এই শুন নৃপমণি॥

হিরণ্যকশিপু হৈল দিতির তনয়।
দেবের পরম শত্রু প্রতাপে দুর্জ্জয়॥
হিরণ্যকশিপু-পুত্র হৈল পঞ্চজন।
প্রধান প্রহ্লাদ পুত্র ত্রৈলোক্যপাবন॥
তিন পুত্র হৈল তাঁর মহাধনুর্দ্ধর।
বিরোচন কুম্ভ আর নিকুম্ভ সুন্দর॥
বিরোচন-পুত্র হৈল বলি মহাশয়।
তাঁর পুত্র বাণ বীর ভুবনে দুর্জ্জয়॥
মহাকাল নাম তার শিবের কিঙ্কর।
সহস্রেক ভুজেতে ভূষিত কলেবর॥
দনুর নন্দন হৈল দানব সকল।
গণনে চল্লিশ জন বলে মহাবল॥
বিপ্রচিত্তি সম্বর পুলোমা অশ্বপতি।
এবংবিধ বহু নাম দানবেতে খ্যাতি॥
ইহাদের পুত্র-পৌত্র হৈল অগণন।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ব্যাপিল ত্রিভুবন॥
চারি পুত্র জন্ম লয় সিংহিকা-উদরে।
ক্রূরকর্ম্মা বলি তারা খ্যাত চরাচরে॥
তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাহু নাম ধরে।
চক্রে কাটি দুই অঙ্গ কৈল চক্রধরে॥
দনায়ুর চারি পুত্র হইলেক ক্রমে।
বিখ্যাত বিক্ষর বল বীর বৃত্র নামে॥
ক্রোধ-বিনাশন-আদি কালার নন্দন।
দেবের অবধ্য তারা বিখ্যাত ভুবন॥
বিনতার ছয় পুত্র অরুণ আরুণি।
তার্ক্ষ্যারিষ্টনেমি আর গরুড় বারুণি॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গরুড় সে কেশব-বাহন।
পক্ষীর ঈশ্বর হৈল পন্নগ-নাশন॥
কদ্রুর নন্দন হৈল অনন্ত বাসুকি।
ইত্যাদি কদ্রুর পুত্র সহস্রেক লিখি॥
অনুরম্ভা আকীরাদি বিশ্বার দুহিতা।
প্রধানা নন্দিনীগণ জগতে বিদিতা॥
অলম্বুষা মিশ্রকেশী রম্ভা তিলোত্তমা।
সুবাহু সুরতা আদি লোকে অনুপমা॥

হাহা হুহু নামে পুত্র গন্ধর্ব্বের রাজা।
কপিলার পুত্রগণে করে সবে পূজা॥
ব্রাহ্মণ অমৃত গবী কপিলা-উদরে।
যাহার মহিমা-গুণ বিখ্যাত সংসারে॥
চিত্ররথ আর যত অপ্সর কিন্নরে।
কাশ্যপ কপিল জন্মে ক্রোধার উদরে॥
মুনির উদরে জন্মে যোড়শ কুমার।
মৌনেয় গন্ধর্ব্ব বলি খ্যাত ত্রিসংসার॥
অঙ্গিরা ব্রহ্মার পুত্র তাঁর তিন সুত।
বৃহস্পতি উতথ্য সম্বর্ত্ত্য গুণযুত॥
পৌলস্ত্য মুনির পুত্র বিখ্যাত সংসার।
বিশ্বশ্রবা নামে পুত্র সর্ব্বগুণাধার॥
কুবেরাদি যক্ষ যত তাঁহার নন্দন।
রাক্ষস রাবণ কুম্ভকর্ণ বিভীষণ॥
অত্রির নন্দন হৈল অনেক ব্রাহ্মণ।
ক্রতুর নন্দন হৈল যজ্ঞের কারণ॥
ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে দক্ষ প্রজাপতি।
বামাঙ্গুষ্ঠে পঞ্চাশৎ কন্যার উৎপত্তি॥
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়।
দশ কন্যা দক্ষের করিল পরিণয়॥
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া।
বুদ্ধি লজ্জা মতি এই দশ ধর্ম্ম-প্রিয়া॥
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ সেই নাম।
সর্ব্বঘটে স্থিতি তাঁরা শম হর্ষ কাম॥
কামের বনিতা রতি প্রাপ্তি-পতি শম।
হর্ষের রমণী নন্দা এই তার ক্রম॥
অশ্বিন্যাদি কন্যা সপ্তবিংশ দাক্ষায়ণী।
বিবাহ-কারণ চন্দ্রে দিল দক্ষ মুনি॥
ব্রহ্মার তনয় মনু বিখ্যাত ভুবন।
প্রজাপতি নামে তাঁর জন্মিল নন্দন॥
সেই প্রজাপতি পুত্র বসু অষ্টজন।
বসুর নন্দন হৈল দেব হুতাশন॥
বিশ্বকর্ম্মা আদি বহু বসুর কুমার।
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র আদি সন্ততি তাঁহার॥

যত কহিলাম পূর্ব্ব-সৃষ্টির সঞ্চার।
প্রত্যক্ষ শুনহ তবে নাম অবতার॥
দানব-প্রধান বিপ্রচিত্তি মহাতেজা।
জরাসন্ধ নামে হৈল মগধের রাজা॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য দিতির কুমার।
শিশুপাল নামে জন্মে পৃথিবী-মাঝার॥
শল্য সে হইল পূর্ব্বে সংহ্লাদ যে ছিল।
অনুহ্লাদ আসি মর্ত্ত্যে ধৃষ্টকেতু হৈল॥
বাস্কল আসিয়া হৈল ভগদত্ত নামে।
কালনেমি হৈল কংস সে মথুরা-ধামে॥
শরভ নামেতে দৈত্য পৌরব হইল।
উগ্রসেন নামেতে গরিষ্ঠ নাম নিল॥
দীর্ঘজিহ্ব নামে দৈত্য হৈল কাশীরাজা।
মণিমান্ হৈল বৃত্রাসুর মহাতেজা॥
কালকেতু নামে যক্ষ ছিল মৎস্যদেশে।
হরিদশ্ব হৈল রুক্মী ভীষ্মক-ঔরসে॥
কীচক কলিঙ্গ বৃষসেন মহাবলে।
কালকেতুগণ আসি জন্মিল ভূতলে॥
বৃহস্পতি অংশে হৈল দ্রোণ মহাশয়।
বশিষ্ঠের শাপে বসু গঙ্গার তনয়॥
রুদ্র-অংশে কৃপাচার্য্য অজয় অমর।
বসু-অংশে সাত্যকি দ্রুপদ নৃপবর॥
কৃতবর্ম্মা বিরাট গন্ধর্ব্ব-অংশে জন্ম।
ধর্ম্ম-অংশ হৈতে হৈল বিদুরের জন্ম॥
সুবাহু গন্ধর্ব্ব ধৃতরাষ্ট্র কুরুপতি।
সিদ্ধি ধৃতি কুন্তী মাদ্রী গান্ধারী সে মতি॥
ধর্ম্ম-অংশে জন্মিলেন যুধিষ্ঠির রাজা।
বায়ু-অংশে জন্মিলেন ভীম মহাতেজা॥
দেবরাজ-অংশে জন্ম নিল ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার হৈতে মাদ্রীর তনয়॥
চন্দ্র আসি হৈল অভিমন্যু মহাবীর।
কাম হৈতে প্রদ্যুম্ন বিখ্যাত যদুবীর॥
বসুদেবে দয়া করি দয়াময় হরি।
তাঁর গৃহে জন্মিলা গোলোক পরিহরি॥

শেষ অংশে জন্ম হৈল রোহিণীনন্দন।
দ্রুপদের কুলে জন্মে দ্রৌপদী তখন॥
আপনি আসিয়া কলি হৈল দুর্য্যোধন।
পৌলস্ত্যের অংশে জন্ম আর ভ্রাতৃগণ॥
একাধিক শত পুত্র ধৃতরাষ্ট্র হৈতে।
শুনহ সবার নাম কহিব ক্রমেতে॥
জ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন যুযুৎসু তৎপর।
দুঃশাসন দুঃসহ দুঃশীল বীরবর॥
প্রথম দুর্ম্মুখ তথা বিবিংশতি বীর।
বিকর্ণ শ্রীজলসন্ধ সুলোচন ধীর॥
বিন্দ অনুবিন্দ শ্রীদুর্দ্ধর্ষ সুবাহুক।
দুষ্প্রধর্ষ দুর্ম্মর্ষণ দ্বিতীয় দুর্ম্মুখ॥
দুষ্কর্ণ আরো যে কর্ণ চিত্র তার পর।
উপচিত্র চিত্রাক্ষ অদ্ভুত নামধর॥
চারুচিত্র অঙ্গদ দুর্ম্মদ অনন্তর।
দুষ্প্রহর্ষ বিবিৎসু বিকট শম পর॥
ঊর্ণনাভ পদ্মনাভ নন্দনামধর।
উপনন্দ সেনাপতি সুষেণ কুণ্ডর॥
মহোদর চিত্রবাহু চিত্রবর্ম্মা ধীর।
সুবর্ম্মা দুর্ব্বিরোচন অয়োবাহু বীর॥
মহাবাহু চিত্রচাপ নামে সুকুণ্ডল।
ভীমবেগ বলাকী অগ্রজ ভীমবল॥
শ্রীভীমবিক্রম উগ্রায়ুধ ভীমশর।
কনকায়ু তথা দৃঢ়ায়ুধ তার পর॥
দৃঢ়বর্ম্মা দৃঢ়ক্ষত্র সোমকীর্ত্তি বীর।
অনুদর জরাসন্ধ দৃঢ়সন্ধ ধীর॥
সত্যসন্ধ সহস্রবাহু উগ্রশ্রবা খ্যাত।
উগ্রসেন ক্ষেমমূর্ত্তি শ্রীঅপরাজিত॥
পণ্ডিতক বিশালাক্ষ দুরাধর বীর।
দৃঢ়হস্ত সুহস্তক বাতবেগ ধীর॥
সুবর্চ্চা আদিত্যকেতু বহ্বাশী অপর।
নাগদত্ত অনুযায়ী নিষঙ্গী তৎপর॥
জানহ কবচী দণ্ডী আর দণ্ডধার।
ধনুর্গ্রাহ উগ্র তথা ভীমরথ আর॥
বীর বীরবাহু আলোলুপ নামধেয়।
অভয় সে রৌদ্রকর্ম্মা দৃঢ়রথ জ্ঞেয়॥
অনাধৃষ্য কুণ্ডভেদী বিরাবী তৎপর।
সুদীর্ঘলোচন দীর্ঘবাহু অনন্তর॥
মহাবাহু ব্যূঢ়োরু তাহার যে অনুজ।
জানহ কনকাঙ্গদ পরেতে কুণ্ডজ॥
চিত্রক সে মহারথ হয় যে তৎপর।
আর সত্যব্রত এই শত সহোদর॥
বৈশ্যা-পুত্র যুযুৎসু সে হয় শতোপরি।
একা সহোদরামাত্র দুঃশলা সুন্দরী॥
জ্যেষ্ঠ-অনুক্রমে করিলাম এ বচন।
ভারতে যেমন আছে ব্যাসের বচন॥
শত এক সুত ধৃতরাষ্ট্রের হইল।
দুঃশলারে জয়দ্রথ বিবাহ করিল॥
অংশ-অবতার-কথা প্রত্যক্ষে প্রকাশ।
বিরচিল পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস॥

● শকুন্তলার উপাখ্যান

মুনিবর বলে, শুন পরীক্ষিৎ-সুত।
ভরতবংশের কথা কথনে অদ্ভুত॥
দুষ্মন্ত নামেতে রাজা জগতে বিদিত।
তাঁহার মহিমা কথা না হয় বর্ণিত॥
সংসারে আসিয়া বসুন্ধরা ভোগ করে।
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে, দুষ্টেরে সংহারে॥
মহাপরাক্রান্ত রাজা রূপগুণবন্ত।
পৃথিবীতে একচ্ছত্র করিল দুষ্মন্ত॥
মৃগয়াতে বড় রত মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
হস্তী হয় পদাতিক না যায় গণন।
সসৈন্যে বেড়িল রাজা এক মহাবন॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহ মৃগগণ।
অনেক মারিল রাজা, না যায় গণন॥

যতেক রাজার সৈন্য মারি মৃগচয়।
শকটে পূরিলা, কেহ কান্ধে করি লয়॥
কোন কোন জন তথা খায় পুড়াইয়া।
তবে এক বনে গেল সে বন ছাড়িয়া॥
হিরণ্য-নামেতে বন অতি মনোরম।
চৈত্রবন-সমান সে মুনির আশ্রম॥
নানাজাতি বৃক্ষ তথা ফুলফল ধরে।
নানাজাতি পক্ষী তথা সদা নাদ করে॥
মধুচক্র ডালে ডালে আছে তরুগণে।
বায়ু-তেজে পুষ্প-বৃষ্টি হয় অনুক্ষণে॥
নানাপক্ষিগণ তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পক্ষীকে না করে ভক্ষ্য মুনিরাজ-ডরে॥
মালিনী নামেতে নদী দেখিয়া নিকটে।
মুনিগণ বৈসেন তাহার দুই তটে॥
মুনির আশ্রম বুঝি দুষ্মন্ত নৃপতি।
ডাকিয়া বলেন রাজা সৈন্যগণ-প্রতি॥
অগ্নিহোত্র ধূম গিয়া পরশে গগন।
ব্রাহ্মণ-বদনে হয় বেদ উচ্চারণ॥
মুনি সম্ভাষিয়া আমি না আসি যাবৎ।
এইখানে সর্ব্বজন থাকহ তাবৎ॥
এত বলি নরপতি পুরোহিত লৈয়া।
কণ্বর আশ্রমে রাজা উত্তরিল গিয়া॥
প্রবেশ করিল গিয়া মুনি অন্তঃপুরে।
দেখিল সে কণ্ব নাই, চিন্তে নৃপবরে॥
হেনকালে শকুন্তলা মুনির নন্দিনী।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তুষ্ট কৈল নৃপমণি॥
দেখিয়া কন্যার রূপ নৃপতি মোহিত।
জিজ্ঞাসিল কন্যা-প্রতি কামে হতচিত॥
দুষ্মন্ত নৃপতি আমি শুন সুবদনি।
হেথা আইলাম আমি ভেটিবারে মুনি॥
কোথায় গেলেন মুনি কহত সুন্দরি।
তুমি বা কাহার কন্যা কহ সত্য করি॥
কন্যা বলে, গেল পিতা ফলের কারণ।
মুহূর্ত্তেক রহ হেথা, আসিবে এখন॥
মুনির নন্দিনী আমি শুন নৃপবর।
এত শুনি নরপতি করিল উত্তর॥
তোমার সদৃশ রূপ কোথাও না দেখি।
মুনিকন্যা, সত্য তুমি কহ শশিমুখি॥
পরম তপস্বী মুনি ফলমূলাহারী।
দারাত্যাগী জিতেন্দ্রিয় মহাব্রহ্মচারী॥
তাঁহার তনয়া তুমি হইলা কি মতে।
কহ সত্য সুবদনি আমার সাক্ষাতে॥
কন্যা বলে, শুন মম জন্মের কাহিনী।
যেমতে হইনু আমি মুনির নন্দিনী॥
বিশ্বামিত্র মুনি জান বিখ্যাত সংসারে।
চিরদিন তপস্যা করেন অনাহারে॥
তাঁর তপ দেখি কম্পমান পুরন্দর।
আমার ইন্দ্রত্ব লবে এই মুনিবর॥
সর্ব্বদেবগণ মিলি ভাবে নিরন্তর।
মেনকারে ডাকি বলে দেব পুরন্দর॥
রূপে গুণে তব তুল্য নাহি ত্রিভুবনে
মম কার্য্য সিদ্ধ কর আপনার গুণে॥
বিশ্বামিত্র-তপেতে কম্পিত মম কায়।
তাঁর তপ ভঙ্গ কর করিয়া উপায়॥
শুনিয়া মেনকা অতি বিষণ্ণবদন।
যোড়হাত করি ইন্দ্রে করে নিবেদন॥
সংসারে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র মহাঋষি।
মহাতেজা ক্রোধী সেই পরম তপস্বী॥
বশিষ্ঠের শত পুত্র প্রকারে মারিল।
ক্ষত্র-ক্ষেত্রে জন্মি তবু ব্রাহ্মণ হইল॥
কৌশিকী-নামেতে নদী আজ্ঞাতে সৃজিল।
সহজাঙ্গে ব্যাধি করি পুনর্মুক্ত কৈল॥
দ্বিতীয় করিল সৃষ্টি বিখ্যাত জগতে।
আপনি করহ ভয় যাঁহার তপেতে॥
তাঁর তপ নষ্ট করে হেন কোন্ জন।
কর্ম্ম না হইবে, হবে আমার মরণ॥
অগ্নি-সূর্য্যসম তেজ যুগল নয়নে।
তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করে কোন্ জনে॥

তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি।
তব কার্য্য সিদ্ধ হৌক, আমি বাঁচি মরি॥
কামদেব বায়ু দেহ আমার সহায়।
তবে যেমনেতে হয় করিব উপায়॥
ইন্দ্র আজ্ঞা কৈল, সঙ্গে যাহ দুই জন
দেবরাজ-আজ্ঞা পেয়ে চলিল তখন॥
হেমন্ত পর্ব্বতে বৈসে সেই মুনিবর।
মুনি দেখি মেনকার কাঁপিল অন্তর॥
অতিশয় সুবেশা হইয়া বিদ্যাধরী।
মুনির নিকটে ক্রীড়া করে মায়া করি॥
হেনকালে বায়ু বহে অতি খরতর।
উড়াইয়া বস্ত্র তার ফেলিল অন্তর॥
আস্তে ব্যস্তে মেনকা উঠিল বস্ত্র ধরে।
বিবিধ-প্রকারে পবনেরে নিন্দা করে॥
এ-সকল কৌতুক দেখিল মুনিবর।
শরীরেতে ভেদিল কামের পঞ্চশর॥
মেনকা ধরিয়া মুনি নিল নিজ দেশ।
কামে মত্ত নিত্য করে শৃঙ্গার-বিশেষ॥
হেনমতে বহুদিন গেল ক্রীড়ারসে।
তপ জপ সকল ত্যজিল কামবশে॥
একদিন সন্ধ্যাকালে বিশ্বামিত্র মুনি।
সন্ধ্যা-হেতু বলে শীঘ্র জল দেহ আনি॥
শুনিয়া মেনকা হাসি বলিল বচন।
এতদিনে ভাল সন্ধ্যা হইল স্মরণ॥
এত শুনি মুনি হৈল কুপিত-অন্তর।
দেখিয়া মেনকা ভয়ে পলায় সত্বর॥
হয়েছিল যেই গর্ভ মুনির ঔরসে।
অরণ্যে প্রসব করি গেল নিজ দেশে॥
মুনি-তপ নষ্ট করি গেল নিজ স্থানে।
আমারে ফেলিয়া গেল নির্জ্জন কাননে॥
সিংহ-ব্যাঘ্র পশুগণ কেহ না হিংসিল।
পক্ষিগণ বেড়িয়া যে আমারে রহিল॥
তপস্যা করিতে গেল কণ্ব সেই বনে।
অনাথা দেখিয়া তাঁর দয়া হৈল মনে॥
গৃহে আনি পালন করিল মুনিবর।
তেঁই আমি তাঁর কন্যা শুন দণ্ডধর॥
শকুনে বেড়িয়াছিল নিকুঞ্জ-কাননে।
শকুন্তলা নাম মুনি রাখে সেকারণে॥
মম জন্মকথা এক মুনি জিজ্ঞাসিল।
কহিলেন কণ্ব তাঁরে, তাহে জানা গেল॥
আদিপর্ব্বে দিব্য শকুন্তলা-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

— —

● দুষ্মন্ত রাজার সহিত শকুন্তলার বিবাহ

রাজা বলে, কন্যা তুমি পরমা সুন্দরী।
রাজযোগ্যা ধনি তুমি হও মোর নারী॥
গাছের বাকল ত্যজি পর পট্টবাস।
রত্ন-অলঙ্কার পর যেই অভিলাষ॥
এত শুনি লজ্জিতা হইয়া শকুন্তলা।
মৃদুভাষে নৃপতিকে কহিতে লাগিলা॥
শুন রাজা, আমি করিলাম অঙ্গীকার।
পিতা আসি সম্প্রদান করিবে আমার॥
রাজা বলে, মুনিবর বিলম্বে আসিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব হৈলে মম মৃত্যু হবে॥
বেদোক্ত বিবাহ হয় অষ্টম প্রকার।
গন্ধর্ব্ব বিবাহ লিখে ক্ষত্রিয়-আচার॥
আপনি বিবাহ কর যদ্যপি আমারে।
মুনির বচনে দোষ না হবে তোমারে॥
রাজার বিনয়-বাক্য শকুন্তলা শুনি।
রাজারে বলিল সত্য কর নৃপমণি॥
বেদের বিহিত যদি আছে পূর্ব্বাপর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হবে শুন নৃপবর॥
আমার উদরে যেই জন্মিবে কুমার।
সত্য কর তুমি তারে দিবে রাজ্যভার॥
কামে মত্ত ভূপতি করিল অঙ্গীকার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ করি ভুঞ্জিল শৃঙ্গার॥

তবে নরপতি বলে কন্যারে চাহিয়া।
রাজ্যেতে লইব তোমা লোক পাঠাইয়া ॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পথে যেতে নরপতি ভাবে মনে মন ॥
কি বলিবে মুনিরাজ আসি নিজ ঘরে।
দুষ্মন্ত নিতান্ত ভীত ভাবিয়া অন্তরে ॥
সসৈন্যে আপন দেশে গেল নরপতি।
কতক্ষণে গৃহে এল মুনি মহামতি ॥
স্কন্ধ হইতে ফলভার ভূমিতে থুইল।
শকুন্তলা এস, বলি মুনি ডাক দিল ॥
লজ্জায় মলিন কন্যা নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হইল মুনির ॥
ধ্যানেতে জানিল মুনি যত বিবরণ।
হাসিয়া কন্যার প্রতি বলিল বচন ॥
আমারে হেলন করি কৈলে এই কর্ম্ম।
দুষ্মন্ত-নৃপতি সহ করিলা অধর্ম্ম ॥
ক্ষমিলাম তোরে আমি করেছি পালন।
না করিহ ভয় চিত্তে, স্থির কর মন ॥
সবিনয়ে কন্যা বলে, যুড়ি দুই কর।
করিনু দুষ্কর্ম্ম মোরে ক্ষম মুনিবর ॥
যোগ্যপাত্র সেই সে দুষ্মন্ত নৃপবর।
গান্ধর্ব্ব বিবাহে তাঁরে করিলাম বর ॥
ক্ষমহ রাজার দোষ আমারে দেখিয়া।
এত শুনি মুনিবর বলিল হাসিয়া ॥
ক্ষমিলাম নৃপতিরে তোমার কারণ।
ইচ্ছামত বর তুমি করহ প্রার্থন ॥
ইহা শুনি অতি ধীরে শকুন্তলা কয়।
বাঞ্ছা যদি বর দিবে পিতা মহাশয় ॥
প্রসন্ন হইয়া দেহ এই বর তবে।
অতুল প্রতাপে ধরা শাসুক পৌরবে ॥
রাজ্যচ্যুত অথবা অধর্ম্মপরায়ণ।
পুরুবংশীয়েরা যেন না হয় কখন ॥
শকুন্তলামুখে তবে শুনে এই বাণী।
তথাস্তু বলিয়া বর দিলা মহামুনি ॥

● শকুন্তলার দুষ্মন্ত সকাশে গমন

হেনমতে মুনিগৃহে আছে শকুন্তলা।
বিস্মৃত হইল রাজা রাজভোগে ভোলা ॥
কতকালে প্রসব করিল শকুন্তলা।
পরম সুন্দর পুত্র শশী ষোলকলা ॥
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র মুনির ভবনে।
ছয় বর্ষ পূর্ণ হৈল, রাজা নাহি জানে ॥
মহাপরাক্রান্ত বীর হৈল শিশুকালে।
সিংহব্যাঘ্রহস্তী ধরি আনে পালে পালে ॥
তার পরাক্রম দেখি মুনি চমৎকার।
দমনক বলি নাম দিলেন তাহার ॥
শকুন্তলা-সহ মুনি করিল বিচার।
যুবরাজ-যোগ্য পুত্র হইল তোমার ॥
পুত্র-সহ যাহ তুমি রাজার আলয়।
পিতৃগৃহে বাস আর সম্ভব না হয় ॥
ধর্ম্মক্ষয় অপযশ হয় কুচরিত্র।
পিতৃগৃহে বহুধর্ম্মে না হয় পবিত্র ॥
এত বলি শিষ্য এক দিলেন সংহতি।
পুত্র-সহ পাঠাইল যথা নরপতি ॥
দুষ্মন্ত নৃপতি বৈসে হস্তিনানগর।
শকুন্তলা গেল যথা আছে নৃপবর ॥
পাত্রমিত্র-সহ রাজা আছেন বসিয়া।
পুত্র আগে করি তথা উত্তরিল গিয়া ॥
রাজারে চাহিয়া শকুন্তলা কহে বাণী।
এই পুত্র তোমার দেখহ নৃপমণি ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা রাজা করহ স্মরণ।
তপোবনে গিয়াছিলা মৃগয়া-কারণ ॥
আপনার সত্য রাজা করহ পালন।
পুত্র কোলে করি রাজা তোষ মম মন ॥
শুনি সভাসদলোক বিস্ময়-অন্তর।
হাসিয়া দুষ্মন্ত রাজা করিল উত্তর ॥
কোথাকার তপস্বিনী, কাহার নন্দিনী।
কোনকালে পরিচয় আমি নাহি জানি ॥

এত শুনি শকুন্তলা হইল লজ্জিত।
ক্রোধেতে অধর-ওষ্ঠ সঘনে কম্পিত॥
পুনঃ ক্রোধ সম্বরিয়া বলে শকুন্তলা।
পূর্ব্বসত্য পাসরিলা রাজভোগে ভোলা॥
কি বাক্য বলিলা রাজা, নাহি ধর্ম্মভয়।
তুমি হেন মিথ্যা বল, উচিত না হয়॥
দৈবে সেই সব কথা কেহ নাহি জানে।
আপনি ভাবিয়া রাজা, দেখ মনে মনে॥
জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কহে যেই জন।
সহস্র বৎসর হয় নরকে গমন॥
লুকাইয়া যেই জন করে পাপ কর্ম্ম।
লোকে না জানিল, কিন্তু জানিল যে ধর্ম্ম॥
চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম্ম জানয়ে সকল॥
দিবা রাত্রি সন্ধ্যা প্রাতঃ বাল-বৃদ্ধ জনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল তার দেয় ত শমনে॥
মিথ্যা হেন বল রাজা, কভু ভাল নহে।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন্॥
পুত্ররূপে জন্মে পিতা ভার্য্যার উদরে।
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে, জানে চরাচরে॥
ভার্য্যারে জননী-সমা দেখি সে-কারণ।
মোরে উপেক্ষিয়া দোষ করিলে রাজন্॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্ব্বশাস্ত্রে লিখে।
ভার্য্যা-সম বন্ধু রাজা নাহি কোন লোকে॥
পরম সহায় সখা পতিব্রতা নারী।
যাহার সহায়ে রাজা সর্ব্ব ধর্ম্ম করি॥
ভার্য্যা-বিনা গৃহশূন্য অরণ্যের প্রায়।
বনে ভার্য্যা সঙ্গে থাকে গৃহস্থ বলায়॥
ভার্য্যাহীন লোকে কেহ না করে বিশ্বাস।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই সর্ব্বদা উদাস॥
ভার্য্যাবন্ত লোক ইহকাল বঞ্চে সুখে।
মরণে সংহতি হৈয়া তারে পরলোকে॥
স্বামীর জীবনে ভার্য্যা আগে যদি মরে।
পথ চাহি থাকে ভার্য্যা স্বামী-অনুসারে॥
মরিলে স্বামীরে উদ্ধারিয়া লয় স্বর্গে।
হেন নীতিশাস্ত্র রাজা কহে সুরবর্গে॥
ভার্য্যা হৈতে নরপতি দেখে পুত্রমুখ।
যাহা হৈতে লোক-সব ভুঞ্জে নানা সুখ॥
ভার্য্যা-বিনা পুত্র করে কাহার শকতি।
দেব ঋষি মুনি আদি যত মহামতি॥
পুত্রের সমান রাজা নাহিক সংসারে।
জন্মমাত্র মুখ দেখি পিতামাতা তরে॥
পিণ্ডদানে পুত্র তার করয়ে উদ্ধার।
হেন নীতি কহে রাজা বেদেতে ব্রহ্মার॥
চতুষ্পদে গাভী শ্রেষ্ঠ দ্বিপদে ব্রাহ্মণে।
অধ্যয়নে গুরু শ্রেষ্ঠ পুত্র আলিঙ্গনে॥
ধূলায় ধূসর পুত্রে করি আলিঙ্গন।
হৃদয়ের সর্ব্বদুঃখ হয় ত খণ্ডন॥
হেন পুত্র দাঁড়াইয়া তোমার সম্মুখে।
আলিঙ্গন কর রাজা, পরম কৌতুকে॥
অবজ্ঞা না কর রাজা, নীচপুত্র নহে।
ইহার মহিমা যত মুনিগণে কহে॥
শত শত করিবেক অশ্বমেধ যাগ।
সসাগরা ধরার হইবে রাজ্যভাগ॥
উজ্জ্বল করিবে বংশ এই ত নন্দন।
প্রত্যক্ষ দেখহ রাজা দ্বিতীয় তপন॥
পিতারে না দেখি পুত্র সদা ভাবে দুখ।
সে-কারণে দেখিতে আইল তব মুখ॥
আলিঙ্গন দিয়া তোষ আপন কুমারে।
দুঃখ নাহি, ত্যজ কিংবা রাখহ আমারে॥
বিশ্বামিত্র পিতা মোর মেনকা জননী।
প্রসবিয়া বনে গেল থুয়ে একাকিনী॥
জননী ত্যজিল পূর্ব্বে তুমি ত্যজ এবে।
তোমারে বলিব কি মরিব এই ভাবে॥
নিশ্চয় মরিব আমি নাহি তাহে দুখ।
এ-পুত্র বিচ্ছেদে মোর বিদরিছে বুক॥

করেতে কুঠার জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন-সপ্তবার ॥

পৃষ্ঠা—৯৪

এত যদি শকুন্তলা বিনয় করিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে প্রত্যুত্তর দিল॥
অকারণে পুনঃপুনঃ কহ কি আমারে।
তোমার বচন শুনি কেবা শ্রদ্ধা করে॥
তোমার জনক যদি বিশ্বামিত্র মুনি।
মেনকা অপ্সরা বেশ্যা তোমার জননী॥
বিশ্বামিত্র লোভী বলি জানে ত্রিজগতে।
জন্মিয়া ক্ষত্রিয়বীর্য্যে গেল বিপ্রপথে॥
বেশ্যা বলি মেনকারে কেবা নাহি জানে।
বেশ্যার প্রকৃতি তোর খণ্ডিবে কেমনে॥
বেশ্যাগর্ভে জন্ম তোর বেশ্যার প্রকৃতি।
এই পুত্র সেই মত লহে মোর মতি॥
মিথ্যা প্রবঞ্চনা করি প্রতার আমারে।
যাহ কিংবা থাক, কেহ না জিজ্ঞাসে তোরে॥
শকুন্তলা কহে, রাজা, কহ বিপরীত।
দেবলোকে নিন্দা কর, নহে ত উচিত॥
মেনকা অপ্সরা তারে পূজে দেবগণে।
বিশ্বামিত্র মহাঋষি কেবা নাহি জানে॥
তোমায় আমায় রাজা অনেক অন্তর।
সুমেরু সরিষা রাজা যত দূরান্তর॥
মম মাতা স্বর্গবাসী, তুমি বৈস ক্ষিতি।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে সমতুল কর নরপতি॥
আমার দেখহ শক্তি আপন নয়নে।
এখনি যাইতে পারি যথা ইচ্ছা মনে॥
ইন্দ্র-যম-কুবের-ভুবন আদি-করি।
মুহূর্ত্তেকে চরাচর ভ্রমিবারে পারি॥
যত নিন্দা কর, সহি স্বামীর কারণে।
আপনা না জান, নিন্দা কর অন্য জনে॥
কুরূপ মনুষ্য রাজা নিন্দে সর্ব্বলোকে।
যতক্ষণ দর্পণেতে মুখ নাহি দেখে॥
সত্যসম পুণ্য রাজা নাহিক তুলনা।
মিথ্যা হেন পাপ নাহি কহে মুনিজনা॥
হেন মিথ্যাবাদী তুমি হইলে নিশ্চয়।
তোমার নিকটে থাকা উচিত না হয়॥

● দৈববাণীর ফলে দুষ্মন্তকর্ত্তৃক শকুন্তলাকে গ্রহণ

এত বলি শকুন্তলা চলিল সত্বর।
হেনকালে শব্দ হয় আকাশ-উপর॥
যতেক বচন সত্য বলে শকুন্তলা।
শকুন্তলা-বাক্য রাজা না করহ হেলা॥
সতী পতিব্রতা এই তোমার ঘরণী।
তুমি এই তনয়ের পিতা নৃপমণি॥
স্বামী বলি শকুন্তলা তোমারে ক্ষমিল।
শকুন্তলা-ক্রোধে তব নাহি হৈবে ভাল॥
বংশের তিলক রাজা এই সে নন্দন।
আমার বচনে কর রক্ষণ-ভরণ॥
ভরত বলিয়া নাম রাখহ ইহার।
ইহা হৈতে বংশোজ্জ্বল হইবে তোমার॥
দুষ্মন্ত নৃপতি শুনে মন্ত্রী পুরোহিত।
এতেক আকাশবাণী হৈল আচম্বিত॥
রাজা বলে, মন্ত্রিগণ, করিলা শ্রবণ।
সকলি ত জানি, আমি নহি বিস্মরণ॥
জানিয়া না জানি আমি, লোকাচারে ডরি।
লোকে বলিবেক এই কোথাকার নারী॥
এ-কারণে আমি ভাণ্ডিলাম মন্ত্রিগণে।
বেশ্যা বলি ইহারে জানিল সর্ব্বজনে॥
এত বলি শীঘ্র উঠি দুষ্মন্ত রাজন্।
শকুন্তলা হস্ত ধরি ফিরায় তখন॥
মহানন্দে নরপতি পুত্র লৈল কোলে।
শত শত চুম্ব দিল বদন-কমলে॥
শকুন্তলা কৈল রাজা রাজ-পাটেশ্বরী।
পরম কৌতুকে চিরদিন রাজ্য করি॥
কতদিনে বৃদ্ধকালে দুষ্মন্ত রাজন্।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া গেল তপোবন॥
পৃথিবীতে মহারাজ হইল ভরত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি করে শত শত॥
লক্ষ পদ্ম সুবর্ণ ব্রাহ্মণে দিল দান।
হেন দাতা নাহি কেহ ভরত-সমান॥

সসাগরা পৃথিবী শাসিল ভুজবলে।
অদ্যাপি ভারত-ভূমি ঘোষে ভূমণ্ডলে॥
তাঁর বংশে যত-যত হইল নৃপতি।
ভরতের বংশ বলি পাইল সুখ্যাতি॥
ভরতের উপাখ্যান যেই নর শুনে।
আয়ুর্যশ-পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্ব ভারত রচিল বেদব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

——

চন্দ্রবংশের বিবরণ

জন্মেজয় বলে, কহ মুনি মহামতি।
চন্দ্রবংশে ভরতের হইল উৎপত্তি॥
চন্দ্র হৈতে বংশ হইল কিমত প্রকারে।
সে-সকল কথা মুনি, শুনাও আমারে॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব সকল কথা, করহ শ্রবণ॥
ভাল ভাল জিজ্ঞাসিলা ভারত-আখ্যান।
সোমবংশ-চরিত্র করহ অবধান॥
মরীচি ব্রহ্মার পুত্র বিখ্যাত সংসার।
কশ্যপ নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
তাঁহার নন্দন হইল সূর্য্য মহাশয়।
বৈবস্বত নামে হৈল তাঁহার তনয়॥
ইলাগর্ভে পুরূরবা বুধের বীর্য্যেতে।
তাঁহার নন্দন হৈল বিদিত জগতে॥
চন্দ্রের নন্দন বুধ বিখ্যাত সংসার।
পুরূরবা মহারাজ তাঁহার কুমার॥
অষ্টাদশ দ্বীপে তেঁই হৈল নরপতি।
চিরদিন ক্রীড়া করে ঊর্ব্বশী-সংহতি॥
নৃপতি হইল আয়ু তাঁহার তনয়।
তাঁর পুত্র হইল নহুষ মহাশয়॥
স্বর্গে ইন্দ্র হৈল রাজা আপনার গুণে।
সর্পযোনি হইলেন ব্রাহ্মণ-বচনে॥
যযাতি নৃপতি হৈল তাঁহার কুমার।
যযাতির গুণ যত কহিতে অপার॥
শুক্রশাপে জরাগ্রস্ত তাঁহার শরীর।
পুত্রে জরা দিয়া রাজ্য করিল সুধীর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

——

শুক্রস্থানে কচের বিদ্যা-শিক্ষা

জন্মেজয় বলে, কহ ইহার কারণ।
শুক্রস্থানে কোন্ দোষ করিল রাজন্॥
কি-কারণে শাপ দিল ভৃগুর কুমার।
সে সব চরিত্র কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে, অবধান কর নরবর।
দেবাসুরে মহাযুদ্ধ হয় নিরন্তর॥
নিজ-নিজ হিত দোঁহে বাঞ্ছা করি মনে।
দুই জনে পুরোহিত কৈল নিয়োজনে॥
বৃহস্পতি পুরোহিত করেন বাসব।
দৈত্যবংশে পুরোহিত হইল ভার্গব॥
যুদ্ধে যত দৈত্যবধ করে যত দেবে।
সকল জীয়ান শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্রে ভৃগুপুত্রের অভ্যাস।
যত মরে তত জীয়ে নাহিক বিনাশ॥
যুদ্ধে যত দেবগণ হইত নিধন।
নারিতেন বাঁচাইতে অঙ্গিরা-নন্দন॥
শুক্রের প্রতাপে দেবগণ চমৎকার।
ইন্দ্র-আদি দেবগণ করয়ে বিচার॥
কচ নামে ছিল বৃহস্পতির নন্দন।
তাঁহারে বলিল তবে সব দেবগণ॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্র জানে ভৃগুর নন্দন।
উপায় করিয়া কর সে মন্ত্র গ্রহণ॥
বৃষপর্ব্বপুরে হয় শুক্রের বসতি।
তোমা-বিনা যাইতে না পারে কোন কৃতী॥

শিষ্য হৈয়া শুক্র স্থানে কর অধ্যয়ন।
দেবযানী তাঁর কন্যা করিবে সেবন॥
এত যদি বলিল সকল দেবগণ।
বৃষপর্ব্বপুরে কচ করিল গমন॥
শুক্রের চরণে কচ করি নমস্কার।
প্রত্যক্ষেতে পরিচয় দিল আপনার॥
অঙ্গিরার পৌত্র আমি জীবের নন্দন।
পড়িবারে আইলাম তোমার সদন॥
এত শুনি শুক্র তাঁরে দিলেন আশ্বাস।
পড়াব সকল শাস্ত্র যেই অভিলাষ॥
শুক্রের আশ্বাসে কচ আনন্দিত-মন।
ব্রহ্মচর্য্য-আদি বিদ্যা করেন পঠন॥
বিবিধ-প্রকারে কচ শুক্রে সেবা করে।
ততোধিক সেবে কচ তাঁহার কন্যারে॥
করযোড়ে থাকে কচ দেবযানী-আগে।
অবিলম্বে আনে কচ কন্যা যাহা মাগে॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যে সদা তোষে তাঁর মন।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া পাশে থাকে অনুক্ষণ॥
হেন মতে পঞ্চশত বৎসর যে গেল।
গাভী রাখিবারে শুক্র কচে নিয়োজিল॥
গোধন-রক্ষণে কচ নিত্য যায় বনে।
দৈত্যগণ তাঁহারে দেখিল এক দিনে॥
জানিল কচেরে দেবগুরুর নন্দন।
মায়া করি আসিয়াছে মন্ত্রের কারণ॥
তবে সব দৈত্যগণ কচেরে ধরিয়া।
তীক্ষ্ণ খড়্গে খণ্ড-খণ্ড করিল কাটিয়া॥
অস্থিমাংস যত শার্দ্দূলে খাওয়াইল।
কচে মারি দৈত্যগণ নিজ ঘরে গেল॥
সন্ধ্যাকালে গাভীগণ প্রবেশে নগরে।
কচ নাহি, গাভীগণ প্রবেশিল ঘরে॥
কচ নাহি, দেবযানী হইল চিন্তিত।
কান্দিয়া পিতার ঠাঁই জানায় ত্বরিত॥
গোধন ফিরিল গৃহে কচ না আইল।
সিংহ-ব্যাঘ্র কিম্বা দৈত্য তাঁহারে মারিল॥
কচের বিহনে আমি ত্যজিব জীবন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥
শুক্র বলে, দেবযানী, না কর ক্রন্দন।
মন্ত্রবলে কচে আমি জীয়াব এখন॥
এস, কচ, বলি শুক্র তিন ডাক দিল।
মন্ত্রের প্রভাবে কচ আসি উত্তরিল॥
কচে দেখি দেবযানী আনন্দিত-মন।
জিজ্ঞাসিল কোথায় আছিলা এতক্ষণ॥
কচ বলে, দৈত্যগণ আমারে মারিল।
প্রসন্ন হইয়া গুরু পুনঃ জীয়াইল॥
এত শুনি দেবযানী পিতাকে কহিল।
গোধন-রক্ষণ হেতু নিষেধ করিল॥
ভারতের কথা হয় শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচিত॥

কচের সঞ্জীবনী বিদ্যালাভ

তবে কতদিনে কচে বলে দেবযানী।
দেব আরাধিব, কিছু পুষ্প দেহ আনি॥
আজ্ঞা পেয়ে গেল কচ পুষ্প আনিবারে।
পুনরপি দেখি তারে ধরিল অসুরে॥
তিলেক প্রমাণ কৈল খড়্গেতে কাটিয়া।
ঘৃতে ভাজে অস্থি-মাংস একত্র করিয়া॥
তবে সব দৈত্যগণ করিল বিচার।
অন্যজনে খেলে তার নাহিক নিস্তার॥
পুনঃ জীয়াইবে শুক্র মন্ত্রের প্রভাবে।
কচ প্রাণ পাবে আর তার প্রাণ যাবে॥
এতেক বিচার করি যত দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ শুক্রেরে ভোজন॥
পুনরপি দেবযানী বাপে জিজ্ঞাসিল।
পুষ্প আনিবারে কচ কাননেতে গেল॥
এতক্ষণ হৈল পিতা কচ না আইল।
হেন বুঝি দৈত্যগণ পুনশ্চ মারিল॥

নিশ্চয় মরিব পিতা কচে না দেখিয়া।
পুনরপি তারে পিতা দেহ জীয়াইয়া॥
শুক্র বলে, দেবযানী, না কর বিলাপ।
মৃত-জন-হেতু কেন কর পরিতাপ॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য মরিলে না জীয়ে।
তার হেতু কেন মর ক্রন্দন করিয়ে॥
দেবযানী বলে, পিতা যাহা কহ তুমি।
নিশ্চয় মরিব কচে না দেখিলে আমি॥
কচের যতেক গুণ কহিতে না পারি।
কচের সৌজন্য পিতা পাসরিতে নারি॥
আজি হৈতে এই মোর সত্য অঙ্গীকার।
শরীর ত্যজিব আমি করি অনাহার॥
এত বলি দেবযানী করিছে ক্রন্দন।
প্রবোধিয়া শুক্র বলে মধুর বচন॥
কন্যারে প্রবোধি শুক্র ভাবিল অন্তরে।
ধ্যানে দেখে কচ আছে আপন উদরে॥
শুক্র বলে, কচ তুমি কহ বিবরণ।
আমার উদরে এলে কিসের কারণ॥
কচ বলে, আমারে মারিল দৈত্যগণ।
করাইল সুরাসহ তোমায় ভক্ষণ॥
জ্ঞান নাহি টুটে মম তব অধ্যয়নে।
কেমনে বাহির হৈব ভাবিতেছি মনে॥
এত শুনি শুক্র তবে বলে আরবার।
তোমারে বাহির কৈলে আমার সংহার॥
বাহির না করিলে ব্রাহ্মণ-বধ হয়।
মরণ হইতে বড় বিপ্র-বধে ভয়॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আছে যতজন।
ব্রহ্মবধ-পাপে নহে কাহারো মোচন॥
এত ভাবি কচে শুক্র বলিল বচন।
নিশ্চয় দেখি যে পুত্র, আমার মরণ॥
সঞ্জীবনী-মন্ত্র আমি দিতেছি তোমারে।
বাহির হইয়া তুমি জীয়াইবা মোরে॥
এত বলি মন্ত্র দিল ভৃগুর নন্দন।
গর্ভে থাকি কচ করে মন্ত্র অধ্যয়ন॥
তবে দৈত্যগুরু নিজ করে খড়্গ লৈয়া।
বাহির করিল কচে উদর চিরিয়া॥
হইল বাহির কচ শুক্র ত্যজে প্রাণ।
কচ তারে জীয়াইল মন্ত্র করি ধ্যান॥
তবে মহাক্রুদ্ধ হৈল ভৃগুর নন্দন।
সুরা-প্রতি শাপ দিল মুনি ততক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যেই করে সুরাপান।
থাকুক পানের কাজ যদি লয় ঘ্রাণ॥
অধার্ম্মিক ব্রহ্মঘাতী বলিবে সে জনে।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট তার হৈবে সেইক্ষণে॥
ইহলোক অপূজিত হৈবে সেই জন।
মরিলে নরক-মধ্যে হইবে গমন॥
তবে শুক্র ডাকি বলে দৈত্যগণ প্রতি।
মম শিষ্যে মারিলে এ কেমন প্রকৃতি॥
আজি হৈতে কচে পুনঃ কেহ না হিংসিবে।
এই বাক্য হেলা কৈলে বড় দুঃখ পাবে॥
কচেরে বলিল শুক্র আশ্বাস করিয়া।
যথা সুখে বিহরহ নির্ভর হইয়া॥
শুক্রের বচনে কচ নির্ভয় হইল।
নানা বিদ্যা ব্রহ্মচর্য্য অধ্যয়ন কৈল॥

● কচ ও দেবযানীর পরস্পরের প্রতি অভিশাপ

অধ্যয়ন-শেষে বৃহস্পতির তনয়।
দেবযানী-স্থানে গেল মাগিতে বিদায়॥
আজ্ঞা কর দেবযানী, যাই নিজ দেশে।
চিত্তে অনুগ্রহ মোরে রাখিহ বিশেষে॥
এত শুনি দেবযানী বিষণ্ণ-বদন।
কচেরে ডাকিয়া তবে বলেন বচন॥
দেখহ আমার কচ যৌবন সময়।
তোমারে দেখি যে যোগ্য, কর পরিণয়॥
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে জীবের কুমার।
হেন অনুচিত বাক্য না বলিহ আর॥

গুরুর তনয়া তুমি, আমার ভগিনী।
এমত কুকথা কেন বল দেবযানী॥
দেবযানী বলে, তুমি না কর খণ্ডন।
তোমারে করিতে বিভা হইয়াছে মন॥
মরেছিলা তুমি, জিয়াইনু বারে বার।
মোর বাক্য নাহি রাখ কেমন বিচার॥
পূর্ব্বের সৌহৃদ্য রাখ জীবের নন্দন।
এত শুনি কচ হৈল বিষণ্ণ-বদন॥
কচ বলে, দেবযানি, এ নহে উচিত।
তোমায় আমায় হেন না হয় পীরিত॥
যেই গুরু শুক্র হৈতে তব জন্ম হয়।
সেই শুক্র হৈতে আমার জ্ঞানোদয়॥
সহোদরা তুমি হও সহজে আমার।
কিমতে এমত বল বাক্য কদাচার॥
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন আলয়।
শুনি দেবযানী কোপ করে অতিশয়॥
নারী হৈয়া বারে বারে করিনু বিনয়।
না রাখ আমার বাক্য তুমি দুরাশয়॥
যত বিদ্যা তোরে পড়াইল মোর বাপে।
সকল নিষ্ফল তোর হবে মোর শাপে॥
কচ বলে, দেবযানী, করিলা কি কর্ম্ম।
বিনা দোষে শাপ দিলা, নহে এই ধর্ম্ম॥
কামুকী হইয়া যত বল অনুচিত।
সে-কারণে দিব শাপ ইহার বিহিত॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র, তুমি কন্যা তার।
মোর শাপে ক্ষত্রভর্ত্তা হইবে তোমার॥
মোরে শাপ দিলা তুমি, না যাবে খণ্ডন।
বিফল হইবে যত করিনু পঠন॥
আমি যত পড়াইব আর শিষ্যগণে।
সে সবারে ফলদায়ী হৈবে অধ্যাপনে॥
এত বলি কচ গেল ইন্দ্রের নগর।
কচে দেখি আনন্দিত সকল অমর॥
কহিল সকল কচ যত বিবরণ।
নিঃশঙ্ক হইয়া যুদ্ধ করে দেবগণ॥
দেব-দৈত্য-যুদ্ধ-কথা না যায় লিখন।
এতেক শুনিলা দেবযানীর কথন॥
মহাভারতের কথা ব্যাসের রচিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম বিরচিত॥

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার কলহ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল যুড়ি দুই কর।
অনন্তর কি হইল, কহ মুনিবর॥
মুনি বলে, অবধান কর নৃপমণি।
কচের বিরহে দুঃখে রহে দেবযানী॥
তবে কত দিন পরে বৃষপর্ব্বপুরে।
কন্যাগণ মিলি গেল স্নান করিবারে॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে বৃষপর্ব্বের কুমারী।
স্নানেতে চলিল দাসীগণ সঙ্গে করি॥
শুক্রকন্যা দেবযানী চলিল সংহতি।
একত্রে চলিল সবে স্নানেতে যুবতী॥
চৈত্ররথ-নামে বনে আছে সরোবর।
জলক্রীড়া করে সবে তাহার ভিতর॥
নিজ-নিজ বস্ত্র সব রাখি তার কূলে।
উন্মত্তা হইয়া সবে ক্রীড়া করে জলে॥
হেনকালে খরতর বহিল পবন।
একত্র করিল যত সবার বসন॥
জলক্রীড়া করিয়া উঠিল কন্যাগণ।
চিনিয়া পরিল সবে আপন বসন॥
শর্ম্মিষ্ঠা দৈত্যের কন্যা উঠি শীঘ্রগতি।
শুক্রজার বস্ত্র পরে হইয়া বিস্মৃতি॥
দেবযানী বলে, তোর এত অহঙ্কার।
শূদ্রী হৈয়া বস্ত্র এই পরিস্ আমার॥
দেবযানী-বাক্য শুনি শর্ম্মিষ্ঠা কুপিল।
দেবযানী চাহি তবে ক্রোধেতে বলিল॥
তোমায় আমায় দেখ অনেক অন্তর।
মোর ধন খেয়ে রক্ষা কর কলেবর॥

মোর বাপে তোর বাপ সদা স্তুতি করে।
মোরে হেন বাক্য বল কোন্ অহঙ্কারে॥
অতিক্ষুদ্র তোরে আমি করি যে গণনা।
মোর সঙ্গে দ্বন্দ্ব কর, না চিন আপনা॥
বলিতে বলিতে ক্রোধ অধিক বাড়িল।
বলে ধরি কূপে দেবযানীরে ফেলিল॥
দেবযানী কূপে ফেলি গেল নিজাগার।
মরিল কি বাঁচিল সে, না দেখিল আর॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
সেই বনে গেল রাজা মৃগ মারিবারে॥
মৃগয়াতে রত বড় নহুষ-নন্দন।
সসৈন্যে যযাতি রাজা গেল সেই বন॥
তৃষ্ণায় পীড়িত হৈল যযাতি রাজন্।
জল অন্বেষণে ভ্রমে যত সৈন্যগণ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে কূপের ভিতর।
পড়িয়াছে কন্যা এক পরম সুন্দর॥
আস্তেব্যস্তে লোক গিয়া জানায় রাজারে।
শুনিয়া নৃপতি তবে এল তথাকারে॥
অতি পুরাতন কূপ আচ্ছন্ন তৃণেতে।
চন্দ্রসম কন্যা এক পড়ি আছে তাতে॥
রাজা বলে, কন্যা, কহ নিজ বিবরণ।
কূপে পড়িয়াছ তুমি কিসের কারণ॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের প্রায় ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
কি নাম ধরহ, তুমি কাহার নন্দিনী॥
রাজার বচন শুনি বলে দেবযানী।
দেবযানী নাম মোর শুক্রের নন্দিনী॥
আমার বৃত্তান্ত রাজা কহিব পশ্চাতে।
আগে নরপতি, মোরে তোল কূপ হৈতে॥
কুলীন পণ্ডিত তুমি দেখি মহাজন।
মহাতেজোবন্ত দেখি রাজার লক্ষণ॥
করে ধরি তোল মোরে না করি বিচার।
বিষম প্রমাদ হৈতে করহ উদ্ধার॥
এত শুনি নৃপতি বলিল আরবার।
তোমার বচন চিত্তে না লয় আমার॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ শুক্র তুমি কন্যা তাঁর।
দ্বিতীয় দেখি যে তব যৌবন-সঞ্চার॥
সে-কারণে তোমারে ছুঁইতে না যুয়ায়।
কন্যা বলে, রাজা, দোষ নাহিক তাহায়॥
অন্ধকূপে পড়িয়াছি মোর প্রাণ যায়।
ত্বরায় উদ্ধার করি প্রাণ রাখ রায়॥
এত শুনি নরপতি কন্যার বচনে।
কন্যার দক্ষিণ হস্ত ধরি ততক্ষণে॥
করে ধরি নরপতি উপরে তুলিল।
কন্যা উদ্ধারিয়া রাজা নিজদেশে গেল॥
হেনকালে ঘূর্ণিকা-নামেতে সহচরী।
সম্মুখে দেখিল তারে শুক্রের কুমারী॥
কান্দিয়া কহিল যত দুঃখ আপনার।
পিতারে জানাহ গিয়া মোর সমাচার॥
পুনঃ নগরেতে নাহি করিব গমন।
কোন্ লাজে লোক-মাঝে দেখাব বদন॥
চলি যাহ ঘূর্ণিকা গো, কহ পিতৃ-স্থান।
তাঁহাকে কহিয়া আমি ত্যজিব পরাণ॥
ত্বরিতে জানাহ গিয়া শুক্রে মহামতি।
এত শুনি ঘূর্ণিকা চলিল শীঘ্রগতি॥
করযোড়ে ঘূর্ণিকা বলিছে সবিনয়।
দেবযানীর বৃত্তান্ত শুন মহাশয়॥
শর্ম্মিষ্ঠা সহিত গেল স্নান করিবারে।
বলেতে শর্ম্মিষ্ঠা কূপে ফেলাইল তাঁরে॥
এত শুনি শুক্র হৈল বিরস-বদন।
দেবযানী দেখিবারে করিল গমন॥
দেখে শুক্র দেবযানী বনের ভিতরে।
হেঁট-মুখে বসি আছে চক্ষে জল ঝরে॥
বস্ত্র দিয়া দৈত্যগুরু মুছায় বদন।
জিজ্ঞাসিল বার্ত্তা কিবা কহ বিবরণ॥
কোন কালে তুমি যে করিয়াছিলে পাপ।
তাহার কারণে তুমি পেলে এত তাপ॥
পাপ হৈতে দুঃখ পায়, না হয় খণ্ডন।
শুনি দেবযানী বলে, করুণ-বচন॥

পাপ নাহি জানি গো যাবৎ মম জ্ঞান।
কহি যত বিবরণ কর অবধান ॥
বৃষপর্ব্বকন্যা মোরে বলেতে ধরিয়া।
ঘরে গেল আমারে সে কূপে ফেলাইয়া ॥
শূদ্রী হৈয়া মোর বস্ত্র করিল পিন্ধন।
কতেক কহিব যে কহিল কুবচন ॥
মোর বাপে স্তুতি শুক্র করে অনুব্রতে ॥
কুটুম্ব-সহিত খাও মোর ধন হইতে ॥
পুনঃপুনঃ কহিলেক যাহা আসে মুখে।
তার বাক্য বজ্র হেন বাজিয়াছে বুকে ॥
শুক্র বলে, দেবযানী, ত্যজ মনস্তাপ।
ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয়, ক্রোধে হয় পাপ ॥
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্বধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সম্বরে ॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধ সহিত সম কহে কদাচন ॥
দেবযানী বলে, পিতা, আমি সব জানি।
অপমান কৈল মোরে দৈত্যের নন্দিনী ॥
সর্পের দংশনে যেন বিষে অঙ্গ দয়।
কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে যেমন অগ্নি হয় ॥
ততোধিক পিতা মম দহে কলেবর।
না হয় নিবৃত্ত সদা দহিছে অন্তর ॥

● শর্ম্মিষ্ঠার দাসীত্ব-বিবরণ

কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
বৃষপর্ব্ব-দৈত্য-স্থানে করিল গমন ॥
বৃষপর্ব্বে চাহি শুক্র বলিল বিশেষ।
অন্যত্র যাইব ত্যজি তোমার এ দেশ ॥
পাপী দুরাচার যেই হিংসা করে লোকে।
পুণ্যবান্ জন তার নিকটে না থাকে ॥
জানিয়া শুনিয়া পাপ করে যেই জন।
অনুরূপ দুঃখ পায়, না যায় খণ্ডন ॥
তারে না ফলিলে তার পুত্র-পৌত্রে ফলে।
ব্যর্থ নাহি হয়, জেন বিধি বেদে বলে ॥
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতির নন্দন।
পুনঃপুনঃ তুই তারে করিলি নিধন ॥
মম কন্যা দেবযানী, তোর কন্যা তারে।
নিক্ষেপিল বধিবারে কূপের মাঝারে ॥
নারীবধ ব্রহ্মবধ কৈলে বারে বার।
সহজে অসুর তুই দুষ্ট দুরাচার ॥
থাকিলে পাপীর কাছে নিত্য পাপ বাড়ে।
সে-কারণে সাধুজন পাপীসঙ্গ ছাড়ে ॥
এত বলি ভৃগুসুত চলিল সত্বর।
পায়ে ধরি নিবারিয়া বলে দৈত্যেশ্বর ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি বড় দুরাচার।
আপনার গুণে প্রভু, কর প্রতিকার ॥
জাতি ধন রাজ্য প্রাণ কুটুম্বাদি করি।
এ-সব আমার দ্রব্যে তুমি অধিকারী ॥
নিশ্চয় গোসাঞি যদি ছাড়ি যাবে মোরে।
গোষ্ঠীর সহিত আমি পশিব সাগরে ॥
শুক্র বলে, তুমি গিয়া প্রবেশ সাগরে।
শরীর ত্যজহ, কিংবা যাও দেশান্তরে ॥
প্রাণের সদৃশ হয় আমার কুমারী।
তাহার অপ্রিয় আমি করিবারে নারি ॥
প্রবোধ করিতে যদি পার দেবযানী।
তবে ক্ষান্ত হই আমি, শুন দৈত্যমণি ॥
এত শুনি দৈত্যরাজ বিনয় করিয়া।
কহে দেবযানীর অগ্রেতে দাঁড়াইয়া ॥
হইল কুকর্ম্ম মোর ক্ষম অপরাধ।
সদয় হইয়া মোরে দেহ ত প্রসাদ ॥
দেবযানী বলে, রাজা বুঝহ অন্তরে।
তবে সে প্রসন্ন আমি হইব তোমারে ॥
শর্ম্মিষ্ঠা তোমার কন্যা বড়ই দুর্ভাষী।
সহচরী সহ মোর করি দেহ দাসী ॥
এত শুনি দৈত্যরাজ কৈল অঙ্গীকার।
এইক্ষণে আনি অগ্রে দিব ত তোমার ॥

এত বলি ধাত্রী পাঠাইল অন্তঃপুরে।
শর্ম্মিষ্ঠারে বার্ত্তা ধাত্রী কহিল সত্বরে ॥
ক্রোধ করি যায় শুক্র নগর ত্যজিয়া।
সে-কারণে রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া ॥
না মানে প্রবোধ কারো ভৃগুর নন্দন।
কেবল তাঁহার ক্রোধ তোমার কারণ ॥
অতএব শীঘ্র তুমি যাহ তথাকারে।
তোমাকে লইতে রাজা পাঠাইলা মোরে ॥
কন্যা বলে, যাহে হৈবে জ্ঞাতির কুশল।
প্রবোধিয়া শুক্রাচার্য্যে করিব নিশ্চল ॥
এত বলি যায় কন্যা ধাত্রীর সংহতি।
যথায় আছেন পিতা দৈত্য-অধিপতি ॥
সহস্রেক দাসী সঙ্গে চড়ি চতুর্দ্দোলে।
পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল তলে ॥
বৃষপর্ব্ব বলে, কন্যে, দৈবের লিখনে।
দেবযানী-কাছে তুমি থাক দাসীপণে ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, পিতা যে আজ্ঞা তোমার।
হইলাম দাসী আমি কর্ম্মে আপনার ॥
এত শুনি উত্তর করিল দেবযানী।
কিমতে হইবা দাসী তুমি ঠাকুরাণী ॥
তোর বাপে মোর বাপ সদা স্তুতি করে।
তোমা অপেক্ষাতে রাখিয়াছি কলেবরে ॥
হেন জন তুমি দাসী হইবে কেমনে।
শুনিয়া উত্তর কন্যা দিল ততক্ষণে ॥
জ্ঞাতির কুশল আর পিতার বচন।
দুই ধর্ম্ম রাখিতে করিনু দাসীপণ ॥
ইহাতে আমার লজ্জা তিলেক নহিবে।
তথাচ রাজার কন্যা সবাই বলিবে ॥
পরে শুক্র-দেবযানী গেল নিজ ঘর।
সঙ্গেতে শর্ম্মিষ্ঠা গেল সহ পরিচর ॥
আদিপর্ব্বে হয় দেবযানীর আখ্যান।
কাশীদাস বলে সব অমৃত-সমান ॥

● দেবযানীর বিবাহ

হেনমতে নানারঙ্গে বঞ্চে দেবযানী।
দাসীভাবে সেবে তারে দৈত্যের নন্দিনী ॥
কতদিনে দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা লইয়া।
সহস্রেক দাসীগণ সংহতি করিয়া ॥
চৈত্ররথ-নামে বন অতি মনোহর।
নানারঙ্গে ক্রীড়া করে তাহার ভিতর ॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ দেয় তালি।
নানা বাদ্যারম্ভে কেহ দেয় হুলাহুলি ॥
কিশলয়-শয্যায় শয়ানা দেবযানী।
পদসেবা করে তাঁর দৈত্যের নন্দিনী ॥
হেনকালে সেই বনে দৈবের লিখন।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া-কারণ ॥
কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপমণি।
কি নাম ধরহ তুমি, কাহার নন্দিনী ॥
এত শুনি দেবযানী করিল উত্তর।
দৈত্যগুরু শুক্র নামে খ্যাত চরাচর ॥
তাঁহার তনয়া আমি নাম দেবযানী।
শর্ম্মিষ্ঠা আমার সখী দৈত্যেশ-নন্দিনী ॥
তুমি কিবা নাম ধর কাহার নন্দন।
এথাকারে এলে তুমি কোন্ প্রয়োজন ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলেন নৃপতি।
নহুষ-নন্দন আমি নামেতে যযাতি ॥
ব্রহ্মচর্য্যশীল আমি বিখ্যাত সংসারে।
মৃগয়া-কারণে আইলাম এথাকারে ॥
দেবযানী বলে, আমি ভালমতে জানি।
তোমার বংশের কথা অদ্ভুত কাহিনী ॥
পরম সুন্দর তুমি, বলে মহাতেজা।
ব্রহ্মচর্য্যবিজ্ঞ তুমি, ধর্ম্মশীল রাজা ॥
পূর্ব্বে কূপ হৈতে তুমি তুলিলা আমারে।
পুরুষ হইয়া তুমি ধরিয়াছ করে ॥
এক্ষণে আমারে বিভা কর নরপতি।
সহস্রেক দাসী পাবে শর্ম্মিষ্ঠা-সংহতি ॥

গুরুর তনয়া তুমি আমার ভগিনী।
এমত কুকথা কেন বল দেবযানী॥

পৃষ্ঠা—৬১

তোমার বংশেতে কেহ বিভা নাহি করে।
হাত ধরি লৈয়া যায় কন্যা নিজ ঘরে ॥
এক্ষণে আমার হস্ত ধরি লহ তুমি।
স্বেচ্ছায় তোমারে রাজা বরিলাম আমি ॥
রাজা বলে, জানি শুক্র তপকল্পতরু।
ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ আর দৈত্যগণ-গুরু ॥
তাঁহার নন্দিনী তুমি বন্দিতা আমার।
সেকারণে যোগ্য আমি না হই তোমার ॥
তোমা বিভা করিবারে বড় মনে ভয়।
শুক্র-ক্রোধে হবে মোর জীবন সংশয় ॥
সর্পের বিষের তেজে একজন মরে।
ব্রাহ্মণের ক্রোধ-বিষে সবংশে সংহারে ॥
দেবযানী বলে, রাজা, কি তোমার ভয়।
অযাচকে যাচি দিলে কিবা তার হয় ॥
রাজা বলে, শুক্র যদি দেন অনুমতি।
তবে বিভা করিবারে পারি গুণবতি ॥
এত শুনি দেবযানী রাজার উত্তর।
ভাবিয়া চিন্তিয়া গেল পিতার গোচর ॥
পিতারে কহিল কন্যা যত বিবরণ।
যযাতি নৃপতি এল মৃগয়া-কারণ ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা নহুষ-তনয়।
তাঁরে সম্প্রদান কর মোরে মহাশয় ॥
শুনিয়া কন্যার বাক্য বলে শুক্রাচার্য্য।
যযাতিকে দিব তোমা, এ নহে আশ্চর্য্য ॥
এত বলি দৈত্যগুরু চলে শীঘ্রগতি।
দেবযানী-সহ গেল যথা নরপতি ॥
শুক্রে দেখি নরপতি প্রণতি করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল ॥
শুক্র বলে, শুনহ যযাতি নৃপমণি।
এই দেবযানী হয় আমার নন্দিনী ॥
স্বেচ্ছামত ইহারে বিবাহ কর তুমি।
করে ধরি সম্প্রদান করিতেছি আমি ॥
রাজা বলে, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানহ আপনি।
ক্ষত্রিয়ের যোগ্যা নহে ব্রাহ্মণনন্দিনী ॥
শুক্র বলে, আছে দোষ বলে বেদবাণী।
ব্রাহ্মণতনয়া তিন বর্ণের জননী ॥
তথাপি বিবাহ কর আজ্ঞায় আমার।
মম তপোবলে দোষ খণ্ডিবে তোমার ॥
এই বাক্য আমার শুনহ নৃপমণি।
শর্ম্মিষ্ঠা দেখহ এই দৈত্যের নন্দিনী ॥
মম কন্যা দেবযানী-সেবিকা এ হয়।
ইহারে ডাকিহ নাহি শয়ন-সময় ॥
এত বলি সম্প্রদান কৈল দেবযানী।
শুক্রে প্রণমিয়া দেশে গেল নৃপমণি ॥

দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার সন্তানলাভ

শর্ম্মিষ্ঠার সহ এক সহস্র যুবতী।
অশোক বনেতে রাজা দিলেন বসতি ॥
যথাযোগ্য ভক্ষ্য ভোজ্য বসন ভূষণ।
প্রত্যক্ষে সবারে রাজা কৈল নিয়োজন ॥
দেবযানী হইল প্রধান পাটেশ্বরী।
হেনমতে ক্রীড়া করে দিবস-শর্ব্বরী ॥
ধরিল প্রথম গর্ভ শুক্রের নন্দিনী।
দশ মাসে প্রসব হইল দেবযানী ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র সম হইল নন্দন।
নন্দনের যদু নাম রাখিল রাজন্ ॥
কতদিন পরে দেখ দৈবের যে গতি।
দৈত্যকন্যা শর্ম্মিষ্ঠা হইল ঋতুমতী ॥
ঋতুস্নান করি কন্যা চিন্তিতা মানসে।
স্বামিহীনা হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে ॥
বৃথা জন্ম গেল মোর এ নব যৌবনে।
পুত্রহীনা হইলাম বঞ্চি দাসীপণে ॥
হরি হরি বিধি মোরে হইল নিষ্ঠুর।
কোন্ কর্ম্ম লভিলাম জন্মে মর্ত্ত্যপুর ॥
ভাগ্যবতী দেবযানী যৌবনসময়।
লভিল আপন কার্য্য পাইল তনয় ॥

এতেক বিষাদ করি ভাবে মনে মনে।
পুত্র-বর মাগি লব যযাতি রাজনে ॥
দেবযানী সখী মোর হয় ত ঈশ্বরী।
তাঁহার ঈশ্বর হৈলে মোর অধিকারী ॥
যদি পাই একান্তে নৃপতি-দরশন।
ঋতুদান মাগি লব এই লয় মন ॥
যযাতি যে সত্যব্রত বিখ্যাত সংসারে।
যে কিছু যে চাহে তাহা অন্যথা না করে ॥
এতেক চিন্তিতে দেখ দৈবের লিখন।
আইল নৃপতি তথা বিহার-কারণ ॥
নানা-বৃক্ষ-ফল-ফুলে শোভে রম্য বন।
একাকী ভ্রময়ে তথা যযাতি রাজন্ ॥
হেনকালে শর্ম্মিষ্ঠা রাজারে একা দেখি।
সন্নিকটে গিয়া প্রণমিল শশীমুখী ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দাঁড়াইল।
সবিনয়ে দৈত্যবালা কহিতে লাগিল ॥
উপেন্দ্র মহেন্দ্র চন্দ্র জলেন্দ্রের প্রায়।
সর্ব্বগুণে নৃপতি তোমারে গণি তায় ॥
আমারে নৃপতি তুমি জান ভালমতে।
শুনহ প্রার্থনা এক করি যে তোমাতে ॥
কামভাবে তোমারে না করি নিবেদন।
ঋতুরক্ষা কর মোর ধর্ম্মের কারণ ॥
রাজা বলে, ইহা না কহিও কদাচন।
শুক্রের বচন তব নাহি কি স্মরণ ॥
দেবযানী বিবাহে বলিল বারে বারে।
শয়নে কদাচ না ডাকিবে শর্ম্মিষ্ঠারে ॥
শুক্রের বচন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
কি শক্তি আমার পরশিব যে তোমারে ॥
কন্যা বলে, রাজা, তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব আমি না হয় উচিত ॥
বিবাহের কালে, সর্ব্বধন-অপহারে।
কৌতুকেতে আর নারী-সহিত বিহারে ॥
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে।
এই পঞ্চ স্থানে মিথ্যা পাপহেতু নহে ॥
দেবযানী তোমারে বরিল যেই ক্ষণে।
আমার বরণ রাজা হৈল সেই দিনে ॥
একে সখী দেবযানী দ্বিতীয়ে ঈশ্বরী।
তাঁর ভর্ত্তা তুমি মম হৈলা অধিকারী ॥
রাজা বলে, নহে এই ধর্ম্মের বিচার।
মিথ্যা বাক্য কভু নাহি শোভে যে রাজার ॥
লোকে মিথ্যা পাপ কৈলে দণ্ড করে রাজা।
রাজা মিথ্যাবাদী হৈলে লোকে নাহি পূজা ॥
কন্যা বলে, রাজা, নহে অধর্ম্ম আচার।
ভার্য্যা-পুত্র-দাসেতে স্বামীর অধিকার ॥
ঈশ্বরী-ঈশ্বর তুমি আমার ঈশ্বর।
সে-কারণে তোমাতে মাগিনু পুত্রবর ॥
কন্যার বচন শুনি সত্য ধর্ম্ম নীতি।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে কন নরপতি ॥
রাজা বলে, পূর্ব্বে করিয়াছি অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে, দিব, প্রতিজ্ঞা আমার ॥
সে-কারণে তোমার পূরাব অভিলাষ।
এত বলি গেল রাজা শর্ম্মিষ্ঠার পাশ ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠারে দিয়া নরপতি।
কেহ না জানিল, গেল আপন-বসতি ॥
রাজার ঔরসে গর্ভ শর্ম্মিষ্ঠা বরিল।
দশ মাস দশ দিনে পুত্র প্রসবিল ॥
পরম সুন্দর হৈল রাজার নন্দন।
হস্ত-পদে চক্র শোভে কমললোচন ॥
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্র হৈল লোকে কৈল শব্দ।
বার্ত্তা পেয়ে দেবযানী হৈল মহাস্তব্ধ ॥
আশ্চর্য্য শুনি যে পুত্র হইল কিমতে।
শর্ম্মিষ্ঠার গৃহে তবে চলিল ত্বরিতে ॥
দেবযানী বলে, সখী, করিলে কি কর্ম্ম
কামে মত্ত হৈয়া নষ্ট কৈলা সতীধর্ম্ম ॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন সখী, দৈবের লিখন।
মোর ঋতুকালে আসে ঋষি একজন ॥
কামভাবে তাঁহারে না করিনু কামনা।
পুত্রদান দিয়া মোরে গেল সেই জনা ॥

দেবযানী বলে, সখী, কহ সত্য কথা।
কি নাম ঋষির পুত্র, বাস তাঁর কোথা॥
শর্ম্মিষ্ঠা বলেন, ঋষি পরম সুন্দর।
মহাতেজ ধরে ঋষি যেন দিবাকর॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিতে শক্তি হইবে কাহার।
সে-কারণে নাম গোত্র না জানি তাঁহার॥
দেবযানী বলে, সখী তুমি পুণ্যবতী।
ঋষিবরে হৈল পুত্র চন্দ্রসম দ্যুতি॥
এত বলি দেবযানী গেল অন্তঃপুরে।
হেনমতে তার কত দিবস অন্তরে॥
দেবযানী প্রসবিল দ্বিতীয় কুমার।
তুর্ব্বসু বলিয়া নাম রাখিল তাহার॥
দেবযানী প্রসবিল এ দুই নন্দন।
যদু আর তুর্ব্বসু বিখ্যাত সর্ব্বজন॥
শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মে রাজার ঔরসে।
তিন পুত্র হৈল নাম শুন সবিশেষে॥
জ্যেষ্ঠ দ্রুহ্য, অনু তার দ্বিতীয় কুমার।
কনিষ্ঠ হইল পুরু সর্ব্বগুণাধার॥
রাজার কুমার সব বাড়ে দিনে দিনে।
ঋষি হৈতে পুত্র হয় দেবযানী জানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ

হেনমতে কতদিনে যযাতি নৃপতি।
বিহারে চলিল দেবযানীর সংহতি॥
নানা বৃক্ষে সুশোভিত অশোকের বন।
ফল-ফুলে সুরভিত, গাহে পক্ষিগণ॥
দেবযানীসহ ক্রীড়া করে নৃপবর।
শর্ম্মিষ্ঠা আইল সেই বনের ভিতর॥
শর্ম্মিষ্ঠার তিন পুত্র বাপেরে দেখিয়া।
রাজার নিকটে সব আইল ধাইয়া॥
সুন্দর কুমার তিন দেখি দেবযানী।
জিজ্ঞাসিল কার পুত্র কহ নৃপমণি॥
মৌনেতে রহিল রাজা না দিল উত্তর।
কুমারগণেরে তবে পুছিল সত্বর॥
কি নাম তোমরা ধর কাহার নন্দন।
সত্য কহ, এথায় আইলা কি কারণ॥
দেবযানী বলে যদি এতেক বচন।
প্রত্যেকে আপন নাম কহে তিনজন॥
শর্ম্মিষ্ঠা নামেতে আমা সবাকার মাতা।
রাজাকে দেখায়ে বলে এই মোর পিতা॥
এত বলি গেল তিনে রাজার নিকটে।
প্রণিপাত করি দাঁড়াইল করপুটে॥
দেবযানী-ভয়ে রাজা কিছু না বলিল।
বিরস-বদনে তিন শিশু বাহুড়িল॥
এত শুনি দেবযানী অরুণ-লোচন।
শর্ম্মিষ্ঠারে ডাকি তবে বলেন বচন॥
পূর্ব্বে যে কহিলি তুই আমার গোচরে।
ঋষি এক পুত্রদান দিলেক আমারে॥
এক্ষণে তোমার কথা হইল বিদিত।
শর্ম্মিষ্ঠা শুনিয়া তাহা হইল বিস্মিত॥
করযোড় করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা কহে বাণী।
ধর্ম্মে নাহি ঘাটি আমি, শুন ঠাকুরাণি॥
তুমি মোর ঈশ্বরী, তোমার রাজা পতি।
সে-কারণে মোর ভর্ত্তা হৈল নরপতি॥
সেবিকার পুত্রগণ তোমার সেবক।
ক্রোধ পরিহর মোর দেখিয়া বালক॥
দেবযানী বলে তুমি সেবিকা হইয়া।
মোর স্বামী ভোগ কর ভয় না চিন্তিয়া॥
ক্রোধে দেবযানী তবে রাজা-প্রতি বলে।
শুক্রবাক্য লঙ্ঘন করিলে অবহেলে॥
গুরুবাক্য লঙ্ঘি কর সেবিকা-গমন।
জানিলাম মহাপাপী তুমি হে রাজন্॥
আর না রহিব আমি তোমার সদন।
এত বলি দেবযানী করেন ক্রন্দন॥

কান্দিতে কান্দিতে যায় জনকের ঘর।
বিনয় করিয়া রাজা বুঝান বিস্তর॥
রাজার বিনয়-বাক্য না শুনিল কাণে।
দেখিয়া নৃপতি বড় ভয় পায় মনে॥
পাছে নাহি চাহে ক্রোধে যায় শীঘ্রগতি।
পাছে-পাছে নরপতি চলিল সংহতি॥
শুক্রের সম্মুখে গিয়া হৈল উপনীত।
প্রণাম করিয়া কহে রাজার চরিত॥
অবধান কর পিতা, মোর নিবেদন।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈল যযাতি রাজন্॥
তোমার নিয়ম-বাক্য করিয়া হেলন।
বৃষপর্ব্বকন্যা সহ করিল রমণ॥
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে।
দুর্ভাগা করিল মোরে রাজা অবিচারে॥
আমার উদরে দুই পুত্র জন্মাইল।
এথায় তোমার বাক্য হেলন করিল॥
কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জ্ঞাত তুমি পরম পণ্ডিত।
মম বাক্য লঙ্ঘ রাজা, এ কোন্ বিহিত॥
গুরু-বাক্য নাহি মান করি অহঙ্কার।
এই পাপে অঙ্গে জরা হইবে তোমার॥
শুনিয়া শুক্রের শাপ কম্পিত-হৃদয়ে।
করযোড় করি রাজা বলিল বিনয়ে॥
মোর কোন্ শক্তি প্রভু তোমারে লঙ্ঘিতে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম মুনি, গোচর তোমাতে॥
সত্য কহি তব পাশে শুন তপোধন।
কামভাবে শর্ম্মিষ্ঠারে না করি রমণ॥
ঋতুদান শর্ম্মিষ্ঠা যাচিল বারংবার।
সে-কারণ ঋতু রক্ষা করিলাম তার॥
ঋতুরক্ষা-তরে নরে হইয়া প্রার্থিত।
না করিলে মহাপাপে হয় নিপতিত॥
নপুংসক হৈয়া জন্ম লয় ক্ষিতিতলে।
নরকের মধ্যে গিয়া পড়ে অন্তকালে॥
ঋতুদান করিলাম করি ধর্ম্ম-ভয়।
আর মোর অঙ্গীকার জান মহাশয়॥
যেই যাহা মাগে তাহা না করিব আন।
সে-কারণে দিনু যে মাগিল ঋতুদান॥
শুক্র বলে ধর্ম্ম-ভয় করিলা বিচার।
মোর বাক্যে ভয় নাহি এত অহঙ্কার॥
এতেক বলিবামাত্র ভৃগুর নন্দন।
রাজার শরীরে জরা হইল তখন॥
অশক্ত হইল রাজা, শুক্ল হৈল কেশ।
মুখেতে না সরে বাক্য হৈল বৃদ্ধবেশ॥
আপনার অঙ্গ দেখি নৃপতি বিস্ময়।
যোড়হাতে কহে পুনঃ করিয়া বিনয়॥
অতৃপ্ত যৌবন মোর অতৃপ্ত কামনা।
তব কন্যা দেবযানী প্রথম যৌবনা॥
হইলাম বঞ্চিত এ সংসারের সুখে।
কৃপায় শাপান্ত আজ্ঞা প্রভু কর মোকে॥
শুক্র বলে, মম বাক্য না যায় খণ্ডন।
ভোগ করিবারে রাজা আছে যদি মন॥
আপনার জরাবস্থা দিয়া অন্য জনে।
সাংসারিক সুখভোগ করহ আপনে॥
রাজা বলে আছে মোর পঞ্চ যে কুমার।
যেই জরা লবে তারে দিব রাজ্যভার॥
শুক্র বলে জরা-ভার লবে যেই জন।
দীর্ঘ-আয়ু হবে সেই রাজ্যের ভাজন॥
বংশবৃদ্ধি হবে আর রাজ্যে হবে রাজা।
পরম পণ্ডিত হবে বলে মহাতেজা॥
শুক্রের পাইয়া আজ্ঞা যযাতি রাজন্।
দেবযানীসহ দেশে করিল গমন॥
যযাতি-চরিত্র-কথা শ্রবণে অমৃত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত॥

—

● পুরুর জরা-গ্রহণ

দেশে আসি নৃপতি বসিল সিংহাসনে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুরে বলিল ততক্ষণে ॥
শুক্রশাপে জরা বাপু, হইল শরীরে।
যৌবনের ভোগে মম মন নাহি পূরে ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হও তুমি পরম পণ্ডিত।
খণ্ডিতে পিতার দুঃখ হয় ত উচিত ॥
সে-কারণে মম জরা লহ রে শরীরে।
তোমার যৌবন পুত্র দেহ ত আমারে ॥
সহস্র বছরে পুত্র পাইবে যৌবন।
এত শুনি যদু হৈল বিরস বদন ॥
জরা সম দুঃখ পিতা, নাহিক সংসারে।
অন্ন-পান-হীন শক্তি না থাকে শরীরে ॥
শরীর কুৎসিত হয়, লোকে উপহাসে।
হেন জরা লৈতে মোর মনে নাহি আসে ॥
আর চারি পুত্র পিতা আছয়ে তোমার।
তাহা সবাকারে জরা দেহ আপনার ॥
শুনিয়া হইল ক্রুদ্ধ যযাতি রাজন্।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈয়া তুমি হৈলা অভাজন ॥
তোর বংশে রাজা নাহি হবে কোনকালে।
জ্যেষ্ঠ হইয়া তুমি মোর কুপুত্র হইলে ॥
তাহার অনুজ নাম তুর্ব্বসু সুন্দর।
তাহারে আনিয়া জিজ্ঞাসিল নৃপবর ॥
শুক্রশাপে জরা হৈল না যায় খণ্ডন।
জরা লয়ে দেহ পুত্র, আপন যৌবন ॥
সহস্র বৎসর পরে বৎস, পুনর্ব্বার।
তোমার যৌবন দিয়া লব জরাভার ॥
তুর্ব্বসু বলিল, পিতা জরা বড় দুঃখ।
আচারে বর্জ্জিত, যায় সংসারের সুখ ॥
হেন জরা লৈতে মোর নাহি লয় মতি।
শুনিয়া কুপিত অতি হৈল নরপতি ॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্যে কর অনাদর।
এই পাপে ম্লেচ্ছদেশে হবে দণ্ডধর ॥
তব বংশে যতেক হইবে পুত্রগণ।
মূর্খ হৈয়া করিবেক অভক্ষ্য-ভক্ষণ ॥
দেবযানী-দুই-পুত্র না শুনিল বাণী।
শর্ম্মিষ্ঠার পুত্রগণে ডাকিল আপনি ॥
শর্ম্মিষ্ঠার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রুহ্যু নাম ধরে।
মধুর-বচনে রাজা বলিল তাহারে ॥
অর্পিয়া আমারে পুত্র তোমার যৌবন।
পাপসহ জরা-ভার করহে গ্রহণ ॥
দ্রুহ্যু বলে, রাজা জরা বহু দোষ ধরে।
অন্যের থাকুক কাজ বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
না পারিব সহিতে জরার যে যন্ত্রণা।
অন্যেরে করহ আজ্ঞা লবে সেই জনা ॥
শুনিয়া ক্রোধেতে রাজা বলিল তখন।
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য করিলা লঙ্ঘন ॥
চারিজাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে।
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে ॥
যতেক করিবে আশা হইবে নৈরাশ।
কভু পূর্ণ না হবে তব অভিলাষ ॥
অনু বলি পুত্র তার কনিষ্ঠ সোদর।
তাহারে ডাকিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
মম জরা লহ বাপু, কর পুত্র-কাজ।
শুনিয়া বলেন অনু, শুন মহারাজ ॥
জরাসম দুঃখ নাই জগৎ সংসারে।
সদাই অশুদ্ধদেহ থাকে অনাচারে ॥
যে কিছু খাইলে জীর্ণ না হয় উদরে।
হেন জরা লৈতে পিতা, না বল আমারে ॥
রাজা বলে, তুমি পুত্র বড় দুরাচার।
পুত্র হৈয়া বাক্য তুমি লঙ্ঘিলে আমার ॥
যতেক জরার দোষ কহিলে আপনে।
সেই সব দুঃখ তুমি ভুঞ্জ অনুক্ষণে ॥
তোমার ঔরসে পুত্র যতেক হইবে।
যৌবন-কালেতে তারা সবাই মরিবে ॥
তবে ত নৃপতি বড় হইয়া চিন্তিত।
সবার কনিষ্ঠ পুত্রে ডাকিল্ ত্বরিত ॥

সবা হৈতে প্রিয় তুমি কনিষ্ঠ নন্দন।
প্রিয়কর্ম্ম কর রাখ আমার বচন॥
শুক্রশাপে জরা হৈল আমার শরীরে।
তৃপ্তি নাহি পাই সুখে, জানাই তোমারে॥
পুত্র-কর্ম্ম কর দেহ আপন যৌবন।
সহস্র বৎসরে পুনঃ হইবে তেমন॥
মম জরা-দুঃখ পুত্র, লহ নিজ কায়।
স্বীকার করিলে তুমি মম দুঃখ যায়॥
পিতার বচন শুনি কহে যোড়-করে।
তোমার বচন রাজা কে লঙ্ঘিতে পারে॥
পুত্র হৈয়া পিতৃবাক্য না রাখে যে-জন।
ইহলোকে অপযশ, নরকে গমন॥
তব জরা দেহ পিতা, আমার শরীরে।
আমার যৌবনে ভোগ ভুঞ্জ কলেবরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরষিত মন।
মুখে চুম্ব দিয়া পুত্রে বলেন বচন॥
বংশবৃদ্ধি হবে তব ধর্ম্মেতে তৎপর।
তোমার বংশেতে হবে রাজ্যের ঈশ্বর॥
এতেক বলিয়া শুক্রে করিল স্মরণ।
পুরু-অঙ্গে জরা থুয়ে পাইল যৌবন॥

● যযাতির যৌবনপ্রাপ্তি ও অন্তে পুরুর রাজ্যলাভ

যৌবন পাইয়ে তবে যযাতি রাজন্।
সদা ধর্ম্মকর্ম্ম করে না যায় লিখন॥
যজ্ঞ-হোমে তুষ্ট করি যত দেবগণে।
পিতৃগণে তুষ্ট কৈল শ্রাদ্ধাদি তর্পণে॥
দানেতে তুষিল দ্বিজ দরিদ্র ভিক্ষুক।
সুপালনে প্রজাগণে দিল বড় সুখ॥
অভ্যাগত অতিথি তুষিল নৃপবর।
প্রতাপে নাহিক দুষ্ট রাজ্যের ভিতর॥
কামরসে কামিনীগণেরে রাজা তোষে।
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী তোষে প্রিয়-ভাষে॥

হেনমতে রাজ্য করে সহস্র বৎসর।
পূর্ব্ব-বাক্য স্মরণ করিল নৃপবর॥
জরায় পীড়িত পুত্রে দেখিয়া নৃপতি।
আপনারে ধিক্কার করেন মহামতি॥
আপনার জরা জন্য দিনু পুত্রে দুঃখ।
পুত্রের যৌবনে আমি ভুঞ্জিলাম সুখ॥
লোভেতে পুত্রের কষ্ট না দেখি নয়নে।
কামভোগে মত্ত আমি দুঃখিত নন্দনে॥
কামুকের কাম পূর্ণ না হয় কখন।
যত ইচ্ছা তত বাড়ে, নহে তৃপ্ত মন॥
এত চিন্তি নরপতি বলিল নন্দনে।
বহু ভোগ করিলাম তোমার যৌবনে॥
পুত্রকর্ম্ম করি প্রীত করিলা আমারে।
তোমার মহিমা যত ঘুষিবে সংসারে॥
আপন যৌবন লহ, জরা দেহ মোরে।
ছত্রদণ্ড দিব আমি তোমার উপরে॥
এত বলি জরা নিল নহুষ-নন্দন।
পুরুর হইল প্রাপ্তি আপন যৌবন॥
পুরু রাজা হবে বলি দিলেন ঘোষণা।
পাত্র-মিত্র-অমাত্য ডাকিল সর্ব্বজনা॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত প্রজা।
রাজ্যেতে যতেক বৈসে আনাইল রাজা॥
পুরু-অভিষেক দেখি যত প্রজাগণ।
কহিতে লাগিল ভূপে করি সম্বোধন॥
নানা শাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি নহুষ-নন্দন।
জ্যেষ্ঠ-পুত্র-বিদ্যমানে বল কি কারণ॥
কনিষ্ঠ হইবে রাজ-ছত্র অধিকারী।
এ কেমন যুক্তি মোরা বুঝিতে না পারি॥
সর্ব্বগুণ-যুক্ত যদু পরম সুন্দর।
তার বিদ্যমানে পুরু নহে রাজ্যেশ্বর॥
ধর্ম্মনীতি যত তুমি জান মহাশয়।
কনিষ্ঠে করিবে রাজা কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
প্রজাগণ-বচন শুনিয়া নৃপবর।
সর্ব্বজনে সম্ভাষিয়া করিলা উত্তর॥

পিতৃ-মাতৃ-বাক্য যেই পুত্র নাহি রাখে।
তারে পুত্র বলে হেন কোন্ শাস্ত্রে লেখে॥
পুরুকে জানি যে আমি আপন কুমার।
আর পুত্র অকারণ হইল আমার॥
পরম পণ্ডিত পুরু জানে সর্ব্বধর্ম্ম।
রাখিয়া আমার বাক্য কৈল পুত্র-কর্ম্ম॥
জরায় পীড়িত আমি মাগিনু যৌবন।
মম বাক্য না রাখিল অন্য চারিজন॥
পণ্ডিত সুবুদ্ধি পুরু করিল স্বীকার।
সহস্র বৎসর নিল মোর জরাভার॥
সে-কারণে রাজ্যভারে পুরু যোগ্য হয়।
হেন পুরু রাজা হবে, ধর্ম্ম কেন নয়॥
প্রজাগণ বলে, শুক্র জগতে বিদিত।
তাঁহার দৌহিত্রগণ সংসারে পূজিত॥
তাদের না দিয়া অন্যে দিবা অধিকার।
হইলে শুক্রের ক্রোধ নাহিক নিস্তার॥
রাজা বলে, শুক্রে করিয়াছি নিবেদন।
যেই জরা লইবে-সে রাজ্যের ভাজন॥
শুক্র বলে, যেই পুত্র লবে জরাভার।
আপনার রাজ্যে তারে দিবে অধিকার॥
প্রজাগণ বলে, কিছু কহিতাম আর।
শুক্র-আজ্ঞা হইয়াছে নাহিক বিচার॥
পিতৃ-মাতৃ-বাক্য যেই করয়ে পালন।
তারে পুত্র বলি হেন কহে মুনিগণ॥
রাজযোগ্য হয় পুরু ধর্ম্মেতে তৎপর।
সবার স্বীকারে পুরু হয় দণ্ডধর॥
এত যদি বলিল সকল প্রজাগণ।
অভিষেক করিল পুরুকে ততক্ষণ॥
ছত্রদণ্ড দিল তবে নৃপতি যযাতি।
পুত্রে শিক্ষা করাইল যত রাজনীতি॥
আদিপর্ব্বে বিচিত্র যযাতি উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যযাতির স্বর্গে গমন

হইল নৃপতি পরে জরাযুত অঙ্গ।
রাজ্য ত্যজি গেল বনে মুনিগণ সঙ্গ॥
কঠিন তপস্যা রাজা করে নিরন্তর।
ফল-মূলাহার করে বনের ভিতর॥
অতিথির পূজা রাজা করয়ে তথায়।
হেনমতে সহস্র বৎসর তথা যায়॥
উঞ্ছবৃত্তি-ব্রত করি বঞ্চে বহুক্লেশে।
ফল-মূল-আহার ত্যজিল অবশেষে॥
জলপান ত্যজিয়া করিল বাতাহার।
তপস্যায় হৈল রাজা অস্থিচর্ম্মসার॥
হেনমতে গেল দুই সহস্র বৎসর।
পঞ্চাগ্নি করিল বৎসরেক নৃপবর॥
যোগযাগে শরীর ত্যজিল মহারাজ।
দিব্য রথে চড়ি গেল ইন্দ্রের সমাজ॥
তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে গিয়া নরপতি।
দশলক্ষ বর্ষ ব্রহ্মলোকে করে স্থিতি॥
ব্রহ্মলোক হৈতে রাজা আসে ইন্দ্রস্থানে।
কপটে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র তাঁর বিদ্যমানে॥
জরায় পীড়িত তুমি ছিলা গুণাধার।
জরা নিল পুরু তব কনিষ্ঠ কুমার॥
কোন্ নীতি শিখাইলা তারে মহারাজ।
কেন বা ছাড়িয়া এলে ব্রহ্মার সমাজ॥
রাজা বলে, শুন শিখালাম যে তাহারে।
রাজনীতি বিধিমত শাস্ত্র-অনুসারে॥
রাজ-ছত্র দিয়া আমি কহিনু নন্দনে।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ যত শুন একমনে॥
ক্রোধী নাহি হয় যেই ক্রোধ করাইলে।
গালি দিলে যেই জন কিছু নাহি বলে॥
পর দুঃখে দুঃখী যেই, পর-উপকারী।
মধুর কোমল বাক্য বলে মৃদু করি॥
মর্ম্মকথা পরেরে না বলে কোনকালে।
কাপট্য-কুবৃত্তিহীন, সদা সত্য বলে॥

আপনারে ক্লেশ করি পরে পরিত্রাণ।
পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ নাহি তাহার সমান ॥
এসব লোকের বাক্য শুনিয়া শ্রবণে।
পুত্রবৎ করিয়া পালিবা প্রজাগণে ॥
দুঃখীর দারিদ্র্য দুঃখ বিনাশিবা ধনে।
বিপ্রগণে তুষিবা বিপুল শ্রদ্ধাদানে ॥
উত্তম করিয়া বন্ধুগণেরে তুষিবা।
চোরদস্যু দুষ্টলোক রাজ্যে না রাখিবা ॥
দয়া করি পালিবা অনাথ বৃদ্ধ জনে।
অবহেলা না করিবা অতিথি সেবনে ॥
অবশেষে পুত্র-করে দিয়া রাজ্যভার।
তপস্যা করিবা করি ফল-মূলাহার ॥
ইন্দ্র বলে, রাজা, তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার যতেক ধর্ম্ম না হয় বর্ণিত ॥
ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক ভ্রম নিজসুখে।
তোমার সদৃশ নাহি দেখি ব্রহ্মলোকে ॥
কি পুণ্য করিলা তুমি জন্মিয়া সংসারে।
কহ নৃপবর, ইচ্ছা আছে শুনিবারে ॥
রাজা বলে, বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
আমার পুণ্যের কথা কহিবারে নারি ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে না দেখি হেন জন।
আমার সহিত তারে করি যে গণন ॥
শুনিয়া হাসিয়া বলে ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনা প্রশংস, নিন্দ দেবের সমাজ ॥
এই পাপে ক্ষীণপুণ্য হইলা যযাতি।
তোমারে না শোভে আর স্বর্গের বসতি ॥
স্বর্গ হৈতে চ্যুত হও, বলে পুরন্দর।
বিস্মিত হইয়া তবে বলে নৃপবর ॥
কহিলাম বাক্য আমি আর না নেউটে।
ভুঞ্জিবে আপন কর্ম্ম আছে যে ললাটে ॥
এক নিবেদন মোর তোমার গোচরে।
কৃপা করি দেবরাজ, আজ্ঞা কর মোরে ॥
পুণ্যবান্ লোক যত আছে যেই পথে।
সেই পথে পড়ি, আজ্ঞা কর শচীপতে ॥
ইন্দ্র বলে, রাজা, তব বুদ্ধি নাহি ঘটে।
নিজগুণে পুনঃ স্বর্গে আসিবা নিকটে ॥
এতেক বলিতে তবে পড়িল রাজন্।
আকাশ হইতে যেন পড়িল তপন ॥

যযাতির পুনঃ স্বর্গ প্রাপ্তি

হেনকালে শূন্যে অষ্টকাদি চারিজন।
ডাক দিয়া বলে, রহ, পড়ে কোন্ জন ॥
পুণ্যবান্-আজ্ঞা কভু না হয় খণ্ডন।
শূন্যেতে হইল স্থিত যযাতি রাজন্ ॥
অষ্টক বলিল, তুমি কোন্ মহাজন।
কোন্ নাম ধর তুমি; কাহার নন্দন ॥
সূর্য্য-অগ্নি-চন্দ্র-তেজ দেখি যে তোমার।
স্বর্গ হৈতে পড় কেন না বুঝি বিচার ॥
রাজা বলে, নাম আমি ধরি যে যযাতি।
পুরুর জনক আমি নহুষ-সন্ততি ॥
পুণ্যবান্ জনে আমি করিনু অমান্য।
এই হেতু হইল আমার ক্ষীণপুণ্য ॥
ধনহীনে পৃথিবীতে বন্ধুগণ ত্যজে।
পুণ্যহীনে স্বর্গে ত্যজে দেবের সমাজে ॥
অষ্টক বলিল, তুমি আছিলা কোথায়।
কি কারণে চ্যুত হৈলা কহিবা আমায় ॥
রাজা বলে, মর্ত্ত্যেতে ছিলাম মহারাজা।
পৃথিবীর লক্ষ রাজা সবে কৈল পূজা ॥
পুত্রে রাজ্য দিয়া পুনঃ গেলাম কাননে।
তপ আচরিলাম যে পরম যতনে ॥
শরীর ত্যজিয়া স্বর্গে হইল গমন।
স্বর্গভোগ করিলাম না যায় কথন ॥
সহস্র বৎসর তথা স্বর্গভোগ করি।
তথা হৈতে গেলাম যে ইন্দ্রের নগরী ॥
ইন্দ্রের অমরাবতী নাহি পাঠান্তর।
নানাভোগ করিলাম সহস্র বৎসর ॥

তথা হৈতে ব্রহ্মলোকে হৈল মোর গতি।
দশলক্ষ বর্ষ মম হৈল তথা স্থিতি॥
নন্দনাদি বন তথা কি কব সে কথা।
অপ্সরার সহ ক্রীড়া করিলাম তথা॥
কামরূপী হইয়া বেড়াই যথা তথা।
দৈবে ইন্দ্র একদিন জিজ্ঞাসিল কথা॥
ইন্দ্রে কহিলাম আপনার পুণ্যচয়।
তথা হৈতে সে-কারণে পড়ি মহাশয়॥
অষ্টক বলিল, কহ শুনি মহামতি।
স্বর্গ হৈতে পড়িলে হইবে কোন্ গতি॥
রাজা বলে, ক্ষীণপুণ্য করে যেই জন।
ভৌম-নরকের মধ্যে পড়ে ততক্ষণ॥
রজোবীর্য্যযুত হয়ে পুনঃ দেহ ধরে।
দ্বিপদ চৌপদ হয় যোনি-অনুসারে॥
পশু কীট পতঙ্গ বিবিধ যোনি পায়।
গৃধ্র-শিবাগণ তারে পুনঃপুনঃ খায়॥
পুনঃপুনঃ জন্ম হয় পুনঃপুনঃ মরে।
নিজ কর্ম্মে গতাগতি খণ্ডিবারে নারে॥
অষ্টক কহিল, তবে কহ সবাকারে।
এ ঘোর নিরয়ে নরে তরে কি প্রকারে॥
রাজা বলে, তপ-শান্তি-দয়া-দানফলে।
এ সব স্বর্গের ভোগ হয় অবহেলে॥
যজ্ঞ-হোম-ব্রত করে অতিথি-সেবন।
গুরু-দ্বিজ সেবা করে দেব-আরাধন॥
দৈবাধীন সুখ দুঃখে সদা সমজ্ঞান।
তবে ত নরক হৈতে পায় পরিত্রাণ॥
অষ্টক বলিল, তুমি বড় পুণ্যবান্।
এথায় নাহিক কেহ তোমার সমান॥
চিরদিন এথায় থাকহ মহাশয়।
নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, নাহি ইন্দ্র-ভয়॥
রাজা বলে, ক্ষীণপুণ্য রহিতে না পারি।
স্বর্গেতে রহিতে আর নহি অধিকারী॥
শুনিয়া অষ্টক, শিবি, বসু, প্রতর্দ্দন।
রাজারে ডাকিয়া তথা বলে চারিজন॥
আমা সবাকার পুণ্য যতেক আছয়।
সেই পুণ্যে এথা তুমি রহ মহাশয়॥
রাজা বলে, পরদ্রব্য না করি গ্রহণ।
কৃপণের বৃত্তি এই শুন মহাজন॥
শিবি বলে, রাজা, তুমি তৃণগাছি দিয়া।
আমা সবাকার পুণ্য লহ ত কিনিয়া॥
রাজা বলে, যা কহ ছাওয়ালের ভাষ।
তৃণ দিয়া লব পুণ্য লোকে উপহাস॥
এত শুনি বলে অষ্টকাদি চারিজন।
নিশ্চয় এথায় যদি না রহ রাজন্॥
তোমার সহিত তবে যাব চারিজন।
যথায় ভূপতি তুমি করিবা গমন॥
এতেক বচন যদি তাহারা বলিল।
দিব্যমূর্ত্তি পঞ্চরথ সেখানে আইল॥
পঞ্চরথে চড়িয়া চলিল পঞ্চজন।
ইন্দ্রের অমরাবতী করিল গমন॥
বৈশম্পায়ন বলে, শুন জনমেজয়।
সেই চারি জন তাঁর কন্যার তনয়॥
কন্যার পুত্রের পুণ্যে তরিল যযাতি।
পুনরপি স্বর্গে রাজা করিল বসতি॥
যযাতি-চরিত্র-কথা অমৃত-আধার।
শ্রবণে মধুর নাহি সমান ইহার॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
ধন-ধর্ম্ম-যশ লভে ব্যাসের বচন॥
হৃদয়ে নির্ম্মল জ্ঞান হয় তো উচিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত॥

● পুরুবংশ-কথন

জন্মেজয় বলে, স্বর্গে গেল নৃপবর।
পুরুকে করিল রাজা রাজ্যের ঈশ্বর॥
আর চারি পুত্রে শাপ দিল নরপতি।
কি কর্ম্ম করিল তারা, কহ মহামতি॥

মুনি বলে, যদু হৈতে জন্মিল যাদব।
তুর্ব্বসু হইতে সব যবন-উদ্ভব॥
দ্রুহ্যু হইতে বর্দ্ধিত হৈল ভোজবংশ।
অনুর ঔরসে জন্ম ম্লেচ্ছ-অবতংস॥
পুরুর ঔরসে জন্ম হইল পৌরব।
যার বংশে আপনার হৈয়াছে উদ্ভব॥
তপ-জপ যজ্ঞ-ব্রত ধর্ম্মেতে তৎপর।
পুরুর যতেক কর্ম্ম লোকে অগোচর॥
পুরু-রাজপাটেশ্বরী পৌষ্ঠী নাম ধরে।
তিন পুত্র জন্মাইল তাহার উদরে॥
প্রবীর প্রধান পুত্রে দিলা রাজ্যভার।
শূরসেনী নামে কন্যা বনিতা তাঁহার॥
তাঁর পুত্র মনস্যু হইল নরবর।
তিন পুত্র হৈল তাঁর পরম-সুন্দর॥
তিন পুত্র মধ্যে হৈল রাজা সংহনন।
মিশ্রকেশী গর্ভে জন্মিলেক দশজন॥
অনাবৃষ্টি ভূপতির পুত্র মতিনার।
তংসু আদি চারি পুত্র হইল তাঁহার॥
ঈলিন তাঁহার পুত্র বলে মহাতেজা।
তাঁর পঞ্চ পুত্রেতে দুষ্মন্ত হৈল রাজা॥
শকুন্তলা ভার্য্যা তাঁর বিখ্যাত সংসার।
ভরত নামেতে পুত্র হইল তাঁহার॥
ভরতের গুণ কর্ম্ম কহিতে বিস্তার।
ভূমন্যু হইল ভরদ্বাজের কুমার॥
সুহোত্র বলিয়া রাজা তাঁহাতে উৎপত্তি।
তাঁর পুত্র হস্তীনামে পায় প্রতিপত্তি॥
বসাইল আপনার নামেতে নগর।
হস্তিনা বলিয়া নাম ভুবন-ভিতর॥
অজমীঢ় মহারাজ হস্তীর নন্দন।
তাঁর পৌত্র রাজা হৈল নাম সংবরণ॥
সংবরণ রাজ্যকালে হৈল অনাবৃষ্টি।
দুর্ভিক্ষ হইল লোকে লুপ্তপ্রায় সৃষ্টি॥
পাঞ্চাল দেশের রাজা বলে নিল দেশ।
সংবরণ করিলেন বনেতে প্রবেশ॥
সিন্ধুনদীকূলে হিমালয়ের নিকটে।
সহস্র বৎসর তথা রহিল সঙ্কটে॥
কৃপা করি বশিষ্ঠ সহায় হৈল তাঁর।
পুনরপি রাজ্যপ্রাপ্তি হইল তাঁহার॥
নানা যজ্ঞ দান বহু করিল নৃপতি।
তাঁর জায়া সূর্য্যকন্যা নামেতে তপতী॥
তাঁহার নন্দন কুরু বিখ্যাত ভূতলে।
কুরুক্ষেত্র নির্ম্মাইল নিজ-বাহুবলে॥
জন্মেজয় আদি করি পঞ্চ পুত্র তাঁর।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা জনমেজয় কুমার॥
প্রতীপ নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের নন্দন।
তিন পুত্র হৈল তাঁর বিখ্যাত ভুবন॥
দেবাপি শান্তনু আর তৃতীয় বাহ্লীক।
এই তিন পুত্র জন্মাইল সে প্রতীপ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিল।
শৈশব-কালেতে সেই অরণ্যে পশিল॥
শান্তনু দ্বিতীয় পুত্র হৈল নরপতি।
গঙ্গাগর্ভে তাঁর পুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
বিবাহ না করে ভীষ্ম, বংশ না রহিল।
সত্যবতী কন্যারে পিতাকে বিভা দিল॥
তাঁর গর্ভে শান্তনুর যুগল কুমার।
চিত্রাঙ্গদ দ্বিতীয় বিচিত্রবীর্য্য আর॥
গন্ধর্ব্বে মারিল জ্যেষ্ঠ চিত্রাঙ্গদ বীরে।
সে রাজ্যে বিচিত্রবীর্য্য হৈল দণ্ডধরে॥
বংশ না হইতে তাঁর হইল নিধন।
পুনর্ব্বংশ বৃদ্ধি কৈল ব্যাস তপোধন॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সে নামে।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র হৈল একশত ক্রমে॥
ভ্রাতার বিবাদে তাঁরা হইল সংহার।
বংশরক্ষা-হেতু হৈল পাণ্ডুর কুমার॥
দেববরে পঞ্চপুত্র পাণ্ডুর হইল।
যাঁদের মহিমা-বশে পৃথিবী পুরিল॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর বীর ধনঞ্জয়।
নকুল পঞ্চম সহদেব মহাশয়॥

অর্জ্জুনের পুত্র হৈল সুভদ্রা উদরে।
যৌবনে মরিল তেঁহ ভারত-সমরে॥
তাঁর ভার্য্যা উত্তরা গর্ভবতী ছিল।
পরীক্ষিৎ মহারাজ সে গর্ভে জন্মিল॥
আপনি হইলা তুমি তাঁহার নন্দন।
তোমার নন্দন এই দেখ দুই জন॥
শতানীক আর শঙ্কু দুই সহোদর।
অশ্বমেধদত্ত শতানীকের কোঙর॥
পুরুবংশ সবিস্তারে যেই জন শুনে।
আয়ুর্যশঃ পুণ্য তার বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্ব ভারতের ব্যাসের বচন।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধুজন॥

● মহাভিষ রাজার প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলা, কহ করিয়া বিস্তার॥
ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গা বিষ্ণু-অংশে জন্ম।
শান্তনুর ভার্য্যা শুনি এ অদ্ভুত কর্ম্ম॥
মুনি বলে, শুন কহি তাহার কারণ।
মহাভিষ নামে রাজা ইক্ষাকুনন্দন॥
ইন্দ্রের সম্মতে যজ্ঞ করিল বিস্তর।
সহস্রেক অশ্বমেধ কৈল নৃপবর॥
দেব দ্বিজ দরিদ্রে তুষিল মহামতি।
দানেতে পৃথিবী পূর্ণ কৈল নরপতি॥
ব্রহ্মলোকে গেল রাজা যজ্ঞপুণ্যফলে।
ব্রহ্মার সহিত তথা বৈসে কুতূহলে॥
বহুকাল তথায় আছয়ে নরপতি।
এক দিন দেখে রাজা দৈবের যে গতি॥
ধ্যানেতে আছেন ব্রহ্মা বসিয়া আসনে।
সম্মুখে বেষ্টিত যত সিদ্ধ মুনিগণে॥
ব্রহ্মার সভার তুল্য নাহি পাঠান্তর।
সবে তথা চতুর্ম্মুখ গৌর কলেবর॥
দক্ষ-আদি প্রজাপতি ইন্দ্র-আদি দেবে।
দেব-ঋষি-মুনিগণ নিত্য আসি সেবে॥
সভা করি বসিয়াছে মুনির সমাজ।
তথায় আছয়ে মহাভিষ মহারাজ॥
গঙ্গাদেবী আইলেন ব্রহ্মার সদন।
হেনকালে তেজোবন্ত বহিল পবন॥
বায়ুতেজে জাহ্নবীর উড়িল বসন।
দেখি হেঁটমুখ করিলেন সিদ্ধগণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার অঙ্গ দেখিয়া সঘনে।
মহাভিষ রাজা দেখে নিশ্চল-নয়নে॥
মহাভিষ রাজা অতি রূপে অনুপাম।
তাঁর দিকে গঙ্গাদেবী চান অবিরাম॥
দোঁহার দেখিয়া দৃষ্টি কহে প্রজাপতি।
মোর লোকে আসি রাজা করিলা অনীতি
ব্রহ্মলোকে আসি কর মনুষ্য-আচার।
মর্ত্ত্যে জন্ম ল'য়ে ভোগ কর পুনর্ব্বার॥
পুনরপি এথায় আসিবা পুণ্যবলে।
সোমবংশে জন্ম গিয়া লহ ভূমণ্ডলে॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা চিন্তে নরপতি।
তথা হৈতে পতন হইল শীঘ্রগতি॥
সোমবংশে মহারাজ প্রতীপ আছিল।
মহাভিষ রাজা তাঁর গৃহে জন্ম নিল॥
বাহুড়িল গঙ্গা করি ব্রহ্মা দরশন।
পথেতে দেখিল আসে বসু অষ্টজন॥
বিরস-বদন গঙ্গা দেখি বসুগণে।
জিজ্ঞাসিল তোমরা চিন্তিত কি কারণে॥
বসুগণ বলে, চিন্তা করি নিজ দোষে।
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ সবে মহারোষে॥
পৃথিবীতে জন্ম হবে কাঁপিছে অন্তর।
বিশেষে মনুষ্যযোনি নরক দুস্তর॥
উপায় না দেখি চিন্তা করি সে কারণ।
ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন॥
কোটি কোটি পাপী পাপে করহ উদ্ধার।
আমা-সবাকার তুমি কর প্রতিকার॥

গঙ্গা বলে, কি করিব, কহ মমস্থান।
যে করিব অঙ্গীকার, না করিব আন ॥
বসুগণ বলে, মর্ত্ত্যে জন্মিব নিশ্চয়।
নরযোনি জন্মিতে হ'তেছে বড় ভয় ॥
আপনি মনুষ্যলোকে হয়ে রাজনারী।
আমা সবাকার তুমি হও গর্ভধারী ॥
আর এক নিবেদন করি যে তোমারে।
জন্মমাত্র ভাসাইয়া দিও তব নীরে ॥
বসুগণ বাক্যে গঙ্গা স্বীকার করিল।
শুনি অষ্টবসু তবে আনন্দিত হৈল ॥

● শান্তনুর উৎপত্তি

কুরুবংশে আছিল প্রতীপ নামে রাজা।
ধর্ম্মেতে তৎপর বড় তপে মহাতেজা ॥
দেবাপি-নামেতে তাঁর প্রথম নন্দন।
অল্পকালে সন্ন্যাসী হইয়া গেল বন ॥
দেবাপি-বিহনে রাজা হৈল পুত্রহীন।
গঙ্গাজলে থাকে সদা বয়সে প্রবীণ ॥
তপ-জপ-ব্রত করে বেদ-অধ্যয়ন।
বৃদ্ধকালে নরপতি রূপেতে মদন ॥
তাঁর রূপ দেখি গঙ্গা প্রীতি যে পাইল।
জল হৈতে গঙ্গাদেবী বাহির হইল ॥
জাহ্নবীর রূপে নিন্দে এ তিন ভুবন।
দ্বিতীয় চন্দ্রের যেন হইল কিরণ ॥
দক্ষিণ ঊরুতে গিয়া বসিল রাজার।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল কৌরবকুমার ॥
রাজা বলে, কি করিব কি বাঞ্ছা তোমার।
সত্য করি কহ যেই বাঞ্ছা আপনার ॥
কন্যা বলে, কুরুশ্রেষ্ঠ, তুমি মহামতি।
তোমারে ভজিষ্ণু আমি, হও মোর পতি ॥
স্ত্রী হইয়া পুরুষে ভজয়ে যদি নারী।
পুরুষ না ভজিলে সে হয় পাপকারী ॥
রাজা বলে, পরদার আমি নাহি ভজি।
পরদার পরশিলে নরকেতে মজি ॥
কন্যা বলে, নহি আমি পরের গৃহিণী।
দেবকন্যা আমি, মোরে ভজ নৃপমণি ॥
রাজা বলে, কন্যা, নাহি বল হেন বাণী।
দক্ষিণ ঊরুতে বৈসে, পুত্রবধূ গণি ॥
পুরুষের বাম ঊরু ভার্য্যার আসন।
বুঝিয়া এমত বাক্য কহ কি কারণ ॥
সে-কারণে তোমারে বধূর মধ্যে গণি।
কেমনে করিব ভার্য্যা, অনুচিত বাণী ॥
গঙ্গা বলে, রাজা, তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসার ॥
তোমার বচনে আমি হইনু স্বীকার।
বরিব তোমার পুত্রে এই অঙ্গীকার ॥
আমার নিয়ম এই শুন মহারাজ।
নিষেধ না করিবে আমার প্রিয়কাজ ॥
তবে সে তোমার পুত্রে করিব বরণ।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইল তখন ॥
কন্যার বচনে রাজা আনন্দিত হৈল।
পুত্র হবে বলি রাজা ভার্য্যারে কহিল ॥
ভার্য্যাসহ ব্রতাচার করিলেন ভূপ।
কতদিনে জন্মে তাঁর পুত্র অনুরূপ ॥
দশ মাস দশ দিনে হইল কুমার।
রাজীবলোচন মুখ চন্দ্রের আকার ॥
শান্তশীল পুত্র নাম শান্তনু থুইল।
তাঁহার অনুজ-নাম বাহ্লীক রাখিল ॥
দিনে দিনে বাড়ে তাঁর যুগল তনয়।
কত দিনে দেখি পুত্র-যৌবন-সময় ॥
শান্তনুর নিকটেতে আসি নৃপবর।
রাজনীতি ধর্ম্ম-শিক্ষা দিলেন বিস্তর ॥
একদিন পুত্রে ডাকি কহিলা রাজন্।
বিস্মৃত না হও বৎস, আমার বচন ॥
একদা শুনহ পুত্র, বিধির বিধানে।
আসিল সুন্দরী এক মম সন্নিধানে ॥

বধূত্বে তাহারে আমি করিনু বরণ।
অঙ্গীকার করি কন্যা করিল গমন॥
পরিচয়ে দেবকন্যা জানিনু তাঁহায়।
তোমার নিকটে যদি আসে পুনরায়॥
ভজিবে তাহারে, যদি সে তোমারে বরে।
নিষেধ না করিবা সে যেই কর্ম্ম করে॥
স্বীকৃত হইল পুত্র পিতার বচনে।
শান্তনুরে রাজ্য দিয়া রাজা গেল বনে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হই পার॥

অষ্টবসুর জন্ম-বিবরণ

হস্তিনানগরে রাজা শান্তনু হইল।
ক্রমে তাঁর গুণরাশি পৃথিবী পূরিল॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বনের ভিতর॥
জাহ্নবীর দুই তটে ভ্রমে রাজা একা।
পাইল দৈবাৎ তথা জাহ্নবীর দেখা॥
পদ্মের কেশর বর্ণ সুসিত-বাসনা।
রূপেতে নিন্দিত যত বিদ্যাধরাঙ্গনা॥
আশ্চর্য্য কন্যার রূপ শান্তনু দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নরপতি নিকটেতে গিয়া॥
কে তুমি দেবের কন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
কিংবা নাগকন্যা হও কিংবা বিদ্যাধরী॥
অনুপম রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মোর নারী॥
কন্যা বলে, ভার্য্যা রাজা, হইব তোমার।
এক নিবেদন আছে নিয়ম আমার॥
আমার নিয়ম যদি করিবা পালন।
তবে নরপতি তোমা করিব বরণ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে নিষেধ না করিবা মহারাজ॥
যে দিন বলিবে মোরে কোন কুবচন।
সে দিন হইতে নাহি পাবে দরশন॥
ত্যাগ করি তোমারে যাইব নিজ-স্থান।
স্বীকার করিল রাজা তাঁর বিদ্যমান॥
যে-কিছু তোমার ইচ্ছা কর নিজ সুখে।
কখন নিষেধ-বাক্য না আনিব মুখে॥
রাজার বচনে গঙ্গা স্বীকার করিল।
গঙ্গারে লইয়া রাজা হস্তিনা আইল॥
দিব্য-রত্ন-ভূষণ বসন আনি দিল।
যতনে ভার্য্যার মন তুষিতে লাগিল॥
অনুগত হইয়া থাকেন নরপতি।
মনসুখে কেলি করে গঙ্গার সংহতি॥
মুনিশাপে বসুগণ জন্ম নিল আসি।
জন্মিল গঙ্গার পুত্র যেন পূর্ণশশী॥
পুত্র দেখি শান্তনুর আনন্দিত-মন।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিছে রাজন্॥
এথা পুত্র ল'য়ে গঙ্গা গেল গঙ্গাজলে।
জলেতে ডুবিয়া মর পুত্র-প্রতি বলে॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিরস-বদন।
ভয়েতে গঙ্গারে কিছু না কহে বচন॥
তবে কত দিনে আর এক পুত্র হৈল।
পূর্ব্বমত নিয়া গঙ্গা জলে ডুবাইল॥
পূর্ব্ব সত্য-ভয়ে রাজা কিছু নাহি বলে।
নিরন্তর দহে তনু পুত্র-শোকানলে॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত।
একে একে গঙ্গাদেবী করিল নিপাত॥
পুত্রশোকে শান্তনুর দহে কলেবর।
কত দিনে হৈল জন্ম অষ্টম কুমার॥
পুত্র লৈয়া গঙ্গাদেবী যায় নিজ জলে।
ক্রুদ্ধ হৈয়া নরপতি গঙ্গাপ্রতি বলে॥
কেমন মায়াবী তুমি এলে কোথা হৈতে।
তব সম নিন্দিতা না দেখি পৃথিবীতে॥
আপনার গর্ভে যেই জন্মিল কুমার।
কেমনে এমন পুত্রে করিলা সংহার॥

পাষাণ-শরীর তোর, বড়ই নির্দ্দয়।
এত বলি কোলে নিল আপন তনয়॥
গঙ্গা বলে পুত্রবাঞ্ছা কৈলা নরপতি।
পূর্ব্বের নিয়ম পূর্ণ হৈল মহামতি॥
তোমায় আমায় আর না হবে দর্শন।
এ পুত্র পালিহ রাজা করিয়া যতন॥
আমি পরিচয় এবে দিই নরপতি।
আমি ত জাহ্নবী তিন লোকে মোর গতি॥
আমার উদরে যত হৈল পুত্রগণ।
বশিষ্ঠের শাপে এই বসু অষ্টজন॥
মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
আমারে মিনতি করি মাগিলেক বর॥
গর্ভেতে ধরিব বলি করি অঙ্গীকার।
সে-কারণে হইলাম বনিতা তোমার॥

● বসুগণের প্রতি বশিষ্ঠের শাপকাহিনী

রাজা বলে, কহ শুনি পূর্ব্ব বিবরণ।
বসুগণে বশিষ্ঠ শাপিল কি-কারণ॥
গঙ্গা বলে, সেই কথা শুন নরপতি।
বরুণের পুত্র সে বশিষ্ঠ মহামতি॥
হিমালয় পর্ব্বতে মুনির তপোবন।
নানা-ফল-ফুলেতে শোভিত তরুগণ॥
দক্ষকন্যা সুরভি সে কশ্যপ-গৃহিণী।
কামদুঘা ধেনু হৈল তাহার নন্দিনী॥
সেই ধেনু প্রাপ্ত হৈল বরুণ-নন্দন।
বৎসের সহিত থাকে মুনির সদন॥
দৈবে একদিন তথা বসু অষ্টজন।
ভার্য্যার সহিত তথা করিল গমন॥
আপন আপন ভার্য্যা সহ অষ্টজনে।
ক্রীড়া করি ভ্রমে সবে মুনির কাননে॥
দিব্যবসু ভার্য্যা কামদুঘা গবী দেখি।
একদৃষ্টে চাহে কন্যা অনিমিষ আঁখি॥
সুন্দর দেখিয়া গবী কহিল স্বামীরে।
কাহার সুন্দর গবী দেখ বনে চরে॥
দিব্যবসু বলে, এই বশিষ্ঠের গবী।
কশ্যপের অংশে জন্ম জননী সুরভী॥
ইহার যতেক গুণ কহনে না যায়।
এক পল দুগ্ধ যদি নরলোকে পায়॥
পান কৈলে জীয়ে দশ সহস্র বৎসর।
নবীন যৌবন থাকে শরীর নির্জ্জর॥
স্বামীর বচন শুনি বলিল সুন্দরী।
এ গবীর দুগ্ধ যদি হয় হিতকারী॥
নরলোকে সখী এক আছয়ে আমার।
উশীনর-কন্যা জিতবতী নাম তার॥
তাহার কারণে তুমি গবী দেহ মোরে।
যদ্যপি তোমার স্নেহ থাকয়ে আমারে॥
বিনয় করিয়া কন্যা বলে বারে বারে।
স্ত্রীবশ হইয়া বসু ধরিল গবীরে॥
ভার্য্যা-বোলে গবী ধরে, পাছে না গণিল।
কামদুঘা ধেনু লয়ে নিজ গৃহে গেল॥
কতক্ষণে মুনিবর আইল আশ্রমে।
গবী না দেখিয়া মুনি তপোবনে ভ্রমে॥
না পাইল গবী মুনি, ভ্রমিল বিস্তর।
না পাইয়া গবী মুনি চিন্তিল অন্তর॥
ধ্যান করি দেখে তবে বরুণ-নন্দন।
জানিল হরিল গবী বসু অষ্টজন॥
ক্রোধেতে বশিষ্ঠ শাপ দিল ততক্ষণে।
নরলোকে জন্ম গিয়া লহ অষ্টজনে॥
বশিষ্ঠ দিলেন শাপ, শুনি বসুগণে।
করযোড়ে স্তুতি করে মুনি-বিদ্যমানে॥
মুনি বলে, মোর বাক্য না হয় খণ্ডন।
বৎসরেক গর্ভেতে রবে সাতজন॥
বৎসরে বৎসরে ক্রমে হইবে মুকতি।
সবে না হইবে তাহে একই সুকৃতি॥
তোমা সবামধ্যে গবী নিল যেই জনে।
নরলোকে রহি মুক্ত হবে বহুদিনে॥

মুনিশাপে বসুগণ হইয়া কাতর।
স্তুতি করি আমারে মাগিল এই বর॥
জন্মমাত্র আমা সবে ডুবাইবে জলে।
অঙ্গীকার করিলাম তা সবার বোলে॥
প্রতিজ্ঞা পালিতে ভার্য্যা হয়েছি তোমার।
এই হেতু পুত্ররূপে বসু অবতার॥
মায়ের বিহনে পুত্র দুঃখিত হইবে।
সে-কারণে এ পুত্রও আমা সহ যাবে॥
পালন করিয়া সুত যৌবন সঞ্চারে।
তোমারে আনিয়া দিব কত দিনান্তরে॥
এত বলি সুত লৈয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা গেল নিজস্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

দেবব্রতের যৌবরাজ্য-প্রাপ্তি

জন্মেজয় বলে, কহ, শুনি মুনিবর।
কি করিল শান্তনু-নৃপতি অতঃপর॥
মুনি বলে, অবধান কর নরবর।
শান্তনুর গুণ যত খ্যাত চরাচর॥
গঙ্গার শোকেতে রাজা হইল কাতর।
নিরন্তর ভার্য্যা-গুণ ভাবে নৃপবর॥
গঙ্গার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবনে॥
হেনমতে বহুদিন আছে নরপতি।
নানা দান যজ্ঞ রাজা করে নিতি নিতি॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্মেতে তৎপর।
দেবাসুর-নর-পূজা যেন পুরন্দর॥
তেজে দিনকর সম শান্ত যেন ইন্দু।
ক্ষমায় পৃথিবী রাজা, গুণে পূর্ণ-সিন্ধু॥
গতিতে পবন রাজা, দুষ্টগণে যম।
রূপে গুণে ধর্ম্মে কর্ম্মে কেহ নাহি সম॥
দুঃখী অন্ধ অথর্ব্বের হৈল পিতামাতা।
ধর্ম্মেতে তৎপর রাজা কল্পতরু দাতা॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
ধন্য ধন্য বলি খ্যাত হৈল ত্রিভুবনে॥
বৎসর শতেক ষষ্টি গেল হেনমতে।
এক দিন গেল রাজা মৃগয়া করিতে॥
এক রথে ভ্রমে রাজা ভাগীরথী-তীরে।
আচম্বিতে গঙ্গা দেখে বহে হাঁটু নীরে॥
ছয় ঋতু বহে গঙ্গা গহন-গভীর।
আচম্বিতে দেখে রাজা রুদ্ধগতি নীর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা ভাবে মনে মনে।
তদন্ত জানিতে তবে গেল ততক্ষণে॥
কত দূরে দেখে রাজা এক মহাবীর।
কামদেব জিনি রূপ সুন্দর শরীর॥
হাতে ধনুঃশর বসি আছে মহাবল।
শরজালে বান্ধিয়াছে জাহ্নবীর জল॥
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময় বদন।
নৃপে দেখি জলে বীর প্রবেশে তখন॥
জলে প্রবেশিল তাহা শান্তনু দেখিয়া।
বসিল তথায় রাজা চিন্তিত হইয়া॥
শান্তনুকে দেখি গঙ্গা হইল সদয়।
বাহির হইল আগে লইয়া তনয়॥
পূর্ব্ব রূপ ত্যজি গঙ্গা অন্য মূর্ত্তি ধরি।
ভূপতিরে ডাকি বলে জহ্নুর কুমারী॥
কি-কারণে চিন্তা তুমি করহ রাজন্।
হের, দেখ লহ রাজা, আপন নন্দন॥
আমা হৈতে পাইলা যে অষ্টম কুমার।
দেবব্রত নাম ধরে তনয় তোমার॥
এ পুত্রের গুণ রাজা না যায় কথনে।
অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা কৈল বশিষ্ঠের স্থানে॥
দেবগুরু দৈত্যগুরু সম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রবিদ্যা জানে ভৃগুরামের সমান॥
সংসারে যতেক বিদ্যা নীতিশাস্ত্র ধর্ম্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম্ম॥

তোমারে দিলাম পুত্র লহ মহারাজ।
অভিষেক করিয়া করহ যুবরাজ॥
এত বলি গেল গঙ্গা অন্তর্দ্ধান-গতি।
পুত্র পেয়ে আনন্দিত হৈল নরপতি॥
পুত্র লৈয়া গেলা রাজা আপন নগরে।
আনন্দিত পুরজন দেখি পুত্রবরে॥
রাজার সহিত যত মন্ত্রীর সমাজ।
শুভক্ষণ করিয়া করিল যুবরাজ॥
পুত্র পেয়ে সব দুঃখ পাসরিল রাজা।
আনন্দিত হইল রাজ্যের যত প্রজা॥
পুত্রে অধিকার দিয়া শান্তনু ভূপতি।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে অচিন্তিত-মতি॥
স্বচ্ছন্দে মৃগয়া করি ভ্রমে নরবীর।
একদিন গেল রাজা যমুনার তীর॥
কালিন্দীর তীরে করে মৃগ অন্বেষণ।
সুগন্ধ-সহিত তথা বহিল পবন॥
গন্ধে আমোদিত রাজা চারিভিতে চায়।
কিসের সুগন্ধ আসে না জানিল রায়॥
গন্ধ-অনুসারে তবে যায় নরপতি।
আচম্বিতে নৌকা জলে দেখিল যুবতী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা জিনি বিদ্যাধরী।
কিরণে উজ্জ্বল করে যমুনার বারি॥
যুগল-খঞ্জন সম কন্যার নয়ন।
বিকচ-কমল প্রায় তাহার বদন॥
বচনে জিনিল মত্ত কোকিলের ভাষা।
কুসুমে কবরী-ভার সুচারু সুকেশা॥
কন্যা দেখি ভূপতিরে পীড়িল মদন।
আগু হৈয়া কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন্॥
কোন্ জাতি হও তুমি, কোথা তব ধাম।
কাহার নন্দিনী তুমি কিবা তব নাম॥
কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার দুহিতা।
ধর্ম্মার্থে বাহি যে নৌকা, আজ্ঞা দিলা পিতা॥
কন্যার বচনে রাজা গেল শীঘ্রগতি।
যথায় কন্যার পিতা দাসের বসতি॥
নৃপে দেখি মীনজীবী উঠিল ত্বরিতে।
রত্ন-সিংহাসন লৈয়া দিলেক বসিতে॥
করযোড়ে দাস-রাজা রাজা প্রতি কয়।
কি-হেতু আসিলা হেথা কহ মহাশয়॥
রাজা বলে, আসিলাম তব সন্নিধান।
তোমার কন্যারে আজি মোরে কর দান॥
দাস বলে, মোর যদি বংশে ভাগ্য থাকে।
তবে মোর কন্যা দান করিব তোমাকে॥
যদি থাকে কন্যার কপালে সুলিখন।
যোগ্যাযোগ্য বর পায় ধর্ম্ম-নিবন্ধন॥
তুমি কুরু-বংশধর বিখ্যাত সংসারে।
একমাত্র নিবেদন আছয়ে তোমারে॥
সত্য কর, ধর্ম্মপত্নী করিবে কন্যায়।
তবে কন্যা-সম্প্রদান করিব তোমায়॥
আমার কন্যার যেই হইবে কুমার।
সেই জনে দিবে তুমি রাজ্য-অধিকার॥
রাজা বলে, হেন কর্ম্ম করিতে না পারি।
দেবব্রত পুত্র মোর রাজ্য-অধিকারী॥
এমত বিবাহে মোর নাহি প্রয়োজন।
উঠিয়া নৃপতি দেশে করিল গমন॥
যেইক্ষণ হৈতে কন্যা দেখিল রাজন্।
অনুক্ষণ চিন্তে রাজা নহে বিস্মরণ॥
নিরন্তর নরনাথ রহে অধোমুখে।
কন্যার ভাবনা ভাবি রহে মনোদুখে॥
পিতারে চিন্তিত দেখি দুঃখিত তনয়।
জিজ্ঞাসিল, চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
পৃথিবীতে কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
যক্ষ-রক্ষ-সুরাসুর সবে তব বাধ্য॥
আজ্ঞা কর, এখনি সাধিয়া দিব কাজ।
কি-কারণে অনুক্ষণ চিন্তা মহারাজ॥
পুত্রের বচন শুনি বলে নরপতি।
যে-কারণে চিন্তা মোর, শুনহ সুমতি॥
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত সংসার।
হেন বংশধর তুমি একই কুমার॥

মহাভারত— যযাতির প্রতি শুক্রের অভিশাপ

কন্যার বচন শুনি ভৃগুর নন্দন।
ক্রোধ করি রাজারে বলিল ততক্ষণ॥ পৃষ্ঠা—৬৮

জীবন-যৌবন পুত্র চিরকাল নয়।
কদাচিৎ তোমার বিপদ যদি হয়॥
তবে ত কৌরববংশ হইবে বিনাশ।
এই হেতু চিত্তে তাপ, না করি প্রকাশ॥
যাবৎ আছহ তুমি বংশেতে নন্দন।
সহস্র কুমারে মম কিবা প্রয়োজন॥
সংসারে যতেক ধৰ্ম্ম কহে পদ্মযোনি।
বংশরক্ষা-ধৰ্ম্ম ষোল কলায় যে গণি॥
বংশহীন লোকে ধৰ্ম্ম-ফল নাহি ফলে।
বিবাহ না করি, তুমি থাকিলে কুশলে॥
তোমা-বিদ্যমানে আর কি কাজ বিবাহে।
অনর্থক কামাচার কে করিতে চাহে॥
তথাপি আছয়ে পূর্ব্বে কহে মুনিগণ।
এক পুত্র পুত্র নহে বংশের কারণ॥
এই হেতু চিন্তা মোর হয় নিরবধি।
উপায় না দেখি পুত্র ইহার ঔষধি॥
পিতার এতেক বাক্য করিয়া শ্রবণ।
দেবব্রত গেল যথা বিজ্ঞ মন্ত্রিগণ॥
কহিল পিতার কথা যত মন্ত্রিগণে।
শুনিয়া সকল মন্ত্রী বলিল তখনে॥
মৃগয়া করিতে রাজা গিয়াছিল বন।
গন্ধকালী কন্যা সনে হৈল দরশন॥
তার হেতু তার বাপে বলিল বচন।
নাহি দিল কন্যা সেই তোমার কারণ॥
মন্ত্রিগণ-স্থানে শুনি এতেক বচন।
রথে চড়ি তথাকারে করিল গমন॥
ততক্ষণে দেবব্রতে দেখিয়া ধীবর।
রাজার বিধানে পূজা কৈল বহুতর॥
দেবব্রত বলে, রাজা, তুমি ভাগ্যবান্।
আমার জনকে তুমি কন্যা দেহ দান॥
এত শুনি যোড় হাতে বলিল ধীবর।
মোর নিবেদন এক অবধান কর॥
দাস বলে, মোর কন্যা বিখ্যাত ভুবনে।
তাহার মহিমা যত বলে মুনিগণে॥

এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
ধীবর সে কন্যারত্ন কেমনে পাইল॥
সহজে কৈবর্ত্ত-জাতি নীচমধ্যে গণি।
তার ঘরে হেন কন্যা কি কারণে মুনি॥
মুনিবর বলে, রাজা, কর অবধান।
সে কন্যার গুণ-কৰ্ম্ম শুনহ বিধান॥
মৎস্যের উদরে জন্ম ব্যাসের জননী।
দয়া করিলেন তারে পরাশর মুনি॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হব পার॥

● মৎস্যগন্ধার উৎপত্তি

দ্বাপর যুগেতে রাজা নামে পরিচর।
সত্যশীল ধৰ্ম্মবন্ত তপেতে তৎপর॥
সকল ত্যজিয়া রাজা ধর্ম্মে দিল মন।
কঠিন তপস্যা বনে করে অনুক্ষণ॥
শিরে জটা বৃক্ষের বল্কল পরিধান।
কভু ফল-মূল খায় কভু অম্বুপান॥
কখন গলিত পত্র কভু বাতাহার।
বৎসরেক নৃপতি করিল অনাহার॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকয়ে রাজন্॥
হেনমতে তপ করে সহস্র বৎসর।
তাঁর তপ দেখিয়া ত্রাসিত পুরন্দর॥
ঐরাবতে চড়িয়া চলিল দেবরাজ।
যথা তপ করে রাজা অরণ্যের মাঝ॥
ডাক দিয়া বলে ইন্দ্র, শুন নৃপবর।
দেখিয়া তোমার তপ সবে পায় ডর॥
নিবর্ত্ত কঠোর তপ না কর রাজন্।
এত বলি দিল ইন্দ্র দিব্য আভরণ॥
বৈজয়ন্তী মালা দিল নৃপতির গলে।
ছত্রদণ্ড দিল আর শ্রবণ-কুণ্ডলে॥

চেদি নামে রাজ্যে করি অভিষেক তাঁরে।
রাজা করি দেবরাজ গেল নিজ পুরে॥
চেদি রাজ্যে নৃপতি হইল পরিচর।
নানাবিধ যজ্ঞ দান করে নিরন্তর॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা পর্ব্বতে পাইল।
পরমা সুন্দরী দেখি বিবাহ করিল॥
নানাক্রীড়া করে রাজা ভার্য্যার সহিত।
কত দিনে ঋতুকাল হৈল উপনীত॥
ঋতুস্নান করিল রাজ্যের পাটেশ্বরী।
পবিত্র হইল তবে স্নান-দান করি॥
সেইদিন পিতৃলোক কহিল রাজায়।
মৃগমাংসে শ্রাদ্ধ আজি কর মহাশয়॥
পিতৃগণ-আজ্ঞা পেয়ে রাজা পরিচর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য-ভিতর॥
মহাবনে প্রবেশিল মৃগ-অন্বেষণে।
ঋতুমতী ভার্য্যা তাঁর সদা পড়ে মনে॥
মৃগয়া করয়ে রাজা নাহি তাহে মন।
অনুক্ষণ ভার্য্যা মনে হয় ত স্মরণ॥
কামহেতু তাঁর বীর্য্য হইল স্খলিত।
দেখিয়া নৃপতি চিত্তে হইল চিন্তিত॥
হাতেতে সঞ্চান পক্ষী আছিল রাজার।
পাত্র করি দিল বীর্য্য স্থানেতে তাহার॥
এই বীর্য্য লৈয়া দিবাপাটেশ্বরী-স্থানে।
এত বলি নরপতি পাঠায় সঞ্চানে॥
চলিল সঞ্চান পক্ষী রাজার আজ্ঞাতে।
আর এক সঞ্চান দেখিল শূন্যপথে॥
ভক্ষ্য দ্রব্য বলিয়া ছোঁ তাহারে মারিল।
অন্তরীক্ষে যুগল-সঞ্চানে যুদ্ধ হৈল॥
পক্ষীস্থান হৈতে রেত পড়ে সেই কালে।
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে যমুনার জলে॥
দীর্ঘিকা নামেতে ছিল স্বর্গ-বিদ্যাধরী।
মুনিশাপে ছিল জলে হইয়া শফরী॥
সেই বীর্য্য শফরী যে করিল ভক্ষণ।
খণ্ডন না যায় কভু দৈবের ঘটন॥
সেই হৈতে দশ মাসে ধীবরের জালে।
পড়িল প্রবীণ মৎস্য তুলিলেক কূলে॥
কূলেতে তুলিতে মৎস্য প্রসব হইল।
মুনিশাপে মুক্ত হৈয়া নিজ দেশে গেল॥
এক গুটি সুতা তাহে এক গুটি সুত।
দেখিয়া ধীবরগণ মানিল অদ্ভুত॥
যুগল সন্তানে তবে নিল কোলে করি।
যথা রাজা পরিচর চেদি-অধিকারী॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া রাজা হইল বিস্ময়।
কৈবর্ত্তে তনয়া দিয়া লইল তনয়॥
অপুত্রক রাজা পুত্রে করিল পালন।
মৎস্যরাজ বলিয়া করিল ঘোষণ॥
কন্যা লয়ে ধীবর আইল নিজ ঘরে।
বহু যত্ন করি তারে পালিল ধীবরে॥
রূপেতে তাহার কেহ নাহিক দোসর।
সবে দোষ দুর্গন্ধ তাহার কলেবর॥
দুর্গন্ধেতে কেহ তার নিকটে না যায়।
দেখিয়া ধীবর রাজা চিন্তিল উপায়॥
যমুনার জলে পথ গহন কাননে।
সেই পথে নিত্য পার হয় মুনিগণে॥
কন্যারে বলিল, তুমি থাক এইখানে।
ধর্ম্ম-অর্থে পার কর যত মুনিগণে॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা থাকিল তথায়।
নিরন্তর মুনিগণে পার করে নায়॥

● বেদব্যাসের জন্ম

মহামুনি পরাশর শক্তি্র কুমার।
তীর্থযাত্রা করি তেঁহ যান পুনর্ব্বার॥
আচম্বিতে পরাশর আইল সে পথে।
কৈবর্ত্তকুমারী কন্যা দেখিল নৌকাতে॥
অনিন্দিত অঙ্গ তার প্রথম যৌবন।
মত্ত কোকিলের স্বর জিনিয়া বচন॥

তাহার লাবণ্য দেখি মোহ গেলা মুনি।
জিজ্ঞাসিল, কন্যে, তুমি কাহার নন্দিনী ॥
কন্যা বলে, আমি দাস-রাজার কুমারী।
পিতামাতা নাম দিল মৎস্যগন্ধা করি ॥
মুনি বলে, কন্যে, তুমি জগৎ-মোহিনী।
আমারে ভজহ আমি পরাশর মুনি ॥
এত শুনি কন্যা বলে যুড়ি দুই কর।
কন্যা-জাতি প্রভু আমি নহি স্বতন্তর ॥
সহজে কৈবর্ত্ত-কন্যা হই নীচজাতি।
অঙ্গেতে দুর্গন্ধ মোর দেখ মহামতি ॥
দুর্গন্ধে নিকটে না আইসে কোন জনে।
আমারে পরশ মুনি করিবা কেমনে ॥
তাহাতে কুমারী আমি বিবাহ না হয়।
কিমতে ভজিব, আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন পরাশর।
আমি বর দিব কন্যা, নাহি তোর ডর ॥
মৎস্যের দুর্গন্ধ আছে তোর কলেবরে।
পদ্মগন্ধ হইবেক আমার এ বরে ॥
অনূঢ় আছহ তুমি প্রথম যৌবনে।
সদা এইরূপে থাক আমার বচনে ॥
বলিলা, তোমার জন্ম কৈবর্ত্তের ঘরে।
মহারাজ বিবাহ করিবে মোর বরে ॥
এতেক বচন যদি সে মুনি বলিল।
পূর্ব্ব গন্ধ ত্যজি কন্যা পদ্মগন্ধা হৈল ॥
অত্যন্ত সুন্দরী হৈল মুনিরাজ-বরে।
আপনা নেহারে কন্যা হরিষ-অন্তরে ॥
পুনরপি বলে কন্যা যুড়ি দুই কর।
খণ্ডিতে কাহার শক্তি তোমার উত্তর ॥
যমুনার দুই তটে আছে লোকজন।
যমুনার জলে আছে নৌকা অগণন ॥
ইহার উপায় প্রভু চিন্তহ আপনি।
লোকেতে প্রকাশ যেন না হয় কাহিনী ॥
শক্তি-পুত্র পরাশর মহাতপোধন।
আজ্ঞাতে কুজ্ঝটী মুনি করিল সৃজন ॥
যমুনার মধ্যে দ্বীপ হইল তখন।
পদ্মগন্ধা-কন্যা মুনি করিল রমণ ॥
সেই কালে গর্ভ হৈল কন্যার উদরে।
ব্যাসদেব জন্মিলেন বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বীপে জন্ম-হেতু তাঁর নাম দ্বৈপায়ন।
চারি ভাগ কৈল বেদ, ব্যাস সে কারণ ॥
জন্মমাত্র জননীরে বলেন বচন।
আজ্ঞা কর মাতা, আমি যাব তপোবন ॥
যখন তোমার কিছু হবে প্রয়োজন।
আসিব তোমার ঠাঁই করিলে স্মরণ ॥
জননীর আজ্ঞা পেয়ে ব্যাস তপোধন।
তপস্যা-কারণে বনে করিলা গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দেবব্রতের ভীষ্মনাম লাভ এবং সত্যবতীর বিবাহ

জন্মেজয় বলে, তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে কোন্ বাক্য বলিল ধীবর ॥
মুনি বলে, দাসরাজ বিবিধ বিধানে।
বিনয়পূর্ব্বক বলে শান্তনু-নন্দনে ॥
পূর্ব্বেতে তোমার পিতা এসেছিল এথা।
কন্যার কারণে কহিলেন এই কথা ॥
এক্ষণে কি করি তুমি কহ মহাশয়।
মোর কর্ম্মদোষে ইহা ঘটন না হয় ॥
রূপেতে তোমার পিতা কামদেবে জিনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
হেন বংশে দিব কন্যা ভাগ্য নাহি করি।
তবে এক কথা আছে, এই হেতু ডরি ॥
দেবব্রত বলে, কহ আছে কোন্ কথা।
মম সাধ্য হৈলে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
দাস বলে, যুবরাজ, কর অবধান।
যে কারণে নৃপে নাহি করি কন্যা দান ॥

কন্যা দান করিলে শান্তনু নরবরে।
বৈরানল প্রজ্বলিত হইবে যে পরে॥
তোমা হেন পুত্র যাঁর রাজ্যের ভাজন।
তাঁর কি উচিত পুনঃ পত্নীর গ্রহণ॥
তোমার মহিমা যত বিখ্যাত সংসারে।
তোমার ক্রোধেতে ইন্দ্র-আদি দেব ডরে॥
এতেক শুনিয়া বলে গঙ্গার নন্দন।
অনুমানে বুঝিলাম তোমার বচন॥
যতেক কহিলা তুমি নহে অপ্রমাণ।
না হবে কন্যার দুঃখ আমা-বিদ্যমান॥
সে-কারণে সত্য আমি করি দাসরাজ।
অবধানে শুন যত ক্ষত্রিয়-সমাজ॥
পিতার বিবাহ-হেতু করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে রাজ্যে মম নাহি অধিকার॥
তোমার কন্যার গর্ভে হবে যে কুমার।
হস্তিনানগরে তার হবে রাজ্যভার॥
দাসরাজ বলে, তব অব্যর্থ বচন।
আর এক মহাশয় আছে নিবেদন॥
তুমি সত্য করিলে তা করিবা পালন।
পাছে দ্বন্দ্ব করে যদি তব পুত্রগণ॥
সে-কারণে ভয়ান্বিত আমার অন্তর।
এত শুনি দেবব্রত করিল উত্তর॥
আমি ত্যাগ করিলাম যদি রাজ্যভার।
পুত্র-হেতু ভয় কেন হইল তোমার॥
তোমার অগ্রেতে আমি করি অঙ্গীকার।
বিবাহ না করিব এ প্রতিজ্ঞা আমার॥
দেবব্রত এই মত বচন কহিল।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নরে বিস্মিত হইল॥
ধন্য ধন্য শব্দে সবে চারিভিতে ডাকে।
হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে নরলোকে॥
যত বিদ্যাধরী আর অপ্সরী অপ্সর।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি করে নিরন্তর॥
স্বর্গ হৈতে ডাক দিয়া বলে দেবগণ।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈল শান্তনু-নন্দন॥
দেবাসুরনরে এই কর্ম্ম অনুপাম।
ভয়ঙ্কর কর্ম্ম কৈলা, ভীষ্ম তব নাম॥
সত্য করি কন্যা লয়ে দিবা জনকেরে।
আজি হৈতে সত্যবতী-নাম কন্যা ধরে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি কৈবর্ত্তের পতি।
ভীষ্মে আনি নিবেদিল কন্যা সত্যবতী॥
সত্যবতী দেখি ভীষ্ম-বলে যোড় হাতে।
নিজ গৃহে চল মাতা চড় আসি রথে॥
কন্যা লয়ে যায় ভীষ্ম রথ-আরোহণে।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল ততক্ষণে॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আর যত রাজা ছিল।
অপূর্ব্ব শুনিয়া সবে দেখিতে আইল॥
ধন্য ধন্য বলিয়া ডাকয়ে সর্ব্বজনে।
ভীষ্ম ভীষ্ম বলি রব হইল ভুবনে॥
কন্যা লৈয়া দিল ভীষ্ম পিতার গোচর।
দেখিয়া শান্তনু হৈল বিস্ময়-অন্তর॥
তুষ্ট হয়ে বর তবে দিলেন নন্দনে।
ইচ্ছামৃত্যু হবে তুমি আমার বচনে॥
ভীষ্ম-জন্ম-কর্ম্ম আর গঙ্গার চরিত্র।
অপূর্ব্ব ভারত কথা ত্রৈলোক্য-পবিত্র॥
এ সব রহস্য কথা যেই নর শুনে।
শরীর নিষ্পাপ হয়, শান্তি লভে মনে॥
ব্যাসের রচিত চিত্র অপূর্ব্ব ভারত।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত॥

● বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্যলাভ

সত্যবতী লভি রাজা আনন্দিত-মনে।
অনুক্ষণ ক্রীড়া করে সত্যবতী-সনে॥
তবে কত দিনে রাজ্ঞী হৈল গর্ভবতী।
দশ মাসে প্রসব করিল সত্যবতী॥
পরমসুন্দর পুত্র, মুখ-কোকনদ।
সুন্দর দেখিয়া নাম থুল চিত্রাঙ্গদ॥

তার কত দিনেতে দ্বিতীয় পুত্র হৈল।
বলিয়া বিচিত্রবীর্য্য তবে নাম থুল ॥
সত্যবতী-গর্ভে হৈল যুগল কুমার।
পরম সুন্দর যেন কাম-অবতার ॥
কতদিন-অন্তরে শান্তনু নৃপবর।
ত্যজিলেন অক্লেশে ভৌতিক কলেবর ॥
রাজার মরণে দুঃখী হৈল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম সত্যবতী হৈল শোকাকুল মন ॥
বালক-কুমার দুই পিতার বিহনে।
আপনি দোঁহারে ভীষ্ম করেন পালনে ॥
চিত্রাঙ্গদ-উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড।
আপনি পালেন ভীষ্ম মহারাজ্য-খণ্ড ॥
কত দিনে চিত্রাঙ্গদ হইল যুবক।
মহাধনুর্দ্ধর হৈল প্রতাপে পাবক ॥
আপন-সদৃশ কেহ না দেখে নয়নে।
এক রথে চড়ি বীর সবাকারে জিনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দৈত্য নর নাগে।
হেন জন নাহি—যুঝে চিত্রাঙ্গদ-আগে ॥
হেনমতে এক রথে জিনিল সকল।
এক রথে ভ্রমে বীর পৃথিবী-মণ্ডল ॥
চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
কুরুক্ষেত্রে তাহারে ভেটিল নরবর ॥
সরস্বতী-নদী-তীরে হইল সমর।
বর্ষত্রয় ব্যাপি যুদ্ধ হৈল ঘোরতর ॥
মায়াবী গন্ধর্ব্ব শেষে নিজ মায়াবলে।
চিত্রাঙ্গদে মারি গেল গগনমণ্ডলে ॥
চিত্রাঙ্গদ-বধ শব্দ রটিল নগরে।
ধরিল বিচিত্রবীর্য্য রাজচ্ছত্র শিরে ॥
তাহার বিবাহ চিন্তে ভীষ্ম নিরন্তর।
শুনি কাশীরাজ করে কন্যা-স্বয়ম্বর ॥
একেবারে তিন কন্যা করে স্বয়ম্বর।
একথা হইল সব রাজার গোচর ॥

———

● কাশীরাজ-কন্যাদের কাহিনী

স্বয়ম্বর শুনি ভীষ্ম চলিল ত্বরিত।
এক রথে কাশীধামে হৈল উপনীত ॥
দেখিল অনেক রাজা আছে স্বয়ম্বরে।
রাজরাজেশ্বর যত পৃথিবী-উপরে ॥
হেনকালে বলে ভীষ্ম সভার ভিতর।
আমার বচন শুন কাশীর ঈশ্বর ॥
আমার অনুজ আছে শান্তনু-নন্দন।
তার হেতু তব কন্যা করিনু বরণ ॥
এত বলি তিন কন্যা রথে চড়াইল।
পুনরপি রাজগণে ডাকিয়া বলিল ॥
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা বলে যাই লৈয়া।
যার শক্তি থাকে, যুদ্ধ করহ আসিয়া ॥
ভীষ্মের বচন শুনি যত রাজগণ।
নানা অস্ত্র লয়ে সবে ধায় ততক্ষণ ॥
মাতঙ্গে তুরঙ্গে কেহ, কেহ চড়ি রথে।
শতপুর করিয়া বেড়িল চারিভিতে ॥
শেল শূল জাঠা শক্তি মুষল মুদ্গর।
নানাবর্ণে অস্ত্র ফেলে ভীষ্মের উপর ॥
মুহূর্ত্তেকে হৈল সব অন্ধকারময়।
না দেখয়ে ভীষ্ম-বীর আছয়ে কোথায় ॥
শীঘ্রহস্ত ভীষ্ম-বীর গঙ্গার কোঙর।
বশিষ্ঠ মুনির শিক্ষা যমের দোসর ॥
শরজালে আপনারে দেখি আচ্ছাদিত।
শরে শরে সব অস্ত্র কৈল নিবারিত ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র গঙ্গার কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করিল প্রহার ॥
কাটিল কাহার মুণ্ড কুণ্ডল-সহিত।
শ্রবণ কাটিল কারো দেখি বিপরীত ॥
শরীর ত্যজিল কেহ ভূমিতলে পড়ি।
রত্ন-অলঙ্কার সব যায় গড়াগড়ি ॥
বামহস্ত-সহিত ধনুক ফেলে কাটি।
বুকেতে বাজিল কেহ করে ছটফটি ॥

পড়িল সকল সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
করিল গঙ্গার পুত্র ক্ষণে রক্তনদী ॥
বিমুখ হইল কেহ না রহে সম্মুখে।
ধন্য ধন্য ভীষ্ম বলি রাজগণ ডাকে ॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত রাজগণ।
চলিল আপন দেশে শান্তনু-নন্দন ॥
কন্যা লৈয়া যায় ভীষ্ম শাল্বরাজ দেখে।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলি ভীষ্মে পুনঃপুনঃ ডাকে ॥
হস্তিনী-কারণে যেন ক্রোধে হস্তিবর।
ধাইয়া আইল তথা শাল্ব নৃপবর ॥
ক্রোধেতে আকর্ণ পূরি মহাধনুর্দ্ধর।
দিব্য-অস্ত্র প্রহারিল ভীষ্মের উপর ॥
নেউটিয়া ভীষ্ম-বীর নিল শরাসন।
শাল্ব ভীষ্ম দুই জনে হৈল মহারণ ॥
দুই সিংহে যুঝে যেন পর্ব্বত-উপর।
দুই বৃষে যুঝে যেন গোষ্ঠের ভিতর ॥
ক্রোধেতে নির্ধূম অগ্নি যেন ভীষ্ম-বীর।
দুই বাণে কাটে তার সারথির শির ॥
চারি অশ্ব কাটিয়া কাটিল রথধ্বজ।
ধনুক কাটিল তার গঙ্গার অঙ্গজ ॥
অশ্ব রথ সারথি ধনুক কাটা গেল।
ভূমে বাট বাহি শাল্বরাজ পলাইল ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
না মারিল অস্ত্র আর গঙ্গার সন্তান ॥
সংগ্রামে জিনিয়া তবে চলে মতিমান্।
কন্যা লৈয়া নিজ দেশে করিল পয়ান ॥
আনন্দিত সব লোক হস্তিনাপুরের।
বিবাহ উদ্যোগ কৈল বিচিত্রবীর্য্যের ॥
পুরোহিত আনিয়া করিল শুভক্ষণ।
আইল যতেক দ্বিজ বিবাহ-কারণ ॥
বরের নিকটে তিন কন্যা বসাইল।
অম্বা-নামে জ্যেষ্ঠা কন্যা তখন কহিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শান্তনু-নন্দন।
তোমারে করি যে আমি এক নিবেদন ॥

সভা মধ্যে দেখিয়া সকল রাজগণে।
শাল্বেরে বরিতে আমি করিয়াছি মনে ॥
পিতার সম্মতি আছে দিবেন শাল্বেরে।
আমার বিবাহ দেহ আনিয়া তাঁহারে ॥
ব্রাহ্মণ-সভাতে কন্যা এতেক কহিল।
বিচার করিয়া ভীষ্ম তাহারে ত্যজিল ॥
পুনর্ব্বার গেল কন্যা শাল্বের সদন।
শাল্বরাজ বলে, তোরে না করি গ্রহণ ॥
কান্দিয়া ভীষ্মের স্থানে পুনঃ সে আইল।
তুমি বলে নিলে, তেঁই শাল্ব তেয়াগিল ॥
তবে ভীষ্ম বলে, তুমি বড় দুরাচার।
পুনঃ না লইব তোরে ধর্ম্মের বিচার ॥
ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা কন্যা আইলা চলিয়া।
প্রতিহিংসা সাধিবারে সঙ্কল্প করিয়া ॥
জমদগ্নি-সুতে স্মরি শরণ মাগিল।
কাতরা দেখিয়া রাম অভয় দানিল ॥
ক্ষত্রকুলান্তক বীর ভীষ্মেরে ডাকিয়া।
কহে অম্বা বিভা কর আমার লাগিয়া ॥
ভীষ্ম কহে, সত্য মোর জানহ আপনি।
কৃতদার না হইব থাকিতে পরাণি ॥
তবে দেব জামদগ্ন্য বলে, অস্ত্র ধর।
রাখহ কন্যার মান নহে তুমি মর ॥
তাহার লাগিয়া আমি করেছি শপথ।
মরি কিংবা পূর্ণ করি তার মনোরথ ॥
কেহ না লঙ্ঘিল সত্য, বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহে নাহি জিনে, উভয়ে সোসর ॥
তুষ্ট হয়ে জামদগ্ন্য অস্ত্র তেয়াগিল।
বীরত্ব বাখানি আসি ভীষ্মে আলিঙ্গিল ॥
বলে ধন্য তুমি ভীষ্ম তব সত্য জন্য।
তোমা হেন শিষ্য লভি আমি শত ধন্য ॥
যাহ কন্যা নিজস্থান বিধি তোমা বাম।
ভীষ্মে কেবা টলাইবে কিবা ছার রাম ॥
এত শুনি হৈলা কন্যা পরম দুঃখিত।
সেইখানে অগ্নিকুণ্ড করিল ত্বরিত ॥

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি করিল প্রবেশ।
ভীষ্মের বধের হেতু কামনা বিশেষ॥
অম্বিকা ও অম্বালিকা যুগল সুন্দরী।
রূপেতে দোঁহার নিন্দে স্বর্গবিদ্যাধরী॥
বিচিত্রবীর্য্যেরে দুই কন্যা বিভা দিল।
শচী তিলোত্তমা যেন দেবেন্দ্র পাইল॥
সহজে বিচিত্রবীর্য্য নবীন বয়েস।
যুগল কন্যার সহ শৃঙ্গার-বিশেষ॥
অল্পকালে যক্ষ্মাকাশ তাহার ঘটিল।
অনেক উপায় ভীষ্ম তাহাকে করিল॥
বহু যত্ন করি রক্ষা নারিল করিতে।
মরিল বিচিত্রবীর্য্য পুত্র না জন্মিতে॥
শোকেতে আকুল হৈল যত বধূগণ।
বধূসহ সত্যবতী করেন ক্রন্দন॥
অগ্নিহোত্র মধ্যেতে করিল প্রেতকর্ম্ম।
যথা পূর্ব্বাপর আছে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
তবে সত্যবতী আসি গঙ্গার নন্দনে।
কহিতে লাগিল তাঁরে আকুল ক্রন্দনে॥
কুরুকুল মহাবংশ পৃথিবী-ঈশ্বর।
এ বংশ ধরিতে পুত্র তুমি একেশ্বর॥
রাজা হৈয়া রাজ্য রাখ পাল প্রজাগণ।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের রক্ষণ॥
কুরুকুল অস্ত যায়, করহ তারণ।
তোমা বিনা রক্ষা-হেতু নহে অন্যজন॥
নরক হইতে উদ্ধারহ পিতৃগণে।
সর্ব্বশাস্ত্র ধর্ম্ম বাপু, জানহ আপনে॥
অপুত্রক তব ভাই ত্যজিল জীবন।
অপুত্রক আছে তব ভ্রাতৃবধূগণ॥
অবিরোধ ধর্ম্ম বাপু, আছে পূর্ব্বাপর।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥

● অপুত্রক বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুতে সত্যবতীর দুশ্চিন্তা ও ভীষ্মের উপদেশ দান

এতেক শুনিয়া বলে শান্তনু-নন্দন।
বেদের সদৃশ মাতা, তোমার বচন॥
আমার প্রতিজ্ঞা মাতা, জানহ আপনে।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার কারণে॥
ত্রিভুবনে কেহ যদি দেয় অধিকার।
তথাপি না লব রাজ্য, সত্য অঙ্গীকার॥
যাবৎ শরীরে মোর আছয়ে পরাণ।
না ছুঁইব রামা, সত্য না হইবে আন॥
দিনকর ত্যজে তেজ, চন্দ্র শীত ত্যজে।
ধর্ম্ম সত্য ত্যজে, পরাক্রম দেবরাজে॥
ত্যজিবারে পারয়ে এ সব কদাচন।
তবু সত্য নাহি ত্যজে গঙ্গার নন্দন॥
সত্যবতী বলে, পুত্র, আমি সব জানি।
তোমার মহিমা গুণ কহে সুর-মুনি॥
আমার বিবাহে যে করিলা অঙ্গীকার।
সকল জানি যে আমি প্রতিজ্ঞা তোমার॥
তথাপি বিপদে ত্রাণ কর কোনমতে।
আপনি উপায় কর কুলধর্ম্মহিতে॥
বিপদে দেবতা পুছে বৃহস্পতি-স্থানে।
দৈত্যগণ যুক্তি পুছে ভৃগুর নন্দনে॥
তোমা বিনা আমি জিজ্ঞাসিব কার কাছে।
যেমত জানহ, কর, যাহে বংশ বাঁচে॥
দৈব-বিধি-ধর্ম্ম পুত্র, তোমাতে গোচর।
অবরোধে ধর্ম্মপুত্র বংশ রক্ষা কর॥
এত বলি সত্যবতী করয়ে ক্রন্দন।
নিবর্ত্তিয়া পুনঃ বলে গঙ্গার নন্দন॥
ক্ষত্র হৈয়া যেই জন প্রতিজ্ঞা না পালে।
অপযশ ঘোষে তার এ মহীমণ্ডলে॥
কুরুবংশ-রক্ষা হেতু করিব বিধান।
পূর্ব্বাপর আছে কহি কর অবধান॥
জমদগ্নি-সুত রাম পিতার কারণে।
দশশত-ভুজধর মারিল অর্জ্জুনে॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া ক্ষত্র করিল সংহার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিনসপ্তবার ॥
ক্ষত্র আর না রহিল পৃথিবী-ভিতরে।
ক্ষত্র-নারীগণ প্রবেশিল বিপ্র-ঘরে ॥
বেদেতে পারগ যেই পবিত্র-ব্রাহ্মণ।
তাহার ঔরসে বংশ করিল রক্ষণ ॥
বেদে-বিধি দ্বিজগণ ধর্ম্মেতে বুঝিয়া।
বৃদ্ধি কৈল ক্ষত্রবংশ ঋতুদান দিয়া ॥
ক্ষত্রক্ষেত্রে জন্ম হৈল ব্রাহ্মণ-ঔরসে।
যার ক্ষেত্র, তার পুত্র, বেদে হেন ভাষে ॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র জন্মে আছে পূর্ব্বাপর।
অদূষিত কর্ম্ম এই ধর্ম্মের উত্তর ॥
আর পূর্ব্বকথা মাতা, কহি যে তোমারে।
উতথ্য-নামেতে ঋষি বিখ্যাত সংসারে ॥
তাঁহার কনিষ্ঠ দেব-গুরু বৃহস্পতি।
মমতা নামেতে কন্যা উতথ্য যুবতী ॥
কামেতে পীড়িত হইয়া ধরে বৃহস্পতি।
মমতা ডাকিয়া বলে বৃহস্পতি-প্রতি।
ক্ষমা কর এই নহে রমণ-সময়।
মম গর্ভে আছে তব ভ্রাতার তনয় ॥
অক্ষয় তোমার বীর্য্য, হইবে সন্ততি।
দুই পুত্র ধরিবারে নাহিক শকতি ॥
নিবৃত্ত নিবৃত্ত তুমি, নহে সুবিচার।
পরম পণ্ডিত আছে গর্ভেতে আমার ॥
গর্ভেতে ষড়ঙ্গ বেদ করে অধ্যয়ন।
নিবর্ত্তহ বৃহস্পতি বুঝিয়া কারণ।
কামেতে পীড়িত গুরু না করি বিচার।
নিষেধ না শুনি তারে করিল শৃঙ্গার ॥
উতথ্য-নন্দন সেই গর্ভেতে আছিল।
বৃহস্পতি-প্রতি সেই ডাকিয়া বলিল ॥
অনুচিত কর্ম্ম তাত, কর কি বিধান।
তব বীর্য্য রহিবারে নাহি এথা স্থান ॥
সংকীর্ণেতে আমি আছি, শুন পূর্ব্ব হৈতে।
মোর পীড়া হইবেক তোমার বীর্য্যেতে ॥

না শুনিল বৃহস্পতি তাহার বচন।
কামেতে হইয়া মত্ত করিল রমণ।
এতেক দেখিয়া তবে উতথ্য-কুমার।
যুগল চরণে রুদ্ধ কৈল রেত-দ্বার ॥
পড়িল জীবের বীর্য্য না পাইল স্থল।
দেখি ক্রোধে হৈল গুরু জ্বলন্ত অনল ॥
মম বীর্য্য ঠেলিয়া ফেলিলা ভূমিতলে।
দিনু শাপ, হও অন্ধ নয়ন-যুগলে ॥
অন্ধ হৈয়া জন্ম হৈল উতথ্য-নন্দন।
সৌরভি বংশেতে তেঁহ কৈল অধ্যয়ন ॥
গোধর্ম্ম পঠন কৈল গরুর আচার।
যারে পায় তারে ধরি করয়ে শৃঙ্গার ॥
তার কর্ম্ম দেখিয়া যতেক ঋষিগণ।
ধিক্কার করিয়া সবে বলিল বচন ॥
নিকটে বসতি-যোগ্য নহে দুরাচার।
ধর্ম্মাধর্ম্ম কোন জ্ঞান নাহিক ইহার ॥
এত বলি মুনিগণ উতথ্য-নন্দনে।
সবে হতাদর করে, কেহ নাহি মানে ॥
পত্নীর বিরাগ-পাত্র ক্রমে দ্বিজবর।
পূর্ব্বমত প্রদ্বেষী না করে সমাদর ॥
সেবা ভক্তি নাহি করে, নাহি শুনে কথা।
অনাদর করে সদা, মর্ম্মে দেয় ব্যথা ॥
তাহা দেখি দীর্ঘতমা জিজ্ঞাসে কারণ।
কিসের লাগিয়া মোরে কর অযতন ॥
প্রদ্বেষী কহিল, দেখ বিচারিয়া মনে।
স্বামী যে ভার্য্যার ভর্ত্তা ভরণ-পোষণে ॥
জন্মান্ধ হইয়া তুমি জগতে জন্মিলে।
ভরণ-পোষণ মম কিছু না করিলে ॥
চিরকাল বহি তব সন্তানের ভার।
অতঃপর না পারিব শুন বলি আর ॥
আপন সন্তানে তুমি করহ পালন।
যথায় আমার ইচ্ছা করিব গমন ॥
পত্নীর বচনে ক্রুদ্ধ হয়ে দ্বিজবর।
প্রদ্বেষীরে সম্ভাষিয়া কহে অতঃপর ॥

দিতেছি বিপুল অর্থ করহ গ্রহণ।
পুনশ্চ না কহ হেন পরুষ বচন॥
আর এই শাপ আমি অর্পিলাম তোরে।
ক্ষত্রকুলে জন্ম হবে অর্থলিপ্সা-তরে॥
পত্নী বলে, অর্থে মম নাহি প্রয়োজন।
দুঃখের নিদান অর্থ অনর্থ-কারণ॥
পুত্রগণসহ দ্বিজ তোমারে হে আর।
নারিব পালিতে এই কহিলাম সার॥
এত শুনি দীর্ঘতমা কহেন বচন।
অদ্যাবধি এই বিধি করিনু স্থাপন॥
নারীজাতি জীবিত থাকিবে যতদিন।
ততদিন হয়ে রবে পতির অধীন॥
পতিবাক্যে অবহেলা কভু না করিবে।
প্রাণপণে পতি-প্রিয়-কার্য্য আচরিবে॥
জীবিত থাকিতে পতি অথবা মরণে।
অপর পুরুষে নারী যদি ভাবে মনে॥
নিরয়গামিনী হবে কহিলাম সার।
পতি ভিন্ন গতি আর নাহি অবলার॥
সংসারের সুখভোগে কিছুমাত্র আর।
পতিহীনা নারীর না রবে অধিকার॥
এ সব নিয়ম যেবা করিবে লঙ্ঘন।
তাহার কুযশে পূর্ণ হইবে ভুবন॥
এত যদি কহে দীর্ঘতমা দ্বিজবর।
ক্রোধেতে আকুল তৎপত্নীর অন্তর॥
পুত্রগণে কহে, লয়ে এই পাতকীরে।
সত্বরে ভাসাইয়া দেহ জাহ্নবীর নীরে॥
পিতৃবাক্য শুনি তার মূর্খ পুত্রগণ।
মায়ের নিকটে সবে করিল গমন॥
মাতার বচনে লুব্ধ হয়ে পুত্রগণ।
গঙ্গাতে ফেলিল বাপে করিয়া বন্ধন॥
ভেলার বন্ধনে ভাসি গেল বহুদূর।
দৈবেতে দেখিল তারে বলি মহাশূর॥
ধরিয়া আনিল ভেলা, দেখিল ব্রাহ্মণ।
জিজ্ঞাসিল তাহার যতেক বিবরণ॥
কহিল সকল কথা উতথ্য-নন্দন।
বলি বলে, আমি তোমা করিনু বরণ॥
মোর বংশ বৃদ্ধি কর নিজ তপোবলে।
স্বীকার করিল দ্বিজ দৈত্যপতি-স্থলে॥
গৃহে আনি দ্বিজবরে করিল অর্চ্চন।
সুদেষ্ণা রাণীকে ডাকি বলিল বচন॥
এই দ্বিজে ভজ, হবে বংশের উন্নতি।
দ্বিজ হৈতে হইবেক, আছে হেন নীতি॥
অন্ধ দেখি সুদেষ্ণা করিল অনাদর।
শূদ্রী দাসী পাঠাইল যথা দ্বিজবর॥
দ্বিজের ঔরসে তার হৈল পুত্রগণ।
চারিবেদ ষট্‌শাস্ত্র করে অধ্যয়ন॥
হেনকালে বলি গেল দ্বিজের ভবন।
জিজ্ঞাসিল, এই সব আমার নন্দন॥
দ্বিজ বলে, এরা নহে কুমার তোমার।
শূদ্রী-গর্ভে জন্ম হৈল আমার কুমার॥
অন্ধ দেখি আমারে তোমার পাটেশ্বরী।
না আইল মোর স্থানে অনাদর করি॥
এত শুনি বলি গেল নিজ অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা সুদেষ্ণা রাণীরে॥
তবে ত চলিল রাণী স্বামীর আদেশে।
তিন পুত্র জন্মাইল দ্বিজের ঔরসে॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এ তিন পুত্র নাম।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা হৈল অনুপাম॥
অঙ্গদেশে বসাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র অঙ্গে।
কলিঙ্গ কলিঙ্গদেশে বঙ্গদেশে বঙ্গে॥
এইরূপে দ্বিজ হৈতে ক্ষত্রিয়-উৎপত্তি।
পূর্ব্বাপর আছে মাতা এই বেদনীতি॥
তোমার বিচারে যেই আইসে জননি।
পাত্রমিত্রগণে সব ডাকাও আপনি॥
মন্ত্রী-পুরোহিত লৈয়া করহ বিচার।
ভরত-বংশের হেতু কর প্রতিকার॥

—

● ব্যাসের সত্যবতীসকাশে আগমন

সত্যবতী বলে, পুত্র, তুমি ধর্ম্মাচারী।
তোমার বচন আমি বেদতুল্য ধরি॥
মোর পূর্ব্ব বিবরণ কহি যে তোমাতে।
যখন ছিলাম আমি পিতার গৃহেতে॥
ধর্ম্মে পিতা বাহে নৌকা যমুনার জলে।
একদিন কৌতুকে গেলাম সেই স্থলে॥
দৈবযোগে আসে সেথা মুনি পরাশর।
মহাতেজা জ্যোতির্ম্ময় দেখি লাগে ডর॥
কহিবার যোগ্য পুত্র, নহে ত তোমারে।
সে মুনির কর্ম্ম পুত্র, অদ্ভুত সংসারে॥
মীনের দুর্গন্ধ মোর শরীরে আছিল।
আজ্ঞামাত্র সেই ত সুগন্ধি দেহে হৈল॥
কুজ্ঝটী সৃজিয়া মুনি কৈল অন্ধকার।
মহাভয়ে বশীভূতা হইলাম তাঁর॥
তাঁহার ঔরসে মোর হইল নন্দন।
দ্বীপমধ্যে পুত্র মোর হৈল ততক্ষণ॥
জন্মমাত্র তার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
দ্বীপে জন্ম হৈল, তেঁই দ্বৈপায়ন নাম॥
বেদ চতুর্ভাগ কৈল, ব্যাসি সে-কারণে।
কৃষ্ণ নাম বলি কৃষ্ণ-অঙ্গের কারণে॥
জন্মমাত্র পুত্র তবে যায় তপোবন।
আমারে বলিয়া গেল এই ত বচন॥
ত্বরিতে আসিব মাতা করিলে স্মরণ।
কন্যাকালে পুত্র মোর ব্যাস তপোধন॥
তোমার সম্মতি হৈলে করি যে স্মরণ।
তুমি আমি কহি তারে বংশের কারণ॥
করযোড় করি বলে শান্তনু-নন্দন।
তবে চিন্তা কর মাতা কিসের কারণ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আছে, নাহিক বিচার।
কুলশ্রেয়ঃ কর্ম্ম এই সম্মত আমার॥
তোমার কুমার মাতা ব্যাস তপোধন।
শীঘ্রগতি কর মাতা তাঁহারে স্মরণ॥
ভীষ্মের বচনে দেবী করিল স্মরণ।
দেবগণ-মধ্যে এথা ব্যাস তপোধন॥
নানাশাস্ত্র ধর্ম্ম কহিছেন দেবস্থানে।
উৎকণ্ঠা জন্মিল তাঁর মাতার স্মরণে॥
সেইক্ষণে আসি তথা হৈল উপনীত।
দেখি ভীষ্ম পূজা তাঁরে কৈল বিধিমত॥
চিরদিনে সত্যবতী দেখিয়া নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া পুত্রে করেন ক্রন্দন॥
নয়নেতে নীর ঝরে, দুগ্ধ ঝরে স্তনে।
স্তনদুগ্ধে স্নান করাইল তপোধনে॥
মায়ের রোদন দেখি বিস্ময়-বদন।
কমণ্ডলু-জল মুখে করিল সেচন॥
নিবারিয়া ক্রন্দন বলেন ব্যাস মুনি।
কেন ডাকিয়াছ, আজ্ঞা করহ জননি॥
করিব তোমার প্রিয়, আজ্ঞা দেহ মোরে।
কি কর্ম্ম অসাধ্য তব সংসার-ভিতরে॥
সত্যবতী কহে, পুত্র, কহিতে অশেষ।
আমার দুঃখের কথা, নাহি পরিশেষ॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী গেল স্বর্গবাস।
গন্ধর্ব্বেতে জ্যেষ্ঠপুত্রে করিল বিনাশ॥
কনিষ্ঠ বালকে ভীষ্ম পালন করিল।
কাশীরাজ দুই কন্যা বিবাহ যে দিল॥
বংশ না হইতে তার হইল নিধন।
বিধবা যুগল বধূ নবীন যৌবন॥
কুরুকুল অস্ত যায়, নাহি রাজ্যস্বামী।
এ শোকসাগরে পুত্র, পড়িয়াছি আমি॥
উপায় না দেখি তোমা করিনু স্মরণ।
উপায়ে আমার বংশ করহ রক্ষণ॥
পিতামাতা হৈতে হয় সন্তান সন্ততি।
এক বিনা অন্যে নহে সন্তান-সঙ্গতি॥
তুমি পুত্র যেমন তেমন দেবব্রত।
ইহার-উপায় কর দোঁহার সম্মত॥
আমার বিবাহে ভীষ্ম করিল স্বীকার।
বংশ না করিব, নাহি লব অধিকার॥

সে-কারণে তোমা বিনা না দেখি উপায়।
আপনি উদ্ধার কর, কুল অস্ত যায়॥
ব্যাস বলে, জননি, করিনু অঙ্গীকার।
করিব পালন আজ্ঞা যে হয় তোমার॥
সত্যবতী বলে, তব আছে ভ্রাতৃজায়া।
চঞ্চল-চপলা রূপে কিবা বরকায়া॥
আপন ঔরসে তার দেহ পুত্রদান।
ইহা বিনা উপায় না দেখি আমি আন॥
ব্যাস বলে, মাতা, তুমি ধর্ম্মেতে তৎপরা।
ধর্ম্মের বিহিত এই আছে পরম্পরা॥
তোমার বচন আমি করিব পালন।
রাজ্যহিতে তব কুল করিব রক্ষণ॥
আর এক নিবেদন শুনহ জননি।
পবিত্র হইতে বধূ বলহ আপনি॥
সম্পূর্ণ বৎসর এক ব্রত আচরিবে।
দান-যজ্ঞ-হোম করি পবিত্র হইবে॥
তবে সে পরশ অঙ্গ করিব তাহার।
দেবতুল্য পরাক্রম হইবে কুমার॥
সত্যবতী বলে, পুত্র, বিলম্ব না সয়।
অরাজকে রাজ্য নষ্ট, দুষ্ট জনে ভয়॥
মায়ের বচনে বলে ব্যাস তপোধন।
মোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হবে দরশন॥
সেই মূর্ত্তি দেখি বধূ সহিবারে পারে।
সুপুত্র হইবে তবে তাহার উদরে॥
আসিব বলিয়া তবে গেল মুনি ব্যাস।
সত্যবতী গেল তবে অম্বিকার পাশ॥

——

● ধৃতরাষ্ট্রাদির জন্ম-বিবরণ

মধুর বচনে তারে বলে সত্যবতী।
আমার বচন বধূ, কর অবগতি॥
মজিল ভরত-বংশ নাহিক উপায়।
বংশরক্ষা-হেতু বধূ, কহি যে তোমায়॥
যে উপায় বলে মোরে গঙ্গার কুমার।
সেই ত উপায় আছে নিকটে তোমার॥
তাহার বচন তুমি কর অঙ্গীকার।
পুত্র জন্মাইয়া কর বংশের উদ্ধার॥
অর্দ্ধরাত্রে আসিবেন তোমার ভাসুর।
ভজিবা তাহারে তুমি ভয় করি দূর॥
আপনে থাকিয়া তবে দেবী সত্যবতী।
বিবিধ কুসুমে তার শয্যা দিল পাতি॥
পুনঃপুনঃ কহি দেবী গেল নিজ স্থান।
অর্দ্ধরাত্রে ব্যাসদেব করিল প্রয়াণ॥
কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গ সুপিঙ্গল জটাভার।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যেন ভৈরব-আকার॥
দেখি মহাভয়ে রাণী মুদিল নয়ন।
তবে ব্যাসমুনি হৈল বিস্ময়-বদন॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি কৈল স্নানদান।
প্রাতঃকালে সত্যবতী গেল তাঁর স্থান॥
সত্যবতী বলে, পুত্র, কহ বিবরণ।
ব্যাস বলে, পালিলাম তোমার বচন॥
মহাবলবন্ত মাতা হইবে কুমার।
অযুত হস্তীর বল হইবে তাহার॥
কেবল হইবে অন্ধ জননীর দোষে।
শত পুত্র হইবে যে তাহার ঔরসে॥
সত্যবতী বলে, পুত্র, হৈল অকারণ।
কুরুকুলে অন্ধরাজা না হবে শোভন॥
আর এক পুত্র কর বংশের কারণ।
অঙ্গীকার করি গেল ব্যাস তপোধন॥
তবে দশ মাস পরে ধৃতরাষ্ট্র হৈল।
যুগল নয়ন অন্ধ, মুনি যাহা কৈল॥
পরে যবে অম্বালিকা কৈল ঋতুস্নান।
পুনঃ ব্যাসে সত্যবতী করিল আহ্বান॥
পূর্ব্বভয়ে অম্বালিকা না মুদিল আঁখি।
শরীর পাণ্ডুরবর্ণ হৈল মুনি দেখি॥
তবে ব্যাস মহামুনি মায়েরে কহিল।
আমারে দেখিয়া বধূ পাণ্ডুরাঙ্গ হৈল॥

সে-কারণে হবে পুত্র পাণ্ডুর-বরণ।
এত বলি গেল চলি ব্যাস তপোধন॥
সত্যবতী বলে, পুত্র, কর অবধান।
আর এক পুত্র, দেহ গন্ধর্ব্ব-সমান॥
মায়ের বচনে ব্যাস স্বীকার করিল।
অন্তর্দ্ধান হয়ে মুনি নিজাশ্রমে গেল॥
বৎসরেক বয়স হৈল পাণ্ডু বীর।
অপূর্ব্ব-গঠন রূপ পাণ্ডুর শরীর॥
পুনরপি এল ব্যাস মাতার স্মরণে।
ভয়ে অম্বালিকা নাহি গেল তাঁর স্থানে॥
সেবিকা আছিল তাঁর পরমা সুন্দরী।
পাঠাইল মুনি-স্থানে সুবেশাদি করি॥
নবীন যৌবন তার, হয় শূদ্রজাতি।
মুনির চরণে বহু করিল ভকতি॥
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি বলিল তাহারে।
ধর্ম্মবন্ত পুত্র হবে তোমার উদরে॥
পরম পণ্ডিত হবে নরেতে প্রধান।
বর দিয়া গেল ব্যাস আপনার স্থান॥
মুনিবরে গর্ভ তার হইল উৎপত্তি।
আপনি জন্মিল আসি ধর্ম্ম মহামতি॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অবিরত॥

● বিদুরের জন্ম-বিবরণ

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ বিবরণ।
যম আসি জন্ম নিল কিসের কারণ॥
মুনি বলে, মাণ্ডব্য-নামেতে মুনিবর।
সত্যবন্ত ধর্ম্মশীল তপেতে তৎপর॥
বহুকাল তপ করে বৃক্ষমূলে বসি।
ঊর্দ্ধবাহু মৌনব্রত সদা উপবাসী॥
হেনমতে চিরকাল আছে মুনিবর।
দৈবে এক দিন তথা নগর-ভিতর॥
চুরি করি নগরেতে চোরগণ যায়।
নগর-রক্ষকগণ পাছে পাছে ধায়॥
পলাইতে নাহি পারে যত চোরগণ।
মুনির আশ্রমে প্রবেশিল সর্ব্বজন॥
নানাদ্রব্য নগরেতে যে করিল চুরি।
মুনির আশ্রমে সব রাখিলেক পূরি॥
তার পাছে এল যত রাজচরগণ।
মুনিরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল ততক্ষণ॥
এই পথে আগে আগে চোরগণ এল।
দেখিয়াছ মহাশয় কোন্ পথে গেল॥
কিছু না বলিল মুনি, ছিল মৌনব্রতে।
হেনকালে দ্রব্য দেখে সেই আশ্রমেতে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা দেখে চোরগণ।
চোরগণে ধরি তবে করিল বন্ধন॥
রাজচরগণ তবে করিল বিচার।
ভাবিল সকল কর্ম্ম এই বামনার॥
লোকের ভণ্ডনা করি তপের আরম্ভ।
ইহারে বন্ধন কর, না কর বিলম্ব॥
চৌরগণ সহিত বান্ধিয়া নিল তাঁরে।
চোর ধরিলাম বলি জানায় রাজারে॥
রাজা আজ্ঞা দিল, শূলে দেহ সর্ব্বজনে।
নগর-বাহিরে শূলে দিল ততক্ষণে॥
মাণ্ডব্যেরে শূলে দিল চোরের সহিতে।
চিরদিন আছে মুনি বসিয়া শূলেতে॥
একদিন মুনিগণ দেখিল তাঁহারে।
দেখিয়া পরম চিন্তা হৈল সবাকারে॥
মুনিগণ মিলি তবে সে শূল ধরিল।
অনেক যতনে উপাড়িতে না পারিল॥
জিজ্ঞাসিল মুনিগণ মাণ্ডব্যের প্রতি।
কোন্ পাপে মুনি, তব এতেক দুর্গতি॥
মাণ্ডব্য বলিল, আমি বহু পাপকারী।
কোন্ পাপে হেন শাস্তি বলিতে না পারি
মুনিগণ কথা কহে, শুনিল ভূপতি।
শূলেতে আছয়ে মুনি, রাজা ভীত অতি॥

স্বকুটুম্বসহ সে আইল শীঘ্রগতি।
অশেষ-বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি ॥
না জানিয়া কর্ম্ম হেন করিনু দুষ্কর।
অধম দেখিয়া মোরে ক্ষম মুনিবর ॥
রাজা তাঁরে নানাবিধ করিল বিনয়।
দয়া করি মুনিরাজ হইল সদয় ॥
তবে নরপতি সেই শূল উপাড়িল।
মুনি-অঙ্গ হৈতে শূল কাড়িতে লাগিল ॥
অনেক যতন কৈল নহিল বাহির।
দেখিয়া বিস্মিত চিত্ত হৈল নৃপতির ॥
বাহিরে যতেক ছিল, কাটিয়া ফেলিল।
ভিতরে যে কিছু ছিল ভিতরে রহিল।
তথাপিহ দুঃখ মনে নাহিক মুনির।
নাহিক বেদনা চিত্তে প্রফুল্ল-শরীর ॥
মুনিগর্ভে যুক্ত শূল লোকে অসম্ভাব্য।
সেই হৈতে নাম হইল অণীমাণ্ডব্য ॥
একদিন মুনিবর ভাবিল অন্তরে।
কোন্ পাপে ধর্ম্ম শাস্তি দিলেন আমারে ॥
ধর্ম্মস্থানে এই হেতু জানিতে যুয়ায়।
কোন্ পাপে হেন গতি করিল আমায় ॥
তবে মুনিবর গেল ধর্ম্মের সদন।
কহিল তাঁহারে সব নিজ-বিবরণ ॥
কহ ধর্ম্মরাজ, মোরে কারণ ইহার।
কোন্ দোষে হেন শাস্তি করিলা আমার ॥
ধর্ম্মরাজ বলে, তুমি বালক-বয়সে।
বালক-সহিত ছিলা বাল্যক্রীড়া-রসে।
একদিন ক্ষুদ্র এক পতঙ্গ ধরিলা।
ঈষীকাতে তার গুহে তুমি শূল দিলা ॥
তাহার উচিত শাস্তি পাইলা আপনি।
যাহা করি, তাহা ভুঞ্জি, কহে বেদবাণী ॥
এত শুনি মহাক্রোধে বলে তপোধন।
মম তপোবল আমি দেখাই এখন ॥
অল্প দোষে হেন শাস্তি, এ তব বিচার।
তাহাতে বালক-বুদ্ধি কি জ্ঞান আমার ॥
বাল্যকালে অল্প দোষে এ দণ্ড তোমার।
এমত করিলে তবে মজিবে সংসার ॥
এই হেতু নরলোকে শূদ্রযোনি-মাঝ।
অবশ্য লভিবে জন্ম, শুন ধর্ম্মরাজ ॥
অদ্যাবধি আমি এই দণ্ডের কারণ।
করিতেছি এইরূপ নিয়ম স্থাপন ॥
পাঁচ বর্ষ পর্য্যন্ত যতেক করে পাপ।
তোমার সদনে তার নাহিক সন্তাপ ॥
এত বলি মুনিরাজ চলিল আশ্রম।
তাঁর শাপে শূদ্রযোনি পাইলেন যম ॥
পরম পণ্ডিত বুদ্ধি ধর্ম্মের আচার।
কুরুতে বিদুররূপে যম-অবতার ॥
আদিপর্ব্বে ভারতের বিদুর-উৎপত্তি।
কাশী কহে, যাহা শুনি খণ্ডয়ে বিপত্তি ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বিবাহ

হেন মতে কুরুবংশে তিন পুত্র হৈল।
অহর্নিশি নানাদানে নানাযজ্ঞ কৈল ॥
তিন পুত্রে ভীষ্ম-বীর করেন পালন।
নানা-অস্ত্র-শস্ত্র-শাস্ত্র করান পঠন ॥
কতদিনে দেখি সবে যৌবন-সময়।
বিবাহ-কারণ চিন্তে গঙ্গার তনয় ॥
যদুবংশে সুবল-নামেতে নৃপমণি।
গান্ধারী নামেতে কন্যা তাঁহার নন্দিনী ॥
ভগবানে আরাধিয়া কন্যা পায় বর।
একশত পুত্র হবে মহাবলধর ॥
বার্ত্তা পেয়ে ভীষ্ম-বীর দূত পাঠাইল।
সুবল রাজারে দূত সকল কহিল ॥
বিচিত্রবীর্য্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র নাম।
কুরুবংশে বিখ্যাত ভুবনে অনুপাম ॥
তাঁর হেতু বরিবারে তোমার কুমারী।
ভীষ্ম-বীর পাঠাইলা মোরে শীঘ্র করি ॥

শুনিয়া গান্ধার রাজা ভাবে মনে-মনে।
কুরুকুল মহাবংশ বিখ্যাত ভুবনে ॥
সকল সম্পন্ন দেখি অন্ধমাত্র বর।
না দিলে কুপিত হবে ভীষ্ম কুরুবর ॥
এতেক বিচার করি গান্ধার-রাজন্।
বিবাহের দ্রব্য করিলেন আয়োজন ॥
হস্তী হয় রথ রত্ন শকটে পূরিয়া।
দাস দাসী গো-মহিষ বিপুল করিয়া ॥
শকুনিরে সঙ্গে দিল, অনেক ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দোলে কন্যা দিল করিয়া সাজন ॥
গান্ধারী শুনিল, অন্ধবরে সমর্পিল।
আপন কুকর্ম্ম ভাবি চিত্তে ক্ষমা দিল ॥
শুক্ল পট্টবস্ত্র দেবী শতপুরু করি।
আপন নয়-যুগ বান্ধিল সুন্দরী ॥
পতি-গতি অনুসারি মুদিল নয়ন।
পতিব্রতা গান্ধারীর জগতে ঘোষণ ॥
শকুনি চলিল তবে ভগিনী-সংহতি।
হস্তিনানগরে উত্তরিল শীঘ্রগতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রে সমর্পিল ভগিনী-রতন।
নানারত্ন-অলঙ্কারে করিয়া ভূষণ ॥
হস্তী অশ্ব রথ রত্ন করি বহুদান।
শকুনি আপন দেশে করিল প্রয়াণ ॥

———

● কুন্তীর বরলাভ

জ্যেষ্ঠের বিবাহ দিয়া গঙ্গার নন্দন।
পাণ্ডুর বিবাহ-হেতু সচিন্তিত-মন ॥
শূর নামে যাদব কৃষ্ণের পিতামহ।
কুন্তীভোজ নৃপতিরে বড় অনুগ্রহ ॥
পিতৃষ্বস্ব-পুত্র কুন্তে অপুত্রক দেখি।
পালিবারে দিল কন্যা পৃথা শশিমুখী ॥
পৃথারে আনিয়া বলে কুন্তী-নরপতি।
অতিথি-শুশ্রূষা তুমি কর গুণবতী ॥
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে কন্যা পূজে অতিথিরে।
কতকালে আইল দুর্ব্বাসা সেই ঘরে ॥
মুনিরাজে দেখি কন্যা পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
আপনার হস্তে দুই পদ প্রক্ষালিল ॥
রত্নময় খাটে তবে করায় শয়ন।
মিষ্টান্ন পক্বান্ন দিয়া করায় ভোজন ॥
করযোড় করি কুন্তী মুনি-আগে রয়।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল মুনি মহাশয় ॥
তুষ্ট হৈয়া বলিল দুর্ব্বাসা মহামুনি।
এক মন্ত্র দিব তোমা লহ সুবদনি ॥
মন্ত্র জপি যেই দেবে করিবা স্মরণ।
তোমার অগ্রেতে সে আসিবে ততক্ষণ ॥
এত বলি মন্ত্র দিয়া গেল মুনিবর।
মন্ত্র পেয়ে পৃথা-দেবী হরিষ-অন্তর ॥
পরীক্ষা করিতে মন্ত্র ভোজের নন্দিনী।
মন্ত্র জপি স্মরণ করিল দিনমণি ॥
পৃথার স্মরণে তথা এল দিনকর।
সূর্য্য দেখি পৃথা হৈল বিরস অন্তর ॥
করযোড় করি কুন্তী প্রণাম করিল।
সবিনয়ে পৃথাদেবী বলিতে লাগিল ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র আমি পরীক্ষা-কারণ।
শেষ না গণিয়া করি তোমারে স্মরণ ॥
অপরাধ করিলাম অজ্ঞান-মোহিত।
বামা জাতি সদা দোষ ক্ষমিতে উচিত ॥
সূর্য্য বলে, ব্যর্থ নহে মুনির বচন।
ব্যর্থ নহে কন্যা, কভু মম আগমন ॥
প্রথম লইয়া মন্ত্র ডাকিলা আমারে।
তব মন্ত্র ব্যর্থ হবে না ভজিলে মোরে ॥
পৃথা বলে, দেখ মম শৈশব বয়স।
করিলে কুৎসিত কর্ম্ম রবে অপযশ ॥
দিনকর বলে, ভয় না করহ মনে।
মোর হেতু দোষ তব না হবে ভুবনে ॥
প্রবোধিয়া পৃথারে সে অনেক প্রকার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥

তাঁর বীর্য্যে গর্ভে এক হইল নন্দন।
জন্ম হৈতে অক্ষয়-কবচ-বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল শোভে সুবর্ণ-মণ্ডিত।
পুত্র দেখি পৃথাদেবী হইল বিস্মিত॥
লোকখ্যাত হবে বলি হইল বিরস।
কুলেতে কলঙ্ক কর্ম্ম, লোকে অপযশ॥
এতেক চিন্তিয়া পৃথা পুত্র লৈয়া কোলে।
তাম্রকুণ্ডে করি ভাসাইয়া দিল জলে॥
এক সূত সদা করে যমুনায় স্নান।
ভাসি যায় তাম্রকুণ্ড দেখে বিদ্যমান॥
ধরিয়া আনিয়া দেখে সুন্দর কুমার।
আনন্দে লইয়া গেল গৃহে আপনার॥
রাধা-নামে ভার্য্যা তার পরমা সুন্দরী।
অপুত্রক আছিল পুষিল পুত্র করি॥
বসুসেন নাম করি থুইল তাহার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন চন্দ্রের আকার॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ হইল মহাবীর।
অহর্নিশ আরাধন করয়ে মিহির॥
জিতেন্দ্রিয় মহাবীর ব্রতে অনুরত।
ব্রাহ্মণেরে দান বীর দেয় অনুব্রত॥
যেই যাহা চাহে, দিতে নাহি করে আন।
প্রাণ কেহ নাহি চায়, তেঁই রহে প্রাণ॥
তাহারে দেখিয়া সাধু দেব পুরন্দর।
পুত্রহিতে মায়ায় ব্রাহ্মণ-কলেবর॥
কুণ্ডল কবচ দান মাগিল তাহারে।
ততক্ষণে অঙ্গ কাটি দিল পুরন্দরে॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুরে কাটে তিন অঙ্গ আপনার।
সেই হৈতে কর্ণ নাম ঘোষয়ে সংসার॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বলে, লহ বর।
একাঘ্নী মাগিয়া নিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
একাঘ্নী নামেতে অস্ত্র জানে ত্রিভুবন।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
কর্ণ নাম দিয়া ইন্দ্র গেল নিজপুর।
সেই হৈতে হৈল কর্ণ ঘোষে তিন পুর॥

পাণ্ডু ও বিদুরের বিবাহ

ভোজের নন্দিনী পৃথা রহে পিত্রালয়ে।
স্বয়ম্বর করিল সে যৌবন-সময়ে॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
আইল সকল রাজা তার নিমন্ত্রণে॥
বসিল সকল রাজা যার যেই স্থান।
মধ্যেতে বসিল পাণ্ডু ইন্দ্রের সমান॥
গ্রহগণমধ্যে যেন শোভে দিনকর।
পাণ্ডুতেজে আচ্ছাদিল যত নৃপবর॥
পাণ্ডুরে দেখিয়া পৃথা উল্লসিত-মন।
গলে মাল্য দিয়া তাঁরে করিল বরণ॥
ভোজরাজ পাণ্ডুর করিল সুসম্মান।
নানারত্নে ভূষিয়া করিল কন্যাদান॥
রাজগণ চলি গেল যে যার নগরে।
কুন্তী লৈয়া পাণ্ডু এল আপনার ঘরে॥
পুরন্দর-কোলে যেন পুলোমা-নন্দিনী।
রজনীপতির কোলে শোভিতা রোহিণী॥
হস্তিনানগরে লোক হৈল হরষিত।
স্থানে স্থানে নগরে হইল নৃত্য-গীত॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিচারিয়া মনে।
বংশবৃদ্ধি-হেতু আর বিবাহ কারণে॥
শল্য নামে রাজা আছে মদ্রের ঈশ্বর।
পৃথিবীতে বিখ্যাত অতুল গুণধর॥
তাহার ভগিনী আছে পরমা সুন্দরী।
বার্ত্তা পেয়ে গেল ভীষ্ম তাহার নগরী॥
শল্যরাজ শুনিল ভীষ্মের আগমন।
আগুসরি নিজ গৃহে নিল ততক্ষণ॥
নানামতে গঙ্গাপুত্রে করিয়া পূজন।
জিজ্ঞাসিল কোন্ কার্য্যে এথা আগমন॥
ভীষ্ম বলে, তুমি রাজা, বিখ্যাত সংসার।
বন্ধুত্ব করিতে ইচ্ছা হয়েছে আমার॥
তোমার ভগিনী আছে, কহে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার নন্দনে মম কর সমর্পণ॥

হাসিয়া যে বলে শল্য, বিধি মিলাইল।
কে জানে এমত ভাগ্য আমার যে ছিল ॥
একমাত্র নিবেদন আছয়ে আমার।
পূর্ব্বাপর আছয়ে আমার কুলাচার ॥
ঠেলিতে না পারি কৈল পিতামহ পিতা।
তোমারে কহিতে যোগ্য নহে সেই কথা ॥
তব স্থানে ধন লই, নহি যে নির্ধন।
কেবল চাহি যে কুলধর্ম্মের রক্ষণ ॥
শল্যের বচনে ভীষ্ম বুঝিল কারণ।
কুলধর্ম্মরক্ষা-হেতু কর্ত্তব্য যতন ॥
ইন্দ্র-প্রতি প্রজাপতি বলিল বচন।
দোষকর্ম্ম কুলধর্ম্ম না করি লঙ্ঘন ॥
আপন কুলের ধর্ম্ম করিবে পালন।
নাহিক তাহাতে দোষ বেদের বচন ॥
এত বলি ভীষ্ম দিল অমূল্য রতন।
সাত কুম্ভ পূর্ণ করি দিলেন কাঞ্চন ॥
অশ্ব রথ গজ দিল বিচিত্র বসন।
ধনলাভে প্রীত হৈল মদ্রের নন্দন ॥
নানারত্নে ভূষিয়া ভগিনী আনি দিল।
মাদ্রী লৈয়া ভীষ্মদেব নিজদেশে গেল ॥
পাণ্ডুর বিবাহে মহা উৎসব করিল।
দেখিয়া মাদ্রীর রূপ পাণ্ডু হৃষ্ট হৈল ॥
যুগল বনিতা পাণ্ডু দেখিয়া সমান।
দুই ভার্য্যা সম ভাব নাহি ভেদজ্ঞান ॥
তবে পাণ্ডু কত দিনে সবার অগ্রেতে।
প্রতিজ্ঞা করিল দিগ্‌বিজয় করিতে ॥
পদাতি রথাশ্ব গজ চতুরঙ্গ দলে।
সাজিয়া পশ্চিমদিকে গেল মহাবলে ॥
দশার্ণ দেশের রাজা পূর্ব্ব অপরাধী।
জিনিয়া পাইল তারে বহু রত্ননিধি ॥
মগধ রাজ্যেতে যিনি মদ্ররথ রাজা।
মিথিলা-ঈশ্বর কাশীচণ্ড মহাতেজা ॥
জ্বলদগ্নিসম তেজ পাণ্ডু মহামতি।
একে-একে জিনিল সকল নরপতি ॥

তবে ত সকল রাজা একত্র হইয়া।
পাণ্ডুর সহিত যুদ্ধ করিল আসিয়া ॥
না পারিয়া ভঙ্গ দিল যত নৃপবর।
পাণ্ডুরে পূজিয়া তবে দেয় রাজকর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ গবী বিবিধ রতন।
আর কত ধন দিল না যায় গণন ॥
রাজগণ জিনি পাণ্ডু লয়ে রাজকর।
আপনার রাজ্যে গেল হস্তিনানগর ॥
পাণ্ডুর মহিমা-যশে পৃথিবী পূরিল।
পূর্ব্বেতে ভরত রাজা যে কর্ম্ম করিল ॥
পাণ্ডু-প্রতি বড় প্রীত গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি করে মস্তক চুম্বন ॥
তবে একে একে পাণ্ডু সবারে বন্দিল।
যতেক আনিল দ্রব্য ধৃতরাষ্ট্রে দিল ॥
ধন পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র করিল সম্মান।
দীন দুঃখী জনে রাজা করে বহু দান ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ বহু ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
হস্তী হয় গবী স্বর্ণ ভূমি দান দিল ॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিয়া পাণ্ডু রাজ্য-অধিকার।
মৃগয়াতে রত সদা বনেতে বিহার ॥
কুন্তী-মাদ্রী-সহ রাজা সদা থাকে বন।
যথা থাকে তথা যেন হস্তিনা-ভুবন ॥
তবে কতদিনে ভীষ্ম বিদুর-কারণ।
দেবক রাজার কন্যা করিল বরণ ॥
দেবক রাজার কন্যা নামে পরাশরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥
মহাধর্ম্মশীল এই বিদুর হইতে।
জন্মিল নন্দনগণ সে কন্যা-গর্ভেতে ॥
পিতার সমান তারা অতি নম্র ধীর।
অসামান্য গুণশালী ধর্ম্মেতে সুস্থির ॥
কুরুবংশবৃদ্ধি-কথা যেই নর শুনে।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সাগর।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশী কহে নিরন্তর ॥

অনুপম রূপ ধর বর্ণিতে না পারি।
তোমাতে মজিল মন হও মোর নারী॥ পৃষ্ঠা ৭৭

● গান্ধারীর শত সন্তান প্রসব

মুনিবর কন, শুন নৃপধন,
পূর্ব্ব-পিতামহ-কথা।
ব্যাস তপোনিধি, পূজে নিরবধি,
গান্ধারী সুবল-সুতা॥
তাঁর সেবাবশে, বর দিল ব্যাসে,
হইয়া হরিষযুত।
মহা বলবান্, স্বামীর সমান,
পাইয়া শতেক সুত॥
পরম হরিষে, কতেক দিবসে,
গর্ভ ধরিল গান্ধারী।
দশ মাস যায়, প্রসব না হয়,
চিত্তে চিন্তিত সুন্দরী॥
হেনকালে ধ্বনি, আচম্বিতে শুনি,
কুন্তীর পুত্র হইল।
শুনিয়া গান্ধারী, আপনা পাসরি,
মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িল॥
পুত্র হৈলে জ্যেষ্ঠ, রাজ্যে হবে শ্রেষ্ঠ,
কুরুকুলে হবে রাজা।
কুন্তী ভাগ্যবতী, পাইল সন্ততি,
সবাই করিবে পূজা॥
আমি অভাগিনী, পরম পাপিনী,
কর্ম্মফল আপনার।
দ্বিবৎসর হৈল, কিছু না জন্মিল,
পরিশ্রমমাত্র সার॥
প্রসবি যদ্যপি, ভাবনা তথাপি,
সহজে হইবে দাস।
হেন অনুমানে, দৃঢ় কৈল মনে,
গর্ভ করিব বিনাশ॥
লোহার মুদ্গরে, আপন উদরে,
নির্ঘাত করিয়া হানে।
পাইয়া আঘাত, গর্ভ হৈল পাত,
ধৃতরাষ্ট্র নাহি জানে॥

নাহি পদ মুণ্ড, সবে মাংসপিণ্ড,
গান্ধারী প্রসব হৈল।
ডাকাইয়া দাসী, চিত্তে ঘৃণা বাসি,
ফেলাইতে ইচ্ছা কৈল॥
জানিয়া কারণ, মুনি দ্বৈপায়ন,
আসি হৈল উপনীত।
বলে ক্রোধ করি, শুন গো গান্ধারী,
এ কর্ম্ম কোন্ বিহিত॥
জানি সর্ব্ব ধর্ম্ম, কর হেন কর্ম্ম,
তোমার উচিত নহে।
হিংসা মহাক্লেশ, অধর্ম্ম অশেষ,
আপনা-আপনি দহে॥
শুনিয়া বচন, লজ্জিত-বদন,
কহে করযোড় করি।
তোমার বচন, হইল লঙ্ঘন,
এ বড় বিস্ময় হেরি॥
তুমি দিলা বর, শতেক কুমার,
হবে বলি আশা ছিল।
যুগল বরষে, মহাশ্রম-ক্লেশে,
মাংসপিণ্ড জনমিল॥
বলে ব্যাস মুনি, শুন সুবদনি,
মোর বাক্য অন্য নয়।
দুঃখ পরিহর, মোর বাক্য ধর,
হইবে শত তনয়॥
শত কুম্ভ করি, ঘৃতে তাহা ভরি,
মাংসপিণ্ড সিঞ্চ জলে।
এত বলি মুনি, সিঞ্চিল আপনি,
মাংসপিণ্ড করি কোলে॥
শীতল জলেতে, সিঞ্চিতে সিঞ্চিতে,
যেন বিধি নিরমিল।
এক মাংসপিণ্ড, হৈল খণ্ড খণ্ড,
একাধিক শত হৈল॥
অঙ্গুলীর পর্ব্ব, প্রায় হৈল খর্ব্ব,
ঘৃতকুম্ভে লৈয়া তুলে।

তবে তপোধন, সুদৃঢ় বদন,
গান্ধারী দেবীরে বলে ॥
এই কুম্ভগণে, রাখিবা যতনে,
নাহি হও উতরোল।
আপন-ইচ্ছায়, জানাহ রাজায়,
নাহি ভাঙ্গ মোর বোল ॥
এত বলি ঋষি, হিমালয়বাসী,
গেল হিমালয়ে চলি।
তবে কত দিনে, হৈল দুর্য্যোধনে,
মূর্ত্তিমন্ত যুগ কলি ॥
ভীম যেই দিনে, জন্মিল কাননে,
সেই দিনে দুর্য্যোধন।
জনমমাত্রেকে, ঘন ঘন ডাকে,
যেন গর্দ্দভ-গর্জ্জন ॥
তার ডাক শুনি, যেন গৃধ্রধ্বনি,
গৃধ্রগণ সব ডাকে।
কুক্কুর শৃগাল, ডাকে পালে পাল,
নগর পূরিল কাকে ॥
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
দশদিক্ যায় পুড়ি।
মুদিল মিহির, বরিষে রুধির,
ঝনঝনা হয় গিরি ॥
এ সব চরিত, দেখি বিপরীত,
চিন্তিত কৌরবপতি।
ভীষ্ম মহামতি, বিদুর প্রভৃতি,
আনাইল শীঘ্রগতি ॥
সবার অগ্রেতে, লাগিল কহিতে,
ধৃতরাষ্ট্র গুণাধার।
শব্দ শুনা গেল, পাণ্ডুপুত্র হৈল,
বংশের জ্যেষ্ঠকুমার ॥
রাজা হবে সেহ, নাহিক সন্দেহ,
মোর মন তাহে সুখী।
মোর পুত্র হৈতে, অতি বিপরীতে,
বহু অমঙ্গল দেখি ॥
বিধান ইহার, করিয়া বিচার,
কহ মোরে সর্ব্বজন।
রাজার বচন, শুনি সর্ব্বজন,
বিদুর কৈল তখন ॥
ভারত-সঙ্গীত, ভুবন-মোহিত,
কেবল অমৃতনিধি।
কাশীদাস কয়, খণ্ডে যমভয়,
পান করি নিরবধি ॥

দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে বিদুরের মন্ত্রণা ও দুঃশলার জন্ম-বিবরণ

বিদুর বলেন, শুন শুন মহারাজ।
যত অমঙ্গল দেখি ভাল নহে কাজ ॥
ইথে প্রায়শ্চিত্ত রাজা কিছু নাহি আর।
তবে সে মঙ্গল হয়, ত্যজ এ কুমার ॥
কুলের অন্তক রাজা, এ পুত্র তোমার।
ইহাকে পালিলে দুঃখ পাইবা অপার ॥
নিজ কুল-হিত যদি চিন্তহ রাজন্।
এক ঊন হৌক তব শতেক নন্দন ॥
কুলাঙ্গার এই শিশু তোমার যে হৈল।
নিশ্চয় জানিহ এই অধর্ম্ম জন্মিল ॥
কুলের কারণ রাজা, ত্যজি এক জন।
কুল ত্যাগ করি রাজা, গ্রামের কারণ ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা, জনপদ-হিতে।
পৃথিবীকে ত্যজি রাজা, আপনা রক্ষিতে ॥
হেন নীতিশাস্ত্রে রাজা, আছে পূর্ব্বাপর।
জ্যেষ্ঠ পুত্র ম্লার বংশ রাখ নৃপবর ॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল।
পুত্রস্নেহে ধৃতরাষ্ট্র হেলন করিল ॥
তবে আর ঊনশত হইল নন্দন।
হেনমতে হৈল ভাই এক শত জন ॥
একশত পুত্র হৈল কন্যা এক গণি।
শুনি মুনিবরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি ॥

আপনি বলিলা ব্যাসদেবের যে বরে।
একশত পুত্র হবে গান্ধারী-উদরে ॥
অধিক হইল কন্যা কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, শুন তত্ত্ব শ্রীজনমেজয়।
যখন বিভাগ করে ব্যাস মহাশয় ॥
সতী পতিব্রতা দেবী সুবল-নন্দিনী।
মনেতে বাঞ্ছিল, এক কন্যা দেহ মুনি ॥
শুনিয়াছি, স্ত্রীলোকের কন্যায় পীরিতি।
দানেতে অক্ষয় স্বর্গ আছে হেন নীতি ॥
শত পুত্র বর দিল ব্যাস মহামুনি।
নাহিক সন্দেহ পুত্র হইবে এখনি ॥
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী।
পতিব্রতা হই আমি, পতি মোর গতি ॥
ব্রাহ্মণেরে গবী দিয়া থাকি কোটি কোটি।
তবে মোর ইথে কন্যা হবে একগুটি ॥
ব্রত-তপ ক'রে থাকি গুরুর সেবন।
যদি কভু পূজে থাকি দেব-দ্বিজগণ ॥
গান্ধারী-মানস আর বিধির সৃজন।
মাংসপিণ্ড ব্যাস যবে করিল সিঞ্চন ॥
একশত এক ভাগ মাংসপিণ্ড হৈল।
দেখি মহামুনি ব্যাস গান্ধারীকে কৈল ॥
আমার বচন বধূ, কভু মিথ্যা নয়।
এই দেখ পাইলাম শতেক তনয় ॥
একখানি অধিক যে সুবল-নন্দিনী।
তোমার মানস হৈতে হৈল একখানি ॥
শুনি হরষিত হৈল সুবল-দুহিতা।
সে-কারণে অধিক হইল এক সুতা ॥
অন্যা ধৃতরাষ্ট্র-ভার্য্যা বৈশ্যের কুমারী।
বহু সেবা ধৃতরাষ্ট্রে করিল সুন্দরী ॥
তাহার উদরে হৈল একই নন্দন।
যুযুৎসু বলিয়া নাম জানে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে একত্রেতে শত সহোদর।
সবে মহাবলবন্ত পরম সুন্দর ॥
বিবাহ করিল সবে রাজার কুমারী।
জয়দ্রথে সমর্পিলা দুঃশলা সুন্দরী ॥
কৌরবের জন্মকথা কহিলাম সব।
বলি, শুন, পাণ্ডবের যেমতে উদ্ভব ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরি।
একমনে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
ইত্যাদি নাহিক সুখ ত্রৈলোক্য-ভিতর ॥
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশী রচিলা পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
শুন শুন ওরে ভাই, হয়ে একমন।
অপূর্ব্ব-ভারত-গাথা ব্যাসের রচন ॥

● মৃগরূপী ঋষিকুমারের প্রতি পাণ্ডুর শরাঘাত ও অভিশাপ প্রাপ্তি

চিরকাল বৈসে পাণ্ডু বনের ভিতর।
সঙ্গে দুই ভার্য্যা আর কত অনুচর ॥
নিরন্তর ভ্রমে পাণ্ডু মৃগ-অন্বেষণে।
পর্ব্বতকন্দর ঘোর মহা শালবনে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী খড়্গী ভল্লুক শূকর।
পাইয়া পাণ্ডুর শব্দ যায় বনান্তর ॥
হেনমতে একদিন দেখে নৃপবর।
হরিণীযূথের মধ্যে মৃগ একেশ্বর ॥
কিন্দম নামেতে সেই ঋষির কুমার।
মৃগরূপ ধরি করে মৃগীতে শৃঙ্গার ॥
মৃগ দেখি কুরুপুত্র প্রহারিল শর।
তীক্ষ্ণশরে ভেদিল ঋষির কলেবর ॥
শরাঘাতে ঋষিপুত্র করে ছট্‌ফটি।
মৃগীর উপর হৈতে ভূমে পড়ে লুটি ॥
ডাক দিয়া ঋষিপুত্র পাণ্ডু-প্রতি বলে।
ধার্ম্মিক পণ্ডিত হৈয়া কি কর্ম্ম করিলে ॥
মূর্খ দুরাচার যেই হিংসা করে পরে।
পরম শত্রুকে হেন সময়ে না মারে ॥

পাণ্ডু বলে, মৃগ তুমি নিন্দ কি কারণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে মৃগ মারি পাই হে যখন ॥
কুম্ভযোনি করিলেন ভক্ষ্য মৃগগণ।
দেবঋষি-ভক্ষ্যহেতু মৃগের সৃজন ॥
রিপুসম মৃগে অস্ত্র করিব প্রহার।
নীতিশাস্ত্রে কহে হেন ক্ষত্রিয়-আচার ॥
ঋষি কহে, মৃগবধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
রমণে বিরোধ করা মহাপাপকর্ম্ম ॥
কুরুবংশে জন্মি কর হেন অনুচিত।
রতিরসে জ্ঞানী, সব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ॥
রাজা হ'য়ে নিজে কর হেন পাপাচার।
রাজা যদি পাপ করে মজিবে সংসার ॥
ঋষির নন্দন আমি তপের সাগর।
সকল ত্যজিয়া থাকি বনের ভিতর ॥
মৃগরূপে করি আমি হরিণী-রমণ।
হেনকালে তুমি মোরে করিলা নিধন ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জান আমারে।
সেই-হেতু ব্রহ্মবধ নহিবে তোমারে ॥
মৃগদেহ মারিলা ইহাতে পাপ নয়।
এই পাপ, মারিলা যে মৈথুন-সময় ॥
এই হেতু শাপ আমি দিতেছি রাজন্।
মৈথুন-সময়ে হবে তোমার মরণ ॥
আমি যথা অশুচিতে যাই পরলোকে।
এই মত অশুচিতে লবে যম তোকে ॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি নহিবে তোমার।
কভু মিথ্যা নহিবেক বচন আমার ॥
এত বলি ঋষিপুত্র ত্যজিল জীবন।
দেখিয়া পাণ্ডুর হৈল বিষণ্ণ বদন ॥

● পত্নীগণসহ পাণ্ডুর রাজ্যত্যাগ

শোকেতে আকুল হৈয়া করেন ক্রন্দন।
প্রদক্ষিণ করি মৃত ঋষির নন্দন ॥
ভার্য্যাসহ কান্দেন যেমন বন্ধুশোকে।
অশেষ-বিশেষে রাজা নিন্দে আপনাকে ॥
কেন হেন বড় কুলে হইনু উদ্ভব।
আপনার কর্ম্মভোগ করে লোক সব ॥
শুনিয়াছি, পিতা করিলেন কদাচার।
কামলোভে অল্পকালে তাঁহার সংহার ॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মম সহজে অধম।
দুষ্টবুদ্ধি দুরাচার তেঁই ব্যতিক্রম ॥
রাজনীতি ধর্ম্ম কত আছয়ে সংসারে।
সব ত্যজি ভ্রমি মৃগ-বধ অনুসারে ॥
সমুচিত ফল তার হৈল এতকালে।
খণ্ডন না হয়, কর্ম্ম-অনুসারে ফলে ॥
আজি হৈতে ত্যজিলাম সংসার-বিষয়।
শরীর ত্যজিব তপ করিয়া নিশ্চয় ॥
একাকী হইয়া পৃথ্বী করিব ভ্রমণ।
সকল ইন্দ্রিয়গণে করিব দমন ॥
কুন্তী-মাদ্রী-প্রতি রাজা বলিছে বচন।
হস্তিনানগরে দোঁহে করহ গমন ॥
ভীষ্ম জ্যেষ্ঠতাত আর মাতাঠাকুরাণী।
সত্যবতী পিতামহী, অন্ধ নৃপমণি ॥
বিদুর প্রভৃতি যত সুহৃদ্ সকল।
যে দেখিলা, শুনিলা, কহিবা অবিকল ॥
এত শুনি দুই জনে করেন ক্রন্দন
কান্দিতে কান্দিতে কহে করুণ বচন ॥
কি দোষে আমরা দোষী তোমার চরণে।
হস্তিনানগরে যেতে বল কি কারণে ॥
তোমা বিনা শরীর ধরিব কোন্ কাজে।
কিবা ফল পাইব থাকিয়া গৃহমাঝে ॥
তোমা বিনা রাজা গতি নাহি মো'সবার।
তোমার যে গতি সেই গতি দোঁহাকার ॥
তপস্যা করিব দোঁহে তোমার সংহতি।
তোমার সেবনে রাজা পাইব সদ্গতি ॥
ফলাহারী হৈব করি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ।
নানাতীর্থ স্বচ্ছন্দে ভ্রমিব তব সহ ॥

হেনমতে আশ্রমে আছয়ে সন্ন্যাসেতে।
ধর্ম্মপত্নী দোঁহে, দোষ নাহিক ইহাতে ॥
নিশ্চয় নৃপতি যদি না লবে সংহতি।
ক্ষণেক রহিয়া যাহ, শুন নরপতি ॥
তোমার অগ্রেতে মোরা পশিব আগুনে।
স্বচ্ছন্দে গমন কর যেথানে সেখানে ॥
অনেক বিনয় করি কান্দে দুইজন।
দেখিয়া ব্যাকুলচিত্ত হইল রাজন্ ॥
পাণ্ডু বলে, নিশ্চয় সহিত যদি যাবে।
তোমরা অশেষ ক্লেশ অরণ্যেতে পাবে ॥
গাছের বাকল পর ত্যজহ বসন।
শিরে জটা ধর আর ত্যজ আভরণ ॥
ফলমূলাহারী হও ত্যজ দিব্যাহার।
লোভ মোহ কাম ত্যজ ক্রোধ অহঙ্কার ॥
স্বামীর বচন তবে শুনি দুই জন।
ততক্ষণে পরিত্যাগ করে আভরণ ॥
গলা হৈতে খুলে সবে-সুবর্ণের হার।
শ্রবণে কুণ্ডল ত্যজে সূর্য্যদীপ্তি যার ॥
চরণ-নূপুর আর করের কঙ্কণ।
বসন-ভূষণ-আদি যত আভরণ ॥
কবরী এলায়ে কৈল শিরে জটাভার।
নৃপতির অগ্রে দিল সব অলঙ্কার ॥
দেখিয়া নৃপতি মনে হইল বিস্ময়।
দোঁহার দেখিয়া বেশ বিদরে হৃদয় ॥
তবে রাজা ত্যজিলেন নিজ অলঙ্কার।
করিয়া সকল ত্যাগ তপস্বী-আচার ॥
রত্ন-অলঙ্কার দ্বিজে করিলেন দান।
তপস্যা করিতে রাজা করেন প্রস্থান ॥
অনুচরগণ যত আছিল সংহতি।
সবাকারে বলিলেন পাণ্ডু নরপতি ॥
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন।
সবাকারে কহিবা আমার বিবরণ ॥
যত্নে প্রবোধিবা সবে মায়ের ক্রন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্রে প্রবোধিবা মধুর-বচনে ॥

পাণ্ডুর বচন যত শুনি সর্ব্বজন।
হাহাকার-শব্দ করি করয়ে ক্রন্দন ॥
সঘনে নিঃশ্বাস, মুখে কাতর বচন।
হস্তিনানগরে সবে করিল গমন ॥
একে একে সবারে কহিল সমাচার।
শুনি পুরলোক সবে করে হাহাকার ॥
অন্তঃপুরে উঠিল ক্রন্দন-মহারোল।
প্রলয়কালেতে যেন সাগর-কল্লোল ॥
গাঙ্গেয় বিদুর আদি আর যত জন।
পাণ্ডুর শোকেতে করে সকলে ক্রন্দন ॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র রাজা অত্যন্ত অস্থির।
নাহি রুচে অন্ন-জল, না হন বাহির ॥
রত্নময় পালঙ্ক ছাড়িয়া নৃপবর।
ভূমে গড়াগড়ি যায় শোকেতে কাতর ॥
হেনমতে রোদন করিছে বন্ধুগণ।
হেথা পাণ্ডু প্রবেশিল গহন কানন ॥

পাণ্ডুর শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে গমন

চৈত্ররথ-নামে বন অতি সে বিস্তর।
গন্ধর্ব্ব অপ্সর তথা করিছে বিহার ॥
সে-বন ত্যজিয়া যান নৈমিষ-কানন।
বহু নদনদী দেশ করিয়া লঙ্ঘন ॥
তিনে হিমালয় করিলেন আরোহণ।
তথা হৈতে চলিলেন শ্রীগন্ধমাদন ॥
তথায় আছয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।
মহাপুণ্য-তীর্থ যাহা বাঞ্ছিত অমর ॥
তাহে স্নান করিয়া গেলেন তিনজন।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে করেন আরোহণ ॥
মহা-উচ্চ গিরিবর দেখিতে উত্তম।
অনেক তপস্বী-ঋষিগণের আশ্রম ॥
পর্ব্বত পাইয়া রাজা আনন্দিত মন।
তপস্যা করেন তথা সহ ঋষিগণ ॥

করেন কঠোর তপ তথা তিন জন।
দিনশেষে ফলমূল করেন ভক্ষণ ॥
বরষা আতপ শীত সহি কালধর্ম্ম।
কেবল শরীর তিনে সার অস্থিচর্ম্ম ॥
ঘোর তপ দেখিয়া বাখানে ঋষিগণ।
তপস্যাতে সিদ্ধ হইলেন তিনজন ॥
স্বর্গেতে যাইতে শক্তি হৈল, হেন বাসি।
তথা হৈতে গেলেন প্রণমি সব ঋষি ॥
অতি উচ্চ গিরিবর পরশে গগন।
স্বর্গেতে যাইতে করিলেন আরোহণ ॥
পথেতে দেখেন সব দেবতার স্থান।
নানারত্নে বিভূষিত বিচিত্র বিমান ॥
দেখেন গঙ্গার মধ্যে প্রবল তরঙ্গ।
দেবকন্যাগণ তথা করে ক্রীড়ারঙ্গ ॥
কোন স্থানে দেখিলেন পর্ব্বত-উপর।
জলধরগণে বৃষ্টি করে নিরন্তর ॥
অন্তরেতে তাহার অগম্য ভূমি দেখি।
আছুক অন্যের কাজ যেতে নারে পাখী ॥
তিন জনে দেখিলেন তথা ঋষিগণ।
ডাক দিয়া ঋষিগণ বলেন বচন ॥
কোথাকারে যাহ হে তোমরা তিনজন।
অগম্য বিষম ভূমি যাহ কি কারণ ॥
কোথা তব ধাম, ওহে, কহিবে নিশ্চয়।
কিবা নাম কোথা হৈতে আইলে হেথায় ॥
ঋষিগণ-বচনে বলেন নরপতি।
পাণ্ডু নাম মম, কুরুবংশেতে উৎপত্তি ॥
অপুত্রক হইলাম নিজ কর্ম্মদোষে।
সংসার ত্যজিয়া আমি যাই স্বর্গবাসে ॥
শুন শুন মহামুনি, করি নিবেদন।
নিশ্চয় কহিব আমি তব বিদ্যমান ॥
মর্ত্ত্যেতে মানব-জন্ম হইল আমার।
নাহি হৈল কলেবর ঋণ হৈতে পার ॥
সংসারের মধ্যে ঋণ শুন মুনিবর।
বিস্তারিয়া সব কথা কহি বরাবর ॥
চারি ঋণ লইয়া মনুষ্য দেহ ধরে।
ঋণ হৈতে পার হৈলে মুক্ত কলেবরে ॥
যজ্ঞ করি দেবঋণে হইবেক পার।
মুনিগণে তুষিবেক করি ব্রতাচার ॥
পিতৃঋণে মুক্ত হয় পিতৃপিণ্ড দিয়া।
মনুষ্যঋণেতে পার অতিথি সেবিয়া ॥
ঋণে পার হইলাম আমি তিন স্থানে।
সবে না হইনু পার পিতৃগণ-ঋণে ॥
আপন কুকর্ম্ম-ফল না হয় খণ্ডন।
শরীর ত্যজিতে আমি যাই সে-কারণ ॥
ঋষিগণ বলে, তুমি পণ্ডিত সুজন।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
পুত্রহীন জন স্বর্গে যাইতে না পারে।
দ্বারপালগণ তথা দ্বাররক্ষা করে ॥
অকারণে তথাকারে যাও নরপতি।
কদাচিত না পাইবা স্বর্গের বসতি ॥
শুন ওহে মহারাজ, আমার বচন।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিলে হয় অবশ্য মরণ ॥
পৃথিবীতে জন্ম হয় মহাপুণ্যফলে।
তাহার বৃত্তান্ত আমি কহিব সকলে ॥
পৃথিবীতে বহু দান-পুণ্য লোকে করে।
বহু তপ-জপ করে সংসার-ভিতরে ॥
পুত্রহীন হৈলে স্বর্গে যাইতে না পারে।
হেন নীতি-শাস্ত্রে কহে বেদের বিচারে ॥
স্বর্গেতে যতেক বৈসে দেব-সিদ্ধ-ঋষি।
মর্ত্ত্যে পুত্র জন্মাইয়া সবে স্বর্গবাসী ॥
এত শুনি বলে রাজা বিনয় বচন।
কি করিব, মোরে আজ্ঞা কর তপোধন ॥
কহ মুনিবর মোরে উপায় ইহার।
অবশ্য পালিব আমি সত্য অঙ্গীকার ॥
মুনিগণ বলে, রাজা, থাক এই স্থানে
হইবেক পুত্র তব দেব-বরদানে ॥
দিব্যচক্ষে মোরা সব করি দরশন।
মহাবীর্য্যবন্ত হবে তব পুত্রগণ ॥

ঋষিগণ-বচনে নিবর্ত্তে নরপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতেতে করেন বসতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

পুত্রোৎপাদনে কুন্তীর প্রতি পাণ্ডুর অনুমতি

কুন্তীরে বলেন তবে পাণ্ডু-নৃপবর।
আপনি শুনিলা মুনিগণের উত্তর ॥
দেব হৈতে পুত্র হবে, উক্তি দেবতার।
আপনি করহ কুন্তী, বিধান ইহার ॥
মৃগ-ঋষি-শাপে শক্তি নাহিক আমার।
উপায় করিয়া পিতৃঋণে কর পার ॥
আর হেন আছে পূর্ব্ব-শাস্ত্রের বিধান।
বিবরিয়া কহি তাহা কর অবধান ॥
স্বয়মুৎপাদিত পুত্র, সহজ-নন্দন।
নতুবা কাহারে পুত্র, দেয় কোন্ জন ॥
মূল্য দিয়া পৌষ্য করে পুত্রবৎ করি।
আপনি প্রবেশে কেহ অন্নহেতু মরি ॥
পুত্রহীন কোন জন কন্যা করে দান।
তার পুত্র হইলে সে হয় পুত্রবান্ ॥
নতুবা স্বামীর আজ্ঞা লৈয়া কোন্ জনে।
আপনা সদৃশ কিংবা উচ্চজন-স্থানে ॥
তাহাতে জন্মিলে হয় আপন-নন্দন।
পূর্ব্বাপর আছে হেন ব্রহ্মার বচন ॥
সেই অনুসারে আমি বংশের কারণ।
আজ্ঞা করি, কর তুমি বংশের রক্ষণ ॥
কুন্তী বলে, রাজা, তুমি পরম পণ্ডিত।
কি কারণে কহ তুমি বচন কুৎসিত ॥
আমি ধর্ম্মপত্নী, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ আপনে।
তোমা-বিনা অন্য জনে না দেখি নয়নে ॥
তুমি বল, শ্রেষ্ঠ হৈতে জন্মাহ নন্দনে।
তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি, রাজা, কহে মুনিগণ।
ব্যুষিতাশ্ব রাজা ছিল পৌরব-নন্দন ॥
মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব ধর্ম্মেতে তৎপর।
যজ্ঞ করি তুষিলেক যতেক অমর ॥
তাঁর দক্ষিণায় মত্ত হৈল দ্বিজগণ।
বাহুবলে জিনিল সকল রাজগণ ॥
ভদ্রা যে তাঁহার ভার্য্যা পরমা সুন্দরী।
রাজারে সেবয়ে সদা পুত্র ইচ্ছা করি ॥
কামনায় তাঁহার কামুক নরবর।
তাঁহার সঙ্গমে ব্যাধিযুক্ত কলেবর ॥
যক্ষ্মাকাশ-রোগে রাজা হইল নিধন।
ভদ্রা হৈল শোকের সাগরে নিমগন ॥
স্বামী বিনা ভার্য্যা জীয়ে, ধিক্ তার প্রাণ।
স্বামী বিনা ঘর-দ্বার শ্মশান-সমান ॥
স্বামীর বিহনে নারী জীয়ে যেই জনা।
নিত্য-নিত্য ভুঞ্জে সেই বিবিধ যন্ত্রণা ॥
স্বামীপুত্রহীনা নারী লোকে অনাদর।
গণনা না করে কেহ মনুষ্য-ভিতর ॥
হেনমতে ভদ্রা বহু করিছে ক্রন্দন।
ডাকিয়া তাহারে শব বলে ততক্ষণ ॥
না কান্দহ ভদ্রা, তুমি উঠি যাহ ঘরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে ॥
শবের বচনে ভদ্রা গেল নিজস্থান।
শবেরে রাখিল করি যতন বিধান ॥
ঋতু-যোগে ভদ্রা তবে শবের সঙ্গমে।
সপ্ত পুত্র উদরে ধরিল ক্রমে ক্রমে ॥
শব-স্বামী হৈতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল।
হেনমত আছে, পূর্ব্বে মুনিরা কহিল ॥
তুমিহ এখন রাজা যোগ কর মনে।
আমার উদরে জন্ম করাহ নন্দনে ॥
পাণ্ডু বলে, মানুষে সে না হয় সম্ভব।
দৈববলে শব হৈতে পুত্রের উদ্ভব ॥
সেইরূপ শক্তি কুন্তী, নাহিক আমার।
পূর্ব্ব-ধর্ম্ম-উক্তি কুন্তী, কহি শুন আর ॥

পূর্ব্বেতে না ছিল কুন্তী, এসব নিয়ম।
যারে ইচ্ছা হয় যার, করিত সঙ্গম ॥
ইচ্ছামত স্ত্রীগণ যাইত যথাস্থানে।
নাহিক বিরোধ পূর্ব্বে ব্রহ্মার সৃজনে ॥
নিয়ম করিল ঋষিপুত্র একজন।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন দিয়া মন ॥
উদ্দালক নামে এক মহাতপোধন।
শ্বেতকেতু নাম ধরে তাঁহার নন্দন ॥
মাতাপিতৃ-কোলে ক্রীড়া করে অনুক্ষণ।
হেনকালে আসে তথা মুনি একজন ॥
কামাতুর হৈয়া মুনি ধরে তার মায়।
স্বামীপুত্র-পাশ হৈতে ধরি ল'য়ে যায় ॥
বিস্ময় হইয়া শিশু চাহে পিতৃপানে।
ক্রোধমুখে জিজ্ঞাসিল জনকের স্থানে ॥
কোথা হৈতে আসে দ্বিজ বড় দুরাচার।
জননীরে ল'য়ে যায় কোথায় আমার ॥
শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ।
পূর্ব্বাপর আছে বাপু, না করিহ ক্রোধ।
যার যারে ইচ্ছা, ভুঞ্জে সে তারে শৃঙ্গার।
নাহিক বিরোধ, হেন সৃষ্টি বিধাতার ॥
শুনিয়া হইল শিশু অধিক কুপিত।
হেন কুৎসিত কর্ম্ম বিধির সৃজিত ॥
সৃষ্টি করে প্রজাপতি, নিয়ম না জানে।
হেন অনুচিত কর্ম্ম করে সে কারণে ॥
আজি হৈতে সৃষ্টিমধ্যে করিব নিয়ম।
দেখ পিতা আজি মম তপঃ-পরাক্রম ॥
নিজ নিজ স্বামী ভার্য্যা ত্যজি যেই জন।
পরনারী পরস্বামী করিবে গমন ॥
সংসারে যতেক পাপে হইবেক পাপী।
নরক হইতে পার না হবে কদাপি ॥
স্ত্রী হইয়া স্বামীর বচন নাহি শুনে।
স্বামী যদি নিয়োজয় বংশের রক্ষণে ॥
অবজ্ঞায় স্বামীকার্য্যে করে অনাদর।
চিরকাল মজে সেই নরক-ভিতর ॥
হেনমতে মুনি-পুত্র নিয়ম করিল।
পূর্ব্ব মত ত্যজি সেই হেন মত হৈল ॥

আর পূর্ব্বকথা কুন্তী, শুনহ বচন।
সূর্য্যবংশে ছিল নামে সৌদাস-রাজন্ ॥
মদয়ন্তী ভার্য্যা তাঁর পরমা সুন্দরী।
অপত্য-বিরহে দোঁহে সদা চিন্তা করি ॥
বশিষ্ঠের স্থানে ভার্য্যা নিযুক্ত করিল।
মুনির ঔরসে তাঁর শ্রেষ্ঠ পুত্র হৈল ॥
আমা-সবাকার জন্ম জানহ আপনে।
ব্যাস করিলেন যথা পিতার বিহনে ॥
বংশহেতু হেনমতে আছে পূর্ব্বাপর।
বিস্ময় না কর ইথে ধর্ম্মের উত্তর ॥
সেই হেতু আমি আজি কহি যে তোমারে।
পুত্রার্থে নাহিক শক্তি, কি বল আমারে ॥
কৃতাঞ্জলি করি কুন্তী নিবেদি তোমায়।
পুত্র জন্মাইতে কর আপনি উপায় ॥

রাজার কাতর বাক্যে কুন্তীভোজ-সুতা।
কহিতে লাগিল পূর্ব্ব আপনার কথা ॥
বাল্যকালে পিতৃগৃহে ছিলাম যখন।
অতিথি-সেবনে ছিল মম নিয়োজন ॥
অকস্মাৎ আইল দুর্ব্বাসা মুনিবর।
মুনিরে সেবন করিলাম সবিস্তর ॥
পরম পণ্ডিত সেই মুনি মহাশয়।
সেবাবশে আমা-প্রতি হইলা সদয় ॥
মন্ত্র দিয়া আমারে কহিল সেই মুনি।
যেই দেবে ইচ্ছা তব হবে সুবদনি ॥
এই মন্ত্র পড়ি তারে করিবা আহ্বান।
অবিলম্বে সে দেব আসিবে তব স্থান ॥
যেই বর ইচ্ছা কর, পাবে সেই বর।
এত বলি দুর্ব্বাসা গেলেন দেশান্তর ॥
এখন যেমত আজ্ঞা কর দণ্ডধর।
আজ্ঞা কর, দেবস্থানে মাগি পুত্রবর।
যে তোমারে কহিলাম পুত্রের বিধান।
আজ্ঞা কর, কোন্ দেবে করিব আহ্বান ॥

রাজা বলে, মুনি যদি দিয়া থাকে বর।
তবে কেন বৃথা চিন্তা করহ অন্তর॥
হোম যজ্ঞ পূজা করে যাঁহার উদ্দেশে।
নানা ব্রতে অর্চ্চে যাঁরে অতিশয় ক্লেশে॥
তথাপি দেবের নাহি পায় দরশন।
উদ্দেশে মাগে যে বর যার যেই মন॥
হেন দেব-সাক্ষাতে চাহিবা তুমি বর।
শুভকার্য্যে সুবদনী, বিলম্ব না কর॥
দেবতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ধর্ম্ম-মহাশয়।
সর্ব্বপাপ হরে যাঁর লইলে আশ্রয়॥
সেই ধর্ম্মদেবে তুমি করহ আহ্বান।
পুত্রবর কুন্তী, তুমি মাগ তাঁর স্থান॥
ধর্ম্মবন্ত হইবেক তেঁই সে কুমার।
মহাবলবন্ত হবে সর্ব্বগুণাধার॥
নিয়ম করিয়া ধর্ম্মে করহ স্মরণ।
আজিকার বিলম্ব না সহে একক্ষণ॥
স্বামীর বচনে কুন্তী করিল স্বীকার।
স্বামী প্রদক্ষিণ করি করে নমস্কার॥
আদিপর্ব্ব ভারতের ব্যাসের রচিত।
পরম পবিত্র পুণ্য শ্রবণে অমৃত॥
আয়ুর্যশ-পুণ্য বাড়ে যাহার শ্রবণে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

● যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম

মুনি বলে, শুন কুরুকুল-অধিকারী।
এক বর্ষ গর্ভ যবে ধরিল গান্ধারী॥
সেই ত সময়ে তবে ভোজের নন্দিনী।
পূর্ব্বে মন্ত্র-বর দিল যে দুর্ব্বাসা মুনি॥
সেই মন্ত্র জপি ধর্ম্মে করিল আহ্বান।
তৎক্ষণে আইলা ধর্ম্ম কুন্তী-বিদ্যমান॥
ধর্ম্মের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী॥
ইন্দ্র-চন্দ্র-সম কান্তি তেজে দিবাকর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
দিন দুই প্রহরেতে পুণ্যতিথিযুত।
অতি শুভক্ষণেতে জন্মিল কুন্তীসুত॥
সেই ক্ষণে শুনি ধ্বনি আকাশ-উপর।
সকল-ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ এই পুত্রবর॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হবে মহারাজা।
জগতের লোকে তাঁরে করিবেক পূজা॥
এতেক আকাশবাণী শুনিয়া রাজন্।
কুন্তীরে ডাকিয়া পুনঃ বলেন বচন॥
শুনিলা আকাশবাণী, বলে দেবগণ।
ধার্ম্মিক সুবুদ্ধি শান্ত হইবে নন্দন॥
ক্ষত্রিয়প্রধান গণি বলিষ্ঠ কোঙর।
ধার্ম্মিক গণি যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-ভিতর॥
সে-কারণে অন্য দেবে ভজ পুনর্ব্বার।
যাঁহা হৈতে হইবেক বলিষ্ঠ কুমার॥
রাজার বচনে কুন্তী ভাবে মনে মনে।
দেবগণ মধ্যে দেখি বলিষ্ঠ পবনে॥
মন্ত্র জপে কুন্তী করি বায়ুর উদ্দেশ।
সেইক্ষণে বায়ু তথা করিল প্রবেশ॥
বায়ুর সঙ্গমে পুত্র লভিল জনম।
জন্মমাত্র তাহার শুনহ পরাক্রম॥
পুত্র প্রসবিয়া কুন্তী কোলে লৈতে চায়।
তুলিতে নারিল, ভারি পর্ব্বতের প্রায়॥
কিছুমাত্র ভূমি হৈতে তুলিল যতনে।
সহিতে না পারি ভার ফেলে ততক্ষণে॥
অশক্তা হইয়া ফেলে পর্ব্বত-উপরে।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বত কাঁপিল থরথরে॥
শিলা-বৃক্ষ গিরি-শৃঙ্গ হৈল চূর্ণময়।
বালকের শব্দে পায় গিরিবাসী ভয়॥
সিংহ-ব্যাঘ্র-মহিষাদি যত পশুগণ।
পর্ব্বত ত্যজিয়া সবে গেল অন্য বন॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুন ততক্ষণ।
শুন কুন্তী, পাণ্ডু, এই তোমার নন্দন॥

যতেক বলিষ্ঠ আছে পৃথিবী-ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ এই মহাবলধর॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর এই দুষ্টজন-রিপু।
অস্ত্রেতে অভেদ এই বজ্রসম বপু॥
দেখিয়া শুনিয়া পাণ্ডু হইল বিস্ময়।
আশ্চর্য্য মানিল কুন্তী দেখিয়া তনয়॥
পুনরপি কুন্তীরে বলেন নৃপবর।
এই মত জন্ম হৈল যুগল কোঙর॥
এক হৈল ধার্ম্মিক নির্দ্দয় আর জন।
সর্ব্বগুণযুত এক জন্মাহ নন্দন॥
কুন্তী বলে, হেন পুত্র হইবে কেমনে।
সর্ব্বগুণ-পুত্র পাব কার আরাধনে॥
ইহা শুনি পাণ্ডু জিজ্ঞাসিল মুনিগণে।
সর্ব্বগুণযুত দেব আছে কোন্ জনে॥
তাঁরে আরাধিয়া আমি লভিব নন্দন।
এত শুনি বলিল যতেক মুনিগণ॥
সর্ব্বগুণযুত দেখ ইন্দ্র দেবরাজ।
তাঁহারে সেবিলে রাজা, সিদ্ধ হবে কাজ॥
ইন্দ্রের উদ্দেশে তপ কর নৃপবর।
নিয়ম করিয়া রাজা কর সংবৎসর॥
বিনা তপে নহে তুষ্ট দেব পুরন্দর।
এত শুনি তপ আরম্ভিল নৃপবর॥
ঊর্দ্ধবাহু একপদে রহে দাঁড়াইয়া।
সংবৎসর করে তপ বায়ু আহারিয়া॥
তবে তুষ্ট বাসব যে আইল তথায়।
কহিলেন পাণ্ডুরে শুনহ কুরুরায়॥
আপন বাঞ্ছিত ফল মাগ মহাশয়।
সর্ব্বগুণী দিব এক তোমারে তনয়॥
বর দিয়া ইন্দ্র হইলেন অন্তর্দ্ধান।
তপ নিবর্ত্তিয়া পাণ্ডু গেল নিজস্থান॥
কুন্তীরে কহিল পাণ্ডু হরিষ-অন্তর।
তুষ্ট হয়ে মোরে বর দিলা পুরন্দর॥
স্ববাঞ্ছিত ফল রাজা, হইবে তোমার।
সর্ব্বগুণযুত তুমি পাইবা কুমার॥
তপস্যায় করিলাম প্রসন্ন বাসবে।
মুনিমন্ত্রে স্মরণ করহ তাঁরে তবে॥
স্মরণ করিল কুন্তী স্বামীর বচনে।
দেবরাজ কুন্তীপাশে আইল তৎক্ষণে॥
সঙ্গম করিয়া ইন্দ্র দিয়া গেল বর।
ইন্দ্রের ঔরসে জন্ম হইল কোঙর॥
জাতমাত্র শূন্যবাণী হইল গভীর।
সুরাসুরে এই পুত্র হবে মহাবীর॥
অদিতির যেমন তেমন নারায়ণ।
তেমনি তোমার কুন্তী, হইবে নন্দন॥
পরাক্রমে হবে তুল্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন।
তিন লোকে বিখ্যাত হইবে পুত্রগুণ॥
পৃথিবীর লক্ষ রাজা জিনি বাহুবলে।
যুধিষ্ঠিরে অভিষেক করিবে ভূতলে॥
ভ্রাতৃসহ করিবেক তিন অশ্বমেধ।
ভৃগুরাম-সদৃশ শিখিবে ধনুর্ব্বেদ॥
শিখিবেক দিব্য-অস্ত্র দিব্যমন্ত্রমতে।
এ-পুত্র না জানে, হেন নাহিক জগতে॥
পিতৃলোকে উদ্ধারিবে এই পুত্রবর।
খাণ্ডব দহিয়া এ তুষিবে বৈশ্বানর॥
এতেক আকাশবাণী হৈল শূন্য হৈতে।
অমর-কিন্নর সব আইল দেখিতে॥
ইন্দ্রসহ আইল যতেক দেবগণ।
চন্দ্র সূর্য্য পবন শমন হুতাশন॥
দেখিতে আইল যত গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
সিদ্ধ-ঋষিগণ যত অপ্সরী-অপ্সর॥
একাদশ রুদ্র ঊনপঞ্চাশ পবন।
অশ্বিনীকুমার আর বিশ্বাবসুগণ॥
যতেক অমরগণ আইল সত্বর।
মহাকলরব হৈল শূন্যের উপর॥
দক্ষ-আদি প্রজাপতি আইল দেখিতে।
দেবাঙ্গনা যতেক আইল নৃত্য-গীতে॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচে বিদ্যাধরী।
ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পবৃষ্টি আচ্ছাদিল গিরি॥

দেবগণ ঋষিগণ করিয়া কল্যাণ।
নিবর্ত্তিয়া সবে গেল যার যেই স্থান ॥
হরষিত হৈল পাণ্ডু, ভোজের নন্দিনী।
সর্ব্বদুঃখ পাসরিল পুত্রগুণ শুনি ॥
তবে কতদিনে পাণ্ডু একান্তে বসিয়া।
কুন্তী-প্রতি বলিলেন একান্ত ভাবিয়া ॥
আমার পুত্রের বাঞ্ছা পূর্ণ নাহি হয়।
পুনরপি কহিতে তোমারে যোগ্য নয় ॥
চতুর্থ পুরুষ নারী হয় যে স্বৈরিণী।
পঞ্চম পুরুষে হৈলে বেশ্যামধ্যে গণি ॥
সেকারণে তোমারে না কহিতে যুয়ায়।
পুত্রবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, না দেখি উপায় ॥
হেনমতে কুন্তীসহ কথোপকথনে।
পুত্রচিন্তা নরবর সদা ভাবে মনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্য-জ্ঞান ॥

নকুল ও সহদেবের জন্ম

একদিন পাণ্ডু নৃপে একান্তে দেখিয়া।
বলিতে লাগিল মাদ্রী নিকটেতে গিয়া ॥
কুরুবংশে তিন বধূ যে আছে সম্প্রতি।
ইতিমধ্যে দুই জন হৈল পুত্রবতী ॥
শুনিলাম গান্ধারীর শতেক নন্দন।
প্রত্যক্ষে কুন্তীর পুত্র দেখি তিন জন ॥
অভাগিনী আমি ইথে হইনু বঞ্চিত।
তোমায় কি কব, মম কর্ম্মের লিখিত ॥
দয়া করি কুন্তী যদি অনুগ্রহ করে।
মন্ত্রবলে জপি পুত্র লব দেববরে ॥
সহজে সতিনী কুন্তী কি বলিতে পারি।
দেয় বা না দেয়, আমি চিত্তে ভয় করি ॥
আপনি বলহ যদি কুন্তীরে এ কথা।
তোমার বচন নাহি করিবে অন্যথা ॥
মাদ্রীর বচন শুনি বলে নরবর।
মম চিত্তে এই কথা জাগে নিরন্তর ॥
কভু কুন্তী স্বামী-বাক্য না করে হেলন।
অবশ্য করিবে মম বাক্যের পালন ॥
তোমারে প্রকাশ আমি তেঁই নাহি করি।
শুন, কি না শুন তুমি, হও ধর্ম্মনারী ॥
এখন আপনি তুমি কহিলা আমারে।
তোমার কারণে আমি কহিব কুন্তীরে ॥
মম বাক্য কুন্তী কভু না করিবে আন।
মাদ্রীরে কহিয়া রাজা যান কুন্তীস্থান ॥
কুন্তীরে একান্তে পেয়ে কহেন নৃপতি।
কুলের কল্যাণ হেতু কহি, শুন সতী ॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়া ইন্দ্র নিত্য যজ্ঞ করে।
যশের কারণে আর শাস্ত্র-অনুসারে ॥
বেদে তপে পারগ হইয়া দ্বিজগণ।
তথাপিহ করে তাঁরা গুরুর সেবন ॥
সতী পতিব্রতা যেই অতি সুচরিত।
তাহার যতেক ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চিত ॥
সেই হেতু কুন্তী, আমি কহি যে তোমারে।
মাদ্রীরে উদ্ধার কর এ ভবসংসারে ॥
মাদ্রীরে বংশের হেতু করহ উপায়।
তার পুত্র হৈবে তব পুত্রের সহায় ॥
এতেক শুনিয়া কুন্তী কহিল রাজায়।
একবার দিব মন্ত্র তোমার আজ্ঞায় ॥
মাদ্রীরে ডাকিয়া তবে কুন্তী পাণ্ডুপ্রিয়া।
মন্ত্র বলি দিল তারে প্রসন্ন হইয়া ॥
একবার দিতে রাণী বলেন বচন।
চিন্তিত হইয়া মাদ্রী ভাবে মনে মন ॥
একবার বিনা কুন্তী না দিবেক আর।
কি উপায়ে হবে তবে অধিক কুমার ॥
হৃদয়ে ভাবিয়া মাদ্রী যুক্তি কৈল সার।
দেবমধ্যে যুগ্ম হয় অশ্বিনীকুমার ॥
অশ্বিনীকুমারদ্বয়ে করিল স্মরণ।
মন্ত্রের প্রভাবে দোঁহে এলো ততক্ষণ ॥

তাঁহার ঔরসে গর্ভ হইল সঞ্চার।
প্রসবিল মাদ্রী দেবী যুগল কুমার॥
জন্মমাত্র শুনি শব্দ আকাশ-উপরে।
রূপে, গুণে শোভা দোঁহে করিবেক নরে॥
হেনমতে ক্রমে পঞ্চ-নন্দন হইল।
পর্ব্বতনিবাসী ঋষি আসি নাম দিল॥
জ্যেষ্ঠ-হেতু নাম তার হৈল যুধিষ্ঠির।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, সেই হৈল ভীম বীর॥
তৃতীয় অর্জ্জুন নাম রাখে ঋষিগণ।
চতুর্থ নকুল নাম মাদ্রীর নন্দন॥
সহদেব নাম রাখে পঞ্চম কুমার।
দিনে দিনে বাড়ে যেন দেব-অবতার॥
সিংহগ্রীব, সিংহচক্ষু মাজা সিংহসম।
মহাবীর্য্যবন্ত পঞ্চসিংহের বিক্রম॥
পঞ্চপুত্র নৃপতির দেখিতে সুন্দর।
উজ্জ্বল করিল শতশৃঙ্গ গিরিবর॥
পুত্র নিরখিয়া রাজা হরিষ অপার।
হরষিত কুন্তী মাদ্রী দেখিয়া কুমার॥
পুত্রসঙ্গ তিন জন তিলেক না ছাড়ে।
ক্ষণেক না করে রাজা নয়নের আড়ে॥
হেনমতে পঞ্চপুত্র করেন পালন।
এক দিন কুন্তী-প্রতি বলেন রাজন্॥
পুত্র-তুল্য সুখ নাহি সংসার-ভিতর।
বঞ্চিত সকল সুখে পুত্রহীন নর॥
রাজ্যবন্ত ধনবন্ত বিদ্যাবন্ত জন।
পুত্র-বিনা হয় তার সব অকারণ॥
ইহকালে সুখদায়ী লোকেতে গৌরব।
পরকালে নিস্তারয়ে নরক রৌরব॥
ভাগ্যবন্ত ধৃতরাষ্ট্র শতপুত্র-পিতা।
সে কারণ কহি, শুন ভোজের দুহিতা॥
পুনরপি মন্ত্র দেহ মদ্র-তনয়ারে।
বহুপুত্রে বহুসুখ হয় এ-সংসারে॥
শুনিয়া বলেন কুন্তী যুড়ি দুই কর।
আর না করিবা আজ্ঞা, শুন নৃপবর॥
পরম কপটী মাদ্রী দেখহ আপনে।
একবার মন্ত্র সে পাইয়া মম স্থানে॥
তাহে জন্মাইল মাদ্রী যুগল-নন্দন।
মাদ্রীরে আমার ভয় হয় সে-কারণ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি নিবেদি তোমারে।
মাদ্রীর কারণে আর না কহ আমারে॥
মৌনী রহিলেন পাণ্ডু কুন্তীর বচনে।
আর পুত্রবাঞ্ছা-ত্যাগ করিলেন মনে॥
পাণ্ডবের জন্মকথা অপূর্ব্ব কথন।
স্ববাঞ্ছিত ফল লভে শুনে যেই জন॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

পাণ্ডুরাজার মৃত্যু ও মাদ্রীর সহগমন

সুখেতে আছেন রাজা পুত্রের সহিত।
ঋতুরাজ বসন্ত হইল উপনীত॥
বসন্তকালেতে বন হইল শোভিত।
নানাবৃক্ষগণ সব হইল পুষ্পিত॥
পলাশ চম্পক আম্র অশোক কেশর।
পারিভদ্র কেতকী করবী পুষ্পবর॥
হৃদে আনন্দিত পাণ্ডু দেখিয়া কানন।
গহন নিকুঞ্জ বনে করেন ভ্রমণ॥
কুন্তীসহ পুত্রগণে রাখিয়া মন্দিরে।
মাদ্রীসহ ভ্রমে রাজা অরণ্য-ভিতরে॥
রাজার সহিত মাদ্রী, কুন্তী নাহি জানে।
গহন-কানন মধ্যে ভ্রমে দুই জনে॥
সঙ্গেতে যুবতী ভার্য্যা বসন্ত-পবন।
চিরদিন বিরহেতে মাতিল মদন॥
মদনের শরে হৈল অবশ রাজন্।
সঘনে মাদ্রীর রূপ করে নিরীক্ষণ॥
বিকচ-কমল-সম সুচারু-বদন।
শ্রবণে পরশে চারু পঙ্কজ-নয়ন॥

যুগল-দাড়িম্ব-সম দুই পয়োধর।
বিপুল-নিতম্ব-ভারে গমন মন্থর ॥
অধর অরুণ জিনি জিনি বন্ধুজীব।
পুষ্পধনু-ধনু জিনি ভুরু, কম্বুগ্রীব ॥
তিলফুল জিনি নাসা পিকে জিনে ভাষে।
মৃণাল-নিন্দিত ভুজ কৌমুদী-সুহাসে ॥
কিবা রূপ অপরূপ নাভিকূপ তার।
দেহগন্ধে নলিনীর টুটে অহঙ্কার ॥
ডমরু জিনিয়া কটি জিনি মৃগপতি।
গজরাজ রাজহংস জিনি মন্দগতি ॥
মুক্তা জিনি দন্তরাজি জিনি কুন্দকলি।
পদনখে কত চন্দ্র সদা করে কেলি ॥
সতত মধুর ভাষে বরিষয়ে সুধা।
নিরখিয়া পাণ্ডুর জন্মিল রতিক্ষুধা ॥
মদনে অবশ রাজা হয়ে অচেতন।
হইলেন বিস্মৃত সে মুনির বচন ॥
নিবৃত্ত হইতে শক্তি নহিল রাজার।
মাদ্রীকে ধরিয়া বলে করেন শৃঙ্গার ॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত বলে মদ্রের নন্দিনী।
অতি উচ্চ স্বরে করে হাহাকার-ধ্বনি ॥
হস্ত-পদ-আস্ফালনে ছট্‌ফট্ করে।
কঠোর-বচনে মাদ্রী ভর্ৎসে নৃপবরে ॥
মৃগঋষি-শাপ প্রভু, নাহিক স্মরণ।
ক্ষণেকে প্রমাদ হবে, না জান কারণ ॥
তথাপি মদনরসে হইয়া বিভোল।
পাণ্ডু নাহি শুনিল মাদ্রীর যত বোল ॥
কালেতে যে করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম-পণ্ডিত-বুদ্ধি কালেতে সংহারে ॥
স্বরূপে জানহ তুমি এ-সব বচন।
জানিয়া-শুনিয়া কেন করহ এমন ॥
সঙ্গম করিতে রাজা মাদ্রীর সহিত।
ঋষিশাপে মৃত্যু আসি হৈল উপনীত ॥
শরীর ত্যজেন রাজা, দেখিল সুন্দরী।
ক্রন্দন করিছে মাদ্রী হাহাকার করি ॥

এখানে ভোজের কন্যা উচাটিত মন।
মাদ্রীর সহিত নাহি দেখয়ে রাজন ॥
হইল অনেক বেলা গেল কোথাকারে।
পুত্রসহ গেল কুন্তী দেখিতে রাজারে ॥
কতদূর যাইতে শুনিল উচ্চধ্বনি।
হাহাকার-শব্দে কান্দে মদ্রের নন্দিনী ॥
শব্দ-অনুসারে যায় অতি শীঘ্রগতি।
দেখিল কান্দিছে মাদ্রী, কোলে নরপতি ॥
বজ্রাঘাত মুণ্ডে যেন হৈল আচম্বিতে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া কুন্তী পড়িল ভূমিতে ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে উচাটন-মন।
কান্দিয়া মাদ্রীর প্রতি বলিছে বচন ॥
কি কর্ম্ম করিলা মদ্রকন্যে, স্বামী বধি।
তব কর্ম্মে কান্দিব দহিব নিরবধি ॥
কেন একা এলে তুমি রাজার সংহতি।
কি হেতু নিবৃত্ত না করিলে নরপতি ॥
যদি এই বনে সঙ্গে আনিতে নন্দন।
তবে কি হইত এবে নৃপতি-মরণ ॥
হেন কর্ম্ম জানি তুমি করিলা কেমনে।
হারালে গুণের স্বামী মাতিয়া মদনে ॥
মৃগঋষি-শাপ তোর না ছিল স্মরণে।
সকল ত্যজিয়া বনে বঞ্চ এ-কারণে ॥
অনিমিষে থাকি আমি রাজার রক্ষণে।
সঙ্গে আসিয়াছ তুমি, জানিব কেমনে ॥
আপনা খাইয়া মোর হেন হৈল গতি।
হারাইব কেন স্বামী থাকিলে সংহতি ॥
বড়ই নিন্দিতা তুই পতি-বিঘাতিনী।
তোর জন্য হইলাম আমি অনাথিনী ॥
মাদ্রী বলে, কুন্তী, মোরে নিন্দ অকারণ।
বার বার তাঁরে দেবি করেছি বারণ ॥
দৈবে যাহা করে, খণ্ডে হেন কোন্ জন।
না রাখি আমার বাক্য ঘটিল মরণ ॥
কুন্তী বলে, ভাবী কর্ম্ম না যায় খণ্ডন।
সম্প্রতি শুনহ তুমি আমার বচন ॥

পঞ্চপুত্রে পালন করিহ ভালমতে।
অনুমৃতা হৈব আমি রাজার সহিতে ॥
মাদ্রী বলে, হেন তুমি না বল আমারে।
তিলেক না জীব আমি না দেখি রাজারে ॥
তোমার বিলম্বে এতক্ষণ আছে প্রাণ।
এখনি শরীর ত্যজি যাব প্রভু-স্থান ॥
আমার যৌবনে প্রভু তৃপ্ত নাহি হয়।
আমা-সহ রমণে যাঁহার হৈল ক্ষয় ॥
তাঁহার সংহতি আমি ছাড়িব কেমনে।
স্বামীসহ দেহ আমি রাখিব এক্ষণে ॥
তোমার নিকটে করি এক নিবেদন।
বিদায় তোমার স্থানে মাগি যে এখন ॥
পুনঃপুনঃ তোমারে এ করি পরিহার।
যত্নেতে পালিবা দুটি কুমার আমার ॥
ইহা বিনা আর কিছু না কহি তোমারে।
বিভেদে না ভেব দুটি আমার কুমারে ॥
মাতা-পিতৃ-বিনা পুত্র সহজে অনাথ।
তুমি সর্ব্ববন্ধু জেন, তুমি মাতা তাত ॥
এতেক বলিয়া মাদ্রী নিঃশব্দ হইল।
নিবিড় করিয়া শবে আলিঙ্গন দিল ॥
আলিঙ্গন করি মাদ্রী ত্যজিল পরাণ।
শুনি শতশৃঙ্গবাসী এল সেই স্থান ॥
ঋষিগণ মিলিয়া করিল এ বিচার।
পুত্রসহ ছিল পাণ্ডু আশ্রমে আমার ॥
এখন শরীর ত্যাগ করিল রাজন্।
অনাথ হইল কুন্তী, শিশু পঞ্চজন ॥
রাজপুত্রগণ-স্থিতি না শোভে কাননে।
দেশেতে লইয়া রাখ পাণ্ডু-পুত্রগণে ॥
তবে সবাকার ধর্ম্ম থাকে হেন বাসি।
বিচার করিল এই শতশৃঙ্গবাসী ॥
মৃত শব কান্ধে করি লহ চরগণ।
পুত্রসহ কুন্তী লয়ে যাহ ঋষিগণ ॥
অল্প দিনে গেল কুন্তী হস্তিনানগরে।
প্রবেশ করিল সবে নগর-ভিতরে ॥
রাজ-অন্তঃপুরেতে হইল সমাচার।
কুন্তীসহ এল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার ॥
ভীষ্ম সোমদত্ত আর বাহ্লীক বিদুর।
ধৃতরাষ্ট্র-আদি যত বৈসে অন্তঃপুর ॥
সত্যবতীসহ বধূ গান্ধারী-সুন্দরী।
গৃহেতে বৈসেন আর যত বৃদ্ধা নারী ॥
ঋষিগণে প্রণমিয়া দিলেন আসন।
কহিতে লাগিল বার্ত্তা যত ঋষিগণ ॥
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ছিলেন পাণ্ডুরাজ।
ব্রহ্মচর্য্য করিতেন ঋষির সমাজ ॥
দেববরে পঞ্চপুত্র হইল তাঁহার।
কালেতে তাঁহারে কালে করিল সংহার ॥
মদ্রকন্যা অতি ধন্যা ভুবনে মানিতা।
হইলেন অনুমৃতা পাণ্ডুর বনিতা ॥
এই কুন্তী-সহ দেখ পুত্র পঞ্চজন।
এই পাণ্ডু মাদ্রী দোঁহে রহিত-জীবন ॥
যেমত বিচার হয় করহ বিধান।
এত বলি মুনিগণ করিল প্রস্থান ॥
এত শুনি রোদন করেন সর্ব্বজন।
হাহাকার-শব্দ মুখে কাতর-বচন ॥
সত্যবতী আদি কান্দে কৌশল্যা জননী।
শ্রীভীষ্ম বিদুর কান্দে অন্ধ নৃপমণি ॥
নগরের লোক সব করয়ে ক্রন্দন।
বাল-বৃদ্ধ-তরুণী কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥
ক্রন্দনের শব্দ উঠে গগন-উপরে।
মহাকোলাহল হৈল হস্তিনানগরে ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে বিদুরে ডাকিয়া।
দুই শব দগ্ধ কর গঙ্গাতীরে লৈয়া ॥
যেইমত রাজবিধি আছে পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া বিদুর তবে হইল সত্বর ॥
দুই শব কান্ধে করি লয়ে ক্ষত্রগণে।
চতুর্দ্দোল-বিভূষিত বিবিধ বিধানে ॥
উপরে ধরিল ছত্র যেন রাজনীত।
শত শত চামর ঢুলায় চারিভিত ॥

অগুরু-চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর।
কলসী-কলসী ঘৃত আনে থরেথর ॥
মন্ত্র পড়ি দ্বিজগণ পাবক জ্বালিয়া।
অগ্নিহোত্র রাজার করিল দাহক্রিয়া ॥
পঞ্চ ভাই দিল পিণ্ড ক্ষত্রিয়-বিধান।
দ্বাদশ দিবসে করে অগ্নি-শান্তি দান ॥
স্বর্ণদান ভূমিদান করে গবীদান।
কাঞ্চন-রতন-দান বিবিধ বিধান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● সত্যবতীর প্রাণত্যাগ

তবে কত দিনে তথা আসে বেদব্যাস।
একান্তে কহেন মুনি জননীর পাশ ॥
অবধানে শুন মাতা আমার বচন।
ধর্ম্মকাল গেল, হৈল, পাপ-উপাসন ॥
তোমার বংশেতে হবে বড় দুরাচার।
কপট হইবে সবে, হবে পাপাচার ॥
এই সবাকার পাপে মজিবে সকল।
পৃথিবী হরিবে শস্য, মেঘে অল্প জল ॥
ধর্ম্ম লুপ্ত হইবেক, যত যজ্ঞবর।
আত্ম-আত্ম হিংসা সবে করিবে বিস্তর ॥
ধৃতরাষ্ট্র-কপটে হইবে কুলক্ষয়।
ধর্ম্ম ত্যজি নর লবে অধর্ম্ম-আশ্রয় ॥
সে-কারণে মাতা আমি কহি যে তোমায়।
কুলক্ষয় নয়নে না দেখিতে যুয়ায় ॥
গৃহ ত্যজি জননী চলহ তপোবন।
সংসার ত্যজিয়া মাতা তপে দেহ মন ॥
এত বলি ব্যাস মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি সত্যবতী চিত্তে চিন্তেন বিধান ॥
বিচারিয়া দুই বধূ ডাকি নিজ পাশ।
কহিতে লাগিল যত, কহিলেন ব্যাস ॥
তোমার নন্দন বধূ, করিবে দুর্নীতি।
কপট হিংসক হবে, করিবে দুষ্কৃতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক তার কদাচারে।
এসব শুনিয়া আমি জানাই তোমারে ॥
সেকারণে এই আমি যাই তপোবনে।
করহ বিধান বধূ, যেই লয় মনে ॥
শুনিয়া যুগল বধূ চলিল সংহতি।
ভীষ্মে আনি সব কথা কহিলেন সতী ॥
অন্তঃপুরে ছিল যত বৃদ্ধা নারীগণ।
সত্যবতীসহ সবে গেল তপোবন ॥
ফলমূলাহারী হৈয়া তপ আচরিল।
যোগে মন দিয়া সবে শরীর ত্যজিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
পাঁচালী-প্রবন্ধে তবে কাশীরাম গান ॥

● কুরু-পাণ্ডবদের ক্রীড়া

মুনি বলিলেন, রাজা, শুন অনন্তরে।
পুত্রসহ কুন্তীদেবী রহে অন্তঃপুরে ॥
কৌরব পাণ্ডব ভাই পঞ্চোত্তর-শত।
বেদ-শাস্ত্র-অধ্যয়নে সবে পারগত ॥
বালকের ক্রীড়া যত আছয়ে সংসারে।
ক্রীড়ায় উত্তম সবে সদা ক্রীড়া করে ॥
ক্রীড়ারসে বলে শ্রেষ্ঠ পঞ্চ সহোদর।
সবার অধিক বলে বীর বৃকোদর ॥
মহাবলবন্ত ভীম সাক্ষাৎ শমন।
তাহার সদৃশ নাহি ভাই একজন ॥
ধাইতে পবনসম, সিংহসম হাঁকে।
আস্ফালনে গজসম, মেঘসম ডাকে ॥
যেই দিক্ দিয়া ভীম বেগে যায় চলি।
দশ-বিশে ভূমে ফেলে ভুজাস্ফালে ঠেলি ॥
ক্রোধে সব সহোদরে ধরে একেবারে।
অবহেলে বৃকোদর শরীর ঝাঁকারে ॥

কতদূরে পড়ে সব অচেতন হৈয়া।
পৃষ্ঠে গায় নাসিকায় রক্ত যায় বৈয়া ॥
দুই হস্তে ধরে বীর সবাকার কর।
চক্রাকার করিয়া ভ্রমায় বৃকোদর ॥
প্রাণ যায় যায় বলি পরিত্রাহি ডাকে।
মৃতকল্প দেখি তবে ভীম সবে রাখে ॥
জলমধ্যে ক্রীড়া করে যত ভ্রাতৃগণ।
একেবারে ধরে ভীম দশ দশ জন ॥
জলের ভিতরে ডুবে চাপি দুই কাঁখে।
মৃতকল্প করি ছাড়ে, প্রাণমাত্র রাখে ॥
ভয়েতে না যায় কেহ ভীমের নিকটে।
জলেতে দেখিলে ভীমে সবে থাকে তটে ॥
ফলহেতু উঠে সবে বৃক্ষের উপরে।
তলে থাকি বৃক্ষে ভীম চরণ প্রহারে ॥
চরণের ঘায় বৃক্ষ করে থর-থর।
ফলসহ ভূমে পড়ে সব সহোদর ॥
বালক-কালেতে ভীম মহাপরাক্রম।
ভীমেরে বালকগণ দেখে যেন যম ॥
দুর্য্যোধন দেখি হৈল পরম চিন্তিত।
বালক-কালেতে বল ধরে অপ্রমিত ॥
বয়োধিক হইলে হইবে মহাবল।
ইহার জীবনে নাই আমার কুশল ॥
হৃদে চিন্তি দুর্য্যোধন করিল বিচার।
ভীমেরে মারিব, হেন যুক্তি করে সার ॥
ভীমে মারি চারি ভাই রাখিব বান্ধিয়া।
তবেত ভুঞ্জিব রাজ্য নিষ্কণ্টক হৈয়া ॥
বালক-কালেতে করে এমত বিচার।
যে-কালে না জানে লোক হিংসা-অহঙ্কার ॥
তবে অনুচরে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
গঙ্গাতীরে আছে যথা গহন কানন ॥
তাহাতে বিচিত্র স্থল করহ নির্ম্মাণ।
উত্তম বরণ ঘর কর স্থানে-স্থান ॥
চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় শকটে পূরিয়া।
সকল গৃহের মধ্যে পূর্ণ কর গিয়া ॥

আজ্ঞামাত্র করে সব অনুচরগণ।
তবে ভ্রাতৃগণেরে ডাকিল দুর্য্যোধন ॥
আজি চল ভাই সব যাই গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া করিব পরম কুতূহলে ॥
উত্তম বিহার করি আহার সহিতে।
ভক্ষ্যদ্রব্য আছে সব প্রমোদ-কুঠিতে ॥
শুনিয়া সম্মত হইলেন যুধিষ্ঠির।
করিব সলিল-ক্রীড়া চল গঙ্গাতীর।
পঞ্চোত্তর শত ভাই একত্র হইয়া।
রথ-গজ-অশ্ব-যানে চলে আরোহিয়া ॥
প্রমোদ-কুঠিতে যে করিল দুর্য্যোধন।
অতি মনোহর স্থল, বিচিত্র কানন ॥
অনুচরগণ সব চলিল সহিতে।
সব ভ্রাতৃগণ গেল প্রমোদ-কুঠিতে ॥
একত্র হইয়া সবে আসনে বসিল।
নানাদ্রব্য উপচার খাইতে লাগিল ॥

● ভীমের বিষপান ও নাগলোকে গমন

উপচার পূরি করে অঞ্জলি-অঞ্জলি।
এক জন মুখে দেয় আর জন তুলি ॥
হেনমতে ক্রূর কুরুপতি দুর্য্যোধনে।
দুষ্ট কালকূট দিল ভীমের বদনে ॥
পুনঃপুনঃ তথিপর দিল উপচার।
ভক্ষণে সন্তুষ্ট ভীম আনন্দ অপার ॥
কালকূট পান করিলেন বৃকোদর।
দুর্য্যোধন হৈল বড় হরিষ-অন্তর ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন করে ব্যবহার।
ইহার বৃত্তান্ত কেহ নাহি জানে আর ॥
তবে সব ভ্রাতৃগণ গেল গঙ্গাজলে।
জলক্রীড়া আরম্ভিল মহাকুতূহলে ॥
কেহ উঠে, কেহ ডুবে, কেহ ফেলে জল।
ক্রীড়ায় হইল ক্রমে ভীম হীনবল ॥

জলক্রীড়া করি শ্রান্ত হৈল সর্ব্বজন।
প্রমোদ-কুঠিতে পুনঃ করিল গমন ॥
দিব্যবস্ত্র পরি বিভূষিল অলঙ্কার।
উপচার-দ্রব্য যত করিল আহার ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
ক্রীড়াশ্রমে নিদ্রাগত ভাই সর্ব্বজন ॥
বিষেতে জারিত ভীম হৈল অচেতন।
সবে নিদ্রা গেল মাত্র জাগে দুর্য্যোধন ॥
অচেতন ভীমেরে দেখিয়া কুরুপতি।
হস্তপদ বন্ধন করিল শীঘ্রগতি ॥
ধরিয়া ফেলিল তবে গঙ্গার সলিলে।
নাহিক শরীরে জ্ঞান জারিল গরলে ॥
ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে নাগের ভবনে।
উপনীত হৈল ভীম ঘোর অচেতনে ॥
বিপুল শরীর দেখি বেড়ে নাগগণ।
ক্রোধে চতুর্দ্দিকে সবে করিল দংশন ॥
নাশিল স্থাবর বিষ জঙ্গম বিষেতে।
চেতন পাইয়া ভীম চাহে চতুর্ভিতে ॥
মনে মনে ভাবে ভীম বিস্ময় হইয়া।
কোথায় এলাম একা ভ্রাতারে ছাড়িয়া ॥
বন্ধন দেখিয়া তবে হইল বিস্ময়।
কে মোরে বান্ধিল, তাহা না বুঝি নিশ্চয় ॥
অবহেলে ছিন্দে কর-পদের বন্ধন।
মুষ্ট্যাঘাতে প্রহারে যতেক নাগগণ ॥
ভীমের মুষ্টির ঘাত বজ্রের সমান।
পলায় সকল নাগ লইয়া পরাণ ॥
দুই চারি নাগ তবে একত্র হইয়া।
ভাবিতে লাগিল সব একত্রে বসিয়া ॥
কেহ বলে, শুন ভাই, আমার বচন।
আমার দংশনে বাঁচে, নাহি হেন জন ॥
আর নাগ বলে, ভাই, যায় বুঝি প্রাণ।
শীঘ্র করি কর এর যা হয় বিধান ॥
একত্র হইয়া চল জানাব রাজায়।
অবশ্য করিবে রাজা ইহার উপায় ॥

বাসুকির আগে গিয়া করে নিবেদন।
নাগকুল নাশিল মনুষ্য একজন ॥
মনুষ্যের আচরণ না দেখি তাহার।
অনুমানে বুঝি ইন্দ্র নর-অবতার ॥
বন্ধনেতে ছিল এথা আইল ভাসিয়া।
ক্রোধে সব নাগগণে ফেলিল মারিয়া ॥
অচেতন ছিল পূর্ব্বে পাইল চেতন।
সবে পলাইল শুনি তাঁহার গর্জ্জন ॥
এই সব বিবরণ শুন মহাশয়।
না জানি ইহার তত্ত্ব, করহ নির্ণয় ॥
শুনিয়া বাসুকি নাগ চলিল ত্বরিত।
পাছে পাছে যত নাগ চলিল সহিত ॥
মহাপরাক্রম ভীম আছে যেইখানে।
দিব্যচক্ষু বাসুকি জানিল ততক্ষণে ॥
পবন-ঔরসে জন্ম কুন্তীর নন্দন।
মধুর-বচনে ভীমে করে সম্ভাষণ ॥
আমার নাতির নাতি হও বৃকোদর।
কি করিব তব প্রিয়, করহ উত্তর ॥
ধনরত্ন লহ তুমি যেই ইচ্ছা মনে।
এত শুনি বলিল যতেক নাগগণে ॥
তোমার পরম বন্ধু যদি এ কুমার।
ভক্ষ্য-ভোজ্য দিয়া তুষ্টি জন্মাও ইহার ॥
ধনরত্নে ইহার নাহিক প্রয়োজন।
ইহার পরম প্রীতি পাইলে ভোজন ॥
ইহারে লইয়া গৃহে করহ গমন।
যাহাতে এ তৃপ্ত হয় করহ রাজন্ ॥
এত শুনি ফণিরাজ লৈয়া বৃকোদরে।
গৃহে লৈয়া বসাইল পালঙ্ক-উপরে ॥
নাগের আলয়ে আছে সুধাকুণ্ডচয়।
ভীমে বলে, কর পান যত মনে লয় ॥
সহস্র হস্তীর বল এক কুণ্ডপানে।
যত ইচ্ছা তত পান করহ এক্ষণে ॥
একে বৃকোদর, তাহে পরিশ্রম-ক্ষুধা।
তাহে লোভী, অপূর্ব্ব পাইল কুণ্ডসুধা ॥

একে একে অষ্ট কুণ্ড পান সে করিল।
চলিতে নাহিক শক্তি, উদর পূরিল ॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিল শয়ন।
হেথা নিদ্রা অবসানে কুরুপুত্রগণ ॥
গৃহেতে যাইব, হেন করিল বিচার।
রথে অশ্বে গজে উঠে চড়ে যে যাহার ॥
ভ্রাতৃগণে ডাকিয়া কহেন যুধিষ্ঠির।
সবে আছে, না দেখি কেবল ভীমবীর ॥
ফলহেতু ভীম কিবা গিয়াছে কাননে।
গঙ্গাজলে গেল কিবা বিহার কারণে ॥
ভীমের উদ্দেশ ভাই, কর সর্ব্বজন।
চতুর্দ্দিকে ভ্রাতৃগণ গেল ততক্ষণ ॥
কেহ গেল গঙ্গাতীরে, কেহ মধ্যভাগে।
ভীম ভীম বলি কেহ ডাকে চতুর্দ্দিকে ॥
না পাইয়া বাহুড়িল যত ভ্রাতৃগণ।
ভীমেরে না পাই ভাই, বলে সর্ব্বজন ॥
শুনি যুধিষ্ঠির হৈল বিরস-বদন।
কোথাকারে গেল ভীম না জানি কারণ ॥
কেহ বলে, বৃকোদর ছিল এইক্ষণ।
কেহ বলে, আগে ঘরে করিল গমন ॥
অসন্তোষে যুধিষ্ঠির উঠিয়া সত্বর।
গৃহে গিয়া দেখেন, জননী একেশ্বর ॥
মায়ে দেখি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের কোঙর।
গৃহে আসিয়াছে মাতা, ভাই বৃকোদর ॥
গৃহের মধ্যেতে নাহি দেখি কি কারণে।
কিংবা কোথা পাঠাইলে, বুঝি অনুমানে ॥
ভীমে না দেখিয়া মোর স্থির নহে মতি।
ভীমের কুশল মাতা, কহ শীঘ্রগতি ॥
জলস্থল দেখিলাম কানন-নগরে।
কোথাও না পাইলাম ভাই বৃকোদরে ॥
শুনিয়া বিষণ্নমনা হ'য়ে ভোজসুতা।
বলিলেন, ভীম নাহি আইলেক হেথা ॥
কোথাকারে ভীম তবে করিল গমন।
শীঘ্র গিয়া বিদুরে জানাহ পুত্রগণ ॥

আইল বিদুর তবে কুন্তীর আদেশে।
বিদুরে কহেন কুন্তী গদগদ-ভাষে ॥
ভাইসহ গেল ভীম ক্রীড়ার কারণে।
সবে এল, বৃকোদর না আইল কেনে ॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন তারে দেখিতে না পারে।
ক্রূরমতি নির্লজ্জ সে মারিয়াছে তারে ॥
নিশ্চয় মারিল ভীমে করিয়া মন্ত্রণা।
হৃদয় অস্থির, চিত্তে হইল যন্ত্রণা ॥
বিদুর কহিল, কুন্তী, এ কথা না কহ।
আর চারি পুত্রের জীবন যদি চাহ ॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন বড় দুরাচার।
ছিদ্র-কথা শুনিলে করিবে অবিচার ॥
এত শুনি কুন্তীদেবী করেন ক্রন্দন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় ভাই চারিজন ॥
ভীমের শোকেতে বড় পাইয়া সন্তাপ।
অধোমুখে কান্দে তবে করিয়া বিলাপ ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে কহিল বিদুর।
না কর ক্রন্দন, সবে শোক কর দূর ॥
ব্যাসের বচন তুমি ভুলিলা এখন।
পৃথিবীতে অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ব্যাসের বচন কুন্তী, কভু মিথ্যা নয়।
এখনি আসিবে ভীম নাহিক সংশয় ॥
এতবলি প্রবোধিয়া গেল নিজ ঘর।
শোকাকুলমতি সেই চারি সহোদর ॥

——

● পাতাল হইতে ভীমের প্রত্যাবর্ত্তন

হেথা নাগলোকে নিদ্রা যায় বৃকোদর।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল অষ্টদিবস অন্তর ॥
ভীমে সচেতন দেখি বলে নাগগণ।
আপন-আলয়ে তুমি করহ গমন ॥
চারি ভাই শোকাকুল কাঁদয়ে জননী।
অষ্টদিন হৈল, কেহ বার্ত্তা নাহি জানি ॥

এত বলি নাগগণ নানারত্ন দিয়া।
কান্ধে করি প্রমোদ-কুঠিতে থুল লৈয়া॥
তথা হৈতে চলে বীর মত্ত-গজ গতি।
আপন-মন্দিরে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
মায়ে প্রণমিয়া প্রণমিল যুধিষ্ঠিরে।
তিন ভাই আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল শিরে॥
আনন্দিত যুধিষ্ঠির দেখি বৃকোদরে।
হরিষে চক্ষুর জল বহে দরদরে॥
জিজ্ঞাসিল, কোথা ভাই, এত দিন ছিলা।
আমা সবা পরিহরি কেমনে রহিলা॥
শুনিয়া কহিল যত সব বিবরণ।
যে-প্রকারে দুর্য্যোধন করিল বন্ধন॥
সন্দেশ বলিয়া বিষ দিল মম মুখে।
গঙ্গাজলে ভাসিয়া গেলাম নাগলোকে॥
নাগের দংশনে মোর চেতনা হইল।
কৃপায় বাসুকি-নাগ বহুধন দিল॥
এত বলি রত্ন সব দিল মাতৃ-স্থানে।
চমকিত যুধিষ্ঠির সেই বিবরণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভাই চারিজনে।
এই সব কথা যেন কেহ নাহি শুনে॥
দুর্য্যোধন-দুষ্টে কেহ না যাবে বিশ্বাস।
একা হৈয়া কেহ নাহি যাবে তার পাশ॥
হেনমতে বিচার করিয়া পঞ্চজন।
সেই হৈতে বাল্যক্রীড়া করিল বর্জ্জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● কৃপাচার্য্যের জন্ম-বিবরণ

মুনিবরে কহে পরীক্ষিতের কুমার।
বিস্তারিয়া কহ মোরে, ঘুচুক আঁধার॥
তদন্তর কি করিল পাণ্ডবের স্বামী।
তব মুখে শুনিয়া কৃতার্থ হই আমি॥

মুনি বলে, শুন রাজা, পাণ্ডব-চরিত্র।
যাহার শ্রবণে হয় জগৎ পবিত্র॥
তবে কত দিনে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অস্ত্র-শিক্ষা হেতু নিয়োজিল পৌত্রগণ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ কৃপাচার্য্য নাম।
শরদ্বান্ ঋষিপুত্র হস্তিনাতে ধাম॥
পঞ্চোত্তর শত ভাই কৌরব পাণ্ডব।
কৃপাচার্য্য ধনুর্ব্বেদ শিখাইল সব॥
জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মহাশয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম কৈল কেন ব্রাহ্মণ-তনয়॥
মুনি বলে, নৃপতি, করহ অবধান।
গৌতম ঋষির পুত্র নাম শরদ্বান্॥
শরদ্বান্ নাম হৈল শরসহ জন্ম।
ধনুর্ব্বেদে রত হৈল ত্যজি দ্বিজ-কর্ম্ম॥
বেদশাস্ত্র না পড়িল, ধনুর্ব্বেদে মন।
তপোবনমধ্যে তপ করে অনুক্ষণ॥
তাঁর তপ দেখিয়া সশঙ্ক শতক্রতু।
সৃজিলেন উপায় সে তপোভঙ্গ-হেতু॥
জানপদী দেবকন্যা দিল পাঠাইয়া।
যথা তপ করে তথা উত্তরিল গিয়া॥
কন্যা দেখি শরদ্বান্ হৈল হতধৈর্য্য।
ধনুঃশর খসিল স্খলিত হৈল বীর্য্য॥
স্খলিত হইতে মুনি হৈল সচেতন।
সে বন ত্যজিয়া মুনি গেল অন্য বন॥
যাইতে ঋষির বীর্য্য পড়িল ভূতলে।
দুই ঠাঁই হইয়া পড়িল সেই স্থলে॥
তপস্বী ঋষির বীর্য্য কভু নষ্ট নয়।
এক গুটি কন্যা হৈল একটি তনয়॥
শান্তনু-নৃপতি গেল মৃগয়া-কারণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল সেই তপোবনে॥
অনাথ যুগল শিশু দেখি অনুচরে।
আস্তেব্যস্তে জানাইল রাজার গোচরে॥
শুনিয়া গেলেন রাজা ভাবি চমৎকার।
দেখেন, রোদন করে কুমারী-কুমার॥

ধনুঃশর আছে, আর আছে কৃষ্ণচর্ম্ম।
অনুমানে জানিলেন ঋষির এ কর্ম্ম॥
গৃহে আনি দোঁহাকারে করেন পালন।
কতদিনে আসি শরদ্বান্ তপোধন॥
শরদ্বান্ বলে রাজা, তুমি ধর্ম্মময়।
কৃপায় পোষিলা সেই তনয়া-তনয়॥
সে-কারণে নাম রাখিলাম দোঁহাকার।
কৃপ-কৃপী বলি যেন ঘোষয়ে সংসার॥
তবে শরদ্বান্ মুনি আপন নন্দনে।
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিখাইল দিনে-দিনে॥
পরে দ্রোণাচার্য্য-হস্তে করে সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করায় জ্ঞাপন॥
ধনুর্ব্বেদে কৃপসম নাহিক মানুষে।
অল্পকালে আচার্য্য বলিয়া লোকে ঘোষে॥
কুরুবংশ যদুবংশ অন্ধ্র-বৃষ্ণিবংশে।
আর যত রাজগণ বৈসে দেশে-দেশে॥
সবে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করে কৃপস্থানে।
কৃপগুরু বলি নাম ব্যাপিল ভুবনে॥
পরে ভীষ্ম মহাবীর চিন্তিলেন মনে।
বিশেষ কি-মতে শিক্ষা হবে পৌত্রগণে॥
এত ভাবি দ্রোণেরে করেন সমর্পণ।
দ্রোণাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্র করায় জ্ঞাপন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

দ্রোণাচার্য্যের উৎপত্তি

রাজা বলিলেন, মুনি, কর অবধান।
কার পুত্র দ্রোণাচার্য্য, কোথা অবস্থান॥
ধনুর্ব্বেদ শিখাইল তাঁরে কোন্ জন।
কুরুদেশে গুরু হইলেন কি-কারণ॥
ব্যাসশিষ্য মুনিবর সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী।
কহিতে লাগিল দ্রোণাচার্য্যের কাহিনী॥
ভরদ্বাজ মহামুনি খ্যাত ভূমণ্ডলে।
একদিন স্নানার্থ গেলেন গঙ্গাজলে॥
অন্তরীক্ষে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরা।
পরমা সুন্দরী হয় অপ্সরাতে বরা॥
দক্ষিণ-পবনে তার উড়িল বসন।
করিলেন মুনি তার অঙ্গ দরশন॥
দেখিয়া তাঁহার চিত্তে জন্মিল উদ্বেগ।
পঞ্চশর-শরের অধিকতর বেগ॥
নাহি হেন জন যারে না মোহে কামিনী।
স্খলিত হইল রেত, চিন্তান্বিত মুনি॥
সম্মুখে দেখিয়া দ্রোণী রাখিলেন তায়।
দ্রোণীমধ্যে পুত্র-জন্ম হইল ত্বরায়॥
পুত্রে দেখি ভরদ্বাজ হরিষ-অন্তর।
পুত্রে লৈয়া গেলেন সে আপনার ঘর॥
দ্রোণীতে জন্মিল পুত্র তেঁই দ্রোণ-আখ্যা।
বেদ-বিদ্যা-সর্ব্বশাস্ত্র করালেন শিক্ষা॥
ছিলেন পৃষত-নামে পাঞ্চাল-রাজন্।
দ্রুপদ বলিয়া নাম তাঁহার নন্দন॥
ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রমে সদা যায়।
সমান-বয়স দ্রোণ-সহিত খেলায়॥
এক ঠাঁই দুই জনে করে অধ্যয়ন।
ক্রীড়া করে এক ঠাঁই ভোজন-শয়ন॥
তিলেক না রহে দোঁহে না হইলে দেখা।
পরস্পর হইল দোঁহার দোঁহে সখা॥
তবে কত দিনে রাজা পৃষত মরিল।
পাঞ্চাল-দেশেতে রাজা দ্রুপদ হইল॥
স্বর্গেতে গেলেন ভরদ্বাজ তপোধন।
তপস্যা করিতে দ্রোণ যান তপোবন॥
কতদিনে দ্রোণাচার্য্য পিতৃ-আজ্ঞা মানি।
বিবাহ করেন কৃপাচার্য্যের ভগিনী॥
পরমা সুন্দরী কন্যা ব্রতে অনুব্রতা।
যজ্ঞহোমে তপে নিষ্ঠা, সতী পতিব্রতা॥
যজ্ঞ-তপ-ফলে তাঁর হইল নন্দন।
জন্মমাত্র করিলেক অশ্বের গর্জ্জন॥

হেনকালে আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী।
জন্মমাত্র পুত্র করিলেক অশ্বধ্বনি॥
অশ্বত্থামা নাম তার হবে সে-কারণে।
দীর্ঘজীবী হবে আর পূর্ণ সর্ব্বগুণে॥
পুত্রে দেখি দ্রোণাচার্য্য হরষিত-মন।
নানাবিদ্যা তারে করালেন অধ্যাপন॥
তবে কতদিনে দ্রোণ করেন শ্রবণ।
জমদগ্নিসুতের দানের বিবরণ॥
নানারত্ন-ধন বিপ্রে দিতেছেন দান।
পৃথিবীতে শব্দ হৈল দানের বাখান॥
মহেন্দ্র-পর্ব্বত-মধ্যে রামের নিলয়।
তথায় গেলেন ভরদ্বাজের তনয়॥
দ্রোণে দেখি জিজ্ঞাসেন ভৃগুর নন্দন।
কোথা হৈতে আইলেন, কিবা প্রয়োজন॥
দ্রোণ বলিলেন, মোর দ্রোণাচার্য্য নাম।
জনক আমার ভরদ্বাজ গুণধাম॥
বহু দান কর তুমি, শুনি লোকমুখে।
বার্ত্তা পেয়ে আইলাম তোমার সম্মুখে॥
পূর্ণ করি ধন দিবা আমারে হে রাম।
স্বকুটুম্ব-সহ যেন পূরে মনস্কাম॥
শুনিয়া বলেন জমদগ্নির নন্দন।
সব ধন দিয়া আমি এই যাই বন॥
হেনকালে এলে তুমি ব্রাহ্মণ-কুমার।
কোন্ দ্রব্য দিয়া তুষ্টি করিব তোমার॥
পৃথিবীর মধ্যে মম নাহি অধিকার।
কশ্যপে দিলাম আমি সকল সংসার॥
আছে মাত্র প্রাণ আর ধনুঃশর দ্রোণ।
যাহা ইচ্ছা মম স্থানে মাগি লহ ধন॥
দ্রোণাচার্য্য মাগিলেন তবে ধনুর্ব্বাণ।
মন্ত্রসহ অস্ত্র দেন ভৃগুর সন্তান॥
ধনুর্ব্বেদে নিপুণ হইয়া দ্রোণাচার্য্য।
পরে চলিলেন তিনি দ্রুপদের রাজ্য॥
অত্যন্ত দরিদ্র দ্রোণ না মাগেন কারে।
পুত্রের দেখিয়া কষ্ট ভাবেন অন্তরে॥
বালক-কালের সখা দ্রুপদ রাজন্।
তাঁর স্থানে গেলে হবে দারিদ্র্য-ভঞ্জন॥
এত ভাবি গেল দ্রোণ পাঞ্চাল-নগর।
উত্তরেন যথায় দ্রুপদ-নরবর॥
পিন্ধন মলিন জীর্ণ কটিমাত্র ঢাকে।
সর্ব্বদেহ শীর্ণ-কৃষ্ণ দারিদ্র্যের পাকে॥
রাজারে বলেন দ্রোণ, শুন মহারাজ।
আমি তব সখা, হেথা আসিয়াছি আজ॥
এত শুনি নরপতি কটাক্ষেতে চায়।
নয়ন লোহিতবর্ণ, কহে কম্পকায়॥
কোথাকার দ্বিজ, তুমি দরিদ্র ভিক্ষুক।
অজ্ঞান বাতুল কিবা হইবা দুর্ম্মুখ॥
আমি মহারাজ হই, পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
কোন্ লাজে সখা বল সভার ভিতর॥
ধনীর নির্ধন-সখা কভু না যুয়ায়।
সুরনরলোকে কভু সখ্য নাহি হয়॥
কোথা সখ্য হইয়াছে নৃপতি-ভিক্ষুকে।
সমানে সমানে সখ্য যায় অতিসুখে॥
উত্তমে অধমে সখ্যে নাহি হয় সুখ।
অধমে উত্তমে দ্বন্দ্ব সেইরূপ দুখ॥
কোথা হৈতে এলে তুমি দরিদ্র এখানে।
দেখিছি কি, না দেখেছি, নাহি পড়ে মনে॥
এতেক শুনিয়া তাঁর নিষ্ঠুর উত্তর।
অভিমানে দ্রোণের কম্পিত কলেবর॥
সর্পবৎ শ্বাস বহে, নেত্র দুটি শোণ।
মুহূর্ত্তেক স্তব্ধ হৈয়া রহিলেন দ্রোণ॥
পুনশ্চ না দেখিলেন রাজার বদন।
না বলিয়া কারে কিছু করিলা গমন॥
শ্যালক-আলয়ে যান হস্তিনানগর।
দ্রোণে দেখি কৃপাচার্য হরিষ-অন্তর॥
দারা-পুত্র-সহ দ্রোণ থাকেন তথায়।
হেনমতে গুপ্তবেশে কত দিন যায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম-বিরচিত॥

● কুরুবালকদিগের বাল্যক্রীড়া

একদিন তথা যত কুরুপুত্রগণ।
নগর-বাহিরে ক্রীড়া করে সর্ব্বজন॥
একগোটা লৌহ-ভাঁটা ভূমিতে ফেলিয়া।
হাতে দণ্ড করি তাহা যায় তাড়াইয়া॥
হেন লৌহভাঁটা তবে দৈব-নিবন্ধনে।
নিরুদক-কূপ মধ্যে পড়িল তাড়নে॥
কূপেতে পড়িল দেখি সকল কুমার।
তাহা তুলিবারে যত্ন করিল অপার॥
কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইল।
হতাশ হইয়া সবে ভাবিতে লাগিল॥
লজ্জিত হইল সবে মলিন-বদন।
হেনকালে আইলেন দ্রোণ তপোধন॥
শুক্লবেশ শুক্লবস্ত্র স্কন্ধেতে উত্তরী।
শ্যামল দেহের বর্ণ গতি মত্তকরী॥
শিশুগণে দেখি দ্রোণ বিরস-বদন।
জিজ্ঞাসেন, মনোদুঃখ কিসের কারণ॥
এতেক শুনিয়া বলে যতেক কুমার।
ধিক্ ক্ষত্রকুলে জন্ম আমা সবাকার॥
ধিক্ প্রাণ, ধিক্ ধনু, ধিক্ অধ্যয়ন।
ভাঁটা উদ্ধারিতে শক্ত নহি কোন জন॥
হের দেখ জলহীন কূপের ভিতরে।
পড়িয়াছে লৌহভাঁটা পাই দেখিবারে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য বলেন হাসিয়া।
কূপ হৈতে ভাঁটা দেখ দেই উদ্ধারিয়া॥
এই ঈষীকার তেজে করিব উদ্ধার।
ভোজ্য দিয়া তুষ্ট তবে করিবা আমার॥
একবাক্য হৈয়া তবে কর অঙ্গীকার।
অবশ্য উদ্ধারি দিব লৌহভাঁটা য়ার॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রোণাচার্য্য-প্রতি বলে বুঝিয়া কারণ॥
কূপ হৈতে ভাঁটা পার করিতে উদ্ধার।
ভোজনের কথা কিবা, সকলি তোমার॥
কৃপাচার্য্য সনেতে ভুঞ্জহ নানাসুখ।
এত গুণী দ্বিজবর, ভোজনে কি দুখ॥
দ্রোণ বলিলেন, সবে থাক স্থিররূপে।
এইত অঙ্গুরী আনি ফেলি এই কূপে॥
অঙ্গুরী তুলিব আর উদ্ধারিব ভাঁটা।
এত বলি আনিলেন ঈষীকা একটা॥
মন্ত্র পড়ি দ্রোণাচার্য্য ঈষীকা মারিল।
মন্ত্রতেজে লৌহভাঁটা সকলি ভেদিল॥
পুনঃপুনঃ তথিপর মারেন অপার।
ঈষীকা ঈষীকা যুড়ি হৈল দীর্ঘাকার॥
ঈষীকার মূল তবে দ্রোণ ধরি করে।
আকাশে তুলিল, ভাঁটা উঠিল উপরে॥
আশ্চর্য্য হইয়া সবে হইল বিস্ময়।
পরে ধনুর্ব্বাণ লয়ে দ্রোণ মহাশয়॥
মন্ত্র পড়ি অঙ্গুরী-উপরে বাণাঘাতে।
শর সহ অঙ্গুরী উঠিল আসি হাতে॥
দেখিয়া দুষ্কর কর্ম্ম সকল কুমার।
জিজ্ঞাসিল দ্বিজবরে মানি পরিহার॥
কোথা হৈতে এলে, দ্বিজ, কোথায় নিবাস।
কি কারণে আগমন, করহ প্রকাশ॥
অদ্ভুত তোমার কর্ম্ম লোকে অনুপাম।
কহ, শুনি দ্বিজবর, কিবা তব নাম॥
আজ্ঞা কর, দ্বিজবর, যেই লয় মন।
যে আজ্ঞা করিবা, তাহা করিব এখন॥
এতেক বচন যদি শিশুগণ কৈল।
শুনিয়া সন্তুষ্ট দ্বিজশ্রেষ্ঠ যে হইল॥
দ্রোণ বলে, শুন সবে আমার উত্তর।
মম সমাচার কহ ভীষ্মের গোচর॥
রূপ-গুণ আমার কহিব তাঁর স্থান।
আপনি জানিয়া ভীষ্ম করিবে সম্মান॥
এত শুনি শীঘ্রগতি যতেক কুমার।
পিতামহ-আগে কহে সব সমাচার॥
বৃদ্ধ এক দ্বিজবর শ্যামবর্ণ ধরে।
তাঁহার যতেক গুণ বিদিত সংসারে॥

নাম-ধাম করিলাম জিজ্ঞাসা তাঁহারে।
কহিলেন তোমার গোচর করিবারে॥

কৌরব ও পাণ্ডবদের দ্রোণকে গুরুত্বে বরণ

এত শুনি গঙ্গাপুত্র চিন্তিত হৃদয়।
জানিলেন এতাদৃশ অন্য কেহ নয়॥
দ্রোণাচার্য্য বিনা অন্য কেহ নাহি জানে।
আইলেন দ্রোণ, জানিলাম এ বিধানে॥
কুরুবংশ-যোগ্য গুরু মেলে এতদিনে।
দ্রোণ-অনুসারে ভীষ্ম চলিল আপনে॥
দ্রোণে দেখি প্রণমিল গঙ্গার নন্দন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া দ্রোণ দেন আলিঙ্গন॥
ভীষ্ম বলিলেন, কহ আপন কল্যাণ।
বড় ভাগ্য কুরুবংশে দ্রোণ-অধিষ্ঠান॥
এতেক শুনিয়া ভরদ্বাজের নন্দন।
কহিতে লাগিল সব আত্ম-বিবরণ॥
তপোবনে থাকি, বহু করি তপঃক্লেশ।
ফলমূলাহারী, ধরি জটাবল্কবেশ॥
এইরূপে বহুদিন থাকি তপোবন।
হেনকালে পিতৃবাক্য হইল স্মরণ॥
বংশহেতু কতদিনে পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে।
গৌতমী কৃপের ভগ্নী করিলাম বিয়ে॥
জন্মিল তাহার গর্ভে একটি নন্দন।
অশ্বত্থামা নাম তার দিল দেবগণ॥
কতদিনে ক্রীড়া-কাল প্রাইল কুমার।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সদা করয়ে বিহার॥
আচম্বিতে একদিন আইল ধাইয়া।
আমার অগ্রেতে কহে কান্দিয়া কান্দিয়া॥
গাভীদুগ্ধ পান করে সকল বালক।
সেইমত দুগ্ধ দেহ আমারে জনক॥
অনেক রোদন করি মাগিল নন্দন।
দুগ্ধহেতু করিলাম বহু পর্য্যটন॥
গাভীর কারণে ভ্রমিলাম বহুস্থান।
সত্যশীল কেহ না করিল গাভীদান॥
নাহি চাহিলাম কোন অধমের স্থান।
গাভী না পাইয়া গৃহে করিনু প্রস্থান॥
গৃহে আসি দেখিলাম বালকের দল।
আনিয়াছে পাত্র ভরি পিটুলীর জল॥
পিটুলীর জল সবে দুগ্ধ বলি দিল।
আনন্দিত হৈয়া শিশু তাহা পান কৈল॥
সকল বালকগণ নৃত্য করে রঙ্গে।
অশ্বত্থামা নাচিতে লাগিল শিশুসঙ্গে॥
ইহা দেখি শিশুগণ বলাবলি করে।
যার পুত্র পিষ্টোদক পিয়ে হর্ষভরে॥
দুগ্ধপান কৈল বলি নাচিছে সঘনে।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ ধনহীন দ্রোণে॥
শিশুগণ উপহাস তাহারে করিল।
পুনরপি আসি পুত্র আমারে কহিল॥
পুত্রের বচন শুনি চিত্তে হৈল তাপ।
জননী শুনিয়া বহু করিল বিলাপ॥
বহুমতে বিলাপিয়া ভাবে মনে-মন।
আপন কর্ম্মের ফল না হয় লঙ্ঘন॥
ধিক্ তপ, ধিক্ জন্ম, ধিক্ পরিবার।
ধিক্ জপ-ধ্যান মোর, ধিক্ কলেবর॥
ধিক্ ধিক্ আমারে, অধিক ধিক্ দ্রোণে।
পৃথিবীতে গৃহবাসী ধিক্ ধনহীনে॥
এতেক ভাবিয়া পূর্ব্ব হইল স্মরণ।
বালক-কালের সখা পৃষত-নন্দন॥
অত্যন্ত সৌহৃদ্য ছিল তাহার সহিত।
পাঞ্চালে গেলাম ভাবি পূর্ব্বের পিরীত॥
সখা বলি সম্ভাষিনু দ্রুপদ রাজারে।
দেখিয়া অনেক নিন্দা করিল আমারে॥
কোথায় দরিদ্র তুমি, আমি নৃপমণি।
তব সঙ্গে সখ্য করি আমি নাহি জানি॥
পুনঃপুনঃ কত বলে নিষ্ঠুর বচন।
সেবকে বলিল, দেহ একটি ভোজন॥

এতেক নিষ্ঠুর-বাক্য শুনিয়া তাহার।
ক্ষণেক বিলম্ব তথা না করিনু আর॥
ভেদিলেক মর্ম্ম মম তাহার বচনে।
এ প্রতিজ্ঞা করিলাম তথির কারণে॥
আইলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া নিজচিতে।
নিকটে করিব তাহা তোমার সম্মতে॥
সেইহেতু আইলাম হস্তিনানগর।
কি করিব তব প্রীতে, কহ নৃপবর॥
ভীষ্ম বলিলেন, ভাগ্য বড়ই আমার।
অতএব হেথায় করিলা আগুসার॥
এই কুরুজাঙ্গল কৌরব-অধিকার।
রাজ্য অর্থ পরিবার সব আপনার॥
পৌত্রগণ সমর্পিয়া দিনু হাতে হাতে।
পাণ্ডব-কৌরব পঞ্চোত্তর শত সুতে॥
পৌত্রগণে সমর্পি তোমার বিদ্যমান।
কৃপা করি সবাকারে দেহ দিব্য-জ্ঞান॥
এত বলি ভীষ্ম তবে পূজি বহুতর।
রহিবারে দিলা দিব্য-রত্নময় ঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

● দ্রোণের নিকট অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা এবং পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অস্ত্রশিক্ষা

তবে দ্রোণাচার্য্য সব রাজপুত্রে লৈয়া।
কহিতে লাগিল তবে একান্তে বসিয়া॥
অস্ত্র-বিদ্যা সবারে করাব অধ্যয়ন।
শিক্ষা করি মম বাক্য করিবা পালন॥
আমার যে বাঞ্ছা আছে, শুন সব শিষ্য।
সত্য কর তোমরা, তা' করিবা অবশ্য॥
দ্রোণের বচন শুনি যত শিষ্যগণ।
নিঃশব্দ হইল সবে, না কহে বচন॥
অর্জ্জুন বলেন, করি সত্য-অঙ্গীকার।
করিব পালন, হয় যে আজ্ঞা তোমার॥
অর্জ্জুন-বচনে দ্রোণ হরিষ-অন্তর।
আলিঙ্গিয়া চুম্ব দিল মস্তক-উপর॥
একান্তে বলেন দ্রোণ করি অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কারে সদৃশ তোমার॥
তবে দ্রোণাচার্য্য লৈয়া যত শিষ্যগণ।
সর্ব্বদা করান নানা-অস্ত্র-অধ্যয়ন॥
অস্ত্র-শিক্ষা করে কুরু-পাণ্ডব-কুমার।
রাজ্যে রাজ্যে গেল দ্রোণ-গুরু-সমাচার॥
যত রাজপুত্রগণ শিক্ষার কারণ।
হস্তিনানগরে সবে কৈল আগমন॥
বৃষ্ণিবংশ যদুবংশ অন্ধ্র-ভোজ-আদি।
আর যত রাজগণ সাগর-অবধি॥
যত যত রাজপুত্র না যায় গণন।
দ্রোণ-স্থানে আসে অস্ত্র-শিক্ষার কারণ॥
কর্ণ মহাবীর অধিরথের নন্দন।
সদা দুর্য্যোধনের সে অনুগত জন॥
সেহ অস্ত্র দ্রোণ-স্থানে করে অধ্যয়ন।
হেনমতে বহুশিষ্য হইল ঘটন॥
শিক্ষাহেতু শিষ্যগণ থাকে নিরন্তর।
নিজপুত্রে পড়াইতে নাহি অবসর॥
সবারে কহেন দ্রোণ কপট করিয়া।
গঙ্গাজল আন কমণ্ডলুতে ভরিয়া॥
কমণ্ডলু ল'য়ে যত রাজপুত্রগণ।
জল আনিবারে সবে করিল গমন॥
একান্তে পাইয়া দ্রোণ পুত্রে শিক্ষা দিল।
এসব বৃত্তান্তমাত্র অর্জ্জুন জানিল॥
বরুণ-নামেতে অস্ত্র ধনুকে সাধিয়া।
কমণ্ডলু দিল লৈয়া জলেতে পূরিয়া॥
জল আনিবারে যায় সব শিষ্যগণ।
অশ্বত্থামা অর্জ্জুন করেন অধ্যয়ন॥
অহর্নিশ পার্থের নাহিক অবসর।
নাহি নিদ্রা শ্রান্তি, সদা হাতে ধনুঃশর॥
নিরবধি গুরুপদ করেন সেবন।
কৃতাঞ্জলি সদা স্তুতি বিনয়-বচন॥

পার্থের সৌজন্য দেখি দ্রোণ বড় প্রীত।
বহুবিদ্যা অর্জ্জুনে দিলেন অপ্রমিত ॥

একলব্যের উপাখ্যান

তবে একদিন তথা দ্রোণ-গুরু-স্থানে।
আইল নিষাদ এক শিক্ষার কারণে ॥
হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য নাম।
দ্রোণের চরণে আসি করিল প্রণাম ॥
যোড়হাত করি বলে বিনয় বচন।
শিক্ষা-হেতু আইলাম তোমার সদন ॥
দ্রোণ বলিলেন, তুঁই হোস্ নীচজাতি।
তোরে শিক্ষা করাইলে হইবে অখ্যাতি ॥
অনেক বিনয়ে বলে নিষাদনন্দন।
তথাপি তাহারে না করান অধ্যয়ন ॥
দ্রোণাচার্য্য-মুখে যবে নিষ্ঠুর শুনিল।
দণ্ডবৎ করিয়া অরণ্যে প্রবেশিল ॥
নিষাদের বেশ ত্যজি হৈল ব্রহ্মচারী।
জটা-বল্ক-পরিধান ফল-মূলাহারী ॥
মৃত্তিকার দ্রোণ এক করিয়া রচন।
নানাপুষ্প দিয়া তাঁর করয়ে পূজন ॥
নিরন্তর একলব্য হাতে ধনুঃশর।
সর্ব্বমন্ত্র-অস্ত্র জ্ঞাত হৈল ধনুর্দ্ধর ॥
তবে কতদিন পরে কৌরবনন্দন।
সেই বনে গেল সবে মৃগয়া-কারণ ॥
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ তুরঙ্গমে।
সঙ্গেতে চলিল পরিবার ক্রমে ক্রমে ॥
মৃগয়ানিপুণ গুণী লইয়া সংহতি।
মহাবনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
মৃগয়া করিছে যত রাজার কোঙর।
হেনকালে এক পাণ্ডবের অনুচর ॥
করিয়া কুক্কুর সঙ্গে যায় পাছে পাছে।
উত্তরিল যথায় নিষাদপুত্র আছে ॥
মৃত্তিকা-পুত্তলি আগে করি যোড়কর।
বসিয়াছে ব্রহ্মচারী হাতে ধনুঃশর ॥
শব্দ করে কুক্কুর দেখিয়া ব্রহ্মচারী।
চারিভিতে ভ্রমে তারে প্রদক্ষিণ করি ॥
কুক্কুরের শব্দে তার ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
ক্রোধে কুক্কুরের মুখে মারে সপ্ত বাণ ॥
না মরিল কুক্কুর, না হৈল মুখে ঘা।
অলক্ষিতে সে কুক্কুরের রুধিলেক রা ॥
কুক্কুর নিঃশব্দে ধায় মুখে সপ্তশর।
কতক্ষণে গেল তবে কুমার-গোচর ॥
কুক্কুরের মুখে শর আশ্চর্য্য দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল অনুচরে বিস্মিত হইয়া ॥
এ-হেন অদ্ভুত কর্ম্ম কভু নাহি শুনি।
বহুবিদ্যা জানি, হেন বিদ্যা নাহি জানি ॥
লজ্জায় মলিন হৈল যত ভ্রাতৃগণ।
চল যাই, দেখিব, বিন্ধিল কোন্ জন ॥
অনুচর লৈয়া গেল যথা ব্রহ্মচারী।
দেখিল বসিয়া আছে ধনুঃশর ধরি ॥
জিজ্ঞাসিল, তুমি হও কোন্ মহাজন।
কার স্থানে এ-বিদ্যা করিলা অধ্যয়ন ॥
ব্রহ্মচারী বলে, মম একলব্য নাম।
দ্রোণ-গুরু-স্থানে অস্ত্র-শিক্ষা করিলাম ॥
শুনিয়া বিস্ময় মানে যতেক কুমার।
অর্জ্জুন শুনিয়া চিন্তা করেন অপার ॥
মৃগয়া সংবরি তবে যত ভ্রাতৃগণ।
দ্রোণ-স্থানে করিলেন সব নিবেদন ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ বিরস-বদন।
আমারে বঞ্চনা কেন কৈলা ভগবন্ ॥
পূর্ব্বেতে আমার কাছে কৈলা অঙ্গীকার।
তব সম প্রিয়শিষ্য নাহিক আমার ॥
তোমার সদৃশ বিদ্যা নাহি দিব কারে।
এখন ছলনা প্রভু করিলা আমারে ॥
পৃথিবীতে যেই বিদ্যা অগোচর নরে।
হেন বিদ্যা শিখাইলে নিষাদকুমারে ॥

অর্জ্জুনের বাক্যে দ্রোণ মানিয়া বিস্ময়।
ক্ষণেক নিঃশব্দে চিন্তা করেন হৃদয়॥
অর্জ্জুনেরে বলেন, সে আছে কোন্ স্থানে।
শীঘ্রগতি চল, তথা যাব দুইজনে॥
দ্রোণ ধনঞ্জয় দোঁহে করিল গমন।
দ্রোণে দেখি আস্তে-ব্যস্তে নিষাদনন্দন॥
দূরে থাকি ভূমে লুটি প্রণাম করিল।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অগ্রেতে দাণ্ডাইল॥
নিষাদনন্দন বলে মধুর-বচনে।
আজ্ঞা কর, গুরু, হেথা কোন্ প্রয়োজনে॥
দ্রোণ বলিলেন, যদি তুমি শিষ্য হও।
তবে গুরুদক্ষিণা আমারে আজি দেও॥
একলব্য বলে, প্রভু, মম ভাগ্যবশে।
কৃপা করি আপনি আইলা এই দেশে॥
এ-দ্রব্য সে-দ্রব্য নাহি করহ বিচার।
সকল দ্রব্যেতে হয় গুরু-অধিকার॥
যে-কিছু মাগিবা, প্রভু, সকল তোমার।
আজ্ঞা কর, গুরু, করিলাম অঙ্গীকার॥
দ্রোণ বলিলেন, যদি আমারে তুষিবা।
দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটা দিবা॥
ততক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি-গোটা দিল।
গুরু-আজ্ঞা পালনে সে বিলম্ব না কৈল॥
তুষ্ট হইলেন দ্রোণ আর ধনঞ্জয়।
মনে জানিলেন, গুরু আমারে সদয়॥
তাহার কঠোর কর্ম্ম দেখি দুইজন।
প্রশংসা করিয়া দেশে করিলা গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

● দ্রোণকর্ত্তৃক শিষ্যগণের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা

তবে কত দিনে দ্রোণ বিদ্যা-পরীক্ষিতে।
কাষ্ঠের রচিয়া পক্ষী রাখেন বৃক্ষেতে॥
একে একে ডাকিলেন সব শিষ্যগণে।
আইলেন যুধিষ্ঠির আগে সেইক্ষণে॥
ধনুঃশর দিয়া দ্রোণ যুধিষ্ঠির-করে।
ভাস-পক্ষী দেখাইয়া কহেন তাহারে॥
ঐ দেখহ ভাস-পক্ষী বৃক্ষের উপর।
উহারে করিয়া লক্ষ্য ধর ধনুঃশর॥
যেইক্ষণে মোর আজ্ঞা হইবে বাহির।
সেইক্ষণে কাটিবা উহার তুমি শির॥
এত শুনি ধনুঃশর যুড়ি যুধিষ্ঠির।
ভাস-পক্ষী পানে দৃষ্টি করিলেন স্থির॥
ডাকিয়া বলেন দ্রোণ কুন্তীর কুমারে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি পাও দেখিবারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাস দেখি বৃক্ষোপর।
ভূমিতে তোমারে দেখি আর সহোদর॥
এত শুনি দ্রোণ তাঁরে অনেক নিন্দিয়া।
ছাড় ছাড় বলি ধনু নিলেন কাড়িয়া॥
দুর্য্যোধন, শত ভাই বীর বৃকোদর।
একে-একে সবারে দিলেন ধনুঃশর॥
যেইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেইমত কহিল যতেক ভ্রাতৃগণ॥
সবাকারে বহুনিন্দা করি দ্রোণবীর।
ধনু লৈয়া ঠেলা মারি করেন বাহির॥
ধনুঃশর দেন গুরু অর্জ্জুনের হাতে।
বৃক্ষে ভাস দেখাইয়া কহেন অগ্রেতে॥
নির্গত হইবামাত্র মম মুখে বাণী।
নিঃশব্দে কাটিবা বাপু ধনুঃশর হানি॥
গুরুবাক্যে তখনি টানিয়া ধনুর্গুণ।
পক্ষিপ্রতি দৃষ্টি করি রহেন অর্জ্জুন॥
কতক্ষণ থাকি দ্রোণ বলেন অর্জ্জুনে।
কোন্ কোন্ জনে তুমি দেখহ নয়নে।
অর্জ্জুন বলেন, আমি অন্যে নাহি দেখি।
বৃক্ষমধ্যে দেখিবারে পাই মাত্র পাখী॥
হৃষ্ট হৈয়া দ্রোণ পুনঃ বলেন বচন।
কিরূপ ভাসের অঙ্গ কর নিরীক্ষণ॥

অর্জ্জুন বলেন, আর ভাস নাহি দেখি।
কেবল দেখি যে মুণ্ডসহ দুই আঁখি ॥
দ্রোণ বলিলেন, অস্ত্রে কাট পক্ষিশির।
না স্ফুরিতে বাক্যমাত্র কাটে পার্থবীর ॥
দ্রোণাচার্য্য নিরখিয়া হরষিত-মন।
আলিঙ্গিয়া পুনঃপুনঃ করেন চুম্বন ॥
প্রশংসা করেন দ্রোণ অর্জ্জুনে অপার।
দেখিয়া আশ্চর্য্য হৈল সকল কুমার ॥
তবে একদিন দ্রোণ যান গঙ্গাস্নানে।
সঙ্গেতে করিয়া লইলেন শিষ্যগণে ॥
জলে নামিলেন গুরু, শিষ্যগণ তটে।
কুম্ভীর ধরিল তাঁরে দশন বিকটে ॥
শক্তিসত্ত্বে মুক্ত নাহি হইয়া আপনে।
ডাক দিয়া বলিলেন সব শিষ্যগণে ॥
আমারে কুম্ভীর ধরি লৈয়া যায় জলে।
এই ডুবাইল, রাখ আমারে সকলে ॥
দ্রোণের বচনে সবে হৈল চমৎকার।
আস্তে-ব্যস্তে লৈয়া যায় অস্ত্র যে যাহার ॥
দ্রোণের মুখেতে তবে নাহি সরে বাণী।
অলক্ষিতে পঞ্চ বাণ মারিল ফাল্গুনী ॥
খণ্ড খণ্ড হৈল কুম্ভীর-কলেবর।
মরিল কুম্ভীর, ভাসে জলের উপর ॥
জল হৈতে উঠি দ্রোণ ধরিয়া অর্জ্জুনে।
বারবার তুষিল চুম্বন-আলিঙ্গনে ॥
তুষিয়া দিলেন অস্ত্র, নাম ব্রহ্মশির।
অস্ত্র দিয়া বলিলেন দ্রোণ মহাবীর।
এই অস্ত্র প্রহারিবা দেবতা-রাক্ষসে।
কদাচিত অস্ত্র নাহি ছাড়িবা মানুষে ॥
দেখিয়া গুরুর এত অর্জ্জুনে সম্মান।
ক্রোধে দুর্য্যোধন হৈল মরণ-সমান ॥
হেনমতে দ্রোণাচার্য্য যত শিষ্যগণে।
নানা-বিদ্যা শিক্ষা দিল অতীব যতনে ॥
রথ-আরোহণে দৃঢ় হন যুধিষ্ঠির।
গদায় কুশল দুর্য্যোধন-ভীমবীর ॥
তুরঙ্গে নকুল হৈল, সহদেব কুন্ত।
হেনমতে হইলেন সবে বিদ্যাবন্ত ॥
ইন্দ্রের নন্দন ইন্দ্র অনুজ সমান।
সকল বিদ্যায় পূর্ণ হইল বাখান ॥
রথ গজ অশ্ব ভূমি সর্ব্বত্র অভ্যাস।
ধনু খড়্গ গদা আদি সকলি প্রকাশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে রাজপুত্রগণের দ্রোণকর্ত্তৃক অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা

সর্ব্বশিষ্যগণ যবে হইল প্রখর।
দ্রোণ চলিলেন যথা অন্ধ-নৃপবর ॥
ভীষ্ম কৃপাচার্য্য আদি যত ক্ষত্রগণ।
সভাতে কহেন ভরদ্বাজের নন্দন ॥
বিদ্যায় পারগ হৈল সকল কুমার।
সাক্ষাতে পরীক্ষা কর বিদ্যা সবাকার ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত-মন।
বিদুরে ডাকিয়া আজ্ঞা করেন তখন ॥
রঙ্গভূমি-সজ্জাদি করহ শীঘ্রগতি।
যেইরূপ আচার্য্য কহেন মহামতি ॥
রাজ-আজ্ঞা পাইয়া বিদুর ততক্ষণে।
আদেশ করেন যত অনুচরগণে ॥
একস্থান প্রশস্ত চৌদিকে সোসর।
রঙ্গভূমি বিরচিল তাহার ভিতর ॥
চতুর্দ্দিকে নির্ম্মাইল উচ্চ গৃহগণ।
নানারত্নে গৃহ সব করিল মণ্ডন ॥
রাজগণ বসিবারে তথির উপর।
বিচিত্র পালঙ্ক-শয্যা থুইল বিস্তর ॥
রাজনারীগণহেতু কৈল ভিন্ন স্থল।
জনপদহেতু মঞ্চ নির্ম্মে সুকোমল ॥
হেনমতে রঙ্গভূমি করিয়া নির্ম্মাণ।
জানাইল বিদুর সে ধৃতরাষ্ট্র-স্থান ॥

শুভদিন করিয়া চলিল সর্ব্বজন।
কৃপাচার্য্য ধৃতরাষ্ট্র গঙ্গার নন্দন ॥
বাহ্লীক চলিল সহ পুত্র সোমদত্ত।
আর যত রাজগণ আইল প্রমত্ত ॥
গান্ধারী সুবলসুতা কুন্তী-আদি করি।
আইল সকল যত অন্তঃপুর-নারী ॥
রথ-গজ-অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চের উপরে।
লক্ষপুর করিয়া বসিল দেখিবারে ॥
নানাবাদ্য বাজে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
প্রলয়কালেতে যেন সিন্ধুর কল্লোলি ॥
হেনকালে আইলেন আচার্য্য মহাশয়।
তারামধ্যে হইল যেন চন্দ্রের উদয় ॥
শুক্লবাস শুক্লকেশ শুক্লপুষ্প-মালে।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত শুক্লমলয়জ ভালে ॥
পুত্র সহ গুরু দাণ্ডাইয়া সভামাঝে।
আজ্ঞা কৈল আসিবারে পাণ্ডব অগ্রজে ॥
সভাতে প্রবেশ করিলেন যুধিষ্ঠির।
বিকচ-পঙ্কজ-মুখ নির্ম্মল শরীর ॥
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ সন্ধি দিব্য শর।
মহাশব্দে প্রহারিল লোকে ভয়ঙ্কর ॥
এক অস্ত্রে বহু অস্ত্র করেন সৃজন।
বায়ব্য-অনল-আদি বহু অস্ত্রগণ ॥
ধন্য ধন্য করি সবে করিল বাখান।
সবে বলে কেহ নাহি ইহার সমান ॥
নিবর্ত্তিয়া যুধিষ্ঠিরে দ্রোণ তপোধন।
আজ্ঞা করিলেন এস ভীম-দুর্য্যোধন ॥
গদা হাতে এল তবে দুই মহাবীর।
মল্লবেশে রঙ্গমাটি-ভূষিত-শরীর ॥
মাথায় মুকুট, পরিধান বীরধড়া।
দুইভিতে দোঁহে যেন পর্ব্বতের চূড়া ॥
গদা হাতে করি দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
দোঁহার হুঙ্কার শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
দুই মত্ত গজ যেন শুণ্ডে জড়াজড়ি।
চরণে-চরণে মুণ্ডে-মুণ্ডে তাড়াতাড়ি ॥
দোঁহার দেখিয়া কর্ম্ম লোকে ভয়ঙ্কর।
অন্যে-অন্যে কথা হয় সভার ভিতর ॥
কেহ বলে, মহাবলী বীর বৃকোদর।
কেহ বলে, ভীম হৈতে বলী কুরুবর ॥
হেনমতে দুই পক্ষ হইল সভায়।
উঠিল প্রলয়-শব্দ কথায় কথায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী পাণ্ডবগণ-মাতা।
তিন জনে বিদুর কহেন সব কথা ॥
বুঝিয়া লোকের মর্ম্ম দ্রোণ মহাশয়।
আজ্ঞা করিলেন, দোঁহে নিবৃত্ত যে হয় ॥
মধ্যে গিয়া দাঁড়াইল গুরুর নন্দন।
নিবৃত্ত হইল দোঁহে ভীম-দুর্য্যোধন ॥
তবে আজ্ঞা কৈল গুরু অর্জ্জুনে আসিতে।
আইলেন ধনঞ্জয় ধনুঃশর-হাতে ॥
নবজলধরপ্রায় অঙ্গের বরণ।
পূর্ণশশধর-মুখ রাজীবলোচন ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত সভাজন।
কেহ বলে, আইলেন কুন্তীর নন্দন ॥
কেহ বলে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব-মধ্যম।
কেহ বলে, কুরুশ্রেষ্ঠ রিপুগণ-ধম ॥
বীরধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বলোকে বলে।
এঁর সম বীর্য্যবান্ নাহি ভূমণ্ডলে ॥
এইমত কথাবার্ত্তা সকলে সভাতে।
ধন্য ধন্য বলি শব্দ হৈল আচম্বিতে ॥
শব্দ শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে পুছিল।
কি-হেতু এমত শব্দ সভাতে উঠিল ॥
বিদুর বলেন, রাজা, আইল অর্জ্জুন।
সভাসদ সকলে প্রশংসে তার গুণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি প্রশংসিলেন বিস্তর।
কুরুবংশে ভাগ্য মম হেন পুত্রবর ॥
ধন্য কুন্তী, হেন পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
যাহার মহিমা যশ সভাতে পূরিল ॥
শুনি কুন্তীদেবী হৈল আনন্দিত-মন।
স্তনযুগে স্রবে দুগ্ধ, সজল-নয়ন ॥

তবে পার্থ মহাবীর সভামধ্যে গিয়া।
সভাতে পূরেন শব্দ ধনু টঙ্কারিয়া॥
মারিল অনল-অস্ত্র, হইল অনল।
অগ্নি পরশিল গিয়া গগনমণ্ডল॥
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
চতুর্দ্দিকে দেখে, সব হৈল অগ্নিময়॥
যুড়িয়া বরুণবাণ কুন্তীর কুমার।
নিবর্ত্তিল অগ্নিবৃষ্টি বর্ষে জলধার॥
বায়ু-অস্ত্রে নিবারিল জল-বরিষণ।
আকাশ-অস্ত্রেতে বায়ু করেন বারণ॥
সাধিয়া পর্ব্বত-অস্ত্রে সৃজে গিরিবর।
পর্ব্বত করেন চূর্ণ মারি বজ্রশর॥
ভূমি-অস্ত্রে নির্ম্মাণ করেন ভূমণ্ডল।
সিন্ধু-অস্ত্রে জলপূর্ণ করেন সকল॥
অন্তর্দ্ধান-অস্ত্র মারি হইলেন লুকি।
কোথায় আছেন পার্থ, কেহ নাহি দেখি॥
কভু রথে ধনঞ্জয়, কভু ভূমি 'পরে।
বাদিয়ার বাজি যেন ফেরেন সত্বরে॥
হেনমতে নানাবিদ্যা অর্জ্জুন প্রকাশে।
ধন্য ধন্য বলি সর্ব্ব সভাসদে ভাষে॥
নিবর্ত্তিয়া সব বিদ্যা ইন্দ্রের নন্দন।
বাহুস্ফোটে করিলেন বজ্রের নিঃস্বন॥
সেই শব্দে সবার কর্ণেতে লাগে তালি।
গুরু-আগে রহিলেন করি কৃতাঞ্জলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণবে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

● অর্জ্জুনের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দর্শন করিয়া রঙ্গস্থলে কর্ণের প্রবেশ

অর্জ্জুনের বিদ্যা যদি হৈল সমাধান।
রঙ্গভূমি-মধ্যে কর্ণ কৈল আগুয়ান॥
শাতকুম্ভ-বর্ণ যিনি অঙ্গের বরণ।
শ্রবণ পরশে দিব্য পঙ্কজ-নয়ন॥
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দীপ্ত দিনকর।
অভেদ্য কবচে আবরিত কলেবর॥
দুইদিকে দুই তূণ, বামে ধরে ধনু।
আজানুলম্বিত ভুজ আনন্দিত তনু॥
অবহেলে অবজ্ঞা করয়ে সর্ব্বজনে।
বালকের ক্রীড়া প্রায় ভাবে লোকে মনে॥
কর্ণের বচন শুনি লোকে চমৎকার।
কেহ বলে, এই হবে দেবের কুমার॥
কেহ বলে, এই বীর পরম সুন্দর।
অপ্সরী অপ্সরা কিবা দেব পুরন্দর॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা না জানি নির্ণয়।
আচম্বিতে কোথা হৈতে আইলা দুর্জ্জয়॥
দেখিবার তরে লোক করে হুড়াহুড়ি।
ঠেলাঠেলি একের উপরে আর পড়ি॥
কেহ বলে, এই বীর হবে বৈশ্বানর।
আচম্বিতে সমুদিত যেন দিবাকর॥
তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
যতেক করিলা তুমি সভার ভিতর।
তাহা হৈতে বিদ্যা আমি জানি বহুতর॥
দেখিয়া আমার বিদ্যা মানিবে বিস্ময়।
অসংখ্য আমার বিদ্যা সংখ্যা নাহি হয়॥
এত শুনি সর্ব্বলোক বিষণ্ণ-বদন।
দুর্য্যোধন শুনি হৈল আনন্দিত-মন॥
বিরস-বদন হৈল বীর ধনঞ্জয়।
এত শুনি আজ্ঞা দেন দ্রোণ-মহাশয়॥
কোন বিদ্যা জানহ, সভার আগে কহ।
শুনি কর্ণ মহাবীর ঘুচায় সন্দেহ॥
প্রকাশিল নানা-অস্ত্র লোক-অগোচর।
করিয়াছিলেন যত পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দেখিয়া সবার মনে বিস্ময় জন্মিল।
দুর্য্যোধন নিরখিয়া প্রফুল্ল হইল॥
ভ্রাতৃগণমধ্যে বসি ছিল দুর্য্যোধন।
অতি শীঘ্র উঠিয়া করিল আলিঙ্গন॥

ধন্য ধন্য বীর তুমি, ছিলা কোন্ দেশে।
এথায় আইলা তুমি মম ভাগ্যবশে॥
ক্ষিতিমধ্যে যত ভোগ আছয়ে আমার।
আজি হৈতে দিনু সে সকলে অধিকার॥
কর্ণ বলে, সত্য আমি করি অঙ্গীকার।
আজি হৈতে দাস আমি হইনু তোমার॥
কেবল আছয়ে এই এক নিবেদন।
অর্জ্জুনের সঙ্গে ইচ্ছা করিবারে রণ॥
এতেক বলিল যদি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধে ধনঞ্জয় অতি কম্পিত-শরীর॥
অর্জ্জুন বলিল, তোরে কে ডাকিল এথা।
কে বলিল সভাতে কহিতে হেন কথা॥
অনাহূত আসি দ্বন্দ্ব করিস সভায়।
ইহার উচিত ফল পাবি মোর ঠাঁয়॥
নাহি জিজ্ঞাসিতে যেবা বলয়ে বচনে।
আপনি আসিয়া খায় বিনা নিমন্ত্রণে॥
ঘোর নরকেতে গতি পায় সেই জন।
সেই গতি মম স্থানে পাইবি এখন॥
কর্ণ বলে, ধনঞ্জয়, গর্ব্ব পরিহর।
সভাতে সকল লোক জিনি অস্ত্র ধর॥
বীর্য্যেতে অধিক যেই তারে বলি রাজা।
ধর্ম্মবন্ত লোক বীর্য্যবন্তে করে পূজা॥
হীনলোকপ্রায় কেন দেহ গালাগালি।
অস্ত্রে অস্ত্রে দ্বন্দ্ব কর তবে জানি বলী॥
মম সঙ্গে রণে জিন, তবে জানি বীর।
দ্রোণগুরু-অগ্রেতে কাটিব তব শির॥
এতেক শুনিয়া দ্রোণ ঘূর্ণিত-নয়ন।
আজ্ঞা দেন অর্জ্জুনেরে কর গিয়া রণ॥
এত শুনি সুসজ্জ হইয়া ধনঞ্জয়।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করেন প্রলয়॥
সপক্ষ হইল পৃষ্ঠে চারি সহোদর।
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য ভীষ্ম বীরবর॥
আগু হৈল কর্ণবীর হাতে ধনুঃশর।
সপক্ষ হইল কুরু-শত-সহোদর॥
আর যত মহারথী যোদ্ধা লক্ষ লক্ষ।
কেহ পাণ্ডবের পক্ষ, কেহ কুরুপক্ষ॥
পুত্রস্নেহে গগনে আসেন পুরন্দর।
অর্জ্জুনে করিল ছায়া যত জলধর॥
কর্ণভিতে কম তাপ করেন তপন।
সুসজ্জ হইল সবে করিবারে রণ॥
সকুণ্ডল বীর কর্ণে দেখি বিদ্যমানে।
কুন্তী দেবী জানিলেন আপন-নন্দনে॥
পুত্রে পুত্রে বিবাদ দেখিয়া কুন্তী দেবী।
ঘন ঘন মূর্চ্ছা যান মহাতাপ ভাবি॥
হেনকালে কৃপাচার্য্য বলেন ডাকিয়া।
সর্ব্বলোক শুনে, কহে কর্ণেরে চাহিয়া॥
এই পার্থ-বীর হয় পৃথার নন্দন।
কুরু-মহাবংশে জন্ম বিখ্যাত ভুবন॥
তোমার সহিত আজি করিবেক রণ।
তুমি কহ, কোন বংশ, কাহার নন্দন॥
জ্ঞাত হৈলে দোঁহাকার করাইব রণ।
সমবংশ হৈলে যুদ্ধ হয় সুশোভন॥
নাহি অভিমান সম জয়-পরাজয়।
রাজপুত্র ইতর লোকেতে যুদ্ধ নয়॥
কেবা তব মাতা পিতা, কহ বীরবর।
বল, শুনি কোন্ রাজ্যে তুমি অধীশ্বর॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ কৃপের বচন।
হেঁটমুণ্ড হৈল বীর বিরস-বদন॥
না দিল উত্তর কিছু কর্ণ মহাবল।
বৃষ্টি হৈলে ছিন্ন যেন কমলের দল॥

——

● কর্ণের অঙ্গরাজ্য লাভ

কৃপেরে চাহিয়া বলে, রাজা দুর্য্যোধন।
বিবিধ বিধানে রাজা শাস্ত্রের বচন॥
সহজ বংশজ আর লোকে যারে পূজে।
সব হৈতে যেইজন বীর্য্যবন্ত তেজে॥

যেই জন জানে সৈন্য-চালন-সন্ধান।
তাঁর সনে রণ সাজে, আছে এ বিধান॥
রাজা হৈলে পার্থ যদি করিবেক রণ।
আজি আমি কর্ণে রাজা করিব এখন॥
অঙ্গদেশে কর্ণ আজি হবে দণ্ডধর।
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচর॥
অভিষেক দ্রব্য আনাইল ততক্ষণে।
বসাইল কর্ণ-বীরে কনক-আসনে॥
শিরেতে ধরিল ছত্র রতনে মণ্ডিত।
রাজগণে চামর ঢুলায় চারিভিত॥
কনক-অঞ্জলি সব ফেলিল নিছিয়া।
ভীষ্ম-দ্রোণ রহিলেন বিস্মিত হইয়া॥
তবে কর্ণ মহাবীর প্রসন্ন-বদন।
দুর্য্যোধন-প্রতি বলে হৈয়া হৃষ্টমন॥
অঙ্গদেশে দিলে মোরে তুমি রাজা করি।
যে আজ্ঞা করিবে, তাহা প্রাণপণ করি॥
দুর্য্যোধন বলে, অন্যে নাহি প্রয়োজন।
হইব তোমার সখা, এই মম মন॥
অচল সৌহৃদ্য ইচ্ছা তোমার সহিতে।
এই মম বাঞ্ছা, আজ্ঞা কর তুমি মিতে॥
কর্ণ বলে, সখা মম সুদৃঢ় বচন।
পরম-স্নেহেতে দোঁহে করে আলিঙ্গন॥
হেনকালে অধিরথ জাতিতে সারথি।
লোকমুখে শুনে, পুত্র হৈল নরপতি॥
বয়েসে অত্যন্ত বৃদ্ধ চলে যষ্টিভরে।
উঠিতে-পড়িতে বুড়া যায় দেখিবারে॥
বৃদ্ধ দেখি সব লোক ছাড়ি দিল পথ।
সভামধ্যে প্রবেশ করিল অধিরথ॥
অধিরথে দেখি কর্ণ আস্তে-আস্তে উঠি।
প্রণাম করিল শির ভূমিতলে লুটি॥
কর্ণ প্রণমিল অধিরথের চরণে।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন সভাজনে॥
পাণ্ডব জানিল কর্ণ সূতের নন্দন।
উপহাস করি ভীম বলিল বচন॥
অর্জ্জুন-সহিতে রণে তুমি শক্তিমন্ত।
এখন সে জানিলাম তোর আদি-অন্ত॥
ওরে কর্ণ, তুই অধিরথের নন্দন।
এতক্ষণে না জানি এ-সব বিবরণ॥
সভাতে সম্ভ্রমে কার্য্য কর জাতিমত।
হাতেতে প্রবোধ-বাড়ি চালা গিয়া রথ॥
আরে নরাধম তোর কিমত যোগ্যতা।
অঙ্গদেশে রাজা হ'স, এ অদ্ভুত কথা॥
যজ্ঞের নিকটে যদি শুনী কভু যায়।
যজ্ঞের বিভাগ হবি কুক্কুরে কি পায়॥
ভীমমুখে শুনি কাঁপে কর্ণের অধর।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিনকর॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হৈল দুর্য্যোধন।
অগ্র হৈয়া বলে দম্ভে মেঘের গর্জ্জন॥
সখা করিলাম কর্ণে সভার ভিতর।
এ-কথা কহিতে যোগ্য নহে বৃকোদর॥
শ্রেষ্ঠ বলি ক্ষত্রমধ্যে, বলিষ্ঠ যে জন।
শূরবন্ত নদীঅন্ত পায় কোন্ জন॥
জল হৈতে শীতল যে না শুনি শ্রবণে।
তাহাতে জন্মিলে অগ্নি দহে ত্রিভুবনে॥
দধীচির হাড়েতে বজ্রের হৈল জন্ম।
দৈত্যের দনুজ দলে করে শূরকর্ম্ম॥
কার্ত্তিকেয়-জন্ম কেহ দৃঢ় নাহি জানে।
কেহ বলে শিব হৈতে, কেহ বা আগুনে॥
গঙ্গার নন্দন কেহ, বলে কৃত্তিকার:
জন্মের নিয়ম নাই পূজ্য সবাকার॥
বিপ্র হৈতে ক্ষত্র-জন্ম সর্ব্বকাল জানি।
ক্ষত্র হৈয়া বিপ্র হৈল বিশ্বামিত্র মুনি॥
কলসে জন্মিল দ্রোণ, কৃপ শরবনে।
বশিষ্ঠ বেশ্যার পুত্র কেবা নাহি জানে॥
তোমা সবাকার জন্ম জানি ভালমতে।
তুমি নিন্দা কর মিত্রে আমার অগ্রেতে॥
কর্ণেরে কিরূপ বলি লয় তোর মনে।
ক্ষিতিমধ্যে আছে কেহ এমত লক্ষণে॥

সকুণ্ডল-কবচ যাহার কলেবর।
তোর চিত্তে লয় অধিরথের কোঙর ॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কর্ণে সম দিবাকরে।
ব্যাঘ্র কভু জন্ম লয় মৃগীর উদরে ॥
কর্ণ রাজা হৈলে অঙ্গদেশ কোন্ ছার।
কর্ণে শোভে সকল পৃথিবী-অধিকার ॥
কর্ণ-বাহুবীর্য্যে সবে করিবেক পূজা।
আমাসহ অনুগত হবে সর্ব্ব রাজা ॥
এতেক কহিল সভা-মধ্যে দুর্য্যোধন।
হাহাকার শব্দ হৈল সভাতে তখন ॥
কেহ বলে, ভেদাভেদ হৈল ভ্রাতৃগণ।
কেহ বলে, দ্বন্দ্ব আর নহে নিবারণ ॥
কেহ বলে, কুরুকুল আজি হৈল অস্ত।
কেহ বলে, পাণ্ডুকুল মজিল সমস্ত ॥
অস্ত গেল দিনকর, রজনী-প্রবেশে।
রাজগণ চলি গেল যার যেই দেশে ॥
কর্ণ-হস্ত ধরিয়া চলিল দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে চলিল ভাই একশতজন ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব চলেন নিজস্থান।
আগে-পাছে পরিবার করিল প্রয়াণ ॥
হরষিতা কুন্তী দেবী জানিয়া কারণ।
অঙ্গদেশে রাজা হৈল আমার নন্দন ॥
দুর্য্যোধন হরষিত হইল নির্ভয়।
নিরবধি কম্প হৈত দেখি ধনঞ্জয় ॥
ত্যজিল অর্জ্জুন-ভয় কর্ণেরে পাইয়া।
যুধিষ্ঠির ভীত অতি কর্ণেরে দেখিয়া ॥
কর্ণসম বীর নাহি আর যে সংসারে।
এই ভয় সদা জাগে ধর্ম্মের অন্তরে ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

দ্রোণাচার্য্যের দক্ষিণা-প্রার্থনা

কতদিনে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণ-প্রতি।
আমারে দক্ষিণা দেহ, বলেন সুমতি ॥
দ্রোণ বলিলেন, শুন পার্থ, দুর্য্যোধন।
রত্ন আদি ধনে মম নাহি প্রয়োজন ॥
পাঞ্চাল-ঈশ্বর খ্যাত দ্রুপদ-ভূপতি।
রণে জিনি আন তারে বাঁধিয়া সম্প্রতি ॥
বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল কুন্তীর নন্দন।
পূর্ব্বে সত্য কৈল না করিতে অধ্যয়ন ॥
যেমতে পারহ আন করিয়া বন্ধন।
আমার দক্ষিণা এই, শুন শিষ্যগণ ॥
এতেক শুনিয়া যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন।
বলিলেন সৈন্যগণে সাজিতে তখন ॥
রথ গজ অশ্ব সাজে পদাতি বহুল।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি হইল তুমুল ॥
সৈন্যগণ সাজিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
একা রথে চড়ি যায় নির্ভয়-হৃদয় ॥
করপুটে জ্যেষ্ঠেরে করেন নিবেদন।
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ ॥
আমা হৈতে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
তবে প্রভু পাঠাইও অন্য কোন জন ॥
এতেক বলিয়া পার্থ হইয়া সত্বর।
ক্ষণেকে প্রবেশ কৈলা পাঞ্চাল-নগর ॥
দ্রুপদ পাইল অর্জ্জুনের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল সৈন্য সাজিবারে আপনার ॥
দ্রুপদ চিন্তিত অতি না জানি কারণ।
অর্জ্জুনের আগমন কোন্ প্রয়োজন ॥
মন্ত্রী পাঠাইয়া দিল অর্জ্জুন-গোচর।
মন্ত্রী বলে অর্জ্জুনে করিয়া যোড়কর ॥
কহ কুরুবর, তব কেন আগমন।
আজ্ঞা কর, কোন্ কর্ম্ম করিব সাধন ॥
রাজার মন্দিরে চল, লহ রাজপূজা।
তোমা-দরশনে বড় ইচ্ছা করে রাজা ॥

মহাভারত— ভীষ্ম ও জামদগ্ন্যের যুদ্ধ
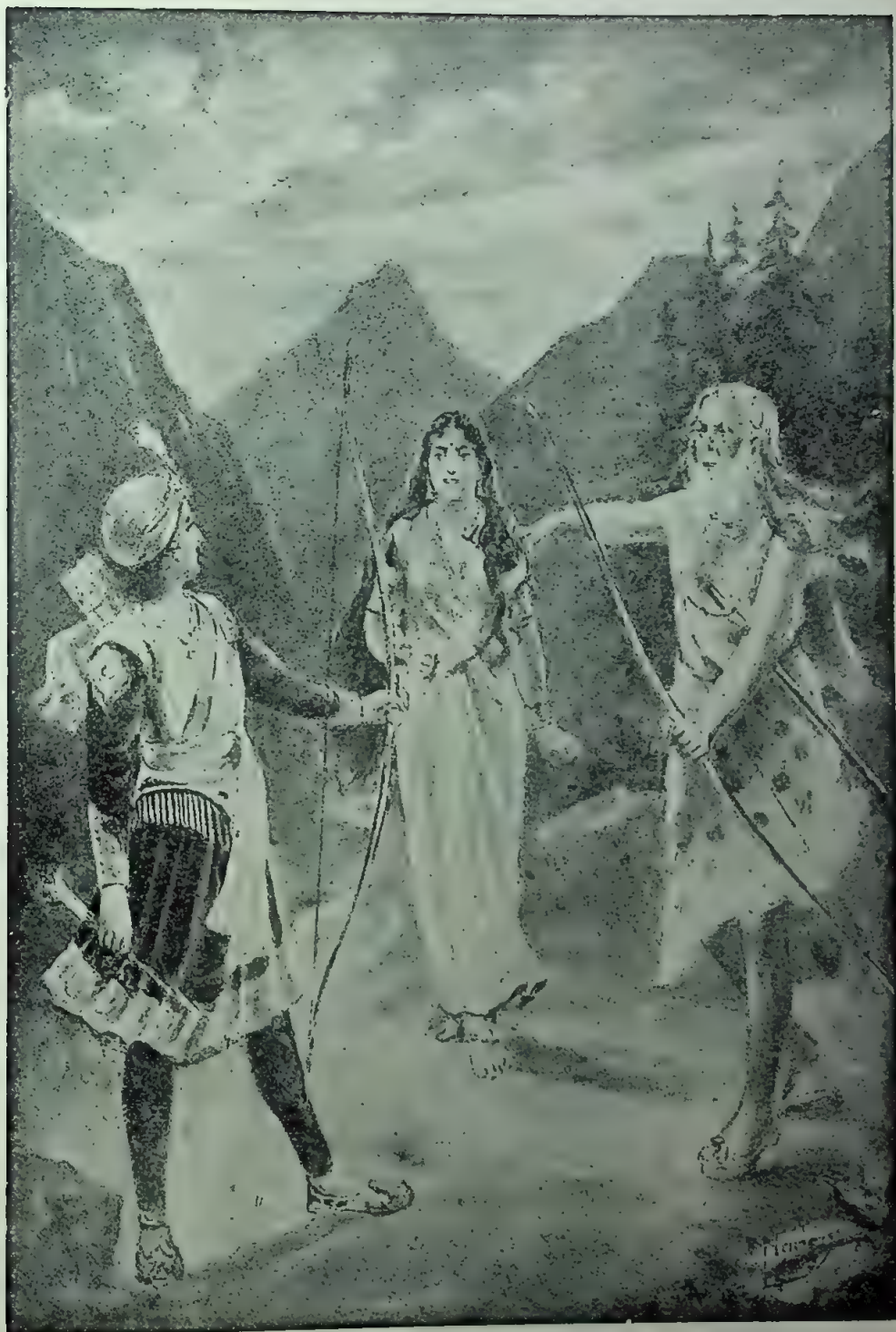
তবে দেব জামদগ্ন্য বলে, অস্ত্র ধর।
রাখহ কন্যার মান নহে তুমি মর॥

পৃষ্ঠা—৮৬

অর্জ্জুন বলেন, সব হবে ব্যবহার।
রাজারে জানাহ এই সংবাদ আমার ॥
অতিথির যত পূজা পাইলাম আমি।
কেবল আমারে আসি যুদ্ধ দেহ তুমি ॥
সসৈন্যে আসিতে বল সংগ্রামের স্থলে।
নহিলে অনিষ্ট বড় হইবে পাঞ্চালে ॥
কহিলেক মন্ত্রী গিয়া রাজার গোচর।
শুনি ক্রোধে কম্পিত দ্রুপদ নৃপবর ॥
ক্ষত্র হৈয়া হেন বাক্য সহে কার প্রাণে।
চতুরঙ্গদলে সাজি আসে সেইখানে ॥
অশ্ব গজ রথ তার না যায় গণনে।
সসৈন্যে বেড়িল গিয়া পাণ্ডুর নন্দনে ॥
বসিয়া আছেন পার্থ নিঃশঙ্ক-হৃদয়।
নানা-অস্ত্র বরিষণ করে সৈন্যচয় ॥
অস্ত্র-বরিষণ দেখি উঠেন অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারিল ধনুগুর্ণ ॥
দ্রোণের চরণ ভাবি এড়ে দিব্য-শর।
মুহূর্ত্তেকে আচ্ছাদিল দেব-দিবাকর ॥
আষাঢ়-শ্রাবণে যথা নব-জলধর।
শরবৃষ্টি পড়ে তথা সৈন্যের উপর ॥
রথী কাটা গেল যদি, পলায় সারথি।
দশন কাটিল পলাইয়া যায় হাতী ॥
পলায় তুরঙ্গ কাটা গেল আসোয়ার।
পদাতি পালায় হাত কাটা গেল যার ॥
পলাইল যত জন, পাইল সে প্রাণ।
আর যত সৈন্য রণে হইল নিধন ॥
হতসৈন্য হইয়া পলায় নরপতি।
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন পার্থ কৃতী ॥
নির্ভয় হইয়া রাজা বাহুড় দ্রুপদ।
আমার নিকটে তব নাহিক আপদ ॥
প্রাণ-ভয় পেয়ে যেই ভঙ্গ দেয় রণে।
নাহিক তাহার ভয় আমার সদনে ॥
আমি চাহি গুরুবাক্য করিতে পালন।
নিশ্চয় লইব ধরি, না হয় খণ্ডন ॥

বাহুড়িল নরপতি অর্জ্জুন-বচনে।
হইল দারুণ যুদ্ধ দ্রুপদ-অর্জ্জুনে ॥
মন্ত্র পড়ি দিব্য-অস্ত্র এড়িলা অর্জ্জুন।
কাটিলেন তখনি তাহার ধনুর্গুণ ॥
ধনু কাটা গেল, রাজা লাগিল চিন্তিতে।
ধরিলেন অর্জ্জুন তাহারে দুই হাতে ॥
নিজ রথে চড়াইয়া করেন গমন।
হেনকালে সম্মুখে আইল দুর্য্যোধন ॥
চতুরঙ্গ দলে আসে কৌরব-ঈশ্বর।
দ্রুপদে দেখিল পার্থ-রথের উপর ॥
দুর্য্যোধন বলে, পার্থ, নহিল শোভন।
গুরু-আজ্ঞা দ্রুপদেরে করিতে বন্ধন ॥
এত বলি পার্থ-রথে উঠি দুর্য্যোধন।
হস্তপদ দ্রুপদের করিল বন্ধন ॥
ভূমে চালাইয়া নিল করে কেশ ধরি।
সেইমতে উত্তরিল দ্রোণ-বরাবরি ॥
ফেলাইল দ্রুপদেরে দ্রোণের চরণে।
দ্রুপদে দেখিয়া দ্রোণ বলেন তখনে ॥
হেদে রে দ্রুপদ, তোর সৈন্য গেল কোথা।
কোথা তোর প্রজাগণ, নব-দণ্ড-ছাতা ॥
পুনরপি হাসিয়া বলেন গুরু দ্রোণ।
স্থির হও, ভয় নাই আমার সদন ॥
জাতিতে ব্রাহ্মণ আমি, ক্ষণমাত্র ক্রোধ।
বিশেষ বাল্যের সখা, চিত্তে উপরোধ ॥
পূর্ব্বের বচন সখা, হয় কি স্মরণ।
সেবকে বলিলা দিতে একটি ভোজন ॥
এক্ষণে সমান হইলাম দুইজন।
এবে সখা বলিবা কি আমারে রাজন্ ॥
বাল্যকালে করেছিলা যেই অঙ্গীকার।
আমি রাজা হৈলে রাজ্য অর্দ্ধেক তোমার ॥
পালিতে নারিলা তুমি আপন বচন।
এবে সব রাজ্য হৈল আমার শাসন ॥
তুমি না পালিলা, আমি চাই পালিবারে।
পাঞ্চালে অর্দ্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কর অধিকার।
উত্তর তটের রাজ্য সকলি আমার ॥
অর্দ্ধ অর্দ্ধ রাজ্য এই দোঁহার সমান।
পুনঃ সখা হও যদি হও যত্নবান্ ॥
এত শুনি বলিল দ্রুপদ নৃপবর।
পরম মহৎ তুমি জগৎ-ভিতর ॥
যে আজ্ঞা করিলা, তাহা স্বীকার আমার।
তুমি হও সখা, আমি হইনু তোমার ॥
দ্রোণ কহিলেন, তব ঘুচুক বন্ধন।
মুক্ত হয়ে যাও তুমি দ্রুপদ রাজন্ ॥
সহজে ক্ষত্রিয় জাতি ক্ষমা নাহি মানে।
দেশে নাহি গেল রাজা অতি অভিমানে ॥
মাকন্দীনগর বৈসে ভাগীরথী-তীরে।
তথায় রহিল দুঃখ ভাবিয়া অন্তরে ॥
দ্রোণেরে জিনিব আমি কেমন উপায়।
কুরুকুল-আদি শিষ্য যাহার সহায় ॥
বলেতে নহিব শক্ত দ্রোণের সংহতি।
এই মনে চিন্তে সদা দ্রুপদ ভূপতি ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
আমারে সভাতে নিল করিয়া বন্ধন ॥
দ্রোণ-দুর্য্যোধন দুই বধের কারণ।
যজ্ঞ করিবারে দ্বিজ কৈল নিয়োজন ॥
দ্বিজবাক্যে মন্ত্র বিনা নাহিক উপায়।
এত ভাবি যজ্ঞ করে পাঞ্চালের রায় ॥
অর্দ্ধেক পাঞ্চাল ভাগীরথীর দক্ষিণে।
তার অধিকারী হৈল দ্রুপদ রাজনে ॥
অহিচ্ছত্রা নামে ভূমি গঙ্গার উত্তর।
অর্দ্ধেক পাঞ্চালে দ্রোণ হ'লেন ঈশ্বর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
একমনে শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান ॥

● যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক

মুনি বলিলেন, রাজা, কর অবধান।
অনন্তর শুন পিতামহ-উপাখ্যান ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বুঝিয়া বিধান।
যুবরাজ করিতে করেন অনুমান ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির।
সকল জনের প্রিয় ধর্ম্মশীল ধীর ॥
যুধিষ্ঠিরে অভিষেকি কৈল যুবরাজ।
পাইল পরম প্রীতি সকল সমাজ ॥
যুধিষ্ঠির-সৌজন্যেতে সবে রৈল বশে।
পৃথিবী হইল পূর্ণ ধর্ম্মপুত্র-যশে ॥
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই রাজাজ্ঞা পাইয়া।
চতুর্দ্দিকে রাজগণে বেড়ায় শাসিয়া ॥
জিনিল অনেক দেশ, কত লব নাম।
বহু রাজা সহ হৈল অনেক সংগ্রাম ॥
উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, জম্বুদ্বীপ আদি।
জিনিয়া আনিল দোঁহে বহু রত্ননিধি ॥
কুরুকুলে ক্রমে যেই অসাধ্য আছিল।
ভীমার্জ্জুন দুই ভাই আয়ত্ত করিল ॥
হস্তিনানগর নানারত্নে পূর্ণ কৈল।
দুই সহোদর-যশে পৃথিবী পূরিল ॥
নকুল দুর্জ্জয় যোদ্ধা সর্ব্বগুণে ধীর।
কৌরব-কুমার-মধ্যে সুন্দর শরীর ॥
সহদেব হৈল মন্ত্রী অতুল ভুবনে।
সর্ব্বজ্ঞ হইল দেব-গুরু-আরাধনে ॥
পাণ্ডবের প্রশংসা করয়ে সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বলি ক্ষিতি হইল ঘোষণ ॥
কুরুবংশে কুলক্রমে যত রাজগণ।
পাণ্ডব-সূর্য্যেতে যেন তারা আচ্ছাদন ॥
দিনে দিনে বাড়ে তেজ শুক্লপক্ষে শশী।
পাণ্ডবের কীর্ত্তি লোক গায় অহর্নিশি ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া হইল ছন্নমতি।
পাণ্ডবের যশঃকীর্ত্তি বাড়ে নিতি নিতি ॥

বিধির-লিখন কেবা খণ্ডাইতে পারে।
সংশয় হইল চিত্তে অন্ধ নরবরে॥
মম পুত্রগণ-গুণ কেহ নাহি বলে।
পাণ্ডবের যশ প্রচারিল ভূমণ্ডলে॥
এই সব ভাবনা করয়ে অনুক্ষণ।
শয়নে নাহিক নিদ্রা, না রুচে ভোজন॥
কুরুবংশে বৃদ্ধমন্ত্রী জাতিতে ব্রাহ্মণ।
কণিকেরে ডাকি আনাইল ততক্ষণ॥

কণিক-কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে উপদেশ দান এবং শৃগাল-বুদ্ধির কাহিনী

একান্তে কণিকে আনি বলিল তাহাকে।
পরম বিশ্বাসী তেঁই ডাকাই তোমাকে॥
দিবানিশি আমার হৃদয়ে নাহি সুখ।
তোমার মন্ত্রণা-বলে খণ্ডিবে সে-দুখ॥
পাণ্ডবের যশঃকীর্ত্তি বাড়ে দিনে দিনে।
চিত্ত স্থির নহে মম ইহার কারণে॥
ইহার উপায় তুমি বলহ সত্বর।
কণিক শুনিয়া তবে করিল উত্তর॥
আমার বচন যদি রাখ নররায়।
খণ্ডিবে সকল চিন্তা, হইবে বিজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, তুমি যে কর বিচার।
মম দৃঢ়বাক্য—সেই কর্ত্তব্য আমার॥
কণিক বলিল, রাজা, শুন রাজনীত।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত॥
দোষ যদি নাও থাকে তবু দিবে দণ্ড।
আত্মবশ করিবেক সব রাজ্যখণ্ড॥
আত্মছিদ্র লুকাইবে পরম যতনে।
পরছিদ্র পাইলে ধরিবে সেইক্ষণে॥
সময় বুঝিয়া রাজা করিবেক কর্ম্ম।
ক্ষণে গুপ্ত, ক্ষণে ব্যক্ত, হয় যথা কূর্ম্ম॥
দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু দয়া না করিবে।
শরণ লইলে তবু বৈরী না রাখিবে॥
বালক দেখিয়া শত্রু না করিবে ত্রাণ।
ব্যাধি অগ্নি রিপু-ঋণ একই সমান॥
ব্যাধিশেষ রিপুশেষ আর ঋণশেষ।
অগ্নিশেষ রাখিলে দহয়ে অবশেষ॥
এই হেতু শেষ কভু কারো না রাখিবে।
অবশেষ থাকিলে যে ইহারা বাড়িবে॥
শত্রুকে বলিষ্ঠ দেখি বলিবে বিনয়ে।
অপমান বহুক্লেশ সহিবে হৃদয়ে॥
সদাই থাকিবে তাকে স্কন্ধেতে করিয়া।
সময় পাইলে মারি ভূমে আছাড়িয়া॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এক শুন নরপতি।
বনেতে শৃগাল বৈসে বিজ্ঞ সর্ব্বনীতি॥
সিংহ ব্যাঘ্র নকুল ও মূষিক শৃগাল।
পঞ্চজন সখা বনে আছে চিরকাল॥
একদিন বনে চরে একটি হরিণী।
অতিশয় মাংস গায়, আছয়ে গর্ভিণী॥
শৃগাল দেখিল, মৃগে মৃগের ঈশ্বরে।
যত্ন করি সিংহ না পারিল ধরিবারে॥
শৃগাল বলিল, তবে শুন সখাগণ।
ধরিব হরিণ, শুন আমার বচন॥
গতিতে সমর্থ কেহ নহিবে তাহার।
মূষিক হইতে তারে করিব সংহার॥
শ্রান্ত আছে হরিণী শুইবে কোন স্থান।
ধীরে ধীরে মূষা তথা করহ প্রয়াণ॥
দূরে থাকি যাবে তথা করিয়া সুড়ঙ্গ।
নিঃশব্দে যাইবে, যেন না জানে কুরঙ্গ॥
সুড়ঙ্গ-ফুকরে তার চরণ যথায়।
কাটিবা পদের শির করিয়া উপায়॥
পদ-শির কাটা গেলে অশক্ত হইবে।
অবহেলে সিংহ তারে অবশ্য ধরিবে॥
এত শুনি সম্মত হইল সর্ব্বজন।
যা বলিল জম্বুক করিল ততক্ষণ॥
কাটা গেল পদ-শির মূষিক-দংশনে।
হীনশক্তি দেখি সিংহ ধরিল তখনে॥

হরিণ পড়িল, সবে হরিষ-বিধান।
শৃগাল আপন-চিত্তে করে অনুমান॥
বুদ্ধিবলে মৃগে আমি করিলাম হত।
সিংহ-ব্যাঘ্র খেলে মাংস আমি পাব কত॥
খাইতে সকল মাংস করিব উপায়।
প্রযত্ন করিয়া দেখি, যে হয় সে হয়॥
ইহা ভাবি শৃগাল করিয়া যোড়কর।
নীতি বুঝাইয়া কহে সবার গোচর॥
দেখ দৈবযোগে আজি পড়িল হরিণ।
মাংসশ্রাদ্ধ করি আজি পিতৃলোক-দিন॥
স্নান করি শুচি হৈয়া সবে এস গিয়া।
ততক্ষণে মৃগে আমি থাকি আগুলিয়া॥
বুদ্ধিমন্ত শৃগালের যুক্তি-অনুসারে।
ততক্ষণে গেল সবে স্নান করিবারে॥
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ সিংহ বলিষ্ঠ বিশেষে।
গিয়া স্নান করি এল চক্ষুর নিমিষে॥
স্নান করি আসি সিংহ দেখয়ে জম্বুকে।
অত্যন্ত বিরসে বসি আছে হেঁটমুখে॥
সিংহ বলে, সখে, কেন বিরস-বদন।
স্নান করি এস, মাংস করিব ভক্ষণ॥
শৃগাল কহিল, সখা, কি কহিব কথা।
মূষিকের বচনে জন্মিল বড় ব্যথা॥
যখন আপনি গেলা স্নান করিবারে।
কুবচন বলে যে, কহিতে লজ্জা করে॥
মহাবলী সিংহ বলি বলে সর্ব্বজন।
আমি মারিলাম মৃগ, করিবে ভক্ষণ॥
সিংহ বলে, হেন বাক্য সহে কোন্ জন।
কোন্ ছার মূষা, হেন বলিবে বচন॥
না খাইব মাংস আমি, খাউক আপনি।
নিজ-বীর্য্যবলে মৃগ ধরিব এখনি॥
হেন বাক্য বলে, তার মুখ না চাহিব।
আপন অর্জ্জিত বস্তু আপনি খাইব॥
এত বলি গেল সিংহ গহন-কাননে।
স্নান করি ব্যাঘ্র তবে আইল সে-স্থানে॥
আস্তে-ব্যস্তে কহে শিবা, শুন প্রাণসখা।
ভাগ্যেতে তোমারে সিংহ না পাইল দেখা॥
দৈবাৎ তোমাতে ক্রোধ হইয়াছে তার।
নাহি জানি, কে কহিল কিবা সমাচার॥
এখনি গেলেন তেঁই তোমা ধরিবারে।
আমারে বলিল, তুমি না বলিহ তারে॥
চিরকাল সখা তুমি, না বলি কেমনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যেবা লয় মনে॥
এতেক শুনিয়া ব্যাঘ্র শৃগাল-বচন।
হৃদয়ে বিস্মিত হৈয়া ভাবে মনে-মন॥
নাহি জানি, কোন্ দোষ করিলাম তার।
ক্রোধ করিয়াছে কেন, না বুঝি বিচার॥
মহাচিন্তাকুল হ'য়ে ভাবিতে লাগিল।
কি করিব, কোথা যাব, অন্তরে ভাবিল॥
হেথায় থাকিলে হবে বড়ই প্রমাদ।
স্থান তেয়াগিয়া যাব, কি কাজ বিবাদ॥
এত বলি ব্যাঘ্র প্রবেশিল ঘোর বনে।
কতক্ষণে মূষিক আইল সেই স্থানে॥
মূষিক দেখিয়া শিবা যুড়িল ক্রন্দন।
আইস তোমায় সখা করি আলিঙ্গন॥
কেন হেন নকুলের হইল কুমতি।
ছাড়িতে নারিল পূর্ব্ব-আপন-প্রকৃতি॥
আচম্বিতে সর্প-সঙ্গে হৈল তার দেখা।
যুদ্ধে হারি তার কাছে হৈল তার সখা॥
স্নান করি এখানে আইল দুইজন।
সর্পেরে না দিনু মাংস করিতে ভক্ষণ॥
পঞ্চজন মিলিয়া যে মারিলাম মৃগী।
এখন নকুল আনে আর এক ভাগী॥
সখা না পাইল ভাগ, নকুল কুপিল।
তোমারে ধরিয়া খেতে নকুল বলিল॥
দুই জন মিলি গেল তোমা খুঁজিবারে।
হেথা এলে ধরিও বলিয়া গেল মোরে॥
এত শুনি মূষিকের উড়িল পরাণ।
অতিশীঘ্র পলাইয়া গেল অন্যস্থান॥

হেনকালে নকুল আসিয়া উপনীত।
ক্রোধে শিবা কহে তারে সময়-উচিত॥
সিংহ-আদি তিন জন করিল সমর।
আমা-সহ যুদ্ধে হারি গেল বনান্তর॥
তোর শক্তি থাকে যদি, আসি কর রণ।
নহিলে পলাও তুমি লইয়া জীবন॥
সহজে নকুল ক্ষুদ্র, শিবা বলবান্।
বিনা যুদ্ধে পলাইয়া গেল অন্যস্থান॥
হেনমতে চারি ঠাঁই চারি বুদ্ধি কৈল।
বুদ্ধিতে সবারে জিনি নিজে মৃগ খেল॥
কণিক বলিল, রাজা, কর অবধান।
এমত করিলে রাজা হয় রাজ্যবান্॥
বলিষ্ঠে বুদ্ধিতে জিনি মারিবেক বলে।
লুব্ধজনে ধন দিয়া মারিবেক ছলে॥
শত্রুরে পাইলে রাজা, কভু না ছাড়িবে।
বিশ্বাস জন্মায়ে তার কৌশলে মারিবে॥
জানিবে, যে-শত্রু মম জীবনের অরি।
তাহারে মারিবে আনাইয়া দিব্য করি॥
ছলে বলে শত্রুকে পাঠাবে যম-দ্বার।
হেনমতে আছে রাজা বেদের বিচার॥
বিশ্বাসিয়া দিব্য করি মারে শত্রু সব।
নাহিক ইহাতে পাপ, কহেন ভার্গব॥
বিশ্বাস করিয়া কর শত্রুর পালন।
অশ্বতরী-গর্ভ যথা বিনাশ কারণ॥
এ সব বুঝিয়া রাজা করহ উপায়।
এবে না করিলে শেষে দুঃখ পাবে রায়॥
এত বলি কণিক চলিল নিজ ঘর।
চিন্তিতে লাগিল মনে অন্ধ নৃপবর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
কাশীরাম দাস কহে অদ্ভুত চরিত্র॥

পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণের ষড়যন্ত্র

জন্মেজয় বলে, কহ কহ মুনিবর।
ঘুচুক আঁধার মোর, বলহ সত্বর॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব আমি ভারত-কথন॥
যুধিষ্ঠির যুবরাজ, সুখী সর্ব্বজন।
স্থানে স্থানে বিচার করয়ে প্রজাগণ॥
ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির দয়ার সাগর।
পুত্রভাবে দেখে রাজা অমাত্য-কিঙ্কর॥
যুধিষ্ঠির রাজা হৈলে সবে থাকে সুখে।
রাজার নন্দন রাজ্য সম্ভ্রমে তাহাকে॥
ভীষ্ম রাজা নহিলেন সত্যের কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র না হইল অন্ধ-নিবন্ধন॥
পূর্ব্বেতে ছিলেন রাজা পাণ্ডু মহাশয়।
বিধি এই আছে, রাজপুত্র রাজা হয়॥
বিশেষ রাজার যোগ্যপাত্র যুধিষ্ঠির।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সুবুদ্ধি গভীর॥
চলহ যাইব প্রজা আছি যে যতেক।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর করি অভিষেক॥
হাট বাট নগরে চত্বরে এই কথা।
দুর্য্যোধন শুনিয়া পাইল বড় ব্যথা॥
বিরস-বদনে গেল পিতার গোচর।
দেখিল জনক বসি আছে একেশ্বর॥
সকরুণে পিতারে বলয়ে দুর্য্যোধন।
সাবধানে শুন, যাহা কহে প্রজাগণ॥
নগরে শুনিনু আমি আশ্চর্য্য বচন।
অবধান কর, রাজা, করি নিবেদন॥
অবজ্ঞায় অনাদর করিল তোমারে।
পতি ইচ্ছা করে সবে কুন্তীর কুমারে॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ, সেই রাজযোগ্য নয়।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর, সে রাজতনয়॥
এইমত বিচার করয়ে সর্ব্বজন।
রাজপুত্র যুধিষ্ঠির হইবে রাজন্॥

তাহার নন্দন হৈলে হবে সেই রাজা।
আমা সবাকার আর না গণিবে প্রজা ॥
ধিক্ আমি, ধিক্ জন্ম, ধিক্ মোর ধর্ম্ম।
ধিক্ আত্মা, ধিক্ শিক্ষা, ধিক্ দেহ-কর্ম্ম ॥
এ ছার জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
তব বিদ্যমানে আমি ত্যজিব জীবন ॥
অকারণে জন্মে সেই পরভাগ্যজীবি।
অকারণে আমারে যে ধরিল পৃথিবী ॥
পুত্রের শুনিয়া রাজা এতেক বচন।
হৃদয়ে বাজিল শেল, চিন্তিত রাজন্ ॥
কি করিব, কি হইবে, চিন্তে মনে-মন।
হেনকালে আসে তথা দুষ্ট মন্ত্রিগণ ॥
দুঃশাসন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
বিচারিয়া কহে কথা অন্ধরাজ-প্রতি ॥
পাণ্ডবের ভয় রাজা, তবে দূরে যায়।
বাহির করিয়া দেহ করিয়া উপায় ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে অম্বিকা-নন্দন।
কিমতে বাহির করি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
যখন আছিল পাণ্ডু পৃথিবীতে রাজা।
সেবকের প্রায় মম করিত সে পূজা ॥
নামমাত্র রাজা সেই, আমি দিলে খায়।
নিরবধি সমর্পয়ে যথা যাহা পায় ॥
মম আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া ছিল অনুক্ষণ।
ভাই হয়ে কারো ভাই না হবে এমন ॥
তাহার অধিক হয় তার পুত্রগণ।
আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া মম আছে অনুক্ষণ ॥
দেবপ্রায় আমারে যে সেবে যুধিষ্ঠির।
কোন্ দোষ দিয়া তারে করিব বাহির ॥
অবিচার যদি করি আমি তার সনে।
অবশ্য ফলিবে মোরে, শুন মন্ত্রিগণে ॥
অহিংসক জনেরে হিংসয়ে যেই জন।
অবশ্য তাহার হয় নরকে পতন ॥
হিংসাসম পাপ নাহি, জান সর্ব্বজন।
দয়া-বিনা ধর্ম্ম নাহি এ তিন ভুবন ॥

বিশেষে বলিষ্ঠ হয় পঞ্চ সহোদর।
তার অনুগত যত আছয়ে কিঙ্কর ॥
পিতৃ-পিতামহ তার পুষিল সবারে।
কার শক্তি হয় তারে বল করিবারে ॥
দুর্য্যোধন বলে, যাহা কহিলে প্রমাণ।
জানিয়া পূর্ব্বেতে আমি করিনু বিধান ॥
যত রথী মহারথী আছে ভ্রাতৃগণ।
সবারে করিব বশ দিয়া বহুধন ॥
সেবকগণের প্রতি নাহিক বিচার।
চিত্তেতে বুঝিয়া কার্য্য কর আপনার ॥
এক বাক্য কহি, পিতা, কর অবধান।
আছয়ে অপূর্ব্ব অতি অনুপম স্থান ॥
নগর বারণাবত দেশের বাহির।
ভ্রাতৃ-মাতৃ-সহ তথা যাক যুধিষ্ঠির ॥
এথা আমি নিজ রাজ্য স্ববশ করিলে।
এস্থানে আসিবে পুনঃ কত দিন গেলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলেন, যে করিলা বিচার।
নিরবধি এই চিত্তে জাগয়ে আমার ॥
পাপকর্ম্ম বলি ইহা প্রকাশ না করি।
গুপ্তে রাখিলাম বড় লোকাচারে ডরি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ বিদুরের ধর্ম্মচিত।
এ-কথা স্বীকার না করিবে কদাচিত ॥
এ চারি জনার যদি নহিবে স্বীকার।
কার্য্যসিদ্ধি হইবেক কিমত প্রকার ॥
এত শুনি পুনরপি বলে দুর্য্যোধন।
তাহার যেমন ভীষ্ম, আমার তেমন ॥
অধর্ম্ম নাহিক হয়, ধর্ম্মার্থ বিচার।
ইহাতে নাহিক পাপ, শুন কহি সার ॥
অশ্বত্থামা গুরুপুত্র মম অনুগত।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ইহাতে সম্মত ॥
বিদুর সর্ব্বাংশে সেবা করে পাণ্ডবেরে।
সেই বা সহজে একা কি করিতে পারে ॥
তুমিও চিন্তহ পিতা, ইহার উপায়।
পাণ্ডব থাকিতে নিদ্রা নাহিক আমায় ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলে, যদি করি বলাৎকার।
অপযশ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥
এমন উপায় করি করহ মন্ত্রণা।
আপন ইচ্ছায় যায় নগর বারণা ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
নানারত্ন লৈয়া গেল মন্ত্রিগণ ঘর ॥
তথে দুর্য্যোধন দিয়া বিবিধ রতন।
ক্রমে ক্রমে বশ করে সব মন্ত্রিগণ ॥
শিখাইল মন্ত্রিগণে কপট করিয়া।
নগর বারণাবত উত্তম বলিয়া ॥
অনুক্ষণ কহ সবে সম্মুখে বিমুখে।
নগর বারণাসম নাহি ইহলোকে ॥
দুর্য্যোধন-কুমন্ত্রণা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
সেইমত বলিতে লাগিল অনুক্ষণ ॥
কতদিনে হৈল শিবরাত্রি চতুর্দ্দশী।
রাজার নিকটে বলে মন্ত্রিগণ বসি ॥
নগর বারণাবত পুণ্যক্ষেত্র গণি।
প্রত্যক্ষে বৈসেন তথা দেব শূলপাণি ॥
আর মন্ত্রী বলে, সে জগতে মনোরম।
নগর বারণাবত ভুবনে উত্তম ॥
আর মন্ত্রী বলে, তার নাহিক তুলনা।
অমর কিন্নর তথা থাকে সর্ব্বজনা ॥
মহাতীর্থ মহাস্থান ভুবন-মোহন।
নিত্য-কৃত্য করে আসি যত দেবগণ ॥
হেনমতে মন্ত্রিগণ বলিল বচন।
বিধির লিখন কর্ম্ম না যায় খণ্ডন ॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে পুণ্যক্ষেত্রবর।
দেখিব বারণাবত কেমন নগর ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র আনন্দিত-মন।
হৃদয়ে কপট, মুখে অমৃত-বচন ॥
ইচ্ছা যদি হয় তথা করিতে বিহার।
সঙ্গে করি লৈয়া যাহ যত পরিবার ॥
জননী-সহিতে তথা পঞ্চ-সহোদর।
যথাসুখে বিহরহ বারণানগর ॥
ধনরত্ন সঙ্গে লহ, যেই মনে লয়।
কত দিন বঞ্চিয়া আইস নিজালয় ॥

পাণ্ডবদের বারণাবত যাত্রা

এত যদি ধৃতরাষ্ট্র বলে বারেবার।
স্বীকার করেন রাজা ধর্ম্মের কুমার ॥
দেখিবারে ইচ্ছামাত্র হইল আমার।
এখন যাইতে বলে সহ-পরিবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞাবহ ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর আজ্ঞা কখন না করেন লঙ্ঘন ॥
যাইব বারণাবত করি অঙ্গীকার।
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করেন নমস্কার ॥
বিজ্ঞ-মন্ত্রিগণে তবে করিয়া সম্ভাষ।
যুধিষ্ঠির চলিলেন জননীর পাশ ॥
দেখি দুর্য্যোধন হৈল হরিষ-অন্তর।
মন্ত্রী পুরোচনে তবে ডাকিল সত্বর ॥
জাতিতে যবন দুর্য্যোধনের বিশ্বাস।
একান্তে আনিয়া তারে কহে মৃদুভাষ ॥
তোমার সমান নাহি মন্ত্রীর ভিতরে।
পরম বিশ্বাসী, তেঁই ডাকি হে তোমারে ॥
তোমার সহিত আমি করি যে বিচার।
অন্য জন মধ্যে ইহা না হয় প্রচার ॥
নগর বারণাবতে পাণ্ডুপুত্র যায়।
তারা না যাইতে আগে যাইবা তথায় ॥
অশ্বতরযুক্ত রথে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র তুমি তথা করহ গমন ॥
উত্তম করিয়া স্থল করিয়া আলয়।
অগ্নিগৃহ বিরচিবা যেন ব্যক্ত নয় ॥
স্তম্ভ বিরচিয়া তাহে পূরাইবে ঘৃতে।
শণ-সর্জ্জরসে গৃহ করিবে তাহাতে ॥
মধ্যে মধ্যে দিয়া বাঁশ ঘৃতে পূর্ণ করি।
যেই মতে অগ্নি দিলে নিবারিতে নারি ॥

এমত রচিবা, কেহ লক্ষিতে না পারে।
নানাচিত্র বিরচিয়া লোক-মনোহরে ॥
জতুগৃহ বেড়িয়া করিবে অস্ত্রঘর।
মন্ত্র বিরচিয়া অস্ত্র রাখিবে ভিতর ॥
জতুগৃহ হইতে যদি পায় পরিত্রাণ।
অস্ত্রগৃহে অস্ত্রে কাটি হারাইবে প্রাণ ॥
তার চতুর্দ্দিকে তবে খুদিবে গভীর।
লাফে যেন পার নাহি হয় ভীম বীর ॥
সময় বুঝিয়া অগ্নি দিবে সে আলয়ে।
একত্র থাকিবা তবে সমস্ত সময়ে ॥
ত্বরিতে চলিয়া যাহ, না কর বিলম্ব।
শীঘ্রগতি কর গিয়া গৃহের আরম্ভ ॥
দুর্য্যোধন-আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রী পুরোচন।
বাহন যুড়িল রথে পবন-গমন ॥
ক্ষণেকে পাইল গিয়া বারণানগর।
গৃহ বিরচিতে নিয়োজিল নিশাচর ॥
যেমন করিয়া কহিলেন দুর্য্যোধন।
ততোধিক গৃহ বিরচিল পুরোচন ॥
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির সহিত জননী।
সব বৃদ্ধগণে যান মাগিতে মেলানি ॥
বাহ্লীক গাঙ্গেয় দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারী সহিত-গৃহে নারীগণ যত ॥
একে একে সবা-স্থানে মাগিয়া বিদায়।
পুরোহিত বিপ্রগণে প্রণমিল পায় ॥
পাণ্ডবের মিলন দেখিয়া দ্বিজগণ।
ধৃতরাষ্ট্রে নিন্দে বহু করিয়া গর্জ্জন ॥
দুষ্টমতি ধৃতরাষ্ট্র করিল কুমতি।
সেকারণে হেন কর্ম্ম করিছে অনীতি ॥
সত্যবুদ্ধি ধর্ম্মশীল পাণ্ডুপুত্রগণ।
বাহির করিয়া দেয় দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
হেন ছার নগরে রহিতে না যুয়ায়।
যথা যান যুধিষ্ঠির, যাইব তথায় ॥
ইহার রাজ্যেতে যেবা থাকে একজন।
অবশ্য হইবে সেই রাজার মতন ॥
কুরুকুলে মহাপাপী এই নৃপবর।
ইহার পাপেতে হৈবে সকল সংহার ॥
ধৃতরাষ্ট্র করে যদি হেন দুরাচার।
কেমনে সহেন ইহা গঙ্গার কুমার ॥
তারা সহিবেক সবে, যারা দুষ্টচিত।
মোরা না সহিব, সঙ্গে যাইব নিশ্চিত ॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সংহতি।
দারা-পুত্র-পরিবার ল'য়ে শীঘ্রগতি ॥
আগুসরি বিদুর গেলেন কত দূরে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন ম্লেচ্ছ-ভাষাচারে ॥
বারণাবতেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
সাবধানে থাকিবা আছয়ে তাহা ডর ॥
স্বযোনি-অন্তক যেই শীতলের রিপু।
তাহে সাবধানেতে রাখিবা সবে বপু ॥
এত বলি বিদুর করিল আলিঙ্গন।
স্নেহবশে শির ধরি করিল চুম্বন ॥
নয়নের নীর ঝরে ভাষে গদগদে।
যুধিষ্ঠির পঞ্চভাই প্রণমিল পদে ॥
বাহুড়িয়া বিদুর চলিল নিজালয়।
বারণা গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
প্রবেশ করেন গিয়া নগর-ভিতর।
আগুসরি নিল যত নগরের নর ॥
হেনকালে পুরোচন করে নমস্কার।
ভূমিষ্ঠ হইয়া যথা রাজ-ব্যবহার ॥
করযোড় করি দুষ্ট পুরোচন কহে।
হেথায় রহিলা কেন, চল নিজ গৃহে ॥
পূর্ব্ব হৈতে আছে হেথা পুরীর নির্ম্মাণ।
মনোহর দিব্যস্থান স্বর্গের সমান ॥
কুবের-ভাস্কর জিনি পুরীর গঠন।
তাদৃশী নাহিক মর্ত্ত্যে ইহার মতন ॥
তব আগমন শুনি করিনু মণ্ডন।
বিলম্ব না কর তুমি, দিন শুভক্ষণ ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়া পঞ্চ সহোদর।
জননী-সহিত গিয়া প্রবেশেন ঘর ॥

তৎক্ষণে কাটিয়া অঙ্গুলি-গোটা দিল।
গুরু-আজ্ঞা-পালনে সে বিলম্ব না কৈল॥ পৃষ্ঠা—১১২

বিচিত্র নির্ম্মিত মনোহর সে আলয়।
দেখি হৃষ্ট হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥

——

বারণাবতে যুধিষ্ঠিরের সংশয়

তবে কতক্ষণে পুরী করি নিরীক্ষণ।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির বলেন তখন॥
গৃহের পরীক্ষা করি লহ বৃকোদর।
মম মনে বিশ্বাস না হয় এই ঘর॥
বৃকোদর নিলেন সে ঘরের আঘ্রাণ।
জানিলেন ঘর জতু-ঘৃতের নির্ম্মাণ॥
বৃকোদর বিস্মিত কহেন যুধিষ্ঠিরে।
জতু ঘৃত তৈলাদির গন্ধ পাই ঘরে॥
প্রত্যক্ষে অগ্নির ঘর ইথে নাহি আন।
আমা সবা দহিবারে করেছে নির্ম্মাণ॥
পথে দেখিলাম যত অনুচরগণ।
এই সব দ্রব্য এনেছিল অনুক্ষণ॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে প্রমাণ হইল।
আসিতে যবনভাষে বিদুর বলিল॥
বিশ্বাস করিয়া সবে থাকিলে এ ঘরে।
অচেতন হইব সকলে নিদ্রাভরে॥
তখন অনল ইথে দিবে পুরোচন।
হেন বুদ্ধি করিয়াছে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
ভীম বলিলেন, এই অনলের ঘর।
পুনরপি যাই চল হস্তিনানগর॥
যুধিষ্ঠির বলেন, এ নহে সুবিচার।
এই কথা লোকে তবে হইবে প্রচার॥
দুর্য্যোধন বিচার করিবে নিজ চিতে।
নিশ্চয় আমার কার্য্য পারিল জানিতে॥
সৈন্যগণ সাজি দুষ্ট করিবেক রণ।
তার হাতে সর্ব্বসৈন্য সর্ব্বরত্নধন॥
কি কার্য্য বিবাদে ভাই, না যাব তথায়।
নির্ধন নিঃসৈন্য আমি, নাহিক সহায়॥
সাবধান হৈয়া এই গৃহেতে বঞ্চিব।
আমরা যে জানি, ইহা কারে না বলিব॥
পঞ্চ ভাই একত্র না রব কোন স্থলে।
হেথা হৈতে পলাইব কত দিন গেলে॥
অনুক্ষণ মৃগয়া করিব পঞ্চজন।
পথ ঘাট জ্ঞাত হৈব বন-উপবন॥
সব জ্ঞাত হৈব, ইহা কেহ নাহি জানে।
হেনমতে বিচারে রহিল ছয়জনে॥

——

যুধিষ্ঠিরাদির উদ্ধারের উপায়

হেথায় আকুলচিত্ত বিদুর সুমতি।
নিরন্তর অনুশোচে পাণ্ডবের প্রতি॥
কিমতে বাহির হৈবে জৌগৃহ হইতে।
নিশ্চয় যাইবে, কেহ না পারে লক্ষিতে॥
বিচারিয়া বিদুর করিল অনুমান।
খনক আনিল, জানে সুড়ঙ্গ-নির্ম্মাণ॥
খনক সুবুদ্ধি বড় বিদুরে বিশ্বাস।
সকল কহিয়া পাঠাইল ধর্ম্ম-পাশ॥
খনক করিল যুধিষ্ঠিরে নমস্কার।
ধীরে ধীরে কহে বিদুরের সমাচার॥
পাঠাইল বিদুর আমাকে তব কাছে।
ভূমি খনিবার বিদ্যা আমার যে আছে॥
একান্তে কহিল মোরে ডাকি নিজপাশ।
দুর্য্যোধন-লোক বলি না যাবে বিশ্বাস॥
অতএব এই চিহ্ন কহিল আমারে।
আসিতে কি ম্লেচ্ছভাষা কহিল তোমারে॥
যাহে জন্ম, তাহে ভক্ষে, শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয়, যাহ যেই দেশে॥
ইহা শুনি যুধিষ্ঠির দিলেন আশ্বাস।
জানিলাম তোমারে, নাহিক অবিশ্বাস॥
বিদুরের প্রিয় তুমি, তেঁই পাঠাইল।
তুমি যে বিদুর-তুল্য আজি জানা গেল॥

আমা-সবাকার ভাগ্যে হৈলে উপনীত।
অবধানে দেখ দুষ্ট-কৌরব-চরিত॥
শণ-জতু-ঘৃত-বাঁশ-সংযোগে রচিত।
যন্ত্রের খিলনি করি গৃহ চতুর্ভিত॥
ক'রে চতুর্দ্দিকে গর্ত্ত গভীর-বিস্তার।
অক্ষৌহিণীবলে পুরোচন রাখে দ্বার॥
এইরূপে পড়িয়াছি বিপদ্-বন্ধনে।
উপায় করিয়া মুক্ত কর ছয়জনে॥
লোকে যেন নাহি জানে সব বিবরণ।
হেন বুদ্ধি কর তুমি, হও বিচক্ষণ॥
শুনিয়া খনক তবে করিল উত্তর।
খুদিতে লাগিল গর্ত্ত গৃহের ভিতর॥
সুড়ঙ্গের মুখে দিল কপাট উত্তম।
উপরে মৃত্তিকা দিয়া কৈল ভূমিসম॥
চতুর্দ্দিকে ছিল গর্ত্ত গহন-গভীর।
ততোধিক তথায় খনিল মহাবীর॥
গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ খনি গেল।
সম্পূর্ণ করিয়া কার্য্য আসি নিবেদিল॥
শুনিয়া হরিষ-চিত্ত পঞ্চ-সহোদর।
প্রণমিয়া খনক চলিল নিজ ঘর॥
পুনরপি কহে পূর্ব্ব-বিদুর-বচন।
চতুর্দ্দশী-রাত্রে অগ্নি দিবে পুরোচন॥
সাবধান হইয়া থাকিবে ছয়জন।
এত বলি খনক চলিল ততক্ষণ॥
বিদুরে কহিল গিয়া সব বিবরণ।
বারণাবতেতে যত কৈল প্রকরণ॥
খনকের মুখে বার্ত্তা বিদুর পাইল।
শুনিয়া বিদুর কিছু আশ্বস্ত হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

জতুগৃহদাহ

হেন মতে তথায় রহিল ছয়জন।
মৃগয়া করিয়া ভ্রমে বন-উপবন॥
এক বর্ষ জতুগৃহে করিল নিবাস।
পুরোচন জানিল যে, জন্মেছে বিশ্বাস॥
পুরোচন-মন বুঝি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণে ডাকিয়া বলেন ততক্ষণ॥
আমা-সবা বিশ্বাসিল এবে পুরোচন।
সাবধান হইয়া থাকিব ছয়জন॥
আজি রাত্রে অগ্নি দিবে বুঝি পুরোচন।
বিদুরের কথা ভাই চিন্তহ এখন॥
ভীম বলে, দিবসে করিতে নারে বল।
রাত্রি হৈলে পাবে দুষ্ট নিজকর্ম্ম-ফল॥
কুন্তীদেবী শুনিয়া বলেন পুত্রগণে।
পলাইয়া কোথায় ভ্রমিবে বনে বনে॥
সুমতে করাও আজি ব্রাহ্মণ-ভোজন।
ক্ষুধিত বিপ্রেরে তোষ দিয়া বহুধন॥
জননীর আজ্ঞায় আনিল দ্বিজগণ।
কুন্তীদেবী করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
ভোজন করিয়া দ্বিজ গেল সর্ব্বজন।
অন্নহেতু আইল যতেক দুঃখিগণ॥
পঞ্চপুত্র সহ এক নিষাদ-গেহিনী।
অন্নহেতু এল যথা কুন্তী-ঠাকুরাণী॥
পুত্রগণে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন তায়।
আপন দুঃখের কথা নিষাদী জানায়॥
তার দুঃখে হইলেন কুন্তী দুঃখান্বিতা।
তথায় রহিল সুখে নিষাদবনিতা॥
দিনকর অস্ত গেল, নিশা প্রবেশিল।
যথাস্থানে সর্ব্বলোক শয়ন করিল॥
পরিবারসহ গৃহে শুল পুরোচন।
কত রাত্রে হইল নিদ্রায় অচেতন॥
বৃকোদরে আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দেহ এইক্ষণ॥

বৃকোদর পুরোচন-দ্বারে অগ্নি দিল।
অগ্নি দিয়া মাতৃসহ গর্ত্তে প্রবেশিল॥
অস্ত্রগৃহে জতুগৃহে দিয়া হুতাশন।
সুড়ঙ্গে প্রবেশ কৈল পবন-নন্দন॥
মাতৃসহ পঞ্চ ভাই অতি শীঘ্র চলে।
হেথা জতুগৃহ ব্যাপ্ত হইল অনলে॥
অগ্নির পাইয়া শব্দ গ্রামবাসিগণ।
জল লয়ে চতুর্দ্দিকে ধায় সর্ব্বজন॥
নিকটে যাইতে শক্তি নহিল কাহার।
চতুর্দ্দিকে ভ্রমে লোক করি হাহাকার॥
জৌ-ঘৃত-তৈলের গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
জতুগৃহ বলিয়া লোকেরা জ্ঞান পায়॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র কর্ম্ম কৈল দুরাচার।
কপটে দহিল পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
ধর্ম্মশীল পঞ্চ ভাই নহে অপরাধী।
সর্ব্বগুণনিধি জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী॥
তবে সবে জানিল পুড়িল পুরোচন।
ভাগ্য ভাগ্য বলিয়া বলয়ে সর্ব্বজন॥
নির্দ্দোষী জনের হিংসা করে যেই জন।
এইরূপ শাস্তি তারে দেন নারায়ণ॥
এত বলি কান্দি যত নগরের লোক।
পাণ্ডবের গুণ স্মরি করে বহু শোক॥
জননী-সহিত হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
সুড়ঙ্গ-বাহির হৈয়া প্রবেশিল বন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা, গহন কানন।
লতা বৃক্ষ কণ্টকেতে যায় ছয় জন॥
রাজার কুমার সব, রাজার গৃহিণী।
তাহে অন্ধকার নিশা, পথ নাহি চিনি॥
চলিতে অশক্ত কুন্তী, ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র কোমল শরীর॥
কত দূরে যান কুন্তী হন অচেতন।
শীঘ্রগতি যাইতে না পারে পঞ্চজন॥
তবে বৃকোদর নিল মায়ে স্কন্ধে করি।
দুই স্কন্ধে মাদ্রীপুত্র, হস্তে দোঁহা ধরি॥
বায়ুবেগে যান ভীম লৈয়া পঞ্চজনে।
বৃক্ষ-শিলা চূর্ণ হয় ভীমের চরণে॥
অতি শীঘ্রগতি যায় ভীম মহাবীর।
নিশাযোগে উত্তরিল জাহ্নবীর তীর॥
গভীর গঙ্গার জল অতীব বিস্তার।
দেখি হৈল চিন্তিত, কেমনে হৈব পার॥
চিন্তিত ভোজের পুত্রী পঞ্চ-সহোদর।
গঙ্গাজল পরিমাণ করে বৃকোদর॥
হেনকালে দিব্য এক আইল তরণী।
পবন-গমনা তাহে শোভে পতাকিনী॥
নৌকায় কৈবর্ত্ত বিদুরের অনুচর।
না পাইয়া পঞ্চ ভাই চিন্তিত-অন্তর॥
দূরে থাকি কৈবর্ত্ত করিল নমস্কার।
কহিতে লাগিল বিদুরের সমাচার॥
আমারে পাঠায়ে দিল পরম যতনে।
তোমা সবা পার করিবারে নৌকাসনে॥
অবিশ্বাসী নহি আমি, বিদুরের জন।
সঙ্কেতে আমারে পাঠাইল সে-কারণ॥
যখন আইলা সবে বারণানগর।
ম্লেচ্ছভাষে তোমারে সে কহিল উত্তর॥
যাহে জন্ম তাহে ভক্ষ্য শীতল বিনাশে।
ইহার আছয়ে ভয়, যাহ সেই দেশে॥
এই চিহ্ন বলে মোরে আসিবার কালে।
পাঠাইল পার করিবারে গঙ্গাজলে॥
তাহার বচন শুনি বিশ্বাস জন্মিল।
ছয় জন গিয়া নৌকা আরোহণ কৈল॥
চালাইল নৌকা তবে পবন-গমনে।
পুনরপি কহে দাস বিদুর-বচনে॥
বিদুর বলিল এই করুণা-বচন।
হেথা থাকি শিরে ঘ্রাণ, করি আলিঙ্গন॥
কতকাল অজ্ঞাতে বঞ্চহ কোন স্থানে।
দুঃখ-ক্লেশ সহি কর কালের হরণে॥
এই কথা কহিতে হইল গঙ্গাপার।
কূলে উঠিলেন সবে পাণ্ডুর কুমার॥

বলেন কৈবর্ত্ত-প্রতি ধর্ম্মের নন্দন।
বিদুরে কহিবা গিয়া এই নিবেদন॥
বিষম প্রমাদ হৈতে হইলাম পার।
তোমা হৈতে পাণ্ডবের বন্ধু নাহি আর॥
তোমার উপায়হেতু রহিল জীবন।
পুনঃ ভাগ্য হইলে হইবে দরশন॥
এত বলি কৈবর্ত্তেরে করিল মেলানি।
বনেতে প্রবেশ কৈল প্রভাত রজনী॥
গঙ্গার দক্ষিণে যান কুন্তীর নন্দন।
উত্তরে বাহিয়া নৌকা ধীবর-গমন॥

———

● জতুগৃহদাহ-শ্রবণে সকলের শোকপ্রকাশ

এস্থানে প্রভাত হৈলে নগরের লোক।
জতুগৃহ-নিকটে আসিয়া করে শোক॥
জল দিয়া নিবাইল, যে ছিল অনল।
ভস্ম উলটিয়া সবে নিরখে সকল॥
দ্বারমধ্যে দেখিল পুড়িল পুরোচন।
তাহার সুহৃদ্ যত ভাই-বন্ধুগণ॥
অস্ত্রগৃহে পুড়িল যতেক অস্ত্রধারী।
প্রত্যেকে প্রত্যেক ভস্ম দেখিল বিচারি॥
জতুগৃহ-দ্বারে তবে গেল ততক্ষণ।
দেখিল অনলে দগ্ধ আছে ছয় জন॥
দেখিয়া সকল লোক হাহাকার করে।
গড়াগড়ি দিয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
হায় হায় কোথা কুন্তী-মাদ্রীর নন্দন।
নিরখিয়া সর্ব্বলোক করয়ে ক্রন্দন॥
এই কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
জতুগৃহ করিতে আইল পুরোচন॥
দুষ্টবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র সেও ইহা জানে।
কপট করিয়া দগ্ধ কৈল পুত্রগণে॥
এইক্ষণে আমা সবাকার এই কায।
লোক পাঠাইয়া দেহ হস্তিনার মাঝ॥
ধৃতরাষ্ট্রে ব'লো, না করিহ কিছু ভয়।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তোর হৈল দুরাশয়॥
হস্তিনানগরে দূত গেল শীঘ্রগতি।
জানাইল সমাচার অন্ধরাজ-প্রতি॥
জৌগৃহে ছিলেন কুন্তী-পাণ্ডুর নন্দন।
নিশাযোগে অগ্নি তাহে দিল কোন্ জন॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী হইল দহন।
পরিবারসহ দগ্ধ হৈল পুরোচন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন।
ক্ষণেক নিঃশব্দ হৈয়া করিল ক্রন্দন॥
হাহা কুন্তী যুধিষ্ঠির ভীম ধনঞ্জয়।
হাহা সহদেব আর নকুল দুর্জ্জয়॥
আজি জানিলাম আমি পাণ্ডুর নিধন।
ভ্রাতৃশোক না ছিল এ-সবার কারণ॥
বহুবিধ বিলাপ করয়ে অন্ধবর।
সমাচার গেল অন্তঃপুরীর ভিতর॥
গান্ধারী প্রভৃতি ছিল যত নারীগণ।
শোকেতে আকুল সবে করয়ে ক্রন্দন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বাহ্লীক বিদুর।
পাণ্ডবের মৃত্যু শুনি শোকেতে আতুর॥
নগরের লোক সব কান্দয়ে শুনিয়া।
পাণ্ডবের গুণসব হৃদয়ে স্মরিয়া॥
কেহ ডাকে যুধিষ্ঠির, কেহ বৃকোদর।
কেহ ধনঞ্জয়, কেহ মাদ্রীর কোঙর॥
হা হা কুন্তী বলি কেহ করয়ে ক্রন্দন।
এইমত নগরে কান্দয়ে সর্ব্বজন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র শ্রাদ্ধ করিল বিধান।
ব্রাহ্মণেরে দিল বহু রত্ন-ধেনু দান॥

———

● মাতা ও ভ্রাতাদের দুরবস্থা দর্শনে ভীমের আক্ষেপ

হেথায় পাণ্ডবগণ ভুঞ্জি অতিক্লেশ।
হিড়িম্বের অরণ্যেতে করিল প্রবেশ॥

পথশ্রম আর ভয়-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-যুত।
কহেন ডাকিয়া কুন্তী প্রতি পঞ্চসুত ॥
বহুদূর আইলাম অরণ্য-ভিতর।
তৃষ্ণায় আকুল নাহি চলে কলেবর ॥
যাইতে না পারি আর বিনা জলপানে।
কতক্ষণ বিশ্রাম করহ এই স্থানে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
না জানি মরিল, কিংবা জীয়ে পুরোচন ॥
দুষ্ট দুরাচার দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।
এই সমাচার পাছে কহে কোন জনা ॥
তবে ত সাজিয়া দল আসিবে হেথায়।
কি করিব তবে পুনঃ, কহ ত উপায় ॥
ভীম বলে, নিঃশব্দে থাকহ এইখানে।
পশ্চাতে যাইব তৃপ্ত হৈয়া জলপানে ॥
অন্য সর্ব্বজনেরে রাখিয়া বটমূলে।
জল-অন্বেষণে ভীম ভ্রমে নানাস্থলে ॥
জলচর শব্দ বীর শুনি কত দূরে।
শব্দ-অনুসারে গেল জল আনিবারে ॥
জলেতে নামিয়া ভীম কৈল স্নান-পান।
জল লইবারে ভীম নাহি পায় স্থান ॥
পাত্র না পাইয়া ভীম বস্ত্র ভিজাইল।
বসনে করিয়া জল লইয়া চলিল ॥
দুই ক্রোশ গিয়াছিল জলের কারণ।
ক্ষণমাত্র পুনঃ এল পবননন্দন ॥
বটমূলে আসিয়া দেখিল বৃকোদর।
মাতৃসহ নিদ্রা যায় চারি সহোদর ॥
দেখিল সকলে নিদ্রাগত অচেতন।
কহিতে লাগিল ভীম বিলাপ বচন ॥
বসুদেব-ভগিনী যে কুন্তী ভোজসুতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ পাণ্ডুর বনিতা ॥
বিচিত্র-পালঙ্কোপরি শয্যা মনোহর।
নিদ্রা নাহি হয় যাঁর তাহার উপর ॥
হেন মাতা গড়াগড়ি যায় ভূমিতলে।
হরি হরি বিধি হেন লিখিল কপালে ॥
কমল অধিক যার কোমল শরীর।
হেন ভাই ভূমিতলে লোটায় সে বীর ॥
তিন-লোক-ঈশ্বরের যোগ্য যেই জন।
সহজ মনুষ্যপ্রায় ভূমিতে শয়ন ॥
অর্জ্জুন-সমান বীর্য্যবন্ত কোন্ জন।
হেন ভাই কৈল হায় ভূমিতে শয়ন ॥
সুন্দর নকুল সহদেব অনুপাম।
বীর্য্যবন্ত বুদ্ধিমন্ত সর্ব্বগুণধাম ॥
এরূপ দুর্গতি নাহি হয় কোনজনে।
দুষ্টবুদ্ধি জ্ঞাতি দুর্য্যোধনের কারণে ॥
আপদ তরয়ে লোক জ্ঞাতির সহায়।
বনে যেন বৃক্ষে-বৃক্ষে বাতে রক্ষা পায় ॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার হৈল জ্ঞাতি-বৈরী।
গৃহ ত্যজি যার হেতু বনে বনচারী ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ আর শকুনি দুর্ম্মতি।
ধৃতরাষ্ট্র সেও দুষ্ট করিল অনীতি ॥
ধর্ম্মেরে না করে ভয়, রাজ্যে লুব্ধ মন।
পাপেতে নিমগ্ন হৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
পুণ্যবলে নহে, দুষ্ট জীয়ে দৈববলে।
কোন দেব বরদায়ী হৈল কোন্ কালে ॥
হেন কদাচার নাহি করে কোন জন।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ॥
হেন কর্ম্ম ধৃতরাষ্ট্র আপনি করিলে।
বিধিমতে শাস্তি আমি দিব যথাকালে ॥
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা।
তাহাকে নিষেধ করে নাহি হেন রাজা ॥
এই পাপে কৌরবেরে করিব নিধন।
অবশ্য মারিব আমি শতেক নন্দন ॥
এত দুঃখ সহ কেন ঈশ্বর আমার।
কটাক্ষেতে আজ্ঞা পেলে করি যে সংহার ॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি ধর্ম্মেতে তৎপর।
তেঁই এত দুঃখ পাও গুণের সাগর ॥
সে-কারণে আজ্ঞা না করেন যুধিষ্ঠির।
গদার বাড়িতে তার লোটাতে শরীর ॥

কোন্ মন্ত্র মহৌষধি কৈল কোন্ জন।
সে-কারণে রহে দুষ্ট তোমার জীবন॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠিরে করে পাপাচার।
সে-কারণে এত দুঃখ আমা-সবাকার॥
কোন্ কর্ম্মে অশক্ত যে আমি ইহা সব।
তবু আজ্ঞা না করেন মারিতে কৌরব॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল বৃকোদরে।
দুই চক্ষু লোহিত কচালে দুই করে॥
পুনঃ ক্রোধ সংবরিয়া দেখে ভ্রাতৃগণে।
নিদ্রাভঙ্গ না করেন বিচারিয়া মনে॥
জাগিয়া রহিল ভীম বটবৃক্ষমূলে।
চারি ভাই মাতা নিদ্রা যায়েন বিভোলে॥
হেনকালে হিড়িম্ব-নামেতে নিশাচর।
বিপুল-বিস্তার-কায় লোকে ভয়ঙ্কর॥
দন্তপাটি বিদাকাটি জিহ্বা লহলহ।
দীর্ঘকর্ণ, রক্তবর্ণ, চক্ষু কূপগৃহ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ অতি ব্যঙ্গ শিরা দীর্ঘতর।
সেইকালে ছিল শালবৃক্ষের উপর॥
পেয়ে গন্ধ হয়ে অন্ধ চতুর্দ্দিকে চায়।
চন্দ্রপ্রভা মুখ-শোভা জলরুহ প্রায়॥
সুশোভন ছয়জনে দেখি বটমূলে।
হৃষ্টমতি ভগ্নী-প্রতি নিশাচর বলে॥
চিরদিন ভক্ষ্যহীন থাকি উপবাসে।
দৈবযোগে দেখ আগে আইল মানুষে॥
সুপ্রভাত, অকস্মাৎ মাংস উপনীত।
ছয়জনে মোর স্থানে আনহ ত্বরিত॥
নাহি ভয়, নিজালয়, যাও শীঘ্রগতি।
মোর বনে কোন্ জন বিরোধিবে সতী॥
ভ্রাতৃ-কথা শুনি তথা চলিল রাক্ষসী।
বীরবর বৃকোদর যথা আছে বসি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ভীম-সকাশে হিড়িম্বার আগমন

নিশাচরী দূরে থাকি, বীর বৃকোদরে দেখি,
শরীর নেহালে ঘনে ঘন।
কিবা সুমেরুর চূড়া, যেন শালদ্রুম-কোঁড়া,
শশিমুখ পঙ্কজ-নয়ন॥
সিংহের বিক্রমধর, ভুজযুগ করিকর,
কম্বুকণ্ঠ খগবর নাসা।
অঙ্গ নিরখিয়া ক্ষণে, মাতিল অনঙ্গবাণে,
মনে চিন্তে হিড়িম্বের স্বসা॥
এমন সুন্দর রূপে, নাহি দেখি ইহলোকে,
যক্ষ-রক্ষ-মনুষ্য-ভিতরে।
মম ভাগ্যহেতু বিধি, মিলাইল হেন নিধি,
স্বামী আমি করিব ইহারে॥
ভাই মোর দুরাচারী, এ-হেন পুরুষ মারি,
মাংস খাইবেক মনঃসুখে।
ইহারে রাখিয়া আমি, বরিয়া করিব স্বামী,
চিরকাল বঞ্চিব কৌতুকে॥
এতেক কামনা করি, কামরূপা নিশাচরী,
দিব্যরূপা হইল কামিনী।
পূর্ণচন্দ্র মুখখানি, নয়ন কুরঙ্গ-জিনি,
স্তনযুগবরা নিতম্বিনী॥
কামের কার্ম্মুক ভুরু, তিলফুল নাসা চারু,
শ্রুতিযুগ-নিন্দিত গৃধিনী।
করিকর-যুগ উরু, সুন্দর কদলীতরু,
মত্ত-বর-মাতঙ্গ-চলনী॥
চম্পক-কুসুম-আভা, অঙ্গের বরণ-শোভা,
কটাক্ষে মোহিত মুনি-মন।
আসিয়া ভীমের পাশে, সলজ্জিতা মৃদুভাষে,
কহে যেন কোকিল-ভাষণ॥
কহ, তুমি কোন্‌জন, কোথা হৈতে আগমন,
কি-হেতু আইলা এই বন।
দেবতার মূর্ত্তি-প্রায়, ভূমিতলে নিদ্রা যায়,
কেবা হয় এই চারি জন॥

নিদ্রা যায় নিরুপমা, সুবদনী ঘনশ্যামা,
এ-রামা তোমার কেবা হয়।
এ-ঘোর দুর্গম বনে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
নাহি জান রাক্ষস-আলয় ॥
তিলেক নাহিক ডর, যেন আপনার ঘর,
অতিশয় দেখি দুঃসাহস।
এই বন-অধিকারী, পাপ আত্মা-দুরাচারী,
ভয়ঙ্কর হিড়িম্ব-রাক্ষস ॥
হয় সে আমার ভ্রাতা, মোরে পাঠাইল এথা,
তোমা সবা ধরিয়া লইতে।
মনুষ্যাদিজন-বৈরী, মাংসলোভী পাপকারী,
ইচ্ছা করে তোমারে খাইতে ॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গ, দহিছে অনঙ্গে অঙ্গ,
স্বামী করি বরিনু তোমারে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি,বুঝি কার্য্য কর স্বামি,
সাবধান হও রাক্ষসেরে ॥
আজ্ঞা কর এইক্ষণে, লৈয়া যাই অন্যস্থানে,
পর্ব্বত-কন্দরে অন্য বনে।
হিড়িম্বার মুখে শুনি, মেঘের নিনাদবাণী,
বৃকোদর কহে ততক্ষণে ॥
দেখি তোরে সুলক্ষণী, কহিস্ অনীতিবাণী,
এই কথা না বলিস্ মোকে।
কেন হেন দুরাচারী, মাতা ভ্রাতা পরিহরি,
স্ত্রী লইয়া যাইবে কৌতুকে ॥
সবারে রাক্ষস-মুখে, দিয়া আমি যাব সুখে,
তোমারে লইয়া অন্যস্থান।
করিতে এমন কাজ, মুখে তোর নাহি লাজ,
কামশরে হইলি অজ্ঞান ॥
এত শুনি নিশাচরী, কহে যোড়কর করি,
মৃদু-মৃদু মধুর-বচনে।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে তোমার প্রিয় হয়,
প্রাণপণে করিব এক্ষণে ॥
বড় দুষ্ট মম ভ্রাতা, এখনি আসিবে এথা,
সাবধান হইতে জানাই।
জাগাইয়া সর্ব্বজনে, মোর পৃষ্ঠে আরোহণে,
লইয়া যাইব অন্য ঠাঁই ॥
ভীম বলে, ভ্রাতা মায়, সুখে শুয়ে নিদ্রা যায়,
কেন নিদ্রা করিব ভঞ্জন।
তোর ভাই কোন্ ছার, কেবা ভয় করে তার,
আমি তারে না করি গণন ॥
কীটজ্ঞান করি রক্ষ, দেবতা-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ,
নাহি সহে মোর পরাক্রম।
হের, দেখ সুলোচনি, আমার যুগল পাণি,
দেখিয়া করয়ে ভয় যম ॥
যাহ বা থাকহ এথা, মনে লয় যেই কথা,
কর, চিত্তে যেই অভিলাষ।
নতুবা তথায় গিয়া, ভায়ে দেহ পাঠাইয়া,
কি করিবে আসি মোর পাশ ॥
ভীম-হিড়িম্বাতে কথা, বিলম্ব দেখিয়া হেথা,
হিড়িম্ব হইল ক্রোধমন।
অতি-ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
আসে ঘোর করিয়া গর্জ্জন ॥
দেখি মহা ভয় করি, স্তব্ধ হৈয়া নিশাচরী,
সকরুণে কহে বৃকোদরে।
হের, দেখ মোর ভাই, যেন ঘোর মহাবাই,
আইসে দুরন্ত ক্রোধ ভরে ॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতর, খাইল অনেক নর,
দেখিয়াছি আমি বিদ্যমান।
বিলম্ব না কর তুমি, বিশেষে রাক্ষস-ভূমি,
মায়াবী, অধিক বলবান্ ॥
বিলম্ব না কর প্রভু, আজ্ঞা মোরে দেহ তবু,
পৃষ্ঠে করি লই সবাকারে।
উড়িব পবনভরে, যথা বল, তথাকারে,
লৈয়া যাব নিমেষ-ভিতরে ॥
হিড়িম্বে দেখিয়া উগ্র, হিড়িম্বারে দেখি ব্যগ্র,
হাসি বলে মরুতনন্দন।
স্থির হও সুবদনি, কি ভয় করলো ধনি,
বসি দেখ কৌতুক এখন ॥

আসুক তোমার ভাই, মুহূর্ত্তেকে মোর ঠাঁই,
প্রাণ দিবে পতঙ্গ-সমান।
এইমাত্র হবে তোকে, মজিবি ভ্রাতার শোকে,
ইহা বই নাহি দেখি আন॥
ভারত-সঙ্গীত-রস, শ্রবণেতে পুণ্য-যশ,
সদা শুভ পরম পবিত্র।
কলির কলুষনাশ, বিরচিল কাশীদাস,
আদিপর্ব্বে পাণ্ডব-চরিত্র॥

● হিড়িম্ব-রাক্ষস বধ

ভীম-হিড়িম্বাতে হয় কথোপকথন।
দূরে থাকি হিড়িম্ব করয়ে নিরীক্ষণ॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা ভীমের বাম দিকে।
ভুবনমোহন রূপ বিদ্যুৎ ঝলকে॥
কবরী বেড়িয়া দিব্য কুসুমের মালে।
মাণিক-প্রবাল-মুক্তা-হার শোভে গলে॥
বসন-ভূষণ দিব্য নূপুর-কঙ্কণ।
স্বর্গবিদ্যাধরী মোহে নবীন যৌবন॥
প্রিয়ভাষে যেমন দম্পতী কথা কয়।
দেখিয়া হিড়িম্ব ক্রোধে জ্বলে অতিশয়॥
ভগিনীরে ডাক দিয়া বলয়ে হিড়িম্ব।
এই-হেতু এতক্ষণ তোমার বিলম্ব॥
ধিক্ তোর জীবনে কুলের কলঙ্কিনী।
মনুষ্য-স্বামীতে লোভ করিলি পাপিনি॥
মম ক্রোধ তোমার হইল পাসরণ।
মম ভক্ষ্যে ব্যাঘাত করিলি সে-কারণ॥
এই-হেতু আগে তোরে করিব সংহার।
পশ্চাৎ এ-সব জনে করিব আহার॥
এত বলি যায় হিড়িম্বারে মারিবারে।
নয়ন লোহিত, দন্ত কড়মড় করে॥
ভীম বলে, রাক্ষসা রে-তোর লাজ নাই।
ভগিনীকে পাঠাইলি পুরুষের ঠাঁই॥
তুই পাঠাইলি, তেঁই আইল এথায়।
মদনের বশ হৈয়া ভজিল আমায়॥
কামপত্নী আমার হইল তোর স্বসা।
মোর বিদ্যমানে দুষ্ট বলিস্ দুর্ভাষা॥
মারিবারে চাহি' রে করিস্ অহঙ্কার।
এইক্ষণে পাঠাইব যমের দুয়ার॥
মাতা ভ্রাতা শুইয়া যে নিদ্রায় বিভোল।
নিদ্রাভঙ্গ হইবেক, না করিস্ গোল॥
ভীমের বচনে আর রাক্ষস না থাকে।
ঊর্দ্ধবাহু যায় মারিবারে হিড়িম্বাকে॥
হাসিয়া কুন্তীর পুত্র দুই হাত ধরে।
এক টানে লয় অষ্ট-ধনুক-অন্তরে॥
মহাবল রাক্ষস আপন হাতে কাড়ি।
বৃকোদরে ধরিলেক করিয়া আঁকাড়ি॥
বায়ুর নন্দন ভীম অতি ভয়ঙ্কর।
পরম আনন্দ যার পাইলে সমর॥
মত্ত মৃগপতি যেন ক্ষুদ্র মৃগে ধরে।
পুনরপি টানিয়া লইয়া কত দূরে॥
দুই জনে টানাটানি ধরি ভুজে-ভুজে।
শুণ্ডে-শুণ্ডে টানাটানি যেন গজে গজে॥
দুই মেষ যেন মুণ্ডে-মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে, দন্ত কড়মড়ি॥
দুই মত্ত সিংহ যেন করে সিংহনাদ।
মেঘের নিঃস্বন যেন, বজ্রের নিনাদ॥
দোঁহাকার আস্ফালনে ভাঙ্গে বৃক্ষগণ।
পলায় কাননবাসী ত্যজিয়া কানন॥
কানন হইল পূর্ণ দোঁহার গর্জ্জনে।
নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিল পঞ্চজনে॥
বসিয়াছে হিড়িম্বা নিন্দিত বিদ্যাধরী।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ভোজের কুমারী॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তী উঠি শীঘ্রগতি।
মৃদুভাষে জিজ্ঞাসেন হিড়িম্বার প্রতি॥
কে তুমি, কোথায় হৈতে আইলা গো এথা।
অপ্সরী নাগিনী কিংবা বনের দেবতা॥

ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণন।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুই জন॥

পৃষ্ঠা—১৪৫

হিড়িম্বা প্রণাম করি কুন্তী-প্রতি বলে।
জাতিতে রাক্ষসী আমি নিবাস এ-স্থলে॥
এই বননিবাসী হিড়িম্ব নিশাচর।
মহাযোদ্ধা বীর সে, আমার সহোদর॥
পঞ্চপুত্র সহ তোমা ধরি লইবারে।
ভাই মোকে পাঠাইয়া দিল এথাকারে॥
পরম সুন্দর দেখি তোমার তনয়।
কামে বশ হৈয়া আমি ভজিন্থু তাহায়॥
বিলম্ব দেখিয়া এথা আসে মোর ভাই।
তোমার পুত্রের সহ যুঝে দেখ তাই॥
হিড়িম্বার মুখে শুনি এতেক উত্তর।
চারি ভাই ভীম স্থানে চলিল সত্বর॥
ভীম হিড়িম্বের যুদ্ধ না যায় বর্ণন।
যুগল পর্ব্বত প্রায় দেখি দুই জন॥
যুদ্ধ-ধূলি-ধূসর দোঁহার কলেবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
দুই ভিতে দোঁহাকারে টানে দুইজনে।
নিঃশ্বাস-পবন-ঝড়ে উড়ে বৃক্ষগণে॥
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
রাক্ষসেরে ভয় ভাই, না কর এখন॥
তোমা-সহ রাক্ষসের হইল বিবাদ।
নিদ্রায় ছিলাম এত না জানি প্রমাদ॥
সবে মিলি রাক্ষসেরে করিব সংহার।
এত শুনি বলে ভীম পবন-কুমার॥
কি-কারণে সন্দেহ করহ মহাশয়।
এইক্ষণে বিনাশিব রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
পথিক লোকের প্রায় দেখ দাণ্ডাইয়া।
এত বলি দিল লাফ ভুজ প্রসারিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন, বহু করিলে বিক্রম।
রাক্ষসের যুদ্ধে বহু হৈল পরিশ্রম॥
বিশ্রাম করহ তুমি থাকিয়া অন্তরে।
আমি বিনাশিব ভাই দুষ্ট নিশাচরে॥
অর্জ্জুন-বচনে ভীম অধিক কুপিল।
চুলে ধরি হিড়িম্বেরে ভূমেতে ফেলিল॥
চড় আর চাপড় মুষ্টিক পদাঘাত।
পক্ষিবৎ করি তারে করিল নিপাত॥
মধ্যদেশ ভাঙ্গিয়া করিল দুইখান।
দেখাইল নিয়া সব ভ্রাতৃ-বিদ্যমান॥
পরস্পর আলিঙ্গন পঞ্চ-সহোদরে।
প্রশংসিল ভ্রাতৃ সব বীর বৃকোদরে॥

● ভীমের হিড়িম্বা-বিবাহ ও ঘটোৎকচের জন্ম

অর্জ্জুন বলিল তবে চাহি যুধিষ্ঠিরে।
এই ত নিকটে গ্রাম আছে, নহে দূরে॥
এই সমাচার যদি শুনে কোন জন।
লোকমুখে বার্ত্তা তবে পাবে দুর্য্যোধন॥
সে-কারণে ক্ষণেক না রহিতে যুয়ায়।
শীঘ্র চল অন্যস্থানে ত্যজিয়া এথায়॥
এই বিবেচনাতে পাণ্ডব পঞ্চজন।
মাতাসহ শীঘ্রগতি করয়ে গমন॥
হিড়িম্বা চলিল তবে কুন্তীর সংহতি।
হিড়িম্বা দেখিয়া ক্রোধে বলয়ে মারুতি॥
সহজে রাক্ষসজাতি নানা মায়া ধরে।
ধরিয়া মোহিনী-বেশ ভাণ্ডে সবাকারে॥
আপন স্বভাব কভু ছাড়িতে না পারে।
সময় পাইল আমা পারে মারিবারে॥
সহজে ভ্রাতার বৈর সাধিবার মনে।
আমার সংহতি এ চলিল সে-কারণে॥
এক চড়ে করি তোরে ভ্রাতার সংহতি।
এত বলি মারিবারে যায় মহামতি॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভীম, নহে ধর্ম্মাচার।
অবধ্যা স্ত্রীজাতি কেন করিবা সংহার॥
মহাবল হিড়িম্বেরে করিলা সংহার।
তোমা বধিবারে শক্তি আছে কি ইহার॥
যুধিষ্ঠির-বচনে রহিল বৃকোদর।
হিড়িম্বা কুন্তীরে কহে হইয়া কাতর॥

কায়মনোবাক্য মোর সত্য অঙ্গীকার।
তোমা-বিনা গুরু মোর গতি নাহি আর ॥
তোমারে না ভুলাইব প্রপঞ্চ-বচনে।
স্ত্রীলোকের মর্ম্মপীড়া জানহ আপনে ॥
কামবশ হৈয়া আমি অজ্ঞান হইনু।
আপন কুলের ধর্ম্ম ভ্রাতৃ-ত্যাগ কৈনু ॥
সব ত্যজি মজিলাম তোমার নন্দনে।
এক্ষণে অনাথা আমি নিলাম শরণে ॥
শরণাগতেরে ক্রোধ না হয় উচিত।
আপনি করহ দয়া, কর মোর হিত ॥
সবাই সেবিব আমি তোমার চরণে।
বহু সঙ্কটেতে আমি উদ্ধারিব বনে ॥
আজ্ঞা কর ভজিবারে আমা বৃকোদরে।
নহিলে ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥
কৃতাঞ্জলি করি আমি করি যে বিনয়।
নহিলে অধর্ম্ম তব হইবে নিশ্চয় ॥
হিড়িম্বা এতেক যদি বলিল বচন।
দয়াময় যুধিষ্ঠির কহেন তখন ॥
সত্য বলে হিড়িম্বা, নাহিক ইথে আন।
শরণ লইলে জনে করি তার ত্রাণ ॥
চলি যাহ হিড়িম্বা লইয়া বৃকোদরে।
যথাসুখে কর ক্রীড়া বনের ভিতরে ॥
পুনরপি আমা-সবা নিকটে মিলিবা।
আপনার সত্যবাক্য কভু না লঙ্ঘিবা ॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা অতি হৃষ্টমন।
ভীম লয়ে হিড়িম্বা চলিল ততক্ষণ ॥
শূন্যপথে লইয়া চলিল নিশাচরী।
নানাবনে-উপবনে ভ্রমে ক্রীড়া করি ॥
যথা মন করে তথা যায় মুহূর্ত্তেকে।
নদ-নদী-মহাগিরি ভ্রময়ে কৌতুকে ॥
নিত্য নিত্য নববেশ ধরে অনুপাম।
হেনমতে বহুদিন ক্রীড়া অবিরাম ॥
কত দিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পুত্র হৈল উৎপত্তি ॥
জন্মমাত্র যুবক হইল মহাবীর।
যক্ষ-রক্ষ-সুরাসুরে বিপুল-শরীর ॥
বিবিধ বরণ কচ ঘট স্থূলাকার।
ঘটোৎকচ নাম তেঁই ভীমের কুমার ॥
মহাবলবান্ হৈল হিড়িম্বানন্দন।
ইন্দ্রশক্তি একাঘ্নির যে হবে ভাজন ॥
ঘটোৎকচ মাতাসহ মন্ত্রণা করিয়া।
কৃতাঞ্জলি কহে দোঁহে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি আপন আলয়।
স্মরিলে আসিব এই রহিল নিশ্চয় ॥
আজ্ঞা পেয়ে মায়ে পুত্রে করিল গমন।
উত্তর দিকেতে গেল আপম ভবন ॥
পাণ্ডবেরা চলিলেন সহিত জননী।
এক স্থানে না থাকেন একই রজনী ॥
পরিধানে বল্ক শোভে, শিরে জটাভার।
কোথায় ব্রাহ্মণ, কোথা তপস্বী-আকার ॥
পথে লোকজন দেখি লুকায়েন বনে।
শীঘ্রগতি যান্ যথা কেহ নাহি জানে ॥
ত্রিগর্ত্ত-পাঞ্চাল-মৎস্যাদিক যত দেশ।
ভ্রমিলেন বহুক্লেশ করিয়া বিশেষ ॥
হেনমতে ভ্রমেন যে পাণ্ডুপুত্রগণ।
আচম্বিতে আইলেন ব্যাস তপোধন ॥
ব্যাসে দেখি কুন্তীদেবী পুত্রের সহিতে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা দাঁড়ায়ে অগ্রেতে ॥
ব্যাসের সাক্ষাতে কুন্তী করেন ক্রন্দন।
বহু বিলাপিয়া দেবী বলেন বচন ॥
নিবর্ত্তিয়া তাঁরে ব্যাস কহিলেন বাণী।
আমারে কি বল ইহা, সব আমি জানি ॥
অধর্ম্ম করিল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অনেক সঙ্কটে ভ্রমিতেছে বনেবন ॥
যত কৈল, অগোচর নাহিক আমায়।
সে-কারণে দেখিবারে এলাম হেথায় ॥
দুঃখ না ভাবিহ বধূ, স্থির কর মন।
অচিরে হইবে তব দুঃখ-বিমোচন ॥

তব পুত্রগণ-গুণ না জানিহ তুমি।
মম অগোচর নাহি, সব জানি আমি॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে জিনিবে সকলে।
বিভব করিবে সাগরান্ত-ভূমণ্ডলে॥
এক্ষণে যে বলি আমি, শুন সাবধানে।
বহুদুঃখ পেলে, বহু ভ্রমিলা কাননে॥
নিকটে নগর এই একচক্রা নাম।
কতদিন রহি তথা করহ বিশ্রাম॥
গুপ্তবেশে এইখানে থাক ছয় জনে।
তাবৎ থাকহ আমি আসি যত দিনে॥
এত বলি ব্যাস সবে লইয়া সংহতি।
নগরে ব্রাহ্মণ-গৃহে দিলেন বসতি॥
ব্রাহ্মণের গৃহে রহিলেন ছয় জন।
স্বস্থানে গেলেন ব্যাস মহাতপোধন॥
পুণ্যকথা ভারতের অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, ইহা শুনে পুণ্যবান্॥

● পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে বাস

অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণ-গৃহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
নগরে ভ্রমেন নিত্য ভিক্ষার কারণ॥
ভিক্ষা করি আসি সবে দিবা-অবসানে।
যাহা কিছু পান, দেন জননীর স্থানে॥
জননী করিয়া পাক দেন সবাকারে।
অর্দ্ধেক বাঁটিয়া দেন বীর বৃকোদরে॥
মাতাসহ অর্দ্ধ খান চারি সহোদর।
তথাপিহ তৃপ্ত নহে বীর বৃকোদর॥
হেনমতে বিপ্রগৃহে বঞ্চে অতিক্লেশে।
ভিক্ষা করে অনুদিন ব্রাহ্মণের বেশে॥
একদিন গৃহেতে রহিল বৃকোদর।
ভিক্ষাতে গেলেন আর চারি সহোদর॥
আচম্বিতে বিপ্রগৃহে মহাশব্দ শুনি।
বিলাপ করিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী॥
করুণহৃদয়া কুন্তী সহিতে নারিয়া।
কহেন নিকটে বৃকোদরেরে ডাকিয়া॥
এতদিন বিপ্রগৃহে আছি যে অজ্ঞাতে।
পরম সাহায্য বিপ্র করিল বিপত্তে॥
এখন বিপদ্‌গ্রস্ত হইল ব্রাহ্মণ।
অবশ্য বিপদে তারে করহ রক্ষণ॥
উপকারী জনে যে বা সাহায্য না করে।
পরলোকে পাপ হয়, অযশ সংসারে॥
ভীম বলিলেন, মাতা, জিজ্ঞাস ব্রাহ্মণে।
শক্তি-অনুসারে রক্ষা করিব তৎক্ষণে॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে যান কুন্তীদেবী।
বৎসের বন্ধনে যেন ধায় ত সুরভি॥
ব্রাহ্মণের ঘরে কুন্তী করিয়া গমন।
দেখেন ব্যাকুল হৈয়া কাঁদিছে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ কাতর হয়ে বলে ব্রাহ্মণীরে।
এই হেতু পূর্ব্বে কত বলিনু তোমারে॥
রাক্ষসের উপদ্রব যেই দেশে হয়।
সে-দেশে বসতি কভু উপযুক্ত নয়॥
পিতা-মাতা-স্নেহে তুমি লঙ্ঘিলা বচন।
তাহার উচিত দুঃখ পাইলা এখন॥
কি করিব উপায় যে না দেখি ইহার।
কোন্ বুদ্ধি করিব না দেখি প্রতীকার॥
তুমি ধর্ম্মপত্নী হও আমার গৃহিণী।
সর্ব্বধর্ম্ম-বিশারদা সুখ-প্রদায়িনী॥
বিশেষ বালক পুত্র আছে যে তোমার।
তোমা-বিনা মুহূর্ত্তেক না জীবে কুমার॥
অরণ্যের প্রায় দুঃখ হবে তোমা-বিনে।
জীয়ন্তে হইবে মরা তোমার মরণে॥
আপনি রাখিয়া তোমা দিব রাক্ষসেরে।
অপযশ হবে মোর সংসার-ভিতরে॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী এই কন্যা সুবদনী।
কন্যারে রাক্ষসে দিলে অপযশ গণি॥
কন্যা-জন্ম হৈলে পিতৃলোকে করে আশ।
দান কৈলে সদাকাল হয় স্বর্গবাস॥

ইহা লৈয়া দিব আমি রাক্ষস-ভক্ষণে।
ধিক্ ধিক্ তবে মোর কি কাজ জীবনে॥
আপনি যাইব আমি রাক্ষসের স্থানে।
এত বলি কান্দে দ্বিজ সজল-নয়নে॥
ব্রাহ্মণী বলেন, প্রভু, কেন দুঃখ ভাব।
তোমরা থাকহ সুখে, আমি তথা যাব॥
তুমি যদি যাও তথা, একে হবে আর।
একেবারে মরিবে সকল পরিবার॥
আমি সহমৃতা হব তোমার মরণে।
অনাথ হইবে কন্যা-পুত্র দুইজনে॥
তবে কদাচিৎ যদি রাখিব জীবন।
কি-শক্তি আমার শিশু করিতে পালন॥
তোমা-বিনা অনাথ হইব তিন জনে।
অনাথের বহুকষ্ট হবে দিনে-দিনে॥
দরিদ্র দেখিয়া তবে অকুলীন জন।
এই কন্যা বরিবেক দিয়া কিছু ধন॥
অল্পকালে এই পুত্র হইবে ভিক্ষুক।
কুলধর্ম্মে আর বেদে হইবে বিমুখ॥
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন লোক কামে মুগ্ধ হৈয়া।
মোরে আকর্ষিবে চিত্তে অনাথা দেখিয়া॥
বিবিধ দুর্গতি হবে তোমার বিহনে।
তোমার উচিত নয় যেতে সে-কারণে॥
অপত্য-নিমিত্ত তুমি করিলা সংসার।
কন্যা-পুত্র দুইগুটি হৈয়াছে তোমার॥
কন্যাদান কর আর পড়াহ বালকে।
পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া থাক সুখে॥
আমা-বিনা গৃহস্থালী হবে আরবার।
তোমার বিহনে সব হবে ছারখার॥
ভার্য্যার পরম ধর্ম্ম স্বামীর সেবন।
স্বামী-বিনা অকারণ নারীর জীবন॥
সঙ্কটে তারয়ে স্বামী দিয়া আপনাকে।
ভুঞ্জয়ে অক্ষয় স্বর্গ যশ ইহলোকে॥
তপ-জপ-যজ্ঞ-ব্রত নানাবিধ দান।
স্বামীর প্রসাদে হয় সর্ব্বত্র সম্মান॥
সর্ব্বধর্ম্ম আছে ইথে শাস্ত্রের বিহিত।
রাক্ষসের ঠাঁই আমি যাইব নিশ্চিত॥
ব্রাহ্মণী এতেক যদি বলিল উত্তর।
গলে ধরি উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজবর॥
স্বামীর ক্রন্দন দেখি কান্দয়ে ব্রাহ্মণী।
মা-বাপের দশা দেখি কন্যা বলে বাণী॥
অনাথের প্রায় দোঁহে কাঁদ কি-কারণ।
ক্রন্দন সংবর, শুন মোর নিবেদন॥
রাক্ষসের ঠাঞি যদি জননী যাইবে।
জননী-বিচ্ছেদে এই বালক মরিবে॥
পিণ্ডস্থান যাবে আর হবে কুলক্ষয়।
সে-কারণে মাতার যাইতে বিধি নয়॥
জন্ম হৈলে কন্যারে অবশ্য দান করে।
বিধির সৃজন ইহা, খণ্ডিতে কে পারে॥
দৈবেতে আমারে পিতা অন্যে দিবে দান।
এক্ষণে রাক্ষসে দিয়া দোঁহে হও ত্রাণ॥
আমা হেন কত হবে তোমরা থাকিলে।
সে-কারণে মোরে দিয়া বঞ্চ কুতূহলে॥
হইবে আমার পুত্র তারিবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি তারিয়া আমি যাইব নিশ্চিতে॥
এতেক শুনিয়া কান্দে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
তিনজনে গলাগলি কান্দে উচ্চধ্বনি॥
এমত শুনিয়া পুত্র তিনের ক্রন্দন।
মুখে হস্ত দিয়া করে সবারে বারণ॥
হাতে এক তৃণ লৈয়া সেই শিশু কয়।
তোরা না করিস্ কিছু রাক্ষসের ভয়॥
রাক্ষসে মারিব এই বাড়ির প্রহারে।
কোথা আছে দেখাইয়া দেহ দেখি তারে॥
বালকের বচন শুনিয়া তিনজন।
হাসিতে লাগিল তারা ত্যজিয়া ক্রন্দন॥

● ব্রাহ্মণ-পরিবারকে কুন্তীর সান্ত্বনাদান

ক্রন্দন নিবৃত্ত দেখি ভোজের নন্দিনী।
বলেন ব্রাহ্মণ-প্রতি সকরুণ বাণী॥
মৃতের উপরে যেন সুধাবরিষণে।
জিজ্ঞাসেন কুন্তীদেবী মধুর-বচনে॥
কি-কারণে ক্রন্দন করহ তিন জন।
জানিলে হইলে সাধ্য করিব মোচন॥
দ্বিজ বলে, যেই হেতু করি যে ক্রন্দন।
মনুষ্যের শক্তি নাহি করিতে মোচন॥
এই তো নগরে আছে বক-নিশাচর।
অত্যন্ত দুরন্ত সেই রাজ্যের ঈশ্বর॥
যক্ষ-রক্ষ-প্রেত-ভূত-পরচক্র-ভয়।
তার ভুজবলে হেথা কেহ নাহি রয়॥
এই নগরের মধ্যে আছে যত নর।
করিল নির্ণয় এই রাক্ষসের কর॥
পায়স-পিষ্টক-অন্ন শকটে পূরিয়া।
এক নর আর দুই মহিষ ধরিয়া॥
ভক্ষ্যহেতু দিতে হবে তারে এই কর।
এইরূপে পালা আসে ক্রমে প্রতি ঘর॥
এইরূপে বলি নাহি দেয় যেই জন।
সকুটুম্ব তারে ধরি করয়ে ভক্ষণ॥
আজি তার পঞ্চক হইল মম ঘরে।
কি করিব, কি হইবে, বাক্য নাহি সরে॥
এই ভার্য্যা কন্যা পুত্র আছি চারিজনা।
কারে দিব বলিদান করি এ ভাবনা॥
মনুষ্য কিনিয়া দিব নাহি হেন ধন।
সুহৃদ্-কুটুম্ব দিতে নাহি লয় মন॥
কারো মায়া তেয়াগিতে নারে কোন জন।
সবে মিলি যাব, ভাগ্যে যা থাকে লিখন॥
ব্রাহ্মণের এতেক কাতর বাক্য শুনি।
সদয়-হৃদয়ে বলে ভোজের নন্দিনী॥
ভয় ত্যজ দ্বিজবর, না কর ক্রন্দন।
সকুটুম্ব যাবে কেন রাক্ষস-সদন॥
পঞ্চপুত্র আছে মম শুনহে ব্রাহ্মণ।
এক পুত্র দিব আমি তোমার কারণ॥
ব্রাহ্মণ বলিল, ভাল করিলা বিচার।
অতিথি ব্রাহ্মণ আছ আশ্রমে আমার॥
আপনার প্রাণহেতু করিব এ কর্ম্ম।
লোকে অসম্ভব ইহা, মজিবেক ধর্ম্ম॥
আত্মা দিয়া দ্বিজে রাখে, বেদে হেন কয়।
দ্বিজ দিয়া আত্মরক্ষা উচিত না হয়॥
অজ্ঞানে ব্রাহ্মণ-বধে নাহি প্রতিকার।
কুলেতে করিব হেন কর্ম্ম দুরাচার॥
কুন্তী কহিলেন, যে কহিলা দ্বিজমণি।
মম অগোচর নহে সব আমি জানি॥
লোকের বেদনা মম না সহে পরাণে।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-দুঃখ সহিব কেমনে॥
দ্বিজ বলে, হেন বাক্য না বলিহ মোরে।
এ-পাপ ভুঞ্জিব আমি যুগ-যুগান্তরে॥
নিঃশব্দে বলেন কুন্তী, শুন দ্বিজবর।
আমার তনয়গণ মহাবলধর॥
রাক্ষসে খাইবে হেন না করিহ মনে।
রাক্ষস-সংহার কৈল মম বিদ্যমানে॥
বেদ-বিদ্যা-বুদ্ধিবলে মম পুত্রগণে।
পৃথিবীতে নাহিক জিনিতে কোন জনে॥
শতপুত্র থাকিলে কি পুত্রে অনাদর।
ভয় ত্যজি অন্ন-বলি করহ সত্বর॥
কুন্তীর অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া তখন।
মৃতদেহে দ্বিজ যেন পাইল জীবন॥
দ্বিজে সঙ্গে করি কুন্তী করিয়া গমন।
ভীমে গিয়া জানাইলা সব বিবরণ॥
মায়ের বচনে ভীম করেন স্বীকার।
হরিষে ব্রাহ্মণ গেল গৃহে আপনার॥

———

● কুন্তী-যুধিষ্ঠির বাদানুবাদ

কতক্ষণে আইলেন ভাই চারিজন।
যুধিষ্ঠির শুনিলেন সব বিবরণ॥
একান্তে ধর্ম্মের পুত্র ডাকিয়া মায়েরে।
জিজ্ঞাসা করেন, ভীম গেল কোথাকারে॥
তোমার সম্মতি কিংবা আপন ইচ্ছায়।
কাহার বুদ্ধিতে হেন করিলা উপায়॥
কুন্তী বলে, আমার বচনে বৃকোদর।
বিপ্রের কারণে আর রাখিতে নগর॥
ধর্ম্ম-কীর্ত্তি আছে ইথে নাহি অপযশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ-রক্ষা পরম পৌরষ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন বিরসে।
কোন্ বুদ্ধে মাতা হেন করিলা সাহসে॥
এমন দুষ্কর নাহি শুনি ইহলোকে।
মাতা হৈয়া পুত্রে দেয় রাক্ষসের মুখে॥
পুত্রের ভিতর পুত্র, কব কি বিশেষে।
সব প্রাণ রাখিয়াছি যাহার আশ্বাসে॥
ভিক্ষা মাগি প্রাণ রাখি যথা-স্থানে বাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার বলে আশ॥
যার ভুজবলে নিদ্রা না যায় কৌরবে।
যার তেজে জতুগৃহে রক্ষা পাই সবে॥
স্কন্ধে করি নিল সবা হিড়িম্বক-বনে।
হিড়িম্বে মারিয়া কৈল সবার রক্ষণে॥
হেন পুত্র দিলা তুমি রাক্ষস-ভক্ষণে।
আমরা বাঁচিব আর কিসের কারণে॥
গর্ভে ধরি হেন কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
বেদেতে নাহিক, আর সংসার-ভিতরে॥
রাজার দুহিতা তুমি রাজার মহিষী।
দুঃখ পেয়ে হতবুদ্ধি, হৈলা বনবাসী॥
কুন্তী বলে, যুধিষ্ঠির না ভাবিহ তাপ।
মম অগোচর নহে ভীমের প্রতাপ॥
অযুত হস্তীর বল ধরে কলেবরে।
ভীমে পরাজয় করে নাহিক সংসারে॥
জন্মকালে পরাক্রম দেখেছি তাহার।
প্রসবিয়া নিতে শক্তি নহিল আমার॥
কিছুমাত্র তুলি পুনঃ ফেলাইনু তলে।
গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হৈল ভীমের আস্ফালে॥
বারণাবতেতে তুমি দেখিলা নয়নে।
চারি হস্তী তুল্য যে তোমরা চারিজনে॥
আমা-সহ সবারে লইল স্কন্ধে করি।
হিড়িম্বা বরিল বনে হিড়িম্বে সংহারি॥
ভীম-পরাক্রম পুত্র আমি জানি ভালে।
রাক্ষস-সংহার হবে ভীম-ভুজবলে॥
উপস্থিত ভয়ে ত্রাণ করে যেই জন।
তাহা সম পুণ্য বাপু না করি গণন॥
বিশেষ গো-বিপ্র হেতু দিবে নিজ প্রাণ।
আপনাকে দিয়া দ্বিজে করিবেক ত্রাণ॥
রাজ্য-রক্ষা দ্বিজ-রক্ষা আর যে পৌরষ।
হেন কর্ম্মে কেন তুমি হইলা বিরস॥
মায়ের এতেক শুনি সুনীতি-বচন।
ধন্য ধন্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
পরদুখে দুখী তুমি দয়ার্দ্র-হৃদয়।
তোমা-বিনা হেন বুদ্ধি অন্যের কি হয়॥
পর-পুত্র-ত্রাণ-হেতু নিজ পুত্র দিলা।
ব্রাহ্মণেরে এ সঙ্কটে রক্ষণ করিলা॥
তোমার পুণ্যেতে মাতা তরিবে বিপদে।
রাক্ষসে মারিবে ভীম তোমার প্রসাদে॥
আর এক কথা মাতা কহ দ্বিজবরে।
এ সব প্রচার যেন না কহে অন্যেরে॥
তবে কুন্তী তত্ত্ব কহিলেন সে ব্রাহ্মণে।
বলি-সজ্জা করি দ্বিজ দিল ততক্ষণে॥
নিশাকালে বৃকোদর শকটে চড়িয়া।
যথা বৈসে বনে বক উত্তরিল গিয়া॥
রে রে বক নিশাচর আইস সত্বর।
এত বলি অন্ন খান বীর বৃকোদর॥
নাম ধরি ডাকাতে ক্রোধেতে থর-থর।
বক বীর আসে যেন পর্ব্বত-শিখর॥

মহাকায় মহাবেশ মহাভয়ঙ্করে।
চলিতে বিদরে ক্ষিতি চরণের ভরে॥
অন্ন খান বৃকোদর, দেখে বিদ্যমান।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অরুণ-সমান॥
ডাক দিয়া বলে বক ওরে দুষ্টমতি।
মনুষ্য হইয়া কেন করিস্ অনীতি॥
সকুটুম্ব ব্রাহ্মণে খাইব তোর দোষে।
এত বলি নিশাচর ধরে অতি রোষে॥
রাক্ষসের বাক্য ভীম না শুনিল কানে।
পৃষ্ঠ দিয়া তারে অন্ন পূরেন বদনে॥
দেখি ক্রোধে নিশাচর করয়ে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধ-বাহু করি ধায় অতি ক্রোধমন॥
দুই হাতে বজ্রসম পৃষ্ঠেতে প্রহারে।
তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাহি বীর বৃকোদরে॥
পৃষ্ঠেতে রাক্ষস মারে, সহেন হেলায়।
পায়সান্ন খান বীর বসি নিঃশঙ্কায়॥
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে॥
তথাপিহ অন্ন খান হাসি বৃকোদর।
বামহস্তে কাড়িয়া নিলেন তরুবর॥
পুনঃ মহাবৃক্ষ উপাড়িল নিশাচর।
গর্জ্জিয়া মারিল বৃক্ষ ভীমের উপর॥
ভোজনান্তে বৃকোদর করি আচমন।
বৃক্ষ উপাড়েন এক ঘোর-দরশন॥
বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল না যায় কথনে।
উচ্ছন্ন হইল বৃক্ষ, না রহিল বনে॥
শিলাবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
বাহু-বাহু যুদ্ধ হৈল দেখি ভয়ঙ্কর॥
মুণ্ডে-মুণ্ডে বুকে-বুকে ভুজে-ভুজে তাড়ি।
ধরাধরি করি দোঁহে যায় গড়াগড়ি॥
যুদ্ধেতে হইল শ্রান্ত বক নিশাচর।
রাক্ষসে ধরিল বীর কুন্তীর কোঙর॥
বাম হস্তে দুই জানু, ডান হস্তে শির।
বুকে জানু দিয়া টানিলেন ভীমবীর॥
মধ্যে-মধ্যে ভাঙ্গিয়া করেন দুইখান।
মহাশব্দ করি বীর ত্যজিল পরাণ॥
আর যত আছিল বকের অনুচর।
ভয়ে পলাইয়া সবে গেল বনান্তর॥
নগর-নিকটে ভীম বকে ফেলাইয়া।
মাতৃ-ভ্রাতৃ-স্থানে সব কহিলেন গিয়া॥
হরষিতা কুন্তীদেবী ডাকি যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গিয়া প্রশংসা করেন বৃকোদরে॥
রজনী প্রভাত হৈল উদিল তপন।
বাহির হইল যত নগরের জন॥
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার।
পড়িয়াছে বক যেন পর্ব্বত-আকার॥
কেহ বলে, এ-কর্ম্ম করিল কোন্ জন।
কেহ বলে, নিষ্কণ্টক হৈল সর্ব্বজন॥
পরম দুরন্ত বক সদা হিংসা করে।
আপনার পাপে দুষ্ট কত দিনে মরে॥
তবে কহে বিচারিয়া নগরের জন।
তদন্ত জানহ বকে কে কৈল নিধন॥
কালিকার ভোজ্য যার আছিল পঞ্চক।
সেই বলিবারে পারে বকের অন্তক॥
ব্রাহ্মণের ঘরে বলি জানিল নির্ণীত।
সবে মেলি ব্রাহ্মণেরে ডাকিল ত্বরিত॥
জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণেরে সব বিবরণ।
ব্রাহ্মণ বলিল, শুন ইহার কারণ॥
কালিকার পঞ্চক আছিল মম ঘরে।
আমাকে শোকার্ত্ত দেখি এক দ্বিজবরে॥
সদয় হইয়া দিল আমারে অভয়।
বলি লৈয়া বক-স্থানে গেল মহাশয়॥
সেই দ্বিজবর বকে করিল সংহার।
এ রাজ্যের সেই দ্বিজ করিল নিস্তার॥
এত শুনি মহাহৃষ্ট হৈল সর্ব্বজন।
ব্রাহ্মণেরে মহাপূজা করিল তখন॥
আনন্দে ব্রাহ্মণ এল আপনার ঘরে।
দেবতুল্য দ্বিজবর পূজে পাণ্ডবেরে॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি ভববারি হবে পার॥

● ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উৎপত্তি কথন

হেনমতে দ্বিজগৃহে কত দিন যায়।
আচম্বিতে এক দ্বিজ আইল তথায়॥
বিবিধ দেশের কথা কহে তপোধন।
পঞ্চপুত্রসহ কুন্তী করেন শ্রবণ॥
দ্বিজ বলে, করিলাম দেশ-পর্য্যটন।
বহু নদী তীর্থক্ষেত্র না যায় গণন॥
দেখিলাম আশ্চর্য্য যে পাঞ্চালনগরে।
মহোৎসব দ্রুপদ-কন্যার স্বয়ম্বরে॥
দ্রুপদ রাজার কন্যা কৃষ্ণা নাম ধরে।
রূপেগুণে তুল্য নাহি পৃথিবী-ভিতরে॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্ম যজ্ঞ হৈতে।
যাজ্ঞসেনী নাম তেঁই বিখ্যাত জগতে॥
দ্রুপদের পুত্র এক রূপ-গুণ-ধাম।
দ্রোণ-বিনাশিতে জন্ম ধৃষ্টদ্যুম্ন নাম॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
কহ শুনি দ্বিজবর ইহার কারণ॥
দ্বিজ বলে, পূর্ব্বে দ্রোণ দ্রুপদের মিত।
কত দিনে কলহ হইল আচম্বিত॥
অভিমানে গিয়া দ্রোণ হস্তিনানগরে।
অস্ত্র শিক্ষা করালেন কৌরব-কোঙরে॥
শিক্ষা-অন্তে শিষ্যগণে দক্ষিণা মাগিল।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি আনিতে কহিল॥
কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন গুরু-আজ্ঞা পাইয়া।
দ্রুপদ রাজারে বান্ধি দিলেন আনিয়া॥
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া দ্রোণ হইলেন মিত।
মুক্ত করি দ্রুপদেরে দিলেন ত্বরিত॥
অভিমানে দ্রুপদে না রুচে অন্নজল।
কেমনে মারিব চিন্তে দ্রোণ মহাবল॥
এমত ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদা গঙ্গাতীরে রাজা করেন ভ্রমণ॥
যাজ-উপযাজ-নামে দুই সহোদর।
বেদেতে বিখ্যাত দোঁহে ব্রাহ্মণ-কোঙর॥
উপযাজে দ্রুপদ দেখিল একদিনে।
বহু পূজা-ভক্তি কৈল তাঁহার চরণে॥
বিনয়-মধুর ভাষে যুড়ি দুই কর।
উপযাজ-প্রতি বলে পাঞ্চাল-ঈশ্বর॥
দশ কোটি ধেনু দিব অসংখ্য সুবর্ণ।
যাহা চাহ দিব আমি করি মনঃ পূর্ণ॥
মম ইষ্টকর্ম্ম এই শুন মহাশয়।
দ্রোণ-নামে আছে ভরদ্বাজের তনয়॥
অস্ত্রধারী তার তুল্য নাহি ক্ষিতিমাঝে।
পৃথিবীতে নাহি হেন তার সনে যুঝে॥
দ্বিতীয় পরশুরাম-সম পরাক্রমে।
হেন বুদ্ধি কর তারে জিনি যে সংগ্রামে॥
ক্ষত্রিয়ে অশক্য শক্তি হইয়াছে তার।
তপোমন্ত্রবলে তার কর প্রতিকার॥
হেন যজ্ঞ কর হয় আমার নন্দন।
তার ভুজবলে দ্রোণ হইবে নিধন॥
উপযাজ বলে, মম এই যুক্তি লয়।
ব্রাহ্মণের বধ-কর্ম্ম উচিত না হয়॥
দ্বিজের এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন্।
পুনঃ বহু স্তুতি করি বলিল বচন॥
দ্রুপদের বিনয় দেখিয়া দ্বিজবর।
প্রসন্ন হইয়া বলে, শুন দণ্ডধর॥
মম জ্যেষ্ঠ ভাই যাজ পরম তপস্বী।
বেদেতে পারগ সদা অরণ্যনিবাসী॥
প্রার্থনা তাঁহার স্থানে করহ রাজন্।
তিনি করিবেন তব দুঃখ-বিমোচন॥
উপযাজ-বাক্যে গেল যাজের সদন।
প্রণমিয়া সকল করিল নিবেদন॥
সদয় হইয়া যাজ করিল স্বীকার।
যজ্ঞ আরম্ভিল তবে পৃষত-কুমার॥

রাণী-সহ ব্রত আচরিল নরবর।
যজ্ঞ পূর্ণ দিনে জন্ম হইল কোঙর ॥
অগ্নিবর্ণ হৈল বীর হাতে ধনুঃশর।
অঙ্গেতে কবচ ধরে মাথায় টোপর ॥
সব্যহস্তে ধরে খড়্গ লোকে ভয়ঙ্কর।
পুত্র দেখি আনন্দিত পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
তবে ঐ যজ্ঞমধ্যে কন্যার উৎপত্তি।
জন্মমাত্রে দশদিক করে মহাদ্যুতি ॥
নীল-পদ্ম আভা অঙ্গে অমরাবর্ণিনী।
নিষ্কলঙ্ক ইন্দু-জ্যোতি পীনঘনস্তনী ॥
অঙ্গের সৌরভ এক যোজন ব্যাপিত।
সুরাসুর-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-বাঞ্ছিত ॥
পুত্র-কন্যা দুই জন যজ্ঞেতে জন্মিল।
হেনকালে আকাশে আকাশবাণী হৈল ॥
এ-কন্যার জন্মে হবে ভার-নিবারণ।
ইহা হৈতে ক্ষত্র সব হইবে নিধন ॥
কুরুবংশ-ক্ষয় হবে এই কন্যা হৈতে।
এই পুত্র জন্ম হৈল দ্রোণে বিনাশিতে ॥
এতেক আকাশবাণী শুনি সর্ব্বজন।
জয় জয় শব্দ কৈল পাঞ্চালের গণ ॥
যত বীর যোদ্ধাগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
আনন্দে দ্রুপদ রাজা ত্যজিল বিষাদ ॥
কন্যা-তনয়ের নাম থুইল তখন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিয়া ডাকিল সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গে কৃষ্ণা নাম থুইল তখনি।
পিতৃনামে দ্রৌপদী, যজ্ঞেতে যাজ্ঞসেনী ॥
সম্প্রতি হইবে সে-কন্যার স্বয়ম্বর।
দেখিতে আইল যত রাজরাজেশ্বর ॥
দ্বিজমুখে শুনিয়া এতেক সমাচার।
যাইতে হইল চেষ্টা তথা সবাকার ॥
পুত্রগণ-চিত্ত জানি ভোজের নন্দিনী।
সবাকার প্রতি দেবী কহেন আপনি ॥
বহুদিন করিলাম এস্থানে বসতি।
একস্থানে বহুদিন নাহি শোভে স্থিতি
পূর্ব্বমত ভিক্ষা হেথা না মিলে এখন।
বড় দয়াবন্ত শুনি পাঞ্চাল-রাজন্ ॥
চল যাব তথাকারে যদি লয় মন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ভ্রাতৃগণ ॥
পুত্রসহ কুন্তীদেবী করেন বিচার।
হেনকালে আইলেন ব্যাস সদাচার ॥
প্রণাম করেন তাঁরে ভোজের নন্দিনী।
পঞ্চ ভাই প্রণমনে লোটায়ে ধরণী ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি সবাকারে।
পরস্পর মিষ্টবাক্য হৈল শিষ্টাচারে ॥
অপূর্ব্ব ভারত কথা ব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম কহে, শুন হয়ে শুদ্ধচিত ॥

অর্জ্জুন-অঙ্গারপর্ণ সংবাদ

মুনি বলিলেন, শুন পঞ্চ সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি করে কন্যা-স্বয়ম্বর ॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
স্বয়ম্বরে এল সবে পাঞ্চাল নগর ॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পাঞ্চালের পতি।
সে-লক্ষ্য কাটিতে নাহি কাহারো শকতি ॥
অর্জ্জুন কাটিবে লক্ষ্য সভার মাঝার।
পাঞ্চালের কন্যা-প্রাপ্ত হইবে তাহার ॥
শীঘ্রগতি যাহ তথা না কর বিলম্ব।
চারিদিন হইল স্বয়ম্বরের আরম্ভ ॥
এত বলি বেদব্যাস গেলেন স্বস্থান।
কুন্তীসহ পঞ্চ ভাই করেন প্রস্থান ॥
অন্তর্হিত হইলেন ব্যাস তপোধন।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দিবানিশি চলিলেন নাহিক বিশ্রাম।
নানাদেশ নদ-নদী লঙ্ঘিলেন গ্রাম ॥
আগে যান ধনঞ্জয় ঘোর রজনীতে।
অন্ধকার-হেতু ধরি দেউটি করেতে ॥

কতদিনে উত্তরেন জাহ্নবীর তীরে।
স্ত্রীসহ গন্ধর্ব্ব এক তথায় বিহরে॥
পাণ্ডবের শব্দ শুনি বলে ডাক্ দিয়া।
বড় অহঙ্কার দেখি মনুষ্য হইয়া॥
প্রয়াগ-গঙ্গার মধ্যে আমার আশ্রয়।
রাত্রিকালে আসি জীয়ে, কে হেন আছয়?
যক্ষ রক্ষ রাক্ষস পিশাচ ভূতগণ।
নিশাকালে অধিকারী এই সব জন॥
বিশেষে অঙ্গারপর্ণ নাম মোর খ্যাত।
নিশ্চয় আমার হাতে হইবে নিপাত॥
পার্থ বলিলেন, শাস্ত্র না জান দুর্ম্মতি।
জাহ্নবীর জলে স্নানে দিবা কিবা রাতি॥
অকাল হইলে তাহে কিবা তোরে ভয়।
তোমাতে অশক্ত যেই সে তোরে ডরায়॥
গঙ্গার মহিমা নাহি জান মূঢ়মতি।
স্বর্গেতে অলকানন্দা, ভূমে ভাগীরথী॥
পিতৃলোকে বৈতরণী, অধো ভোগবতী।
অকাল সুকাল নাহি, সদা লোকগতি॥
হেন গঙ্গাস্নান রুদ্ধ করহ অজ্ঞান।
ইহার উচিত ফল পাবে মম স্থান॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কোপে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
ধনুঃ টঙ্কারিয়া এড়ে সর্পময় শর॥
হাতেতে উলকা ছিল, ইন্দ্রের নন্দন।
তাহে করিলেন তার অস্ত্র-নিবারণ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ, শুন রে গন্ধর্ব্ব।
এই অস্ত্র বলে তুই করেছিলি গর্ব্ব॥
তোর বাণ নিবারিনু সহ মোর বাণ।
এই বাণে লইব তোমার আজি প্রাণ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য অস্ত্র দিলেন আমারে।
এড়িলাম অস্ত্র এই, রাখ আপনারে॥
এত বলি এড়িলেন অস্ত্র ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের রথ পুড়ি হৈল ভস্মময়॥
পলায় গন্ধর্ব্বপতি রণে ভঙ্গ দিয়া।
অর্জ্জুন ধরেন চুলে পাছে পাছে গিয়া॥

স্বামীর দেখিয়া হেন সঙ্কট-সময়।
নারীগণ গেল যথা ধর্ম্মের তনয়॥
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা কুম্ভীনসী নাম ধরে।
যুধিষ্ঠির-পায়ে ধরি বিনয় সে করে॥
সাধুজনশ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার আশ্রয়ে দুঃখ খণ্ডে সবাকার॥
পরম সঙ্কট হৈতে মোরে কর ত্রাণ।
সহস্র সতীনে মোর স্বামী দেহ দান॥
কামিনীর ক্রন্দন দেখিয়া পাণ্ডুপতি।
অর্জ্জুনে করেন আজ্ঞা, ছাড় শীঘ্রগতি॥
ধর্ম্মের পাইয়া আজ্ঞা ছাড়ে ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্ব বলয়ে তবে করিয়া বিনয়॥
মোরে প্রাণদান যদি দিলা মহাশয়।
করিব তোমার প্রীতি উচিত যে হয়॥
অদ্ভুত চাক্ষুষীবিদ্যা আছে মোর স্থানে।
এ বিদ্যা জানিলে লোক সর্ব্বজনে জানে॥
মনু পূর্ব্বে এই বিদ্যা দিলেন চন্দ্রেরে।
বিশ্বাবসু চন্দ্রস্থানে, সে দিল আমারে॥
মনুষ্য-অধিক আমি সেই বিদ্যা হৈতে।
সেই বিদ্যা দিব আমি তোমার প্রীতিতে॥
ভাই প্রতি শত অশ্ব দিব আমি আর।
সেই অশ্ব শ্রান্ত নহে ভ্রমিলে সংসার॥
পূর্ব্বে ইন্দ্র বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল।
অসুরের মুণ্ডে বজ্র শতখান হৈল॥
স্থানে স্থানে সেই বজ্র কৈল নিয়োজন।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ বজ্র ব্রাহ্মণ-বচন॥
শূদ্রগণ কর্ম্ম করে, বজ্র তার সেহি।
বৈশ্যগণ দান করে, বজ্র তারে কহি॥
ক্ষত্রিয় থুইল বিদ্যা রথের বাজিতে।
সে-কারণে দিব অশ্ব তোমার সে হিতে॥
অর্জ্জুন বলেন, তুমি হারিলা সমরে।
তব স্থানে লব অস্ত্র, না শোভে আমারে॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, যাতে সর্ব্বলোকে জানে।
হেন বিদ্যা জানি, তুমি ত্যজ কি-কারণে॥

অর্জ্জুন বলেন, আমি জানিনু সকল।
ভয় পেয়ে এতেক বিনয় কেন বল॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, আমি জানি যে তোমারে।
তপতী হইতে জন্ম বিখ্যাত সংসারে॥
তোমার পুরুষকার জানি ভালমতে।
গুরু দ্রোণে জানি, তেঁহ খ্যাত ত্রিজগতে॥
তবু রুষিলাম রাত্রে, আমার বিষয়।
বিশেষ স্ত্রীসহ মোর ক্রীড়ার সময়॥
স্ত্রীসহিত ক্রীড়াতে অবজ্ঞা যেবা করে।
বলাবল নাহি বুঝি, রুদ্ধ করি তারে॥
অনাহূত অনাগ্নেয় যেই দ্বিজগণ।
তাহারে করি যে বদ্ধ নিশার কারণ॥
আর যত জাতি আমি পাই নিশাকালে।
অবশ্য সংহার তার মোর শরানলে॥
পুরোহিত কিংবা দ্বিজ সঙ্গেতে করিয়া।
গৃহ হৈতে বাহিরায় দেবতা স্মরিয়া॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল তার যায় যথাকারে।
আমার নাহিক শক্তি হিংসিতে তাহারে॥
জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক তোমরা পঞ্চজন।
আমারে জিনিতে শক্ত হৈলা সে-কারণ॥
মোর বাক্য তাপত্য শুনহ এইক্ষণে।
সকল নিষ্ফল পুরোহিতের কারণে॥
আপন মঙ্গল-বাঞ্ছা করে যেই জন।
কভু না লঙ্ঘিবে পুরোহিতের বচন॥
সহজেতে পুরোহিত সদা হিতকারী।
পুরোহিতে ভজি ইন্দ্র স্বর্গ-অধিকারী॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন বলি যে তোমারে।
তাপত্য বলিয়া কেন বলিলা আমারে॥
জননী আমার কুন্তী আছেন সংহতি।
তাপত্য বলিলা, বল, কেবা সে তপতী॥

● তপতী-সম্বরণোপাখ্যান

গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন ইহার কারণ।
তব পূর্ব্ববংশ-কথা শুন দিয়া মন॥
আছিল সূর্য্যের কন্যা নামেতে তপতী।
ত্রৈলোক্যেতে তাঁর সমা নাহি রূপবতী॥
যৌবন-সময়ে তাঁরে দেখি দিনকর।
চিন্তিলেন নাহি দেখি কন্যা-যোগ্য বর॥
তোমার উপর-বংশে রাজা সংবরণ।
নিরবধি করিলেন সূর্য্যের সেবন॥
উপবাস নিয়ম করেন চিরকাল।
তাহাতে হইলেন তুষ্ট দেব-লোকপাল॥
সূর্য্যের সেবায় সংবরণ মহারাজা।
রূপে অনুপম হৈল, বলে মহাতেজা॥
তাঁর রূপগুণে তুষ্ট হৈল দিনকর।
মনে চিন্তে, তপতীর এই যোগ্য বর॥
তবে কতদিনে সংবরণ নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল অরণ্য-ভিতর॥
একা অশ্বে চড়িয়া ভ্রময়ে বনে-বনে।
বহুশ্রমে অশ্ব মরে জলের বিহনে॥
অশ্বহীন, পদব্রজে ভ্রমে নরবর।
দিক্ জানিবারে উঠে পর্ব্বত-উপর॥
পর্ব্বত-উপরে দেখে কন্যা নিরুপমা।
বিদ্যুতের পুঞ্জ, কিংবা কাঞ্চন-প্রতিমা॥
কন্যার রূপের তেজে দীপ্ত করে গিরি।
দেখিয়া নৃপতি চিন্তে আপনা পাসরি॥
সফল আমার জন্ম, বলে নৃপবর।
হেন রূপ দেখিলাম চক্ষুর গোচর॥
পূর্ব্বেতে নৃপতি যত দেখিল স্ত্রীগণে।
সবাকারে নিন্দা রাজা করে নিজমনে॥
ত্রিভুবন-রূপ কিবা বিধাতা মথিল।
সবাকার শ্রেষ্ঠ করি ইহারে নির্ম্মিল॥
স্থির করি কায় রাজা করে নিরীক্ষণ।
চিত্তের পুত্তলি-প্রায় হইল রাজন্॥

কতক্ষণে নৃপতি মধুর মৃদুভাষে।
মদনে পীড়িত হৈয়া গেল কন্যাপাশে ॥
রাজা বলে, কহ শুনি মন্মথমোহিনী।
নির্জ্জন কাননে কেন আছ একাকিনী ॥
অতুল চরণ কিবা যুগপদ্ম চারু।
তাহাতে স্থাপন তব যুগ্ম-রম্ভা-উরু ॥
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ, কাঁকালি ত সরু।
নয়ন খঞ্জনযুগ, কামচাপ-ভুরু ॥
অতুল যুগল কুচ কন্দর্প-ভবন।
ভুজঙ্গ-যুগল-ভুজ সরল জঘন ॥
অনিন্দিত অঙ্গ কন্যা, দেখিয়া তোমার।
পরশিতে বাঞ্ছা করে রত্ন-অলঙ্কার ॥
কে তুমি দেবতাকন্যা নতুবা অপ্সরী।
নাগিনী মানুষী কিংবা হবে বা কিন্নরী ॥
কত দেখিয়াছি চক্ষে শুনিয়াছি কাণে।
এ-হেন অপূর্ব্বরূপ লোকে নাহি জানে ॥
কে তুমি, কাহার কন্যা, কহ শশিমুখি।
কি হেতু পর্ব্বতমধ্যে আছহ একাকী ॥
চাতকের প্রায় মম কর্ণ করে আশা।
তৃপ্তি কর কর্ণ মম; কহি এক ভাষা ॥
বিবিধ বিনয় করি ভূপতি কহিল।
কিছু না বলিয়া কন্যা অন্তর্দ্ধান হৈল ॥
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ লুকায়।
উন্মত্ত হইয়া রাজা চারিদিকে চায় ॥
কন্যা না দেখিয়া রাজা হৈল অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা সংবরণ ॥
অন্তরীক্ষে থাকি তাহা তপতী দেখিল।
ডাক দিয়া তপতী সে রাজারে বলিল ॥
কি কারণে অচেতন হৈলা নৃপবর।
উঠহ নৃপতি, তুমি যাহ নিজ ঘর ॥
কন্যার এতেক বাক্য শুনিয়া রাজন্।
মৃত-কলেবরে যেন পাইল চেতন ॥
চেতন পাইয়া রাজা ঊর্দ্ধমুখে চায়।
অন্তরীক্ষে দেখে কন্যা বিদ্যুতের প্রায় ॥

রাজা বলে, কামশরে হানিল শরীর।
ইচ্ছা করি ধৈর্য্য ধরি, চিত্ত নহে স্থির ॥
তোমার বদন দেখি অন্য নাহি মনে।
গরল ব্যাপিল যেন ভুজঙ্গ-দংশনে ॥
তোমা-বিনা অন্যে দেখি রাখিব জীবন।
কদাচিত নহে হেন, অবশ্য মরণ ॥
পাইলাম প্রাণ শুনি তোমার বচন।
অনুগ্রহ কৈলা মোরে হেন লয় মন ॥
মোর প্রতি দয়া যদি হইল তোমার।
আলিঙ্গন দিয়া প্রাণ রাখহ আমার ॥
কন্যা বলে নরপতি, এ নহে বিচার।
প্রার্থনা পিতার স্থানে করহ আমার ॥
পরিচয় আমার শুনহ নরপতি।
সূর্য্যকন্যা আমি, নাম ধরি যে তপতী ॥
তপঃক্লেশব্রত কর সূর্য্য-আরাধন।
সূর্য্য দিলে আমারে সে পাইবা রাজন্ ॥
এত বলি তপতী হইল অন্তর্দ্ধান।
পুনঃ পড়ে নরপতি হইয়া অজ্ঞান ॥
এথা রাজমন্ত্রী সব সৈন্যগণ লৈয়া।
ভ্রমিল সকল বন রাজা না দেখিয়া ॥
পর্ব্বত-উপরে তবে দেখে নরবর।
পড়িয়াছে অজ্ঞান-মোহিত-কলেবর ॥
শীতল সলিল অঙ্গে সিঞ্চে মন্ত্রিগণ।
ধরি বসাইল তবে করিয়া যতন ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা চারিদিকে চায়।
মন্ত্রিগণে দেখি কিছু না বলিল তাঁয় ॥
কন্যার ভাবনা বিনা অন্য নাহি মনে।
বিদায় করিল রাজা সব সৈন্যগণে ॥
এক বৃদ্ধমন্ত্রী রাজা রাখিল সংহতি।
সূর্য্যের উদ্দেশে তপ করে নরপতি ॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে সদা উপবাসে।
এক চিত্তে তপ করে সূর্য্যের উদ্দেশে ॥
তবে চিত্তে অনুমানি রাজা সংবরণ।
পুরোহিত বশিষ্ঠেরে করিল স্মরণ ॥

আইল বশিষ্ঠ মুনি রাজার স্মরণে।
রাজার দেখিয়া ক্লেশ চিন্তে মুনি মনে॥
তপতী-কারণে তপ, তপন-সেবন।
জানি মুনিরাজ চিত্তে ভাবিল তখন॥
অন্তরীক্ষে উঠি গেল আকাশ-মণ্ডলে।
দ্বিতীয় ভাস্কর-তেজ যাঁর তপোবলে॥
কৃতাঞ্জলি করি সূর্য্যে করিল প্রণাম।
সবিনয়ে জানাইল আপনার নাম॥
ভাস্কর বলেন, মুনি, কহ সমাচার।
কোন্ প্রয়োজনে এলে আলয়ে আমার॥
কোন্ কার্য্যে অভিলাষ বলহ আমারে।
দুষ্কর হ'লেও তবু তুষিব তোমারে॥
প্রণমিয়া বশিষ্ঠ কহেন পুনর্ব্বার।
মম এই নিবেদন তোমার গোচর॥
ভারতবংশের রাজা নাম সংবরণ।
রূপে-গুণে অনুপম বিখ্যাত-ভুবন॥
তোমার ভজনে রাজা বড় অনুরত।
চিরকাল সংবরণ তোমা অনুগত॥
তাহার বরণ হেতু তোমার তনুজা।
তপতী-নামেতে সেই সাবিত্রী-অনুজা॥
অযোগ্য না হয় রাজা উর্ব্বীতে প্রধান।
এই-হেতু যেই আজ্ঞা করহ বিধান॥
ভাস্কর বলেন, তুমি মুনিতে প্রধান।
ক্ষত্রকুলে নাহি কেহ নৃপতি-সমান॥
তপতী সমান কন্যা নাহিক তুলনা।
তিন স্থানে শ্রেষ্ঠ যে তোমরা তিন জনা॥
তোমার বচন আমি না করিব আন।
তপতী কন্যারে দিব সংবরণে দান॥
এত বলি কন্যা লৈয়া কৈল সমর্পণ।
কন্যা লৈয়া মুনিরাজ করিল গমন॥
তপতীরে দেখি তপ ত্যজি নৃপবর।
বশিষ্ঠকে স্তব করে করি যোড়কর॥
তবে ঋষি দোঁহার বিবাহ করাইল।
রাজারে রাখিয়া মুনি নিজাশ্রমে গেল॥

বশিষ্ঠের লৈয়া আজ্ঞা সেই মহাবনে।
তপতী লইয়া ক্রীড়া করে সংবরণে॥
যেই বৃদ্ধ মন্ত্রী ছিল রাজার সংহতি।
তাঁরে রাজ্যভার দিয়া পাঠায় নৃপতি॥
বিহার করয়ে রাজা পর্ব্বত-উপর।
তপতী সহিত ক্রীড়া দ্বাদশ-বৎসর॥
এথায় রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল।
দ্বাদশ-বৎসর ইন্দ্র বৃষ্টি না করিল॥
বৃক্ষ-আদি যত শস্য গেল ভস্ম হৈয়া।
অশ্বগণ পক্ষী যত মরিল পুড়িয়া॥
দুর্ভিক্ষ হইল রাজ্যে হয় ডাকা-চুরি।
একেরে না মানে অন্যে, মিথ্যাপূর্ণ পুরী॥
কুটুম্ব বান্ধবগণে কেহ নাহি সয়।
সকল মনুষ্যগণ হৈল শবপ্রায়॥
হীনশক্তি স্থানে স্থানে রহিল পড়িয়া।
স্থানে স্থানে অস্থিপুঞ্জ পর্ব্বত যুড়িয়া॥
হাহাকার-রব-বিনা অন্য নাহি শুনি।
দেশান্তরে গেল সবে পরমাদ গণি॥
রাজ্যের এমত দুঃখ রাজা নাহি জানে।
আইলেন বশিষ্ঠ সে-দেশে কতদিনে॥
রাজ্যভঙ্গ দেখিয়া চিন্তিত মুনিবর।
রাজারে আনিতে যান পর্ব্বত-উপর॥
বার্ত্তা পেয়ে অনুতাপ করিল রাজন্।
তপতী-সহিত দেশে করিল গমন॥
দেশে আসি যজ্ঞ দান করে নৃপবর।
তবে বৃষ্টি করিলেন দেব পুরন্দর॥
পুনঃ শস্য জন্মিল সানন্দ প্রজাগণ।
পূর্ব্বমত রাজ্য পুনঃ কৈল সংবরণ॥
তপতী-সহিত ক্রীড়া করে চিরকাল।
তপতীর গর্ভে হৈল কুরু মহীপাল॥
কুরুর যতেক কর্ম্ম না যায় লিখন।
কুরুবংশ নাম খ্যাত হৈল সে কারণ॥
পুরোহিত বশিষ্ঠের সাহায্য-কারণ।
পাইলেন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম সংবরণ॥

তপতীর গর্ভজাত কুরু-নরবর।
তোমরা যাঁহার বংশে পঞ্চ-সহোদর॥
তাপত্য বলিয়া তেঁই বলি যে তোমারে।
পূর্ব্ববংশ-কথা এই খ্যাত চরাচরে॥
শুনিয়া হরিষ হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
পুনঃ জিজ্ঞাসিল, কহ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর॥
সংবরণ-নৃপে রক্ষা করিলেন যিনি।
কে তিনি বশিষ্ঠ, কহ তাঁর কথা, শুনি॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, সে বিখ্যাত তপোধন।
বশিষ্ঠের গুণ-কর্ম্ম না যায় কহন॥
কাম-ক্রোধে জিনে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হেন কাম-ক্রোধ সেবে মুনির চরণে॥
বিশ্বামিত্র বহু তাঁর ক্রোধ করাইল।
তথাপিহ মুনি তাঁরে কিছু না কহিল॥
ইক্ষাকু-বংশের রাজা যাঁর বুদ্ধিবলে।
নিষ্কণ্টকে বৈভব ভুঞ্জিল ভূমণ্ডলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরামদাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠ বিরোধ

জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় অদ্ভুত-কথন।
বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠে কলহ কি-কারণ॥
গন্ধর্ব্ব কহিল, শুন কথা পুরাতন।
কান্যকুব্জ-দেশে গাধি-নামেতে রাজন॥
তাঁর পুত্র বিশ্বামিত্র সর্ব্বগুণযুত।
বেদ-বিদ্যা-বুদ্ধিবলে ভুবনে অদ্ভুত॥
একদিন সসৈন্যেতে গাধির নন্দন।
মহাবনে প্রবেশিল মৃগয়া-কারণ॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
মৃগয়ায় শ্রান্ত বড় হৈল নৃপবর॥
ক্ষুধায় পীড়িত, বড় হৈল পরিশ্রম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল বশিষ্ঠ-আশ্রম॥
মনোহর স্থল দেখি হৈল হৃষ্টমন।
উত্তরিল যথায় বশিষ্ঠ তপোধন॥
রাজারে দেখিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া মুনি।
অতিথি-বিধানে পূজা করিলেন তিনি॥
রাজার যতেক সৈন্যে পরিশ্রান্ত দেখি।
নন্দিনী-ধেনুর প্রতি বলিলেন ডাকি॥
দেখহ রাজার সৈন্য অতিথি আমার।
যেই যাহা চাহে, তাহে তুষ্ট কর তার॥
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে সুরভি-নন্দিনী।
সংসারে যাঁহার কর্ম্ম অদ্ভুত-কাহিনী॥
হুঙ্কারে বিবিধ দ্রব্য করিল সৃজন।
চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নানারত্নধন॥
বস্ত্র অলঙ্কার মাল্য কুসুম চন্দন।
বিচিত্র পালঙ্ক আরো বসিতে আসন॥
যেই যাহা মাগে, তাহা পায় ততক্ষণে।
পাইল পরমানন্দ যত সৈন্যগণে॥
গাভীর দেখিয়া কর্ম্ম বিস্ময় রাজন্।
বশিষ্ঠ মুনিরে বলে গাধির নন্দন॥
এই গবী মুনিরাজ দান কর মোরে।
এক কোটি গবী দিব স্বর্ণে মণ্ডি খুরে॥
নতুবা সকল রাজ্য লহ তপোধন।
হস্তী অশ্ব পদাতিক যত সৈন্যগণ॥
বশিষ্ঠ বলেন, নাহি দিতে পারি দান।
দেবতা-অতিথি-হেতু আছে মম স্থান॥
রাজা বলে, মুনি, তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের হেন দ্রব্যে নাহি প্রয়োজন॥
হেন দ্রব্য মুনিবর রাজাকে যে সাজে।
কি করিবা তুমি ইহা, থাক বন-মাঝে॥
গবী নাহি দিবে যদি আপন ইচ্ছায়।
নিশ্চয় লইব গবী জানাই তোমায়॥
মাগিলে না দিবে গবী, লৈয়া যাব বলে।
ক্ষত্র-কর্ম্ম আমার, লইব বলে ছলে॥
বশিষ্ঠ বলেন, তুমি অধিকারী দেশে।
বলিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-সৈন্য সহায় বিশেষে॥

যাহা ইচ্ছা, কর শীঘ্র, না কর বিচার।
সহজে তপস্বী দ্বিজ, কি শক্তি আমার॥
শুনি বিশ্বামিত্র বলে, ওরে সৈন্যগণ।
কামধেনু লয়ে চল করিয়া বন্ধন॥
শুনি যত সৈন্যগণ গলে দিল দড়ি।
চালাইল কামধেনু পাছে মারে বাড়ি॥
প্রহারে পড়িল গাভী তবু নাহি যায়।
ঊর্দ্ধমুখে সজলাক্ষে মুনিপানে চায়॥
মুনি বলে, নন্দিনী, কি চাহ মম ভিতে।
তোমার যতেক কষ্ট দেখেছি চক্ষেতে॥
তপস্বী ব্রাহ্মণ আমি, কি করিতে পারি।
বলে তোমা লয়ে যায় রাজ্য-অধিকারী॥
তবে রাজসৈন্যগণ বৎসকে ধরিয়া।
আগে লৈয়া যায় তারে গলে দড়ি দিয়া॥
বৎসকে ধরিয়া লয় কান্দয়ে নন্দিনী।
ডাক দিয়া বলে তবে, হের মহামুনি॥
উপরোধ না মানিল যদি দুষ্ট লোকে।
কি করিব মুনি, আজ্ঞা করহ আমাকে॥
মুনি বলে আমি তোমা ত্যাগ নাহি করি।
বলে লৈয়া যায় রাজা, কি করিতে পারি॥
নিজ-শক্তি-বলে যদি পার রহিবারে।
তবে সে রহিতে পার, কি কব তোমারে॥
মুনিরাজ-মুখে যদি এতেক শুনিল।
অতিক্রোধে ভয়ঙ্কর-তনু বাড়াইল॥
ঊর্দ্ধমুখ করি গাভী হাম্বারবে ডাকে।
নানাজাতি সৈন্য বাহিরায় লাখে-লাখে॥
পহ্লব নামেতে জাতি নানা-অস্ত্র-হাতে।
পুচ্ছ হৈতে বাহির হইল আচম্বিতে॥
মূত্রেতে পাইল জন্ম যত ব্যাধগণ।
দুই পার্শ্বে জন্ম নিল কিরাত-যবন॥
জন্মিল অনেক সৈন্য মুখের ফেনাতে।
নানাজাতি ম্লেচ্ছ হৈল চারি-পদ হৈতে॥
নানা অস্ত্র লইয়া ধাইল সর্ব্বজন।
দুই সৈন্য দেখাদেখি হইল ভিড়ন॥

বিশ্বামিত্র সৈন্যগণ যতেক আছিল।
একজন-প্রতি তার পঞ্চজন হৈল॥
সহিতে না পারি রণ বিশ্বামিত্র-সেনা।
রাজ-বিদ্যমানে ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনা॥
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।
মুনিসৈন্য রাজসৈন্য-পাছে যায় খেদি॥
পলায় সকল সৈন্য পাছে নাহি চায়।
সর্ব্বসৈন্য বিশ্বামিত্র পাছে খেদি যায়॥
বনের বাহির করি গাধির কুমারে।
বাহুড়িয়া সৈন্যগণ মুনিরে জোহারে॥
তবে বিশ্বামিত্র বড় মনে অভিমান।
মুনির নিকটে এত পাই অপমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া কর্ম্ম মনে-মনে গণে।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিল এতক্ষণে॥
ধিক্ ক্ষত্রজাতি, মম ধিক্ রাজপদে।
একই তপস্বী দ্বিজে না পারি বিবাদে॥
এ-জন্ম রাখিয়া আর কোন্ প্রয়োজন।
তপস্যা করিয়া আমি হইব ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইব কিংবা যায় যাক্ প্রাণ।
এত চিন্তি বিশ্বামিত্র করে সংবিধান॥
দেশে পাঠাইয়া দিল সর্ব্বসৈন্যগণ।
তপস্যা করিতে গেল গহন কানন॥
বিশ্বামিত্র-তপঃ-কথা অদ্ভুত কথন।
যাঁর তপে তাপিত হইল ত্রিভুবন॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্ভিতে জ্বালি হুতাশন।
ঊর্দ্ধপদে তার মধ্যে থাকেন রাজন্॥
নাকে মুখে রক্ত বহে ঘোর দরশন।
অস্থি-চর্ম্ম-সার-মাত্র, আহার পবন॥
বরিষা কালেতে যথা সদাই বরিষে।
যোগাসন করি রাজা তথাই নিবসে॥
অহর্নিশি জলধারা বরিষে উপর।
স্থাবর-সদৃশ হৈয়া থাকে নরবর॥
শীতকালে হীনবস্ত্র হৈয়া নিরাশ্রয়।
হেমন্ত-পর্ব্বতে যথা হিম বরিষয়॥

এইরূপে তপ করে সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্ট হৈয়া ব্রহ্মা দিতে এল বর॥
ব্রহ্মা বলে, বর মাগ গাধির নন্দন।
বিশ্বামিত্র বলে, কর আমারে ব্রাহ্মণ॥
বিরিঞ্চি বলেন, তব ক্ষত্রকুলে জন্ম।
কেমনে হইবা দ্বিজ, দুষ্কর এ-কর্ম্ম॥
অন্য বর চাহ তুমি, যেই লয় মন।
বিশ্বামিত্র বলে, অন্যে নাহি প্রয়োজন॥
ব্রহ্মা বলে, আর জন্মে হইবা ব্রাহ্মণ।
এক্ষণে যে চাহ তাহা মাগহ রাজন্॥
বিশ্বামিত্র বলে, আমি অন্য চাহি চাই।
হয় প্রাণ যাক্, নয় ব্রাহ্মণত্ব পাই॥
এত শুনি প্রজাপতি করিল গমন।
পুনঃ তপ আরম্ভিল গাধির নন্দন॥
ঊর্দ্ধ দুই বাহু করি ঊর্দ্ধমুখ হৈয়া।
একপদে অঙ্গুলিতে রহে দাণ্ডাইয়া॥
শুষ্ককাষ্ঠমত সে হইল নরবর।
কেবল আছয়ে প্রাণ মজ্জার ভিতর॥
তাঁর তপে মহাতাপ হৈল তিন লোকে।
ইন্দ্রাদি দেবতা ভয় হইল সবাকে॥
সহিতে নারিয়া ব্রহ্মা আসি আরবার।
বলিলেন, মাগ বর, গাধির কুমার॥
বিশ্বামিত্র বলে, আমি মাগিয়াছি পূর্ব্বে।
ব্রাহ্মণ করহ, যদি মোরে বর দিবে॥
এড়াইতে নারিয়া সৃষ্টির অধিকারী।
বিশ্বামিত্র-গলে দেন আপন উত্তরী॥
বর দিয়া প্রজাপতি করিলা গমন।
বিশ্বামিত্র-মুনি হৈল মহাতপোধন॥
কেহ নহে তপস্যায় তাঁহার সমান।
সদা মনে জাগে বশিষ্ঠের অপমান॥
সুরাসুর-নাগ-নর বশিষ্ঠকে পূজে।
সুধা পান করিল সহিত দেবরাজে॥
বশিষ্ঠের অপমান সদা জাগে মনে।
বশিষ্ঠের ছিদ্র খুঁজি ভ্রমে অনুক্ষণে॥

কল্মাষপাদ রাজার উপাখ্যান

ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা সর্ব্বগুণধাম।
সংসারেতে বিখ্যাত কল্মাষপাদ নাম॥
মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত।
যজ্ঞহেতু মুনিবরে কৈল নিমন্ত্রিত॥
বশিষ্ঠ বলেন, কিছু আছে প্রয়োজন।
রাজা বলে, যজ্ঞ আমি করিব এক্ষণ॥
মুনি না আইল, রাজা হৈল ক্রোধমন।
বিশ্বামিত্রে যজ্ঞহেতু কৈল নিমন্ত্রণ॥
বিশ্বামিত্র লৈয়া সঙ্গে আইসে রাজন্।
পথেতে ভেটিল শক্ত্রি বশিষ্ঠনন্দন॥
রাজা বলে, পথ ছাড়ি দেহ মুনিবর।
শক্ত্রি বলে, মোরে পথ দেহ নরেশ্বর॥
রাজা বলে, রাজপথ জানে সর্ব্বজনে।
পথ ছাড়, যাব আমি যজ্ঞের কারণে॥
শক্ত্রি বলে, দ্বিজ-পথ বেদের বিহিত।
পথ ছাড়ি দেহ মোরে যাইব ত্বরিত॥
এইমতে বোলাবুলি হৈল দুই জন।
কেহ না ছাড়িল পথ, কুপিল রাজন্॥
হাতেতে প্রবোধবাড়ি আছিল রাজার।
ক্রোধে মুনি-অঙ্গে রাজা করিল প্রহার॥
প্রহারে জর্জ্জর শক্ত্রি, রক্ত পড়ে ধারে।
ক্রোধ-চক্ষে চাহিয়া বলিল নৃপবরে॥
উত্তম বংশেতে জন্মি করিস্ অনীতি।
ব্রাহ্মণেরে হিংসা তুই করিস্ দুর্ম্মতি॥
এই পাপে মম শাপে হও নিশাচর।
মনুষ্যের মাংসে তোর পূরুক উদর॥
শাপ শুনি ব্যস্ত হৈল সুদাস-নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে বিনয় বচন॥
হেনকালে বিশ্বামিত্র পেয়ে অবসর।
রাজ-অঙ্গে নিয়োজিল এক নিশাচর॥
রাক্ষস-শরীর হৈল, রাজা হতজ্ঞান।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান॥
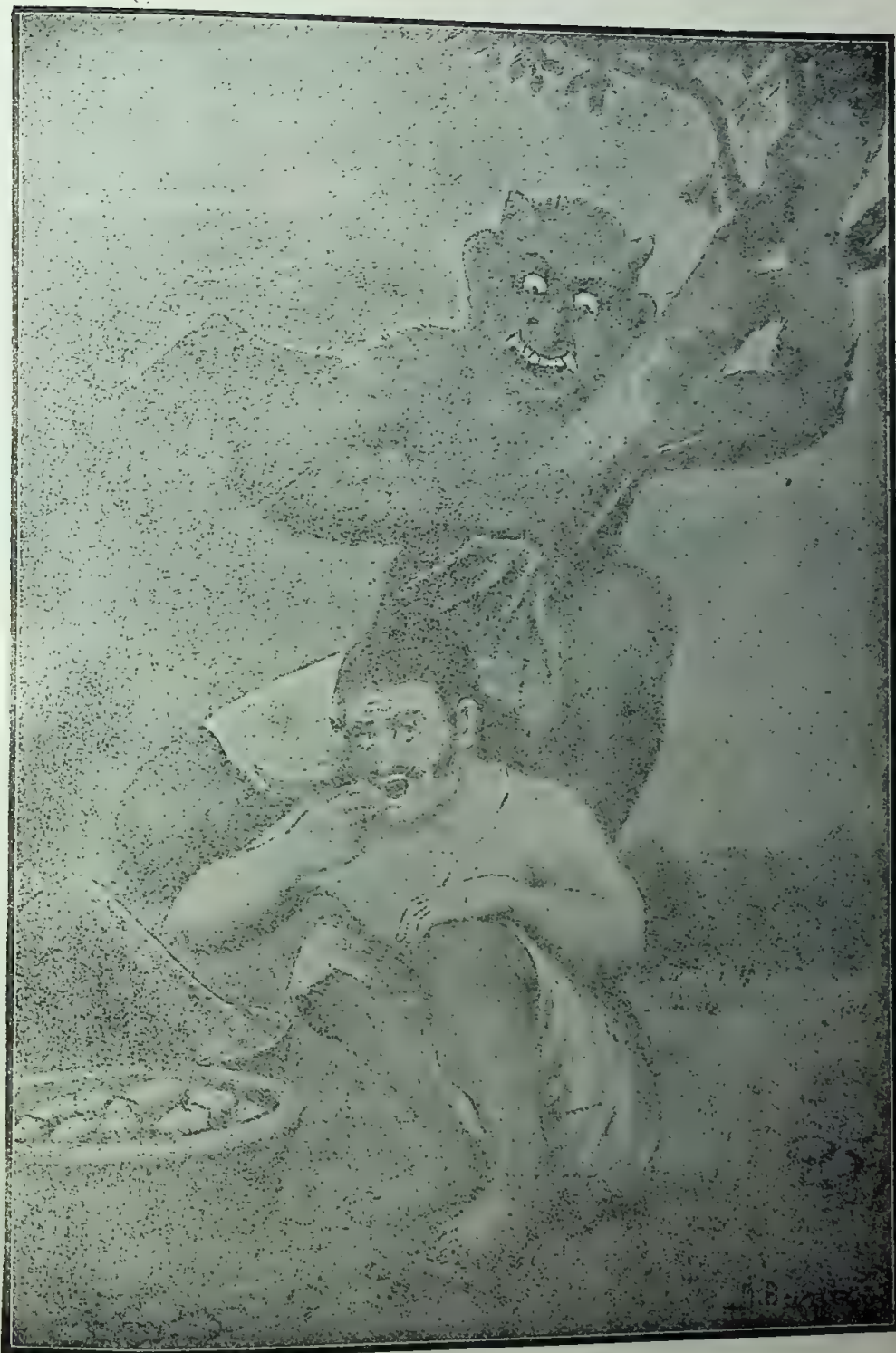
দেখিয়া অধিক ক্রোধ হৈল নিশাচরে।
বৃক্ষ উপাড়িয়া হানে ভীমের উপরে॥

পৃষ্ঠা—১৫১

সম্মুখে পাইয়া শক্ত্রি ধরিল রাজন্।
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি-করয়ে ভক্ষণ॥
মোরে শাপ দিলা দুষ্ট, ভুঞ্জ তার ফল।
বধিয়া ঘাড়ের রক্ত খাইল সকল॥
শক্ত্রিকে খাইয়া মূর্ত্তি হৈল ভয়ঙ্কর।
উন্মত্ত হইয়া ভ্রমে বনের ভিতর॥
দেখি বিশ্বামিত্র মুনি ভাবিল অন্তর।
রাক্ষস লইয়া সঙ্গে গেল মুনিবর॥
যথা আছে বশিষ্ঠের শতেক কুমার।
কাল পেয়ে বিশ্বামিত্র দেয় ফল তার॥
একে একে সর্ব্বজনে দেখাইয়া দিল।
রাক্ষস সবারে ধরি ভক্ষণ করিল॥
বশিষ্ঠ আসিয়া গৃহে দেখে শূন্যময়।
শতপুত্র না দেখিয়া হইল বিস্ময়॥
ধ্যানেতে জানিল যত বিশ্বামিত্র কৈল।
শক্ত্রি সহ শত পুত্র রাক্ষসে ভক্ষিল॥
শতপুত্র-শোকে তাঁর দহয়ে শরীর।
অতি ধৈর্য্যবন্ত, তবু হইল অস্থির॥
আপনার মরণ বাঞ্ছিয়া মুনিবর।
শোকাকুল প্রবেশিল সমুদ্র-ভিতর॥
সমুদ্র দেখিয়া তাঁরে রাখি গেল কূলে।
মরণ না হৈল যদি সমুদ্রের জলে॥
অত্যুচ্চ পর্ব্বতে গিয়া উঠিল সে মুনি।
তথা হৈতে শোকাকুল পড়িল ধরণী॥
বিংশতি-সহস্র ক্রোশ উচ্চ হৈতে পড়ি।
তুলারাশি 'পরে মুনি যায় গড়াগড়ি॥
তাহাতে নহিল মৃত্যু, চিন্তে মুনিরাজ।
প্রবেশ করিল গিয়া অনলের মাঝ॥
যোজন-প্রসর অগ্নি পরশে আকাশে।
শীতল হইল অগ্নি মুনির পরশে॥
তবে মুনি প্রবেশিল অরণ্য-ভিতর।
নানাপশু ব্যাঘ্র হস্তী ভল্লুক শূকর॥
বশিষ্ঠে দেখিয়া সবে পলাইয়া যায়।
হেনমতে কৈল মুনি অনেক উপায়॥
মরণ নহিল, মুনি ভ্রমিল সংসার।
কত দিনে আসে মুনি গৃহে আপনার॥
একশত পুত্র নাই দেখি মুনিবর।
পুত্রশোকে অবশ হইল কলেবর॥
চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ বেদ-অধ্যয়ন।
নানাশাস্ত্র পঠন করিত পুত্রগণ॥
এ-সব চিন্তিয়া মুনি অধিক তাপিত।
গৃহমধ্যে প্রবেশিতে নাহি চায় চিত॥
পুনরপি বশিষ্ঠ চলিল দেশান্তর।
মরিতে উপায় মুনি করে নিরন্তর॥
দেখিল একটি নদী অত্যন্ত গভীর।
ভয়ঙ্কর লক্ষ লক্ষ আছয়ে কুম্ভীর॥
তাহে পড়িবার তরে ইচ্ছা কৈল মুনি।
হেনকালে পাছু হৈতে শুনে বেদধ্বনি॥
বিস্ময় হইয়া মুনি উলটিয়া চায়।
শক্ত্রি-ভার্য্যা অদৃশ্যন্তী দেখিল তথায়॥
যোড়হাত করি বলে শক্ত্রির বনিতা।
তোমার সংহতি প্রভু আইলাম হেথা॥
মুনি বলে, সঙ্গে আর আছে কোন্ জন।
শতশত বেদধ্বনি করে উচ্চারণ॥
শক্ত্রির কণ্ঠের প্রায় শুনিলাম স্বর।
এত শুনি বলে দেবী বিনয়ে উত্তর॥
শক্ত্রির নন্দন আছে আমার উদরে।
দ্বাদশ বৎসর বেদ অধ্যয়ন করে॥
এত শুনি বশিষ্ঠ হইল হৃষ্টমন।
বংশ আছে শুনি নিবর্ত্তিল তপোধন॥
বধূ সঙ্গে লইয়া চলিল পুনঃ ঘর।
হেনকালে ভেটিল রাক্ষস নরবর॥
নির্জ্জন গহন বনে থাকে নিরন্তর।
বহু নর পশু খেয়ে পূর্ণিত উদর॥
নৃপতি কল্মাষপাদ দেখি বশিষ্ঠেরে।
মুখ মেলি ধাইল মুনিরে গিলিবারে॥
বিপরীত-মূর্ত্তি দেখি হাতে কাষ্ঠখণ্ড।
তৃতীয় প্রহরে যেন তপন প্রচণ্ড॥

নিকটে আইল মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।
দেখি দেবী অদৃশ্যন্তী কাঁপে থরথর॥
শ্বশুরে ডাকিয়া বলে, শুন মহাশয়।
মৃত্যু উপস্থিত, হের রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
রাক্ষসের হাতে দেখি নিকট মরণ।
তোমা-বিনা রাখে ইথে নাহি হেন জন॥
বশিষ্ঠ বলিল, বধূ, না করিহ ভয়।
নৃপতি কল্মাষপাদ, রাক্ষস এ নয়॥
এতেক বলিতে দুষ্ট আইল নিকটে।
মুনি গিলিবারে যায় দশন বিকটে॥
রহিল মুনির হুঙ্কারেতে কতদূরে।
কমণ্ডলু-জল দেন রাক্ষস-শরীরে॥
রাজ-অঙ্গ হৈতে হৈল রাক্ষস বাহির।
রাহু হৈতে যেন হৈল বাহির মিহির॥
পূর্ব্বজ্ঞান হৈল, রাজা পাইল চেতন।
কৃতাঞ্জলিপুটে করে বশিষ্ঠে স্তবন॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি, পাপে নাহি অন্ত।
দয়া কর মুনিরাজ, তুমি দয়াবন্ত॥
মুনি বলে, চল শীঘ্র অযোধ্যানগরে।
কদাচিত অমান্য না করিহ দ্বিজেরে॥
রাজা বলে, আজি হৈতে তোমার কিঙ্কর।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী আমি হব নিরন্তর॥
সূর্য্যবংশে জন্ম মোর সুদাস-নন্দন।
হেন কর, মোরে নাহি নিন্দে কোন জন॥
এত বলি নৃপবর আজ্ঞা যে পাইয়া।
অযোধ্যানগরে পুনঃ রাজা হৈল গিয়া॥
বধূ সহ বশিষ্ঠ আইল নিজ ঘর।
কত দিনে জন্ম হৈল মুনি পরাশর॥
পৌত্রে দেখি বশিষ্ঠের শোক নিবারিল।
অতিযত্নে মুনিরাজ বালকে পুষিল॥
শিশুকাল হৈতে পরাশর মহামুনি।
পিতা ব'লে বশিষ্ঠেরে জানিত আপনি॥
একদিন পরাশর মায়ের গোচরে।
পিতৃ-সম্বোধন করি ডাকে বশিষ্ঠেরে॥

শুনি অদৃশ্যন্তী শোক করিল প্রচুর।
রোদন করিয়া পুত্রে বলেন মধুর॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি বড় অভাগিয়া।
পিতামহে পিতা বলি ডাক কি লাগিয়া॥
যেই কালে ছিলা তুমি আমার উদরে।
তোমার জনকে বনে খায় নিশাচরে॥
মায়ের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
বিশেষ মায়ের দেখি শোকেতে ক্রন্দন॥
ক্রোধেতে শরীর কম্পে, লোহিত লোচন।
কি করিবে, হৃদয়ে চিন্তিল তপোধন॥
এত বড় নিদারুণ নির্দ্দয় বিধাতা।
রাক্ষসের হাতে মোর বিনাশিল পিতা॥
আজি তার সর্ব্বসৃষ্টি করিব নিধন।
না রাখিব ত্রিলোকে তাহার একজন॥
এত যদি মনে কৈল শক্ত্রির কুমার।
বশিষ্ঠ জানিল এ-সকল সমাচার॥
মধুর বচনে তারে করেন প্রবোধ।
অকারণে শিশু, তুমি কারে কর ক্রোধ॥
ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম এই না হয় উচিত।
ক্ষমা-শান্তি ব্রাহ্মণের, বেদের বিহিত॥
কর্ম্ম-অনুরূপে শক্ত্রি হইল নিধন।
তার প্রতি অনুশোচ কর অকারণ॥
কার এত শক্তি তারে মারিবারে পারে।
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে॥
ক্রোধ-শান্তি কর, বাপু, তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে সৃষ্টি কেন করিবা নিধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, পরলোকে তরি॥

● কৃতবীর্য্য-চরিত ও ভৃগুপুত্র ঔর্ব্বের বৃত্তান্ত

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচর।
কৃতবীর্য্য-নামে ছিল এক নরবর॥

ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত।
নানাযজ্ঞ-ক্রিয়া রাজা কৈল অপ্রমিত ॥
সর্ব্বধন দিয়া রাজা গেল স্বর্গবাসে।
ধনহীন হৈল, যেই রাজা হৈল দেশে ॥
ভৃগুবংশ-দ্বিজগণে আনিল ধরিয়া।
মাগিল, যতেক ধন দেহ ফিরাইয়া ॥
ভয়ে তবে বিপ্রগণ বলিল বচন।
যার গৃহে যত আছে, দিব সব ধন ॥
এত শুনি ছাড়ি দিল সর্ব্ব দ্বিজগণে।
গৃহে আসি বিচার করিল সর্ব্বজনে ॥
রাজভয়ে কোন দ্বিজ সর্ব্বধন দিল।
কেহ কেহ কত ধন পুঁতিয়া রাখিল ॥
কত ধন দিল লৈয়া রাজার গোচর।
অল্প ধন দেখিয়া রুষিল নরবর ॥
অনুচর হৈতে ভেদ পাইল রাজন্।
পুঁতিল ঘরের ভিতে কোন বিপ্র ধন ॥
সসৈন্যে বেড়িল ঘর সব তথা গিয়া।
বাহির করিল সর্ব্ব ধন যে খুঁজিয়া ॥
ধন দেখি ক্রোধ কৈল যত ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণে মারিতে আজ্ঞা করিল রাজন্ ॥
হাতে খড়্গ করিয়া যতেক রাজবল।
যতেক ব্রাহ্মণগণ কাটিল সকল ॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা সর্ব্ব যতেক আছিল।
দুগ্ধপোষ্য বালকাদি সকলি মারিল ॥
গর্ভবতী স্ত্রীগণের চিরিয়া উদর।
মারিল অনেক দ্বিজ দুষ্ট নরবর ॥
মহাকলরব হৈল ব্রাহ্মণনগরে।
স্ত্রীগণ লইয়া প্রাণ যায় দেশান্তরে ॥
এক ভৃগুপত্নী যে আছিল গর্ভবতী।
স্বামী-বংশরক্ষাহেতু বিচারিল সতী ॥
উদর হইতে গর্ভ ঊরুতে থুইয়া।
ক্ষত্রগণ-ভয়ে সতী যান পলাইয়া ॥
যতেক ক্ষত্রিয়গণ বেড়িল তাহারে।
যাইতে নহিল শক্তি পূর্ণ-গর্ভ-ভরে ॥
মহাভয়ে প্রসব হইল সেইখানে।
দশসূর্য্য-প্রায় তেজ ধরয়ে নন্দনে ॥
দৃষ্টিমাত্র ক্ষত্রগণ সব অন্ধ হৈল।
কত-শত ক্ষত্র পুড়ি ভস্ম হৈয়া গেল ॥
যোড়হাতে স্তুতি করে সব ক্ষত্রগণ।
ব্রাহ্মণীরে কহে বহু বিনয় বচন ॥
পুত্রে কহি ব্রাহ্মণী সবারে চক্ষু দিল।
প্রাণ লৈয়া ক্ষত্রগণ পলাইয়া গেল ॥
পিতৃপিতামহ সর্ব্ব হইল সংহার।
মহাক্রুদ্ধ হৈল শুনি ভৃগুর কুমার ॥
মহাদুষ্ট ক্ষত্রগণ কৈল অবিচার।
অনাথের প্রায় দ্বিজে করিল সংহার ॥
বিধাতার দুষ্ট কর্ম্ম জানিনু এক্ষণ।
এই হেতু বিনাশ করিব ত্রিভুবন ॥
এত চিন্তি তপস্যা যে করে মুনিবর।
অনাহারে তপ ষষ্টি হাজার বৎসর ॥
তাঁর তাপে তাপিত হইল ত্রিভুবন।
হাহাকার কলরব করে সর্ব্বজন ॥
দেবগণ মিলি যুক্তি করিল তখন।
নিবারণহেতু পাঠাইল পিতৃগণ ॥
ঔর্ব্ব-প্রতি পিতৃগণ বলিল বচন।
এত ক্রোধ কর বাপু, কিসের কারণ ॥
আমা-সবা-হেতু দুঃখ ভাবহ অন্তরে।
আমা-সবা মারিবারে কার শক্তি পারে ॥
কাল উপস্থিত হৈল কর্ম্মের লিখন।
সেকারণে ক্ষত্র-করে হইল মরণ ॥
আপনার মনে জানি, ক্ষমা দেহ মনে।
হেন অবিহিত কর্ম্ম কর কি-কারণে ॥
শম দম তপ ক্ষমা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।
আমা-সবে না রুচে তোমার ক্রোধকর্ম্ম ॥
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া ঔর্ব্ব মুনি।
কহেন, কহিলা যত আমি সব জানি ॥
করিলাম পূর্ব্বে আমি ক্রোধে অঙ্গীকার।
তপস্যা করিয়া সৃষ্টি করিব সংহার ॥

বিশেষ ক্ষত্রিয়গণ কৈল দুরাচার।
দুষ্টে শাস্তি না করিলে মজিবে সংসার॥
দুষ্ট লোকে যোগ্য শাস্তি যদি নাহি পায়।
সংসারে সকল লোক সেই পথে যায়॥
অপ্রমিত কুকর্ম্ম করিল ক্ষত্রগণ।
অল্পদোষে বিনাশিল অনেক ব্রাহ্মণ॥
যখন ছিলাম আমি জননী-উদরে।
ক্ষত্রভয়ে মোর মাতা এড়িলেন উরে॥
আর যত ব্রাহ্মণী পাইয়া গর্ভবতী।
উদর চিরিয়া মারিলেক দুষ্টমতি॥
অনাথের প্রায় করি মারিল সবারে।
সে-সব স্মরিয়া মম হৃদয় বিদরে॥
হেন দুষ্টজন যদি শাস্তি না পাইবে।
এইমত দুষ্টাচার ত্যাগ কে করিবে॥
শক্তি আছে, শাস্তি নাহি দেয় যেই জন।
কাপুরুষ বলি তার সংসারে ঘোষণ॥
এই হেতু ক্রোধ মম হইল অপার।
নিবৃত্ত না হবে ক্রোধ না করি সংহার॥
ঔর্ব্ব-প্রতি পুনরপি বলে পিতৃগণ।
নিবৃত্ত করহ ক্রোধ, শান্ত কর মন॥
ক্রোধ-তুল্য মহাপাপ নাহিক সংসারে।
তপ-জপ-জ্ঞান সব ক্রোধেতে সংহারে॥
বিশেষে যতির ক্রোধ চণ্ডাল-গণন।
এ-সব গণিয়া ক্রোধ কর সংবরণ॥
আমরা তোমার পিতৃগণ গুরুজন।
আমা-সবাকার বাক্য না কর লঙ্ঘন॥
নিবৃত্ত করিতে যদি নাহিক শকতি।
উপায় কহি যে এক, শুন মহামতি॥
ত্রৈলোক্য-জনের প্রাণ জলের ভিতরে।
জল-বিনা মুহূর্ত্তেক না বাঁচে সংসারে॥
সে-কারণে জলমধ্যে এড় ক্রোধানল।
জলেরে হিংসিলে হিংসা পাইবে সকল॥
ঔর্ব্ব বলে, না লঙ্ঘিব সবার বচন।
সমুদ্রে থুইল ক্রোধ ভৃগুর নন্দন॥
অদ্যাপি মুনির ক্রোধ অনলের তেজে।
দ্বাদশ যোজন নিতি পোড়ে সিন্ধুমাঝে॥
বশিষ্ঠ বলেন, তাত, পূর্ব্বের কাহিনী।
এত অপরাধ ক্ষমা কৈল ঔর্ব্ব মুনি॥

পরাশরের রাক্ষস-নিধন যজ্ঞ

এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল॥
রাক্ষস আমার বাপে করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচরে করিব নিধন॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এত দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষস-বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ॥
পরাশর-যজ্ঞকথা অদ্ভুত কথন।
যে-যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস-নিধন॥
রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জ্বলন্ত অনল॥
বেদমন্ত্রে অগ্নি জ্বালি কৈল অঙ্গীকার।
সঙ্কল্প করিল সব রাক্ষস-সংহার॥
যজ্ঞের অনল গিয়া উঠিল আকাশে।
মন্ত্রে আকর্ষিয়া যত আনয়ে রাক্ষসে॥
পর্ব্বত নগর সিন্ধু কাননাদি গ্রাম।
দ্বীপ-দ্বীপান্তরে যথা রাক্ষসের ধাম॥
লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অর্ব্বুদ-অর্ব্বুদে।
হাহাকার কলরব করিয়া শবদে॥
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈয়া পড়ে অগ্নির ভিতরে।
ব্যাকুল্ হইয়া কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মহাতেজ মহাকার মহাভয়ঙ্কর।
কারো সপ্ত মুণ্ড কারো অষ্টাদশ কর॥
বিকট-দশন, রক্ত-লোমাবলি-দেহ।
কূপসম চক্ষুতে রহয়ে ঘন লোহ॥

পর্ব্বত-আকার কেহ জিহ্বা লহলহ।
বিপুল উদর কারো দেখি শুষ্ক দেহ॥
কেহ কেহ প্রবেশিল পর্ব্বত-কোটরে।
প্রাণভয়ে কোনজন বৃক্ষ চাপি ধরে॥
কেহ প্রবেশয়ে গিয়া সমুদ্র-ভিতরে।
পাতালে প্রবেশে কেহ, যায় দিগন্তরে॥
কর্কট-সিংহেতে যেন সলিল বরষে।
লিখন না যায় যত অনলে প্রবেশে॥
দশদিকে কলরব হৈল হাহাকার।
প্রলয়কালেতে যেন মজয়ে সংসার॥
আকুল হইয়া কেহ শরীর আছাড়ি।
ভয়েতে কম্পয়ে তনু, যায় গড়াগড়ি॥
কোন কোন রাক্ষসের নাহিক রক্ষণ।
যজ্ঞে লৈয়া আসে মন্ত্রে করিয়া বন্ধন॥
পরাশর-যজ্ঞে হৈল রাক্ষস-সংহার।
পৌলস্ত্য পাইল এ-সকল সমাচার॥
পৌলস্ত্য-নামেতে তথা ব্রহ্মার নন্দন।
যাঁর সৃষ্টি হৈল যত নিশাচরগণ॥
সৃষ্টি-নাশ হইল, চিন্তিত মুনিবর।
যথা যজ্ঞ করে মুনি, চলিল সত্বর॥
পৌলস্ত্যেরে দেখিয়া উঠিল মুনিগণ।
বসিবারে দিল দিব্য কনক-আসন॥
চিত্তে ক্রোধ করিয়া বসিল মুনিবর।
পরাশরে চাহি মুনি করিল উত্তর॥
বড় যশ উপার্জ্জিলা শক্ত্রির নন্দন।
অনেক রাক্ষসগণে করিলা নিধন॥
বেদশাস্ত্র জ্ঞাত হৈয়া কর হেন কর্ম্ম।
কোন্ বেদশাস্ত্রে আছে, পরহিংসা ধর্ম্ম॥
পৃথিবীতে দ্বিজ নাহি তোমার বিচারে।
আর কোন দ্বিজ কেহ নাহি তপ করে॥
তোমার বিচারে শক্ত্রি ছিল হীন জন।
সে-কারণে কৈল তারে রাক্ষসে ভক্ষণ॥
মৃত্যু বলি সংসারে আছয়ে বড় ব্যাধি।
ত্রৈলোক্যে না পাই বাপু, ইহার ঔষধি॥
শত বৎসরেতে, কেহ সহস্র বৎসরে।
শরীর ধরিলে লোক অবশ্যই মরে॥
ব্যাঘ্র-হস্তী-হাতে, কিংবা জলে ডুবি মরে।
শত শত ব্যাধি আরো আছয়ে সংসারে॥
যথায় যাহার মৃত্যু কর্ম্ম-নিবন্ধন।
কার শক্তি আছে তাহা করয়ে খণ্ডন॥
সকল জানহ তুমি শাস্ত্র-অনুসারে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম কর অবিচারে॥
বিশেষ আপন দোষে শক্ত্রির নিধন।
মহাক্রোধ হৈল অল্প দোষের কারণ॥
আপনার মৃত্যু সে যে আপনি সৃজিল।
নৃপতিরে শাপ দিয়া রাক্ষস করিল॥
অল্পদোষে মহাক্রোধ দ্বিজে অনুচিত।
সেই পাপে মৃত্যু তার কর্ম্ম-নিবন্ধিত॥
রাক্ষসের কোন্ দোষ বুঝিলা আপনে।
অসংখ্য রাক্ষস ভস্ম কৈল অকারণে॥
যে-কর্ম্ম করিলা তুমি দ্বিজের এ নয়।
দ্বিজক্রোধ হৈলে ক্ষণে হইবে প্রলয়॥
ক্রোধ করি দ্বিজ যদি সংসার নাশিবে।
কাহার শকতি তবে পৃথিবী রাখিবে॥
ক্রোধ শান্ত কর বাপু, আমার বচনে।
হুতশেষ যেই আছে, করহ রক্ষণে॥
আমার বচন যদি মনোরম্য নহে।
জিজ্ঞাসহ বশিষ্ঠে তোমার পিতামহে॥
বশিষ্ঠ কহেন, সত্য কহিলেন মুনি।
পূর্ব্বেই কহিনু বাপু, এ-সব কাহিনী॥
অকারণে হিংসাকর্ম্মে উপজিল পাপ।
এ-সব করিলে কিবা পুনঃ পাবে বাপ॥
ক্রোধ ত্যাগ কর, ছাড় রাক্ষস-হিংসন।
পৌলস্ত্য মুনির বাক্য করহ পালন॥
এত শুনি পরাশর কৈল সমাধান।
বহুযত্নে কৈল যজ্ঞ-অগ্নির নির্ব্বাণ॥
নিবৃত্ত না হৈল অগ্নি পূর্ব্ব অঙ্গীকারে।
সংকল্প করিল সর্ব্ব-রাক্ষস-সংহারে॥

আহুতি না পেয়ে অগ্নি প্রবেশিল বনে।
অদ্যাপি অনল উঠে কানন-দহনে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
কহিলাম এ সকল কথা পুরাতন ॥
বশিষ্ঠের ক্ষমা-সম নাহিক সংসারে।
বিশ্বামিত্র সংহারিল শতেক কুমারে ॥
তথাপিহ তাঁরে মুনি ক্রোধ না করিল।
যম হৈতে লৈতে পারে, তবু না আনিল ॥
কারণ বুঝিয়া মুনি অতি ক্ষমাবান্।
নৃপতি কল্মাষপাদে দিল পুত্র দান ॥
যে-রাজা হইল হেতু শতপুত্র-নাশে।
তারে পুত্রবান্ কৈল আপন ঔরসে ॥

● মদয়ন্তীর পুত্রলাভ এবং পাণ্ডবদের ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ

অর্জ্জুন বলেন, কহ ইহার কারণ।
কি কারণে হেন কর্ম্ম কৈল তপোধন ॥
একে ত পরের দারা দ্বিতীয়ে অগম্য।
কি-কারণে বশিষ্ঠ করিল হেন কর্ম্ম ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, শুন তার বিবরণ।
শক্তি-শাপে নিশাচর হইল রাজন্ ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যে আকুল কলেবর।
ভক্ষ্য-অনুসারে ফিরে অরণ্য-ভিতর ॥
হেনকালে দেখে পথে ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ।
রাজারে দেখিয়া পলাইল দুইজন ॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণে গিয়া ধরিল নৃপতি।
ভয়েতে বিলাপ করে ব্রাহ্মণ-যুবতী ॥
কাতর হইয়া বলে বিনয় বচন।
পৃথিবীর রাজা তুমি সুদাস-নন্দন ॥
তোমার বংশেতে সবে দ্বিজের কিঙ্কর।
ব্রাহ্মণেরে বধ না করিহ নরবর ॥
আজি মোর প্রথম হৈয়াছে ঋতুস্নান।
বংশরক্ষা-হেতু মোরে স্বামী দেহ দান ॥
অতিশয় ক্ষুধার্ত্ত হৈয়াছ যদি তুমি।
আমারে ভক্ষণ কর, ছাড় মোর স্বামী ॥
এতেক কাতরে যদি ব্রাহ্মণী বলিল।
সহজে অজ্ঞান রাজা শুনে না শুনিল ॥
ব্যাঘ্র যেন পশু ধরি করয়ে ভক্ষণ।
ঘাড় ভাঙ্গি রক্তপান কৈল ততক্ষণ ॥
ব্রাহ্মণের মৃত্যু দেখি ব্রাহ্মণী বিকল।
আনিয়া বনের কাষ্ঠ জ্বালিল অনল ॥
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি ডাকি বলে নৃপে।
ওরে দুষ্ট দুরাচার, শুন মোর শাপে ॥
মোর ঋতু ভুঞ্জিতে না পাইলেন স্বামী।
এইমত নিরাশ হইবা দুষ্ট তুমি ॥
স্ত্রীস্পর্শ করিলে তোর অবশ্য মরণ।
এ-শাপ দিলাম তোরে, নহিবে খণ্ডন ॥
সূর্য্যবংশ-রক্ষা হেতু কহি উপদেশে।
বংশরক্ষা হবে তোর ব্রাহ্মণ-ঔরসে ॥
এত বলি ব্রাহ্মণী পুড়িল অগ্নিমাঝ।
দ্বাদশ-বৎসর বনে ফিরে মহারাজ ॥
বশিষ্ঠ হইতে মুক্ত হইয়া রাজন্।
সচেতন হৈয়া দেশে করিল গমন ॥
স্নান দান জপ হোম করিল নৃপতি।
শয়ন করিতে গেলা যথা মদয়ন্তী ॥
মদয়ন্তী বলে, রাজা, নাহিক স্মরণ।
ব্রাহ্মণী দিলেন শাপ দারুণ বচন ॥
স্ত্রীস্পর্শ করিলে তব হইবে মরণ।
সে-কারণে মোর অঙ্গ না ছুঁও রাজন্ ॥
রাণীর বচনে নিবর্ত্তিল নরপতি।
বংশরক্ষা-কারণে চিন্তিল মহামতি ॥
বশিষ্ঠ দিবেন পুত্র শুনি লোকমুখে।
ভার্য্যা-নিয়োজন কৈল বশিষ্ঠ মুনিকে ॥
বশিষ্ঠ-ঔরসে তাঁর হইল সন্ততি।
সূর্য্যবংশ রাখিল বশিষ্ঠ মহামতি ॥
এত শুনি অর্জ্জুন হইল হৃষ্টমন।
গন্ধর্ব্বেরে বলিলেন বিনয় বচন ॥

এ-সব শুনিয়া মম ব্যগ্র হৈল মন।
পুরোহিতযোগ্য কোথা পাইব ব্রাহ্মণ ॥
রাজগণ পূর্ব্বে যত পুরোহিত-তেজে।
বহুসঙ্কটেতে রক্ষা পায় ক্ষিতিমাঝে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, যদি পুরোহিতে মন।
দেবল ঋষির ভ্রাতা ধৌম্য তপোধন ॥
পুরোহিত-পদে তাঁরে করহ বরণ।
শুনিয়া অর্জ্জুন হৈল প্রসন্ন-বদন ॥
যত অস্ত্র দিয়াছিল গন্ধর্ব্ব রাজনে।
পার্থ বলিলেন ইহা থাকুক এক্ষণে ॥
কার্য্যকালে অস্ত্র সব মাগিব তোমারে।
তখনি এ-অস্ত্র-প্রাপ্তি হইবে আমারে ॥
এত শুনি গন্ধর্ব্ব হইল হৃষ্টমন।
একে-একে পঞ্চ ভায়ে কৈল আলিঙ্গন ॥
বিদায় হইয়া গেল আপন আলয়।
উৎকোচক-তীর্থে গেল কুন্তীর তনয় ॥
পুরোহিত-পদে ধৌম্যে করিল বরণ।
উল্লাসেতে বলে ধৌম্য আশীষ বচন ॥
ধৌম্যসহ পঞ্চ ভাই পাঞ্চালে চলিল।
পথেতে যাইতে বহু ব্রাহ্মণে দেখিল ॥
দ্বিজগণ বলে, কে তোমরা পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আইসহ, কোথায় গমন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, একচক্রা হৈতে।
পঞ্চভাই যাইতেছি জননী-সহিতে ॥
দ্বিজগণ বলে, চল মোদের সংহতি।
কন্যা-স্বয়ম্বর করে পাঞ্চালের পতি ॥
বহুদিন হৈতে তথা আসে দ্বিজগণ।
বহুধন দিতেছেন দ্রুপদ-রাজন্ ॥
স্বয়ম্বর দেখিব, পাইব বহুধন।
আমা-সবা-সংহতি চলহ পঞ্চজন ॥
তোমা-পঞ্চজনে যেন দেবের কুমার।
অপরূপ-রূপ দেখি তোমা-সবাকার ॥
তোমা-পঞ্চজনে যদি পাঞ্চালী দেখিবে।
মনে হেন লয়, তোমা অবশ্য বরিবে ॥
তোমা পঞ্চজনে কৃষ্ণা বরিবে কাহারে।
দেখিয়া বিস্ময় তার জন্মিবে অন্তরে ॥
এত বলি দ্বিজগণ চলিল সহিত।
পাঞ্চাল নগরে তবে হৈল উপনীত ॥
আদিপর্ব্বে উত্তম বশিষ্ঠ-উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

——

● দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভা

পাঞ্চাল নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
কুম্ভকার-গৃহমধ্যে করেন আশ্রয় ॥
ভিক্ষা করি আনি তথা ব্রাহ্মণের বেশে।
হেনমতে কতদিন থাকেন সে-দেশে ॥
স্বয়ম্বর-সজ্জা করে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
অদ্ভুত করিল লক্ষ্য লোকে অগোচর ॥
যখন জন্মিলা কন্যা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তখন করিল চিত্তে পাঞ্চালাধিকারী ॥
এ কন্যার যোগ্য বর বীর ধনঞ্জয়।
যোগ্য পাত্র আর কেহ এ কন্যার নয় ॥
জতুগৃহে মরিল যে পাণ্ডুর নন্দন।
হেনমতে ধ্বনি হৈল, ঘোষে সর্ব্বজন ॥
দ্রুপদ বলিল, ইহা চিত্তে নাহি হয়।
দেব হৈতে জন্মে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
বহুদেশে দূত গিয়া কৈল অন্বেষণ।
না পাইয়া পাণ্ডবেরে চিন্তিত রাজন্ ॥
হেন ধনু কৈল যাহা কেহ নাহি দেখে।
শূন্যেতে রাখিল ধনু অসম্ভব লোকে ॥
মধ্যপথে যন্ত্র রাখে মন্ত্র বিরচিতে।
পঞ্চশরসহ ধনু থুইল সভাতে ॥
এই ধনুঃশর এই যন্ত্ররন্ধ্র পথে।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, কন্যা ভজিবে তাহাতে ॥
করিল দ্রুপদ রাজা এইমত পণ।
রাজগণে সর্ব্বত্র করিল নিমন্ত্রণ ॥

সাগর-অবধি যত রাজগণ বৈসে।
সসৈন্যে আইল সবে পাঞ্চালের দেশে॥
রথ অশ্ব পদাতিক না যায় গণনা।
চতুর্দ্দিকে মহাশব্দ বিবিধ বাজনা॥
জল স্থল পর্ব্বত কানন নদ নদী।
দশদিক্ যুড়িয়া আইসে নিরবধি॥
ধ্বজ-ছত্র-পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
লোকমুখে কলরবে কিছুই না শুনি॥
নগর ঈশানভাগে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
রচিল বিচিত্র সভা লোকে মনোহর॥
চতুর্দ্দিকে পরিসর মঞ্চ বিরচিল।
বিবিধ-বসন-মণি-রতনে মণ্ডিল॥
কৈলাস-শিখর যেন দেখিতে সুন্দর।
রাজগণ-রহিবারে বিরচিল ঘর॥
সুবর্ণ রজত মণি মুকুতা প্রবাল।
মঞ্চ বেষ্টি বিরচিল সুবর্ণের জাল॥
গুবাক কদলী রোপিলেক স্থানে-স্থানে।
উচ্চ নীচ কাটি কৈল একই সমানে॥
চন্দনের ছড়াতে নাশিল সব ধূলি।
সুগন্ধি-কুসুম-গন্ধে মত্ত সব অলি॥
স্থানে-স্থানে রাখিল বিচিত্র সিংহাসন।
বিচিত্র উত্তম শয্যা, বিচিত্র বসন॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় লিখনে না যায়।
বহুদিনে ভাণ্ডারেতে রাখে তাহা রায়॥
এইমতে সভা কৈল পাঞ্চাল-ভূপতি।
দ্বিজগণ-সঙ্গে গেল পাঞ্চাল-বসতি॥
বসিল যতেক রাজা যথাযোগ্য স্থানে।
পুরন্দর-সভা যেন অমর-ভুবনে॥
মঞ্চের উপরে বৈসে যত রাজগণ।
নানাচিত্র-বিচিত্র বিবিধ বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল-মণি, গলে মুক্তাহার।
মাথায় মুকুট, অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥
রূপবন্ত, কুলবন্ত, বলে মহাবলী।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, সর্ব্বগুণশালী॥

আইল যতেক রাজা না যায় বর্ণনা।
চতুরঙ্গদলাদি লইয়া নিজ সেনা॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির শতেক কুমার।
দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-সহ যত আর॥
ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণী কর্ণ কৃপ সোমদত্ত।
কোটি-কোটি রথ অশ্ব পদাতিক মত্ত॥
জরাসন্ধ জয়সেন রাজা চক্রসঙ্গ।
মৎস্যরাজ শল্য শাল্ব সিন্ধুরাজ অঙ্গ॥
শকুনি সৌবল বৃহদ্বল মহাবীর।
গান্ধার-রাজার পুত্র যুদ্ধে মহাধীর॥
অংশুমান্ চেদিপাল কাশীদণ্ডধর।
পশুপাল শ্বেতশঙ্খ বিরাট উত্তর॥
প্রতিভূতি পুণ্ডরীক বাসুদেব রাজা।
রুক্মাঙ্গদ রুক্মরথ রুক্মী মহাতেজা॥
শত ভাই কলিঙ্গ-নৃপতি-অনুগত।
বৃন্দ অনুবৃন্দ চিত্রসেন জয়দ্রথ॥
নীলধ্বজ শ্রীবৎস রাজা সত্রাজিৎ।
চিত্র উপচিত্র দূর্ব্বানন্দের সহিত॥
বৃহৎক্ষত্র উলূক কৈতব জলসন্ধ।
ভগদত্ত চক্রসেন শূরসেন চন্দ্র॥
চিত্রাঙ্গদ শুভাঙ্গদ শিরসিবাহন।
মহারাজ শল্য এল মদ্রের নন্দন॥
ভূরি ভূরিশ্রবা কেতু সুশর্ম্মা সঞ্জয়।
গোশৃঙ্গ বাহ্লীক দীর্ঘস্বর প্রাজ্জ্যোদয়॥
যথাযোগ্য স্থানেতে বসিল মঞ্চোপর।
শরদের কালে যেন শোভে শশধর॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর জানিয়া অমর।
দেখিবারে ইন্দ্র-সহ আইল সত্বর॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
দেবতা তেত্রিশকোটি গন্ধর্ব্ব চারণ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর ঋষি অপ্সর-অপ্সরী।
নৃত্য-গীত-বাদ্যেতে যেমন স্বর্গপুরী॥
গরুড়ারোহণে আইলেন জগন্নাথ।
পাণ্ডব-বিবাহ-হেতু নিজবংশ-সাথ॥

কামপাল কামদেব কামের নন্দন।
গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ॥
বিদুরথ কৃতবর্ম্মা অক্রূর উদ্ধব।
পৃথুঝিল্লী পিণ্ডারক আসিলেন সব॥
আসিলেন শঙ্কু কঙ্ক আর উশীনর।
বাতপতি আশাবহ শমীক তৎপর॥
শূন্যে রহিলেন খগপতি আরোহণে।
করিলেন শঙ্খধ্বনি স্বয়ং নারায়ণে॥
পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
পৃথিবীর যত বাদ্য সব লুকাইল॥
যত সভ্যগণ সভামধ্যে বসে ছিল।
গোবিন্দ আগত দেখি সম্ভ্রমে উঠিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সত্যসেন সত্রাজিৎ।
শল্য ভূরিশ্রবা ক্রথ কৌশিক সহিত॥
কৃতাঞ্জলি করি শিরে দণ্ডবৎ কৈল।
দুষ্ট রাজগণ যত দেখিয়া হাসিল॥
শিশুপাল আর শাল্ব রুক্মী দন্তবক্র।
জরাসন্ধ-সহ যত রাজা দুষ্টচক্র॥
কেহ বলে, কারে সবে করিলা প্রণাম।
গোপসুত কিবা তব পূরাইবে কাম॥
করতালি দিয়া হাসি বলে শিশুপাল।
সবা হৈতে ভাল শঙ্খ বাজায় গোপাল॥
তেঁই সে দ্রুপদ বরিয়াছেন ইহারে।
বাদ্যকরগণ-সহ বাদ্য করিবারে॥

● জরাসন্ধ ও ভীষ্মের বাদানুবাদ

জরাসন্ধ বলে, ভীষ্ম, তুমি জ্ঞানবান্।
তোমা হেন জন কেন হইল অজ্ঞান॥
এ-সভার মধ্যেতে করহ হেন কর্ম্ম।
গোপসুতে প্রণাম কি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
নন্দগোপ-গৃহেতে আছিল চিরকাল।
গোপ-অন্ন খাইয়া রাখিল গরুপাল॥
সর্ব্বলোকজ্ঞাত খ্যাত ভারত-ভূমিতে।
জানিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কি-মতে॥
ভীষ্ম বলিলেন, এত তত্ত্ব নাহি জানি।
পুরাতন জ্ঞানী বৃদ্ধলোক-মুখে শুনি॥
গোপালের চরিত্র বেদের অগোচর।
অন্য কে কহিতে পারে ত্রৈলোক্য-ভিতর॥
ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে।
বিরাটপুরুষ ধরে এক লোমকূপে॥
তিল-অর্দ্ধকোটি সে ব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়।
এমত বিরাট, যার নিঃশ্বাসে প্রলয়॥
সেই প্রভু আপনি গোপাল-অবতার।
মায়াতে মনুষ্যদেহ, দেব নিরাকার॥
লীলায় হইল যার চরাচর জন।
নাভিকমলেতে স্রষ্টা করিল সৃজন॥
ললাটে জন্মিল রুদ্র, চক্ষুতে তপন।
মনেতে জন্মিল চন্দ্র, নিঃশ্বাসে পবন॥
ব্রহ্মা কীট হইতে যতেক মহীপাল।
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল॥
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন।
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল-চরণ॥
পঞ্চমুখে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ।
চারিমুণ্ডে বিধাতা, সহস্রমুণ্ডে শেষ॥
হেনজনে প্রণমিতে আমি কি হে গণি।
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন শুনি হাসে জরাসন্ধে।
কোন্ মূঢ়বাক্যে তুমি পড়িয়াছ ধন্ধে॥
যখন মারিল দুষ্ট আমার জামাতা।
তখন না শুনিলাম এ দুরন্ত কথা॥
ভয়েতে মথুরা ত্যজি গেল সিন্ধুতীরে।
সেই ত দিবসে মাত্র পলাইল ডরে॥
কহ ভীষ্ম, এই যদি দেব নারায়ণ।
আমার ভয়েতে পলাইল কি কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন, সে-সকল জানি আমি।
না জানিয়া বলি, চিত্তে না ভাবিহ তুমি॥

পূর্ব্বে ছিলে রাজা তুমি দৈত্য-অধিপতি।
কৃষ্ণহস্তে মরিলে পাইবে দিব্যগতি ॥
সে-কারণে নারায়ণ তোমা না মারিল।
না জানিয়া বলভদ্র মারিতে চাহিল ॥
শূন্যবাণী শুনি তোমা না মারিল প্রাণে।
অষ্টাদশ বার হারি পলাইল রণে ॥
এত শুনি জরাসন্ধ ক্রোধে রক্ত-আঁখি।
পুনশ্চ বলেন ভীষ্ম ক্রোধমুখ দেখি ॥
কি-হেতু করহ তাপ মগধ-প্রধান।
এই আমি হেথা হৈতে যাই অন্যস্থান ॥
কৃষ্ণনিন্দা-স্থানে আমি তিলেক না থাকি।
নিন্দুকেরে মারি, কিংবা সে-স্থান উপেক্ষি ॥
এত বলি তথা হৈতে যান অন্যস্থান।
কাশীদাস বিরচিল, শুনে পুণ্যবান্ ॥

———

● দ্রৌপদীর সভায় আগমন

হেনমতে তথায় ষোড়শ দিন গেল।
এক লক্ষ রাজা যবে সভায় বসিল ॥
তবে রাজা দ্রুপদ আনিয়া ধাত্রীগণ।
আজ্ঞা কৈল দ্রৌপদীরে করিতে সাজন ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা সর্ব্বধাত্রীগণ।
নানা অলঙ্কারে অঙ্গ করিল ভূষণ ॥
নানা পুষ্পে সাজাইল যেখানে যে সাজে।
ষোড়শ-কলাতে যেন শোভে দ্বিজরাজে ॥
দ্রৌপদীর পুরোহিত পড়িল মঙ্গল।
যাত্রা কৈল সভামধ্যে পূজিয়া অনল ॥
সভামধ্যে যখন দ্রৌপদী উপনীত।
দেখি সব রাজগণ হইল মূর্চ্ছিত ॥
কামাগ্নি দহিল চিত্ত, হৈল অচেতন।
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় রহে রাজগণ ॥
কেহ কেহ সেই স্থলে পড়িল ঢলিয়া।
গড়াগড়ি যায় কেহ অজ্ঞান হইয়া ॥
সচেতন হৈয়া কেহ নাহি চায় আর।
কেহ কেহ জীবন বাখানে আপনার ॥
ধন্য এ-জীবন যাহে দেখিনু এ-রূপ।
পাইব এ কন্যা, চিত্তে করে কোন ভূপ ॥
দেখিয়া সকল ভূপ বিস্ময় মানিল।
পয়ারের ছন্দে কাশীরাম বিরচিল ॥

———

● দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
বিকচ-কমল-মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনিমন-সুখ ॥
নেত্রযুগ মীন, দেখিয়া হরিণ,
লাজে দোঁহে গেল বন।
সুচারু ভ্রু-লতা, দেখি পায় ব্যথা,
মদনের শরাসন ॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূরব অরুণ-ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দূর চিকুর জালে ॥
তড়িত মণ্ডল, কর্ণেতে কুণ্ডল,
হিমাংশু-মণ্ডল আড়ে।
দেখি কুচকুম্ভ, লজ্জায় দাড়িম্ব,
হৃদয় ফাটিয়া পড়ে ॥
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু,
অগাধ-অম্বুধি-মাঝে।
নিন্দিত মৃণাল, ভুজ দেখি ব্যাল,
প্রবেশিল বিলে লাজে ॥
মাজা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি-অরি হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে ॥

কনক কঙ্কণ, করে ঝন্ ঝন্,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহার-কন্দর,
স্বর্ণ-কাঞ্চী-অবতংস ॥
রামরম্ভা তরু, চারু যুগ্ম-উরু,
দেখি নিন্দে হাত হাতী।
সুকৃশ উদর, নিতম্ব সুন্দর,
কুন্দ-কলি দন্ত-পাঁতি ॥
নীল সুকোমল, শরীর অমল,
কমলে গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ,
সহজে মোহে অনঙ্গ ॥
কমল বদন, কমল নয়ন,
কমল-গঞ্জিত গণ্ড।
দ্বিকর কমল, আর পদতল,
ভুজ কমলের দণ্ড ॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়,
অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত,
কমল-মধুপবৃন্দ ॥
কুরুকুল ধ্বংসে, কমলার অংশে,
সৃজিল কমলজাত।
কমলা বিলাসী, বন্দি কহে কাশী,
কমলাকান্তের সুত ॥

— —

● রাজাদিগের লক্ষ্যভেদে উদ্যোগ

দ্রৌপদীর রূপ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে।
সবে বলে, রহ, লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥
সুহৃদে সুহৃদে সবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥
তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজচক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃপুনঃ।
নোয়াইয়া ধনু ধরে হুলে দিতে গুণ ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া রাজা কতদূরে পড়ে ॥
তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিয়া বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোয়াইতে হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল কম্পিত-কলেবর।
কত দূরে মূর্চ্ছা গেল, ধূলায় ধূসর ॥
তবে মৎস্য-অধিপতি বিরাট-রাজনে।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণে ॥
দূরে থাক লক্ষ্যভেদ, তুলিতে নারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল ॥
কন্যারে দেখিয়া বুড়া খাইলি কি লাজ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার ছলে হাসালি সমাজ ॥
তুলিবার নাহি শক্তি, বিন্ধিবারে চাও।
এই মুখে মৎস্যদেশে রাজভোগ খাও ॥
এত বলি শীঘ্রগতি তুলিলেক ধনু।
দেখিয়া কীচক বীর ক্রোধে কাঁপে তনু ॥
কতদূরে ত্রিগর্ত্তেরে ফেলিল ঠেলিয়া।
চাপড় মারিয়া ধনু লইল কাড়িয়া ॥
পায়ে চাপি ধরি ধনু গুণ দিতে চায়।
কতদূরে পড়িল হইয়া মৃতপ্রায় ॥
মত্ত দশসহস্র মাতঙ্গ পরাক্রম।
ধনুকে দিবার গুণ না হইল ক্ষম ॥
শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর ॥
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোয়াইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হৈতে হীনবীর্য্য-তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কতদূরে রাজগণ-উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল, তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃত্যুপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড-তিন ॥

তবে একে-একে যত নৃপতি-সকল।
রুক্মী ভগদত্ত শল্য শাল্ব মহাবল॥
বাহ্লীক কলিঙ্গ কাশী ভোজ-নরপতি।
চন্দ্রসেন মদ্রসেন পৌরব প্রভৃতি॥
সত্যসেন সুষেণ রোহিত বৃহদ্বল।
দীর্ঘপিঙ্গকেশী দন্তবক্র মহাবল॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয়-প্রধান।
লক্ষ-লক্ষ নরপতি সবে বলবান্॥
একে-একে সবাই বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোয়াইতে কেহ না হইল ক্ষম॥
প্রাণপণে তুলিতে দুর্জ্জয় মহাধনু।
পরিশ্রমে সবে হৈল হতবীর্য্য তনু॥
কোথায় ধনুক পড়ে, কোথায় আপনি।
কোথা পড়ে কুণ্ডল মুকুট রত্নমণি॥
কাহার ভাঙ্গিল হাত ঘাড় স্কন্ধ নাক।
মুখে রক্ত উঠে কারো ঝলকে ঝলক॥
হাহাকার করে কেহ ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর-তনু যায় গড়াগড়ি॥
বড় বড় নৃপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান॥
প্রথমে বিন্ধিব বলি হৈল মহাগোল।
লজ্জায় কাহার মুখে নাহি সরে বোল॥
দম্ভ করি উঠিয়া বসিল অধোমুখে।
লজ্জিত হইয়া পৃষ্ঠ করিয়া ধনুকে॥
অজেয় জানিয়া সবে বিপুল ধনুক।
যত ক্ষত্রকুল সবে হইল বিমুখ॥
রাজগণ যখন হইল ভঙ্গিয়ান।
করযোড় করি বলে পাঞ্চাল-প্রধান॥
অবধান কর যত রাজার সমাজ।
স্বয়ম্বর করিয়া যে পাইলাম লাজ॥
নিমন্ত্রিয়া আনিলাম যত রাজগণ।
না হইল কার্য্যসিদ্ধি করি প্রাণপণ॥
সবে বলে, রাজা, তোর না বুঝি চরিত।
কভু নাহি দেখি হেন ধনু বিপরীত॥
বহুস্থানে এমত্ত আছয়ে লক্ষ্য পণ।
লক্ষ্য বিন্ধি সবে লইয়াছে কন্যাগণ॥
ঈদৃশ ধনুক কভু নাহি দেখি শুনি।
ধনুভরে মুর্চ্ছা হৈল সব নৃপমণি॥
বিন্ধিবার কাজ থাক, গুণ দিতে নারি।
আমা-সবা বিড়ম্বিতে করেছ চাতুরী॥
বহু ধনু দেখিয়াছি আমা-সবা জ্ঞানে।
হেন ধনু দেখি নাই, শুনি নাহি কাণে॥
মদ্ররাজ পূর্ব্বে কন্যা স্বয়ম্বর কৈল।
যোজনেক উচ্চ রাধাচক্র করে ছিল॥
তাহাতেও গুণ দিল কোন কোন জনা।
লক্ষ্য বিন্ধি বাসুদেব লভিল লক্ষণা॥
ভগদত্ত নৃপতির কন্যা ভানুমতী।
সেও এইমত পণ করিল নৃপতি॥
দুর্জ্জয় ধনুক কৈল জানে সর্ব্বজনা।
সে ধনু নহিবে এই ধনুর তুলনা॥
তাহাতেও গুণ দিয়াছেন রাজগণে।
কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধি কন্যা দিল দুর্য্যোধনে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল মুনি সম্বোধনে।
কহ, মুনি, কর্ণ লক্ষ্য বিন্ধিল কেমনে॥
কহ, শুনি ভানুমতী-স্বয়ম্বর-কথা।
কোন্ কোন্ রাজগণ গিয়াছিল তথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

● ভানুমতীর স্বয়ম্বর

মুনি বলে, অবধান কর নরপতি।
প্রাগ্‌জ্যোতিষে ভগদত্ত-কন্যা ভানুমতী॥
নৃপতি করিল সেই কন্যা স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনাইল সব নৃপবর॥
দুর্য্যোধন-শত-ভাই ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
কলিঙ্গ কামদ মৎস্য পাঞ্চালনন্দন॥

শাল্ব শিশুপাল দন্তবক্র পুরোজিৎ।
জয়দ্রথ মদ্র শল্য কৌশল-সহিত ॥
রাজচক্রবর্ত্তী জরাসন্ধ মহাতেজা।
স্বয়ম্বরে গেল আশী সহস্রেক রাজা ॥
হেনমতে রাজগণ করিল গমন।
ভগদত্ত নৃপতি করিল নিবেদন ॥
এইমত মৎস্য-লক্ষ্য উচ্চার্দ্ধ যোজন।
এই ধনুর্ব্বাণে বিন্ধিবেক যেই জন ॥
সেই লভিবেক মম কন্যা ভানুমতী।
এত বলি কন্যা আনাইল শীঘ্রগতি ॥
ভানুর প্রকাশে যেন তিমির-বিনাশ।
ভানুমতী-রূপে তথা করিল প্রকাশ ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল যত রাজগণ।
ষোড়শ-কলাতে যথা চন্দ্রের শোভন ॥
তবে যত রাজগণ উঠে একে একে।
কারো শক্তি গুণ দিতে নহিল ধনুকে ॥
জরাসন্ধ মহারাজ ধনুক লইয়া।
বহুকষ্টে দিল গুণ ধনু নোয়াইয়া ॥
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ এড়িল নৃপতি।
নারিল বিন্ধিতে লক্ষ্য তাহার শকতি ॥
লক্ষ্য পরশিয়া বাণ পড়িল ভূতলে।
সে লাজ পাইয়া ধনু হাত হৈতে ফেলে ॥
যত যত রাজগণ হইল বিমুখ।
কারো শক্তি নোয়াইতে নহিল ধনুক ॥
সবারে বিমুখ দেখি প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতি।
করযোড়ে কহে সব নৃপতির প্রতি ॥
কাহা হৈতে নহিল আমার প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর, কোন্ কর্ম্ম করিব এক্ষণ ॥
রাজগণ বলে, শক্তি নাহি মো-সবার।
উপায় করহ চিত্তে যে হয় বিচার ॥
যে পারিবে সে লইবে তোমার কুমারী।
কার শক্তি তারে কিছু বলিতে না পারি ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল ভগদত্ত।
অস্ত্রধারী হইয়া আছয়ে হেথা যত ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারিজাতি।
যে বিন্ধিবে লক্ষ্য, সে লভিবে ভানুমতী ॥
এই ভাষা পুনঃপুনঃ বলিল রাজন্।
শুনিয়া উঠিল তবে বীর বৈকর্ত্তন ॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার।
লক্ষ্যের উদ্দেশে বাণ করিল প্রহার ॥
মহাপরাক্রম কর্ণ হয় দুষ্টভেদী।
এক বাণে মৎস্যচক্র ফেলাইল ছেদি ॥
দেখি হৃষ্টমতি তবে হৈল ভানুমতী।
কর্ণগলে মালা দিতে যায় শীঘ্রগতি ॥
পিছু হৈয়া মাল্য দিতে কর্ণ নিবারিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্মিত হইল ॥
রহ রহ বলি ডাকে জরাসন্ধ রাজা।
শুনিয়া কুপিল সূর্য্যপুত্র মহাতেজা ॥
কর্ণ বলে, বিন্ধিলাম লক্ষ্য এ-সভাতে।
ভানুমতী আইল আমারে মালা দিতে ॥
মিত্রহেতু আমি তারে করিনু বারণ।
তুমি নিবারহ তারে কিসের কারণ ॥
জরাসন্ধ বলে, অর্দ্ধভাগী হই আমি।
মোর গুণ দিয়া ধনু বিন্ধিয়াছ তুমি ॥
গুণ দিলে ধনুকে অর্দ্ধেক হয় তার।
হয়, নয়, বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
এত শুনি কহিল যতেক নরপতি।
সত্য কহিলেন জরাসন্ধ মহীপতি ॥
গুণদাতা জনের অর্দ্ধেক অধিকার।
ভানুমতী-উপরেতে স্বামিত্ব দোঁহার ॥
এক্ষণে ইহার এই দেখি যে বিধান।
দোঁহাকার মধ্যে যে হইবে বলবান্ ॥
ভানুমতী কন্যা লভিবেক সেই জন।
এইমত কহিল সকল রাজগণ ॥
শুনি কর্ণ ডাকি বলে জরাসন্ধ-প্রতি।
মিথ্যা দ্বন্দ্ব অকারণে কর নরপতি ॥
বহুশক্তি দিলা গুণ করি প্রাণপণ।
নোয়াইতে ধনু তাহে নহিলে ভাজন ॥

কন্যালোভে দ্বন্দ্ব এবে কর অকারণে।
ইহার উচিত ফল পাবে মোর স্থানে॥
গুণ দিতে ধনু আমি পারি শতবার।
হেন লক্ষ্য বিন্ধিবারে কি শক্তি তোমার॥
আবার তথায় লক্ষ্য রাখ পুনঃ লৈয়া।
পুনঃ আমি বিন্ধিব ধনুকে গুণ দিয়া॥
নতুবা আইস দোঁহে করিব সমর।
এত বলি ডাকে বীর কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
শুনিয়া ধাইল জরাসন্ধ নরপতি।
দোঁহাকারে দোঁহে অস্ত্র বিন্ধে শীঘ্রগতি॥
নানা অস্ত্র কর্ণ বীর করে বরিষণ।
নিবারয়ে তাহা বৃহদ্রথের নন্দন॥
প্রাণপণে ঘোর যুদ্ধ হইল দোঁহার।
ধনু এড়ি গদা লৈল মগধ-কুমার॥
গদাযুদ্ধে অধিক কুশল মহারথ।
গদাঘাতে চূর্ণ সে করিল কর্ণরথ॥
সারথি তুরঙ্গ রথ আদি চূর্ণ হৈল।
লাফ দিয়া কর্ণ বীর ভূমিতে পড়িল॥
আর রথে চড়ি অস্ত্র করে বরিষণ।
সেই রথ চূর্ণ তবে করিল তখন॥
মার মার বলিয়া ভীষণ ঘোর ডাকে।
বায়ুবেগে গদা বীর ফিরায় মস্তকে॥
মেঘের বর্ষণাধিক কর্ণ অস্ত্র এড়ে।
গদায় ঠেকিয়া অস্ত্র ধূলি হৈয়া পড়ে॥
হেনমতে কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে দিব্য অস্ত্র এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
খণ্ড খণ্ড করি গদা কাটিয়া ফেলিল।
আর গদা লৈয়া বীর কর্ণে প্রহারিল॥
সেই গদা কাটি কর্ণ কৈল খান খান।
আর গদা লৈলা পুনঃ মগধ-প্রধান॥
পুনঃপুনঃ জরাসন্ধ যত গদা লয়।
তিল তিল করি কাটে সূর্য্যের তনয়॥
বহু গদা কাটা গেল, গদা নাহি আর।
কর্ণ-প্রতি বলে তবে মগধ-কুমার॥
আমি অস্ত্রহীন, তুমি হও অস্ত্রধারী।
অস্ত্র ত্যজি এস দোঁহে বাহুযুদ্ধ করি॥
শুনি কর্ণ সেইক্ষণে এড়ি ধনুঃশর।
বাহুযুদ্ধ করি দোঁহে ভূমির উপর॥
মুণ্ডে-মুণ্ডে ভুজে-ভুজে বুকে-বুকে তাড়ি।
চরণে-চরণে ছান্দি যায় গড়াগড়ি॥
পদাঘাত করাঘাত মুষ্টির প্রহার।
চট-চট শব্দ বাজে অঙ্গে দোঁহাকার॥
কোথায় পড়িল রত্ন-কণ্ঠহার ছিঁড়ি।
মাথার মুকুট গেল চূর্ণ হয়ে উড়ি॥
দোঁহাকার সংগ্রাম না হয় যে বিরাম।
পূর্ব্বে সীতাহেতু যেন রাবণ-শ্রীরাম॥
বসন্ত-সময় যেন হস্তিনী-কারণ।
দুই মত্ত দন্তীবল করে মহারণ॥
সূর্য্যের নন্দন কর্ণ সূর্য্য-পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি যেন কালান্তক যম॥
ভুজবলে জরাসন্ধে পাড়ে ভূমি' পরে।
বুকে হাঁটু দিয়া তার গলা চাপি ধরে॥
জরাসন্ধ-সঙ্কট দেখিয়া রাজগণ।
হাহাকার করিয়া করিল নিবারণ॥
হারি অপমান হৈয়া মগধের পতি।
আপনার দেশে গেল হৈয়া দুঃখমতি॥
তবে ভানুমতী লৈয়া ভানুর নন্দন।
দুর্য্যোধন-আগে লৈয়া দিল ততক্ষণ॥
হৃষ্ট হৈয়া দুই মিতে করে কোলাকুলি।
ভানুমতী লৈয়া গেল নিজ-দেশে চলি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কথোপকথন

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয়, কহ, মুনিবর।
তবে পুনঃ কি করিল পাঞ্চাল-ঈশ্বর॥

মুনি বলে, অবধান কর নৃপমণি।
পুনঃপুনঃ রাজগণ বলে কটুবাণী॥
উপহাস করিবারে নৃপতি-মণ্ডলে।
মিথ্যা স্বয়ম্বর করি নিমন্ত্রি আনিলে॥
আমা-সবা-মধ্যে বিন্ধে নাহি হেন জন।
কহ বিন্ধিবারে, তব যারে লয় মন॥
রাজগণ-বাক্য শুনি দ্রুপদ-কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে ভিতরে সভার॥
ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যতজন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ॥
হৌক বা না হৌক রাজা, না করি বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা, লক্ষ্য বিন্ধে শক্তি যার॥
পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন সবাকার আগে।
এইমত বচন বলিল ক্ষত্রভাগে॥
তবে রাম দৃষ্টি করে কৃষ্ণের বদন।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া তাঁরে বলে নারায়ণ॥
আমা-সবাকার ইথে নাহি কিছু কাজ।
অকারণে সভায় উঠিয়া পাব লাজ॥
বলভদ্র বলে, তবে রহি কি কারণ।
ব্যর্থ-স্বয়ম্বর কৈল পাঞ্চাল-রাজন্॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল একলক্ষ রাজা।
বিংশতি-দিবস সবাকার করে পূজা॥
কোন রাজা নোয়াইতে নারিল ধনুক।
তোমা হেন জন যাতে হইল বিমুখ॥
আর বা সংসার-মধ্যে আছে কোন্ জন।
এ লক্ষ্য বিন্ধিয়া কন্যা করিবে গ্রহণ॥
চল, অকারণে আর কেন রহি ইথি।
পঞ্চদশদিনে ছাড়িয়াছি দ্বারাবতী॥
গোবিন্দ বলেন, আজিকার দিন রহ।
লক্ষ্য বিন্ধিবার দেব, কৌতুক দেখহ॥
যেই বিন্ধে ইতিমধ্যে নাহি কোন ব্যক্তি।
এই লক্ষ্য বিন্ধিবারে আছে কার শক্তি॥
পৃথিবীর রাজা আছে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে।
ইন্দ্র যম কুবের প্রভৃতি দিকপালে॥

এ-লক্ষ্য বিন্ধিতে সবে এক জনে ক্ষম।
মনুষ্যলোকের শ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রম॥
শুনিয়া বলেন রাম বিস্মিত-বদন।
কহ কৃষ্ণ, এমত আছয়ে কোন্ জন॥
তিনলোকে বীর তার নহিবে সমান।
নরে শ্রেষ্ঠ তোমা-বিনা কেবা আছে আন॥
তোমা-আমা হৈতে শ্রেষ্ঠ আছে যে মনুষ্য।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর চিত্তে বড় হাস্য॥
অবর্ণিতরূপা কৃষ্ণা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
পূর্ণ-চন্দ্র জিনি মুখ, জাতিতে পদ্মিনী॥
এ-কন্যা লভিবে যেই পুরুষ উত্তম।
কহ কৃষ্ণ, আমা হৈতে অন্য কেবা ক্ষম॥
গোবিন্দ বলেন, দেব কর অবধান।
এ-লক্ষ্য বিন্ধিতে পার্থ-বিনা নাহি আন॥
ইন্দ্রের নন্দন সেই পাণ্ডব-মধ্যম।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে মাত্র সেই জন ক্ষম॥
রাম বলিলেন, শুন গোবিন্দের কথা।
তবে কৃষ্ণ, কি হেতু রহিবে আর এথা॥
এ তিন লোকের মধ্যে কেহ না পারিল।
যে পারিবে, দ্বাদশ বৎসর সে মরিল॥
আশ্চর্য্য লাগিল মম শুনি তব ভাষ।
অনুমানে বুঝি, কৃষ্ণ, কর উপহাস॥
অগ্নি মধ্যে পুড়িল যে পাণ্ডুর নন্দন।
তাহা বিনা লক্ষ্য বিন্ধে, নাহি হেন জন॥
তবে কে বিন্ধিবে লক্ষ্য, কহ নারায়ণ।
কি-হেতু রহিতে বল, না বুঝি কারণ॥
কৃষ্ণ বলে, পাণ্ডু-পুত্র পুড়ি নাহি মরে।
মহাবীর্য্যবন্ত তারা অবধ্য সংসারে॥
দেব হৈতে হৈল পঞ্চ কুন্তীর কুমার।
ভূমিভার নিবারিতে জন্ম সবাকার॥
তা-সবা মারিতে পারে কাহার শকতি।
কতকাল গুপ্তে গোঙাইল যথি তথি॥
এই সভা-মধ্যেতে আছয়ে পঞ্চজন।
শুনিয়া বিস্মিত হৈল রোহিণী-নন্দন॥

রাম বলিলেন, কহ অদ্ভুত কথন।
শুনিয়া আশ্চর্য্যযুক্ত হৈল মম মন॥
অগ্নিতে মরিল পুড়ে, বিখ্যাত ভুবনে।
এতকাল কোন্ দেশে বঞ্চিল গোপনে॥
কোন্ দেশে কোন্‌খানে আছে পঞ্চজন।
পার্থ লক্ষ্য বিন্ধিতে না উঠে কি-কারণ॥
এত শুনি বলিতে লাগিলা যদুবীর।
হের দেখ দ্বিজ-সভা মধ্যে যুধিষ্ঠির॥
এক্ষণে কেমনে বা উঠিবে ধনঞ্জয়।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে তারে কেহ নাহি কয়॥
যখন ব্রাহ্মণগণে দ্রুপদ বলিবে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে পার্থ তখনি উঠিবে॥
শুনিয়া চাহেন রাম যুধিষ্ঠির-পানে।
পিঙ্গল-মলিন-বস্ত্র বিরস-বদনে॥
তৈল-বিনা তাম্রবর্ণ লোমাবলি চুলি।
মাথে তাল-পত্র-ছত্র, স্কন্ধে ভিক্ষা-ঝুলি॥
রাম বলিলেন, কৃষ্ণ, কর অবধান।
ধর্ম্মশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির লোকেতে বাখান॥
তবে কেন হেন গতি দেখি যুধিষ্ঠিরে।
অনাহারে মহাক্লিষ্ট দুঃখিত-শরীরে॥
রাজা দুর্য্যোধন দেখি অতুল-বৈভব।
সভায় বসিয়া আছে দ্বিতীয় বাসব॥
গোবিন্দ বলেন, অবধান মহাশয়।
পাপাত্মা সে দুর্য্যোধন, জানিহ নিশ্চয়॥
পাপেতে পাপীর ধন বৃদ্ধি হয় নিতি।
পশ্চাতে হইবে সমূলেতে বিনশ্যতি॥
কালেতে অবশ্য জয় লভে ধর্ম্মিজন।
দুঃখ-সুখ কতকাল দৈবের লিখন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি যদুগণ।
সবাই ত্যজিল লক্ষ্য বিন্ধিবার মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

সকলকে লক্ষ্যভেদ করিতে ধৃষ্টদ্যুম্নের আহ্বান

পুনঃপুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ম্বর-স্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে॥
তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুর নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি॥
তুলিয়া ধনুকে ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধরি নত করিলেন মহাধনু॥
বল করি ধনু তুলি গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন॥
শুনহ পাঞ্চাল আর যত রাজভাগ।
সবে জান, আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ॥
কন্যাতে আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়েন ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর॥
শিখণ্ডী দ্রুপদ-পুত্র নপুংসক জাতি।
তার মুখ দেখি ধনু থুলা মহামতি॥
তবেত সভাতে ছিল যত রাজগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী॥
এত শুনি উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয়॥
শুভ্র-মলয়জ-লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে, পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ॥
ধনুক লইয়া দ্রোণ বলেন বচন।
যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন॥
আমা যোগ্যা নহে এই দ্রুপদ-কুমারী।
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধ-করণ

ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥

পৃষ্ঠা—১৮১

দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।
এত বলি ধরিয়া তুলিলা বামপাণি॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ বলেন আচার্য্য।
খসাইয়া দিব গুণ এ কোন্ আশ্চর্য্য॥
বিন্ধিতে যে শক্ত, তার গুণেতে কি ভয়।
দুইস্থানে অধিকারী দুর্য্যোধন হয়॥
তেঁই গুণ ঘুচাইতে নাহি প্রয়োজন।
বিশেষ ভীষ্মের দত্ত, নহে অন্য জন॥
তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ-রাজাতে॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধপথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে, মাত্র যায় এক বাণ॥
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্র-ছিদ্রপথে॥
অধোমুখে চাহিয়া থাকিবে মৎস্য-লক্ষ্য।
ঊর্দ্ধে বাণ বিন্ধিবেক, শুনিতে অশক্য॥
টানিয়া ধনুক দ্রোণ জলচ্ছায়ে চায়।
দেখিয়া হৃদয়ে চিন্তা করে যদুরায়॥
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণ মহাশয়।
নানাবিদ্যা অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণিত হৃদয়॥
বিশেষে সবার গুরু দ্রোণ ধনুর্ব্বেদ।
সকল লোকেতে খ্যাত, দৃষ্টে করে ভেদ॥
এ যে লক্ষ্য বিন্ধিবে, বিচিত্র নহে কথা।
এক্ষণে বিন্ধিবে লক্ষ্য, নাহিক অন্যথা॥
সুদর্শন-চক্রে আচ্ছাদেন চক্রধর।
মৎস্য-লক্ষ্য ঢাকি রহে সেই চক্রবর॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্রছিদ্রে বাণ এড়ে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হয়ে অধোমুখ॥

বাপের দেখিয়া লজ্জা ক্রোধে তবে দ্রৌণি।
তুলিয়া লইল ধনু ধরি বামপাণি॥
ধনু টঙ্কারিয়া বীর চাহে জলপানে।
আকর্ণ পূরিয়া চক্র-ছিদ্র পথে হানে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ উল্কার সমান।
রাধাচক্রে ঠেকিয়া হইল খান খান॥
দ্রোণ দ্রৌণি দোঁহে যদি বিমুখ হইল।
বিষম লজ্জার ভয়ে কেহ না উঠিল॥

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥
বামহস্তে ধরি ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ দিল বীরবর॥
টঙ্কারিয়া ধনুক যুড়িল বীর বাণ।
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিয়া সন্ধান॥
ছাড়িলেন বাণ বায়ুসম বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শন-চক্রে ঠেকি চূর্ণ হয়ে গেল।
তিলবৎ হয়ে বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ ধনু ভূতলে ফেলিয়া।
অধোমুখ হয়ে সভা-মধ্যে বসে গিয়া॥
ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর।
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদকুমার॥
দ্বিজ হৌক, ক্ষত্র হৌক, বৈশ্য-শূদ্র-আদি।
চণ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিবেক যদি॥
লভিবে দ্রৌপদী সেই, দৃঢ় মোর পণ।
এত বলি ঘন ডাকে পাঞ্চাল-নন্দন॥
কেহ আর নাহি যায় ধনুকের ভিতে।
একবিংশ দিন তথা গেল হেনমতে॥

দ্বিজসভা-মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি বসি আছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ-মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥
নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃপুনঃ ডাকে।
লক্ষ্য আসি বিন্ধহ, যাহার শক্তি থাকে॥

যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।
শুনি ধনঞ্জয় চিত্তে হইলা অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য, করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির-পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পেয়ে ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়া সে দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥
কোথাকারে যাহ দ্বিজ, কিসের কারণ।
সভা হৈতে উঠি যাহ কোন প্রয়োজন॥
অর্জ্জুন বলেন, যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হইয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুকে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে দ্বিজ চাহে কোন্ লাজে।
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে॥
বলিবেক ক্ষত্র যত লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে-কারণ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে, পাবে বহুধন॥
সে-সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর দ্বিজ, ইথে॥
অনর্থ না কর, বৈস আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এত বলি ধরি বসাইল দ্বিজগণ॥
পুনঃপুনঃ ডাকি বলে দ্রুপদ-তনয়।
শুনিয়া অস্থির-চিত্ত বীর ধনঞ্জয়॥
পুনঃ উঠিবারে পার্থ করিলেন মতি।
হেনকালে শঙ্খনাদ করেন শ্রীপতি॥
পাঞ্চজন্য-শঙ্খনাদে ত্রৈলোক্য পূরিল।
দুষ্ট রাজগণ শব্দ শুনি স্তব্ধ হৈল॥
শঙ্খনাদ শুনি পার্থে হইল উল্লাস।
ভয়াতুর জনে যেন পাইল আশ্বাস॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয়, ডাকে শঙ্খবর।
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে লভহ সত্বর॥
গোবিন্দ-ইঙ্গিতে উঠে ইন্দ্রের নন্দন।
পুনঃ গিয়া ধরিলেন যত দ্বিজগণ॥
দ্বিজগণ বলে, দ্বিজ হইলে বাতুল।
তব কর্ম্ম দেখি মজিবেক দ্বিজকুল॥
দেখিলে হাসিবে যত দুষ্ট ক্ষত্রগণ।
বলিবেক, লোভী এই যত দ্বিজগণ॥
সভা হৈতে সবাকারে দিবে খেদাইয়া।
পাবার থাকুক কার্য্য, লইবে কাড়িয়া॥
এত বলি ধরাধরি করি বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥
কি-কারণে দ্বিজগণ কর নিবারণ।
যার যত পরাক্রম, সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন॥
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা-সবার কি কাজ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে যান ধনঞ্জয় তবে॥
হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।
অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভা-মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাজয় হৈল রাজার সমাজ॥
সুরাসুর-জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
কন্যা দেখি দ্বিজ কিবা হইল অজ্ঞান।
বাতুল হইল কিংবা করি অনুমান॥
কিংবা মনে করিয়াছে, দেখি একবার।
পারিলে পারিব, নহে কি যাবে আমার॥
নির্লজ্জ ব্রাহ্মণে মোরা অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয়, অবশ্য তা দিব॥
কেহ বলে, ব্রাহ্মণেরে না বল এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এ জন॥

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল-আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ, মত্ত করিবর ॥
ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর-জানু সুবলিত ॥
বুকপাটা, দন্তছটা জিনিয়া দামিনী।
দেখি এরে ধৈর্য্য ধরে, কোথা কে কামিনী ॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত ॥
এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কাশী ভণে, কৃষ্ণ-জনে কি কর্ম্ম অশক্য ॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদে গমন

এইমত রাজগণ করিছে বিচার।
ধনুর নিকটে যান কুন্তীর কুমার ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া ধনুকে তিনবার।
শিবদাতা শিবে করিলেন নমস্কার ॥
বামকরে ধরি ধনু তুলিল অর্জ্জুন।
নোয়াইয়া ফেলিলেন কর্ণদত্ত গুণ ॥
পুনঃ গুণ দিয়া পার্থ দিলেন টঙ্কার।
সে-শব্দে কর্ণেতে তালি লাগিলা সবার ॥
গুরু প্রণমিব বলি চিন্তেন হৃদয়।
সাক্ষাৎ কিরূপে হবে, অজ্ঞাত-সময় ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য কহিলেন যে আমারে।
বাঞ্ছা যদি আমারে প্রণাম করিবারে ॥
আগে এক অস্ত্র মারি কর সম্বোধন।
অন্য অস্ত্র মারি পদে করিবা বন্দন ॥
সেই অনুসারে পার্থ চিন্তিলেন মনে।
ভূমিতলে নাহি স্থান লোকের ভিড়নে ॥
বিশেষ সবারে বিদ্যা দেখাবার তরে।
শূন্যে স্থাপিলেন অস্ত্র পবনের ভরে ॥
দুই অস্ত্র মারিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
বরুণ-অস্ত্রেতে ধৌত করিল চরণ ॥
আর অস্ত্র প্রণাম করিল গিয়া পায়।
আশীর্ব্বাদ করিলেন দ্রোণাচার্য্য তায় ॥
বিস্মিত হইয়া দ্রোণ চিন্তেন তখন।
মম প্রিয়শিষ্য এই হবে কোন জন ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ গঙ্গার কুমার।
তাঁরে করিলেন পার্থ শত নমস্কার ॥
দ্রোণ বলিলেন, দেখ শান্তনু-তনয়।
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ তোমারে প্রণময় ॥
ভীষ্ম বলে, আমি ক্ষত্র, ও হয় ব্রাহ্মণ।
আমারে প্রণাম করে কিসের কারণ ॥
দ্রোণ বলে, দ্বিজ এই না হয় কদাপি।
ক্ষত্রকুলশ্রেষ্ঠ এই ছদ্ম-দ্বিজরূপী ॥
যেই বিদ্যা দেখাইল তোমা-বিদ্যমানে।
মম-শিষ্য-বিনা ইহা অন্যে নাহি জানে ॥
বড় বড় রাজা ইহা কেহ নাহি জানে।
এ-বিদ্যা পাইবে কোথা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণে ॥
বিশেষ তোমাকে যে করিল নমস্কার।
তোমার বংশেতে জন্ম নিশ্চয় ইহার ॥
এখনি বিদিত ইহা হবে মুহূর্ত্তেকে।
কতক্ষণ লুকাইবে জ্বলন্ত পাবকে ॥
ভীষ্ম কহে, আমি হৃদে তাই ভাবিতেছি।
পূর্ব্বে আমি ইহারে কোথায় দেখিয়াছি ॥
নিরখিয়া ইহার সুচারু চন্দ্রমুখ।
কহনে না যায় যত জন্মিতেছে সুখ ॥
কহ কহ গুরু, যদি জানহ ইহারে।
কেবা এ, কাহার পুত্র, কিবা নাম ধরে ॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন, কহিতে আমি পারি।
স্বপক্ষ বিপক্ষ দেখি চিত্তে কিছু ডরি ॥

বিশেষে অনেক দিন মরিল যে-জনে।
দৃঢ় করি তার নাম লইব কেমনে॥
ভীষ্ম বলে, কহ গুরু, কি ভয় তোমার।
কে মরিল বহু দিন, কিবা নাম তার॥
দ্রোণ বলে, যে-বিদ্যা এ দেখাল সভায়।
পার্থ-বিনা মম ঠাঁই কেহ নাহি পায়॥
পূর্ব্বে আমি পার্থ-আগে কৈনু অঙ্গীকার।
শিষ্য না করিব কেহ সমান তোমার॥
সেই হেতু এ-বিদ্যা দিলাম ধনঞ্জয়ে।
আমারে দিলেন যাহা ভৃগুর তনয়ে॥
অশ্বত্থামা-আদি ইহা কেহ নাহি জানে।
তেঁই পার্থ বলি এরে লয় মম মনে॥
পার্থের শুনিয়া নাম ভীষ্ম শোকাকুল।
নয়নের জলে তিতে অঙ্গের দুকূল॥
কি বলিলা আচার্য্য, করিলা কোন্ কর্ম্ম।
জ্বালিলা নির্ব্বাণ-অগ্নি, দগ্ধ কৈলা মর্ম্ম॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি দেখি শুনি কাণে।
আর কোথা পাইব সে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
এত বলি ভীষ্মদেব করেন ক্রন্দন।
দ্রোণ বলিলেন, ভীষ্ম, ত্যজ শোকমন॥
নিশ্চয় জানিহ এই কুন্তীর নন্দন।
দেব হৈতে জন্মিল পাণ্ডব পঞ্চজন॥
পাণ্ডুপুত্র মরিয়াছে, কহে সর্ব্বজনে।
সে কথায় আমার প্রত্যয় নহে মনে॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তারা গেল তরি।
এই কথা ভাবি আমি দিবস-শর্ব্বরী॥
হেন নীতি-উক্তি আছে, মুনিগণ বলে।
পাণ্ডবের মরণ নাহিক ক্ষিতিতলে॥
এত শুনি ভীষ্ম বীর ত্যজিল ক্রন্দন।
দুইজনে কল্যাণ করেন হৃষ্টমন॥
যদি এই কুন্তীপুত্র হইবে ফাল্গুনি।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদ-নন্দিনী॥
তবে পার্থ প্রণমেন কৃষ্ণে যোড়হাতে।
পাঞ্চজন্যশঙ্খ-বাদ্য হয় যেই ভিতে॥
দেখিয়া কল্যাণ-বাক্য কহেন শ্রীপতি।
হাসিয়া বলেন তবে বলভদ্র প্রতি॥
অবধানে হের দেখ রেবতী-রমণ।
তোমারে প্রণমে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
কল্যাণ করহ, যেন পার্থ বিন্ধে লক্ষ্য।
শুনি বলভদ্রের কম্পয়ে হৃদি-বক্ষ॥
রাম বলিলেন, পার্থ বিন্ধিবেক লক্ষ্য।
কন্যা লৈয়া যাইবারে না হইবে শক্য॥
একা ধনঞ্জয়, এত সকল বিপক্ষ।
সসৈন্যেতে আসিয়াছে রাজা এক লক্ষ॥
অনুপমরূপা-কৃষ্ণা অনঙ্গমোহিনী।
সবাকার মন হরিয়াছে সে ভাবিনী॥
এই হেতু সবাই করিবে প্রাণপণ।
কন্যা লাগি দ্বন্দ্ব করিবেক রাজগণ॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ বলি পার্থে সবে জানে।
এত লোকে কি করিবে পার্থ এক জনে॥
কৃষ্ণ কন, অন্যায় করিবে দুষ্টগণ।
তুমি আমি বসিয়াছি কিসের কারণ॥
মম বিদ্যমানে যদি করে অত্যাচার।
জগন্নাথ-নাম তবে কি-হেতু আমার॥
জগৎজনের আমি অন্তে হই ত্রাতা।
দুর্ব্বলের বল আমি সর্ব্বফলদাতা॥
যদি আমি সমুচিত ফল নাহি দিব।
তবে কেন জগন্নাথ এ-নাম ধরিব॥
সুদর্শনে ছেদিব সকল দুষ্টমতি।
পূর্ব্বে যথা নিঃক্ষত্রিয়া কৈল ভৃগুপতি॥
বিশেষ করিতে নাশ অবনীর ভার।
তেঁই জন্ম অবনীতে হয়েছে আমার॥
গোবিন্দের বাক্যে রাম চিন্তান্বিত-মনে।
অর্জ্জুনে আশীষ করে কৃষ্ণের বচনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে সে সর্ব্বপাপে তরি॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যবিদ্ধ-করণ

তবে পার্থ প্রণময়ে ধর্ম্মের চরণে।
যুধিষ্ঠির বলিলেন চাহি দ্বিজগণে॥
লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণ প্রথমে কৃতাঞ্জলি।
কল্যাণ করহ তারে ব্রাহ্মণমণ্ডলী॥
শুনি দ্বিজগণ বলে স্বস্তি স্বস্তি বাণী।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৌক দ্রুপদ-নন্দিনী॥
ধনু লৈয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।
কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য, বলহ নিশ্চয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, এই দেখহ জলেতে।
চক্রছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য, তার মাণিক-নয়ন।
সেই মৎস্যচক্ষু বিন্ধিবে যেই জন॥
সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানি গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু ছেদিলেক অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভামধ্যে হৈল॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন সব নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল, রহ রহ যাজ্ঞসেনী॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ, সহজে হীনজাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি॥
মিথ্যা গোল কি-কারণে কর দ্বিজগণ।
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া চিত্তে উপরোধ করি।
ইহার উচিত ফল সদ্য দিতে পারি॥
পঞ্চক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিল কি না বিন্ধিল, কে করে নির্ণয়॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি লোকে জানাইল।
কহ দেখি, কোথা মৎস্য, কেমনে বিন্ধিল॥
তবে ধৃষ্টদ্যুম্নসহ যত দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জলে করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে বিন্ধিয়াছে, দুষ্টে বলে নয়।
ছায়া দেখি কি-প্রকারে হইবে প্রত্যয়॥
শূন্য হৈতে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি।
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চাল-নন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন-বীর বলেন বচন॥
অকারণে মিথ্যা-দ্বন্দ্ব কর কেন সবে।
মিথ্যাকথা কহে যে সে কার্য্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলক রহে ভালে।
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে॥
সর্ব্বকাল দিবস-রজনী নাহি রয়।
মিথ্যা মিথ্যা, সত্য সত্য, লোকে খ্যাত হয়॥
অকারণে মিথ্যা বলি করিলে ভণ্ডন।
লক্ষ্য কাটি পাড়িব, দেখুক সর্ব্বজন॥
একবার নয়, বলি সম্মুখে সবার।
যতবার বলিবে, বিন্ধিব ততবার॥
এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুকে।
কাটিয়া পাড়িল লক্ষ্য সভার সম্মুখে॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয়-জয়-শব্দ করে সকল ব্রাহ্মণ॥
হাতে দধিপাত্র-মাল্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
পার্থের নিকটে গেলা কৃতাঞ্জলি করি॥

দধিমাল্য দিতে পার্থ করেন বারণ।
দেখি অনুমান করে যত রাজগণ ॥
একজন-প্রতি আর জন দেখাইল।
হের দেখ বরিতে ব্রাহ্মণ নিষেধিল ॥
সহজে দরিদ্র দ্বিজ, অন্ন নাহি মিলে।
ছিন্ন চর্ম্মপাদুকা যুগল-পদতলে ॥
অতি সে দরিদ্র, জীর্ণবস্ত্র পরিধান।
তৈল-বিনা শির দেখ জটার আধান ॥
হেনজন-গৃহে নাহি রাজকন্যা শোভে।
এই-হেতু বরিতে না দিল ধনলোভে ॥
ব্রহ্মতেজে লক্ষ্য বিন্ধিলেক তপোবলে।
কি করিবে কন্যা, যার অন্ন নাহি মিলে ॥
ধনের প্রয়াস আছে ব্রাহ্মণের মনে।
চর পাঠাইয়া তত্ত্ব লহ এইক্ষণে ॥
এত বলি রাজগণ বিচার করিয়া।
অর্জ্জুনের স্থানে দূত দিলা পাঠাইয়া ॥
দূত বলে, অবধান কর দ্বিজবর।
রাজগণ পাঠাইল তোমার গোচর ॥
তাঁহাদের কথা দ্বিজ, করি নিবেদন।
তোমা-সম কর্ম্ম নাহি করে কোনজন ॥
দুর্য্যোধন রাজা এই কহেন তোমায়।
মুখ্যপাত্র করি তোমা রাখিব সভায় ॥
বহুরাজ্য-দেশ ধন নানারত্ন দিব।
একশত দ্বিজকন্যা বিবাহ করাব ॥
আর যাহা চাহ দিব, নাহিক অন্যথা।
মোরে বশ কর দিয়া দ্রুপদদুহিতা ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন-বীর অগ্নিপ্রায় জ্বলে।
দুই-চক্ষু রক্তবর্ণ চর-প্রতি বলে ॥
ওহে দ্বিজ, যেই-মত বলিলা বচন।
অন্য জাতি নহ, তুমি অবধ্য ব্রাহ্মণ ॥
সে-কারণে মোর ঠাঁই পাইলা জীবন।
এ-কথা কহিয়া বাঁচে অন্য কোন্ জন ॥
আর তাহে দূত তুমি, কি দোষ তোমার।
মম দূত হয়ে তথা যাহ পুনর্ব্বার ॥
দুর্য্যোধন-আদি যত কহ রাজগণে।
অভিলাষ তা-সবার থাকে যদি ধনে ॥
আমি দিব তা-সবারে পৃথিবী জিনিয়া।
কুবেরের নানারত্ন দিব যে আনিয়া ॥
তোমা-সবাকার ভার্য্যা মোরে দেহ আনি।
এই কথা সভাস্থলে কহিবা আপনি ॥
শুনিয়া সত্বরে তবে গেল দ্বিজবর।
কহিল বৃত্তান্ত সব রাজার গোচর ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিলে জ্বলে।
এত শুনি রাজগণ ক্রোধে তারে বলে ॥
দেখ হেন মতিচ্ছন্ন হৈল বামনার।
হেন বুঝি, লক্ষ্য বিন্ধি করে অহঙ্কার ॥
রাজগণে এতাদৃশ বচন কুৎসিত।
দিবারে উচিত হয় শাস্তি সমুচিত ॥
রাজগণে এতাদৃশ কুৎসিত বচন।
প্রাণে আশা থাকিতে কহিবে কোন্ জন ॥
দ্বিজজাতি বলিয়া মনেতে করে দাপ।
হেন জনে মারিলে নাহিক কিছু পাপ ॥
এমন কদর্য্য-ভাষা কার প্রাণে সহে।
বিশেষ এ স্বয়ম্বর ব্রাহ্মণের নহে ॥
ক্ষত্র-স্বয়ম্বর, ইথে দ্বিজের কি কাজ।
দ্বিজ হ'য়ে কন্যা লবে, ক্ষত্রকুলে লাজ ॥
এমত কহিয়া যদি রহিবে জীবন।
এই মতে দুষ্ট তবে হবে দ্বিজগণ ॥
সে-কারণে ইহারে যে ক্ষমা করা নয়।
অন্য স্বয়ম্বরে যেন এমত না হয় ॥
দেখহ দুর্দ্দৈব হের দ্রুপদ রাজার।
আমা-সবা নাহি মানে করি অহঙ্কার ॥
মহারাজগণ ত্যজি বরিল ব্রাহ্মণে।
হেন কুৎসিত কর্ম্ম সহে কার প্রাণে ॥
অমর-কিন্নর-নরে যে কন্যা বাঞ্ছিত।
দরিদ্র ব্রাহ্মণে দিবে একি অনুচিত ॥
মারহ দ্রুপদে আজি পুত্রের সহিত।
মার এই ব্রাহ্মণেরে, বধে নাহি ভীত ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জ্জুনের সহিত রাজগণের যুদ্ধ

যার যেবা অস্ত্র লয়ে যত রাজগণ।
জরাসন্ধ শল্য শাল্ব কর্ণ দুর্য্যোধন॥
শিশুপাল দন্তবক্র কাশী-নরপতি।
রুক্মী ভগদত্ত ভোজ কলিঙ্গ প্রভৃতি॥
চিত্রসেন মদ্রসেন চন্দ্রসেন রাজা।
নীলধ্বজ রোহিত বিরাট মহাতেজা॥
ত্রিগর্ত্ত কীচক বাহু সুবাহু নৃপাল।
অনুপেন্দ্র মিত্রবৃন্দ সুষেণ ভূপাল॥
যার যে লইয়া অস্ত্র ভুপতিমণ্ডল।
নানা অস্ত্র ফেলে যেন বরিষার জল॥
খট্টাঙ্গ ত্রিশূল জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
শেল শূল চক্র গদা মুষল মুদ্গার॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
তাদৃশ নৃপতিগণ করে অস্ত্রবৃষ্টি॥
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী কম্পিত হৃদয়।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে কহে সবিনয়॥
না দেখি যে, দ্বিজবর, ইহার উপায়।
বেড়িলেক রাজগণ সমুদ্রের প্রায়॥
ইথে কি করিবে মম পিতার শকতি।
জানিলাম নিশ্চয় যে নাহিক নিষ্কৃতি॥
অর্জ্জুন বলেন, তুমি রহ মম কাছে।
দাঁড়াইয়া নির্ভয়ে দেখহ রহি পাছে॥
কৃষ্ণা বলিলেন, দ্বিজ, অপূর্ব্ব কাহিনী।
একা তুমি কি করিবে, লক্ষ নৃপমণি॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বলে, দেখ গুণবতি।
একা আমি বিনাশিব সব নরপতি॥
একার প্রতাপ তুমি না জানহ সতি।
একা সিংহে নাহি পারে অজার সংহতি॥
একেশ্বর গরুড় সকল পক্ষী নাশে।
একেশ্বর পুরন্দর দানব বিনাশে॥
একা ব্যাঘ্র নাশ করে লক্ষ মৃগ ক্ষুদ্র।
একা শেষ বিষধর মথিল সমুদ্র॥
একা হনুমান যথা দহিলেক লঙ্কা।
সেই মত নৃপগণে নাশিব, কি শঙ্কা॥
এত বলি অর্জ্জুন কৃষ্ণারে আশ্বাসিয়া।
ধনুর্গুণ সন্ধান করেন টঙ্কারিয়া॥
তবেত দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্যজিৎ॥
মুহূর্ত্তেকে যুদ্ধ করি নারিল সহিতে।
ভঙ্গ দিয়া সসৈন্যে পলায় চতুর্ভিতে॥
একেশ্বর অর্জ্জুনে বেড়িল নৃপগণ।
দেখি ওষ্ঠ কামড়ায় পবন-নন্দন॥
অনুমতি লইতে রাজার পানে চায়।
দেখিয়া সম্মত হইলেন ধর্ম্মরায়॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই, অনর্থ হইল।
এক লক্ষ রাজা একা অর্জ্জুনে বেড়িল॥
শীঘ্র যাহ ভীমসেন, আনহ অর্জ্জুনে।
দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধায় বৃকোদর।
উপাড়িয়া নিল এক দীর্ঘ তরুবর॥
অতি উচ্চ তরুবরে নিষ্পত্র করিয়া।
বায়ুবেগে সৈন্যমধ্যে প্রবেশিল গিয়া॥
ক্ষত্রগণ-চেষ্টা দেখি ক্রোধে দ্বিজগণ।
পাছে পাছে ভীমের ধাইল সর্ব্বজন॥
হের দেখ ক্ষত্রিয় পাপিষ্ঠ দুরাচার।
সভামধ্যে লক্ষ্য দ্বিজ বিন্ধিল আমার॥
লক্ষ্য বিন্ধিবারে শক্য নহিল তখন।
এবে দ্বন্দ্ব করে হেরি একাকী ব্রাহ্মণ॥
এমত অন্যায় বল কার প্রাণে সয়।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিব, সব দ্বিজ কয়॥
মারিব মরিব আজি, করিব সমর।
হেন কর্ম্ম সহিবে কাহার কলেবর॥

এত বলি দ্বিজগণ দণ্ড লয়ে করে।
মৃগচর্ম্ম দৃঢ় করি বান্ধি কলেবরে॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ ধাইল বায়ুবেগে।
হাতে ঠেঙ্গা করিয়া নৃপতিগণ-আগে॥
দেখিয়া বলেন পার্থ করি কৃতাঞ্জলি।
মাথায় লইয়া দ্বিজগণ-পদধূলি॥
তোমরা আইলা দ্বন্দ্বে কিসের কারণ।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখহ সর্ব্বজন॥
যাহারে করহ ভস্ম মুখের বচনে।
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব নহে সুশোভনে॥
তোমা-সবাকার মাত্র চরণ-প্রসাদে।
দুষ্টক্ষত্রগণেরে মারিব অপ্রমাদে॥
যে-প্রকার দুষ্টাচার করিয়াছে সবে।
তাহার উচিত শাস্তি এইক্ষণে পাবে॥
এত বলি নিবারণ করি দ্বিজগণ।
রাজগণ-প্রতি ধায় ইন্দ্রের নন্দন॥
হাসিয়া বলেন রাম, দেখ ভগবান্।
পূর্ব্বে যেই কহিয়াছি, হৈল বিদ্যমান॥
এই দেখ, লক্ষ রাজা একত্র হইয়া।
বেড়িলেক অর্জ্জুনেরে সৈন্য সব লৈয়া॥
একা পার্থ প্রবোধিবে কত শত জনে।
প্রতিকার ইহার না দেখি যে নয়নে॥
প্রতিজ্ঞা করিল সব মিলি রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
রামের বচন শুনি দুঃখিত গোবিন্দ।
নয়ন-যুগল যেন বিকচারবিন্দ॥
ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ করেন উত্তর।
যে বলিলা, সত্য দেব যাদব-ঈশ্বর॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল এক জনে।
কেমনে জিনিবে সেই মনুষ্য-পরাণে॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম জ্ঞাত নহ তুমি।
মুহূর্ত্তে জিনিতে পারে সসাগরা ভূমি॥
মনুষ্য যতেক আর সুরাসুরসহ।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যদি করয়ে কলহ॥
দুর্গম বনেতে যেন মদমত্ত বাঘ।
তারে কি করিতে পারে রাজগণ-ছাগ॥
কহিলা যে প্রতিজ্ঞা করিল রাজগণে।
দ্বিজে মারি কন্যা দিবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
নর কোথা করে চন্দ্র ধরিবারে পারে।
ব্যাঘ্রমুখে আমিষ শৃগাল কোথা ধরে॥
তবে যদি অর্জ্জুনেরে ন্যূনতা দেখিব।
সুদর্শন-চক্রে আমি সবারে ছেদিব॥
শুনি রাম হইলেন সভয়-অন্তর।
নিজ শিষ্য দুর্য্যোধন অতি-প্রিয়তর॥
পাণ্ডবের শত্রু, ক্রোধ আছয়ে অন্তরে।
এই ছল করি কৃষ্ণ পাছে বধ করে॥
চিন্তিয়া বলেন কৃষ্ণে রেবতী-রমণ।
আমা সবাকার দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
বিশেষ আপনি বল, পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবেক নৃপতিসকল॥
সেই কথা পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
অভ্যন্তরে থাকি যুদ্ধ দেখহ আপনে॥
গোবিন্দ বলেন, আমি না যাইব রণে।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করিব কখনে॥
একা পার্থে জিনে, হেন নাহি ত্রিভুবনে।
হয়, নয়, এখনি দেখিবা বিদ্যমানে॥
সুমেরু টলিবে, শুষিবেক সিন্ধুজল।
শীতল হইয়া যদি যায় দাবানল॥
পশ্চিমে উদয় যদি দিনমণি হবে।
তথাপি অর্জ্জুনে কেহ রণে না পারিবে॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
নিঃশব্দে রহেন রাম হইয়া বিমন॥
এক লক্ষ নৃপতি বেড়িল চতুর্দ্দিকে।
নাহিক সম্ভ্রম পার্থ, সিংহ যেন মৃগে॥
হিমাদ্রি-পর্ব্বত-প্রায় আছে মহাবীর।
সমুদ্রসদৃশ বুদ্ধি অত্যন্ত গভীর॥
জন্তুগণমধ্যে যেন কালান্তক যম।
ইন্দ্রের নন্দন বীর ইন্দ্র-পরাক্রম॥

বৃক্ষ যেন বৃষ্টিধারা মাথা পাতি লয়।
তাদৃশ অর্জ্জুন-অঙ্গে বাণ বৃষ্টি হয় ॥
অপূর্ব্ব সমর দেখি যতেক অমর।
অর্জ্জুন-কারণে হৈল চিন্তিত-অন্তর ॥
একা পার্থ কোটি-কোটি বেড়িল বিপক্ষ।
হাতে আছে তিন অস্ত্র বিন্ধিবারে লক্ষ্য ॥
পুত্রের সাহায্য-হেতু দেবরাজ তূর্ণ।
পাঠাইয়া দিল তূণ অস্ত্রগণ-পূর্ণ ॥
বৈজয়ন্তী-মালা ইন্দ্র দিলেন প্রসাদ।
হৃষ্ট হৈয়া অর্জ্জুন ছাড়েন সিংহনাদ ॥
টঙ্কারিয়া ধনুক এড়েন অস্ত্রগণ।
নিমিষেকে শরবৃষ্টি করেন বারণ ॥
যেন মহাবাতাসে উড়ায় মেঘমালা।
সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিল বেলা ॥
শিশুগণমধ্যে যেন করে গেণ্ডুলীলা।
যুদ্ধে বীর তাদৃশ করেন নানা খেলা ॥
দাবাগ্নি নিবৃত্ত যেন হৈল বৃষ্টিজলে।
নিমিষে করেন পার্থ শান্তি সে-সকলে ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুমত।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে অবিরত ॥

● দ্বিজগণের সহিত ক্ষত্রগণের যুদ্ধ

প্রলয়ের কালে যেন উথলে সাগর।
মার-মার-শব্দে ডাকে যত নৃপবর ॥
চতুর্দ্দিকে সবাকার মুখে এই রব।
রহ রহ দুষ্টমতি দ্বিজগণ সব ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ মুখে ঘোর নাদ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ গণিল প্রমাদ ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজ সব।
হের দেখ, অন্তে যেন উথলে অর্ণব ॥
উঠ উঠ দ্বিজবর, চলহ সত্বর।
নির্ভয় রয়েছ, মনে নাহি কিছু ডর ॥
মরিবার হেতু দুষ্টে সঙ্গে এনেছিলা।
আপনি মরিলা, সব দ্বিজে দুঃখ দিলা ॥
ক্ষত্ররাজগণ সহ হইল বিবাদ।
আছুক দক্ষিণা, প্রাণে পড়িল প্রমাদ ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ, চলহ সত্বর।
অনর্থ করিল আজি এই দ্বিজবর ॥
ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম কি ব্রাহ্মণগণে শোভে।
রাজকন্যা দেখি লক্ষ্য বিন্ধিলেক লোভে ॥
এথায় রহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
ওই শুন দ্বিজে মার, ডাকে ক্ষত্রগণ ॥
পলাহ পলাহ দ্বিজ চলহ সত্বর।
এত বলি চলিল যতেক দ্বিজবর ॥
প্রাণ লয়ে পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ।
ঊর্দ্ধমুখে ধাইয়া পলায় মুনিগণ ॥
বিংশতি-সহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ-শত শিষ্য লয়ে ধায় কৌণ্ড ॥
বাইশ-সহস্র শিষ্য লৈয়া যান ব্যাস।
ধাইল পৌলস্ত্য-মুনি হ'য়ে ঊর্দ্ধশ্বাস ॥
ষষ্টিদশ-শত শিষ্যে পলায় দুর্ব্বাসা।
দ্বাদশ-সহস্রে গর্গ, নাহি স্ফুরে ভাষা ॥
পঞ্চবিংশ-সহস্রেতে পরাশর মুনি।
চতুর্দ্দিকে ধায় সবে, নাহি সরে বাণী ॥
দ্বন্দ্ব দেখি হরষিত দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
ঘন করতালি দিয়া নাচেন উল্লাসী ॥
লাগ-লাগ বলিয়া সঘনে ডাক ছাড়ে।
ক্ষণে-ক্ষণে সকল রাজারে গালি পাড়ে ॥
ব্যর্থ ক্ষত্রকুলে জন্ম, ব্যর্থ তোমা সব।
একা দ্বিজ করিল সকলে পরাভব ॥
কন্যা লৈয়া যায় যদি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কোন্ লাজে লোকে তোরা দেখাবি বদন ॥
এত বলি ঊর্দ্ধবাহু নাচে তপোধন।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, না যায় লিখন ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি ইন্দ্রের কুমার।
নিজ অস্ত্রে রাজগণে করেন প্রহার ॥

কাহারো কাটিল ধনু, কারো কাটে গুণ।
কাহারো কাটিল খড়্গ, কারো কাটে তূণ॥
কাহারো কাটিল রথ, কাহারো সারথি।
কাহারো কাটিল শর শেল শূল শক্তি॥
নিরস্ত্র করিয়া তবে যত রাজচয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয়॥
মুখে যুগ্ম, ভুজে চারি, চারি যুগ্ম পায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে গড়াগড়ি যায়॥
রথ ফিরাইয়া যত রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল চতুর্দ্দিকে যত নরপতি॥
পাছু-পানে চাহি পার্থ কৃষ্ণারে আশ্বাসে।
পাছে থাকি কর্ণ-বীর খল-খল হাসে॥
কি কর্ম্ম করিস্ দ্বিজ, মুখে নাহি লাজ।
পরনারী সম্ভাষহ কেন সভামাঝ॥
আপনার ভার্য্যা আগে করহ ব্রাহ্মণ।
তবে কৃষ্ণা-সহ কর কথোপকথন॥
এ অদ্ভুত কারে কহি উপহাস-কথা।
ভিক্ষুক হইয়া ইচ্ছে রাজার দুহিতা॥
নেউটিয়া দেখি পার্থ রাধার নন্দনে।
কহিলেন, ওহে কর্ণ, আছত জীবনে॥
অরে কর্ণ দুরাচার, ধন্য তোর প্রাণ।
জীয়ন্ত আছিস তুই খেয়ে মম বাণ॥
কর্ণ বলে, দ্বিজবর বুঝি কথা কহ।
কোন্ দেশে ঘর তব, আমা না জানহ॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া আমি করি উপরোধ।
কার প্রাণ জীয়ে, আমি করিলে রে ক্রোধ॥
কর্ণ-বাক্য শুনি পার্থ কহিলেন তারে।
দ্বিজ আমি এই কথা কে বলিল তোরে॥
যুদ্ধভয় করি বুঝি কহ এই কথা।
দুর্য্যোধনে ভাণ্ডি রাজ্য খাও তুমি বৃথা॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
নাহি যুদ্ধ তার সনে, যেই রণে ভীত॥
ক্ষত্রনীতি আছে এই শাস্ত্রের বিধান।
যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান॥
তুমি বড় ধর্ম্মপর, ব্রহ্মবধে ভয়।
তেঁই একজনেরে বেড়িলা রাজচয়॥
হারিয়া এখন বল করি উপরোধ।
কে বলিল তোমারে করিতে শান্ত ক্রোধ॥
যত শক্তি আছে, তব নাহি কর ক্ষমা।
ব্রাহ্মণ বলিয়া তুমি না জানিহ আমা॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণ কোপে জ্বলে
নানাবর্ণ অস্ত্র বীর পার্থ 'পরে ফেলে॥
কর্ণ-ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
হাতে বৃক্ষ উপনীত বীর বৃকোদর॥
মার মার বলি অস্ত্র ফেলে অতি বেগে।
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয়ে মেঘে॥
মুষল মুদ্গর শেল শূল শক্তি জাঠি।
গদা চক্র পরশু ভুশুণ্ডি কোটি-কোটি॥
মার মার বলি সবে চতুর্দ্দিকে ডাকে।
বৃষ্টিবৎ নানা অস্ত্র ফেলে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
শরজালে আচ্ছাদিল বীর বৃকোদর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর॥
বায়ুর নন্দন ভীম, বায়ু-পরাক্রম।
অজাযুদ্ধে ক্রুদ্ধ যেন ব্যাঘ্র করে ক্রম॥
পরম-আনন্দ যার পাইলে সংগ্রাম।
এত অস্ত্র প্রহারে তিলেক নাহি শ্রম॥
সংগ্রাম, আহার আর রমণী-রমণে।
তিন ঠাঁই ভঙ্গ যার না হয় কখনে॥
অনলের তেজ যেন ঘৃত দিলে বাড়ে।
ক্রোধেতে উথলে ভীম যত অস্ত্র পড়ে॥
জন্তুগণ-মধ্যে যেন যুগান্তের অন্ত।
ভীম বিহরয়ে যেন দেখি সন্ধ্যাকান্ত॥
প্রলয়ের মেঘরাজি জিনিয়া গর্জ্জন।
বৃক্ষ ঘুরাইয়া অস্ত্র করে নিবারণ॥
আথালি পাথালি বীর মারে বৃক্ষ-বাড়ি।
সহস্র সহস্র চূর্ণ হয় ভূমে পড়ি॥
ভাঙ্গিল অনেক রথ রথী অশ্ব ধ্বজ।
সহস্র সহস্র ঘোড়া লক্ষ লক্ষ গজ॥

দক্ষিণে বামেতে বীর ধায় আগে-পাছে।
মুহূর্ত্তেকে বহু সৈন্য নিপাতিল গাছে॥
মুখ তুলি বৃকোদর যেই ভিতে চায়।
পলায় সকল সৈন্য, তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুজল-মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে।
দানবের মধ্যে যেন, দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড-হাতে যম যেন, বজ্র-হাতে ইন্দ্র।
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্যে যায় খেদি।
দুই দিকে তট যেন, মধ্যে হয় নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা॥
ব্যাঘ্র যেন দেখি যায় ছাগলের পাল।
পলায় সকল রাজা নাহি বান্ধে আল॥
সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ।
বিংশ-অক্ষৌহিণীপতি ধায় জরাসন্ধ॥
একাদশ-অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন।
সপ্ত-অক্ষৌহিণীপতি বিরাট রাজন্॥
পঞ্চ-অক্ষৌহিণীপতি যায় শিশুপাল।
নব-অক্ষৌহিণীপতি কলিঙ্গ-ভূপাল॥
বিন্দ অনুবিন্দ চারি-অক্ষৌহিণীপতি।
কোথা গেল রথগজ-তুরঙ্গ-পদাতি॥
একা-একি প্রাণ লৈয়া সবাই পলায়।
আইল আইল বলি পাছে নাহি চায়॥
মুকুট পড়িল খসি, হাতের ধনুক।
তুলিয়া লইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে পাছে নাহি দেখে।
মার মার বলিয়া সে ভীমসেন ডাকে॥
শরণ লইনু তারে মারে আছাড়িয়া।
পলাইলে রক্ষা নাই, মারয়ে তাড়িয়া॥
পলায় নৃপতিগণ না দেখে নিষ্কৃতি।
উঠিল গর্জ্জিয়া পরে মদ্র-অধিপতি॥

নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কোপে বৃক্ষ প্রহারয়ে বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া গেল।
লাফ দিয়া শল্য রাজা ভূমিতে পড়িল॥
হয় রথ চূর্ণ হৈল বৃক্ষের প্রহারে।
গদা লৈয়া শল্য রাজা ভূমির উপরে॥
গদাহস্তে শল্য রাজা তরুহস্তে ভীম।
দোঁহাকার মহাযুদ্ধ হইল অসীম॥
কৌতুক দেখয়ে সবে থাকিয়া অন্তরে।
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে চারিভিতে ফিরে॥
পর্ব্বত-উপরে যেন পড়িল পর্ব্বত।
সর্ব্বরাজগণ দেখি মানিল অদ্ভুত॥
পর্ব্বত-উপরে যেন বজ্রাঘাত হৈল।
সেইমত দোঁহাকার শব্দেতে পূরিল॥
পর্ব্বত পড়য়ে যেন পর্ব্বত-উপরে।
মহাশব্দে প্রহারে দোঁহার কলেবরে॥
উভ মত্তহস্তী যেন পর্ব্বত-উপর।
উভ মত্ত বৃষ যেন গোষ্ঠের ভিতর॥
প্রলয়ের মেঘ যেন দোঁহার গর্জ্জন।
ঘন ঘন হুহুঙ্কারে কাঁপে সর্ব্বজন॥
বিপরীত দোঁহার দন্তের কড়মড়ি।
ভূমিকম্প চরণে, চলনে তড়বড়ি॥
এই মত কতক্ষণ হইল সমর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বীর বৃকোদর॥
বৃক্ষের প্রহারে রথ চূর্ণ হৈয়া যায়।
দেখিয়া সকল রাজা অমনি পলায়॥
ঘুরাইয়া বৃক্ষ প্রহারিল সব্য-হাতে।
খসিয়া পড়িল গদা গুরুতরাঘাতে॥
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর।
লাফ দিয়া ধরে তারে পবন-কুমার॥
শল্যেরে ধরিল ভীম ভূমে ফেলি বৃক্ষে।
পায় ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরীক্ষে॥
দেখিয়া হাসয়ে যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
টিটকারি দিয়া নাচে দিয়া করতালি॥

আরে দুষ্ট ক্ষত্রগণ, যে কর্ম্ম করিলা।
তাহার উচিত ফল হাতেতে পাইলা॥
দয়াযুক্ত হয়ে তবে যতেক ব্রাহ্মণ।
ছাড় ছাড় বলিয়া করিল নিবারণ॥
এই মদ্রপতি সদা ব্রাহ্মণে সেবয়।
সে-কারণে মারিবারে উচিত না হয়॥
শল্য হৈল মৃতপ্রায়, হারাইল জ্ঞান।
আর দুই তিন পাকে ছাড়িত পরাণ॥
শুনি ভীম অনেক দ্বিজের উপরোধ।
বিশেষে মাতুল জানি ত্যাগ কৈল ক্রোধ॥
মৃতপ্রায় দেখি শল্যে ভীম ছাড়ি দিল।
দেখিয়া সকল রাজা বিস্ময় মানিল॥
বাহুযুদ্ধে শল্যে জিনে নাহিক সংসারে।
এক হলধর আর বৃকোদর পারে॥
মনুষ্যের কর্ম্ম নয়, জানিল নিশ্চয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
প্রাণ লয়ে পলায় যতেক নরবর।
খেদাড়িয়া পাছে ধায় বীর বৃকোদর॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুমত।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে অবিরত॥

● কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

অর্জ্জুন-কর্ণের যুদ্ধ লোকেতে ভীষণ।
করিলেন যুদ্ধ যেন শ্রীরাম-রাবণ॥
যেন বৃত্র-বৃত্রহা মাধব-উমাধব।
বালি-সুগ্রীবরে কিংবা গজেন্দ্র-কচ্ছপ॥
নানা অস্ত্রে দুইজন দোঁহারে খেদায়।
দূরে রহি রাজগণ দাণ্ডাইয়া চায়॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ।
একবাণে সৃজিলেন শত শত সাপ॥
মহাশব্দে আসে সর্প যুড়িয়া আকাশ।
দেখিয়া নৃপতিগণে লাগিল তরাস॥
হাসিয়া গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ।
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ॥
শত শত খগবর উড়য়ে আকাশে।
ভুজঙ্গ গিলিয়া পার্থে গিলিতে আইসে॥
অগ্নি-অস্ত্র এড়ি পার্থ করেন অনল।
আগুনে পক্ষীর পক্ষ পুড়িল সকল॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি কর্ণের উপর।
দেখি কর্ণ এড়িলেক অস্ত্র জলধর॥
বৃষ্টি করি নিবারণ কৈল বৈশ্বানর।
মুষলধারায় জল বর্ষে পার্থোপর॥
পুনরপি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
বৃষ্টি নিবারিতে এড়িলেন দিব্য বাণ॥
বায়ু-অস্ত্র মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
উড়াইলা জল-অস্ত্র পার্থ বলবান্॥
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইল যত মেঘচয়।
মহাবাতে কাঁপাইল রবির তনয়॥
সান্ধিয়া আকাশ-অস্ত্র সংহারিল বাত।
এইমত দুইজনে হয় অস্ত্রাঘাত॥
সূচীমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমর।
জাঠা জাঠি শক্তি শেল মুষল মুদ্গর॥
নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে।
মুষলধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখি যে আর।
দিবা-দুই প্রহরে হইল অন্ধকার॥
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর।
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন।
কহ তুমি ছদ্মবেশী সত্য কি ব্রাহ্মণ॥
কিংবা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ।
কিংবা তুমি জগন্নাথ কিংবা বিরূপাক্ষ॥
কিংবা তুমি ধনুর্ব্বেদী কিংবা তুমি রাম।
কিংবা তুমি জীবন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম॥
এত জন মধ্যে তুমি বল কোন্ জন।
মোর ঠাঁই অন্য কে জীয়েক এতক্ষণ॥

এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
কি হবে আমার তোরে দিলে পরিচয় ॥
মম পরিচয়ে তোর হবে কোন্ কাজ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি, তুমি, মহারাজ ॥
একা দেখি বেড়িলা লইয়া লক্ষ লক্ষ।
হারি পরিচয় মাগ হইয়া অশক্য ॥
যদি প্রাণে ভয় হয়, যাহ পলাইয়া।
কাতরে না মারি আমি, দিলাম ছাড়িয়া ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি আরুণি কুপিত।
অরুণ-নয়ন-যুগ্ম ঘোরে বিপরীত ॥
অরুণ-অঙ্গজ বীর অরুণ-প্রতাপে।
অরুণ-সদৃশ বাণ বসাইল চাপে ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়িলেক বাণ।
অর্দ্ধপথে অর্জ্জুন করেন খান খান ॥
যত অস্ত্র ফেলে কর্ণ তত অস্ত্র কাটি।
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়েন কিরীটী ॥
চারি বাণে কাটেন রথের চারি হয়।
সারথি কাটেন তার বীর ধনঞ্জয় ॥
বিরথী হইল কর্ণ যুদ্ধের ভিতর।
দেখি হাহাকার করে সব নৃপবর ॥
কর্ণ-রক্ষাহেতু সব বেড়িল অর্জ্জুনে।
অর্জ্জুন করেন অস্ত্র-বরিষণ রণে ॥
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর-তেজ যেন সব ঠাঁই লাগে ॥
সবাকার অঙ্গে অস্ত্র করেন প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার ॥
কাহারো কাটেন মুণ্ড কুণ্ডল-সহিত।
নাসা-শ্রুতি কাটেন দেখিতে বিপরীত ॥
ধনুর সহিত কাটিলেন বাম হাত।
গড়াগড়ি যায় কেহ বুকে বাজি ঘাত ॥
ভাদ্রমাসে পাকাতাল পড়ে যেন ঝড়ে।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে পার্থ কাটি পাড়ে ॥
ভীষণ-দর্শন হস্তী পর্ব্বত-আকার।
মুষল মুদ্গর মারে মুণ্ডে সবাকার ॥
নবমেঘ-ঘট যেন শোভে ভূমিতলে।
পার্থের নির্ঘাতে সব গড়াগড়ি বুলে ॥
লক্ষ-লক্ষ তুরঙ্গ সারথী রথ রথী।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত পড়িল পদাতি ॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মথে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগণে মথিল সকল ॥
রক্তে বহিল নদী, ঠাট রক্তেতে সাঁতারে।
রক্তমাংসাহারী ধায় ঘোর-রব ক'রে ॥
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে যত রাজগণ।
জানিল মনুষ্য নহে এই দুইজন ॥
এত ভাবি নিবৃত্ত হইল রাজগণ।
দুই ভাই আনন্দে করেন আলিঙ্গন ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল দ্বিজগণ।
জয় জয় দিয়া কহে আশীষ বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে মহা-উপকার ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালির ছন্দ।
সজ্জন-রসিক-সাধু পিয়ে মকরন্দ ॥

● যুদ্ধে বিমুখ হইয়া রাজাদিগের পলায়ন

দশ দশ যোজনে চৌদিকে হৈল খেদা।
আড়ে দীর্ঘে শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা ॥
দ্বিজে মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল।
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল ॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস আউদর-চলি।
দণ্ড-কমণ্ডলু পড়ে, নাহি লয় তুলি ॥
ফেলে চর্ম্মপাদুকা যে স্কন্ধ হৈতে ছাতা।
মৃগচর্ম্ম ফেলে কেহ, ছিঁড়ি ফেলে পৈতা ॥
বায়ুবেগে ধায় সবে, পাছে নাহি চায়।
চতুর্দ্দিকে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ পলায় ॥
পশ্চাৎ হইল যুদ্ধে ক্ষত্র ভঙ্গিয়ান্।
বর্ণনে না যায় রাজগণ-অপমান ॥

কোথা রথ, কোথা গজ, কোথা সৈন্যগণ।
কেবল লইয়া প্রাণ ধায় রাজগণ ॥
যে-দিকে পারিল যেতে সে গেল সে-দিকে।
পলায় পশ্চিমবাসী রাজা পূর্ব্বভাগে ॥
উত্তরের রাজগণ দক্ষিণেতে গেল।
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে-দিকে পাইল ॥
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ।
একে চাপি আরে যায় যেই বলবন্ত ॥
বৃষ উষ্ট্র হয় হস্তী সেনা অগণন।
রথ রথী সারথি পলায় ভীত-মন ॥
রথের উপর বেগবন্ত আসোয়ার।
অবস্থা হইল যত, কি কব তাহার ॥
ঠেলাঠেলি চাপাচাপি অর্দ্ধসৈন্য মৈল।
স্থানে স্থানে পর্ব্বত-আকার সব হৈল ॥
এক পদ কাটা কারো, কাটা দুই ভুজ।
বুকের প্রহারে কেহ হইয়াছে কুঁজ ॥
সর্ব্বাঙ্গে বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার।
মুক্তকেশ, ভগ্ন-দেহ, কাণ কাটা কার ॥
আড়েওড়ে ঝাড়েঝোড়ে অরণ্যে পশিয়া।
জলেতে পড়িয়া কেহ যায় সাঁতারিয়া ॥
ক্ষত্র দেখি ব্রাহ্মণ পলায় উভরড়ে।
দ্বিজে দেখি ক্ষত্রিয় লুকায় ঝাড়েঝোড়ে ॥
দ্বিজের ক্ষত্রিয়-ভয়, ক্ষত্রে দ্বিজ-ভয়।
দ্বিজ ক্ষত্রবেশ ধরে, ক্ষত্র দ্বিজ হয় ॥
ধনুর্ব্বাণ ফেলিল হাতের গদা শূল।
মাথার মুকুট ফেলি মুক্ত কৈল চুল ॥
তুলিয়া লইল ছত্রদণ্ড কমণ্ডুল।
ধনুর্ব্বাণ তুলি নিল ব্রাহ্মণ সকল ॥
প্রাণ-ভয়ে কেহ গিয়া ডুবে রহে জলে।
কেহ কাঁটাবনে পৈশে, কেহ বৃক্ষডালে ॥
মড়ার ভিতরে কেহ মড়া হৈয়া রহে।
দূর-দূরান্তরে কেহ ভয়ে স্থির নহে ॥
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর-দেউল-প্রাচীর।
বৃক্ষলতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ-মন্দির ॥
পাঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ-ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদ-নগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সাধুজন করে পান ॥

রাজাদিগের যুদ্ধভঙ্গের বিবরণ

আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয় ॥
কহ মুনিবর, পুনঃ অদ্ভুত এ-কথা।
পৃথিবীর রাজগণ মিলেছিল তথা ॥
অসংখ্য অর্ব্বুদ সৈন্য না যায় গণন।
সকলে দলিল সেই ভাই দুই জন ॥
না চাহি দ্রুপদ-নৃপে হেন অবিহিত।
ক্ষত্র হ'য়ে পলাইল রণে হৈয়া ভীত ॥
সমূহ ক্ষত্রিয় মধ্যে ছাড়িয়া কন্যারে।
কি বুঝিয়া পলাইল গেল কি-প্রকারে ॥
কোথা গেল ধর্ম্মরাজ সহ-মাদ্রীসুত।
কোথা গেল যদুবংশী শ্রীরাম-অচ্যুত ॥
ভাঙ্গিল প্রাসাদ বৃক্ষ পাঞ্চাল-নগর।
কি মতে রহিল কুন্তী কুম্ভকার-ঘর ॥
প্রাণ লৈয়া দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হইল না জানি এক্ষণ ॥
কহ শুনি অপূর্ব্ব-কথন মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদি-মাঝ ॥
মুনি বলে, রহস্য শুনহ কুরুরাজ।
যখন বেড়িল আসি ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
করিল অনেক যুদ্ধ দ্রুপদ নৃপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-সত্যজিৎ-শিখণ্ডী-সংহতি ॥
শিশুপাল-সহ সত্যজিতের সংগ্রাম।
শিখণ্ডী-বিরাটে যুদ্ধ লোকে অনুপাম ॥
তিন-অক্ষৌহিণী বলে কৈল মহারণ।
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রাণপণ ॥

জরাসন্ধ-সহিত দ্রুপদ নরপতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচক-সংহতি॥
দুর্য্যোধনে ডাকি বলিলেন দ্রোণাচার্য্য।
নিবর্ত্তহ, দ্বিজ সঙ্গে দ্বন্দ্বে নাহি কার্য্য॥
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত।
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় উচিত॥
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাহি সহে।
অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হৈলে কভু জয় নহে॥
অনাথ দুর্ব্বল-জনে কৃষ্ণ বলবান্।
দুষ্টকর্ম্ম ভাল নহে তাঁর বিদ্যমান॥
গরুড়-আরূঢ় হ'য়ে আছেন শ্রীপতি।
তাঁর বলে যুঝে বীর, হেন লয় মতি॥
যাবৎ না হন ক্রুদ্ধ দেব হৃষীকেশ।
চল, ভালে ভালে প্রাণ লৈয়া যাই দেশ॥
ভীষ্ম যাহা বলিলেন, হইল বিদিত।
কুন্তীপুত্র পার্থ এই জানহ নিশ্চিত॥
অচল পর্ব্বত-প্রায় দাঁড়াইয়া আছে।
কারো শক্তি নাহিক যাইতে তার কাছে॥
মানুষেতে কার শক্তি বিন্ধে হেন লক্ষ্য।
কার শক্তি নিবারয়ে এতেক বিপক্ষ॥
শরতের মেঘ যেন উড়ায় পবনে।
বড় বড় রাজগণ ভঙ্গ দিল রণে॥
ভীষ্ম বলিলেন, দ্রোণ, যাইব কেমনে।
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একই ব্রাহ্মণে॥
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু ত্যজে যে জীবন।
হেন কথা নীতিশাস্ত্রে কহে সর্ব্বক্ষণ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে।
রাখিব ব্রাহ্মণে আজি মারি রাজগণে॥
তোমাকেও হেন কর্ম্মে না চাহি আচার্য্য।
প্রাণপণে করে লোক স্বজাতি-সাহায্য॥
হের দেখ হীনাস্ত্র দুর্ব্বল দ্বিজগণ।
প্রাণপণে ধাইতেছে জাতির কারণ॥
দ্বিজ নহে, এ যদি সে কুন্তীর নন্দন।
কিরূপে সঙ্কটে রাখি করিব গমন॥
দ্রোণ কহে, একা পার্থ হয় ইথে ক্ষম।
বিশেষ বুঝিব আজি পার্থের বিক্রম॥
এই সে অর্জ্জুন রণে করে পরিশ্রম।
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্টগণ-যম॥
মুহূর্ত্তেকে সবাকার করিবে সংহার।
এইখানে রহিবারে ভদ্র নাহি আর॥
হের দেখ বেগে আসে হাতে তরুবর।
অন্য কেহ নহে এই, বীর বৃকোদর॥
জানি আমি ভালমতে তাহার চরিত।
নাহি পরাপর-জ্ঞান যুঝে বিপরীত॥
পূর্ব্বের বালক বলি নাহি ভাব ভীমা।
পিতামহ বলিয়া না উপেক্ষিবে তোমা॥
জতুগৃহে পোড়াইলা, ক্রোধ আছে তাতে।
হের দেখ এই দিকে আসে গাছ হাতে॥
চল শীঘ্র, নহিলে হইবে পরমাদ।
প্রায় বুঝি বৃক্ষবাড়ি খেতে আছে সাধ॥
ভীষ্ম চলিলেন শুনি দ্রোণের বচন।
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্যগণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ভীমের যুদ্ধে রাজপরিবারদিগের ত্রাস

ভীমের ভৈরব-নাদ, ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি।
হাতে বৃক্ষ যেন যুগ-অন্ত-সমবর্ত্তী॥
ভঙ্গ দিয়া রাজগণ ধায় চতুর্ভিত।
মহারোল নগরে হইল অপ্রমিত॥
হেনকালে আইল পুরের এক জন।
দ্রৌপদীর আগে কহে করিয়া ক্রন্দন॥
দেখ সৈন্যভঙ্গ যেন সিন্ধু উথলিল।
নগরের ঘর-দ্বার সকল ভাঙ্গিল॥
প্রাণ লয়ে দেশান্তরে গেল প্রজাগণ।
অন্তঃপুরে কি হৈল, না জানি এক্ষণ॥

ধনে-প্রাণে রাজ্য-দেশ সবার সহিত।
তোমার কারণে রাজা মজিল নিশ্চিত॥
শুনিয়া কাতরা হৈলা দ্রুপদনন্দিনী।
জনকের ঠাঁই শীঘ্র পাঠায় কেশিনী॥
যাহ শীঘ্র কেশিনী, জনকে গিয়া কহ।
ত্যজ যুদ্ধ, আপনার কুটুম্ব রাখহ॥
আপনার প্রাণ রাখ আর আত্মগণ।
দারা বধূ রাখ গিয়া, রক্ষ পরিজন॥
আপনা রাখিলে তাত, সকলি পাইবা।
আমার লাগিয়া কেন সবংশে মজিবা॥
যে-পণ করিয়াছিলা, হইল পূর্ণিত।
ব্রাহ্মণ বিন্ধিল লক্ষ্য সবার বিদিত॥
মম ভাল-মন্দ এবে তোমারে না লাগে।
ব্রাহ্মণের হইলাম, আছি তাঁর আগে॥
যাহ শীঘ্র, না রহিও, আমার শপথ।
শুনিয়া দ্রৌপদী-বার্ত্তা ব্যথিত দ্রুপদ॥
পুত্রগণে আনি কহে সকরুণ-বাণী।
যতেক কহিয়া পাঠাইলা যাজ্ঞসেনী॥
চলি যাহ পুত্রগণ, সংবরহ রণ।
এ সৈন্য-সাগর কে করিবে নিবারণ॥
সমান-সহিতে যে সংগ্রাম সুশোভন।
না শোভে পতঙ্গ-প্রায় অগ্নিতে মরণ॥
বিশেষ না জানি অন্তঃপুর-ভদ্রাভদ্র।
সৈন্যগণ-কোলাহল প্রলয়-সমুদ্র॥
আপনার প্রাণ রাখ, রাখ পুরজন।
আমি রহিলাম দ্বিজ-সাহায্য-কারণ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ আমি ত্যজি আপনার।
কৃষ্ণার যে-গতি আজি সে-গতি আমার॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, পিতা, মুখে নাহি লাজ!
ভগিনীকে ছাড়ি যাব সংগ্রামের মাঝ॥
হেন প্রাণ রাখি আর কোন্ প্রয়োজন।
কোন্ লাজে দেখাইব লোকে এ-বদন॥
মারিব মরিব আজি, করিব সমর।
তুমি যাহ, রাখ গিয়া আপনার ঘর॥
পুত্রের বচন শুনি বলয়ে দ্রুপদ।
কৃষ্ণা পাঠাইলা বলি আপন শপথ॥
যত দিন কৃষ্ণা হইয়াছে মম গৃহে।
কভু নাহি লঙ্ঘি আমি, কৃষ্ণা যাহা কহে॥
বৃহস্পতি-সম বুদ্ধি কৃষ্ণা শশিমুখী।
যাহার মন্ত্রণাবলে রাজ্যে আমি সুখী॥
কৃষ্ণা যে কহিলা যুদ্ধ করিতে বারণ।
তোমা-সবা যেতে কহি তথির কারণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিল, তোমরা যাহ ঘর।
কৃষ্ণার রক্ষণে আমি আছি একেশ্বর॥
এত বলি প্রবোধি পাঠায় সবাকারে।
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে॥
করিল অনেক যুদ্ধ কীচক-সংহতি।
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্নে করিল বিরথী॥
গদার প্রহারে তার লুপ্ত হৈল জ্ঞান।
হাত হৈতে খসিয়া পড়িল ধনুর্ব্বাণ॥
নিরস্ত্র বিরথ হৈল দ্রুপদ-নন্দন।
দ্বিজগণ-মধ্যে পশি রাখিল জীবন॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ।
না জানি যে কিবা হৈল, বৃদ্ধ মম বাপ॥
না জানি যে কিবা হৈল মাতৃ-ভ্রাতৃগণ।
বহু বিলাপিয়া দেবী করেন ক্রন্দন॥
কৃষ্ণার রোদন দেখি কন ধনঞ্জয়।
কি-হেতু কান্দহ দেবী, কারে তব ভয়॥
কৃষ্ণা বলে, আমা লাগি' নাহি করি তাপ।
মম হেতু সবংশে মজিল মম বাপ॥
পার্থ বলে, কি হইবে করিলে বিষাদ।
অভয়-পঙ্কজ হয় গোবিন্দের পাদ॥
এ-মহাবিপদ-সিন্ধু তরিতে তরণী।
গোবিন্দকে স্মরণ করহ যাজ্ঞসেনী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ।
হে কৃষ্ণ, আপদহর্ত্তা সবাকার তাত॥
তোমা-বিনা রাখে মোরে নাহি হেন জন।
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ণ॥

এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে ॥　　　পৃষ্ঠা—২০২

পিতা মাতা রাখ মোর, রাখ ভ্রাতৃগণে।
রাজ্য দেশ রক্ষ মোর যত প্রজাগণে॥
তুমি মম সত্য পাল, আমি যদি সতী।
সবা জিনি মোরে ল'ক দ্বিজ মম পতি॥
দ্রৌপদীর আপদ জানিয়া জগন্নাথ।
নাহি ভয়, বলেন তুলিয়া বামহাত॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য।
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপুসৈন্য॥
সর্ব্বযদুগণে ডাকি বলেন গোবিন্দ।
এই দেখ অর্জ্জুনে বেড়িল রাজবৃন্দ॥
সৈন্যগণ-গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর।
যত্ন করি রাখ সবে পাঞ্চালের ঘর॥
শুনিয়া সাত্যকি গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
এই যদি ধনঞ্জয় কুন্তীর কুমার।
তুমি তার প্রিয়বন্ধু বলয়ে সংসার॥
এ-মহাসঙ্কটমধ্যে পড়িয়াছে একা।
আর কোন্‌কালে তার তুমি হবে সখা॥
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমা-সব।
মারিয়া ক্ষত্রিয়গণে রাখিব পাণ্ডব॥
এত বলি চলে সবে যুদ্ধ করিবারে।
প্রবোধিয়া বাসুদেব রাখেন সবারে॥
এতক্ষণ মারিতাম আমি রাজগণ।
যুদ্ধ করিবারে রাম করেন বারণ॥
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষম।
বিশেষে বুঝিব অর্জ্জুনের পরাক্রম॥
পৃথিবীর লোক যদি হয় একত্রিত।
অর্জ্জুনে জিনিতে নারে, কহিনু নিশ্চিত॥
অসুখী না হও কিছু অর্জ্জুন-কারণ।
পাঞ্চাল-নগর গিয়া করহ রক্ষণ॥
কৃষ্ণের বচনে যত যাদব ভূপাল।
রক্ষাহেতু গেল সবে নগর পাঞ্চাল॥
অস্ত্রশস্ত্র হাতে প্রতিঘরে প্রতিজন।
প্রজাগণ রক্ষিল নিবারি সৈন্যগণ॥
কুন্তীর বসতি কুম্ভকার-কর্ম্মশাল।
রক্ষা-হেতু যান তথা শ্রীরাম-গোপাল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুমত।
কাশীরাম, কহে, সাধু পিয়ে অবিরত॥

● অর্জ্জুনের সহিত দ্রৌপদীর কুম্ভকারালয়ে গমন

মুনি বলে, অবধান কর, জন্মেজয়।
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম-ধনঞ্জয়॥
সমস্ত দিবস গেল, হৈল সন্ধ্যাকাল।
ধীরে ধীরে গেলেন ভার্গব-কর্ম্মশাল॥
দোঁহার পশ্চাতে চলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
মত্তহস্তী-পাছে যেন চলিল হস্তিনী॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগণ।
কেমনে বাহির হৈব, চিন্তে দুইজন॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলয়ে দ্বিজগণে।
বিদায় হই যে আজি সবাকার স্থানে॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগণ।
এমত অপ্রিয় দ্বিজ, বল কি-কারণ॥
তোমা-দোঁহা-সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন।
না জানি কি করিবেক যত ক্ষত্রগণ॥
নিশাকালে তোমা-দোঁহা নিঃসখা দেখিয়া।
দোঁহে মারি দ্রৌপদীরে লইবে কাড়িয়া॥
দোঁহারে বেড়িয়া সবে থাকি চতুর্ভিতে।
যাবৎ না শুনি ক্ষত্র নাহি এ-দেশেতে॥
পার্থ বলে, সে-ভয় না কর দ্বিজগণ।
আজি যাহ, কালি সবে হইবে মিলন॥
অনেক প্রকারে পুনঃপুনঃ বুঝাইল।
তথাপিহ দ্বিজগণ সঙ্গ না ছাড়িল॥
দ্বিজগণমধ্যে ছিল ধৌম্য-তপোধনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে সব দ্বিজগণে॥
কোথাকারে যাহ সবে এ-দোঁহা-সংহতি।
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন্ জাতি॥

কিবা দৈত্য, কিবা দেব, রাক্ষস-কিন্নর।
কাহার তনয় দোঁহে, কোন্ দেশে ঘর॥
ইহার সংহতি তবে কোন্ প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা, তথাকারে করুক গমন॥
ধৌম্যবাক্য শুনি সবে ভয় হৈল মনে।
দোঁহাকার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে॥
দ্বিজগণ-মধ্যে বীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ছিল।
ভগিনীর মমতা সে ছাড়িতে নারিল॥
গুপ্তবেশে পাছে পাছে চলিল সংহতি।
মেঘে ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ-রাতি॥
হেনকালে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই।
যাইতে ভার্গবগৃহে মিলেন তথাই॥
একা কুম্ভকার-গৃহে ভোজের নন্দিনী।
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী॥
না দেখিয়া পুত্রগণে কান্দেন ব্যাকুলে।
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে, ভাসে অশ্রুজলে॥
এতক্ষণ না আইল কি-হেতু, না জানি।
কার সহ দ্বন্দ্ব ভীম করেছে আপনি॥
চতুর্দ্দিকে শুনি যে সৈন্যের কোলাহল।
দ্বিজগণে মার-মার ডাকিছে সকল॥
অনুক্ষণ দ্বন্দ্ব-বিনা ভীম নাহি জানে।
আজি বুঝি বিরোধ করিল কারো সনে॥
এই হেতু দ্বিজে কিবা মারে ক্ষত্রগণ।
বহু বিলাপিয়া কুন্তী করেন রোদন॥
হেনকালে উত্তরিল পঞ্চ সহোদর।
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর॥
আজি মাতা সারা দিন দুঃখ যে পাইলা।
উপবাসে মহাক্লেশে দিন গোঙাইলা॥
অনেক কলহ আজি হইল জননী।
সে-কারণে হৈল মাতা, এতেক রজনী॥
রাত্রিতে মিলিল ভিক্ষা, দেখ আসি মাতা।
কুন্তী বলে, বাঁটিয়া লহ রে পঞ্চভ্রাতা॥
তোমা-সবাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবি গেল মম ক্ষুধা॥
আয়রে সোনার চাঁদ, অরে বাছাধন।
নিকটে এস রে, দেখি সবার বদন॥
এত বলি শীঘ্র কুন্তী হইয়া বাহির।
একে একে চুম্বিলেন সবাকার শির॥
সবার পশ্চাতে দেখি দ্রুপদ-নন্দিনী।
পূর্ণশশধরমুখী গজেন্দ্রগামিনী॥
তাঁরে দেখি কুন্তী জিজ্ঞাসেন পঞ্চ সুতে।
কেবা এ-সুন্দরী দেখি সবার পশ্চাতে॥
ভীম বলে, জননী এ দ্রুপদ-দুহিতা।
একচক্রা-নগরে শুনিলা যার কথা॥
ইহার কারণে বহু বিরোধ হইল।
তোমার প্রসাদে জয় সর্ব্বত্র জন্মিল॥
এই ভিক্ষা-হেতু মাতা হইল রজনী।
অন্য ভিক্ষা করিলে মিলিত অন্নপানি॥
কুন্তী বলিলেন, শুন, কহি পঞ্চ ভাই।
কহিলাম কি কথা অগ্রেতে জানি নাই॥
কেন হেন বল পুত্র, কি কর্ম্ম করিলা।
কন্যারে আনিয়া কেন ভিক্ষা যে বলিলা॥
ভিক্ষা জানি বলি, বাঁটি খাও পঞ্চ জন।
কিমতে আমার বাক্য করিবা লঙ্ঘন॥
বেদের সমান হয় মায়ের বচন।
এত কহি কুন্তী দেবী করে বিলাপন॥
তদন্তরে দ্রৌপদীরে কুন্তী ধরি হাতে।
যুধিষ্ঠির-আগে কহে কান্দিতে কান্দিতে॥
সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্ম তাত, তোমার গোচর।
শুনিয়াছ, করিলাম আমি যে উত্তর॥
পুত্র হ'য়ে আমা বাক্য লঙ্ঘিবা কিমতে।
না লঙ্ঘিলে বিপরীত হইবে শুনিতে॥
যেমতে লঙ্ঘন তাত নহে মম বাণী।
ধর্ম্মচ্যুতা নাহি হয় দ্রুপদ-নন্দিনী॥
বুঝিয়া বিধান তাত, করহ আপনি।
এত বলি কান্দে দেবী চক্ষে বহে পানি॥
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
ব্যাসের বচন পূর্ব্ব হইল স্মরণ॥

একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি।
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপাণি॥
পঞ্চস্বামী হবে তোর, না হয় খণ্ডন।
সেই কন্যা কৃষ্ণা-নামে জন্মিলা এখন॥
চিন্তিয়া মায়েরে বলে আশ্বাস-বচন।
তোমার বচন মাতা নহিবে লঙ্ঘন॥
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন ধর্ম্ম-নৃপবরে॥
বড় কর্ম্ম করিলা, পাইলা বহু কষ্ট।
লক্ষ্য বিন্ধি লক্ষ রাজা করিলা যে ভ্রষ্ট॥
বহুকষ্টে প্রাপ্ত হৈলে দ্রুপদ-নন্দিনী।
শুভ কর্ম্মে বিলম্ব না করা ভাল মানি॥
ডাকাইয়া আনিয়া ধৌম্যাদি দ্বিজগণ।
বিভা আজি কর ভাই, করি শুভক্ষণ॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া কহেন ধনঞ্জয়।
অবিহিত কি-হেতু বলহ মহাশয়॥
লোকে-বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার।
বিবাহ তোমার আগে হইবে আমার॥
প্রথমে তোমার হবে, ভীম তার পাছে।
অনন্তরে আমার, শাস্ত্রেতে হেন আছে॥
পার্থবাক্য শুনি ধর্ম্ম হ'য়ে হৃষ্ট মন।
শিরে চুম্ব দিয়া করিলেন আলিঙ্গন॥
ধর্ম্ম চক্রশালে যবে করেন প্রবেশ।
হেনকালে আইলেন রাম-হৃষীকেশ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ॥

● কুন্তীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন

জন্মেজয় বলে, মুনি, তোমার প্রসাদে।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা শুনি অপ্রমাদে॥
গোবিন্দের বড় কৃপা পিতামহগণে।
তারপর কি হইল শুনিব শ্রবণে॥
মুনি বলে, নরবর কর অবধান।
অপূর্ব্ব ব্যাসের কথা ভারত-আখ্যান॥
প্রণাম করিয়া দোঁহে কুন্তীর চরণে।
আপনার পরিচয় দেন দুইজনে॥
শুনি শূরসেনসুতা দোঁহে করি কোলে।
দোঁহারে করান স্নান নয়নের জলে॥
কোথা ছিলি তাত, মোর অন্ধলার নড়ি।
হাপুতির পুত তোরা, দরিদ্রের কড়ি॥
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি।
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আঁখি॥
আজিকার রাত্রি মোর হৈল সুপ্রভাত।
দ্বাদশ বর্ষের কষ্ট আজি গেল তাত॥
কহ তাত, সবার কুশল-সমাচার।
তোমার মায়ের আর আমার ভ্রাতার॥
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি।
কেবা মরে, কেবা জীয়ে, কিছুই না জানি॥
নাহি জানি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা।
না জানি যে এতেক নির্দ্দয় তোর পিতা॥
গহন কাননে ভ্রমি আর কত দেশ।
দ্বাদশ বৎসর কেহ না করে উদ্দেশ॥
কৃষ্ণ কহিলেন, দেবী, ত্যজ মনস্তাপ।
না ভুঞ্জিলে না খণ্ডে পূর্ব্বের পাপাপাপ॥
গৃহদাহে মরিলা শুনিয়া এই কথা।
সাত দিন অন্ন-জল না ছুঁলেন পিতা॥
আমারে পাঠাইলেন বুঝিতে কারণ।
বিদুরের স্থানে শুনিলাম বিবরণ॥
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যে পাইলে।
তোমা স্মরি তাত ভাসিছেন অশ্রুজলে॥
কিন্তু কি করিব, বল, বিধির লিখন।
কেহ নাহি পারে যাহা করিতে লঙ্ঘন॥
শোক না করহ দেবী, দুঃখ হৈল শেষ।
কালি কিংবা পরশ্ব চলহ নিজ দেশ॥
কুন্তীরে প্রণাম করি যান ধর্ম্মপাশ।
করপুটে প্রণমিয়া করেন সম্ভাষ॥

শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসেন দুজন॥
স্নেহভরে দোঁহারে না ছাড়ে দুই জন।
বহুক্ষণে দোঁহা-মুখে না সরে বচন॥
তবে পঞ্চ ভাই রাম-কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
যতেক পূর্ব্বের কষ্ট কহেন বসিয়া॥
কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দন।
জতুগৃহ যে-প্রকারে হইল দাহন॥
বিদুরের মন্ত্রণাতে যেমতে উদ্ধার।
রাক্ষসের মুখে রক্ষা হৈল যে-প্রকার॥
বনে বনে দেশে দেশে তপস্বীর বেশ।
দ্বাদশ বৎসর যত পাইলেন ক্লেশ॥
একে একে কহেন সকল বিবরণ।
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকীনন্দন॥
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র, নষ্ট তার পুত্রগণ।
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ॥
যদি প্রীতে বাঁটিয়া না দেয় রাজ্যভার।
সকলে মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন দেব দামোদরে।
কি-মতে জানিলা মোরা কুম্ভকার-ঘরে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যে করিল তব ভাই।
মনুষ্য করিবে হেন, ক্ষিতিমাঝে নাই॥
বিনা-ভীমার্জ্জুন অন্যে করিতে না পারে।
এতেই জানিনু আমি, আছ এই ঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, আজি সুপ্রভাত।
তেঁই আজি নয়নে দেখিনু জগন্নাথ॥
একমাত্র বড় ভয় হতেছে অন্তরে।
সবে জ্ঞাত হৈল, আমি কুম্ভকার-ঘরে॥
বিশেষ হৈয়াছে হেথা তব আগমন।
এ-সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, ভয় কর কারে।
শত দুর্য্যোধন তোমা কি করিতে পারে॥
তিনলোক সহায় করিয়া যদি আসে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্ষুর নিমিষে॥
সপ্তবংশসহ আমি যজ্ঞসেন-সখা।
সবারে করিবে জয় ভীমার্জ্জুন একা॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে, তাহারে না গণি।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে বড় ভয় মানি॥
আজিকার রজনী বঞ্চিব এই দেশে।
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে॥
এত বলি মেলানি করিল দুই জনে।
বিদায় হইয়া যান রাম-নারায়ণে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর দ্রুপদ-কুমার।
অন্তরালে থাকি শুনে সব সমাচার॥
কৃষ্ণা-সহ আসে যবে ভাই পঞ্চজন।
ভগ্নীস্নেহে পিছে-পিছে করিল গমন॥
সমস্ত দেখিল বীর থাকি অলক্ষিতে।
পিতারে জানাতে গেল ত্বরিত-গতিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

● দ্রুপদরাজার খেদ এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রবোধ

হেথা যজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী-শোকে।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে অধোমুখে॥
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত মন্ত্রিগণ।
পুত্রগণ কান্দে আর অন্তঃপুরজন॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা।
রাজা বলে, একা দেখি, কৃষ্ণা মম কোথা॥
হরি হরি বিধি মোর হৈল হেন গতি।
অবহেলে হারাইনু কৃষ্ণা গুণবতী॥
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল-সমাচার।
কি হইল লক্ষ্যবেদ্ধা ব্রাহ্মণকুমার॥
একা দ্বিজে বেড়িছিল যত রাজগণ।
কহ পুত্র, সংগ্রামে জিনিল কোন্ জন॥
সর্ব্বনাশ করিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাঁর বাক্যে কৃষ্ণার হইল স্বয়ম্বর॥

ধনুর্ব্বাণ দিল লক্ষ্য করিয়া নির্ম্মাণ।
বলিলেন, পার্থ-বিনা না পারিবে আন॥
মম কর্ম্মদোষে মুনিবাক্য মিথ্যা হৈল।
কালে বিপরীত ফল আমাতে ফলিল॥
কহ বাপু, কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়।
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন্ মুখে আইলা এথায়॥
হা কৃষ্ণা, হা কৃষ্ণা, মম প্রাণের তনয়া।
এত বলি পড়ে রাজা মূর্চ্ছাগত হৈয়া॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, আর না কান্দ রাজন্।
সকল মঙ্গল রাজা, ত্যজ দুঃখমন॥
ব্যাসের বচন রাজা, কভু মিথ্যা নয়।
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়॥
শুনি কহ কহ বলি উঠিল রাজন্।
কেমনে হইল সত্য ব্যাসের বচন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, অবধানে শুন পিতা।
কহনে না যায় সেই ব্রাহ্মণের কথা॥
শতপুর করিয়া বেড়িল রাজগণ।
সবারে জিনিল সেই একক ব্রাহ্মণ॥
সহায় হইল তার এক দ্বিজ আর।
সুরাসুর-মানুষে সদৃশ নাই তার॥
হাতে বৃক্ষ এল, যেন বজ্রহস্তে ইন্দ্র।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যতেক নরেন্দ্র॥
এইমত যুদ্ধে তাত, হইল রজনী।
দুইজন-সঙ্গে চলি গেলা যাজ্ঞসেনী॥
এ-দোঁহার সহ তাত; আর তিনজন।
পথেতে যাইতে হৈল সবার মিলন॥
ভার্গবের কর্ম্মশাল-আশ্রয়ে আছিল।
পঞ্চজন মিলিয়া তথায় চলি গেল॥
স্ত্রী এক আছিল তাহে পরমা সুন্দরী।
তাঁর রূপে বিনা দীপে ঘর আলো করি॥
জননী হইবে তার মনে এই লয়।
তিন ভাই কৃষ্ণাসহ রাখিয়া তথায়॥
তত রাত্রে গেল দোঁহে ভিক্ষার কারণ।
ভিক্ষা করি আনি দিল করিতে রন্ধন॥

রন্ধন করিল কৃষ্ণা চক্ষুর নিমিষে।
মাতা তার সাদরে বলিল প্রিয়ভাষে॥
আশে পাশে ডাকিয়া আইস পুত্রগণ।
উপবাসী অতিথি থাকয়ে কোন্ জন॥
অতিথিরে দিয়া যেই অবশেষ থাকে।
দুইভাগ করি কৃষ্ণা, বাঁটহ তাহাকে॥
এক ভাগ দেহ হের ইহার গোচর।
আর এক ভাগ কৃষ্ণা পঞ্চ ভাগ কর॥
চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে।
এক ভাগ দ্রৌপদী, করহ দুই স্থানে॥
তুমি অর্দ্ধ লহ, মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি।
সেইমত বাঁটিয়া দিলেক যাজ্ঞসেনী॥
জননী এরূপ কথা কহিল যেমনি।
ক্রোধে বলে এক দ্বিজ চাহিয়া জননী॥
এত রাত্রে অতিথিরে পাইব কোথায়।
ভুঞ্জিয়া থাকিবে কিংবা থাকিবে নিদ্রায়॥
আজিকার ভিক্ষা মাতা, অতিরেক নহে।
বিশেষ যুদ্ধের শ্রমে পেটে অগ্নি দহে॥
আজিকার দিনে মাতা, অতিথি রহুক।
ভয়েতে জননী বলে, হউক হউক॥
পুনঃ বলে অতিথির ভাগ দেহ মোরে।
কালি প্রাতে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে॥
দেহ দেহ বলি পুনঃ ডাকিল জননী।
সেইরূপে বাঁটিয়া দিলেন যাজ্ঞসেনী॥
গ্রাস-দুই-তিনে তাহা সকলি খাইল।
মণ্ড আন, মণ্ড আন বলি ডাক দিল॥
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চায়।
চিন্তিলাম, দ্রৌপদীরে মারিলেক প্রায়॥
মণ্ড না পাইয়া মনে জন্মে মহাক্রোধ।
ক্ষুধানলে তনু জ্বলে, না মানে প্রবোধ॥
মাতা বলে, তাত, আজি মোর দোষ খণ্ড।
নূতন রান্ধনী আজি না রাখিল মণ্ড॥
মায়ের বচনে বহুমতে শান্ত হৈল।
ভোজন-শেষেতে তবে আচমন কৈল॥

ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে।
সবার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে ॥
সবার উপরে শয্যা করিল মাতার।
পঞ্চ ভাইয়ের শয্যা পদনীচে তাঁর ॥
সবার চরণতলে কৃষ্ণা শয্যা পাতি।
হৃষ্ট হৈয়া শুইল দ্রৌপদী গুণবতী ॥
শুইয়া যে-সব তারা কহিল তখন।
তাহে জানিলাম ছদ্ম, না হয় ব্রাহ্মণ ॥
মহাভারতের কথা সুধার-সাগর।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধু নর ॥

———

● দ্রুপদ রাজপুরে পাণ্ডবদিগের আনয়ন

শুনিয়া দ্রুপদরাজ আনন্দিত মনে।
উঠি বসি রাত্রি পোহাইল জাগরণে ॥
পূর্ব্বভিতে দেখি রাজা অরুণ-উদয়।
পুরোহিত-দ্বিজে কহে করিয়া বিনয় ॥
কুম্ভকারশালে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
পরিচয় লহ, তারা হয় কোন্ জাতি ॥
রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণে দেখিয়া প্রণমিল পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমণি।
সত্যশীল ধর্ম্ম তুমি বুঝি অনুমানি ॥
যাহা জিজ্ঞাসিব, নাহি করিবা ভণ্ডন।
পরিচয় ইচ্ছে তোমা দ্রুপদ-রাজন্ ॥
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল।
দ্রৌপদী-কুমারী তাঁর যে-দিনে জন্মিল ॥
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর।
তাঁর পুত্রে কন্যা দিব, চিন্তিল অন্তর ॥
গৃহদাহে মাতা-সহ মৈল পঞ্চ ভাই।
সবে এই কথা কহে, প্রত্যয় না যাই ॥
ব্যাস-সহ যুক্তি করি লক্ষ্য কৈল পণ।
বিনা-পার্থে বিন্ধিতে নারিবে অন্য জন ॥
এই হেতু মনে বড় আছয়ে সন্দেহ।
কে তুমি, কাহার পুত্র, পরিচয় দেহ ॥
ধর্ম্ম কহে, পরিচয়ে কোন্ প্রয়োজন।
জাতির নির্ণয় নাহি, লক্ষ্য কৈলে পণ ॥
সেই পণে এই কন্যা আনিল জিনিয়া।
এক্ষণে কি কাজ জাতি-বর্ণ জিজ্ঞাসিয়া ॥
পুরোহিত বলে, তাহা কে লঙ্ঘিতে পারে।
পরিচয় দিয়া প্রীত করহ রাজারে ॥
যুধিষ্ঠির বলে গিয়া কহ নৃপবরে।
হীনজাতি জন কি বিন্ধিতে লক্ষ্য পারে ॥
শুনি পুরোহিত গিয়া দ্রুপদে কহিল।
পরিচয় না পাইয়া নৃপতি চিন্তিল ॥
পুত্রগণসহ তবে বিচার করিয়া।
ছয়খান রথ তবে দিল পাঠাইয়া ॥
পুত্রে পাঠাইল আগুসরি লইবারে।
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল তথাকারে ॥
চিহ্ন জানিবারে পথে থুইল রাজন্।
পাশক্রীড়া বেদবিদ্যা-পুরাণ-পঠন ॥
ধান্য যব নানাশস্য রাখে দুই ভিতে।
ধনুকাদি নানা অস্ত্র তূণের সহিতে ॥
নট-নটী নৃত্য করে, বন্দী করে গান।
চারিভিতে সুসজ্জিত অশ্ব-গজ-যান ॥
রথ লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন গেল শীঘ্রগতি।
সবিনয়ে বলে তবে ধর্ম্মরাজ-প্রতি ॥
পাঠাইল নরপতি পরম আদরে।
কৃষ্ণা-সহ পঞ্চ ভাই চল তথাকারে ॥
শুনি ধর্ম্মরাজ নাহি বিলম্ব করিয়া।
পঞ্চভাই পঞ্চরথে চড়িলেন গিয়া ॥
আর রথে কৃষ্ণা-সহ ভোজের নন্দিনী।
বাজিল বিবিধ বাদ্য সুমঙ্গল-ধ্বনি ॥
দুই ভিতে নানারত্ন থুইল রাজন্।
কোন ভিতে না চাহিল ভাই পঞ্চজন ॥
বিচারে জানিল যত পাত্রমিত্রগণ।
সামান্য না হয় এই ভাই পঞ্চজন ॥

তাঁহাদের কর্ম্ম দেখি সবার বিস্ময়।
লোকে বলে, ছদ্ম-দ্বিজ, মনুষ্য এ নয়॥
যথায় দ্রুপদভূপ রত্নসিংহাসনে।
বেষ্টিত হইয়া যত পাত্রমিত্রগণে॥
তথা আসি উপস্থিত ভাই পঞ্চজন।
উঠিয়া আপনি রাজা কৈল সম্ভাষণ॥
কুন্তীসহ দ্রৌপদীরে অন্তঃপুরে নিল।
নারীগণ হুলুধ্বনি করিতে লাগিল॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে মঙ্গল।
কাশীরাম কহে লভে ভারতের ফল॥

যুধিষ্ঠিরকে দ্রুপদের পরিচয়-জিজ্ঞাসা

বসিল দ্রুপদ রাজা পুত্রের সহিত।
পাত্রমিত্রগণ আর দ্বিজ-পুরোহিত॥
পঞ্চজন-মুখচন্দ্র করি নিরীক্ষণ।
হরষিত হ'য়ে রাজা বলেন বচন॥
কে তোমরা, বাস কোথা, কহ সত্যবাণী।
কাহারে জনক বল, কাহারে জননী॥
মনুষ্য-লোকের প্রায় নহ লয় মনে।
আকৃতি-প্রকৃতি দেবতুল্য পঞ্চজনে॥
রূপে পঞ্চজনের না দেখি শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ।
সবার সমান রূপ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ॥
কিংবা ইন্দু ইন্দ্র কাম অশ্বিনীকুমার।
ইহা-মধ্যে হবে, চিত্তে লয়েছে আমার॥
আর যত ধর্ম্মকর্ম্ম সত্য-সম নহে।
মিথ্যা-সম পাপ নাহি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্ম তোমা-সবার গোচর।
কহ সত্য, খণ্ডুক মনের মতান্তর॥
এত শুনি বলেন ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির।
সজল-জলদ যেন বচন গম্ভীর॥
মোরা পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র, কর মন স্থির।
এই দোঁহে ভীমার্জ্জুন, আমি যুধিষ্ঠির॥
এ নকুল সহদেব জানহ নৃপতি।
অন্তঃপুরে মাতা কুন্তী সহিত পার্ষতী॥
এত শুনি নৃপতির হইল উল্লাস।
আপনা পাসরে, মুখে নাহি আসে ভাষ॥
কদম্বকুসুম-সম রোমাঞ্চ শরীরে।
বসন ভূষণ তিতে নয়নের নীরে॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা করে আলিঙ্গন।
একে একে সম্ভাষিল ভাই পঞ্চজন॥
রাজা বলে, পূর্ব্বভাগ্য আমার যে ছিল।
সেই ফলে মনের কামনা পূর্ণ হৈল॥
কহ শুনি তাত, সেই সব বিবরণ।
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে গৃহদাহ নয়।
জৌগৃহ করিল পুরোচন পাপাশয়॥
বিদুরের মন্ত্রণায় তরিনু তাহাতে।
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বলে ক্রোধচিতে॥
এত বড় নির্দ্দয় সে অন্ধ-নৃপরাজ।
নাহি ধর্ম্মভয়, নাহি লোকভয়-লাজ॥
ধর্ম্মেতে রাখিলা তোমা সে-সব সঙ্কটে।
মরিবেক পাপিগণ আপন কপটে॥
গৃহদাহে মৈল বলি কহে সর্ব্বজন।
জৌগৃহ করিল বলি শুনি যে এক্ষণ॥
এ-সকল কষ্ট চিত্তে না ভাবিহ আর।
মম ধন-রাজ্য বাপু, সকলি তোমার॥
তবে কতক্ষণান্তরে বলয়ে বচন।
বিবাহ করহ পার্থ, করি শুভক্ষণ॥
শুনিয়া করেন মানা ধর্ম্মের কুমার।
রাজা বলে, যাহা ইচ্ছা বিচার তোমার॥
তুমি কিম্বা বৃকোদর কিম্বা ধনঞ্জয়।
কিম্বা দুই জন এই মাদ্রীর তনয়॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে, মায়ের বচনে।
দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব পঞ্চজনে॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত নৃপতি।
অধোমুখ হৈয়া তবে নিরিখয়ে ক্ষিতি॥

কুন্তীপুত্র শ্রেষ্ঠ তুমি, ধর্ম্ম-অবতার।
তুমি হেন বল, আমি কি বলিব আর॥
বহুপতি ধরে সতী, নাহি দেখি ক্ষিতি।
লোকে-বেদে নাহি শুনি স্ত্রীর বহুপতি॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব যাহা নাহি করে।
সম্প্রতি ধার্ম্মিক সব তাহা না আচরে॥
এমত অপূর্ব্ব কথা কভু নাহি শুনি।
ইতরের প্রায় কেন কহ হেন বাণী॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এ কথা প্রমাণ।
পূর্ব্ব-সাধুগণ-পথ কে করিবে আন॥
লোকে-বেদে যাহা কহে, জানিহ রাজন্।
গুরুজন-বাক্য কভু না করি লঙ্ঘন॥
লোকমত কর্ম্ম রাজা, করিব সর্ব্বথা।
কিন্তু গুরুজন-বাক্য না করি অন্যথা॥
লোক-মধ্যে গুরুশ্রেষ্ঠ, গুরুতে জননী।
মাতৃবাক্য কেমনে লঙ্ঘিব নৃপমণি॥
মাতা মম গুরুদেব ইষ্টদেব জানি।
মাতার বচন আমি দেবতুল্য মানি॥
মাতার বচন লঙ্ঘে যেই দুরাচার।
যতেক সুকৃতি-কর্ম্ম নিষ্ফল তাহার॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বিস্মিত দ্রুপদ।
অধোমুখ হ'য়ে বৈসে গণিয়া বিপদ্॥
কতক্ষণে উত্তর করিল নরপতি।
নারিনু এ বিধি দিতে, কি আছে শকতি॥
তুমি আর ধৃষ্টদ্যুম্ন পুরোহিত-সহ।
এ-কথা বিচার করি আমারে সে কহ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুমত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অবিরত॥

● দ্রুপদরাজার নিকট মুনিগণের আগমন

অন্তর্য্যামী সর্ব্বজ্ঞ সকল মুনিগণ।
পাণ্ডব-বিবাহ-হেতু কৈলা আগমন॥
শিষ্যসহ পরাশর মহাতপোবল।
জমদগ্নি জৈমিনি শ্রীঅসিত দেবল॥
কৌণ্ডমুনি মাণ্ডব্য ভার্গব জরদগব।
গর্গমুনি পর্ব্বত অগস্ত্য জলোদ্ভব॥
দুর্ব্বাসা লোমশ আঙ্গিরস তপোধন।
শিষ্য-ষষ্টি-সহস্রে আইল দ্বৈপায়ন॥
যতেক আইল মুনি, লিখনে না যায়।
দ্বারী সব আসি দ্রুত দ্রুপদে জানায়॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা শীঘ্রগতি উঠি।
আগুসরি প্রণমিল ভূমে শির লুঠি॥
গললগ্নীকৃতবাসে করি সম্ভাষণ।
বসিবারে সবে দিল উত্তম আসন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-ধূপ-দীপ-গন্ধে কৈল পূজা।
যোড়হাতে দাঁড়াইল পাঞ্চালের রাজা॥
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়।
সে-কারণে মুনিগণ আইলা এথায়॥
আছিল সন্দেহ এই বিবাহ-কারণ।
বিধিদাতা সংসারে তোমরা সর্ব্বজন॥
যে বিধান কহিবা, বিধান সেইমত।
বিচারিয়া সব কথা দেহ অভিমত॥
মুনিগণ বলে, শুন ইহা কি কহিব।
পূর্ব্বে যে ধাতার সৃষ্টি, তাহা কি খণ্ডাব॥
কৃষ্ণার বিবাহ-হেতু এই নিরূপণ।
ঘটিবে যে পঞ্চ পতি বিধির লিখন॥
সুরভীর শাপ আর পশুপতিবরে।
পঞ্চপতি পাবে সতী কহিনু তোমারে॥
মুনিগণ-মুখে শুনি এতেক বচন।
মৌনী হৈয়া রহিলেন দ্রুপদ-রাজন্॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, এ ত নাহিক সংসারে।
লোকে যাহা নাহি তাহা করি কি-প্রকারে॥
যথার্থ করিতে কর্ম্ম লোকে উপহাস।
এমন নিন্দিত কর্ম্মে কহ কেন ভাষ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, অন্য নাহি জানি।
মায়ের বচন যে অধিক বেদবাণী॥

মুনিগণ-মুখে শুনিয়াছি পূর্ব্ব-বাণী।
জটিল ব্রাহ্মণ ছিল সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানী॥
যত দ্বিজগণে তিনি করান পঠন।
সর্ব্বশাস্ত্র বেদাগম গ্রন্থ ব্যাকরণ॥
পড়াইয়া পাছে দেন এই উপদেশ।
যত শাস্ত্র হৈতে শুন কহি যে বিশেষ॥
মাতার যে আজ্ঞা যত্নে করিবা পালন।
না করিবা দ্বিধা, ইহা বেদের বচন॥
লোক-বেদ হৈতে গুরু শ্রেষ্ঠ, আমি জানি।
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ জননীরে মানি॥
জননী আমারে আজ্ঞা দেন এইমত।
পঞ্চজনে বাঁটি লহ অন্ন-ভিক্ষা-মত॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বলি তাহা কে বুঝিতে পারে।
অধর্ম্মেতে আছে ধর্ম্ম, ধর্ম্মে পাপ করে॥
অধর্ম্ম-কর্ম্মেতে মম মন নাহি রয়।
এ-কর্ম্ম করিতে মম চিত্তে বড় লয়॥
সে-কারণে বুঝি এই ধর্ম্ম-আচরণ।
বিশেষ খণ্ডিতে নারি মায়ের বচন॥
অনন্তরে বলিতে লাগিল বৃকোদর।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ধর্ম্মের উত্তর॥
বেদশাস্ত্র-লোক আমি সবার বাহির।
আমা-সবাকার ধাতা কর্ত্তা যুধিষ্ঠির॥
আমরা না মানি শাস্ত্র, কিম্বা অন্য জনে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পালন করি যে প্রাণপণে॥
কে লঙ্ঘিবে, যে-আজ্ঞা করেন যুধিষ্ঠির।
অনেক সহিনু এ পাঞ্চাল-নৃপতির॥
পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবাক্য করিল হেলন।
অন্যজন হৈলে আজি নিতাম জীবন॥
সম্বন্ধে শ্বশুর ইনি, গুরুমধ্যে গণি।
তেঁই ক্রোধানল শান্ত হইল আপনি॥
লোকে-বেদে যদি বলে নহে ভীত মন।
আজি হৈতে সর্ব্বশাস্ত্র করহ লিখন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যে-আজ্ঞা করিবে।
কাহার আছয়ে শক্তি, কে তাহা দূষিবে॥

হেনকালে কুন্তী শুনি হইল বাহির।
কৃতাঞ্জলি বন্দে সব চরণ মুনির॥
ব্যাসের চরণে ধরি সকরুণে কয়।
আমারে নিস্তার কর মিথ্যা-বাক্যে ভয়॥
যেই বলে যুধিষ্ঠির, বল সেই কথা।
যেন মতে মম বাক্য না হয় অন্যথা॥
মুনি বলে, ত্যজ ভয়, না কর ক্রন্দন।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য, নহিবে লঙ্ঘন॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর॥

● দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবার কারণ

ব্যাস বলে, সব তত্ত্ব জান মুনিগণ।
শুনহ দ্রুপদ রাজা পূর্ব্ব-বিবরণ॥
ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী।
পতিবাঞ্ছা করি শিবে পূজে নিরবধি॥
রচিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গ নানাপুষ্প দিয়া।
ঘৃত-মধু-উপচারে বাদ্য বাজাইয়া॥
অবশেষে প্রণমিয়া পড়ি ক্ষিতিতলে।
'পতিং দেহি' 'পতিং দেহি' পঞ্চবার বলে॥
হেনমতে বহুকাল পূজয়ে মহেশ।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে দেন ব্যোমকেশ॥
পঞ্চস্বামী হৈবে তোর পরম সুন্দর।
শুনিয়া বিস্ময় মানি কহে যোড়-কর॥
কেন হেন উপহাস কর শূলপাণি।
লোক-বেদ-বহির্ভূত অপূর্ব্ব কাহিনী॥
শঙ্কর বলেন, কন্যে, কি দোষ আমার।
স্বামী-বর তুমি যে মাগিলা পঞ্চবার॥
অকারণে কন্যে, কেন করহ রোদন।
কখন খণ্ডন নহে, আমার বচন॥
হইবে তোমার স্বামী পঞ্চ মহারথী।
তথাপিহ ক্ষিতিমধ্যে হৈবে তুমি সতী॥

পৃথিবীতে ঘুষিবেক তোমার চরিত্র।
তব নাম নিলে লোকে হইবে পবিত্র॥
এত বলি অন্তর্হিত হইলেন হর।
গঙ্গাজলে গিয়া কন্যা ত্যজে কলেবর॥
পুনঃ সেই কন্যা জন্মে কাশীরাজালয়ে।
সেই জন্ম পতিহীন যৌবন-সময়ে॥
না হইল বিবাহ যৌবনকাল গেল।
আপনারে তিরস্করি তপ আরম্ভিল॥
হিমাদ্রি-পর্ব্বতে তপ করে অনুক্ষণ।
তপস্যা দেখিয়া চমৎকৃত দেবগণ॥
নিকটে আইল সবে দেখিয়া অদ্ভুত।
ধর্ম্ম ইন্দ্র পবন অশ্বিনীযুগসুত॥
জিজ্ঞাসিল, কন্যা, তপ কর কি কারণে।
এমন কঠোর তপ এ-নব-যৌবনে॥
স্বামী-ইচ্ছা তপস্যায় কর বরাননে।
যারে ইচ্ছা বর তুমি আমা পঞ্চজনে॥
এত শুনি চাহে কন্যা পঞ্চজন পানে।
সবার সমান রূপ দেখিল নয়নে॥
কাহারে বরিব হেন বলিতে নারিল।
অধোমুখ হৈয়া কন্যা নিঃশব্দে রহিল॥
কন্যার হৃদয়-কথা জানি পঞ্চজন।
পঞ্চজন বর তারে দিল ততক্ষণ॥
ত্যজ তপ, এই দেহ ত্যজ কন্যা, তুমি।
আর জন্মে আমরা হইব তব স্বামী॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবগণ।
তপস্যা করিয়া কন্যা ত্যজিল জীবন॥
সেই কন্যা তব গৃহে হইল দ্রৌপদী।
অযোনিসম্ভবা জন্ম হৈল যজ্ঞবেদী॥
ধর্ম্ম ইন্দ্র বায়ু আর অশ্বিনী-যুগল।
পঞ্চ-অংশে জন্মিল পাণ্ডব-মহাবল॥
পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণা ধাতার নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ ইহা, কে করিব আন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রৌপদীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত

অগস্ত্য বলেন, সত্য কহিলেন ব্যাস।
আমি যাহা জানি, শুন, কহি সে আভাস।
পূর্ব্বে এককালে যজ্ঞ করেন শমন।
অহিংসাতে কোন প্রাণী না লভে মরণ॥
মনুষ্যে পূরিল ক্ষিতি, দেবে ভয় হৈল।
সবে আসি ব্রহ্মারে সকলি নিবেদিল॥
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ।
নৈমিষ-কাননে যজ্ঞ করেন শমন॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া যম উঠি সম্ভাষেন।
কি-কর্ম্ম করহ বলি ধাতা জিজ্ঞাসেন॥
সৃষ্টির উপরে আছে তব অধিকার।
পাপ-পুণ্য বুঝি দণ্ড দিবা সবাকার।
তাহা ছাড়ি তুমি আসি যজ্ঞে দিলা মন।
মম বাক্য লঙ্ঘিতেছ, ইহা বা কেমন॥
শুনিয়া কহেন যম করি যোড়পাণি।
মম শক্তি এ কর্ম্ম নহিল পদ্মযোনি॥
সব দেবগণ-মধ্যে আমি হৈনু চোর।
ত্রিভুবন-উপরে বিষয় দিলা মোর॥
ত্রৈলোক্যের রাজা হন দেব পুরন্দর।
তিনি যজ্ঞ করিবারে পান অবসর॥
কুবের বরুণ যজ্ঞ ইচ্ছা কৈলে করে।
অবকাশ মুহূর্ত্তেক নাহিক আমারে॥
না পারিনু এ কর্ম্ম করিতে দেব, আর।
অন্য কোন জনেরে সমর্প কর্ম্মভার॥
না পাইনু পাপ-পুণ্য করিতে নির্ণয়।
কার কত কাল আয়ু, নির্ণয় না হয়॥
যমের বচনে সুচিন্তিত প্রজাপতি।
সেইকালে কায় হৈতে করিল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ-করে, তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল, চিত্রগুপ্ত-নামে॥
যমেরে বলেন, তুমি রাখ সাথে এরে।
যখন যে জিজ্ঞাসিবা, কহিবে তোমারে॥

যাহার যে-কর্ম্ম তুমি জানিতে পারিবা।
ব্যাধিরূপ হৈয়া তারে বিনাশ করিবা॥
আপনার কর্ম্মভোগ ভুঞ্জিবে সংসার।
তথাপি সবার পরে তব অধিকার॥
ব্রহ্মার বচনে যম প্রবোধ পাইয়া।
সঞ্জীবনী-স্থানে যান যজ্ঞ সমাপিয়া॥
যমে প্রবোধিয়া সবে যথাস্থানে চলে।
যাইতে কনকপদ্ম দেখে গঙ্গাজলে॥
সহস্র সহস্র পুষ্প ভাসি যায় স্রোতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবাকার চিতে॥
অম্লান কমলপুষ্প গন্ধে মন মোহে।
তদন্ত জানিতে ইন্দ্র ধর্ম্মরাজে কহে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় ধর্ম্ম গেলা শীঘ্রগতি।
বহুক্ষণ নাহি দেখি চিন্তে সুরপতি॥
তাহার পশ্চাতে বায়ু চলিল ত্বরিত।
তাহার বিলম্ব দেখি হইল চিন্তিত॥
তাহার পশ্চাতে পাঠাইল দুইজন।
চলি গেল শীঘ্রগতি অশ্বিনী-নন্দন॥
হইল অনেকক্ষণ নাহি বাহুড়িল।
ইন্দ্র সুরপতি তথা আপনি চলিল॥
তদন্ত জানিতে তবে গেল সুরপতি।
হিমালয়ে গঙ্গাকূলে কান্দিছে যুবতী॥
কনক-কমল হয় তার অশ্রুজলে।
খরস্রোতে ভাসি যায় মন্দাকিনী-জলে॥
কন্যারে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল দেবরাজ।
কে তুমি, কি-হেতু কান্দ, কহ নিজ কাজ॥
নয়ন কুরঙ্গ, বিম্ব জিনিয়া অধর।
নির্ধূম জ্বলন্তানল অঙ্গ মনোহর॥
মুখ তব নিন্দে ইন্দু, মধ্য মৃগনাথে।
চারু ভুরু, যুগ্ম ঊরু নিন্দে হস্তিহাতে॥
কি-কারণে আপনি কান্দহ একাকিনী।
আমারে বরহ, যদি আছ বিরহিণী॥
কন্যা বলে, আমি হই দক্ষের নন্দিনী।
ছাড়িয়া সংসার-সুখ জন্ম-তপস্বিনী॥
মোরে হেন কহিতে না তোমারে যুয়ায়।
পাপচক্ষে চাহিলে অনেক কষ্ট পায়॥
এই মতে আমারে কহিল চারিজন।
তা-সবার কষ্ট যত, না যায় কথন॥
ইন্দ্র বলে, কহ তাঁরা আছয়ে কোথায়।
কন্যা বলে, যদি ইচ্ছা, আইস তথায়॥
কন্যার সংহতি গেল দেব পুরন্দর।
পর্ব্বত-উপরে দেখে পুরুষ সুন্দর॥
কেতকী বলিল, দেব, আমি তপস্বিনী।
এ-জন আমারে বলে উপহাস-বাণী॥
শিব বলিলেন, মূঢ়, না দেখ নয়নে।
প্রতিফল ইহার পাইবা মম স্থানে॥
এই গিরিবর তুমি তোল পুরন্দর।
হরের আজ্ঞায় ইন্দ্র তোলে গিরিবর॥
পর্ব্বতের গহ্বরে হরের কারাগার।
চরণে নিগড় বান্ধা আছয়ে অপার॥
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুইজন।
চারিজনে দেখি ভীত সহস্রলোচন॥
করযোড়ে বিস্তর করিল স্তব হরে।
তুষ্ট হৈয়া সদানন্দ বলেন তাঁহারে॥
হইল তোমার বাক্যে আমার সন্তোষ।
তোমা-হেতু ক্ষমিলাম এ চারির দোষ॥
বিষ্ণুর সদনে লৈয়া যাব তোমা সব।
তাঁর আজ্ঞা-মত কর্ম্ম করিবা বাসব॥
এত বলি সবে লৈয়া যান ত্রিলোচন।
শ্বেতদ্বীপে যথায় আছেন নারায়ণ॥
কহিলেন সকল কেতকী-বিবরণ।
শুনি করিলেন আজ্ঞা শ্রীমধুসূদন॥
ইন্দ্রত্ব পাইয়ে তোর নাহি খণ্ডে লোভ।
মর্ত্ত্যে জন্ম লৈয়া ভুঞ্জ, যত আছে ক্ষোভ॥
কর্ম্মফল অবশ্য ভুঞ্জয়ে, যাহা করি।
হইবে তোমার ভার্য্যা কেতকী সুন্দরী॥
পঞ্চজন জন্ম লৈবে হৈয়া নরযোনি।
কেতকী হইবে তোমা-পঞ্চের ভামিনী॥

তোমা-সবা-প্রীতিহেতু আমিহ জন্মিব।
দ্বাপরে ক্ষত্রিয়-দর্প নিঃশেষ করিব॥
এত বলি দুই কেশ দিলেন মাধব।
মহেশ চলিলা সঙ্গে লইয়া বাসব॥
মাধবের কেশ লইয়া আসিলা মহেশ।
শুক্ল কৃষ্ণ দুই হৈলা রাম-হৃষীকেশ॥
ক্ষিতিভার-নাশ হেতু পাণ্ডব-জনম।
সাক্ষাতে দেখহ রাজা, পঞ্চ ইন্দ্রসম॥
সেই দেবী কেতকী হইল যাজ্ঞসেনী।
শুনহ দ্রুপদ এই পূর্ব্বের কাহিনী॥
যাজ্ঞসেনী পঞ্চপতি বিধির বিধান।
জীবের কি সাধ্য তাহা করিবারে আন॥
দ্রৌপদী-বিবাহে হৈল দ্রুপদ অধীর।
কাশী কহে, শিববরে পূর্ব্বে আছে স্থির॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

● কেতকীর প্রতি সুরভীর শাপ

দ্রুপদ কহিল, বলি, শুন তপোধন।
কার কন্যা কেতকী, তাপসী কি-কারণ॥
কি-হেতু রোদন কৈল গঙ্গাতীরে বসি।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ মহাঋষি॥
অগস্ত্য বলেন, শুন তাহার কাহিনী।
সত্যযুগে ছিলা তেঁহ দক্ষের নন্দিনী॥
না করিল বিভা সে, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নিল।
হিমালয়-মন্দিরে হরেরে নিবেদিল॥
তোমার নিলয়ে আমি তপস্যা করিব।
তুমি আজ্ঞা দিলে আমি নির্ভয়ে থাকিব॥
হর বলিলেন, থাক এই গিরিবরে।
আমার নিকটে থাক, কি ভয় তোমারে॥
পুরুষ হইয়া তোরে যে করে সম্ভাষ।
শীঘ্র তুমি তাঁহারে আনিবা মম পাশ॥
হরের আশ্বাস পেয়ে কেতকী রহিল।
একাসনে ধেয়ানেতে জন্ম গোঁয়াইল॥
দৈবে একদিন তথা আইল সুরভী।
পাছে যায় ষণ্ড দেখি ঋতুমতী গবী॥
পঞ্চগোটা ষণ্ড এক সুরভীর পাছে।
ষণ্ডে ষণ্ডে মহাযুদ্ধ কেতকীর কাছে॥
ষণ্ডের গর্জ্জনে কেতকীর ধ্যান ভাঙ্গে।
পঞ্চগোটা ষণ্ড দেখি সুরভীর সঙ্গে॥
দেখিয়া কেতকী তবে ঈষৎ হাসিল।
কেতকী হাসিল, তাহা সুরভী জানিল॥
উপহাস বুঝিয়া হৃদয়ে হৈল তাপ।
ক্রুদ্ধ হৈয়া গোমাতা তাহারে দিল শাপ॥
নাহিক ইহাতে লজ্জা, গরুজাতি আমি।
নরযোনি হয়ে তোর হবে পঞ্চ স্বামী॥
পুনঃপুনঃ জন্ম তোর হৈবে নরযোনি।
দুই জন্ম বৃথা তোর যাবে বিরহিণী॥
তৃতীয় জন্মেতে হৈবে স্বামী পঞ্চজন।
লক্ষ্মী-অংশ পেয়ে হবে শাপ-বিমোচন॥
এক জন অংশে তারা হৈবে পঞ্চজন।
ভেদাভেদ নহিবেক সবে একমন॥
কেতকী পুছিল তারে করি যোড়হাত।
অল্পদোষে এত বড় শাপিলা নির্ঘাত॥
কতকালে হৈবে মোর শাপ-বিমোচন।
এক অংশে কাহারা হইবে পঞ্চজন॥
শাপ দিলা, তবে আমি ভুঞ্জিবারে চাই।
ইহার তদন্ত মোরে কহ শুনি গাই॥
সুরভী বলিল, শুন, তাহার কারণ।
একা ইন্দ্র অংশ হৈতে হৈবে পঞ্চজন॥
বৃত্রাসুর-নাম ত্বষ্টা-মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক সকল ভুবন॥
শুন যবে সুররাজ তারে সংহারিল।
ত্বষ্টা-মুনি শুনি ক্রোধে আগুন হইল॥
আজি সংহারিব ইন্দ্রে দেখ সর্ব্বজন।
নহে মোর তপোব্রত সব অকারণ॥

ব্রহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার।
কিমতে বহিছে ধর্ম্ম এ-পাপীর ভার॥
ত্রিশিরস পুত্র মোর তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী, কারে না হিংসিল॥
হেন পুত্র মারে মোর দুষ্ট দুরাচার।
বিশ্বাস জন্মায়ে তারে করিল সংহার॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর ধায় ক্রোধভরে॥
দুই-পাটী দন্ত ঘন করে কড়মড়।
সুরাসুর দেখিয়া পলায় উভরড়॥
বায়ু বলিলেন, ইন্দ্র, নিশ্চিন্ত আছহ।
ক্রোধান্বিত ত্বষ্টা-মুনি আইসে দেখহ॥
করে করে কচালে ঊরুতে মারে চড়।
ক্ষিতি কাঁপে চলিতে, চরণ তড়বড়॥
দীঘল জটিল দাড়ি করে নড়বড়।
সঘনে গর্জ্জয়ে যেন ঘন গড়গড়॥
নাসার নিঃশ্বাসে যেন প্রলয়ের ঝড়।
নেত্রানলে পোড়ে বন, শুনি চড়চড়॥
ঘন ঘন জিহ্বা ধরি দিতেছে কামড়।
ভুজে ঠেকি ভাঙ্গে বৃক্ষ শুনি মড়মড়॥
মম বাক্যে সুরপতি, বাহনে না চড়।
আগু হৈয়া অর্দ্ধপথে পায়ে গিয়া পড়॥
দুই হাত বান্ধি তাঁর চরণেতে পড়।
গলায় কুঠারি বান্ধি দন্তে লহ খড়॥
নতুবা পলাও শীঘ্র আইল নিয়ড়।
রহিলে নাহিক রক্ষা, করিলাম দড়॥
শুনি ভয়ে ইন্দ্র-আত্মা করে ধড়ফড়।
না স্ফুরে মুখেতে বাক্য হৈল যেন জড়॥
কোথায় লুকাব, হেন না দেখি আহড়।
আজ্ঞা কৈল আনিবারে যত হস্তী ঘোড়॥
ঐরাবত-আদি যত হস্তী বড়-বড়।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া রাখিল যেন গড়॥
ত্বষ্টার দেখিয়া ক্রোধ ইন্দ্র পায় ত্রাস।
কোথা যাব, রক্ষা পাব গেলে কার পাশ॥

নিকটেতে ইন্দ্রের আছিল চারি জন।
চারি জনে চারি অংশ কৈল সমর্পণ॥
পঞ্চ ঠাঁই পঞ্চ-আত্মা কৈল পুরন্দর।
এক আত্মা ধরিয়া রহিল কলেবর॥
আর চারি আত্মা সমর্পিল চারি ঠাঁই।
ধর্ম্ম বায়ু অশ্বিনীকুমার দুই ভাই॥
হেনকালে উপনীত ত্বষ্টা মহাঋষি।
দৃষ্টিমাত্রে পুরন্দরে কৈল ভস্মরাশি॥
ইন্দ্রে ভস্ম করিয়া বসিল ইন্দ্রাসনে।
আমি ইন্দ্র বলিয়া ঘোষিল দেবগণে॥
কেতকীর প্রতি তবে সুরভী বলিল।
হেনমতে ইন্দ্র তবে পঞ্চ ঠাঁই হৈল॥
সেই পঞ্চ অংশ হৈতে হবে পঞ্চজন।
তুমি তার ভার্য্যা হবে, না হয় খণ্ডন॥
কেতকী বলিল, কহ, শুনি গো জননী।
কিমতে পাইল প্রাণ পুনঃ বজ্রপাণি॥
গবী বলে, ত্বষ্টা ইন্দ্রে করিয়া সংহার।
আপনি লইল স্বর্গে ইন্দ্র-অধিকার॥
দেবগণ গিয়া তবে কহিল ব্রহ্মারে।
ইন্দ্র-বিনা থাকিতে না পারি স্বর্গপুরে॥
ভাঙ্গিল ইন্দ্রের সভা দেবের নগর।
নৃত্য-গীত নাহি করে অপ্সরী-অপ্সর॥
অনুক্ষণ হইল অসুর-উপদ্রব।
এই হেতু রহিতে না পারিলাম সব॥
এত শুনি ব্রহ্মা পাঠাইলা নারদেরে।
নারদ কহিল সব ত্বষ্টার গোচরে॥
ইন্দ্রত্ব লইয়া মুনি কর ইন্দ্রকার্য্য।
ইন্দ্র-বিনা উপদ্রব হৈল সর্ব্বরাজ্য॥
মুনি বলে, ইন্দ্রত্বে কি মম প্রয়োজন।
জপ-তপ-ব্রতে মম যায় অনুক্ষণ॥
যাহার ইন্দ্রত্বে ইচ্ছা, লউক এখন।
ত্বষ্টার এ-কথা শুনি বলে তপোধন॥
ইন্দ্রেরে সৃজিল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা-ইন্দ্রে ইন্দ্রত্ব করিবে কোন্ জন॥

আপনি ইন্দ্রত্ব যদি না করিবা মুনি।
ক্রোধ ত্যজি জীয়াইয়া দেহ বজ্রপাণি॥
বিধাতার সৃষ্টি রাখ আমার বচন।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন তপোধন॥
ইন্দ্রভস্ম যা আছিল অগ্রে আনি দিল।
শান্ত দৃষ্টে চাহি ত্বষ্টা তাঁরে জীয়াইল॥
হেনমতে দেবরাজ পুনঃ পায় প্রাণ।
তোমারে কহিলাম এ কথন পুরাণ॥
এত বলি সুরভী গেলেন নিজ-স্থান।
চিন্তিয়া কেতকী চিত্তে করিতেছে ধ্যান॥
গঙ্গাতীরে বসি কান্দে পড়ে অশ্রুজল।
তাহে জন্ম হয় দিব্য কনক-কমল॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
আকাশে থাকিয়া ডাকি দেবতা কহিল॥
যে বলে অগস্ত্য মুনি কিছু নহে আন।
পঞ্চ পাণ্ডবের হেতু কৃষ্ণার নির্ম্মাণ॥
শীঘ্র কর শুভকর্ম্ম, সুরপতি ডাকে।
এত বলি পুষ্পবৃষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে॥
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দিব্য আভরণ।
কেয়ূর কুণ্ডল হার বলয় কঙ্কণ॥
অম্লান অম্বর পারিজাত পুষ্পরাজ।
চিত্ররথসহ দিল অঙ্গনা-সমাজ॥
হেনকালে আইলেন রাম-নারায়ণ।
দ্বারকা-নিবাসী যত স্ত্রী-পুরুষগণ॥
বিবাহ-মঙ্গল-দ্রব্য বসুদেব লৈয়া।
স্ত্রীগণ সহিতে এল গরুড়ে চড়িয়া॥
আইল দেবকী দেবী রোহিণী রেবতী।
রুক্মিণী কালিন্দী সত্যভামা জাম্বুবতী॥
নাগ্নজিতী মিত্রবৃন্দা ভদ্রা সুলক্ষণা।
আর যত যদুনারী, কে করে গণনা॥
নানারত্ন আনিল ভূষণ-অলঙ্কার।
দশকোটি অশ্ব, দশকোটি রথ আর॥
দশকোটি মাতঙ্গ, বৃষভ অগণন।
উষ্ট্র-খর-শকটেতে পূর্ণ করি ধন॥
সকল দিলেন কৃষ্ণ ধর্ম্মের নন্দনে।
যুধিষ্ঠির অপার আনন্দ-যুক্ত মনে॥
মাতুলী-মাতুলে প্রণমেন পঙ্কজনে।
একে-একে সম্ভাষেণ যত যদুগণে॥
নিকটেতে রাজগণ পাইয়া বারতা।
বিবাহ-সামগ্রী লৈয়া শীঘ্র এল তথা॥
যারে যেই সম্ভাষা করিল সর্ব্বজন।
আদরে করিল পূজা দ্রুপদ রাজন॥
মহাভারতের কথা অপ্রমিত সুধা।
কাশী কহে, পান কর, যাবে ভবক্ষুধা॥

● পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ

মুনিগণ দেবগণ আইল সভায়।
বিবাহের আজ্ঞা দিল পাঞ্চালের রায়॥
পঞ্চ ভা'য়ে বসাইল পঞ্চ-সিংহাসনে।
হরিদ্রা-পিটালি-গন্ধ দিল প্রতিজনে॥
পঞ্চতীর্থ-জল আনি স্নান করাইল।
ইন্দ্রের ভূষণে সবে বিভূষিত হৈল॥
বিবাহ-মঙ্গল-মত হইয়া সুবেশ।
রত্নবেদী-মধ্যস্থলে করিল প্রবেশ॥
সিংহাসনে বসাইল দ্রৌপদী সুন্দরী।
পঞ্চভায়ে সাতবার প্রদক্ষিণ করি॥
পঞ্চজন-অগ্রে বেদীমধ্যে বসাইল।
পঞ্চভাই-হস্তে-হস্তে বন্ধন করিল॥
কৃষ্ণা-বাম-বৃদ্ধাঙ্গুলী যুধিষ্ঠির-হস্ত।
তর্জ্জনীতে বৃকোদর, মধ্যাঙ্গুষ্ঠে পার্থ॥
নকুল অনামাঙ্গুষ্ঠে, কনিষ্ঠে কনিষ্ঠ।
ক্রমে পঞ্চজনে কৃষ্ণা করাইল দৃষ্ট॥
দুন্দুভি-নিনাদে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
হুলাহুলী মঙ্গল করয়ে নরনারী॥
পাঞ্চজন্য বাজান আপনি নারায়ণ।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে, বাদ্য অগণন॥

কল্যাণ করিল যত দেব-ঋষিগণ।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিল, না যায় লিখন।
হেনমতে সম্পূর্ণ করিয়া শুভকার্য্য॥
প্রভাতে চলিয়া গেল যার যথা রাজ্য॥
মুনিগণ দ্বিজগণ গেল নিজস্থান।
দ্বারাবতী চলিলেন রাম-ভগবান্॥
যাইতে বিদুরে স্মরিলেন যদুমণি।
পাণ্ডবের বার্ত্তা দিতে গেলেন আপনি॥
কৃষ্ণে দেখি বিদুর আনন্দজলে ভাসে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে পূজিল বিশেষে॥
দ্বাদশ বৎসর হেথা নাহি গতায়াত।
বড় ভাগ্য, হস্তিনা কি-হেতু জগন্নাথ॥
কহ কিছু জান যদি পাণ্ডবদের বার্ত্তা।
কোন্ দেশে কোন্ রূপে আছে তারা কোথা॥
মরিল বাঁচিল কিছু না জানি তদন্ত।
কেবল ভরসা এই, সবে ধর্ম্মবন্ত॥
হা হা কুন্তী, হা হা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
তোমা না দেখিয়া আছে এ-পাপশরীর॥
এত বলি বিদুর পড়িল মূর্চ্ছা হৈয়া।
দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ বসান তুলিয়া॥
হাসিয়া বিদুরে তবে কহে জগন্নাথ।
ভাল বার্ত্তা লহ তুমি হৈয়া খুল্লতাত॥
পাণ্ডবের বিবাহ যে ত্রৈলোক্য জানিল।
এক লক্ষ রাজাসহ দলে এসেছিল॥
অদ্য রাত্রে বিবাহিতা হৈলা যাজ্ঞসেনী।
পঞ্চপাণ্ডবের ভার্য্যা তিনি একাকিনী॥
আমিও ছিলাম সব-কুটুম্ব-সংহতি।
শুভকর্ম্ম সমাপিয়া যাই দ্বারাবতী॥
শুনিয়া বিদুর বড় সানন্দ হইয়া।
গোবিন্দ-চরণ ধরে ভূমে লোটাইয়া॥
এ-কথা এক্ষণে হরি, না কহিও আর।
শুনি দুষ্ট লোকে পাছে করে কুবিচার॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ, ডরহ কাহারে।
সবে পলাইয়া এল পাণ্ডবের ডরে॥
ভীমার্জ্জুন-পরাক্রম অতুল ভূতলে।
এক লক্ষ নৃপতি জিনিল অবহেলে॥
বিদুরে প্রবোধি চলি গেল ভগবান্।
বিদুর ত্বরিত গেল ধৃতরাষ্ট্র-স্থান॥
বিদুর বলেন, আজি শুভরাত্রি হৈল।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা কুরুকুলে এল॥
এইমাত্র শুভবার্ত্তা পেয়ে আমি আজ।
আপনারে জানাতে আইনু মহারাজ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি কহে আনন্দে বিভোর।
আগুসরি আন গিয়া পুত্রবধূ মোর॥
নানারত্ন ফেলে দুর্য্যোধনেরে নিছিয়া।
আগুসরি আন কৃষ্ণা রতনে ভূষিয়া॥
বিদুর বলিল, রাজা, হেথা বধূ কোথা।
যুধিষ্ঠিরে বরিলেক দ্রুপদ-দুহিতা॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনি যেন শেল বাজে বুকে।
ততোধিক ভাগ্য বলি বলে রাজা মুখে॥
দুর্য্যোধন হইতে অধিক যুধিষ্ঠির।
শুভবার্ত্তা শুনি হৃষ্ট হইল শরীর॥
কহ, শুনি বিদুর, আছয়ে তারা কোথা।
কার ঠাঁই পাইলা হে এ-সব বারতা॥
বিদুর বলেন, কৃষ্ণা কৈল লক্ষ্যপণ।
লক্ষ্য বিন্ধিলেক রাজা, ইন্দ্রের নন্দন॥
তব মুখে শুনি কথা আনন্দ অপার।
বিদুর কহিছে মন বুঝিয়া রাজার॥
কন্যাহেতু বহু দ্বন্দ্ব কৈল রাজা সব।
ভীমার্জ্জুন করিল সবারে পরাভব॥
মুনিগণ দেবগণ একত্র হইয়া।
পঞ্চভাই পাণ্ডবে কৃষ্ণারে দিলা বিয়া॥
যদুবংশ সহ গিয়াছিলেন শ্রীপতি।
কহি বার্ত্তা আমারে গেলেন দ্বারাবতী॥
এত বলি বিদুর গেলেন নিজ স্থান।
অধোমুখে অন্ধ রাজা মনে করে ধ্যান॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● পাণ্ডবদিগের বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনাদির মন্ত্রণা

বার্ত্তা শ্রবণের পর তৃতীয় দিবসে।
ভগ্নদণ্ড দুর্য্যোধন উত্তরিল দেশে॥
যাবার সময়ে গেল দশ অক্ষৌহিণী।
পঞ্চ অক্ষৌহিণীসহ এল নৃপমণি॥
কারো রথে নাহি ধ্বজা, দন্তী দন্ত-কাটা।
কারো ক্ষত হস্তপদ, কুব্জ বোঁচা ঠুঁটা॥
কারো মুখে নাহি কথা, মুখ অতিম্লান।
নাহিক চামর-ছত্র, নাহি চিহ্ন বাণ॥
বাপের চরণে গিয়া নমস্কার কৈল।
আশীর্ব্বাদ করি অন্ধ বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥
কহ তাত যুধিষ্ঠির সহিত মিলিলা।
হুলাহুলি করিয়া সম্প্রীতে বিয়া দিলা॥
কিরূপে পাণ্ডবসহ হইল মিলন।
আইল কি তব সঙ্গে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শুনি দুর্য্যোধন-কর্ণে লাগে চমৎকার।
জানিল, ব্রাহ্মণ নহে, পাণ্ডুর কুমার॥
কর্ণ বলে, কি কথা কহিলা মহাশয়।
হেন বাক্য কিমতে স্ফুরিত মুখে হয়॥
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
আমা দেখা পাইলে কি জীয়ে পঞ্চজন॥
ছদ্ম দ্বিজবেশ ধরি ভাণ্ডিল আমারে।
দ্বিজবধ ভয় করি ক্ষমিলাম তারে॥
জানিলে তখন আমি মারিতাম প্রাণে।
পাণ্ডুপুত্র ব'লে শুনি তোমার বদনে॥
দুর্য্যোধন বলে, ইহা জানিব কেমনে।
এতকাল জীয়ে আছে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
ধিক্ ধিক্ পুরোচন, মৈল ভালে পুড়ি।
কি করিল কার্য্য, লজ্জা দিল ক্ষিতি যুড়ি॥
এক্ষণে কি হইবেক ইহার উপায়।
শিয়রে হইল শত্রু শমনের প্রায়॥
এত সন্নিকটে যদি উপায় নহিবে।
পশ্চাতে ইহার জন্য অনর্থ ঘটিবে॥
লোক পাঠাইয়া দেহ দ্রুপদের স্থানে।
নিভৃতে কহুক গিয়া পাঞ্চাল রাজনে॥
সহস্রেক রথ দিব, সহস্রেক হাতী।
অর্দ্ধ রাজ্য ভোগ কর আমার সংহতি॥
সখ্য হৈবে তব পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নসহ।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডবে মারহ॥
নতুবা পাঠাই যে সুরূপা নারীগণ।
রহুক পাণ্ডব-সহ, করুক্ কথন॥
দ্রৌপদীরে সবার হউক অনাদর।
তবে ক্রোধ করিবে দ্রুপদ নরবর॥
নতুবা সুহৃদ দ্বিজে তথায় পাঠাই।
প্রকারেতে করাউক ভেদ পঞ্চভাই॥
পঞ্চভাই তারা যদি বিচ্ছেদ করিবে।
কোন্ ছার পাণ্ডুপুত্র, নিমিষে মরিবে॥
নতুবা যাউক এক অন্তঃপুর-লোক।
সবার অগ্রেতে কাঁদি কহি পূর্ব্বশোক॥
তবে তারে পাণ্ডুপুত্র, করিবে বিশ্বাস।
বিষ দিয়া বৃকোদরে করুক বিনাশ॥
ভীম-বিনা পাণ্ডবেরা হইবে অনাথ।
কর্ণযুদ্ধে কে যাইবে অর্জ্জুনের সাথ॥
দুর্য্যোধন-বচন শুনিয়া কর্ণ বলে।
কিছু নাহি চিত্তে লাগে যতেক কহিলে॥
দ্রুপদ রাজারে রত্নে লোভ করাইবে।
ত্রৈলোক্য পাইলে সেহ না ত্যজে পাণ্ডবে॥
একে ত জামাতা, আর দ্বিতীয়ে বলিষ্ঠ।
এক্ষণে কি দ্রুপদের আছে পূর্ব্বাদৃষ্ট॥
সুহৃদ্ভেদী দ্বিজদ্বারা কি করিতে পারি।
ভেদ না হইল পঞ্চ স্বামী এক নারী॥
ভীমেরে মারিতে পারে আছে কোন্ জন।
কত না করিলা গৃহে আছিল যখন॥
বিষ দিলা, নানাযন্ত্রে গর্ত্ত খনেছিলা।
অবশেষে জতুগৃহে দাহন করিলা॥
করিলা যতেক কিবা হইল তাহায়।
এক্ষণে হইল তার অনেক সহায়॥

তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে॥ পৃষ্ঠা—২১৬

নারীগণ কি করিবে পাণ্ডবের ঠাঁই।
চক্ষুকোণে পরস্ত্রী না দেখে পঞ্চভাই॥
যতেক উপায় বল নাহি লয় মনে।
বিনা দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যাবৎ না আইসেন কৃষ্ণ যদুবলে।
যাবৎ না পায় বার্ত্তা নৃপতি সকলে॥
রজনীর মধ্যে গিয়া নগর বেড়িব।
সপুত্র দ্রুপদসহ পাণ্ডবে মারিব॥
কর্ণের বচন শুনি অন্ধ নৃপবর।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে বহুতর॥
এ-বিচার করিতে তোমারে যোগ্য দেখি।
তবে ভীষ্ম বিদুর দ্রোণেরে আন ডাকি॥
সে-সবার মত দেখি কি করে যুকতি।
এত বলি সবারে আনিল শীঘ্রগতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সাধু সদা করে পান॥

— —

● ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরের যুক্তি-উক্তি

রাজার আদেশে এল যত মন্ত্রিগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য দ্রোণের নন্দন॥
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লীক বিদুর।
কুলে শীলে বুদ্ধিবলে খ্যাত তিন পুর॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, অবধান জ্যেষ্ঠতাত।
শুনি যে পাণ্ডব জীয়ে আছে কুন্তীসাথ॥
এতকাল কোথা ছিল লুকাইয়া কেন।
কিছু ত ইহার আমি না বুঝি কারণ॥
হেন বুঝি, চিত্তে প্রায় আমারে আক্রোশ।
আমি সে-সবার স্থানে নাহি করি দোষ॥
তবে কেন গুপ্তবেশে পাঞ্চালে থাকিয়া।
বিভা কৈল পঞ্চভাই মোরে না বলিয়া॥
কহ কি করিব এবে বিধান ইহার।
শুনিয়া কহেন তারে গঙ্গার কুমার॥

তব পুত্রাধিক তোমা সেবে ত পাণ্ডব।
তুমি তার পুত্রাধিক করিতে গৌরব॥
কি বুদ্ধি তোমার হৈল, না জানি কারণ।
বারণাবতেতে পাঠাইলা পুত্রগণ॥
না জানি, তথায় কি কৈল পুরোচন।
জতুগৃহে দগ্ধ কৈল, বলে সর্ব্বজন॥
ত্রিভুবন যুড়ি মম অকীর্ত্তি হইল।
আপনি থাকিয়া ভীষ্ম এতেক করিল॥
যদবধি জতুগৃহ হইল দাহন।
তোমাদিগে নাহি চাহি মেলিয়া নয়ন॥
জননীসহিত জীয়ে পাণ্ডুর কুমার।
ইহার অধিক রাজা, কি ভাগ্য তোমার॥
অপযশ অধর্ম্ম সকল তব গেল।
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম উদয় হইল॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ রাজন্।
পাণ্ডুপুত্রগণ সঙ্গে মিলহ এখন॥
আমি একা নাহি বলি, সবার বিচার।
যেন তুমি তেন পাণ্ডু-নৃপতি আমার॥
যেন কুন্তী তেন বধূ গান্ধার-নন্দিনী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধন মানি॥
ইথে ভেদাভেদে ভদ্র নাহিক রাজন্।
পাণ্ডুপুত্রসহ তব দ্বন্দ্ব কি-কারণ॥
তার পিতা পাণ্ডু ছিল পৃথিবীর রাজা।
তাহার সকল সৈন্য রাজ্য-ধন-প্রজা॥
সে জীয়ন্তে তাহারে ত্যজিবে কোন্ জন।
তব হিতহেতু তাই বলি হে রাজন্॥
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া কর পাণ্ডবেরে বশ।
পৃথিবী যুড়িয়া রাজা, হৈবে তব যশ॥
কীর্ত্তি রাখ, নরপতি, কীর্ত্তি বড় ধন।
হতকীর্ত্তি অভাজন জীয়ন্তে মরণ॥
কীর্ত্তি রহে নরপতি, যাবৎ ধরণী।
যত পূর্ব্ব-দোষ খণ্ডিবেক নৃপমণি॥
ভীষ্মের বচন-অন্তে বলিলেন গুরু।
সর্ব্বগুণবান্ তুমি যেন কল্পতরু॥

আপনার হিতাহিত বিচার-কারণ।
ধৃতরাষ্ট্র আনিয়াছে যত মন্ত্রিগণ॥
সে-কারণে হিতকথা চাহি কহিবার।
শুনহ ক্ষত্রিয়গণ, মম যে বিচার॥
ধর্ম্ম অর্থ যশ শ্রেয় সবার কল্যাণ।
সব কহিলেন গঙ্গাপুত্র মতিমান্॥
এক্ষণেতে এই কর্ম্ম করহ ভূপাল।
প্রিয়ংবদ-জনে এক পাঠাহ পাঞ্চাল॥
বিবাহ-সামগ্রী লৈয়া মঙ্গল-বাজন।
নানা-অলঙ্কার-দ্রব্য করিয়া সাজন॥
দ্রৌপদীরে তুষিবে বিবিধ অলঙ্কারে।
নানারত্নে তুষিবেক পঞ্চ-সহোদরে॥
পুনঃপুনঃ সন্তোষিয়া কুন্তীরে কহিবে।
যেন পূর্ব্ব দুঃখ স্মরি দুঃখী না হইবে॥
দ্রুপদ-রাজের জন্য দেহ বহুধন।
প্রত্যক্ষ করিবে তাহা পাণ্ডুপুত্রগণ॥
হেন জন পাঠাহ সুশীল সত্যবাদী।
পাণ্ডব তোমাতে যেন না হয় বিবাদী॥
এত বাক্য যদি বলিলেন ভীষ্ম দ্রোণ।
ক্রোধমুখে উত্তর করিল বৈকর্ত্তন॥
ভাল মন্ত্রী আনিলা মন্ত্রণা করিবারে।
সবাই শত্রুর অংশ, খ্যাত এ-সংসারে॥
মুখেতে সুহৃদ্ তব, অন্তরেতে আন।
যা কহিলা, বুঝহ করিয়া অনুমান॥
ধন-জন-সম্পদ এ-সবার ভিতরে।
সবাকারে দিয়াছ, না দিয়াছ কাহারে॥
তথাপি পাণ্ডব-অংশ, তোমার অহিত।
জিহ্বার অন্তর-বার্ত্তা হতেছে বিদিত॥
রাজা হৈয়া যেই জন আপনা না বুঝে।
দুষ্ট মন্ত্রী মন্ত্রণাতে সবংশেতে মজে॥
শুনি ক্রোধে বলে ভরদ্বাজের কুমার।
ওরে দুষ্ট, শুনি, কহ তোর কি বিচার॥
কলহ করিতে প্রায় চাহ সবা-সহ।
নিকট বাঞ্ছহ প্রায় যেতে যমগৃহ॥
ভালমতে জানি আমি তোর বীরপণা।
দেখিল পাঞ্চালরাজ্যে তাহা সর্ব্বজনা॥
লক্ষ রাজা মিলি একা বেড়িল অর্জ্জুনে।
পলাইয়া গেলা তেঁই রহিলা জীবনে॥
হেন-জনসহ দ্বন্দ্ব চাহ করিবারে।
তোমা মত নির্লজ্জ না দেখি এ সংসারে॥
কিমতে কহিব আমি এমত বিচার।
মহাকুলক্ষয় হৈবে সবার সংহার॥
এত শুনি বলিলা বিদুর মহামতি।
কি-হেতু নিঃশব্দ হৈয়া আছহ নৃপতি॥
আপনি বুঝ না কেন করিয়া বিচার।
ভীষ্ম দ্রোণ সম মিত্র কে আছে তোমার॥
এ দোঁহার গুণে কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
বিচারে অমরগুরু, তেজে আখণ্ডলে॥
ধর্ম্মেতে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ত্রিভুবনে খ্যাত।
শীলতায় পূর্ব্বে যেন ছিল রঘুনাথ॥
কভু নাহি তব মন্দ ভীষ্ম-মুখে ভাষে।
সর্ব্বদা তোমার হিত সর্ব্বলোকে ঘোষে॥
এ-দোঁহার বাক্য ঠেলে দুষ্ট অধোগামী।
কি-কারণে উত্তর না দেহ রাজা, তুমি॥
ভীষ্ম দ্রোণ যে বলেন, সবার স্বীকার।
ইহা না করিয়া চাহ কি করিতে আর॥
কলহ করিতে বুঝি চাহ নরপতি।
কে তোমার যুঝিবেক অর্জ্জুন-সংহতি॥
এই কর্ণ-দুর্য্যোধন সসৈন্য-সংহতি।
পাঞ্চালেতে ছিল এক লক্ষ নরপতি॥
সবারে করিল জয় পার্থ একেশ্বর।
শুনিয়া থাকিবা যে করিল বৃকোদর॥
অস্ত্রহীন বৃক্ষ লয়ে প্রবেশিয়া রণ।
একলক্ষ নৃপসৈন্য করিল মথন॥
এক্ষণে সহায় হৈবে সেই রাজগণ।
স্ব-অস্ত্রে করিবে যুদ্ধ ভাই পঞ্চজন॥
সহায়-সর্ব্বস্ব যার মন্ত্রী বিশ্বপতি।
আর যত যদুগণ বৈসে দ্বারাবতী॥

মাতুল-নন্দন বলভদ্র সখা যার।
শ্বশুর দ্রুপদসহ যতেক কুমার॥
বিশেষে তোমার দেখ যত রথীগণ।
ভালমতে জান, কিবা সবাকার মন॥
আমি জানি, সবে হৈবে পাণ্ডব-সহায়।
দ্বন্দ্ব-ইচ্ছা কর তুমি কার ভরসায়॥
আর বার্ত্তা তুমি নাহি জান নরপতি।
রাজ্যের যতেক লোক করয়ে যুকতি॥
পাণ্ডুপুত্র জীয়ে আছে শুনিয়া শ্রবণে।
সবাই বাসনা করে সদা মনে-মনে॥
সবে ইচ্ছা করে, রাজা, যুধিষ্ঠিরে পতি।
তার সহ দ্বন্দ্বে ভদ্র নাহি মহামতি॥
সহজে এ-শিশুগণ, কি জানে বিচার।
আমা বাক্য শুন রাজা, হিত যে তোমার॥
জতুগৃহ পোড়াইলা, লজ্জিত অন্তরে।
যত দোষ দেয় সবে পুরোচন-'পরে॥
প্রিয়বাক্যে হস্তিনায় আন পাণ্ডুসুতে।
ঘুচিবেক লজ্জা, যশ ঘুষিবে জগতে॥
বিদুরের বচনেতে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
যে বলিলা বিদুর, আমার মনে নিলে॥
পাণ্ডবে প্রবোধে, হেন নাহি অন্য জন।
আপনি বিদুর, তুমি করহ গমন॥
এতেক বলিলা যদি অন্ধ নরপতি।
শুনিয়া যে সভাজন হৈল হৃষ্টমতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহিছে, শ্রবণে ভবে তরি॥

হস্তিনায় পাণ্ডব আনিতে বিদুরের পাঞ্চালে গমন

ক্ষণমাত্র বিদুর না বিলম্ব করিল।
বহু রত্ন ধন লৈয়া পাঞ্চালে চলিল॥
একে একে সবাকারে সম্ভাষে বিদুর।
কুন্তীসহ বসিয়াছে যত অন্তঃপুর॥
দ্রৌপদীরে তুষিল অনেক অলঙ্কারে।
নানারত্নে বিভূষিল পঞ্চ সহোদরে॥
বিদুরে দেখিয়া বড় হরিষ দ্রুপদ।
সূর্য্যের উদয়ে যেন ফুটে কোকনদ॥
পঞ্চ ভাই দেখিয়া বিদুর মহাশয়।
আনন্দে নয়ন-জলে ভাসিল হৃদয়॥
বিদুর-চরণে প্রণমিল পঞ্চজন।
কুশল-জিজ্ঞাসা কৈল যত বন্ধুগণ॥
বিদুর কহিল যত কুশল-সংবাদ।
একে একে জানাইল সবে আশীর্ব্বাদ॥
বিদুরে লইয়া গেল দ্রুপদ রাজন্।
মিষ্টান্ন-পকান্নে তারে করায় ভোজন॥
ভোজনান্তে সর্ব্বলোক বসিল সভাতে।
দ্রুপদে বিদুর তবে লাগিল কহিতে॥
পাণ্ডবে বরিল রাজা, তোমার নন্দিনী।
বড় আনন্দিত হৈল ধৃতরাষ্ট্র শুনি॥
তোমা হেন বন্ধু রাজা, বড় ভাগ্যে পায়।
সে-কারণে সম্ভাষিতে পাঠায় আমায়॥
বহু কহিলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
তোমা-সহ সম্বন্ধেতে প্রীত হৈল মন॥
প্রিয়সখা তোমারে করিয়া আলিঙ্গন।
পুনঃপুনঃ বলিলেন নিজে গুরু দ্রোণ॥
বহুদিন দেখি নাহি পাণ্ডুপুত্রগণ।
সবাই উদ্বিগ্ন বড় এই সে-কারণ॥
গান্ধারী প্রভৃতি যত কুরুকুল-নারী।
দেখিবারে উতরোল তোমার কুমারী॥
পাণ্ডবেরা বহুদিন নিরুদ্দেশ রয়।
বহুকাল বন্ধুসনে সাক্ষাৎ না হয়॥
আমারে ত এইমত কহে নরপতি।
যাইতে পাণ্ডবগণে আপন বসতি॥
দ্রুপদ বলিল, ভাগ্য আমার আছিল।
কুরু-মহাবংশ-সহ কুটুম্বিতা হৈল॥
যে বল বিদুর, সেই মোর মনোনীত।
পাণ্ডবেরে নিজ গৃহে যাইতে উচিত॥

জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র জনক-সমান।
তাঁর সেবা পাণ্ডবের হয় ত বিধান ॥
ভয় আছে তথা যদি, হেন কর মনে।
তোমা-সবা বিরোধিবে বল কোন্ জনে ॥
তথাপিহ নহে আর হস্তিনায় স্থিতি।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে গিয়া করহ বসতি ॥
দ্রুপদের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
মাতৃসহ বিদায় হলেন ততক্ষণ ॥
রথে চড়ি গেলেন দ্রৌপদী-সমন্বিত।
হস্তিনানগরে যান বিদুর-সহিত ॥
পাণ্ডব হস্তিনা আসে, শুনি প্রজাগণ।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা ধায় দর্শন-কারণ ॥
লজ্জা-ভয় ত্যজি ধায় কুলের যুবতী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চলি যায় নারী গর্ভবতী ॥
পাণ্ডবেরে দেখিতে করয়ে হুড়াহুড়ি।
যষ্টি-ভর করিয়া চলিল যত বুড়ী ॥
পঞ্চ-ভাই গেলেন যেখানে জ্যেষ্ঠতাত।
একে একে তাঁহারে করেন প্রণিপাত ॥
কুন্তীসহ অন্তঃপুরে গিয়া যাজ্ঞসেনী।
একে একে সম্ভাষেণ কৌরব-রমণী ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে ভাই পঞ্চজনে।
হস্তিনা বসতি তবে নহে সুশোভনে ॥
খাণ্ডবপ্রস্থেতে যাহ পঞ্চ সহোদর।
অর্দ্ধরাজ্য ভোগ কর ইন্দ্রের সোসর ॥
শুনি যুধিষ্ঠির করিলেন অঙ্গীকার।
খাণ্ডবপ্রস্থেতে সবে কৈলা আগুসার ॥
পাণ্ডবের আগমন জানি যদুবর।
বলভদ্র-সঙ্গে যান হস্তিনানগর ॥
ধৃতরাষ্ট্র যা বলিল পাণ্ডবের প্রতি।
খাণ্ডবে রহিতে কৃষ্ণ দেন অনুমতি ॥
বলভদ্র জনার্দ্দন পঞ্চ সহোদর।
শুভক্ষণে করিলেন আরম্ভ নগর ॥
প্রাচীর হইল উচ্চ আকাশ-সমান।
চতুর্দ্দিকে গড়খাই সমুদ্র-প্রমাণ ॥
উচ্চ উচ্চ মন্দির করিল মনোরম।
কিবা সে অমরাবতী-ভোগবতী-সম ॥
প্রাচীর-উপরে সব অস্ত্র পূর্ণ কৈল।
ভক্ষ্য-ভোজ্য-পদাতিক প্রজাগণ থু'ল ॥
কুবের-ভাণ্ডার জিনি পূরাইল ধন।
শুক্লবর্ণে সর্ব্ব গৃহ বিচিত্র শোভন ॥
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্র বৈশ্য জাতি।
নগরের মধ্যস্থলে করিল বসতি ॥
পাঠক লেখক বৈদ্য চিকিৎসক জন।
সদ্গোপ বণিক জাতি যত শূদ্রগণ ॥
বসিল সকল লোক নগর-ভিতরে।
পাণ্ডব-নগরে বৈসে, ইন্দ্রে নাহি ডরে ॥
স্থানে স্থানে নগরে রোপিল বৃক্ষগণ।
পিপ্পলী কদম্ব আম্র পনস কাঞ্চন ॥
জম্বীর পলাশ তাল তমাল বকুল।
নাগেশ্বর কেতকী চম্পক রাজফুল ॥
পাটলি বদরী বেল খদির করবী।
পারিজাত আমলকী পর্কটি মাধবী ॥
কদলী গুবাক নারিকেল সুখর্জ্জুর।
নানাবর্ণে বৃক্ষ শোভে যেন সুরপুর ॥
স্থানে স্থানে খোদাইল দীঘি পুষ্করিণী।
জলচর পক্ষিগণ সদা করে ধ্বনি ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন।
ইন্দ্রপ্রস্থ নাম রাখিলেন নারায়ণ ॥
পাণ্ডবেরে স্থাপি তথা হলধর হরি।
বিদায় হইয়া যান দ্বারকানগরী ॥
পাণ্ডবের রাজ্যপ্রাপ্তি শুনে যেই জন।
স্থানভ্রষ্ট স্থান পায় দারিদ্র-খণ্ডন ॥
আদিপর্ব্ব ভারত ব্যাসের বিরচিত।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম গায় গীত ॥

● সুন্দ-উপসুন্দের বিবরণ ও পাণ্ডবদের দ্রৌপদী সম্বন্ধে নিয়ম-নির্দ্ধারণ

জন্মেজয় বলে, মুনি, কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
পঞ্চ ভাই এক স্ত্রীতে কিমতে চলিল।
বিভেদ নহিল, দিন কিমতে বঞ্চিল॥
মুনি বলে, নরপতি, শুন সাবধানে।
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল যবে ভাই পঞ্চজনে॥
কতদিনে হইল নারদ-আগমন।
কৃষ্ণা-সহ-পাণ্ডব পূজিল শ্রীচরণ॥
কর-যোড় করি দণ্ডাইলা ছয় জন।
বসিবারে মুনি আজ্ঞা দিলেন তখন॥
নারদ বলেন, শুন, পাণ্ডুর নন্দন।
এক-পত্নী-পতি যে তোমরা পঞ্চজন॥
ভাই ভাই বিভেদ করিয়া থাক পাছে।
স্ত্রী-হেতু বিরোধ হয়, পূর্ব্বে হেন আছে॥
সুন্দ-উপসুন্দ বলি দুই ভাই ছিল।
স্ত্রীর হেতু দুই ভাই যুদ্ধ করি মৈল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কহ মুনিবর।
কি-হেতু করিল যুদ্ধ দুই সহোদর॥
নারদ বলেন, পূর্ব্বে কশ্যপনন্দন।
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ দুই জন॥
নিকুম্ভ অসুর হিরণ্যাক্ষ দৈত্যবংশে।
সুন্দ-উপসুন্দ দুই তাহার ঔরসে॥
মহাবল দুই ভাই মহাকলেবর।
অসুরকুলেতে শ্রেষ্ঠ মহাভয়ঙ্কর॥
দুই ভাই এক বাক্য একই জীবন।
তিলেক বিচ্ছেদ নাহি হয় ত কখন॥
দুই জন মিলি তবে যুক্তি কৈল সার।
তপোবলে করিব ত্রৈলোক্য-অধিকার॥
বিন্ধ্য-মহীধরে গিয়া তপ আরম্ভিল।
অনেক বৎসর বায়ু-আহারে রহিল॥
অনাহারে বহু তপ কৈল দুই জনা।
যতেক কঠোর কৈল না যায় গণনা॥
দোঁহার কঠোর তপ দেখি পিতামহ।
ডাকিয়া বলেন মনোমত বর লহ॥
দুই ভাই বলে, বিধি, করহ অমর।
বিরিঞ্চি বলেন, দোঁহে মাগ অন্য বর॥
দুই ভাই বলে, মোরা অন্য নাহি চাই।
তবে তপ ত্যজি, যবে এই বর পাই॥
বিধাতা বলেন, জন্ম হইলে মরণ।
মরণ-বিধান কিছু কর দুই জন॥
দৈত্য বলে, পরহস্তে নহিবে মরণ।
পরস্পর ভেদ হৈলে হইবে নিধন॥
স্বস্তি বলি বর দিয়া গেলেন বিধাতা।
সুন্দ-উপসুন্দ গেল নিজগৃহ যথা॥
ত্রৈলোক্য জিনিতে সৈন্যে সাজিল অসুর।
নানাবিধ অস্ত্র লৈয়া গেল সুরপুর॥
অমর জানিল, ব্রহ্মা দিয়াছেন বর।
ছাড়িয়া অমরাবতী হইল অন্তর॥
বিনা-যুদ্ধে পলাইয়া গেল দেবগণ।
ইন্দ্রপুরে ইন্দ্রত্ব করিল দুই জন॥
যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব জিনিল নাগালয়ে।
সবে পলাইয়া গেল দুই দৈত্যভয়ে॥
যজ্ঞ হোম ব্রত তথা দ্বিজ-মুনিগণ।
একে একে উচ্ছিন্ন করিল দুইজন॥
দেবকন্যা নাগকন্যা অপ্সরী কিন্নরী।
ত্রৈলোক্যে পাইল যত অপূর্ব্ব সুন্দরী॥
সে-সবারে হরিয়া আনিল নিজ ঘরে।
যখন যাহারে ইচ্ছা, তখনি বিহরে॥
যে দেবের যে বাহন, ভূষা অলঙ্কার।
সর্ব্বরত্নে পূর্ণ কৈল আপন ভাণ্ডার॥
স্থানভ্রষ্ট হৈয়া যত দেব-ঋষিগণ।
ব্রহ্মারে সকলে গিয়া কৈল নিবেদন॥
শুনিয়া ক্ষণেক ব্রহ্মা চিন্তিত-হৃদয়।
বিশ্বকর্ম্মা-প্রতি কহিলেন মহাশয়॥
মনোহরা নারী এক করহ রচন।
তুলনা না হয় যেন এ তিন ভুবন॥

সেইক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা মহাবিচক্ষণ।
বিধাতার আজ্ঞা পেয়ে করিল সৃজন॥
ত্রৈলোক্য-ভিতরে যত রূপবন্ত ছিল।
সর্ব্বরূপ হৈতে রূপ তিল তিল নিল॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী নারী করিয়া রচন।
ব্রহ্মার অগ্রেতে লৈয়া দিল ততক্ষণ॥
যে সব দেবতা সেই কন্যাপানে চাহে।
যেই অঙ্গে পড়ে দৃষ্টি সেই অঙ্গে রহে॥
ব্রহ্মা বলিলেন, নাহি এ রূপের সীমা।
তিল তিল আনি কৈল, নাম তিলোত্তমা॥
তবে করযোড়ে কন্যা ধাতা-অগ্রে কয়।
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয়॥
বিরিঞ্চি বলেন, সুন্দ-উপসুন্দ শূর।
তপোবলে দুই দৈত্য নিল তিন পুর॥
ভেদ হৈলে দুই ভাই হইবে সংহার।
উপায় করিয়া ভেদ করহ দোঁহার॥
পাইয়া ব্রহ্মার আজ্ঞা চলিল সুন্দরী।
দেবের মণ্ডলী কন্যা প্রদক্ষিণ করি॥
কন্যা দেখি মোহিত হইল ত্রিলোচন।
চারি ভিতে চারি গোটা হইল বদন॥
যেই দিকে চায় মুখ সেই দিকে রয়।
পূর্ব্বসহ পঞ্চমুখ হৈল মৃত্যুঞ্জয়॥
মদনে পীড়িত হৈয়া চাহে পুরন্দরে।
দশশত চক্ষু তাঁর হৈল কলেবরে॥
আর যত দেবগণ একদৃষ্টে চায়।
অধৈর্য্য হইল সবে দেখিয়া কন্যায়॥
দেবগণ বলে, প্রভু, কার্য্য সিদ্ধ হৈবে।
ইহারে দেখিয়া কোন্ জন না ভুলিবে॥
তবে তিলোত্তমা গেল যথা দুই জন।
ক্রীড়া করে দুই ভাই লইয়া স্ত্রীগণ॥
কোটি কোটি দৈত্যগণ সহ পরিবার।
অশ্ব গজ রথ সৈন্য পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী ল'য়ে দুই জনে।
বিন্ধ্যগিরিমধ্যে ক্রীড়া করে হৃষ্টমনে॥

রক্তবস্ত্র পরি তিলোত্তমা বিদ্যাধরী।
নানা পুষ্প তোলে সেই পর্ব্বত-উপরি॥
ধীরে ধীরে তথা দৈত্য, করিল গমন।
দূরে থাকি কন্যারে দেখিল দুইজন॥
বরে মত্ত, বলে মত্ত, মত্ত মধুপানে।
শীঘ্রগতি কন্যা দেখি উঠে দুইজনে॥
জ্যেষ্ঠ সুন্দ ধরিল কন্যার সব্য কর।
বামহস্ত ধরিল কনিষ্ঠ সহোদর॥
পরম-আনন্দ সুন্দ কন্যারে দেখিয়া।
হাত ছাড়, ভাই-প্রতি বলিল ডাকিয়া॥
মোর ভার্য্যা তোমার গুরুর মধ্যে গণি।
উহারে ধরহ তুমি, কেমন কাহিনী॥
উপসুন্দ বলে, এরে বরিয়াছি আমি।
ভ্রাতৃবধূ হয় এই, ছাড়ি দেহ তুমি॥
সুন্দ বলে, আগে আমি দেখিনু কন্যারে।
উপসুন্দ বলে, কন্যা বরেছে আমারে॥
ছাড় ছাড় বলি দোঁহে করে গালাগালি।
ক্রুদ্ধ হয়ে দুই ভাই দোঁহারে নেহালি॥
মধুপানে কামবাণে হইল অজ্ঞান।
ক্রোধে দুই জনে হৈল অগ্নির সমান॥
ভয়ঙ্কর দুই গদা ধরি ততক্ষণ।
দোঁহাকারে প্রহার করিল দুইজন॥
যুগল পর্ব্বত প্রায় পড়ে দুই বীর।
খসিয়া পড়িল যেন যুগল মিহির॥
আর যত দৈত্যগণ এ সব দেখিয়া।
কালরূপা কন্যা জানি গেল পলাইয়া॥
দেবগণসহ ব্রহ্মা আসিয়া তখন।
কন্যারে দিলেন বর করিয়া বর্ণন॥
সূর্য্যের কিরণে তুমি থাক নিরন্তর।
কেহ যেন নাহি দেখে তব কলেবর॥
তপ যজ্ঞ ভঙ্গ হৈবে তোমার কারণে।
ধর্ম্ম নষ্ট হৈবে লোকে তোমা-দরশনে॥
সেই হেতু সূর্য্য-অংশু-মধ্যে তুমি রহ।
এত বলি অন্তরে গেলেন পিতামহ॥

নারদ বলিল, শুন, ধর্ম্ম নৃপবর।
তুমি জান অতি প্রীত পঞ্চ সহোদর॥
এই মত প্রীত তারা ছিল দুইজন।
হেন গতি হৈল এক নারীর কারণ॥
মহাবংশে জন্মিলা তোমরা পঞ্চজন।
বিভেদ না হয় যেন ভার্য্যার কারণ॥
এত শুনি পঞ্চভাই নারদ-গোচরে।
সমান নির্ব্বন্ধ সবে বলে যোড়করে॥
বৎসরেক কৃষ্ণা থাকিবে এক গৃহে।
অন্য জন সেইকালে অধিকারী নহে॥
কৃষ্ণাসহ দেখে যদি ভাই অন্য জনে।
দ্বাদশ বৎসর তবে যাইবে কাননে॥
এ নির্ব্বন্ধ করিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
হেনমতে কৃষ্ণা-সহ বঞ্চে পঞ্চজন॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর॥

● অর্জ্জুনের নিয়মভঙ্গ ও বনে গমন

তবে কতদিনে সেই রাজ্যের ভিতরে।
ব্রাহ্মণের গাভী হরি লয়ে যায় চোরে॥
কাতরে ব্রাহ্মণ কহে অর্জ্জুনের পাশ।
থাকিয়া তোমার রাজ্যে হৈল সর্ব্বনাশ॥
গালি দেয় ব্রাহ্মণ যতেক আসে মনে।
অর্জ্জুন সঙ্কোচে তবে জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণে॥
কি-হেতু কান্দহ দ্বিজ, কহ বিবরণ।
দ্বিজ বলে, অস্ত্র লৈয়া চল এইক্ষণ॥
হরিয়া আমার গাভী যায় দুষ্টগণ।
শীঘ্রগতি চল, তারা গেল এতক্ষণ॥
দ্বিজের বচন শুনি ধনঞ্জয়-বীর।
আস্তে-ব্যস্তে চলিলেন আয়ুধ-মন্দির॥
দৈবযোগে অস্ত্র-গৃহে কৃষ্ণা-যুধিষ্ঠির।
দূরে থাকি জানি পার্থ হ'লেন বাহির॥

দ্বিজ বলে, অস্ত্র ল'য়ে শীঘ্রগতি চল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দ্বিজ, চক্ষে পড়ে জল॥
দ্বিজের রোদন দেখি পার্থে হৈল ভয়।
কি করিব চিত্তেতে চিন্তেন ধনঞ্জয়॥
গৃহে প্রবেশিলে দুঃখ হৈবে বহুতর।
দ্বাদশ বৎসর যাব অরণ্য-ভিতর॥
ব্রাহ্মণের চক্ষুজল যত ভূমে পড়ে।
ততবার মহাপাপ মম শিরে চড়ে॥
দ্বিজ-দুঃখ ভাঙ্গিলে হইবে বড় কর্ম্ম।
বিনাক্লেশে উপার্জ্জন কভু নহে ধর্ম্ম॥
এত ভাবি অর্জ্জুন গেলেন অস্ত্রঘরে।
হস্তে ধনু লৈয়া বীর চলেন সত্বরে॥
দ্বিজসহ গেলেন যথায় চোরগণ।
চোর মারি আনি দেন বিপ্রের গোধন॥
দ্বিজে প্রবোধিয়া আসি কহেন ফাল্গুনি।
শুন নিবেদন মম, ধর্ম্ম নৃপমণি॥
অতিক্রম করিলাম লঙ্ঘিয়া সময়।
বনবাসে যাব, আজ্ঞা কর মহাশয়॥
রাজা কন, কেন হেন কহ, ধনঞ্জয়।
পূর্ব্বেতে নারদ ঋষি কৈলা যে-সময়॥
কনিষ্ঠ ভায়ের সঙ্গে কৃষ্ণা যদি থাকে।
জ্যেষ্ঠ ভাই বনে যাবে, তাহা যদি দেখে॥
তুমি মম কনিষ্ঠ, ইহাতে দোষ নাই।
কেন হেন অপ্রিয় বচন বল ভাই॥
পার্থ বলিলেন, স্নেহে বল মহাশয়।
কপট এ কর্ম্মে প্রভু,মম মত নয়॥
সত্যে বিচলিত হই, নাহি চাহে মন।
আজ্ঞা কর, মহারাজ, যাব আমি বন॥
এত বলি পার্থ করিলেন নমস্কার।
মাতা ভ্রাতা সখা মন্ত্রী ছিল যত আর॥
সবারে বিদায় মাগি গেলেন কানন।
সব বন্ধুগণ হৈল বিরস-বদন॥
অর্জ্জুনের সহিত চলিল দ্বিজগণ।
পৌরাণিক কথকাদি গায়ক চারণ॥

মহাবনে প্রবেশ করিয়া মতিমান্।
বহু-পুণ্যতীর্থে করিলেন স্নানদান ॥
কত দিনে হরিদ্বারে করিয়া গমন।
দেখিয়া হ'লেন হৃষ্ট পাণ্ডুর নন্দন ॥
স্নান করি অগ্নিহোত্র করে দ্বিজগণ।
গঙ্গায় প্রবেশি পার্থ করেন তর্পণ ॥
তর্পণ করিতে দেখে অগ্নিহোত্র-স্থানে।
জল হৈতে নাগকন্যা ধরিল অর্জ্জুনে ॥
বলে ধরি লয়ে গেল আপন মন্দির।
উত্তম আলয় তথা দেখে পার্থবীর ॥
অগ্নিহোত্র জ্বলে তথা দেখে ধনঞ্জয়।
সেই অগ্নি পূজিলেন কুন্তীর তনয় ॥
নিঃশঙ্ক-হৃদয় পার্থ নাহি ভ্রম-ভয়।
কন্যারে বলেন, এই কাহার আলয় ॥
কি নাম ধরহ তুমি, কাহার কুমারী।
কি-কারণে আমারে আনিলা এই পুরী ॥
কন্যা বলে, ঐরাবত-নাগরাজ-অংশে।
কৌরব্য নামেতে নাগ এই পুরে বৈসে ॥
তার কন্যা আমি যে উলুপী মোর নাম।
তোমায় দেখিয়া মোরে পীড়িলেক কাম ॥
আনিলাম তোমারে যে, এই সে কারণ।
তোমারে ভজিব, মোর তৃপ্ত কর মন ॥
পার্থ বলিলেন, কন্যা, না জান কারণ।
ব্রহ্মচারী আমি ভ্রমি সতত কানন ॥
দ্বাদশ বৎসর এই ক'রেছি নিয়ম।
কিমতে লঙ্ঘিব তাহা, নাহি কোন ক্রম ॥
কন্যা বলে, সব তত্ত্ব আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণা-হেতু নিয়ম যে করিলা আপনি ॥
অন্য স্ত্রীতে নাহি দোষ, শুন মহাশয়।
তাহে আর্ত্তা আমি, কর ধর্ম্মের সঞ্চয় ॥
আর্ত্তজন আমি, বাঞ্ছা করি যে তোমারে।
ধর্ম্ম আছে, পাপ ইথে নাহিক সংসারে ॥
অনুগত জন আমি কহিনু নিশ্চয়।
এক গর্ভ দান মোরে দেহ মহাশয় ॥
হৃদয়ে বিচারি পার্থ কন্যার বচন।
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া নাহি করেন বারণ ॥
একনিশা বঞ্চি তথা পার্থ মহাবীর।
প্রাতঃকালে গঙ্গা হৈতে হ'লেন বাহির ॥
বিস্মিত হইয়া দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিলা।
প্রত্যক্ষে বৃত্তান্ত পার্থ সকল কহিলা ॥
তবে দ্বিজগণ-সহ কুন্তীর নন্দন।
হিমালয় পর্ব্বতে করেন আরোহণ ॥
অগস্ত্য-নামেতে বট বশিষ্ঠ-আশ্রমে।
বহুতীর্থে স্নান পার্থ করিলেন ক্রমে ॥
পৃথিবী দক্ষিণাবর্ত্ত করি হেন গণি।
পূর্ব্ব-সিন্ধুতীরে বীর গেলেন আপনি ॥

● অর্জ্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার বিবাহ

গয়া-গঙ্গা-প্রয়াগ-নৈমিষারণ্য আদি।
পৃথিবীতে যত তীর্থ, যত নদ-নদী ॥
অঙ্গ-বঙ্গ-মধ্যেতে যতেক তীর্থ বৈসে।
স্নান করি চলিলেন কলিঙ্গ প্রদেশে ॥
কলিঙ্গে না পশিল, বাহুড়ে দ্বিজগণ।
কলিঙ্গে পশিলে ভ্রষ্ট হয় ত ব্রাহ্মণ ॥
কলিঙ্গ-নগরে পশিলেন ধনঞ্জয়।
ক্রমে-ক্রমে দেখিলেন যত তীর্থচয় ॥
সমুদ্রের তীরেতে মহেন্দ্র গিরিবর।
মণিপুর-নামে এক আছয়ে নগর ॥
চিত্রভানু-নামে রাজা রাজ্য-অধিকারী।
চিত্রাঙ্গদা নাম ধরে তাহার কুমারী ॥
দেবের বাঞ্ছিত কন্যা পূর্ণা রূপে গুণে।
নগরে বিহরে কন্যা, দেখিল অর্জ্জুনে ॥
কন্যা দেখি মোহিত হইয়া ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি গেলেন সে রাজার আলয় ॥
পার্থ বলিলেন, রাজা কর অবধান।
তোমার কুমারী মোরে দেহ আজি দান

রাজা বলে, কে তুমি, কোথায় তব ঘর।
কোন্ বংশে জন্ম তব, কাহার কোঙর॥
তীর্থবাসী জন হৈয়া বাঞ্ছ রাজসুতা।
কেমন সাহসে তুমি কহ এই কথা॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি পাণ্ডুর তনয়।
কুন্তী-গর্ভে জন্ম মম, নাম ধনঞ্জয়॥
এত শুনি শীঘ্রগতি উঠিয়া রাজন্।
আলিঙ্গন করি দিল বসিতে আসন॥
রাজা বলে, এতদূরে আসা কি-কারণ।
সবিশেষ কহিলেন পৃথার নন্দন॥
রাজা বলে, মোর ভাগ্যে আইলা হেথায়।
মম বিবরণ কিছু কহিব তোমায়॥
প্রভঞ্জন-নামে দ্বিজ মম পূর্ব্ববংশে।
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর।
তব বংশে হৈবে রাজা, একই কোঙর॥
কুলক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে।
যে পুত্র হইবে সেই রাজ্যে রাজা হৈবে॥
পূর্ব্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জ্জটি।
পুত্র না হইল মম হৈল কন্যাগুটি॥
পুত্রবৎ করি কন্যা করি যে পালন।
মম রাজ্যে রাজা হৈতে নাহি আর জন॥
সেই হেতু করিলাম মনে এ বিচার।
এই কন্যা দিয়া তারে দিব রাজ্যভার॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি, না শোভে এ কথা।
এক সত্য কর, তবে দিব আমি সুতা॥
ইহার গর্ভেতে যেই জ্যেষ্ঠপুত্র হৈবে।
সেই সে আমার রাজ্যে রাজত্ব করিবে॥
সত্য করিলেন পার্থ, রাজা কন্যা দিল।
বর্ষত্রয় তথা তাঁরে রহিতে হইল॥

● অর্জ্জুন কর্তৃক পঞ্চকন্যা উদ্ধার

পরে পার্থ চলিলেন দক্ষিণ সাগর।
স্নান-দান সর্ব্বত্র করেন বীরবর॥
এক স্থানে তথায় দেখেন ধনঞ্জয়।
পঞ্চ-তীর্থ বলি তারে মুনিগণে কয়॥
অশ্বমেধ-ফল স্নানে হয়ত বিশেষে।
অন্ধ হৈয়া পড়ি আছে, কেহ না পরশে॥
বিস্মিত হইয়া পার্থ জিজ্ঞাসেন লোকে।
হেন তীর্থ লোকে না পরশে কোন্ পাকে॥
মুনিগণ বলে, এই পুণ্যতীর্থ গণি।
কুম্ভীরের ভয়ে কেহ না পরশে পানি॥
শুনিয়া গেলেন স্নানে কুন্তীর নন্দন।
নিষেধিল তাঁহারে যাইতে সব জন॥
সৌভদ্র-নামেতে তীর্থ পশি ধনঞ্জয়।
স্নান করিলেন বীর নিঃশঙ্ক-হৃদয়॥
শব্দ শুনি কুম্ভীরিণী আইল নিকটে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরে দশন বিকটে॥
বলে ধরি কূলে তারে অর্জ্জুন তুলিল।
গ্রাহরূপ ত্যজি কন্যা তখনি হইল॥
অদ্ভুত মানিয়া জিজ্ঞাসেন পার্থবীর।
কে তুমি, কি-হেতু হৈল কুম্ভীর-শরীর॥
কন্যা বলে, আমি বর্গা নামেতে অপ্সরী।
কুবেরের ইষ্টা মোরা পঞ্চ বিদ্যাধরী॥
সুবেশা হইয়া যাই যথা ধনেশ্বর।
পথে দেখি, তপ করে এক দ্বিজবর॥
চন্দ্র-সূর্য্য-সম-তেজ মহাতপোধন।
অহঙ্কারে করিলাম তাঁরে বিড়ম্বন॥
তপোভঙ্গ করিবারে গেনু তাঁর পাশ।
নৃত্য-গীত-বাদ্য বহু হাস-পরিহাস॥
কদাচিত বিচলিত নহিল ব্রাহ্মণ।
ক্রোধে শাপ মো-সবারে দিল ততক্ষণ॥
অনেক বৎসর থাক গ্রাহরূপ ধরি।
করিলাম বহু স্তুতি করযোড় করি॥

অবধ্য অবলা জাতি জানিয়া অন্তরে।
বধাধিক শাস্তি দিলা আমা-সবাকারে ॥
ব্রাহ্মণের শীল শান্ত সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
দয়ায় শাপান্ত আজ্ঞা কর মহামুনি ॥
মুনি বলে, গ্রাহ হৈবে তীর্থের ভিতরে।
তবে মুক্ত হৈবে, যবে তোলে কোন নরে ॥
ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া পঞ্চজন।
বাহুড়িয়া যাই ঘরে হইয়া বিমন ॥
আচম্বিতে দেখিল নারদ তপোধন।
জানাইনু তাঁহারে আপন বিবরণ ॥
নারদ বলেন, নাহি হইও বিমন।
পঞ্চ-তীর্থে গ্রাহরূপে থাক পঞ্চজন ॥
তীর্থযাত্রা-হেতু যে আসিবে ধনঞ্জয়।
তাঁহার পরশে মুক্ত হইবে নিশ্চয় ॥
সত্য হৈল, যে বলিল ব্রাহ্মণ-কুমার।
তোমার পরশে মুক্তি হইল আমার ॥
চারি তীর্থে চারি সখী আছয়ে আমার।
কৃপা করি তাহাদের করহ উদ্ধার ॥
বিনয় শুনিয়া পার্থ হয়ে দয়াবান।
চারি তীর্থে চারি জনে করিলেন ত্রাণ ॥
মুক্ত হৈয়া নিজ স্থানে গেল পঞ্চজন।
নিষ্কণ্টক কৈলা তীর্থ পাণ্ডুর নন্দন ॥

● অর্জ্জুনের প্রভাস-গমন

পুনঃ বীর মণিপুরে করেন গমন।
চিত্রাঙ্গদা-সহ পুনঃ হইল মিলন ॥
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম দিলেন নন্দন।
নাম রাখিলেন তার শ্রীবভ্রুবাহন ॥
কতদিন বঞ্চি পুত্র স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
পুনঃ তীর্থ ভ্রমিবারে গেল তথা হৈতে ॥
গোকর্ণাদি তীর্থে স্নান করি ক্রমে ক্রমে।
প্রভাস তীর্থেতে যান ভারত-পশ্চিমে ॥
প্রভাসে আগত পার্থ কুন্তীর কুমার।
দ্বারকায় গোবিন্দ শুনিয়া সমাচার ॥
অতি শীঘ্র করিলেন তথায় গমন।
প্রভাসে অর্জ্জুনসহ হইল মিলন ॥
আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে পরস্পর।
উভয়ের হইল উত্তর-প্রত্যুত্তর ॥
অর্জ্জুনে লইয়া পরে দেবকীনন্দন।
রৈবতক-নামে গিরি করেন গমন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞায় তথায় যদুগণ।
রৈবত-পর্ব্বতে পূর্ব্বে করেছে গমন ॥
অতিশয় মনোহর গিরিবর যত।
নানাধাতু বিরাজিত মণি মরকত ॥
নানাজাতি বৃক্ষ সর্ব্বফলফুলে শোভে।
নানাজাতি পুষ্প সব আমোদে সৌরভে ॥
নানাজাতি পশু ক্রীড়ে, নানা পক্ষিগণ।
গিরি দেখি সুখী যদুকুল সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণবাক্য শুনিয়া দ্বারকাবাসী সব।
রৈবতক-পর্ব্বতে করয়ে মহোৎসব ॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা আর নর-নারীগণ।
নানা বাদ্য-নৃত্য-গীত করে অনুক্ষণ ॥
নানারত্নে মণ্ডিল যতেক তরুগণ।
শ্বেত পীত রক্ত নীল বিবিধ বসন ॥
শ্বেত-কৃষ্ণ চামর রাখিল প্রতি ডালে।
প্রবাল-মুকুতা-ঝারা বান্ধে ইন্দ্রজালে ॥
উগ্রসেন বসুদেব অক্রূর উদ্ধব।
জয়সেন কামদেব সকল বান্ধব ॥
বলভদ্র চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
গদ উপগদ যে দারুক প্রদ্যুমন ॥
ঝিল্লি উপঝিল্লি যত সপ্ত-বংশনারী।
উদ্যান ভ্রমিতে সবে চলে আগুসারি ॥
দৈবকী রোহিণী ভদ্রা রেবতী ও রতি।
ভীষ্মক-নন্দিনী সত্যভামা জাম্বুবতী ॥
নাগ্নজিতী কালিন্দী লক্ষণা রত্নভূষা।
ভদ্রাবতী মিত্রবৃন্দা বাণপুত্রী ঊষা ॥

চন্দ্রাবতী প্রভাবতী প্রভৃতি কামিনী।
ইত্যাদি কৃষ্ণের ষোল সহস্র রমণী ॥
রৈবতক-পর্ব্বত যে করেন বিহার।
হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের কুমার ॥
অর্জ্জুন আইল বলি শুনি এই কথা।
আগুসরি আনিবারে সবে গেল তথা ॥
কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় আরোহেণ এক রথে।
দোঁহে এক মূর্ত্তি, কেহ না পারে চিনিতে ॥
দোঁহে নীলঘনশ্যাম অরুণ-অধর।
কিরীট-কুণ্ডল-হার শোভে পীতাম্বর ॥
কেহ বলে কৃষ্ণে পার্থ, পার্থে বলে হরি।
দোঁহামূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত নরনারী ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর রথ হৈতে উলি।
লইলেন শ্রীবসুদেবের পদধূলি ॥
আলিঙ্গেন বসুদেব শিরে চুম্ব দিয়া।
যতেক বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন বসিয়া ॥
অর্জ্জুন বলিল সব নিজ বিবরণ।
নারদ-নিয়ম-হেতু ভ্রমি তীর্থগণ ॥
বসুদেব বলিলেন, থাক এ আলয়।
দ্বাদশ বৎসর যত দিনে পূর্ণ হয় ॥
উগ্রসেন বলভদ্র সত্যক সাত্যকী।
একে একে সম্ভাষেন পরম কৌতুকী ॥
লইয়া চলিল সবে রৈবতক-গিরি।
সম্ভাষিতে আইল যতেক যদুনারী ॥
অর্ঘ্য দিয়া সর্ব্বজন কল্যাণ করেন।
পরম আনন্দে সবে শুভ জিজ্ঞাসেন ॥
মাতুলানীগণে পার্থ প্রণাম করিয়া।
যথাযোগ্য সম্ভাষা করেন নম্র হৈয়া ॥

● অর্জ্জুন ও সুভদ্রার পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ

হেনকালে সুভদ্রা যে বসুদেবসুতা।
প্রথম যুবতী সর্ব্ব-রূপ-গুণযুতা ॥
কুরুবক পুষ্প শোভে সুচাঁচর চুলে।
সৌদামিনী খেলে যেন জলদের কোলে ॥
দেহগন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিকুলে।
চতুর্দ্দিকে ঝঙ্কারিয়া অনুক্ষণ বুলে ॥
দুই গণ্ড মণ্ডিত, কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চন্দ্রজ্যোতি-গজমতি শোভে নাসা-দুলে ॥
বদন নিন্দয়ে চান্দে, নাসা তিল-ফুলে।
কটাক্ষের চাহনিতে মুনি-মন ভুলে ॥
কুচযুগ সমপূগ ঢাকিয়া দুকূল।
মধ্যদেশ মৃগ-ঈশ নহে সমতুল ॥
জঘন সরস ঘন নর্ত্তন অতুলে।
হেরি মুগ্ধ হয় কাম চরণ-অঙ্গুলে ॥
নিতম্ব কুঞ্জরকুম্ভ জিনিয়া বিপুল।
জাতী-যূথী হার পরে মালতী বকুল ॥
তারে দেখি পার্থ জিজ্ঞাসেন গোবিন্দেরে।
কেবা এ সুন্দরী সখা, সবাকার পরে ॥
অনূঢ়া এ কন্যা বলি লয় মোর মন।
শুনিয়া বলিল তবে শ্রীমধুসূদন ॥
বসুদেবসুতা হয় আমার ভগিনী।
সারণের সহোদরা, সুভদ্রা-নামিনী ॥
বিবাহ না হয়, নাহি মিলে যোগ্য বর।
শুনিয়া লজ্জিত অতি পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের মুখ দেখি সুভদ্রা মূর্চ্ছিত।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়ে আচম্বিত ॥
সত্যভামা বলে, ভদ্রা না আইস কেনে।
সবে গেল, একাকী বসিয়া কি কারণে ॥
সুভদ্রা বলিল, দেবি, মোরে ধরি লহ।
কণ্টক ফুটিল পায়, বাহির করহ ॥
শুনি সত্যভামা ধরি তুলিলেন হাতে।
নাহিক কণ্টকাঘাত দেখেন পদেতে ॥
সত্যভামা বলেন, কি-হেতু ভাঁড়াইলা।
নাহিক কণ্টকাঘাত কেন বা পড়িলা ॥
নিভৃতে সুভদ্রা কহে, কি কহিব সখি।
যে-কণ্টক ফুটিল, কোথায় পাবে দেখি ॥

অর্জ্জুনের নয়ন-চাহনি তীক্ষ্ণশর।
আজি অঙ্গ আমার করিল জরজর॥
দেখ মোর অঙ্গ-তাপ, ঘন কম্পমান।
ছট্‌ফট্‌ করে তনু, বাহিরায় প্রাণ॥
ছাড় সত্যভামা, আমি না পারি যাইতে।
এত বলি অর্জ্জুনেরে লাগিল দেখিতে॥
সত্যভামা বলে, ভদ্রা খাইলি কি লাজ।
রাখিলি কলঙ্ক নিষ্কলঙ্ক-কুলমাঝ॥
পিতা বসুদেব, ভাই রাম-নারায়ণ।
তিন-লোক-মধ্যে যাঁরে পূজে সর্ব্বজন॥
ইহা সবাকারে লজ্জা দিতে তুমি চাহ।
দেখিয়া পুরুষে প্রাণ ধরিতে নারহ॥
অন্য কি অনূঢ়া কন্যা নাহি রাজকুলে।
পরপুরুষেরে দেখি কার মন ভুলে॥
তোমা হৈতে নির্লজ্জা না হয় অন্যজনে।
ধৈর্য্য ধর, চল ঘরে, কেহ পাছে শুনে॥
সত্যভামা-মুখে হেন রূঢ় বাক্য শুনি।
সকরুণে কহে ভদ্রা, চক্ষে বহে পানি॥
ধিক্‌ ধিক্‌ ব্যর্থ নারীজন্ম এ ভূতলে।
পরবশ, দহে তনু বিরহ-অনলে॥
সত্যভামা বলেন, কি নিন্দিস্‌ কামিনী।
নারীরূপে দেখ ক্ষিতি সংসারধারিণী॥
স্ত্রী হৈতে হৈল পূর্ব্বে সৃষ্টির সৃজন।
শক্তিরূপে রক্ষা করে সবার জীবন॥
স্ত্রীর নাম প্রথমেতে মঙ্গল-কারণ।
লক্ষ্মী আগে বলয়ে, পশ্চাৎ নারায়ণ॥
শঙ্কর ছাড়িয়া আগে ভবানীর নাম।
রাম-সীতা নাহি বলে, বলে সীতা-রাম॥
গৃহিণী থাকিলে লোকে বলে তারে গৃহী।
সংসারে দেখহ নারী-বিনা কেহ নাহি॥
স্ত্রী হৈতে হয় ভদ্রা, সবার উৎপত্তি।
স্ত্রী-বিনা করিতে বংশ কাহার শকতি॥
সুভদ্রা বলেন, সত্য কহিলা সকল।
কিন্তু যে পুরুষ-বিনা জীবন বিফল॥
সত্যভামা বলেন, না হও উতরোলি।
তোমার বিবাহ দিব, স্থির হও বলি॥
উত্তম বংশজ হৈবে বলিষ্ঠ পণ্ডিত।
পরম সুন্দর হৈবে তব মনোনীত॥
ভদ্রা বলে, যত কহ, নাহি করি জ্ঞান।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা-বিদ্যমান॥
কৌরববংশীয় যে পাণ্ডব বলবান্‌।
বিনা ধনঞ্জয় আমি নাহি দেখি আন॥
আজি যদি ধনঞ্জয়ে আমারে না দিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে॥
সত্যভামা বলে, দেবি, চল এইক্ষণ।
রজনীতে পার্থসহ করাব মিলন॥
সত্যভামা-মুখে শুনি বচন সরস।
চলিল সুভদ্রা চিত্তে হইয়া হরষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, পিও কর্ণ ভরি॥

● সুভদ্রার বিবাহের জন্য সত্যভামার সহিত অর্জ্জুনের কথা

তবে নিশাকালে সত্রাজিতের নন্দিনী।
একান্তে কহেন কান্তে ভদ্রার কাহিনী॥
তোমার ভগিনী ভদ্রা ত্যজিবেক প্রাণ।
তার হেতু আপনি করহ অবধান॥
যতক্ষণ দেখিয়াছে পার্থের বদন।
তিল এক নাহি ছাড়ে আমার সদন॥
বলে মোরে, অর্জ্জুনেরে দেহ পতি করি।
নহে নারী-বধ দিব তোমার উপরি॥
গোবিন্দ বলেন, আমি ভাবিতেছি মনে।
আসিয়াছে অর্জ্জুন এখানে বহুদিনে॥
কোন্‌ ধনে সন্তোষ করিব অর্জ্জুনেরে।
ভাল হৈল সুভদ্রারে দান দিব তারে॥
করাইব বিবাহ দোঁহার যে-প্রকারে।
আজি নিশি তুমি বোধ করাহ ভদ্রারে॥

সত্যভামা বলে, নহে বিলম্বের কথা।
আজি নিশি পার্থ-বিনা মরিবে সর্ব্বথা॥
গোবিন্দ বলেন, তাহা মোর সাধ্য নয়।
কর গিয়া যেমতে সঙ্কট নাহি হয়॥
কৃষ্ণের আদেশে চলিলেন সত্যভামা।
সুভদ্রা লইয়া যথা পার্থ মহাধামা॥
দুয়ার করিয়া বন্ধ কনক-কপাটে।
শুইয়া আছেন পার্থ রত্নময় খাটে॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন বলি ডাকেন শ্রীমতী।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসেন মহামতি॥
সত্যভামা বসিলেন, সত্রাজিত-সুতা।
ঘুচাহ কপাট, কিছু আছে গুপ্তকথা॥
অর্জ্জুন বলেন, হৈল অর্দ্ধেক রজনী।
এত রাত্রে আইলেন কি হেতু আপনি॥
যদি কার্য্য ছিলা, পাঠাইতা দূতগণ।
আজ্ঞামাত্রে করিতাম তথায় গমন॥
ইহা না করিয়া তুমি আইলা আপনি।
যে আজ্ঞা করিবা, কাল করিব তখনি॥
সত্যভামা বলেন, যে দূত-কর্ম্ম নয়।
সে-কারণে আইলাম তোমার আলয়॥
তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া শ্রবণে।
না হইল নিদ্রা মম মহাতাপ মনে॥
এক ভার্য্যা পঞ্চভাই কি সুখে নিবাস।
যেই হেতু দ্বাদশ বৎসর বনবাস॥
সেই হেতু আইলাম হৃদয়ে বিচারি।
আমি দিব আর এক পরমা-সুন্দরী॥
অর্জ্জুন বলেন, এত স্নেহ কর মোরে।
পালিব সকল আজ্ঞা গোবিন্দ-গোচরে॥
সত্যভামা বলিলেন, বিলম্বে কি কাজ।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ কর রজনীর মাঝ॥
পার্থ বলিলেন, কহ অদ্ভুত এ কথা।
কেবা সে সুন্দরী হয়, কাহার দুহিতা॥
না জানিয়া না শুনিয়া তদন্ত তাহার।
বিবাহ করিতে বল, কেমন বিচার॥

সত্যভামা বলিলেন, ঘুচাহ দুয়ার।
আনিয়াছি কন্যা, দেখ চক্ষে আপনার॥
যদুকুলে জন্ম, কন্যা প্রথম-যৌবনী।
বিদ্যুতবরণী, রূপে ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
অর্জ্জুন বলেন, একি আমার শকতি।
বলভদ্র জনার্দ্দন যদুকুলপতি॥
তাঁদের আজ্ঞাতে আমি লইব যাদবী।
লজ্জা মম করাইতে চাহ মহাদেবী॥
দেবী বলিলেন, ইহা করিবা কেমনে।
মন বান্ধিয়াছে কৃষ্ণা ঔষধের গুণে॥
পাঞ্চালের কন্যা জানে মহৌষধি-গাছ।
তিল এক পঞ্চস্বামী নাহি ছাড়ে পাছ॥
যে-লোভে নারদবাক্য করিয়া হেলন।
দ্বাদশ বৎসর ভ্রমিতেছ বনে বন॥
ইহাতে তোমার লজ্জা কিছু নাহি হয়।
কিমতে করিবা বিভা, দ্রৌপদীর ভয়॥
পার্থ বলিলেন, দেবি, না নিন্দ দ্রৌপদী
ত্রিজগৎ-জনে খ্যাত তব মহৌষধি॥
ষোড়শ-সহস্র-শত-অষ্ট-পাটরাণী।
সবা হৈতে কোন্ গুণে তুমি সোহাগিনী॥
অপুত্রা কি রূপহীনা হীনকুলে জাত।
রুক্মিণী প্রভৃতি অন্যা পাটরাণী সাত॥
ঔষধের গুণে হরি তোমারে ডরান।
তোমার সাক্ষাতে চক্ষে অন্যে নাহি চান॥
দিব্য-রত্ন-বসন-ভূষণ-অলঙ্কার।
যেখানে যে পান কৃষ্ণ, সকলি তোমার॥
অন্য জনে দিলে তুমি পরাণ না ধর।
কহ মহাদেবী, ইহা কোন্ গুণে কর॥
রুক্মিণীরে দেন কৃষ্ণ এক পারিজাত।
তাহাতে করিলে যাহা, জগতে বিখ্যাত॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিরে যতনে।
কহ, শুনি পারিজাত-হরণ কেমনে॥
কি হেতু হইল দ্বন্দ্ব রুক্মিণী-সহিত।
শুনিবারে ইচ্ছা হয় ইহার চরিত॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥

——

● পারিজাত-হরণ বৃত্তান্ত

মুনি কহে, শুন, কুরুবংশ-চূড়ামণি।
পারিজাত-হরণের অপূর্ব্ব কাহিনী॥
এককালে নারায়ণ বিহার-কারণ।
করিলেন রৈবতক-পর্ব্বতে গমন॥
হেনকালে তথায় নারদ উপনীত।
বাজায়ে সুনাদ বীণা কৃষ্ণ-গুণ-গীত॥
পারিজাত পুষ্প ছিল বীণায় বন্ধন।
গোবিন্দের হস্তেতে দিলেন তপোধন॥
পরম সুন্দর পুষ্প দেবের দুর্ল্লভ।
যোজন পর্য্যন্ত যায় যাহার সৌরভ॥
দেখি আনন্দিত-চিত্ত হৈলা হৃষীকেশ।
পুষ্প দিয়া রুক্মিণীরে করেন সুবেশ॥
একেত রুক্মিণী দেবী ত্রৈলোক্যমোহিনী।
পারিজাত-সুবেশে শোভিল সবা জিনি॥
নারদ ক্ষণেক করি কথোপকথন।
বিদায় হইয়া চলিলেন তপোধন॥
কলহে সানন্দ বড় ব্রহ্মার নন্দন।
মুনি পথে যাইতে চিন্তেন মনে-মন॥
সত্যভামা-আগে কহি পারিজাত-কথা।
শুনিয়া কি বলে দেখি সত্রাজিত-সুতা॥
এত চিন্তি গিয়া মুনি দ্বারকা-নগর।
সত্যভামা-গৃহে উপনীত দ্রুততর॥
মুনি দেখি সত্যভামা করিয়া বন্দন।
পাদ্য-অর্ঘ্য অর্পিলেন, বসিতে আসন॥
কোথায় আছিলা বলি জিজ্ঞাসেন সতী।
কহেন করুণ-বাক্যে মুনি মহামতি॥
আজি গিয়াছিনু আমি ইন্দ্রের নগর।
পুষ্প দিয়া আমারে পূজিল পুরন্দর॥
নরের অদৃশ্য পুষ্প, দেবের দুর্ল্লভ।
দিল ইন্দ্র মোরে বহু করিয়া গৌরব॥
পুষ্প দেখি আমি চিন্তিলাম এ হৃদয়।
বিনা ইন্দ্র উপেন্দ্র অন্যের যোগ্য নয়॥
সেকারণে পুষ্প আনি দিলাম কৃষ্ণেরে।
পুষ্প দেখি শ্রীগোবিন্দ আনন্দ-অন্তরে॥
সেইক্ষণে রুক্মিণীরে আনি জগন্নাথ।
স্বহস্তে ভূষিত তাঁরে করে পারিজাত॥
সে-পুষ্প ভূষিবামাত্রে ভীষ্মক-দুহিতা।
রূপে ত্রৈলোক্যের নারী করিলা বিজিতা॥
সবা হৈতে প্রেয়সী তোমারে আমি জানি।
এবে জানিলাম কৃষ্ণ-প্রেয়সী রুক্মিণী॥
মুনির এতেক বাক্য শুনিয়া সুন্দরী।
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় রহে ধ্যান করি॥
ছিঁড়িয়া ফেলিলা কণ্ঠে ছিল যেই হার।
ঘুচাইয়া ফেলেন অঙ্গের অলঙ্কার॥
ছিঁড়িলা পুষ্পের মাল্য, খসিল কুন্তল।
হাহাকার করিয়া পড়েন ভূমিতল॥
সতীর দেখিয়া কষ্ট মনে-মনে হাসি।
রৈবতক-পর্ব্বতেতে বেগে যান ঋষি॥
রুক্মিণীর গৃহে কৃষ্ণ করেন ভোজন।
হেনকালে উপনীত তথা তপোধন॥
গোবিন্দ কহেন, মুনি, কহ সমাচার।
পুনঃ এথা আগমন কি-হেতু তোমার॥
মুনি বলে, অবধান শ্রীমধুসূদন।
দ্বারকা নগরে গিয়াছিলাম এখন॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসিল তোমার বারতা।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে হৈল পারিজাত-কথা॥
এমত হইবে বলি জানিব কেমনে।
রুক্মিণীরে দিলা পুষ্প শুনিয়া শ্রবণে॥
সেইক্ষণে মূর্চ্ছাপন্ন পড়িল ধরণী।
হাহাকার করিয়া কান্দয়ে উচ্চধ্বনি॥
ছিঁড়িয়া ফেলিল যত বসন-ভূষণ।
কপালেতে প্রহারয়ে হস্ত ঘনেঘন॥

সব সখিগণ মিলি করয়ে প্রবোধ।
না শুনয়ে কিছুই, দ্বিগুণ করে ক্রোধ॥
প্রাণ যাক্, প্রাণ যাক্, এই মাত্র ডাকে।
দেখিয়া এলাম শীঘ্র কহিতে তোমাকে॥
শুনিয়া গোবিন্দ চিত্তে মানিলা বিস্ময়।
কি করিব, কি হইবে, চিন্তেন হৃদয়॥
পারিজাত-পুষ্প-হেতু অনর্থ ভাবিয়া।
রুক্মিণীরে শ্রীকৃষ্ণ কহেন প্রবোধিয়া॥
কি করিব, বৈদর্ভি, আপনি কর ক্ষমা।
তুমি জান যেমন চরিত্র সত্যভামা॥
ক্রোধেতে আপন-প্রাণ ছাড়িবারে পারে।
তোমার প্রসাদী হৈল, দেহ পুষ্প তারে॥
শুনিয়া রুক্মিণী হইলেন বড় দুঃখী।
গোবিন্দেরে কহেন হইয়া অধোমুখী॥
দিয়া পুষ্পরাজ পুনঃ লইবা মুরারি।
সহজে দুর্ভাগা আমি, কি করিতে পারি॥
মোরে পুষ্প দিলা বলি পুড়িছে অন্তরে।
মরুক পুড়িয়া, কেন পুষ্প দিব তারে॥
রুক্মিণীর বাক্য শুনি চিন্তেন শ্রীহরি।
নারদেরে জিজ্ঞাসেন বৃত্তান্ত বিবরি॥
কোথায় পাইলা পুষ্প, কহ মুনিবর।
নারদ কহেন, আছে স্বর্গে তরুবর॥
ইন্দ্রের রক্ষকগণ করয়ে রক্ষণ।
তাহাতে নন্দন-বন করয়ে শোভন॥
মাগিয়া পাঠাও পুষ্প সহস্রলোচনে।
তব নাম শুনিলে দিবেন সেইক্ষণে॥
গোবিন্দ বলেন, মুনি, যাহ তুমি তথা।
মোর নাম লৈয়া ইন্দ্রে কহ এই কথা॥
ক্ষীরোদ-মথনে পুষ্প হয়েছে উৎপত্তি।
একা কেন ভোগ কর তুমি শচীপতি॥
দেহ পারিজাত যে আমার ভাগ আছে।
না দিলে সুহৃদে পুষ্প দুঃখ পাবে পাছে॥
প্রথমেতে সম্প্রীতে মাগিহ তপোধন।
না দিলে এ সব পাছে কহিবা কথন॥
এত বলি নারদে পাঠায়ে নারায়ণ।
দ্বারাবতী যান সত্যভামার কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি॥

● সত্যভামার মানভঞ্জন

পড়ি আছে সত্যভামা ভূমির উপর।
মুক্তকেশী গড়াগড়ি ধূলায় ধূসর॥
বসন-ভূষণ ভিজে নয়নের জলে।
শশি-কলা যেমন পতিতা ভূমিতলে॥
চতুর্দ্দিকে ব্যজনী ধরিয়া সখিগণ।
সুগন্ধি সলিল সিঞ্চে, চাপয়ে চরণ॥
সঘনে নিঃশ্বাস বহে, হস্ত দেয় নাকে।
দেখিয়া কৃষ্ণের অশ্রু নয়নে না থাকে॥
আপনি ব্যজনী লৈয়া সখী-হস্ত হৈতে।
মন্দ-মন্দ বায়ু কৃষ্ণ লাগিলা করিতে॥
গোবিন্দের আগমনে উজলিল ধাম।
ষড়ঋতু লৈয়া যেন উপনীত কাম॥
আমোদিত হৈল গৃহ অঙ্গের সৌরভে।
সহস্র সহস্র অলি ধায় ভোঁ ভোঁ রবে॥
অচেতন ছিল সখী, পাইল চেতন।
সৌরভে জানিল, গৃহে কৃষ্ণ-আগমন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে, ক্রোধে চক্ষু নাহি মেলে।
ক্ষণেক থাকিয়া যত সখিগণে বলে॥
কে দহে আমার অঙ্গ হুতাশন-বায়।
রুক্মিণীর বান্ধব কি আইল এথায়॥
এত বলি শিরে মারে কঙ্কণের ঘাত।
দুই হস্তে হস্ত ধরিলেন জগন্নাথ॥
কেন হেন বল রুক্মিণীর পতি বলি।
সত্যভামা-প্রাণ আমি চাহ চক্ষু মেলি॥
আমার কি অপরাধ না পাই ভাবিয়া।
কি-হেতু এতেক কষ্ট দাও প্রাণপ্রিয়া॥

এত বলি কৃষ্ণ তাঁরে বসান ধরিয়া।
মুছাইয়া দেন মুখ নিজ-বস্ত্র দিয়া॥
গোবিন্দের এতেক বিনয়-বাক্য শুনি।
কান্দিতে কান্দিতে কহে আধ-আধ বাণী॥
মুখেতে তোমার সুধা, হৃদয়ে নিষ্ঠুর।
এবে জানিলাম তুমি কত বড় ক্রুর॥
পারিজাত পুষ্পরাজ অতুল-সুবাস।
রুক্মিণীরে দিলা মোরে করিয়া নিরাশ॥
কার শক্তি সহিবে এতেক অপমান।
এক্ষণে ত্যজিব প্রাণ তোমা-বিদ্যমান॥
গোবিন্দ কহেন, প্রিয়ে, ত্যজহ বিলাপ।
কোন্ দ্রব্য পারিজাত, কেন এত তাপ॥
এক পুষ্পহেতু তব ক্রোধ এত গুরু।
তোমারে আনিয়া দিব পুষ্পসহ তরু॥
শুনি দেবী সত্যভামা উল্লসিত-মন।
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণে মেলিয়া নয়ন॥
আসনে বসান দেবী উঠি যদুনাথে।
পদ তাঁর প্রক্ষালেন সুগন্ধি জলেতে॥
ভোজন করান কৃষ্ণে পরম হরিষে।
তাম্বুল যোগান দেবী বসি বাম-পাশে॥
রত্নময় পালঙ্কেতে করিলা শয়ন।
আনন্দেতে রজনী বঞ্চিলা দুই জন॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ কৈলা স্নানদান।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার সন্তান॥
কলহ-বিদ্যায় বিজ্ঞ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি।
কহেন কৃষ্ণের আগে গদগদ ভাষি॥
কি আর কহিব কথা, কহিবারে লাজ।
যতেক কহিল মোরে শুন দেবরাজ॥
শুন শুন দেবগণ, কথন অদ্ভুত।
নারদ আইল হৈয়ে গোপালের দূত॥
দেবের দুর্ল্লভ পারিজাত পুষ্পরাজ।
মানুষের হেতু মাগে, মুখে নাহি লাজ॥
এত অহঙ্কার কেন গোপালের হৈল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত বুঝি সব পাসরিল॥
কংসভয়ে নন্দগৃহে ছিল লুকাইয়া।
গোধন রাখিত নিত্য গোপান্ন খাইয়া॥
একদিন চুরি করি খেয়েছিল ননী।
হাতে বান্ধি মারিলেক নন্দের ঘরণী॥
বৃষ অশ্ব সর্প বক করিল সংহার।
সেই হেতু দেখি প্রায় এত অহঙ্কার॥
জরাসন্ধ-ভয়ে স্থল না পেয়ে সংসারে।
লুকাইয়া রহে গিয়া সমুদ্র-ভিতরে॥
হেনজনে পারিজাত-পুষ্পে হৈল সাধ।
নাহি দিলে বলিয়াছে করিবে প্রমাদ॥
হেন কটু-উত্তর কি মোর প্রাণে সহে।
কি করিব দূত, আর অন্যজন নহে॥
যাহ যাহ নারদ, না থাক মম কাছে।
কহ গিয়া, করুক যতেক শক্তি আছে॥
নারদের মুখে শুনি এতেক বচন।
ক্রোধেতে ঘূর্ণিত হৈল যুগল-লোচন॥
গোবিন্দ বলেন, ইন্দ্র হইয়াছে মত্ত।
আপনি করিল লঘু আপন মহত্ত্ব॥
আজি চূর্ণ করিব তাহার অহঙ্কার।
চলহ, সাক্ষাতে তুমি দেখ আপনার॥
সে-সকল কথন হইল পাসরণ।
গোকুলেতে ইন্দ্রে দূর করিনু যখন॥
সাত দিন কৈল, যত ছিল পরাক্রম।
নহিলেক গোপকুলে পূজা লৈতে ক্ষম॥
এত অহঙ্কার তার সুরপুরে স্থিতি।
উচ্চকুলে নিবসে সে, আমি রহি ক্ষিতি॥
আর অহঙ্কার, চড়ে ঐরাবতোপরে।
আর অহঙ্কার, বজ্র-অস্ত্র ধরে করে॥
আর অহঙ্কার তার সহস্র-লোচন।
মত্ততা তাহার দূর করিব এখন॥
সুরপুর হইতে পাড়িব ভূমিতলে।
প্রহারে ভাঙ্গিব গজরাজ-কুম্ভস্থলে॥
অব্যর্থ মুনির অস্থি, সেই তার রাজ।
ব্যর্থ করি হাসাইব দেবের সমাজ॥

ভাঙ্গি বন সমূলে আনিব পারিজাত।
দেখি রক্ষা কেমনে করিবে শচীনাথ ॥
এত বলি গোবিন্দ স্মরেণ খগেশ্বরে।
অগ্রে দাঁড়াইল খগরাজ যোড়করে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাব ইন্দ্রের নগর।
আনিব হেথায় পারিজাত-তরুবর ॥
গরুড় বলিল, প্রভু, তুমি যাও কেনে।
আজ্ঞা দিলে আমি যাই ইন্দ্রের ভুবনে ॥
নন্দনবনের সহ পুষ্প পারিজাত।
এইক্ষণে হেথা আনি দিব জগন্নাথ ॥
গোবিন্দ বলেন, নহে অশক্য তোমাতে।
কিন্তু আমি তারে লঘু করিব সাক্ষাতে ॥
এত বলি গোবিন্দ নিলেন প্রহরণ।
কৌমোদকী গদা খড়্গ চক্র-সুদর্শন ॥
ধরিয়া সারঙ্গ ধনু চড়াইয়া গুণ।
অর্পিলেন গরুড়ে অক্ষয় যার তূণ ॥
বেশভূষা করিলেন কিরীট কুণ্ডল।
মেঘেতে শোভিল যেন মিহির-মণ্ডল ॥
কণ্ঠেতে ভূষণ গজ-মুকুতার হার।
ঝিকিমিকি করে যেন বিদ্যুৎ-আকার ॥
বক্ষঃস্থলে রত্নরাজ শোভিল কৌস্তুভ।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয় কোটি মনোভব ॥
অঙ্গদ বলয় আর কেয়ূর ভূষণ।
আঁটিয়া পরেন পীতবরণ-বসন ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন কৈল চন্দন কস্তুরি।
কাঁকালেতে বন্ধন করেন খড়্গ ছুরি ॥
হইলেন গরুড়ে আরূঢ় জগন্নাথ।
সত্যভামা বলেন, যাইব আমি সাথ ॥
দেখিব ইন্দ্রের পুরী কেমন ইন্দ্রাণী।
কিরূপে তোমার সহ যুঝে বজ্রপাণি ॥
শুনি হরি তবে তাঁরে বসালেন বামে।
পরে ডাকি আনেন সাত্যকি আর কামে ॥
দোঁহারে বলেন কৃষ্ণ, চল মোর সঙ্গ।
ইন্দ্রসহ সমর দেখহ আজি রঙ্গ ॥

কৃষ্ণাজ্ঞা পাইয়া খগে করি আরোহণ।
চলিলেন সমর দেখিতে চারি জন ॥
হেনকালে বলভদ্র প্রভৃতি যাদব।
বলিল, তোমার সহ যাব মোরা সব ॥
গোবিন্দ বলেন, থাক দ্বারকা-রক্ষণে।
শূন্য জানি আজি কি করিবে দুষ্টগণে ॥
এত বলি প্রবোধিয়া সবারে রাখিলা।
চলহ বলিয়া আজ্ঞা গরুড়েরে দিলা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সুরপুরী গমন

নারদ বলিলা, তবে শুন নারায়ণ।
অদিতি কহিল যত কুণ্ডল-কারণ ॥
নরক আনিল বলে অদিতি-কুণ্ডল।
লুটিয়া অমরাবতী অমরী-সকল ॥
পৃথিবীর পুত্র হয় নরক-দুর্ম্মতি।
তারে না মারিলে নহে স্বর্গের বসতি ॥
শুনিয়া গোবিন্দ তথা করিয়া গমন।
নরকেরে মারিয়া পাইলা কন্যাগণ ॥
ষোড়শ-সহস্র কন্যা দেবের কুমারী।
এককালে করিলেন বিবাহ মুরারি ॥
অদিতির কুণ্ডল দিলেন অদিতিরে।
তথা হৈতে চলিলেন অমর-নগরে ॥
নন্দনকানন-মধ্যে হৈয়া উপনীত।
দেখেন কুসুমরাজ, গন্ধে আমোদিত ॥
সাত্যকিরে বলেন, আনহ তরুবর।
শুনিয়া সাত্যকি তথা গেলেন সত্বর ॥
বৃক্ষ-রক্ষা-হেতু তথা ছিল বহু রক্ষ।
হাতে অস্ত্র লইয়া ধাইল লক্ষ লক্ষ ॥
সাত্যকি বলিল, প্রাণ যদি সবে চাহ।
না করহ দ্বন্দ্ব ইহা ইন্দ্রেরে জানাহ ॥

ধাইয়া ইন্দ্রের ঠাঁই সবে গিয়া কহে।
চল শীঘ্র দেবরাজ, বিলম্ব না সহে॥
গরুড়-আরূঢ় যে মনুষ্য তিন জন।
পারিজাত লইল ভাঙ্গিয়া সব বন॥
শুনিয়া ইন্দ্রের চিত্তে হইল স্মরণ।
পারিজাত লইতে আইলা নারায়ণ॥
থরহর-কলেবর ক্রোধে কাঁপে শক্র।
সহস্র-লোচন ফিরে যেন কালচক্র॥
নানা অস্ত্র লৈয়া সমরে কৈল সাজ।
হাতে বজ্র লইয়া চলিল দেবরাজ॥
শচী বলে, যাব আমি সংহতি তোমার।
দেখিব, কিরূপে হইবে যুদ্ধ দোঁহার॥
শুনি ইন্দ্র বসাইল বামে আপনার।
জয়দেব সখা আর জয়ন্তকুমার॥
হেনমতে আরোহণ কৈল চারিজন।
চালাইয়া দিল গজ, যথা নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে শুনি তরি ভববারি॥

● শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ

অস্ত্রে অস্ত্রে ছয় জনে মজিল বিরোধে।
উপেন্দ্রাণী দেখিয়া ইন্দ্রাণী বলে ক্রোধে॥
কহ সত্যভামা, কেন এত গর্ব্ব তোর।
আসিয়াছ লইতে ভূষণ-পুষ্প মোর॥
মর্য্যাদা থাকিতে আগে যাহ বাহুড়িয়া।
যথা ছিল পারিজাত তথায় রাখিয়া॥
বামন হইয়া চাহ ধরিতে চন্দ্রমা।
দিব প্রতিফল আজি ভাঙ্গিব গরিমা॥
সত্যভামা বলে, শচী, মিছে কর গর্ব্ব।
পরাক্রম তোমার জানি যে আমি সর্ব্ব॥
শাশুড়ীর কুণ্ডল নরক নিল বলে।
নারিলা আনিতে তাহা কহি আখণ্ডলে॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ কৈল ছারখার।
রাখিবারে না পারিল তোমার ভাতার॥
মারিয়া সে নরকে ভাঙ্গিয়া তার পুরী।
অদিতির কুণ্ডল আনিয়া দিল হরি॥
পারিজাত পুষ্পে তোর কোন্ অধিকার।
মথনে জন্মিল পুষ্প, ভাগ যে সবার॥
তুমি পুষ্প-ভূষণ করিবা একা কেনে।
দেখ আজি লৈয়া যাব, রাখহ কেমনে॥
সতী শচী দোঁহাকার শুনিয়া কোন্দল।
মুখে বস্ত্র দিয়া হাসে দেবতা সকল॥
আনন্দ-লহরীতে নারদ মুনি হাসে।
শুনি পুরন্দর কাঁপে অতিশয় রোষে॥
উপেন্দ্র-ইন্দ্রের যুদ্ধ হয় দেবধামে।
ত্রিভুবন চমৎকার দোঁহার সংগ্রামে॥
নানা-অস্ত্র দুইজন করেন প্রহার।
পৃথিবীর মধ্যে পড়ে উল্কার আকার॥
দর্পক-জয়ন্তে যুদ্ধ কি দিব তুলন।
শরজালে দুইজন ছাইল গগন॥
সাত্যকি তুলিল তরু গরুড়-উপর।
তার সহ জয়দেব করয়ে সমর॥
খগেন্দ্র-গজেন্দ্র যুদ্ধ না যায় বর্ণন।
গর্জ্জনে বধির হৈল ত্রৈলোক্যের জন॥
দশন-শুণ্ডেতে গজ গরুড়ে প্রহারে।
গরুড় গজেন্দ্র-শুণ্ড নখেতে বিদারে॥
গরুড়ের নখাঘাতে গজেন্দ্র অস্থির।
খণ্ড খণ্ড হৈলা বহে সর্ব্বাঙ্গে রুধির॥
না পারিল শূন্যেতে রহিতে গজবর।
অজ্ঞান হইয়া পড়ে ভূমির উপর॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে, কম্পে কলেবর।
পড়িল মাতঙ্গরাজ পর্ব্বত-উপর॥
হস্তীর চাপনে গিরি অর্দ্ধ গেল তল।
পর্ব্বত-উপরে স্থির হৈল আখণ্ডল॥
ইন্দ্র বলে, গর্ব্ব কৃষ্ণ না করহ তুমি।
সমরেতে ন্যূন হৈয়া পড়ি নাহি আমি॥

বাহন অস্থির হৈল গরুড়-আঘাতে।
তুমি আমি চল যুদ্ধ করিব ভূমিতে॥
ইন্দ্রবাক্য শুনি হাসি বলে ভগবান্।
যথায় তোমার ইচ্ছা যাব সেই স্থান॥
পুনরপি মুখামুখি হইল সমর।
যত অস্ত্র এড়ে ইন্দ্র, কাটে দামোদর॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ হয়, মনে পেয়ে লাজ।
অতিক্রোধে বজ্র প্রহারিল দেবরাজ॥
গোবিন্দ বলেন তবে গরুড়ের প্রতি।
দেখ, বজ্র-অস্ত্র প্রহারিল সুরপতি॥
সুদর্শনে এইক্ষণে তিল তিল করি।
মুনিবাক্য ব্যর্থ হৈবে, এই হেতু ডরি॥
ইহার উপায় তুমি কর খগেশ্বর।
এক-পক্ষ দেহ ফেলি বজ্রের উপর॥
ঠোঁটেতে উপাড়ি পক্ষ গরুড় ফেলিল।
পক্ষ চূর্ণ করি বজ্র বাহুড়ি চলিল॥
একবার বিনা বজ্র আর নাহি চলে।
দেখিয়া বিস্ময় বহু হৈল আখণ্ডলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

—

● মহাদেবের যুদ্ধস্থলে গমন

গোবিন্দ-ইন্দ্রের রণ নাহি অবসান।
ত্রিলোকের লোক শব্দে হয় হতজ্ঞান॥
দেখিয়া নারদ মুনি হইয়া চিন্তিত।
ক্ষীরোদে কশ্যপ-স্থানে গেলেন ত্বরিত॥
নারদ বলেন, আছ কশ্যপ, কি কাজে।
প্রমাদ ঘটাল তব পুত্র দেবরাজে॥
অজ্ঞান হইয়া করে কৃষ্ণ-সহ রণ।
না মারেন কৃষ্ণ, তেঁই জীয়ে এতক্ষণ॥
দেবরাজ পরাক্রম করিলেন সব।
নিজ অস্ত্র অদ্যাপি না ছাড়েন মাধব॥
সুদর্শন যদ্যপি ছাড়েন নারায়ণ।
কাটিবেন ইন্দ্রেরে, রাখিবে কোন্ জন॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত-মন।
কেমনে দোঁহার দ্বন্দ্ব হৈবে নিবারণ॥
দোঁহার মধ্যস্থ শিব-বিনা অন্যে নারে।
এত চিন্তি কশ্যপ করেন স্তুতি হরে॥
কশ্যপের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে ত্রিলোচন।
যুদ্ধ-স্থানে চলেন করিতে নিবারণ॥
খগেন্দ্রে উপেন্দ্র ও গজেন্দ্রে ইন্দ্ররাজ।
যোগেন্দ্র বৃষেন্দ্রারূঢ় দাঁড়াইল মাঝ॥
কহিলেন, শ্রীহরি, করহ অবধান।
তব সহ সমরে কি ইন্দ্র বলবান্॥
দেবরাজ করি তুমি করিলা স্থাপিত।
এক্ষণে নিগ্রহ তারে না হয় উচিত॥
গোবিন্দ বলেন, ইন্দ্র স্বর্গভোগ করে।
এক পারিজাত বৃক্ষ না দেয় আমারে॥
স্বতন্ত্র তাহার উপার্জ্জিত নহে ফুল।
ক্ষীরোদ মথিয়া পায় সুরাসুর-কুল॥
মথনের দ্রব্যে সবাকার ভাগ আছে।
বিশেষে বামন আমি, জন্ম তার পাছে॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা স্বর্গে যত সুখ।
সকল ইন্দ্রের ভুষা, আমি সে বিমুখ॥
একমাত্র পারিজাত-বৃক্ষ আমি মাগি।
উচিত কি তার দ্বন্দ্ব করা ইহা লাগি॥
গোবিন্দের মুখে শুনি এতেক বচন।
ইন্দ্রস্থানে চলিলেন দেব পঞ্চানন॥
গিরীশ বলেন, ইন্দ্র, হইলা অজ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ-প্রধান॥
তাঁর সহ কর দ্বন্দ্ব, নাহিক কল্যাণ।
মম বাক্যে সুরপতি কর সমাধান॥
পারিজাত চাহে যদি যদুবংশপতি।
পুষ্প দিয়া সম্প্রীত করহ সুরপতি॥
ইন্দ্র বলে, পশুপতি, কর অবধান।
ঐরাবত-উচ্চৈঃশ্রবা-আদি যত যান॥

শচী বজ্র পারিজাত নন্দন-কানন।
ইহাতে ইন্দ্রত্ব মম স্বর্গের ভূষণ॥
পারিজাত লৈবে যদি দেবকী-কুমার।
স্বর্গেতে ইন্দ্রত্ব মোর কি রহিল আর॥
মহেশ বলেন, হরি খর্ব্ব-অবতারে।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই অদিতি-উদরে॥
কনিষ্ঠের ভাগ মাগিলেন নারায়ণ।
দেহ পুষ্পরাজ, দ্বন্দ্ব হৌক নিবারণ॥
ইন্দ্র বলে, তব বাক্য না করিব আন।
আমার কনিষ্ঠ ভাই যদি ভগবান্॥
জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠেতে যথা আছে ব্যবহার।
তা' না করি চাহে কেন বল করিবার॥
না করিয়া মান্য মোরে ল'য়ে যায় বলে।
বলে নিল বলিয়া ঘুষিবে ভূমণ্ডলে॥
এত শুনি বলে শিব গোবিন্দে চাহিয়া।
ক্রোধ ত্যজ যদুনাথ, আমারে দেখিয়া॥
অজ্ঞানে হইয়া মত্ত দেব সুরপতি।
সেই হেতু করে যুদ্ধ তোমার সংহতি॥
আপনি ইন্দ্রত্ব তুমি দিয়াছ উহারে।
বিবিধ উৎপাতে রাখিয়াছ বারে বারে॥
আপন-অর্জ্জিত যদি বিষবৃক্ষ হয়।
কাটিতে আপন-হস্তে সমুচিত নয়॥
পারিজাত পুষ্প ল'য়ে যাহ, বাধা নাই।
মান্য করি লহ ইন্দ্রে, হয় জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আমার বচন দেব, করহ পালন।
শিববাক্যে স্বীকার করেন নারায়ণ॥
গেলেন গোবিন্দে লয়ে শিব ইন্দ্রস্থানে।
প্রণাম করেন হরি কনিষ্ঠ-বিধানে॥
হৃষ্ট হ'য়ে দেবরাজ কৃষ্ণে কোল দিয়া।
পারিজাত বৃক্ষ দিল নিয়ম করিয়া॥
যাবৎ থাকিবা তুমি অবনীমণ্ডলে।
তাবৎ থাকিয়া পুষ্প আসিবেক চ'লে॥
এত বলি দেবরাজ স্বর্গেতে চলিল।
সত্যভামা চাহি তবে ইন্দ্রাণী হাসিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সাধু সদা করে পান॥

● ইন্দ্রকে লইয়া গরুড়ের কৃষ্ণের নিকটে গমন ও কৃষ্ণের ক্রোধ-নিবারণ

শচী-হাসে সত্যভামা কৈল অভিমান।
গোবিন্দে চাহিয়া বলে, কর অবধান॥
প্রণাম করিলা তুমি ইন্দ্রের চরণে।
হাসিয়া চাহিয়া মোরে দেখায় নয়নে॥
যে প্রতিজ্ঞা কৈল শচী, হইল সম্পূর্ণ।
ব'লেছিলা গর্ব্ব আজি করিব বিচূর্ণ॥
কি কারণে এমত করিলা জগন্নাথ।
না হয় না পাইতাম পুষ্প-পারিজাত॥
হাসিয়া বলেন প্রভু কমললোচন।
এই হেতু সতী, কেন হও দুঃখ-মন॥
যতেক দেখহ প্রাণী এ-তিন-ভুবনে।
আমা হৈতে বিভিন্ন নাহিক কোন জনে॥
আপনারে নমস্কার করি যে আপনে।
তোমার ইহাতে লজ্জা হৈল কি-কারণে॥
সতী বলে, তাহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কৈলা।
আপন প্রতিজ্ঞা দেব, বিস্মৃত হইলা॥
'সহস্রলোচনে দিব ধূলির অঞ্জন।
ভাঙ্গিব ইন্দ্রের গর্ব্ব' কহিলা তখন॥
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা না পালিলে ধর্ম্ম নহে।
বিশেষে শচীর হাসি দেখি অঙ্গ দহে॥
কৃষ্ণ বলে, আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির।
ভক্তেরে বিক্রীত দেবি, আমার শরীর॥
না পারি শিবের বাক্য করিতে লঙ্ঘন।
ইন্দ্র-অপরাধ ক্ষমিলাম সে-কারণ॥
সত্যভামা বলে, আমি অভক্ত তোমার।
সে-কারণ ক্রোধে দহে শরীর আমার॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি ক্রোধ ত্যজ মনে।
এক্ষণে লোটাব ইন্দ্রে তোমার চরণে॥

সত্যভামা আশ্বাসিয়া দৈবকীতনয়।
ডাকিয়া বলেন, শুন দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তাহার কারণ আমি ইন্দ্রে মান্য করি ॥
ইন্দ্রেতে আমাতে কিবা সম্বন্ধ-নির্ণয়।
কত অবতার মম ধরণীতে হয় ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুই জন।
প্রতাপেতে ল'য়েছিল সকল ভুবন ॥
মারিলাম তাহারে হইয়া অবতার।
নিষ্কণ্টক স্বর্গেতে দিলাম অধিকার ॥
ধর্ম্মবলে বলি ল'য়েছিল ত্রিভুবন।
ছলিয়া পাতালে রাখি করিয়া বন্ধন ॥
দুই পদে ব্যাপিলাম ব্রহ্মাণ্ড-সকল।
নিষ্কণ্টক করিয়া দিলাম আখণ্ডল ॥
কুম্ভকর্ণ রাবণ রাক্ষস-অধিপতি।
সকলে জানহ, ইন্দ্রে কৈল যেই গতি ॥
তাহারে মারিনু আমি রাম-অবতারে।
নিষ্কণ্টক করি স্বর্গ দিলাম তাহারে ॥
উহায়-আমায় শিব, কিসের সম্বন্ধ।
এই বাক্য তাহারে বলহ সদানন্দ ॥
ভূমিতলে লোটাইয়া সহস্রলোচনে।
পড়ুক প্রণাম করি সতীর চরণে ॥
তবে তার অপরাধ করি আমি দূর।
নহিলে এখনি অন্যে দিব স্বর্গপুর ॥
কহিলেন এ-সকল ইন্দ্রে মহেশ্বর।
শুনি ইন্দ্র ক্রোধেতে কম্পিত-কলেবর ॥
না করে স্বীকার, শিব কহেন কৃষ্ণেরে।
গরুড়ে ডাকিয়া কৃষ্ণ বলেন সত্বরে ॥
যাহ বীর খগেশ্বর, পাতাল ভুবন।
আন গিয়া শীঘ্র বিরোচনের নন্দন ॥
বলিরে করিব আজি স্বর্গ-অধিপতি।
সাধুসেবা-গুণে বলি আমাতে ভকতি ॥
গরুড় ইন্দ্রের সখা, ইন্দ্রে বড় প্রীত।
গোবিন্দ-চরণে পড়ে সখার নিমিত্ত ॥

সবিনয়ে বচন বলয়ে খগেশ্বর।
অদিতির সত্য পাসরিলা চক্রধর ॥
মন্বন্তরে বলিরে করিবা অধিকারী।
এক্ষণে বলিরে ডাক, কি-কারণে হরি ॥
কোন্ ছার ইন্দ্র, প্রভু, তারে এত কেনে।
দেখি আমি, তোমারে কেমনে নাহি মানে ॥
এত বলি আপনি চলিল খগেশ্বর।
কহিল, অজ্ঞান কেন হও পুরন্দর ॥
যাঁহার পালন-সৃষ্টি, সৃজন যাঁহার।
যেই প্রভু তোমারে দিয়াছে অধিকার ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘহ করিয়া অবহেলা।
দেখিয়া না দেখ চক্ষে, ইন্দ্রপদে ভোলা ॥
আইস তোমার দোষ ক্ষমা করাইব।
সতীর চরণতলে তোমা ফেলাইব ॥
আমার বচনে যদি না মান প্রবোধ।
বলি ইন্দ্রপদ লৈবে বাড়িবেক ক্রোধ ॥
খগেন্দ্রের বাক্য শুনি চিন্তে মঘবান্।
বুঝিলাম মোরে ক্রোধ কৈলা ভগবান্ ॥
ত্রৈলোক্যের নাথ প্রভু দেব নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া তাঁর সঙ্গে কৈনু রণ ॥
গরুড়ে বলিল ইন্দ্র, শুন সখা তুমি।
গোবিন্দে বাড়ানু ক্রোধ, না জানিয়া আমি ॥
খগেশ্বর বলে, সখা, শুন মম বাণী।
মোর সহ আসি শান্ত কর চক্রপাণি ॥
আইস তোমার দোষ করাইব ক্ষমা।
নারায়ণ-সম্মুখে লইয়া যাব তোমা ॥
এত বলি গরুড় করিয়া হাতাহাতি।
সতীর চরণতলে ফেলে সুরপতি ॥
পড়ি তার সহস্রলোচনে লাগে ধূলি।
দেখিতে না পায় ইন্দ্র, হাতাড়িয়া বুলি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● সত্যভামার প্রতি ইন্দ্রের স্তব।

কত দূরে সতী-আগে, শিরে দিয়া করযুগে,
প্রণমি পড়িল দেবরাজ।
স্তব করে সুরপতি, অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি,
সহ যত অমর-সমাজ ॥
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, রতি সতী অরুন্ধতী,
পার্ব্বতী সাবিত্রী দেবমাতা।
তুমি অধঃ ক্ষিতি স্বর্গ, তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতা ॥
অনাদিপুরুষপ্রিয়া, কে জানে তোমার ক্রিয়া,
মায়াতে মনুষ্য-দেহধারী।
তুমি বিধাতার ধাতা, সবাকার অন্নদাতা,
আমি তোমা কি বর্ণিতে পারি ॥
বেদপতি বহু খেদে, না পাইল চারিবেদে,
আগমে না পায় পঞ্চানন।
তুমি মোরে দিলা সর্ব্ব, তেঁই মোর হৈল গর্ব্ব,
না সেবিনু তোমার চরণ ॥
করহ এবার কৃপা, তুমি দেবী বুদ্ধিরূপা,
সুমতি-কুমতি-প্রদায়িনী।
তুমি শূন্য জল স্থল, পৃথিবী পর্ব্বতানল,
সর্ব্বগৃহে জননী-রূপিণী ॥
শরণ লইনু পদে, ক্ষমা কর অপরাধে,
অজ্ঞান দুর্ম্মতি কর দূর।
সম্পদে হইয়া মত্ত, না জানিনু তব তত্ত্ব,
না চিনিনু আপন ঠাকুর ॥
এত বলি সুরপতি, পুনঃ লুটি পড়ে ক্ষিতি,
ধূলায় ধূসর কেশপাশ।
কিরীট কুণ্ডল হার, ছত্রদণ্ড অলঙ্কার,
ধূলি লোটে আলুথালু বাস ॥
ধূলিতে লুণ্ঠিত তনু, নয়নে পূরিল রেণু,
দেখিতে না পায় পুরন্দর।
দেখি চিত্তে দিল ক্ষমা, আজ্ঞা কৈল সত্যভামা,
ইন্দ্রেরে উঠাও খগেশ্বর ॥
মন্দাকিনী-জল দিয়া, চক্ষু ধৌত কর গিয়া,
নির্ম্মল হইবে চক্ষু তবে।
শুনিয়া সতীর বাণী, লৈয়া মন্দাকিনী পানি,
স্নান করাইল শ্রীবাসবে ॥
নয়ন নির্ম্মল হৈল, ঐরাবতে আরোহিল,
ইন্দ্র গেল লইয়া বিদায়।
লৈয়া পুষ্প পারিজাত, নারদে করিয়া সাথ,
দ্বারকা গেলেন যদুরায় ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
অধর্ম্ম-সকল হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

——

● সত্যভামার ব্রতারম্ভ

রোপিলেন পারিজাত সত্যভামা-দ্বারে।
নানা রত্নে মূল বান্ধিলেন তরুবরে ॥
শত শত রবি-শশী যেন করে শোভা।
পৃথিবী যুড়িয়া তার দীপ্ত কৈল আভা ॥
উপরে চাঁদোয়া বাঁধা দিয়া রত্নবাস।
তার তলে কৃষ্ণসহ করেন বিলাস ॥
হেনকালে আগত নারদ-মুনিবর।
দেখি সত্যভামা স্তব করেন বিস্তর ॥
নারদ বলেন, দেবি, কি করি বাখান।
না হইবে, নাহি হয় তোমার সমান ॥
দেবের দুর্লভ যেই পুষ্প পারিজাত।
তোমার দুয়ারে রোপিলেন জগন্নাথ ॥
এক্ষণে করহ দেবি, ইহার যে কাজ।
অবহেলে তোমার হইবে ব্রতরাজ ॥
যে ব্রত করিলে হয় স্বামী-সোহাগিনী।
জন্ম জন্ম হইবে গোবিন্দ তব স্বামী ॥
ব্রহ্মাণ্ড-দানের ফল পায় যেই ব্রতে।
বিখ্যাত তোমার যশ ঘোষিবে জগতে ॥

এ-ব্রত করিয়াছিল পুলোমা-নন্দিনী।
সোহাগে আগুলি হৈল ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
পর্ব্বত-নন্দিনী পূর্ব্বে এই ব্রত করি।
পাইলেন শিবের অর্দ্ধাঙ্গ মহেশ্বরী॥
আর কৈল স্বাহাদেবী অগ্নির গৃহিণী।
যার ফলে হইল অগ্নির সোহাগিনী॥
শুনি সত্যভামা ধরে মুনির চরণে।
প্রভু, মোরে সেই ব্রত করাহ এক্ষণে॥
নারদ বলেন, লহ কৃষ্ণ-অনুমতি।
শ্রীকৃষ্ণ নহেন যে কেবল তব পতি॥
নাহি জান দেবি, তুমি এ-ব্রত-বিধান।
বৃক্ষেতে বান্ধিয়া স্বামী দিতে হৈবে দান॥
সত্যভামা বলে, হেন কহ কেন মুনি।
মোরে বিরোধিবে, হেন কে আছে সতিনী॥
করিব গোবিন্দে দান, যে বিধি আছয়।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসিব, ইথে কি আছে সংশয়॥
মুনি বলে, তবে আর বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কেন আরম্ভ না কর ব্রতরাজ॥
এক লক্ষ ধেনু চাহি, ধান্য লক্ষ পৌটি।
দক্ষিণা-সামগ্রী কর স্বর্ণ লক্ষ কোটি॥
বসন-ভূষণ-দান ষোড়শ-বিধান।
অশ্ব রথ গজ বৃষ যত রত্ন-যান॥
নারদের বাক্যমত সব আয়োজন।
শুভদিনে করিলেন ব্রত আরম্ভণ॥
গোবিন্দেরে একান্তে কহেন সমাচার।
হাসিয়া সতীরে কৃষ্ণ করেন স্বীকার॥
নিমন্ত্রিয়া আনেন যতেক মুনিগণ।
পৃথিবীর মধ্যে যত বৈসেন ব্রাহ্মণ॥
করিত ব্রতের সজ্জা যে ছিল বিহিত।
বৈসেন নারদ-মুনি হৈয়া পুরোহিত॥
পারিজাত-বৃক্ষেতে বান্ধিয়া হৃষীকেশে।
সত্যভামা বসিলেন হাতে তিল-কুশে॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল-সহস্র রমণী।
অভিমানে সবাকার চক্ষে বহে পানি॥
সত্যভামা করিলেন দান জগন্নাথে।
স্বস্তি বলি নারদ নিলেন ধরি হাতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণকে দান পাইয়া নারদের গমন

দান পেয়ে নারদ নাচেন ঊর্দ্ধবায়।
যতেক দক্ষিণা পায় ব্রাহ্মণে বিলায়॥
নারদ দ্বারকানাথে লৈয়া যান ধরি।
শুনিয়া দ্বারকা-শুদ্ধ ধায় নরনারী॥
পারিজাত-বৃক্ষ হৈতে খসান বন্ধন।
গোবিন্দে বলেন, সব ফেল আভরণ॥
এখন গোপাল, আর এ-বেশে কি-কাজ।
তপস্বী হইলা, ধর তপস্বীর সাজ॥
কিরীট ফেলিয়া শিরে ধর পিঙ্গজটা।
কনক-পইতা ফেলি লহ যোগপাটা॥
কনক-মুকুতা-হার ফেল বনমালা।
পীতাম্বর ফেলিয়া পরহ বাঘছালা॥
মুনির বচনে হরি ত্যজি সেইক্ষণ।
ধরেন তপস্বী-বেশ দৈবকী-নন্দন॥
হাতেতে করিয়া বীণা, কাঁধে মৃগছালা।
পাছে-পাছে যান যেন সন্ন্যাসীর চেলা॥
দেখিয়া কৃষ্ণের বেশ কান্দে সর্ব্বজন।
উগ্রসেন বসুদেব করয়ে ক্রন্দন॥
কান্দয়ে যাদব যত নারী আর শিশু।
থাকুক অন্যের কথা কান্দে বন্য পশু॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা কান্দে ভূমিতলে পড়ি।
দৈবকী রোহিণী কান্দে দিয়া গড়াগড়ি॥
রুক্মিণী প্রভৃতি ষোল-সহস্র রমণী।
পাছে-পাছে চলি যায় যতেক কামিনী॥
নারদ বলেন, তোমা-সবে যাহ কোথা।
রুক্মিণী বলেন, তুমি ল'য়ে যাবে যথা॥

নারদ বলেন, কিবা তব প্রয়োজন।
নানা স্থানে ভ্রমি আমি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥
রুক্মিণী বলেন, কৃষ্ণদান পেলে মুনি।
যৌতুক পাইলা ষোল-সহস্র রমণী ॥
মুনি বলে, রুক্মিণী, না কর মিছা দ্বন্দ্ব।
পাছে ক্রোধ না করিহ বলি ভাল মন্দ ॥
যখন করিল দান সত্রাজিত-সুতা।
তখনি ত কেহ না কহিলা কোন কথা ॥
তার আগে কহিবারে নহিলে ভাজন।
আমার সহিত এবে কোন্ প্রয়োজন ॥
রুক্মিণী বলেন, পুনঃ শুন মুনিরায়।
সত্যভামা দিল দান, আমার কি দায় ॥
প্রাণনাথে ল'য়ে যাহ আমা-সবাকার।
কহ মুনি, আমরা রহিব কোথা আর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● নারদকে শ্রীকৃষ্ণ পরিমাণে ধনদান

গোবিন্দেরে লইয়া নারদ মুনি যান।
বিষণ্ণ-বদনা হৈয়া সত্যভামা চান ॥
ঘন পড়ি উঠি ধায় বাতুল-সমান।
দুইহাতে আগুলিয়া মুনিরে রহান ॥
বুঝিনু নারদ মুনি চতুরালি তোর।
ভাণ্ডাইয়া লৈয়া যাও প্রাণপতি মোর ॥
বালকে ভাণ্ডায় যেন হাতে দিয়া কলা।
কাচ দিয়া লৈয়া যাও কাঞ্চনের মালা ॥
শিলা দিয়া লৈয়া যাহ পরশ-রতন।
শুধু কায় দিয়া যাও লইয়া জীবন ॥
না চাহি যে ব্রত, না চাহি যে ফল তার।
ফিরাইয়া প্রাণনাথে দেহ ত আমার ॥
মুনি বলে, সত্যভামা, সত্যভ্রষ্টা হৈলা।
সবাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলা ॥
এক্ষণে কহিছ, ব্রতে নাহি প্রয়োজন।
দান লইয়াছি আমি, দিব কি-কারণ ॥
একক দেখিয়া চাহ বল করিবারে।
মোর ঠাঁই লইতে কাহার শক্তি পারে ॥
এত বলি নারদ ঘুরান দুই আঁখি।
শরীর কম্পিত দেবী মুনি-মুখ দেখি ॥
সত্যভামা বলে, তব ক্রোধে নাহি ডরি।
বড় ক্রোধ হইলে ফেলাবে ভস্ম করি ॥
গোবিন্দ-বিচ্ছেদে মরি, সেই মোর সুখ।
না দেখিব কৃষ্ণ আর, এই বড় দুখ ॥
এক কথা কহি, অবধান কর মুনি।
পূর্ব্বে যে বলিলা ব্রত করিল ইন্দ্রাণী ॥
পার্ব্বতী করিল আর স্বাহা অগ্নিপ্রিয়া।
তারা সব স্বামী পেল কেমন করিয়া ॥
নারদ বলেন, সর্ব্বভক্ষ্য হুতাশন।
চারি-মুখে ধরে তার প্রচণ্ড কিরণ ॥
তাহারে লইয়া সতি, কি করিব আমি।
সে-কারণে স্বাহারে ফিরায়ে দিনু স্বামী ॥
পার্ব্বতীর পতি রুদ্র বলদ-বাহন।
হাড়মালা ভস্ম মাখে, অঙ্গে ফণিগণ ॥
নিরন্তর ভূত-প্রেত লৈয়া তার মেলা।
না নিলাম তাহারে করিয়া অবহেলা ॥
শচীপতি পুরন্দর সহস্রলোচন।
ত্রৈলোক্য পালিতে ধাতা কৈল নিয়োজন ॥
কভু ঐরাবতে, কভু উচ্চৈঃশ্রবা রথে।
বিনা-বাহনেতে ইন্দ্র না পারে চলিতে ॥
তারে না নিলাম আমি ইহার লাগিয়া।
তথাপিহ আছে স্বর্গে আমার হইয়া ॥
তোমার যে স্বামী কৃষ্ণ, রূপে নাহি সীমা
তিন-লোক-মধ্যে দিব কাহাতে উপমা ॥
যথায় যাইব, তথা সঙ্গে করি লব।
অনুক্ষণ দিবানিশি নয়নে দেখিব ॥
জনমে জনমে মম এই বাঞ্ছা ছিল।
অনেক তপের ফলে বিধি মিলাইল ॥

নয়ন মুদিয়া সদা ধ্যান করি যাঁকে।
তাঁহাকে পাইয়া হাতে দিব কি তোমাকে॥
করিয়াছি যাঁর বাঞ্ছা সদা নিজ মনে।
হেন নিধি পেয়ে আমি ছাড়িব কেমনে॥
ব্রত-জন্য ছাড়ি দিলে কৃষ্ণ গুণমণি।
পূর্ণ ব্রত ফল তাঁর চরণ দু'খানি॥
কৃষ্ণরে ছাড়িয়া দিলে না ভাবি অন্তরে।
এ দীন নারদ ইহা কভু নাহি পারে॥
এ কথা শুনিয়া সতী হলেন মূর্চ্ছিতা।
নাহি জ্ঞান, সত্যভামা মৃতা কি জীবিতা॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট কৃষ্ণে হৈল দয়া।
নারদেরে বলেন, ছাড়হ মুনি মায়া॥
নারদ বলেন, কর্ম্ম ভুঞ্জুক আপন।
তোমারে ত্যজিয়া দিল ব্রতফলে মন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অজ্ঞ সহজে স্ত্রীজাতি।
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি॥
শরীরে নাহিক প্রাণ, হেন লয় মনে।
যোগবলে আত্মা মুনি দেহ এইক্ষণে॥
দেখিয়া সতীর কষ্ট মুনি চমৎকার।
উঠহ বলিয়া ডাকিলেন বারেবার॥
মুনির আশ্বাসে দেবী পাইয়া চেতন।
উঠিয়া ধরেন পুনঃ মুনির চরণ॥
নারদ বলেন, দেবি, এক কর্ম্ম কর।
দান দিয়া লৈতে চাহ, অধর্ম্ম দুস্তর॥
গোবিন্দে তৌলিয়া দেহ আমারে রতন।
পাইবা ব্রতের ফল শাস্ত্রেতে যেমন॥
শুনি সত্যভামা মনে হইয়া উল্লাস।
পুত্রগণে ডাকিয়া কহেন মৃদুভাষ॥
করহ তৌলের সজ্জা যে আছে বিহিত।
মম গৃহ হৈতে রত্ন আনহ ত্বরিত॥
আজ্ঞা পেয়ে কামাদি যতেক পুত্রগণ।
কনকে নির্ম্মাণ তৌল কৈল ততক্ষণ॥
একভিতে বসাইলা দৈবকী-নন্দনে।
আর ভিতে বসাইল যত রত্নগণে॥

সত্যভামা-গৃহে রত্ন যতেক আছিল।
তৌলে চড়াইল, তবু সমান নহিল॥
রুক্মিণী কালিন্দী নগ্নজিতী জাম্ববতী।
যে যাহার ঘর হৈতে আনে শীঘ্রগতি॥
চড়াইল তৌলে, তবু সমতুল নহে।
ষোড়শ-সহস্র কন্যা নিজ ধন বহে॥
কৃষ্ণের ভাণ্ডারে ধন কুবের জিনিয়া।
ত্বরাত্বরি চড়াইল তৌলে সব লৈয়া॥
না হয় কৃষ্ণের সম অপরূপ কথা।
দ্বারকাবাসীর ধন যার ছিল যথা॥
শকটে উটেতে বৃষে বহে অনুক্ষণ।
নহিল কৃষ্ণের সম দেখে সর্ব্বজন॥
পর্ব্বত-আকার চড়াইল রত্নগণে।
ভূমি হইতে তুলিতে নারিল নারায়ণে॥
দেখি সত্যভামা দেবী করেন রোদন।
ক্রোধমুখে বলেন নারদ তপোধন॥
উপেন্দ্রাণী বলিয়া বলা'স্ এই মুখে।
রত্নে জুখি উদ্ধারিতে নারিলি স্বামীকে॥
শিশুপ্রায় পুনঃপুনঃ করিস্ রোদন।
এত দিনে জানিলাম তব বিবরণ॥
বক্র চক্ষু করিয়া কহয়ে তপোধন।
হেন জন হেন ব্রত করে কি-কারণ॥
এবে জানিলাম ধন না পারিলি দিতে।
উঠ বলি নারদ ধরেন কৃষ্ণহাতে॥
শুনি সত্যভামা-মুখে উড়িল যে ধূলি।
ভূমে গড়াগড়ি যায়, সবে মুক্তচুলী॥
হেনমতে কান্দে সব যাদবী-যাদব।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে বলেন উদ্ধব॥
নিজ মুখে ক'হেছেন কৃষ্ণ বার বার।
আমা হৈতে নাম বিনা বড় নাহি আর॥
চিন্তিয়া বলিল সবে, মোর বোল ধর।
যত রত্ন আছে, তুলে ফেলাহ সত্বর॥
একৈক ব্রহ্মাণ্ড যাঁর এক লোমকূপে।
কোন্ দ্রব্য সম করি তৌলিবা তাঁহাকে॥

এত বলি আনি এক তুলসীর দাম।
তাহে দুই অক্ষর লিখিল কৃষ্ণনাম॥
তৌলের উপরে দিল তুলসীর পাত।
নীচে হৈল তুলসী, ঊর্দ্ধেতে জগন্নাথ॥
দেখি উল্লাসিতা হৈলা সকল রমণী।
সাধু সাধু বলিয়া হইল মহাধ্বনি॥
কৃষ্ণনাম গুণের নাহিক বেদে সীমা।
বৈষ্ণবে সে জানে কৃষ্ণনামের মহিমা॥
শ্রীকৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণনাম-ধন বড়।
জপহ কৃষ্ণের নাম চিত্তে করি দৃঢ়॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিলে পাইবা কৃষ্ণদেহ।
কৃষ্ণের মুখের বাক্য, নাহিক সন্দেহ॥
নামপত্র লৈয়া মুনি তুষ্ট হৈয়া যান।
সত্যভামা রত্নসব ব্রাহ্মণে বিলান॥
ভক্তের নিকটে সদা বাঁধা ভগবান্।
কাশী কহে, ভক্ত নাহি নারদ-সমান॥
কৃষ্ণ হ'তে কৃষ্ণনাম অধিক যে হয়।
কাশী কহে, জপি যেন মরণ-সময়॥
বিশ্বম্ভর যিনি, তাঁরে রতনে ওজন।
কাশী কহে, হীনবুদ্ধি যত নারীজন॥
পারিজাত-হরণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব তবে সুভদ্রা-হরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে অধর্ম্মী হৈবে হেলে ভবপার॥
পারিজাত-হরণে হরির রসকথা।
শ্রবণে শুনিলে ঘুচে সংসারের ব্যথা॥
পুরুষে শুনিলে হয় কৃষ্ণপদে মন।
পতি-সোহাগিনী হয় শুনি নারীজন॥
আয়ুর্ধন-বংশ বাড়ে, সর্ব্বত্র কল্যাণ।
কাশীদাস কহে তাহা করিয়া প্রমাণ॥

সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ

অতঃপর জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
পিতামহ-কথা কহ, শুনি মহাশয়॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতে।
ভদ্রা-পার্থে স্বয়ম্বর হইল যেমতে॥
বলিলেন যদি ইহা বীর ধনঞ্জয়।
সত্যভামা তাঁহারে কহেন সবিনয়॥
ঔষধ করিবে পার্থ, স্ত্রীর এই বিধি।
পুরুষ হইয়া তুমি কৈলে কি ঔষধি॥
ভণ্ডতা করিয়া হইয়াছ ব্রহ্মচারী।
মহৌষধি শিখিয়াছ ভুলাইতে নারী॥
অর্জ্জুন বলেন, স্তুতি করি সত্যভামা।
নিশাশেষ, নিদ্রা যাই, কর আজি ক্ষমা॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী ব্রহ্মচারী আমি।
তীর্থযাত্রা করি দেশ-দেশান্তরে ভ্রমি॥
মিথ্যা-অপবাদ কেন দিতেছ আমারে।
শুনিলে আমারে নিন্দা করিবে সংসারে॥
বুঝিয়া পার্থের মন উঠেন ভারতী।
সুভদ্রা বলেন, কহ কোথা যাহ সতী॥
সতী বলে, আইসহ করিব উপায়।
এত বলি ভদ্রা লইয়া গেলেন আলয়॥
নানা-মায়া জানে মায়াবতী কামপ্রিয়া।
সত্যভামা শীঘ্রগতি আনেন ডাকিয়া॥
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র।
রতি বলে, ঠাকুরাণি, এ কোন্ বিচিত্র॥
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে।
অস্থিচর্ম্মী অনাহারী পারি মোহিবারে॥
এত বলি সিন্দূর পরিয়া দিল ভালে।
মন্ত্র পড়ি দিল দুই নয়নে কজ্জলে॥
যাহ দেবী, এক্ষণে যাইতে পাবে বাট।
হস্ত দিলে ঘুচিবেক দ্বারের কপাট॥
শুনিয়া রতির বাক্য সানন্দ হইয়া।
পুনরপি ভদ্রা তথা উত্তরিল গিয়া॥

হস্ত দিতে কপাটের অর্গল ঘুচিল।
অর্জ্জুন-সম্মুখে গিয়া ভদ্রা দাঁড়াইল॥
বত্রিশ কলাতে যেন শোভিত চন্দ্রমা।
চিত্রকর-চিত্র যেন কনক-প্রতিমা॥
কে তুমি বলিয়া ক্রোধে উঠিল ফাল্গুনি।
স্ত্রী নহিলে কাটিতাম খড়্গেতে এখনি॥
যাহ শীঘ্র হেথা হৈতে প্রাণ লৈয়া বেগে।
নহিলে নাসিকা-কাণ কাটিব এ খড়্গে॥
এত বলি উঠিলেন হাতে লৈয়া ছুরি।
দেখিয়া সুভদ্রা-অঙ্গ কাঁপে থরহরি॥
সিঁথায় সিন্দূর তার, নয়নে কজ্জল।
দেখিয়া পড়েন পার্থ হইয়া বিহ্বল॥
হরিল পার্থের জ্ঞান কামের হিল্লোলে।
তখনি উঠিয়া তারে করিলেন কোলে॥
আইস আইস বৈস, ওহে প্রাণসখি।
তোমার বদন-পূর্ণ-চন্দ্রমা নিরখি॥
নহি নহি করি ভদ্রা মুখ বস্ত্রে ঢাকে।
জাতিনাশ কর কেন, ছাড় ছাড় ডাকে॥
ধনঞ্জয় তোমার কিমত ব্যবহার।
অনূঢ়া কন্যারে কেন কর বলাৎকার॥
বলেন বাহিরে থাকি সত্রাজিৎ-সুতা।
কহ পার্থ, গণ্ডগোল কে করিছে হেথা॥
সুভদ্রা বলেন, সখি, দেখ না আসিয়া।
আমারে অর্জ্জুন বীর ধরে কি লাগিয়া॥
সত্যভামা বলে, পার্থ, অনূঢ়া এ নারী।
কি মতে ধরহ বলে হ'য়ে ব্রহ্মচারী॥
বসুদেব-সুতা হয়, কৃষ্ণের ভগিনী।
কেন হেন কর্ম্ম কর, ধার্ম্মিক আপনি॥
বলেন বিনয়-বাক্য পার্থ-বীরবর।
অনন্ত নারীর মায়া, কি বুঝিবে নর॥
তোমার অশেষ মায়া বিধি-অগোচর।
আমি কি বুঝিব, নারিলেন দামোদর॥
না জানিয়া তব আজ্ঞা করিনু লঙ্ঘন।
ক্ষমহ, তোমার পায় লইনু শরণ॥

অর্জ্জুনের স্তবে তুষ্টা হইয়া ভারতী।
হাসিয়া বলেন, ভীত নহ মহামতি॥
যে হইল অর্জ্জুন, বুঝিনু তব কর্ম্ম।
গন্ধর্ব্ব-বিবাহ কর, আছে, ক্ষত্রধর্ম্ম॥
পাঁচ-সাত সখী মিলি দিলা হুলাহুলি।
দোঁহাকার গলে দোঁহে মালা দিলা তুলি॥
হেনমতে দোঁহার বিবাহ করাইয়া।
সত্যভামা গোবিন্দে বলেন সব গিয়া॥
সত্যভামা বলেন, যে-আজ্ঞা কৈলে তুমি।
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ দিয়া আইলাম আমি॥
কালি প্রাতে কর গিয়া বিবাহের কাজ।
দূত পাঠাইয়া আন কুটুম্ব-সমাজ॥
অতএব বলি যে বিলম্ব নাহি সয়।
গোবিন্দ বলেন, মম এই মত হয়॥
কিন্তু বলভদ্র নহে অর্জ্জুনেতে প্রীত।
পার্থে দিতে তাঁহার নহিবে মনোনীত॥
সত্যভামা বলেন যে উপায় কি করি।
উপায় করিব বলি বলেন শ্রীহরি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা সাধু করে পান॥

● অর্জ্জুন-সহ সুভদ্রার বিবাহে বলরামের অসম্মতি

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান-দান।
একত্র বসিল সব যাদব-প্রধান॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
অক্রূর সারণ গদ মুষলী মাধব॥
প্রসঙ্গ করেন তবে দেব নারায়ণ।
সুভদ্রা দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বিবাহের যোগ্যা যে অবিবাহিতা থাকে।
অস্পৃশ্য তাহার অন্ন-জল বলে লোকে॥
অনূঢ়া কুমারী যদি হয় ঋতুবতী।
উভয়তঃ সপ্তকুল হয় অধোগতি॥

কুলের কলঙ্ক হয়, সংসারেতে লাজ।
এ-কারণে কন্যা দিতে না করিবে ব্যাজ॥
সপ্তম বৎসরে কন্যা দিলে ফল পায়।
অতঃপর ইহাতে না বিলম্ব যুয়ায়॥
ভদ্রার সম্বন্ধ-যোগ্য না দেখি যে আর।
এক চিত্তে লয় মম কুন্তীর কুমার॥
রূপে গুণে কুলে শীলে বলে বলবান্।
পার্থ যোগ্যপাত্র, করিয়াছি অনুমান॥
শুনি বসুদেব তাহা করেন স্বীকার।
যে বলিল কৃষ্ণ, চিত্তে লইল আমার॥
সাত্যকি বলিল, যদি কুলে ভাগ্য থাকে।
তবে ত পাইবে ভদ্রা স্বামিরূপে তাকে॥
অর্জ্জুন-সমান যোগ্য না দেখি ভূতলে।
ভাল ভাল বলি বলে যাদব সকলে॥
এতেক সবার বাক্য শুনি হলধর।
রক্তচক্ষু করি ক্রোধে করেন উত্তর॥
কেন চিন্তা কর সবে সুভদ্রা-কারণে।
তার হেতু বর আমি চিন্তিয়াছি মনে॥
কৌরবকুলেতে শ্রেষ্ঠ রাজা দুর্য্যোধন।
উচ্চ কুল বলি সিদ্ধ, বিখ্যাত ভুবন॥
বলে জিনে মত্ত দশ-সহস্র-বারণ।
রূপেতে কন্দর্পে জিনে, ধনে বৈশ্রবণ॥
অর্জ্জুনেরে শতাংশ না গণি তার গুণে।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বল কি-কারণে॥
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনা-নগর।
দুর্য্যোধনে সেথা গিয়া আনুক সত্বর॥
শুভদিন করহ করিতে শুভ কার্য্য।
রাজগণে আনাইব হৈতে সর্ব্বরাজ্য॥
এই বাক্য যদ্যপি বলেন হলধর।
অধোমুখ হৈয়ে কেহ না দিল উত্তর॥
কতক্ষণে বলরাম ডাকি দূতগণে।
রাজ্যে নিমন্ত্রণ লিখি দেন জনে জনে॥
দুর্য্যোধনে লিখিলেন সব সমাচার।
সুসজ্জ হইয়া এস, বিভা যে তোমার॥

মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, সাধু যায় ভবে তরি॥

● দৈবকী-রোহিণী-সহ বলরামের কথা

দিন অবসান হৈল সন্ধ্যার সময়।
উঠি গেল যদুগণ যার যে আলয়॥
সত্যভামা জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের প্রতি।
বিবাহে বিলম্ব কেন কর প্রাণপতি॥
গোবিন্দ বলেন, সখি, কিসের বিবাহ।
পার্থ-নাম শুনিয়া রামের জ্বলে দেহ॥
বলিলেন বর করিয়াছি দুর্য্যোধনে।
পাঠাইয়া দিলা দূত তাঁর সন্নিধানে॥
শুনি সত্যভামা হৈয়া চমকিত চিতে।
অধোমুখ করিয়া বসিলেন ভূমিতে॥
বলিলেন, কহ দেব, কি হৈবে এখন।
অনর্থ হইল এবে সুভদ্রা-কারণ॥
অর্জ্জুন শুনিলে পাছে যায় পলাইয়া।
ভগিনীরে দিবা কি হে অন্য বরে বিয়া॥
উপায় না করি কেন মৌনেতে রহিলে।
হেন বুঝি, কলঙ্ক করিবা যদুকুলে॥
গোবিন্দ বলেন, দেবি, কেন কর গোল।
করিব উপায় আমি, নহ উতরোল॥
সত্যভামা বলেন, বিলম্ব করা নহে।
কেহ যদি এ কথা রামেরে গিয়া কহে॥
এই লজ্জা-ভয়ে মম হইতেছে কাঁপ।
না দেখাব মুখ আর, জলে দিব ঝাঁপ॥
স্ত্রীলোকেতে স্ত্রীলোকের জানে যে বেদন।
শাশুড়ীর আগে আমি করি নিবেদন॥
এত বলি উঠি গেল দৈবকী-সদন।
কহিলেন যতেক সুভদ্রা-বিবরণ॥
শুন শুন ঠাকুরাণী, করি নিবেদন।
কুললজ্জা-ভয়ে মম স্থির নহে মন॥

সুভদ্রা আসক্তা হৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
বলিল, নহিলে প্রাণ ছাড়িব নিশ্চয়ে॥
গান্ধর্ব্ব-বিবাহ আমি দিলাম দোঁহার।
এবে শুনি, অন্য বর হইবে তাহার॥
শুনিয়া দৈবকী-দেবী হইয়া বিস্মিতা।
বলভদ্র-গৃহে যান রোহিণী-সহিতা॥
দৈবকী বলেন, তাত শুন হলপাণি।
অর্জ্জুনে না দেহ কেন সুভদ্রা ভগিনী॥
রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বাখান।
কুটুম্বে কুটুম্ব হৈবে, কেন কর আন॥
রাম বলে, জননী, না বুঝি কেন কহ।
পাণ্ডবগণের কথা সকল জানহ॥
আমার কুটুম্ব-যোগ্য নহে ধনঞ্জয়।
অযোগ্য-সম্বন্ধে মাতা, সব নষ্ট হয়॥
এই হেতু দুর্য্যোধনে পাঠাইনু দূত।
নিষ্কলঙ্ক সর্ব্ব-যোগ্য হয় কুরুসুত॥
তিন-লোকে বিখ্যাত, পাণ্ডব জারজাত।
হেন জনে দিতে চাহ সুভদ্রা কিমত॥
রোহিণী বলেন, তাত, সবার বিচার।
পিতা ভ্রাতা তোমার যতেক জ্ঞাতি আর॥
কি-হেতু সবার বাক্য করহ হেলন।
দেহ অর্জ্জুনেরে ভদ্রা, সবাকার মন॥
সাধু ধর্ম্মশীল পার্থ, গুণী সর্ব্ব গুণে।
তারে নাহি দিয়া ভদ্রা দিবা অন্যজনে॥
যে কহ, সে কহ তাত, ক্রোধ কর তুমি।
কল্য প্রাতে পার্থেরে সুভদ্রা দিব আমি॥
শুনিয়া মায়ের বাক্য কম্পিত-অধর।
তাম্র দুই-চক্ষু যেন জ্বলে বৈশ্বানর॥
বাতুলের প্রায় মাতা, কহিছ বচন।
অন্য হৈলে কোথা তার রহিত জীবন॥
গোবিন্দের কথা যত করিলা স্বীকার।
জাতি-কুল গোবিন্দের নাহিক বিচার॥
ভক্তি করি দুই-কথা যেই জন কয়।
না বিচারে ভাল-মন্দ, সেই বন্ধু হয়॥
কল্য তার পুত্রে দুর্য্যোধন দিল সুতা।
নাহিক তিলেক স্নেহ নব কুটুম্বিতা॥
শিষ্য বলি তারে আমি অতি স্নেহ করি।
এই হেতু সবে ক্রুদ্ধ তাহার উপরি॥
কার শক্তি দিতে পারে ভদ্রা অর্জ্জুনেরে।
যাহ মাতা, আর কিছু না ব'ল আমারে॥
এতেক রামের বাক্য শুনিয়া রোহিণী।
উঠি গেল দুই জনে বিষণ্ণ-বদনী॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, মুনিরাজ, শুন।
কোন্ কৃষ্ণ-পুত্রে কন্যা দিল দুর্য্যোধন॥
না কহিলা মুনি, মোরে ইহার কথন।
কহ শুনি মুনিরাজ, বড় ইচ্ছা মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণার স্বয়ম্বর

মুনি বলে, অবধান কর নৃপবর।
দুর্য্যোধন নৃপতির কন্যা-স্বয়ম্বর॥
ভানুমতী গর্ভে জন্মে একই দুহিতা।
রূপে গুণে অনুপমা সর্ব্ব-গুণযুতা॥
ভুবনমোহিনী কন্যা অতি সুলক্ষণা।
সেকারণে নাম তার থুইল লক্ষ্মণা॥
যুবতী হইল কন্যা দেখি নরবর।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে কৈল স্বয়ম্বর॥
নিমন্ত্রিয়া আনাইল যত রাজগণে।
পৃথিবীতে নিবাস আছিল যে যে স্থানে॥
আইল যতেক রাজা কত লব নাম।
রূপবন্ত গুণবন্ত কুলে অনুপাম॥
রথ গজ অশ্ব দেখি না যায় গণনে।
বিবিধ বাদ্যের শব্দে না শুনি শ্রবণে॥
ধ্বজ-ছত্র-পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
চরণধূলিতে আচ্ছাদিল দিনমণি॥

সবাকারে দুর্য্যোধন করিলা সম্মান।
বসিল নৃপতিগণ যার যেই স্থান ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পেয়ে শাম্ব বীর।
শুনিয়া কন্যার রূপ হইল অস্থির ॥
একেশ্বর রথে চড়ি করিল গমন।
কিমতে পাইব কন্যা চিন্তে মনে-মন ॥
অলক্ষিতে একান্তে রহিল রথোপরে।
হেনকালে বাহির করিল লক্ষণারে ॥
অনুপম মুখ তার জিনি শরদিন্দু।
ঝলমল কুণ্ডল কমল-প্রিয়-বন্ধু ॥
সম্পূর্ণ মিহির জিনি অধর-রঙ্গিমা।
ভ্রূভঙ্গ অনঙ্গ-চাপ জিনিয়া ভঙ্গিমা ॥
খঞ্জন-গঞ্জন চক্ষু অঞ্জনে রচিত।
শুকচঞ্চু নাসা-শ্রুতি গৃধিনী-নিন্দিত ॥
বিপুল নিতম্ব, গতি জিনিয়া মরাল।
চরণে কিঙ্কিণী, আর নূপুর রসাল ॥
নির্ধূমাগ্নি কিংবা যেন রচিল বিদ্যুতে।
বাল-সূর্য্য উদিত হইল পূর্ব্ব-ভিতে ॥
দৃষ্টিমাত্রে রাজগণ হারায় চেতন।
দেখি জাম্ববতী-সুতে পীড়িল মদন ॥
শীঘ্রগতি ধরি হাতে তুলিলেন রথে।
চালাইয়া দিল রথ দ্বারকার পথে ॥
ধর ধর বলিয়া ধাইল সেনা সব।
নানা অস্ত্র লৈয়া যায় যতেক কৌরব ॥
কৃষ্ণের নন্দন শাম্ব কৃষ্ণের সমান।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ এড়ে দিব্য বাণ ॥
কাটিল অনেক সৈন্য চক্ষুর নিমিষে।
নাহিক ভ্রূভঙ্গ, বীর যুঝে অনায়াসে ॥
হস্তী অশ্ব রথ রথী পড়ে সারি সারি।
যতেক মারিল যুদ্ধে লিখিতে না পারি ॥
ভয়েতে সম্মুখে তার কেহ নাহি রয়।
ক্রোধে আগু হৈয়া বলে সূর্য্যের তনয় ॥
বালক হইয়া তোর এত অহঙ্কার।
কন্যা হরি লৈয়া যাস্ অগ্রেতে আমার ॥
প্রতিফল ইহার পাইবি এইক্ষণে।
এত বলি কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণে ॥
ইন্দ্রজাল-অস্ত্র এড়ে সূর্য্যের নন্দনে।
নারি নিবারিতে শাম্ব পড়িল বন্ধনে ॥
ধরিল-ধরিল চোর বলি শব্দ হৈল।
কাট-কাট বলিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল ॥
আমা লঙ্ঘে এই চোর আমার অগ্রেতে।
দক্ষিণ-মশানে লৈয়া কাট এই পথে ॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ধায় দুঃশাসন।
অনেক মারিয়া নিল করিয়া বন্ধন ॥
কর্ণ-প্রতি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন।
চিনিলা কি এই চোর কাহার নন্দন ॥
কর্ণ বলে, মহারাজ, এত গর্ব্ব কাঁর।
চোর-পুত্র বিনা চুরি কে করিবে আর ॥
দুর্য্যোধন শুনিয়া কম্পিতকলেবর।
কড়মড় দশনে, কচালে করে কর ॥
গোকুলে বাড়িল গোপের অন্ন খাইয়া।
ক্ষত্রকুলে কেহ কন্যা নাহি দেয় বিয়া ॥
চুরি করি সব ঠাঁই এইমত লয়।
সহজে চোরের জাতি কিবা লাজ-ভয় ॥
সর্ব্বত্র করিয়া চুরি বাড়িয়াছে মন।
নাহি জানে দুরন্ত এ যমের সদন ॥
সভাতে এমত লজ্জা দিলেক আমায়।
কাট লৈয়া চোরে, না বিলম্ব যুয়ায় ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কে চোর বলিয়া বলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
দুর্য্যোধন বলে, যুধিষ্ঠির মহারাজ।
তোমার কি অগোচর সেই চোররাজ ॥
ভাই ভাই বলি যারে বলহ আপনি।
গোকুলে করিল চুরি গোকুল-কামিনী ॥
বিদর্ভে করিল চুরি ভীষ্মক-দুহিতা।
পুত্র-কাম কৈল চুরি বজ্রনাভ-সুতা ॥
পৌত্র চুরি করিলেন বাণের নন্দিনী।
এ তিন পুরুষে চোর বিখ্যাত ধরণী ॥

শুনিয়া বিষণ্ণ-মুখ হৈয়া ধর্ম্মরাজ।
কৃষ্ণনিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হৃদিমাঝ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাই না হয় উচিত।
গোবিন্দের নিন্দা করা সবার বিদিত॥
যে পারে করিতে চুরি, সেই করে চুরি।
কাহার শক্তিতে কৃষ্ণে কি করিতে পারি॥
দুর্য্যোধন বলে, ভাল বল ধর্ম্মরাজ।
যাহা হৈতে আমার ভুবনে হৈল লাজ॥
মোর কন্যা চুরি করি লয় দুরাচার।
তারে নিন্দা করিলে এ উত্তর তোমার॥
যুধিষ্ঠির কহে, কন্যা কে করিল চুরি।
আন দেখি তাহারে চিনিতে যদি পারি॥
দুর্য্যোধন বলে, চোরে কোন্ কার্য্য এথা।
যে কেহ হউক, শীঘ্র কাট তার মাথা॥
যুধিষ্ঠির বলে, যদি কৃষ্ণের নন্দন।
তার বধে ভাল কি হইবে দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণ বৈরী হৈলে ভাই, রক্ষা আছে কার।
কুরুকুলে বাতি দিতে না থুইবে আর॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের পঞ্চানন।
কৃষ্ণ ক্রোধ করিলে রাখিবে কোন্ জন॥
দুর্য্যোধন বলে, যদি তুমি ডরাইলে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ প্রাণ লৈয়া এই কালে॥
এখনি শরণ গিয়া লহ কৃষ্ণ ঠাঁই।
মারিব দুষ্টেরে আমি কারে না ডরাই॥
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পাইয়া জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা ধাইল সত্বর॥
মশানেতে দুঃশাসন ধরি শাম্ব-চুলে।
কাটিবারে হস্তে বীর খড়্গ চর্ম্ম তোলে॥
বায়ুবেগে বৃকোদর উত্তরিল গিয়া।
হাত হৈতে খড়্গ চর্ম্ম লইল কাড়িয়া॥
তাহারে বলিল, তোর কিমত বিচার।
কাটিবারে আনিয়াছ কৃষ্ণের কুমার॥
ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা কৈল লইতে বাহুড়ি।
এত বলি ছিঁড়িল সে বন্ধনের দড়ি॥
হাতে ধরি কোলে করি লইল শাম্বেরে।
শাম্ব দেখি যুধিষ্ঠির কহেন সাদরে॥
জাম্ববতী-নন্দন হে বৎসল আমার।
চুম্বিয়া নিলেন কোলে ধর্ম্মের কুমার॥
দেখি ক্রোধে দুর্য্যোধন কাঁপে থরথরে।
দেখ দেখ বলিয়া বলয়ে সবাকারে॥
দেখ ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আপন-বিদিত।
নিরন্তর কহ যে, পাণ্ডব তব হিত॥
কুলের কলঙ্ক যেই অধর্ম্ম-আচার।
হেন জনে মারিতে সহায় হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই, দেখ দুর্য্যোধন।
এ-রূপ এ সভা-মধ্যে আছে কোন্ জন॥
যদু-মহাকুলে জন্ম কৃষ্ণের কুমার।
কৃষ্ণ-পুত্রে দিব কন্যা কুলের আমার॥
ইহারে না দিয়া কন্যা আর কারে দিবে।
বরপূর্ব্বা হৈল কন্যা, কলঙ্ক রটিবে॥
কে আর করিবে বিভা পৃথিবীমণ্ডলে।
সভাতে দেখিল, শাম্বে করিলেন কোলে॥
দুর্য্যোধন বলয়ে, তোমার নাহি দায়।
এইমত গৃহে আমি রাখিব কন্যায়॥
মারিব দুষ্টেরে, তুমি ছাড় শীঘ্রগতি।
ভীম বলে, দুর্য্যোধন, ছন্ন হৈল মতি॥
কি দেখিয়া এত গর্ব্ব হইল তোমার।
কৃষ্ণ-পুত্রে মারিবা যে অগ্রেতে আমার॥
কে আসে আসুক, দেখি তাহার বদন।
গদাঘাতে দেখাইব যমের সদন॥
এত বলি গদা লৈয়া বীর বৃকোদর।
চক্রবৎ ঘুরায় সে মস্তক-উপর॥
ভীমের বচন শুনি দুর্য্যোধন ক্রোধে।
কাড়ি লহ বলি আজ্ঞা দিল সব যোধে॥
দুর্য্যোধন-আজ্ঞাতে যতেক সহোদর।
হাতে গদা করি সব ধাইল সত্বর॥
ব্যাঘ্রের সম্মুখে যেতে ছাগে যেন শঙ্কা।
দেখি ধায় বৃকোদর সদা রণরঙ্গা॥

ভীষ্ম দ্রোণ কহে, দাঁড়াইয়া মধ্যস্থানে।
আপনা-আপনি তাত, দ্বন্দ্ব কর কেনে॥
বন্দী করি রাখ শাম্বে মোদের গৃহেতে।
বুঝিয়া ইহার দণ্ড করিব পশ্চাতে॥
দুর্য্যোধনে বলে, ভীষ্ম, কৃষ্ণের এ সুত।
শ্রুতমাত্রে যদুবলে আসিবে অচ্যুত॥
কৃষ্ণ-পুত্রে বন্দী করি রাখ মম স্থানে।
না মার ইহারে রাজা, আমার বচনে॥
ইহারে এক্ষণে যদি প্রাণেতে মারিবে।
গোবিন্দ করিলে ক্রোধ অনর্থ ঘটিবে॥
যুদ্ধ করি গোবিন্দে করিব পরাজয়।
তবে ত মারিব এরে, ঘরেতে আছয়॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, ভাল ভাল বলি।
দুর্য্যোধন বলে, দেহ চরণে শিকলি॥
চরণে নিগড় দিয়া নিল গুরু দ্রোণ।
নিজ নিজ গৃহে সবে করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শাম্বের বন্ধন-সংবাদ লইয়া নারদের গমন

বন্ধনে রহিল শাম্ব কৃষ্ণের নন্দন।
বার্ত্তা দিতে চলেন নারদ তপোধন॥
কহেন গোবিন্দ-প্রতি গদগদ কথা।
শুনহ গোবিন্দ, পুত্র শাম্বের বারতা॥
দুর্য্যোধন-দুহিতার স্বয়ম্বর-কালে।
স্বয়ম্বর-স্থানে তারে শাম্ব হরি নিলে॥
যুদ্ধ করি ইন্দ্রজালে বন্দী তারে কৈল।
কতেক কহিব দেব, যতেক মারিল॥
কাটিতে লইয়া গেল দক্ষিণ মশানে।
যুধিষ্ঠির রাখিলেন দিয়া ভীমসেনে॥
অনেক করিল দ্বন্দ্ব তাহার সহিতে।
বদ্ধ করি রাখিয়াছে ভীষ্মের গৃহেতে॥
ক্ষুধায় আকুল শাম্ব আর নানা ক্লেশ।
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে প্রাণমাত্র শেষ॥
তোমারে যতেক গালি দিল দুর্য্যোধন।
আমি কি কহিব, যত করেছি শ্রবণ॥
শুনি কৃষ্ণ হইলেন ক্রোধেতে অস্থির।
সেইক্ষণে যদুসৈন্য হইল বাহির॥
এত সব বৃত্তান্ত শুনিলা হলধর।
দুর্য্যোধন-হেতু তাপ করেন বিস্তর॥
ক্রোধে যাইতেছে কৃষ্ণ সাজি সেনাগণে।
সবংশেতে মারিবেন আজি দুর্য্যোধনে॥
এত চিন্তি আপনি রেবতীপতি গিয়া।
শ্রীপতিরে কহিছেন বিনয় করিয়া॥
তুমি তথাকারে যাবে কিসের কারণ।
আমি গিয়া পুত্রবধূ আনিব এক্ষণ॥
ইত্যাদি অনেকবিধ কৃষ্ণে বুঝাইয়া।
আপনি গেলেন রাম কৃষ্ণেরে রাখিয়া॥
হস্তিনা-নগরে রাম হৈয়া উপনীত।
দুর্য্যোধনে দূত পাঠাইলেন ত্বরিত॥
না বুঝিয়া দুর্য্যোধন, এ-কর্ম্ম তোমার।
বদ্ধ করি রাখ গৃহে কৃষ্ণের কুমার॥
যে হইল দোষ, ক্ষমিলাম সে তোমারে।
পুত্রবধূ আনি দেহ আমার গোচরে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন দূতের বচন।
ক্রোধে থরহর-অঙ্গ, করয়ে গর্জ্জন॥
যে বাক্য বলিলা, আমি গুরু করি মানি।
অন্য জন হৈলে সেই দেখিত এখনি॥
পাঠাইল পুত্রে হেথা চুরির লাগিয়া।
এবে বলে, পুত্রবধূ দেহ পাঠাইয়া॥
কে পুত্রবধূকে তার দিবে পাঠাইয়া।
লজ্জা নাহি, তেঁই হেন পাঠায় কহিয়া॥
যাহ দূত, কহ গিয়া এ-বাক্য আমার।
ভালে ভালে নিজ গৃহে যাহ আপনার॥
দূত গিয়া কহিল সকল বিবরণ।
শুনি ক্রোধে হলধর কম্পিত-নয়ন॥

ক্রোধে হলী মুষল নিলেন তুলি হাতে।
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন ভূমিতে ॥
ক্রোধে থরহর-অঙ্গ, পদ নাহি চলে।
ধরণীতে লাঙ্গল দিলেন সেই স্থলে ॥
রাজা প্রজা পাত্র মন্ত্রী সহিত সকলে।
নগর-সহিত যেন পড়ে গঙ্গাজলে ॥
হস্তিনা-নগর পঞ্চ যোজন বিস্তার।
রামের লাঙ্গলে উঠে হইয়া বিদার ॥
দেখি হাহাকার শব্দ হইল নগরে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় সবে রামের গোচরে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সংহতি।
শত ভাই দুর্য্যোধন পাণ্ডব প্রভৃতি ॥
করযোড়ে করুণ-বচনে করে স্তুতি।
রক্ষা কর বলদেব, রেবতীর পতি ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
অনাদি-নিধান তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ॥
তুমি ক্রোধী হৈলে ভস্ম হইবে সংসার।
তোমার ক্রোধেতে এ-হস্তিনা কোন্ ছার ॥
যুবা বৃদ্ধ শিশু গো ব্রাহ্মণ নারীগণ।
বিশেষে তোমার বধূ আছয়ে লক্ষণ ॥
ক্ষমা কর, কৃপাময়, পড়ি যে চরণে।
এইবার রাখ প্রভু দয়া করি মনে॥
এতেক সবার স্তুতি শুনি বলরাম।
রাখিলেন লাঙ্গল, হইল ক্রোধ সাম ॥
ততক্ষণ দুর্য্যোধন শাম্বেরে লইয়া।
নানা অলঙ্কার অঙ্গে ভূষিত করিয়া ॥
লক্ষণা-সহিত নিল দোঁহে করি রথে।
বিবিধ যৌতুক দিল রামের অগ্রেতে ॥
দেখিয়া সানন্দ হৈল রেবতীরমণ।
পুত্র-পুত্রবধূ ল’য়ে করেন গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সাধু সদা করে পান ॥

সুভদ্রা বিবাহ-কারণ সত্যভামার মহাচিন্তা ও হস্তিনায় দূত-প্রেরণ

মুনি বলে, অবধান করহ নৃপতি।
রামবাক্য শুনি দোঁহে হৈলা দুঃখমতি ॥
অধোমুখে বসিলেন দৈবকী-রোহিণী।
সতী বলে, সর্ব্বনাশ হৈল ঠাকুরাণি ॥
না দিলে মরিবে পার্থ, মারিবেক ক্রোধে।
আর কত মরিবেক তা’-সহ বিরোধে ॥
মরিবে অনেক লোক সুভদ্রা-কারণ।
এক্ষণে না হয় কেন সুভদ্রা-মরণ ॥
গরল খাউক কিংবা প্রবেশুক জলে।
সকল অরিষ্ট খণ্ডে সুভদ্রা মরিলে ॥
আমি তার সহ করি জলেতে প্রবেশ।
সংসারেতে লোকলজ্জা স্ত্রীবধ-বিশেষ ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী ব্যাকুল-পরাণ।
পুনঃ উঠি যান সতী গোবিন্দের স্থান ॥
দৈবকী-রোহিণী দেবী কহিলেক যত।
গোবিন্দে করান সতী তাহা অবগত ॥
গোবিন্দ বলেন, প্রিয়ে, ভয় কি তোমার।
উপায় করিব ইথে, সে ভার আমার ॥
দূত পাঠাইয়া তুমি আন ধনঞ্জয়।
সতী বলে, আমি যাই, দূত-কর্ম্ম নয় ॥
একাকিনী যান সতী পার্থের সদন।
দেখেন সুভদ্রাসহ আছেন অর্জ্জুন ॥
সত্যভামা বলেন, কি নিশ্চিন্ত আছহ।
এতেক প্রমাদ পার্থ, কিছু না জানহ ॥
পার্থ বলিলেন, দেবি, কিসের প্রমাদ।
যাহার সহায় দেবি, তব যুগ্মপাদ ॥
পার্থেরে লইয়া সতী যান কৃষ্ণস্থান।
হস্তে ধরি পালঙ্কে বসান ভগবান্ ॥
গোবিন্দ বলেন, সখা, কর অবধান।
পিতৃ-আজ্ঞা তোমারে সুভদ্রা দিতে দান ॥
লাঙ্গলী বলেন, আমি দিব দুর্য্যোধনে।
এত বলি দূত পাঠাইলা সেইখানে ॥

কি হইবে কহ সখা, উপায় ইহার।
শুনি হাসি বলিলেন কুন্তীর কুমার ॥
এই-কথা-হেতু সখা, চিন্তা কেন মনে।
তোমার প্রসাদে আমি জিনি ত্রিভুবনে ॥
মৃত্যুপতি মৃত্যুঞ্জয় ইন্দ্রে নাহি ডরি।
কামপাল কত শক্তি ধরেন শ্রীহরি ॥
দাণ্ডাইয়া আপনি দেখুন হলধর।
সুভদ্রা লইয়া যাব সবার গোচর ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন।
লুকাইয়া ভদ্রা লয়ে করহ গমন ॥
মম রথে চড়ি যাহ মৃগয়ার ছলে।
সুভদ্রা পাঠাব আমি স্নান-হেতু জলে ॥
সেইকালে ল'য়ে তুমি করিবা গমন।
পশ্চাতে করিব শান্ত রেবতীরমণ ॥
এতেক বলিল যদি দৈবকী-কুমার।
অর্জ্জুন বলেন, দেব, যে আজ্ঞা তোমার ॥
হেনমতে বিচার করিলা দুইজন।
নিজগৃহে চলিলেন করিতে শয়ন ॥
প্রভাতে উঠিয়া পার্থ করি স্নানদান।
কি করিব, বসিয়া করেন অনুমান ॥
এতেক অনর্থ হৈবে রামসহ রণ।
কিছু না জানেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
এত চিন্তি ইন্দ্রপ্রস্থে দূত পাঠাইয়া।
লিখিলেন সমস্ত বৃত্তান্ত বিবরিয়া ॥
আমাকে সুভদ্রা দিতে কৃষ্ণের মানস।
কামপাল হইলেন তাহাতে বিরস ॥
তাহে কৃষ্ণ বলিলেন, লহ লুকাইয়া।
ইহার বিহিত আজ্ঞা দেহ পাঠাইয়া ॥
শুনিয়া বলেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
পাণ্ডবের সখা-বল-বুদ্ধি নারায়ণ ॥
তিনি কহিবেন যাহা করিবে সে কাজ।
শুনি পার্থ সানন্দ হৈলেন হৃদিমাঝ ॥
হেনমতে সপ্ত নিশা গত হয় তথা।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা শুনিল বারতা ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী হরিষ সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের ভগিনীপতি হৈবে দুর্য্যোধন ॥
দেশ দেশ হইতে আনায় বন্ধুগণ।
বিবাহ-সামগ্রী হেতু করে নিয়োজন ॥
স্থানে স্থানে বসি সবে করেন বিচার।
দুর্য্যোধনে পাণ্ডবের ভয় নাহি আর ॥
এই কথা অহর্নিশি চিন্তে মনে মন।
আজি হৈতে নির্ভয় হইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সহায় কেবল নারায়ণ।
দুর্য্যোধন-আত্মবন্ধু হইল এক্ষণ ॥
দ্রোণ বলে, কৃষ্ণের কুটুম্বে নাহি প্রীত।
নাহি তাঁর পরাপর, ভক্তজন-হিত ॥
বিদুর কহেন, কথা আশ্চর্য্য লাগয়।
কৃপাচার্য্য বলে, ইহা কদাচিৎ নয় ॥
দুর্য্যোধনে অপ্রীত গোবিন্দ-মহাশয়।
এমত হইবে কর্ম্ম, মনে নাহি লয় ॥
দূতস্থানে জিজ্ঞাসিল সব বিবরণ।
সকল বৃত্তান্ত দূত কহিল তখন ॥
দ্বারকাতে আছেন অর্জ্জুন কুন্তীসুত।
তাহারে সুভদ্রা দিব, বলেন অচ্যুত ॥
পাণ্ডবে অপ্রীত রাম, না করে স্বীকার।
দুর্য্যোধনে দিব, বলে রোহিণীকুমার ॥
গোবিন্দের চিত্ত নহে দুর্য্যোধনে দিতে।
না হয় নির্ণয় কিছু, যা হয় পশ্চাতে ॥
ভীষ্ম বলে, দুর্য্যোধন পাবে লজ্জা-মাত্র।
যে কেহ করুক বিভা, মোরা বরযাত্র ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দুর্য্যোধনের বরবেশে দ্বারকায় গমন

দুর্য্যোধন দূত পাঠাইল ধর্ম্মস্থানে।
সকলে আসিবা মম বিবাহ-কারণে ॥

শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিস্ময়-অন্তর।
সহদেবে ডাকি জিজ্ঞাসেন নরবর॥
অর্জ্জুন লিখিল পূর্ব্বে ভদ্রা-বিবরণ।
দুর্য্যোধন নিমন্ত্রণ লিখিল এক্ষণ॥
অনর্থের প্রায় কথা লয় মম মনে।
কহ সহদেব, ইথে হইবে কেমনে॥
সহদেব বলেন, শুনহ নরনাথ।
সুভদ্রার বিবাহ হইল দিন-সাত॥
সত্যভামা দিলেন বিবাহ লুকাইয়া।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় বলরামে না কহিয়া॥
রামের বাসনা ভদ্রা দিতে দুর্য্যোধনে।
দুর্য্যোধন যাইতেছে রামের বচনে॥
ইহার উচিত বিধি করিবা আপনি।
তার হেতু চিন্তিত না হৈবা নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলেন, এ লজ্জার বিষয়।
আমার যাইতে তথা উচিত না হয়॥
না গেলে হইবে দুঃখী রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি সসৈন্যে ভীম, করহ গমন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর বৃকোদর।
পাঁচ-অক্ষৌহিণী-বলে চলেন সত্বর॥
আনন্দেতে দুর্য্যোধন বরবেশ ধ'রে।
রত্নময়-চতুর্দ্দোলে আরোহণ করে॥
নানা-শব্দে বাদ্য বাজে, না হয় বর্ণনা।
হয় হস্তী রথ পদা কে করে গণনা॥
দুর্য্যোধন-বেশ দেখি ভীমে হৈল ক্রোধ।
ডাকিয়া বলেন, তোরা সবাই অবোধ॥
হেথা হৈতে দ্বারকা আছয়ে দূর দেশ।
এইখানে কি-হেতু করিলা বরবেশ॥
দুঃশাসন বলে, কহ কি দোষ ইহাতে।
দেখিতে না পার যদি, আইস পশ্চাতে॥
ভীম বলে, ভাল মন্দ বুঝিবা হে শেষে।
কোন্ কন্যা বিবাহিতে যাও বরবেশে॥
তোমার নিকটে দূত পরশ্ব আইল।
সুভদ্রা-বিবাহ আজি সপ্তাহ হইল॥
অকারণে সভা-মধ্যে গিয়া পাবে লাজ।
তেঁই ত বলিনু বরবেশে নাহি কাজ॥
পাছু কেন যাব আমি, যাই তব আগে।
এত বলি সসৈন্যে চলিল বীর বেগে॥
বিস্মিত শকুনি কর্ণ দুর্য্যোধন শুনি।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর করেন কানাকানি॥
দুঃশাসন বলে যে বলিল বৃকোদর।
সত্য হেন লাগে প্রায় সবার অন্তর॥
না জান কি, ভীমের যেমত বুদ্ধি খল।
বরবেশ দেখি আত্মা হইল বিকল॥
বাতুলের প্রায় বলে যা আইসে মুখে।
চল শীঘ্র, দেখি প্রায় শেল বাজে বুকে॥
কর্ণ-দুর্য্যোধন বলে, সত্য এই কথা।
এ-বৈভব দেখিতে কেমনে রহে হেথা॥
এত বিচারিয়া সবে করিল গমন।
তিন দিনে গেল পথ শতেক যোজন॥
দুর্য্যোধন রাজা তবে করিয়া যুকতি।
পত্র লিখি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
রোহিণীনক্ষত্র শেষ অক্ষয় তৃতীয়া।
দ্বিতীয় প্রহরে কল্য উত্তরিব গিয়া॥
করহ কন্যার অধিবাস আজি রাতি।
কালি রাত্রি বিবাহের শ্রেষ্ঠ লগ্ন তিথি॥
দূত গিয়া দিল পত্র মুষলীর হাতে।
পত্র পড়ি বলরাম কহেন সভাতে॥
করহ ভদ্রার গন্ধ-অধিবাস আজি।
নিকটে আইল রাজা দুর্য্যোধন সাজি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জ্জুনের সুভদ্রা হরণ

বলভদ্র-আজ্ঞা পেয়ে যত নারীগণ।
পিঠালি-হরিদ্রা লৈয়া কৈলা উদ্বর্ত্তন॥

তৈল-আমলকী-গন্ধ মাখিল কুন্তলে।
স্নান করিবারে গেল সরস্বতী-কূলে॥
কৃষ্ণের ইঙ্গিত পেয়ে দেবী-সত্যবতী।
ভদ্রা লৈয়া গেল সহ অনেক-যুবতী॥
অর্জ্জুনে ডাকিয়া তবে বলে নারায়ণ।
শুনিলে কি অর্জ্জুন, আইল দুর্য্যোধন॥
ভদ্রা-অধিবাস-হেতু রাম আজ্ঞা দিল।
স্নান-হেতু তারে সরস্বতী পাঠাইল॥
মৃগয়ার ছলে চড়ি যাহ মম রথে।
সুভদ্রা লইয়া তুমি যাহ সেই পথে॥
দারুকে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন ইঙ্গিতে।
অর্জ্জুনে লইয়া তুমি যাহ মম রথে॥
যে কিছু করিবে পার্থ, না কর অন্যথা।
যথায় বলিবে রথ লৈয়া যাবে তথা॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা দারুক সত্বর।
সাজাইয়া আনে রথ অর্জ্জুন-গোচর॥
সুসজ্জ হইয়া পার্থ লৈয়া ধনুঃশরে।
খড়্গ ছুরি গদা শূল চক্র লৈয়া করে॥
কৃষ্ণরথে আরোহণ করি মহাবীর।
চালাইয়া দেন রথ সরস্বতী-তীর॥
যথা ভদ্রা করে স্নান নারীগণ-মাঝে।
ধীরে ধীরে পার্থ তথা গেল পদব্রজে॥
ধরিয়া ভদ্রারে তুলি চড়াইয়া রথে।
চালাইয়া দেন রথ ইন্দ্রপ্রস্থ-পথে॥
হাহাকারে ডাকিল যতেক কন্যাগণ।
সুভদ্রা হরিয়া নিল কুন্তীর নন্দন॥
শব্দ শুনি বেগে ধায় সভাপাল সব।
ধর ধর বলি ডাকে, আরে রে পাণ্ডব॥
আরে পার্থ, মতিচ্ছন্ন হইল তোমারি।
কেমন সাহসে তোর, হেন গৃহে চুরি॥
না পালাহ বলি তার পাছেতে ডাকিল।
শৃগালের শব্দে যেন সিংহ নেউটিল॥
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করি শরজাল।
নিমেষে কাটেন তিন লক্ষ সভাপাল॥
সভাপালে মারিয়া চালায়ে দিলা রথ।
নিমেষে গেলেন পার্থ দশক্রোশ পথ॥
সুভদ্রা হরিল, বার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজনে॥
কেহ স্নানে, কেহ দানে ভোজনে শয়নে।
যে যথা আছিল ত্যজি ধায় সর্ব্বজনে॥
চলিতে তুরগ-রথে না হইল কাল।
ক্রোধভরে বাহির হৈলেন কামপাল॥
ক্রোধে বলভদ্রের কাঁপয়ে কর-পদ।
যুগল নয়ন যেন স্ফুট-কোকনদ॥
ধর ধর বিনা শব্দ নাহি কারো মুখে।
ধর গিয়া বলি বলে যারে আগে দেখে॥
কামদেব যাইয়া চড়িল নীলধ্বজে।
সাত কোটি রথ সঙ্গে নব কোটি গজে॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দিল বলরাম।
সবার অগ্রেতে গিয়া উত্তরিল কাম॥
সারণ আইল সঙ্গে কোটি রথ সাথে।
গজ অশ্ব পদাতিক নানা অস্ত্র-হাতে॥
কৃপ বৃন্দ উপগদ কৃতবর্ম্মা ধীর।
যে যাহার সৈন্য লৈয়া ধায় যদুবীর॥
গদ শাম্ব আইল লইয়া বহু সেনা।
পাইয়া রামের আজ্ঞা ধায় সর্ব্বজনা॥
ধর গিয়া বলি আজ্ঞা দেন হলধর।
সসৈন্য সারণ বীর চলিল সত্বর॥
উগ্রসেন বসুদেব সাত্যকি উদ্ধব।
রামের নিকটে এল যতেক যাদব॥
ক্রোধে বলভদ্র-তনু কাঁপে থরথর।
ফুলিয়া হইল তনু যেমন মন্দর॥
প্রলয়-মেঘের শব্দে ডাকে যেন গলা।
অঙ্গ হৈতে ছিঁড়িয়া পড়িল বনমালা॥
রাম বলে, পাণ্ডবের এত গর্ব্ব হৈল।
শ্বা হইয়া যজ্ঞহবি লইতে ইচ্ছিল॥
চণ্ডাল হইয়া ইচ্ছা করিল ব্রাহ্মণী।
গারুড়ি-অজ্ঞাত যেন ধরে কালফণী॥

যে-পুরে সূর্য্যেন্দু-বায়ু মন্দ তেজে রয়।
যে-পুরে আসিতে শক্তি শমনের নয়॥
দেখ হের মতিচ্ছন্ন হৈল দুরাচার।
চুরি করি ল'য়ে যায় ভগিনী আমার॥
এই দোষে তারে আজি মারিব সমূলে।
বাতি দিতে না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
তাহাকে মারিব যে জন্মিবে তার বংশে।
পৃথিবী খুঁজিয়া আজি মারিব সবংশে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ-মাটি আজি তাড়িয়া লাঙ্গলে।
ফেলাইয়া দিব ল'য়ে সমুদ্রের জলে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
কার শক্তি মম শত্রু করিবে রক্ষণ॥
জানি আমি পাণ্ডবের অতি মন্দরীতি।
না জানিয়া করে কৃষ্ণ তার সহ প্রীতি॥
অন্তঃপুরে দেয় তারে রহিবারে স্থান।
নহে কেন এতেক হইবে অপমান॥
যত স্নেহ করিনু, শুধিল তার গুণ।
ভগিনী হরিয়া মুখে দিল কালি-চূণ॥
প্রতিফল ইহার পাইবে দুষ্ট আজি।
এত বলি বাহির হৈলেন রাম সাজি॥
বামেতে লাঙ্গল ধরি দক্ষিণে মুষল।
বজ্রহস্তে শোভা যেন করে আখণ্ডল॥
কৃষ্ণে ডাক বলি দূতে দিল পাঠাইয়া।
সে প্রিয় সখার কর্ম্ম দেখুক আসিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, সাধু জন সদা করে পান॥

যাদবগণের অর্জ্জুনের পশ্চাদ্ধাবন

গদ শাম্ব চারুদেষ্ণ সাত্যকি সারণ।
চালাইয়া দিল রথ পবনগমন॥
না পলাও, শুন পার্থ, ডাকে যদুগণ।
শুনিয়া দারুক-প্রতি বলয়ে অর্জ্জুন॥
ফিরাও দারুক, রথ, ডাকে ক্ষত্রগণে।
না দিয়া প্রবোধ তারে যাইব কেমনে॥
দারুক বলিল, পার্থ, কহ কি অদ্ভুত।
গোবিন্দ-অধিক দেখ গোবিন্দের সুত॥
অপ্রমিত পরাক্রম ত্রৈলোক্য-অজেয়।
দেখ পাছে আসে সেনা সমুদ্র-প্রলয়॥
উহা সব সহ যুদ্ধ না হয় উচিত।
সময় বুঝিয়া যুঝি, আছে ক্ষত্রনীত॥
এ-কর্ম্মে আমার শক্তি নহে কদাচন।
পলাইতে যথা চাহ, বলহ এক্ষণ॥
যথা আজ্ঞা কর, রথ লইব সত্বর।
ইন্দ্রপ্রস্থে লৈব কিবা ইন্দ্রের নগর॥
কুবের বরুণ যম ইন্দ্রের সদন।
যথায় কহিবা, রথ লইব এক্ষণ॥
কেবল না পারি আমি রথ ফিরাইতে।
কিমতে করাব যুদ্ধ যাদব-সহিতে॥
কৃষ্ণপুত্রে প্রহারিবা চড়ি এই রথে।
মম শক্তি নহিবে তুরগ চালাইতে॥
পার্থ বলে, দারুক, এ নহে ব্যবহার।
যুদ্ধহেতু ডাকিতেছে পশ্চাৎ আমার॥
নহে ক্ষত্রধর্ম্ম আমি যাইব ছাড়িয়া।
বিশেষ আমার পাছে আইল তাড়িয়া॥
হেন অপযশ মম ঘুষিবে ভুবনে।
শৃগালের প্রায় যাব, কি কাজ জীবনে॥
কৃষ্ণপুত্র আসুক, আপনি কৃষ্ণ আইসে।
কিম্বা যুধিষ্ঠির ভীম সমরে প্রবেশে॥
যুদ্ধহেতু আমারে ডাকিবে ক্ষত্র হৈয়া।
যে হউক সংগ্রাম করিব বাহুড়িয়া॥
নিশ্চয় জানিনু, তুমি যদুকুলহিত।
নারিবে সারথি-কর্ম্ম করিতে উচিত॥
অবিশ্বাস তোমাতে, বিশেষে রণস্থলী।
ফেলাহ প্রবোধ-বাড়ি, ছাড় কড়িয়ালি॥
চালাইব রথ আমি, করিব সমর।
এত বলি বাড়ি কাড়ি লইল সত্বর॥

পাশ-অস্ত্রে দারুকেরে রাখিয়া বন্ধনে।
বান্ধিলেন রণস্তম্ভে আপন দক্ষিণে ॥
এক পদে কড়িয়ালি, আর পদে বাড়ি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া রহিলা বাহুড়ি ॥
ভদ্রা বলে, মহাবীর, এত কষ্ট কেনে।
আজ্ঞা কর আমারে, চালাই অশ্বগণে ॥
এই রথে সত্যভামা রুক্মিণীর সঙ্গে।
তিন পুর ভ্রমণ করিনু মহারঙ্গে ॥
স্নেহে মোরে সত্যভামা সঙ্গে করি লয়।
সারথি হইয়া আমি চালাতাম হয় ॥
আমার নৈপুণ্য দেখি দেব-দামোদর।
ধন্য ধন্য বলি ব্যাখ্যা করেন বিস্তর ॥
আজ্ঞা কর, রথ চালাইব কোন্ পথে।
এত বলি কড়িয়ালি বাড়ি নিল হাতে ॥
চালাইয়া দিল রথ, বায়ুবেগে চলে।
না দেখিতে গেল রথ আদিত্যমণ্ডলে ॥
তথা হৈতে চালাইয়া দিল হয়বর।
রথের চঞ্চল-গতি অতি-মনোহর ॥
প্রদক্ষিণ করিয়া যতেক সৈন্যগণ।
সৈন্যমধ্যে ভ্রমে যেন নর্ত্তক খঞ্জন ॥
বিদ্যুৎবরণী ভদ্রা, পার্থ জলধর।
বিদ্যুতের প্রায় পৈশে মেঘের ভিতর ॥
দৃষ্টিমাত্রে যতেক যাদব-বীরগণ।
মূর্চ্ছা হইয়া রথে পড়িল সর্ব্বজন ॥
অনেক মারেন সেনা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি রথী পড়ে, অসংখ্য কুঞ্জর ॥
রক্তে নদী বহে, সবে রক্তেতে সাঁতারে।
কালরূপ দেখি পার্থে ভঙ্গ দিল ডরে ॥
কামদেব সারণ বিচারি মনে-মন।
রামের নিকটে দূত করিল প্রেরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

বলরামের নিকট অর্জ্জুনের রণজয় সংবাদ

সসৈন্যে বাহির হইলেন বলরাম।
হেনকালে দূত আসি করিল প্রণাম ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে বার্ত্তা কান্দিতে কান্দিতে।
নাহি আর রক্ষা প্রভু, অর্জ্জুনের হাতে ॥
সুভদ্রা চালায় রথ, না পাই দেখিতে।
কখন আকাশে উঠে, কখন ভূমিতে ॥
কখন লুকায় মেঘে, ক্ষণে শূন্য মাঝে।
নর্ত্তক-খঞ্জন-প্রায় ঘন ফেরে তেজে ॥
ঘন ঘন সৈন্যমধ্যে ফণিবৎ চলে।
ঘন প্রদক্ষিণ করে, যেন মৎস্য জলে ॥
দক্ষিণে বামেতে রথ বায়ুবেগে ছুটে।
ক্ষণে ক্ষণে থাকি সূর্য্যমণ্ডলেতে উঠে ॥
যুদ্ধ করে পার্থ সব-সৈন্যের সম্মুখে।
কোন্ ঠাঁই থাকে, তারে কেহ নাহি দেখে ॥
ধনঞ্জয় নানাবিধ অস্ত্রগণ ফেলে।
অগ্নি-অস্ত্রে কোথাও পোড়ায় দাবানলে ॥
কোনখানে বায়ুতে ফেলায় সৈন্যগণ।
কোথায় ভুজঙ্গ-অস্ত্র করে বরিষণ ॥
কোনখানে জলবৃষ্টি, শীতে কাঁপে তনু।
কোনখানে শরজালে না দেখি যে ভানু ॥
সেই সে সবারে মারে, কেহ তারে নারে।
যতেক মারিল সৈন্য, কে কহিতে পারে ॥
তার যুদ্ধ দেখিয়া হইল চমৎকার।
বার্ত্তা দিতে পাঠাইল যতেক কুমার ॥
মুষলী বলেন, দূত, কহ সত্য কথা।
এমত তুরগ-রথ পাইল সে কোথা ॥
দূত বলে, যাদবেন্দ্র কহিবারে ভয়।
গোবিন্দের রথোপরে সুগ্রীবাদি হয় ॥
সারথি দারুক বান্ধা আছে বসি রথে।
সুভদ্রা চালায় রথ দেখিনু সাক্ষাতে ॥
দূতমুখে বলভদ্র শুনি এত কথা।
ভূমিতলে বসিলেন হৈয়া হেঁটমাথা ॥

অভিমানে রামের নয়নে বহে জল।
অঙ্গের কস্তূরীগন্ধ ভাসয়ে সকল॥
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তাঁর পড়ে কালঘাম।
যদুগণে চাহিয়া বলেন বলরাম॥
গোবিন্দ যে করায় আমার অপমান।
আপনি সারথি দিল অশ্ববর-যান॥
অর্জ্জুনের কি শক্তি যে, হেন কর্ম্ম করে।
না বুঝিয়া দোষী আমি করি অর্জ্জুনেরে॥
আমার সম্মুখে কহে কপট-বচন।
কোন্ লাজে দেখাইবে আমারে বদন॥
দুর্য্যোধনে ডাকাইনু বিবাহ-কারণ।
অধিবাস-হেতু বসিয়াছে দ্বিজগণ॥
এত বলি অধোমুখে বসিলেন রাম।
হেনকালে আইলেন নবঘনশ্যাম॥
ভূমে পড়ি বলদেবে করেন প্রণাম।
ক্রোধে না চাহেন নারায়ণে বলরাম॥
গোবিন্দ বলেন, কেন ক্রোধ কর স্বামী।
তব পদে কোন্ অপরাধ করি আমি॥
উগ্রসেন বলে, তুমি করিলা কুকর্ম্ম।
ভদ্রা নিতে পার্থে বল, নহে এই ধর্ম্ম॥
নিজ রথ তুরঙ্গ সারথি দিলা তারে।
তোমারে না দিয়া দোষ দিব আর কারে॥
গোবিন্দ বলেন, ইহা জানে সর্ব্বজন।
সেই রথে চড়ি পার্থ ভ্রমে অনুক্ষণ॥
কিমতে জানিব আমি ভদ্রা লবে হরি।
নর-মায়া বুঝিবারে নাহি আমি পারি॥
ইথে অকারণে প্রভু, আমারে আক্রোশ।
ভদ্রা যদি বাহে রথ, দারুকে কি-দোষ॥
কহ সত্য পুনঃ দূত, দারুকের কথা।
কিরূপে দারুক আছে অর্জ্জুনের সেথা॥
দূত বলে, দারুক আপন বশে নাই।
বন্ধন করিয়া তারে রাখিল গোসাঁই॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন যতেক যাদব।
এই কথা বুঝহ করিয়া অনুভব॥
আদিপর্ব্ব ভারতের বিচিত্র আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা

পুনরপি কহে দূত করি যোড়হাত।
কি-কারণে নিঃশব্দে রহিলা যদুনাথ॥
আজ্ঞা দেহ, আমি এবে কি করিব কাজ।
বার্ত্তা-হেতু পাঠাইল কুমার-সমাজ॥
কামদেব মহাবীর যাদব-প্রধান।
তিন-লোক মধ্যে যার অব্যর্থ সন্ধান॥
তিল তিল গেল কাটা শর-ধনুর্গুণ।
এক গুটি নাহি অস্ত্র, শূন্য হৈল তূণ॥
শাম্ব গদ সারণ যতেক বীর আর।
যাদবে অক্ষত তনু নাহিক কাহার॥
কাহার নাহিক ধ্বজা, কাহার সারথি।
কাহার নাহিক রথ, হ'য়েছে পদাতি॥
কাহার নাহিক অস্ত্র, কারো ধনুর্গুণ।
সবারে করিল জয় একাকী অর্জ্জুন॥
পাঠাইয়া দেহ অস্ত্র রথ অশ্ব আর।
আপনি চলহ, কিংবা দৈবকী-কুমার॥
মোর বাক্য শুন প্রভু, দেখিবা স্বচক্ষে।
নারিবে অর্জ্জুনে কেহ আমাদের পক্ষে॥
স্নেহেতে অর্জ্জুন নাহি মারে শিশুগণে।
তেঁই এতক্ষণ প্রভু, জীয়ে সর্ব্বজনে॥
গোবিন্দ বলেন, আমি জানি অর্জ্জুনেরে।
যুদ্ধে তারে জিতে, হেন না দেখি সংসারে॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ পঞ্চানন।
অর্জ্জুনে জিনিবে, হেন নাহি কোন জন॥
কি করিবে তাহারে এ-সব শিশুগণে।
যে কহিলা সত্য, পার্থ নাহি মারে প্রাণে॥
তাহার সহিত দ্বন্দ্ব না হয় উচিত।
অর্জ্জুন ত নাহি কিছু করে অবিহিত॥

ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আছে শাস্ত্রের গোচরে।
বলেতে বিবাহ করে, প্রশংসা তাহারে॥
কিন্তু দোষ কি করিল বীর ধনঞ্জয়।
আপন ভগিনী-কর্ম্ম দেখ মহাশয়॥
অর্জ্জুনে তাহার যদি নাহি ছিল মন।
তবে কেন তার অশ্ব চালায় এক্ষণ॥
না জানে কি ধনঞ্জয় তোমার মহিমা।
এক্ষণে ভাঙ্গিতে পার তাহার গরিমা॥
কিন্তু পার্থ জীয়ন্তে ধরিতে না পারিবা।
অনেক করিলে শক্তি প্রাণেতে মারিবা॥
সুভদ্রা না জীবে তবে, ত্যজিবে জীবন।
কহ দেব, ইথে হৈবে কি-কর্ম্ম-সাধন॥
এক্ষণে আমার এই মত মহাশয়।
সবাকার মত, যদি তব আজ্ঞা হয়॥
প্রিয়ংবদ একজন যাক আপনার।
প্রিয়বাক্যে ফিরাউক কুন্তীর কুমার॥
এক্ষণে আনাও তারে করাহ বিবাহ।
সম্প্রীতে সুভদ্রা তুমি তারে সমর্পহ॥
সকল মঙ্গল হৈবে, লোকেতে সম্মান।
মম চিত্তে ইহা বিনা নাহি লয় আন॥
কৃষ্ণের এতেক বাক্য শুনি হলধর।
ক্রোধ সংবরিয়া তবে করিলা উত্তর॥
আমারে কি আর জিজ্ঞাসহ অকারণ।
করহ আপনি, যাহা লয় তব মন॥
যাহা চিত্তে করিয়াছ, তাহাই হইবে।
তুমি যে কহিবা, তাহা কে অন্য করিবে॥
তব বাক্য যদি আমি না করি হেলন।
এমত দুঃসহ লজ্জা হৈবে কি-কারণ॥
আপনি সাত্যকি তুমি করহ গমন।
আনহ অর্জ্জুনে কহি মধুর বচন॥
এত বলি সাত্যকিরে পাঠাইয়া দিল।
ততক্ষণে রথে চড়ি সাত্যকি চলিল॥
আদিপর্ব্ব ভারত বিচিত্র উপাখ্যান।
কাশীদাস কহে, সাধু সদা করে পান॥

অভিমানে দুর্য্যোধনের স্বদেশ যাত্রা ও পার্থের সহিত সুভদ্রার বিবাহ

তবে রাজা দুর্য্যোধন সর্ব্ব-সৈন্য লৈয়া।
যাদব-সৈন্যের মধ্যে উত্তরিল গিয়া॥
শুনিল নিলেন পার্থ সুভদ্রা হরিয়া।
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন উঠিল গর্জ্জিয়া॥
হে কৃপ, হে পিতামহ, আচার্য্য বিদুর।
সাক্ষাতে দেখুন কর্ম্ম তনয় পাণ্ডুর॥
যে-কন্যা-নিমিত্ত রাম আনিলেন মোরে।
দেখহ দুষ্টের কর্ম্ম, হরিল তাহারে॥
মোর দোষাদোষ সব জ্ঞাত হৈলা সবে।
এক্ষণে মারিব দেখ, কে রাখে পাণ্ডবে॥
কর্ণ বলে, মহারাজ, বসি দেখ তুমি।
আজ্ঞা দিলে অর্জ্জুনে বান্ধিয়া আনি আমি।
শুনি আজ্ঞা দিল তারে গান্ধারী-নন্দন।
শীঘ্র ধায় কর্ণ-বীর লোহিত-লোচন॥
বৃকোদর বলে, কোথা যাস্ সূত-সুত।
অর্জ্জুনে ধরিতে যাস, শুনিতে অদ্ভুত॥
সুরাসুর-যক্ষ যারে না পারে সমরে।
তাহারে ধরিতে যাস্, লজ্জা নাহি করে॥
অরে মূর্খ দুরাচার, এত অহঙ্কার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
মম হস্তে রহে যদি তোমার জীবন।
তবে পার্থসহ তুমি কর গিয়া রণ॥
এত বলি লাফ দিয়া পড়িল ধরণী।
গদা ফিরাইয়া যান, যেন দণ্ডপাণি॥
বিদুর বলিল, শুন, তাত দুর্য্যোধন।
পার্থসহ দ্বন্দ্বে কি তোমার প্রয়োজন॥
বরণ করিয়া তোমা আনিল যে-জন।
তাঁর ঠাঁই আগে গিয়া জিজ্ঞাস কারণ॥
সে যেমত কহিবে করিবে সেই রীত।
পার্থসহ কলহ তোমার অনুচিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বলিলেন, এই সুবিচার।
যে আনিল, তাঁর ঠাঁই জান একবার॥

অনেক কহিয়া দ্বন্দ্ব করিল বারণ।
দ্বারাবতী চলিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
হেনকালে উপনীত হইল সাত্যকি।
মধুর-কোমল-ভাষে পার্থে বলে ডাকি॥
ক্রোধ ত্যজ, ধনঞ্জয়, কি-হেতু আক্রোশ।
না জানিয়া শিশুসব করিয়াছে দোষ॥
তোমার সহিত দ্বন্দ্ব কৈল না জানিয়া।
রাম-কৃষ্ণ মন্দ বলিলেন তা শুনিয়া॥
এ-কারণে শীঘ্রগতি পাঠালেন মোরে।
প্রবোধিয়া তোমারে বাহুড়ি লইবারে॥
একত্র বসিয়া যত বৃষ্ণিভোজগণ।
সুভদ্রাকে তোমারে করিবে সমর্পণ॥
সাত্যকির এতেক বিনয়-বাক্য শুনি।
ত্যজিয়া সংগ্রাম শান্ত হ'লেন ফাল্গুনি॥
দুর্য্যোধন শুনি অভিমানেতে রহিল।
সসৈন্যে আপন দেশে বাহুড়ি চলিল॥
তবে পার্থ দারুকে করিয়া কৃতাঞ্জলি।
সবিনয়ে কহিতে লাগিল মহাবলী॥
যথা কৃষ্ণ, তথা তুমি, ইথে নাহি আন।
করিলাম অপরাধ ক্ষম মতিমান্॥
দারুক কহিল, পার্থ, কৈলে বড় কর্ম্ম।
বন্ধন এ নহে মম, রক্ষা কৈলে ধর্ম্ম॥
তুমি যদি আমারে না করিতে বন্ধন।
কোন্ লাজে দেখাতাম রামেরে বদন॥
এই মত লহ মোরে সাক্ষাতে তাঁহার।
নহিলে রামের ক্রোধ হইবে অপার॥
অর্জ্জুন বলেন, ইহা না হয় উচিত।
তোমার বন্ধনে কৃষ্ণ হবেন কুপিত॥
চিত্তে ভাবিবেন রাম কপট বন্ধন।
এত বলি মুক্ত করি দিলেন তখন॥
তবে যত যদুগণ সন্তুষ্ট হইয়া।
লইল অর্জ্জুন-বীরে আদর করিয়া॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সুমতি।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত বাহ্লিক প্রভৃতি॥
সর্ব্বসৈন্য লৈয়ে ভীম যায় পার্থ-আগে।
পশ্চাতে যাদব কাম-আদি বীরভাগে॥
আগুসরি লইলেন দেব নারায়ণ।
হুলাহুলি দিল যত যদুনারীগণ॥
রত্নময়-আসনে দোঁহারে বসাইয়া।
বেদ-অনুসারে তবে করাইল বিয়া॥
বসুদেব করিলেন ভদ্রা-সম্প্রদান।
যতেক যৌতুক দিলা নাহি পরিমাণ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥
সুভদ্রা-হরণ কথা শুনে যেই নর।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, ব্যাসের উত্তর॥
কাশীরাম দাস কহে, শুন সাধু ভাই।
ভারত-শ্রবণে মহা পাতক এড়াই॥

● সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে গমন ও অভিমন্যু-আদির জন্ম বিবরণ

অনন্তর অর্জ্জুন প্রভাসতীর্থে গিয়া।
দ্বাদশ বৎসর তথা অরণ্যে বঞ্চিয়া॥
তবে পুনঃ কত দিন রহি দ্বারাবতী।
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিলেন সুভদ্রা-সংহতি॥
যুধিষ্ঠির-চরণে করেন প্রণিপাত।
ধর্ম্ম আশীর্ব্বাদ দেন শিরে দিয়া হাত॥
কুন্তী-ভীমে প্রণমেন পার্থ সবিনয়ে।
আশীর্ব্বাদ দেন দুই মাদ্রীর তনয়ে॥
দ্রৌপদীকে সম্ভাষিতে যান অন্তঃপুর।
পার্থে দেখি কৃষ্ণা দুঃখী হইয়া প্রচুর॥
অধোমুখে রহিলেন অতি ক্রোধমন।
কতক্ষণ থাকি পার্থ বলেন বচন॥
কি-হেতু আমারে প্রিয়ে হইলা বিমুখ।
কোন্ দোষ দেখি মম হৈল মনে দুঃখ॥
দ্বাদশ-বৎসর-অন্তে হইল মিলন।
ইহাতে অপ্রিয় কেন, না বুঝি কারণ॥

দ্রৌপদী বলিল, পার্থ, না দহ শরীর।
হেথা হৈতে গেলে মোর চিত্ত হয় স্থির॥
মোর স্থানে তোমার কি আর প্রয়োজন।
যথায় যাদবী, তথা করহ গমন॥
নবগ্রন্থি পেলে যেন পূর্ব্বগ্রন্থি হেলা।
আমারে বিস্মৃত হৈলা পেয়ে নববালা॥
শুনিয়া কহেন পার্থ হইয়া লজ্জিত।
তুমি হেন কহ, দেবি, না হয় উচিত॥
তোমা-বিনা অর্জ্জুনের কে আছে সংসারে।
লক্ষ-স্ত্রী হ'লেও তুমি সবার উপরে॥
আমরা যে পঞ্চভাই সকলি তোমার।
ভদ্রা-হেতু কর ক্রোধ, না বুঝি বিচার॥
শুনিয়া দ্রৌপদী-মনে হইল উল্লাস।
প্রিয়বাক্যে দুই জনে হইল সম্ভাষ॥
আইলেন কত দিনে রাম-নারায়ণ।
নানারত্ন সঙ্গে আর দাস-দাসীগণ॥
অশ্ব হস্তী ধেনু বৃষ বিবিধ যৌতুক।
কৃষ্ণে দেখি ধর্ম্মরাজ পরম কৌতুক॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ লৈয়া দুইজনে।
পরস্পর সম্ভাষণ করে প্রীতমনে॥
কতদিন পরে তবে পাণ্ডবের প্রীতে।
বলভদ্র যান কৃষ্ণ রহেন তথাতে॥
তবে কতদিনে ভদ্রা হৈল গর্ভবতী।
পরম সুন্দর পুত্র প্রসবিল সতী॥
দ্বিতীয় চন্দ্রের জ্যোতিঃ অঙ্গের বরণ।
রূপেতে করিল আলো সকল ভুবন॥
রূপেতে বীর্য্যেতে হৈল জনক-সমান।
দ্বিজগণ নাম দিল করি অনুমান॥
অ-ভী ভয়হীন আর সুন্দর শরীর।
মন্যুমান্ ক্রোধপর অতিশয় বীর॥
সে-কারণ অভিমন্যু দিল তার নাম।
পশ্চাতে কহিব যত তার গুণগ্রাম॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র পঞ্চজন হৈতে।
সবাই সমান হৈল রূপেতে গুণেতে॥
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ।
প্রতিবিন্ধ্য নাম হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
সুতসোম নাম বৃকোদর-সুত হৈল।
শ্রুতকর্ম্মা বলি নাম পার্থ-সুতে দিল॥
শতানীক নাম হৈল নকুল-নন্দন।
সহদেব-সুত নাম হৈল শ্রুতসেন॥
এই পঞ্চ নাম ধরে পঞ্চের সন্তান।
রূপ-গুণ-বল-বীর্য্যে জনক সমান॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি হইল এমত।
দেখি সবে পুত্রমুখ হৈল আনন্দিত॥
পাণ্ডবের বংশবৃদ্ধি শুনে যেই জন।
বংশবৃদ্ধি হয় তার, ব্যাসের বচন॥
ভারত-শ্রবণে কিছু না থাকে আপদ।
দুঃখ শোক দূর হয়, বাড়য়ে সম্পদ॥
কাশীরাম দাস কহে, শুন সারোদ্ধার।
ইহা বিনা সংসারেতে সুখ নাহি আর॥

● খাণ্ডব-বন দাহন

তবে কত দিনান্তরে পার্থ-নারায়ণ।
গ্রীষ্মকালে যান দোঁহে ক্রীড়ার কারণ॥
যমুনার জলে গিয়া করেন বিহার।
রুক্মিণী সুভদ্রা সঙ্গে বহু পরিবার॥
যমুনার কূলে করি উত্তম আলয়।
ভক্ষ্য-ভোজ্য আনিলেন বহু দ্রব্যচয়॥
ক্রীড়ান্তেতে দুই জন বসিলা আসনে।
হেনকালে বিপ্রবেশে এল হুতাশনে॥
মাথায় ত্রিজটা শোভে, পিঙ্গল-নয়ন।
উত্তপ্ত কাঞ্চন জিনি অঙ্গের বরণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন-অগ্রে দাঁড়াইলা হুতাশন।
দোঁহারে আশীষ করি বলয়ে বচন॥
যদুকুলশ্রেষ্ঠ তুমি, কুরুকুলসার।
ত্রিভুবনে নাহি দেখি সমান দোঁহার॥

এই হেতু আসিয়াছি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
দুইজন মিলি মোরে করাহ ভোজন ॥
হাসিয়া কহেন পার্থ, কহ বিচক্ষণ।
কোন্ ভক্ষ্য দিলে তৃপ্ত হইবা এক্ষণ ॥
ভক্ষ্য-হেতু এত চাটু বল কি-কারণ।
যে কিছু মাগহ ভক্ষ্য, দিব এইক্ষণ ॥
আশ্বাস পাইয়া বলে অগ্নি-মহাশয়।
আমি অগ্নি বলি দিল নিজ পরিচয় ॥
ব্যাধিযুক্ত বহুকাল আমার শরীর।
নির্ব্যাধি করহ মোরে পার্থ মহাবীর ॥
খাণ্ডব-বনেতে সর্ব্বজীবের আলয়।
সেই বন ভক্ষ্য মোরে দেহ ধনঞ্জয় ॥
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষিগণ।
যতেক আছয়ে তাহে, করাহ ভোজন ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল রাজা জন্মেজয়।
কহ, মুনিরাজ, মম খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
কি-হেতু হইল ব্যাধিযুক্ত হুতাশন।
কিসের কারণে চাহে খাণ্ডব-দাহন ॥
মুনি বলে, শুন নৃপ, পূর্ব্বের কাহিনী।
সত্যযুগে আছিল শ্বেতকি নৃপমণি ॥
যজ্ঞ-বিনা অন্য কর্ম্ম না জানে কখন।
নিরন্তর যজ্ঞ করে লইয়া ব্রাহ্মণ ॥
বহুকাল যজ্ঞ রাজা করে হেনমত।
সহিতে না পারে কষ্ট দ্বিজগণ যত ॥
যজ্ঞ ত্যজি দ্বিজগণ করিল গমন।
বিনয় করিয়া রাজা বলিলা বচন ॥
পতিত নহি যে আমি, নহি কোন দোষী।
কোন্ হেতু মম যজ্ঞ না কর মহর্ষি ॥
দ্বিজগণ বলে, ভূপ, না দূষি তোমারে।
শক্তি নাহি মো'সবার যজ্ঞ করিবারে ॥
অপ্রমিত যজ্ঞ তব, নাহি হয় শেষ।
সহিতে না পারি আর অগ্নিতাপ-ক্লেশ ॥
নয়ন নীরস হৈল, লোমহীন অঙ্গ।
শরীর নিরক্ত হৈল, সদা অগ্নিসঙ্গ ॥

দ্বিজগণ-বচন শুনিয়া নরপতি।
করিল অনেকবিধ সবিনয় স্তুতি ॥
দ্বিজগণ বলে, রাজা, বল অকারণ।
তব যজ্ঞ করে হেন না দেখি ব্রাহ্মণ ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর শিবে সেবহ রাজন।
তাঁহা-বিনা যজ্ঞ করে নাহি হেন জন ॥
দ্বিজগণ-বাক্যে রাজা তপ আরম্ভিল।
অনেক কঠোর করি মহেশে সেবিল ॥
শিব তুষ্ট হইয়া বলেন, মাগ বর।
রাজা বলে, কৃপা যদি কৈলা মহেশ্বর ॥
মম যজ্ঞ করে, হেন নাহিক ব্রাহ্মণ।
আপনি আমার যজ্ঞ কর পঞ্চানন ॥
হাসিয়া বলেন শিব, শুন মহারাজ।
মম কর্ম্ম নহে, যজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাজ ॥
যজ্ঞফল যাহা চাহ, মাগহ রাজন।
শুনিয়া নৃপতি বলে বিনয়-বচন ॥
না করিয়া যজ্ঞ, ফল নহে সুশোভন।
কি উপায়ে যজ্ঞ করি, কহ ত্রিলোচন ॥
মহেশ কহেন, তব যজ্ঞে এত মন।
মম অংশে আছে এক দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণ ॥
তাহারে লইয়া যজ্ঞ কর নরবর।
যজ্ঞের সামগ্রী গিয়া করহ সত্বর ॥
দুর্ব্বাসার যোগ্য যজ্ঞ করহ বিধান।
যেইমতে রক্ষা পায় দুর্ব্বাসার মান ॥
শিব-আজ্ঞা পেয়ে রাজা গেল নিজ ঘর।
যজ্ঞের সামগ্রী করে দ্বাদশ বৎসর ॥
সম্পূর্ণ সামগ্রী করি জানাইল হরে।
শিব করিলেন আজ্ঞা দুর্ব্বাসা মুনিরে ॥
শিবের আজ্ঞায় হইল ক্রোধ তপোধনে।
ছিদ্র কিছু পেলে আজি নাশিব রাজনে ॥
এত অহঙ্কার করে শ্বেতকি রাজন্।
যজ্ঞ-হেতু করিল আমারে আবাহন ॥
মনে ক্রোধ করিয়া চলিল মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে গেল সহ দণ্ডধর ॥

যজ্ঞ আরম্ভিল তবে মহাতপোধন।
যখন যে মাগে মুনি যোগান রাজন্ ॥
শ্বেতকি রাজার যজ্ঞ অতুল সংসারে।
দুর্ব্বাসা আহুতি দেয় মুষলের ধারে ॥
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ কৈল অবিরাম।
তিন লোক চমৎকৃত শুনি যজ্ঞনাম ॥
সেই হবি খাইয়া হইল মন্দানল।
ব্যাধিযুক্ত অগ্নিদেব হইল দুর্ব্বল ॥
অগ্নিদেব চলিলেন ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে আপন দুঃখ কৈল নিবেদন ॥
বিরিঞ্চি বলেন, লোভে এ-দুঃখ পাইলা।
বহু হবি খেয়ে তুমি ব্যাধিযুক্ত হৈলা ॥
ইহার ঔষধ আছে, শুন হুতাশন।
খাণ্ডব-বনেতে আছে বহু জীবগণ ॥
যদি পার সেই বন দগ্ধ করিবারে।
তবে ত না রবে রোগ তব কলেবরে ॥
ব্রহ্মার বচন শুনি সুপ্রচণ্ড বেগে।
খাণ্ডব-বনেতে অগ্নি চলিলেন রেগে ॥
অতি শীঘ্র উপনীত হয়ে সেইখানে।
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি ভীষণ গর্জ্জনে ॥
খাণ্ডবে আছিল বহু জীবের আলয়।
অনল দেখিয়া সবে মানিল বিস্ময় ॥
কোটি কোটি মত্ত হস্তী সহিত হস্তিনী।
নিবাইল অগ্নিকুণ্ড শুণ্ডে জল আনি ॥
বড় বড় সর্প সব মহা ভয়ঙ্কর।
পঞ্চ শত সপ্ত অষ্ট দশ ফণাধর ॥
মুখেতে করিয়া জল নিবারে অনল।
যে যত আছিল জীব, যার যত বল ॥
নিবৃত্ত হইল অগ্নি, নারিল সহিতে।
বহুবার উপায় করিল হেনমতে ॥
খাণ্ডব দহিতে শক্ত নহে হুতাশন।
ক্রোধচিত্তে গেল পুনঃ ব্রহ্মার সদন ॥
বিনয় করিয়া বহু বলে বিরিঞ্চিরে।
না হইল মোর শক্তি বন দহিবারে ॥
মুহূর্ত্তেক চিন্তিয়া কহিল প্রজাপতি।
না কর হে ভয় অগ্নি, স্থির কর মতি ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, আর না দেখি উপায়।
স্থির হৈয়া থাক তুমি, কাল গত-প্রায় ॥
ইহার উপায় এক কহি যে তোমায়।
সাবধান হৈয়া শুন ইহার উপায় ॥
নর-নারায়ণ জন্মিবেন মহীতলে।
খাণ্ডব দহিবা, দোঁহে সহায় হইলে ॥
ব্রহ্মার বচনে অগ্নি স্থির করি মন।
বহুকাল রোগযুক্ত রহিল তেমন ॥
হইলে দ্বাপর-শেষে দোঁহে অবতার।
ব্রহ্মার সদনে অগ্নি গেল পুনর্ব্বার ॥
ব্রহ্মার পাইয়া আজ্ঞা দেব হুতাশন।
অতি শীঘ্র গেল যথা দেব নারায়ণ ॥
অগ্নির বচনে পার্থ করেন স্বীকার।
আশ্বাস পাইয়া অগ্নি বলে আরবার ॥
সে-বন দহিতে বিঘ্ন আছে বহুতর।
বনের রক্ষক সদা দেব পুরন্দর ॥
অর্জ্জুন কহেন, দেবে নাহি মম ভয়।
বহু ইন্দ্র আসে তবু করিব বিজয় ॥
মম যোগ্য ধনুর্ব্বাণ নাহি হুতাশন।
ইন্দ্র-সহ যুঝিতে নাহিক অস্ত্রগণ ॥
অবশ্য বিরোধ হৈবে দেবরাজ-সঙ্গ।
তার যুদ্ধ-যোগ্য রথ নাহিক তুরঙ্গ ॥
দেবরাজ ইন্দ্র-সহ বিরোধ হইবে।
ত্রিজগৎ লোক তাঁর সাহায্য করিবে ॥
সাহায্য করিতে হৈলে নাহি অস্ত্রগণ।
উপায়-বিহনে সিদ্ধ নহে কদাচন ॥
শ্রীকৃষ্ণের বাহুবল সহিবারে পারে।
হেন অস্ত্র নাহি তাঁরো হস্তের মাঝারে ॥
আপনি চিন্তহ তুমি ইহার উপায়।
খাণ্ডব দহিতে মোরা হইব সহায় ॥
এত শুনি ধ্যান করি চিন্তে হুতাশন।
সখা বরুণেরে তবে করিল স্মরণ ॥

অগ্নির স্মরণে আইলেন জলেশ্বর।
বরুণে দেখিয়া নিবেদিল বৈশ্বানর॥
এমন সময়ে সখা কর উপকার।
চন্দ্রদত্ত রথ আছে আলয়ে তোমার॥
অক্ষয় যুগল তূণ, গাণ্ডীব ধনুক।
এ-সকল দিলে মম খণ্ডে সব দুখ॥
শুনিয়া বরুণ আনি দিল শীঘ্রগতি।
আরো আপনার পাশ দেন জলপতি॥
সুরাসুর পূজিত গাণ্ডীব মহাধনু।
কপিধ্বজ-রথজ্যোতি জিনি চন্দ্র-ভানু॥
শুক্লবর্ণ চারি অশ্ব রথে নিয়োজিত।
অক্ষয় যুগল তূণ অস্ত্রে সুশোভিত॥
শ্রীকৃষ্ণে করিয়া স্তব দেব হুতাশন।
কৌমোদকী গদা দিল চক্র সুদর্শন॥
এই দুই অস্ত্র দিব্য অতুল সংসারে।
তোমা বিনা অন্য জনে শোভা নাহি করে॥
রথে চড়িলেন দোঁহে নিজ নিজ সাজে।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজে, পার্থ কপিধ্বজে॥
শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্ব্বত-আকার॥
দুই ভিতে বনের থাকেন দুইজন।
নিঃশঙ্কে দহয়ে বন দেব হুতাশন॥
প্রলয়ের মেঘ যেন শুনি গড়গড়ি।
নানাবিধ বৃক্ষ পোড়ে, শুনি চড়বড়ি॥
নানাজাতি পশু, পোড়ে নানা পক্ষিগণ।
নানাজাতি পুড়িয়া মরয়ে নাগগণ॥
প্রাণভয়ে কোন জন পলাইয়া যায়।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সব অগ্নিতে ফেলায়॥
সিংহনাদ করি বলবন্ত কোন জন।
গর্জ্জিয়া বাহির হৈল করিবারে রণ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন বাণে কাটি ফেলে ততক্ষণ।
হরিষেতে হুতাশন করয়ে ভক্ষণ॥
যক্ষ রক্ষ কিন্নর দানব বিদ্যাধর।
অনেক পুড়িয়া মরে অরণ্য-ভিতর॥
ভার্য্যা-পুত্র-সহ কেহ করে আলিঙ্গন।
আকুল হইয়া কেহ করয়ে রোদন॥
শীঘ্রগতি গিয়া কেহ পড়ে জলমাঝে।
জলজন্তু-সহ ভস্ম হয় অগ্নিতেজে॥
জলেতে পুড়িয়া মরে শফরী কচ্ছপ।
বনেতে পুড়িয়া মরে বনবাসী সব॥
সিংহ ব্যাঘ্র ভালুক বরাহ মৃগগণ।
মহিষ শার্দ্দূল খড়্গী না যায় লিখন॥
অসংখ্য কুঞ্জর পোড়ে দীর্ঘ-দীর্ঘ-দন্ত।
জম্বুক শশক নকুলের নাহি অন্ত॥
নানাজাতি নাগ পোড়ে গর্জ্জিয়া আগুনে।
শত-পঞ্চ-দশ ফণা ধরে কোন জনে॥
পর্ব্বত-আকার অঙ্গ, গমনে পবন।
নানাবর্ণে পুড়িয়া মরয়ে পক্ষিগণ॥
আকাশে উড়য়ে কেহ পবনের তেজে।
অর্জ্জুন কাটিয়া বাণে ফেলে অগ্নিমাঝে॥
আকুল যতেক জীব করে কলরব।
মহাশব্দ হৈল, যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত-আকার অগ্নি উঠিল আকাশে।
স্বর্গবাসী দেবগণ পলায় তরাসে॥
ভয়েতে লইল সবে ইন্দ্রের শরণ।
দেবরাজে জানাইল খাণ্ডব-দাহন॥
তোমার পালিত বন দহে হুতাশন।
অগ্নির সহায় হৈল নর দুইজন॥
এত শুনি কুপিত হইল দেবরাজ।
যুঝিবারে চলে ল'য়ে দেবের সমাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
শুনি অবহেলে তরে ভব-পারাবার॥
শ্লোকছন্দে সংস্কৃতে যে বিরচিলা ব্যাস।
খাণ্ডবদহনকথা, শ্রবণে উল্লাস॥
আদিপর্ব্ব ভারতের শুনে সাধুজনে।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস ভণে॥

● ইন্দ্রাদি দেবতার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও ময়দানবাদির পরিত্রাণ

অতি ক্রোধে পুরন্দর, চড়ে ঐরাবতোপর,
বজ্র করে, ছত্র শোভে শিরে।
কোপেতে সহস্র-আঁখি, লোহিতবরণ দেখি,
আজ্ঞা দিল যত অনুচরে ॥
যত আছ দেবগণ, ল'য়ে নিজ প্রহরণ,
আইসহ আমার পশ্চাতে।
শুনি মনে পায় হাস, তিলেক না করে ত্রাস,
মম বন পোড়ায় কি-মতে ॥
সহায়-জনের সহ, বিনাশিব হব্যবাহ,
এত বলি চলে বজ্রপাণি।
পরিবার-সহ যত, উচ্চৈঃশ্রবা ঐরাবত,
চারি-মেঘ চৌষট্টি মেঘিনী ॥
যক্ষারূঢ় মহামতি, চলিল ধনের পতি,
ভয়ঙ্কর গদা করি করে।
মহিষে মৃত্যুর নাথ, লোকান্তক দণ্ডহাত,
চলিল সহিত-সহচরে ॥
নিজ নিজ যানারোহ, চলিল যতেক গ্রহ,
অষ্ট-বসু অশ্বিনীকুমার।
পবন ধনুক ধরি, মৃগে আরোহণ করি,
ইন্দ্র-সহ হৈলা আগুসার ॥
চড়িয়া মকরধ্বজ, চলিলা জলের রাজ,
পাশ-অস্ত্র শোভে সব্য করে।
শিখিপৃষ্ঠে আরোহণ, শক্তিধর ষড়ানন,
চলিলা খাণ্ডব রক্ষিবারে ॥
এইমত গুটি-গুটি, দেবতা তেত্রিশ-কোটি,
গেল বনরক্ষার কারণে।
আইলা গরুড়পক্ষী, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পক্ষী,
রক্ষাহেতু নিজ জ্ঞাতিগণে ॥
চিত্তে বহু অনুরাগ, আইল অনন্ত নাগ,
কোটি কোটি ভুজঙ্গ-সংহতি।
আইল তক্ষক-সেনা, ধরে শত শত ফণা,
বিষবৃষ্টি-পূর্ণ কৈল ক্ষিতি ॥
যক্ষ রক্ষ ভূত দানা, সহ নিজ নিজ সেনা,
নানা অস্ত্র শেল শূল লৈয়া।
এমত লিখিব কত, ত্রিভুবনে আছে যত,
রহে সব আকাশ যুড়িয়া ॥
তবে দেব পুরন্দরে, আজ্ঞা দিল জলধরে,
বৃষ্টি করি নিভাও অনল।
আজ্ঞামাত্রে অতিবেগে, সম্বর্ত্তাদি চারিমেঘে,
মুষল-ধারায় ফেলে জল ॥
প্রলয়-কালের বৃষ্টি, যেন মজাইল সৃষ্টি,
শিলা-জলে ছাইল আকাশ।
মহাঘোর ডাক ছাড়ে, ঝন্‌ঝনা ঘন পাড়ে,
তিন লোকে লাগিল তরাস ॥
দেখি পার্থ মহাবল, না পড়িতে বৃষ্টিজল,
শোষক বায়ব্য অস্ত্র এড়ে।
শূন্যে অস্ত্র উঠে রোষে, শোষকে সলিল শোষে,
বায়ব্যে সকল মেঘ উড়ে ॥
মেঘে হৈল পরাজয়, অতি ক্রোধে হরিহয়,
বজ্র হানে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনে।
জানি নর-নারায়ণে, বজ্র না চলিল রণে,
বাহুড়ি আইল ইন্দ্রস্থানে ॥
তবে ক্রোধে দেবরাজ, অস্ত্রব্যর্থে পায় লাজ,
উপাড়িয়া আনিল মন্দর।
হুহুঙ্কার শব্দ ছাড়ে, যেন স্বর্গ ছিঁড়ি পড়ে,
আইসে মন্দর-গিরিবর ॥
ইন্দ্রপুত্র দিব্য শিক্ষা, ভরদ্বাজ-পুত্রদীক্ষা,
অজেয় গাণ্ডীব ধরে ধনু।
ক্ষিপ্রহস্তে ধরে বাণ, গিরি করে খান খান,
চূর্ণ করে যেন ক্ষুদ্র রেণু ॥
পর্ব্বত ফেলিল ছেদি, চমকিত জন্তুভেদী,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
অনেক করিছে রণ, নিবারিতে হুতাশন,
কে করিবে তাহার গণন ॥
বায়ু অগ্নি ভিন্দিপাল, ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল,
পরশু মুদ্গর শেল শূল।

চক্রবাণ জাঠাজাঠি, নানা অস্ত্র কোটি কোটি,
অর্দ্ধচন্দ্র তোমর ত্রিশূল ॥
তবল সাবল সাঙ্গী, ক্ষুরপা বেণব টাঙ্গি,
কুঠার পট্টিশ বহুতর।
ভল্ল শেল শব্দভেদী, কুন্ত খড়্গ রিপুচ্ছেদী,
সূচীমুখ খট্বাঙ্গ বিস্তর ॥
যেন বৃষ্টি ঘোর ঘনে, ইন্দ্র ফেলে অস্ত্রগণে,
সব নিবারেণ ধনঞ্জয়।
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে, যেন ভস্ম হৈয়ে উড়ে,
ক্ষণমাত্রে হৈল সব ক্ষয় ॥
অগ্নি রাখে নারায়ণ, পার্থ করে মহারণ,
সুরাসুর সবারে নিবারে।
দেখি অর্জ্জুনের কাজ, সবিস্ময় দেবরাজ,
সুরাসুর আগু নহে ডরে ॥
দেখি দেব-ভঙ্গিয়ান্, ক্রোধে হৈল আগুয়ান,
গর্জ্জিয়া গরুড় মহাবীর।
বজ্রসম দশ নখে, চলিল বিস্তার মুখে,
গিলিবারে পার্থের শরীর ॥
আকাশে গরুড় পাখী, আইসে তখন দেখি,
দিব্য অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মশির নামে বাণ, পূর্ব্বে গুরু কৈল দান,
সকল হইল অগ্নিময় ॥
গর্জ্জে ব্রহ্মশির-অস্ত্র, গরুড় হইল ব্যস্ত,
পলাইল শ্রেষ্ঠ বিহঙ্গম।
নিজ-পরিবার-সঙ্গ, গরুড় দিলেক ভঙ্গ,
ক্রোধে ধায় যত ভুজঙ্গম ॥
বিস্তারি সহস্র ফণ, শ্বাস বহে সমীরণ,
গর্জ্জনে শ্রবণে লাগে তালা।
বক্রমুখ দশ শত, বিষ বর্ষে অবিরত,
যেন কর্কটের মেঘমালা ॥
ফাল্গুনি জানিল ফণী, গাণ্ডীব ধনুক টানি,
পিপীলিকা নামে বাণ এড়ে।
নানাবর্ণ নানারূপে, পিপীলিকা একচাপে,
সকল ভুজঙ্গে গিয়া বেড়ে ॥

শিখী নামে দিব্য শর, এড়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
লক্ষ লক্ষ হইল ময়ূর।
উড়িয়া আকাশভাগে, খণ্ড খণ্ড করি নাগে,
রক্তমাংস বরিষে প্রচুর ॥
নারিল সহিতে রণ, পাছু হৈল ফণিগণ,
আগু হৈল যক্ষের ঈশ্বর।
কোটি কোটি যক্ষসাথে, ভয়ঙ্কর গদাহাতে,
টঙ্কারিয়া নিল ধনুঃশর ॥
ঘন সিংহনাদ ছাড়ে, নানাবর্ণে অস্ত্র এড়ে,
মুহূর্ত্তেকে কৈল অন্ধকার।
না দেখি দিবসপতি, যেন অমাবস্যারাতি,
শরজালে ঢাকিল সংসার ॥
যে অস্ত্রে যে অস্ত্র বারে, যথোচিত পার্থ মারে,
দৃষ্টিমাত্রে করিল সংহার।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কোপে, দশনে অধর চাপে,
গদা লয়ে ধায় ধনেশ্বর ॥
পার্থ এড়ে বজ্রশ্বর, বাজিল হৃদয়োপর,
খসিয়া পড়িল গদাবর।
চিন্তিয়া আপন মনে, বিমুখ হইল রণে,
রণ ত্যজি চলিল সত্বর ॥
সংগ্রামে পাইয়া লাজ, বাহুড়িল যক্ষরাজ,
নিজ পরিবারের সংহতি।
এইমতে ধনঞ্জয়, সমরে লভিয়া জয়,
দেবতার করেন দুর্গতি ॥
এইমতে ক্রমে ক্রমে, অরুণ বরুণ যমে,
সবে আসি করিল সংগ্রাম।
সত্য আদি চারি যুগে, নহিল, না হৈবে আগে,
সুরে নরে যুদ্ধ অনুপাম ॥
যুদ্ধে হৈল পরিশ্রম, চূর্ণ হৈল পরাক্রম,
যক্ষগণ হইল বিমুখ।
বহু জ্ঞাতিগণ বধে, আইল পরম ক্রোধে,
নির্ব্বাণ করিতে হুতভুক্ ॥
রাক্ষসদানব দানা, প্রেত ভূত অগণনা,
অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধর।

মুখেতে উলকা জ্বলে, মহারোল কোলাহলে,
পিশাচের সৈন্য ভয়ঙ্কর ॥
বিবিধ আয়ুধ ধরে, ভয়ঙ্কর গদা করে,
কেহ ল'য়ে পর্ব্বত পাষাণ।
মারমার করি ডাকে, বৃক্ষ ধরি লাখে লাখে,
ধায় কেহ বিস্তারি বয়ান ॥
দেখি দানবের সৈন্য, বাজাইয়া পাঞ্চজন্য,
সুদর্শন এড়েন মুরারি।
তেজে চক্র শত-চণ্ড, ক্ষণমাত্র লণ্ড ভণ্ড,
করেন দানবগণে মারি ॥
রাক্ষস-পিশাচ-চয়, বাণে কাটি ধনঞ্জয়,
কৈল বীর অগ্নির তর্পণ।
লিখিবারে পারি কত, সংগ্রামে পড়িল যত,
ভঙ্গ দিল, ছিল যত জন ॥
এই মত পুনঃ পুনঃ, সুরাসুর-নাগগণ,
সংগ্রাম করিল অবিরাম।
হেনকালে বনমাঝ, তক্ষক পন্নগরাজ,
তার সুত অশ্বসেন-নাম ॥
সখা করি হরিহয়ে, তক্ষক খাণ্ডবালয়ে,
থাকে সহ নিজ পরিজন।
গৃহে রাখি ভার্য্যাপুত্রে, গিয়াছিল কুরুক্ষেত্রে,
সেইকালে কদ্রুর নন্দন ॥
আচম্বিতে বন দহে, বেড়িলেক হব্যবাহে,
মাতা-পুত্রে গণিল প্রমাদ।
উপায় না দেখি কিছু, কোলেতে করিয়া শিশু,
ফণিপ্রিয়া করয়ে বিষাদ ॥
অনলে নাহিক ত্রাণ, নাহি রক্ষা পাবে প্রাণ,
অগ্নিতে ফেলাবে শর হানি।
হৃদয়ে ভাবিয়া দুঃখ, চাহিয়া পুত্রের মুখ,
কান্দি কহে তক্ষক-গৃহিণী ॥
উপায় না দেখি আর, খাণ্ডবাগ্নি হৈতে পার,
শুন পুত্র আমার বচন।
প্রবেশহ মোর পেটে, যদিহ আমারে কাটে,
তুমি যাহ লইয়া জীবন ॥

মাতার বচন ধরে, উদরে প্রবেশ করে,
বায়ুভরে উড়িল নাগিনী।
অন্তরীক্ষে যায় উড়ে, পার্থের সম্মুখে পড়ে,
দুই অস্ত্র এড়িল ফাল্গুনি ॥
এক অস্ত্রে কাটে মুণ্ড, গুচ্ছ কাটে তিনখণ্ড,
নাগিনী পড়িল ভূমিতলে।
অশ্বসেন উড়ি যায়, পার্থ না দেখিতে পায়,
ইন্দ্র মোহ কৈল মায়াজালে ॥
দেখি পার্থ মহাক্রুদ্ধ, পুনঃ ইন্দ্র-সহ যুদ্ধ,
শরজালে ছাইল মেদিনী।
ইন্দ্রার্জ্জুনে মহারণ, চমকিত ত্রিভুবন,
আচম্বিতে হৈল শূন্যবাণী ॥
না কর, না কর দ্বন্দ্ব, কেন হৈল মতিধন্ধ,
সংবর সংবর দেবরাজ।
এই নর-নারায়ণে, সংগ্রাম করিয়া জিনে,
নাহি হেন ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ ॥
কোন্ প্রয়োজন-হেতু, যুদ্ধ কর শতক্রতু,
অপমান-পরিশ্রম সার।
যার হেতু চিন্তা আছে, কুরুক্ষেত্রে আগু গেছে,
তব সখা কশ্যপ-কুমার ॥
শূন্যবাণী শুনি ইন্দ্র, সহ যত সুরবৃন্দ,
সমরেতে হইল বিরত।
স্বর্গ গেলা সুরপতি, নাগগণ ভোগবতী,
যথাস্থানে গেল আর যত ॥
নিষ্কণ্টকে হুতাশন, দহয়ে খাণ্ডব-বন,
নানাবিধ পশুগণ পোড়ে।
ভক্ষ্য-ভক্ষক এক ঠাঁই, কেহ কারে চাহে নাই,
ভয়ে বিপরীত ডাক ছাড়ে ॥
কুঞ্জর কেশরী-কোলে, মৃগ-ব্যাঘ্র এক স্থলে,
মূষিক মার্জ্জারসহ বৈসে।
একত্র মণ্ডুক-নাগে, সন্ধান না চায় কাকে,
ঘুষ্টি ঘণ্টি শার্দ্দূল-মহিষে ॥
প্রলয় অনলতাপে, ভ্রমে সদা লাফে-লাফে,
উঠে বড় বৃক্ষের উপরে।

খাণ্ডব-বন দাহন

শতেক যোজন বন খাণ্ডব বিস্তার।
লাগিল অনল, উঠে পর্ব্বত-আকার॥ পৃষ্ঠা—২৫৩

ভল্লুক নকুল যত, শিবাগণ শত শত,
প্রবেশয়ে বিবর-ভিতরে ॥
জলেতে যতেক বৈসে, অগাধ সলিলে পৈশে,
খেচর আকাশে উড়ি যায়।
কোথাও নাহিক ত্রাণ, হুতাশন লয় প্রাণ,
কৃষ্ণার্জ্জুন কাটেন সবায় ॥
হেনকালে ময়-নামে, আছিল তক্ষক-ধামে,
নমুচি দানব সহোদর।
ভয়ে পলাইয়া যায়, পাছে খেদি অগ্নি ধায়,
যেই ভিতে দেব দামোদর ॥
দানবে দেখিয়া হরি, দানবগণের অরি,
সুদর্শন ছাড়িলেন তায়।
পাছে ধায় হুতাশন, মহাচক্র সুদর্শন,
দানব-ঈশ্বরে গিয়া পায় ॥
কাতরে ডাকয়ে ময়, রক্ষা কর ধনঞ্জয়,
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী কুন্তীসুত।
বেড়িলেক মহাচক্র, ক্ষুদ্র মীনে যেন নক্র,
পাছে অগ্নি যেন যমদূত ॥
শব্দ শুনি ধনঞ্জয়, ডাকি বলে নাহি ভয়,
ভীত হৈয়া ডাকে কোন্ জন।
অর্জ্জুন অভয় দিল, সুদর্শন বাহুড়িল,
অভয় দিলেন হুতাশন ॥
দানব পাইল রক্ষা, বন দহে সর্ব্বভক্ষ্যা,
সকল করিল ভস্মময়।
মনোভীষ্ট করি ভোগ, খণ্ডিল অগ্নির রোগ,
সংকল্প করিল ধনঞ্জয় ॥
বিস্তৃত খাণ্ডব বন, নানাবর্ণ বৃক্ষগণ,
নানা-জাতি আছিল ঔষধি।
পশু পক্ষী নাগ যত, লিখন করিব কত,
রাক্ষস দানব রক্ষ আদি ॥
যতেক খাণ্ডববাসী, পুড়ি হৈল ভস্মরাশি,
কেবল রহিল ছয় জন।
আদিপর্ব্ব ব্যাসকৃত, পাঁচালী-প্রবন্ধে গীত,
কাশীদাসদেব-বিরচন ॥

● মন্দপাল ঋষির উপাখ্যান

জন্মেজয় বলে, মুনি, কহ বিবরণ।
অগ্নিতে পাইল রক্ষা কোন্ ছয় জন ॥
শুনিলাম ভুজঙ্গ-দানব-বিবরণ।
অগ্নিতে বাঁচিল কেবা আর চারি জন ॥
মুনি বলে, শুন রাজা, কথা পুরাতন।
মন্দপাল নামে এক ছিল তপোধন ॥
ধার্ম্মিক তপস্বী জিতেন্দ্রিয় মহাবীর।
তপ করি যথাকালে ত্যজিল শরীর ॥
তপঃক্লেশ-ফলে রাজা গেল স্বর্গবাস।
স্বর্গে বসি সর্ব্ব সুখে হইল নিরাশ ॥
আর যত স্বর্গবাসী নানা সুখে সুখী।
স্বর্গেতে থাকিয়া রাজা চিত্তে বড় দুঃখী ॥
দুঃখচিত্তে দ্বিজ জিজ্ঞাসিল পুণ্যজনে।
স্বর্গে মম দুঃখদূর নহে কি-কারণে ॥
কোন্ কর্ম্ম আমি না করিনু ক্ষিতিতলে।
কি হেতু স্বর্গেতে মম সুখ নাহি মিলে ॥
দেবগণ বলে তাঁরে, শুন তপোধন।
পৃথিবীতে দানব্রতে পুণ্য-উপার্জ্জন ॥
দানযজ্ঞ ব্রত করে পৃথিবী-মণ্ডলে।
সেথা যাহা করে, স্বর্গে ভুঞ্জে সেই ফলে ॥
ভূমিতে জন্মিয়া কর্ম্ম বহুল করিলা।
সেই পুণ্যফলে তুমি স্বর্গবাসী হৈলা ॥
কিন্তু সেথা তুমি পুত্র নাহি জন্মাইলে।
সে-কারণে দুঃখতাপ মনেতে পাইলে ॥
পৃথিবীতে পুত্রোৎপত্তি যে জন না করে।
পুণ্যনাশে অন্তে যায় নরক-ভিতরে ॥
বহু পুণ্যকর্ম্ম করে, বহু করে দান।
নরকে প্রবেশে, যদি নহে পুত্রবান্ ॥
স্বর্গবাসে দুঃখ তুমি পাও সে-কারণ।
অন্যোপায় নাহি ইথে, শুন তপোধন ॥
এত শুনি মন্দপাল চিন্তিল অন্তরে।
স্বর্গবাসে দুঃখ মম না সহে শরীরে ॥

পুনঃ গিয়া জন্ম লৈব পৃথিবী-ভিতরে।
পুত্র জন্মাইয়া স্বর্গে আসিব সত্বরে ॥
কোন্ যোনি হৈলে হবে ঝটিতি সন্তান।
পক্ষিযোনি হৈব বলি চিন্তে মতিমান্ ॥
ততক্ষণ দেবদেহ ত্যজি দ্বিজবর।
পক্ষিযোনি প্রাপ্ত হৈল সংসার-ভিতর ॥
শার্ঙ্গকের মূর্ত্তি ধরি শার্ঙ্গিকা-উদরে।
চারি পুত্র মন্দপাল উৎপাদন করে ॥
শার্ঙ্গিকারে পুত্র-সবে করিয়া অর্পণ।
লপিতার কাছে মুনি করিল গমন ॥
কতদিনে খাণ্ডবেতে লাগিল দহন।
ধ্যানেতে জানিল মন্দপাল তপোধন ॥
চারি পুত্র শিশু তার, পক্ষ নাহি উঠে।
হেনকালে অগ্নিমধ্যে ঠেকিল সঙ্কটে ॥
অগ্নিতে তরিতে শিশু না দেখি উপায়।
পুত্ররক্ষা-হেতু মুনি ধ্যানেতে ধেয়ায় ॥
সংকল্প করিল আজি শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডবে।
এক জীব না রাখিবে এই ত খাণ্ডবে ॥
অগ্নি যদি রাখে, তবে জীয়ে পুত্রগণ।
এত ভাবি করে দ্বিজ অগ্নিরে স্তবন ॥
তুমি ধাতা, তুমি ইন্দ্র, তুমি বৃহস্পতি।
সকল দেবের মুখ, সর্ব্বদেবে স্থিতি ॥
চরাচরে যত বৈসে তোমাতে বিদিত।
হব্য-কব্য যত কিছু ত্রিগুণ-ব্যাপিত ॥
তুমি ক্রুদ্ধ হৈলে কারো নাহিক নিস্তার।
তিলমাত্রে ভস্ম কর সকল সংসার ॥
ব্রাহ্মণের ইষ্ট তুমি, হও কৃপাবান্।
চারিগুটি পুত্রে মোর দেহ প্রাণদান ॥
দ্বিজ-স্তুতিবশে অগ্নি দিলেন অভয়।
শুনি মন্দপাল হৈল সানন্দ-হৃদয় ॥
খাণ্ডবে লাগিল অগ্নি মহাভয়ঙ্কর।
শার্ঙ্গিকা পুত্রের সহ চিন্তিত-অন্তর ॥
বালক অজাতপক্ষ এই চারি জন।
কি উপায়ে পুত্র-সবে করিব রক্ষণ ॥

সকরুণে বলে তবে চারি পুত্রগণে।
এই গর্ত্তে প্রবেশ করহ এইক্ষণে ॥
প্রচণ্ড অনল উঠে পর্ব্বত-আকার।
আর কোন উপায়েতে না দেখি নিস্তার ॥
নাহিক এমন শক্তি আমার শরীরে।
চারিজনে ল'য়ে আমি পলাই অচিরে ॥
অশক্ত অজাতপক্ষ তোরা চারি জন।
গর্ত্তমধ্যে প্রবেশিয়া রাখহ জীবন ॥
শিশু বলে, প্রবেশিব গর্ত্তেতে কেমনে।
গর্ত্তমধ্যে মূষা আছে বিকটবদনে ॥
শার্ঙ্গিকা বলিল, মূষা লইল সঞ্চানে।
ক্ষণ পূর্ব্বে নিল এই মোর বিদ্যমানে ॥
পুত্রগণ বলে, গর্ত্তে বড়ই সংশয়।
একে অন্ধকার ঘোর, মূষা-সর্পভয় ॥
অদৃশ্য স্থানেতে যাই, মন নাহি সরে।
কপালে আছয়ে যাহা, কে লঙ্ঘন করে ॥
বাহিরে থাকিলে যদি পুড়িব অনলে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হৈব, শাস্ত্রে ইহা বলে ॥
কর্ম্ম-অনুসারে ফল ভুঞ্জিব এক্ষণ।
তুমি অন্য স্থানে যাহ লইয়া জীবন ॥
অনেক মধুর বাক্য শার্ঙ্গিকা বলিল।
তথাপিহ চারি শিশু গর্ত্তে নাহি গেল ॥
শিশু সব কহে, মাতা, কেন কর দ্বন্দ্ব।
তোমায় আমায় মাতা, কিসের সম্বন্ধ ॥
মায়ামোহে পড়ি কেন হারাও জীবন।
আপনি থাকিলে কত পাইবে নন্দন ॥
নিজ শক্তি থাকিতে মরহ কেন পুড়ি।
আইসে অনল দেখ, শীঘ্র যাহ উড়ি ॥
অনল হইতে যদি পাই প্রতিকার।
তোমার সহিত দেখা হৈবে পুনর্ব্বার ॥
পুত্রের বচন শুনি শার্ঙ্গিকা উড়িল।
কানন দহিয়া তবে পাবক আইল ॥
প্রচণ্ড অনল, তাহে মহাবায়ু বহে।
পর্ব্বত-আকার জীবজন্তুগণে দহে ॥

দেখিয়া কাতর সব মুনির নন্দন।
জরিতারি নামে জ্যেষ্ঠ সারিসৃক্ক দ্রোণ॥
স্তম্বমিত্র-নামে চারি মুনির নন্দন।
অগ্নি-প্রতি যোড়করে করে নিবেদন॥
আকুল হইয়া চারিজনে করে স্তুতি।
তুমি দেব লোকপাল সর্ব্বলোকগতি॥
বালক অজাতপক্ষ মোরা চারিজন।
উপায় না দেখি কিছু রাখিতে জীবন॥
সঙ্কটে ছাড়িয়া চলি গেল মাতা তাত।
তুমি কৃপা কর প্রভু, দেখিয়া অনাথ॥
অনেক করিল স্তুতি শিশু চারিজন।
তুষ্ট হৈয়া বলিলেন দেব হুতাশন॥
না করিহ ভয় মন্দপালের তনয়।
পূর্ব্বে তোমাদের আমি দিয়াছি অভয়॥
আমা হৈতে ভয় না করিহ চারিজন।
যে বর মাগহ, দিব, করিলাম পণ॥
শিশুগণ বলে, যদি হৈলা কৃপাবান্।
মনোনীত বর দেহ, মাগি তব স্থান॥
এখানেতে আছয়ে মার্জ্জার দুষ্টগণ।
আমাদেরে গ্রাসিবারে আসে অনুক্ষণ॥
সে সকল ভস্ম যদি কর দয়াময়।
তবে ত আমরা সবে হইব নির্ভয়॥
সহাস্যে কহেন তবে দেব হুতাশন।
নির্ভয়ে করহ সবে জীবন-যাপন॥
এত বলি সর্ব্বভুক্ শিশু চারিজনে।
রক্ষিয়া দহিল বন ব্রহ্মার বচনে॥
কৃষ্ণার্জ্জুন-বিক্রমে বিমুখ দেবগণ।
নিবারিতে না পারিল খাণ্ডব-দহন॥
আশ্চর্য্য মানিয়া তবে দেব পুরন্দর।
দেবগণ সঙ্গে লৈয়া গগন উপর॥
কহিলেন কৃষ্ণ আর অর্জ্জুনে ডাকিয়া।
তোমরা উভয়ে আজ একত্র মিলিয়া॥
যে-কর্ম্ম করিলা তাহা অদ্ভুত-কথন।
দেবের দুষ্কর ইহা, ছার নরগণ॥
তোমাদের পরাক্রম করি দরশন।
সাতিশয় হইলাম আনন্দিত-মন॥
এই হেতু এক বাক্য বলি যে এখন।
মনোমত বর মাগ, শুন দুই জন॥
অর্জ্জুন বলেন, বর দিবা সুরেশ্বর।
দিব্য-অস্ত্র-তূণ তবে দেহ পুরন্দর॥
ইন্দ্র বলে, দিব অস্ত্র কত দিন গেলে।
শিবে তুষ্ট যখন করিবে তপোবলে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বর মাগি যে তোমায়।
অর্জ্জুনের সনে যেন বিচ্ছেদ না হয়॥
হৃষ্ট হৈয়া বর দিয়া গেল পুরন্দর।
কৃষ্ণার্জ্জুনে বিদায় করিলা বৈশ্বানর॥
তবে কৃষ্ণার্জ্জুন আর দানব-ঈশ্বর।
তিনজন প্রদক্ষিণ কৈলা বৈশ্বানর॥
বর দিয়া নিজস্থানে গেল হুতাশন।
তুষ্ট কৃষ্ণ পার্থ ময় চলে তিন জন॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস, পাণ্ডবচরিত্র॥
ব্যাস-বিরচিত এই ভারত সুন্দর।
যাহার শ্রবণে হয় পাপহীন নর॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ নামেতে তীর্থ বহে ভাগীরথী।
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গীগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর দাসসুত সুধাকর-নাম॥
তৎসুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
কাশী কহে নতি করি সাধুর চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান ভারত-শ্রবণে॥
সুধাসিন্ধু ভারত এ ব্যাস-বিরচন।
এতদূরে আদিপর্ব্ব হইল সমাপন॥

● আদিপর্ব্ব-শ্রবণের ফলশ্রুতি

অতিশয় আনন্দেতে মথি বেদার্ণব।
জগতজনের হিত করিতে সম্ভব॥
ত্রৈলোক্যে নাহিক দিতে যাহার মহিমা।
ব্যাসদেব রচিলেন ভারত-চন্দ্রিমা॥
যে জন সাত্ত্বিক দান করে বহুশ্রমে।
বেদ-বিদ্যা বিতরণ করে পুণ্যক্রমে॥
তাহার অধিক ফল ভারত-শ্রবণে।
মহাভারতের তুল্য নাহি ত্রিভুবনে॥
যত ফল অষ্টাদশ-পুরাণ-শ্রবণে।
তত মহাফল লভে ভারত-শ্রবণে॥
বিষ্ণুভক্তি জন্মে, হয় সর্ব্ব-পাপ নাশ।
অবহেলে যায় নর স্বর্গের আবাস॥
শুদ্ধচিত্তে পড়ে কিংবা শুনে ভক্তস্থানে।
ধন-ধর্ম্ম-যশ-আয়ু বাড়ে দিনে দিনে॥
আদিপর্ব্বে কুরু-পাণ্ডবের বংশ-কথা।
শুনি বংশ বাড়ে তার নাহিক অন্যথা॥
যত যত মহামুনি সংসার-ভিতর।
সবা হৈতে শ্রেষ্ঠ হন ব্যাস-মুনিবর॥
তাঁর মুখপদ্ম হৈতে যার নিঃসরণ।
সেই সে ভারত, নাহি তাহার তুলন॥
তুলাদণ্ডে একদিকে চারিবেদে দিয়া।
অন্যদিকে ভারতেরে দেন চাপাইয়া॥
তৌল করি ছিলা পূর্ব্বে যত ঋষিগণ।
ভারত হইলা ভারী করিলা দর্শন॥
বিস্মিত হইয়া তবে যত ঋষিগণ।
'শ্রীমহাভারত' নাম রাখিলা তখন॥
দিবাভাগে পাপ করি পড়ে ভক্তিভরে।
সন্ধ্যাকালে পাপ তার যায় চলি দূরে॥
নিশাকালে কদাচিৎ যদি পাপ হয়।
পলায় সে-সব পাপ প্রভাত-সময়॥
যাহা কিছু আছে এই ভারত-ভিতরে।
অন্য কোন গ্রন্থে তাহা থাকিবারে পারে॥
কিন্তু এই গ্রন্থ-মাঝে যাহা না দেখিবে।
পৃথিবীর কোন গ্রন্থে তাহা না মিলিবে॥
যা কিছু কহিনু আমি, সাধু মহাশয়।
ব্যাসবাক্য ইহা, ইথে নাহিক সংশয়॥
ভারতে যা আছে তাহা আছয়ে ভারতে।
ভারতে যা নাহি তাহা নাহিক জগতে॥
ভারতের যত কথা পরম পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব-চরিত্র॥
কাশীরাম দাস কহে, শুন সারোদ্ধার।
ইহা বিনা সুখ নাহি সংসার-মাঝার॥

ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্ত
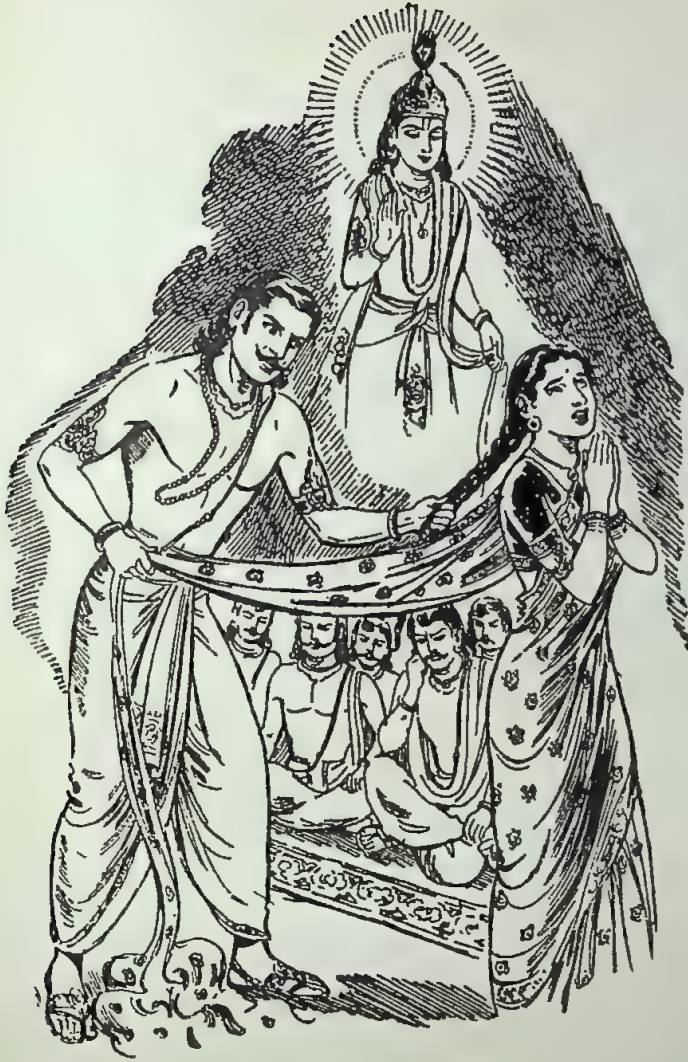
সভাপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য
নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব
ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● ময়দানব-কর্ত্তৃক সভাগৃহ-নির্ম্মাণ এবং শ্রীকৃষ্ণের বিদায়-গ্রহণ

জন্মেজয় বলে, মুনি, কর অবধান ।
কৃষ্ণসহ পিতামহ দানব-প্রধান ॥
খাণ্ডব দহিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উত্তরিয়া ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন, কহ বিস্তারিয়া ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মন-ধন্ধ ॥
শ্রীবৈশম্পায়ন বলে, শুন নৃপবর ।
অগ্নি-সত্যে পার হৈলা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধর্ম্মরাজে কহিলেন সব বিবরণ ।
পরম-আনন্দে রাজা কৈলা আলিঙ্গন ॥
লক্ষ-লক্ষ ধেনু স্বর্ণ দ্বিজে দিল দান ।
ময়দানবের বহু করেন সম্মান ॥
পাণ্ডবের মহাকীর্ত্তি ব্যাপিল সংসার ।
রিপুগণে শুনি লাগে অতি চমৎকার ॥
হেনমতে নানা-সুখে থাকেন পাণ্ডব ।
অনুদিন যজ্ঞ-দান করে মহোৎসব ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
ভারতের সভাপর্ব্ব বিচিত্র-কথন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-পার্থের অগ্রে করি যোড়কর ।
বিনয় করিয়া বলে দানব-ঈশ্বর ॥
সুদর্শনচক্রে ভয় করে তিনলোকে ।
উদ্ধারিলে হেন চক্র হইতে আমাকে ॥

প্রচণ্ড-অনল-মুখে কৈলে পরিত্রাণ।
আজি হৈতে তোমা-দোঁহে অর্পিলাম প্রাণ॥
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কর মহাশয়।
তব প্রীতি-হেতু আমি ব্যাকুল-হৃদয়॥
অর্জ্জুন বলেন, যাহ দানব-ঈশ্বর।
রাখিও আমাতে প্রীতি তুমি নিরন্তর॥
ময় বলে, যাবৎ না করি তব কর্ম্ম।
তাবৎ রহিবে মম মানসে অধর্ম্ম॥
দানবকুলের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মা আমি॥
করিব অবশ্য, যাহা আজ্ঞা কর তুমি॥
পার্থ বলে, কিছু আমি না চাহি তোমারে।
যা পারহ, কর প্রীতি দেব দামোদরে॥
করযোড়ে বলে ময় কৃষ্ণের গোচর।
কি করিব, আজ্ঞা কর, দেব-দামোদর॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
দিব্য-সভা দেহ এক করিয়া রচন॥
হেন সভা কর, যাহা কেহ নাহি দেখে।
আশ্চর্য্য মানিবে সুরাসুর তিন লোকে॥
কৃষ্ণের আদেশে ময় আনন্দিত হৈল।
নির্ম্মিতে সুন্দর সভা শীঘ্রগতি গেল॥
কনক-রচিত চিত্র-বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
নানাগুণযুত যেন দেবতার স্থান॥
চৌদিকে সহস্র-দশ-ক্রোশ-পরিসর।
সুরাসুর-নাগ-নর সর্ব্ব-অগোচর॥
রচিয়া বিচিত্র সভা দানব-প্রধান।
সবিনয়ে জানাইল কৃষ্ণ-বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ পার্থ প্রশংসে দানবে।
দেখিতে গেলেন সভা মহামহোৎসবে॥
দ্বিজগণে পায়সান্ন করান ভোজন।
নানা-রত্ন দান দেন রজত-কাঞ্চন॥
শুভক্ষণে করিলেন প্রবেশ সভায়।
পাণ্ডব সপরিবারে রহেন তথায়॥
বহুদিন রহি কৃষ্ণ পাণ্ডবের প্রীতে।
পিতৃ-দরশনে যাব, করিলেন চিতে॥
পিতৃস্বসা কুন্তীর বন্দিয়া দুই পাদ।
আলিঙ্গিয়া ভোজসুতা করে আশীর্ব্বাদ॥
সুভদ্রা-ভগিনী-স্থানে করিয়া গমন।
গদগদ-মৃদুবাক্যে সজল-নয়ন॥
কহেন রুক্মিণীকান্ত ভদ্রা প্রবোধিয়া।
স্নেহেতে চক্ষুর জল পড়িছে বহিয়া॥
সেবিবে শাশুড়ী কুন্তীদেবীর চরণে।
সমভাবে সর্ব্বদা বঞ্চিবে কৃষ্ণাসনে॥
তত্ত্বকথা কহিয়া চলেন গদাধর।
প্রণমিয়া ভদ্রা দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বর॥
ভদ্রা প্রবোধিয়া কৃষ্ণ গিয়া কৃষ্ণা-পাশে
বিনয়ে কহেন তাঁকে মৃদু-মন্দভাষে॥
প্রাণের অধিক মম সুভদ্রা ভগিনী।
সদাকাল স্নেহ তারে করিবে আপনি॥
দ্রৌপদীরে সম্ভাষিয়া গিয়া নারায়ণ।
ধৌম্য-পুরোহিত-সহ করি সম্ভাষণ॥
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন করি নমস্কার।
আজ্ঞা কর, গৃহে আমি যাব আপনার॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ-বদন।
কৃষ্ণে আলিঙ্গন করে সজল-লোচন॥
ভীমার্জ্জুন-সহিত হইল কোলাকুলি।
কৃষ্ণে প্রণমিল মাদ্রীপুত্র মহাবলী॥
শুভ তিথি-নক্ষত্র গণক জানাইল।
বেদ-বিধি ব্রাহ্মণ মঙ্গল উচ্চারিল॥
দারুক গরুড়ধ্বজ করিয়া সাজন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল ততক্ষণ॥
যাত্রা শুভ যাঁর নাম করিলে স্মরণ।
তিনি যাত্রা করিলেন করি শুভক্ষণ॥
স্নেহে কৃষ্ণ-সহ পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খগপতিধ্বজে আরোহেণ ছয় জন॥
দিব্যছত্র ধরে মাথে পবন-তনয়।
ঢুলান চামর শুভ্র বীর ধনঞ্জয়॥
করযোড়ে অগ্রে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরে দোঁহে মিষ্ট-আলাপন॥

রথ চালাইয়া দিল দারুক সারথি।
যোজনান্তে গিয়া ধর্ম্মে কহিল শ্রীপতি ॥
নিবর্ত্তহ মহারাজ, যাহ নিজালয়।
আমাতে রাখিহ সদা সদয়-হৃদয় ॥
আলিঙ্গন করে পার্থ সজল-নয়ন।
বহুকষ্টে নিবৃত্ত হইল পঙ্কজন ॥
আত্মা-মন পাণ্ডবের কৃষ্ণ-সহ গেল।
কেবল শরীর লৈয়া পাণ্ডব ফিরিল ॥
বিরস-বদনে বাহুড়িলা পঙ্কজন।
গেলেন দ্বারকাপুরে দ্বারকা-রমণ ॥

ময়দানব-কর্ত্তৃক সভাগৃহ সম্পূর্ণকরণ

তবে ময় বলে ধনঞ্জয়-বিদ্যমান।
মম মনোমত সভা নহিল নির্ম্মাণ ॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি মৈনাক-পর্ব্বতে।
কৈলাস-উত্তরে হিমালয়-সন্নিহিতে ॥
বৃষপর্ব্বা নামে ছিল দানবের পতি।
ত্রিলোক শাসিয়া তথা করিল বসতি ॥
করিলাম তার সভা পূর্ব্বেতে নির্ম্মাণ।
নানা-রত্ন মণিময় আছে সেই স্থান ॥
এ-তিন-লোকেতে যত দিব্য রত্ন ছিল।
নানা-রত্নে নানা-শস্ত্রে গৃহ পূর্ণ কৈল ॥
কৌমোদকী-গদা-তুল্য আছে গদাবর।
সে গদার যোগ্য হয় বীর বৃকোদর ॥
তব হস্তে যেমন গাণ্ডীব ধনু সাজে।
হেন গদাবর আছে বিন্দুসরোমাঝে ॥
বরুণে জিনিয়া বৃষপর্ব্বা দৈত্যেশ্বর।
দেবদত্ত-শঙ্খ সে পাইল মনোহর ॥
যার শব্দ শুনি দর্প ত্যজে রিপুগণ।
সে-শঙ্খ তোমারে হয় বিশেষ শোভন ॥
এই সব দ্রব্য আছে বিন্দু সরোবরে।
আজ্ঞা কর, গিয়া আমি আনিব সত্বরে ॥
অর্জ্জুন বলেন, যদি করিয়াছ মনে।
যাহা চিত্তে লয়, তাহা করহ আপনে ॥
ইহা শুনি চলিল দানবরাজ ময়।
কৈলাসের উত্তরেতে হেমন্ত-তনয় ॥
ভাগীরথী-হেতু রাজা ভগীরথ যথা।
বহুকাল করেছিল তপস্যা সর্ব্বথা ॥
নর-নারায়ণ শিব যম পুরন্দর।
যথা করিলেন যজ্ঞ অনেক বৎসর ॥
যথা স্রষ্টা করিলেন সৃষ্টির কল্পনা।
বহু গুণবন্ত সেই, না হয় বর্ণনা ॥
ময় গিয়া সব-দ্রব্য বাহির করিল।
রাক্ষস-কিন্নরগণ শিরে করি নিল ॥
দেবদত্ত-শঙ্খ নিল, গদা অনুপাম।
যত রত্ন নিল, তার কত লব নাম ॥
ভীমে গদা দিল, শঙ্খ দিল অর্জ্জুনেরে।
দেখি আনন্দিত হৈলা দুই সহোদরে ॥
কনক বৈদূর্য্যমণি মুকুতা প্রবাল।
মরকত স্ফটিক রজত-চিত্র-ঢাল ॥
স্ফটিকের স্তম্ভ সব চিত্র-মণি-হীরা।
সর্ব্বগৃহে লম্বে মণি-মুকুতার ঝারা ॥
বসিবার স্থান সব কৈল রত্ন ছেদি।
বিচিত্র-রচন কৈল নানামত বেদী ॥
ক্রীড়াগৃহ উপবন করে স্থানে-স্থান।
কত দিব্য-সরোবর করয়ে নির্ম্মাণ ॥
শ্বেতরক্ত-নীলপদ্ম তাহাতে রোপিল।
জলমধ্যে স্থানে স্থানে কুমুদ শোভিল ॥
ডাহুক-ডাহুকী হংস শত-শত অলি।
কারণ্ডব চক্রবাক সদা করে কেলি ॥
কোন স্থানে শোভে পুষ্পবাটী মনোহর।
পিয়ে মধু ঝঙ্কারিয়া ভ্রমরী-ভ্রমর ॥
সরোবর-চারি-পার্শ্বে বৃক্ষ সারি সারি।
গান করে কোকিল-কোকিলা শুক-সারী ॥
পুচ্ছ মেলি সারি সারি নাচে শিখিগণ।
মৃগ-মৃগী মহানন্দে করে বিচরণ ॥

চন্দ্রাতপে শোভে চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ।
অপরূপ রূপ হেরি লজ্জিত গগন॥
জলে স্থলভ্রম হয়, স্থলে জলভ্রম।
উচ্চে নিম্ন, নিম্নে উচ্চ এই বোধক্রম॥
বিবিধ আশ্চর্য্যবস্তু কৈলা শতশত।
কি কব সভার শোভা দানব-রচিত॥
নানা জাতি বৃক্ষ সব ফল-ফুলে শোভে।
ভ্রময়ে ভ্রমরগণ মকরন্দ-লোভে॥
ভানু-বৃহদ্ভানু যেন পূর্ণচন্দ্র-প্রভা।
সুরাসুরে অপূর্ব্ব করিল ময় সভা॥
উচ্চ-নীচ বুঝিয়া ভ্রময়ে বিজ্ঞলোকে।
বিশেষে বিপক্ষগণ চক্ষে নাহি দেখে॥
এক মাসে সভা ময় করিয়া রচন।
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরে কৈলা নিবেদন॥
সভা দেখি আনন্দিত হইয়া রাজন্।
আনিলেন দেখাইতে পরিবারগণ॥
দশ লক্ষ ব্রাহ্মণেরে করান ভোজন।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন ভাই পঞ্চজন॥
ঘৃত দুগ্ধ অন্নজল যত সব ভক্ষ্য।
হরিণ বরাহ মেষ কোটি লক্ষ লক্ষ॥
যে জন যে ভক্ষ্যে তৃপ্ত তাহা সে পাইল।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ স্বস্তি উচ্চারিল॥
দ্বিজগণ স্বস্তি-শব্দে পরম উল্লাসে।
নানা রত্ন দান পেয়ে চলিল সন্তোষে॥
কত মুনিগণ তবে ধর্ম্ম-পুত্র-প্রীতে।
আশ্রয় করিয়া রহিলেন সে সভাতে॥
অসিত দেবল সত্য সর্পমালী ঋষি।
মহাশিরা অর্ব্বাবসু সুমিত্র তপস্বী॥
মৈত্রেয় শুনক বলি সুমন্ত্ত জৈমিনি।
পৈল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন চারি-শিষ্য গণি॥
জাতুকর্ণ শিখাবান্ পৈঙ্গ অপ্সু হৌম্য।
কৌশিক মাণ্ডব্য মার্কণ্ডেয় বক ধৌম্য॥
জজ্ঞাবন্ধু রৈভ্য কোপবেগ পরাশর।
পারিজাত সত্যপাল শাণ্ডিল্য প্রবর॥
গালব কৌণ্ডিন্য সনাতন বভ্রুমালী।
বরাহ সাবর্ণ ভৃগু কালাপ ত্রৈবলি॥
ইত্যাদি অনেক ঋষি না যায় গণন।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব তপোধন॥
যুধিষ্ঠির-সভাতে থাকেন অহর্নিশি।
পুরাণ-প্রস্তাব-ধর্ম্ম নানা কথা ভাষি॥
পৃথিবীতে বৈসে যত মুখ্য ক্ষত্রগণ।
যুধিষ্ঠির-সভায় থাকেন অনুক্ষণ॥
মুঞ্জকেতু বিবর্দ্ধন কুন্তী উগ্রসেন।
সুধর্ম্মা সুকর্ম্মা কৃতবর্ম্মা জয়সেন॥
অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ-অধিপতি।
সুমিত্র সুমনা ভোজ সুশর্ম্মা প্রভৃতি॥
বসুদান চেকিতান মালবাধিকারী।
কেতুমান্ জয়ন্ত সুষেণ দণ্ডধারী॥
মৎস্যরাজ ভীষ্মক কেকয় শিশুপাল।
সুমিত্র যবনপতি শল্য মহাশাল॥
বৃষ্ণি ভোজ যদুবংশী যতেক কুমার।
ইত্যাদি অনেক রাজা গণিতে অপার॥
অর্জ্জুনের স্থানে অস্ত্র-শিক্ষার কারণ।
জিতেন্দ্রিয় বৃত্তি হৈয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্রসেন তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব-অধিপতি।
অপ্সর কিন্নর নিজ অমাত্য-সংহতি॥
নৃত্য-গীত-বাদ্যরসে পাণ্ডবেরে সেবে।
বিরিঞ্চিকে সেবে যেন ইন্দ্র-আদি দেবে॥
না হইল, না হইবে আর সভান্তর।
হেনমতে বঞ্চে সুখে পঞ্চ সহোদর॥
সভাপর্ব্বে উত্তম সভার অনুবন্ধ।
কাশীরাম কহে, রচি পাঁচালী-প্রবন্ধ॥

———

● যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন ও জিজ্ঞাসাচ্ছলে বিবিধ উপদেশ প্রদান

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়,
হেনমতে নিবাসে পাণ্ডব।

একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত,
সর্ব্বত্র-গমন মনোজব ॥
ধ্যান-জ্ঞান-যোগযুজ্য, অমর-অসুর-পূজ্য,
চতুর্ব্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম্ম,
ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমেন অনায়াসে ॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ-সন্ধি,
কলহ-গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গলজটা, ললাটে পিঙ্গলফোঁটা,
শ্রবণে কুণ্ডল, সুশোভিত ॥
মুখে হরিনাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে,
গতি মন্দ জিনিয়া মাতঙ্গ।
বারিজ-নয়ন-যুগে, বহে বারি যেন মেঘে,
পুলকে কদম্ব-পুষ্প-অঙ্গ ॥
শরদিন্দু-মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
প্রোজ্জ্বল-অনল-দীপ্ত-কায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কতজন,
উপনীত পাণ্ডবসভায় ॥
দেখিয়া নারদ-ঋষি, যে ছিল সভায় বসি,
সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তেব্যস্তে ধর্ম্মসুত, সহোদরগণযুত,
প্রণাম করেন শ্রীচরণে ॥
সুগন্ধি উদক দিয়া, পদযুগ প্রক্ষালিয়া,
বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্টব্যবহারে, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে,
ভক্তিভাবে করেন পূজন ॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা, ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন-উপার্জ্জন-ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার ॥
সাধু-বিজ্ঞ যতজন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ-সবার রাখ কি বচন।
মন্ত্রণা অনেক সহ, একক ত না করহ,
কার্য্যে কি রাখহ মুখ্যগণ ॥

ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুঃখ তো না পায় কোন জনা ॥
বিজ্ঞযোগ্যপুরোহিত, দৈবজ্ঞজ্যোতিষবিদ্,
আছে কিবা বৈদ্য-চিকিৎসক।
অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণ-মুখে,
সদা দেহ ঘৃত-অন্নোদক ॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা,
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার ॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস,
আলস্য-ইন্দ্রিয়-নিবারণ।
ধর্ম্মকর্ম্মে ধনব্যয়, কর নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ ॥
বিবিধ অনেক নীতি, জিজ্ঞাসিল মহামতি,
পুনঃপুনঃ ব্রহ্মার নন্দন।
শুনি ধর্ম্ম-অধিকারী, কহেন বিনয় করি,
প্রণমিয়া মুনির চরণ ॥
যে কিছু কহিলা তুমি, যথাশক্তি করি আমি,
যাহা জ্ঞাত ছিলাম পূর্ব্বেতে।
শুনিয়া তোমার স্থান, বিশেষ জন্মিল জ্ঞান,
যত্নেতে করিব আজি হৈতে ॥
অবধান তপোধন, করি এক নিবেদন,
চরাচর তোমাতে গোচর।
এই সভা মনোহর, অনুরূপ মুনিবর,
দেখেছ কি ব্রহ্মাণ্ড-ভিতর ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি, ঈষৎ হাসিয়া মুনি,
কহেন সকল বিবরণ।
তোমার সভার প্রায়, মনুষ্য-লোকেতে রায়,
নাহি দেখি, শুনহ রাজন্ ॥
ব্রহ্মার বিচিত্র সভা, যেন কৈলাসের প্রভা,
ইন্দ্র যম বরুণের পুরী।

দেখিয়াছি যথা তথা, মনুষ্যে অদ্ভুত কথা,
শুন কিছু ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
রাজা বলে সবিনয়, কহ মুনি মহাশয়,
সে-সকল সভার বিধান।
প্রসার-বিস্তার কত, বর্ণগুণ ধরে যত,
প্রত্যক্ষে শুনিব তব স্থান ॥
দিব্য-সভাপর্ব্ব-কথা, বিচিত্র ভারত-গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিলা কাশীরাম দাস ॥

● নারদ-কর্তৃক লোকপালগণের সভা-বর্ণন

নারদ বলেন, রাজা, কর অবধান।
ইন্দ্রের সভার কথা কহি তব স্থান ॥
দেবশিল্পী পটু বিশ্বকর্ম্মার দ্বারায়।
নির্ম্মাণ করান নিজ মহতী সভায় ॥
বিবিধ বিধান চিত্র কোটিচন্দ্র-প্রভা।
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি ধার্ম্মিকের সভা ॥
উচ্চ পঞ্চ যোজনেক শতেক বিস্তার।
শচী-সহ ইন্দ্র সদা করেন বিহার ॥
সেই সভা শূন্যপথে পারয়ে থাকিতে।
যথা ইচ্ছা, পারে তাহা যাইতে আসিতে ॥
জরা-শোক-ভয় নাহি, সতত আনন্দ।
ইন্দ্রের আশ্রমে সদা থাকে সুরবৃন্দ ॥
মরুত কুবের আদি সিদ্ধ সাধ্যগণ।
অম্লান-কুসুম-বস্ত্র সবার ভূষণ ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ ধর্ম্ম কাম অর্থ।
তড়িৎ বিদ্যুৎ সপ্তবিংশ কৃষ্ণবর্ত্ম ॥
যজ্ঞ মন্ত্র দক্ষিণা আছয়ে মূর্ত্তিমন্ত।
দেব ঋষি পুণ্যবন্ত লিখিতে অনন্ত ॥
দেবতা তেত্রিশ-কোটি সেবে পুরন্দরে।
বর্ণিতে না পারি, সভা যত গুণ ধরে ॥

হরিশ্চন্দ্র নরপতি আছয়ে তথায়।
আর যত নরপতি লিখনে না যায় ॥
নারদ বলেন, শুন সভার প্রধান।
শমন রাজার সভা কর অবধান ॥
দীর্ঘ-প্রস্থে শত শত যোজন বিস্তার।
আদিত্য-সমান প্রভা, গতি কামাচার ॥
না শীতল, নহে তপ্ত, নাহি দুঃখ লোকে।
প্রেমময়, নাহি হিংসা, সদাকাল সুখে ॥
কতেক কহিব, তথা যতেক বিষয়।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কহি, শুন মহাশয় ॥
যযাতি নহুষ পুরু মান্ধাতা ভরত।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য সুনীথ সুরথ ॥
শিবি মৎস্য বৃহদ্রথ নল বহীনর।
শ্রুতশ্রবা পৃথুলাশ্ব রাজোপরিচর ॥
দিবোদাস অম্বরীষ রঘু প্রতর্দ্দন।
পৃষদশ্ব সদশ্ব মরুত্ত বসুমন ॥
শরভ সৃঞ্জয় বেণ ঐন উশীনর।
পুরু কুৎস প্রদ্যুম্ন বাহ্লীক নৃপবর ॥
শশবিন্দু কক্ষসেন সগর কেকয়।
জনক ত্রিগর্ত্ত বার্ত্ত জয় জন্মেজয় ॥
অজ ভগীরথ দিলীপ লক্ষ্মণ রাম।
ভীমজানু পৃথু পৃথুবেগ করন্দম ॥
শত ধৃতরাষ্ট্র আছে, ভীষ্ম দুই শত।
শত ভীম কৃষ্ণার্জ্জুন শত আর কত ॥
প্রতীপ শান্তনু পাণ্ডু জনক তোমার।
কতেক কহিব, তথা যত আছে আর ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ আদি বহু দানফলে।
যত পুণ্যবন্ত, তথা বসেন সকলে ॥
বরুণের সভা কহি, কর অবধান।
অপূর্ব্ব সভার শোভা বিচিত্র বাখান ॥
বিশ্বকর্ম্মা বিরচিলা সভা অনুপাম।
জলের ভিতর সে পুষ্করমালী নাম ॥
শত শত যোজন বিস্তার-দৈর্ঘ্য তার।
নানারত্ন বহুবর্ণ কহিতে বিস্তার ॥

নিবসে বরুণ তথা বারুণী-সহিত।
পুত্র পৌত্র পাত্র মিত্র সহ পুরোহিত॥
দ্বাদশ আদিত্য আর নাগগণ যত।
বাসুকি তক্ষক কর্কোটক ঐরাবত॥
সংহ্লাদ প্রহ্লাদ বলি নমুচি দানব।
বিপ্রচিত্তি কালকেয় দুর্ম্মুখ শরভ॥
মূর্ত্তিমন্ত চারি সিন্ধু আরো নদীগণ।
জাহ্নবী যমুনা সিন্ধু সরস্বতী শোণ॥
চন্দ্রভাগা বিপাশা বিতস্তা ইরাবতী।
শতদ্রু সরযূ আরো নদী চর্ম্মণ্বতী॥
কিম্পুনা বিদিশা কৃষ্ণবেণ্বা গোদাবরী।
নর্ম্মদা বিশল্যা বেণ্বা লাঙ্গলী কাবেরী॥
দেব নদী মহানদী ভারবী ভৈরবী।
ক্ষীরবতী দুগ্ধবতী লোহিতা সুরভি॥
করতোয়া গণ্ডকী আত্রেয়ী শ্রীগোমতী।
ঝুমঝুমি স্বর্ণরেখা নদী পদ্মাবতী॥
মূর্ত্তিমতী হইয়া তথায় আছে সবে।
পুষ্করিণী-তড়াগাদি বরুণেরে সেবে॥
চারি মেঘ বৈসে তথা সহ পরিবার।
কহিতে না পারি তত, যত বৈসে আর॥
কুবেরের সভা রাজা, কর অবধান।
কৈলাস-শিখরে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ॥
শতেক যোজন দীর্ঘ, বিস্তার সত্তরি।
নিবসে গুহ্যক-যক্ষ-কিন্নর-কিন্নরী॥
চিত্রসেনা রম্ভা ইরা ঘৃতাচী মেনকা।
চারুনেত্রা উর্ব্বশী বুদ্বুদা চিত্ররেখা॥
মিশ্রকেশী অলম্বুষা অপ্সরারা যত।
নৃত্য-গীত-বাদ্যে তোষে কুবেরে সতত॥
পুত্র নলকুবর, আরো যে মন্ত্রিগণ।
মণিভদ্র শ্বেতভদ্র ভদ্র সুলোচন॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ আছে লক্ষ লক্ষ।
প্রেত ভূত পিশাচ দানব দৈত্য রক্ষ॥
ফলকক্ষ ফলোদক তুম্বুরু প্রভৃতি।
হাহা হূহূ বিশ্বাবসু চিত্রসেন কৃতী॥

চিত্ররথ মহেন্দ্র মাতঙ্গ বিদ্যাধর।
বিভীষণ থাকে সদা সহ সহোদর॥
আছয়ে পর্ব্বতগণ মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
হিমাদ্রি মৈনাক গন্ধমাদন মলয়া॥
আমিও থাকি যে, আমা-তুল্য বহু আছে।
উমা-সহ সদানন্দ সদা তাঁর কাছে॥
নন্দী ভৃঙ্গী গণপতি কার্ত্তিক বৃষভ।
পিশাচ খেচর দানা শিবাগণ সব॥
আর যত আছে তাহা কহিতে কে পারে।
কহিব ব্রহ্মার সভা শুন অতঃপরে॥
পূর্ব্বকালে দেবযুগে দেব-দিবাকর।
ভ্রমেন মনুষ্যলোকে হয়ে দেহধর॥
আচম্বিতে আমারে দেখিলা মহাশয়।
দিব্যচক্ষে জানিয়া নিলেন পরিচয়॥
ব্রহ্মার সভার গুণ কহিল আমারে।
শুনিয়া হইল ইচ্ছা সভা দেখিবারে॥
তাঁরে জিজ্ঞাসিলাম করিয়া সবিনয়।
কিমত ব্রহ্মার সভা মম দৃশ্য হয়॥
বলিলেন, সহস্র বৎসর ব্রতী হৈয়া।
করহ কঠোর তপ হিমালয়ে গিয়া॥
শুনি করিলাম তপ সহস্র বৎসর।
পরে পুনঃ আইলেন দেব-দিবাকর॥
আমা সঙ্গে করিয়া গেলেন ব্রহ্মপুরী।
দেখিলাম যাহা, তাহা কহিতে না পারি॥
তার অন্ত নাহিক, নাহিক পরিমাণ।
ব্রহ্মার মানসী-সভা, তাঁহার নির্ম্মাণ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজ নিন্দে সভার কিরণে।
শূন্যেতে শোভিছে সভা বিনাবলম্বনে॥
তথায় থাকিয়া বিধি করেন বিধান।
প্রজাপতিগণ থাকে তাঁর সন্নিধান॥
প্রচেতা মরীচি দক্ষ পুলহ গৌতম।
অঙ্গিরা বশিষ্ঠ ভৃগু সনক কর্দ্দম॥
কশ্যপ বশিষ্ঠ ক্রতু পুলস্ত্য প্রহ্লাদ।
বালখিল্য অগস্ত্য মাণ্ডব্য ভরদ্বাজ॥

বিদ্যমান অন্তরীক্ষে আত্মা অক্ষগণ।
রূপ তেজ পৃথ্বী জল শব্দ স্পর্শ মন ॥
গন্ধর্ব্ব সকল আছে মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া।
আয়ুর্ব্বেদ চন্দ্র তারা সূর্য্য সন্ধ্যা ছায়া ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কান্তি শান্তি ক্ষমা।
অষ্টবসু নবগ্রহ শিব-সহ উমা ॥
চতুর্ব্বেদ ষট্‌শাস্ত্র তন্ত্র স্মৃতি শ্রুতি।
চারি যুগ বর্ষ মাস দিবা-সহ রাতি ॥
সাবিত্রী ভারতী লক্ষ্মী অদিতি বিনতা।
ভদ্রা ষষ্ঠী অরুন্ধতী কদ্রু নাগমাতা ॥
মূর্ত্তিমন্ত হইয়া আছেন নারায়ণ।
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন ॥
আমার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি।
নিত্য আসি সেবে সবে সৃষ্টি অধিকারী ॥
এত সভা দেখিয়াছি আমি এ নয়নে।
তব সভা-তুল্য নাহি মনুষ্য-ভুবনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, তুমি মনোজব।
তোমার প্রসাদে শুনিলাম এই সব ॥
এক বাক্যে বিস্ময় হইল মম মনে।
যতেক নৃপতি সব যমের ভবনে ॥
একা হরিশ্চন্দ্র কেন ইন্দ্রের আলয়।
কোন্ পুণ্য-দানফলে, কহ মহাশয় ॥
যমালয়ে যবে দেখিলেন মম পিতা।
আমার বারতা কিছু কহিলেন তথা ॥
নারদ বলেন, শুন পাণ্ডব-প্রধান।
সূর্য্যবংশে শ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্রের আখ্যান ॥
এক রথে জিনিয়া লইল মর্ত্ত্যপুর।
বাহুবলে হৈল সপ্তদ্বীপের ঠাকুর ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ যে করিল।
যত রাজবৃন্দ ছিল, আজ্ঞায় আইল ॥
অনেক ব্রাহ্মণ আসে যজ্ঞের সদন।
প্রতি দ্বিজে সেই রাজা করিল সেবন ॥
শাস্ত্রমত দক্ষিণা যে বলিলা ব্রাহ্মণ।
পঞ্চগুণ করি তারে দিলেন রাজন্ ॥
সব রাজা হৈতে সে করিল বড় কাজ।
সেই পুণ্যে স্বর্গে রহে ইন্দ্রসভা মাঝ ॥
আর যত রাজা রাজসূয় যজ্ঞ কৈল।
সম্মুখ-সংগ্রাম করি তাহারা মরিল ॥
যোগিগণে যোগে নিজ দেহ ত্যাগ করে।
সেই সব লোক বৈসে ইন্দ্রের নগরে ॥
কহি, শুন তোমার পিতার সমাচার।
যমালয়ে দেখা হৈল সহিত তাঁহার ॥
কহিয়াছিলেন তিনি করিয়া বিনয়।
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ আমার তনয় ॥
অনুগত তার বীর্য্যবন্ত ভ্রাতৃগণ।
যাঁহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন ॥
পৃথিবীতে তাহার অসাধ্য কিছু নয়।
রাজসূয় যজ্ঞ তার অবহেলে হয় ॥
এই রাজসূয় যদি করে ধর্ম্মরাজে।
হরিশ্চন্দ্র প্রায় থাকি ইন্দ্রের সমাজে ॥
তোমার জনক ইহা কহিল আমারে।
যে হয় উচিত, রাজা, করহ বিচারে ॥
সর্ব্ব যজ্ঞ হৈতে শ্রেষ্ঠ রাজসূয় গণি।
বহু বিঘ্ন হয় ইথে, আমি ভাল জানি ॥
ছিদ্র পেয়ে যজ্ঞনাশ যক্ষ রক্ষ করে।
যজ্ঞহেতু রাজগণ যুদ্ধ করি মরে ॥
যেমতে মঙ্গল হয়, কর নরপতি।
আমারে বিদায় কর, যাব দ্বারাবতী ॥
এত বলি প্রস্থান করেন মুনিবর।
শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-হেতু দ্বারকানগর ॥
সভাপর্ব্বে অনুপম-সভার বর্ণনা।
কাশীরাম দাস কহে, শুন সাধুজনা ॥

● যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ চিন্তা ও শ্রীকৃষ্ণের নিকট দূত প্রেরণ

মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি।
চিন্তান্বিত নৃপমণি ॥

অন্য নাহি লয় মনে।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে ॥
নারদ বলেন যত।
পিতৃ-আজ্ঞা এইমত ॥
যজ্ঞ রাজসূয় তায়।
যাতে ইন্দ্রপদ পায় ॥
এ যজ্ঞ কর্ত্তব্য হয়।
কি সবার মনে লয় ॥
শুনি ভ্রাতৃ-মন্ত্রিগণ।
স্বীকারিল সর্ব্বজন ॥
চিন্তা কর কোন্ হেতু।
কর রাজসূয়-ক্রতু ॥
কি-কার্য্য অসাধ্য আছে।
কেবা বিরোধিবে পাছে ॥
মন্ত্রিগণ-বাক্য শুনি।
বিচারেন নৃপমণি ॥
যে-কর্ম্ম যাহে না শোভে।
সে-কর্ম্ম করিলে লোভে ॥
পাছে হয় বিড়ম্বনা।
নিন্দা ঘোষে সর্ব্বজনা ॥
বিশেষে বিষম যজ্ঞ।
সব লোক নহে যোগ্য ॥
ইহা পূর্ব্বে না প্রকাশি।
গোবিন্দে আগে জিজ্ঞাসি ॥
কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য।
হরির হইলে শ্রব্য ॥
যদি দেন অনুমতি।
এ যজ্ঞে হইব ব্রতী ॥
ইহা চিন্তি নরপতি।
দূত পাঠাইলা তথি ॥
সে দূত সত্বর হৈয়ে।
দ্বারকা প্রবেশে গিয়ে ॥
কৃষ্ণে করি নমস্কার।
কহে ধর্ম্ম-সমাচার ॥
তোমার দর্শন-বিনে।
কুন্তীপুত্র দুঃখী মনে ॥
এ কথা শুনিবা-মাত্র।
গোবিন্দ তোলেন গাত্র ॥
বৈনতেয় আরোহণে।
যান ইন্দ্রসেন-সনে ॥
দিনকর যায় অস্তে।
উপনীত ইন্দ্রপ্রস্থে ॥
কৃষ্ণ আইলেন পুরে।
শুনি হর্ষ নৃপবরে ॥
ভ্রাতৃ-মন্ত্রী পাঠাইল।
অগ্র হৈয়া কৃষ্ণে নিল ॥
ধর্ম্মে নমস্কার করি।
সম্ভাষণ কৈলা হরি ॥
ধর্ম্ম-নরপতি তবে।
কৃষ্ণে পূজে ভক্তিভাবে ॥
বসিলেন সবে তথা।
চন্দ্রের মণ্ডলী যথা ॥
শ্রীহরি চরণদ্বয়।
যে ভাবে সদা হৃদয় ॥
তার চরণসরোজে।
সদা কাশীরাম ভজে ॥

● গোবিন্দ-যুধিষ্ঠির সংবাদ

বলেন গোবিন্দ-প্রতি ধর্ম্মের কুমার।
নারদেরে কহিলেন জনক আমার ॥
রাজসূয়-মহাযজ্ঞ দুর্লভ সংসারে।
যুধিষ্ঠিরে কহ রাজসূয় করিবারে ॥
এই হেতু যজ্ঞ-বাঞ্ছা হইল আমার।
শুন এই কথা, কৃষ্ণ, কহি সারোদ্ধার ॥
পরস্পর আমারে সুহৃদ বলে সবে।
কেহ প্রীতে, কেহ হিতে, কেহ ধনলোভে ॥

যে যত বলেন, নাহি লয় মম মনে।
যতক্ষণ নাহি শুনি তোমার বদনে ॥
বুঝিয়া সন্দেহ প্রভু, ভাঙ্গহ আমার।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা তোমার বিচার ॥
পাণ্ডবের গতি তুমি, পাণ্ডবের পতি।
তোমা-বিনা পাণ্ডবের নাহি অন্য গতি ॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি সর্ব্ব গুণবান্।
পৃথিবীর মধ্যে রাজা, কে তব সমান ॥
যোগ্য হও রাজা, তুমি যজ্ঞ করিবারে।
এক নিবেদন আমি করিব তোমারে ॥
আমি যাহা কহি, তাহা জান ভালমতে।
এক লক্ষ রাজা চাহি এ মহাযজ্ঞেতে ॥
মগধ-ঈশ্বর জরাসন্ধ শ্রেষ্ঠ রাজা।
পৃথিবীর যত রাজা করে তার পূজা ॥
তাহারে না মানে, হেন নাহি ক্ষিতিমাঝে।
বলেতে বান্ধিয়া আনে, যে জন না ভজে ॥
তাহার সহায় বহু দুষ্ট রাজগণ।
শিশুপাল দন্তবক্র নৃপতি-যবন ॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব কোশল-ঈশ্বর।
রুক্মি ভগদত্ত রাজা মহাবলধর ॥
এমত অনেক যত দুষ্ট নরপতি।
সদাকাল প্রায় থাকে তাহার সংহতি ॥
ইক্ষ্বাকু-ইলার বংশে যত রাজগণ।
জরাসন্ধে না ভজিল যত যত জন ॥
তার ভয়ে নিজদেশে রহিতে নারিয়া।
উত্তর দেশেতে সবে গেল পলাইয়া ॥
জরাসন্ধ-কন্যা দুই অস্তি-প্রাপ্তি বলি।
কংসের বনিতা দোঁহে, আমার মাতুলী ॥
স্বামীর কারণে বাপে গোহারি করিল।
সৈন্যে মগধপতি মথুরা বেড়িল ॥
অসংখ্য তাহার সৈন্য কে গণিতে পারে।
ক্ষয় নহে মরিলেও শতেক বৎসরে ॥
রাম আমি দুই ভাই করিনু সংহার।
সেই হেতু সাজি এল অষ্টাদশবার ॥
তবে চিন্তে বিচার করিনু সর্ব্বজন।
মথুরা বসতি আর নহে সুশোভন ॥
নিরন্তর দুই কন্যা কহিবেক বাপে।
পুনঃ জরাসন্ধ রাজা আসিবেক কোপে ॥
এমত বিচারি সবে মথুরা ত্যজিয়া।
দূরস্থল দ্বারকায় রহিলাম গিয়া ॥
সেই যুদ্ধে না আইল যত রাজগণে।
বন্দী করি রাখিয়াছে আপন ভবনে ॥
পশুবৎ করি সব রাখিয়াছে রাজা।
সবাকারে বলি দিবে রুদ্রে করি পূজা ॥
ছিয়াশী সহস্র রাজা রাখে বন্দিশালে।
তব যজ্ঞ হয় রাজা, সবে মুক্ত হৈলে ॥
জরাসন্ধে বিনাশিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয়।
নিষ্কণ্টকে যজ্ঞ তবে কর মহাশয় ॥
জরাসন্ধ জীয়ন্তে না হয় কোন কাজ।
তারে মারি বশ কর ভূপতি-সমাজ ॥
হইবে অনন্ত জয় সংসার-ভিতরে।
আমার মন্ত্রণা এই কহিনু তোমারে ॥
এতেক বলেন যদি কমললোচন।
কৃষ্ণেরে কহেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
সমুচিত কহিলা যতেক মহাশয়।
ইহা না করিলে যজ্ঞ কি-প্রকারে হয় ॥
শান্তি আচরণ আমি করি যে প্রথমে।
পৃথিবীর রাজা-সবে বাধ্য করি ক্রমে ॥
পশ্চাতে করিব জরাসন্ধের উপায়।
মম মত এই কহিলাম যে তোমায় ॥
ভীমসেন বলেন, না লয় মম মনে।
প্রথমে মারিব বৃহদ্রথের নন্দনে ॥
তারে মারি মুক্ত যদি করি রাজগণ।
যজ্ঞে বিঘ্ন করে তবে নাহি হেন জন ॥
রাজা হৈয়ে শান্তি ভজে, লক্ষ্মী নাহি পায়।
পূর্ব্বরাজগণ-কর্ম্ম কহি শুন রায় ॥
বাহুবলে ভরত শাসিল ভূমণ্ডল।
মান্ধাতা-নৃপতি কর ত্যজিল সকল ॥

প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যে ঘোষে জগজ্জন।
ভগীরথ খ্যাত করি প্রজার পালন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা, কর অবগতি।
যেমতে হইবে হত মগধের পতি ॥
সৈন্য সাজি তাহারে নারিবে কদাচিৎ।
অসংখ্য দুর্দ্দান্ত সৈন্য যাহার সহিত ॥
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা, আমার সংহতি।
উপায়ে করিব হত মগধের পতি ॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের তনয়।
যতেক কহিলা, মম চিত্তে নাহি লয় ॥
মহারাজ জরাসন্ধ রাজচক্রবর্ত্তী।
যাহারে করেন ভয় ইন্দ্র সুরপতি ॥
যার ভয়ে জগন্নাথ মথুরা ত্যজিয়া।
পশ্চিম-সমুদ্রতীরে রহিলেন গিয়া ॥
তোমরা উভয়ে চক্ষু, কৃষ্ণ মম প্রাণ।
সঙ্কটেতে পাঠাইব, না হয় বিধান ॥
হেন যজ্ঞে প্রয়োজন নাহিক আমার।
সন্ন্যাসী হইয়া পাছে ভ্রমিব সংসার ॥
এত শুনি তখন কহেন ধনঞ্জয়।
কেন হেন না বুঝিয়া বল মহাশয় ॥
চিরজীবী নহে কেহ সংসার-ভিতর।
যুদ্ধ না করিয়া কেহ আছে কি অমর ॥
বিনা দুঃখে সঙ্কটেতে নহে কোন কর্ম্ম।
সুকর্ম্মবিহীন রাজা, বৃথা তার জন্ম ॥
এ-উপায়ে কর্ম্ম যদি না হয় সাধন।
পশ্চাতে করিবা তাহা, যাহা লয় মন ॥
এতেক বলেন যদি ইন্দ্রের নন্দন।
সাধু বলি প্রশংসা করেন নারায়ণ ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস জরাসন্ধ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে ॥

জরাসন্ধের জন্ম-বৃত্তান্ত

ধর্ম্মরাজ বলেন, বলহ নারায়ণ।
জরাসন্ধ-নাম তার কিসের কারণ ॥
কত বল ধরে সে, পাইল বল কা'র।
তোমা হিংসি রক্ষা পেল, বিস্ময়-অন্তর ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, কর অবধান।
জরাসন্ধ-বিবরণ কহি তব স্থান ॥
মগধ-দেশের রাজা নাম বৃহদ্রথ।
অগণিত সৈন্যগণ গজ বাজী রথ ॥
তেজে সূর্য্য, ক্রোধে যম, ধনে যক্ষপতি।
রূপে কামদেব রাজা, ক্ষমা-গুণে ক্ষিতি ॥
নিরন্তর যজ্ঞ করে অন্যে নাহি মন।
দুই কন্যা দিল তারে কাশীর রাজন্ ॥
পুত্রার্থী পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করে মহীপাল।
না হইল পুত্র তার, গেল যুবাকাল ॥
আপনারে ধিক্কার করিয়া নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে গেল ভার্য্যার সংহতি ॥
গৌতমনন্দন চণ্ডকৌশিক যে ঋষি।
পরম তপস্বী তিনি, সদা বনবাসী ॥
বহু দেশ ভ্রমিয়া মগধে উপনীত।
আম্রবৃক্ষতলে রাজা দেখে আচম্বিত ॥
ভার্য্যাসহ প্রণমিল মুনির চরণ।
মুনি জিজ্ঞাসিলা, রাজা, কোথায় গমন ॥
করযোড়ে বলে রাজা, বিনয়বচন।
মম দুঃখ অবধান কর তপোধন ॥
বহু কর্ম্ম করিলাম রাজ্যে হৈয়া রাজা।
সমুচিত বিধানেতে পালিলাম প্রজা ॥
ধনে জনে আর মন নাহি তপোধন।
সর্ব্বশূন্য দেখি মুনি, পুত্রের কারণ ॥
এই হেতু রাজ্য ত্যজি যাই বনবাস।
তপস্যা করিব গিয়া করিয়া সন্ন্যাস ॥
রাজার বিনয় শুনি গৌতমনন্দন।
ধ্যানেতে বসিয়া মুনি চিন্তে ততক্ষণ ॥

হেনকালে দৈবে সেই আম্রবৃক্ষ হৈতে।
শূন্য হৈতে এক আম্র পড়িল ভূমিতে॥
আম্র ল'য়ে মুনিবর হৃদে লাগাইল।
হরিষে রাজার করে অর্পিয়া কহিল॥
এ-ফল খাইতে দেহ প্রধান ভার্য্যারে।
গুণবান্ পুত্র হৈবে তাহার উদরে॥
বাঞ্ছা পূর্ণ হৈল রাজা, যাহ নিজঘর।
এত শুনি আনন্দিত হৈল নরবর॥
মুনি প্রণমিয়া রাজা নিজালয়ে গেল।
দুই ভার্য্যা সমান, দোঁহারে বাঁটি দিল॥
দুই ভাগ করি দোঁহে করিল ভক্ষণ।
এককালে গর্ভবতী হৈলা দুইজন॥
একত্র প্রসব দোঁহে হৈল এককালে।
আনন্দে নিরখে দোঁহে সেই দুই বালে॥
এক চক্ষু নাসা কর্ণ, এক পদ কর।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময়-অন্তর॥
হৃদয়ে হানিয়া কর বিষাদে বলিল।
দশ মাস গর্ভব্যথা বৃথা বহা গেল॥
নিরাশ হইয়া দোঁহে ঘৃণা করি মনে।
ফেলাইয়া দিতে আজ্ঞা কৈল দাসীগণে॥
সেইক্ষণে ফেলাইয়া দিল দাসীগণ।
জরা নামে রাক্ষসী আইল ততক্ষণ॥
সদাই শোণিত মাংস আহার যাহার।
সংসারের গর্ভপাতে তার অধিকার॥
রাজগৃহে গর্ভপাত শুনিয়া ধাইল।
অর্দ্ধ অর্দ্ধ অঙ্গ দেখি বিস্ময় মানিল॥
আপন নয়নে ইহা কখন না দেখে।
দুই হাত দুই খান ধরিয়া নিরখে॥
রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল।
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল॥
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হাত ভরি।
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী॥
না হবে উদর পূর্ণ ইহারে খাইলে।
নৃপতি হইবে তুষ্ট এ-পুত্র পাইলে॥
এত চিন্তি কোলে করি লইল নন্দন।
মেঘের গর্জ্জন জিনি শিশুর নিঃস্বন॥
মনুষ্যের মূর্ত্তি ধরি জরা নিশাচরী।
রাজার সম্মুখে গেল পুত্রে কোলে করি॥
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ।
হের, ধর, লহ রাজা আপন নন্দন॥
পুত্র পেয়ে উল্লসিত হইল নৃপতি।
তবে জিজ্ঞাসিল রাজা রাক্ষসীর প্রতি॥
কে তুমি, কোথায় বাস, কি তোমার নাম।
কার কন্যা, কার ভার্য্যা, কোথা তব ধাম॥
এত স্নেহ মম প্রতি কিসের কারণে।
আমারে এমত করে নাহি ত্রিভুবনে॥
রাজার বচন শুনি বলে নিশাচরী।
গৃহদেবী দিলা নাম সৃষ্টি-অধিকারী॥
দানব-বিনাশে মোর হইল সৃজন।
সর্ব্বগৃহে থাকি রাজা, করহ শ্রবণ॥
পুত্রপৌত্র সহ মোরে যে গৃহস্থ পূজে।
বিবিধ বৈভব সুখ মোর বরে ভুঞ্জে॥
আমারে সপুত্রী নবযৌবনা করিয়া।
যে-জন রাখিবে গৃহ-ভিত্তিতে আঁকিয়া॥
জায়া সুত ধন ধান্যে সদা তার ঘর।
পরিপূর্ণ থাকিবেক, শুন রাজ্যেশ্বর॥
নিষ্কণ্টকে তাহার বালকগণ বাড়ে।
দুর্গতি অলক্ষ্মী ব্যাধি না থাকে নিয়ড়ে॥
তব গৃহে পূজা রাজা, পাই অনুক্ষণ।
তেঁই রক্ষা করিলাম তোমার নন্দন॥
সমুদ্র শোষয়ে রাজা মোর এই পেটে।
সুমেরু-সদৃশ মাংস খাইলে না আঁটে॥
তব গৃহ-পূজায় তোমার আমি বশ।
এই হেতু রাখিলাম তোমারি ঔরস॥
এত বলি রাক্ষসী চলিল নিজ স্থান।
পুত্র পেয়ে নরপতি মহাহর্ষবান্॥
জাতকর্ম্ম বিধিমত করিল রাজন্।
অনুমান করি নাম দিল দ্বিজগণ॥

জরায় সন্ধিত-হেতু নাম জরাসন্ধ।
দিনে দিনে বাড়ে যেন শুক্লপক্ষ চন্দ্র ॥
কত দিনে বৃহদ্রথ পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যাসহ বনে গেল ব্রহ্মচারী হৈয়া ॥
জরাসন্ধ রাজা হৈল বলে মহাবল।
নিজ ভুজ-পরাক্রমে শাসে ভূমণ্ডল ॥
দুই সেনাপতি হংস-ডিম্ভক তাহার।
সর্ব্বত্র অবধ্য অস্ত্রে, অভেদ-আকার ॥
তিন জন মহাবীর অজেয় সংসারে।
চতুর্থ জামাতা কংস মহাবল ধরে ॥
আমা হৈতে ভোজপতি যবে হৈল হত।
তথা হৈতে গদা প্রহারিল বার্হদ্রথ ॥
শতেক যোজন গদা এল আচম্বিতে।
মথুরা কম্পিত যেন গিরি-বজ্রাঘাতে ॥
সংগ্রামে সাজিয়া এল অষ্টাদশবার।
ত্রয়োদশ অক্ষৌহিণীসহ পরিবার ॥
হংস-নামে এক রাজা ছিল সঙ্গে তার।
বলভদ্র-হাতে সেই হইল সংহার ॥
মরিল মরিল হংস হৈল এই শব্দ।
শুনিয়া মগধ-লোক হইলেন স্তব্ধ ॥
ডিম্ভক করিত সেই রাজ্যের রক্ষণ।
শুনিল সংগ্রামে হৈল ভ্রাতার মরণ ॥
সহিতে নারিল, শোকে হইল অস্থির।
ডুবিয়া যমুনা-জলে ত্যজিল শরীর ॥
জরাসন্ধসহ তবে হংস গেল ঘর।
শুনিল, মরিল শোকে ডুবিয়া সোদর ॥
ভ্রাতৃশোকে হংস আর ক্ষণে না রহিল।
যমুনার জলে সেও ডুবিয়া মরিল ॥
হেনমতে ডুবিয়া মরিল দুই জন।
একমাত্র জরাসন্ধ আছয়ে দুর্জ্জন ॥
সংগ্রামে জিনিতে তারে নাহিক ভুবনে।
উপায় আছয়ে এক চিন্তিয়াছি মনে ॥
মল্লযুদ্ধ-বিনা তার না হয় নিধন।
বৃকোদর বাহুবলে করিবে সাধন ॥
আমার হৃদয় যদি জান মহাশয়।
আমার বচনে তবে করহ প্রত্যয় ॥
পৌরুষে বিভব যদি বাঞ্ছ নরপতি।
ভীমার্জ্জুনে দেহ রাজা, আমার সংহতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
একদৃষ্টে চান ভীমার্জ্জুনের বদন ॥
হৃষ্টমুখ দুই ভাই দেখি নরপতি।
কহেন মধুরবাক্যে গোবিন্দের প্রতি ॥
কি-কারণে এমত বলিলা যদুরায়।
তোমা-বিনা পাণ্ডবের কি আছে উপায় ॥
লক্ষ্মী পরাঙ্মুখ যারে, সে তোমা না জানে।
সহজে পাণ্ডববন্ধু খ্যাত ত্রিভুবনে ॥
তব নাম নিলে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তার কি আপদ যার থাকিবা সঙ্গেতে ॥
এত বলি নরপতি দুই ভায়ে ল'য়ে।
গোবিন্দের করেতে দিলেন সমর্পিয়ে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার ॥

● ভীমার্জ্জুনকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণের গিরিব্রজে প্রবেশ

শুভক্ষণ করিয়া চলেন তিন জন।
স্নাতক বিপ্রের বেশ করিয়া ধারণ ॥
পদ্মসর লঙ্ঘিয়া পর্ব্বত কালকূট।
গণ্ডকী শর্করাবর্ত্ত বিষম সঙ্কট ॥
সরযূ অযোধ্যা আর নগর মিথিলা।
ভাগীরথী সরস্বতী যমুনা আইলা ॥
পার হৈয়া পূর্ব্বমুখে যান তিনজনে।
মগধ রাজ্যেতে উত্তরিলা কত দিনে ॥
চৈত্যরথ আদি করি পঞ্চ গোটা গিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরিব্রজ-পুরী ॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন-ধান্য গো-মহিষে শোভিত নগর ॥

ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চগিরি-মধ্যে নগর বসতি ॥
পঞ্চপর্ব্বতের কথা শুন দুই জন।
শত্রু দেখি দ্বার রুদ্ধ হয় ততক্ষণ ॥
আর এক আশ্চর্য্য আছয়ে দুয়ারেতে।
তিনগোটা ভেরী-শব্দ করে আচম্বিতে ॥
শত্রু দেখি ভেরী-শব্দ করয়ে যখন।
সজাগ হইয়া সেনা করয়ে সাজন ॥
শত্রুব্যাপী অর্ব্বুদ এ দুই নাগবর।
যার ভয়ে রিপু নাহি প্রবেশে নগর ॥
মহারথিগণ সব রক্ষা করে দ্বার।
ইহার উপায় এক করহ বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন, ভেরী রৈল মম ভাগে।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, নিবারিব দুই নাগে ॥
ভীম বলিলেন, মোর পর্ব্বতের ভার।
অন্য পথে যাব পুরে, না যাইব দ্বার ॥
এইরূপ বিচারিয়া তবে তিন জন।
দ্বার ত্যজি করিলেন গিরি-আরোহণ ॥
নাগের কারণ দেব কৃষ্ণ মহামতি।
খগপতি স্মরণ করেন শীঘ্রগতি ॥
আইল ভুজঙ্গ-রিপু কৃষ্ণের স্মরণে।
এ-তিন-ভুবন কাঁপে যাহার গর্জ্জনে ॥
ভয়েতে ভুজঙ্গ দুই প্রবেশে পাতালে।
কৃষ্ণের মেলানি মাগি খগপতি চলে ॥
ভেরী-প্রতি অর্জ্জুন এড়িল শব্দভেদী।
এক অস্ত্রে তিন ভেরী ফেলিলেন ছেদি ॥
চৈত্যগিরি-পৃষ্ঠে করিলেন আরোহণ।
রিপু দেখি গিরিবর করয়ে গর্জ্জন ॥
গিরিশৃঙ্গ ধরি ভীম উপাড়িয়া করে।
অচল করিল বজ্রমুষ্টির প্রহারে ॥
পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া কৈল নগরে প্রবেশ।
সুরপুরসম দেখে জরাসন্ধ দেশ ॥
হাট বাট নগর চত্বর মনোহরা।
নগর-ভিতরে বৈসে বিবিধ পসরা ॥
সুগন্ধি কুসুম মাল্য দেখি সুশোভন।
বলে ল'য়ে তিন জন করেন ভূষণ ॥
পূর্ব্ব দ্বার লঙ্ঘিয়া গেলেন তিন জনা।
অন্তঃপুরে যাইতে ব্রাহ্মণে নাহি মানা ॥
তিন দ্বার লঙ্ঘি পরে যান অন্তঃপুর।
যথা আছে মহীপাল জরাসন্ধ শূর ॥
যজ্ঞে দীক্ষা লইয়াছে যজ্ঞেতে তৎপর।
উপবাসী ব্রতী হৈয়া আছে একেশ্বর ॥
কেবল ব্রাহ্মণগণ আছে তথাকারে।
বিনাহ্বানে অন্য জন যাইতে না পারে ॥
তিন দ্বিজ দেখি রাজা উঠি যোড়হাতে।
আগুসরি অভ্যর্থনা করে বিধিমতে ॥
বসিবারে দিল দিব্য কনক-আসন।
স্বস্তি স্বস্তি বলিয়া বৈসেন তিন জন ॥
তিনজন মূর্ত্তি রাজা করে নিরীক্ষণ।
শাল-বৃক্ষ কোঁড়া যেন অঙ্গের-বরণ ॥
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গ-আকার।
অস্ত্রচিহ্ন লেখা আছে অঙ্গে সবাকার ॥
ভূষণ বিবিধ মাল্য দেখিয়া রাজন্।
নিন্দা করি বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
ব্রতী বিপ্র হৈয়ে কেন হেন অনাচার।
সুগন্ধি-চন্দন-মাল্য অঙ্গে সবাকার ॥
মুনিগণ কহে, আর আমি জানি ভালে।
ব্রাহ্মণ কখন মাল্য নাহি পরে গলে ॥
পরিধান বহুবিধ বিচিত্র বসন।
বিপ্রদেহে অস্ত্রচিহ্ন কিসের কারণ ॥
সত্য কহ, তোমরা যে হও কোন্ জাতি।
কি-হেতু আইলা বল আমার বসতি ॥
দ্বিজ-বিনা আসে হেথা, নাহি অন্য জন।
চোররূপে আসিয়াছ, লয় মম মন ॥
চৈত্যগিরি-শৃঙ্গ ভাঙ্গি এলে বুঝি প্রায়।
রাজদ্রোহ-দণ্ডভয় নাহিক তোমায় ॥
কি-হেতু আইলা, কোন্ ভিক্ষা-অনুসারে।
কোন্ বিধিমতে পূজা করি সবাকারে ॥

এত শুনি বাসুদেব বলেন বচন।
গভীর নিনাদে যেন জলদ-গর্জ্জন ॥
পুষ্প-মাল্য সদা রাজা, লক্ষ্মীর আশ্রয়।
লক্ষ্মীপ্রিয় কর্ম্মে বল কার বাঞ্ছা নয় ॥
দ্বারে না আইলা, হেন বলিলে বচন।
শত্রুগৃহ-দ্বারে মোরা না যাই কখন ॥
কোনরূপে শত্রুগৃহে যাই মহারাজ।
যেই হেতু আসিয়াছি করিব সে কাজ ॥
জরাসন্ধ বলে, মম না হয় স্মরণ।
কবে শত্রু আমার তোমরা তিন জন ॥
না হিংসিতে যেই জন আসি হিংসা করে।
তার সম পাপী নাহি সংসার-ভিতরে ॥
কারো হিংসা নাহি করি, আমি মনে জানি।
কিমতে তোমরা শত্রু, কহ দেখি শুনি ॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি কহ বিপরীত।
তোমার যতেক নিন্দা জগতে বিদিত ॥
পৃথিবীর রাজা সবে বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দিশালে ॥
মহাদেবে বলি দিবা, শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি, হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে ॥
নাহি দেখি, নাহি শুনি, হেন বিপরীত।
জ্ঞাতিগণে বলি দিবা, অধর্ম্ম-চরিত ॥
আর্ত্তের পীড়ন আর অধর্ম্মাচরণ।
জ্ঞাতিহিংসা দেখিতে না পারি কদাচন ॥
এই হেতু আসিয়াছি তোমার সদন।
কতবার দেখিয়াছ, নহে কি স্মরণ ॥
ত্রয়োবিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশবার।
হারি পলাইলা, সৈন্য করিনু সংহার ॥
সেই কৃষ্ণ আমি বসুদেবের নন্দন।
পাণ্ডুপুত্র ভীমার্জ্জুন এই দুই জন ॥
আপনার হিত যদি বাঞ্ছহ রাজন্।
আমার বচনে রাজা, ছাড় রাজগণ ॥
নহে যুদ্ধ কর রাজা, আমার সংহতি।
দুই কর্ম্মে যেবা ইচ্ছা হয় তব মতি ॥

শ্রীকৃষ্ণের বচনে জ্বলিল জরাসন্ধ।
অশেষ-বিশেষে গোবিন্দেরে বলে মন্দ ॥
পূর্ব্বকথা বিস্মরণ হইল তোমার।
যুদ্ধে পলাইয়া গেলে শৃগাল-আকার ॥
পৃথিবী ছাড়িয়া গেলে সমুদ্র-ভিতরে।
কভু নাহি শুনি পুনঃ আসিতে নগরে ॥
এখন তোমাকে দেখি আপনার দেশে।
করিলে অদ্ভুত কর্ম্ম কেমন সাহসে ॥
দর্প করি কহিলে ছাড়িতে রাজগণ।
কাহার শরীরে সহে এমত বচন ॥
ভুজবলে বান্ধি আনিলাম রাজগণে।
সঙ্কল্প করেছি, বলি দিব ত্রিলোচনে ॥
পূর্ব্বকথা তব বুঝি নাহিক স্মরণ।
যাহ গোপসুত, লজ্জা নাহি কি-কারণ ॥
সংগ্রাম মাগিলা, তার না বুঝি কারণ।
তোমা-ছার-সহিত যুঝিবে কোন্ জন ॥
যেবা ভীমার্জ্জুন দেখি অত্যল্প-বয়স।
ইহাদের সহ যুদ্ধে হইবে অযশ ॥
মারিলে পৌরুষ নাহি, হারিলে অযশ।
পলাহ বালকদ্বয়, না কর সাহস ॥
গোপালের বলে বুঝি করিলা উদ্যম।
না জানহ, জরাসন্ধ কৃতান্তের যম ॥
এতেক বলিল যদি জরাসন্ধ কোপে।
ক্রোধে বীর-বৃকোদর-অধরোষ্ঠ কাঁপে ॥
গোবিন্দ বলেন, মিথ্যা না কর বড়াই।
তোমার বিচারে তব সম কেহ নাই ॥
সে-কারণে হীনবল দেখি রাজগণে।
বলে ধরি মারিবারে চাহ অকারণে ॥
তার অনুরূপ ফল পাইবা নিকটে।
দূর কর দর্প, আজি পড়িবা সঙ্কটে ॥
ইচ্ছা যদি, না করিবা আমা-সনে রণ।
এ-দোঁহার মধ্যে তব যারে লয় মন ॥
বালক বলিয়া চিত্তে না করিহ তুমি।
ক্ষণেকে জানিবা, আগে যাহ যুদ্ধভূমি ॥

জরাসন্ধ বলে, যদি ইচ্ছিলে মরণ।
রণ-বাঞ্ছা করিলে, করিব আমি রণ॥
কিরূপে করিবা রণ, কহ দেখি শুনি।
এত শুনি তাহারে কহেন চক্রপাণি॥
বিধির নিয়ম এই ক্ষত্রধর্ম্মে লিখি।
সৈন্যে-সৈন্যে রথে-রথে কিংবা একা-একী॥
একাকী করহ যুদ্ধ, ইচ্ছা যার সনে।
গদাযুদ্ধ মল্লযুদ্ধ যাহা লয় মনে॥
শুনিয়া বলিছে বৃহদ্রথের কুমার।
ভুজবলে মহামত্ত করি অহঙ্কার॥
সহজে বালক এরা, বিশেষে অর্জ্জুন।
হীনবল-সহ যুদ্ধ না করে নিপুণ॥
কোমল বালক-প্রায় দেখি যে নয়নে।
কিছুমাত্র বৃকোদর লয় মম মনে॥
ভীমের সহিত আজি করিব সমর।
এত বলি উঠিল মগধ-দণ্ডধর॥
দুই গোটা গদা রাজা আনিল তখনি।
এক দিল ভীমে, এক লইল আপনি॥
নগর-বাহিরে গেল, রঙ্গভূমি যথা।
ধাইল নগরলোক শুনি যুদ্ধকথা॥
কৌতুক দেখেন কৃষ্ণ থাকিয়া অন্তরে।
নৃপতি যুঝায় যেন যুগল মল্লেরে॥
অপূর্ব্ব সংগ্রাম করে ভীম-জরাসন্ধ।
বিস্তারে রচিয়া কহি যমকের ছন্দ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ-বধে।
কাশীদাস কহে, স্মরি গোবিন্দের পদে॥

● জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ

অপূর্ব্ব সংগ্রাম, না হয় বিরাম,
হৈল জরাসন্ধ-ভীমে।
গজরাজ-নক্রে, বৃত্রাসুর-শক্রে,
যেমত রাবণ-রামে॥
কেশ-বাস সারি, করে গদা ধরি,
দুইজনে হৈল আগে।
কর্কশ-বচন, করয়ে ভৎর্সন,
দুই জন মত্ত রাগে॥
আরে রে পাণ্ডব, কোথা রে খাণ্ডব,
আইলা মগধ-দেশে।
নিকট মরণ, এই সে কারণ,
দৈবে বান্ধি আনে পাশে॥
শুনিয়া তর্জ্জন, করিয়া গর্জ্জন,
বলিছে কুন্তীর সুত।
তোমারে শমন, করিল স্মরণ,
আসিনু হইয়া দূত॥
ক্রোধে বৃকোদর, কম্পে কলেবর,
যেমনে কদলী-পাত।
মণ্ডলী করিয়া, ত্বরিত ফিরিয়া,
দোঁহে করে করাঘাত॥
বিপরীত নাদ, পড়িল প্রমাদ,
শ্রবণে লাগিল তালা।
দন্ত কড়মড়, শ্বাসে বহে ঝড়,
উড়ি যায় মেঘমালা॥
করে-করে ছান্দি, পদে-পদে বান্ধি,
দুইজনে দোঁহা টানে।
ক্ষণে দোঁহা ছাড়ি, শিরে-শিরে তাড়ি,
হৃদয়ে-হৃদয়ে হানে॥
লোহিত-নয়ন, লোহিত-বদন,
নেহারে সকোপ-দৃষ্টি।
দন্ত কড়মড়, মারিছে চাপড়,
বজ্র সম চড়-মুষ্টি॥
ঊরুতে জঘনে, ছান্দিল সঘনে,
ভূমে গড়াগড়ি যায়।
শ্রমজল অঙ্গে, রণ-ধূলি সঙ্গে,
ঢাকিল দোঁহার গায়॥
রুধিরে জর্জ্জর, দোঁহা-কলেবর,
অন্তর হইয়া ক্ষণে।

ক্রোধে কায় কম্পে, পুনঃপুনঃ ঝম্পে,
দোঁহা'পর দুই জনে ॥
ঘোর নাদ ওঠে, দোঁহা-বাহুস্ফোটে,
গভীর গর্জ্জনে গর্জ্জে।
পদে ভূ বিদরে, চাপিয়া অধরে,
তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জে ॥
সে দোঁহে দোঁহারে, গদার প্রহারে,
হৃদে ভুজে শিরে পিঠে।
ঘোরতর রণ, দেখি সর্ব্বজন,
গদাঘাতে অগ্নি উঠে ॥
কেহ নহে ঊন, ধরি পুনঃপুনঃ,
হৃদয়ে হৃদয়ে চাপে।
ভুজে-ভুজে ভিড়ি, ভূমিতলে পড়ি,
পুনঃ দোঁহে উঠে লাফে ॥
যেন দ্বি বারণ, করিণী-কারণ,
যুঝায়ে পর্ব্বত-মাঝে।
যেন দ্বি বৃষভে, সুরভির লোভে,
গোষ্ঠের ভিতর যুঁঝে ॥
কার্ত্তিক-প্রথমে, প্রতিপদ-ক্রমে,
অহর্নিশ দোঁহে রণে।
হৈল চতুর্দ্দশী, কহে দাস কাশী,
বিশ্রাম না লয় ক্ষণে ॥

● জরাসন্ধ বধ ও রাজগণের কারামোচন

অহর্নিশি চতুর্দ্দশ-দিবস সংগ্রাম।
নিশ্বাস ছাড়িতে দোঁহে না করে বিশ্রাম ॥
অনাহারে পীড়িত দোঁহার কলেবর।
নিস্তেজ হইল বৃহদ্রথের কোঙর ॥
অচল হইল অঙ্গ হরিলেক জ্ঞান।
তথাপিহ দাণ্ডাইয়া আছে বিদ্যমান ॥
পবননন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
এত যুদ্ধে শরীরে তিলেক নাহি শ্রম ॥
ডাকিয়া বলেন কৃষ্ণ, কি দেখহ আর।
এইকালে শত্রু কেন না কর সংহার ॥
কৃষ্ণের বচনে ক্রোধ করি বৃকোদর।
দুই পায় ধরি ফেলে ভূমির উপর ॥
পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায় ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার ॥
শতপাক ভ্রমাইয়া ফেলে ভূমিতলে।
বক্ষঃস্থল চাপিয়া বসিল মহাবলে ॥
কণ্ঠে জানু দিয়া বুকে বজ্রমুষ্টি মারে।
গুরুতর গর্জ্জনেতে কম্পে ধরাধরে ॥
রাজ্যের যতেক লোক হৈল মৃতপ্রায়।
কাহার বচন কেহ শুনিতে না পায় ॥
গর্ভবতী স্ত্রীর গর্ভ পড়িল খসিয়া।
হস্তী-অশ্ব-আদি পশু যায় পলাইয়া ॥
যথাশক্তি বৃকোদর করেন প্রহার।
তথাপি না হয় জরাসন্ধের সংহার ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া ভীম বলেন কৃষ্ণেরে।
যথাশক্তি করিলাম প্রহার ইহারে ॥
ইহার মরণে আমি না দেখি উপায়।
এত শুনি ডাকিয়া বলেন যদুরায় ॥
পূর্ব্বে সন্ধি কহিয়াছি, কেন বিস্মরণ।
সেই ছিদ্রে হৈবে জরাসন্ধের নিধন ॥
বৃকোদরে দেখাইয়া দিলেন শ্রীনাথ।
দুই করে ধরি চিরিলেন বেণাপাত ॥
দেখিয়া হৈলেন হৃষ্ট কুন্তীর নন্দন।
পুনরপি ধেয়ে যান করিয়া গর্জ্জন ॥
বজ্রমুষ্টি প্রহারিয়া ফেলেন ভূতলে।
সিংহ যেন মৃগ ধরি ফেলে অবহেলে ॥
এক পদ পদে চাপি এক পদে কর।
হুঙ্কারিয়া টানিলেন বীর বৃকোদর ॥
মধ্যখানে চিরিয়া করেন দুইখান।
জন্মকাল-অঙ্গ-প্রাপ্তে হারাইল প্রাণ ॥
জরাসন্ধ পড়িল সহর্ষ নারায়ণ।
আনন্দেতে তিন জনে কৈলা আলিঙ্গন ॥

রাজ্যের যতেক লোক প্রমাদ গণিল।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব নামে ছিল ॥
ভয়েতে কম্পিত-তনু পাত্র-মিত্র ল'য়ে।
গোবিন্দের চরণেতে পড়িল আসিয়ে ॥
তবে কর যুড়ি বহু করিল স্তবন।
তোমার মহিমা প্রভু, জানে কোন্ জন ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি পুরন্দর।
তুমি আত্মা, তুমি শক্তি, তুমি বৈশ্বানর ॥
তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি জলেশ্বর।
তুমি বায়ু, তুমি বল, তুমি চরাচর ॥
আমি অতি মূঢ়মতি, নাহি জানি তোমা।
চারিবেদে নাহি জানে তোমার মহিমা ॥
এইরূপে বহু স্তুতি করিল কুমার।
ঈষৎ হাসিল তবে দেব গদাধর ॥
আশ্বাসিয়া তারে দিল অভয় শ্রীপতি।
মগধ-রাজ্যেতে তারে করে নরপতি ॥
বন্দিশালে আছিল যতেক রাজগণ।
একে একে ঘুচাইল সবার বন্ধন ॥
নানা-রত্নে সবাকারে করিল তোষণ।
করযোড়ে স্তুতি করি কহে রাজগণ ॥
সদয়-হৃদয় তুমি, সেবকরঞ্জন।
দুর্ব্বলের বল, গর্ব্বি-গর্ব্ব-বিনাশন ॥
অনাথের নাথ তুমি, হিংসকের অরি।
ধর্ম্মের পালনে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হরি ॥
কে বর্ণিতে পারে গুণ, বেদে অগোচর।
সদা যোগে ধ্যানে যারে না পায় শঙ্কর ॥
জরাসন্ধ যত দুঃখ দিল নৃপবরে।
সকল সফল হৈল ভাবি যে অন্তরে ॥
অভয় পঙ্কজপদ দেখিনু নয়নে।
বদনে অমৃত ভাষা শুনিনু শ্রবণে ॥
বলে জরাসন্ধ প্রভু, করিল বন্ধন।
এত দিনে বলি দিত যত রাজগণ ॥
কৃপায় সবারে প্রভু, করিলা উদ্ধার।
এ-কর্ম্ম তোমার প্রভু, কিছু নহে ভার ॥
আজ্ঞা কর, আমরা করিব কিবা কার্য্য।
গোবিন্দ বলেন, সবে যাহ নিজ রাজ্য ॥
রাজসূয় করিবেন ধর্ম্মের নন্দন।
সেই যজ্ঞে সহায় হইবা সর্ব্বজন ॥
এত শুনি রাজগণ করে অঙ্গীকার।
প্রণমিয়া দেশে সবে গেল যে যাহার ॥
তবে জরাসন্ধ-রথ আনি নারায়ণ।
তিন জনে আরোহণ করেন তখন ॥
অপূর্ব্ব সুন্দর রথ লোকে অগোচর।
সেই রথে চড়ি পূর্ব্বে দেব পুরন্দর ॥
দলিল দানবগণ ঊনশত বার।
যোজন পর্য্যন্ত দৃষ্টি হয় ধ্বজ যার ॥
ইন্দ্র হৈতে পাইল বসু মগধ-ঈশ্বরে।
বসু হৈতে বৃহদ্রথ, সে দিল কুমারে ॥
সেই রথে আরোহিয়া যান তিন জন।
গোবিন্দ গরুড়ে তবে করিলা স্মরণ ॥
আজ্ঞা করিলেন বসিবারে ধ্বজোপর।
খগপতি ধ্বজরথ ঘোষে চরাচর ॥
শঙ্খনাদ করিয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত তিন মহামতি ॥
যুধিষ্ঠির-চরণে করিয়া নমস্কার।
একে একে কহেন সকল সমাচার ॥
আনন্দেতে যুধিষ্ঠির করি আলিঙ্গন।
গোবিন্দে অনেক পূজা করেন তখন ॥
জরাসন্ধ-রথ আর অমূল্য রতন।
কৃষ্ণেরে দিলেন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমন ॥
সেই রথ আরোহিয়া দেব দামোদর।
মেলানি মাগিয়া যান দ্বারকা নগর ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলা রথ পাণ্ডব-চরিত্র ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস জরাসন্ধ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

অর্জ্জুনের দিগ্বিজয় যাত্রা

করি কৃতাঞ্জলি, পার্থ মহাবলী,
কহেন রাজার আগে।
আজ্ঞা কর রায়, করিব উপায়,
রাজসূয়-যজ্ঞ-ভাগে॥
অতুল কার্ম্মুক, গাণ্ডীব ধনুক,
অক্ষয় তূণ-যুগল।
রথ কপিধ্বজ, দেবদত্তাম্বুজ,
চারু তুরঙ্গম বল॥
অপ্রাপ্য সংসারে, দেব বাঞ্ছা করে,
হেলায় গিলিলা মোরে।
এ-সবার গুণে, যশ উপার্জ্জনে,
শাসিব সব রাজারে॥
অগম্য যে পথ, কুবের পালিত,
উত্তরে যাইব আমি।
শুনিয়া বচন, স্নেহ-আলিঙ্গন,
করেন পাণ্ডব-স্বামী॥
করি শুভক্ষণ, আনি দ্বিজগণ,
যে বেদ-বেদাঙ্গ জানে।
মঙ্গল-বচনে, মাধব-স্মরণে,
মঙ্গল করে বিধানে॥
রথ-গজ-বাজী, সেনাগণে সাজি,
চলিল কটক-সাথে।
পূর্ব্বদিকে ভীম, নকুল পশ্চিম,
দক্ষিণে কনিষ্ঠ ভ্রাতে॥
অর্জ্জুনের সেনা, শ্বেত পীত নানা,
বিবিধ বাজনা বাজে।
শঙ্খের বাজন, গজের গর্জ্জন,
শুনি কম্প ক্ষিতিমাঝে॥
প্রথমে প্রবেশে, কুলিন্দের দেশে,
হেলায় জিনিল তারে।
কালকূট বর্ত্ম, জিনিয়া আনর্ত্ত,
সুমণ্ডল নৃপবরে॥
শাকল সুদ্বীপে, প্রতিবিন্ধ্য-নৃপে,
জিনিল ক্ষণেক রণে।
প্রাগ্‌জ্যোতিষ-ধাম, ভগদত্ত নাম,
বিখ্যাত রাজা ভুবনে॥
তার যত সেনা, না যায় গণনা,
কিরাত কাননবাসী।
বিপরীত মুখ, সুধৃত ধনুক,
গুঞ্জাহার গলে ভূষি॥
করি কেশ গুটি, বান্ধা ঊর্দ্ধ-ঝুঁটি,
বেষ্টিত বৃক্ষের লতা।
পরম হরিষে, ধাইল চৌদিশে,
শুনিয়া সংগ্রাম-কথা॥
ঘোর ডাক পাড়ে, নানা অস্ত্র ছাড়ে,
হইল উভয়ে রণ।
ভগদত্ত-রাজ, পুরন্দরাত্মজ,
মুখামুখি দুই জন॥
দোঁহে ধনুর্দ্ধর, ফেলে নানা শর,
যাহার যতেক শিক্ষা।
মারুত অনল, সূর্য্য বসু জল,
বিবিধ-মন্ত্রেতে দীক্ষা॥
অষ্ট অহর্নিশি, দোঁহে উপবাসী,
বিশ্রাম না করে ক্ষণে।
দেখি ভগদত্ত, বলে মহামত্ত,
হাসিয়া বলে অর্জ্জুনে॥
নিবর্ত্তহ রণ, ইন্দ্রের নন্দন,
তুমি হও সখা-সুত।
তোমার জনক, ত্রিদশ পালক,
সখা মম পুরুহূত॥
মনে ছিল ভ্রম, তোমার বিক্রম,
জানিলাম এতদিনে।
কিসের কারণ, কর তুমি রণ,
হেথা যে আইলা কেনে॥
বলে ধনঞ্জয়, ধর্ম্মের তনয়,
কুরুকুলে হন-রাজা।

করিলেন ক্রতু, চাহি এই-হেতু,
দিবা তাঁরে কিছু পূজা ॥
যদি মোর প্রতি, হইয়াছে প্রীতি,
তবে নিবেদন করি।
ক্ষম মম দোষ, দেহ কিছু কোষ,
প্রাগ্‌জ্যোতিষ-অধিকারী ॥
হরিষে রাজন্, দিল বহু ধন,
পার্থেরে পূজি বিশেষে।
ল'য়ে তার পূজা, পার্থ মহাতেজা,
চলিলেন অন্য দেশে ॥
বিবিধ-পর্ব্বতে, নৃপ শতে শতে,
কতেক লইব নাম।
দিয়া ধনচয়, কেহ মিলে তায়,
কেহ বা করে সংগ্রাম ॥
উলূকের পতি, বৃহন্ত-নৃপতি,
করিল অনেক রণ।
মোদাপুর ধাম, দেবক সুদাম,
দিল সেই বহুধন ॥
রাজা সেনাবিন্দু, দিল রত্নসিন্ধু,
পৌরব-পর্ব্বত-রাজা।
লোহিত মণ্ডল, রাজা মহাবল,
করিল অনেক পূজা ॥
ত্রিগর্ত্ত-মণ্ডলে, জিনি বীর হেলে,
সিংহপুরে সিংহরাজ।
বাল্মীক দরদ, রাজা কোকনদ,
বৈসে কামগিরি-মাঝ ॥
অপূর্ব্ব সে দেশ, ঘোটক অশেষ,
শুক-ময়ূরের রঙ্গে।
কৌতুকে অর্জ্জুন, নিল অশ্বগণ,
বিবিধ রতন সঙ্গে ॥
নৃপতি যবন, কৈল মহারণ,
হারিয়া ভজিল আসি।
ভুবনে অপূর্ব্ব, দিল বহুদ্রব্য,
নানাবর্ণে রাশি রাশি ॥

তবে একে একে, জিনিয়া সবাকে,
উঠিল হেমন্ত-গিরি।
তাহে যত ছিল, হেলায় জিনিল,
গন্ধর্ব্ব-দানবপুরী ॥
পর্ব্বত কৈলাস, কুবেরের বাস,
যক্ষ-রক্ষ কোটি-কোটি।
মানুষ-কিন্নর, করিল সমর,
হৈলেন জয়ী কিরীটী ॥
ইন্দ্রের কোঙর, ইন্দ্রসম শর,
মারিলেক বহু যক্ষ।
পলাইল ডরে, কহিল কুবেরে,
পুরে পশিল বিপক্ষ ॥
শুনি বৈশ্রবণ, ল'য়ে বহু ধন,
পূজিল পাণ্ডুর সুতে।
স্নেহভাবে তায়, করিল বিদায়,
পার্থ যান তথা হৈতে ॥
নগর হাটক, নিবাসী গুহ্যক,
জিনি পাইলেন ধন।
ল'য়ে রত্ন-ধন, চলেন অর্জ্জুন,
হৈয়ে আনন্দিত মন ॥
মানস যে সর, তথা বীরবর,
দেখি হইলেন সুখী।
অমরনগরী, অপ্সরী কিন্নরী,
কোটি কোটি শশিমুখী ॥
জিতেন্দ্রিয় ধীর, পার্থ মহাবীর,
নাহি চান কারো পানে।
সেই সরোবাসী, ছিল বহু ঋষি,
আশীষ করে অর্জ্জুনে ॥
তথা হৈতে চলে, যান কুতূহলে,
অতিশয় শীঘ্রগামী।
সংগ্রামে প্রচণ্ড, তেজেতে মার্ত্তণ্ড,
জিনিয়া ভারত-ভূমি ॥
তাহার উত্তর, যান বীরবর,
হরিবর্ষ নামে খণ্ড।

দেখি দ্বারপাল, ধায় পালে পাল,
হাতে করি লৌহদণ্ড ॥
দেখিয়া মানুষে, সর্ব্বজন হাসে,
অতি-অপরূপ বাসি।
বিস্ময়-অন্তরে, কহে অর্জ্জুনেরে,
তুমি যে বড় সাহসী ॥
মানব-শরীরে, আসিলে এথারে,
কভু নাহি দেখি শুনি।
নিবর্ত্তহ তুমি, অগম্য এ-ভূমি,
কাহার শকতি জিনি ॥
ভারত-দিগন্ত, আইলা অত্যন্ত,
তুমি কি ভ্রান্ত হইলে।
এ-পুর-উত্তর, কুরুর নগর,
হেথায় কি-হেতু আইলে ॥
দেখিতে না পাবে, কি যুদ্ধ করিবে,
নাহি নরলোক-গতি।
কুন্তীর নন্দন, শুনিয়া বচন,
বলেন দ্বারীর প্রতি ॥
ধর্ম্ম-নরবর, ক্ষত্রিয়-ঈশ্বর,
তাঁহার আমি কিঙ্কর।
তোমা না লঙ্ঘিব, পুরে না পশিব,
কিছু দেহ মোরে কর ॥
শুনি ততক্ষণ, দ্বারপালগণ,
অনেক রতন দিল।
ল'য়ে ধনঞ্জয়, সানন্দ-হৃদয়,
দক্ষিণ মুখে চলিল ॥
আসিবার কালে, বহু মহীপালে,
জিনিয়া নিলেন কর।
বাদ্য-কোলাহলে, চতুরঙ্গ-দলে,
চলিল নিজ নগর ॥
মণি-মরকত, কনক-রজত,
মুকুতা প্রবাল রাশি।
বিবিধ বসন, গো-আদি বাহন,
ল'য়ে কত দাস-দাসী ॥
জয় জয় শব্দে, শঙ্খের নিনাদে,
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল।
ইন্দ্রের আত্মজ, ত্যজিয়া সে সাজ,
ধর্ম্মরাজ-অগ্রে গেল ॥
ভূমিতলে পড়ি, দুইকর যুড়ি,
দাণ্ডাইয়া কত দূরে।
করিয়া কোমল, কহেন সকল,
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে ॥
তোমার প্রতাপে, উত্তরের নৃপে,
সবে আনিলাম বশে।
সবে দিল কর, দেখ নৃপবর,
পাইলাম যে যে দেশে ॥
হরিষে রাজন্, করি আলিঙ্গন,
তুষিলেন মৃদু ভাষে।
আনিলেন যাহা, কোষে রাখি তাহা,
পার্থ গেল নিজ বাসে ॥
বীর ধনঞ্জয়, করি দিগ্বিজয়,
ধরেন বিজয় নাম।
কাশীরাম ভণে, শুনে যেই জনে,
পূরে তার মনস্কাম ॥

● ভীমের দিগ্বিজয়

পূর্ব্বদিকে বৃকোদর বহু সৈন্য লৈয়া।
পাঞ্চাল নগরে উত্তরিলেন যাইয়া ॥
দ্রুপদ নৃপতি হৃদে পাইয়া সন্তোষ।
রাজা যুধিষ্ঠির-হেতু দিল বহু কোষ ॥
তথা হৈতে চলিলেন কুন্তীর কুমার।
বিদেহনগরে যান গণ্ডকীর পার ॥
সে দেশ জিনিয়া যান দশার্ণ-প্রদেশে।
সুধন্বা নৃপতি আসি পূজিল বিশেষে ॥
তাঁর প্রতি হ'য়ে প্রীত বীর বৃকোদর।
সেনাপতি করিলেন সৈন্যের উপর ॥

অশ্বমেধেশ্বর মহারাজ রোচমানে।
পরাজয় করিলেন সমর-প্রাঙ্গণে॥
রোচমানে পরাজয় করিয়া ত্বরিতে।
পূর্ব্বদেশ অধিকার লাগিল করিতে॥
পুলিন্দের নরপতি সুমিত্রকে জিনি।
চেদিরাজ্যে প্রবেশিল পাণ্ডববাহিনী॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা আছে আসিবার কালে।
সম্প্রীতে মিলিহ ভাই, রাজা শিশুপালে॥
সেই হেতু মৌনরূপে যান বৃকোদর।
বার্ত্তা শুনি শিশুপাল আইল সত্বর॥
আলিঙ্গন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল।
দোঁহে দোঁহাকার নিজ বারতা কহিল॥
গৃহে লৈয়া শিশুপাল বহুমান্য করি।
ত্রিদশ দিবস রাখিলেন নিজ পুরী॥
মহানন্দে রাজকর দেন শিশুপাল।
তথা হৈতে যান ভীম উত্তর কোশল॥
অযোধ্যানগরে রাজা দীর্ঘযজ্ঞ নাম।
তাহার সহিত বড় হইল সংগ্রাম॥
একদিনে সংগ্রামেতে সে-রাজা জিনিয়ে।
কোশল-রাজ্যেতে যান ধন রত্ন লৈয়ে॥
তথা বৃহদ্বল-রাজে জিনি কুন্তীসুত।
মল্লদেশে নিল কর পাঠাইয়া দূত॥
ভল্লাটের চতুর্দ্দিকে শুক্তিমান্ গিরি।
সুবাহু নামেতে সেই কাশী-অধিকারী॥
সুপার্শ্ব-নিকট রাজপতি ক্রথ-আদি।
একে একে সবা জিনি নিল রত্ননিধি॥
বৎস্যদেশ-ভূপতিরে জিনি বৃকোদর।
গেলেন উত্তরমুখে নিষাদ-নগর॥
শর্ম্মক-বর্ম্মক-গণে জিনি মহাবীর।
জনক মিথিলাপতি মণিমন্ত ধীর॥
হেলায় জিনিয়া ক্রমে এতেক নৃপতি।
গিরিব্রজে শীঘ্র গেলা ভীম মহামতি॥
সহদেব নৃপতি লইয়া বহুধন।
পূজা কৈল বৃকোদরে করিয়া স্তবন॥
পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেব কৌশিকীর কূলে।
তথাকারে গেল বীর চতুরঙ্গ-দলে॥
তাহারে জিনিয়া রত্ন পাইল বহুত।
বঙ্গেতে সমুদ্রসেনে জিনে কুন্তীসুত॥
চন্দ্রসেন রাজারে জিনিয়া মহাবীর।
আর যত রাজা বৈসে সমুদ্রের তীর॥
দিগন্ত পর্য্যন্ত ভীম জিনি রাজগণ।
পুনঃ গেল ইন্দ্রপ্রস্থে লৈয়ে বহুধন॥
অগুরু চন্দন ভোটকম্বলবসন।
লক্ষ লক্ষ লইল মাতঙ্গবাজিগণ॥
কনক রজত মুক্তা মাণিক্য প্রবাল।
নানাজাতি পশু সঙ্গে যায় পালে-পাল॥
সব নিবেদিল গিয়া ধর্ম্ম-নৃপবরে।
প্রণমিয়া সকল কহিল যোড়করে॥
আনন্দিত ধর্ম্মসুত করি আলিঙ্গন।
কহিলেন ভাণ্ডারে রাখিতে সব ধন॥
বৃকোদর চলিলেন আপনার বাস।
ভীম-দিগ্বিজয় ভণে কাশীরাম দাস॥

● সহদেবের দিগ্বিজয়

যাম্যদিকে সহদেব সৈন্যগণ লৈয়া।
শূরসেন-রাজ্যে আগে উত্তরিলা গিয়া॥
প্রীতিপূর্ব্ব বহুরত্ন দিল নরপতি।
মৎস্যদেশ হেলায় জিনিল মহামতি॥
অধিরাজ দন্তবক্র মহাবলধর।
সংগ্রামে জিনিয়া বীর নিল বহু কর॥
সুকুমার সুমিত্র জিনিল দুই নৃপে।
গোশৃঙ্গে জিনিল বীর নিষাদ-অধিপে॥
শ্রেণীমান্ রাজাকে জিনিল অবহেলে।
কুন্তিভোজ-রাজ্যে গেলা চতুরঙ্গ-দলে॥
কুন্তিভোজ রাজা সহদেবের শাসন।
শিরোধার্য্য করিলেন হৈয়ে প্রীতমন॥

অবন্তী-নগরে বিন্দ-অনুবিন্দ রাজা।
নানা ধন দিয়া সহদেবে কৈল পূজা॥
বিদর্ভ-নগরে চলি গেলা পাণ্ডুসুত।
ভীষ্মক-নৃপতি-স্থানে পাঠাইলা দূত॥
ভীষ্মক জানিল ইহা গোবিন্দের প্রীত।
নানারত্নে সহদেবে পূজে যথোচিত॥
কান্তার-কোশলাধিপ নাটকেয় আর।
হেরম্ব মারুধ আর মুঞ্জগ্রাম সার॥
বাতাধিপ পাণ্ড্যদেশ জিনিল সকল।
কিষ্কিন্ধ্যা প্রবেশ কৈল তবে মহাবল॥
মৈন্দ ও দ্বিবিদ-নামে দুই কপিপতি।
পরসৈন্য দেখিয়া ধাইল শীঘ্রগতি॥
শিলা-বৃক্ষ লইয়া সহিত কপিগণ।
বানর-মনুষ্যে তথা হৈল মহারণ॥
সপ্তদিবারাত্র যুদ্ধ সহদেব-সনে।
দেখি দুই কপিপতি প্রীত হৈল মনে॥
জিজ্ঞাসিল কে তুমি, আইলা কি-কারণ।
সহদেব কহিল সকল বিবরণ॥
বানর বলিল, এই কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
মনুষ্যের কি শক্তি যে, ইথে হয় অরি॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিবে।
আমি কর নাহি দিলে যজ্ঞে বিঘ্ন হবে॥
সে-কারণে দিব ধন, লৈতে পার যত।
এত বলি রত্ন-রাজি দেয় শত শত॥
যত রত্ন পেল বীর দিল পাঠাইয়া।
মাহিষ্মতীপুরে বীর উত্তরিল গিয়া॥
মাহিষ্মতীপুরীর অধিপ নীল রাজা।
পরপক্ষ শুনিয়া ধাইল মহাতেজা॥
সহদেব-সহিত হইল মহারণ।
নীল-ভূপতির সেনাপতি হুতাশন॥
বিপক্ষ দেখিয়া অগ্নি নিজ-মূর্ত্তি ধরে।
সর্ব্বসৈন্য দহে সহদেবের গোচরে॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে পাণ্ডুর নন্দন॥

জন্মেজয় বলে, কহ ইহার কারণ।
যজ্ঞেতে বাধক কেন হৈল হুতাশন॥
মুনি বলে, নীল রাজা সদা যজ্ঞ করে।
তাহার তনয়া আগে পূজে বৈশ্বানরে॥
যতক্ষণ নাহি পূজে তাহার নন্দিনী।
ততক্ষণ প্রজ্বলিত না হয় অগিনি॥
বিম্বোষ্ঠ-আননচন্দ্র দেখিয়া তাহার।
কামানলে দহে অঙ্গ অগ্নি-দেবতার॥
দ্বিজমূর্ত্তি হৈয়া অগ্নি গেল তার পাশে।
মধুর বচন বলি কন্যারে সম্ভাষে॥
শুনিয়া নৃপতি ক্রোধে হইল প্রচণ্ড।
আজ্ঞা কৈল করিবারে পরদার-দণ্ড॥
ক্রোধেতে আপন মূর্ত্তি ধরে বৈশ্বানর।
আস্তে ব্যস্তে উঠি স্তব করে নরবর॥
হৃষ্ট হৈয়ে কন্যাদান ভূপতি করিল।
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি রাজারে বলিল॥
বর মাগ নরপতি, যেই লয় মনে।
রাজা বলে, সদা মম থাকিবা সদনে॥
পরচক্র যেন মোরে নহে বলবান্।
এই বর মাগি, আজ্ঞা কর ভগবান্॥
সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি বর দিল তায়।
কন্যাসহ বৈশ্বানর রহিল তথায়॥
যতেক নৃপতি আসে না জানি এমন।
মাহিষ্মতীপুরে গেলে অবশ্য মরণ॥
ভয়েতে তথায় আর কেহ নাহি যায়।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জে নীল নররায়॥

সহদেব-সৈন্য দহে দেব হুতাশন।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন॥
অচল পর্ব্বত-প্রায় মদ্রসুতাসুত।
বিস্ময় মানিল বীর দেখিয়া অদ্ভুত॥
হৃদয়ে চিন্তিল এই দেব হুতাশন।
অস্ত্রশস্ত্র ত্যজি বীর করয়ে স্তবন॥
জাতবেদা, বেদ-হেতু তোমার উৎপত্তি।
পাপহন্তা তব নাম, সর্ব্বঘটে স্থিতি॥

রুদ্রগর্ভ জলোদ্ভব বায়ুসখা শিখী।
চিত্রভানু বিভাবসু নাম পিঙ্গ-আঁখি ॥
তোমা আরাধিলে তুষ্ট দেব-পিতৃগণ।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে এই সে কারণ ॥
নিজ ভক্তে বিঘ্ন করা নহে সমুচিত।
জগতে বিখ্যাত তুমি, সবাকার হিত ॥
সহদেব-স্তুতিবশে দেব হুতাশন।
নিবর্ত্তিয়া শান্তমূর্ত্তি হইল তখন ॥
আশ্বাসিয়া সহদেবে বলে বৈশ্বানর।
উঠ উঠ পাণ্ডুপুত্র, না করিহ ডর ॥
এই নীলধ্বজপুর আমার রক্ষণ।
তব সেনা দহিলাম, এই সে-কারণ ॥
তুমি প্রিয়পাত্র মম, ক্ষমিনু তোমারে।
জানিবে তোমার কার্য্য করিব সাদরে ॥
রাজারে বলিল, পূজা কর সহদেবে।
নানা রত্ন ধন দিয়া পরম-গৌরবে ॥
তবে নীল রাজা তারে পূজিল বিশেষে।
তথা হৈতে গেল বীর ত্রিপুরের দেশে ॥
কৌশিক সুরাষ্ট্রভোজ কটকে পশিল।
ভীষ্মকনন্দন রুক্মিসহ যুদ্ধ হৈল ॥
যুদ্ধে হারি দিল কর বহুরত্ন ধন।
শূর্পাকর দেশে গেল দণ্ডককানন ॥
সমুদ্রের তীরে ম্লেচ্ছ-কিরাত-বসতি।
ক্ষণমাত্রে সবারে জিনিল মহামতি ॥
রাক্ষস আছয়ে বহু তাহার দক্ষিণে।
অনেক মারিল বীর পাণ্ডুর নন্দনে ॥
তথা হৈতে গেল বীর দেশ দীর্ঘকর্ণ।
অতি দীর্ঘ দুই কর্ণ, শরীর বিবর্ণ ॥
কালমুখ হ্রস্বমুখ কোলগিরি আদি।
বহু রাজা জিনিয়া আনিল রত্ননিধি ॥
তাম্রদ্বীপ রামগিরি জিনি অবহেলে।
একপাদ দেশে গেল অতি কুতূহলে ॥
রাজ্যের যতেক লোক সবে-এক ঠ্যাঙ।
অস্ত্র ধনু হাতে করি চলে যেন ব্যাঙ ॥
সঞ্জয়ন্তী-নগরীর ভূপতিকে জিনি।
কর্ণাট কলিঙ্গ পাণ্ড্য যত নৃপমণি ॥
দ্রাবিড় কেরল ওড্র আটবীর রাজা।
দূতমুখে শুনি সবে আসি কৈল পূজা ॥
সেতুবন্ধ-দক্ষিণে সমুদ্রতীরে গিয়া।
বিভীষণ-কাছে দূত দিল পাঠাইয়া ॥
সময় বুঝিয়া তবে রাক্ষস-ঈশ্বর।
আজ্ঞা লৈয়ে ধনরত্ন দিল বহুতর ॥
তথা হৈতে নিবর্ত্তিল মাদ্রীর নন্দন।
আনন্দেতে ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন ॥
ধন-রত্ন নিবেদিল ধর্ম্মের নন্দনে।
সকল কহিল বার্ত্তা আনন্দিত-মনে ॥
দক্ষিণে পাণ্ডব-জয় যেই জন শুনে।
তাহার সর্ব্বত্র জয়, কাশীদাস ভণে ॥

● নকুলের দিগ্বিজয়

পশ্চিমদিকেতে তবে গেলেন নকুল।
গজ বাজী রথ রথী পদাতি বহুল ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক-টঙ্কার।
রথের নির্ঘোষে স্তব্ধ সকল সংসার ॥
রোহিতক-দেশে যেই ছিল নরপতি।
প্রথমেতে যুদ্ধ হৈল তাহার সংহতি ॥
রাজার সমর-সখা ময়ূরবাহন।
তাহার যতেক সৈন্য সব শিখিগণ ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ কৈল নকুলের সঙ্গে।
যেমন সংগ্রাম হয় নকুল-ভুজঙ্গে ॥
ক্রোধেতে বায়ব্য অস্ত্র নকুল এড়িল।
মহাবাতাঘাতে শিখী সব উড়াইল ॥
অনল-অস্ত্রেতে বীর পোড়াইল পাখা।
ভঙ্গ দিল সব শিখী, রাজা হৈল একা ॥
ভয় পেয়ে কর আনি দিলেন রাজন্।
তথা হৈতে বীরবর করিল গমন ॥

মালব শৈরীষ শিবি বর্ব্বর পুষ্কর।
এ-সব দেশেতে যত ছিল নৃপবর ॥
একে-একে সব নৃপে জিনিল নকুল।
দিগন্তে গেলেন বীর সিন্ধুনদীকূল ॥
সরস্বতী-তটে আছে যতেক রাজন্।
সবারে জিনিল গিয়া মাদ্রীর নন্দন ॥
খরক কন্টক আর পঞ্চনদ দেশ।
জিনিয়া সৌতিকপুর করিল প্রবেশ ॥
বৃন্দারক দ্বারপাল আদি নরপতি।
প্রতিবিন্ধ্য-রাজা-আদি সকল নৃপতি ॥
যেখানে যে নরপতি যত জন বৈসে।
আনাইল দূত পাঠাইয়া দেশে দেশে ॥
দ্বারকানগরে তবে পাঠাইল দূত।
শুনিয়া হ'লেন হৃষ্ট দেবকীর সুত ॥
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণ শিরোপর করি।
কর পাঠাইয়া দিল শকটেতে পূরি ॥
একে একে সর্ব্বদেশ জিনিয়া নকুল।
মদ্রদেশে গেল যথা আপন মাতুল ॥
শল্য নরপতি সব শুনি সমাচার।
ভাগিনেয়ে আনি দেয় বহু পুরস্কার ॥
প্রীতি-আচরণে তাঁরে আনিলেন বশে।
সমুদ্রের তীরে তবে গেল ম্লেচ্ছদেশে ॥
দারুণ দুর্দ্দান্ত তথা নিবসে যবন।
সবারে জিনিয়া বীর লইলেক ধন ॥
বড় বড় রাজগণ যথা যথা বৈসে।
সবারে জিনিল বীর চক্ষুর নিমিষে ॥
একে একে জিনিল সকল নৃপবরে।
করদাতা করিয়া চলিল নিজ ঘরে ॥
বহু ধন জিনিয়া লইল মহামতি।
বহয়ে বহুত ধন যত মত্ত হাতী ॥
জয় জয় শব্দ করি বীর কোলাহলে।
পশিলেন গিয়া বীর চতুরঙ্গ দলে ॥
দেশে দেশে জিনিয়া আনিল যত ধন।
ধর্ম্মের নন্দনে আসি কৈল নিবেদন ॥
আজ্ঞা ল'য়ে গেল বীর আপন আলয়।
যত ধন-রত্ন ভাণ্ডারেতে সমর্পয় ॥
পাণ্ডব-বিজয়-কথা যেই জন শুনে।
তার জয় হৈয়ে থাকে সর্ব্বত্র গমনে ॥
সভাপর্ব্ব সুধারস ব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে, রচিয়া সঙ্গীত ॥

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসন

করদায়ী করি যত নৃপতি-মণ্ডলে।
ধর্ম্মরাজ আরম্ভিল যজ্ঞ কুতূহলে ॥
সত্যপ্রিয়, ধর্ম্মরক্ষা, প্রজার পালন।
দুষ্ট চোর দস্যু আর বৈরীর মর্দ্দন ॥
যজ্ঞ-মহোৎসব নিরবধি হয় দেশে।
সময় জানিয়া তথা জীমূত বরিষে ॥
গাভীতে অনেক দুগ্ধ, শস্য চতুর্গুণ।
স্বপনে রাজ্যের লোক না জানে বিগুণ ॥
ব্যাধিভয় অগ্নিভয় নাহি সেই দেশে।
ধর্ম্মসুত স্বয়ং ধর্ম্ম যে-দেশে নিবসে ॥
ধান্য-ধন-জনে পূর্ণ হইল সংসার।
ধন্য ধন্য বিনা ধ্বনি নাহি শুনি আর ॥
ধর্ম্মরাজ বিচার করেন এই মনে।
অক্ষয় অব্যয় ধন দেখিয়া ভুবনে ॥
অসংখ্য অর্ব্বুদ গাভী গণন না যায়।
যজ্ঞের সময় এই ভাবেন হৃদয় ॥
ভ্রাতৃ-মন্ত্রী সুহৃদ্ যতেক বন্ধুগণ।
যজ্ঞ কর মহাশয়, বলে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীর যত রাজা মিলিল তোমারে।
তোমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে ॥
যজ্ঞের সময় এই শুন মহাশয়।
সময়ে না করিলে না হয় ফলোদয় ॥
এই মত নৃপ-প্রতি বলে সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণ সনাতন ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

● ইন্দ্রপ্রস্থে শ্রীকৃষ্ণের আগমন

শারদ-কমল-পত্র, অরুণ যুগলনেত্র,
শ্রুতিমূলে মকর-কুণ্ডল।
বিকসিত মুখপদ্ম, কোটি-সুধাকর-পদ্ম,
ওষ্ঠাধর অরুণ-মণ্ডল॥
তনুরুচি নীলাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ,
ঘোরতর-তিমির-বিনাশ।
মস্তকে মুকুট-শোভা, শতদিবাকর-প্রভা,
কনক-বরণ পীতবাস॥
যুগপদ কোকনদ, অখিল-অভয়প্রদ,
স্মরণে হরয়ে ভববাদ।
যেই পদ অহর্নিশ, ধ্যানে ধ্যায় অজ ঈশ,
শুক ধ্রুব নারদ প্রহ্লাদ॥
পাদপদ্ম মোক্ষনিধি, যাহে জন্মে সুরনদী,
তিনলোক-পবিত্র-কারণ।
যাঁর পদচিহ্ন পেয়ে, অনন্ত অভয় হৈয়ে,
কালীয় বিহরে যথা মন॥
অঘ বক কেশী কংস, দুষ্টজন-দর্প-ধ্বংস,
বৃষ্ণিবংশ সার্থক করিল।
স্বভক্ত-কুমুদ-ইন্দু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
নিজরূপে সৃজিল অখিল॥
চড়িয়া গরুড়ধ্বজে, অগণিত অশ্বগজে,
চতুরঙ্গদলে যদুবলে।
ধর্ম্মরাজ-প্রীতিহেতু, লইয়া রতনসেতু,
আইলেন নানা কোলাহলে॥
পাঞ্চজন্য-নাদ শুনি, নগরে হইল ধ্বনি,
হরি আইলেন ইন্দ্রপ্রস্থে।
শুনি ধর্ম্ম-অধিকারী, পাঠাইল আগুসরি,
ভ্রাতৃ-মন্ত্রিগণ আস্তে-ব্যস্তে॥
ভীমপার্থ অনুব্রজি, গোবিন্দে ষড়ঙ্গে পূজি,
লইয়া গেলেন নিজধাম।
ধর্ম্মের নন্দনে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ দূরেতে থাকি,
ভূমে লুঠি করেন প্রণাম॥
অসংখ্য অমূল্য ধন, করিলেন বিতরণ,
অশ্ব গজ শৃঙ্গী অগণিত।
ধর্ম্ম আনন্দিত হৈয়া, কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া,
পূজিলেন যেমত বিহিত॥
পাণ্ডব-নক্ষত্রমাঝ, কৃষ্ণ যেন দ্বিজরাজ,
বসিল সভায় সর্ব্বজন।
বসিয়া গোবিন্দ-পাশে, যুধিষ্ঠির মৃদুভাষে,
কহিছেন বিনয়-বচন॥
তব অনুগ্রহ-বলে, এ-ভারত-ভূমণ্ডলে,
না রহিল অসাধ্য আমার।
আমি না করিতে যত্ন, মিলিল অনেক রত্ন,
নাহি স্থল থুইতে ভাণ্ডার॥
নিশ্চয় আমারে যদি, কৃপা আছে গুণনিধি,
সব দ্রব্য রাখি কোন্ স্থলে।
শুনিয়া তোমার মুখে, তুষিব অমরলোকে,
দ্বিজহস্তে সমর্পি সকলে॥
পিতৃ-আজ্ঞা হৈতে তরি, স্বর্গকাম নাহি করি,
তব পদাম্বুজ মাগি ভিক্ষা।
ওহে প্রভু মহাভুজে, শুনি তব মুখাম্বুজে,
লইব যজ্ঞের আমি দীক্ষা॥
যদি লয় তব মন, আজ্ঞা কর জনার্দ্দন,
নিমন্ত্রিয়া আনি নৃপবর।
রাজার বিনয় শুনি, কোমল গম্ভীর বাণী,
আশ্বাসি কহেন গদাধর॥
এ-মহীমণ্ডল-মাঝ, যত আছে মহারাজ,
তব গুণে বশ হৈবে সবে।
আমার পরম ভাগ্য, নিষ্কণ্টকে কর যজ্ঞ,
রাজসূয় তোমারে সম্ভবে॥
আমা হৈতে যেই হয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
আর যত আছে যদুগণ।

ভ্রাতৃ-মন্ত্রী-বন্ধুমাঝে, যে-কর্ম্ম যাহারে সাজে,
স্থানে-স্থানে করি নিয়োজন ॥
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে, ভূপতি সানন্দ হয়ে,
কৃতাঞ্জলি করেন স্তবন।
তখনি জানি যে আমি, যখন আইলা তুমি,
মম বাঞ্ছা হইল সাধন ॥
তোমাতে যে ভক্তি ঋদ্ধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
তুমি ভক্তজনে কৃপাবান্।
কাশীদাস বলে যদি, তরিবা এ ভবনদী,
ভজ সাধু, দেব ভগবান্ ॥

রাজসূয়-যজ্ঞ-প্রসঙ্গ

তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৈয়ে হৃষ্টমন।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা করেন তখন ॥
ধৌম্য-পুরোহিত-স্থানে জিজ্ঞাসহ আগে।
রাজসূয়-যজ্ঞেতে যতেক দ্রব্য লাগে ॥
যে-কিছু কহেন ধৌম্য, কর সমাবেশ।
দ্বিগুণ করিয়া দ্রব্য করহ বিশেষ ॥
পৃথিবীতে আছেন যতেক রাজগণ।
সবান্ধবে সবাকারে কর আমন্ত্রণ ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি।
নিমন্ত্রিতে দূতগণ যাউক ঝটিতি ॥
ইন্দ্রসেন বিশোক ও অর্জ্জুন-সারথি।
তিন জন সংযোগ করহ ভক্ষ্য-বিধি ॥
ব্রাহ্মণগণের প্রিয়কার্য্য সাধিবারে।
আনি ভাল ভাল বস্তু কাতারে-কাতারে ॥
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় কর বহুতর।
রস-গন্ধ-আদি যত দ্রব্য মনোহর ॥
যখন যে চাহে তাহা না করিয়া আন।
শীঘ্রগতি নিয়োজন কর স্থানে-স্থান ॥
দ্বিজগণে নিমন্ত্রিতে সত্যবতীসুত।
রাজ্যে রাজ্যে প্রেরণ করুন নিজদূত ॥

সহদেবে অনুজ্ঞা দিলেন নরপতি।
পুনরপি কৃষ্ণে আনি জিজ্ঞাসে যুকতি ॥
আপনি বুঝিয়া আজ্ঞা কর নারায়ণ।
কোন্ কোন্ জনেরে করিব নিমন্ত্রণ ॥
পূর্ব্বেতে নারদ-মুনি সভাতে কহিল।
হরিশ্চন্দ্র রাজা রাজসূয়-যজ্ঞ কৈল ॥
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে বৈসে যতজন।
সবাকারে আনিল করিয়া নিমন্ত্রণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, হরিশ্চন্দ্রের যে যাগ।
তথা হৈতে বিশেষ করহ মহাভাগ ॥
তার যজ্ঞে আইল যে পৃথিবী-রাজন্।
ত্রিভুবন লোক তুমি কর নিমন্ত্রণ ॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের-আদি-সুরে।
আর যত দেবগণ বৈসে সুরপুরে ॥
পাতালেতে নাগরাজ শেষ বিষধর।
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কর অবধান।
কোন্ দূত নিমন্ত্রিতে যাবে কোন্ স্থান ॥
করিতে দেবেন্দ্র-আদি দেবে নিমন্ত্রণ।
স্বর্গেতে যাইতে শক্ত হৈবে কোন্ জন ॥
গোবিন্দ বলেন, নাই অন্যের শকতি।
দেব নিমন্ত্রিতে যাবে পার্থ মহারথী ॥
অগ্নিদত্ত রথ যেই কপিধ্বজ-নাম।
চারি শ্বেত অশ্ব যার লোকে অনুপাম ॥
সে-রথের অগম্য নাহিক ত্রিভুবনে।
তিন লোক ভ্রমিবারে পারে একদিনে ॥
সেই রথে চড়ি পার্থ, করহ গমন।
উত্তর দিকেতে গিয়া কর নিমন্ত্রণ ॥
পর্ব্বতে যে আছে রাজা কানন-ভিতরে।
মনুষ্যের কি সাধ্য যাইতে পক্ষী নারে ॥
সে-সকল রাজগণে করি নিমন্ত্রণ।
কৈলাস পর্ব্বতে যাবে যথা বৈশ্রবণ ॥
তাঁরে নিমন্ত্রিয়া তথা উপদেশ লবে।
মনুষ্য-অগম্য স্বর্গ, কেমনেতে যাবে ॥

ইন্দ্রসহ ইন্দ্রপুরে যত দেবগণ।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি বৈসে যত জন॥
সবে নিমন্ত্রিয়া যাহ বরুণের পুরী।
তথা হৈতে যাহ যথা মৃত্যু-অধিকারী॥
তবে কর্ম্মে আসিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল।
বিশেষ তোমারে স্নেহ করে আখণ্ডল॥
শ্রুতিমাত্র যজ্ঞে করিবেন আগমন।
ইন্দ্র আইলে না আসে, নাহি হেন জন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব দৈত্য সিদ্ধ সাধ্য ঋষি।
পর্ব্বত-সমুদ্র যত অন্তরীক্ষবাসী॥
যারে দেখ, তাহারে করিবা নিমন্ত্রণ।
লঙ্কা গিয়া বিভীষণে করিবা বরণ॥
পরম বৈষ্ণব হয় রাক্ষসের পতি।
মম ভক্ত অনুরক্ত ধার্ম্মিক সুমতি॥
বার্ত্তা পেয়ে সেইক্ষণে পাঠাইবে চর।
দূতমুখে নিমন্ত্রিলে আসিবে সত্বর॥
তথাপি যাইবে তুমি অন্যে নাহি কাজ।
ইন্দ্রের সদৃশ গণি রাক্ষসের রাজ॥
নিমন্ত্রিয়া তাঁরে তুমি আইস সত্বর।
আর যত দুষ্টপনা করে নৃপবর॥
নিমন্ত্রণ পেয়ে যে না আসিবে এথায়।
বন্ধন করিয়া শীঘ্র আনিবে তাহায়॥
আর তিন দিকেতে যাউক দূতগণ।
মহীপালগণেরে করুক নিমন্ত্রণ॥
এতেক বলেন যদি দেব দামোদর।
শীঘ্রগামী দূতগণে ডাকেন সত্বর॥
রাজগণে লিখিলেন যজ্ঞ-বিবরণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আছে যত জন॥
নিজ নিজ রাজ্য হৈতে সকলে আসিবে।
রাজসূয় যজ্ঞে আসি উৎসব দেখিবে॥
এইরূপে তিন দিকে পাঠাইয়া দূত।
উত্তরে করেন যাত্রা নিজে ইন্দ্রসুত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● রাজসূয়-যজ্ঞ-আরম্ভ

পাইয়া রাজার আজ্ঞা মদ্রসুতাসুত।
আনাইল শিল্পিগণ পাঠাইয়া দূত॥
নানারত্ন দিল সবে বিরচিতে ঘর।
কোটি-কোটি শিল্পিগণ গড়ে নিরন্তর॥
দেবের মন্দির যেন রত্নেতে নির্ম্মিত।
হেম-রত্ন-মুকুতায় করিল মণ্ডিত॥
এক এক পুরমধ্যে শত শত ঘর।
তাহাতে রাখিল ভোজ্য-পেয় বহুতর॥
আসন বসন শয্যা রাখে গৃহে-গৃহে।
বাপী-কূপ জলপূর্ণ, গন্ধে মন মোহে॥
কনক-রজত-পাত্রে করিতে ভোজন।
এক পুরে দূত নিয়োজিল শত জন॥
লক্ষ লক্ষ গৃহ আদি মনোহর স্থল।
নানাবৃক্ষ রোপিল সহিত ফুলফল॥
দিব্য-দিব্য কৈল গৃহ চারি-বর্ণ-ক্রম।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ কৈল লোকে অনুপম॥
পেয়-ভোজ্য নিয়োজিল ইন্দ্রসেন-আদি।
অষ্টদিক্ হৈতে দ্রব্য আসে নিরবধি॥
হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট লক্ষ লক্ষ।
বৃষভে নৌকায় আসে যত দ্রব্য ভক্ষ্য॥
রাত্রি দিবা সায়ং প্রাতঃ নাহিক বিশ্রাম।
অনুক্ষণ আসিতেছে দ্রব্য অবিরাম॥
ময়-বিরচিত সভা অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
সুরাসুর মুনি করে যাহার বাখান॥
তথিমধ্যে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ আরম্ভিল।
দ্বিজ-মুনিগণ সব দীক্ষা করাইল॥
আপনি ব্রহ্মত্ব করিলেন দ্বৈপায়ন।
সামগ হইল ধনঞ্জয়-তপোধন॥
হোতা হৈল ধৌম্য, পৈল আর দ্বিজগণ।
অন্য অন্য কর্ম্মে অন্য-মুনি-নিয়োজন॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥

পুনরপি ধরে তারে কুন্তীর কুমার।
দুই পায় ধরিয়া ভ্রমায় চক্রাকার॥ পৃষ্ঠা—২৭৭

ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাত বিদুর-সহিত।
কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন সসুহৃৎ॥
বাহ্লীক সঞ্জয় ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
শত ভাই কর্ণ-সহ রাজা জয়দ্রথ॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাজপত্নী সমুদায়।
আর যে আইসে স্নেহ করিয়া আমায়॥
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি আনহ সবারে।
চলিল নকুল বীর হস্তিনানগরে॥
যজ্ঞের সংবাদ জানাইল সবাকারে।
বাল বৃদ্ধ নারী আদি যত কুরুপুরে॥
হৃষ্টচিত্ত হইয়া চলিল সর্ব্বজন।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র আদি প্রজাগণ॥
রাজসূয় যজ্ঞ শুনি আনন্দিত হৈয়া।
চলিল সকল লোক হস্তিনা ছাড়িয়া॥
হস্তী রথ অশ্ব পত্তি করিয়া সাজন।
চতুরঙ্গ-দলেতে চলিল কুরুগণ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশিল নকুল-সহিত।
দেখি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন হিতাহিত॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর বাহ্লীক অন্ধরাজে।
আগুসরি আনিলেন আপন-সমাজে॥
সবারে কহেন পার্থ বিনয়বচন।
এ কার্য্য আপন, হেন করিবে গণন॥
পিতামহে বলিলেন ধর্ম্মের তনয়।
আপনি বিধান বুঝি কর মহাশয়॥
যাহা হৈতে যেই কার্য্য হইবে সাধন।
স্থানে-স্থানে তাহাদিগে কর নিয়োজন॥
যুধিষ্ঠির ভীষ্ম সহ করিয়া বিচার।
উপযুক্ত বুঝিয়া দিলেন কর্ম্মভার॥
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভীষ্ম দ্রোণে অধিকার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল সকল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ্য-ভোজ্য-অধিকার দেন দুঃশাসনে।
ব্রাহ্মণ-পূজার ভার গুরুর নন্দনে॥
রাজগণে পূজিবারে দিলেন সঞ্জয়ে।
দ্বিজেরে দক্ষিণা দিতে কৃপ-মহাশয়ে॥
দান দিতে দিলেন কর্ণের অধিকার।
আপনি নিলেন কৃষ্ণ পরিচর্য্যা-ভার॥
ধৃতরাষ্ট্র সোমদত্ত প্রতীপ-কোঙর।
তিন জন গৃহকর্ত্তা হৈল সর্ব্বেশ্বর॥
সভা রাখিবারে দ্বারী কৈল নিয়োজন।
পূর্ব্ব দ্বারে নিয়োজিল মহারথিগণ॥
সহস্র সহস্র রথী সঙ্গে তরবার।
মহাবীর ইন্দ্রসেন রাখে পূর্ব্ব দ্বার॥
উত্তর দ্বারেতে অনিরুদ্ধে নিয়োজিল।
ষাইট সহস্র যোদ্ধা তার সঙ্গে দিল॥
সাত্যকি দক্ষিণ দ্বারে হৈল নিয়োজন।
বিংশতি সহস্র রথী তাহার ভিড়ন॥
পশ্চিম দ্বারেতে বীর ধৃতরাষ্ট্রসুত।
তার সঙ্গে দিল রথী যুগল-অযুত॥
হাতেতে নিগড় বেত্র লৈয়ে সর্ব্বজন।
নানা অস্ত্র লৈয়ে করে দ্বারের রক্ষণ॥
বলাবল বুঝিবারে রহে বৃকোদর।
এক লক্ষ রথী সঙ্গে ভ্রমে নিরন্তর॥
রাজগণ-আগমন জ্ঞাত করিবারে।
অধিকার দিল দুই মাদ্রীর কুমারে॥
এই মত সবাকারে করি নিয়োজন।
আরম্ভ করেন যজ্ঞ ধর্ম্মের নন্দন॥

● নানা দেশ হইতে রাজাদের আগমন ও যুধিষ্ঠিরের অভিষেক

দূত-মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে রাজগণ।
সসৈন্যে করিল সবে তথা আগমন॥
দ্বিজ-ক্ষত্র-বৈশ্য-শূদ্র ল'য়ে চারি জাতি।
স্ব স্ব রাজ্য হৈতে যত আসে নরপতি॥
নানাবর্ণ নানারত্ন যে-রাজ্যে যে হয়।
পাণ্ডবের প্রীতি-হেতু সঙ্গে করি লয়॥
কেহ কেহ নিল রত্ন পৌরুষ-কারণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ বুঝি কেহ নিল বহুধন॥

হস্তী উষ্ট্র বৃষভ শকট নৌকা পূরি।
নানাবর্ণ কত রত্ন লিখিতে না পারি॥
শ্বেত পীত লোহিত অমূল্য যত শিলা।
মাণিক্য বৈদূর্য্য মণি মরকত নীলা॥
প্রবাল মুকুতা হীরা সুবর্ণ বিশাল।
বিচিত্র-বসন কত নানাবর্ণ শাল॥
কীটজ লোমজ নানাবর্ণে বিরচিত।
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি গাভী অগণিত॥
চতুর্দ্দোল করি নিল দিব্য-নারীগণ।
তমালশ্যামল অঙ্গ, কুরঙ্গলোচন॥
অগুরু চন্দন কাষ্ঠ কুঙ্কুম কস্তূরী।
নানাবর্ণ পক্ষী নিল পিঞ্জরেতে পূরি॥
এইমত কর লৈয়ে যত রাজগণ।
দূতমুখে শুনিমাত্র করেন গমন॥
উত্তরে হিমাদ্রি, পূর্ব্বে সমুদ্র-অবধি।
দক্ষিণেতে লঙ্কা, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী॥
দিবানিশি পথ বাহি যায় দলে-দলে।
পৃথিবীর সর্ব্বলোক ইন্দ্রপ্রস্থে চলে॥
হস্তী অশ্ব রথ পত্তি নানা বাদ্যধ্বনি।
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল মেদিনী॥
জল স্থল উচ্চ নীচ নাহি দেখি ক্ষিতি।
দিবারাত্রি অবিশ্রাম লোক-গতাগতি॥
চতুর্দ্দিক্ হৈতে আসে যত রাজগণ।
সভাদ্বারে উপনীত হৈল সর্ব্বজন॥
সবাকারে অভ্যর্থনা করি ধনঞ্জয়।
যথাযোগ্য রহিবারে দিলেন আলয়॥
হিমাদ্রি-সমুদ্রাবধি যত দ্বিজ বৈসে।
লিখনে না যায়, কত অহর্নিশি আসে॥
রাজসূয়-যজ্ঞবার্ত্তা শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা-নিমন্ত্রণে॥
জলবাসী স্থলবাসী পর্ব্বত-নিবাসী।
লক্ষ লক্ষ যোগী আসে আর সিদ্ধ ঋষি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পূজে দ্বিজগণে।
দিব্য গৃহ রহিবারে দিল সর্ব্বজনে॥

এক কোটি দ্বিজ অশ্বত্থামা-পরিবার।
দ্বিজগণে পূজে সবে দিয়া উপহার॥
আসিল অনেক ক্ষত্র, বহু বৈশ্যগণ।
অনেক আইল শূদ্র শ্রেষ্ঠ যতজন॥
দুঃশাসন-সহ থাকি বহু পরিবার।
রন্ধন করিল কোটি কোটি সূপকার॥
করয়ে পরিবেশন বহু সূপকার।
গৃহে গৃহে স্থানে স্থানে রন্ধন ব্যাপার॥
স্থানে স্থানে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রমে দুঃশাসন।
সামগ্রী যোগায় যত অনুচরগণ॥
পায়স পিষ্টক অন্ন ঘৃত দুগ্ধ দধি।
মনোহর পঞ্চাশ ব্যঞ্জন যথাবিধি॥
চারি জাতি পৃথক্ পৃথক্ সবে ভুঞ্জে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে যত নৃপ দ্বিজে॥
খাও খাও লও লও এইমাত্র শুনি।
কার মুখে নাহি সরে অন্য কোন বাণী॥
বিচিত্র পালঙ্ক শয্যা, বিচিত্র আসন।
কুঙ্কুম কস্তুরী মাল্য অগুরু চন্দন॥
কর্পূর তাম্বূল আর যার যাহে প্রীত।
কোথা হইতে কেবা আনি দেয় আচম্বিত॥
স্বর্গে ইন্দ্র-সহ আছে যত দেবগণ।
পাতালে ভুজঙ্গরাজ আর বিভীষণ॥
দেব দৈত্য দানব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ।
সিদ্ধ সাধ্য ভুজঙ্গ পিশাচ প্রেতপক্ষ॥
কিন্নর বানর নর যত বৈসে ক্ষিতি।
যজ্ঞের সদনে সবে আসে দিবারাতি॥
অদ্ভুত দ্বাপর-যুগে যজ্ঞ আরম্ভিল।
না হইবে ক্ষিতিমাঝে, পূর্ব্বে না হইল॥
সময় বুঝিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন।
রাজ-অভিষেক কর্ম্ম কর মুনিগণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি উঠে মুনিগণ।
নানাতীর্থ জল লৈয়ে ধৌম্য দ্বৈপায়ন॥
অসিত দেবল জামদগ্ন্য পরাশর।
স্নানমন্ত্র পড়ে আর যত দ্বিজবর॥

স্নান করালেন ব্যাস শুভক্ষণ জানি।
অম্লান বসন দিল চিত্ররথ আনি॥
শিরেতে ধবল ছত্র সাত্যকি ধরিল।
চেদির ঈশ্বর লৈয়ে পাগ যোগাইল॥
বৃকোদর পার্থ দোঁহে করেন ব্যজন।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর নন্দন॥
অবন্তীর রাজা চর্ম্মপাদুকা লইল।
খড়্গ-ছুরী লৈয়ে শল্য অগ্রে দাণ্ডাইল॥
চেকিতান শর-তূণ লইয়া বামেতে।
কাশীর ভূপাল ধনু লৈয়ে দক্ষিণেতে॥
নারদাদি মুনি-মুখে বেদ-উচ্চারণ।
দ্বিজগণ-স্বস্তি-শব্দ পরশে গগন॥
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায়, নাচয়ে অপ্সরী।
পাঞ্চজন্য পূরিলেন আপনি শ্রীহরি॥
শঙ্খের নিনাদ গিয়া গগন পূরিল।
সভাতে যতেক ছিল ঢুলিয়া পড়িল॥
বাসুদেব পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল-নন্দন।
সাত্যকি সহিত এই ছাড়ি অষ্টজন॥
শঙ্খনাদে মোহ হৈয়ে পড়িল ঢুলিয়া।
ধর্ম্মপুত্র নিবারণ করেন দেখিয়া॥
দ্বৈপায়ন-আদি মুনি ধৌম্য-পুরোহিত।
অভিষেক করিলেন বেদের বিহিত॥
সভাপর্ব্বে সুধারস রাজসূয়-কথা।
কাশীরাম দাস কহে, ভারতের গাথা॥

● দেবগণকে নিমন্ত্রণ করিতে অর্জ্জুনের যাত্রা

জন্মেজয় বলে, শুনিলাম সাধারণ।
কোন্ দিক হৈতে এল কোন্ কোন্ জন॥
কত সৈন্য সঙ্গে এল কত কর লৈয়া।
পিতামহে কোন্ রূপে ভেটিল আসিয়া॥
দেব নিমন্ত্রিতে পার্থ করিলেন গতি।
কিরূপে আইল তথা দেব পশুপতি॥
বিস্তারিয়া কহ মুনি, ভাঙ্গ মনোধন্ধ।
পিতামহগণ-কথা যেন মকরন্দ॥
মুনি বলে, নরপতি, কর অবধান।
কিছু অল্প কহি, শুন প্রধান প্রধান॥
কপিধ্বজ-রথে পার্থ করে আরোহণ।
পবনের বেগ জিনি চলে অশ্বগণ॥
যতেক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে যত রাজা বৈসে।
সবে নিমন্ত্রিয়া যান পর্ব্বত কৈলাসে॥
কুবেরেরে কহেন সকল বিবরণ।
ধর্ম্ম-রাজসূয়-যজ্ঞে করিবা গমন॥
যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-আদি করি।
আর যত মহাজন বৈসে এই পুরী॥
প্রত্যক্ষে সবারে আমি কৈনু নিমন্ত্রণ।
সবে ল'য়ে যজ্ঞস্থানে করিবা গমন॥
কুবের স্বীকার করে অর্জ্জুন-বচনে।
যাইব তোমার যজ্ঞে সহ-নিজগণে॥
কুবেরের বাক্যে প্রীত অর্জ্জুন হইল।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পুনঃ কহিতে লাগিল॥
ইন্দ্রের নিকটে যাব করিতে বরণ।
কোন্ পথে যাব, সঙ্গে দেহ জ্ঞাতজন॥
কুবের করিল আজ্ঞা চিত্রসেন-প্রতি।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যাহ যথা সুরপতি॥
আজ্ঞামাত্র চিত্রসেন চলে শীঘ্রগতি।
কপিধ্বজ রথে বৈসে হইয়া সারথি॥
সেখান হইতে যান ইন্দ্রের নন্দন।
কত দূরে দেখিলেন হরের ভবন॥
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়, এ কাহার পুরী।
চিত্রসেন বলে, হেথা বৈসে ত্রিপুরারি॥
যজ্ঞহেতু নিমন্ত্রণ কর ত্রিলোচনে।
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ হৈবে হরের গমনে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামি রথ হৈতে।
উপনীত হন হর-গৌরীর অগ্রেতে॥
হরেরে করেন স্তুতি কুন্তীর নন্দন।
হর বলিলেন, বর মাগ, যাহে মন॥

অর্জ্জুন বলেন, দেব, ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর রাজসূয়-যজ্ঞে করিবা গমন॥
হাসিয়া পার্ব্বতী-হর করেন স্বীকার।
এই চলিলাম মোরা যজ্ঞেতে তোমার॥
শঙ্কর বলেন, গিয়া হইব সহায়।
নির্ব্বিঘ্নে তোমার যজ্ঞ সাঙ্গ যেন হয়॥
পার্ব্বতী বলেন, যাব যজ্ঞের সদনে।
যজ্ঞেতে আসিবে, যত বৈসে ত্রিভুবনে॥
সবে সুখী হইবেক প্রসাদে আমার।
অন্নপূর্ণা নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
এই নাম ল'য়ে তব সূপকারগণ।
অল্প দ্রব্যে সুতৃপ্ত করিবে বহুজন॥
অক্ষয় অব্যয় হৈবে অমৃত-সমান।
আর যার যাহে প্রীতি, পাবে বিদ্যমান॥
হর-পার্ব্বতীর বর পেয়ে ধনঞ্জয়।
প্রণমিয়া চলিলেন সানন্দ-হৃদয়॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবনগমনে।
ক্ষণমাত্রে উপনীত ইন্দ্রের ভবনে॥
প্রণাম করেন পার্থ ভূমিষ্ঠ হইয়া।
ইন্দ্র পার্থে আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া॥
আপনার কোলে বসাইয়া দেবরাজ।
জিজ্ঞাসেন, কহ তাত, কি তোমার কাজ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, তোমাতে গোচর।
রাজসূয় করিছেন ধর্ম্ম-নরবর॥
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হইবা আপনি।
আর যত স্বর্গে বৈসে সুর-সিদ্ধ-মুনি॥
ইন্দ্র বলে, যজ্ঞেতে করিব আগুসার।
তুমি না আসিতে পূর্ব্বে করেছি বিচার॥
এই দেখ সুসজ্জিত যত দেবগণ।
চারি মেঘ, অষ্ট হস্তী, সকল পবন॥
স্বর্গেতে যতেক দ্রব্য পৃথিবী-দুর্ল্লভ।
তব যজ্ঞ-হেতু দেখ সাজাইনু সব॥
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন।
তুমি যাহ, অন্য জনে কর নিমন্ত্রণ॥
ইন্দ্রমুখে শুনি পার্থ আনন্দিত-মন।
প্রণমিয়া অন্য দিকে করেন গমন॥
পৃথ্বীর দক্ষিণে সূর্য্যসুতের ভবন।
তথাকারে চলিলেন ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্রসেন বাহে রথ পবনের গতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল যথা প্রেতপতি॥
প্রণমিয়া বসিলেন অর্জ্জুন সভায়।
আশীষ করিয়া যম জিজ্ঞাসেন তায়॥
কোন্ হেতু হেথা তব হৈল আগমন।
কি করিব প্রিয়, কহ ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, কর অবধান।
রাজসূয়-যজ্ঞস্থলে হবে অধিষ্ঠান॥
তোমার পুরীতে নিবসয়ে যত জন।
সবাকারে ল'য়ে যজ্ঞে করিবা গমন॥
স্বীকার করেন যম পার্থের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন শমনে॥
নারদ কহেন তব সভার কথন।
নিবসে এখানে, মর্ত্ত্যে মরে যত জন॥
শুনিয়াছি প্রত্যক্ষে পিতার বিবরণ।
সেই বার্ত্তা পেয়ে রাজসূয়-আরম্ভন॥
এখন সে-সব জনে না করি দর্শন।
কোথায় আছেন বল পিতা-আদি জন॥
হাসিয়া বলেন যম তবে অর্জ্জুনেরে।
মৃতজনে দেখিবারে পাবে কি-প্রকারে॥
মৃত জীবে কোন স্থলে নাহি দরশন।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন॥
যমে নিমন্ত্রিয়া বীর মাগিল মেলানি।
বরুণ-আলয়ে যান বীর চূড়ামণি॥
পশ্চিম দিকেতে জলপতির আলয়।
তথাকারে চলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
বরুণেরে কহেন যজ্ঞের বিবরণ।
ধর্ম্মযজ্ঞ-স্থানে তুমি করিবা গমন॥
তোমার পুরেতে আর যত জন বৈসে।
সবাকে লইয়া সঙ্গে যাবে মম বাসে॥

বরুণ বলিল, যজ্ঞে করিব গমন।
যজ্ঞেতে লইব, পুরে আছে যত জন॥
কেবল দানব-দৈত্যে নাহি অধিকার।
যত যত জন আছে নিলয়ে আমার॥
তাহা-সবে লইবারে যদি আছে মন।
আপনি তথায় গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
বরুণ-বচনে তবে যান ধনঞ্জয়।
কত দূরে ভেটিল দানবরাজ ময়॥
ময় জিজ্ঞাসিলে পার্থ সকল কহিল।
পূর্ব্ব-উপকার স্মরি স্বীকার করিল॥
এথায় নিবসে দৈত্য যতেক দানব।
বলেন আমার যজ্ঞে লৈয়ে যাবে সব॥
এত শুনি ময় তাঁকে বলিল বচন।
সবারে লইয়া যজ্ঞে করিব গমন॥
তুমি চলি যাহ, যথা আছে প্রয়োজন।
শুনিয়া অর্জ্জুন করিলেন আলিঙ্গন॥
তথা হৈতে যান পার্থ পৃথিবী-দক্ষিণে।
লঙ্কাপুরে নিমন্ত্রিতে রাজা বিভীষণে॥
রথ চালাইয়া দিল, তারা যেন ছুটে।
কতক্ষণে উত্তরিল লঙ্কার নিকটে॥
ইন্দ্র-যম-পুরী যেন বিচিত্র-নির্ম্মাণ।
রাক্ষসের লঙ্কাপুরী তাহার সমান॥
পুরী দেখি বড় প্রীত বীর ধনঞ্জয়।
চলিলেন যথা বিভীষণের আলয়॥
সিংহাসনে বসেছিল রাক্ষস-ঈশ্বর।
প্রণাম করেন গিয়া ইন্দ্রের কোঙর॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণ, তুমি কোন্ জন।
কহেন অর্জ্জুন কথা প্রত্যক্ষে তখন॥
রাজসূয়-যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
তোমা নিমন্ত্রিতে কহিলেন যদুবীর॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি হৃষ্টচিত্ত হয়ে।
বসাইল ধনঞ্জয়ে আলিঙ্গন দিয়ে॥
তব যজ্ঞে যাইব, দেখিব নারায়ণ।
সঙ্গেতে লইব, পুরে বৈসে যত জন॥
তুমি যাহ, যথা তব থাকে প্রয়োজন।
এই আমি চলিলাম যজ্ঞের সদন॥
বিভীষণে নিমন্ত্রিয়া ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে নিজ পুরে যান পুনর্ব্বার॥
রাজগণ-নিমন্ত্রণে দূতগণ গেল।
শ্রুতমাত্র নৃপগণ সকলে আসিল॥
দূতবাক্যে হেলা করি না আসে যে-জন।
অর্জ্জুন আনেন তারে করিয়া বন্ধন॥
সভাপর্ব্ব সুধারস রাজসূয়-কথা।
কাশীরাম দাস কহে সুধাসিন্ধু-গাথা॥

বাসুকি-নিমন্ত্রণে পার্থের পাতালে যাত্রা

জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে দেব নারায়ণ।
কহ কারে কারে তুমি কৈলা নিমন্ত্রণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন নিবেদিলেন যতেক।
পুস্তক-বাহুল্য হয় লিখিলে ততেক॥
করিলেন কুবেরাদি সবে নিমন্ত্রণ।
প্রত্যেক বৃত্তান্ত সব কহেন তখন॥
গোবিন্দ বলেন, যাহ পাতাল-ভুবন।
শেষ নাগরাজে গিয়া কর নিমন্ত্রণ॥
স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, পাতালে বাসুকি।
তোমা বিনা অন্যে যায়, এমন না দেখি॥
বাসুকি আইলে যজ্ঞ হইবে সম্পূর্ণ।
বিলম্ব না কর সখা, যাহ তুমি তূর্ণ॥
গোবিন্দের বচনেতে বিলম্ব না করি।
পাতালে গেলেন পার্থ দিব্যরথে চড়ি॥
উপস্থিত হইলেন নাগের আলয়।
চৌদিকে বেষ্টিত ফণী শেষ-মহাশয়॥
দশ শত ফণা ধরে মস্তক-উপর।
তিলবৎ ফণাতে শোভিত চরাচর॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রতনে বেষ্টিত।
হৃষ্টমনে পার্থ তথা হৈল উপনীত॥

নাগরাজে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
করযোড় করিয়া রহেন সবিনয় ॥
শেষ জিজ্ঞাসেন, কেন তব আগমন।
প্রত্যক্ষে কহেন পার্থ সর্ব্ববিবরণ ॥
রাজসূয়-নিমিত্ত তোমার নিমন্ত্রণ।
সুররাজ-সহ যাবে দেব সর্ব্বজন ॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-আদি যত দিক্‌পতি।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান হবেন সম্প্রতি ॥
সেই হেতু আইলাম তোমার ভবন।
রাজসূয় মহাযজ্ঞে করিবা গমন ॥
হাসিয়া কহেন শেষ, শুন ধনঞ্জয়।
তব যজ্ঞে আছেন গোবিন্দ মহাশয় ॥
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই প্রভু বিধি বিধাতার।
সর্ব্বযজ্ঞ-ফল পায় দরশনে যাঁর ॥
যথা কৃষ্ণ বিদ্যমান, তথা সর্ব্বজন।
ব্রহ্ম শিব-আদি যত দিক্‌পালগণ ॥
অকারণ আমা-সবাকারে নিমন্ত্রণ।
সেই কৃষ্ণে ভালমতে করহ অর্চ্চন ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আছে কত-শত প্রাণী।
কত ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র, কত শেষ ফণী ॥
সকলে হইবে তুষ্ট তাঁরে তুষ্ট কৈলে।
শাখাপত্র তুষ্ট যেন মূলে জল দিলে ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, কর অবধান।
যতেক কহিলা তুমি বেদের প্রমাণ ॥
নিজবশ নহি, সবে তাঁর মায়াবদ্ধ।
জানিয়া শুনিয়া পুনঃ হয় মায়াধন্ধ ॥
পুনঃ নাগরাজ বলে অর্জ্জুনে চাহিয়া।
আসিলে আমারে নিতে কিছু না জানিয়া ॥
মস্তক-উপরে আমি ধরি যে সংসার।
আমি গেলে যজ্ঞে, কে ধরিবে ক্ষিতিভার ॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ কহেন আমারে।
যজ্ঞপূর্ণ হৈবে, তুমি গেলে তথাকারে ॥
ক্ষিতিভার-হেতু যদি করহ বিচার।
তুমি যাহ, আমি লৈব পৃথিবীর ভার ॥
এত শুনি বিস্ময় মানিয়া বিষধর।
হাসিয়া অর্জ্জুন-প্রতি করিল উত্তর ॥
পৃথিবী ধরিবে, হেন করিলে স্বীকার।
পৃথিবী ছাড়িনু, বাক্য পাল আপনার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় লইয়া গাণ্ডীব।
করযোড়ে প্রণমিয়া শিবদাতা শিব ॥
ভক্তিভাবে কৃষ্ণনাম করিয়া স্মরণ।
শিরে দ্রোণাচার্য্য-পদ করিয়া বন্দন ॥
অদ্ভুত স্তম্ভন-অস্ত্র তূণ হৈতে নিয়া।
যুড়েন গাণ্ডীবে ক্ষিতি অস্ত্র বসাইয়া ॥
ধরেন ধরণী, শেষ স্বতন্ত্র হইল।
দেখিয়া সকল নাগ অদ্ভুত মানিল ॥
তবে শেষ যত নাগে লইয়া সংহতি।
রাজসূয়-যজ্ঞস্থানে গেল শীঘ্রগতি ॥
বাসুকি আসিল আর তক্ষক কৌরব।
নহুষ কর্কট ধৃতরাষ্ট্র জরদ্গব ॥
কোপন কালীয় ত্রিকপূর্ণ ধনঞ্জয়।
অজ্যক উগ্রক দুষ্ট রুষ্ট মহাশয় ॥
নীল শঙ্খমুখ শঙ্খপিণ্ড বক্রদন্ত।
কলিচূড় পিঙ্গচক্ষু কালমহাবন্ত ॥
পুত্র পৌত্র সংহতি চলিল লক্ষ লক্ষ।
দেখিয়া সকল লোক মানিল অশক্য ॥
পাঁচ সাত শির কারো, ষট্-সপ্ত-শত।
সহস্র মস্তক কারো আকার পর্ব্বত ॥
নিজ পরিবারে মিলি চলে ফণিরাজ।
যজ্ঞস্থানে গেল যত নাগের সমাজ ॥

—·—

● দেবদৈত্যযক্ষরক্ষাদির যজ্ঞস্থলে আগমন

হেথায় সুরেন্দ্রালয়ে দেবের সমাজ।
সহ রাজসূয়-যজ্ঞে চলে দেবরাজ ॥
ঐরাবতে আরোহেন বজ্র শোভে করে।
মাতলি ধরয়ে ছত্র মস্তক-উপরে ॥

অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
দ্বাদশ-আদিত্য, রুদ্র একাদশ আর॥
ঊনপঞ্চাশ বায়ু, সাতাশ হুতাশন।
যজ্ঞ যন্ত্র পুরোধা দক্ষিণা দণ্ড ক্ষণ॥
যোগ তিথি করণ নক্ষত্র রাশিগণ।
চারি মেঘ বিদ্যুৎ-সহিত সৈন্যগণ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যত অপ্সরী-অপ্সর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি চলিল বিস্তর॥
বশিষ্ঠ পৌলস্ত্য ভৃগু পুলহ অঙ্গিরা।
পরাশর ক্রতু দক্ষ লোমশ সুধীরা॥
অসিত দেবল কুণ্ড শুক সনাতন।
মার্কণ্ড মাণ্ডব্য ধ্রুব জয়ন্ত কোপন॥
ইত্যাদি যতেক ঋষি ইন্দ্রপুরে থাকে।
ইন্দ্র-সহ যজ্ঞস্থানে চলে লাখে লাখে॥
চড়িয়া পুষ্পক-রথে ধনের ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥
চিত্ররথ তুম্বুরু অঙ্গিরা গুণনিধি।
বিশ্বাবসু মহেন্দ্র মাতঙ্গ সুর আদি॥
ফলকর্ণ ফলোদক চিত্রক-লোত্রক।
লিখনে না যায়, যত চলিল গুহ্যক॥
ঘৃতাচী উর্ব্বশী চিত্রা রম্ভা চিত্রসেনী।
চারুনেত্রা মিশ্রকেশী বুদ্বুদা মোহিনী॥
চিত্ররেখা অলম্বুষা সুরভি সমাচী।
পোনিকা কদম্বা অর্ম্মা শূদ্রা রুচি শুচি॥
লক্ষ লক্ষ বিদ্যাধরী নৃত্য-গীত-নাদে।
কুবেরের সহ সবে চলিল আহ্লাদে॥
যজ্ঞ দেখিবারে চলে যত মহীধর।
হিমাদ্রি কৈলাস শ্বেত নীল গিরিবর॥
কালগিরি হেমকূট মন্দর মৈনাক।
চিত্রগিরি রামগিরি গোবর্দ্ধন-শাখ॥
চিত্রকূট বিন্ধ্য গন্ধমাদন সুবল।
ঋষ্যশৃঙ্গ শতশৃঙ্গ মহেন্দ্র ধবল॥
রৈবতক যত গিরি, গিরি মুনিশিল।
কামগিরি খণ্ডগিরি গিরিরাজ নীল॥
লক্ষ লক্ষ গিরিবর দেবরূপ ধরি।
যক্ষরাজ সহ গেল যজ্ঞ অনুসরি॥
বরুণ চলিল নিজ-অমাত্য-সহিত।
মূর্ত্তিমন্ত সপ্ত সিন্ধু, যতেক সরিৎ॥
গঙ্গা সরস্বতী শোণ দিনকর-সুতা।
চিত্রপালা প্রেতা বৈতরণী পুণ্যযুতা॥
চন্দ্রভাগা গোদাবরী সরযূ লোহিতা।
দেবনদী মহানদী মদাশ্বী সবিতা॥
ভৈরবী ভারবী নদী ভদ্রা বসুমতী।
মেঘবতী ক্ষীরবতী গোমতী সুমতি॥
নর্ম্মদা অজয় ব্রাহ্মী ব্রহ্মপুত্র কংস।
তমুল কমলা-শিবা কোলামুক বংশ॥
গণ্ডকী নর্ম্মদা ফল্গু সিন্ধু করতোয়া।
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী শতনেত্রা জয়া॥
ঝুমঝুমি দামোদর কালিন্দী গিরিপুরী।
সিন্ধুকা কাবেরী ভদ্রা নদী গোদাবরী॥
ইত্যাদি অনেক নদী-নদ সরোবর।
বাপী-হ্রদ-তড়াগাদি ধরি কলেবর॥
যজ্ঞস্থানে গেল সবে বরুণ-সংহতি।
মহিষ-বাহনে চলে প্রেত মহীপতি॥
পিতৃগণ দূতগণ দণ্ড মৃত্যু পাশ।
আইল অমরবৃন্দ যুড়িয়া আকাশ॥
অদ্ভুত দ্বাপর যুগে হৈল যজ্ঞরাজ।
না হইল কভু যাহা অবনীর মাঝ॥
মনু-আদি করি রাজা না যায় লিখন।
যযাতি নহুষ রঘু মান্ধাতা ভুবন॥
দিলীপ সগর ভগীরথ দশরথ।
কৃতবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য ভরত সুরথ॥
ইত্যাদি অনেক হৈল চন্দ্র-সূর্য্যকুলে।
রাজসূয় অশ্বমেধ করিল বহুলে॥
উদ্দেশেতে যেই দেবে করে আরাধন।
কর লৈয়ে আইলেন সেই দেবগণ॥
মহেশ-পার্ব্বতী দোঁহে করেন গমন।
অলক্ষিতে রূপ নাহি দেখে কোন জন॥

দক্ষিণে ত্রিশূল শোভে জটাভার শিরে।
চরণ পরশে দাড়ি, শিঙ্গা বামকরে॥
এইরূপে সদাশিব সবাকারে রাখে।
যত দূর যজ্ঞস্থল, সব ঠাঁই থাকে॥
যত যত জন আসে যজ্ঞের সদনে।
ছায়ারূপে অন্নদা তোষেন সর্ব্বজনে॥
যার যেই বাঞ্ছা, তারে আপনি যোগায়।
যে-দ্রব্য যে ইচ্ছে তাহা সেইক্ষণে পায়॥
অশ্ব-আরোহণে, করে খর-করবাল।
ঊনকোটি দৈত্য ল'য়ে আসে ক্ষেত্রপাল॥
শত কোটি দৈত্য লৈয়ে আসে দৈত্য ময়।
দুই সহোদর আসে বিনতা-তনয়॥
দেব দৈত্য নাগ যক্ষ আসে সর্ব্বজনে।
প্রজাপতি আইলেন হংস-আরোহণে॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া দেখেন চতুর্ম্মুখ।
প্রজাপতিগণ-সহ যজ্ঞের কৌতুক॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দ্রুপদ প্রভৃতি রাজার আগমন

দূতমুখে বার্ত্তা পেয়ে পাঞ্চালাধিকারী।
দুহিতা হইবে মম রাষ্ট্র-পাটেশ্বরী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ড্যাদি হৈয়ে হৃষ্টচিত।
যজ্ঞ-অঙ্গ-দ্রব্য সব সাজায় ত্বরিত॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সেবিকা মনোরমা।
সুধাংশুবদনী পদ্মনয়নী সুশ্যামা॥
অনেক আসিল দাস-দাসী-সমুদায়।
সহস্রেক গাভী নিল স্বর্ণে মণ্ডি কায়॥
যুগল সহস্র বাজী গতি বায়ুসম।
বহু বহু দ্রব্য নিল বাছিয়া উত্তম॥
সর্ব্বরাজ্য দিব, হেন বিচারিল মনে।
সহ দারা চলে রাজা যজ্ঞের সদনে॥
চতুরঙ্গদলে আর প্রজা চারি জাতি।
নানাবাদ্য-শব্দে যায়, কাঁপে বসুমতী॥
ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হৈল পূর্ব্ব দ্বারে।
বেত্র দিয়া ইন্দ্রসেন রাখিল তাহারে॥
রহ রহ ক্ষণেক পাঞ্চাল-অধিকারী।
রাজাজ্ঞা পাইলে দ্বার ছাড়িবারে পারি॥
এক্ষণে আসিবে সহদেব ধনুর্দ্ধর।
তাঁর হাতে বার্ত্তা দিব রাজার গোচর॥
ইন্দ্রসেন-বচনেতে রহে নৃপবর।
হেনকালে আইলেন মাদ্রীর কোঙর॥
দ্রুপদে দেখিয়া গেল রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে জানাইল শিরে দিয়া কর॥
বহু রত্ন আনিল, অনেক দাসী-দাস।
গাভী অশ্ব হস্তী উষ্ট্র, নানাবর্ণ বাস॥
আজ্ঞা পেলে আসি হেথা করে দরশন।
শুনিয়া দিলেন আজ্ঞা ধর্ম্মের নন্দন॥
হস্তী অশ্ব পশু আদি যত রত্ন ধন।
দুর্য্যোধন-ভাণ্ডারীরে কর সমর্পণ॥
দাস-দাসী সমর্পহ দ্রৌপদীর স্থানে।
পুত্র-সহ হেথা ল'য়ে আইস রাজনে॥
যেই মত কহিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব করিল তেমতি॥
সপুত্র ভিতরে গেল পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল কত শত নৃপবর॥
সভাপর্ব্বে রাজসূয়-মহাযজ্ঞ-কথা।
কাশী কহে, শুন সবে, যাবে ভবব্যথা॥

● হিড়িম্বা ও ঘটোৎকচের আগমন

মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বাতনয়।
যজ্ঞের পাইয়া বার্ত্তা সানন্দ-হৃদয়॥
হিড়িম্বক-বনেতে তাহার অধিকার।
তিন লক্ষ রাক্ষস তাহার পরিবার॥

হয় হস্তী রথেতে করিয়া আরোহণ।
যজ্ঞহেতু নানারত্ন করিয়া সাজন॥
নানাবাদ্যে উপনীত যজ্ঞের সদন।
অদ্ভুত রাক্ষসী মায়া করিয়া রচন॥
ধবল-মাতঙ্গ-পৃষ্ঠে করি আরোহণ।
ঐরাবত-পৃষ্ঠে যেন সহস্র-লোচন॥
মাথায় মুকুট মণিরত্নেতে মণ্ডিত।
সারি সারি শ্বেতছত্র শোভে চতুর্ভিত॥
কৃষ্ণ শ্বেত চামর ঢুলায় শত শত।
পার্ব্বতীয় হস্তী অশ্ব, নানাবর্ণ রথ॥
উত্তর দ্বারেতে উপনীত ভীমসুত।
চতুর্দ্দিক্ হুড়াহুড়ি দেখিয়া অদ্ভুত॥
কেহ বলে, ইন্দ্র চন্দ্র কিংবা প্রেতপতি।
অরুণ বরুণ কিবা কোন্ মহামতি॥
কেহ বলে, দেবরাজ এ যদি হইত।
সহস্রলোচন তবে অঙ্গেতে থাকিত॥
কেহ বলে, এই যদি হইত শমন।
গজ না হইয়া হৈত মহিষ-বাহন॥
কেহ বলে, এই যদি হৈত হুতাশন।
তবে সে হইত ছাগ ইহার বাহন॥
বরুণ হইলে হৈত বাহন মকর।
সপ্ত-অশ্ব-রথ হৈত হলে দিবাকর॥
এত বলি লোক সব করিছে বিচার।
গজ হৈতে নামিলেন হিড়িম্বাকুমার॥
প্রবেশ করিতে তারে নিবারে দ্বারেতে।
জিজ্ঞাসিল, কেবা তুমি, এলে কোথা হৈতে॥
পরিচয় দেহ, বার্ত্তা জানাই রাজারে।
রাজাজ্ঞা পাইলে পাবে যাইতে ভিতরে॥
ঘটোৎকচ বলে, আমি ভীমের অঙ্গজ।
হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নাম ঘটোৎকচ॥
এত শুনি অনিরুদ্ধ কৈল সম্ভাষণ।
রহিতে উত্তম স্থান দিল ততক্ষণ॥
সহদেব কহিলেন, গোচরে রাজার।
জননী সহিত এলো হিড়িম্বাকুমার॥
ধর্ম্ম আজ্ঞা করিলেন, আন শীঘ্রগতি।
জননী পাঠাও তাঁর যথায় পার্ষতী॥
যত দ্রব্য আনিয়াছে দেহ দুর্য্যোধনে।
আজ্ঞা পেয়ে সহদেব গেল সেইক্ষণে॥
হিড়িম্বারে পাঠাইল স্ত্রীগণ-ভিতর।
ঘটোৎকচে ল'য়ে গেল রাজার গোচর॥
হিড়িম্বাকে দেখি চমকিত অন্তঃপুরী।
রূপেতে নিন্দিত যত স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
অলঙ্কারে বিভূষিত অনিন্দিত-অঙ্গ।
বিনামেঘে স্থির যেন তড়িৎ-তরঙ্গ॥
কেহ বলে, হবে বুঝি মদন-মোহিনী।
কেহ বলে, হবে বুঝি নগেন্দ্র-নন্দিনী॥
কেহ বলে, হবে বুঝি লক্ষ্মীঠাকুরাণী।
কেহ বলে, হবে বুঝি শচী মহেন্দ্রাণী॥
কেহ বলে, মেঘে ছাড়ি হইয়া মানিনী।
ভূমিতলে আসি দেখা দিলা সৌদামিনী॥
কুন্তীর চরণে গিয়া প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী বসিতে বলিল॥
যথায় দ্রৌপদী ভদ্রা রত্ন-সিংহাসনে।
হিড়িম্বা বসিল গিয়া তার মধ্যস্থানে॥
অহঙ্কারে দ্রৌপদীরে সম্ভাষ না কৈল।
দেখিয়া পার্ষতী দেবী অন্তরে কুপিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার কোন্দল

কৃষ্ণা বলে, নহে দূর খলের প্রকৃতি।
আপনি প্রকাশ হয়, যার যেই রীতি॥
কি আহার, কি আচার, কোথায় শয়ন।
কোথায় থাকিস্ তোর না জানি কারণ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি তোর বিবরণ।
তোর সহোদরে ভীম করিল নিধন॥

ভ্রাতৃবৈরী জনে কেহ না দেখে নয়নে।
কামাতুরা হৈয়ে তুই ভজিলি কেমনে॥
সতত ভ্রমিস্ তুই, যথা লয় মন।
একে কুপ্রকৃতি, তায় নাহিক বারণ॥
স্থানে স্থানে বেড়াস্, ভ্রমরী যেন মধু।
সভামধ্যে বসিলি হইয়া কুলবধূ॥
মর্য্যাদা থাকিতে কেন না যাস্ উঠিয়া।
আপনসদৃশ স্থানে বৈস তুমি গিয়া॥

কুপিল হিড়িম্বা দ্রৌপদীর বাক্যজালে।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কৃষ্ণাপ্রতি বলে॥
অকারণে পাঞ্চালি, করিস্ অহঙ্কার।
পরে নিন্দ, নাহি দেখ ছিদ্র আপনার॥
কুরূপ কুৎসিত লোকে নিন্দে ততক্ষণ।
যতক্ষণে দর্পণেতে না দেখে বদন॥
তোমার জনকে পূর্ব্বে জানে সর্ব্বজনা।
বান্ধিয়া আনিয়া পার্থ করিল লাঞ্ছনা॥
যেই জন করিলেক এত অপমান।
কোন্ লাজে হেন জনে দিল কন্যাদান॥
আমি যে ভজিনু ভীমে, দৈবের নির্ব্বন্ধ।
পশ্চাতে আমার ভাই করিলেক দ্বন্দ্ব॥
সহিতে না পারি মৈল করিয়া সংগ্রাম।
বীরধর্ম্ম করিল লোকেতে অনুপাম॥
শত্রুরে যে ভজে তারে বলি ক্লীব-জন্ম।
সংসারে বিখ্যাত তোর জনকের কর্ম্ম॥
আমার সপত্নী তুমি, আমি না তোমার।
তোর বিবাহের আগে বিবাহ আমার॥
পঞ্চজন কুন্তীঠাকুরাণীর নন্দন।
পঞ্চপুত্রে আছি মোরা বধূ নয়জন॥
হিড়িম্বা দ্রৌপদী দেবকী ও বলধরা।
উলূপী চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা ইহারা॥
করেণুমতী বিজয়া এতেক বনিতা।
এই নয় পাণ্ডবের ভার্য্যা উল্লিখিতা॥
ঐশ্বর্য্য ভুঞ্জহ অর্দ্ধ তুমি স্বতন্তরা।
অষ্টজনে অর্দ্ধমাত্র নাহি দেখি মোরা॥
তথাপি আমারে দেখি অঙ্গ হৈল জরা।
কি-হেতু নিন্দিস্ মোরে বলি স্বতন্তরা॥
পুত্র হিড়িম্বক মোর বনের ঈশ্বর।
পুত্র-গৃহ-বাসে কভু নাহি স্বতন্তর॥
বাল্যকালে কন্যা রক্ষা করয়ে জনকে।
নারীকে যৌবনকালে স্বামী সদা রাখে॥
শেষকালে পুত্রে রাখে শাস্ত্রে হেন নীত।
বিশেষে আমার পুত্র পৃথিবী-পূজিত॥
মাতুলের রাজ্যমধ্যে হইয়া ঈশ্বর।
বাহুবলে শাসিল যতেক নিশাচর॥
সুমেরু-অবধি বৈসে যতেক রাক্ষস।
একেশ্বর মোর পুত্র সবে কৈল বশ॥
রাজসূয়-যজ্ঞবার্ত্তা লোকমুখে শুনি।
যতেক রাক্ষসগণ করে কাণাকাণি॥
রাক্ষসের বৈরী যত পাণ্ডুপুত্রগণ।
চল সবে, যজ্ঞ নষ্ট করিব এখন॥
বকের অমাত্য ভ্রাতা আছে যত জন।
মোর সহোদর হিড়িম্বের বন্ধুগণ॥
এই ত বিচার তারা অনুক্ষণ করে।
এ-সকল বার্ত্তা আসে পুত্রের গোচরে॥
চরমুখে জানিল কুচক্রী যতজন।
যুদ্ধ করি সবাকারে করিল বন্ধন॥

লৌহপাশে বন্দী করি রাখে কারাগারে।
যাবৎ সারিয়া যজ্ঞ না আইসে ঘরে॥
আর যত পৃথিবীতে বৈসে নিশাচর।
সবারে জিনিয়া বলে আনিলেক কর॥
সাক্ষাতে দেখহ কৃষ্ণা, মোর পুত্রপ্রভা।
মোর পুত্রে শোভিতেছে পাণ্ডবের সভা॥

এতেক হিড়িম্বা যদি বলে কটুত্তর।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা কুপিত-অন্তর॥
পুনঃপুনঃ যতেক কহিস্ পুত্রকথা।
পুত্রের করিস্ গর্ব্ব, খাও পুত্রমাথা॥
কর্ণের একাঘ্নী অস্ত্র বজ্রের সমান।
তার ঘাতে তোর পুত্র ত্যজিবে পরাণ॥

পুত্রের শুনিয়া শাপ হিড়িম্বা কুপিল।
ক্রুদ্ধা হয়ে হিড়িম্বা কৃষ্ণারে শাপ দিল॥
নির্দ্দোষে আমার পুত্রে দিলা তুমি শাপ।
তুমিও পুত্রের শোকে পাবে বড় তাপ॥
যুদ্ধ করি মরে ক্ষত্র, যায় স্বর্গবাস।
বিনা যুদ্ধে তোর পঞ্চপুত্র হৈবে নাশ॥
এত বলি ক্রোধ করি হিড়িম্বা চলিল।
আপনি উঠিয়া কুন্তী দোঁহে সান্ত্বাইল॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু প্রায়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস গায়॥

● শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিভীষণের সাক্ষাৎকার

পার্থমুখে বার্ত্তা পেয়ে রাক্ষস-ঈশ্বর।
হরিষেতে লোমাঞ্চিত হৈল কলেবর॥
সেই কথা অনুক্ষণ কহে মুনিগণ।
জন্মিলেন বসুদেব-গৃহে নারায়ণ॥
নিরন্তর চিত্ত ব্যগ্র যাঁরে দেখিবারে।
আপনি ডাকেন তিনি দয়া করি মোরে॥
সর্ব্ব-তত্ত্ব-অন্তর্য্যামী ভকতবৎসল।
অনুগত জনে দেন মনোমত ফল॥
তাঁর অনুগত আমি বুঝিনু কারণ।
করিলেন নিজ ভক্ত বলিয়া স্মরণ॥
এত ভাবি বিভীষণ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
যতেক সুহৃদ্‌গণে বলিল ডাকিয়া॥
শীঘ্রগতি সজ্জ হও নিজ পরিবারে।
আমার সহিত চল কৃষ্ণ ভেটিবারে॥
দিব্য রত্ন আছে যত আমার ভাণ্ডারে।
সব রত্ন ধন লহ, দিব দামোদরে॥
লোচনে দেখিব আজি কমললোচন।
জন্মাবধি-কৃত পাপ হৈবে বিমোচন॥
এত বলি রথে আরোহিল লঙ্কেশ্বর।
সঙ্গেতে চলিল লক্ষ লক্ষ নিশাচর॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য রাক্ষসী-বাজনা।
শত শত শ্বেতছত্র না যায় গণনা॥
দক্ষিণ দ্বারেতে উত্তরিল বিভীষণ।
মিশামিশি হৈল রাক্ষস-নরগণ॥
বিকৃত-আকার সব নিশাচরগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
দুই তিন মুখ কারো মুখ অশ্বপ্রায়।
বক্রদন্ত কূপ যেন নয়নে নাসায়॥
রথ হৈতে ভূমিতে নামিল বিভীষণ।
যজ্ঞস্থান দেখি হৈল বিস্মিত-বদন॥
আদি অন্ত নাহি, লোক চতুর্দ্দিকে বেড়ি।
উচ্চনীচ জলস্থল আছে লোক যুড়ি॥
কোথায় দেখয়ে একপদ নরগণ।
দীর্ঘকর্ণ দেখে কোথা বিবর্ণবদন॥
কোথায় কিরাত-ম্লেচ্ছ বিকৃত-আকার।
কৃষ্ণ-অঙ্গ, তাম্রকেশ, দেখে কত আর॥
কোথায় অমরগণ নানা ক্রীড়া করে।
রাক্ষস দানব দৈত্য অনেক বিহরে॥
সিদ্ধ সাধ্য ঋষি যোগী অনেক ব্রাহ্মণ।
বিবিধ বাহনে কোথা যমদূতগণ॥
কোটি অশ্ব, কোটি হস্তী, কোটি কোটি রথ।
স্থানে স্থানে নৃত্যগীত হয় অবিরত॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে ভাবে মনে-মন।
এ-হেন অদ্ভুত চক্ষে না দেখি কখন॥
যে দেব-দানবে বৈরী আছয়ে সদায়।
হেন দেব-দানবেতে একত্র খেলায়॥
যে ফণী-গরুড়ে কভু নাহি হয় দেখা।
একত্র খেলায় যেন ছিল পূর্ব্বসখা॥
রাক্ষস পাইলে নরে করয়ে ভক্ষণ।
মনুষ্যের আজ্ঞা বহে নিশাচরগণ॥
অদ্ভুত মানিয়া রাজা মুখে দিল হাত।
জানিল এ সব মায়া করেন শ্রীনাথ॥
দুইভিতে দেখে রাজা অনিমেষ-আঁখি।
তিন ভুবনের লোক একঠাঁই দেখি॥

কে কারে আনিয়া দেয়, নাহিক নির্ব্বন্ধ।
আসন-ভোজন-পানে সবার আনন্দ ॥
পরিবার-লোক তার থামাইয়া রথ।
ঠেলাঠেলি পদব্রজে গেল কত পথ ॥
আগু আর গম্য নহে যাইতে কাহারে।
থাকুক অন্যের কাজ পিপীলিকা নারে ॥
কত দূর আছে দ্বার, নাহি চলে দৃষ্টি।
রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি ॥
দুই ভিতে দ্বারিগণ মারিতেছে বাড়ি।
এক দৃষ্টে আছে সবে দুই কর যুড়ি ॥
পথ না পাইয়া দাণ্ডাইল বিভীষণ।
জানিলেন সব অন্তর্য্যামী নারায়ণ ॥
কে আইল, কে খাইল, কেবা নাহি পায়।
প্রতিজনে জিজ্ঞাসা করেন যদুরায় ॥
দূরে থাকি নিরখিল রক্ষঃ-অধিপতি।
দিব্যচক্ষে জানিলেন এই লক্ষ্মীপতি ॥
অষ্টাঙ্গ লুটায়ে স্তুতি করে কর যুড়ে।
বারিধারা নয়নেতে অবিশ্রান্ত পড়ে ॥
দেখিয়া নিকটে তার গিয়া নারায়ণ।
দুই হাতে ধরি দেন প্রীতি-আলিঙ্গন ॥
স্তুতি করে বিভীষণ যুড়ি দুই কর।
আনন্দে চক্ষের জল ঝরে নিরন্তর ॥
নানারত্ন নিবেদিয়া ফেলে ভূমিতলে।
পুনঃ পুনঃ ধরি পড়ে চরণ-কমলে ॥
যতেক আনিল রাজা বিবিধ রতন।
গোবিন্দের আগে ল'য়ে দিল ততক্ষণ ॥
করযোড় করি বলে রাক্ষসের রাজ।
আজ্ঞা কর জগন্নাথ, করিব কি কাজ ॥
গোবিন্দ বলেন, আসিয়াছ যেই কাজে।
মম সঙ্গে চল ভেটিবারে ধর্ম্মরাজে ॥
বিভীষণ বলে, কর্ম্ম সম্পন্ন হইল।
তোমার পদারবিন্দ নয়ন দেখিল ॥
তোমার কোমল-অঙ্গে দৃঢ় আলিঙ্গন।
পিতামহ-বাঞ্ছিত যে, অন্য কোন্ জন ॥
লক্ষ্মীর দুর্লভ মোরে করিলা প্রসাদ।
চিরকাল-বিচ্ছেদের খণ্ডিল বিষাদ ॥
সম্পূর্ণ মানস হৈল, সিদ্ধ হৈল কাজ।
এখন কি করি, আজ্ঞা কর দেবরাজ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাজসূয়-যজ্ঞের বর্ণনা

গোবিন্দ বলেন, যে করিল আবাহন।
যার দূতসঙ্গে পূর্ব্বে পাঠাইলে ধন ॥
যার নিমন্ত্রণে তুমি আসিলে এথায়।
চলহ ভেটাই সেই ঠাকুরে তোমায় ॥
বিভীষণ কহিল, বলিল দূতগণ।
পাণ্ডবের যজ্ঞে অধিষ্ঠিত নারায়ণ ॥
তব দ্রোহী হইব, না দিলে তারে কর।
অন্য কি, তোমার নামে দিব কলেবর ॥
চিরকাল-অদর্শনে আছি অপরাধী।
আপনি ডাকিলা, হেন ঘটাইল বিধি ॥
বিশ্বের ঠাকুর তুমি, মনে হেন জানি।
তোমার ঠাকুর আছে, আমি নাহি মানি ॥
যে হউক, মোর প্রভু তোমা-বিনা নাই।
প্রয়োজন নাই মোর অন্যজন-ঠাঁই ॥
গোবিন্দ বলেন, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
যার দরশনে হয় নিষ্পাপ শরীর ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বগুণধাম।
এ-তিন-ভুবনে আছে খ্যাত যাঁর নাম ॥
প্রতাপে যাঁহারে ইন্দ্র-আদি কর দিল।
কর দিয়া ফণীন্দ্র শরণ আসি নিল ॥
উত্তরে উত্তরকুরু, পূর্ব্বে জলনিধি।
পশ্চিমেতে আমি, দক্ষিণেতে তোমা-আদি ॥
নাহি দিল, না আসিল, নাহি হেনজন।
সাক্ষাতে নয়নে তুমি দেখহ এখন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ কপি ফণী।
মনুষ্য আসিল যত আছয়ে অবনী ॥

অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য গৃহে ভুঞ্জে।
ত্রিশ ত্রিশ দাস সেবে এক এক দ্বিজে॥
ঊর্দ্ধরেতা সহস্র দশেক সদা সেবে।
আছেন যতেক দ্বিজ, কে অন্ত করিবে॥
অবিরাম রন্ধনাদি হয় স্থানে স্থানে।
এক স্থানে লক্ষ লক্ষ ভুঞ্জে বিপ্রগণে॥
এক লক্ষ দ্বিজ যবে করেন ভোজন।
একবার শঙ্খনাদ হয় সে তখন॥
হেনমতে মুহুর্মুহুঃ হয় শঙ্খধ্বনি।
চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-রবে কিছুই না শুনি॥
তিন পদ্ম অযুত মাতঙ্গ দীর্ঘদন্ত।
তিন পদ্মাযুত রথ, তুরঙ্গ অনন্ত॥
লক্ষ নৃপতির পত্তি কে পারে গণিতে।
চারি জাতি যতেক নিবসে পৃথিবীতে॥
অর্দ্ধেক আমান ভুঞ্জে অর্দ্ধেক রন্ধন।
কাহার শকতি তাহা করিবে বর্ণন॥
একজন অসন্তোষ নাহিক ইহাতে।
খাও খাও, লও লও ধ্বনি চারিভিতে॥
মনু-আদি যত হৈল পৃথিবীর পতি।
হেন কর্ম্ম করিবারে না হৈল শকতি॥
যত দূর পর্য্যন্ত নিবসে যত প্রাণী।
হেন জন নাহি, যুধিষ্ঠিরে নাহি জানি॥
স্মরণে সুমতি হয়, নিষ্পাপ দর্শনে।
প্রণামে পরম-গতি আমার সমানে॥
হেন জনে নাহি জানে তোমা-হেন জন।
শীঘ্রগতি চল, লৈয়ে করাব দর্শন॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, কহিলা প্রমাণ।
মম নিবেদন কিছু কর অবধান॥
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুমি সবাকার স্বামী॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্র-পদ তব কটাক্ষেতে হয়।
এ কর্ম্ম অসাধ্য নহে তোমার সহায়॥
মম পূর্ব্ব-বিবরণ জান গদাধর।
তপস্যা করিয়া আমি মাগিলাম বর॥
স্মরিব তোমার নাম, সেবিব তোমারে।
তব পদ-বিনা শির না নোয়াব কারে॥
যথায় লইয়া যাবে, সংহতি যাইব।
কদাচিৎ অন্য জনে মান্য না করিব॥

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দ্বারে বিভীষণের অপমান

এত বলি বিভীষণ চলিল সংহতি।
পশ্চাদ্ভাগে বিভীষণ, আগেতে শ্রীপতি॥
চট চট শব্দেতে চৌদিকে পড়ে ছাট।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া ছাড়ি দিল বাট॥
দ্বারের নিকটে উত্তরিলে নারায়ণে।
পশিতে সাত্যকি নিবারিল বিভীষণে॥
গোবিন্দ বলেন, দ্বারে না রাখ ইহারে।
স্বদেশে যাবেন শীঘ্র ভেটিয়া রাজারে॥
সাত্যকি বলিল, প্রভু, জানহ আপনি।
আজ্ঞা-বিনা যাইতে না পারে বজ্রপাণি॥
হের দেখ জগন্নাথ, দ্বারেতে বারিত।
যত রাজরাজেশ্বর থাকে যাম্য-ভিত॥
মৎস্যদেশ-অধিপতি বিরাট নৃপতি।
শূরসেন দন্তবক্র সুমিত্র প্রভৃতি॥
অগণিত সৈন্য যাঁর ধনে নাহি অন্ত।
কর লৈয়ে দ্বারে আছে মাসেক পর্য্যন্ত॥
শ্রেণিমন্ত সুকুমার নীলধ্বজ রাজা।
একপদ কলিঙ্গ নৈষধ মহাতেজা॥
কিষ্কিন্ধ্যা-ঈশ্বর দেখ, সিন্ধুকূলবাসী।
গোশৃঙ্গ ভ্রমণ আর রুক্মি ঔড্রদেশী॥
ইহা সবাকার সঙ্গে শত পঞ্চ শত।
কোটি কোটি গজ বাজী, কোটি কোটি রথ॥
নানা রত্ন ধন নিজ পরিবার লৈয়ে।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়ে॥
ত্রিশ সহস্র নৃপতি আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে॥

পুরুজিৎ নামে রাজা পাণ্ডব-মাতুল।
রাজ আজ্ঞা পেয়ে তবে লইল নকুল ॥
তার সঙ্গে গেল জনকত নৃপবর।
দেখিয়া বড়ই ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর ॥
মাতুলে রাখিয়া আর যত রাজগণে।
ঢেকা মারি তাড়াইয়া দেন ততক্ষণে ॥
আজ্ঞা-বিনা ছাড়িবারে নারি কদাচন।
আজ্ঞা আনি লৈয়া যাহ রাজা বিভীষণ ॥
এত শুনি ক্রুদ্ধ হৈয়া গেলেন গোবিন্দ।
দুই চক্ষু দেখি যেন রক্ত অরবিন্দ ॥

তথা হৈতে চলি যান সহ লঙ্কাপতি।
পূর্ব্ব দ্বারে উপনীত আপনি শ্রীপতি ॥
মহাবীর ঘটোৎকচ হিড়িম্বা-কুমার।
তিন লক্ষ রাক্ষসেতে রক্ষা করে দ্বার ॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া সবে পথ ছাড়ি দিল।
বেত্র দিয়া বিভীষণে দ্বারে নিবারিল ॥
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র, রাবণের সহোদর ॥
রাজ-দরশন-হেতু যাবেন ত্বরিত।
হেন জনে দ্বারে রাখা না হয় উচিত ॥

ঘটোৎকচ বলে, শুন দেব চক্রপাণি।
আমি কি করিব, তুমি জানহ আপনি ॥
বাইশ সহস্র রাজা আছে এই দ্বারে।
জন কত রাজামাত্র গিয়াছে ভিতরে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব, অনেক এসেছে।
দুই তিন মাস দ্বারে অপেক্ষি র'য়েছে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র দেব, কশ্যপ-কোঙর।
মহা মহা নাগ সঙ্গে শেষ-বিষধর ॥
সহস্র-বদন শোভে নাগ-অধিকারী।
এইখানে ছিল তেঁই দিন দুই-চারি ॥
হের দেখ রাজগণ দাণ্ডাইয়া আছে।
একদৃষ্টে বুকে হস্ত, নাহি চায় পাছে ॥
গিরিব্রজ-পুরপতি-জরাসন্ধসুত।
জয়সেন মহারাজ যুগল অযুত ॥

নব কোটি রথ, নব কোটি মত্ত হাতী।
ষষ্টি কোটি তুরঙ্গম, অসংখ্য পদাতি ॥
নানারত্ন আনিলেন নানা যানে করি।
হস্তিনী গর্দ্দভ উষ্ট্র শকট-উপরি ॥
অহর্নিশি নৌকা বাহে, সংখ্যা নাহি জানি।
যার নৌকা ত্রিশ ক্রোশ ঢাকে গঙ্গাপানি ॥
বিংশতি সহস্র রাজা সংহতি করিয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া ॥
শিশুপাল রাজা দেখ চেদির ঈশ্বর।
যাহার সহিত পঞ্চ শত নৃপবর ॥
তিন কোটি হস্তী সঙ্গে, তিন কোটি রথ।
নয় কোটি আসোয়ার গতি বায়ুবৎ ॥
নানা যান করি নানা রত্ন সঙ্গে লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া ॥
দীর্ঘযজ্ঞ রাজা দেখ অযোধ্যার পতি।
তিন কোটি রথ সঙ্গে, তিন কোটি হাতী ॥
সপ্ত শত নরপতি সংহতি করিয়া।
কর লৈয়ে দ্বারে আছে বারিত হইয়া ॥
কাশীরাজ দেখ এই কাশীর ঈশ্বর।
কোশলের রাজা বৃহদ্বল নৃপবর ॥
সুবাহু সুপার্শ্ব কৌশিকাদি রাজা।
মদ্রসেন চন্দ্রসেন পার্শ্ব মহাতেজা ॥
সুবর্ণ সুমিত্র রাজা সুমুখ শর্ম্মক।
মণিমন্ত দণ্ডধর, নৃপতি বর্ম্মক ॥
পুণ্ডরীক বাসুদেব, জরদ্গব আদি।
করিল মেদিনী ব্যাপ্ত সমুদ্র-অবধি ॥
এ সবার সঙ্গে রাজা শত সপ্তশত।
লিখনে না যায় যত, গজ বাজী রথ ॥
যে দেশে যে রত্ন জন্মে তাহা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছেন দেখ বারিত হইয়া ॥
উপরুদ্ধ অত্যন্ত হয়েন যেই জন।
রাজারে জানায় গিয়া তাঁর বিবরণ ॥
তবে যদি ধর্ম্মরাজ দেন অনুমতি।
যারে আজ্ঞা দেন, সেই জন করে গতি ॥

মুহূর্ত্তেক রহি মাত্র দরশন পায়।
শীঘ্রগতি পুনঃ আনি রাখয়ে হেথায়॥
রাজার শ্বশুর দেব, দ্রুপদ-নৃপতি।
দিনেক রহিল পরিজনের সংহতি॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে তবে ছাড়ে দ্রুপদেরে।
তার সঙ্গে রাজা কত পশিল ভিতরে॥
সেই হেতু পিতা মোর করিলেক ক্রোধ।
শ্বশুরের কিছু না রাখিল উপরোধ॥
বাহির করিয়া যে দিলেন রাজগণে।
দ্বারিগণে বহু ক্রোধ করিয়াছে মনে॥
পূর্ব্বে ইন্দ্রসেন ছিল সেই দ্বারে দ্বারী।
এই দোষে তাহারে দিলেন দূর করি॥
রাখিলেন মোরে দ্বারে অনেক কহিয়া।
আজ্ঞা-বিনা ইন্দ্র এলে না দিবে ছাড়িয়া॥
এই হেতু জগন্নাথ, ভয় লাগে মনে।
আজ্ঞা-বিনা কিরূপেতে ছাড়ি বিভীষণে॥
রহাইয়া আন রাজ-অনুমতি হরি।
জানাতে রাজারে আমি নাহি শক্তি ধরি॥
নকুল আইসে কিংবা অনুজ তাঁহার।
বার্ত্তা জানাইতে এ-দোঁহার অধিকার॥
বুঝিয়া আপনি-কর যে হয় বিচার।
ক্ষণেক থাকহ, নহে যাহ অন্য দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন উত্তর-দুয়ার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক চারিজন রাজার প্রাণদান

বিভীষণে সঙ্গে করি যান গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন ভীম-অনুচর॥
চারিজন নৃপতিরে করিয়া বন্ধন।
কেশে ধরি কোপভরে যায় চারিজন॥
জিজ্ঞাসেন মাধব, তোমরা কোন্ জন।
এ চারি জনেরে কেন করিলে বন্ধন॥
দূতগণ বলে, মোরা ভীমের কিঙ্কর।
দুষ্ট কর্ম্ম কৈল এই চারি নৃপবর॥
শ্বেত আর লোহিত মণ্ডল নরপতি।
অবধানে জগন্নাথ, কর অবগতি॥
এ-দোঁহার দেশ প্রভু, সমুদ্রের তীরে।
পার্থ জিনি কর-সহ আনিল দোঁহারে॥
এখন যাইতেছিল না বলিয়া দেশে।
অর্দ্ধপথ হৈতে মোরা আনি ধরি কেশে॥
হের দেখ জগন্নাথ, এই দুইজনে।
উপহাস কৈল দুই দরিদ্র ব্রাহ্মণে॥
এই হেতু চারিজনে আনিনু বান্ধিয়া।
আজ্ঞা করিলেন ভীম শূলে দিতে নিয়া॥
এত শুনি কৃষ্ণ ফিরাইল চারিজনে।
বৃকোদর কোথা, জিজ্ঞাসেন দূতগণে॥
আগে আগে যায় দূত, পিছে গদাধর।
কতদূরে দেখিলেন, আসে বৃকোদর॥
একলক্ষ রথী-সহ ভ্রমে সর্ব্বস্থল।
সবাকার তত্ত্ব করে ভীম মহাবল॥
ভীমের নিকটে উত্তরিল নারায়ণ।
কহিলেন, মুক্ত করি দেহ চারিজন॥
কর্ম্ম-হেতু এ সবারে কৈলে আবাহন।
অনাদর এখন করহ কি-কারণ॥
কর্ম্ম যদি করিবে হইয়া মহাতেজা।
ক্ষুদ্র লোকে নিমন্ত্রিলে করিবেক পূজা॥
দুষ্ট শিষ্ট আসিয়াছে বহু কর্ম্মস্থলে।
কর্ম্মে বহু বিঘ্ন হয় ক্ষমা না করিলে॥
বৃকোদর বলে, শুন দেবকীনন্দন।
দোষমত শাস্তি যদি না পায় দুর্জ্জন॥
আর সবে ক্রমে ক্রমে সেই পথ লয়।
কহ, ইথে কর্ম্ম পূর্ণ কোন্ মতে হয়॥
দুষ্টে ক্ষমা করিতে না পারি কদাচন।
দুষ্টাচারী নাহি ছাড়ে নিজ দুষ্ট পণ॥

দুষ্টজনে নিজ তেজ যদি না দেখায়।
অবজ্ঞা করয়ে আর কর্ম্ম-ধ্বংস হয়॥
ইহার সহিত পূর্ব্বে পরিচয় কোথা।
তেজ হৈতে যত দেখ আসিয়াছে হেথা॥
সুকর্ম্ম লভয়ে যদি শান্তি-আচরণে।
জতুগৃহ হৈতে মুক্ত হইনু যখনে॥
ভিক্ষা মাগি খাইলাম পঞ্চ-সহোদর।
এমত না মিলে, যাহে পূরয়ে উদর॥
গোবিন্দ কহিলা, সেই শান্তি-আচরণে।
ক্রমে ক্রমে সুকর্ম্ম লভিলে সর্ব্বজনে॥
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
শুন শুন ভীমসেন, আমার বচন॥
তোমার শান্তির শব্দে ত্রৈলোক্য পূরিল।
তেঁই দেখ তিন লোক একত্র মিলিল॥
শান্তি না আচরি' তুমি এ-কর্ম্ম করিলে।
কহ ভীম, যজ্ঞ পূর্ণ হইবে কি ভালে॥
অন্য কর্ম্ম নহে, এই রাজসূয় সত্র।
এক লক্ষ রাজা আসি হ'য়েছে একত্র॥
নাহি জান এর মধ্যে আছে ভাল মন্দ।
একচক্র হৈয়ে যদি সবে করে দ্বন্দ্ব॥
কহ মোরে, তখন কি উপায় করিবে।
প্রমাদ ঘটিবে, আর যজ্ঞ নষ্ট হৈবে॥
পৃথিবীর লোক সব করিলে বিরোধ।
কত কত জনে তুমি করিবা প্রবোধ॥
পাতালে রহিল গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্বন্দ্ব করিবারে তুমি সবে একেশ্বর॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৃকোদর।
তব যোগ্য কথা নহে, দেব দামোদর॥
এক লক্ষ রাজা যে বলিলা নারায়ণ।
প্রত্যক্ষেতে আমি দেখিলাম সর্ব্বজন॥
অজাযূথ লাগে যেন ব্যাঘ্রের নয়নে।
সেইমত রাজগণ লাগে মম মনে॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে হৈলে একদিকে।
কাহারো নাহিক দায়, রৈল মম ভাগে॥
সসৈন্যে আগত এক লক্ষ নৃপবর।
মুহূর্ত্তেকে দলিবারে পারি একেশ্বর॥
মনুষ্য কি গণি, যদি তিন লোক হয়।
একেশ্বর সবারে করিব পরাজয়॥
যার জয় ইচ্ছে দেব, তোমা-হেন জনে।
তারে পরাজয় করে নাহি ত্রিভুবনে॥
গোবিন্দ বলেন, সব সম্ভবে তোমারে।
তোমা-সহ বিরোধ করিতে কেবা পারে॥
ইহা সবাকারে ছাড় আমার বচনে।
এবে দণ্ড কর, যেবা করে দুষ্টগণে॥
এত বলি মুক্ত করি দেন চারিজনে।
তথা হৈতে যান চলি লৈয়ে বিভীষণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

——

● উত্তর দ্বারে বিভীষণের অপমান

যাইতে যাইতে কৃষ্ণ কন বিভীষণে।
বহু রাজা দেখিয়াছ, শুনেছ শ্রবণে॥
এমত সম্পদ্ কি হয়েছে কোনজনে।
আমা-হেন জনে রাখে যার দ্বারিগণে॥
তিন ভুবনের লোক একত্র মিলিল।
ইন্দ্র-আদি করি সবে যাঁরে কর দিল॥
বিভীষণ বলে, দেব, এ নহে অদ্ভুত।
ইহা হৈতে রাজসূয় হ'য়েছে বহুত॥
হরিশ্চন্দ্র মহারাজা এ-যজ্ঞ করিল।
সপ্ত দ্বীপবাসী লোক একত্র হইল॥
আর আর যত রাজা পৃথিবীতে ছিল।
ইন্দ্র-আদি দেব জিনি নানা যজ্ঞ কৈল॥
একমাত্র পাণ্ডবের বাখানি বিশেষ।
আপনি এতেক স্নেহ কর হৃষীকেশ॥
ব্রহ্মা-আদি ধ্যায় প্রভু, তোমা দেখিবারে।
এ বড় আশ্চর্য্য, তুমি ভ্রম দ্বারে দ্বারে॥
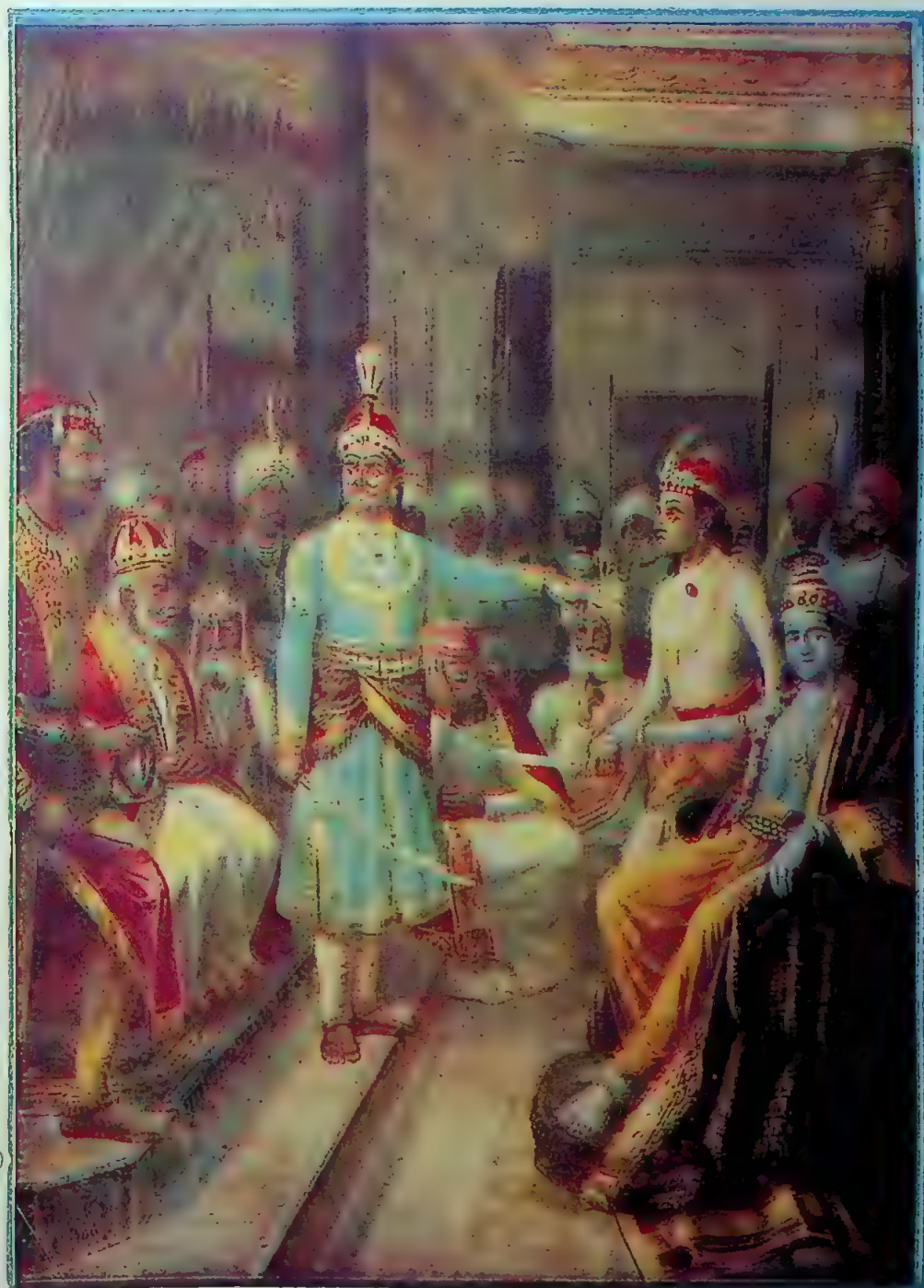
দুষ্ট ভীষ্ম, দুষ্ট কৃষ্ণ, দুষ্ট এ-রাজন।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন॥

পৃষ্ঠা—৩১২

তোমার চরিত্র প্রভু, কি বুঝিতে পারি।
নিমিষে করহ ইন্দ্রে পথের ভিখারী॥
ব্রহ্মপদ তব কাছে কীটের সমান।
যারে যাহা কর, তাহা কে করিবে আন॥
ইন্দ্র-আদি-পদ প্রভু, না করি গণন।
তব পদে ভক্তি যার, সেই মহাজন॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তোমা।
তেঁই দ্বারে দ্বারী রাখে, তারে কর ক্ষমা॥
কি-কারণে জগন্নাথ, এত পর্য্যটন।
দ্বারে দ্বারে ভ্রম প্রভু, কোন্ প্রয়োজন॥
দৈবেতে এ দ্বারিগণ না ছাড়ে আমারে।
মম প্রয়োজন কিছু নাহিক ভিতরে॥
মানস হইল পূর্ণ, সিদ্ধ হৈল কার্য্য।
আজ্ঞা হৈলে মহাপ্রভু, যাই নিজ রাজ্য॥
বিভীষণ-বাক্য শুনি বলে চক্রধর।
কত আর কহিব তোমারে লঙ্কেশ্বর॥
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি, বিচারে পণ্ডিত।
তুমি হেন কথা কহ, না হয় উচিত॥
নিমন্ত্রণ করিল যে, তারে না ভেটিয়া।
যদি যাহ, জিজ্ঞাসিলে কি বলিব গিয়া॥
তব আগমন এবে সবে জ্ঞাত হৈল।
লোকে বলিবেক, সেই কৃষ্ণ ভেটি গেল॥
হেন অপকীর্ত্তি মম চাহ কি-কারণ।
ক্ষণেকে করিয়া যাহ রাজদরশন॥
এইরূপে পথে দোঁহে কথোপকথনে।
উত্তর-দুয়ারে উত্তরিলেন দু'জনে॥
উত্তর-দুয়ারে দ্বারী কামের নন্দন।
গোবিন্দে দেখিয়া আসি করিল বন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাই রাজার গোচর।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব রাক্ষস-ঈশ্বর॥
অনিরুদ্ধ বলে, দেব, রহ মুহূর্ত্তেক।
এখনি মাদ্রীর পুত্র হেথা আসিবেক॥
তাঁর হাতে জানাইব রাজার গোচর।
আজ্ঞা পেয়ে লৈয়ে যাহ রাক্ষস-ঈশ্বর॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি না জান ইঁহারে।
ক্ষণেক উচিত নহে রাখিতে দুয়ারে॥
রাবণের সহোদর লঙ্কা-অধিপতি।
রাক্ষসের রাজা যে ব্রহ্মার হয় নাতি॥
এত শুনি হাসি বলে কামের নন্দন।
কেন হেন কহ দেব, জানিয়া কারণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ দেব, যতেক নৃপতি।
অনেক দিবস হৈল, দ্বারে কৈল স্থিতি॥
প্রাগ্‌দেশ-অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
নব কোটি রথ সঙ্গে, কোটি গজ মত্ত॥
বিংশতি সহস্র রাজা ইহার সংহতি।
ঐরাবতসম যার আরোহণে হাতী॥
নানারত্ন-কর দেখ সঙ্গেতে করিয়া।
বহু দিন দ্বারে আছে বারিত হইয়া॥
বাহ্লীক বৃহন্ত আর সুদেব কুন্তল।
সিংহরাজ সুশর্ম্মা রোহিত বৃহদ্বল॥
কামদেব কামেশ্বর রাজা কামসিন্ধু।
ত্রিগর্ত্ত দরদ-শির মহারাজ সিন্ধু॥
এ-সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
ত্রিশ কোটি মত্ত হস্তী, ত্রিশ কোটি রথ॥
যেই দেশে নাহি শক্তি বিহঙ্গ যাইতে।
সে সকল রাজা দেব, দেখহ সাক্ষাতে॥
নানারত্ন কর লৈয়ে দ্বারে বসি আছে।
বৎসর-অবধি হৈল, কেহ নাহি পুছে॥
পুত্রপৌত্র ব্রহ্মার এসেছে কত জন।
প্রপৌত্র আইল যত, কে করে গণন॥
ইন্দ্র চন্দ্র জলেশ কৃতান্ত দিনকর।
ব্রহ্মঋষি দেবঋষি আইল বিস্তর॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুম্বুরু হাহা হূহূ।
বিশ্বাবসু-আদি-সহ বিদ্যাধর বহু॥
যক্ষরাজ-সহ এল, কত লব নাম।
আসিয়াছে, আসিতেছে, নাহিক বিরাম॥
দুই এক দিন সবে দ্বারেতে রহিল।
পাইয়া রাজার আজ্ঞা সম্ভাষণে গেল॥

বিনা-আজ্ঞা ছাড়ি দিলে দুঃখ পাই পাছে।
রাজদ্রোহী কর্ম্মে দেব, বহু বিঘ্ন আছে॥
দোষগুণ বুঝিতে ভীমের অধিকার।
ভীম ক্রোধ করিলে নাহিক প্রতিকার॥
বুঝিয়া করহ দেব, যে হয় বিচার।
কি শক্তি আমার, আজ্ঞা-বিনা ছাড়ি দ্বার॥
এত শুনি কৃষ্ণ তারে নিন্দিয়া অপার।
ক্রোধ করি চলিলেন পশ্চিম-দুয়ার॥

——

● পশ্চিম দ্বারে বিভীষণের অপমান

গোবিন্দ বলেন, রাজা, দেখ বিদ্যমান।
পৌত্র হৈয়ে নাহি মোরে করিল সম্মান॥
নাহিক উহার দোষ, কর্ম্ম এইরূপে।
ইন্দ্র যম ভয় করে ভীমের প্রতাপে॥
অল্প দোষে দেয় দণ্ড, ক্রোধ নিরন্তর।
শ্রুতিমাত্র দেয় শাস্তি, নাহি পরাপর॥
চলহ, পশ্চিম দ্বারে আছে দুর্য্যোধন।
আমা দেখি কদাচ না করিবে বারণ॥
আর কহি বিভীষণ, না হও বিস্মৃতি।
যখন করিবে দৃষ্টি ধর্ম্ম-নরপতি॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া তুমি প্রণাম করিবে।
নৃপতির আজ্ঞা পেলে তখনি উঠিবে॥
বিভীষণ বলে, প্রভু, নহে কদাচন।
নিবেদন করিয়াছি মম বিবরণ॥
পূর্ব্ব হৈতে তব পদে বিক্রীত শরীর।
তব পদ-বিনা অন্যে না নোয়াব শির॥
এত শুনি গোবিন্দ ভাবেন মনে মনে।
করিয়াছি কুকর্ম্ম আনিয়া বিভীষণে॥
বিভীষণ যদি দণ্ডবৎ না করয়।
সভাতে পাইবে লজ্জা ধর্ম্মের তনয়॥
এত চিন্তি জগন্নাথ করেন বিচার।
ব্রহ্মাদি হইবে নত, এতো কোন্ ছার॥
যজ্ঞারম্ভ কৈল রাজা আমার বচনে।
আমি যজ্ঞেশ্বর বলি জানে সর্ব্বজনে॥
ব্রহ্মা-আদি কৈল যজ্ঞ ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে।
কোন যজ্ঞ নাহি হবে এ-যজ্ঞ-উপরে॥
এত চিন্তি জগন্নাথ সহ-বিভীষণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যান, যথা দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নৃপতির দুই অধিকার।
দ্রব্যের ভাণ্ডারী, আর রক্ষা করে দ্বার॥
অসংখ্য ভাণ্ডার যেন শোভে গিরিবর।
কনক রজত মুক্তা প্রবাল প্রস্তর॥
অমূল্য কীটজ-চীর লোমজ-বসন।
কস্তূরী, দশন-হস্তী, শৃঙ্গী অগণন॥
চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিছে ঘনেঘন।
আষাঢ়-শ্রাবণে যেন হয় বরিষণ॥
দরিদ্র ভিক্ষুক দ্বিজ ভট্ট আদি যত।
বিদুরেরে সম্মত দিতেছে অনুব্রত॥
যত দ্রব্য আসে, তত দিতেছে সকল।
পুনঃ পুনঃ আসে যেন জোয়ারের জল॥
কত জনে কত দেয়, নাহি পরিমাণ।
অদরিদ্রা কৈলা পৃথ্বী দিয়া বহুদান॥
ঊনশত ভাই সহ নিজ পরিবার।
দুর্য্যোধন-দ্বারী রাখে পশ্চিম-দুয়ার॥
গোবিন্দেরে নিরখিয়া বলে দুর্য্যোধন।
কহ, কোন্ হেতু দাণ্ডাইয়া নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন, ইনি লঙ্কার ঈশ্বর।
যাইতে নিবারে কেন তোমার কিঙ্কর॥
দুর্য্যোধন বলে, কৃষ্ণ, নাহি তার দোষ।
আপনি জানহ প্রভু, ভীমের আক্রোশ॥
হের দেখ জগন্নাথ, দ্বারেতে আছয়।
পশ্চিম দিকেতে বৈসে যত রাজচয়॥
শিরসি দেশের রাজা দেখহ রোহিত।
শতসংখ্য রাজা আছে ইহার সহিত॥
পঞ্চ কোটি হস্তী সঙ্গে, দশ কোটি রথ।
যার সৈন্য যুড়িয়াছে দশ ক্রোশ পথ॥

নানা যান করিয়া বিবিধ রত্ন লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া ॥
মালব-ঈশ্বর শিবি পুষ্কর-নৃপতি।
পঞ্চ শত রাজা আছে দোঁহার সংহতি ॥
এক কোটি রথ আর গজ কোটি সাথ।
কত অশ্ব আছে, কেবা করে দৃষ্টিপাত ॥
নানাবর্ণ রত্ন লৈয়ে দুয়ারেতে আছে।
মাস দুই তিন হৈল কেহ নাহি পুছে॥
দ্বারপাল রাজা আর রাজা বৃন্দারক।
প্রতিবিন্ধ্য নরপতি অমরকণ্টক ॥
এ-সবার সঙ্গে রাজা শত পঞ্চ শত।
লিখনে না যায়, তাহা গজ বাজী রথ ॥
চারি জাতি প্রজা এল নানা কর লৈয়া।
দ্বারেতে আছয়ে সব বারিত হইয়া ॥
চিত্রসেন রাজা দেখ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
ত্রিশ কোটি রথ, ত্রিশ কোটি যে কুঞ্জর ॥
নানারত্ন আনিল, নাহিক তার ওর।
এ-সবার পাছে যেন দাণ্ডাইয়া চোর ॥
বাসুদেব-সহ আসে যত যদুবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর যে মাতুল নৃপতির ॥
আজ্ঞা পেয়ে মাদ্রীপুত্র লইল ভিতরে।
তথাপিহ দুই দিন রহিলেন দ্বারে ॥
আসিবা মাত্রেতে লৈয়ে চাহ যাইবার।
আজ্ঞা-বিনা কিরূপে ছাড়য়ে দ্বারী দ্বার ॥
এইক্ষণে আসিবেক মাদ্রীর নন্দন।
ক্ষণমাত্র এথায় বৈসহ নারায়ণ ॥
এত বলি দুর্য্যোধন দিল সিংহাসন।
দুই সিংহাসনে বসিলেন দুই জন ॥

কে বুঝিতে পারে জগন্নাথের চরিত।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মায়ায় মোহিত ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন্ম শুভক্ষণে।
হেন প্রভু বশ কৈল আপনার গুণে ॥
ধন্য রাজা, অশ্বমেধ কৈল শত শত।
ধন্য রাজা, কঠোর তপস্যা কৈল কত ॥
কেহ যজ্ঞব্রত করে বৈভব-কারণ।
ইন্দ্রপদ বাঞ্ছে কেহ, কুবেরের ধন ॥
তিনলোক-মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্নেরে বাখানি।
কত ইন্দ্রপদ যার কর্ম্মের নিছনি ॥
যাহার যশের গুণে পূরিল সংসার।
ক্ষিতিমধ্যে খণ্ডাইল যম-অধিকার ॥
যাবৎ ব্রহ্মাণ্ড, আর যাবৎ ধরণী।
করিল অদ্ভুত কীর্ত্তি নিস্তারিতে প্রাণী ॥
গোহত্যা-স্ত্রীহত্যা-আদি করে যে নারকী।
অবহেলে স্বর্গে যায় কৃষ্ণমুখ দেখি ॥
জন্মে জন্মে কাশী-আদি নানাতীর্থ সেবা।
তপক্লেশ যজ্ঞব্রত সদা করে যেবা ॥
পঞ্চ-মহাপাতকী শ্রীমুখ যদি দেখে।
সে কোটি কল্পের পাপ শরীরে না থাকে ॥
জগন্নাথ-মুখপদ্ম যে করে দর্শন।
জগন্নাথ-নাম যেবা করয়ে স্মরণ ॥
পৃথিবীর মধ্যে তাঁর সফল জীবন।
কাশীরাম প্রণময় তাঁহার চরণ ॥

● শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনে সর্ব্বলোকের মূর্চ্ছা

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল।
কহ, শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
বিভীষণসহ বসিলেন নারায়ণ ॥
পরিশ্রম হ'য়েছিল পদব্রজে চলি।
চতুর্দ্দিকে বিশেষ লোকের ঠেলাঠেলি ॥
চৌদিকে অযুত ক্রোশ সভা-পরিসর।
ভ্রমিয়া দোঁহার শ্রান্ত হৈল কলেবর ॥
সিংহাসন-উপরে বসিল দুই জন।
হেনকালে উপনীত মাদ্রীর নন্দন ॥
গোবিন্দে দেখিয়া বীর কৈল নমস্কার।
তারে ডাকি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসেন সমাচার ॥

দুই তিন দিন নাহি রাজ-সম্ভাষণ।
কহ দেখি সহদেব, সব বিবরণ॥
সহদেব বলে, শুন দেব দামোদর।
তুমি গেলে আসিলেন যতেক অমর॥
সকলের হইয়াছে রাজ-দরশন।
তব পদ দেখিবারে আছে সর্ব্বজন॥
দেববৃন্দ লইয়া আছয়ে দেবরাজ।
তুমি গেলে ভেটিবেক দেবের সমাজ॥
এত শুনি উঠিলেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন।
তাঁহার সহিত গেল নিকষা-নন্দন॥
সভামধ্যে প্রবেশেন দেব-নারায়ণ।
গোবিন্দেরে নিরখিয়া উঠে সর্ব্বজন॥
মণ্ডলী করিয়া ছিল বেদীর উপরে।
কৃষ্ণে দৃষ্টিমাত্র সবে পড়ে ভূমি'পরে॥
কত দূরে পড়ি গেল করি কৃতাঞ্জলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব আর অপ্সর কিন্নর।
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি রক্ষ খগবর॥
একজন বিনা আর যে ছিল তথায়।
কত দূরে পড়ে সবে হৈয়া নম্রকায়॥
শতেক সোপান পর ধর্ম্মের নন্দন।
পঞ্চাশৎ সোপানে উঠেন নারায়ণ॥
বিশ্বরূপ প্রকাশেন দেব জনার্দ্দন।
যে-রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হৈল পদ্মাসন॥
সহস্র মস্তকে শোভে সহস্র নয়ন।
সহস্র-মুকুট-মণি কিরীট-ভূষণ॥
সহস্র শ্রবণে শোভে সহস্র কুণ্ডল।
সহস্র নয়নে রবি সহস্রমণ্ডল॥
বিবিধ আয়ুধ শোভে সহস্রেক করে।
সহস্র চরণে শোভে শত শশধরে॥
সহস্র সহস্র যেন সূর্য্যের উদয়।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভমণি-শোভিতহৃদয়॥
গলে দোলে আজানুলম্বিত বনমালা।
পীতাম্বর শোভে, যেন মেঘেতে চপলা॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আর শার্ঙ্গধনু।
নানাবর্ণ মণিময় বিভূষিত তনু॥
সহস্র স্বয়ম্ভু শম্ভু আছে করযোড়ে।
কত কত মুখে তারা স্তুতি-বাণী পড়ে॥
সহস্র সহস্র চক্ষু বুকে দিয়া হাত।
সহস্র সহস্র অংশু করে প্রণিপাত॥
বিশ্বপতি-বিশ্বরূপ দেখে দেবগণ।
চকিত হইয়া সবে হৈল অচেতন॥
অন্তরীক্ষে থাকি ধাতা বিশ্বরূপ দেখি।
নিমিষে চাহিয়া মুদিলেন অষ্ট আঁখি॥
অজ্ঞান হইয়া ধাতা আপনা পাসরে।
করযোড় করি শেষে পড়ে কত দূরে॥
লুকায়ে ছিলেন শিব যোগিরূপ হৈয়া।
চরণে পড়িল বিশ্বরূপ নিরখিয়া॥
ইন্দ্র যম কুবের বরুণ হুতাশন।
চন্দ্র সূর্য্য খগ নাগ গ্রহরাশিগণ॥
যেই যথা ছিল, সব পড়ে ধরা 'পরি।
অচেতন হৈয়ে সবে যায় গড়াগড়ি॥
সকলে পড়িল যদি করি প্রণিপাত।
যুধিষ্ঠিরে চাহি কন দেব জগন্নাথ॥
করযোড় করি বলে দেব ভগবান্।
পূর্ব্বভিতে মহারাজ, কর অবধান॥
কমণ্ডলু জপমালা যায় গড়াগড়ি।
পড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ অষ্টভুজ যুড়ি॥
তাঁহার পশ্চাতে দেখ প্রজাপতিগণ।
কর্দ্দম-কশ্যপ-দক্ষ-আদি যত জন॥
ব্রহ্মার দক্ষিণে দেখ যোগী মহাবেশ।
ত্রিলোচন পঞ্চানন প্রণমে মহেশ॥
কার্ত্তিক গণেশ দেখ তাহার পশ্চাৎ।
তব গুণে নমস্কারে, ধন্য তুমি তাত॥
সহস্র নয়নে বহে ধারা অগণন।
হের দেখ, প্রণমিছে সহস্রলোচন॥
দ্বাদশ-আদিত্য আর দেব শশধর।
কুজ বুধ আর গুরু শুক্র শনৈশ্চর॥

রাহু কেতু অগ্নি বায়ু বসু অষ্ট জন।
মেঘ বার তিথি যোগ ঋষি যক্ষগণ ॥
দেব-ঋষি ব্রহ্ম-ঋষি রাজ-ঋষিগণে।
প্রণাম করিছে সবে তোমার চরণে ॥
যাম্যভিতে মহারাজ কর অবগতি।
প্রণাম করিছে পড়ি মৃত্যু-অধিপতি ॥
পশ্চিমেতে অবধান কর নৃপবর।
করযোড়ে পড়িয়াছে জলের ঈশ্বর ॥
সিন্ধুগণসহ দেখ যত নদ-নদী।
যতেক দানব দৈত্য অমর-বিবাদী ॥
হের দেখ মহারাজ, সহস্র সোদর।
সহস্র মস্তক ধরে শেষ-বিষধর ॥
প্রণাম করিছে তোমা ভূমিতলে পড়ি।
সহস্র মস্তকে ধূলি, যায় গড়াগড়ি ॥
উত্তরেতে মহারাজ, কর অবধান।
প্রণাম করিছে তোমা যক্ষের প্রধান ॥
ধবল গন্ধর্ব্ব অশ্ব দিয়া চারিশত।
হের দেখ প্রণমিছে অই চিত্ররথ ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ অপ্সরা অপ্সর।
গড়াগড়ি যায় দেখ ভূমির উপর ॥
তার বামভাগে দেখ রাক্ষসের শ্রেষ্ঠ।
শ্রীরামের মিত্র হয়, রাবণ-কনিষ্ঠ ॥
হের অবধান কর কুন্তীর কোঙর।
দুই সহোদরে দেখ খগের ঈশ্বর ॥
ভীষ্ম দ্রোণ দেখ ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
উগ্রসেন যজ্ঞসেন শল্য মদ্রনাথ ॥
বসুদেব-বাসুদেব-আদি যত জন।
তব পদে প্রণাম করিছে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীতে নাহি রাজা, তোমার তুলনা।
কে করিতে পারে তব গুণের বর্ণনা ॥
ব্রহ্মাণ্ড পূরিল রাজা, তব কীর্ত্তি-যশ।
তব গুণে মহারাজ, হইলাম বশ ॥
 কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভয়েতে আকুল হৈয়ে কম্পিত-শরীর ॥
নয়ন-যুগলে পড়ে চারিধারা নীর।
মুহুর্মুহু অচেতন হয় কুরুবীর ॥
সধৈর্য্যে বলেন রাজা গদগদ-বচন।
অকিঞ্চন জনে প্রভু, এত কি-কারণ ॥
তোমার চরণে মম অসংখ্য প্রণাম।
অবধানে নিবেদন শুন ঘনশ্যাম ॥
তড়িৎ-জড়িত পীত কৌষবাস সাজে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বিভূষিত অঙ্গ মাঝে ॥
শ্রবণে পরশে চক্ষু পুণ্ডরীকপাত।
বিষ্ণু বিশ্বরূপ প্রভু, সর্ব্বলোক-নাথ ॥
সংসারে আছেন যত পুণ্য-আত্মা জন।
সতত বন্দয়ে প্রভু, তোমার চরণ ॥
তব পদ সবাকার বন্দিবারে আশা।
আকাঙ্ক্ষায় মাগিবারে না করি ভরসা ॥
যদি বর দিবা এই করি নিবেদন।
অনুক্ষণ বন্দি যেন তোমার চরণ ॥
এ সব অনিত্য, যেন বাদিয়ার বাজি।
তোমার বিষম মায়া কিবা শক্তি বুঝি ॥
 গোবিন্দ বলেন, রাজা, সর্ব্বক্ষম তুমি।
ভক্তিমূল্যে তোমাতে বিক্রীত আছি আমি ॥
আমার নিয়মে বর্ত্তে, আমাতে ভকত।
বলি যে তাহাতে আমি করি এইমত ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবরাজ সম নহে তার।
প্রত্যক্ষ দেখহ যত চরণে তোমার ॥
তব তুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে।
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে ॥
এত বলি জগন্নাথ পড়িয়া ধরণী।
করপুটে কহিলেন কত স্তুতিবাণী ॥
মোহিলেন মায়াবশে পুনঃ নারায়ণ।
যতেক দেখিল সবে হৈল পাসরণ ॥
মাতুল-নন্দন হেন দেখিয়া অচ্যুতে।
সহদেবে কৈল আজ্ঞা, বলহ উঠিতে ॥
সহদেব ডাকি বলে, উঠ নারায়ণ।
আজ্ঞা হৈল, নিবেদন কর প্রয়োজন ॥

আজ্ঞা পেয়ে গোবিন্দ উঠেন ততক্ষণ।
বুকে হাত দিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
বহু দিন হৈল আছে দেব-খগপতি।
আজ্ঞা হৈলে যায় সবে আপন-বসতি ॥
ভারতমণ্ডলে বৈসে যত নরপতি।
বহুদিন হৈল সবে দ্বারে করে স্থিতি ॥
বিদায় হইয়া গেল যত দেবগণ।
রাজগণ আসি তবে করিবে দর্শন ॥
ইতিমধ্যে ত্বরায় যাউক নিজ দেশ।
বিদায় করহ শীঘ্র নাগরাজ শেষ ॥
যজ্ঞস্থানে নাগরাজ আছে সাত দিন।
সপ্ত দিন হৈল, সখা অন্ন-জল-হীন ॥
বুঝিয়া সুঝিয়া নাগ কৈল অবিচার।
সখার উপরে দিল ধরণীর ভার ॥
এতেক কহেন যদি দেব যদুপতি।
লজ্জায় মলিনমুখ শেষ অধিপতি ॥
তবে অনুমতি কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যার যেই ভাগ লৈয়ে করিল গমন ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
রাজসূয়-যজ্ঞকথা অদ্ভুত-চরিত্র ॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাঁহার শ্রবণে হয় পাপের সংহার ॥

● যজ্ঞ-সভায় রাজগণের প্রবেশ

ধর্ম্মরাজ আজ্ঞা তবে কৈল ততক্ষণ।
চারি দ্বারে আছয়ে যতেক রাজগণ ॥
সভামধ্যে সবাকারে আইস লইয়া।
যত রত্ন ভাণ্ডারেতে সব সমর্পিয়া ॥
আজ্ঞামাত্র আইলেন যত রাজগণ।
ধর্ম্মরাজে প্রণমিয়া রহে সর্ব্বজন ॥
বসিবারে আজ্ঞা কৈল ধর্ম্মের নন্দন।
যথাযোগ্য স্থানে তবে বসে সর্ব্বজন ॥
পৃথিবীর রাজগণ বসিল যখন।
ইন্দ্রসভা হৈতে শোভা হইল তখন ॥
নারদ দেখিয়া সভা হৃদয়ে ভাবিয়া।
কহিলেন ব্যাসদেবে একান্তে বসিয়া ॥
যতেক দেখহ বসিয়াছে রাজগণ।
নিজে নিজে যুদ্ধ করি হইবে নিধন ॥
অল্পদিনে খণ্ডিবেক পৃথিবীর ভার।
পরস্পর মারি সব হইবে সংহার ॥
নারদের মুখে এত শুনিয়া বচন।
বিস্ময় মানিয়া চিত্তে চিন্তে তপোধন ॥
হইবে অদ্ভুত হেন বিচারিল মনে।
দুই জন বিনা না জানিল অন্য জনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● শিশুপালের কৃষ্ণনিন্দা

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সুধারস রাজসূয়-যজ্ঞের কথন ॥
যুধিষ্ঠির সমাপন করিলেন যাগ।
তুষ্ট করিলেন দিয়া যার যেই ভাগ ॥
সাক্ষাতে লইল পূজা দেব পিতৃ-ভূপে।
ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দিতে কহিলেন কৃপে ॥
ব্রাহ্মণেরে দিতে কৃপাচার্য্য কৃপাবান্।
যতেক দক্ষিণা দিল নাহি পরিমাণ ॥
যে-রাজ্য হইতে এল যত দ্বিজগণ।
সে-রাজ্যের রাজা এনেছিল যত ধন ॥
তাহার দ্বিগুণ করি দক্ষিণা যে দিল।
আনন্দেতে দ্বিজগণ দেশেতে চলিল ॥
এক দ্বিজ দুই চারি লইয়া রাখাল।
দেশে চালাইয়ে দিল গাভী-বৎসপাল ॥
কেহ অশ্ব-গজ-পৃষ্ঠে কেহ চড়ি রথে।
রত্নের শকট পূরি ল'য়ে চলে সাথে ॥

দক্ষিণা পাইয়া দ্বিজগণ গেল দেশে।
গঙ্গাপুত্র বলিছেন ধর্ম্মপুত্র-পাশে ॥
বহুদূর হইতে আইল রাজগণে।
বৎসর হইল পূর্ণ তোমার ভবনে ॥
সবাকারে পূজা কর বিবিধ বিধানে।
যজ্ঞ পূর্ণ হৈল, সবে যাউক ভবনে ॥
যথাযোগ্য জানি রাজা, পূজ ক্রমে ক্রমে।
শ্রেষ্ঠজন জানি আগে পূজহ প্রথমে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভীষ্মের বচন।
ভাল বলি সহদেবে করেন স্মরণ ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব তখনি আইল।
অর্ঘ্যপাত্র করে লৈয়ে সম্মুখে দাঁড়াল ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন, কহ পিতামহ।
কাহাকে পূজিব আগে, শ্রেষ্ঠ কেবা কহ ॥
ভীষ্ম বলে, বৃষ্ণিবংশে বিষ্ণু-অবতার।
উদ্দেশে মহেন্দ্র-আদি পূজা করে যাঁর ॥
সর্ব্ব-অগ্রে অর্ঘ্য দেহ চরণে তাঁহার।
যিনি তুষ্ট হৈলে তুষ্ট সকল সংসার ॥
ভকতবৎসল সেই কৃপা-অবতার।
তাঁর অগ্রে অর্ঘ্য পায়, হেন নাহি আর ॥
তবে অর্ঘ্য দেহ বীর, রাজগণ-শিরে।
এত শুনি আনন্দিত সহদেব-বীরে ॥
অর্ঘ্য দিয়া গোবিন্দচরণ-পূজা করে।
হৃষ্টচিত্ত হৈয়ে কৃষ্ণ লইলেন করে ॥
কৃষ্ণে পূজি আনন্দিত পাণ্ডুপুত্রগণ।
সহিতে নারিল দমঘোষের নন্দন ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
ভীষ্ম-আদি সবাকারে ক্রোধে পাড়ে গালি ॥
রাজসূয়-যজ্ঞ-পূর্ণ কৈল কুরুবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের পূজা চেদির ঈশ্বর ॥
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ, বলে বার বার।
ওহে ভীষ্ম, এ তোমার কিমত বিচার ॥
সভাতে আছেন রাজা, রাজার কুমার।
পৃথিবীর যত রাজা দ্বারেতে তোমার ॥
এ-সব থাকিতে পূজ বৃষ্ণি-কুলোদ্ভব।
সহজে বালক-বুদ্ধি, কি জানে পাণ্ডব ॥
রাজসূয়-যজ্ঞে আগে পূজিবেক রাজা।
কোন্ রাজপুত্র কৃষ্ণ, তারে কৈলা পূজা ॥
কোন্ রূপে পূজাযোগ্য হয় দামোদর।
কহ শুনি, ওহে ভীষ্ম, সভার ভিতর ॥
বড় দেখি পূজা যদি চাহ করিবারে।
দ্রুপদেরে ছাড়ি কেন পূজহ ইহারে ॥
বিশেষ আছেন বসুদেব মহামতি।
পিতা স্থিতে পুত্রে পূজা, কহ কোন্ রীতি ॥
যদি বা পূজিবে ইথে আচার্য্যের ক্রমে।
দ্রোণে ত্যজি কৃষ্ণে কেন পূজিলে প্রথমে ॥
যদ্যপি বলিয়া ঋষি পূজিবে রাজন্।
গোপালে পূজহ কেন ত্যজি দ্বৈপায়ন ॥
রাজক্রমে পূজিবারে চাহ নরবর।
দুর্য্যোধনে ত্যজি কেন পূজ দামোদর ॥
যোদ্ধাগণ পূজিবারে যদি ছিল মন।
কর্ণবীরে ছাড়ি কেন পূজ নারায়ণ ॥
ভার্গবের প্রিয়শিষ্য কর্ণ মহাবীর।
ভুজবলে শাসিল নৃপতি পৃথিবীর ॥
অশ্বথামা কৃপসেন ভীষ্মক-নৃপতি।
আমা-আদি করি রাজা আছে মহামতি ॥
গণিলে কাহার মধ্যে এই গোপালেরে।
কি বুঝিয়া অর্ঘ্য দিলে সভার ভিতরে ॥
প্রিয়বন্ধু বলি যদি কৃষ্ণে কৈলে পূজা।
তবে কেন নিমন্ত্রি আনিলে সর্ব্ব রাজা ॥
ক্ষত্রিয়-মধ্যেতে এই পৃথিবী-ভিতরে।
এমন অমান্য কেহ কভু নাহি করে ॥
অর্থগর্ব্বে ভুজগর্ব্বে কৈলে হেন বাসি।
ভয়ে কিবা লোভে মোরা হেথা নাহি আসি ॥
ধর্ম্মবাঞ্ছা করিয়াছে ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম কার্য্য-হেতু সবে কৈল আগমন ॥
নিমন্ত্রিয়া আনি শেষে কর অপমান।
আজি হৈতে ধর্ম্ম তোর হৈল সমাধান ॥

হে গোপাল, তব মুখে নাহি দেখি লাজ।
কেমনে লইলে অর্ঘ্য এ-সবার মাঝ ॥
শুনী যেন হবি খায় পাইয়া নির্জ্জনে।
কোন্ তেজে অমান্য করিলে রাজগণে ॥
এ-সভায় তব পূজা হৈল বড় শোভা।
নপুংসক-জনের হইল যেন বিভা ॥
অন্ধস্থানে অন্ধ যেন জিজ্ঞাসয়ে পথ।
সভামাঝে তব পূজা হৈল সেইমত ॥
দুষ্ট ভীষ্ম, দুষ্ট কৃষ্ণ, দুষ্ট এ রাজন্।
দুষ্টের সভায় নাহি রহি কদাচন ॥
যেই ছার সভায় সুজনে অপমান।
ক্ষণমাত্র তথায় না রহে জ্ঞানবান্ ॥
এত বলি উঠিয়া চলিল শিশুপাল।
সঙ্গেতে চলিল দুষ্ট কতেক ভূপাল ॥
অখিলব্রহ্মাণ্ড-পতি যেই বনমালী।
কাশী বলে, শিশুপাল, তাঁরে দাও গালি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● শিশুপালের প্রতি যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের বাক্য

শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠির ত্যজি সিংহাসন।
শিশুপাল-প্রতি কহে মধুর-বচন ॥
এ-কর্ম্ম তোমার যোগ্য নহে চেদীশ্বর।
যজ্ঞ হৈতে ল'য়ে যাও সব নৃপবর ॥
কি-কারণে নিন্দা কর গঙ্গার নন্দনে।
আপনি দেখহ বড়-বড় রাজগণে ॥
কৃষ্ণের পূজায় কারো নাহি অপমান।
মুনিগণ আদি সবে সানন্দ বিধান ॥
পিতামহ জানেন যে গোবিন্দের তত্ত্ব।
প্রথমে পূজিয়া তাঁরে রাখেন মহত্ত্ব ॥
ভীষ্ম বলিছেন, শুন ধর্ম্ম-গুণাধার।
শাস্তিযোগ্য নহে দমঘোষের কুমার ॥
কৃষ্ণপূজা করিবারে নিন্দে যেই জন।
সে জনারে মান্য না করিও কদাচন ॥
দুষ্টবুদ্ধি শিশুপাল অল্প তার জ্ঞান।
রাজগণমধ্যে দেখি পশুর সমান ॥
পূজা করে কৃষ্ণপদ ত্রৈলোক্য-অবধি।
আমি কিসে গণ্য, যাঁরে পূজা করে বিধি ॥
বহু বহু জ্ঞান-বৃদ্ধ লোকমুখে শুনি।
কৃষ্ণের মহিমা নাহি জানে পদ্মযোনি ॥
জন্ম হৈতে ইঁহার মহিমা অগোচর।
আমি কি বলিব, সব খ্যাত চরাচর ॥
পূর্ব্বে সাধুজনে সবে করিয়াছে পূজা।
পৃথিবীর রাজমধ্যে শ্রেষ্ঠ এই রাজা ॥
বিপ্রমধ্যে পূজা পায় জ্ঞান-বৃদ্ধগণ।
ক্ষত্রমধ্যে বলবান্ করি যে পূজন ॥
বৈশ্যমধ্যে পূজা আগে বহু ধান্য-ধনে।
শূদ্রমধ্যে পূজা পায় বয়োধিক জনে ॥
যত ক্ষত্রগণ আছে সভার ভিতরে।
কোন্ জন জ্ঞাত নহে দেব-দামোদরে ॥
কোন্ রূপে ন্যূন কৃষ্ণ এ-সভার মাঝ।
কুলে-বলে কৃষ্ণ-তুল্য আছে কোন্ রাজ ॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি-সম্পদেতে।
সংসারের যত গুণ আছয়ে কৃষ্ণেতে ॥
সংসারের যত কর্ম্ম যে-জন করয়।
গোবিন্দেরে সমর্পিলে সর্ব্ব সিদ্ধ হয় ॥
অব্যক্ত অচিন্ত্য কৃষ্ণ আদি সনাতন।
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে আছে যেই জন ॥
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মরুত।
সংসারে যতেক সব কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত ॥
অল্পবুদ্ধি শিশুপাল কিছু নাহি জানে।
কৃষ্ণপূজা নিন্দা করে তাহার কারণে ॥
এতেক বলেন যদি গঙ্গার নন্দন।
সহদেব বলিতে লাগিল ততক্ষণ ॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যেই নারায়ণ।
হেন প্রভু পূজিবারে নিন্দে যেই জন ॥

তাহার মস্তকে আমি বামপদ দিয়া।
এ-সবার মধ্যে তেঁই বলিব ডাকিয়া ॥
রাজচর্য্যা বুদ্ধিবলে অধিক কে আছে।
কৃষ্ণ হৈতে এ-সবার মধ্যে আগে পাছে ॥

———

শিশুপাল কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের নিন্দা

এতেক বলিল যদি মাদ্রীর নন্দন।
ঘৃত দিলে প্রজ্বলিত যেন হুতাশন ॥
শিশুপাল-আদি যত দুষ্ট নৃপগণ।
ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া উঠিল ততক্ষণ ॥
যজ্ঞ নাশ কর, আর মারহ পাণ্ডব।
বৃষ্ণিবংশ মার, আর মারহ মাধব ॥
এত বলি রাজগণ মহা কোলাহলে।
প্রলয়-সময়ে যেন সমুদ্র উথলে ॥
রাজগণ-আড়ম্বর দেখি ধর্ম্মরায়।
ভীষ্মেরে বলেন, কহ ইহার উপায় ॥
নৃপতি-সমুদ্র এই ক্রোধে উথলিল।
না দেখি কুশল মম, অনর্থ ঘটিল ॥
ইহার বিধান আজ্ঞা কর মহাশয়।
রাজগণ রক্ষা পায়, যজ্ঞ পূর্ণ হয় ॥
ভীষ্ম বলিলেন, রাজা, না করিহ ভয়।
প্রথমে কহেছি আমি ইহার উপায় ॥
গোবিন্দেরে আরাধনা করে যেই জনে।
তাহার কাহারে ভয় এ তিন ভুবনে ॥
এই সব ক্রুদ্ধ যত দেখহ রাজন্।
ইথে সিংহ প্রায় দেখি দেবকীনন্দন ॥
যতক্ষণ সিংহ নিদ্রা হৈতে নাহি উঠে।
গর্জ্জয়ে কুক্কুরগণ তাহার নিকটে ॥
যতক্ষণ গোবিন্দ না করে অবধান।
ততক্ষণ গর্জ্জিবেক এ-সব অজ্ঞান ॥
শিশুপালপক্ষ হৈয়া গর্জ্জে যত জন।
তাহারা যাইবে শীঘ্র শমন-সদন ॥
অগ্নি দেখি পতঙ্গ বিক্রম যত করে।
ক্ষণমাত্রে ভস্ম হয় পরশি অগ্নিরে ॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি যাঁহার স্বভাব।
মূঢ় শিশুপাল কিছু না জানে সে-ভাব ॥
ভীষ্মের বচন শুনি দমঘোষ-সুত।
কটুবাক্যে নিন্দা করি বলিল বহুত ॥
বৃদ্ধ হৈলি, নাহি লজ্জা ওরে কুলাঙ্গার।
প্রাণভয়-বিভীষিকা দেখাও সবার ॥
বৃদ্ধ হৈলে প্রায় লোক মতিচ্ছন্ন হয়।
ধর্ম্মচ্যুত কথা তেঁই কহ দুরাশয় ॥
কুরুগণমধ্যে তোমা দেখি এইমত।
অন্ধ যেন অন্ধস্থানে জিজ্ঞাসয়ে পথ ॥
কৃষ্ণের বড়াই নাহি কর বহুতর।
তাহার মহিমা যত, কার অগোচর ॥
তার আগে কহ, নাহি জানে যেই জন।
স্ত্রীলোক পূতনা দুষ্ট করিল নিধন ॥
কাষ্ঠের শকটখান দিল ফেলাইয়া।
পুরাতন দুই বৃক্ষ ফেলিল ভাঙ্গিয়া ॥
বৃষ-অশ্ব মারিয়া হইল অহঙ্কার।
ইন্দ্রজাল করি কংসে করিল সংহার ॥
সপ্ত দিন গোবর্দ্ধন ধরিল বোলয়।
এ-সব তোমার চিত্তে, মোর চিত্তে নয় ॥
বল্মীকের ছত্রপ্রায় লাগে মোর মনে।
বড় বলি কহে যত মূঢ় গোপগণে ॥
সাধুজনসঙ্গে তোর নাহিক মিলন।
শুন আমি কহি, যে কহিল সাধুজন ॥
স্ত্রীজাতি গো দ্বিজ আর অন্ন খাই যার।
এত জনে কদাচিত না করি প্রহার ॥
স্ত্রীলোক পূতনা মারে, বৃষ মারে গোঠে।
কংসেরে মারিল, যার অর্দ্ধ অন্ন পেটে ॥
শ্রীগোবিন্দ নারীঘাতী পাপী দুরাচার।
হেন জনে কর স্তুতি আরে কুলাঙ্গার ॥
তোর কর্ম্মে পাণ্ডবের হৈবে বড় তাপ।
ধর্ম্মচ্যুত হৈলি তুই দুষ্টমতি পাপ ॥

আপনারে ধর্ম্মজ্ঞ বলিস্ লোকমাঝ।
ইহার যতেক কর্ম্ম শুন সর্ব্বরাজ॥
কাশীরাজ-কন্যা অম্বা শাল্বে বরেছিল।
এই দুষ্ট গিয়া তারে হরিয়া আনিল॥
বার্ত্তা জানি পুনঃ তারে করিল বর্জ্জন।
শাল্বরাজ শুনি তারে না কৈল গ্রহণ॥
তবে কন্যা প্রবেশিল অনল-ভিতরে।
স্ত্রী বধিয়া মহাপাপী খ্যাত চরাচরে॥
আরে ভীষ্ম, তোর ভাই স্বধর্ম্মেতে ছিল।
সুপথে বিচিত্রবীর্য্য জন্ম গোয়াইল॥
সে মরিল, নিজ ভার্য্যা দিয়া অন্য জনে।
তুই দুরাচার জন্মাইলি পুত্রগণে॥
ব্রহ্মচারী আপনারে বলাইস্ লোকে।
হেন ব্রহ্মচর্য্য করে বহু নপুংসকে॥
কোন রূপে তব শ্রেয়ঃ নাহি দেখি আমি।
দান-যজ্ঞ ব্রত ব্যর্থ কর অধোগামী॥
বেদপাঠ ধ্যান ব্রত যোগ যাগ দান।
এই সবে নাহি হয় অপত্যসমান॥
সর্ব্বদোষ কুলাঙ্গার, আছে তোর স্থান।
অনপত্য বৃদ্ধ আর কুপথ-বিধান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি হংস-বিবরণ।
তাহার সদৃশ ভীষ্ম, তোর আচরণ॥
হংসযূথমধ্যে এক বৃদ্ধ হংস থাকে।
করে সদা ধর্ম্মাচার, বলে সর্ব্বলোকে॥
অহর্নিশি বুধগণে ধর্ম্মকথা কয়।
ধার্ম্মিক জানিয়া সবে তার বাক্য লয়॥
হংসগণ যায় যদি আহার-কারণে।
সবে কিছু কিছু আনে তাহার ভোজনে॥
আপন আপন ডিম্ব রাখিয়া তথায়।
বিশ্বাস করিয়া সবে চরিয়া বেড়ায়॥
ক্রমে বৃদ্ধ ডিম্ব সব করিল ভক্ষণ।
দেখি শোকাকুল হৈল যত হংসগণ॥
এক হংস বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
বৃদ্ধ হংস ডিম্ব খায়, প্রকারে জানিল॥
ক্রোধে সব হংস তারে করিল নিধন।
সেই-হংস-মত ভীষ্ম, তব আচরণ॥
বৃদ্ধ হংসে হংস যথা করিল নিধন।
সেরূপে মারিবে তোরে যত রাজগণ॥
আরে ভীষ্ম, জ্ঞানহারা হৈলি বৃদ্ধকালে।
যে-গোপজাতির নিন্দা করয়ে সকলে॥
বৃদ্ধ হৈয়ে তারে তুই করিস্ স্তবন।
ধিক্ ক্ষত্র, ভীষ্ম নাম ধর অকারণ॥
রাজা জরাসন্ধ ছিল রাজচক্রবর্ত্তী।
কদাচিত না যুঝিল ইহার সংহতি॥
গোপজাতি বলি ঘৃণা কৈল নরবর।
তার ভয়ে ঘর কৈল সমুদ্রভিতর॥
দেশের বাহিরে যেন যবনের জাতি।
যুদ্ধে স্থির নহে, যেন শৃগালপ্রকৃতি॥
কপটে মারিল জরাসন্ধ-নৃপবরে।
দ্বিজরূপে গেল দুষ্ট পুরীর ভিতরে॥
ইহার জাতির আমি না পাই নির্ণয়।
কভু ক্ষত্র, কভু গোপ, কভু দ্বিজ হয়॥
কহ ভীষ্ম, এই যদি দেব পৃথ্বীপতি।
তবে কেন ক্ষণে ক্ষণে হয় নানাজাতি॥
এই সে আশ্চর্য্য-বোধ হইতেছে মনে।
ধর্ম্ম অসন্মার্গে চলে তোমার বচনে॥
দুর্দ্দৈব হইবে, যার তুমি বুদ্ধিদাতা।
তোর বুদ্ধি-দোষে রাজসূয় হৈল বৃথা॥
শিশুপাল ভীষ্মে কটু বলিল অপার।
শুনি ক্রোধে জ্বলিলেন পবন-কুমার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ দন্ত কটমটি।
সর্ব্বাঙ্গ ঘামিল ক্রোধে ললাটে ভ্রুকুটি॥
রক্তমুখ-বিকৃতি, অধরে দন্তচাপ।
সিংহাসন হৈতে বীর উঠে দিয়া লাফ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
শিশুপাল-উপরে ধাইল ক্রোধদৃষ্টি॥
দুই হস্ত ধরে তার গঙ্গার নন্দন।
কার্ত্তিকে ধরিল যেন দেব-ত্রিলোচন॥

বহু বহু মিষ্টভাষে ভীমে নিবারিল।
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন কূলে লুকাইল॥
না পারিল ভীম হস্ত করিতে মোচন।
জলে নিবারিল যেন দীপ্ত হুতাশন॥
দুষ্ট শিশুপাল তবে অল্পজ্ঞান করি।
ক্ষুদ্র মৃগ দেখি যেন হাসয়ে কেশরী॥
ডাকি বলে আরেরে, রহিলি কি কারণ।
হস্ত ছাড় ভীষ্ম, কেন কর নিবারণ॥
কৌতুক দেখহ যত নৃপতি সকলে।
পতঙ্গের মত যেন দহিব অনলে॥
ভীমে নিবারিয়া কহে গঙ্গার নন্দন।
শুন এই শিশুপাল-জন্ম-বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি তরে ভব-পারাবার॥

ভীষ্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্মকথন ও শিশুপালের ক্রোধ

চেদিরাজ-গৃহে জন্ম হইল যখন।
চারি গোটা হস্ত হৈল, আর ত্রিলোচন॥
জন্মমাত্রে ডাকিলেক গর্দ্দভের প্রায়।
বিপরীত দেখি কষ্ট লাগে বাপ-মায়॥
জাতমাত্র ত্যজিবারে কৈল তারা মন।
আচম্বিতে শুনে শূন্যে আসুরী-বচন॥
শ্রীমন্ত বলিষ্ঠ এই হইবে নন্দন।
না করিহ ভয়, কর ইহারে পালন॥
বিপরীত দেখি যদি চিন্তা কর মনে।
ইহার কারণ কিছু শুন সাবধানে॥
সেই জন এই শিশু করিবে সংহার।
দুই ভুজ লুকাইবে পরশে যাহার॥
চতুর্ভুজ হয়েছিল চেদির নন্দন।
রাজ্যে রাজ্যে শুনিল যতেক রাজগণ॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া সবে যায় দেখিবারে।
দশ বিশ রাজা নিত্য যায় তার পুরে॥
সবাকারে দমঘোষ করয়ে অর্চ্চন।
সবাকারে কোলে দেয় আপন নন্দন॥
তবে কত দিনে শুনি হেন বিবরণ।
দেখিতে গেলেন তথা রাম-নারায়ণ॥
গোবিন্দের পিতৃষ্বসা ইহার জননী।
তাঁর গৃহে উপস্থিত রাম যদুমণি॥
দেখি পিতৃষ্বসা করে বহু সমাদর।
হৃষ্টচিত্তে ভুঞ্জাইল দুই সহোদর॥
স্নেহেতে বালক লৈয়ে দিল কৃষ্ণকোলে।
অমনি দু'হস্ত খসি পড়ে ভূমিতলে॥
কপালের নয়ন কপালে লুকাইল।
দেখিয়া ইহার মাতা সশঙ্কা হইল॥
করযোড় করি বলে দেব দামোদরে।
এক বর মাগি বাপা, আজ্ঞা কর মোরে॥
ভয়ে কম্পমান হৈল আমার শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে অন্তর হয় স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মাতা, না ভাবিও মনে।
কোন্ বর, আজ্ঞা কর, দিব এইক্ষণে॥
মহাদেবী বলে, মোরে এই বর দিবা।
এ-পুত্রের অপরাধ শত যে ক্ষমিবা॥
বহু অপরাধ এই করিবে তোমার।
মোরে দেখি অপরাধ ক্ষমিবা ইহার॥
কৃষ্ণ বলে, না লঙ্ঘিব বচন তোমার।
শত অপরাধ আমি ক্ষমিব ইহার॥
অবশ্য ক্ষমিব দোষ একশতবার।
তোমার অগ্রেতে মাতা, করি অঙ্গীকার॥
পূর্ব্বে হইয়াছে এই রূপেতে নির্ব্বন্ধ।
মূঢ় শিশুপাল দুই-চক্ষু-স্থিতে অন্ধ॥
তোমারে ডাকিছে দুষ্ট যুদ্ধের কারণ।
তব কর্ম্ম নহে ইহা কুন্তীর নন্দন॥
শ্রীকৃষ্ণের অংশ কিছু আছয়ে ইহায়।
সে-কারণ ইহা-সহ যুদ্ধ না যুয়ায়॥
হে-বৎস, কে আছে আজি সংসার-ভিতরে।
কাহার শকতি, মোরে গালি দিতে পারে॥

কুবচন বলিল যে এই কুলাঙ্গারে।
হীনবীর্য্য হৈলে সেও নারে সহিবারে॥
বিষ্ণু-অংশ কিছু আছে ইহার শরীরে।
তাই তৃণবৎ মানে আমা-সবাকারে॥
নিজ অংশ লইবারে চাহে নারায়ণ।
এর যত গালি সহি তাহার কারণ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি চেদীশ্বর।
হাস্য পরিহাস করি বলয়ে উত্তর॥
ভাল হৈল শত্রু মোর নন্দের নন্দন।
তোর এত স্তুতি তারে কিসের কারণ॥
লোকের বর্ণনা যথা করে ভট্টগণ।
এত যদি কর তুমি পরের স্তবন॥
যত স্তুতি কৈলে তুমি নন্দের নন্দনে।
অন্য জনে কৈলে বর পেতে এতক্ষণে॥
বাহ্লীক রাজার যদি করিতে স্তবন।
মনোমত বর তবে পাইতে এখন॥
মহাদাতা কর্ণবীর বিখ্যাত সংসারে।
রাজা জরাসন্ধ হারে যাঁহার সমরে॥
শ্রবণে কুণ্ডল যার দেবের নির্ম্মাণ।
অভেদ্য কবচ অঙ্গে সূর্য্য-দীপ্তিমান্॥
অঙ্গ-রাজ্যেশ্বর সেই দানে অকাতর।
কর্ণে স্তুতি করিলে যে পেতে ভাল বর॥
দ্রোণদ্রৌণি পিতাপুত্রে বিখ্যাত সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল পারে জিনিবারে॥
রাজগণমধ্যে দুর্য্যোধন মহাবল।
সাগরান্ত পৃথিবী যাহার করতল॥
ভগদত্ত জয়দ্রথ ভীষ্মক দ্রুপদ।
রুক্মি দন্তবক্র মৎস্য কলিঙ্গ কামদ॥
বৃষসেন বিন্দ অনুবিন্দ কৃপাচার্য্য।
এ সবার স্তুতি কৈলে বড় হৈত কার্য্য॥
ধিক্ ধিক্ বুদ্ধি তব, বলিব কি আর।
ভূলিঙ্গ পক্ষীর সম চরিত তোমার॥
ভূলিঙ্গ বলিয়া পক্ষী হিমাদ্রিতে থাকে।
তাহার সংবাদ শুনিয়াছি লোকমুখে॥
সব পক্ষিগণে সেই উপদেশ কয়।
সাহসিক কার্য্য ভাই, কভু ভাল নয়॥
সাহসিক কর্ম্মে ভাই, দুঃখ পাই পাছে।
আমিও কহি যে এই শাস্ত্রে হেন আছে॥
হেনরূপ পক্ষিগণে কহে অনুক্ষণ।
তাহার যে কর্ম্ম তাহা শুন সর্ব্বক্ষণ॥
আহার করিয়া সিংহ থাকয়ে শুইয়া।
ভূলিঙ্গ থাকয়ে তার নিকটে বসিয়া॥
কতক্ষণে হাই উঠে সিংহের মুখেতে।
ভক্ষ্যমাংস লাগি থাকে তাহার দন্তেতে॥
অতি শীঘ্র সেই মাংস কাড়ি লৈয়ে যায়।
নিজকর্ম্ম এইরূপ, অন্যেরে শিখায়॥
সিংহের কৃপাতে রহে ভূলিঙ্গ-জীবন।
ইঙ্গিতে মারিতে সিংহ পারে হৈলে মন॥
সেইমত রাজগণ ক্ষমিছে তোমারে।
ক্রোধ কৈলে তখনি পাঠাত যম-ঘরে॥
অসহ্য এ কটুবাক্য শুনি ভীষ্ম বীর।
কহেন কম্পিত-অঙ্গ হইয়া অস্থির॥
আরে মূর্খ দুরাচার শুন ক্রূরমন।
কৃষ্ণে স্তুতি করি হেন বলিলি বচন॥
চতুর্ব্বেদ চতুর্ম্মুখ যাঁর গুণ গায়।
পঞ্চমুখে স্তুতি যাঁরে করে দেবরায়॥
সহস্র বদনে শেষ যাঁরে করে স্তুতি।
চরাচরে আর যত বৈসে মহামতি॥
যাহার জিহ্বাতে নাহি কৃষ্ণ-গুণগান।
সংসারেতে পাপী সেই পশুর সমান॥
ক্ষুদ্র যে মনুষ্য আমি, হই অল্পমতি।
আমি কি করিতে পারি কৃষ্ণগুণস্তুতি॥
আরে পাপ, বলিলি, ক্ষমিছে রাজগণ।
সে-কারণে রহিয়াছে তোমার জীবন॥
এ-সভার মধ্যে যত দেখি রাজগণে।
তৃণবৎ দেখি আমি সবারে নয়নে॥
এ প্রকার বলিলেন গঙ্গার নন্দন।
ক্রোধেতে নৃপতি-সব করিছে গর্জ্জন॥

সাধু রাজগণ শুনি হইল হরষ।
দুষ্ট রাজগণ সব বলয়ে কর্কশ ॥
গর্ব্বিত দুর্ম্মতি এই ভীষ্ম পাপাচার।
পশুর মতন এরে করহ সংহার ॥
কেহ বলে, ইচ্ছামৃত্যু অহঙ্কার ধরে।
বান্ধিয়া অনলে লৈয়া পোড়াও ইহারে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম, শুন রাজগণ।
মুখে বৃথা বাক্য সব কহ অকারণ ॥
পদ দিয়া কহি আমি সবাকার শিরে।
যার মৃত্যু ইচ্ছা আছে, আইস সমরে ॥
পূজায় সন্তুষ্ট এই দৈবকী-নন্দন।
সমরে ডাকুক, যার নিকট মরণ ॥
গোবিন্দের অংশ আছে শিশুপাল-দেহে।
সেই অংশ শ্রীগোবিন্দ যাবৎ না লহে ॥
তাবৎ পর্য্যন্ত সবে হৈয়ে থাক স্থির।
পশ্চাৎ পাঠাব সবে যমের মন্দির ॥
ভীষ্মের বচনে ক্রুদ্ধ হৈয়ে শিশুপাল।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে, আরেরে গোপাল ॥
তোর সহ বিনাশিব পাণ্ডুর নন্দনে।
তোরে পূজা কৈল যেই ত্যজি রাজগণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, সাধু পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

● শিশুপাল-বধ ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপন

এত বলি শিশুপাল করয়ে গর্জ্জন।
হাসিয়া বলেন তবে কমললোচন ॥
যতেক নৃপতিগণ, শুন দিয়া মন।
যত দোষ করিয়াছে এই দুষ্ট জন ॥
যাদবীর গর্ভে জাত এই দুরাচার।
নিরবধি করিছে যাদব-অপকার ॥
এককালে আমি পুরী দ্বারকা হইতে।
প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়াছিনু দৈবেতে ॥
এই দুষ্ট শুনিলেক, আমি নাহি ঘরে।
সসৈন্যেতে গেল দুষ্ট দ্বারকা-নগরে ॥
উগ্রসেন রাজা ছিল রৈবত-পর্ব্বতে।
মাতুলের উপরোধ না ধরিল চিতে ॥
লুঠিয়া দ্বারকাপুরী গেল দুরাশয়।
কহ শুনি, হেন কর্ম্ম কার প্রাণে সয় ॥
তবে কত দিনে পিতা অশ্বমেধ কৈল।
সঙ্কল্প করিয়া যজ্ঞ-তুরঙ্গ ছাড়িল ॥
যদুগণে নিয়োজিল অশ্বের রক্ষণে।
ঘোড়া হরি লৈয়া গেল এই ত দুর্জ্জনে ॥
ইহার অন্তরে তবে শুন সর্ব্বজনে।
সৌবীরেতে মহোৎসব হৈল কত দিনে ॥
বভ্রুনামে যাদবের ভার্য্যা গুণবতী।
তারে বলে হরি নিল এই পাপমতি ॥
আরো কহি, শুন সবে এ-দুষ্ট-কাহিনী।
ভদ্রানামে কন্যা ছিল যাদবনন্দিনী ॥
বভ্রুরাজে বরেছিল সেই ত কন্যায়।
তারে হরি নিল দুষ্ট প্রবন্ধ-মায়ায় ॥
মাতুলের কন্যা হয় ভগিনী ইহার।
তারে হরি ল'য়ে গেল এই দুরাচার ॥
ইত্যাদি যতেক দোষ, কহিব কতেক।
সাক্ষাতে দেখিলে হয় বিদিত প্রত্যেক ॥
করিলাম সে সকল দোষের মার্জ্জন।
শুধু পিতৃষ্বসা-সহ সত্যের কারণ ॥
সাক্ষাতে শুনিলে সবে যে মন্দ বলিল।
সর্ব্বজনে শুনিলে যে এই ভাল হৈল ॥
পরোক্ষের কথা যত শুনিলে শ্রবণে।
প্রত্যক্ষের যত কর্ম্ম দেখ বিদ্যমানে ॥
বহু সহিলাম আর সহিবারে নারি।
মৃত্যুপথ চাহে আজি এই পাপকারী ॥
আর শুন রাজগণ, এ দুষ্টের কথা।
লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণী ভীষ্মক-নৃপসুতা ॥
বিবাহ করিতে তারে করিলেক মন।
শূদ্রে যেন চাহে বেদ করিতে পঠন ॥

শিশু যেন চন্দ্রমারে ধরিবারে চায়।
হবির্ভাগ-চণ্ডালেতে কভু নাহি পায়॥
এতেক বলেন যদি শ্রীমধুসূদন।
শিশুপালে নিন্দা করে যত রাজগণ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি শিশুপাল হাসে।
গোবিন্দেরে নিন্দা করে অশেষ-বিশেষে॥
নির্লজ্জ, তোমারে আমি কি বলিব আর।
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত বিদিত সংসার॥
ভীষ্মকের কন্যা মোরে করিল বরণ।
বহু দিন হয় নাহি, জানে সর্ব্বজন॥
হরিয়া লইলি তারে রাজসভা হৈতে।
পুনঃ সেই কথা কহ নির্লজ্জ, মুখেতে॥
কহ কৃষ্ণ, দেখিয়াছ, শুনেছ শ্রবণে।
বরপূর্ব্বা কন্যা হরিয়াছে কোন্ জনে॥
তোমা-বিনা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়-ভিতরে।
কে করেছে হেন কর্ম্ম, বলহ আমারে॥
গোকুলে করিলি যত জানে সর্ব্বজনা।
হরিলা যে পরদার যত ব্রজাঙ্গনা॥
কিবা তোর ক্রিয়া-কর্ম্ম, কি তোর আচার।
সভামধ্যে কহ পুনঃ করি অহঙ্কার॥
শিশুপাল-দোষ বহু ক্ষমিয়াছি আমি।
দোষ না ক্ষমিয়া মোর কি করিবা তুমি॥
ক্ষম বা করহ ক্রোধ, যেই লয় মতি।
তোমার কি শক্তি যে, করিবা আমা-প্রতি॥
এতেক বলিল যদি চেদির ঈশ্বর।
শুনি সুদর্শনে আজ্ঞা দিলেন শ্রীধর॥
সুদর্শন মহাচক্র অগ্নি হেন জ্বলে।
শিশুপাল শির কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
বজ্রাঘাতে চূর্ণ যেন হৈল গিরিবর।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব ক্ষিতীশ্বর॥
শিশুপাল-অঙ্গতেজ হইয়া বাহির।
আকাশে উঠিল যেন দ্বিতীয় মিহির॥
একদৃষ্টে দেখিছেন যত রাজগণে।
পুনঃ আসি প্রণমিল কৃষ্ণের চরণে॥
কৃষ্ণের চরণে লিপ্ত হৈল আচম্বিত।
তাহা দেখি সভাজন হইল বিস্মিত॥
বিনা মেঘে গগনেতে বরিষয় জল।
কম্পিত নির্ঘাত-শব্দে হৈল চলাচল॥
আর যত রাজগণ গর্জ্জিবারে ছিল।
ভয়েতে আকুল হৈয়া সবে লুকাইল॥
অধর কামড়ে কেহ ঠারাঠারি করে।
কোন কোন রাজা স্তুতি করে গোবিন্দেরে॥
সহোদরগণে বলিলেন যুধিষ্ঠির।
সৎকার করহ শিশুপালের শরীর॥
শিশুপালপুত্রে করি চেদির ঈশ্বর।
ধর্ম্মরাজে নিবেদিল যত নৃপবর॥
সম্পূর্ণ হইল যজ্ঞ, সিদ্ধ হৈল কাজ।
লক্ষ রাজা উপরেতে হৈলে মহারাজ॥
তোমার মহিমা যত, কি কব বিশেষ।
আজ্ঞা হৈলে যাই সবে নিজ নিজ দেশ॥
নৃপতিগণের বাক্য শুনি ধর্ম্মরায়।
কহিলেন ভ্রাতৃগণে পূজহ সবায়॥
যথাযোগ্য মান্য করি ভূমিপতিগণে।
আগুসরি কত পথ যাহ জনে জনে॥
রাজার আজ্ঞায় নানাবিধ রত্ন দিয়া।
পাঠাইল রাজগণে সন্তোষ করিয়া॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
শ্রবণেতে যাহার নিষ্পাপ হয় নর॥
রাজসূয়-যজ্ঞপূর্ণ শিশুপাল-বধে।
কাশী কহে, দাও মতি গোবিন্দের পদে॥

● দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের রাজসভা পরিক্রমণ

রাজগণ নিজরাজ্যে করিল গমন।
ধর্ম্মরাজে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
আজ্ঞা কর, দ্বারকায় যাই মহাশয়।
তব যজ্ঞ পূর্ণ হৈল, মম ভাগ্যোদয়॥

অপ্রমাদে রাজ্য কর পাল প্রজাগণ।
সুহৃদ-কুটুম্ব-লোক করহ পালন ॥
এত বলি ধর্ম্মসহ দেব নারায়ণ।
কুন্তীস্থানে গিয়া করিলেন নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর, যাই আমি দ্বারকা-ভুবনে।
হইল সাম্রাজ্যলাভ তব পুত্রগণে॥
কুন্তী বলিলেন, তাত, এ নহে অদ্ভুত।
যাহারে কিঞ্চিৎ দয়া করহ অচ্যুত ॥
এত বলি কৃষ্ণশিরে করেন চুম্বন।
প্রণাম করেন হরি ধরিয়া চরণ ॥
দ্রৌপদী-সুভদ্রা-সহ করি সম্ভাষণ।
একে একে সম্ভাষেন ভাই পঞ্চজন ॥
শুভক্ষণে রথে চড়ি যান দ্বারাবতী।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে দুঃখী ধর্ম্ম-নরপতি ॥
হেনমতে নিজদেশে গেল সর্ব্বজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে রহিল শকুনি-দুর্য্যোধন ॥
বাঞ্ছা বড় ধর্ম্মরাজ-সভা দেখিবারে।
কত দিনে বঞ্চে তথা কুরু-নৃপবরে ॥
শকুনি-সহিত সভা নিত্য নিত্য দেখে।
দিব্য-মনোহর-সভা অনুপম লোকে ॥
নানারত্ন-বিরচিত যেন দেবপুরী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন কুরু-অধিকারী ॥
অমূল্য-রতনে বিমণ্ডিত গৃহগণ।
এক-গৃহ-তুল্য নহে হস্তিনা-ভুবন ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা অন্তরে চিন্তিত।
এক দিন দেখে তথা দৈবের লিখিত ॥
মাতুল-সহিত বিহরয়ে নরবর।
স্ফটিকের বেদী দেখে যেন সরোবর ॥
জল জানি নরপতি গুটায় বসন।
পশ্চাৎ জানিয়া বেদী লজ্জিত রাজন্ ॥
তথা হৈতে কতদূরে গেল নরবর।
লজ্জায় মলিন-মুখ কাঁপে থরথর ॥
স্ফটিক-মণ্ডিত বাপী ভ্রমে না জানিল।
স-বসন দুর্য্যোধন বাপীতে পড়িল ॥
দেখিয়া হাসিল সবে যত সভাজন।
ভীম পার্থ আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
দেখিয়া দিলেন আজ্ঞা রাজা ভ্রাতৃগণে।
ধরিয়া তুলিল বাপী হৈতে দুর্য্যোধনে ॥
সোদক বসন ত্যজি পরাইল বাস।
নিবৃত্ত করিল যত লোক-জন-হাস ॥
অভিমানে কাঁপে দুর্য্যোধন-কলেবর।
বাহির হইল তবে চিন্তিত-অন্তর ॥
ক্রোধেতে চলিল তবে গান্ধারীকুমার।
ভ্রম হৈল, দেখিবারে না পায় দুয়ার ॥
স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক-মণ্ডন।
দ্বার-বোধে সেইদিকে চলে দুর্য্যোধন ॥
ললাটে প্রাচীর বাজি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভার সকলে ॥
তাহা দেখি শীঘ্রগতি ধর্ম্মের কুমার।
নকুলে পাঠায়ে দিল দেখাইতে দ্বার ॥
নকুল ধরিয়া হস্ত করিল বাহির।
অভিমানে দুর্য্যোধন কম্পিত-শরীর ॥
ক্ষণমাত্র বিলম্ব না তথায় করিল।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা মাগি রথে আরোহিল ॥

● দুর্য্যোধনের ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ ও মনোক্ষোভ বর্ণনা

মাতুল সহিত তবে চলিলা হস্তিনা।
ঘনশ্বাস, হেঁটমাথা হইয়া বিমনা ॥
কত কথা শকুনি বলয়ে দুর্য্যোধনে।
উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞাসিল ততক্ষণে ॥
সঘনে নিশ্বাস কেন, মলিন-বদন।
অত্যন্ত চিন্তিত-চিত্ত কিসের কারণ ॥
দুর্য্যোধন বলে, মামা, কর অবধান।
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥
পাণ্ডবের বশ হৈল পৃথিবীমণ্ডল।
এক লক্ষ নরপতি খাটে ছত্রতল ॥

ইন্দ্রের বৈভব জিনি ঐশ্বর্য্য অপার।
কুবেরের কোষ জিনি পূর্ণিত ভাণ্ডার॥
এ-সব দেখিয়া মোর শুকাইল কায়।
সরোবর-জল যেন নিদাঘে শুকায়॥
আর দেখ আশ্চর্য্য মাতুল মহাশয়।
কীর্ত্তিশ্রেষ্ঠ করিলেক কুন্তীর-তনয়॥
শিশুপালে বিনাশ করিল নারায়ণ।
কেহ এক ভাষা না কহিল রাজগণ॥
দ্বন্দ্ব করিবারে সবে আছিল সংহতি।
সে মরিলে লুকাইল সব নরপতি॥
পাণ্ডবের তেজে ছন্ন হৈল রাজগণে।
ক্ষত্র হৈয়ে সহে কেন কাহার পরাণে॥
আর অপরূপ তুমি করিলে দর্শন।
কত রত্ন লৈয়ে দ্বারে থাকে রাজগণ॥
বৈশ্য যেন কর লৈয়ে থাকে দাঁড়াইয়া।
পশিতে না দেয়, দ্বারে রাখে আগুলিয়া॥
এ-সব দেখিয়া মম চিত্ত নহে স্থির।
অভিমানে শীর্ণ হৈল আমার শরীর॥
ভাই হ'য়ে ক্ষমা মম নহিল সেরূপে।
দহিছে মাতুল, অঙ্গ আমার এ-তাপে॥
নিশ্চয় করিয়া আমি কহি যে তোমারে।
কিংবা জলে পশি, কিংবা অনল-ভিতরে॥
অথবা মরিব আমি খাইয়া গরল।
সহিতে না পারি, অঙ্গ দহে চিন্তানল॥
বৈরীর সম্পদ্ যদি হীনলোক দেখে।
সেই সহিবারে নারে, সদা পোড়ে শোকে॥
আমি হেন লোক হৈয়ে সহিব কেমনে।
এরূপ শত্রুর বৃদ্ধি দেখিয়া নয়নে॥
বলাধিক যুধিষ্ঠির, আমি হীনবল।
সাগরান্ত ধরা তার অধীন সকল॥
কি কহিব মাতুল, সকল দৈববশ।
কি কহিব রূপ-গুণ সৌভাগ্য পৌরুষ॥
বনে জন্ম হৈল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনা আইল যেন বনবাসী জন॥
পিতৃহীন দুঃখিত বঞ্চিল মম ঘরে।
কতেক উপায় করিলাম মারিবারে॥
বিফল হইল সব আমার উপায়।
দিনে দিনে বৃদ্ধি যেন পদ্মবনপ্রায়॥
দেখহ মাতুল, হেন দৈবের কারণ।
এত হীন হৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ॥
পৃথার নন্দন হাসে আমাকে দেখিয়া।
কিমতে রাখিব তনু এ-তাপ সহিয়া॥
এই-সব কথা তুমি কহিও জনকে।
না যাইব গৃহে আমি, পশিব পাবকে॥

এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি বলিল, ক্রোধ কর নিবারণ॥
যুধিষ্ঠিরে কদাচিত না হিংসিবে মনে।
তব প্রীতি বাঞ্ছে সদা ধর্ম্মের নন্দনে॥
যে-কিছু বিভাগ দিলে করি বিবেচন।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
উপায় কতেক তুমি করিলে মারিতে।
তার ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত হইল তাহাতে॥
জতুগৃহে মুক্ত হৈয়ে পাঞ্চালেতে গেল।
সভামাঝে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
সহায় দ্রুপদ হৈল ধৃষ্টদ্যুম্ন-বীর।
রাজচক্রবর্ত্তী হৈল রাজা যুধিষ্ঠির॥
সসাগরা পৃথিবী খাটিল ছত্রতলে।
যতেক করিল, সব নিজ-ভুজবলে॥
ইথে কেন তাপ তুমি করহ হৃদয়।
তব অংশ হৈতে তারা কিছু নাহি লয়॥
অক্ষয় যুগল তূণ, গাণ্ডীব ধনুক।
এ সব পাইল তৃপ্ত করিয়া পাবক॥
অগ্নি হৈতে ময়েরে করিল পরিত্রাণ।
সে দিলেক দিব্য সভা করিয়া নির্ম্মাণ॥
নিজ পরাক্রমেতে করিল ক্রতুরাজ।
তুমি কেন তাপ তাহে কর হৃদিমাঝ॥
তুমিও করহ সব নিজ ভুজজোরে।
তুমি কিসে অসমর্থ কহ দেখি মোরে॥

কহিলে যে, কেহ নাহি আমার সহায়।
তোমা অনুগত যত, কহি শুন রায়॥
শত ভাই তোমার প্রচণ্ড মহারথা।
শত পুত্র প্রতাপের কি কহিব কথা॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রতাপে মিহির॥
জয়দ্রথ বাহ্লীক ও আমরা থাকিতে।
তোমা বাধা দিতে কেবা আছে পৃথিবীতে॥
তুমিও পৃথিবী শাসি সঞ্চহ রতন।
কোন্ কর্ম্মে হীন তুমি, চিন্ত সে-কারণ॥
দুর্য্যোধন বলে, আগে জিনিব পাণ্ডব।
পাণ্ডবে জিনিলে মম বশ হৈবে সব॥
শকুনি বলিল, ভাল বিচারিলা মনে।
সংগ্রামে কে জিনিবেক পাণ্ডুপুত্রগণে॥
পুত্র সহ দ্রুপদ সহায় নারায়ণ।
ইন্দ্র নারে জিনিবারে পাণ্ডুর নন্দন॥
জিনিবারে এক বিদ্যা আছে মম স্থান।
জিনিবারে চাহ যদি, লহ সেই জ্ঞান॥

শকুনি-কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে অক্ষক্রীড়ার পরামর্শ দান

দুর্য্যোধন বলে, কহ মাতুল সুমতি।
হেন বিদ্যা আছে যদি দেহ শীঘ্রগতি॥
বিনা-অস্ত্র-প্রহারে পাণ্ডবদিগে জিনি।
কহ শীঘ্র, মাতুল, আনন্দ হৌক শুনি॥
শকুনি বলিল, এই শুন দুর্য্যোধন।
পাশায় নিপুণ নহে ধর্ম্মের নন্দন॥
তথাপিহ ইচ্ছা বড় পাশা খেলিবারে।
মম সহ খেলি জিনে, নাহিক সংসারে॥
ক্ষত্রনীতি আছে হেন, যদ্যপি আহ্বয়।
কিবা দ্যূতে, কিবা যুদ্ধে বিমুখ না হয়॥
কদাচিত যুধিষ্ঠির বিমুখ না হৈবে।
খেলিলে তোমার জয় অবশ্য হইবে॥
পিতারে এ সব কথা কহ গিয়া বেগে।
মম শক্তি নহিবে কহিতে তাঁর আগে॥
এইরূপ বিচার করিয়া দুইজনে।
হস্তিনানগরে প্রবেশিল কতক্ষণে॥
ধৃতরাষ্ট্র-চরণে করিল নমস্কার।
আশীষ করিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার॥
নিঃশব্দেতে রহিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে সুবলনন্দন॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র তব রায়, সর্ব্বগুণবান্।
হেন পুত্রে কেন তবে নাহি অবধান॥
দিনে দিনে ক্ষীণ হয়, জীর্ণশীর্ণ অঙ্গ।
রক্তহীন দেখি যে, শরীরবর্ণ পিঙ্গ॥
কি-কারণে নাহি বুঝি হেন মনস্তাপ।
সঘনে নিশ্বাস, যেন দণ্ডাহত সাপ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ শুনি দুর্য্যোধন।
অঙ্গ তব হীনবল কিসের কারণ॥
শকুনি বলিল যত, শুনিলে শ্রবণে।
কি দুঃখ তোমার, নাহি লয় মোর মনে॥
কে আছে তোমার শত্রু, কার এত বল।
কোন্ মুখে হীন তুমি, হইলে দুর্ব্বল॥
ধনে-জনে-সম্পদেতে কে আঁটে তোমায়।
কোন্ জন আছে হেন বীর বসুধায়॥
দিব্য ভক্ষ্য, দিব্য বস্ত্র, দিব্য নারীগণ।
মনোহর গৃহ সব মণ্ডিত-রতন॥
কি তব অসাধ্য, অনুশোচ কি-কারণ।
এত শুনি কহিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥
সকল বৈভব আমি করি যে প্রমাণ।
যেন সব কুপুরুষ জনের সমান॥
এই মনস্তাপ পিতা, কর অবধান।
মৃত্যু নাহি, জীয়ে আছি কঠিন-পরাণ॥
শত্রুর সম্পদ্ পিতা, দেখিয়া নয়নে।
না হয় শরীর পুষ্ট, না তৃপ্তি ভোজনে॥
পাণ্ডবের লক্ষ্মী যেন দীপ্ত দিনকর।
সেই তাপে দহিতেছে মম কলেবর॥

পাণ্ডবসম্পদ্‌তুল্য নাহি দেখি শুনি।
কহিতে না পারি পিতা, তাহার কাহিনী ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে গৃহে।
সুবর্ণের পাত্রে ভুঞ্জে, সুরমন মোহে ॥
পৃথিবীর রাজগণ নানারত্ন লৈয়া।
বৈশ্যগণ প্রায় থাকে দ্বারে দাণ্ডাইয়া ॥
শুন রাজা, রাজসূয় করিল যখন।
না জানি যে কত দ্বিজ করিল ভোজন ॥
মুহূর্ত্তেকে পিতা, এক লক্ষ দ্বিজ ভুঞ্জে।
এক লক্ষ পূর্ণ হৈলে এক শঙ্খ বাজে ॥
হেনমতে মুহুর্মুহু বাজে শঙ্খগণ।
অহর্নিশি শঙ্খ বাজে, না যায় গণন ॥
শঙ্খশব্দ শুনি মম চমকিত মন।
ধনের কতেক পিতা, করিব বর্ণন ॥
সে সব দেখিয়া চমৎকার লাগে মনে।
ইহার উপায় পিতা, করহ আপনে ॥
পাণ্ডবেরে জিনি, হেন যে থাকে উপায়।
বিনা-দ্বন্দ্বে পাই যদি, আজ্ঞা কর রায় ॥
পাশক্রীড়া জানে ভাল মাতুল শকুনি।
পাশায় পাণ্ডবলক্ষ্মী সব লৈব জিনি ॥
এতেক শুনিয়া অন্ধ বলিল তখন।
বিদুরে জিজ্ঞাসি আমি কহিব বচন ॥
বুদ্ধিদাতা বিদুর যে মন্ত্রি-চূড়ামণি।
মম অনুগত বড়, কহে হিতবাণী ॥
তাঁরে না জিজ্ঞাসি আমি কহিবারে নারি।
করিবারে যদি হয়, তাঁর বাক্যে পারি ॥
দুর্য্যোধন বলে, যদি বিদুরে কহিবে।
বিদুর শুনিলে সে এখনি নিবারিবে ॥
তাঁর বাক্য শুনি তুমি করিবে অন্যথা।
আমার মরণ ইথে হইবে সর্ব্বথা ॥
আমি মরি, বঞ্চ সুখে বিদুর সহিত।
নিষ্ঠুর-বচনে অন্ধ হইল দুঃখিত ॥
দুর্য্যোধন-মন বুঝি আশ্বাস করিল।
খেল পাশা, বলি তারে অন্ধ আজ্ঞা দিল ॥
বহুস্তম্ভে বহুরত্নে কর একঘর।
চারিগোটা দ্বার তার কর পরিসর ॥
নির্ম্মাণ করিয়া গৃহ কহিবে আমারে।
এত বলি শান্ত রাজা করিল পুত্রেরে ॥
মহাবিচক্ষণ হয় বিদুর সুমতি।
জানিয়া অন্ধের স্থানে গেলা শীঘ্রগতি ॥
বিদুর বলিল, রাজা, কি কর বিচার।
শুনি অসন্তোষ চিত্তে হইল আমার ॥
পুত্রে পুত্রে ভেদ না করিহ কদাচন।
সর্ব্বনাশ করে দ্যূতে, বিদিত ভুবন ॥
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কিছু না বল আমারে ॥
ভীষ্ম আর আমি থাকি ন্যায় বিচারিব।
কদাচিত পুত্রে-পুত্রে দ্বন্দ্ব না করাব ॥
পশ্চাৎ হইবে, যেই আছয়ে নিয়তি।
দৈব বলবান্, কেবা রোধে তার গতি ॥
এখনি ত্বরিত তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া।
এথাকারে যুধিষ্ঠিরে আনহ ডাকিয়া ॥
ধর্ম্মরাজে না কহিবে এই বিবরণ।
এত শুনি ক্ষত্তা হৈল বিষণ্ণবদন ॥
বিদুর কহিল, রাজা, না কহিলা ভাল।
জানিলাম আজি হৈতে সর্ব্বনাশ হৈল ॥
এত বলি বিদুর হইল ক্ষুণ্ণমতি।
ভীষ্ম-স্থানে জানাইতে গেল শীঘ্রগতি ॥
সভাপর্ব্ব-সুধারস-পাশা-অনুবন্ধে।
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী-প্রবন্ধে ॥

পাশা খেলিবার মন্ত্রণা

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মুনিবর।
কি হেতু হইল পাশা অনর্থের ঘর ॥
পিতামহ পিতামহী দুঃখ যাহে পেল।
কেবা খেলা প্রবর্ত্তিল, কেবা নিবর্ত্তিল ॥

কোন্ কোন্ জন ছিল সভার ভিতর।
যেই পাশা হৈতে হৈল ভারত-সমর ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ক্ষত্তাবাক্য শুনি অন্ধ চিন্তিত-হৃদয় ॥
দৃঢ় করি জানিল এ-কর্ম্ম ভাল নয়।
একান্তে ডাকিয়া রাজা দুর্য্যোধনে কয় ॥
হে পুত্র, কদাচ তুমি না খেলিহ পাশা।
এ-কর্ম্মে বিদুর নাহি করিল ভরসা ॥
সুবুদ্ধি বিদুর মম অহিত না ইচ্ছে।
তাঁর বাক্য না শুনিলে দুঃখ পাবে পিছে ॥
দেবে যেন বৃহস্পতি দেবরাজহিত।
সেইরূপ ক্ষত্তা মম, জানিও নিশ্চিত ॥
গুরুর অধিক পুত্র, ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
বিচক্ষণ ক্ষত্তা কুরুবংশেতে গণনা ॥
সুরকুলে বৃহস্পতি, কুরুকুলে ক্ষত্তা।
বৃষ্ণিকুলে উদ্ধব, সুবুদ্ধি জ্ঞানদাতা ॥
বিদুর কহিল, পাশা অনর্থের ঘর।
দ্যুত হৈতে ভেদাভেদ আছে সুগোচর ॥
ভ্রাতৃভেদ হৈলে বাপা, হয় সর্ব্বনাশ।
বিদুরের বাক্য শুনি হৈল মম ত্রাস ॥
মাতাপিতা তুমি যদি মান দুর্য্যোধন।
না খেলাও দ্যুত তুমি, শুনহ বচন ॥
পরম-পণ্ডিত তুমি, না বুঝহ কেনে।
কি-কারণে হিংসা কর পাণ্ডুর নন্দনে ॥
কুরুকুলে জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরে গণি।
হস্তিনানগর কুরুকুল-রাজধানী ॥
যুধিষ্ঠির-বর্ত্তমানে পাইলে হস্তিনা।
তুমি যাহা দিলে, তাহা নিল পঞ্চজনা ॥
ইন্দ্রের সমান পুত্র, তোমার বৈভব।
নরযোনি হৈয়ে কার এমত সম্ভব ॥
ইথে অনুশোচ পুত্র, কিসের কারণ।
কি-হেতু উদ্বেগ কর, কহ দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে, পিতা, সমর্থ হইয়া।
অহঙ্কার নাহি যার শত্রুকে দেখিয়া ॥
কাপুরুষমধ্যে গণ্য হয় হেন জন।
বিশেষে ক্ষত্রিয় জাতি, জানহ আপন ॥
মোর এ-ঐশ্বর্য্য পিতা গণি সাধারণ।
এই মত লক্ষ্মী পিতা ভুঞ্জে বহুজন ॥
কুন্তীপুত্র-লক্ষ্মী যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখি মোর তুচ্ছ প্রাণ আছে এতক্ষণ ॥
পৃথিবী ব্যাপিল পিতা, পাণ্ডবের যশ।
যতেক নৃপতি পিতা, হৈল তার বশ ॥
যদু ভোজ বৃষ্ণি আর অন্ধক সাত্বত।
শৌরসেনী কুক্কুর এ-সপ্তবংশ সাথ ॥
যুধিষ্ঠির-বচনে সদাই কৃষ্ণ খাটে।
সমস্ত ভূপতি কর দেয় করপুটে ॥
আর করিলেক কত কপট পাণ্ডব।
মম স্থানে ধন-রত্ন রাখিলেক সব ॥
পূর্ব্বে নাহি শুনি পিতা, যে-রত্নের নাম।
সে-সকল দেখিলাম যুধিষ্ঠির-ধাম ॥
নানাবর্ণ রত্ন সব, না যায় কথন।
সিন্ধুমধ্যে গিরিমধ্যে জন্মে যত ধন ॥
ধরামধ্যে বৃক্ষমধ্যে জীবের অঙ্গেতে।
সর্ব্বরত্ন আছে পিতা, তার ভাণ্ডারেতে ॥
লোমজ পট্টজ চীর বিবিধ বসন।
গজদন্ত-বিরচিত দিব্য-সিংহাসন ॥
হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গাভী মেষ আর অজা।
নানাবর্ণে আনি দিল নানাদেশী রাজা ॥
শ্যামলা তরুণী দিব্যরূপা দীর্ঘকেশী।
সহস্র সহস্র দাসী নানাবর্ণে ভূষি ॥
দেখিতে দেখিতে মম ভ্রম হৈল মন।
অপমান কৈল যত, শুনহ কারণ ॥
মায়াসভামধ্যে কিছু না পাই দেখিতে।
স্ফটিকের বেদী সব হেন লয় চিতে ॥
জল জানি তুলিলাম পিন্ধন-বসন।
দেখিয়া হাসিল লোক যত সভাজন ॥
তথা হৈতে কত দূরে দেখি জলাশয়।
স্ফটিক বলিয়া তায় মনোভ্রম হয় ॥

পড়িলাম মহাশব্দে সবস্ত্র তাহাতে।
চতুর্দ্দিকে লোকগণ লাগিল হাসিতে ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর যত সভাজন।
দ্রৌপদীর সহিত যতেক নারীগণ ॥
সর্ব্বজন আমারে করিল উপহাস।
যুধিষ্ঠির পরিবারে দিল অন্য বাস ॥
বলিল কিঙ্করগণে বস্ত্র আনিবারে।
পরাইল বাপী হৈতে তুলিয়া আমারে ॥
কার প্রাণে সহে পিতা, এত অপমান।
আর যে করিল পিতা, কর অবধান ॥
স্থানে স্থানে স্ফটিকের নির্ম্মিত প্রাচীর।
দ্বার হেন বুঝিলাম আসিতে বাহির ॥
মস্তকে বাজিল ঘাত, পড়িনু ক্ষিতিতে।
মাদ্রীপুত্র দুই আসি তুলিল ত্বরিতে ॥
মম দুঃখে দুঃখিত হইল দুইজন।
হাতে ধরি দেখাইল দুয়ার তখন ॥
এত অপমান পিতা সহে কার প্রাণে।
ক্ষত্র কি সহিতে পারে, নারে হীন জনে ॥
এই হেতু হৈল পিতা, মোর অপমান।
কিবা তার লক্ষ্মী লই, কিংবা যাক্ প্রাণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, পুত্র, হিংসা বড় পাপ।
হিংসক জনেতে পুত্র জন্মে বড় তাপ ॥
অহিংসক পাণ্ডবের না করিবে হিংসা।
শান্ত হৈয়ে থাক পুত্র, পাইবে প্রশংসা ॥
সেই মত যজ্ঞ করিবারে যদি মন।
কহ পুত্র, নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥
আমার গৌরব করে সব নৃপবর।
ততোধিক রত্ন দিবে আমারে বিস্তর ॥
ইহা না করিয়া যাহা করহ বিচার।
অসৎ মার্গেতে গেলে দূষিবে সংসার ॥
পরদ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে-জন।
স্বধর্ম্মেতে সদা বঞ্চে সন্তোষিত-মন ॥
স্বকর্ম্মে উদ্যোগ করে পর-উপকারী।
সদাকাল সুখে বঞ্চে, কি দুঃখ তাহারি ॥
পর নহে, নিজ ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
দ্বেষভাব তারে নাহি করিহ কখন ॥
পাণ্ডবের যশ যত নিজ বলি জানি।
যথোচিত ভোগ কর, মনে প্রীতি মানি ॥
তোমারে করয়ে স্নেহ ধর্ম্মের নন্দন।
দ্বেষভাব তার প্রতি না কর কখন ॥
দুর্য্যোধন বলে, পিতা, প্রজ্ঞাবান নই।
বহু শুনিয়াছি বলি শাস্ত্রকথা কই ॥
সে-জন কি জানে পিতা, শাস্ত্রের বিবাদ।
চাটু যেন নাহি জানে পিষ্টকের স্বাদ ॥
রাজা হৈয়ে এক আজ্ঞা নহিল যাহার।
তারে রাজা নাহি বলি শাস্ত্র-অনুসার ॥
রাজা হৈয়ে সন্তোষ না রাখিবে কখন।
ধনেজনে শান্তি না রাখিবে কদাচন ॥
শত্রুকে বিশ্বাস নাহি কর কদাচন।
নমুচি দানবে যথা সহস্রলোচন ॥
এক পিতা হৈতে হৈল দোঁহার উৎপত্তি।
বহুকাল প্রীতি ছিল নমুচি-সংহতি ॥
সমরে তাহারে ইন্দ্র করিল সংহার।
নিষ্কণ্টকে ভোগ করে অদিতিকুমার ॥
শত্রু অল্প যদি, তবু নাশের কারণ।
মূলস্থ বল্মীক যেন গ্রাসে তরুগণ ॥
জ্ঞাতিমধ্যে ধনে জনে যেই বলবান্।
ক্ষত্রমধ্যে সেই শত্রু গণি যে প্রধান ॥
আপনি জানিয়া কেন করহ বঞ্চন।
নিশ্চয় জানিনু, চাহ আমার নিধন ॥
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র বহু মধুর বচনে।
নিবারিতে না পারিয়া পুত্র দুর্য্যোধনে ॥
দৈবগতি জানিয়া বিদুরে ডাকাইল।
যুধিষ্ঠিরে আন গিয়া বলি আজ্ঞা দিল ॥
বিদুর বলিল, রাজা, শ্রেয় নহে কথা।
কুলনাশ হৈবে জানি মনে পাই ব্যথা ॥
অন্ধ বলে, মোরে তুমি না বলিহ আর।
দৈববশ দেখি এই সকল সংসার ॥

নারিল বিদুর আজ্ঞা করিতে হেলন।
রথে চড়ি ইন্দ্রপ্রস্থে করিল গমন॥
বিদুরেরে সমাগত করি দরশন।
যথাবিধি পূজা করিলেন পঞ্চজন॥
জিজ্ঞাসা করেন, কহ, ভদ্র-সমাচার।
কি-কারণে অন্যচিত্ত দেখি যে তোমার॥
বিদুর বলেন, রাজা, চল হস্তিনায়।
বিলম্ব না কর, ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞায়॥
আর যে বলিল, তাহা শুনহ সুমতি।
তব সভা-তুল্য সভা করিয়াছে তথি॥
ভ্রাতৃগণসহ মম সভা দেখ আসি।
দ্যূত-আদি ক্রীড়া কর সভামধ্যে বসি॥
সভায় বসিলে মম তৃপ্ত হয় মন।
এই হেতু পাঠাইল আমারে রাজন্॥
যুধিষ্ঠির বলে, দ্যূত অনর্থের ঘর।
দ্যূতক্রীড়া ইচ্ছে যত জ্ঞানভ্রষ্ট নর॥
যে হৌক, সে হৌক, আমি অধীন তোমার।
কি কাজ করিব, মোরে কহ সমাচার॥
বিদুর বলেন, দ্যূত অনর্থের মূল।
দ্যূতেতে অনর্থ জন্মে, ভ্রষ্ট হয় কুল॥
করিলাম অন্ধ নৃপে অনেক বারণ।
আমারে পাঠাল তবু না শুনি বচন॥
বুঝিয়া করহ রাজা, যাহে শ্রেয়ঃ হয়।
যাহ বা না যাহ তথা, যেবা চিত্তে লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, আজ্ঞা দেন কুরুপতি।
গুরু-আজ্ঞা ভঙ্গ কৈলে নরকে বসতি॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম তাত, জানহ যেমন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে যদি করে আবাহন॥
বিশেষে আমার সত্য-প্রতিজ্ঞা-বচন।
দ্যূতে কিম্বা যুদ্ধে আমি না করি হেলন॥
এত বলি যুধিষ্ঠির সহভ্রাতৃগণ।
দ্রৌপদীরে কহিয়া গেলেন ততক্ষণ॥
দৈবপাশে বান্ধি যেন লোকে লৈয়ে যায়।
ক্ষত্তাসহ পঞ্চ ভাই যান হস্তিনায়॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
গান্ধারীসহিত অন্তঃপুর-নারী যত॥
একে একে সবাকারে করি সম্ভাষণ।
রজনী বঞ্চেন তথা সুখে পঞ্চজন॥
পুণ্যকথা ভারতের দ্যূত-অনুবন্ধ।
কাশীরাম কহে রুচি পয়ার-প্রবন্ধ॥

● যুধিষ্ঠিরের সহিত শকুনির দ্যূতক্রীড়া ও শকুনির জয়

রজনী-প্রভাতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সুখে দিব্যসভামধ্যে করিল গমন॥
একে একে সম্ভাষণ করি সর্ব্বজনে।
বসিলেন অপূর্ব্ব কনক-সিংহাসনে॥
হেনকালে শকুনি আনিল পাশাসারি।
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি॥
পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি।
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের ঘর।
ক্ষত্র-পরাক্রম ইথে না হয় গোচর॥
কপট এ-কর্ম্ম, ইথে কপট বাখান।
অনীতি কর্ম্মেতে মম নাহি লয় মন॥
শকুনি বলিল, পাশা সুবুদ্ধির কর্ম্ম।
দ্যূত কিম্বা যুদ্ধ এই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
যুদ্ধেতে অজাতি জাতি নাহিক বিচার।
হীনজাতি যবনাদি করয়ে প্রহার॥
পাশায় সমান-সহ বুদ্ধির সমর।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন, বলে মুনিবর॥
যুধিষ্ঠির বলে, পাশা অনর্থের মূল।
অধর্ম্ম করিয়া মোরে না জিন মাতুল॥
অন্য নাহি মনে মম দ্বিজসেবা-বিনা।
এ-কর্ম্ম মাতুল, আমি না করি কামনা॥
শকুনি বলিল, তুমি যাও নিজ স্থানে।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে ক্রীড়া, পণ্ডিত সে জানে॥

যদি দ্যূতক্রীড়া-ইচ্ছা নাহিক তোমার।
নিবর্ত্তিয়া গৃহে তবে যাহ আপনার॥
যুধিষ্ঠির বলে, যবে ডাকিলা আমারে।
সত্য মম না টলিবে পাশার সমরে॥
সত্য আমি খেলিব পাশার আবাহনে।
তব সহ পণ কিন্তু করে কোন্ জনে॥
মেরুতুল্য আমার আছয়ে বহু ধন।
চারি সমুদ্রের মধ্যে যতেক রতন॥
দুর্য্যোধন বলে, মম মাতুল খেলিবে।
সব রত্ন আমি দিব, যতেক হারিবে॥
এইরূপে দুইজনে পাশা আরম্ভিল।
দেখিবারে সর্ব্বজন সভাতে বসিল॥
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ মহামতি।
চিত্তে অসন্তোষ অতি বিদুর প্রভৃতি॥
ধর্ম্ম বলিলেন, পণ হইল আমার।
ইন্দ্রপ্রস্থে যত মম রত্নের ভাণ্ডার॥
ঈদৃশ তোমার ধন কোথা দুর্য্যোধন।
হাসি বলে, কোথা হৈতে দিবে এই পণ॥
দুর্য্যোধন বলে, মম আছয়ে অনেক।
অবশ্য অর্পিব আমি, জিনিবে যতেক॥
নির্ণয় করিয়া সারি ফেলিল শকুনি।
কটাক্ষে সকল রত্ন লইলেক জিনি॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠির পুনঃ করিলেন পণ।
কোটি কোটি মহাবল যত অশ্বগণ॥
শকুনি হাসিয়া ফেলি জিনিলাম কয়।
কি পণ করিবা আর, কহ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির বলে, মোর রথ অগণন।
নানারত্নে বিভূষিত মেঘের গর্জ্জন॥
শকুনি হাসিয়া বলে ডাকি ততক্ষণ।
হের দেখ জিনিলাম কর অন্য পণ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, হস্তিবৃন্দ যে আমার।
ঈষদন্ত মহাকায় বলেতে দুর্ব্বার॥
সব হস্তী করি পণ, পুনঃ খেল পাশা।
জিনিলাম শকুনি বলিয়া কহে ভাষা॥
যুধিষ্ঠির বলে যে আছয়ে দাসীগণ।
সহস্র সহস্র নানারত্নে বিভূষণ॥
সবার সৌজন্য বড় ব্রাহ্মণ-সেবাতে।
করিলাম তাহা পণ এবার পাশাতে॥
শকুনি ফেলিয়া পাশা বলয়ে হাসিয়া।
অন্য পণ কর হের নিলাম জিনিয়া॥
ধর্ম্ম বলে, গন্ধর্ব্বাশ্ব আছে অগণন।
তিলেক না হয় শ্রম ভ্রমিলে ভুবন॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব তুরঙ্গ আনি দিল।
এবার দ্যূতেতে সেই অশ্ব পণ হৈল॥
হাসিয়া বলয়ে তবে সুবল-কুমার।
অশ্বগণে জিনিলাম, কর পণ আর॥
যুধিষ্ঠির বলে যে, আছয়ে যোদ্ধৃগণ।
মহারথী-মধ্যে করি সে-সবে গণন॥
এবার দ্যূতেতে আমি করিলাম পণ।
জিনিনু হাসিয়া বলে গান্ধার-নন্দন॥
এই মত প্রবর্ত্তিল কপট দেবন।
একে একে হারিলেন ধর্ম্ম সর্ব্বধন॥
দ্যূতক্রীড়া ভারতের অপূর্ব্ব-কথন।
কাশী কহে, কুরুকুল-ধ্বংসের কারণ॥

———

● ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের উক্তি

দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বিদুরের মন।
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকি তবে বলিছে বচন॥
আমি যত বলি, তব মনে নাহি লয়।
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়॥
ওহে অন্ধ-রায় তুমি হইলা কি স্তব্ধ।
জন্মকালে এই পুত্র কৈল খরশব্দ॥
তখনি বলিনু আমি সকল বিস্তার।
কুরুকুল-ক্ষয়হেতু হইল কুমার॥
না শুনিয়া মম বাক্য করিয়া হেলন।
সেই সব রাজা, ব্যক্ত হতেছে এখন॥

সংহার-রূপেতে এই আছে তব ঘরে।
স্নেহেতে ভুলিয়া নাহি পাও দেখিবারে ॥
দেব-গুরুনীতি রাজা, কহি সে তোমারে।
মধুহেতু মধুলোভী উঠে বৃক্ষোপরে ॥
নাহিক পতন-ভয় মধুর কারণ।
সেইরূপ মত্ত হইয়াছে দুর্য্যোধন ॥
মহারথিগণ সহ করয়ে বৈরিতা।
পশ্চাৎ জানিবে, এবে নাহি শুন কথা ॥
এইরূপ কংসভোজ হইল উৎপত্তি।
সপ্তবংশ পিতার নাশিল দুষ্টমতি ॥
উগ্রসেন-আদি সবে করি এ-প্রকার।
গোবিন্দের হাতে তবে হইল সংহার ॥
সপ্তবংশ সুখে বৈসে গোবিন্দ-সংহতি।
মম বাক্য মান রাজা, পাবে বড় প্রীতি ॥
শীঘ্রগতি পার্থে আজ্ঞা করহ রাজন্।
দুর্য্যোধনে রাখুক সে করিয়া বন্ধন ॥
নির্ভয়ে পরমসুখে থাকহ নৃপতি।
কাক-হস্তে ময়ুরের না কর দুর্গতি ॥
শিবাহস্তে সিংহের না কর অপমান।
শোকসিন্ধু মধ্যে রাজা, না কর প্রয়াণ ॥
যে-পক্ষী প্রসব করে অমূল্য রতন।
মাংসলোভে তারে নাহি খায় বিজ্ঞজন ॥
সুবর্ণের বৃক্ষ রাজা, রোপিয়া যতনে।
বৃক্ষ-রক্ষা কৈলে পুষ্প পাই অনুদিনে ॥
যে হইল, এখন নিবর্ত্ত নরপতি।
পুত্রগণে কেন কর যমের অতিথি ॥
এ পঞ্চ জনের সহ কে করিবে রণ।
কহ শুনি রাজা, তব আছে কোন্ জন ॥
দিক্‌পাল-সহ যদি আইসে বজ্রপাণি।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে, তোমা কিসে গণি ॥
হে ভীষ্ম, হে দ্রোণ, কৃপ, নাহি শুন কেনে।
সবে মেলি রঙ্গ দেখ, বুঝিলাম মনে ॥
অগাধ সমুদ্রে নৌকা না ডুবাহ হেলে।
সবে মিলি যম-গৃহে যাইতে বসিলে ॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের তনয়।
যে-ক্ষণে করিবে ক্রোধ ভীম ধনঞ্জয় ॥
যমজ যুগল যবে করিবেক ক্রোধ।
কে আছে সহায় তব করিতে প্রবোধ ॥
হে অন্ধ, পাশাতে যত লইবে বেশাত।
বুঝিবা কি, তাহাতে তোমার নাহি-হাত ॥
কপট করিয়া তাহে কোন্ প্রয়োজন।
আজ্ঞামাত্রে দিত সব ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই শকুনিরে আমি ভালমতে জানি।
কপট কুবুদ্ধি খলগণ-চূড়ামণি ॥
কোথায় পর্ব্বতপুর ইহার নিবাস।
কে আনিল এথায় করিতে সর্ব্বনাশ ॥
বিদায় করহ, ঘরে যাক্ আপনার।
উঠ গো শকুনি, পাশা করি পরিহার ॥
সভাতে এতেক যদি বিদুর বলিল।
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল ॥
দুর্য্যোধন বলে, আমি তোমা না জিজ্ঞাসি।
কার হৈয়ে কহ ভাষা সভামাঝে বসি ॥
জিহ্বাতে হৃদয়-তত্ত্ব মনুষ্যের জানি।
সদাকাল চাহ তুমি ধৃতরাষ্ট্র-হানি ॥
পাণ্ডুপুত্র-প্রিয় তুমি সর্ব্বলোকে জানে।
নিকটে না রাখি কভু শত্রু-হিতজনে ॥
উঠিয়া যথায় ইচ্ছা যাহ আপনার।
এথায় রহিবে যোগ্য না হয় তোমার ॥
কুজনেরে যদি রাখে করিয়া যতন।
তথাপি অসৎ-পথে করিবে গমন ॥
সভামধ্যে যতেক কহিলা তুমি ভাষা।
অন্য হৈলে নাহি থাকে জীবনের আশা ॥
যতেক তোমার আমি করি পূজা-মান।
তত অনাদর মোরে কর অল্পজ্ঞান ॥
সভামধ্যে কহ কথা যেন নিজে প্রভু।
এ হেন কুবাক্য কেহ নাহি কহে কভু ॥
বিদুর বলেন, আমি না কহি তোমারে।
ধৃতরাষ্ট্র-দুঃখ দেখি হৃদয় বিদরে ॥

তোরে কি কহিব, ধৃতরাষ্ট্র নাহি শুনে।
গতায়ু-জনেতে কভু হিত নাহি মানে॥
আমারে কি-হেতু তুমি জিজ্ঞাসিবে কথা।
জিজ্ঞাসহ নিজতুল্য লোক পাও যথা॥
এত বলি নিঃশব্দ যে ক্ষত্তা মহাশয়।
পুনঃ আরম্ভিল পাশা সুবল-তনয়॥
সভাপর্ব্ব ভারতের বিচিত্র-আখ্যান।
কাশী কহে পয়ারেতে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে পণ করিয়া যুধিষ্ঠিরের পুনরায় দ্যূতক্রীড়া ও পরাজয়

শকুনি বলিল, চাহি ধর্ম্মের নন্দন।
সর্ব্বস্ব হারিলা আর কি রাখিবা পণ॥
যুধিষ্ঠির বলে, মম অসংখ্য রতন।
চারিসিন্ধুমধ্যে আছে মোর যত ধন॥
অযুত নিযুত যত খর্ব্ব মহাখর্ব্ব।
পদ্ম শঙ্খ করি অন্ত আছে যত সর্ব্ব॥
সকল করিনু পণ এবার সারিতে।
জিনি লইলাম, বলে গান্ধারের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলেন যে, আছে পশুগণ।
গাভী উষ্ট্র খর আর মেষ অগণন॥
সব করিলাম পণ এবার দ্যূতেতে।
জিনিলাম বলি বলে সুবলের সুতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, পণ করি আমি।
আমার শাসিতে আছে যত রাজ্যভূমি॥
ব্রাহ্মণের ভূমি-গৃহ ছাড়িয়া রতন।
এবার দেবনে আমি করিলাম পণ॥
শকুনি বলিল, আমি জিনিনু সকল।
আর কি আছয়ে, পণ কর মহাবল॥
ধর্ম্ম দেখিলেন, ধন কিছু নাহি আর।
কুমারগণের অঙ্গে যত অলঙ্কার॥
সকলি করিল পণ, জিনিল শকুনি।
দেখিয়া চিন্তিত বড় ধর্ম্ম-নৃপমণি॥

শকুনি বলিল, কহ কি আর বিচার।
বিচারি করেন পণ ধর্ম্মের কুমার॥
ক্ষিতিমধ্যে সুবিখ্যাত নকুল সুধীর।
কামদেব জিনি রূপ, সুন্দর শরীর॥
সিংহগ্রীব পদ্মপত্র যুগল নয়ন।
এবার সারিতে নকুলেরে করি পণ॥
কপটে শকুনি বলে, বলি সারোদ্ধার।
তব প্রিয় ভাই এই পাণ্ডুর কুমার॥
কেমনে ইহারে পণ করিবা দেবনে।
এত বলি ফেলি পাশা লইলেক জিনে॥
ধর্ম্ম বলে, সহদেব ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
আমার পরমপ্রিয় জগতে বিদিত॥
এবার সারিতে সহদেবে করি পণ।
জিনিলাম বলি বলে গান্ধার-নন্দন॥
কপটচাতুরীবাক্য বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে পণ কর, নৃপমণি॥
বৈমাত্রেয় দুই ভাই হারিলা সারিতে।
ভীমার্জ্জুনে হারিবে না, লয় মম চিতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে, তব দেখি দুষ্প্রকৃতি।
ভ্রাতৃভেদ-ভাষা কেন কহ মন্দমতি॥
আমি আর চারি ভাই একই পরাণ।
কি বুঝিয়া হেন বাক্য কহিলা অজ্ঞান॥
ভীত হৈয়ে শকুনি বলিছে সবিনয়।
সহজে পাশায় মত্ত সুজনেতে হয়॥
মত্ত হৈলে অবক্তব্য বাক্য আসে মুখে।
তুমি শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ ক্ষমহ দোষ মোকে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠির তবে করেন উত্তর।
তিনলোকখ্যাত যে আমার সহোদর॥
হেলে তরি পরসৈন্য সাগরের প্রায়।
যেই দুই বীর কর্ণধারের কৃপায়॥
হেলায় জিনিল দেবরাজে ভুজবলে।
অগণিত গুণ যার খ্যাত ক্ষিতিতলে॥
এ-কর্ম্মেতে পণযোগ্য নহে হেন নিধি।
তথাপিহ করি পণ অক্ষক্রীড়া-বিধি॥

শকুনি ফেলিয়া পাশা জিনিলাম বলে।
ধনঞ্জয়ে জিনি হৃষ্ট হয় কুরুদলে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, পণ করি এইবার।
বলেতে মনুষ্যলোকে সম নাহি যার ॥
ইন্দ্র যেন দৈত্য দলি পালে সুরগণে।
সেই মত পালে ভীম পাণ্ডুর নন্দনে ॥
পাশায় এ পণযোগ্য নহে হেন ধন।
তথাপিহ করি পণ দৈব-নির্ব্বন্ধন ॥
জিনিলাম বলি তবে বলিল শকুনি।
আর কি আছয়ে, পণ কর নৃপমনি ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আমি আছি মাত্র এবে মোরে করি পণ ॥
জিনিয়া শকুনি বলে অপট-আচার।
পাপকর্ম্ম করিলা হে কুন্তীর কুমার ॥
দ্রুপদ-কুমারী পণ করহ এবার।
জিনিয়া করহ রাজা, আপন উদ্ধার ॥
এ-সকল থাকিতে আপনা নাহি হারি।
আপনা থাকিতে হয় বহুধন-নারী ॥
রাজা বলে, মামা, না সম্ভবে এই কথা।
কি মতে করিব পণ দ্রুপদ-দুহিতা ॥
রূপেতে লক্ষ্মীর সম যাহার বর্ণনা।
অসংখ্য যাহার গুণ না হয় গণনা ॥
মম সৈন্যসিন্ধুসম না হয় বর্ণন।
প্রত্যক্ষ সবার হিতচেষ্টা অনুক্ষণ ॥
দ্বিজ-ক্ষত্র দাস-দাসী যত পশুগণ।
সবারে জননীরূপে করয়ে পালন ॥
হেন স্ত্রী করিব পণ, হেন নহে মতি।
কপট করিয়া বলে শকুনি দুর্ম্মতি ॥
লক্ষ্মী-অবতার রাজা, তোমার গৃহিণী।
তাঁর ভাগ্যে কদাচিৎ পড়ে পাশা জানি ॥
হারিলা আপনা রাজা, করহ উদ্ধার।
আপনা হইতে বড় নাহি কেহ আর ॥
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
শকুনি-বচন রাজা মানিলেন হিত ॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির।
পাশা ফেল আরবার, সেই পণ স্থির ॥
এতেক শুনিয়া দুষ্ট পাশা ফেলাইল।
হাসিয়া শকুনি বলে, জিনিল জিনিল ॥
শুনি কর্ণ দুর্য্যোধন হাসে খল-খল।
মহা-আনন্দিত কুরু-সোদর সকল ॥
বিপরীত-কর্ম্ম দেখি ভাবে সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ হৈল সজল-নয়ন ॥
বিমর্ষ বিদুর বসিলেন অধোমুখে।
জ্ঞানবন্ত লোক স্তব্ধ হৈল মহাশোকে ॥
হৃষ্ট হৈয়ে ধৃতরাষ্ট্র ডাকিয়া বলিল।
কে জিনিল, কে জিনিল, ব'লে জিজ্ঞাসিল ॥
বহুকালে প্রকাশিল কুটিল আচার।
না পারিল লুকাইতে ধৃতরাষ্ট্র আর ॥
এই মতে সকল হারেন ধর্ম্মরায়।
সভাপর্ব্ব-সুধারস কাশীদাস গায় ॥

পঞ্চপাণ্ডবকে সভায় নিম্নাসনে উপবিষ্টকরণ

হাসিয়া বলিল তবে সূর্য্যের নন্দন।
দেখহ এ সব হৈল দৈবের ঘটন ॥
আমা-সবা-মধ্যেতে তোমারে দিল লাজ।
উপহাস কৈল পেয়ে আপন-সমাজ ॥
এই ভীমার্জ্জুন দেখ মাদ্রীর নন্দন।
পুনঃপুনঃ তোমা দেখি হাসে সর্ব্বজন ॥
বাতুল দেখিয়া যথা হাসে সভাজনে।
সেই মত কৈল তোমা আপন ভবনে ॥
সেই অধর্ম্মের ফলে দেখ নৃপমনি।
দাস করি বান্ধিয়া দিলেক দৈবে আনি ॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির-ভ্রাতৃ-সমুদয়।
সমযোগ্য নহে দাস বসিতে সভায় ॥
দুর্য্যোধন বলে, সখা, উত্তম কহিলে।
আজ্ঞা দিল, যুধিষ্ঠিরে লহ সভাতলে ॥

দাস হৈল, দাসস্থানে থাক্ পঞ্চজন।
সবাকার কাড়ি লহ বস্ত্র-আভরণ ॥
বুঝিয়া আপনি সখা, করহ বিধান।
পঞ্চজনে নিযুক্ত করহ স্থানে-স্থান ॥
যে-কর্ম্মে যে যোগ্য, তারে কর নিয়োজন।
এতেক শুনিয়া বলে দুষ্ট বৈকর্ত্তন ॥
দৈব হৈতে বহুজন ভৃত্য-কর্ম্ম করে।
বিনা কর্ম্মে কেবা আছে সংসার-ভিতরে ॥
নিজবৃত্তিমত কর্ম্ম করয়ে আজন্ম।
রাজা রাজকর্ম্ম করে, ভৃত্য ভৃত্যকর্ম্ম ॥
ভৃত্য হৈল পঞ্চজন, করুক স্বকাজ।
যে-কর্ম্মে যে যোগ্য, তারে দেহ মহারাজ ॥
আমার যে অভিমত কর অবধান।
পঞ্চজনে নিয়োজিত কর স্থানে স্থান ॥
সুকোমল-অঙ্গ রাজা ধর্ম্মের তনয়।
অন্য কর্ম্মে ইহার ক্ষমতা নাহি হয় ॥
তাম্বূলের সেবাতে করহ নিয়োজন।
পান লৈয়ে সন্নিধানে রবে অনুক্ষণ ॥
হৃষ্টপুষ্ট বৃকোদর হয় বলবান্।
সে-কারণে মম মনে লয় এই জ্ঞান ॥
বৃকোদরে চতুর্দ্দোল কর সমর্পণ।
অনায়াসে ভার সবে, নহে ক্ষীণ জন ॥
স্কন্ধে করি তোমা লৈবে সহ ভ্রাতৃগণ।
স্বচ্ছন্দে যাইবে, যথা করিবা গমন ॥
অর্জ্জুনেরে এই সেবা দেহ মহাশয়।
আমি অনুমানি, যদি তব মনে লয় ॥
বস্ত্র-অলঙ্কার-আদি সমর্প অর্জ্জুনে।
লয়ে তব পুরোভাগে রবে অনুক্ষণে ॥
তব হিতপ্রিয় দুই মাদ্রীর তনয়।
এ-দোঁহারে দুই সেবা দেহ মহাশয় ॥
দুই ভিতে তোমার থাকিবে দুই জন।
চামর লইয়া সদা করিবে ব্যজন ॥
এ পঞ্চ-সেবায় পঞ্চে কর নিয়োজন।
আসিয়া করুক কৃষ্ণা গৃহে দাসীপণ ॥

এতেক বলিল যদি কর্ণ দুরাচার।
হাসিয়া বলয়ে তবে গান্ধারী-কুমার ॥
দুর্য্যোধন বলে, সখা, বলিলা উত্তম।
যে-বিধান করিলা সে মম মনোরম ॥
ইঙ্গিত করিয়া জানাইল ভ্রাতৃগণে।
সভাতলে লইয়া বসাও সর্ব্বজনে ॥
আজ্ঞামাত্র ততক্ষণে যত ভ্রাতৃগণ।
উঠ উঠ বলি কহে কর্কশ বচন ॥
কোন্ লাজে রাজাসনে আছহ বসিয়া।
আপনার যোগ্যস্থানে সবে বৈস গিয়া ॥
দুঃশাসন উঠাইল ধর্ম্ম-করে ধরি।
চল চল বলি ডাকে পৃষ্ঠে ঢেকা মারি ॥

ক্রোধেতে ধর্ম্মের পুত্র কাঁপে কলেবর।
চক্ষু রক্তবর্ণ, লোহ বহে ঝরঝর ॥
বিপরীত মানহীন দেখি যুধিষ্ঠির।
ক্রোধে থরথর কম্পমান ভীমবীর ॥
ভৈরব-গর্জ্জনে গর্জ্জে দন্ত কড়মড়ি।
যেমন প্রলয়-কালে হয় মড়মড়ি ॥
যুগান্তের যম যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
অরুণ-আকার চক্ষু, চাহে একদৃষ্টি ॥
নাকে ঝড় বহে যেন প্রলয়-সমান।
মহাবীর ভীমসেন কর্ণপানে চান ॥
দেখিয়া কৌরবগণ পায় বড় শঙ্কা।
হাতে গদা করি ভীম উঠে রণরঙ্কা ॥
মাথায় ফিরায় গদা চক্রের আকার।
চরণের ভরে ক্ষিতি হয় ত বিদার ॥
ক্রোধমুখ করি দুঃশাসন-পানে ধায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্মপানে চায় ॥
হেঁটমাথা যুধিষ্ঠির দেখিয়া ভীমেরে।
বুঝিয়া অর্জ্জুন গিয়া ধরিলেন তাঁরে ॥

অর্জ্জুন বলেন, ভাই, না কহ অনীতি।
কি-হেতু হেলন কর ধর্ম্ম-নরপতি ॥
দিক্‌পাল-সহ যদি আসে দেবরাজ।
আর যত বীর বৈসে ত্রৈলোক্যের মাঝ ॥

ধর্ম্মেরে করিবে হেন আমরা থাকিতে।
মূহূর্ত্তেকে পাঠাইব যমের ঘরেতে ॥
কোন্ ছার এরা সব, তৃণ হেন গণি।
এখনি দহিতে পারি, কারে নাহি মানি ॥
বিনা ধর্ম্ম-আজ্ঞায় নাহিক ভাই শক্তি।
তাহে কোন্ ভদ্র, যাহে ধর্ম্মেতে অভক্তি ॥
দ্বন্দ্ব-কর্ম্মে ধর্ম্মের যে নাহি অভিপ্রায়।
সে-কারণে এ কর্ম্ম না করিতে যুয়ায় ॥
অর্জ্জুনের বচনে হইল শান্ত ক্রোধ।
ফেলিলেন গদা ভীম মানি উপরোধ ॥
আভরণ পরিধান যতেক আছিল।
পঞ্চভাই আপনাআপনি সব দিল ॥
সভাত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট ধূলাসনে।
অধোমুখে বসিলেন ভাই পঞ্চজনে ॥
হেনকালে দুষ্ট কর্ণ কহিল বচন।
দ্রৌপদী আনিতে দূত করহ প্রেরণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন তবে বিদুরে ডাকিল।
হাস্য-উপহাসে তবে কহিতে লাগিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বুঝিয়া বিচার।
সভা হৈতে গৃহে তবে গেল আপনার ॥
কাশী কহে, দুর্য্যোধন, কুকর্ম্ম করিলে।
নিজদোষে কুরুকুল মজাতে বসিলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
পিয়ে হেলে ত'রে যাবে ভব-পারাবার ॥

● দ্রৌপদীকে আনিতে প্রাতিকামীর গমন

তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মতি।
ডাকিয়া বলিল তবে বিদুরের প্রতি ॥
বিষাদিত কেন বসিয়াছ অধোমুখে।
হেন বুঝি, দুঃখী বড় পাণ্ডবের দুখে ॥
উঠ উঠ, যাহ শীঘ্র ইন্দ্রপ্রস্থে চলি।
আপনি আইস হেথা লইয়া পাঞ্চালী ॥
অন্তঃপুরে আছয়ে যতেক দাসীগণ।
তা সবার সহিত করুক দাসীপণ।
এত শুনি বিদুর কম্পিত-কলেবর।
ক্রোধমুখে দুর্য্যোধনে করিল উত্তর ॥
মন্দবুদ্ধি মতিচ্ছন্ন, না বুঝিস্ কিছু।
ব্যাঘ্রেরে করালি ক্রোধ হৈয়ে মৃগশিশু ॥
বিষ সংবরিয়া বসি আছে বিষধর।
অঙ্গুলি না পূর তার মুখের ভিতর ॥
কেমনে এ-দুষ্টভাষা মুখেতে আনিলি।
কৃষ্ণা তব দাসী হৈবে, কুলে দিলি কালি ॥
দ্রৌপদীতে তোমার কিসের অধিকার।
সবাই না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
আপনা হারিল পূর্ব্বে ধর্ম্মের কুমার।
অন্যজন-উপরে কিসের অধিকার ॥
অন্যের-উপরে তার প্রভুপনা কিসে।
আর তার চারি স্বামী আছয়ে বিশেষে ॥
মোর বোল যদি তোর নাহি লয় মনে।
জিজ্ঞাসিয়া দেখ যত বৃদ্ধমন্ত্রিগণে ॥
এই বৃদ্ধ অন্ধরাজ হৃষ্ট হইয়াছে।
লোভেতে হইল ছন্ন, নাহি দেখে পাছে ॥
নিকটে আইল মৃত্যু, কে করে বারণ ॥
ফুল ধরি যেন বেণুবৃক্ষের মরণ ॥
দ্যূতেতে অধর্ম্ম বড় হয় অ-কল্যাণ।
জানিয়া না করে কভু কোন মতিমান্॥
শুকাইলে খণ্ডে অস্ত্রাঘাতের বেদন।
বাক্যাঘাত নাহি খণ্ডে যাবৎ জীবন ॥
পাশাতে জিনিয়া বড় সানন্দ-হৃদয়।
চিত্তে কর পাণ্ডবের হৈল অসময় ॥
শ্রীমন্ত জনের হয় অসময় কিসে।
কি তার সহায় নাই এই মহাদেশে ॥
কোথা হয় শ্রীরহিত শ্রীমন্ত সুজন।
জলেতে পাষাণ নাহি ভাসে কদাচন ॥
লাউ নাহি ডুবে কভু জলের ভিতর।
কখন অগতি নহে বিষ্ণুভক্ত নর ॥

পুনঃপুনঃ আমি কহিলাম হিতবাণী।
না শুনিলা, মৃত্যুকাল হৈল হেন জানি॥
নিশ্চয় হইল দেখি তিনকুলধ্বংস।
শান্তনু-বাহ্লীক-অন্ধ নৃপতির বংশ॥
পাত্র-মিত্র-ইষ্ট-পুত্র-সহিত মজিবে।
আমার এসব কথা পশ্চাতে ফলিবে॥
এইরূপ বিদুর কহিল বহুতর।
শুনি দুর্য্যোধন তারে নিন্দিল বিস্তর॥
প্রাতিকামী ছিল তাঁর আগে দাণ্ডাইয়া।
তারে আজ্ঞা দিল রাজা নিকটে ডাকিয়া॥
যাহ তুমি, দ্রৌপদীরে আন এইক্ষণে।
পাণ্ডবের ভয় তুমি না করিহ মনে॥
বিদুরের বোলে কিছু না করিহ ভয়।
সর্ব্বকাল বিদুরের ভয়ার্ত্ত-হৃদয়॥
আর কুস্বভাব আছে বিদুরের চিতে।
ধৃতরাষ্ট্র-কুৎসা করে পাণ্ডবের হিতে॥
আদেশ পাইয়া তবে চলে প্রাতিকামী।
ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিল শীঘ্রগামী॥
যথায় পুরীর মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
দ্রৌপদীর আগে কহে করযোড় করি॥
অবধানে মহাদেবী, শুনহ বিধান।
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল দ্যূতে হতজ্ঞান॥
সর্ব্বস্ব হারিল দ্যূতে তোমা-আদি করি।
তোমা নিতে আজ্ঞা দিল কুরু-অধিকারী॥
ধৃতরাষ্ট্র-গৃহে চল, কর যথাকর্ম্ম।
বার্ত্তা শুনি দ্রৌপদীর বিদারিল মর্ম্ম॥
সভাপর্ব্ব ভারতের সুধার সাগর।
কাশীরাম কহে, সদা পিয়ে সাধু নর॥

● দ্রৌপদীর প্রশ্ন

দ্রৌপদী বলেন, হেন কভু নাহি শুনি।
রাজপুত্র হারিয়াছে আপন গৃহিণী॥
যুধিষ্ঠির ধীরবুদ্ধি, কভু মত্ত নয়।
এ কর্ম্ম দ্যূতেতে হেন মনে নাহি লয়॥
প্রাতিকামী বলে, দেবী, মিথ্যা কভু নয়।
গ্রহবশে খেলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
একে একে সর্ব্বস্ব হারিয়া নরবর।
আপনারে হারিলেন সহ-সহোদর॥
পশ্চাতে তোমারে হারিলেন নৃপমণি।
এত শুনি বলিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী॥
যাহ প্রাতিকামী, গিয়া জিজ্ঞাস রাজারে।
প্রথমে আপনা কিংবা হারিলেন মোরে॥
হারিয়া থাকেন যদি প্রথমে আপনা।
তবে গিয়া জিজ্ঞাসহ সভাসদ্‌জনা॥
তবে যদি সভাতলে সবে যেতে কয়।
আপন ইচ্ছায় তবে যাইব তথায়॥
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বরে।
সভায় জিজ্ঞাসে গিয়া ধর্ম্ম-নৃপবরে॥
পাঠাইল দ্রৌপদী আমারে জিজ্ঞাসিতে।
কোন্ পণ প্রথমে করিলা রাজা, দ্যূতে॥
প্রথমে আপনা কি হারিলা যাজ্ঞসেনী।
শুনি মুগ্ধ হইলেন ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
রহিল নীরবে বসি, নাহি সরে বাণী।
মনে বুঝি কিছু না বলিল প্রাতিকামী॥
প্রাতিকামী-প্রতি ক্রোধে বলে কুরুবরে
যাহ প্রাতিকামী, কিবা জিজ্ঞাস উহারে॥
সভামধ্যে লইয়া আইস দ্রৌপদীরে।
আসিয়া করুক ন্যায় সভার ভিতরে॥
আসি জিজ্ঞাসুক সেই, যেই লয় মনে।
করুক আসিয়া ন্যায় ল'য়ে সভাজনে॥
এত শুনি প্রাতিকামী হইল দুঃখিত।
পুনঃ দ্রৌপদীর স্থানে চলিল ত্বরিত॥
করযোড়ে প্রাতিকামী বলে সবিষাদ।
অবধান মহাদেবী, হইল প্রমাদ॥
অস্ত হৈল কুরুকুল বুঝিলাম মনে।
সভাতে তোমায় লৈতে বলিল যখনে॥

দ্রৌপদী বলিল, শুন সঞ্জয়-নন্দন।
ধর্ম্মরাজ কি বলেন, কি-বা দুর্য্যোধন॥
প্রাতিকামী বলে, রাজা কিছু না বলিল।
সভাতে লইতে দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল॥
দৌপদী কহিল, তুমি বলিলা প্রমাণ।
বংশনাশ-হেতু বিধি করিল বিধান॥
যাহ প্রাতিকামী, গিয়া জিজ্ঞাস রাজায়।
নিশ্চয় কি তাঁর মন যাইতে তথায়॥
এত শুনি প্রাতিকামী চলিল সত্বর।
রাজারে কহিল আসি কৃষ্ণার উত্তর॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির ভাবিলা অন্তরে।
দুর্য্যোধন-যত্ন দেখি কৃষ্ণা আনিবারে॥
বিচারিয়া বলিলেন, কহ দ্রৌপদীরে।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডিতে পারে॥
সত্যবিনা মম চিত্তে অন্য নাহি লয়।
ধর্ম্মরক্ষা করুক সে আসিয়া সভায়॥
প্রাতিকামী-প্রতি তবে দুর্য্যোধন বলে।
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন অগ্নিহেন জ্বলে॥
ভাল তোরে পাঠানু আনিতে দ্রৌপদীরে।
পুনঃপুনঃ ফিরি কেন এস এথাকারে॥
আমি যাহা বলি, তাহা নাহি লয় মনে।
পুনঃপুনঃ আইস দ্রৌপদী-দূতপণে॥
যাহ শীঘ্র দ্রৌপদীরে আনহ এস্থানে।
এত শুনি প্রাতিকামী ভীত হৈল মনে॥
পুনরপি ইন্দ্রপ্রস্থে চলিল সত্বরে।
কতক দূরেতে গিয়া ভাবিল অন্তরে॥
কি ক্ষণে আইনু আজি রাজার নিকটে।
সে-কারণে পড়িলাম এমন সঙ্কটে॥
পাছে ক্রোধ করে কৃষ্ণা দেখিলে এবার।
পাণ্ডব করিলে ক্রোধ নাহিক নিস্তার।
মম সঙ্গে কৃষ্ণা যদি এবার না আসে।
দুর্য্যোধন মহাক্রোধ করিবে বিশেষে॥
বিচারিয়া বাহুড়িল সঞ্জয়-নন্দন।
করযোড়ে বলে দুর্য্যোধনের সদন॥
তব আজ্ঞাবশে যাই কৃষ্ণা আনিবারে।
না আইলে কি করিব, আজ্ঞা কর মোরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দুঃশাসনের দ্রৌপদী-সমীপে গমন ও তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভায় আনয়ন

শুনি দুঃশাসনে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবের ভয় করে সঞ্জয়-নন্দন॥
এ-কর্ম্মের যোগ্য নহে এই অল্পমতি।
তুমি গিয়া দ্রৌপদীরে আন শীঘ্রগতি॥
সভামধ্যে কেশে ধরি আনহ তাহারে।
নিস্তেজ হয়েছে শত্রু, কি আর বিচারে॥
আজ্ঞামাত্র দুঃশাসন চলিল ত্বরিত।
দ্রৌপদীর অন্তঃপুরে হৈল উপনীত॥
দ্রৌপদী চাহিয়া ডাকি বলে দুঃশাসন।
চলহ দ্রৌপদী, আজ্ঞা করিল রাজন্॥
পাশায় তোমার স্বামী হারিল তোমারে।
দুর্য্যোধনে ভজ এবে ত্যজি যুধিষ্ঠিরে॥
দুঃশাসন দুষ্টবুদ্ধি দেখি গুণবতী।
সক্রোধ-বদন আর বিকৃতি-আকৃতি॥
ভয়েতে দেবীর অঙ্গ কাঁপে থরথর।
শীঘ্রগতি উঠি গেলা ঘরের ভিতর॥
স্ত্রীগণের মধ্যে দেবী ভয়ে লুকাইল।
দেখি দুঃশাসন ক্রোধে পাছে গোড়াইল॥
গৃহদ্বারে কুন্তীদেবী ভুজ প্রসারিয়া।
সবিনয়ে বলে দুঃশাসনে বসাইয়া॥
কহ দুঃশাসন, এই কেমন বিহিত।
দ্রৌপদী ধরিতে চাহ, না বুঝি চরিত॥
কুলবধূ লৈয়া যাবে সভার মাঝার।
কুলের কলঙ্ক-ভয় নাহিক তোমার॥
শুনি দুঃশাসন ক্রোধে উঠিল গর্জ্জিয়া।
দুই হাতে কুন্তীরে সে ফেলিল ঠেলিয়া॥

অচেতন হৈয়া দেবী পড়িল ভূতলে।
দুঃশাসন ধরিলেক দ্রৌপদীর চুলে॥
যেই কেশ রাজসূয়-যজ্ঞের সময়।
মন্ত্রজলে সিঞ্চিলেন ব্যাস-মহাশয়॥
পুর হৈতে বাহির করিল শীঘ্রগতি।
দেখিয়া কান্দয়ে যত পুরের যুবতী॥
কেশে ধরি লৈয়ে যায় পবনের বেগে।
চলিতে চরণ ভূমে লাগে কি না লাগে॥
নাগিনী বিকল যথা গরুড়ের মুখে।
ছট্‌ফট্ করে দেবী, ছাড় ছাড় ডাকে॥
আরে মন্দমতি, কেন না দেখ নয়নে।
রজঃস্বলা আছি আর একই বসনে॥
দুঃশাসন বলে, তুমি ছাড় হেন আশ।
রজঃস্বলা হও, কিংবা হও একবাস॥
পূর্ব্ব-অহঙ্কার এবে না করিহ মনে।
সভাতে লইতে আজ্ঞা করিল রাজনে॥
কৃষ্ণা বলে, গুরুজন আছেন সভাতে।
কিমতে দাণ্ডাব আমি তাঁদের অগ্রেতে॥
না লহ সভাতে মোরে, কর পরিহার।
আরে মন্দমতি, কেশ ছাড়হ আমার॥
কেন হেন জ্ঞানহারা হলি রে অবোধ।
সর্ব্বনাশ হবে হৈলে পাণ্ডবের ক্রোধ॥
ইন্দ্র সখা হৈলে তবু রক্ষা না পাইবি।
ক্ষণমাত্রে যম-গৃহে সবংশেতে যাবি॥
ধর্ম্মে বদ্ধ হ'য়েছেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ভ্রাতৃ-উপরোধে বশ চারি মহামতি॥
এই হেতু এতক্ষণ তোমার জীবন।
এখন যে রক্ষা পাও হৈলে নিবারণ॥
কৃষ্ণার বচন শুনি দুঃশাসন হাসে।
পুনঃ আকর্ষিয়া দুষ্ট টান দিল কেশে॥
ঝাঁকারি সবলে তাঁরে নিল সভাস্থল।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কৃষ্ণা হইয়া বিকল॥
উবুড় হইয়া চাহে ভূমি ধরিবারে।
না লও সভাতে মোরে, বলয়ে কাতরে॥

বড় বড় জন দেখি আছেন সভায়।
হেন একজন নাহি, এক কথা কয়॥
কেহ তোর দুর্ব্বুদ্ধি না করে নিবারণ।
চিত্র-পুত্তলিকা-মত আছে সভাজন॥
এই ভীষ্ম দ্রোণ দেখ আছেন সভাতে।
ধার্ম্মিক এ-দুই বড়, খ্যাত পৃথিবীতে॥
স্বধর্ম্ম ছাড়িল এরা, হেন লয় মনে।
মম এত দুঃখ কেন না দেখে নয়নে॥
বাহ্লীক বিদুর ভূরিশ্রবা সোমদত্ত।
ধর্ম্মশীল জানি সবে, অতুল মহত্ত্ব॥
কুরুকুল সব ভ্রষ্ট হইল নিশ্চয়।
এক জন কেহ এক ভাষা নাহি কয়॥
এত বলি কান্দে দেবী সজল-নয়নে।
কাতর হইয়া চাহে স্বামিগণ-পানে॥
দ্রৌপদী-কাতর-দৃষ্টি দেখিয়া পাণ্ডব।
ঘৃত পেলে যেই মত জ্বলে জলোদ্ভব॥
রাজ্য দেশ ধন জন সকলি হারিল।
তিলমাত্র তাহাতে না তাপিত হইল॥
দ্রৌপদী-কাতরমুখ দেখিয়া নয়নে।
কুম্ভকার শাল যেন পোড়ায় আগুনে॥
দুঃশাসন টানে ঘন কেশেতে আকর্ষি।
পরিহাস করি কেহ বলে আন দাসী॥
সাধু দুঃশাসন, বলে রাধেয়-শকুনি।
সজল-নয়নে কান্দে দ্রুপদনন্দিনী॥
দুঃশাসন টানে ধরি দ্রৌপদীর কেশ।
কাশী কহে, কুরুকুল হইবে নিঃশেষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● সভাজন-প্রতি বিকর্ণের উত্তর

দ্রৌপদী যতেক কহে, কেহ নাহি শুনে।
ভীষ্মবীর প্রত্যুত্তর দেন কতক্ষণে॥

কহিতে না পারি আমি ইহার বিধান।
ধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিচারিয়া কহিতে প্রমাণ॥
অন্য দ্রব্যে অন্যের নাহিক অধিকার।
দ্রব্যমধ্যে গণ্য হয় ভার্য্যা কিবা আর॥
আপনা হারিলা আগে ধর্ম্মের নন্দন।
পশ্চাতে হারিলা কৃষ্ণা, জানে সর্ব্বজন॥
দ্রুপদনন্দিনী পঞ্চপাণ্ডবের নারী।
এক যুধিষ্ঠির তাহে নহে অধিকারী॥
রাজ্যদেশ ধনজন সব যদি যায়।
যুধিষ্ঠির-মুখে নাহি মিথ্যা বাহিরায়॥
হারিল বলিয়া মুখে বলিয়াছে বাণী।
কি কহি ইহার বিধি, কিছু নাহি জানি॥
এত বলি নিঃশব্দে রহেন ভীষ্ম বীর।
যুধিষ্ঠিরে চাহি বলে বৃকোদর বীর॥
ওহে মহারাজ, কভু দেখেছ নয়নে।
আপন ভার্য্যাকে হারে বল কোন্ জনে॥
কপটে জুয়াড়ি হইয়াছে বহুজন।
তা সবার থাকিবেক বেশ্যা-নারীগণ॥
সে সব নারীকে তারা নাহি করে পণ।
তুমি মহারাজ, ধর্ম্ম করিলা যেমন॥
রাজ্যদেশ ধনজন হারিলা যতেক।
তাহাতে তোমারে ক্রোধ না করি তিলেক॥
আমা-সহ সকল তোমার অধিকার।
যাহা ইচ্ছা কর, অন্য নারি করিবার॥
এই সে হৃদয়ে তাপ সংবরিতে নারি।
পাশায় করিলা পণ কৃষ্ণা-হেন নারী॥
তব কৃত কর্ম্ম রাজা, দেখহ নয়নে।
দ্রৌপদীরে পরিহাস করে হীন জনে॥
এই হেতু তোমারে জন্মিল বড় ক্রোধ।
ক্ষুদ্রলোক কহে ভাষা, নাহি কিছু বোধ॥
ধনঞ্জয় বলে, ভাই, কি বোল বলিলে।
নৃপে হেন ভাষা নাহি কহ কোনকালে॥
আজি কেন কটূত্তর বলিলে রাজায়॥
তব মুখে হেন বাক্য কভু না যুয়ায়॥

পরম পণ্ডিত তুমি, ধর্ম্মজ্ঞ যে গণি।
শত্রুর কপটে ছন্ন হৈল হেন জানি॥
সদাই শত্রুর ভাই এই যে কামনা।
ভাই-ভাই বিচ্ছেদ হউক পঞ্চজনা॥
শত্রুর কামনা পূর্ণ কর কি-কারণ।
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ মহারাজে না কর হেলন॥
রাজারে বলিলে হেন কি দোষ দেখিয়া।
দ্যূত আরম্ভিল শত্রু কপটে ডাকিয়া॥
আপন ইচ্ছায় রাজা না খেলেন দ্যূত।
ডাকিলে না খেলিলে হবেন ধর্ম্মচ্যুত॥
ধর্ম্মেরে রাখিতে ধর্ম্ম খেলে ধর্ম্ম-সারি।
শকুনি কপটে জিনে অধর্ম্ম আচরি॥
ভীম বলে, ধনঞ্জয়, না বলিও আর।
হীন-জন-প্রভুত্ব না পারি সহিবার॥
কৃষ্ণ-বিনা অন্যচিত্ত নাহিক আমার।
দুই ভুজ কাটিয়া ফেলিব আপনার॥
ক্ষুদ্রের প্রভুত্ব আজি দেখি যে নয়নে।
তবে ভুজ রাখি আর কোন্ প্রয়োজনে॥
যাহ সহদেব শীঘ্র অগ্নি আন গিয়া।
অগ্নিমধ্যে দুই ভুজ ফেলিব কাটিয়া॥
এইরূপে পঞ্চভাই তাপিত-অন্তর।
দুঃখের অনলে দহে সর্ব্বকলেবর॥
বিকর্ণ-নামেতে ধৃতরাষ্ট্রের তনয়।
পাণ্ডবের দুঃখ দেখি দুঃখিত-হৃদয়॥
বিশেষে কৃষ্ণার ক্লেশ নারিল সহিতে।
সভাজনে চাহি বীর লাগিল কহিতে॥
সভামধ্যে আছে বড় বড় রাজগণ।
দ্রৌপদীরে প্রত্যুত্তর নাহি দাও কেন॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী যে কহিছে সভায়।
সভাসদ্ লোকে হেন বুঝিতে যুয়ায়॥
সভায় থাকিয়া যদি বিচার না করে।
সহস্র বৎসর পচে নরক-ভিতরে॥
এই ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুর সুমতি।
কুরুকুলে হর্ত্তা কর্ত্তা এই তিন কৃতী॥

এ-তিনজনেরে নারি করিতে হেলন।
তোমরা উত্তর নাহি দেহ কি-কারণ॥
এই ভরদ্বাজ কৃপ শ্রেষ্ঠ দ্বিজকুলে।
ক্ষত্রকুলে আচার্য্য যে খ্যাত ভূমণ্ডলে॥
তোমরা সকলে ভয় করহ কাহারে।
উত্তর না দেহ কেন দ্রৌপদীর তরে॥
আর যে আছয়ে বহু বহু রাজগণ।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেহ কি-কারণ॥
পুনঃপুনঃ দ্রৌপদী কহিল বার বার।
যার যেই চিত্তে আসে করহ বিচার॥
এইমত পুনঃপুনঃ বিকর্ণ কহিল।
একজন সভাতলে উত্তর না দিল॥
কাহার মুখেতে নাহি পাইয়া উত্তর।
ক্রোধভরে বিকর্ণ কচালে করে কর॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনঃ কহে সভাজনে।
উত্তর না দেহ সবে কিসের কারণে॥
তোমরা যে কেহ কিছু না দিলা উত্তর।
আমি কিছু কহি শুন সব নরবর॥
চারি ধর্ম্ম নৃপতির হয়েছে সৃজন।
মৃগয়া দেবন দান প্রজার পালন॥
এই যে নৃপতি-ধর্ম্ম দেবনে পশিল।
ইচ্ছাসুখে নহে সবে কপটে ডাকিল॥
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীরে নাহি করে পণ।
কপটেতে কহিলেন সুবল-নন্দন॥
আগে নরপতি আপনাকে হারিয়াছে।
কৃষ্ণার উপর তার কি প্রভুত্ব আছে॥
বিশেষে সমান কৃষ্ণা এ-পঞ্চজনার।
একা ধর্ম্মনৃপতির নাহি অধিকার॥
সে-কারণে দ্রৌপদী পাশায় নাহি জিত।
তোমরা কি বল, শুনি মম এই চিত॥
বিকর্ণ-বচন শুনি যত সভাজন।
সাধু সাধু বলি সবে বলয়ে বচন॥
বিকর্ণ-বচন শুনি কর্ণে ক্রোধ হৈল।
দুর্য্যোধনে চাহি তবে কহিতে লাগিল॥
অনেক বিচার-বুদ্ধি দেখি যে ইহার।
অগ্নি কাষ্ঠে জন্মিয়া সংহার করে তার॥
সেইমত অগ্নিরূপে এই তব কুলে।
হেন অপরূপ কহিলেক সভাস্থলে॥
এ সভায় যত লোক কিছু নাহি জানে।
কেহ না কহিল, এ কহিল সে-কারণে॥
সবে জানে কৃষ্ণা জিতা হইয়াছে পণে।
বুঝিয়া উত্তর নাহি দেয় কোন জনে॥
বালক হইয়া সভামধ্যেতে আইল।
বৃদ্ধের সমান নীতি-বচন কহিল॥
কি জানহ ধর্ম্ম তুমি, কি জান বিচার।
কৃষ্ণা জিতা নহে যে, সে কেমন প্রকার॥
যুধিষ্ঠির যখন সর্ব্বস্ব কৈল পণ।
জিনিল পাশায় তাহা সুবল-নন্দন॥
সর্ব্বস্বের বাহির কি দ্রৌপদী-সুন্দরী।
বিশেষ কহিল যবে গান্ধারাধিকারী॥
দ্রৌপদীরে পণ কর বলিয়া বলিল।
শুনিয়া পাণ্ডব কেন নিবৃত্ত না কৈল॥
আর যে কহিলা কৃষ্ণা একবস্ত্রা হয়।
সভামাঝে ইহারে না আনিতে যুয়ায়॥
কি তার গৌরব গুরু, কিবা ভয়-লাজ।
বেশ্যাজনে কিবা লজ্জা আসিতে সমাজ॥
যতেক সংসার এই বিধাতা সৃজিল।
ভার্য্যার একই স্বামী বিধান করিল॥
দুই স্বামী হৈলে বলি তারে দ্বিচারিণী।
পঞ্চস্বামী হৈলে পরে বেশ্যামধ্যে গণি॥
সভায় আসিবে বেশ্যা, লাজ তার কিসে।
এমত বিচার মম মনেতে আইসে॥
দুর্য্যোধন বলে, এই শিশু অল্পমতি।
কি জানে বিচার-তত্ত্ব, ধর্ম্ম-সূক্ষ্মগতি॥
দুঃশাসনে আজ্ঞা তবে দিল দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবগণের আন বস্ত্র-আভরণ॥
দ্রৌপদীর বস্ত্র আর যত অলঙ্কার।
ঝটিতি আনিয়া দেহ অগ্রেতে আমার॥

একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী-সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি॥

পৃষ্ঠা—৩৩৭

এত শুনি ততক্ষণে পঞ্চ-সহোদর।
বস্ত্র-অলঙ্কার ফেলি দিলেন সত্বর ॥
একবস্ত্র পরিহিতা দ্রৌপদী-সুন্দরী।
দুঃশাসন টানিতেছে বসনেতে ধরি ॥
ছাড়-ছাড় বলি কৃষ্ণা ঘন ডাক ছাড়ে।
সভামধ্যে ধরি তাঁর অঙ্গ-বস্ত্র কাড়ে ॥
সঙ্কটে পড়িয়া দেবী সজল নয়নে।
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে নারায়ণে ॥
সভাপর্ব্বে ভারতের অমৃত লহরী।
কাশী কহে, শুনি নর তরে ভববারি ॥

দ্রৌপদী কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও দুঃশাসন কর্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ

ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, অনাথ জনের বন্ধু,
অখিলের বিপদ্ভঞ্জন।
এই যে সভার মাঝ, ইথে নিবারিতে লাজ,
তোমা-বিনা নাহি অন্য জন ॥
যে প্রভু পালিতে সৃষ্টি, সংহার করিতে ঋষ্টি,
পুনঃপুনঃ হও অবতার।
তাঁহার চরণ-ছায়া, স্মরিয়া সঁপিনু কায়া,
অনাথার কর প্রতিকার ॥
বিষ-অগ্নি-সিন্ধুজলে, মত্তহস্তী-পদতলে,
যেই প্রভু রাখিলা প্রহ্লাদে।
তাঁহার চরণযুগে, দ্রৌপদী শরণ মাগে,
রক্ষা কর বিষম প্রমাদে ॥
যাঁহার উজ্জ্বল চক্র, কাটিয়া মস্তক নক্র,
নিস্তার করিল গজরাজে।
বল করে দুরাশয়ে, শরণ নিলাম ভয়ে,
তাঁহার চরণপদ্ম-মাঝে ॥
যেই প্রভু ঈষদক্ষে, কৃপায় সংসার রক্ষে,
নাচয়ে যে ফণাধর-মুণ্ডে।
তাঁহার চরণ-রঙ্গ, স্মরিয়া সঁপিনু অঙ্গ,
রাখ প্রভু, দুষ্ট কুরুদণ্ডে ॥

যে প্রভু কপটে ছলি, পাতালে লইল বলি,
নির্ভয় করিয়া শচীপতি।
তাঁহার ত্রিপাদ-পদ্ম, ত্রিপথগামিনী-সদ্ম,
তাহা-বিনা নাহি মোর গতি ॥
পরশি যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা,
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল।
জলনিধি করি বন্ধ, বিনাশিল দশস্কন্ধ,
দ্রৌপদী শরণ তাঁর নিল ॥
যে প্রভু পর্ব্বত ধরি, গোকুলের গোপনারী,
রক্ষা কৈলা ইন্দ্রের বিবাদে।
বেদশাস্ত্র-লোকে খ্যাত, পতি-পুত্রগণ-সাথ,
পাণ্ডুবধূ রাখহ প্রমাদে ॥
সকলি যাঁহার সৃষ্টি, সংসারে যাঁহার দৃষ্টি,
মোর দুঃখ কেন নাহি দেখ।
বলিষ্ঠ দুর্জ্জন-জনে, পীড়ন করিছে জেনে,
এ সঙ্কটে কেন নাহি রাখ ॥
নৃসিংহ বামন হরি, বিষ্ণুসুদর্শনধারী,
মুকুন্দ-মুরারি মধুহারী।
নারায়ণ বিষ্ণু রাম, ইত্যাদি যতেক নাম,
পুনঃ ডাকে দ্রুপদকুমারী ॥
দ্রৌপদী আকুল জানি, অস্থির সে চক্রপাণি,
যাঁর নাম বিপদ্ভঞ্জন।
ধর্ম্মরূপে বিশ্বপতি, রাখিতে এলেন সতী,
সত্যধর্ম্ম করিতে পালন ॥
আকাশ মার্গেতে রয়ে, বিবিধ বসন লৈয়ে,
দ্রৌপদীরে সঘনে যোগায়।
যত দুঃশাসন কাড়ে, ততেক বসন বাড়ে,
আচ্ছাদন করি সর্ব্বগায় ॥
লোহিত-পিঙ্গল-পীত, নীলশ্বেত-বিরচিত,
নানা-চিত্র-বিচিত্র বসনে।
বিবিধ বর্ণের শাড়ী, দুঃশাসন ফেলে কাড়ি,
পুঞ্জ পুঞ্জ হৈল স্থানে স্থানে ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ বাস, দেখি লোকে লাগে ত্রাস,
চমৎকার হইল সভাতে।

কভু নাহি দেখি শুনি, সভাজন বলে বাণী,
ধন্য ধন্য দ্রুপদদুহিতে ॥
ধন্য গর্গ মহামুনি, নিস্তার করিতে প্রাণী,
বাছিয়া থুইল কৃষ্ণনাম।
যে নাম লইলে তুণ্ডে, বিবিধ দুর্গতি খণ্ডে,
হেলে লভে সবাঞ্ছিত কাম ॥
নরেতে যে নাম স্মরি, ভবসিন্ধু যায় তরি,
খণ্ডে মৃত্যুপতি-দণ্ডদায়।
ক্ষণেক যে নাম জপি, অশেষ পাপের পাপী,
সকল ধর্ম্মের ফল পায় ॥
ভারত-অমৃত-কথা, ব্যাস-বিরচিত গাথা,
অবহেলে যেইজন শুনে।
দুস্তর সংসারে তরি, যায় সেই স্বর্গপুরী,
কাশীরাম দাস-বিরচনে ॥

● দুঃশাসনের রক্ত-পানে ভীমের প্রতিজ্ঞা

অদ্ভুত দেখিয়া সভাজন হৈল স্তব্ধ।
সাধু সাধু দ্রৌপদী চৌদিকে হৈল শব্দ ॥
পূর্ব্বে কভু শুনি নাহি না দেখি নয়নে।
দুর্য্যোধনে নিন্দা বহু করে সভাজনে ॥
ভ্রাতৃগণ মধ্যে বসি ছিল বৃকোদর।
মহানাদে গর্জ্জি উঠে সভার ভিতর ॥
কম্পয়ে অধর ওষ্ঠ, কম্পে কর পদ।
ঘূর্ণিত নয়নযুগ যেন কোকনদ ॥
সভা-শব্দ নিবারিয়া কহে সর্ব্বজনে।
মোর বাক্য শুন, যত আছ রাজগণে ॥
সত্য করি কহি আমি সবার অগ্রেতে।
যাহা কহি, তাহা যদি না পারি করিতে ॥
পিতৃ-পিতামহ গতি না পান কখন।
এই ত ভারত-কুলাধম দুঃশাসন ॥
রণমধ্যে বক্ষঃ এর করিব বিদার।
করিব শোণিত পান, করি অঙ্গীকার ॥
শুনিয়া সভার লোক হইল কম্পিত।
প্রশংসিল সভাজন বুঝিয়া বিহিত ॥
তবে দুঃশাসন বড় হইল লজ্জিত।
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্ত্র দেখি হইল বিস্মিত ॥
পরিশ্রান্ত হৈয়ে শেষে বসে ভূমিতলে।
মলিন বদন হৈল যত কুরুদলে ॥
যত সাধুজন সবে করয়ে রোদন।
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র, নিন্দা করে সর্ব্বজন ॥
আপনিও অন্ধ, অন্ধপুত্র জন্মাইল।
কুরুবংশে কখন না এমন হইল ॥
তবে ত বিদুর নিবারিয়া সর্ব্বজনে।
সভাজনে চাহিয়া বলেন ততক্ষণে ॥
এ-সভার মধ্যে আছ বড় রাজগণ।
বুঝি এক বাক্য নাহি বল কি-কারণ ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া যদি আসে সভামাঝে।
সভাজন-উচিত যে তার ন্যায় বুঝে ॥
সভাতে থাকিয়া যেই বিচার না করে।
সে যায় অধর্ম্মসহ নরক-ভিতরে ॥
সভাপর্ব্ব-সুধারস ব্যাসের বচন।
কাশীরাম কহে, সদা পিয়ে সাধুগণ ॥

● বিদুর কর্ত্তৃক বিরোচন ও সুধন্বা ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ

পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে শুন সভাজন।
প্রহ্লাদ-দৈত্যের পুত্র নাম বিরোচন ॥
অঙ্গিরা-ঋষির পুত্র সুধন্বা-নামেতে।
দুই জনে কোন্দল হইল আচম্বিতে ॥
বিরোচন বলে, নাহি রাজার সমান।
সুধন্বা বলেন, দ্বিজ সবার প্রধান ॥
এই হেতু কোন্দল করিল দুই জন।
ক্রুদ্ধ হৈয়ে পণ করিলেন ততক্ষণ ॥
যে জন হারিবে তার লইবে পরাণ।
চল, সাধুজন-স্থানে জিজ্ঞাসি বিধান ॥

বিরোচন বলে, জিজ্ঞাসিব কার স্থানে।
দ্বিজ বলে, চল তব বাপের সদনে॥
দুই জনে এই যুক্তি করিয়া তখন।
শীঘ্রগতি চলি গেল যথায় রাজন্॥
সুধন্বা বলিল, শুন দৈত্যের প্রধান।
মোর সহ দ্বন্দ্ব কৈল তোমার সন্তান॥
পণ কৈল যে হারিবে, লইবে পরাণ।
সত্য করি কহ তুমি ইহার বিধান॥
দ্বিজপুত্রে রাজপুত্রে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া বিস্ময় মানে প্রহ্লাদের মন॥
চিত্তে ভাবে, সত্য কৈলে হারিবে কুমার।
কেমনে কহিব মিথ্যা, নরক দুর্ব্বার॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসিল কশ্যপের স্থান।
কহ মুনিবর, মোরে ইহার বিধান॥
অসুর-সুরের কর্ম্ম তোমার গোচর।
কেমনে হইবে শ্রেয়ঃ বলহ উত্তর॥
কশ্যপ বলেন, যেবা বিষণ্ণ হইয়া।
মহাতাপে সভামধ্যে পড়য়ে আসিয়া॥
সভামধ্যে থাকে যেই সাধু মহাজন।
ন্যায় করি তার তাপ করে নিবারণ॥
সভায় থাকিয়া যেবা না করে বিচার।
নরক হইতে তার নাহিক নিস্তার॥
যে অন্যায়-পক্ষ লয়, তার অধোগতি।
ইহলোকে মহাদুঃখ পায় নিতি নিতি॥
হৃদয়ের শেল তার কদাচ না টুটে।
অর্থশোক পুত্রশোক অবিলম্বে ঘটে॥
অধর্ম্মীর পক্ষ হৈয়ে কহে যেই জন।
তার দুই-পাদ পাপ সে করে গ্রহণ॥
অধর্ম্মী জানিয়া যেই নিন্দা নাহি করে।
এক-পাদ পাপ তার শরীরেতে ধরে॥
সাক্ষী হৈয়ে যেইজন পক্ষ হৈয়ে কয়।
শতেক পুরুষ সহ নরকে পড়য়॥
কশ্যপের স্থানে শুনি এতেক বিধান।
পুত্রমুখ চাহি বলে দৈত্যের প্রধান॥
তারে শ্রেষ্ঠ বলি, যারে করি যে বন্দন।
তেঁই তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ সুধন্বা ব্রাহ্মণ॥
আমার হইতে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরারে গণি।
তব মাতা হৈতে শ্রেষ্ঠা ইহার জননী॥
পুত্রে এত বলিয়া সুধন্বা-প্রতি কয়।
তোমার অধীন আজি বিরোচন হয়॥
মারহ রাখহ তুমি, যেই তব মন।
যাহা ইচ্ছা কর, নাহি করি নিবারণ॥
এত শুনি হৃষ্ট হৈয়ে বলে তপোধন।
দ্বিগুণ পাউক আয়ু তোমার নন্দন॥
কখনও তাপ নহে সত্যবাদী জনে।
সে-কারণে তব পুত্র বাড়ুক কল্যাণে॥
এত বলি সুধন্বা আপন গৃহে গেল।
সভাজনে চাহি ক্ষত্তা এতেক বলিল॥
তথাপি উত্তর নাহি দিল কোনজন।
দুঃশাসনে বলে তবে সূর্য্যের নন্দন॥
আনহ ধরিয়া দাসী, কার মুখ চাহ।
সভামধ্যে আনি তারে গৃহে লৈয়ে যাহ॥
শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী কাঁপে থরথরে।
স্বামিগণ-পানে চাহি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
অধোমুখে রয়েছেন ভাই পঞ্চজনে।
দ্রৌপদী যতেক ডাকে, শুনিয়া না শুনে॥
স্বামিগণ অধোমুখ দেখি যাজ্ঞসেনী।
সভাজনে চাহি বলে শিরে কর হানি॥
পূর্ব্বেতে উত্তম কর্ম্ম আমার না ছিল।
এইহেতু বিধাতা আমারে দুঃখ দিল॥
পূর্ব্বে পিতৃগৃহে মম স্বয়ম্বর-কালে।
আমারে দেখিয়াছিল নৃপতিসকলে॥
আর কভু আমারে না দেখে অন্যজনে।
আজি পুনঃ সেই সভা দেখিল নয়নে॥
চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু-আদি আমারে না দেখে।
কুরুর সভায় আজি দেখে সর্ব্বলোকে॥
চন্দ্র-সূর্য্য নিরখিলে যারা ক্রোধ করে।
আমার এ দুর্গতি সে-সবার গোচরে॥

যত গুরুজনে আমি করি নমস্কার।
একবাক্য বল সবে করিয়া বিচার ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী আমি পাণ্ডব-গৃহিণী।
সখা মম যাদবেন্দ্র গদাচক্রপাণি ॥
কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সবর্ণা মহিষী।
কহিতেছে সবে মোরে হইবারে দাসী ॥
আজ্ঞা কর আমারে যে ইহার বিধান।
আর ক্লেশ নাহি সহে আমার পরাণ ॥
শুনিয়া উত্তর দেন গঙ্গার নন্দন।
পুনঃপুনঃ কল্যাণি, জিজ্ঞাস কি-কারণ ॥
দ্রোণ-আদি বৃদ্ধ যত আছেন সভায়।
কাহার জীবন নাহি, সবে মৃতপ্রায় ॥
মৃতজনে জিজ্ঞাসিলে কি পাবে উত্তর।
ধর্ম্ম-বিনা সখা নাহি, ধর্ম্মাশ্রয় কর ॥
বহুকষ্টযুত নহে, ধার্ম্মিক যে জন।
ধর্ম্মবলে কর সব শত্রুর নিধন ॥
দাসীযোগ্যা অযোগ্যা যে কহিলে বিধান।
কহি আমি, শুন দেবী, মোর অনুমান ॥
তুমি দাসী হৈবে, যুধিষ্ঠিরের স্বীকার।
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসহ ইহার বিচার ॥
জিতা কি অজিতা তুমি কহিবা আপনে।
নির্ণয় করিতে ইহা নারে অন্যজনে ॥
সভাপর্ব্বে সুধারস পাশার নির্ণয়।
ব্যাস-বিরচিত গীত কাশীদাস কয় ॥

● দ্রৌপদীর অপমানে ভীমের ক্রোধ

সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী করেন ক্রন্দন।
কেশে ধরি দুঃশাসন টানে ঘনে-ঘন ॥
হাসিয়া দ্রৌপদী-প্রতি বলে দুর্য্যোধন।
কেন অকারণে কৃষ্ণা, করহ রোদন ॥
তোর স্বামী যুধিষ্ঠির হারিলেক তোরে।
পুনঃপুনঃ কিবা আর জিজ্ঞাস সবারে ॥
অনুমানে বুঝি তোর এই মনে লয়।
একা যুধিষ্ঠির তোর অধিকারী নয় ॥
বলুক এ চারি স্বামী সম্মুখে সবার।
তোর 'পরে নাহিক ধর্ম্মের অধিকার ॥
মিথ্যাবাদী যুধিষ্ঠির কহু চারিজন।
এইক্ষণে হয় তবে তোমার মোচন ॥
নতুবা কহুক নিজে ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণার উপরে নাহি একা-অধিকার ॥
এত যদি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
ভাল ভাল বলিয়া কহিল সভাজন ॥
শুনিবারে রাজগণ আছে কুতূহলে।
কি বলে ধর্ম্মের পুত্র, ভীম কিবা বলে ॥
কিবা বলে ধনঞ্জয়, মাদ্রীর নন্দন।
পঞ্চজন-মুখ সব করে নিরীক্ষণ ॥
নিঃশব্দে নৃপতিগণ একদৃষ্টে চায়।
কহিতে লাগিল ভীম চাহিয়া সভায় ॥
চন্দনে লেপিত ভুজ তুলি সভামাঝে।
কহিতে লাগিল, যেন কেশরী গরজে ॥
এই রাজা যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
পাণ্ডবগণের নাহি ইঁহা বিনা গতি ॥
ইনি যদি নহিবেন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
এতক্ষণ কভু বাঁচে কৌরব পামর ॥
অরে দুষ্টগণ তোর হেন লয় মতি।
এতেক সহিতে পারে কাহার শকতি ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ হারিল আপনা।
ঈশ্বর হইল দাস, দাসী কি গণনা ॥
যুধিষ্ঠির জিত হৈলে জিনিলা সবারে।
কাহার শকতি, ইহা খণ্ডিবারে পারে ॥
আর কহি, শুন দুষ্ট কৌরবসকল।
আমি জীতে তো-সবার নাহিক মঙ্গল ॥
যেইক্ষণে ধর্ম্মরাজে বসালি ভূতলে।
যেইক্ষণে ধরিলি দ্রুপদসুতা-চুলে ॥
সেইক্ষণে আয়ুঃশেষ তোমা-সবাকার।
কুটি কুটি করি সবে করিব সংহার ॥

হের দেখ যমদণ্ড মোর দুই ভুজে।
শচীপতি না জীয়ে পড়িলে ইথি মাঝে॥
পর্ব্বত করিব চূর্ণ, তোমা গণি কিসে।
নির্ম্মূল করিতে পারি চক্ষুর নিমিষে॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্মের নন্দন।
তেঁই মূঢ়মতিগণ জীয়ে এতক্ষণ॥
আর তাহে পুনঃপুনঃ অর্জ্জুন নিবারে।
এখনি দেখাই যদি রাজা আজ্ঞা করে॥
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে করয়ে সংহার।
তেমনি নাশিব ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পকায়।
নয়নে সঘনে অগ্নিকণা বাহিরায়॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরাদি বলে মৃদু বাণী।
সকল সম্ভবে তোমা, ক্ষম বীরমণি॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে ভবসিন্ধু তরি॥
ব্যাস-বিরচিত গাথা ভারত-কথন।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচন॥

———

● দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গে ভীমের প্রতিজ্ঞা

বৃকোদর বীর যবে নিঃশব্দ হইল।
কৃষ্ণা-প্রতি কর্ণ বীর কহিতে লাগিল॥
তিন জন ধনের উপর প্রভু নহে।
সেবক রমণী শিষ্য, শাস্ত্রে হেন কহে॥
দাস হৈল যুধিষ্ঠির, তুই ভার্য্যা তার।
দাসভার্য্যা দাসী হয়, বিদিত সংসার॥
দাসী হৈলি, দাসীকর্ম্ম কর যথোচিত।
প্রবেশহ ধৃতরাষ্ট্র-গৃহেতে ত্বরিত॥
তোর প্রভু হৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
তোর অধিকারী নহে পাণ্ডুর নন্দন॥
যারে তোর ইচ্ছা হয়, ভজহ তাহারে।
পাণ্ডবেরা আর তোরে নিবারিতে নারে॥

বৃকোদর শুনিল কর্ণের কটূত্তর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া যে কচালে করে কর॥
ক্রোধে দুই চক্ষু যেন রক্ত-কুমুদিনী।
কর্ণ-পানে চাহি যেন গর্জ্জে কাদম্বিনী॥
আরে মূঢ়, যে উত্তর করিলি মুখেতে।
ইহার উচিত ফল পাবি মোর হাতে॥
ধর্ম্মপাশে বদ্ধ এই ধর্ম্ম-অধিকারী।
সে-কারণে তোরে আমি বলিবারে নারি॥
যুধিষ্ঠির-প্রতি বলে কৌরব-প্রধান।
তুমি কেন নাহি কহ ইহার বিধান॥
চারি ভাই তব বাক্যে সদা অবস্থিত।
আপনি বলহ, কৃষ্ণা জিত কি অজিত॥
যুধিষ্ঠির অধোমুখ শুনি সে বচন।
নয়নে বসন দিয়া ঢাকেন বদন॥
যুধিষ্ঠিরে অধোমুখ দেখি দুর্য্যোধন।
কর্ণ-ভিতে চাহে বড় প্রফুল্লবদন॥
ভীম-ভিতে আড়-আঁখি চাহি কৃষ্ণা পানে।
আপনার উরু হইতে তুলিল বসনে॥
গজশুণ্ড-সদৃশ, উলট রম্ভাতরু।
সকল লক্ষণযুত বজ্রসম উরু॥
মদগর্ব্বে দুর্য্যোধন কৃষ্ণারে দেখায়।
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়॥
ভীম বলে, যত আছ, শুন সভাজনে।
এইরূপ দুষ্টকর্ম্ম দেখিলা নয়নে॥
যেই উরু দেখাইল সভার ভিতর।
ভারতকুলের পশু নির্লজ্জ পামর॥
বজ্রসম সুদারুণ করি গদাঘাত।
রণমধ্যে উরু ভাঙ্গি করিব নিপাত॥
করিলাম এ-প্রতিজ্ঞা, না পালিব যবে।
পিতৃ-পিতামহ গতি নাহি পান তবে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি কম্পিত-আকার।
সভাতে বিদুর তবে কহে আরবার॥
আমি দেখি কুরুকুল রক্ষা নাহি আর।
ভীম-ক্রোধসিন্ধু হৈতে নাহিক নিস্তার॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দ্রৌপদীর বরলাভ

কান্দে যাজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী,
নয়নের নীরধারে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত,
নানা উপহাস করে ॥
হেনই সময়, অন্ধের আলয়,
নানা অমঙ্গল দেখি।
করে ঘোরধ্বনি, বায়স শকুনি,
ডাকয়ে পেচক পাখী ॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনী-শিবাচয়,
প্রবেশ করিয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ,
হাহাকার রব লোকে ॥
অকস্মাৎ ঘর, দহে বৈশ্বানর,
আচ্ছন্ন হইল ধূমে।
বহে তপ্ত বাত, সঘনে নির্ঘাত,
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে ভূমে ॥
বিহনে বারিদ, বরিষে শোণিত,
সদা ক্ষিতি কম্পমান।
দেউল প্রাচীর, যাবৎ মন্দির,
ভাঙ্গি পড়ে স্থানে-স্থান ॥
দেখি বিপরীত, চিত উচাটিত,
ধর্ম্মভীত বৃদ্ধজন।
ভীষ্ম দ্রোণ ক্ষত্তা, সুবল-দুহিতা,
অন্ধে কৈল নিবেদন ॥
শুন কুরুরায়, অন্তকাল প্রায়,
নিকট হইল দেখি।
অতি অকুশল, অলক্ষ্মী কেবল,
তোমার গৃহেতে পেখি ॥
তোমার নন্দন, দুষ্ট আচরণ,
দুর্য্যোধন বহু কৈল।
দ্রুপদদুহিতা, সতী পতিব্রতা,
সভামাঝে আনাইল ॥
যতেক করিল, দ্রৌপদী সহিল,
সবাকার উপরোধ।
শীঘ্র কর রায়, ইহার উপায়,
যাবৎ না হয় ক্রোধ ॥
শুনি অন্ধ বীর, হইল অস্থির,
আনাইল যাজ্ঞসেনী।
মধুর সম্ভাষে, বহু প্রীতি ভাষে,
কহে অন্ধ নৃপমণি ॥
বধূগণ-মধ্যে, তোমা গণি সাধ্বে,
শ্রেষ্ঠা সুশীলা সুব্রতা।
তোমার চরিত্র, পরম পবিত্র,
ত্রিজগতে হইলে খ্যাতা ॥
দেখ বধূ মোকে, কর্ম্মের বিপাকে,
দুষ্ট পুত্ত্রগণ পাইল।
লোকে অপকীর্ত্তি, জগতে দুর্ব্বৃত্তি,
সব পুত্ত্র হৈতে হৈল ॥
দিল বহু দুঃখ, দেখি মম মুখ,
ক্ষমহ দ্রুপদসুতা।
তুমি না ক্ষমিলে, আমি দুঃখ পেলে,
পশ্চাতে পাইবে ব্যথা ॥
দূর কর রোষ, হইয়া সন্তোষ,
মাগ বর মম স্থান।
মাগ মাগ বর, ক্ষম কটূত্তর,
হৈয়ে প্রসন্নবয়ান ॥
শুনিয়া সুন্দরী, করযোড় করি,
বর মাগিল তখন।
পাণ্ডবের গতি, ধর্ম্ম-নরপতি,
দাসত্ব কর মোচন ॥
ধর্ম্ম মহারাজ, হয় ক্ষিতিমাঝ,
দাস বলি ক্ষিতিতলে।

আমার নন্দন, যেন শিশুগণে,
দাসসুত নাহি বলে ॥
তথাস্তু বলিয়া, সানন্দ হইয়া,
পুনঃ বলে মাগ বর।
নহে এক বর, তব যোগ্যতর,
তুমি মাগ অন্য বর ॥
দ্রৌপদী বলিল, কৃপা যদি হৈল,
মাগি যে তোমার পায়।
সশস্ত্র বাহন, আর চারি জন,
মুক্ত করহ সবায় ॥
দিনু এই বর, মাগহ অপর,
যেই লয় মনে তব।
তুমি কুলাশ্রয়, মম ভাগ্যোদয়,
যে বর মাগিবে, দিব ॥
মাগহ তৃতীয়, যেই-তব প্রিয়,
দিতে না করিব আন।
করি কৃতাঞ্জলি, বলেন পাঞ্চালী,
কর রাজা, অবধান ॥
দুই বর পাই, আর নাহি চাই,
লোভ না জন্মাও মোরে।
জ্ঞানী জন স্থান, শুনেছি বিধান,
তাহা কহি যে তোমারে ॥
বৈশ্য মাগিবেক, সবে বর এক,
ক্ষত্র লবে দুই বর।
দ্বিজের কুমার, লবে তিনবার,
শাস্ত্রে কহে মুনিবর ॥
যেই মম কাজ, দিলা মহারাজ,
আর কি লইব বর।
শুনি অন্ধরাজ, পেয়ে বড় লাজ,
প্রশংসিল বহুতর ॥
করি যোড়পাণি, বলে যাজ্ঞসেনী,
শুন আমার বচন।
মুক্ত হই তবে, পুণ্য থাকে যবে,
পুনঃ অর্জ্জিবেক ধন ॥
দ্রৌপদী-বচন, শুনিয়া রাজন্,
প্রশংসিয়া মুক্ত কৈল।
পাণ্ডুর নন্দন, দাসত্ব-মোচন,
শুনি সবে তুষ্ট হৈল ॥
ভারত-কবিতা, মহাপুণ্য-কথা,
প্রচার হৈল সংসারে।
কাশীদাস কয়, নাহিক সংশয়,
শ্রবণে বিপদ তরে ॥

● কর্ণ-বাক্যে ভীমের ক্রোধ

দাস্যে মুক্ত হইলেন পঞ্চ সহোদর।
হাসি কর্ণবীর বলে সভার ভিতর ॥
নাহি দেখি, নাহি শুনি লোকের বদনে।
স্ত্রী হৈতে স্বামী মুক্ত হয়েছে কখনে ॥
ভার্য্যা হৈতে যেই তরে পুরুষ হইয়া।
লোকে বলে তাহারে কাপুরুষ বলিয়া ॥
মহাসিন্ধু-মধ্যেতে তরণী ডুবেছিল।
এ মহাবিপদ্ হৈতে কৃষ্ণা উদ্ধারিল ॥
ভীম বলে, শাস্ত্র জ্ঞাত নহিস্ দুর্ম্মতি।
শুন কহি, যাহা কহিলেন প্রজাপতি ॥
সংসারের মধ্যে ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ সখা গণি।
সর্ব্বসুখে হীন নর বিহীন-রমণী ॥
বিবাহমাত্রেতে লোক গৃহস্থ বলায়।
নানা-ধন উপার্জ্জয়ে ভার্য্যার সহায় ॥
দান-যজ্ঞ-ব্রত করে সহায় যাহার।
পুত্র জন্মাইয়া করে বংশের উদ্ধার ॥
পতিত কুপিত হয় কর্ম্ম-অনুসারে।
জ্ঞাতিগণ ছাড়ে, ভার্য্যা ছাড়িবারে নারে ॥
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বঞ্চে বহুসুখে।
মরণে সহায় হৈয়ে তারে পরলোকে ॥
পরলোকে তারে ভার্য্যা কহে হেন নীত।
এ-লোকে তারিতে কেন নহে সমুচিত ॥

অরে মূঢ় সূতপুত্র, পাণ্ডুপুত্রগণ।
সমুদ্রে ডুবিয়াছিল যেন হীনজন ॥
তোমা-বিনা নির্লজ্জ কে আছে এ সংসারে।
কপটে জিনিয়া হীন বলিবারে পারে ॥
দৈবে এই কথা তোরে কহিতে যুয়ায়।
ভার্য্যার ঈদৃশ যাহা করিলি সভায় ॥
সংসারে নাহিক হীন আমার সমান।
তোমা না মারিয়া এতক্ষণ ধরি প্রাণ ॥
শুনিয়া বলেন পার্থ বিনয়-বচন।
হীনসহ বচাবচে নাহি প্রয়োজন ॥
হীনের বচন কভু শুনি না শুনিবে।
হীনজন-বচনেতে উত্তর না দিবে ॥
হীনজন সূতপুত্র এই দুরাচার।
ইহা-সহ সমদ্বন্দ্ব না শোভে তোমার ॥
ভীম বলে, ধনঞ্জয়, আছয়ে কি লোকে।
পুত্রবতী ভার্য্যার এ দশা চক্ষে দেখে ॥
ঈদৃশ বচন যদি কহে হীনজন।
দেহ ভুজভার তবে বহে অকারণ ॥
ধর্ম্মে যদি মুক্ত হইলেন ধর্ম্মরাজ।
শত্রুগণ সংহারিতে কেন করি ব্যাজ ॥
আজি সব শত্রুগণে করিব সংহার।
একত্রে আছয়ে যত শত্রু যে আমার ॥
যে-কিছু করিল, চক্ষে দেখিলা সে-সব।
ইহাতে আর কি কহ আছে পরাভব ॥
বাক্‌চাতুরীতে ভাই নাহি প্রয়োজন।
উঠ ভাই, সব শত্রু করিব নিধন ॥
পৃথিবীর ভার আজি করিব নির্ম্মূল।
নিপাত করিব আজি কৌরবের কুল ॥
কহিতে কহিতে ভীম ক্রোধে কম্পে অঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন নয়ন-তরঙ্গ ॥
নয়ন-তরঙ্গ হৈতে অগ্নি বাহিরায়।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি যুগান্তের যমপ্রায় ॥
ভীমের আজ্ঞাতে উঠিলেন তিন জন।
ধনঞ্জয় আর দুই মাদ্রীর নন্দন ॥
সম্মুখে দেখিল ভীম লোহার মুদ্গর।
তুলিয়া লইতে যায় বীর বৃকোদর ॥
বুঝিয়া বিষম দ্বন্দ্ব ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হস্ত তুলি ভীমে করেন বারণ ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা ভীম লঙ্ঘিতে না পারে।
ক্রোধ নিবারিল তবে চারি সহোদরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥

——

● পাণ্ডবগণের নিজরাজ্যে গমন

তবে ধর্ম্ম নরপতি জ্যেষ্ঠতাত আগে।
সবিনয়ে মিষ্টভাষে কহে করযুগে ॥
আজ্ঞা কর তাত, কিবা করি মোরা সব।
তোমার শাসনে সদা বঞ্চয়ে পাণ্ডব ॥
শুনিয়া কৌরবপতি অন্তরে লজ্জিত।
শান্ত কৈল যুধিষ্ঠিরে করি বহু প্রীত ॥
সাধুজন-শ্রেষ্ঠ তুমি ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কিবা, জান সর্ব্ব নীত ॥
সাধুজন-কর্ম্ম কভু দ্বন্দ্বে না প্রবেশে।
নিজগুণ নাহি ধরে, পরগুণ ঘোষে ॥
গুণাগুণ কহে যেই, সে হয় মধ্যম।
সদা আত্মগুণ কহে, সেই সে অধম ॥
বংশের তিলক তুমি কুরুকুলনাথ।
দুর্য্যোধনে যত দোষ ক্ষমা কর তাত ॥
আমা আর গান্ধারীর দেখিয়া বদন।
সব ক্ষম, যত দুঃখ দিল দুষ্টগণ ॥
কুরুকুল-শ্রেষ্ঠ তুমি পরম ভাজন।
বালকের যত দোষ কর সম্বরণ ॥
যে দ্যূত করিল পূর্ব্বে, কেহ নাহি করে।
পুত্র, বলাবল মিত্রামিত্র বুঝিবারে ॥
ভালমতে তোমারে জানিনু এত দিনে।
কি শোক কৌরববলে তোমারে পালনে

ভীমার্জ্জুন-রক্ষা আর ক্ষত্তার মন্ত্রণা।
দ্রৌপদী সতীর গুণ না হয় বর্ণনা॥
আমার ভারত-বংশ করিল উজ্জ্বল।
যার কীর্ত্তি ঘুষিবেক ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
যাহ তাত, নিজ রাজ্য কর অধিকার।
পালহ আপন দেশ-প্রজা-পরিবার॥
এত বলি পঞ্চজনে করিল মেলানি।
প্রণমিয়া গেলেন সহিত যাজ্ঞসেনী॥
সভাপর্ব্ব-সুধারস ব্যাস-বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোক-হিত॥

ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে দুর্য্যোধনের বিবাদ

শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনিবরে।
কহ শুনি, কি প্রসঙ্গ হৈল তদন্তরে॥
কেন বনে চলিলেন পিতামহগণ।
শুনিবারে ইচ্ছা বড়, কহ তপোধন॥
মুনি বলে, পঞ্চ ভাই ইন্দ্রপ্রস্থে গেলে।
করযোড়ে দুঃশাসন দুর্য্যোধনে বলে॥
যতেক করিলা, সব বৃদ্ধ বিনাশিল।
যে-সব জিনিলা, তারে পুনঃ তাহা দিল॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন রাধেয় শকুনি।
অতি শীঘ্র গেল যথা অন্ধ নৃপমণি॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত অনর্থ করিলা।
বন্দী করি দুষ্ট সিংহ, পুনঃ ছাড়ি দিলা॥
বৃহস্পতি ইন্দ্রকে যে কহিলেন নীত।
তুমি কি না জান তাহা, তোমাতে বিদিত॥
যেমতে পারিবে, শত্রু করিবে নিধন।
বুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন॥
পাণ্ডব হইতে জিনিলাম যত ধন।
বাহুড়িয়া দেহ তারে কিসের কারণ॥
সেই ধনে বশ সব করিব রাজারে।
রাজা সখা হইলে মারিব পাণ্ডবেরে॥
স্নেহ করি পুনঃ সব দিলা তুমি তারে।
এখন কি পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিবে আমারে॥
ক্রোধে সর্পবৎ হয় পাণ্ডুপুত্রগণ।
যত করিলাম, না ক্ষমিবে কদাচন॥
সকল ক্ষমিবে তাত, তোমার পীরিতে।
দ্রৌপদীর কষ্ট না ক্ষমিবে কদাচিতে॥
সৈন্য সাজিবারে তারা গেল নিজদেশ।
যুদ্ধহেতু আসিবেক করি সমাবেশ॥
সশস্ত্রে থাকিলে রথে পাণ্ডুপুত্রগণ।
জিনিতে না হৈবে শক্ত এ তিন-ভুবন॥
আর শুন তাত, যবে মুক্ত হৈয়ে যায়।
মুহুর্মুহুঃ পার্থ বীর গাণ্ডীব দেখায়॥
দক্ষিণ বামেতে দুই তূণ ঘন দেখে।
সঘনে নিঃশ্বাস ছাড়ে হস্ত দিয়া নাকে॥
অত্যন্ত গর্জ্জিয়া যাইতেছে বৃকোদর।
ঘন গদা লোফয়ে, কচালে করে কর॥
স্নেহেতে ভুলিয়া তাত, করিলা কি কাজ।
মোর ক্লেশহেতু হলে তুমি মহারাজ॥
শুনিয়া অস্থির হৈল চিত্তে কুরুরায়।
অন্ধ বলে, কি হইবে কি করি উপায়॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত, আছয়ে উপায়।
পুনঃ পাশা প্রবর্ত্তিয়া করহ নির্ণয়॥
যে হারিবে, দ্বাদশ বৎসর যাবে বন।
বৎসরেক অজ্ঞাত রহিবে, এই পণ॥
বৎসর-অজ্ঞাত-বাস মধ্যে জ্ঞাত হয়।
পুনরপি বনবাস, অজ্ঞাত নিশ্চয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডব গেলে বন।
পৃথিবীর যত রাজা করিব আপন॥
অজ্ঞাত হইতে যদি হইবেক পার।
হীনবল হৈবে যবে করিব সংহার॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক মহাশয়।
আজ্ঞা কর আনিবারে পাণ্ডুর তনয়॥
শুনি অন্ধ আজ্ঞা দিল প্রাতিকামী-প্রতি।
যাহ শীঘ্র ফিরি আন ধর্ম্ম-নরপতি॥

পথে কিংবা ইন্দ্রপ্রস্থে যথায় ভেটিবে।
মম আজ্ঞা বলি পুনঃ আনহ পাণ্ডবে॥
ইহা শুনি আসিল্ল সকল মন্ত্রিগণ।
বিকর্ণ বিদুর করে শীঘ্র আগমন॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী আসে শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বলে সতী অন্ধরাজ-প্রতি॥
শুনিনু পাণ্ডবে রাজা, আবার ডাকিলে।
বৃদ্ধকালে বুঝি রাজা মতিচ্ছন্ন হৈলে॥
স্বচক্ষে দেখিলে তুমি পাণ্ডব-দুর্গতি।
পুনঃ পাশাখেলা-হেতু দিলা অনুমতি॥
পাঞ্চালীকে সভাস্থানে করে অত্যাচার।
তথাপি ক্ষমিয়া সতী না করে সংহার॥
অতি দুষ্ট দুর্য্যোধন, না বুঝ প্রকৃতি।
উহার মায়ায় তুমি হৈলে ছন্নমতি॥
এ-পাপিষ্ঠ যবে আসি জন্মে মোর গেহে।
কুক্কুর-শৃগাল-কাক-শব্দে কম্প দেহে॥
ইহার বিকট শব্দ শুনিয়া তখন।
অলক্ষণ জানি ক্ষত্তা বলিল বচন॥
সর্ব্বনাশ-হেতু হইল এ দুষ্ট কুমার।
ইহার বিনাশ-বিনা নাহি প্রতিকার॥
ঊনশত পুত্রে রাখে ইহারে মারিয়া।
নিষ্কণ্টকে পাল রাজ্য জ্ঞাতি-পুত্র লৈয়া॥
এ-পাপীর স্নেহে ভুলি তাহা না করিলে।
সবংশে মরিবে রাজা, দেখো শেষকালে॥
বিদুরের বচনে করিলে অনাদর।
তার ফল নরবর, ভুঞ্জিবে সত্বর॥
বিদুরের বাক্যে মোর বিশেষ সম্মতি।
দন্তে তৃণ করি রাজা, করি যে মিনতি॥
পুনঃ অক্ষক্রীড়া-হেতু আদেশ না দিবে।
আদেশিলে শেষে রাজা, সবংশে মজিবে॥
যাহা ইচ্ছা করুক পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
তুমি না শুনিও এই দুষ্টের বচন॥
সতী আমি, সতী-বাক্য অন্যথা না হয়।
পুনঃ পাশা খেলিলেই কুরুকুল ক্ষয়॥

এত শুনি ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ সোমদত্ত।
বাহ্লীক বিদুর মন্ত্রী বিকর্ণাদি যত॥
একে একে পুনঃপুনঃ সবে নিষেধিল।
পুত্রবশ হৈয়ে রাজা শুনি না শুনিল॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
কহিতে লাগিল তবে গান্ধারী সুন্দরী॥
উপস্থিত হয় যার অন্তিম সময়।
ঔষধে অরুচি হয়, জানিবে নিশ্চয়॥
কাশী কহে, সভাপর্ব্বে দ্যূত-অনুবন্ধ।
কুরুকুল-ক্ষয়-হেতু বিধির নির্ব্বন্ধ॥

● পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া ও যুধিষ্ঠিরের পরাজয়

গান্ধারী কহিছে, রাজা কর অবধান।
শিশুর বচনে কেন হও হতজ্ঞান॥
সর্ব্বনাশ-হেতু রাজা, উদ্ভব ইহার।
পুত্ররূপে আছে সবে করিতে সংহার॥
ইহার বচন না শুনিহ কদাচন।
নিবৃত্ত হইল অগ্নি, না জ্বাল এখন॥
বৃদ্ধ হৈয়ে তুমি কেন হও অন্যমতি।
আপনি জানহ তুমি দুষ্টের প্রকৃতি॥
এখন ত্যজহ কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন।
ইহা ত্যজি নিজ-বংশ রাখহ রাজন্॥
মম বাক্য নাহি শুনি পুত্র-বশ হবে।
আপনি আপন বংশ সকলি মজাবে॥
ধনে বংশে বৃদ্ধ হইয়াছে হে রাজন্।
সর্ব্বনাশ কর প্রভু, কিসের কারণ॥
সম্প্রতি সুখের হেতু কর হেন কাজ।
পশ্চাতে কি হৈবে, নাহি গণ মহারাজ॥
অধর্ম্মে অর্জ্জিত লক্ষ্মী সমূলেতে যায়।
দুষ্ট-সহবাসে প্রভু, মহাদুঃখ পায়॥
চরণে ধরিয়া প্রভু, কহি যে তোমারে।
পুনঃ আজ্ঞা না হয় আনিতে পাণ্ডবেরে॥

ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন সুবল-নন্দিনী।
আমারে বুঝাহ কিবা, সব আমি জানি॥
কুরু-অন্তকাল জানি হইল নিশ্চয়।
আমার শক্তিতে দ্যূত নিবৃত্ত না হয়॥
যাহা আছে তাহা হ'ক, দৈবের লিখন।
আসিয়া খেলুক পুনঃ পাণ্ডুর নন্দন॥
স্বামীর শুনিয়া এত নিষ্ঠুর বচন।
গৃহে গেল গান্ধারী যে মলিন-বদন॥
আজ্ঞা পেয়ে প্রাতিকামী গেল ততক্ষণে।
পথেতে ভেটিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
যুধিষ্ঠিরে প্রাতিকামী কহে যোড়হাতে।
জ্যেষ্ঠতাত-আজ্ঞা তব বাহুড়ি যাইতে॥
পুনঃ পাশা খেলাইতে বলে কুরুবীর।
শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম বলে, দৈববশ শুন ভ্রাতৃগণ।
মম শক্তি নাহি লঙ্ঘি অন্ধের বচন॥
বিশেষে আমার ধর্ম্ম জান ভ্রাতৃগণ।
আহ্বানিলে দ্যূতে যুদ্ধে না ফিরি কখন॥
চল ভ্রাতৃগণ সবে, যাইব নিশ্চয়।
বংশক্ষয়-কাল বিধি করিল নির্ণয়॥
এত বলি ভ্রাতৃগণে লইয়া সংহতি।
পুনঃ আসি সভাতলে বসে নরপতি॥
শকুনি বলিল, দেখ ধর্ম্মের নন্দন।
অন্ধরাজ আজ্ঞা করে, খেল করি পণ॥
যে হারিবে দ্বাদশ বৎসর বনে যাবে।
অজ্ঞাত-বৎসর এক গুপ্তবেশে রবে॥
অজ্ঞাত-বৎসর মধ্যে ব্যক্ত যদি হয়।
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত উভয়॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইবে যদি পার।
পুনরপি লইবেক রাজ্য যে যাহার॥
এই ত নিয়ম করি দ্যূত আরম্ভিল।
যতেক সুহৃদ্‌গণ বারণ করিল॥
যুধিষ্ঠির বলেন, বারণ কি-কারণ।
সম্মত না হৈবে কেন আমা-হেন জন॥
একে ত আহ্বান আর গুরুর আদেশ।
ধার্ম্মিক না ছাড়ে ধর্ম্ম, যদি হয় ক্লেশ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির দ্যূত আরম্ভিল।
দৈবের নির্ব্বন্ধ দেখ শকুনি জিনিল॥
হারিলেন ধর্ম্মপুত্র কপট-পাশায়।
সভাপর্ব্ব সুধারস কাশীদাস গায়॥

● কৌরব-বধে পাণ্ডবাদির প্রতিজ্ঞা

বিলম্ব না করিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ততক্ষণে করিলেন অরণ্যেতে গতি॥
বসন-ভূষণ আদি সকল ত্যজিয়া।
মুনিবেশ ধরিলেন বাকল পরিয়া॥
হেনকালে দুঃশাসন উপহাসচ্ছলে।
সভামধ্যে দ্রুপদ-কন্যার প্রতি বলে॥
মূর্খ রাজা যজ্ঞসেন কি কর্ম্ম করিল।
দ্রৌপদী এমন কন্যা ক্লীবে সমর্পিল॥
শুন ওহে যাজ্ঞসেনী, মোর বাক্য ধর।
কোথা দুঃখ পাবে গিয়া কানন-ভিতর॥
এই কুরুজন-মধ্যে যারে মনে লয়।
তাহারে ভজিয়া সুখে থাকহ আলয়॥
এইরূপে পুনঃপুনঃ বলিল অপার।
গর্জ্জিয়া নেউটি কহে পবনকুমার॥
রে দুষ্ট, নিকট-মৃত্যু জানিলি আপন।
সেই হেতু কহিস্ এহেন কুবচন॥
এ-সব বচন আমি করাব স্মরণ।
রণমধ্যে আমি তোরে পাইব যখন॥
নখেতে শরীর তোর করিব বিদার।
নির্ম্মূল করিব সখা যতেক তোমার॥
শত-সহোদর-সহ লোটাইব ক্ষিতি।
ইহা না করিলে যেন না পাই সদ্গতি॥
এতেক কহিয়া তবে যায় বৃকোদর।
সিংহাসন হইতে উঠিল কুরুবর॥

যেইরূপে চলি যায় পবন-নন্দন।
সেইরূপে হাসি চলে দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
নেউটিয়া বৃকোদর পাছু-পানে চায়।
উপহাস জানিয়া ক্রোধেতে কম্পে কায়॥
রে দুষ্ট, উচিত ফল পাইবে ইহার।
সে-কালে এ-সব কথা স্মরাব তোমার॥
পদ দিয়া এইরূপে তোমার মস্তকে।
চলিয়া যাবার কালে স্মরাব তোমাকে॥
তোরে সংহারিব, তোর যত বন্ধু-সখা।
শত ভাই তোমার মারিব আমি একা॥
কর্ণেরে মারিবে পার্থ, গর্ব্ব কর যার।
সহদেব শকুনিরে করিবে সংহার॥
এত বলি বৃকোদর নিঃশব্দেতে রয়।
সভামধ্যে বলেন ডাকিয়া ধনঞ্জয়॥
যতেক প্রতিজ্ঞা কর, সব অকারণ।
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি নহে রণ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে যদি পাই রণ।
তবে ত তোমার আজ্ঞা করিব পালন॥
কর্ণেরে মারিব যুদ্ধে পতঙ্গের মত।
সহায়-সম্বন্ধী তার হৈবে আর যত॥
হিমাদ্রি টলিবে, সূর্য্য ত্যজিবে কিরণ।
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হৈবে লঙ্ঘন॥
শুন, সব রাজগণ আছ সভাস্থলে।
আজি হৈতে ত্রয়োদশ-বৎসরান্তকালে॥
কৌতুক দেখিবা সবে, যুদ্ধ হয় যদি।
কৌরবের শোণিতে পূরাব নদ-নদী॥
কদাচিত দিব্যজ্ঞান জন্মে দুর্য্যোধনে।
বিনত হইয়া পড়ে ধর্ম্মের চরণে॥
তবে ত প্রতিজ্ঞা যত সকলি বিফল।
আনন্দে বঞ্চিবে তবে কৌরব-সকল॥
তবে সহদেব কহে চাহিয়া শকুনি।
রে দুষ্ট গান্ধার-পুত্র, শুন এক বাণী॥
কপটেতে পাশা তুই করিলি রচন।
পাশা নহে, প্রহারিলি তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
মম তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাত যুদ্ধেতে দেখিবে।
সবান্ধবে মম হাতে সংহার হইবে॥
ভীমের আদেশ মম নহিবে লঙ্ঘন।
অবশ্য আমার হাতে তোমার নিধন॥
সহসা নকুল উঠি বলে সভাস্থলে।
এবে মন দিয়া শুন নৃপতি সকলে॥
ধর্ম্ম-পুত্র-আজ্ঞা আর কৃষ্ণার সম্মতি।
নিঃশেষ করিব কুরুসৈন্য-সেনাপতি॥
এত বলি চলিলেন পাণ্ডুপুত্রগণ।
ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে যান বিদায়-কারণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে নিষ্পাপ হয়, জন্মে দিব্যজ্ঞান॥

● পাণ্ডবদিগের বনবাস-গমনোদ্যোগ

বিনয় করিয়া কহিছেন ধর্ম্মরায়।
ধৃতরাষ্ট্র-আদি যত ছিলেন সভায়॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুর সঞ্জয়।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা পৃষত-তনয়॥
একে-একে সবারে বলেন ধর্ম্মরায়।
আজ্ঞা কর, বনে যাই, মাগি যে বিদায়॥
লজ্জায় মলিন সবে; মাথা না তুলিল।
মনে মনে সর্ব্বজন কল্যাণ করিল॥
বিদুর কহেন, তবে সজল-নয়ন।
খণ্ডাইতে পারে কেবা দৈব-নিবন্ধন॥
কিছুদিন কষ্টভোগ করহ কাননে।
কুন্তীকে রাখিয়া যাও আমার ভবনে॥
একে বৃদ্ধা আর তাহে রাজার কুমারী।
যোগ্য নহে, কুন্তী এবে হৈবে বনচারী॥
ধর্ম্ম বলিলেন, তুমি জনক-সমান।
তব আজ্ঞা কুরুকুলে কে করিবে আন॥
বিশেষে পাণ্ডুর গুরু জানে সর্ব্বজন।
মম শক্তি নাই, তাহা করিব হেলন॥

থাকুন জননী তাত, তোমার আলয়।
আর কি করিব, আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
বিদুর বলেন, তুমি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাতা।
অধর্ম্মে হইল জিত, না পাইও ব্যথা ॥
আমি কি করিব, তাত, তোমাতে গোচর।
তুলনা নাহিক দিতে পঞ্চ সহোদর ॥
পরম সঙ্কটে যেন ধর্ম্মচ্যুত নহে।
এই উপদেশ মম যেন মনে রহে ॥
কল্যাণে আসিও সত্য করিয়া পালন।
পুনঃ তোমা দেখি যেন জুড়ায় নয়ন ॥
এত বলি বিদুর হইল শোকাকুল।
বনে যেতে পঞ্চভাই হলেন আকুল ॥
জটাবল্ক পঞ্চভাই করেন ভূষণ।
তবে ত দ্রৌপদী দেবী দেখি স্বামিগণ ॥
ত্যজিয়া ভূষণ-বস্ত্র-পিন্ধন সকল।
লম্বিত কোমল কেশ, পিন্ধন বাকল ॥
রাজ্য ত্যজি অরণ্যেতে যান ধর্ম্মরায়।
শুনি হস্তিনার লোক স্ত্রী-পুরুষে ধায় ॥
পাণ্ডবের বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজন।
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে যত নারীগণ ॥
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া কান্দে দ্বিজগণ।
আমা-সবাকারে কেবা করিবে পালন ॥
নগর পূরিল যে রোদন-কোলাহলে।
হস্তিনা কর্দ্দম হৈল নয়নের জলে ॥
পঞ্চ পুত্র বনে যায় বধূ গুণবতী।
বার্ত্তা শুনি কুন্তী দেবী আসে শীঘ্রগতি ॥
দূর হৈতে দেখি কুন্তী তনয়-সকলে।
মূর্চ্ছিতা হইয়া দেবী পড়িল ভূতলে ॥
মুকুলিত কেশভার, স্খলিত বসন।
শিরে করাঘাত করি করেন রোদন ॥
বধূর দেখিয়া বেশ হইল বাতুলী।
দাণ্ডাইয়া চাহে যেন চিত্রের পুত্তলী ॥
ক্ষণেক রহিয়া কহে গদ-গদ-ভাষ।
সভাপর্ব্ব সুধারস গায় কাশীদাস ॥

● দ্রৌপদীর বেশ দেখিয়া কুন্তীর বিষাদ

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্রমুখ,
কি হেতু মলিন হেন।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর,
উপেক্ষি বাকল কেন ॥
মাণিক মঞ্জরী, হার শতনরী,
তোমার হৃদয় সাজে।
ছিল অনুরাগ, তাহা কৈলা ত্যাগ,
দিল যে রাক্ষসরাজে ॥
যুগল কঙ্কণ, অমূল্য রতন,
করেতে সাজিতে ছিল।
কাড়ি নিল কেবা, নাহি দেখি সে বা,
যক্ষপতি যাহা দিল ॥
অতুল অঙ্গুরী, দিলা যে তাহারি,
অনেক যতন করি।
তেঁই নাহি সাজে, দিলা কোন্ দ্বিজে,
কি বলিব সে মাধুরী ॥
মঞ্জরী সুন্দর, দিল যাহা কর,
উত্তর-কুরুর পতি।
তেঁই নাহি শুনি, সে ললিত-ধ্বনি,
কি করিলা গুণবতী ॥
যাক্ পাছে সর্ব্ব, কোন্ ছার দ্রব্য,
তোমার আপদ লৈয়া।
বিরস-বদন, সজল-নয়ন,
দেখিয়া বিদরে হিয়া ॥
হরে মোর ক্ষুধা, তোমার সে সুধা,
বচনে কেবল মধু।
তুলি অধোমুখ, খণ্ড মোর দুখ,
কহ শুনি প্রাণবধূ ॥
হেন লয় চিতে, স্বামিগণ-প্রীতে,
কৈলা বধূ, হেন বেশ।
দুঃশাসন-দোষে, কৌরব-বিনাশে,
মুক্ত কৈলা প্রায় কেশ ॥

ধন্য তব ক্ষমা, ক্ষিতি নহে সমা,
দ্বন্দ্ব না করিলা ক্রোধে।
নিন্দাজীবী সব, সুবল-সম্ভব,
তেঁই কৈলা উপরোধে ॥
না করহ মান, ভাবি নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধুকর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে ॥
তুমি সত্য জিতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ-স্বামিগণ, যাইতেছ বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা ॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভালমতে।
সহজে বালক, পাবে মহা শোক,
দেখিবে সদা স্নেহেতে ॥
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক-স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িলা ভূমি ॥
বিচিত্র সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
পাণ্ডবের বনবাস।
কাশীদাস কহে, পূর্ব্বপাপ দহে,
পুরাণে কহিল ব্যাস ॥

● যুধিষ্ঠিরাদির বনপ্রস্থান ও কুন্তীর বিলাপ

শাশুড়ীর দুঃখ দেখি দ্রৌপদী কাতর।
সচেতন করি কহে যুড়ি দুই কর ॥
উঠ উঠ মহাদেবী, না বাড়াহ শোক।
কর্ম্ম করি শোচনা না করে জ্ঞানী লোক ॥
আজ্ঞা কর, বনে যাব সহ-স্বামিগণ।
যে-আজ্ঞা করিবে তুমি, করিব পালন ॥
এত বলি স্বামী-সহ চলে বনবাস।
তপ্ত অশ্রুজল বহে, মুক্ত কেশপাশ ॥
পাছু গোড়াইয়া যায় ভোজের নন্দিনী।
পুত্রগণ দেখি দেবী বুকে হানে পাণি ॥
হেঁটমুখে দাণ্ডাইল পঞ্চ সহোদর।
চতুর্দ্দিকে হাসে যত কৌরব-কোঙর ॥
রোদন করয়ে যত সুহৃদ্ সুজন।
পঞ্চ ভাই বিবর্জ্জিত বস্ত্র-আভরণ ॥
দেখিয়া পড়িল শোকসাগর অগাধে।
অশ্রুজলে পূর্ণ মুখ কহে গদগদে ॥
নির্দ্দোষ নিষ্পাপী সত্যাচারী যে উদার।
তার হেন দেখি বিধি, এ কোন্ বিচার ॥
ইহা সবাকার কিছু না দেখি অধর্ম্ম।
হেন বুঝি এই পাপ, মম গর্ভে জন্ম ॥
অভাগিনী পাপী আমি আজন্ম-দুঃখিনী।
মম দোষে এত দুঃখ, মনে অনুমানি ॥
তেজে বীর্য্যে বুদ্ধে ধর্ম্মে কেহ নহে ন্যূন।
ত্রিজগতে বিখ্যাত যে পুত্র-সর্ব্বগুণ ॥
হেন বীর্য্যবন্তে বৈরী বেড়ি চারি পাশে।
রাজ্যধন লইয়া পাঠায় বনবাসে ॥
পূর্ব্বে যদি জানিতাম এ-সব বারতা।
শতশৃঙ্গ হইতে কি আসিতাম হেথা ॥
বড় ভাগ্যবান্ পাণ্ডু, স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রদের এত দুঃখ চক্ষে না দেখিল ॥
সঙ্গে গেল ভাগ্যবতী মদ্রের নন্দিনী।
আমি না গেলাম সঙ্গে অধমা পাপিনী ॥
তাহার সদৃশ তপ আমি না করিনু।
পাপ হেতু কষ্ট আমি ভুঞ্জিতে রহিনু ॥
লোভেতে রহিনু পুত্রগণেরে পালিতে।
তাহার উচিত ফল এ-দুঃখ দেখিতে ॥
হে পুত্র, আমারে ছাড়ি না যাহ কাননে।
কৃষ্ণা, তুমি আমা ছাড়ি বঞ্চিবা কেমনে ॥
বিধি মোরে বান্ধিলা এ দুঃখের নিগড়ে।
সেই হেতু পাপ আয়ু আমারে না ছাড়ে ॥

হায় পাণ্ডু মহারাজ, ছাড়িলে আমারে।
অনাথ করিয়া সাধু-সুপুত্রগণেরে ॥
ওরে পুত্র সহদেব, ফিরি চাহ মোরে।
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলা অন্তরে ॥
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে।
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥
ভাই-সব যদি সত্য না পারে ছাড়িতে।
সবে যাক, তুমি রহ আমার সহিতে ॥
হেনমতে কুন্তীদেবী করেন রোদন।
প্রবোধিয়া নমস্কারি যায় পঞ্চজন ॥
প্রবোধ না মানে কুন্তী, যায় গোড়াইয়া।
বিদুর কহেন তাঁরে বহু বুঝাইয়া ॥
ধরিয়া লইয়া গেল আপনার ঘরে।
কুন্তী-সহ কান্দে যত নারী অন্তঃপুরে ॥
নগরের লোক যত করয়ে ক্রন্দন।
ঘরে ঘরে কান্দে যত কুলবধূগণ ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা কান্দে শিশুগণ পিছু।
ক্রন্দনের শব্দ-বিনা নাহি শুনি কিছু ॥
নগরেতে হাহাশব্দ ক্রন্দনের রোল।
প্রলয়-কালেতে যেন সাগর-কল্লোল ॥
শুনিয়া হইল ব্যগ্র অন্ধ নৃপমণি।
শীঘ্রগতি বিদুরেরে ডাকাইয়া আনি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন মন্ত্রী চূড়ামণি।
নগরেতে মহাশব্দ ক্রন্দনের ধ্বনি ॥
হেন বুঝি কান্দে সবে পাণ্ডব-কারণ।
কহ শুনি কিরূপেতে যায় তারা বন ॥

● বিদুর-সকাশে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্ন

ক্ষত্তা বলে, যুধিষ্ঠির যায় হেঁটমুখে।
বিষাদ চিত্তেতে বসনে মুখ ঢাকে ॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া যায় বৃকোদর।
অশ্রুজল অর্জ্জুনের বহে নিরন্তর ॥
নকুল যাইছে ছাই সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া।
সহদেব যায় মুখে কর আচ্ছাদিয়া ॥
দ্রুপদনন্দিনী যায় সবার পশ্চাতে।
এলায়িত কেশভার, কান্দিতে কান্দিতে ॥
ধৌম্য-পুরোহিত সঙ্গে করে বেদধ্বনি।
বিষাদিত-চিত্ত অতি কুশমুষ্টিপাণি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ ইহার কারণ।
এরূপে পাণ্ডব কেন যাইতেছে বন ॥
বিদুর বলেন, রাজা, কহি দেহ মন।
কপটে সর্ব্বস্ব নিল তব পুত্রগণ ॥
এমতি করিল, ধর্ম্ম নহে বিচলিত।
সদা যুধিষ্ঠির তব পুত্রগণে প্রীত ॥
কদাচিত ভস্ম যদি হয় নেত্রানলে।
এই হেতু হেঁটমুখে ঢাকিয়া অঞ্চলে ॥
ভীম বলে, মম সম নাহিক বলিষ্ঠ।
সংসারেতে যত বীর, সকলের শ্রেষ্ঠ ॥
ইহার উচিত শাস্তি করিব আসিয়া।
এত বলি যায় বীর ভুজ প্রসারিয়া ॥
অর্জ্জুনের অশ্রুজল বহে অনিবার।
সেই মত বরষিবে অস্ত্র তীক্ষ্ণধার ॥
এই মত ভস্ম আমি করিব বৈরীরে।
সেই হেতু নকুল ভস্ম মাখিল শরীরে ॥
প্রত্যক্ষেতে ভবিষ্যৎ সহদেব জানে।
বংশনাশ জানি হস্ত দিয়াছে বদনে ॥
যাজ্ঞসেনী দেবী যায় করিয়া রোদন।
এই মত কান্দিবেক শত্রু-নারীগণ ॥
কুশহস্ত হ'য়ে যায় ধৌম্য তপোধন।
সঙ্কল্প করিয়া কুরুশ্রাদ্ধের কারণ ॥
নগরের লোক সব করিছে রোদন।
আমা-সবাকার প্রভু যাইতেছে বন ॥
সঘনে কম্পিত ভূমি, দেখ নৃপমণি।
বিনা-মেঘে সঘনে যে শুনি বজ্রধ্বনি ॥
সহসা গ্রাসিল রাহু দেব-দিবাকর।
উল্কাপাত বজ্রাঘাত শুনি নিরন্তর ॥

অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল-প্রাচীর।
ক্ষণে ক্ষণে রাজা, কম্পি উঠয়ে শরীর॥
এ সকল চিহ্ন রাজা, কৌরব-বিনাশে।
কেবল হইল রাজা, তব কর্ম্মদোষে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

———

● কুরুসভায় নারদ ঋষির আগমন

হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার তনয়।
সভামধ্যে কহেন নারদ মহাশয়॥
আজি হৈতে চতুর্দ্দশ-বৎসর সময়।
শ্রীকৃষ্ণসহায়ে করিবেক কুরুক্ষয়॥
সবাই মরিবে দুর্য্যোধন-অপরাধে।
নিঃক্ষত্রা হইবে ক্ষিতি ভীমার্জ্জুন-ক্রোধে॥
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি কর্ণ-দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান॥
নারদের কথা শুনি হইল অস্থির।
অকূল সমুদ্রে যেন ডুবিল শরীর॥
উপায় না দেখি ইথে, কি হইবে গতি।
বিচারি শরণ নিল দ্রোণ মহামতি॥
পাণ্ডবের ভয়ে প্রভু, কম্পয়ে শরীর।
আপনি অভয় দিলে হয় মন স্থির॥
দ্রোণ বলে, পাণ্ডুপুত্র অবধ্য আমার।
দেব হৈতে জাত পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার॥
পাণ্ডব দেবতা, আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের পূজ্য দেব, জানে সর্ব্বজন॥
তথাপি করিব আমি, যতেক পারিব।
তোমা সবাকারে আমি ত্যাগ না করিব॥
দুর্জ্জয় পাণ্ডব সব যাইতেছে বন।
চতুর্দ্দশ-বৎসরে করিবে আগমন॥
ক্রোধে আসিবেন তাঁরা সবার উপর।
নিশ্চয় দেখি যে, ঘোর হইবে সমর॥
শরণপালন-হেতু তোমা-সবাকার।
নিশ্চয় কহি যে, ভদ্র নাহিক আমার॥
যতেক করিলে, সর্ব্ব আমার কারণ।
নিশ্চয় হইল দেখি আমার মরণ॥
রাজযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন হয়েছে উৎপত্তি।
আমার মরণহেতু সে বিখ্যাত ক্ষিতি॥
সেই দিন হৈতে ভয় হ'য়েছে আমায়।
দ্বন্দ্ব হৈলে পাণ্ডবের হইবে সহায়॥
চতুর্দ্দশ-বৎসরান্তে অবশ্য মরণ।
বুঝি যাহে শ্রেয়ঃ হয়, শীঘ্র দেহ মন॥
যজ্ঞ-দান-ব্রত সব করহ ত্বরিত।
ধর্ম্মবিনা সখা নাহি পরকাল-হিত॥
এ-সুখ-সম্পদ্ যেন তালচ্ছায়াবৎ।
ইহা জানি শীঘ্র সবে ধর ধর্ম্মপথ॥
তোমা-সবাকার মৃত্যু হৈল সেই কালে।
সভায় যখন কৃষ্ণা ধরিয়া আনিলে॥
লক্ষ্মী-অংশ হন কৃষ্ণা পাঞ্চালনন্দিনী।
হৃষীকেশ রাখে যাঁরে করিয়া সঙ্গিনী॥
তারে কষ্ট কৃষ্ণ নাহি দিবে কদাচিত।
না ক্ষমিবে পাণ্ডব দ্রৌপদী-প্রবোধিত॥
ত্রয়োদশ-বৎসরান্তে রক্ষা নাহি আর।
ভীমার্জ্জুন-হাতে হৈবে সবার সংহার॥
সে-কারণ তার সহ কলহ না রুচে।
এখনি করহ প্রীতি, যদি প্রাণ বাঁচে॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিল।
মম মনে নাহি লয় বিপদ্ ঘুচিল॥
এইক্ষণে শীঘ্রগতি করহ গমন।
ফিরায়ে আনহ শীঘ্র পাণ্ডুপুত্রগণ॥
যদি তারা সত্যভঙ্গ করিবারে নারে।
ভাল বেশ করি যাক অরণ্য-ভিতরে॥
বস্ত্র-আভরণ পরি রথ-আরোহণে।
সংহতি লইয়া যাক্ দাসদাসীগণে॥
সঞ্জয় এতেক শুনি বলিল তখন।
সর্ব্ব-পৃথ্বী পেলে রাজা, কি-হেতু শোচন॥

আজ্ঞা কর, বনে যাব সহ স্বামীগণ।
যে-আজ্ঞা করিবে তুমি, করিব পালন॥ পৃষ্ঠা—৩৫০

ধৃতরাষ্ট্র বলে, মম চিত্ত নহে স্থির।
বহুমত করি, ধৈর্য্য না ধরে শরীর॥
সঞ্জয় বলিল, শান্ত এখন নহিবে।
যখন এ সব রাজা, নির্ম্মূল হইবে॥
তখন হইবে শান্ত, শুনহ রাজন্।
কত কত তোমারে না বুঝানু তখন॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরাদি কহিল বিস্তর।
তবু পাশা করাইলে অনর্থের ঘর॥
হেন বিপর্য্যয় কভু নাহি শুনি কানে।
কুলবধূ চুলে ধরি সভামধ্যে আনে॥
তখন কি আপনি সভায় নাহি ছিলে।
আপনার বংশ তুমি আপনি নাশিলে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কিছু মম সাধ্য নয়।
দৈবে যাহা করে, তাহা শান্ত কিসে হয়॥
যখন যেমন হয়, বিধি তাহা করে।
কুবুদ্ধি কুপথী করি দুঃখ দেয় তারে॥
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম, তাহা বুঝি যেন ধর্ম্ম।
অর্থকর বুঝে নর অনর্থের কর্ম্ম॥
হীনকর্ম্মে কাল যায় বুঝিবারে নারে।
কুবুদ্ধি করিয়া নরে কালবুদ্ধি ধরে॥
সেইমত কুবুদ্ধি আমারে দিল কালে।
আগু-পাছু বিচার না করিলাম হেলে॥
অযোনি-সম্ভবা জন্ম কমলা-অংশেতে।
তারে হেন কে করিবে সজ্ঞান থাকিতে॥
সাধুপুত্র পাণ্ডবেরে দিল বনবাস।
এই চারি দুষ্ট হৈতে হৈল সর্ব্বনাশ॥
অশক্ত না হয় বলে পঞ্চ সহোদর।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে চরাচর॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী হৈয়া মোরে বড় মানে।
সে-কারণে না মারিল এই দুষ্টগণে॥
নতুবা সে ভীমার্জ্জুন চাহি ধর্ম্মমুখ।
সহিত না নীরবেতে এ-দারুণ দুখ॥
ভৃত্যাসনে বসাইল সভার ভিতর।
এই দুষ্টগণ কত কৈল কটূত্তর॥

রজস্বলা দ্রৌপদী, পিন্ধন একবাসে।
সভামধ্যে আনিলেক ধরি তার কেশে॥
ক্রোধ করি যদি কৃষ্ণা চাহিত নয়নে।
তখনি হইত ভস্ম এই দুষ্টগণে॥
সে ক্ষমিল, না ক্ষমিবে দেব হৃষীকেশ।
নিশ্চয় সঞ্জয়, মোর বংশ হৈল শেষ॥
গান্ধারী-সহিত মোর পুত্রবধূগণ।
দ্রৌপদীর দুঃখ দেখি করিছে ক্রন্দন॥
অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলা যতেক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণার ধরিল কেশ, করিয়া শ্রবণ॥
ক্রোধ করি লৌহদণ্ড অগ্নিতে ফেলিল।
'ধৃতরাষ্ট্র-বংশনাশ হউক' বলিল॥
আচম্বিতে ঘরে ঘরে উঠিল আগুন।
চতুর্দ্দিকে মহাশব্দ করয়ে শকুন॥
হাহাকার শব্দ করে যত বৃদ্ধগণ।
বিদুর কহিল মোরে সব বিবরণ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধনে, ধিক্ শকুনিরে।
কপট-পাশায় দুঃখ দিল পাণ্ডবেরে॥
না সহিবে পাণ্ডব এ-সব অপমান।
পাপবুদ্ধে বংশ মোর হৈল অবসান॥
কৃষ্ণ তার অনুকূল, কিসের আপদ।
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত কৈকেয় দ্রুপদ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-সাত্যকি-শিখণ্ডী-আদি করি।
থাকুক অন্যের কার্য্য, ইন্দ্র যারে ডরি॥
এসব সহিত রণ সম্মুখ সমরে।
কে আছে সহায় মোর, নিবারিবে তারে॥
অনুক্ষণ অন্ধরাজ ভাবেন অন্তরে।
এ-শোকসাগরে দুষ্ট ডুবাইল মোরে॥
দ্রৌপদীরে বর দিয়া সন্তুষ্টা করিনু।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া দোষ ক্ষমাইনু॥
নিজবধ-হেতু পুনঃ পাশা খেলাইল।
মম বশ নহে, দৈবে বিবাদ বাধিল॥
পাণ্ডবের হস্তে আর নাহিক নিস্তার।
নিজ কর্ম্মদোষে এরা হইবে সংহার॥

জরাসন্ধে বধ কৈল ভীম অবহেলে।
কুরুবংশ রক্ষা নাহি ভীম ফিরে এলে ॥
এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র কহে মহাশোকে।
সভা ছাড়ি নিজস্থানে যায় সর্ব্বলোকে ॥
বনবাসে দিল অন্ধ স্নেহান্ধ হইয়া।
শেষে অনুতাপ করে বিপদ চিন্তিয়া ॥
বনে চলে কৃষ্ণা পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনা।
কাশী কহে, কুরুকুল-নাশের সূচনা ॥
শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাঁহাদের অনুক্ষণ।
তাঁহাদের দুঃখ নাহি কোথাও কখন ॥
যথা রহে কৃষ্ণাসহ পঞ্চ-সহোদর।
কৃষ্ণ-দৃষ্টি থাকে সদা তাঁদের উপর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
কাশীরাম দাস কহে, শুন সর্ব্বজন।
সভাপর্ব্ব সমাপ্ত, পাণ্ডব গেল বন ॥

ইতি সভাপর্ব্ব সমাপ্ত

বনপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্‌ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● পাণ্ডবদিগের বনবাসে প্রজালোকের খেদ

জন্মেজয় বলে, কহ, শুনি তপোধন ।
পূর্ব্ব-পিতামহ কথা অদ্ভুত-কথন ॥
কপটে জিনিয়া তাঁর নিল রাজ্যধন ।
বহু ক্রোধ করাইল বলি কুবচন ॥
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন ।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ ॥
ইন্দ্রের বৈভব-সুখ সকল ত্যজিয়া ।
কেমনে সহিল দুঃখ বনেতে রহিয়া ॥
পতিব্রতা মহাদেবী দ্রুপদনন্দিনী ।
কিরূপে বঞ্চিল দুঃখে, কহ, শুনি মুনি ॥
কি আহার, কি বিহার দ্বাদশ-বৎসর ।
কোন্‌-কোন্‌ বনে গেল, কোন্‌ গিরিবর ॥
বৈশম্পায়ন বলেন, শুনহ রাজন্‌ ।
কপটে সকল নিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
ক্ষমাবন্ত দয়াবন্ত রাজা যুধিষ্ঠির ।
হস্তিনানগর হৈতে হলেন বাহির ॥
নগর-উত্তরমুখে চলেন পাণ্ডব ।
চতুর্দ্দিকে ধাইল রাজ্যের প্রজা সব ॥
যেই মত ছিল যেই, ধাইল ত্বরিত ।
পাণ্ডবে বেড়িয়া সবে রহে চতুর্ভিত ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য বিদুরের প্রতি ।
ধিক্কার ও তিরস্কার করে নানাজাতি ॥

ধৃতরাষ্ট্রে ভয় নাহি করে কেহ আর।
ক্রোধে গালি পাড়ে, মুখে আসে যা' যাহার॥
পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে কি ছার বসতি।
সবে মেলি যাব মোরা পাণ্ডব-সংহতি॥
যে-দেশে শকুনি মন্ত্রী, রাজা দুর্য্যোধন।
তথায় বসতি নাহি করে সাধুজন॥
পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়॥
কুলধর্ম্মক্রিয়া তার সব নষ্ট হয়॥
মহাক্রোধী অর্থলোভী মানী কদাচারী।
নির্দ্দয় সুহৃৎ-শত্রু মহাপাপকারী॥
হেন দুর্য্যোধন-মুখ কভু না দেখিব।
চল সবে, পাণ্ডবের সহিত রহিব॥
এত বলি প্রজাগণ কৃতাঞ্জলি করি।
সবিনয়ে বলে ধর্ম্মরাজ-বরাবরি॥
আমা-সবা ছাড়ি কোথা যাইবে রাজন্।
তুমি যথা যাবে, তথা যাব সর্ব্বজন॥
তোমার সর্ব্বস্ব ছলে জিনিল কৌরব।
উদ্বিগ্ন হইয়া হেথা আসি মোরা সব॥
তব হিতে হিত মানি, তব দুঃখে দুঃখী।
তব সুখ হৈলে মোরা সবে হই সুখী॥
আমা-সবাকারে নাহি কর নিবারণ।
তোমার সংহতি মোরা সবে যাব বন॥
রাজ্যেতে হইল মহাপাপী অধিকারী।
এ-কারণে মোরা সব হ'ব বনচারী॥
জল ভূমি বস্ত্র তিল পবন যেমন।
পুষ্প-সহবাসে ধরে সুগন্ধ মোহন॥
পাপীর সংসর্গে তথা পাপ বাড়ে নিতি।
পুণ্যবৃদ্ধি হয় পুণ্যজনের সংহতি॥
পুণ্য করিবার শক্তি নাহি মো-সবার।
পুণ্যভাগী হব সঙ্গে থাকিলে তোমার॥
বহু পুণ্য করি দুর্য্যোধনের সংহতি।
তথাপি তাহার পাপে নাহি অব্যাহতি॥
রাজপাপে প্রজাদের নাহি অব্যাহতি।
যাইব তোমার সঙ্গে, কি আর বসতি॥
দরশনে পাপ হয় অশনে শয়নে।
ধর্ম্মাচার নষ্ট হয় এ রাজার সনে॥
যেমন সংসর্গ, ফল সেই মত হয়।
তেঁই সে আমরা বনে যাইব নিশ্চয়॥
সমস্ত সদ্‌গুণ করে তোমাতে নিবাস।
তেঁই তব সহিতে থাকিতে করি আশ॥
প্রজাদের হেন বাক্য শুনি যুধিষ্ঠির।
কহিলেন মিষ্ট বাক্য কোমল গভীর॥
ভাগ্যবন্ত মোরা সবে মানি এতক্ষণ।
সে-কারণে এত স্নেহ কর সর্ব্বজন॥
আমি যাহা কহি, তাহা অন্য না করিও।
আমার সম্ভ্রম করি সকলে মানিও॥
পিতামহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত।
কুন্তী মাতা ইঁহারা করেন অশ্রুপাত॥
এই সবাকার শোক কর নিবারণ।
দেশে থাকি সবাকার করহ পালন॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন।
হাহাকার করি নিবর্ত্তিল প্রজাগণ॥
অনগ্নি-সাগ্নিক-শিষ্য-সহ দ্বিজগণ।
পাণ্ডবের পাছু-পাছু চলে সর্ব্বজন॥
সশস্ত্র পাণ্ডবগণ রথ-আরোহণে।
প্রজাগণে প্রবোধিয়া চলিলেন বনে॥

● দ্বিজগণের সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের কথোপকথন

উত্তর-মুখেতে যায় জাহ্নবীর তটে।
রম্যস্থান দেখিয়া রহেন মহাবটে॥
দিনকর অস্ত গেল, প্রবেশে শর্ব্বরী।
সেই রাত্রি নির্ব্বাহিল জলস্পর্শ করি॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ অগ্নিহোত্র জ্বালি।
বেদধ্বনি-পুণ্যরবে পুরে বনস্থলী॥
রজনী প্রভাত হৈল, উঠি সর্ব্বজন।
ঘোর বনে করিলেন গমন তখন॥

চতুর্দ্দিকে মুনিগণ চলিল সংহতি।
দেখিয়া বলেন তবে ধর্ম্ম-নরপতি ॥
রাজ্যহীন ধনহীন হইলাম আমি।
ফলমূলাহারী আমি হই বনগামী ॥
আমা-সনে বহুদুঃখ পাবে দ্বিজগণ।
বিশেষে বনেতে ভয়ঙ্কর পশুগণ ॥
হবে যত দুঃখ শুন তোমা সবাকার।
সে-পাপে হইবে নষ্ট মম ধর্ম্মাচার ॥
দ্বিজ-কষ্টে দুঃখ পায় দেব আদি জন।
মনুষ্য কিসেতে গণি আমা আদি জন ॥
নিবর্ত্তিয়া দ্বিজগণ চলহ নগরে।
আমার বিনয় এই তোমা-সবাকারে ॥
দ্বিজগণ বলে, কোথা যাইব নৃপতি।
তোমার যে গতি, আমা-সবার সে গতি ॥
আমা-সবা-পোষণেতে ত্যজ ভয় মন।
মোরা আনি ফল মূল করিব ভক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির বলে, আমি দেখিব কেমনে।
মম সহ রহি দুঃখ পাবে দ্বিজগণে ॥
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র রাজা, দুষ্ট পুত্রগণ।
এত বলি অধোমুখে রহেন রাজন্ ॥
শৌনক-নামেতে ঋষি বুঝান রাজারে।
সুললিত শাস্ত্র বলি বিবিধ-প্রকারে ॥
শোকস্থান সহস্র, শতেক ভয়স্থান।
তাহাতে মূর্চ্ছিত হয় যে মূর্খ অজ্ঞান ॥
পণ্ডিত-জনের তাহে নহে মুগ্ধ মন।
তুমি-হেন লোক শোক কর কি-কারণ ॥
ধন উপার্জ্জয়ে লোক বন্ধুর কারণে।
বন্ধুতে হরিল ধন, কি কাজ বিমনে ॥
অর্থ-হেতু উদ্বেগ ত্যজহ নরপতি।
অনর্থের মূল অর্থ, কর অবগতি ॥
উপার্জ্জনে যত কষ্ট, ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ, ক্ষয়েতে দ্বিগুণে ॥
অর্থ যার থাকে তার সদা ভীত মন।
তার বৈরী রাজা অগ্নি চোর বন্ধুজন ॥
অর্থ হৈতে মোহ হয়, অহঙ্কার পাপ।
অত্যন্ত উদ্বেগ হয়, সদা মনস্তাপ ॥
এ-কারণে অর্থ-চিন্তা ত্যজহ রাজন্।
সর্ব্ব পূর্ণ হলে তৃষ্ণা নহে নিবারণ ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ, তৃষ্ণা নাহি টুটে।
সাধুজন এই তৃষ্ণা জ্ঞান-অস্ত্রে কাটে ॥
সন্তোষ সাধুর অস্ত্র তৃষ্ণা-নিবারণ।
ইন্দ্র-সম-অর্থে তুষ্ট নহে জ্ঞানী জন ॥
অনিত্য এ-ধন-জন, অনিত্য সংসার।
ইহার মায়াতে ডুবি ক্লেশমাত্র সার ॥
এই সব মোহেতে মোহিত যত জন।
চিন্তাহীন কোথা দেখিয়াছ হে রাজন্ ॥
ধর্ম্ম করিবারে যদি উপার্জ্জয়ে ধন।
বিচলিত হয় মন ধনের কারণ ॥
ধন পাপ-পঙ্কবৎ, জান মহাশয়।
পঙ্কেতে নামিলে তনু পঙ্কাবৃত হয় ॥
নিশ্চয় হইবে দুঃখ সে পঙ্ক ধুইতে।
সাধু সেই যেই নাহি যায় সে পঙ্কেতে ॥
ধর্ম্মে যদি প্রয়োজন থাকয়ে রাজন্।
এ-সকল পাপ-তৃষ্ণা কর কি কারণ ॥
শৌনক-বচন শুনি কহে নরপতি।
মম কিছু তৃষ্ণা নাহি রাজ্য-ধন-প্রতি ॥
বিপ্রের ভরণ-হেতু চিন্তা করি মনে।
গৃহাশ্রমে অতিথি না পূজিব কেমনে ॥
গৃহাশ্রমী হইয়া বঞ্চিবে যেই জন।
অতিথি যা মাগে, তাহা দিবে ততক্ষণ ॥
তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিবে, ক্ষুধিতে ভোজন।
নিদ্রার্থীরে শয্যা দিবে, শ্রান্তকে আসন ॥
অতিথি আসিলে দ্বারে করিবে যতন।
কত দূরে উঠিয়া করিবে সম্ভাষণ ॥
যে-জন না করে ইহা গৃহস্থ হইয়া।
বৃথা হয় দান-যজ্ঞ-ধর্ম্ম-আদি ক্রিয়া ॥
আমি-হেন লোক ইথে বাঁচিব কেমনে।
এইহেতু মহাতাপ পাই আমি মনে ॥

শৌনক বলিল, রাজা, চিন্তা দূর কর।
ধর্ম্মের শরণ লহ, শুন নৃপবর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র আদিত্য অপর দিক্‌পালে।
ত্রৈলোক্য-জনেরে তাঁরা ধর্ম্মবলে পালে ॥
তুমিও করহ রাজা, তপ-আচরণ।
তপোবলে দ্বিজগণে করহ পালন ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চিন্তিত-হৃদয়।
ধৌম্য-পুরোহিতে ডাকি কহে সবিনয় ॥
দ্বিজগণ চলিলেন আমার সংহতি।
কেমনে ভরণ হবে, কহ মহামতি ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া কহে ধৌম্য তপোধন।
ত্যজ ভয়, কর রাজা সূর্য্যের সেবন ॥
সংসার-পালনকর্ত্তা দেব দিবাকর।
সূর্য্যের প্রসাদে কার্য্য হবে নৃপবর ॥
এত বলি দীক্ষা দিয়া ধৌম্য তপোধন।
অষ্টোত্তর-শত নাম করান শ্রবণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, শুনি নর লভে দিব্যজ্ঞান ॥

——

যুধিষ্ঠিরের সূর্য্যারাধনা ও বরলাভ

যুধিষ্ঠির মহারাজ সেবেন ভাস্কর।
ব্রতী হয়ে নানাপুষ্পে পূজেন বিস্তর ॥
অষ্টোত্তর-শত নাম জপেন ভূপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে নানা স্তুতি ॥
তুমি প্রভু লোকপাল লোকের পালন।
চতুর্দ্দিক দীপ্ত করে তোমার কিরণ ॥
অমর-কিন্নর সব রাক্ষস-মানুষে।
সর্ব্বসিদ্ধ হয় দেব, তব কৃপাবশে ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করেন রাজন্।
আসিলেন তথা মূর্ত্তিমান্ বিকর্ত্তন ॥
বলিলেন, চিন্তা ত্যজ ধর্ম্মের নন্দন।
সিদ্ধ হবে নরপতি, যা তোমার মন ॥
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ রাজ্যহীনে।
যত চাহ, তত হবে মোর বর-দানে ॥
লহ এই তাম্রস্থালী কুন্তীর কুমার।
রান্ধিবে দ্রৌপদী ইথে না করি আহার ॥
ফল-মূল-শাক-আদি যে-কিছু আনিবে।
অল্পমাত্র রন্ধনেতে অব্যয় হইবে ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মী-অবতার।
বনমধ্যে আজি হৈতে তার সব ভার ॥
কিন্তু এক বাক্য কহি শুন সর্ব্বজনে।
সকলে সন্তোষ হবে তাহার রন্ধনে ॥
তাহার পাকের দ্রব্য অব্যয় হইবে।
যত চাহ, তত পাবে, কিছু না টুটিবে ॥
তাহার প্রমাণ কহি, শুন সাবধানে।
আনন্দে সকল লোক থাকিবে কাননে ॥
যাবৎ দ্রৌপদী দেবী না করে ভক্ষণ।
অক্ষয় রন্ধন তার রবে ততক্ষণ ॥
নিয়মের কথা এই কহিনু তোমারে।
সকল সম্পূর্ণ দ্রব্য হবে মোর বরে ॥
এত বলি অন্তর্হিত দেব-দিনকর।
হৃষ্ট হ’য়ে সবারে বলেন নৃপবর ॥
এমতে পাইল বর সূর্য্যের সেবনে।
বনে যান ধর্ম্মরাজ সঙ্গে দ্বিজগণে ॥
কাম্যক-বনেতে প্রবেশিলেন ভূপতি।
ভ্রাতৃ-পুরোহিত পুরলোকের সংহতি ॥
ভারত-পুরাণ কথা পাপের বিনাশ।
বনপর্ব্ব যত্নেতে রচিল কাশীদাস ॥

——

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক বিদুরের অপমান ও যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদুরের গমন

বনে চলিলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
চিন্তাকুল অন্ধরাজ স্থির নহে মন ॥
মন্ত্রিরাজ বিদুরে আনিল ডাক দিয়া।
জিজ্ঞাসিল ধৃতরাষ্ট্র মধুর বলিয়া ॥

বিচারে বিদুর, তুমি ভার্গবের প্রায়।
পরম-ধরম-বুদ্ধি আছয়ে তোমায়॥
কুরুবংশে তোমার বচনে সবে স্থিত।
কহ শুনি বিচারিয়া, যাহে মম হিত॥
অরণ্যে গেলেন পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
যাহে শ্রেষ্ঠ যুক্তি হয়, করহ এখন॥
যেমতে আমার বশ হয় সর্ব্বজন।
যে যে রূপে স্বচ্ছন্দে বিহরে পুত্রগণ॥
বিদুর বলেন, রাজা, শুন দিয়া মন।
ধর্ম্ম হতে বিজয়ী হইবে সর্ব্বজন॥
নিবৃত্তিতে পাই ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সব পাই।
ধর্ম্মসেবা কর রাজা, কোন চিন্তা নাই॥
তোমারে উচিত রাজা, একর্ম্ম এখন।
নিজপুত্র ভ্রাতৃপুত্র করহ পালন॥
সে-ধর্ম্ম ডুবিল রাজা, তোমার সভায়।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন শকুনি-সহায়॥
সত্যশীল যুধিষ্ঠিরে কপটে জিনিল।
কুলবধূ বিবসনা সভাতে করিল॥
তুমি ত তখন নাহি করিলে বিচার।
এবে কি উপায় বলি, না দেখি যে আর॥
আছে যে উপায় এক, যদি কর রায়।
সবংশে সুখেতে থাক, বলি হে তোমায়॥
পাণ্ডবের যত কিছু নিলে রাজ্যধন।
শীঘ্রগতি আনি তারে দেহ এইক্ষণ॥
দ্রৌপদীরে দুঃশাসন কৈল অপমান।
বিনয় করিয়া চাহ ক্ষমা তার স্থান॥
কর্ণ-দুর্য্যোধনে কর পাণ্ডবের প্রীত।
এই কর্ম্মে হবে তব সাতিশয় হিত॥
তুমি কৈলে যদি নাহি মানে দুর্য্যোধন।
তবেত তাহারে রাখ করিয়া বন্ধন॥
পূর্ব্বে যত বলিলাম, করিলে অন্যথা।
এখন যে বলি রাজা, রাখ এই কথা॥
জিজ্ঞাসিলে সেইহেতু কহি এ-বিচার।
ইহা ভিন্ন অন্য নাই উপায় ইহার॥

বিদুর-বচন শুনি অন্ধ ডাকি কয়।
যতেক বলিলে, তাহা কিছু ভাল নয়॥
আপনার হিত-হেতু চিন্তিলাম নীত।
তুমি যত বল, তাহা পাণ্ডবের হিত॥
আপনার মূর্ত্তিভেদ আপন-নন্দন।
তারে দুঃখ দিব পর-পুত্রের কারণ॥
এবে জানিলাম তব কুটিল বিচার।
তোমারে বিশ্বাস আর নাহিক আমার॥
অসতী নারীরে যদি করয়ে পালন।
বহুমতে রাখিলে সে না হয় আপন॥
পাণ্ডবের হিত তুমি করহ এখন।
যাহ বা থাকহ তুমি যাহা লয় মন॥
এত শুনি উঠিল বিদুর মহাশয়।
ডাকি বলে, কুরুবংশ মজিল নিশ্চয়॥
শুন ওহে মহারাজ, বচন আমার।
আমারে অহিত জ্ঞান হইল তোমার॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা, এ-সব বচন।
ঠেকিবে যখন দায়ে, জানিবে তখন॥
এত বলি শীঘ্র করি বিদুর চলিল।
আর-দুই-এক বাক্য ক্রোধেতে বলিল॥
চিত্তে মহাতাপ-হেতু না গেল মন্দির।
হস্তিনানগর হ'তে হইল বাহির॥
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
শীঘ্রগতি তথাকারে করিল গমন॥
যুধিষ্ঠির ছিল কাম্য-কানন-ভিতর।
মৃগচর্ম্ম পরিধানে, সঙ্গে সহোদর॥
চতুর্দ্দিকে সহস্র-সহস্র দ্বিজগণ।
ইন্দ্রেরে বেড়িয়া আছে যেন দেবগণ॥
কতদূরে বিদুরে দেখিয়া কুরুনাথ।
ভ্রাতৃগণে বলে, ঐ আইল খুল্লতাত॥
কি-হেতু বিদুর এল, না বুঝি বিচার।
পুনঃ কি বিচার কৈল সুবল-কুমার॥
পুনঃ কিবা পাশা-হেতু দিল পাঠাইয়া।
রাজ্য হ'তে আমি কিছু না আসি লইয়া॥

কেবল আয়ুধ-মাত্র আছয়ে আমার।
আয়ুধ জিনিয়া নিতে ক'রেছে বিচার ॥
পঞ্চভাই করিছেন বিচার এমত।
হেনকালে উপনীত বিদুরের রথ ॥
যথাযোগ্য পরস্পর করি সম্ভাষণ।
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির কুশল-বচন ॥
আমরা আইলে বনে অন্ধ কি কহিল।
বিদুর কহেন, শুন যে-কথা হইল ॥
কুরুবংশ-হিত-হেতু জিজ্ঞাসেন মোরে।
সেই মত সদ্যুক্তি দিলাম আমি তাঁরে ॥
যতেক কহিনু আমি সবাকার হিত।
অন্ধ রাজা শুনি তাহা বুঝে বিপরীত ॥
দিব্য পথ্য নাহি রুচে যথা রোগীজনে।
যুবতী স্থবির পতি যথা নাহি গণে ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আমারে বলিল কুবচন।
যাহ বা থাকহ, তোমা নাহি প্রয়োজন ॥
সে-কারণে তারে ত্যজি আইলাম বন।
তোমা-সবাকারে বনে করিতে পালন ॥
ভাল হ'ল, অন্ধরাজ ত্যজিল আমারে।
তোমা-সবা-সহ বনে থাকিব কান্তারে ॥
তবে ত বিদুর বহু করিল সুনীত।
যুধিষ্ঠির-পঞ্চভাই লইয়া সহিত ॥
বনপর্ব্ব রচিলেন অপূর্ব্ব অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পিয়ে অনুব্রত ॥

● ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বিদুরের পুনর্মিলন

হস্তিনা ত্যজিয়া ক্ষত্তা গেল বনমাঝ।
শুনিয়া আকুলচিত্ত হৈল অন্ধরাজ ॥
নাহি রুচে অন্ন-জল অশন-শয়ন।
অতিবেগে সভামধ্যে করেন গমন ॥
যাইতে মূর্চ্ছিত হ'য়ে ভূমেতে পড়িল।
সঞ্জয় প্রভৃতি সবে ধরিয়া তুলিল ॥
চেতন পাইয়া বলে সঞ্জয়ের প্রতি।
বিদুর আছয়ে কোথা, ডাক শীঘ্রগতি ॥
পরম-ধার্ম্মিক ভাই, মম হিতে রত।
তাহার বিচ্ছেদে আমি আছি মৃতমত ॥
কুবচন বলিলাম আমি পাপমুখে।
এতক্ষণ প্রাণ সে ত রাখে বা না রাখে ॥
শীঘ্রগতি যাহ, নাহি বিলম্ব করহ।
বিদরে হৃদয় মম ত্বরিতে আনহ ॥
এত শুনি সঞ্জয় চলিল সেইক্ষণ।
যথা বনে আছে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥
যথোচিত পূজা করি সবাকার প্রতি।
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিছে ভারতী ॥
শুনহ আমার বাক্য বিদুর সুমতি।
হস্তিনানগরে তুমি চল শীঘ্রগতি ॥
শীঘ্র চল এইক্ষণে বিলম্ব না সয়।
তোমা-বিনা অন্ধরাজ জীবন-সংশয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্প্রীত।
রথে চড়ি দুই জন চলিল ত্বরিত ॥
বিদুর আইল পুনঃ, শুনিল রাজন্।
শিরেতে চুম্বন করি দিলা আলিঙ্গন ॥
বলিল, পূর্ব্বের দোষ ক্ষমহ আমার।
এত বলি অনেক করিল পুরস্কার ॥
বিদুর বলেন, রাজা, হইলাম ক্ষান্ত।
আপনি আমার গুরু, পরম সম্ভ্রান্ত ॥
আপনি করিবে ক্ষমা, ইহা আমি চাই।
আজ্ঞা-ছাড়া হ'তে কভু মম শক্তি নাই ॥
যেমত তোমার পুত্র, পাণ্ডব তেমন।
কিন্তু তারা দুঃখী, ইথে পোড়ে মম মন ॥
বিদুর আইল শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকাইয়া আনাইল কর্ণ-দুঃশাসন ॥
শকুনি-সহিত তবে সভায় বসিল।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন বাক্য প্রকাশিল ॥
অন্ধ-ভূপতির মন্ত্রী, পাণ্ডবের হিত।
বিদুর আইল দেখ মন্ত্রণা-পণ্ডিত ॥

যাবৎ বিদুর না আকর্ষে তাঁর মন।
পাণ্ডবে আনিতে আজ্ঞা না দেন রাজন্॥
তাবৎ মন্ত্রণা কর ইহার উপায়।
যেমতে কুন্তীর পুত্র আসিতে না পায়॥
পুনঃ যদি হস্তিনায় দেখিবে পাণ্ডবে।
নিশ্চয় আমার বাক্য কহি, শুন সবে॥
গরল খাইব কিংবা প্রবেশিব জলে।
অথবা ত্যজিব প্রাণ অস্ত্রে বা অনলে॥
শকুনি বলিল, শুন, আমার বচন।
কদাচিৎ না আসিবে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
সত্যবাদী যুধিষ্ঠির করেছে সময়।
ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ পূর্ণ নয়॥
তাবৎ হস্তিনা না আসিবে কদাচন।
না শুনিবে তারা ধৃতরাষ্ট্রের বচন॥
শুনিয়া বৃদ্ধের বাক্য যদি পুনঃ আসে।
আমরা করিব পুনঃ সেই পণ শেষে॥
কর্ণ বলে, মম চিত্তে এই যুক্তি আসে।
দুঃখিত পাণ্ডবগণ আছে বনবাসে॥
জটাচীর বন-ক্লেশ শোকেতে আতুর।
সহায়-সম্পদ্ যত আছে বহুদূর॥
চতুরঙ্গদলে গিয়া বেড়িব পাণ্ডবে।
এ-সময় মারিলে সকল রিষ্টি যাবে॥
দুর্য্যোধন বলে, সাধু মন্ত্রণা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এক সংসারের সার॥
আজ্ঞা দিল নরপতি সাজিতে সবারে।
রথ-গজ-তুরঙ্গম চলিল সত্বরে॥

● ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ

সাজিয়া সকল সৈন্যে কৌরব চলিল।
অন্তর্য্যামী ব্যাসের সে গোচর হইল॥
হস্তিনানগরে মুনি করেন গমন।
পথে দুর্য্যোধনসহ হইল মিলন॥
বাহুড়িয়া চল বলি আজ্ঞা দেন মুনি।
দুর্য্যোধন বাহুড়িল মুনি-বাক্য শুনি॥
ধৃতরাষ্ট্র-নিকটেতে যান দ্বৈপায়ন।
যথোচিত পূজা তাঁর করিল রাজন্॥
মুনি বলে, ধৃতরাষ্ট্র করিলে কি কর্ম্ম।
ধর্ম্ম-অন্ধ হয়ে নষ্ট করিলে স্বধর্ম্ম॥
মন্দবুদ্ধি তব পুত্র দুষ্ট দুরাচারী।
রাজ্যলোভে হইল সে পাণ্ডবের বৈরী॥
পাণ্ডব-সহায় যেই, জান ভালমতে।
বিধাতার ধাতা হর্ত্তা কর্ত্তা ত্রিজগতে॥
তাঁহার অপেক্ষা তুমি না করিলে মনে।
বনবাসে পাঠাইয়া দিলে পুত্রগণে॥
আপনার হিত যদি চাহ রাজা মনে।
পাণ্ডবের নিকটে পাঠাও দুর্য্যোধনে॥
একাকী পাণ্ডবসহ ভ্রমুক কাননে।
মন্দ চিন্তা না করুক, না হিংসুক মনে॥
ইহাতে পাণ্ডব যদি হয় প্রীতিমান্।
তবে তব শত পুত্র পাইবে কল্যাণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, দেব, কহিলে উত্তম।
আমারে না রুচে যত করিল অধম॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর-গান্ধারী-আদি করি।
কাহার না শুনে বাক্য দুষ্ট দুরাচারী॥
দুর্য্যোধন-স্নেহ আমি না পারি ছাড়িতে।
তেঁই হেন কর্ম্ম করি কালবশ হৈতে॥
মুনি বলে, নহে ইহা ধর্ম্মের আচার।
এরূপ কর্ম্মেতে নহে আমার বিচার॥
পুত্র-স্নেহ সম রাজা, নাহিক সংসারে।
বিশেষ দুর্ব্বল পুত্রে বড় স্নেহ করে॥
তুমি যেন মম পুত্র, পাণ্ডুও তেমন।
যুধিষ্ঠির যেমন, তেমন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবেতে বিশেষতঃ বহু স্নেহ হয়।
পিতৃহীন, সদা পায় দুঃখ অতিশয়॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত, কথা শুনহ রাজন্।
গো-মাতা সুরভি আর সহস্রলোচন॥

সুরভি রোদন করে হইয়া বিকল।
ক্লিষ্ট হ'য়ে তারে জিজ্ঞাসিল আখণ্ডল॥
কহ, কি-কারণে মাতা, করহ রোদন।
দেবে নরে কিংবা নাগে আপদ-ঘটন॥
সুরভি কহিল, নাই আপদ কাহার।
শুন যেই-হেতু দুঃখ হইল আমার॥
দুর্ব্বল আমার পুত্রে যুড়ি-লাঙ্গলেতে।
হীনশক্তি বৃদ্ধ বড়, না পারে চলিতে॥
মারিছে কৃষক বড়, পুচ্ছমূল মোড়ে।
অপর বলিষ্ঠ এক যাইছে উভরড়ে॥
শক্তি নাহি তার সঙ্গে যাইতে ইহার।
কৃষক পাপিষ্ঠ বড়, করিছে প্রহার॥
এইহেতু রোদন যে করি নিরন্তর।
শুনিয়া উত্তর করিলেন পুরন্দর॥
এইহেতু দেবী, তুমি করিছ রোদন।
কিন্তু দেখ, স্থানে স্থানে লক্ষ বৃষগণ॥
বৃষকে কৃষকগণ করয়ে প্রহার।
তা-সবারে স্নেহ কেন না হয় তোমার॥
সুরভি বলেন, এই অশক্ত দুর্ব্বল।
ইহা দেখি চিত্ত মোর হইল বিকল॥
এত শুনি দেবরাজ মেঘে আজ্ঞা দিল।
জলবৃষ্টি করি সব পৃথিবী পূরিল॥
কৃষক ত্যজিল কৃষি, করিল গমন।
সুরভি বলেন, সাধু সহস্রলোচন॥
এইমত পালন করহ সবাকারে।
বনবাসে হইল দুর্ব্বল কলেবরে॥
শুন রাজা, পূর্ব্বে হেন হ'য়েছে বিধান।
তবে ধর্ম্ম রহে, সব দেখিলে সমান॥
যদি ধর্ম্ম চাহ রাখ আমার বচন।
সমভাবে পুত্রগণে করহ পালন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সাগর।
কাশী কহে, আনন্দেতে পিয়ে সর্ব্ব নর॥

মৈত্রেয় মুনির আগমন ও দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান

ধৃতরাষ্ট্র বলে, মুনি, করি নিবেদন।
মোরে যদি স্নেহ হয়, শুন তপোধন॥
আপনি বুঝাও দুষ্টমতি দুর্য্যোধন।
ব্যাস বলে, আমি না কহিব কদাচন॥
এইক্ষণে আসিবে মৈত্রেয় তপোধন।
সকল কহিবে হিত, শুনহ রাজন্॥
তব হিত তিনি বুঝাইবেন আপনি।
তাঁরে প্রীত না করিলে শাপ দিবে মুনি॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিজালয়।
উপনীত হইল মৈত্রেয় মহাশয়॥
যথোচিত পূজা তাঁর ধৃতরাষ্ট্র কৈল।
সুস্থ হ'য়ে বসিয়া কুশল জিজ্ঞাসিল॥
ঋষি বলে, বহু তীর্থ করিনু ভ্রমণ।
দেখিনু কাম্যক-বনে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
জটাচীর-বিভূষিত, ভক্ষ্য ফল-মূল।
তপস্বীর বেশ, অঙ্গে তপস্বী বহুল॥
তথায় শুনিনু এই সব সমাচার।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কৈল কদাচার॥
এই হেতু শীঘ্র আইলাম হেথাকারে।
কুরুবংশ-হেতু-হিত বুঝাব তোমারে॥
ভীষ্ম আর তুমি কুরুবংশের প্রধান।
হেন কর্ম্ম কেন হয় তোমা-বিদ্যমান॥
কুরুবংশে সবাকার স্বধর্ম্ম-সুকৃতি।
হেন বংশে অপযশ করিল দুর্ম্মতি॥
এই হেতু সভা তব না শোভে রাজন্।
এত বলি কহে মুনি চাহি দুর্য্যোধন॥
মূর্খ নহ দুর্য্যোধন, জন্ম বড় কুলে।
তবে কেন হেন রূপ অধর্ম্ম করিলে॥
পাণ্ডবের হিংসা কর হইয়া অজ্ঞান।
না জানহ সখা যার পুরুষ-প্রধান॥
কহ শুনি, কিসে হীন পাণ্ডুপুত্রগণে।
ধনে-জনে, ধর্ম্মে সবে বিজয়ী ভুবনে॥

অযুত-কুঞ্জর-বল ধরে ভীমনাথ।
হিড়িম্বক-বক-আদি করিল নিপাত॥
কিম্মীরে মারিল ভীম পশিতে কাননে।
ইন্দ্রে পরাজিল পার্থ খাণ্ডব-দাহনে॥
হেন-জন-সহ কেন বাদ কর তবে।
মম বাক্যে কর প্রীতি, নহে মৃত্যু হবে॥
মুনির এতেক কথা শুনি কুরুনাথ।
অভিমানে ঊরুদেশে করে করাঘাত॥
মৌনেতে থাকিয়া ভূমি করে নিরীক্ষণ।
উত্তর না পেয়ে ক্রোধে কহে তপোধন॥
অরে দুষ্ট, মম বাক্য করিলি হেলন।
ইহার উচিত ফল শুনহ রাজন্॥
যেইরূপে অভিমানে কৈলি করাঘাত।
ইথে গদা মারি ভীম করিবে নিপাত॥
শুনিয়া ব্যাকুল হল অন্ধ নরপতি।
মুনির চরণ ধরি করিল মিনতি॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ, নহুক এমন।
সদয় হইয়া তবে বলে তপোধন॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে তব পুত্রগণ।
রাজ্য দিয়া ভজে যদি ধর্ম্মের চরণ॥
তবে হেন নহিবেক শুনহ রাজন্।
না করিলে মম বাক্য নহিবে লঙ্ঘন॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র হৈল মলিন-বদন।
জিজ্ঞাসিল, কহ, শুনি কিম্মীর-নিধন॥
কিরূপে পাণ্ডুর সুত মারিল কিম্মীরে।
কোথায় বসতি তার, কত বল ধরে॥
মুনি বলে, আমি আর না বসি হেথায়।
দুর্য্যোধন সুখী নহে আমার কথায়॥
শুনিবারে ইচ্ছা যদি আছয়ে তোমার।
বিদুরে জিজ্ঞাস, পাবে সব সমাচার॥
এত বলি মহামুনি করিল গমন।
বিদুরে জিজ্ঞাসে তবে অম্বিকানন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

কিম্মীর বধোপাখ্যান

ধৃতরাষ্ট্র কহে, কহ, বিদুর সুজন।
কিরূপে করিল ভীম কিম্মীর-নিধন॥
এত শুনি উঠি গেল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ক্ষত্তা বলে, শুন রাজা, কিম্মীর-নিধন॥
যে-কর্ম্ম করিল রাজা, বীর বৃকোদর।
করিতে না পারে কেহ সুরাসুর-নর॥
হেথা হতে পাণ্ডবেরা যবে গেল বন।
পাইল তৃতীয় দিনে কাম্যক-কানন॥
সেই বনে নিবসে কিম্মীর নিশাচর।
দেবের অবধ্য, পরাক্রমে পুরন্দর॥
নিঃশব্দে পাণ্ডবগণ যান কাম্যবন।
ধাইল মনুষ্য দেখি রাক্ষস দুর্জ্জন॥
দুই-হস্তে আগুলিল পাণ্ডবের পথ।
হনূমান-পূর্ব্বে যেন মৈনাক পর্ব্বত॥
রাক্ষসী মায়ায় কৈল ঘোর অন্ধকার।
মুখ মেলি আসে যেন গিলিতে সংসার॥
নাকের নিঃশ্বাসে উড়ে যায় তরুগণ।
চতুর্দ্দিকে পশুগণ করয়ে গর্জ্জন॥
পাণ্ডব দেখিল, আসে রাক্ষস দুর্জ্জন।
ভয়েতে দ্রৌপদী দেবী মুদিল নয়ন॥
ব্যস্ত হ'য়ে পঞ্চজন-মধ্যে লুকাইল।
অস্ত্র ধরি বৃকোদর আশ্বাস করিল॥
জানিয়া রাক্ষসী মায়া ধৌম্য তপোধন।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে কৈল মায়া-নিবারণ॥
অন্ধকার গেল, দৃষ্ট হল নিশাচর।
জিজ্ঞাসা করেন তারে ধর্ম্ম-নৃপবর॥
কি নাম, কে তুমি, হেথা এলে কি-কারণ।
কি করিব প্রীতি তব, কহ প্রয়োজন॥
কিম্মীর বলিল, আমি নিশাচর জাতি।
কাম্যক-অরণ্য-মধ্যে আমার বসতি॥
মনুষ্য তপস্বী ঋষি যত বিপ্রগণ।
যারে পাই ধ'রে করি উদর-পূরণ॥

দৈবে মোরে ভক্ষ্য আনি মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন-নিধি॥
কে তুমি, কোথায় যাহ, কিবা নাম শুনি।
কি-কারণে কাম্যবনে এ-ঘোর-রজনী॥
যুধিষ্ঠির বলে, আমি পাণ্ডুর নন্দন।
আমি ধর্ম্ম, এই মম ভাই চারিজন॥
রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে মোরা আসিনু হেথায়।
কিছুদিন নির্ব্বাহিব তোমার আশ্রয়॥
ভাল ভাল বলি বলে দুষ্ট নিশাচর।
যাহারে খুঁজিয়া ফিরি দেশ-দেশান্তর॥
একচক্রা নগরেতে ছিল মোর ভ্রাত।
এই দুষ্ট ভীম তারে করিল নিপাত॥
ব্রাহ্মণের গৃহে দুষ্ট ছিল দ্বিজবেশে।
সেই হেতু সদা আমি ভ্রমি দেশে দেশে॥
আমার পরম সখা হিড়িম্বে মারিল।
তার স্বসা হিড়িম্বাকে বিবাহ করিল॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম, জানে সর্ব্বজন।
মম হস্তে হবে তার অবশ্য মরণ॥
ভীমের রুধিরে করি বকের তর্পণ।
অগ্নিতে পোড়ায়ে মাংস করিব ভোজন॥
রাক্ষসের এই রূঢ় বচন শুনিয়া।
বেগে ভীম এক বৃক্ষ আনে উপাড়িয়া॥
গাণ্ডীব ধনুকে গুণ দিল ধনঞ্জয়।
তারে নিবারিয়া ভীম নিশাচরে কয়॥
ভ্রাতৃ-সখা-শোকে দুষ্ট করিস্ বিলাপ।
আজি তাহা-সবা-সহ করাব আলাপ॥
মুহূর্ত্তেক রহ দুষ্ট পলাইস্ পাছে।
বকের দোসর করাইব এই গাছে॥
এত বলি প্রহারিল বীর বৃকোদর।
বৃত্রাসুরে বজ্র যেন মারে পুরন্দর॥
কম্পমান রাক্ষস অটল গিরিবর।
দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ড হানে ভীমের উপর॥
দণ্ড নিবারিল ভীম সব্য-পদাঘাতে।
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মাতঙ্গ কোপেতে॥
করাঘাতে পদাঘাতে মুণ্ডে মুণ্ডে বাড়ি।
আঁচড় কামড় চড় ভুজে ভুজে তাড়ি॥
দোঁহার উপরে দোঁহে বজ্রমুষ্টি মারে।
শরবনে অগ্নি যেন চড় চড় করে॥
হেনমতে মুহূর্ত্তেক হইল সমর।
মহাভয়ঙ্কর, যেন দানব-অমর॥
কৌরবের প্রতি ক্রুদ্ধ, আরো মগ্ন দুঃখে।
তাহে আরো নিশাচর পড়িল সম্মুখে॥
ক্ষুধিত গরুড় যেন ভুজঙ্গ পাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল॥
ভয়ঙ্কর-বেশে ভীম করিল দলন।
বলবন্ত রাক্ষস সহিল কতক্ষণ॥
অতিক্রোধে ভীমসেন ধরিল রাক্ষসে।
পৃষ্ঠে জানু দিয়া পুনঃ ধরে পদে কেশে॥
মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া তারে কৈল দুই খান।
মহানাদ করি দুষ্ট ত্যজিল পরাণ॥
হৃষ্ট হ'য়ে চারি ভাই দিল আলিঙ্গন।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল মুনিগণ॥
দ্রৌপদীরে আশ্বাসিয়া কহে বৃকোদর।
এইমত সব শত্রু যাবে যমঘর॥
এইরূপে কির্ম্মীরে মারিল বৃকোদর।
তথায় যখন যাই শুন নৃপবর॥
পথে দেখি পড়িয়াছে পর্ব্বত-প্রমাণ।
জিজ্ঞাসিনু আমি তবে মুনিগণ-স্থান॥
মুনিমুখে শুনিলাম সব-বিবরণ।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র-কথা শুনি ছন্ন হল জ্ঞান।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা মহাচিন্তাবান্॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, সাধু করে পান॥

● পাণ্ডবদিগের নিকট শ্রীকৃষ্ণাদির আগমন

বনে যদি গেল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
দেশে দেশে এই বার্ত্তা পায় রাজগণ ॥
ভোজ-বৃষ্ণি-অন্ধকাদি যত নৃপগণ।
কৃষ্ণের সহিত গেল কাম্যক-কানন ॥
পাঞ্চাল রাজার পুত্র সহ-অনুগত।
ধৃষ্টকেতু ধৃষ্টদ্যুম্ন আর বন্ধু যত ॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ি সবে বসে চতুর্ভিত।
পাণ্ডবের বেশ দেখি হইল বিস্মিত ॥
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া কহেন শ্রীপতি।
কেমনে আছেন এই অরণ্যে সম্প্রতি ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কন যুধিষ্ঠির।
তোমারে দেখিয়া মন হইল সুস্থির ॥
শুন হে কেশব, তুমি কর অবগতি।
তোমার অসীম কৃপা পাণ্ডবের প্রতি ॥
স্নেহশীল সদা তুমি আমা-সবা-প্রতি।
বিপদে সম্পদে রক্ষিতেছ বিশ্বপতি ॥
সর্ব্বদাই কর তুমি মোদিগে স্মরণ।
তাই মোরা-সবে আছি জীবিত এখন ॥
কূর্ম্মমাতা থাকি যথা জলের ভিতর।
জীবিত রাখয়ে তার শাবক-নিকর ॥
আত্মদুঃখ কহিতে লাগিল পঞ্চজন।
হেন কর্ম্ম করিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন ॥
সে-জন বধের যোগ্য কহে ধর্ম্মনীত।
গোবিন্দ বলেন, এই আমার বিহিত ॥
ক্রোধেতে কম্পিত-অঙ্গ কমললোচন।
সবিনয়ে ধনঞ্জয় করে নিবেদন ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও সত্যবাদী।
সদয়-হৃদয় তুমি বিধাতার বিধি ॥
অক্রোধী অলোভী তুমি, দীনে ক্ষমাবন্ত।
তোমারে এতেক ক্রোধ, না পাই তদন্ত ॥
নারায়ণরূপে তুমি হইলা তপস্বী।
করিলা তপস্যা গন্ধমাদনে নিবসি ॥
পুষ্কর-তীর্থেতে দশ-সহস্র-বৎসর।
একপদ বাতাহার ঊর্দ্ধ দুই-কর ॥
বদরিকাশ্রমে তুমি শতেক-বৎসর।
দেবমানে তপশ্চর্য্যা কৈলা দামোদর ॥
দয়ায় করহ তুমি সবার পালন।
ইঙ্গিতে করহ ক্ষয়, ইঙ্গিতে সৃজন ॥
তুমি ত নির্গুণ, কিন্তু গুণেতে পূরিত।
হেন ক্রোধ দেখি তব হইনু বিস্মিত ॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তাঁহারে কহেন তবে দেবকী-তনয় ॥
তোমায় আমায় কিছু নাহিক অন্তর।
আমি নারায়ণ-ঋষি, তুমি হও নর ॥
পাণ্ডবে আমায় আর নাহি ভেদলেশ।
সহিতে না পারি আমি পাণ্ডবের ক্লেশ ॥
যে তোমারে দ্বেষ করে, সে করে আমারে।
তোমারে যে স্নেহ করে, সে আমারে করে ॥
তুমি হও আমার হে, আমি যে তোমার।
যে-জন তোমার পার্থ, সে জন আমার ॥
এতেক বলেন কৃষ্ণ কমললোচন।
ভাল ভাল বলিয়া বলিল রাজগণ ॥
হেনকালে উপনীত দ্রুপদনন্দিনী।
কৃষ্ণের অগ্রেতে বলে যোড় করি পাণি ॥
অসিত-দেবল-মুখে শুনিয়াছি আমি।
নাভিকমলেতে স্রষ্টা সৃজিয়াছ তুমি ॥
আকাশ তোমার শির, পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি, অঙ্ঘ্রি গিরিগণ ॥
শিব-আদি যত যোগী তোমারে ধেয়ায়।
তপস্বী করিয়া তপ সমর্পে তোমায় ॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইঙ্গিতে তব হয়।
সবার ঈশ্বর তুমি, মুনিগণে কয় ॥
অনাথের নাথ তুমি, দুর্ব্বলের ধন।
সে কারণে তব পাশে করি নিবেদন ॥
সুখ দুঃখ কহিতে সবার তুমি স্থান।
মম দুঃখ কহি কিছু, কর অবধান ॥

পাণ্ডবের ভার্য্যা আমি দ্রুপদনন্দিনী।
তব প্রিয়সখী আমি, অর্জ্জুন-ভামিনী॥
হেন নারী কেশে ধরি লইল সভায়।
দুর্ভাষা কহিল যত, কহনে না যায়॥
স্ত্রীধর্ম্মে ছিলাম আমি একবস্ত্র পরি।
অনাথার প্রায় বলে লয় কেশে ধরি॥
বীরবংশ পাঞ্চাল পাণ্ডবগণ জীতে।
দাস্যকর্ম্ম বিধিমতে বলিল করিতে॥
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র ছিল বিদ্যমান।
সবে বসি দেখিলেন মোর অপমান॥
সবে বলে, পাণ্ডুপুত্র বড় বলবন্ত।
এত-দিনে তা-সবার পাইলাম অন্ত॥
ধর্ম্মপত্নী আমি, হেন কহে সর্ব্বলোকে।
এই পঞ্চজন সভামধ্যে বসি দেখে॥
ধিক্ ধিক্ ভীম বীর, ধিক্ ধনঞ্জয়।
অকারণে গাণ্ডীব, ধনুক কেন বয়॥
পূর্ব্বেতে এমন আমি শুনেছি বিধান।
স্ত্রী-কষ্ট না দেখে কভু থাকি বিদ্যমান॥
হীনবল হইলে ভার্য্যায় রাখে স্বামী।
সে-কারণে এ-সবার নিন্দা করি আমি॥
পুত্ররূপে জন্মে লোকে ভার্য্যার উদরে।
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে॥
ভার্য্যা ভীতা হৈলে লয় স্বামীর শরণ।
শরণ যে লয়, তারে করয়ে রক্ষণ॥
নিলাম শরণ আমি এ-পঞ্চজনারে।
কেন এরা রক্ষা নাহি করিল আমারে॥
বন্ধ্যা নহি দেব, আমি হই পুত্রবতী।
পুত্রমুখ চাহি না করিল অব্যাহতি॥
হীনবীর্য্য নহে মোর যত পুত্রগণ।
মহাতেজা, তব পুত্র প্রদ্যুম্ন যেমন॥
তবে কেন দুষ্টের সহিল হেন কর্ম্ম।
কপটে জিনিল মিথ্যা করিয়া অধর্ম্ম॥
দাসরূপে সভাতলে বসি সবে দেখে।
মম অপমান করে যত দুষ্টলোকে॥
গাণ্ডীব বলিয়া ধনু ধনঞ্জয় ধরে।
পৃথিবীতে গুণ দিতে কেহ নাহি পারে॥
ধনঞ্জয় কিংবা ভীম আর পার তুমি।
তবে কেন এত সহে, না জানিনু আমি॥
ধিক্ ধিক্ মম নাথ পাণ্ডুপুত্রগণ।
এত করি অদ্যাবধি জীয়ে দুর্য্যোধন॥
বাল্যকাল হ'তে যত করে সেইজন।
অগোচর নহে সব, জান নারায়ণ॥
কপটে বিষের লাড্ডু ভীমে খাওয়াইল।
হস্ত-পদ বান্ধি গঙ্গাজলে ফেলি দিল॥
জতুগৃহ করিয়া রহিতে দিল স্থান।
ধর্ম্ম হ'তে অগ্নিতে পাইল পরিত্রাণ॥
রাজ্যধন লয়ে তবে পাঠাইল বনে।
এতেক সহিল কষ্ট কিসের কারণে॥
সভায় বসিয়া দেখে স্বামী পঞ্চজন।
দুঃশাসন হরে মম পিন্ধন-বসন॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা বলে সর্ব্বজনে।
তোমরা আমার নহ, জানিনু এক্ষণে॥
থাকিলে কি হবে নাথ সভার গোচরে।
এতেক দুর্গতি মম ক্ষুদ্র লোকে করে॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বারিধারা নয়নেতে অনিবার ঝরে॥
পুনঃ গদগদ-বাক্যে বলয়ে পার্ষতী।
নাহি মোর তাত-ভ্রাতা, নাহি মোর পতি॥
তুমি অনাথের নাথ বলে সর্ব্বজনে।
চারি-কর্ম্মে আমি নাথ তোমার রক্ষণে॥
সম্বন্ধে গৌরবে স্নেহে আর প্রভুপণে।
দাসীজ্ঞানে মোরে প্রভু রাখিবা চরণে॥
গোবিন্দ বলেন, সখি, না কর ক্রন্দন।
তোমার ক্রন্দনে মম স্থির নহে মন॥
যখন বিবস্ত্রা তোমা করে দুঃশাসন।
গোবিন্দ বলিয়া তুমি ডাকিলে যখন॥
অগ্রেতে হয়েছে মম প্রাণে মহাঘাত।
যাবৎ কপটী দুষ্ট না হয় নিপাত॥

যেইমত কৃষ্ণা তুমি করিছ রোদন।
এইমত কান্দিবে সে-সবার স্ত্রীগণ॥
তোমার সাক্ষাতে আমি কহি সত্য করি।
না করিলে বৃথা বাসুদেব নাম ধরি॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, শিলা জলে ভাসে।
অনল শীতল হয়, সপ্ত সিন্ধু শোষে॥
তথাপি আমার বাক্য না হইবে আন।
দিন কত কল্যাণি, থাকহ সাবধান॥
এতেক শুনিয়া কহিলেন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণের বচন দেবি, কভু মিথ্যা নয়॥
সেই মত হবে কৃষ্ণ কহিলেন যত।
অকারণে কান্দ কেন অজ্ঞানের মত॥
স্বসার ক্রন্দন দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
সজল-নয়নে কহে, কম্পিত-শরীর॥
এতেক লাঞ্ছনা কেবা ক্ষত্র হ'য়ে সয়।
নিকটে না ছিনু আমি, কুরু-ভাগ্যোদয়॥
তথাপি কৌরবগণে করিব সংহার।
শুন সর্ব্ব রাজগণ প্রতিজ্ঞা আমার॥
যেই দ্রোণ গুরু বলি গর্ব্ব করে মনে।
মম ভার রৈল তারে সংহারিতে রণে॥
ভীষ্ম পিতামহ যে অজেয় তিনলোকে।
তাঁহাকে মারিতে ভার হৈল শিখণ্ডীকে॥
সূতপুত্র অর্জ্জুনেরে না ধরিবে টান।
ভীমহস্তে শত ভাই ত্যজিবে পরাণ॥
জগতে গোবিন্দাশ্রিত আমরা যে সব।
ইন্দ্রকে জিনিতে পারি, কি ছার কৌরব॥
এত বলি করে কর কচালে পাঞ্চাল।
প্রতিজ্ঞা করয়ে, ক্রোধে জ্বলে মহীপাল॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা শ্রবণে অমৃত।
কাশীদাস কহে, সাধু পীয়ে অনুব্রত॥

● শাল্ব-দৈত্যের সহিত কামদেবের যুদ্ধ

মধুর বচনে তবে কন জগন্নাথ।
যুধিষ্ঠির-আগে যোড় করি পদ্মহাত॥
দ্বারকা ছাড়িয়া আমি নিকটে থাকিলে।
নিবৃত্ত করিতে আসিতাম দ্যূতকালে॥
অন্ধেরে নিবৃত্ত করিতাম শাস্ত্রবলে।
পাশা-আদি নীচকর্ম্মে বহু দোষ ফলে॥
মৃগয়া মদিরাপান পাশা নিতম্বিনী।
এ-চারি অনর্থ-হেতু, করে লক্ষ্মীহানি॥
বিশেষে দেবন দোষ ধর্ম্মশাস্ত্রে কয়।
পাশায় এ-সব দোষ এক ক্ষণে হয়॥
বহুমতে দ্যূত করিতাম নিবারণ।
না শুনিলে রণ করিতাম সেইক্ষণ॥
নতুবা পাশাকে চক্রে করিতাম ছেদ।
আমি হেথা থাকিলে না হ'ত ভেদাভেদ॥
এ-সকল বৃত্তান্ত কহিল যুযুধান।
শ্রুতমাত্র নৃপতি, এলাম তব স্থান॥
তোমার এ-বেশ, বনে ফল-মূলাহার।
তব দুঃখ নয় রাজা, সকলি আমার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন নারায়ণ।
আসিতে বিলম্ব এত কিসের কারণ॥
মুহূর্ত্তেকে ভ্রমিবারে পার তিনপুর।
তোমার হস্তিনাপুর কত আর দূর॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, নহে অপ্রমাণ।
যেই হেতু নাহি আসি, কর অবধান॥
শাল্ব-নামে মহাবল দৈত্যের ঈশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িয়াছিল দ্বারকানগর॥
তব রাজসূয় হ'তে গেলাম যখন।
সবারে পীড়িল দুষ্ট করি মায়া-রণ॥
আমার সহিত যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বহু কষ্টে তারে মারিলাম নরেশ্বর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির পুনঃ জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি, শাল্ব কেন দ্বারকা হিংসিল॥

তোমার সহিত কেন বৈরিতা হইল।
কার হিত-কারণ সে দ্বারকা আইল ॥
কোন্ মায়া ধরে দুষ্ট, কত করে রণ।
বিস্তারি আমারে কহ শ্রীমধুসূদন ॥
গোবিন্দ বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
তব রাজসূয়-যজ্ঞ অনর্থ-কারণ ॥
শিশুপাল আমা হৈতে হইল নিধন।
সেই বৈরবৃক্ষ-বীজ হইল রোপণ ॥
শিশুপাল-বিনাশন শুনি দৈত্যেশ্বর।
সসৈন্যে বেড়িল আসি দ্বারকানগর ॥
দ্বারকার লোক তার আগমন শুনে।
উগ্রসেন-আদি সবে সাজিল সঘনে ॥
দ্বারকা পশিতে যত নৌকাপথ ছিল।
সকল স্থানের নৌকা ডুবাইয়া দিল ॥
লোহার কণ্টক-সব পোতাইল পথে।
ক্রোশেক পর্য্যন্ত বিষ রাখিল জলেতে ॥
ধনরত্ন রাখে সব গর্ত্তের ভিতর।
রক্ষক উদ্ধব উগ্রসেন নৃপবর ॥
আসিতে যাইতে লোক করে নিবারণ।
বিনা-চিহ্নে তথা নাহি চলে কোন জন ॥
চিহ্ন পেলে রক্ষকেরা ছাড়ি দেয় পথ।
দৈত্যভয়ে সুরপুর রাখে যেইমত ॥
সৌভপতি আইল সে চতুরঙ্গ-দলে।
পৃথিবী কম্পিত হৈল রথ-কোলাহলে ॥
চতুর্দ্দিকে দ্বারকা সে রহিল বেড়িয়া।
বহু সৈন্য জলস্থল রহিল যুড়িয়া ॥
দেবালয় শ্মশান পূর্ণিত কৈল স্থল।
এই স্থল নিজ সৈন্য ত্যজিল সকল ॥
দেখিয়া দৈত্যের সৈন্য বৃষ্ণিবংশগণ।
বাহির হইল তবে করিবারে রণ ॥
চারুদেষ্ণ শাম্ব গদ প্রদ্যুম্ন সারণ।
সসৈন্যে বাহির হৈল করিবারে রণ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধি-নামেতে শাল্বের সেনাপতি।
সে যুদ্ধ করিল শাম্বকুমার-সংহতি ॥

মহাবল শাম্ব জাম্ববতীর নন্দন।
অস্ত্রবৃষ্টি কৈল, যেন জল-বরিষণ ॥
সহিতে না পারি রণে ভঙ্গ দিয়া গেল।
ক্ষেমবৃদ্ধি-ভঙ্গ দেখি সৈন্য পলাইল ॥
বেগবান্ নামে দৈত্য আছিল তাহাতে।
আগু হয়ে যুদ্ধ দিল শাম্বের সহিতে ॥
শাম্বের হস্তেতে মহাগদা যে আছিল।
তাহার প্রহারে বেগবান্ সে পড়িল ॥
দানব বিবিন্ধ্য নামে আসি গোড়াইল।
নানা অস্ত্রে দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল ॥
মহাবীর চারুদেষ্ণ রুক্মিণী-তনয়।
অগ্নিবাণে সকলি করিল অগ্নিময় ॥
সেই বাণে ভস্ম হৈল বিবিন্ধ্য অসুর।
যার ভয়ে সদাই কম্পয়ে সুরপুর ॥
সেনাপতি পড়িল, পলায় সেনাগণ।
সৈন্যভঙ্গ দেখি শাল্ব আইল তখন ॥
জিনিয়া মেঘের ধ্বনি তাহার গর্জ্জন।
দেখি ভয়যুক্ত হৈল দ্বারকার জন ॥
সৌভ-নামে পুরী তার, কামচর গতি।
ক্ষণেক আকাশে উঠে, ক্ষণে বসে ক্ষিতি ॥
অশ্ব-রথ-পদাতিক না যায় গণন।
বিষম আয়ুধ ধরে যত সেনাগণ ॥
শাল্বে দেখি বিকম্পিত হল সব বীর।
বাহির হইল কাম নির্ভয়-শরীর ॥
নির্ভয় হইল যত দ্বারকার জনে।
আইল মকরধ্বজ রথ-আরোহণে ॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হল শাল্বের সংহতি।
অঞ্জন-পর্ব্বত-তুল্য শাল্ব দৈত্যপতি ॥
মর্ম্মভেদী এক অস্ত্র প্রদ্যুম্ন ছাড়িল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র শাল্বেরে ছেদিল ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া শাল্ব রথেতে পড়িল।
দেখিয়া যাদব-বল চৌদিকে বেড়িল ॥
হাহারবে কান্দয়ে যতেক দৈত্যগণ।
কতক্ষণে শাল্ব রাজা পাইল চেতন ॥

গর্জ্জিয়া উঠিয়া শাল্ব দিলেক টঙ্কার।
পলায় যাদব-বল শব্দ শুনি তার॥
বহু মায়া জানে শাল্ব মায়ার নিধান।
কামদেবে প্রহারিল তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ॥
মোহ হৈল প্রদ্যুম্নের মায়া-অস্ত্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া কাম পড়িলেন রথে॥
কামদেব-মূর্চ্ছা দেখি দারুক-সন্ততি।
রথ ফিরাইয়া পলাইল শীঘ্রগতি॥
কতক্ষণে সচেতন হৈল মম সুত।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বহুত॥
কি-কর্ম্ম করিলে তুমি দারুক-নন্দন।
মম রথ ফিরাইলে কিসের কারণ॥
শাল্ব দেখি ভয় তব হৈল হৃদিমাঝ।
সে-কারণে সারথি, করিলে হেন কাজ॥
বৃষ্ণিবংশ সমরে বিমুখ কোন্ কালে।
কেবা অগ্রসর হবে মম শরজালে॥
সুত বলে, ভয় কিছু নাহিক আমার।
শরাঘাতে রথে মূর্চ্ছা হইল তোমার॥
রথী-মূর্চ্ছা দেখি রথ ফিরায় সারথি।
নাহিক তাহাতে দোষ, আছে হেন নীতি॥
বিশেষ গরিষ্ঠ বাক্য শুনিয়া তাহার।
ঈষৎ হাসিয়া কহে রুক্মিণীকুমার॥
আর কভু কর্ম্ম না করিহ হেনমত।
জীবন্ত থাকিতে রথী না ফিরাও রথ॥
বৃষ্ণিবংশে হেনরূপ কভু নাহি হয়।
কি বলিবে শুনি জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়॥
কি বলিবে গদাগ্রজ জনক আমার।
তোমা হ'তে বৃষ্ণিবংশে হইল ধিকার॥
কি বলিবে সাত্যকি বা উদ্ধব শুনিয়া।
মৃত্যু ইচ্ছা করি আমি এ-সব গণিয়া॥
পাছে পাছে শাল্ব মম প্রহারিবে শর।
পলাইয়া যাব আমি স্ত্রীগণ-ভিতর॥
দেখিয়া হাসিবে সব বৃষ্ণিকুলনারী।
পলাইয়া গেল বলি বহু নিন্দা করি॥
এ-কর্ম্ম হইতে মৃত্যু শতগুণে ভাল।
দ্বারকার ভার যে আমারে সমর্পিল॥
রাজসূয়-যজ্ঞে গেল আমারে রাখিয়া।
কি বলিবে তাত এবে এ-সব শুনিয়া॥
শীঘ্র বাহুরাহ রথ দারুক-নন্দন।
এখনি যে সৌভপুরী করিব নিধন॥
কামের এতেক বাক্য শুনিয়া সারথি।
রণমুখে রথ চালাইল শীঘ্রগতি॥
শাল্বের যতেক সৈন্য, না যায় গণন।
কামের সম্মুখে নাহি রয় কোন জন॥
মারিল বহুত সৈন্য, না যায় গণনা।
রক্তে কলকলি উঠে আর যত ফেনা॥
ভগ্ন সৈন্য দেখিয়া কুপিল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্রে প্রদ্যুম্নে প্রহারে শীঘ্রগতি॥
পুনঃপুনঃ মায়াবী সে হানে নানাশর।
সব শর ছেদ করে কাম ধনুর্দ্ধর॥
পরে ক্রোধে শম্বরারি নিল দিব্যবাণ।
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজঃ দেখি যাহে বিদ্যমান॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নি উঠে বাণের মুখেতে।
অন্তরীক্ষবাসিগণ পলায় ভয়েতে॥
অস্ত্র দেখি দেবগণ করে হাহাকার।
শীঘ্র পাঠাইল তথা ব্রহ্মার কুমার॥
বায়ুবেগে আসিলেন নারদ ঝটিতি।
সবিনয়ে কহিলেন কামদেব প্রতি॥
সংবরহ অস্ত্র এই, কৃষ্ণের নন্দন।
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন॥
শাল্ব দৈত্যরাজা কভু তব বধ্য নয়।
স্বহস্তে মারিবে এরে দেবকীতনয়॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে অস্ত্র রাখে তূণে।
সকল জানিল শাল্ব এ-সব কারণে॥
রণ ত্যজি সৌভপুরে উত্তরিল গিয়া।
নিজরাজ্যে গেল তবে দ্বারকা ত্যজিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে শাল্বদৈত্য বধ

তবে যজ্ঞ সাঙ্গ যবে হৈল নরপতি।
হেথা হতে আমি ত গেলাম দ্বারাবতী॥
দেখিলাম দ্বারকা যে লণ্ডভণ্ড-প্রায়।
বেদধ্বনি উচ্চারিল সবে ক্ষীণ তায়॥
পুষ্পোদ্যানে তরুগণ লণ্ডভণ্ড দেখি।
জিজ্ঞাসা যে করিলাম সাত্যকিরে ডাকি॥
সকল কহিল তবে হৃদিকানন্দন।
আদ্যোপান্ত যতেক শাল্বের বিবরণ॥
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ হইল অপার।
ঘরে প্রবেশিতে চিত্ত নহিল আমার॥
কামপাল কামদেব আহুক প্রভৃতি।
সবারে কহিনু যেন রাখে দ্বারাবতী॥
হইলাম কিছু সৈন্য লইয়া বাহির।
শাল্বসহ যুদ্ধে যাই সিন্ধুনদতীর॥
তথা শুনিলাম, শাল্ব আছে সিন্ধুমাঝে।
সিন্ধুমাঝে প্রবিষ্ট হলাম সেই সাজে॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ শুনিয়া আমার।
হাসিয়া ডাকিয়া বলে শাল্ব দুরাচার॥
তোমারে দেখিতে গেনু দ্বারকানগরে।
না দেখি তোমারে ফিরি আসিলাম ঘরে॥
ভাগ্য মোর, আপনি আইলে হেথাকারে।
এখনি তোমারে পাঠাইব যমদ্বারে॥
এত বলি এড়িলেক লক্ষ-লক্ষ বাণ।
গদা চক্র শেল শূল অস্ত্র খরশাণ॥
সব কাটিলাম আমি চোকা-চোকা শরে।
মায়ায় উঠিল শাল্ব আকাশ-উপরে॥
আকাশে উঠিয়া শাল্ব বহু মায়া কৈল।
দিবারাত্রি নাহি জানি, অন্ধকার হৈল॥
কোটি কোটি বাণ যে এড়িল দুষ্টমতি।
না দেখি রথের ঘোড়া, রথের সারথি॥
শৈব্য-সুগ্রীবাদি অশ্ব হইল অচল।
ডাকিল দারুক মোরে হইয়া বিহ্বল॥
দারুকের অঙ্গ দেখি শরেতে জর্জ্জর।
তিলমাত্র অক্ষত নাহিক কলেবর॥
শক্তিহীন, সর্ব্বাঙ্গে বহিছে রক্তধার।
চিত্তে চিন্তা হৈল দুঃখ দেখিয়া তাহার॥
হেনকালে দ্বারকানিবাসী একজন।
সম্মুখে আসিয়া কহে করিয়া ক্রন্দন॥
কি করহ বাসুদেব, চল শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্র রহিলে মজিবে দ্বারাবতী॥
শাল্বরাজা আসি আজি দ্বারকানগরে।
যুদ্ধ করি মারিলেক তোমার বাপেরে॥
শীঘ্র করি উগ্রসেন দিল পাঠাইয়া।
মজিল দ্বারকাপুরী রক্ষা কর গিয়া॥
এত শুনি চিত্তে বড় হইল বিস্ময়।
পিতৃশোকে তাপ বড় জন্মিল হৃদয়॥
বলভদ্র-প্রদ্যুম্ন-সাত্যকি-আদি করি।
মহাবীরগণ সব রক্ষা করে পুরী॥
এ-সব থাকিতে বসুদেবেরে মারিল।
সবাই মরিল, হেন সত্য জানা গেল॥
এ-তিন থাকিতে যদি দেবরাজ আসে।
নাহিক তাঁহার শক্তি দ্বারকা প্রবেশে॥
মায়াতে সকলি, হেন জানিলাম মনে।
পুনঃ যুদ্ধ আরম্ভ করিনু শাল্ব-সনে॥
আচম্বিতে দেখি শাল্ব-সৌভপুরী হৈতে।
কেশপাশমুক্ত পিতা পড়েন ভূমিতে॥
চতুর্দ্দিকে দৈত্যগণ করিছে প্রহার।
দেখিয়া আমরা সব করি হাহাকার॥
দেখিয়া এ-সব ক্রিয়া ব্যাকুল হইয়া।
জ্ঞান-চক্ষে চাহিলাম বিস্ময় মানিয়া॥
দেখিলাম সব মিথ্যা, স্বপ্নেতে যেমন।
তাহাতে হইল মম চিত্ত উচাটন॥
শেষে জানা গেল সব অসুরের মায়া।
না জানি কোথায় শাল্ব আছে লুকাইয়া॥
তবে কতক্ষণে শব্দ শুনি আচম্বিতে।
মার মার বলিয়া ডাকয়ে পূর্ব্বভিতে॥

শব্দ-অনুসারে এড়িলাম শব্দভেদী।
যতেক মায়াবী দৈত্য ফেলিলাম ছেদি ॥
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল সিন্ধু-জলে।
কুম্ভীর মকর মীন ধরি সব গিলে ॥
নিঃশব্দ হইল সব, পড়িল দানব।
আর কতক্ষণে শুনি দশদিকে রব ॥
করিলাম গান্ধর্ব্ব-অস্ত্রের নিক্ষেপণ।
মায়া দূর হৈল, শাল্ব দিল দরশন ॥
সৈন্য হত দেখিয়া দৈত্যের অধিপতি।
সে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গেল শীঘ্রগতি ॥
তথা হৈতে বহু সৈন্য লইয়া আসিল।
অন্ধকার করি দৈত্য গিরি বরষিল ॥
অনেক প্রকারে তাহা নারি নিবারিতে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল আমার মনেতে ॥
ডুবিল আমার রথ পর্ব্বত-চাপনে।
হাহাকার করয়ে আকাশে দেবগণে ॥
মোরে না দেখিয়া ব্যাকুলিত দেবগণ।
আর মিত্রগণ যত করেন রোদন ॥
বজ্রের প্রসাদে পুনঃ পাই পরিত্রাণ।
সেই অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড হইল পাষাণ ॥
পর্ব্বত কাটিয়া আমি হলেম বাহির।
জলদপটল হৈতে যেমন মিহির ॥
পুনঃ শাল্ব নানা অস্ত্র করে বরিষণ।
যোড়হাতে দারুক করিল নিবেদন ॥
মায়ার পুত্তলি এই অসুর দুরন্ত।
সুদর্শন এড় প্রভু, দৈত্য হবে অন্ত ॥
দানবের সৌভপুরী রবে যতক্ষণ।
ততক্ষণ নহিবেক শাল্বের নিধন ॥
সুদর্শন এড়ি শীঘ্র কাট সৌভপুর।
তবে ত নিধন হবে মায়াবী অসুর ॥
এ কথা শুনিয়া ত্যাগ করিলাম চক্র।
দেখি দৈত্য হয় ব্যস্ত সচকিত শক্র ॥
আকাশে উঠিল চক্র সূর্য্যের সমান।
সৌভপুরী কাটিয়া করিল খান খান ॥
পুনরপি সুদর্শন বাহুড়ি আইল।
শাল্বেরে কাটিতে পুনঃ অনুজ্ঞা লইল ॥
গর্জ্জিয়া উঠিল চক্র গগনমণ্ডলে।
প্রলয়ের কালে যেন শত সূর্য্য জ্বলে ॥
দেখি সুরাসুর সব হইল অজ্ঞান।
শাল্ব-দৈত্যে কাটি চক্র করে খান খান ॥
আর শেষ দৈত্য ছিল গেল পলাইয়া।
পুনরপি আইলাম স্বসৈন্য লইয়া ॥
এই হেতু আসিতে না পাইনু রাজন্।
আপনার মৃত্যুপথ করে দুর্য্যোধন ॥
তুমি সত্যবাদী, সত্য করিবে পালন।
সেই হেতু দুর্য্যোধন জীয়ে এতক্ষণ ॥
ত্রয়োদশ বৎসরান্তে হইবে সংহার।
ইন্দ্র-আদি সখা হ'লে রক্ষা নাহি তার ॥
শুন ধর্ম্ম মহীপাল আমার বচন।
গ্রহদোষ হ'তে দুঃখ পায় সাধুজন ॥
জগতে আছিল পূর্ব্বে শ্রীবৎস-নৃপতি।
শনিকোপে তিনি দুঃখ পাইলেন অতি ॥
চিন্তাদেবী তাঁর ভার্য্যা লক্ষ্মী-অংশে জন্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তাঁহাদের কর্ম্ম ॥
দ্রৌপদীর কিবা দুঃখ, শুন নৃপবর।
ইহা হৈতে চিন্তা দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
দৈবেতে এ-সব হয়, শুন মহীপাল।
আপন-অর্জ্জিত কর্ম্ম ভুঞ্জে চিরকাল ॥
এবে দুঃখ পাও রাজা, দৈবের বিপাকে।
না নিন্দ ঈশ্বরে তুমি, নিন্দ আপনাকে ॥
মূল-কর্ম্ম-ফলাফল ভোগায় তাহাতে।
কর্ম্ম-অনুসারে জীব ভ্রান্ত হয় যাতে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা অতি মনোহর।
কহিছেন যুধিষ্ঠির যোড় করি কর ॥
কহ প্রভু, শ্রীবৎস-নৃপতি কোন্ জন।
কোথায় নিবাস তাঁর, কাহার নন্দন ॥
চিন্তাদেবী কার কন্যা, কহ নারায়ণ।
কিরূপে পাইল দুঃখ, কহ বিবরণ ॥

রাজপুত্র হ'য়ে দুঃখী আমার সমান।
আর কেবা পৃথিবীতে ছিল বিদ্যমান॥
কহ কহ জগন্নাথ, শুনিতে আনন্দ।
মুখপদ্ম হ'তে ক্ষরে বাক্য-মকরন্দ॥
বনপর্ব্ব ব্যাস ঋষি করিল প্রকাশ।
ভাষায় রচিল তাহা কাশীরাম দাস॥

● শ্রীবৎস-রাজার উপাখ্যান

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা, করহ শ্রবণ।
শ্রীবৎসের বিবরণ অপূর্ব্ব কথন॥
পূর্ব্বে চিত্ররথ ছিল পৃথিবীর পতি।
শ্রীবৎস যে হয় পরে তাঁহার সন্ততি॥
একছত্রে ধরণী শাসিল নরপতি।
রতিপতি-সম রূপে, বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
সসাগরা বসুন্ধরা শাসি বাহুবলে।
সফল করিল রাজা নিজকরতলে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে শত শত।
দানেতে দরিদ্রগণে তোষে অবিরত॥
অপ্রমিত গুণ তাঁর বর্ণন না যায়।
ধার্ম্মিক তাঁহার তুল্য নাহিক কোথায়॥
যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহা দেন তারে।
দেহরক্ষা-হেতু প্রাণ নাহি দেন কারে॥
চিত্রসেন-রাজকন্যা তাঁহার মহিষী।
চিন্তা নামে পতিব্রতা পরম রূপসী॥
শত শত চান্দ্রায়ণ, কত মহাদান।
করিয়াছে কেবা হেন চিন্তার সমান॥
রাজা-রাণী ধর্ম্ম-কর্ম্ম যা করে যখন।
ঈশ্বরে অর্পণ করে হয়ে শুদ্ধমন॥
একগুণ দান করে, শত গুণ পায়।
এইরূপে শ্রীবৎসের কত কাল যায়॥
শুন সে অপূর্ব্ব কথা, ধর্ম্মের নন্দন।
তারপরে হৈল দেখ দৈবের ঘটন॥

একদিন লক্ষ্মী আর শনি মহাশয়।
উভয়েতে বাক্‌যুদ্ধ হয় অতিশয়॥
লক্ষ্মী কহে, আমি শ্রেষ্ঠা সকল সংসারে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে কে ছাড়ে আমারে॥
কেমনে বলিলে শনি, তুমি শ্রেষ্ঠ জন।
ত্রিভুবন-মধ্যে তোমা কে করে অর্চ্চন॥
এইরূপে দুইজনে হৈল অকৌশল।
পণ করি দুইজনে আসে ভূমণ্ডল॥
লক্ষ্মী কহে, শ্রীবৎস নৃপতি বিচক্ষণ।
ইহার মধ্যস্থ তবে হৌক সেই জন॥
সূর্য্যপুত্র সিন্ধুকন্যা উভয়ে ত্বরিত।
রাজার পুরেতে আসি হন উপস্থিত॥
শ্রীবৎস নৃপতি যান স্নান করিবারে।
দুই জন উপনীত দেখিলেন দ্বারে॥
দেখি ব্যস্ত নরপতি রহে যোড়করে।
প্রণাম করিয়া কহে মৃদু মৃদু স্বরে॥
কি-কারণে আগমন হয়েছে এ-স্থানে।
শনি কহে, কার্য্য আছে তব সন্নিধানে॥
আমরা দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
বিচারিয়া কহ রাজা, তুমি বিচক্ষণ॥
এত শুনি কহে রাজা বিনয়-বচনে।
মীমাংসা করিব কল্য, যাহা লয় মনে॥
এই বাক্য কহি দোঁহে করেন বিদায়।
স্নান করি নিজালয়ে আসে নৃপরায়॥
রাণীরে কহিল রাজা এই বিবরণ।
শুনিয়া হইল রাণী বিষণ্ণবদন॥
অমরে অমরে দ্বন্দ্ব করি দুই জনে।
মনুষ্যে মধ্যস্থ মানি আসে কি-কারণে॥
ভাল ত লক্ষণ রাজা, নহে এ সকল।
না জানি, কি হয়, বুঝি মম কর্ম্মফল॥
রাজা বলে, চিন্তাদেবি, চিন্তা কর মিছা।
হইবে যখন যাহা, ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
কাল বলবান্ দেবি, জানহ নিশ্চয়।
কাল প্রাপ্ত হলে নর মৃত্যুবশ হয়॥

এমত চিন্তায় গত দিবস-শর্ব্বরী।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে কর্ণ ভরি॥

● শ্রীবৎস-রাজার নিকটে শনি ও লক্ষ্মীর আগমন

প্রভাতে উঠিয়া রাজা, লইয়া সকল প্রজা,
মন্ত্রণা করেন এই সার।
বচন নাহিক কবে, অথচ বিচার হবে,
ইথে ভার ইষ্ট দেবতার॥
এত বলি অনুচরে, আজ্ঞা দেন নরবরে,
আন দুই দিব্য সিংহাসন।
এক স্বর্ণে বিনির্ম্মিত, এক রৌপ্যে বিরচিত,
দুই পার্শ্বে দুয়ের স্থাপন॥
আসনের নানা সাজ, সাজাইয়া মহারাজ,
আপনি বসিল মধ্যস্থলে।
কমলা শনির সাথে, আসিল বৈকুণ্ঠ হ'তে,
বসিলেন আসন বিমলে॥
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রাজা, বিধিমত করি পূজা,
প্রকাশিয়া মহতী ভকতি।
কৃতাঞ্জলি প্রণিপাতে, দাঁড়াইল যোড়হাতে,
বহুবিধ করিলেন স্তুতি॥
হইয়া আহ্লাদযুতা, বসিয়া জলধিসুতা,
স্বর্ণচ্ছত্র সিংহাসনোপরে।
বামে শনি মহাশয়, আসন রজতময়,
রবি-শশী যেন তমঃ হরে॥
বসিলেন তিনজনে, নানা-কথা-আলাপনে,
রাজার পীযূষ-বাক্য শুনি।
সংসার-সাগরে সেতু, জীব তরাবার হেতু,
রচিলেন ব্যাস মহামুনি॥
কাশীরামদাসে কয়, তরিবারে ভবভয়,
না হইবে জঠর-যন্ত্রণা।
কৃষ্ণ-নাম কর সার, জনম না হবে আর,
এই মম বচন রচনা॥

● শ্রীবৎস-রাজার বিচার ও শনির কোপ

দুই সিংহাসনে তবে বসি দুই জন।
কথায় কথায় জিজ্ঞাসিলেন তখন॥
কহ ভূপ, এ-দুয়ের শ্রেষ্ঠ কোন্ জন।
শুনিয়া হাসেন রাজা বলেন বচন॥
আসন-ছত্রেতে বিধি বুঝে লহ মনে।
বামে বসে সাধারণ, প্রধান দক্ষিণে॥
শুনি শনি হয় অতি কোপান্বিত মন।
ম্লানমুখ হ'য়ে শনি করেন গমন॥
লক্ষ্মী কহিলেন, তুষ্টা করিলে আমায়।
অচলা হইয়া রব তোমার আলয়॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী করেন গমন।
বিষণ্ণ হইয়া রাজা ভাবেন তখন॥
শ্রীবৎস নৃপতি এবে বঞ্চে কত দিন।
ছিদ্র-অন্বেষণে শনি ভ্রমে অনুদিন॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
দৈবেতে কুগ্রহ ঘটে শ্রীবৎস-রাজার॥
স্নান করি সিংহাসনে বসে নরপতি।
হেনকালে শুন রাজা, দৈবের কুগতি॥
তথা এক কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর আসিয়া।
সেই জল অকস্মাৎ খাইল চাটিয়া॥
এই ছিদ্র দেখি শনি প্রবিষ্ট হইল।
ক্রমে ক্রমে বুদ্ধিহ্রাস হইতে লাগিল॥
বিষম শনির কোপ বাড়ে অনুদিন।
ক্রমে ক্রমে বিভবাদি সব হৈল হীন॥
অকস্মাৎ পড়ে গৃহ-মন্দির-প্রাচীর।
শত শত মঞ্চ ভাঙ্গে, সুন্দর মন্দির॥
অকস্মাৎ কোনস্থানে অগ্নিদাহ হয়।
দিবস রজনী প্রায় সব ধূমময়॥
বিনা-মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় চতুর্দ্দিকে।
অকস্মাৎ উল্কাপাত, কালপেঁচা ডাকে॥
দিবসে প্রকাশে সব নক্ষত্রমণ্ডল।
ধূমকেতু খসি পড়ে, অতি অমঙ্গল॥

শনি-কোপানলেতে পড়িল নৃপবর।
রাজ্যরক্ষা নাহি হয়, বিপদ বিস্তর॥
গজ বাজী পদাতি মরিল লক্ষ-লক্ষ।
গাভী পশু-পক্ষী-আদি নাহি পায় ভক্ষ্য॥
অকস্মাৎ রথধ্বজ ভাঙ্গিতে লাগিল।
দাবানল আসি যেন অরণ্য দহিল॥
শ্রীবৎস-রাজ্যেতে শনি ঘটান প্রমাদ।
যুবক-যুবতী হয় হরিষে বিষাদ॥
কাক শিবা শকুনি গৃধিনী নাচে রঙ্গে।
ভূত প্রেত দৈত্য দানা পিশাচের সঙ্গে॥
নানা বিপদেতে পড়ে শ্রীবৎস-নৃপতি।
রোদন করিয়া ফেরে শুন মহামতি॥
রাজার নিকটে আসি যত প্রজাগণ।
এই দুঃখে দুঃখী হ'য়ে করয়ে রোদন॥
কোথা বা যাইব আর, কোথা বা রহিব।
অনাহারে মহাকষ্টে কেমনে বাঁচিব॥
তিন-দিবারাত্রি রাজা নগরে ভ্রমিয়া।
ঘরে ঘরে দেখিলেন সকলে চাহিয়া॥
ভয়েতে কাতর রাজা, হৈলা মুহ্যমান।
বিলাপ করিয়া রাণী হইল অজ্ঞান॥
রাজা বলে, কান্দ কেন পাগলের প্রায়।
জনম হইলে মৃত্যু নিশ্চিত ধরায়॥
স্বকীয় কর্ম্মের ভোগ হয় হে আমার।
কেন বা রোদন ইথে কর প্রিয়ে, আর॥
সসাগরা পৃথিবীর পতি যেইজন।
তাহার এমন দশা দৈবের ঘটন॥
দৈবে যাহা করে, তাহা কে করে অন্যথা।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হেন, খেদ কর বৃথা॥
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর।
আমি কি করিব চিন্তা, কর্ত্তা ত ঈশ্বর॥
বনপর্ব্ব ভারতের ব্যাসের কথন।
কাশীরাম দাস কৈল পয়ারে রচন॥

● শ্রীবৎস-রাজা ও চিন্তাদেবীর বনে গমন

এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূপতি।
ত্রিপক্ষের পর তাঁর স্থির হৈল মতি॥
দিবেন আমারে শনি দুঃখ এইমতে।
উপায় ইহার এই, ভাবি জগন্নাথে॥
চিন্তাদেবি, কর তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয়।
হীরা মুক্তা মণি স্বর্ণ, যাহা মনে লয়॥
প্রবাল প্রস্তর আর যত জহরত।
বহুমূল্য অল্প ভার এমত রজত॥
সঞ্চয় করিয়া লহ বিচিত্র-বসন।
অন্য-বস্ত্র দিয়া সব কর আচ্ছাদন॥
শুনি রাণী কাঁথা এক করিল তখন।
কাঁথার ভিতরে রাখে বহুমূল্য ধন॥
রাজা বলে, শুন রাণী আমার বচন।
শনি-দোষে মজিল সকল রাজ্যধন॥
কেবল আছয়ে মাত্র জীবন দোঁহার।
এখন উপায় কিছু নাহি দেখি আর॥
পিত্রালয়ে যাও তুমি, রাখ হে জীবন।
যথা-তথা আমি কাল করিব ক্ষেপণ॥
শনি-ত্যাগ যদি হয় কখন আমার।
তব সহ মিলন হইবে পুনর্ব্বার॥
এত শুনি চিন্তাদেবী লাগিল কহিতে।
না যাব বাপের বাড়ী, রহিব সঙ্গেতে॥
পিতৃগৃহে যাইবার সময় এ নয়।
হাসিবেক শত্রুগণ, সে-দুঃখ না সয়॥
দুঃখের সময়ে তব থাকিব সংহতি।
যা হবে তোমার গতি, আমার সে গতি॥
তব সঙ্গে থাকি আমি সেবিব ও-পদ।
আমি সঙ্গে থাকিলে না ঘটিবে আপদ॥
গৃহিণী থাকিলে সঙ্গে গৃহস্থ বলায়।
উভয়ে যেখানে থাকে, তথা সুখ পায়॥
শনির দোষেতে তুমি আমারে ছাড়িবে।
চিন্তার করিয়া চিন্তা দুঃখ ত পাইবে॥

শুনিয়া রাণীর কথা নৃপতি দুঃখিত।
আশ্বাস করিয়া এই করিল নিশ্চিত॥
শুন ধর্ম্ম-অবতার অদ্ভুত-বচন।
শ্রীবৎস শনির কোপে করিল যেমন॥
অর্দ্ধরাত্রিকালে তবে উঠি নরপতি।
রাণীরে করিয়া সঙ্গে যান শীঘ্রগতি॥
এইকালে লক্ষ্মীদেবী আসিয়া তথায়।
সদয় হইয়া এই বলেন রাজায়॥
যথায় থাকিবে, তথা করিব গমন।
কায়ার সহিত যথা ছায়ার মিলন॥
কিছুকাল দুঃখ তুমি গ্রহেতে পাইবে।
পুনর্ব্বার নিজরাজ্যে ঈশ্বর হইবে॥
এক্ষণে বিদায় রাজা, হইলাম আমি।
শুভক্ষণে বনপথে হও অগ্রগামী॥
অতিশয় ঘোর-রাত্রে যান নররায়।
রমণী সহিত কাঁথা করিয়া মাথায়॥
গৃহের বাহিরে কভু না যায় যে-জন।
সেই চিন্তা পদব্রজে করিল গমন॥
কণ্টক-অঙ্কুর যত ফুটে তার পায়।
অতিক্লেশে পতিসহ দ্রুতগতি যায়॥
সঘনে নির্জ্জন-বনে প্রবেশ করিল।
তার মধ্যে মায়ানদী দেখিতে পাইল॥
অকূল-সমুদ্র-প্রায়, নাহি পারাপার।
ভূপতি করেন চিন্তা, কিসে হব পার॥
নদীর কূলেতে বসি কাঁদে দুইজন।
হায় বিধি, মম ভাগ্যে এই কি লিখন॥
কর্ণধাররূপে শনি আসিয়া তখন।
ভগ্নেনৌকা লয়ে ঘাটে দিল দরশন॥
মন্দ মন্দ বাহে তরী, চলে বা না চলে।
নৌকা দেখি নরপতি কাণ্ডারীরে বলে॥
ত্বরা করি পার করি দেহ হে কাণ্ডারী।
বিলম্ব না সহে, দুঃখ সহিতে না পারি॥
নাবিক আসিয়া কহে, তুমি কোন্ জন।
রমণী-সহিত রাত্রে কোথায় গমন॥
হরিয়া কাহার নারী কোথা নিয়া যাও।
পরিচয় দেহ আগে, কূলেতে দাঁড়াও॥
রাজা বলে, শুনেছ শ্রীবৎস-নরপতি।
সেই আমি, এই মম নারী চিন্তা-সতী॥
আমার কুদিন হয় দৈবের ঘটনে।
নারী সঙ্গে করি তাই আসিয়াছি বনে॥
শুনি শনি কহিলেন, বুঝেছি বিস্তার।
তাল-ও-বেতালসিদ্ধ আছিল তোমার॥
তারা সবে কোথা গেল বিপত্তি-সময়।
কোথা গেল মন্ত্রিবর্গ, কহ মহাশয়॥
রাজা বলে, ভাই বন্ধু যত পরিবার।
বিপত্তি-সময়ে সঙ্গী নহে কেহ কার॥
অসার সংসার এই মায়ামদে মজে।
সকল করয়ে নষ্ট, ধর্ম্মপথ ত্যজে॥
আমার আমার বলে, কেহ কারো নয়।
'কস্য মাতা, কস্য পিতা', শাস্ত্রে এই কয়॥
কেবা কার পতি, পুত্র, কেবা বন্ধুজন।
মায়াবদ্ধ হ'য়ে প্রাণী করিছে ভ্রমণ॥
আপনার রক্ষা হয়, যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনার নাশ হয়, করয়ে কুকর্ম্ম॥
আমার সর্ব্বদা হয় ধর্ম্মেতে বাসনা।
কায়মনোবাক্যে এই করি হে ভাবনা॥
শুনিয়া হাসিয়া শনি কহে পুনর্ব্বার।
অতি জীর্ণ ভগ্ন নৌকা দেখহ আমার॥
দুই জন হ'লে যেতে পারে পরপারে।
তিন জন ক্ষীণতরী পারে কি না পারে॥
আপনি সুবুদ্ধি বট, দেখ বর্ত্তমান।
বিবেচনা করি রাজা, কর অনুমান॥
কান্তারে লইয়া আগে পার হও তুমি।
কান্তা যদি লহ, তবে কাঁথা রাখ ভূমি॥
শুনিয়া নাবিক-বাক্য করেন বিচার।
কাঁথা পার করি আগে, শেষে হব পার॥
রাজা-রাণী দুই জনে ধরিয়া কাঁথায়।
যতনে তুলিয়া দেন শনির নৌকায়॥

কাঁথা লয়ে সূর্য্যপুত্র বাহিয়া চলিল।
দেখিতে দেখিতে মায়ানদী শুকাইল॥
শ্রীবৎস নৃপতি খেদে করে হায় হায়।
যে-সকল দেখিলাম ভোজবাজি-প্রায়॥
বুঝিলাম এ-সকল শনির চাতুরী।
মায়া করি বহুধন করিলেন চুরি॥
দেখিলে সাক্ষাতে রাণী, বঞ্চনা শনির।
চঞ্চল হৃদয় মোর, নাহি হয় স্থির॥
চিন্তিয়া কহেন রাজা করিব গমন।
উঠিতে নাহিক শক্তি না চলে চরণ॥
বহু কষ্টে গমন করিয়া দুই জন।
প্রবেশ করেন শেষে চিত্রধ্বজ-বন॥
হেনকালে সেইস্থানে হইল প্রভাত।
পূর্ব্বদিকে সমুদিত দেব-দিননাথ॥
ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত দোঁহে কাতর-হৃদয়।
রম্যস্থান দেখি রাণী নৃপতিরে কয়॥
চলিতে না পারি নাথ, করি নিবেদন।
বিশ্রাম করহ এই স্থানে এই ক্ষণ॥
দিব্য-জল-স্থলে নানা পুষ্প বিকসিত।
এইস্থানে স্নান কর, আছ ত ক্ষুধিত॥
ভার্য্যারে কাতরা দেখি ব্যথিত-অন্তর।
বন হ'তে ফলপুষ্প আনেন সত্বর॥
উভয়ে করিয়া স্নান ইষ্টপূজা করি।
কুড়াইয়া আনে বহু সুপক্ক বদরী॥
উভয়ে খাইল জল, শ্রান্তি হৈল দূর।
গমন করিতে শক্তি হইল প্রচুর॥
নানাস্থান এড়াইল পর্ব্বত-কানন।
নদ-নদী-বন কত করে পর্য্যটন॥
তমাল পিয়াল শাল বৃক্ষ নানাজাতি।
মল্লিকা মালতী বক চম্পক প্রভৃতি॥
বদরী খর্জ্জুর জম্বু পনস রসাল।
নারিকেল গুবাক দাড়িম্ব আর তাল॥
কদলী বয়ড়াফল আর আমলকী।
কদম্ব অশ্বত্থ বট নিম্ব হরীতকী॥
জারুল পারুল বেল প্রিয়ঙ্গু অগুরু।
রক্তসার চন্দন বাদাম দেবদারু॥
ইত্যাদি অনেক বৃক্ষে নানা পক্ষিগণ।
ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক কত করিছে ভ্রমণ॥
মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র উষ্ট্র গণ্ডার কাসর।
ঘোটক গোধিকা খর ভল্লুক শূকর॥
শত শত পশু দেখে বনের ভিতর।
বিকট দশন দেখে অতি ভয়ঙ্কর॥
ভূচর খেচর কত, কে করে গণন।
দেখিয়া চিন্তিত রাজা অতিঘোর বন॥
মনে মনে বলে, রক্ষা কর লক্ষ্মীপতি।
সংসারের সার তুমি, অগতির গতি॥
দয়া কর দীননাথ করুণানিধান।
সঙ্কট সমূহে প্রভু, কর পরিত্রাণ॥
তোমা-বিনা রক্ষা করে, নাহি হেন জন।
আমার ভরসামাত্র তোমারি চরণ॥
গোবিন্দ গোপাল গিরিধারী গদাধর।
ত্রাণ কর এইবার, হয়েছি কাতর॥
এইরূপ বলি রাজা স্মরে চক্রপাণি।
অকস্মাৎ তথা এই হৈল দৈববাণী॥
"যতদিন নৃপ তুমি থাকিবে কাননে।
থাকিব তোমার সঙ্গে রক্ষার কারণে॥"
শুনিয়া আনন্দ বড় হইল রাজার।
বনমধ্যে ভ্রমে সদা নির্ভয়-আকার॥
একদিন বনমধ্যে করে দরশন।
মৎস্যঘাতী ধীবর আসয়ে কত-জন॥
ধীবর হেরিয়া মৎস্য করেন যাচন।
কিছু মৎস্য দেহ মোরে, করিব ভোজন॥
জেলে বলে, কুক্ষণেতে ধরি জাল করে।
কিছুই না পাইলাম, ফিরে যাই ঘরে॥
রাজা বলে, শুন সবে আমার বচন।
পুনর্ব্বার ফেল জাল, পাইবে এখন॥
তালবেতালের স্মৃতি করেন শ্রীবৎস।
সকলে ফেলিয়া জাল পায় বহু মৎস্য॥

চতুর ধীবর জাল করিয়া বিস্তার।
পুনর্ব্বার ফেলে জাল করিয়া স্বীকার ॥
পাইয়া অনেক মীন কৈবর্ত্তের গণ।
জানিল সাধক বটে এই দুইজন ॥
সাদরে শকুল-মৎস্য দিল নৃপতিরে।
মৎস্য পেয়ে নরপতি কহেন রাণীরে ॥
ক্ষুধার্ত্ত হ'য়েছি রাণী, কাতর জীবন।
মীন পোড়াইয়া দেহ, করিব ভোজন ॥
শুনিয়া কহেন রাণী, যে আজ্ঞা তোমার।
মীন পোড়া খেলে হয় শনি-প্রতিকার ॥
ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠির, করহ শ্রবণ।
কি মায়ায় শনি মীন করিল হরণ ॥
হরিষে-বিষাদে রাণী অনল জ্বালিল।
যতনপূর্ব্বক সেই মৎস্য পোড়াইল ॥
মীন দগ্ধ করি চিন্তা, চিন্তা করে মনে।
মীন পোড়া রাজহস্তে দিব বা কেমনে ॥
ক্ষীর ছানা নবনী যে করিত ভোজন।
বনে আসি দগ্ধ মীন খাবে সেইজন ॥
কিরূপেতে এই ছাই খাওয়াব তাঁহারে।
শতেক ব্যঞ্জন হৈত যাঁহার আহারে ॥
এতেক চিন্তিয়া চিন্তা মীন লয়ে করে।
ধুইয়া আনিব বলি গেল সরোবরে ॥
জলেতে ধুইতে পোড়া-মৎস্য পলাইল।
ইহা দেখি চিন্তাদেবী কান্দিতে লাগিল ॥
হাহাকার করি রাণী কান্দে বিনাইয়া।
কি বলিবে মহারাজ এ কথা শুনিয়া ॥
দেখেছে শুনেছে কেবা পোড়া-মৎস্য বাঁচে।
কি হইবে মম ভাগ্যে, না জানি কি আছে ॥
শুনিয়া বিশ্বাস নাহি করিবে ভূপতি।
একেত ক্ষুধার্ত্ত রাজা, হবে ক্রুদ্ধ অতি ॥
বলিবেন, তুমি মৎস্য করেছ ভক্ষণ।
পলাল বলিয়া এবে কর প্রতারণ ॥
হায় বিধি, এত দুঃখ ঘটালে আমায়।
এখন রয়েছে প্রাণ, নাহি কেন যায় ॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী কান্দিতে কান্দিতে।
সকল বৃত্তান্ত কহে রাজার সাক্ষাতে ॥
শুনিয়া হাসিয়া রাজা রাণীরে কহিল।
এ-বড় আশ্চর্য্য কথা শুনিতে হইল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● শ্রীবৎসের প্রতি শনির বাক্য

অন্তরীক্ষে থাকি শনি, কহিছে আকাশবাণী,
শুন শুন শ্রীবৎস নৃপতি।
আমি ছোট, লক্ষ্মী বড়, তুমি কহিয়াছ দড়,
তার শাস্তি করিব সম্প্রতি ॥
সম্পদের করি গর্ব্ব, আমারে করিলে খর্ব্ব,
আমি তব কি করিতে পারি।
যেই লজ্জা দিলে মোরে, সেকথা কহিব কারে,
শুন দুষ্টমতি মন্দকারী ॥
পণ্ডিত-ধার্ম্মিক জ্ঞানে, আইলাম তব স্থানে,
তুমি ত করিবে সুবিচার।
কপট চাতুরী করি, মম গুণ পরিহরি,
তুমি দুঃখ দিয়াছ অপার ॥
কি কব দুঃখের কথা, স্মরণে মরমে ব্যথা,
রহিবেক হৃদয়ে আমার।
আসন বলিয়া শ্রেষ্ঠ, লক্ষ্মীরে বলিলে জ্যেষ্ঠ,
এবে লক্ষ্মী কোথায় তোমার ॥
করিয়াছি রাজ্যনাশ, অপর অরণ্যে বাস,
শেষে এই স্ত্রী-ভেদ করিব।
জন রাজা বলি তোরে, তবেত চিনিবে মোরে,
নহে মিথ্যা যে কথা বলিব ॥
শুন শুন মহারাজ, ধরিয়া বিবিধ সাজ,
দেব-দৈত্য-নাগ-আদি গণে।
অবধ্য সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বঘটে থাকি আমি,
অতিশয় পূজ্য ত্রিভুবনে ॥

শুনহে শ্রীবৎস ভূপ, ত্রেতাযুগে রামরূপ,
হইল প্রভুর অবতার।
এক ব্রহ্ম চারি-অংশে, জন্মিলেন রঘুবংশে,
রাজা দশরথের কুমার ॥
দশরথ ধর্ম্মাচার, দেন তাঁরে রাজ্যভার,
আমি তাঁরে পাঠাই কানন।
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে, প্রবেশে গহন পথে,
জটা-বল্ক করিয়া ধারণ ॥
স্বয়ং লক্ষ্মী সীতাসতী, পতি-অনুগতা অতি,
শুনহে দুর্গতি যত তাঁর।
কাননে পতির সহ, ভুঞ্জিবারে পাপগ্রহ,
বনে গেল দীনের আকার ॥
পর্ব্বত-কানন-পথে, বঞ্চিয়া স্বামীর সাথে,
পরে তাঁরে হরে দশানন।
রাজ্য-ধন-স্বামী ছাড়ি, গেলেন রাবণবাড়ী,
বাস হৈল অশোক-কানন ॥
আর কিছু বলি শুন, দেবদেব পঞ্চানন,
সতী-কন্যা অর্দ্ধ-অঙ্গ যাঁর।
সতী গতে কৃত্তিবাস, দক্ষযজ্ঞ করে নাশ,
ছাগমুখ দক্ষের আকার॥
সতী দেহ ত্যাগ করে, জন্মে হিমালয়-ঘরে,
সর্ব্ব-হেতু মম মায়াজাল।
আমারে হেলন করি, ইন্দ্র স্বর্গ পরিহরি,
ভগাঙ্গ রহিল কত কাল ॥
মম সহ বাদ করি, বৈকুণ্ঠনিবাসী হরি,
কীটরূপ ধারণ করিল।
ঘুচিল বৈকুণ্ঠলীলা, গণ্ডকীপর্ব্বতে শিলা,
দেবমানে বহুকাল ছিল ॥
বলি দৈত্য-অধিপতি, স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি,
ত্রিভুবন করে অধিকার।
হেলন করিল মোরে, পাতালে লইয়া তারে,
রাখিলাম বদ্ধ-কারাগার ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সর্ব্বত্র আমার বল,
সর্ব্বে করে আমারে পূজন।
তোর কাছে অল্প আমি, তুমি পৃথিবীর স্বামী,
লক্ষ্মী তোর দেখিব কেমন ॥
এতেক কহিয়া শনি, হইল আকাশগামী,
স্বপ্নবৎ শুনিল-রাজন্।
চিন্তিয়া বুঝিল মর্ম্ম, শনির যতেক কর্ম্ম,
হৈল রাজা নিরানন্দ-মন ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা, অতি সুখ-মোক্ষদাতা,
রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালী ছন্দে, মনের আবেগানন্দে,
কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥

চিন্তার সহিত রাজার কথা

শুনিয়া আকাশবাণী শনির ভারতী।
ডাকিয়া বলিল রাজা চিন্তাদেবী-প্রতি ॥
যতেক কহিল শনি, প্রত্যক্ষ হইল।
রাজ্যনাশ বনবাস সর্ব্বনাশ কৈল ॥
বিবাদ করিয়া যদি দোঁহে না আসিবে।
এইরূপ বলি দেবী, এমত হইবে ॥
অকস্মাৎ তথা এই বিধির ঘটনা।
"যতদিন নৃপ তুষ্কিরি আসিবে দু'জনা ॥
থাকিব তোমরা দেবি, কি হইবে আর।
নিজ-কর্ম্মার্জ্জিত পাপ হয় ভুঞ্জিবার ॥
কারণ-করণ-কর্ত্তা দেব-গদাধর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর ॥
ধর্ম্মে বিচলিত-মন নহে ত আমার।
নিজকর্ম্মে দুঃখ পাই, কি-দোষ তাঁহার ॥
চিন্তাযুক্ত হ'য়ে রাজা বঞ্চেন কানন।
ফল-মূল আহারেতে করেন যাপন ॥
ধর্ম্মচিন্তা করে রাজা, স্মরে বিধাতায়।
এইরূপে পঞ্চবর্ষ নানা-দুঃখ পায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● শ্রীবৎস-রাজার কাঠুরিয়া-আলয়ে স্থিতি

শুন শুন ধর্ম্মরাজ, অপূর্ব্ব কথন।
কাননে বঞ্চেন চিন্তা শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
পূর্ব্বমত ফলমূল না মিলে তথায়।
কানন ত্যজিয়া রাজা নগরেতে যায় ॥
নগর-উত্তরভাগে ধনীর বসতি।
তথায় বসতি মোর না হয় সম্মতি ॥
দুঃখী হ'য়ে ধনাঢ্যের নিকটে না যাবে।
দরিদ্র দেখিয়া মোরে অবজ্ঞা করিবে ॥
দুঃখীর সমাজে থাকি কাটাইব কাল।
পাছে লোকে ঘৃণা করে, এ বড় জঞ্জাল ॥
এত বলি দক্ষিণেতে প্রবেশিল রায়।
শত শত কাঠুরিয়া রহে যে তথায় ॥
রাজা-রাণী তথাকারে হন উপনীত।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তারা জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ তুমি, কেবা হও, কোথায় বসতি।
কি-হেতু আসিলে দোঁহে, কহ শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া সবার বাক্য কহে নৃপবর।
মোর সম দুঃখী নাহি পৃথিবী-ভিতর ॥
বহুদুঃখ পেয়ে আমি আইনু হেথায়।
তোমরা করিলে কৃপা, তবে দুঃখ যায় ॥
আশ্বাস করিয়া তারা কৈল অঙ্গীকার।
করিব তোমার হিত, প্রতিজ্ঞা সবার ॥
মোরা কাঠুরিয়া জাতি, কাষ্ঠ বেচি কিনি।
নিত্য আনি, নিত্য খাই, দুঃখ নাহি জানি ॥
সঙ্গে থাকি কাষ্ঠ বেচি প্রত্যহ আনিবে।
এ-কর্ম্মে নিযুক্ত হ'লে দুঃখ না রহিবে ॥
শুনি আনন্দিত হৈল শ্রীবৎস-রাজন্।
ভাল ভাল, এই কর্ম্ম করিব এখন ॥
হেনমতে কাঠুরিয়া-ঘরে দুই জন।
রহিল গোপনে রাজা নিরানন্দ-মন ॥
কাঠুরিয়াগণ-ভার্য্যা যতেক আছিল।
চিন্তার সৌজন্য হেরি সবে বশ হৈল ॥
নানা-ধর্ম্ম নানা-কর্ম্ম করান শ্রবণ।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সবাকার মন ॥
সবা-সঙ্গে সখীভাবে রহে রাজরাণী।
শিষ্টালাপে থাকে সদা দিবস-রজনী ॥
প্রভাতে কাঠুরেগণ চলিল কাননে।
রাজাকে ডাকিল সবে, এস যাই বনে ॥
শুনিয়া চলেন রাজা সবার সংহতি।
ঘোর-বনে প্রবেশ করিল শীঘ্রগতি ॥
কাঠুরিয়াগণ কাষ্ঠ ভাঙ্গিল অনেক।
বড় বড় বোঝা সবে বান্ধিল যতেক ॥
ফল-মূল-পত্র-পুষ্প নিল সর্ব্বজন।
আমি কি লইব, চিত্তে চিন্তিল রাজন্ ॥
নিন্দিত না হয় কর্ম্ম, ক্লেশ না সহিব।
অথচ আপন-কর্ম্ম প্রকারে সাধিব ॥
চিনিয়া লইল রাজা চন্দনের সার।
কাঠুরিয়া-সঙ্গে-সঙ্গে চলিল বাজার ॥
বাজারে ফেলিল বোঝা কাঠুরিয়াকুল।
গৃহী লোক আসি সবে করি নিল মূল ॥
কেহ পায় চারিপণ, কেহ আটপণ।
কেহ বা বেচিয়া কেনে খাদ্য-প্রয়োজন ॥
চন্দনের কাষ্ঠ লৈয়ে শ্রীবৎস-রাজন্।
বেচিবারে যায় তবে বণিক-সদন ॥
দিব্যচন্দনের সার পেয়ে সদাগর।
উচিত করিয়া মূল্য দিলেক সত্বর ॥
তঙ্কা দুই-চারি রাজা বেচিয়া পাইল।
অপূর্ব্ব বিচিত্র দ্রব্য কিনিয়া লইল ॥
ঘৃত তৈল চালি ডালি লবণ সৈন্ধব।
মশলা মিষ্টান্ন দধি কিনিলেন সব ॥
শাক সূপ তরকারী যতেক পাইল।
ভাল মৎস্য-মাংস আদি যত্ন করি নিল ॥
কিনিয়া অশেষ দ্রব্য নিয়া নরপতি।
গৃহেতে আনিয়া দিল যথা চিন্তাসতী ॥
রাণী-প্রতি কহে রাজা বিনয়-বচন।
কাঠুরিয়া বন্ধুগণে কর নিমন্ত্রণ ॥

শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল চিন্তা মহারাণী।
বিচিত্র করিয়া পাক করিল তখনি ॥
লক্ষী-অংশে জন্ম তাঁর, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী।
চক্ষুর নিমেষে পাক কৈল চিন্তারাণী ॥
স্নান-দান করি রাজা আসিয়া সত্বর।
দেখিল সকল পাক হ'য়েছে সুন্দর ॥
রাণী বলে, সবাকারে ডাকহ রাজন্।
সকল রন্ধন হৈল, করাহ ভোজন ॥
এত শুনি নরপতি ডাকে সবাকারে।
আনন্দিত হ'য়ে সবে এল ভুঞ্জিবারে ॥
একত্র হইয়া যত কাঠুরিয়াগণ।
ভোজনে বসিল সবে অতি-হৃষ্টমন ॥
রাণী অন্ন আনি দেন, বাঁটেন রাজন্।
ক্রমে ক্রমে বাঁটি দিল, ভুঞ্জে সর্ব্বজন ॥
সুধাসম অন্ন-পান খায় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য ধ্বনি হৈল কাঠুরে-ভবন ॥
শ্রদ্ধা-পুরস্কারে সবে বিদায় করিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিল রাজা হৃষ্টমন হৈয়া ॥
এই রূপে কতদিন বঞ্চিল তথায়।
একদিন শুন যুধিষ্ঠির মহাশয় ॥
বাণিজ্য করিতে এক সদাগর যায়।
চালাইয়া তরী সাধু আসিল তথায় ॥
অকস্মাৎ তার ডিঙ্গি চড়াতে লাগিল।
হায় হায় করি কান্দে, কি হল কি হল ॥
হেনকালে শুন রাজা, দৈবের ঘটন।
গণক হইয়া শনি আইল তখন ॥
হস্তে লাঠি, পুঁথি কাঁখে, গ্রহাচার্য্য হৈয়া।
সাধুর মঙ্গল-কথা কহিল আসিয়া ॥
শুন মহাজন, তুমি স্থির কর মন।
তোমার তরণী বদ্ধ হল যে-কারণ ॥
তব নারী নবগ্রহে করেন অর্চ্চন।
অবজ্ঞা করিয়া তুমি আইলে পাটন ॥
সেইহেতু তব তরী হ'ল হেনরূপ।
'কহিনু যতেক কথা, জানিবে স্বরূপ ॥

মহাজন কহে, কথা করিয়া প্রণতি।
অমৃত-অধিক শুনি তোমার-ভারতী ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, শুন আমার বচন।
যেমতে তোমার তরী চলিবে এখন ॥
এই গ্রামবাসী কাঠুরিয়া যত জন।
নিমন্ত্রণ করি আন তার ভার্য্যাগণ ॥
সকলে আসিয়া তারা ধরিবেক তরী।
তার মধ্যে পতিব্রতা আছে এক নারী ॥
সেই আসি যেইক্ষণে ছুঁইবে তরণী।
কহিনু স্বরূপ, তরী ভাসিবে তখনি ॥
শুনি আনন্দিত হ'ল সেই মহাজন।
এ কথা কহিয়া শনি করিল গমন ॥
শুনিয়া উপায় সাধু চিন্তা করে মনে।
পাইনু পরম-তত্ত্ব দৈবের ঘটনে ॥
কিঙ্করেরে তবে সাধু কহিল সত্বরে।
কাঠুরিয়া-পত্নীগণে আনহ সাদরে ॥
শুনিয়া সাধুর আজ্ঞা কিঙ্কর চলিল।
স্তব-স্তুতি করি সবাকারে আমন্ত্রিল ॥
সহজেতে হীনজাতি অতি-অল্পজ্ঞান।
শুনিয়া সাধুর নাম আনন্দ-বিধান ॥
যতেক কাঠুরে-ভার্য্যা নিমন্ত্রণ শুনি।
হরিষ-অন্তরে সবে চলিল তখনি ॥
যেথানে নদীর ঘাটে আটক তরণী।
সেইখানে উত্তরিল যতেক রমণী ॥
কমলা অমলা গেল আর কলাবতী।
কৌশল্যা রোহিণী চলে আর মালাবতী ॥
রেবতী কৈকেয়ী উমা রম্ভা তিলোত্তমা।
হরপ্রিয়া চিত্রাবতী রাধা সতী শ্যামা ॥
যশোদা যমুনা জয়া বিমলা বিজয়া।
আর ষষ্ঠী গয়া গঙ্গা কালিন্দী অভয়া ॥
চপলা চঞ্চলা ধায় চণ্ডালী কেশরী।
পদ্মাবতী অরুন্ধতী সাবিত্রী মঞ্জরী ॥
একে একে তরী সবে পরশ করিল।
জনে জনে মান নিয়া বিদায় হইল ॥

কারো হৈতে নাহি হ'ল সাধু-প্রয়োজন।
বুঝিল, হইল মিথ্যা গণক-বচন॥
কত নারী আইল, না এল কত জন।
কিঙ্করে জিজ্ঞাসে সাধু এ সব-কারণ॥
নাবিক কহিল, সবে আসিয়াছে রায়।
এক নারী না আইল স্বামীর মানায়॥
শুনি সাধু মনে কৈল, সেই সাধ্বী তবে।
তিনি এলে মোর তরী অবশ্য চলিবে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বণিক-কর্ত্তৃক চিন্তা হরণ

তবে সাধু হর্ষযুত গলে বস্ত্র দিয়া।
যথা আছে চিন্তা-সতী, উত্তরিল গিয়া॥
কাতর হইয়া অতি সাধু কহে বাণী।
আমারে করহ রক্ষা, ওহে ঠাকুরাণি॥
সাধুরে দেখিয়া চিন্তা কহে দুঃখমনে।
আমাকে যাইতে মানা করিল রাজনে॥
কি কহিবে মহারাজ আসিয়া ভবনে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া রাণী স্থির কৈল মনে॥
কাতর শরণাগত যেই জন হয়।
তাহারে করিলে রক্ষা ধর্ম্মের সঞ্চয়॥
বেদে শাস্ত্রে মুনিমুখে শুনিয়াছি আমি।
প্রাণ দিয়ে রাখয়ে শরণাগত প্রাণী॥
যাহা কন মহারাজ এ কথা শুনিয়া।
সহিব সকল কথা শরণ মাগিয়া॥
এত ভাবি চিন্তাদেবী হৃষ্টচিত্তা হৈয়া।
চলিলেন তবে রাণী ঈশ্বরে স্মরিয়া॥
উপনীতা হন যথা সদাগর-তরী।
করযোড়ে কহে দেবী প্রদক্ষিণ করি॥
যদি আমি সতী হই পতি-অনুগতা।
তবে সে ভাসিবে তরী, কহিনু সর্ব্বথা॥
এত বলি সেই তরী পরশ করিতে।
ভাসিয়া চলিল তরী দক্ষিণ-মুখেতে॥
দেখি সদাগর হ'ল হরষিত-মন।
জানিল মনুষ্য নহে এই নারীজন॥
যদি মোর নৌকা কভু আটক হইবে।
ইহাকে লইলে সঙ্গে তখনি চলিবে॥
এত ভাবি নৌকা'পরে লইল চিন্তারে।
দেখ যুধিষ্ঠির রাজা, দৈবে কি না করে॥
শুনি ধর্ম্ম নৃপমণি কহে প্রভু-প্রতি।
অমৃত-অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
বলহ চিন্তার শেষে হ'ল কোন্ গতি।
কিরূপে রহিল কোথা শ্রীবৎস-নৃপতি॥
এত শুনি কহেন শ্রীযশোদা-কুমার।
শুন মহারাজ, কহি বিশেষ ইহার॥
অতিদুঃখে শোকাকুল কাতর-অন্তরে।
ঈশ্বর স্মরিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
কেন আমি আইলাম আপনা খাইয়া।
কান্দিয়া আকুল চিন্তা এ কথা ভাবিয়া॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী যোড় করি হাত।
বহু স্তব করে চিন্তা করি প্রণিপাত॥
দয়া কর দিননাথ, অখিলের পতি।
মোর রূপ লহ দেব, দেহ কু-আকৃতি॥
জরাযুত অঙ্গ প্রভু, দেহ শীঘ্রগতি।
এত বলি কান্দে দেবী লোটাইয়া ক্ষিতি॥
দেখি দেব ভাস্করের দয়া উপজিল।
'ভয় নাই ভয় নাই' বাণী নিঃসরিল॥
চিন্তাদেবী-রূপ দেব করিল হরণ।
গলিত-ধবল-মূর্ত্তি দিল ততক্ষণ॥
এইরূপে নৌকায় রহিল চিন্তাসতী।
বাহিয়া চলিল সাধু মহাহৃষ্টমতি॥
এথায় কানন হ'তে আসি নিজালয়।
শূন্য ঘর দেখি রাজা মানিল বিস্ময়॥
কান্দিয়া অস্থির রাজা না দেখি চিন্তায়।
সকাতরে পড়সীরে জিজ্ঞাসেন রায়॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● শ্রীবৎস-রাজার রোদন এবং চিন্তার অন্বেষণ

কাতর হৃদয় অতি, শ্রীবৎস-ধরণীপতি,
পড়সীরে জিজ্ঞাসে বারতা।
কহে সবে সমাচার, কোথা চিন্তা সে আমার,
না হেরিয়া পাই মনে ব্যথা ॥
রাজার বিনয় শুনি, পড়সী কহিছে বাণী,
ওহে ধীর পণ্ডিত সুজন।
কহি শুন বিবরণ, এই ঘাটে একজন,
আইল ধনাঢ্য মহাজন ॥
তাহার কর্ম্মেতে ঘটে, তরণী আটক ঘাটে,
বিধাতা তাহারে বিড়ম্বিল।
আসি সেই মহাজন, কহিলেন সুবচন,
যত নারী, সবারে ডাকিল ॥
গৌরব করিয়া সাধু লইয়া কাঠুরে-বধূ,
ক্রমে ক্রমে তরী ছোঁয়াইল।
না ভাসিল সেই তরী, পুনঃপুনঃ যত্ন করি,
তোমার চিন্তারে লয়ে গেল ॥
বজ্রসম বাণী শুনি, মূর্চ্ছাগত নৃপমণি,
লোটায়ে পড়িল ধরাতলে।
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে রাজা হায়-হায়,
কেন হেন ঈশ্বর করিলে ॥
আমার কর্ম্মের পাশ, রাজ্য ত্যজি বনবাস,
নারী-সঙ্গে আইনু কাননে।
ধন-রত্ন যত আনি, সকলি হরিল শনি,
অবশেষে ছিনু দুই প্রাণে ॥
তাহাতে করিল আন, দুইজন দুই স্থান,
শনি দিল বহু দুঃখ মোরে।
বিষাদে তাপিত মন, এই চিন্তা অনুক্ষণ,
ভয়ে রক্ষা কে করিবে তারে ॥
এত চিন্তি নরপতি, শোকেতে কাতর অতি,
চলিল নদীর তটে তটে।
জিজ্ঞাসিল জনে জনে, স্থাবর জঙ্গমগণে,
মনুষ্য যতেক দেখে ঘাটে ॥
বিবিধ-কানন-মাঝ, খুঁজিলেন মহারাজ,
না পাইল চিন্তার উদ্দেশ।
বহু-দেশ নানা স্থানে, নদ-নদী-উপবনে,
ভ্রমে রাজা পেয়ে বহু ক্লেশ ॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অনাহারে, মহাকষ্টে নৃপবরে,
শেষমাত্র ছিল প্রাণ তাঁর।
শুন ধর্ম্ম মহাশয়, সকল দৈবেতে হয়,
সর্ব্বকর্ম্ম ইচ্ছা বিধাতার ॥
চিত্তানন্দ-নামে বনে, রাজা গেল সেইস্থানে,
তথাকারে সুরভি-আশ্রম।
অপূর্ব্ববিচিত্র-শোভা, সুরাসুর-মনোলোভা,
তথা যেতে সভয় শমন ॥
নানাপশু নানাপক্ষ, এক স্থানে লক্ষ লক্ষ,
ভোক্ষ্য-ভোজ্য রহে একস্থল।
বিচিত্র তড়াগ-বাপী, পুষ্করিণী কতরূপী,
তাহে শোভে কনক-কমল ॥
অপূর্ব্ব কাননশোভা, নানাপুষ্পমনোলোভা,
ষড়ঋতু শোভিত তথায়।
কেহ কারে নাহি ডরে, সুখে সবে ঘর করে,
নিঃশঙ্কে রহিল তথা রায় ॥
রাজা পুণ্যবান্ অতি, জানিয়া গোমাতা সতী,
উপনীত হইল তথায়।
কাশীরাম দাস গায়, বিফলে জনম যায়,
ভজ হরি, ভবে নাহি ভয় ॥

● সুরভি-আশ্রমে রাজার স্থিতি

সুরভি জিজ্ঞাসা করে, তুমি কোন্ জন।
রাজা বলে, শুন মাতা, মোর নিবেদন ॥

অবনীতে মহীপতি ছিলাম মা আমি।
শ্রীবৎস আমার নাম প্রাগ্‌দেশস্বামী॥
আনন্দেতে করিতাম প্রজার পালন।
কত দিনে শুন মাতা, দৈবের ঘটন॥
একদিন শনি-সঙ্গে জলধি-তনয়া।
মম স্থানে আসে দোঁহে বিরোধ করিয়া॥
বিচার করিনু আমি ধর্ম্মশাস্ত্র ধরি।
বিপরীত বুঝি শনি হৈল মম অরি॥
রাজ্য-ধন সব শনি করিল বিনাশ।
অবশেষে চিন্তাসহ আসি বনবাস॥
বনবাসে মহাক্লেশে বঞ্চি দুইজনে।
চিন্তাকে হারানু মাতা বিপিন-নির্জ্জনে॥
সুরভি এতেক শুনি কহে রাজা-প্রতি।
ভয় নাই, থাক রাজা, আমার বসতি॥
যতদিন গ্রহ মন্দ আছয়ে তোমার।
ততদিন মোর হেথা থাক গুণাধার॥
এখানে শনির ভয় নাহিক রাজন্।
হেথা থাকি কর রাজা, কালের হরণ॥
পুনঃ বসুমতীপতি হবে নৃপবর।
চিন্তাসতী পাবে কত দিবস অন্তর॥
এ-বন ছাড়িয়া নাহি যাইবে কোথায়।
এক-ধার দুগ্ধ আমি ভুঞ্জাব তোমায়॥
এ-বন ছাড়িয়া যদি যাও নররায়।
অবশ্য পড়িবে তুমি শনির মায়ায়॥
রাজা বলে, মাতা, হয় যে-আজ্ঞা তোমার।
রহিলাম, যতদিন দুঃখ নহে পার॥
এরূপে শ্রীবৎস রায় রহিল তথায়।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্মের তনয়॥
মনোরথ নন্দিনীর যত দুগ্ধ খায়।
দুধারের দুগ্ধেতে ধরণী ভিজে যায়॥
সেই দুগ্ধে মৃত্তিকা ভিজায়ে কাদা করি।
দুই হাতে মহারাজ দুই পাট ধরি॥
শ্রীবৎস-নৃপতি তবে চিন্তা নাম স্মরি।
তাল-বেতালেতে সিদ্ধ মনেতে বিচারি॥
যুগ্মপাট যুক্ত করি গঠয়ে রাজন্।
এরূপে কতেক পাট করয়ে রচন॥
ঈশ্বরের ধ্যান করি কালের হরণ।
সহস্র-সহস্র পাট করিল গঠন॥
স্থানে-স্থানে শত শত স্তূপাকার করি।
এমতে শ্রীবৎস বঞ্চে দিবস-শর্ব্বরী॥
কত দিনান্তরে শুন ধর্ম্ম মহাশয়।
পুনর্ব্বার পড়ে রাজা শনির মায়ায়॥
সেই মহাজন যায় বাহিয়া তরণী।
কূলেতে থাকিয়া দেখে শ্রীবৎস আপনি॥
মহাজন-প্রতি রাজা বলিল ডাকিয়া।
শুন শুন সদাগর, কূলেতে আসিয়া॥
নৃপতির উচ্চরব শুনি মহাজন।
শীঘ্র করি কূলে তরী লইল তখন॥
পাইয়া সাধুর আজ্ঞা নায়ের নফর।
অতি ত্বরা করি তরী চালায় সত্বর॥
মৃদুভাষে রাজা কহে বিনয়-বচন।
শুন মহাজন, তুমি মোর বিবরণ॥
বড় বংশে জন্মিলাম পূর্ব্ব-ভাগ্যবলে।
এবার হইল নষ্ট নিজ কর্ম্মফলে॥
কারে কি বলিব আমি, কি বলিতে পারি।
ঈশ্বরের ইচ্ছা যাহা, খণ্ডাইতে নারি॥
তুমি যদি দয়া করি এই কর্ম্ম কর।
তবে ত তরিব আমি বিপদ্-সাগর॥
কতগুলি স্বর্ণপাট করিয়াছি আমি।
তুলে যদি লয়ে যাও নৌকা'পরে তুমি॥
যে-দেশে বাণিজ্যে তুমি করিছ পয়ান।
সেই দেশে তব সঙ্গে করিব প্রস্থান॥
স্বর্ণপাট বেচি যদি পাই কিছু ধন।
তবে ত বিপদে তরি এই নিবেদন॥
রাজার বিনয়-বাক্য শুনি মহাজন।
কিঙ্করেরে আজ্ঞা করে, লয়ে এস ধন॥
রাজাকে কহিল সাধু, শুন মহাশয়।
আইস আমার সঙ্গে, নাহি কিছু ভয়॥

হৃষ্ট হ'য়ে নরপতি উঠে নৌকা'পরে।
স্বর্ণপাট ব'য়ে আনে যতেক নফরে॥
তুষ্ট হ'য়ে সদাগর বাহিল তরণী।
কি কব শনির মায়া, শুন নৃপমণি॥
কপট পাষণ্ড বড় সেই সদাগর।
এই দুষ্ট-চিন্তা দুষ্ট করিল অন্তর॥
মিলাইল যদি ধন দৈবেতে আমাকে।
ঘুচাই মনের ব্যথা বধিয়া ইহাকে॥
এতেক ভাবিয়া মনে দুষ্ট দুরাচার।
রাজাকে ধরিয়া ফেলে সাগর-মাঝার॥
যখন ধরিয়া দুষ্ট করিল বন্ধন।
ত্রাহি ত্রাহি করি রাজা করিছে স্মরণ॥
কোথা তাল-বেতাল বান্ধব দুই জন।
এ মহাবিপদে কর আমারে তারণ॥
কোথা গেলে চিন্তাদেবী, আমাকে ছাড়িয়া।
আমার দুর্গতি প্রিয়ে দেখ না আসিয়া॥
সেই নৌকা'পরে ছিল চিন্তা পতিব্রতা।
কান্দিয়া উঠিল রাণী শুনি প্রভুকথা॥
যখন ধরিয়া নৃপে ফেলিল সাগরে।
আইল বেতাল-তাল নিদ্রারূপ ধ'রে॥
তাল রক্ষা কৈল চক্ষু, বেতালেতে ভেলা।
ভাসিয়া নৃপতি যায় যেন রাশি তূলা॥
সেইক্ষণে চিন্তাদেবী বালিশ যোগায়।
বালিশে আলিস রাখি নৃপ ভাসি যায়॥
শুনহ আশ্চর্য্য কথা ধর্ম্মের তনয়।
বহুকাল জলে ভাসি সৌতিপুরে যায়॥
সৌতিপুরে মালাকার-জায়ার ভবনে।
আসিয়া লাগিল শুষ্ক-পুষ্পের উদ্যানে॥
বহুকাল শুষ্ক ছিল যত পুষ্পবন।
রাজ-আগমনে পুষ্প ফুটিল তখন॥
রাজ-দরশনে পুনঃ জীব সঞ্চারিল।
পূর্ব্বমত সব পুষ্প বিকসিত হৈল॥
অশোক কিংশুক নাগ ফুটিল বকুল।
গন্ধরাজ চাঁপা ফুটে, জারুল পারুল॥
শেফালি-সেঁউতী-আদি নানাজাতি ফুল।
ফুটিল যতেক পুষ্প নাহি সমতুল॥
পুষ্পগন্ধে অলিকুল ধায় মধু-আশে।
কোকিল-কোকিলা গান ধরিল হরষে॥
ষড় ঋতু আসি তথা হৈল উপনীত।
শর-ধনু-সহ কাম তথায় উদিত॥
পূর্ব্বমত বনশোভা হইল বিস্তর।
কর্ম্মান্তর হৈতে মালিনী আইল ঘর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া বড় ভাবিছে মালিনী।
ইহার কারণ কিবা, কিছুই না জানি॥
বন দেখি হৃষ্টা অতি মালীর মহিষী।
কুসুমকাননে শীঘ্র প্রবেশিল আসি॥
একে একে নিরখিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
হেনকালে শ্রীবৎসে যে দেখিল তথায়॥
কন্দর্প-আকার এক পুরুষ-সুন্দর।
মালিনী দেখিয়া কহে করি যোড়কর॥
কোথা হ'তে এলে তুমি, কোন্ মহাজন।
সত্য করি কহ বাছা, মোর নিবেদন॥
মালিনী-বিনয় শুনি তবে নৃপমণি।
কহিতে লাগিল রাজা আপন-কাহিনী॥
বাণিজ্যে আইনু আমি করিতে ব্যাপার।
ডিঙ্গা ডুবি হ'য়ে দুঃখ হইল আমার॥
ভাগ্যহেতু প্রাণ পাই, তেঁই আসি কূল।
আমার ভাবনা মিথ্যা, ভবিতব্য মূল॥
শুনিয়া মালিনী কহে, শুন মহাশয়।
থাকহ আমার ঘরে, নাহি কিছু ভয়॥
শুভগ্রহ হৈল তব, দুঃখ-অবসান।
নহে কেন নৌকা-ডুবে পাইবে পরাণ॥
আর কেহ নাহি বাপু, বঞ্চি একাকিনী।
মোর গৃহে ভাগিনেয়-ভাবে থাক তুমি॥
এমনে রহেন তথা শ্রীবৎস-ভূপতি।
শুনহ অপূর্ব্ব কথা ধর্ম্ম-মহামতি॥
বনপর্ব্বে শ্রীবৎসের পুণ্য উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীবৎস-রাজার মালিনী-আলয়ে স্থিতি

মালিনীর বাণী শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
তুষ্ট হ'য়ে গেল সেই বাসে।
আয়োজন আনি দিল, নৃপতি রন্ধন কৈল,
বঞ্চে রায় কৌতুক-বিশেষে ॥
এইরূপে নৃপবর, রহিল মালিনী-ঘর,
আছে রায়, কেহ নাহি জানে।
শুন ধর্ম্ম-মহাশয়, শুভকাল যবে হয়,
শুভ তার হয় দিনে-দিনে ॥
অপূর্ব্ব বিধির কর্ম্ম, কেবা তার বুঝে মর্ম্ম,
স্বজন পালন পুনঃ পাত।
একবার হয় অংশ, আর বার করে ধ্বংস,
কর্ম্মযোগে করে যাতায়াত ॥
পুনঃ জন্মে, পুনঃ মরে, এইরূপ ফিরে-ফিরে,
তথাচ না বুঝে মূঢ়-জন।
লোভ ক'রে অপহরে, কুকর্ম্ম কতেক করে,
স্থির কর্ম্ম নহে একক্ষণ ॥
আশ্চর্য্য শুনহ রাজা, সেই দেশে মহাতেজা,
বাহুদেব-নামে নৃপবর।
ভদ্রা নামে তাঁর কন্যা, রূপে-গুণে মহীধন্যা,
সৌজন্যতে দ্রৌপদী-সোসর ॥
রূপ-গুণ বর্ণিবারে, কার শক্তি কেবা পারে,
তিলোত্তমা-জিনি রূপবতী।
ক্ষমায় পৃথিবী মত, লক্ষ্মীর লক্ষণ যত,
তপে যেন অগ্নি-স্বাহাসতী ॥
জন্মাবধি কর্ম্ম তাঁর, শুন-শুন গুণাধার,
হরগৌরী করে আরাধন।
কঠোর করিল যত, বিস্তারিয়া কব কত,
আরাধয়ে করি প্রাণপণ ॥
স্তবে তুষ্টা হৈমবতী, ডাকি বলে ভদ্রাবতী,
বর মাগ চিত্তে যাহা লয়।
শুনিয়া রাজার সুতা, হইল আনন্দযুতা,
প্রণমিয়া করযোড়ে কয় ॥

শুন মাতা ব্রহ্মময়ি, গতি নাই তোমা বই,
তরাইতে হবে এ-দাসীরে।
বর যদি দিবে তুমি, শ্রীবৎস-নৃপতি স্বামী,
এই বর দেহ মা আমারে ॥
তুষ্টা হ'য়ে হরপ্রিয়া, কহিলেন আশ্বাসিয়া,
তব ভাগ্যে হবে নৃপবর।
তত্ত্বকথা কহি শুন, আসিয়াছে সেই জন,
রম্ভাবতী মালিনীর ঘর ॥
তারে বরমাল্য দিয়া, সুখে ঘর কর নিয়া,
বর দিনু বাঞ্ছামত তব।
বর পেয়ে নৃপসুতা, হইয়া আনন্দযুতা,
পূজে দেবী করিয়া উৎসব ॥
শ্রীবৎস-চিন্তার কথা, অরণ্যপর্ব্বেতে গাঁথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

● শ্রীবৎস-রাজার সহিত ভদ্রার বিবাহ

শুন ধর্ম্ম-মহারাজ, করহ শ্রবণ।
মালিনী-গৃহেতে বঞ্চে শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
মালা গাঁথি করে রাজা কালের হরণ।
ফুল-ফল-জলে রাজা পূজে নারায়ণ ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা ধর্ম্ম নাহি ত্যজে।
আপনা গোপন করি রহে ধর্ম্মকাজে ॥
শুন ধর্ম্ম-মহীপাল অপূর্ব্ব কথন।
ভদ্রাবতী কন্যা লয়ে শুন বিবরণ ॥
ভোজনে বসেছে বাহুদেব মহীপাল।
পরশিতে আসে ভদ্রা হাতে স্বর্ণথাল ॥
রাণী-জ্ঞান করি রাজা করে পরিহাস।
কান্দিয়া কহিল ভদ্রা জননীর পাশ ॥
শুনি রাণী ক্রোধচিত্তে করেন গমন।
ভর্ৎসিয়া নৃপতি-প্রতি কহিছে বচন ॥

ওহে মহারাজ, তুমি রাজমদে মজি।
সকল করিলে নষ্ট ধর্ম্মপথ ত্যজি ॥
পরকালবন্ধু ধর্ম্ম, তাহে করি হেলা।
বিষয়ে হইলে মত্ত রাজভোগে ভোলা ॥
জান না যে মহারাজ, আছয়ে শমন।
কি বোল বলিবে কালে, না ভাব এখন ॥
এমন কুকর্ম্ম রাজা, কেহ না আচরে।
আপনার তনয়ারে পরিহাস করে ॥
সুপাত্র আনিয়া যদি কর কন্যা দান।
চিরদিন স্বর্গভোগ, বৈকুণ্ঠেতে স্থান ॥
ইহা না করিয়া তারে কর পরিহাস।
ধিক্ ধিক্ রাজা, তব জীবনে কি আশ ॥
এমত শুনিয়া রাজা রাণীর বচন।
লজ্জিত হইয়া রাজা কহিছে তখন ॥
ওহে মহাদেবি, শুন আমার বচন।
মিথ্যাভাষে তুমি মোরে করহ লাঞ্ছন ॥
এত বড় যোগ্য কন্যা আছে মম ঘরে।
একদিন মহাদেবি, না কহ আমারে ॥
আমি ধর্ম্ম হেলা নাহি করি যে কখন।
জানেন আমার মন সেই নারায়ণ ॥
আজি আমি কন্যার করিব স্বয়ম্বর।
এত বলি বাহিরে চলিল নৃপবর ॥
ডাকাইয়া পাত্র-মন্ত্রী আনিয়া সকল।
সবারে কহিল আমন্ত্রহ ভূমণ্ডল ॥
ইচ্ছাবরী হইবেক আমার নন্দিনী।
আনন্দিত হ'ল সবে এই কথা শুনি ॥
আজ্ঞা পেয়ে নিমন্ত্রণ করিল সবার।
যত দূর পাইলেক মনুষ্য-সঞ্চার ॥
নিমন্ত্রণ পাইয়া যতেক রাজগণ।
বাহুদেব-রাজ্যে সবে করিল গমন ॥
নিরবধি আসে রাজা, কত লব নাম।
কলিঙ্গ তৈলিঙ্গ আর সৌরাষ্ট্র সুধাম ॥
দ্রাবিড় মগধ মৎস্য কর্ণাট ভূপাল।
গুজরাট মহারাষ্ট্র কাশ্মীর পাঞ্চাল ॥
চতুরঙ্গ-দলে আসে যত নৃপগণ।
উপযুক্ত বাসা দিল করি নিরূপণ ॥
সুস্থির হইল সবে পেয়ে রম্যস্থান।
ভক্ষ্য-ভোজ্য যত দিল, নাহি পরিমাণ ॥
কেবা খায় কেবা লয়, কেবা দেয় আনি।
খাও খাও, লও লও এই মাত্র শুনি ॥
আড়ে-দীর্ঘে দশ ক্রোশ পুরী-পরিমাণ।
প্রতি মঞ্চে প্রতি রাজা করে অধিষ্ঠান ॥
সবাকারে বিধিমতে পূজিল রাজন্।
আনন্দ-সাগর-নীরে ভাসে রাজগণ ॥
নানা-কথা-আলাপনে বসে সর্ব্বজন।
অধিবাস-হেতু রাজা করিল গমন ॥
কন্যা-অধিবাস করি ষষ্ঠ্যাদি-অর্চ্চন।
ষোড়শ-মাতৃকা-পূজা গন্ধাদিবাসন ॥
অগ্নি পূজি গেল রাজা সভায় তখন।
মালিনী-মুখেতে শুনে শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
শুনিয়া দেখিব ব'লে বাঞ্ছা কৈল মনে।
রাজকন্যা ইচ্ছাবরী হয় কোন্ জনে ॥
সমভাব হ'য়ে বসে যত রাজগণ।
কদম্ব বৃক্ষের মূলে শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
মনোযোগ কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে করে খণ্ডন ॥
হাতে চন্দনের পাত্র মালার সহিত।
সভামধ্যে ভদ্রাবতী হ'ল উপনীত ॥
ভদ্রার রূপের কথা বর্ণন না যায়।
তিলোত্তমা শচীদেবী তার তুল্য নয় ॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্মি ভদ্রা আইলা অবনী।
রাজার ঋণেতে মুক্তি বাঞ্ছি নারায়ণী ॥
সভামধ্যে আসি ভদ্রা করে নিবেদন।
এ-সভাতে দেব-দ্বিজ আছে যত জন ॥
সকলে জানিবে যে আমার নমস্কার।
আজ্ঞা কর, আমি পাই পতি আপনার ॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে করে নিরীক্ষণ।
হেনকালে শূন্যবাণী হইল তখন ॥

কদম্ব-তরুর তলে তোমার ঈশ্বর।
যার লাগি কৈলে তপ দ্বাদশ-বৎসর॥
শুনি স্মিতমুখী ভদ্রা করিল গমন।
বসিয়া আছেন যথা শ্রীবৎস-রাজন্॥
নিকটেতে গিয়া ভদ্রা প্রদক্ষিণ করে।
দিলেক চন্দন-মাল্য চরণ-উপরে॥
দণ্ডবৎ করি ভদ্রা রহে দাণ্ডাইয়া।
যতেক সভার লোক উঠিল হাসিয়া॥
ছি ছি করি দুষ্ট রাজা নিন্দিল অপার।
শিষ্টজন কহে, কর্ম্ম এই বিধাতার॥
কাহার ইচ্ছায় কিবা পারে হইবারে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে॥
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন।
কর্ম্মের নির্ব্বন্ধ এই জানিবে তেমন॥
এইরূপে কথার আলাপে সর্ব্বজন।
যার যেই দেশে যাত্রা কৈল রাজগণ॥
বাহুদেব-রাজা চিত্তে অনুতাপ করি।
শীঘ্রগতি উঠি যান নিজ-অন্তঃপুরী॥
কান্দিয়া কহেন রাজা মহাদেবী-স্থান।
ভদ্রার কপালে হেন কৈল ভগবান্॥
এত রাজগণ ছিল, না বরিল কায়।
অন্ত্যজ দেখিয়া চিত্ত মজাইল তায়॥
পুরুষে-পুরুষে মোর রহিল অখ্যাতি।
হেন ইচ্ছা হয় মোর গলে দিই কাতি॥
রাণী কহে, মহারাজ, করহ শ্রবণ।
তব চিন্তা, মম চিন্তা, সব অকারণ॥
হইবে যখন যাহা, ঈশ্বরের ইচ্ছা।
তুমি আমি যত চিন্তি, এ-সকল মিছা॥
হেলায় সৃজন যাঁর, হেলায় সংহার।
বুঝিবে তাঁহার মায়া, হেন শক্তি কার॥
ভদ্রা-তনয়ার বুদ্ধি দিয়াছেন তিনি।
চিন্তা করি কি করিব এবে তুমি-আমি॥
রাণীর প্রবোধ-বাক্য শুনিয়া রাজন্।
মন্ত্রীকে করিল আজ্ঞা, শুন সর্ব্বজন॥
বাহিরে আবাস করি দেহ ত ভদ্রার।
ভক্ষ্য-ভোজ্য দেহ শীঘ্র, যাহা চাহি তার॥
পুরীর ভিতর আর নাহি প্রয়োজন।
হয়েছে সভার মধ্যে মস্তক-মুণ্ডন॥
ভদ্রাকন্যা-মুখ আমি না দেখিব আর।
বিধাতা করিল মোর অন্তঃপুর-সার॥
এত কাল ভগবতী করি আরাধন।
কুজাত-কুরূপ-বরে বরিল এখন॥
এ-সব ভাবিয়া নাহি রুচে অন্নজল।
ইচ্ছা করি আজি মরি প্রবেশি অনল॥
লোক-মাঝে মুখ দেখাইব কোন্ লাজে।
এ-ছার জীবন মোর থাকে কোন্ কাজে॥
হায়-হায় বিধি কেন কৈল হেনরূপ।
ভদ্রাকন্যা-লাগি এল কত শত ভূপ॥
কারে না বরিয়া কৈল দরিদ্রে বরণ।
এমত ভাবিয়া রাজা কান্দয়ে তখন॥
রাণী বলে, মহারাজ, হ'লে হতজ্ঞান।
কারণ-করণ-কর্ত্তা সেই ভগবান্॥
হেলায় সৃজন যাঁর, হেলায় সংহার।
কে বুঝিতে পারে চিত্তে চরিত্র তাঁহার॥
তুমি আমি কর্ম্মপাশে আছি যে বন্ধনে।
মায়ার কারণ এত চিন্তা করি মনে॥
কেবা কার ভাই-বন্ধু, কেবা কার পিতা।
অনর্থের হেতু-মাত্র বিষয়কামিতা॥
মায়া-মোহ ত্যজ রাজা, ধর্ম্ম কর সার।
যাহা হ'তে সংসার-সমুদ্রে হবে পার॥
এইমতে বুঝাইয়া মহিষী রাজনে।
বাহির-উদ্যানে গেল ভদ্রা-সন্নিধানে॥
দেখিল আছয়ে ভদ্রা স্বামী-বিদ্যমানে।
ইষ্টলাভে মুগ্ধা, নাহি চাহে কারো পানে॥
দেখিয়া রাণীর হ'ল অতিশয় দুখ।
কোলে নিয়া নিজবস্ত্রে মুছাইল মুখ॥
জামাতা-কন্যাকে নিয়া বাহির আবাসে।
রাখিয়া মধুর ভাষে দোঁহাকারে তোষে॥

এই গৃহে থাক ভদ্রা, না ভাবিহ দুখ।
কত দিন গত হ'লে পাবে বড় সুখ ॥
গৌরী-আরাধনা-ফল মিথ্যা না হইবে।
কতদিন ব্যাজে ভদ্রা, রাজরাণী হবে ॥
এইরূপে নন্দিনীকে তুষি মহারাণী।
ভিতর-মহলে যান যথা নৃপমণি ॥
রাজা বলে, মোর ভদ্রা গেল কোথাকারে।
রাণী বলে, রেখে এনু বাহির-মন্দিরে ॥
ভক্ষ্য-ভোজ্য নিয়োজিত করি দিল লোকে।
নিত্য নিত্য পুরী হ'তে ল'য়ে দিবে তাকে ॥
এই মত দুইজন রহিল বাহিরে।
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির, দৈবে কি না করে ॥
বনপর্ব্বে অপূর্ব্ব শ্রীবৎস-উপাখ্যান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥

● শ্রীবৎস রাজার সহিত চিন্তাদেবীর মিলন

শ্রীবৎসের দুঃখ-কথা কহে যদুরায়।
পঞ্চভাই জিজ্ঞাসেন কাতর-হৃদয় ॥
দ্রৌপদী কহেন, দেব, কহ পুনর্ব্বার।
চিন্তার কি হৈল গতি কেমন-প্রকার ॥
কিরূপে ভদ্রারে ল'য়ে বঞ্চিল রাজন্।
কহ দেব, শুনিতে ব্যাকুল বড় মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সবে শুন সেই কথা।
রাজগৃহে মানহীন বঞ্চে রাজা তথা ॥
পরগৃহে বঞ্চে পর-অন্নেতে পালিত।
জীবনে তাহার ধিক্, মরণ উচিত ॥
কষ্টেতে বঞ্চেন রাজা দিবস-রজনী।
সান্ত্বনা করেন ভদ্রা কহি প্রিয়বাণী ॥
বহুকাল গেল দুঃখ, আছে অল্পকাল।
অচিরে পাইবে রাজ্য, শুন মহীপাল ॥
জ্ঞানবান্ লোকে কভু কাতর না হয়।
স্থির হ'য়ে ধর্ম্ম করে, ঈশ্বরে ধেয়ায় ॥
সুখ দুঃখ দেখ রায় সহযোগে কর্ম্ম।
সুখে উপার্জ্জয়ে ধর্ম্ম দুঃখেতে অধর্ম্ম ॥
ইহা বুঝি মহারাজ, শান্তচিত্ত হও।
নিরবধি রামনাম বদনেতে লও ॥
না জানহ মহাশয়, আছয়ে শমন।
ইহা জানি নরপতি, তত্ত্বে দেহ মন ॥
ভদ্রার বিনয়-বাক্য শুনিয়া রাজন্।
অহর্নিশি করে রাজা ঈশ্বর-স্মরণ ॥
এরূপে দ্বাদশ-বর্ষ হ'ল অবশেষ।
শনির ভোগান্ত গত শুভেতে প্রবেশ ॥
হেন মতে একদিন শ্রীবৎস-রাজন্।
ভদ্রা-প্রতি কহে রায় মধুর বচন ॥
তব বাপে কহি কিছু কর্ম্ম দেহ মোরে।
ক্ষীরোদ-নদীর তটে দান সাধিবারে ॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ভদ্রা মায়েরে কহিল।
রাণীর ইঙ্গিতে রাজা সেইক্ষণে দিল ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা শ্রীবৎস-নৃপতি।
নদীকূলে বসে রাজা হইয়া জগাতি ॥
শত শত মহাজন নৌকা বাহি যায়।
তল্লাসী লইয়া পুনঃ ছাড়ি দেয় তায় ॥
দেখ যুধিষ্ঠির রায়, দৈবের ঘটনে।
কত দিনে সেই সাধু আইসে ঐ স্থানে ॥
দেখিয়া তরণী তার শ্রীবৎস চিনিল।
আটক করিয়া তরী ঘাটেতে রাখিল ॥
স্বজনেরে আজ্ঞা দিল শ্রীবৎস-রাজন্।
নৌকা হ'তে কূলে তোল আছে যত ধন ॥
আজ্ঞামাত্র স্বর্ণপাট যতেক আছিল।
তরী হ'তে নামাইয়া কূলে উঠাইল ॥
দেখি সদাগর গিয়া নৃপে জানাইল।
তোমার জামাতা মোর সর্ব্বস্ব লুটিল ॥
শুনি রাজা ক্রোধচিত্তে জামাতারে বলে।
কি-হেতু সাধুর সব স্বর্ণপাট নিলে ॥
শ্রীবৎস বলেন, রাজা, করহ শ্রবণ।
সাধু নহে, এই বেটা দুষ্ট মহাজন ॥

এই স্বর্ণপাট যদি করে দুইখান।
তবে ত উহার স্বর্ণ হইবে প্রমাণ॥
শুনি সদাগরে ডাকি কহেন নৃপতি।
স্বর্ণপাট দুই খণ্ড কর শীঘ্রগতি॥
একখানি পাট যদি দুইখানি হয়।
তবে ত তোমার স্বর্ণ হইবে নিশ্চয়॥
এ-কথা শুনিয়া সাধু কুঠার আনিয়া।
খুলিতে করিল যত্ন স্বর্ণপাট নিয়া॥
খুলিতে নারিল সাধু, মহালজ্জা পায়।
শ্রীবৎস-নৃপতি তবে কহিছে সভায়॥
খুলিতে নারিল সাধু, পাইলে প্রমাণ।
আমি খুলি স্বর্ণপাট করি দুইখান॥
স্বর্ণপাট হাতে করি শ্রীবৎস-রাজন্।
তাল-বেতালেরে তবে করেন স্মরণ॥
স্মরণ করিবামাত্র দুইখান হয়।
দেখিয়া সভার লোক মানিল বিস্ময়॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া রাজা যোড় করি কর।
কহে বাপু, তুমি কেবা হও মায়াধর॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিম্বা নাগ নর।
মায়া করি ভদ্রা নিতে এলে গুণাকর॥
বুঝি মোর ভদ্রার ভাগ্যের নাহি সীমা।
সত্য করি কহ বাপু, না ভাণ্ডিহ আমা॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি শ্রীবৎস-নৃপতি।
কহিতে লাগিল তবে মধুর-ভারতী॥
শুন শুন মহারাজ, মম নিবেদন।
অধমে উত্তমে বিধি করে কি মিলন॥
সমানে-সমানে ধাতা করান সংযোগ।
দুঃখ-সুখ হয় রাজা, শরীরের ভোগ॥
মৃত্যু-সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
শনির পীড়নে আসি তোমার নগর॥
ধাতার নির্ব্বন্ধে করি ভদ্রারে গ্রহণ।
ভয় নাহি, মহারাজ, নহি নীচ জন॥
শুন নরপতি, তুমি মোর বিবরণ।
প্রাগ্‌দেশপতি আমি শ্রীবৎস-রাজন্॥
চিরদিন ধর্ম্ম, ন্যায়ে রাজ্য পালি আমি।
দৈবের বিপাক রাজা জ্ঞাত হও তুমি॥
একদিন শনিসহ জলধিকুমারী।
দোঁহে দ্বন্দ্ব করি আসে মম বরাবরি॥
লক্ষ্মী কহে, আমি পূজ্যা সকল সংসারে।
শনি বলে, আমি শ্রেষ্ঠ যত চরাচরে॥
এইমত দ্বন্দ্ব করি আসি দুইজন।
আমারে কহিল, কহ শ্রেষ্ঠ কোন্ জন॥
শুনিয়া হৃদয়ে মোর হৈল বড় ভয়।
কাহারে করিব শ্রেষ্ঠ, কি হবে উপায়॥
উভয়ে বলিনু, কল্য আসিহ প্রভাতে।
ইহার প্রমাণ কালি বুঝিব মনেতে॥
বিদায় হইয়া দোঁহে করিল গমন।
আমার ভাবনা হৈল, কি করি এখন॥
কেবা ছোট, কেবা বড়, কহিতে না পারি।
অনেক ভাবিয়া চিত্তে অনুমান করি॥
স্বর্ণ রৌপ্য দুইখানি করি সিংহাসন।
মধ্যে থাকি দুইদিকে করিনু স্থাপন॥
সভা করি উপবিষ্ট রহিনু তখন।
প্রভাত সময়ে আইলেন দুইজন॥
দোঁহে দেখি সসম্ভ্রমে বসাই ঝটিতি।
কাতর-অন্তরে আমি করি বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হ'য়ে দুই জন বসে সিংহাসনে।
শনি বসে বামে, আর কমলা দক্ষিণে॥
আমাকে জিজ্ঞাসে দোঁহে সহাস্য-বদন।
শুনিয়া উত্তর আমি করিনু তখন॥
দোঁহে ভাবি দেখ মনে আপনি আপন।
দক্ষিণেতে শ্রেষ্ঠ বলি, বামে সাধারণ॥
এত শুনি ক্রোধী হ'য়ে শনি মহাশয়।
অল্প দোষে গুরুদণ্ড করিল আমায়॥
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রীবিচ্ছেদ হ'ল।
মরণ-অধিক দুঃখ মোরে নিয়োজিল॥
শ্রীবৎসের মুখে শুনি এ সব ভারতী।
ত্রস্ত হ'য়ে বাহু-রাজা উঠে শীঘ্রগতি॥

যোড়হাত করি রাজা করেন স্তবন।
ক্ষমহ আমার দোষ অজ্ঞাত-কারণ ॥
শুভক্ষণে ভদ্রাকন্যা কুলে উপজিল।
তাহার কারণে তোমা দরশন হ'ল ॥
সার্থক সেবিল গৌরী আমার নন্দনী।
এত দিনে আপনাকে ধন্য করি মানি ॥
ধন্য মোর কুলে ভদ্রা তনয়া হইল।
ঘরে বসি' তোমা হেন রত্ন মিলাইল ॥
এত দিন আছিলাম হইয়া অস্থির।
অমৃতাভিষিক্ত আজি হইল শরীর ॥
পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত পুণ্য কতেক আছিল।
সেই ফলে ভদ্রাকন্যা তোমারে পাইল ॥
কাতর হইয়া রাজা পড়িল ধরণী।
শ্রীবৎস কহেন, তবে শুন মম বাণী ॥
লঘুজনে এতাদৃশ নহে ত উচিত।
শীঘ্র করি মহারাজ, চিন্ত মম হিত ॥
নৌকা'পরে চিন্তা মম আছয়ে বন্ধনে।
শীঘ্র করি তারে রাজা করহ মোচনে ॥
শুনি বাহু-নরপতি উঠে শীঘ্রগতি।
পাত্র-মিত্রগণ সবে চলিল সংহতি ॥
নদীতীরে গিয়া দেখে নৌকার উপরে।
চিন্তাদেবী আছে তথা কাতর-অন্তরে ॥
কহিতে লাগিল রাজা চিন্তাদেবী-প্রতি।
দুঃখকাল গেল মাতা, উঠ শীঘ্রগতি ॥
তোমার বিচ্ছেদে দুঃখী শ্রীবৎস-রাজন্।
উঠ মাতা, দোঁহে গিয়া কর গো মিলন ॥
জরাযুত চিন্তা-অঙ্গ দেখিয়া রাজন্।
জিজ্ঞাসিল চিন্তা-প্রতি তার বিবরণ ॥
পলিত-গলিত কেন পতিব্রতা-দেহ।
জরাযুত-অঙ্গ-কথা বিস্তারিয়া কহ ॥
শুনি চিন্তা ধীরে ধীরে কহে মৃদুভাষে।
জরাযুত-অঙ্গ-কথা শুন ইতিহাসে ॥
এই সদাগর যায় বাণিজ্য করিতে।
আটক হইল তরী দৈবের দোষেতে ॥
দৈবজ্ঞ ইহারে কয়, সতী যে রমণী।
সে ছুঁইলে তরী তব চলিবে এক্ষণি ॥
কাঠুরে রমণীগণ যতেক আছিল।
ক্রমে ক্রমে সদাগর সবে আনাইল ॥
সকলে ছুঁইল তরী, না হৈল উদ্ধার।
পশ্চাতে আমারে গিয়া ডাকে বারবার ॥
বিস্তর বিনয় করি আমারে কহিল।
কাতর দেখিয়া মোর দয়া উপজিল ॥
দয়া করি উদ্ধারিয়া দিনু যদি তরী।
দুষ্ট-দুরাচার চিত্তে দুষ্টবুদ্ধি করি ॥
আমাকে তুলিয়া নিল নৌকার উপর।
ভয় পেয়ে মম অঙ্গ কাঁপে থর-থর ॥
অতিভয়ে সূর্য্যদেবে করিলাম স্তুতি।
স্তবে তুষ্ট হইলেন সূর্য্য মম-প্রতি ॥
আমি কহিলাম দেব, মোর রূপ লহ।
জরাযুত-অঙ্গ এবে মোরে দান দেহ ॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে বর দিল সেইক্ষণ।
মায়া-অঙ্গ দিয়া মোরে কহিল তখন ॥
স্মরণ করিবামাত্র নিজরূপ পাবে।
চিন্তা না করিহ চিন্তা, মহারাণী হবে ॥
দৈব গ্রহ ঘুচিলে পাইবে নৃপবর।
কিছু দিন শুদ্ধচিত্তে ভাবহ ঈশ্বর ॥
শুন মহারাজ, মম জরার ভারতী।
দুঃখ শুনি কান্দে তবে বাহু-নরপতি ॥
তুমি সতী পতিব্রতা পতি-অনুরতা।
ত্রিভুবনে তব গুণ স্মরিবেক মাতা ॥
সূর্য্যের চিন্তায় চিন্তা স্বরূপ পাইল।
যেমন পূর্ব্বের রূপ তেমতি হইল ॥
রাজা কহে, চতুর্দ্দোল আন শীঘ্রগতি।
চিন্তা কহে, চ'লে যাই প্রভুর বসতি ॥
এত বলি পদব্রজে চলিলেন সতী।
যথায় উদ্বেগ-চিত্ত শ্রীবৎস-নৃপতি ॥
নিকটেতে গিয়া চিন্তা প্রদক্ষিণ করে।
প্রণিপাত করি কহে স্বামী-বরাবরে ॥

দেখি তবে আস্তেব্যস্তে উঠিয়া রাজনে।
বামপার্শ্বে বসাইল নিজ সিংহাসনে ॥
চিরদিন বিচ্ছেদেতে ছিল দুইজন।
দোঁহার মিলনে দোঁহে আনন্দিত-মন ॥
প্রেমাবেশে অবসন্ন হ'ল দুই জন।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন, বদন-চুম্বন ॥
বিনোদ শয্যায় রাজা করিল শয়ন।
চিন্তা ভদ্রা পদসেবা করে দুই জন ॥
নানা হাসে নানা রসে শ্রীবৎস-রাজন্।
অতি আনন্দেতে করে নিশা-সমাপন ॥
প্রভাত-সময়ে বার দিয়া বাহু-রাজা।
শ্রীবৎস-চিন্তারে তবে করে বহু পূজা ॥
আনন্দেতে সভাতলে বসে সর্ব্বজন।
নানাশাস্ত্র-আলাপন করে জনে জন ॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

● শনির আবির্ভাব ও শ্রীবৎস-রাজাকে বরদান

প্রভাতে বাহুক রাজা, লইয়া যতেক প্রজা,
বসিয়াছে আনন্দ-বিধানে।
এ-হেন সময় শনি, করিছে আকাশবাণী,
শুন সভাপাল সর্ব্বজনে ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, সকলি আমার পক্ষ,
সকলে আমারে শ্রেষ্ঠ জানে।
বিদ্যাধরী বিদ্যাধর, রাক্ষস কিন্নর নর,
সবে মানে, শ্রীবৎস না মানে ॥
মনুষ্য হইয়া মোরে, অত্যন্ত অবজ্ঞা করে,
কত কব দুর্নয় তাহার।
সুরাসুর যারে ডরে, মনুষ্য অবজ্ঞা করে,
বুঝ সবে করিয়া বিচার ॥
কহিতে কহিতে শনি, আইল মরতভূমি,
যথা সভামধ্যে সর্ব্বজন।
আরক্ত-পিঙ্গল-বর্ণ, রূপ যেন তপ্ত-স্বর্ণ,
পরিধান সুরক্ত বসন ॥
তেজোময় দেখি আভা, উজ্জ্বল হইল সভা,
অতিভয় পায় সভাজন।
আস্তেব্যস্তে সর্ব্বজনে, দাণ্ডাইল বিদ্যমানে,
করযোড়ে করয়ে স্তবন ॥
তুমি সকলের সার, তোমা-বিনা নাহি আর,
ত্রিভুবনে করিব পূজন।
সর্ব্ব-ঘটে ভুঞ্জ তুমি, তুমি সকলের স্বামী,
নব-গ্রহরূপী জনার্দ্দন ॥
আমি মূর্খ মূঢ়জন, কি জানি তোমার গুণ,
জ্ঞানহীন তোমারে না চিনি।
বারেক করহ দয়া, ত্যজিয়া কপট-মায়া,
বরদাতা হও মহামানী ॥
এরূপে শ্রীবৎস-ভূপ, স্তব করে বহুরূপ,
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে শনি কয়।
শুন ওহে মহারাজা, করহ আমার পূজা,
আর তব নাহি কিছু ভয় ॥
দেশে যাহ নৃপবর, একছত্রে রাজ্যেশ্বর,
রবে দশ হাজার বৎসর।
পুত্র পাবে শত জন, কন্যারত্ন মহাধন,
অন্তে বাস বৈকুণ্ঠ-নগর ॥
মম সহ করি বাদ, হ'ল তব এ-প্রমাদ,
পৃথিবীতে রহিল ঘোষণ।
যে তোমার নাম লবে, তার মনোব্যথা যাবে,
শুন ওহে শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
শ্রীবৎসকে দিয়া বর, অন্তর্ধান শনৈশ্চর,
গেল শনি বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
ভবার্ণবে ভয় বাসি, বন্দনা করিল কাশী,
বনপর্ব্বে শ্রীবৎস-রাজনে ॥

● ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত শ্রীবৎসের স্বরাজ্যে গমন

যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন গদাধর।
বরদাতা হ'য়ে শনি গেল অতঃপর ॥
বাহু-রাজা কি করিল শ্রীবৎস-নৃপতি।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ লক্ষ্মীপতি ॥
যাদব কহেন, রাজা, কর অবধান।
বর দিয়া শনি যদি গেল নিজ স্থান ॥
আনন্দিত বাহু-রাজা পুত্রের সহিত।
নট নটী আনাইয়া করাইল গীত ॥
নানা বাদ্য মহোৎসব প্রতি ঘরে ঘরে।
হাস্যপরিহাসে কেহ পাশক্রীড়া করে ॥
অস্ত্র লোফালুফি করে ধানুকী তবকী।
কেহ ভোজবিদ্যা খেলে চক্ষে দিয়া ফাঁকি ॥
বাজায় বিবিধ বাদ্য কেহ কোন স্থানে।
কেহ নাচে, কেহ গায় আনন্দ-বিধানে ॥
রোপাইল সারি-সারি গুবাক-কদলী।
চন্দনের ছড়া দিয়া মারিলেক ধূলি ॥
দিব্যরত্ন-অলঙ্কারে বেশভূষা করে।
অগুরু-চন্দন চুয়া পুষ্পমালা পরে ॥
যতনে পরয়ে কেহ উত্তম বসন।
কোন নারী ত্বরা করি করিল রন্ধন ॥
চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় করি আয়োজন।
কোন-কোন স্থানে হয় ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
নগরের মধ্যে এই হইল ঘোষণ।
মালিনীর-গৃহে ছিল শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
ধন্য বাহু-রাজ-ঘরে ভদ্রা জন্মেছিল।
যাহা হ'তে বাহু-রাজা শ্রীবৎস পাইল ॥
এইরূপে মহানন্দে রহে সর্ব্বজন।
কত দিন বঞ্চে তথা শ্রীবৎস-রাজন্ ॥
একদিন প্রভাতে করিয়া স্নান-দান।
যান রাজা সানন্দে শ্বশুর-সন্নিধান ॥
করযোড়ে কন তবে শ্রীবৎস-রাজন্।
অবধান কর রায়, মোর নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর, নিজ দেশে করিব গমন।
বহুদিন দেখি নাই জ্ঞাতি-বন্ধুগণ ॥
বাহু-রাজা বলে, বাপু, কি-কথা কহিলে।
পূর্ব্বপুণ্যফলে বিধি তোমারে মিলালে ॥
এই রাজ্যে রাজা তাত হইবে আপনি।
কি-কারণে হেন কথা কহ নৃপমণি ॥
রাজা কহে, যত কহ স্নেহের কারণ।
অদ্য আমি নিজরাজ্যে করিব গমন ॥
নিশ্চয় বুঝিয়া মন বাহু-নৃপবর।
সারথিরে আজ্ঞা তবে করিল সত্বর ॥
আজ্ঞামাত্র সারথি চলিল শীঘ্রগতি।
রথ সাজি সেইক্ষণে আনিল সারথি ॥
রাজা বলে, সৈন্যগণ, সাজ সর্ব্বজন।
শ্রীবৎস কহিল, রায়, নাহি প্রয়োজন ॥
দক্ষিণ-সমুদ্র-পার আমার বসতি।
কেমনে যাইবে সৈন্য-সেনা ঘোড়া-হাতী ॥
রাজা বলে, কেমনে যাইবে তুমি তথা।
শ্রীবৎস বলিল, রাজা, উপায় দেবতা ॥
তাল-বেতালেরে রাজা করিল স্মরণ।
স্মরণমাত্রেতে তারা আসে দুই জন ॥
হাসিয়া কহিল দোঁহে, কি আজ্ঞা করহ।
শ্রীবৎস কহিল, মোরে নিজ রাজ্যে লহ ॥
শ্বশুরে প্রণাম করি উঠে রথো'পরে।
চিন্তা-ভদ্রা বলি নৃপ ডাকিল সত্বরে ॥
জনক-জননী-পদে বিদায় মাগিল।
চিন্তা-ভদ্রা দোঁহে আসি রথে আরোহিল
চূড়ায় বসিল তাল-বেতাল-সারথি।
বায়ুবেগে যায় রথ সুললিত গতি ॥
নিমেষে উত্তরে দশ হাজার যোজন।
রাজা কহে, কহ তাল, এই স্থান কোন্ ॥
তাল কহে, অই দেখ সুরভি আশ্রম।
কহিতে কহিতে পায় কাঠুরে ভবন ॥
তাল কহে, মহারাজ, কর অবধান।
পোড়া মীন জলে গেল, দেখ সেই স্থান ॥

ভাঙ্গা নায় শনি আসি কাঁথা হ'রে নিল।
নিমেষেতে সেই স্থান পশ্চাৎ হইল ॥
ক্রমেতে পাইল আসি আপন ভবন।
তাল কহে, নিজ রাজ্যে আইলা রাজন্ ॥
রথ হ'তে রাজা রাণী নামি তিন জন।
পদব্রজে ধীরে ধীরে করেন গমন ॥
শুনিল নগরলোক, আইল রাজন্।
মৃত শরীরেতে যেন পাইল জীবন ॥
বামপার্শ্বে দুই রাণী, সিংহাসনে রাজা।
পাত্রমিত্র সবে আসি করিলেক পূজা ॥
পূর্ব্বের সুহৃদ্-বন্ধু যতেক আছিল।
ক্রমেতে আসিয়া সবে একত্র হইল ॥
বান্ধব সানন্দ, নিরানন্দ রিপুগণ।
পূর্ব্বমত রাজা রাজ্য করেন শাসন ॥
চিন্তা-ভদ্রা দুই রাণী পরম সুশীলা।
ক্রমে ক্রমে শত পুত্র দোঁহে প্রসবিলা ॥
দুই-রাণী-গর্ভে জন্মে দুই কন্যা ধন।
অমৃতেতে অভিষিক্ত হইল রাজন্ ॥
বহুকাল রাজ্য করে শ্রীবৎস-রাজন্।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে যত না যায় বর্ণন ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ করে বারবার।
দানেতে দরিদ্র কেহ না রহিল আর ॥
দীর্ঘকাল রাজ্য করে পরম কৌতুকে।
অন্তকালে রাণী সহ গেল বিষ্ণুলোকে ॥
অতএব যুধিষ্ঠির, করি নিবেদন।
দৈবাধীন কর্ম্মে শোক করা অকারণ ॥
শ্রীবৎস-চরিত্র আর শনির মহিমা।
যেবা শুনে যেবা পড়ে পায় স্বর্গসীমা ॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শাস্ত্রের বচন এই, নাহিক সংশয় ॥
যে-জন শনির কোপে পড়ে একবার।
পদে-পদে ঘটে মহা-বিপদ তাহার ॥
কাশীরাম-দাস কহে, শাস্ত্রের বিধান।
না করয়ে কেহ যেন শনি-অপমান ॥
যে-জন শনির পূজা করে বারমাস।
বাড়য়ে সম্পদ্ তার, কহে কাশীদাস ॥

● শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রস্থান

এত বলি জগন্নাথ মাগেন মেলানি।
সবারে সম্ভাষ করিলেন চক্রপাণি ॥
সুভদ্রা-সৌভদ্র দোঁহে সঙ্গেতে করিয়া।
দ্বারকা গেলেন হরি রথ চালাইয়া ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ল'য়ে ভাগিনেয় পঞ্চজন।
সসৈন্যে পাঞ্চাল দেশে করিল গমন ॥
আর যেই দুই ভার্য্যা পাণ্ডবের ছিল।
নিজ-নিজ-ভ্রাতৃসহ পিত্রালয়ে গেল ॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে, শুন সর্ব্বজন।
ভক্তিভরে কর সবে ভারত শ্রবণ ॥

● পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন ও মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন

দ্বারকা-নগরে চলিলেন যদুপতি।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন ভ্রাতৃগণ-প্রতি ॥
দ্বাদশ-বৎসর আমি নিবসিব বনে।
যোগ্যস্থান দেখ যথা বঞ্চি হৃষ্টমনে ॥
বহু মৃগ পক্ষী থাকে, ফল-পুষ্পরাশি।
সজল সুস্থল যথা আছে সিদ্ধ ঋষি ॥
অর্জ্জুন বলেন, সব তোমাতে গোচর।
মুনিগণ হ'তে তুমি জ্ঞাত চরাচর ॥
দ্বৈত-নামে মহাবন অতি মনোরম।
সাধু-সিদ্ধ-ঋষি-আদি মুনির আশ্রম ॥
তথায় চলহ সবে, যদি লয় মন।
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ॥

নিজ নিজ যানারোহে চলেন পাণ্ডব।
সঙ্গেতে চলিল যত দ্বিজ মুনি সব॥
দ্বৈত-কাননের গুণ না হয় বর্ণন।
গন্ধর্ব্ব-চারণ থাকে, মুনি অগণন॥
তমাল কদম্ব তাল শিরীষ পিয়াল।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর জম্বু আম্র সুরসাল॥
পারিজাত বকুল চম্পক কুরুবক।
নানাজাতি পশু আদি হস্তী মরুবক॥
ময়ূর-কোকিল-আদি পক্ষী সদা ভ্রমে।
ষড়ঋতুযুক্ত বন লোক-মনোরমে॥
দেখিয়া উল্লাসযুক্ত পাণ্ডবের মন।
আশ্রম করিল তথা যত মুনিগণ॥
সেই বনে যত ছিল তাপস-ব্রাহ্মণ।
যুধিষ্ঠিরে আসি সবে করে সম্ভাষণ॥
হেনকালে আসে মার্কণ্ডেয় মুনিবর।
জমদগ্নি-সম তেজ দিব্য জটাধর॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির দিলেন আসন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া হাসেন তপোধন॥
দেখিয়া বিস্ময়চিত্ত কহেন ভূপতি।
কি-হেতু হাসিলা, কহ মুনি মহামতি॥
সব ঋষিগণ দুঃখী দেখিয়া আমারে।
তোমার কি-হেতু হাস্য, না বুঝি অন্তরে॥
মন্দ হাস্য করি মুনি বলেন তখন।
যে-হেতু হইল হাস্য, শুনহ রাজন্॥
তুমি হেন মহারাজ ভার্য্যার সংহতি।
সর্ব্বভোগ ত্যজি বনে করিলে বসতি॥
এইরূপে পূর্ব্বে রাম রঘুর নন্দন।
জানকী-সহিত আর অনুজ লক্ষ্মণ॥
পিতৃসত্য পালিবারে করি বনবাস।
অবহেলে দশস্কন্ধে করিলেন নাশ॥
অপ্রমেয় বল রামে অপ্রমেয় গুণ।
সত্যে বিচলিত নাহি হন কদাচন॥
তিন পুর জিনিবারে ইঙ্গিতেতে পারে।
সত্যের কারণে শিরে জটাভার ধরে॥
তাদৃশ দেখি যে রাজা, তুমি সত্যবাদী।
মহাবল ধর্ম্মবন্ত সর্ব্বগুণনিধি॥
তবু বনে ভুঞ্জ দুঃখ সত্যের কারণ।
বিধির নির্ব্বন্ধ নাহি খণ্ডে মহাজন॥
যখন যে ধাতা আনি করয়ে সংযোগ।
ধর্ম্ম বুঝি সাধুজন তাহা করে ভোগ॥
বলে শক্ত হ'লে সত্য নাহিক ত্যজিবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কভু না লঙ্ঘিবে॥
বড় বড় মত্ত হস্তী পর্ব্বত-আকার।
পরাক্রমে দলিবারে পারয়ে সংসার॥
তথাপিহ পশু হ'য়ে বিধিবশ থাকে।
কিমতে খণ্ডিতে পারে তোমা-হেন লোকে॥
ধন্য মহারাজ, তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
তোমার গুণেতে পূর্ণ হ'ল ত্রিভুবন॥
এত বলি মুনিরাজ আশীষ করিয়া।
আপন-আশ্রম-প্রতি গেলেন চলিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

● দ্রৌপদীর পরিতাপ-বাক্য

দ্বৈত্যবন-মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
ফল-মূলাহার জটা-বাকল-ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির-পাশে।
কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ-ভাষে॥
এ-হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে।
এ-হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লোহাতে গঠিল।
তিলমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ-গতি কেন হৈল নরপতি।
সহনে না যায়, মোর সন্তাপিত মতি॥

রতনে ভূষিত শয্যা, নিদ্রা না আইসে।
এখন শয়ন রাজা, তীক্ষ্ণধার কুশে ॥
কস্তুরী-চন্দনে লিপ্ত হ'ত কলেবর।
এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর ॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে।
তপস্বী-সহিত থাক তপস্বীর বেশে ॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
এবে ফলমূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে ॥
এই সব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান।
ইহা-সবা-প্রতি নাহি কর অবধান ॥
মলিন-বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল।
হেঁটমুখে সদা থাকে ভীম মহাবল ॥
ইহা দেখি রাজা, তব নাহি জন্মে দুখ।
সহনে না যায়, মম ফাটিতেছে বুক ॥
ভীমসম পরাক্রমে নাহি ত্রিভুবনে।
ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে ॥
সকল ত্যজিল রাজা, তোমার কারণ।
কিমতে এ-সব দুঃখ দেখহ রাজন্ ॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান।
যাহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান ॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
রাজসূয়ে খাটাইল করিয়া কিঙ্কর ॥
দুঃখ চিন্তা করে সদা মলিন-বদনে।
ইহা দেখি রাজা, তাপ নাহি তব মনে ॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ।
ইহা দেখি তব রাজা, নাহি জন্মে দুখ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নস্বসা আমি দ্রুপদ-নন্দিনী।
তুমি হেন মহারাজ, হই আমি রাণী ॥
মম দুঃখ দেখি রাজা, তাপ না জন্ময়।
ক্রোধ নাহি তব মনে, জানিনু নিশ্চয় ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্রোধ নাহি, নাহি হেন জন।
তোমাতে নাহিক রাজা, ক্ষত্রিয়-লক্ষণ ॥
সময়েতে যেই বীর তেজ নাহি করে।
হীনজন বলে রাজা, তাহারে প্রহারে ॥

এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা, আছয়ে সংবাদ
দৈত্যপতি বলি-প্রতি বলিছে প্রহ্লাদ ॥
করযোড়ে বলি জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
ক্ষমা-তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-অভিজ্ঞ প্রহ্লাদ মহামতি।
কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত পৌত্র-প্রতি ॥
সদা ক্ষমী না হইবে, সদা তেজোবন্ত।
সদা ক্ষমা করে, তার দুঃখে নাহি অন্ত ॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে।
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥
কার্য্যে অবহেলা করে, নাহি কিছু ভয়।
যথাস্থানে যাহা করে, ক্রমে হয় লয় ॥
বলে অন্যে হরি লয় তার ভার্য্যাগণ।
অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন ॥
অতি ক্ষমাশীল দেখি ভার্য্যা নাহি মনে।
সে-কারণে সদা ক্ষমা ত্যজে বুধগণে ॥
দোষমত দণ্ড দিবে শাস্ত্র-অনুসারে।
মহাক্লেশ পায় যেই সদা ক্ষমা করে ॥
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি।
একবার করে ক্ষমা মূর্খজনপ্রতি ॥
নির্ব্বুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার।
দুইবার দোষ কৈলে দণ্ড দিবে তার ॥
দুইবারে ক্ষমা কেহ না করে রাজন্।
কত দোষ তোমার না কৈল দুর্য্যোধন ॥
সে-কারণে ক্ষমা রাজা, না কর তাহারে।
তেজঃকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, ইহা বিনা নাহি আন ॥

● যুধিষ্ঠির-দ্রৌপদী-সংবাদ

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি।
করেন উত্তর তার ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নীতি ॥

ক্রোধসম পাপ দেবি, নাহিক সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ, ক্রোধ যত পাপ ধরে॥
গুরু-লঘু-জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধকালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য, আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায়, ডুবে মরে, অঙ্গে অস্ত্র মারি॥
সে-কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধ যে লোক, তারে সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধে অপচয়॥
জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ।
রজোগুণে ক্রোধে বিধি করিল সৃজন॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত।
ক্রোধে মহাপাপ না করিবে কদাচিত॥
ক্ষমা-সম ধর্ম্ম দেবি, অন্য ধর্ম্ম নয়।
পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান।
ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্যমান॥
পৃথিবীকে ধরিয়াছে ক্ষমাবন্ত জনে।
আমা-সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে॥
সে-হেতু দ্রৌপদী, সদা ত্যজ ক্রোধ-মন।
অশ্বমেধ ফল লভে, অক্রোধী যে জন॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিল, আমি না ক্ষমিব।
এইক্ষণে কুরুবংশ সকল মজাব॥
কুরুবংশ দেখ দেবি, মম পুণ্যভার।
মম ক্রোধ হ'লে বংশ হইবে সংহার॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরাদি বুঝাইবে সবে।
সেই কথা দুর্য্যোধন না শুনিবে যবে॥
আপনার দোষে তারা হইবে সংহার।
পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমন বিচার॥
কৃষ্ণা বলে, সেই বিধাতারে নমস্কার।
যেই জন হেনরূপ করিল সংসার॥
সেই জন যাহা করে, সেইমত হয়।
মনুষ্যের শক্তিবলে কিছু সাধ্য নয়॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিলে।
দ্বিজসেবা দেব-পূজা কতই করিলে॥
ধিক্ ধিক্, বিধি তার কৈল হেন গতি।
ধর্ম্মহেতু পঞ্চভাই পাইলে দুর্গতি॥
ধর্ম্মহেতু সব ত্যজি আইলে বনেতে।
চারি-ভাই আমাকেও পারহ ত্যজিতে॥
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবে রাজন্।
কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে, তারে ধর্ম্ম রাখে।
নাহিক সন্দেহ, শুনিয়াছি ব্যাসমুখে॥
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে।
এই ত বিস্ময়-খেদ হয় মম মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার।
সর্ব্বক্ষিতীশ্বর হ'য়ে নাহি অহঙ্কার॥
শ্রেষ্ঠজন হীনজন দেখহ সমান।
সহাস্যবদনে সদা কর নানা দান॥
লক্ষ লক্ষ বিপ্রগণ স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে।
আমি করি পরিচর্য্যা সেবা-হেতু দ্বিজে॥
দিতাম সুবর্ণপাত্র দ্বিজে আজ্ঞামাত্রে।
এখন বনের ফল ভুঞ্জ বনপত্রে॥
রাজসূয়-অশ্বমেধ সুবর্ণ-গো-সব।
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে-সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমায়।
সর্ব্বস্ব হারিলে রাজা, কপট পাশায়॥
যে-বনের মধ্যে রাজা, চোর নাহি থাকে।
তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে-ধর্ম্ম তুমি করিবে কেমনে।
রাজ্যহীন, ধনহীন, বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতারে, যেই করে হেন কর্ম্ম।
দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত কেন পৃথিবীর ভোগ।
তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥

যুধিষ্ঠির কহে, কৃষ্ণা, উত্তম কহিলে।
কেবল কহিলে দোষ, ধর্ম্মেরে নিন্দিলে॥
আমি যত কর্ম্ম করি, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই।
যাহা করি সমর্পি যে ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়।
বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফললোভে কর্ম্ম করে, লুব্ধ বলি তারে।
লোভে পুনঃপুনঃ পড়ে নরক-দুস্তরে॥
এই ত সংসার-সিন্ধু, ঊর্ম্মি কত তায়।
হেলে তরে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে।
ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছা করি ধর্ম্ম-গর্ব্ব করে।
ধর্ম্মের করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥
এই সব জনগণে পশুমধ্যে গণি।
বৃথা জন্ম যায় তার, পায় পশুযোনি॥
ধর্ম্মশাস্ত্র-বেদনিন্দা করে যেই জন।
তির্য্যগের মধ্যে তারে করয়ে গণন॥
পুনঃপুনঃ তির্য্যগ্-যোনিতে জন্ম হয়।
নরক হইতে তার কভু পার নয়॥
শিশু হ'য়ে ধর্ম্মচর্য্যা করে যেইজন।
বৃদ্ধের ভিতরে তারে করয়ে গণন॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কৃষ্ণা, ধর্ম্ম যাহা কৈল।
সপ্ত সংবৎসর আয়ু মার্কণ্ডেয়ে ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্ত কল্প জীয়ে মুনিরাজ।
আর যত দেখ মুনি, ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে, তাহা হয় সেইক্ষণে।
ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্রাদি যত স্বর্গবাসী।
ধর্ম্ম আচরিয়া সবে স্বর্গমধ্যে বসি॥
তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শ্রেষ্ঠাচার।
বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
আমারে বলিলে তুমি, সদা কর ধর্ম্ম।
আজন্ম আমার দেবি, সহজ এ-কর্ম্ম॥
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে।
মম চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে॥
তুমি বল, বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে।
যথাশক্তি তাহা আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার।
ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর॥
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর।
যাঁহার সৃজন এই যত চরাচর॥
আমি কোন্ কীট তাঁরে অমান্য করিতে।
ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোনমতে॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে সাধু নর॥

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রৌপদীর উক্তি

দ্রৌপদী বলেন, রাজা, কর অবধান।
আর কিছু নিবেদন আছে তব স্থান॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি জনকের গৃহে।
দ্বিজ এক কৈল, ইন্দ্র-গুরু যাহা কহে॥
সংসারেতে যত দেখ কর্ম্মভোগ করে।
কর্ম্ম-অনুসারে ধাতা ফল দেয় তারে॥
সে-কারণে কর্ম্ম রাজা, অবশ্য কর্ত্তব্য।
কর্ম্ম না করিলে ফল কোথা হ'তে লভ্য॥
কর্ম্ম নাহি করিলে স্থাবরমধ্যে গণি।
স্থাবরের কর্ম্মশক্তি নাহি নৃপমণি॥
পশু-পক্ষী-আদি যত ভুঞ্জে কৃতকাজ।
সবে কর্ম্ম-অনুগত, দেখ মহারাজ॥
মাতৃ-স্তন্যপান হ'তে কর্ম্মেতে প্রবেশে।
ফলে বা না ফলে কর্ম্ম, করে ফল-আশে॥
কর্ম্ম নাহি করে, আর গৃহে বসি খায়।
সমুদ্র-প্রমাণ দ্রব্য থাকিলে সে যায়॥
কোটি-কোটি-জনে দ্রব্য পায় আচম্বিতে।
বিনা কর্ম্মে নহে সেই, পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিতে॥

যে-জন যেমত শুভাশুভ কর্ম্ম করে।
জন্ম-জন্ম দেন ফল বিধাতা তাহারে॥
বান্ধিয়া ভুঞ্জায় ধাতা কর্ম্মেতে থাকিলে।
কাষ্ঠ হ'তে অগ্নি যেন, তৈল হয় তিলে॥
বিবিধ প্রকারে কর্ম্ম করয়ে সংসারে।
কর্ম্ম-অনুসারে ফল না হয় তাহারে॥
পূর্ব্বে লোক যে করিল, অবশ্য করিবে।
ভক্ষ্য-পান-শয়নাদি আলস্য ত্যজিবে॥
এত যে নৃপতি, কর্ম্ম করিলে এখন।
ইথে কোন্ ফলসিদ্ধি হইবে রাজন্॥
এই চারি ভাই তব কর্ম্মে ন্যূন নয়।
ইহারা করিলে কর্ম্ম কিবা ফলোদয়॥
তোমার কর্ম্মেতে চারি ভাই অনুগত।
এ-সব কৃষক, তুমি জলধরমত॥
চষিয়া কৃষক ভূমি বীজ তায় ফেলে।
জলবিনা শস্য তায় কিছু নাহি ফলে॥
বিধির সৃজন, আর কহে মুনিগণ।
যার যেবা ধর্ম্মনীতি, করি আচরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের বাক্য

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ভীম ক্রুদ্ধতর।
করেন ধর্ম্মের প্রতি কর্কশ উত্তর॥
শুন মহারাজ, আমি করি নিবেদন।
বীর পুরুষের ধর্ম্ম ত্যজ কি কারণ॥
ক্ষত্রিয়প্রধান-ধর্ম্ম তেজ দেখাইবে।
ভুজবলে রিপু জিনি পৃথিবী ভুঞ্জিবে॥
পর-রাজ্যে আছ তুমি নিজরাজ্য ত্যজি।
কি-কর্ম্ম করিবে বনে তরুগণে ভজি॥
তুমি ত করিবে রাজ্য, লইল সে জিনি।
কোন্ ধর্ম্মবলে নিল, কহ দেখি শুনি॥
বড় পণে নিল কিবা বলিষ্ঠ তোমায়।
অধর্ম্মে নিলেক রাজ্য কপট-পাশায়॥
লেশমাত্র ধর্ম্মে তব ছন্ন হৈল জ্ঞান।
শ্রেষ্ঠধর্ম্মে নৃপতি না কর অবধান॥
আমি জীতে তোমার বিভব অন্যে লয়।
সিংহ-ভক্ষ্য মাংস যেন শৃগালেতে খায়॥
মম দ্রব্য ল'য়ে কেবা বাঁচয়ে মানুষে।
দিক্‌পাল সহায় করিয়া যদি আসে॥
কহ দেখি, কোন্ রাজা করিছে সন্ন্যাস।
কেবা হীনকর্ম্ম এই করে বনবাস॥
তুমি যে করিলে ক্ষমা সেই দুষ্টজনে।
তব মনে হীন শক্তি, তেঁই এলে বনে॥
ইহা হ'তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ হয় শতগুণে।
শত্রুগণ হাসে রাজা, নাহি সহে প্রাণে॥
ধর্ম্ম-হেন বুঝ রাজা, তব আচরণ।
ধর্ম্ম নহে, ইহা বড় অধর্ম্ম-গণন॥
ভ্রাতৃ-বন্ধু অনুগত যাহে দুঃখী হয়।
হেন কর্ম্ম-আচরণ কভু ভাল নয়॥
কটুম্ব-পালিত জনে না করে পালন।
অনুব্রত কর্ম্ম করে সংসারী যে-জন॥
পিতৃগণে নিন্দা করে, পায় বহু তাপ।
সেই দোষে হয় তার ব্রহ্মহত্যা পাপ॥
প্রথমে কামনা ধন, দ্বিতীয়ে অর্জ্জন।
তৃতীয়ে সঞ্চয় ধন, কহে মুনিগণ॥
ধন হ'তে ধর্ম্ম হয় যজ্ঞ দান পূজা।
তীর্থ সেবি ভিক্ষায় কি কর্ম্ম হবে রাজা॥
কহ রাজা, এই ধর্ম্ম সম্মত কাহার।
গোবিন্দের মত কিম্বা দ্রুপদরাজার॥
অর্জ্জুন সম্মতি কিম্বা দিলেক নৃপতি।
আমা আদি করি ইথে কাহার পিরীতি॥
ক্ষত্রধর্ম্ম নহে এই, দ্বিজ-আচরণ।
ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে অরি করিবে নিধন॥
দুষ্টকর্ম্মা দুষ্টবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে পাপ নাহিক রাজন্॥

তাহারে মারিলে যদি কিছু পাপ হয়।
যজ্ঞদান করিয়া খণ্ডাব মহাশয় ॥
আজ্ঞা কর নরপতি, প্রসন্ন হইয়া।
এক্ষণে পৃথিবী দিব শত্রুকে মারিয়া ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
কাশী কহে, সুখ নাহি ইহার সমান ॥

—

● ভীমের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ-বাক্য

যুধিষ্ঠির কহে, ভীম কহিলে প্রমাণ।
পীড়িলে আমারে তুমি দিয়া বাক্যবাণ ॥
আমা হ'তে দুঃখেতে পড়িলে তোমা-সব।
আমা-হেতু সহিলে শত্রুর পরাভব ॥
ক্রোধের সমান শত্রু নাহিক সংসারে।
ক্রোধ হ'লে ভাল-মন্দ বিচার না করে ॥
মায়াবী শকুনিসহ খেলিনু যখন।
যত হারি, ক্রোধ করি তত করি পণ ॥
না হ'ল আমার শক্তি নিবৃত্ত হইতে।
আগুপাছু বিচার না করিলাম চিতে ॥
এত অপকর্ম্ম করিবেক দুর্য্যোধন।
আমার এতেক জ্ঞান না হ'ল তখন ॥
যত অপমান কৈল সাক্ষাতে দেখিলে।
মমহেতু স্থির হৈয়া সকলি সহিলে ॥
দ্বাদশ-বৎসর বনবাস করি পণ।
অজ্ঞাত-বৎসর এক জান ভ্রাতৃগণ ॥
হারিয়া কাননে আমি করিনু প্রবেশ।
কোন্ মুখে পুনর্ব্বার যাব আমি দেশ ॥
কুরুসভা-মধ্যে যাহা ক'রেছি নির্ণয়।
অন্যথা করিতে তাহা মম শক্তি নয় ॥
মম বাক্যে সবে যদি আছ অবস্থিত।
তবে হেন করিবারে না হয় উচিত ॥
বনে ক্রোধ করিবারে যদি ছিল মন।
সেই কালে না করিলে কিসের কারণ ॥
পাশার সময় যবে কপট বুঝিলে।
তাহে পরাভব হ'য়ে কি-হেতু ক্ষমিলে ॥
পুনঃ বনবাস পণে খেলিবার কালে।
তখন আমারে কেন ক্ষান্ত না করিলে ॥
সময়ে না করি কর্ম্ম, অসময়ে চাহ।
অকারণে বাক্যবাণে আমারে পোড়াহ ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তথাপিহ সত্য আমি ত্যজিবারে নারি ॥
রাজ্যলোভে সত্য আমি করিব লঙ্ঘন।
অপযশ অধর্ম্ম ঘুষিবে ত্রিভুবন ॥
রাজ্য-ধন-পুত্র-আদি বহু যজ্ঞ-দান।
সত্যের কলার নহে শতাংশ-সমান ॥
পুরুষ হইয়া যার বাক্য সত্য নয়।
ইহলোকে তারে কেহ না করে প্রত্যয় ॥
অন্তকালে হয় তার নরকেতে গতি।
ইহা জানি ভ্রাতৃগণ স্থির করি মতি ॥
কাল কাটি পুনরপি লব রাজ্যভার।
কষ্টেতে সুজন ভ্রষ্ট নহে সত্যাচার ॥
নৃপতির বাক্য শুনি বলে বৃকোদর।
হেন নীতি করে রাজা, দীর্ঘজীবী নর ॥
নির্ণয় করিয়া যেবা নিজ-আয়ু জানে।
সে-জন কদাচ বর্ত্তে এই আচরণে ॥
নিরন্তর কালচক্র ভ্রমিছে উপর।
জলবিম্ব-সম দেখি নর-কলেবর ॥
বৎসরের প্রায় এক দিন কাটাইয়া।
দ্বাদশ-বৎসর রব এ কষ্ট পাইয়া ॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন্ মতে।
মহেন্দ্র-পর্ব্বতে চাহ তৃণে লুকাইতে ॥
আমারে কে নাহি জানে পৃথিবী-ভিতর।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-মধ্যে খ্যাত বৃকোদর ॥
অর্জ্জুনেরে কিরূপে লুকাবে নৃপবর।
হস্ত দিয়া আচ্ছাদিতে চাহ দিনকর ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা কিরূপে লুকাবে।
কদাচিৎ পণ হ'তে যদি পার পাবে ॥

সাম্যেতে কদাচ রাজ্য না দিবে দুরন্ত।
আমি হই হীনবল, সে যে বলবন্ত॥
তখন উপায় রাজা, কি করিবে তার।
শত্রুবৃদ্ধি-হেতু রাজা, বিচার তোমার॥
হীনবল হ'লে শত্রু তারে নাহি ক্ষমে।
উপায় করয়ে সদা নিজ-পরাক্রমে॥
শক্তিমন্ত হ'য়ে যদি না করে উপায়।
লোকে কাপুরুষ বলে, জন্ম বৃথা যায়॥
সত্যহেতু মনে যদি করহ নিশ্চয়।
আছয়ে উপায় তার, শাস্ত্রে হেন কয়॥
সোমপূতিকার মত কহে মুনিগণ।
এক মাসে বৎসরেক করিবে গণন॥
ত্রয়োদশ মাস রহি বনের ভিতরে।
উপায় করহ রাজা, শত্রু মারিবারে॥
ভীমের বচন শুনি ধর্ম্ম-নরপতি।
স্তব্ধ হ'য়ে ক্ষণকাল চিন্তে মহামতি॥
রাজা বলে, ভীম যাহা করিলে বিচার।
কপট এ ধর্ম্ম, চিত্তে না লয় আমার॥
মেরুসম ধর্ম্ম আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
বৈরিজয় কভু নহে পাপ-আচরণে॥
অন্য অরি নহে, যারে যম করে ভয়।
তিনলোক বিজয়ী যে, আছয়ে দুর্জ্জয়॥
মদগর্ব্বে অহঙ্কারী ক্রোধ সদাকাল।
হেন জনে বিধাতা করিল মহীপাল॥
ভুবন-ভিতরে যত জন ধরে ধনু।
অভেদ্য কবচে যার আরোপিল তনু॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য এই তিন জন।
তাহারে যেমন ভাবে, আমারে তেমন॥
তথাপি সবাই বশ হ'ল দুর্য্যোধনে।
বহু মান্য পূজা সদা নিকটে সেবনে॥
আর যত মহারাজ আছে বলবান্।
মম স্থান হ'তে প্রীতি পায় তার স্থান॥
সবে প্রাণ দিবে দুর্য্যোধনের কারণে।
কেমনে মারিবে তুমি হেন দুর্য্যোধনে॥
এই চিন্তা সদা মম হয় রাত্রি-দিনে।
কিমতে লইব রাজ্য ভাবিতেছি মনে॥
এই সে কারণে মম ভাবিত-হৃদয়।
বিনা-সখা দুর্য্যোধন না হয় বিজয়॥
ধর্ম্মসখা-বিনা নহে সমরে বিজয়।
বেদের লিখন, যথা ধর্ম্ম তথা জয়॥
হেন ধর্ম্ম ত্যজিয়া অধর্ম্ম আচরিলে।
কহ ভীম, শত্রুজয় হইবে কি ভালে॥
ভুজগর্ব্ববলে তুমি কর অহঙ্কার।
সাহসিক কর্ম্ম সেই, নহে সুবিচার॥
সুমন্ত্রণা সুবিক্রম মন্ত্র রাখে মনে।
দেবতা প্রসন্ন হ'লে তবে শত্রু জিনে॥
এত শুনি বৃকোদর হইল বিমন।
ক্রোধেতে নিশ্বাস বহে প্রলয়-পবন॥
যুধিষ্ঠির ভীমসহ কথার সময়।
আইলেন তথা সত্যবতীর তনয়॥
মহাভারতের কথা জ্ঞানের প্রকাশ।
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে, কহে কাশীদাস॥

● অর্জ্জুনের শিব-আর ধনার্থ হিমালয়ে গমন

ব্যাসেরে করেন পূজা পাণ্ডুপুত্রগণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি বসেন আসনে॥
যুধিষ্ঠির-প্রতি তবে কহে মুনিবর।
শত্রুগণে ভয় তব হ'য়েছে অন্তর॥
তোমার হৃদয়-তত্ত্ব জানিলাম আমি।
সে-কারণে হেথা আইলাম শীঘ্রগামী॥
শত্রুর যে ভয় তাহা ত্যজ নৃপবর।
আমি যাহা বলি, তাহা করহ সত্বর॥
অশুভ সময় গেল, হইল সুকাল।
এক বিদ্যা দিব আমি, লহ মহীপাল॥
এই বিদ্যা হ'তে হবে শিব-দরশন।
তোমারে সদয় হইবেন ত্রিলোচন॥

অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ

শুনি উর্ব্বশীর হৃদে হ'ল মহাতাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ॥

পৃষ্ঠা—৪০৭

নরঋষি-মূর্ত্তি তব ভাই ধনঞ্জয়।
এই মন্ত্রবলে ক্ষিতি করিবে বিজয়॥
এ-বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্য বন।
একস্থানে বহু বধ হয় মৃগগণ॥
বনে এক ঠাঁই বসি কোন কর্ম্ম নাই।
তীর্থ-দরশন করি ভ্রম ঠাঁই-ঠাঁই॥
এত বলি একান্তে লইয়া মহামতি।
যুধিষ্ঠিরে দেন বিদ্যা নাম প্রতিস্মৃতি॥
মন্ত্র দিয়া মুনিরাজ গেলেন স্বস্থান।
মন্ত্র পেয়ে যুধিষ্ঠির হরিষ-বিধান॥
ব্যাস-অনুমতি পেয়ে কুন্তীর নন্দন।
দ্বৈতবন ত্যজিয়া চলেন সেইক্ষণ॥
উত্তর-মুখেতে সরস্বতী নদীতীরে।
গিয়া উত্তরিলেন কাম্যক বনান্তরে॥
কাম্যক-বনের মধ্যে করেন আশ্রয়।
বড়ই নিগম বন, নাহি কোন ভয়॥
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ।
পিতৃশ্রাদ্ধ দেবার্চ্চন করে অনুক্ষণ॥
কতদিনে মুনিবাক্য করিয়া স্মরণ।
নিকটে ডাকিয়া পার্থে বলেন বচন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা কৃপ কর্ণ দ্রৌণি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, জানহ আপনি॥
সবাই হইল ভাই, দুর্য্যোধন-ভিতে।
ইত্যাদি করিয়া যত রাজা পৃথিবীতে॥
আমার কেবল ভাই, তোমার ভরসা।
দুঃখে তুমি উদ্ধারিবে, করিয়াছি আশা॥
সে-সবারে জিনিতে হইল উপদেশ।
উগ্রতপ কর গিয়া, সেবহ মহেশ॥
যেই বিদ্যা আমারে দিলেন পিতামহ।
ইহা জপি ত্বরিতে মিলহ শিবসহ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ দিবেন দর্শন।
তাঁ-সবারে সেবিয়া পাইবে অস্ত্রগণ॥
পূর্ব্বে বৃত্রাসুর-হেতু যত দেবগণ।
আপনার অস্ত্র ইন্দ্রে দিল সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব-অস্ত্র পাবে ইন্দ্রে তুষ্ট করাইলে।
সর্ব্বত্র হইবে জয় শিবেরে ভজিলে॥
হিমালয়-গিরি আজি করহ গমন।
নিকটে তথায় দেখা পাবে ত্রিলোচন॥
এত বলি দিব্য-বিদ্যা দিয়া সেইক্ষণ।
আশীষ করিয়া শিরে করেন চুম্বন॥
আজ্ঞা পেয়ে বাহির হ'লেন ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন, তূণ-যুগল অক্ষয়॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ শুভ শব্দ কৈল।
বাহির হবার কালে দ্রৌপদী বলিল॥
জন্মকালে যে বলিল যত দেবগণ।
সে-সকল প্রাপ্তি হৌক সেবি ত্রিলোচন॥
যত কটু ভাষায় বলিল দুর্য্যোধন।
সেই অগ্নি-তাপে অঙ্গ হ'তেছে দাহন॥
উপায় করহ তার সমুচিত ফলে।
নির্ব্বিঘ্ন হইয়া পুনঃ আইস মঙ্গলে॥
এতেক বলিয়া দেবী করিল বিদায়।
অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে বড় মনস্তাপ পায়॥
দেব-দ্বিজ-গুরুজনে বন্দিয়া তখন।
বাহির হৈলেন পার্থ হরষিত-মন॥
চলিলেন ধনঞ্জয় উত্তর-মুখেতে।
অল্প দিনে উত্তরেন সে হিম-পর্ব্বতে॥
হিমাদ্রির পার গন্ধমাদন ভূধর।
ইন্দ্রকীল-গিরি হয় তাহার উত্তর॥
বহু দুঃখে তথায় গেলেন ধনঞ্জয়।
শূন্যবাণী হৈল, ইথে করহ আশ্রয়॥
আগে পথ নাহি আছে মনুষ্য যাইতে।
শুনি পার্থ মহাবীর রহেন তাহাতে॥
হেনকালে দেখি এক জটিল তপস্বী।
ডাকিয়া অর্জ্জুনে বলে নিকটেতে আসি॥
কে তুমি কবচ খড়্গ ধনু-অস্ত্র ধরি।
কি হেতু আইলে তুমি পর্ব্বত-উপরি॥
অস্ত্রধারী হ'য়ে তুমি এলে কি-কারণ।
এ পর্ব্বতে নিবসে নিষ্কামী যত জন॥

ধনু-অস্ত্র শর-তূণ করহ ক্ষেপণ।
দিব্যগতি পেলে, অস্ত্রে কোন্ প্রয়োজন॥
বড় তেজোবন্ত তুমি, এলে সে-কারণ।
অর্জ্জুন নিঃশব্দ হৈয়া রহিলা তখন॥
উত্তর না পাইয়া বলয়ে জটাধর।
বর মাগ ধনঞ্জয়, আমি পুরন্দর॥
করযোড়ে অর্জ্জুন মাগেন বর দান।
কৃপা যদি কর, তবে দেহ ধনুর্ব্বাণ॥
ইন্দ্র বলে, হেথা আসি কি কাজ অস্ত্রেতে।
দেবত্ব লইয়া ভোগ করহ স্বর্গেতে॥
পার্থ বলে, যদি হেথা ইন্দ্রপদ পাই।
তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই॥
দুর্গম অরণ্যে রাখি আসি ভ্রাতৃগণে।
অস্ত্র বাঞ্ছা করি আমি শত্রুর নিধনে॥
সে-সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে।
সতত করিবে চিন্তা আমার কারণে॥
অস্ত্র দেহ পুরন্দর, কৃপা করি মনে।
ইন্দ্র বলে, আগে সিদ্ধ কর ত্রিলোচনে॥
তাঁর অনুগ্রহে সব সিদ্ধ হবে কাজ।
এত বলি অন্তর্হিত হৈল দেবরাজ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

কিরাতার্জ্জুনের যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের পাশুপতঅস্ত্র লাভ

হিমালয়-গিরিবরে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন তপস্যা আরাধিতে ত্রিলোচন॥
বৃক্ষের গলিত পত্র ভক্ষ্য পক্ষান্তরে।
কতদিনে মাসেকেতে খান একবারে॥
কতদিন দুই-চারি-মাসে একদিনে।
কতদিন অর্জ্জুন থাকেন বায়ুপানে॥
এক-পদাঙ্গুলিভরে রহেন দাঁড়ায়ে।
ঊর্দ্ধ-দুই-বাহু করি নিরালম্ব হ'য়ে॥

তাঁর তপে সন্তাপিত হৈল গিরিবাসী।
গন্ধর্ব্ব-চারণ-সিদ্ধ যত মহাঋষি॥
হরের চরণে নিবেদিল গিয়া সব।
হিমালয়ে কেমনে থাকিব বল ভব॥
পর্ব্বত তাপিত দেব, অর্জ্জুনের তাপে।
আজ্ঞা কর, মোরা সবে থাকি কোন্‌রূপে॥
গিরিশ বলেন, সব যাহ নিজাশ্রয়ে।
আমি বর দিয়া শান্ত করি ধনঞ্জয়ে॥
এত বলি মেলানি দিলেন সর্ব্বজনে।
মায়ায় কিরাতরূপ ধরে ততক্ষণে॥
কিরাত-গৃহিণীরূপা নগেন্দ্রনন্দিনী।
সেরূপ হইল সব তাঁহার সঙ্গিনী॥
হস্তেতে পিনাক-ধনু, পৃষ্ঠে শরাসন।
অর্জ্জুনের সম্মুখে গেলেন ত্রিলোচন॥
হেনকালে এক মহাবরাহ আইল।
গর্জ্জিয়া অর্জ্জুন-পানে ত্বরিত ধাইল॥
বরাহ দেখিয়া পার্থ গাণ্ডীব লইয়া।
সন্ধান পূরেন ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া॥
বলিলেন ডাকিয়া কিরাত ভগবান্।
বরাহে তপস্বী তুমি না মারহ বাণ॥
দূর হ'তে আনিলাম ডাকিয়া বরাহ।
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ॥
না শুনিয়া পার্থ তাহা করে অনাদর।
বরাহের উপরে মারেন তীক্ষ্ণশর॥
কিরাত যে দিব্যঅস্ত্র মারিল শূকরে।
দুই অস্ত্রে যেন বজ্র পর্ব্বত বিদরে॥
গিরিশৃঙ্গ-মূর্ত্তি যেন দেখি ভয়ঙ্কর।
মায়া ত্যজি হইল দারুণ কলেবর॥
পার্থ বলে, কে বা তুমি যুবতীর সঙ্গ।
আমারে তিলেক তব নাহিক ভ্রূভঙ্গ॥
বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান।
তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ॥
এই দোষে তব আজি লইব পরাণ।
হাসিয়া উত্তর করিলেন ভগবান্॥

কোথা হ'তে কে তুমি আইলে তপাচারী।
এ-ভূমিতে মৃগয়ায় আমি অধিকারী ॥
মারিলাম আমি বাণ, পড়িল শূকর।
তুমি অস্ত্র কেন মার শূকর-উপর ॥
অনুচিত কৈলে, আর চাহ মারিবারে।
যত শক্তি আছে তব, দেখাও আমারে ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় অস্ত্র করেন প্রহার।
ডাকিয়া কিরাত বলে, আমি আছি, মার ॥
পুনঃপুনঃ ধনঞ্জয় প্রহারয়ে শর।
জলদ বরিষে যেন পর্ব্বত-উপর ॥
বায়ব্য-অনিল-অস্ত্র ছিল পার্থস্থানে।
সব অস্ত্র প্রহার করেন ত্রিলোচনে ॥
পাষাণে সরিষা যেন পড়িল ঠিকরে।
তিলমাত্র মোহ না হইল কলেবরে ॥
আশ্চর্য্য ভাবেন মনে অর্জ্জুন তখন।
ইহার বৃত্তান্ত কিছু না জানি কারণ ॥
কিবা যম-পুরন্দর, কিংবা ভূতনাথ।
অন্যে কে সহিতে পারে এই অস্ত্রাঘাত ॥
যে হউক আজি আমি করিব সংহার।
ক্রোধেতে নিলেন বীর বাণ তীক্ষ্ণধার ॥
শিবের মস্তকে বাজি হল দুই খণ্ড।
পাষাণে বাজিয়া যেন পড়ে ইক্ষুদণ্ড ॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল, হাতে অস্ত্র নাহি আর।
গাণ্ডীব ধনুক ল'য়ে করেন প্রহার ॥
হাসিয়া নিলেন ধনু কাড়ি ত্রিলোচন।
ক্রোধে পার্থ শিলাবৃষ্টি করে বরিষণ ॥
পর্ব্বত-উপরে যেন শিলা চূর্ণ হয়।
ক্রোধে প্রহারেন মুষ্টি বীর ধনঞ্জয় ॥
করিলেন ক্রোধে মুষ্টি-প্রহার ধূর্জ্জটি।
মুষ্ট্যাঘাতে শব্দ যেন হল চটপটি ॥
ভুজে-ভুজে, উরু-উরু, চরণে-চরণে।
মল্লযুদ্ধ ক্ষণকাল হ'ল দুইজনে ॥
দুই-অঙ্গ-ঘরষণে অগ্নি বাহিরায়।
অতিক্রোধে প্রহারেন ধূর্জ্জটি তাঁহায় ॥
মৃতবৎ হ'য়ে পার্থ পড়েন ভূতলে।
ক্ষণেক চেতন পেয়ে থাক-থাক বলে ॥
যাবৎ না পূজি মম ইষ্ট ত্রিলোচন।
এত বলি শিবলিঙ্গ করিয়া রচন ॥
পূজিয়া মৃত্তিকা-লিঙ্গ দেন পুষ্পমালা।
সেই মালা বিভূষিল কিরাতের গলা ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন হইলেন সবিস্ময়।
নিশ্চয় যে জানিলেন, এই মৃত্যুঞ্জয় ॥
বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত।
করিলাম দুষ্কৃতি যে, ক্ষম ভূতনাথ ॥
শিব বলে, যে-কর্ম্ম করিলে ধনঞ্জয়।
দেবাসুর-মানুষে কাহারো শক্তি নয় ॥
আমার সহিত তুমি করিলে সমর।
তুমি আমি সমশক্তি, নাহিক অন্তর ॥
দিব্যচক্ষু দিব, লহ, দৃষ্ট হবে সব।
এত বলি দিব্যচক্ষু দেন উমাধব ॥
দিব্যচক্ষু পাইয়া দেখেন ধনঞ্জয়।
উমার সহিত উমাকান্ত দয়াময় ॥
অর্জ্জুন করেন স্তুতি যুড়ি দুইকর।
জয় প্রভু, জয় শিব, জয় ভূতেশ্বর ॥
ত্রিনেত্র ত্রিগুণময় ত্রিলোকের নাথ।
ত্রিবিক্রমপ্রিয় হর ত্রিপুর-নিপাত ॥
হেলায় করিলা প্রভু, দক্ষযজ্ঞ নাশ।
ইঙ্গিতে বিজয় কৈলা মৃত্যু-কালপাশ ॥
নমো বিষ্ণুরূপ, তুমি বিধাতার ধাতা।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাতা ॥
অজ্ঞাতে করিনু প্রভু, অবিহিত কাজ।
চরণে শরণ লৈনু, ক্ষম দেবরাজ ॥
হাসিয়া অর্জ্জুনে দেব দেন আলিঙ্গন।
ক্ষমিলেন অজ্ঞানের প্রহার-পীড়ন ॥
শিব বলে, আপনারে নাহি জান তুমি।
পূর্ব্বকথা কহি, শুন যাহা জানি আমি ॥
নারায়ণ-সহ তুমি নরঋষিরূপে।
সংসার ধরিলে অতিশয় উগ্রতপে ॥

এই যে গাণ্ডীব ধনু আছয়ে তোমার।
তোমা-বিনা ধরিবারে শক্তি আছে কার॥
তোমা হ’তে কাড়িয়া লইনু মায়াবলে।
মায়ায় হরিনু আমি এ-তূণ-যুগলে॥
পুনরপি সেই অস্ত্রে পূর্ণ হৌক তূণ।
নিজ ধনু তূণ তুমি ধরহ অর্জ্জুন॥
প্রীত হইলাম আমি, মাগি লহ বর।
শুনিয়া বলেন পার্থ যুড়ি দুইকর॥
যদি কৃপা আমারে করিলা গঙ্গাব্রত।
আজ্ঞা কর, পাই আমি অস্ত্র-পাশুপত॥
শঙ্কর বলেন, তাহা লহ ধনঞ্জয়।
অন্য জন নহে শক্ত, পাশুপত লয়॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের এ-অস্ত্র নাহি জানে।
পৃথিবী-সংহার-হেতু আছে মম স্থানে॥
যে-অস্ত্র যুড়িলে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র হয়।
শক্তিশেল কোটি কোটি গদা বরিষয়॥
প্রীতিতে তোমার বশ হইলাম আমি।
ধরিবার যোগ্য হও, অস্ত্র লও তুমি॥
বিধাতার বাক্যে লহ নরলোকে জন্ম।
এই অস্ত্রে বীরবর, সাধ দেবকর্ম্ম॥
এত বলি মন্ত্র-সহ দেন ত্রিলোচন।
মূর্ত্তিমন্ত হ’য়ে অস্ত্র আইল তখন॥
অস্ত্র দিয়া মহেশ বলেন পুনর্ব্বার।
এই অস্ত্রে কারে পাছে করহ সংহার॥
এই অস্ত্রে রক্ষা নাহি পায় ত্রিভুবন।
স্বযোগ্য পাইলে অস্ত্র করিহ ক্ষেপণ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, করি নিবেদন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেতে করিবা আগমন॥
শিব কন, সখা তব বৈকুণ্ঠের পতি।
হরিহর এক-আত্মা জান মহামতি॥
কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইবে যখন।
তাহাতে সাহায্য আমি করিব তখন॥
এত বলি হর হইলেন অন্তর্দ্ধান।
অস্ত্র পেয়ে ধনঞ্জয় আনন্দ-বিধান॥
আপনারে প্রশংসা করেন ধনঞ্জয়।
এত কৃপা কৈল হর, শত্রুকে কি ভয়॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধু নর॥

অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন

হেনকালে আসি তথা যত দেবগণ।
অর্জ্জুন-উপরে করে পুষ্প-বরিষণ॥
দক্ষিণে থাকিয়া ডাকি বলে প্রেতপতি।
মম বাক্য ধনঞ্জয়, কর অবগতি॥
বর দিতে তোমারে আইনু দেবগণে।
লইয়াছ জন্ম তুমি শত্রু-নিবারণে॥
দেব-দৈত্য-অসুর যতেক পৃথিবীতে।
সবে পরাভূত হবে তোমার অস্ত্রেতে॥
তব শত্রু আছে যেই কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
তব হস্তে হত হবে সেই বীরবর॥
হের, লহ এই অস্ত্র অব্যর্থ সংসারে।
আমার প্রধান অস্ত্র, দণ্ড নাম ধরে॥
এত বলি মন্ত্রসহ দিল মহামতি।
পশ্চিমে থাকিয়া ডাকি বলে জলপতি॥
আমার বরুণ-পাশ অব্যর্থ সংসারে।
এই যে দেখহ যম নিবারিতে নারে॥
প্রীতিতে তোমারে দিনু করহ গ্রহণ।
ইহা হৈতে কর সদা বিপক্ষ-দলন॥
উত্তরে থাকিয়া ডাকি কুবের বলিল।
তোমারে অর্জ্জুন, দুই জনে অস্ত্র দিল॥
অন্তর্দ্ধান অস্ত্র এই লহ বীরবর।
এই অস্ত্রে ত্রিপুরে বধিল মহেশ্বর॥
মৃত্যুপতি জলপতি দিল যক্ষপতি।
ডাকি বলে সুরপতি অর্জ্জুনের প্রতি॥
কুন্তীগর্ভে জাত তুমি আমার নন্দন।
অসুর বধিতে আমি দিব অস্ত্রগণ॥

এখনি পাঠাব রথ তোমারে লইতে।
স্বর্গেতে আসিবে তুমি মাতলি সহিতে ॥
এথা এলে পূর্ণ তব হবে প্রয়োজন।
এত বলি চলি গেল সব দেবগণ ॥
কতক্ষণে রথ ল'য়ে আইল মাতলি।
ঘোর-মেঘ-মধ্যে যেন স্থগিত বিজলী ॥
বায়ুবেগে অদ্ভুত তুরঙ্গ রথ বয়।
নিশাকালে হৈল যেন রবির উদয় ॥
ডাকিয়া মাতলি বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় রথে চড় শীঘ্রগতি ॥
তোমা-দরশনে বাঞ্ছা করে দেবরাজ।
আর যত আছে তথা দেবের সমাজ ॥
আনন্দে করেন পার্থ রথ-আরোহণ।
মাতলি চালায় রথ পবন-গমন ॥
পথেতে দেখিল পার্থ দেব-ঋষিগণ।
বিমানেতে আরোহণ যত পুণ্যজন ॥
গন্ধর্ব্ব অপ্সর যত আনন্দে বিহরে।
কতক পড়িছে তারা দেখে বীরবরে ॥
বিস্ময় মানিয়া কহে অর্জ্জুন তখন।
কহ শুনি মাতলি, এ সব কোন্ জন ॥
মাতলি বলিল, এই পুণ্যবান্‌গণ।
পৃথিবীতে সুকর্ম্ম করিল যেই জন ॥
রাজসূয় অশ্বমেধ আদি যত কৈল।
সম্মুখ-সংগ্রাম করি শরীর ছাড়িল ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়, বহু দান দিল।
দেবপূজা উগ্র-তপ তীর্থস্নান কৈল ॥
সেই সব জন এই বিহরে বিমানে।
বিনা-পুণ্যে নাহি শক্তি আসিতে এখানে ॥
তারা বলি ত্রৈলোক্যেতে ঘোষয়ে মানুষে।
পুণ্যক্ষয় হ'য়ে গেল, হের দেখ খসে ॥
সুরা পিয়ে, মাংস খায়, গুরুদারা হরে।
কদাচিত সে জন না আসে স্বর্গপুরে ॥
আনন্দে অর্জ্জুন সব করেন দর্শন।
কোটি কোটি বিমানেতে ভ্রমে পুণ্যজন ॥
শত শত বরাঙ্গনা সেবয়ে তাঁহারে।
সুগন্ধ-সহিত বায়ু সদা মনে হরে ॥
সিদ্ধ-সাধ্য সেবে দেব মরুত অনল।
সপ্তবসু রুদ্রগণ আদিত্য সকল ॥
দিলীপ নহুষ আদি যত মহামতি।
দেব-ঋষি রাজ-ঋষি বহু সিদ্ধ যতি ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল সর্ব্বজন।
কহ ত মাতলি, এই কাহার নন্দন ॥
পরিচয় দিয়া তবে মাতলি চলিল।
বায়ুবেগে ইন্দ্রালয়ে উপনীত হৈল ॥
ইন্দ্রালয়ে যান তবে ইন্দ্রের নন্দন।
সভাস্থ সকল দেবে করেন বন্দন ॥
ইন্দ্রের বিচিত্র সভা, বর্ণন না যায়।
শত চন্দ্র শত সূর্য্য যেমন উদয় ॥
রথ হ'তে অবতরি যান পার্থবীর।
দেবরাজে প্রণমিলা লুটায়ে শরীর ॥
দুই হাত ধরি তাঁরে তুলে পুরন্দর।
আলিঙ্গন চুম্ব দিল মস্তক-উপর ॥
আসনেতে বসাইল সভার ভিতর।
যথোচিত কৈলা ইন্দ্র তাঁর সমাদর ॥
ইন্দ্র-বিনা বসিবারে নারে অন্য জন।
দেব-ঋষি-মান্য যেই ইন্দ্রের আসন ॥
এমন আসনে ইন্দ্র বসালেন কোলে।
মুহুর্মুহুঃ সহস্রেক নয়নে নেহালে ॥
আসনে বসিয়া পার্থ পাইলেন শোভা।
মঘবার কোলে যেন দ্বিতীয় মঘবা ॥
পুণ্যকথা ভারতের আনন্দলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয়, পরলোকে তরী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ইন্দ্রসভায় উর্ব্বশী প্রভৃতির নৃত্যগীত

হেনকালে শতক্রতু, অর্জ্জুনের প্রীতি-হেতু,
আজ্ঞা কৈল নৃত্যের কারণ।
বিশ্বাবসু হাহা হুহু, ইত্যাদি গন্ধর্ব্ব বহু,
চিত্রসেন তুম্বুরু গায়ন ॥
নানা-ছন্দে বাদ্য বায়, মধুর-সুস্বর গায়,
নৃত্য করে যতেক অপ্সরা।
উর্ব্বশী ঘৃতাচী গৌরী, মিশ্রকেশী বিভাবরী,
সহজন্যা মধুর-সুস্বরা ॥
অলম্বুষা ধন্যা অম্বা, গোপালী মেনকা রম্ভা,
বিপ্রচিত্তি সুধা সুধাপ্রভা।
চিত্রসেনা চিত্ররেখা, অপ্সরী মৃদঙ্গমুখা,
বুদ্বুদা রোহিণী সুরলোভা ॥
নৃত্য-গীতে সপ্রতিভা, পূর্ণচন্দ্র মুখপ্রভা,
অঙ্গ ঢাকা অম্লান-অম্বরে।
ঈষৎ নয়নকোণে, নিরীখয়ে যেইজনে,
অন্য থাক, মুনি-মন হরে ॥
জঘন কুঞ্জরকর, ক্ষীণ মাজা মৃগবর,
নিতম্ব ভূধর পয়োধর।
বিনাশে মুনির ধ্যান, হিতাহিত আদি জ্ঞান,
দিতে নাহি অন্য পাঠান্তর ॥
নৃত্য-গীতবাদ্যে সবে, মোহিত যতেক দেবে,
আনন্দিত হ'ল সুরগণ।
অর্জ্জুনের ম্লানমুখ, ভাবিয়া পূর্ব্বের দুখ,
ভ্রাতা মাতা করিয়া স্মরণ ॥
ক্ষণেক নয়নকোণে, চাহিলা উর্ব্বশীপানে,
জানিলেন সহস্রলোচন।
নৃত্য-গীত নিবারিল, সবারে বিদায় দিল,
নিজধামে গেল দেবগণ ॥
দিব্য সুধারস কথা, অরণ্য পর্ব্বের গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতযুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

● অর্জ্জুনের প্রতি উর্ব্বশীর অভিশাপ

চিত্রসেনে ডাকি তবে কহে পুরন্দর।
পার্থেরে রহিতে স্থল দেহ মনোহর ॥
উর্ব্বশীরে পাঠাইবে অর্জ্জুনের স্থানে।
রতি-ক্রীড়া-আদি যত করাহ অর্জ্জুনে ॥
আজ্ঞা পেয়ে চিত্রসেন পার্থে ল'য়ে গেল।
দিব্য-মনোহর স্থল রহিবারে দিল ॥
বিচিত্র উত্তম শয্যা রত্নের আসন।
পরিচর্য্যা-হেতু নিয়োজিল বহুজন ॥
তবে চিত্রসেন গেল উর্ব্বশীর স্থান।
অর্জ্জুনের গুণ কহে করিয়া বাখান্ ॥
রূপে-গুণে বুদ্ধিবলে কর্ম্মে তপে-জপে।
অর্জ্জুনের তুল্য নাহি বিশ্বে কোনরূপে ॥
তার তৃপ্তিহেতু আজ্ঞা কৈল পুরন্দর।
আজি নিশি উর্ব্বশী, তাহার সেবা কর ॥
উর্ব্বশী বলেন, আমি ভালমতে জানি।
কামেতে কাতর অঙ্গ তাঁর কথা শুনি ॥
আপনার গৃহে তুমি যাহ মহাশয়।
এই আমি চলিলাম, যথা ধনঞ্জয় ॥
এত বলি স্নান করি পরে দিব্য বাস।
পারিজাত-মাল্যে বান্ধে দিব্য কেশপাশ ॥
চন্দন-কস্তুরী অঙ্গে করিল লেপন।
রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গে করিল ভূষণ ॥
সহজ রূপেতে মুনিজন-মন মোহে।
মন-সঙ্গে হরে প্রাণ যার পানে চাহে ॥
সুবেশা সুকেশা, প্রায় কাল অর্দ্ধনিশি।
চলিলেক অর্জ্জুনের আলয়ে উর্ব্বশী ॥
দ্বারপাল জানাইল অর্জ্জুন-গোচরে।
উর্ব্বশী অপ্সরী আসি রহিয়াছে দ্বারে ॥
ভীত হইলেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
নিশাকালে উর্ব্বশী আইল কি-কারণ ॥
উঠিয়া গেলেন তবে ইন্দ্রের কুমার।
উর্ব্বশীরে বিনয়ে করেন নমস্কার ॥

কি করিব, আজ্ঞা তুমি করহ আমায়।
এত রাত্রে কি-কারণে আসিলে এথায় ॥
বিস্ময় মানিয়া মনে উর্ব্বশী চাহিল।
কামনা পূরিল নাহি, হৃদয় জ্বলিল ॥
চিত্রসেন যে বলিল ইন্দ্র-অনুমতি।
একে একে সব কথা কহে পার্থ-প্রতি ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় আমি আইনু এথায়।
আজি নিশি ক্রীড়া কর লইয়া আমায় ॥
যখন করিল নৃত্য বিদ্যাধরীগণ।
সবে এড়ি মোরে তুমি করিলে দর্শন ॥
জানিয়া আমারে পাঠাইল পুরন্দর।
আজ্ঞা কৈল সাধিবারে কার্য্য প্রীতিকর ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন-বীর কর্ণে হাত দিয়া।
হেঁটমাথে ম্লানমুখে কহে শিহরিয়া ॥
শুনিবার যোগ্য নহে তোমার এ-বাণী।
কেন হেন দুষ্ট কথা কহ ঠাকুরাণী ॥
বারাঙ্গনা হও তুমি না হও প্রমাণ।
উর্ব্বশী, আমার পক্ষে জননীসমান ॥
কহিলে যে তুমি মোরে চাহিলে সভায়।
যে-হেতু চাহিনু আমি, কহিব তোমায় ॥
পূর্ব্বে মুনিগণ-মুখে ইহা শ্রুত ছিল।
তোমার উদরে পুরুবংশ বৃদ্ধি হৈল ॥
পুরু-আদি করি তার যতেক পুরুষে।
ক্ষয় হৈল, তুমি আছ নবীন বয়সে ॥
এ-হেতু বিস্ময় বড় মানিলাম মনে।
পুনঃপুনঃ চাহিলাম তাহারি কারণে ॥
পূর্ব্ব-পিতামহী তুমি, মোর গুরুজন।
হেন অসম্ভব-কথা কহ কি-কারণ ॥
উর্ব্বশী বলিল, আমি নহি যে কাহার।
স্ব-ইচ্ছায় যথা তথা করি হে বিহার ॥
অকারণে গুরু বলি পাতিলে সম্বন্ধ।
রমহ আমার সঙ্গে, দূর কর দ্বন্দ্ব ॥
যত সব মহারাজ, হ'ল পুরুবংশে।
তপঃ-পুণ্য-ফলে সবে স্বর্গেতে আইসে ॥
ক্রীড়ারস করে সবে সহিত আমার।
এ-সব বচন কেহ না করে বিচার ॥
তুমি কেন হেন কথা কহ ধনঞ্জয়।
করহ আমার প্রীতি, খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
অর্জ্জুন কহেন, তুমি মোর ঠাকুরাণী।
গুরুবৎ পূজ্য, গুরু-কুলের জননী ॥
যথা কুন্তী, যথা মাদ্রী, যথা শচীন্দ্রাণী।
ইহ-সবা হ'তে তোমা গরিষ্ঠেতে গণি ॥
নিজ গৃহে যাহ মাতা, করি যে প্রণাম।
পুত্রবৎ জ্ঞান মোরে কর অবিশ্রাম ॥
শুনি উর্ব্বশীর হৃদে হ'ল মহাতাপ।
ক্রোধমুখে অর্জ্জুনের প্রতি দিল শাপ ॥
তব পিতৃ-আদেশেতে আসি তব গৃহে।
নিষ্ফলা ফিরিয়া যাই, প্রাণে নাহি সহে ॥
না করিলে কামপূর্ণ পুরুষের কাজ।
এই দোষে নপুংসক হবে নারীমাঝ ॥
নর্ত্তক-রূপেতে রবে মোর এই শাপ।
এত বলি নিজালয়ে গেল করি তাপ ॥
শাপ শুনি ধনঞ্জয় চিন্তিত-অন্তর।
শোকে-দুঃখে সে-রজনী বঞ্চে উজ্জাগর ॥
প্রাতঃকালে চিত্রসেনে লইয়া সংহতি।
করযোড়ে প্রণমিলা ইন্দ্রে মহামতি ॥
অর্জ্জুন কহেন যত নিশা-বিবরণ।
শুনিয়া বিস্ময়ে কহে সহস্রলোচন ॥
ধন্য কুন্তী, হেন পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
তোমা হ'তে কুরুবংশ পবিত্র হইল ॥
যোগীন্দ্র তপস্বী ঋষি জিনিলে সবারে।
তোমা পুত্র শ্লাঘ্য করি মানি আপনারে ॥
শাপহেতু চিত্তে দুঃখ না ভাব অর্জ্জুন।
শাপ নহে, তব পক্ষে হ'ল বহুগুণ ॥
অবশ্য অজ্ঞাত এক বৎসর রহিবে।
সেইকালে নপুংসক নর্ত্তক হইবে ॥
বৎসরেক পূর্ণ হ'লে শাপ হবে ক্ষয়।
শুনিয়া অর্জ্জুন অতি সানন্দ-হৃদয় ॥

অর্জ্জুনের চরিত্র যে-জন শুনে গায়।
কদাচিৎ তার চিত্ত পাপে নাহি যায়॥
পূর্ব্বার্জ্জিত যত পাপ ভস্ম হ'য়ে যায়।
আরণ্যক-পর্ব্ব গীত কাশীদাস গায়॥

ইন্দ্রালয়ে লোমশ-ঋষির আগমন

ইন্দ্রের নগরে পার্থ ইন্দ্রের সমান।
নানা-অস্ত্র শিক্ষা করিলেন ইন্দ্রস্থান॥
নৃত্য-গীত-বাদ্য শিখে চিত্রসেন-স্থানে।
মাতা ভ্রাতা না দেখিয়া দুঃখ বড় মনে॥
একদিন তথায় লোমশ মহাশয়।
ইন্দ্র-দরশন-হেতু আসে সুরালয়॥
করযোড়ে প্রণমিল দেব পুরন্দরে।
ইন্দ্রদত্ত দিব্যাসনে বসে মুনিবরে॥
ইন্দ্রের আসনে পার্থে দেখি মুনিবর।
বিস্ময় মানিয়া মুনি ভাবেন অন্তর॥
যে-আসনে বসিতে না পান দেব মুনি।
কোন্ কর্ম্মে ক্ষত্র হ'য়ে বসিল ফাল্গুনি॥
ঋষির বিচার জ্ঞাত হ'য়ে পুরন্দর।
বলিলেন, ব্রহ্ম-ঋষি কি ভাব অন্তর॥
মনুষ্য দেখিয়া পার্থে ভ্রম হ'ল মনে।
তুমি কি না জান মুনি, পাসরহ কেনে॥
নর-নারায়ণ যেই ঋষি পুরাতন।
ভার-নিবারণে জন্ম নিলেন দুজন॥
বাসুদেব নারায়ণ অজিত যে বিষ্ণু।
নর-ঋষি পাণ্ডবের মধ্যে হ'ল জিষ্ণু॥
কুন্তীগর্ভে জন্ম হ'ল আমার অংশেতে।
কেবল মনুষ্য-নাম দেবতার হিতে॥
এথায় আইল অস্ত্র-শিক্ষার কারণ।
দেবের অনেক কার্য্য করিবে সাধন॥
নিবাত-কবচ দৈত্য নিবসে পাতালে।
তার সম যোদ্ধা নাহি পৃথিবীমণ্ডলে॥
সুরাসুর যত লোকে জিনিলেক বলে।
বহুকাল নিবসতি করে রসাতলে॥
তাহারে বধিতে শক্তি ধরে ধনঞ্জয়।
পার্থ-বিনা কার শক্তি তার অগ্রে হয়॥
এ-হেতু এথায় পার্থ থাকি কত দিনে।
করিবে গমন পুনঃ মনুষ্যভুবনে॥
আমার আরতি এক শুন তপোধন।
কাম্যক-বনেতে তুমি করহ গমন॥
আমার সন্দেশ যুধিষ্ঠিরে যে কহিবে।
অর্জ্জুনের কারণেতে উৎকণ্ঠা না হৈবে॥
পৃথিবীতে তীর্থ যত আছে স্থানে-স্থান।
যত্নসহকারে তথা কর স্নানদান॥
ভীষ্ম-দ্রোণ দোঁহে যদি জিনিবারে মন।
তীর্থস্নান করি ধর্ম্ম কর উপার্জ্জন॥
বিষম-সঙ্কট-স্থানে আছে তীর্থগণ।
আপনি থাকিবা সঙ্গে রক্ষার কারণ॥
স্বীকার করিল মুনি ইন্দ্রের বচন।
অর্জ্জুন বলেন ডাকি মুনিরে তখন॥
চলিলা কাম্যক-বনে, শুন তপোধন।
ভ্রাতৃস্থানে কহিবেন মোর বিবরণ॥
আপনি থাকিয়া সঙ্গে সব তীর্থে লবে।
যথা যে বিহিত, স্নান-দান করাইবে॥
রাক্ষস-দানবগণ থাকে তীর্থস্থানে।
সঙ্কটে করিবে রক্ষা সতত আপনে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, ইহা বিনা সুখ নাহি আর॥

পাণ্ডবের বিক্রম শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ

মুনিরে জনমেজয় জিজ্ঞাসে তখন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল কি সব-বিবরণ॥
মুনি বলে, মহারাজ, কর অবধান।
অর্জ্জুনের চরিত্র শুনিল বহুস্থান॥

লোকেতে অদ্ভুত রাজা, অর্জ্জুন-কাহিনী।
ব্যাসমুখে শুনিলেন অন্ধ-নৃপমণি॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা সঞ্জয়ে ডাকিল।
ব্যাসের কথানুসারে জিজ্ঞাসা করিল॥
শুনিলাম আশ্চর্য্য যে অর্জ্জুন-কথন।
শুনেছ কি সঞ্জয়, সে-সব বিবরণ॥
সঞ্জয় বলিল, রাজা, আমি সব জানি।
অর্জ্জুনের কথা রাজা, অদ্ভুত-কাহিনী॥
হেমন্ত-পর্ব্বতে শিবসহ যুদ্ধ কৈল।
পাশুপত-অস্ত্র শিবে তুষ্ট করি নিল॥
কুবের বরুণ যম যাচি দিল বর।
নিজ রথ দিয়া স্বর্গে নিল পুরন্দর॥
ইন্দ্রসহ অর্দ্ধাসনে বসে সে সভাতে।
আদর করিয়া ইন্দ্র বসাইল সাথে॥
মনুষ্য কি ছার, যারে দেবগণ পূজে।
মুনিগণ সন্তাপিত যার তপঃ-তেজে॥
বীরমধ্যে শিবসম যাহার গণন।
তাহার বৈরিতা করি জীবে কোন্ জন॥
দিব্য-অস্ত্র মন্ত্র যত মঘবা শিখায়।
কতদিনে দৈত্য মারি আসিবে এথায়॥
এত শুনি চমকিত অন্ধ-নৃপমণি।
আশ্চর্য্য মানিল রাজা পার্থ-কথা শুনি॥
দুষ্ট দুর্য্যোধন কাল হইল আমার।
শোকসিন্ধুমাঝেতে পড়িনু পাকে তার॥
অর্জ্জুনের অগ্রেতে রহিবে কোন্ জন।
দ্রৌণি কর্ণ কৃপাচার্য বৃদ্ধ গুরু-দ্রোণ॥
দৃঢ়মুষ্টি দিব্যমন্ত্রে নির্দ্দয় অর্জ্জুন।
বিশেষ দেবের বর পূর্ণ শত গুণ॥
দ্রৌপদীর কষ্টানলে অনুক্ষণ দহে।
অবশ্য হইবে যুদ্ধ, নিবারণ নহে॥
সঞ্জয় বলিল, রাজা, কি বলিলে তুমি।
শুন, কহি, সেই বার্ত্তা পাইলাম আমি॥
যুধিষ্ঠির বনে গেল, শুনি নারায়ণ।
সেইক্ষণে যদুবলে করিল গমন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতু কেকয়-নৃপতি।
শ্রুতমাত্রে বনমাঝে গেল শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠির-বিভূষণ দেখি জটাচীর।
শ্রীকৃষ্ণ কহেন ক্রোধে কম্পিত-শরীর॥
যেইজন হেন গতি করিল তোমার।
রাজ্যধন নিল আর অঙ্গ-অলঙ্কার॥
সে সকল দ্রব্য তার সহিত জীবন।
আনি দিব, যবে আজ্ঞা করহ রাজন্॥
দ্রৌপদীর কেশ ধরি শুনিনু শ্রবণে।
সভামধ্যে উপহাস কৈল দুষ্টগণে॥
শৃগাল কুক্কুর মাংস-আহারী সকল।
কুরুকুলমাংস-ভক্ষে হবে কুতূহল॥
যে যে উপহাস কৈল কৃষ্ণাকষ্ট দেখি।
তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে তাহাদের উপাড়িব আঁখি॥
কৃষ্ণ-ভীমার্জ্জুন-ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি যত।
একে-একে সবাই কহিল এইমত॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মরাজ, কহনে না যায়।
কতদিন রক্ষা পেলে তাহার কৃপায়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, সকলি প্রমাণ।
ত্রয়োদশ-বৎসর হইলে সমাধান॥
কুরুসভামধ্যে আমি করিনু নির্ণয়।
আমার শকতি তাহা খণ্ডন না যায়॥
এত শুনি নির্ণয় করিল সর্ব্বজন।
প্রতিজ্ঞা করিল কুরু করিতে নিধন॥
নিয়ম করিয়া তূর্ণ রাজ্যে গেলে সবে।
কেমনে নৃপতি, শান্ত করিবে পাণ্ডবে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, সত্য কহিলে সঞ্জয়।
কদাচিত পাণ্ডুপুত্র শান্ত আর নয়॥
যখন ধরিল দুষ্ট দ্রৌপদীর কেশে।
তখনি জানিনু বংশ মজিল বিশেষে॥
বিধি মম কৈল অন্ধ যুগল-নয়ন।
সে-কারণে আমারে না মানে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন দোঁহে দুরাচার।
আর দুই দুষ্ট দেয় আজ্ঞা কুবিচার॥

আর আমি দৈবগতি পুত্রবশ হৈনু।
সাধু-জন বচন না শুনিয়া শুনিনু ॥
পশ্চাতে এ-সব কথা করিব স্মরণ।
এইরূপে অনুশোচে অম্বিকানন্দন ॥
মহাভারতের কথা হইল প্রকাশ।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কয় কাশীরাম দাস ॥

● অর্জ্জুনের নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের আক্ষেপ

এথায় কাম্যক-বনে ধর্ম্মের নন্দন।
মৃগয়া করিয়া নিত্য পোষেন ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠির, যাম্যে বৃকোদর।
উত্তর-পশ্চিমে দুই মাদ্রীর কোঙর ॥
মৃগয়া করিয়া আনি দেন কৃষ্ণা-স্থানে।
দ্রৌপদী জননী-প্রায় ভুঞ্জায় ব্রাহ্মণে ॥
সহস্র-সহস্র দ্বিজ সবে ভুঞ্জি যায়।
স্বামিগণে ভুঞ্জাইয়া পাছু কৃষ্ণা খায় ॥
হেনমতে সেই বনে অর্জ্জুন-বিহনে।
পঞ্চবর্ষ কৃষ্ণা-সহ বঞ্চে চারিজনে ॥
একদিন একান্তে বসিয়া সর্ব্বজনে।
শোকেতে আকুল হ'ল স্মরিয়া অর্জ্জুনে ॥
চারি ভাই কৃষ্ণা-সহ কান্দেন সঘনে।
জলধারা বহে সদা যুগল-নয়নে ॥
রোদন সম্বরি ভীম রাজা-প্রতি কয়।
পার্থের বিচ্ছেদ-তাপ না সহে হৃদয় ॥
পার্থের যতেক গুণ প্রশংসে সংসারে।
বহুমত গুণ ভাই ধনঞ্জয় ধরে ॥
তোমার আজ্ঞাতে সেই পার্থ বীরবর।
না জানি যে কোন্ বনে গেল সে সত্বর ॥
শোক-দুঃখে গেল সে অগম্য স্বর্গস্থল।
বহু দিন তাহার না জানি যে কুশল ॥
বনমধ্যে তাহার বিপদ যদি হয়।
শ্রুতমাত্র প্রাণ আমি ছাড়িব নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেক, আর যদুগণ।
পাঞ্চালদেশেতে যত পাঞ্চালনন্দন ॥
সবে প্রাণ দিবে রাজা, অর্জ্জুন-বিহনে।
পার্থ-বিনা শরীর ধরিব কি-কারণে ॥
যত কর্ম্ম কৈল ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ।
অন্যজন হ'লে প্রাণ ত্যজিত তৎক্ষণ ॥
ক্ষণেকে মরিতে পারি, ঘৃণাতে না মরি।
যে ভায়ের তেজে রাজা, হেন মনে করি ॥
ইন্দ্র-আদি নাহি গণি যে ভায়ের তেজে।
ভৃত্যপ্রায় খাটাইল যত মহারাজে ॥
তব পাশা-ক্রীড়া-হেতু শুন মহারাজ।
ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হৈনু বনমাঝ ॥
অধর্ম্ম করিলে রাজা, ধর্ম্ম না বুঝিলে।
ক্ষত্রধর্ম্মরাজ্য-রক্ষা, তাহা তেয়াগিলে ॥
এখনো সদয় হ'য়ে ক্ষমিছ কৌরবে।
ত্রয়োদশ-বৎসরান্তে অবশ্য মরিবে ॥
তবে কেন দুষ্টজনে এবে ক্ষমা করি।
বনে কত দুঃখ পাই তাহারে না মারি ॥
যদি কদাচিৎ পাপ জ্ঞাতি-বধে হয়।
যজ্ঞদান করিয়া খণ্ডাব মহাশয় ॥
নতুবা এ-বনবাস করিব তখন।
আগে সব শত্রুগণে করিব নিধন ॥
কপটে কপটী মারি, পাপ নাহি তায়।
আজ্ঞা কর, দূত গিয়া আনে যদুরায় ॥
জগন্নাথে সাথে করি মারি কুরুকুল।
যথা কৃষ্ণ, তথা জয়, কিসে অপ্রতুল ॥
এত শুনি ভীমসেনে করিল চুম্বন।
শান্ত করি কহে রাজা মধুর বচন ॥
যে কহিলে বৃকোদর, সকলি প্রমাণ।
কিসের আপদ্, যার সখা ভগবান ॥
কিন্তু হেন বেদবাণী মুনিগণে কয়।
যথা কৃষ্ণ তথা ধর্ম্ম, তথায় বিজয় ॥
অধর্ম্মী লোকের কৃষ্ণ সহায় না হয়।
ভাই বন্ধু বহু তার কেহ কিছু নয় ॥

হেন ধর্ম্ম না আচরি অধর্ম্ম করিলে।
নহিবে গোবিন্দ-সখা, আমি জানি ভালে॥
অবশ্য মারিবে তুমি কৌরব দুরন্তে।
এক্ষণে নহেত ত্রয়োদশ বৎসরান্তে॥
যে নিয়ম করিলাম, খণ্ডাবারে নারি।
নিয়ম করিয়া পূর্ণ মার সর্ব্ব অরি॥
হেনমতে ভ্রাতৃসহ কথোপকথন।
হেনকালে আসে বৃহদশ্ব তপোধন॥
যথোচিত পূজিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
বসিবারে দেন আনি কুশের আসন॥
শ্রান্ত হ'য়ে মুনিরাজ বসিল তখন।
যুধিষ্ঠির কহেন আপন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

নল রাজার উপাখ্যান

যুধিষ্ঠির বলে, মুনি, কর অবধান।
আমার দুঃখের কথা নাহি পরিমাণ॥
কপটে সকল মম নিল রাজ্যধন।
জটাচীর পরাইয়া পাঠাইল বন॥
যত ক্লেশ দুঃখে আমি বঞ্চি যে এথায়।
রাজপুত্র হ'য়ে এত দুঃখ নাহি পায়॥
রাজার বচন শুনি হাসে মুনিবর।
কতক্ষণে বৃহদশ্ব করিল উত্তর॥
কি দুঃখ তোমার রাজা, অরণ্য-ভিতর।
ইন্দ্র-চন্দ্র-সম তোমা-সঙ্গে সহোদর॥
ব্রহ্মার সদৃশ দ্বিজ সঙ্গে শত শত।
দাস-দাসী আর যত তব অনুগত॥
এই-হেতু দুঃখ নাহি দেখি যে তোমার।
তোমা হৈতে নল দুঃখ পাইল অপার॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি মুনি সেই নল-বিবরণ॥
রাজপুত্র হ'য়ে আমা-সমান দুঃখিত।
অবশ্য শুনিতে হয় তাঁহার চরিত॥
কহ শুনি মুনিরাজ, তাঁহার কথন।
কোন্ দেশে ঘর তাঁর, কাহার নন্দন॥
বৃহদশ্ব বলে, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হ'তে বড় দুঃখী নিষধ-রাজন্॥
নল-নামে নরপতি বীরসেন-সুত।
ইন্দ্রের সদৃশ রাজা মহাগুণযুত॥
রূপেতে কন্দর্প-তুল্য, অতি জিতেন্দ্রিয়।
যশস্বী তেজস্বী ধীর, অক্ষে বড় প্রিয়॥
নিষধ-রাজ্যেতে নল মহাগুণবান্।
বিদর্ভেতে রাজা ভীম তাঁহার সমান॥
বংশহেতু নৃপতির চিন্তান্বিত মন।
কত দিনে আসে তথা মহর্ষি দমন॥
পুত্র-হেতু ভার্য্যা-সহ তাঁহারে পূজিল।
হৃষ্ট হ'য়ে মুনি তাঁরে এই বর দিল॥
রূপেতে সংসারে নারী করিবে দমন।
দময়ন্তী-কন্যা পাবে বড় সুলক্ষণ॥
দমনের বরে হৈল কন্যা দময়ন্তী।
যক্ষ-রক্ষ-দেব-নরে না দেখি যে কান্তি॥
নাহিক সমান রূপে-গুণে লক্ষ্মী-সমা।
নলের কারণে হ'ল অতি নিরুপমা॥
সমান-বয়স্ক সঙ্গে শত সখীগণ।
দময়ন্তী-পাশে তারা থাকে অনুক্ষণ॥
দময়ন্তী-সাক্ষাতে যতেক সখীগণে।
নিরবধি রূপ-গুণ নলের বাখানে॥
নলের চরিত্র শুনি ভীমের নন্দিনী।
কাম-দাবানলে দগ্ধা যেমন হরিণী॥
দময়ন্তী-রূপ নল শুনি লোকমুখে।
সদাই অস্থির রাজা, শর বাজে বুকে॥
দময়ন্তী-চিন্তাতে নলের মগ্ন মন।
কত দিনে দেখ তার দৈবের ঘটন॥
অন্তঃপুর-উদ্যানে বিহরে দুঃখমতি।
জলতটে হংস এক দেখে নরপতি॥

নিকটে পাইয়া হংসে ধরিল তখন।
রাজা-প্রতি বলে হংস বিনয়-বচন ॥
ছাড়হ আমারে রাজা, না কর নিধন।
করিব তোমার প্রীতি, চিন্ত যে-কারণ ॥
তব অনুরূপ-রূপা ভীমের নন্দিনী।
তার সহ মিলন করাব নৃপমণি ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হংসেরে ছাড়িল।
অন্তরীক্ষে উড়ি পক্ষী বিদর্ভেতে গেল ॥
অন্তঃপুর-মধ্যে যথা সরোবর ছিল।
সেইখানে গিয়া হংস খেলিতে লাগিল ॥
এইকালে দময়ন্তী সহচরী-সনে।
পুষ্প তুলিবার ছলে আইল সেখানে ॥
সরোবর-মধ্যে হংস দেখি রূপবতী।
ধরিবার আশে যান মন্দ-মন্দ গতি ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি হংস ধরিল স্ত্রীগণে।
বিদর্ভীরে হংস কহে মনুষ্য-বচনে ॥
নিষধ-রাজ্যেতে রাজা নল মহামতি।
অশ্বিনীকুমার রূপে নিন্দে রতিপতি ॥
নরলোকে তার সম নাহি রূপে-গুণে।
করাইব মিলন তোমার তাঁর সনে ॥
যদি ভাগ্যে থাকে, তব ভর্ত্তা হবে নল।
তোমার যৌবন-রূপ হইবে সফল ॥
সার্থক হউক রূপ, শুনহ বচন।
নল-নৃপতিরে যদি করহ বরণ ॥
শুনিয়া ভৈমীর মন অনঙ্গে পীড়িল।
বিধাতা আমার হেতু নলেরে স্বজিল ॥
নল-নৃপতিরে আমি করিব বরণ।
এত বলি হংসে পাঠাইল সেইক্ষণ ॥
কহিল সকল কথা নলের গোচর।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন তবে হৈল নৃপবর ॥
যে হইতে হংসভাষা বৈদর্ভী শুনিল।
নলের ভাবনা করি সকল ত্যজিল ॥
বিবর্ণ বদন ভূরি সঘনে নিঃশ্বাস।
ত্যজিল আহার আর সদা হাহা ভাষ ॥
দময়ন্তী-দুঃখ দেখি সব সখীগণ।
ভীম-নরপতি পাশে করে নিবেদন ॥
শুনিয়া নৃপতি বড় হইল চিন্তিত।
কোন্-হেতু দময়ন্তী হইল দুঃখিত ॥
মহাদেবী বলে, কিবা চিন্ত নৃপবর।
যুবতী হইল কন্যা, কর স্বয়ম্বর ॥
শুনিয়া বিদর্ভপতি উদ্যোগী হইল।
রাজ্যে-রাজ্যে দূত গিয়া নিমন্ত্রণ দিল ॥
দেশে-দেশে বার্ত্তা পেয়ে যত রাজগণ।
বিদর্ভনগরে সবে করিল গমন ॥
হয়-হস্তী-পদাতিতে পূরিল মেদিনী।
বার্ত্তা পেয়ে আসিলেন যত নৃপমণি ॥
বিদর্ভে আইল যত রাজ্যের ঈশ্বর।
যথাযোগ্য স্থানে সব বসে নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দময়ন্তীর স্বয়ম্বর

দময়ন্তী-স্বয়ম্বর শুনি সে সময়।
পুরাতন-ঋষি আসে অমর-আলয় ॥
যথাবিধি তাঁরে পূজি দেব সুরেশ্বর।
জিজ্ঞাসিল, কোথা ছিলে, ওহে মুনিবর।
ঋষি বলে, গিয়াছিনু পৃথিবীমণ্ডল।
আশ্চর্য্য দেখিনু তথা, শুন আখণ্ডল ॥
বিদর্ভ-রাজের কন্যা দময়ন্তী-নামা।
দেব-যক্ষ-নাগ-নরে দিতে নারে সীমা ॥
তার রূপে সুশোভিত হ'ল ভূমণ্ডল।
চন্দ্র মগ্ন হৈল দেখি বদন-কমল ॥
ভীমরাজা করিল কন্যার স্বয়ম্বর।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন যত নৃপবর ॥
দময়ন্তী-রূপ-গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
দেখিতে আইল কত বিনা-নিমন্ত্রণে ॥

নারদের এই বাক্য শুনি দেবগণ।
দময়ন্তী-রূপে মগ্ন হ'ল সর্ব্বজন ॥
দময়ন্তী-প্রাপ্তি বাঞ্ছা করি দেবগণ।
স্বয়ম্বর-স্থানে সবে করিল গমন ॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
অহর্নিশি আসিতেছে বিদর্ভনগর ॥
সসৈন্যে চলিল নল পেয়ে নিমন্ত্রণ।
পথে নলসহ ভেট হৈল দেবগণ ॥
দেখিয়া নলের রূপ বিস্মিত অন্তর।
দময়ন্তী-বাঞ্ছা ত্যাগ করিল অমর ॥
ইহা দেখি অন্যে না বরিবে কদাচন।
এত চিন্তি নল-প্রতি বলে দেবগণ ॥
সাধু সর্ব্বগুণাশ্রয় তুমি মহারাজ।
সহায় হইয়া তুমি কর এক কাজ ॥
কৃতাঞ্জলি করি বলে নিষধনন্দন।
কে তোমরা, আমা হ'তে কিবা প্রয়োজন ॥
ইন্দ্র বলে, আমি ইন্দ্র, ইনি বৈশ্বানর।
শমন, বরুণ এই জলের ঈশ্বর ॥
সবে আসিয়াছি দময়ন্তী লভিবারে।
সবাকার দূত হ'য়ে যাহ তথাকারে ॥
কি বলে বৈদর্ভী, জানি আইস সত্বরে।
নলেরে এতেক বাক্য কহিল অমরে ॥
রাজা বলে, দ্রুতগতি যাইতেছি আমি।
কেমনে ভেটিব কন্যা, অগম্য সে ভূমি ॥
রক্ষকেরা পুররক্ষা করিছে যতনে।
এ-বেশে পুরুষ আমি যাইব কেমনে ॥
দেবগণ বলে, আমা-সবার প্রভাবে।
না হবে বারণ, তুমি অলক্ষ্যেতে যাবে ॥
দেবগণ-বাক্য নল করিয়া স্বীকার।
চলিয়া গেলেন দময়ন্তীর আগার ॥
সখীগণমধ্যে দময়ন্তীরে দেখিল।
দেখিয়া তাঁহার রূপ অজ্ঞান হইল ॥
অতি সুকুমাররূপা অনঙ্গমোহিনী।
কৃশোদরা মনোহরা বিশাললোচনী ॥
পূর্ব্বে হংসমুখে রাজা যতেক শুনিল।
সত্য সত্য বলি রাজা সকল মানিল ॥
নল দেখি দময়ন্তী হ'ল চমকিত।
কেবা এ-পুরুষবর হেথা উপনীত ॥
ইন্দ্র কিংবা কামদেব অশ্বিনীকুমার।
ধন্য ধাতা, হেন রূপ সৃজিল ইহার ॥
বসিতে আসন দিতে হৃদয়ে বিচারে।
সাহস করিয়া কিছু কহিতে না পারে ॥
কতক্ষণে মন্দ হাসি কহে মৃদুভাষে।
কে তুমি পোড়াহ মোরে কন্দর্প-হুতাশে ॥
কেমনে আসিলে এথা, কেহ না দেখিল।
লক্ষ লক্ষ রক্ষকেতে যে পুরী রাখিল ॥
পবনাদি দেবে মোর পিতা দণ্ড করে।
এত দুর্গ পার হ'য়ে এলে কি-প্রকারে ॥
রাজা বলে, আমি নল জান বরাননে।
এথা আইলাম দেবতার দূতপনে ॥
ইন্দ্রাগ্নি-বরুণ-যম পাঠান আমারে।
সবাকার ইচ্ছা বড় তোমা লভিবারে ॥
এ-চারি-জনের মধ্যে যারে হয় মন।
আজ্ঞা কর, তাঁরে গিয়া করি নিবেদন ॥
এইহেতু তব পুরে করি আগমন।
দেবের প্রভাবে না দেখিল কোনজন ॥
কন্যা বলে, দেবগণ বন্দিত সবার।
সে-কারণ তাঁ-সবায় করি নমস্কার ॥
নিষ্ফল এথায় আসিছেন দেবগণ।
পূর্ব্বে নল নৃপতিরে করেছি বরণ ॥
হংসমুখে পূর্ব্বে আমি বরেছি তোমায়।
কেমনে আমারে ত্যাগ কর নররায় ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা, তুমি মম পতি।
তোমা-ভিন্ন বিষ-অগ্নি-জলে মোর গতি ॥
নল বলে, যেই দেবে পূজে সর্ব্বজন।
তপস্যা করিয়া বাঞ্ছে যাঁর দরশন ॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল বিনাশিতে পারে।
হেন জন বাঞ্ছে তোমা, ত্যজ কেন তাঁরে ॥

ইন্দ্র দেবরাজ দৈত্য-দানব-মর্দ্দন।
ত্রৈলোক্যের উপরে যাঁহার প্রভুপন ॥
শচীর সমান হবে যাঁহারে বরিলে।
হেন দেব ত্যজি কেন মনুষ্য ইচ্ছিলে ॥
দিক্‌পাল বৈশ্বানর সবাকার গতি।
যাঁর ক্রোধে মুহূর্ত্তেকে ভস্ম হয় ক্ষিতি ॥
বরুণ যে জলেশ্বর নর-অন্তকারী।
কেমনে বরিবে অন্যে তাঁকে পরিহরি ॥
কন্যা বলে, অন্যে মোর নাহি প্রয়োজন।
তুমি ভর্ত্তা, তুমি কর্ত্তা, করিনু বরণ ॥
শুভকার্য্যে বিলম্ব না কর মহামতি।
গলে মাল্য দিতে রাজা, দেহ অনুমতি ॥
নল বলে, ইহাসম নাহিক অধর্ম্ম।
দূত হ'য়ে কেমনে করিব হেন কর্ম্ম ॥
এত শুনি বৈদর্ভীর বিষণ্ণ বদন।
দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করেন রোদন ॥
পুনঃ বলে দময়ন্তী চিন্তিয়া উপায়।
বরিব তোমারে, দোষ না হবে তাহায় ॥
দেবগণ-সহ তুমি এস স্বয়ম্বরে।
তাঁ-সবার মধ্যে আমি বরিব তোমারে ॥
এত শুনি নল রাজা করেন গমন।
দেবগণ-পাশে গিয়া করে নিবেদন ॥
কেহ না দেখিল মোরে তব অনুগ্রহে।
দেখিলাম সে কন্যারে অন্তঃপুর-গৃহে ॥
কহিলাম সবাকার যে সব সন্দেশ।
প্রবন্ধেতে রূপ-গুণ বিভব-বিশেষ ॥
কারে না চাহিয়া কন্যা আমারে ইচ্ছিল।
আসিবার কালে পুনঃ এমত বলিল ॥
দেবগণ-সঙ্গে এস স্বয়ম্বর-স্থানে।
তোমারে বরিব তাঁ-সবার বিদ্যমানে ॥
বৈদর্ভীর চিত্ত বুঝি সব দেবগণ।
নলের সমান বেশ ধরেন তখন ॥
এইরূপে দেবগণ নলের সংহতি।
স্বয়ম্বর-স্থানে চলি গেল শীঘ্রগতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

দময়ন্তীর নল-বরণ

স্বয়ম্বরে উপনীত যত দেবগণ।
যথাযোগ্য আসনেতে বসে সর্ব্বজন ॥
কুলে শীলে রূপে গুণে একই প্রকার।
বিবিধ রতন অঙ্গে শোভে সবাকার ॥
সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ গমনে সিন্ধুজ।
পঞ্চমুখ ভুজঙ্গ সদৃশ ধরে ভুজ ॥
তবে বিদর্ভের রাজা শুভক্ষণ-দিনে।
দময়ন্তী আনাইল সভাবিদ্যমানে ॥
দেখিয়া মোহিত হ'ল যত রাজগণ।
দৃষ্টিমাত্র হরিলেক সবাকার মন ॥
যত যত মহারাজ আছিল সভায়।
চিত্তের পুত্তলি-প্রায় একদৃষ্টে চায় ॥
নল-বিনা বৈদর্ভীর অন্যে নাহি মন।
কোথায় আছয়ে নল, করে নিরীক্ষণ ॥
এক স্থানে দেখে ভৈমী সভার ভিতর।
নলের আকার পঞ্চ-পুরুষ সুন্দর ॥
বর্ণেতে নলের সহ নাহি কিছু ভেদ।
দেখি দময়ন্তী চিত্তে করে বড় খেদ ॥
পঞ্চজন নল দেখি, বরিব কাহারে।
হৃদয়ে করিল চিন্তা, বঞ্চিল আমারে ॥
দেবলিঙ্গে নরলিঙ্গে বিভেদ আছয়।
দেবমায়া-বলে কিছু সেই ব্যক্ত নয় ॥
উপায় না দেখি ভৈমী বিচারিল মনে।
করযোড়ে স্তুতিবাদ করে দেবগণে ॥
তোমরা যে অন্তর্যামী, জানহ সকল।
পূর্ব্বে হংসমুখে আমি বরিয়াছি নল ॥
প্রসন্ন হইয়া সবে মোরে দেহ বর।
জ্ঞাত হ'য়ে পাই আমি আপন-ঈশ্বর ॥

সত্যেতে সংসার বর্ত্তে, আমি যদি সতী।
তোমা-সবামধ্যে যেন চিনি নিজ পতি॥
বৈদর্ভীর মনোভাব জানি দেবগণ।
আপন আপন চিহ্ন করান দর্শন॥
অনিমেষ-নয়ন স্বেদাম্বুহীন কায়া।
অম্লান কুসুম অঙ্গে, নাহি অঙ্গচ্ছায়া॥
বৈদর্ভী জানিল তবে এ-চারি অমর।
নল নরপতি দেখে ভূমির উপর॥
হৃষ্টা হ'য়ে শীঘ্রগতি মালা দিল গলে।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব সবে সাধু সাধু বলে॥
তবে নল-নরপতি প্রসন্ন হইয়া।
দময়ন্তী-প্রতি বলে আশ্বাস করিয়া॥
যাবৎ শরীরে মম থাকিবেক প্রাণ।
তাবৎ ধরিব তোমা প্রাণের সমান॥
নলেরে বৈদর্ভী তবে করিল বরণ।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হ'ল যত দেবগণ॥
তুষ্ট হ'য়ে ইষ্টবর দিল চারিজন।
অলক্ষিত-বিদ্যা দিল সহস্রলোচন॥
অমৃত দিলেন তবে জলের ঈশ্বর।
যথায় চাহিবে জল, পাবে নরবর॥
অগ্নি বলে, যাহা ইচ্ছা করিবে রন্ধন।
অগ্নি-বিনা রন্ধন হইবে ততক্ষণ॥
প্রাণিবধ-বিদ্যা দিল সূর্য্যের নন্দন।
মন্ত্র তূণ-ধনু দিয়া করিল গমন॥
নির্ব্বর্ত্তিয়া স্বয়ম্বর সবে গেল ঘর।
দময়ন্তী ল'য়ে গেল নল-নৃপবর॥
দময়ন্তী-বিনা রাজা অন্যে নাহি মতি।
কুতূহলে ক্রীড়া করে, যেন কাম-রতি॥
বহু যজ্ঞ সমাধিল, কৈল বহুদান।
পুণ্যবলে নাহি কেহ নলের সমান॥
মহাভারতের কথা পরম পবিত্র।
আরণ্যকে অনুপম নলের চরিত্র॥

———

নল ও পুষ্করে দ্যূতক্রীড়া

স্বয়ম্বর নিবর্ত্তিয়া যায় দেবগণ।
পথেতে দ্বাপর-কলি ভেটে দুইজন॥
জিজ্ঞাসিল দুইজনে, যাহ কোথাকারে।
কলি বলে, যাই বৈদর্ভীর স্বয়ম্বরে॥
সে-কন্যার রূপ-গুণ শুনিয়া শ্রবণে।
প্রাপ্তি-ইচ্ছা করি তথা যাই দুইজনে॥
হাসি ইন্দ্র বলে, সাঙ্গ হ'ল স্বয়ম্বর।
নলেরে বরিল ভৈমী সবার ভিতর॥
এত শুনি ক্রোধে কলি বলে আরবার।
দেব-স্বামী ত্যজি দুষ্টা বরে নর ছার॥
এই হেতু দণ্ড আমি করিব তাহারে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দেবগণ বলে, তার দোষ নাহি তিলে।
আমা-সবাকার বাক্যে বরিলেক নলে॥
নলের চরিত্র কিছু কহনে না যায়।
সংসারের যত গুণ বঞ্চে নলাশ্রয়॥
সমুদ্রে গভীর ছিল, স্থির ছিল মেরু।
পৃথিবীতে ক্ষমা ছিল, চন্দ্র ছিল চারু॥
সবারে ছাড়িয়া নলে করিল আশ্রয়।
যজ্ঞসভাতৃপ্ত দেব যাহার আলয়॥
সত্যব্রতী দৃঢ়প্রীতি তপঃশৌচ দানী।
আমা-সবাকার মাঝে নলেরে বাখানি॥
হেন নলে দুঃখদাতা হবে যেইজন।
বিপুল দুঃখেতে মজিবেক সেইজন॥
এত বলি দেবগণ করিল গমন।
দ্বাপর-কলিতে দোঁহে চিন্তে মনে-মন॥
নলের যতেক গুণ বলে সুরপতি।
হেনজনে দিবে দণ্ড কাহার শকতি॥
কলি বলে, তুমি মোর হইবে সহায়।
যেমনে দণ্ডিব, মনে করিব উপায়॥
রাজ্যভ্রষ্ট করাব, বিচ্ছেদ দুইজনে।
পাশায় করিয়া মত্ত নৈষধ-রাজনে॥

অক্ষপাতি হবে তুমি সহায় আমার।
কলি-বাক্যে দ্বাপর করিল অঙ্গীকার॥
এতেক বিচারি দোঁহে করিল গমন।
নলের সহিত কলি থাকে অনুক্ষণ॥
নৃপতির পাপছিদ্র খুঁজে নিরন্তর।
হেনমতে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর॥
এক দিন নরপতি সন্ধ্যার কারণে।
অল্প শৌচ কৈল পদে, ভ্রম হ'ল মনে॥
প্রবেশিল কলি তাঁর দেহে ছিদ্র পেয়ে।
নিজবুদ্ধি হীন হ'ল রাজার হৃদয়ে॥
পুষ্কর নামেতে ছিল রাজার সোদর।
তাহার সদনে কলি চলিল সত্বর॥
কলি বলে, অবধান করহ পুষ্কর।
বৈভব বাঞ্ছহ যদি, মম বাক্য ধর॥
নলের সহিত পাশা খেল গিয়া তুমি।
সহায় হইয়া তোমা জিনাইব আমি॥
কলির আশ্বাস পেয়ে পুষ্কর চলিল।
খেলিব দেবন বলি নলে আহ্বানিল॥
এতেক শুনিয়া নল পুষ্করের দম্ভ।
অহঙ্কারে ক্ষণেক না করিল বিলম্ব॥
পণ করি খেলিতে লাগিল দুইজন।
বিবিধ রতন আর রজত-কাঞ্চন॥
পুষ্করের বশ অক্ষ দ্বাপর-প্রভাবে।
নাহি হয় অন্যথা, সে যাহা মাগে যবে॥
পুনঃ ক্রোধে পণ করিলেন রাজা নল।
মতিচ্ছন্ন হইল, না বুঝে মায়াবল॥
সুহৃদ বান্ধব মন্ত্রী যত পৌরজন।
কার শক্তি না হ'ল করিতে নিবারণ॥
তবে যত বন্ধুগণ একত্র হইয়া।
দময়ন্তী-স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
মহাদুঃখ উপদ্রব আনেন নৃপতি।
কর গিয়া আপনি নিবৃত্ত তুমি সতী॥
এত শুনি দময়ন্তী বিষণ্ণবদন।
অতিশীঘ্র নৃপস্থানে করিল গমন॥

রাজারে বলেন ভৈমী বিনয়-বচন।
মন্ত্রিসহ দ্বারে আছে অমাত্যের গণ॥
আজ্ঞা কর, সবে আসি করুক দর্শন।
ত্যজহ দেবন, প্রভু, রাজ্যে দেহ মন॥
কলিতে অচ্ছন্ন রাজা, নাহি শুনে বাণী।
মাথা তুলি ভৈমীরে না চাহে নৃপমণি॥
পুনঃপুনঃ কহি ভৈমী বারিতে নারিল।
জ্ঞানহত হ'ল রাজা, নিশ্চয় জানিল॥
নিজ নিজ গৃহে তবে গেল পুরজন।
অন্তঃপুরে গেল ভৈমী করিয়া রোদন॥
হেন মতে নলরাজা খেলে বহু দিন।
ক্রমে ক্রমে বৈভবাদি সব হ'ল হীন॥
অক্ষবিনা নৃপতির নাহি অন্যমন।
সকল ত্যজিয়া রাজা খেলে অনুক্ষণ॥
দেখিয়া বৈদর্ভী মনে আতঙ্ক পাইল।
বৃহৎসেনা-নামে ধাত্রী-প্রতি সে বলিল॥
সারথি বার্ষ্ণেয়ে শীঘ্র আনহ ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র গেল ধাত্রী আরতি বুঝিয়া॥
সেইক্ষণে আইল সারথি বিচক্ষণ।
সারথি দেখিয়া ভৈমী বলেন বচন॥
সর্ব্বনাশহেতু-পথ করিল রাজন্।
এ-মহাবিপদে তুমি করহ তারণ॥
ইন্দ্রসেন পুত্র আর কন্যা ইন্দ্রসেনা।
মম জ্ঞাতিগৃহে রাখি এস দুইজনা॥
বিলম্ব না কর, রথ আন শীঘ্রগতি।
আজ্ঞামাত্র রথ আনে সাজায়ে সারথি॥
রথে চড়াইল দুই কুমার-কুমারী।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুণ্ডিন-নগরী॥
রথ অশ্ব-সহিত থুইল রাজপুরে।
পুনঃ গেল বার্ষ্ণেয় সে নিষধ-নগরে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
কাশীদাস বিরচিল নলের আখ্যান॥

● নল দময়ন্তীর বনগমন ও নলের দময়ন্তী ত্যাগ

পুষ্করের সহ পাশা খেলে রাজা নল।
একে-একে রাজ্যধন হারিল সকল ॥
বসন-ভূষণ আর রত্ন-অলঙ্কার।
সকল হারিল রাজা, কিছু নাহি আর ॥
হাসিয়া পুষ্কর তবে বলিল বচন।
খেলিবে কি আছে আর, শীঘ্র কর পণ ॥
অবশেষ তব কিছু নাহি দেখি আর।
রাণী দময়ন্তী পণ করহ এবার ॥
এতেক শুনিয়া ক্রোধে লোহিত-লোচন।
নাহিক কহিতে শক্তি, বিষণ্নবদন ॥
তবে রাজা বস্ত্র-রত্ন যা ছিল শরীরে।
বাহির করিয়া রায় দিলেন পুষ্করে ॥
একবস্ত্র-পরিধানে বাহির হইল।
অন্তঃপুরে থাকি তবে বৈদর্ভী শুনিল ॥
অঙ্গেতে ভূষণ যত ফেলিল খুলিয়া।
চলিল রাজার সহ একবস্ত্রা হৈয়া ॥
আজ্ঞা দিল পুষ্কর আপন-অনুচরে।
এই কথা জ্ঞাত কর নগরে-নগরে ॥
নল রাজা যাইবেক সন্নিকটে যার।
নলেরে রাখিলে তার সবংশে সংহার ॥
আজ্ঞামাত্র রাজ্যে-রাজ্যে জানাইল চর।
রাজাজ্ঞা শুনিয়া সবে হৃদে পায় ডর ॥
তিন দিন ছিল নল নগর-ভিতর।
রাজার ভয়েতে কেহ না যায় নগর ॥
কে করে জিজ্ঞাসা তাঁরে, না যায় নিকটে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নল গেল নদীতটে ॥
তিন-রাত্রি-দিনান্তরে করি জলপান।
তারপরে বনমধ্যে করিল প্রয়াণ ॥
পাছু পাছু দময়ন্তী করিল গমন।
অরণ্যের মধ্যে প্রবেশিল দুইজন ॥
বহুদিন অনাহারে শরীর পীড়িত।
বনমধ্যে স্বর্ণপক্ষী দেখে আচম্বিত ॥
পক্ষী দেখি আনন্দিত ভাবিল রাজন্।
মাংস ভক্ষি পক্ষ বেচি পাব বহু ধন ॥
ধরিবার উপায় চিন্তিলেন মনে-মন।
পক্ষীর উপর ফেলে পিন্ধন-বসন ॥
বস্ত্র লয়ে উড়িল মায়াবী বিহঙ্গম।
আকাশে উড়িয়া বলে, আরে মতিভ্রম ॥
সর্ব্বনাশ কৈনু অক্ষে করি জ্ঞান ভ্রষ্ট।
মোরা কলি, দ্বাপর করিনু রাজ্য নষ্ট ॥
আমা সবা এড়ি ভৈমী বরিল তোমারে।
তাহার উচিত ফল দিলাম উহারে ॥
এত শুনি নরপতি ভৈমী-প্রতি বলে।
যতেক কহিল পক্ষী, শ্রবণে শুনিলে ॥
অক্ষে যেই হারাইল, সেই বস্ত্র নিল।
বিস্ময়ে আমার প্রিয়ে, জ্ঞান হত হৈল ॥
এখন যে বলি, শুন তাহার কারণে।
এই যে দেখহ পথ যাইতে দক্ষিণে ॥
অবন্তীনগরে লোক এই পথে যায়।
কোশলে যাইতে হ'লে এই পথ হয় ॥
এই পথে যাহ প্রিয়ে, বিদর্ভনগরে।
শুনিয়া হইল ভৈমী কম্পিত অন্তরে ॥
রোদন করিয়া ভৈমী কহে রাজা-প্রতি।
তব বাক্য শুনি মম স্থির নহে মতি ॥
রাজ্যনাশ, বনবাস, বিবস্ত্র হইলে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা-মহাদুঃখ-সাগরে ডুবিলে ॥
সব পাসরিবে আমি থাকিলে সংহতি।
আমারে ত্যজিতে কেন চাহ নরপতি ॥
ভার্য্যার বিহনে রাজা, নাহি সুখলেশ।
আমারে ত্যজিলে বনে পাবে বহুক্লেশ ॥
নল বলে, সত্য তুমি যতেক কহিলে।
ভার্য্যাসম মিত্র আর নাহি ক্ষিতিতলে ॥
ত্যজিবারে পারি আমি আপন জীবন।
তোমা ত্যাগ না করিব আমি কদাচন ॥
ভৈমী বলে, মোরে যদি ত্যাগ না করিবে।
বিদর্ভের পথ কেন দেখাইয়া দিবে ॥

এইহেতু শঙ্কা মম হতেছে রাজন্।
তোমা ছাড়ি গেলে মোর নিশ্চয় মরণ ॥
এক বাক্য বলি রাজা, যদি লয় মনে।
বিদর্ভনগরে চল যাই দুইজনে ॥
তোমারে দেখিলে পিতা হবে হৃষ্টমন।
দেবতুল্য তোমারে পূজিবে সর্ব্বজন ॥
নল বলে, নহে দেবি, যাবার সময়।
এ বেশে কুটুম্বগৃহে যাওয়া ঠিক নয় ॥
আপনি জানহ তুমি স্বয়ম্বর-কালে।
তব পিতৃগৃহে গেনু চতুরঙ্গ-দলে ॥
এখন এ-বেশে গেলে হাসিবেক লোক।
বৈরীর হইবে হর্ষ, সুহৃদের শোক ॥
পরম বন্ধুর গৃহে যায় যদি দীন।
শক্রসম হইলেও হয় মানহীন ॥
অনাহারে থাকি তপ করিব কাননে।
দুঃখী হ'য়ে বন্ধুগৃহে না যাব কখনে ॥
তবে পুনঃপুনঃ ভৈমী অনেক কহিল।
না শুনিল নল রাজা, নিশ্চয় জানিল ॥
যেই বস্ত্র ছিল ভৈমী করিয়া পিন্ধন।
সেই বস্ত্র সারিয়া পরিল দুইজন ॥
ছাড়িয়া যাবেন স্বামী ভয় করি মনে।
এক বস্ত্র উভয়ে পরিল সে-কারণে ॥
বেগেতে চলিতে নারে, যায় ধীরে ধীরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ভ্রমে দুর্ব্বল শরীরে ॥
দিব্য-একস্থান রাজা দেখিল কাননে।
পরিশ্রান্ত হইয়া শুইল দুইজনে ॥
আঁকাড়ি করিয়া ভৈমী ধরিলা রাজারে।
পাছে স্বামী যায় ছাড়ি সভয়-অন্তরে ॥
একে সুকুমারী বহুদিন নিরাহারা।
শোয়ামাত্র দময়ন্তী হ'ল জ্ঞানহারা ॥
দুঃখে সন্তাপিত নল, নিদ্রা নাহি পায়।
মনে বিচারিল যে বৈদর্ভী নিদ্রা যায় ॥
এ-ঘোর-অরণ্যে ভৈমী সঙ্গে যদি থাকে।
মম দুঃখ দেখি নিত্য মজিবেক শোকে ॥
আমারে না দেখি কোন পথিক-সংহতি।
ক্রমে ক্রমে যাইবেক পিতার বসতি ॥
এ-দুঃখ-সমুদ্র হ'তে হইবে মোচন।
আমিও একক হ'লে যাব যথা মন ॥
একাকী রাখিয়া যাব ঘোর বনস্থল।
সেই ভয় নাহি, কেহ করিবে না বল ॥
তপস্বিনী পতিব্রতা ভকতি আমাতে।
এরে কে করিবে বল, নাহি ত্রিজগতে ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা, হত নিজ-জ্ঞান।
দময়ন্তী ত্যজিবারে করে অনুমান ॥
এক বস্ত্র আচ্ছাদন দোঁহাকার গায়।
মনে চিন্তে, কি করিব ইহার উপায় ॥
পাছে জাগে দময়ন্তী, চিন্তিল রাজন্।
ভাবিত হইল বড়, কি করি এখন ॥
কেমনে ত্যজিব আমি, এক বস্ত্র পরা।
শরীরে আছিল কলি দুষ্ট খরতরা ॥
নৃপমন জানি কলি ধরে খড়্গরূপ।
সম্মুখে হেরিয়া খড়্গ হরষিত ভূপ ॥
অস্ত্র লৈয়া অৰ্দ্ধবাস ছেদন করিল।
মায়াতে মোহিত রাজা আকুল হইল ॥
ধীরে ধীরে তথা হ'তে গমন করিল।
কতদূর হ'তে পুনঃ বাহুড়ি আইল ॥
দেখিল, বৈদর্ভী নিদ্রা যায় অচেতন।
ব্যাকুল হইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥
সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষ লক্ষ এ ঘোর কাননে।
কি গতি হইবে প্রিয়া, আমার বিহনে ॥
হে সূর্য্য পবন চন্দ্র বনের দেবতা।
তোমা-সব রক্ষা কর আমার বনিতা ॥
এত বলি নরপতি করিল গমন।
পুনঃ কতদূর হ'তে ফিরিল রাজন্ ॥
কলিতে আচ্ছন্ন রাজা দুইদিকে মন।
ভার্য্যা স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচন ॥
দময়ন্তী-দুঃখে দুঃখী কহিছে অন্তরে।
অনাথ করিয়া প্রিয়ে, যাই হে তোমারে ॥

পুনরপি বিধি যদি করায় ঘটন।
দেখিব তোমারে, নহে শেষ দরশন ॥
এত চিন্তি নরপতি আকুল-হৃদয়।
পাছে দময়ন্তী জাগে, পুনঃ হ'ল ভয় ॥
অতিবেগে চলিয়া যাইতে সেইক্ষণ।
প্রবেশ করিল গিয়া নির্জ্জন কানন ॥
দুঃখতাপে তরে লোক ভারত-শ্রবণে।
কলির কলুষ নাশে কাশীরাম ভণে ॥

সর্প-কবলে দময়ন্তী এবং দময়ন্তীর কোপে ব্যাধ ভস্ম

কতক্ষণে দময়ন্তী নিদ্রা-অবশেষে।
সজাগ হইয়া দেখে, স্বামী নাহি পাশে ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভৈমী ভূমিতলে পড়ি।
ধূলায় ধূসর হ'য়ে যায় গড়াগড়ি ॥
উঠিয়া সঘনে চতুর্দ্দিকে ধায় রড়ে।
নাথ নাথ বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ে ॥
অনাথা ডাকয়ে, কেন না দেহ উত্তর।
কোন্‌দিকে গেলে প্রভু, নিষধ-ঈশ্বর ॥
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়।
তবে কেন আমারে ত্যজিলা মহাশয় ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা কহে সর্ব্বলোকে।
তবে কেন নিদ্রিত ছাড়িয়া গেলে মোকে ॥
লোকপালমধ্যে পূর্ব্বে সত্য কৈলে প্রভু।
শরীর থাকিতে তোমা না ছাড়িব কভু ॥
সত্যবাদী হ'য়ে সত্য ছাড় কি-কারণ।
লুক্কায়িত আছ কোথা, দেহ দরশন ॥
দুঃখ-সিন্ধুমধ্যে প্রভু, কেন দেহ দুখ।
অতি শীঘ্র এস নাথ, দেখি তব মুখ ॥
ক্ষুধার্ত্ত, ফলের হেতু গিয়াছ কি বনে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া কিবা গেলে জলপানে ॥
এত বলি বনে ভৈমী করি পর্য্যটন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বসে ধায় ক্ষণে ক্ষণ ॥
ব্যাঘ্র সিংহ মহিষ শূকর যত ছিল।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে তাহারে বেড়িল ॥
স্বামী অন্বেষিয়া ভৈমী বনে বনে ভ্রমে।
অকস্মাৎ সম্মুখেতে দেখে ভুজঙ্গমে ॥
বিকট-দশন আর বিকট-গর্জ্জন।
ভৈমীরে দেখিয়া অহি বিস্তারে বদন ॥
বিপরীত-মূর্ত্তি অহি দেখিয়া নিকটে।
হা নাথ বলিয়া ডাকে পড়িয়া সঙ্কটে ॥
আর না দেখিব প্রভু, তোমার বদন।
নিশ্চয় হইনু অজগরের ভক্ষণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী হা নাথ বলিয়া।
তাহা শুনে এক ব্যাধ দূরেতে থাকিয়া ॥
শীঘ্রগতি আসি ব্যাধ দেখি অজগর।
দুইখান করিল মারিয়া তীক্ষ্ণ শর ॥
সর্প মারি মৃগজীবী কহে বৈদর্ভীরে।
কে তুমি একাকী ভ্রম এ কানন-ঘোরে ॥
সকল বৃত্তান্ত তারে বৈদর্ভী কহিল।
বৈদর্ভীর রূপে ব্যাধ আকুল হইল ॥
সম্পূর্ণ চন্দ্রমা-মুখ, পীন-পয়োধর।
বচন-অমৃত ব্যাধে বিন্ধে খরশর ॥
কামাতুর হ'য়ে যায় ভৈমী ধরিবারে।
ব্যাধেরে দেখিয়া ভৈমী কহিছে অন্তরে ॥
সত্যশীল নল রাজা যদি মোর পতি।
নল-বিনা অন্যে যদি নাহি থাকে মতি ॥
এ পাপিষ্ঠ পরশিতে না পারে আমায়।
এখনি হউক ভস্মরাশি দুরাশয় ॥
এতেক বলিতে ব্যাধ ভস্ম হ'য়ে গেল।
স্বামীর উদ্দেশে সতী বৈদর্ভী চলিল ॥
সময় হইলে মন্দ, রক্ষা নাহি আর।
দুঃখের উপরে দুঃখ আসে অনিবার ॥
সতীর সতীত্বনাশ করিতে যে যায়।
সতীকোপে ভস্ম হয়, কাশীরাম গায় ॥

দময়ন্তীর পতি অন্বেষণ ও সুবাহু নগরে সৈরিন্ধ্রী-বেশে স্থিতি

মহাঘোর-বনে ভৈমী করিল প্রবেশ।
নানাজাতি পশু তথা দেখয়ে বিশেষ॥
সিংহ কোল ব্যাঘ্র দ্বীপী খড়্গী কৃষ্ণসার।
মৃগ-মৃগী দেখে আর মহিষ-মার্জ্জার॥
শল্লকী নকুল গাধা, ভল্লুক বানর।
নানাজাতি নভোমার্গ স্পর্শে তরুবর॥
শাল তাল পিয়াল যে অর্জ্জুন চন্দন।
শিমূল খর্জ্জুর জাম কদম্ব কাঞ্চন॥
আম্রাতক বিভীতক ফল আমলকী।
পলাশ ডুম্বুর ভল্লাতক হরীতকী॥
খদির পাণ্ডবী পিচুমর্দ্দ কোবিদার।
শাকট কপিত্থ বট অশ্বত্থ যে আর॥
নোয়াড়ি বদরী বিঞ্চি বহেড়া পর্কটি।
অশোক চম্পক কেন্দু তিন্তিড়ীক ঝাঁটি॥
বাপী সর তড়াগ সিন্ধুর সম নদী।
নানা ঋতু রম্যস্থান, বহু রত্ননিধি॥
যত যত দেখে ভৈমী, অন্যে নাহি মন।
স্বামী-অন্বেষণে ভ্রমে গহন কানন॥
যারে দৃষ্টি করে ভৈমী, জিজ্ঞাসে তাহারে।
দেখিয়াছ মম প্রভু, গেল কোথাকারে॥
সিংহগ্রীব প্রভু মম, বিশাললোচন।
দীর্ঘতর যুগ্ম-ভুজ, অর্দ্ধাঙ্গ বসন॥
ওহে সিংহ মহাতেজা বনের ঈশ্বর।
বনের বৃত্তান্ত যত তোমার গোচর॥
সত্য কহ প্রাণনাথ গেল কোন্ দিগে।
অনাথা তোমার স্থানে এই ভিক্ষা মাগে॥
অনন্তরে এক মহা সরিৎ দেখিল।
প্রণাম করিয়া তারে ভৈমী জিজ্ঞাসিল॥
তরঙ্গিণী, কহিয়া স্বামীর সমাচার।
শীতল করহ তুমি হৃদয় আমার॥
ক্ষুধায় বিশেষ শ্রমে আকুল শরীর।
জলপানে আসিয়াছিলেন তব তীর॥
তথা হ'তে গেল ভৈমী না পেয়ে উত্তর।
অতি উচ্চতর এক দেখে গিরিবর॥
তাহাকে জিজ্ঞাসে ভৈমী করিয়া রোদন।
অতি উচ্চতর শৃঙ্গ পরশে গগন॥
বহুদূর তব দৃষ্টি যায় শৈলবর।
কহ মোরে, কোথায় আছেন প্রাণেশ্বর॥
পঙ্কজ কেশর অঙ্গ, কর স্পর্শে জানু।
কর্ণান্তে নয়ন, মুখশোভা শীতভানু॥
বীরসেনসুত প্রভু নিষধ-ঈশ্বর।
দেখেছ কি প্রাণনাথে, কহ গিরিবর॥
এইমত গিরিপৃষ্ঠে ভ্রমে কত দিন।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লিষ্টা, বদন মলিন॥
যুগল-নয়নে বহে জলধার প্রায়।
অর্দ্ধবাসা-মুক্তকেশা, ধূলি সর্ব্বগায়॥
তথা হ'তে চলি যায় উত্তর-মুখেতে।
মুনির আশ্রমে যায় তৃতীয় দিনেতে॥
অনাহারী, বাতাহারী, দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি।
কর পদ সর্পবৎ নখ যেন বেড়ি॥
দেখি দময়ন্তী তাঁরে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
প্রণতি করিয়া রহে অগ্রে দাঁড়াইয়া॥
ভৈমীরে জিজ্ঞাসে মুনি মধুর বচনে।
কে তুমি, কি-হেতু কর ভ্রমণ কাননে॥
দময়ন্তী বলে, আমি পতিবিরহিণী।
এই বনে হারাইল মম পতিমণি॥
অন্বেষণ করি তাঁরে, করি সেই ধ্যান।
হারাধন পাই যদি, তবে রহে প্রাণ॥
আজ্ঞা কর মুনিরাজ, কোন্ দেশে যাব।
নিশ্চয় কি পুনরপি দরশন পাব॥
এত শুনি মুনিরাজ আশ্বাস করিল।
না কর রোদন, তব দুঃখ শেষ হ'ল॥
পাইবে স্বামীরে, পুনঃ পাবে রাজ্যভার।
পুত্রকন্যাসহ সুখে বঞ্চিবে অপার॥
এত বলি ঋষিবর অন্তর্দ্ধান হৈল।
বিস্ময় মানিয়া তবে বৈদর্ভী চলিল॥

নদ-নদী কণ্টক পর্ব্বত ঘোরবনে।
রাত্রি-দিন চলি যায় নিরানন্দ-মনে॥
যাইতে যাইতে দেখে এক নদীকূলে।
বহুদ্রব্য সঙ্গে লয়ে বহুলোক চলে॥
ভৈমীকে দেখিল লোক, বিস্ময় মানিল।
বিপরীত দেখি কেহ ভয়ে পলাইল॥
কভু হাসে, কভু নাচে চিত্রের পুত্তলী।
রাক্ষসী পিশাচী কিবা মানুষী বাতুলী॥
জিজ্ঞাসে দয়ার্দ্র হ'য়ে তবে কোন জন।
কে তুমি একাকী ভ্রম নির্জ্জন-কানন॥
বৈদর্ভী বলিল, নহি পিশাচী রাক্ষসী।
স্বামী অন্বেষিয়া ভ্রমি, আমি ত মানুষী॥
অরণ্যের মধ্যে স্বামী ছাড়ি গেল মোরে।
সত্য কহ, তোমরা কি দেখিয়াছ তাঁরে॥
এতেক শুনিয়া বলে বণিকের গণ।
তোমা-ভিন্ন এ বনে না দেখি অন্যজন॥
চেদি-রাজ্যে যাই মোরা বাণিজ্য-কারণ।
আইস মোদের সঙ্গে, যদি লয় মন॥
আশ্বাস পাইয়া ভৈমী চলিল সংহতি।
সেই পথে অন্বেষিয়া যায় নিজপতি॥
হেনমতে কত পথে এক রম্যস্থলে।
একটি যে সরোবর শোভিত কমলে॥
শ্রমযুক্ত উত্তরিল বাণিজ্য-কারণ।
সেই নিশি তথায় বঞ্চিল সর্ব্বজন॥
নিশাকালে হস্তিগণ জলপানে এল।
নিদ্রিত আছিল পথে চরণে চাপিল॥
দশনে চিরিল কারে শুণ্ডে জড়াইল।
বণিকগণের মধ্যে মহারোল হৈল॥
প্রাণভয়ে কোন দিকে যায় কোন জন।
দময়ন্তী করিলেন বৃক্ষে আরোহণ॥
বৃক্ষোপরি আরোহিয়া করেন রোদন।
হায় বিধি মোর ভাগ্যে ছিল এ-লিখন॥
জন্মকাল হ'তে আমি জানি নিজ মনে।
এমন দুষ্কৃতি আমি না করি কখনে॥
তবে কেন বিধি মোর কৈল হেন গতি।
অধিক সন্তাপ মোর উপজিল নিতি॥
মোর স্বয়ম্বরে এসেছিল দেবগণ।
নিরাশ হইয়া ক্রোধ কৈল সর্ব্বজন॥
সেইহেতু আমার না দেখি শ্রেয়ঃ আর।
এত কষ্টে পাপ-আত্মা না যায় আমার॥
রজনী প্রভাত হ'লে যে যেখানে ছিল।
চারিদিক হ'তে আসি একত্র মিলিল॥
ভয় পেয়ে তথা হ'তে যায় শীঘ্রগতি।
কত দিনে চেদি-রাজ্যে উত্তরিল সতী॥
বিবর্ণ-বদন কৃশা অঙ্গে অর্দ্ধ বাস।
ধূলিতে ধূসর-কায়, ঘন বহে শ্বাস॥
বন হ'তে নগরেতে করিল প্রবেশ।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক দেখি তাঁর বেশ॥
যুবা-বৃদ্ধ নগরেতে যত নারীগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া চলিল সর্ব্বজন॥
কেহ বা কর্দ্দম দেয়, কেহ দেয় ধূলা।
বৈদর্ভীরে বেড়িয়া হইল লোকমেলা॥
সুবাহু রাজার মাতা প্রাসাদে আছিল।
দময়ন্তী দেখিয়া ধাত্রীরে আজ্ঞা দিল॥
হের দেখ নারী এক নগরে আইসে।
মলিনা বিবর্ণরূপা বেষ্টিতা মানুষে॥
শীঘ্র গিয়া তাহারে আনহ মোর স্থানে।
আজ্ঞামাত্র ভৈমীকে আনিল সেইক্ষণে॥
ভৈমীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল রাজমাতা।
কহ নিজ পরিচয়, কাহার বনিতা॥
নিজ আচ্ছাদন করিয়াছ কি-কারণ।
মেঘে ঢাকিয়াছে যেন রবির কিরণ॥
দময়ন্তী বলে, শুন কহি রাজমাই।
জাতিতে মানুষী, আমি সৈরিন্ধ্রী বলাই॥
দ্যূতে হারি স্বামী মোর পশিল কাননে।
অপ্রমিত গুণ তাঁর না যায় কথনে॥
সঙ্গেতে ছিলাম আমি, ছাড়িলেন মোরে।
তাঁরে অন্বেষিয়া আমি আইনু নগরে॥

এত বলি দময়ন্তী করেন রোদন।
আশ্বাসিয়া রাজমাতা বলেন বচন ॥
না কান্দহ কন্যে তুমি চিত্ত কর স্থির।
তব দুঃখ দেখি মম বিদরে শরীর ॥
পাইবে স্বামীর দেখা থাক মোর বাসে।
লোক পাঠাইব তব পতির উদ্দেশে ॥
ভৈমী বলে, এত যদি করুণা আমারে।
তবে সে থাকিতে পারি তোমার মন্দিরে ॥
পুরুষ-সহিত দেখা না হবে কখন।
পুরুষের স্থানে না পাঠাবে কদাচন ॥
না ছুঁইব উচ্ছিষ্ট, না পদে দিব কর।
রাজমাতা, ব্রত মম কহি পূর্ব্বাপর ॥
বৃদ্ধদ্বিজে পাঠাইবে স্বামী-অন্বেষণে।
এতেক করিলে রহি তোমার সদনে ॥
সেইরূপ হইবে বলিয়া রাজমাতা।
ডাকিল সুনন্দা-নামে আপন দুহিতা ॥
রাজমাতা বলে তবে তনয়ার প্রতি।
সখ্য কর তুমি এই সুন্দরী-সংহতি ॥
অসম্মান যেন নাহি কর কদাচন।
হীনকার্য্যে না করিহ কভু নিয়োজন ॥
দেবতা ভাবিয়া এঁরে করিবে পূজন।
ক্ষণেক বিভিন্ন নাহি হবে দুইজন ॥
মাতৃ-আজ্ঞা সুনন্দা যে পালে সর্ব্বক্ষণ।
এমতে রহিলা ভৈমী তাঁহার সদন ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনিলে পবিত্র।
বনপর্ব্বে পুণ্যশ্লোক নলের চরিত্র ॥
কাশীরাম বিরচিল করি গীতিচ্ছন্দ।
রসিক সজ্জন সদা পিয়ে মকরন্দ ॥

● কর্কোটক-নাগের দংশনে নলের বিকৃতাকার

হেথা ভৈমী ছাড়ি, পরি অর্দ্ধ শাড়ী,
চলিল নৃপতি নল।
বায়ুবেগে ধায়, পাছু নাহি চায়,
অঙ্গে বহে শ্রমজল ॥
হেনকালে শুনি, দাবানল-ধ্বনি,
রাখ রাখ নলরাজ।
কহে পুণ্যশ্লোকে, রক্ষা কর মোকে,
পুড়ি আমি অগ্নিমাঝ ॥
শুনি দয়াময়, কহে, নাহি ভয়,
স্মরণ কে করে মোরে।
শুনি ফণিপতি, কহে নল-প্রতি,
নিবেদি দুঃখ তোমারে ॥
আমি নাগরাজ, অনন্ত-অনুজ,
কর্কোটক নাম মম।
নারদের শাপে, সদা পুড়ি তাপে,
শক্তিহীন, জড়সম ॥
শেষ হৈল দুখ, দেখি তব মুখ,
শাপান্ত করিল মুনি।
বিলম্ব না কর, সত্বর উদ্ধার,
দহে দারুণ আগুনি ॥
পর্ব্বত-আকার, শরীর আমার,
দেখি পাছে কর ভয়।
পরশে তোমার, হৈব লঘুভার,
ক্ষুদ্রকায় সাতিশয় ॥
শুনি নরপতি, দয়াময় অতি,
আনিল অনল হ'তে।
পাইয়া অভয়, নাগরাজ কয়,
সখ্য হ'ল তব সাথে ॥
তব শ্রম-কাজ, শুন মহারাজ,
কোলে করি মোরে লহ।
বিপুল শবদে, গনি পদে পদে,
কত দূর ল'য়ে যাহ ॥
তার বাক্য শুনি, পদে পদে গনি,
দশ পদ গতি কৈল।
দশ ডাক শুনি, দংশিলেক ফনি,
ছাড়িয়া অন্তর হৈল ॥

নল বলে ভাল, সখা ধর্ম্ম রৈল,
সখারে দংশন কর।
নাহি দোষ তব, জাতির স্বভাব,
উপকারী জনে মার॥
বলে নাগপতি, না ভাব দুর্গতি,
করিয়াছি উপকার।
কুরূপ মুরতি, হ'ল নরপতি,
অঙ্গ দেখ আপনার॥
দুঃখের সময়, কভু ভাল নয়,
ভূপতি-লক্ষণ রূপ।
কেহ না লক্ষিবে, যথায় যাইবে,
যে হেতু হ'ল বিরূপ॥
যবে ইচ্ছা মনে, আমার স্মরণে,
পাইবে আপন রূপ।
কহি যে বিশেষ, নাহি পাবে ক্লেশ,
মম বিষে, শুন ভূপ॥
তোমারে যে ক্রূর, যাতনা প্রচুর,
দিতেছে, জানিও রায়।
তারে মোর বিষ, নিত্য অহর্নিশ,
জ্বালাইবে যাতনায়॥
মোর বাক্য ধর, যাও অতঃপর,
অযোধ্যায় গুণাধার।
রাজা ঋতুপর্ণ, পালে চতুর্ব্বর্ণ,
সারথি হইও তাঁর॥
বৈদর্ভী রূপসী, তোমার প্রেয়সী,
আরো তনয়-তনয়া।
কুশলে ভেটিবে, পুনঃ রাজা হবে,
নিষধ-রাজ্যেতে গিয়া॥
এতেক কহিয়া, বস্ত্র এক দিয়া,
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে গেল।
নাগের বচন, শুনিয়া রাজন্,
অযোধ্যাপুরী চলিল॥
ভারত-কমল, শ্রবণ মঙ্গল,
সাধু জন করে আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাস॥

ঋতুপর্ণালয়ে নল-রাজার বাহুক নামে অবস্থিতি

তবে নল-নরপতি দশম দিবসে।
অযোধ্যায় প্রবেশিল বহু পথক্লেশে॥
রাজার দুয়ারে গিয়া বলে নরপতি।
মম তুল্য কেহ নাহি অশ্ব-শিক্ষাকৃতী॥
বাহুক আমার নাম শুন মহামতি।
নিষধ রাজার আমি ছিলাম সারথি॥
আর এক মহাবিদ্যা জানি যে রাজন্।
বিনা অনলেতে পারি করিতে রন্ধন॥
এত শুনি কহে রাজা করিয়া আশ্বাস।
যথোচিত চাহ, দিব, রহ মম পাশ॥
যত অশ্বপালোপরে হবে তুমি পতি।
যা বাঞ্ছিবে তাহা দিব, থাকিবে সংহতি॥
এত শুনি নল রাজা রহিল তথায়।
দিবস রজনী রাজা নিদ্রা নাহি যায়॥
অন্ন জল নাহি রুচে পত্নীরে ভাবিয়া।
সদা ভাবে কোথা গেল দময়ন্তী প্রিয়া॥
না জানি সে কি করিল আমার বিহনে।
নিরাহারে অনাশ্রয়ে আছে কোন্ স্থানে॥
কতেক কান্দিল প্রিয়া মোরে না দেখিয়া।
কি কুকর্ম্ম করিলাম নিষ্ঠুর হইয়া॥
ভয়ঙ্কর সিংহ-ব্যাঘ্র নির্জ্জন কাননে।
একাকিনী বনে নারী বঞ্চিবে কেমনে॥
পতিব্রতা অনুরক্তা আমাতে সতত।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া আমি হ'য়ে আছি মৃত॥
বনপর্ব্বে নলাখ্যান যেই জন শুনে।
অশেষ দুঃখেতে পার হয় সেই জনে॥
পাপকর্ম্মে তার মন কভু নাহি যায়।
মদ দম্ভ রাগ দ্বেষ তাহারে না পায়॥

ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

———

● বিদর্ভ-ভূপতি ভীমের নল-দময়ন্তীর উদ্দেশ ও চেদি-রাজ্যে দময়ন্তীর সন্ধান-প্রাপ্তি

ভার্য্যাসহ গেল নল অরণ্যভিতর।
দূতমুখে বার্ত্তা পায় ভীম-নৃপবর॥
শুনিয়া শোকার্ত্ত বড় ভীম-নরপতি।
সহস্র সহস্র দ্বিজ আনি শীঘ্রগতি॥
দ্বিজগণ-প্রতি রাজা বলিল বচন।
নল-দময়ন্তী দোঁহে কর অন্বেষণ॥
অন্বেষণ করিয়া কহিবে বার্ত্তা আসি।
সহস্র সহস্র গবী দিব রত্ন ভূষি॥
গ্রাম দেশ ভূমি দিব নানা-রত্ন-ধন।
দুইজনমধ্যে যে দেখিবে এক জন॥
এত বলি দ্বিজগণে মেলানি করিল।
সেইক্ষণে দ্বিজগণ চতুর্দ্দিকে গেল॥
সুদেব-নামেতে দ্বিজ ভ্রমে নানাদেশ।
সুবাহু-রাজার পুরে করিল প্রবেশ॥
কতদিন থাকি তথা পাইল উদ্দেশ।
পুরে আছে নারী এক সৈরিন্ধ্রীর বেশ॥
রাজগৃহে গিয়া তবে দ্বিজ বিচক্ষণ।
সুনন্দা-সহিত তাঁরে করেন দর্শন॥
চন্দ্রাননী বিশালাক্ষী দীর্ঘ-মুক্তকেশা।
চারু-পীন-পয়োধরা সুনাসা সুবেশা॥
পদ্ম যেন বিদলিত হস্তি-দন্তাঘাতে।
চন্দ্র যেন বিদলিত সৈংহিকেয়-দাঁতে॥
ক্ষিতিমধ্যে নাহিক ইহার রূপসীমা।
এই সে সৈরিন্ধ্রী হবে বিদর্ভচন্দ্রিমা॥
স্বামীর বিচ্ছেদে কৃশা বিবর্ণবদনী।
ভৈমী-পাশে গিয়া শেষে বলে দ্বিজমণি॥
মোর বাক্যে বরাননে কর অবধান।
সুদেব ব্রাহ্মণ আমি, ভ্রাতৃসখা জান॥
তোমারে চাহিয়া ভ্রমি দেশ-দেশান্তর।
চারিদিকে গিয়াছেন দ্বিজ বহুতর॥
কন্যা পুত্র দুই তব আছে শুভতরে।
তব শোকে পিতামাতা প্রাণমাত্র ধরে॥
এত শুনি দময়ন্তী করেন রোদন।
শুনিয়া আইল অন্তঃপুর-নারীগণ॥
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কান্দিল।
বার্ত্তা পেয়ে রাজমাতা বিপ্রে জিজ্ঞাসিল॥
কাহার তনয়া এই, কাহার গৃহিণী।
কি কারণে স্থানভ্রষ্টা হ'ল এ ভামিনী॥
জানাহ জানহ যদি তুমি দ্বিজবর।
শুনিয়া সুদেব তাঁরে করিল উত্তর॥
বিদর্ভ-ঈশ্বর ভীম, তাঁহার দুহিতা।
পুণ্যশ্লোক নলরাজা, তাঁহার বনিতা॥
নিজভর্ত্তা রাজ্য-দেশ পাশায় হারিল।
অরণ্যে পশিল গিয়া, কেহ না দেখিল॥
এইহেতু সহস্র সহস্র দ্বিজগণ।
দেশদেশান্তরে গিয়া করে পর্য্যটন॥
মম ভাগ্যে তব গৃহে পাই দেখিবারে।
ভ্রূ-মধ্যেতে তিল দেখি চিনিনু ইঁহারে॥
বিশেষতঃ ক্ষিতিমধ্যে নাহিক উপমা।
মুনিগণ বলে, দোঁহে কান্ত-কান্তা-সমা॥
বনপর্ব্ব ভারতের বিচিত্র আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

● দময়ন্তীর পিত্রালয়ে আগমন

এত শুনি রাজমাতা আপনা পাসরে।
দময়ন্তী-কোলে করি অশ্রুজল ঝরে॥
এতকাল গুপ্তভাবে আছ মম ঘরে।
কি-কারণে পরিচয় না দিলে আমারে॥
তোমার জননী হয় মম সহোদরা।
সুদাম রাজার কন্যা, ভগিনী আমরা॥

বীরবাহু মম পতি, ভীম তব পিতা।
সে-কারণে তুমি মোর ভগিনী-দুহিতা ॥
এই রাজ্য-ধন যে আপন করি জান।
এত বলি বৈদর্ভীর করিল সম্মান ॥
শুনি দময়ন্তী তবে প্রণাম করিল।
বিনয়পূর্ব্বক তাঁরে কহিতে লাগিল ॥
যে-যতনে রেখেছিলে গৃহে দিয়া স্থান।
তুমি যে আপন-জন, তাতেই প্রমাণ ॥
পিতৃ-মাতৃ-বিহীন যুগল শিশু আছে।
জনক-জননী মোর দুঃখ পাইতেছে ॥
আজ্ঞা কর আমারে গো করিতে গমন।
শুনি রাজমাতা আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ॥
দিব্য-বস্ত্র অলঙ্কারে করিয়া সুবেশ।
দিব্যরথ দিয়া পাঠাইল নিজদেশ ॥
সুদেব ব্রাহ্মণ সঙ্গে চলিল তখন।
নানাদেশ ভ্রমি আসে পিতার ভবন ॥
শুনিল ভীমের পত্নী, আইল তনয়া।
ঊর্দ্ধমুখে ধায় রাণী মুক্তকেশা হৈয়া ॥
পিতা-মাতা পুত্র-কন্যা কৈল সম্ভাষণ।
একে-একে মিলিলেক যত বন্ধুজন ॥
ভোজন করিয়া ভৈমী করিল শয়ন।
একান্তে মায়েরে কহে করিয়া ক্রন্দন ॥
জীয়ন্ত আছি যে আমি, না করিহ মনে।
কেবল আছয়ে তনু নল-দরশনে ॥
নিশ্চয় নলের যদি না পাই উদ্দেশ।
অনলের মধ্যে আমি করিব প্রবেশ ॥
এত শুনি মহাদেবী রাজস্থানে গিয়া।
কন্যার যতেক কথা কহিল কান্দিয়া ॥
শুন শুন নরপতি, মোর নিবেদন।
চতুর্দ্দিকে পুনর্ব্বার যাক দ্বিজগণ ॥
নলের বিচ্ছেদে কন্যা প্রাণ না রাখিবে।
কন্যার বিচ্ছেদে মম প্রাণ কিসে রবে ॥
এত শুনি নরপতি আনি দ্বিজগণে।
চতুর্দ্দিকে পাঠাইল নল-অন্বেষণে ॥
দ্বিজগণে সব তবে বৈদর্ভী ডাকিল।
সবাকারে এইরূপে বচন বলিল ॥
একাকী নির্জ্জনে চিরি ল'য়ে অর্দ্ধ শাড়ী।
কোন্ দোষে ছাড়ি গেল অনুরক্তা নারী ॥
যেই দেশে যেই গ্রামে করিবে প্রয়াণ।
এই কথা জিজ্ঞাসিহ সবে সেই স্থান ॥
ইহার উত্তর যদি দেয় কোন জন।
শীঘ্র আসি মম পাশে কহিবে তখন ॥
ইহার সংবাদ মোরে যেই আসি দিবে।
নিশ্চয় জানহ, সেই ভৈমীকে কিনিবে ॥
এত শুনি চলিলেন যত দ্বিজগণ।
রাজ্যপুর গ্রামঘোষ আশ্রম কানন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
শুনিলে পরম সুখ, জন্মে দিব্য জ্ঞান ॥

● দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর-শ্রবণে ঋতুপর্ণের বিদর্ভে যাত্রা ও নলের দেহ হইতে কলিত্যাগ

তবে বহু দিনেতে পর্ণাদ-নামধর।
দময়ন্তী-নিকটে কহিল দ্বিজবর ॥
ভ্রমিলাম বহু রাজ্য, কত লব নাম।
ঋতুপর্ণ-নামে রাজা অযোধ্যায় ধাম ॥
যেমন বলিলে তুমি, শুনাইনু তায়।
না করিল প্রত্যুত্তর ঋতুপর্ণ-রায় ॥
সভায় বসিয়া যারা করিল শ্রবণ।
জানিয়া না কৈল কিছু রাজমন্ত্রিগণ ॥
বাহুক নামেতে এক রাজার সারথি।
বিনা অগ্নি পাক করে বিকৃত-আকৃতি ॥
শুনিয়া সে মুহুর্মুহু করুণ বচনে।
কুশল তোমার জিজ্ঞাসিল ক্ষণে ক্ষণে ॥
পশ্চাৎ আমারে সেই করিল উত্তর।
কুলস্ত্রীর ধর্ম্ম এই, শুন দ্বিজবর ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী বলি তারে।
কদাচ পতির দোষ প্রকাশ না করে ॥

মূর্খ কিম্বা ধনহীন হয় যদি পতি।
অধর্ম্ম অসৎ-কর্ম্ম করে নিতি নিতি ॥
সতী নারী পতি-দোষ কখন না ধরে।
সে দোষ ঢাকিয়া পুনঃ গুণ ব্যক্ত করে ॥
সার ধর্ম্ম হয় তার, এই সে-বিধান।
স্বামী হ'তে অতি কষ্ট নারী যদি পান ॥
তথাপি স্বামীর নিন্দা কদাচ না করে।
নিজকর্ম্ম নিন্দে কিম্বা নিন্দে আপনারে ॥
শুনি তার বাক্য আইলাম শীঘ্রগতি।
করহ উপায়, যেই মনে লয় সতী ॥
এত শুনি দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণ আঁখি।
কহিল সকল কথা জননীরে ডাকি ॥
শুন গো জননী, যদি মোর হিত চাও।
সুদেব-ব্রাহ্মণে শীঘ্র অযোধ্যা পাঠাও ॥
পর্ণাদেরে কহে দিয়া বহু-রত্ন-গ্রাম।
নিজগৃহে গিয়া দ্বিজ, করহ বিশ্রাম ॥
যে করিলে তুমি, তাহা কেহ নাহি করে।
নল এলে বাঞ্ছ যাহা, দিব তা তোমারে ॥
প্রণাম করিয়া দ্বিজে বিদায় করিল।
সুদেব-ব্রাহ্মণে ডাকি বৈদর্ভী বলিল ॥
অযোধ্যানগরে বিপ্র, যাহ একবার।
অসময়ে তুমি মম কর উপকার ॥
এই পত্র দেহ গিয়া ঋতুপর্ণ-প্রতি।
বিশেষিয়া রাজারে করাহ অবগতি ॥
দময়ন্তী ইচ্ছিল দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
যতেক নৃপতি গেল বিদর্ভনগর ॥
বহুদিন হৈল স্বয়ম্বরের আরম্ভ।
যদি চাহ, যাহ শীঘ্র, না কর বিলম্ব ॥
যদি রাজা বলে, তার স্বামী নল ছিল।
ইহা তবে কহিবে, না জানি কোথা গেল ॥
জীয়ে বা না জীয়ে নল, না পাইল বার্ত্তা।
সে-কারণে বৈদর্ভী ইচ্ছিল অন্য ভর্ত্তা ॥
আজি রাত্রি-প্রভাতে হইবে স্বয়ম্বর।
পারিলে তথায় শীঘ্র যাহ নৃপবর ॥

নল সম নাহি লোক চালাইতে রথ।
নিমেষেতে যায় শত-যোজনের পথ ॥
নিশ্চয় জানিব, তথা যদি নল স্থিত।
তবে শীঘ্র বার্ত্তা পেলে আসিবে ত্বরিত ॥
এত শুনি চলিল সুদেব-দ্বিজবর।
কতদিনে উপনীত অযোধ্যানগর ॥
কহিয়া ভৈমীর কথা পত্রখানি দিল।
পত্র পেয়ে ঋতুপর্ণ বাহুকে ডাকিল ॥
অশ্বতত্ত্ব জান তুমি, সর্ব্বলোকে জানে।
বিদর্ভ যাইতে কি পারিবে রাত্রি-দিনে ॥
আজি নিশা-প্রভাতে উদয়ে তিমিরান্তে।
ভীমপুত্রী ভৈমী বরিবেক অন্য কান্তে ॥
এত শুনি নল রাজা হইল বিস্মিত।
দময়ন্তী করে হেন কর্ম্ম অনুচিত ॥
মুহূর্ত্তেক নিজ চিত্তে করিয়া ভাবনা।
নিশ্চয় জানিল, এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ॥
কোন স্ত্রী এমন নাহি করে কোন দেশে।
তনয়-তনয়া দুই আছয়ে বিশেষে ॥
সতী সাধ্বী দময়ন্তী, ভক্তা যে আমায়।
আমার কারণ হেন করিছে উপায় ॥
মন্দকর্ম্ম-দ্যূতে আমি পশিলাম বনে।
তেঁই আমি মন্দ ভাষা শুনিনু শ্রবণে ॥
মিথ্যা-কথা ঋতুপর্ণ সত্য করি জানে।
সত্য কিংবা মিথ্যা গিয়া জানিব সেখানে ॥
এত চিন্তি নরপতি করিল উত্তর।
নিশাকালে লব রথ বিদর্ভনগর ॥
এত শুনি কহে রাজা হইয়া উল্লাস।
প্রসাদ যে চাহ তুমি লহ মম পাশ ॥
নল বলে, কার্য্যসিদ্ধ করিয়া তোমার।
তবে রাজা মাগিব প্রসাদ আপনার ॥
এত বলি অশ্বশালে প্রবেশ করিল।
একে-একে সকল তুরঙ্গ নিরখিল ॥
দেখিতে শরীর কৃশ সিন্ধুদেশী ঘোড়া।
বাছিয়া বাহির কৈল নল দুই যোড়া ॥

ঘোড়া দেখি ঋতুপর্ণ আরক্ত-লোচন।
বাহুকের প্রতি বলে কঠিন-বচন॥
সহস্র সহস্র মম আছে অশ্বগণ।
পর্ব্বতীয় ঘোড়া সব পবনগমন॥
তাহা ছাড়ি হীনশক্তি ঘোটক আনিলে।
কেমন বহিবে রথ, কিমত বুঝিলে॥
পরিহাস কর মোরে বুঝি অনুমানে।
পুনঃপুনঃ কহে রাজা কঠিন-বচনে॥
বাহুক বলিল, যদি যাইবে রাজন্।
আমার বচনে কর রথ-আরোহণ॥
ইহা ভিন্ন অন্য ঘোড়া না পারে যাইতে।
এত বলি চারি ঘোড়া যুড়িলেক রথে॥
চতুরঙ্গে সাজে তবে যত সৈন্যগণ।
ঋতুপর্ণ রাজা কৈল রথ আরোহণ॥
চালাইয়া দিল রথ বাহুক-সারথি।
শূন্যেতে উঠিল ঘোড়া বায়ুসমগতি॥
কোথায় রহিল রথ, কোথা সৈন্যগণ।
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে-মন॥
এই কি মাতলি, যে সারথি পুরুহূত।
অশ্বিনীকুমার কিংবা আপনি মরুত॥
হেন শক্তি নাহি কারো পৃথিবীমণ্ডলে।
মানুষের মধ্যে শক্তি ধরে রাজা নলে॥
নল-রাজা বিনা আর নহিবেক আন।
বীর্য্য ধৈর্য্য ভাষা গুণ নলের সমান॥
কেবল দেখিতে পাই কুরূপ-আকার।
ছদ্মবেশে হইয়াছে সারথি আমার॥
এত মনে ঋতুপর্ণ করিয়া বিচার।
বন নদী গিরি আদি সব হ'ল পার॥
হেনকালে নৃপতির পড়িল উত্তরী।
বাহুকে বলিল, রথ রাখ অশ্ব ধরি॥
উত্তরী লইতে রাজা পাছু পানে চায়।
বাহুক বলিল, হেথা উত্তরী কোথায়॥
পঞ্চ যোজনের পথে উত্তরী রহিল।
শুনি ঋতুপর্ণ রাজা বিস্ময় মানিল॥

রাজা বলে, বাহুক, শুনহ মোর বাণী।
আমি এক দ্রব্যসংখ্যা-বিদ্যা ভাল জানি॥
গণিতে সর্ব্বজ্ঞ নাহি আমার সমান।
এই বৃক্ষে পত্র-ফল বুঝ পরিমাণ॥
পঞ্চকোটি পত্র আছে, দুইকোটি ফল।
এত শুনি বলে তবে মহারাজ নল॥
হেন বিদ্যা নাহি, যাহা আমি নাহি জানি।
পরীক্ষিব তব বিদ্যা ফল-পত্র গণি॥
রাজা বলে, চল শীঘ্র বিলম্ব না সয়।
নিকট হইল স্বয়ম্বরের সময়॥
স্বয়ম্বর হইতে আসিব নিবর্ত্তিয়া।
তবে মম বিদ্যা তুমি বুঝিবে গণিয়া॥
বাহুক বলিল, যে কুণ্ডিন অল্প পথ।
না পোহাবে রজনী, লইব আমি রথ॥
মুহূর্ত্তেক রথ-অশ্ব ধর নৃপবর।
ফল-পত্র গণি আমি আসিব সত্বর॥
এতেক বলিয়া গেল অশ্বত্থের তল।
গণিয়া বুঝিল, ঠিক হৈল পত্র-ফল॥
বিস্ময় মানিয়া বলে নল-নরপতি।
এই বিদ্যা আমারে বিতর মহামতি॥
এমত শুনিয়া রাজা বাহুক-বচন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে বলিল রাজন্॥
অশ্ববিদ্যা-মন্ত্র যদি শিখাও আমারে।
আমি এ-গণনা-বিদ্যা শিখাব তোমারে॥
স্বীকার করিল নল, করাইব শিক্ষা।
তবে ঋতুপর্ণ-কাছে কৈল মন্ত্রদীক্ষা॥
মহামন্ত্র-দীক্ষা যদি লইলেন নল।
শরীরে আছিল কলি, হইল বিকল॥
একে কর্কটের বিষে জর-জর দহে।
অধিক রাজার মন্ত্রে কলি স্থির নহে॥
সেইক্ষণে অঙ্গ হ'তে হইল বাহির।
মুখেতে গরল বহে, কম্পিত শরীর॥
কলি দেখি নরপতি ক্রোধে কম্পকায়।
হাতে খড়গ করি রাজা কাটিবারে যায়॥

কৃতাঞ্জলি করি কলি বলে সবিনয়।
মোরে না করহ নাশ, শুন মহাশয়॥
দময়ন্তী-শাপে মোর সদা পোড়ে অঙ্গ।
বিশেষ দহিল দংশি কর্কট-ভুজঙ্গ॥
তোমা হ'তে দুঃখ রাজা, বিশেষ আমার।
ত্যজ ক্রোধ, কর ক্ষমা, না কর সংহার॥
আমারে না মার, তবে হইবেক কাজ।
এক কীর্ত্তি রবে তব পৃথিবীর মাঝ॥
যেই জন তব কীর্ত্তি করিবে ঘোষণ।
তাহারে আমার বাধা নাহি কদাচন॥
আর এক কথা বলি শুন নরবর।
কহিতে তোমার কীর্ত্তি নাহি অবসর॥
কর্কোটক ঋতুপর্ণ দময়ন্তী নল।
নাম নিলে নাহি আমি যাব সেইস্থল॥
এত শুনি কলিরে ছাড়িল নরবর।
রথে চড়ি গেল দোঁহে বিদর্ভনগর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শ্রবণে খণ্ডয়ে তাপ, ভবসিন্ধু তরি॥
কাশীরাম দাসে প্রভু নীল-শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ, সম্মুখে গরুড়॥

● ঋতুপর্ণ রাজার সহিত নলের বিদর্ভ-নগরে প্রবেশ

রথ চালাইয়া দিল নিষধ-ঈশ্বর।
নিমেষেকে পাইল যে বিদর্ভ-নগর॥
আকাশে আইসে রথ মেঘের গর্জ্জনে।
মেঘ-অনুমানে নৃত্য করে শিখিগণে॥
তৃষ্ণার্ত্তে চাতক-সব করে কলরব।
ঊর্দ্ধমুখ করি চাহে জলাকাঙ্ক্ষী সব॥
বিদর্ভের লোক সব এক দৃষ্টে চায়।
রথশব্দ শুনি ভৈমী উল্লাস-হৃদয়॥
রথ চালাইয়া এই জন্মায় বিস্ময়।
নল বিনা হেন শক্তি অন্যের কি হয়॥

আজি যদি আমি প্রভু-নলে না পাইব।
জ্বলন্ত অনলে তবে প্রবেশ করিব॥
পরনিন্দা পরদ্বেষ কটুবাক্য লোকে।
কখনই যদি মোর আসে নাহি মুখে॥
কভু নাহি কহি কটু প্রভুরে উত্তর।
তবে আজি ভেটিব আপন প্রাণেশ্বর॥
এত বলি দময়ন্তী প্রাসাদে চড়িয়া।
গবাক্ষদ্বারেতে রথ চাহে নিরখিয়া॥
রথ হ'তে নামে তবে ইক্ষ্বাকুনন্দন।
যথা ভীম নরপতি, করিল গমন॥
না দেখিয়া স্বয়ম্বর বিস্মিত হইয়া।
কহে, হায় কি করিনু হেথায় আসিয়া॥
ঋতুপর্ণ রাজে দেখি ভীম নরপতি।
বসিতে আসন তাঁরে দিল মহামতি॥
ভীম রাজা বলে, শুন অযোধ্যার নাথ।
হেথা আগমন কেন হ'ল অকস্মাৎ॥
শুনিয়া নৃপতি মনে মানিল বিস্ময়।
মিথ্যা স্বয়ম্বর হেন, জানিল নিশ্চয়॥
স্বয়ম্বর হইলে আসিত রাজগণ।
ভাবিয়া নৃপতি তবে বলিল বচন॥
আসিয়াছিলাম অন্য আছিল কারণ।
আসিলাম করিবারে তোমা-সম্ভাষণ॥
ভীম রাজা বলিলেন, কি ভাগ্য আমার।
সেকারণে তোমার হেথায় আগুসার॥
শ্রমযুক্ত আছ, আজি থাক মম বাস।
এত বলি দিল এক অপূর্ব্ব আবাস॥
আবাস-ভিতরে উত্তরিল নরপতি।
অশ্বশালে উত্তরিল বাহুক-সারথি॥
অশ্বগণে পরিচর্য্যা করিয়া বান্ধিল।
প্রাসাদ-উপরে থাকি বৈদর্ভী দেখিল॥
ঋতুপর্ণ রাজা আর সারথি তাঁহার।
নল রাজা না দেখি যে, কেমন বিচার॥
এত ভাবি পাঠাইল কেশিনী-দূতীরে।
যাহ শীঘ্র কেশিনী, জিজ্ঞাস সারথিরে॥

দেখিয়া উহার মুখ হৃষ্ট মম মন।
শীঘ্র আসি কহ ইহা বুঝিয়া কারণ ॥
এত শুনি কেশিনী চলিল শীঘ্রগতি।
মধুর-বচনে কহে সারথির প্রতি ॥
রাজকন্যা দময়ন্তী পাঠাইল হেথা।
কে তুমি, কি-হেতু এলে জিজ্ঞাসিতে কথা ॥
বাহুক বলিল, মোর অযোধ্যায় স্থিতি।
ঋতুপর্ণ-নৃপতির হই যে সারথি ॥
এথা হ'তে গিয়াছিল এক দ্বিজবর।
কহিলেন ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর ॥
রজনী-প্রভাতে বরিবেক অন্য স্বামী।
এইহেতু ঋতুপর্ণ আসে শীঘ্রগামী ॥
শতেক যোজন হ'তে আসিল নৃপতি।
বাহুক আমার নাম, তাঁহার সারথি ॥
পুণ্যশ্লোক নল বীরসেনের কুমার।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি সারথি তাঁহার ॥
তাঁর ভার্য্যা ভৈমীর ঈদৃশ আচরণ।
শুনিয়া উদ্বিগ্ন বড় হ'ল মম মন ॥
দ্বিতীয় বয়সে এই, তৃতীয়ে কি হবে।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে অন্যে করিবে ॥
এত শুনি কেশিনী বাহুক প্রতি কয়।
তুমি যদি সারথি, নৃপতি কোথা রয় ॥
অর্দ্ধবাসা একাকিনী রাখি ঘোরবনে।
অনুরক্তা নারী ছাড়ি গেলেন কেমনে ॥
সেই বস্ত্র পরিধিয়া আছয়ে অদ্যাপি।
নাহি রুচে অন্নজল পুণ্যশ্লোকে জপি ॥
এত শুনি ব্যথিত হইল রাজা নল।
বারিধারা নয়নেতে বহে অবিরল ॥
রাজা বলে, যেই হয় কুলবতী নারী।
স্বামীর বিশ্বাস কথা রাখে গুপ্ত করি ॥
আপন মরণ বাঞ্ছে স্বামীর কারণ।
তথাপি স্বামীর নিন্দা না করে কখন ॥
বিবস্ত্র হইয়া যেই পশিল কানন।
অল্প ভাগ্য নহে তার, পাইল জীবন ॥
হেনজনে ক্রোধ করিবারে যোগ্য নয়।
রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞানভ্রষ্ট প্রাণমাত্র রয় ॥
এত বলি শোকাকুল কান্দে নরপতি।
কেশিনী সকল জানাইল ভৈমী-প্রতি ॥
ভৈমী বলে, নল এই, নহে অন্যজন।
পুনরপি যাহ তুমি, বুঝহ লক্ষণ ॥
কি আচার, কি বিচার, কোন্ কর্ম্ম করে।
বুঝিয়া আমারে আসি কহিবে সত্বরে ॥
আজ্ঞা পেয়ে দাসী তবে করিল গমন।
দেখিয়া সকল কর্ম্ম আইল তখন ॥
কেশিনী বলিল, শুন রাজার নন্দিনী।
বাহুকের যত কর্ম্ম দেবমধ্যে গণি ॥
রন্ধন-সামগ্রী যত ঋতুপর্ণ-নৃপে।
মাংস আদি পাঠাইয়া দিল তব বাপে ॥
সে-সব সামগ্রী দিল বাহুকের স্থান।
দেখিয়া তাহার কর্ম্ম হয়েছি অজ্ঞান ॥
শূন্যকুম্ভে কিঞ্চিৎ করিল দৃষ্টিপাত।
পূর্ণকুম্ভ তখনি হইল অকস্মাৎ ॥
সেই জলে যত দ্রব্য সব প্রক্ষালিল।
তৃণকাষ্ঠ ছিল, কিন্তু অনল না ছিল ॥
তৃণমুষ্টি হস্তে করি কাষ্ঠমধ্যে দিল।
দৃষ্টিমাত্রে তৃণকাষ্ঠ আপনি জ্বলিল ॥
ক্ষণমাত্রে সব দ্রব্য করিল রন্ধন।
ভৈমী বলে, আর কেন বুঝেছি কারণ ॥
কেশিনী, এখনি তুমি যাহ আরবার।
আনহ ব্যঞ্জন তুমি রন্ধন তাহার ॥
কেশিনী মাগিল গিয়া বাহুকে ব্যঞ্জন।
দময়ন্তী-স্থানে গিয়া দিল সেইক্ষণ ॥
খাইয়া ব্যঞ্জন ভৈমী হরষিত-মন।
নিশ্চয় জানিনু এই নলের রন্ধন ॥
তবে কন্যাপুত্রে দিল কেশিনী সংহতি।
কি বলে, বুঝিয়া তুমি আস শীঘ্রগতি ॥
কেশিনীর সঙ্গে দেখি নন্দন-নন্দিনী।
শীঘ্রগতি উঠি কোলে করে নৃপমণি ॥

দোঁহা-মুখ দেখি রাজা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
পুনঃপুনঃ চুম্ব দিয়া আলিঙ্গন করে॥
কতক্ষণে কেশিনীরে বলিল রাজন্।
দুই শিশু দেখি মোর স্থির নহে মন॥
এইমত কন্যা-পুত্র আছে যে আমার।
বহুদিন দেখা নাহি সঙ্গে দোঁহাকার॥
সেই অনুতাপে আমি করিনু রোদন।
অপত্য-বিচ্ছেদ-তাপ নহে সংবরণ॥
পাছে কেহ দেখিয়া কহিবে কোন কথা।
ল'য়ে যাহ দুই শিশু, কার্য্য নাহি হেথা॥
এতেক শুনিয়া তবে কেশিনী চলিল।
যতেক প্রস্তাব গিয়া ভৈমীরে কহিল॥
শুনিয়া বৈদর্ভী ব্যগ্রা হইল দর্শনে।
শীঘ্র গিয়া জানাইল জননীর স্থানে॥
আজ্ঞা যদি কর, যাই নলে দেখিবারে।
শুনিয়া বৃত্তান্ত রাণী আজ্ঞা দিল তারে॥
তনয়-তনয়া সঙ্গে করিয়া কামিনী।
পতি-দরশনে যায় মরালগামিনী॥
আরণ্যকে উত্তম নলের উপাখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● নলের সহিত দময়ন্তীর মিলন

অশ্বশালে গিয়া ভৈমী, নিকটে দেখিল স্বামী,
জটিল মলিন জীর্ণ বাস।
দুঃখানলে অঙ্গ দহে, চক্ষে অশ্রুজল বহে,
সকরুণে কহে মৃদুভাষ॥
হেদে হে বাহুক নাম, এবা দেখি কোন্ ঠাম্,
ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ একজনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণা-পরিশ্রমে, স্ত্রীকোলে আছিল ঘুমে,
একা ছাড়ি পলাইল বনে॥
বিনা নল পুণ্যশ্লোক, পৃথিবীর অন্য লোক,
কে করিল, কহ নাম ধরি।
সদাকাল অনুব্রতা, বিশেষ পুত্রের মাতা,
কোন দোষে নহে দোষকারী॥
যমাগ্নি বরুণ ইন্দ্র, ত্যজিয়া অমরবৃন্দ,
করিল বরণ যেই জনে।
সদা বাঞ্ছা অনুবর্ত্তী, কি-হেতু এমন বৃত্তি,
ত্যাগ করি নির্জ্জন কাননে॥
সভায় করিল সত্য, রাখিব তোমারে নিত্য,
করি নিজ প্রাণের দোসর।
নল-হেন সত্যবাদী, এমন করিল যদি,
আর কি করিবে অন্য নর॥
দময়ন্তী-বাক্য শুনি, লাজে কহে নৃপমণি,
পাইলে কে ছাড়ে হেন রামা।
রাজ্যভ্রষ্ট লক্ষ্মীভ্রষ্ট, করিলেক যেই দুষ্ট,
বিচ্ছেদ করায় তোমা-আমা॥
তো াকে ছাড়িয়া বনে, হের দেখ বরাননে,
অস্থিচর্ম্ম প্রাণমাত্র জাগে।
ইহা না ভাবিয়া চিতে, দেখিয়া আমারে জীতে,
না বুঝিয়া মম অনুযোগে॥
কলি ছাড়ি গেল আম , তেঁই দেখিলাম তোমা,
ক্রোধ সংবরহ শশিমুখী।
যেই নারী পতিব্রতা, না ধরে স্বামীর কথা,
স্বামী-দোষ নয়নে না দেখি॥
আর শুনিলাম বার্ত্তা, করিবা কি অন্যভর্ত্তা,
কহিল তোমার দ্বিজবর।
রাজ্যেরাজ্যে দূত গেল, সর্ব্বলোকে বার্ত্তা দিল,
ভৈমীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর॥
কোশলে শুনিয়া কথা, তেঁই আইলাম হেথা,
কারে বর, দেখিব নয়নে।
এ হেন কুৎসিত কর্ম্ম, রাজকুলে ল'য়ে জন্ম,
কহ, করিয়াছে কোন্ জনে॥
শুনিয়া স্বামীর বাণী, করিয়া যুগলপাণি,
নিতম্বিনী কহে সবিনয়।
তব হেতু মহারাজ, ত্যজিলাম কুললাজ,
ত্যজিলাম গুরুজন-ভয়॥

পূর্ব্বে তব অন্বেষণে, পাঠাইনু দ্বিজগণে,
পর্ণাদ কহিল সমাচার।
তেঁই এ উপায় করি, পাঠাই অযোধ্যাপুরী,
কোন স্থানে নাহি যায় আর॥
কায়বাক্যে আর মনে, তোমা বিনা অন্যজনে,
নাহি চাহি নয়নের কোণে।
যদি কর পাপজ্ঞান, তোমার সাক্ষাতে প্রাণ,
বাহির হউক এইক্ষণে॥
চন্দ্র-সূর্য্য-বায়ু সাক্ষী, এখনি বলিবে ডাকি,
যদি আমি হই পতিব্রতা।
ভৈমী বলে উচ্চৈঃস্বরে, পুষ্পবৃষ্টি দেব করে,
ডাকি বলে পবন-দেবতা॥
ত্যজ রাজা মনস্তাপ, বৈদর্ভীর নাহি পাপ,
স্বধর্ম্মেতে হয়েছে রক্ষিতা।
যাবৎ গিয়াছ তুমি, রক্ষা করিয়াছি আমি,
তোমা-হেতু কেবল চিন্তিতা॥
অকস্মাৎ এই বাণী, শুনিল দুন্দুভি-ধ্বনি,
গগনে হইল অনুক্ষণ।
দেখি মনে হৈল শান্তি, খণ্ডিল নলের ভ্রান্তি,
ভৈমীরে বুঝিয়া ধর্ম্মমন॥
ধরিয়া যুগল করে, বসাইল উরু'পরে,
মৃদুভাষে আশ্বাস করিল।
স্মরে কর্কোটক-নাগ, করিতে কুরূপ ত্যাগ,
নিজরূপ করিতে প্রকাশ॥
অরণ্যপর্ব্বের কথা, বিচিত্র নলের গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীত-যুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

● ঋতুপর্ণ রাজার স্বদেশে প্রত্যাগমন ও
নলের পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি

পরে কর্কোটক-দত্ত বসন পরিয়া।
নিজ পূর্ব্বরূপ নাগে লভিল স্মরিয়া॥
স্বরূপেতে নলরাজে করিয়া দর্শন।
দময়ন্তী হইলেন আনন্দিত-মন॥
চারিবর্ষ-অন্তে দেখা হৈল দোঁহাকার।
পুনঃপুনঃ আলিঙ্গন, পুনঃ শিষ্টাচার॥
দোঁহে দোঁহাকার দুঃখ কহিল, শুনিল।
প্রভাতে উভয়ে ভীম-নৃপেরে ভেটিল॥
জামাতা দেখিয়া রাজা আনন্দ অপার।
আলিঙ্গন দিয়া বলে, সকলি তোমার॥
ঋতুপর্ণ শুনিল, এ-সব সমাচার।
জানিল যে, নল রাজা বাহুক আমার॥
দময়ন্তী-প্রত্যাশা ছাড়িল নৃপবর।
শীঘ্রগতি গেল, যথা নিষধ-ঈশ্বর॥
ঋতুপর্ণ বলে, ভাগ্য আছিল আমার।
তেঁই সে হইল এ মিলন দোঁহাকার॥
অজ্ঞাতের দোষ যত ক্ষমিবে আমারে।
শুনিয়া নিষধ-রাজ বলিল তাহারে॥
কখনও দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
কখনো আমার ক্রোধ নাহি হয় মনে॥
ত্রাসিত কলির ত্রাসে বড় দুঃখ পেয়ে।
ছিলাম তোমার পাশে আনন্দিত হ'য়ে॥
তোমার আশ্রয়ে থাকি বিপদ্-সময়।
সুখেতে ছিলাম যেন আপন-আলয়॥
বিপদ্-সময়ে রাজা, যারে যেই রাখে।
ধর্ম্মেতে বাড়য়ে সেই, ধর্ম্ম তারে রাখে॥
অতএব শুন রায়, করি নিবেদন।
এমত বিপদে স্থান দেয় কোন্ জন॥
হইলে পরম সখা, আর কি বলিব।
গাইব তোমার গুণ, যতকাল জীব॥
যাহ সখা, নিজ রাজ্যে করহ গমন।
এত বলি উভয়ে করিল আলিঙ্গন॥
সারথি করিয়া আর কোশলের রায়।
আপনার রাজ্যে গেল হইয়া বিদায়॥
তবে নল নরপতি শ্বশুরে কহিয়া।
নিষধ-রাজ্যেতে গেল কত সৈন্য লৈয়া॥

এক রথ, ষোল হাতী, পঞ্চাশ তুরঙ্গ।
দুইশত পদাতিক নৃপতির সঙ্গ ॥
নিজরাজ্যে আসিলেন নল নরপতি।
পুষ্কর-সমীপে যান অতি শীঘ্রগতি ॥
পুষ্করে বলিল, তোরে নিজরাজ্য দিয়া।
অরণ্যে গেলাম আমি দেবনে হারিয়া ॥
পুনঃ তব সহিত খেলিব একবার।
আপনার আত্মা পণ করিয়া এবার ॥
জিনিলে তোমার আত্মা হইবে আমার।
হারিলে আমার আত্মা হইবে তোমার ॥
দ্যূতক্রীড়া করিব, আনহ পাশাসারি।
নহিলে উঠহ শীঘ্র ধনুঃশর ধরি ॥
নলের বচন শুনি পুষ্কর হাসিয়া।
বলে, বড় ভাগ্য মানি তোমারে দেখিয়া ॥
দময়ন্তী-সহ তুমি প্রবেশিলে বনে।
এই তাপ অনুক্ষণ জাগে মোর মনে ॥
দময়ন্তী দেবনে না কৈলে রাজা, পণ।
আমার বাঞ্ছিত বিধি করিল ঘটন ॥
এত বলি পুষ্কর আনিল পাশাসারি।
দুই জনে বসে তবে আত্ম পণ করি ॥
দেখহ ধর্ম্মের কর্ম্ম, দেখ সর্ব্বজন।
দুষ্ট কলি দ্বাপর যে নাহিক এখন ॥
এত বলি দেবন ফেলিল নলরায়।
অবশ্য হইলা পার ধর্ম্মের নৌকায় ॥
জিনিল নৃপতি নল, হারিল পুষ্কর।
পুষ্কর ভাবিল, মনে জীবন দুষ্কর ॥
হারিল নলের হাতে উড়িল জীবন।
পুষ্কর কম্পিত-তনু সজল-নয়ন ॥
ধার্ম্মিক অধর্ম্মভীরু দয়ার সাগর।
অনুজে চাহিয়া তবে বলে নৃপবর ॥
না ডরিহ পুষ্কর, নাহিক তব দোষ।
যতেক করিলে, তাতে নাহি কোন রোষ ॥
কলিতে করিল সব দৈব-নিবন্ধন।
পূর্ব্বমত নির্ভয়ে থাকহ হৃষ্টমন ॥
তব প্রতি প্রীতি মোর যেইরূপ ছিল।
সন্দেহ নাহিক তার, সেরূপ রহিল ॥
এত শুনি করপুটে বলিছে পুষ্কর।
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক দেব-দৈত্য-নর ॥
বহুদোষে দোষী আমি, ক্ষমিলে আমারে।
তোমার সদৃশ ক্ষমী নাহি চরাচরে ॥
এত বলি প্রণমিয়া পড়িল ধরণী।
আশ্বাস করিল তারে নল-নৃপমণি ॥
পাত্র-মিত্রগণ আর নগরের প্রজা।
সর্ব্বলোক আনন্দিত, নল হবে রাজা ॥
দ্বিজগণে পাঠাইল, বৈদর্ভী আনিল।
দীর্ঘকাল মহাসুখে রাজত্ব করিল ॥
কতদিনে নরপতি চিন্তি মনে-মন।
ইন্দ্রসেনে রাজ্যভার করিল অর্পণ ॥
নিজপুত্রে করি রাজা নল-নরপতি।
স্বর্গলোকে গেল দময়ন্তীর সংহতি ॥
বৃহদশ্ব বলে, রাজা, শুনিলে সকল।
তোমার অধিক দুঃখ পেয়েছিল নল ॥
সম্পদ্ কাহার কভু নাহি রহে চির।
ক্ষণমাত্র রহে যেন জোয়ারের নীর ॥
আসিতে না হয় সুখ, যাইতে না দুখ।
সদাকাল সমান ভুঞ্জিবা দুঃখ-সুখ ॥
পরমার্থ-চিন্তা রাজা, কর অনুক্ষণ।
দুঃখ-সুখ হয় সব কর্ম্ম-নিবন্ধন ॥
নলের চরিত্র আর কলির শাসন।
একমন হ'য়ে যদি শুনে কোন জন ॥
খণ্ডয়ে বিপদ্-ভয়, স্ববাঞ্ছিত পায়।
বংশবৃদ্ধি হয় তার, সুখে কাল যায় ॥
কদাচ কলির বাধা, নাহি হয় তারে।
যতেক সঙ্কট-ভয়, তাহা হ'তে তরে ॥
তব দুঃখ নরপতি, যাবে অল্পদিনে।
এত বলি অক্ষবিদ্যা দিলেন রাজনে ॥
সব সম্ভাষিয়া মুনি করিল গমন।
প্রণাম করেন তাঁরে ধর্ম্মের নন্দন ॥

আনিয়া দ্রৌপদী কহে, দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত॥　　পৃষ্ঠা—৪৯০

পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে সুখ নাহি ইহার সমান॥
হরির ভাবনা বিনা অন্য নাহি মন।
সদাকাল হয় তার গোলোকে গমন॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কাশীরাম দাস কহে গদাধরাগ্রজ॥

জনমেজয়ের বৈশম্পায়নকে কাম্যকবনস্থ পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত-জিজ্ঞাসা

বলেন জনমেজয়, কহ মুনিরাজ।
পার্থ-বিনা কাম্যবনে পাণ্ডব-সমাজ॥
কি করিল, কিমতে বঞ্চিল দুঃখ-শোকে।
বিস্তারিয়া মুনিবর কহিবে আমাকে॥
মুনি বলে, পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন-বিহনে।
অনুশোচে পক্ষী যেন পক্ষের কারণে॥
বিষ্ণু-বিনা যথা নাহি শোভে সুরগণ।
কুবের-বিহনে যথা চৈত্ররথ-বন॥
কাম্যবনে ধর্ম্মপুত্র চারি সহোদর।
অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে সদা কাতর-অন্তর॥
কান্দিয়া দ্রৌপদী বলে রাজার গোচর।
পার্থে না দেখিয়া স্থির না হয় অন্তর॥
যে-অর্জ্জুন বহুবাহু-কার্ত্তবীর্য্য-সম।
বলবান্ রণে মত্ত গজেন্দ্রবিক্রম॥
তাহা-বিনা সকলি যে দেখি শূন্যময়।
ক্ষণমাত্র নাহি হয় স্বচ্ছন্দ হৃদয়॥
অগ্রসর হ'য়ে তবে বলে বৃকোদর।
শোকানলে নিরন্তর দহিছে অন্তর॥
যত দিন নাহি দেখি অর্জ্জুনের মুখ।
মুহূর্ত্তেক নরপতি, নাহি মম সুখ॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি অর্জ্জুন-বিহনে।
দশদিক্ অন্ধকার দেখি রাত্রি-দিনে॥
যার ভুজাশ্রিত কুরু-পাঞ্চাল-পাণ্ডব।
দৈত্য মারি দেবে যেন পালয়ে বাসব॥
রাজ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভ্রমি করিয়া সন্ন্যাস।
পুনঃ রাজ্য পাব বলি যার করি আশ॥
যার ভুজে দগ্ধ হবে যত কুরুবর।
সে-অর্জ্জুন-বিনা মম দহিছে অন্তর॥
অনন্তরে নকুল বলেন সকরুণ।
দেবাসুরে নাহি তুল্য অর্জ্জুনের গুণ॥
জান ত তাহার গুণ রাজসূয়কালে।
ভৃত্যবৎ খাটাইল নৃপতি-সকলে॥
কোন স্থানে নাহি সুখ না দেখি তাঁহায়।
আহার-শয়ন আদি লাগে কটুপ্রায়॥
সহদেব কান্দিয়া বলিছে নৃপ-আগে।
যতদিন নাহি দেখি পার্থ-মহাভাগে॥
নিমেষে না হয় সুস্থ আমার শরীর।
গরলে ব্যাপিত যেন অঙ্গ নহে স্থির॥
যাদব-নিকরে বীর পরাজিত করি।
হরিয়া আনিল বলে সুভদ্রা-সুন্দরী॥
আজি গৃহ শূন্য দেখি তাঁহার বিহনে।
কোনমতে শান্তি নাহি হয় মম মনে॥
অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে বনে পাণ্ডব-বিলাপ।
কাশী কহে, পাবে পুনঃ, কেন কর তাপ॥

মহর্ষি নারদের যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন ও তীর্থস্নানের ফল-বর্ণন

এইমতে রোদন করয়ে ভ্রাতৃগণ।
শোকাকুল অধোমুখ ধর্ম্মের নন্দন॥
হেনকালে নারদ করেন আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে মহাতপোধন॥
নারদেরে যুধিষ্ঠির করেন বিনয়।
কহ মুনিবর, মম খণ্ডুক বিস্ময়॥
তীর্থস্নান করি ক্ষিতি প্রদক্ষিণ করে।
কোন্ ফল লভে নর, তা কহ আমারে॥
নারদ কহিল, পূর্ব্বে ভীষ্ম সত্যব্রত।
পৌলস্ত্যের স্থানে জিজ্ঞাসিল এইমত॥

পৌলস্ত্য কহিল যাহা তব পিতামহে।
সে-সকল কহি, শুন, অন্যমত নহে॥
যার হস্ত-পদ-মন সদা পরিষ্কৃত।
বিদ্যা-কীর্ত্তি তপস্যাতে যেই হয় রত॥
প্রতিগ্রহ নাহি করে, সর্ব্বদা সানন্দ।
অহঙ্কার নাহি যার, নহে ক্রোধে অন্ধ॥
অল্পাহারী জিতেন্দ্রিয় সত্য-ব্রতাচার।
আত্মতুল্য সর্ব্বপ্রাণী দৃষ্টিতে যাহার॥
ঈদৃশ হইলে সেই তীর্থ-ফল পায়।
যজ্ঞফল পায় সেই যেবা তীর্থে যায়॥
দরিদ্রের শক্য নাহি হয় যজ্ঞকর্ম্ম।
যজ্ঞের বিশেষ তীর্থস্নানে পায় ধর্ম্ম॥
দৃঢ়ভক্তি করি রাত্রে তীর্থে যদি থাকে।
সর্ব্বযজ্ঞ ফল পায়, যায় ইন্দ্রলোকে॥
পুষ্কর-নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই, দেবতা-সমান॥
কোটিগুণ ফল লভে একগুণ দানে।
সেই তীর্থে সেবে দেব-কিন্নরের গণে॥
দশ কোটি তীর্থ আছে পৃথিবী-ভিতর।
নৈমিষকানন, পর চম্পানদীবর॥
তদন্তরে দ্বারাবতী যায় যেই জন।
দশকোটি-যজ্ঞফল পায় সেইক্ষণ॥
তদন্তরে যায় সিন্ধু-সাগরসঙ্গম।
তাহে স্নানে কোনকালে নাহি দণ্ডে যম॥
শঙ্কুকর্ণেশ্বর দেবে করি দরশন।
দশ-অশ্বমেধ-ফল পায় সেইক্ষণ॥
কামাখ্যা-নামেতে তীর্থে যদি করে স্নান।
সিদ্ধপদ পায়, আর জন্মে দিব্যজ্ঞান॥
তদন্তরে কুরুক্ষেত্রে যায় যেই জন।
তাহার নামেতে সর্ব্বপাপ-বিমোচন॥
বায়ুতে ক্ষেত্রের ধূলি যদি লাগে গায়।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে সুরপুরে যায়॥
স্নানে ব্রহ্মলোকে যায়, নাহিক সংশয়।
সরস্বতী-স্নানেতে নিষ্পাপ-অঙ্গ হয়॥

গোকর্ণে করিয়া স্নান দেখে নারায়ণ।
সদাকাল নিবসয়ে বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
বাচা নামে তীর্থ, যথা জন্মিল বরাহ।
স্নান কৈলে মুক্ত হয়, পাপশূন্য-দেহ॥
রামহ্রদ-নামে মহাতীর্থ গুণধর।
যাহাতে করিলে স্নান হয় পুণ্যবর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম মারি ক্ষত্রগণ।
ক্ষত্রিয়-রক্তেতে সেই করিল তর্পণ॥
তুষ্ট হ'য়ে পিতৃগণ নাচে নিরন্তর।
পুণ্যতীর্থ হউক বলিল ভৃগুবর॥
ইথে যে করিবে পিতৃলোকের তর্পণ।
ব্রহ্মলোকে বসিবে তাহার পিতৃগণ॥

কপিল নামেতে তীর্থ তাহার অন্তর।
সরযূর স্নানে সূর্য্যলোকে যায় নর॥
স্বর্গদ্বার-আদি করি যত তীর্থ সার।
সপ্তঋষ্যাশ্রম মহাসরযূ কেদার॥
গোদাবরী বৈতরণী নর্ম্মদা কাবেরী।
জাহ্নবী যমুনা জায়া পুণ্যদাতা বারি॥
অশ্বমেধ-বাজপেয়-রাজসূয়-আদি।
যত যত যজ্ঞ বেদ করিয়াছে বিধি॥
সর্ব্বযজ্ঞ ফল লভে তীর্থসব-স্নানে।
সর্ব্বপাপ ধৌত হয় বৈসে দেবাসনে॥

এত বলি চলিল নারদ তপোধন।
তীর্থযাত্রা ইচ্ছিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
কহে কাশীদাস-প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ, সম্মুখে গরুড়॥

● শ্রীক্ষেত্রতীর্থ-মাহাত্ম্য

বামে সিন্ধু-তনয়া নিকটে সুদর্শন।
জলদ-অঙ্গেতে শোভে তড়িৎ-বসন॥

বদন-নয়ন শোভে জগ-মন ফাঁদ।
নির্ম্মল গগনে যেন শোভে পূর্ণ চাঁদ॥
যে-মুখ দেখিবামাত্র আঁখির নিমেষে।
সেইক্ষণে মুক্ত হয় জন্ম-কর্ম্মপাশে॥
জন্মে-জন্মে তপব্রতে ক্লিষ্ট করে কায়।
ক্ষিতি প্রদক্ষিণ ক'রে সর্ব্বতীর্থে যায়॥
যাহা নাহি পায় যজ্ঞ-দানে সেবি দেবে।
নিমেষেক শ্রীমুখ দেখিয়া তাহা লভে॥
ব্রহ্মা-শিব-শচীপতি-আদি দেবগণ।
নিত্য নিত্য আসে মুখ দর্শন-কারণ॥
তাহা যে দেখয়ে লোক পশ্চাতে থাকিয়া।
বেত্রের প্রহারে লোক জর্জ্জর হইয়া॥
যার অংশে অবতার হয় পৃথিবীতে।
যুগে যুগে দুষ্ট নাশে শিষ্টেরে পালিতে॥
অজ-ভব-অগোচর যাঁহার মহিমা।
দেবগণ পুরাণে না পায় যাঁর সীমা॥
ব্রহ্মাণ্ড ডুবায় ব্রহ্ম-প্রলয়ের কালে।
সপ্ত কল্পজীবী মুনি ভাসি সিন্ধু জলে॥
বিশ্রাম পাইল মুনি প্রভুর নিকটে।
সেই হ'তে রহিল আপনি বটবৃক্ষে॥
মার্কণ্ডেয় হ্রদগুণ কে বর্ণিতে পারে।
যার জলে স্নানে ভূমে জন্ম নাহি ধরে॥
দক্ষিণেতে শ্বেতগঙ্গা মাধব-সমীপে।
যাহে স্নানে স্বর্গে নর বৈসে দেবরূপে॥
রোহিণীকুণ্ডের গুণ কে বর্ণিতে পারি।
তৃষ্ণায় পীড়িত হ'য়ে পীয়ে যায় বারি॥
গরুড়ে আরোহি কাক বৈকুণ্ঠেতে গেল।
সেই হ'তে জন্মক্ষেত্রে পথত্যাগ কৈল॥
কোটি কোটি তীর্থ ল'য়ে যথা মহানদী।
নানাশব্দ বাদ্যে প্রভু সেবে নিরবধি॥
যার বায়ে সকল গায়ের পাপ খণ্ডে।
যার নাদ শুনিলে এড়ায় যমদণ্ডে॥
সর্ব্বপাপ যায়, ফল হয় দরশনে।
সদাকাল বৈসে স্বর্গে সহ-দেবগণে॥
সমুদ্রে করিয়া স্নান যদি পূজা দেখে।
চতুর্ভুজ হ'য়ে রহে ইন্দ্রের সম্মুখে॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে যদি করে স্নান।
পুনর্জন্ম নহে তার দেবতা-সমান॥
অশ্বমেধ-দান যত করিল ভূপতি।
কোটি কোটি ধেনুখুরে ক্ষুণ্ণা বসুমতী॥
গোমূত্র-ফেনায় ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোজন্ম।
তাহে স্নানে খণ্ডে কোটি জন্মের অধর্ম্ম॥
এই পঞ্চতীর্থ নীলশৈল-মধ্যে বৈসে।
পাপলেশ নাহি থাকে তাহার পরশে॥
ভাগ্যবন্ত লোক, যেই সদা করে স্নান।
কাশীদাস তার পদে করয়ে প্রণাম॥

● ইন্দ্রালয় হইতে লোমশ মুনির কাম্যকবনে আগমন

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিৎ-বংশধর।
কাম্যকবনে নিবসয়ে চারি সহোদর॥
হেনকালে আইল লোমশ-মুনিবর।
দীপ্তিমান্ তেজে, যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
মুনি দেখি যুধিষ্ঠির সহ-ভ্রাতৃগণ।
দিলেন প্রণাম করি বসিতে আসন॥
জিজ্ঞাসেন কি-হেতু আইলা মুনিবর।
আশীষ করিয়া মুনি করিল উত্তর॥
ইচ্ছা-অনুসারে আমি করি পর্য্যটন।
একদিন সুরপুরে করিনু গমন॥
দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলাম মনে।
ইন্দ্রসহ ধনঞ্জয় বসে একাসনে॥
আমারে কহিল তবে সহস্রলোচন।
যুধিষ্ঠির-স্থানে তুমি করহ গমন॥
কহিবে সংবাদ এই তাঁহার গোচরে।
কুশলে নিবসে পার্থ অমর-নগরে॥
দেবকার্য্য সাধি অস্ত্রপারগ হইলে।
আসিবেন ধনঞ্জয় কতদিন গেলে॥

ভ্রাতৃগণ-সহ তুমি তীর্থে কর স্নান।
তপ আচরণ কর, দ্বিজে দেহ দান ॥
তপের উপরে আর অন্য কর্ম্ম নাই।
যাহা ইচ্ছা হয়, তাহা তপোবলে পাই ॥
কিন্তু আমি কর্ণেরে যে ভালমতে জানি।
অর্জ্জুনের ষোল-অংশে তারে নাহি গণি ॥
তার ভয় অন্তরে যে আছে ধর্ম্মরায়।
তাহা ত্যজ, ধর্ম্ম তার করিবে উপায় ॥
তব ভ্রাতা পার্থ যে কহিল সমাচার।
নিবেদন করি শুন কুন্তীর কুমার ॥
হিমালয়ে মহেশ্বরে করিয়া সেবন।
সুরাসুরে অগোচর পাইয়াছে ধন ॥
সমুদ্র-মথনে যেই অস্ত্র উপজিল।
মন্ত্রসহ পাশুপত পশুপতি দিল ॥
যে-অস্ত্র থাকিলে হস্তে ত্রৈলোক্যে অজিত।
হেন অস্ত্র দিল যম হ'য়ে হরষিত ॥
কুবের বরুণ যম দিল অস্ত্রগণ।
সম্প্রীতে আছে যে সুখে ইন্দ্রের ভবন ॥
নৃত্যগীত বিশ্বাবসুতনয় শিখায়।
তার হেতু চিন্তা নাহি ভাব ধর্ম্মরায় ॥
আমারে বলিল পুনঃ বিনয় বচন।
আপনি থাকিয়া তীর্থ করাবে ভ্রমণ ॥
তীর্থে নিবসয়ে দৈত্য-দানব-দুর্জ্জন।
আপনি করিও রক্ষা মোর ভ্রাতৃগণ ॥
রাখিল দধীচি যথা দেব-পুরন্দরে।
অঙ্গিরা রাখিল যথা দেব-দিবাকরে ॥
ইন্দ্রের বচনে তব অনুজ-সম্মতি।
তীর্থস্থানে নরপতি, চল শীঘ্রগতি ॥
দুইবার দেখিয়াছি, তীর্থ আছে যথা।
তব সহ যাইব তৃতীয়বার তথা ॥
বিষম-সঙ্কট-স্থানে আছে তীর্থগণ।
বিনা-সব্যসাচী যেতে নারে অন্য জন ॥
তুমিও যাইতে পার রাজধর্ম্মবলে।
পরাক্রম-বিশেষ অনুজগণ-মিলে ॥
হইবে বিপুল ধর্ম্ম, অধর্ম্মের ক্ষয়।
নিজরাজ্য পাবে শেষে, হবে শত্রুজয় ॥
লোমশের বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
আনন্দেতে পুলকিত হইল শরীর ॥
বিনয়পূর্ব্বক করিলেন সদুত্তর।
কথা নহে, সুধাবৃষ্টি কৈলা মুনিবর ॥
কি বলিব, প্রত্যুত্তর মুখে না আইসে।
বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল মম তব কৃপাবশে ॥
যে-অর্জ্জুন লাগি মোর ক্ষণ নাহি সুখ।
চক্ষু মেলি নাহি চাহি ভ্রাতৃগণ-মুখ ॥
পাইলাম তাহার কুশল-সমাচার।
ইহার অধিক লাভ কি আছে আমার ॥
সবার ঈশ্বর যেই ইন্দ্র দেবরাজ।
আপনি করেন বাঞ্ছা অর্জ্জুনের কাজ ॥
যে-আজ্ঞা করিলে মুনি, তীর্থের কারণ।
পূর্ব্ব হ'তে আমি এই করিয়াছি পণ ॥
বিশেষ আমার সঙ্গে যাবেন আপনি।
তীর্থযাত্রা মোর পক্ষে বহু লাভ গণি ॥
লোমশ বলেন, রাজা, যাইবে কিমতে।
এই দ্বিজগণ আছে তোমার সঙ্গেতে ॥
বিষম-দুর্গম পথ পর্ব্বত-কানন।
ফল-মূল নাহি মিলে, দুষ্ট জন্তুগণ ॥
যাইতে নারিবে সবে থাকিলে সংহতি।
ইহা-সবে বিদায় করহ নরপতি ॥
যুধিষ্ঠির কহে, তবে শুন দ্বিজগণ।
হস্তিনানগরে সবে করহ গমন ॥
যেই যাহা বাঞ্ছ, ধৃতরাষ্ট্রেরে মাগিবে।
নিজ নিজ বৃত্তি যদি তথা না পাইবে ॥
পাঞ্চাল-দেশেতে সবে করিবে গমন।
যথোচিত পূজা তথা পাবে সর্ব্বজন ॥
এত বলি সবারে পাঠান হস্তিনায়।
যথোচিত পূজা কৈল অন্ধরাজ তায় ॥
অল্প-দ্বিজ সঙ্গে ল'য়ে ধর্ম্ম-নরপতি।
তিন-রাত্রি কাম্যবনে লোমশ-সংহতি ॥

চারি ভাই কৃষ্ণা-সহ ধৌম্য-পুরোহিত।
তীর্থ করিবারে যাত্রা করেন ত্বরিত ॥
হেনকালে উপনীত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।
নারদ পর্ব্বত আর বহু মুনিগণ ॥
যথোচিত পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
আশীষ করিয়া কহিছেন মুনিগণ ॥
তীর্থযাত্রা করিবারে যদি আছে মন।
মন শুদ্ধ কর রাজা, করিয়া যতন ॥
নিয়মী সুবুদ্ধি হ'লে তীর্থফল পায়।
মন শুদ্ধ নহিলে ভ্রমণ মিথ্যা হয় ॥
চারিভাই কৃষ্ণা-সহ করিয়া স্বীকার।
মুনিগণ-চরণে করেন নমস্কার ॥
অভেদ্য-কবচ সবে অঙ্গেতে পরিল।
দ্রৌপদী-সহিত রাজা রথে আরোহিল ॥
পুরোহিত-আদি আর যত ভ্রাতৃগণ।
চতুর্দ্দশ-রথে আরোহিল সর্ব্বজন ॥
মার্গশীর্ষ-মাস-শেষে পূর্ব্বমুখে গতি।
তীর্থযাত্রা করিলেন পাণ্ডব সুকৃতী ॥
বনপর্ব্বে পাণ্ডবের তীর্থযাত্রা-কথা।
পয়ারেতে রচে কাশী ভারতের গাথা ॥

যুধিষ্ঠিরাদির তীর্থযাত্রা ও অগস্ত্যোপাখ্যান

চলিলেন ধর্ম্মরাজ সহ-মুনিগণে।
কতদিনে উপনীত নৈমিষ-কাননে ॥
গোমতীতে স্নান করি, করি বহু দান।
তথা হ'তে পরতীর্থে করেন প্রয়াণ ॥
যেখানে প্রয়াগ-তীর্থ যমুনাসঙ্গম।
কতদিনে উপনীত অগস্ত্য-আশ্রম ॥
লোমশ কহিল তবে পূর্ব্ব-বিবরণ।
দৈত্য মারি আশ্রম করিল তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দে সকল পৃথ্বী করিল ভ্রমণ।
একদিন শুন রাজা, তার বিবরণ ॥
একদিন এক গর্ত্তে দেখে মুনিরাজ।
পিতৃগণ অধোমুখে আছে তার মাঝ ॥
দেখিয়া হইল শঙ্কা, জিজ্ঞাসে সবারে।
কি-হেতু পড়িলে সবে গর্ত্তের ভিতরে ॥
সবে বলে, না করিলে বংশের উৎপত্তি।
তেঁই আমা-সবাকার হ'ল হেন গতি ॥
যদি শ্রেয়ঃ চাহ তুমি আমা-সবাকার।
বংশ জন্মাইয়া তুমি করহ উদ্ধার ॥
পিতৃগণ-বচন শুনিয়া মুনিরাজ।
বংশ-হেতু চিন্তিত হইল হৃদি-মাঝ ॥
বিদর্ভরাজার কন্যা অতি অনুপমা।
রূপে গুণে মনোহরা, লোপামুদ্রা-নামা ॥
যৌবনসময় তার দেখিয়া রাজন্।
কারে দিব লোপামুদ্রা চিন্তে মনে-মন ॥
হেনকালে উপনীত মহাতপোধন।
যথোচিত পূজা করি জিজ্ঞাসে রাজন্ ॥
কি-হেতু আসিলে, আজ্ঞা কর মুনিবর।
শুনি মুনিরাজ তবে করিল উত্তর ॥
পিতৃগণ-আদেশেতে জন্মাব সন্ততি।
তব কন্যা লোপামুদ্রা দেহ নরপতি ॥
এত শুনি নরপতি হ'ল অচেতন।
প্রত্যুত্তর দিতে মুখে না আসে বচন ॥
উঠিয়া গেলেন রাজা মহাদেবী-স্থানে।
রাণীকে কহেন রাজা করুণবচনে ॥
মাগে লোপামুদ্রারে অগস্ত্য মহাঋষি।
নাহি দিলে শাপেতে করিবে ভস্মরাশি ॥
এত বিচারিয়া সবে সন্তাপিত শোকে।
শুনি লোপামুদ্রা কহে জননী-জনকে ॥
মমহেতু তাপ কেন ভাবহ হৃদয়।
আমারে অগস্ত্যে দিয়া খণ্ডাহ এ ভয় ॥
কন্যার দৃঢ়তা বুঝি নৃপতি সত্বর।
বিধিমতে মুনি-করে দেন নৃপবর ॥
লোপামুদ্রা-প্রতি তবে কহে তপোধন।
মম ভার্য্যা হ'লে, কর মম আচরণ ॥

দিব্য বস্ত্র ত্যজ রত্ন-ভূষণ-সকল।
শিরেতে ধরহ জটা, পিন্ধহ বাকল॥
মুনিবাক্যে সেইক্ষণে সকলি ত্যজিল।
জটাচীর লোপামুদ্রা ভূষণ করিল॥
তবে ত অগস্ত্য মুনি ভার্য্যারে লইয়া।
গঙ্গাতীরে মহামুনি রহিলেন গিয়া॥
নিরন্তর করে কন্যা মুনির সেবন।
তপ-শৌচ-আচমন মুনি-আচরণ॥
হেনরূপে তথা থাকি বহুদিন গেল।
একদিন মুনিরাজ ভার্য্যারে কহিল॥
পুত্রহেতু তোমারে যে করেছি গ্রহণ।
বংশ না হইল তোমা কিসের কারণ॥
এত শুনি লোপামুদ্রা যুড়ি দুই কর।
বিনয়পূর্ব্বক কহে মুনির গোচর॥
কামদেব কৈল ধাতা সৃষ্টির কারণ।
বিনা-কামে নাহি হয় বংশের সৃজন॥
জটাচীর ফলাহার ধূলাতে ধূসর।
ইথে কাম কিমতে জন্মিবে মুনিবর॥
আপনি না জান মুনি এই বংশকাজ।
বংশহেতু ইচ্ছা যদি কর মুনিরাজ॥
পূর্ব্বে যথা ছিল মম বস্ত্র-অলঙ্কার।
দিব্যগৃহ দাসগণ ভক্ষ্য-উপহার॥
সে-সকল বস্তু যদি পাই পুনর্ব্বার।
তবে ত জন্মিবে পুত্র উদরে আমার॥
এত শুনি অগস্ত্যের চিন্তা হৈল মনে।
উপায় চিন্তিল পুনঃ কন্যার বচনে॥
শ্রুতর্ব্বা-নামেতে রাজা ইক্ষ্বাকুনন্দন।
ভার্য্যাসহ তথাকারে গেল তপোধন॥
দেখিয়া শ্রুতর্ব্বা-রাজা পূজে বহুতর।
জিজ্ঞাসিল, কি-হেতু আইলা মুনিবর॥
মুনি বলে, বৃত্তিহেতু আসিলাম আমি।
বৃত্তি-অর্থ কিছু রাজা, দেহ মোরে তুমি॥
যে-কিছু মাগিল মুনি, সব দিল রাজা।
পাত্রমিত্র-সহিত করিল বহু পূজা॥
দিব্যগৃহ আসন ভূষণ দাসগণ।
বাঞ্ছামত পাইয়া রহিল তপোধন॥
তবে যত প্রজাগণ রাজার সংহতি।
অগস্ত্যেরে কহে তারা করিয়া মিনতি॥
ইল্বল-নামেতে দৈত্য মায়ার সাগর।
বাতাপি-নামেতে আছে তার সহোদর॥
মায়াবলে ধরে দুষ্ট গাড়র-মূরতি।
কাটিয়া ব্যঞ্জন করি ভুঞ্জায় অতিথি॥
কতক্ষণে ইল্বল বাতাপি বলি ডাকে।
পেট চিরি বাহিরায় ভুঞ্জিয়া যে থাকে॥
এইমতে মারে দুষ্ট বহু দ্বিজগণ।
অদ্যাবধি হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
ইল্বল দৈত্যের ভয়ে তাপিত নগর।
শুনিয়া অগস্ত্য মুনি চিন্তিত-অন্তর॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে করিল নির্ভয়।
একাকী চলিল মুনি ইল্বল-আলয়॥
মুনি দেখি ইল্বল পূজিল বহুতর।
জিজ্ঞাসিল সবিনয়ে করিয়া আদর॥
কি-হেতু আসিলে, আজ্ঞা কর তপোধন।
শুনিয়া উত্তর কৈল কুম্ভক-নন্দন॥
বহু পরিশ্রমে আসিলাম তব পুর।
বহু দিন উপবাসী, ভুঞ্জাও প্রচুর॥
সম্পূর্ণ করিয়া মোরে করাহ ভোজন।
হাসিয়া ইল্বল বলে, বৈস তপোধন॥
কাটিয়া মায়াবী মেষ করিল রন্ধন।
অগস্ত্য মুনিরে দিল করিতে ভোজন॥
মুনি বলে, এই মাংসে কি হবে আমার।
সকল আনিয়া দেহ যত আছে আর॥
শির কাটি চারি-পদ আনি দেহ মেষ।
তাবৎ খাইব আমি, না রাখিব শেষ॥
মুনিবাক্য শুনিয়া ইল্বল আনি দিল।
অস্থিসহ মুনিবর সকল খাইল॥
কতক্ষণে ইল্বল ডাকিল সহোদরে।
বাহিরাহ বাতাপি, বলিল বারে বারে॥

হাসিয়া বলেন মুনি, কেন ডাক পাপী।
অগস্ত্যের ঠাঁই কোথা পাইবে বাতাপি॥
বাতাপি পাইবে আর, না করিহ আশ।
এত দিনে মরিলেক করি প্রাণিনাশ॥
এই শুনি ইল্বল যুড়িয়া দুইকর।
স্তুতি করি কহে তবে মুনির গোচর॥
কি করিব প্রিয় তব, কহ মুনিবর।
মুনি বলে, প্রাণি-হিংসা করিলে বিস্তর॥
যত রত্ন-ধন তুমি পাইয়াছ তায়।
সকল আমায় দিয়া রাখ আপনায়॥
সেইক্ষণে দুষ্ট-দৈত্য আনি সব দিল।
দ্রব্য ল'য়ে মুনিরাজ আশ্রমে চলিল॥
বসন-ভূষণ দিব্য-রত্ন-অলঙ্কার।
দেখি লোপামুদ্রা পেল আনন্দ অপার॥
সন্তুষ্টা হইয়া কন্যা ভাবে মনে-মন।
বংশ-হেতু মুনিবরে করে নিবেদন॥
মুনি বলে, পুত্র-বাঞ্ছা কতেক তোমার।
লোপামুদ্রা বলে, হৌক একটি কুমার॥
এক পুত্র গুণবান্ হৌক তপোধন।
অকৃতী সহস্র-পুত্রে নাহি প্রয়োজন॥
তবে প্রীত হ'য়ে কাম বাড়িল দোঁহার।
মুনির ঔরসে তাঁর জন্মিল কুমার॥
তাঁহা হ'তে তাঁর পুত্র হইল পণ্ডিত।
শুনিলে পূর্ব্বের কথা অগস্ত্য-চরিত॥
অগস্ত্য-মুনির কথা অদ্ভুত মানুষে।
হেলায় সমুদ্র পান করিল গণ্ডূষে॥
সূর্য্য-গ্রহ-পথ রুদ্ধ কৈলা বিন্ধ্যাচল।
অন্ধকারে ব্যাপিলেক পৃথিবীমণ্ডল॥
অগস্ত্য-প্রভাবে লোকে সে-ভয় ঘুচিল।
অন্ধকার দূর হ'ল, সূর্য্য প্রকাশিল॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনিরাজ, সে অগস্ত্য-বিবরণ॥
কি-কারণে মুনিরাজ সমুদ্র শুষিল।
কোন্-হেতু অন্ধকার, কিরূপে খণ্ডিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

অগস্ত্যযাত্রার বিবরণ ও বিন্ধ্যপর্ব্বতের দর্পচূর্ণ

লোমশ বলেন, শুন, ধর্ম্মের কুমার।
যেমতে খণ্ডিল রাজা, ঘোর অন্ধকার॥
গিরিমধ্যে নগেন্দ্র সুমেরু-গিরিবর।
প্রদক্ষিণ করি তারে ভ্রমে দিনকর॥
তাহা দেখি বিন্ধ্যগিরি সক্রোধ হইয়া।
দিনমণি-প্রতি তকে বলিল ডাকিয়া॥
যেমত আবর্ত্ত কর সুমেরু-শিখরে।
সেইমত প্রদক্ষিণ করহ আমারে॥
সূর্য্য বলে, রথে বসি আবর্ত্তন করি।
সৃষ্টি সৃজিলেক যেই সৃষ্টি-অধিকারী॥
তাঁর নিয়োজিত-পথে করিব ভ্রমণ।
শক্তি নাহি অন্য পথে করিতে গমন॥
এত শুনি বিন্ধ্য বলে সক্রোধ-বচনে।
দেখি মেরু প্রদক্ষিণ করিবে কেমনে॥
বাড়িল বিষম বিন্ধ্য করিয়া আক্রোশ।
না হয় রবির গতি, না হয় দিবস॥
ক্রোধ করি কামরূপী বাড়াইল অঙ্গ।
ব্যাপিল আকাশপথ, না চলে বিহঙ্গ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, হৈল অন্ধকার।
প্রলয় হইল, হেন মানিল সংসার॥
দেবগণ মিলি সবে করে নিবেদন।
না শুনিল বিন্ধ্যগিরি কাহারো বচন॥
তবে যত দেবগণ একত্র হইয়া।
অগস্ত্য-মুনির আগে নিবেদিল গিয়া॥
চন্দ্র-সূর্য্য-পথ রুদ্ধ বিন্ধ্যগিরি করে।
তোমা-বিনা নাহি দেখি, তাহারে নিবারে॥
রক্ষা কর মুনিরাজ, সৃষ্টি হৈল নাশ।
শুনিয়া অগস্ত্য-মুনি করিল আশ্বাস॥

বিন্ধ্যগিরি-পাশে তবে যায় তপোধন।
মুনি দেখি প্রণাম করিল সর্ব্বজন ॥
নাগ নর পশু পক্ষী স্থাবর-জঙ্গম।
অগস্ত্য মুনির তেজে কেহ নহে সম ॥
মুনি দেখি বিন্ধ্যগিরি প্রণাম করিল।
ঈষৎ হাসিয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
যাবৎ না আসি আমি দক্ষিণ হইতে।
তাবৎ পর্ব্বত, তুমি থাক এইমতে ॥
এত বলি মুনিরাজ করিল গমন।
পুনঃ যে উত্তরে নাহি গেল কদাচন ॥
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি গিরি কভু নাহি ওঠে।
সৃষ্টি রক্ষা করিলেন অগস্ত্য কপটে ॥
বনপর্ব্বে অগস্ত্যের বিচিত্র-আখ্যান।
কাশীরাম কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

● বৃত্রাসুর-বধের জন্য দধীচিমুনির অস্থিদান

পুনঃ জিজ্ঞাসেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
কিরূপে শুষিল মুনি সাগর গভীর ॥
লোমশ বলেন, পূর্ব্বে দৈত্য বৃত্রাসুর।
পরাক্রমে জিনিয়া বেড়ায় তিন পুর ॥
কালকেয়-আদি যত দ্বিতীয় দানব।
বৃত্রাসুর-সহিত থাকয়ে দুষ্ট সব ॥
দৈত্যভয়ে দেবগণ রহিতে নারিল।
ইন্দ্রে আগে করিয়া ব্রহ্মারে নিবেদিল ॥
ব্রহ্মা কন, যেই-হেতু এলে দেবগণ।
পূর্ব্বে চিন্তিয়াছি আমি তাহার কারণ ॥
লৌহ-দারু-মেরু যত আছে অস্ত্রসার।
কোন মতে নহে বৃত্রাসুরের সংহার ॥
দধীচি মুনির স্থানে করহ গমন।
সবে মিলি বর মাগ, শুন দেবগণ ॥
প্রসন্ন হইলে মুনি মাগ এই দান।
নিজ অস্থি দিয়া লোকে কর পরিত্রাণ ॥
শরীর ত্যজিবে মুনি লোকের কারণ।
তাঁর অস্থি ল'য়ে কর বজ্রের সৃজন ॥
বজ্র-অস্ত্রে ইন্দ্র তারে করিবে প্রহার।
বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর হইবে সংহার ॥
এত শুনি দেবগণ করিল গমন।
সরস্বতী-নদীতীরে আইল তখন ॥
মহাতেজোময় মূর্ত্তি দেখে দধীচির।
চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি জিনি জ্বলন্ত শরীর ॥
মুনিরে বেড়িয়া ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল অগণন ॥
দেবতাসমূহ-সহ দিক্পালগণে।
দেখিয়া দধীচি মুনি ভাবে মনে-মনে ॥
জানিয়া সকল তত্ত্ব কহে মুনিবর।
কি-হেতু আসিলে আজি সকল অমর ॥
সবাকার হেতু আমি ত্যজিব শরীর।
অস্থি-মাংস-ময় তনু সহজে অচির ॥
হয় হৌক ইহাতে লোকের উপকার।
উপকার-হীন ব্যর্থ রহে তনু ছার ॥
পূর্ব্বভাগ্যে লোককার্য্যে লাগিল শরীর।
এত বলি তনুত্যাগ হ'ল দধীচির ॥
হেন উপকার কোথা নাহি করে কেহ।
পর-উপকার-হেতু ত্যজে নিজ দেহ ॥
দধীচি মুনির গুণ বর্ণন না যায়।
হেন উপকার বল কে করে কোথায় ॥
যুধিষ্ঠির কন, প্রভু, বল অতঃপর।
অস্থি লৈয়া কি-কর্ম্ম করিল পুরন্দর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, শুনিলে জন্ময়ে দিব্যজ্ঞান ॥

● বৃত্রাসুরের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও বৃত্রাসুর বধ

লোমশ বলেন, রাজা, কর অবধান।
বৃত্রাসুরে যেইরূপে মারে মরুত্বান্ ॥

অস্থি ল’য়ে দেবগণ করিল গমন।
দেবশিল্পী-স্থানে দিল করিতে রচন॥
সে উগ্র-প্রকারে বজ্র করিয়া নির্ম্মাণ।
শীঘ্রগতি আনি দিল ইন্দ্র-বিদ্যমান॥
বজ্র ল’য়ে জাগি থাকে দেব পুরন্দর।
হেনকালে এল বৃত্রাসুর দৈত্যেশ্বর॥
প্রলয় দানব-দৈত্য সংহতি করিয়া।
সুমেরু-শিখর যেন পর্ব্বত বেড়িয়া॥
মার মার শব্দে করে মহা কলরব।
প্রলয়-সময়ে যেন উথলে অর্ণব॥
পর্ব্বত-আয়ুধ কেহ ধরে দৈত্যগণ।
নানা-অস্ত্র চতুর্ভিতে করে বরিষণ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া ইন্দ্র বজ্র ল’য়ে হাতে।
দেবগণ-সহ যায় বৃত্রেরে মারিতে॥
ইন্দ্রে দেখি ঘোরনাদে গর্জ্জে দৈত্যেশ্বর।
ভয়ঙ্কর-নাদে কাঁপে যত চরাচর॥
আকাশ-পাতাল যুড়ি মুখ মেলি ধায়।
দেখিয়া অমরপতি ভয়েতে পলায়॥
দেবগণ-সহ ইন্দ্র যায় রড়ারড়ি।
পাছু-পাছু দৈত্যগণ ধায় তাড়াতাড়ি॥
কোথায় পাইব রক্ষা করি অনুমান।
বিষ্ণুর সদনে গিয়া রাখে নিজ প্রাণ॥
ভয়ার্ত্ত দেখিয়া আশ্বাসিয়া নারায়ণ।
উপায় চিন্তেন দৈত্য-নিধন-কারণ॥
দিলেন আপন তেজ হরি পুরন্দরে।
বিষ্ণু-তেজ পেয়ে পুনঃ চলিল সমরে॥
অন্য-দেবগণে তেজ দিল ঋষিগণ।
পুনঃ দেবাসুরে হয় ঘোরতর রণ॥
অনেক হইল যুদ্ধ, লিখন না যায়।
বৃত্রাসুরে বজ্র প্রহারিল দেবরায়॥
বজ্রের ভীষণ শব্দ, দৈত্যের গর্জ্জন।
ত্রৈলোক্যের লোক যত হ’ল অচেতন॥
বজ্রাঘাতে অসুরের মুণ্ড হ’ল চূর্ণ।
আর যত ছিল সবে পলাইল তূর্ণ॥
যতেক দানব-দৈত্য-কালকেয়গণ।
সমুদ্র-ভিতরে প্রবেশিল সর্ব্বজন॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনি পাপনাশ।
বৃত্রাসুর-বধ-গীত গায় কাশীদাস॥

● অগস্ত্যমুনির সমুদ্রপান

লোমশ বলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
সমুদ্রে আশ্রয় নিল কালকেয়গণ॥
সমস্ত দিবস থাকে জলের ভিতরে।
রাত্রিতে উঠিয়া খায় যত মুনিবরে॥
বশিষ্ঠ-আশ্রমে খায় সপ্তশত ঋষি।
তিনশত খায় চ্যবনাশ্রমেতে আসি॥
ভরদ্বাজ-আশ্রমে বিংশতি মুনি ছিল।
রজনীর মধ্যে গিয়া সকলি খাইল॥
হেনমতে খায় তারা বহু মুনিগণ।
ফলাহারী বাতাহারী মহাতপোধন॥
ভয় ত্যজি ছিল সবে গেল পলাইয়া।
পর্ব্বত-গহ্বরে রহে, কোটরে বসিয়া॥
ভাঙ্গিল মুনির মেলা, কেহ নাহি আর।
যাগযজ্ঞ-হীন হ’ল সকল সংসার॥
উপায় করিল বহু তার দেবগণ।
লক্ষিতে না পারে, তারা আইসে কখন॥
উপায় না দেখি আর ব্যাকুল হইয়া।
নারায়ণ-স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
সৃষ্টিকর্ত্তা হর্ত্তা তুমি, তুমি শ্রীনিবাস।
তুমি উদ্ধারিবা, মোরা করিয়াছি আশ॥
বৃত্রাসুর ম’ল, কিন্তু কালকেয়গণ।
লক্ষিতে না পারি তারা আইসে কখন॥
করিল দ্বিজের নাশ, না দেখি নিস্তার।
আমরা উপায় বহু করিনু তাহার॥
না পারিয়া তব পায় করি নিবেদন।
তোমা-বিনা সৃষ্টি রাখে, নাহি হেন জন॥

এত শুনি রোষভরে কহে পীতাম্বর।
ইহার উপায় আর নাহি পুরন্দর॥
বরুণ-আশ্রিত হ'য়ে আছে দুষ্টগণ।
সিন্ধু শুকাইতে সবে করহ যতন॥
পাইয়া বিষ্ণুর আজ্ঞা তবে দেবগণ।
ব্রহ্মার সহিত গেল অগস্ত্য-সদন॥
কর যুড়ি দেবগণ তাঁরে স্তুতি করে।
সঙ্কটেতে তুমি রক্ষা কর বারে-বারে॥
নহুষের ভয়ে পূর্ব্বে করিলা নিস্তার।
বিন্ধ্যভয়ে বসুধার খণ্ডিলে আঁধার॥
রাক্ষস বধিয়া বিনাশিলা লোকভয়।
এবার করহ রক্ষা হইয়া সদয়॥
মুনি বলে কোন্ কার্য্য করিব সবার।
যাহা বল, করি তাহা, এই অঙ্গীকার॥
এত বলি চলিল অগস্ত্য-মুনিবর।
সঙ্গেতে চলিল সব অমর-কিন্নর॥
অগস্ত্য সমুদ্র পীবে, অদ্ভুত-কথন।
দেখিতে চলিল সব ত্রৈলোক্যের জন॥
সমুদ্র-নিকটে গিয়া বলে তপোধন।
তোমারে শুষিব আমি লোকের কারণ॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-নাগ দেখিবে কৌতুকে।
নিমেষে সমুদ্র পান করিব চুমুকে॥
তবে ত অগস্ত্য মুনি একই গণ্ডূষে।
ক্ষণমাত্রে সিন্ধুজল পান করি শোষে॥
কোথায় লহরী গেল, শব্দ হুড়াহুড়ি।
জলজন্তু-ছটফটি শুষ্কস্থলে পড়ি॥
বিস্ময় মানিল যত ত্রৈলোক্যের জন।
অগস্ত্য মুনিরে তবে করিল স্তবন॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর যত অপ্সরা-অপ্সর।
নৃত্যগীত করে সবে মুনির গোচর॥
করিল কুসুমবৃষ্টি মুনির উপরে।
সাধু-সাধু বলি শব্দ হ'ল দিগন্তরে॥
জলহীন সিন্ধু দেখি যত দেবগণ।
যে যাহার অস্ত্র ল'য়ে ধাইল তখন॥
যতেক অসুরগণে বেড়িয়া মারিল।
কত দৈত্য ক্ষিতি বিদারিয়া প্রবেশিল॥
হত দৈত্য নিরখিয়া ক্ষান্ত দেবগণ।
পুনরপি অগস্ত্যেরে করিল স্তবন॥
তোমার প্রসাদে রক্ষা পাইল সংসার।
লোকের কণ্টক দৈত্য হইল সংহার॥
সমুদ্রের জল যে শুষিলা মুনিবর।
পুনরপি সেই জলে পূর রত্নাকর॥
মুনি বলে, তোমরা উপায় কর সবে।
জলপান করিলাম আর কোথা পাবে॥
এত শুনি দেবগণ বিষণ্ণ বদন।
শীঘ্রগতি গেল সবে ব্রহ্মার সদন॥
দৈত্যনাশহেতু সিন্ধু শুষিল বারুণি।
কিরূপে পূরিবে সিন্ধু, কহ পদ্মযোনি॥
ব্রহ্মা বলে, নিজালয়ে যাহ সর্ব্বজন।
উপায় নাহিক সিন্ধু পূরিতে এখন॥
শুষ্কসিন্ধু রহিবেক দীর্ঘকাল এবে।
জ্ঞাতিহেতু ভগীরথ গঙ্গাকে আনিবে॥
ভগীরথ হ'তে পূর্ণ হবে জলনিধি।
শুষ্ক রহিবেক সিন্ধু তাবৎ অবধি॥
ব্রহ্মার বচনে সবে গেল নিজালয়।
এই শুন পূর্ব্বকথা ধর্ম্মের তনয়॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম গদাধরের অগ্রজ॥

সগরবংশোপাখ্যান এবং কপিলের শাপে সগরসন্তান ভস্ম

এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ মুনি শুনি সিন্ধুপূরণ-কথন॥
কেবা ভগীরথ, জ্ঞাতি-কারণ কি হয়।
বিস্তারিয়া মুনিরাজ কহ মহাশয়॥
লোমশ বলেন, শুন ধার্ম্মিক রাজন্।
সগর-নামেতে রাজা বাহুর নন্দন॥

তালজঙ্ঘ-হৈহয়াদি রাজা বশ করি।
পৃথিবী পালন করে দুষ্টজনে মারি॥
পুত্রবাঞ্ছা করি রাজা হইল চিন্তিত।
তপস্যা করিতে গেল ভার্য্যার সহিত॥
শৈব্যা আর বৈদর্ভী যুগল ভার্য্যা তাঁর।
কৈলাস-পর্ব্বতে তপ করে বহুবার॥
তাঁর তপে আবির্ভূত হ'য়ে মহেশ্বর।
বলিলেন সগরেরে মাগি লহ বর॥
বংশহেতু এই বর মাগিল রাজন্।
দেহ ষাটি সহস্র তনয় ত্রিলোচন॥
হর বলিলেন, বর মাগিলে রাজন্।
হইবে তোমার ষাটি-সহস্র নন্দন॥
সময়ে সবাই এককালে হবে ক্ষয়।
বংশরক্ষা করিবেক একই তনয়॥
শৈব্যার উদরে যেই এক পুত্র হবে।
তাহাতে ইক্ষ্বাকুবংশ উন্নতি পাইবে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলেন হর।
সগর চলিয়া গেল আপনার ঘর॥
দুই ভার্য্যা সহবাস করে মতিমান্।
কতদিনে দোঁহাকার হ'ল গর্ভাধান॥
সময়ে প্রসব হ'ল রাণী দুইজন।
শৈব্যা প্রসবিল এক সুন্দর নন্দন॥
বৈদর্ভীর গর্ভে এক অলাবু জন্মিল।
দেখিয়া নৃপতি ফেলাইতে আজ্ঞা দিল॥
হেনকালে ঘোরনাদে হ'ল শূন্যবাণী।
কি-কারণে বংশ ত্যাগ কর নৃপমণি॥
যত বীচি আছে এই অলাবু-ভিতর।
ঘৃতপূর্ণ হাঁড়ি-মধ্যে রাখ নৃপবর॥
ইহাতে পাইবে ষাটি-সহস্র নন্দন।
এত শুনি নরপতি রাখে সেইক্ষণ॥
ঘৃতহাঁড়ি-প্রতি এক ধাত্রী নিয়োজিল।
ষাইট-সহস্র পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
তেজোবীর্য্যে রূপে সবে সগর-সমান।
মদগর্ব্বে সবাকারে করে অল্পজ্ঞান॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-নাগ-নরগণ।
সবারে করিল পীড়া সগর-নন্দন॥
দেবগণ জানাইল ব্রহ্মার গোচরে।
সৃষ্টিনাশ কৈল প্রভু, সগর-কুমারে॥
ব্রহ্মা বলিলেন, না চিন্তহ দেবগণে।
কর্ম্মদোষে সকলে মরিবে অল্পদিনে॥
এত শুনি চলি গেল যতেক অমর।
কত দিনে যজ্ঞদীক্ষা লইল সগর॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল বাহুর নন্দন।
অশ্ব রক্ষিবারে নিয়োজিল পুত্রগণ॥
সসৈন্য তাহারা ষাটি-সহস্র-নন্দন।
অশ্ব রক্ষিবারে গেল পর্ব্বত-কানন॥
জলহীন-সিন্ধুমধ্যে করয়ে ভ্রমণ।
অশ্বের রক্ষণে তবে থাকে সর্ব্বজন॥
ইন্দ্র ভাবে, এইবার মোর রাজ্য যায়।
শত যজ্ঞ সাঙ্গ হ'লে কি হবে উপায়॥
যজ্ঞ বিঘ্ন না করিলে রাজা ইন্দ্র হয়।
মন্ত্রণা করিল ইন্দ্র, চুরি করি হয়॥
স্বপদ রাখিতে ইন্দ্র করিল চাতুরী।
আপনি আসিয়া শেষে অশ্ব করে চুরি॥
চুরি করি নিয়া অশ্ব রাখে পাতালেতে।
যেখানে কপিল মুনি ছিলেন যোগেতে॥
সেখানে রাখিয়া অশ্ব, শক্র পলাইল।
প্রাতঃকালে সেনাগণ জাগিয়া উঠিল॥
সিন্ধুমধ্যে অশ্ব নাহি দেখি আচম্বিত।
কেহ না জানিল অশ্ব গেল কোন্ ভিত॥
সকল সমুদ্রে অশ্ব করে অন্বেষণ।
নদ নদী গিরি গুহা নগর কানন॥
কোথা না দেখিয়া অশ্বে চিন্তিত হইয়া।
সগরের স্থানে সবে জানাইল গিয়া॥
শুনি রাজা দৈববশে করিল উত্তর।
অশ্ব না আনিয়া কেন আইলি রে ঘর॥
খুঁজিয়া না পাও যদি পৃথিবী-ভিতর।
তবে সিন্ধুমধ্যে অশ্ব হইল অন্তর॥

যত্ন করি সেই স্থল খুঁজ গিয়া সবে।
অশ্ব না আনিয়া গৃহে ফিরি না আসিবে॥
পিতৃ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সর্ব্বজন।
কোদালি ধরিয়া পৃথ্বী করিল খনন॥
জলহীন, জন্তুগণ মৃত্তিকাতে ছিল।
কোদালির প্রহারেতে অনেক মরিল॥
স্কন্ধ শির হস্ত কারো কাটা গেল পাদ।
প্রহারে সকল জন্তু করে ঘোরনাদ॥
জন্তুগণ মৈল যত পর্ব্বত-প্রমাণ।
পুঞ্জ করি অস্থি-সব রাখে স্থানে-স্থান॥
এইমত বারিনিধি খনিতে খনিতে।
অশ্ব-অন্বেষণে গেল পৃথ্বী-পূর্ব্বভিতে॥
তথায় খনিয়া ক্ষিতি বিদার করিল।
পাতালপুরেতে গিয়া সবে প্রবেশিল॥
তথা গিয়া দেখিল কপিল মহামুনি।
দীপ্তিমান্ তেজ, যেন জ্বলন্ত আগুনি॥
তাঁহার আশ্রম মধ্যে দেখি হয়বর।
হৃষ্ট হ'য়ে ঘোড়া গিয়া ধরিল সত্বর॥
অহঙ্কারে মুনিবরে করে অনাদর।
দেখিয়া কপিল মুনি কুপিল বিস্তর॥
বাহিরায় দুই-চক্ষু হইতে অনল।
ভস্মরাশি করিলেক কুমার-সকল॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পাইয়া সগর।
শোকাকুল হয় রাজা, বিরস অন্তর॥
স্তব্ধ হ'য়ে শোকাকুল ভাবে নরপতি।
শিব-বাক্য স্মরি শেষে স্থির করে মতি॥
পৌত্র অংশুমান্ অসমঞ্জের নন্দন।
তাহাকে ডাকিয়া রাজা বলেন বচন॥
কপিলের ক্রোধে ভস্ম হ'ল পুত্রগণে।
যজ্ঞ নষ্ট হইবেক অশ্বের বিহনে॥
পূর্ব্বে ত্যাগ করিয়াছি তোমার পিতায়।
তোমা-বিনা অন্য নাহি যজ্ঞের উপায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিবর।
কি-হেতু অত্যাজ্য পুত্রে ত্যজিল সগর॥
মুনি বলে, অসমঞ্জ শৈব্যাগর্ভে জন্ম।
যৌবনসময়ে বড় করিল কুকর্ম্ম॥
দুগ্ধমুখ শিশুগণে ধরে হস্তে গলে।
উপরে তুলিয়া ভূমে আছাড়িয়া ফেলে॥
একত্র হইয়া তবে যত প্রজাগণ।
সগর রাজার প্রতি কৈল নিবেদন॥
পিতৃরূপে আমা-সবে করহ পালন।
দুষ্ট-দৈত্য-পরচক্রে করহ তারণ॥
অসমঞ্জ-ভয় হ'তে কর রাজা পার।
প্রজাদুঃখ শুনি দুঃখ হইল রাজার॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আজ্ঞা দিল যত প্রজাগণে।
রাজ্য হ'তে বাহির করহ এইক্ষণে॥
এইমতে নিজপুত্রে ত্যজিল সগর।
পৌত্রে যা কহিল রাজা, শুন নরবর॥
তোমা-বিনা কুলাঙ্কুর কেহ নাহি আর।
যজ্ঞ-বিঘ্ন নরক হইতে কর পার॥
পিতামহ-বচন শুনিয়া অংশুমান্।
যথায় কপিল মুনি, গেল তাঁর স্থান॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
তুষ্ট হ'য়ে বলে, ইষ্ট মাগহ রাজন্॥
এত শুনি অংশুমান্ বলে যোড়করে।
কৃপা করি কর প্রভু, দেহ অশ্ববরে॥
দ্বিতীয়ে মাগিল পিতৃগণের সদ্গতি।
বাঞ্ছা পূর্ণ হৌক বলি বলে মহামতি॥
সত্যশীল ক্ষমাশীল ধর্ম্মে তব জ্ঞান।
তব পিতা হইতে সগর পুত্রবান্॥
মম ক্রোধে দগ্ধ যত সগর-কুমার।
তব পৌত্র করিবেক সবার উদ্ধার॥
শিবে তুষ্ট করিবে আনিবে সুরধুনী।
যজ্ঞ সাঙ্গ কর অশ্ব লইয়া এখনি॥
মুনিরে প্রণাম করি ল'য়ে অশ্ববর।
অংশুমান্ দিল পিতামহের গোচর॥
আলিঙ্গন দিয়া বহু করিল সম্মান।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ রাজা কৈল সমাধান॥

পৌত্রে রাজ্য দিয়া শেষে গেল তপোবন।
অংশুমান্ শাসিলেক সকল ভুবন॥
হইল দিলীপ-নামে তাঁহার নন্দন।
দেখি আনন্দিত বড় হইল রাজন্॥
বহুদিন রাজ্য করি অংশুমান্ ধীর।
পুত্রে রাজ্যভার দিয়া হইল বাহির॥
দিলীপ পাইল নিজ পিতৃসিংহাসন।
শুনিল কপিল-কোপে দগ্ধ পিতৃগণ॥
গঙ্গা-হেতু তপস্যা করিল বহুকাল।
তথাপি আনিতে গঙ্গা নারিল ভূপাল॥
তাঁহার নন্দন মহারথ ভগীরথ।
যাঁর যশ-কর্পূরে পূরিল ত্রিজগৎ॥
কপিলের কোপানলে দগ্ধ পিতৃগণ।
লোকমুখে শুনি কথা চিন্তিত রাজন্॥
মন্ত্রীরে করিয়া রাজা রাজ্য-সমর্পণ।
গঙ্গার উদ্দেশে গেল দিলীপ-নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশ উদ্ধার

হিমালয়ে ভগীরথ তপ আরম্ভিল।
কঠোর তপেতে সব তপস্বী তাপিল॥
ফলাহার পত্রাহার কৈল বাতাহার।
অনাহারে কৈল তনু অস্থি-চর্ম্ম-সার॥
দেবমানে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তপে তুষ্টা গঙ্গা দিতে আইলেন বর॥
গঙ্গা বলিলেন, রাজা, তপ কেন কর।
প্রীত হইলাম আমি, মাগ ইষ্টবর॥
জাহ্নবীর বাক্য শুনি হ'য়ে হৃষ্টমন।
কর-যোড় করি মাগে দিলীপ-নন্দন॥
কপিলের কোপানলে পোড়ে পিতৃগণ।
তা'-সবার মুক্তি-হেতু করি আরাধন॥
যাবৎ তোমার জলে না হয় সেচন।
তাবৎ সদ্গতি নাহি পাবে পিতৃগণ॥
তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
উদ্ধার কর গো মাতা, মম পিতৃগণ॥
যদি কৃপা করিলা গো, মাগি তব পায়।
আপনি তথায় গিয়া উদ্ধার সবায়॥
গঙ্গা বলে, তব প্রীতে যাইব তথায়।
মম বেগ সহে, হেন করহ উপায়॥
গগন হইতে চ্যুত হইব যখন।
মম বেগ সহে, হেন নাহি অন্যজন॥
বিনা-নীলকণ্ঠ কারো শক্তি নাহি লোকে।
তপস্যায় বশ করি আনহ ত্র্যম্বকে॥
এত শুনি ভগীরথ করিল গমন।
কৈলাসশিখরে শিবে করেন ভজন॥
তপস্যায় তুষ্ট হইলেন দিগম্বর।
গঙ্গা ধরিবারে ভগীরথ মাগে বর॥
নিজ-ইষ্ট জানি তুষ্ট হ'য়ে মহেশ্বর।
প্রীতিতে বলেন, চল, যাব নৃপবর॥
হিমালয়-পর্ব্বতে কহেন উমাপতি।
আনহ কোথায় আছে তব হৈমবতী॥
ভব-বাক্যে ভগীরথ গঙ্গা-চিন্তা করে।
ব্রহ্মলোকে গঙ্গা তাহা জানিল অন্তরে॥
আকাশ হইতে গঙ্গা দেখি শূলপাণি।
পড়িলেন হর-শিরে করি ঘোরধ্বনি॥
মকর-কুম্ভীর-মীন-পূর্ণ মহাজলে।
মুক্তামালা শোভে যেন চন্দ্রচূড়-গলে॥
শিব-শির হ'তে গঙ্গা হলেন ত্রিধারা।
এক ধারা আসিয়া পড়িল বসুন্ধরা॥
স্বর্গেতে যে ধারা, তার মন্দাকিনী খ্যাতি।
মর্ত্তে অলকানন্দা, পাতালে ভোগবতী॥
ভগীরথ-প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণে আমি আইলাম ক্ষিতি॥
পিতৃগণ তোমার আছয়ে কোন্ দিগে।
কোন্ পথে যাইব, চলহ মম আগে॥

আজ্ঞামাত্র আগে চলে দিলীপ-নন্দন।
কলকল শব্দে গঙ্গা চলিল তখন॥
হিমালয় পর্ব্বতে হইল উপনীত।
পথ না পাইয়া গঙ্গা হইল ভাবিত॥
কহিলেন, ঐরাবতে কর রাজা ধ্যান।
নতুবা কেমনে বল হইবে প্রয়াণ॥
গঙ্গাবাক্যে ঐরাবতে করিলেন স্তুতি।
স্তবেতে হইয়া তুষ্ট আসে গজপতি॥
রাজা বলে, মহাশয়, নিস্তার এ দায়।
গিরি বিদারিয়া পথ দেহ গঙ্গা মায়॥
শুনি করী দুষ্টমতি বলিল রাজারে।
পথ করি দিতে পারি, যদি ভজে মোরে॥
কর্ণে হাত দিয়া রাজা আইসে সত্বর।
ছলেতে জানায় সব পশুর উত্তর॥
গঙ্গা বলে, যাহ রাজা, কহিবে করীরে।
বেগে দাণ্ডাইলে আমি ভজিব তাহারে॥
দেখিব দুর্গতি তার, কিবা দশা ঘটে।
শীঘ্রগতি আন তারে জিনিয়া কপটে॥
মাতঙ্গ-নিকটে গিয়া বলে ভগীরথ।
শুনি করী শীঘ্রগতি করি দিল পথ॥
গিরি-খণ্ড করি-দন্তে টানিয়া ফেলিল।
মহাবেগে মহামায়া গমন করিল॥
সম্মুখে পড়িয়া হস্তী ভাসিয়া চলিল।
আছাড়ে-বিছাড়ে তার প্রাণমাত্র ছিল॥
স্তব করে গজবর, ত্রাহি ত্রাহি ডাকে।
বলে,মাগো,পশু আমি, কি চিনি তোমাকে॥
দয়াময়ি, দয়া করি রাখিলা জীবন।
প্রাণ ল’য়ে ঐরাবত পলায় তখন॥
বেগেতে চলিল গঙ্গা আনন্দিত-মনে।
উপনীত হৈল জহ্নু মুনির আশ্রমে॥
দেখিয়া গঙ্গারে মুনি করিলেন পান।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হ’ল হতজ্ঞান॥
মুনিবরে স্তব করে কাতর-অন্তরে।
তুষ্ট হ’য়ে মুনিবর গঙ্গা দিল পরে॥
কলকল শব্দে হয় গঙ্গার প্রয়াণ।
কত-শত লোক তরে, নাহি পরিমাণ॥
তাহা দেখি হর্ষান্বিত দিলীপ-নন্দন।
বেগেতে আইল গঙ্গা কপিল-আশ্রম॥
যথায় আছিল ভস্ম সগর-সন্তান।
পরশে পরম-জল বৈকুণ্ঠে প্রয়াণ॥
চতুর্ভুজ হ’য়ে স্বর্ণরথে আরোহিল।
ঊর্দ্ধবাহু করি সবে আশীর্ব্বাদ কৈল॥
পিতৃগণে মুক্ত দেখি আনন্দ অপার।
প্রণাম করিয়া নাচে দিলীপ-কুমার॥
ভগীরথ হইতে সমুদ্রে হৈল জল।
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা, কহিনু সকল॥
শুনিলে পৃথিবীপাল, সগরোপাখ্যান।
ভগীরথ-তুল্য আর নাহি পুণ্যবান্॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস বিরচিল সগর-আখ্যান্॥

● পরশুরামের দর্পচূর্ণ

লোমশ বলেন, এই মহাতীর্থ-স্থান।
পরশনে হয় তার বৈকুণ্ঠে প্রস্থান॥
পূর্ণ-গঙ্গা এই স্থানে বিন্দুসর নাম।
যেইস্থানে হতবীর্য্য হইলেন রাম॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, কহ তপোধন।
হতবীর্য্য হইলেন রাম কি-কারণ॥
লোমশ বলেন, পূর্ব্বে রাম দাশরথি।
বিষ্ণু-অংশে চারি-ভাই রঘুকুলপতি॥
লক্ষ্মী-অংশে জন্মিলেক জনকনন্দিনী।
তাঁহার বিবাহে পণ কৈল নৃপমণি॥
ধূর্জ্জটীর ধনুর্ভঙ্গ যে-জন করিবে।
তাহারে আমার কন্যা জানকী বরিবে॥
দেশে-দেশে বার্ত্তা দিল জনক রাজন্।
বিশ্বামিত্র-স্থানে রাম করেন শ্রবণ॥

যজ্ঞরক্ষা করিলেন রাক্ষসে মারিয়া।
সীতা লভিলেন রাম ধনুক ভাঙ্গিয়া॥
সীতা ল'য়ে যান রাম অযোধ্যানগর।
পথেতে ভেটিল কুলান্তক ভৃগুবর॥
দুর্জ্জয় ধনুক বামে, দক্ষিণে কুঠার।
পৃষ্ঠে শর-তূণ তাঁর, শিরে জটাভার॥
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রকাণ্ড শরীর।
কর্কশ-বচনে কহে চাহি রঘুবীর॥
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গি তোর এত অহঙ্কার।
সীতারে লইয়া যাস্ অগ্রেতে আমার॥
না জানিস্ ভৃগুরামে, ক্ষত্রিয়কুমার।
ক্ষণেক তিষ্ঠহ, বুঝি বিক্রম তোমার॥
এত বলি দুর্জ্জয় ধনুক দিল ফেলি।
দিলেন ধনুকে গুণ রাম মহাবলী॥
রাম বলিলেন, জমদগ্নির নন্দন।
ধনুকেতে গুণ দিনু, কি করি এখন॥
ইহা শুনি ভৃগুপতি দিল দিব্যশর।
শরসহ বিষ্ণুতেজ নিল রঘুবর॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু কহে দাশরথি।
কোথায় মারিব অস্ত্র, কহ ভৃগুপতি॥
ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু, মম বধ্য নহ।
অব্যর্থ আমার অস্ত্র, কোথা মারি কহ॥
স্তুতি করি কহে তবে ভৃগুর কুমার।
অস্ত্র মারি স্বর্গপথ রোধহ আমার॥
এক বাণে স্বর্গ-রোধ করেন তাহার।
পরশুরামের গেল যত অহঙ্কার॥
মুনি বলে, কহিলাম রামের আখ্যান।
কাশীদাস বিরচিল, শুনে পুণ্যবান্॥

শ্যেন-কপোতের উপাখ্যান

লোমশ বলেন ডাকি ধর্ম্মের নন্দনে।
শ্যেন-কপোতের কথা শুন এইক্ষণে॥
এই যে বিতস্তা নদী শিবিরাজ্য-দেশে।
সারস-সারসী ক্রীড়া করিছে উল্লাসে॥
জলা-উপজলা দুই যমুনার পাশ।
মুনিগণ এই তটে করে অধিবাস॥
ঔশীনর নামে নৃপ আছিল তথায়।
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে ইন্দ্র পরাভব পায়॥
যজ্ঞের প্রভাবে ধরা কাঁপে থর-থর।
সুরাসুর যক্ষ রক্ষ ভাবিয়া কাতর॥
সুরপতি চিন্তাকুল কনক-আসনে।
ইন্দ্রত্ব বা লয় বুঝি ভাবে মনে-মনে॥
হেনকালে হুতাশন হন উপনীত।
ঔশীনর-যজ্ঞ-কথা করিল বিদিত॥
উভয়েতে যুক্তি করি অতি-সঙ্গোপনে।
বিহগ-বেশেতে যান ছলিতে রাজনে॥
ধরিল কপোতরূপ দেব হুতাশন।
দেবরাজ শ্যেনরূপ করেন ধারণ॥
সভাতলে যজ্ঞে ব্রতী আছেন রাজন্।
শ্যেনভয়ে কপোতক লইল শরণ॥
ঔশীনর-ঊরুদেশে লুকায় ভয়েতে।
আক্রমণ করি শ্যেন আইল পশ্চাতে॥
ছদ্মবেশী কপোতক কহিল রাজায়।
লইনু শরণ প্রভু, রাখ ঘোর দায়॥
কপোতের অরি শ্যেন নিরদয় হ'য়ে।
নাশিতে জীবন মোর আসিয়াছে ধেয়ে॥
কপোতে ব্যাকুল হেরি কহে ঔশীনর।
রক্ষিতে তোমার প্রাণ দিব কলেবর॥
আশ্রিতে রক্ষিতে যদি যায় মোর প্রাণ।
তথাপি এ-পণ কভু নাহি হবে আন॥
শ্যেন কহে, মহারাজ, একি আচরণ।
মোর ভক্ষ্যে রক্ষ তুমি কিসের কারণ॥
সবে কহে, ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা ঔশীনর।
ধর্ম্মহীন কর্ম্ম কেন কর নৃপবর॥
মহাপাপ খাদ্যে বাধা ক্ষুধার সময়।
ভক্ষ্য ছাড়ি দেহ মোর হ'য়ে সদাশয়॥

রাজা বলে, পক্ষিরাজ, কি করিব আমি।
অনর্থক না বুঝিয়া নিন্দ মোরে তুমি ॥
কপোত প্রাণের ভয়ে লয়েছে শরণ।
কেমনে কালেরে তারে করিব অর্পণ ॥
পরিত্যাগ করে যেবা শরণ-আগতে।
গো-ব্রাহ্মণ-বধ সম ভুঞ্জিবে পাপেতে ॥
শ্যেন বলে, মহারাজ, করহ শ্রবণ।
আহার-বিহনে নাহি বাঁচে জীবগণ ॥
ধন-জন ছাড়ি বাঁচে যাবৎ জীবন।
আহার ছাড়িলে জীব না বাঁচে কখন ॥
ক্ষুধায় আকুল আমি, না সরে বচন।
ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে যাইবে জীবন ॥
আমি যদি মরি, তবে আমার বিহনে।
দারা-পুত্র-আদি মম মরিবে জীবনে ॥
এক প্রাণী দিলে যদি বাঁচে বহু প্রাণী।
অধর্ম্ম না হয় তাহে, সত্যধর্ম্ম গণি ॥
সামান্য লাভেরে ত্যজি বহু লাভ যাহে।
লইবে আশ্রয় তার, শাস্ত্রমতে কহে ॥
রাজা বলে, যদি তব খাদ্যে প্রয়োজন।
অন্য খাদ্য খাও তুমি, রহিবে জীবন ॥
বৃষ মৃগ ছাগ মেষ মহিষ বরাহ।
এখনি আনিয়া দিব, যেই মাংস চাহ ॥
শ্যেন বলে, অন্য মাংস মোরা নাহি খাই।
কপোত মোদের খাদ্য, দেহ মোরে তাই ॥
কপোতের মাংস দেহ, করিব ভোজন।
এত শুনি সকাতরে কহেন রাজন্ ॥
শিবিরাজ্য চাহ, কিবা যাহা মোর আছে।
এখনি দানিব তোমা, না ডরিব পাছে ॥
যা বলিবে, করিব তা', যাহে তুষ্ট তুমি।
আশ্রিত কপোতে কিন্তু নাহি দিব আমি ॥
এত শুনি কহে শ্যেন, শুনহ রাজন্।
কপোত যদ্যপি তব স্নেহের ভাজন ॥
নিজমাংস খণ্ড করি কপোত-সমান।
দেহ মোরে তুলা দ্বারা করি পরিমাণ ॥
তব মাংস কপোতের তুল্য যদি হয়।
সেই মাংসে তৃপ্ত হব, শুন মহাশয় ॥
ছদ্মবেশে বহ্নি-ইন্দ্র ছলেন রাজনে।
ঔশীনর মুগ্ধ হৈল দোঁহার ছলনে ॥
বনপর্ব্বে ঔশীনর রাজার চরিত্র।
কাশীরাম কহে রচি পয়ার বিচিত্র ॥

ঔশীনরের স্বর্গগমন

ঔশীনর নৃপমণি, শ্যেনের বচন শুনি,
ভাসিলেন আহ্লাদ-সাগরে।
আশ্রিতে রক্ষিনু জানি, আপনারে ধন্য মানি,
তুলা-যন্ত্র আনিয়া সত্বরে ॥
নিজহস্তে তুলা ধরি, নিজমাংস খণ্ড করি,
কপোতের তুল্য করিবারে।
নিজমাংস যত দেয়, তবু নাহি তুল্য হয়,
হুতাশন-কপোতের ভারে ॥
মাংস দেয় রাশি-রাশি, তবু ভার হয় বেশী,
কি করিব, ভাবেন রাজন্।
মাংস কাটি দিনু যত, না হয় কপোত-মত,
অসম্ভব না হেরি এমন ॥
ক্ষণকাল চিন্তা করি, ভক্তিভাবে হরি স্মরি,
তুলে বসে নিজে ঔশীনর।
হেরিয়া নৃপের মতি, শ্যেনরূপী সুরপতি,
কহিলেন, শুন নৃপবর ॥
সুরপতি মম নাম, রাজ্য করি সুরধাম,
কপোত-বেশেতে হুতাশন।
ধার্ম্মিকতা দেখিবারে, মোরা দোঁহে ছল করে,
আসিয়াছি তোমার সদন ॥
হেরি তোমা ধর্ম্মনিষ্ঠ, হইলাম বড় তুষ্ট,
বদ্ধ হৈনু তব ধর্ম্মফলে।
তোমার মহিমা ভবে, যাবৎ ধরণী রবে,
ধন্য ধন্য গাহিবে সকলে ॥

নরজ্বালা হৈল নাশ, সশরীরে স্বর্গবাস,
হৈল তব, শুন নরপতি।
ত্যজিয়া সংসারমায়া, ধরিয়া দেবের কায়া,
চল চল মোদের সংহতি ॥
শূন্য হ'তে রথ আসে, চলিল অমর-বাসে,
যজ্ঞের প্রভাবে ঔশীনর।
অপ্সরী যোগিনী কত, দেবানী কিন্নরী যত,
পুষ্পবৃষ্টি করেন অমর ॥
ঔশীনর-পুণ্য-কথা, শুনি খণ্ডে ভবব্যথা,
অন্তে যায় ইন্দ্রের ভবন।
কৃষ্ণপদ করি ধ্যান, ভারতের উপাখ্যান,
কাশীরাম করিলা রচন ॥

ভীমের পদ্মান্বেষণে গমন

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, ওহে মুনিবর।
চারি ভাই কি করিল, কহ অতঃপর ॥
স্বর্গেতে রহিয়া কিবা করে ধনঞ্জয়।
কত দিনে ভ্রাতৃসহ সমবেত হয় ॥
আমারে বিশেষ করি কহ মুনিরাজ।
শুনিতে উল্লাস বড় হয় হৃদিমাঝ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণা-সহ কাম্যবনে চারি সহোদর ॥
যত দ্বিজবর ধৌম্য-লোমশ-সংহতি।
ছয় রাত্রি তথা বাস করে ধর্ম্মমতি ॥
একদিন দেখ তথা দৈবের ঘটন।
বহিল উত্তর হৈতে মন্দ-সমীরণ ॥
সুগন্ধি সুন্দর বায়ু অতি সুশীতল।
পদ্মগন্ধে প্রপূরিল সব বনস্থল ॥
আমোদে করিল মুগ্ধ সবাকার মন।
পুনঃপুনঃ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥
উত্তর মুখেতে সবে করে অনুমান।
যোগের সাধনে যেন যোগীর ধেয়ান ॥
কেহ কহে, স্বর্গ হ'তে আসিতেছে গন্ধ।
কেহ কহে, পৃথিবীতে কে করে আনন্দ ॥
কোনমতে কেহ না জানিল নিরূপণ।
লোমশেরে জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
জানহ বৃত্তান্ত যদি, কহ মুনিবর।
কোথা হ'তে আসিতেছে গন্ধ মনোহর ॥
কোন্ মত পুষ্প সেই, কার উপবন।
চেষ্টায় পাইব, কিংবা অসাধ্য সাধন ॥
মুনি বলে, আছে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে।
সরোবর আছে, তাহে পুষ্প শতে শতে ॥
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর।
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥
সুবর্ণের পুষ্প, নাহি গন্ধের অবধি।
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত, বাঞ্ছা কর যদি ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি কহিলেন মুনি।
ব্যগ্র হ'য়ে বৃকোদরে কহে যাজ্ঞসেনী ॥
আমা-প্রতি শ্রদ্ধা যদি তোমার আছয়।
অষ্টোত্তর-শত পুষ্প দেহ মহাশয় ॥
পূজিব ঈশ্বরপদ, করেছি বাসনা।
তোমার কৃপায় যদি পূরে সে কামনা ॥
তোমার অসাধ্য নাহি এ-তিন-ভুবনে।
মনোযোগ কর তুমি মোর নিবেদনে ॥
কৃষ্ণারে ব্যাকুল দেখি বীর বৃকোদর।
অনুমতি লইলেন ধর্ম্মের গোচর ॥
বন্দনা করিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ধর্ম্মেরে প্রণাম করে করি কৃতাঞ্জলি ॥
যুধিষ্ঠির বলেন, সে দেবের আলয়।
কাহার সহিত যেন বিরোধ না হয় ॥
যাহ শীঘ্র, ত্বরা করি এস ভ্রাতৃবর।
শুনিয়া উত্তরে যান বীর বৃকোদর ॥
দেখিল সুন্দর বন ছায়া-সুশীতল।
দিব্য সরোবর, তথা সুবাসিত জল ॥
মধুর সুস্বাদু ফল, নানাবিধ ফুল।
মকরন্দ-লোভে উড়ে ভ্রমর আকুল ॥

কোন স্থান শোভিত গুবাক-নারিকেলে।
পলাশ রসাল তাল পূর্ণ বনফলে ॥
বিবিধ কুসুমে পূর্ণ বিচিত্র উদ্যান।
দেবের আশ্রম হেন করে অনুমান ॥
কোকিলের কলরব বিনা নাহি আর।
মধুপানে মত্ত করে ভ্রমর-ঝঙ্কার ॥
সর্ব্বদা বসন্তঋতু নিবসে সে-বনে।
বিহার করয়ে তাহে আনন্দিত-মনে ॥
পাসরে পুষ্পের কথা দেখি বনস্থল।
বিহারে মাতিল সেথা ভীম মহাবল ॥
বৃক্ষাঘাতে মারিলেক মৃগ রাশি-রাশি।
প্রমাদ গণিল যত কানননিবাসী ॥
বারণে বারণ মারে, মৃগেন্দ্রে মৃগেন্দ্র।
হরিণে হরিণ মারে, সবে নিরানন্দ ॥
সিংহনাদ ছাড়ি করে হুহুঙ্কার ধ্বনি।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী ॥
মহাশব্দে প্রপূরিল সব বনস্থল।
প্রাণভয়ে পশুপক্ষী পলায় সকল ॥
ক্ষুদ্র-মৃগ-বরাহ-ব্যাঘ্রাদি বনচরে।
পলায় মহিষ-ব্যাঘ্র গজেন্দ্রের ডরে ॥
গজেন্দ্র পলায় দূরে মৃগেন্দ্রের ভয়।
মৃগেন্দ্র পলায় বনে মানিয়া সংশয় ॥
একেরে অন্যের ভয়, যত মৃগ-পশু।
বিকল হইয়া যায় যুবা-বৃদ্ধ-শিশু ॥
পবন-নন্দন ভীম মহাপরাক্রম।
বিহার করেন তথা, নাহি মনভ্রম ॥
হেনমতে কতদিন পরম কৌতুকে।
স্বচ্ছন্দগমনে বীর ভ্রমে মনসুখে ॥
চলিতে উত্তর পথে পবন-নন্দন।
কত দূরে দেখে বীর কদলীর বন ॥
পরম সুন্দর বন দূরেতে আছয়।
যেমতে মেঘের ঘটা গগনে উদয় ॥
দেখি আনন্দিত হ'ল ভীম মহাবল।
ত্বরান্বিত হ'য়ে বীর আইল সে-স্থল ॥

নানাপুষ্প আলিঙ্গনে পীয়ে মকরন্দ।
শীতল সৌরভে অতি বাড়িল আনন্দ ॥
প্রবেশিয়া দেখে বনে সুপক্ক কদলী।
করিল উদর পূর্ণ ভীম মহাবলী ॥
গতায়াতে ভাঙ্গে যত কদলীর বন।
মড়মড়ি শব্দেতে চমকে সর্ব্বজন ॥
মারিল যতেক পশু, নাহি তার অন্ত।
সেই বনে আছিল দুরন্ত হনূমন্ত ॥
ভাঙ্গিল কদলীবন করি অনুমান।
ক্রোধভরে শীঘ্রগতি করিল প্রয়াণ ॥
কুবুদ্ধি পাইল আদি কোন্ দেবতায়।
আপনারে না জানিয়া আমারে ঘাঁটায় ॥
এতেক বলিয়া বীর যাইতে সত্বরে।
আসিতেছে বৃকোদর, দেখে কত দূরে ॥
দেখিল জানিল এই মম ভ্রাতৃবর।
নতুবা এমন দর্প করে কোন্ নর ॥
জানি ছদ্ম করিল পবন-অঙ্গজনু।
হইল সত্বর জীর্ণ অতিক্ষীণ তনু ॥
ব্যাধিতে পীড়িত-অঙ্গ, অস্থিমাত্র সার।
পড়িল পথেতে গিয়া ভীম-আগুসার ॥
দুদিকে কণ্টক-বন নাহি পরিত্রাণ।
মধ্যপথ যুড়ি রহে বীর হনূমান্ ॥

● হনূমান্ সহ ভীমের সাক্ষাৎকার

হেনকালে উপনীত ভীম মহাবল।
দেখে পড়ি আছে পথে বানর দুর্ব্বল ॥
ভীম বলে, পথ ছাড়ি দেহ রে বানর।
আবশ্যক কার্য্য আছে, যাইব সত্বর ॥
এতেক শুনিয়া বীর ভীমের বচন।
মায়া করি অতি কষ্টে মেলিল নয়ন ॥
ধীরে ধীরে কহে-স্তবে বিনয় আচরি।
জিজ্ঞাসা করয়ে অতি করিয়া চাতুরী ॥

কে তুমি, কোথায় যাবে, কহ মহাবল।
জরাযুক্ত অঙ্গ মোর ব্যথায় বিকল॥
নড়িতে নাহিক শক্তি, অবশ শরীর।
লঙ্ঘিয়া গমন কর সুখে মহাবীর॥
এতেক শুনিয়া ভীম চিন্তে মনে মন।
সকল-শরীর আত্মরূপী-নারায়ণ॥
ইহারে লঙ্ঘিয়া আমি যাইব কেমনে।
এতেক বিচারী তবে কহে হনূমানে॥
ধার্ম্মিক বানর তুমি বৃদ্ধ পুরাতন।
অনীতি করিতে যুক্তি দেহ কি-কারণ॥
শুনি যে শাস্ত্রেতে হেন আছে বিবরণ।
যত্র জীব, তত্র শিব-রূপে নারায়ণ॥
দেখিয়া শুনিয়া কেন করিব দুর্নীতি।
লঙ্ঘিয়া যাইতে বল, নাহি ধর্ম্মে মতি॥
হনূমান্ বলে, আমি জাতিতে বানর।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান কোথা পশুর গোচর॥
ব্যথায় কাতর অঙ্গ, দেখ মহাশয়।
কহিলাম বাক্যমাত্র, মনে যাহা লয়॥
তুমি ধর্ম্মবান্ বড়, হও সত্যবাদী।
পরম সুজন, অতি দয়াগুণনিধি॥
অভিপ্রায়ে বুঝিলাম, বড়বংশে জন্ম।
পথ ছাড়াইয়া রাখ, বাড়িবেক ধর্ম্ম॥
তবে ভীম হেলা করি নিজ বামহাতে।
ধরিয়া তুলিতে যায়, নারিল নাড়িতে॥
বিস্ময় মানিয়া তবে বীর বৃকোদর।
শক্ত করি ধরিলেন দিয়া দুই কর॥
যতেক আপনশক্তি, কৈল প্রাণপণ।
মহাশ্রমে নাড়িবারে নারে কদাচন॥
বহিল অঙ্গেতে ঘাম, হইল ফাঁফর।
বিনয়পূর্ব্বক কহে যুড়ি দুই কর॥
কে তুমি, দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
রাক্ষস মানুষ কিংবা নাগের ঈশ্বর॥
জানিলাম মোর দর্প নাশিতে বিশেষে।
ছলিতে আইলে বৃদ্ধ-বানরের বেশে॥
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষম মহাশয়।
অবধানে শুন এবে মম পরিচয়॥
চন্দ্রবংশে জন্ম রাজা পাণ্ডু মহামতি।
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম মোর, পবনসন্ততি॥
ভীমসেন নাম মম, জান মহাশয়।
মম জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়॥
রাজ্য-ধন নিয়া শত্রু পাঠাইল বনে।
তপস্বীর বেশে ভ্রমি ভাই পঞ্চজনে॥
কহিলাম নিজকথা তোমার অগ্রেতে।
সম্প্রতি যাইব গন্ধমাদন পর্ব্বতে॥
আনিব সুবর্ণ-পদ্ম ঈশ্বরের হেতু।
আমারে পাঠাইলেন ভাই ধর্ম্মসেতু॥
যে-কিছু বৃত্তান্ত কহিলাম মহাশয়।
কৃপা করি দেহ মোরে নিজ পরিচয়॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
প্রসন্ন হইয়া তবে কহেন মারুতি॥
জিজ্ঞাসিলে, শুন তবে মম বিবরণ।
কেশরীর ক্ষেত্রে জন্ম, পবন-নন্দন॥
রামকার্য্য-হেতু মোরে সৃজিল বিধাতা।
হনুমান্ নাম মোর রাখিলেন পিতা॥
রাবণ রামের সীতা হরিল যখন।
প্রাণপণে সাধিলাম রাম-প্রয়োজন॥
সাগর লঙ্ঘিয়া কৈনু সীতার উদ্দেশ।
তবে রাম করিলেন সৈন্য-সমাবেশ॥
সমুদ্রে বান্ধিয়া সেতু সৈন্য হৈল পার।
হইল রাবণ রাজা সবংশে সংহার॥
সীতা উদ্ধারিয়া রাম যান নিজবাস।
আমারে করিয়া কৃপা করিলেন দাস॥
তুষ্টা হ'য়ে সীতা দেবী মোরে দিল বর।
এই হেতু চারিযুগ হইনু অমর॥
এই কদলীর খণ্ড মোরে দিল দান।
রামের সেবক আমি, নাম হনূমান্॥
এতেক শুনিয়া তবে ভীম মহাবল।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পড়ি ভূমিতল॥

ভীম বলে, অপরাধ ক্ষমহ গোঁসাই।
যুধিষ্ঠিরতুল্য তুমি, মম জ্যেষ্ঠ ভাই ॥
হনূমান্ বলে ভাই, কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি, কভু দোষী নহ ॥
পূর্ব্বে দেখিয়াছি আমি, জেনেছি কারণ।
করিলাম এত ছল জানিবারে মন ॥
ভীমসেন বলে, যদি কৃপা হ'ল মোরে।
এক নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥
নিজমূর্ত্তি মহাশয়, করিয়া প্রকাশ।
পূরাও আমার যে মনের অভিলাষ ॥

শুনিয়া হাসিল তবে হনূমান্ বীর।
দেখিতে দেখিতে হ'ল পূর্ব্বের শরীর ॥
অতি-তপ্ত-স্বর্ণ জিনি কিবা অঙ্গশোভা।
বালসূর্য্যসম যেন মনোরম প্রভা ॥
মনের আবেশে বাড়ে বীর হনূমন্ত।
কি দিব উপমা, যেন পর্ব্বত জ্বলন্ত ॥
চক্ষু বুজি ভীমসেন ডাকে পরিত্রাহি।
অস্পন্দ হইল অঙ্গ, আর নাহি চাহি ॥
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তথাপিহ মহাবীর বাড়ে কুতূহলে ॥
ঊর্দ্ধে লক্ষ যোজন হইল পদ নখ।
ব্রহ্মাণ্ড উপরে গিয়া ঠেকিল মস্তক ॥
বিশেষে দেখিয়া দুঃখী বীর বৃকোদর।
পূর্ব্বমত দেহ পুনঃ ধরে মায়াধর ॥
আশ্বাসিয়া বৃকোদরে করে সচেতন।
মৃতদেহে সঞ্চারিল যেমন জীবন ॥

বৃকোদর দাণ্ডাইয়া কহে যোড়করে।
বিস্তর বিনয় করি বানর-ঈশ্বরে ॥
ভাগ্যেতে দেখিনু তোমা পূর্ব্বপুণ্যফলে।
মনের বাসনা পূর্ণ হ'ল এতকালে ॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আমার পরম-শত্রু আছে দুর্য্যোধন ॥
বনবাস-উপরমে যদি যুদ্ধ হয়।
সেইকালে সাহায্য করিবে মহাশয় ॥

হাসিয়া বলিল তবে পবন-সন্তান।
দেশ-কাল-পাত্র বুঝি করিব বিধান ॥
যখন যাহার সঙ্গে করিবে বিবাদ।
তোমার সম্মুখে বীর, হবে সিংহনাদ ॥
অর্জ্জুনের কপিধ্বজে হ'য়ে অধিষ্ঠান।
দুই স্থানে নিজশক্তি করিব বিধান ॥
দুই শব্দে যেমন একত্র বজ্রাঘাত।
শুনিয়া অনেক সৈন্য হইবে নিপাত ॥
যাহ গন্ধমাদনেতে, পুষ্প আছে যথা।
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব নাহি করিহ সর্ব্বথা ॥
কুবেরের পুষ্প সেই, রাখয়ে রক্ষক।
সাধিবে আপন কার্য্য বিনয়পূর্ব্বক ॥
সবার বন্দিত দেব, বেদে হেন কয়।
অনাদর করিলে যে পাপবৃদ্ধি হয় ॥
এতেক কহিয়া বীর মধুর-বচন।
বিদায় করিল ভীমে দিয়া আলিঙ্গন ॥
কত দূর আগুসরি পথ দেখাইল।
ভূমেতে পড়িয়া ভীম প্রণাম করিল ॥
পরম-কৌতুকে তবে বৃকোদর বীর।
চলিল উত্তর-মুখে নির্ভয়-শরীর ॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ॥

● যক্ষগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ ও সৌগন্ধিক পুষ্পাহরণ

অতঃপর ভীম, পরাক্রমে ভীম,
চলিল উত্তর-পথে।
দুইভিতে যত, আছয়ে পর্ব্বত,
নানাবর্ণ বৃক্ষ তাতে ॥
পরম-কৌতুকে, আপনার সুখে,
স্বচ্ছন্দগমনে যায়।
মহাবলবান্, কি করে সন্ধান,
কে বুঝিবে অভিপ্রায় ॥

কত দিনান্তর, গন্ধ-গিরিবর,
বন-উপবন-শোভা।
উচ্চ সব শাখা, বিস্তারে অলেখা,
নব-জলধর-আভা ॥
সপ্তশৃঙ্গ তথি, শোভা করে অতি,
তাহে নানা-তরুগণ।
পবন-নন্দন, আনন্দিত-মন,
সুখে কৈল আরোহণ ॥
প্রতি-শৃঙ্গে পক্ষ, মৃগ লক্ষ লক্ষ,
পশুগণ অগণিত।
নানা-পুষ্প বনে, মধুকরগণে,
মধুপানে আনন্দিত ॥
কোকিল-কাকলি, গুঞ্জরিছে অলি,
বিবিধ পক্ষীর রব।
দেখে নানা-স্থানে, সকল সোপানে,
দেবের আশ্রম-সব ॥
তাহার উত্তর, রম্য-সরোবর,
সুবর্ণ-পঙ্কজ-বন।
দক্ষিণ পবন, বহে অনুক্ষণ,
আমোদে মোহিত মন ॥
গন্ধ অনুসারে, চলিল উত্তরে,
পুষ্পহেতু মহাবুদ্ধি।
দেখি সরোবর, বীর বৃকোদর,
জানিল কার্য্যের সিদ্ধি ॥
সুবাসিত জলে, কনককমলে,
মধুপান করে ভৃঙ্গ।
তথি লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিহরে রমণী-সঙ্গ ॥
ডাহুকী-ডাহুকে, ভ্রমে নানা সুখে,
সারস সরস-মতি।
পুষ্পমকরন্দ, সদা বহে গন্ধ,
বায়ু বহে মন্দগতি ॥
কারণ্ডব-বৃন্দ, পরম-আনন্দ,
সদাই সানন্দ হ'য়ে।
মজি মনোভবে, কেলি করে সবে,
নিজপরিবার ল'য়ে ॥
তথা লক্ষ লক্ষ, যক্ষরাজ-পক্ষ,
রক্ষক-রূপেতে রয়।
মানিয়া বিস্ময়, ভীমসেন কয়,
ইহা মোর লক্ষ্য নয় ॥
নির্ভয়-শরীর, বৃকোদর বীর,
দেখিয়া নির্ম্মল জল।
স্নান করি হৃষ্ট, পূজা কৈল ইষ্ট,
কৌতুকে তুলে কমল ॥
দেখি পরস্পর, কহে অনুচর,
কুবের-কিঙ্কর যত।
দেবের উদ্যানে, ভয় নাহি মনে,
দেখি যে অজ্ঞানমত ॥
কেহ বলে উঠ, না করিহ হঠ,
কনক-কমল-ফুল।
অল্পতর-প্রাণ, মানুষ অজ্ঞান,
কি জানে ইহার মূল ॥
কেহ সাধুজন, মধুর-বচন,
কহে ভীমসেন-প্রতি।
কহ মহামতি, কাহার সন্ততি,
কি-হেতু হেথায় গতি ॥
এই সরোবর, যক্ষের ঈশ্বর,
ঈশ্বর ইহার হয়।
দেখি সাধু-হেন, ভাল-মন্দ জ্ঞান,
তারে নাহি কর ভয় ॥
ভীম বলে, মোর, নাম বৃকোদর,
পাণ্ডুর নন্দন আমি।
ভয় নাহি মনে, এ-তিন-ভুবনে,
স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র ভ্রমি ॥
ক্ষিতিপালশ্রেষ্ঠ, মম ভাই জ্যেষ্ঠ,
যুধিষ্ঠির মহারাজা।
পুষ্প আনিবারে, পাঠাইল মোরে,
করিবেন দেবপূজা ॥

পুষ্প ল'য়ে আমি, যাব শীঘ্রগামী,
করিতে ঈশ্বরসেবা।
অন্য কর্ম্ম নয়, কি-কারণে ভয়,
এমত দুর্ব্বল কেবা॥
অনুচর কয়, যাহ মহাশয়,
যক্ষরাজে গিয়া বল।
নহিলে বলহ, করিবে কলহ,
তবে কি হইবে ভাল॥
হাসি বৃকোদর, কহে ওহে চর,
কি-হেতু যাইব তথা।
আসিয়া পাণ্ডব, পুষ্প নিল সব,
কহ গিয়া এই কথা॥
ভীম মহাবল, তোলয়ে কমল,
না মানিল যদি মানা।
কুবের-কিঙ্কর, হাতে ধনুঃশর,
রুষিল সকল সেনা॥
ভীমের উপর, সরে এড়ে শর,
বৃষ্টিবৎ পড়ে গায়।
ক্রোধে বৃকোদর, উঠিয়া সত্বর,
মারিল বৃক্ষের ঘায়॥
মারিল যতেক, কহিব কতেক,
যে-কিছু আছিল শেষ।
কান্দি উচ্চৈঃস্বরে, কহিল কুবেরে,
নিশ্চয় মজিল দেশ॥
নর একজন, বিকৃত-লক্ষণ,
মারিয়া রক্ষক-কুল।
তুলিলেক কত, সরোবরে যত,
আছিল কমলফুল॥
কহে নাম-মোর, বীর বৃকোদর,
পাণ্ডু-নৃপতির সুত।
শুন মহাশয়, কহিনু নিশ্চয়,
যক্ষকুল হৈল হত॥
কহে যক্ষরাজ, দ্বন্দ্বে নাহি কাজ,
তনয়-অধিক হয়।
আমার উত্তর, কহিয়া সত্বর,
পুষ্প দেহ, যত লয়॥
আসি চরগণে, মধুর-বচনে,
সান্ত্বাইল ভীমসেনে।
হেথা ধর্ম্মসুত, ত্রিবিধ-উৎপাত,
দেখয়ে শর্ব্বরী-দিনে॥
উচাটন-মতি, মুনিগণ-প্রতি,
করিলেন নিবেদন।
কহ মুনিবর, ভাই বৃকোদর,
না আইল কি-কারণ॥
মুনিগণ কয়, না করিহ ভয়,
ভীমে কে হিংসিতে পারে।
কহে যুধিষ্ঠির, প্রাণ নহে স্থির,
যাবৎ না দেখি তারে॥
ভারতের কথা, অতি সুখদাতা,
কহিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালীর ছন্দে, মনের আনন্দে,
বিরচিল তাঁর দাস॥

——

● ভীমান্বেষণে যুধিষ্ঠিরাদির যাত্রা

যুধিষ্ঠির বলে, মুনি, কর অবধান।
ভীমের বিলম্বে মম আকুল পরাণ॥
কেমন কুবুদ্ধি প্রভু, হৈল মম মনে।
ভীমেরে পাঠানু আমি পুষ্পের কারণে॥
যখন বিপদ-কাল হয় উপস্থিত।
পাপযুক্ত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয় চিত॥
কুকর্ম্ম যতেক বুঝে সুকর্ম্মের প্রায়।
নহে প্রবর্ত্তিব কেন কপট-পাশায়॥
আশ্চর্য্য দেখহ আর বিধির ঘটন।
পঞ্চভাই কৃষ্ণা-সহ আইলাম বন॥
অস্ত্রশিক্ষা-হেতু পার্থ স্বর্গেতে রহিল।
মিছাকার্য্যে পুষ্পহেতু ভীমসেন গেল॥

ব্যস্ত প্রাণ না দেখিয়া দোঁহাকার মুখ।
বিধি দেয় দুঃখের উপরে আরো দুখ ॥
এ কহিয়া ঘটোৎকচে করেন স্মরণ।
স্মরণ করিবামাত্র ভীমের নন্দন ॥
আসিয়া সবার পদে করিল প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন নরপতি ॥
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বদন তোমার।
মন দিয়া শুন বাপু, কহি সমাচার ॥
পুষ্পহেতু গেল বীর জনক তোমার।
চারিদিন না পাই তাহার সমাচার ॥
এইহেতু চিন্তা সদা হ'তেছে আমার।
ঘটোৎকচ, এ সঙ্কটে করহ উদ্ধার ॥
প্রাণের অধিক মম বৃকোদর ভাই।
শীঘ্রগতি চল, সবে তথাকারে যাই ॥
আমারে লইবে আর ভাই দুইজন।
সকল বর্ণের গুরু লইবে ব্রাহ্মণ ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা জননী তোমার।
সেকারণে লইবারে মোর অঙ্গীকার ॥
ঘটোৎকচ বলে, দেব, তোমার আজ্ঞায়।
পৃথিবী বহিতে পারি, কত বড় দায় ॥
মোর পৃষ্ঠে আরোহণ কর সর্ব্বজনে।
তোমার প্রসাদে তথা যাব এইক্ষণে ॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
প্রশংসা করিয়া বহু দেন আলিঙ্গন ॥
আরোহণ কৈল আগে ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
কৃষ্ণা-সহ তিন ভাই বসে কুতূহলী ॥
চলিল ভীমের পুত্র ভীমপরাক্রম।
অনায়াসে গমনে তিলেক নাহি শ্রম ॥
দেখিয়া বনের শোভা আনন্দিত সবে।
কুসুমিত কানন, কোকিল কলরবে ॥
মধুপানে মত্ত হ'য়ে ভ্রমর ঝঙ্কার।
অনঙ্গ-মোহিত অঙ্গ রঙ্গে সবাকার ॥
পশু-পক্ষী-মৃগেতে পূরিত বনস্থল।
দিব্য সরোবর, তাহে শোভিত কমল ॥
বিহরে কৌতুকে রাজহংস চক্রবাক।
নানাবর্ণ-কচ্ছপ বিহরে লাখে লাখ ॥
বিবিধ তড়াগ কূপ বহু-নদ-নদী।
স্থাবর-জঙ্গম যত, কে করে অবধি ॥
প্রতিডালে নানাপক্ষী করে কলরব।
কৌতুক দেখয়ে যেন মহামহোৎসব ॥
লঙ্ঘিয়া উদ্যান সব উপবন যত।
উদ্দেশ পাইল গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
নানা কথা কহিতে লাগিল মুনিগণ।
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্মের নন্দন ॥
এই মত অল্পদিনে রাজা যুধিষ্ঠির।
উপনীত, যথা আছে বৃকোদর বীর ॥
দেখিল অনেক সৈন্য কুবের-কিঙ্কর।
যুদ্ধেতে লইল প্রাণ বীর বৃকোদর ॥
দিব্য সরোবর দেখে অগাধ সলিল।
কমল-কুমুদ রক্ত-শ্বেত-পীত-নীল ॥
জলজন্তু বিহঙ্গম অতি-মনোহর।
কুসুম-উদ্যান চারিতটের উপর ॥
ক্রীড়ায় কৌতুকী মন ভীম মহামতি।
হেনকালে দেখিল, আগত ধর্ম্মপতি ॥
লোমশ, ধৌম্যের কৈল চরণ-বন্দন।
মাদ্রীপুত্র দুইজনে কৈল আলিঙ্গন ॥
মধুর-সম্ভাষে তুষ্টা কৈল যাজ্ঞসেনী।
ভীমে সম্বোধিয়া কহে ধর্ম্ম-নৃপমণি ॥
শুন ভাই, তব যোগ্য নহে এই কর্ম্ম।
দেব-দ্বিজ-হিংসা নহে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম ॥
হেন কর্ম্ম কভু নাহি করিবে সর্ব্বথা।
কিছু না কহিয়া ভীম রহে হেঁটমাথা ॥
বিদায় লইল তবে ঘটোৎকচ বীর।
দিনকত তথায় রহেন যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ-পঙ্কজ-পুষ্প তুলি সর্ব্বজনে।
ইষ্টের অর্চ্চনা করে আনন্দিত-মনে ॥
ছায়া-সুশীতল জল-স্থল মনোরম।
সহজে সুখের স্থান দেবের আশ্রম ॥

মৃগয়া করেন নিত্য ভীম মহাবল।
আনয়ে বনের ফল ব্রাহ্মণ-সকল ॥
ভক্তিভাবে দ্রুপদনন্দিনী সাবধানা।
ব্রাহ্মণ-পালনে রতা জননী-সমানা ॥
এমনি কৌতুকযুক্ত আছে সর্ব্বজন।
একদিন শুন তথা দৈবের ঘটন ॥
মৃগয়া করিতে ভীম গেল দূর বনে।
ধৌম্য-পুরোহিত গেলা সরোবর-স্নানে ॥
লোমশ পুষ্পের হেতু প্রবেশিল বন।
নিঃসহায় আশ্রমে থাকেন চারিজন ॥
হেনকালে জটাসুর বকের বান্ধব।
বন্ধুর পরম শত্রু জানিয়া পাণ্ডব ॥
হিংসা-হেতু আশ্রয় করিল সেই বন।
ছিদ্র চাহি সাবধানে থাকে অনুক্ষণ ॥
না পারে লঙ্ঘিতে দুষ্ট ভীমে করি ভয়।
বিশেষ রক্ষকমন্ত্র ব্রাহ্মণ পঠয় ॥
দৈবযোগে সেইদিন দেখি শূন্যালয়।
শীঘ্রগতি আসে তথা দুষ্ট দুরাশয় ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অতি, গভীর-গর্জ্জনে।
কহিতে লাগিল দুষ্ট ধর্ম্মের নন্দনে ॥
আরে পাপমতি দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাণ্ডব।
হিড়িম্বক-আদি মোর বন্ধু ছিল সব ॥
সবারে মারিল দুষ্ট ভীম তোর ভাই।
সেই-অনুতাপে আমি নিদ্রা নাহি যাই ॥
স্ববাঞ্ছিত ফল আজি বিধাতা ঘটাল।
সে-কারণে চারিজনে একান্তে মিলিল ॥
নিশ্চয় নিধন আজি করিব সবাকে।
ভীমার্জ্জুন মরিবেক তোমাদের শোকে ॥
নিপাত হইল শত্রু, কাল হৈল পূর্ণ।
এতেক বলিয়া দুষ্ট ধরিলেক তূর্ণ ॥
পৃষ্ঠে আরোপিয়া সবে অতি শীঘ্রগতি।
ভীমে ভয় করিয়া পলায় দুষ্টমতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

জটাসুর-বধ এবং পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রম যাত্রা

যুধিষ্ঠির বলে, পাপ-রাক্ষস অধম।
বুঝিলাম আজি তোরে স্মরিলেক যম ॥
অহিংসক-জনেরে হিংসয়ে যেইজন।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
না বুঝিয়া কি কারণে করিস্ কুকর্ম্ম।
পাপেতে পড়িলি দুষ্ট মজাইলি ধর্ম্ম ॥
ধর্ম্ম নষ্ট করি যার সুখে অভিলাষ।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম নষ্ট হয়, নরকেতে বাস ॥
ফলিবে এখনি দুষ্ট তোর দুষ্টাচার।
হইবে ভীমের হাতে সবংশে সংহার ॥
দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা এই সব দেখি।
পরিত্রাহি ডাকে দেবী মুদি দুই আঁখি ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, কৃপার নিধান।
করহ কমলাকান্ত, কষ্টে পরিত্রাণ ॥
তোমারে পাণ্ডববন্ধু বলি লোকে কয়।
সেইকথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥
কোথা গেলে ভীমসেন, করহ উদ্ধার।
তোমা-বিনা এ দুস্তরে কে তারিবে আর ॥
কোথায় রহিলে গিয়া বীর ধনঞ্জয়।
রক্ষা কর পাণ্ডুবংশ মজিল নিশ্চয় ॥
বিকলা হইয়া কৃষ্ণা কান্দে উচ্চরায়।
কত দূরে ভীমসেন শুনিবারে পায় ॥
বুঝিল অমনি বীর, কান্দে যাজ্ঞসেনী।
ব্যগ্র হ'য়ে বীরবর ধাইল অমনি ॥
দেখিল, পলায় দুষ্ট হরি চারিজনে।
ডাকিয়া কহিল ভীম আশ্বাস-বচনে ॥
তিলার্দ্ধ মনেতে ভয় না কর রাক্ষসে।
এখনি মারিব দুষ্টে চক্ষুর নিমেষে ॥
এত বলি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
ডাকি বলে, রহ রহ পাপিষ্ঠ পামর ॥
ভীমের পাইয়া শব্দ বেগে ধায় জটা।
গগনমণ্ডলে যেন নবমেঘছটা ॥

অসুরের কর্ম্ম দেখি বেগে বীর ধায়।
ঘুরায়ে বৃক্ষের বাড়ি মারিল মাথায় ॥
বৃক্ষাঘাতে ব্যথা পেয়ে অতি ক্রোধমনে।
ভীমেরে ধরিল দুষ্ট ছাড়ি চারিজনে ॥
ধাইয়া ভীমের হাতে দিল এক টান।
চালিতে নারিল ভীমে, পায় অপমান ॥
ক্রোধে কম্পমান তনু বৃক্ষ ল'য়ে হাতে।
প্রহার করিল দুষ্ট মারুতির মাথে ॥
পরশি ভীমের মাথে বৃক্ষ হৈল চুর।
বক্ষেতে চাপড় ক্রোধে মারিল অসুর ॥
করাঘাতে কম্পমান বৃকোদর বীর।
অঙ্গে বহে শ্রমজল, হইল অস্থির ॥
মারিল জটার বুকে দৃঢ় মুষ্ট্যাঘাত।
পর্ব্বত-উপরে যেন হৈল বজ্রাঘাত ॥
ভীমের ভৈরব-নাদ, অসুরের শব্দ।
কাননিবাসী যত শুনি হৈল স্তব্ধ ॥
বৃক্ষাঘাত-করাঘাত-পদাঘাত-ঘাতে।
দ্বিতীয়-প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে ॥
মল্লযুদ্ধ-বিশারদ দোঁহে মহাবল।
সিংহনাদ প্রপূরিল সর্ব্ব-বনস্থল ॥
ধরাধরি করি দোঁহে ক্ষিতি'পরে পড়ি।
যুগল-হস্তীর প্রায় যায় গড়াগড়ি ॥
ক্ষণেক উপরে ভীম, ক্ষণেক রাক্ষস।
সমান শকতি দোঁহে, সমান সাহস ॥
তবে বীর বৃকোদর পেয়ে অবসর।
সারিয়া উঠিল জটাসুরের উপর ॥
বুকের উপর বসি পদে চাপে কর।
বামহাতে গলা চাপি ধরিল সত্বর ॥
তুলিয়া দক্ষিণ কর মুষ্ট্যাঘাত মারি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই-সারি ॥
পদাঘাতে শিরোদেশ করিলেন চুর।
ত্যজিল পরাণ পাপী দুরন্ত-অসুর ॥
দেখিয়া আনন্দযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরোঘ্রাণ করি ভীমে দেন আলিঙ্গন ॥
কৌতুকে লোমশ-ধৌম্য করে আশীর্ব্বাদ।
মরিল অসুর দুষ্ট, ঘুচিল বিষাদ ॥
আসিয়া আশ্রমে সবে হরিষ-বিধানে।
নিত্য-নিয়মিত কর্ম্ম কৈলা জনে জনে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কহেন লোমশ-প্রতি করযোড় করি ॥
মম এক নিবেদন শুন মহাশয়।
অতঃপর এইস্থানে থাকা যোগ্য নয় ॥
দেখ, দুষ্ট জটাসুর মরিল পরাণে।
শুনিয়া রুষিবে আসি তার বন্ধুজনে ॥
সে-কারণে এইস্থানে বাস যোগ্য নয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম, উচিত যা হয় ॥
লোমশ বলেন, সত্য কহিলে সুমতি।
এই যুক্তি সার বলি লয় মম মতি ॥
ব্যাসের আশ্রম বদরিকা-পুণ্যস্থানে।
তথায় চলহ সবে, থাকি প্রীত মনে ॥
এতেক শুনিয়া সবে লোমশের স্থানে।
প্রশংসা করিয়া তথা যায় সর্ব্বজনে ॥
পর্ব্বত-উপরে বৃক্ষ-ছায়া-সুশীতল।
কমলে শোভিত রম্য-সরোবর-জল ॥
দেখেন অনেকবিধ কৌতুক বিহিত।
বদরিকা-পুণ্যাশ্রমে সবে উপনীত ॥
আনন্দে রহেন তথা চারি-সহোদর।
অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে সবে কাতর-অন্তর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● পাণ্ডবগণের বদরিকাশ্রম হইতে গন্ধমাদনে গমন

কহেন জনমেজয়, কহ তপোধন।
বদরিকাশ্রমে যান পাণ্ডুর নন্দন ॥
কেমনে রহেন তথা অর্জ্জুন-বিহনে।
বিস্তারিয়া কহ মুনি, শুনিব শ্রবণে ॥

মুনি বলে, অবধান কর নৃপবর।
বনবাসে গত হয় চতুর্থ বৎসর ॥
পঞ্চবর্ষ প্রবেশিয়া সপ্তমাস গেল।
একদিন পঞ্চজন একান্তে বসিল ॥
অর্জ্জুন-বিহনে সবে নিরানন্দ-মন।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণা করিয়া রোদন ॥
দেখ মহারাজ, এই দৈবের কারণ।
সর্ব্বসুখ-বিলাসে বঞ্চিত এই জন ॥
যে-হেতু অর্জ্জুন গেল অস্ত্র শিখিবারে।
হইল বৎসর-পঞ্চ, না দেখি তাহারে ॥
প্রাণের বিহনে যেন শরীর-ধারণ।
অর্জ্জুন-বিচ্ছেদে আমি আছি হে তেমন ॥
তোমা-সবাকার মনে না জানি কি লয়।
পার্থের বিহনে মম প্রাণ স্থির নয় ॥
ভীম বলে, যা কহিলে দ্রুপদনন্দিনী।
শীর্ণ মম কলেবর এই সব গণি ॥
সূর্য্যের সমান সেই সর্ব্ব-গুণাধার।
শাসিলাম মহী বাহুবলেতে যাহার ॥
যাহার তেজেতে হৈল সুরাসুর বশ।
এ-তিন-ভুবনে যার প্রকাশিল যশ ॥
তাহার বিহনে প্রাণ-ধারণ কি হয়।
হেনকালে কহে দোঁহে মাদ্রীর তনয় ॥
যত দিন নাহি দেখি পার্থ মহাবীর।
আহারে অরুচি, চিত্ত সদাই অস্থির ॥
কোথা দিব তুলনা সে অর্জ্জুনের গুণ।
পাণ্ডবকুলের চক্ষু কেবল অর্জ্জুন ॥
তবে যদি পার্থ-সহ নহে দরশন।
আমরা ত্যজিব প্রাণ, এই নিরূপণ ॥
এত শুনি কহিলেন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা, সব আমি জানি ॥
অসাধ্য-সাধন-হেতু যেই ভাই মূল।
তাহার বিচ্ছেদে মম পরাণ আকুল ॥
কিন্তু আমি শুনিয়াছি মুনির বচন।
অর্জ্জুন অজেয়, হেন কহে সর্ব্বজন ॥
চিন্তা না করিহ কিছু তাহার কারণে।
পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল এতদিনে ॥
কহিল আমারে পার্থ গমনের কালে।
আশীর্ব্বাদ করিহ যে, আসি ভালে ভালে ॥
চিন্তা না করিহ কিছু আমার কারণে।
পঞ্চবর্ষে আসি পুনঃ নমিব চরণে ॥
গন্ধমাদনেতে সবে করিবে গমন।
সেইখানে আসি আমি মিলিব তখন ॥
চলহ, তথায় শীঘ্র যাই সর্ব্বজন।
অবশ্য অর্জ্জুন-সঙ্গে হবে দরশন ॥
এত বলি নম্রভাবে ধর্ম্মের নন্দন।
লোমশ-মুনিরে করিলেন নিবেদন ॥
মুনি আশ্বাসিয়া কহিলেন এই কথা।
চল শীঘ্র, অবশ্য যাইব সবে তথা ॥
চলিল লোমশ আগে ধৌম্যের সহিত।
কৃষ্ণা-সহ চার ভাই যান হরষিত ॥
দুর্গম-কানন-পথ লঙ্ঘি শত-শত।
উদ্দেশিয়া যান গন্ধমাদন-পর্ব্বত ॥
নানাবিধ গিরি-বন বহু নদ-নদী।
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা কে করে অবধি ॥
নানা-মিষ্ট-আলাপনে হর্ষযুক্ত মন।
ছাড়িয়া মৈনাক-আদি করিল গমন ॥
উত্তরেতে হিমালয় পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ।
কত দূরে গন্ধমাদন হইল দৃষ্ট ॥
পরম সুন্দর শুক্ল স্ফটিক-সঙ্কাশ।
দেখিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ॥
যত্নে উঠিলেন সবে অতি-উচ্চ-গিরি।
তথা থাকি দেখিলেন কুবেরের পুরী ॥
দূরেতে নগর-শ্রেষ্ঠ অতি শোভা ধরে।
হইল অমরাবতী-ভ্রম সবাকারে ॥
বিবিধ প্রশংসা তার করি সর্ব্বজন।
কৌতুকে দেখয়ে সবে গিরি-উপবন ॥
কুবের-শাসিত সেই হয় গিরিবর।
রক্ষা-হেতু আছে লক্ষ লক্ষ অনুচর ॥

একদিন প্রাতঃকালে উঠি যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণা-সহ চারি ভাই হলেন বাহির॥
সহিতে লোমশ-ধৌম্য-আদি মুনিগণ।
পরম কৌতুকে প্রবেশেন পুষ্পবন॥
শীতল সৌরভ বহে মন্দ সমীরণ।
প্রফুল্ল হইল গন্ধে সবাকার মন॥
নানাপুষ্পে মধুপান করিছে ভ্রমর।
কোকিল ঝঙ্কার করে বসন্ত-কিঙ্কর॥
দেখিয়া প্রশংসা করি সাধু সাধু বলে।
মনের মানসে সবে নানাপুষ্প তুলে॥
গতায়াতে ভগ্ন হ'ল বহু পুষ্পবন।
দেখিয়া কুপিল যত অনুচরগণ॥
ডাকিয়া বলিল, শুন মনুষ্য অধম।
এত দিনে সবারে স্মরণ কৈল যম॥
আরে মন্দমতি, এই দেবের আলয়।
ঈদৃশ করিলি কাজ, মনে নাহি ভয়॥
ইহার উচিত ফল এইক্ষণে দিব।
মুহূর্ত্তেকে যমালয়ে সবারে পাঠাব॥
এত বলি চতুর্দ্দিকে বেড়ে সর্ব্বজনে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র-বরিষণে॥
দেখিয়া কুপিল তবে ভীম মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল রক্ষকসকল॥
মারিল যতেক তাহা কে করে গণনা।
প্রাণভয়ে পলাইল শেষ যত জনা॥
অতিত্রাসে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধায় অতিবেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া কুবেরের আগে॥
অবধান মহারাজ করি নিবেদন।
পুষ্পবনে আসিয়াছে নর একজন॥
ভাঙ্গিয়া পুষ্পের বন মারিল রাক্ষসে।
কাহারে না করে ভয় অসম-সাহসে॥
বলেতে সমান তার নহে কোন জন।
বিনয় করিলে তবু না শুনে বচন॥
যতেক রক্ষকগণ মারিল সকল।
তাহে রক্ষা পাইয়াছি আমরা কেবল॥
বিরোধ তাহার সাথে বড়ই সংশয়।
বুঝিয়া করহ কর্ম্ম উচিত যা হয়॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক ভারতী।
জ্বলন্ত-অনল-তুল্য কোপে যক্ষপতি॥
সাজিল অনেক সৈন্য চতুরঙ্গ-সেনা।
যক্ষ রক্ষ পিশাচ গন্ধর্ব্ব অগণনা॥
যথায় ধর্ম্মের সুত কুসুম-কাননে।
উত্তরিল যক্ষপতি অতি-ক্রোধমনে॥
দেখিয়া জানিল এই রাজা যুধিষ্ঠির।
দুই মাদ্রীপুত্র সহ বৃকোদর বীর॥
নিকট হইল যবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কহিতে লাগিল ক্রোধে গুহ্যক-ঈশ্বর॥
বড়বংশে জন্ম রাজা, নহ ত অজ্ঞান।
কি-কারণে কর কর্ম্ম নীচের সমান॥
দেবতা-ব্রাহ্মণ-হেতু ক্ষত্রিয়ের জন্ম।
পুনঃপুনঃ হিংসা কর ত্যজিয়া স্বধর্ম্ম॥
ক্ষমায় না করি কিছু, ধর্ম্মভয় বাসি।
পুনঃপুনঃ ক্ষিপ্তমত কর্ম্ম কর আসি॥
নহি আমি হীনশক্তি, না হই দুর্ব্বল।
মুহূর্ত্তেকে দিতে পারি সমুচিত ফল॥
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়।
করযোড় করিয়া কহেন সবিনয়॥
কৃপার সাগর তুমি, দয়ার নিধান।
বিশেষ বালক ভীম, কিবা তার জ্ঞান॥
জনক না লয় যথা বালকের দোষ।
কৃপা করি দূর কর মনের আক্রোশ॥
ইত্যাদি অনেকমতে করিয়া স্তবন।
যক্ষরাজে তুষিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
তুষ্ট হ'য়ে বর দিয়া মধুর সম্ভাষে।
মনুষ্য-বাহনে গেল আপন-নিবাসে॥
পরম-কৌতুক-মনে ধর্ম্ম-নরপতি।
মনোরম স্থান দেখি করেন বসতি॥
নানাসুখে মহানন্দে রহে সর্ব্বজন।
অনুক্ষণ ধ্যান অর্জ্জুনের আগমন॥

ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

● ইন্দ্রালয়ে অর্জ্জুনের সপ্তস্বর্গ দর্শনার্থ যাত্রা

এদিকে ইন্দ্রের পুরে বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের আদরে পান সর্ব্বত্র বিজয়॥
নানাবিদ্যা পাইলেন নাহি পরিমাণ।
রূপে-গুণে-পরাক্রমে ইন্দ্রের সমান॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর।
আছিল ছত্রিশ-কোটি যত পরাৎপর॥
শিক্ষাইল অস্ত্রসহ সবে নিজ মায়া।
ইন্দ্রের নন্দন জানি সবে করে দয়া॥
নৃত্য-গীতে বিশারদ ক্ষমী নম্র ধীর।
শান্তি শক্তি সদা সর্ব্বগুণেতে গভীর॥
হেনমতে মহাসুখে আছে কুন্তীসুত।
দেখিয়া আনন্দযুত দেব পুরুহূত॥
তবে ইন্দ্র জানিল অর্জ্জুন-পরাক্রম।
সুরাসুর-নাগ-নরে কেহ নহে সম॥
নিবাতকবচ-দৈত্য কালকেয়-আদি।
অসাধ্য দমন যত দেবের বিবাদী॥
বিনা-পার্থ নাশিবারে নাহি অন্যজন।
আনিলাম অর্জ্জুনেরে এই সে কারণ॥
প্রাণের অধিক প্রিয় পুত্র ধনঞ্জয়।
হেন সঙ্কটেতে পাঠাইতে যোগ্য নয়॥
নহিলে না হয় কিন্তু বৈরী-নিপাতন।
সাক্ষাতে কহিতে লজ্জা করে বিবেচন॥
এমত উদ্বেগচিত্ত অমরের পতি।
ডাকিয়া আনিল শীঘ্র মাতলি সারথি॥
একে একে কহিল যতেক সমাচার।
পার্থ-বিনা নাহি ইথে করিতে উদ্ধার॥
না কহিয়া ধনঞ্জয়ে এই বিবরণ।
ছলে পাঠাইব স্বর্গ করিতে ভ্রমণ॥
সহিত যাইবে তুমি, জানাবে সকল।
প্রথমে যাইবে যত দেবতার স্থল॥
সপ্তস্বর্গে বাস করে যত-যত জন।
দেবতা গুহ্যক সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব-চারণ॥
ক্রমে ক্রমে দেখাইবে সবার আলয়।
প্রফুল্ল দেখিবে যবে বীর ধনঞ্জয়॥
আমার পরম-শত্রু কহিবে অসুর।
গতায়াতে পথভ্রমে যাইবে সে-পুর॥
জানিয়া বিরোধ পার্থ অবশ্য করিবে।
অর্জ্জুনের বাণে দুষ্ট সংহার হইবে॥
এমত হইলে তবে ঘুচিবে অনর্থ।
এইরূপে সাধ কার্য্য, না জানিবে পার্থ॥
শুনিয়া মাতলি কহে, যে-আজ্ঞা তোমার
এরূপ হইলে হবে অসুর-সংহার॥
মাতলিরে বিদায় করিল সুরমণি।
কোনমতে গেল দিন, প্রভাতা রজনী॥
উঠিয়া আনন্দমতি সহস্রলোচন।
নিত্যনিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥
বসিয়া সভার মাঝে সহস্রলোচন।
মাতলি আসিয়া আগে করে নিবেদন॥
হেনকালে উপনীত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিজপার্শ্বে বসাইলা শচীর ঈশ্বর॥
প্রশংসা করিয়া অঙ্গে বুলাইল হাত।
কহিল পার্থের প্রতি বিবুধের নাথ॥
স্বকার্য্য সাধিলা পুত্র, আপনার গুণে।
অনেক বিলম্ব হ'ল সেই সে কারণে॥
না দেখি তোমার মুখ ধর্ম্মের তনয়।
চিন্তাযুক্ত থাকিবেন, মম মনে লয়॥
এখন বিলম্বে আর নাহি কিছু কাজ।
ভেটিতে উচিত হয় শীঘ্র ধর্ম্মরাজ॥
রথ আরোহণ করি মাতলি-সংহতি।
স্বর্গের বিভব দেখি এস শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞা পেয়ে আনে রথ মাতলি সত্বর।
ইন্দ্রেরে প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥

সসজ্জ হইয়া ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে হাতে।
গোবিন্দ বলিয়া বীর চড়িলেন রথে ॥
মাতলি চালায় রথ অতি বিচক্ষণ।
পবন-অধিক-বেগে রথের গমন ॥
ক্রমে ক্রমে দেখে যত অমর-আলয়।
নন্দন-কাননে যান বীর ধনঞ্জয় ॥
অতি সে সুন্দর বন মুনি-মনোলোভা।
প্রফুল্লিত পুষ্পবন মনোহর শোভা ॥
নিরন্তর মূর্ত্তিমন্ত আছে ছয় ঋতু।
মত্ত হ'য়ে বিহার করয়ে মৎস্যকেতু ॥
মধুপানে মদমত্ত-ভ্রমর-ঝঙ্কার।
কোকিলের রব-বিনা নাহি শুনি আর ॥
প্রতিডালে কলরব করে নানা পক্ষ।
মৃগ-মৃগী-মৃগেন্দ্রাদি চরে লক্ষ লক্ষ ॥
নানা পক্ষী সুশোভিত রম্য-ফুল-ফল।
মন্দ মন্দ গতি সদা বায়ু সুশীতল ॥
দেখিয়া বনের শোভা পরম কৌতুকে।
দিন কত সেই স্থানে রহে পার্থ সুখে ॥
তথা হৈতে গেল পার্থ গন্ধর্ব্বের পুরী।
দেখিল নিবসে যত কৌতুকে বিহারী ॥
নৃত্য-গীতে আনন্দিত সবাকার মন।
সমান-বয়স-বেশ বসে যত জন ॥
হেনমত অপ্সর-কিন্নর-লোক যত।
ভ্রমণ করয়ে পার্থ চালাইয়া রথ ॥
যথাক্রমে সপ্তস্বর্গ দেখিয়া সকল।
আনন্দে বিহ্বল-চিত্ত পার্থ মহাবল ॥
আপনারে সাধুবাদ করিলেন মনে।
ধন্য আমি, এত সব দেখিনু নয়নে ॥
তবে ত মাতলি গেল যমের ভবন।
নানা কার্য্য দেখিলেন কুন্তীর নন্দন ॥
দেখেন ধর্ম্মের সভা, কর্ম্মের বিচার।
পুণ্যবন্ত সুখে আছে, দুঃখে পাপাচার ॥
পুণ্যবন্ত লোক যত দিব্য-সিংহাসনে।
করিছে বিবিধ-ভোগ আনন্দ-বিধানে ॥
পাপীর কষ্টের কথা কহনে না যায়।
প্রহার করিয়া তারে নরকে ডুবায় ॥
মহাপাপী জন যত পড়িয়া নরকে।
কৃমির কামড়ে পাপী পরিত্রাহি ডাকে ॥
ঘোর-অন্ধকার-কূপে পাপী মারা যায়।
গোময়-পোকায় তার মাথা খুলি খায় ॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন পাণ্ডুর নন্দন।
মাতলি জানিয়া তবে করিল গমন ॥
চোরের নিদ্রায় যথা নাহি প্রয়োজন।
ইন্দ্রকার্য্যে জাগে তথা মাতলির মন ॥
সপ্তস্বর্গে ছিল যত কৌতুক অশেষ।
অর্জ্জুনে দেখায়ে যায় দৈত্যগণদেশ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

● নিবাতকবচ বধ

ইন্দ্র-বাক্য মনে করি মাতলি সারথি।
দৈত্যের দেশেতে তবে যায় দ্রুতগতি ॥
যাইতে দৈত্যের পুরী দেখি বামভাগে।
শীঘ্রগতি রথ তবে চালাইল বেগে ॥
কালকেয়-নিবাতকবচ সেই দেশে।
মাতলি চালায় রথ চক্ষুর নিমেষে ॥
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ।
বিস্ময় মানিয়া পার্থ করে অনুমান ॥
দেবের বসতি নহে মম অগোচর।
ভুবন-তিনের সার কাহার নগর ॥
মাতলিরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
কহ সত্য, জান যদি, কাহার আলয় ॥
সর্ব্বলোক সুখী আছে, নানা পরিচ্ছদ।
ইন্দ্রের অধিক দেখি প্রজার সম্পদ্ ॥
মাতলি কহেন, পার্থ, কর অবধান।
নিবাতকবচ-নাম দৈত্যের প্রধান ॥

দেবের অবধ্য হয় তপস্যার বলে।
নাহিক সমান স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে॥
ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ।
ইন্দ্রের সমান তেজ-সৈন্য-পরাক্রম॥
মহাবলবন্ত সব নিবাতের দেশে।
ইন্দ্রত্ব লইতে পারে চক্ষুর নিমেষে॥
এই দুষ্ট দেবেন্দ্রের মহাশত্রু হয়।
নিদ্রা নাহি শচীনাথে এই দৈত্য-ভয়॥
তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ।
আনিনু তোমারে পার্থ, শুন এই দেশ॥
মাতলি কহিল যদি এতেক ভারতী।
কহিতে আরম্ভ করে পার্থ মহামতি॥
পিতার পরম-শত্রু এই দুরাচার।
কি-হেতু বিলম্ব আর করিতে সংহার॥
নিশ্চয় পূরাব আজি পিতৃ-মনোরথ।
নির্ভয় হইয়া চালাইয়া দেহ রথ॥
মাতলি কহিল, রথ চালাইতে নারি।
রথী মাত্র একা তুমি, এ-কারণে ডরি॥
লক্ষ লক্ষ সেনা আছে, বহু যোদ্ধৃবর।
একা তুমি কি-প্রকারে করিবে সমর॥
চল শীঘ্র, জানাইব অমরের নাথে।
অনুমতি দিলে কত সৈন্য ল'য়ে সাথে॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ আসিয়া হেথায়।
যে-আজ্ঞা তোমার হয় মনে যেই লয়॥
এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি।
ক্রোধভরে গর্জ্জি উঠি কহে মহাবলী॥
একা মোরে দেখি বুঝি ঘৃণা কর মনে।
বিরোধ করিবে কেবা বল মম সনে॥
সুরাসুর একত্রেতে আসি যদি বাদে।
চক্ষুর নিমেষে নিবারিব অপ্রমাদে॥
এখনি মারিব যত অমরের বৈরী।
না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি॥
ধনু টঙ্কারিয়া শঙ্খ সঘন বাজায়।
পুনঃপুনঃ গাণ্ডীবেতে পার্থ গুণ দেয়॥
মহাক্রোধে সিংহনাদ করে মহাবল।
দেখি কম্পমান হৈল ত্রৈলোক্যমণ্ডল॥
শত বজ্রাঘাত জিনি বিপরীত শব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হ'ল মহাস্তব্ধ॥
কালকেয়-নিবাতকবচ-বীর-আদি।
ক্রোধভরে যায় যত অমর-বিবাদী॥
সসজ্জ হইয়া যত অস্ত্র ল'য়ে হাতে।
আরোহণ করি যত অশ্ব-গজ-রথে॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে, সৈন্য-কোলাহলে।
ভেটিল আসিয়া সবে পার্থ-মহাবলে॥
মাতলি সারথি রথে, ইন্দ্রতুল্য রূপ।
দেখিয়া জানিল সবে অমরের ভূপ॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে করে অস্ত্রবৃষ্টি।
প্রলয়-কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি॥
না হয় নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিঃশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিক্‌পাশ॥
দিবা-দ্বিপ্রহরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
অন্যের থাকুক, নাহি পবন-সঞ্চার॥
অগ্নি-অস্ত্র এড়িলেন পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে পুড়িল সকল॥
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল মিহির।
প্রকাশ পাইল তথা পার্থ মহাবীর॥
মেঘ-অস্ত্র পার্থ করিলেন বরিষণ।
বায়ু-অস্ত্রে দৈত্যবর করে নিবারণ॥
এড়িল পর্ব্বত-অস্ত্র দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কাটে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
তবে দৈত্য ধনঞ্জয়ে মারে দশ-বাণ।
বাজিল পার্থের বুকে বজ্রের সমান॥
ব্যথায় ব্যথিত পার্থ হ'য়ে মূর্চ্ছাগত।
মুহূর্ত্তেকে উঠিলেন গর্জ্জি সিংহমত॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ক্রোধের আবেশে।
সহস্র তোমর এড়ে দৈত্যের উদ্দেশে॥
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে।
প্রাণভয়ে দৈত্যগণ পলায় সকলে॥

সৈন্যভঙ্গ দেখি ক্রুদ্ধ দৈত্যের ঈশ্বর।
ঐষীক বাণেতে কাটে সহস্র তোমর॥
বাণ ব্যর্থ দেখি পার্থ দুঃখিত-অন্তরে।
দিব্য অস্ত্র মারিলেন দৈত্যের উপরে॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছাগত হৈল দৈত্যপতি।
রথ চালাইয়া বেগে পলায় সারথি॥
পরে দৈত্যপতি জ্ঞান পায় কতক্ষণে।
কালকেয়গণ আসি ভেটিল অর্জ্জুনে॥
মহাবল মহাশিক্ষা যত বীরবর।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ পার্থ একেশ্বর॥
মানুষী রাক্ষসী দেবী গান্ধর্ব্বী পিশাচী।
দ্রোণ-স্থানে যত অস্ত্র পায় সব্যসাচী॥
প্রহর-পর্য্যন্ত যুঝে পার্থ মহাবল।
রুধির সহিত অঙ্গে বহে ঘর্ম্মজল॥
দেখিয়া আনন্দমতি দৈত্যের ঈশ্বর।
উপায় না দেখি পার্থ হলেন ফাঁফর॥
মনে ভাবে, পরম সঙ্কট আজি হৈল।
মাতলি এতেক দেখি কহিতে লাগিল॥
নিশ্চয় জানিনু পার্থ, হৈলে জ্ঞানহত।
প্রাণপণে দেখাইলে নিজশক্তি যত॥
তথাপি দুরন্ত দৈত্য না হ'ল সংহার।
বিনা-ব্রহ্মঅস্ত্র ইথে নাহি প্রতিকার॥
পাশুপত-অস্ত্র আছে পশুপতি-দান।
এড়িলে ভুবন দহে পতঙ্গ-সমান॥
সে-হেন আছয়ে তব মহারত্ন-নিধি।
এমত-সংযোগে তারে নিয়োজিল বিধি॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে।
এ-সময়ে সেই অস্ত্র নাহি ছাড় কেনে॥
এতেক মাতলি বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বীর-চূড়ামণি পার্থ হৈল হৃষ্টমন॥
শিবদাতা শিবে বীর করি নমস্কার।
গোবিন্দ-গোবিন্দ বলি স্মরি তিনবার॥
পাশুপত-অস্ত্র বীর নিলেন তৎক্ষণে।
মন্ত্র পড়ি যুড়িলেন ধনুকের গুণে॥
কোটিসূর্য্য জিনি অস্ত্র হ'ল তেজোময়।
থাকুক অন্যের কাজ অর্জ্জুন সভয়॥
অস্ত্র-অবতার-কালে ত্রিবিধ উৎপাত।
সর্ব্বদা নির্ঘাত উল্কা বহে তপ্ত বাত॥
প্রলয় জানিয়া সবে স্বর্গের নিবাসী।
অস্ত্রমুখ চাহি রহে দৃষ্টি-অভিলাষী॥
অস্ত্রমুখে যেই হ'ল হুতাশন-বৃষ্টি।
দহন করিল তাতে অসুরের সৃষ্টি॥
জ্বলন্ত অনল যেন শিমুলের তূলা।
তাদৃশ হইল ভস্ম দুষ্ট-দৈত্যগুলা॥
অস্ত্রজাত অনলের প্রচণ্ড বাতাসে।
জীবজন্তু না রহিল দানবের দেশে॥
হেনকালে শূন্যবাণী শুনি এই রব।
সংবর সংবর পার্থ, মজিল যে সব॥
ভাল হ'ল, দুষ্ট দৈত্য হইল নিধন।
মনুষ্যেরে ত্যাগ ইহা না কর কখন॥
সৃষ্টি সংহারিতে এই বিধির সৃজন।
বিনাশ করিতে ইহা ধরে ত্রিলোচন॥
যাবৎ না দহে ক্ষিতি অস্ত্রের আগুনে।
মন্ত্রবলে সংবরিয়া রাখ নিজ-তূণে॥
পুনঃপুনঃ এইমত হ'ল শূন্যবাণী।
আনন্দে বিহ্বল পার্থ ইষ্টসিদ্ধি জানি॥
মন্ত্রবলে অস্ত্র সংবরেন বীরবর।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজঘর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● অর্জ্জুনের দশ নাম

কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে সারথি মাতলি
বায়ুবেগে রথ চালাইল মহাবলী॥
নানা-কাব্য-কথায় হরিষ দুই জন।
মুহূর্ত্তেকে গেল তবে ইন্দ্রের ভুবন॥

অর্জ্জুনের আগমনে ইন্দ্রের আনন্দ।
সঙ্গেতে করিয়া যত দেবতার বৃন্দ॥
আগুসরি নিজে ইন্দ্র যান কত পথ।
হেনকালে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ॥
নিকটে দেখিয়া পার্থ শচীর ঈশ্বরে।
রথ হৈতে ভূমিতলে নামিয়া সত্বরে॥
প্রণাম করিয়া পার্থ ইন্দ্রের চরণে।
সম্ভাষা করেন সবে যত দেবগণে॥
দেব-পুরন্দর-আদি হরিষে বিভোল।
প্রেমাবেশে কহিলেন পার্থে দিয়া কোল॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি, ধন্য তব শিক্ষা।
ধন্য তারে, যেইজন তোমা দিলা দীক্ষা॥
জননী তোমার ধন্য, ভোজরাজ-সুতা।
তোমা-হেন পুত্র-হেতু আমি ধন্য পিতা॥
তোমা হ'তে দূর হ'ল আমার অরিষ্ট।
এত দিনে পরিপূর্ণ হইল অভীষ্ট॥
এত বলি কুতুহলী দেব পুরন্দর।
দিলেন যুগল-তূণ, আর দিব্য শর॥
মস্তকে কিরীট দিল, কর্ণেতে কুণ্ডল।
দশ নাম নিরূপণ করে আখণ্ডল॥
আছিল অর্জ্জুন নাম, দ্বিতীয় ফাল্গুনি।
নক্ষত্রানুসারে নাম রাখিল জননী॥
খাণ্ডব দহিল যবে আমা-সবে জিনি।
সেইকালে জিষ্ণু নাম দিয়াছি আপনি॥
আমা-হ'তে কিরীট পাইল সুশোভন।
এই হেতু কিরীটী কহিবে সর্ব্বজন॥
করিছে রথের শোভা শ্বেত-চারি হয়।
লোকে শ্বেতবাহন বলিয়া তোমা কয়॥
দিলেন বীভৎসু নাম গোবিন্দ আপনি।
যথা যাহ তথা এস তুমি যুদ্ধ জিনি॥
এই হেতু তব নাম হইল বিজয়।
বর্ণভেদে সবে যেন কৃষ্ণ নাম কয়॥
উভয়হস্তেতে তব সমান সন্ধান।
সব্যসাচী নাম তেঁই করি অনুমান॥
ধনঞ্জয় নাম পেলে ধনপতি জিনি।
যোগের সাধন এই সর্ব্বলোকে জানি॥
কাম্য করি দশ-নাম নরে যদি জপে।
অশুভ বিনাশ হয় তরে সর্ব্বপাপে॥
হেনমতে আনন্দে রহিল সর্ব্বজন।
প্রভাতে উঠিয়া তবে সহস্রলোচন॥
মাতলিরে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি।
সসজ্জ করিয়া রথ আন শীঘ্রগতি॥

অর্জ্জুনের প্রত্যাবর্ত্তন

আজ্ঞামাত্র আনিল সারথি বিচক্ষণ।
বিচিত্র সাজন, গতি নর্ত্তক-খঞ্জন॥
অমর-ঈশ্বর তবে অর্জ্জুনে ডাকিল।
মধুর-সম্ভাষা করি কহিতে লাগিল॥
শুন পুত্র, বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্রগতি ভেট গিয়া ধর্ম্মের নন্দন॥
নানা জাতি বিভূষণে করি পুরস্কার।
কোলে করি চুম্বিলেন পার্থে বারেবার॥
অর্জ্জুন পড়িল তবে ইন্দ্রের চরণে।
প্রণাম করিয়া দাণ্ডাইল বিদ্যমানে॥
করযোড়ে কহে পার্থ সকরুণ-ভাষে।
তোমার আজ্ঞায় যাই ধর্ম্মরাজ-পাশে॥
তোমার চরণে মম এই নিবেদন।
আপনি জানহ, যত কৈল দুষ্টগণ॥
তা-সবারে দিব আমি সমুচিত ফল।
কৃপা করি তুমি পিতা, রবে অনুবল॥
ইন্দ্র বলে, যা বলিলে ওহে ধনঞ্জয়।
যথা তুমি, তথা আমি জানিহ নিশ্চয়॥
মনের বাসনা পূর্ণ হইবে তোমার।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার॥
বসুমতীপতি-যোগ্য সেই সে ভাজন।
কালেতে উচিত ফল পাবে দুর্য্যোধন॥

এতেক শুনিয়া পার্থ হরষিত-মন।
অমরাবতীতে বাস করে যত জন ॥
বিদায় সবার কাছে করিয়া গ্রহণ।
রথে আরোহিয়া যান পুলকিত-মন ॥
পথেতে কৌতুকে নানা কথার আবেশে।
কতক্ষণে উপনীত ভারত-প্রদেশে ॥
এইমতে যাইতে মাতলি-ধনঞ্জয়।
দেখিলেন কত দূরে গিরি হিমালয় ॥
পরে যথা ধর্ম্ম গন্ধমাদন-পর্ব্বত।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল অর্জ্জুনের রথ ॥
চিন্তায় ব্যাকুল-চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে দেখিয়া হন প্রফুল্ল-শরীর ॥
ভূমে নামিলেন পার্থ ত্যজি ইন্দ্র-রথ।
যুধিষ্ঠির-চরণে হৈলেন দণ্ডবৎ ॥
অর্জ্জুনে ধরিয়া বক্ষে ধর্ম্মের নন্দন।
চিরদিন-সমাগমে করে আলিঙ্গন ॥
পূর্ণচন্দ্র-শোভা দেখি হর্ষে জলনিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ননিধি ॥
ধর্ম্মের আনন্দ-জলে পার্থ করি স্নান।
ভীমের চরণে নতি করেন বিধান ॥
আলিঙ্গন করি দুই মাদ্রীর নন্দনে।
দ্রৌপদীরে তুষিলেন মধুর-বচনে ॥
শুনিয়া লোমশ-মুনি ধৌম্য-পুরোহিত।
শীঘ্রগতি তথা আসি হন উপনীত ॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া পার্থ পড়েন চরণে।
প্রশংসিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল দুইজনে ॥
হেনমতে মহানন্দে বসে সর্ব্বজন।
কৌতুক বিধানে যত কথোপকথন ॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে রচিলেন তাঁর দাস ॥

● যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভ-বৃত্তান্ত কথন

মধুর-সম্ভাষে তবে ধর্ম্ম-নরপতি।
সবিনয়ে কহিলেন মাতলির প্রতি ॥
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোনজন।
দেবেন্দ্রে কহিবে তুমি মম নিবেদন ॥
রাজপুত্র হ'য়ে মম সমান দুঃখেতে।
আমার না মনে লয়, আছে পৃথিবীতে ॥
সহায়-সম্পদ-মাত্র তাঁহার চরণ।
আপনি কহিবে ভাই, এই নিবেদন ॥
বিদায় হইয়া শক্র-সারথি চলিল।
ধর্ম্ম কহিছেন পার্থে যাহা মনে ছিল ॥
কহ ভাই, এবে নিজ শুভ-সমাচার।
যে কর্ম্ম করিলে তাহা লোকে চমৎকার ॥
শুনিতে উদ্বিগ্ন বড় আছে মম মন।
ক্রমে ক্রমে কহ ভাই, সব বিবরণ ॥
শুনিয়া লোমশ-ধৌম্য দেন অনুমতি।
কহিতে লাগিল পার্থ সবাকার প্রতি ॥
বিদায় হইয়া গিয়া সবার চরণে।
চলিনু উত্তর-মুখে প্রবেশিয়া বনে ॥
তপস্যার অনুসারে হইয়া বিকল।
হিমালয়ে দেখিলাম অতি রম্যস্থল ॥
দেখিয়া বনের শোভা করিতে ভ্রমণ।
দিলেন জটিল-বেশে ইন্দ্র দরশন ॥
ছল করি কহিলেন যত ছল-কথা।
কিছুমাত্র ভাবিত না হইনু সর্ব্বথা ॥
দিলেন প্রকাশ্যরূপে পাছে পরিচয়।
আমি ইন্দ্র, বর মাগ, বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি কহিলাম, মম এই নিবেদন।
প্রসন্ন হইলে যদি, দেহ অস্ত্রগণ ॥
ইন্দ্র বলিলেন, অস্ত্র পশ্চাৎ পাইবে।
তপস্যায় বিশ্বনাথ হবে তুষ্ট যবে ॥
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা হরিষ-মানসে।
আরম্ভ করিনু তপ হরের উদ্দেশে ॥

পর্ণাহার ফলাহার আহার ত্যজিয়া।
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে বৎসর ব্যাপিয়া॥
হেনমতে তুষ্ট করিলাম আশুতোষে।
আসিলেন শিব মায়া করিতে বিশেষে॥
শিকার শূকর এক ধেয়ে যায় আগে।
পশ্চাৎ কিরাত-বীর আসিতেছে বেগে॥
অসমর্থ দেখি তারে শ্রান্ত-কলেবর।
দয়া করি অস্ত্র মারি বধিনু শূকর॥
দেখিয়া কিরাত হ'ল ক্রোধ-পরায়ণ।
ছলেতে নিন্দিয়া বহু মাগিলেন রণ॥
ক্রোধে করিলাম যত অস্ত্রেতে প্রহার।
গিলিল ধনুক-সহ সে অস্ত্র আমার॥
তবে মল্লযুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
তুষ্ট হ'য়ে পরিচয় দিলেন সেক্ষণে॥
মন্ত্রসহ দিলা অস্ত্র পাশুপত তাঁর।
অতুল মহত্ত্ব হয় ত্রিভুবনে যার॥
বর দিয়া সদানন্দ করিয়া গমন।
ইন্দ্রে জানালেন এই সব বিবরণ॥
শুনি রথ পাঠাইল শচীর ঈশ্বর।
আমায়ে নিলেন স্বর্গে করিয়া আদর॥
নানা-নৃত্য-গীত-বাদ্যে হর্ষ-কুতূহলে।
সভায় বসিয়া দেখি অমর সকলে॥
দেখি নৃত্য করিতেছে কৌতুকে অপ্সরী।
আছিল তাহার মাঝে উর্ব্বশী-সুন্দরী॥
তারে দেখি পূর্ব্ব-কথা হইল স্মরণ।
ঈষৎ হাসিয়া আমি করি নিরীক্ষণ॥
তাহাতে সঙ্কেত বুঝি আনন্দ-বিশেষে।
ইন্দ্রের আদেশে সেই আসে মম পাশে॥
দেখিয়া অন্তরে বড় হইল বিস্ময়।
পূর্ব্বপিতামহ-মাতা এই নারী হয়॥
প্রণাম করিয়া তবে করি নিবেদন।
কহ গো জননী, নিশাগমন-কারণ॥
একভাবে আসিয়া শুনিল বিপরীত।
কহিতে লাগিল তবে হইয়া দুঃখিত॥
যতক্ষণ দেখিয়াছি তোমার বদন।
হৃদয়ে পশিল মম নির্ভয়ে মদন॥
সে-কারণে আসিলাম ঘোর নিশাকালে।
এ হেন কদর্য্য ভাষা কি-হেতু কহিলে॥
না করিলে আশা পূর্ণ, পুরুষের কাজ।
ক্লীব হ'য়ে থাক তুমি স্ত্রীগণের মাঝ॥
এত বলি নিজ ঘরে চলিল দুঃখিত।
পুরন্দর শুনি পাছে হলেন লজ্জিত॥
উর্ব্বশীরে আজ্ঞা দিল সহস্রলোচন।
করহ অর্জ্জুনে শীঘ্র শাপ-বিমোচন॥
উর্ব্বশী কহিল, শাপ খণ্ডন না যায়।
ক্লীব হবে বৎসরেক অজ্ঞাত-সময়॥
উপকার হইবে অজ্ঞাতবাস যবে।
স্বস্তি-স্বস্তি উচ্চারণ করে ইন্দ্র তবে॥
তার পর দেব তবে কত দিনান্তরে।
তব স্থানে পাঠান লোমশ-মুনিবরে॥
তবে ইন্দ্র করিলেন অস্ত্র-সমর্পণ।
সেমত দিলেন আর যত দেবগণ॥
যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্বাদি সবে করি দয়া।
অস্ত্র সহ শিক্ষাইল সবে নিজ-মায়া॥
হেনমতে নিজ-কার্য্য করিনু সাধন।
দেখিয়া বিস্মিত হন সহস্রলোচন॥
আছিল দুরন্ত দৈত্য অমর-বিবাদী।
কালকেয় নিবাতকবচ-দৈত্য আদি॥
স্নেহের কারণ ইন্দ্র কিছু না কহিল।
নগর-ভ্রমণ-হেতু ছলে পাঠাইল॥
একে একে দেখিলাম অমর-নিলয়।
সঞ্জীবনীপুরী, যথা ব্রহ্মার আলয়॥
দেখিয়া তাঁহার পুরী করিতে গমন।
মাতলি আনিল রথ, যথা দৈত্যগণ॥
নগর প্রাচীর ঘর পুষ্পের উদ্যান।
জিনিয়া অমরাবতী পুরীর নির্ম্মাণ॥
দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল আমার।
পূর্ব্বে নাহি দেখিয়াছি হেন চমৎকার॥

মাতলি সারথি ছিল অতি-বিচক্ষণ।
জিজ্ঞাসিলে কহিলেক সব-বিবরণ ॥
পিতৃবৈরী জানি হৃদে করিনু বিরোধ।
ধাইল দানব দুষ্ট করি মহাক্রোধ ॥
অপ্রমেয় বল ধরে, অপ্রমেয় ধন।
সমুদ্র-সদৃশ তাহা, কে করে গণন ॥
নানা-অস্ত্র ধরি দৈত্য ভেটে সর্ব্বজনে।
দ্বিতীয়-প্রহর যুদ্ধ করি প্রাণপণে ॥
সন্ধান করিনু পাছে অস্ত্র পাশুপত।
ভস্ম হ'য়ে উড়ি যায় দুষ্ট-দৈত্য যত ॥
কার্য্যসিদ্ধি জানি তবে প্রফুল্ল-হৃদয়।
আইলাম পুনঃ সুখে ইন্দ্রের আলয় ॥
শুনিয়া আনন্দমতি অমর-প্রধান।
অগ্রসর হ'য়ে বহু করিল সম্মান ॥
দিল দিব্য-কিরীট-কুণ্ডল মনোহর।
অক্ষয় যুগল-তূণ পূর্ণ-দিব্য-শর ॥
আশ্বাস করিয়া কহিলেন এই কথা।
যেই আমি, সেই তুমি, জানিহ সর্ব্বথা ॥
যেমত আমার শত্রু করিলে নিধন।
এমত মারিব আমি তব শত্রুগণ ॥
আমা হ'তে তব কার্য্য হইবেক যেই।
শুনিলে করিব, মম অঙ্গীকার এই ॥
মাতলি-সহিত তবে পাঠাইয়া দিল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত শুন, যথা যে হইল ॥
কেবল ভরসামাত্র তোমার চরণ।
মুহূর্ত্তেকে বিনাশিতে পারি ত্রিভুবন ॥
শত কর্ণ আসে যদি দুর্য্যোধন শত।
সপক্ষ করিয়া সাথে দিক্‌পাল যত ॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে।
ক্ষুদ্রজন্তু সম-জ্ঞানে বধিব নির্ব্বাদে ॥
অর্জ্জুনের মুখে শুনি এতেক বচন।
যুধিষ্ঠির কহিলেন করি আলিঙ্গন ॥
এ-তিন-ভুবনে তব অদ্ভুত চরিত্র।
আমার ভারত-বংশ করিলে পবিত্র ॥
শত্রুরূপ গভীর সাগর হৈতে পার।
সহায়-সম্পদ্ মম তুমি কর্ণধার ॥
এই সব রহস্যে হরিষ-মনোরথে।
রহিলেন পঞ্চ ভাই গন্ধমাদনেতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● যুধিষ্ঠিরের নিকটে ইন্দ্রাদি-দেবের আগমন

অমরাবতীতে হেথা দেব-পুরন্দর।
মাতলির মুখে শুনি ধর্ম্মের উত্তর ॥
মনেতে মানিয়া সুখ হরিষ-বিধানে।
শীঘ্রগতি ডাকিলেন যত দেবগণে ॥
কহিল যে কথা সব দিল তাহে মতি।
কহিতে লাগিল ইন্দ্র সবাকার প্রতি ॥
পরম বান্ধব তুল্য রাজা যুধিষ্ঠির।
বিক্রমে বিশাল যাঁর ভাই পার্থবীর ॥
নিঃশঙ্ক করিল দেবে একা ধনঞ্জয়।
কোটিকল্পে তার ঋণ শোধ নাহি হয় ॥
হেন জনে উপরোধ করিতে উচিত।
কি যুক্তি সবার কহ, যা হয় বিহিত ॥
গন্ধমাদনেতে আছে ভাই পঞ্চজন।
চল সবে ধর্ম্মে গিয়া করি দরশন ॥
শুনি অনুমতি দিল যত দেবগণ।
মাতলিরে কহে রথ করিতে সাজন ॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা মাতলি সারথি।
দ্রুতগতি রথসজ্জা করে মহামতি ॥
আহ্বান করিয়া নিল যতেক অমর।
কৌতুকে বসিল রথোপরি পুরন্দর ॥
শীঘ্র করি সারথি সে চালাইল রথ।
মুহূর্ত্তে উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বত ॥
কানন-নিবাসী যথা পঞ্চ সহোদর।
উপনীত হন তথা দেব পুরন্দর ॥

ইন্দ্রে দেখি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করেন প্রণতি ॥
সহিত আছিল যত আর দেবগণ।
একে একে সবাকারে করেন বন্দন ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আসনেতে পূজি বিধিমতে।
করযোড়ে কহিলেন দেব-শচীনাথে ॥
পূর্ব্ব-পিতামহ তপ করিল দুর্ল্লভ।
সেকারণে আজি মম এতেক বিভব ॥
এখন জানিনু আমি নহি হীনতপা।
তুমি-হেন-জন আসি যারে কৈলে কৃপা ॥
যজ্ঞ তপ জপ আর ব্রত-আচরণ।
এ সব করিয়া নাহি পায় দরশন ॥
আমার ভাগ্যের আজি নাহিক অবধি।
পাইলাম গৃহে বসি হেন রত্ননিধি ॥
এত শুনি কহে তবে দেব-পুরন্দর।
কহিলে যে কিছু, সত্য ধর্ম্ম নৃপবর ॥
আপনাকে নাহি জান, তুমি নিজে ধর্ম্ম।
পৃথিবী করিল ধন্য তোমার সুকর্ম্ম ॥
তুমি রাজা হ'লে ধন্য অবনীমণ্ডল।
অনুগত আর যত অনুজ সকল ॥
তোমা-সবাকার গুণ করিয়া কীর্ত্তন।
অশেষ-পাপেতে মুক্ত হয় পাপিগণ ॥
তবে যে কহিলে, কষ্ট পাইলে কাননে।
বিধির নির্ব্বন্ধ নাহি লঙ্ঘে সাধুজনে ॥
ধর্ম্ম-অবতার তুমি, ধর্ম্ম-আচরণ।
কিন্তু না করিহ রাজা, ধর্ম্মেতে হেলন ॥
ভীমার্জ্জুন দেখ এই অনুজ তোমার।
অনায়াসে খণ্ডাইবে পৃথিবীর ভার ॥
আমা-আদি তোমার আত্মীয়সমুদয়।
একা পার্থ সবাকারে করিল নির্ভয় ॥
শত্রুভয় তুমি কিছু না করিহ মনে।
ভীমার্জ্জুন বধিবেক কর্ণ-দুর্য্যোধনে ॥
ইত্যাদি অনেক কথা কহি পুরন্দর।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন, মাগ ইষ্টবর ॥
ধর্ম্মপুত্র বলে, মম এই নিবেদন।
ধর্ম্মে বিচলিত যেন নহে মম মন ॥
সদাই সদয় থাকে তোমা-হেন-জন।
শুনিয়া তথাস্তু কহে সহস্রলোচন ॥
হেনমতে শান্ত করি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দেবরাজ ইন্দ্র গেল আপনার পুরে ॥
বনপর্ব্বে ইন্দ্রসহ যুধিষ্ঠির কথা।
কাশী কহে, শুনি পাপ খণ্ডয়ে সর্ব্বথা ॥

——

● যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণসহ কাম্যকবনে যাত্রা

স্বর্গে গেল সুরপতি, হইয়া আনন্দমতি,
যুধিষ্ঠির-পঞ্চ-সহোদর।
আপনার ভাগ্য জানি, সফল করিয়া মানি,
আনন্দ-বিধানে পরস্পর ॥
তবে ধর্ম্ম-নরপতি, লোমশ-ধৌম্যের প্রতি,
কহিলেন করি যোড়কর।
আজ্ঞা কর মহাশয়, যে কর্ম্ম করিতে হয়,
তাহা কহ, করি অতঃপর ॥
বসতি কোথায় করি, কর আজ্ঞা, শিরে ধরি,
তথাকারে করিব গমন।
কহিল লোমশ তবে, কাম্যবনে চল সবে,
সার যুক্তি লয় মম মন ॥
ধৌম্য বলে, কহ যত, সকলি মনের মত,
যুধিষ্ঠির মানেন তখন।
শুনিয়া ধর্ম্মের সেতু, স্বচ্ছন্দ গমন হেতু,
ঘটোৎকচে করিল স্মরণ ॥
স্মরে ধর্ম্ম-নৃপমণি, হিড়িম্বানন্দন জানি,
শীঘ্রগতি হ'ল উপনীত।
সবারে প্রণাম করে, দাঁড়াইল যোড়করে,
দেখি রাজা আনন্দে পূরিত ॥
তবে ঘটোৎকচ কয়, আজ্ঞা কর মহাশয়,
কি-কারণে করিলা স্মরণ।

ধর্ম্ম কন, শুন কথা, কাম্যক-কানন যথা,
নিয়া চল, করিব গমন ॥
শুনি ভীম-অঙ্গজনু, বাড়াইল নিজ তনু,
করিলেক বিস্তার যোজন।
তবে ধর্ম্ম-নরপতি, সবান্ধবে শীঘ্রগতি,
করিলেন তাহে আরোহণ ॥
ভীমের নন্দন ধীর, পরাক্রমে মহাবীর,
অনায়াসে করিল গমন।
নাহি মনে কিছু ভ্রম, তিলেক নাহিক শ্রম,
উত্তরিল কাম্যক-কানন ॥
মৃগ-পশু-বিহঙ্গম, বনস্থলে পূর্ণতম,
বৃক্ষগণ শোভে ফলমূলে।
কৌতুক-বিধানে তবে, আশ্রম করেন সবে,
পুণ্য তীর্থ প্রভাসের কূলে ॥
সবার প্রফুল্ল মন, ভীমার্জ্জুন অনুক্ষণ,
মৃগয়া করিয়া দেয় আনি।
কেবল সূর্য্যের বরে, ভুঞ্জায় সবার তরে,
রন্ধন করিয়া যাজ্ঞসেনী ॥
এমন সানন্দমনে, বসতি করেন বনে,
কৃষ্ণা-সহ পঞ্চ-সহোদর।
একদিন নিশাশেষে, আসিয়া ধর্ম্মের পাশে,
কহিছে লোমশ মুনিবর ॥
শুন ধর্ম্ম-নরপতি, যাইব অমরাবতী,
তুষ্ট হ'য়ে করহ বিদায়।
শুনি ভাই পঞ্চজনে, আসিয়া বিরস-মনে,
পড়িল প্রণাম করি পায় ॥
লোচন-সলিলে রাজা, বিধিমতে করি পূজা,
বহু স্তুতি করিলেন শেষে।
কহিয়া সবার স্থানে, পরম সন্তোষ মনে,
মহামুনি গেল স্বর্গবাসে ॥
ধর্ম্ম-আগমন শুনি, আইল যতেক মুনি,
ক্রমে ক্রমে যত বন্ধুজন।
ধর্ম্মেতে ধর্ম্মের সভা, উপমা তাহার কিবা,
হস্তিনা হইল কাম্যবন ॥

বলরাম জগন্নাথ, যতেক যাদব-সাথ,
গেলেন ধর্ম্মের অন্বেষণে।
যত পরিবার সঙ্গে, আনন্দ-প্রসঙ্গে রঙ্গে,
উপনীত রম্য-কাম্যবনে ॥
কৃষ্ণ-আগমন শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
অমৃতে সিঞ্চিল কলেবর।
সানন্দ মন্দির-পুর, আগুসরি কত দূর,
সবান্ধবে পঞ্চ-সহোদর ॥
বহুদিন-অদর্শনে, নমস্কার-আলিঙ্গনে,
আশীর্ব্বাদ সুমঙ্গল-ধ্বনি।
বসেন কৌতুকমতি, রামকৃষ্ণ ধর্ম্মমতি,
সবান্ধবে আর যত মুনি ॥
বলরাম নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
জিজ্ঞাসেন কুশল-বারতা।
শুনিয়া কহেন ধর্ম্ম, হইল যতেক কর্ম্ম,
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত সব কথা ॥
শুনি রাম যদুপতি, আনন্দে প্রসন্নমতি,
প্রশংসা করেন পার্থবীরে।
তবে তাঁরা কতক্ষণে, চলিলেন সর্ব্বজনে,
স্নান-হেতু প্রভাসের তীরে ॥
জলক্রীড়া করি সবে, আসিয়া আশ্রমে তবে,
ভোজন করেন পরিতোষে।
যথাসুখে আচমন, করি শেষে সর্ব্বজন,
বসিলেন হরিষ-মানসে ॥
হেনকালে যদুবীর, সম্বোধিয়া যুধিষ্ঠির,
কহিলেন সুমধুর বাণী।
তোমার ভাগ্যের কথা, এমনি করিল ধাতা,
বনেতে হস্তিনা-তুল্য মানি ॥
যতেক দেখহ কর্ম্ম, সকলের সার ধর্ম্ম,
ধর্ম্মবলে ধর্ম্মী বলবন্ত।
অধর্ম্মী যে-জন হয়, চিরদিন নাহি রয়,
অল্পদিনে অধর্ম্মীর অন্ত ॥
ইহা জানি ধর্ম্মরাজ, সাধিবে আপন-কাজ,
সত্যে নাহি হবে বিচলিত।

পূর্ব্বে মহাজন যত, সবাকার এক পথ,
কেহ নাহি করিল অনীত ॥
সত্য জান মহাশয়, তোমার এ দুঃখ নয়,
বহু দুঃখে দুঃখী দুর্য্যোধন।
বিপুল বৈভব যত, নিশার স্বপনমত,
অল্পদিনে হইবে নিধন ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, সত্য-সত্য যত মুনি,
কহিল ধর্ম্মের সন্নিধানে।
নিশ্চয় জানিহ তুমি, ভবিষ্য কহিনু আমি,
দুর্য্যোধন-ক্ষয় অল্পদিনে ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে, যথাস্থানে গেল সবে,
বন্ধুসহ হইয়া বিদায়।
আশ্বাসিয়া সর্ব্বজনে, গেল সবে নিজস্থানে,
দুঃখিত-অন্তর ধর্ম্মরায় ॥
তবে রাম-নারায়ণ, সম্বোধিয়া পঞ্চজন,
চাহিলেন বিদায় বিনয়ে।
আজ্ঞা কর ধর্ম্মপতি, যাব তবে দ্বারাবতী,
কহ যদি প্রসন্ন-হৃদয়ে ॥
ধর্ম্ম কন মৃদুভাষে, অবশ্য যাইবে দেশে,
রাখিবে আমার প্রতি মন।
কি আর কহিব আমি, সকলি জানহ তুমি,
দুই-চক্ষু রাম-নারায়ণ ॥
হেন করি সংবিধান, বিদায় হইয়া যান,
রেবতীশ সত্যভামাপতি।
রথে চড়ি সবান্ধবে, নানাবিধ মহোৎসবে,
উপনীত যথা দ্বারাবতী ॥
সবে গেল নিজঘর, আছে পঞ্চ-সহোদর,
কাম্যবন করিয়া আশ্রয়।
জপ যজ্ঞ দান ব্রত, নানা-ধর্ম্ম অবিরত,
করি নিত্য সানন্দ-হৃদয় ॥
ভারত-বিচিত্র-কথা, পাণ্ডব-চরিত্র-গাথা,
বর্ণিবারে কাহার শকতি।
গীতিচ্ছন্দে কাশীদাস, ভণে দ্বৈপায়ন-দাস,
কৃষ্ণপদে মাগিয়া ভকতি ॥

● দুর্য্যোধনের সপরিবারে প্রভাস-তীর্থে যাত্রা

জন্মেজয় বলে, মুনি, কর অবধান।
শুনিতে বাসনা বড় ইহার বিধান ॥
সর্ব্বজন গেল যদি হইয়া বিদায়।
কি-কর্ম্ম করিল সবে রহিয়া কোথায় ॥
মুনি বলে, অবধান কর কুরুবর।
কৃষ্ণা-সহ কাম্যবনে পঞ্চ-সহোদর ॥
প্রভাস-তীর্থের তীরে বিচিত্র কানন।
ফলপুষ্প অপ্রমিত মৃগ-পশুগণ ॥
মৃগয়া করেন নিত্য বীর ধনঞ্জয়।
রন্ধনে দ্রুপদসুতা আনন্দ-হৃদয় ॥
তীর্থ করি আইলেন ধর্ম্মের নন্দন।
শ্রুতমাত্র মিলিলেন পূর্ব্বের ব্রাহ্মণ ॥
পূর্ব্বমত ভোজনাদি করে বৃন্দ-বৃন্দ।
লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী রন্ধনে আনন্দ ॥
এইমত পঞ্চভাই কাননে নিবসে।
হেথা দুর্য্যোধন রাজা আনন্দেতে ভাসে ॥
বিপুল বৈভব ভোগ করে ইন্দ্রপ্রায়।
অর্থ রাজ্য সৈন্য যত, কহনে না যায় ॥
নিজরাজ্য ধর্ম্মরাজ্য একত্র মিলিত।
বিশেষ যে-রাজ্য পূর্ব্বে অর্জ্জুন-শাসিত ॥
সে-সকল রাজা হৈল তাহে অনুগত।
কর দিয়া সবে তারা থাকে শত শত ॥
অশ্ব-গজ-পত্তি যত কে করে গণনা।
সমুদ্রসমান সব অপ্রমিত সেনা ॥
ইন্দ্র দেবরাজ যথা অমর-সমাজে।
দুর্য্যোধন মহারাজ পৃথিবীর মাঝে ॥
একদিন সভাতলে বৈসে কুরুপতি।
শকুনি বলিছে তারে, শুন পৃথ্বীপতি ॥
উজ্জ্বল ভারতবংশ হৈল তোমা হ'তে।
তুমি মহারাজ হ'লে ভুবন-মাঝেতে ॥
তোমার সমান ভূপ, না দেখি বিপক্ষ।
কর দিয়া সেবে তোমা রাজা লক্ষ লক্ষ ॥

হয় হস্তী রথ পাত্ত চতুরঙ্গ দল।
কুবের জিনিয়া রত্ন-ভাণ্ডার-সকল॥
বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান।
কিন্তু মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান॥
যেই-পুষ্প না হইল ঈশ্বরে অর্পিত।
যেই-ধনে নাহি হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত॥
যে-সম্পদ্ ভুঞ্জি নাহি বন্ধুগণ তুষ্ট।
যে-সম্পদ্ শত্রুগণ না করিল দৃষ্ট॥
সে-সকল ব্যর্থ বলি পূর্ব্বাপর কয়।
এই অনুতাপ মম জাগিছে হৃদয়॥
সদা তৃপ্ত আছে তব গুণে যত বন্ধু।
পৃথিবী পূরিল তোমা শুদ্ধ যশ-ইন্দু॥
অতুল ঐশ্বর্য্য তব এত যে হইল।
বড় দুঃখ, এ সম্পদ্ শত্রু না দেখিল॥
পূর্ব্বে ভাল মন্ত্রণা না করিলাম সবে।
স্বদেশ ছাড়িয়া বনে পাঠানু পাণ্ডবে॥
নগরের অন্তে যদি অর্পিতাম স্থল।
নিত্য নিত্য দেখাতাম বিভূতি-সকল॥
দৃষ্টানলে দগ্ধ সদা হৈত পঞ্চজন।
অসহ্য-বজ্রের সম বাজিত সঘন॥
কোথায় রহিল গিয়া নির্জ্জন-কাননে।
তোমার ঐশ্বর্য্য এত, জানিবে কেমনে॥
কর্ণ বলে, যা কহিলে গান্ধারাধিকারী।
ইহা অনুশোচি আমি দিবস-শর্ব্বরী॥
নারীর যৌবন যথা স্বামীর বিহনে।
ধন তথা ব্যর্থ না দেখিলে শত্রুগণে॥
বিভব হয় যে নষ্ট বৈরীরে রাখিলে।
বিধির নিয়ম ইহা, জানি আমি ভালে॥
যতদিন ইহা সব না দেখে পাণ্ডব।
লাগয়ে আমার মনে বিফল এ-সব॥
কিন্তু এক করিয়াছি বিচার নির্ণয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, উচিত যে হয়॥
প্রভাস-তীর্থের তীরে তপস্বীর বেশে।
বাস করে শত্রুগণ তথা নানাক্লেশে॥
চল সবে, যাব তথা স্নান করিবারে।
হইবে অনন্ত পুণ্য স্নানে তীর্থনীরে॥
হয়-হস্তী রথ-পত্তি চতুরঙ্গ-দল।
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল॥
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল বিভব।
দেখিয়া দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব॥
ঘোষযাত্রা করি, সর্ব্বলোকেতে কহিবে।
কিন্তু ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি, কেহ না জানিবে॥
ইহার বিধান এই মম মনে আসে।
একযাত্রা দুইকার্য্য হইবে বিশেষে॥
কর্ণের এতেক বাণী শুনি সেই ক্ষণ।
সাধু-সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধন॥
দুঃশাসন জয়দ্রথ ত্রিগর্ত্ত প্রভৃতি।
সাধু-সাধু বলি উঠে যতেক দুর্ম্মতি॥
কর্ণ বলে, বিলম্ব না কর কুরুপতি।
সুসজ্জ সকল সৈন্যে কর শীঘ্রগতি॥
আজ্ঞামাত্র দুর্য্যোধন হইল বাহির।
ডাকিল সকল সৈন্যে, সব যোদ্ধা বীর॥
যত বন্ধু-বান্ধব-সহিত পরিবার।
রাণীগণ শুনি পেল আনন্দ অপার॥
দ্রৌপদী-সহিত দেখা, দ্বিতীয় উৎসব।
তীর্থস্নান তৃতীয়, চিন্তিয়া এই-সব॥
বিশেষ সন্তুষ্ট নারী যাত্রা-মহোৎসবে।
সর্ব্বকাল বন্দীরূপে থাকে বদ্ধভাবে॥
নৃ-যান গো-যান আর অশ্ব-যান সাজে।
রথে রথী চড়িল, পদাতি পদব্রজে॥
বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজনা।
সমুদ্রসদৃশ সেনা, কে করে গণনা॥
সাজাইয়া সর্ব্বসৈন্য দুঃশাসন বেগে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল নৃপতির আগে॥
শুনিয়া কৌরবপতি উঠিল সম্ভ্রমে।
বাহির হইয়া নিরীক্ষয়ে ক্রমে ক্রমে॥
সমুদ্রলহরী যেন রথের পতাকা।
মেঘের সদৃশ হস্তী, নাহি যায় লেখা॥

মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙ্গম।
পৃথিবী আচ্ছাদি বীর বিশাল বিক্রম॥
সশস্ত্র সকল সৈন্য দেখিতে সুন্দর।
শমন সভয় হয়, কিবা ছার নর॥
কর্ণ বলে, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন।
ভীষ্মদেব শুনে যদি, করিবে বারণ॥
এইহেতু তিলেক না বিলম্ব যুয়ায়।
শীঘ্রগতি চল সখা, এই অভিপ্রায়॥
শুনিয়া কৌরবপতি বিলম্ব না কৈল।
গমনসময়ে সব বিদুর জানিল॥
যথা রাজা সৈন্যমাঝে যায় শীঘ্রগতি।
মধুর-সম্ভাষে কহে দুর্য্যোধন-প্রতি॥
শুনি তাত, যাবে নাকি প্রভাসের স্নানে।
পুণ্যকার্য্যে বাধা নাহি করি সে-কারণে॥
কুরুবংশে শ্রেষ্ঠ তুমি, রাজচক্রবর্ত্তী।
পুরিল ভুবন তিন তোমার সুকীর্ত্তি॥
এ-সময়ে যত কর ধৈর্য্য-আচরণ।
ভূষিত-বিভব হবে দ্বিগুণ-শোভন॥
সবাকার মন মুগ্ধ প্রভাস-গমনে।
নিষেধ নাহিক করি আমি সে-কারণে॥
নানা-চিত্রবিচিত্র সুন্দর বনস্থল।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব তথা নিবসে সকল॥
বহু-সিদ্ধ-ঋষিগণ উপনীত তথা।
কার সনে দ্বন্দ্ব নাহি করিও সর্ব্বথা॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত, যে-আজ্ঞা তোমার।
যদি দ্বন্দ্ব করি, তবে কি-ভয় আমার॥
মম সৈন্য দেখ তাত, তোমার প্রসাদে।
ইন্দ্র-যম আসে যদি, জিনিব বিবাদে॥
তথাচ বিরোধে মম কোন্ প্রয়োজন।
শীঘ্র তুমি নিজ-গৃহে করহ গমন॥
বিদুরে মেলানি করি কৌরবের পতি।
না করি বিলম্ব আর চলে শীঘ্রগতি॥
বিনা ভীষ্ম দ্রোণ দ্রৌণি কৃপাচার্য্য-বীর।
সর্ব্বসৈন্যে দুর্য্যোধন হইল বাহির॥
চলিতে চরণভরে কম্পিতা ধরণী।
ধূলা উড়ি আচ্ছাদিল দিনে দিনমণি॥
সৈন্য-কোলাহল জিনি সাগর-গর্জ্জন।
প্রমাদ গণিল সবে না বুঝি কারণ॥
নগর ছাড়িয়া বনে করিল প্রবেশ।
মহাকলরবে পূর্ণ কানন-প্রদেশ॥
মেঘের সদৃশ ধূলি গগন-মণ্ডলে।
বহু ক্ষেত্র ভাঙ্গি সবে চলে বহুস্থলে॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

——

● দুর্য্যোধনের সৈন্য-দর্শনে ভীমার্জ্জুনের রণসজ্জা ও যুধিষ্ঠিরের সান্ত্বনা

এখানে প্রভাতে উঠি ভাই পঞ্চজন।
নিত্য-নিয়মিত-কর্ম্ম করি সমাপন॥
স্নানহেতু যান সবে সহ-দ্বিজগণ।
ফলপুষ্প-হেতু কেহ প্রবেশেন বন॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম-ধনঞ্জয়।
রাজার নিকটে রহে মাদ্রীর তনয়॥
মহাবনে প্রবেশিল ক্রমে দুই ভাই।
রাশি-রাশি মৃগ মারিলেন ঠাঁই-ঠাঁই॥
বনের ভ্রমণে দোঁহে শ্রান্ত-কলেবর।
বিশ্রাম করেন বসি দুই সহোদর॥
শুনিলেন হেনকালে সৈন্য-কোলাহল।
প্রলয়-গর্জ্জন, যেন সাগর কল্লোল॥
কটকের পদধূলি ঢাকিল গগন।
মেঘে আচ্ছাদিল যেন সূর্য্যের কিরণ॥
বলেন অর্জ্জুন-প্রতি পবন-নন্দন।
চল শীঘ্র, মৃগয়াতে নাহি প্রয়োজন॥
শুন ভাই, হইতেছে সৈন্য-কোলাহল।
পদধূলি আচ্ছাদিল গগন-মণ্ডল॥
কৃষ্ণা-সহ রহিলেন পাণ্ডবের নাথ।
বিশেষ বালক দুই মাদ্রীপুত্র সাথ॥

কি-কর্ম্ম করিনু ভাই, আসি দুইজনে।
কেবা আসি বিরোধিল ধর্ম্মের নন্দনে॥
এতেক বিচারি শীঘ্র যান দুইজন।
এথায় মাদ্রীর পুত্রে করি সম্বোধন॥
সহদেবে আজ্ঞা দেন ধর্ম্ম-নৃপমণি।
দেখ ভাই, বনে আসে কাহার বাহিনী॥
মৃগয়া করিতে গেল ভীম ধনঞ্জয়।
বিলম্ব দেখিয়া মম আকুল-হৃদয়॥
এই বনে বাস করে গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
বিরোধে আসক্ত সদা বীর-বৃকোদর॥
কি জানি, কাহার সাথে হইল বিরোধ।
বনে কিবা এসেছিল কোন মহাযোধ॥
আর এক মম মনে লাগে অভিপ্রায়।
ক্লেশ-কৃশ শক্তিহীন দেখিয়া আমায়॥
বনমাঝে থাকি আমি তপস্বীর বেশ।
সহায়-সম্পদ্‌হীন হৃত-রাজ্যদেশ॥
দুষ্টবুদ্ধি-কর্ণ-শকুনির মন্ত্রণায়।
মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধন আসিছে হেথায়॥
শীঘ্র কহ সহদেব, করিয়া নির্ণয়।
হেনকালে উপনীত ভীম-ধনঞ্জয়॥
দেখিয়া আনন্দচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন দিয়া কন, কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, নির্ণয় না জানি।
ঘোরশব্দে আসিতেছে কাহার বাহিনী॥
শুনিয়া বিস্ময় বড় জন্মিল হৃদয়।
বিশেষ রাখিয়া এথা গেলাম তোমায়॥
ব্যগ্র হ'য়ে শীঘ্র আসিলাম সে-কারণে।
ধর্ম্ম বলিলেন, ইহা হ'য়েছিল মনে॥
তোমা-দুইজনে দ্বন্দ্ব হৈল কার সনে।
করিতেছিলাম চিন্তা আমি সে-কারণে॥
তোমা দোঁহা দেখি গেল সন্দেহ-সকল।
কিন্তু আসে কাছে, ক্রমে সৈন্য-কোলাহল॥
বিপক্ষ সপক্ষ পরপক্ষ এস জানি।
অনুমানে জানি ভাই, অনেক বাহিনী॥

আজ্ঞামাত্র পার্থ রথ করিতে স্মরণ।
কপিধ্বজ-যুক্ত রথ দিল দরশন॥
ধর্ম্মেরে প্রণাম করি পার্থ উঠি রথে।
চলিলেন বায়ুবেগে অন্তরীক্ষপথে॥
শব্দ-অনুসারে পার্থ পশ্চিমেতে যান।
দেখেন কৌরবসেনা সমুদ্র-প্রমাণ॥
ধ্বজছত্র রথ-রথী পদাতি-কুঞ্জর।
দেখি জানিলেন পার্থ, কৌরব পামর॥
তবে পুনঃ ফিরি আসে অতি-শীঘ্রগতি।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল, যথা ধর্ম্মপতি॥
পার্থে দেখি তুষ্ট হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
জিজ্ঞাসেন, কার সৈন্য, কহ বিবরণ॥
অর্জ্জুন কহেন, দেব, কি জিজ্ঞাস আর।
দেখিলাম সৈন্যসহ কুরু-কুলাঙ্গার॥
আমা-সবা হিংসিবারে আসিল এখানে।
নহে এই বনস্থলে কোন্ প্রয়োজনে॥
এত শুনি মহাক্রোধে বীর বৃকোদর।
আস্ফালন করি ভুজ উঠিল সত্বর॥
করযোড় করি বলে সম্বোধিয়া ধর্ম্ম।
দেখ মহারাজ, দুষ্ট-দুর্য্যোধন-কর্ম্ম॥
কপটে কপটী সব রাজ্য-ধন নিল।
জটা-বল্ক পরাইয়া কাননে পাঠাল॥
দেশ হ'তে রত্নধন কিছু নাহি আনি।
কোনমতে তার বাঞ্ছা নাহি কৈনু হানি॥
সময়-নির্ণয় আমি না করি লঙ্ঘন।
তথাচ আসিল দুষ্ট করিতে হিংসন॥
ধর্ম্মহেতু এত কষ্ট আমা পঞ্চজনে।
সে-ধর্ম্ম নাশিল আজি দুষ্ট-দুর্য্যোধনে॥
এতেক যে সৈন্য আজি আসিছে হেথায়।
তবু মনে লাগে ক্ষুদ্র-পতঙ্গের প্রায়॥
প্রসন্ন হইয়া রাজা, আজ্ঞা কর মোরে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিব শতেক সোদরে॥
উঠ শীঘ্র ধনঞ্জয়, বিলম্বে কি-কাজ।
এত অপমানে কি তিলেক নাহি লাজ॥

নিয়ম পূরিতে দিন যে-কিছু আছয়।
আমি না লঙ্ঘিনু, সেই পাপিষ্ঠ লঙ্ঘয় ॥
হে নকুল সহদেব, বীরের প্রধান।
স্ববাঞ্ছিত সিদ্ধ, কেন না কর বিধান ॥
এতেক কহিল যদি বৃকোদর বীর।
ক্রোধেতে অবশ হৈল পার্থের শরীর ॥
জ্বলন্ত-অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল।
মাদ্রীপুত্র দুইজন গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
সুসজ্জ করিল সবে যার যে বাহন।
তূণ হ'তে লন তুলি দিব্য-অস্ত্রগণ ॥
আড়া ভাঙ্গি তূণ মধ্যে রাখে পুনর্ব্বার।
ধনুকেতে গুণ দিয়া দিলেন টঙ্কার ॥
কবচে আবৃত-তনু, নানা অস্ত্র পেঁচি।
দেবদত্ত-শঙ্খনাদ কৈল সব্যসাচী ॥
পুনঃপুনঃ গদা লোফে পবন-নন্দন।
তখন কহেন ধর্ম্ম মধুর-বচন ॥
শুন ভাই, কোন্ কর্ম্ম তোমার অসাধ্য।
সহজে অর্জ্জুন এই দেবের অবধ্য ॥
বাল-সূর্য্যসম দুই মাদ্রীর তনয়।
ইন্দ্র-যম আসে যদি কি তাহে বিস্ময় ॥
কিন্তু আগে করহ কারণ-নিরূপণ।
কোন্ কার্য্যহেতু এথা আসে দুর্য্যোধন ॥
বনের ভ্রমণ-হেতু কিংবা তীর্থ স্নান।
মৃগয়া করিতে কিংবা করিল বিধান ॥
নির্ণয় না জানি আগে যদি কর যুদ্ধ।
নিশ্চয় হইবে তবে ধর্ম্মপথ রুদ্ধ ॥
যদি আগে তারা হিংসা করিবে আমার।
আমিহ মারিব তারে না করি বিচার ॥
নির্ব্বলের বল ধর্ম্ম, তাহে করি হেলা।
দুস্তর-সাগরে আর আছে কোন্ ভেলা ॥
ধর্ম্মপুত্র-মুখে শুনি এতেক বচন।
বিরস-বদনে নিবর্ত্তিল চারিজন ॥
কূলে নিবারিল যেন সমুদ্র-লহরী।
সুসজ্জ বসিল সবে ধর্ম্ম-বরাবরি ॥
সম্মুখে বসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।
অমর-বেষ্টিত যেন দেব আখণ্ডল ॥
মৃগচর্ম্ম-কুশাসনে তপস্বীর বেশ।
বল্ক-পরিধান, শিরে জটাভার-কেশ ॥
কথোপকথনে সবে আনন্দিত অতি।
হেনকালে আসে দুর্য্যোধন মন্দমতি ॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলী আর ভাই পঞ্চজনা।
দক্ষিণ করিয়া চলে নৃপতির সেনা ॥
আগে চলে অগণিত পদাতিক ঢালি।
মনোরম তুরঙ্গমে সহ মহাবলী ॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ তবে মেঘবর্ণ হাতী।
অসংখ্য বিচিত্র চিত্র কত শত রথী ॥
হেনকালে কৌরবের যত নারীগণ।
ঘুচাল রথের যত বস্ত্র-আচ্ছাদন ॥
অঙ্গুলীতে দেখাইয়া কহে এই বাণী।
হের দেখ কুটীরেতে দ্রুপদনন্দিনী ॥
বড় ভাগ্যে দেখিলাম কহে সর্ব্বজনা।
পাছে পাছে চলে সৈন্য, কে করে গণনা ॥
শকট বলদ উষ্ট্রে নানা দ্রব্য-সারি।
শত মুদিখানা সঙ্গে দোকানি-পসারি ॥
যে-কিছু বিভব-বিত্ত রাজার আছিল।
সংহতি সুহৃদ-বন্ধু সকলি আনিল ॥
উপমার যোগ্য হেন নহে সুরপতি।
বর্ণনা করিতে তাহা, কাহার শকতি ॥
এইরূপে যায় রাজা কৌরবের পতি।
প্রলয়-কালের যেন কলরব অতি ॥
সম্ভাষা করিতে এল সঞ্জয়-নন্দন।
সম্ভ্রমে সবার করে চরণ-বন্দন ॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন, কহ সমাচার।
কোন্ কর্ম্মে দুর্য্যোধন করে আগুসার ॥
সঞ্জয়-নন্দন বলে, কর অবধান।
করিবেন ঘোষযাত্রা, প্রভাসেতে স্নান ॥
রাজা বলে, এ-কর্ম্মে আমার অভিপ্রায়।
আর মোর আশীর্ব্বাদ জানাবে রাজায় ॥

এ-তীর্থে অনেক সিদ্ধ-ঋষির আলয়।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রক্ষ সম্প্রদায় ॥
দেখ, তিনি কুরুকুলে শ্রেষ্ঠ নরপতি।
বিরোধ না হয় যেন কাহারো সংহতি ॥
তথা হৈতে শুনিয়া সঞ্জয়সুত গেল।
ধর্ম্মের যতেক কথা রাজারে কহিল ॥
শুনি অহঙ্কারে মূঢ় অবজ্ঞা করিল।
অবজ্ঞায় দুষ্ট কর্ণ-শকুনি হাসিল ॥
সহজে তপস্বী লোকে দেবতার ভয়।
কার শক্তি, ক্ষত্রিয়ের কাছে আগু হয় ॥
এত-বলি মৌনভাবে রহে সর্ব্বজনে।
পুণ্যতীর্থ প্রভাসেতে গেল কতক্ষণে ॥
নানাচিত্রবিচিত্র উদ্যান মনোহর।
প্রফুল্ল-কমলবনে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
কোকিল কুহরে নিত্য নিজ মত্ততায়।
মুনির মানস হরে বসন্তের বায় ॥
বিবিধ বনের শোভা, কে করে বর্ণন।
দেখিয়া আনন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন-কর্ণ-আদি হরিষ-বিধান।
রহিল সকল-সৈন্য যথাযোগ্য-স্থান ॥
সারি-সারি বস্ত্রগৃহ দেখিতে সুরঙ্গ।
পর্ব্বতসমান যেন পর্ব্বতের ভঙ্গ ॥
বেড়িল বসনে যথা প্রভাসের বারি।
কৌতুক বিধানে স্নান করে যত নারী ॥
তবে দুর্য্যোধন-সহ সহোদর শত।
ত্রিগর্ত্ত-শকুনি-কর্ণ-অমাত্য আবৃত ॥
স্নান করি কুতূহলে করে নানা দান।
হয় হস্তী গাভীগণ, নাহি পরিমাণ ॥
পরম কৌতুকে সবে স্নান দান করি।
বিচিত্র-বসন নানা-অলঙ্কার পরি ॥
জলপান করি তবে বসে সর্ব্বজন।
কৌতুকে বসিয়া করে তাম্বূল-চর্ব্বণ ॥
আলস্যে মজিয়া কেহ করিল শয়ন।
কেহ পাশা খেলে, কেহ করয়ে রন্ধন ॥

ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস ॥

● দুর্য্যোধনের সৈন্যসহ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের যুদ্ধ

এইমতে রহে সৈন্য যুড়ি বনস্থল।
গতায়াতে লণ্ডভণ্ড উদ্যান-সকল ॥
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটনে।
গন্ধর্ব্ব-উদ্যান এক ছিল সেই বনে ॥
চিত্রসেন নাম তাঁর গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
যার নামে সুরাসুর সদা কম্পমান ॥
তাঁহার কিঙ্কর ছিল বনের রক্ষক।
দেখিল উদ্যান ভাঙ্গে রাজার কটক ॥
বহুসৈন্য দেখি একা না করি বিরোধ।
দুর্য্যোধন-অগ্রে গিয়া কহিছে সক্রোধ ॥
শুন রাজা, মোর বাক্যে কর অবগতি।
প্রভু মোর চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের পতি ॥
কুসুম-উদ্যান তাঁর এই বনে ছিল।
প্রবেশি তোমার সৈন্য সকলি ভাঙ্গিল ॥
বনের রক্ষক আমি, কিঙ্কর তাঁহার।
না করিলে ভাল কর্ম্ম, কি কহিব আর ॥
এই কথা মোর মুখে পাইবে সংবাদ।
আসিয়া ইঙ্গিতে রাজা করিবে প্রমাদ ॥
এত শুনি মহাক্রোধে কহে বীর কর্ণ।
বিকচ-কমল-প্রায় চক্ষু রক্তবর্ণ ॥
ওরে দুষ্ট, এত কর কার অহঙ্কার।
কি ছার গন্ধর্ব্ব তোর, কিবা গর্ব্ব তার ॥
যে-কথা কহিলি তুই আসি মম কাছে।
এতক্ষণ জীয়ে রহে, হেন কেবা আছে ॥
সহজে অত্যল্পবুদ্ধি দ্বিতীয় নফর।
যাহ শীঘ্র, আন গিয়া আপন-ঈশ্বর ॥
বলাবল বুঝি লব সংগ্রামের কালে।
কর্ণের বিক্রম সেই জানে ভালে-ভালে ॥

এত বলি ঢেকা মারি বাহির করিল।
মহাদুঃখমনে রক্ষী কান্দিয়া চলিল॥
বসি আছে চিত্রসেন আপন-আবাসে।
হেনকালে অনুচর কহে মৃদুভাষে॥
রক্ষাহেতু তুমি মোরে রাখিলে উদ্যানে।
দুর্য্যোধন রাজা আসে প্রভাসের স্নানে॥
তার সৈন্য উদ্যান করিল লণ্ডভণ্ড।
রাজারে কহিনু গিয়া, তার এই দণ্ড॥
বিবিধ কুৎসিত-ভাষা কহিল তোমারে।
দুর্য্যোধন-সেনাপতি কর্ণ-নাম ধরে॥
মনুষ্য হইয়া করে এত অহঙ্কার।
দোষমত দণ্ড যদি না দিবে তাহার॥
এইমত দুষ্টাচার করিবেক সবে।
লঘু-গুরু মনুষ্য-দেবেতে কিবা তবে॥
এত শুনি মহাক্রোধে উঠিল গন্ধর্ব্ব।
কি ছার মনুষ্য, আজি নাশিব যে সর্ব্ব॥
মরণকালেতে পিপীলিকা-পাখা উঠে।
যাইতে করিল বাঞ্ছা শমন-নিকটে॥
ক্রোধভরে রথারোহে চলে শীঘ্রগতি।
ধনুক-টঙ্কার শুনি কম্পমান ক্ষিতি॥
দিব্য-সুশানিত-শরে পূরি যুগ্ম-তূণ।
ক্রোধভরে আসিতেছে জ্বলন্ত-আগুন॥
কতদূরে দেখে সবে রথের পতাকা।
শূন্যপথে আসে, যেন জ্বলন্ত উলকা॥
কুরুসৈন্য নিকটে আইল সেইক্ষণে।
কহিতে লাগিল অতি-গভীর-গর্জ্জনে॥
আরে দুষ্ট, ত্যজ আজি জীবনের সাধ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে বিবাদ॥
এতেক বলিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার।
মুহূর্ত্তেকে শরজালে কৈল অন্ধকার॥
শুনিয়া গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুর্গুণ ধায় মহাযোধ॥
সূর্য্য-অস্ত্র এড়িলেন সূর্য্যের নন্দন।
কাটিয়া সকল অস্ত্র কৈল নিবারণ॥
তবে ত গন্ধর্ব্ব এড়ে তীক্ষ্ণ পাঁচ বাণ।
অৰ্দ্ধপথে কর্ণ-বাণে হৈল দশখান॥
গন্ধর্ব্ব দেখিল, অস্ত্র কাটিলেক কর্ণ।
ক্রোধে কম্পমান-তনু, চক্ষু রক্তবর্ণ॥
সিংহমুখ দিব্য-অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
অস্ত্রে অগ্নি বাহিরায় ঝলকে-ঝলকে॥
মহাবীর কর্ণ তবে অপূর্ব্ব-সন্ধানে।
কাটিল গন্ধর্ব্ব অস্ত্র অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে॥
সর্পবাণ যুড়িল যে গন্ধর্ব্ব তখন।
যুড়িল গরুড়-বাণ সূর্য্যের নন্দন॥
তবে কর্ণ দিব্য-ভল্ল মন্ত্রে অভিষেকি।
কহিল গন্ধর্ব্ব-আগে কর্ণ-বীর ডাকি॥
আরে দুষ্ট, অহঙ্কারে না দেখ নয়নে।
গর্ব্ব চূর্ণ হবে আজি পড়ি মোর বাণে॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ কৈল বিসর্জ্জন।
আকাশে উঠিয়া বাণ করিল গর্জ্জন॥
অস্ত্র দেখি ব্যস্ত হ'য়ে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
শীঘ্রহস্তে এড়ে বীর চোখা চোখা শর॥
দুই-অস্ত্রে মহাযুদ্ধ হইল অম্বরে।
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি কর্ণ সক্রোধ-অন্তর।
চিত্রসেনে প্রহারিল শতেক তোমর॥
বাণাঘাতে ব্যগ্র হ'য়ে গন্ধর্ব্বের পতি।
ডাকিয়া বলিল তবে কর্ণ-বীর প্রতি॥
ধন্য তোর বীরপনা, ধন্য তোর শিক্ষা।
এখন বুঝহ তুমি আমার পরীক্ষা॥
এতেক বলিয়া প্রহারিল দশ বাণ।
ব্যথায় ব্যথিত কর্ণ, হইল অজ্ঞান॥
কতক্ষণে চেতন পাইল মহাবল।
বেড়িল গন্ধর্ব্বে আসি কৌরবসকল॥
শতপূর করিয়া বেড়িল সর্ব্বসেনা।
ধনুক-টঙ্কার যেন সঘন ঝঞ্ঝনা॥
দশদিক যুড়িয়া করিল অন্ধকার।
গন্ধর্ব্ব-সবার অস্ত্র করিল সংহার॥

প্রাণপণে সবে যুদ্ধ করিল বিস্তর।
সবে নিবারণ করে গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর॥
পরশুরামের শিষ্য কর্ণ-মহাবীর।
অচল-পর্ব্বত-প্রায় যুদ্ধে রহে স্থির॥
রাখিয়া আপন-সেনা আপন-বিক্রমে।
প্রহরেক পর্য্যন্ত যুঝিল মহাশ্রমে॥
তবে ত গন্ধর্ব্ব মনে করিল বিচার।
জানিল কৌরব-সেনা রণে অনিবার॥
মায়া-বিনা এ-সকল নারিব জিনিতে।
মায়ার পুত্তলী এই বিচারিল চিতে॥
রথ লুকাইল তবে, না দেখি যে আর।
অন্তর্দ্ধান হইয়া করিল অন্ধকার॥
অন্তরীক্ষে পরে বাণ, দেখে সর্ব্বজনে।
অচ্ছিদ্রে বরিষে ধারা যেমন শ্রাবণে॥
কোথায় গন্ধর্ব্ব আছে, কেহ নাহি দেখে।
বৃষ্টিবৎ অস্ত্র-সব পড়ে লাখে-লাখে॥
মুখে মাত্র মার-মার শুনি সবাকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে বহে নদী।
হয়-হাতী রথ-রথী, কে করে অবধি॥
কতক্ষণ রণ সহি ছিল কর্ণ-বীর।
তাহার সহিত কিছু সৈন্য ছিল স্থির॥
শূন্য তূণ, ছিন্ন গুণ, অঙ্গে শ্রমজল।
বিষণ্ণবদন হয় কৌরবসকল॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল কর্ণ-বীর।
পলায় কৌরব-সেনা ভয়েতে অস্থির॥
অম্বর নাহিক কারো, নাহি বান্ধে কেশ।
পলায় সকল-সৈন্য পাগলের বেশ॥
বেগে ধায়, পশ্চাতে না চায় কোন জন।
স্ত্রীগণ-রক্ষকমাত্র রাজা দুর্য্যোধন॥
কতক্ষণে সহে যুদ্ধ, প্রাণ ব্যগ্র তায়।
হেনকালে চিত্রসেন আইল তথায়॥
দুর্য্যোধন ডাকি বলে পরিহাস-বাণী।
গগনে গরজে যেন ঘোর কাদম্বিনী॥
আরে মন্দমতি দুষ্ট রাজা দুর্য্যোধন।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে চালন॥
কোথা তোর সে বন্ধু সহায় সমুদিত।
একেলা ছাড়িল নারীগণের সহিত॥
এই অহঙ্কারে তুমি না দেখ নয়নে।
আজিকার রণে যাবি শমন-সদনে॥
ভারতের বনপর্ব্ব সুধাসিন্ধু-সার।
কাশী কহে, পিয়ে সাধু যাবে ভবপার॥

● যুদ্ধে চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের জয় এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের বন্ধন

কর্ণ ভঙ্গ দিল রণে, আকুল গন্ধর্ব্ব-বাণে,
পলায় সকল সেনাপতি।
পলায় ত্রিগর্ত্তনাথ, সৌবল-শকুনি-সাথ,
কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি॥
যত যত মহাবীর, রণেতে নহিল স্থির,
প্রমাদ গণিয়া সর্ব্বজন।
কে করে তাহার লেখা, কেবল রাখিয়া একা,
নারীবৃন্দ-সহ দুর্য্যোধন॥
মহা ত্রস্ত হ’য়ে যায়, নারীপানে নাহি চায়,
রথ চালাইয়া শীঘ্রগতি।
অশ্ব গজ ধায় রড়ে, পথেতে পদাতি পড়ে,
উঠে, হেন নাহিক শকতি॥
হেনমতে সৈন্য সব, করি মহা-কলরব,
প্রাণ ল’য়ে পলায় তরাসে।
প্রতিশব্দে কোলাহল, পূর্ণ হৈল বনস্থল,
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি হাসে॥
তবে দুর্য্যোধনে কয়, দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়,
না জানিস্ গন্ধর্ব্ব কেমন।
আরে মন্দমতিমান্, ভালমন্দ নাহি জ্ঞান,
অহঙ্কারে করিস্ হেলন॥
না জানিস্ নিজবল, এখন উচিত ফল,
মোর হাতে অবশ্য পাইবে।

লইব তোমার প্রাণ; ইহাতে নাহিক আন,
মনের বাসনা পূর্ণ হবে ॥
এত বলি নিজ অস্ত্র, জুড়িলেন লঘুহস্ত,
গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর ক্রোধমনে।
অব্যর্থ জানয়ে সন্ধি, এবে সে করিল বন্দী,
ধরিলেক, রাজা দুর্য্যোধনে ॥
বন্দী হ'ল কুরুশ্রেষ্ঠ, সপক্ষ দিলেক পৃষ্ঠ,
দোসর নাহিক আর সাথে।
স্ত্রীবৃন্দসহিত রাজা, রথে তুলে মহাতেজা,
শীঘ্রগতি যায় স্বর্গপথে ॥
ঘোর আর্ত্তনাদ করি, কান্দয়ে সকল নারী,
হায়-হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কপালে কঙ্কণাঘাত, ঘন ডাকে জগন্নাথ,
পার কর বিপত্তি-সাগরে ॥
মোরা সর্ব্ব-ধর্ম্মহীন, পাপকর্ম্ম প্রতিদিন,
তব ভক্তিলেশ নাহি মনে।
সত্য মোরা হীনতপা, কেবল করহ কৃপা,
দীনবন্ধু-নামের কারণে ॥
ইত্যাদি অনেক করি, স্তুতি করে কুলনারী,
কেহ নিন্দা করে নিজ পতি।
দুষ্টবুদ্ধি স্বামিগণ, ধর্ম্ম হিংসে অনুক্ষণ,
যে-কারণে হৈল হেন গতি ॥
কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপতি, ধর্ম্মেতে যাঁহার মতি,
অনুগত ভাই চারিজন।
কেবল ধর্ম্মের সেতু, প্রাণ ত্যজে ধর্ম্মহেতু,
তাঁরে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন ॥
সতী সাধ্বী প্রতিব্রতা, দেব-দ্বিজ-অনুগতা,
সতত ধর্ম্মেতে যাঁর মতি।
লক্ষ্মী-অংশযাজ্ঞসেনী, সভামধ্যে তারে আনি,
চুলে ধরি করিল দুর্গতি ॥
সে-ধর্ম্ম ফলিল আজি, বিপদ-সাগরে মজি,
সবাই হারানু জাতিকুল।
বার্ত্তা পেলে ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
কেবল রক্ষার মাত্র মূল ॥

তবে দুর্য্যোধন-নারী, এই যুক্তি মনে করি,
অনুচরে কহে শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর তাত, যথা পাণ্ডবের নাথ,
কহ গিয়া সকল দুর্গতি ॥
কহিবে বিনয় করি, মো-সবার নাম ধরি,
নিশ্চয় মজিল কুরুবংশ।
মো-সবার কর্ম্মফলে, এ-কুৎসা-কলঙ্ক কুলে,
চিত্রসেন-হাতে জাতি ধ্বংস ॥
অনুচরে কহে বাণী, সত্য কহ ঠাকুরাণী,
পাসরিলা পূর্ব্বকথা সব।
যে কর্ম্ম করিয়া তাঁরে, পাঠাইলা বনান্তরে,
তাঁহা-বিনা কে আছে বান্ধব ॥
যে-আজ্ঞা তোমার মাতা, এখনি যাইব তথা,
কহিব সকল সমাচার।
ধর্ম্মরাজ মহাশয়, বীর বটে ধনঞ্জয়,
ভীম-হস্তে নাহিক নিস্তার ॥
রাণী বলে, ধর্ম্মরাজ, জানিয়া কুলের লাজ,
মো-সবার আপদ্-ভঞ্জনে।
না করিবে ভেদমতি, পরদুঃখে দুঃখী অতি,
উদ্ধারিবে পাঠায়ে অর্জ্জুনে ॥
স্বামী মোর অপরাধী, ইহাতে অবজ্ঞা যদি,
করিয়া উদ্ধার না করিবে।
মিলিয়া সকল নারী, বিষ-অগ্নি ভর করি,
কিবা জলে প্রবেশি মরিবে ॥
এত শুনি শীঘ্র দূত, গেল যথা ধর্ম্মসুত,
মাদ্রীর তনয় ভীমার্জ্জুন।
বেষ্টিত ব্রাহ্মণভাগে, কড়যোড় করি আগে,
কহিতে লাগিল সকরুণ ॥
অবধান মহারাজ, দৈবের দুর্গতি কাজ,
রাজা এল প্রভাসের স্নানে।
বিধির নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম, খণ্ডন না যায় ধর্ম্ম,
বন্দী হ'ল চিত্রসেন-বাণে ॥
গন্ধর্ব্বের মায়াবলে, পোড়াইল অস্ত্রানলে,
প্রাণেতে কাতর যত সেনা।

কর্ণ-বীর দুঃশাসন, যত মহাযোধগণ,
প্রাণ ল'য়ে যায় সর্ব্বজনা ॥
একা ছিল দুর্য্যোধন, রক্ষাহেতু নারীগণ,
প্রাণপণে যুঝিল রাজন্ ।
যতেক নারীর সহ, করাইয়া রথারোহ,
ল'য়ে যায় করিয়া বন্ধন ॥
প্রতিকারে নহে শক্য, পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল পক্ষ,
শেষে যায় জাতি-কুল-প্রাণ ।
আকুল হইয়া মনে, এত ভ্রাতৃবধূগণে,
পাঠাইয়া দিল তব স্থান ॥
আর কিবা কব আমি, আজন্ম আমার স্বামী,
অপরাধী তোমার চরণে ।
কুলের কলঙ্কোদয়, ভয়ার্ত্ত জনের ভয়,
দূর কর আপনার গুণে ॥
ইহা সবাকার দোষে, যদি এই অভিরোষে,
উদ্ধার না কর ধর্ম্মপতি ।
হইবে বধের ভাগী, জীব বা কিসের লাগি,
অনল-গরল-জলে গতি ॥
তোমার কুলের নারী, গন্ধর্ব্ব লইয়া হরি,
যাবৎ না যায় অতিদূর ।
দেখিয়া উচিত কর্ম্ম, করহ কুলের ধর্ম্ম,
রক্ষা কর, কুলের ঠাকুর ॥
শুনিয়া চরের কথা, মর্ম্মে পাইলেন ব্যথা,
ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ।
কুলের কলঙ্ক আর, ভয়ান্বিতা অবলার,
রক্ষা-হেতু হলেন অস্থির ॥
বিষম নিগ্রহ জানি, বিচারিয়া ধর্ম্মমণি,
অর্জ্জুনে কহেন সবিশেষ ।
শীঘ্র আন দুর্য্যোধনে, কহি চিত্রসেন-স্থানে,
যাবৎ না যায় নিজদেশ ॥
বিনয়পূর্ব্বক তথা, কহিয়া মধুর কথা,
বহুবিধ আমার বিনয় ।
যদি তাহে সাধ্য নহে, দ্বৈপায়ন-দাস কহে,
দণ্ড দিবা, উচিত যে হয় ॥

● ধর্ম্মাজ্ঞায় ভীমার্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা এবং নারীগণের সহিত দুর্য্যোধনের মুক্তি

যুধিষ্ঠির বলিলেন, যাহ শীঘ্রগতি ।
গন্ধর্ব্ব না যায় যেন আপন-বসতি ॥
ছাড়াইয়া আন গিয়া প্রধান কৌরবে ।
প্রণয়পূর্ব্বক হ'লে দ্বন্দ্ব না করিবে ॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্ম-নরপতি ।
গর্জ্জিয়া উঠিল ভীম-অর্জ্জুন সুমতি ॥
ধন্য মহাশয় তুমি, ধর্ম্ম-অবতার ।
এখনো ঈদৃশ বুদ্ধি অন্তরে তোমার ॥
আমা-সবাকারে দুষ্ট যতেক করিল ।
কাল পেয়ে সেই বৃক্ষ এখন ফলিল ॥
অহর্নিশি জাগে সেই মনের অনিষ্ট ।
গন্ধর্ব্ব দিলেক শাস্তি, ঘুচিল অরিষ্ট ॥
অধর্ম্মে বাড়ায় রাজা, অধর্ম্মীর সুখ ।
তাহা দেখি নিত্য পাই পরম-কৌতুক ॥
ক্রমে-ক্রমে সকল সংসার করে জয় ।
যথাকালে মূলসহ বিনাশিত হয় ॥
যত গর্ব্ব করিল কৌরব দুরাশয় ।
নিঃশত্রু হইল রাজ্য, চল নিজালয় ॥
এতেক বলেন যদি ভাই দুইজন ।
মনেতে চিন্তেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
বিনা-ক্রোধে কার্য্যসিদ্ধি না হয় নিশ্চয় ।
তবে ধর্ম্ম কহিলেন ডাকি ধনঞ্জয় ॥
কহিলে যতেক পার্থ অন্যথা না করি ।
সে মম পরম শত্রু, আমি তার বৈরী ॥
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ্ব করিব যখন ।
তারা শত সহোদর, মোরা পঞ্চজন ॥
সেই দ্বন্দ্ব হয় যদি পরপক্ষগত ।
তখন আমরা ভাই পঞ্চোত্তর-শত ॥
সে-কারণে কহি ভাই, করিতে উদ্ধার ।
পূর্ব্বাপর আছে ভাই, নীতি বিধাতার ॥
আর এক কথা শুন বিচারিয়া মনে ।
যদি না আনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধনে ॥

দুষ্টবুদ্ধি অতিশয় রাজা চিত্রসেনে।
পশ্চাৎ হইবে তার অহঙ্কার মনে॥
লইবেক দুর্য্যোধনে সহ নারীবৃন্দ।
অমরমণ্ডলী তথা আছেন সুরেন্দ্র॥
সবাকারে আগে কহিবেক সমাচার।
জিনিনু কৌরবসেনা রণে অনিবার॥
যুধিষ্ঠির-পঞ্চজন তথায় আছিল।
যত মোর পরাক্রম বসিয়া দেখিল॥
তাহার কুলের বধূসহ দুর্য্যোধনে।
বান্ধিয়া আনিনু, দেখিলেক সর্ব্বজনে॥
বারণ করিতে শক্তি নহিল কাহার।
কহিবে ইন্দ্রের আগে এই সমাচার॥
শুনিয়া হাসিবে যত অমর-সমাজ।
অবজ্ঞা করিবে তোমা ইন্দ্র দেবরাজ॥
তুমি যে অবজ্ঞা কর ভাবিয়া বিপক্ষ।
দেবতা জানিবে, তুমি বলেতে অশক্য॥
আনিতে বলিনু আমি ইহা মনে করি।
নহে দুর্য্যোধন মম কোন উপকারী॥
শুনিয়া উঠিল কোপে বীর ধনঞ্জয়।
এমত কহিবে দুষ্টবুদ্ধি পাপাশয়॥
এই দেখ মহাশয়, তোমার প্রসাদে।
না জীবে গন্ধর্ব্ব আজি, পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি মহাক্রোধে উঠিয়া অর্জ্জুন।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে বান্ধি যুগ্ম-তূণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া করি কৃতাঞ্জলি।
রথে গিয়া চড়িলেন শ্রীগোবিন্দ বলি॥
পবন-গমন জিনি চলে স্বর্গপথ।
ক্ষণে উত্তরিল যথা চিত্রসেন-রথ॥
পাছে যান ধনঞ্জয়, ফিরিয়া নেহালি।
শীঘ্রগতি রথ চালাইল মহাবলী॥
তবে পার্থ মনে-মনে করেন বিচার।
ভয়ে অই পলায় গন্ধর্ব্ব কুলাঙ্গার॥
অতিবেগে ধায় রথ, যাবে স্বর্গমাঝে।
বিদিত হইবে তবে দেবতা-সমাজে॥
ইহা জানি শরজালে রোধিলেন পথ।
ফাঁফর গন্ধর্ব্বপতি, না চলিল রথ॥
চতুর্দ্দিকে ফিরি দেখে, যেতে নাহি শক্য।
পিঞ্জরের মধ্যে যেন রহে পোষা-পক্ষ॥
সেইক্ষণে উপনীত বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি কহে সবিনয়॥
কহ পার্থ, কোন্-হেতু আসিলে হেথায়।
দুর্য্যোধন-উপকারে আসিতেছ প্রায়॥
এই সে আশ্চর্য্য বড় লাগে মোর মনে।
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট তোমা-পঞ্চজনে॥
কহিতে না পারি, পূর্ব্বে দিল যত ক্লেশ।
সম্প্রতি দেখি যে বনে তপস্বীর বেশ॥
তাহার উচিত ফল পায় দৈববশে।
পথ ছাড় শীঘ্রগতি যাই নিজবাসে॥
পার্থ বলিলেন, জ্ঞান নাহিক তোমায়।
কহিলে যতেক কথা পাগলের প্রায়॥
আপনা-আপনি লোক যত দ্বন্দ্ব করে।
আত্মপক্ষ কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে॥
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিস্ অজ্ঞান।
আমা-সবে ভিন্ন-ভাব করেছিস্ জ্ঞান॥
যুধিষ্ঠির-তুল্য মম ভাই দুর্য্যোধন।
তাহারে লইয়া যাস্ করিয়া বন্ধন॥
এই কুলবধূগণে ল'য়ে তুমি যাবে।
লোকেতে হইবে কুৎসা, কলঙ্ক রটিবে॥
কুলের কুৎসায় সুখী কুলাঙ্গার-জন।
কি-মতে সহিবে তাহা আমার এ-মন॥
এইহেতু শীঘ্রগতি আইনু হেথায়।
ছাড় দুর্য্যোধনে, নহে যাবে যমালয়॥
করহ সকলে মুক্ত, নহে ফল দিব।
মুহূর্ত্তে শমন-গৃহে তোমারে পাঠাব॥
চিত্রসেন বলে, তোর জানিলাম মতি।
বুঝিয়া করিল বিধি এতেক দুর্গতি॥
মরিতে বাসনা তব হইল নিশ্চয়।
দুইভাই এক সঙ্গে যাবি যমালয়॥

এত বলি দিল শীঘ্র ধনুকে টঙ্কার।
দশদিক্ শরজালে হল অন্ধকার ॥
দেখি পার্থ হইলেন জ্বলন্ত-অনল।
নিমেষের মধ্যে কাটিলেন সে-সকল ॥
দোঁহার বিচিত্র শিক্ষা, দোঁহে লঘুহস্ত।
বৃষ্টিবৎ শত-শত পড়ে কত অস্ত্র ॥
কাটিল দোঁহার অস্ত্র দোঁহাকার শরে।
জ্বলন্ত-উলকা-প্রায় উঠয়ে অম্বরে ॥
হইল দোঁহার অঙ্গ শরেতে জর্জ্জর।
তিলেক ভ্রূভঙ্গ নাহি, দোঁহে ধনুর্দ্ধর ॥
গন্ধর্ব্ব আপন মায়া করিল প্রকাশ।
সন্ধান পূরিয়া অস্ত্র এড়িলেন পাশ ॥
দিব্য-অস্ত্র এড়ি পার্থ করে নিবারণ।
দশ-অস্ত্র অঙ্গে তার করেন ঘাতন ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষসিক দীক্ষা।
নরেতে নাহিক তুল্য অর্জ্জুনের শিক্ষা ॥
যে-বাণে গন্ধর্ব্ব বান্ধে রাজা দুর্য্যোধনে।
সেই বাণ ধনঞ্জয় যুড়ে ধনুর্গুণে ॥
বান্ধি গন্ধর্ব্বের গলা ভুজের সহিত।
নিজ রথে চড়াইয়া চলেন ত্বরিত ॥
নারীসহ দুর্য্যোধন গন্ধর্ব্বের পতি।
মুহূর্ত্তেকে উপনীত ধর্ম্মের বসতি ॥
সমর্পিয়া সকলেরে করে নিবেদন।
যেরূপে গন্ধর্ব্বপতি করিলেক রণ ॥

যুধিষ্ঠির খুলিলেন দোঁহার বন্ধন।
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥
এই চিত্রসেন জান গন্ধর্ব্বের পতি।
ইঁহাকে উচিত নহে এতেক দুর্গতি ॥
চিত্রসেনে কহিলেন, তুমি মতিমন্ত।
চালন করহ কেন ক্ষত্রিয় দুরন্ত ॥
বালক অর্জ্জুন করিলেক অপরাধ।
চাহিয়া আমার মুখ করহ প্রসাদ ॥
না কহিবে ইন্দ্রকে এ-সব অপমান।
যাহ শীঘ্র নিজালয়ে করহ প্রয়াণ ॥

শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি আনন্দিত-মনে।
আশীর্ব্বাদ করি তবে চলে সেইক্ষণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দুর্য্যোধনের সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান

গন্ধর্ব্ব বিদায় হ'য়ে নিজস্থানে গেল।
দুর্য্যোধন আসি ধর্ম্মে প্রণাম করিল ॥
বসিল মলিনমুখে হ'য়ে নম্রশির।
মধুর-বচনে কহিছেন যুধিষ্ঠির ॥
শুন ভাই, হেন কর্ম্ম না করিহ আর।
পৌরুষ নাহিক ইথে আমা-সবাকার ॥
বিশেষে বৈভব-কালে ধর্ম্ম-আচরণ।
ধন হ'লে নাহি করে ধর্ম্মকে হেলন ॥
কহিলেন এইমত বহু নীতি-বাণী।
অগ্রসরি নারীগণে আনে যাজ্ঞসেনী ॥
দ্রৌপদীরে প্রণমিল যত নারীগণ।
যতেক দুঃখের কথা কৈল নিবেদন ॥
দুস্তর-সাগর-মাঝে ডুবিল তরণী।
নিজগুণে উদ্ধারিল ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
বুঝিলাম কুরুবংশ-রক্ষার কারণে।
তোমা-সবে নিবসতি কৈলে এই বনে ॥
তবে কৃষ্ণা সবাকারে করিল সম্মান।
ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া দিল দিব্য-অন্নপান ॥
একত্র হইল তবে যত সৈন্যগণ।
পরম-কৌতুকে সবে করিল ভোজন ॥
রাজা-আদি করিয়া ভুঞ্জিল ক্রমে-ক্রমে।
নারীবৃন্দ আকুল হইল সবে ঘুমে ॥
ভয়ে কেহ নাহি শোয় রাজার কারণে।
দ্রৌপদী-সহিত আছে কথোপকথনে ॥
তবে মানী দুর্য্যোধন মলিন-বদনে।
বিদায় হইয়া চলে ধর্ম্মের চরণে ॥

মধুর-সম্ভাষে রাজা করিয়া বিদায়।
অগ্রসরি কত দূর যান ধর্ম্মরায় ॥
শীঘ্রগামী চলে সবে যত সেনাগণ।
বিরস-বদনে যায় রাজা দুর্য্যোধন ॥
নগরে যাইতে আর আছে কিছু পথ।
সেইখানে দুর্য্যোধন রহাইল রথ ॥
মাতুল শকুনি আর কর্ণ-দুঃশাসনে।
সম্বোধি কহিতে লাগে সুদুঃখিত-মনে ॥
স্বসৈন্য-সহিত দেশে যাহ সর্ব্বজন।
নিশ্চয় কহিনু, আমি ত্যজিব জীবন ॥
পূর্ব্বে না বুঝিনু আমি আপনার বল।
বিধি দিয়াছেন তার সমুচিত ফল ॥
পূর্ব্বে যদি এ-সকল কহিতে হে সবে।
যুধিষ্ঠির-সহ কেন বিরোধ হইবে ॥
ভীমার্জ্জুন হ'তে মোরে স্নেহ তাঁর অতি।
স্বচ্ছন্দে পালিত মোরে ধর্ম্ম-নরপতি ॥
ভ্রাতৃভেদ করাইলে করিয়া আশ্বাস।
আমি মন্দমতি, তাহে করিনু বিশ্বাস ॥
অনুক্ষণ কহ সবে, মারিব পাণ্ডব।
চক্ষু-কর্ণে-বিবাদ ঘুচিল আজি সব ॥
পলাইলে সবে মোরে রাখি যুদ্ধভূমে।
বান্ধিয়া লইতে ছিল গন্ধর্ব্ব-আশ্রমে ॥
আর দেখ অপরূপ রহস্য বিধির।
আজন্ম হিংসিনু আমি রাজা যুধিষ্ঠির ॥
উদ্ধার করিল সেই আমা-হেন জনে।
মরণ-অধিক লাজ মস্তক-মুণ্ডনে ॥
চিত্রসেন-হস্তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
অযশ, উদ্ধার মোরে করিল অর্জ্জুনে ॥
কোন্ লাজে লোক-মাঝে দেখাব বদন।
নিশ্চয় না যাব দেশে, এই নিরূপণ ॥
তবে কর্ণ মহাবীর দেখিয়া অশক্য।
কহিতে লাগিল কথা রাজহিত-পক্ষ ॥
শুন রাজা, কি-কারণে চিন্ত অকারণ।
জয়-পরাজয় যত দৈবের ঘটন ॥
ইন্দ্র দেবরাজ হন অমর-ঈশ্বর।
সদাকাল দেখ তাঁর দানবের ডর ॥
কতবার স্বর্গভ্রষ্ট করাইল তাঁরে।
পুনর্ব্বার পায় রাজ্য বিবিধ-প্রকারে ॥
পূর্ব্বাপর হেন নীতি বিধির আছয়।
কখন বা জয় যুদ্ধে, কভু পরাজয় ॥
কহিলে যে, যুধিষ্ঠির উদ্ধার-কারণ।
আপনার ধর্ম্ম সেই কৈল প্রবর্ত্তন ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অধর্ম্মের ভয়ে।
সে-কারণে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়ে ॥
সৈন্যহেতু সেনাপতি জয় করে রণ।
পূর্ব্বাপর এইমত বিধির ঘটন ॥
শুন ওহে মহারাজ, আমার বচন।
আজি আমি কহি কথা, করিব যেমন ॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি সবাকার আগে।
মহাবীর ধনঞ্জয় থাক্ মোর ভাগে ॥
তব হস্তে ভীমসেন না ধরিবে টান।
আর জনে সংহারিব পতঙ্গ-সমান ॥
পরাজয়হেতু রাজা, কর অভিমান।
শাস্ত্রমত কহি, শুন তাহার বিধান ॥
বিদ্যার সমান বন্ধু নাহি ত্রিভুবনে।
অপত্য সমান স্নেহ নাহি অন্যজনে ॥
শত্রু কেহ নহে রাজা, ব্যাধির সমান।
সবার অধিক দেখ দৈব বলবান্ ॥
দৈব রণ বুঝি ক্ষমা করিলাম সবে।
মনুষ্য হইলে বলি অপমান তবে ॥
এতেক বলিল যদি সূর্য্যের নন্দন।
তথাপিহ মৌনভাবে আছে দুর্য্যোধন ॥
হেনকালে মিলি দৈত্য-দানব সকল।
দুর্য্যোধন দুঃখে কহে হইয়া বিকল ॥
আমার অংশেতে জন্ম হইল ইহার।
তেঁই সে ইহার দুঃখে দুঃখ সবাকার ॥
আশ্বাস করিয়া সবে বলে শূন্যবাণী।
ঘরে যাহ, ওহে রাজা, কর্ণ-কথা শুনি ॥

যাহ রাজা কুরুশ্রেষ্ঠ, আপন আলয়।
কর্ণের প্রতিজ্ঞা রাজা, কভু মিথ্যা নয়॥
যুদ্ধে পরাজয়হেতু না করিহ মনে।
দেবতা-মনুষ্যে যুদ্ধ, ভঙ্গ সে কারণে॥
এত শুনি উঠিলেন কৌরবের পতি।
সসৈন্যেতে নিজালয়ে যান শীঘ্রগতি॥
পাইয়া এসব বার্ত্তা ভীষ্ম মহাবল।
ধৃতরাষ্ট্র-অগ্রে গিয়া কহিল সকল॥
তোমার পুত্রের কথা করহ শ্রবণ।
যে-হেতু বিলম্ব তার হৈল এতক্ষণ॥
যথায় কাম্যক-বন প্রভাসের তীর।
পঞ্চ-সহোদর সহ যথা যুধিষ্ঠির॥
দুষ্টবুদ্ধি কর্ণ-শকুনির দুষ্টপনে।
দেখাতে বৈভব গেল ল'য়ে সর্ব্বজনে॥
গন্ধর্ব্ব-অধিপ-সহ সংগ্রাম হইল।
সসৈন্যে শকুনি-কর্ণ দূরে পলাইল॥
নারীবৃন্দসহ পরে ধরি দুর্য্যোধন।
গন্ধর্ব্ব লইতেছিল করিয়া বন্ধন॥
দয়ার সাগর অতি ধর্ম্মের তনয়।
উদ্ধারিতে পাঠাইল বীর ধনঞ্জয়॥
এখনো এরূপ যার ধর্ম্ম-আচরণ।
ইহার সর্ব্বত্র জয় জানিহ রাজন্॥
শুনিয়া অন্ধের হৈল বিচলিত মন।
বহুমতে নিন্দা করে নিজ পুত্রগণ॥
বনপর্ব্বে ঘোষযাত্রা, কৌরব-মোচন।
পাণ্ডবের কীর্ত্তিগাথা অপূর্ব্ব রচন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

● দুর্য্যোধনকে কুমন্ত্রণা দান

জনমেজয় বলে, মুনি, কহ বিবরণ।
সহজে অশুদ্ধবুদ্ধি রাজা দুর্য্যোধন॥
আজন্ম হিংসিল দুষ্ট নানা-দুরাচারে।
ক্ষমাবন্ত ধর্ম্মশীল ধর্ম্ম-অবতারে॥
তথাপিহ করি স্নেহ তারেন সঙ্কটে।
হেনজনে দুঃখ-দুষ্ট দিলেন কপটে॥
মৃত্যু হ'তে উদ্ধারিল যেই মহাজন।
পুনরপি বাঞ্ছা করে তাহার মরণ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম না করে গণন।
সে-হেতু সবংশে মজে রাজা দুর্য্যোধন॥
শুনিলাম মিষ্টকথা তোমার বদনে।
অতঃপর কি করিল দুষ্টবুদ্ধিগণে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
পিতামহগণ তবে গেল কোন্ স্থান॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্ময়ে অন্তরে।
বিস্তারিয়া মুনিবর, বলহ আমারে॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কাম্যক-কাননে আছে পঞ্চ-সহোদর॥
যজ্ঞ জপ ব্রত তপ ধর্ম্ম আচরণ।
পূর্ব্বমত শত শত ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
এথায় আসিয়া তবে কৌরবপ্রধান।
গন্ধর্ব্বপতির হাতে পেয়ে অপমান॥
আহারে অরুচি হ'ল, অভিমান মনে।
একান্তে বসিয়া কহে যত দুষ্টগণে॥
হে কর্ণ প্রাণের সখা, মাতুল ঠাকুর।
কিমত-প্রকারে মোর দুঃখ হবে দূর॥
করিলে সুযুক্তি সবে যতেক মন্ত্রণা।
বিশেষ হইল সেই আপন-যন্ত্রণা॥
সুন্দর দেখাবে বলি পরিল অঞ্জন।
বিধির বিপাকে অন্ধ হইল নয়ন॥
গন্ধর্ব্ব করিল যত মম অপমান।
ততোধিক শত্রুহস্তে লভি পরিত্রাণ॥
ইহা হ'তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ গণি শতগুণে।
এতেক দুর্গতি হবে, ইহা কেবা জানে॥
আর দেখ পাণ্ডবের পুণ্যের প্রকাশ।
স্বর্গের অধিক সুখ অরণ্য-নিবাস॥

ইন্দ্রের সমান সঙ্গী চারি-সহোদর।
সূর্য্যতুল্য শত শত কত দ্বিজবর॥
মনের মানসে সবে করে নানাভোগ।
দ্রুপদনন্দিনী একা করয়ে সংযোগ॥
জানিনু নিশ্চয় তারা দৈবে বলবান্।
মম সুখ নহে তার শতাংশে-সমান॥
সূর্য্যের সমান পঞ্চ-শত্রু বলবন্ত।
ত্রয়োদশ-বৎসরান্তে করিবেক অন্ত॥
অর্জ্জুনে জিনিবে, হেন নাহি ত্রিভুবনে।
সুরাসুর-নর-আদি আছে যতজনে॥
মাতুল ত্রিগর্ত্ত তুমি আমি দুঃশাসন।
বহুশ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
বনের নিবাস শেষ যে-কিছু আছয়।
ইতিমধ্যে এমন উপায় যদি হয়॥
প্রকারে পরম শত্রু যদি হয় নাশ।
আমার মনের হয় পূর্ণ অভিলাষ॥
এতেক কহিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল তবে দুষ্ট-মন্ত্রিগণ॥
কি-কারণে তুমি কর পাণ্ডবের ভয়।
নিজ-পরাক্রম নাহি জান মহাশয়॥
বুদ্ধিবলে করিব উপায় যত আছে।
তাহাতে নিস্তার পেয়ে যদি তারা বাঁচে॥
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাণ্ডবে।
সামান্য-কর্ম্মেতে কেন চিন্ত এত সবে॥

● হস্তিনায় সশিষ্য দুর্ব্বাসার আগমন

দুষ্ট-মন্ত্রিগণ যত কহিলেক ভাষা।
কত দিনান্তরে তার আসিল দুর্ব্বাসা॥
সঙ্গেতে সহস্র-দশ-শিষ্য মহাঋষি।
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রায় উত্তরিল আসি॥
দুর্য্যোধন শুনে যবে ঋষি-আগমন।
আগুসরি কত দূরে গেল সর্ব্বজন॥
যতেক অমাত্য আর শত সহোদর।
মুনি-পদে দণ্ডবৎ হইল তৎপর॥
প্রণাম করিল শিষ্যগণে সর্ব্বজনে।
বসাইল মুনিরাজে রত্নসিংহাসনে॥
সুশীতল জল আনি রাজা দুর্য্যোধন।
আপনি করিল ধৌত মুনির চরণ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-দিয়া আদি পূজে মুনিরাজে।
সেই মতে পূজিলেক শিষ্যের সমাজে॥
করযোড় করি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয়-বচন॥
নিবেদন আছে কিছু, কিন্তু ভয় হয়।
আমার ভাগ্যের কথা কহনে না যায়॥
আজি মোরে সুপ্রসন্ন হৈল দেবগণ।
সে-কারণে দেখিলাম তোমার চরণ॥
মুনি বলে, শুনিয়াছি তব ভাগ্য-কথা।
সে-হেতু আসিতে বাঞ্ছা বহুদিন এথা॥
তোমার বৈভব যত শুনি লোকমুখে।
দেখিতে আসিনু হেথা মনের কৌতুকে॥
রাজা বলে, পিতৃগণ কৈল উগ্র তপ।
জানিনু প্রসন্ন মোরে দেব-দ্বিজ সব॥
পাইলাম আজি পূর্ব্ব তপস্যার ফল।
নিশ্চয় জানিনু মোর জনম সফল॥
জানিলাম আজি মোরে সুপ্রসন্ন বিধি।
নতুবা আমার গৃহে কেন তপোনিধি॥
বহুবিধ স্তব কৈল কৌরব-সমাজ।
বসিবারে আজ্ঞা দিয়া কহে মুনিরাজ॥
মুনি বলে, ভাগ্যবন্ত তুমি ক্ষিতিতলে।
নহিবে এমন আর ক্ষত্রিয়ের কুলে॥
মহাবংশ-জাত তুমি খ্যাত চরাচর।
তব পূর্ব্ব-পিতামহ মত পূর্ব্বাপর॥
মহাকীর্ত্তিমন্ত যত সবে মহাতেজা।
সে মত হইলে তুমি নিজে মহারাজা॥
কিন্তু পূর্ব্ব-পিতামহ করিল যে ধর্ম্ম।
সেইমত প্রাণপণে পাল কুলধর্ম্ম॥

যজ্ঞ-তপ-ব্রত আর ব্রাহ্মণ-ভোজন।
সুনীতে করিবে নিত্য প্রজার পালন॥
দ্রব্য কিনি মূল্য দিবে, উচিত যে হবে।
বিক্রয় করিতে অত্যধিক না লইবে॥
পালন করিবে প্রজা পুত্রের সমানে।
দোষমত শাস্তি দিবে দুষ্টবুদ্ধি জনে॥
মান্যজনে নিত্য নিত্য বাড়াইবে মান।
যে-কিছু কহিবে কথা বিনয়-প্রধান॥
সতত না হয় শান্তি, সদা নহে রোষ।
কালের উচিত কর্ম্ম পরম পৌরুষ॥
দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা যেই, দুষ্ট দুরাচার।
তাহাদের সহ না করিবে ব্যবহার॥
সতত শাসনে যেন থাকে সর্ব্ব-ক্ষিতি।
অনুরক্ত থাকে যেন সকল নৃপতি॥
পরপক্ষে কদাচিৎ নহিবে বিশ্বাস।
রাখিবে অন্তর জানি যত দাসী-দাস॥
বিরূপ না হও কভু আত্মপক্ষ-জনে।
পালিবে এ-সব কথা পরম-যতনে॥
নহুষ-যযাতি-আদি পূর্ব্ববংশ যত।
পৃথিবী পালিত সবে করি এইমত॥
সে-সবা হইতে তব বিপুল-বিভব।
দ্বিগুণ পাইবে শোভা হইলে এ-সব॥
এত শুনি সবিনয়ে বলে কুরুপতি।
যাহা করিয়াছি আমি, আপন-শকতি॥
অতঃপর যাহা হয় তব উপদেশ।
আপনি করিয়া কৃপা কহিলে বিশেষ॥
পালন করিব যত্নে তব এই কথা।
আপনি হইলে মম জ্ঞান-চক্ষুদাতা॥
পূর্ব্বপিতামহগণ ছিল উগ্রতপা।
সে-কারণে কর প্রভু, এত দূর কৃপা॥
এখন হইল প্রভু, সফল জীবন।
এরূপ অনেক স্তুতি কৈল দুর্য্যোধন॥
হেনমতে কথোপকথনে মুনিরাজ।
করিল সানন্দমতি কৌরব-সমাজ॥
নানা-বাক্য-কথায় কৌতুক-মনঃসুখে।
মুনিরে করিল বশ যত সভ্যলোকে॥
একদা একান্তে বসি রাজা দুর্য্যোধন।
ডাকিল শকুনি কর্ণ ভাই দুঃশাসন॥
কর্ণে সম্বোধিয়া কহে কৌরব-প্রধান।
আমার বচন সখা, কর অবধান॥
বিচার করিনু এক আমি মনে-মনে।
পঞ্চভাই পাণ্ডবেরা রহে কাম্যবনে॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা লক্ষ্মীর সমান।
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ॥
সূর্য্যের কৃপার ফলে কিঞ্চিৎ-রন্ধনে।
পরম সন্তোষে তাহা ভুঞ্জে লক্ষজনে॥
যত লোক যায় তথা, সবে অন্ন পায়।
যতক্ষণ যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি খায়॥
অক্ষয় থাকয়ে যত চতুর্ব্বিধ-ভোগ।
অপূর্ব্ব দেখহ কিবা বিবিধ সংযোগ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা করিলে ভোজন।
কিঞ্চিৎ মাগিলে নাহি পায় কোন জন॥
প্রতিদিন হেনমতে ভুঞ্জায় সবায়।
দশ-দণ্ড-নিশাযোগে নিজে কিছু খায়॥
সেই কালে সেইস্থানে যাবে মুনিরাজ।
সংহতি করিয়া যত শিষ্যের সমাজ॥
দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যাবে সেইস্থানে।
সেবায় নহিবে ক্ষম ভাই পঞ্চজনে॥
দোষ দেখি মহামুনি দিবে ব্রহ্মশাপ।
মরিবে পাণ্ডববংশ, ঘুচিবে সন্তাপ॥
তোমা সবাকার মনে না জানি কি লয়।
ঋষিরে কহিবে, বুঝি যদি যোগ্য হয়॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু-সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন॥
সবে বলে, মহারাজ যে-আজ্ঞা তোমার।
করিলে মন্ত্রণা এই সংসারের সার॥
এমনি কৌতুকমতি আছে সর্ব্বজন।
ভক্তিভাবে করে নিত্য মুনির সেবন॥

একদা দিনান্তে বসি হর্ষে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া যত কৌরব-সমাজ॥
হিত উপদেশ আর মধুর-উত্তর।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া কহে মুনিবর॥
শুন রাজা, ত্রিভুবনে পূরে তব যশ।
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ॥
ইষ্টবর মাগি লহ মম বিদ্যমান।
বিদায় করহ শীঘ্র, যাই যথাস্থান॥
মুনির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
গদগদভাষে কহে বিনয়-বচন॥
ধন ধর্ম্ম দারা পুত্র বিভব বিপুল।
কেবল তোমার মাত্র আশীর্ব্বাদ মূল॥
পরিপূর্ণ আছে সৈন্য রাজ্য-অধিকার।
কেবল রহুক ভক্তি চরণে তোমার॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
কহিতে সঙ্কোচ করি, কৃপা যদি হয়॥
যথায় কাম্যকবনে পাণ্ডুর তনয়।
সংহতি করিয়া যদি শিষ্য-সমুদয়॥
উত্তীর্ণ হইবে যবে দশ-দণ্ড নিশি।
সেকালে অতিথি হবে, ওহে মহাঋষি॥
ভক্তিভাব বুঝিয়া জানিবা তার মন।
সবে বলে, ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুর নন্দন॥
পূজা করে দেব-দ্বিজে ভক্তি অতিশয়।
সেই কথা পরীক্ষা করিতে যোগ্য হয়॥
সকালে সকল দ্রব্য হয় উপস্থিত।
রন্ধন করেন কৃষ্ণা নিত্য-নিয়মিত॥
ভোজন করয়ে যত আশ্রিত ব্রাহ্মণ।
তাহার অধিক যদি হয় লক্ষজন॥
নানাদ্রব্য পরিপূর্ণ থাকে সে সময়।
অনায়াসে খায় তথা যত লোক যায়॥
অভক্তি ভক্তির ভাব না হয় বিদিত।
সে-কারণে কালাতীতে যাইতে উচিত॥
দশ-দণ্ড নিশা যবে উত্তীর্ণ হইবে।
পাক সমাপন করি যাজ্ঞসেনী খাবে॥
শয়নের উদ্যোগ করিবে সর্ব্বজন।
সেই কালে শিষ্যসহ যাবে তপোধন॥
তবে যদি মধ্যাহ্ন-কালের অনুসারে।
ভোজন করায়, ভক্তিভাব বলি তারে॥
সন্দেহ ভাঙ্গিতে ইথে তোমা-ভিন্ন নাই।
অবশ্য যাইবে তথা দেখিতে গোঁসাই॥
দুর্য্যোধন নৃপতির নম্র কথা শুনি।
কৃপা করি কহিতে লাগিল মহামুনি॥
কোন্ ভার দিলে রাজা, এই কোন্ কথা।
তব প্রীতি-হেতু আমি যাইব সর্ব্বথা॥
জানিব সত্যের ভাব রাজা যুধিষ্ঠিরে।
দ্বিতীয় করিব স্নান প্রভাসের নীরে॥
তৃতীয়ে তোমার বাক্যে করিব এ-কাজ।
শীঘ্রগতি বিদায় করহ মহারাজ॥
শুনিয়া সানন্দমতি রাজা দুর্য্যোধন।
সবান্ধবে প্রণাম করিল হৃষ্টমন॥
বহুবিধ বিনয় করিল সর্ব্বজনে।
সেইমতে সাদরে সম্ভাষি শিষ্যগণে॥
বিদায় লইয়া মুনি করিল গমন।
রহিল আনন্দমনে রাজা দুর্য্যোধন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● কাম্যকবনে দুর্ব্বাসার আগমন

বিদায় হইয়া মুনি দুর্য্যোধন-স্থানে।
বহুশিষ্য-সহ যায় আনন্দিত-মনে॥
যাইতে যাইতে মুনি বিচারিল মনে।
কহিল ডাকিয়া কাছে যত শিষ্যগণে॥
চল সবে এই পথে প্রভাসের তীর।
কাম্যবনে যাব, যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বহুদিন পরে তারে করিব দর্শন।
পরম-ধর্ম্মাত্মা তারা ভাই পঞ্চজন॥

প্রভাসের স্নান আর ধর্ম্মের সম্ভাষ।
দুর্য্যোধন রাজার মনের অভিলাষ॥
অনায়াসে তিন কর্ম্ম হবে এককালে।
এতেক বলিয়া মুনি পূর্ব্বদিকে চলে॥
জনপদ ছাড়ি সবে প্রবেশিল বন।
হেনকালে অস্তাচলে যান বিকর্ত্তন॥
পূর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন কৈল কলানিধি।
কুমুদিনী বিকসিতা দেখিয়া কৌমুদী॥
মাধব-মাসেতে সিতপক্ষ চতুর্দ্দশী।
সেই দিনে যাত্রা করে দুর্ব্বাসা মহর্ষি॥
কৌতুকে পথেতে নানা-কথার প্রবন্ধ।
বিচিত্র বনের শোভা দেখিয়া সানন্দ॥
অতিক্রান্ত হ'ল ক্রমে যবে অর্দ্ধনিশি।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত গেল মহাঋষি॥
যথায় ধর্ম্মের পুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
উত্তরিল মহামুনি প্রভাসের তীর॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে মুনি-আগমন।
আগুসরি কত দূর যান পঞ্চজন॥
দুর্ব্বাসা দেখিয়া সবে আনন্দিত-মন।
সেইমত চলিল যতেক দ্বিজগণ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির করেন বিচার।
এ-রাত্রে কিহেতু মুনি করে আগুসার॥
বিশেষে দুর্ব্বাসা-মুনি, আর কেহ নয়।
অল্পদোষে মহারোষে করিবে প্রলয়॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা॥
দেখিতে-দেখিতে তথা আসে মুনিরাজ।
সংহতি সহস্র-দশ-শিষ্যের সমাজ॥
সম্ভ্রমে চরণে করিলেন দণ্ডবৎ।
আদর করেন, যেন দেবের সম্মত॥
মুনিরে প্রণাম করি ভাই পঞ্চজন।
সেইমত শিষ্যগণে করে সম্ভাষণ॥
আছিল রাজার সঙ্গে যতেক ব্রাহ্মণ।
মুনিরাজে সম্ভাষণা করে সর্ব্বজন॥
বয়োধিকে মান্য করি প্রণাম করিল।
জ্যেষ্ঠজন কনিষ্ঠেরে আশীর্ব্বাদ দিল॥
সমান-সমান জনে ধরি দেয় কোল।
নমস্কারে আশীর্ব্বাদে হ'ল মহাগোল॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুড়ি দুই-কর।
বিনয়ে কহেন মুনিরাজ-বরাবর॥
ধর্ম্ম বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন।
শুনিবারে ইচ্ছা আগমনের কারণ॥
কোন্ দেশ হ'তে আজি হ'ল আগমন।
কোন্ দেশ করিলেন মঙ্গল-ভাজন॥
তীর্থ-অনুসারে কিংবা মম ভাগ্যোদয়।
বিশেষ করিয়া কহ, কৃপা যদি হয়॥
মুনি বলে, শুন যদি জিজ্ঞাসিলে তুমি।
সশিষ্যে হস্তিনাপুরে গিয়াছিনু আমি॥
অনেক করিল সেবা ভাই শতজনে।
তোমারে দেখিতে বড় ইচ্ছা হ'ল মনে॥
এ হেতু এথায় এবে করি আগমন।
যেমন কৌরব মোর, পাণ্ডব তেমন॥
আর এক কথা শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পথশ্রমে ক্ষুধাতুর আছি সর্ব্বজন॥
রন্ধন করিতে কহ, যাহ শীঘ্রগামী।
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি॥
শুনিয়া মুনির কথা ধর্ম্মের তনয়।
মনেতে চিন্তেন, আজি না জানি কি হয়॥
অন্তরে জন্মিল ভয়, পাছে করে ক্রোধ।
সম্মত হলেন শুনি মুনি-উপরোধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, মম ভাগ্যোদয়।
সে-কারণে আগমন আমার আলয়॥
সন্ধ্যা-হেতু গতি এবে কর মহাশয়।
করিব ব্যবস্থা মম ভাগ্যে যাহা হয়॥

● দুর্ব্বাসার আগমনে দ্রৌপদীর অসহায় অবস্থা

তবে মুনি চলিলেন সহ শিষ্যগণে।
প্রভাসের কূলে গেল সন্ধ্যার কারণে ॥
চিন্তাযুক্ত যুধিষ্ঠির আপন-আশ্রমে।
দ্রৌপদীরে আসিয়া কহেন ক্রমে-ক্রমে ॥
ধর্ম্মের যতেক কথা দ্রৌপদী শুনিল।
উপায় না দেখি কিছু, প্রমাদ গণিল ॥
কৃষ্ণা বলে, যেই কথা কৈলে মহাশয়।
হেন বুঝি, বিধি কৈল অকালে প্রলয় ॥
সশিষ্য অতিথি হ'ল উগ্রতপা ঋষি।
আমার নাহিক শক্তি আজিকার নিশি ॥
রজনী-প্রভাতে কালি সূর্য্যের প্রসাদে।
দশলক্ষ হইলে ভুঞ্জাব অপ্রমাদে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণা, উত্তম কহিলে।
মুনি-ক্রোধানলে আজি সব দগ্ধ হৈলে ॥
কি-কর্ম্ম করিবে কালি প্রভাতে, কে জানে।
দুর্ব্বাসার ক্রোধ সহে কাহার পরাণে ॥
দ্রৌপদী কহিল, একি দৈবের সংযোগ।
আমার কর্ম্মের ফল কে করিবে ভোগ ॥
সুকর্ম্মের চিহ্ন যদি হৈত মহারাজ।
দিবসে আসিত তবে মুনির সমাজ ॥
আমা-সবা হ'তে কিছু নাহি প্রতিকার।
কেবল কারণ কৃষ্ণ করিতে উদ্ধার ॥
তবে ত দ্রৌপদী-দেবী ভাবে মনে-মন।
কৃষ্ণ-বিনা এ-সময়ে রাখে কোন্ জন ॥
হে কৃষ্ণ, করুণাসিন্ধু, জগতের পতি।
রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র, পাণ্ডব-সারথি ॥
দয়া করি এই বার করহ রক্ষণ।
নতুবা পাণ্ডব-বংশ হইল নিধন ॥
এমত দ্রৌপদী-দেবী অলক্ষণ ভাবে।
যুধিষ্ঠিরে কহে দেবী, কহ কিবা হবে ॥
বড়ই অনর্থ হ'ল দুর্ব্বাসা-কারণ।
বুঝিলাম রক্ষা নাহি, শুনহ রাজন্ ॥

দ্রৌপদীর মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
জ্ঞানহত যুধিষ্ঠির হইল তখন ॥
হেঁটমুখে বসি রাজা ভাবিতে লাগিল।
দুর্ব্বাসার ক্রোধে বুঝি সকলি মজিল ॥
এ-সময় কৃষ্ণ-বিনা কে করে তারণ।
ভকতের নাথ কৃষ্ণ পতিত-পাবন ॥
কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
পার কর জগন্নাথ, বিপদ্-সাগরে ॥
পার কর শ্রীগোবিন্দ, মোরে মহাশয়।
রাখহ পাণ্ডবকুল, মজিল নিশ্চয় ॥
তোমা-হেন আছে যার মহারত্ন নিধি।
এমন সঙ্কটে তারে ফেলাইল বিধি ॥
তোমারে পাণ্ডব-বন্ধু যদি লোকে কয়।
সে-কথা পালন কর, ওহে দয়াময় ॥
কৃষ্ণা-সহ পঞ্চ ভাই আকুল হইয়া।
ডাকিতেছে, কোথা কৃষ্ণ, উদ্ধার আসিয়া ॥
হেথায় কৌতুকে কৃষ্ণ দ্বারকানগরে।
শয়ন করিয়াছিল রুক্মিণীর ঘরে ॥
ব্যগ্র হ'য়ে ভক্ত ডাকে বলি জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে যেন কণ্টকের ঘাত ॥
রহিতে নাহিক শক্তি ভক্ত-দুঃখ জানি।
ব্যস্ত হ'য়ে উঠিলেন দেব-চক্রপাণি ॥
চিন্তান্বিত অত্যন্ত করেন ছটফট।
কহেন রুক্মিণী দেবী করিয়া কপট ॥
চিত্তের চাঞ্চল্য আজি দেখি কি-কারণ।
হেন বুঝি, কোথা যাবে, হইয়াছে মন ॥
অরণ্যে দ্রৌপদী-সখী আছয়ে যথায়।
অকস্মাৎ মনে বুঝি হ'ল অভিপ্রায় ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, শুন প্রাণপ্রিয়তমা।
অদ্যকার অপরাধ কর মোরে ক্ষমা ॥
ভক্তাধীন করি মোরে সৃজিল বিধাতা।
আমার কেবল ভক্ত সুখদুঃখদাতা ॥
মম ভক্তজন যথা থাকে মনঃসুখে।
আমিহ তথায় থাকি পরম কৌতুকে ॥

মম ভক্তজন দেবী, যদি দুঃখ পায়।
সে-দুঃখ আমার, হেন জানিহ নিশ্চয় ॥
সে-কারণে ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাই সকল।
নহিলে কি হেতু নাম ভকত-বৎসল ॥
আমার একান্ত ভক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
বিপদ্-সাগরে পড়ি হ'য়েছে অস্থির ॥
দুঃখ পেয়ে বলি ডাকে, কোথা জগন্নাথ।
বাজিল অন্তরে সেই করাতের ঘাত ॥
যতক্ষণ নাহি দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ততক্ষণ মম দুঃখ না হবে খণ্ডন ॥
এই আমি চলিলাম যথা ধর্ম্মমণি।
এই শুনি কহেন রুক্মিণী ঠাকুরাণী ॥
তোমার একান্ত ভক্তি আছয়ে পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইরূপ জানি অনুভবে ॥
বিশেষ করিল বশ দ্রুপদের সুতা।
তোমার বাসনা, সর্ব্বকাল থাক তথা ॥
এখন-রজনীকাল উচিত না হয়।
সে-কারণে নিবেদন করি মহাশয় ॥
যাইবে অবশ্য কালি তপন-উদয়।
যে-ইচ্ছা তোমার কর, তুমি ইচ্ছাময় ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সত্য কহিলে যে তুমি।
ক্ষণেক তথায় যদি নাহি যাই আমি ॥
সবংশে মজিবে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আমার গমনে তবে কোন্ প্রয়োজন ॥
এত বলি করিলেন গরুড়ে স্মরণ।
আসিল স্মরণমাত্রে বিনতা-নন্দন ॥
আইল উড়িয়া বীর যথা জগন্নাথ।
সম্মুখে দাঁড়ায়ে বীর করি যোড়হাত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

———

● শ্রীকৃষ্ণের কাম্যকবনে আগমন

আসিয়া খগেন্দ্র কহে বন্দিয়া চরণ।
কিহেতু নিশাতে প্রভু, করিলে স্মরণ ॥
কিহেতু হইল আজি চিত্ত-উচাটন।
শীঘ্রগতি কহ হরি, তার বিবরণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখা, পাণ্ডুপুত্রগণ।
বসতি করেন যথা, করিব গমন ॥
এত বলি খগোপরি করি আরোহণ।
নিমেষেতে উপনীত যথা কাম্যবন ॥
এথায় ভাবিত চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
হেনকালে আসিলেন হরি খগাসন ॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে কৃষ্ণ-আগমন।
পাইলেন প্রাণ যেন প্রাণহীন জন ॥
ব্যগ্র হ'য়ে কতদূরে গিয়া পঞ্চজনে।
নিকটেতে পাইলেন দৈবকীনন্দনে ॥
আনন্দ বাড়িল তাঁর, নাহিক অবধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন-নিধি ॥
চিরদিন-সমাগমে দেন আলিঙ্গন।
আনন্দসলিলে পূর্ণ হইল লোচন ॥
পূর্ণ করি মানিলেন মন-অভিলাষ।
অন্য অন্য সর্ব্বজনে করিল সম্ভাষ ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, কহ সমাচার।
যুধিষ্ঠির কহে, কৃষ্ণ, কি কহিব আর ॥
কহিতে বদনে মম নাহি স্ফুরে ভাষা।
এত রাত্রে শিষ্য সহ অতিথি দুর্ব্বাসা ॥
প্রভাসের তীরে গেল সন্ধ্যার কারণ।
উপায় করিতে শক্ত নহে কোন জন ॥
সবংশে মজিনু আমি, বুঝি অভিপ্রায়।
কাতর হইয়া তেঁই ডাকিনু তোমায় ॥
তোমাবিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই।
আত্ম-নিবেদন এই করিলাম ভাই ॥
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা মনে লয়।
বিলম্ব না সহে, বড় সঙ্কট সময় ॥

যুধিষ্ঠির এত যদি কহে নারায়ণে।
গোবিন্দ কহেন, চিন্তা না করিহ মনে॥
শিষ্যগণসহ মুনি আসুক হেথায়।
সবাকারে ভুঞ্জাইব, সে আমার দায়॥
এত বলি আনন্দিত করি ধর্ম্মমণি।
ত্বরিতে গেলেন কৃষ্ণ যথা যাজ্ঞসেনী॥
কৃষ্ণ দেখি দ্রৌপদীর পূরে অভিলাষ।
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃদুভাষ॥
ভকতবৎসল প্রভু, তুমি অন্তর্য্যামী।
দীনবন্ধু নাম সত্য জানিলাম আমি॥
কি জানি তোমার ভক্তি আমি হীনজ্ঞান।
দুঃখিত দেখিয়া প্রভু, কর পরিত্রাণ॥
সশিষ্য দুর্ব্বাসা মুনি অতিথি আপনি।
উচিত বিধান শীঘ্র কর চক্রপাণি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তাহা বিচারিব পাছু।
ক্ষুধায় শরীর পোড়ে, খাই দেহ কিছু॥
বিলম্ব না সহে, মোরে অন্ন দেহ আনি।
পশ্চাৎ করিব, যাহা কহ যাজ্ঞসেনী॥
কৃষ্ণা বলে, নিজে জানি সব সমাচার।
আপনি এমত কহ, অদৃষ্ট আমার॥
অন্ন দিতে আমি যদি হতেম ভাজন।
ঘোর অন্ধকারে নাহি হ'ত আগমন॥
ছল করি কহ কথা জানিয়া সকল।
বুঝিতে না পারি হরি, মম কর্ম্মফল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ক্ষুধানলে তনু দয়।
পাইলে উত্তম পরিহাসের সময়॥
কহিতে নাহিক শক্তি, স্থির নহে মন।
উঠ উঠ, বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন॥
এত শুনি কহে তবে দ্রুপদতনয়া।
বুঝিতে না পারি দেব, কর কোন্ মায়া॥
যখন হইল গত দশ-দণ্ড নিশি।
ভুঞ্জিলেন সেইকালে যত দ্বিজ ঋষি॥
অবশেষে ছিল কিছু, করিনু ভোজন।
শূন্যপাত্র আছে মাত্র, দেখ নারায়ণ॥
দিন নহে, দ্বিতীয় প্রহর হৈল নিশি।
কি কর্ম্ম করিব আমি অরণ্যনিবাসী॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাজ্ঞসেনী, শুন বলি।
অবশ্য আছয়ে কিছু দেখ পাকস্থালী॥
রন্ধন ব্যঞ্জন অন্ন যে-কিছু আছয়।
অল্পেতে হইব তৃপ্ত, কিছু হ'লে হয়॥
আলস্য ত্যজিয়া উঠ, করহ তল্লাস।
বিলম্ব না সহে আর, ছাড় উপহাস॥
কৃষ্ণের বচন শুনি কৃষ্ণা গুণবতী।
দেখাইতে পাকপাত্র আনে শীঘ্রগতি॥
আনিয়া দ্রৌপদী কহে, দেখ জগন্নাথ।
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাতিলেন হাত॥
শাকের সহিত এক অন্নকণা ছিল।
ঈশ্বরে প্রদান-হেতু অনন্ত হইল॥
ভোজন করিয়া তৃপ্ত দেব দামোদর।
জলপান করিলেন, ভরিল উদর॥
কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
উদ্গার করিয়া দেন উদরেতে হাত॥
দ্রৌপদীরে কহিলেন, মোর ক্ষুধা গেল।
আজিকার ভোজনেতে মহাতৃপ্তি হৈল॥
ইহা বলি পুনঃপুনঃ তুলেন উদ্গার।
ত্রিভুবনে সেইমত হইল সবার॥
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ।
তাঁহার তৃপ্তিতে তৃপ্ত হইল ভুবন॥

● সশিষ্য দুর্ব্বাসার অপ্রস্তুত অবস্থা

হেথায় দুর্ব্বাসা ঋষি সহ শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারে কিছু ইহার কারণ॥
উদর পূরিল, মন্দানল সবাকার।
সঘনে নিঃশ্বাস বহে, উঠিছে উদ্গার॥
বিস্ময় মানিয়া তবে কহে মুনিরাজ।
নিকটে ডাকিয়া নিজশিষ্যের সমাজ॥

মুনি বলে, শুন শুন যত শিষ্যগণ।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ ॥
অকস্মাৎ হ'ল দেখ উদর-আধ্মান।
পাইতেছি যত কষ্ট নাহি পরিমাণ ॥
অনুমান করি কিছু না পারি বুঝিতে।
পথশ্রমে এমন কি পারয়ে হইতে ॥
শিষ্যগণ বলে, যত কৈলে মহাশয়।
আমা-সবাকার মনে হইল বিস্ময় ॥
সন্ধ্যা-হেতু যাই যবে প্রভাসের জলে।
শরীর দহিতেছিল ক্ষুধার অনলে ॥
অকস্মাৎ এই মত হ'ল সবাকার।
উদর-পূরণে ঘন উঠিছে উদ্গার ॥
অন্য অন্য বিচার করেন জনে জন।
কেহ না কহিল কারে লজ্জার কারণ ॥
মুনি বলে, মহাশ্চর্য্যে ডুবে মম মন।
ব্রহ্মাণ্ড ভাবিয়া কিছু না পাই কারণ ॥
যখন সন্ধ্যায় আসি প্রভাসের তীরে।
রন্ধন করিতে বলিলাম যুধিষ্ঠিরে ॥
সংযোগ করিল তারা করি প্রাণপণ।
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাব বদন ॥
বুঝিয়া বিধান তবে করহ বিচার।
শিষ্যগণ বলে, প্রভু, কি কহিব আর ॥
আজি তথা গিয়া লজ্জা পাব কি-কারণ।
উঠিতে শকতি নাহি, কে করে ভোজন ॥
ঈশ্বর করিলে কালি উঠিয়া প্রত্যূষে।
অতিথি হইয়া যাব পাণ্ডব-সকাশে ॥
ইহার উপায় আর নাহি মহাশয়।
মুনি বলে, এই কথা মম মনে লয় ॥
বঞ্চিব রজনী আজি প্রভাসের কূলে।
যে-কিছু কর্ত্তব্য কালি উঠিয়া সকালে ॥
এত বলি সবে তবে করিল শয়ন।
জানিলেন সব তত্ত্ব দৈবকীনন্দন ॥
কৃষ্ণা-সহ যান কৃষ্ণ যথা যুধিষ্ঠির।
সবার সম্মুখে কহে দেব যদুবীর ॥
শুন শুন ধর্ম্মরাজ, করি নিবেদন।
দ্রৌপদী প্রস্তুত কৈল করিয়া রন্ধন ॥
সকল সম্পূর্ণ হ'ল, বিলম্ব কি আর।
ভীমেরে করহ আজ্ঞা মুনি ডাকিবার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা পাণ্ডব-নন্দন।
আশ্চর্য্য তখন রাজা ভাবে মনে-মন ॥
প্রস্তুত হ'য়েছে সব, কারণ জানিল।
মুনিরে ডাকিতে রাজা ভীমে আজ্ঞা দিল ॥
কতদূরে গিয়া ডাকে পবন-নন্দন।
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন ভীমের গর্জ্জন ॥
শীঘ্র এস মুনিগণ, বিলম্বে কি কাজ।
প্রস্তুত হ'য়েছে সব ডাকে ধর্ম্মরাজ ॥
পাইয়া ভীমের শব্দ যত মুনিগণ।
শীঘ্রগতি মিলি সবে দুর্ব্বাসারে কন ॥
শুন শুন ডাকে অই পবন-নন্দন।
ইহার উপায় মুনি, কি হবে এখন ॥
এই রাত্রে যদি সবে করিব ভোজন।
চলিতে নহিবে শক্তি, হইবে মরণ ॥
নাহি গেলে মহাবীর আসিবে হেথায়।
মনেতে ভাবিয়া মুনি, করহ উপায় ॥
তুমি না করিলে ত্রাণ, কে করিবে আর।
পলাইতে শক্তি নাই, তুমি কর পার ॥
সকলে পাইল ভয় যত ঋষি মুনি।
অন্তরে জপেন নাম, রাখ চক্রপাণি ॥
উদর হ'য়েছে ভারি, উঠিছে উদ্গার।
এসময়ে যদুনাথ, সবে কর পার ॥
এইমত বহু স্তব কৈল সর্ব্বজন।
ভীমেরে ডাকেন কৃষ্ণ, শুনহ বচন ॥
পথশ্রমে নিদ্রায় আছেন মুনিগণ।
নিদ্রাভঙ্গ নাহি কর, পবন-নন্দন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা পবন-নন্দন।
তথা হ'তে ধর্ম্ম-কাছে আসে ততক্ষণ ॥
অনন্তর মিষ্টবাক্যে কহে জগন্নাথ।
আনন্দেতে যাও নিদ্রা পাণ্ডবের নাথ ॥

মুনির কারণে মনে না করিহ ভয়।
আজি না আসিবে মুনি, জানিহ নিশ্চয়॥
স্নান-দান করি কালি প্রভাসের কূলে।
ভোজন করিবে সবে আসিয়া সকালে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
ধর্ম্ম বলেন বিলম্ব তাই এতক্ষণ॥
তোমার অসাধ্য দেব, আছে কোন্ কর্ম্ম।
পাণ্ডবকুলের আজি হৈল পুনর্জন্ম॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
সহায় সম্পদ্ মম তুমি নারায়ণ॥
না জানি পূর্ব্বেতে কত করিনু কুকর্ম্ম।
সে-কারণে দুঃখে শোকে গেল মম জন্ম॥
প্রথম বয়সে বিধি দিল নানা শোক।
অল্পকালে পিতা মম গেল পরলোক॥
গোঁয়াইনু সেইকালে পরের আলয়ে।
দুঃখ না জানিনু অতি অজ্ঞান সময়ে॥
তদন্তরে দুষ্টবুদ্ধি দিলেক যন্ত্রণা।
জতুগৃহে প্রাণ পাই বিদুর-মন্ত্রণা॥
বনের অশেষ দুঃখ ভ্রমণ সঙ্কটে।
আপনি রাখিলে ধৃতরাষ্ট্রের কপটে॥
এ-সব সঙ্কট হ'তে তুমি মাত্র ত্রাতা।
এমত সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
রাজ্যনাশ, বনবাস, হীন সবধর্ম্মে।
বিবিধ নিযুক্ত এই পূর্ব্বমত কর্ম্মে॥
সবেমাত্র পূর্ব্ববংশে ছিল উগ্রতপা।
কেবল তাহার ফলে তুমি কর কৃপা॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্তরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
কহিলে যতেক কথা সব আমি জানি॥
পাইলে যতেক দুঃখ, অন্যথা না হয়।
কিন্তু তুমি ধর্ম্ম নাহি ত্যজ মহাশয়॥
তুমি যে কহিলে, আমি হীন সর্ব্বধর্ম্মে।
পৃথিবী পবিত্র হ'ল তোমার সুকর্ম্মে॥
দানে ধর্ম্মে রাজ-নীতি এ তিন ভুবনে।
আছয়ে তোমার তুল্য নাহি লয় মনে॥
দুর্ব্বলের বল ধর্ম্ম, আমি জানি ভালে।
এই দুঃখ তোমার খণ্ডিবে অল্পকালে॥
অধর্ম্মী জনের সুখ কভু স্থায়ী নয়।
জোয়ারের জল-প্রায় ক্ষণকাল রয়॥
মনেতে রাখিবে মম এই নিবেদন।
মহাকষ্টে মোরে নাহি ত্যজ কদাচন॥
এত বলি জনার্দ্দন লইয়া বিদায়।
গরুড়-উপরে চড়ি যান দ্বারকায়॥
কৃষ্ণেরে বিদায় করি ভাই পঞ্চজন।
হৃষ্টমনে সবে তবে করেন শয়ন॥
বনপর্ব্ব ভারতের অমৃতের ধার।
কাশীরাম দাস কহে, রচিয়া পয়ার॥

● দুর্ব্বাসার পারণ

প্রভাতে উঠিয়া তবে ধর্ম্মের নন্দন।
নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম কৈল সমাপন॥
দুর্ব্বাসা-অতিথি-হেতু সুচিন্তিত মন।
নানা কার্য্যে নানা স্থানে ধায় সর্ব্বজন॥
ফল পুষ্প-হেতু কেহ প্রবেশিল বনে।
ভীমার্জ্জুন দোঁহে যান মৃগয়া-কারণে॥
স্নান করি আসিলেন দ্রুপদ-নন্দিনী।
আনন্দ-বিধানে পূজে দেব-দিনমণি॥
নানা-দ্রব্য কৌতুকে আনিল সর্ব্বজন।
দ্রুপদ-নন্দিনী গেল করিতে রন্ধন॥
যথায় রন্ধন করে দ্রুপদ-নন্দিনী।
সত্বর তথায় আইলেন ধর্ম্মমণি॥
কহেন মধুরবাক্যে ধর্ম্মের নন্দন।
শীঘ্রগতি গুণবতী, করহ রন্ধন॥
আজিকার দিন যদি যায় ভালমতে।
তবে জানি কিছুকাল বাঁচিব জগতে॥

মহোগ্র দুর্ব্বাসা-ঋষি সর্ব্ব লোক বলে।
সংসার দহিতে পারে কোপের অনলে ॥
স্নান করি অবিলম্বে আসিবে সে-জন।
সংহতি করিয়া যত শিষ্য-তপোধন ॥
স্বচ্ছন্দ-বিধানে যদি পায় অন্ন-পান।
তবে সে হইবে সবাকার পরিত্রাণ ॥
এইহেতু বড় চিন্তা হয় মোর মনে।
যা করিতে পার কৃষ্ণা, আপনার গুণে ॥
তোমা হ'তে সঙ্কটেতে সবে সদা তরি।
তুমি করিয়াছ বন হস্তিনানগরী ॥
তোমার যতেক গুণ, না হয় বর্ণনা।
কৃষ্ণ আর কৃষ্ণা-পাণ্ডবের সম্ভাবনা ॥
আসিয়া রাখিল কৃষ্ণ, ছিল যত দায়।
এখন করহ তুমি, উচিত যে হয় ॥
কৃষ্ণা বলে, মহারাজ, করি নিবেদন।
অল্প কার্য্যে এত চিন্তা কর কি-কারণ ॥
ধর্ম্মপথ-মত যদি আমি হই সতী।
একান্ত আমার যদি ধর্ম্মে থাকে মতি ॥
সূর্য্যের বচনে আর তোমার প্রসাদে।
দশ লক্ষ হ'লে ভুঞ্জাইব অপ্রমাদে ॥
চিন্তা না করিহ কিছু ইহার কারণ।
এই দেখ মহারাজ, করি যে রন্ধন ॥
যাহ শীঘ্র শিষ্যসহ আন মুনিবর।
শুনি রাজা যুধিষ্ঠির হরিষ-অন্তর ॥
হেথায় দুর্ব্বাসা মুনি উঠিয়া সকালে।
করিল আহ্নিক-জপ প্রভাসের জলে ॥
সেইমত কৈল যত শিষ্যের সমাজ।
হেনকালে সবে ডাকি কহে মুনিরাজ ॥
সবে জান, কালি যে কহিনু ধর্ম্মরাজে।
অত্যন্ত লজ্জিত আমি আছি সেই কাজে ॥
চল শীঘ্র, সেই স্থানে যাব সর্ব্বজন।
করিব ধর্ম্মের প্রতি শান্তি-আচরণ ॥
এত বলি শিষ্যসহ চলে মুনিরাজ।
শুনিয়া আনন্দমতি পাণ্ডব-সমাজ ॥
আগুসরি কত দূর সর্ব্বজন আসি।
সাদরে সশিষ্য আনিলেন মহাঋষি ॥
অনেক করিয়া ভক্তি ভাই পঞ্চজনে।
বসাইল মৃগচর্ম্ম-কুশের আসনে ॥
সুশীতল জল আনি ধর্ম্মের নন্দন।
কৌতুকে করেন ধৌত মুনির চরণ ॥
আনন্দ-বিধানে তবে পঞ্চ-সহোদরে।
সেই পাদোদক আনি পরম সাদরে ॥
পান করি বন্দনা করেন সবে শিরে।
তবে ধর্ম্ম-নৃপবর কহে ধীরে ধীরে ॥
নিশ্চয় আমার প্রতি সুপ্রসন্ন বিধি।
পাইলাম আজি যত্ন-বিনা রত্ন-নিধি ॥
সুপ্রভাত হ'ল মোর আজিকার নিশি।
কৃপা করি আসিলেন নিজে মহাঋষি ॥
পৃথিবীতে ভাগ্যহীন আমার সমান।
নহিল, না হবে, হেন করি অনুমান ॥
তপস্যা করিল পূর্ব্বে পিতামহগণ।
যে-কিছু আমার আর পূর্ব্ব-উপার্জ্জন ॥
কৃপা কর আমারে সে-ফলে সর্ব্বজনে।
নহিলে অধম আমি তরি কোন্ গুণে ॥
যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি এতেক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে বলে তবে মহা তপোধন ॥
শুন ধর্ম্মসুত যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
আপনারে না জানিয়া কহ কেন বাণী ॥
তুমি ধর্ম্মবন্ত সত্যবাদী মতিমান্।
পৃথিবীতে নাহি কেহ তোমার সমান ॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি, ক্ষত্রিয় সুধীর।
সমুদ্রসমান অতি গুণেতে গভীর ॥
অসার সংসার এই, সারমাত্র ধর্ম্ম।
তোমার হইল রাজা, সহজ এ-কর্ম্ম ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ঐশ্বর্য্য মত্ততা।
তোমার নিকটবর্ত্তী নহিল সর্ব্বথা ॥
সুখ-দুঃখ শরীরের সহযোগ-ধর্ম্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম ॥

তাহাতে সন্তাপ নাহি করে জ্ঞানবান্।
সাধুর জীবন-মৃত্যু একই সমান ॥
সাধুর গণনে রাজা, তুমি অগ্রগণ্য।
পৃথিবীর লোক যত করে ধন্য-ধন্য ॥
তোমার বংশেতে যত মহারাজ ছিল।
ধার্ম্মিক তোমার তুল্য নহিবে, নহিল ॥
কহিলাম সত্য এই, লয় মম মন।
বসুমতীপতি-যোগ্য তুমি হে রাজন্ ॥
এ তিন ভুবনে তব পরিপূর্ণ যশ।
তোমার গুণেতে রাজা, হইলাম বশ ॥
কিন্তু এক কথা কহি, শুন মহারাজ।
সম্প্রতি তোমার ঠাঁই পাইলাম লাজ ॥
কহিয়া তোমারে হেথা করিতে রন্ধন।
সন্ধ্যা-হেতু প্রভাসেতে গেনু সর্ব্বজন ॥
সায়ংসন্ধ্যা-জপ-আদি যে-কিছু আছিল।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন সমাপ্ত করিল ॥
পথশ্রমে উঠিবার শক্তি কারো নাই।
আলস্যেতে শয়ন করিল সেই ঠাঁই ॥
আসিতে না পারে কেহ এই সে-কারণ।
তব স্থানে লজ্জা বড় হইল রাজন্ ॥
ক্ষুধার্ত্ত আছয়ে সবে, করিবে ভোজন।
স্নান করি গিয়া, যদি হইল রন্ধন ॥
ধর্ম্ম বলে, কালি মম দুরদৃষ্ট ছিল।
সে-কারণে সবাকারে আলস্য হইল ॥
হইল আমার যদি সুকর্ম্মের লেশ।
তবে মহামুনি আসি করিলে প্রবেশ ॥
দেবের দুর্ল্লভ হয় তব আগমন।
অল্পভাগ্যে এ-সব না হয় কদাচন ॥
মম শক্তি-অনুরূপ অন্ন-জল-স্থল।
তোমার প্রসাদে মুনি, প্রস্তুত সকল ॥
এত বলি মহানন্দে উঠি ধর্ম্মপতি।
নিকটে ডাকেন ভীমার্জ্জুনে মহামতি ॥
আজ্ঞা দেন ধর্ম্মসুত করিবারে স্থান।
শ্রুতমাত্র দুই ভাই হৈল সাবধান ॥

নানা দিকে স্থান করি দিল অন্ন জল।
নিযুক্ত করিল তাহে রক্ষক-সকল ॥
আনন্দ-বিধানে তবে ভাই দুইজনে।
শীঘ্রগতি জানাইল ধর্ম্মের নন্দনে ॥
ধর্ম্ম বলে, অবধান কর মুনিরাজ।
অতঃপর বিলম্বেতে নাহি কিছু কাজ ॥
হইবে রৌদ্রের তেজ হ'লে অতি বেলা।
বিধাতা নিযুক্ত করিলেন বৃক্ষতলা ॥
মুনি বলে, যুধিষ্ঠির, তুমি সাধুজন।
অট্টালিকা হ'তে ভাল তোমার আশ্রম ॥
কদর্য্য-স্থানেতে যদি সাধুজন রয়।
স্বর্গের সমান তাহা, বেদে হেন কয় ॥
এত বলি মহানন্দে উঠি মুনিবর।
আনন্দ-বিধানে বসে সহ শিষ্যবর ॥
বসিলেন মুনিগণ যথাযোগ্য স্থানে।
যুধিষ্ঠির-পঞ্চভাই হরিষ-বিধানে ॥
অন্ন-পরিবেষণাদি করে সবে আনি।
বাড়িয়া ব্যঞ্জন-অন্ন দেন যাজ্ঞসেনী ॥
তবে অতি শীঘ্রহস্ত ভাই পঞ্চজন।
যেই যাহা চাহে, তাহা দেন সেইক্ষণ ॥
অপরূপ দেখ তায় দৈবের কারণ।
একবার একদ্রব্য করয়ে রন্ধন ॥
আপনার ইচ্ছাবশে যত করে ব্যয়।
সূর্য্য-অনুগ্রহে পুনঃ পরিপূর্ণ হয় ॥
স্থানে-স্থানে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
ভোজন করেন সবে বড় কুতূহলী ॥
না জানি খায় বা কত, দেয় কত আনি।
খাও খাও বলে সবে, এই মাত্র শুনি ॥
অবিলম্বে তাহা পায়, যাহে অভিলাষী।
ভোজন করিল দশ-সহস্র তপস্বী ॥
অনন্তরে উঠি সবে করে আচমন।
সাধু-সাধু ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন ॥
দুর্ব্বাসা বলেন, রাজা, তুমি ভাগ্যবান্।
নহিল নহিবে আর তোমার সমান ॥

এমনপ্রকার যদি পাই বনবাস।
তবে আর কিবা কার্য স্বর্গে অভিলাষ ॥
তোমার ভ্রাতারা সব মহাগুণবান্।
দ্রুপদ-নন্দিনী হয় লক্ষ্মীর সমান ॥
ভোজনে যেমন তৃপ্ত হইলাম আমি।
এইমত নিরন্তর হবে তুষ্ট তুমি ॥
কদাচিৎ চিন্তা কিছু না করিহ মনে।
খণ্ডিবে তোমার দুঃখ অতি-অল্পদিনে ॥
তোমারে দিলেক দুঃখ যাহার মন্ত্রণা।
মজিবে তাহার বংশ পাইয়া যন্ত্রণা ॥
কহিলাম ধর্ম্মপুত্র, মিথ্যা নহে বাণী।
দেখহ দ্রৌপদী এই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ॥
বিদায় করহ শীঘ্র, যাই তপোবন।
শুনিয়া কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
সফল এ-জন্ম-কর্ম্ম মানিনু আপনি।
যাহে এত কৃপা কর কৃপাসিন্ধু মুনি ॥
মম এই নিবেদন তোমার অগ্রেতে।
কদাচিৎ বিচলিত নহি সত্যপথে ॥
দুর্ব্বাসা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি আর তোমার সমান ॥
সত্য করি কহি কথা, শুন দিয়া মন।
যবে গিয়াছিনু আমি হস্তিনাভুবন ॥
সেবাতে করিল বশ রাজা দুর্য্যোধন।
হেথায় আসিতে মোরে কহে অনুক্ষণ ॥
নিয়ম করিয়া মোরে পাঠাইল হেথা।
দশদণ্ড রাত্রি পর তুমি যাবে তথা ॥
মনেতে করিল সেই গেলে নিশাকালে।
অতিথি সেবিতে নারি পড়িবে জঞ্জালে ॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, শুন মহামুনি।
সম্পদ্ বিপদ্ মোর দেব-চক্রপাণি ॥
আর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
তুমি যে আসিলে হেথা মোর ভাগ্যোদয় ॥
তোমার চরণে যদি থাকে মোর মন।
আমারে করিতে নষ্ট নারে অন্য জন ॥

এত বলি ধর্ম্মপুত্র নমস্কার কৈল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি আশীর্ব্বাদ দিল ॥
আর চারি ভাই তবে বন্দে মুনিরাজে।
সেইমত সম্ভাষিলা শিষ্যের সমাজে ॥
সবে আশীর্ব্বাদ করি বেদবিধি-মতে।
তুষ্ট হ'য়ে সর্ব্বজন চলে পূর্ব্বপথে ॥
আনন্দিত ভ্রাতৃসহ ধর্ম্মের কুমার।
দুর্য্যোধন পায় ক্রমে সব সমাচার ॥
পরাণে কাতর দুষ্টবুদ্ধি দুরাশয়ে।
অসহ্য বজ্রের প্রায় বাজিল হৃদয়ে ॥
আহারে অরুচি, চিত্ত সতত চঞ্চল।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে সদা, শরীর দুর্ব্বল ॥
এইরূপে দুর্য্যোধন চিন্তাকুল হ'য়ে।
একান্তে বসিল যত পাত্রমিত্র ল'য়ে ॥
ত্রিগর্ত্ত-শকুনি-কর্ণ-দুঃশাসন আদি।
হেনকালে কহে রাজা কর্ণেরে সম্বোধি ॥
মহাভারতের কথা সুধা-সমতুল।
কাশীরাম দাস কহে, ভুবনে অতুল ॥

● দুর্য্যোধনের মনোদুঃখ-শ্রবণে কর্ণের প্রবোধ-বাক্য

এইমত নরপতি, চিন্তিয়া আকুল-অতি,
অত্যন্ত-উদ্বেগে ব্যগ্র হ'য়ে।
ডাকাইল সর্ব্বজনে, বসিল নিভৃত-স্থানে,
যত পাত্রমিত্রগণ ল'য়ে ॥
দুর্য্যোধন হেনকালে, কর্ণে সম্বোধিয়া বলে,
অবধান কর মোর বোলে।
দুঃখের নাহিক ওর, দগ্ধ হৈল তনু মোর,
অনুক্ষণ চিন্তার অনলে ॥
বিশেষ তোমরা সবে, মন্ত্রণার অনুভবে,
যে-কিছু করিলে সুবিচার।
করিতে আমার হিত, বিধি কৈল বিপরীত,
এক চিন্তা কৈলে হয় আর ॥

পুনঃপুনঃ এইমত, উপায় করিনু যত,
হিংসা-হেতু পাণ্ডুপুত্রগণে।
পরম সঙ্কটে তার, হিতপক্ষ প্রতীকার,
না জানি করিল কোন্‌জনে ॥
সকল বালক মিলে, ক্রীড়ার কৌতুককালে,
ভীমেরে দেখিয়া বলবান্।
কেহ তারে নহে শক্য, নিবারিতে প্রতিপক্ষ,
কালকূট করাইনু পান ॥
বান্ধি হস্ত-পদ-গলে, ফেলিনু গভীর-জলে,
দৈবযোগে গেল রসাতল।
কেবা দিল প্রাণদান, সুধা-কুম্ভ করি পান,
অযুত হস্তীর ধরে বল ॥
জতুগৃহে অনন্তর, পোড়াইয়া কলেবর,
ভাবিলাম, করিব সংহার।
বুদ্ধিবলে তাহে তরি, দুরন্ত রাক্ষস মারি,
পাইল পরম প্রতীকার ॥
কাল কাটি অনায়াসে, গেল পাঞ্চালের দেশে,
পাঞ্চালী পাইল স্বয়ম্বরে।
কি দিব ভাগ্যের লেখা, দ্রুপদ হইল সখা,
জিনিলেক লক্ষ-দণ্ডধরে ॥
অনন্তরে রাজ্যে আসি, অবনীমণ্ডল শাসি,
যে-কর্ম্ম করিল যজ্ঞকালে।
কে তার উপমা দিবে, না হইল, না হইবে,
ক্ষিতিমধ্যে ক্ষত্রিয়ের কুলে ॥
পিতামহ-মুখে শুনি, যদুকুলে চক্রপাণি,
পূর্ণব্রহ্ম নিজে অবতার।
ব্রাহ্মণ-চরণ-ধৌতে, নিযুক্ত করিল তাতে,
হেন-জন যজ্ঞেতে যাহার ॥
হইল এমনি ক্রম, স্থলে হ'ল জলভ্রম,
তাহাতে ঘটিল যে দুর্দ্দশা।
তাহে পেয়ে অপমান, বাঞ্ছা হৈল, ত্যজি প্রাণ,
সেই দুঃখে খেলাইনু পাশা ॥
হারিলেক রাজ্যধন, দাসত্ব করিল পণ,
তাতে জয় হইল আমার।
অন্ধরাজ-বুদ্ধিদোষে, আপনার ভাগ্যবশে,
যাজ্ঞসেনী করিল উদ্ধার ॥
সবে মিলি পুনর্ব্বার, মন্ত্রণা করিয়া সার,
বনবাস কৈনু নিরূপণ।
না পাইল কোন দুঃখ, বনে তার নানাসুখ,
স্বর্গে যেন সহস্রলোচন ॥
হিড়িম্বাদি জটাসুরে, মুহূর্ত্তেকে যমপুরে,
পাঠাইল করিয়া বিক্রম।
ভীমসেন শত্রুগণে, নিপাত করিল রণে,
অনায়াসে, না জানিল শ্রম ॥
একা পার্থ মহাবল, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল,
জিনিবারে হইল ভাজন।
দ্বিতীয় বিক্রম-সীমা, ভীমপরাক্রম ভীমা,
যার নামে সভয় শমন ॥
মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের সম, অপ্রমেয় পরাক্রম,
মাদ্রীপুত্র-যুগল বিশেষে।
আর এক অনুমানি, লক্ষ্মীরূপা যাজ্ঞসেনী,
পাইল পাণ্ডব পুণ্যবশে ॥
তাহার সুকর্ম্ম যত, বিশেষ কহিব কত,
বলিতে না পারি একমুখে।
একদ্রব্য সুসংযোগে, স্বর্গের অধিক ভোগে,
বনেতে পাণ্ডব আছে সুখে ॥
নিত্য নিয়মিত যত, প্রতিদিন শত শত,
ব্রাহ্মণেরে করায় ভোজন।
লক্ষাবধি যত আসে, তারা সব ভাগ্যবশে,
বিমুখ না যায় কোনজন ॥
সেদিন হিংসিতে তারে, পাঠাইনু দুর্ব্বাসারে,
শিষ্য-দশ-সহস্র-সংহতি।
শুনিলাম লোকমুখে, ভোজন করিয়া সুখে,
মুনি গেল আপন-বসতি ॥
ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বজনে, গেলাম প্রভাসস্নানে,
দেখিনু সকল বিদ্যমান।
যে-কর্ম্ম করিল তায়, বুঝিলাম অভিপ্রায়,
নহি তার শতাংশে সমান ॥

তপ জপ যজ্ঞ ব্রত, বল বুদ্ধি ধৈর্য্য যত,
পাণ্ডবের আছয়ে সকল।
সবাই সমান গুণ, বিশেষতঃ ভীমার্জ্জুন,
ক্ষিতিমধ্যে দুই মহাবল॥
যে-কিছু উপায় শেষে, মন্ত্রণার সমাবেশে,
যদ্যপি না হয় প্রতীকার।
বুদ্ধিবলে অনায়াসে, কাল কাটি কোনদেশে,
আসিয়া দিবেক মহামার॥
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সম, যেন মহাকাল যম,
বারণ করিবে কোন্ জন।
এই চিন্তা অবিরত, কুম্ভকার-চক্রমত,
সতত অস্থির মম মন॥
অতি সে উদ্বিগ্নমনে, সবাকার বিদ্যমানে,
কহিল কৌরব-অধিপতি।
দুর্য্যোধন-মনঃক্লেশ, জানি হিত-উপদেশ,
সূর্য্যপুত্র কহে মহামতি॥
মহারাজ, কি-কারণে, এতেক উদ্বেগ মনে,
কি-হেতু পাণ্ডবে কর ভয়।
তোমার নিয়োগবলে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে,
উপমার যোগ্য হেন নয়॥
কহিলে যে মহারাজা, পাণ্ডব প্রবল-তেজা,
আসিয়া দিবেক মহামার।
বহুদিন তারা আছে, আমরাও আছি কাছে,
হিংসা কবে করিল কাহার॥
বনের নিবাস গত, শেষদিন আছে যত,
যদ্যপি বঞ্চিবে মহাক্লেশে।
কহ কোথা আছে ঠাঁই, লুকাইবে পঞ্চভাই,
অজ্ঞাতে বঞ্চিবে কোন্ দেশে॥
যতেক নৃপতিচয়, তোমারে সবার ভয়,
কাছে না রাখিবে কোনজন।
পাঠাইব চরগণে, নগর-পর্ব্বত-বনে,
খুঁজিলে পাইবে দরশন॥
আছে পূর্ব্ব-নিরূপণ, দ্বাদশ-বৎসর বন,
বঞ্চিবেক অজ্ঞাত বৎসর।

এতেক যে কালান্তরে, কেবা জীয়ে কেবা মরে,
চিরজীবী নহে কোন নর॥
শুভ ভাগ্যবশে যদি, বঞ্চিয়া অজ্ঞাত বিধি,
আসিবেক যখন সকল।
বনবাস-মহাকষ্ট, চিন্তাকুল জ্ঞানভ্রষ্ট,
শক্তিহীন হইবে দুর্ব্বল॥
তখন করিব ক্রম, প্রকাশিয়া পরাক্রম,
স্বকার্য্য সাধিব কুতূহলে।
নিমেষেকে পঞ্চজনে, পাঠাইব যম-স্থানে,
তোমার পুণ্যের মহাবলে॥
আমার বিক্রম জানি, কি-কারণে নৃপমণি,
ক্ষুদ্রজনে কর এত ভয়।
ভীষ্ম-দ্রোণ-অশ্বত্থামা, সবে অনুগত তোমা,
কি করিবে পাণ্ডুর তনয়॥
এত যদি কর্ণবীর, হিতপক্ষ নৃপতির,
কহিল, শুনিল জ্ঞানবান্।
সূর্য্যপুত্র কহে যত, তাহা নহে অন্যমত,
সবে তাহা করিল প্রমাণ॥
এইমত সর্ব্বজনে, কহিলেন দুর্য্যোধনে,
আশ্বাস করিয়া বহুতর।
শুনিয়া এ-সব বাণী, দুর্য্যোধন মহামানী,
কতক্ষণে করিল উত্তর॥
বলবুদ্ধি-অনুভবে, যে-কিছু কহিলে সবে,
অন্যথা না করি কদাচন।
কিন্তু নহি দীর্ঘজীবী, সর্ব্বদা এ-সব ভাবি,
যোগবৎ চিন্তি অনুক্ষণ॥
বনের বিচিত্র কথা, মধুর মঙ্গল-গাথা,
প্রকাশিল মহামুনি ব্যাস।
সেই কথা মনঃ-সুখে, শুনিয়া লোকের মুখে,
পাঁচালী রচিল তাঁর দাস॥

———

● জয়দ্রথের দ্রৌপদী-হরণে যাত্রা

দুর্য্যোধন কহে, সবে কি যুক্তি করিলে।
বিধাতা দিবেক বলি নিশ্চিন্ত রহিলে॥
বিধিকৃত হ'লে জানি অবশ্যই জয়।
তিনি না করিলে জানি সব মিথ্যা হয়॥
সংসারে থাকিয়া লোক করিবে উদ্যোগ।
নিত্য-নিত্য ভুঞ্জিবেক নানা উপভোগ॥
অনুক্ষণ করিবেক স্বকার্য্য-সাধন।
পূর্ব্বমত আছে হেন বিধি-নির্ব্বন্ধন॥
ফল পায়, যেবা রাখে বিধাতাতে মন।
জীবনেতে উপায় করিবে সর্ব্বজন॥
বুদ্ধিতে পাণ্ডব যদি গুপ্তবাস তরে।
অনর্থ করিবে আসি মহাক্রোধভরে॥
ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রম এক একজন।
কাহার হইবে শক্তি করিতে বারণ॥
মাতুল ত্রিগর্ত্ত তুমি, আমি দুঃশাসন।
মহাশ্রম করিলে না পারি কদাচন॥
মন্ত্রণা করিয়া যদি সংহারিতে পারি।
উদ্বেগ-সাগর হ'তে অনায়াসে তরি॥
কহিলে যতেক কথা, মনে নাহি লয়।
পরাক্রমে পাণ্ডবেরে কে করিবে জয়॥
সুযুক্তি ইহার এই লয় মম মন।
আনিব দ্রুপদ-সুতা করিয়া হরণ॥
দ্রুপদ-নন্দিনী হয় পাণ্ডবের প্রাণ।
অশেষ-সঙ্কটে নিত্য করে পরিত্রাণ॥
বুদ্ধিবল করি যদি তাহাকে হরিবে।
নিশ্চয় দেখিবে, তবে পাণ্ডব মরিবে॥
সে-কারণে কহি আমি এ সব সম্মত।
গুপ্তবেশে সেই স্থানে যাক্ জয়দ্রথ॥
বুদ্ধিবলে বিশারদ তারে ভাল জানি।
প্রকার করিয়া যেন হরে যাজ্ঞসেনী॥
লুকায়ে রাখিবে কৃষ্ণা অতি গুপ্তস্থানে।
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন না পায় সন্ধানে॥
কৃষ্ণার বিচ্ছেদে বড় পাইবেক শোক।
এইরূপে পঞ্চভাই হইবে বিয়োগ॥
নিষ্কণ্টক হবে রাজ্য, ঘুচিবে জঞ্জাল।
নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করি চিরকাল॥
তোমা-সবাকার যদি হয় ত সম্মতি।
তবে সে কর্ত্তব্য এই, লয় মম মতি॥
কহিল এতেক যদি কৌরব-প্রধান।
প্রশংসা করিল তবে মন্ত্রী জ্ঞানবান্॥
ধন্য ধন্য মহাশয়, মন্ত্রণা তোমার।
করিলে যে মন্ত্রণা, তা' সংসারের সার॥
অবশ্য কর্ত্তব্য এই, বলিল সকলে।
গুপ্তবেশে জয়দ্রথ যাক সেইস্থলে॥
দুষ্টমতিগণ যদি এতেক কহিল।
শুনিয়া নৃপতি তবে আনন্দিত হৈল॥
তবে জয়দ্রথে আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন।
তুমি শীঘ্র কাম্যবনে করহ গমন॥
সাবধান হ'য়ে তুমি রবে চূড়ামণি।
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী॥
এতেক কহিল যদি কৌরব-ঈশ্বর।
কতক্ষণে জয়দ্রথ করিল উত্তর॥
তোমার আজ্ঞাতে আমি যাই কাম্যবন।
কিন্তু পাণ্ডবেরে সবে জানহ যেমন॥
দ্বিতীয় শমন-তুল্য একৈক পাণ্ডব।
শতাংশ-সমান তার নহি মোরা সব॥
বিশেষে আপন মনে কর অবধান।
গন্ধর্ব্ব-সমরে একা পার্থ কৈল ত্রাণ॥
জীয়ন্তে বাঘের চক্ষু আনে কোন্ জনে।
কার শক্তি হিংসিবে সে পাণ্ডুপুত্রগণে॥
যদি বা তোমার বাক্য নাহি করি আন।
নিমেষেকে বৃকোদর বধিবেক প্রাণ॥
বিশেষ দ্রুপদ-সুতা লক্ষ্মী-অবতার।
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার॥
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা।
সে কেন করিবে হেন দুরন্ত প্রত্যাশা॥

জয়দ্রথ-মুখে তবে এই বাক্য শুনি।
বিনয়পূর্ব্বক তারে কহে নৃপমণি ॥
কহিলে যতেক কথা, আমি সব জানি।
পাণ্ডবের সম্মুখে কে হরে যাজ্ঞসেনী ॥
কি ছার কৌরব-সেনা, কর্ণে গণি কিসে।
অন্যে কি করিবে, যারে দণ্ডপাণি ত্রাসে ॥
একা পার্থ জিনিলেক এ তিন ভুবন।
সুরাসুর নাগ নরে সম কোন্ জন ॥
সুযুক্তি ক'রেছি এই, শুন দিয়া মন।
আনিবে দ্রুপদ-সুতা করিয়া গোপন ॥
নিকটে-নিকটে সদা রবে সাবধানে।
অতি সঙ্গোপনে, যেন কেহ নাহি জানে ॥
স্নানদানে সবে যবে যাবে চারিভিত।
সেইকালে সেইস্থানে হবে উপনীত ॥
হরিয়া দ্রুপদ-সুতা প্রকার-বিশেষে।
যত্ন করি লুকাইবে অতি দূরদেশে ॥
খুঁজিয়া পাণ্ডব যেন উদ্দেশ না পায়।
তার শোকে পাণ্ডবেরা মরিবে নিশ্চয় ॥
সুসিদ্ধ হইবে তবে মনের অভীষ্ট।
নিঃসঙ্কটে রাজ্যভোগ করিব যথেষ্ট ॥
তোমা-বিনা অন্য জন ইথে নহে শক্য।
সহায় সম্পদ মোর, তুমি সে সপক্ষ ॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
অমূল্যে কিনিবে তুমি রাজা দুর্য্যোধন ॥
পুনঃপুনঃ কহে রাজা মৃদু-মৃদু ভাষ।
শুনি জয়দ্রথ করে বচন প্রকাশ ॥
কি-কারণে এত কথা কহ নরপতি।
অবশ্য পালিব আমি তব অনুমতি ॥
এই আমি চলিলাম কাম্যক-কানন।
প্রাণপণে সম্পাদিব তব প্রয়োজন ॥
এত শুনি তুষ্ট হৈল প্রধান কৌরব।
সাজাইয়া দিল রথ করিয়া গৌরব ॥
সবে সম্ভাষিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
চালাইয়া দিল কাম্য-কাননের পথে ॥
যাইতে যাইতে রথে করিল বিচার।
রাজার সাহসে আজি কৈনু অঙ্গীকার ॥
পড়িলে ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার।
ঈশ্বর করেন যদি, হবে প্রতীকার ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে যুক্তি কৈল সার।
চৌর্য্য-বিনা কার্য্য সিদ্ধ না হবে আমার ॥
এইরূপে জয়দ্রথ চিন্তাকুল মনে।
উপনীত হৈল গিয়া মহাঘোর-বনে ॥
মধ্য দিয়া পথ শোভে, দুদিকে কানন।
নানাবর্ণ সুবাসিত পুষ্প অগণন ॥
বিবিধ-কুসুমে দেখে শোভিয়াছে বন।
মকরন্দ পান করে সুখে অলিগণ ॥
ইত্যাদি অনেক শোভা দেখিয়া কাননে।
কাম্যবন-নিকটে আইল কতদিনে ॥
নন্দনকানন তুল্য দেখে কাম্যবন।
অনেক আশ্রমে তথা দেখে মুনিগণ ॥
স্থানে স্থানে দেখে কত দেবের আশ্রম।
বিবিধ বিহঙ্গ রব করে নানাক্রম ॥
হইল কৌতুক মনে করিতে ভ্রমণ।
উত্তরিল কতক্ষণে যথা পঞ্চজন ॥
তাহার নিকটে জয়দ্রথ লুকাইয়া।
ছিদ্র চাহি থাকে বীর পথ নিরখিয়া ॥
শমনসমান জানি ভীম ধনঞ্জয়ে।
নিকটে যাইতে নারে পরাণের ভয়ে ॥
হেনমতে তথা রহে হইয়া গোপন।
এক দিন শুন রাজা, দৈবের ঘটন ॥
বনপর্ব্ব সুধারস ব্যাস-বিরচন।
পয়ারে কহয়ে কাশী, শুনে সাধুজন ॥

● দ্রৌপদী-হরণ

শুন জন্মেজয় রাজা, দৈবের ঘটনে।
জয়দ্রথ গুপ্তভাবে রহে কাম্যবনে ॥

উঠিয়া প্রভাতকালে ভাই দুইজন।
রাজার নিকটে রাখি মাদ্রীর নন্দন ॥
মৃগয়া করিতে যান ভীম-ধনঞ্জয়।
স্নানহেতু যান ক্রমে বিপ্রসমুদয় ॥
পরে চলিলেন স্নানে ভাই তিনজন।
বসিয়া দ্রৌপদী একা করেন রন্ধন ॥
জয়দ্রথ দেখে, শূন্য হইল মন্দির।
জানিয়া সময় তথা গেল মহাবীর ॥
কুটির-দুয়ারে গিয়া রথ সংস্থাপিল।
শূন্যালয় দেখি তবে আনন্দ হইল ॥
রথ হ'তে ভূমিতলে নামে মহাবীর।
কুটুম্ব জানিয়া কৃষ্ণা হইল বাহির ॥
মনেতে জানিল এই অপূর্ব্ব অতিথি।
পূজাহেতু চিন্তা তারে করে গুণবতী ॥
শূন্যালয় তথা আর নাহি কোনজন।
আপনি আনিয়া দিল দিব্য কুশাসন ॥
পাদপ্রক্ষালন হেতু আনি দিল জল।
জিজ্ঞাসা করিল, কহ ঘরের কুশল ॥
কোথা হ'তে এলে এবে, যাবে কোন্ দেশে।
এ বনে আসিলে কোন্ প্রয়োজনোদ্দেশে ॥
জয়দ্রথ বলে, আর নাহি কোন কাজ।
ভেটিবারে আসিলাম ধর্ম্ম মহারাজ ॥
একামাত্র দেখি তুমি করিছ রন্ধন।
কহ দেখি, কোথা গেল ধর্ম্মের নন্দন ॥
কোন্ কার্য্য-হেতু গেল ভীম-ধনঞ্জয়।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কোথা, মাদ্রীর তনয় ॥
কৃষ্ণা বলে, স্নানে গেল ব্রাহ্মণ-সমাজ।
মাদ্রীপুত্রদ্বয় গেল সহ ধর্ম্মরাজ ॥
ভীমার্জ্জুন গেল বনে মৃগয়া-কারণে।
মুহূর্ত্তে এখনি সবে আসিবে এখানে ॥
দ্রৌপদীর মুখে শুনি এ-সব বচন।
দুষ্ট জয়দ্রথ হৈল সচঞ্চল-মন ॥
বিচার করিল মনে, সবে দূরে গেল।
উচিত সময় মোর বিধাতা মিলাল ॥
চতুর্দ্দিকে চাহে, কেহ নাহিক কোথায়।
চঞ্চল হইয়া বীর ঘন ঘন চায় ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা, তুলি নিল রথে।
শীঘ্র রথ চালাইল হস্তিনার পথে ॥
কৃষ্ণা বলে, দুষ্ট কর্ম্ম কর কুলাঙ্গার।
বুঝিলাম কাল পূর্ণ হইল তোমার ॥
উচ্চ বংশে জনমিয়া কর নীচ কর্ম্ম।
মুহূর্ত্তে এখনি তার ফলিবেক ধর্ম্ম ॥
যাবৎ পুরুষসিংহ ভীম নাহি দেখে।
প্রাণ ল'য়ে যাহ শীঘ্র ছাড়িয়া আমাকে ॥
আরে দুষ্ট, কি করিলি, হ'লি মতিচ্ছন্ন।
নিশ্চয় তোমার কাল হইল সম্পূর্ণ ॥
আরে অন্ধ, ভাল-মন্দ জানহ সকল।
হেন কর্ম্ম কর, যাতে ফলয়ে সুফল ॥
পরপক্ষজন যদি আসি করে রণ।
সাহায্য করিয়া তাকে রাখে বন্ধুগণ ॥
তোর ক্রিয়া শুনি লোক কর্ণে দেয় কর।
হেন দুরাচার তুই অধম পামর ॥
হেনমতে তিরস্কার করে যাজ্ঞসেনী।
চোরা নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী ॥
ভালমন্দ জয়দ্রথ কিছু নাহি কহে।
চালাইয়া দিল রথ, তিলেক না রহে ॥
দ্রৌপদী দেখিল তবে, পড়িনু বিপাকে।
গোবিন্দ-গোবিন্দ বলি পরিত্রাহি ডাকে ॥
কি জানি, কৃষ্ণের পায় কৈনু অপরাধ।
সে-কারণে হ'ল মোর এতেক প্রমাদ ॥
কোথা গেল মহারাজ ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথা গেল মাদ্রীপুত্র বিক্রমে কেশরী ॥
ভুবন-বিজয়ী কোথা পার্থ মহামতি।
তোমার ভার্য্যার হের হৈল হেন গতি ॥
পরিত্রাহি ডাকে, কোথা ভীম মহাবল।
দুষ্ট জনে আসি দেহ সমুচিত-ফল ॥
তোমরা যে পঞ্চভাই রহিলে কোথায়।
জয়দ্রথ মন্দমতি বনে ল'য়ে যায় ॥

শূন্যালয়ে আছি, দুষ্ট জানিয়া ধরিল।
সিংহের বনিতা নিতে শৃগাল ইচ্ছিল ॥
সকল লোকের সাক্ষী দেব বিকর্ত্তন।
আজন্ম জানহ তুমি সবাকার মন ॥
কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতী।
ইহার উচিত ফল লভুক দুর্ম্মতি ॥
এইমত যাজ্ঞসেনী পাড়িছে দোহাই।
হেনকালে আশ্রমেতে আসে তিন ভাই ॥
শূন্যালয় দেখি মনে হইলেক স্তব্ধ।
শুনিলেন দ্রৌপদীর ক্রন্দনের শব্দ ॥
ব্যগ্র হ'য়ে তিন ভাই ধনু ল'য়ে হাতে।
শব্দ অনুসারে ধায় শীঘ্র সেই পথে ॥
না দেখেন পথ, সবে চিন্তাকুল ধায়।
দূর হ'তে দেখিলেন, জয়দ্রথ যায় ॥
আকুল হইয়া কৃষ্ণা ডাকে ঘনে-ঘন।
দূর হ'তে আশ্বাসিয়া কহে তিনজন ॥
ভয় নাই ভয় নাই, বলয়ে বচন।
হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥

● ভীমহস্তে জয়দ্রথের লাঞ্ছনা

মৃগয়া করিয়া আসে ভাই দুইজন।
সেই পথে জয়দ্রথ করিছে গমন ॥
দূর হ'তে শুনিলেন ক্রন্দনের রোল।
উদ্ধার করহ ভীম, শুনে এই বোল ॥
অর্জ্জুন কহেন, ভীম, শুনি বিপরীত।
হেথা যাজ্ঞসেনী কেন ডাকে আচম্বিত ॥
কি হেতু আসিল কৃষ্ণা নির্জ্জন কাননে।
না জানি হিংসিল আসি কোন্ দুষ্টজনে ॥
কিংবা কেবা বিরোধিল ধর্ম্মের তনয়।
আকুল আমার মন গণিয়া প্রলয় ॥
ভীম বলে, এ কথা না লয় মম মনে।
কে যাইতে ইচ্ছা করে শমন-ভবনে ॥
চল শীঘ্র, ভাল নহে এ সব কারণ।
সমুচিত ফল দিব করি নিরূপণ ॥
এত বলি দুই বীর যান বায়ুপ্রায়।
শব্দ-অনুসারে ধান দ্রৌপদীর রায় ॥
হেনকালে দূরে দেখিলেন এক রথ।
ধ্বজা দেখি জানিলেন, যায় জয়দ্রথ ॥
তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
চিন্তামাত্রে রথবর আসিল তখন ॥
আরোহণ করিলেন দোঁহে হৃষ্টমতি।
চালাইয়া দেন রথ পবনের গতি ॥
দেখিল নিকট হ'ল অর্জ্জুনের রথ।
প্রাণভয়ে পলাইয়া যায় জয়দ্রথ ॥
রথ হৈতে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥
দেখিয়া ভীমের মনে সন্তাপ হইল।
রথ হ'তে দিয়া লাফ ভূতলে পড়িল ॥
অধিক ধাইল দুষ্ট অতি চিন্তাকুল।
চক্ষুর নিমেষে ভীম ধরে তার চুল ॥
মৃগেন্দ্র রুষিয়া যেন ধরে ক্ষুদ্র পশু।
ক্ষুধিত খগেন্দ্রমুখে যেন সর্পশিশু ॥
সেইমত তার চুল ধরিলেক টানি।
ক্রোধভরে গেল যথা পার্থ-যাজ্ঞসেনী ॥
কহিল কৃষ্ণারে তবে আশ্বাস-বচন।
ধীরা হও যাজ্ঞসেনী, ত্যজ দুঃখ-মন ॥
যেমত তোমাকে দুঃখ দিল দুষ্টজন।
তার মুখে মার লাথি, উচিত এখন ॥
আছিল মনের ক্রোধে দ্রুপদ-নন্দিনী।
সংবরিতে নারে ক্রোধ, দহিছে পরাণি ॥
তাহাতে ভীমের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অধর্ম্ম নাহিক ইথে, বিচারে জানিল ॥
তবে কৃষ্ণা অগ্রসরি অতি মনোসুখে।
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে ॥
জয়দ্রথে কহে, তবে ভীম মহাবল।
অবশ্য ভুঞ্জিতে হয় স্বকর্ম্মের ফল ॥

আরে দুষ্ট, থাকে যার জীবনের আশা।
সে কি কভু করে হেন দুরন্ত ভরসা॥
এই মুখে কৃষ্ণা হরি দিয়াছিলি রড়।
এত বলি গণি মারে দশটি চাপড়॥
বজ্রতুল্য খাইয়া ভীমের করাঘাত।
সঘনে কাঁপয়ে যেন কদলীর পাত॥
হেনমতে বৃকোদর মারিল প্রচুর।
চুলে ধরি টানি তবে লয় কতদূর॥
অনেক নিন্দিল তারে গভীর-গর্জ্জনে।
পুনশ্চ টানিয়া তারে আনে কতক্ষণে॥
মুক্তকেশ ত্রস্তবেশ, বহে রক্তধার।
ফাঁফর হইয়া কান্দে, নাহিক নিস্তার॥
চুলে ধরি ভূমিতলে ঘষে তার মুখ।
দেখি দ্রৌপদীর হৃদে হয় অতি সুখ॥
পুনঃপুনঃ প্রহারিল বীর বৃকোদর।
প্রাণমাত্র অবশেষ রহে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে ভূমে পড়ে অচেতন।
হেনকালে উপনীত ধর্ম্মের নন্দন॥
দেখিয়া তাহার দুঃখ দুঃখিত-হৃদয়।
রক্ষা-হেতু বিচারিয়া ধর্ম্মের তনয়॥
কহিলেন, শুন ভীম, করিলে কি কর্ম্ম।
বিশেষ ভগিনীপতি মারিলে অধর্ম্ম॥
ভাল পাইলেক দুষ্ট সমুচিত ফল।
দোষমত দণ্ড তার হইল সকল॥
কিন্তু বধ্য নহে, রাখ ইহার জীবন।
ভগিনী করিয়া রাঁড়ি নাহি প্রয়োজন॥
ভগিনী ভাগিনা দোঁহে হইবে অনাথ।
কান্দিবে সকলে আর সেই জ্যেষ্ঠতাত॥
সে-কারণে কহি ভাই, শুনহ বচন।
ছাড়হ, নির্লজ্জ যাক্ লইয়া জীবন॥
রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘিবারে নারি বৃকোদর।
জয়দ্রথ এড়ি বীর হইল অন্তর॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে সেই মূঢ়মতি।
মনে-মনে চিন্তা করে, পেনু অব্যাহতি॥
নিঃশব্দে রহিল বীর হ'য়ে নম্রশির।
ভর্ৎসিয়া কহেন তারে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে করিয়া কপটে।
কিহেতু মরিতে এলি এমন সঙ্কটে॥
ক্ষণেক না হৈত যদি মম আগমন।
এতক্ষণ যাইতিস্ শমন-সদন॥
পলাইয়া যাহ ল'য়ে নির্লজ্জ জীবন।
কুবুদ্ধি দিলেক তোরে যেই দুষ্টজন॥
সেইসব জনে গিয়া কহিবি সকল।
কত দিনান্তরে হবে সে সবার ফল॥
আমাকে দিলেক যত দুঃখ আর কষ্ট।
এইমত সর্ব্বজন হইবেক নষ্ট॥
এত বলি আশ্রমেতে যান ছয় জনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

● জয়দ্রথের শিবারাধনা

ক্ষান্ত হইলেন যদি ভাই পঞ্চজনে।
দুষ্ট জয়দ্রথ তবে বিচারিল মনে॥
পাঠাইয়া দিল মোরে কৌরব-প্রধান।
তার কার্য্য সাধিবারে বিধি হ'ল আন॥
কোন্ লাজে তারে গিয়া দেখাইব মুখ।
উপায় চিন্তিব, যাতে খণ্ডিবেক দুখ॥
এত কষ্ট দিল মোরে পাণ্ডব দুরন্ত।
তা সবা জিনিলে মম দুঃখ হবে অন্ত॥
ইন্দ্র-তুল্য পরাক্রম পাণ্ডব সকল।
কেমনে হইব শক্য, আমি হীনবল॥
তপোবলে পাণ্ডবেরা হয় বলবান্।
আমার তপস্যা বিনা গতি নাহি আন॥
কঠোর তপস্যা করি শুষ্ক-কলেবরে।
তপেতে করিব তুষ্ট দেব-মহেশ্বরে॥

প্রসন্ন হইবে যবে ত্রিদশের নাথ।
পাণ্ডব জিনিতে বর মাগিব পশ্চাৎ ॥
তবে যদি কার্য্যসিদ্ধি নহে কদাচন।
ত্যজিব জীবন আমি, করি এই পণ ॥
এত বলি হিমালয় পর্ব্বতেতে গেল।
শুচি হ'য়ে মন-আত্মা সংযত করিল ॥
নিয়ম করিয়া নিত্য করে নানা-ক্লেশ।
তপ আরম্ভিল করি হরের উদ্দেশ ॥
কত দিন বঞ্চিলেন খেয়ে মাত্র ফল।
অতঃপর ভুঞ্জে বীর শুধু মাত্র জল ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
বসিয়া তাহার মাঝে দিবস-রজনী ॥
বর্ষাকালে চারি মাস বসি বৃক্ষতলে।
মস্তকে পাতিয়া ধরে বরিষার জলে ॥
শীতেতে শীতল যথা সুশীতল নীর।
তাহাতে নিমগ্ন হ'য়ে থাকে মহাবীর ॥
তপস্যায় বৎসরেক করি মহাক্লেশ।
কঠোর তপেতে বশ হ'লেন মহেশ ॥
জানিয়া একান্ত ভক্তি দেব-মহেশ্বর।
মায়া করি ধরে হর বিপ্র-কলেবর ॥
যথা জয়দ্রথ আছে হিমালয়-গিরি।
তাহার নিকটে চলিলেন ত্রিপুরারি ॥
সমাধি করিয়া রাজা আছয়ে মননে।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত হরের চরণে ॥
হেনকালে ডাকি তারে বলেন ঈশ্বর।
তপস্যা ত্যজহ রাজা, মাগ ইষ্টবর ॥
এত শুনি জয়দ্রথ উঠিল কৌতুকে।
অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণমূর্ত্তি দেখিল সম্মুখে ॥
বিস্মিত হইয়া কহে, তুমি কোন্ জন।
মহেশ কহেন, আমি দেব-পঞ্চানন ॥
রাজা বলে, তুমি যদি দেব বিশ্বনাথ।
তোমার যে নিজমূর্ত্তি ভুবনে বিখ্যাত ॥
কৃপা করি সেই রূপ করহ প্রকাশ।
তবে সে আমার মনে হইবে বিশ্বাস ॥

ভক্ত জানি নিজ রূপ ধরিলেন হর।
রজত পর্ব্বত জিনি দীপ্ত কলেবর ॥
কটিতটে ফণিরাজ, পরা বাঘছাল।
শিরে জটা, বিভূতি-ভূষিত অঙ্গভাল ॥
নাগযজ্ঞ উপবীত, গলে হাড়মাল।
সুচারু চন্দ্রের কলা শোভিয়াছে ভাল ॥
বাম করে শোভে শৃঙ্গ, দক্ষিণে ডমরু।
দেখিয়া এমত রূপ বাঞ্ছা-কল্পতরু ॥
আপনারে কৃতকৃত্য মানে মহাবল।
দণ্ডবৎ হ'য়ে তবে পড়ে ভূমিতল ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায় ধরি অভয়-চরণ।
ভক্তিভাবে বহুবিধ করিল স্তবন ॥
অনাথের নাথ তুমি, কৃপার বিধান।
কৃপা করি নিজগুণে কর পরিত্রাণ ॥
মহেশ কহেন, রাজা, মাগ ইষ্টবর।
শুনি জয়দ্রথ কহে যুড়ি দুইকর ॥
আমারে অনাথ দেখি কৃপা কর যদি।
জিনিব পাণ্ডবে, আজ্ঞা দেহ কৃপানিধি ॥
এত শুনি শূলপাণি করেন উত্তর।
মনোনীত দেখি রাজা, মাগ অন্য বর ॥
জয়দ্রথ বলে, অন্য বরে কার্য্য নাই।
জিনিব পাণ্ডবে, আজ্ঞা করহ গোঁসাই ॥
মহেশ বলেন, তুমি নহ জ্ঞানযুত।
পুনঃপুনঃ কি কারণে কহ অসঙ্গত ॥
পাণ্ডব ভুবন-জয়ী, শুন মহামতি।
তাহারে জিনিতে পারে কাহার শকতি ॥
মনুষ্য জানিয়া তুমি করহ অবজ্ঞা।
আমি ত তোমার মত নহি হীনপ্রজ্ঞা ॥
প্রয়োজন নাহি আর কহিয়া বিস্তর।
অন্য যাহা ইচ্ছা রাজা মাগ ইষ্টবর ॥
আপনার ইষ্ট যে, সে শিবের অনিষ্ট।
স্পষ্ট বুঝি পুনঃ কহে জয়দ্রথ দুষ্ট ॥
এখনি জানিনু তুমি পাণ্ডবের সখা।
কি-হেতু আসিয়া দিলে অধমেরে দেখা ॥

যাহ প্রভু, নিজস্থানে করহ গমন।
প্রাণত্যাগ করিব, করিনু নিরূপণ॥
বলেন ধূর্জ্জটি বাক্যব্যয় কর মিছা।
যা' করিবে কর তবে আপনার ইচ্ছা॥
পরাণ ত্যজহ, কিংবা যাহা লয় মতি।
এই বর দিতে নাহি আমার শকতি॥
জয়দ্রথ পুনঃ বলে, করহ গমন।
হেথায় রহিয়া তবে কোন্ প্রয়োজন॥
নৃপতির এই বাক্য শুনি দিগম্বর।
কৈলাসশিখরে যান দুঃখিত-অন্তর॥

● জয়দ্রথ কর্তৃক অভিমন্যু-বধের বরলাভ

পুনর্ব্বার জয়দ্রথ আরম্ভিল তপ।
পাণ্ডবের পরাভব অন্তরেতে জপ॥
নানা ক্লেশে মহাবীর বঞ্চে অহর্নিশি।
তার তপ দেখি চমকিত সর্ব্বঋষি॥
ঊর্দ্ধপদে অধোমুখে করি অনাহার।
হেনমতে বৎসরেক গেল পুনর্ব্বার॥
জানিয়া একান্ত তবে নৃপ-ভাব-ভক্তি।
হরের রহিতে আর না হইল শক্তি॥
যথায় নৃপতি বসি করে তপঃক্লেশ।
সন্নিকটে পুনরপি আসিয়া মহেশ॥
রাজারে কহেন, তপ কর কি-কারণ।
চতুর্ব্বর্গ চাহ, যাহে লয় তব মন॥
রাজ্য অর্থ বিদ্যা কিংবা সন্ততি বৈভব।
যাহা চাহ, তাহা লহ, কি আছে দুর্ল্লভ॥
ইহা কহিলেন যদি করুণার নিধি।
জয়দ্রথ নৃপতিরে বিড়ম্বিল বিধি॥
মহামদে অন্ধ, রোষে আচ্ছাদিল মন।
সকল ছাড়িয়া চাহে পরের হিংসন॥
জয়দ্রথ বলে, যদি তুমি বর দিবে।
নিশ্চয় আমার মন, জিনিব পাণ্ডবে॥
ইহা বিনা অন্য বরে মম কার্য্য নাই।
বুঝিয়া বিধান এই করহ গোঁসাই॥
শুনিয়া কহেন শিব, শুনহ পামর।
পৃথিবীতে কত কত আছে ইষ্টবর॥
ইহা ছাড়ি ইচ্ছা কর পরের হিংসন।
বিশেষ পাণ্ডব তাহে, নহে অন্যজন॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য যেই অজেয় সংসারে।
কোন্ জন হবে শক্য জিনিতে তাহারে॥
বিশেষ অর্জ্জুন নামে তাহে এক জন।
তাহার মহিমা বল জানে কোন্ জন॥
পরম পুরুষ যেই ব্রহ্ম সনাতন।
দুই দেহ ধরিলেন নিজে নারায়ণ॥
বিশেষ হরিতে পৃথিবীর মহাভার।
নর-নারায়ণ রূপে পূর্ণ অবতার॥
নররূপ ধরি পার্থ কুন্তীর নন্দন।
যদুকুলে শ্রীগোবিন্দ নিজে নারায়ণ॥
মহামদে অন্ধমতি, না জান কারণ।
এদিগে জিনিতে বর দিবে কোন্ জন॥
হইবে গোবিন্দ যবে অর্জ্জুনের পক্ষ।
বরে কিসে গণি, আমি না হইব শক্য॥
যদ্যপি একান্ত হ'ল তোমার মনন।
জিনিবে অর্জ্জুন-বিনা আর চারি জন॥
রাজা বলে, আজ্ঞা ভাল কৈলে দেবরাজ।
বিনা পার্থ জিনি অন্যে মম কিবা কাজ॥
একান্ত যদ্যপি কৃপা আছয়ে আমায়।
আজ্ঞা কর জিনি যেন সহ ধনঞ্জয়॥
জীবন সফল তবে, পূর্ণ হবে আশ।
এত শুনি কহিলেন পুনঃ কৃত্তিবাস॥
বড় বংশে জন্মি তোর হীনবুদ্ধি হয়।
কি-কারণে কর রাজা, অসৎ আশয়॥
অর্জ্জুন অজেয় জান এ তিন ভুবনে।
সুরাসুর নাগ নর আমা-আদি জনে॥
আমার একান্ত ভক্ত পার্থ-আদি বীর।
অভেদ অর্জ্জুন-আমি, একই শরীর॥

বিশেষ আমার মিত্র প্রধান যাদব।
তাঁহার প্রধান সখা তৃতীয় পাণ্ডব ॥
আর ইন্দ্রদেব হ'তে লভিয়াছে জন্ম।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত যে অর্জ্জুনের কর্ম্ম ॥
জিনিতে নারিবে রাজা, কভু হেন জনে।
উপায় করিব এক তোমার কারণে ॥
অভিমন্যু পুত্র তার বড় বলবান্।
কৃষ্ণের ভাগিনা, প্রিয় প্রাণের সমান ॥
জিনিবে সমরে তারে দিলাম এ বর।
বিমুখ করিবে আর চারি সহোদর ॥
আত্মা হ'তে পুত্র হয়, শাস্ত্রে হেন কয়।
অভিমন্যু বধিলে মরিবে ধনঞ্জয় ॥
আর দেখ অবধ্য পাণ্ডব পঞ্চজন।
অস্ত্রাঘাতে কদাচিৎ না হবে মরণ ॥
কি কর্ম্ম করিবে তবে করিয়া বিমুখ।
চিরকাল পুত্রশোকে পাইবেক দুঃখ ॥
এত শুনি তুষ্টমতি হৈয়া নরপতি।
চরণে ধরিয়া বহু করিল প্রণতি ॥
কৈলাসশিখরে তবে যান মহেশ্বর।
জয়দ্রথ যায় তবে হস্তিনা-নগর ॥
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাশী কহে, সাধুজন পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

● হস্তিনায় জয়দ্রথের আগমন

হেথায় কৌরবপতি চিন্তাকুল হ'য়ে।
নিত্য অনুতাপ করে মন্ত্রিগণ ল'য়ে ॥
রাজা বলে, কহ মোর যত মন্ত্রিগণ।
জয়দ্রথ নৃপতির বিলম্ব-কারণ ॥
কেহ বলে, জয়দ্রথ গেল বহু দিন।
কি কর্ম্মে হইবে শক্য, বল-বুদ্ধি-হীন ॥
কেহ বলে, পাণ্ডব দেখিল জয়দ্রথে।
নিশ্চয় ত্যজিল প্রাণ ভীম-বজ্রহাতে ॥
কেহ বলে, কার্য্য সিদ্ধ করিতে নারিল।
লজ্জায় না দিল দেখা, নিজ রাজ্যে গেল ॥
এইমতে চিন্তাকুল আছে নরপতি।
হেনকালে জয়দ্রথ আসিল দুর্ম্মতি ॥
নিরখিয়া ভূপতির আনন্দ প্রচুর।
সভাশুদ্ধ নরপতি গেল কতদূর ॥
বহুকাল পরে পেয়ে বন্ধু-দরশন।
পরস্পর হর্ষভরে করে আলিঙ্গন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনন্দিত মনে।
হাতে ধরি বসাইল নিজ-সিংহাসনে ॥
বসিয়া কৌতুকে করে কথোপকথন।
রাজা বলে, কহ শুনি বিলম্ব-কারণ ॥
নিবেদিল জয়দ্রথ দুঃখ আপনার।
পূর্ব্বাপর আদ্যোপান্ত যত সমাচার ॥
শুনি জয়দ্রথ-মুখে সব বিবরণ।
হরিষ-বিষাদ-মনে রহে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন বলে, আমি চিন্তা করি মিছা।
অবশ্য হইবে, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা ॥
অকারণে চিন্তা করি নাহি প্রয়োজন।
বিবিধ নির্ব্বন্ধ হয় যখন যেমন ॥
সভা ভাঙ্গি নিজস্থানে গেল সর্ব্বজন।
দুঃখমনে নিজগৃহে রহে দুর্য্যোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস ভনে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● যুধিষ্ঠিরের নিকটে মার্কণ্ডেয় মুনির আগমন

জন্মেজয় বলে, শুনি কহ অতঃপর।
কোন্ কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ-সহোদর ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
আশ্রমেতে আইলেন ভাই পঞ্চজন ॥
সমাপ্ত করিয়া কর্ম্ম নিত্য-নিয়মিত।
ভোজনান্তে বসিলেন সকলে দুঃখিত ॥

হেনকালে দেখ তথা দৈবের ঘটন।
মার্কণ্ডেয় মুনি করিলেন আগমন॥
মহাতেজোবন্ত, যেন দীপ্ত হুতাশন।
দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিলেন পঞ্চজন॥
আগুসরি কত দূরে গিয়া পঞ্চজনে।
প্রণিপাত করিলেন মুনির চরণে॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন মার্কণ্ডেয়-মুনি।
আর সবে প্রণমিল লোটায়ে ধরণী॥
সেইমত সম্ভাষেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী।
বসাইয়া মুনিরাজে মহা কুতূহলী॥
আনিয়া সুগন্ধি জল ধর্ম্মের নন্দন।
আপনি করেন ধৌত মুনির চরণ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি দিয়া পূজে বিধিমতে।
সন্তুষ্ট করিয়া তাঁরে লাগিল কহিতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, করি নিবেদন।
কহ শুনি, এখানে কি-হেতু আগমন॥
মুনি বলে, ইচ্ছা হ'ল তোমা-দরশনে।
এইহেতু মম আগমন কাম্যবনে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভাগ্য ছিল যে আমার।
এইহেতু নিজে প্রভু, হৈলে আগুসার॥
এইরূপে নানাবিধ কথোপকথনে।
বসিলেন মহানন্দে সবে যোগ্যস্থানে॥
মহা-অভিমান মনে রাজা যুধিষ্ঠির।
বিরস-বদনে বসিলেন নম্রশির॥
দেখিয়া মুনির মনে জন্মিল বিস্ময়।
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে, কহ ধর্ম্মের তনয়॥
অভিপ্রায় বুঝি, তব চিত্ত উচাটন।
মলিন বদন দেখি, নিরানন্দ মন॥
বহু দুঃখ পাইয়াছ, অল্প আছে শেষ।
অতঃপরে অবিলম্বে পাবে রাজ্য-দেশ॥
কত কত দুঃখ সহিয়াছ নিজ অঙ্গে।
তথাচ থাকিতে নানা-কথার প্রসঙ্গে॥
পাপরূপ চিন্তা হয়, বহু দোষ ধরে।
সুবুদ্ধি-পণ্ডিত-জনে মতিলোপ করে॥
বহু দুঃখে চিন্তা নাহি কর সে-কারণে।
তাহা বুঝাইব কত তোমা-হেন জনে॥
বহুদিনে আসিলাম তব দরশনে।
দুঃখিত দেখিয়া অতি দুঃখ লাগে মনে॥
রাজা বলে, কি আদেশ কর মুনিবর।
আমা-সম দুঃখী নাহি ত্রৈলোক্য-ভিতর॥
না হইল, না হইবে আমার সমান।
উত্তম-মধ্যমাধমে দেখহ প্রমাণ॥
বড়-বংশে জন্মিলাম পূর্ব্বভাগ্য-ফলে।
পিতৃহীন বিধি দুঃখ দিল অল্পকালে॥
পরান্নে বঞ্চিনু কাল পরের আলয়ে।
না জানিনু দুঃখ অতি অজ্ঞান-সময়ে॥
ছল করি যেই কর্ম্ম কৈল দুষ্টগণে।
পাইনু যতেক দুঃখ, জানহ আপনে॥
সে-দুঃখ ভুঞ্জিয়া যেই তুলিলাম মাথা।
এমন সংযোগ আনি করিল বিধাতা॥
ছলেতে লইল দুষ্ট রাজ্য-অধিকার।
আমার ভাগ্যেতে হৈল বৃক্ষতলা সার॥
রাজপুত্র হতভাগ্য মোরা পঞ্চজনে।
চিরকাল দুঃখে দুঃখে বঞ্চিনু কাননে॥
আমা-সবাকার দুঃখ নাহি করি মনে।
ভ্রমিব কর্ম্মের ফলে বিধির ঘটনে॥
রাজপত্নী হ'য়ে কৃষ্ণা সমান-দুঃখিতা।
মহারণ্যে ভ্রমে, যেন সামান্যা বনিতা॥
নানা সুখভোগে ছিল পিতার মন্দিরে।
দুঃখেতে বঞ্চিল কাল আসি মম ঘরে॥
নারীমধ্যে হেন আর নাহি সুশিক্ষিতা।
দান-ধর্ম্ম-শিল্পকর্ম্ম-করণে দীক্ষিতা॥
যথা রূপ তথা গুণ, একই সমান।
কতবার মহাকষ্টে কৈল পরিত্রাণ॥
নিজদুঃখে দুঃখী নাহি হই তপোধন।
দ্রৌপদীর দুঃখ হেরি সকাতর-মন॥
বিশেষ অপূর্ব্ব শুন আজিকার কথা।
শূন্যালয় দেখি জয়দ্রথ আসে হেথা॥

রন্ধনে আছিল কৃষ্ণা দেখি শূন্যঘরে।
হরিয়া লইতেছিল হস্তিনানগরে॥
তেমতি ধাইনু পথে পঞ্চ-সহোদর।
চক্ষুর নিমেষে তবে ধরি বৃকোদর॥
ধরিয়া তাহার চুলে করিল লাঞ্ছনা।
পরাণ রাখিল মাত্র শুনি মম মানা॥
কেবল তোমার মুনি, চরণ-প্রসাদে।
নিমেষেকে পরিত্রাণ কৈল অপ্রমাদে॥
এইমাত্র আশ্রমেতে আসি পঞ্চজনে।
সে-কারণে ব'সে আছি নিরানন্দ-মনে॥
বড়ই অসহ্য-বজ্র নারীর হরণ।
ইহার হইতে শ্রেষ্ঠ শতাংশে মরণ॥
আজন্ম পাইনু দুঃখ, নাহি পরিমাণ।
নাহিক, না হবে দুঃখী আমার সমান॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির এই বাক্য শুনি।
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহে মহামুনি॥
কহিলে যতেক কথা ধর্ম্মের নন্দন।
দুঃখ হেন বলি নাহি লয় মম মন॥
কি দুঃখ তোমার রাজা, অরণ্য-ভিতর।
ইন্দ্র-চন্দ্র-তুল্য সঙ্গে চারি-সহোদর॥
বিশেষ সংহতি যার যাজ্ঞসেনী নারী।
মহিমা কহিতে যার আমি নাহি পারি॥
এতেক ব্রাহ্মণ নিত্য করাও ভোজন।
তুমি যদি বনবাসী, গৃহী কোন্ জন॥
দয়া সত্য ক্ষমা শান্তি নিত্য দান-ধর্ম্ম।
পৃথিবী ভরিয়া রাজা, তোমার সুকর্ম্ম॥
নিশ্চয় কহিনু, এই লয় মম মন।
বসুমতীপতি যোগ্য তুমি হে রাজন্॥
অল্পদিনে হবে রাজা, কৌরবের অন্ত।
কহিনু তোমারে রাজা, ভবিষ্য-বৃত্তান্ত॥
আর যে কহিলে তুমি, দুষ্ট জয়দ্রথে।
দ্রৌপদী লইতেছিল হস্তিনার পথে॥
নারীতে এতেক কষ্ট কেহ নাহি পায়।
কিছু দুঃখ নাহি মনে আমার তাহায়॥
পর নয় জয়দ্রথ, বন্ধু তারে বলি।
হস্তিনা আপন রাজ্য, কুটুম্ব সকলি॥
সবে গিয়া উদ্ধারিলা, হস্তিনা না যায়।
এ কোন্ কৃষ্ণার দুঃখ, কি কষ্ট ইহায়॥
দ্রৌপদী হইতে শত গুণেতে দুঃখিতা।
লক্ষ্মীরূপা জনকনন্দিনী নাম সীতা॥
অনাদি পুরুষ যাঁর প্রভু নারায়ণ।
হরিয়া লইল তাঁরে লঙ্কার রাবণ॥
দশ মাস ছিল বন্দী অশোককাননে।
নিত্য নিত্য প্রহারিত যত চেড়ীগণে॥
তবে রাম মারি সব রক্ষঃ দুরাচার।
মহাক্লেশে করিলেন সীতার উদ্ধার॥
দ্রৌপদী হইতে সীতা দুঃখিতা বিখ্যাত।
যারে তারে জিজ্ঞাসহ, কে না আছে জ্ঞাত॥
চতুর্দ্দশ-বর্ষকাল বনে মহাক্লেশে।
জটা-বল্ক-পরিধান তপস্বীর বেশে॥
দশ-মাস মহাকষ্ট, রামের বিচ্ছেদ।
কি দুঃখ কৃষ্ণার রাজা, কেন কর খেদ॥
মার্কণ্ডেয়-মুখে এত শুনিয়া বচন।
জিজ্ঞাসা করেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
নিবেদন করি মুনি, কর অবধান।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান॥
জন্মিলেন কি-কারণে মর্ত্ত্যে নারায়ণ।
কি মতে তাঁহার সীতা হরিল রাবণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● জয়-বিজয়ের অভিশাপ এবং হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্যকশিপুর জন্ম

ইহা কহিলেন যদি ধর্ম্মের নন্দন।
কৃপাবশে কহিলেন মহাতপোধন॥
শুন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মসুত নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব-কাহিনী॥

যবে সত্যযুগ আসি করিল প্রবেশ।
বৈকুণ্ঠে ছিলেন প্রভু দেব-হৃষীকেশ ॥
দ্বাররক্ষা-হেতু ছিল উত্তর কিঙ্কর।
জ্যেষ্ঠ জয়, বিজয় কনিষ্ঠ সহোদর ॥
ব্রাহ্মণের দ্বার-রোধ নহে কদাচন।
একদিন দেখ রাজা, দৈবের ঘটন ॥
ব্রাহ্মণ যাইতেছিল কৃষ্ণ-সম্ভাষণে।
বেত্র দিয়া দ্বারে তাঁরে রাখে দুইজনে ॥
দোঁহাকার কর্ম্ম দেখি দ্বিজের সন্তাপ।
পৃথিবীতে জন্ম দোঁহে, দিল এই শাপ ॥
বজ্রতুল্য দ্বিজবাক্য শুনি দুইজন।
দুঃখিত চলিল যথা প্রভু-নারায়ণ ॥
কহিল শাপের কথা করিয়া বিশেষ।
কহিলেন শুনি তবে দেব-হৃষীকেশ ॥
আমা হ'তে শতগুণে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর।
হইল তাঁহার মুখে অলঙ্ঘ্য উত্তর ॥
কাহার শকতি, তাহা করিবে হেলন।
অবশ্য জন্মিবে ক্ষিতিমধ্যে দুইজন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর কথা ঈশ্বরের মুখে।
জিজ্ঞাসা করিল দোঁহে অতিশয় দুঃখে ॥
কর্ম্মদোষে দ্বিজবাক্য লঙ্ঘন না যায়।
কিরূপে হইবে শান্তি, জন্মিব কোথায় ॥
আজ্ঞা কর, শীঘ্র পাই যাহাতে তোমায়।
কত কাল থাকিব ছাড়িয়া তব পায় ॥
গোবিন্দ বলেন, জন্ম লহ মর্ত্ত্যলোকে।
কহি এক উপযুক্ত উপায় দোঁহাকে ॥
মোর মিত্রভাবে জন্ম ধর গিয়া যদি।
ভ্রমণ করিবে সপ্ত জনম অবধি ॥
শত্রুরূপে হিংসা যদি করহ আমার।
গর্ভের যন্ত্রণা মাত্র তিন-জন্ম সার ॥
চিন্তা না করহ কিছু আমার হিংসনে।
আমিহ জন্মিব গিয়া ভক্তের কারণে ॥
যদি দোঁহে জন্ম ল'য়ে হিংসহ আমারে।
শাপান্ত করিব আমি তিন-অবতারে ॥

এতেক প্রভুর মুখে শুনিয়া উত্তর।
মর্ত্ত্যেতে জন্মিল দোঁহে দুঃখিত-অন্তর ॥
হেনকালে মহাশ্চর্য্য শুন আর কথা।
দক্ষের নন্দিনী দিতি কশ্যপ-বনিতা ॥
পুত্র-ইচ্ছা করি গেল স্বামীর গোচর।
সায়ংসন্ধ্যা করিবারে যায় মুনিবর ॥
দিতি বলে, পশ্চাৎ করিবে সন্ধ্যা তুমি।
আজ্ঞা কর পুত্র ইচ্ছি আইলাম আমি ॥
মুনি বলে, হ'ল এই রাক্ষসী-সময়।
ইথে পুত্র জন্ম হ'লে, কভু ভাল নয় ॥
দিতি বলে, মুনিরাজ, নহিলে না হয়।
মানস করহ পূর্ণ জন্মাহ তনয় ॥
হেনমতে এই কথা কহে যদি দিতি।
পুত্রবর দিয়া মুনি কহে দুঃখমতি ॥
মুনি বলে, না শুনিলে আমার বচন।
হইবে অবশ্য তব যুগল নন্দন ॥
মহাবল পরাক্রম আমার ঔরসে।
কিন্তু তারা দুষ্ট হবে সময়ের দোষে ॥
ধর্ম্মপথ বিরোধি জিনিবে ত্রিভুবন।
দেখিয়া দেবের দুঃখ প্রভু-নারায়ণ ॥
অবতরি নিজহস্তে বধিবে দোঁহাকে।
তুমিহ পরম দুঃখ পাবে পুত্রশোকে ॥
এতেক বলিলে মুনি ভবিষ্য-উত্তর।
নিজালয়ে গেল দিতি দুঃখিত অন্তর ॥
মুনির ঔরসে রাজা, দিতির গর্ভেতে।
জয়-বিজয়ের জন্ম হ'ল হেনমতে ॥
যথাকালে প্রসবিল দেবী দাক্ষায়ণী।
প্রত্যক্ষ হইল যত মুনির কাহিনী ॥
জন্মকালে হ'ল তবে বিবিধ উৎপাত।
ধরণী কাঁপিল শব্দে সঘনে নির্ঘাত ॥
প্রাতঃকাল হ'তে যেন বাড়ে দিনকর।
জন্মমাত্র হৈল মত্ত মহাবলধর ॥
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু দুইজন।
ধর্ম্মপথ বিরোধিতে করিলেক মন ॥

যজ্ঞ নষ্ট করিয়া হিংসিল দেবগণে।
ইন্দ্রপদ লইয়া বসিল সিংহাসনে॥
একত্র হইয়া তবে যত দেবগণে।
নিজ দুঃখ জানাইল বিধাতার স্থানে॥
অতি দুঃখ পান ব্রহ্মা দেব-দুঃখ শুনি।
আশ্বাসিয়া কহিলেন তবে পদ্মযোনি॥
ভয় না করিহ সবে, যাহ যথাস্থানে।
পূর্ব্বেতে বিচার আমি করিয়াছি মনে॥
অখিল দেবের গতি দেব-নারায়ণ।
তাঁহা-বিনা নিস্তারিতে নাহি কোনজন॥
আমার বচনে ঘরে যাহ সর্ব্বজন।
শুনিয়া আনন্দে সবে করিল গমন॥

——

হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু

অপূর্ব্ব শুনহ তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধহেতু দৈত্যপতি হইল অস্থির॥
সুরাসুর সবে জিনে, যত ত্রিভুবনে।
হেন জন নাহি, যুদ্ধ করে তার সনে॥
যুদ্ধ-বিনা রহিতে না পারে দৈত্যপতি।
মল্লযুদ্ধ করে হীনবলের সংহতি॥
হিরণ্যকশিপু ভ্রাতে রাখি সিংহাসনে।
আপনি চলিল রাজা, যুদ্ধ-অন্বেষণে॥
মহাপরাক্রমে ধায় গদা ল'য়ে হাতে।
দৈবযোগে নারদ-সহিত দেখা পথে॥
মুনি দেখি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
কার সনে যুদ্ধ করি, কহ মহাশয়॥
নারদ বলেন, তব সম যোদ্ধা হরি।
দৈত্য বলে, তার বল কোথা চেষ্টা করি॥
কহ মুনি, কোথা তার পাব দরশন।
তোমার প্রসাদে তবে সুখে করি রণ॥
নারদ বলেন, তব বিক্রম বিশাল।
সেই ভয়ে লুকাইয়া আছেন পাতাল॥
ধরিয়া বরাহমূর্ত্তি আছে দুঃখমনে।
শীঘ্র চল, তথা যুদ্ধ কর তাঁর সনে॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি বিক্রমে বিশাল।
মুনিরাজে নমস্করি প্রবেশে পাতাল॥
তথায় দেখিল পুরী পূর্ণ সব জল।
না পায় বিষ্ণুর দেখা, চিন্তে মহাবল॥
জলেতে গদার বাড়ি মহাক্রোধে মারে।
কহ হরি, কোথা গেলে, ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
হেনকালে কৃপাসিন্ধু প্রভু-নারায়ণ।
ভক্তের উদ্ধার-হেতু দেন দরশন॥
কত দূরে গর্জ্জি দেব করে মহাশব্দ।
শুনিয়া দৈত্যের পতি হ'ল মহাস্তব্ধ॥
মহাক্রোধে ধায় বীর গদা ল'য়ে হাতে।
দৈবাৎ বরাহ-সহ দেখা হৈল পথে॥
হিরণ্যাক্ষ বলে, একি তোমার গর্জ্জন।
শুনিয়া কম্পিত তিন-ভুবনের জন॥
নহে বা এমন দর্প হেথা কেবা করে।
নিশ্চয় মরিবে আজি আমার প্রহারে॥
বাক্যযুদ্ধ হৈল আগে, পরে গালাগালি।
পশ্চাতে করিল যুদ্ধ দুই মহাবলী॥
বিশেষ-প্রকারে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিতে বিস্তর॥
তথায় লইয়া দুষ্ট-দৈত্যের পরাণ।
কামরূপী বরাহ রহেন যথাস্থান॥
অনেক বিলম্ব দেখি যত পুরজন।
ভাবিত হইল সবে, না বুঝি কারণ॥
কনিষ্ঠ আছিল তার অমরের রিপু।
সিংহাসনে মহারাজ হিরণ্যকশিপু॥
ভ্রাতার বিলম্ব দেখি চিন্তাকুল-মন।
হেনকালে উপনীত ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদে দেখিয়া দৈত্য আনন্দিত-মনে।
হাতে ধরি বসাইল রত্ন-সিংহাসনে॥
মুনিরাজে জিজ্ঞাসিল ভ্রাতার বারতা।
নারদ কহিল, রাজা, শুন তার কথা॥

যুদ্ধহেতু তব ভ্রাতা ভ্রমি বহুকাল।
যোগ্য না দেখিয়া পাছে প্রবেশে পাতাল ॥
পূর্ব্বে ক্ষিতি উদ্ধারিতে দেবদেব হরি।
দেবকার্য্য সাধিলা বরাহরূপ ধরি ॥
দৈবযোগে তাঁর সহ দেখা রসাতলে।
দারুণ হইল যুদ্ধ দুই মহাবলে ॥
তাঁর ঠাঁই হিরণ্যাক্ষ হইল নিধন।
এত দিন না জান এ-সব বিবরণ ॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি পায় বড় শোক।
এদিকে নারদ চলিলেন ব্রহ্মলোক ॥
দৈত্যপতি বলে, মোর খণ্ডিল বিস্ময়।
বিষ্ণু সে আমার শত্রু, জানিনু নিশ্চয় ॥
তাহা-বিনা না হিংসিব কভু অন্যজনে।
পাইব তাহার দেখা ধর্ম্মের হিংসনে ॥
এতেক বিচারি দৈত্য করি বড় ক্রোধ।
যথা ধর্ম্ম, যজ্ঞ, তথা করয়ে বিরোধ ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে সবে পায় ভয়।
নিস্তেজ হইল সবে গণিয়া প্রলয় ॥
কত দিনান্তরে রাজা, শুন বিবরণ।
প্রহ্লাদ-নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● প্রহ্লাদ চরিত্র

শুন রাজা যুধিষ্ঠির অপূর্ব্ব কথন।
প্রহ্লাদ নামেতে তার জন্মিল নন্দন ॥
দিনে দিনে হৈল শিশু মহাজ্ঞানবান্।
বৈষ্ণবেতে নাহি কেহ তাহার সমান ॥
নারায়ণ-পরায়ণ শান্ত-শুদ্ধমতি।
তাহার পরশে শুদ্ধা হয় বসুমতী ॥
পুত্রের চরিত্র দেখি দুঃখিত-অন্তরে।
নিযুক্ত করিল গুরু পড়াইতে তারে ॥
আশ্চর্য্য শুনহ বলি তার বিবরণ।
পাঠশালে গুরু বসি থাকে যতক্ষণ ॥
কেবল রাখিয়া মাত্র পুস্তকেতে দৃষ্টি।
মনে মনে জপে নিজ নারায়ণ ইষ্টি ॥
কার্য্যহেতু গুরু যবে যায় যথা তথা।
তবে শিশুগণে ডাকি কহে এই কথা ॥
শুন ভাই, এই পাঠে কোন্ প্রয়োজন।
না জানহ বড় শত্রু আছয়ে শমন ॥
তরিয়া যাইতে আর নাহিক উপায়।
কৃষ্ণপদে রাখ চিত্ত, কারো নাহি দায় ॥
এমত প্রকারে নিত্য কহে শিশুগণে।
আর দিন তারা সবে কহিল ব্রাহ্মণে ॥
শুনিয়া শিষ্যের কথা গুরু ধায় বেগে।
প্রহ্লাদ-চরিত্র কহে নৃপতির আগে ॥
বিপ্র বলে, শুন রাজা, হইল প্রমাদ।
সকল করিল নষ্ট তোমার প্রহ্লাদ ॥
যতেক পড়াই আমি, তাহে নাহি মন।
অনুক্ষণ জপে বিষ্ণু-রাম-নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ-বিনা তার আর নাহি মনোরথ।
সকল বালকে লয়াইল সে পথ ॥
এতেক বৃত্তান্ত যদি ব্রাহ্মণ কহিল।
ক্রোধভরে নরপতি পুত্রে ডাকাইল ॥
জিজ্ঞাসিল, কহ বাপু, বিচার কেমন।
আমার পরম শত্রু সেই নারায়ণ ॥
কেবা সেই বিষ্ণু, তার চিন্তা কর বৃথা।
অধ্যাপক ব্রাহ্মণের নাহি শুন কথা ॥
শিশু বলে, এই কথা পড়িলে কি হবে।
অনিত্য সংসার পিতা, কেমনে তরিবে ॥
না জান, পরম শত্রু আছে যে শমন।
ইথে কে করিবে রক্ষা বিনা-নারায়ণ ॥
অখিল-সংসার-মাঝে যত চরাচর।
সেই নারায়ণ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ॥
এ তিন-ভুবনে আছে যাঁহার নিয়ম।
তাঁহার আশ্রয় নিলে কি করিবে যম ॥

অসংখ্য তাঁহার মায়া কহনে না যায়।
সর্ব্বভূতে অনুরূপ ভ্রমিয়া বেড়ায়॥
নিযুক্ত করেন নানা বুদ্ধি স্থানে স্থানে।
বৈরিরূপে সদা তুমি ভাব তাঁরে মনে॥
অভাগ্য তাহারে বলি, ভক্তি নাহি যার।
চিরকাল দুঃখে ভ্রমে, মিথ্যা জন্ম তার॥
ধ্যান করি ব্রহ্মা যাঁর নাহি পান দেখা।
তুমি আমি কিবা ছার, তাহে কোন্ লেখা॥
আমার পরম-বিদ্যা সেই দেব হরি।
অশেষ বিপদ হ'তে যাঁর নামে তরি॥
তাহা ছাড়ি অন্য পাঠ পড়ে যেই জন।
অমৃত ছাড়িয়া করে গরল-ভক্ষণ॥
   শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
মহাক্রোধে বলে তবে দানবের পতি॥
মোর বংশে হৈল এই দুষ্ট দুরাশয়।
কাষ্ঠের ভিতর যথা থাকে ধনঞ্জয়॥
জন্মিলে পুড়িয়া কাষ্ঠে করে ছারখার।
তেমনি জন্মিল দুষ্ট কুপুত্র আমার॥
আমার শত্রুর গুণ গায় অবিরত।
আত্মপক্ষ ত্যজি হয় পর-অনুগত॥
নাহি রাখি এই শিশু, মারহ তৎকাল।
বিলম্ব হইলে বহু বাড়িবে জঞ্জাল॥
রাজার শ্রীমুখে শুনি যত দৈত্যগণ।
চতুর্দ্দিকে ধরি সবে করে প্রহরণ॥
একে একে সকলে করিল অস্ত্রাঘাত।
কিছুতেই না হইল তাহার নিপাত॥
   বিস্ময় মানিয়া পুত্রে ডাকে দৈত্যপতি।
জিজ্ঞাসিল কি প্রকারে পেলে অব্যাহতি॥
এখন করহ ত্যাগ শত্রুগণ-কথা।
নিজ শাস্ত্র অধ্যয়ন করহ সর্ব্বথা॥
নিতান্ত যদ্যপি তোর আছে ইষ্টে মন।
করহ শিবের সেবা করিয়া যতন॥
   প্রহ্লাদ কহিল, মোরে রাখিলেন হরি।
হরি সখা থাকিতে কে হয় মম অরি॥
কত শিব, কত ব্রহ্মা, কত দেব দেবী।
না পায় তাঁহার অন্ত বহুকাল সেবি॥
আমার পরমবিদ্যা তাঁহার চরণ।
অন্য পাঠপঠনেতে নাহি প্রয়োজন॥
এত শুনি মহাক্রোধে দৈত্যের ঈশ্বর।
কহে শিশু মার আনি দন্তাল কুঞ্জর॥
প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ।
আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ॥
অঙ্কুশ-আঘাতে দন্ত দিল দন্তীগুলা।
অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা জিজ্ঞাসে বৃত্তান্ত।
কহ পুত্র, কি-প্রকারে ভাঙ্গে গজদন্ত॥
শিশু বলে, কুম্ভিদন্ত বজ্রের সমান।
কিমতে ভাঙ্গিব আমি নহি বলবান্॥
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি।
তাহার করিতে মন্দ, কাহার শকতি॥
শুনিয়া দৈত্যের পতি অতি-দুঃখ-মনে।
ডাকিয়া আনিল যত অনুচরগণে॥
যেইরূপে পার, শীঘ্র মার এই পাপ।
ইহার জীবনে বড় পাইব সন্তাপ॥
   ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল।
বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল॥
কৃষ্ণ বলি অগ্নি-মাঝে পড়া-মাত্র শিশু।
শীতল হইল বহ্নি, না হইল কিছু॥
দেখিয়া যতেক দৈত্য দুঃখিত-অন্তর।
নিকটে পর্ব্বত ছিল অতি উচ্চতর॥
সবে মিলি গিরি-শিরে প্রহ্লাদেরে তুলি।
অবনীমণ্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি॥
পড়ে শিশু নারায়ণে চিন্তিয়া অন্তরে।
বালক শুইল যেন তুলার উপরে॥
   দেখিয়া দৈত্যের পতি চিন্তাকুল মনে।
নিকটে ডাকিয়া তবে যত মল্লিগণে॥
সংহারিতে শিশু দিল তাহাদের হাতে।
কতেক প্রহার করে, নারিল বধিতে॥

তবে রাজা নিকটে ডাকিল বিপ্রগণে।
যজ্ঞ করি বলে সবে বধিতে নন্দনে॥
প্রহ্লাদে মারিতে কৈল যজ্ঞ-আরম্ভণ।
তাহাতে হইল দগ্ধ সকল ব্রাহ্মণ॥
তবে ত দেখিয়া শিশু দ্বিজের মরণ।
পরিত্রাহি ডাকে, রক্ষা কর নারায়ণ॥
এই ব্রাহ্মণেরা হয় তোমার-শরীর।
এঁদের মৃত্যুতে আমি হইনু অস্থির॥
বিশেষে আমার হেতু ব্রাহ্মণের ক্লেশ।
আমারে করিয়া কৃপা রাখ হৃষীকেশ॥
তবে যদি না হইবে সজীব ব্রাহ্মণ।
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন॥
এরূপ অনেক শিশু করিল স্তবন।
ভক্ত-দুঃখ দেখি তবে দেব নারায়ণ॥
জীয়াইয়া দিলেন সে-সকল ব্রাহ্মণে।
দেখিয়া প্রহ্লাদ হ'ল কুতূহলী মনে॥
দৈত্যপতি শুনি এই সব সমাচার।
না জানিয়া মূঢ়মতি বলে পুনর্ব্বার॥
যাহ সবে সযত্নেতে আন কালসাপ।
দংশিয়া মারুক আজি কুলাঙ্গার পাপ॥
রাজার আজ্ঞায় যায় যত দৈত্যগণ।
ভুজঙ্গ আনিয়া দিল করিতে দংশন॥
পরম-বৈষ্ণব তেজ শিশুর শরীরে।
তাহাতে সাপের তেজ কি করিতে পারে॥
পাষাণ বান্ধিয়া তবে প্রহ্লাদের গলে।
ক্রোধমনে ফেলাইল সমুদ্রের জলে॥
শিশুর সম্ভ্রম কিছু নহিল তাহায়।
নিমগ্ন করিয়া চিত্ত গোবিন্দের পায়॥
ডাকিয়া বলিল শিশু, রাখহ সঙ্কটে।
তোমার কিঙ্কর মরে দুষ্টের কপটে॥
অবশ্য মরণ নাথ, দুঃখ নাহি তায়।
সবেমাত্র ভজিতে না পেনু রাঙ্গা পায়॥
এরূপ অনেক মতে করিল স্তবন।
জানিলা সেবক-দুঃখ দেব নারায়ণ॥
পাষাণ ভাসিল জলে কৃষ্ণের কৃপায়।
বিষ্ণুভক্ত জন কভু দুঃখ নাহি পায়॥
পাষাণ আশ্রয় করি আপনার সুখে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ জপে শিশু পরম কৌতুকে॥
জানিয়া একান্ত ভক্ত দেব-দামোদর।
ভক্তের অধীন প্রভু আসিয়া সত্বর॥
কোলে করি আলিঙ্গন করেন তাহায়।
পদ্মহস্ত বুলালেন প্রহ্লাদের গায়॥
কহেন প্রহ্লাদে তবে, মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহিল শিশু যুড়ি দুই কর॥
যাহারে এতেক দয়া আছয়ে তোমার।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার, বর কোন্ ছার॥
ইঙ্গিতে ইন্দ্রের পদ দিতে পার তুমি।
কেবল লাঞ্ছনা তাহা, জানিলাম আমি॥
রাজ্য-ধন ভ্রাতা-পুত্র দারা পরিবার।
প্রভুপদে সবারে করিব অহঙ্কার॥
মহামদে মত্ত হ'য়ে অনীতি করিব।
আছুক অন্যের দায়, তোমা পাসরিব॥
ব্রহ্মপদ দিলে প্রভু, নাহি প্রয়োজন।
কেবল আমার বাঞ্ছা তোমার চরণ॥
তবে যদি বর দিবে অখিলের পতি।
কৃপা করি কর মোর পিতার সদ্গতি॥
শুনিয়া শিশুর মুখে এতেক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে শ্রীগোবিন্দ দেন আলিঙ্গন॥
প্রহ্লাদে কহেন, তুমি শরীর আমার।
মম ভোগ-সুখ-দুঃখ সকলি তোমার॥
উদ্ধার করিব আমি তোমার জনকে।
নিজালয়ে যাও তুমি পরম-কৌতুকে॥
দুষ্ট দৈত্যগণে তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি, তথা আমি, জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি বৈকুণ্ঠেতে যান দৈত্যরিপু।
চর জানাইল যথা হিরণ্যকশিপু॥
শুন রাজা, তোমার পুত্রের সমাচার।
ভাসিল পাষাণ জলে সহিত তাহার॥

নানাবিধ যন্ত্রণা দিলাম মোরা সবে।
না জানি, পাইল প্রাণ কার অনুভবে ॥
শুনিয়া চরের মুখে এতেক বচন।
নিকটে ডাকিল দৈত্য আপন-নন্দন ॥
বিনাশ-কালেতে বুদ্ধি বিপরীত হয়।
চরগণে আদেশিয়া পুত্রকে আনয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু-বধ

নিকটে আনিয়া রাজা আপন-সন্ততি।
মধুর-বচনে কহে প্রহ্লাদের প্রতি ॥
কহ পুত্র, বিস্ময় যে হৈল মোর মনে।
এতেক বিপদে তোরে রাখে কোন্ জনে ॥
শিশু বলে, সর্ব্বভূতে যেই নারায়ণ।
সঙ্কট হইতে ভক্তে রক্ষে সেই জন ॥
নয়ন থাকিতে পিতা, না হইও অন্ধ।
তোমারে কহিনু ঘুচাইয়া মনোধন্ধ ॥
একান্ত হইয়া ভজ সেই বিষ্ণুপদ।
নষ্ট না করিহ পিতা, এ-সুখ-সম্পদ্ ॥
বিদ্যমানে কহিলে যে মোরে বধিবারে।
কত না করিলে পিতা অশেষ-প্রকারে ॥
যত অস্ত্র প্রহারিল যত দৈত্যগণে।
হস্তিদন্ত ঠেকি দেহে ভাঙ্গে ততক্ষণে ॥
শীতল হইল অগ্নি, দেখিলে পরীক্ষা।
পড়িনু পর্ব্বত হ'তে, তাহে পেনু রক্ষা ॥
মহামত্ত মল্লগণ হ'ল হীনদর্প।
আরো জান বিষহীন হৈল কালসর্প ॥
প্রমাদে পাইনু রক্ষা যজ্ঞের অনলে।
সমুদ্রে ফেলিতে তবে শিলা বান্ধি গলে ॥
সাক্ষাতে দেখিলে তবে, ভাসিল পাষাণ।
তথাচ নহিল দূর তোমার অজ্ঞান ॥
এ-হেন বিভব-সুখ-সম্পদ্ তোমার।
যার ক্রোধে নিমেষেকে হবে ছারখার ॥
এত শুনি দৈত্যপতি কহিল পুত্রেরে।
কোথা আছে তব বিষ্ণু, কোন্ রূপ ধরে ॥
শিশু বলে, আছে প্রভু সবার অন্তর।
অনন্ত যাঁহার গুণ বেদে অগোচর ॥
আব্রহ্ম সকল কীট সকল সংসারে।
আত্মারূপে আছে প্রভু সবার ভিতরে ॥
দৈত্য বলে, বিষ্ণু আছে সবার হৃদয়।
সংসার-বাহির পুত্র, এই স্তম্ভ নয় ॥
ইতিমধ্যে বিষ্ণু যদি থাকিবে সর্ব্বথা।
যথার্থ জানিব তবে তোমার এ-কথা ॥
প্রহ্লাদ বলিল, শুন মোর নিবেদন।
যত জীব, তত শিবরূপে নারায়ণ ॥
স্তম্ভমধ্যে অবশ্যই আছে মোর প্রভু।
অন্যথা আমার বাক্য না জানিহ কভু ॥
শুনিয়া পুত্রের মুখে এতেক ভারতী।
নির্ণয় জানিতে তবে দৈত্যকুলপতি ॥
হাতে খড়্গ ল'য়ে উঠে করি মহাদম্ভ।
মধ্যখানে হানিলেক স্ফটিকের স্তম্ভ ॥
হেনকালে শুন রাজা, অপূর্ব্ব কাহিনী।
ভক্ত-বাক্য পালিবারে দেব-চক্রপাণি ॥
সেবকের বাক্য আর রাখিতে সংসার।
স্তম্ভমধ্যে আসি হরি হন অবতার ॥
পূর্ব্বেতে ব্রহ্মার স্তবে যিনি নারায়ণ।
মনুষ্য-শরীর আর সিংহের বদন ॥
স্তম্ভ কাটি নিরখিয়া দেখে দৈত্যপতি।
দেখিল অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনন্ত আকৃতি ॥
সুন্দর সিংহের মুখ, মনুষ্য-শরীর।
মুহূর্ত্তেকে স্তম্ভ হ'তে হইল বাহির ॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে যেন প্রভাতের ভানু।
নরসিংহ বিস্তারিল ক্রমে নিজ তনু ॥
দেখিয়া বিরাটমূর্ত্তি রূপে দৈত্যঘটা।
ব্রহ্মাণ্ডে ঠেকিল গিয়া দিব্য-সিংহজটা ॥

গভীর গর্জ্জিয়া কহে অট্ট-অট্ট-হাস।
শব্দ শুনি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে হ'ল ত্রাস॥
এমত প্রকারে রাজা, দেব নরহরি।
হিরণ্যকশিপু-দৈত্যে রোষভরে ধরি॥
উরুমধ্যে রাখি তারে বিদারিয়া বুক।
মারেন দুরন্ত দৈত্যে, দেবের কৌতুক॥
মহামূর্ত্তি দেখি ভয় পায় দেব সব।
নির্ভয় প্রহ্লাদ মাত্র করিলেক স্তব॥
কৃপা কর কৃপাসিন্ধু অনাথের নাথ।
ত্রৈলোক্য কাঁপিল শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত॥
বিশেষ বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া তোমার।
সুরাসুর মূর্চ্ছাগত, নর কোন্ ছার॥
সংবরহ নিজমূর্ত্তি, দেখি লাগে ভয়।
কি-কারণে কর প্রভু অকালে প্রলয়॥
হেনমতে কহে শিশু হইয়া বিকল।
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানিল সকল॥
শান্তমূর্ত্তি হ'য়ে তবে কহে ভগবান্।
নহিল, না হবে ভক্ত তোমার সমান॥
মহাভক্ত তুমি হও শরীর আমার।
চিরকাল কর সুখে রাজ্য-অধিকার॥
একান্ত আমার ভক্তি না ছাড়িবে মনে।
তাপ না করিহ কিছু পিতার মরণে॥
জন্মিবে তোমার বংশে যত মহাবল।
অবশ্য আমার ভক্ত হইবে সকল॥
হেনমতে সান্ত্বাইয়া প্রহ্লাদ কুমার।
অভিষেক করি তারে দেন রাজ্যভার॥
এইরূপে দুই ভাই শাপে মুক্ত হয়।
পুনর্ব্বার হ'ল দোঁহে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

রাবণ ও কুম্ভকর্ণের জন্ম

বলিলেন মার্কণ্ডেয়, শুন সমাচার।
পূর্ব্বে লঙ্কা রাক্ষসের ছিল অধিকার॥
মহামত্ত হ'য়ে সবে হিংসিলেক দেবে।
ব্রহ্মার সদনে গিয়া জানাইল সবে॥
শুনিয়া কহিল ব্রহ্মা দেব-নারায়ণে।
বিষ্ণুচক্রে ছেদিলেন যত দৈত্যগণে॥
হতশেষ যত ছিল, প্রবেশে পাতাল।
ছদ্মরূপে তথা সবে বঞ্চে চিরকাল॥
বিশ্রবা নামেতে ছিল পুলস্ত্য-নন্দন।
হইল তাঁহার পুত্র নামে বৈশ্রবণ॥
পুত্রে দেখি প্রজাপতি করিয়া সম্মান।
দিক্‌পাল করি দিল লঙ্কাপুরে স্থান॥
পাতালে রাক্ষস ছিল, দীর্ঘকাল যায়।
স্বস্থান লইতে পুনঃ করিল উপায়॥
সুমালী নামেতে ছিল নিশাচর-পতি।
নিকষা-নামেতে তার কন্যা গুণবতী॥
কহিল কন্যারে সব ডাকিয়া সাক্ষাতে।
উপায় করহ তুমি নিজ-স্থান লৈতে॥
পূর্ব্বেতে আমার রাজ্য ছিল পুরী লঙ্কা।
পাতালে এখন আসি দেবে করি শঙ্কা॥
লঙ্কায় কুবের আছে বিশ্রবা-নন্দন।
প্রকারে লইব লঙ্কা, শুনহ বচন॥
বিশ্রবার স্থানে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রসন্ন করিয়া তারে জন্মাহ সন্ততি॥
ইহা হ'তে পুত্র হ'লে সাধি নিজকার্য্য।
দৌহিত্রে সম্ভব হয় মাতামহ-রাজ্য॥
বিশেষ বৈমাত্র ভাই তাহার হইবে।
দুইমতে রাজ্য নিতে তারে সম্ভবিবে॥
পিতৃবাক্য শুনি তবে নিকষা-রাক্ষসী।
আইল মুনির কাছে পুত্র-অভিলাষী॥
কায়মনোবাক্যে সেবা করিল বিস্তর।
তুষ্ট হ'য়ে কহে মুনি, লহ ইষ্টবর॥

কন্যা বলে, পুত্র-আশে আসিলাম আমি।
বলিষ্ঠ নন্দন দুই দেহ মোরে তুমি॥
বিশ্রবা বলিল, এই সময় কর্কশ।
হইবে যুগল পুত্র দুর্জ্জয় রাক্ষস॥
মুনির চরণে করি অনেক বিনয়।
হরিষ-বিধানে কন্যা পুনরপি কয়॥
মনে দুঃখ জনমিল পুত্র-কথা শুনি।
সর্ব্বগুণে এক পুত্র দেহ মহামুনি॥
সন্তুষ্ট হইয়া তারে কহে তপোধন।
সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ হবে তৃতীয় নন্দন॥
এতেক শুনিয়া কন্যা আনন্দে রহিল।
যথাকালে ক্রমে তিন পুত্র প্রসবিল॥
জ্যেষ্ঠ জয় নামে হ'ল দুর্জ্জয় রাবণ।
কুম্ভকর্ণ বিজয়, অনুজ বিভীষণ॥
জন্মমাত্র তিন ভাই মহাবল হৈল।
মাতৃবাক্য শুনি সবে তপ আরম্ভিল॥
মহাক্লেশে তপ কৈল সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হ'য়ে প্রজাপতি দিতে এল বর॥
রাবণ বলিল, অন্য বরে কার্য্য নাই।
অমর হইব, আজ্ঞা করহ গোঁসাই॥
ব্রহ্মা বলে, জন্ম হৈলে অবশ্য মরণ।
বহু ভোগ করিবে জিনিয়া ত্রিভুবন॥
জিনিবা দেবতাসুর-নাগ-যক্ষ-রক্ষ।
অধীন তোমার হবে, আর হবে ভক্ষ্য॥
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত সে জানি পদ্মযোনি।
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি॥
তার মুখে বীণাপাণি দেবীরে বসাল।
ভ্রমবশে নিদ্রা-বর রাক্ষস মাগিল॥
শুনিয়া দিলেন বিধি তাহে সেই বর।
রাবণ কহিল তবে হইয়া কাতর॥
এ তিন-ভুবনে তুমি সবাকার পতি।
কি-হেতু পৌত্রের কর এতেক দুর্গতি॥
ব্রহ্মা কহিলেন তবে, শুন কহি সার।
যেরূপ হইবে পরে ইহার আচার॥
ব্রহ্মা বলে, ছয়মাসে দিন জাগরণ।
সেদিন করিবে যুদ্ধে জয় ত্রিভুবন॥
যদ্যপি জাগাও পুনঃ থাকিতে নিদ্রায়।
নিশ্চয় মরিবে সেই দিন সর্ব্বথায়॥
হেনমতে সান্ত্বাইয়া ভাই দুই জনে।
তবে বর নিতে কহে শেষে বিভীষণে॥
বিভীষণ কহে, অন্য বরে কার্য্য নাই।
বিষ্ণুভক্তি আজ্ঞা মোরে করহ গোঁসাই॥
কদাচিৎ নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি।
তুষ্ট হ'য়ে স্বস্তি-স্বস্তি বলে প্রজাপতি॥
আমি তোরে তুষ্ট হ'য়ে দিনু এই বর।
ধর্ম্ম কর চারিযুগ হইয়া অমর॥
এতেক কহিয়া ব্রহ্মা গেলেন স্বস্থানে।
পরম সন্তোষ পায় ভাই তিনজনে॥
কত দিনে দশানন লঙ্কা নিল কাড়ি।
রহিল পরম সুখে কুবেরে খেদাড়ি॥
তবে ব্রহ্মা দুইপক্ষে কৈল সমাধান।
কৈলাস পর্ব্বতে দিল কুবেরের স্থান॥
তিন পুর জিনি ক্রমে করে অধিকার।
হইল ছত্রিশকোটি নিজ পরিবার॥
মেঘনাদ তার পুত্র অতি মহাবল।
ইন্দ্রজিৎ নাম তার দিল আখণ্ডল॥
ক্রমেতে জিনিল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল।
লঙ্কায় আসিয়া খাটে দেবতা সকল॥
এইরূপে রাবণ করিল উপদ্রব।
তবে ইন্দ্র ল'য়ে নিজ সাথে দেব সব॥
ব্রহ্মার অগ্রেতে গিয়া কৈল নিবেদন।
আদ্যোপান্ত রাক্ষসের যত বিবরণ॥
তবে ব্রহ্মা নিজসঙ্গে ল'য়ে দেবগণে।
উত্তরিল যথা প্রভু অনন্ত-শয়নে॥
অনেক কহিল বিধি দেবের বিধান।
জানিয়া কারণ সব দেব ভগবান্॥
আশ্বাস করিয়া কহে মধুর-বচনে।
ভয় না করিহ, সুখে থাক সর্ব্বজনে॥

অবনীতে অবতার হইয়া আপনি।
নাশিব রাক্ষসগণে, শুন পদ্মযোনি ॥
এতেক শুনিয়া সবে প্রভুর উত্তর।
আনন্দবিধানে গেল যে-যাহার ঘর ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংক্ষেপে কহিব, তাহা শুন ধর্ম্মমণি ॥
মহাভারতের কথা সুধা-সিন্ধু-সার।
কাশী কহে, শুনি তরে ভব-পারাবার ॥

———

শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম ও বিবাহ

সূর্য্যবংশে মহারাজ দশরথ-নামে।
পুত্রহেতু যজ্ঞ করে মহাপরিশ্রমে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল তাঁর অনেক সুকর্ম্ম।
তেঁই তাঁর বংশে হরি লইলেন জন্ম ॥
ত্রিভুবনে অবতীর্ণ দেব-দুঃখ অন্ত।
বিধিবাক্যে নিজ-ভক্তে করিতে শাপান্ত ॥
এতেক চিন্তিয়া মনে প্রভু ভগবান্।
চারি-অংশে নিজ-জন্ম করেন বিধান ॥
তথায় নৃপতি যজ্ঞ করে আনন্দেতে।
অকস্মাৎ চরু উঠে যজ্ঞকুণ্ড হ'তে ॥
যজ্ঞপূর্ণ করে রাজা কার্য্যসিদ্ধি জানি।
চরু ল'য়ে গেল, যথা আছে দুই রাণী ॥
আনন্দে কহেন গিয়া দোঁহাকার আগে।
ইহাতে ভোজন দোঁহে কর তুল্যভাগে ॥
নৃপতির মুখে শুনি এইরূপ বাণী।
নিলেন আনন্দে সেই চরু দুই রাণী ॥
সুমিত্রা নামেতে আর তৃতীয়া মহিষী।
আইল দোঁহার কাছে পুত্র-অভিলাষী ॥
অর্দ্ধ-অর্দ্ধ করি যবে খান দুইজনে।
হেনকালে সুমিত্রাকে দেখি বিদ্যমানে ॥
পুনর্ব্বার করিল তা অর্দ্ধ-অর্দ্ধ ভাগে।
স্নেহ করি দিল দোঁহে সুমিত্রার আগে ॥
কৌশল্যা কৈকেয়ী তবে সুমিত্রারে কয়।
অবশ্য হইবে তব যুগল তনয় ॥
দুই পুত্র হয় যেন দোঁহে অনুগত।
তিন জনে প্রসঙ্গ হইল এই মত ॥
অমনি খাইল চরু আনন্দিত মনে।
যথাকালে গর্ভবতী হৈল তিন জনে ॥
সিংহাসনে তুষ্টমনে আছে নৃপমণি।
একে একে প্রসবিল তিন রাজরাণী ॥
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম নিলেন শ্রীরাম।
পূর্ণ-অবতার-মূর্ত্তি দূর্ব্বাদলশ্যাম ॥
দ্বিতীয় কৈকেয়ী-গর্ভে জন্মিল ভরত।
এ তিন ভুবনে যার মহত্ত্ব মহৎ ॥
লক্ষ্মণ নামেতে জ্যেষ্ঠ সুমিত্রার সুত।
দ্বিতীয় শত্রুঘ্ন সর্ব্ব-লক্ষণসংযুত ॥
হেনমতে জন্মিলেন বিষ্ণু-অবতার।
উল্লাসিত ধরাধাম, হর্ষ সবাকার ॥
দিনে দিনে বাড়ে যেন সিতপক্ষ শশী।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ অতিশয় বশী ॥
মিথিলার অধিপতি জনক রাজর্ষি।
বহুদিন লাঙ্গলেতে যজ্ঞভূমি চষি ॥
তথায় জন্মিল লক্ষ্মী অযোনিসম্ভবা।
পাইল লাঙ্গলমুখে পরম-দুর্ল্লভা ॥
জন্ম-অনুরূপ নাম রাখিলেন সীতা।
কন্যার পালনে রাণী পরম-সুস্থিতা ॥
এদিকে কারণ জানি যাবতীয় দেবে।
সঙ্গোপনে শিবধনু রাখিলেন সবে ॥
জনকেরে কহিলেন সুরগণ ডাকি।
লক্ষ্মীর সমান এই তোমার জানকী ॥
দুর্জ্জয় ধনুক ভাঙ্গিবেক যেইজন।
তাঁহারে জানকী দিবে, কর এই পণ ॥
সেইরূপ রাজঋষি প্রতিজ্ঞা করিল।
পত্র দিয়া পৃথিবীর নৃপতি আনিল ॥
ধনুক দেখিয়া সবে ডরে পলাইল।
দুই চারি পরাভবে কেহ না আসিল ॥

যেরূপে বিবাহ করিলেন রঘুবীর।
শুনহ পূর্ব্বের কথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
রাবণের অনুচর রাক্ষস-রাক্ষসী।
যজ্ঞ আরম্ভিলে মুনি, নষ্ট করে আসি॥
যজ্ঞ-রক্ষা-কারণে বিচার করি মনে।
বিশ্বামিত্র মুনি গেল দশরথ-স্থানে॥
মুনি দেখি পূজে রাজা আনন্দিত-মন।
জিজ্ঞাসিল, এখানে কি-হেতু আগমন॥
মুনি বলে, যজ্ঞ নষ্ট করে নিশাচরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে দেহ যজ্ঞ রাখিবারে॥
শুনি রাজা বিচারিল, পাছে দেয় শাপ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ গেলে হইবে সন্তাপ॥
দুইমতে বিপরীত বুঝিয়া রাজন্।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে করিলেন সমর্পণ॥
দোঁহে সঙ্গে করি মুনি যান হরষেতে।
হেনকালে তাড়কা-সহিত দেখা পথে॥
যেমন উদয় ঘোর কাদম্বিনীমাল।
গলে মুণ্ডমালা পরিধান বাঘছাল॥
দেখিয়া রাক্ষসী-মূর্ত্তি ভীত মহাঋষি।
নির্ভয় করিয়া রাম মারেন রাক্ষসী॥
তবে দোঁহে ল'য়ে গেল যজ্ঞের সদন।
শ্রীরামেরে বলিলেন সব বিবরণ॥
শুন রাম, সদা নাহি রহে হেথা দুষ্ট।
আরম্ভ করিলে যজ্ঞ আসি করে নষ্ট॥
যজ্ঞধূম নিরখিলে করে রক্তবৃষ্টি।
কোথায় থাকয়ে কার নাহি চলে দৃষ্টি॥
শ্রীরাম কহেন, সবে হইয়া নির্ভয়।
যজ্ঞ কর, আসুক সে রক্ষঃ দুরাশয়॥
কেবল তোমার মাত্র চরণ-প্রসাদে।
কোন্ ছার সে রাক্ষস, নাশিব অবাধে॥
এতেক শুনিয়া মুনিগণ মহাসুখে।
আরম্ভ করিল যজ্ঞ মনের কৌতুকে॥
হেনকালে নভোমার্গে হেরি ধূমচয়।
আইল মারীচ দুষ্ট জানিয়া সময়॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন কৈল রাক্ষসের মায়া।
যজ্ঞভূমে আসি তার লাগিলেক ছায়া॥
দেখিয়া সকল মুনি শ্রীরামেরে কয়।
ঐ দেখ আইল রাম রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
কোদণ্ডপণ্ডিত রাম দেখিয়া নয়নে।
যুড়েন ঐষীক বাণ ধনুকের গুণে॥
মহাশব্দ করি বাণ অগ্নি-হেন জ্বলে।
গর্জ্জিয়া উঠিল বাণ গগনমণ্ডলে॥
পলাইল নিশাচর মনে পেয়ে শঙ্কা।
লুকাইয়া রহে ত্রাসে প্রবেশিয়া লঙ্কা॥
নিরাপদে যজ্ঞ করে যত মুনিগণে।
আশীর্ব্বাদ করে বহু শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
যজ্ঞ-সাঙ্গে বিশ্বামিত্র আনন্দিত-মন।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ল'য়ে করিল গমন॥
রামেরে কহিল পথে ধনুকের কথা।
শুনিয়া বলেন রাম, চল যাই তথা॥
হেনমতে সঙ্গে করি দুই সহোদরে।
উত্তরিল মহামুনি মিথিলানগরে॥
দেখিয়া জনক কৈল বহু সমাদর।
শ্যামমূর্ত্তি-রামে দেখি হরিষ-অন্তর॥
গুপ্তে বিশ্বামিত্রে রাজা কহে কোন ক্রমে।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে॥
রূপ দেখি কন্যাদান করিলে বিশেষে।
কলঙ্ক রটিবে উভয়তঃ সর্ব্বদেশে॥
বলিবে জনক রাজা বর-রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী॥
সূর্য্যবংশে জন্ম, দশরথের নন্দন।
বিবাহ করিল রাম না সাধিয়া পণ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি, কি কর্ম্ম করিব, হায় হায়॥
সীতাদেবী শুনি বার্ত্তা আসে সঙ্গোপনে।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা করে মনে॥
বিচার করিয়া দেবী মানিয়া বিস্ময়।
কুলিশ-সমান এই ধনুক দুর্জ্জয়॥

মধুর-কোমল-মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি, কৈল পিতা নিদারুণ-পণ॥
পরস্পরে করে সবে কথোপকথন।
হরিষ-বিষাদে এইমত সর্ব্বজন॥
বিশ্বামিত্র-মুখে রাম হ'য়ে অবগত।
ভাঙ্গিবারে শরাসন হ'লেন উদ্যত॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিয়া বস্ত্র সারি।
ধনুক তুলেন রাম বাম হাতে ধরি॥
হেনকালে যোড়করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বন্দিলেন যত দেবগণ॥
বাসুকিরে বলিলেন, ক্ষণ হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর॥
শুনহ সকল নাগ, অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধর ধরা, যেন নাহি টলে॥
লক্ষ্মণ কহিল রামে যোড় করি হাত।
শীঘ্রগতি শরাসন ভাঙ্গ রঘুনাথ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে করিলেন বন্দনা শ্রীরাম॥
মুনিগণে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোয়াইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে॥
যখন ধনুকে হাঁটু দিল রঘুমণি।
থর থর তখনে যে কাঁপিল মেদিনী॥
মুনি-ঋষি-সিদ্ধগণ ভাবিতে লাগিল।
মনুষ্য নহেন রাম, তখনি জানিল॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মাঝখানে ভাঙ্গি ধনুঃ হ'ল দুইখান॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
আছুক অন্যের কাজ, বাসুকি টলিল॥
সেই শব্দ শুনি তবে লঙ্কার রাজন্।
বলিল, আমারে এই করিবে নিধন॥
এইমতে শরাসন ভাঙ্গে রঘুবীর।
মিথিলানগর হৈল আনন্দমন্দির॥
যুধিষ্ঠির বলে, মুনি, এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার বিষ্ণু রাম মহাশয়॥
আপনারে প্রণমিল কিসের কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ-ভঞ্জন॥
মুনি বলে, শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
সত্যযুগে হৈল এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বধি নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাটমূর্ত্তি হ'লেন যখন॥
তাঁহার চীৎকার-শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
গর্ভবতী ব্রাহ্মণীর হৈল গর্ভপাত॥
শাপ দিল মহামুনি পেয়ে দুঃখভার।
যেইজন করিলেক এত অহঙ্কার॥
আপনারে না জানে সে অন্য-অবতারে।
বল-বুদ্ধি-বিক্রম সে সকল পাসরে॥
ব্রাহ্মণের অভিশাপ বৃথা নহে কভু।
ব্রহ্মপদাঘাত বুকে ধরিলেন প্রভু॥
বিস্মৃত হ'লেন আপনারে সে-কারণ।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ-নিধন॥
সে-কারণে হন প্রভু মনুষ্য-শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই, রাজা যুধিষ্ঠির॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হ'ল পূর্ণ মনস্কাম॥
সীতা-সম্প্রদান-হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে॥
অযোধ্যা নগরে দূত পাঠাও রাজন্।
পিতাকে জানাও আগে আমার মনন॥
সহিত আসিবে আর ভাই দুইজন।
বিবাহ করিব তবে, এই নিরূপণ॥
জনক পাঠান তবে যত দূতগণে।
কহিল সকল কথা নৃপতির স্থানে॥
শুনিয়া হ'লেন রাজা আনন্দে পূরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইলা ত্বরিত॥
মহাকোলাহল-শব্দ চতুরঙ্গ-দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহাকুতূহলে॥
মিথিলা-নগরে আসিলেন দশরথ।
জনক আইল আগুসরি কত পথ॥

সমাদরে অভ্যর্থনা করে বহুমান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান॥
সীতানুজ কন্যা ছিল পরমা-রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজ-ঋষি॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ-নাম।
দুই কন্যা ছিল তাঁর রূপ-গুণ-ধাম॥
ভরত-শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল বিভা।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হ'ল মিথিলার শোভা॥
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ করে বেদধ্বনি।
আনন্দে পূরিল দশরথ-নৃপমণি॥
দুই ভ্রাতা কৈল তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল, নাহি পরিমাণ॥
দশরথ-নৃপতিরে পূজিল বিশেষে।
আনন্দ-বিধানে রাজা যান নিজ দেশে॥
মুনিগণে প্রণমিল ক্রমে সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
শীঘ্রগতি যায় রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে॥
দুর্জ্জয় শরীর তাঁর, দেখি লাগে ভয়।
গভীর গর্জ্জনে ক্রোধে রঘুবীরে কয়॥
আরে দুগ্ধপোষ্য, ত্যজ জীবনের আশা।
মম নাম ধর তুমি, এতেক ভরসা॥
ক্ষত্রকুলান্তক আমি, জানে সর্ব্বজনে।
সেই কথা পরীক্ষা করিব বিদ্যমানে॥
তোরে না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম॥
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান্।
জীর্ণধনু ভাঙ্গিয়াছ, কি তার বাখান॥
দশরথ নৃপবর পেয়ে বড় ভয়।
করযোড়ে কৈল স্তুতি, অনেক বিনয়॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া মোরে দেহ পুত্র-দান॥
পিতৃ-দুঃখ দেখি তবে রাম মহাশয়।
হাসিয়া কহেন পিতা, না করিহ ভয়॥
ডাকিয়া কহেন রাম তবে ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে॥
যাহ বিপ্র, ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলি পাইলে নিস্তার॥
নহে বা এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দহন করিব ক্ষিতি আমি এক বাণে॥
যখন ক্ষত্রিয়-সহ তোমার সংগ্রাম।
সেইকালে মহীতলে নাহি ছিল রাম॥
কহিলে, শিবের ধনু ছিল পুরাতন।
দেখিব তোমার ধনু, দেহ ত কেমন॥
এত শুনি ভৃগুরাম ধনু ল'য়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দেন রঘুনাথে॥
বিষ্ণুতেজ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুকসহিত প্রবেশিল রঘুবীরে॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহেন, শুন ওহে দ্বিজবর॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি, বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র কহ, তোমার রুধিব কোন্ স্থান॥
হতবুদ্ধি হ'য়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ, ক্ষমা কর সব॥
স্বর্গ-অভিলাষ নাই তব দরশনে।
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বাণে॥
তবে রাম স্বর্গপথ বাণে কৈল রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার-বোধ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা গেল আপন ভবনে॥
বিবাহ করিয়া যান চারি-সহোদর।
আনন্দ-মন্দির হ'ল অযোধ্যানগর॥
শাস্ত্রপাঠ-নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন-সহিত ছিল মাতামহালয়॥
এইরূপ নিয়মেতে কতকাল গেল।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে রাজা বিচারিল॥
পাত্রমিত্রে ডাকি সবে কহে সমাচার।
অধিবাস কর, রামে দিব রাজ্যভার॥

কৈকেয়ী দাসীর মুখে শুনি এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥
রজনীতে দশরথ গেল তার স্থানে।
দেখিল, কৈকেয়ী আছে মহা-অভিমানে ॥
অনেক সাধিতে রাজা শেষে কহে রাণী।
পাসরিলা মহারাজ, পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোরে কৈলে অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার ॥
রাজা বলে, প্রাণপ্রিয়ে, এই কোন্ দায়।
অবিলম্বে বর লহ, দিব সর্ব্বথায় ॥
কৈকেয়ী কহিল, নাথ, এই এক বর।
ভরতে করহ এবে রাজ্য-দণ্ডধর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম যাবে বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে বর দিয়া রহে দুঃখমনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এ-সব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গীকার ॥
বিদায় লইতে যান নৃপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখ-মনে ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় লইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী।
শোকভরে হতজ্ঞান কান্দে মহারাণী ॥
বিলাপ করিয়া পুত্রে কত কৈল মানা।
মধুর-বচনে রাম করেন সান্ত্বনা ॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামাদির পঞ্চবটীতে বাস

দশরথ শুনি তবে রামের প্রস্থান।
হা রাম, হা রাম বলি ত্যজিল পরাণ ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধমুনির এ শাপ।
মরিবে পুত্রের শোকে পেয়ে মনস্তাপ ॥
হেনমতে নৃপতির হইল নিধন।
অযোধ্যার ঘরে-ঘরে উঠিল রোদন ॥
বিচার করিল যত পাত্র-মিত্রগণ।
ভরতে আনিতে দূত করিল প্রেরণ ॥
ভরত শুনিল আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দা করি করে তিরস্কার ॥
নৃপতির সৎকার হইল সেই ক্ষণে।
ভরতেরে কহে পাত্র, বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল, সবে হ'লে জ্ঞানহত।
সে-কারণে বলিতেছ অজ্ঞানের মত ॥
পিতৃসত্য-হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি নরপতি হব তাঁর সিংহাসনে ॥
এমত অনীতি-কর্ম্ম করে কোন্ লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে ॥
বিশেষে মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে, যাই শীঘ্র রামের গোচর ॥
মাতৃদোষ ক্ষমা মাগি প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে ॥
যেমন করিয়া বেশ রাম যান বন।
তেমন বাকল পরি ভাই দুইজন ॥
শিরে জটাভার করি তপস্বীর বেশ।
চিত্রকূট-পর্ব্বতেতে পেলেন উদ্দেশ ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম-বিদ্যমানে ॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোঁসাই।
তোমার চরণ-বিনা অন্য-গতি নাই ॥
আমা চাহি কর ক্ষমা জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর মনের আক্রোশ ॥

চল রাম, নরপতি হবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য, বিলম্ব না সহে সে-কারণে ॥
তব বনযাত্রা-বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
প্রাণ ত্যজিলেন রাজা সেই মনোদুঃখে ॥
তবে রাম শুনিলেন সব সমাচার।
পিতৃশোকে কাঁদিলেন পেয়ে শোকভার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিলেন বলি বাপ-বাপ।
সেইমত সর্ব্বজন করিল সন্তাপ ॥
ভরতের চরিত্রেতে তুষ্ট রঘুনাথ।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলালেন হাত ॥
কি দোষ তোমার ভাই, কেন হেন কহ।
প্রাণের সমান তুমি, কভু দোষী নহ ॥
জননীর কিবা দোষ, দৈবের-ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন ॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি নিবসিব বনে।
তত দিন রাজা হ'য়ে বৈস সিংহাসনে ॥
ভরত কহিল, ইহা শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য-ভার জম্বুকে কুলায় ॥
তবে যদি পিতৃসত্য করিবে পালন।
চতুর্দ্দশ-বর্ষ বাস কর তুমি বন ॥
পাদুকাযুগল তবে দেহ নরপতি।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি ॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হ'য়ে পুনরায় দেন আলিঙ্গন ॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত ॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিয়া সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে তাহা বেড়ি বসে সর্ব্বজনে ॥
সাবধানে রাত্রি-দিনে পালে রাজধর্ম্ম।
ইহা-বিনা ভরতের নাহি অন্য কর্ম্ম ॥
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ চিত্রকূট-গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশ-বাসরে ॥
লক্ষ্মণ কহিল, প্রভু, চল এথা হতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা নিতে ॥

এইমত বিচার করিয়া তিনজনে।
কতক্ষণে যান অগস্ত্যের তপোবনে ॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম আদরে।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে ॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগেন বিদায়।
জিজ্ঞাসেন, কহ মুনি, বঞ্চিব কোথায় ॥
জানিয়া ভবিষ্য-কথা কহে তপোধন।
আশ্রম করহ সুখে পঞ্চবটী-বন ॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত-মন।
সহিত জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটী-বনে।
আশ্রম করেন রাম যথাযোগ্য স্থানে ॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী-বনে।
একদিন শুন, তথা দৈবের ঘটনে ॥
সূর্পণখা-নামে রাবণের সহোদরা।
স্বচ্ছন্দগমনে ফিরে, অত্যন্ত মুখরা ॥
চতুর্দ্দশ-সহস্র সংহতি নিশাচর।
খর ও দূষণ সঙ্গে দুই-সহোদর ॥
দূর হৈতে দেখে দোঁহে দিব্য-রূপধারী।
কামে হতচিত্তা হ'য়ে দুষ্টা নিশাচরী ॥
সীতার সমান রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
বিনয়ে কহিল সেই রাম-পাশে আসি ॥
নিবেদন করি, আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে, আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা ॥
শ্রীরাম কহেন, তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী, দেখ বিদ্যমানে ॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিল রাক্ষসী।
লক্ষ্মণ কহিল, আমি আজন্ম-তপস্বী ॥
তবে সূর্পণখা অতিশয় দুঃখমনে।
কার্য্যসিদ্ধ নৈল মোর সীতার কারণে ॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এত বলি ধায় মুখ করিয়া বিস্তার ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে রাক্ষসীর কাটে নাক-কাণ ॥

কান্দিয়া রাক্ষসী খর-দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ দিল ক্রোধে অতিশয়॥
দেখিয়া উঠেন রাম অতি-ক্রোধমনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে॥
শুন ভাই, বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যাসহ বনে আসে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
চতুর্দ্দশ-সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক-কাণ কাটে মোর অস্ত্র-খরশাণে॥
যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতী।
সবার হইতে সেই সীতা রূপবতী॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হ'ল মোর মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা, তোমার কারণে॥
তাহাতে এ-গতি মোর, শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, উচিত যে হয়॥
অনুক্ষণ রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মন কর স্থির॥
শুনিয়া রাবণ হ'ল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষ শুনিয়া ভগিনীর অপমান॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি অবিলম্বে বলে মারীচেরে॥
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী-বনে।
মায়া করি দূরে লহ শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব, যেন না পায় উদ্দেশ॥
মারীচ কহিল, রাজা, মোর শক্তি নয়।
আছে যে রামের বাণে ভাল পরিচয়॥
বালক-কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনি-যজ্ঞ-নষ্ট-হেতু গেলাম যে-কালে॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা হ'ল প্রাণ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ-কর্ম্ম করিলে তার, ভাল পাব ফল॥
এত শুনি দশানন ক্রোধচিত্ত হ'য়ে।
মারীচে মারিতে যায় হাঁতে খড়্গ ল'য়ে॥
ভয়েতে মারীচ বলে, যাব পঞ্চবটী।
তুমি বা মারহ কিংবা রাম ফেলে কাটি॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস-দুর্জ্জন।
তুমি মার কিংবা রাম, অবশ্য মরণ॥
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর।
রাবণ চলিল রথে হরিষ-অন্তর॥
উত্তরিল মারীচ, যথায় রঘুবর।
স্বর্ণ-মৃগ-রূপ ধরে দেখিতে সুন্দর॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ-অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ-ঠাকুরে।
মায়ামৃগে খেদাড়িয়া রাম যান দূরে॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্য-শর।
ভাই রে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সীতা হরণ ও শ্রীরামের পঞ্চ বানরের সহিত মিলন

হেনকালে আসি তথা রাবণ-দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখি শূন্যালয়॥
শীঘ্র চালাইল রথ রামে করি শঙ্কা।
পলায় পরাণ ল'য়ে যথা পুরী লঙ্কা॥
পরিত্রাহি ডাকে সীতা রাম-রাম বলে।
চিহ্নহেতু স্থানে স্থানে অলঙ্কার ফেলে॥
জটায়ু-নামেতে পক্ষী দশরথ-সখা।
বহুযুদ্ধ করিলে কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরী প্রবেশিল ক্রমে দশানন॥

রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবি, তুমি ভজ সর্ব্বথায় ॥
সীতা বলে, মম প্রভু রাম-বিনা নাই।
কত দিনে সবংশে মজিবি তাঁর ঠাঁই ॥
ইহা শুনি বন্দী কৈল অশোক-কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী শত-শত জনে ॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ-সহিত তবে দেখা হ'ল পথে ॥
শ্রীরাম বলেন, ভাই, কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি-হেতু আসিলে ॥
লক্ষ্মণ বলেন, দেবী, তব বাক্য শুনি।
আমারে নিন্দিয়া বহু পাঠান আপনি ॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হ'লেন অস্থির ॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর ॥
শোকাকুল হ'য়ে ভ্রমে কাননে-কাননে।
জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরুলতাগণে ॥
ত্যজিয়া আহার পান আলস্য শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ ॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে কান্দিতে ॥
যত দূর চিহ্ন পান বসন-ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন ॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃত প্রায়।
পর্ব্বত-প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রাণ যায় ॥
তাহার নিকটে চলিলেন দুইজন।
জটায়ু তুলিল মুণ্ড জানিয়া কারণ ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষীরাজ কহিলেন কথা।
লঙ্কাপুরী দশানন হরি নিল সীতা ॥
অরুণনন্দন আমি, তব পিতৃ-সখা।
বধূর অবস্থা দেখি যুদ্ধে আমি একা ॥
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
ছিন্ন পাখা হৈল শেষে বধূর কারণ ॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করিও রাম, এই নিবেদন ॥
এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিয়া পিতার সখা ভাই দুইজন ॥
অগ্নিকার্য্য করি তার পম্পানদীতটে।
তথা হ'তে যান ঋষ্যমূকের নিকটে ॥
তথায় দেখেন পঞ্চ-বানর-প্রধান।
সুষেণ সুগ্রীব নল নীল হনূমান ॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
শ্রীরাম সকল কথা কহিলেন ক্রমে ॥
সুগ্রীব জানিল, এই পুরুষ-রতন।
প্রণাম করিয়া করে নিজ নিবেদন ॥
মোর জ্যেষ্ঠ বালী রাজা রাজ্য-অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল, আমি যুদ্ধেতে না পারি ॥
মুনিশাপে আসে হেথা তার শক্তি নাই।
সে-কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোঁসাই ॥
শ্রীরাম বলেন, কপিরাজ, তুমি মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি, তুমি দিবে সীতা ॥
সুগ্রীব বলিল, তবে যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু, হ'ল মোর ভার ॥
শ্রীরাম কহেন, কালি প্রত্যুষ-সময়।
বালীকে মারিয়া রাজা করিব তোমায় ॥
হেনমতে রঘুনাথ বালী রাজা মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য-অধিকারী ॥
চারিমাস সেই স্থানে রহে রঘুনাথ।
কপিরাজ সুগ্রীবেরে ল'য়ে তবে সাথ ॥
সমুদ্র-সমীপে যান সৈন্য-সমাবেশে।
হনূমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে ॥
পবন-নন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা।
রাজপুত্র মারি বীর নৃপে দিল শঙ্কা ॥
সীতার উদ্দেশ করি আসে মহাবীর।
শ্রীরাম-লক্ষণ হইলেন তাহে স্থির ॥
হেনকালে শুন রাজা, দৈব-বিবরণ।
রাবণ-অনুজ ধর্ম্মশীল বিভীষণ ॥

করযোড় করি নৃপে কহে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে॥
ধন-রাজ্য-বংশ-বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি॥
যেইকালে বিভীষণে প্রহারে চরণে।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণে॥
অতিদুঃখে বহির্গত হ'ল বিভীষণ।
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ॥
শ্রীরাম কহেন, তুমি শত্রু-সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর॥
বিভীষণ বলে প্রভু, মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি॥
ইথে অন্যমত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজা, কলির ব্রাহ্মণ॥
কলিতে জন্মিব, আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া রামের হ'ল আনন্দ বিশাল॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড়কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস-ঈশ্বর॥
তপস্যা করিয়া চিরকাল যাহা পায়।
পরদ্রোহ করিয়া এ সব যদি হয়॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কোন্ জনে।
হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণে॥
কলিতে ব্রাহ্মণ, রাজা, দীর্ঘজীবী জন।
এই তিনে পরিত্রাণ নাহি কদাচন॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝি হাসিলে ভাই, তুমি শিশুমতি॥
আজি হ'তে মিত্র মম হ'লে বিভীষণ।
তোমারে অর্পিব লঙ্কা মারিয়া রাবণ॥
বিচার করিল তিনজন এই মত।
লঙ্কায় গমনে সবে হলেন উদ্যত॥
বানর সকলে সিন্ধু বান্ধে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা, সাগরের জলে॥
বান্ধে নল জলনিধি রাম-উপরোধে।
কটক সকলে পার হ'য়ে কার্য্য সাধে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ ও যুদ্ধ

প্রধান প্রধান যুদ্ধপতি দিল থানা।
ছাইল সকল লঙ্কা শ্রীরামের সেনা॥
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেক দ্বার।
মন্ত্রী ল'য়ে পরামর্শ করে যুদ্ধ-সার॥
সবান্ধবে সুসজ্জিত আসে দশানন।
দেখি চমকিত হ'ল শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে-একে বিভীষণ দিল পরিচয়॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
নাহিক বুদ্ধির লেশ অজ্ঞান রাবণে॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এত পরিচ্ছদ।
কি-কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ্॥
অন্য-অন্য এই মত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হ'ল মহামার॥
সেনাপতি-সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণ, রাক্ষসপতি রাম॥
রণেতে পণ্ডিত রাম, যুদ্ধে পরিপাটি।
মাথার মুকুট দশ ফেলিলেন কাটি॥
লজ্জা পেয়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন॥
তবে রাম পাঠালেন বালীর নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে॥
অঙ্গদের বাক্যে দশানন দুঃখমতি।
পাঠাইল বহু-বহু শ্রেষ্ঠ সেনাপতি॥
মুনি বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব, শুন ধর্ম্ম নৃপবর॥
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ, নাহিক অবধি॥

পড়িল রাক্ষসসেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধভরে আসে তবে বীর ইন্দ্রজিৎ॥
করিল রাক্ষসী-মায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বন্দী কৈল শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
গরুড় স্মরিয়া রাম পবন-আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈলা প্রকার-বিশেষে॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ-রাজা গণিল প্রমাদ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে॥
আর চারি সেনাপতি রাবণ-কুমার।
ক্রোধাবেগে আসি সবে করে মহামার॥
শিলা-বৃক্ষ ল'য়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রশস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যের সহিত॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আসে তবে বীর মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসী-মায়া ইন্দ্রজিৎ জানে।
দেখিতে না পায় কেহ, থাকে কোন্ খানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ-সন্ততি।
চারি-দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি॥
থাকুক অন্যের কার্য্য, শ্রীরাম-লক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিত মাত্র ছিল তিন জন।
হনূমান্ সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেক সুষেণ-প্রধান।
আনিল গন্ধমাদন বীর হনূমান্॥
ঔষধি চিনিয়া দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাঁটিয়া দিল রাক্ষস-ঈশ্বর॥
যেইমাত্র পাইলেক ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল মৃত সৈন্য, সবে পায় প্রাণ॥
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় হনূর প্রসাদে।
কাঁপিল রাবণ বানরের সিংহনাদে॥

তবে বহু যুদ্ধ করি মরে অকম্পন।
ভয় পেয়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রা হ'তে উঠি যায় রাজ-সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্মিত হ'ল ভাই দুইজনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সত্তরি-যোজন উচ্চ শরীর কাহার॥
তবে বৃথা কি-কারণে করিতেছি রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু, না-বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজ রঘুবর।
কুম্ভকর্ণ-নামে মোর এক-সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি জাগাইলে অবশ্য মরণ॥
পাঁচ মাসে জাগাইল ভয় পেয়ে মনে।
সন্দেহ নাহিক আজি মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিলেক রক্ষঃ বিভীষণ।
তুষ্ট হ'য়ে রাম তারে দেন আলিঙ্গন॥
রাবণ কহিল কুম্ভকর্ণে সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি কৈল মহামার॥
গিলিল বানর একেবারে শতে-শতে।
বাহির হইল কেহ নাসা-কর্ণ-পথে॥
দেখিয়া বিকট মূর্ত্তি ধায় সৈন্যগণ।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তারে॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কি-প্রকারে এ-বিপদে পাইব নিস্তার॥
বানর পুড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার।
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে, কে করিবে পার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ-বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সমরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
কুম্ভ ও নিকুম্ভ পরে প্রবেশিল রণে॥

বল-বুদ্ধি-বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব-হনূমান॥
দুই ভাই পড়ে ক্রমে সহ-সর্ব্বসেনা।
বিনা-ইন্দ্রজিৎ বীরে নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশানন।
সসৈন্যে মারহ তুমি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু অগ্রসর হয় ইন্দ্রজিৎ॥
ক্রোধে আসি মেঘনাদ করে বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করে বহুতর।
দেখাদেখি মহাযুদ্ধ হ'ল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণ-নন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ-নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব, রাক্ষসকুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হ'লে মৃত্যু নাহিক উহার॥
বিধিবাক্য আছে হেন, আমি জানি ভালে।
তবে সে মরিতে পারে যজ্ঞ নষ্ট কৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবন-নন্দন॥
তবে ব্রহ্ম-অস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ।
পরাণ ত্যজিল তাহে রাবণ-নন্দন॥
বার্তা পেয়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আসিল রণে অতি-ক্রোধমতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● রাবণ-বধ

পুত্রশোকে রণে আসে রাজা দশানন।
দেখি অগ্রসর হৈল ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণের সঙ্গে আসে বীর বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এই পাপ হৈতে মোর সবংশে নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতি-ক্রোধমনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে॥
এড়িলেন শেলপাট ভীষণ-দর্শন।
দিব্য-অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনশ্চ লক্ষ্মণ তাহা কাটে দিব্যবাণে॥
দুই-শেল-অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড-শেল হাতে লইল রাবণ॥
ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপনা রক্ষা কৈলে পরে॥
আপনা সংবর শীঘ্র, যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ-বীর হ'লেন ফাঁফর॥
প্রাণপণে বাণ মারে নারে নিবারিতে।
কালদণ্ড-সম শক্তি আসে শূন্যপথে॥
সজোরে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িল লক্ষ্মণ-বীর, রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হ'লেন অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিল তবে বীর হনূমান্॥
পর্ব্বতে ঔষধি ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ, আনন্দিত সবে॥
কাল পূর্ণ হ'ল, রণে আসিল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথে ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইল রথ মাতলি-সংহতি॥
সেই রথে রঘুনাথ কৌতুকে চড়িল।
রাবণ-সম্মুখে রথ মাতলি লইল॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
উপমা নাহিক স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে॥
যার যত শিক্ষা ছিল, দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধভরে তবে কমললোচন॥

রাবণের দশমুণ্ড কাটিলেন শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে॥
পুনঃপুনঃ যত বার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে॥
যোড়করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য-অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী-পাশ।
সে-বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ॥
হনূমানে আদেশিল কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবন-নন্দন॥
সেই বাণ ল'য়ে রাম যুড়িয়া ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে॥
হেনমতে ভূমিতলে পড়ে দশানন।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল তবে যত দেবগণ॥
সীতারে আনিল কাছে তবে বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তারে কমললোচন॥
তোমারে রাখিল দশ মাস নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলে সীতা কেমন প্রকারে॥
আমারে করিবে নিন্দা, এই বড় ভয়।
পরীক্ষা দেহ ত সীতা, যদি মনে লয়॥
এমত শুনিয়া সীতা অতি-দুঃখ মনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহেন লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড, প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আসিল দেবতা॥
রাম পড়িলেন সীতা-বিচ্ছেদ-অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা ল'য়ে কোলে॥
ব্রহ্মা-আদি সর্ব্ব দেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি রামেরে কহিল॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য-আচার।
তুমি নারায়ণ, সীতা লক্ষ্মী-অবতার॥
আসিল দেখিতে তোমা যত পিতৃলোক।
হের দেখ দশরথ তোমার জনক॥
দেবগণ বলে, রাম, মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম, জীউক বানর॥
পরে রাম সম্ভাষণ করি সর্ব্বজনে।
যতেক বিবুধ গেল আপন ভুবনে॥
বিভীষণে দেন রাম রাজ্য অধিকার।
বানর-কটকে কৈল বহু পুরস্কার॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজ-রাজেশ্বর॥
সেবক-উদ্ধার-হেতু প্রভুর এ কর্ম্ম।
হেনমতে দুইভাগে ল'য়ে দোঁহে জন্ম॥
জন্মিল বিজয় জয় ভূমে পুনর্ব্বার।
দন্তবক্র শিশুপাল নামে দোঁহাকার॥
পূর্ণব্রহ্ম যদুকুলে হ'য়ে অবতার।
তবে যজ্ঞে শিশুপালে করেন উদ্ধার॥
তিন-অবতারে কৃষ্ণ দেব ভগবান্।
এইভাবে ভক্তজনে কৈলা পরিত্রাণ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে, রাজা যুধিষ্ঠির॥
সীতার দুঃখের কথা শুনিলে শ্রবণে।
দ্রৌপদীর দুঃখ তার নহে এক গুণে॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতাদুঃখে দ্রৌপদীর বিদারিল মন॥
মুনি বলে, শুন রাজা, দুঃখ হ'ল অন্ত।
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যেজন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ॥
নানা সুখ ত্যজিলেক স্বামীর কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেক স্বামী সত্যবানে॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নহে কোন জন।
দ্রৌপদীতে দেখি যেন তাঁহার লক্ষণ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অঙ্কেতে দাসত্ব মুক্ত কৈল সবাকার॥
এত দ্বিজ যাঁর গুণে ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ তাঁহার প্রসাদে॥
পশ্চাতে জানিবে রাজা, নয়নে দেখিবে।
কহিলাম পূর্ব্বকথা যেমন ফলিবে॥

ভারতপঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

● সাবিত্রী উপাখ্যান

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির, শুন মহামুনি।
কহিলে রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হইল শরীর মুক্ত, সফল এ জন্ম।
সাবিত্রী কাহার নাম, কিবা তাঁর কর্ম্ম॥
কিবা ধর্ম্ম আচরিল, কিবা উগ্র তপে।
কোন্ কুল উদ্ধারিল কোন্ কোন্ রূপে॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে।
মুনিরাজ, বিস্তারিয়া কহ গো আমারে॥
মুনি বলে, শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
মদ্রদেশে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিব-সেবা করে বহুকাল॥
সন্তান-বিহীন রাজা নিরানন্দ মতি।
কত দিনে হৈল এক কন্যা রূপবতী॥
তপ্তস্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক-বিহীন কলানিধি মুখ-আভা॥
বিহঙ্গম-চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাসা।
দশন-মুকুতাপাঁতি সুমধুর ভাষা॥
কামের কার্ম্মুক জিনি তার যুগ্ম-ভুরু।
মৃণাল জিনিয়া বাহু, রামরম্ভা-উরু॥
কুরঙ্গনয়নী ধনী, মনোহর কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্যদেশ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সর্ব্বশাস্ত্রে অতি-বিচক্ষণা॥
কদাচ নাহিক অন্যমতি ধর্ম্ম-বিনা।
নানাবিধি শিল্পকর্ম্মে অতি সে প্রবীণা॥
সুপ্রিয়বাদিনী সতী সর্ব্বভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥
সাবিত্রী রাখিল নাম সবিত্রী তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্রা কন্যা পবিত্র-আচার॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ-গমনে যায়, যথা ইচ্ছা করে॥
সমান বয়স প্রিয়সখীগণ সাথে।
ভ্রমণ করয়ে সুখে চড়ি দিব্যরথে॥
বিশেষ বাপের রাজ্যে কিছু নাহি ভয়।
উপনীত হ'ল গিয়া মুনির আলয়॥
বিবিধ কৌতুক দেখে নরবর সুতা।
হেনকালে শুন রাজা, অত্যাশ্চর্য্য কথা॥
দ্যুমৎসেন-নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য, বনে করিল বসতি॥
তাহার নন্দন ছিল, নাম সত্যবান্।
রূপেতে নাহিক কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
সাবিত্রী থাকিয়া দূরে দেখিল তাহায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ কিশোর বয়েস।
দেখিয়া নরেন্দ্র সুতা জিজ্ঞাসে বিশেষ॥
কাহার নন্দন এই, কহ মুনিগণ।
যার রূপে সমুজ্জ্বল এই তপোবন॥
বনবাসী জন কহে, কর অবধান।
দ্যুমৎসেনের পুত্র নাম সত্যবান্॥
সাবিত্রী শুনিয়া কথা হন হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে কৈল নিজ পতি॥
গৃহেতে আসিয়া তবে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহে সব কথা॥
কন্যা-বাক্যে রাণী গিয়া কহে নৃপবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত-অন্তরে॥
কোন্ বংশে জন্ম তার, কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানি কেমনে আমি করি হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে আছে রাজা নিরানন্দ মন।
একদিন উপনীত ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ-মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি-আগমনে॥

বসালেন দিব্য সিংহাসনের উপর।
বেদের বিহিত স্তুতি করেন বিস্তর॥
আনন্দে বসিল সবে কথোপকথনে।
সহসা সাবিত্রী-কন্যা আসে সেই স্থানে॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে কহে তবে মুনি।
পরমা সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলে, মুনি, কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যামাত্র সার॥
মুনি বলে, সুলক্ষণা তোমার দুহিতা।
বিবাহ দিয়াছ কিবা এ অবিবাহিতা॥
রাজা বলে, শিশুমতি অত্যল্প বয়েস।
যোগ্যাযোগ্য ভালমন্দ না জানে বিশেষ॥
বরিয়াছে মনে মনে কারে তপোবনে।
নিরূপণ নাহি জানি সন্দ আছে মনে॥
ভাল হ'ল ভাগ্যবশে আসিলে আপনি।
ঘুচিল মনের ধন্দ, ওহে মহামুনি॥
নারদ কহেন তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন্ বংশে জন্ম তার, কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল, দেব, মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেনের পুত্র সত্যবান্ নামে॥
নারদ কহিল, আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি তুমি মাগো, বর অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল, পূর্ব্বে বরিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে॥
মুনি বলে, দোষ নাই, শুন মোর কথা।
সাবিত্রী কহিল, মুনি, না হবে অন্যথা॥
পুনঃপুনঃ দোঁহাকার এই বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হ'য়ে তারে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি, কহ মুনিবর।
কি হেতু বরিতে কহ অন্য কোন বর॥
কোন্ বংশে জন্ম তার, কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর, ব্যস্ত বড় মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল কৃপাবশে তপোধন॥
সূর্য্যবংশে শূরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি॥
মহিমাসাগর মহারাজ গুণবান্।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দৈবের নির্ব্বন্ধ।
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হ'ল অন্ধ॥
চক্ষুহীন, শিশুপুত্র, নাহি অন্য জন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ॥
ভার্য্যাপুত্র সঙ্গে করি করে বনবাস।
মহাক্লেশে আছে, সর্ব্বসুখেতে নিরাশ॥
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হয় দুঃখ-সুখভোগ॥
রাজা বলে, চরিতার্থ হৈনু তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ-মন॥
দুঃখ-সুখ শরীরের সহযোগে জন্ম।
সময়ে প্রবল হয় আপনার কর্ম্ম॥
আপন-ইচ্ছায় ভাল-মন্দ কিছু নয়।
দৈবের সংযোগ সেই, যখন যে হয়॥
বরযোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান্।
আজ্ঞা কর, কন্যাধনে করি তারে দান॥
মুনি বলে, তাহা মানা করিতেছি আমি।
পুনঃপুনঃ মোরে কেন জিজ্ঞাসহ তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ।
সকল সুন্দর বটে একমাত্র কষ্ট॥
আজি হ'তে যেই দিনে বর্ষ পূর্ণ হবে।
সেই দিন সত্যবান্ নিশ্চয় মরিবে॥
কহিনু ভবিষ্য কথা, যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যাদান কর অন্যজনে॥
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
শিশুর ক্রীড়ার নাহি কভু ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান্।
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যাদান॥

দোষ না থাকিবে তার, হবে রাজ্যেশ্বর।
এমত পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর॥
কন্যা-দানকর্ত্তা পিতা, আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ংবর॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপচয়।
দেখিয়া বরিবে কন্যা, যারে মনে লয়॥
কি হেতু বরিবে অল্প-আয়ু সত্যবান্।
বিশেষ বৈধব্য-দুঃখ মরণ-সমান॥
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলি কহিছে সাবিত্রী গুণবতী॥
শুনহ জনক, মম সত্য-নিরূপণ।
কদাপি নয়নে নাহি হেরি অন্যজন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবনে-মরণে সেই সত্যবান্ স্বামী॥
বৈধব্য-যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা, দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার এই, অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন্ জন॥
মৃত্যুর উৎপত্তি দেখ শরীরের সাথে।
আজি কিংবা কালি, কিংবা শত বৎসরেতে॥
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
কিমতে তাহারে ছাড়ি করি অন্য কর্ম্ম॥
ধিক্ ধিক্, কিবা ছার সুখ-অভিলাষ।
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ-আশ॥
কি করিবে সুখে পিতা, কতকাল জীব।
কু-কর্ম্মে আজন্ম-কাল নরকে থাকিব॥
এত শুনি ধন্য ধন্য করি তপোধন।
আশীর্ব্বাদ করি যান নিজ নিকেতন॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ-বিধান।
সাবিত্রী কহিল, মম পতি সত্যবান্॥
ভারত-পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনেন তখন॥
বিধিমতে পরিণয় দেন নরপতি।
সত্যবান্ গেল তবে আপন বসতি॥
পুত্রের বিবাহ-বার্ত্তা-মহোৎসব শুনি।
হরিষ-বিষাদ-মনে কহে রাজা-রাণী॥
নিদারুণ বিধি কৈল এমন সংযোগ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহুভোগ॥
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজদেশ।
বনেতে নিবসি ধরি তপস্বীর বেশ॥
বধূ মম অশ্বপতি-নৃপতির বালা।
কিরূপে এ-হেন জন রবে বৃক্ষতলা॥
অনেক কহিল এইমত রাজা-রাণী।
সাবিত্রী দেখিতে যত আসিল ব্রাহ্মণী॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী, রাজা মহাসাধু।
সে-কারণে লভিলে গো সাবিত্রীকে বধূ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইঁহার শরীরে।
এত বলি সবে গেল নিজ নিজ পুরে॥
পরম-আনন্দ-মনে রহে চারিজন।
নিত্য-নিত্য সত্যবান্ প্রবেশিয়া বন॥
নানাবিধ ফল-মূল করণ্ডেতে ভ'রে।
প্রতিদিন আনি দেয় সাবিত্রী-গোচরে॥
সাবিত্রীর মাহাত্ম্যের কথা চমৎকার।
যাঁর নামে ধন্য ধন্য জগৎ-সংসার॥
শ্বশুর-শাশুড়ী সেবে দেবের সমানে।
নানাসেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে॥
লক্ষ্মীর সমান হয় সতী-পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজে ব্রাহ্মণ-দেবতা॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর-সম্ভাষে বনবাসী বশ কৈল॥

অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণে তুল্য দিতে নাহি বসুমতী॥
যত্নে আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত যত বেদবিধি-ধর্ম্ম॥
ইষ্টেতে একান্ত মতি করে আচরণ।
শিল্প-কর্ম্ম যত চিত্র-বিচিত্র-রচন॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা-রাণী-সত্যবান্!
সাবিত্রী বসতি করে বর্ষ সেই স্থান॥
নারদের বাক্য সতী স্মরে অনুক্ষণ।
লোকলাজে নানা কাজে নিয়োজিয়া মন॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত দণ্ড প্রহরাদি করি।
দণ্ডে-দণ্ডে গণি যায় দিবস-শর্ব্বরী॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ, দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস, বাড়য়ে নিরাশ॥
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
রাজা-রাণী-সত্যবান্ কিছুই না জানে॥
এমন-প্রকারে শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরেক শেষমাত্র দ্বিতীয় বাসর॥
চিন্তায় আকুল হয় নৃপতির সুতা।
বিচারিল, পূর্ণ হ'ল নারদের কথা॥
অবশ্য হইবে, যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥
হেনমতে মনে-মনে ভাবি সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার॥
জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণপক্ষে পেয়ে চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী-নারায়ণে সতী পূজে অহর্নিশি॥
শুদ্ধভাবে একমনে বসিল সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেক দিবস-শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া সতী হ'য়ে সযতন।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমাপন।
আশীর্ব্বাদ করি গেল যত দ্বিজগণ॥
এইরূপে বঞ্চিলেক দ্বিতীয় প্রহর।
সেইদিনে পূর্ণ সত্যবানের বৎসর॥
তাহাতে নৃপতি-সুতা চিন্তাকুলমনা।
হেনকালে শুন রাজা, দৈবের ঘটনা॥
নিত্য নিত্য সত্যবান্ প্রবেশিয়া বন।
ফল-মূল-কাষ্ঠ যত করে আহরণ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল, বনে যেতে হইল সময়॥
করণ্ড-কুঠার নিল আপনার করে।
বিদায় লইল গিয়া মায়ের গোচরে॥
রাণী বলে, শুন পুত্র, দিবা অবশেষ।
এমত সময়ে বনে না কর প্রবেশ॥
সত্যবান্ বলে, মাতা, না করিহ ভয়।
এখনি আসিব মাতা, জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
সাবিত্রী পাইয়া বার্ত্তা দেখে অন্ধকার॥
শোকাকুলা বিবেচনা করি মনে-মন।
পূর্ণ হ'ল, যাহা কৈল ব্রহ্মার নন্দন॥
কাল পূর্ণ হৈল আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্মসূত্রে টানি এবে লয় মৃত্যুস্থানে॥
জনম-বিবাহ-মৃত্যু যথা যেইমতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে॥
সেহেতু যেখানে তার আছে মৃত্যুস্থান।
নৃপতি-নন্দন তথা করিছে প্রয়াণ॥
সতী ভাবে, কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল তবে, পতি যায় যথা॥
নৃপতি শুনিয়া বলে নিষেধ-বচন।
সাবিত্রী নিষেধ হি মানে কদাচন॥
রাজা-রাণী বার্ত্তা পান, বধূ যায় বন।
চিন্তাকুল মহারাণী আসি সেইক্ষণ॥
সাবিত্রীর প্রতি কহে মধুর-বচন।
কহ বধূ, চিন্তা কর কিসের কারণ॥
ফল-মূল ল'য়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি-কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন॥

অন্য কেহ নাই, তাহে দেখ ঘোর বন।
কি-কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হ'ল তাহে আছ উপবাসী।
ভোজন করহ ঘরে আসি সুখে বসি ॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল করযোড়ে সেইক্ষণ ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা দেহ তবে রাণী, দেখে আসি বন ॥
বিশেষতঃ আছে হেন শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজপতি-সঙ্গ ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখঁনি আসিব ॥
সাবিত্রীর অভিলাষ বুঝি রাজরাণী।
নিবৃত্ত হইল, আর না কহিল বাণী ॥
সাবিত্রী চলিল তবে সহ-সত্যবান্।
নিবিড় কানন মাঝে করিল প্রয়াণ ॥
বিবিধ কৌতুক দেখি যান দুইজন।
বহুবিধ ফল-মূল কৈল আহরণ ॥
মুনিবাক্য মনে করি নৃপতির সুতা।
অত্যন্ত আকুলা হ'ল, আর চিন্তাযুতা ॥
না জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
সত্যবান্ নাহি জানে এত বিবরণ ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলে মূল ফল।
পাত্র পরিপূর্ণ হ'ল, নাহি আর স্থল ॥
রাখিয়া আঁকশী সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠহেতু সত্যবান্ উঠে গিয়া গাছে ॥
কুঠারে কাটিল তবে বৃক্ষসহ ডাল।
উপস্থিত হ'ল আসি ক্রমে মৃত্যুকাল ॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া করিল অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির ॥
সত্যবান্ বলে, শুন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হ'ল দেবমায়া ॥
দশদিক্ অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র-সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥
দেহ হৈতে যায় বুঝি এবে মোর প্রাণ।
নিস্তার নাহিক আর, হইনু অজ্ঞান ॥
সাবিত্রী কহিল, আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য ধর অবিলম্বে যাবে শিরোব্যথা ॥
এক কথা বলি আমি, শুন দিয়া মন।
বৃক্ষ হ'তে শীঘ্র তুমি নামহ এখন ॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর ॥
নিজ-অঙ্গ-বস্ত্র পাতি সতী পুণ্যবতী।
উরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকট সাবিত্রীর বরপ্রাপ্তি

চেতন-রহিত হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ুঃশেষ হইল তথায় ॥
দেখিয়া নৃপতি-সুতা ভাবে মনে মনে।
কাল পরিপূর্ণ হ'ল রাজার নন্দনে ॥
অবশ্য আসিবে হেথা কৃতান্ত-কিঙ্কর।
দেখিব, কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥
সাবিত্রী এতেক ভাবি রহে ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥
সত্যবানে আনিবারে কহে ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আসিল সব দূতের সমাজ ॥
যথায় কাননে পড়ি নৃপতি-নন্দন।
তাহার নিকটে গেল যমদূতগণ ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে ॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া বারতা।
আপনি আসিল শীঘ্র, সত্যবান্ যথা ॥
দেখিয়া সাবিত্রী বলে, তুমি কোন্ জন।
ধর্ম্মরাজ বলে, আমি সবার শমন ॥

রাজপুত্র সত্যবান্ এই তব স্বামী।
কাল পূর্ণ হৈল, আজি ল'য়ে যাই আমি॥
শুনিয়া সাবিত্রী কহে, যে আজ্ঞা তোমার।
বিধির নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘে, শক্তি আছে কার॥
মায়াতে মোহিত সব, কেবা কার পতি।
সবে সত্য ধর্ম্মমাত্র অখিলের গতি॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ে সত্যবানে।
করযোড়ে রহিলেন যম-বিদ্যমানে॥
সত্যবান্-পাশে আসি তবে সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে বার করিল অদ্ভুত॥
অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর॥
দেখিয়া পতির দশা হ'য়ে দুঃখমতি।
কিছু না কহিয়া চলে যমের সংহতি॥
দেখিয়া কৃতান্ত তবে জিজ্ঞাসিল তারে।
কে তুমি, কিহেতু বল যাবে কোথাকারে॥
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্য বৃথা চিন্তা কর কি-কারণ॥
জগতে নিয়ম আছে সবে এইমত।
কাল পূর্ণ হৈলে সবে যায় মৃত্যুপথ॥
আমার বচনে ঘরে যাহ গুণবতী।
ত্বরায় স্বামীর এবে চিন্ত ঊর্দ্ধগতি॥
ধর্ম্মরাজ-মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজার নন্দিনী কহে করি যোড়কর॥
যে-কিছু কহিলে প্রভু, সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই-বন্ধু, কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা, বিশেষ আমার।
মায়াপাশে কি-কারণে যাব পুনর্ব্বার॥
কাল পূর্ণ, মরে পতি, দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে, কেহ নহে চিরজীবী॥
এইমত বিশ্বমাঝে আছে যতজন।
জনম লভিলে হয় অবশ্য মরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম-অনুসারে সুখ-দুঃখ-ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে, করে বিধির সংযোগ॥
স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে এবে মম এই পতি।
আমার কি সাধ, করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি॥
আপনি আপন বন্ধু, যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥
সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর আছে এই নীতি শাস্ত্রমত॥
সে-কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সতের সঙ্গতি হ'লে করে নানা কর্ম্ম॥
সংসারের সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি॥
পৃথিবীর সাধ্বী তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্যা, ধন্য তব পিতা॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য-সুধারস।
বর লহ গুণবতী, হৈনু তব বশ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা, মাগি লও আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল, যদি হবে কৃপাবান্।
অপুত্রক আছে পিতা, দেহ পুত্রদান॥
যম বলে, তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাহ শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর॥
সাবিত্রী কহিল, শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িবারে নাহি চায় মন॥
সতের সংসর্গ যেন কাশীতে নিবাস।
আমারে করিতে চাহ ইহাতে নিরাশ॥
পূর্ব্বে পিতৃপুণ্যবলে নিজভাগ্যবশে।
তোমা-হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে॥
ইহা হৈতে কর্ম্মবন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি।
অমৃত-অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
পুনঃপুনঃ মহানন্দ জন্মাতেছ মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥

সাবিত্রী কহিল, যদি কৃপা হৈল মোরে।
শ্বশুর আছেন অন্ধ, চক্ষু দেহ তাঁরে॥
শমন কহেন, চক্ষু হইবে তাহার।
রজনী অধিক হয়, যাও নিজাগার॥
রাজার নন্দিনী কহে, সব জান তুমি।
সংসার-বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
নাহি চাহি পুত্র-বন্ধু, নাহি চাহি পতি।
আজ্ঞা কর, সদা ধর্ম্মে রহে যেন মতি॥
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি রাজার নন্দিনী॥
তব বাক্যে হর্ষপূর্ণ হ'ল মম মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন॥
সাবিত্রী কহিল, আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, পাছে হয় ক্ষোভ॥
সে-কারণে বর নিতে ভয় করি মনে।
শুনিয়া কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে॥
পতির জীবন ছাড়ি মাগ অন্য বর।
দিব তাহা যাহা চাহ আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল, বর মাগি যে শমন।
রাজ্যহীন আছে রাজা দেহ রাজ্যধন॥
যম বলে, শুন রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বে নাহিক কার্য্য, যাহ নিজ ঘর॥
সাবিত্রী কহিল, শুন মম নিবেদন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির সৃজন॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
ঘর ঘোর দুঃখ-হ্রদে ইচ্ছাবশে মজে॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন॥
বান্ধব শ্বশুর নারী পুত্র পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব, মহাদুঃখদাতা॥
এ সব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ-পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিধির যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধপ্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত-বুদ্ধি হয় কোন দোষে॥
সুখেতে থাকিব, হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজসূত্রে বন্দী হ'য়ে অবশেষে মরে॥
সেইমত পৃথিবীতে হ'ল যত লোক।
মায়ামোহে মজি সবে শেষে পায় শোক॥
সংসার অসার প্রভু, সার ধর্ম্মপথ।
তাহা বিনা নাহি মম অন্য মনোরথ॥
ঘর-ঘোর-মহাবন্ধে যেতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিহ দেব, নাহি মম মন॥
জনমেতে তপ্ত জীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব, তোমার পরশে॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হ'য়ে বলে মৃত্যুপতি॥
তোমার চরিত্র ধন্য লাগে চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার॥
অল্পকালে ধর্ম্ম-প্রতি হেন তব মতি।
তোমার তুলনাযোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥
পৃথিবীতে খ্যাত হ'ল তোমার সুযশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ॥
পতির জীবন ভিন্ন মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লহ আমার গোচর॥
কন্যা বলে, এই সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরষে॥
হেনমতে দেহ মোরে শতেক নন্দন।
নিজ অঙ্গীকার বাক্য করহ পালন॥
কৃতান্ত কহিল, ঘরে যাহ গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাঁহার পাছে করেন গমন॥

যম বলে, কি-কারণে যাহ তুমি কোথা।
চারি বর দিনু কেন ত্যক্ত কর বৃথা॥
সাবিত্রী কহিল, দেব, উত্তম কহিলে।
জন্মিবে শতেক পুত্র, নিজে বর দিলে॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য, কে পারে লঙ্ঘিতে।
আমার হইবে পুত্র সত্যবান্ হ'তে॥
ইহার বিধান আগে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হ'য়ে কহে মৃত্যুপতি॥
এ তিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা॥
বিশেষ করিলে ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলে এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহনে না যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা, মলে প্রাণ পায়॥
লহ ত তোমার পতি রাজা সত্যবান্।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥
যে ব্রত সাধিলে সতী, বসি অহর্নিশি।
লোকে পরে কহিবে সাবিত্রী-চতুর্দ্দশী॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন।
পাইবে পরম পদ, না যায় খণ্ডন॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার না রবে কখন॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাও শীঘ্র, গৃহে যাও ল'য়ে নিজ স্বামী॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে দুইজনে যাবে বিষ্ণুলোকে॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ-বিধানে যান আপনার স্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সত্যবানের পুনর্জীবন

নিজ পতি পেয়ে সতী হরষিত-মতি।
স্বামীর নিকটে যান পুনঃ শীঘ্রগতি॥
মহানন্দে ল'য়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ-পুরুষে।
স্বামী-অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে॥
চৈতন্য পাইয়া উঠে রাজার নন্দন।
নিদ্রা হৈতে হৈল যেন পুনঃ জাগরণ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর, আইল রজনী॥
দেখি সত্যবান্ অতি চিন্তাকুল মনে।
কহিতে লাগিল সাবিত্রীরে সম্বোধনে॥
কহ প্রিয়ে, কি করিব, অতি ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্যেতে বসি॥
চিনিতে না পারি পথ, অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে, না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর॥
কালনিদ্রা মোরে আনি দিল গো বিধাতা।
কান্দিবেক শোকাকুল হ'য়ে পিতামাতা॥
সাবিত্রী কহিল, প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম, তাহা চিন্তা কর বৃথা॥
নিদ্রাভঙ্গ করি যদি, পাপ বড় হয়।
সেইজন্য জাগাইতে মনে হৈল ভয়॥
বিচার করিনু মনে, আছে কিছু বেলা।
নিশ্চিতে রহিনু আমি মনে করি হেলা॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা, নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিহ চিতে॥
অকারণে গৃহে যেতে কর মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিব পথ॥
চল প্রভু, এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোনমতে বঞ্চি প্রভু, এ ঘোর শর্ব্বরী॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞা তোমার এই মম নিবেদন॥
সত্যবান্ কহে, প্রিয়ে, উত্তম কহিলে।
ইহা না করিয়া কোথা যাব রাত্রিকালে॥

এত বলি উঠে দোঁহে বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল, রহে দুঃখিত অন্তরে॥
হেথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হ'লেন অস্থির॥
শোকাকুলে কান্দে যত রাজার ঘরণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী॥
তিন দিন উপবাসী বধূ গেল সাথে।
না জানি কেমনে নষ্ট হইল বা পথে॥
এত কালে স্বামী যদি পেল চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান্॥
হায় বধূ গুণবতী, পুত্র সত্যবান্।
তোমা-দোঁহে না দেখিয়া ফাটে মোর প্রাণ॥
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে দোঁহারে হিংসিল॥
নাম ধরি কান্দি উঠে দম্পতি দুজনে।
কারণ জানিতে যায় যত মুনি-স্থানে॥
একে একে কহে তবে যত মুনিগণ।
কিহেতু তোমরা এত করিছ রোদন॥
আশ্বাস করিয়া কয়, না করিহ ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা, জানিহ নিশ্চয়॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
সর্ব্বসুখে বধূ-পুত্র পাবে বিদ্যমান॥
সান্ত্বনা করিয়া দোঁহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুল রহে দোঁহে দুঃখিত-অন্তর॥
এতেক কষ্টেতে বঞ্চিলেক সেই নিশি।
হেনকালে সূর্য্যোদয় হয় পূর্ব্বদিশি॥
প্রভাত জানিয়া তবে রাজার নন্দন।
ফল-মূল কাষ্ঠ ল'য়ে করিল গমন॥
এথা রাজা-রাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে সন্নিধানে আসে দুইজন॥
তিতিল দোঁহার অঙ্গ প্রেম-অশ্রুজলে।
সেইমত হর্ষ হৈল সর্ব্ব-বনস্থলে॥
আশ্রমে আসিল দোঁহে প্রফুল্ল-বদনে।
সত্যবান্ বধূসহ আসিল ভবনে॥
শুনিয়া আসিল, যত ছিল মুনিগণ।
বিস্ময় মানিয়া সবে জিজ্ঞাসে কারণ॥
কহিল সাবিত্রী সবাকারে বিবরণ।
আদি-অন্ত যত সব বনের কথন॥
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিল, মনুষ্য নহে অশ্বপতি-সুতা॥
অনেক প্রশংসা করে মিলি সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন॥
সাবিত্রী-চরিত্র-কথা শুনি রাজা-রাণী।
আপনারে কৃতকৃত্য ভাগ্যবান্ মানি॥
স্নান-দান করি রহে হরিষ-অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ, তার কত দিনান্তরে॥
অশ্বপতি নরপতি হৈল পুত্রবান্।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান্॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল যথাকালে।
নিজ রাজ্যে একত্র বঞ্চিল কুতূহলে॥
সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধারিল আপনার গুণে॥
মৃত জন প্রাণ পেল, অন্ধ চক্ষু পান।
অপুত্রক ছিল রাজা, হ'ল পুত্রবান্॥
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজ রাজ্য উদ্ধারিল সতী গুণবতী॥
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবনভিতরে।
সাবিত্রী-সমান হও, আশীর্ব্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীতে দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল মুনিরাজ।
আনন্দ-বিধানে রহে পাণ্ডব-সমাজ॥
ভারত-চরিত্র রচে মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে বিরচিল তাঁর দাস॥

যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ

কহেন বৈশম্পায়ন শুন কুরুবর।
কৃষ্ণাসহ কাম্যবনে পঞ্চ-সহোদর ॥
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিল গমন।
হইল বিষাদে মগ্ন সবাকার মন ॥
কাম্যবন ত্যাগ-হেতু বিচারিয়া মনে।
দ্বারকা হইতে আসিলেন নারায়ণে ॥
দিনকত সেইস্থানে রহে যদুবীর।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
একদিন সর্ব্বজন বসি একযোগে।
কহিলেন যুধিষ্ঠির গোবিন্দের আগে ॥
মম এক নিবেদন দৈবকী-তনয়।
অতঃপর হেথা থাকা উপযুক্ত নয় ॥
নষ্ট চেষ্টা আরম্ভিবে যত দুষ্টগণ।
পুনঃপুনঃ আসি সবে করিবে হিংসন ॥
আর দেখ সমাগত অজ্ঞাত-সময়।
ইহাতে নিকটে শত্রু কভু ভাল নয় ॥
এ-বন ত্যজিয়া যাব অন্য দূরদেশ।
খুঁজিয়া কৌরব যথা না পায় উদ্দেশ ॥
সে-কারণে নিবেদন করি ভগবান্।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় বিধান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, যাহা কহিতেছ তুমি।
ইহার বিচার পূর্ব্বে করিয়াছি আমি ॥
চল সবে, অজ্ঞাতে রহিবে অনায়াসে।
কৌরব-চণ্ডাল নাহি যায় যেই দেশে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির সহ-সহোদর ॥
ধৌম্য পুরোহিতে সঙ্গে করি ধর্ম্মরাজ।
নিকটে আনিয়া যত ব্রাহ্মণ-সমাজ ॥
করযোড়ে কহিলেন রাজা দুঃখী মন।
অবধান কর সবে মম নিবেদন ॥
সবে জান হ'ল আসি অজ্ঞাত-সময়।
সে-কারণে নিবেদিতে মনে করি ভয় ॥
কৃপা করি যাও সবে হস্তিনানগর।
যাবৎ না হয় পূর্ণ অজ্ঞাত বৎসর ॥
করিবে সবার সেবা মম জ্যেষ্ঠতাত।
কহিবে, পাণ্ডব গেল বঞ্চিতে অজ্ঞাত ॥
তথায় রহিতে তবে যদি নাহি মন।
পাঞ্চাল-দেশেতে সবে করহ গমন ॥
আশীর্ব্বাদ কর যেন সবার প্রসাদে।
অজ্ঞাত বৎসর মোরা বঞ্চি অপ্রমাদে ॥
বিদায় হইল এত শুনি সর্ব্বজন।
হ'লেন পরম দুঃখী ধর্ম্মের নন্দন ॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে বিপ্রকুল চলে।
কতক হস্তিনা গেল, কতক পাঞ্চালে ॥
সবারে বিদায় করি রাজা যুধিষ্ঠির।
কাম্যবন হ'তে তবে হলেন বাহির ॥
আগে ধর্ম্ম চলিলেন বিপ্র কতজন।
গোবিন্দ-সহিত যান পাছে চারিজন ॥
চলিলেন যাজ্ঞসেনী পাকপাত্র-হাতে।
ত্রৈলোক্যমোহিনীরূপা সবার পশ্চাতে ॥
বহুদিন নিবসতি ছিল কাম্যবন।
ছাড়িয়া যাইতে সবে নিরানন্দ-মন ॥
বিবিধ পর্ব্বত, আর বহু নদ-নদী।
স্থাবর-জঙ্গম-আদি কে করে অবধি ॥
বিবিধ বনের শোভা দেখিয়া কৌতুকে।
পবন-গমনে সবে যান মনঃসুখে ॥
তদন্তরে তাহার দ্বিতীয় দিনান্তরে।
নিকটে আইল সবে কাম্য-সরোবরে ॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই তীর্থ মনোরম।
জলে জলজন্তু, নানাজাতি বিহঙ্গম ॥
প্রফুল্ল কমলে ভৃঙ্গ পিয়ে মকরন্দ।
কুসুম-উদ্যান তটে, দেখিতে আনন্দ ॥
বসিল বৃক্ষের তলে দেখি মনোরমে।
বিশ্রাম করিল সবে পথ-পরিশ্রমে ॥
জল-স্থল দেখি আর রম্য-কাম্যবন।
প্রশংসা করেন নানামতে সর্ব্বজন ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন, ইথে কর সবে স্নান।
পৃথিবীতে তীর্থ নাহি ইহার সমান ॥
এ-তীর্থ-স্পর্শনে নাহি যম-অধিকার।
তর্পণ করিলে হয় পিতার উদ্ধার ॥
এতেক কহেন যদি দৈবকী-নন্দন।
আনন্দ-বিধানে স্নান করে সর্ব্বজন ॥
হেনমতে পঞ্চভাই পরমকৌতুকে।
তিনরাত্রি বঞ্চি তথা রহিলেন সুখে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে উঠে সর্ব্বজন।
হেনকালে যাজ্ঞসেনী ভাবে মনে-মন ॥
এ-তিন-ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামীর সহিত বনে দুঃখেতে দুঃখিতা ॥
পুনঃপুনঃ ধন্যবাদ করে মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু, মম সফল জীবন ॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ।
ইহার অধিক মম কিবা আছে যশ ॥
এই মত অহঙ্কার করে যাজ্ঞসেনী।
জানিলেন অন্তর্য্যামী দেব চক্রপাণি ॥
গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে চিন্তে নারায়ণ।
দেখিলেন হেনকালে এক তপোবন ॥
নানা বৃক্ষে নানা ফল ধরে বিধিমতে।
কৌতুক দেখেন সবে চাহি দুইভিতে ॥
পাসরিয়া পথশ্রম মহা-আনন্দিত।
কত দূরে তপোবনে হন উপনীত ॥
স্বর্গের সমান সেই স্থান মনোহর।
দেখি হৃষ্টমতি ধর্ম্ম-পঞ্চ-সহোদর ॥
দৈবে পথশ্রমে হ'ল অবশ শরীর।
শ্রান্তিযুক্ত সেই স্থানে বসে যুধিষ্ঠির ॥
স্নান দান আরম্ভিল কোন কোন জন।
আলস্য ত্যজিতে কেহ করিল শয়ন ॥
ইষ্টের পূজন-হেতু কেহ পুষ্প তোলে।
ফল-মূল আনে কেহ ক্লিষ্ট ক্ষুধানলে ॥
মনের আনন্দে বসি রহিয়াছে তথা।
দৈবের সংযোগ শুন অপূর্ব্ব বারতা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্প-চূর্ণ

অসময়ে আম্র এক তরুডালে দেখি।
অর্জ্জুনে কহিল কৃষ্ণা পরম-কৌতুকী ॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব, এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেহ, কৃপা যদি হয় ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য-শর।
দিলেন পাড়িয়া আম্র কৃষ্ণার গোচর ॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত-মন।
হেনকালে আসিলেন দৈবকী-নন্দন ॥
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত-অন্তরে ॥
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ, কভু ভাল নয়।
দুরন্ত অনর্থ আজি ঘটিল নিশ্চয় ॥
তোমার কি দোষ দিব, বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে হ'ল এই ভোগ ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার, হয় কাল পূর্ণ।
পণ্ডিতের মতিচ্ছন্ন হয় ভ্রমে তূর্ণ ॥
নিশ্চয় মজিলে, হেন লয় মম মনে।
নহিলে কুবুদ্ধি কেন তোমা-হেন জনে ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসেন, কহ যদুবীর ॥
যাহাতে পাইল ভয় তোমা-হেন জন।
অল্প কথা নহে এই দৈবকী-নন্দন ॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল।
কাহার শাসনে দেব, এই বনস্থল ॥
কোন্ মহাজন সেই, কত বল ধরে।
কিমতে রহিব আজি এই বনান্তরে ॥
কিমতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান ॥

শ্রীকৃষ্ণ কহেন, মুনি নামে সন্দীপন।
তাঁহার কানন এই শুনহ রাজন্॥
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥
ত্রিভুবনে আছে যত সাধ্য-সিদ্ধ-ঋষি।
সন্দীপন-তুল্য কেহ নাহিক তপস্বী॥
বহুকাল নিবসতি করে এই বন।
কদাচিত কোন স্থানে না যান কখন॥
তপস্যা করিতে যান প্রত্যূষ-সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ, তাঁর তপস্যার ফলে।
প্রতিদিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকালে পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম-কৌতুকে॥
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করেন ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল আছে সন্দীপন॥
হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিল পার্থ।
দোঁহার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥
চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কি কর্ম্ম করিলে পার্থ, হায় হায় হায়॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া বড় হ'লেন অস্থির॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভালমন্দ তোমারে সে লাগে॥
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে, নাহি হেনজন।
গুপ্ত কথা নহে এই, দৈবকী-নন্দন॥
রাখিবে রাখহ, নহে যাহা লয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন্ জনে॥
তোমা হৈতে যেই কর্ম্ম না হবে শমতা।
অন্য জন সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা॥
তোমার আশ্রিত মোরা ভাই পঞ্চজন।
কিমতে পাইব রক্ষা, কহ নারায়ণ॥

শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র ছিল হে যেমতি॥
সেইমত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোক পালে যেই জন॥
উৎপত্তি বিলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
ডালে আম্র লাগাইতে তাঁর কোন্ দায়॥
গোবিন্দ বলেন, এক আছে প্রতীকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে, সবার নিস্তার॥
করিলে করিতে পার, নহে বড় কাজ।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠির বলে, কৃষ্ণ, যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি, কর প্রতীকার॥
প্রতীকারে মৃত্যু-ইচ্ছা করে কোন্ জনে।
আজ্ঞা কর, পালিব তা করি প্রাণপণে॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, নহে বড় কাজ।
সবার নিস্তার হয়, শুন মহারাজ॥
দ্রুপদনন্দিনী আর তোমা-পঞ্চজনে।
কোন্ কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ, তবে আম্র লাগে॥
এই মত সর্ব্বজনে করে অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার॥
শুন চিন্তামণি, চিন্তা করি নারায়ণ।
পূর্ব্বমত বিভবাদি হৈলে নারায়ণ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা-বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী॥
অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল-আম্র উঠে কত পথ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে হরিষ-অন্তর।
কহিতে লাগিল তদন্তরে বৃকোদর॥
ভীম বলে, কৃষ্ণচন্দ্র, শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস-রজনী॥

গদাঘাতে শত-ভাই-কৌরবে সংহারি।
দুষ্ট-দুঃশাসন-বুক নখ দিয়া চিরি॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
কৃষ্ণার কুন্তল বান্ধি দিব এই হাতে॥
মহামদে মত্ত হ'য়ে দুষ্টবুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি দ্রৌপদীরে দেখালেক ঊরু॥
ভাঙ্গিয়া পাড়িব রণমধ্যে গদা মারি।
এই চিত্তে করি আমি দিবস-শর্ব্বরী॥
এতেক কহিল যদি ভীম মহামতি।
কত দূরে আম্র তবে উঠে ঊর্দ্ধগতি॥
অর্জ্জুন কহেন, এই জাগে মম মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই-পঞ্চজনে॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলাইনু ধূলা।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট-ক্ষত্রগুলা॥
দিব্যবাণে কর্ণবীরে করিব নিধন।
ভীমসেন মারিবেক ভাই শতজন॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ॥
তবে আম্র কতদূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
শুন কৃষ্ণ, যেই কথা মনে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হ'লে ধর্ম্ম-অধিকারী॥
পূর্ব্বমত রব আমি হ'য়ে যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি-সমাজ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল-মন্দ।
তবে আম্র কত দূরে উঠিল স্বচ্ছন্দ॥
সহদেব বলে, অনুক্ষণ ভাবি মনে।
রাজ্যে গিয়া যুধিষ্ঠির বসিলে আসনে॥
করিব রাজার আগে চামর ব্যজন।
করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ-ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী-পালনে॥
মনের মানস কহিলাম নিষ্কপটে।
এতেক কহিতে আম্র কত দূর উঠে॥

অতঃপর ধীরে ধীরে বলে যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী॥
আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন হাতে হবে সর্ব্বজন হত॥
তা-সবার নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পূর্ব্বের মতন করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনশ্চ আম্রের হ'ল নিম্নে অধোগতি॥
মহাভীত হয়ে তবে কহে যুধিষ্ঠির।
কি হেতু পড়িল আম্র, কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ-দুহিতা॥
কহিল সকল যত কপট-বচন।
সে-কারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হ'য়ে পঞ্চ ভাই কহে করপুটে।
উপায় করহ কৃষ্ণ, যাহে আম্র উঠে॥
গোবিন্দ কহেন, কৃষ্ণা, কহ সত্য কথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিল কৃষ্ণার প্রতি ধর্ম্ম-নরপতি।
কি-কারণে সৃষ্টি-নষ্ট কর গুণবতী॥
কপট-ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয়, গাছে আম্র লাগে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্মের তনয়।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাবে রয়॥
দেখিয়া কুপিত তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিবারে যুড়ে দিব্য শর॥
অর্জ্জুন কহেন, শীঘ্র কহ সত্য কথা।
কাটিব নচেৎ তীক্ষ্ণ শরে তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহে তবে কৃষ্ণা গুণবতী॥
দ্রৌপদী কহিল, দেব, কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার॥

যজ্ঞকালে কর্ণবীর আসিল যখন।
তারে দেখি মনে মনে চিন্তিনু তখন॥
এই জন হ'ত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিত পতি হৈত ছয় জন॥
এখন হইল সেই কথা মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
আশ্চর্য্য মানিয়া সবে হ'ল আনন্দিত॥
নিস্তার পাইয়া মৌনে রন যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহে বৃকোদর বীর॥
এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক-পতি সেবা করে সতী কুলবতী॥
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাঞ্ছিস্ মনে সূতের নন্দন॥
ইহাতে কহাস্ লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ করিলি তুই কুৎসিত প্রকৃতি॥
সভামধ্যে বলাইস্ পরম পবিত্র।
এতদিনে ব্যক্ত হ'ল নারীর চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশী তুই দুষ্টমতি।
কি জন্যে হইল তোর এমন কুরীতি॥
যদ্যপি শত্রুর প্রতি আছে তোর মন।
বিশ্বাস করিবে তোরে আর কোন্ জন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা ল'য়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যায় বিক্রমে অসীম॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরেন দুই হাত॥
সহাস্যে শ্রীমুখে তবে কহে ভীমসেনে।
দ্রৌপদীরে নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিৎ দ্রৌপদীর দুষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥
সকল বৃত্তান্ত জানি সবাকার আমি।
অকারণ দ্রৌপদীরে নিন্দ ভীম তুমি॥
এমন নাহিক নারী-মধ্যে কোন জন।
তবে সে কহিল কৃষ্ণা ত্রাসের কারণ॥
ইহার কারণ আছে, অতি গুপ্ত কথা।
এখন উচিত নহে, কহিব সর্ব্বথা॥
দেশে গিয়া নরপতি বসিলে আসনে।
বলিব বিশেষ করি তবে সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতিমধ্যে নাহি কেহ, কহিবারে পারি॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইয়া বসে বীর বৃকোদর॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিনমুখে রহে যাজ্ঞসেনী॥
অলজ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে॥
করিলেন এত ছদ্ম মিথ্যা-প্রবঞ্চনা।
কৌতুকেতে স্নান-দান করে সর্ব্বজনা॥
আহার করিল ফল-মূল কুতূহলে।
পঞ্চভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে॥
অতঃপর জগন্নাথ, কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান॥
কৃষ্ণ কন, আসিয়াছি মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষিয়া তাঁরে যাইব কেমনে॥
অন্য কেহ নহে রাজা, তুমি উপস্থিত।
আসিয়া আশ্রমে মুনি হবেন দুঃখিত॥
বলিবেন, যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি॥
সে হেতু দিনেক হেথা থাকা যুক্তি হয়।
এ যুক্তি সবার মনে লয় কিনা লয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, দেব, যে-আজ্ঞা তোমার।
ভুবন-ভিতরে লঙ্ঘে, হেন শক্তি কার॥
এত বলি মনঃসুখে রহে সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিলেন কৃষ্ণ-আগমন॥
নিজের প্রশংসা করে নিজে বহুতর।
ধন্য আমি, সুপবিত্র হ'ল কলেবর॥
তপস্যা করিয়া যাঁরে দৃষ্টি-অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি॥

এত বলি মনঃসুখে তুলি ফল-মূল।
হরিষ-অন্তরে চলে হইয়া আকুল ॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন-সময়ে যেন আদিত্য-উদিত ॥
পূরাইতে জনার্দ্দন ভক্ত-মনোরথ।
আসিলেন অগ্রসরি কত দূর পথ ॥
সেই মত সর্ব্বজনে আসিল সংহতি।
মুনিবরে প্রণমিল সবে হৃষ্টমতি ॥
শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া কহে মুনি সন্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া, জানে কোন্ জন ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি শিব, তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু, করিতে স্তবন ॥
বহুমত স্তব করি মুনি সন্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন ॥
তদ্রূপ আসন দেন আর সর্ব্বজনে।
রহিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত-মনে ॥
অতিথি-বিধানে কৈল সবাকার পূজা।
পরম-আনন্দমতি যুধিষ্ঠির রাজা ॥
নানা কথা কৌতুকেতে রহে মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে ॥
পঞ্চ ভাই প্রণমিল তপোধনবরে।
বিদায় লইয়া যান হরিষ-অন্তরে ॥
কহিলেন বহু কৃষ্ণ মুনি সন্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে ॥
তথা হ'তে পূর্ব্বভিতে করেন গমন।
দুইদিকে দেখে কত রমণীয় বন ॥
ভারত পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

● পাণ্ডবগণের শূরসেন-বনে স্থিতি

মুনি বলে, শুন কথা কহিতে বিস্তর।
এইমত পঞ্চভাই সঙ্গে দামোদর ॥
শূরসেন-নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে ॥
জল-স্থল দেখি সব বিচিত্র কানন।
বিশ্রাম করিতে বসিলেন সর্ব্বজন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, রাজা, কর অবধান।
বনমধ্যে নাহি আর হেন রম্যস্থান ॥
জলস্থল যথাযোগ্য বহু মৃগ পাখী।
ইহাতে আশ্রয় কর পরম-কৌতুকী ॥
নাহিক ইহার চতুর্দ্দিকে রাজচয়।
অজ্ঞাতে মনের সুখে বঞ্চ মহাশয় ॥
কলিঙ্গ তৈলিঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ গুজরাট।
কম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট ॥
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী কনখল দেশ।
সিন্ধুসেন কাশী ভোজ কাশ্মীর বিশেষ ॥
ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিৎ নাহি ইথে কৌরবের ভয় ॥
ইতিমধ্যে বাস করি যেই কোন দেশে।
এক বর্ষ অজ্ঞাতেতে রহ গুপ্তবেশে ॥
তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবে নৃপতি।
আমারে বিদায় দেহ, যাই দ্বারাবতী ॥
বিশেষে হইল, তব অজ্ঞাত-সময়।
এখন জনতা বেশী করা ভাল নয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণ, কি কহিব আর।
তোমারে একান্ত লাগে পাণ্ডবের ভার ॥
সহায় সম্পদ্ সখা বন্ধু মিত্র ভাই।
তোমা-বিনা পাণ্ডবের আর গতি নাই ॥
পুনঃপুনঃ রাখিয়াছ বিষম সঙ্কটে।
অজ্ঞাতে রাখহ কৃষ্ণ, দুষ্টের কপটে।
গোবিন্দ কহেন, রাজা, না করিহ ভয় ॥
যথা তুমি, তথা আমি, জানিহ নিশ্চয়।
যখন যে কার্য্য তব হবে উপস্থিত।
জ্ঞাতমাত্র আসি আমি করিব বিহিত ॥
এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকানগর।
শুনিয়া পাণ্ডব-পঞ্চ দুঃখিত-অন্তর ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

বকরূপী ধর্ম্মের ছলনা ও ভীমের জল-অন্বেষণ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ-সহোদর॥
রহস্য শুনহ বলি, কহে মুনিবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হ'য়ে পঞ্চ-সহোদর॥
বৃক্ষতলে বসি রাজা বলেন ভীমেরে।
জল কোথা আছে, ভীম, আনহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করেন গমন।
সে বনে না পায় জল, করে অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল, চিন্তে মহামতি।
পবন-নন্দন যায় পবনের গতি॥
কত দূরে দেখে এক কুসুম-কানন।
নানাজাতি ফল ফুলে অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝাঁটি শেফালিকা॥
পলাশ কাঞ্চন ইন্দ্রমনি নানা-ফুল।
মধুলোভে উড়ে বসে মত্ত অলিকুল॥
খঞ্জন-খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর-ময়ূরী নাচে পরম-কৌতুকে॥
তথা হ'তে যায় বীর অতি মনোদুঃখে।
কোথায় পাইব জল, যাব কোন্ মুখে॥
চিন্তাকুল বৃকোদর করিছে গমন।
হেনকালে শুন রাজা, অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজেন তথায়॥
আপন-মায়ায় বকপক্ষিরূপ ধরি।
রহিলেন সেই স্থানে ছদ্মবেশ করি॥
পাইয়া জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিত আসেন তথা হরিষ-অন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হ'য়ে পবন-নন্দন।
পান করিবারে বীর নামিল তখন॥
মায়াপক্ষী বলে, শুন ওহে মতিমান্।
সমস্যা পূরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পূরণ কর আমার বচনে॥

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য, পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র, আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥
ভীম বলে, আগে করি জল-আস্বাদন।
তবে সে করিব তব সমস্যা-পূরণ॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম, অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ-মাত্রে বীর মরে সেইক্ষণে॥
মহাভারতের কথা সুধা হ'তে সুধা।
কাশীদাস কহে, পানে খণ্ডে ভবক্ষুধা॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন

হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে-ধীরে কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয়, না বুঝি কারণ।
ভীমের বিলম্ব কেন হয় এতক্ষণ॥
শীঘ্রগতি বৃকোদরে কর অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কারো সনে করিতেছে রণ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থবীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হাতে তূণপূর্ণ শর॥
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম-অন্বেষণে॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া পার্থ বীরবর।
চলিলেন নিজসুখে নির্ভয়-অন্তর॥

বসন্ত-সময়, তাহে কোকিল কুহরে।
মকরন্দে অলিকুল সদা কেলি করে॥
কুহু কুহু রবে পিক করিতেছে গান।
স্বচ্ছন্দ-গমনে বীর সরোবরে যান॥
কতক্ষণে উত্তরিয়া মায়া-সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে॥
হেনকালে বকরূপী কন ধর্ম্মরায়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয়॥
প্রশ্ন না বলিয়া যদি কর জলপান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান॥
ধর্ম্ম-বাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে॥
পড়িয়াছে বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর॥
এই জল হৈতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন্ লাজে আর রাখিব জীবন॥
মায়াজল স্পর্শমাত্র বীর ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত॥
এখানে ভাবিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হ'লেন অস্থির॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাও শীঘ্রগতি॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

● ভীমার্জ্জুনের অন্বেষণে নকুলের যাত্রা

নকুলের প্রতি, কহেন ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।
ভাই দুইজন, জলের কারণ,
গেল কোথা, নাহি জানি॥
কর অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আন শীঘ্রগতি।
দারুণ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফাটি যায়,
শুন ভাই মহামতি॥
রাজ-আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় বীর।
মহা-সত্ত্বোদয়, নির্ভয়-হৃদয়,
মনে মনে ভাবে ধীর॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম-উদ্যান যত।
অতি সুশোভন, সেই ত কানন,
পশু-পক্ষী আদি কত॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত-মন,
চলিল সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া-সরোবরে,
আসিল নকুল বীর॥
দেখি সরোবর, হরিষ-অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখ, হংস-চক্রবাক,
বিরাজে রমণী-সঙ্গ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া
চলে সরোবর-তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম-মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর॥
প্রশ্ন চারি কও, তবে জল খাও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে॥
জলপানতরে, চলিল সত্বরে
সেই মায়া-সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশনমাত্রে মরে॥
হেথা রাজা বসি, হইল হতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুক্ত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-মতি॥

অরণ্যের কথা, সুখ-মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে, মনোহর-ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস॥

ভীমার্জ্জুন ও নকুলের অন্বেষণে সহদেব ও দ্রৌপদীর যাত্রা

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত-মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন-বদনে॥
আমার বচনে ভাই, কর অবধান।
তিনজনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ॥
অস্থির আমার মন হয় কি-কারণে।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিনজনে॥
যাহ সহদেব, জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে॥
এত শুনি সহদেব চলেন সত্বর।
প্রবেশ করেন গিয়া কানন-ভিতর॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত-মন।
চতুর্দ্দিকে দেখে বহু কুসুম-কানন॥
নির্ভয়-শরীর বীর করিল গমন।
কত শত শোভা দেখে, কে করে গণন॥
রাজা জন্মেজয় বলে, কহ মুনিবর।
বিস্মিত হইল কিছু আমার অন্তর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বুদ্ধির সাগর।
পৃথিবীতে নাহি তাঁর তুল্য কোন নর॥
সসাগরা রাজ্য পালে সেই মহামতি।
বুদ্ধিতে নহেক সম শুক্র বৃহস্পতি॥
বুদ্ধির সাগর রাজা, বুদ্ধি গেল কোথা।
বিশেষ করিয়া মুনি, কহ এই কথা॥
সহদেবে জিজ্ঞাসিত যদি নৃপমণি।
কহিত সকলি তাঁরে ভবিষ্য-কাহিনী॥
সহদেব-স্থানে সব পাইলে সংবাদ।
তবে না হইত মুনি, এমত প্রমাদ॥
মুনি বলে, অবধান কর মহামতি।
দৈব খণ্ডাইতে কারো না হয় শকতি॥
মায়া করি ধর্ম্ম তার বুদ্ধি নিল হরি।
এজন্য বলিল রাজা, আন গিয়া বারি॥
হেথা সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যান নির্ভয়-অন্তর॥
বনমধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করেন বহু গহন কানন॥
দেখিল ভীমের চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করি গেছে॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যান মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর-তীর॥
সরোবর-দৃষ্টিমাত্রে ধর্ম্মের মায়ায়।
মাদ্রীর তনয় হ'ল আকুল তৃষ্ণায়॥
জলপান করিবারে যান সরোবরে।
বকরূপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাহারে॥
চারি প্রশ্ন বলি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যম-স্থান॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে যান বারিপানে॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডিবারে পারে।
পরশ করিবামাত্র সহদেব মরে॥
সুন্দর কমলতুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির-মনে চিন্তা উপজিল॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম-নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি॥
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
জলপাত্র লৈয়া যান আনিবারে বারি॥
মহাঘোর-বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পেয়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী॥
বনমধ্যে যান কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর-স্থানে।

পিপাসা-কাতরা অতি, শুষ্ক-কলেবর।
জলপান করিবারে গেল সরোবর॥
জলেতে নামিল যেই দ্রুপদ-কুমারী।
হইল তাহার মৃত্যু স্পর্শি মায়া-বারি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর অন্বেষণে যুধিষ্ঠিরের গমন

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
সবার বিলম্ব দেখি হ'লেন অস্থির॥
কোথা ভীম-ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা-সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদনন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে, বহুদুঃখ পেয়ে।
হস্তিনানগরে গেলে আমারে ছাড়িয়ে॥
এই মত পরিতাপ করি নরপতি।
বনে বনে বিচরণ করে দুঃখমতি॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ।
পাইয়া ভীমের চিহ্ন করেন গমন॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ, কত গিরিবর॥
গমন করেন সেই পথে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর-তীর॥
সরোবর-তীরে দেখিলেন রম্যবন।
অপ্রমিত মৃগ পক্ষী মহিষ বারণ॥
দেখিয়া এ-সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্ন-চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান॥
সরোবরে দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন-হিল্লোলে॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপরে।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমরে॥
দেখি রাজা মূরছিয়া পড়েন ধরণী।
অচেতনে ছট্‌ফট্ করে নৃপমণি॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হ'লেন অস্থির॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী-উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর॥
কাঁপিতে কাঁপিতে পুনঃ পড়ে ঘনে-ঘন।
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, ভব-ভয়ে তরি॥

——

● রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ

এইরূপে নরপতি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ, রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥
পিতৃগণ মোরে বুঝি দিল অভিশাপ।
এইজন্য জন্মাবধি পাই মনস্তাপ॥
অত্যন্ত বালক-কালে হ'ল মহাশোক।
অজ্ঞানে পিতার হ'ল গতি পরলোক॥
অনন্তরে অস্ত্রশিক্ষা করি যেই কালে।
বিহার-কারণে যাই জাহ্নবীর জলে॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল ভীমেরে সংহার॥
উদ্ধার পাইল ভীম পূর্ব্বকর্ম্মফলে।
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে॥
মাতার সহিত পরে ছিনু পঞ্চজন।
বিনাশে মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ॥
নির্ম্মাণ করিয়া জতুগৃহ দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সকলে সংহার॥

তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
তাঁহার কৃপায় তথা পাই অব্যাহতি ॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি বহু দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ, নাহি তার শেষ ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসি পাঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শুনি যাই সভা'পরে ॥
লক্ষ্য বিন্ধি ধনঞ্জয় জিনে রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা-পঞ্চজনে ॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আসিলাম দেশে।
ক'রেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে ॥
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেল দ্বারকায়।
বিবিধ নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায় ॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্য-ধন।
তোমা-সবে সঙ্গে নিয়ে আসি ঘোরবন ॥
কাননে অনেক দুঃখ পেলে ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হৈতে হইলে মোচন ॥
কাননে আসিবামাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
আমা-সবে বিনাশিতে করিলেক স্থির ॥
রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার ॥
অনন্তরে জটাসুর এল কাম্যবনে।
তারে মারি পরিত্রাণ কৈলে চারিজনে ॥
খেদ করি সরোবরে চাহে নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী ॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠে নরপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি ॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধহেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলে অপার ॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পাশুপত অস্ত্র তোমা করেন অর্পণ ॥
মাতলিরে পাঠালেন দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর ॥
শিখিলে যতেক বিদ্যা, নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমরবিবাদী ॥
ছলে পাঠাইল ইন্দ্র নগর-ভ্রমণে।
করিলে দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে ॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হ'য়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হ'য়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন ॥
কিরীট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ-সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর ॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সূতের নন্দন ॥
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত-বৎসর।
চল ভাই, বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর ॥
এত বলি নরপতি চাহি মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পুনঃ পড়ে ধরাতলে ॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহি সবাকার মুখ রোদনে তৎপর ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিল দুরাচার ॥
কাননে করিনু বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলেতে হলেম নিধন ॥
দুর্য্যোধনে কি দূষিব, মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে ॥
ভাবিয়া ভবিষ্য-তত্ত্ব, বুঝিয়া অসার।
নিতান্ত দেখেন রাজা, নাহি প্রতিকার ॥
মনোদুঃখে নরপতি যান মরিবারে।
পাছে থাকি বকরূপী ধর্ম্ম কন তাঁরে ॥
মৃত্যুপতি বলে, রাজা, তুমি জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥
বুদ্ধিহ্রাস হ'ল দেখি তোমা-হেন জনে।
অগতি-মরণ ইচ্ছা কর কি-কারণে ॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার, বেদের বচন ॥
তোমার মহিমা শুনি দেব-ঋষিমুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে ॥

আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন্॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহে সবিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
অল্পকালে পিতৃহীন হ'ল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্টলোক॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্যধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন-ভিতর।
এক-আত্মা এই মোরা পঞ্চ-সহোদর॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু, কৃষ্ণ মো সবে ত্যজিল॥
আমি ত শরীর ধরি, পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান্॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু-সরোবরে॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়॥
নিষেধ না কর মোরে, করহ প্রয়াণ।
ভ্রাতৃগণ-শোকে আমি ত্যজিব পরাণ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান দ্রুত শ্রীকৃষ্ণে স্মরিয়া॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন, কর অবধান
ধৈর্য্য ধর নরপতি, ত্যজ দুঃখ-জ্ঞান॥
অসার-সংসার-মধ্যে সারমাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কারো নয়।
ভবিষ্য-বৃত্তান্ত এই, শুন মহাশয়॥
কালপ্রাপ্ত হ'য়ে তব ভাই চারিজন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, জানিনু কারণ।
এতদিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন॥
জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান নরপতি॥

বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া যান রাজা মরণ-আশায়॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির, আমার ভারতী॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হ'য়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারিজন।
পানমাত্রে এই জলে পাইল মরণ॥
রাজা বলে, কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়।
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া রাজায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, ভব-ভয়ে তরি॥

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

"কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থা কশ্চ মোদতে।
মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব॥"

কিবা বার্ত্তা, কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন্ জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডুপুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

যুধিষ্ঠিরের প্রথম প্রশ্নের উত্তর

মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিঘট্টনেন
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
ভূতানি কাল পচতীতি বার্ত্তা॥১॥

ঘটন কারণ হ'ল মাস-ঋতু হাতা।
রাত্রি-দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার-কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥১॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥২॥

প্রতিদিন জীব-জন্তু যায় যম-ঘরে।
শেষে থাকে যারা, তারা ইহা মনে করে॥

আমরা ত চিরজীবী, নাহি হব ক্ষয়।
ইহা হ'তে কি আশ্চর্য্য কহ মহাশয় ॥২॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥৩॥

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা-মুনি নানা মত কয় ॥
কে জানে নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণ।
সেই পথ গ্রাহ্য, যাহে যায় মহাজন ॥৩॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যো নরঃ।
অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥৪॥

অপ্রবাসে ঋণ-বিনা যার কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্নকালে শাক-অন্ন খায় ॥
তথাপি সে-জন সুখী সংসার-ভিতর।
বারিচর, শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥৪॥

———

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম-মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম, বলি তবে দেন পরিচয় ॥
বর মাগ নরপতি, হ'য়ে একমন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন ॥
যুধিষ্ঠির শুনি তবে করে নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন ॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃ-তনয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি, না হও প্রবীণ ॥
বিশেষে বৈমাত্র-ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর ॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপুত্রে কি-কারণে জীয়াইতে চাহ ॥
লক্ষ্মীস্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহারে প্রাণ দেহ নরপতি ॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন-বিনা তারে কে করে নিধন ॥
কুরুযুদ্ধে শক্তমাত্র পার্থ-বৃকোদর।
কি কার্য্য হইবে তব জীয়াইলে পর ॥
রাজা বলে, পর নহে বিমাতৃ-নন্দন।
নকুল ও সহদেব মোর প্রাণধন ॥
ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ, প্রাণ পায় বিমাতৃ-তনয় ॥
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হ'তে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ ॥
মম মাতামহগণ তারা পিণ্ড পাবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে ॥
সহদেব প্রাণ পেলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায় ॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু, করি যদি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা ॥
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিবারে মোর মন নয়।
নিতান্ত আমার এই কথা কৃপাময় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, ভব-ভয়ে তরি ॥

———

● যুধিষ্ঠিরের বরলাভ ও ভীমাদির পুনর্জ্জীবন প্রাপ্তি

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয় ॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি ক'রেছি সৃজন ॥
এত বলি ধর্ম্মরায় পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদনমণ্ডলে ॥

ধন্য কুন্তী, তোমা পুত্রে গর্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শোক-দুঃখ সংবরহ, মন কর স্থির॥
ধর্ম্মতে ধার্ম্মিক তুমি, হও মতিমন্ত।
অচিরে হইবে তব যাতনার অন্ত॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল ক্ষমাবান্ ধীর।
জানিলাম তুমি সর্ব্বগুণেতে গভীর॥
অল্পদিনে নষ্ট হবে কৌরব-দুরন্ত।
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য-বৃত্তান্ত॥
ধর্ম্ম না ছাড়িও কভু, ধর্ম্ম কর সার।
দুঃখের সাগরে হবে অনায়াসে পার॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর-বচনে।
কৃষ্ণা-সহ বাঁচাইল ভাই চারিজনে॥
প্রণাম করিয়া কহিলেন নৃপমণি।
সহায়-সম্পদ্ তব চরণ দুখানি॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পেয়ে পঞ্চজন ভাবিছেন মনে॥
কিজন্য এখানে মোরা আছি পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পান কিছু ইহার কারণ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথা আসি ভেটে পঞ্চজনে॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে, কহ বিবরণ।
এখানে আমরা আসিলাম কি-কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুনহ কারণ।
মৃত্যু-সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে ধর্ম্ম-মায়াবলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যুজলে॥
আমিও আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিলেন দর্শন॥
ছলনা করিয়া আগে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা-পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥

কহিলাম ভ্রাতৃগণ, ইহার বিধান।
অতঃপর এই জলে কর সবে স্নান॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে॥
সেই দিন রহিলেন তথা ছয়জন।
পরদিনে জন্মেজয়, শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ব্যাসদেবের আগমন এবং অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা

পরদিন প্রাতঃকালে উঠি ছয়জন।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি ডাকে সবে ঘনে ঘন॥
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া নরপতি করে নিবেদন॥
শুন প্রভু, গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরে আমা-সবার দুর্দ্দশা॥
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাই, দূরে সরোবর॥
জল-অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
দ্রৌপদী-সহিত এই ভাই চারি জন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হ'য়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলাম ক্রমে॥
আমিহ মরিতে যাই সরোবর-নীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥
ওহে ধর্ম্ম, হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি-কারণে কর মহাশয়॥
বড় যদি তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান্।
চারি প্রশ্ন বলি পরে কর জলপান॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব, বলহ আমারে॥

প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম-মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তাঁয়॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন, এক ভাই লহ বাঁচাইয়া॥
ভাবিয়া চাহিনু, দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জলপিণ্ড নাই॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়ায়ে দিলেন শেষে ইষ্টবর দিয়া॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি।
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, বেদবাক্য শুনি॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চে তথা ভাই পঞ্চজনে॥
পরদিন প্রাতঃকালে উঠি সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে॥
কহ সহদেব ভাই, বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হ'য়ে।
গণিতে লাগিল শীঘ্র হাতে খড়ি ল'য়ে॥
কহিল রাজার আগে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয়॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবে মনে-মনে।
অজ্ঞাতবাসের হেতু কহে সর্ব্বজনে॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হ'ল আসি অজ্ঞাত-সময়॥
কোন্ দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত আছে নগর অনেক॥
সবে মিলি পরামর্শ কর এইবার।
কিরূপে দুঃখের হ্রদে সবে হব পার॥
এত শুনি কহে তবে ভাই চারি জনে।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মনে॥
দোষ-গুন বুঝি সব করিব নির্ণয়।
অকারণে চিন্তা কেন কর মহাশয়॥
কি-হেতু চিন্তিব প্রভু, মোরা সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন॥

এই সব চিন্তা করি ধর্ম্ম-অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আরো গেল দিন-চারি॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এরূপে দ্বাদশবর্ষ যাপিল কানন॥
নানাক্লেশে বিচরণ করে বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে একথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা॥
সুবর্ণ-ভৃঙ্গার আর ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিতে দ্বিজে দান দেয় অবিরত॥
নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য হয় ফলদাতা॥
যেবা কহে, যেবা শুনে, করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার, সেই সাধুজন॥
সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হৌক পৃথ্বী শস্য-সমাবেশে॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্ম-কীটময়।
ধর্ম্মবরে চরিতার্থ হৌক ভক্তচয়॥
ধন্য হ'ল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস।
তিনপর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
অবহেলে কৃষ্ণপদ পাব, অভিলাষ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে॥
সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরি নাম দ্বি-অক্ষর।
আদি-অন্ত নাহি যার, বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা, না হয় সন্দেহ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা॥
নীচ-গৃহে থাকিলে ভারত নহে তুষ্ট।
শুনিলে পাতক হয় সমূলে বিনষ্ট॥
সম্পূর্ণ হইল, হরি বল সর্ব্বজন।
এত দূরে বনপর্ব্ব হ'ল সমাপন॥

বিরাটপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● ব্যাস-বন্দনা

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বি-তিলক।
মহামুনি পরাশর যাহার জনক ॥
বেদশাস্ত্র-পরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল-শরীর ॥
কনকাভ জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড-শরীর, পরিধান বাঘাম্বরে ॥
নয়ন-যুগল দীপ্ত-উজ্জ্বল-মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির ॥
ভাগবত-ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কমলমুখে হ'য়েছে নির্ম্মাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক্ যজুঃ সাম আর অথর্ব্ব-বিধান ॥
মৎস্যগন্ধা-গর্ভে দ্বীপ-মধ্যেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি ॥

প্রণতি করিয়া তাঁর চরণপঙ্কজে।
পরম-আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে॥
বেদ-রামায়ণ আর পুরাণ-ভারতে।
লিখিত যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃপুনঃ।
আদি-অন্ত-অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥

———

পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন-ভয়ে পূর্ব্ব-পিতামহগণ॥
বিরাটনগর-মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক অতিপাত কৈল কোনমতে॥
কহেন বৈশম্পায়ন, শুন মহারাজ।
দ্বাদশ-বৎসর-অন্তে অরণ্যের মাঝ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী-সহিত।
বহু-দ্বিজগণ-সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥
বলেন সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান, পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়॥
দ্বাদশ-বৎসর-অন্তে অজ্ঞাত বৎসর।
অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ সহোদর॥
বরষ-মধ্যেতে যদি প্রকাশিত হব।
পুনশ্চ দ্বাদশবর্ষ বনবাসে যাব॥
বিচারিয়া কহ ভাই, ইহার বিধান।
অজ্ঞাত থাকিব একবর্ষ কোন্ স্থান॥
সেই দিন হবে কালি রজনী-প্রভাতে।
বিচারিয়া যুক্তি কহ আমার সাক্ষাতে॥
এত শুনি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
তোমা আর পার্থবীরে উপেক্ষা করিয়া॥
মোর আগে কে যুঝিবে পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন চক্ষে নাহি দেখি মহারাজ॥
মৃত্যুসম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
তোমার নিয়মে বঞ্চিলাম নৃপবর॥
পাণ্ডবের পতি তুমি, পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে, সবে সেই পথি॥

কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ-প্রতি।
সবে জান, আমাকে যা কৈল কুরুপতি॥
অজ্ঞাত থাকিব এক বরষ লুকায়ে।
ততদিন যথাস্থানে সবে রহ গিয়ে॥
বিধাতা করিল মোর এমন কুদিন।
মৃত্যুসম নির্ব্বাহিব ব্রাহ্মণ-বিহীন॥
মেলানি করিয়া দ্বিজগণে নৃপমণি।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য-আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ-প্রকার॥
বিপদ-কালেতে রাজা, অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হৈলে শত্রুগণে বিজয় করিবে॥
বড় বড় রাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া॥
অসুরের ভয়ে ইন্দ্র রহেন লুকায়ে।
বলিরে ছলিল হরি বামন হইয়ে॥
প্রকার করিয়া ইন্দ্র অসুরে মারিল।
কাষ্ঠমধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিল॥
তুমিহ এখন রাজা, বুঝ কালগতি।
ধৈর্য্য ধরে পুনরপি শাস বসুমতী॥
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়।
আশীর্ব্বাদ করি তবে দ্বিজগণে যায়॥
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণ ল'য়ে।
এক ক্রোশ দূরে যান সে-বন ছাড়িয়ে॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ-প্রতি।
কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিবে বসতি॥
রম্যদেশ দেখি সবে রব গুপ্তবেশে।
এক স্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে॥
এত শুনি সবিনয়ে কহে ধনঞ্জয়।
ধর্ম্মের বরেতে রাজা, নাহি কোন ভয়॥
অজ্ঞাত রহিব সবে, কে পাবে নির্ণয়।
দেশ নাম কহি রাজা, যথা মনে লয়॥
পাঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বাহ্লীক ও শাল্ব।
মগধ কলিঙ্গ শূরসেন কাশী মল্ল॥

এই সব দেশ যথা লয় তব মনে।
অজ্ঞাতে বঞ্চিব তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
ধর্ম্ম বলে, মৎস্যদেশে নৃপতি বিরাট।
সত্য-ধর্ম্ম-শান্ত-শীল মহান্ সম্রাট্ ॥
তথায় বঞ্চিতে মন হতেছে আমার।
তোমা-সবাকার চিত্তে কি হয় বিচার ॥
সবারে দেখিব সবে থাকিব গুপ্তেতে।
অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে ॥
বৃকোদর কহে তবে চাহিয়া রাজায়।
কহ কোন্ বেশে রাজা বঞ্চিবে তথায় ॥
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম, নহে কোন ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি, কহ উপদেশ ॥
ইহা-সম দুঃখ আর নাহিক রাজন্।
রাজা হ'য়ে পরবশ, পরের সেবন ॥
মহাপাপে দুঃখ যথা পায় পাপিগণ।
কোন্ কর্ম্মে নির্ব্বাহিবে, বলহ রাজন্ ॥
রাজা বলে, কহি আমি বঞ্চিব যেমতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট-সভাতে ॥
বলাইব কঙ্ক-নাম পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্বনীত ॥
মণিরত্ন যত আছে, জানি তার মূল্য।
যুধিষ্ঠির-বন্ধু আমি ছিনু প্রাণতুল্য ॥
কহিয়া শাস্ত্রের কথা তুষিব রাজারে।
এরূপে বঞ্চিব ভাই, বিরাট নগরে ॥
ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম-নরপতি।
কহ ভাই কোন্ বেশে অজ্ঞাত বসতি ॥
পদ্মপুষ্প-হেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
নিরাক্ষসা হ'ল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে ॥
হিড়ম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
নিষ্কণ্টক কৈলে মারি সাগর-অবধি ॥
কিরূপে বঞ্চিবে ভাই, বিরাট নগরে।
এত শুনি কহে ভীম ধর্ম্মের গোচরে ॥
বল্লব-নামেতে আমি হব সূপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার ॥
পরিচয় দিয়া তেজ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে হারাইব যত মল্লগণে ॥
বৃষ ব্যাঘ্র সিংহ মেষ-মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর ॥
যুধিষ্ঠির-গৃহে পূর্ব্বে ছিনু সূপকার।
কৌতুকে রাখেন মোরে রাজা দয়াধার ॥
এত বলি পরিচয় দিয়া বিরাটেরে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট-চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলিলেন নৃপবর।
কহ ভাই কিবা রূপে বঞ্চিবে বৎসর ॥
অগ্নিরে নীরোগ কৈলে জিনি পুরন্দর।
জিনিলে বাহুর বলে ধরা একেশ্বর ॥
দেবমধ্যে ইন্দ্র যথা, দানবেতে বলি।
ত্রিভুবনে পূজ্য যথা রুদ্রেতে কপালী ॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যথা, স্থিরে মেরুবৎ।
গ্রহমধ্যে চন্দ্র যথা, গজে ঐরাবত ॥
ঋষিমধ্যে শুদ্ধ যথা শুকদেব মুনি।
আয়ুধেতে বজ্র যথা, শব্দে কাদম্বিনী ॥
তাদৃশ পাণ্ডব-মধ্যে অর্জ্জুন প্রধান।
পরাক্রমে তুল্য বাসুদেবের সমান ॥
ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ-গুণ।
কিমতে লুকাবে ভাই, কহ ত অর্জ্জুন ॥
দুই হস্তে ধনুর্গুণ-ঘর্ষণের চিহ্ন।
কি মতে লুকাবে ভাই সব্যসাচী ভিন্ন ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, আছয়ে উপায়।
নপুংসক-বেশে আমি আচ্ছাদিব কায় ॥
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ-আচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী, কুণ্ডল শ্রবণে ॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয়।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডব-আলয় ॥
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নৃত্যগীতে বিজ্ঞ আমি, জাতি নপুংসক ॥
শিখাইতে পারি আমি অন্তঃপুর-বালা।
এই বৃত্তি জানি আমি, নাম বৃহন্নলা ॥

নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কহ ভাই, লুকাইবে কিমত উপায়॥
দুঃখক্লেশ নাহি জান, অতি সুকুমার।
বালকের প্রায় ভাই পালিত আমার॥
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ পরম সুন্দর।
ভ্রাতৃগণ-প্রাণতুল্য গুণের সাগর॥
নকুল বলিল, দেব, কর অবধান।
এই পরিচয় দিব বিরাটের স্থান॥
অশ্ব-বৈদ্য নাহি কেহ আমার সমান।
অশ্বের চিকিৎসা জানি, গ্রন্থিক আখ্যান॥
কড়িয়ালি দিব আমি যে ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে দুষ্টভাব নাহি তার থাকে॥
এইরূপে গুপ্ত করি আপনার কায়।
বৎসরেক মহারাজ, বঞ্চিব তথায়॥
তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব-প্রতি।
বিবিধ-বিচারে বিজ্ঞ, বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
জননী কুন্তীর সদা অতি-প্রিয়তর।
কিমতে বঞ্চিবে ভাই, অজ্ঞাত বৎসর॥
সহদেব কহে, তবে শুন নৃপবর।
বিরাট রাজার গাভী আছে বহুতর॥
গোধন-রক্ষক হব, জাতিতে গোয়াল।
মৎস্যদেশে জানাইব নাম তন্ত্রিপাল॥
দ্রৌপদীরে কহে তবে নৃপতি কাতর।
কি মতে বঞ্চিবে কৃষ্ণা, অজ্ঞাত বৎসর॥
রাজকন্যা রাজপত্নী দুঃখিনী আজন্ম।
কিছু নাহি জানে কৃষ্ণা স্ত্রীলোকের কর্ম্ম॥
পুষ্পমাল্য-আভরণ-ভার নাহি সয়।
কিরূপে অধীনা হ'য়ে রবে পরালয়॥
প্রাণাধিক প্রিয়তর দেখি অনুক্ষণে।
পর-আজ্ঞা-বহনেতে বঞ্চিবে কেমনে॥
কৃষ্ণা বলে, তাপ রাজা, না করিহ মনে।
যেমতে বঞ্চিব আমি বিরাট-ভবনে॥
তোমা-সবাকার সনে নাহি হবে দুঃখ।
সদাই দেখিব সবে সবাকার মুখ॥
বিরাট-রাজার রাণী সুদেষ্ণা-নামেতে।
তাঁর স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে॥
তাঁরে কব সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম আমি জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী॥
এত শুনি হৃষ্টচিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্য-হস্তে করেন অর্পণ॥
আছিল যতেক দাস-দাসী দ্রৌপদীর।
পাঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দেন যুধিষ্ঠির॥
ইন্দ্রসেন-আদি করি যতেক সারথি।
রথ ল'য়ে সবে চলি যাও দ্বারাবতী॥
পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবে সবারে।
না জানি কোথায় গেল পঞ্চ-সহোদরে॥
কালি সবে একস্থানে ছিলাম কাননে।
আমা-সবা ছাড়ি কোথা পশিল নির্জ্জনে॥
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
অজ্ঞাত-সময়ে সবে পাবে নানা ক্লেশ॥
যদি অপমান করে, তাহা সংবরিবে।
যখন যেমন হয়, বুঝিয়া করিবে॥
ক্ষত্রমধ্যে অগ্নি-সম তোমা-পঞ্চজনে।
সকলে তোমার শত্রু, জানহ আপনে॥
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে।
রাজসেবা করি সদা রবে রাজ-নীতে॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা তেয়াগিবে আলস্য-শয়ন।
বিশ্বাস করিবে নাহি নৃপে কদাচন॥
রাজার সম্মুখে আর পশ্চাতে না রবে।
তাঁর বামপার্শ্বে কিংবা দক্ষিণে থাকিবে॥
কোন-কার্য্য-হেতু যদি রাজা আজ্ঞা করে।
আপনার প্রাণপণে করিবে সত্বরে॥
অন্তঃপুর-নারীসহ না কহিবে কথা।
মিথ্যা বাক্য রাজারে না কহিবে সর্ব্বথা॥
হরষেতে মত্ত নাহি হবে কদাচন।
রাজা-সনে না কহিবে রহস্য-বচন॥
সন্নিকটে না থাকিয়া অন্তরে থাকিবে।
লাভালাভ না বিচারি আদেশ পালিবে॥

ভ্রাতা-বন্ধু-পুত্রে নাহি নৃপতির প্রীত।
সেই সে আপন কর্ম্ম করে মনোনীত॥
আমি কি কহিব, তুমি জানহ সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আসিও কুশলে॥
এত শুনি উঠি তবে ভাই পঞ্চজন।
প্রদক্ষিণ করি ধৌম্যে চলেন তখন॥
কাম্যবন ছাড়ি যান যমুনার পার।
বামেতে শাল্বের দেশ, দক্ষিণে পাঞ্চাল॥
শূরসেন-রাজ্যমধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেল ধৌম্য সেইক্ষণ।
শ্রমযুক্তা হ'য়ে কৃষ্ণা বলেন বচন॥
চলিবার শক্তি আর নাহিক নৃপতি।
আজি নিশি এক-ঠাঁই করহ বসতি॥
নিকটে না দেখি, দূরে বিরাট-নগর।
কালি প্রাতে গুপ্তভাবে যাব নৃপবর॥
নৃপতি বলেন, কালি হইব অজ্ঞাত।
অনর্থ ঘটিবে হৈলে লোকেতে বিদিত॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লহ ধনঞ্জয়॥
আজ্ঞা মাত্র ধনঞ্জয় করিলেক স্কন্ধে।
ঐরাবত-স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে॥
বিরাট-নগর আছে অতি অল্প দূর।
হেনকালে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর॥
সশস্ত্র নগরে যদি করিবে প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্রে সর্ব্বলোক চিনিবে বিশেষ॥
বাল-বৃদ্ধ-যুবা জানে গাণ্ডীব বিখ্যাত।
হেন স্থানে রাখ, যেন লোকে নহে জ্ঞাত॥
অর্জ্জুন বলেন, এই দেখ শমীদ্রুম।
ভয়ঙ্কর শাখা তার পরশিছে ব্যোম॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখি যে অস্ত্র, যদি লয় মন॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রাজা করিয়া স্বীকার।
কহিলেন রাখ যেন না হয় প্রচার॥
তবে ত গাণ্ডীব-ধনু খসাইয়া গুণ।
গদা-শঙ্খ-আদি যত অস্ত্রপূর্ণ তূণ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্রে ছান্দিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্ধিয়া॥
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ।
সবাকারে পুনঃপুনঃ বলেন বচন॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নি-অসংযোগে বৃক্ষে স্থাপিত হইল॥
কুলক্রমাগত মম আছে এই পথ।
কিংবা অগ্নি দহি, কিংবা করি এই মত॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চনাম গুপ্তে রাখিলেন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

পঞ্চ-পাণ্ডবের বিরাট-সভায় প্রবেশ

কাঁখেতে দেবন মণি-মাণিক্যের সাজ।
সভামাঝে প্রথমতঃ যান ধর্ম্মরাজ॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি হয় মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভাজন-প্রতি চাহি কহে শীঘ্রগতি॥
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প-আকার।
ইহাকে কখন কেহ দেখেছ কি আর॥
ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য-সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত-সম গতি পরম-সুন্দর॥
কাঞ্চন-পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে, বুঝি অভিপ্রায়॥
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ সর্ব্ব, ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্বতেজোময়॥
যে কাম্য করিয়া এই আসিতেছে হেথা।
ক্ষত্র হৌক, দ্বিজ হৌক, করিব সর্ব্বথা॥
এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ করিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ॥
প্রণাম করিয়া মৎস্যপতি মৃদুভাষে।
বিনয়-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজাকে জিজ্ঞাসে॥

কে তুমি, কোথায় বাস, এলে কোথা হ'তে।
কোন্ কুল-গোত্রে জন্ম, কেমন বংশেতে ॥
যে কাম্য তোমার, মাগি লহ মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ, তাহা দিব, করেছি নিশ্চয় ॥
এত শুনি কহিছেন ধর্ম্ম-অধিকারী।
বৈরাঘ্র্য আমার গোত্র, কঙ্ক নাম ধরি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল যেন আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজ্য, বনে গেল পঞ্চভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
হেথা আসিলাম রাজা, শুনি তব গুণ ॥
শুনি মৎস্যরাজ তবে বলেন হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্য-ধন তব করে সকল অর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হ'য়ে থাকহ সভায়।
সেবিবেক যত মন্ত্রী সদা তব পায় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিছু দ্রব্য মম কভু নাহি প্রয়োজন ॥
হবিষ্য-আহারী আমি, শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে, তবে লব তোমা হ'তে ॥
হেনমতে সেই স্থানে রহে যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর-বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতিগতি।
হেমন্ত-পর্ব্বত প্রায়, কিংবা যূথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে, যেন বাল-সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হৌক বলি বীর তুলে দুই কর ॥
চতুর্ব্বর্ণ-শ্রেষ্ঠ আমি হই যে ব্রাহ্মণ।
গুরু-উপদেশে পারি করিতে রন্ধন ॥
মম সম রন্ধনেতে নাহি সূপকার।
মল্লযুদ্ধাভ্যাস কিছু আছয়ে আমার ॥
শুনিয়া মৎস্যের পতি বলেন বচন।
সূপকার তোমারে না লাগে মম মন ॥
কুবের-ভাস্কর যেন, শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্বক্ষিতি-পালনের যোগ্য হও তুমি ॥
সূপকার-যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলেন বচন ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির ছিনু সূপকার।
আমাতে বড়ই প্রীতি আছিল রাজার ॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহাসহ যুঝাইবে, দিব আমি রণ ॥
মল্লযুদ্ধে আমা-সম নাহিক মানুষে।
আমারে পুষিল রাজা কৌতুক-বিশেষে ॥
বল্লব আমার নাম থু'ল ধর্ম্মরাজ।
তাঁহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ ॥
বিরাট কহিল, ইথে নাহিক সংশয়।
তোমার এ-সব কথা কিছু চিত্র নয় ॥
পৃথিবী শাসিতে যোগ্য হইতেছ তুমি।
যে-কামনা কর তুমি, দিব তাহা আমি ॥
আমার আলয়ে যত আছে সূপকার।
সবার উপরে তব হবে অধিকার ॥
এত বলি পাকগৃহে ভীমে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল ॥
তবে কতক্ষণে আসিলেন ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল, শঙ্খ করেতে শোভয় ॥
দীর্ঘকেশ-বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্ত-গজ-পদভরে ॥
দেখি সভাসদে কহে মৎস্য নরপতি।
এই যে আসিছে যুবা ছদ্ম-নারীজাতি ॥
ইহারে কখন কেহ দেখেছ কি আর।
মনুষ্য না হয় এই, দেবের কুমার ॥
ইহা দেখি অসম্ভব হয়েছে সবাকে।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে হেথাকে ॥

এত বিচারিতে উপনীত ধনঞ্জয়।
দেখি সভাসদ্‌গণে লাগিল বিস্ময় ॥
বিরাট বলেন, তুমি কাহার তনয়।
দেবতার মূর্ত্তি তব দেখি তেজোময় ॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি হই যে নর্ত্তক।
এইহেতু বহুকাল আমি নপুংসক ॥
নৃত্যগীতে মম সম নাহিক ভুবনে।
শিখাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে ॥
বিরাট বলিল, ইহা নাহি লয় মন।
এ-কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন ॥
এই যে স্ত্রীবেশ তুমি ভূষিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায় ॥
ভূতনাথ-অঙ্গ যেন ভস্ম আচ্ছাদিল।
দিনকর-তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল ॥
তোমার এ ভুজ-তেজ যে ধনু সহিল।
সে-ধনুর তেজে সব পৃথিবী কাঁপিল ॥
পার্থ কহিলেন, রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তাঁর ভার্য্যা দ্রৌপদীর ছিলাম গায়ন ॥
শত্রু রাজ্য নিল, তাঁরা প্রবেশিল বন।
এইহেতু তব রাজ্যে আসিনু রাজন্ ॥
আমি নপুংসক রাজা, নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা ॥
রাজা বলে, বৃহন্নলা, রহ মম পুরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিনু তোমারে ॥
ধন জন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্রতুল্য তুমি, এই রাজ্যের ঠাকুর ॥
উত্তরাদি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য-গীতে বিশারদ করহ সবারে ॥
এত বলি অন্তঃপুরমধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহেন পার্থ, কেহ না জানিল ॥
নকুল ক্ষণেক পরে করে আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখেন রাজন্ ॥
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হন শশধরে।
সূতবেশ, তুরঙ্গ-প্রবোধ-বাড়ি করে ॥
দুইভিতে অশ্বগণে করে নিরীক্ষণ।
মদমত্ত-গতি যেন প্রমত্ত-বারণ ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজসভাতলে।
কোমল মধুরভাষে নৃপতিরে বলে ॥
অশ্ব-চিকিৎসক, নাম গ্রন্থিক আমার।
জীবিকার্থে আসিলাম আপন আগার ॥
রাজা বলে, এলে তুমি কোন্ দেশ হৈতে।
দেবপুত্র-প্রায় তোমা লয় মম চিতে ॥
নকুল বলিল, কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব তাঁর, না যায় গণন ॥
সব অশ্ব পালিবারে মোরে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হৈল ॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে-ঘোড়ার মুখে।
কোনকালে দুষ্টভাব নাহি তার থাকে ॥
রাজা বলে মম যত আছে অশ্বগণ।
সকল রক্ষার্থ তোমা করিনু অর্পণ ॥
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন ॥
তরুণ অরুণ যথা উঠে পূর্ব্বভিতে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখি আচম্বিতে ॥
গোপজাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ-ছান্দন-দড়ি আছয়ে বিশেষ ॥
রাজাসহ সবিস্ময় যত সভাজন।
প্রণাম করিয়া বলে মাদ্রীর নন্দন ॥
জীবিকার্থে আসিলাম তোমার নগর।
গাভী-রক্ষা-হেতু মোরে রাখ নরবর ॥
আমার রক্ষণে গাভী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে ॥
বিরাট বলিল, ইথে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি, কি নাম ধর, সত্য করি কহ ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
বুদ্ধি-পরাক্রমে বুঝি রাজচক্রবর্ত্তী ॥
বৃহস্পতি শুক্রসম তব নীতি-ভাষ।
খড়্গধারী হস্ত তব, ছদ্মে ধর পাশ ॥

সহদেব বলে, জান পাণ্ডুর নন্দন।
তাঁহার যতেক গাভী লোকে অগণন॥
করিতাম সেই সব গোধন-পালন।
মম গুণে প্রীত ছিল পাণ্ডুর নন্দন॥
আর এক মহা কর্ম্ম শুন নরপতি।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান জানি অতি॥
পৃথিবী-ভিতরে নৃপ, যত কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়॥
ধর্ম্মরাজ-সভাস্থলে ছিনু চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দিল তন্ত্রিপাল॥
রাজা বলে, যত বল সম্ভবে তোমারে।
যে কাম্য তোমার থাকে লহ মোর পুরে॥
যত মম আছে গাভী আর রক্ষীগণ।
তোমারে দিলাম সব, করহ পালন॥
এমত কহিয়া সহদেবে মহামতি।
পঞ্চজনে বাঞ্ছামত দেন নরপতি॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডব রহেন সুগোপনে।
অস্তগিরি-মধ্যে যেন সহস্র কিরণে॥
রহিল অনল যেন ভস্মমধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● বিরাটপুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশে নগরে।
চতুর্দ্দিকে নরনারী ধায় দেখিবারে॥
ক্লেশেতে কৃশিত মুখ, মুক্ত দীর্ঘকেশ।
পিন্ধন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রীর বেশ॥
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসয়ে যত নারীগণ।
কে তুমি, একাকী ভ্রম কিসের কারণ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণনে না যায়।
কিন্নরী অপ্সরী দেবকন্যা অভিপ্রায়॥
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা বলে এই বাণী।
সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম করি, নরজাতি আমি॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমে দেবী কৃষ্ণা।
প্রাসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্ণা॥
কৈকেয়-রাজার কন্যা বিরাট-মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠালেন দাসী॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে ল'য়ে গেল যথা রাজরাণী॥
শতশত রাজকন্যা সুদেষ্ণা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদীরে হেরি সবে হইল লজ্জিতা॥
নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হ'য়ে অনুমান করে মনে-মন॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিল বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হ'য়ে কেন ভ্রমহ অবনী॥
মহাভারতের কথা সুধা হ'তে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা॥
কাশীরাম কহে করি নতি সাধুজনে।
পাইবে পরম প্রীতি যাহার শ্রবণে॥

——

● দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরিপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা,
কি-বা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে॥
শশী নিন্দি মুখপদ্ম, কেন করিয়াছ ছদ্ম,
এ-বেশ তোমারে নাহি শোভে।
পেয়ে তব অঙ্গঘ্রাণ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে॥
মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হ'তে তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব কম্বু জিনি, ওষ্ঠ পক্কবিম্ব গণি,
পঙ্কশিরা-লিপ্ত তব বপু॥

কর রক্ত-কোকনদ, রক্ত-কোকনদ পদ,
রক্তযুক্ত অরুণ অধর।
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, সুধার সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ যিনি বিষধর ॥
তোমার নিতম্ব কুচে, গগননিবাসী ইচ্ছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবা পূর্ণ কাদম্বিনী, কিবা চারু চকোরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ ॥
হের দেখ বরাননে, তোমা দেখি তরুগণে,
লম্বিত হইল শাখাসহ।
কে দেবী নামিলে তুমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি
না ভাণ্ডিহ, সত্য মোরে কহ ॥
তব অঙ্গযোগ্য পতি, মানুষে না দেখি সতি,
বিনা দেব-দিক্‌পালগণ।
তব অঙ্গ-দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জীয়ে কদাচন ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি, মধুর কোমলবাণী,
সবিনয়ে বলেন পার্ষতী।
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি, মানুষী নিবসিভূমি,
ফলাহারী সৈরিন্ধ্রীর জাতি ॥
রাণী দয়া করি মোরে, রাখহ আপন ঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্ট-ভাত, না দিব চরণে হাত,
এইমাত্র নিয়ম আমার ॥
প্রবাল-মুকুতাপাঁতি, ভালজানি, নিত্যগাঁথি,
পুষ্পমালা জানি যে বিশেষ।
সিন্দুর-কজ্জল-আদি, রত্ন-আভরণ-বিধি,
বিচিত্র জানি যে কেশ-বেশ ॥
গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখী,
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে ॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, ইথে না জানিহ আন,
চিরকাল বঞ্চিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণ, পাণ্ডবেরা গেল বন,
তেঁই আমি আসিলাম হেথা ॥
বিরাট-পর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত-গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্ণার কথোপকথন

রাণী বলে, শুন সতি, তব রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি ॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
না হবে আমার শক্তি নিবারিতে তাঁরে ॥
তোমা দেখি আদর না করিবেন মোরে।
আমি উদাসীন হব, তোমা রাখি ঘরে ॥
আপনার দ্বারে কাঁটা রোপিব আপনে।
কর্কটীর গর্ভ যথা মৃত্যুর লক্ষণে ॥
এত শুনি কৃষ্ণা তবে বলে সুদেষ্ণায়।
অন্য দুষ্টা স্ত্রীর সম না ভাব আমায় ॥
বিরাট হউক কিংবা আর অন্য জন।
পাপচক্ষে চাহিলে না জীবে কদাচন ॥
পঞ্চ-গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
থাকুক স্পর্শন যদি দেখে পাপচক্ষে।
দেবতা হ'লেও মৃত্যু জেনো তার পক্ষে ॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামিগণ।
না বাঁচিবে, যে আমারে করিবে চালন ॥
দয়া করি মোরে যদি রাখ গুণবতী।
পশ্চাতে জানিবে তুমি আমার প্রকৃতি ॥
না লব উচ্ছিষ্ট, আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের পাশে নাহি পাঠাবে কখন ॥
সুদেষ্ণা বলিল, যদি তোমার এ রীতি।
যথাসুখে মম পাশে রহ গুণবতী ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
রহিলেন মনঃসুখে বিরাট-ভবনে ॥

সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
সুশীলে করিল বশ যতেক রমণী ॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্ম-ন্যায়ে বশ করিলেন সভাজন ॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য-অধিকারী।
অনুক্ষণ ধর্ম্মসহ খেলে পাশাসারি ॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতন।
নিভৃতে বাঁটিয়া লন যত ভ্রাতৃগণ ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হ'লেন রাজন্।
বশ হৈল যত জন করিল ভোজন ॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইয়া রাজন্।
অর্পণ করেন ভীমে কনক রতন ॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্যগীত-বাদ্যরস।
অন্তঃপুর-নারীগণ সবে হৈল বশ ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্টমন ছিল।
নকুলের করস্পর্শে সবে শান্ত হৈল ॥
গাভীগণ বৃদ্ধি পায়, হয় ক্ষীরবতী।
সহদেব-গুণে বশ হন মৎস্যপতি ॥
পাণ্ডবের গুণে বশ মৎস্যদেশ হৈল।
এইরূপে চারিমাস ক্রমেতে কাটিল ॥
বিরাটপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

শঙ্কর-যাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ

পূর্ব্বাপর কুলরীতি আছে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর-নামেতে যাত্রা, আরাধে মহেশে ॥
করিল শঙ্কর-যাত্রা বিরাট রাজন্।
নানাদেশ হৈতে আসে বহুসংখ্য-জন ॥
দ্বিজ-আদি চারি জাতি নরনারীগণ।
নৃত্যগীতে উৎসব করয়ে জনে-জন ॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা, শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তী-হস্তী যুদ্ধ হয়, ছাড়ে ঘোর নাদ ॥
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট রাজন্।
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ ॥
মল্লগণ-মধ্যে এক মল্ল বলবান্।
সর্ব্বমল্লগণ করে যাহার বাখান ॥
সর্ব্বমল্লগণ-মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছ, আমার সঙ্গে করহ বিবাদ ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হ'য়ে কেহ উত্তর না দিল ॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝে, হেন দেহ নরপতি ॥
যদি মল্ল দেহ রাজা, গুণ গেয়ে যাব।
নাহি দিলে দেশে দেশে অখ্যাতি করিব ॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সূপকার বল্লবেরে ডাকেন তখন ॥
বিরাট বলেন, তুমি কহিয়াছ পূর্ব্বে।
এ-মল্ল সহিত রণ কর তুমি এবে ॥
এ-মল্ল সহিত যদি পার যুঝিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজ-ব্যবহারে ॥
ভীম বলে, নরপতি, জানহ আপনে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উদর-ভরণে ॥
সে-সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ-মল্ল সহিত তবে যুঝাহ আমারে ॥
মহাবলবান্ মল্ল পর্ব্বত-আকার।
পেটার্থী ব্রাহ্মণ জাতি হই সূপকার ॥
এ-মল্ল-সহিত যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজবধ-ভয় নাহি কর পরিণাম ॥
শুনিয়া নিঃশব্দ হন মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর ॥
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথাশক্তি তাঁর আজ্ঞা না করে হেলন ॥
পুনঃপুনঃ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হ'য়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে ॥
রাজারে সন্তোষ কর, দেখুক সকলে।
একবার মল্ল সহ যুঝ কুতূহলে ॥

যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বীর-বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করেন উত্তর ॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি, পড়িল প্রমাদে ॥
এত বলি রঙ্গসভা-মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল ॥
যদি মৃত্যুইচ্ছা থাকে, যুদ্ধ কর আসি।
প্রাণ-ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী ॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহাপরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল ॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর শকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতি ॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরে দুই-পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেক ভ্রমাইয়া তায় ॥
ক্ষুদ্র মীনে ধরি যথা গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরায় যেন কুম্ভকার-চক্র ॥
ঘুরাতে ঘুরাতে মল্ল ত্যজে নিজ প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভীম যেন লতাখান ॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
বিরাট নৃপতি পান আনন্দ অপার ॥
অনেক রতন ভীমে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যে যার বসতি ॥
বার্ত্তা পেয়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদরসহ আসি সবে করে রণ ॥
অনেক মরিল শুনি কেহ না আসিল।
বল্লবের পরাক্রমে রাজা বশ হৈল ॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তিগণ।
কৌতুকে ভীমের সনে করাইল রণ ॥
নিমেষেতে অনায়াসে মারে বৃকোদর।
কৌতুকে দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ-ভিতর ॥
এইরূপ তথা একাদশ-মাস গেল।
সানন্দ পাণ্ডব পঞ্চ অজ্ঞাত রহিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার ॥
ভারত-শ্রবণে সর্ব্ব-পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে, কহিলেন ব্যাস ॥

● কীচকের দ্রৌপদী-দর্শন ও মিলন-বাঞ্ছা

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চসহোদর ॥
মুনি বলে, অবধান কর কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত ॥
সুদেষ্ণার সেবা কৃষ্ণা করে অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
কীচক নামেতে বিরাটের সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি ॥
দৃষ্টিমাত্রে কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর সন্নিকটে হইল উপনীত ॥
বলিতে লাগিল কিছু মধুর-বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণচন্দ্রাননে ॥
অনিন্দিত অঙ্গ তব অনঙ্গমোহিনী।
নিরুপম রূপ তব প্রথম-যৌবনী ॥
হেথায় আছহ, কভু আমি নাহি জানি।
এ-রূপ-যৌবন কেন নষ্ট কর ধ্বনি ॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুর-মন লোভে।
এ-সব বসন কি লো তব অঙ্গে শোভে ॥
দেখিয়া তোমারে মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ, করহ উদ্ধার ॥
গৃহ-দারা-পুত্র মম যত ধন-জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥
সহস্র-সহস্র মোর আছে নারীগণ।
দাসী হ'য়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥
রত্ন-অলঙ্কার যত লোক-মনোহর।
যথা ইচ্ছা, বিভূষণ পর কলেবর ॥

রতন-মন্দিরে শয্যা, রত্ন-সিংহাসন।
রত্ন-আভরণ পর, শুনহ বচন ॥
সবার উপরে তুমি হবে ঠাকুরাণী।
যদি না রাখহ ধনী, অধীনের বাণী ॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা-বিদ্যমান।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত-প্রাণ ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর ॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি, বীভৎস রূপিণী।
আমারে এমত কভু নাহি শোভে বাণী ॥
এ-সকল কহ নিজ কুলভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হৈবে যাতে, থাকিবে কল্যাণে ॥
পরদারে লোভ কৈলে নাহিক মঙ্গল।
জীয়ন্তে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবীমণ্ডল ॥
যতেক সুকৃতি তার, সব নষ্ট হয়।
পরশ করিবা-মাত্র হয় আয়ুঃক্ষয় ॥
পুত্র-দারা-শোকে কষ্ট, দরিদ্র-লক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা-প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥
পরদারা আমি, তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি মোর প্রতি কর কি-কারণে ॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব-সহিত তোরে নিমেষে মারিবে ॥
পঞ্চ-গন্ধর্ব্বের আমি করি যে সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
কালরাত্রি পোহাইল আজি যে তোমারে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিস্ আমারে ॥
তুমি যে এমত ভাষা আমারে কহিলে।
ধরিল যমের দূত আজি তোর চুলে ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবন্ত জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেঁট করয়ে বদন ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কাম-বাণাঘাতে হ'য়ে অত্যন্ত পীড়িত ॥
কীচকভগিনী বিরাটের রাজরাণী।
তার স্থানে কহে গিয়া সবিনয় বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ কম্প সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না পারে, কহে অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনী-নিকটে যাহা বলা নাহি যায়।
কামে হতচিত্ত হ'য়ে লজ্জা নাহি পায় ॥
ভগিনী, দেখহ মোর বাহিরায় প্রাণ।
যদি মোরে চাহ, শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমারে আনি দেহ এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর-হত্যা হইবে তোমার।
জানিবে, এখনি প্রাণ যাইবে আমার ॥
মধুর বচনে তোষে বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই, অনুচিত বাণী ॥
ছার দাসী লাগি কেন ত্যজিবে জীবন।
দিবার হইলে আমি, দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়াছি আমি, ল'য়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই, বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হ'তে তারে কহিব কেমনে ॥
করিছে গন্ধর্ব্ব-পঞ্চ তাহার রক্ষণ।
শান্ত হও, ত্যজ ভাই, সৈরিন্ধ্রীতে মন ॥
কীচক বলিল, শুন, গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার শকতি হয় অগ্রেতে আমার ॥
পঞ্চ-গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈলে নাহি করি ভয় ॥
নষ্টা-স্ত্রী-প্রকৃতি যাহা, নাহি জান তুমি।
নষ্টা-স্ত্রীলোকের ঠাঁই শুনিয়াছি আমি ॥
ভ্রাতা কিংবা পুত্র হৌক একান্তে পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছে, আমি জানি ভালে ॥
মুখেতে সতীত্ব কহে, অন্তরেতে আন।
সেইমত সৈরিন্ধ্রীরে কর অনুমান ॥
যদি মোরে চাহ, তবে চল শীঘ্রগতি।
দাসী ছারে কর ভয়, সোদরে অপ্রীতি ॥

রাণী বলে, যত কহ কামের বশেতে।
মোর বশ নহে সেই, কহিব কি মতে ॥
সৈরিন্ধ্রী ইচ্ছিলে, নিজ মরণ ইচ্ছিলে।
সে হেতু দুষ্কর্ম্মে আজ মোরে নিয়োজিলে ॥
নিশ্চয় নিকটে মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাহ শীঘ্র দ্রুতগতি আপন আগার ॥
ভক্ষ্য-ভোজ্য কর গিয়া আপনার ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে ॥
শান্তিকথা সব তারে কহিবে প্রথম।
শান্তিতে ভজিলে হয় সকলি উত্তম ॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যা বলিল ভগ্নী, তাহা করিল তখন ॥
তবে কতক্ষণে বিরাটের পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রীরে ডাকি কহে সুমধুর বাণী ॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি, তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হ'তে সুধা আনহ ত্বরিত ॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্রাঘাত।
ভয়েতে কাঁপেন কৃষ্ণা যেন রম্ভা-পাত ॥
কৃষ্ণা বলে, সূতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার পাশে যেতে মোরে না বলহ সতী ॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময়।
রাখিলে আপন গৃহে প্রদানি অভয় ॥
আপন বচন দেবী, করহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্যজন ॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা।
কর্ত্তব্য হইলে তাহা করিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া সুদেষ্ণা কহে ক্রোধে আর বার।
প্রেষিণী লোকের কেন এত অহঙ্কার ॥
যথায় পাঠাব, তথা করিবে গমন।
বিশেষে বিশ্বস্ত তুমি, বলি সে-কারণ ॥
যাহ শীঘ্রগতি, সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত বলি সুধাপাত্র তুলি দিল হাতে ॥
এত শুনি দ্রৌপদীর চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণমিল দেবতা মিহির ॥
সূর্য্য-পানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব, করহ তারণ ॥
পাণ্ডুপুত্র-বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের হাতে মোরে কর অব্যাহতি ॥
মুহূর্ত্তেক সূর্য্যস্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণারে রাখিতে সূর্য্য রক্ষিগণ দিল ॥
কৃষ্ণাতে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যাহ সঙ্গে রাক্ষস-রক্ষক ॥
দুঃখেতে আবৃতা যায় দ্রুপদ-নন্দিনী।
ব্যাঘ্র-স্থানে যেতে যথা ডরায় হরিণী ॥
দূর হৈতে মূঢ়মতি দেখি দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল সত্বরে ॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সুমধুর বাণী ॥
আজি সুপ্রভাত মোর হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আসিলে আপনি ॥
এই গৃহ-ধন-জন সকলি তোমার।
দিব্য-বস্ত্র পর তুমি, দিব্য-অলঙ্কার ॥
কৃষ্ণা বলে, তব ভগ্নী হ'ল পিপাসিত।
দেহ সুধা, ল'য়ে আমি যাইব ত্বরিত ॥
কীচক বলিল, কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্যজন ॥
কষ্ট গেল, শুভ তব হইল এখন।
সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন-সিংহাসনে।
ধরিতে চলিল এত বলি সেইক্ষণে ॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতী।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র ধায় শীঘ্রগতি ॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিল দেবী রাজ-সভাস্থল ॥
পাছু পাছু ধেয়ে যায় কীচক দুর্ম্মতি।
ক্রোধে সভামধ্যে চুলে ধরি মারে লাথি ॥
সূর্য্য-অনুচর যেই অলক্ষিতে ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমিতে পাড়িল ॥

মূল কাটা গেলে যথা বৃক্ষ পড়ে তলে।
অচেতন হ'য়ে দুষ্ট পড়িল ভূতলে॥
রাজাসহ পাত্রমিত্র বসেছে সভায়।
সবে দেখে দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায়॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিল যে অপমান পাইল পাঞ্চালী॥
নয়ন-যুগলে অগ্নি-কণা বাহিরায়।
দশনে অধর চাপি উঠিল সভায়॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে যায়।
অনুমতি লইবারে ধর্ম্মপানে চায়॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হ'য়ে ভীম সভাতে বসিল॥
স্বামীগণ সব বসি দেখে চারি পাশে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কান্দে কৃষ্ণা, কহে ঊর্দ্ধভাষে॥
ধর্ম্মাসনে বসি আছে মৎস্যের ঈশ্বর।
বিনা-অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা-বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায়॥
দুষ্ট লোকে রাজা দণ্ড নাহি দেয় যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেয় বিধি॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেক, নাহি ধর্ম্মভয়॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন॥
ন্যায় না করিয়া যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হ'য়ে পড়ে নরক-দুস্তরে॥
দান-যজ্ঞ-আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ হয়।
হেন নীতিশাস্ত্রে আছে বেদে হেন কয়॥
কীচক পড়িয়াছিল হ'য়ে অচেতন।
সচেতন কর, আজ্ঞা করিল রাজন্॥
তাত-প্রতি কহে তবে বিরাট-নন্দন।
রাজধর্ম্ম রাজা, নাহি করিলে পালন॥
বিনা-অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলে, চোর-সভা প্রায়॥
সবাই অধর্ম্মী, বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্ম-ভয় নাহি, তেঁই না কহ বচন॥
এত শুনি উত্তর করেন মৎস্যভূপ।
পরোক্ষে দোঁহার দ্বন্দ্ব, না জানি স্বরূপ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ্ব কর দুইজনে॥
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদন করিয়া কহে শিরে কর হানি॥
পদাঘাতে মৃতবৎ করে শত্রুগণে।
দেব-দ্বিজগণ-প্রিয়, বড় প্রিয় রণে॥
সে-সব জনের আমি মানষী মহিষী।
সূতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি॥
যাঁর ধনুর্ঘোষে তিনলোকে কম্প হয়।
একরথে যে করিল তিনলোক জয়॥
তাঁর ভার্য্যা হই আমি, দেখিয়া অনাথ।
দুষ্ট সূতপুত্র মোরে করে পদাঘাত॥
বল বুদ্ধি তা'-সবার কোথাকারে গেল।
মোর এত অপমান নয়নে দেখিল॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সূতের নন্দন॥
সাক্ষাতে সৈরিন্ধ্রী দেবকন্যা-স্বরূপিণী।
হেন-অঙ্গে পদাঘাত, অনুচিত বাণী॥
তবে ধর্ম্ম কহিছেন কঙ্ক-নামধারী।
সৈরিন্ধ্রী, না কর খেদ, যাও অন্তঃপুরী॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে॥
দেখিতেছে গন্ধর্ব্বেরা, তব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন॥
কালেতে কীচকে তারা দণ্ডিবে উচিত।
কীচক হইতে কিছু নাহি হও ভীত॥
দুঃখিনী-সমান কেন কান্দহ সভায়।
আত্মপাপে দুঃখ পাও, কি দোষ রাজায়॥

কৃষ্ণা কহে, সভাসদ্‌, কহিলে প্রমাণ।
আত্মপাপে দুঃখ মোর, কে করিবে আন॥
এত বলি দুই চক্ষু কেশেতে পুছিল।
কেশ-ঘরিষণে যত শোণিত স্রবিল॥
ভর্ত্তৃ-আজ্ঞা পেয়ে কৃষ্ণা যান অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে নারী কেকয়কুমারী॥
সুদেষ্ণার আগে দেবী কান্দিতে লাগিল।
শাঠ্যেতে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল॥
কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ পাবে সেই দুষ্টমতি॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া কহে সৈরিন্ধ্রী-রূপিণী।
জানিয়া কপটে কেন কহ রাজরাণী॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃ-গৃহেতে পাঠালে।
কত বা কহিব তাহা, যত দুঃখ দিলে॥
রাজাসহ পাত্রমিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি তব ভ্রাতা মারিল আমায়॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিংবা কালি যাবে যমের বসতি॥
আজি হৈতে ত্যজ আশা ভ্রাতার জীবন।
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের কারণ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পাঞ্চালী।
জলে প্রবেশিয়া সব ধু'ল রক্ত-ধূলি॥
পরপুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধানে দ্রৌপদী তাহা করিল তখন॥
পুনঃপুনঃ কান্দে কৃষ্ণা নিজদুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল তবে অৰ্দ্ধেক শর্ব্বরী॥
ক্ষুধানিদ্রা নাহি দেবী করে অনুমান।
এ দুঃখ-সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ॥
না পারিবে বৃকোদর বিনা অন্যজন।
চিন্তিয়া ভীমের পাশে করেন গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্‌॥

● ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক-বধের মন্ত্রণা

বিরাট-রন্ধন-গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যান বৃকোদর হ'য়ে অচেতন॥
সঙ্কেতে বলেন দেবী চাপি দুই-পায়।
উঠ উঠ, কত নিদ্রা যাহ মৃতপ্রায়॥
হীন জনে সাধ্যমত আপন ভার্য্যারে।
প্রাণপণে করি রক্ষা সঙ্কটেতে তারে॥
সভামধ্যে যত মম অপমান কৈল।
সিংহের রমণী লৈতে শৃগালে ইচ্ছিল॥
চরণ চাপিতে ভীম হন জাগরিত।
কৃষ্ণারে আতুরা দেখি উঠেন ত্বরিত॥
কহ ভদ্রে, এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতের প্রায় দেখি মলিন-বদন॥
যে-কথা কহিতে আছে, শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে, যাহ নিজ ঘরে॥
ভীমবাক্য শুনি আরো বৃদ্ধি পায় দুখ।
নয়নে সলিল পড়ে, কৃষ্ণা অধোমুখ॥
ভীম বলে, কহ প্রিয়ে, কিহেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ, করিব মোচন॥
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্ষতী।
কি দুঃখ-শোচন, যার যুধিষ্ঠির পতি॥
জানিয়া শুনিয়া মোরে পাঠাতেছ ঘরে।
আপনার কর্ম্ম কিবা বলিব তোমারে॥
হস্তিনায় দুঃশাসন যতেক করিল।
কুরুসভা-মধ্যে সবে বসিয়া দেখিল॥
একবস্ত্রা-পরিধানা আমি রজঃস্বলা।
কেশে ধরি আনিলেক করিয়া বিহ্বলা॥
অনন্তর অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি ল'য়ে গেল পাপিষ্ঠ উন্মত্ত॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ফল মূল খেয়ে।
বিরাটের সুদেষ্ণার দাসী হৈনু গিয়ে॥
গোরোচনা-চন্দনাদি ঘষি নিরন্তর।
হের দেখ, কলঙ্কিত হৈল দুই কর॥

সে সব দুঃখের কথা নাহি করি মনে।
তোমা-সবা দুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণে-ক্ষণে ॥
বিনা-অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবার সাক্ষাতে মোরে মারিলেক লাথি ॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হ'য়ে জীব কিসের কারণ ॥
রাজকন্যা হ'য়ে মোর সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কভু না দেখি না শুনি ॥
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে ॥
গরল খাইব কিংবা প্রবেশিব জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে ॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মোর ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয় ॥
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক্ মোর ছার প্রাণে আর কিবা আশ।
হস্তসুখে নরপতি দেবন খেলিল।
যাঁহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল ॥
এমন করেছে কোন্ রাজা কোন্ দেশে।
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে ॥
কোটি কোটি গজ বাজী গাভী অশ্ব বাস।
সব ত্যজি এবে হৈল বিরাটের দাস ॥
মূঢ় লোক থাকে যথা কর্ম্মধ্যান করি।
সেইমত বসি আছ, নিল সব অরি ॥
নিরবধি সেবে দশ সহস্র সুন্দরী।
অতিথি-সেবনে যার সহস্রেক নারী ॥
যত অন্ধ, যত খঞ্জ, আশ্রয়েতে থাকে।
লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে ॥
ঘোর-দ্যূতে হারিলেন এতেক সম্পদ্।
এবে বিরাটের দাস পেয়ে কঙ্কপদ ॥
অতুল গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেক ত্রৈলোক্য বিজয় ॥
ইন্দ্র জিনি করিলেক অগ্নির তর্পণ।
দৈত্য মারি নিষ্কণ্টক কৈল দেবগণ ॥
বজ্রাঘাত ডাকে যার ধনুক নির্ঘোষে।
কন্যাগণমধ্যে থাকে নপুংসক-বেশে ॥
মাথায় কিরীট যার সূর্য্যপ্রভা জিনি।
এবে সে মস্তকে হের লম্বমান বেণী ॥
দ্রুপদের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।
পঞ্চস্বামী ভজি এবে হৈনু অনাথিনী ॥
বজ্রের অধিক মোর কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির ॥

● ভীম কর্ত্তৃক দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দান

এত বলি কান্দে দেবী মুখে দিয়া কর।
তিতিল নয়ন-নীরে ভীম কলেবর ॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি কান্দে বৃকোদর।
করপদ কাঁপে ঘন, কাঁপে ওষ্ঠাধর ॥
ধিক্ মোর বাহুবল, ধিক্ ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট শুনি প্রাণ রয় ॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা, আমি কি করিব।
আত্মবশ হৈলে কেন এত দুঃখ পাব ॥
যেখানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেইখানে পাঠাতাম যমের বসতি ॥
সব সভা মারিতাম নৃপতি-সহিতে।
কাহারে না রাখিতাম অন্যেরে কহিতে ॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান অঙ্গে হয় কি সহন ॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে-কারণে দুরাচার কীচক বাঁচিল ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ-গতি কেন হইবে সুন্দরী ॥
ইন্দ্রের অধিক সুখ শত্রুগণে দিয়ে।
এত দুঃখ হৈল শুধু তাঁর বাক্যে র'য়ে ॥
সভামধ্যে করিলেক যত দুঃশাসন।
মৃত্যু-ইচ্ছা হয় তাহা করিলে স্মরণ ॥

সে-সকল অপমান বসি দেখিলাম।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা লাগি সব সহিলাম ॥
ক্রন্দন সংবর দেবি, দুঃখ হৈল শেষ।
অল্পদিন-হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ ॥
কহিলে যে, মোর সম নাহিক দুঃখিনী।
রাজপত্নী হ'য়ে হেন না দেখি ধরণী ॥
তোমা হৈতে দুঃখ পাইয়াছে বহুতর।
কহিব সে-সব কথা, অবধান কর ॥
ছিলেন বৈদেহী সীতা জনক-দুহিতা।
লক্ষ্মী অবতার হন, রামের বনিতা ॥
চৌদ্দবর্ষ-হেতু বনে গমন করিল।
ফল-মূলাহার করি কষ্টেতে বঞ্চিল ॥
অরণ্যে হরিয়া লয় দুষ্ট দশানন।
বহু কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জ্জন ॥
অনাহারে হৈল তনু অস্থি-চর্ম্ম-সার।
নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার ॥
এত কষ্ট সহিলেন জনককুমারী।
সীতা উদ্ধারিল রাম রাবণেরে মারি ॥
অগস্ত্যের ভার্য্যা রূপে গুণে অনুপাম।
রাজার কুমারী হয় লোপামুদ্রা নাম ॥
তাঁহার যতেক কষ্ট কহনে না যায়।
বল্মীক-মৃত্তিকা সব বেড়িলেক গায় ॥
বহুকাল সেইরূপে কষ্টেতে রহিল।
এত কষ্ট সহি পুনঃ অগস্ত্যে পাইল ॥
ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিণী।
তাঁহার যতেক কষ্ট অদ্ভুত-কাহিনী ॥
মহাঘোর বনমাঝে ছাড়ি গেল পতি।
ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাপের বসতি ॥
অনেক প্রকারে পুনঃ স্বামীরে পাইল।
কতেক কহিব, দুঃখ যতেক সহিল ॥
তুমি তত তুল্য দুঃখ পাইলে অপার।
ক্ষমা কর, অল্পদিন দুঃখ আছে আর ॥
তের বর্ষ পূর্ণ হৈতে, ত্রিংশৎ রজনী।
পুনরপি নিজদেশে হবে ঠাকুরাণী ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● কীচকবধের মন্ত্রণা

কৃষ্ণা বলে, যা বলিলে সব আমি জানি।
আজি রক্ষা পেলে পিছে হৈব ঠাকুরাণী ॥
যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে, সৈরিন্ধ্রী যে কহিয়াছে ভণ্ড ॥
আমি কহিয়াছি সর্ব্বলোকের গোচর।
আমার আছয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর ॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে, লক্ষ গন্ধর্ব্বেরে করিব বিনাশ ॥
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল।
এত অপমান করি দণ্ড না পাইল ॥
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে ॥
সে বাক্য শুনিতে মোরে যেতে বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে ॥
জয়দ্রথ-ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
জটাসুরে বিনাশিয়া কৈলে প্রতীকার ॥
এখন কীচক-ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে ইথে; নাহি দেখি আন ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা হেতু বিচারিছ চিতে।
আজ্ঞা করেছেন তিনি কীচকে দণ্ডিতে ॥
তখনি বিদিত হৈত পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্মভয় করি ক্ষমা করে মহারাজ ॥
এত বলি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবি, স্থির কর মন ॥
এত বলি ক্রোধে ভীম কহেন তখন।
কীচকে অবশ্য আমি করিব নিধন ॥
সময় করহ এক কিন্তু তার সনে।
উপায়ে মারিব, যেন কেহ নাহি জানে ॥

আজিকার মত তুমি যাহ নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিহ সময় ॥
নৃত্যশালে যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা, কেহ নাহি থাকে ॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সে-ঘরে পাঠাব দুষ্টে শমন-আগারে ॥
ভীমের আশ্বাস পেয়ে সংবরি ক্রন্দন।
নয়ন পুঁছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম দাস কহে, শুন কর্ণ ভরি ॥

● কীচক-বধ

রজনী প্রভাত হৈল, কীচক উঠিল।
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা, শীঘ্রগতি গেল ॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলে তুমি রাজ-সভাতলে ॥
রাজ-বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল মোরে বল বিরাট-নৃপতি ॥
মোর বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরপতি।
কি করিতে পারে মোর তাহার শকতি ॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে, ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ, দাস হৈনু তোর ॥
কৃষ্ণা বলে, তব বশ হইলাম আমি।
আছয়ে গন্ধর্ব্ব কিন্তু মোর পঞ্চস্বামী ॥
তাহা-সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ, যেন কেহ নাহি জানে ॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার ॥
এত শুনি দুষ্টমতি হৈল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজগৃহে করিল গমন ॥
নানা গন্ধ-চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্য রত্ন-অলঙ্কার অঙ্গেতে ভূষিল ॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকরে নিরখে আকাশে ॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায়, পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর ॥
হেথা কৃষ্ণা বৃকোদরে কহে সমাচার।
রাত্রিতে আসিবে নৃত্যাগারে দুষ্টাচার ॥
যথোচিত ফল আজি দিবে তার প্রতি।
প্রভাত না হয় যেন আজিকার রাতি ॥
এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর আগে চলি গেল নৃত্যালয় ॥
অন্ধকার করি বৈসে পালঙ্কের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যথা সাজে মৃগরাজ ॥
আনন্দিতচিত্ত হ'য়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া, সঙ্গে কারে না লইল ॥
যথায় পুরুষসিংহ আছে বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক-উপর ॥
কাম-বাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া ॥
লোহা হইতে সুকঠিন বৃকোদর-কায়।
কামানলে দগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায় ॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরি।
মোর রূপগুণে বশ যত নরনারী ॥
পূর্ব্বভাগ্যে গুণবতী, পেলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে ॥
ভীম বলে, বড় ভাগ্য আমার আছিল।
সে-কারণে তোমা স্বামী বিধি মিলাইল ॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে-কারণে হেলা কৈনু গন্ধর্ব্বের গর্ব্বে ॥
কিন্তু এক তাপ মোর জাগিয়াছে মনে।
রাজসভামধ্যে মোরে মারিলে চরণে ॥
বজ্রের সমান তব চরণ-প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণরক্ষা হইল আমার ॥
কমল-অধিক মোর কোমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মোর হ'তেছে বাহির ॥

মনোদুঃখে কিরূপেতে পাবে রতিসুখ।
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ॥
ক্ষমহ সে-সব দোষ, ত্যজ দুঃখ-মন।
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ বরণ॥
পদাঘাতে দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে॥
এত বলি দুষ্টমতি মাথা দিল পাতি।
অন্তরে হাসিয়া উঠে ভীম মহামতি॥
বজ্রাঘাত-প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি।
তথাপিহ নাহি বুঝে কীচক দুর্ম্মতি॥
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কির্ম্মীর বক প্রভৃতি মারিল॥
একে-একে তিন বার করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক গোঁয়ার॥
ভীম বলে, আরে দুষ্ট, গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাধ॥
ভীমবাক্য শুনি জন্মে কীচকের জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠি ধরে ব্যাঘ্রের সমান॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হ'লে তার সম যুদ্ধে নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশ আয়ু হৈল ক্ষীণ।
বিশেষে চরণাঘাতে হৈল বলহীন॥
তথাপি বিক্রমে ভীম হৈতে নহে ঊন।
পদাঘাত দৃঢ়মুষ্টি হানে পুনঃপুনঃ॥
আঁচড়কামড়, মুণ্ডে-মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে ভীম, কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে॥
নিঃশব্দেতে দোঁহে যুদ্ধ ঘরের ভিতরে।
এইমত যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহরে॥
ঊনপঞ্চাশৎ-বায়ুতেজ ধরে ভীম।
তথাপি কীচক নহে সংগ্রামেতে হীন॥
পুনঃপুনঃ উঠে দোঁহে, করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার॥
বসন্ত সময় যেন হস্তিনী-কারণ।
পর্ব্বত-উপরে দুই হস্তী করে রণ॥
ক্রোধে অগ্নিবৎ জ্বলে বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপি ধরে মদমত্ত মৃগে॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
ইচ্ছিলি সৈরিন্ধ্রীসহ এই মুখে রতি॥
এত বলি সেই মুখে মারে বজ্রমুষ্টি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্ত দুই-পাটী॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রীরে করিলি দর্শন।
এত বলি বজ্রনখে উপাড়ে নয়ন॥
অণ্ডকোষ ধরি তাহে মারিলেক লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি॥
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পূরাইল॥
মাংসপিণ্ডবৎ করি কুষ্মাণ্ড-আকার।
হাসিয়া কৃষ্ণারে ডাকে পবন-কুমার॥
অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতি।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি॥
অপরাধমত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী, তার এই গতি॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন-আসন॥
স্নান করি অঙ্গে দিল সুগন্ধি-চন্দন।
যুদ্ধশ্রান্ত হ'য়ে বীর করেন শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীদাস কহে, সাধু শুনে কর্ণ ভরি॥

● কীচকের শবদাহ ও তাহার উনশত ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ

কীচক-মরণে কৃষ্ণা আনন্দিত হ'য়ে।
সভাপাল-প্রতি তবে বলিল ডাকিয়ে॥

মোরে যথা দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল গন্ধর্ব্বেরা, যারা মোর পতি॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্বে না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মানুষ-পরাণে॥
এত শুনি ধেয়ে আসে যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড-প্রায় তথা দেখিল কীচক॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে, কীচক এ, কেহ বলে নয়॥
কোথা গেল হস্ত-পদ, কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে, গন্ধর্ব্বেরা মারে এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধেয়ে আসে ভ্রাতা ঊনশত॥
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতা-মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী-পুরুষগণ॥
এইমতে বন্ধুগণ কান্দিয়া অপার।
অগ্নিতে সৎকার-হেতু করিল বিচার॥
হেনকালে দ্রৌপদীরে দেখি সেইখানে।
দর্প করি দাণ্ডাইল সবা-বিদ্যমানে॥
ক্রোধে সূতপুত্রগণ বলিল বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক-নিধন॥
কেহ বলে, না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে॥
অগ্নিতে পোড়াহ এরে কীচক-সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃতসহ লহ।
একবার গিয়া নৃপতিরে জিজ্ঞাসহ॥
বিরাট-নৃপতি শুনি কীচক নিধন।
শোকেতে অধীর রাজা করেন ক্রন্দন॥
আহা হা কীচক বীর মোর সেনাপতি।
তোমার বিহনে মোর হবে কোন্ গতি॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক-নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
তার মুখ আর নাহি দেখিব কখন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন॥
পোড়াহ কীচক-সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল॥
আজ্ঞা পেয়ে দ্রৌপদীরে বান্ধিল তখন।
শবসহ লইলেক করিয়া বন্ধন॥
তবে ত দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দে উভরায়॥
জয় বিজয় জয়ন্ত আর জয়সেন।
জয়দ্বল নাম ল'য়ে উচ্চেতে ডাকেন॥
দুন্দুভির শব্দ যাঁর ধনুক-টঙ্কার।
তিনলোকে শক্তিমান্, নাহি শত্রু যাঁর॥
তাঁর প্রিয়া বড় আমি, করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন॥
এইমত পুনঃপুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন-গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর রব বুঝি হৃদয় কাঁপিল॥
কেশ-বেশ মুক্ত, বীর বায়ুবেগে ধায়।
পথাপথ নাহি জ্ঞান, শব্দ শুনি যায়॥
এক লাফে ডিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে কহে মহাবীর॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী দেবী, আসিল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মারিবে দুষ্ট সূতপুত্র সর্ব্ব॥
এত বলি উপাড়িল দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ডহস্তে যম যেন, ইন্দ্র বজ্রকর॥
সবে বলে, হের ভাই, গন্ধর্ব্ব আসিল।
পলাহ পলাহ বলি সবে রড় দিল॥
নগরের মুখ ধরি ধায় বায়ুবেগে।
পাছে ধায় বৃকোদর, সিংহ যেন মৃগে॥
আরে আরে দুরাচার সূতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্বে চালন॥
এত বলি মারে বীর দীর্ঘ তরুবর।
এক ঘায় মারে ঊনশত সহোদর॥
অশ্রুপূর্ণমুখী কৃষ্ণা আছিল বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিল সেইক্ষণে॥

ভীম বলে, দুঃখ নাহি ভাব গুণবতী।
তোমায় হিংসিয়া দুষ্ট লভিল দুর্গতি॥
আজ্ঞা কর, যাব আমি, কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে॥
এত বলি চলি গেল বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর॥
রজনী প্রভাত হৈল, আসে সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচকে দহিতে গেল যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সব হইল নিধন॥
সবা মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
সৈরিন্ধ্রী পুনশ্চ আসি পুরে প্রবেশিল॥
এ-মৎস্যদেশের আর নাহি প্রতীকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয়, পরমা সুন্দরী।
হেরিলে গন্ধর্ব্ব তারে চলে যাবে মারি।
শীঘ্র কর নরপতি, ইথে প্রতীকার।
এথা হৈতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ভয়ে ত্রস্ত হৈল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীকে বলিল।
সৈরিন্ধ্রীরে রাখি গৃহে বিপত্তি ঘটিল॥
এখন এ-স্থান হৈতে যায় যেইমতে।
মোর নাম নাহি লবে, কহিবে সম্প্রীতে॥
এত দিন ছিলে তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা, করহ গমন॥
তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর শীঘ্র কর আগুসার॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
যাহার শ্রবণে ত্রাণ পায় সব নর॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম গদাধর দাসাগ্রজ॥

দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের ভয়

বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল বৃকোদর।
স্নানান্তে দ্রৌপদী যায় আপনার ঘর॥
চতুর্দ্দিকে বসি ছিল যত লোকজন।
কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন॥
সিংহী দেখি যথা অজা ধায় দড়বড়ি।
একের উপরে ভয়ে অন্যে যায় পড়ি॥
প্রাচীন অথর্ব্ব লোক ধাইতে নারিল।
অধোমুখে ভূমি ধরি বস্ত্র আচ্ছাদিল॥
সবে বলে, কেহ নাহি চাও উহা পানে।
এখনি গন্ধর্ব্ব-হাতে মরিবে পরাণে॥
এত বলি সব লোক করে কাণাকাণি।
এথায় রন্ধন-গৃহে গেল যাজ্ঞসেনী॥
দাণ্ডাইয়া ছিল তথা বীর বৃকোদর।
প্রণমি কহিল দেবী যুড়ি দুই কর॥
গন্ধর্ব্ব-রাজার পায়ে মম নমস্কার।
যে মোরে সঙ্কট হৈতে করিল নিস্তার॥
ভীম বলে, সেই জন আশ্রিত যাহার।
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতীকার॥
তথা হৈতে নৃত্যশালে করিল গমন।
সৈরিন্ধ্রীরে নিরখিয়া বলে কন্যাগণ॥
ভাল হৈল সবান্ধবে মরিল দুর্ম্মতি।
যে তোমারে করিলেক এতেক দুর্গতি।
পার্থ বলিলেন, কহ অদ্ভুত কথন।
কিমতে গন্ধর্ব্ব কৈল কীচকে নিধন॥
কৃষ্ণা বলে, কি জানিবে ওহে বৃহন্নলা।
অহর্নিশি কন্যাগণ ল'য়ে কর খেলা॥
কিমতে জানিবে, দুঃখ যতেক আমার।
হাসি হাসি জিজ্ঞাসিছ, কি বলিব আর।
তথা হ'তে গেল সুদেষ্ণার অন্তঃপুরী।
কৃষ্ণারে দেখিয়া সব পলাইল নারী॥
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়ে।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী ডুবিল বিস্ময়ে॥

সহসা সুদেষ্ণা আসি নৃপ-পাটরাণী।
বিনয়পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রীরে বলে বাণী॥
এথা হৈতে বাছা, তুমি করহ গমন।
যথা আছে গন্ধর্ব্বেরা, তব পতিগণ॥
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্বলোকে ডরে॥
সর্ব্বনাশ হৈল মোর তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ॥
এখন ক্ষমহ মোরে, করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথাকারে কর আগুসার॥
দ্রৌপদী বলিল, দেবী, কর অবধান।
তেরদিন পরে আমি যাব নিজস্থান॥
তোমারে গন্ধর্ব্বগণ বহু প্রীত হবে।
তেরদিন উপরান্তে মোরে ল'য়ে যাবে॥
আমা হৈতে যত কষ্ট হইল তোমার।
ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার॥
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনাদোষে কাহারে না হিংসে মোর পতি॥
দেব-দ্বিজ-প্রিয় তাঁরা ভকতবৎসল।
নাহি করে তাঁরা ধার্ম্মিকের অমঙ্গল॥
এখানে দেখিবে সেই মোর স্বামীগণে।
দেব-দ্বিজগণ প্রিয়, বড় প্রিয় রণে॥
সুদেষ্ণা বলিল, দেখ দেখিয়া তোমারে।
পুরুষের কা কথা যে স্ত্রী পলায় ডরে॥
তেরদিন তুমি যদি থাকিবে এথায়।
সত্য করি এক কথা কহ গো আমায়॥
স্বামী পুত্র ডরে মোর রহিল বাহিরে।
অভয় করিলে তুমি আসিবেক ঘরে॥
সবান্ধবে লইলাম তোমার শরণ।
গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ॥
অভয় করিল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার বোলে।
এইমতে তথা কৃষ্ণা বঞ্চে কুতূহলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি, তাহা বর্ণিবারে পারি॥
রহস্য বিরাটপর্ব্বে কীচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজ-চরণ-প্রসাদে॥

● পাণ্ডবান্বেষণার্থে দুর্য্যোধনের চর প্রেরণ

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন॥
লক্ষ লক্ষ চরগণ পাঠান ত্বরিত।
পাণ্ডবের অন্বেষণে যায় চতুর্ভিত॥
দুর্য্যোধন বলে, যেই পাণ্ডবে দেখিবে।
পাণ্ডবে দেখেছি বলি যে আসি কহিবে॥
ধন-জন-দেশ দিব বহুত ভাণ্ডার।
রাজ্যভোগ ভুঞ্জিবেক সহিত আমার॥
এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন।
পাঠাইল অষ্টদিকে লক্ষ লক্ষ জন॥
একবর্ষ পাণ্ডবেরে খুঁজে সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া সকল দেশ আসে দূতগণ॥
নমস্কার করি নৃপে করযোড়ে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা, পাণ্ডুর তনয়॥
গ্রাম-দেশ-নগরাদি যত জনপদ।
তড়াগ নির্ঝর নদ নদী আর হ্রদ॥
পর্ব্বত-কানন-বৃক্ষ-লতার ভিতর।
গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর॥
মুনিমধ্যে মুনি হই, ব্যাধমধ্যে ব্যাধ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র মধ্যে না গণি প্রমাদ॥
রাজগৃহে ধরিলাম সারথির বেশ।
উদাসীন হ'য়ে ভ্রমিলাম সর্ব্বদেশ॥
অযোধ্যা পাঞ্চাল কাশী দ্বারকানগর।
এই চারি ভ্রমিলাম গিয়া ঘর ঘর॥
কোথায় না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন।
জীয়ন্ত থাকিলে হৈত অবশ্য দর্শন॥
জীবিত যদ্যপি থাকে, আছে সিন্ধুপার।
কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে তারা নাহি আর॥

নিশ্চয় নৃপতি, এই কহিনু তোমায়।
যদি আজ্ঞা হয়, তবে যাই পুনরায়॥
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল।
দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল॥
অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ।
একদা ছিনু মোরা মৎস্যদেশ-মাঝ॥
বিরাট-শ্যালক জান কেকয়-কুমার।
কীচক নামেতে সহোদর শত তার॥
স্ত্রীর হেতু শত ভায়ে গন্ধর্ব্বে মারিল।
ত্রিগর্ত্তের রাজ্য যেই বলে ল'য়ে ছিল॥
দেখিনু শুনিনু যথা, কহি মহারাজ।
আজ্ঞা কর, এবে মোরা করি কোন্ কাজ॥
চরগণ-বচনান্তে কহে দুর্য্যোধন।
আমার যে বাঞ্ছা, তাহা শুন সর্ব্বজন॥
ত্রয়োদশ বৎসর আজি হৈল শেষ।
আসিবে পাণ্ডবগণ পেয়ে বহু ক্লেশ॥
ক্রোধে মহাভয় দেখাইবে কুরুগণে।
ইহার উপায় এই লইতেছে মনে॥
পুনর্ব্বার চরগণ যাক্ খুঁজিবারে।
নিশাপতি হ'য়ে যদি দেখে পাণ্ডবেরে॥
শুনিয়া বলিছে কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
এ সকল থাক্, যাক্ অন্য চরগণ॥
ছদ্মরূপে যাক্, যেই হয় বিচক্ষণ।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন॥
দুঃশাসন বলে, ভাল কহ মহামতি।
পুনরপি দূতগণ যাক্ শীঘ্রগতি॥
পশুগণে ঘ্রাণে জানে, বেদে দ্বিজবরে।
অন্যজন দৃষ্টে জানে, রাজা জানে চরে॥
ইহা-বিনা অন্য কর্ম্ম নাহিক রাজন্।
আপন হিতের চর যাউক এখন॥
মরিলে তত্রাপি বার্ত্তা চাহি জানিবারে।
ব্যাঘ্রে সিংহে মারিল কি অরণ্যভিতরে॥
অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল।
তাহার মরণশোকে সবে প্রাণ দিল॥
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষসেতে বাদী।
যার তার সহ দ্বন্দ্ব করে নিরবধি॥
বেড়িয়া রাক্ষস কিবা মারিল পাণ্ডবে।
নিশ্চয় মরিল তারা, চরে কোথা পাবে॥
এত শুনি বলিলেন দ্রোণ মহামতি।
কৌরব-পাণ্ডবগুরু, বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
এরূপে পাণ্ডব যদি হইবে নিধন।
তবে লোকে ধর্ম্ম করে কিসের কারণ॥
অশক্ত অরণ্যমধ্যে ধর্ম্ম বলবান্।
ধর্ম্ম যার আছে, তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
পাণ্ডুপুত্রে পরাভব করিবেক রণে।
তিনলোকমধ্যে হেন না দেখি নয়নে॥
শুচি সত্যবাদী কৃতবর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়।
ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু-দেব-দ্বিজপ্রিয়॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
আর চারি সহোদর অনুগত তার॥
তাহার কুনীতি হয়, নাহি দেখি আমি।
ছদ্মবেশে আছে তারা কাল অনুক্রমি॥
যে বিচার করিতেছ, করহ ত্বরিত।
পুনশ্চ যাউক চরগণ চতুর্ভিত॥
দ্রোণের বচন শুনি কহে ভীষ্ম বীর।
সজল-জলদ-তুল্য বচন গম্ভীর॥
অকারণে চরগণে পাঠাও আবার।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার॥
বেদবিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
সত্যবৃত্তি তপঃপর হবে যেইজনে॥
সেই সে জানিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে॥
তের বর্ষ সুদারুণ তপস্যা করিল।
তার ফল ফলিবার সময় হইল॥
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
তার চিহ্ন কহি এবে, শুন চরগণ॥
না ব্যাধি, না দুঃখ-শোক, সে দেশের জনে।
দুষ্টের নিগ্রহ, শিষ্ট-পালন যতনে॥

দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধীর।
যেই-রাজ্যে থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রিয়বাক্য ধর্ম্মশীল শাস্ত্র-অনুগত।
ব্রহ্মচর্য্য পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞ-হোম-ব্রত॥
উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালনে।
বহুক্ষীরবতী হবে যত গাভীগণে॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যথায় থাকিবে।
সুগন্ধ শীতল বায়ু সদাই বহিবে॥
শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি, আনে যে বিপদ।
বন্ধু হ'য়ে হিত করে বনের ঔষধ॥
পর হ'য়ে বন্ধু হয়, যদি হিত করে।
জ্ঞাতি হ'য়ে শত্রু হয় অধর্ম্ম-আচারে॥
সেইমত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হৈবে সবংশে সংহার॥
আমার এতেক বলা নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু-পাণ্ডুর নন্দন॥
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
শীঘ্রই নিকটে আসিবেক পঞ্চজন॥
ত্রয়োদশবর্ষ এই হৈল আসি শেষ।
নিজরাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন্ দেশ॥
আসি মহাভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যেরূপে বাহির কৈলে, জান নিজ মনে॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, বেদের বচন॥
ভীষ্মদেব-বচনান্তে বলে কৃপাচার্য্য।
ধর্ম্মনীতি বুঝি রাজা, সাধ হিতকার্য্য॥
দ্রোণ-ভীষ্ম যে বলিল, নাহি হবে আন।
গুপ্তবেশে রহিয়াছে পাণ্ডব ধীমান্॥
হইল সময় শেষ, কাল দেখা দিল।
উপায় করহ শীঘ্র, কর্ণ যা' কহিল॥
চরগণ খুঁজিবারে পাঠাও বিদেশ।
এথায় করহ শীঘ্র সৈন্য সমাবেশ॥
ভাণ্ডারের ধন দেখ, দেখ নিজ বল।
পরাপর আপ্ত কর নৃপতিসকল॥
তোমার সামান্য শত্রু পাণ্ডুপুত্র নয়।
এক এক পাণ্ডব যে করে ইন্দ্রে জয়॥
শরদ্বান্ মুনিপুত্র কহি নিবর্ত্তিল।
সভাতে সুশর্ম্মা রাজা বসিয়া আছিল॥
কহিব বলিয়া পূর্ব্বে বিচারিয়া ছিল।
কর্ণ বীর কৈল, তাই কহিতে নারিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বিরাটরাজ্য আক্রমণের পরামর্শ

এতক্ষণে কহে তবে ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর।
মোর এক নিবেদন শুন নৃপবর॥
বিরাটের শ্যালক কীচক মহাবল।
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল॥
সবান্ধবে মোরে জিনি করেছিল গর্ব্ব।
এখন শুনি যে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব॥
কীচক মরিল যবে, হৈল বড় কার্য্য।
বিরাটে বান্ধিয়া এবে লব নিজ রাজ্য॥
ধন-রত্ন-পূর্ণ তার গাভী অপ্রমিত।
এ সময়ে তাতে তব হৈবে বড় হিত॥
হীনবীর্য্য বিরাটেরে জিনিব কৌতুকে।
বিচারে আইসে যাহা, আজ্ঞা দেহ মোকে॥
কর্ণ বলে, ভাল বলে সুশর্ম্মা নৃপতি।
মৎস্যদেশে যাব রাজা, সাজ শীঘ্রগতি॥
পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ।
কোথায় মরিয়া গেল, বৃথা অন্বেষণ॥
জীয়ন্ত থাকিলে তবে আসিবে হেথায়।
ধনহীন বন্ধুহীন ক্লেশে ক্লিষ্টকায়॥
মম বলবীর্য্য তারা ভালমত জানে।
পুনঃ এথা পাণ্ডব না আসিবে কখনে॥
এক্ষণে চলহ সবে, যাব মৎস্যরাজ্য।
ধন-রত্ন পাব বহু, হৈবে বড় কার্য্য॥

কর্ণের বচন শুনি বলেন বিদুর।
নিশ্চিত সবার চিত্ত যেতে মৎস্যপুর ॥
সবাকার মন হৈল, নিষেধিতে দোষে।
গাভী রত্ন উপার্জ্জন হয় বড় ক্লেশে ॥
কহিলেক চর মৎস্যদেশ-সমাচার।
দুর্জ্জয় কীচক গেল স্ত্রীর হেতু মার ॥
অদ্যাপিহ নাহি দেখি, নাহি শুনি কানে।
গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য-ভবনে ॥
গন্ধর্ব্বের স্ত্রীর সহ কীচকের কথা।
অনুমানে বুঝিতেছি সকল বারতা ॥
বুঝিয়া করিবে কার্য্য, যাইবে নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্ব-সহিত যেন বিবাদ না হয় ॥
বিদুর বচন শুনি হাসে দুর্য্যোধন।
শক্তিমত কহে যুক্তি যাহার যেমন ॥
যত শক্তি আপনার, ততেক মন্ত্রণা।
না বুঝি আমার শত্রু আছে কোন্ জনা ॥
গন্ধর্ব্ব কি গণি, যদি আসে দেবগণ।
ইন্দ্রসহ সাজি আসে এ-তিন-ভুবন ॥
কার শক্তি আসি মোর সম্মুখীন হয়।
তোমারে না ডাকি সঙ্গে, কেন কর ভয় ॥
এত বলি সৈন্যে আজ্ঞা দিল কুরুপতি।
চতুরঙ্গ-দল-সজ্জা কর শীঘ্রগতি ॥
সুশর্ম্মা-নৃপতি যাক্ সবাকার আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া নিক্ যাম্যভাগে ॥
সৈন্যসহ যাব আমি করিবারে রণ।
শূন্যরাজ্যে গিয়া আমি হরিব গোধন ॥
একদিন আগে যাও সুশর্ম্মা রাজন্।
পশ্চাৎ সসৈন্য আমি করিব গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধুজন পিয়ে কর্ণ ভরি ॥

● গোধন হরণার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা

দুর্য্যোধন-আজ্ঞা পেয়ে সুশর্ম্মা নৃপতি।
আপন বাহিনী সাজাইল শীঘ্রগতি ॥
আষাঢ়ের সিতপক্ষে পঞ্চমী-দিবসে।
সুশর্ম্মা নৃপতি চলি গেল মৎস্যদেশে ॥
শঙ্খ-ভেরী আদি করি নানা-বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজে ॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা নৃপতি।
ধরহ গোধনে, আজ্ঞা দিল সৈন্য-প্রতি ॥
হয় হস্তী গাভী আর নানা-রত্ন-ধন।
লুঠিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে সর্ব্বজন ॥
গোধন-রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন ॥
সভাতে বসিয়াছিল বিরাট-নৃপতি।
ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি ॥
সকল মজিল মৎস্যদেশে নৃপবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত-ঈশ্বর ॥
রক্ষা করিবারে রাজা, যদি আছে মন।
বিলম্ব না কর, শীঘ্র চলহ রাজন্ ॥
দূতমুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া নৃপতি।
চতুরঙ্গ-সেনা-সজ্জা করে শীঘ্রগতি ॥
শতানীক-মদিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত-শঙ্খ দুই-ভাই রাজার কোঙর ॥
পাত্র-মিত্রগণ যোদ্ধা সাজিল সকল।
বিবিধ বাজনা বাজে, সৈন্য-কোলাহল ॥
শতানীকে আজ্ঞা দিল বিরাট নৃপতি।
দিব্য-অস্ত্র-ধনু দেহ চারিজন-প্রতি ॥
শ্রীকঙ্ক-বল্লব অশ্ববৈদ্য ও গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল ॥
দেবতার প্রায় সবে দেখি যে সাক্ষাতে।
অবশ্য যুদ্ধের কার্য্য হবে সবা হ'তে ॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ দিল, রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল, কবচ উত্তম ॥

কীচক-বধ

অগ্নি জ্বালি দেখ এবে যাজ্ঞসেনী সতী ।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি ॥ পৃষ্ঠা—৫৭০

পরিলা উত্তম বাস অতি মনোহর।
শরতে উদয় যেন হৈল শশধর॥
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করে আরোহণ।
স্বর্গ হৈতে আসে যেন দিক্‌পালগণ॥
চলিল বিরাট রাজা মীনধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতী॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকরে।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিবস দুপুরে॥
শূন্য হৈতে পক্ষিগণ ভূমেতে পড়িল।
হেন মতে দুই সৈন্যে ক্রমে দেখা হৈল॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী অশ্বারোহী, পত্তি পত্তি যুঝে॥
মল্লে মল্লে, গজে গজে, ধানুকী ধানুকী।
খড়্গে খড়্গে, শূলে শূলে, তবকি তবকি॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যথা দেবাসুরে হইল সমর॥
সিংহনাদ মুহুর্মুহুঃ, গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুক-নির্ঘোষ ঘন, শঙ্খের নিঃস্বন॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সব, আচ্ছাদিল ধূলি॥
বাণের আগুনমাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রি যেন খদ্যোত উজ্জ্বলে॥
মুষল মুদ্গর শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ জাঠি মল্ল কুম্ভ ছেল॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
ধূলি অন্ধকার কৈল, রক্তে বহে নদী॥
মুকুট-কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ করে ধড়ফড়ি॥
সব্যহস্ত খড়্গসহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কারো, গড়াগড়ি ধূলে॥
পর্ব্বত-আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল দু'ভিতে সৈন্য অনেক দলিয়া॥

হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে, কাণ্ড ঘোরতর॥
ক্রোধে শতানীক বীর সমরে প্রবেশে।
একশত রথী মারে চক্ষুর নিমেষে॥
মদিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারে সৈন্য বিরাট-নৃপতি॥
বিরাট-নৃপতি দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল॥
ক্রোধেতে বিরাট রাজা মারে দশ শর।
চারি অশ্বে চারি, দুই সারথি উপর॥
রথধ্বজে দুই, দুই সুশর্ম্মা-উপরে।
সুশর্ম্মা কাটিয়া অস্ত্র ফেলে কতদূরে॥
পঞ্চশত বাণ মারে বিরাট-উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি-শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতলে নামে মহামতি॥
হাতে গদা ল'য়ে ধায় মহাবায়ুবেগে।
সিংহ যথা ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে॥
চারি অশ্ব বিনাশিল মারি গদা বাড়ি।
সারথির কেশে ধরি ভূমে ফেলে পাড়ি॥
জীবগ্রহে ধরিলেন বিরাট-নৃপতি।
আপনার রথে ল'য়ে তোলে শীঘ্রগতি॥
রাজা বন্দী হৈল, সৈন্য হৈল ভঙ্গীয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলাইল ল'য়ে নিজ প্রাণ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনুঃশর।
আপনি চালায়ে রথ পলায় সত্বর॥
ঊর্দ্ধলেজ করি গজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায়॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য, কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট-কুমার॥
রণজয় করি পরে ত্রিগর্ত্ত-নৃপতি।
বিরাটে লইয়া তবে চলে হৃষ্টমতি॥
জয়ধ্বনি বাদ্যশব্দ হয় অনুক্ষণ।
মৎস্যরাজ-সৈন্যমধ্যে হইল রোদন॥

ভ্রাতা পুত্র মন্ত্রিগণ হাহাকারে কান্দে।
ভয়ে পলাইল সৈন্য, কেশ নাহি বান্ধে ॥
সন্ধ্যাকাল হৈল, সূর্য্য ক্রমে অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি, কেবা কোথায় চলিল ॥
দেখিয়া কহেন ভীমে ধর্ম্ম নরবর।
দাণ্ডাইয়া কি দেখহ ভাই বৃকোদর ॥
বহু উপকারী এই বিরাট-নৃপতি।
বর্ষেক অজ্ঞাতে গৃহে করিনু বসতি ॥
যার যে কামনামত পাইলে যে-স্থানে।
তাহারে লইয়া যায় আমা-বিদ্যমানে ॥
দাণ্ডাইয়া দেখ ইহা, নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
বিশেষ আমার এই অনুগত-কর্ম্ম ॥
শীঘ্র কর বিরাটের বন্ধন-মোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন ॥
এত শুনি বলে ভীম যোড় করি পাণি।
পালিব তোমার আজ্ঞা ওহে নৃপমণি ॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া ॥
এই যে দেখহ দীর্ঘ শাল তরুবর।
আমার হাতের যোগ্য গদার সোসর ॥
এই বৃক্ষাঘাতে আমি বধিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের বল ॥
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির ॥
হেন কর্ম্ম না করিহ ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে তরুবর ॥
অজ্ঞাত বৎসর শেষ যতদিন নয়।
তত দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয় ॥
মানুষ-ধনুক অস্ত্র ল'য়ে কর রণ।
মনুষ্যের মত কর রথে আরোহণ ॥
দু' পাশে থাকুক তব দুই সহোদর।
শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর ॥
আমিও তোমার পাছে সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে।
বিরাটরক্ষার হেতু যাইব চলিয়ে ॥

ভীম বলে, নরপতি ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটেরে আনি দিব, লহ ॥
আপনি করিবে শ্রম কিসের কারণ।
ত্রিগর্ত্ত-সহিত করি সমর বিষম ॥
কোন্ হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি-কারণে লব আর বহু সৈন্যগণ ॥
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলে বৃক্ষ নাহি লব।
রিক্ত হস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব ॥
ত্রিগর্ত্ত-সহিত রণ কি ছার করম।
মম সহ সৈন্য কেন করিবে প্রেরণ ॥
এত বলি বৃকোদর ধায় শীঘ্রগতি।
চলিতে চরণভরে কাঁপে বসুমতী ॥
রজনী-সম্মুখ হৈল, ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম, বলে মার মার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ভীম-হস্তে সুশর্ম্মার পরাজয় ও বিরাটের বন্ধন-মুক্তি

হেথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রামে জিনিয়া।
কৃষ্ণানামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া ॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্বসৈন্য ক্ষুধায় আকুল।
রন্ধন ভোজন করে বসি নদীকূল ॥
রন্ধন-গৃহেতে কেহ রহিল শয়নে।
কেহ স্নানে কেহ পানে আসনে ভোজনে ॥
বিরাটে করিয়া বন্দী সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সবার মধ্যে কহে পরিহাসে ॥
কোথায় শ্যালক তোর বিরাট-নৃপতি।
যার ভুজবলে ভোগ করিলি এ ক্ষিতি ॥
ভাগ্যবলে শ্যালকেরে পেয়েছিলে তুমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলি মোর ভূমি ॥
এক্ষণে তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি, কেহ আছে তোমার সহায় ॥

নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥
কেহ বলে, ইহারে না রাখ এক-দণ্ড।
কেহ বলে, খড়্গে কাটি কর খণ্ড-খণ্ড॥
কেহ বলে, নিগড়েতে করহ বন্ধন।
দুর্য্যোধন আগে ল'য়ে করিব নিধন॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন॥
দুইভিতে বৃক্ষ ভাঙ্গে, শুনি মড় মড়।
নাসায় নিঃশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
মার মার শব্দ করি আসি উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত-সৈন্য হৈল মহাভীত॥
কেহ বলে, রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হেমন্ত-পর্ব্বতশৃঙ্গ সম কলেবর॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তিগণ ধায় সবে করি ঘোরনাদ॥
শীঘ্রগতি হস্তিপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল যে হস্তী যূথ যূথ॥
রথিগণ রথ সাজি আরূঢ় হইয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া॥
শেল শূল শক্তি জাঠী ভুষণ্ড তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর॥
মহাবল ভীমসেন ভীম-পরাক্রম।
রণস্থলমধ্যে যেন যুগান্তের যম॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে-শুণ্ডে বুলাইয়া।
মারিল কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া॥
রথধ্বজ ধরি বীর মারে রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একবারে॥
অশ্বগণ ধরি বীর মারে অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারে ধরিয়া চরণে॥
তাহারে ধরিয়া মারে, যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব হস্তী পত্তি পড়ে লাখে লাখে॥
পলায় সকল সৈন্য, পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যথা শৃগাল পলায়॥

পলাহ পলাহ বলি হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্য এইমাত্র শুনি॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা, পলাও সত্বরে॥
আচম্বিতে সৈন্যমধ্যে আসে একজন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর, যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ॥
মারিল অনেক সৈন্য, যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি ঘন-ঘন ডাকে॥
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যে হয় বিচার।
তার আগে পড়িলে না দেখি রক্ষা কার॥
যত সৈন্য পড়িয়াছে, নাহি তার অন্ত।
নাহি জানি এথা আছে এমন দুরন্ত॥
পলাহ নৃপতি শীঘ্র, প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আসিয়াছে ভীষণ-দর্শন॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাকায়॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য, রাজামাত্র আছে।
ভয়েতে বিহ্বল হৈল ভীমে দেখি কাছে॥
শীঘ্রগতি উঠি রাজা ভয়ে রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল॥
দৃঢ়মুষ্টি করি কেশ ধরি বামহাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে॥
দুই করে ধরি দুই নৃপতির কেশে।
বায়ুবেগে ধায় বীর ভয়ঙ্কর-বেশে॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত, যথা ধর্ম্মরায়।
চরণে ফেলিয়া ভীম অন্তরে দাঁড়ায়॥
কেশ-আকর্ষণে দোঁহে ছিলা অচেতন।
কতক্ষণে সচেতন হয় দুইজন॥
মাথা তুলি বিরাট দেখিয়া সভাসদে।
কতক আশ্বস্তচিত্তে কহে সে বিপদে॥

কহ ভট্ট কঙ্ক, ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা-দোঁহে ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায় ॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি, পশিব সৈন্যেতে ॥
পুনর্ব্বার আসি যদি গন্ধর্ব্বেতে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভয় না কর নৃপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা-প্রতি ॥
সে-কারণে শক্র তব আনিলেক ধরি।
শক্র হ'তে তোমারে যে দিল মুক্ত করি ॥
গন্ধর্ব্বের ভয় নাহি করিও এখন।
কার্য্য করি নিজ স্থানে করিল গমন ॥
সুশর্ম্মারে ডাকি তবে বলে ধর্ম্মরায়।
এথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় ॥
কীচক মরিল বুঝি পাইলে ভরসা।
না জান, গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা ॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে প্রাণ পেলে তার স্থানে ॥
বিরাট, করহ আজ্ঞা সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি ॥
সৈন্যগণ পলাইল একামাত্র আছে।
করহ প্রসাদ রাজা, যদি মনে ইচ্ছে ॥
বিরাট কহিল, যাহা তব অনুমতি।
যাউক আপন রাজ্যে সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
দিব্য রথ দিল এক করিয়া সাজন।
সুশর্ম্মা চড়িয়া তাহে করিল গমন ॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন, বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা, যাক্ শীঘ্রগতি ॥
তোমারে শুনিয়া বন্দী রাজ্যে হবে ভয়।
রাণীগণ দুঃখী হবে, ভাল কর্ম্ম নয় ॥
শীঘ্রগতি বার্ত্তা দূত দিক্ অন্তঃপুরে।
বিজয় ঘোষণা হোক রাজ্যের ভিতরে ॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দেন মৎস্যরাজ।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইল পুরী-মাঝ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্যের গমন ও গোহরণ

সংগ্রামে হারিয়া তবে ত্রিগর্ত্ত-নৃপতি।
ভগ্নসৈন্য নিরুৎসাহ অতি দীনমতি ॥
হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ গুরুর নন্দন ॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ-রথী গজ-বাজী চতুরঙ্গ দল ॥
বেড়িল আসিয়া যত মৎস্যের গোধন।
লইলেক যুদ্ধ করি মারি গোপগণ ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধনেরে দিল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ-আরোহণে।
বলিতে চলিল মৎস্য-রাজার ভবনে ॥
ভূমিঞ্জয়-নামে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দূত কহে সমাচার ॥
অবধান মহাশয় বিরাট-নন্দন।
গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া ॥
শীঘ্রগতি উঠ, রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি নিজ রাখহ গোধন ॥
নানা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা, লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশরক্ষা-হেতু রাখিলেন তাত ॥
তোমার সংগ্রামে স্থির নহে কোন্ জনা।
তৃণসম মুহূর্ত্তেকে নাশ কুরুসেনা ॥
উঠ শীঘ্র, বসিলে না হবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য ॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যথা রাখে সুরপুর।
রক্ষা কর সেইরূপে মৎস্যের ঠাকুর ॥

স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাট-পুত্র উত্তর করিল ॥
কি করিব গোপগণ, কহনে না যায়।
রাজ্য-রক্ষা-হেতু তাত রাখিল আমায় ॥
একগুটি সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে, নাহিক পদাতি ॥
মম পরাক্রমমত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
মত্ত গজগণে যথা মারয়ে কেশরী।
দৈত্যগণে দলে যথা একা বজ্রধারী ॥
সেইমত দলি আমি কুরুসৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন ॥
পুর মম শূন্যাকার, জানিলেক মনে।
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে ॥
সারথি জনৈক যদি মম যোগ্য হয়।
এক রথে করিব সে কুরু-পরাজয় ॥
ধনঞ্জয়-বীর যথা দলি দেবগণ।
একেশ্বর করিলেক খাণ্ডব-দাহন ॥
পার্থবৎ মহাকর্ম্ম আজি সে করিব।
একেশ্বর সর্ব্বসৈন্য নিমেষে মারিব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
রাখিব বিরাট-লক্ষ্মী বিচারিল মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে ॥
নৃত্যশালে পার্থসহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তারে বলেন বচন ॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরু-সৈন্যগণ ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাটগাভী কুরুগণে জিনি ॥
অর্জ্জুন বলেন, দেবী, কিমতে এ হয়।
যত দিন ধর্ম্মরাজ-অনুমতি নয় ॥
কুরুসৈন্যমধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ ॥

দ্রৌপদী কহিল, গাভী কুরুগণে নিলে।
অধর্ম্মী হইবে তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
বিরাট-নৃপতি হন বহু উপকারী।
উপকারী জনে আজি হইলাম বৈরী ॥
বলিষ্ঠ সহায় তাঁর কীচক মরিল।
তোমা-সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় করে অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাটধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
প্রকার করিয়া গিয়া জানাহ উত্তরে।
সারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
এত শুনি হৃষ্ট হ'য়ে গেল যাজ্ঞসেনী।
সব কহি পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥
ভ্রাতৃস্থানে কহে গিয়া বিরাট-নন্দিনী।
শুন ভাই, কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হ'য়েছ চিন্তিত।
সে-কারণে আমা সেই পাঠায় ত্বরিত ॥
নর্ত্তকী যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল সব পরাক্রম তার ॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা সারথি যে ছিল সেই কালে ॥
পাণ্ডব-আলয়ে আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা-পরাক্রম দেখেছি তখন ॥
বৃহন্নলা-সহায়েতে ধনঞ্জয় বীর।
একরথে শাসিলেন নৃপ পৃথিবীর ॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই, লয় তব মন।
সারথি করিয়া তারে কর তবে রণ ॥
উত্তর বলিল, তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য লইব সমরে ॥
জ্যেষ্ঠভাই বচনেতে চলে নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা ॥
রূপেতে কমলাসমা কমলনয়নী।
অনিন্দিতা সিংহমধ্যা, মরালগামিনী ॥
জিজ্ঞাসিল পার্থ, কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাটপুত্রী করিল উত্তর ॥

পিতার গোধন মোর হরে কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থ মোর ভাই যাবে রণে॥
সারথির হেতু চিন্তা হ'য়েছে তাঁহার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল, গুণ সকল তোমার॥
অবশ্য তথায় তুমি করিবে গমন।
আনহ গোধন মোর জিনি কুরুগণ॥
না গেলে তোমার আগে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উঠিয়া পার্থ করেন গমন॥
উত্তরা-সহিত যান যথায় উত্তর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা জিজ্ঞাসে সত্বর॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিলে সারথি।
তোমার সাহায্যে জিনিলেক সুরপতি॥
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বলোকে জানে॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ নৃপতির সুমন্ত্র নিপুণ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমাসম কেহ নহে, সৈরিন্ধ্রী কহিল॥
এ-হেতু তোমারে আমি আনিনু ডাকায়ে।
চল শীঘ্র, গাভী আনি কৌরবে জিনিয়ে॥
অর্জ্জুন বলেন, আমি এ-সব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি॥
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিল তবে বিরাট-নন্দন॥
নর্ত্তকে গায়নে তুমি সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ শীঘ্র, মোর রথে কর আরোহণ॥
অর্জ্জুন বলেন, মানি তোমার বচন।
সারথি নহি যে, তবু করিব গমন॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই, শত্রু যদি হয় যম সম॥
না জিনিয়া বাহুড়ি না আসে মম রথ।
সর্ব্বদা প্রতিজ্ঞা মম জানিবে এমত॥
স্ত্রীগণের আগে তুমি যা কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম, তাহা না করিলে॥
যথায় কহিবে রথ তথাকারে লব।
রথসজ্জা দেহ, রথ সাজন করিব॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মোর মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ॥
এত বলি গলা হৈতে দিল রত্নমালা।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাই বৃহন্নলা॥
রাজপুত্র-প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হ'লেন লজ্জিত॥
রথের সাজন করিলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময়॥
বীরবেশ বীরসজ্জা করি রাজসুত।
রথে আরোহণ করে অস্ত্রগণযুত॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা-সকল॥
বৃহন্নলা-প্রতি চাহি বলে ততক্ষণ।
পুতলি খেলাব মোরা যত কন্যাগণ॥
এই বাক্য তুমি মোর করহ স্মরণ।
যোদ্ধৃগণ-শরীরের বিচিত্র বসন॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-আদি করি জিনি বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হ'তে আনিবে বসন॥
কহেন ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর॥
আনিব বসন-রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এত বলি রথমধ্যে বসেন ত্বরিত॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বলে করুণ-বচন॥
খাণ্ডব-দাহনে যথা জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিলে পার্থবীরে॥
সেমত ত্বরায় জিনি যত কুরুগণে।
উত্তর-কুমারে ল'য়ে আসিবে কল্যাণে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন-সহ উত্তরের গমন

ভূমিঞ্জয় কহে তবে ধনঞ্জয়-প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেহ শীঘ্রগতি॥
যথায় কৌরব-সৈন্য, করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখহ আজি তাদের মরণ॥
এত গর্ব্বী হৈল সবে, হরে মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃপুনঃ প্রতিশ্রুতি করি বীর কয়।
হাসি রথ চালালেন বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমেষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্যপাশে॥
ব্যস্ত হ'য়ে রাজসুত অর্জ্জুনেরে বলে।
কেমন চালাহ রথ, কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবে রথ, যথায় গোধন।
আনিলে সাগর-মধ্যে বল কি-কারণ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ উঠে লহরী-হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু, পূরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখি মম আকুলিত চিত।
জলজন্তু কলরব করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র-প্রমাণ বটে, জলনিধি নয়॥
ধবল-আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে, এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে, সব মাতঙ্গ-মণ্ডল।
না হয় লহরী, রথ-পতাকা-সকল॥
সৈন্য-কোলাহল-শব্দ সিন্ধু-শব্দ-প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই, জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল, মোর মনে নাহি লয়।
না জানহ বৃহন্নলা, সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি, হবে সৈন্যগণ।
এ-সৈন্য-সহিত তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুস্তর এই সৈন্য সিন্ধুমত।
মানুষে কি শক্তি ধরে তাহার অগ্রতঃ॥
এত সৈন্য বলি মোর নাহি ছিল জ্ঞান।
জনকত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা-মহা-রথিগণ দেখি হৈল ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয়॥
দেবতা তেত্রিশ-কোটি ল'য়ে পুরন্দর।
না পারিল যার সহ করিতে সমর॥
যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে, হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরু-সৈন্যমধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধের থাকুক কাজ, দেখি ছন্ন হৈনু।
ছাড়িল শরীর প্রাণ, তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মোর গেল।
এক গোটা পদাতিক পুরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মোর কিবা শক্তি কুরুরাজ-সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা, কিবা তব মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহুড়াহ, পাছে কুরু দেখে।
ধেনুহেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে॥
উত্তর-বচনে হাসি কন ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কিবা হেতু এত তব ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ, শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে উড়িল ধূলি, কম্পে করজঙ্ঘ॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ডর।
কোন্ মুখে বাহুড়িয়া পুনঃ যাবে ঘর॥
কহিলে যে, রথ বাহুড়াও শীঘ্রগতি।
চিত্তে না করিহ, আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহুড়াব কেন।
পূর্ব্বে কহিয়াছি তাহা, ভুলিলে এখন॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহুড়িব।
সর্ব্বসৈন্যমধ্যে রথ এখনি লইব॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যত প্রতিজ্ঞা করিলে।
কি কহিবে তারা সবে এ কথা শুনিলে॥

যুদ্ধ-ভয় ত্যজ এবে, ধর বীরপণ।
ধনু ধরি নিজবলে জিন কুরুগণ॥
কুরু জিনি গোধনেরে নাহি ল'য়ে গেলে।
মহালজ্জা হবে তব পৃথিবীমণ্ডলে॥
হাসিবেক যত লোক সর্ব্বক্ষত্রগণ।
হাসিবেক নারীলোক আর আর জন॥
আমার সারথিগুণ সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মম সব নষ্ট হৈল॥
তোমার এ-কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রামে আসিব॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃপুনঃ।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলা-গুণ॥
যে-জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
নিন্দিত-জীবনে তার ধিক্, কিবা আশ॥
উপহাস হৈতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয়ে শ্রেয়ঃ যুদ্ধে মৃত্যুধর্ম্ম॥
ইহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর, যুদ্ধ কর, ভয় ত্যজ মনে॥
উত্তর বলিল, কিবা বল বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হৈতে বান্ধ তৃণভেলা॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গ-শকতি।
মত্তগজ-আগে কোথা শশকের গতি॥
মৃত্যুসহ বিবাদেতে বাঁচে কোন্ জন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি-কারণ॥
জীবন থাকিলে সব পাব পুনর্ব্বার।
গাভী, রত্ন নিক্ মোর, হাসুক সংসার॥
হাসুক রমণীগণ, আর বীরগণ।
ঘরে যাব, যুদ্ধে মোর নাহি প্রয়োজন॥
দৈবে নপুংসক তুমি, হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয়ঃ বলি কহ নিজমুখে॥
জীবন-মরণ তব একই সমান।
তব বাক্যে কি-কারণে ত্যজিব পরাণ॥
সমানের সহ ক্ষত্র করিবেক রণ।
লজ্জা নাহি বলবানে দেখি পলায়ন॥
মোর বাক্যে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলি আমি যাব এই পথ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শরচাপ।
রথ হ'তে ভূমিতলে পড়ে দিয়া লাফ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলি ডাকে ধনঞ্জয় তাকে॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়ে কোন্ ফল।
এত বলি নিজে পার্থ নামে ভূমিতল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● অর্জ্জুনের প্রতি কৌরবদিগের অনুমান

পাছে ধায় রড়ে, দীর্ঘ বেণী নড়ে,
পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু।
লোহিত-বসন, অঙ্গে বিভূষণ,
যেন করিকর-উরু॥
আজানুলম্বিত, অঙ্গদ-মণ্ডিত,
দ্বিভুজ ভুজঙ্গসম।
দেখিয়া কৌরব, নেহালয়ে সব,
মনেতে পাইয়া ভ্রম॥
একজন আগে, পলাইছে বেগে,
আর জন পাছে ধায়।
এ কি বিপরীত, না বুঝি চরিত,
কেবা যে আগে পলায়॥
পাছুতে যে-জন, নহে সাধারণ,
বেশধারী প্রায় লাগে।
যেন ভস্মমাঝে, অগ্নি হীনতেজে,
সিংহ যেন ধায় মৃগে॥
পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচারি,
ছদ্ম করিয়াছে তনু।
শুনি সেইক্ষণ, কহে বিচক্ষণ,
ভরদ্বাজ-অঙ্গজনু॥

আগে যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
কেবা সে তারে না চিনি।
পাছু গোড়াইয়া, যায় যে ধাইয়া,
তারে এক অনুমানি ॥
নরসিংহ-প্রায়, দেখি তার কায়,
চিত্তে করি অনুভব।
বিনা-ধনঞ্জয়, আর কেহ নয়,
সব তার অবয়ব ॥
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্ত্যেতে ফাল্গুনি,
বিনা এ-যুগল জনে।
অন্য কার প্রাণে, কুরুসৈন্য-সনে,
আসিবে একক রণে ॥
এত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ,
কহিতে লাগিল ক্রোধে।
কি শক্তি অর্জ্জুনে, একা আসি রণে,
কৌরব-সহ বিরোধে ॥
আগেতে সত্বর, পলায় উত্তর,
বিরাট রাজার সুত।
গোধন-কারণে, এসেছিল রণে,
দেখিল সৈন্য বহুত ॥
পাছু যেই যায়, নপুংসক-প্রায়,
আছিল সারথি রথে।
পলাইল রথী, কি করে সারথি,
সেহ পলায় ভয়েতে ॥
শুনি মহামতি, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
গৌতম-বংশজ কয়।
পাছু যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
এমত চিত্তে না লয় ॥
যদি পলাইত, রথেতে রহিত,
রথসহ হৈত গতি।
হেন লয় মন, করিবেক রণ,
আপনি হইয়া রথী ॥
কহিছ যে আগে, পলাইল বেগে,
উত্তর সেহ প্রমাণ।
পাছুর যে লোক, ছদ্ম-নপুংসক,
পার্থ-বিনা নহে আন ॥
কৃপের বচন, শুনি দুর্য্যোধন,
কহিতে লাগিল তবে।
এ-তিন-ভুবনে, কাহার পরাণে,
আমা-সহ বিরোধিবে ॥
হউক অর্জ্জুন, কিবা নারায়ণ,
কামপাল-কাম-আদি।
কি শক্তি কাহার, সহিত আমার,
রণে একা হবে বাদী ॥
ভারত-চন্দ্রমা, রসেতে অসীমা,
শ্রবণে কলুষ নাশে।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ, কৃষ্ণ পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাসে ॥

● উত্তরের ভয় ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আশ্বাস

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
নির্ণয় করিতে নাহি পারে কোনজন ॥
পলায় উত্তর, ধনঞ্জয় ধায় পাছে।
শত-পদ-অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হ'য়ে রাজসুত বলে গদগদ।
না মারহ বৃহন্নলা, ধরি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাহ মোরে ঘরে।
নানা-রত্ন তোমা আমি দিব বহুতরে ॥
দিব্য-হেম মণি-মুক্তা গজ-রথ হয়।
এক লক্ষ গাভী দিব করি স্বর্ণময় ॥
বহু দেশ গ্রাম দিব, দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ ॥
না মারহ বৃহন্নলা, দেহ মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দে কত ধরাতলে পড়ি ॥
অচেতন হৈল বীর যেন হীন-প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হতজ্ঞান ॥

আশ্বাসিয়া পার্থ কহে, করি সচেতন।
না করিহ ভয়, শুন আমার বচন॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে॥
রথী হ'য়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধৃগণে পাঠাইব যম-ঘর॥
তোমার গোধন সব লইব ছাড়ায়ে।
কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হ'য়ে॥
ক্ষত্র হ'য়ে কেন তব রণে মৃত্যুভয়।
না করিহ রণভয়, ত্যজহ সংশয়॥
এত বলি ধরি তারে তুলে রথোপরে।
বোধ নাহি মানে বীর কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● কৌরবগণের অর্জ্জুনবিষয়ক পরস্পর তর্ক

রথ চালালেন তবে ধীমান্ অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ॥
উত্তরেরে রথে ল'য়ে করেন গমন।
দেখিয়া হাসিয়া বলে কর্ণ দুর্য্যোধন॥
হে গুরু, হে কৃপাচার্য্য, কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয়॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা-তথা॥
দুর্য্যোধন-বাক্য গুরু না শুনিয়া কাণে।
ভীষ্ম-প্রতি চাহি তবে কহেন সেক্ষণে॥
বিপরীত অকুশল দেখ হের আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্বসৈন্য, কান্দে গজ-বাজী॥
ভস্মবৃষ্টি হইতেছে, বহে তপ্তবাত।
অন্ধকার দশদিক্ সঘনে নির্ঘাত॥
বিনা-মেঘে রক্তবৃষ্টি, মহাকলরব।
বহু-প্রাণী-বিনাশের লক্ষণ এ-সব॥
যত সৈন্য, সবে থাক সংগ্রামের সাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন-রাজে॥
গাভী-হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব, আজি রক্ষা পেলে তবে॥
এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলে কি অঙ্গনায় নদীর নন্দন॥
লঙ্কার ঈশ্বর-বনরিপু যার ধ্বজ।
নগ-নামে নাম যার নগারি-অঙ্গজ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্টনাশকারী।
গোধন লইবে আজি কুরুসৈন্যে মারি॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলেন বচন।
উত্তর করেন শুনি শান্তনু-নন্দন॥
কি-হেতু সঙ্কেতে কথা বল আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল, শুনুক যে কুরু॥
সভাতলে পূর্ব্বে ধর্ম্ম কৈল যে নির্ণয়।
গেল দিন, পরিপূর্ণ হইল সময়॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ, শুনুক সকলে।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি গুরুদেব বলে॥
বলিলে কর্ণেতে রাজা বচন না শুন।
তথাপি নির্লজ্জ হ'য়ে কহি পুনঃপুনঃ॥
এই যে ক্লীবের বেশে গেল মহাশূর।
সর্ব্বসৈন্য-অন্তকারী, খ্যাত তিনপুর॥
ধনঞ্জয় নাম যার কুরুকুলবর।
প্রতিজ্ঞা তাহার যত, তোমাতে গোচর॥
যথা যায়, জয় নাহি করিয়া বাহুড়ে।
সুরাসুর যার নামে নিজস্থান ছাড়ে॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিহ মনে।
ইন্দ্র-শিব-আদি দৈব দিল অস্ত্রগণে॥
বহুবিদ্যা পাইয়াছে অমরভুবনে।
বহুক্রোধে আসিতেছে, লয় মম মনে॥
পার্থ-সহ কে যুঝিবে তব সভা-মাঝ।
একজন নয়নে না দেখি মহারাজ॥
এত শুনি বলে তবে কর্ণ মহাবীর।
প্রশংসা করহ তুমি সদা গাণ্ডীবীর॥

দুর্য্যোধন তার ষোল অংশ যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ গুণ কহ প্রাণে কত সয় ॥
যদি এই পার্থ হবে পাণ্ডুর কুমার।
তবে ত মানস পূর্ণ হইল আমার ॥
দুর্য্যোধন বলে, যদি ধনঞ্জয় এই।
কামনা হইল পূর্ণ, আমি যাহা চাই ॥
যার হেতু চর মোর খুঁজিল সংসার।
হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর ॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত-বাস-আদি।
পূর্ণ না হইতে পার্থ দেখা দিল যদি ॥
কহ গুরু, কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে জান, যুধিষ্ঠির করিল যে পণ ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি, অন্যজন হবে।
এখনি মারিব তারে, যেন ক্ষুদ্র জীবে ॥
কর্ণের বচন শুনি দ্রোণ বলে বাণী।
যত বড় যেই জন, সব আমি জানি ॥
অর্জ্জুন যেমত তাহা ত্রিলোকে বিখ্যাত।
খাণ্ডব-দাহনে যেই জিনে সুরনাথ ॥
অপ্রমেয়-পরাক্রম যদুবলে জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী ॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
এক রথে জয় করে সসাগরা ক্ষিতি ॥
নিবাত-কবচগণে করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক-এক জন ॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রের বিবাদী।
সবে মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী ॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তোর অঙ্গে না সহিল ॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবে নয়নে।
কোন্ জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনি নর তরে ভববারি ॥

———

অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষ নিকটে গমন ও উত্তরের অস্ত্রবিষয়ে প্রশ্ন

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন ॥
উত্তরে বলেন, তুমি যুদ্ধ-যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ-শমীবৃক্ষ-উপরে আরোহ ॥
ধনুশ্রেষ্ঠ-গাণ্ডীব যে আছে বৃক্ষোপরে।
দিব্য-যুগ্ম-তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে ॥
বিচিত্র-কবচ-ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর ॥
পঞ্চ-ধনু-মধ্যে যেই ধনু মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তালবৃক্ষ-সম ॥
শুনিয়া বিরাট-পুত্র করিল উত্তর।
কিমতে চড়িব এই বৃক্ষের উপর ॥
শুনিয়াছি, এই গাছে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র হ'য়ে কেন চড়িব এ-গাছে ॥
পার্থ বলে, শব নহে বৃক্ষ-উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন তোমা কহিব করিতে ॥
শব বলি রেখেছিল কপট-বচন।
শব নহে, আছে ইথে ধনুঃ-অস্ত্রগণ ॥
এত শুনি রাজসুত চড়ে সেইক্ষণ।
ছাড়াইল, যত ছিল বস্ত্র-আচ্ছাদন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র-প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত ॥
ব্যস্ত হ'য়ে রাজসুত কহে ধনঞ্জয়।
ধনুঃ-অস্ত্র কোথা এথা দেখি সর্পময় ॥
দেখিয়া অদ্ভুত মোর কাঁপিছে হৃদয়।
স্পর্শ করা দূরে থাক্, দেখি লাগে ভয় ॥
পার্থ বলে, সর্প নহে ধনুঃ-অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর পুনঃ বলিছে বচন ॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘ তালতরু সম।
মণি-রত্নে বিভূষিত ধনুঃ-মনোরম ॥
মৃগচিহ্ন স্থলে যার, দুরাকর্ষ দেখি।
কোন্ মহাবীর হেন ধনুঃ গেল রাখি ॥

বিচিত্র দ্বিতীয় ধনুঃ রিপুকুলধ্বংস।
কাহার এ ধনুঃ পৃষ্ঠে শোভে রাজহংস॥
তৃতীয় সুবর্ণ-গোধা শোভে ধনুঃস্থলে।
কাহার বিচিত্র ধনুঃ অগ্নিহেন জ্বলে॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনুঃ দেখি যে কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার॥
কাহার এ ধনুঃ পৃষ্ঠে হেমশিখি-শোভা।
মণি-রত্ন-বিভূষিত শত-চন্দ্র-আভা॥
বিচিত্র শকুনিপত্র বিভূষিত শর।
পূর্ণ দেখি ছয় গোটা তূণ মনোহর॥
চর্ম্মমধ্যে পঞ্চ-শঙ্খ কাহার সুন্দর।
এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন্ ধনুর্দ্ধর॥
অর্কপ্রভ তীক্ষ্ণ-পঞ্চ-খড়্গ মনোহর।
এ সব গোপন করি রাখে কোন্ নর॥
নাহি দেখি, নাহি শুনি লোকের বদনে।
হেন অস্ত্র ধনুঃ বল রাখে কোন্ জনে॥
পার্থ বলে এই ধনুঃ নীলোৎপলনিভ।
ত্রৈলোক-বিজয় নাম ধরয়ে গাণ্ডীব॥
সুরাসুর-প্রপূজিত শত্রুর শমন।
শতেক-সহস্র-রণে যাহার গণন॥
ব্রহ্মবংশে ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর।
পঞ্চাশী বৎসর ধরিলেক পুরন্দর॥
পঞ্চশত বর্ষ ধরে দেব নিশাকরে।
চৌষট্টি বরষ ছিল প্রজাপতি-করে॥
শতেক বরষ ধরিলেক জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি॥
খাণ্ডব-দাহন-হেতু দিল অর্জ্জুনেরে।
পঞ্চষষ্টি-বর্ষ উহা রহে পার্থ-করে॥
দেবের নির্ম্মাণ ধনুঃ দেবমূর্ত্তি ধরে।
দেবকার্য্যে পাইলাম, অগ্নি দিলা মোরে॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেবগণে ল'য়ে যজ্ঞ কৈল।
পঞ্চবিংশ পর্ব্বেতে এরণ্ড বৃক্ষ হৈল॥
বিষ্ণুর ধনুক নয় পর্ব্বে নিরমিত।
শারঙ্গ যাহার নাম বল অপ্রমিত॥
সপ্তপর্ব্বে জয়ন্তী সে ধনুক-নির্ম্মাণ।
সংহার-কারণে থাকে মহেশের স্থান॥
পঞ্চপর্ব্বে কোদণ্ড-ধনুক নির্ম্মিল।
দানব-দলন-হেতু দেবরাজে দিল॥
পঞ্চ লক্ষ বল তার, থাকে ইন্দ্র-হাতে।
রাবণ-বিনাশ-হেতু দিল রঘুনাথে॥
তিনপর্ব্বে গাণ্ডীবের হ'য়েছে নির্ম্মাণ।
খাণ্ডব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান॥
মোহন-মুরলী এক পর্ব্বে ধাতা কৈল।
গোপীর মোহন-হেতু গোবিন্দেরে দিল॥
গাণ্ডীব ধনুর জন্ম শুন যেইমতে।
ত্রিগুণে নির্ম্মিত গুণ সর্ব্ব-ধনুকেতে॥
দ্বিতীয় ধনুক হেম-বিদ্যুতে শোভয়।
ছয়-হংস-চিত্র, ধর্ম্ম-নৃপতি ধরয়॥
সত্তর সহস্র বল ধনুক-নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য-গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান॥
সহস্রেক গোধা যেই ধনুঃ অনুপাম।
বৃকোদর-ধনুঃ, তার সুপার্শ্বক নাম॥
পঞ্চ শত সত্তর সহস্র বল ধরে।
কাড়ি নিল ধনুঃ বলে জয়দ্রথ-বীরে॥
ব্যাঘ্র-বিভূষিত ধনুঃ নকুল বীরের।
পৈঁষট্টি সহস্র বল, শল্যের করের॥
শিখিচিহ্ন ধনুঃ সহদেব-বীর ধরে।
চতুঃষট্টি বলে, পূর্ব্বে দিল চক্রধরে॥
অতিদীর্ঘ-তরুবর পিপ্পলী-ভূষিত।
ভীমসেন-গদা ইহা জগতে বিদিত॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথ্য না জানিল মূঢ় বিরাট-তনয়॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলে।
ধনুঃ অস্ত্র রাখি তাঁরা গেল কোন্ স্থলে॥
শুনেছি পাশাতে হারি গেল রাজ্যধন।
কৃষ্ণাসহ বনে প্রবেশিল ছয় জন॥
এথায় কিমতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হ'লে কিসে, বল এই সব॥

হাসিয়া বলেন পার্থ, আমি ধনঞ্জয়।
কঙ্ক-সভাসদ, সেই ধর্ম্মের তনয়॥
বৃকোদর বল্লব, যে পাচক তোমার।
অশ্বপাল নাম গ্রন্থি নকুল কুমার॥
সহদেব তব গাভী করেন পালন।
সৈরিন্ধ্রী-পাঞ্চালী-হেতু কীচক-নিধন॥
উত্তর বলিল, মোর শ্রনে নাহি লয়।
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়॥
দশ নাম ধরে সেই পার্থ মহাশয়।
শুনিলে আমার মনে হইবে প্রত্যয়॥
অর্জ্জুন বলেন, নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটী বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলি মোর দশ নাম জান।
স্থাপিত করিল যাহা অমর-প্রধান॥
উত্তর বলিল, কহ করিয়া নির্ণয়।
কি-হেতু কি নাম হৈল কুন্তীর তনয়॥
দৈবে তুমি জান নাম, তার সঙ্গে ছিলে।
শুনি জ্ঞান হৌক, শীঘ্র কহ বৃহন্নলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জ্জুনের দশ-নামের কারণ ও গান্ধারীসহ কুন্তীর শিবপূজা লইয়া বিরোধ

অর্জ্জুন বলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
দশ-নাম-হেতু তোমা বলিব এখন॥
হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু-পাষাণ-লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজপত্নী-বিনা অন্যে পূজিতে না পারে॥
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান-দান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
যেইরূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেইরূপে সদা পূজে সুবল-নন্দিনী॥
দোঁহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে।
দৈবযোগে দোঁহাকার দেখা একদিনে॥
গান্ধারী বলেন, কুন্তী, কেন তুমি এথা।
ফল-পুষ্প দেখি, বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলে, সদা আমি করি যে পূজন।
তুমি বল, এই স্থানে কিসের কারণ॥
গান্ধারী বলেন, রাঁড়ি, এত গর্ব্ব তোর।
কিমতে পূজিস লিঙ্গ, সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি, রাজার জননী।
কোন্ ভরসায় তুমি পূজ শূলপাণি॥
মাতা বলে, গান্ধারী গো, বল কেন এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী যে তেঁই সহি যত॥
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্বলোক জানে, আমি পূজি ফল-ফুলে॥
বহু দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিবারে পেলে যোগেশ্বর॥
এখন আপন দেশে আসিলাম আমি।
আমার পূজিত লিঙ্গ পূজ কেন তুমি॥
জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্র-বিদুরেরে।
মম এই ইষ্টলিঙ্গ কে পূজিতে পারে॥
গান্ধারী বলিল, ছাড় পূর্ব্ব-অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন্ অধিকার॥
সবাকার অনুমতি, পূজি আমি হরে।
তুমিই জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে॥
দূর কর ফল-পুষ্প, যাহ এথা হ'তে।
ভাল নাহি হবে পুনঃ আসিলে পূজিতে॥
মাতা বলে, যত দিন নাহি ছিনু দেশে।
তেঁই সবে বুঝি বলে পূজিতে মহেশে॥
পুনশ্চ ভগিনী, আর না আসিও হেথা।
শিবপূজা কৈলে দ্বন্দ্ব ঘটিবে সর্ব্বথা॥
এইমত দ্বন্দ্ব হয় দুই ভগিনীর।
লিঙ্গ হৈতে সদাশিব হইয়া বাহির॥

কহিলেন, কেন দ্বন্দ্ব কর দুইজন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোঁহে আমার বচন ॥
সবাকার ইষ্ট আমি, সবে পূজা করে।
কার শক্তি আছে মোরে অংশ করিবারে ॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ মম হয় পর্ব্বতকুমারী।
কেহ না লইতে পারে মোরে অংশ করি ॥
তোমা-দোঁহে কুরুবধূ সমান ভকতি।
দোঁহার পূজায় হয় মম বড় প্রীতি ॥
আপনার বলি বল, আমি কারো নই।
কিন্তু রাজ-রমণীর পূজ্য আমি হই ॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা, দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমারে পূজা করহ সর্ব্বথা ॥
একজন হ'য়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ়বাক্য কহি দোঁহাকারে ॥
কনকের দল হবে, মাণিক কেশর।
সুগন্ধী সহস্র চাঁপা অতি মনোহর ॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিহ শিব তাহারি হইবে ॥
এমত বিধানে যেই করিবেক পূজা।
তার পুত্র জানিহ এ-রাজ্যে হবে রাজা ॥
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী-উল্লাস।
মাতারে চাহিয়া বলে করি উপহাস ॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈল মহেশ্বর।
পুত্রগণে চম্পা মাগি আনহ সত্বর ॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেই মতে।
হেম-চাঁপা দেহ, শিবে পূজিব প্রভাতে ॥
সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য-অধিকারী ॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আনাইল কর্ম্মিগণ ॥
মণি-মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মণ ॥

আমার জননী শুনি হরের বচন।
অতিদুঃখচিত্তে চলে, না চলে চরণ ॥
স্বামিহীন, পুত্র শিশু, সহজে দুঃখিত।
পরগৃহে বঞ্চি, পর-অন্নেতে পালিত ॥
কি করিব, কি কহিব, চিত্তে ভাবি দুখ।
কারে কিছু নাহি কহি রহে অধোমুখ ॥
ভোজন-সময় হ'লে আসে ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন ॥
অন্ন দেহ মাতঃ, বলি ডাকে বৃকোদর।
দুঃখেতে আবৃত মাতা না দিল উত্তর ॥
উত্তর না পেয়ে ভীম অধিক কুপিল।
রন্ধন-সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল ॥
সকল লইল ভীম দুই হাতে করি।
থর থরে রাখে বীর ধর্ম্ম-বরাবরি ॥
যুধিষ্ঠির কন, কহ কুশল বারতা।
ভীম বলে, মাতা কেন নাহি কহে কথা।
দ্বিতীয় প্রহর বেলা, অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয় ॥
অস্ত্রশিক্ষা-পরিশ্রম দহে ক্ষুধানল।
সে-কারণে আনিলাম আমান্ন সকল ॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা, পাছু।
আজ্ঞা হ'লে এই মত খাই কিছু কিছু ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, খাবে কোন্ সুখে।
জননী আছেন কেন জান অধোমুখে ॥
কি দুঃখে তাপিত মাতা, না জানি কারণ।
আমান্ন করিবে ভাই, কিমতে ভক্ষণ ॥
পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই, জিজ্ঞাসহ মায়।
কি-হেতু বসিলে হেঁট করিয়া মাথায় ॥
ভীম বলে, আমা হ'তে নহে নরবর।
অনেক ডাকিনু মাতা না দিল উত্তর ॥
ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ কম্পিত সঘন।
এত বলি বসে হেঁট করিয়া বদন ॥
সহদেব নকুলেরে পাঠান রাজন্।
কাহারে কিছুই মাতা না বলে বচন ॥

আমারে করিল আজ্ঞা ধর্ম্ম-নরপতি।
জননীর পায়ে ধরি করিনু মিনতি॥
তুমি দুঃখচিত্ত, রাজা দুঃখিত হইল।
ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিল॥
সহদেব-নকুল যে ক্ষুধিত অপার।
আজ্ঞা কর জননী গো, কি দুঃখ তোমার॥
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
দোঁহাকার পাশে যথা শঙ্কর-বচন॥
সহস্র-কাঞ্চন-চাঁপা চাহে ত্রিলোচন।
গান্ধারী-আজ্ঞায় সব গড়ে কর্ম্মিগণ॥
কি করিবে তোমা-সব, কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে অঙ্গ দুঃখের অনলে॥
আমি কহিলাম, মাতা, এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ, আমি তত দিব মাতা॥
মাতা বলে, কেন তুমি করহ ভণ্ডন।
তুমি কোথা হ'তে দিবে, কোথা পাবে ধন॥
আমি কহিলাম, মাতা, ত্যজ চিন্তা মন।
কোন্ বড় কথা-হেতু করিব ভণ্ডন॥
রন্ধন করহ মাতা, অন্ন জল খাও।
আমি দিব পুষ্প আনি তুমি যত চাও॥
শুনিয়া হইয়া হৃষ্টা করিল রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করেন ভোজন॥
কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেহ আনি।
সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী॥
কখন কনক-পুষ্প দিবে মোরে আর।
এইমত মাতা মোরে কহে বারেবার॥
আমি যত বলি মাতা প্রবোধ না হয়।
সমস্ত রজনী গেল, প্রভাত-সময়॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল-অস্ত্র উত্তর চাহিয়া॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
বায়ব্য যুগল মনোভেদী অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবের-পুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু-অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিষণ॥

সুগন্ধী কনক-পদ্ম চম্পক-মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত॥
বাহির ভিতর আর দেউল উদ্যান।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হৈল নাহি রহে স্থান॥
জননীকে বলিলাম, যাহ স্নান করি।
আনিলাম পুষ্প, গিয়া পূজ ত্রিপুরারি॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশে পূজিল।
তুষ্ট হ'য়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হইতে একা তুমি কর মম পূজা॥
আমারে সন্তুষ্ট হ'য়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন॥
আজি হ'তে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয়-নামের এই জানহ আশয়॥
উত্তর কহিল, কহ বীর-চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবল-নন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র-কনক-পুষ্প হেমপাত্রে করি॥
কুসুম-চন্দন আর বহু উপহারে।
নারীগণসহ যান পূজিতে শঙ্করে॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে নাহিক পথ, কে করে গণিত॥
দেখিয়া গান্ধারী দেবী বিষণ্ণ-বদন।
কুন্তীরে দেখিয়া বলে, কহ বিবরণ॥
মাতা বলে, এই পুষ্পে পূজিলাম আমি।
বর দিয়া নিজস্থানে গেলা উমাস্বামী॥
শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে পুষ্প ফেলে জলে।
গৃহে গিয়া পুত্রগণে অতি মন্দ বলে॥
সাধু কুন্তী, সাধু পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার জন্মিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● অর্জ্জুনের বীভৎসু নামের বিবরণ

পার্থ বলিলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
কহি এবে আর নাম যাহার কারণ॥
বিজয় বলিয়া ডাকে সকলে আমারে।
বিজয় করিয়া আসি, যাই যথাকারে॥
শ্বেতবর্ণ চারি অশ্ব মম রথ বহে।
শ্বেতবাহনক বলি লোকে মোরে কহে॥
সূর্য্য-অগ্নি-সম মম কিরীট যে মাথে।
কিরীটী দিলেন নাম তেঁই সুরনাথে॥
বীভৎসু বলিয়া ডাকিলেন নারায়ণ।
কহিব বিরাটপুত্র তাহার কারণ॥
একদিন কৃষ্ণসহ নৈমিষকাননে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহাস্যবদনে॥
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি, বলে মহাবল।
তোমা-সম বীর নাহি ধরণীর তল॥
লক্ষ রাজা জিনি কৃষ্ণা নিলে স্বয়ম্বরে।
জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বরে॥
খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নির্ব্যাধি করিলে।
ইন্দ্রসহ সুরাসুর সমরে জিনিলে॥
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলে সকল।
তিন লোক আসি তব খাটে ছত্রতল॥
মহাভার ধরণী ধরিলে বাহুবলে।
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে॥
তপেতে তাপিলে তুমি হিমালয় গিরি।
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী॥
যে-উর্ব্বশী দেখি ব্রহ্মা হ'লেন মোহিত।
সে-জন তোমার ঠাঁই হইল লজ্জিত॥
বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি, তপেতে প্রধান।
জিতেন্দ্রিয়, রূপে গুণে কামের সমান॥
এ তিন ভুবনে নাহি দেখি একজনা।
তোমার সদৃশ রূপ-গুণের তুলনা॥
আমা হৈতে শত গুণে তোমারে বাখানি।
তোমার সদৃশ কেবা আছে বীরমনি॥
আমি হেন নাহি দেখি সংসার-ভিতরে।
তুমি যদি জান আছে, দেখাও আমারে॥
আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার সৃজিত,এই সকল সংসার॥
আমা হৈতে অধিক আছয়ে রূপে গুণে।
নাহি বলি শ্রীগোবিন্দ, বল কি-কারণে॥
গোবিন্দ বলেন, সখা, দেখাহ আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে॥
পুনঃপুনঃ শ্রীগোবিন্দ বলেন আমারে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে গেলাম সত্বরে॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল ভ্রমি ত্রিভুবন।
আপন-সদৃশ নাহি দেখি কোন জন॥
কৃষ্ণের উদ্দেশে মনে করি বিবেচন।
মম সম নাহি পাই এ তিন-ভুবন॥
তোমার মুখেতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি।
যত্র জীব তত্র শিবরূপে আছ তুমি॥
আত্মারূপে তুমি ব্রহ্ম-কীট-তৃণাদিতে।
আমার সদৃশ নাহি পাই ত্রিলোকেতে॥
ভাবিয়া-চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার।
তোমাতে পূরিত এই সকল সংসার॥
আপন-সদৃশ জন কারে না দেখিয়া।
পুরীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া॥
গোবিন্দের আগে করিলাম নিবেদন।
আমা-হেন ত্রিভুবনে নাহি কোন জন॥
আপন সদৃশ নাহি পাই একজন।
আমি যার তুল্য, আনিয়াছি নারায়ণ॥
হয় নয়, সমতুল্য করিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ, দেখাইতে ডরি॥
অন্তর্য্যামী বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাহ ফেলাহ বলি বলেন ডাকিয়া॥
কি-কারণে ধনঞ্জয়, এতেক ন্যূনতা।
যেই আমি, সেই তুমি, নহেক অন্যথা॥
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ।
অজ-শিব জানে ইহা, জানে চারি বেদ॥

এত বলি শ্রীগোবিন্দ করি আলিঙ্গন।
দিলেন বীভৎস্থ-নাম করি নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম অর্পিলেন জনক আমায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য

প্রণমহ দ্বিজ- পদ সরসিজ,
স্থজন-পালন-নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
বক্ষে অধোক্ষজ ভূষা ॥
যে পদ-সলিল, যেই সাধু পিল,
তরিল দুঃখ-পিপাসা।
অবনী অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে-পদে সবার বাসা ॥
ভবার্ণব-প্লব, যে পদ-পল্লব,
লক্ষ্মী-বশকারী-ধূলি।
আয়ুঃ-যশঃপ্রদ, অজয় সম্পদ্,
পাইতে যাহারে বলি ॥
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্রে করে চূর, ভস্মের অঙ্কুর,
তিনপুর ভয় মানে ॥
ভগাঙ্গ যে-বাক্যে, হ'ল সহস্রাক্ষে,
সকল-ভক্ষ্য হুতাশ।
যে-বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গ-দেবী,
সিন্ধুজলে কৈল বাস ॥
অপ্রমিত-তেজঃ, অজিত-বংশজ,
ইঙ্গিতে করিল ধ্বংস।
বিন্ধ্য হ'ল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগরবংশ ॥
ভগীরথ ভগে, ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে,
দ্রোণীতে হইল দ্রোণ।
অঙ্কী-কলানিধি, যে-বাক্যে জলধি,
পাইল কটুত্ব-লোণ ॥
ভজ সাধুচেতা, ত্যজ সর্ব্বকথা,
খণ্ডিবে দণ্ডীর পাশী।
জীবন-মরণে, ব্রহ্মার চরণে,
শরণ লইল কাশী ॥

● অর্জ্জুনের ক্লীবত্বলাভের বিবরণ

পার্থ বলিলেন, শুন বিরাট-কুমার।
যেই হেতু যেই নাম হইল আমার ॥
দুই হাতে ধনু আমি ধরি যে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।
গুণ ঘরিষণে দেখ সমান দু'হাত ॥
সসাগরা ধরাতলে রহে যত জন।
রূপেতে আমার সম নাহি কোন জন ॥
সমান দেখিয়া সবে মোর রূপ-গুণ।
এ-কারণে মম নাম রাখিল অর্জ্জুন ॥
ফাল্গুনী-নক্ষত্র-মধ্যে জনম আমার।
ফাল্গুনী বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার ॥
চতুর্দ্দশ-ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র-ভুজাশ্রিত যত ইতিমধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্র জিষ্ণু-নাম ধরে।
এবে ইন্দ্রসহ জয় করিনু সবারে ॥
সে-কারণে সবে মিলি যত দেবগণ।
জিষ্ণু নাম মোরে সবে করেন অর্পণ ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট-নন্দন।
যুধিষ্ঠির-রক্তপাত করিবে যে-জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিহত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সব লোকে জ্ঞাত ॥

এত শুনি রাজসুত ক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে ॥
হে বীর, কমল চক্ষে চাহ একবার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥
বহুদোষে দোষী আমি তোমার চরণে।
সে-সকল কিছু আর না করিবে মনে ॥
যে-যে কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা-বিনা করে, হেন কাহার শকতি ॥
বড় ভাগ্য, মম জনকের কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥
কৃষ্ণের আশ্রিত হও তোমা-পঞ্চজন।
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হ'য়ে সদা আমি সেবিব তোমায় ॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রীত হ'লাম তোমারে।
ধনুঃ-অস্ত্র ল'য়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণে জিনি তব গোধন অর্পিব।
আজি মহা-আর্ত্ত কুরুসৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য-সিন্ধু রাখে শক্রগণ ভুজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র-অগ্নিতেজে ॥
পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে ॥
উত্তর বলিল, মোর আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে ॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মোর ভয়, যদি আসে শূলপাণি ॥
এ-বড় অদ্ভুত-কথা আছে মোর মনে।
এ-রূপে কাটাও কাল কিসের কারণে ॥
কি-কারণে নপুংসক হ'লে মহাবল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকল ॥
নিরন্তর এই কথা মনে মোর ছিল।
এ-হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল ॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
অরণ্যেতে যবে মোরা ছিনু পঞ্চজন ॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা ল'য়ে যাই হিমগিরি।
শিবেরে সন্তোষ কৈনু উগ্রতপ করি ॥
তুষ্ট হৈল পশুপতি দেব-ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগণ ॥
কুবের বরুণ যম অস্ত্রগণ দিল।
মাতলি পাঠায়ে ইন্দ্র স্বর্গে মোরে নিল ॥
নিবাত-কবচ আর কালকেয়গণ।
স্বর্গে আসি উপদ্রব করে সর্ব্বক্ষণ ॥
লুটিয়া পুটিয়া স্বর্গ করে ছারখার।
দৈত্য-ভয়ে দেবে দুঃখ হইল অপার ॥
যত দুষ্টগণে আমি একা সংহারিনু।
সকল অমরপুরী নিষ্কণ্টক কৈনু ॥
যতেক অমরগণ আনন্দিত হৈল।
তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ মোরে বর দিল ॥
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় কুন্তীর নন্দন।
তোমা সম বীর নাহি এ তিন ভুবন ॥
অচিরে হইবে তব দুঃখবিমোচন।
কৌরব জিনিয়া প্রাপ্ত হবে রাজ্যধন ॥
এরূপে অমরপুরী যত দিন ছিনু।
নানাবিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র পঠন করিনু ॥
দৈবে একদিন পিতা দেব-পুরন্দর।
নৃত্য-গীত করাইল অপ্সরী-অপ্সর ॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সবার শ্রেষ্ঠা হয় পরমা সুন্দরী ॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য-গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিৎ ॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তন নিমেষে।
সে-কারণে নিশাযোগে আসে মম পাশে ॥
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিলে সে কহিল তখন ॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে-কারণে আসিলাম এই নিশাকালে ॥
না করিলে মম তোষ, পুরুষের কাজ।
ক্লীবত্ব পাইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ ॥

শুনিয়া বিনয়ভাবে কহিলাম তায়।
কামভাবে আমি নাহি দেখিনু তোমায় ॥
পূর্ব্ব-পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
তোমার গর্ভেতে জন্মাইল পুত্রগণ ॥
অনেক পুরুষ পূর্ব্ব হ'তে হ'য়ে গেল।
তোমার যুবতী-দশা ম্লান না পাইল ॥
এইহেতু পুনঃপুনঃ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী, কৃপা করিবে আমারে ॥
কুন্তি মাদ্রী যথা মম, যথা শচীন্দ্রাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে গণি ॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পেয়ে উর্ব্বশী সে কহে আর বারে ॥
যজ্ঞ-ব্রত-ফলে তব যত পিতৃগণ।
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমন ॥
সবে মোর সহ করে রতি-ব্যবহার।
কেহ নাহি করে, যথা তোমার বিচার ॥
কহিল, আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘন।
এক বর্ষ ক্লীব হবে বিরাট-ভবন ॥
শাপ হ'তে বরতুল্য হবে তব কাজ।
অন্য বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ ॥
বরষ রহিবে বলি করে নিরূপণ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাট-নন্দন ॥
বছরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দারায় ॥
উত্তর বলিল, মোরে হ'লে কৃপাবান্।
তেঁই মোরে নিজ কর্ম্ম করিলে বাখান ॥
আজ্ঞা কর, কোন্ কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন ॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরুসৈন্যের মধ্যেতে ॥
উত্তর বলিল, আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে ॥
ইন্দ্রের মাতলি কিংবা দারুক সারথি।
তাদৃশ সারথি-কর্ম্মে আমার শকতি ॥
বিশেষ তোমার ভুজাশ্রিত মহাবলী।
এখনি লইব রথ সৈন্য-মধ্যস্থলী ॥
ভারতে বিরাটপর্ব্ব ব্যাসের বচন।
কাশীরাম পয়ারে করিল বিরচন ॥

● অর্জ্জুনের রণসজ্জা

তবে পার্থ মায়ারথ করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ, শ্বেত অশ্বগণ ॥
পার্থ চিন্তা করামাত্র আসে সেইক্ষণ।
কনক-রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন ॥
উত্তরের রথ হ'তে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয় ॥
পূর্ব্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া শ্রবণে।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল যে দেন দুই কাণে ॥
বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীষ বান্ধিল।
ইন্দ্রদত্ত কিরীটের করে বিভূষিল ॥
খড়্গ-ছুরি-তূণ-আদি বান্ধিয়া কাঁকালি।
গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী ॥
গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্রাঘাতে গিরি যেন হইল বিদার ॥
দশদিক পূর্ণ হ'ল, কম্পিত ধরণী।
বধির হইল কর্ণ, কিছু নাহি শুনি ॥
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া ॥
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ বলাহক সম।
চালাল বৈরাটি অশ্ব অতি মনোরম ॥
চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে শঙ্খধ্বনি ॥
গর্জ্জিল রথের চক্র, গর্জ্জে কপিধ্বজ।
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে রথে বিরাট-অঙ্গজ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগনে।
শত-বজ্র এককালে যেমত নিঃস্বনে ॥

স্থাবর-জঙ্গম কাঁপে, সপ্ত-সিন্ধুজল।
শব্দ শুনি ভয়াকুল হৈল কুরুবল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাট-কুমারে।
আশ্বাসিয়া সচেতন করেন তাহারে॥
হীনবৎ কেন তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান।
শব্দমাত্র শুনি কেন হইলে অজ্ঞান॥
লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক-টঙ্কার।
এককালে শঙ্খশব্দ হইবে সবার॥
তখন সংগ্রাম-স্থলে কি করিবে তুমি।
রথ হৈতে খসি যদি পড় পাছে ভূমি॥
উত্তর বলিল, মোরে নিন্দ অকারণ।
এ-শব্দে পৃথিবীমধ্যে কে আছে চেতন॥
বহু শুনিয়াছি শব্দ জলদ-গর্জ্জন।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন॥
এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি।
রথধ্বজ গর্জ্জে এত, অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রথের গর্জ্জনে হৈল বধির শ্রবণ।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদে হৈনু অচেতন॥
শুনিয়া কিরীটী হাসি বলেন বচন।
যুদ্ধে স্থির নাহি রবে, লয় মম মন॥
বামপদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়া।
কেবল থাকিবে রথে অবলম্ব হৈয়া॥
এত বলি পুনর্ব্বার করিলেক শব্দ।
সেই শব্দে কুরুকুল হইলেক স্তব্ধ॥
পুনঃপুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজসুত॥
গাণ্ডীব-ধনুর মত শুনি যে টঙ্কার।
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার॥
যে-শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির।
নিরখিয়া দেখ সবে আপন শরীর॥
বিষণ্ণ হইল, লোমাঞ্চিত সব তনু।
কর-শির কাঁপে দেখ, কাঁপে বক্ষ-জানু॥
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয়, না জানি।
বধির হইল কর্ণ হেন শব্দ শুনি॥
অস্ত্রগণ জ্যোতির্হীন, অগ্নিহোত্র মন্দ।
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য, সবে নিরানন্দ॥
রক্তমাংসাহারী পক্ষী সৈন্যশিরে উড়ে।
ঘোরনাদ করি সবাকার শিরে পড়ে॥
হয়-হস্তিগণ দেখ করিছে ক্রন্দন।
পুনঃপুনঃ মল-মূত্র ত্যজে ক্ষণে ক্ষণ॥
সৈন্যমধ্যে প্রবেশিয়া শিবাগণ ডাকে।
রথধ্বজ বেড়িয়াছে দেখ সব কাকে॥
সত্য হৈল অকুশল সাক্ষাতে আমার।
মহাবীর পার্থ-বিনা কেহ নহে আর॥
এখন এমন কর্ম্ম কর বীরগণে।
মধ্যেতে রাখহ যত্নে রাজা দুর্য্যোধনে॥
প্রহরীরা সর্ব্বত্রেতে জাগি বেড়ি রহ।
বাঁটিয়া দু'ভিতে সৈন্য দুই ভাগে লহ॥
অর্দ্ধসৈন্য গবীগণে রহ এবে বেড়ি।
অসাধ্য যদ্যপি হয়, শেষে দিব ছাড়ি॥
গবীগণ-হেতু চিন্তা নাহিক কাহার।
রাজারে রাখহ সবে, যত শক্তি যার॥
মহাভারতের কথা শ্রবণে অমৃত।
একমনে সাধুজন পিয়ে অবিরত॥
জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীলচক্রধারী।
নীলপদ্ম-সম মুখ, দুষ্ট-অন্তকারী॥
নীলাম্বর-সহিত লীলায় নীলাচলে।
নীলকণ্ঠ-আদি দেব সেবে পদতলে॥
অরুণ-বরণ চক্ষু অরুণ বসন।
অরুণ অধর-শোভা, সে কর-চরণ॥
মস্তকে অরুণ হেম-মুকুট রচিত।
গলে মণি-রত্নহার অরুণ-উদিত॥
অরুণ-বরণ চক্ষু লক্ষ্মী বামপাশে।
অরুণ চরণ সদা ধ্যায় কাশীদাসে॥

দুর্য্যোধনের উক্তি

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ভীষ্মে চাহি বলিছেন বচন॥
পুনঃপুনঃ মোর প্রতি কহেন এ কথা।
পাণ্ডবের পক্ষ গুরু, জানিহ সর্ব্বথা॥
সতত কহেন পাণ্ডবের যত গুণ।
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জ্জুন॥
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে করি গেল পণ।
ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি-কারণ॥
বিশেষ একক কেন আসিবে এথায়।
অকস্মাৎ আসিবেক কোন্ অভিপ্রায়॥
অর্জ্জুন হইল যদি, কি বা চাহি আর।
ভ্রাতৃসহ বনমাঝে যাবে আরবার॥
বিরাটের পক্ষ হ'য়ে সে কেন আসিবে।
বিরাটের অন্য কোন সেনাপতি হবে॥
কিংবা সেই আসিতেছে বিরাট-নৃপতি।
কিংবা আগে পাঠাইল মুখ্য-সেনাপতি॥
দক্ষিণ গোগৃহে রাজা সুশর্ম্মা যে গেল।
মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আসিল॥
না দেখিয়া না শুনিয়া শব্দমাত্র শুনি।
পুনঃপুনঃ কহিছেন, আসিল ফাল্গুনী॥
জানি আমি আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
অতএব কহিছেন হ'য়ে হৃষ্টচিত॥
মোরে ভয় দেখাইয়া শত্রুর প্রশংসা।
পুনঃপুনঃ কহিছেন অকুশল ভাষা॥
পশুজাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে।
পক্ষীর স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে॥
মেঘের সহজ কর্ম্ম, উঠিলে গরজে।
কভু ধীর কভু তীক্ষ্ণ পবনের তেজে॥
ইহা দেখি কহিছেন, নাহি আর জয়।
না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয়॥
নামেতে হইল ত্রাস, কি করিবে রণ।
যুদ্ধস্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন॥
প্রাসাদ-মন্দির যথা নৃপতির সভা।
সেই-সব স্থলে হয় পণ্ডিতের শোভা॥
পুরাণের বাক্য যথা বেদ-অধ্যয়ন।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন॥
যথায় বালক-শিক্ষা বিচার-কথন।
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন॥
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্ঘিয়া সময়।
কিবা শক্তি আছে তার, কেন এত ভয়॥
আসুক অর্জ্জুন, আমি করিব সংগ্রাম।
ভয়ার্ত্ত হলেন গুরু, যান নিজ ধাম॥
ভোজ্য-অন্ন দিয়া তার পাইলাম ফল।
সে মিত্রে কি কার্য্য, যে শত্রুতে বৎসল॥
ভক্তি-ভয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে।
সদাকাল এইমত, জানি অনুভবে॥
এথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা তথাকারে করুন গমন॥
এখন এমত কর্ম্ম কর পিতামহ।
সৈন্যগণে ডাকি সবে আশ্বাসিয়া কহ॥
স্থানে স্থানে গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা।
মোর স্থানে গবী লয়, হেন কোন্ জনা॥
গুরুকে করিয়া পাছু পাঁচ গুল্মগণ।
ভয়ার্ত্ত লোকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন॥
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ভীতমন॥
যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শ্রেয়ঃ এই নীতি।
যুদ্ধসাজে থাকুক সকল সেনাপতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

কর্ণের আত্মশ্লাঘা

দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥

মলিন বদন কেন দেখি সব রথী।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈলে ছন্নমতি॥
না জানহ, ইতিমধ্যে আছে কর্ণবীর।
কার শক্তি মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির॥
কিংবা জামদগ্ন্য রাম, কিংবা বজ্রপাণি।
কিংবা বাসুদেব-সহ আসুক ফাল্গুনি॥
বধিব সবারে আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র-লহরী যথা রক্ষা করে কূলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে, তবে হইবে কিরীটী।
প্রথমে বানর-ধ্বজ ফেলাইব কাটি॥
খণ্ড খণ্ড করি দিব শ্বেত চারি হয়।
দশ দিক্ মম অস্ত্রে হবে অস্ত্রময়॥
বিজয়-ধনুক মম বিখ্যাত সংসার।
দিব্য অস্ত্র্ দিল মোরে রাম গুণাধার॥
পাণ্ডব-অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে-দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলি॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গবী ল'য়ে হস্তিনানগর॥
কিংবা যুদ্ধ দেখ সবে অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধু-নর পিয়ে কর্ণ ভরি॥

● কৃপাচার্য্যের বক্তৃতা

কর্ণবাক্য শুনি কৃপাচার্য্য বলে বাণী।
যতেক করহ তেজ, সব আমি জানি॥
মুখে মাত্র বল, কিন্তু শক্তি নাই কাজে।
শরদের মেঘ যথা নিষ্ফল গরজে॥
পণ্ডিতে কহিতে হেন মনে করে লাজ।
কি-কর্ম্ম করিয়া এত কহ সভা-মাঝ॥
অজ্ঞান-বাতুল যথা কর্ম্মে ক্ষম নহে।
ভাল মন্দ নাহি, মুখে যাহা আসে কহে॥
একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছ অর্জ্জুনের সনে।
অসম্ভব-কথা কহ, শুনিনু শ্রবণে॥
যে পার্থ একাকী জিনে এ তিন-ভুবন।
খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ॥
ত্রিভুবনে খ্যাত যদুগণ-বীর্য্য-গুণ।
বলে ভদ্রা হরি নিল একাকী অর্জ্জুন॥
একেশ্বর চিত্রসেনে জিনিয়া সমরে।
দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য-ভিতরে॥
নিবাতকবচ-কালকেয় মহাতেজা।
মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজা॥
পাঞ্চাল দেশেতে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে।
জিনিলেক লক্ষ লক্ষ রাজা একেশ্বরে॥
একেশ্বর হেন জনে জিনিবারে চাহ।
যেই মূর্খ নাহি জানে, তার আগে কহ॥
গলে শিলা বান্ধি চাহ জলনিধি তরি।
গারুড়ি না জানি সর্প-মুখে হাত ভরি॥
ত্রয়োদশ বর্ষ সবে নিয়ম পালিল।
পাইয়া শত্রুর ঘ্রাণ এথায় আসিল॥
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল মিহির।
তাদৃশ আসিল দেখ পার্থ মহাবীর॥
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব-অর্জ্জুনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রৌণি দুর্য্যোধন।
ছয় জন যুদ্ধে যদি পারি কদাচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক কর্ণ ও দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা

মাতুলের বচনান্তে অশ্বত্থামা বলে।
শরীর জ্বলিছে সূর্য্যপুত্র-বাক্যজালে॥

গাভী নাহি লই, নাহি করি কোন কার্য্য।
সীমান্ত না হই, নাহি যাই নিজ রাজ্য॥
এতেক যে গর্ব্ব করে রাধার নন্দন।
কোন্ কর্ম্ম করি বলে, না জানি কারণ॥
বহু শাস্ত্র শুনিয়াছি কথা পুরাতন।
ক্ষত্রমধ্যে হইয়াছে বহু রাজগণ॥
মায়াদ্যূত-বলে হেন নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি।
তুমি যেন পররাজ্যে হইলে নৃপতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হ'লে কোন্ যুদ্ধে জিনি।
কোন্ তেজে ধরিয়া আনিলে যাজ্ঞসেনী॥
যুধিষ্ঠিরে জিনিলে কি ভীম-ধনঞ্জয়ে।
কিংবা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়ে॥
চারি জাতি বিধি ভূমে করিল সৃজন।
যে যাহার জাতিধর্ম্ম করিলে পালন॥
পড়িবে, পড়াবে, যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ।
বাহুবলে ক্ষত্রিয়েরা করিবে শাসন॥
কৃষি করিবেক বৈশ্য বাণিজ্যব্যাপার।
ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র নীতি বিধাতার॥
নিজ বৃত্তে নহ শক্ত, অধর্ম্ম-আচারী।
ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী॥
ইহাতে পৌরুষ এত শুননে না যায়।
ধর্ম্মবন্ত পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিল তোমায়॥
তোমারে আচার্য্যবাক্য সহিবে কেমনে।
চন্দনেতে প্রীতি কোথা শীত-ভীত-জনে॥
স্ত্রীধর্ম্মে আছিল কৃষ্ণা একবস্ত্র পরি।
সভামধ্যে বিবসনা কৈলে কেশে ধরি॥
কোন্ পরাক্রমে তুমি কৈলে হেন কর্ম্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্রধর্ম্ম॥
ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য যদি, সত্য আছে ক্ষিতি।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হবে ক্ষিতিপতি॥
যে-সভায় সভাসদ্ রাধার নন্দন।
তথায় কিরূপে হবে আচার্য্য শোভন॥
তিন-লোক-মধ্যে বসে যত যত জন।
অর্জ্জুন অজেয়, হেন কহে মুনিগণ॥
বাসুদেব-সম পরাক্রমে মহাতেজা।
কোন্ জন আছয়ে, না করে তার পূজা॥
শাস্ত্রমত কহে হেন ধর্ম্মবিজ্ঞ জন।
পুত্রে স্নেহ যথা হয়, শিষ্যেতে তেমন॥
সে-কারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
গুপ্ত কথা নহে ইহা, জগতে বিদিত॥
পার্থ-সহ আচার্য্যের দ্বন্দ্বে কোন্ কার্য্য।
পাশা খেলিবার পূর্ব্বে কৈল কি আচার্য্য॥
ইন্দ্রপ্রস্থ নিলে পূর্ব্বে যেই-যুদ্ধে জিনে।
সেই-যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে॥
এই ত আছয়ে তব মাতুল শকুনি।
যাহার সহায় নিলে জিনিতে অবনী॥
সে-পাশার প্রতীকার মরণ বিহিত।
অর্জ্জুন দিবেক আজি ফল সমুচিত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রোণের সহিত কর্ণের বাগ্‌বিতণ্ডা ও ভীষ্ম-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-দান

এইরূপে দুই মুখে শুনি কটূত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জানিয়াছি আমি তোমা-সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে করহ ভকতি॥
পটুমাত্র ভোজ্য-অন্ন ভক্ষণ সময়।
যুদ্ধকাল দেখি ভয় জন্মিল হৃদয়॥
যাহ বা থাকহ তুমি, যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি, জাতিতে ব্রাহ্মণ॥
ভিক্ষাজীবী-জনে দ্বন্দ্ব কোন্ প্রয়োজন।
যথা যাও, তথা হবে উদর-ভরণ॥
যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে পিণ্ডজীবী যেই জন।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কোন্ প্রয়োজন॥
যাহ তুমি, যথা ইচ্ছা, কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখিবেক লোকে॥

কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দ্রোণ গুরু।
কর-শির কাঁপে তাঁর, কাঁপে বক্ষ-উরু ॥
বুঝিয়া বিষম কাণ্ড গঙ্গার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি করি বলে দ্রোণেরে বচন ॥
মোরে দেখি ক্ষম এবে গুরুমহাশয়।
মূর্খজন জানি তাপ খণ্ডাহ হৃদয় ॥
সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে।
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কাণে ॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজঃ যথা সর্ব্বত্র সমান।
সেইরূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্বে সম জ্ঞান ॥
ক্ষমহ আচার্য্যপুত্র, ক্রোধকাল নয়।
শত্রু উপস্থিত হৈল যুদ্ধের সময় ॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্ব্বলোকে জানে।
দুর্য্যোধনে অন্ধ বলি জানিল এক্ষণে ॥
সাক্ষাতে শুনেছি সবে গাণ্ডীব-টঙ্কার।
তথাপিহ বলে, হবে অন্য কেহ আর ॥
পশুমাত্রে ঘ্রাণে জানে নিজ-বৈরীগণে।
পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে ॥
আরেরে দুর্ম্মতিগণ, আচার্য্যে নিন্দহ।
অহঙ্কারে ছন্ন হ'য়ে কিছু না দেখহ ॥
এক-সূর্য্য-তেজঃ অঙ্গে সহনে না যায়।
তোমার আছয়ে শত্রু পঞ্চ-সূর্য্যপ্রায় ॥
উদয় হইল আসি পঞ্চ-বিকর্ত্তন।
কিমতে না চিন্ত ইহা জ্ঞানবন্ত জন ॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি।
সান্ত্বাইল পিতা-পুত্রে বহু স্তব করি ॥
তবে দুর্য্যোধন বহু বিনয় বচনে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল গুরু-বিদ্যমানে ॥
ক্ষমহ আচার্য্য, অপরাধ করিলাম।
অজ্ঞান হইয়া আমি তোমা নিন্দিলাম ॥
দ্রোণ বলে, তব প্রতি নাহি করি ক্রোধ।
পূর্ব্বেই ভীষ্মের বাক্যে হ'য়েছে প্রবোধ ॥
তবে দ্রোণে চাহি বলে যত বীরগণ।
উপায় করহ শীঘ্র, উপস্থিত রণ ॥
এক কাজে আসিলাম, হৈল অন্য কাজ।
দৃঢ়মতে থাক, যেন নহে পাছু লাজ ॥
শুনি দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিল পিতামহে।
এই যদি ধনঞ্জয় সর্ব্বলোকে কহে ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ তবে নিয়ম করিল।
না হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল ॥
ইহার বিধান কেন না কর আপনে।
ত্রয়োদশ বর্ষ পুনঃ যাবে সবে বনে ॥
ভীষ্ম বলে, পূর্ণ হৈল বর্ষ ত্রয়োদশ।
অধিক হইল আরো দিন সপ্তদশ ॥
দ্বিপক্ষেতে মাস, পক্ষ পঞ্চদশ দিনে।
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে ॥
এমত নিয়মে তের বৎসর বঞ্চিল।
সপ্তদশ দিন আরো অধিক হইল ॥
পঞ্চবর্ষে দুইমাস অধিক যে হয়।
তাহাসহ পূর্ব্বে নাহি করিলে নির্ণয় ॥
নিয়ম করিয়াছিল, তাহা গোঁয়াইল।
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল ॥
একে ত পাণ্ডুর পুত্র সবে ধর্ম্মবন্ত।
জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, যার গুণে নাহি অন্ত ॥
অনন্ত-দুষ্করকর্ম্মা, দয়াশীল লোকে।
মৃত্যু ইচ্ছে, তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে ॥
নিশ্চয় অর্জ্জুন এই, জান নরপতি।
ইহার উপায় রাজা, কর শীঘ্রগতি ॥
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে।
কি ছার কৌরব তার সহিত সমরে ॥
সে-কারণে কহি তাত, শুন দুর্য্যোধন।
এখন করহ প্রীতি, যদি লয় মন ॥
দুর্য্যোধন বলে, হেন না কহিও আর।
জীয়ন্তে পাণ্ডবসহ কি প্রীতি আমার ॥
নাহি ভাগ দিব আমি, যুদ্ধ মোর পণ।
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন ॥
শুনি ভীষ্ম দিব্য ব্যূহ করিল নির্ম্মাণ।
যোদ্ধাগণে বিচারিয়া রাখে স্থানে স্থান ॥

মধ্যেতে রহিল দ্রৌণি, দ্রোণ সব্য-ভিতে।
কৃপাচার্য্য আচার্য্যের রহিল বামেতে॥
দ্রোণরথ-রক্ষী হৈল বহু মহারথী।
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিংশতি॥
সর্ব্বসৈন্য-অগ্রে সূতপুত্র মহাবল।
পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা-হেতু দল॥
মধ্যেতে করিয়া গাভী রাজা দুর্য্যোধনে।
চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ রহে সাবধানে॥
দৃঢ় অস্ত্রধারী রক্ষী রহে ব্যূহমুখে।
হেন ব্যূহ কৈল ভীষ্ম, কেহ নাহি দেখে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধু-নর পিয়ে কর্ণ ভরি॥

——

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন-মোচন

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ, শ্বেত অশ্বগণ॥
এক ক্রোশ দূরে দৃষ্টি করিয়া তখন।
বৈরাটির প্রতি তবে বলেন বচন॥
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাৎ করিব যুদ্ধ, রাজারে খুঁজিব।
চল চল সর্ব্ব-অগ্রে গোধন ছাড়াব॥
বামভিতে লহ রথ, যথা গাভীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট-নন্দন॥
দূরে থাকি ভীষ্ম-কৃপে করেন প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর গিয়া পড়ে গুরুপদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম আজি মুখ তোর॥
সারথি কহিল, দেব, কর অবধান।
প্রহারী জনেরে কেন এতেক সম্মান॥
হাসিয়া কহিল গুরু, প্রহারী এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণ ধরিয়া মোরে প্রণাম করিল॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণ আর।
এক কর্ণে নিবেদিল শুভ সমাচার॥
আর কর্ণে কহিলেক, আসিলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুক্রমি॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
নহে যুদ্ধ, ভালে ভালে যাহ এইক্ষণে॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল, কহ পাণ্ডব-প্রধান।
কে তোমারে প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
চিত্তে লয়, মারিলেক বলহীন জন॥
পার্থ বলে, দ্রোণ গুরু জগতে বিদিত।
সদাকাল আছে তাঁর মম প্রতি প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহুদিন-সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আর বাণ কর্ণমূলে কহে প্রত্যুত্তর।
শঙ্কা নাহি, যত সাধ্য, করহ সমর॥
এতেক বলিয়া পার্থ পায় মহাতাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুলপাপ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড॥
আজি যদি দুষ্টাচার পড়ে মম আগে।
মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব, সিংহ যেন মৃগে॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ লহ মম তাহার ভিতর॥

দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথীমাঝ।
সেই সে আমার শত্রু, অন্যে নাহি কাজ॥
অস্ত্র মারি সমাকুল করি সেনাগণ।
তবে দুর্য্যোধনের ত পাব দরশন॥
অহঙ্কারী মানী মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার॥
এতেক বলিয়া বীর তাহে প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পান অনেক খুঁজিয়া॥
সেই সৈন্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখচিত্ত নিরামিষ বনে॥
উত্তরে বলেন, দেখ বামেতে চাহিয়া।
এই দিকে কুরুপতি আছে লুকাইয়া॥
চালাহ সত্বরে রথ, যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাট-নন্দন॥
সৈন্যের নিকটে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে অতি শোভা।
কর্ণেতে কুণ্ডল ইন্দ্রদত্ত সূর্য্য-আভা॥
অগ্নিদত্ত গাণ্ডীব ধনুক বাম হাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে॥
দেবদত্ত শঙ্খ করে, কণ্ঠে মণিহার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণধার॥
রথের নির্ঘোষ, গর্জ্জে বীর হনূমান্।
আসিল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান॥
দৃষ্টিমাত্র সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক অন্যের কার্য্য দেখিয়া পলাল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয়॥
ধর্ম্মজ্ঞ, বান্ধব-প্রিয়, বলে মহাবল।
পাশাকাল-দুঃখ স্মরি দিতে এল ফল॥
অন্যহেতু নহে এই, খুঁজে দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন মৃগে খুঁজে গহন কাননে॥
আমা হ'তে দূরে যদি পায় দুর্য্যোধন।
তখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন॥

এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধেয়ে আসে যত রথিগণ॥
দুর্য্যোধনে বেড়ি সবে রহে চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর মনে মনে হাসে॥
হাসি বলিলেন, শুন বিরাট-নন্দন।
প্রাণভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন॥
চল চল, আগে তব গোধন ছাড়াব।
পাছে কুরুকুলক্লীবে খুঁজিয়া মারিব॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাট-নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন॥
এখানে উত্তর, রাখ ক্ষণকাল রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনের করি দেই পথ॥
এত বলি পার্থ বীর কৈল শরজাল।
বিচিত্র-বরণ-অস্ত্র, যেন কালব্যাল॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমেষে আচ্ছাদিল দিনকর॥
নাহি দেখি অষ্টদিক্ পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্য-পথ রুদ্ধ হৈল, না বহে বাতাস॥
মেঘে অন্ধকার, যেন অমাবস্যা রাতি।
সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী॥
অস্ত্র-অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত-আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর॥
নাহি দেখি কোন দিক্ পথ পলাইতে।
অপ্রমিত কুরুসৈন্য আবৃত ভয়েতে॥
বিস্মিত হইয়া ডাকি বলে সর্ব্বসৈন্য।
ধন্য মহাবীর, তব গর্ভধারী ধন্য॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা এই কর্ম্ম করে কোন্ জনে॥
শুনি তবে পার্থ বীর পূরে দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীনসত্ত্ব॥
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন আকর্ণ পূরিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া॥
ধ্বজে হনূমান্ করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিন লোক গণিল প্রমাদ॥

শূন্যেতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল।
সৈন্যেতে বেড়িয়া ছিল গোধন সকল ॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইয়া অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
প্রলয়-সমুদ্রে কিসে রাখিবেক কূলে।
বালি-বান্ধে কি করিবে নদীস্রোত-জলে ॥
পুচ্ছ উচ্চ করি ধায় যত গাভী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বারব ॥
চরণে শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হৈল সব মৎস্যের গোধন ॥
গোপগণ-প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
ল'য়ে যাহ গরু, পূর্ব্বে আছিল যথায় ॥
উত্তরে চাহিয়া তবে বলেন কিরীটী।
গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি ॥
চিত্তে নাহি করিহ, জিনিয়া সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু ॥
ভুবনবিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম এক এক জনা ॥
শরানলে দহিবারে পারে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ-সকল ॥
দূরেতে আছয়ে, তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
শীঘ্র রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে ॥
এত শুনি বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্যে জিনি গেল সৈন্যের ভিতর ॥
যথায় নৃপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাট-নন্দন ॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরুসেনা-পতি।
নৃপতির রক্ষাহেতু অতি শীঘ্রগতি ॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আসিল বেগে সূর্য্যের নন্দন ॥
সহস্রেক রথী ল'য়ে কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধন-রক্ষা-হেতু ভীষ্ম মহামতি ॥
নৃপতির উনশত ভাই একভিতে।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথে ॥
দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামা আদি মহারথী।
একভিতে রক্ষাহেতু রহে কুরুপতি ॥
ভীষণ-দশন হস্তী পর্ব্বত-আকার।
মুষল মুদ্গর শুণ্ডে ধরে সবাকার ॥
সহস্র সহস্র মত্ত গজ আগে করি।
আপনি রহিল পাছু নানা অস্ত্র ধরি ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ ধনুক-টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে প্রপূরিল করি মার মার ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু সম।
কাশী কহে, পান কৈলে নাহি দেখে যম ॥

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরের নিকট কুরুসৈন্যের পরিচয় প্রদান

উত্তর বলিল, দেব, কহিবে আমারে।
কোন্ কোন্ যোদ্ধা এই আসিল সমরে ॥
পার্থ বলিলেন, দেখ বিরাট-কুমার।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে যাঁর ॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্ব বহে রথখান।
দ্রোণগুরু কুরুকুলে আচার্য্য-প্রধান ॥
যম-সম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম রণে এই, যেন ধনুর্ব্বেদ ॥
নহিল, নহিবে হেন-বীর অন্যজনে।
সশস্ত্র থাকিলে যিনি অজেয় ভুবনে ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া ॥
দ্রোণীমধ্যে সযতনে রাখে তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল, তেঁই নাম হল দ্রোণ ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র-ধনু-সহ বিদ্যা ইঁহারে সে দিল ॥
তাঁহার দক্ষিণে দেখ আঁহার অঙ্গজ।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যাঁর রথধ্বজ ॥

কৃপীগর্ভে জন্ম হৈল, কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে, অন্য কোন্ জনা॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান্-ঋষিপুত্র গৌতমের নাতি॥
শরবনে ভ্রাতা-ভগ্নি দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পুষিল॥
কৃপ-কৃপী নাম দিল শরদ্বান্ তাত।
আমার বংশেতে গুরু আচার্য্য বিখ্যাত॥
ওই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজে শোভে রত্নগজ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন, কর্ণ যার নাম।
সুরাসুরে জানে যার বল অনুপাম॥
জামদগ্ন্য-রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর॥
করিব মানস তার আজি আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ॥
চতুর্দ্দিকে সুবেষ্টিত শ্বেতছত্রগণ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন॥
বৈদূর্য্য-মুকুতা-মণি-ধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল-কুঞ্জর॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত-বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ॥
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যাঁর ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা, শীঘ্রহস্ত সর্ব্বলোকে পূজে॥
শান্তনুর পুত্র, জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবতী-কন্যা আনি দিলেন বাপেরে॥
রাজ্য-দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হ'য়ে তারে বর দিল সেইক্ষণ॥
ইচ্ছা-মৃত্যু হৌক তব সংসার-ভিতরে।
নাহিক মরণ, নিজ ইচ্ছা হ'লে মরে॥
ভীষ্ম বলি তার নাম ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্রকুলান্তক রামে জিনিলেক বলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

অর্জ্জুনসহ কর্ণের সংগ্রাম ও কর্ণের পলায়ন

হেনমতে যত রথ-রথী মহাবীরে।
একে একে দেখালেন অর্জ্জুন উত্তরে॥
পুনরপি উত্তরেরে কহে মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি॥
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভূষণ্ডী ভিন্দিপাল যে তোমর॥
বরষা-কালেতে যেন বর্ষে জলধর।
ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর॥
পর্ব্বত-আকার হস্তী ভীষণ-দশন।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ-গর্জ্জন॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবেতে যোড়েন তখন॥
না হৈতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করি প্রপূরিল দিক্‌পাশ॥
বরিষা-কালেতে যেন মেঘে বরিষয়।
দিনকর-তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই হয়॥
পদাতি কুঞ্জর রথী যত অশ্বগণ।
জর্জ্জর করেন বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন॥
চালায় সারথি রথ অতি বিচক্ষণ।
বাতাধিক মনোজব জিনিয়া খঞ্জন॥
ক্ষণে বামে, ক্ষণে দক্ষে, আগে পিছে ছুটে।
ভূমিতে ক্ষণেক পড়ে, ক্ষণে শূন্যে উঠে॥
ক্ষণেক ভিতরে যায়, ক্ষণেক বাহির।
রথবেগে পড়ি গেল বহু মহাবীর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে।
নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে॥
কাটিল রথের ধ্বজা সারথি-সহিত।
খণ্ড খণ্ড হ'য়ে ক্রমে পড়ে চতুর্ভিত॥

ধনুক-সহিতে বাম-হাত ফেলে কাটি।
বুকে বাজি পড়ি কেহ কামড়ায় মাটি ॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছট্‌ফটি।
কাটিয়া ফেলিল কারো দন্ত দুইপাটী ॥
শ্রবণ-নাসিকা গেল, দেখি বিপরীত।
কাটিয়া ফেলেন মুণ্ড কুণ্ডল-সহিত ॥
মধ্যদেশ কাটি পড়ে কত-শত বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হৈল চীর ॥
কাটিল রথের ধ্বজা করি খণ্ড খণ্ড।
মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
তীক্ষ্ণ-বাণাঘাতে মত্ত-কুঞ্জর-সকল।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে মন্থি বহুদল ॥
চক্রাকারে ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত।
পেটেতে বাজিল কারো, বাহিরায় অন্ত্র ॥
এইমতে মহামার করিল ফাল্গুনি।
সকল সৈন্যেরে বিন্ধি করিল চালনি ॥
দুই-দুই-অঙ্গুলি অন্তরে অঙ্গ ছেদি।
পড়িল সকল সৈন্য, রক্তে বহে নদী ॥
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে।
অশোক-কিংশুক যেন বসন্তের কালে ॥
একেশ্বর ভ্রমে পার্থ কুরুসৈন্য দলি।
মহাবাতাঘাতে যেন পড়িল কদলী ॥
কালাগ্নি-সমান শিক্ষা দেখি পার্থবীরে।
কার শক্তি চক্ষু মেলি চাহিবারে পারে ॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের গোচর ॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ-নামেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর-হাতে ॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ।
ভুজঙ্গে পাইল যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ ॥
দুই বাণে ধ্বজ-ধনু কাটিয়া তাহার।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হৈল ক্রোধ।
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ দেয় মহাযোধ ॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জ্জন।
দুই-মত্ত-হস্তী যেন হস্তিনী-কারণ ॥
চিরকাল স্ববাঞ্ছিত মিলাইল বিধি।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন-নিধি ॥
দোঁহে দেখি দোঁহাকার হইল হরষ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
রাধা-সুত, ত্যজ গর্ব্ব, ত্যজ সিংহনাদ।
আজি ঘুচাইব তোর সংগ্রামের সাধ ॥
তোমারে মারিব, সবে দেখুক নয়নে।
নিস্তেজ করিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে ॥
যখন কপটে দুষ্ট খেলাইল পাশা।
মনে জাগে যত কিছু কৈলি কটুভাষা ॥
সেই সব আজি তোরে করাব স্মরণ।
বহুদিনে তব সহ হৈল দরশন ॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ, দৈব বলবান্।
যারে খুঁজি সেই জন এল বিদ্যমান্ ॥
তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ।
দুর্য্যোধনের মনোরথ করিব যে পূর্ণ ॥
এত বলি কর্ণবীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন-উপরে প্রহারিল দশ বাণ ॥
গাণ্ডীব-ধনুকে চারি, চারি অশ্বে চারি।
দুই ভুজে উত্তরের দুই অস্ত্র মারি ॥
ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাটে সেইক্ষণ ॥
পুনঃ ষড়্‌বিংশ বাণ ছাড়েন কিরীটী।
সেই অস্ত্র কর্ণ বীর ফেলাইল কাটি ॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চ-বাণ।
অর্দ্ধ পথে পার্থ করিলেন দশ খান ॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র মারে, যেবা যত জানে।
বরিষা-কালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে ॥
বজ্রের প্রহারে যেন পড়য়ে ঝঞ্ঝনা।
ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি করে আগুনের কণা ॥
বাঁশবনে অগ্নি দিলে যথা শব্দ উঠে।
চট্‌ চট্‌ শব্দে অঙ্গে তথা অস্ত্র ফুটে ॥

ঘন শঙ্খ পূরে, ঘন ঘন হুহুঙ্কার।
শব্দেতে পূরিল ক্ষিতি ধনুক-টঙ্কার॥
সহস্র-সহস্র বাণ একেবারে এড়ে।
অন্ধকার করি দোঁহাকার গায় পড়ে॥
দোঁহে অস্ত্র নিবারিছে, রণে বিচক্ষণ।
বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ-বরিষণ॥
সাধু কর্ণ, বলি ডাকে যত কুরুবল।
সাধু পার্থ, বলি ডাকে অমর সকল॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান॥
চারি অশ্ব কাটি তবে কাটে ধনুর্গুণ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন॥
কর্ণেরে বিরথী করি পার্থ মহাবল।
ভীষ্ম-দ্রোণে চাহি তবে হাসে খল-খল॥
শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি।
আর ধনুকেতে গুণ দিল শীঘ্রগতি॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশদিক্ মহাতেজ করে অগ্নিময়॥
যেমত প্রলয়কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকে ঝাঁকে সৈন্যে হৈল হুতাশন-বৃষ্টি॥
পলায় সকল সৈন্য, কেহ নাহি রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয়॥
ঘোর মেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার।
বায়ু-অস্ত্রে উড়ালেন ইন্দ্রের কুমার॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ববাণ এড়েন বিজয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হৈল পার্থময়॥
রথে-রথে গজে-গজে হৈল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি॥
এইমত দুই বীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না করে বিশ্রাম॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত, কেহ নহে ঊন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য-অস্ত্র পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ॥
দুই দুই ভুজে-বক্ষে, যুগল ললাটে।
বর্ম্ম ভেদি চর্ম্ম ছেদি অঙ্গে অস্ত্র ফুটে॥
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সংবরেণ বাণ।
রথ ল'য়ে সারথি যে হৈল পাছুয়ান॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখি তবে যত কুরুশূর।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হ'য়ে শতপুর॥
পদাতি-মাতঙ্গ-রথ-রথী অতি বেগে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র তারা ফেলে চতুর্দ্দিকে॥
পর্ব্বত-আকার হস্তীগণ যূথে যূথ।
পার্থোপরে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ববাণ ছাড়েন কিরীটী।
পার্থরূপী মহাবীর সর্ব্বসৈন্য ঘুঁটি॥
আত্ম-আত্ম সৈন্যক্রমে হয় মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য আর্ত্তনাদ করি॥
রথ-ধ্বজ-পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
মুকুট কুণ্ডল হার নানা রত্নমণি॥
সারি সারি পড়ে হস্তী, কত রথধ্বজ।
পড়িল দীঘলদন্ত লক্ষ লক্ষ গজ॥
মেঘ-চাপ দেখি যেন পর্ব্বত-উপরে।
পড়িল মাতঙ্গযূথ দারুণ-প্রহারে॥
মহাবাতে নিবারিল যেন মেঘমালা।
সমুদ্র-লহরী যেন নিবারিল ভেলা॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেন কুরুবল॥
যে ছিল, পলায় সবে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুনে দেখয়ে যেন শমন-সমান॥
দেখিয়া বিরাটপুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে তবে পার্থ-প্রতি কয়॥

এ তিন-ভুবনে এই অদ্ভুত-কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব, কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু আজি আপন নয়নে॥
ক্ষত্র হ'য়ে হেনজন নহিবে, নহিল।
তোমার সারথি হৈনু, পূর্ব্বভাগ্য ছিল॥
এখন আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
কোন্ ভিতে চালাইয়া দিব রথ হয়॥
হাসিয়া কহেন পার্থ, কি কহ উত্তর।
কি দেখিলে এখনি, কি হইল সমর॥
দুস্তর সাগরবৎ এ-কৌরবসেনা।
পার নাহি হইয়াছে তার এক জনা॥
হের দেখ, নীলবর্ণ যে ধ্বজ-পতাকা।
কৃপাচার্য্য উনি হন মম পিতৃসখা॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
সপ্তকুম্ভ-কমণ্ডলু ধ্বজ যাঁর রথে।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে॥
কুরুবংশগুরু তেঁই, দ্রোণাচার্য্য নাম।
বহুদিনে ভেটিলাম, করিব প্রণাম॥
যদি গুরুদেব মোরে করেন প্রহার।
আমিহ মারিব তবে, নাহিক বিচার॥
তাঁর পাছে অশ্বত্থামা, রাজা দুর্য্যোধন।
তথা রথ লহ মম বিরাট-নন্দন॥
যে রথে বেষ্টিত শ্বেতছত্র সারি সারি।
যত রাজগণ আগে যোড়হাত করি॥
অমর-কুলের যথা কর্ত্তা পিতামহ।
আমার কুলের তথা ইঁহারে জানহ॥
যত রাজা পৃথিবীর পদে করে পূজা।
মম পিতৃ-জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম মহাতেজা॥
তথাপিহ বশ তিনি কুরু নৃপতির।
এই হেতু ভয়ে বড় কাঁপিছে শরীর॥
দুর্য্যোধন-রক্ষা-হেতু যদি করে রণ।
কিমতে তাঁহার অঙ্গে করিব ঘাতন॥

অতি-বড় দয়া তাঁর আমা-পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তাঁহার পালনে॥
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয় জাতি, নাহি উপরোধ।
পরাপর নাহি জ্ঞান, যুদ্ধে হৈলে ক্রোধ॥
বেদব্যাস বিমন্থন করি বেদ-সিন্ধু।
জগতের হিতে জন্মালেন ভারতেন্দু॥
অজ্ঞান জড়তা অন্ধজনের কারণে।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে॥
অতিশয়-ক্লেশে বিরচিল মুনি ব্যাস।
মনোগত অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর ছন্দে।
পিয়ে সাধুজন নিঙ্গড়িয়া সেই চান্দে॥

সংগ্রামস্থলে দেবগণের আগমন

একা পার্থ মহানর্থ করিল কৌরবে।
দেখিবারে সুরাসুর আসিলেন সবে॥
হংসপৃষ্ঠে অষ্ট দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি।
বৃষারূঢ় শশিচূড় ভূষণ-বিভূতি॥
গজস্কন্ধে সুরবৃন্দে আসিল সুরেন্দ্র।
সঙ্গে করি রবি শৌরি সহ গ্রহবৃন্দ॥
বায়ু মৃগে অগ্নি ছাগে নরে বৈশ্রবণ।
মীনোপরে জলেশ্বর মহিষে শমন॥
সিংহ শিখী মুষে থাকি সপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতী॥
কাদ্রবেয় বৈনতেয় অশ্বিনীকুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মর্ত্ত্যে আগুসার॥
স্বায়ম্ভুব আদি সব এল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আসিলেন ক্ষিতি॥
যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সরী।
নানা বাদ্যে সভামধ্যে নৃত্য গীত করি॥
দিব্যগন্ধ মন্দ মন্দ বায়ুতে পূরিল।
যত দেব মিলি সব পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥

পুষ্পগন্ধে ক্ষত্রবৃন্দে বাড়িল মত্ততা।
কাশীরাম মৃদুভাষ শ্রুতিসুখদাতা ॥

● অর্জ্জুনের সহিত কৃপাচার্য্যের যুদ্ধ ও পলায়ন

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাট-নন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন ॥
প্রদক্ষিণ করি ক্রমে সব সৈন্যগণ।
মীন যেন জালমধ্যে করিলা বন্ধন ॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি।
দেবদত্ত-শঙ্খনাদ করেন কিরীটী ॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতমি শুনি শঙ্খের নিস্বন ॥
আশু হ'য়ে আপনার শঙ্খ বাজাইল।
দুই-শঙ্খ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল ॥
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পূরিয়া ধনুর্গুণ টঙ্কারিল ॥
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন-উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
দশ বাণ কাটি বীর করে কুড়ি খান।
তবে দিব্য-অস্ত্র পার্থ করেন সন্ধান ॥
জলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয় ॥
বিচলিতাসন দেখি কৃপাচার্য্য ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র ॥
ক্ষণেকে পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন-উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান ॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কৃপের ধনুক করিলেন খান খান ॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হ'তে খসে যেন সর্প-জীর্ণ-ত্বচ্ ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে ॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেই ধনু কাটি পার্থ কৈলা খান খান ॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে-ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে ॥
দেখিয়া গৌতমি যেন অগ্নি হেন জ্বলে।
কাটা ধনু ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে ॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ-দর্শন।
নানা-রত্ন-ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
ছাড়িলেন শক্তি, আসে হ'য়ে শব্দবান্।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করেন দু'খান ॥
দিব্যাস্ত্র সন্ধান করি তবে ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয় ॥
ছয় বাণে কাটি তবে ফেলে শর-তূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন ॥
সারথি-মুকুট-হয়-রথ হৈল ছিন্ন।
চতুর্দ্দিকে কুরুগণ হৈল ছিন্ন ভিন্ন ॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ, কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা ল'য়ে তবে আসে ক্রোধ-বশে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ ॥
খণ্ড খণ্ড করি ফেলিলেন গদা কাটি।
সব গদা গেল, শুধু রহে বজ্রমুষ্টি ॥
বিবস্ত্র নিরস্ত্র কৃপ, সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরী কেবল ॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীর নন্দন।
এ-বেশে আচার্য্য, কোথা করিছ গমন ॥
অম্বরে অমরবৃন্দ দেখিছে কৌতুক।
লাজে শরদ্বান্-পুত্র হন অধোমুখ ॥
চতুর্দ্দিক হ'তে তবে আসি যোদ্ধৃগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

অর্জ্জুনের সহিত উত্তরের শমীবৃক্ষের নিকট গমন

উত্তরে বলেন, তুমি যুদ্ধ-যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥

পৃষ্ঠা—৫৮৭

● দ্রোণাচার্য্যের যুদ্ধ ও পরাভব

কৃপাচার্য্য-ভঙ্গ যদি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট-কুমারে ॥
রক্তবর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
শীঘ্র রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে ॥
শুনিয়া বিরাট-পুত্র বায়ুসম বেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য-আগে ॥
নিকটে দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
আগু বাড়ি নিজে গুরু আসে কত পথ ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়ে গিয়া দুই পদতল ॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন ॥
কর যুড়ি গুরুদেবে বলে ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা কি-কারণে দেখি মহাশয় ॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আপনে।
আমারে মারিবে অস্ত্র, হেন লয় মনে ॥
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত ॥
পাশাকাল-কথা তুমি জানহ আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুর্য্যোধনে ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
অজ্ঞাতে বঞ্চিনু এক বর্ষ ক্লীববেশে ॥
এ-কষ্টের হেতু যেই বৈরী দুর্য্যোধন।
এতদিনে পাইলাম তার দরশন ॥
যথোচিত ফল আজি দিব আমি তারে।
দুঃখ-নিবেদন এই করিনু তোমারে ॥
ইহাতে আপনি প্রভু, না করিবে ক্রোধ।
তুমি কোপ করিলে না করি উপরোধ ॥
আজ্ঞা কর, একভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়ে, ছাড়ি দেহ পথ ॥
হাসিয়া বলেন দ্রোণ, এ কোন্ উচিত।
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত ॥
মম অগ্রে কৌরবেরে করিবে ঘাতন।
কিমতে দাঁড়ায়ে আমি করিব দর্শন ॥
পার্থ বলে, পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় ॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হ'য়ে হুতাশন।
আকর্ণ পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ॥
তিন শত অস্ত্র মারি অর্জ্জুন-উপর।
কাটিয়া অর্জ্জুন বীর ফেলিলেন শর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর।
অর্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর ॥
অন্ধকার করি যায় গগনমণ্ডলে।
শরদের কালে যেন হংসপংক্তি চলে ॥
দিব্য-অস্ত্র ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া ফেলেন যত আচার্য্যের বাণ ॥
পুনঃ দিব্য-অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সংবর সংবর বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি ॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হ'তে বৃষ্টি হয় মুষল-মুদ্গর ॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা-জোখা।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সংবরহ ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গান্ধর্ব্ব।
নিমেষেকে নিবারেন গুরু-অস্ত্র সর্ব্ব ॥
দোঁহে দিব্য-শিক্ষা, বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরু-শিষ্যে এই মত হইল সংগ্রাম ॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারে কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
পুনঃ দিব্য-বাণ পূরে গুরুদেব দ্রোণ।
গগন ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ॥
না দেখি বানরধ্বজ সারথি অর্জ্জুন
মেঘে যেন আচ্ছাদিল, না দেখি অরুণ ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন।
নিমেষে কাটেন পার্থ সেই অস্ত্রগণ ॥

তবে পার্থ দিব্য-অস্ত্র করিয়া সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ ॥
সহস্র সহস্র বাণ আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্র গগনেতে মহাশব্দ হৈল ॥
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ, ছাইল আকাশ।
অন্ধকারে ঢাকে সূর্য্য রুধিল বাতাস ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে ঘরিষণে হৈল উল্কা-বৃষ্টি।
অমর-ভুজঙ্গ-নর চাহে এক দৃষ্টি ॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন ॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত-দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন ॥
তবে পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্র যোড়েন গাণ্ডীবে।
সহস্র সহস্র বাণ যাহাতে প্রসবে ॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ মারেন তখন।
চক্ষুর নিমেষে সব ছাইল গগন ॥
যেন মহাদাবাগ্নিতে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্র-অগ্নি আচ্ছাদিল, নাহি দেখি পথ ॥
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে, নাহি দেখি আর।
যতেক কৌরব-বল করে হাহাকার ॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম কত করে বরিষণ ॥
বাপের সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
জনকে করিয়া পাছে হৈল পার্থ আগে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনি সবে তরে ভববারি ॥

● অশ্বত্থামার যুদ্ধ

যেই বেগে হৈল আগে দ্রোণের তনয়।
ধ্বজ কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
অশ্বত্থামা-আগে পড়ে কাটা রথ-চূড়া।
না করিতে রণ আগে হৈল রথ মুড়া ॥
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেইমত অস্ত্রবৃষ্টি করে পার্থোপরে ॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, অস্ত্রে আচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কাজ, পবনে রুধিল ॥
অশ্বত্থামা-অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপাম।
যেন ইন্দ্র-বৃত্রাসুরে, রাবণ-শ্রীরাম ॥
পূর্ব্বে যথা যুদ্ধ হৈল দেবতা অসুরে।
দোঁহার ধনুক-ঘোষে কম্প তিন পুরে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্রবৃষ্টি নাহি লেখা-জোখা।
অস্ত্র-বিনা রণমধ্যে অন্য নাহি দেখা ॥
চট্ চট্ শব্দ উঠে, কর্ণে লাগে তালি।
দোঁহা অস্ত্র দোঁহে কাটে, দোঁহে মহাবলী ॥
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ভ্রমে, যেন বায়ুসম গতি ॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রৌণি চিন্তিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব-ধনুক চাহে কাটিবার তরে ॥
অচ্ছেদ্য অভেদ্য ধনুঃ দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ-পরাণ ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিত।
সপ্তচত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত ॥
ধনুকে বিংশতি, ধনুর্গুণে সপ্তশর।
কপিধ্বজে দশ, দশ উত্তর-উপর ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন শরবৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি ॥
কভু দক্ষ-হস্তে বিন্ধে, কভু বিন্ধে বামে।
এই মত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে ॥
অক্ষয় পার্থের তূণ, পূর্ণ অস্ত্রচয়।
যত বিন্ধে, তত হয়, নাহি তার ক্ষয় ॥
সেই মত দ্রোণপুত্র অস্ত্রবৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল ॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র মারে অবিরত।
দ্রৌণির হইল শূন্য তূণ শর যত ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

—

● কর্ণের পুনঃ যুদ্ধ ও পলায়ন

রণ-মধ্যে অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে ধাইল॥
বিজয় নামেতে ধনু ভৃগুপতি-দত্ত।
আকর্ণ পূরিয়া ধায় যেন গজ মত্ত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রোণিরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয়, চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ॥
সতত কহিস্ করি মহা-অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার॥
তাহার পরীক্ষা আজি করিব এক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলে অহঙ্কার।
ক্ষত্র হ'য়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানিস্, সেই সব পাসরিনু বলি॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী আছিলাম সেইকালে।
সকল সহিনু কষ্ট যতেক করিলে॥
অগ্নিসম অঙ্গমাঝে দহিছে সে-ক্লেশ।
অরণ্যের মহাকষ্ট, অজ্ঞাত বিশেষ॥
আজি তোরে দিব আমি সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরবসকল॥
এত শুনি কহে তবে কর্ণ মহাবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যে কহিলে ধনঞ্জয়, কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর, যতেক শকতি॥
পাশাকালে দ্রৌপদীর যত অপমান।
মনে মনে আজি তাহা অন্তরেই জান॥
দ্রোণ-স্থানে ইন্দ্র-স্থানে যে অস্ত্র পাইলি।
যা পারিস্ কর্ শীঘ্র, এই তোরে বলি॥
ইন্দ্র-আদি সঙ্গে করি যদি আস রণে।
বাহুড়িয়া যাবে, হেন না করিহ মনে॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে, সে কি হেন কথা কয়॥
এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন্ মুখে কহ পুনঃ এ দর্প-বচন॥
যাহা কহ, নহ শক্য করিতে সে কাজ।
সভামধ্যে কহিতে না ভাব তুমি লাজ॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়িলেন বাণ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কূলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল॥
তবে দিব্য-পঞ্চবাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিল কর্ণের কাটি ধনুকের গুণ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
সে-গুণ কাটিয়া তবে ফেলেন অর্জ্জুন॥
গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয়।
ধনুঃ ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয়॥
এড়িলেক শক্তিগোটা সূর্য্যসম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আসে গগন-মণ্ডলে॥
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
কাটিলেন রত্ন-হস্তিধ্বজ শোভাধার।
দেখিয়া কৌরবসৈন্য করে হাহাকার॥
কর্ণের সহায় ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুনে বেড়িয়া করে বাণ-বরিষণ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায়সকল॥
দিব্য-বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ কাটি করে খণ্ডখণ্ড॥

আঘাতে ব্যথিত হ'য়ে তবে অঙ্গনাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাহি সাথ॥
বিশেষ অর্জ্জুন-বাণে শরীর পীড়িল।
রণ ত্যজি কর্ণ বীর পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিল॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম-ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর॥
পলায় দুর্ম্মুখ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি সৌবল॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালালেন বেগে॥
শকুনিরে আগুলিয়া রহাইলা রথ।
ফাঁফর সৌবল, পলাইতে নাহি পথ॥
মুখেতে উড়িল ধূলা, নাহি সরে কথা।
অর্জ্জুনে দেখিয়া দুষ্ট হেঁট করে মাথা॥
অর্জ্জুন বলেন, কোথা পলাহ মাতুল।
আমাদের যত কষ্ট, তুমি তার মূল॥
তোমারে মারিলে হয় দুঃখ-বিমোচন।
কপট পাশার হও তুমিই কারণ॥
তোমায়-আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন, নাহি কহ ভাষা॥
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি, যত তোর পক্ষ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট-বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যদি কাটি তোর মাথা॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত, তোরে না যুয়ায়॥
তোমার শকতি নাহি আমারে মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে॥
অবধ্য তোমার শত্রু, জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে না পার কদাচনে॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে রবে কোন্ জন।
প্রাণ ল'য়ে শীঘ্রগতি করহ গমন॥
এত বলি দিব্য-অস্ত্র ধনঞ্জয়ে মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন-উপরে॥
শুনিয়া পার্থের হৃদে হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করেছে পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক॥
ভ্রমাইয়া ল'য়ে গেল রজকের গৃহে।
খরপৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেক তাহে॥
অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমি ঘুরে সুবল-নন্দন॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোকে হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে॥
ঊর্দ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর॥
ভারতে বিরাটপর্ব্বে গোধন-হরণ।
কাশীরাম কহে, করি পয়ারে রচন॥

● ভীষ্মের যুদ্ধ ও চৈতন্য লোপ

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়।
এথা হৈতে লহ রথ বিরাট-তনয়॥
ভয়েতে আকুল হ'য়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্তজনেরে মারিবারে না যুয়ায়॥
ক্ষুদ্রজীবী হীন বলে মারি কোন্ কর্ম্ম।
বিশেষে ভয়ার্ত্ত জনে মারিলে অধর্ম্ম॥
যথায় শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর সন্নিধানে মম রথ লহ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে তবে জিনি সর্ব্বজনা॥
উত্তর বলিল, মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
শব্দেতে বধির দেখ হৈল মম কর্ণ॥

কুম্ভকারচক্র-প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, না দেখি নয়নে॥
তোমার গর্জ্জন আর মহা-হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক-টঙ্কার॥
শরীরের রক্ত মোর হৈল জলবৎ।
দিক্‌গণ ভ্রমে যেন, নাহি দেখি পথ॥
বিশেষে তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত-কাহিনী।
দেখিবার থাক্, কভু কর্ণে নাহি শুনি॥
কখন আদান কর, কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি, তুমি কারে ছাড় বাণ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনুঃ মণ্ডল-আকার।
শতহস্ত হও, চিত্তে লাগয়ে আমার॥
পূর্ব্বের সেরূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি দেখি ভীত হয় মন॥
শীঘ্র কর মহাবীর, ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয়, মোর প্রাণ বাহিরায়॥
পার্থ বলে, কি কহিছ বিরাট-কুমার।
ক্ষত্রিয়-লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার॥
সমূহ শত্রুর মাঝে কহিছ এমত।
কি উপায় আছে ইথে, কে চালাবে রথ॥
স্থির হও, ত্যজ ভয়, ধর অশ্বদড়ি।
চাপিয়া বৈসহ, লহ প্রবোধের বাড়ি॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাট-নন্দন॥
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
দেখুক আমার তেজ আজি সর্ব্বজনা॥
ক্ষিতিমধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইব নদী, সবে দেখাইব যম॥
রুধির করিব নীর, কুম্ভীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব, মীন হবে নর॥
হস্তপদ হবে সব তৃণকাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসি যাবে যত সব রথ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তোর শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র, তব হেন কর্ম্ম কি যুয়ায়॥
কালানল-প্রায় এই দেখ ভীষ্ম বীর।
কুরুসৈন্য মীন, যেন সাগর গম্ভীর॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাঁহাকে॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি॥
নিবাতকবচ পুলোমাদি কালকেয়।
সিন্ধুপুর-হেমপুরবাসী অপ্রমেয়॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে উড়াইনু যেন শিমূলের তূলা॥
সেইমত আমি আজি করিব সমর।
ক্ষত্র-পরাক্রমে বৈস রথের উপর॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শক্ত আশ্বাস করিয়া॥
উত্তর বসিল পুনরপি সিংহবৎ।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থে দেখি আগু হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
পিতামহপদ-ধৌতি বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে॥
দেখি দুই অস্ত্র ভীষ্ম মারিল তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন॥
রক্ষক আছিল ভীষ্ম-রথে চারিজন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃশাসন॥
আগু হ'য়ে পথে আসি পথ আগুলিল।
পতঙ্গের ন্যায় যেন আগুনে পড়িল॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর॥
বেগে পলাইয়া যায়, নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক কাছে॥
দু-বাণে দুর্ম্মুখে পার্থ করে অচেতন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুইজন॥

ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
আগু হ'য়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম॥
পার্থ বলিলেন, দেব, ভদ্র আপনার।
মৎস্যদেশে আগমন কি-হেতু তোমার॥
বিরাটের গাভী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম নাহি তোমা শোভা পায়॥
পর-গাভী নিলে দেব, যত হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি, অঙ্গে ভুঞ্জে তাপ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সংবরিতে।
সসৈন্যেতে আসিয়াছ পর-গাভী নিতে॥
ভীষ্ম বলে, নাহি আসি গাভীর কারণ।
তুমি আছ এইস্থানে শুনিনু বচন॥
বহুদিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত-চিত্ত।
দুর্য্যোধনসহ আসিলাম এ-নিমিত্ত॥
ক্ষত্রিয়-নিয়ম আছে বেদের বচন।
বাহুবলে শাসিবেক পররাজ্য-ধন॥
আমার এ-ধন-রাজ্যে কোন্ প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা-সবার কারণ॥
পার্থ বলে, পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশবর্ষ অপ্রমাদে॥
তোমার প্রসাদে মোরা ভাই পঞ্চজনে।
বহু-বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে॥
তুমি সে গুরুর গুরু, হও মহাগুরু।
কুরুবংশ-কর্ত্তা তুমি, যেন কল্পতরু॥
এমত সময়ে তুমি হইলে সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরুসৈন্য-জয়॥
পাশাকালে দুঃখ পাই জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে॥
আজ্ঞা কর একভিতে নিতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটি গিয়া ছাড়ি দেহ পথ॥
ভীষ্ম বলে, আমি রক্ষা করি দুর্য্যোধন।
মোরে না জিনিলে কোথা পাবে দরশন॥
অর্জ্জুন বলেন, তবে বিলম্বে কি কাজ।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ॥
এত শুনি মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে কুরুবর।
অষ্টবাণ প্রহারিল অর্জ্জুন-উপর॥
অষ্টগোটা সর্পসম সেই অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন-উপর॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়॥
মহাশব্দে আসে বাণ ভাস্কর-সমান।
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান॥
দুই জনে যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর।
নানা বর্ণে এড়িলেন চোখা-চোখা শর॥
দোঁহে দোঁহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমেষ দোঁহাকার নয়নে নয়ন॥
অনলে বরুণ মারে, বায়ব্যে বারুণি।
আকাশে বায়ব্য মারে, শীতেতে আগুনি॥
পন্নগে পন্নগাশন, বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃপুনঃ দোঁহে অস্ত্র ছাড়ে এইমত॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চট্ চট্ শব্দ যেন হৈল অপ্রমিত॥
দোঁহাকার বাণে দোঁহে ব্যথিত-হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে ঘন শ্রমজল বয়॥
সাধু পার্থ, সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ॥
ইন্দ্র-অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
ভীষ্মের হাতের ধনুঃ করেন ছেদন॥
আর ধনুঃ ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ।
সেই ধনুঃ কাটিলেন করিয়া সন্ধান॥
দিব্য-অস্ত্রে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ দশ অস্ত্র দিয়া করেন প্রহার॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহ

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম-ভঙ্গ দেখি ক্রোধে ধায় কুরুপতি ॥
গজেন্দ্রে চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয়-সমাজ ॥
ঊনশত-সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র-শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান।
প্রহার করেন দুর্য্যোধনে দশ বাণ ॥
কাটিয়া পাড়েন তাঁর ভয়ঙ্কর ধনু।
কবচ কাটেন দুই, ছয় বাণে তনু ॥
গজেন্দ্র মস্তকে ভল্ল করেন প্রহার।
বজ্রাঘাতে গিরিশৃঙ্গ যেমন বিদার ॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া ভূমিতলে পড়ে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন-ভঙ্গ দেখি যত সহোদর।
পাছু নাহি চাহে, সব পলায় সত্বর ॥
পাছু থাকি ডাকে ঘন পার্থ ইন্দ্রসুত।
কি-কর্ম্ম করিস্ লোকে, শুনিতে অদ্ভুত ॥
সসৈন্যে পলাস্ সঙ্গে শত-সহোদর।
বলাহ ধরণীমাঝে তুমি দণ্ডধর ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির আজ্ঞাকারী আমি।
মোরে দেখি পলাইস্ হ'য়ে ক্ষিতিস্বামী ॥
সসৈন্যে পলায়ে যাস্ শৃগালের প্রায়।
এই মুখে রাজ্য-ভোগ ইচ্ছ হস্তিনায় ॥
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে ॥
শত্রু নিজ বশ হ'লে, কে ছাড়ে মারিতে।
যদি মারি, কোথা পথ পাবি পলাইতে ॥
ছাড়িলাম, যাহ ল'য়ে নির্লজ্জ জীবন।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন ॥
পলাইলি মম ভয়ে শৃগালের প্রায়।
এই মুখে গাভী নিতে আসিলি হেথায় ॥
পলায়িত জনে আমি না মারি কখন।
ভীমসেন হ'লে তোর নাশিত জীবন ॥
অর্জ্জুনের এইরূপ কটুবাক্য শুনি।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী ॥
লাঙ্গুলে মারিলে যথা নেউটে ভুজঙ্গ।
অঙ্কুশ-কর্ষণে যথা নেউটে মাতঙ্গ ॥
নেউটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ।
চতুর্দ্দিকে ধেয়ে পুনঃ আসে সর্ব্বজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শাল্ব কর্ণ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ ॥
সহস্র সহস্র রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে ॥
মুষল মুদ্গর জাঠি শূল ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সবে বর্ষে শরজাল ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্য-বাণ।
সবাকার রথধ্বজ হৈল খান-খান ॥
গজেন্দ্রমণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী ॥
সিন্ধুজলমধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মথে পার্থ হ'য়ে একেশ্বর ॥
কখন দক্ষিণ হস্তে, কভু বাম করে।
ভৈরব-মূরতি দেখি সংগ্রাম-ভিতরে ॥
গাণ্ডীবের মূর্ত্তি অস্ত্র বিনা নাহি দেখি।
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাকি ॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র-রথধ্বজ ॥
তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল ॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল ॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতিবধ করিলে বহুত।
না জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত ॥
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি, ইহা বিষম হইল ॥

তবে ইন্দ্রদত্ত-অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন-নাম অস্ত্র, মোহে রিপুগণ॥
মন্ত্রে অভিষেকি পার্থ মারিলেন বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ, নাহি কারো জ্ঞান॥
রথে রথী পড়ে, অশ্বে পড়ে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে নিদ্রিত-আকার॥
সর্ব্বসৈন্য মোহপ্রাপ্ত অর্জ্জুন দেখিল।
উত্তরার বাক্য মনে স্মরণ হইল॥
উত্তরে বলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুত্তলী-বসন॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র-বস্ত্র লয় তব চিতে॥
ভীষ্ম-দ্রোণ দোঁহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে, নাহি তব ভয়।
যথাসুখে আন গিয়া যাহা মনে লয়॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল পাগ বীর বাছিয়া লইল॥
দুর্য্যোধন-কর্ণ-দুঃশাসন-আদি করি।
মুকুট করিয়া দূর কেশ মুক্ত করি॥
রথিগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে॥
এমত উত্তর করি বহু বহু জন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি-কুসুম-বৃষ্টি করে সেইক্ষণ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীমণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে॥
পড়িল অনেক সৈন্য, লিখনে না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেহ, সেহ মৃতপ্রায়॥
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি, দেখি লাগে ভয়।
রক্ত-মাংসাহারী ধায় সানন্দ-হৃদয়॥
শৃগাল কুকুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইল সকল॥
শোণিতে বহিল নদী অতি-বেগবতী।
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত-হাতী॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
যোগিনী পিশাচ ভূত প্রেতগণ সাথে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

রণভূমে চামুণ্ডার আগমন

আইল চামুণ্ডা, করে খর-খাণ্ডা,
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ-লহ জিভা, বিদ্যুতের প্রভা,
ঘন-বদন করালা॥
বিকট-দশনা, শোণিত-রসনা,
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা, অতিশয় শোভা,
ভূত-প্রেতগণ থাকে॥
সবার কুণ্ডল, মিহির মণ্ডল,
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজ-দলনী, সক্রোধ চাহনী,
গলে নরমালা মুণ্ডে॥
যুগ্ম-পয়োধর, জিনিয়া ভূধর,
দশ-অষ্ট-চতুর্ভুজা।
অধরে বারুণী, সদা মুক্তবেণী,
সর্ব্বদেব করে পূজা॥
উদর-সমুদ্রে, সশঙ্কিত রুদ্র,
গম্ভীর উচ্চ-শবদা।
পর্ব্বত-কন্দরা, সদৃশ খর্পরা,
সদাই আনন্দহৃদা॥
চিরস্তনী কৃষ্ণা, অতিশয় তৃষ্ণা,
সংগ্রাম শুনিয়া আসে।
দেখি কুতূহল, হাসে খল-খল,
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে॥

সঙ্গে সহচর, ভূচর-খেচর,
ধেয়ে চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
ফেলি নরমুণ্ডে, তুলি ধরে তুণ্ডে,
যেমন কেন্দুয়া পড়ে॥
করতালি-বাদ্যে, রণভূমি-মধ্যে,
নাচয়ে বিহ্বলমতি।
কটিতে সুন্দর, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর,
চরণে বিদরে ক্ষিতি॥
ঘোর-রণস্থলী, আথালী-পাথালী,
পড়ি তুরঙ্গ-সেনা।
নদী বহে রক্তে, খরতর-স্রোতে,
পর্ব্বত-সদৃশ ফেনা॥
তুরঙ্গম-সব, সদৃশ কচ্ছপ,
কুম্ভীর মকর গজ।
রথ-সহ রথী, যেন যূথপতি,
ভাসি যায় রথধ্বজ॥
ছত্র হৈল পত্র, পুষ্প হৈল বস্ত্র,
ভুজ কমলের দণ্ড।
সদৃশ জলধি, তৃণ-কাষ্ঠ-আদি,
ভাসে করপদ খণ্ড॥
কাটা পদ-কর, ছিন্ন কলেবর,
শত শত ছত্রদণ্ড।
দীঘল কুন্তল, শ্রবণে কুণ্ডল,
ভাসি যায় নরমুণ্ড॥
প্রলয়-গম্ভীর, বহিছে রুধির,
ক্রীড়য়ে কালীর গণ।
কত উঠে ডুবে, ধরি আনি সবে,
ভক্ষয়ে মেলি বদন॥
খর্পর ভরিয়া, উদর পূরিয়া,
করিল রুধির পান।
অর্জ্জুনে কল্যাণ, করি নিজ স্থান,
কালিকা কৈল প্রয়াণ॥
ভারত-অমৃত, পিয়ে অনুব্রত,
শ্রুতিযুগে সাধুজন।
কালী-পদযুগে, কাশীদাস মাগে,
দাসার্থে নন্দ-নন্দন॥

——

● দুর্য্যোধনের মুকুটচ্ছেদন ও কুরুসৈন্যের নানা দুরবস্থা

সৈন্য হ'তে বাহিরায় তবে পার্থ বীর।
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হ'লেন মিহির॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সেনাগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে, শ্বাস ঘনে-ঘন॥
কেশ বাস মুক্ত সবে, কম্পিত হৃদয়।
পার্থে দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয়॥
আজ্ঞা কর, কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ-পিতামহ সবে সেবক তোমার॥
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর, লইলাম শরণ তোমার॥
অর্জ্জুন কহেন, তোরা না করিস্ ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক-হৃদয়॥
যুদ্ধেতে নিবৃত্ত আমি, বিনয়ী যে জন।
তাহার নাহিক ভয় আমার সদন॥
তবে কত দূরে থাকি অর্জ্জুন দেখিল।
কতক্ষণে কুরুগণ চৈতন্য পাইল॥
একজন-মুখে আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায়॥
কারো শিরে নাহি পাগ, কারো অঙ্গে বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ॥
দূরে থাকি ধনঞ্জয় মারে দশ বাণ।
গুরু-পিতামহ-পদে করিতে প্রণাম॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ তবে মারেন কিরীটী।
দুর্য্যোধন-মুকুট পড়িলা ভূমে কাটি॥
ভয়েতে আচ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন, না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয়॥

তোমারে অর্জ্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে।
মস্তক থাকিতে কেন মুকুট কাটিবে॥
বিশেষে নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে॥
সেহেতু ক্ষমিল তোমা করি অনুমান।
বৃকোদর হ'লে নিত সবাকার প্রাণ॥
চল চল এথা হ'তে, বিলম্ব না সয়।
আসিবে ত্বরায় বৃকোদর মনে লয়॥
হেনকালে বলিতেছে শকুনি-সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণ-বদন।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণ॥
কেহ বলে, তার ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে ল'য়ে গেল॥
কেহ বলে, যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে, আশু পলাইল হেন জানি॥
রাজা বলে, মাতুলেরে খুঁজ, কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্র চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত॥
গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাত-পায়।
ডাক দিয়া কহে, মোর প্রাণ বাহিরায়॥
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিরে কহে গিয়া সব বিবরণ॥
শকুনির দুরবস্থা সভামধ্যে দেখি।
কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ ঠারে আঁখি॥
সহসা সুশর্ম্মা রাজা আসি উপনীত।
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নরপতি, দেরী করা নয়॥
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া॥
সর্ব্বসৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একাকী পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে॥
বড় ধর্ম্মশীল রাজ-সভাসদ্ কঙ্ক।
দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা, এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বসৈন্য নিপাত করিবে॥
কোথা আছে দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন।
এইমাত্র শুনি রাজা, তাহার বচন॥
গজশুণ্ড ধরি তুলি অন্য-গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ, রথ রথেতে প্রহারে॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা, হেন মনে লয়॥
বিদুর বলিল যত, কিছু অন্য নয়।
কীচকে মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব-আলয়॥
ভীষ্ম বলে, সুশর্ম্মা যে কহে সত্য কথা।
তিলেক রহিতে যুক্তি নাহি হয় হেথা॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই, বীর বৃকোদর।
আসিলে সে জন ভাল নহে নৃপবর॥
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সদয়-হৃদয়॥
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিত ইহার।
আজিকার মধ্যে হৈত সবার সংহার॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন-হৃদয়।
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয়॥
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে।
চল চল শীঘ্র, সেই আসিবারে পারে॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনা-নগরে সবে গেল দুঃখমনে॥
আকাশে অমরবৃন্দ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজ নিজ স্থানে যান পার্থে বাখানিয়া॥

———

● শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের পূর্ব্ববেশ ধারণ

তবে শমীবৃক্ষতলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্ববৎ বান্ধি রাখে সব ধনুর্গুণ॥

দুই করে শঙ্খ দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী করেন কুন্তল॥
হনূমন্তধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
সারথি হইয়া পার্থ নিল কড়িয়ালী॥
উত্তরেরে চাহি তবে বলে ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ-পাণ্ডব আছয়॥
লোকে যেন নাহি জানে এ-সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে কথন॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ সহ দুর্য্যোধন॥
লোকেতে পৌরুষ হবে, পিতার সমান।
রাজ্যে ঘুষিবেক লোক তব যশোগান॥
উত্তর বলিল, ইহা কিমতে হইবে।
কহিতে কি লোকে ইহা প্রত্যয় করিবে॥
যে-কর্ম্ম করিলে তুমি আজিকার রণে।
তোমা-বিনা করে, হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
আমি করিলাম ইহা কহিব স্বমুখে।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত, হাসিবেক লোকে॥
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে।
জয়বার্ত্তা দেহ এক পাঠায়ে গোপালে॥
জয়বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর।
তব হেতু আছে সব চিন্তিত-অন্তর॥
উত্তর দূতেরে তবে করেন প্রেরণ।
দ্রুতগতি দূত পুরে চলিল তখন॥
মহাভারতের কথা বর্ণিতে কে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে॥
শ্রুত-মাত্রে কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন-চরণেতে প্রণতি আমার॥
সাধুলোক-গুণকথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ-বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়॥
অতএব করি আশা, মোরে সাধুজনে।
মূর্খজন জানি ক্ষমা দিবে নিজগুণে॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন-পায়।
পাইল পরম-পদ যাঁহার সহায়॥

● বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও পাশার আঘাতে যুধিষ্ঠিরের রক্তপাত

এথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাদ্য-কোলাহলে দেশে উত্তরিল গিয়া॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
আগুসরি নিল আসি যতেক যুবতী॥
একে একে প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা বলিছে বচন॥
কি-কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলে, বার্ত্তা নাহি জান নরবর॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরব আসি বেড়িল গোধন॥
গোপেরা আসিয়া তবে দিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধে চলি গেল উত্তর-কুমার॥
দ্বিতীয় নাহিক রথী, সারথি না ছিল।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া পুত্র গেল॥
এত শুনি নরপতি শিরে হানে ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া ভাবে মুখে দিয়া হাত॥
এমত কুবুদ্ধি মম পুত্রের হইল।
কুরুসৈন্য-মধ্যে পুত্র একা রণে গেল॥
যেই সৈন্যে ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন।
ইন্দ্র জিনিবারে পারে এক এক জন॥
হেন-সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
তাহাতে সারথি বৃহন্নলা নপুংসক॥
এহেতু আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈল যাত্রা, লোকে উপহাস॥
যত যোদ্ধৃগণ, সবে যাহ শীঘ্রগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি॥
এতক্ষণ জীয়ে, কি না জীয়ে, নাহি জানি।
শীঘ্র শুভবার্ত্তা মোরে পাঠাবেক শুনি॥

এতেক বচন রাজা বলে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিল ধর্ম্মের কুমার ॥
চিন্তা না করিহ রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি ॥
ইন্দ্র-আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা-সারথির নাহি পরাভব ॥
এইরূপে বিরাটেরে কহে ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥
প্রণমিয়া নৃপবরে বলে যোড়করে।
উত্তর কুমার রাজা, পাঠাইল মোরে ॥
কুরুসৈন্য জিনি তিনি গাভী ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল ॥
আসিছে সারথিসহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয়-সমাচার ॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন বিরাট-নৃপতি।
ধর্ম্মপুত্র কহিছেন তবে তাঁর প্রতি ॥
বড়ভাগ্যে নৃপ, শুভ বৃত্তান্ত শুনিলে।
তব পুত্র কুরুসৈন্য জিনিলেক হেলে ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি, বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরবে জিনিবে, ইহা কোন্ চিত্র কথা ॥
তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রিগণ-প্রতি।
দূতগণে পুরস্কার কর শীঘ্রগতি ॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরুসৈন্য যুদ্ধে আজি জিনে একেশ্বর ॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটি সব কর সমসর ॥
দিব্য-দিব্য গন্ধ-বৃক্ষ রোপহ দুসারি।
মঙ্গল বাজনা কর, নাচুক অপ্সরী ॥
যতেক কুমার যাহ সুসজ্জ হইয়া।
আগু বাড়ি উত্তরেরে আন সবে গিয়া ॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাহ শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর ॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পেয়ে মন্ত্রিগণ।
যারে যাহা বলে, তাহা করিল তখন ॥

হৃষ্ট হ'য়ে বলে রাজা চাহি ধর্ম্মকারী।
খেলিব, সৈরিন্ধ্রী, শীঘ্র আন পাশা সারি ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, রাজা, নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে যে স্থিরচিত্ত নয় ॥
বিশেষ দেবন ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্বকার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ ॥
লক্ষ্মীভ্রষ্ট রাজ্যনষ্ট শত্রু হয় বলী।
নানামত দুঃখ লোক পায় পাশা খেলি ॥
শুনিয়াছ তুমি পাণ্ডবের বিবরণ।
এই পাশা-হেতু হারাইল রাজ্য ধন ॥
বিরাট কহিল, কঙ্ক, কহ না বুঝিয়া।
কোন্ শত্রু আছে মম, বিরোধে আসিয়া ॥
রাজ-চক্রবর্ত্তী কুরুরাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন ॥
ভুবন মণ্ডলে এই শব্দ প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল ॥
আর কোন্ জন আছে পৃথিবী-ভিতরে।
হইলে আমার বৈরী যাবে যম-ঘরে ॥
যুধিষ্ঠির বলে, রাজা, উত্তম কহিলা।
কি-ভয় কৌরবে, যার আছে বৃহন্নলা ॥
এত শুনি রোষভরে বিরাট-নৃপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কহে কঙ্ক-প্রতি ॥
কুলের তিলক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল যেই কুরু-নরবর ॥
একবার তার তুই না কহিস্ গুণ।
বৃহন্নলা-ক্লীবে বাখানিস্ পুনঃপুনঃ ॥
কোন্ ছার বৃহন্নলা, বাখানিস্ তারে।
তার মত কত জন আছে মম পুরে ॥
কেবল সহায়-মাত্র হইল সংগ্রামে।
কোন্ গুণে ধন্যবাদ দিস্ নরাধমে ॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃপুনঃ কহিছিস, কত দেহে সহে ॥
মম কথা কঙ্ক, নাহি কর ভালমতে।
কিমতে এ ভাষা কহ আমার অগ্রেতে ॥

কহিতে কহিতে রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি॥
অক্ষপাটী প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিয়া শোণিত বাহিরায় সেইক্ষণে॥
অক্রোধী অজাতশত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে নিজ রক্ত ধরেন তখন॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা, বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র ল'য়ে রাজারে যোগায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা যত্নে ভূমিতে পড়িতে॥
হেনকালে দ্বারদেশে উত্তর আগত।
দ্বারীরে বলিল, নৃপে জানাহ ত্বরিত॥
উত্তরের আজ্ঞা পেয়ে দ্বারী শীঘ্রগতি।
করযোড়ে কহে মৎস্যনৃপতির প্রতি॥
অবধান নরপতি, শুভ সমাচার।
বৃহন্নলাসহ এল উত্তর কুমার॥
তব আজ্ঞা-হেতু রাজা, আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হ'লে ভেটিবেন আসিয়া তোমারে॥
বার্ত্তা পেয়ে নরপতি কহে হরষিতে।
বৃহন্নলাসহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে॥
বিরাটের আজ্ঞা পেয়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা দ্বারপাল-কাণে।
শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা এথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবে, না হও বিস্মরণ॥
তাহা শুনি দ্বারী তবে চলে সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল, চল রাজ-সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা এবে যাক্ আপনার স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজ-সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী গেল সেইক্ষণ।
বাপে নমস্কারি চাহে ধর্ম্মের বদন॥
রক্তধারা বহে মুখে দেখিয়া কুমার।
সম্ভ্রমে বাপেরে বলে হ'য়ে চমৎকার॥
কহ তাত, কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত॥
মুখে রক্তধারা বহিতেছে কি-কারণ।
কোন্ হেতু কহ তাত, হইল এমন॥
মৎস্যরাজ কহিল শুনহ বিবরণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি হে যখন॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করি অবহেলা।
পুনঃপুনঃ বলে, ধন্য ক্লীব বৃহন্নলা॥
এই হেতু মম চিত্তে ক্রোধ হৈল তাত।
অক্ষপাটী প্রহারিনু, হ'ল রক্তপাত॥
উত্তর বলিল, তাত, কুকর্ম্ম করিলে।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে॥
এক্ষণে ইঁহারে যদি শান্ত না করিবে।
নিশ্চয় জানিহ তাত, সর্ব্বনাশ হবে॥
ইন্দ্র যম বৈরী হৈলে আছে প্রতীকার।
কঙ্ক বৈরী হ'লে রক্ষা নাহিক তাহার॥
শীঘ্র উঠ তাত আগে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমত চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে॥
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
বিনয়-পূর্ব্বক কহে ধর্ম্মরাজ-প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ব্যস্ত না হও রাজন্।
তোমাতে আমার ক্রোধ নাহি কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখনে তোমারে ক্রোধ নাহি কদাচিৎ॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন্।
অক্ষপাটী যেইকালে করিলে ঘাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতনপূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
শোণিত যদ্যপি সেই পড়িত ভূতলে।
তবে রাজ্যসহ নাহি থাকিত কুশলে॥

আমার শোণিতবিন্দু যেই স্থলে পড়ে।
সে-স্থলের রাজা-প্রজা সকলেতে মরে ॥
উত্তর বলিল, তাত, কঙ্ক দয়াবান্।
কঙ্কের ক্ষমাতে হৈল সবার কল্যাণ ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে গেল।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক নিষেধিল ॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
তবে সে জনক বড় অনর্থ ঘটিত ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
যাহার প্রসাদে ভবসাগরেরে তরি ॥

● বিরাটরাজার নিকট উত্তর-গোগৃহে যুদ্ধ-বিবরণে উত্তরের কল্পিত বচন

তবে মৎস্য-নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল, কহ তাত, যুদ্ধ-সমাচার ॥
যে কর্ম্ম করিলে তুমি, অদ্ভুত সংসারে।
দুর্দ্ধর্ষ সে কুরুসৈন্য, জিনিলে সমরে ॥
তোমার সমান পুত্র, নহিল, নহিবে।
তোমার মহিমা-যশ সংসারে ঘুষিবে ॥
কহ তাত, কিরূপে জিনিলে কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর বলি বিখ্যাত ভুবনে ॥
দেব-দৈত্য অগ্রে যার যুদ্ধে নহে স্থির।
কিমতে জিনিলে হেন কুরু মহাবীর ॥
দ্রোণ-গুরু বলি যিনি প্রতাপে অপার।
ক্রোধ কৈলে জিনিবারে পারয়ে সংসার ॥
কালাগ্নি-সমান শিক্ষা ভীষ্ম মহাবীর।
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুর্জ্জয়-শরীর ॥
কিমতে করিলে যুদ্ধ তা-সবার সহ।
প্রত্যক্ষে তোমার কথা শুনি, মোরে কহ ॥
অদ্ভুত লাগিছে মোর এই বিবরণ।
যেই কুরুসৈন্য আছে মহা রথিগণ ॥
ব্যাঘ্রমুখ হ'তে যেন আমিষ আনিলে।
সেই মত কুরু হৈতে গোধন ছাড়ালে ॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান্ আমি তোমার জনক ॥
উত্তর বলিল, তাত, কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ ॥
বহুসৈন্য দেখি চিত্তে লাগে মম ভয়।
হেনকালে আসে এক দেবের তনয় ॥
আপনি হইয়া রথী করিলেক রণ।
কুরুবল রণে সেই জিনিল তখন ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম, নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাঁহার কাহিনী ॥
লণ্ডভণ্ড করিলেক অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল তাত, কে করে গণনা ॥
দয়া করি তোমা-আমা সঙ্কটেতে তারি।
কুরুসৈন্য হ'তে গাভী দিলেক উদ্ধারি ॥
নাহি জিনিয়াছি আমি কুরুসৈন্যগণ।
নাহি মুক্ত করি আমি একটি গোধন ॥
শুনিয়া বিরাট কহে, কহ পুত্র মোরে।
কি-হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে ॥
কোথায় নিবাস তাঁর, গেল কোথাকারে।
কহ পুনর্ব্বার দেখা পাব নাকি তাঁরে ॥
উত্তর বলিল, তাত, আছে এই দেশে।
আজি কিবা কালি কিংবা তৃতীয় দিবসে ॥
এথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হন আনন্দিত-মন ॥
অন্তঃপুরে যান পার্থ, যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন ॥
যার যে নিবাস-স্থানে নিবাসিল গিয়া।
কাশীদাস কহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া ॥
যতনে ধেয়ায় সাধু যাঁরে নিরবধি।
জলধিকূলেতে যেই দয়াময় নিধি ॥
জলধর-কান্তি মুখচন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল-কমল-চক্ষু অরুণ-নিন্দিত ॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি-বরণ ওষ্ঠাধর-করপুট ॥

যে-মুখ-দর্শনে জন্ম-জন্ম-পাপ খণ্ডে।
জরা-শোক-ভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে ॥
কৃষ্ণ পদ-কৃপা লভি কহে কাশীদাস।
দ্বিজ-পদরজে যেন চিত্ত করে বাস ॥

● বিরাট-সিংহাসনে যুধিষ্ঠিরের রাজা হওন, অজ্ঞাত-বাস মোচন ও বিরাটের সহিত পরিচয়

রজনীতে পাণ্ডবেরা মিলিল ছ'জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিলাম, বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলে।
পরকার্য্যে কেন এত জ্ঞাতি-বধ কৈলে ॥
অর্জ্জুন বলেন, অবধান নরনাথ।
দুর্য্যোধন-দোষে সৈন্য হইল নিপাত ॥
এতেক দুর্গতি পেয়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য, রণ করিবে নিশ্চয় ॥
যুধিষ্ঠির কহেন, কি-প্রকারে জানিলে।
নাহি দিবে রাজ্য, তোমা কোন্‌জন কৈলে ॥
পার্থ বলে, অস্ত্রমুখে জিজ্ঞাসিনু দ্রোণে।
না করিবে সন্ধি, জানি দ্রোণের বচনে ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণবদন।
এ-কর্ম্ম করিলে ভাই, কিসের কারণ ॥
না জানি, অজ্ঞাত-শেষ কত দিনে হয়।
ইতিমধ্যে কি-প্রকারে দিলে পরিচয় ॥
কহ সহদেব, শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা।
দ্বাদশ-বৎসর-শেষ অজ্ঞাতের লেখা ॥
অজ্ঞাত-বৎসর শেষ কিছু যদি থাকে।
তবে পুনঃ যাব মোরা ঘোর অরণ্যেতে ॥
সহদেব বলে, প্রভু, হইয়াছে শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের লিখিত।
তব আজ্ঞা লৈতে আছে হইতে উদিত ॥
যুধিষ্ঠির মহানন্দে কহে সহদেবে।
শুভ দিন সমুদিত হবে ভাই, কবে ॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ়-পূর্ণিমা-তিথি দিন শুভক্ষণ ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া, ইন্দ্রনামে যোগ।
বৃহস্পতি বাসরেতে মাস-অর্দ্ধ ভোগ ॥
সহদেববাক্যে ধর্ম্ম হ'লেন সম্মত।
যথাস্থানে যাব সবে, নিশা অর্দ্ধগত ॥
অনন্তরে তার পর তিন দিনান্তরে।
পুণ্যতীর্থে স্নান করি পঞ্চ সহোদরে ॥
দিব্য-অস্ত্র-অলঙ্কার করেন ভূষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ ॥
বিরাট রাজার রাজসিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝি বসে ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
ভস্ম হ'তে মুক্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হ'তে মুক্ত যেন হইল তপন ॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভে দেবগণ।
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভেন তেমন ॥
বামভাগে বসিলেন দ্রুপদদুহিতা।
দক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড-ছাতা ॥
করযোড়ে পুরোভাগে রহে ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয় ॥
সভাতে রাজার যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্যরাজেরে কহিল ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মদিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে ॥
শ্বেত শঙ্খ আসে দোঁহে রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র-ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধেয়ে সবে আসিল তখন ॥
পাণ্ডবেরে দেখি সবে বিস্ময়ে মগন।
পঞ্চগোটা ইন্দ্র যেন হ'য়েছে শোভন ॥
জ্বলদগ্নি-সম তেজঃ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেক রহে রাজা স্তম্ভিত হইয়া ॥
উত্তর পড়িল কত দূরে ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতিবাক্য বলে ॥

দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত-অন্তর।
কঙ্কেরে চাহিয়া বলে কর্কশ-উত্তর॥
হে কঙ্ক, কি-হেতু তব হেন ব্যবহার।
কিমতে বসিলে তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বসাই নিকটে।
কোন্ বুদ্ধে বৈস আজ মোর রাজপাটে॥
প্রথমে বলিলে তুমি, আমি ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি, ফলমূলাহারী॥
কোন দ্রব্যে নাহি মম কিছু অভিলাষ।
এখন আপন ধর্ম্ম করিলে প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করি তোমা কৈনু সভাসদ্।
এবে ইচ্ছা হৈল নিতে মম রাজপদ॥
না বুঝি বসিলে তুমি সিংহাসনে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর॥
আর দেখ মহাশ্চর্য্য সব সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোর ভয় নাহি কিছু, নাহি লোক-লাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বসে রাজসভা-মাঝ॥
কহ বৃহন্নলা, কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইলে কর যোড়ি॥
হে বল্লভ সূপকার, তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কোপরে ধর তুমি ছাতা॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥
হে সৈরিন্ধ্রী, জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি, পরম পবিত্র॥
এখন কঙ্কের সহ হেন ব্যবহার।
নাহি লজ্জা-ভয় কিছু অগ্রেতে আমার॥
বাপের বচন শুনি পুত্র ভীতমন।
আঁখি চাপি জনকেরে করে নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিল রাজন্।
উত্তরে চাহিয়া বলে সক্রোধ বচন॥
কহ পুত্র, তোমার এ কেমন চরিত।
মোর পুত্র হ'য়ে কেন এমত অনীত॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতিবাক্য, ঘন-ঘন প্রণিপাত॥
সেই দিন হ'তে তোর বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হ'তে যেই দিন গোধনের ত্রাণ॥
আমা হ'তে শত গুণে কঙ্কের ভকতি।
নহিলে এ-কর্ম্ম করে কঙ্কের শকতি॥
পুনঃপুনঃ নরপতি কহে কটূত্তর।
কোপেতে কম্পিতকায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুন-বীর কহিছেন ধীরে॥
যা বলিলে নরপতি, মিথ্যা কিছু নয়।
তোমার আসন এঁর যোগ্য নাহি হয়॥
যে-আসনে ত্রিভুবনে সবে নমস্করে।
ইন্দ্র যম বরুণাদি শরণাগত ডরে॥
অখিল-ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি যে-চরণে করে প্রণিপাত॥
সে-আসনে নিরন্তর বসে যেইজন।
কিমতে তাহার যোগ্য হয় এ-আসন॥
অন্ধক কৌরব বৃষ্ণি ভোজ আদি করি।
সপ্তবংশসহ খাটে সর্ব্বদা শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দশ-কোটি হস্তী যাঁর প্রতিদ্বার রাখে।
অশ্ব-রথ-পদাতিক কার শক্তি লেখে॥
দানেতে দরিদ্র নাহি রহে পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যাঁর পালনেতে॥
অথর্ব্ব অকৃতী অন্ধ যত অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ॥
অষ্টাশী-সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে-দ্রব্য যাহার ইচ্ছা, পায় সর্ব্বনরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগ রক্ষিত যাঁহার।
দুইভিতে রামকৃষ্ণ মাতুল-কুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
দ্বাদশ-বৎসর ভ্রমিলেন তীর্থবনে॥

হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার আসনযোগ্য হয় কি ইঁহার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মানে চমৎকার।
সম্ভ্রমে অর্জ্জুনে কহে, বল আরবার॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অধিকারী।
কোথায় ইঁহার আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী।
সত্য কহ বৃহন্নলা, এই ধর্ম্ম যদি॥
অর্জ্জুন বলেন, হের দেখ নরপতি।
তব সূপকার যেই বল্লভ খেয়াতি॥
যাঁহার প্রহারে যক্ষ-রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত॥
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক॥
অশ্বপাল গোপালক যেই দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারু-হাসিনী।
পাঞ্চালরাজের কন্যা, নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে বঞ্চিল॥
আমি ধনঞ্জয়, ইহা জানহ রাজন্।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত-মন॥
উত্তর বলয়ে তবে করিয়া বিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত, কহনে না যায়॥
পঞ্চ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
এক বর্ষ তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত॥
দেখিয়া না দেখ রাজা, হইলে অজ্ঞান।
যাঁর দরশনে ইন্দ্র-চন্দ্র হয় ম্লান॥
মহাবল কীচকেরে হেলায় মারিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল॥
অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায়।
তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায়॥
ভুজবলে জিনিলেক যত যোদ্ধৃগণ।
রাজ্যরক্ষা কৈল তব, রাখিল গোধন॥
যাঁর শঙ্খনাদে তিন লোক কম্পমান।
বধির হ'য়েছে অদ্যাবধি মম কাণ॥
সেই ইন্দ্রদেব-পুত্র এই ধনঞ্জয়।
একরথে যে করিল কুরুসৈন্য-জয়॥
পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ-রাজসূয়কালে।
বহু দিন কর ল'য়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে॥
সহস্র সহস্র রাজা সঙ্গে ল'য়ে কর।
দ্বারিগণ-প্রহারেতে জীর্ণ-কলেবর॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত, গৃহেতে আসিল॥
চরণে শরণ লহ পিতঃ গো সত্বরে।
এত বলি রাজপুত্র প্রণিপাত করে॥
শুনিয়া বিরাটরাজা সজললোচন।
সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল, গদগদবচন॥
ঊর্দ্ধবাহু করি তবে পড়ে কত দূরে।
পুনঃপুনঃ উঠে পড়ে, ধূলায় ধূসরে॥
সবিনয়ে বলে রাজা যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি, ক্ষম নৃপমণি॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্রগণ।
করিলাম তব পদযুগে সমর্পণ॥
শুনিয়া সদয় হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
আজ্ঞা করিলেন পার্থে, তুলহ রাজন্॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তাঁরে তোলে সেইক্ষণে।
সান্ত্বাইল মৎস্যরাজে মধুর-বচনে॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়।
তোমার পুরেতে আসি লইনু আশ্রয়॥
বিরাট কহিল, যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি, অপরাধী নহ॥
এক বর্ষ তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত।
গর্ভবাসে যথা সবাকার বাস খ্যাত॥
নিজগৃহ হ'তে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই॥

বিরাট বলিল, যদি হ'লে কৃপাবান্।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
উত্তরা-নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তারে বিবাহ করুক বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন, কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হ'লেন ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ মহাবীর কিবা আছে মোরে বাদ।
দারা পুত্র দোষী, কিংবা কন্যা-অপরাধ ॥
অর্জ্জুন বলেন, রাজা, কহ না বুঝিয়া।
এক বর্ষ পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
দীক্ষা-শিক্ষা-জন্মদাতা একই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে আচার্য্যের জ্ঞানে ॥
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবেক, পার্থ ছিল নারীবেশ ধরি ॥
এক বর্ষ নারী সহ ছিল নারীদেশে।
শয়ন-গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
এইহেতু মম ভয় বড় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দিবেক দুষ্টজনে ॥
তুমিহ পবিত্র, তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যাযোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে সুপণ্ডিত, বিক্রমে কেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা-সুন্দরী ॥
অভিমন্যু যোগ্য পাত্র ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নরপতি, কর কন্যা দান ॥
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন বিরাটের তরে।
দ্বারকানগরে দূত পাঠাহ সত্বরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ

তবে ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেয়ে যায় দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা-যথা বৈসে বন্ধুজন ॥
পাণ্ডবের কথা শুনি যত বন্ধুগণ।
শ্রুতমাত্রে মৎস্যদেশে কৈল আগমন ॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ ল'য়ে।
রাম-কৃষ্ণ দুই-ভাই গরুড়ে চড়িয়ে ॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্ব গদ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥
সুভদ্রা সৌভদ্র আর যতেক সারথি।
সহ পরিবারে আসিলেন লক্ষ্মীপতি ॥
আসিল পাঞ্চাল হ'তে দ্রুপদ রাজন্।
ধৃষ্টদ্যুম্নসহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন ॥
কাশীরাজ-আদি আর কেকয় নৃপতি।
দুই-অক্ষৌহিণী সেনা দোঁহার সংহতি ॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্ব রাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
নানাধৃতি সুকৃতি কৌতুক-নরপতি।
ঝিল্ল-উপঝিল্ল তথা এল শীঘ্রগতি ॥
মাতৃ-সহ অভিমন্যু অর্জ্জুন-নন্দন।
চিত্রসেন সারথি যে আসে সেইক্ষণ ॥
বৃষ্ণি-ভোজ-উলূকাদি যত সেনাপতি।
পুরীসহ শ্রীগোবিন্দ আসিলেন তথি ॥
মাতঙ্গ সহস্র দশ, অশ্ব তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথে চড়ি আসে সর্ব্ব পক্ষ ॥
দশ লক্ষ রথ আসে পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আসিলেন বিরাট-ভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
চকোর পাইল যেন পূর্ণিমার চন্দ্র ॥
আলিঙ্গন দিয়া রাজা কৃষ্ণে না ছাড়েন।
নয়নেতে দুই ধার অশ্রু বরিষেন ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য, গদগদ ভাষ ॥

প্রণমিয়া শ্রীগোবিন্দ বলে মৃদুভাষা।
একে-একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষা॥
সবারে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যক্ষে সবারে দেন উত্তম আলয়॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ-কারণ।
নট নটী নৃত্য করে, বিবিধ বাজন॥
নানাবৃক্ষ রোপে, আর নানা পুষ্পমালা।
প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ, প্রতি দ্বারে কলা॥
নানা-বস্ত্র বিভূষণে কন্যা সাজাইল।
রোহিণী-চন্দ্রমা যেন একত্র মিলিল॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে মিলে, যেন রতি কাম॥
অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ-ভাগিনেয় বসুদেবের যে নাতি॥
সমাদরে মৎস্যরাজ করে কন্যাদান।
রথ-গজ-অশ্ব দিল প্রধান প্রধান॥
এক লক্ষ দিল গজ, রত্ন-সিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিল নানা ধন॥
হেনমতে সবান্ধবে কুতূহল-মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাট-ভবনে॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজগণ।
যে যাহার দেশে সব করিল গমন॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা অভিমন্যু-সনে।
বিদায় করেন কৃষ্ণ যত সৈন্যগণে॥
যত যদুনারী গেল দ্বারকানগরে।
বলভদ্র-আদি আর যতেক কুমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি॥
পাণ্ডবের অভ্যুদয় শুনে যেই জন।
সর্ব্বদুঃখ তরে সেই, ব্যাসের বচন॥
হরিকথা-শ্রবণেতে সর্ব্বপাপ যায়।
আদি-মধ্য-অন্তে যেবা হরিগুণ গায়॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
বিরাটপর্ব্বের কথা হৈল সমাপিত॥

আদি-সভা-বন-বিরাটের পুণ্যগাথা।
যাহা শুনি সর্ব্বলোক তরে ভববাধা॥
চন্দ্র-বাণ-পক্ষ-ঋতু-শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ, কাশীদাস কয়॥

———

ব্যাসবন্দন ও ফলশ্রুতি কথন

বন্দি মহামুনি ব্যাস তাপস-তিলক।
তপোধন পরাশর যাহার জনক॥
বেদশাস্ত্র-পরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর॥
যুগল নয়ন দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির॥
ভাগবত পুরাণাদি যতেক গ্রন্থন।
যাঁর তপপ্রভাবেতে হৈল নিরমাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান॥
মৎস্যগন্ধা গর্ভে যাঁর দ্বীপেতে উৎপত্তি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি॥
দ্বীপেতে জনম তাই নাম দ্বৈপায়ন।
কৃষ্ণ তার কায়, কৃষ্ণ নাম সঞ্চায়ন॥
চারি বেদ বিভাগেতে নাম বেদব্যাস।
প্রণতি করিয়া রচে কাশীরাম দাস॥
সংক্ষেপে বর্ণিনু পর্ব্ব বিরাটের কথা।
সুধার সমান মহাভারতের গাথা॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক অন্যথা॥
সুবর্ণ-মণ্ডিত শৃঙ্গ ধেনু শত শত।
সুপণ্ডিত দ্বিজে দান দেয় অবিরত॥
নিত্য নিত্য শুনে পুণ্য ভারতের কথা।
নিশ্চয় জানহ তুল্য ফল লভে দাতা॥
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধুজন॥

সুবৃষ্টি করুক মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হৌক পৃথ্বী শস্য সমাবেশে॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রাহ্মণ নির্ভয়।
ভক্তেরে কৃতার্থ যেন করে দয়াময়॥
ধন্য হৈল কায়স্থের কুলে কাশীদাস।
চারিপর্ব্ব ভারতের করিল প্রকাশ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।
কৃষ্ণপদাম্বুজে অলি হৈল অভিলাষ॥
হরিধ্বনি কর সব গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে যেই মজে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা॥
থাকিলে ভারত নীচগৃহে নহে দুষ্ট।
শুনিলে পাতক হয় সমূলে বিনষ্ট॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

ইতি বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত

উদ্যোগপর্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন ।
সত্য হ'তে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন ॥
আপন রাজ্যের অংশ-লাভের কারণ ।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে ।
কোন্ দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে ॥
উত্তর গোগৃহে যুদ্ধে কৌরব প্রধান ।
অর্জ্জুনের স্থানে পেয়ে বহু অপমান ॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার ।
কহ শুনি মুনিবর, করিয়া বিস্তার ॥

মুনি বলে, শুন শুন, নৃপ জন্মেজয় ।
যুদ্ধে পরাভূত হ'য়ে কৌরব-তনয় ॥
ভগ্নদণ্ড হ'য়ে রাজা আসিল শিবিরে ।
মহামনস্তাপ-হেতু দুঃখিত অন্তরে ॥
অধোমুখ হ'য়ে রাজা বসিল সভাতে ।
অন্তরেতে মহাদুঃখ, লাগিল ভাবিতে ॥
শিবা-হাতে সিংহ যেন পায় অপমান ।
শার্দ্দূলের হাতে যেন কুঞ্জর প্রধান ॥
একা পার্থ করিলেন সবাকারে জয় ।
ব্যাকুল কৌরবপতি পেয়ে লজ্জা-ভয় ॥
কর্ণ বলে, মহারাজ, ত্যজ চিন্তা মনে ।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে ॥

বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুরে বধিল॥
বিনা-উপায়েতে সিদ্ধি না হয় রাজন্।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাট-নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া॥
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্কেত করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চজন।
ভোজন-কারণে, রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্ন-পান-সনে বিষ সবাকারে দেহ॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
ছলে-বলে শত্রুজনে মারিবে নিশ্চিত॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নমুচিরে অদিতি-নন্দন।
বলে না পারিয়া তারে চিন্তিল কারণ॥
ছল করি ফলমধ্যে রহি পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যম-ঘর॥
সে-কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডবগণে বুদ্ধি-অনুসারে॥
নতুবা সৈন্যের সহ সাজ নরপতি।
বিরাটনগরে চল যাইব সম্প্রতি॥
বিরাটের পুরী সব চৌদিকে বেড়িয়ে।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মারহ পোড়ায়ে॥
দুইমতে যাহা ইচ্ছা, কর নরবর।
যেই চিত্তে লয়, তাহা করহ সত্বর॥
রাজা বলে, যত কহ নাহি লয় মনে।
কার শক্তি বিনাশিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট-পাশায় তার হরিলাম সর্ব্ব॥
পাঠাইনু বনবাসে দ্বাদশ বৎসর।
অজ্ঞাতেতে স্থিতি এক বর্ষ তার পর॥
সভামধ্যে পাণ্ডবেরা কৈল যেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈবের কারণ॥
আমার উপায় যত, হইল বিফল।
এখন সহায় লভি হৈল মহাবল॥
যে হৌক, সে হৌক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা-যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয়॥
এই ত প্রতিজ্ঞা মোর, কভু নহে আন।
ইহার উপায় সখা, করহ বিধান॥
যাবৎ না মরে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
রাজ্যে-রাজ্যে দূতগণে করহ প্রেরণ॥
নিবসে যতেক রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু বরি ত্বরা আনহ সবারে॥
সবামধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুমন্ত নৃপতি।
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহ্লীক প্রভৃতি॥
সুশর্ম্মা-নৃপতি-আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধহেতু সবাকারে করহ বরণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন॥
অস্ত্রশস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র-বলাবল করহ নির্ণয়॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু-সাধু বলি তারে প্রশংসে তখন॥
উত্তম বলিলে যুক্তি, নিল মোর মনে।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি-বলে-গুণে॥
দেবগণ-মধ্যে যথা দেব-শচীপতি।
প্রজাপতি-মধ্যে যথা দক্ষ মহামতি॥
তারাগণ-মধ্যে যথা শীতল-কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয়-মধ্যে তোমার গণন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর॥
জয়-পরাজয়ে না করিবে অভিমান।
সংগ্রামে বিমুখ হ'লে নরকে প্রয়াণ॥

সে-কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করহ উদয়।
যুদ্ধহেতু বর ত্বরা যত রাজচয়॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন।
সৈন্য-সমাবেশ কর, দৃঢ় করি মন॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
রাজগণে পত্র লিখি দিল সবাকারে॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে-যুক্তি, করিলে, মম মনে নাহি লয়॥
ভাই-ভাই-বিচ্ছেদ না উত্তম দেখায়।
হিত-উপদেশ রাজা, কহিব তোমায়॥
মানবৃদ্ধি নাহি ইথে, নাহি কোন যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য, না হবে পৌরুষ॥
সে-কারণে যুদ্ধে কিছু নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব-সহিত সবে করহ মিলন॥
পাণ্ডব তোমার কিছু অহিত না করে।
আপন-ইচ্ছায় ভাগ যা' দিবে তাহারে॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন।
এখন এমত বুদ্ধি না কর রাজন্॥
পাশায় জিনিয়া তার নিলে সর্ব্বধন।
তবু তারা তোমা-প্রতি নহে ক্রুদ্ধমন॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম-অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে॥
পূর্ব্বে তা-সবার যেই ছিল অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন।
তবে যাহা মনে লয়, করিও তখন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে।
সত্য হ'তে মুক্ত যদি হয় কদাচনে॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব।
যেইকালে সাক্ষাতেতে ছিনু মোরা সব॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা, তুমি তোষহ পাণ্ডব॥
তাহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভাই-ভাই-বিরোধ না হয় প্রয়োজনে॥

ভীষ্মের এতেক কথা শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিল বচন॥
শত্রুকে ভজিব আমি, মনে নাহি লয়।
যে হৌক, সে হৌক, যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ক্ষত্রমধ্যে অযোগ্যতা গণি এই কর্ম্ম।
শত্রুকে যে রাজ্য ত্যজে, করে সে অধর্ম্ম॥
ভীষ্ম বলিলেন, কর যাহা লয় মন।
হিত-উপদেশ আমি বলিনু এখন॥
অনন্তরে দ্রোণ-কৃপ-বাহ্লীক রাজন্।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে-একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন॥
ভীষ্ম যা' কহিল, তাহা কর মহারাজ।
ভাই-ভাই বিরোধে না হেরি কোন কাজ॥
কুলক্ষয় হইবেক, লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান॥
আপন পৈতৃক-ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা ছাড়ি দেহ তারে শাস্ত্রের বিহিত॥
যে সত্য করিল তারা সবার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ-সহোদর॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা'-সবার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ আরবার॥
ইথে অপযশ নাহি, নাহি কোন ক্লেশ।
পাণ্ডব তোমারে স্নেহ করয়ে বিশেষ॥
যে করিলে অপমান, না করিল মনে।
অন্য কেহ হ'লে নাহি সহিত কখনে॥
দেবাসুর-নরমধ্যে খ্যাত পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
উত্তর গোগৃহে যুদ্ধে দেখিলে আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
বিরাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল।
দয়ায় অর্জ্জুন-বীর কারে না মারিল॥
তোমায় আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন রণমাঝে করে পরিহার॥

অনন্তরে অরণ্যেতে গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
ধরিয়া তোমারে ল'য়ে করিল প্রয়াণ ॥
মুখ্য-মুখ্য ছিল তব যত সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহারো শকতি ॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল ॥
বলিবে যে উত্তর-গোগৃহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায় ॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
সে-কারণে গাভী মুক্ত করিল প্রকারে ॥
ভাই-ভাই-যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয়-পরাজয় মানি একই সমান ॥
কহিলে, পরম শত্রু মোর পঞ্চজন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ-ঘোষণ ॥
কোনকালে শত্রুভাব না করে তোমারে।
বিচার করিয়া রাজা, বুঝহ অন্তরে ॥
তুমি শত্রুভাব কর, তাহারা না করে।
জ্ঞাতিমধ্যে যেইজন বেশী বল ধরে ॥
সে হয় প্রধান রাজা, কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা, লঙ্কার ঈশ্বর।
বহুবলে জিনে সেই এই চরাচর ॥
ক্ষত্রবংশ-চূড়ামণি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
তাহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন ॥
মুখ্য-মুখ্য ছিল তার যত সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা-সম পাপ নাহি কহে জ্ঞানী জনে ॥
আশু হ'তে হিংসাবুদ্ধি যেইজন করে।
পঞ্চ-মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে ॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে, লোকে নাহি মান।
কহিব পূর্ব্বের কথা, কর অবধান ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের শাপ

দক্ষকন্যা অদিতি যে কশ্যপ-গৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করি দেবী ভজে শূলপাণি ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর ॥
মম গর্ভে হবে যেই পুত্রের উৎপত্তি।
ত্রিভুবন-মধ্যে যেন হয় মহামতি ॥
নাগ-নর-সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করে যেন তাহার চরণ ॥
স্বস্তি বলি তারে বর দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী ॥
আমারে দিলেন বর দেব-পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন ॥
কশ্যপ বলিল, শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয় ॥
ত্রিভুবন-মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন-ভুবনে- লাক করিবেক পূজা ॥
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
অদিতি করিল কতদিনে ঋতুস্নান ॥
স্বামী সঙ্গে রতি-কেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণু-অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে ॥
পরম-সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি তার নাম মুনিবর দিল ॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে ॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামীরে বলে বাণী ॥
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায় ॥
কহিলেন অদিতিরে মহা-তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক এই ত নন্দন ॥
ছোট-বড় জীব-জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক ॥

ইহা সম বলবন্ত কেহ নাহি হবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে ॥
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোকে তার পর যান মহামুনি ॥
নারদ আসিল কত দিনে সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে ॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্র করিবেক জগৎ-ব্যাপন ॥
মহাবলবন্ত হবে বিখ্যাত ত্রিলোকে।
এ তিন-ভুবনে লোক পূজিবে ইহাকে ॥
এত বলি যথাস্থানে গেল তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবে মনে-মন ॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক দুঃখ দিবেক আমারে ॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল ॥
যেইকালে নিদ্রাগতা দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটি ইন্দ্র করে সাতখানি ॥
পুনশ্চ প্রত্যেকখানি কাটে সাত বার।
তাহাতে হইল ঊনপঞ্চাশ প্রকার ॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হৈল অতিশয়।
কত দিনে প্রসবিল সকল তনয় ॥
ক্রমে ঊনপঞ্চাশৎ জন্মে প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময়-মন ॥
অহিংসকে হিংসা করি পায় বড় তাপ।
জন্মিল পবন-দেব অতুল-প্রতাপ ॥
তবে কত দিনে ইন্দ্র কশ্যপ-নন্দন।
গৌতমের স্থানে গিয়া করে অধ্যয়ন ॥
চারি বেদ ষট্ শাস্ত্র পঠন করিল।
তথাপিহ কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল ॥
পরম সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি ॥
এক দিন গেল মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী আছে একা ঘরে ॥

কামেতে পীড়িত হ'য়ে অদিতি-নন্দন।
মায়া করি গুরুরূপী হ'লেন তখন ॥
গুরুরূপ ধরি ইন্দ্র গুরুপত্নী হরে।
কতক্ষণে ঋষিবর আসিলেন ঘরে ॥
গুরুপত্নী দেখি তাঁরে মানিয়া বিস্ময়।
মুনিপানে চাহি ধনী পায় বড় ভয় ॥
স্বামীরে চাহিয়া কহে বিনয়-বচন।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ ॥
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত নাথ কহ ত আমাকে ॥
এত শুনি মুনিবর ভাবে মনে-মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপনন্দন ॥
গুরুপত্নী হরে; এত করে অহঙ্কার।
এত বলি মুনিবর কহে প্রতি তার ॥
নিষ্ফল করিলি যত শাস্ত্র-অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোনজন ॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত শাস্তি, যে-কর্ম্ম করিলি ॥
হউক সহস্র যোনি তোর কলেবরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতম-বাক্য, কে অন্যথা করে ॥
হইল সহস্র যোনি শক্রের শরীরে।
আপনা নেহারি ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে ॥
কোন্ লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন ॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যায় কশ্যপনন্দন ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপ-কুমার।
সহস্র বৎসর তপ করে অনাহার ॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র-বিনে।
দুরন্ত রাক্ষস বড় অসুর-ভুবনে ॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান-যজ্ঞ-তপ-জপ সকলি নাশিল ॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ-সকল তত্ত্ব তবে জানিলেন ধ্যানে ॥

ব্রহ্মারে করেন স্তুতি বিবিধ-প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে ॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেন তাহারে।
সহস্রেক ভগ হৈল তাহার শরীরে ॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজি অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে ॥
ইন্দ্র-বিনা অসুরেতে জগৎ ব্যাপিল।
তোমার রচিত সৃষ্টি, সব নষ্ট হৈল ॥
সে-কারণে বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিতান্ত করিহ প্রভু, শাপান্ত তাহার ॥
এইরূপ তপোধন কহে বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর ॥
কশ্যপ-সহিত আসি কমল-আসন।
গৌতম-সকাশে আসি উপনীত হন ॥
গৌতমে বিনয়ে মুনি কহে বহুতর।
শুনহ গৌতম মুনি, আমার উত্তর ॥
আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সংবরণ।
অজ্ঞানে গুরুর পত্নী করিল হরণ ॥
পাইল উচিত শাস্তি, ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি-নন্দনে ॥
গৌতম বলেন, দেব, কর অবধান।
কহিলাম যেই কথা, নাহি হবে আন ॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে ॥
শুনিয়া কশ্যপ-মুনি আনন্দিত-মন।
যথাস্থানে গেল করি দেব-সম্ভাষণ ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আসিল, যথা আপন-নন্দন ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগগণ অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন ॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনা নেহারি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে ॥

কশ্যপ বলিল, পুত্র, কর অবধান।
অনুচিত-কর্ম্ম নাহি কর সমাধান ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিও।
কদাচিৎ কোনজনে হিংসা না করিও ॥
জ্ঞাতি-বন্ধু-আদি করি যত পরিবারে।
কদাচিৎ হিংসা নাহি করিবে কাহারে ॥
অহিংসকে হিংসা কৈলে জন্মে মহাপাপ।
কুযশ-ঘোষণা হয়, জন্মে মনস্তাপ ॥
এত বলি ইন্দ্রে পাঠাইল যথাস্থান।
এই শুন, কহিলাম পূর্ব্বের বিধান ॥
যে কহেন ভীষ্মবীর, না কর অন্যথা।
সম্প্রীতে পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা ॥
সমুচিত রাজ্য ছাড়ি দেহ তাহাদেরে।
সমভাবে থাক সদা সম-ব্যবহারে ॥
ভাই-ভাই-বিরোধে না আছে প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে, আর কুযশ-ঘোষণ ॥
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদুর-সহিত।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝালেন নীত ॥
কারো বাক্য না শুনিল কৌরবের পতি।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● রাজ্যলাভার্থ পাণ্ডবদের পরামর্শ ও ধৌম্য দ্বিজকে হস্তিনায় প্রেরণ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
বিরাট-নগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
অজ্ঞাতে হইয়া মুক্ত আনন্দিত-মন।
সুহৃদ্-বান্ধব-সব হইল মিলন ॥
অভিমন্যু-বিবাহ-উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিয়া সুখে মহাসমাদরে ॥
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাট-সভায়।
শতসূর্য্য শতচন্দ্র যেন শোভা পায় ॥

দিব্য-সিংহাসনে বসিলেন যুধিষ্ঠির।
বামেতে নকুল ভীম পার্থ মহাবীর॥
দক্ষিণেতে সহদেব দ্রুপদ রাজন্।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-বীর-আদি আর যতজন॥
সম্মুখে বসিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
প্রসঙ্গ করিল তবে দ্রুপদ রাজন্॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম-অনুবলে তাহে হইল উদয়॥
আপন পৈতৃক-ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ ত্বরিত॥
মম চিত্ত নহে, দুষ্ট পাপিষ্ঠ কৌরবে।
সম্প্রীতে ছাড়িয়ে রাজ্য অর্পিবে পাণ্ডবে॥
উত্তর-গোগৃহে যত পায় অপমান।
একেশ্বর ধনঞ্জয় করে সমাধান॥
সেই অপমানে রাজা কৌরবের পতি।
না করিবে প্রীতি, হেন লয় মম মতি॥
তথাচ আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্র-স্থান॥
প্রিয়ংবদ দূত যেই নীতিশাস্ত্র জানে।
বিধিমতে বুঝাইবে অম্বিকা-নন্দনে॥
ভীষ্ম-দ্রোণে বুঝাইবে, রাজা দুর্য্যোধনে।
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় কদাচনে॥
তবে যা' বিধান হয়, করিব উচিত।
আমা-সবে মিলি শাস্তি দিব সমুচিত॥
এতেক বলিল যদি দ্রুপদ ভূপতি।
ভাল-ভাল বলি সায় দিলেন নৃপতি॥
ভাল-ভাল বলি ইহা লয় মম মন।
সম্প্রীতে হইলে ক্রোধে কোন্ প্রয়োজন॥
প্রিয়ংবদ দূত যাক হস্তিনানগরে।
জ্যেষ্ঠতাত-আদি করি বুঝাহ সবারে॥
বুঝাইবে দুর্য্যোধনে, রাধার নন্দনে।
তবে যদি সম্প্রীতে না করে কদাচনে॥
তবে যা বিধান হয়, করিব উচিত।
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে সুবিহিত॥
অকারণে দূত পাঠাইবে তথাকারে।
সম্প্রীতে না দিব রাজ্য কৌরব-পামরে॥
মহাখল পাপাচার দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ততোধিক কর্ণ যেই রাধার নন্দন॥
কপটে যতেক কষ্ট দিল দুষ্টগণ।
বিনা-যুদ্ধে শান্ত নাহি হবে কদাচন॥
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা করা উচিত না হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে চল যাই ল'য়ে সৈন্যচয়॥
লইবে আপন রাজ্য বলে মহারাজ।
না নিলে বাড়িবে দর্প, নাহি দিলে লাজ॥
সে-কারণে মাগিবার নাহি প্রয়োজন।
আপন ইচ্ছায় লহ আপন শাসন॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে কৌরব-কুমার।
আমা-সবা মিলি তারে করিব সংহার॥
সবংশে করিব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগণে।
এই যুক্তি নরপতি, লয় মম মনে॥
ভীমসেন বলে, ভাল কৈলে নরপতি।
আপনি যেমত বিজ্ঞ, কহিলে তেমতি॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু পাপাশয়।
মুহূর্ত্তেকে তারে ক্ষমা যুক্তিযুক্ত নয়॥
এত দুঃখ দিল দুষ্ট পাপী দুর্য্যোধন।
সে-সব স্মরণে মম হেন লয় মন॥
রজনীর মধ্যে সব হস্তিনা বেড়িয়ে।
সকল কৌরবগণে মারহ পোড়ায়ে॥
তবে সে আমার খণ্ডে হৃদয়ের তাপ।
এমনে নিঃশ্বাস ছাড়ে, যেন কালসাপ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ, অরুণ-লোচন।
রাজারে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
তোমার কারণে এত দুঃখ সবাকার।
তোমার কারণে জীয়ে কৌরব-কুমার॥
কি বুঝি সম্প্রীতি বল করি তার সনে।
বিনা-দ্বন্দ্বে সাধ্য নহে রাজা দুর্য্যোধনে॥
আজ্ঞা কর নরপতি, বিলম্ব না সয়।
সসৈন্যে সাজিয়া আজি যাব হস্তিনায়॥

সবংশে মারিব আজি রাজা দুর্য্যোধনে।
এই যুক্তি নরপতি, লয় মম মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন, ভাল কৈলে মহাশয়।
আজ্ঞা কর কুরুগণে করি পরাজয় ॥
ক্ষমিবার যোগ্য নহে, কি-হেতু ক্ষমিব।
রজনীর মধ্যে আজি কৌরবে মারিব ॥
সহদেব ও নকুল দেন অনুমতি।
হাসিয়া কহেন তবে দেব-জগৎপতি ॥
যা' কহিলে ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
এইমত করিবারে সমুচিত হয় ॥
তথাপি আছয়ে হেন শাস্ত্রের বিধান।
সম্প্রীতে রিপুর সঙ্গে করিবে সন্ধান ॥
সম্প্রীতে না দিলে বল করিবে পশ্চাতে।
পূর্ব্বাপর হেন রাজা, আছয়ে শাস্ত্রেতে ॥
প্রিয়ংবদ দূত হবে, সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঠাইয়া দেহ আগে হস্তিনাভুবনে ॥
দুর্য্যোধন-আদি করি যত সভাজনে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইবে শাস্ত্রের বিধানে ॥
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয় তাহা করিও তখন ॥
হেন চিত্তে লয় মম, রাজা দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য করিবেক রণ ॥
ভূপতি বলেন, ভাল কথা নারায়ণ।
দূত পাঠাইয়া দেহ হস্তিনাভুবন ॥
ধর্ম্মনীতি বুঝাইবে অম্বিকা-নন্দনে।
তবু রাজ্য না ছাড়িবে, লয় মম মনে ॥
পশ্চাতে করিব তবে, যেই মনে লয়।
শুনিয়া উত্তর করিছেন ধনঞ্জয় ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি সুহৃদ্ সুজন।
রাজারে চাহিয়া তবে বলিল বচন ॥
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু-কুলাঙ্গার।
মোরা সব মিলি তারে করিব সংহার ॥
এই কথা বলে সবে যত রাজগণ।
তবে ধৌম্যে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
হস্তিনানগরে তুমি যাহ শীঘ্রগতি।
প্রীতিবাক্যে বুঝাইবে কুরুগণ-প্রতি ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরাদি প্রতীপকুমারে।
প্রীতিবাক্যে সমাচার দিবে সবাকারে ॥
গান্ধারী প্রভৃতি আর জননী কুন্তীরে।
সমভাবে নমস্কার জানাবে সবারে ॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবে বচন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন ॥
সম্প্রীতে বিনয়-ভাযে অগ্রেতে কহিবে।
না শুনিলে উপযুক্ত বচন বলিবে ॥
দম্ভ করি কহিবে, না কর তাহে ভয়।
পাণ্ডবের হাতে তোর হবে কুলক্ষয় ॥
কপটে যতেক দুঃখ দিলে সবাকারে।
সেই তাপ-হুতাশন দহে কলেবরে ॥
তাহার উচিত শাস্তি অবিলম্বে দিব।
সবংশেতে দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিব ॥
এরূপে ধৌম্যেরে কহি ভাই পঞ্চজন।
পাঠাইয়া দিল তাঁরে হস্তিনাভুবন ॥
তবে কৃষ্ণ-প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া করে নিবেদন ॥
আজ্ঞা কর, দ্বারাবতী করি আগুসার।
আসিব সংবাদ পেলে হেথা পুনর্ব্বার ॥
যুধিষ্ঠির বলে, শুন কহি নারায়ণ।
সম্প্রীতে না দিবে রাজ্য দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
অবশ্য হইবে রণ, না হবে খণ্ডন।
কৌরব-সহায় মহা মহা-বীরগণ ॥
তুমি অনুবলমাত্র কেবল আমার।
তোমা-বিনা গতি আর নাহি মো-সবার ॥
তোমা-বিনা আমরা যে ভাই পঞ্চজন।
যেমন সলিল-হীন মীনের জীবন ॥
চন্দ্র-বিনা রাত্রি যেন শোভা নাহি পায়।
তথা তোমা-বিনা পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥
আপনি আমারে কৃষ্ণ, হও অনুকূল।
তবে সে জিনিতে পারি কৌরব সমূল ॥

এত শুনি হাসি হাসি বলে নারায়ণ।
যে-আজ্ঞা করিবে, তাহা করিব পালন ॥
মহারণে হব আমি পার্থের সারথি।
সবংশে করিব ক্ষয় কুরুবংশপতি ॥
পার্থের বিক্রম রাজা, খ্যাত ত্রিভুবনে।
একেশ্বর জিনিবেক যত কুরুগণে ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ রণে নহে স্থির।
কি করিবে শত ভাই কৌরব কুবীর ॥
এত বলি আলিঙ্গন করি সেইক্ষণে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকাভুবনে ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ব্যাস-বিরচিত দিব্য-ভারত-পুরাণ ॥
পড়ে যেবা, শুনে যেবা, কহে যেই জন।
সর্ব্ব-দুঃখ খণ্ডে তার, আপদ-মোচন ॥
সেই-কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
কাশীরাম দাস কহে পয়ার-প্রবন্ধে।
পিয়ে সাধুজন নিঙ্গাড়িয়া ভাষা-ছন্দে ॥

● কুরুসভায় ধৌম্যের প্রবেশ ও হিত-কথন

মুনি বলে, শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
কুরুসভামধ্যে গেল ধৌম্য-মহাশয় ॥
সভা করি বসিয়াছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ্-অমাত্য-বন্ধুগণের সংহতি ॥
শত ভাই সহোদর রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বিদুরাদি যত যত জন।
সভা করি বসিয়াছে কুরুর নন্দন ॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকা-নন্দন ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই পাঠাইল মোরে।
আপন বিভাগ রাজ্য লইবার তরে ॥
কহিল বিনয় করি যুধিষ্ঠির-রায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায় ॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবেন মম নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন ॥
পাণ্ডবের পতি তুমি, পাণ্ডবের গতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি ॥
তুমি যে করিবে আজ্ঞা, না করিব আন।
তব আজ্ঞাবর্ত্তী পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান ॥
যত দুঃখ সহিলাম তোমার কারণ।
তব বশে হারালাম সব রাজ্যধন ॥
যে নির্ণয় হৈল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ-সঙ্কটেতে ॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটা-বল্ক-পরিধান তপস্বীর বেশ ॥
অনন্তর অজ্ঞাতেতে রহিনু লুকায়ে।
পরসেবা করি পর-আজ্ঞাবর্ত্তী হ'য়ে ॥
রাজপুত্র হ'য়ে করি ক্লীব-ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম, হীন-কুলাচার ॥
পাইলাম এত দুঃখ, নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে ॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা, আমা সবাকায় ॥
ভাই-ভাই-বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভীম কহিলেন, দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে আগে মম নমস্কার ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ আর প্রতীপকুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে ॥
কহিবে নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল, তাহা সর্ব্বলোকে জানে ॥
যা' হবার তা' হইল, ক্ষমিনু অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ রাজ্য দেহ পাণ্ডবেরে ॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয় ॥

অর্জ্জুন কহিল রাজা, করিয়া মিনতি।
কহিবে অন্ধের স্থানে আমার ভারতী॥
যত দুঃখ দিলে, তাহা নাহি করি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে॥
যত অপমান কৈল, দেখিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে॥
কপট-পাশায় যথাসর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল॥
সহিলাম সে-সকল তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপে বলে রাজা, ইন্দ্রের কুমার॥
সহদেব ও নকুল কহে বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া সন্তোষহ পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই-ভাই-বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
যেই চিত্তে লয় তাহা করহ রাজন্॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলে, অসদৃশ নহে দ্বিজবর॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক এই দুর্য্যোধনে॥
কর্ণ-দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর কুমার॥
এখন যে কহি, তাহা শুন সভাজনে।
প্রিয়ংবদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থানে॥
প্রিয়বাক্য কহি সবে আন এথাকারে।
সমুচিত ভাগ ছাড়ি দেহ সে-সবারে॥
নানা-বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ পঞ্চ-সহোদর॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল তার, যতেক ভাণ্ডার॥
যেই সত্য করিলেক, তাহে হৈল পার।
সমুচিত ভাগ দেহ, উচিত তাহার॥

বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
সে-কারণে দ্বন্দ্ব কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া রাখ পাণ্ডুপুত্রগণ॥
ভীষ্ম বলিলেন, ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে॥
বিরোধ হইলে রাজা, হবে কোন্ কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ॥
না দিলে প্রলয় রাজা, হবে কুলক্ষয়।
সে-কারণে অবধানে শুন মহাশয়॥
প্রিয়ংবদ দূতে রাজা, দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন বিনয় করিয়া॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন্।
আমরা এতেক কহি হিতের কারণ॥
কৌরবের পতি তুমি, কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে কহিবে, তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয়, তাহা করহ বিধান॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভাজন।
সাধু-সাধু বলি প্রশংসিল জনে-জন॥
দ্রোণ-কৃপ-বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
পুনঃপুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা, পাণ্ডুর কুমারে॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয়, শুন নৃপমণি॥
এইরূপে কহে যত-যত সভাজন।
মনে-মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রসঙ্গেতে কর্ণে লাগে শাল।
ক্রোধে করে মাথা হেঁট কুরু-মহীপাল॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন পুত্র, কর অবগতি॥
সবার সম্মান রাখ, শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী॥

ভাই-ভাই সম্প্রীতে ভুঞ্জহ রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাই, জন্মে মহাদুখ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে, অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন, কহি যে তোমায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● বৃক রাজার উপাখ্যান

সূর্য্যবংশে বৃক-নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কোশলনন্দিনী দোঁহে সতী-পতিব্রতা॥
যুবাকাল গেল তার, অপত্য নহিল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে সেবিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যানগরে তবে করিল গমন॥
ভার্য্যাসহ নরপতি আছে অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল, কে নিবারে তারে॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যাসহ নরপতি করিল বন্দন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
মিষ্ট-অন্ন-পান তাঁরে দিলেন ভোজনে॥
রাণীসহ কর যুড়ি মুনি-অগ্রে রহে।
তুষ্ট হয়ে বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন তাঁহে॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি-প্রধান।
তোমা-সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান্॥
রূপে কামদেব জিনি, শীততায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি, গুণে গুণসিন্ধু॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে, সামর্থ্যে হনূমান্।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথুরাজার সমান॥
সেনাপতি-মধ্যে যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞের মধ্যে যেন জীবের নন্দন॥
তবে কেন চিন্তান্বিত দেখি যে তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা, কহ ত আমারে॥
রাজা বলে, মুনিবর, কহিলে প্রমাণ।
যেহেতু চিন্তিত আমি, শুনহ বিধান॥
যুবাকাল গেল মম, অপত্য নহিল।
এইহেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল॥
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্বসুখবিহীন যে-জন পুত্রহীন॥
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সরঃ, ফলহীন তরুগণ॥
চন্দ্র-বিনা রাত্রি যথা সর্ব্ব-অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যা-হীন যথা ব্রাহ্মণকুমার॥
ধর্ম্মহীন নর যথা, ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যথা, দন্তহীন অহি॥
পুত্রহীনে ধনজন সব অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম, শুন তপোধন॥
এত শুনি মনে-মনে ভাবে মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করেন উত্তর॥
পুত্র-ইষ্টি কর রাজা, করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন॥
সকল পৃথিবী পরাজিবে বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈল তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করি আয়োজন॥
সুমতির গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
পরম সুন্দর ধরে রাজার লক্ষণ॥
কুমতির গর্ভে হৈল একই তনয়।
দিনকর-সম পুত্র হৈল তেজোময়॥
দিনে দিনে বাড়ে সব রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত-মন॥
সুমতির গর্ভে যেই দুই পুত্র হৈল।
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় দু-নাম রাখিল॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতি-নন্দন।
বাহু নাম তবে তার রাখিল রাজন্॥

কতদিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকি কাছে আনি শীঘ্রগতি॥
তিন পুত্রে রাজ্যখণ্ড ভাগ করি দিল।
ভার্য্যাসহ নরপতি অরণ্যে পশিল॥
তপোযোগ সাধি রাজা লভে দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইল রাজা বাহু নরপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর করে যজ্ঞ, অন্যে নাহি মন॥
দ্বিজগণে ধনদান করে অপ্রমিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ রাজা, ধর্ম্মে সুপণ্ডিত॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ-মর্ত্ত্য-ভুবনে॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ-ভারতী॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ॥
অস্ত্রে-শস্ত্রে বিজ্ঞ হবে মহাধনুর্দ্ধর।
শত-অশ্বমেধ করিবেক নরবর॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে॥
তবে কতদিনেতে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরী করিল গমন॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য-রত্নসিংহাসনোপরি॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি, কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ-মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত॥
জ্ঞাতিমধ্যে ধনে জনে যেই বলবান্।
ক্ষত্রিয়ের সেই শত্রু গণি যে প্রধান॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নীতিশাস্ত্রে আছে, কহে মুনিগণ॥
কহ মুনি, আমারে যে ইহার বিধান।
নারদ বলেন, রাজা, কহিলে প্রমাণ॥
ছলে বলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজ বশে হ'লে শত্রু করিবে নিধন॥
কহিলে প্রমাণ রাজা, না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট, পাবে যথা তথা॥
তারে শত্রু বলি, সেই শত্রুভাব করে।
পাইলে নাশিবে শত্রু, শাস্ত্রের বিচারে॥
গর্ভে যদি জন্মে শত্রু, দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে, শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে, রাজা, কর অবধান॥
বাহুর ঔরসে সেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্ত-ভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা-আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয় হয় জানাই তোমারে॥
এত বলি দেব ঋষি হন অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হন সচিন্তিত-প্রাণ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নৃপবর।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর॥
পঞ্চ পাত্রে ল'য়ে যুক্তি করেন রাজন্।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমা-আদি আছে তার যত জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয়॥
ইহার উপায় কিছু কহ মন্ত্রিগণ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন॥
বলেতে সমর্থ নাহি হব কদাচন।
যদি বা করিব যুদ্ধ, হারাব জীবন॥
মন্ত্রিগণ বলে, যুক্তি শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া হেথা আন বাহুর রমণী॥

সাধ খাওয়াবার ছলে উপায়-করণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে ॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখি কিছু আর।
এই মত করি রাজা বধ সে কুমার ॥
রাজা বলে, মন্ত্রিগণ, কহিলে শোভন।
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি কর আয়োজন ॥
রন্ধন করিতে কহ সূপকারগণে।
সঙ্কেত করহ যেন কেহ নাহি জানে ॥
পরিবারগণ-সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে ॥
রাজার আদেশ পেয়ে যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরে আনিল শীঘ্র করি নিমন্ত্রণ ॥
বিষযুক্ত খাদ্য আনি ভোজনের কালে।
বাহুরাজ-মহিষীরে খাওয়াইল ছলে ॥
তথাপিহ গর্ভপাত নহিল তাহার।
সহ পরিবার রাজা কৈল আগুসার ॥
সে-সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিবার তরে ॥
অহিংসক মোরে হিংসা করে দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে করিল ধিক্কার ॥
হিংসক কপট জ্ঞাতিমধ্যে যেই জন।
তাহার নিকটে বাস নহে সুশোভন ॥
অহিংসকে হিংসয় যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহি কদাচন ॥
পাপসঙ্গে রহে যদি, পাপে ধায় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ ॥
অপত্য নহিল, হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন ॥
এইরূপে সদা রাজা করে অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ নহিল প্রসব ॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেক নৃপতির সঙ্গ ॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-সহ মৈত্রভাব করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি ॥
যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে বাহু নরপতি।
অরণ্যে প্রবেশ করে ভার্য্যার সংহতি ॥
দেখিল আশ্রম-বন অতি সুশোভন।
ফলফুলে সুশোভিত যত বৃক্ষগণ ॥
দিব্য-সরোবর আছে বনের মাঝারে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে ॥
পুণ্য সরোবর যেই বিন্দুসর নাম।
প্রফুল্ল কমল কত অতি অনুপাম ॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি রাজা আনন্দিত মন ॥
তথাতে আশ্রম করি রচিল কুটীর।
চিন্তায় আকুল রাজা, চিত্ত নহে স্থির ॥
অনুক্ষণ চিন্তাকুল বাহু-নরবর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধিযুক্ত হৈল কলেবর ॥
নৃপতির কাল প্রাপ্তে হইল মরণ।
ব্যাকুলা হইয়া রাণী করেন ক্রন্দন ॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্তা হইয়া তবে মনে যুক্তি করি ॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখে সতী পতি-কলেবর ॥
চিতা-আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আসে তথাকারে ॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে ॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীরে চাহিয়া তবে বলে তপোধন ॥
চিতা-আরোহণ নাহি কর কদাচিৎ।
অবধানে শুন মাতা, শাস্ত্রের বিহিত ॥
দিব্যচক্ষে আমি সব পাই যে দেখিতে।
রাজ-চক্রবর্ত্তী আছে তোমার গর্ভেতে ॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ-মর্ত্ত্য-ভুবনে ॥
রাজরাজেশ্বর হবে মহাতেজোময়।
শত-অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবে নিশ্চয় ॥

ব্রাহ্মণে দিবেক দান সদা অপ্রমিত।
না হইল, না হইবে তাহার তুলিত ॥
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চমহাপাপ আসি তাহারে বেড়য় ॥
কদাচিৎ স্বামিসঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয় ত গমন ॥
যত পুণ্য-কর্ম্ম তার, সব নষ্ট হয়।
কদাচিৎ পুণ্যফল নাহিক সে পায় ॥
রজঃস্বলা কিংবা শিশু-পুত্ত্রেরে রাখিয়া।
পতি-সঙ্গে যেইজন মরয়ে পুড়িয়া ॥
হয় পঞ্চ পাতকের ভাগী সেই নারী।
ব্যর্থ তার ধর্ম্মকর্ম্ম, কহিনু বিচারি ॥
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়া দাহন।
রাণীরে লইয়া গেল আপন-সদন ॥
প্রেতকর্ম্ম করিল সে ভর্ত্তার বিধানে।
শ্রাদ্ধ-শান্তি আর দান ত্রয়োদশ দিনে ॥
সেবাতে সন্তুষ্ট হন মহা তপোধন।
এইরূপে রহে রাণী মুনির সদন ॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন ॥
গরল-সহিত পুত্র প্রসব-কারণ।
সগর বলিয়া নাম রাখে মুনিগণ ॥
দিনে দিনে বাড়ে শিশু সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন ॥
দরিদ্র পাইল যেন হারানিধি ধন।
সেমত পাইল রাণী অপত্য-রতন ॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি করি আনয়ন।
যত্ন করি সেই শিশু করেন পালন ॥
নানা-অস্ত্র-শাস্ত্র করাইল অধ্যয়ন।
অল্পদিনে হৈল সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নবীন বয়স শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্থানে গেল মুনিবর ॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন্ বংশে জন্ম মম, কহ গো জননী ॥
কাহার তনয় আমি, কহিবে নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয় ॥
শিশুকালে পিতৃহীন হয় যেইজন।
দুঃখী হ'তে দুঃখী সেই, জন্ম অকারণ ॥
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন।
ফলহীন বৃক্ষ যথা অতি কুলক্ষণ ॥
চন্দ্র-বিনা রাত্রি যথা সব অন্ধকার।
গায়ত্রী-বিহনে যথা ব্রাহ্মণকুমার ॥
ধনহীন গৃহী যথা, ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যথা, পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে-কারণে কহ মাতা, জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
এত শুনি কহে রাণী করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্যবশে তোমা পাইনু নন্দন ॥
মহারাজ-বংশে পুত্র, জনম তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ ও হৈহয় পাপী জ্ঞাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥
সেইকালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে তোমা মারিবারে ॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা-সহ এই বনে আসিল রাজন্ ॥
হিংসকের হিংসা হেরি চিন্তি নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নরপতি ত্যজে কলেবর ॥
অনুমৃতা হ'তে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব-মুনি আসি মোরে বারণ করিল ॥
মুনির আশ্রমে আমি আছি সে-কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করেন রোদন ॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ-লোচন।
মাতার ক্রন্দন পুত্র করে নিবারণ ॥
প্রণমিয়া জননীরে লইল বিদায়।
ন্যানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে করি লয় ॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় লইয়া।
সুহৃদ্ বান্ধবগণে সহায় করিয়া ॥

যতেক পিতার শত্রু পূর্ব্ব হ'তে ছিল।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সব খণ্ড খণ্ড কৈল ॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ-শরণ ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোনজন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ ॥
তখন বশিষ্ঠ মুনি তারে নিবারিল।
অযোধ্যায় ল'য়ে সিংহাসনে বসাইল ॥
একচ্ছত্র রাজা হৈল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণে শাসে নিজ বাহুবলে ॥
পুত্র ষাটি সহস্র যে তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে ॥
মহাবলবন্ত হৈল মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে সবে হইল সংহার ॥
অহিংসকে হিংসে যেই, পায় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি হয়, অশেষ দুর্গতি ॥
সে-কারণে শুন পুত্র, না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে কিবা প্রয়োজন ॥
সমুচিত ভাগ দিতে উচিত যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয় ॥
ভাই-ভাই-বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি দেহ আনাইতে পঞ্চজন ॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহার সহিত দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার ॥
দুর্য্যোধন বলে, ইহা নহে ত বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার ॥
বিনা-যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ ॥
ক্ষত্র হ'য়ে শত্রুকে না করিবে বিশ্বাস।
শত্রুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ ॥
যে হৌক, সে হৌক, তাত, ক্রোধ কর তুমি।
বিনা-যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য আমি ॥
এত বলি সভা হ'তে চলিল উঠিয়ে।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী ল'য়ে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসবিরচিত দিব্য-ভারত-পুরাণ ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, নাহিক সংশয়।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

● ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ

কহেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
সভা হ'তে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন ॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
অধোমুখ হ'য়ে তথা রহে দণ্ড চারি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হ'তে উঠি সবে চলিল তখন ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলেন ধৃতরাষ্ট্র-বিদ্যমান ॥
কুলক্ষয়-হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর-বচনে তাহা হইল প্রমাণ ॥
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে ॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছহ রাজন্।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রীতে মিলন ॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হয়েছিল এ সংসারে ॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম-অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যার অধিকার ॥
ইন্দ্রের সম্পদ্-তুল্য যাঁহার গণন।
জলবিম্ব-প্রায় সব দেখিল রাজন্ ॥
হিংসা হেন বস্তু তার না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে ॥
তপোযোগে আরাধিয়া পায় দিব্য গতি।
তার পুত্র হৈল ধ্রুব জগতে সুকৃতী ॥
যাঁহার মহিমা-যশ পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম-অবতার ॥

অনন্তরে সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যাঁর যশস্তবে সর্ব্ব ভুবন ভরিল ॥
অপার মহিমা যাঁর, দিতে নারে সীমা।
শীত-গুণে চন্দ্র যেন, ক্ষমা-গুণে ক্ষমা ॥
অতুল-সম্পদ্ ভোগ করিল জগতে।
হিংসা হেন বস্তু কভু না করিল চিতে ॥
এইরূপে কত হৈল চন্দ্র-সূর্য্য-কুলে।
নানা-দান নানা-যজ্ঞ করিল বহুলে ॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হ'য়েছে যেমন।
পৃথিবীতে হেন নাহি জন্মে কোনজন ॥
কপটী হিংসক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক, লোকে উপহাস।
কুযশ-ঘোষণ, কুলে কলঙ্ক প্রকাশ ॥
সে-কারণে নরপতি, শুন সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা, পাণ্ডবের সনে ॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ-রক্ষগণে ॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহারিল কত বীরবর ॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ-বল ধরে।
গদাধারী-মধ্যে সেই অজেয় সংসারে ॥
ভীম ক্রুদ্ধ হ'লে বল রক্ষা হবে কার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার ॥
অর্জ্জুনের প্রতাপ যে অতুল ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে সন্তুষ্ট করিল পঞ্চাননে ॥
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে ল'য়ে গেল।
নানা-বিদ্যা অস্ত্র-শস্ত্র শিক্ষা করাইল ॥
নিবাতকবচ কালকেয় দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু প্রতাপে তপন ॥
সবারে মারিয়া সন্তোষিল দেবগণে।
কোন্ বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে ॥
উত্তর-গোগৃহ-কথা দেখিলে নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
পরকার্য্য-হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
জ্ঞান না জন্মিল তথাপিহ দুর্য্যোধনে ॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ-ইচ্ছা করে মনে ॥
এখন যে হিত কহি, শুনহ রাজন্।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাট ভবন ॥
সম্প্রীতে এখানে আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
এ-কর্ম্ম উচিত তব দেখি যে রাজন্।
দ্বন্দ্ব হ'লে হইবেক সবার নিধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ভাই, কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতি করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান ॥
যেই সত্য করেছিল পাণ্ডুর কুমার।
ধর্ম্মবলে তাহে ভাই, হৈল তারা পার ॥
আপন-বিভাগ-রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি গিয়া বুঝাও সুনীত ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীতি-শাস্ত্র তুমি বুঝাহ আপনে ॥
বিদুর বলিল, আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য নাহি শুনে করে বিপরীত ॥
পাশাকালে কহিলাম যে-সব বিধান।
না শুনিল মম বাক্য করি অল্পজ্ঞান ॥
এখন কহিয়া মম কিবা প্রয়োজন।
করিবেক তাহা যাহে লয় তার মন ॥
বিদুর এতেক বলি বসে অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে ॥
মহামত্ত দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী ॥
পূর্ব্বে যথা বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি-বন্ধু-জনে হিংসা করে অহঙ্কারে ॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রেরে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া ॥

সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকা-নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর, ইহার কারণ॥
কি-কারণে বলি দ্বেষ কৈলা সুরগণে।
ইন্দ্রসহ বিবাদ বা করে কি-কারণে॥
ধৌম্য বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শুন সারোদ্ধার॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত প্রমাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

বলি-বামনোপাখ্যান

তবে ধৌম্য কহে, শুন অম্বিকা-নন্দন।
কহিব অপূর্ব্ব কথা, করহ শ্রবণ॥
আদি-দৈত্য হিরণ্যকশিপু-হিরণ্যাক।
মহাবলবন্ত হৈল প্রতাপে পাবক॥
দিতির গর্ভেতে জাত কশ্যপ-ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে॥
তাহার নন্দন হইল বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্বতন্ত্র-বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে।
তারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি-নন্দনে॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান্॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি, দেবের দুর্জ্জয়।
বাহুবলে স্বর্গমর্ত্ত্য করিলেক জয়॥
জানিলেক শুক্র-গুরুস্থানে উপদেশে।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে॥
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র, শুনিল শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে॥
চতুরঙ্গ-সৈন্য-সহ সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিবিধ-বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন।
দৈত্য-সৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে ল'য়ে সৈন্যচয়।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয়॥
দোঁহে বলবন্ত, দোঁহে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
নানা-অস্ত্র বৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী মুদ্গর।
পরশু পট্টিশ গদা বিশাল তোমর॥
রুদ্র পশুপতি নানারূপ সব বাণ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশাণ॥
শিলীমুখ সূচীমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর।
পরস্পরে দুই বল বরিষে প্রচুর॥
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি।
দেবতা-অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি॥
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমন।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন॥
এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর-দরশন।
ইহার প্রহারে তোরে করিব নিধন॥
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে বলি করে দুইখান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত॥
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন॥

সম্মুখ-সংগ্রাম-মধ্যে বাহুড়িলি রথ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ॥
মাতলি বলিল, মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধানে কহি, শুন শাস্ত্র-নিরূপণ॥
রথী-মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধৃগণ কহে হেন নীতি॥
ইন্দ্র বলে, শীঘ্র তুমি বাহুড়াহ রথ।
বলিরে দেখাব আমি শমনের পথ॥
আজ্ঞামাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতলি।
হাতেতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুট-কুণ্ডল-সহ কাটিলেন শির॥
রথ হ'তে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ।
পলাইল সকলে, না রহে একজন॥
তবে দৈত্য সমবেত হ'য়ে কত জনে।
কান্ধে করি বলিরাজে নিল সেইক্ষণে॥
ক্ষীরসিন্ধু-স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান॥
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু-আরাধন॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্য বর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্ম-মন্ত্র ষড়ক্ষর॥
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে।
অমর অজেয় আমি হব ত্রিভুবনে॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয়-তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
কঠিন কঠোর তপ লোক ভয়ঙ্কর।
সমীর ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর॥
তপে তুষ্ট হ'য়ে বিধি অর্পিবারে বর।
আসিলেন বলি-পাশে হংসের উপর॥
ডাকিয়া বলিরে কন দেব প্রজাপতি।
তপঃ সিদ্ধ হৈল তব, শুন মহামতি॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয়, মাগি লহ তুমি॥
যদি বা দুষ্কর হয় সংসার-ভিতর।
অঙ্গীকার করিলাম, দিব সেই বর॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর যদি দিবে মোরে সৃষ্টি-অধিপতি॥
অজেয় অমর হই ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবন রহে যেন মম করতলে॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে আছে যতজন।
কারো হাতে নহে যেন আমার মরণ॥
বর দিয়া নিজ স্থানে যান প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি॥
শুভকাল সমুদিত ক্রমে হৈল তার।
সসৈন্যে সাজিতে বলি গেল নিজাগার॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি-কুমারে॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইত্যাদি তেত্রিশ-কোটি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহী-পরে॥
শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত-অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভিল দৈত্যের ঈশ্বর।
নররূপে ভূমে রহে অমর নিকর॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব জিনি বলি-দৈত্য নিল॥
পুনরপি কোনরূপে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি তবে না দেখি উপায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধুগণ পিয়ে কর্ণ ভরি॥

● অদিতির তপস্যা ও দেবতাদের ছলনা

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি ॥
সংসারের হর্ত্তা-কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার-কারণ ॥
তাঁহা-বিনা এ-বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান ॥
বিনা-তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান্।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান ॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোটা পানি ॥
অনন্তরে মাস মধ্যে খায় একবার।
তার পরে দেবমাতা থাকে অনাহার ॥
ধ্যান-অবলম্ব-হেতু করে নিরূপণ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টি রহে, মাত্র পবন-অশন ॥
তপেতে তাপিত হৈল এ তিন-ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন ॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপঃ পরীক্ষিতে শীঘ্র সকলেতে যাহ ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা-কারণ ॥
ইন্দ্র বলে, শুন মাতা, মম নিবেদন।
আত্মাকে এতেক কষ্ট দেহ কি-কারণ ॥
আমা-সবাকার দুঃখ অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল হ'লে দুঃখ হবে বিমোচন ॥
অশুভ সময়ে কর্ম্মফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে ॥
এক্ষণে অশুভ-কাল হইল আমার।
সে-কারণে এত দুঃখ হয় অনিবার ॥
অদৃষ্টে থাকিলে দুঃখ না হয় খণ্ডন।
সে-কারণে শুন মাতা, মম নিবেদন ॥
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দেহ কি-কারণ।
তপ ত্যাগ করি মাতা, স্থির কর মন ॥
মাতৃহীন তনয়ের নাহি সুখলেশ।
সদাই দুঃখিত সেই, পায় নানা ক্লেশ ॥
ধর্ম্মহীন-জনে যথা ব্যর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানী জন যথা অকারণ ॥
গায়ত্রী-বিহীন ব্যর্থ যেমন ব্রাহ্মণ।
শৌর্য্য-বিনা রাজা যথা জীয়ে অকারণ ॥
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যথা বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যথা যোগহীন তন্ত্র ॥
সে-কারণে নিবেদন শুনহ জননী।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি ॥
তোমার প্রসাদে মাতা, শুভকাল হ'লে।
দুষ্ট-দৈত্যগণে মোরা জিনিব যে হেলে ॥
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যান ভঙ্গ করি মাতা চাহে ক্রোধমতি ॥
নয়ন-শ্রবণ হ'তে অগ্নি বাহিরায়।
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায় ॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ-দেবগণ ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া করেন স্তবন।
তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ দিলেন দর্শন ॥
নব-জলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান, রাজীব-লোচন ॥
আজানুলম্বিত-বনমালা-বিভূষিত।
নূপুর-কঙ্কণ-মুক্তা-হার-বিরাজিত ॥
পুরোভাগে দেখি দিব্য-মূর্ত্তি নারায়ণে।
করিলেন স্তুতি প্রণিপাত দেবগণে ॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হ'য়ে পৃথ্বীপতি।
দেবগণ-প্রতি কহে মধুর ভারতী ॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ-বিমোচন।
যাহ নিজ স্থানে চলি যত দেবগণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র-আদি দেবগণ ॥

———

● অদিতির বিষ্ণু-দর্শন ও স্তুতি

অদিতি-তপেতে তপ্ত এ-তিন-ভুবন।
প্রত্যক্ষ হইয়া হরি দেন দরশন॥
সজল-জলদ যেন অঙ্গের বরণ।
কোটি-শশী-মুখ-ফুল্ল-রাজীব-লোচন॥
কোকনদ কর পদ, অধর অতুল।
খগরাজ জিনি নাসা যেন তিলফুল॥
কাঞ্চন-বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানুলম্বিত-বনমালা-বিভূষণ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, অতি শোভা করে।
দেখিয়া বিস্ময় দেবী মানিল অন্তরে॥
সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচনে।
দণ্ডবৎ প্রণমিল ভক্তিযুত মনে॥
করযোড়ে স্তুতি তবে করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ, জয় দামোদর॥
শিষ্টের পালক নমো, দুষ্ট-বিনাশন।
নমো হয়গ্রীব, মধুকৈটভমর্দ্দন॥
নমঃ আদি-অবতার মীন কলেবর।
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার, নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহরূপ, মোহিনী-আকৃতি।
অবতার-শিরোমণি, নমো পৃথ্বীপতি॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ-পাতাল তুমি, দেব গদাধর॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি, অস্থি গিরিগণ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার॥
পুরুষ-প্রধান তুমি, আদি নারায়ণ।
বিষম সঙ্কটে দেব, করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব, মাগি লহ তুমি॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন-ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম, দিব তা তোমারে॥
ভকত যে বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
দেই তারে অবশ্য, না করি আমি আন॥
ভক্ত-বৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্মদান দিয়া তুষি সেই ভক্তজনে॥
সতী সাধ্বী গুণবতী বড় ভাগ্যবতী।
করিলে কঠোর তপ, আমারে ভকতি॥
সে-কারণে বশ আমি হলেম তোমার।
বর-ইচ্ছা আছে যদি, চাহ এইবার॥

———

● অদিতির বরলাভ

এত শুনি কহিলেন দেবের জননী।
যদি বর দিবে, তবে দেহ চক্রপাণি॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে॥
ধরিয়া মানবরূপ মম পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে॥
পুত্রদের কষ্ট আমি দেখিতে নারিনু।
তপস্যা করিয়া তাই তোমা আরাধিনু॥
দেহ মম পুত্রগণে নিজ অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার।
তোমার গর্ভেতে আমি হব অবতার॥
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণ যাবে নিজ অধিকারে॥
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি, যাইব ধরণী।
এত শুনি কহে পুনঃ কশ্যপ-রমণী॥

উপহাস কর প্রভু, হেন লয় মনে।
আমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবে কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
তোমারে গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে॥
যাঁর তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যাঁর মায়াবশে॥
তাঁহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ॥
হাসিয়া কহেন হরি, উপহাস কেন।
আমার বিভিন্ন কভু নহে ভক্ত জন॥
ভক্তজন সবে পারে আমারে ধরিতে।
তুমি সতী সাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে॥
সে-কারণে তব গর্ভে হব অবতার।
নিজালয়ে এবে তুমি কর আগুসার॥
এত বলি নিজস্থানে যান নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন॥
স্বামীরে কহিল দেবী এ-সব কাহিনী।
শুনি তুষ্ট হইল কশ্যপ মহামুনি॥
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন সুপবিত্র অদিতি-উদর॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি॥
জন্মিবে ঈশ্বর পুত্র জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করিলেন ঋষি মহাশয়॥
নমো নমো নারায়ণ অখিলপালক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিনাশক॥
নমস্তে নৃসিংহরূপী দৈত্য-বিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময়, নমো জগতপালন॥
জগতনায়ক নমো নমো পৃথ্বীপতি।
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার মোহিনী-আকৃতি॥
নমো যোগপরায়ণ, নমো যোগরূপ।
নমো বিশ্বকর্ত্তা, তুমি সবাকার ভূপ॥
নমো জগদ্ভর্ত্তা তুমি, নমো নারায়ণ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ॥
তুমি সৃজ, তুমি পাল, করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব, সকল সংসার॥
শিষ্টের পালন কর, দুষ্টের সংহার।
সে-কারণে মম ঘরে হ'লে অবতার॥
নমস্তে বামনরূপ, আদি সনাতন।
এই রূপে স্তুতি করিলেন তপোধন॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হ'য়ে পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হ'লেন প্রকাশ॥

—

● বিষ্ণুর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ ও বলিকে ছলনা

অদিতির গর্ভে জন্ম লইলেন হরি।
সংবরি বিরাটবেশ খর্ব্বমূর্ত্তি ধরি॥
জন্মমাত্রে কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতি আমার কর ব্রাহ্মণ-সংস্কার॥
শুনিয়া কশ্যপমুনি শুভক্ষণ করি।
আপন পুত্রেরে তবে দিলেন উত্তরী॥
কশ্যপেরে কহিলেন দেব নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন॥
অসংখ্য রতন-ধন দ্বিজে করে দান।
সে-কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ॥
মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে॥
বলি রাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনেরে শুক্র গুরু বলে॥
অবধান কর বলি, বলিব বিশেষ।
এই যে বামন আসে বালকের বেশ॥
অদিতির গর্ভে জন্ম, বিষ্ণু-অবতার।
তোমারে ছলিতে করিয়াছে আগুসার॥
যে কিছু মাগিবে দান, না দিবে ইহারে।
এত শুনি বলি দৈত্য কহিলেক তাঁরে॥
না বুঝিয়া গুরু, হেন কহ অকারণ।
স্বয়ং শ্রীহরি যদি এই যে ব্রাহ্মণ॥

যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি চিরকাল।
তিনি যদি ইনি তবে কি ভাগ্য বিশাল ॥
ব্রহ্মা-আদি দেব যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ ॥
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু, অতিগুরু মম ভাগ্যোদয় ॥
যা কিছু মাগিবে দান, দিব তা নিশ্চয়।
ইহাতে বিরোধী কেন হও মহাশয় ॥
ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দাও, অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হ'লেন দুঃখিত ॥
শাপ দিল বলি দৈত্যে অতি-ক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুনিলে ধন-অহঙ্কারে ॥
এই শাপে লক্ষ্মীভ্রষ্ট হবে এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে ॥
হেনকালে উপনীত হৈলা নারায়ণ।
বামন-আকৃতি রূপ অরুণ-নয়ন ॥
দেখি যজ্ঞ-হোতৃগণ মানিল বিস্ময়।
উঠে করযোড়ে বিরোচনের তনয় ॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বসেন বামন ॥
অপরূপ-রূপধারী কশ্যপ-কুমার।
দেখি লোমাঞ্চিত বলি, সানন্দ অপার ॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি করে মতিমান্।
আজি যে সফল মম যোগ-যজ্ঞ-দান ॥
আজি যে সফল জন্ম হইল আমার।
সে-কারণে আসিলেন আমার আগার ॥
চাহ যাহা, দিব তাহা, না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি, অর্পিব সর্ব্বথা ॥
শুনিয়া কহেন হাসি কপট-বামন।
বহু দানে আমার কি আছে প্রয়োজন ॥
ব্রাহ্মণ-বালক আমি তপস্যা-তৎপর।
গ্রামে ধনে আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর ॥
ধ্যানে তপে জপে মম যায় অনুক্ষণ।
মুনিকুলে জন্ম মোর, শুনহ রাজন্ ॥
অরণ্যনিবাসী আমি ফল-মূলাহারী।
সে-কারণে কহি, শুন দৈত্য-অধিকারী ॥
যদি দিবে তুমি দান করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দেহ জুঁখিয়া চরণে ॥
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা-ভিন্ন অন্য কিছু না চাহি তোমাতে ॥
ভূমি-দান-সম ফল নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমি-দান-মহিমা শুনহ নৃপমণে ॥
সুঘোষ-নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরি-নগরবাসী দরিদ্র-লক্ষণ ॥
ধনার্থে করিল বহু-রাজ্য-পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট-কারণ ॥
ছয়-পত্নী পুত্র-পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেইমাত্র একাকী ব্রাহ্মণ ॥
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ-ব্যতীত নহে উদর-ভরণ ॥
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল ॥
অন্নহেতু কান্দে তার যত শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয় তাপ পাইল ব্রাহ্মণ ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল ॥
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন ॥
চণ্ডাল-যবন-আদি যত নীচ জাতি।
ধনাঢ্য হইলে পায় সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যতজন।
ধনহীন হ'লে কেহ না করে গণন ॥
ভার্য্যা পুত্র অরি হয়, মিত্র না আদরে।
ধনহীন হলে কিছু করিবারে নারে ॥
এইমত চিন্তি ব্যাকুলিত তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল ল'য়ে পরিজন ॥
অবন্তী-নগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া বিপ্রবরে স্থাপিল নৃপতি ॥

সেই-পুণ্যফলে অবন্তীর নরপতি।
দুই-কল্প ইন্দ্র-সহ করিল বসতি॥
সে-কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমিদানের উপর॥
তিনপদ ভূমিমাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া মোরে রাজা, সন্তোষহ তুমি॥
বলি বলে, হে বামন, বুঝি বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি, তাহা নাহি মানি॥
এই দান দিতে মম চিত্তে নাহি আসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে॥
অপযশ হ'তে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ মধ্যে গণি।
সে-কারণে অবধান কর দ্বিজমণি॥
নগর চত্বর গ্রাম, যাহা ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে॥
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে ভরিয়া জল আনহ সত্বরে॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিল উপায়॥
বজ্রকীটরূপে গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নলরুদ্ধ করে, জল যেন না নিঃসরে॥
ভৃঙ্গার ঢালিয়া জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে॥
এ-সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন, শুনহ রাজন্॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে॥
বজ্র-সম হৈল কুশ ঈশ্বর-কৃপাতে।
নির্ভরে বাজিল ভার্গবের চক্ষুপথে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক-চক্ষু অন্ধ তাঁর হৈল সেইক্ষণ॥
কাতর ভার্গব-মুনি গেল সেইস্থান।
বলি দৈত্য বামনেরে দিল ভূমিদান॥
দান পেয়ে হরি তবে নিজমূর্ত্তি ধরে।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি হৈল কলেবরে॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে॥
ত্রিভুবন যুড়ি তনু হইল বিস্তার।
জল-স্থল সব স্থান হৈল একাকার॥
পৃথিবী-সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেন দেব-দামোদর॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায়॥
ডাক দিয়া বলিরাজে বলে বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিনপদ স্থলী॥
দুইপদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা, স্থল দেহ তুমি॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ বিশ্বপতি।
নরক হইতে মোরে কর অব্যাহতি॥
এত শুনি ধন্যবাদ দিয়া নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ॥
বলিকে পাতালে ল'য়ে বান্ধ নাগপাশে।
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে॥
বলিকে পাতালে ল'য়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু-সাধু ধন্যবাদ করে দেবগণ॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান্।
অন্তর্হিত হ'য়ে যান আপনার স্থান॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে।
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে॥
ধনমদে মত্ত হ'য়ে নাহি মানে কারে।
না শুনে কাহারো বাক্য মত্ত অহঙ্কারে॥

অচিরাৎ যুদ্ধে ক্ষয় হবে কুরুকুল।
কুরুকুল-প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল ॥
দুর্য্যোধন-পাপে বংশ হইবেক ক্ষয়।
জানিহ নিশ্চয় এই, শুন মহাশয় ॥
এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব-সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ ॥
ধৌম্যে দেখি আস্তে-ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য-সিংহাসনোপর ॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সব কথা কহে ধৌম্যমুনি ॥
তোমার কারণে রাজা সকলে বুঝাল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
অহঙ্কার করি আরো বলে কুবচন।
বিনা-যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
যত শক্তি আছে তার কহিবে পাণ্ডবে।
লইবারে রাজ্য ধন জিনিয়া কৌরবে ॥
এত শুনি পঞ্চভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয়হেতু বিধি করিল সৃজন ॥
মহাক্ষয় হইবেক, কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হেলে ভব-তরি ॥
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

● ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিরাজ।
কহ তবে কি করিল অন্ধ মহারাজ ॥
মুনি বলে, নরপতি, শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে ॥
তাহাতে বিরক্ত হ'য়ে অন্ধ-নৃপবর।
সঞ্জয়েরে ডাকাইয়া কহেন সত্বর ॥
দেখিলে সঞ্জয়, দুর্য্যোধনের ধৃষ্টতা।
না শুনিল, না মানিল মহতের কথা ॥
সে-কারণে যাহ তুমি বিরাটনগর।
মম আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব-গোচর ॥
একে একে পঞ্চজনে কহিবে কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হৈয়া সাবধান ॥
দ্রৌপদীরে আশীর্ব্বাদ জানাবে আমার।
দৈববশ দেখ এই সকল সংসার ॥
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
পরম-সুবুদ্ধি-জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে ॥
সে-কারণে মন্দবুদ্ধি হৈল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে ॥
রাজপুত্রী হ'য়ে তুমি রাজার মহিষী।
পাইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি ॥
নানা দুঃখ পেয়ে তুমি করিলে যাপন।
সে-সব স্মরিয়া সদা পোড়ে মম মন ॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসংবাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মী-অবতার তুমি ধর্ম্ম-সচ্চরিতা ॥
এইরূপে দ্রৌপদীরে কহিবে বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয় ॥
কহিবে পাণ্ডবগণে, কাল অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে-বনে-ভ্রমি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষাবধি তোমা-পঞ্চ-বিনে।
দহিছে আমার আত্মা চিন্তার আগুনে ॥
তাপিত আমার মন, শান্ত নাহি হয়।
কাষ্ঠ ঘরষণে যথা হয় অগ্নিময় ॥
অন্ন নাহি রুচে মম, নাহি রুচে নীর।
তোমা-সবা-বিচ্ছেদেতে চিত্ত নহে স্থির ॥
নয়নে নাহিক নিদ্রা, ভোজনে না সুখ।
তোমা-সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক ॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা-সবা-বিনে।
করে খেদ, বহে নীর সদাই নয়নে ॥

বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা-সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির ॥
নগরনিবাসী চারি জাতি প্রজাগণ।
তোমা-সবা না দেখিয়া সজল-নয়ন ॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রি দিন।
সদা দীন-ক্ষীণ, যেন জলহীন মীন ॥
তোমা রাজা-বিনা রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ জন্ম যেন বৃথা যায় ॥
জলহীন নদী যথা, পক্ষিহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি, যেন ধর্ম্মহীন নর ॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী, যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র, যেন যোগহীন তন্ত্র ॥
তোমা-সবা-বিহনেতে তথা প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন ॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্যবস্ত্র ল'য়ে।
শীঘ্রগতি যাও, পাণ্ডুপুত্রে দেখ গিয়ে ॥
অশ্বের সংযোগে রথে করি আরোহণ।
শুভ-লগ্ন-তিথি আজি, করহ গমন ॥
সঞ্জয় এতেক শুনি উঠে সেইক্ষণ।
যুড়ি খেচরের রথ পবন-গমন ॥
বিরাট-নগর-মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভা করি বসিয়াছে দেব-অবতার ॥
সঞ্জয় এ-হেনকালে হন উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তারে জিজ্ঞাসিল হিত ॥
দিব্য-রত্ন-সিংহাসন দিলেন বসিতে।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥
কহেন সঞ্জয়-প্রতি ভাই পঞ্চজন।
সবার কুশল-বার্ত্তা কহ বিবরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
জননী আমার কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষকাল নাহি দরশন।
কেবা মরে, কেবা জীয়ে, না জানি কারণ ॥
কোথা হ'তে এই স্থানে তব আগমন।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল, এই লয় মন ॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন ॥
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে, শকুনি দুরাচার ॥
উভয়-কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল ॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম-মূল হরি ব্রহ্ম-সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম।
সবে সুখে আছেন, সবার মূল কর্ম্ম ॥
সমুচিত-ভাগ যেই হয় ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার ॥
আমারে বিভাগ দিতে কৌরব কি চাহে।
সম্প্রীতে না দিবে কিবা মজিবে কলহে ॥
কহ ত সঞ্জয়, তুমি সব বিবরণ।
সঞ্জয় শুনিয়া তবে করে নিবেদন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি ॥
কারো বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
অনেক সান্ত্বনা করে অন্ধ-নরপতি ॥
ভীষ্মমুখে শুনি তোমা-সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয় ॥
নগরেতে চারি জাতি যত প্রজাগণ।
বার্ত্তা পেয়ে হৃষ্টচিত্ত হৈল সর্ব্বজন ॥
মৃতের শরীর যেন পাইল জীবন।
তোমা-সবা সমাচারে তথা প্রজাগণ ॥
সুহৃদ্ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার-শব্দে করিত রোদন ॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমা-সবা না দেখিয়া দগ্ধ ছিল দুঃখে ॥
আত্মার বিহনে যথা না রহে জীবন।
তোমা-সবা-বিরহেতে তথা সর্ব্বজন ॥

ত্রয়োদশ বর্ষাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কারো, জীয়ন্তে মরণ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগচিত্ত আনন্দ অপার॥
তোমা-পঞ্চ-ভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা-মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত-আদি শব্দ হয় ঘনে-ঘন॥
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারিপাশে॥
এই অলক্ষণ দেখি বলে জ্ঞানিজন।
কুলক্ষয় হৈল রাজা, তোমার কারণ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর, যদি লয় চিতে॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ নৃপমণি।
পৃথিবী হরিল শস্য, মেঘে অল্প পানি॥
সে-কারণে নরপতি, মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর॥
বাহুড়িয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার॥
তবে সে মঙ্গল হয়, প্রজার কল্যাণ।
এরূপে পূর্ব্বেতে কহে যত জ্ঞানবান্॥
পুত্রবশ ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেই কাল আসি রাজা, উপস্থিত হৈল॥
উত্তর-গোগৃহে অনন্তর কুরুগণে।
অপমান করিলেন ধনঞ্জয় রণে॥
ভগ্নদণ্ড হ'য়ে আসে কৌরবের পতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি॥
অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কারো বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশ।
শাস্ত্র-উপদেশ যত বুঝান বিশেষ॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কাণে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের বদনে॥
কারো কথা দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটি বলিল॥
দিল এই রত্ন ধন বস্ত্র অলঙ্কার।
তোমা-প্রতি বহু কথা, কহে বারবার॥
কহিব সে সব কথা, শুনহ রাজন্।
ত্রয়োদশ বর্ষ তব না ছিল মিলন॥
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে-বন।
সে-সকল মনে নাহি কর কদাচন॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন॥
তা-সবার কপটেতে হৈল সর্ব্বনাশ।
তোমা-সবে বনে গেলে, আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যতেক কহি যে আমি, না শুনে শ্রবণে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লিখে।
কর্ণ-দুঃশাসন-বাক্য শুধুমাত্র রাখে॥
কালেতে কুবুদ্ধি দেয়, কে করিবে আন।
ইত্যাদি বলিল বহু অম্বিকা-সন্তান॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আসে, তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চজন।
কহ, শুনি, কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিল কর্ণবীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বল তাহা, শুনি দিয়া মন॥
সঞ্জয় কহিছে, শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥
বিনা-যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে।
কিবা শক্তি তাহাদের, জিনিবে আমারে॥
মহা মহা বীরগণ আমার সহায়।
মুহূর্ত্তেকে পাণ্ডবে করিবে পরাজয়॥
সত্য সত্য সুনিশ্চয় করি যুদ্ধ-পণ।
এইরূপে কহে কথা রাজা দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ কহিল বিস্তর।
কার শক্তি, মোর সঙ্গে করিবে সমর॥

যেবা ধনঞ্জয় আছে সংগ্রামে প্রখর।
প্রথমে যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর ॥
তারে মারি চারিজনে রাখিব বাঁধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া ॥
এইরূপে কহিলেক রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি ॥
নিশ্চয় হইবে রণ, নহে নিবারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চজন ॥
পৃথিবীতে বসে যত রাজরাজেশ্বর।
যুদ্ধহেতু বরিবারে পাঠাইল চর ॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন-আদেশেতে করে অনুচর ॥
শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত-অঙ্গ অরুণ-লোচন ॥
যাহ ত সঞ্জয়, পুনঃ মম দূত হ'য়ে।
যাহা কহি, কৌরবেরে কহিবে বুঝায়ে ॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত, তাঁর উপরোধ।
সে-কারণে পূর্ব্ব হ'তে না করিনু ক্রোধ ॥
সেই-হেতু এতদিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন ॥
পূর্ব্বে যেই সত্য ছিল, মুক্ত হই তায়।
তবে কেন রাজ্য মম নাহি দিতে চায় ॥
মৃত্যু শ্রেয়ঃ সে বুঝিল, বুঝি অনুমানে।
সে-কারণে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছে মনে ॥
অল্পকার্য্যে জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন ॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র-নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা-পঞ্চজনে ॥
নহিলে প্রলয় বড়, হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয় ॥
তবে ভীমসেন কহে ক্রোধ করি মনে।
বলিও আমার বার্ত্তা কৌরব-রাজনে ॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য, সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয়, সপ্তসিন্ধু শেষে ॥
নক্ষত্র-সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ ॥
যোগী যোগ ত্যজে, ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাহ্মণ-নন্দন ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
উরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভা-বিদ্যমানে।
এখন সঞ্জয়, কহিলাম তব স্থানে ॥
দুর্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম, সব অকারণ ॥
মোর হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এইকথা-অনুসারে কহিবে কৌরবে ॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম, আছে যে স্মরণ ॥
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দহন।
সেই সব দুঃখভরে সদা পোড়ে মন ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর অপমান কৈল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল ॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পেলে যেত শমনের ঘরে ॥
রাজ্যভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমার।
নিবৃত্ত হ'য়েছে অগ্নি, কেন জ্বাল আর ॥
এরূপে কহিবে তুমি রাজা-দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মরুত-তনয়।
বলেন সঞ্জয়-প্রতি তবে ধনঞ্জয় ॥
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা-বিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার ॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা-বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
আমার বিভাগ-রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্পহেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল ॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন্।
আপনার রাজ্য গিয়া লই সেইক্ষণ ॥

তবে যদি দ্বন্দ্ব করে মূর্খ দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন্॥
অত্যন্ত করিলে তবু প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা কর যদি, তারে বান্ধিয়া রাখিব॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত-হেতু রাজা, কহি যে তোমারে॥
এইমত যদি নাহি কর কদাচিৎ।
বংশের সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাঁহারে॥
বাতাপি পক্ষীর কথা শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র, তব আচরণ॥
মুখেতে সৌজন্য-কথা অন্তরেতে আন।
তোমার কপটে বংশ হৈল সমাধান॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয়॥
পক্ষিযোনি হ'য়ে হিংসা কৈল কি-কারণ।
শুনিবারে ইচ্ছা হয়, কহ বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বাতাপি পক্ষীর ইতিহাস

অর্জ্জুন কহেন, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে যথা গেল খগমণি॥
করিয়া কঠোর তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর পেয়ে নিবর্ত্তি আসিল॥
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসে খগেশ্বর।
ঋষ্য-নামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর॥
তার ভার্য্যা রূপবতী পরমা সুন্দরী।
সদা স্বামিসেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি॥
কতদিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
স্বামিশোকে শোকাকুলা ভার্য্যা গুণবতী॥
একাকিনী বনমধ্যে করেন ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতানন্দন॥
কামরূপী বিহঙ্গম নানা মায়া জানে।
ধরিয়া মনুষ্যরূপ গেল তার স্থানে॥
দিব্যরূপ হইলেন দেবের লক্ষণ।
দেখি কামিনীর রূপ মোহে সেইক্ষণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
দেখিয়া কন্যার রূপ বিনতানন্দন॥
মদনমোহন-বাণে হ'য়ে জর জর।
কন্যারে কহিল তবে বিনয়-উত্তর॥
একাকী রোদন কর কিসের কারণ।
কার কন্যা তুমি, তব পতি কোন্ জন॥
নিজ-পরিচয় মোরে কহ সুবদনি।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুইপাণি॥
দক্ষবংশে জন্ম মম, বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্য-নামে রাজা ছিল এই ত কাননে॥
পুত্রবাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন্।
পুত্র না হইল তাঁর হইল নিধন॥
রাজা হ'য়ে রাজ্য রাখে, বংশে কেহ নাই।
সেহেতু ক্রন্দন করি, শুন এই ঠাঁই॥
গরুড় কহিল, শোক না কর অন্তরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
তোমাকে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে অঙ্গ, করহ উদ্ধার॥
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড়পাণি।
কৃপা যদি কৈলে, তব শুন খগমণি॥
শত পুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয় ত বিশেষে॥
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল।
দ্বাদশ বৎসর ক্রীড়া আনন্দে করিল॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিল সতী॥
সুশীলা নামেতে তার আছিলা সতিনী।
সেবাবশে পরিতুষ্ট করে খগমণি॥

স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ভবতী হৈল সেইক্ষণ॥
দুটী ডিম্ব এককালে কন্যা প্রসবিল।
কতদিন পরে ডিম্ব সকলি ফুটিল॥
সুশীলার গর্ভে হৈল যুগল-নন্দন।
এক জন অন্ধ হৈল দৈব-নির্ব্বন্ধন॥
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার॥
মনুষ্যের প্রায় যেন পক্ষীর আকৃতি।
জটায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি॥
আর সব পুত্র হৈল মহাবলধর।
তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর॥
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে স্থাপিল রাজ্যেতে।
কতদিনে গেল রাজা সুমেরু পর্ব্বতে॥
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
চিরকাল খগেশ্বর তথায় রহিল॥
হেথা যত নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমূক-পর্ব্বতেতে আসিল সত্বর॥
কুবল পক্ষীর রাজা, গরুড়-কোঙর।
তার সঙ্গে যুদ্ধ হৈল শতেক বৎসর॥
শতভাই-সহ তারে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার॥
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ॥
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
স্বগণ-সহিতে নাগ গেল পাতালেতে॥
কতদিনে খগেশ্বর আসিল তথায়।
পুত্রগণ-মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায়॥
সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতা-নন্দনে॥
জটায়ু ধার্ম্মিক হৈল তপস্বী-আচার।
তাহার ঔরসে হৈল যুগল কুমার॥

শুক-সারী নামে রাখে পক্ষীর প্রধান।
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান্॥
অন্ধক-ঔরসে হৈল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর আকার॥
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপাট দিল॥
মহাবলবন্ত হৈল, পক্ষীর প্রধান।
গরুড়-বংশের কথা অদ্ভুত-আখ্যান॥
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার ঔরসে।
যত জ্ঞাতিগণে পালে ধর্ম্ম-উপদেশে॥
অন্তরে কপট তার, কেহ নাহি জানে।
মহাবুদ্ধিমন্ত বলি সবে তারে মানে॥
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী।
যত নাগগণ-সঙ্গে করিয়া মিতালি॥
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ-বংশে।
নিরন্তর ছলে বলে নাগগণে হিংসে॥
শুক-সারী দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতাপি পক্ষী জ্ঞাতিগণ-অন্ত॥
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বরে চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিয়া কঠোর তপ পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পেয়ে ভাই দুইজনে॥
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ-পক্ষী-ইতিহাস॥
সেইরূপে ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন॥
অহিংসকে হিংসে যেই, দৈবে তারে হিংসে।
তার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে॥
সঞ্জয় এতেক শুনি হৈল হৃষ্টমন।
কহিতে লাগিল তবে অন্য সর্ব্বজন॥
সহদেব নকুল বিরাট-নরপতি।
শিখণ্ডী দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥
কহিবে অন্ধেরে আমা-সবা-নিবেদন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য দেহ ত রাজন্॥

সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে পশ্চাতে।
সবংশে মজিবে রাজা, কহিনু নিশ্চিতে॥
এরূপে কহিল কথা যত বীরগণ।
সবাকে সম্ভাষি তবে সূতের নন্দন॥
মেলানি মাগিয়া ধর্ম্মে আরোহিয়া রথে।
গিয়া সব নিবেদিল অন্ধের সাক্ষাতে॥
শুনিয়া নৃপতি নাহি কহে ভাল-মন্দ।
চিত্তেতে আকুল হ'য়ে সদা ভাবে অন্ধ॥
সেই প্রভু নীলগিরি নীলকণ্ঠধারী।
নমো ব্রহ্ম-অবতার দারুরূপধারী॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
তাঁহার চরণে চিন্তি কহে কাশীদাস॥

——

● দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণে রাজগণের আগমন ও যুদ্ধসজ্জা

রাজা জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনি, তারপরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
পাণ্ডবের রণে আসে কত বীরগণ।
কত-সৈন্য-সহ সাজে নিজে দুর্য্যোধন॥
মহা-মহা-বীরগণ কৌরব-সহায়।
অল্পসৈন্য বলহীন পাণ্ডুর তনয়॥
কেবল সহায় মাত্র দেব-নারায়ণ।
ব্রহ্মার সহায় যথা অদিতি-নন্দন॥
পাণ্ডবের পঞ্চমাত্র কৃষ্ণধন দেখি।
ইন্দ্রের আশ্রয়ে যথা দেবগণ সুখী॥
উভয়-কুলের হিত ভাবে নারায়ণ।
সহায় হ'লেন পাণ্ডবের কি কারণ॥
গোবিন্দেরে কেন নাহি বলে দুর্য্যোধন।
কহ কহ মুনিবর ইহার কারণ॥
মুনি বলে, শুন নৃপ শ্রীজনমেজয়।
দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠ দুর্জ্জয়॥
সে-হেতু কল্পনা করি জগৎ-নিবাস।
দুর্য্যোধনে ছাড়িলেন করিয়া নিরাশ॥

চেদিবংশে ছিল যত দুষ্ট রাজগণ।
যুদ্ধ-হেতু দুর্য্যোধন লিখিল লিখন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চেদিবংশপতি।
নব-কোটি গজ সাজে, সাত-কোটি রথী॥
সহস্র-শতেক-কোটি সাজে অশ্ববর।
পঞ্চ-কোটি মল্ল সাজে, পদাতি বিস্তর॥
বিবিধ-বাদ্যের শব্দে পূরিল ধরণী।
সৈন্য-কোলাহলে সবে কর্ণে নাহি শুনি॥
ধ্বজচ্ছত্র-পতাকায় সূর্য্য আচ্ছাদিল।
কৌরবের সৈন্যমধ্যে সত্বরে মিশিল॥
ভগদত্ত রাজা আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য করিয়া সাজন॥
সহস্র শতেক কোটি অশ্ব আসোয়ার।
ষষ্টি কোটি মহারথী তার পরিবার॥
ছত্রিশ সহস্র কোটি সঙ্গে মত্ত হাতী।
চতুরঙ্গ-দল-সহ আসে নরপতি॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কাঁপে মহীধরে।
মিলাইল আসি কুরুসৈন্যের সাগরে॥
বৃহদ্বল রাজা আসে পাইয়া লিখন।
যতেক সাজিল সৈন্য, কে করে গণন॥
পঞ্চ-ষষ্টি সহস্র সঙ্গেতে মহারথী।
ষষ্টি শত সহস্র যে সঙ্গে মত্ত হাতী॥
পঞ্চদশ সহস্র যে সঙ্গে আসোয়ার।
তবকি তুরগী মল্ল পদাতি অপার॥
নানাবাদ্য-কোলাহলে কুরুরণে গেল।
শ্রুতমাত্রে তদন্তরে কলিঙ্গ সাজিল॥
শতভাই-সহ আসে কলিঙ্গ নৃপতি।
সাজিল অসংখ্য সৈন্য রথী মহারথী॥
সহস্র শতেক কোটি কিরাত যবন।
ষষ্টি কোটি রথ সাজে, পত্তি অগণন॥
পঞ্চাশ সহস্র কোটি সাজে অশ্ববল।
নৃপতি কলিঙ্গ চলে চতুরঙ্গ দল॥
কৌরব-সৈন্যেতে আসি করিল মিলন।
নীলধ্বজ নৃপে তবে করে নিমন্ত্রণ॥

অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ সৈন্য ত্বরিতে আসিল।
সুশর্ম্মা নৃপতি তবে সংবাদ পাইল॥
চতুরঙ্গ দলে রাজা করিল সাজন।
পঞ্চ কোটি রথী সাজে, পত্তি অগণন॥
দুই লক্ষ মত্ত গজ তুরঙ্গ অপার।
চলিল সুশর্ম্মা রাজা সহ-পরিবার॥
কৌরবের সঙ্গে আসি করিল মিলন।
আসিল ত্রিগর্ত্ত-সঙ্গে সৈন্য অগণন॥
পঞ্চভাই-সহ আসে ত্রিগর্ত্ত-নৃপতি।
সাত কোটি রথী সঙ্গে, পঞ্চ কোটি হাতী॥
একাদশ কোটি তুরঙ্গম-আসোয়ার।
চতুরঙ্গ-দল-সহ করে আগুসার॥
ক্ষেমধূর্ত্তী রাজা আর রাজা অনুবৃন্দ।
সুমন্ত্র সারথি আর রাজা জলসন্ধ॥
এইরূপে পঞ্চষষ্টি-শত নরপতি।
রথ রথী গজ বাজী অসংখ্য পদাতি॥
কৌরবের দলে আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ।
সৈন্য-কোলাহল শব্দে পূরিল গগন॥
একাদশ-অক্ষৌহিণী একত্র মিলিল।
দেখি দুর্য্যোধন চিত্তে সানন্দ হইল॥
অনুচরে আজ্ঞা দিল কৌরব-তনয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
বিচিত্র-মন্দির-পুর করিবে অপার।
ধান্য যব তণ্ডুলাদি রাখ উপচার॥
অশ্বশালা সারি সারি করিবে অপার।
কুরুক্ষেত্র-মধ্যে সবে কর আগুসার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী রহিবার স্থান।
শীঘ্রগতি কুরুক্ষেত্রে করহ নির্ম্মাণ॥
রাজার আশ্বাস পেয়ে অনুচরগণ।
সেইক্ষণে কুরুক্ষেত্রে করিল গমন॥
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি খনক আনিল।
গড়খাই নির্ম্মাইতে সবাকে কহিল॥
আজ্ঞা পেয়ে খনিবারে লাগে সেইক্ষণে।
রচিল যতেক গৃহ না যায় লিখনে॥
নানা-অস্ত্র-শস্ত্র-পূর্ণ কৈল গৃহগণ।
সঞ্চিল যতেক দ্রব্য না হয় লিখন॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই যত অনুচরে।
নিবেদন কৈল আসি কৌরব-কুমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, হেলে ভব তরি॥

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রদান

জন্মেজয় কহে, কহ শুনি তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চজন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন্ কোন্ রাজা হৈল সহায় তাঁহার।
কহ, শুনি মুনিবর, করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে, শুন নৃপবর জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হবে খণ্ডন।
ভ্রাতৃগণে ডাক দিয়া কহেন বচন॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ, কৌরব-কাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ-একাদশ অক্ষৌহিণী॥
আমার আছয়ে যত সুহৃদ্ সুজন।
যুদ্ধহেতু সবাকারে লিখহ লিখন॥
ভোজবংশে অন্ধবংশে যতেক রাজন্।
সৌবল-সুমিত্র-আদি মদ্রের নন্দন॥
যদুবংশে উগ্রসেন-আদি রাজগণ।
যথাযোগ্য সবাকারে লিখহ লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আদি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্রশস্ত্র, নানাবিধ উপচার॥
নৃপতির আজ্ঞা পেয়ে ইন্দ্রের নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি তবে কহে সেইক্ষণ॥

আপনিহ যাহ তথা, বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র-আলয়॥
সহস্র সহস্র সঙ্গে লহ অনুচর।
দিব্য গড়খাই রচ, আগার বিস্তর॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি॥
পূর্ব্বপিতামহ মম কুরু-নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিলাম তাহার কাহিনী॥
একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
কুরুক্ষেত্র কৈল রাজা নিজ পুণ্যবলে॥

● কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি-বিবরণ

শুনি কহে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ, শুনি ধনঞ্জয়॥
কোন্ পুণ্যবলে রাজা কুরুক্ষেত্র কৈল।
কোন্ দেবে আরাধিয়া এ-বর পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু-নৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিলেন সর্ব্ব-ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্র রাজা হৈল, বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল রাজন্।
কুরুর মহিমা-গুণ বিখ্যাত ভুবন॥
একদিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আমা-সবাকারে॥
পিতৃগণ-আজ্ঞাকারী কুরু-নরপতি।
মৃগয়া-কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ বনের ভিতর।
আশু বাড়ী পাঠাইল মৃগ বহুতর॥
মৃগয়ান্তে শ্রান্ত বড় হইয়া রাজন্।
জল-অন্বেষণে রাজা ভ্রমে বনে-বন॥
জল নাহি পায় রাজা তৃষ্ণায় পীড়িত।
দণ্ডক-কাননে রাজা হৈল উপনীত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য-অগম্য স্থল অতি-সুশোভন॥
দিব্য সরোবর আছে বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে॥
সেই সরোবরে রাজা হৈল উপনীত।
সরোবর দেখি রাজা মনে পায় প্রীত॥
বহুরূপা-নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জন-নয়নী॥
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক-পুষ্প-আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা, জিনি তিলফুল।
কামের কামান ভুরু, কিবা দিব তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন্।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাসরিল, কামে অচেতন॥
নিকটেতে গিয়া রাজা জিজ্ঞাসে কন্যারে।
নিজ-পরিচয় তুমি কহিবে আমারে॥
তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে।
তোমা-সম রূপ-গুণ না দেখি নয়নে॥
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজায়া॥
কিবা নাগকন্যা হবে, তিলোত্তমা-প্রায়।
নিজ পরিচয় কন্যা, কহিবে আমায়॥
কন্যা বলে, শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী।
বহুরূপা নাম মম, ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
পূর্ব্বজন্মে আমি রাজা, ছিনু পক্ষিযোনি।
প্রভাসে বসতি ছিল, নাম সারঙ্গিণী॥
প্রামাণিক-নামে বট প্রভাসের তীরে।
অদ্যাপি সে বৃক্ষ আছে দৃষ্টির গোচরে॥
তথা অবস্থিতি আমি করি বহুকাল।
কত দিনে বৃদ্ধকাল হইল জঞ্জাল॥
জরাতে আতুর তনু, ব্যাধিতে পীড়িল।
সেই বৃক্ষ-উপরেতে মম মৃত্যু হৈল॥
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বৃক্ষের উপরে।
বহুকাল ছিনু আমি বাসার ভিতরে॥

দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না হয় খণ্ডন।
কত দিনে ঘোরতর বহিল পবন॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে।
উড়াইয়া ফেলিলেন প্রভাসের নীরে॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি॥
দিব্য মূর্ত্তি ধরিলাম রূপেতে পদ্মিনী।
সেই পুণ্যে হইলাম ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
ইন্দ্রের সাক্ষাতে নৃত্য করি বার বার।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্বাঙ্গ আছিল।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তারে বরিয়া আনিল॥
অসুরগণের সহ কৈল মহারণ।
সবাকারে পরাজিল খট্বাঙ্গ রাজন্॥
তুষ্ট হ'য়ে সভা-তলে নিল ইন্দ্র তারে।
যত্নে করাইল নৃত্য আমা-সবাকারে॥
খট্বাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর।
তাঁরে দেখি হৃদে মোর বিন্ধে কামশর॥
পুনঃপুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ॥
দেবলোক পেয়ে কর মনুষ্য-আচার।
কিছুকাল নরলোকে কর ব্যবহার॥
সে-কারণে নরপতি, হেথায় বসতি।
বিরহিণী আছি, নাহি মিলে যোগ্য পতি॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নৃপমণি।
আমারে বরহ, যদি আছ বিরহিণী॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম, কুরু নাম ধরি।
সংসার-মধ্যেতে হই আমি অধিকারী॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
কামানলে দহে তনু, করহ নিস্তার॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে॥
নিশ্চয় নৃপতি, আমি করিব বরণ।
এক সত্য মম আগে করহ রাজন্॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ।
আমারে বারণ নাহি কর মহারাজ॥
কুবচন বল যদি, ত্যজিব তোমারে।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে॥
একদিন নরপতি কহিল কন্যারে।
জল আনি শীঘ্রগতি দেহ ত আমারে॥
কন্যা বলে, এবে মম আছে প্রয়োজন।
মুহূর্ত্তেক রহ, জল দিব ত এখন॥
রাজা বলে, পিপাসাতে দহে কলেবর।
আমারে আনিয়া জল দেহ ত সত্বর॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে রাজা বলে বহু কুবচন॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে।
গণিকার জাতি তুই, কি বলিব তোরে॥
পুনঃপুনঃ স্বামিবাক্য করিস্ হেলন।
স্ত্রীজাতি নহিলে তোর নিতাম জীবন॥
এত শুনি কন্যা হাসি বলিল রাজারে।
পূর্ব্বসত্য পাসরিলে, ছাড়িনু তোমারে॥
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজস্থান।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্দ্ধান॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন।
কন্যার ভাবনা-বিনা অন্যে নাহি মন॥
রাজ্যপদে নাহি মতি সচিন্তিত মন।
বিবাহ না করে রাজা নবীন যৌবন॥
বৃদ্ধমন্ত্রিগণ সব বুঝায় রাজারে।
কি-হেতু ভূপাল, চিন্তা করিছ অন্তরে॥
বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হ'য়েছিল তোমার রমণী॥
শাপে মুক্তা হ'য়ে সেই গেল স্বর্গপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে॥
যদি তুমি সেই কন্যা ইচ্ছ নৃপবর।
ইন্দ্র দেবরাজ হয় সবার ঈশ্বর॥

বিনয় করিয়া কর ইন্দ্রে আরাধন।
তবে সেই কন্যা-প্রাপ্তি হইবে রাজন্॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী-তীরে।
উপবন আছে তথা তাহার উত্তরে॥
নিত্য আসি সুরধেনু চরে সেই বনে।
ইন্দ্র-আরাধনা কর সুরভি-সেবনে॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব-উপদেশ রাজা, কহিনু তোমারে॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
সুরভির সেবা রাজা কৈল যথোচিত॥
তুষ্টা হ'য়ে সুরধেনু বলে নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা, মাগহ আমারে॥
তব প্রতি তুষ্ট রাজা, হইলাম আমি।
মনোনীত বর যাহা, মাগি লও তুমি॥
এত শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তবে শুন গো জননী॥
বহুরূপা-নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই-কন্যা-প্রাপ্তি যেন হয় ত আমারে॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভি।
পাইবে সে-কন্যা তুমি দেবরাজে সেবি॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই, রাজা, লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্র দিবে দরশন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা, পাইবে তখন॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়ে।
হৃষ্টচিত্ত হৈল তবে রাজা মন্ত্র পেয়ে॥
ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হ'লেন তবে সহস্রলোচন॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি॥
তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র বলিলেন, মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুইকর॥
বহুরূপা-নামে যেই তোমার নর্ত্তনী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি॥
ইন্দ্র বলে, যাহা ইচ্ছ দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যদি বাঞ্ছিত অন্তরে॥
রাজা বলে, যদি আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এই স্থানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর॥
কুরুক্ষেত্র নাম হয় পুণ্যক্ষেত্র-সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর দেহ মোরে দেব-গুণাধার॥
ইন্দ্র বলে, পূর্ণ হৈবে তব মনস্কাম।
পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই, কুরুক্ষেত্র নাম॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা-কন্যা তুমি আনি দেহ এরে॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল॥
অনেক যৌতুক তারে দিল সুরপতি।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি॥
ইন্দ্রের বরেতে সেই পুণ্যক্ষেত্র হৈল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল॥

——

● কুরুরাজার শাপমুক্তি

কন্যারে লইয়া তবে কুরু নরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল তবে আপন বসতি॥
মদগর্ব্বে সুরভিরে সম্ভাষা না কৈল।
সেইহেতু সুরধেনু নৃপে শাপ দিল॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল-ভিতর॥
এ-সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন্।
নিতম্বিনী ল'য়ে কেলি করে অনুক্ষণ॥
পুত্র না হইল তাঁর, যুবাকাল গেল।
এত ভাবি রাজা তবে সচিন্তিত হৈল॥

বহু দান যজ্ঞ তবে করিল নৃপতি।
পুত্র না হইল, রাজা চিন্তাকুল-মতি॥
কুলপুরোহিত যে বশিষ্ঠ তপোধন।
ভার্য্যাসহ তাঁর কাছে করে নিবেদন॥
দণ্ডবৎ প্রণমিয়া করে বহু স্তুতি।
হৃষ্ট হ'য়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি॥
মনোনীত বর মাগি লহ দুইজনে।
যেই বর ইচ্ছা কর, মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি রাণী-সহ কহে নরপতি।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে, কর মহামতি॥
তব বর-দানে মোরা হই পুত্রবান্।
ইহা-বিনা তোমারে না মাগি বর আন॥
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া মুনিবর।
সুরভির শাপে অপুত্রক নৃপবর॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে।
হইবে অবশ্য পুত্রবান্ মম বরে॥
কিন্তু সুরভির শাপ আছয়ে তোমায়।
সে-কারণে রাজা, তব না হয় তনয়॥
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী।
মম গৃহে আছে রাজা, তাঁহার নন্দিনী॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার।
অচিরাতে পুত্র রাজা হইবে তোমার॥
সম্বৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি।
ভজুক দাসীর মত তোমার রমণী॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান্।
অমনি নন্দিনী-ধেনু আসে বিদ্যমান॥
নন্দিনীরে দেখি মুনি কহিল রাজারে।
হইবে তোমার কার্য্য সিদ্ধ মম বরে॥
এই নন্দিনীরে তুমি সেবহ রাজন্।
এক বর্ষ কর পূজা করি নির্দ্ধারণ॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সংবৎসরে॥
রাজার সেবনে গাভী সন্তুষ্টা হইল।
মুনিবর সাধি তারে শাপান্ত করিল॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে রাজা হৈল পুত্রবান্।
দুই পুত্র জনমিল মহামতিমান্॥
প্রথম পুত্রের নাম রাখে স্বয়ম্বর।
তাহা হ'তে কুরুবংশ বাড়িল বিস্তর॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল বনের ভিতর॥
সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্য গতি।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী॥
শীঘ্রগতি যাহ তুমি না কর বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন।
কুলক্ষয়হেতু বাঞ্ছা কৈল দুর্য্যোধন॥

পাণ্ডবদের যুদ্ধায়োজন

এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল হৃষ্টমতি।
বহু অনুচরগণ হইল সংহতি॥
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত।
কুরুক্ষেত্র-মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ॥
স্থানে স্থানে বিরচিল দিব্য দিব্য ঘর।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর॥
অশ্বশালা বিরচিল আর গজাগার।
নানা অস্ত্রশস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার॥
ভক্ষ্য-ভোজ্য-দ্রব্য আনাইলেন বিস্তর।
দু'লক্ষ প্রহরী রাখে করি থরে থর॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিল সত্বর।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন।
যুদ্ধহেতু রাজগণে লিখিল লিখন॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়ৎসেন।
শিশুপাল-পুত্র সহদেব, রাজা ক্ষেম॥

কাশীরাজ সুষেণ ও সুমিত্র নৃপতি।
অঙ্গরাজ কারক্ষয় সুধর্ম্মা প্রভৃতি॥
মগধ নৃপতি আর যতেক রাজন্।
দূতমুখে পাণ্ডবের শুনি নিমন্ত্রণ॥
চতুরঙ্গ-দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া মিলিল।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে পৃথিবী পূরিল॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হৈল পঞ্চজন।
একাদশ-অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সৈন্যগণে।
কোলাহল-মহাশব্দে না শুনি শ্রবণে॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল।
নানা-অস্ত্র-শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধন-কর্তৃক উলূককে দূতরূপে প্রেরণের মন্ত্রণা।

মুনি বলে, শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয়॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ, পেয়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার॥
গোবিন্দেরে লিখিলেন সব বিবরণ।
কৌরব-পাণ্ডবে হবে ঘোরতর রণ॥
উভয় কুলের হিতকুটুম্ব আপনি।
সে-কারণে বরিলাম অগ্রে তোমা গণি॥
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
তবে মন্ত্রিগণ ল'য়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করে মহামতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপ-নন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ॥
রাজা বলে, একমনে শুন সভাজন।
দুই কুলে হিত হন দেব-নারায়ণ॥
হইবে ভারত-যুদ্ধ, না হবে খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন॥
দূত পাঠাইনু আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুলে হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
সে-হেতু বুঝিব আজ কৃষ্ণ-বলাবল।
পাণ্ডবে সহায় কিবা, জানিব সকল॥
মম হিতাহিত কৃষ্ণ করে বা না করে।
বুঝিতে কারণ দূত, পাঠাইনু তারে॥
এত শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলে অকারণ॥
ত্রিভুবন-জ্ঞাত, কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার সপক্ষ নাহি হবে কদাচিৎ॥
কর্ণ বলে, মম চিত্তে না লয় এ-কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ, জানি যে সর্ব্বথা॥
তোমার অহিত কৃষ্ণ, জানি নিজমনে।
কি বুঝিয়া পাঠাইলে দূত তার স্থানে॥
যদি বা সপক্ষ তব হয় কদাচন।
কপট করিয়া নাশিবেক সর্ব্বজন॥
মুখেতে সুতৃপ্ত ভাষা, অন্তরেতে আন।
তোমার পরম শত্রু দেব ভগবান্॥
কিন্তু বলভদ্র করে তব প্রতি প্রীত।
তাঁহারে বরিতে যুদ্ধে হয় সমুচিত॥
তীর্থযাত্রা করি ভ্রমে সেই বলরাম।
দূত পাঠাইয়া রাজা, দেহ তাঁর ধাম॥
তোমার সহায় হবে দেব নারায়ণ।
হেন মম চিত্তে নাহি লয় ত রাজন্॥
সকলে বলিল, ভাল বলিলে সুমতি।
তোমার সহায় হবে রেবতীর পতি॥
মহাবলবন্ত রাম, সংগ্রামে প্রচণ্ড।
দৃষ্টিমাত্রে পাণ্ডবেরে করিবেক খণ্ড॥
রাজা বলে, যা কহিলে সখে, সারোদ্ধার।
মম হিতকারী সেই রোহিণী-কুমার॥

কিন্তু তীর্থযাত্রা-হেতু গেল সঙ্কর্ষণ।
গোবিন্দেরে দূত পাঠাইনু সে-কারণ ॥
সম্বন্ধে বেহাই হয় দেব বিশ্বপতি।
মনে লয়, মম সঙ্গে করিবেন প্রীতি ॥
দুঃশাসন বলে, মম মনে নাহি লয়।
পাণ্ডবের প্রিয় বড় দৈবকী-তনয় ॥
তোমার সহায় নাহি হবে কদাচন।
না বুঝিয়া দূত পাঠাইলে কি-কারণ ॥
এত শুনি কহিলেন দ্রোণ মহাশয়।
উভয় কুলের হিত দৈবকী-তনয় ॥
আপনি সহায় যদি না হন তোমার।
নারায়ণী সেনা তাঁর আছয়ে অপার ॥
সেই সৈন্য হয় যদি তোমার সপক্ষ।
চিত্তে হেন লয়, জয় হইবে প্রত্যক্ষ ॥
নারায়ণী সেনা তাঁর মহাবলবান্।
অজেয় অমর তারা দেবের সমান ॥
সেই সৈন্য দেন যদি দৈবকী-কুমার।
কিবা প্রয়োজন কৃষ্ণে আছয়ে তোমার ॥
এতেক সহায় হ'লে কি করিবে রণে।
জগতে বিখ্যাত আছে তার বীরপণে ॥
জরাসন্ধভয়ে স্থান মথুরা ত্যজিয়া।
সমুদ্রের কূলে গিয়া রহে লুকাইয়া ॥
তারে বরি কোন্ কর্ম্ম হইবে তোমার।
তারে বরিবারে যুক্তি নহে মো'-সবার ॥
রণে পলাইয়া যায় শৃগালের প্রায়।
হেনজনে বরিবারে মনে নাহি চায় ॥
সেই জরাসন্ধ ভয়ে পলাইয়া গেল।
কর্ণ মহাবীর তারে সমরে জিনিল ॥
কর্ণের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
মুহূর্ত্তেকে নিবারিবে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
ইন্দ্র-আদি সখা যদি করিবে পাণ্ডব।
তথাপি কর্ণের হাতে পাবে পরাভব ॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান।
ইন্দ্র-আদি দেব করে যাহার বাখান ॥
ধনুর্দ্ধরগণে গণি ভৃগু-বংশপতি।
জগতে বিখ্যাত আর কর্ণ মহামতি ॥
কর্ণের শতাংশ নাহি গণি নারায়ণে।
তারে তবে যুদ্ধে বরি কোন্ প্রয়োজনে ॥
রাজা বলে, যুদ্ধহেতু না বরিব তারে।
আমার সারথি যেন হয় সে সমরে ॥
সারথির যোগ্য হয় দেব নারায়ণ।
সারথি করিয়া তাঁরে করিব বরণ ॥
এত শুনি দ্রোণ-কৃপ বলেন হাসিয়া।
হেন বাক্য মুখে রাজা, আন কি বুঝিয়া ॥
তোমার সারথি হবে দেব নারায়ণ।
অসম্ভব কথা এই, নাহি লয় মন ॥
পাণ্ডব-সহায় সেই দেব বিশ্বপতি।
কিমতে হবেন কৃষ্ণ তোমার সারথি ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ইহা দূতকর্ম্ম নয়।
আপনি বরহ গিয়া দৈবকী-তনয় ॥
সসৈন্যে দ্বারকাপুরী যাহ দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বরিলে সেহ মানিবে বচন ॥
দুর্য্যোধন বলে, আগে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে ॥
হয় বা না হয় কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে পাইব যে ইহার ভারতী ॥
বলাবল বুঝি কার্য্য করিব তখন।
নহে বা আপনি গিয়া করিব বরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ভাল কৈলে যুক্তি সার।
আপনি বরহ গিয়া দৈবকী-কুমার ॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্যে দ্বারকা তুমি কর আগুসার ॥
উভয় কুলের হিত দেব বিশ্বপতি।
সম্প্রীতি করিবে কৃষ্ণ বুঝি কার্য্যগতি ॥
পিতার বচনে ক্রোধে বলে দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতি করিতে চাহ, কোন্ প্রয়োজন ॥
জীবন্তে পাণ্ডবসহ নাহি মোর প্রীত।
উচিত যে হয়, তাহা করহ বিহিত ॥

বিদুর এতেক শুনি কহেন তখন।
বিপদ-সময়ে জ্ঞান হারায় সুজন॥
আরে দুর্য্যোধন, তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ॥
ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-আদি দেব যতজন।
উদ্দেশে যাঁহার করে চরণ-সেবন॥
বার বার অবতার হ'য়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি কোটি অসুর নিপাত॥
মৎস্যের শরীর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন দেব উদ্ধারণ॥
কূর্ম্ম-অবতার হ'য়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ-আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধি উদ্ধারিল বসুমতী॥
ধরিয়া নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করিল বিনাশ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হ'য়ে অবতার।
নিঃক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন-সপ্তবার॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধর-বেশধারী আছেন এখন॥
পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ-যদুমণি।
আগম-পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারেবার॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন অশেষ॥
অভক্ত গোবিন্দে তুমি, বিখ্যাত জগতে।
তোমার সারথি কৃষ্ণ হবেন কিমতে॥
এইরূপে কহিলেন বিদুর সুমতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি॥
সভা হ'তে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
সব কুরুগণ গেল যে যাহার ঘরে॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, শুনি ভব-ভয়ে তরি॥

● শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলূকের গমন

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল কুরুর নন্দন॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন্ জন।
দূতমুখে শুনি কিবা কহে নারায়ণ॥
বিবরিয়া মুনিবর, বলহ আমারে।
শুনিয়া তোমার মুখে জুড়াই অন্তরে॥
মুনি বলে, শুন শুন নৃপ জন্মেজয়।
উলূকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয়॥
দুর্য্যোধন-আদেশেতে যায় অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেল দ্বারকানগর॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত।
দণ্ডবৎ করি পত্র দিলেক ত্বরিত॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
পঠনান্তে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া॥
দুই-কুল-হিত আমি, বিখ্যাত-ভুবন।
উভয়-কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ॥
দুর্য্যোধনে কহিবে যে বচন আমার।
ভাই-ভাই বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার॥
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা করিল রক্ষণ॥
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিল নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয়॥
আপনি কহিলে তুমি সভা-বিদ্যমান।
সত্য হ'তে মুক্ত হ'লে পাণ্ডুর সন্তান॥
পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্যধন।
তবে কেন কলহেতে করিতেছ মন॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া প্রীত কর পাণ্ডুর তনয়॥

এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবা-বিদ্যমানে॥
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথিপণ তাঁহার গোচরে॥
কিন্তু অগ্রে মোর পাশে বলে ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি, শুন মহাশয়॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে॥
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে হবে পার্থ-আগমন॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে-জন বরিবে।
তাহার সারথ্য মোরে করিতে হইবে॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে বচন।
এত বলি দূতে পাঠাইল নারায়ণ॥
তবে যদুবল ল'য়ে দেব বিশ্বপতি।
গুপ্তরূপে পরামর্শ করে মহামতি॥
কৌরব-পাণ্ডবে দোঁহে হবে মহারণ।
সে-কারণে দুর্য্যোধন পাঠায় লিখন॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই-কুল-হিত আমি, জানে জগজ্জন॥
কাহার সপক্ষ হব, করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা, কহ সর্ব্বজন॥
এত শুনি কহিলেন যত যদুগণ।
কপটী কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন॥
তাহার সপক্ষ হ'তে উচিত না হয়।
বিশেষে তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয়॥
যদি বা বরিতে তোমা আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমা-সবা-চিত্তে লয় এই ত বিচার॥
যদুগণ-বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
দিব্য সিংহাসন এক করহ নির্ম্মাণ।
ইন্দ্রের আসন জিনি তাহার বাখান॥
নানারত্ন মাণিক্যেতে সুবর্ণ-জড়িত।
প্রবাল পাষাণ গজদন্তে বিরচিত॥
সত্বরে রচিয়া দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্র শিল্পিগণ লাগিল গঠিতে॥
তিন দিবসের মধ্যে হৈল সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ॥
পঞ্চম দিবস পরে দেব নারায়ণ।
বাহির-মন্দিরে গিয়া করেন শয়ন॥
সংকীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন-সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতনে নিদ্রা যায় দৈবকী-কুমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, ভবসিন্ধু তরি॥
ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুনের দ্বারকায় গমন

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে যাহ তুমি তথা॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে-কারণে নারায়ণ কহিল আমারে॥
প্রথমে আমারে আসি যেজন বরিবে।
তার পক্ষ অবশ্যই মোরে হ'তে হবে॥
সমান-সম্বন্ধ মম কুরু-পাণ্ডুগণ।
দুই-কুল-হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ॥
আর যে কহিলা, তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি॥
পাণ্ডবের সহ বিরোধিতে নিষেধিল।
সব রাজগণে তাহে অনুমতি দিল॥
অল্পকার্য্যে কুলক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন।
চিত্তে যাহা লয়, তাহা করহ রাজন্॥

এতেক দূতের বাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল, না করিল ব্যাজ॥
অল্পসৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
দ্বারকানগরে রাজা কৈল আগুসার॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখি গেল পুরের বাহিরে॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিল কুরুনাথ।
যেই গৃহে নিদ্রাগত আছে জগন্নাথ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতন নিদ্রা যান দেব-নারায়ণ॥
দিব্য-সিংহাসন দেখে কৃষ্ণের শিয়রে।
ভৃঙ্গারেতে জল আছে, দেখিল নিয়রে॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে-মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ॥
না আসিতে আমি হেথা দিব্য সিংহাসন।
আপন-শিয়রে কৃষ্ণ ক'রেছে স্থাপন॥
পাদ্য-অর্ঘ্য রাখিয়াছে, দিব্য-জলাধার।
আমার সম্ভ্রমহেতু নানা উপচার॥
নিশ্চয় হইবে কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসে কুরুপতি॥
পরে ধনঞ্জয় আসিলেন ভক্তি করি।
একাকী প্রবেশ করিলেন অন্তঃপুরী॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণমিল যথাযোগ্য জনে॥
মাতুলগণেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হ'তে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস॥
অচেতনে নিদ্রাগত আছে নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তা করিলেন ধনঞ্জয়॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম চাপে ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে॥
মনে-মনে ভাবে, কিছু কহিতে না পারে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন্ বা বরাক এই দৈবকীকুমার॥
আমারে নাহিক ভয়, নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে॥
অন্য হ'লে করিতাম এখনি সংহার।
বিশেষ অজেয় মোর জ্ঞাতি পাপাচার॥

———

শ্রীকৃষ্ণ সকাশে অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন

এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন্।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি॥
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার।
উঠিতে সম্মুখে দেখে কুন্তীর কুমার॥
আলিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল।
একে একে ধনঞ্জয় কহেন সকল॥
অবশেষে শ্রীগোবিন্দে বলে ধনঞ্জয়।
কৌরব-পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয়॥
তেঁই যুধিষ্ঠির পাঠাইলেন আমারে।
সারথি করিয়া যুদ্ধে তোমা বরিবারে॥
রথের সারথি তুমি হইবে আমার।
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ করে অঙ্গীকার॥
শুনিয়া অর্জ্জুন হইলেন হৃষ্টমন।
পরে দেখিলেন কৃষ্ণ রাজা-দুর্য্যোধন॥
মান্য করি সম্ভাষেন উঠি নারায়ণ।
কি আনন্দ আজি মোর কৌরব-নন্দন॥
কোন্ প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন।
কি-কার্য্য তোমার কহ, করিব সাধন॥
যদি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয়।
আমা হ'তে হয় যদি, করিব নিশ্চয়॥

তব কার্য্যে প্রীত আমি, তব আজ্ঞাকারী।
যে-আজ্ঞা করিবে তাহা সাধিবারে পারি॥
সমান-সম্বন্ধ মম কুরু-পাণ্ডুগণে।
উভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণে॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজে যথা নাহি ভিন্নজ্ঞান।
সেইরূপে দুই কুল রাখিব সমান॥
উভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব সাধন॥
এত শুনি বলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আগে দূতমুখে তোমা করিনু বরণ॥
তাহাতে করিলে অঙ্গীকার নারায়ণ।
যেজন আমারে আগে করিবে বরণ॥
তাহার সপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়।
সে-কারণে আসিলাম তোমার আলয়॥
বহুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা।
পশ্চাৎ আসিল হেথা পার্থ মহারথা॥
তোমার সারথ্যগুণ বিখ্যাত ভুবনে।
ইন্দ্রের মাতলি-সহ শুনিনু শ্রবণে॥
মহাযুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি।
সে-কারণে এই স্থানে আসি যদুপতি॥
ইথে মান-অপমান নাহি যদুমণি।
অবধানে শুন, কহি পূর্ব্বের কাহিনী॥
ত্রিপুর জিনিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
ত্রিপুর-বিজয়ী শিব সারথির গুণে।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র-দৈত্যরণে॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরা-নন্দন।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ॥
বৃহস্পতিরে সারথি করি বজ্রপাণি।
বৃত্রাসুরে মারিলেন, বিখ্যাত ধরণী॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি কহিলে প্রমাণ।
আগে মোরে বরিয়াছে অর্জ্জুন ধীমান্॥
আগে তুমি বসিয়াছ, জানিব কেমনে।
আগে আমি অর্জ্জুনেরে দেখেছি নয়নে॥
সারথি করিয়া মোরে করিল বরণ।
উপায় ইহার কিবা করি দুর্য্যোধন॥
ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে॥
পার্থের সারথ্য যদি দশ দিন করি।
দশ দিন যদি তব রথ-রশ্মি ধরি॥
এমন নিয়ম হ'লে উপহাস লোকে।
সে-কারণে দুর্য্যোধন, কহি যে তোমাকে॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত।
তোমার মর্য্যাদা-গুণ ঘোষে অপ্রমিত॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংশে॥
তব কার্য্যে রত সবে তোমার শাসিতে।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমারে বরণ॥
তীর্থযাত্রাহেতু যবে যান হলপাণি।
কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন॥
আমা-আদি করি সবে যত যদুগণ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইব।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিব॥
করিব কেবল আমি মাত্র সূতপণ।
সে-কারণে কহি, শুধু রাজা দুর্য্যোধন॥
সাত কোটি আছে মম সেনা নারায়ণী।
জগতে বিখ্যাত তারা মম সম গণি॥
মহাবলবান্ সবে, বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য-সম জনে জন।
মহারথী-মধ্যে গণি, বিপক্ষে শমন॥
আমাকে ইচ্ছহ, কিংবা সেনা নারায়ণী।
নিশ্চয় আমাকে কহ নৃপ-চূড়ামণি॥

এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হবে নিলে গোবিন্দেরে॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ॥
একক ইহারে নিলে হবে কোন্ কাজ।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ॥
আমার সহায় দেহ সেনা নারায়ণী।
আমার সাহায্য এই কর চক্রপাণি॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, যে আজ্ঞা তোমার।
শুনি হৃষ্টচিত্ত হৈল কৌরব-কুমার॥
নারায়ণী সেনা ল'য়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হৈল বিষণ্ণবদন॥
জয় প্রভু জগন্নাথ, জয় চক্রধারী।
তোমার মহিমাগুণ কি বর্ণিতে পারি॥
শিষ্টজন পাল তুমি দুষ্টেরে সংহার।
এইহেতু জগন্নাথ নাম যে তোমার॥
দারুরূপে পূর্ণ ব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগজ্জন-হিতে তব অতুল প্রকাশ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে বহু নতি।
কাশীরাম দাস কহে, মধুর ভারতী॥

● নারায়ণী সেনা লইয়া দুর্য্যোধনের প্রত্যাগমন

নারায়ণী সেনা ল'য়ে গেল দুর্য্যোধন।
নানাবাদ্য কোলাহলে হ'য়ে হৃষ্টমন॥
পথে শল্যরাজা-সহ হৈল দরশন।
তাঁহার সহিত গিয়া করিল মিলন॥
শল্যে সম্ভাষণ করি কহে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধহেতু তোমা আমি করিনু বরণ॥
শল্য বলে, যেই আজ্ঞা তব মহাশয়।
তোমার সপক্ষ আমি হইব নিশ্চয়॥
কিন্তু পাণ্ডুপুত্রগণ ভাগিনা আমার।
যাই আমি তাহা-সহ দেখা করিবার॥
বহুদিন সমাগমে নাহিক মিলন।
দেখিয়া আসিব আমি পাণ্ডুপুত্রগণ॥
দুর্য্যোধন বলে, তথা কি কাজ তোমার।
নিকটে দেখিবে হেথা পাণ্ডুর কুমার॥
আমার সপক্ষ হ'লে, কেন যাবে তথা।
দেখিলে না ছাড়ি দিবে ভীম মহারথা॥
সত্যবাদিগণ-মধ্যে গণি যে তোমায়।
সত্যভ্রষ্ট হ'তে চাহ, বুঝি অভিপ্রায়॥
এত শুনি শল্য স্থির করিলেন মন।
সসৈন্যে সাজিয়া গেল রাজা দুর্য্যোধন॥
আর যত রাজগণ মধ্যদেশে ছিল।
যুদ্ধহেতু দুর্য্যোধন সবারে বলিল॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করি সমাবেশ।
আপনার উপায় না গণিল বিশেষ॥
মদগর্ব্বে হেন আশা করে দুর্য্যোধন।
পাণ্ডবে জিনিয়া ত্বরা লবে রাজ্যধন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রনীতি করি কুরুপতি।
পাত্র মিত্র ভৃত্যগণ অমাত্য সংহতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য রাধার তনয়।
সোমদত্ত বীর ভূরিশ্রবা মহাশয়॥
দুঃশাসন অশ্বত্থামা শকুনি সৌবল।
নৃপতি সুশর্ম্ম ভগদত্ত মহাবল॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি বিদুর সুমতি।
সভা করি বসিলেন কৌরবের পতি॥
সবারে চাহিয়া বলে কৌরব রাজন্।
মম মনস্কাম পূর্ণ হইল এখন॥
একাদশ-অক্ষৌহিণী হইল সঙ্গতি।
শতকোটি মহারথী আমার সংহতি॥
আমারে জিনিতে পারে কে আছে সংসারে।
অবহেলে পরাজিব পাণ্ডুর কুমারে॥
কর্ণের প্রতাপ সহে, আছে কোন্ জনে।
একেশ্বর পরাজিবে পাণ্ডুর নন্দনে॥
যত যত বীর আছে মম অনুভবে।
এক এক বীর পারে জিনিতে পাণ্ডবে॥

পাণ্ডবেরে ভয় কিবা আছয়ে আমার।
একাদশ অক্ষৌহিণী মম পরিবার॥
শুন পিতামহ ভীষ্ম, মাতুল, আচার্য্য।
প্রাণপণে কর সবে আমার সাহায্য॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত জানহ আপনি।
পাণ্ডবের উপরোধ না করিহ তুমি॥
উপরোধে পাণ্ডবেরা কভু না ক্ষমিবে।
কদাচিৎ উপরোধ তারে না করিবে॥

——

দুর্য্যোধনের প্রতি কুরুগণের উপদেশ

রাজার বচন শুনি কহে কুরুগণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ দুর্য্যোধন॥
কখন তোমার শত্রু না হয় পাণ্ডব।
কি-কারণে দুর্য্যোধন, কহ এত সব॥
মো-সবার শক্তি যত করিব সর্ব্বথা।
না পারিব জিনিতে পাণ্ডব মহারথা॥
দেবের অবধ্য বীর পাণ্ডুর নন্দন।
মহাযুদ্ধে বিশারদ, প্রতাপে তপন॥
তাহারে জিনিবে হেন, আছে কোন্ বীর।
বিশেষতঃ ধর্ম্ম-আত্মা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ধর্ম্ম-অনুগত পার্থ ভীম মহাশয়।
দুই ভাই ধর্ম্মপ্রিয় মাদ্রীর তনয়॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে কেহ নহে ন্যূন।
কত বা তোমারে বুঝাইব পুনঃপুনঃ॥
তাহার পৈতৃক রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া সবা-সহ করহ পীরিত॥
ভাই-ভাই বিরোধিয়া কিবা প্রয়োজন।
ইথে ক্ষত্রধর্ম্ম রাজা, না করি গণন॥
হারিলে অখ্যাতি নাহি, জিনিলে সুযশ।
অর্থক্ষয় হবে আর অধর্ম্ম অযশ॥
ধার্ম্মিক পুরুষ তুমি, না কর এ কর্ম্ম।
ভাই-ভাই করি যুদ্ধ কর না অধর্ম্ম॥
ভাইসহ প্রীতিভাবে বঞ্চ নানা সুখ।
বিরোধ করিলে মনে পাবে বড় দুঃখ॥
বিপদ্ হইলে তবে নাহি পরিত্রাণ।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি, কর অবধান॥
আছিল রাবণ রাজা ব্রহ্মবংশে জন্ম।
জ্ঞাতি-বন্ধু-ভাই-সহ করিল অধর্ম্ম॥
কত দিনান্তরে রাম রঘুর নন্দন।
পিতৃসত্য পালিবারে প্রবেশেন বন॥
অনুজ লক্ষ্মণ আর জানকী-সহিতে।
বহুদিন রঘুনাথ থাকেন বনেতে॥
কালেতে কুবুদ্ধি হৈল রাবণ-রাজার।
সীতারে হরিয়া আনে দুষ্ট দুরাচার॥
সেইকালে রঘুনাথ সমুদ্র উত্তরি।
সুগ্রীবে সহায় করি বেড়ে লঙ্কাপুরী॥
রাবণের ছোট ভাই সুবুদ্ধি সুমতি।
মহাধর্ম্ম-আত্মা বিভীষণ মহামতি॥
বুঝাইল বহু ধর্ম্ম উপদেশ-বাণী।
কারো কথা না শুনিল অহঙ্কার মানি॥
অহঙ্কারে কারো কথা মনে না ধরিল।
ভ্রাতাকে নিন্দিয়া কতমত গালি দিল॥
কুবাক্য বলিয়া করে চরণ-প্রহার।
সেইহেতু চিত্তে দুঃখ হইল অপার॥
শ্রীরামের সহ আসি করিল মিলন।
শ্রীরাম অভয় তারে দিলেন তখন॥
রাবণে সবংশে মারি বীর রঘুমণি।
করিলেন উদ্ধার সে জনক-নন্দিনী॥
বিভীষণে রাজা করি আসিলেন দেশে।
পূর্ব্বের কাহিনী এই কহিনু বিশেষে॥
সে-কারণে ভাই-ভাই দ্বন্দ্বে নাহি কাজ।
পাণ্ডবে উচিত-ভাগ দেহ মহারাজ॥
এইরূপ কহি তারে সব পরিবার।
মৌনভাবে রহে মন বুঝিবারে তার॥
দুর্য্যোধন বলে, আমি করিয়াছি সত্য।
অকারণে কেন এত বল নিত্য নিত্য॥

জীয়ন্তে পাণ্ডব সহ নাহি মম প্রীত।
বিধান করহ সবে ইহার বিহিত॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
কেহ আর উত্তর না দিল মন্ত্রিগণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থানে।
ততক্ষণ আজ্ঞা দিল অনুচরগণে॥
যুদ্ধহেতু আয়োজন কর বহুতর।
রাজার আজ্ঞায় চর ধাইল বিস্তর॥
নানাঅস্ত্রে পূর্ণ করে সকল ভাণ্ডার।
গদা খড়্গ ধনুর্গুণ দিব্য-অস্ত্র আর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে॥
অর্জ্জুনের মন বুঝি কহেন শ্রীপতি।
কি-হেতু হইলে সখা, তুমি দুঃখমতি॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি, শুন দিয়া মন।
একদিন মোর পাশে কহে পিতৃগণ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ-ব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে॥
তুমি বিষ্ণু মহারূপ নর-অবতার।
আমা-সবাকারে প্রভু করহ উদ্ধার॥
মগধ রাজ্যেতে যত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয়॥
তবে তৃপ্ত হয় আমা-সবাকার মন।
এইমতে কহে মোরে যত পিতৃগণ॥
পিতৃগণ-বাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি মোরে তারা কহে আরবার॥

একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
একজন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে॥
যদি দুষ্ট হয় মাংস, জানিহ নিশ্চয়।
আমা-সবাকার তবে নহে পাপক্ষয়॥
পিতৃগণ-বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
মগধ রাজ্যেতে আমি প্রবেশিনু গিয়া॥
জরাসন্ধ নৃপতির রক্ষী বনে ছিল।
অনুমানে চিহ্ন দেখি আমারে চিনিল॥
জরাসন্ধে আসি তারা কহে সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া আসে সেই দুরাচার॥
একেশ্বর বেড়িলেক কত শত পুর।
সৈন্য-কোলাহল-শব্দ গেল বহুদূর॥
উপায় না দেখি আমি ভাবিনু তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কতজন॥
দুরন্ত দুর্জ্জন সেই মগধের সেনা।
যত মরে, তত জীয়ে, না হয় গণনা॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বাড়াইনু, যেন পর্ব্বত-আকার॥
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ।
অঙ্গ হ'তে সেইক্ষণে হইল সৃজন॥
মহারথী-দেহে দশ সহস্র জন্মিল।
জরাসন্ধ-সঙ্গে তারা সমর করিল॥
যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ রাজন্।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ॥
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আসিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি॥
তুষ্ট হ'য়ে বলিলাম সেই সেনাগণে।
যেই বর ইচ্ছা কর, মাগ মম স্থানে॥
এত শুনি বলে নারায়ণী সেনাগণ।
যদি বর দিবে, তবে দেহ নারায়ণ॥
ইতরের হাতে মৃত্যু মো-সবার নয়।
তোমার সমান রূপে-গুণে যেবা হয়॥
তার হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার।
এই বর আজ্ঞা কর দৈবকী-কুমার॥

তা-সবার বাক্য শুনি দিনু বরদান।
তবে আমি মনোমধ্যে করি অনুমান॥
মম সম রূপ-গুণে কে আছে সংসারে।
বিনা ধনঞ্জয় বীর না দেখি কাহারে॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে তোমা সব ক্ষয়।
হইবে ভারতযুদ্ধ, না হয় সংশয়॥
সে-কারণে নারায়ণী সৈন্য যতজন।
দুর্য্যোধন-প্রতি করিলাম সমর্পণ॥
তব অস্ত্রে হত হবে যত সৈন্যগণ।
এত বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ॥
কাহারো মস্তক নাহি, কবন্ধের প্রায়।
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময়॥
তবে কৃষ্ণে ধনঞ্জয় কহে যোড়করে।
তোমার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে॥
মায়ার পুত্তলি তুমি, মায়ার নিদান।
আদি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ-ভগবান্॥
তোমার সহায়ে কিবা আছে মম ভয়।
মারিব কৌরবগণে, নাহিক সংশয়॥
জানিলাম এখন যে যুদ্ধে হবে জয়।
যখন হইলে তুমি আমার সহায়॥
তোমার সহায়ে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে।
তোমার সহায়ে দণ্ড ধরয়ে শমনে॥
তোমার সহায়ে সৃষ্টি করে প্রজাপতি।
তোমার সহায়ে শিব সংহার-মুরতি॥
সেই প্রভু হ'লে তুমি আমার সারথি।
তিলমাত্রে কুরুর না আছে অব্যাহতি॥
হেন প্রভু হ'লে তুমি আমার সহায়।
ত্রিভুবন-মধ্যে মম আর কারে ভয়॥
অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি কন নারায়ণ।
না বুঝিয়া পার্থ, আমা করিলে বরণ॥
আমি যুদ্ধ না করিব, কহিলেন রাম।
কার শক্তি রামের বচন করে আন॥
কৌরবের পক্ষে আছে বহু যোদ্ধৃপতি।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে ধনঞ্জয়।
না বুঝিয়া হেন বাক্য কহ মহাশয়॥
এ তিন-ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি বিশ্বপতি॥
তুমি সৃষ্টি পাল, তুমি করহ সংহার।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার॥
কিঞ্চিৎ জানেন মাত্র দেব পঞ্চানন।
মৃত্যু বলি একরূপ ধর নারায়ণ॥
কোন ছার অল্পমতি কৌরব-তনয়।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয়॥
এক্ষণে যে কহি, তাহা শুন দিয়া মন।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা, তথা যাইবে আপন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি॥
বিরাটনগরে যান অর্জ্জুন-সহিত।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া যুধিষ্ঠির মহাপ্রীত॥
যদ্যপি গোবিন্দ বদ্ধ পাণ্ডবের মনে।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন-সিংহাসনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য-ভারত-আখ্যান॥
যেবা পড়ে, যেবা শুনে, করায় শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর-দাসাগ্রজ॥

● শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি

তবে জন্মেজয় রাজা মুনিরে পুছিল।
কহ শুনি অনন্তরে কি প্রসঙ্গ হৈল॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে দেব বিশ্বপতি।
কি প্রকারে বুঝালেন কৌরবের পতি॥

কৃষ্ণের বচন নাহি শুনে দুর্য্যোধন।
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হ'ল আরম্ভণ॥
কহিবে সে-সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের কুমার॥
পাণ্ডব-সভায় আসিলেন নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন॥
গোবিন্দে দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্ট মনে।
নিভৃতে করেন যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন নারায়ণ।
হইবে ভারতযুদ্ধ, না হবে খণ্ডন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধহেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ-ক্ষয়॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে, পৃথ্বী হতস্বামী।
সে-কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি॥
জ্ঞাতিগণ-বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় চক্ষে দেখা কভু যোগ্য নহে॥
দূতমুখে পুনঃপুনঃ কহে দুর্য্যোধন।
কদাচিৎ ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন॥
পূর্ব্বে যে নিয়ম করিলাম পঞ্চজনে।
ধর্ম্ম হ'তে মুক্ত হইলাম এইক্ষণে॥
তাপস-বেশেতে ভ্রমি কাননে কাননে।
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে দুর্য্যোধনে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক থাকি পরবশে।
রাজপুত্র হ'য়ে ভ্রমিলাম ক্লীববেশে॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ থাকিবে তাহার।
তাবৎ ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে আমার॥
বহু কষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
তবে রাজ্য ধন সেই লব পুনর্ব্বার॥
হেন রাজ্য-ধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কাজ হবে বল মারি জ্ঞাতিগণ॥
এইহেতু চিত্তে আমি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হ'লে পুনঃ বনবাসে যাব॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি বনে-বন।
লউক সকল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আত্ম-বন্ধু-সব আর যত জ্ঞাতিকুল॥
এ-সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজপদে সুখ না পাইব চিত্তে॥
না বুঝি প্রবৃত্ত হব বীর্য্য-অহঙ্কারে।
যদি বা না পারি কৌরবেরে জিনিবারে॥
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এইহেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয়॥
যেবা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল, কি করিবে রণ॥
বলহীন দেহ, শুধু আছে আত্মাসার।
কৌরব-সম্মুখে নাহি হবে আগুসার॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ড্যাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর সাত্যকাদি॥
এই সব বীর আছে সহায় আমার।
ইহারা বা কি করিবে, কৌরব দুর্ব্বার॥
কৌরবের পক্ষে আছে বহু বীরগণ।
এক এক জন হয় দ্বিতীয় শমন॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি॥
মহারথী মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল॥
শল্য মহাবীর আর রাধার নন্দন।
এ-সকল বীর হয় দ্বিতীয় শমন॥
যুদ্ধে কাজ নাহি মম, না পারিব জানি।
বনবাসে যাব, আজ্ঞা কর চক্রপাণি॥
এত শুনি হাস্যমুখে কহে নারায়ণ।
না বুঝিয়া হেন বাক্য বলহ রাজন্॥
চিরজীবী নাহি কেহ সংসার-ভিতরে।
জন্মিলে অবশ্য যায় শমনের ঘরে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-নীতি তব নাহিক রাজন্।
সন্ন্যাস-ধর্ম্মের মত তব আচরণ॥

রাজধর্ম্মনীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে॥
রাজা হ'য়ে ক্ষমাবন্ত না হবে কখন।
অতি-উগ্র না হইবে, সদা শান্তমন॥
ক্ষত্র-ধর্ম্মে যেই জন হয় বলবান্।
অহঙ্কারে জাতি-বন্ধু করে তৃণজ্ঞান॥
ক্ষত্রমধ্যে শত্রু আমি গণি যে তাহারে।
করিবে তাহারে নষ্ট যে কোন প্রকারে॥
ছলে-বলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পারিবে।
অবশ্য তাহারে রাজা, সংহার করিবে॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি, শুন নরবর।
সেই সব আচরিল কৌরব পামর॥
তাহারে মারিতে নাহি পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই, মহাদুরাশয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● নমুচি দানবের উপাখ্যান

পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
নমুচি দানব সেই কশ্যপ-নন্দন॥
এক পিতা হ'তে সেই দোঁহার উৎপত্তি।
ইন্দ্র-ধন হ'তে শত গুণিত-সম্পত্তি॥
তপোবলে দেবরাজে করে পরাজয়।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব জিনি নিল দুরাশয়॥
ইন্দ্রের অমরাবতী বলেতে হরিল।
উপায় না দেখি ইন্দ্র চিন্তিত হইল॥
নমুচির সঙ্গে যুদ্ধে হইয়া পরাস্ত।
পলাইল দেবসেনা হ'য়ে অতি ব্যস্ত॥
পরাজয় মানি ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমে সকল ভুবন॥
পুত্রগণ-কষ্ট দেখি দেবের জননী।
ক্ষীরোদের কূলে আরাধিল পদ্মযোনি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া ব্রহ্মা বর দিল তাঁরে।
অচিরাৎ পাবে রাজ্য তোমার কুমারে॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পদ্মাসন।
পুত্রগণে দেবমাতা বলেন তখন॥
জননীর বাক্যে ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বিষম সঙ্কটে দেব করহ মোচন।
নমুচির ভয় হ'তে করহ তারণ॥
পিতামহ সুপ্রসন্ন হ'য়ে দেবগণে।
সান্ত্বনা করেন সবে প্রবোধ-বচনে॥
অসময়ে কার্য্যসিদ্ধি কভু নাহি হয়।
শাস্ত্রেতে বিচার হেন হইল নির্ণয়॥
জ্ঞাতিমধ্যে রিপুশ্রেষ্ঠ যেই মহাবলী।
তাহার সংহার-হেতু হৃদয়ে আকুলী॥
ছলে বলে নমুচিরে করিবে নিধন।
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি হইবে কখন॥
ব্রহ্মার বচন শুনি দেব সুরপতি।
নমুচির সঙ্গে আসি করিল পীরিতি॥
হীনজন-প্রায় হ'য়ে তাহারে সেবিল।
নমুচির সঙ্গে ইন্দ্র মিত্রতা করিল॥
এইরূপে কতদিন আছে সুরনাথ।
করিল অচল-প্রীতি নমুচির সাথ॥
কতদিনে শুভকাল হইল উদয়।
মারিতে দৈত্যেরে ইন্দ্র করিল উপায়॥
ক্ষণমাত্র রহি ইন্দ্র নমুচি মারিল।
আপন ইন্দ্রত্ব-পদ পুনরপি নিল॥
ক্ষত্রধর্ম্মে এই নীতি আছে পূর্ব্বাপর।
শাস্ত্রের বিধান ইহা, শুন নৃপবর॥
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার বড় দুরাচার।
তাহারে মারিতে পাপ নাহিক তোমার॥
নমুচিরে মারি ইন্দ্র সুখে রাজ্য করে।
কৌরব মারিতে কেন পড়িলে বিচারে॥
কৌরবে মারিয়া তুমি সুখে রাজ্য কর।
দ্রৌপদীর মনঃকষ্ট ঘুচাও সত্বর॥

কহিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন্।
এত বলি প্রবোধিল দেব নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে যুধিষ্ঠির কর্তৃক দৌত্যকর্ম্মে প্রেরণ

ধর্ম্মের ঘুচিল ভয়, আনন্দিত-মন।
তবে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ ॥
একে একে নৃপতিরে কহে বিবরণ।
উদ্যোগ করহ রাজা, করিবারে রণ ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা, না কর সংশয়।
কৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয় ॥
বিনা-দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন।
তাহারে মারিলে নহে পাপের কারণ ॥
আমরা সহায় সব, কারে কর ভয়।
আজ্ঞা কৈলে সংহারিব কৌরব-তনয় ॥
সহায় সর্ব্বস্ব তব দেব বিশ্বপতি।
ইঁহার প্রসাদে জয় হবে নরপতি ॥
রাজা বলে, যে কহিলে কভু নহে আন।
সহায়-সর্ব্বস্ব মম দেব ভগবান্ ॥
ইঁহার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে।
তথাপিহ চাহে লোক-ধর্ম্মেতে তরিতে ॥
অন্য দূত-কর্ম্ম নহে, কহি সে-কারণ।
কুরুসভা-মধ্যে যাও দৈবকী-নন্দন ॥
নীতি-ধর্ম্ম কহি জ্ঞান দেহ দুর্য্যোধনে।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে গঙ্গার নন্দনে ॥
প্রথমে কহিবে দিতে অর্দ্ধ রাজ্যপদ।
ইন্দ্রপ্রস্থে যেই ছিল ধনাদি সম্পদ ॥
পূর্ব্বাপর অধিকার ছিল মম যত।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব-সহিত ॥
যে নিয়ম হ'য়েছিল, তাহে হই পার।
তবে কেন রাজ্য ছাড়ি না দেহ আমার ॥
নাহি দিলে ধর্ম্মে বল কেমনে তরিবে।
ভাই-ভাই যুদ্ধ হ'লে কিবা ফল হবে ॥
জ্ঞাতিগণ মরিবেক আর বন্ধুগণ।
মহাযুদ্ধ হবে সর্ব্বকুল-বিনাশন ॥
সে-কারণে এই কার্য্যে নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধরাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন ॥
এরূপে কহিবে আগে কথা বহুতর।
তবে যদি কদাচ না শুনে কুরুবর ॥
তবে সে কহিবে তারে করিয়া বিনয়।
বড় ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চগ্রাম দেহ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর ॥
পাণ্ডব-নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে।
এই পঞ্চগ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে ॥
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে ॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন।
ইথে পাপ-কলঙ্ক না হয় নারায়ণ ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে আমার।
লোকধর্ম্ম ভাল-মন্দ নহিবে বিচার ॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ-ক্ষয়।
শীঘ্রগতি যাহ তুমি কৌরব-আলয় ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, যে আজ্ঞা তোমার।
হয় ত উচিত একবার জানিবার ॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন।
দুই কুল রক্ষা হয়, জীয়ে জ্ঞাতিগণ ॥
ভীমার্জ্জুন বলেন, না লয় ইহা মন।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
তাহাতে রাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার।
গান্ধারনন্দন দুষ্ট দুঃশাসন আর ॥

এ তিনজনের বুদ্ধি ল'য়ে দুর্য্যোধন।
আমা-সবা-সঙ্গে নাহি করিবে মিলন॥
তথাপিহ যাহ তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
সাবধান হ'য়ে দেব, যাবে হস্তিনায়॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন।
একেশ্বর পেয়ে পাছে করে বিড়ম্বন॥
সে-কারণে লহ সঙ্গে মহারথিগণ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন॥
গোবিন্দ বলেন, মম ভয় আছে কারে।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে॥
তবে যদি প্রবর্দ্ধিত হয় অহঙ্কারে।
মুহূর্ত্তেকে চক্রে সংহারিব সবাকারে॥
বাতি দিতে না রাখিব কৌরবেয়গণে।
সবংশে মারিব সেই দুষ্ট দুর্য্যোধনে॥
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্র লইয়া ধনুর্ব্বাণ॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
দুই লক্ষ পদাতিক সঙ্গে বলবান্॥

দ্রৌপদীর স্বপ্নদর্শন

বলেন শ্রীকৃষ্ণ-প্রতি ভাই পঞ্চজন।
বিষম-সঙ্কটে ভ্রমিলাম বনে-বন॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবে মায়ে, যেন নহে দুঃখমন॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
বড়ই নিষ্ঠুর শত্রু পাপী দুর্য্যোধন॥
এত কষ্ট দিয়া নহে শান্ত তার মন।
কদাচ না ছাড়ি দিবে রাজ্য দুর্য্যোধন॥
যত দুঃখ দিলেক সে, জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে আনে দুষ্ট ধরি মোর কেশ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
ধর্ম্মরক্ষা করিল যে, তেঁই সে মোচন॥
হেনজন-মুখ প্রভু, যাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা হবে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয় ত উচিত॥
তোমার আশ্রয়ে দেব, কেবা বীর্য্যহত।
সবাই যুঝিবে প্রভু, তোমার সম্মত॥
পিতা মম যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন-বীর॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান্।
পঞ্চভাই যুঝিবেন রণে সাবধান॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব যুদ্ধে অভিমন্যুবীর॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক-একজন হয় দ্বিতীয় শমন॥
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন্ প্রয়োজনে প্রভু, যাহ তথাকারে॥
স্বপ্নে আজি দেখিলাম শুন মহাশয়।
রথে চড়ি করে রণ পাণ্ডুর তনয়॥
রাক্ষস-মুরতি ধরি বীর বৃকোদর।
দুঃশাসনে ধরি রণে চিরিল উদর॥
রক্তপান করি বুলে, দেখিনু নয়নে।
ধবল-কুঞ্জরে চড়ি মাদ্রীর নন্দনে॥
কৌরবের সহ যেন হৈল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরে পঞ্চজন॥
শ্বেত-কৃষ্ণ নানা বর্ণ ছত্র আর বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান॥
স্রোতোধারে মহাবেগে রক্তনদী বয়।
সাক্ষাতে দেখিনু এই স্বপ্ন মহাশয়॥
কৌরবের পরাজয়, পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন, দেবি, যে বল, সে হয়॥
শত্রুমধ্যে যাইবারে উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি রাজার আজ্ঞায়॥

বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগী জনে॥
কদাচিৎ মম বাক্য না শুনিবে কাণে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট শমনের স্থানে॥
অচিরাৎ হবে তব দুঃখ-বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন॥
এত বলি সান্ত্বাইল দ্রুপদ-কন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, সাধুজন পিয়ে কর্ণ ভরি॥

— —

● শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন-সংবাদে কুরুদের পরামর্শ

মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহিল কাহিনী॥
হস্তিনায় আসিলেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র-নীতি॥
সকল মঙ্গল রাজা, হইবে তোমার।
সে-কারণে শ্রীগোবিন্দ করে আগুসার॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ, হেন মনে লয়॥
সাবধানে মহারাজ, পূজিবে কৃষ্ণেরে।
ত্যজিয়া কাপট্য, শাঠ্য না করি অন্তরে॥
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ, জানহ আপনে।
ভক্তিভাবে কৃষ্ণপূজা করহ যতনে॥
উভয়-কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ।
তোমার সভায় আসিবেন সে-কারণ॥
সুমেরু-সমান রত্ন অসংখ্য-কাঞ্চন।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন॥
তাহাতে নহেন প্রীত দেব দামোদর।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর॥
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তারে॥
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ।
সাবধান হ'য়ে তারে পূজিবে রাজন্॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ-হৃদয়।
পুলকে পূর্ণিত-তনু হৈল অতিশয়॥
বিদুরে চাহিয়া তবে বলিল বচন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হ'ল এইক্ষণ॥
কুলক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ।
সে-কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বর্ণিতে না পারি।
প্রীতি করিবারে হেথা আসিবেন হরি॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি হয় কুমতি-নাশিনী।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি॥
ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ কৃপ আর দুর্য্যোধনে।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে॥
দেখি তারা কিবা বলে করিয়া বিচার।
কিরূপে পূজিতে যুক্তি দেয় সে আবার॥
শুনিয়া বিদুর তবে গেল সেইক্ষণ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপ-নন্দন।
আজ্ঞামাত্রে আনাইল যত সভাজন॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ-অবতার।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকা-কুমার॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে।
উভয়-কুলের হিত চিন্তা করি মনে॥
রাজা দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে।
কৃষ্ণ আসিছেন এই হস্তিনা-পুরীতে॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে, বলহ আমারে।
ইহার বিধান তবে করিব বিস্তারে॥
এত শুনি কহে ভীষ্ম গঙ্গার তনয়।
তোমার পুণ্যের বলে হইল উদয়॥
অকপটে পূজা কর আনন্দে তাঁহারে।
বৈভব বিস্তর দিয়া রাজ-ব্যবহারে॥
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ, কহি শুন নীত।
বিচিত্র মন্দির এক করহ রচিত॥

ইন্দ্রের নগর-তুল্য নগর-প্রধান।
নানা-রত্ন-মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ॥
পথে পথে দেহ রাজা, জলসত্র-দান।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ॥
অগুরু-চন্দন-ছড়া দেহ ত নগরে।
করুক মঙ্গল-বাদ্য প্রতি-ঘরে-ঘরে॥
গুবাক-কদলী আনি রোপ সারি-সারি।
স্থানে স্থানে কর যজ্ঞ মহোৎসব করি॥
নট-নটীগণ আর নর্ত্তক গায়ন।
গোবিন্দ-গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ।
চারি জাতি ল'য়ে বসে এই চারি দেশ॥
আগুসরি আন গিয়া দৈবকী-নন্দনে।
পূজা কর গোবিন্দেরে এই ত বিধানে॥
তবে নরপতি, সুখ হইবে তোমার।
মম চিত্তে লয় রাজা, এই ত বিচার॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দিল অনুমতি॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয় ত উচিত।
ধৃতরাষ্ট্র বলে, মম এই লয় চিত॥
দুর্য্যোধন বলে, মম নাহি রুচে মন।
এইরূপে কৃষ্ণ-পূজা কোন্ প্রয়োজন॥
ক্ষত্রধর্ম্মে পৃথিবীতে কে করে বাখান।
কোন্ রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে।
কদাচিত মান্য নাহি করে নারায়ণে॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিল তাহারে॥
গোবিন্দেরে সে বলিত গোয়ালা-নন্দন।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন॥
ক্ষত্রসভামধ্যে কভু বসিতে না দিল।
তেঁই সে ভীমের হাতে তাহারে মারিল॥
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি।
তারে মান্য কদাচ না কর নরপতি॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসার।
ক্ষত্র-রাজগণ যত, কৃষ্ণ মান্য কার॥
উপহাস হ'তে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
মান্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম॥
ইতরজনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
যত বুঝাইবে, তাহা না শুনিব কাণে॥
মোর মনে লয় রাজা, এই ত যুকতি।
এত শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি॥
ভাবে বুঝি, দুর্য্যোধন, হারাইলে জ্ঞান।
না জানহ নারায়ণ পুরুষ-প্রধান॥
অমান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
নারায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে॥
বাতি দিতে না রাখিবে কৌরব-বংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হ'তে॥
আপন মন্দিরে গেল হ'য়ে ক্রুদ্ধমন।
যার যে শিবিরে গেল যত সভাজন॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
যা বলিল ভীষ্ম, তাহা না কর হেলন॥
মান্য করি পূজ কৃষ্ণ করিয়া রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
তোমাকে ভেটিবে আসি দৈবকী-কুমার।
তোমার ভাগ্যের সীমা কিবা আছে আর॥
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে বাছা, পূজ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা-পুরঃসরে।
অকপট হ'য়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে॥
আপনাকে দিয়া তাঁর বশ হন হরি।
সে-কারণে কহি, শুন কুরু-অধিকারী॥
অকপট হ'য়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিৎ না কর হেলন॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত, কহিলে যেমত।
তব আজ্ঞাহেতু আমি করিব সেমত॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য-রত্ন-সিংহাসন করহ রচন॥

রত্নের মন্দির ঘর, বিচিত্র আবাস।
বসিবে তাহাতে আসি দেব শ্রীনিবাস॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির॥
মহোৎসব করুক সুখেতে সর্ব্বজনে।
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল, ততোধিক করিল গঠন॥
নগরে নগরে করে রত্ন বাস-ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর॥
নানাবিধ বৃক্ষ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র-শোভন, যেন ইন্দ্রের নগরী॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন॥
আসিলেন কৃষ্ণ আজি নৃপে ভেটিবারে।
আশু হ'য়ে সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● হস্তিনা যাইতে পথে প্রজাগণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি,
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে, কেহ গজে,
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ॥
বিরাটনগর তরি, তারিলা সে কাঞ্চীপুরী,
বাম করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন-নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
বৃকস্থলে আসে হৃষীকেশ॥
অবসান হৈল বেলা, বনমালী উত্তরিলা,
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
জানি কৃষ্ণ-আগমন, বৃকবাসী প্রজাগণ,
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন॥
নানা-ভক্ষ্য-উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার,
শকটে পূরিয়া রত্ন-ধন।
বিনয়ে প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি,
নানাবিধ করিল স্তবন॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়,
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীব-কায়, নমো বেদ-উদ্ধারায়,
নমো নমো মীন কলেবর॥
নমঃ কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র-মথনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ, মহাহরি বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর॥
নমস্তে বরাহ-কায়, হিরণ্যাক্ষ-বিনাশায়,
নমস্তে মোহিনী-কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্রতত্ত্ব নাহি পায়,
নমোনমঃ অখিল ঈশ্বর॥
নমো নমো নারায়ণ, মহাদৈত্য বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ-রূপধারী।
নমো রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশায়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন হরি,
দুষ্ট শিশুপাল বিনাশন।
নমো রাম-কৃষ্ণতনু, বসুদেব অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ॥
জয় জয় জনার্দ্দন, কেশী-কংস-বিনাশন,
নমো ব্রজগোপী-বিমোহন।
অঘা বক তৃণাবর্ত্ত, রিপুবংশ করি অন্ত,
জয় জয় ব্রহ্ম সনাতন॥
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহারী।
কীট পক্ষী মীন আদি, জীবজন্তু নিরবধি
কেহ ভিন্ন না হয় তোমারি॥

তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয়।
সেবিয়া তোমার পদ, ব্রহ্মা পায় ব্রহ্মপদ,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয় ॥
নমো বুদ্ধ-দেহ-ধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমঃ কল্কি ম্লেচ্ছ-বিনাশায়।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথা যেই গায় ॥
আমরা অত্যল্পমতি, কি জানি তোমার স্তুতি
না জানেন ব্রহ্মা হরি হর।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
নির্ভয়েতে করিল নির্ভর ॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিল এই দেশে ॥
চিরকাল আছি পাশে, পাণ্ডব আসিবে দেশে,
পুনরপি যাইব তথায়।
হাহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ নহে স্থির,
না দেখিয়া তোমা-সবাকায় ॥
তোমা সবা বিনা কায়, দেখিবারে না যুয়ায়,
পুত্রবৎ করিতে পালন।
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, বৃকবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন ॥
তুষ্ট হ’য়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন।
শোক না করিহ আর, যাহ সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব-দর্শন ॥
হইয়া পাণ্ডবদূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনাভুবনে।
পাণ্ডবের রাজ্যবাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে ॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্যধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেইদিন তথা করে বাস ॥
বিচিত্র ভারতকথা, ব্যাস-বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি

মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
বৃকদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি ॥
প্রাতঃকৃত্য নিবর্ত্তিয়া আরোহেন রথে।
মেলানি মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে ॥
বিচিত্র-মন্দির পথে-পথে নানা-বাস।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেব শ্রীনিবাস ॥
কোনখানে মুনিগণ বেদ উচারয়।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায় ॥
নানা-রত্ন-অলঙ্কার পরি পুষ্পমালা।
কোনখানে শিশুগণ করে নানা-খেলা ॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য-বেশ ধরে।
চতুরঙ্গ-দলে বসিয়াছে থরে থরে ॥
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে।
পূর্ব্বমত হইবেক দেখি হস্তিনারে ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুরী দেখি সুশোভন।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ ॥
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল।
সে-কারণে মহোৎসব-গীত আরম্ভিল ॥
সাত্যকি বলেন, নহে ধর্ম্মের কারণ।
তোমায় পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন ॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে।
আমি ভক্তি করি, দেখি এবে কিবা করে ॥

এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ।
যজ্ঞ মহোৎসব সবে করে আরম্ভণ॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর।
আমার কপট-ভক্তি নহে প্রীতিকর॥
বিড়ম্বিলে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে।
এই দোষে যম-ঘরে অবিলম্বে যাবে॥
এত বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান।
নগরমধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান্॥
কৃষ্ণ-আগমন শুনি কৌরবের পতি।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি॥
নর্ত্তক চারণ আদি গায়কের গণ।
দুঃশাসন সঙ্গে করি আসিল রাজন্॥
চতুরঙ্গ-দলে গিয়া বীর দুঃশাসন।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে।
যথাযোগ্য-স্থানে সবে দিলেন বসিতে॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্ন-সিংহাসনে।
সভামধ্যে বসাইল দেব-নারায়ণে॥
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল সেইক্ষণ॥
অশ্রদ্ধার যত দ্রব্য করে সমর্পণ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তায় নারায়ণ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আজি কোন দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে।
কালি রাজা, মম পূজা করিহ বিশেষে॥
এত বলি সভা হ'তে উঠি নারায়ণ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হ'তে।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে॥
অন্দরে অমাত্য-সহ বসি দুর্য্যোধন।
যুক্তি করে, কি উপায় করিব এখন॥
পাণ্ডবের পক্ষ দেখি দেব নারায়ণ।
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ, পাণ্ডব-জীবন॥
কৃত্যা করি বান্ধি এবে রাখ শ্রীনিবাস।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ॥
কৃষ্ণ-বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজনু।
জলহীন মীন যেন নাহি ধরে তনু॥
দুঃশাসন বলে, যুক্তি নিল মোর মন।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা, করিয়া বন্ধন॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে॥
শকুনি বলিল, যুক্তি নিল মোর মন।
এ কর্ম্মেতে সব সুখ দেখি যে রাজন্॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত।
ছলে-বলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ॥
তারে কৃত্যা করি, দোষ নাহিক ইহাতে।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে॥
কর্ণ বলে, ভাল বলে গান্ধারী-নন্দন।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন্॥
কিন্তু বলভদ্র, আদি যত যদুগণ।
পাছে আসি কৃত্যা করে জানি অকারণ॥
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ।
গোবিন্দ-বিচ্ছেদে সব করিবেক রণ॥
যাহা হৌক, তারা তব কি করিতে পারে।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন।
কপট মন্ত্রণা করি হৃষ্ট দুর্য্যোধন॥
যত দৃঢ় দ্বারিগণ দ্বারেতে আছিল।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল॥
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে॥
মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
যতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ।
হইল সানন্দ-চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥

মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনি নর যায় ভবে তরি॥

● বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন

কহেন জনমেজয়, শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ॥
দুর্য্যোধন-সভা হৈতে উঠি হৃষীকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন, কহ সবিশেষ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ-কথা, করহ শ্রবণ॥
সাত্যকি-সহিত কৃষ্ণ চলিল সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে॥
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হইল কুন্তী শব্দ অনুসরি॥
গোবিন্দ দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম॥
পাদ্য-অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মম সম ভাগ্যহীনা নাহিক সংসারে॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
কত কষ্টে পাপ-আত্মা না হয় বাহির॥
শিশু পুত্র রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণে এত কষ্ট, চক্ষে না দেখিল॥
ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী॥
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন॥
বিষ খাওয়াইল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্ম হ'তে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে॥
অনন্তরে কপটতা করি মহামতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর-কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে॥
যাজ্ঞাতে যে করিলাম উদর-ভরণ।
ক্ষত্র হ'য়ে করিলাম বিপ্র-আচরণ॥
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা-অনুসারে॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল॥
পুত্রগণ-পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথামাত্র সুখেতে বঞ্চিল॥
অনন্তরে দেশে এল খল কুরুপতি।
রহিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেক বসতি॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহারে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চশিশু॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সঞ্চিল রতন।
পিতৃ-আজ্ঞা ল'য়ে যজ্ঞ করিল সাধন॥
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া তখন॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল॥
যে-নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হ'তে॥
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ॥
সংবৎসর অজ্ঞাতবাসেতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিল, তবু দয়া না জন্মিল॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মারিবেক কৌশল করিল॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্রসনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন

হা হা ভীম যুধিষ্ঠির, হা হা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ-গুণ-শীলযুতা, হা হা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রয়॥
দুর্গম বিষম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামিগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ শত, ব্যাঘ্র সর্প আছে যত,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে॥
তপস্বী বেশধারী, যত সব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্বপুণ্য ফল হ'তে, রক্ষ হৈল রিপুহাতে,
ধর্ম্মবলে বাঁচিলে জীবনে॥
প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জ্জন।
হা হা পুত্র বৃকোদর, মম গোত্রে গোত্রধর,
হা হা পার্থ আমার জীবন॥
করিয়া খাণ্ডব-দাহ, তুষ্ট কৈলে হব্যবাহ,
ভাঙ্গিলে ইন্দ্রের মহাভয়।
মহা উগ্রতপ করি, তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরারি,
বাহুযুদ্ধে কৈলে পরাজয়॥
এই রূপে পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতিদীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ,
মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িল ধরণী॥
দেখি ব্যস্ত হয়ে হরি, তুলিলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিছেন তারে।
শোক ত্যজ পিতৃস্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ-দুঃখ গেল দূরে॥
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্ম্মসুত,
জানাইতে কৌরব-কুমারে॥
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রূরবুদ্ধি কুরুমণি,
যদি নাহি দেয় রাজ্য তাঁর।
তবে তব পুত্রজয়, ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে হইবে সংহার॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাহ যদুবীর,
জননীরে কহিবে এমতি।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিবেন মান,
অচিরাতে ঘুচিবে দুর্গতি॥
এত বলি বিশ্বপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাস-বিরচিত গাথা,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন

কুন্তী-কাছে বসিয়া ছিলেন নারায়ণ।
নানাকথা-আলাপনে অতি হৃষ্টমন॥
সহসা বিদুর উপনীত নিজালয়।
স্কন্ধ হ'তে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায়॥
গৃহ প্রবেশিতে দেখে দৈবকী-নন্দন।
কহে গদগদ হ'য়ে সজল-লোচন॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি॥
কোন্ দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ, অন্ন নাহি ঘরে॥
বড় ভাগ্যহীন আমি, অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু, দেখিয়া দুঃখিত॥
এত বলি দণ্ডবৎ হ'য়ে করে স্তুতি।
নমোনমঃ পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি॥

তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু, তোমার স্বরূপ॥
নমোনমঃ আদি ব্রহ্ম মীনরূপধর।
নমোনমো হয়গ্রীব, নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষ-বিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক॥
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার মন্দর-ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ-প্রতি কৃপা-প্রকাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
নমো নমো বাসুদেব, নমস্তে মুরারি॥
ভবিষ্যতি অবতার নমো বুদ্ধকায়।
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশায়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা-শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন কর, দুষ্টের সংহার।
এইহেতু বিশ্বপতি নাম যে তোমার॥
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদ-শাস্ত্রের উপর॥
এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তাঁরে কহেন শ্রীপতি॥
পরম মহৎ তুমি সংসার-ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকি, ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন-বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যদি অভক্তিতে দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্পবস্তু দেয় যদি ভক্তি-পুরঃসরে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি, কে কহিতে পারে॥
শ্রীহরির স্নেহ বাক্য বিদুর শুনিল।
প্রতি অঙ্গ পুলকিত, কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট, আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
কৃপার অধীন তুমি, দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
কৃপা করি মোরে স্নেহ কর হৃষীকেশ।
তোমার মহিমা আমি না জানি বিশেষ॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট-বচন॥
বিদুর, সে-সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রীতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্য-বস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা-জলপানে।
যে-কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মাপতি-পদ্মকরে।
পদ্মা-সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হ'য়ে না মেলে নয়ন॥
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর, যাই আমি ভিক্ষা-অনুসারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা, অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কন দৈবকী-তনয়॥
ভিক্ষার কারণ কৈলে বহু পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে, না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলে, তাহা করহ রন্ধন।
সবে মিলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা করিল কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকি-সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে॥
তাম্বুল নাহিক, আনি দিল হরীতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম-কৌতুকী॥

বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট-আলাপনে করিলেন জাগরণ॥
বিদুর বলেন, দেব, কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারী-তনয়ে॥
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
ভীষ্ম দ্রোণ বুঝাইল ব্যাস মুনিবর।
কারো বাক্য না শুনিল কৌরব পামর॥
গোবিন্দ বলেন, যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিবে সম্প্রীতে সে পাণ্ডবে সম্মান॥
তথাপিহ লোকধর্ম্মে তরিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে॥
পঞ্চভাই হেতু মাগি লব পঞ্চগ্রাম।
এইহেতু আসিলাম দুর্য্যোধন-ধাম॥
বিদুর বলেন, দেব, এ-কথা না কহ।
ভালে ভালে শীঘ্রগতি এথা হ'তে যাহ॥
যে-মন্ত্রণা করিয়াছে, বলিবারে ভয়।
দুর্য্যোধন দুষ্ট আর রাধার তনয়॥
দুঃশাসন সহ দুষ্ট বসিয়া নিভৃতে।
যুক্তি করিয়াছে তোমা বান্ধিয়া রাখিতে॥
এত শুনি গোবিন্দের কাঁপে হৃদি বক্ষ।
কুম্ভকার-চক্র যেন ফিরে দুই অক্ষ॥
অরুণ-লোচন ক্রোধে রক্তবিম্ব জিনি।
বলেন বিদুর-প্রতি দেব চক্রপাণি॥
এত অহঙ্কার করে কুরু পাপকারী।
ইহার উচিত শাস্তি দিতে আমি পারি॥
মুহূর্ত্তেকে পারি সবা করিতে সংহার।
বাতি দিতে কুরুকুলে না রাখিব আর॥
গোবিন্দের বাক্যে বিদুরের ভীত মন।
করযোড় করি পুনঃ বলেন বচন॥
মনে মনে ইচ্ছা যদি কর একবার।
পারহ করিতে ভস্ম এই ত্রিসংসার॥
তোমারে বান্ধিতে পারে কাহার শকতি।
ত্রিভুবনে হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি বিশ্বপতি॥
ভকতে বান্ধিতে পারে মাত্র ভক্তিপাশে।
আপন বন্ধন তুলি লহ অনায়াসে॥
যেকালে গোকুলে বাল্যলীলা করেছিলে।
একদিন যশোদার ক্রোধ বাড়াইলে॥
ক্রোধেতে যশোদা তোমা করিল বন্ধন।
মায়াতে মোহিত হ'য়ে করিল এমন॥
যত দড়ি যশোমতী আনে ক্রোধমনে।
বান্ধিতে না আঁটে দুই অঙ্গুলি-প্রমাণে॥
দেখিয়া মায়ের দুঃখ হৈল তব দয়া।
লইতে বন্ধন তুমি ত্যজ নিজ মায়া॥
নানা মায়া জান তুমি মায়ার পুত্তলী।
আদি নিরঞ্জন তুমি, তুমি বনমালী॥
তোমার এতেক ক্রোধ কিহেতু না জানি।
আমারে দেখিয়া ক্রোধ ক্ষম চক্রপাণি॥
তোমারে বান্ধিতে পারে, আছে কোন্ জন।
কিবা ছার অল্পমতি রাজা দুর্য্যোধন॥
কি করিতে পারে তোমা, কাহার শকতি।
মম অপরাধ ক্ষম দেব বিশ্বপতি॥
বিদুরের বাক্যে ক্ষমিলেন নারায়ণ।
জল দিলে যথা নিবর্ত্তয়ে হুতাশন॥
পুনরপি হাসি হাসি বলে জনার্দ্দন।
খণ্ডিতে না পারি আমি তোমার বচন॥
ক্ষমিলাম কৌরবের দোষ যে সকল।
অচিরাতে পাবে দুষ্ট সমুচিত ফল॥
খণ্ডিতে না পারি আমি ধর্ম্মের উত্তর।
সে-কারণে আসিলাম হস্তিনানগর॥
এত বলি ক্রোধহীন হন নারায়ণ।
বিদুর প্রবোধ পেয়ে আনন্দিত-মন॥
নানা কথা আলাপেতে ছিল তিনজন।
কথা-শেষে করিলেন সকলে শয়ন॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসবিরচিত দিব্য-ভারত-পুরাণ॥

কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
যাহার শ্রবণে হয় ভবসিন্ধু পার ॥

কৌরবের সভায় শ্রীকৃষ্ণের পুনরাগমন

রজনী বঞ্চিয়া সুখে বিদুরের ঘরে।
প্রভাতে উঠিয়া দেব হরিষ-অন্তরে ॥
প্রাতঃক্রিয়া সমাপিয়া শুভযাত্রা করি।
বিদুরেরে সঙ্গে করি চলেন শ্রীহরি ॥
সাত্যকি চলিল সঙ্গে আর চেকিতান।
চারিজন চলি যান কুরু-বিদ্যমান ॥
সভা করি বসি আছে কুরু-নরপতি।
হেনকালে উপনীত দেব বিশ্বপতি ॥
কৃষ্ণ-আগমন রাজা জানি সেইক্ষণ।
বহু মান্য করি দিল বসিতে আসন ॥
হেনকালে উপনীত যত সভাজন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপ-নন্দন ॥
পঞ্চভাই ত্রিগর্ত্ত-দেশের নরপতি।
আসিল যতেক রাজা সবে মহামতি ॥
শতভাই-সহ বসে রাজা দুর্য্যোধন।
যার যেই আসনেতে বসে সর্ব্বজন ॥
আসিল যতেক মুনি জানিয়া কারণ।
নারদ পুলস্ত্য আর দেবল তপন ॥
মার্কণ্ড অগস্ত্য বিভাণ্ডক তপোধন।
আসিল যতেক মুনি অন্ধের ভবন ॥
যথাযোগ্য আসনেতে বসে মুনিগণ।
পরস্পর সম্ভাষণ করে সর্ব্বজন ॥
ইন্দ্রের সমান সভা হইল শোভন।
প্রসঙ্গ তুলেন তবে দেব নারায়ণ ॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র, আর যত কুরুগণ।
শুন দুর্য্যোধন রাজা, হ'য়ে একমন ॥
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেতে তৎপর।
ধর্ম্ম চিন্তি পাঠাইল তোমার গোচর ॥
কুলক্ষয় জানি মনে সবে ক্ষমা দিল।
বিনয়ে আমাকে সেই এখানে পাঠাল ॥
যা বলিল ধর্ম্মরাজ, শুন বলি তাই।
ভাই ভাই বিরোধেতে প্রয়োজন নাই ॥
নিয়ম হইল পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে।
নানা কষ্ট ভুঞ্জি মুক্ত হইলাম তাতে ॥
আমার বিভাগ-রাজ্য যে হয় উচিত।
তাহা দিয়া কর প্রীতি আমার সহিত ॥
সভামধ্যে যত কিছু কৈলে অপমান।
সে-সকল অপরাধে আছি ক্ষমাবান্ ॥
সে-সকল দুঃখ আমি নাহি করি মনে।
অদৃষ্ট যেমন মম, ঘটিল তেমনে ॥
এইরূপ কহিলেন ধর্ম্মের কুমার।
ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীপুত্র দুই আর ॥
যাহা চিত্তে লয়, তাহা কর নরবর।
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর ॥
শুনিলে কি দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বচন।
যাহা বলি পাঠাইল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পাণ্ডবেরা তব কিছু না করে অকার্য্য।
উচিত ছাড়িয়া দিতে তাহাদের রাজ্য ॥
যে-নিয়ম করেছিল, হইল মোচন।
তবে তার সহ দ্বন্দ্ব কর কি-কারণ ॥
এমত করিলে তোমা না সহিবে ধর্ম্ম।
সংসার জুড়িয়া হবে তব অপকর্ম্ম ॥
পূর্ব্ব-অধিকার তার ছিল যত দূর।
যত রাজ্য ধন রত্ন ছিল গ্রাম পুর ॥
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডবের সনে।
নাহি দিলে পরিণামে পাবে দুঃখ মনে ॥
দুর্য্যোধন বলে, তাত, না বুঝিয়া কহ।
জীয়ন্তে কি প্রীতি হবে পাণ্ডবের সহ ॥
নাহি দিব রাজ্য আমি, যুদ্ধ করি পণ।
ইহার বিধান এই, শুনহ রাজন্ ॥
শক্তি থাকে পাণ্ডবের, করিবেক রণ।
যুদ্ধে জিনি আমা সবে লবে রাজ্যধন ॥

এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হইল বিরত।
কহিতে লাগিল তবে সভাসদ্ যত ॥
ভীষ্ম বীর বলে আর দ্রোণ মহাশয়।
কৃপ অশ্বত্থামা আর প্রতীপ-তনয় ॥
কহিল নারদ মুনি ধর্ম্মশাস্ত্রমত।
এ-কর্ম্ম তোমার রাজা, না হয় উচিত ॥
সংসারে অজেয় পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়।
তাহা সহ যুদ্ধ তব উচিত না হয় ॥
স্বধর্ম্মে থাকিলে হয় জয়ী ত্রিভুবনে।
অর্জ্জুনের গুণকর্ম্ম না যায় বর্ণনে ॥
দেবের অবধ্য কালকেয়াদি মারিল।
গন্ধর্ব্বের ভয় হ'তে তোমারে রাখিল ॥
নিবাতকবচগণে করিল নিধন।
খাণ্ডব দাহনে করে অগ্নির তর্পণ ॥
মহাবল যদুগণে সমরে জিনিল।
সুভদ্রা জিনিয়া আনি বিবাহ করিল ॥
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে বীর ধনঞ্জয়।
এক লক্ষ রাজগণে করে পরাজয় ॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় করে পশুপতি।
একেশ্বর পরাজিত করিলেক ক্ষিতি ॥
ভীমের বিক্রম সবে জান ভালমতে।
লক্ষ লক্ষ নিশাচরে মারে মুষ্ট্যাঘাতে ॥
হিড়িম্ব-কির্ম্মীর-বক-আদি নিশাচর।
হেলায় সংহার করিলেক বৃকোদর ॥
শত ভাই কীচকেরে মারিল নিমেষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে, ভীম যদি রোষে ॥
হেন-জন-সহ তোমা বিরোধে কি কাজ।
অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবেরে দেহ কুরুরাজ ॥
না দিলে প্রমাদ বড় হইবে তোমার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, পৃথ্বী জলে ভাসে।
দিনকর তেজোহান, সপ্তসিন্ধু শোষে ॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবে তবু পাণ্ডুর তনয় ॥
অপরাধ যে করিলে পাণ্ডব-সদনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাহ এক্ষণে ॥
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি।
শীঘ্রগতি যাহ যথা ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
যত ধন-রাজ্য নিলে জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহ ত সাক্ষাতে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্মে আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর ॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ ॥
ব্যাস বুঝাইল কত, না শুনিল কাণে।
পুলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে ॥
অনন্তর বুঝাইল যত সভাজন।
কারো বাক্য না শুনিল গান্ধারী-নন্দন ॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি-ফল দুর্য্যোধনে ফলে ॥
সে-কারণে কার বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত শুনি মৌনী হ'য়ে রহে সভাজনে ॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকানন্দন।
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন ॥
পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন, তোমার যে মন ॥
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি।
কহি, অবধানে শুন কুরুকুলপতি ॥
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন্।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
পঞ্চ-পাণ্ডবেরে ছাড়ি দেহ পঞ্চগ্রাম।
সুখে ভোগ কর তুমি এই ধরাধাম ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণা-নগর।
পাণ্ডব-নগর আর সিদ্ধি গ্রামবর ॥
এই পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা, কহিনু তোমারে ॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চজন।
পৌরুষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন্ ॥

উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সম্প্রীত॥
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চজন।
বলহীন, কোনমতে ধরয়ে জীবন॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা, নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে॥
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে গণি।
সে-কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি॥
এতেক বলিল যদি দেব বিশ্বপতি।
পুত্রে দোষ দিয়া নিন্দে অন্ধ-নরপতি॥
শুনি ক্রোধে দুর্য্যোধন উঠি সভা হ'তে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥
তীক্ষ্ণ সূচী অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয় ত তপন॥
আকাশ পড়য়ে ভূমে, পৃথ্বী জলে ভাসে।
দিনকর-তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
যোগী যোগ ত্যজে, ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন।
গায়ত্রী-বিহীন যদি হয় দ্বিজগণ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন॥
এত শুনি মৌনী হ'য়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন, ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র-প্রতি॥
দূত হ'য়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর-মুখেতে॥
কোন দোষ নাহি করি, শুনহ রাজন্।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন॥
কে কারে বান্ধিতে পারে, দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি, যদি করি মনে॥

তোমার অপেক্ষা-হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
নহে কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন

এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
হাসিতে হাসিতে হৈল আরক্ত-লোচন॥
ক্রোধান্বিত কলেবর দেখি লাগে ভয়।
দেবমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময়॥
নিজ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
দিব্য চক্ষু সর্ব্বজনে দেন নারায়ণ॥
দিব্য চক্ষু পেয়ে সবে একদৃষ্টে চায়।
যতেক দেখিল, তাহা কহনে না যায়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি দেখে পৃষ্ঠদেশে।
নাভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে॥
নারদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
নয়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ॥
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনীকুমার।
অনন্ত বাসুকি আদি যত নাগ আর॥
গোবিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি।
তবে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
গোবিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন॥
বিশ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
গোবিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল॥
জগতের কর্ত্তা তুমি, জগতের পতি।
সৃজন পালন তুমি সংহার-মুরতি॥
অপার মহিমা তব বেদে অগোচর।
নিজ রূপ সংবরহ দেব গদাধর॥
এইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-আদি যতেক সুজন॥

স্তুতিবশে স্থপ্রসন্ন হ'য়ে বিশ্বপতি।
ছাড়িলেন বিশ্বরূপ সে মায়া বিভূতি ॥
দুর্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
কার বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল যবে ॥
সভা হ'তে উঠি তবে চলে সর্ব্বজন।
নিজ স্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ ॥
সাত্যকির হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
যত দ্রব্য দিয়াছিল কুরু-অধিকারী ॥
কিছু দ্রব্য না নিলেন হ'য়ে ক্রোধমন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল, বলে ভীষ্ম মহামতি ॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকা-নন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন ॥
সম্ভাষি সবারে পরে কুন্তীরে নমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥

——

● শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণ-সম্ভাষণ

পথে কর্ণসহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য-কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তব উৎপত্তি।
তুমি কর্ণ মহাবীর, কুন্তীর সন্ততি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ, তুমি কি বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ, করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ-সভাতে করে তোমার ব্যাখ্যান ॥
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চভাই।
এ-হেন সম্বন্ধ কর্ণ, বড় ভাগ্যে পাই ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি ॥
নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেকে।
রাজকন্যা সেবিবে যে, দেখিবে প্রত্যক্ষে ॥
ছয় জনে দ্রৌপদী যে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন ॥
তোমারে সিঞ্চিবে আজি বিপ্র-চারি-বেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশল-সংবাদী ॥
যুবরাজ হবে তব রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর ল'য়ে বিচিত্র-শরীর ॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ-সব বচন কর্ণ, ধরিবে আমার ॥
বৃষ্ণিবংশ ল'য়ে তব পিছে যাব আমি।
এ-সব সম্পদ কর্ণ, ভোগ কর তুমি ॥
বলিলেন এইমত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর ॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে ॥
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন-পুরঃসরে ॥
স্তন দিয়া পুষিলেন, জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন ॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডুর পুত্র কুন্তীগর্ভে জাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবে এ-সব বৃত্তান্ত ॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর ॥
আমি যদি পাই রাজ্য, দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে ॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
নানা রত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ ॥
তের বর্ষ ভুঞ্জিলাম রাজ্যভোগ-সুখ।
দুর্য্যোধন-প্রসাদেতে নাহি কোন দুখ ॥

করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন-সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম-দ্রোণ মারিবেক দ্রুপদ-নন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র এই শত-সহোদর।
পাঠাবে শমনঘরে বীর বৃকোদর॥
তথাপিহ না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা-পালনে॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ, সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
ইথে অন্যমত নাহি, শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা॥
কেবল নিমিত্ত-ভাগী এই তিনজন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবলনন্দন॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব-হাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডবে হইবে জয়, কুরু-পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন, হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি আমি কৌরবের কাজে।
উৎপাত দেখি সব গ্রহগণ-মাঝে॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত-সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয়, দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব-গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যেন রথধ্বজ॥
গৃধ্র-পক্ষী কাক বক মূষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান॥
মাংস আর রক্ত-বৃষ্টি, ঊর্দ্ধে বহে বাত।
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি, শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল-কবচ গায় অতি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে, ধবল বসন॥
হাতেতে ধবল ছত্র নামে সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম, শুন দামোদর॥
পাণ্ডব হইবে জয়ী, কুরু-পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ, নাহিক-সংশয়॥
এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিয়া আলিঙ্গন॥
কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ-সহ চলিলেন জনার্দ্দন॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাটনগরে হইলেন উপনীত॥
হরিহর-পুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম-নন্দন মুখুটি অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

● ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎসুজাত মুনির আগমন

সভা হ'তে উঠি যবে চলে নারায়ণ।
বিদুর-সহিত মাত্র রহিল রাজন্॥
পাণ্ডবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
সনৎসুজাত মুনি এল হেনকালে॥
সম্ভ্রমে বিদুর তবে উঠি সেইক্ষণ।
দণ্ডবৎ করি দিল বসিতে আসন॥
অন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
সনৎসুজাত এল তব দরশনে॥
শুনি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
পাদ্য-অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি॥
তুষ্ট হ'য়ে আসনেতে বসে তপোধন।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকা-নন্দন॥

পাপাত্মা কুবুদ্ধি মোর দুর্য্যোধন সুত।
কলহ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব-সহিত ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ কভু অহিত না করে।
যতেক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে ॥
সকল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
তথাপিহ তারে নাহি দেয় রাজ্যধন ॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে বুঝাইল হরি।
তাঁর বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী ॥
বুঝাইল মুনিগণ, না শুনিল কাণে।
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ আদি যত পুরজনে ॥
কার বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
আপনি তাহারে কিছু বল তপোধন ॥
তত্ত্বজ্ঞান কহি তারে করহ সুমতি।
পাণ্ডবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতী ॥
শুনি সনৎসুজাত কহেন তখন।
দিনমণি যদি উঠে পশ্চিম গগন ॥
তথাপি পাণ্ডবসহ নাহি হবে প্রীতি।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন, কহি শাস্ত্রনীতি ॥
প্রবল অসুর যবে পৃথিবী ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল ॥
হিংসাতে পূরিল ক্ষিতি, ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয় ॥
ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি ॥
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য, মোর ধন, মোর পরিবার ॥
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কারো সনে।
আমায় হিংসয়ে লোক, আপনা না জানে ॥
কারো বাধ্য নহি আমি কারো আপ্ত নহি।
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি ॥
আমাতে জন্মিয়া সুখ আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে ॥
উদ্ভব-প্রলয়-স্থিতি আমি সবাকার।
তবে অবিচারে হিংসা করে দুরাচার ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, মনে নাহি জানে।
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞ জনে ॥
সৃষ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এখনে ॥
অসুরের ভর আর না পারি বহিতে।
আজ্ঞা কর, প্রবেশিয়া যাই পাতালেতে ॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হ'য়ে পদ্মাসন।
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন ॥
নমঃ আদি অন্তহীন নিত্য সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন ॥
হেন সৃষ্টি নাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি, যায় রসাতল ॥
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্ম-সনাতন।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন ॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হ'য়ে জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ ॥
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল-আসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন ॥
গোবিন্দ কহেন, ভয় না করিও আর।
তোমার বচনে আমি হব অবতার ॥
চারি যুগে চারি অংশে হ'য়ে অবতার।
যতেক অসুরগণ করিব সংহার ॥
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হ'য়ে হৃষ্টমন ॥
সান্ত্বাইয়া পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরাতে তব দুঃখ হইবে মোচন ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিলা আমারে।
অবতার হ'য়ে সব মারিবে অসুরে ॥
অচিরাতে তব ভার করিবে মোচন।
যুগে যুগে অবতার হ'য়ে নারায়ণ ॥
শুনিয়া পৃথিবী হৈল আনন্দিতা মনে।
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজ স্থানে ॥
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মীন কলেবর ॥

বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব-বিনাশন।
পরেতে বরাহমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ॥
ধরণী উদ্ধারি মারে হিরণ্যাক্ষ বীরে।
নৃসিংহাবতার হইলেন অতঃপরে॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেন নিধন।
অনন্তরে কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ॥
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র-মন্থন।
নারীরূপে করিলেন অসুর-মোহন॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব তার পর।
বলির মত্ততা নাশিলেন দামোদর॥
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখে রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন যত দিক্‌পালে॥
সত্যযুগে হইলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার হৈল ছারখার॥
ত্রেতাযুগে ক্ষত্রে সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশে অবতার হৈল॥
পৃথিবীর ক্ষত্রগণে করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হৈল অবতার॥
দারুণ রাক্ষসে মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ-অবতার প্রভু হলেন এক্ষণে॥
বকাসুর কংস আর পূতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী॥
অবহেলে বধিলেন এ-সব অসুরে।
অবশেষে যত, মারিবেন সবাকারে॥
বিশ্বের কারণ সেই পালন-সৃজন।
সেই সৃজে, সেই পালে, করে সংবরণ॥
তার বশ দেখ রাজা, এ তিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করাবার তিনিই কারণ॥
তাঁহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
একের বাড়ান ক্রোধ, অন্যেরে সংহারে॥
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন॥
পৃথিবীর ক্ষত্র-নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা, শুনহ রহস্য॥
যদুবংশে দেখ যত যত ক্ষত্রগণ।
পরস্পর ভেদ করি হইবে নিধন॥
দ্বাপর যুগের রাজা, হৈল অবশেষ।
ক্ষত্রক্ষয় হ'তে হবে, জানিহ বিশেষ॥
ভবিষ্যৎ-অবতার হবে কলিশেষে।
যদুকুল নিরমূল হবে অবশেষে॥
এ সব জানিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোকহেতু চিন্ত ঈশ্বর-চরণ॥
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অবিরত।
এ-বিনা উপায় নাহি, কহিনু নিশ্চিত॥
এত বলি সনৎসুজাত তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন॥
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি॥
বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ, কথা পুরাতন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয় ভববারি॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে॥

——

● পাণ্ডবসভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈন্যে পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন

মুনি বলে, অবধানে শুনহ রাজন্।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন॥
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সসম্ভ্রমে উঠে পঞ্চজন॥
বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয়।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ, কুরুর সভায়॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ।
এত শুনি হাসি মুখে কহে জনার্দ্দন॥
বড় নরাধম অরি রাজা দুর্য্যোধন।
কাহারো বচন নাহি শুনিল কখন॥

তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায়।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায় ॥
কহিলাম পঞ্চখানি গ্রাম ছাড়ি দিতে।
শুনি সভা হ'তে উঠি গেল সে ক্রোধেতে ॥
হাতেতে করিয়া বল কহিল সভায়।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ, কহি যে তোমায় ॥
তীক্ষ্ণসূচী-অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত।
বিনা-যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ, না যায় খণ্ডন।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন্ ॥

এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ, কাঁপে ঘন ঘন ॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন্।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন ॥
শুন ভীম ধনঞ্জয় সহদেব বীর।
শুনহ নকুল আর সাত্যকি সুধীর ॥
পাঞ্চাল-নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়।
জয়সেন-আদি যত ভোজের তনয় ॥
যুদ্ধের সময় হৈল, স্থির কর বুদ্ধি।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি ॥
শুনি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয়।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥

বীরগণ-বাক্য তবে শুনি নরপতি।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ॥
শুভক্ষণ দেখ ভাই, যাব কুরুক্ষেত্রে।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্রে ॥
সহদেব বলে, রাজা, আজি শুভক্ষণ।
পঞ্চমী দিবস আজি. শুভ তারাগণ ॥
আজি যাত্রা করিবারে হয় ত উচিত।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত ॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন।
সৈন্য-সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর।
সৈন্য-সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥
পঞ্চকোটি সহস্র শতেক মহারথী।
লক্ষ কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি ॥
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন ॥
আসে ঘটোৎকচ পাইয়া সমাচার।
দু-কোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দলে বল সাজে অগণন।
এই মত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডববাহিনী ॥
তিন দিনে আসে পথ শতেক যোজন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥
আত্মবর্গ যত আসে রাজরাজেশ্বর।
সাত্যকিরে বলে, কর সবে সমাদর ॥
আজ্ঞামাত্র সাত্যকি চলিল বিচক্ষণ।
সমাবেশ করে ক্রমে সব সৈন্যগণ ॥
বসিতে সবারে দিল যথাযোগ্য স্থিতি।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা

মুনি বলে, শুন রাজা শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন।
রহেন উত্তরে করি সিংহের গর্জ্জন ॥

চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আসে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে॥
রণসজ্জা কর, আসিয়াছে শত্রুগণ।
শুভক্ষণ দেখি সৈন্য করহ সাজন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা, দিন শুভক্ষণ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণে।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমনে॥
সাজিল অসংখ্য রথী, লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কত সাজিল দুয়ারী॥
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র-সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ॥
ধ্বজ-ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
বাসুকী সৈন্যের ভরে পায় বড় ত্রাস॥
টলমল করে পৃথ্বী, যায় রসাতলে।
প্রলয়-কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সাজন।
পঞ্চশত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ॥
তবে রাজা দুর্য্যোধন আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপনন্দনে॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি॥
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত॥
পিতা-পুত্রে যুদ্ধ হ'লে না করি উপেক্ষা।
সে-কারণে না করিবে কাহারো প্রতীক্ষা॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডুর কোঙর॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল সানন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন॥
তবে শতভাই, সঙ্গে গান্ধারী-নন্দন।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হৈল সেইক্ষণ॥
বিদায় লইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শতজন॥
প্রসন্ন হইয়া তাত, করহ আদেশ।
শুভদিন আজি, যাব কুরুক্ষেত্র-দেশ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তবে হয় ত উচিত॥
তোমার প্রসাদে তাত হবে রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয়॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর॥
আশীর্ব্বাদ দিল হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি।
প্রসন্ন হইয়া মাতা দেহ ত আরতি॥
শুনিয়া সুবল-সুতা সজল-লোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একৈক পাণ্ডব জিনিবেক পুরুহূত॥
দেবের অজেয় রিপু, বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে॥
সে-কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর, যদি মনে ইচ্ছে॥
শুনিয়া করিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা, নাহি বলিও কখন॥
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্ম বীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর॥
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায়॥

পাণ্ডবের পরাজয়, মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে, কহিনু নিশ্চয়॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা, বিলম্ব না সয়।
ক্ষণ বহি যায় মাতা, করহ বিদায়॥
এত শুনি হৈল মাতা মলিন-বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন॥
আরো এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, বেদের বচন॥
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোরধ্বনি॥
বিনা-মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় ত গগনে।
সহসা গর্জ্জন করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজ হৈল রবি, না কর প্রকাশে॥
নগর-নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ-আদি করি সাজে যত মহারথী॥
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শতক্রোশ জুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ-রথী গজ-বাজী পত্তি অগণনা॥
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হৈল, না শুনি শ্রবণে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমন।
উলূকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহ ত উলুক তুমি, বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিবে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
শক্তি-অনুসারে আসি যুদ্ধ কর সবে॥
কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করিয়া ভ্রমণ॥
সে-সব স্মরিয়া সাহসেতে কর ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি॥
অর্জ্জুনে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর॥
যে-প্রতিজ্ঞা করেছিলে, করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন॥
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি, যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে হও আগুসার॥
যেই বিদ্যা দেখাইলে সভা-বিদ্যমানে।
সে-মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব-নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্বদুঃখ ভাবি দুইজনে কর রণ॥
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন-বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা ত্রিজগতে ঘোষে॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া তোমা করি যে গণন॥
এখন সে-সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল-তপস্বী প্রায় তব ব্যবহার॥
শুনিয়াছি পূর্ব্বেতে তাহার যে কারণ।
সেই অভিপ্রায়ে তব ধর্ম্ম-আচরণ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম, অন্তরেতে আন।
বিড়াল-তপস্বী প্রায় হারাইবে প্রাণ॥
এত শুনি সবিস্ময় উলূক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন॥
বিড়াল-তপস্বী হয়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হ'য়ে কৈল কেন তপ-আচরণ।
বিবরিয়া কহ, শুনি ইহার কারণ॥

উদ্যোগ-পর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
মস্তকে বন্দনা করি দ্বিজপদ-রজ।
কহে কবি কাশীরাম গদাধরাগ্রজ ॥

উলূকের নিকট দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিড়াল-তপস্বীর উপাখ্যান কীর্ত্তন

রাজা বলে, শুন শুন ওহে অনুচর।
সত্যযুগে ছিল এক তাপস-প্রবর ॥
সর্ব্বগুন-সমন্বিত ছিল সে ব্রাহ্মণ।
সুঘোষ তাহার নাম, শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সুশীলা নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি ধনী সেবে পশুপতি ॥
পুত্র না জন্মিল তাঁর, যুবাকাল গেল।
বিপ্রের অন্তরে বড় বৈরাগ্য হইল ॥
ভার্য্যাসহ বনে গেল তপস্যা-কারণ।
হিমালয়-তটে উত্তরিল দুইজন ॥
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীতি পায় মনে।
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুইজনে ॥
একদিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখ দৈব-নির্ব্বন্ধন ॥
অনাথ-মার্জ্জার-শিশু পড়ি আছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে চারি পানে ॥
পলাইতে নাহি শক্তি, শিশু-কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর ॥
তার দুঃখ দেখি বিপ্র-হৃদে হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জ্জারেরে নিকটেতে গিয়া ॥
একাকী এথায় তুমি কিসের কারণ।
মাতা-পিতা-বন্ধু তোর নাহি কোনজন ॥
বিড়াল বলয়ে, কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে ॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব-নির্ব্বন্ধনে।
একাকী অনাথ হ'য়ে রহিয়াছি বনে ॥

মুনি বলে, আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবে পরম সুখে আমার সদন ॥
অপুত্রক আছি আমি, পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হৈল মন।
বিপ্রের চরণ আসি করিল বন্দন ॥
বিড়াল লইয়া মুনি আসিল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে ॥
বিড়াল পাইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি ॥
মায়া-মোহে বদ্ধ হ'য়ে সব পাসরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আসিল ॥
পুনরপি গৃহকর্ম্ম করে দুইজনে।
বলবন্ত হৈল সেই অধিক-পালনে ॥
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে;
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে ॥
যজ্ঞ হবি নষ্ট করে, পায়সান্ন খায়।
মারিতে আসিলে লোক পলাইয়া যায় ॥
ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে-মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ ॥
কোথায় তপস্যা তব, কোথায় ব্রাহ্মণ্য।
পুত্রহীন হ'য়ে তুমি হ'লে মতিচ্ছন্ন ॥
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি, মনে নাহি ডর ॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন ॥
ধরিয়া সিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে-পায়ে-গলে ॥
দিন-দুই-তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে ॥
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন ॥
গৃহবাসে কার্য্য নাই, যাব বনবাস।
অনাহারে পাপ-আত্মা করিব বিনাশ ॥

এরূপে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি।
দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি ॥
সেইক্ষণে গৃহ হৈতে হইল বাহির।
দণ্ডককাননে গিয়া হইলেক স্থির ॥
বিন্দু-সরোবরে তথা করি স্নানদান।
একে-একে সর্ব্বতীর্থে করিল প্রয়াণ ॥
ধরা-প্রদক্ষিণব্রত করি একে একে।
বিড়াল-তপস্বী বলি খ্যাত হৈল লোকে ॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য-নামে।
বহু মূষা সেই-স্থানে থাকে অনুক্রমে ॥
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল-সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি ॥
হাহাকার করি সবে পলায় তরাসে।
আশ্বাসি বিড়াল তবে কহে সবিশেষে ॥
আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে।
পরম ধার্ম্মিক আমি, সর্ব্বলোকে জানে ॥
তপস্যা করিয়া মোর চিরকাল গেল।
হিংসা-হেন বস্তু মোর কখন নহিল ॥
পবন-আহারী আমি, শুন মূষাগণ।
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন ॥
আনন্দ কৌতুকে সবে ভ্রমহ নির্ভয়ে।
তপস্যা করিব আমি তোমার আশ্রয়ে ॥
এত শুনি মূষাগণ হৈল হৃষ্টমন।
যার যেই স্থানে ক্রমে আসে সর্ব্বজন ॥
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপিল বিড়ালে।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে ॥
কতদিন গেল তবে জন্মিল বিশ্বাস।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ ॥
দূর বনে যায় সবে আহার-কারণ।
নারিল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন ॥
সহজে পশুর জাতি, নাহি আত্মপর।
চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর ॥
উদর পূরিয়া খায় মূষা-শিশুগণে।
হাত মুখ মুছি পুনঃ বসিল ধেয়ানে ॥
খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল।
দিনে দিনে শিশুগণ অনেক খাইল ॥
এ-সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোনজন।
দিনে দিনে অল্প হয় মূষা-শিশুগণ ॥
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল
শিশুগণে অল্প দেখি হৃদয়ে ভাবিল ॥
এ-বেটা তপস্বী ভণ্ড, জানিনু লক্ষণে।
চুরি করি খায় যত মূষা-শিশুগণে ॥
দেখিয়া প্রবীণ মূষা করে হাহাকার।
যত মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার ॥
শুনিয়া সকল মূষা হৈল দুঃখিমন।
উপায় সৃজিল তার নিধন-কারণ ॥
এত যুক্তি করি সবে হ'য়ে একমন।
দ্বীপের চৌদিকে সবে করয়ে খনন ॥
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘেতে বিস্তর।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর ॥
সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হারাবে জীবন ॥
উলূক এতেক শুনি আনন্দিত-মনে।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দুর্য্যোধন-দূত উলূকের প্রতি পাণ্ডবের কথা

উলূক রাজার আজ্ঞাবশে বহে বাট।
শীঘ্রগতি গেল, যথা পাণ্ডবের ঠাট ॥
যত কহি পাঠাইল কুরু-নৃপমণি।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী ॥
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
উলূকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন ॥
উলূক, কহিবে শীঘ্র গিয়া দুর্য্যোধনে।
প্রবীণ পক্ষীর প্রায় তোর আচরণে ॥

প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল দুরাচার।
নিরন্তর জ্ঞাতিগণে কৈল অপকার॥
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে।
পৃথিবী ভ্রমিল সবে নানা দুঃখ পেয়ে॥
শুভদিন সমুদিত যবে জ্ঞাতিগণে।
এক যুক্তি করি সবে মারিল দারুণে॥
সেই মত মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়।
আজি-কালি-মধ্যে যাবে যমের আলয়॥
তোমার মরণ দুষ্ট, হৈত সেই দিনে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরিয়াছ যেই দিনে॥
শুনহ উলূক বলি কহে বৃকোদর।
গদার প্রহারে ঊরু ভাঙ্গিব তাহার॥
এই লৌহ-মহাগদা দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে সকল-ভাই হারাইবে প্রাণ॥
এত বলি গদা ল'য়ে বীর বৃকোদর।
চক্রিচক্র ফিরে যেন মস্তক-উপর॥
গাণ্ডীব-ধনুক তবে লইয়া অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারেন ধনুর্গুণ॥
এককালে হৈল যেন শত বজ্রাঘাত।
প্রমাদ গণিল সবে দেখিয়া নির্ঘাত॥
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল উলূক অনুচর।
সচেতন করিলেন তারে দামোদর॥
চেতন পাইয়া চর চাহে চারিপানে।
হাসিয়া তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে॥
দেখিছ উলূক চর, রক্ষা নাহি আর।
রুষিল অর্জ্জুন বীর কুন্তীর কুমার॥
সত্য কথা, কুরুগণে মারিবে নিমেষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে, পার্থ যদি রোষে॥
ধনঞ্জয় কহিলেন, উলূকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া॥
সূতপুত্রসঙ্গে এস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমা-সহ দেখিবে শমন॥
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে, রক্ষা নাহি পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে॥

এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করেন বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে-একে উলূকেরে কহে সর্ব্বজন॥
উলূক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া॥
যে কহিল পাণ্ডবেরা, কহিতে সে ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর কথা ভীম ধনঞ্জয়॥
রাজা বলে, কিবা ভয় কহ ত কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
কি কহিল ধনঞ্জয়, মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ॥
উলূক বলিল, রাজা, না বলিলে নয়।
শুন, যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর চাহি আমি মুখ।
সে-কারণে সহিলাম, দিলে যত দুখ॥
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি।
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি॥
ইহার উচিত শাস্তি হাতে-হাতে পাবে।
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে॥
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোন জন॥
রাক্ষস-দানব মোর অগ্রে নহে স্থির।
গদার বাড়িতে তার ভাঙ্গিব শরীর॥
মাদ্রীর নন্দন-আদি যত বীরগণ।
একে একে প্রতিজ্ঞা যে করে জনে জন॥
যে হয় উচিত রাজা, করহ বিহিত।
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত॥
আশ্বাসি কহিল তবে যত যোদ্ধৃগণে।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে॥
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন।
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণধন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে।
পাণ্ডবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে॥

তাহার সময় এই হৈল উপনীত।
করহ বিধান সখে, ইহার উচিত॥
কর্ণ বলে, রাজা, মোর সত্য-অঙ্গীকার।
প্রাণপণে কার্য্যসিদ্ধ করিব তোমার॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ সাধিব কার্য্য, শুন সারোদ্ধার॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হৈল হৃষ্টমন।
বহু পুরস্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্মে কর্ণ, বিখ্যাত ভুবন॥
কৌরবের পক্ষ কেন সূর্য্যের নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন॥
মুনি বলে, শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণ বীরমণি॥
বিদুরের মুখে শুনি এ-সব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন॥
আমার নন্দন কর্ণ, কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল॥
দৈবের এ-সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে, কর্ণ আমার নন্দন॥
এ-সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরব-কুমার॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ-সব বচন॥
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদের হবে॥
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণসনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে॥
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ॥
নিত্যকর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠি আইসে, কুন্তী মানিল উৎসব॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদগদ বাণী।
অবধানে শুন তাত, পূর্ব্বের কাহিনী॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে॥
অতিথি-সেবায় তাত, রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
চতুর্মাস সেবিলাম বিধির বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হ'য়ে আমি রহি অনুক্ষণে॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্র দান করিলেন আমারে ডাকিয়া॥
এ-মন্ত্র দিতেছি দেবি, তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান॥
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে-বর মাগিবে, তাহা পাইবে নিশ্চিতে॥
এত বলি মহামুনি গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি॥
তখন আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্য দেখি ভীত আমি হইলাম মনে॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন, দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার॥
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা, মম আগমন॥
আমারে ভজহ তুমি, নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়॥

বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে ॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাঁহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার ॥
সূর্য্য-সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি ॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন ॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ-সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি ॥
আনিয়া তোমাকে রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন ॥
যে হইল, সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে তুমি করহ মিলন ॥
ছয় ভাই মিলি বৎস, নাশ মোর দুঃখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্যসুখ ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ-সকল গুপ্তকথা জানি যে ভারতি ॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পুষিল মোরে, বিখ্যাত জগতে ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র বলি এবে বলিব কেমনে ॥
বলিলে কি লোক ইহা করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ-লজ্জা হবে অতিশয় ॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস ॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম বলি ঘোষে অকারণ ॥
এ-সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ-কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে ॥
তাহে দুর্য্যোধন মোর শিশুকাল হ'তে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল বহুতে ॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরি-হর আত্মা যেন নহে ভিন্ন পর ॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচন।
কেমনে করিব আমি ইহার হিংসন ॥
বিশেষ তাহারে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার ॥
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
কিংবা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয় ॥
এই ত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা-বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হ'তে নাহি পারিব কখনে ॥
সে-কারণে ক্ষমা কর জননি আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে ॥
ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য যদি নাহি করিবে পালন ॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে ॥
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার ॥
পঞ্চপুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন-সহিত কিংবা আমার সহিতে ॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর ॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
পৃথিবীতে হবে একচ্ছত্র মহারাজা ॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে পঞ্চ তোমার নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননি ॥
না ভাবিহ দুঃখ মাতা, যাহ নিজ স্থানে।
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজপুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিতা-অন্তরে ॥
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হৈল কুতূহল ॥
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হৈল সমাধান ॥

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত

ভীষ্মপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসজ্জা

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
কোন্ কোন্ বীর এল সংগ্রাম-ভিতরে।
বিশেষ করিয়া মুনি, বলহ আমারে ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয় ॥
কৃষ্ণেরে কহেন, হৈল সমর-সময়।
বিহিত ইহার যাহা, কর মহাশয় ॥
শ্রীহরি বলেন, রাজা, করি নিবেদন।
যাহা কর মহাশয়, দিন শুভক্ষণ ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ-সহস্র রাজা সাজে মহাবীর ॥
পাঁচ কোটি রথী সাজে, ত্রিশ কোটি হাতী।
ষষ্টি কোটি আসোয়ার, অসংখ্য পদাতি ॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ, মহাবল বলে ॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা-অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন ॥
শ্রীকৃষ্ণে করিয়া আগে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলে সবে করি জয় জয় ॥

তর্জ্জন গর্জ্জন করে যত যোদ্ধৃগণ।
পাঞ্চজন্য বাজান সে নিজে নারায়ণ ॥
দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া ধনঞ্জয়।
যুদ্ধ করিবারে যান সমরে দুর্জ্জয় ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ সৈন্যের গর্জ্জন।
মহাঘোর-শব্দে কাঁপে এ তিন-ভুবন ॥
গদাহস্তে বৃকোদর আনন্দিত মন।
সহদেব ও নকুল সাজিল তখন ॥
দ্রুপদ শিখণ্ডী আর বিরাট নৃপতি।
জরাসন্ধসুত সহদেব মহামতি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান সাত্যকি দুর্জ্জয়।
শ্বেতশঙ্খ উত্তর সে বিরাট-তনয় ॥
শূরসেন নৃপ আর কাশী মহাবল।
দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্র সমরে কুশল ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ বিক্রমে বিশাল।
ইত্যাদি সাজিল রণে যত মহীপাল ॥
জয় শব্দে বাদ্য বাজে, উঠে কোলাহল।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডবের দল ॥
পূর্ব্বমুখ করি দাণ্ডাইল সেনাগণ।
যুধিষ্ঠির মহারাজ হরষিত-মন ॥
দুঃশাসনে ডাকি তবে বলে দুর্য্যোধন।
যুদ্ধ করিবারে কর সৈন্যের সাজন ॥
সাজ সাজ বলে রাজা, বিলম্ব না সহে।
মারিব পাণ্ডবগণে, আনন্দেতে কহে ॥
দুঃশাসন বীর দিল কটকে ঘোষণা।
সাজ সাজ বলি ধ্বনি করে সর্ব্বজনা ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা বীর।
ভূরিশ্রবা সোমদত্ত প্রফুল্ল-শরীর ॥
বাহ্লীক শকুনি কৃতবর্ম্মা নরপতি।
ভগদত্ত শল্যরাজ মদ্র-অধিপতি ॥
বিন্দ আর অনুবিন্দ কর্ণ মহাবল।
শত ভাই কলিঙ্গ সে খ্যাত ভূমণ্ডল ॥
শ্বেতচ্ছত্র-ধ্বজ-আদি শোভে সারি সারি।
শতভাই-সহ সাজে কুরু-অধিকারী ॥
ছত্রধর চলে ষষ্টি-সহস্র ভূপতি।
এঁকৈক রাজার সঙ্গে সহস্রেক হাতী ॥
এঁকৈক হাতীর সহ ঘোড়া শত শত।
শতেক ধানুকী এক ঘোড়া অনুগত ॥
এঁকৈক ধানুকী সাথে দশ দশ ঢালী।
চরণ-নূপুর-শব্দে কর্ণে লাগে তালি ॥
গজ-বাজী-রথ-ধ্বজ-পতাকা প্রচুর।
কুরুসৈন্য-সাজ দেখি কম্পে তিন পুর ॥
কৌরবের সৈন্যগণ মহাপরাক্রম।
অস্ত্রে-শস্ত্রে বিশারদ বিপক্ষের যম ॥
শঙ্খ-ভেরী-বাদ্য বাজে, আর ঢাক ঢোল।
মহাকোলাহল যেন সমুদ্র-কল্লোল ॥
মহা-আনন্দিত-মন যত কুরুগণ।
যুদ্ধহেতু সর্ব্বজন করিল সাজন ॥
আচম্বিতে বায়ু বহে, মহাশব্দ শুনি।
গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি পড়ে আচ্ছাদি মেদিনী ॥
অকস্মাৎ মেঘ যেন বরিষে রুধির।
বিনা-ঝড়ে খসি পড়ে দেউল-প্রাচীর ॥
গর্দ্দভ প্রসবে গবী, কুক্কুট শৃগাল।
ময়ূরে প্রসবে কাক, ইন্দুরে বিড়াল ॥
নিরুৎসাহ অশ্বগণ কাঁপে ঘন ঘন।
যত অমঙ্গল হয়, না যায় বর্ণন ॥
ত্রিপাদ দেখি যে পশু, নাহি চারি পাদ।
পিছু দিকে মাথা করি করে ঘোরনাদ ॥
দণ্ডহস্তে শিশু সব যুঝে পরস্পর।
মহাঘোর-নাদ শব্দ গগন-উপর ॥
এক বৃক্ষে অন্য ফল অদ্ভুত কথন।
ক্ষণে ক্ষণে বসুমতী কাঁপে ঘন ঘন ॥
বিদুর দেখিয়া ইহা বিস্ময় মানিল।
ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে গিয়া সব নিবেদিল ॥
শুনিয়া আকুল হৈল অন্ধ নরপতি।
নিরুৎসাহ হ'য়ে রাজা বসিলেন ক্ষিতি ॥
কুরুকুল-ধ্বংস-হেতু জানিয়া তখন।
আসিলেন তথা সত্যবতীর নন্দন ॥

দেখি সভাজন সবে পাদ্য-অর্ঘ্য দিল।
চরণ বন্দিয়া অন্ধ স্তবন করিল॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে, শুন মুনি মহাশয়।
কারো বাক্য না শুনিল আমার তনয়॥
যুদ্ধ-আয়োজন করে দুষ্ট মন্ত্রণায়।
অমঙ্গল দেখি ভয় জন্মিল তাহায়॥
ব্যাসদেব বলে, শুন ওহে মহাশয়।
কুরুকুল-ক্ষয় হবে, জানিহ নিশ্চয়॥
কর্ম্ম-অনুসারে জীব ভ্রময়ে সংসারে।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে॥
পৃথিবীর যত ক্ষত্র একত্র হইল।
এই যুদ্ধে সর্ব্বজন নিশ্চয় মরিল॥
ক্ষত্রবংশধ্বংস-হেতু কৈল আয়োজন।
বৃথা শোক কর কেন, তুমি বিচক্ষণ॥
পুত্র তব শত আর যত নৃপচয়।
পরস্পর যুদ্ধ করি সবে হবে ক্ষয়॥
যুদ্ধ দেখিবারে যদি বাঞ্ছা কর মনে।
দিব্য চক্ষু দিয়া যাব, দেখহ নয়নে॥
প্রণমিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কহে।
পুত্রবধ জ্ঞাতিবধ প্রাণে নাহি সহে॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিব শ্রবণে।
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র পড়িল চরণে॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
রাজারে বলেন, শুন আমার বচন॥
দিব্যচক্ষে সঞ্জয় দেখিবে ত্রিভুবন।
দিবানিশি তব পাশে ক'বে বিবরণ॥
ইহাতে শুনিবে যত যুদ্ধ-বিবরণ।
গৃহে বসি সর্ব্ববার্ত্তা পাইবে রাজন্॥
যত অলক্ষণ এই দেখ মহাশয়।
দিবসেতে নক্ষত্রের হ'তেছে উদয়॥
উদয়াস্ত-কালে সূর্য্য কবন্ধে বেষ্টিত।
বিনা-মেঘে বরিষয়ে সঘনে শোণিত॥
অগ্নিবর্ণ-প্রায় দেখি সঘন আকাশ।
দিবসেতে ধূমকেতু হতেছে প্রকাশ॥
প্রতিস্রোত বহে নদী শোণিত-সহিতে।
নির্ঘাত উল্‌কাপাত পড়ে পৃথিবীতে॥
পর্ব্বত-শিখর খসে, সাগর উথলে।
ভাঙ্গিয়া পড়িছে মহাবৃক্ষ স্থলে স্থলে॥
এই সব অলক্ষণ শুনহ রাজন্।
বংশনাশ হইবার এই সে কারণ॥
এতেক বচন মুনি অন্ধেরে কহিয়া।
নিজ স্থানে গেলেন সঞ্জয়ে আজ্ঞা দিয়া।
ব্যাকুল হইয়া অন্ধ ভাবে মনে মন।
সৈন্যের সাজন করে রাজা দুর্য্যোধন॥
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা রথী।
দুঃশাসন-কর্ণ-আদি যত যোদ্ধৃপতি॥
পিতামহ-স্থানে সব করিল গমন।
সেনাপতি-রূপে ভীষ্মে করিল বরণ॥
ভীষ্মে সেনাপতি করি রাজা দুর্য্যোধন।
জিনিব পাণ্ডবগণে, ভাবে মনে-মন॥
তবে ভীষ্ম কহিলেন চাহি সর্ব্বজনে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধ না করি কখনে॥
অস্ত্রহীনে কদাচিৎ না করি প্রহার।
শরণাগতেরে নাহি করিব সংহার॥
এক-সহ যুদ্ধ করি না মারিব আনে।
ত্রাসিত জনেরে নাহি মারিব কখনে॥
শঙ্খ-ভেরী বহে, অস্ত্র যোগায় যে-জন।
তাহারে না মারি, দূতে না করি নিধন॥
রথী-রথী যুদ্ধ হবে, পদাতি-পদাতি।
গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, এই যুদ্ধনীতি॥
সমানে সমানে যুদ্ধ, না মারিবে হীনে।
আমার নিয়ম এই, শুন সর্ব্বজনে॥
ধর্ম্ম নিরূপণ করি করে শঙ্খধ্বনি।
নানা বাদ্য বাজে, কিছু কর্ণে নাহি শুনি॥
বাদ্য-কোলাহলে সব হরষিত-মন।
সৈন্য-কোলাহল শুনি কাঁপে দেবগণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী চলিল সমরে।
ভীষ্ম তাহে সেনাপতি দুর্জ্জয় সংসারে॥

মার্গশীর্ষ-মাসে কৃষ্ণা-সপ্তমী যে তিথি।
মঘা-নামে নক্ষত্রেতে সাজে কুরুপতি॥
সাজিয়া সকল সৈন্য কৌরব প্রচণ্ড।
কুরুক্ষেত্রে রহে যুড়ি সব পূর্ব্বখণ্ড॥
পাণ্ডব-বাহিনী সব বিষ্ণু-পরায়ণ।
পূর্ব্বমুখে দাণ্ডাইল যুদ্ধের কারণ॥
পশ্চিম-মুখেতে রাজা কৌরব-প্রধান।
মহাবল পরাক্রম জগতে বাখান॥
সর্ব্বসৈন্য-আগে ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন।
দিব্য রথে আরোহণ হাতে শরাসন॥
যুধিষ্ঠির ভূপতির বিস্ময় হইল।
ভীষ্মে সেনাপতি দেখি ভয় উপজিল॥
লাগিল কহিতে কৃষ্ণে তবে ধর্ম্মরাজ।
ভীষ্মসহ কে যুঝিবে সংসারের মাঝ॥
যাঁর যুদ্ধে ভৃগুরাম পায় পরাজয়।
তাঁর সহ কে যুঝিবে কহ মহাশয়॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বিখ্যাত জগতে।
কোন্ বীর যুঝিবেক তাঁহার সহিতে॥
অর্জ্জুন কহেন, রাজা, কর অবধান।
সংসারের ধাতা কর্ত্তা যেই ভগবান্॥
হেন জন হইবেন আমার সারথি।
ত্রিভুবনে কারে ভয় কর মহামতি॥
নিরর্থক চিন্তা রাজা, কর কি-কারণ।
সর্ব্বত্র বিজয়কর্ত্তা সেই নারায়ণ॥
হেনজন-সহায়েতে ভয় কি-কারণ।
নিশ্চয় হইবে জয়, স্থির কর মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধক্ষেত্র পরিক্রমণ

তবে রাজা যুধিষ্ঠির হৃদয়ে ভাবিয়া।
পদব্রজে চলিলেন রথ বিবর্জ্জিয়া॥
পদব্রজে যান রাজা কুরুসৈন্য-মাঝ।
দেখিয়া বিস্ময় মানে নৃপতি-সমাজ॥
দেখি ভীমার্জ্জুন মনে করে মহারোষ।
কৃষ্ণেরে কহেন দোঁহে হ'য়ে অসন্তোষ॥
বিপক্ষগণের মধ্যে যান একেশ্বর।
কোন্ বুদ্ধি করিলেন ধর্ম্ম-নৃপবর॥
পূর্ব্বে এই বুদ্ধিদোষে হারি রাজ্যধন।
বনবাস-দুঃখ ভুঞ্জিলাম সর্ব্বজন॥
সেই বুদ্ধি আজি বুঝি উদয় হইল।
নতুবা ইহাতে কেন প্রবৃত্তি জন্মিল॥
শ্রীহরি কহেন, ইথে কিছু নাহি ভয়।
সত্ত্বগুণী ধর্ম্মপুত্র না জানেন পর॥
নিজ দল, পর দল সকলি সমান।
সে-কারণে একেশ্বর করেন প্রয়াণ॥
মনেতে সুযুক্তি তাহা করিয়া বিচার।
গমন করেন রাজা ধর্ম্ম-অনুসার॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বন্দিলেন ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপের চরণ॥
তুষ্ট হ'য়ে তিন জন আশীর্ব্বাদ করে।
রণজয়ী হও আর সংহার শত্রুরে॥
তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক সত্বর।
তুষ্ট হ'য়ে তিন বীর দিল এই বর॥
ধর্ম্মরাজ বলেন, যে-আজ্ঞা হৈল মোরে।
এ-বাক্য অলঙ্ঘ্য সদা জানিবে সংসারে॥
নিজ পরাক্রম আমি কিছু নাহি জানি।
কিন্তু আশীর্ব্বাদে জয়ী হইব আপনি॥
এ-মাত্র ভরসা আজি হৈল মম চিতে।
অবশ্য হইবে জয়, সন্দেহ না ইথে॥
পূর্ব্বকথা নিবেদন চরণে তোমার।
করিল কপট পাশা, বিখ্যাত সংসার॥
কপট করিয়া সব রাজ্যধন নিল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাস মোরে দিল॥
বৎসর অজ্ঞাতে থাকি বঞ্চি মহাশয়।
এত ক্লেশ পেয়ে পুনঃ হইনু উদয়॥

রাজ্যের বিভাগ নাহি দিল দুর্য্যোধন।
পঞ্চগ্রাম নাহি দিল, কৈল যুদ্ধ পণ॥
সেই অনুক্রমে যুদ্ধ আয়োজন করে।
অসম্ভব দেখি আমি ভাবিত অন্তরে॥
মহাবল পিতামহ বিদিত সংসারে।
দেবাসুর যাঁর নামে সদা ডর করে॥
গুরু দ্রোণাচার্য্য নামে কাঁপে তিন পুর।
সশস্ত্র থাকিলে যাঁরে নারে দেবাসুর॥
কৌরব পাণ্ডব সম তোমা সবাকার।
পক্ষাপক্ষ দেখি ভয় জন্মিল আমার॥
কোন্ বীর যুঝিবেক তোমা সবা সাথে।
মম ভাগ্যে রাজ্য নাই, জানিলাম ইথে॥
কিন্তু তোমা-সবাকার আশীর্ব্বাদ মূল।
অবশ্য পাইব এই যুদ্ধার্ণবে কূল॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি হ'য়ে তুষ্টমন।
ধন্যবাদ করি তবে কহে তিন জন॥
সাধু ধর্ম্মপুত্র তুমি, ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার ধর্ম্মেতে ধন্য হইল সংসার॥
যেখানেতে ধর্ম্ম, তথা কৃষ্ণ মহাশয়।
যথা কৃষ্ণ, তথা জয়, জানিহ নিশ্চয়॥
ধর্ম্মবলে রাজ্য-ভোগ, শাস্ত্রে হেন কয়।
ধর্ম্মেতে থাকিলে তার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
শত দ্রোণ, শত ভীষ্ম, আসে সুরপতি।
তথাপি ধর্ম্মেতে জয়, শুন নরপতি॥
যাহার সহায় হরি ত্রিলোকের নাথ।
কাহার ক্ষমতা তারে করিতে নিপাত॥
তথা হ'তে নিবর্ত্তিয়া ধর্ম্মের কুমার।
নিজ দলে করিলেন হর্ষে আগুসার॥
ডাকিয়া বলেন রাজা, শুনহ বচন।
এ-সৈন্যের মধ্যে যেই ইচ্ছয়ে জীবন॥
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে গিয়া লউক আশ্রয়।
কোন স্থানে কোন কালে নাহি তার ভয়॥
শুনিয়া যুযুৎসু নিজ সৈন্যগণ ল'য়ে।
ধর্ম্ম-আগে কহে বীর কৃতাঞ্জলি হ'য়ে॥
নিবেদন করি শুন ধর্ম্ম-অধিকারী।
শরণ লইনু, মোরে দেখাও মুরারি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যুযুৎসুকে ল'য়ে।
কহিলেন গোবিন্দেরে বিনয় করিয়ে॥
যথা আমা-পঞ্চজনে স্নেহ কর হরি।
তাহার অধিক এরে রাখ দয়া করি॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, রাজা, স্থির কর মন।
সাবধান হও তুমি, উপস্থিত রণ॥
যুযুৎসু চলিয়া যায় ধর্ম্মরাজ-সাথ।
বার্ত্তা শুনি বিষাদিত হৈল কুরুনাথ॥
রথ হ'তে নামি শীঘ্র অশ্বে আরোহিল।
ভীষ্মের নিকটে গিয়া সব নিবেদিল॥
কি মন্ত্রণা করি আসিলেক ধর্ম্মরাজ।
যুযুৎসুকে ল'য়ে গেল নিজসৈন্য-মাঝ॥
লক্ষ সেনা ল'য়ে গেল উপস্থিত রণে।
ইহার বিচার কেন না কর আপনে॥
শুনি ভীষ্ম দুর্য্যোধনে কহে বিবরণ।
আমা বন্দিবারে এল ধর্ম্মের নন্দন॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মডাক সৈন্যমধ্যে দিল।
যুযুৎসু কাতর হয়ে শরণ লইল॥
তাহার কারণ দুঃখ না কর রাজন্।
সাবধান হও রাজা, উপস্থিত রণ॥
মম পরাক্রম রাজা, জান ভালমতে।
সুরাসুর আসে যদি সমর করিতে॥
আপন-প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ কভু না করিব।
হরির প্রতিজ্ঞা নাশি প্রতিজ্ঞা রাখিব॥
শুনিয়া হইল হৃষ্ট গান্ধারী-তনয়।
পিতামহে জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
এই যে উভয় সৈন্য একত্র মিলিল।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী গণিত হইল॥
হেন কেহ ধনুর্দ্ধর আছে এ-সংসারে।
একরথে এই সৈন্য পারে জিনিবারে॥
ভীষ্ম বলে, আমি যদি যুদ্ধে দেই মন।
একদিনে দুই সৈন্যে করি নিপাতন॥

দ্রোণাচার্য্য যদি করে ধরে ধনুর্ব্বাণ।
তিন দিনে দুই দলে করে সমাধান ॥
কর্ণ যদি প্রাণপণে করয়ে সমর।
পাঁচ দিনে দুই সৈন্যে লয় যম ঘর ॥
দ্রোণপুত্র যদি রণে দেন নিজ মন।
তিন দণ্ডে দুই দলে নাশে সর্ব্বজন ॥
যদ্যপি করয়ে মন ইন্দ্রের কুমার।
না লাগে নিমেষ, করে সবারে সংহার ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা বিস্ময় মানিল।
পুনরপি পিতামহে কহিতে লাগিল ॥
এমত অর্জ্জুনে যদি জান মহাশয়।
কি-প্রকারে হইবেক তাহার বিজয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ভীষ্মের দশ দিন যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা

ভীষ্ম কহিলেন, তবে কৌরব-ঈশ্বরে।
দশ দিন ভার মম হইল সমরে ॥
নিজ সৈন্য রক্ষা করি অন্যেরে নাশিব।
রথী দশ সহস্রেরে প্রত্যহ মারিব ॥
অর্জ্জুনসহিত যুদ্ধ শ্রীহরি-সাক্ষাৎ।
রথী দশ সহস্রেক করিব নিপাত ॥
শুনি দুর্য্যোধন হ'য়ে হরষিত-মন।
সৈন্য-মধ্যে নিজরথে করে আরোহণ ॥
দুই দলে যোদ্ধৃগণ করে সিংহনাদ।
ঢাক-ঢোল-শঙ্খ বাজে, জয় জয় নাদ ॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ ভয়ানক ধ্বনি।
দুই করে ধরি কৃষ্ণ বাজান আপনি ॥
দেবদত্ত-শঙ্খ বাজাইল ধনঞ্জয়।
পৌণ্ড্র-শঙ্খ বাজালেন ভীম মহাশয় ॥
ভূপতি বাজান শঙ্খ অনন্তবিজয়।
মণিপুষ্প সহদেব নিনাদ করয় ॥
বাজায় সুঘোষ শঙ্খ নকুল প্রচণ্ড।
শুনিয়া বিপক্ষ পক্ষ হয় লণ্ডভণ্ড ॥
দুইদলে কোলাহল হইল তুমুল।
দশ দিক যুড়ি শব্দ জন্মিল অতুল ॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু-বারি।
কাশীরাম দাস কহে, শুন নরনারী ॥

● শ্রীকৃষ্ণের যোগধর্ম্ম কথন

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ের প্রতি।
অতঃপর কি করিলা পার্থ মহামতি ॥
সঞ্জয় বলিলা তবে, শুন নৃপবর।
যে-কর্ম্ম করিলা কৃষ্ণ পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি বলে কৃষ্ণে ধনঞ্জয়।
নিবেদন শুন মম কৃষ্ণ মহাশয় ॥
দুইদল-মধ্যে রথ রাখহ ক্ষণেক।
যতেক বিপক্ষগণে দেখিব প্রত্যেক ॥
কাহার সহিত রণ হইবে প্রথম।
কাহে কাহে যুদ্ধ হবে, কেবা কার সম ॥
দুইদল-মধ্যে রথ রাখিলেন হরি।
একে একে ধনঞ্জয় দেখেন বিচারি ॥
সর্ব্ব-অগ্রে পিতামহ ভীষ্ম মহাবীর।
মন্মথ জিনিয়া যাঁর সুন্দর শরীর ॥
বদন-পঙ্কজে পূর্ণচন্দ্র পায় লাজ।
করি-কর-ভুজ, নাসা জিনি খগরাজ ॥
কাঞ্চন-পর্ব্বত-শৃঙ্গ-নিন্দিত সুতনু।
দীর্ঘ বক্ষঃ বৃষস্কন্ধ হস্তে দৃঢ় ধনু ॥
দেখিয়া ব্যথিত হয় পার্থের হৃদয়।
তবে পুনঃ দেখে বীর দ্রোণ মহাশয় ॥
আজানু-লম্বিত বাহু, শ্যাম কলেবর।
উন্নত নাসিকা চারু বদন সুন্দর ॥
সৌম্য শান্ত দীর্ঘ তনু, উচ্চ যেন শাল।
মৃগেন্দ্র জিনিয়া কটি বক্ষঃ সুবিশাল ॥

দৃঢ়স্কন্ধ ধীরস্থির উজ্জ্বল নয়ন।
দেখিয়া হইল পার্থ বিষাদিত-মন ॥
ক্রমে অশ্বত্থামা কৃপ প্রতীপ-নন্দনে।
একে একে নিরীক্ষণ কৈলা কুরুগণে ॥
জ্ঞাতিবন্ধু ভ্রাতা পুত্র পৌত্র গুরুজন।
মাতুল বান্ধবে দেখি চিন্তে মনে-মন ॥
যুঝিবারে এল গুরু-জ্ঞাতি-বন্ধুগণ।
কি-প্রকারে এ-সবারে করিব নিধন ॥
যদি আমি যুদ্ধ করি বিনাশি সবারে।
তবে মোর সম নাহি নিষ্ঠুর সংসারে ॥
মোর সম পাপী আর কেহ নাহি হয়।
এতেক ভাবিল চিত্তে বীর ধনঞ্জয় ॥
অবশ হইল অঙ্গ, মলিন বদন।
শরীর রোমাঞ্চযুক্ত কাঁপে ঘনে-ঘন ॥
হাত হৈতে খসি তাঁর পড়ে শরাসন।
সকরুণে কৃষ্ণ-প্রতি বলেন বচন ॥
অবধানে জগন্নাথ, শুন নিবেদন।
যুঝিবারে এল মোর আত্মীয়-স্বজন ॥
কারে অস্ত্র প্রহারিব, কার সহ রণ।
নিজ-পরিবার-বধ নহে সুশোভন ॥
দেখিলাম যত বন্ধু অমাত্যসকল।
ইহা-সবা রণে মারি নাহি কোন ফল ॥
বিফল জীবন মম, বাঁচি কোন্ সুখ।
গুরু-বন্ধু মারি শেষে দেখি কার মুখ ॥
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম, জীবন অসার।
কাহার নিমিত্তে করি বংশের সংহার ॥
গোত্র-বধে মহাপাপ হইবে নিশ্চয়।
রাজ্যলোভে কেন করি পাপের সঞ্চয় ॥
জ্ঞাতি-বন্ধু বিনাশিব রাজ্য-অভিলাষে।
যুদ্ধে নাহি কার্য্য, পুনঃ যাব বনবাসে ॥
শোকেতে বিকল আমি, বলহীন তনু।
শিথিল আমার দেহ, কাঁপে বক্ষ-জানু ॥
আমারেও মারে যদি, আমি না মারিব।
জ্ঞাতি-বন্ধু-নাশ আমি সহিতে নারিব ॥
এত বলি ধনঞ্জয় ত্যজি ধনুঃশর।
বিমুখ হইয়া তবে বসে রথোপর ॥

অর্জ্জুনের পানে চাহি দেব নারায়ণ।
প্রবোধি তাঁহারে তবে বলেন বচন ॥
জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ হেতু ভীত তব মন।
কি-কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম কর বিসর্জ্জন ॥
অহঙ্কার করি আগে আসি যুদ্ধ-স্থান।
সম্মুখ-সমরে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ ॥
জ্ঞাতিবধ-পাপ যদি ভাব ধনঞ্জয়।
কৌরব কহিবে, পার্থ পাইয়াছে ভয় ॥
মোহে তুমি আপনারে হৈলে বিস্মরণ।
উপস্থিত যুদ্ধকাল, কর এবে রণ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি মহা বিচক্ষণ।
যোগতত্ত্ব কহি কিছু করহ শ্রবণ ॥
শুনিলে মনের ভ্রান্তি হইবে খণ্ডিত।
অতএব শুন পার্থ হৈয়া অবহিত ॥
কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার অরি।
সবারে সংহারি আমি, আমি সব করি ॥
কর্ম্ম-মত করে লোক গমনাগমন।
যাহার যেমন কর্ম্ম, পায় সে তেমন ॥
আমার মায়াতে বন্দী এ বিশ্ব-সংসার।
আমাতে উৎপত্তি-স্থিতি, আমাতে সংহার ॥
রজোগুণে সৃষ্টিকার্য্য করি সম্পাদন।
সত্ত্বগুণে রক্ষা, তমোগুণেতে নিধন ॥
কালনামে পুরুষ সে মোর মূর্ত্তি ধরে।
কালেতে ভুঞ্জয়ে লোক কালেতে সংহারে ॥
আমার বিভূতি হয় এ তিন-ভুবন।
সর্ব্বঘটে আত্মরূপে থাকি অনুক্ষণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুই মূর্ত্তি আমার স্বরূপে।
সর্ব্বত্র সমান আমি হই বিশ্বরূপে ॥
যথা বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য উপস্থান।
তেমন জানিহ তুমি সকলি সমান ॥
জীর্ণবস্ত্র ত্যজি যথা নব-বস্ত্র পরে।
তথা এক তনু ছাড়ি অন্যেতে সঞ্চারে ॥

শরীর বিনাশ হয়, নহে জীবনাশ।
এইরূপে হয় মোর বিভূতি-প্রকাশ ॥
ইহা শুনি অর্জ্জুন বিস্মিত হইল মনে।
জিজ্ঞাসিল গোবিন্দেরে বিনয়-বচনে ॥
বিভূতি-বিস্তার দেব, কিরূপ তোমার।
শুনিবারে সবিস্তারে আকাঙ্ক্ষা আমার ॥
এতেক শুনিয়া কহে দেবকী-কুমার।
একচিত্তে শুন পার্থ, বিভূতি আমার ॥
যত সব বস্তু দেখ চতুর্দ্দশ লোকে।
সকল আমার মূর্ত্তি, জানাই তোমাকে ॥
সর্ব্বঘটে স্থিতি মোর সর্ব্বত্র সমান।
শুন পার্থ, যেইরূপে আমি বিদ্যমান ॥
সকল বৃক্ষের মধ্যে আমি যে অশ্বত্থ।
নদীমধ্যে স্থরধুনী কহিলাম তথ্য ॥
ঋষিমধ্যে নারদ যে আমি মহাশয়।
সিদ্ধমধ্যে কপিল যে মোর মূর্ত্তি হয় ॥
গজমধ্যে ঐরাবত, অশ্বে উচ্চৈঃশ্রবা।
নরমধ্যে নরপতি আমারে জানিবা ॥
দেবমধ্যে দেবরাজ, রুদ্রেতে কপালী।
গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ, দানবেতে বলী ॥
নাগেতে অনন্ত-নাগ আমারে জানিবে।
গ্রহমধ্যে দিনকর আমারে মানিবে ॥
যক্ষগণ-মধ্যে আমি হই ধনেশ্বর।
তেজোমধ্যে নাম ধরি আমি বৈশ্বানর ॥
পশুগণ-মধ্যে হই স্বরূপে কেশরী।
বসুগণে বিশ্বাবসু আমি নাম ধরি ॥
রাক্ষসগণের মধ্যে আমি বিভীষণ।
সেনাপতিগণ-মধ্যে আমি ষড়ানন ॥
কবি-মধ্যে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে ব্যাস।
বৃষ্ণি-মধ্যে বাসুদেব স্বরূপে প্রকাশ ॥
বেগগামি-মধ্যে আমি পবন-প্রবর।
অস্ত্রধারি-মধ্যে আমি রাম রঘুবর ॥
নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি নিশাকর।
পিতৃগণে অর্য্যমা যে আমি বীরবর ॥

জলচর-মধ্যে আমি বরুণ-স্বরূপ।
ভক্তগণ-মধ্যে প্রহ্লাদই মম রূপ ॥
মাসমধ্যে মার্গশীর্ষ নাম যে আমার।
পুষ্পমধ্যে পারিজাত নাম সুপ্রচার ॥
যজ্ঞমধ্যে রাজসূয়-যজ্ঞ-অনুপাম।
ক্ষত্রিয়গণমধ্যে ভরত মোর নাম ॥
শিল্পিগণ-মধ্যে নাম বিশ্বকর্ম্মা ধরি।
পুরীমধ্যে হই আমি বৈকুণ্ঠনগরী ॥
ষড়ঋতু-মধ্যে আমি হই পুষ্পাকর।
পাণ্ডবগণেতে আমি পার্থ-ধনুর্দ্ধর ॥
বর্ণমধ্যে দ্বিজ, গিরিমধ্যে হিমালয়।
বেদমধ্যে সামবেদ মোর রূপ হয় ॥
মণিরত্ন-মধ্যে নাম কৌস্তুভ আমার।
ধাতুদ্রব্য-মধ্যে স্বর্ণ আমারি আকার ॥
ইত্যাদি বিভূতি মম অনন্ত অপার।
গণনা করিতে পারে শকতি কাহার ॥
পৃথিবীর মধ্যে লোক যতেক জন্ময়।
আপনার কর্ম্মফলে সব হয় ক্ষয় ॥
কর্ম্মফলে গতায়াত করে সব জন।
যাহার যেমন কর্ম্ম, পায় সে তেমন ॥
ইহা শুনি ধনঞ্জয় সন্তুষ্ট হইয়া।
পুনরপি জিজ্ঞাসিলা বিনয় করিয়া ॥
কিরূপে তোমার ধ্যান করে যোগিগণ।
কহ শুনি জনার্দ্দন, যোগের লক্ষণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে, শুন একমনে।
লভয়ে পরমগতি ধ্যানে যোগিগণে ॥
দ্বিজকুলে জন্মি গুরু-উপদেশ লবে।
গৃহাশ্রম মোহ ত্যজি অরণ্যে পশিবে ॥
অপান-উদান-ব্যানে শোধিবে শরীর।
আমাতে আরোপি মন রবে ধীর-স্থির ॥
হস্তপদ-প্রক্ষালন করি আচমন।
পূর্ব্বমুখে নিরূপণ করিবে আসন ॥
পূর্ব্বমুখে কিংবা পার্থ, উত্তর মুখেতে।
কল্পিবে আসন-দিব্য যোগশাস্ত্রমতে ॥

প্রথমে পূরকে বায়ু করিবে গ্রহণ।
কুম্ভক করিয়া বায়ু করিবে রোধন॥
রেচকেতে পরে বায়ু করিবে বাহির।
এইরূপ ক্রম পার্থ, জান মনে স্থির॥
এইরূপে প্রাণবায়ু শাসন করিবে।
অর্জ্জুন, যোগের ইহা নিয়ম জানিবে॥
তারপরে এইরূপ চিন্তিবে আমার।
দ্বিভুজ পদ্মাক্ষ বক্ষঃস্থলে রত্নহার॥
শ্রীবৎস-লাঞ্ছন-আদি পীতাম্বরধারী।
কিরীট-কুণ্ডল, কর্ণে বিচিত্র কবরী॥
বিকসিত-বনমালা, কণ্ঠে মণিহার।
ত্রিভঙ্গ-ললিত-অঙ্গ মুক্তি-অবতার॥
এই দিব্যরূপ ধ্যানে চিন্তিবে আমায়।
অবহেলে যোগী তবে ভবপারে যায়॥
জ্যোতির্ম্ময় সূক্ষ্মরূপ মম অনুপাম।
যাহা চিন্তি লভে নর সুখ-মোক্ষ-ধাম॥
কিরীট-কুণ্ডল দিব্য-বনমালাধারী।
নূপুর-কঙ্কণ-হারে শোভিত মুরারি॥
শঙ্খচক্রধর-মূর্ত্তি চিন্তিবে আমার।
এই সূক্ষ্মরূপ চিন্তি হেলে হৈবে পার॥
ইহা শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসে অর্জ্জুন।
শুনিনু অপূর্ব্ব কথা তব যোগগুণ॥
কর্ম্মযোগ জনার্দ্দন, কিরূপ তোমার।
কি কর্ম্ম করিয়া যোগী হয় ভবপার॥
সবিস্তারে কহ প্রভু, করিব শ্রবণ।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন, করিব বর্ণন॥
অনন্ত কর্ম্মের যোগ, নহে পরিমিত।
অল্প কিছু কহি, যাহা নরের বিহিত॥
দ্বিজকুলে জন্মি বেদ করিবে পঠন।
সবাকারে সমভাবে করিবে দর্শন॥
কারো সনে বিরোধ না কর কদাচন।
শত্রুমিত্র-ভাব মনে না রাখ কখন॥
পুত্র-মিত্র-বন্ধুগণে করিবে পালন।
বাঞ্ছাপূর্ণ করি তোষ তাহাদের মন॥
অনাসক্তভাবে যত গৃহকর্ম্ম করি।
নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাস্নান গায়ত্রী যে স্মরি॥
এইরূপে বিপ্রগণ আমারে ভজিবে।
ক্ষত্রকুলে জন্ম লৈয়া পৃথিবী শাসিবে॥
আত্মীয়-স্বজন-প্রজা করিবে পালন।
কারো সনে বৈর ভাব না রাখ কখন॥
দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ সতত করিবে।
মোরে ভজি কিছুকাল রাজত্ব করিবে॥
তিন-ভাগ আয়ুঃশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া।
ভার্য্যাসহ প্রবেশিবে অরণ্যেতে গিয়া॥
বানপ্রস্থ-ধর্ম্মে থাকি তপস্বি-লক্ষণে।
আমারে চিন্তিয়া দেহ ত্যজি যোগাসনে॥
দিব্যরথে চড়ি যাবে ইন্দ্রের ভবনে।
সহমৃতা হৈয়া ভার্য্যা যাবে পতি-সনে॥
কিছুকাল পত্নীসহ স্বর্গভোগ করি।
পুনরপি আসি জন্মে দোঁহে মর্ত্ত্যপুরী॥
রাজকুলে জন্মি ভোগ করিয়া বর্জ্জন।
এই মতে পুনঃ মোরে করিবে ভজন॥
বহুকাল পরে পুনঃ মম পুরে যাবে।
বৈশ্যকুলে জন্মিমাত্র অতিথি সেবিবে॥
শূদ্রকুলে মহাধর্ম্ম দ্বিজের সেবায়।
সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পিবে ব্রাহ্মণের পায়॥
দাস্যভাব করিয়া সেবিবে দ্বিজগণে।
ইথে মুক্তি লভি যায় স্বর্গের ভবনে॥
অবিদ্য সবিদ্য দ্বিজ বেদহীন হয়।
তথাপি তাহারা মোর তনু, ধনঞ্জয়॥
গৃহাশ্রমে এই ধর্ম্মাধর্ম্ম-নিরূপণ।
চতুর্ব্বিধ পরিণতি জানহ লক্ষণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন ইহা বিস্মিত হইলা।
করযোড়ে নারায়ণে পুনঃ জিজ্ঞাসিলা॥
যোগধর্ম্ম প্রভু, তুমি কহিলে আমারে।
যোগধ্যানে যোগী পায় অচিরে তোমারে॥
বহুকাল সেবি পায় গৃহাশ্রমী জনে।
তোমাতে ভকতি যার, সে পায় কেমনে॥

এতেক শুনিয়া কহিলেন জনার্দ্দন।
আমাতে যোজিল যোগী তনু-মন-ধন ॥
আমা-বিনা যোগিগণ না জানয়ে আন।
আমি গতি, আমি পতি, আমি ধনপ্রাণ ॥
সে-কারণে অল্পকালে লভয়ে আমায়।
গৃহাশ্রমি-জন জন্মজন্মান্তরে পায় ॥
পুনরপি ধনঞ্জয় কহিলা তখন।
কিরূপ তোমার শুনি ভকতি-লক্ষণ ॥
গোবিন্দ বলেন, সখে, করহ শ্রবণ।
অনন্ত-প্রকার মোর ভকতি-লক্ষণ ॥
সর্ব্বজনহিত যেবা করে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজীবে সমভাবে করয়ে দর্শন ॥
সাত্ত্বিক ভকতি সেই জানিহ নিশ্চয়।
আমাপ্রতি ভিন্নভাব কভু যাহে নয় ॥
গোদ্বিজ-ভয়ার্ত্তে যেই করয়ে রক্ষণ।
সর্ব্বকর্ম্ম আমারে যে করে সমর্পণ ॥
আমাতে অর্পিত-চিত্ত, অর্পিত-শরীর।
সর্ব্বোত্তম ভক্ত সেই, সর্ব্বগুণ-ধীর ॥
পুণ্যতীর্থে সদা যেই করয়ে ভ্রমণ।
আমার মন্দির সদা করয়ে মার্জ্জন ॥
সর্ব্বজীবে তোষে মিষ্টবাক্য-ব্যবহারে।
সর্ব্বোত্তম ভক্ত সেই, কহিনু তোমারে ॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণেরে স্থাপয়ে যে জন।
অন্নজল দান করি তোষে দুঃখিগণ ॥
সর্ব্বোত্তম ভক্ত পার্থ, জান সেই জন।
এইরূপ বহুবিধ ভক্তের লক্ষণ ॥
যোগধর্ম্ম বিবরিয়া ক্রমে নারায়ণ।
যাহা জিজ্ঞাসিলা পার্থ, করিলা বর্ণন ॥
অষ্টাদশ অধ্যায়েতে ভারতের সার।
বহুবিধ ভক্তিযোগ-মার্গ-ব্যবহার ॥
কত যে কহিলা কৃষ্ণ, না যায় লিখন।
ক্রমে কিছু শান্ত হৈল অর্জ্জুনের মন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি-প্রদর্শন

নানাবিধ যোগ কৃষ্ণ কহেন অর্জ্জুনে।
তথাপি প্রবোধ নাহি মানে তাঁর মনে ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুন ধনঞ্জয়।
মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয় ॥
হও হে নিমিত্তমাত্র সব্যসাচী তুমি।
দেখ, সব সৈন্য বধ করিয়াছি আমি ॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রভু, তবে সত্য জানি।
আপন-নয়নে যদি দেখি চক্রপাণি ॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দিব্যচক্ষু অর্জ্জুনেরে।
অর্জ্জুন দেখেন, বিশ্ব কৃষ্ণের শরীরে ॥
মেঘবর্ণ শীর্ষ তাঁর পরশে আকাশ।
রবিশশী দুই চক্ষু অতি সুপ্রকাশ ॥
মুখ তাঁর বৈশ্বানর, তারাগণ দন্ত।
আশ্চর্য্য দেখেন পার্থ, নাহি পান অন্ত ॥
দেবরাজ ইন্দ্র বাহু, ব্রাহ্মণ হৃদয়।
নাভি সিন্ধুসম তাঁর, পৃষ্ঠ বসুময় ॥
দশদিক্ জঙ্ঘা তাঁর, পাতাল চরণ।
শৈলগণ অস্থি তাঁর, লোম তরুগণ ॥
মাংসরূপা ধরণীরে দেখে ধনঞ্জয়।
দেখিয়া বিরাটরূপ মানেন বিস্ময় ॥
করিলেন নারায়ণ বদন-বিস্তার।
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল-সংসার ॥
সর্ব্বসৈন্য মৃত তাহে দেখি ধনঞ্জয়।
সলজ্জ সভয় চমৎকৃত অতিশয় ॥
স্তব করিলেন শেষে বিনয় করিয়া।
আপন বৃত্তান্ত কৃষ্ণ, কহ বিবরিয়া ॥
ত্রিদশের নাথ যিনি ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
না পারি চিনিতে তাঁরে আমি পাপাচার ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা।
আমি মূঢ় তুচ্ছ নর, কি জানি মহিমা ॥
কহেন গোবিন্দ পার্থে করিয়া সান্ত্বন।
প্রকাশিত কর চক্ষু, ত্রাস কি-কারণ ॥

চক্ষু মেলি ধনঞ্জয় সখারূপ দেখি।
নিলেন ধনুক করে পরম-কৌতুকী॥
প্রবোধ পাইয়া পার্থ রণে দেয় মন।
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে তবে বসেন তখন॥
তবে কৃষ্ণ কর্ণে দেখি বলেন সাদরে।
ভীষ্মে দেখি সেনাপতি, তোমা না আদরে॥
এমত অবজ্ঞা কিহে তব প্রাণে সহে।
উপেক্ষিল তোমা, ইহা ক্ষত্রধর্ম্ম নহে॥
পাণ্ডবের দলে এস বুঝি নিজ হিত।
পাণ্ডবে অবশ্য তোমা করিবে পূজিত॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে বৈকর্ত্তন।
দুর্য্যোধন-কার্য্যে আমি করি প্রাণপণ॥
গোবিন্দ, যাবৎ কণ্ঠে রহিবে জীবন।
দুর্য্যোধনে না ছাড়িব আমি কদাচন॥
শ্রীভীষ্মপর্ব্বের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি পাঁচালীর ছন্দে।
রসিক সুজন পিয়ে সুধা-মকরন্দে॥
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার।
কাশীরাম দাস কহে, রচিয়া পয়ার॥

● প্রথম দিনের যুদ্ধ

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়।
শুনিয়া কহিল কিবা অম্বিকা-তনয়॥
মুনি বলে, জন্মেজয়, শুন সাবধানে।
যোগকথা শুনি অন্ধ হৃষ্ট হৈল মনে॥
জানিল সকল সুখ জলবিম্ব-প্রায়।
পুত্র-মিত্র-দারা-বন্ধু কেহ কারো নয়॥
দৈবের অধীন সব, দৈবে যাহা করে।
বেদে বলে, কেহ তাহা খণ্ডাইতে নারে॥
জানিয়া এ-সব রাজা স্থির কৈল মতি।
সঞ্জয়েরে জিজ্ঞাসিলা করিয়া মিনতি॥
কহ হে সঞ্জয়, তুমি মহা বিচক্ষণ।
অতঃপর কি করিল ইন্দ্রের নন্দন॥
কিবা কর্ম্ম কৈলা মোর পুত্র দুর্য্যোধনে।
কিরূপে হইল যুদ্ধ অর্জ্জুনের সনে॥
কাহে কাহে যুদ্ধ হৈল কৌরব-পাণ্ডবে।
মহাবলবান্ বীর রণক্ষেত্রে সবে॥
সঞ্জয় বলিলা, রাজা, করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণবাক্যে মোহমুক্ত হৈল পার্থমন॥
হস্তে নিলা ধনঞ্জয় গাণ্ডীব তুলিয়া।
ধনুকে টঙ্কার দিলা আকর্ণ পূরিয়া॥
এককালে হৈল হেন শত বজ্রাঘাত।
মহাশব্দে মুগ্ধ হৈল কুরুকুলনাথ॥
সৈন্য-কোলাহল যেন সমুদ্র উথলে।
শঙ্খনাদ, সিংহনাদ ধ্বনি দুইদলে॥
বাদ্যশব্দে প্রকম্পিত হৈল ত্রিভুবন।
আগু হইলেন যত রথী নৃপগণ॥
যুঝিবারে পার্থ-আজ্ঞা পেয়ে বীরগণে।
সৈন্যগণসহ প্রবেশিল সবে রণে॥
অর্জ্জুনেরে বলিলেন দেব নারায়ণ।
ভীষ্মের সহিতে তুমি কর আজি রণ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
হস্তেতে তুলিয়া নিলা নিজ শরাসন॥
ভৃগুপতি-গুরুপদ বন্দন করিয়া।
ধনুকে টঙ্কার দিলা আকর্ণ পূরিয়া॥
প্রলয়ের কালে যেন মেঘের গর্জ্জন।
মহাশব্দে মোহিত হইল বীরগণ॥
যুঝিবারে আজ্ঞা দিলা গঙ্গার তনয়।
আগু হৈলা বীরগণ করি জয় জয়॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুন-সম্মুখে আসে করিবারে রণ॥
ভীষ্মে অগ্রে দেখি তবে পার্থ মহামতি।
কৃষ্ণে বলে, যুদ্ধে এল কুরুবংশপতি॥
আগু বাড়াইয়া রথ লহ শীঘ্রগতি।
শুনিয়া গোবিন্দ রথ নেন দ্রুতগতি॥

অর্জ্জুনেরে অগ্রে দেখি, গঙ্গার নন্দন।
কিরূপে মারিব বাণ, ভাবে মনে-মন ॥
পিতামহে অগ্রে দেখি অর্জ্জুন বিচারে।
কেমনে প্রহারি অস্ত্র এঁর কলেবরে ॥
দোঁহারে দেখিয়া দোঁহে হইল মোহিত।
যুদ্ধ দূরে থাক্, ক্লিষ্ট উভয়ের চিত ॥
পিতামহে প্রণমিল তবে ধনঞ্জয়।
কল্যাণ করেন ভীষ্ম, বলি হোক্ জয় ॥
রণসজ্জা-বিভূষিত দেখি ভীষ্মবীরে।
অর্জ্জুন বিনয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসেন ধীরে ॥
কোন্-হেতু যুদ্ধসজ্জা দেখি মহাশয়।
তোমার সমান কুরু-পাণ্ডুর তনয় ॥
দুর্য্যোধন-সাহায্যেতে গেল তব মন।
তুমি যুদ্ধ করিলেও না করিব রণ ॥
ভীষ্ম বলিলেন, পার্থ, কহিলে প্রমাণ।
ক্ষত্রধর্ম্ম আছে হেন, না করিহ আন ॥
গোবিন্দেরে বলিলেন শান্তনু-নন্দন।
সারথি হইলে প্রভু, ভক্তের কারণ ॥
সাধু পাণ্ডু, সাধু কুন্তী, পুত্র জন্মাইল।
ত্রিদশ-ঈশ্বর যার সারথি হইল ॥
দোঁহাকার মায়া হরি নিলা নারায়ণ।
মায়াহীন হৈয়া দোঁহে যুদ্ধে দিলা মন ॥
তবে পার্থ ডাকি বলে শান্তনু-নন্দনে।
কুরুকুলপতি তুমি, জানে সর্ব্বজনে ॥
অগ্রে তুমি অস্ত্রে মোরে করহ প্রহার।
পশ্চাতে করিব আমি অস্ত্র-অবতার ॥
ভীষ্ম বলে, পার্থ, অগ্রে মারহ আমারে।
দাণ্ডাইয়া রহে পার্থ, বাণ নাহি মারে ॥
কৃষ্ণ-মায়া-মুগ্ধ ভীষ্ম ধরি ধনুঃশর।
দুই বাণ মারিলেন অর্জ্জুন-উপর ॥
গাণ্ডীব লইয়া করে বীর ধনঞ্জয়।
গাঙ্গেয়ের বাণ কাটি করিলেন ক্ষয় ॥
পুনঃ ভীষ্ম দশ-অস্ত্র এড়ে পার্থোপর।
দশগোটা কালফণী জিনি দশ শর ॥
মহাশব্দ করি আসে পার্থ-প্রতি বাণ।
দিব্য অস্ত্রে কাটিলেন ইন্দ্রের সন্তান ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয়।
দোঁহে অস্ত্র নিবারেন সমরে দুর্জ্জয় ॥
ভীষ্মার্জ্জুনে আরম্ভিল মহাযুদ্ধ যবে।
কুরুপাণ্ডুগণ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিল তবে ॥
রথি-রথী মহাযুদ্ধ পদাতি-পদাতি।
আসোয়ারে আসোয়ারে মত্ত হাতী-হাতী ॥
মল্লে মল্লে মহাযুদ্ধ ধানুকী-ধানুকী।
খড়্গী খড়্গী মহারণ তবকী-তবকী ॥
পরস্পর দুইদলে বাধিল সংগ্রাম।
পূর্ব্বে যেন যুদ্ধ কৈল রাবণ-শ্রীরাম ॥
নানাবিধ অস্ত্রবৃষ্টি করে দুইদলে।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র উথলে ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভূষণ্ডী তোমর।
ক্ষুদ্রপট্ট নারাচাদি যত তীক্ষ্ণ শর ॥
সূচীমুখ শিলীমুখ পরিঘ ভৈরব।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরুপাস্ত্র ফেলিলেন সব ॥
ব্রহ্মঅস্ত্র, রুদ্রঅস্ত্র, অস্ত্র অগণন।
নিরন্তর দুইদলে করে বরিষণ ॥
ভীমসেন সহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
গদাযুদ্ধে পটু বীর্য্যবন্ত দুইজন ॥
সাত্যকি-সহিত করে কৃতবর্ম্মা রণ।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান্ সংগ্রামে ভীষণ ॥
কৃতবর্ম্মা একবাণ প্রহার করিল।
গুণসহ সাত্যকির ধনুক কাটিল ॥
ধনু কাটা গেল দেখি সাত্যকি কুপিল।
কৃতবর্ম্মা-পরে দিব্য-শক্তি প্রহারিল ॥
মূর্চ্ছা গেল কৃতবর্ম্মা সেই-শক্তি ঘায়।
রথি-মূর্চ্ছা দেখি রথ সারথি ফিরায় ॥
মূর্চ্ছা ভাঙ্গি বীরবর উঠে রথোপরে।
সারথিরে কৃতবর্ম্মা তিরস্কার করে ॥
পুনরপি প্রবেশিল বীর মহারণে।
মহাযুদ্ধ আরম্ভিল সাত্যকির সনে ॥

সোমদত্ত সহ যুঝে বিরাট-নন্দন।
দুইজনে মহাযুদ্ধ, বাজে ঘোর রণ ॥
অষ্টবাণে সোমদত্ত বিন্ধে শঙ্খবীরে।
দুইবাণে ধনু কাটি বিন্ধে সারথিরে ॥
বাণে শঙ্খবীর তাহা কৈল নিবারণ।
অষ্টবাণে সোমদত্তে বিন্ধে ততক্ষণ ॥
শত শত বাণ দোঁহে বিন্ধে দোঁহাকারে।
জর্জ্জর হইল দেহ, রক্ত পড়ে ধারে ॥
অশক্ত হইল দোঁহে সংগ্রাম-ভিতর।
সারথি বাহুড়ি রথ লইল অন্তর ॥
দ্রোণে ধৃষ্টদ্যুম্নে যুদ্ধ বাজে ঘোরতর।
মহাবীর দুইজনে মহাধনুর্দ্ধর ॥
নানা-অস্ত্রে দিব্যশিক্ষা দ্রোণ মহাবীর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনু কাটি ভেদিল শরীর ॥
অন্য ধনু লৈয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন করে রণ।
ডাক দিয়া দ্রোণে তবে বলয়ে বচন ॥
অবশ্য আমার হস্তে তোমার মরণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ ইহা, না হয় খণ্ডন ॥
ইহা শুনি বলিলা আচার্য্য মহাশয়।
না করিস্ বৃথা গর্ব্ব দ্রুপদ-তনয় ॥
আমার হস্তেতে তোর নাহিক নিস্তার।
অচিরে সবংশে তোরে করিব সংহার ॥
এত বলি দ্রোণবীর এড়ে নাগপাশ।
মহাশব্দে অহিগণ উঠিল আকাশ ॥
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সংগ্রামে ভীষণ।
এড়িল গরুড়-অস্ত্র পন্নগ-নাশন ॥
শত শত শিখী গর্জ্জি উঠিল আকাশে।
যতেক ভুজঙ্গগণে ধরিয়া গরাসে ॥
ভুজঙ্গ গিলিয়া আসে গিলিবারে দ্রোণে।
অগ্নিবাণ তবে দ্রোণ এড়ে ততক্ষণে ॥
পর্ব্বত-প্রমাণ অগ্নি উঠিল অম্বরে।
পুড়িয়া পক্ষীর পাখা পড়িল সত্বরে ॥
ঘোরশব্দে কালানল আসে দ্রুতগতি।
বরুণাস্ত্রে নিবাইল ধৃষ্টদ্যুম্ন রথী ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সংগ্রামে প্রচণ্ড।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনু কাটি কৈলা খণ্ড খণ্ড ॥
দুইবাণে রথধ্বজ কাটিয়া পাড়িল।
চারিবাণে চারি অশ্বে সত্বরে কাটিল ॥
তৃণবৎ কাটি রথ কৈলা খণ্ড খণ্ড।
দুইবাণে কাটে তবে সারথির মুণ্ড ॥
হাতে গদা লৈয়া বীর পড়িল ভূতলে।
জয় জয় শব্দ হৈল আচার্য্যের দলে ॥
গদা হাতে করি ধায় দ্রুপদ-তনয়।
গদাঘাতে চূর্ণ কৈলা দ্রোণ-রথ-হয় ॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহামতি।
শীঘ্রগতি অন্য রথ যোগায় সারথি ॥
পুনরপি বাণবৃষ্টি করে দুইজন।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ না যায় বর্ণন ॥
কাশীরাজ-সহ কৃপাচার্য্যের সমর।
বাণে বাণে আচ্ছাদিল দোঁহে পরস্পর ॥
ভগদত্ত-সহ যুঝে বিরাট রাজন্।
পরস্পর করে দোঁহে বাণ বরিষণ ॥
ভগদত্ত দুই বাণ প্রহার করিল।
বিরাটের রথধ্বজ কাটিয়া পাড়িল ॥
ধ্বজ কাটা দেখি বীর ক্রোধ কৈল মনে।
শক্তি হানি ভগদত্তে বিন্ধে ততক্ষণে ॥
শক্তির প্রহারে মূর্চ্ছা গেল মহা বীর।
মূর্চ্ছাভঙ্গে বাণে বিন্ধে বিরাট-শরীর ॥
বাণাঘাতে মূর্চ্ছা গেল মৎস্যের ঈশ্বর।
মূর্চ্ছাভঙ্গে পুনঃ দোঁহে যুদ্ধ ঘোরতর ॥
দ্রুপদের সহ জয়দ্রথ করে রণ।
নানা অস্ত্রে আচ্ছাদিল ভূতল-গগন ॥
অশ্বথামা সহ যুঝে শিখণ্ডী দুর্জ্জয়।
দিব্য-অস্ত্র পরস্পর দোঁহে বরিষয় ॥
মহাবীর অশ্বথামা দ্রোণের কুমার।
শরজালে আচ্ছাদিল করি মার-মার ॥
দশদিক্ অন্ধকার, দৃষ্টি নাহি চলে।
শিখণ্ডী পাইল ত্রাস অশ্বথামা-বলে ॥

সত্যজিৎ শিখণ্ডীর বিপদ দেখিয়া।
অশ্বত্থামা-নিকটেতে আসে আশু হৈয়া ॥
মহাবীর সত্যজিৎ সমরে প্রচণ্ড।
দ্রৌণির যতেক অস্ত্র কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
অন্ধকার দূর হৈল প্রকাশে তপন।
তাহার বিক্রমে ক্রুদ্ধ দ্রোণের নন্দন ॥
নানা অস্ত্র শেল শূল মুষল মুদ্গর।
বরিষয়ে অশ্বত্থামা সংগ্রাম-ভিতর ॥
সহিতে না পারি দোঁহে পলাইয়া গেল।
যতেক কৌরব সৈন্য জয়ধ্বনি কৈল ॥
অলম্বুষ-সহ যুঝে ভীমের নন্দন।
উভয়ে মায়াবী, দোঁহে করে মায়ারণ ॥
ঘটোৎকচ অলম্বুষ-রাক্ষসে ধাইল।
দৈত্যেরে মারিতে যেন দেবেন্দ্র আসিল ॥
নয় বাণ মারি তারে ঘটোৎকচ হাসে।
মহাবীর অলম্বুষ ধায় মহারোষে ॥
অস্ত্রাঘাতে দোঁহা-অঙ্গে বহিল রুধির।
করয়ে রাক্ষসী-মায়া নির্ভয়-শরীর ॥
দোঁহাকার সিংহনাদে কম্পে রণস্থল।
নানাবিধ অস্ত্র ফেলে দোঁহে মহাবল ॥
কেহ পরাজিত নহে, তুল্য দুইবীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান্ প্রকাণ্ড শরীর ॥
অভিমন্যু-বৃহদ্বলে বাধে ঘোর রণ।
দোঁহে মহাবল, করে অস্ত্র-বরিষণ ॥
মহাবীর অভিমন্যু হুহুঙ্কার ছাড়ে।
বৃহদ্বল-ধনুর্গুণ বাণে কাটি পাড়ে ॥
আর ধনু বৃহদ্বল নিল ততক্ষণে।
সে ধনুও অভিমন্যু কাটি পাড়ে বাণে ॥
পুনঃপুনঃ যত ধনু লয় বৃহদ্বল।
অভিমন্যু-বাণে কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥
ক্রোধে শক্তিশেল নিল ভীষণ দর্শন।
অভিমন্যু 'পরে বীর এড়ে ততক্ষণ ॥
ঘোর শব্দে শক্তিগোটা আইসে তখন।
লাফ দিয়া এড়াইল সুভদ্রানন্দন ॥
তবে বৃহদ্বল অন্যশক্তি লৈয়া হাতে।
মহারোষে মারে শক্তি অভিমন্যু-মাথে ॥
সেই ঘায়ে মূর্চ্ছা গেল সুভদ্রানন্দন।
মূর্চ্ছাভঙ্গে দশ বাণ প্রহারে তখন ॥
বাণাঘাতে বৃহদ্বল হইল ফাঁপর।
ছয় বাণে ধনু কাটে সুভদ্রা-কোঙর ॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটি কৈল খণ্ড।
দুই বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড ॥
সিংহনাদ করি বলে সুভদ্রানন্দন।
আজি তোরে পাঠাইব শমন-সদন ॥
বৃহৎক্ষত্র ভাই তার সমরে প্রখর।
মহাক্রোধে অভিমন্যু 'পরে এড়ে শর ॥
ডাক দিয়া বলে তারে সুভদ্রাকুমার।
নিশ্চয় আজিকে তোরে করিব সংহার ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র এড়ে ততক্ষণ।
সারথি-তুরঙ্গে তার করিল নিধন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে তার শিরশ্ছেদ কৈল।
ভ্রাতৃমৃত্যু বৃহদ্বল দেখি আশু হৈল ॥
পরস্পর দোঁহে করে বাণ-বরিষণ।
এইরূপে দুইজনে হৈল মহারণ ॥
সহদেব দুর্ম্মুখেতে সমর ভীষণ।
আকাশ জুড়িয়া করে বাণ-বরিষণ ॥
ক্রোধে সহদেব কাটে সারথির মাথা।
চারি অশ্ব কাটে তার রথধ্বজা-ছাতা ॥
দুর্ম্মুখ পলায় ভয়ে পেয়ে বড় লাজ।
সহদেব আশু হৈল কুরুসৈন্য-মাঝ ॥
দুঃশাসন-নকুলেতে হৈল ঘোর রণ।
বরিষার মেঘ যেন বরষে সঘন ॥
নকুল এড়িল ক্রোধে দিব্য দিব্য শর।
দুঃশাসন-ধ্বজ-ছত্র কাটিল সত্বর ॥
চারি বাণে চারি অশ্বে নিধন করিল।
দুই বাণে সারথির মস্তক কাটিল ॥
লজ্জা পায় দুঃশাসন নকুলের রণে।
ধ্বজ-ছত্র কাটা গেল দেখে সর্ব্বজনে ॥

মদ্ররাজ-সহ যুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহে বড় বীর্য্যবন্ত, রণে অতি স্থির॥
শল্যরাজ একবাণ করিল সন্ধান।
ধর্ম্মের হাতের ধনু করে খান-খান॥
ধর্ম্মরাজ অন্য ধনু ধরিলেন করে।
থাক থাক, বলি ব্যাপ্ত করিলেন শরে॥
একশত বাণ মারে শল্যের উপর।
বাণাঘাতে শল্যরাজ হইল ফাঁপর॥
অগ্নিবাণ এড়ে তবে শল্য মহারাজ।
বরুণ-বাণেতে নিবারিল ধর্ম্মরাজ॥
পুনঃ বরুণাস্ত্র এড়ে ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিবাণে নিবারিল শল্য ততক্ষণ॥
নানা অস্ত্র দুইজনে করে অবতার।
বাণে বাণে দশদিক হৈল অন্ধকার॥
কেহ কারে নাহি জিনে, দোঁহে মহাবীর।
এইরূপে যুদ্ধ কৈল শল্য-যুধিষ্ঠির॥
শকুনি সহিত রণ করে চেকিতান।
শূরসেন-কলিঙ্গেতে হইল সমান॥
সোমদত্ত-সহ যুদ্ধ ধৃষ্টকেতু করে।
অন্ধকারময় সব উভয়ের শরে॥
এককালে ধৃষ্টকেতু নয়বাণ মারে।
কবচ ভেদিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীরে॥
দুইবীরে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল।
দেব-দানবের যুদ্ধ নহে সমতুল॥
ইলাবন্ত-সহ যুদ্ধ অশ্বত্থামা করে।
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে॥
সিন্ধুরাজ-সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
শতাম্বুষ-সহ যুঝে বিরাট-সন্ততি॥
সুদক্ষিণ-সহ যুঝে সহদেব-সুত।
দুই বীরে শরবৃষ্টি করেন অদ্ভুত॥
শতায়ুর সহ যুদ্ধ ইরাবাণ করে।
দুইজনে অস্ত্রবৃষ্টি করে নিরন্তরে॥
রথে রথে, গজে গজে, পদাতি পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ধর্ম্মনীতি॥
আসোয়ারে আসোয়ারে ধানুকী ধানুকী।
যুঝয়ে সকল সৈন্য, মনেতে কৌতুকী॥
পরিঘ পট্টিশ গদা ত্রিশূল তোমর।
মুষল মুদ্গর শেল বর্ষে নিরন্তর॥
দুইদলে নানা অস্ত্র পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
অস্ত্রে অন্ধকার, কেহ না দেখে কাহাকে॥
মণিমন্ত সর্প যেন আকাশেতে ধায়।
উভয় সৈন্যের অস্ত্র সেইরূপে যায়॥
কনক-রচিত নাগে আকাশে ভরিল।
যোদ্ধৃগণ-অস্ত্র সেইরূপ আবরিল॥
পরস্পর এইরূপে যুঝে বীরগণ।
বিবিধ বাদ্যের শব্দ পূরিল গগন॥
দগড়-দুন্দুভি-বাদ্য বাজে অগণন।
লক্ষ লক্ষ শঙ্খ বাজে, না যায় লিখন॥
অস্ত্রবৃষ্টি দেখি কম্পমান দেবগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য, কে করে গণন॥
কর্দ্দম হইল, রক্তে নদীস্রোত বয়।
সাগর উথলে যেন প্রলয়-সময়॥
রক্তজলে ভাসে ধ্বজ-ছত্র-গজবাজি।
সারি-সারি ভাসিতেছে ছিন্নমুণ্ডরাজি॥
তবে অভিমন্যু বীর অর্জ্জুন-নন্দন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
কাটিয়া অনেক সৈন্য পাড়ে চারিভিতে।
চঞ্চল হইল সব কৌরব-সৈন্যেতে॥
দেখিয়া রুষিল ভীষ্ম কুরু-সেনাপতি।
কৃপ শল্য বিবিংশতি দুর্ম্মুখ সংহতি॥
চোখা শর মারি কাটি পাড়ে বহু বীর।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসৈন্যে করিল অস্থির॥
অর্জ্জুনের যোগ্যপুত্র অভিমন্যু বীর।
ধনুক ধরিয়া হাতে নির্ভয়-শরীর॥
শল্যরাজ রথধ্বজ কাটে একবাণে।
তিনবাণে কৃপের যে কাটে শরাসনে॥
নয়বাণ বিন্ধিলেক কৃপের শরীরে।
একবাণে বিন্ধিলেন কৃতবর্ম্মা বীরে॥

পঞ্চগোটা বাণ বিবিংশতিরে মারিল।
এক বাণে দুর্ম্মুখের কবচ ভেদিল॥
রথধ্বজ কাটে সব মারি তীক্ষ্ণশর।
অশ্বসহ সারথিরে নিল যমঘর॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য বরিষয়ে শর।
জলধর বর্ষে যেন পর্ব্বত-উপর॥
নিবারয়ে অভিমন্যু নির্ভয়-শরীর।
ধনঞ্জয়সম রণে অতি বড় বীর॥
শরবৃষ্টি নিবারিয়া করে সিংহনাদ।
দেখি সব রথিগণ পাইল বিষাদ॥
ভীষ্মকে মারিতে যত্ন অভিমন্যু করে।
নিবারয়ে ভীষ্ম বীর হাতে ধনুঃশরে॥
কাটিয়া ভীষ্মের ধ্বজ ভূমিতে পাড়িল।
সৈন্যমধ্যে দেবগণ তাহে প্রশংসিল॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য-অস্ত্র সন্ধান পূরিল।
অভিমন্যু-রথধ্বজ-সারথি কাটিল॥
দিব্য অস্ত্র নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর করে অর্জ্জুন-তনয়॥
মহাবীর অভিমন্যু নহে ভীতমন।
নকুলের রথে চড়ি করে মহারণ॥
তবে মহারথী সবে লৈয়া অস্ত্রগণ।
অভিমন্যু-রক্ষা-হেতু ধায় সর্ব্বজন॥
ভীষ্মের উপরে করে বাণ-বরিষণ।
নিবারয়ে সব অস্ত্র গঙ্গার নন্দন॥
সব অস্ত্র নিবারিয়া সবারে বিন্ধিল।
পাণ্ডবের সেনাগণে জর্জ্জর করিল॥
শত শত বাণ বীর একেবারে এড়ে।
শত শত মুণ্ড কাটি একেবারে পাড়ে॥
কাটিল অনেক অশ্ব রথী রথধ্বজ।
লক্ষ লক্ষ আসোয়ার, লক্ষ লক্ষ গজ॥
ব্যাকুল পাণ্ডবসৈন্য রণে নহে স্থির।
দেখি রুষিলেন ধনঞ্জয় মহাবীর॥
কৃষ্ণে বলে, রথ লহ কুরুসৈন্য-মাঝে।
আজিকার যুদ্ধে বিনাশিব কুরুরাজে॥
যত কুরুগণে আজ করিব নিধন।
রাখিবারে না পারিবে গঙ্গার নন্দন॥
আজ্ঞামাত্র রথ চালাইলা নারায়ণ।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে ইন্দ্রের নন্দন॥
সহস্র সহস্র বাণ এড়ি একবারে।
সহস্র সহস্র মহারথীরে সংহারে॥
অসংখ্য পদাতি, কোটি কোটি আসোয়ার।
লক্ষ লক্ষ মত্ত হস্তী করিল সংহার॥
অর্জ্জুনের বিক্রমে ত্রাসিত কুরুগণ।
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজন॥
সৈন্যগণে প্রবোধিয়া শান্তনুকুমার।
অর্জ্জুনের সহ যুদ্ধে হৈল আগুসার॥
যেন দুই অগ্নি আসি একত্র মিলিল।
ভীষ্মসহ পার্থ মহাযুদ্ধ আরম্ভিল॥
ক্রোধে অগ্নিবাণ নিল গঙ্গার নন্দন।
বরুণ-অস্ত্রেতে পার্থ করেন বারণ॥
হেনমতে দুইজনে মহাযুদ্ধ হৈল।
বাহুল্য-হেতুক তাহা লেখা নাহি গেল॥
অতি-ক্রোধে মহাবীর গঙ্গার নন্দন।
পরশুরামের অস্ত্র করিল ক্ষেপণ॥
তিনলোক কম্পমান দেখি অস্ত্রবর।
দশদিক্ অন্ধকার, কাঁপে চরাচর॥
দেখি হইলেন ব্যস্ত প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনেরে বলিলেন কোমল বচন॥
নিবারণ কর অস্ত্র, হইল প্রলয়।
নহে সব সৈন্য আজি মরিল নিশ্চয়॥
শুনি পার্থ ইন্দ্র-অস্ত্রে পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটি তারে করে খান খান॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
বাণে নিবারিল তাহা শান্তনু-সন্তান॥
দুই জনে দিব্য শিক্ষা মহাপরাক্রম।
কেহ কারে জিনিতে না পারে করি শ্রম॥

দোঁহাকার ছিদ্র দোঁহে খুঁজিয়া বেড়ায়।
সমরে দুর্জ্জয় দোঁহে, খুঁজিয়া না পায়॥
তবে কৃতবর্ম্মা কৃপ শল্য দুঃশাসন।
পাণ্ডবসৈন্যেতে করে অস্ত্র বরিষণ॥
উত্তর-কুমার তবে বরিষয়ে শর।
দশ বাণে বিন্ধিলেক শল্য-কলেবর॥
চারি বাণে চারি অশ্বে কাটিল তখন।
দুই বাণে সারথিরে করিল নিধন॥
লজ্জা পেয়ে শল্যরাজ গদা প্রহারিল।
গদাঘাতে বিরাট-নন্দন পলাইল॥
ভ্রাতৃভঙ্গে শঙ্খবীর অত্যন্ত কুপিল।
সুবিপুল গদা এক শল্যে প্রহারিল॥
লাফ দিয়া এড়াইল মদ্র অধিপতি।
ক্রোধে শঙ্খবীরে গদা মারে মহামতি॥
গদাঘাতে শঙ্খবীর হইল অজ্ঞান।
ভীমসেন গিয়া তারে করে পরিত্রাণ॥
নানাবিধ অস্ত্র মারে ভীম মহাবীর।
শরেতে জর্জ্জর হৈল শল্যের শরীর॥
তাহা দেখি আগু হৈল দুর্য্যোধন-বীর।
চোখা চোখা শরে বিন্ধে ভীমের শরীর॥
ক্রোধে বৃকোদর এড়ে নানা দিব্য শর।
বাণে বিন্ধি দুর্য্যোধনে করিলা জর্জ্জর॥
ভীমের প্রতাপে স্থির নহে কুরুগণ।
ভঙ্গ দিয়া ভীষ্মে গিয়া লইল শরণ॥
এইরূপে ভীম মহা বিক্রম করিল।
অনেক কৌরব-সৈন্য রণে বিনাশিল॥
তাহা দেখি দ্রোণাচার্য্য ক্রোধাবিষ্ট মন।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারিল বীর বৃকোদর।
প্রলয় হইল যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ধনু ছাড়ি গদা ধরি করে সিংহধ্বনি।
চাহিয়া দেখেন তাহা অর্জ্জুন আপনি॥
এই অবসর পেয়ে গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেরে করিল সংহার॥
রথী মারি দর্প করি জয় শব্দ দিল।
অস্ত গেল দিনমণি, রাত্রি প্রবেশিল॥
দুইদলে পড়িলেক যত সৈন্যগণ।
গজবাজী রথধ্বজ, না যায় লিখন॥
ভয়ঙ্কর হৈল ভূমি, দেখি লাগে ভয়।
শ্মশান-সদৃশ হৈল, বৈসে প্রেতচয়॥
অসংখ্য কবন্ধ উঠে, হাতে ধনুঃশর।
শৃগাল কুক্কুরগণ ডাকে নিরন্তর॥
প্রথম দিনের যুদ্ধ সমাপ্ত হইল।
কৌরব-পাণ্ডবগণ নিজস্থানে গেল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

শিখণ্ডীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত

জিজ্ঞাসিলা জন্মেজয় করিয়া বিনয়।
কিবা জিজ্ঞাসিলা তবে অম্বিকা-তনয়॥
মুনি বলে, সঞ্জয়েরে জিজ্ঞাসে রাজন্।
কহ শুনি, কি করিল পুত্র দুর্য্যোধন॥
সঞ্জয় বলিল, রাজা, শুন দিয়া মন।
শিবিরে আসিয়া যুক্তি কৈল দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন গান্ধার-নন্দন।
তিনজনে মিলি গেলা ভীষ্মের সদন॥
সবিনয়ে ভীষ্মদেবে বলে দুর্য্যোধন।
শুন মম নিবেদন গঙ্গার নন্দন॥
পূর্ব্বেতে আমার অগ্রে কৈলে অঙ্গীকার।
পাণ্ডবে জিনিয়া মোরে দিবে রাজ্যভার॥
স্নেহেতে না মার তুমি পাণ্ডুর কুমার।
তব বাক্য ব্যর্থ হৈল, কি বলিব আর॥
আগে যদি করিতাম কর্ণে সেনাপতি।
দৃষ্টিমাত্রে পাণ্ডবে মারিত মহামতি॥
এই কথা দুর্য্যোধন কহিল যখন।
শুনিয়া করিল ক্রোধ গঙ্গার নন্দন॥

দুর্য্যোধন-প্রতি চাহি বলিল বচন।
স্থির হও দুর্য্যোধন, না কর এমন॥
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তোমার গোচরে।
কল্য পাণ্ডুপুত্রগণে দিব যমঘরে॥
সোমক-পাঞ্চাল-আদি যত বীরচয়।
কল্য প্রাতে মোর হাতে যাবে যমালয়॥
এক যুক্তি কহি আমি, শুন দুর্য্যোধন।
প্রকারেতে শিখণ্ডীরে করহ নিধন॥
অমঙ্গল দুরাচার সেই নরাধম।
তারে দেখি সিদ্ধ নয় আমার বিক্রম॥
পূর্ব্বেতে প্রতিজ্ঞা মোর জানে সর্ব্বজন।
অমঙ্গল দেখি আমি তেয়াগিব রণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে, জানে সর্ব্বজন।
শিখণ্ডীর করে মোর হইবে নিধন॥
পূর্ব্বজন্মে নারী ছিল, অম্বা নাম ধরে।
পতিরূপে ইচ্ছিল সে ভজিতে আমারে॥
বিভা না করিব আমি, প্রতিজ্ঞা আমার।
এ-কারণে পাপিনী সে কৈল দুষ্টাচার॥
তার হেতু গুরু-সনে হৈল মহারণ।
শিখণ্ডীরে কর তুমি কৌশলে নিধন॥
ইহা শুনি দুর্য্যোধন বিস্মিত হৃদয়ে।
জিজ্ঞাসিল করযোড়ে পুনঃ পিতামহে॥
কহ শুনি, পিতামহ, পূর্ব্বের কাহিনী।
পূর্ব্বেতে শিখণ্ডী ছিল কাহার নন্দিনী॥
শিখণ্ডী তোমার বৈরী হৈল কি-কারণ।
কি-কারণে গুরু-সনে কৈলে তুমি রণ॥
ভীষ্ম বলে, রহস্য সে শুন দুর্য্যোধন।
বিচিত্রবীর্য্যের পূর্ব্বে বিবাহ-কারণ॥
দ্বিজগণ-মুখে আমি শুনিনু কাহিনী।
পরম সুন্দরী আছে কাশীর নন্দিনী॥
একাধিক কন্যা তার আছে তিন জন।
শুনি কাশীরাজপুরে করিনু গমন॥
স্বয়ম্বর আয়োজন কৈলা কাশীশ্বর।
স্বয়ম্বর হৈতে কন্যা হরিনু সত্বর॥
তিন কন্যা রথোপরে তুলি সব্যহাতে।
হইল অনেক যুদ্ধ শাল্বের সহিতে॥
সংগ্রামেতে শাল্বরাজে করি পরাজয়।
কন্যাগণে লৈয়া আসি আপন আলয়॥
অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা তিনজন।
বিচিত্রবীর্য্যের সহ বিবাহ-কারণ॥
শুভক্ষণে বেদীমধ্যে বৈসে তিনজন।
হেনকালে অম্বা তবে বলিল বচন॥
ইচ্ছাবরী হৈয়া আমি বরিনু শাল্বেরে।
ইহা জানি মোরে দেহ শাল্ব নৃপবরে॥
এতেক শুনিয়া ত্যাগ করিনু তাহারে।
দুইকন্যা-সহ বিভা দিনু অনুজেরে॥
অম্বিকা ও অম্বালিকা কাশীর নন্দিনী।
পরম-সুন্দরী রূপে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
অম্বারে যখন আমি করিনু বর্জ্জন।
সত্বরে চলিল কন্যা শাল্বের সদন॥
অনেক-প্রকারে তবে কহিল শাল্বেরে।
ইচ্ছা ছিল তোমারে যে বরি স্বয়ম্বরে॥
অবিচার করি দুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
স্বয়ম্বর হৈতে মোরে করিল হরণ॥
একথা প্রচার হৈল সভার ভিতরে।
সে-কারণে ভীষ্ম ত্যাগ করিল আমারে॥
তোমা-ভিন্ন রাজা, মোর অন্যে নাহি মন।
জানিয়া আমারে রাজা করহ গ্রহণ॥
ইহা শুনি শাল্ব চিত্তে কৈল নিরূপণ।
বিচার করিয়া তারে না কৈল গ্রহণ॥
পুনরপি কন্যা তবে এল মোর ঘরে।
কহিল আমারে কন্যা অনেক-প্রকারে॥
সর্ব্বকর্ম্ম জ্ঞাত তুমি, গঙ্গার কুমার।
হাতে ধরি তুলি নিলে রথে আপনার॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বচন।
স্বয়ম্বরা কন্যা যেই করয়ে গ্রহণ॥
সেই তার পতি হয়, বেদের বিচার।
অন্যের তাহাতে নাহি আছে অধিকার॥

জানিয়া শুনিয়া বিভা না কৈলে আমারে।
নারীহত্যা-পাপ দিব তোমার উপরে ॥
আমিও কহিনু তারে শুনহ ভামিনি।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মোর, জানহ কাহিনী ॥
পিতার বিবাহ-হেতু কৈনু অঙ্গীকার।
বিবাহ না করি, সত্য বচন আমার ॥
এত শুনি অম্বা তবে করয়ে রোদন।
প্রবেশিল অরণ্যের মধ্যে ততক্ষণ ॥
একাকী অরণ্যমধ্যে করয়ে ক্রন্দন।
হেনকালে নারদের সঙ্গে দরশন ॥
ব্যাকুল হইয়া তবে কহে মহামুনি।
কি কারণে কান্দ কন্যা, কহ, আমি শুনি ॥
ইহা শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই কর।
নিবেদন করি, শুন, ওহে মুনিবর ॥
অবিচার কৈল ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
স্বয়ম্বরে হরি দুষ্ট না কৈল গ্রহণ ॥
অনাহারে থাকি আমি দেহ করি ত্যাগ।
ত্যজি তার প্রতি মম যত অনুরাগ ॥
ইহা শুনি হৃদে মুনি ভাবি ততক্ষণ।
কন্যারে চাহিয়া কহে করুণ-বচন ॥
নাহি ত্যজ প্রাণ, কর, কহি যে প্রকার।
শীঘ্রগতি যাহ, যথা ভৃগুর কুমার ॥
তার প্রিয়শিষ্য হয় গঙ্গার নন্দন।
বহুবিধ মতে তাঁরে করিবে স্তবন ॥
প্রসন্ন হইয়া তবে কহিবে ভীষ্মেরে।
তাঁহার বচন ভীষ্ম খণ্ডাইতে নারে ॥
গুরু-আজ্ঞা ভীষ্ম নাহি করিবে হেলন।
স্বধর্ম্ম রাখিয়া তোমা করিবে গ্রহণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত হৈলা তপোধন।
শীঘ্রগতি গেল কন্যা ভার্গব-সদন ॥
অনেক-প্রকারে স্তব মুনিরে করিল।
তুষ্ট হৈয়া বর তারে ভৃগুরাম দিল ॥
তোমার স্তবেতে কন্যা তুষ্ট হৈনু আমি।
যেই বর ইচ্ছা, কন্যা, মাগি লহ তুমি ॥
ইহা শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুইকর।
আমার বাঞ্ছিত দেব, শুনহ উত্তর ॥
তব প্রিয়শিষ্য হয় গঙ্গার নন্দন।
স্বয়ম্বরে হরি মোরে না কৈলা গ্রহণ ॥
ইহা শুনি কন্যাসহ ভৃগুর নন্দন।
সত্বরেতে উপনীত আমার সদন ॥
গুরুরে দেখিয়া আমি নমি ভক্তিভরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে পূজিনু সত্বরে ॥
তবে ভৃগুরাম মোরে বলিলা বচন।
এই কন্যা কেন তুমি না কর গ্রহণ ॥
স্বয়ম্বর হৈতে আনি করিলে বর্জ্জন।
হরিয়া আনিয়া ত্যাগ কর কি-কারণ ॥
নারীবধ-পাপ ভীষ্ম, পাবে পরিণামে।
এইরূপে বহু মোরে কহে গুরু রামে ॥
হৃদয়ে চিন্তিয়া তাঁরে দিলাম উত্তর।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মোর জান ভৃগুবর ॥
পিতার বিবাহ-হেতু কৈনু অঙ্গীকার।
বিবাহ না করি, নাহি লই রাজ্যভার ॥
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা প্রভু, না করিব আন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সব জান তুমি মতিমান্ ॥
জানিয়া সকলি যদি কহ ভৃগুবর।
তুমি হেন বল দেব, কি দিব উত্তর ॥
ইহা শুনি পুনরপি বলে গুরুবর।
নাহিক ইহাতে কিছু দোষ গুরুতর ॥
আমার বচন শুন, না কর খণ্ডন।
সর্ব্বধর্ম্ম জানি, কর ইহারে গ্রহণ ॥
আমি কহিলাম, দেব, নহে কদাচন।
ইহা শুনি ক্রোধ কৈল ভৃগুর নন্দন ॥
গুরুবাক্য না শুনিলি তুই দুরাচার।
এই দোষে তোরে আমি করিব সংহার ॥
ইচ্ছামৃত্যু এইহেতু কর অহঙ্কার।
আমার ক্রোধেতে কারো নাহিক নিস্তার ॥
যুদ্ধ কর মোর সঙ্গে শুন দুষ্টমতি।
ইহা শুনি বাহির হইনু শীঘ্রগতি ॥

নানা অস্ত্র লৈয়া দোঁহে আরম্ভিনু রণ।
পরস্পর দোঁহে হৈল বাণ-বরিষণ॥
যত অস্ত্র মারে গুরু, করি খণ্ড খণ্ড।
ক্রোধেতে এড়িল তবে বাণ-যমদণ্ড॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র দেখি ভয়ঙ্কর।
বিষম দুর্জ্জয় বাণ আইসে সত্বর॥
মোর তূণে আছিল বশিষ্ঠ-দত্ত বাণ।
সেই অস্ত্র মারি বাণ কৈনু দুইখান॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল, ক্রোধ কৈল ভৃগুবর।
শক্তি ফেলি মারিলেক আমার উপর॥
দিব্য-অস্ত্র দিয়া কাটি ফেলিনু সত্বরে।
কুঠার লইয়া তবে আসে মারিবারে॥
বশিষ্ঠের দত্ত অস্ত্র নাম ব্রহ্মশির।
তাহাতে জর্জ্জর কৈনু ভৃগুর শরীর॥
অতঃপর গিয়া আমি ভৃগুর গোচরে।
প্রণমিয়া পদযুগে রহি-জোড় করে॥
সদয় হইয়া গুরু আশীর্ব্বাদ করি।
অম্বারে কহেন তবে মনেতে বিচারি॥
সর্ব্বশক্তি ব্যর্থ কন্যে, দেখিলা সাক্ষাতে।
না দেখি উপায় তব বাঞ্ছা পূরাইতে॥
এত বলি গুরু গেলা মহেন্দ্র-পর্ব্বতে।
নিরাশ হৈয়া কন্যা প্রবেশে বনেতে॥
শিবেরে আরাধি কন্যা স্তব আরম্ভিল।
আমারে বধিবে সেই, এ-বর মাগিল॥
তবে কন্যা কাষ্ঠ নিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
প্রতিজ্ঞা করিল সর্ব্বব্রাহ্মণ-গোচর॥
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন।
অন্য জন্মে ভীষ্মে আমি করিব নিধন॥
ইহা বলি কন্যা সেই অগ্নিতে পশিল।
দ্রুপদের গৃহে আসি জনম লইল॥
পুরুষত্ব লভে কন্যা স্থূণাকর্ণ-বরে।
এই সে শিখণ্ডী, দেখ সংগ্রাম-ভিতরে॥
ইহারে দেখিলে অগ্রে ত্যজি ধনুঃশর।
অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা মম জান কুরুবর॥

প্রকারে তাহারে তুমি করহ সংহার।
তাহারে মারিলে জয় হইবে তোমার॥
দুর্য্যোধন বলে, এই কোন্ চিত্রকথা।
কালি যুদ্ধে শিখণ্ডীরে মারিব সর্ব্বথা॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, ভব-পারে তরি॥
মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
পয়ার-প্রবন্ধে কহে গদাধরাগ্রজ॥

● দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহাশয়।
রণবেশ ছাড়ি সবে সমবেত হয়॥
ভীষ্ম-পরাক্রম সবে বাখানে বিস্তর।
রথী দশ সহস্র যে দিল যম-ঘর॥
না হয় নিমেষ পূর্ণ, পেয়ে অবসর।
রাখিলা প্রতিজ্ঞা নিজ গঙ্গার কোঙর॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণ, করি নিবেদন।
বড়ই দুষ্কর পিতামহ-সনে রণ॥
মহাপরাক্রম বীর দুর্জ্জয় সংসারে।
দেবাসুর যাঁর নামে সদা কাঁপে ডরে॥
হেন বীর-সহ আর কে করিবে রণ।
কিরূপে হইবে জয়, কহ নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন, রাজা চিন্তা নাহি মনে।
কালি সেনাপতি কর বিরাট-নন্দনে॥
অর্জ্জুন করিবে কুরুসৈন্যের সংহার।
শুনিয়া বিস্মিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
শ্রীহরি বলেন, রাজা করি নিবেদন।
ইহাতে বিস্ময় নাহি করিও কখন॥
এতেক বলিয়া হরি বুঝাইল তাঁরে।
কহিতে লাগিল তবে বিরাট-রাজারে॥
কালি সেনাপতি কর শঙ্খ মহাবীরে।
কৌরবের সেনাগণে মারিবে অচিরে॥

শুনিয়া বিরাট বড় সানন্দ হইল।
কৃতাঞ্জলি করি স্তব করিতে লাগিল ॥
মম পূর্ব্বজন্ম-ভাগ্য না যায় কথন।
হেন যুদ্ধে সেনাপতি আমার নন্দন ॥
তবে রাজা শঙ্খে আনি অভিষেক করে।
আনন্দে পাণ্ডবগণ ভাসে সুখ-নীরে ॥
করযোড় করি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
অনুগ্রহ করি মোরে কৈলে সেনাপতি।
ভীষ্মসহ যুঝি, হেন নাহিক সারথি ॥
সারথি-অভাবে যুদ্ধ না হয় শোভন।
ইহার উপায় আজ্ঞা কর নারায়ণ ॥
তবে কৃষ্ণ সাত্যকিরে বলেন সত্বর।
আপনি সারথি হও, শুন বীরবর ॥
শুনিয়া সাত্যকি-বীর করিল স্বীকার।
প্রভাতে সমরে সবে করে আগুসার ॥
মহাকোলাহল বাদ্য বাজে দুই দলে।
সমুদ্র-কল্লোল যেন প্রলয়ের কালে ॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারণ।
কার শক্তি আছে হেন করিতে বর্ণন ॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥

তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
সেনাপতি শঙ্খে দেখি সবিস্ময়-মন ॥
সিংহনাদ করি বীর করে শঙ্খধ্বনি।
ত্রিভুবন কম্পমান সেই শব্দ শুনি ॥
অগ্র হ'য়ে শঙ্খবীর সিংহনাদ করে।
সন্ধান পূরিল বাণ ভীষ্মের উপরে ॥
আকর্ণ টানিয়া ধনু এড়ে দশ বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীষ্ম তাহা করে খান খান ॥
যত অস্ত্র এড়ে শঙ্খ, কাটে ভীষ্ম বীর।
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে শঙ্খের শরীর ॥
বাণাঘাতে বিরাটের পুত্র মূর্চ্ছা গেল।
সাত্যকি লইয়া রথ পশ্চাৎ করিল ॥

দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নে হৈল ঘোরতর রণ।
চমকিত হ'য়ে তবে দেখে সর্ব্বজন ॥
ধনঞ্জয় মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
সহস্র সহস্র সৈন্য করিল সংহার ॥
রথ-গজ-পদাতিক পড়ে সারি সারি।
যত মারিলেন সৈন্য, কহিতে না পারি ॥
মহাকোলাহল হৈল কৌরবের দলে।
প্রাণভয়ে যোদ্ধৃগণ পলায় সকলে ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা বহু সৈন্য ল'য়ে।
অর্জ্জুন-সম্মুখে গেল সাহস করিয়ে ॥
বাণ-বরিষণ করে অর্জ্জুন-উপর।
বরিষা-কালেতে যেন বর্ষে জলধর ॥
সহস্র সহস্র বীরগণ এককালে।
মুষল মুদ্গর শেল বর্ষে কুতূহলে ॥
দেখি পার্থ দিব্য-অস্ত্র যুড়িয়া কার্ম্মুকে।
নিমেষে সবার অস্ত্র নিবারেন সুখে ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
নিজ-অস্ত্রে সবাকারে করেন ঘাতন ॥
অস্ত্রাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত হইয়া।
পলাইল নীচবৎ সমর ত্যজিয়া ॥
ক্রোধে ধনঞ্জয় করিলেন মহামার।
সহস্র সহস্র রথী হইল সংহার ॥
পলায় সকল সৈন্য রণে নহে স্থির।
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রুষে ভীষ্মবীর ॥
অর্জ্জুন-সম্মুখে আসি ধনু অস্ত্র ধরি।
কহিতে লাগিল বীর অহঙ্কার করি ॥
অসাক্ষাতে মারিলে যে মম বহু সেনা।
সাক্ষাতে যুঝহ তবে জানি বীরপণা ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্রে পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র এড়ে গঙ্গার নন্দন।
যেন জলধর ঘন করে বরিষণ ॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারেন অর্জ্জুন প্রচণ্ড।
বহু সৈন্য মারি বীর করে খণ্ড খণ্ড ॥

হেনমতে যুঝে দোঁহে নাহি দিশপাশ।
না লয় নিমেষ দোঁহে, না ছাড়ে নিঃশ্বাস॥
ভীমসেন মহাবীর অতুল-প্রতাপ।
মারিয়া কৌরব-সৈন্য করে একচাপ॥
ভীমের প্রতাপে আর কেহ নহে স্থির।
দেখিয়া রুষিল সূর্য্যপুত্র মহাবীর॥
অতুল-প্রতাপী দোঁহে মহাপরাক্রম।
সংগ্রামে দুর্জ্জয় দোঁহে কেহ নহে কম॥
অভিমন্যু অশ্বত্থামা দোঁহে হয় রণ।
দোঁহে দোঁহা মারে অস্ত্র করি প্রাণপণ॥
শল্যরাজে দেখিয়া উত্তর বীরবর।
একেবারে মারে ষাটি সহস্র তোমর॥
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন হিমালয়।
তাদৃশ প্রহারে অস্ত্র বিরাট-তনয়॥
বাণে বাণ নিবারয়ে মদ্র-অধিপতি।
সব অস্ত্র কাটি তার কাটিল সারথি॥
রথ'ধ্বজ কাটে আর চারি অশ্ববর।
মুষলের ঘাতে তারে নিল যম-ঘর॥
পড়িল উত্তর বীর বিরাটনন্দন।
হাহাকার করে সবে যত যোদ্ধৃগণ॥
পুত্রের নিধন দেখি বিরাট নৃপতি।
শল্যের সম্মুখে আসে অতি শীঘ্রগতি॥
মুখামুখি দুইজনে সমর হইল।
দুই বৈশ্বানর যেন একত্র মিলিল॥
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপন।
উভয়ে সমান যোদ্ধা সমান বিক্রম॥
ঘটোৎকচ-অলম্বুষে যুঝে নাহি ওর।
রাক্ষসী মায়ায় করে অন্ধকার ঘোর॥
কৃপ-পাঞ্চালেতে যুদ্ধ অদ্ভুত-কথন।
দোঁহে দোঁহা-প্রতি করে বাণ-বরিষণ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারণ করে।
দোঁহে সম কেহ কারে পরাজিতে নারে॥
হেনমতে দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি যায় যমালয়॥
রুষিলেক শঙ্খবীর সবার সাক্ষাৎ।
কৌরবের বহু সেনা করিল নিপাত॥
হইল কৌরব-সৈন্যে মহাকোলাহল।
দেখিয়া ধাইল তবে দ্রোণ মহাবল॥
শঙ্খবীর-প্রতি গুরু বলেন বচন।
এত অহঙ্কার তোর বিরাট-নন্দন॥
নিঃসহায় পেয়ে সৈন্য মারিলে অনেক।
সাক্ষাতে বুঝিব তব ক্ষমতা যতেক॥
এতেক বলিয়া গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশগোটা বাণ॥
মহাবেগে আসে শর গগন-উপর।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যতেক অমর॥
বাণ দেখি শঙ্খবীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের যতেক শর কাটিয়া ফেলিল॥
অস্ত্র ব্যর্থ গেল, গুরু ক্রোধে হুতাশন।
শঙ্খের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
বাণে বাণ নিবারয়ে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
দ্রোণ-রথধ্বজ কাটে মারি পঞ্চ শর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খান খান॥
চক্ষু পালটিতে গুরু আর ধনু নিল।
গুণ নাহি দিতে শঙ্খ কাটিয়া ফেলিল॥
রথের সারথি কাটে আর চারি হয়।
আর রথে চড়ে তবে দ্রোণ মহাশয়॥
শঙ্খের বিক্রম দেখি কৌরবে বিষাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য সব ছাড়ে সিংহনাদ॥
লজ্জা পেয়ে দ্রোণাচার্য্য ক্রোধে হুতাশন।
ধনুক ধরিয়া করে তর্জ্জন-গর্জ্জন॥
শিশু হ'য়ে কেন তোর এত অহঙ্কার।
তোমারে দেখাব এই বাণে যমদ্বার॥
এক অস্ত্র বিনা যদি অন্য অস্ত্র মারি।
দ্রোণাচার্য্য নাম তবে বৃথা আমি ধরি॥
মন্ত্রে অভিষেক করি ব্রহ্ম-অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া গুরু সন্ধান করিল॥

তেজোময় ব্রহ্ম-অস্ত্র পরশে আকাশ।
দেখি সব দেবগণ পাইল তরাস ॥
যত যোদ্ধৃগণ দেখি করে হাহাকার।
সাত্যকি বলয়ে, শুন বিরাট-কুমার ॥
এ অস্ত্র কাটিতে তব না হইবে শক্তি।
অর্জ্জুন-নিকটে যাও, এই হয় যুক্তি ॥
সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুর্দ্ধর।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর ॥
সম্মুখ-সংগ্রামে যদি হইবে নিধন।
সুরলোক প্রাপ্ত হবে, না হয় খণ্ডন ॥
মহাতেজে আসে বাণ অগ্নি জ্যোতির্ম্ময়।
দেখিয়া সাত্যকি বড় মনে পায় ভয় ॥
শঙ্খেরে বলিল, বাক্য লঙ্ঘন না কর।
পতঙ্গের প্রায় কেন মিছা জ্বলি মর ॥
রথ ল'য়ে যাই চল অর্জ্জুন-সাক্ষাতে।
তবে সে পাইবে রক্ষা এ-মহা উৎপাতে ॥
মহাক্রোধে বলে শঙ্খ বিরাট-তনয়।
কি-কারণে পলাইতে কহ মহাশয় ॥
সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ।
অপযশ রাখিব কি করি পলায়ন ॥
এতেক বলিয়া বীর ধনু হাতে নিল।
ব্রহ্ম-অস্ত্র কাটিবারে সন্ধান পূরিল ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজে বাণ ভস্ম হ'য়ে গেল।
দেবগণ হাহাকার আকাশে করিল ॥
করিলেন দ্রোণ বড় অবিচার রণে।
শিশুর উপরে ব্রহ্ম-অস্ত্রের ক্ষেপণে ॥
যেমন প্রলয়কালে আদিত্য প্রকাশে।
তাদৃশ অস্ত্রের তেজ, গর্জ্জিয়া আইসে ॥
দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ ফিরাইল।
লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমিতে পড়িল ॥
বুক পাতি রহে বীর হাতে ধনুঃশর।
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজে ভস্ম হৈল কলেবর ॥
শঙ্খে বিনাশিয়া অস্ত্র ফিরিয়া আসিল।
দেখি সব যোদ্ধৃগণ আশ্চর্য্য মানিল ॥
অর্জ্জুন-ভীষ্মেতে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
দোঁহে অতি শীঘ্রহস্ত মহাধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র ভীষ্ম খুঁজিয়া বেড়ায়।
তিল-অর্দ্ধ অবসর কদাচ না পায় ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-তেজ যবে প্রত্যক্ষ হইল।
ক্ষণেক পার্থের দৃষ্টি তাহাতে পড়িল ॥
এই অবসরে বীর শান্তনু-নন্দন।
রথী দশ সহস্রেরে করিল নিধন ॥
জয়শঙ্খ বাজাইল, দিন অবসান।
দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ হৈল সমাধান ॥
কৌরব-পাণ্ডব-দলে যত যোদ্ধা বীর।
সবে চলি গেল তবে আপন শিবির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● তৃতীয় দিনের যুদ্ধ

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহারাজ।
স্নানদান করি বসে নিজ সভামাঝ ॥
সান্ত্বনা করেন বহু বিরাট-রাজনে।
স্বর্গে গেল পুত্র তব, শোক কি-কারণে ॥
শোক ত্যজ, মহারাজ, স্থির কর মন।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু, না হয় খণ্ডন ॥
বিরাট বলিল, মোর পূর্ব্ব পুণ্য ছিল।
তেঁই মম পুত্র ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিল ॥
সম্মুখ-সংগ্রামে তুষি যত বীরগণ।
সুরলোকে গেল, শেষে শোক অকারণ ॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা করি যোড়হাত।
সবিনয়ে বলিলেন শ্রীহরি-সাক্ষাৎ ॥
দুই দিন যুদ্ধ হৈল পিতামহ-সনে।
রথী দশ সহস্রেরে মারিল যে রণে ॥
প্রাণপণে রাখিবারে নারে ধনঞ্জয়।
কি-প্রকারে সমরেতে হইবেক জয় ॥

অর্জ্জুন বলেন, রাজা, না করিহ ভয়।
পূর্ব্বে অরণ্যের কথা স্মর মহাশয়॥
কাম্যবনে আছিলাম আমা সবে যবে।
দুর্ব্বাসারে পাঠাইল পাপিষ্ঠ কৌরবে॥
তাঁর সঙ্গে শিষ্য ষাটি সহস্র আসিল।
নিশাযোগে আসি মুনি পারণ মাগিল॥
হইলাম ব্যস্ত সবে না দেখি উপায়।
ব্যাকুলা দ্রুপদ-সুতা স্মরে যদুরায়॥
দ্বারকায় আছিলেন প্রভু নারায়ণ।
দ্রৌপদী স্মরণ করে জানিয়া কারণ॥
ব্যস্ত হ'য়ে বনমালী চড়ি গরুড়েতে।
কাম্যবনে আসিলেন পাণ্ডব তারিতে॥
ক্ষুধায় ব্যাকুল যেন, মাগেন ভোজন।
দ্রৌপদী বলিল, কোথা পাব জনার্দ্দন॥
দশ দণ্ড রাত্রি পরে করিনু ভোজন।
আসিল তাহার পর মহাতপোধন॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কিছু নাহি ঘরে।
কাতর হইয়া আমি ডাকিনু তোমারে॥
আমা-সবা-ভাগ্যে তুমি ক্ষুধায় আকুল।
নিশ্চয় মজিল আজি পাণ্ডবের কুল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তুমি দেখ পাকস্থালী।
ক্ষুধায় অন্তর মম যাইতেছে জ্বলি॥
তবে কৃষ্ণা পাকস্থালী-মধ্যে নিরখিয়া।
কণামাত্র পেয়ে শাক আসিল লইয়া॥
পদ্মহস্তে সমর্পণ করে যাজ্ঞসেনী।
খাইলেন মহানন্দে গোবিন্দ আপনি॥
তৃপ্তোস্মি বলিয়া তিনি ছাড়েন উদ্গার।
তাহাতে হইল তৃপ্ত সকল সংসার॥
সন্ধ্যা-হেতু গিয়াছিল মহাতপোধন।
উদর পূরিয়া উঠে উদ্গার তখন॥
ভয়-লজ্জা উপজিল, পলাইল সবে।
এইরূপে সদা রক্ষা করেন পাণ্ডবে॥
সেই হরি মম রথে হলেন সারথি।
অবশ্য হইবে জয়, শুন নরপতি॥

অর্জ্জুন-বচনে রাজা প্রবোধ পাইয়ে।
বিভাবরী বঞ্চিলেন ভ্রাতৃগণে ল'য়ে॥
পরদিন প্রভাতেতে মিলিল দু-দল।
নানা-বাদ্য বাজে, বসুমতী টলমল॥
করিল গরুড়-ব্যূহ রাজা কুরুবর।
অগ্রেতে রহিল ভীষ্ম সমরে তৎপর॥
দ্রোণাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চক্ষু নিরমিল।
দুঃশাসন শল্য দুই পক্ষতি হইল॥
অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য দুই বীরবর।
বক্ষঃদেশরক্ষা-হেতু হাতে ধনুঃশর॥
ভূরিশ্রবা নিবসিল বীর ভগদত্ত।
পুচ্ছদেশে রহিলেন বীর জয়দ্রথ॥
পৃষ্ঠে রাজা দুর্য্যোধন সোদরসহিত।
বিন্দ অনুবিন্দ বহু বীর-সমন্বিত॥
বামপাশে দুঃশাসন সমরে দুর্জ্জয়।
মগধ-কলিঙ্গ-সৈন্য দক্ষিণেতে রয়॥
পক্ষদেশে রহে বৃহদ্বল ধনুর্দ্ধর।
গরুড় সদৃশ-ব্যূহ কৈল কুরুবর॥
প্রতিব্যূহ করিলেন পার্থ মহামতি।
অর্দ্ধচন্দ্র-নামে ব্যূহ তাদৃশ আকৃতি॥
দক্ষিণ ভাগেতে রহে বীর বৃকোদর।
তার পাছে বিরাট দ্রুপদ ধনুর্দ্ধর॥
নীল-নামে মহারাজা ধৃষ্টকেতু-সনে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী রহে অনুক্রমে॥
মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির সাত্যকি-সহিত।
অভিমন্যু-ঘটোৎকচ-বীর-সমন্বিত॥
সম্মুখেতে রহিলেন বীর ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ সারথি যাঁর, সমরে দুর্জ্জয়॥
পরস্পর দুই দলে হৈল হানাহানি।
সৈন্য-কোলাহলে কর্ণে কিছু নাহি শুনি॥
রথে-রথে গজে-গজে অশ্বে-অশ্ববর।
পদাতি-পদাতি রণ হাতে ধনুঃশর॥
নানা-অস্ত্র-বৃষ্টি করে বিক্রমে বিশাল।
নারাচ ভুশুণ্ডী অর্দ্ধচন্দ্র ভিন্দিপাল॥

নানা-বাণ বরিষয়ে সমরে দুর্জ্জয়।
শোণিতে কর্দ্দম ভূমি, দেখি লাগে ভয় ॥
অস্ত্রাঘাতে মহাশব্দ উঠিল গগনে।
বিনামেঘে সৌদামিনী দেখি ঘনে ঘনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য শকুনি বিকর্ণ।
ক্রোধে নব সেনাপতি যেমত সুপর্ণ ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে প্রবেশিল সংগ্রামের স্থল।
তাহা দেখি আগু হৈল পাণ্ডবের দল ॥
ভীমসেন ঘটোৎকচ রাক্ষস দুর্জ্জয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ॥
শরবর্ষে গগনেতে হৈল অন্ধকার।
যত মহারথী করে অস্ত্রের সঞ্চার ॥
ব্যূহমধ্যে প্রবেশিল বীর ধনঞ্জয়।
হস্তিযূথ-মধ্যে যেন সিংহ প্রবেশয় ॥
গাণ্ডীব-কার্ম্মুক-হাতে, গোবিন্দ সারথি।
দেখিয়া বেড়িল তারে কুরু-যোদ্ধৃপতি ॥
সহস্র সহস্র বাণ চারিদিকে মারে।
যার যত পরাক্রম, সেই-অনুসারে ॥
পরিঘ তোমর গদা পরশু মুষল।
অর্জ্জুন বেড়িয়া মারে যত কুরুবল ॥
গগনেতে বৃষ্টি যেন বর্ষে নিরন্তর।
সেই মত অস্ত্রবৃষ্টি অর্জ্জুন-উপর ॥
ক্ষিপ্রহস্তে ধনঞ্জয় নিবারেন বাণ।
আকাশে অমরগণ করেন বাখান ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি পূরিয়া সন্ধান।
সবাকারে মারে বীর সুশাণিত বাণ ॥
অদ্ভুত বিচিত্র শিক্ষা খ্যাত ত্রিজগতে।
কাহারো না হয় শক্তি সম্মুখে আসিতে ॥
তবে মহাবীর পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
মারিলেন কত সৈন্য, কে করে গণন ॥
অর্জ্জুন-সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়।
সম্মুখে যাহারে পান, লন যমালয় ॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ রণেতে প্রচণ্ড।
কৌরবের যোদ্ধৃগণে করে লণ্ডভণ্ড ॥

রণেতে প্রবেশ করে সাত্যকি দুর্জ্জয়।
অনেক কৌরব-সৈন্য করিলেক ক্ষয় ॥
তবে ত সৌবল রাজা কুপিত হইল।
তর্জ্জন করিয়া সাত্যকিরে ডাক দিল ॥
মারিলে অনেক সৈন্য রণের ভিতর।
পড়িলে আমার হাতে যাবে যম-ঘর ॥
এতেক বলিয়া রাজা মারে পঞ্চবাণ।
সাত্যকির রথ কাটি করে খান খান ॥
বিরথ হইয়া বীর লজ্জা পায় রণে।
অভিমন্যু-রথে গিয়া চড়ে সেইক্ষণে ॥
দ্রোণ ভীষ্ম দুই বীর অতি মহাবল।
যুধিষ্ঠির-নৃপতির মারে বহু দল ॥
মাদ্রীপুত্র-সহ যুঝে সুশর্ম্মা নৃপতি।
প্রাণপণে দোঁহে যুঝে, নাহিক বিরতি ॥
দোঁহার উপরে দোঁহে অস্ত্রক্ষেপ করে।
দোঁহে নিবারয়ে তাহা, কেহ কারে নারে ॥
দিব্যরথে আরোহিয়া রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমসেন-বীরসহ আরম্ভিল রণ ॥
হাসে বীর বৃকোদর হাতে করি শর।
আকর্ণ পূরিয়া মারে রাজার উপর ॥
দেখি দুর্য্যোধন বাণ কাটি পাড়ে রণে।
পঞ্চগোটা বাণ পুনঃ মারে ভীমসেনে ॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা অক্লেশে কাটিল।
দুর্য্যোধনে বধিবারে দিব্য-অস্ত্র নিল ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পূরিল সন্ধান।
রথে পড়ে দুর্য্যোধন হইল অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সৈন্যের বিনাশ করে ভীম মহারথী ॥
কৌরবের সেনাগণ পাইলেক ত্রাস।
নানাদিকে পলাইল ছাড়ি যুদ্ধ-আশ ॥
কতক্ষণে দুর্য্যোধন পাইল চেতন।
সৈন্যগণে আশ্বাসিয়া বলে সেইক্ষণ ॥
যথায় করিছে রণ ভীষ্ম মহামতি।
তাঁর পাশে গিয়া তবে কহে কুরুপতি ॥

তুমি হেন মহাযোদ্ধা ত্রিভুবন জানে।
দ্রোণ-গুরু মহাবীর জগতে বাখানে ॥
তোমা দোঁহা বিদ্যমানে সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পাণ্ডব পৌরুষ করে, সবে দেখে রঙ্গ ॥
পাণ্ডবের অনুরোধে পরিহর রণ।
অনুমানে বুঝি চাহ আমার নিধন ॥
কটুবাক্য শুনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে মহামতি।
দুইচক্ষু রক্তবর্ণ কহে রাজা-প্রতি ॥
তোমারে দিলাম বহু হিত-উপদেশ।
না শুনিলে কারো বাক্য মন্ত্রণা-বিশেষ ॥
ইন্দ্রসহ দেবগণ যদি আসে রণে।
তথাপি জিনিতে নারে পাণ্ডুপুত্রগণে ॥
বৃদ্ধকালে যত শক্তি আমার সম্ভব।
প্রাণপণে করি যুদ্ধ, নিবারি পাণ্ডব ॥
রাজা হ'য়ে সৈন্যগণ রাখিতে নারিলে।
বৃদ্ধ জানি অনুযোগ মোরে কর ছলে ॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম সিংহনাদ করে।
ধনুকে টঙ্কার দিয়া অস্ত্র নিল করে ॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর সমরে পশিল।
কালান্তক যম যেন সাক্ষাৎ হইল ॥
যুধিষ্ঠির-সৈন্য যত ঘোর রণ করে।
ভীষ্মের বিক্রম কেহ সহিতে না পারে ॥
বড় বড় যোদ্ধৃপতি সাহস করিল।
বাণবৃষ্টি করি সবে ভীষ্মে আবরিল ॥
সবাকার অস্ত্র কাটি গঙ্গার নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন ॥
সহস্র সহস্র সেনা বড় বড় বীর।
ভীষ্মের বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির ॥
বনে সিংহ দেখি যথা গজেন্দ্র পলায়।
পাণ্ডবের সৈন্য তথা রণ ছাড়ি ধায় ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি রুষে বীর ধনঞ্জয়।
ভীষ্মের সম্মুখে আসিলেন সুদুর্জ্জয় ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া গঙ্গাপুত্র তার পর।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে অর্জ্জুন-উপর ॥
রথ-অশ্ব-সারথি না দেখে ধনঞ্জয়।
দশদিক্ যুড়ি সব করে অস্ত্রময় ॥
দেখি সব পাণ্ডুদল পলায় তরাসে।
কৌরবের যোদ্ধৃগণ আনন্দেতে ভাসে ॥
দিব্য-অস্ত্র দিয়া তবে পার্থ মহামতি।
পিতামহ-অস্ত্র কাটিলেন শীঘ্রগতি ॥
অস্ত্র নিবারিয়া মারিলেন দশ বাণ।
ভীষ্মের কার্ম্মুক করিলেন খান খান ॥
অন্য ধনু নিল ভীষ্ম সমরে দুর্জ্জয়।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ মহাশয় ॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শরবৃষ্টি করে ভীষ্ম আর ধনু ধরি ॥
যেমন বরিষাকালে বরিষয় ঘনে।
ততোধিক শরবৃষ্টি করে ক্রোধমনে ॥
প্রাণপণে যুঝে বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নিবারিতে না পারেন বড়ই দুষ্কর ॥
চোখ-চোখ শরে বিন্ধে পার্থের হৃদয়।
হীনবল হইলেন কুন্তীর তনয় ॥
বাসুদেবে বিন্ধে বীর চোখ-চোখ বাণ।
হ'লেন কাতর তাহে দেব ভগবান্ ॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর করে উপহাস।
আপনি করহ যুদ্ধ দেব শ্রীনিবাস ॥
হ'লেন অর্জ্জুন রণে অতীব কাতর।
তাহাকে আশ্বাস করিলেন গদাধর ॥
কৃষ্ণের আশ্বাস-বাক্যে পাইয়া সাহস।
ধনঞ্জয় হইলেন কোপ-পরবশ ॥
বিন্ধেন সন্ধান পূরি ভীষ্মের শরীর।
দেখি ক্রোধ করিলেন ভীষ্ম মহাবীর ॥
বাণে বাণ নিবারিয়া করে শরজাল।
অন্ধকারময় দেখে দশদিক্‌পাল ॥
নাহি দেখি কপিধ্বজ সারথি অর্জ্জুনে।
চমকিত হ'য়ে চাহে যত যোদ্ধৃগণে ॥
তবে পার্থ মহাবীর ইন্দ্রের কুমার।
ইন্দ্র-অস্ত্র এড়ি শর করেন সংহার ॥

বাণ নিবারিয়া পুনঃ দিব্য-অস্ত্র নিয়া।
রথধ্বজ কাটিলেন কবচ ভেদিয়া॥
সারথির মুণ্ড করিলেন খণ্ড খণ্ড।
দেখি ভীষ্মদেব হইলেন লণ্ডভণ্ড॥
লজ্জিত হইয়া বীর নিল ধনুঃশর।
লক্ষ লক্ষ বাণ মারে অর্জ্জুন-উপর॥
দিবা-নিশি-জ্ঞান নাহি, সূর্য্যের প্রকাশ।
দশদিক্ রুদ্ধ হৈল, না চলে বাতাস॥
দেখি সব যোদ্ধৃগণ করে হাহাকার।
কাটিলেন সব অস্ত্র ইন্দ্রের কুমার॥
ভারত সমুদ্র-তুল্য কতেক লিখিব।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত, নাহি পরাভব॥
সমস্ত দিবস হেনরূপে যুদ্ধ হৈল।
বেলা-অবসানে পার্থে ঘর্ম্ম উপজিল॥
মুছিবার অবকাশ না পান অর্জ্জুন।
টানেন আকর্ণ পূরি যবে ধনুর্গুণ॥
অস্ত্রসহ গুণ বীর টানিবার কালে।
মুছিয়া ফেলেন ঘর্ম্ম যাহা ছিল ভালে॥
সেই অবসরে ভীষ্ম গঙ্গার কুমার।
রথী দশ সহস্রেরে নিল যমদ্বার॥
সিংহনাদ ছাড়ি জয়শঙ্খ বাজাইল।
শুনি সব যোদ্ধৃগণ নিবৃত্ত হইল॥
তবে পার্থ জিজ্ঞাসেন চাহি নারায়ণ।
পিতামহ-সহ মম যুদ্ধ অনুক্ষণ॥
নিঃশ্বাস ছাড়িতে কারো নাহি অবসর।
বাজাইল কেন শঙ্খ, কহ দামোদর॥
শ্রীহরি বলেন, তুমি শুনহ কারণ।
যুদ্ধকালে ঘর্ম্মজল মুছিলে যখন॥
সেই অবকাশে ভীষ্ম মারে রথিগণ।
জয়শঙ্খ বাজাইল তাহার কারণ॥
শুনিয়া অর্জ্জুন-মনে বিস্ময় হইল।
নিজ দল-বল সহ শিবিরে চলিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ সমাপন করি॥
এ-ভীষ্মপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধুজন॥

● চতুর্থ দিনের যুদ্ধ

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর।
বসিলেন সর্ব্বজন সভার ভিতর॥
নানা-কথা-আলাপনে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতেতে দুই দল সাজন করিল॥
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে করে গণ্ডগোল।
নানাবাদ্য বাজে, যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে-আসোয়ারে যুঝে রণ-সাজে॥
যে যার লইয়া অস্ত্র করে মহারণ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে ঘন॥
শঙ্খধ্বনি করি রথ চালান শ্রীহরি।
ভীষ্মের সম্মুখে যান অতি ত্বরা করি॥
দুই বীর দেখাদেখি সংগ্রাম হইল।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্রে সন্ধান পূরিল॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে সমরে নিপুণ।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর, কেহ নহে ঊন॥
অযুত-রথীর সঙ্গে সুশর্ম্মা নৃপতি।
প্রবেশে পাণ্ডবদলে অতি শীঘ্রগতি॥
শত শত রথিগণে করিল সংহার।
শত শত মারে হস্তী, অশ্ব কত আর॥
সৈন্যের নিধন দেখি রোষে বৃকোদরে।
রথ ত্যজি ধায় বীর গদা ল'য়ে করে॥
দেখিয়া সুশর্ম্মা রাজা সন্ধান পূরিল।
একেবারে শতবাণ ভীমে প্রহারিল॥
দশ সহস্রেক রথী সবে ধনুর্দ্ধর।
দশ দশ অস্ত্র মারে ভীমের উপর॥
একেবারে লক্ষ শর লাগে ভীমসেনে।
মহাক্রোধে ভীমসেন ধায় সেইক্ষণে॥

দুইশত রথী মারে এক গদা ঘায়।
আর দুই শত রথী মারিলেক পায়॥
রথসহ ধরি বহু বহু রথিগণ।
আকাশ-মার্গেতে ফেলে পবন-নন্দন॥
রথে রথ প্রহারিয়া মারে বহুজনে।
গদাঘাতে সংহারিল বহু বীরগণে॥
আথালি পাথালি বীর মারে গদাবাড়ি।
রথী দশ সহস্রেক মারিল খেদাড়ি॥
তবে ত সুশর্ম্মা বীর নানা-অস্ত্র মারে।
গদা ফিরাইয়া বাণে সকলে সংহারে॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে ভীমসেন অতি বেগে ধায়।
রথ-অশ্ব-সারথিরে মারে এক ঘায়॥
লাফ দিয়া পলাইল সুশর্ম্মা নৃপতি।
দেখিয়া ধাইল দুর্য্যোধন নরপতি॥
নানা-অস্ত্র বরিষয়ে ভীমের উপর।
রথে চড়ি ধনু ধরে বীর বৃকোদর॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
দুর্য্যোধন-অস্ত্র যত কাটে সেইক্ষণ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হইয়ে তৎপর।
ভীমের উপরে মারে দশগোটা শর॥
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান।
পুনঃ দুর্য্যোধনে মারে দশগোটা বাণ॥
বাণে নিবারিল তাহা কৌরব প্রচণ্ড।
ভীমের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ধরে ভীম চক্ষুর নিমেষে।
বৃষ্টিধারা মত বাণ নির্ভয়ে বরিষে॥
ধনু-অস্ত্র কাটিল, রথের চারি হয়।
একবাণে সারথিরে নিল যমালয়॥
আর রথে চড়ে তবে কৌরব-প্রধান।
ভীমের উপরে পুনঃ পূরিল সন্ধান॥
বাণে বাণ নিবারয়ে পবন-নন্দন।
দুর্য্যোধন-নৃপতির কাটে শরাসন॥
ধনু কাটা গেল বীর পায় বড় লাজ।
পুনঃ আর ধনু লয় কুরু-মহারাজ॥
পুনঃ দুর্য্যোধন মারে যত অস্ত্রচয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা পবন-তনয়॥
রাজার সঙ্কট দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
রণে অবকাশ নাহি, হইল অস্থির॥
রাজগণে ডাকি বলে, ওহে মহাশয়।
শীঘ্র যাহ বুঝি আজি হইল প্রলয়॥
ভীম-দুর্য্যোধনে হইতেছে ঘোর রণ।
মহাবল পরাক্রম পবন-নন্দন॥
শুনিয়া ধাইল তবে যত যোদ্ধৃগণ।
জয়দ্রথ ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা রাজন্॥
কৃপ শল্য দুঃশাসন দুর্ম্মুখ প্রভৃতি।
বর্ম্মসেন চিত্রসেন আর বিবিংশতি॥
ভগদত্ত মহারাজ বিলম্ব না করে।
মহাগজে আরোহিয়া বেড়ে বৃকোদরে॥
চারিদিকে আসি বেড়ে যত বীরগণে।
অন্ধকার করিলেক অস্ত্র-বরিষণে॥
মেঘে অন্ধকার যেন দেব দিবাকরে।
শরজালে আবরিল বীর বৃকোদরে॥
দেখি ভীম মহাবীর শীঘ্রহস্ত হৈল।
সবাকার শরবৃষ্টি শরে নিবারিল॥
সব অস্ত্র ব্যর্থ করি এড়ে অস্ত্রগণ।
একে একে সর্ব্বজনে করয়ে ঘাতন॥
কাহারো কাটিল রথ, কারো ধনুর্গুণ।
কাহারো ধনুক কাটে, কারো কাটে তূণ॥
কাহারো কাটিয়া পাড়ে দন্ত দুই পাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটি॥
হস্তপদ কাটি পড়ে কোন কোন বীর।
অস্ত্রাঘাতে কোনজন হৈল উভে চীর॥
কৌরবের সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিল।
দেখি ভগদত্ত বীর সমরে কুপিল॥
মহাগজরাজে চড়ি হাতে ধনুঃশর।
ভীমের উপরে ধায় অতি ক্রোধভর॥
ভগদত্তে দেখি ভীম পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ-চোখ বাণ॥

অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল ভগদত্ত বীর।
চোখ-চোখ বাণে বিন্ধে ভীমের শরীর ॥
বাণাঘাতে ভীমসেন অজ্ঞান হইল।
ভগদত্ত সিংহনাদ তখন করিল ॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে উঠে মহাবীর।
ধনুঃশর নিল হাতে নির্ভয়-শরীর ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ করয়ে সন্ধান।
ভগদত্ত নৃপতির কাটে ধনুখান ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
নানা-অস্ত্র মহাগজরাজে প্রহারিল ॥
অরুণ-কিরণ যেন জলধর-মাঝে।
তেমনি রুধির-ধারা পড়ে গজরাজে ॥
ভগদত্ত চালাইয়া দিল গজরাজ।
দেখিয়া হইল ব্যস্ত পাণ্ডব-সমাজ ॥
বেগেতে আইসে গজ, পৃথ্বী কাঁপে ভরে।
পাণ্ডবের সৈন্য ভাঙ্গে, স্থির নহে ডরে ॥
দেখি ভীম মারিলেক মর্ম্মভেদী শর।
ভ্রূভঙ্গ নাহিক তবু,ধায় গজবর ॥
নানা অস্ত্র ভীমসেন গজেরে প্রহারে।
মহাবেগে ধায় গজ ভীমে মারিবারে ॥
গজের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
মহা-সিংহনাদ ছাড়ে, নির্ভয়-শরীর ॥
পিতার সঙ্কট দেখি হিড়িম্বা-নন্দন।
মহাক্রোধে অন্তরীক্ষে ধায় সেইক্ষণ ॥
করিল রাক্ষসী-মায়া অতি ভয়ঙ্কর।
ঐরাবতে চড়ি আসে সংগ্রাম ভিতর ॥
আটগোটা হস্তী আর মহাভয়ঙ্কর।
তাহে আরোহণ করি আট নিশাচর ॥
বজ্রহস্তে যথা শোভে দেব দেবরাজ।
লইয়া আসিল সঙ্গে দেবের সমাজ ॥
মহাঘোর-শব্দে সবে করিল গর্জ্জন।
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল যত কুরুগণ ॥
এককালে গজগণে টোয়াইয়া দিল।
কৌরবের সৈন্য সবে ভয়ে পলাইল ॥
মহাবল হস্তিগণ, মদ গলে ধারে।
বড় বড় রথিগণে খেদাড়িয়া মারে ॥
গজেরে এড়িয়া দিল ঘটোৎকচ বীর।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ, রণে নহে স্থির ॥
কৌরবেরা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।
চতুরঙ্গ দল সব চরণে মর্দ্দিল ॥
ভগদত্ত গজবর বড়ই প্রখর।
ঘটোৎকচ-মাতঙ্গেতে বাধিল সমর ॥
শুণ্ডে শুণ্ডে জড়াজড়ি দন্তে হানাহানি।
নির্ঘাত বিকটশব্দে কর্ণে নাহি শুনি ॥
ঐরাবতসম পরাক্রম গজবর।
দেখিয়া কম্পিত ভগদত্তের অন্তর ॥
ভগদত্ত-গজ রণে কাতর হইল।
রণ ত্যজি গজরাজ ভয়ে পলাইল ॥
অদ্ভুত রাক্ষসী-মায়া না যায় কথন।
কুরুসৈন্য বিনাশিল ভীমের নন্দন ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি অলম্বুষ ধায়।
দেখাদেখি দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় ॥
দারুণ রাক্ষসী-মায়া করয়ে প্রকাশ।
কভু থাকে রণভূমে, কখন আকাশ ॥
পর্ব্বত-উপরে থাকি কভু অস্ত্র মারে।
অগ্নিরূপ হ'য়ে কভু সৈন্যেরে সংহারে ॥
হেনমতে দোঁহে মায়া করিয়া সঞ্চার।
প্রাণপণে দুইজনে করে মহামার ॥
বহুক্ষণ দুই দলে করে ঘোর রণ।
কার শক্তি, কেমনে কে করিবে বর্ণন ॥
অর্জ্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
শূন্যমার্গে চমকিত যতেক অমর ॥
সন্ধান করিয়া সাত-বাণ কুন্তীসুত।
দুইবাণে রথধ্বজ কাটেন অদ্ভুত ॥
আর দুই বাণে কাটিলেন ধনুর্গুণ।
আর তিন বাণ অঙ্গে করেন ঘাতন ॥
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম বীর গুণ চড়াইল।
নানা বাণবৃষ্টি পার্থ-উপরে করিল ॥

কৃষ্ণের শরীরে বীর মারে দশ বাণ।
হনূমানে কুড়ি বাণ করিল সন্ধান ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের শরীরে বাণ বিন্ধিল বিস্তর ॥
পঞ্চবাণ মারিলেন কুন্তীর কুমার।
সহস্র-চরণ রথ পাছে গেল তাঁর ॥
এই অবসরে পার্থ মারিলেন সেনা।
মারেন সহস্র রথী, গজ অগণনা ॥
তবে ভীষ্ম রথে পুনঃ হ'য়ে অগ্রসর।
পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি করিছে উত্তর ॥
মহাপরাক্রম করে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এবে নিজ রথ রক্ষা কর, দামোদর ॥
এতেক বলিয়া বীর দিব্য-অস্ত্র নিল।
আকর্ণ পূরিয়া ভীষ্ম সন্ধান করিল ॥
কপিধ্বজ রথ, তাহে গোবিন্দ সারথি।
বাণেতে ত্রিপদ পাছু করে মহামতি ॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসেন নারায়ণ।
তাহা শুনি জিজ্ঞাসেন কুন্তীর নন্দন ॥
মম বাণে সহস্র-চরণ রথ গেল।
মম রথ পিতামহ ত্রিপদ ঠেলিল ॥
কি-কারণে সাধুবাদ দিলে নারায়ণ।
কৃপা করি যদুনাথ, কহ বিবরণ ॥
হাসি কৃষ্ণ কহিলেন, শুনহ ফাল্গুনি।
ভীষ্ম রথ সারথি ও চারি অশ্ব গণি ॥
ইহাতে সহস্র পদ করিলে চালন।
কপিধ্বজ রথের যে শুন বিবরণ ॥
সুমেরু-সদৃশ ধ্বজে বসে হনূমান্।
রথ বেড়ি আছে যত দেবতা-প্রধান ॥
পর্ব্বতসদৃশ ভারি রথ ভয়ঙ্কর।
বিশ্বম্ভর-মূর্ত্তি আমি তাহার উপর ॥
ইহাতে ত্রিপদ পাছু চলিল স্যন্দন।
সাধু সাধু মহাবীর গঙ্গার নন্দন ॥
বিস্ময় মানেন শুনি কুন্তীর নন্দন।
ভীষ্ম মারে রথী দশ সহস্র সেক্ষণ ॥
জয়শঙ্খ বাজাইয়া রথ ফিরাইল।
আনন্দেতে কুরুগণ শিবিরে চলিল ॥
পাণ্ডব নিবর্ত্তি রণে সহ যদুবীর।
সৈন্যসহ আসিলেন আপন শিবির ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি দ্রুপদ রাজার প্রবোধ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
কৃষ্ণ-প্রতি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
পিতামহ-পরাক্রম অদ্ভুত কথন।
যুদ্ধেতে নাহিক জয়, বুঝিনু কারণ ॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা বুঝায় ধর্ম্মেরে।
পূর্ব্বকথা কেন রাজা, না স্মর অন্তরে ॥
শৈশবে একত্র বাস করিতে যখন।
বিরোধ করিত প্রায় ভীম-দুর্য্যোধন ॥
এ-কারণ ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রণা করিয়া।
সবারে বারণাবতে দিল পাঠাইয়া ॥
দুষ্টমন্ত্রী-সহ যুক্তি করি দুর্য্যোধন।
তথা এক জতুগৃহ করিল রচন ॥
তোমা সবে রহিবারে দিল যে ভবন।
বহু সৈন্যগণসহ রাখে পুরোচন ॥
দৈবযোগে ব্রাহ্মণ-ভোজন সেইদিনে।
ব্যাধপত্নী এল এক অন্নের কারণে ॥
তার সঙ্গে পঞ্চপুত্র, তোমার জননী।
দেখি জিজ্ঞাসিল তারে কহ সত্য বাণী ॥
কি নাম ধরয়ে তব পুত্র পঞ্চজন।
কি নাম তোমার, হেথা গতি কি কারণ ॥
ব্যাধপত্নী বলে, দেবি, নিবেদন করি।
পাণ্ডুব্যাধ-পত্নী আমি, কুন্তী নাম ধরি ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম যে দ্বিতীয়।
চতুর্থ নকুল নাম অর্জ্জুন তৃতীয় ॥

পঞ্চমের নাম সহদেব সে কোমল।
আমার বৃত্তান্ত দেবি, শুনহ সকল ॥
মৃগয়া করেন নিত্য নিত্য মোর স্বামী।
মাংস বেচি পেট মোরা ভরি সর্ব্বপ্রাণী ॥
স্বামী জাল ল'য়ে গেল মৃগয়া-কারণ।
নাহি পায় মৃগ বহু করি অন্বেষণ ॥
অত্যন্ত চিন্তিত ব্যাধ আসে দুঃখ-মনে।
হেনকালে এক মৃগী দেখিল নয়নে ॥
মৃগীর প্রসবকাল আসি উপস্থিত।
হেনকালে ব্যাধ তারে বেড়ে চারিভিত ॥
একদিকে অগ্নি দিল, জাল আর দিগে।
আর দিকে শ্বান ছাড়ি দিল অতি বেগে ॥
আপনি সে ধনু ধরি অস্ত্র নিল হাতে।
ব্যাকুলা হইয়া মৃগী চাহে চতুর্ভিতে ॥
চারিদিকে নিরখিয়া পথ না পাইল।
কাতর হইয়া মৃগী ভাবিতে লাগিল ॥
হে শ্রীকৃষ্ণ আর্ত্তত্রাতা যাদব-নন্দন।
এ-মহাসঙ্কটে মোরে করহ রক্ষণ ॥
তৃণ-জল খাই, কারো হিংসা নাহি জানি।
তবে কেন ব্যাধ মোরে বধয়ে অমনি ॥
এইরূপে মৃগী প্রাণে কাতর হইয়া।
রক্ষা কর জগন্নাথ, বলিল ডাকিয়া ॥
শুনি নারায়ণ হ'য়ে সদয়-হৃদয়।
মেঘে আজ্ঞা দিল, মেঘ জল বরিষয় ॥
অগ্নি নিবাইল, জাল উড়িল বাতাসে।
অকস্মাৎ আসি ব্যাঘ্র শ্বানেরে বিনাশে ॥
সেইকালে ব্যাধ-শিরে হৈল বজ্রাঘাত।
চারিদিকে মুক্ত তারে করেন শ্রীনাথ ॥
ব্যাধের মরণে সবে অনাথ হইনু।
অন্নহেতু দেবি, তব সদনে আসিনু ॥
শুনিয়া সকল বাক্য ভোজের নন্দিনী।
দয়া উপজিয়া তারে দিল অন্নপানি ॥
উদর পূরিয়া অন্ন খায় ছয়জন।
সেই ঘরে রহে সবে করিয়া শয়ন ॥

দুর্য্যোধন-আজ্ঞা তোমা সবা পোড়াবারে।
রাত্রিযোগে পুরোচন অগ্নি দিল দ্বারে ॥
প্রলয় হইল অগ্নি, আকাশ পরশে।
সহদেবে তুমি জিজ্ঞাসিলে রাজা রোষে ॥
সকল জানেন বীর মাদ্রীর নন্দন।
বিদুর-রক্ষিত পথ করে নিবেদন ॥
স্তম্ভের নীচেতে পথ সুড়ঙ্গ-ভিতর।
স্তম্ভ উপাড়িল তবে বীর বৃকোদর ॥
সেই পথে ছয় জন হইল বাহির।
গদা ছাড়ি আসিলেন ভীম মহাবীর ॥
ফিরিয়া গেলেন বীর গদা আনিবারে।
সাক্ষাৎ হইল অগ্নি ভীমে দহিবারে ॥
তবে ভীম অগ্নি-প্রতি বলিল বচন।
আমার সমান দিব একশত জন ॥
শুনি নিবর্ত্তিল অগ্নি, ক্ষমা দিল মনে।
গদা ল'য়ে বাহিরিল তবে ভীমসেনে ॥
দ্বারকায় ছিলে প্রভু অপূর্ব্ব শয্যায়।
নিজাঙ্গে নিলেন তাপ দয়াল-হৃদয় ॥
অঙ্গেতে উত্তাপ দেখি ভীষ্মক-দুহিতা।
কৃষ্ণে জিজ্ঞাসেন, কহ ইহার বারতা ॥
শ্রীহরি কহেন, ইহা বলিবার নয়।
এ-কথা প্রেয়সী নাহি জিজ্ঞাস আমায় ॥
সেই মহা-অগ্নিতাপ নিজ-অঙ্গে ল'য়ে।
তোমা সবাকারে উদ্ধারিলেন আসিয়ে ॥
মহাসঙ্কটেতে মৃগী পাইল উদ্ধার।
এমন দয়ালু হরি সারথি তোমার ॥
ইহাতে সন্দেহ কেন কর মহাশয়।
অবশ্য সমরে তব হইবেক জয় ॥
এত বলি বুঝাইল দ্রুপদ ধর্ম্মেরে।
রজনী বঞ্চিল সবে আনন্দ-অন্তরে ॥
ভীষ্মপর্ব্বকথা ব্যাসমুনি-বিরচিত।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

——

● পঞ্চম দিনের যুদ্ধ

পরদিন প্রভাতে মিলিয়া দুইদল।
সমুদ্রসদৃশ-ব্যূহ করে কুরুবল॥
রচেন শৃঙ্গট-নামে ব্যূহ যুধিষ্ঠির।
দুই শৃঙ্গে রহে যে সাত্যকি ভীমবীর॥
সহস্র সহস্র যোদ্ধা করি রণবেশ।
কৃষ্ণ-সঙ্গে ধনঞ্জয় রহে মধ্যদেশ॥
তার পাশে যুধিষ্ঠির মাদ্রীপুত্র-সনে।
অভিমন্যু ও বিরাট রহে অনুক্রমে॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রহে তার পাছে।
ঘটোৎকচ মহাবীর রহিল যে কাছে॥
প্রতিব্যূহ করি সবে উঠানি করিল।
বিবিধ-বিধানে বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
নানা অস্ত্র লইয়া আস্ফালে সব যোধ।
পরস্পর দুই দলে লাগিল বিরোধ॥
যুদ্ধ হয় নানা অস্ত্র ধরি দুই দলে।
বিদ্যুৎ চমকে যেন গগন-মণ্ডলে॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
যুগান্তরে যম যেন করিছে তর্জ্জন॥
দেখিবার কার্য্য থাক, কর্ণে নাহি শুনি।
পরাপর নাহি জ্ঞান, অস্ত্রে হানাহানি॥
অশ্ব, গজ পড়ে কত, পদাতি বিস্তর।
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল ভীষ্ম বীরবর॥
বাসব হইতে যুদ্ধে ভীষ্ম নহে ঊন।
হাতেতে ধনুক ধরি টঙ্কারিল গুণ॥
যতেক পাণ্ডব-দল সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে কাটিয়া ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥
কারো কাটে অশ্ববর, কারো কাটে গজ।
কাহারো সারথি কাটে, কারো কাটে ধ্বজ॥
কাহারো মুকুট কাটে, কারো কাটে দণ্ড।
কাহারো ধনুক কাটে, কারো কাটে মুণ্ড॥
কারো হস্ত পদ কাটে, কারো কাটে স্কন্ধ।
ঘোরতর সমরেতে নাচয়ে কবন্ধ॥

সৈন্যের বিনাশ দেখি ধায় বৃকোদর।
ভীষ্মে মারিবারে ধায় সক্রোধ-অন্তর॥
গদাহাতে ভীমসেন ধায় অতিবেগে।
খেদাড়িয়া মারে বীর, যারে পায় আগে॥
ভীমের সাক্ষাতে আর কেহ নাহি রয়।
ভীষ্মের সারথি মারি নিল যমালয়॥
ধনুক ধরিয়া হাতে ভীষ্ম মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ এড়ে শীঘ্রগতি॥
গদা ফিরাইয়া ভীম নিবারয়ে শর।
এক ঘায়ে রথ অশ্ব নিল যম-ঘর॥
লাফ দিয়া ভীষ্ম বীর চড়ে অন্য রথে।
অস্ত্রবৃষ্টি করে মহাপণ্ডিত রণেতে॥
দেখি নারায়ণ রথ চালান ঝটিতি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ রাখেন শ্রীপতি॥
অন্তরীক্ষে পার্থ তবে কাটে সব বাণ।
দেখি ক্রুদ্ধ হন ভীষ্ম অগ্নির সমান॥
দেখাদেখি দুইজনে বাধে ঘোর রণ।
চমকিত হ'য়ে দেখে যত দেবগণ॥
ভীম মহাক্রোধে সৈন্য করিল সংহার।
যারে পায়, তারে মারে, না করি বিচার॥
যেন ইন্দ্র বজ্র-হাতে ভাঙ্গে গিরিবর।
গদাঘাতে মারিল অনেক গজবর॥
পর্ব্বতের চূড়া যেন ভাঙ্গি পড়ে ঝড়ে।
তেমন কৌরব-গজ পৃথিবীতে পড়ে॥
মাদ্রীপুত্র দুইজনে ভাঙ্গে পাটোয়ার।
সহস্র সহস্র মারে রথ-আসোয়ার॥
সহস্র সহস্র গজ, পদাতি বিস্তর।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে সৈন্য বহুতর॥
ধ্বজছত্র-পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
দুইদলে কোলাহল, কিছু নাহি শুনি॥

● অর্জ্জুন-পুত্র ইরাবানের মৃত্যু

হেনকালে রণে আসে ইরাবান্ নাম।
অর্জ্জুনের পুত্র সেই ইন্দ্রের সমান॥
সুবর্ণ-রচিত দিব্য-বিমান সুন্দর।
তাহাতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম-ভিতর॥
যবে তীর্থযাত্রা-হেতু যান পার্থ বীর।
ভ্রমিলেন বহু তীর্থ নির্ভয় শরীর॥
উলূপী নাগের কন্যা অনূঢ়া আছিল।
সর্পরাজ পুণ্ডরীক হৃদয়ে ভাবিল॥
অর্জ্জুনেরে সেইস্থানে নিল ছল করি।
প্রদান করিল তারে উলূপী সুন্দরী॥
তার গর্ভে জাত বীর ইরাবান্ নাম।
মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধে যেন রাম॥
ঐরাবত পাঠাইল দেব পুরন্দর।
ইরাবানে আনিলেন আপন গোচর॥
অর্জ্জুন গেলেন যবে ইন্দ্রের ভুবন।
পিতা-পুত্রে সেই স্থানে হৈল দরশন॥
পিতা-পুত্রে পরিচয় মাতলি করিল।
সেই বীর ইরাবান্ উপনীত হৈল॥
সমরে আসিয়া ইরাবান্ করে রণ।
সুবলের পুত্রগণ আসিল তখন॥
পশিয়া তোমর শেল মুষল মুদ্গর।
ইরাবান্-উপরেতে বর্ষে নিরন্তর॥
নিবারিয়া ইরাবান্ বাণবৃষ্টি করে।
পাঠাইল একে একে সব যম-ঘরে॥
নানা অস্ত্রে সৌবলের সৈন্যেরে প্রহারে।
জর্জ্জর সকল বীর ইরাবান্-শরে॥
রণমুখে যেই বীর যায় যুঝিবারে।
যে যায়, সে যায়, আর নাহি আসে ফিরে॥
অনেক মারিল তবে কুরুসৈন্যগণ।
দেখিয়া সসৈন্যে সাজি আসে দুর্য্যোধন॥
দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যে করিল আদেশ।
ইরাবান্ বীরে মার, কহিনু বিশেষ॥
অলম্বুষ রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল আর।
ইরাবান্ বীরে মারি কর প্রতিকার॥
সাবধান হ'য়ে তারে করহ নিধন।
তোমা-বিনা তারে মারে, নাহি কোন জন॥
অলম্বুষ ইরাবানে হৈল মহারণ।
অলক্ষিতে মায়াযুদ্ধ করে দুই জন॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সংগ্রামে নিপুণ।
দোঁহে অস্ত্র-বিশারদ, কেহ নহে ঊন॥
তবে অলম্বুষ করে মায়ার প্রকাশ।
বাণে অন্ধকার করে, না চলে বাতাস॥
দেখিয়া হাসিল ইরাবান্ মহাবীর।
রাক্ষসের বাণ কাটি রণে হৈল স্থির॥
চোখ-চোখ বাণ পুনঃ পূরিয়া সন্ধান।
অলম্বুষ রাক্ষসের কাটে ধনুর্ব্বাণ॥
আর ধনু লইল রাক্ষস বীরবর।
ইরাবান্-উপরেতে বরিষয়ে শর॥
বাণে নিবারেন তাহা অর্জ্জুন-তনয়।
নিজ-অস্ত্রে বিন্ধে বীর রাক্ষস-হৃদয়॥
বাণাঘাতে অলম্বুষ অজ্ঞান হইল।
সারথি ফিরায়ে রথ ভয়ে পলাইল॥
তবে সৈন্য সংহারয় ইরাবান্ বীর।
কৌরবের সেনা যুদ্ধে হইল অস্থির॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা দুর্য্যোধন।
ইরাবান্-সহ গেল করিবারে রণ॥
যেই বেগে গেল আগে রাজা দুর্য্যোধন।
ইরাবান্ কাটি তাঁর ফেলে শরাসন॥
রথধ্বজ কাটিল, রথের চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥
বিরথ হইয়া রাজা অতিশয় রোষে।
অন্য রথে আরোহিয়া নানাস্ত্র বরিষে॥
বাণে বাণ নিবারয় ইরাবান্ বীর।
বাণেতে জর্জ্জর করে রাজার শরীর॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধৃগণ।
নানা অস্ত্র ল'য়ে তবে ধায় সর্ব্বজন॥

দেখিয়া ধাইল ইরাবান্ ধনুর্দ্ধর।
কাটিয়া সবার বাণ বিন্ধয়ে সত্বর ॥
কাহারো কাটিল ধনু, কারো কাটে গুণ।
কাহারো সারথি কাটে, কারো কাটে তূণ ॥
নানা অস্ত্র বীরগণে করয়ে ঘাতন।
অস্ত্রাঘাতে কত বীর হৈল অচেতন ॥
বাণাঘাতে কত বীর গেল যম-লোক।
দেখি দুর্য্যোধনে বড় উপজিল শোক ॥
কৌরবের সেনাগণ করে হাহাকার।
পাণ্ডবের সেনামধ্যে আনন্দ অপার ॥
সিংহনাদ ছাড়ে ইরাবান্ মহাবল।
কৌরব-সৈন্যেতে রোদনের কোলাহল ॥
দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামা-আদি যত বীর।
ইরাবান্-শরে সবে ব্যথিত শরীর ॥
কতক্ষণে অলম্বুষ চেতন পাইয়া।
দিব্যরথে চড়ি এল সন্ধান পূরিয়া ॥
মুখামুখি দুই জনে পুনঃ যুদ্ধ হয়।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর-হৃদয় ॥
তবে অলম্বুষ করি মায়ার সৃজন।
শূন্যে লুকাইয়া করে বাণ বরিষণ ॥
দেখি ইরাবান্ ক্রুদ্ধ হইল প্রচুর।
বাণাঘাতে রাক্ষসের মায়া কৈল চুর ॥
মায়া দূরে গেলে করে অস্ত্রের ঘাতন।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ ॥
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত সমান-সাহস।
ধনু এড়ি খড়্গ নিল দারুণ রাক্ষস ॥
তাহা দেখি ইরাবান্ খড়্গ ল'য়ে ধায়।
মহাবেগে মারে অলম্বুষের মাথায় ॥
খড়্গাঘাতে কম্পমান হইল রাক্ষস।
ইরাবান্ মারে খড়্গ করিয়া সাহস ॥
দোঁহে দোঁহা পুনঃ পুনঃ করয়ে ঘাতন।
অপূর্ব্ব রাক্ষসী-মায়া করয়ে রচন ॥
রণভূমি ছাড়ি শূন্যে উঠে শীঘ্রতর।
ক্ষণে লাফ দিয়া আসে সমর-ভিতর ॥
ইরাবান্ মহাবীরে দেখা নাহি যায়।
বিদ্যুতের মত বীর মেঘেতে লুকায় ॥
তাহা দেখি অলম্বুষ আসে মহাকোপে।
ইরাবান্ বীর তাঁকে ধরে এক লাফে ॥
সন্ধান করিয়া খড়্গ করয়ে প্রহার।
দারুণ রাক্ষস তাহে নহিল সংহার ॥
লাফ দিয়া উঠে রক্ষঃ খড়্গ ল'য়ে করে।
খড়্গের প্রহার করে ইরাবান্-শিরে ॥
দারুণ প্রহারে বীর হইল দুর্ব্বল।
দুষ্ট অলম্বুষ হাসে করি খল খল ॥
খড়্গ দিয়া রাক্ষস কাটিল তার শির।
ভূমিতলে পড়ে ইরাবান্ মহাবীর ॥
ইরাবান্ পড়ে যদি উঠে কোলাহল।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আসে ঘটোৎকচ মহাবল ॥
নকুল দ্রুপদ সহদেব মহাশয়।
অভিমন্যু ভীমসেন সাত্যকি দুর্জ্জয় ॥
অস্ত্র বরিষয়ে সবে অতি ক্রোধমনে।
ভঙ্গ দিল কুরুসৈন্য, স্থির নহে রণে ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ভগদত্ত বীর।
পাণ্ডব-সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
মহাক্রুদ্ধ ভীমসেন কৃতান্ত-সমান।
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে দেখি বিদ্যমান ॥
গদা ল'য়ে মহাবেগে ধায় বৃকোদর।
দণ্ডহস্তে যম যেন প্রবেশে সমর ॥
তাহা দেখি দ্রোণ-গুরু সমরে দুর্জ্জয়।
ভীমের উপরে অস্ত্র ঘন বরিষয় ॥
বৃক্ষ যথা বৃষ্টিজল মাথা পাতি ধরে।
তাদৃশ সম্বরে অস্ত্র বীর বৃকোদরে ॥
পশু মধ্যে ব্যাঘ্র যথা মহা কুতূহলে।
গদাঘাতে মারে বীর কৌরবের দলে ॥
ভীমের সমরে আর কেহ নহে স্থির।
ভঙ্গ দিল বড় বড় রথী মহাবীর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ভীষ্মার্জ্জুনের যুদ্ধ

পুত্রের নিধন শুনি মহাক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন করেন ঘোর অস্ত্র-বরিষণ॥
সহস্র সহস্র বাণ করেন প্রহার।
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা গঙ্গার কুমার॥
অগ্নিবাণ ছাড়িলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শূন্যপথ রুদ্ধ করি বর্ষে বৈশ্বানর॥
রথ হস্তী অশ্ব পুড়ে হৈল ছারখার।
দেখি বরুণাস্ত্র এড়ে গঙ্গার কুমার॥
মুষল-ধারেতে জল হয় বরিষণ।
অগ্নি সব নিমেষেতে হৈল নির্ব্বাপণ॥
পাণ্ডবের সেনাগণ ভাসি গেল জলে।
রথ-গজ-আসোয়ার-পদাতি বহুলে॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ পবন-সঞ্চার।
জল উড়াইয়া সব করেন সংহার॥
পবন-বেগেতে সব ধ্বজ ভাঙ্গি পড়ে।
যেমন প্রলয়কালে সৃষ্টি উড়ে ঝড়ে॥
হাসি ভীষ্ম বলে, শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তোমার যতেক শক্তি, করহ সমর॥
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা আমি করিব পূরণ।
নহিবে তোমার শক্তি করিতে বারণ॥
এত বলি সর্পবাণ এড়ে বীরবর।
লক্ষ লক্ষ ফণী উঠে গগন-উপর॥
নিমেষেতে যত সর্প ভীষণ আকারে।
গর্জ্জন করিয়া ধায় পার্থে গিলিবারে॥
শিখিবাণ এড়িলেন ইন্দ্রের কুমার।
ধরিয়া সকল ফণী করিল আহার॥
শত শত শিখী উড়ে গগন-উপর।
দেখি অন্ধকার অস্ত্র এড়ে বীরবর॥
ঘোর অন্ধকার, নাহি জ্ঞান আত্মপর।
নিশা জানি শিখিগণ গেল দিগন্তর॥
মহা-অন্ধকারে সৈন্য দেখিতে না পায়।
দেখিয়া ভাস্কর-অস্ত্র এড়েন ধনঞ্জয়॥
সূর্য্যোদয় হৈল, ঘুচে যত অন্ধকার।
উদিত দ্বিতীয় রবি অখিল সংসার॥
দেখি গঙ্গাপুত্র মহাকুপিত হইল।
ধনুক টঙ্কারি আট বাণ নিক্ষেপিল॥
এমত সে আট বাণ তীক্ষ্ণবেগে গেল।
অর্জ্জুনের রথ-অশ্ব জর্জ্জর হইল॥
সাত বাণ মারে আর ধ্বজার উপরে।
আশী বাণে বিন্ধিলেন প্রভু দামোদরে॥
আর কুড়ি বাণ বীর এড়ে শীঘ্র হাতে।
কপিধ্বজ-রথচক্র পোঁতে মৃত্তিকাতে॥
তবে হরি অশ্বগণে করেন প্রহার।
বহুকষ্টে করিলেন রথের উদ্ধার॥
দেখিয়া অর্জ্জুন ক্রোধী হ'য়ে অতিশয়।
পঞ্চ বাণে বিন্ধিলেক ভীষ্মের হৃদয়॥
চারি বাণে চারি অশ্ব করেন সংহার।
সারথির মাথা কাটি লন যমদ্বার॥
এক বাণে ধ্বজ তাঁর করেন কর্ত্তন।
করেন ভীষ্মের প্রতি বাণ বরিষণ॥
কৃষ্ণ-প্রতি বলে ভীষ্ম অতিক্রোধ করি।
নিজ অশ্ব-রথ এবে রক্ষা কর হরি॥
এত বলি অস্ত্র বরিষয়ে বীরবর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদয়ে যেন গিরিবর॥
সব বাণ কাটি পার্থ করে খান খান।
ভীষ্মের উপরে পুনঃ পূরেন সন্ধান॥
এইরূপে দুইজনে নিবারয়ে বাণ।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন গঙ্গার সন্তান॥
পর্ব্বত নামেতে অস্ত্র ভীষ্ম নিল করে।
লক্ষ লক্ষ গিরিবর যাহাতে সঞ্চারে॥
মন্ত্রে অভিষেকি এড়ে গঙ্গার নন্দন।
দেখি সব দেবগণ হৈল ভীতমন॥
লক্ষ লক্ষ পর্ব্বতেতে আবরে আকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল, না চলে বাতাস॥
ভাদ্রমাসে নিশা যেন ঘোর অন্ধকার।
দেখি সব সৈন্যগণ করে হাহাকার॥

সাগর-মন্থনে যেন মহাকোলাহল।
মহাশব্দ করি আসে যত কুলাচল॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব ভয়ে পলাইল।
শূন্যপথে দেবগণ ত্রাসিত হইল॥
সর্ব্বসৈন্য পলাইল সহ-নৃপবর।
তিন মহারথী রহে সংগ্রাম-ভিতর॥
বৃকোদর ধনঞ্জয় অভিমন্যু-বীর।
এই তিন মহারথী রণে থাকে স্থির॥
দেখি যত দেবগণ করে হাহাকার।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন ইন্দ্রের কুমার॥
হুহুঙ্কার ছাড়ি বীর ছাড়ে বজ্রবাণ।
যতেক পর্ব্বত ভাঙ্গে বজ্রের সমান॥
রেণুর প্রমাণ করি সব উড়াইল।
দেখি সব দেবগণ সানন্দ হইল॥
যতেক দেবতা করে পুষ্প-বরিষণ।
সমরেতে আসিলেন সব যোদ্ধৃগণ॥
সাধু-সাধু বলি ভীষ্ম প্রশংসা করিল।
সন্ধান পূরিয়া পুনঃ দিব্যাস্ত্র মারিল॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কেহ পরাজিত নহে, বিক্রমে দোসর॥
চক্ষু পালটিতে দোঁহে না পান বিশ্রাম।
দেবাসুর চমকিত দেখিয়া সংগ্রাম॥
কৃষ্ণ-প্রতি চাহিলেন পার্থ ক্ষণতরে।
রাখিলা প্রতিজ্ঞা ভীষ্ম সেই অবসরে॥
সংহারি অযুত রথী শঙ্খ বাজাইল।
দেখিয়া পার্থের মনে বিস্ময় জন্মিল॥
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন নিবর্ত্তিল রণে।
দুই দলে চলি গেল নিজ নিকেতনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরিবে ভববারি॥

——

কর্ণ, দুর্য্যোধন এবং ভীষ্মের মন্ত্রণা

দুর্য্যোধন মহাবীর, দেখিয়া না হয় স্থির,
বিস্তর পড়িল সৈন্যগণ।
মনে যুক্তি বিচারিয়া, শকুনিরে পাঠাইয়া,
আনাইল সূর্য্যের নন্দন॥
বসিয়া বিরল-স্থানে, যুক্তি করে তিনজনে,
রাধেয় শকুনি দুর্য্যোধন।
কহে রাজা কুরুবর, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
মম দুঃখ করি নিবেদন॥
পাণ্ডবে জিনিব রণে, হেন আশা করি মনে,
যুদ্ধ-হেতু করিব উপায়।
তিনলোকে সবে জানি, দেবতা অসুর মুনি,
বাখানয়ে ভীষ্ম-মহাশয়॥
সেনাপতি করি তাঁরে, ভাসি সুখ-সরোবরে,
সমরে জিনিব বৈরিগণে।
মনে হেন করি সাধ, বিধাতা যে দেয় বাদ,
হীনবল হৈল দিনে দিনে॥
দ্রোণ ভীষ্ম মহাসত্ত্ব, কৃপ শল্য সোমদত্ত,
আর যত মহারাজগণ।
পাণ্ডবেরে স্নেহ করি, ক্ষত্রধর্ম্ম পরিহরি,
সবে মেলি উপেক্ষিল রণ॥
পড়ে রণে সেনাগণ, ব্যাকুল আমার মন,
আর কেহ না করে উদ্দেশ।
দেখিয়া এ-সব রীত, ভয় হৈল উপস্থিত,
কি করিব, কহ সবিশেষ॥
তুমি উদাসীন রণে, মম দুঃখ-বিমোচনে,
আর কেবা সংগ্রাম করিবে।
নিবেদিনু বরাবরে, ভাবি যুক্তি দেহ মোরে,
কি উপায়ে পাণ্ডবে মারিবে॥
বলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর, শুন কুরু-নরবর,
সুযুক্তি বিচারে এই হয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, তবে সবে পাবে রাজ্য,
করিব পাণ্ডব-পরাজয়॥

গঙ্গাপুত্র কৃপ দ্রোণ, আর যত যোদ্ধৃগণ,
নাহি ছাড়ে পাণ্ডবের আশ।
একে ত পাণ্ডবভক্ত, ভীষ্ম তাহে নহে শক্ত,
সেনাপতি-কর্ম্মেতে উদাস॥
বসিয়া দেখুক বৃদ্ধ, করি আমি কার্য্য সিদ্ধ,
পাণ্ডবেরে করিয়া সংহার।
পুনরপি চলি যাহ, ভীষ্মের অগ্রেতে কহ,
এই সে মন্ত্রণা কর সার॥
কর্ণের মন্ত্রণা শুনি, হিত-হেন মনে গণি,
রাজা গেল ভীষ্মের শিবির।
নিবেদিল কুরুরাজ, সাধিতে আপন কাজ,
শুন পিতামহ ভীষ্ম বীর॥
স্বীকার করিলে পূর্ব্বে, শত্রুগণ সংহারিবে,
এবে উপেক্ষিয়া কর রণ।
আমার ভাগ্যের বশে, চতুর্দ্দিকে শত্রু হাসে,
আজ্ঞা কর, করি কি এখন॥
সেনাপতি কর্ণে কর, মারুক পাণ্ডববর,
উপেক্ষা নাহিক তার স্থানে।
করে বড় অহঙ্কার, সবান্ধব-পরিবার,
পাণ্ডবে নাশিবে ঘোর রণে॥
দুর্য্যোধন-বাক্যজালে, ভীষ্ম অগ্নি-হেন জ্বলে,
চক্ষু পাকাইয়া বলে রোষে।
পূর্ব্বেতেবলিনুতোকে,শুনিলেকসর্ব্বলোকে,
হিত না শুনিলে কর্ম্মদোষে॥
আমারে বলিছ বৃদ্ধ, কর্ণের কি আছে সাধ্য,
কহ, কর্ণ কি করিতে পারে।
যখন গন্ধর্ব্ব-বীরে, বান্ধিয়া লইল তোরে,
কর্ণ-বীর কি করিল তোরে॥
উত্তর গোগৃহ-রণে, সাজি গেলে সৈন্যসনে,
গোধন বেড়িলে গিয়া সবে।
একেশ্বর ধনঞ্জয়, গোধন কাড়িয়া লয়,
কর্ণ-বীর কি করিল তবে॥
ধর্ম্মবন্ত পঞ্চজন, মহাবল পরাক্রম,
দেবগণ প্রশংসয়ে যারে।
এ-তিন-ভুবন-মাঝে, কে তাদের সনে যুঝে,
কহিতে অনেক জন পারে॥
ইন্দ্রেরে জিনিয়া রণে, দহিল খাণ্ডব-বনে,
অগ্নিরে তর্পিল একেশ্বরে।
নিবাতকবচে জিনে, কালকেয় আদি-গণে,
অর্জ্জুনে জিনিতে কেবা পারে॥
একে ত দুর্ব্বার রণে, তাহে সখা রাজগণে,
সকুল-পাঞ্চালগণে সাথে।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, যাঁর সৃষ্টি ত্রিভুবন,
সারথি হলেন তিনি রথে॥
পূর্ব্ব কথা নাহি শুন, মহারাজ দুর্য্যোধন,
নন্দালয়ে ছিলেন শ্রীহরি।
যত শিশুগণ-সঙ্গে, গোধন চরান রঙ্গে,
মহা-আনন্দিত ব্রজপুরী॥
যত ব্রজবাসিগণ, করে যজ্ঞ-আরম্ভণ,
সুরপতি-পূজার কারণ।
তা দেখিয়া জনার্দ্দন, সেই-সব আয়োজন,
পর্ব্বতে করেন নিবেদন॥
শুনি ক্রুদ্ধ সুরনাথ, দেবগণ ল'য়ে সাথ,
হস্তীসহ যত মেঘগণ।
অহোরাত্র ঝড় বৃষ্টি, করিয়া মজিল সৃষ্টি,
ত্রাসিত হইল সর্ব্বজন॥
যত গোপ-ব্রজবাসী, কাতর হইয়া আসি,
শ্রীকৃষ্ণের শরণ লইল।
তাহা দেখি নারায়ণ, ধরিলেন গোবর্দ্ধন,
বাসবের কোপ উপজিল॥
দিবানিশি নাহি জ্ঞান, ত্রিভুবন কম্পমান,
বজ্রাঘাত সতত হইল।
সাত দিন হেনমতে, করিলেন সুরনাথে,
না পারিয়া মনে ক্ষমা দিল॥
সুরপতি যায় স্বর্গ, রক্ষা পায় গোপবর্গ,
গোকুলের ঘুচিল উৎপাত।
এবে সেই নারায়ণ, পাণ্ডবেরে অনুক্ষণ,
রক্ষা করে, যেন পুত্রে তাত॥

কাহার যোগ্যতা তারে, বিনাশ করিতে পারে,
যাহার সহায় নারায়ণ।
যদি না রাখেন হরি, নিমেষে বধিতে পারি,
সসৈন্য পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
কল্য ঘোর রণ দিব, হেন অস্ত্র সঞ্চারিব,
যাহা কেহ নিবারিতে নারে।
ভীষ্মের বচন শুনি, হরষিত কুরুমণি,
চলি গেল আপন শিবিরে ॥
ব্যাস-বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারত-কথা,
শ্রুতমাত্রে পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

——

ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ

আর দিন প্রভাতেতে সাজে দুই দল।
নানা-বাদ্য বাজে, সৈন্য করে কোলাহল ॥
নানাবর্ণ পতাকা যে উড়ে রথধ্বজে।
সিংহনাদ করি সব যোদ্ধারা গরজে ॥
মহারথী রথিগণ ধনুঃশরহাতে।
সিংহনাদ করি সবে ধায় চতুর্ভিতে ॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার, ধায় রণসাজে ॥
মুষল মুদ্গর শেল ভুশুণ্ডী তোমর।
নানা অস্ত্র মারে যেন বর্ষে জলধর ॥
গদা হাতে ভীম-বীর অতি বেগে ধায়।
গজ অশ্ব মারে কত যারে দেখা পায় ॥
সহদেব মহাবীর মাদ্রীর নন্দন।
অসি চর্ম্ম ধরি বীর আরম্ভিল রণ ॥
রণদর্প করি বীর প্রবেশে সমরে।
শত শত বীরগণে নিল যম-ঘরে ॥
শত শত হস্তী মারে, পদাতি বহুল।
যতেক মারিল সৈন্য, নাহি তার কুল ॥
সৈন্যের বিনাশ দেখি শকুনি রুষিল।
একেবারে ত্রিশ শর সন্ধান করিল ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর শীঘ্র এড়ে বাণ।
খড়্গে কাটি সহদেব করে খান খান ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি রোষে শকুনি দুর্ম্মতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
পুনঃপুনঃ যত অস্ত্র মারিছে শকুনি।
শীঘ্রহস্তে সহদেব খড়্গে ফেলে হানি ॥
মহাকোপে ধায় বীর খড়্গ ল'য়ে হাতে।
অশ্বসহ সারথিরে ফেলিল ভূমিতে ॥
অশ্বসহ সারথি সমরে কাটা গেল।
পলাল শকুনি বীর পিছু না চাহিল ॥
শকুনি পলায়ে গেল ত্যজিয়া সমর।
রথে চড়ি সহদেব নিল ধনুঃশর ॥
জয়দ্রথ নকুলেতে বাধে ঘোর রণ।
নানা অস্ত্র দুইজনে করে বরিষণ ॥
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে নিবারয়ে শরে।
পরাজয় কারো নাহি হইল সমরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ভূরিশ্রবা রণ ঘোরতর।
সর্ব্বলোক দেখে তাহা থাকিয়া অন্তর ॥
আষাঢ়-শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর।
ততোধিক দুইজনে বরিষয়ে শর ॥
সহস্র সহস্র সেনা পড়য়ে সমরে।
দ্রোণাচার্য্য দেখি তবে রুষিলা অন্তরে ॥
মহাকোপে দ্রোণাচার্য্য বরিষয়ে শর।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যগণে নিল যম-ঘর ॥
তাহা দেখি রোষে বীর অর্জ্জুন-নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে অস্ত্র-বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা দ্রোণ-মহাশয়।
কুপিত হইল দেখি অর্জ্জুন-তনয় ॥
একেবারে শত শর সন্ধান করিল।
দ্রোণাচার্য্য বাণাঘাতে তাহা নিবারিল ॥
ক্রোধে অভিমন্যু-বীর এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের হাতের ধনু করে খান খান ॥

আর ধনু লয় গুরু চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে বীর গুণ নাহি দিতে॥
পুনঃপুনঃ দ্রোণাচার্য্য যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-তনয়॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র বীর সন্ধান পূরিল।
দ্রোণের কবচ ভেদি অঙ্গে প্রবেশিল॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দ্রোণ পড়িলেন রথে।
সৈন্যেরে পাঠায় অভিমন্যু যম-পথে॥
সহস্র সহস্র রথী, গজ অগণন।
মারয়ে যতেক সৈন্য, কে করে গণন॥
কতক্ষণে সচেতন হন দ্রোণ গুরু।
কোপে কম্পমান অঙ্গ, কাঁপে বক্ষ-উরু॥
ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে অস্ত্র করে বরিষণ।
শরে শর নিবারয়ে অর্জ্জুন-নন্দন॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র বিন্ধে করি প্রাণপণ।
দোঁহাকার অস্ত্রে দোঁহে করে নিবারণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করে যত যোদ্ধৃগণ।
পড়িল যতেক সৈন্য, কে করে গণন॥
মুষল মুদ্গর শেল ভুশুণ্ডী তোমর।
চক্র শূল শক্তি জাঠী বর্ষে নিরন্তর॥
শ্রাবণ-ভাদ্রেতে যথা জল বর্ষে ধারে।
সেইমত বীরগণ নানা অস্ত্র মারে॥
শ্রীহরি সারথি, রথী পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে তীক্ষ্ণ মারিলেন শর॥
শরে শর নিবারিল গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুনে চাহিয়া বীর বলেন বচন॥
পাঁচ দিন যুদ্ধ করি গেলে সবে ঘর।
আজি হইবেক যুদ্ধ মহাভয়ঙ্কর॥
ইহা জানি পার্থ আজি রণে দেহ মন।
বুঝিব, কিমতে আজি রাখ সৈন্যগণ॥
এত বলি ভীষ্ম বাণ করিল সন্ধান।
অর্জ্জুন-উপরে মারে চোখ-চোখ বাণ॥
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আশ্চর্য্য মানিল দেখি দেব-দৈত্য-নর॥
তবে ভীষ্ম পঞ্চবাণ মারে অতি রোষে।
মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে বাণ শূন্যপথে আসে॥
দেখি পার্থ দুই বাণ পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে কাটি তাহা করে খান খান॥
দেখি মহাকোপান্বিত গঙ্গার নন্দন।
আকাশ ছাইয়া বাণ করে বরিষণ॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি, আর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
বাণে বাণে দোঁহাকারে করিল জর্জ্জর॥
মহাকোপে পার্থ এড়িলেন অস্ত্রগণ।
কাটিলা সারথি রথ ধ্বজ শরাসন॥
আট বাণে মারিলেন আর চারি হয়ে।
আশী বাণে বিন্ধিলেন গঙ্গার তনয়ে॥
লক্ষ বাণ মারিলেন সৈন্যের উপরে।
হয় গজ রথী সব গেল যম-ঘরে॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর আর ধনু লৈয়া।
বাণবৃষ্টি করিলেন আকাশ ছাইয়া॥
শূন্যমার্গ রুদ্ধ হৈল, না চলে বাতাস।
বাণে অন্ধকার হৈল রবির প্রকাশ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা বীর করিল সংহার।
শত শত গজ মারে, কত আসোয়ার॥
হেনমতে দুইজনে হৈল যত রণ।
সকল না দেখা গেল বাহুল্য-কারণ॥
মহাকোপে পার্থ পুনঃ করিয়া সন্ধান।
ভীষ্মের ধনুক কাটি করে খান খান॥
সারথির মাথা কাটে, কাটে অশ্ব চারি।
ধ্বজ রথ কাটিলেন বিক্রমে কেশরী॥
দেখি গঙ্গাপুত্র বড় লজ্জা পেয়ে মনে।
আর রথে চড়ি ধনু লইল তখনে॥
ভীষ্ম বলে, শুন বাক্য কৃষ্ণ-মহাশয়।
করিল অদ্ভুত রণ কুন্তীর তনয়॥
এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর।
সাবধান হ'য়ে বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ।
বড়ই দুষ্কর অস্ত্র, নাশে ত্রিভুবন॥

এতেক বলিয়া ভীষ্ম নিল মহাশর।
নারায়ণ নাম তার, খ্যাত চরাচর॥
সেই শরে অভিষেক গাঙ্গেয় করিল।
মন্ত্রপূত করি তাহা ধনুকে বসাল॥
বিষ্ণুতেজ ধরে অস্ত্র বিষ্ণু-অবতার।
পাণ্ডবের অস্ত্রধারী করিতে সংহার॥
সসৈন্য পাণ্ডবগণে যত ধনুর্দ্ধর।
সবারে সংহার করি লহ যম-ঘর॥
এতেক বলিয়া বীর ধনুক টানিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ সন্ধান করিল॥
বাণ হ'তে বিষ্ণুতেজ হইল প্রকাশ।
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ॥
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল।
সসৈন্যে পাণ্ডব বুঝি সংহার হইল॥
ভূমিকম্প হয় যেন, নড়ে চলাচল।
বাসুকি নাগের ফণা করে টলমল॥
দেখিয়া পাইয়া ভয় প্রভু নারায়ণ।
অর্জ্জুনে চাহিয়া তবে বলেন বচন॥
জগৎ নাশিতে শক্তি ধরে এই বাণ।
দেবাসুর গন্ধর্ব্বেতে নাহি ধরে টান॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ কর, শুন বীরবর।
বিমুখ হইয়া বৈস রথের উপর॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, না হয় উচিত।
ক্ষত্রধর্ম্ম ত্যজি কেন প্রাণে হব ভীত॥
শ্রীহরি বলেন, নহে কথার সময়।
আমার শপথ, অস্ত্র ত্যজ ধনঞ্জয়॥
ধনু অস্ত্র ত্যজি বীর বসেন বিমুখে।
নারায়ণ ডাকি তবে বলে সর্ব্বলোকে॥
পাণ্ডবসৈন্যেতে যতজন অস্ত্রধর।
বিমুখ হইয়া সবে ত্যজ ধনুঃশর॥
উচ্চৈঃস্বরে বাসুদেব বলে ঘনে ঘন।
শুনিয়া করিল ত্যাগ অস্ত্র সর্ব্বজন॥
নৃপতি-সহিত যত যোদ্ধৃগণ ছিল।
ভীমসেন-বিনা সবে বিমুখ হইল॥

তাহা দেখি শ্রীগোবিন্দ কহে বৃকোদরে।
পতঙ্গের প্রায় কেন পুড়ে মর শরে॥
এই ভিক্ষা দেহ মোরে, শুন মহাবল।
অস্ত্র ত্যজি পৃষ্ঠ দিয়া থাকহ কেবল॥
ভীম বলে, হেন বাক্য না বল আমারে।
প্রাণ দিব, তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে॥
ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ।
সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন॥
কি-কারণে প্রাণভয়ে রণে ভঙ্গ দিব।
নিজ ধর্ম্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব॥
এত বলি গদা ধরি রহে মহাবীর।
দেখিয়া হইল চিন্তা শ্রীবনমালীর॥
মহাতেজোময় অস্ত্র গগনে উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে অস্ত্রধারী না পাইল॥
ভীম-হস্তে গদা দেখি কোপে আসে বাণ।
প্রজ্বলিত অগ্নি যেন পর্ব্বত-সমান॥
ঘোরনাদে গর্জ্জে বাণ ভীমে বিনাশিতে।
নারায়ণ দেখি বড় চিন্তিলেন চিতে॥
রথ ত্যজি ধাইলেন গোবিন্দ সত্বরে।
ভীমে আচ্ছাদিল দেব নিজ কলেবরে॥
মহাতেজোময় অস্ত্র সংসারে ব্যাপিল।
কৃষ্ণের পরশে সব তেজ সংবরিল॥
আপনার তেজ হরি আপনি ধরিয়া।
ভীমে রক্ষা করিলেন অস্ত্র নিবারিয়া॥
স্বর্গে দেবগণ সব করে জয়জয়।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ সানন্দ-হৃদয়॥
গঙ্গাপুত্র হইলেন আনন্দিত-মন।
ধনু ছাড়ি করিছেন কৃষ্ণের স্তবন॥
জয় জয় নারায়ণ ভুবনপালন।
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি জগৎ-তারণ॥
নমঃ নমঃ বাসুদেব, মুকুন্দ-মুরারি।
নমস্তে মাধব, জয় দুষ্ট-দর্পহারী॥
সাধু পাণ্ডু, সাধু কুন্তী, পুত্র জন্মাইল।
ত্রিজগদীশ্বর যার সারথি হইল॥

ইত্যাদি অনেক স্তব করে বীরবর।
আপনার রথে তবে যান গদাধর॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে ইন্দ্রের নন্দন।
করেন মুষলধারে অস্ত্র-বরিষণ॥
সহস্র সহস্র রথী গজ অগণন।
বাণে কাটি পাঠাইলা শমন-সদন॥
ধনুক ধরিয়া ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
নিমেষেতে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ॥
নিবারিয়া অস্ত্র পুনঃ এড়ে আর শর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করেন ছেদন।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করেন বারণ॥
হেনমতে বহু যুদ্ধ হয় দুইজনে।
নাহি লিখিলাম সব বাহুল্য-কারণে॥
ক্রোধে ভীষ্ম পঞ্চশর সন্ধান পূরিল।
কবচ ভেদিয়া পার্থ-অঙ্গে প্রবেশিল॥
করে ধরি অস্ত্র পার্থ করিতে বাহির।
অযুতেক রথী মারে ভীষ্ম মহাবীর॥
জয় শঙ্খ দিয়া বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন রণে নিবর্ত্তিল॥
কৌরব-পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
হেনমতে ছয় দিন হইল সমর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, পয়ারে শুনিলে ভবে তরি॥

● অর্জ্জুনের সহিত হনূমানের বিবাদ ও শরদ্বারা সাগর বন্ধন

শিবিরেতে গিয়া যুধিষ্ঠির মহাশয়।
কহেন গোবিন্দ-প্রতি করিয়া বিনয়॥
পিতামহ করিলেন সৈন্যের নিধন।
কি করি উপায় এবে, কহ নারায়ণ॥
নারায়ণ-অস্ত্র ভীষ্ম পূরিল সন্ধান।
দেবাসুরে কেহ যার নাম নাহি পান॥
মহাকোপে আসিল সে ভীমে মারিবারে।
আপনি করিলে রক্ষা কৃপা করি তারে॥
মম মনে যাহা লয়, শুন হৃষীকেশ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি, বনে করিব প্রবেশ॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অমঙ্গল চিন্তা কেন কর নিরন্তর॥
আমা-সবে রক্ষা যেবা করে সর্ব্বকাল।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি, শুন মহীপাল॥
তীর্থ-পর্য্যটনে আমি গেলাম যখন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যাই দ্বারকাভুবন॥
সুগন্ধি কনকপদ্ম অতি মনোহর।
সত্রাজিত-নন্দিনীকে দেন দামোদর॥
দেখিয়া রুক্মিণী-মনে ক্রোধ উপজিল।
শরীর ত্যজিব হেন মনে বিচারিল॥
এ-সব বৃত্তান্ত জানিলেন নারায়ণ।
পুষ্পহেতু মোরে আজ্ঞা দিলেন তখন॥
আমি কহিলাম, পুষ্প আছে কোন্ খানে।
হরি কহিলেন, আছে কদলীর বনে॥
সেইক্ষণে ধনুর্ব্বাণ লইলাম আমি।
গেলাম কদলীবনে অতি শীঘ্রগামী॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখি পুষ্প মনোহর।
রক্ষক আছয়ে চারি মর্কট বানর॥
পুষ্প তুলিবারে মম উদ্যোগ হইল।
দেখিয়া তাহারা মোরে নিষেধ করিল॥
না মানিয়া পুষ্প আমি তুলি নিজ মনে।
দেখিয়া ধাইয়া তারা গেল চারিজনে॥
হনূমানে গিয়া সব কহে সমাচার।
শ্রুতমাত্র আসে তথা পবন-কুমার॥
আমারে দেখিয়া বলে হ'য়ে ক্রোধমন।
অন্যায়ী কিরাত চোর, শুন রে বচন॥
যাইবে শমনপুরী ইচ্ছা হৈল তোর।
সে-কারণে পুষ্প তুল উদ্যানেতে মোর॥
ইন্দ্র-চন্দ্র-দেবগণ নাহি আসে ডরে।
অধম কিরাত কেন এলি মরিবারে॥

নিত্য নিত্য পূজা আমি করি রঘুবীর।
যাঁহার প্রসাদে মোর অক্ষয় শরীর॥
দুর্জ্জয় রাবণ যেই বিখ্যাত সংসারে।
সবংশে নিলেন যিনি তারে যম-ঘরে॥
রাজত্ব দিলেন বিভীষণে চিরকাল।
বালিরাজে মারিলেন ভেদি সপ্ততাল॥
বনের বানর বন্দী যাঁর গুণে হৈল।
অলঙ্ঘ্য সাগর যাঁর হাতে বান্ধা গেল॥
মনুষ্য হইয়া তোর বুদ্ধি হৈল হত।
যমপুরী যাইবার কর পথ কত॥
আমি কহিলাম, তুই জাতিতে বানর।
বনফল খেয়ে ভ্রম বনের ভিতর॥
না জানিয়া কটূত্তর বলিস্ আমারে।
যদি প্রাণে মারি তোরে, কে রাখে সংসারে॥
বড় বীর বলি মনে কর রঘুপতি।
সংসারেতে তাঁর বল আছয়ে বিখ্যাতি॥
বানর পাথর বহি সাগর বাঁধিল।
আপনি কটক ল'য়ে তবে পার হৈল॥
আপনি শরেতে যদি বান্ধিত সাগর।
তবে আমি কহিতাম তাঁরে বীরবর॥
ক্রোধে হনূ বলে, শুন কিরাত অধম।
ত্রিভুবনে খ্যাত যত রামের বিক্রম॥
হরধনু ভাঙ্গিলেন যিনি অবহেলে।
পরশুরামেরে যিনি জিনিলেন বলে॥
শরেতে সাগর বান্ধা তাঁর চিত্র নহে।
কটকের মহাভার কি-প্রকারে সহে॥
সে-কারণে বান্ধিলেন পাষাণে সাগর।
রামের করহ নিন্দা অধম পামর॥
ইহাতে উচিত ফল পাবে মোর ঠাঁই।
পড়িলে আমার হাতে, আর রক্ষা নাই॥
তুমি যদি মহাবীর, বড় ধনুর্দ্ধর।
পার কর মোরে শরে বান্ধিয়া সাগর॥
আমার ভরেতে যদি তব বাঁধ রয়।
তবে ত হইবে সখা, এ-কথা নিশ্চয়॥
যদ্যপি আমার ভরে বাঁধ হয় ভঙ্গ।
সাক্ষাতে তোমারে আজি দেখাইব রঙ্গ॥
আমি কহিলাম, যদি বান্ধি হে সাগর।
তোমারে কি গণি, পার হৈবে চরাচর॥
তোমার ভরেতে যদি মম বাঁধ ভাঙ্গে।
তবে পরাজিত আমি হই তব আগে॥
এমত প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ।
সাগরতীরেতে তবে যাই দুইজন॥
ধনুক ধরিয়া আমি দিলাম টঙ্কার।
বৃষ্টিধারাবৎ অস্ত্র হইল সঞ্চার॥
পদ্ম-শঙ্খ-আদি বাণ, কে করে গণন।
নিমেষেতে বান্ধিলাম শতেক যোজন॥
বাঁধ দেখি হনূমান্ সবিস্ময়-মন।
জানিল কিরাত নহে, হবে কোন্ জন॥
কোন্ দেবতার আজি বিপাক ঘটিল।
আমার সহিত আসি বিবাদ করিল॥
আমারে চাহিয়া বীর বলিলেন হাসি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, শীঘ্র আমি আসি॥
এত বলি উত্তরেতে চলে মহাবীর।
বাড়াইল উভে লক্ষ-যোজন-শরীর॥
লোমে লোমে মহাবীর পর্ব্বত বান্ধিল।
কত শত পর্ব্বত স্কন্ধেতে তুলি নিল॥
মহাবেগে আসে বীর কৃতান্ত আকার।
লুকাইল রবিতেজ, হৈল অন্ধকার॥
প্রলয়ের ঝড়সম মহাশব্দ শুনি।
চমকিত হ'য়ে চারিদিকে চাহি আমি॥
নিরখিয়া দেখি রূপ অতি ভয়ঙ্কর।
হনূমানে চিনি মম কাঁপিল অন্তর॥
এমত কুবুদ্ধি মোরে কেন দিল হরি।
সকল থাকিতে হনূমানে বৈরী করি॥
পিপীলিকা-পাখা যেন উঠে মরিবার।
তেমনি হইল মোর কুবুদ্ধি-সঞ্চার॥
মহাভয় পেয়ে আমি স্মরি মনে মন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥

হনূমানে অর্জ্জুনেতে হৈল বিসংবাদ।
মহাবীর হনূমান্ পাড়িল প্রমাদ॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু আসিয়া ত্বরিতে।
রহেন কচ্ছপরূপে বাঁধের নীচেতে॥
কোপে হনূমান্ ডাকি আমা-প্রতি বলে।
এই বাঁধ কর রক্ষা, প্রতিজ্ঞা করিলে॥
সঙ্কটেতে পড়ি আমি সাহস করিয়া।
নিঃশঙ্কাতে হও পার, বলিনু ডাকিয়া॥
হনূমান্-পদভরে কম্পে বসুমতী।
বান্ধে এক পদ দিল মনে ক্রুদ্ধ অতি॥
আর পদ তুলি দেয় যেমন সুধীর।
কচ্ছপের মুখ হ'তে বহিল রুধির॥
হইল অরুণবর্ণ সাগরের জল।
তাহা দেখি সচিন্তিত হৈল মহাবল॥
পৃথিবী সহিতে মোর ভর নাহি পারে।
শর-বাঁধ কি প্রকারে রহিল সাগরে॥
কোন্ হেতু রক্তবর্ণ সাগরের নীর।
এতেক চিন্তিয়া মনে ধ্যান করে বীর॥
ধ্যানেতে জানিল প্রভু বাঁধের নীচেতে।
লাফ দিয়া তটে পড়ে অতি ভীত চিতে॥
আমি পশু মূঢ়মতি, ইহা নাহি জানি।
বান্ধের নীচেতে প্রভু রঘুকুলমণি॥
অজ্ঞান অধম আমি, বড়ই বর্ব্বর।
না জানিয়া আরোহিনু প্রভুর উপর॥
তবে ত কচ্ছপরূপ ত্যজিয়া শ্রীহরি।
হইলেন দূর্ব্বাদলশ্যাম ধনুর্দ্ধারী॥
হনূমান্-প্রতি তবে বলেন বচন।
আমার পরম ভক্ত তোমরা দুজন॥
দুইজনে প্রীতি কর, ছাড় মনে রোষ।
আমা-চাহি ক্ষমা কর অর্জ্জুনের দোষ॥
কৃতাঞ্জলি বলে হনূ করিয়া বিনয়।
পাপ কর্ম্ম করিলাম আমি পাপাশয়॥
অপরাধ ক্ষম মোর, ওহে রঘুমণি।
অজ্ঞান-অধম পশু, কিছু নাহি জানি॥
শুনি হরি উভয়েরে সখ্য করাইয়া।
উভয়েরে শান্ত করি গেলেন চলিয়া॥
হনূমান্ আমা চাহি বলেন বচন।
তুমি-আমি সখা হইলাম দুইজন॥
সদাই তোমার আমি সহায় থাকিব।
সমর-সঙ্কটে তব সাহায্য করিব॥
এতেক বলিয়া বীর গেলেন উত্তর।
পুষ্প ল'য়ে আসিলাম দ্বারকানগর॥
বড়-বড় সঙ্কটেতে রাখিলেন মোরে।
শুন ধর্ম্ম মহারাজ, না চিন্ত অন্তরে॥
এত বলি প্রবোধেন পার্থ ধর্ম্মনৃপে।
রজনী বঞ্চিল নানা কথার আলাপে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সপ্তম দিনের যুদ্ধ

প্রভাতেতে দুই দল সমরে সাজিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ গজের গর্জ্জন।
ধনুক-টঙ্কার ঘোর, রথের নিঃস্বন॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ার, ধায় রণসাজে॥
মুষল মুদ্গর শেল পরশু তোমর।
ভুশুণ্ডী পট্টিশ গদা বর্ষে নিরন্তর॥
মহাকোলাহল হয়, যুদ্ধ দুই দলে।
সমুদ্র-কল্লোল যেন প্রলয়ের কালে॥
ভীষ্ম-অর্জ্জুনেতে যুদ্ধ নাহিক তুলনা।
বাণবৃষ্টি নিরন্তর, কে করে বর্ণনা॥
মুষলের ধারে যেন বরিষয়ে ঘনে।
তাদৃশ আয়ুধ-বৃষ্টি করে দুইজনে॥
ভীমসেন মহাবীর প্রবেশে সমরে।
সহস্র সহস্র রথী নিল যম-ঘরে॥

গদাহস্তে ভীমসেন যেই দিকে ধায়।
বড় বড় যোদ্ধৃগণ আতঙ্কে পলায়॥
দেখিয়া রুষিল বীর দ্রোণের নন্দন।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর নিজ রথে চড়ি।
ধনুঃশর তুলি নিল হাতে গদা এড়ি॥
সন্ধান করিয়া এড়ে চোখ-চোখ বাণ।
দ্রৌণির যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র বৃকোদর বীর।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তাহার শরীর॥
দেখি অশ্বত্থামা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
ভীমের যতেক অস্ত্র করে খান খান॥
দোঁহে দোঁহা অস্ত্র কাটে, দোঁহে মহাবল।
সমরে রুষিল ভীম হইয়া প্রবল॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া এড়ে পঞ্চবাণ।
দ্রৌণির ধনুক কাটি করে খান খান॥
আর দুই বাণ মারে, কি কহিব কথা।
রথ-অশ্ব কাটে আর সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
চোখ-চোখ বাণ মারে ভীম মহাবল॥
বাণাঘাতে অচেতন দ্রোণের কুমার।
দেখি যত কুরুগণ করে হাহাকার॥
আর রথে করি অশ্বত্থামারে লইল।
মহাবল ভীম সৈন্য বিনাশ করিল॥
কোটি কোটি রথী মারি নিল যমালয়।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নাহি রয়॥
দেখি রাজা দুর্য্যোধন মহাদুঃখমতি।
রাজগণে অনুমতি করে শীঘ্রগতি॥
শুনিয়া কলিঙ্গ-শত-সহোদর আগে।
ভীমেরে মারিতে যায় ধনু ধরি বেগে॥
চতুর্দ্দিকে বেড়ি সবে বরিষয়ে শর।
বাণে বাণ নিবারয়ে বীর বৃকোদর॥
চোখ-চোখ বাণে বিন্ধে সবার শরীর।
রণে ভঙ্গ দিল সবে হইয়া অস্থির॥
কোপেতে কলিঙ্গ-রাজ এড়ে শত বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
পুনঃ সপ্তবাণ বীর মারে বৃকোদরে।
খণ্ড খণ্ড করি তাহা পাড়ে ভীম শরে॥
বাণ নিবারিয়া করে বাণের প্রহার।
সারথি-সহিত অশ্ব করিল সংহার॥
বিরথ হইয়া বীর ভাবে মনে-মন।
আর রথে চড়ি করে অস্ত্র-বরিষণ॥
বাণ নিবারিয়া ভীম করে শরজাল।
ঢাকিয়া রবির তেজ, তিমির বিশাল॥
নিবারিতে না পারিল কলিঙ্গ-রাজন্।
রথের উপরে পড়ে হ'য়ে অচেতন॥
রাজার সঙ্কট দেখি সহোদরগণ।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র-বরিষণ॥
তাহা দেখি বৃকোদর গদা হাতে ল'য়ে।
নিমেষেকে সবাকারে নিল যমালয়ে॥
সৈন্যগণ বিনাশয়ে পবন-কুমার।
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে নিল যমদ্বার॥
চেতন পাইয়া উঠে কলিঙ্গ-রাজন্।
ভাই সব মরে দেখি মহাশোক-মন॥
হস্তী ষাটি-সহস্র যে রাজার ভিড়নে।
সবারে আদেশি রাজা প্রবেশিল রণে॥
ভীমেরে ডাকিয়া বলে, শুন বীরবর।
সমরেতে বিনাশিলে মোর সহোদর॥
মোর সহ স্থির হ'য়ে করহ সমর।
হস্তীর চাপনে তোমা নিব যম-ঘর॥
শুনি ভীমসেন বীর প্রতিজ্ঞা করয়।
নিশ্চয় তোমারে আজি নিব যমালয়॥
যে-হস্তিগণের তুমি কর অহঙ্কার।
গদার বাতাসে সবে লব যম-দ্বার॥
গদার বাতাস বিনা না করি আঘাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুনহ সাক্ষাৎ॥
এত বলি গদা ল'য়ে ধায় বীরবর।
কোপেতে ফিরায় গদা মাথার উপর॥

দিলেন আপন তেজ ভীমে হৃষীকেশ।
ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু গদাগ্রে প্রবেশ॥
গদা ফিরাইয়া বীর ধায় মহারোষে।
উড়াইল হস্তিগণে দারুণ বাতাসে॥
আকাশেতে ঘূর্ণবায়ু বহে নিরন্তর।
গদার বাতাসে তথা উড়িল কুঞ্জর॥
ঘূর্ণিত বায়ুতে হস্তী ঘূর্ণমান হয়।
সে-দৃশ্য দেখিয়া হয় সবাকার ভয়॥
একই যোজন মধ্যে যত সৈন্য ছিল।
গদার বাতাসে ভীম সবে উড়াইল॥
পর্ব্বতে কাননে কত পড়ে দেশান্তরে।
কতেক পড়িল গিয়া সাগর-ভিতরে॥
দেখিয়া দেবতাগণে লাগে চমৎকার।
কৌরবের সৈন্যগণ করে হাহাকার॥
তবে বৃকোদর বীর অতি বেগে ধায়।
এক ঘায়ে কলিঙ্গেরে নিল যমালয়॥
রথ-অশ্ব-সহ সব গুঁড়া হয়ে গেল।
দেখিয়া কৌরব-দলে আতঙ্ক হইল॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখ-চোখ বাণ॥
সহস্র সহস্র বাণ মারে একেবারে।
ভীমের শরীর বিদ্ধ করিল প্রহারে॥
দেখি গিয়া রথে চড়ে বীর বৃকোদর।
গদা এড়ি লইলেক হাতে ধনুঃশর॥
বাণবৃষ্টি করি বীর নিবারয়ে শর।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধে পুনঃ দ্রোণ-কলেবর॥
দোঁহা দোঁহা'পরে করে অস্ত্র-বরিষণ।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে বারণ॥
জয়দ্রথ-নকুলেতে হয় ঘোর রণ।
দোঁহে দোঁহাকারে বিন্ধে করি প্রাণপণ॥
শকুনি-সহিত যুঝে সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর হৈল উভয় শরীর॥
ক্রুদ্ধ হইল সহদেব মাদ্রীর নন্দন।
শকুনি-হাতের কাটে বড় শরাসন॥
রথধ্বজ কাটি তার সারথি কাটিল।
দিব্য-ভল্ল পঞ্চ গোটা অঙ্গে প্রহারিল॥
আঘাতে শকুনি পড়ে হ'য়ে অচেতন।
আর রথে তুলি তারে নিল যোদ্ধৃগণ॥
অভিমন্যু-দ্রোণপুত্রে বাধিল সমর।
দোঁহে মহাপরাক্রম মহাধনুর্দ্ধর॥
মহাকোপে অভিমন্যু এড়ে ষাটি শর।
রথ-অশ্ব-সারথিরে নিল যম-ঘর॥
অন্য রথে চড়ে দ্রোণপুত্র বিপ্রবর।
আর্জ্জুনি-উপরে মারে সহস্রেক শর॥
অর্দ্ধপথে কাটে তাহা অভিমন্যু বীর।
সন্ধান পূরয়ে পুনঃ নির্ভয়-শরীর॥
হেনমতে দুইজনে বরিষয়ে শর।
সংগ্রামে নিপুণ দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
ভূরিশ্রবা-দ্রুপদেতে রণ অতিশয়।
সমান-বিক্রম কারো নাহি পরাজয়॥
শ্রীহরি চালান রথ, পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভীষ্মের উপরে বীর বরিষেন শর॥
বাণে বাণ নিবারেন গঙ্গার নন্দন।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে কাটি পার্থ তাহা করে নিবারণ।
পুনঃ দিব্য-দশ-বাণ করেন ক্ষেপণ॥
অশ্বসহ সারথিরে করেন সংহার।
বাণাঘাতে ভীষ্ম বীর ব্যথিত অপার॥
তবে পার্থ লক্ষ শর এড়েন ত্বরিতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা কাটি পাড়েন ভূমিতে॥
পার্থের বিক্রম দেখি ভীষ্ম ধরে ধনু।
আশী বাণ দিয়া বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু॥
অঙ্গেতে প্রবেশে শর, রক্ত বহে ধারে।
আর ষাটি বাণ মারে কৃষ্ণের শরীরে॥
সহস্রেক বাণ বীর মারিলেক ধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে॥
পুনঃ দিব্য-অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম মহাবীর।
গাণ্ডীব ধনুক হ'তে কাটে গুণ তীর॥

ধনুকেতে আর গুণ দিতে ধনঞ্জয়।
রথী দশ সহস্রেরে মারে মহাশয়॥
শঙ্খধ্বনি করি বীর রথ বাহুড়িল।
সন্ধ্যা জানি সর্ব্বজন শিবিরে চলিল॥
কৌরব-পাণ্ডব গেল আপনার ঘর।
কাশী কহে, সাত দিন হইল সমর॥

ভীষ্মদেব কর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডব নিধনের সঙ্কল্প

কৌরবের যোদ্ধৃগণ চলিল শিবির।
ভীষ্মের নিকটে গেল দুর্য্যোধন বীর॥
পিতামহ-পদে বীর প্রণাম করিয়া।
সবিনয়ে কহে রাজা কৃতাঞ্জলি হৈয়া॥
তোমার সমান বীর নাহিক সংসারে।
দেবতা-দানবগণ সবে তোমা ডরে॥
পৃথিবী নিঃক্ষত্রাকারী রাম মহাশয়।
তোমার নিকটে হৈল তাঁর পরাজয়॥
হেন মহাবীর তুমি দুর্জ্জয় সংসারে।
মুহূর্ত্তেকে তিনলোক পার জিনিবারে॥
পাণ্ডবের সহ কর সাত দিন রণ।
নির্ব্বিঘ্নে গৃহেতে যায় ভাই পঞ্চজন॥
যদ্যপি রণেতে কালি না মার পাণ্ডবে।
অপযশ হবে তব জগতে জানিবে॥
রুষিয়া উঠিল শুনি ভীষ্ম মহাবীর।
তূণ হ'তে পঞ্চ শর করিল বাহির॥
মহাকাল নাম তার জানে সর্ব্বজন।
সুরপতি-বজ্র-সম নহে নিবারণ॥
বাণ হস্তে করি কহে জাহ্নবী-নন্দন।
কোন চিন্তা নাহি তব, শুন দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবে সমরে কল্য নাশিব এ শরে।
দেব দামোদর যদি ছল নাহি করে॥
কৃষ্ণের কারণে বাঁচে ভাই পঞ্চজনে।
নহে তার কিবা শক্তি মম সহ রণে॥
কালি পাণ্ডুপুত্রগণে মারিব এ শরে।
তবে সে যাইব আমি নিজ অন্তঃপুরে॥
দুর্য্যোধন শুনি মহা আনন্দ পাইল।
দিব্য বস্ত্র-গৃহ তথা নির্ম্মাইয়া দিল॥
সেই গৃহে রহিলেন গঙ্গার নন্দন।
দুর্য্যোধন মনে ভাবে জিনিলাম রণ॥

ভীষ্মের নিকট হইতে পঞ্চশর আনিবার মন্ত্রণা

যুধিষ্ঠির মহারাজ সহ-ভ্রাতৃগণ।
যত যোদ্ধৃগণ আর দেব নারায়ণ॥
সভা করি বসিলেন আপন আলয়।
সহদেবে জিজ্ঞাসেন দেবকী-তনয়॥
কিমতে হইবে কালি যুদ্ধের করণি।
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ মন্ত্রিমণি॥
সহদেব বলে, শুন সংসারের সার।
সকল জানহ, আমি কি বলিব আর॥
দুর্য্যোধন-আদেশেতে পিতামহ বীর।
তূণ হ'তে পঞ্চশর করিল বাহির॥
পাণ্ডবে বধিব বলি প্রতিজ্ঞা করিল।
দ্বারেতে রহিল, অন্তঃপুরে নাহি গেল॥
পাণ্ডবের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে উচিত হয়॥
শুনি যুধিষ্ঠির পাইলেন মহাভয়।
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা কভু লঙ্ঘন না হয়॥
সবান্ধবে কালি সবে হইব নিধন।
উপায় ইহার কিবা হবে নারায়ণ॥
শ্রীহরি বলেন, রাজা চিন্তা না করিহ।
ধনঞ্জয় বীরবরে মম সঙ্গে দেহ॥
ছল করি ভীষ্ম-স্থানে আনি পঞ্চ বাণ।
অরিষ্ট ঘুচিবে, হবে সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, হইল বিস্ময়।
কিরূপে আনিবে ছলে কহ মহাশয়॥

কৃষ্ণ কহিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কাম্যবনে যবে তোমা ছিলে পঞ্চজন ॥
দূত-মুখে দুর্য্যোধন শুনি সমাচার।
দুষ্ট-মন্ত্রিগণ-সহ করিল বিচার ॥
ঐশ্বর্য্য দেখাতে তথা করে আগমন।
সর্ব্বসৈন্য সাজিলেক বিনা ভীষ্ম দ্রোণ ॥
করিতে প্রভাস-স্নান দিলেক ঘোষণা।
সবান্ধবে চলে আর যত পুরজনা ॥
তোমারে অমান্য করি প্রভাসেতে গেল।
চিত্ররথ-পুষ্পোদ্যান তথায় ভাঙ্গিল ॥
শুনি ক্রোধে আসিল গন্ধর্ব্ব বীরবর।
দুর্য্যোধন-সহ তার হইল সমর ॥
কর্ণ-আদি যত যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিল।
স্ত্রীগণ-সহিত দুর্য্যোধনেরে বান্ধিল ॥
প্রেষণীর মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ।
অর্জ্জুনেরে পাঠাইয়া করিলে মোচন ॥
তুষ্ট হ'য়ে ধনঞ্জয়ে বলে দুর্য্যোধন।
মম স্থানে তাহা লহ যাহে যায় মন ॥
পার্থ বলিলেন, এবে নাহি মম কাজ।
সময় হইলে লব, শুন কুরুরাজ ॥
সেই সত্য হেতু আজি তথাকারে যাব।
ছল করি নিজকার্য্য উদ্ধার করিব ॥
এতেক বলিয়া হরি পার্থ দুইজন।
শীঘ্রগতি চলিলেন যথা দুর্য্যোধন ॥
শ্রীহরি বলেন, আমি থাকিব বাহিরে।
আনহ মুকুট তুমি মাগি কুরুবীরে ॥
মুকুট মস্তকে দিয়া যাহ ভীষ্ম যথা।
শর মাগি আন বীর ঘুচুক যে ব্যথা ॥

● ভীষ্মকে ছলনা করিয়া অর্জ্জুনের পঞ্চশর গ্রহণ

শুনি পার্থ চলিলেন অতি শীঘ্রতর।
দ্বারী জানাইল গিয়া নৃপতি-গোচর ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ত্বরিত ডাকিল।
অন্তঃপুরে দিব্যাসনে পার্থে বসাইল ॥
জিজ্ঞাসি কিহেতু হৈল তব আগমন।
যে বাঞ্ছা তোমার, তাহা করিব পূরণ ॥
অর্জ্জুন বলেন, রাজা, পূর্ব্ব-অঙ্গীকার।
মুকুট আমারে দিয়া সত্যে হও পার ॥
শুনি দুর্য্যোধন নাহি বিলম্ব করিল।
মাথার মুকুট আনি অর্জ্জুনেরে দিল ॥
মুকুট পাইয়া বীর হরষিত-মন।
তথা হ'তে চলিলেন ভীষ্মের সদন ॥
মুকুট শিরেতে বান্ধি উপনীত পার্থ।
দেখি ভীষ্ম সমাদর করিল যথার্থ ॥
ভীষ্ম কহে, কহ, শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
এত রাত্রে কি-কারণে হেথা আগমন ॥
পার্থ বলিলেন, দেহ মহাকাল শর।
স্বহস্তে পাণ্ডবে বধি জিনিব সমর ॥
হাসি গঙ্গাপুত্র শর দিল সেইক্ষণে।
নিলেন অর্জ্জুন তাহা হরষিত-মনে ॥
হেনকালে বাসুদেব দিলেন দর্শন।
দেখি ভীষ্ম জানিলেন সকল কারণ ॥
কৃষ্ণ-প্রতি বলিছেন শান্তনু-কুমার।
কি-হেতু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলে আমার ॥
শিব-সনকাদি তব না জানে মহিমা।
দেবগণ মুনিগণ দিতে নারে সীমা ॥
অখিল-ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর জগতের পতি।
আপনি হইলে তুমি পাণ্ডব-সারথি ॥
আমার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গি রাখিলে পাণ্ডবে।
তোমার প্রতিজ্ঞা কালি ভাঙ্গিব আহবে ॥
সান্ত্বনা করিয়া ভীষ্মে দেবকী-নন্দন।
অস্ত্র ল'য়ে দুইজন করেন গমন ॥
পাণ্ডবগণের তাহে আনন্দ হইল।
মৃত শরীরেতে যেন প্রাণ সঞ্চারিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

অষ্টম দিনের যুদ্ধ

দুর্য্যোধন রাজা শুনি হৈল দুঃখী-মন।
প্রভাতে করিল বীর সৈন্যের সাজন॥
হরিষেতে পাণ্ডবের সৈন্যগণ সাজে।
ভেরী তূরী দুন্দুভি ও নানা বাদ্য বাজে॥
চতুরঙ্গদলে সাজি সমরে আসিল।
সৈন্যগণ-কোলাহলে আকাশ ব্যাপিল॥
রথীকে ধাইল রথী, গজ ধায় গজে।
আসোয়ারে আসোয়ারে যুদ্ধহেতু সাজে॥
নানা-অস্ত্র সৈন্যগণ করে বরিষণ।
আষাঢ়-শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর রথে, শ্রীহরি সারথি।
ভীষ্মের সম্মুখে রথ নিলেন ঝটিতি॥
দেবদত্ত-শঙ্খ তবে বাজান অর্জ্জুন।
বাজিল ভীষ্মের শঙ্খ তা হ'তে দ্বিগুণ॥
দুই শঙ্খ-নিনাদেতে হৈল মহারোল।
প্রলয়-কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভীষ্ম বলেন বচন।
আজিকার রণে পার্থ বুঝিব কেমন॥
দুর্য্যোধনের মুকুট ছলে নিলে তুমি।
কৃষ্ণের ছলনা এত, না বুঝিনু আমি॥
কৃষ্ণের মায়ায় বশ এ-তিন-সংসার।
ব্রহ্মা-হর-অগোচর, কিবা অন্য আর॥
ছল করি মম স্থানে নিলে পঞ্চ-শর।
বুঝিব, কিমতে আজি করিবে সমর॥
প্রতিজ্ঞা আমার আজি শুন ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে ধরাইব অস্ত্র, জানিহ নিশ্চয়॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি, যদি নাহি করি।
শান্তনু-নন্দন বৃথা ভীষ্ম নাম ধরি॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা শুনি যত দেবগণ।
কৌতুক দেখিতে সবে আসিল তখন॥
প্রথমে প্রতিজ্ঞা এই করিলেন হরি।
ভারত-সমরে নাহি অস্ত্র করে ধরি॥
প্রতিজ্ঞা করিল এবে গঙ্গার নন্দন।
দেখিব, কাহার পণ করিবে রক্ষণ॥
অনন্তর ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
গগন ছাইল বাণে, অন্ধকার হৈল॥
সন্ধান পূরিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ।
অর্দ্ধ পথে কাটি ভীষ্ম করে খান খান॥
পুনঃ বাণ এড়িলেন ইন্দ্রের নন্দন।
শীঘ্রহস্তে ভীষ্ম তাহা কাটে সেইক্ষণ॥
দোঁহে দোঁহা'পরে অস্ত্র করয়ে প্রহার।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করয়ে সংহার॥
দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নে বাধে ঘোরতর রণ।
বিস্মিত হইয়া তাহা দেখে সর্ব্বজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণ-প্রতি মারে মহাশর।
দ্রোণ মারে শত বাণ তাহার উপর॥
মহাক্রোধে দ্রোণাচার্য্য পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-বীর মারে দশ গোটা বাণ॥
হাহাকার করে লোক, আসে মহাবাণ।
শরে হানি ধৃষ্টদ্যুম্ন করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু বড় পায় লাজ।
শক্তি ফেলি মারে তার হৃদয়ের মাঝ॥
মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন পূরিল সন্ধান।
দ্রোণের বৃহৎ শক্তি করে দুই খান॥
মহাক্রোধে দ্রোণ গুরু বরিষয়ে শর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনু দ্রুত কাটে বীরবর॥
ধনু কাটা গেল দেখি গদা নিল হাতে।
গদা ফেলি মারিলেন দ্রোণাচার্য্য-মাথে॥
হেঁট হৈয়া এড়াইল দ্রোণ মহাবলী।
দুর্য্যোধন দেখি হয় মহা কুতূহলী॥
তবে দ্রোণ দশ বাণ পূরিল সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-রথধ্বজ করে খান খান॥
বিরথ হইয়া বীর খড়্গ ল'য়ে ধায়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥
খড়্গের প্রহারে চারি অশ্বে সংহারিল।
চোখ-চোখ শর দ্রোণাচার্য্য প্রহারিল॥

পঞ্চশরে খড়গ কাটি সংচূর্ণ করিল।
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র অঙ্গে প্রবেশিল ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যথিত-অন্তর।
অভিমন্যু-রথে গিয়া উঠিল সত্বর ॥
ভীম-দুর্য্যোধনে যুদ্ধ কি দিব তুলনা।
বিস্মিত হইয়া চাহি দেখে সর্ব্বজনা ॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম-ভিতর।
দোঁহার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
মহাকোপ উপজিল বৃকোদর-বীরে।
গদার প্রহার করে রাজার উপরে ॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইল ব্যথিত।
আপনার রথে গিয়া উঠিল ত্বরিত ॥
ধনুক ধরিয়া অস্ত্র করে বরিষণ।
দেখি নিজ রথে চড়ে পবন-নন্দন ॥
নানা-অস্ত্র দুইজন করয়ে প্রহার।
দোঁহে দোঁহাকার অস্ত্র করয়ে সংহার ॥
মহাক্রোধে ভীমসেন পূরিল সন্ধান।
দুর্য্যোধন-ধনু কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু লয় দুর্য্যোধন বীরবর।
সেই ধনু কাটি পাড়ে বীর বৃকোদর ॥
পুনঃ দুর্য্যোধন বীর যত ধনু লয়।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা ভীম মহাশয় ॥
রাজার সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধৃগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা বীর বৃকোদর।
নিজশরে সবাকারে করিল জর্জ্জর ॥
কাহারো কাটিল ধ্বজ, কাহারো সারথি।
কারো মাথা কাটি পাড়ে ভীম মহামতি ॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর ॥
মহা-ক্রোধে ভীমসেন বরিষয়ে শর।
সহস্র সহস্র সেনা নিল যমঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

ভীষ্মকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ

সেনাভঙ্গ দেখি কৃপাচার্য্য মহামতি।
ভীমের সম্মুখে বীর আসিল ঝটিতি ॥
দিব্য-অস্ত্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভীমের ধনুক কাটি করে দুইখান ॥
কাটা ধনু ফেলি বীর অন্য ধনু লয়।
কৃপাচার্য্য-উপরেতে বাণ বরিষয় ॥
বাণে নিবারয়ে তাহা কৃপ দ্বিজবর।
ভীমের উপরে পুনঃ বরিষয়ে শর ॥
দোঁহে রণে বিশারদ, সমরে প্রচণ্ড।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে করে খণ্ড খণ্ড ॥
সাত্যকি-সহিত ভূরিশ্রবা করে রণ।
অভিমন্যু-সহ যুঝে সুশর্ম্মা-রাজন্ ॥
ঘটোৎকচ-অলম্বুষ যুদ্ধেতে মাতিল।
দোঁহে মহাপরাক্রম রণে প্রকাশিল ॥
অশ্বত্থামা-সহ যুঝে দ্রুপদ-রাজন্।
গগন ছাইয়া করে অস্ত্র-বরিষণ ॥
যুধিষ্ঠির-সহ যুঝে শল্য মহামতি।
দুর্ম্মুখ-সহিত যুঝে বিরাট নৃপতি ॥
নকুল-সহিত দুঃশাসন করে রণ।
কেহ কারে জিনিতে না পারে কদাচন ॥
সহদেব-সহ যুঝে শকুনি দুর্ম্মতি।
সহদেব কাটিলেন তাহার সারথি ॥
ধনুর্গুণ কাটি তার কবচ ভেদিল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে তাহে শকুনি পলাল ॥
শকুনির পলায়নে হরষিত-মন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
অর্জ্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ ঘোর দরশন।
আকাশমার্গেতে থাকি দেখে দেবগণ ॥
দুই বীর অস্ত্র-বৃষ্টি করে নিরন্তর।
দোঁহে নিবারণ করে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ক্রোধে ভীষ্ম শত শত পূরিল সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন খান খান ॥

বাণ ব্যর্থ করি পার্থ এড়িলেন শর।
ভীষ্মের সে ধনুর্গুণ কাটেন সত্বর ॥
আর গুণ ধনুকেতে দিল মহাশয়।
সহস্রেক বাণ একেবারে বরিষয় ॥
গগন ছাইয়া হৈল বাণের সঞ্চার।
রবিতেজ আচ্ছাদিল, হইল আঁধার ॥
নিবারিতে না পারেন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
শরাঘাতে জর জর হৈল কলেবর ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর শান্তনু-নন্দন।
কৃষ্ণের শরীরে বাণ করিল ঘাতন ॥
তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর মহাকোপ-মন।
ভীষ্মের শরীরে বাণ করিল ঘাতন ॥
পুনঃ আর দিব্য-শর এড়েন ত্বরিতে।
ভীষ্মের হাতের ধনু কাটেন তাহাতে ॥
আর ধনু নিল শীঘ্র ভীষ্ম বীরবর।
সেই ধনু কাটিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
ভীষ্ম তাঁরে প্রশংসিল সাধু সাধু করি।
শর-বৃষ্টি করে বীর তার ধনু ধরি ॥
সারথি শ্রীবাসুদেব, পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দোঁহারে বিন্ধিয়া ভীষ্ম করেন জর্জ্জর ॥
আর লক্ষ শর মারে সৈন্যের উপর।
কোটি কোটি সেনা পড়ি যায় যম-ঘর ॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের সৈন্য মারি করিল অস্থির ॥
মনেতে সম্ভ্রম পাইলেন যদুবীর।
ভীষ্মের বাণেতে বিদ্ধ শ্যামল শরীর ॥
তবে পার্থ মহাবীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
কাটেন ভীষ্মের বাণ সন্ধান পূরিয়া ॥
আর বাণ এড়িলেন অতিশয় রোষে।
পড়িল কৌরব-সৈন্য শমনের গ্রাসে ॥
দেখিয়া হইল রুষ্ট গঙ্গার নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ-বরিষণ ॥
বাণেতে হইল লুপ্ত সূর্য্যের প্রকাশ।
শূন্যমার্গ রুদ্ধ হয়, না চলে বাতাস ॥
দিবা নিশি নাহি জ্ঞান, হৈল অন্ধকার।
নিবারিতে না পারেন কুন্তীর কুমার ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব হইল কাতর।
সমরে সামর্থ্যহীন পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন দুর্ব্বল আর সৈন্যের নিধন।
নিবৃত্ত না হয় ভীষ্ম, মারে শরগণ ॥
মহাকোপ উপজিল দেবকী-নন্দনে।
আজি আমি বিনাশিব যত কুরুগণে ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে বাণ না ধরিব।
না ধরিলে আজি রণে পাণ্ডবে হারাব ॥
এতেক চিন্তেন লক্ষ্মীকান্ত মনে মন।
চোখ-চোখ বাণ ভীষ্ম মারে ঘন ঘন ॥
অস্থির হইয়া হরি কমললোচন।
লাফ দিয়া রথ হ'তে পড়েন তখন ॥
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈন্যের সাক্ষাৎ।
ভীষ্মেরে মারিতে যান ত্রিলোকের নাথ ॥
গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি।
কৃষ্ণের চরণ-ভরে কাঁপে বসুমতী ॥
বিস্মিত হইয়া চাহি দেখে সর্ব্বজন।
ভীষ্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥
সম্ভ্রম না করে ভীষ্ম, হাতে ধনুঃশর।
নির্ভয়ে বসিয়া ভাবে রথের উপর ॥
আসিছে ভুবনপতি মারিতে আমাকে।
মারুক আমাকে যেন দেখে সর্ব্বলোকে ॥
শীঘ্র এস, কৃষ্ণ, কর আমারে সংহার।
তোমার প্রসাদে তরি এ ভব-সংসার ॥
তোমার বাণেতে যদি সমরে মরিব।
দিব্য বিমানেতে চড়ি বৈকুণ্ঠে যাইব ॥
এতেক বলিয়া বীর ত্যজে ধনুঃশর।
কৃতাঞ্জলি স্তুতি করে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ভক্তের অধীন তুমি বিরিঞ্চিমোহন।
নমস্তে সুদামবিপ্র-দারিদ্র্য-ভঞ্জন ॥
ধ্রুবকে অচল-পদ দিলে চক্রধারী।
প্রহ্লাদে রক্ষিলে হিরণ্যাক্ষেরে সংহারি ॥

নমস্তে বামনমূর্ত্তি, নমো জনার্দ্দন।
নমো রামচন্দ্র দশস্কন্ধ-বিনাশন॥
ভক্তের অধীন তুমি জানে চরাচরে।
আমার প্রতিজ্ঞা আজি রাখিলে সমরে॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে ভীষ্ম বীর।
আনন্দে পূর্ণিত মন, রোমাঞ্চ-শরীর॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ক্রোধ ইন্দ্রের নন্দন।
রথ হ'তে নামি ধাইলেন সেইক্ষণ॥
দশপদ-অন্তরেতে ধরে ছুটি হাত।
সংবর সংবর ক্রোধ ত্রিভুবন-নাথ॥
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে তোমার অগ্রেতে।
ভীষ্মের বিনাশ আমি করিব যুদ্ধেতে॥
ভীষ্মে মারি কুরুবংশ করিব যে ক্ষয়।
তোমার প্রসাদে রণে হইবেক জয়॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেব দামোদর।
ক্ষান্ত হ'য়ে চড়িলেন রথের উপর॥
অনন্তরে ধনঞ্জয় ধরি শরাসন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্যবাণ করেন ক্ষেপণ॥
সহস্রেক রথী তাহে গেল যমদ্বার।
সহস্র সহস্র গজ হইল সংহার॥
দেখি ভীষ্ম এড়িলেন শক্তি বজ্রসার।
ইন্দ্রবাণে কাটিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
এড়েন মাহেন্দ্র বাণ মহেন্দ্র-সমান।
লক্ষ লক্ষ রথ করিলেন খান খান॥
দেখি ভীষ্ম মহাকোপে এড়ে শরগণ।
পাণ্ডবের সৈন্যগণে করিল নিধন॥
অযুত মারিয়া রথী শঙ্খ বাজাইল।
সন্ধ্যা জানি যোদ্ধৃগণ নিবৃত্ত হইল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

নবম দিনের যুদ্ধ

শিবিরে গেলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
সভা করি বসিলেন বিষাদিত অতি॥
পিতামহ-পরাক্রম অতুল ভুবনে।
কিরূপে হইবে জয়, ভাবে মনে মনে॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করি বীরবর।
রাখিল প্রতিজ্ঞা নিজ সংগ্রাম-ভিতর॥
হেন-বীর-সহ যুঝিবেক কোন্ জন।
এত বলি চিন্তাযুক্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিয়া দ্রুপদ রাজা প্রবোধে ধর্ম্মেরে।
আমার বচন শুন, না চিন্ত অন্তরে॥
ভক্তের অধীন প্রভু জগতে বিদিত।
সর্ব্বদা ভক্তের হিত করেন বিহিত॥
ভক্তের প্রতিজ্ঞা সদা করেন রক্ষণ।
স্তম্ভেতে নৃসিংহমূর্ত্তি করেন ধারণ॥
প্রহ্লাদেরে বহু দুঃখ দিল দৈত্যেশ্বর।
সে-কারণে তারে দেব নিল যম-ঘর॥
বলিরে ছলনা করি নিলেন পাতালে।
স্বর্গের কর্ত্তৃত্ব পুনঃ দিল স্বর্গপালে॥
বিভীষণ রাজা হয়, যাঁহার মহিমা।
অদ্ভুত প্রভুর লীলা, নাহি তার সীমা॥
হেন প্রভু গদাধর পার্থের সারথি।
অকারণে শোক কেন কর মহীপতি॥
অবশ্য হইবে জয়, নাহিক সংশয়।
এত বলি প্রবোধিল ধর্ম্মের তনয়॥
এত শুনি পাণ্ডবের প্রবোধ জন্মিল।
নানাকথা-আলাপনে রজনী বঞ্চিল॥
প্রভাতে উভয় সৈন্য করিয়া সাজন।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া সবে দিল দরশন॥
যে যার লইয়া অস্ত্র যত যোদ্ধৃগণ।
সিংহনাদ করি রণে ধায় সর্ব্বজন॥
মহারথিগণ তবে করে অস্ত্রাঘাত।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি করিল নিপাত॥

শ্রীহরি সারথি রথে, পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রবৃষ্টি করিলেন, যেন জলধর॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি গেল যম-ঘর।
বহিল শোণিত-নদী অতি ভয়ঙ্কর॥
ভীমসেন বিনাশিল যত হস্তিগণ।
আড়ারির প্রায় তাহে হইল শোভন॥
নদীফেন-সম ভাসে শ্বেতচ্ছত্রচয়।
কচ্ছপ হইল চর্ম্ম, অসি মীন হয়॥
শৈবাল-সমান কেশ ভাসি যায় স্রোতে।
শুশুক-সমান গজ ডুবিছে তাহাতে॥
গ্রাহ-সম মৃত অশ্ব বেগে ভাসি যায়।
হস্ত-পদ তৃণ-সম ভাসিছে তাহায়॥
শোণিতের নদী বেগে বহে ভয়ঙ্কর।
বৃষ্টিধারা-সম অস্ত্র পড়ে নিরন্তর॥
প্রচণ্ড সমর দেখি আসেন চামুণ্ডা।
দিগম্বরী মুক্তকেশী, হস্তে শোভে খাণ্ডা॥
সঙ্গেতে যোগিনীগণ বিস্তারবদনা।
নরমুণ্ড গলে দোলে, বিলোল রসনা॥
গজমুণ্ড ল'য়ে কর্ণে পরিল কুণ্ডল।
করতালি দিয়ে নাচে, হাসে খলখল॥
নরমুণ্ডমালা কেহ গাঁথি পরে গলে।
গেঁড়ুয়া খেলায় কেহ মহাকুতূহলে॥
হাতেতে খর্পর ধরি রক্ত পান করে।
ক্রীড়ায় যোগিনীগণ আনন্দে বিহরে॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে আনন্দেতে ধায়।
শকুনি গৃধিনী কঙ্ক উড়িয়া বেড়ায়॥
ভীষ্ম-পার্থ দুই বীর করেন সমর।
আশ্চর্য্য হইয়া চাহে যতেক অমর॥
মহাকোপে ভীষ্মবীর সন্ধান পূরিল।
সহস্র নৃপতি রণে সংহার করিল॥
পাণ্ডবের বহু সেনা বিনাশিল রণে।
হয় হস্তী পদাতিক পড়ে অগণনে॥
যত যোদ্ধৃগণ সব করে ঘোর রণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ-বরিষণ॥
তোমর ভুশুণ্ডী শেল মুষল মুদ্গর।
বরিষা-কালেতে যেন বর্ষে জলধর॥
মহারোষে বৃকোদর সমরে প্রবেশে।
গদার প্রহারে সৈন্য মারয়ে বিশেষে॥
দেখিয়া ধাইল রণে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র-বরিষণ॥
দেখি বৃকোদর বীর অস্ত্র নিল হাতে।
নিমেষে অনেক সৈন্য মারে অস্ত্রাঘাতে॥
জর্জ্জর করিয়া বিন্ধে রাজার শরীর।
বাণাঘাতে মর্ম্মব্যথা পায় কুরুবীর॥
ধনুক ছাড়িয়া বীর গদা ল'য়ে ধায়।
মারিল ভীমের সারথিরে এক ঘায়॥
মহাক্রোধ উপজিল বীর বৃকোদরে।
চোখ-চোখ দশ-বাণ রাজারে প্রহারে॥
দুই বাণে গদা কাটি করে খান খান।
কাটিলেন অঙ্গের কবচ তনুত্রাণ॥
নিরস্ত্র বিবস্ত্র হ'য়ে রাজা দুর্য্যোধন।
আপনার সৈন্যে পশি রাখিল জীবন॥
দেখি যত যোদ্ধৃগণ অতি বেগে ধায়।
ভীমের উপরে নানা অস্ত্র বরিষয়॥
নিবারিল সব অস্ত্র পবন-নন্দন।
নিজ অস্ত্রে সবাকারে করিল ঘাতন॥
তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হয় দ্রোণ মহামতি।
ভীমের ধনুক বীর কাটে শীঘ্রগতি॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সে-ধনুও কাটে গুরু গুণ নাহি দিতে॥
মহাক্রোধ করিলেক বৃকোদর বীর।
গদা ল'য়ে ধায় পুনঃ নির্ভয়-শরীর॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
গদা কাটিবারে বীর এড়ে দশ বাণ॥
গদা ফিরাইয়া ভীম করে নিবারণ।
দ্রোণাচার্য্য-রথে গদা করিল ঘাতন॥
সারথি তুরগ রথ সব হৈল চুর।
লাফ দিয়া ভূমে পড়ে দ্রোণ মহাশূর॥

আর রথে চড়ি গুরু বরিষয়ে শর।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবর॥
ভীম বায়ুবেগে গদা মস্তকে ফিরায়।
দ্রোণের সারথি বীর মারে এক ঘায়॥
চোখ-চোখ বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
কাটিল ভীমের গদা করি খান খান॥
গদা কাটা গেল, ভীম কুপিত হইল।
আঁকাড়িয়া ধরি রথ তুলিয়া ফেলিল॥
লাফ দিয়া দ্রোণাচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
ভূমিতে পড়িয়া রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল॥
মহাক্রোধী ভীমসেন ধায় অতিবেগে।
মুকটীর ঘায় মারে, যারে পায় আগে॥
পদাঘাতে বহু রথ করিলেক চূর।
বড় বড় গজ ধরি ফেলে বহু দূর॥
রথে রথে প্রহারয়ে, গজে গজে মারে।
চরণে মর্দ্দিয়া যত পদাতি সংহারে॥
এইমত মহামার করে বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারি নিল যম-ঘর॥
পুনঃ আর রথে গুরু করি আরোহণ।
ভীমের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
দেখি ভীম নিজ রথে চড়িয়া বসিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া নিজ অস্ত্র নিল॥
মুহূর্ত্তেকে নিবারিল আচার্য্যের শর।
নিজ অস্ত্র প্রহারিল দ্রোণের উপর॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দোঁহে বীরবর।
দোঁহে অস্ত্র-বৃষ্টি করে, যেন জলধর॥
অভিমন্যু মহাবীর অর্জ্জুন-নন্দন।
কৌরবের সৈন্যগণ করিল নিধন॥
দেখিয়া রুষিল কৃপাচার্য্য মহামতি।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া ধায় শীঘ্রগতি॥
গগন ছাইয়া করে বাণ-বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা অর্জ্জুন-নন্দন॥
বাণ ব্যর্থ দেখি কৃপাচার্য্য মহাশয়।
পুনঃ দিব্য-শর নিল সক্রোধ-হৃদয়॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু এড়ে পঞ্চবাণ।
অভিমন্যু বীরের যে কাটে ধনুখান॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষুর নিমেষে।
বাণ-বৃষ্টি করে, যেন মেঘেতে বরিষে॥
কৃপের সারথি কাটে, আর অশ্ব চারি।
ধ্বজ কাটি পাড়িলেক কৃপ বরাবরি॥
আর দুই বাণে তার কবচ ভেদিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কৃপ রথেতে পড়িল॥
দেখি অশ্বত্থামা রণে অগ্রসর হৈল।
অভিমন্যু বীর তারে বাণ প্রহারিল॥
ধনুক কাটিয়া তার দ্বিখণ্ড করিল।
দ্রোণপুত্র মহাবীর লজ্জিত হইল॥
ক্রোধে আর ধনু হাতে নিল মহাবীর।
বাণ-বৃষ্টি করে বহু রণে হ'য়ে স্থির॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি কাটে মহাবীর।
পিতৃ-সম পরাক্রম, সমরে সুধীর॥
নিজ শরে পুনঃ তারে করয়ে প্রহার।
বাণে নিবারয়ে তাহা অর্জ্জুন-কুমার॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা বাণ মারে।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে বাণেতে নিবারে॥
এইমত যুদ্ধ করে যত যোদ্ধৃগণ।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে, কে করে গণন॥
জাঠি শেল ঝাকড়াদি মুষল মুদ্গর।
বরিষার ধারা যেন বর্ষে নিরন্তর॥
ভয়ঙ্কর রণস্থল দেখি লাগে ভয়।
ডাকিনী যোগিনী প্রেত পিশাচ ক্রীড়য়॥
শত শত কবন্ধ উঠিয়া করে রণ।
কাহার সামর্থ্য আছে করিতে বর্ণন॥
অর্জ্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ কি দিব উপমা।
দেবাসুর-নরে তাহা দিতে নারে সীমা॥
পূর্ব্বে যথা রণ করে মিলি দেবাসুর।
দোঁহাকার অস্ত্রাঘাতে কাঁপে তিন পুর॥
ক্রোধে ভীষ্ম দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
অর্দ্ধ পথে ধনঞ্জয় করে দশ খান॥

পুনঃ শত শর এড়ে গঙ্গার কুমার।
বাণে কাটি ধনঞ্জয় করে ছারখার॥
যত বাণ এড়ে ভীষ্ম কাটেন অর্জ্জুন।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু, সমরে নিপুণ॥
তবে পার্থ দশ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
ধনুর্গুণ ভীষ্মের যে করে খান খান॥
দুই বাণে কাটি তবে পাড়ে রথধ্বজ।
দুই বাণে ভেদিলেন অঙ্গের কবচ॥
হাতের ধনুক কাটি ইন্দ্রের নন্দন।
সহস্রেক মহারথী করেন নিধন॥
দেখি মহাকোপে ভীষ্ম অন্য ধনু লয়।
গগন ছাইয়া বীর বাণ বরিষয়॥
নাহি দেখি দিবাকরে, রজনী প্রকাশ।
শূন্যপথ রুদ্ধ হৈল, না চলে বাতাস॥
দেখি ইন্দ্র-অস্ত্র নিয়া ইন্দ্রের নন্দন।
নিবারণ করিলেন যত শরগণ॥
কোপে ভীষ্ম দিব্যশর সন্ধান পূরিল।
দশ বাণ অর্জ্জুনের হৃদয়ে হানিল॥
বাণাঘাতে ব্যথা পায় বাসব-তনয়।
ষাটি বাণে বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়॥
আট বাণে চারি অশ্বে বিন্ধিল সত্বর।
রথী-দশ-সহস্রেরে নিল যম-ঘর॥
জয়শঙ্খ বাজাইল, হৈল সন্ধ্যাকাল।
রণ ত্যজি শিবিরে চলিল মহীপাল॥
কৌরব-পাণ্ডবগণ গেল নিকেতন।
নবম দিনের যুদ্ধ হৈল সমাপন॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

● ভীষ্মের নিকট যুধিষ্ঠিরের খেদোক্তি

রণসজ্জা ত্যাগ করি বৈসে যোদ্ধৃগণ।
কৃষ্ণ-প্রতি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
নয় দিন হৈল আজি ঘোরতর রণ।
পিতামহ করিলেন প্রতিজ্ঞা-পূরণ॥
হে কৃষ্ণ, দেখি যে এবে হৈল সর্ব্বনাশ।
কি করিব, কি হইবে, কহ শ্রীনিবাস॥
ভীষ্মবীর বিনাশিছে যত যোদ্ধৃগণ।
গজ যেন ভাঙ্গে সব কদলীর বন॥
বায়ুর সাহায্যে যথা অনল উথলে।
পিতামহ-পরাক্রম তথা রণস্থলে॥
শমনে বরুণে ইন্দ্রে জিনিবারে পারে।
মহাপরাক্রম ভীষ্ম অতুল সংসারে॥
আপন-কুবুদ্ধি-দোষে করিনু এ কর্ম্ম।
প্রবৃত্ত হইনু যুদ্ধে না বুঝিয়া মর্ম্ম॥
অনলে পতঙ্গ পড়ি যেন পুড়ে মরে।
সেইমত মম সৈন্য পড়য়ে সমরে॥
প্রহারে পীড়িত হৈল যত সৈন্যগণ।
যুদ্ধে কার্য্য নাহি মম, পুনঃ যাই বন॥
আজ্ঞা দেহ, শ্রীগোবিন্দ, শুভ নহে রণ।
তপস্যা করিব গিয়া ভাই পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির শুনি হেন বাণী।
সান্ত্বনা করিয়া কহিছেন চক্রপাণি॥
ভ্রাতা সব তব যত দুর্জ্জয় ভুবনে।
আপনি বিষাদ রাজা, কর কি-কারণে॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় অগ্নি-সম খর।
মাদ্রীপুত্র দোঁহে বীর যেন পুরন্দর॥
আমিহ কুশল চিন্তি, কর ধর্ম্ম সার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তোমার॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ দুর্জ্জয় সমরে।
প্রতিজ্ঞা করিল সেই ভীষ্মে মারিবারে॥
অবশ্য সমরে ভীষ্ম হবেন নিধন।
সাক্ষাতে দেখিবে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া বিনয়।
যতকিছু বল ওহে কৃষ্ণ দয়াময়॥
সকল সম্ভবে, তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন্ কার্য্য অসাধ্য তাহার॥

প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি সবা-বিদ্যমানে।
অস্ত্র না ধরিব আমি এই মহারণে॥
ইহাতে না দেখি আমি সমরেতে জয়।
আর কে মারিতে পারে ভীষ্ম মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন, শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাসত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মবীর॥
কভু মিথ্যা না কহেন ভীষ্ম মহামতি।
তাঁহার নিকটে রাজা, চল শীঘ্রগতি॥
ইচ্ছামৃত্যু সেই ভীষ্ম খ্যাত ত্রিভুবনে।
মৃত্যুর উপায় জিজ্ঞাসিব সে-কারণে॥
এই যুক্তি কহিলেন কৃষ্ণ মহামতি।
অঙ্গীকার করিলেন ধর্ম্ম-নরপতি॥
কৃষ্ণের সহিত তবে পঞ্চ মহাবীর।
সবে মিলি চলিলেন ভীষ্মের শিবির॥
দ্বারী গিয়া বার্ত্তা কহে ভীষ্ম-বরাবর।
শ্রীহরি সহিত দ্বারে ধর্ম্ম-নৃপবর॥
শুনি ভীষ্ম ব্যগ্র হ'য়ে চলিল সত্বর।
কৃষ্ণ-দরশন করি হরিষ-অন্তর॥
আনন্দাশ্রু নয়নেতে, রোমাঞ্চ-শরীর।
হরিপদ পরশিল কুরু মহাবীর॥
ভীষ্মের চরণ বন্দে ভাই পঞ্চজন।
হাসি ভীষ্ম সবাকারে দিল আলিঙ্গন॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন প্রসন্ন হইয়া।
সমর-বিজয়ী হও শত্রু বিনাশিয়া॥
এত বলি সবাকারে ল'য়ে মহামতি।
বসাইল দিব্যাসনে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণপদ ধৌত করি সুবাসিত নীরে।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসেন ভীষ্ম বীরবর।
রজনীতে কি-কারণে এলে নৃপবর॥
যে কার্য্য তোমার থাকে, বলহ আমারে।
যদি বা দুষ্কর হয়, করিব সত্বরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন করিয়া প্রণতি।
মম দুঃখ অবধান কর মহামতি॥

পঞ্চগ্রাম মাগিলাম সবার সাক্ষাৎ।
এক গ্রাম আমারে না দিল কুরুনাথ॥
কার বাক্য না মানিয়া করে যুদ্ধ পণ।
তোমার সহিত হৈল নয় দিন রণ॥
তোমারে দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির।
সাক্ষাৎ হইয়া যুঝে, নাহি হেন বীর॥
তূণ হ'তে বাণ ল'য়ে সন্ধান করিতে।
তুমি বড় শীঘ্রহস্ত, না পারি লক্ষিতে॥
হেনরূপে যদি তুমি করহ সমর।
আজ্ঞা দেহ, যাই পুনঃ কানন-ভিতর॥
সৈন্যক্ষয় হৈল মম তোমার কারণে।
তোমারে জিনিতে শক্ত নহে কোনজনে॥
আমা-সবা-প্রতি যদি তব স্নেহ হয়।
মৃত্যুর উপায় তবে কহ মহাশয়॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম, শুনহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম, তথা সদা দেব নারায়ণ॥
যাহার সহায় হরি জগতের সার।
তাহার না হয় বিঘ্ন, ধর্ম্মের কুমার॥
ধর্ম্ম-অনুসারে জয়, বেদের বচন।
শত ভীষ্ম হ'লে তারে নারে কদাচন॥
যুধিষ্ঠির শুনি কহিলেন সবিনয়।
বেদতুল্য তব বাক্য লঙ্ঘনীয় নয়॥
আপনি যদ্যপি যুদ্ধ কর এইমতে।
তবে জয় আমার না হবে কোনমতে॥
আমারে যদ্যপি তুমি দিতে চাহ জয়।
মৃত্যুর উপায় তব বল মহাশয়॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদা-সাগর।
পাণ্ডবে কাতর দেখি দিলেন উত্তর॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের কুমার।
ভুবনে বিদিত আছে বিক্রম আমার॥
সশস্ত্র যদ্যপি থাকি সংগ্রাম-ভিতরে।
কোন বীর শক্ত নহে জিনিতে আমারে॥
ইন্দ্রসহ সুরাসুর যদি আসে রণে।
আমি যুদ্ধ করিলে না পারে কদাচনে॥

যাবৎ থাকিব আমি সংগ্রাম-ভিতর।
করিব কৌরব-কার্য্য, শুন নরবর॥
তবে ত তোমার রণে নাহি হবে জয়।
সে-কারণে নিজ মৃত্যু কহিব নিশ্চয়॥
আমারে মারিলে তুমি জানিহ নিশ্চয়।
কৌরবের পরাজয়, তোমার বিজয়॥
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা শুনহ রাজন্।
নীচজনে অস্ত্র নাহি ধরিব কখন॥
পুরুষ নির্ব্বলী কিংবা হয় হীনশস্ত্র।
কাতর জনেরে কভু নাহি মারি অস্ত্র॥
সমর ত্যজিয়া যেবা ভয়ে পলায়িত।
তাহারে না মারি অস্ত্র আমি কদাচিৎ॥
স্ত্রীজাতি দেখিলে আমি অস্ত্র পরিহরি।
স্ত্রীর নামে যার নাম, তারে নাহি মারি॥
অমঙ্গল দেখিলে না করি আমি রণ।
কহিলাম তোমারে এ বিজয়-কারণ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র খ্যাত চরাচর।
মহাবল পরাক্রম, যুদ্ধেতে তৎপর॥
পূর্ব্বে নারী ছিল সেই, পুরুষ যে পাছে।
দৈবের বিপাক শুনিয়াছি, হেন আছে॥
অমঙ্গল-ধ্বজা সেই হয় নারীজাতি।
তাহারে রাখিও রণে অর্জ্জুন-সংহতি॥
শিখণ্ডীকে আগে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তীক্ষ্ণবাণে বিন্ধে যেন মম কলেবর॥
অস্ত্র না ধরিব আমি শিখণ্ডীকে দেখি।
আমারে মারিবে পার্থ গৌরব উপেক্ষি॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ আছে, জানে সর্ব্বজন।
শিখণ্ডী হইতে হবে আমার মরণ॥
আমারে মারিয়া জয় কর দুর্য্যোধনে।
উদ্যোগ করহ এইমত এইক্ষণে॥
প্রণমিয়া যুধিষ্ঠির ভীষ্ম মহাবীরে।
বাসুদেব-সঙ্গে যান আপন শিবিরে॥
অর্জ্জুন বলেন তবে চাহি নারায়ণে।
কপট সমর নাহি করি যে কখনে॥
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ বংশের প্রধান।
কপটে তাঁহারে অস্ত্র করিব সন্ধান॥
শৈশবে হইল যবে পিতার মরণ।
কোলে করি পিতামহ করিল পালন॥
ধূলায় ধূসর আমি কোলেতে উঠিয়া।
বাবা বাবা বলি ধরিতাম সে চাপিয়া॥
নিজবস্ত্র দিয়া মুছি আমার শরীর।
কোলে করি বলিতেন পিতামহ বীর॥
তোর পিতামহ আমি, নহি তোর বাপ।
অকারণে কেন মম বাড়াও সন্তাপ॥
হেন পিতামহে আমি সংহারিব রণে।
নিষ্ঠুর আমার সম নাহি ত্রিভুবনে॥
মরুক আমার সৈন্য, হোক পরাজয়।
পিতামহে মারি আমি নাহি লব জয়॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি দেব গদাধর।
সান্ত্বনা করেন তারে প্রবোধি বিস্তর॥
কৃষ্ণের বচন মানিলেন ধনঞ্জয়।
রজনী প্রভাত হৈল এ-হেন সময়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্মের শরশয্যা

প্রভাতে উভয় দল করিল সাজন।
সিংহনাদ ছাড়ি কেহ করয়ে গর্জ্জন॥
যুধিষ্ঠির-দুইপাশে মাদ্রীর তনয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু, সঙ্গে শিখণ্ডী নির্ভয়॥
তার পাছে সাত্যকির সহ চেকিতান।
বামভাগে ধৃষ্টদ্যুম্ন বিক্রমে প্রধান॥
দক্ষিণ ভাগেতে ভীম সমরে দুর্জ্জয়।
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টকেতু মহাশয়॥
মহা-আনন্দেতে সাজে পাণ্ডবের পতি।
সর্ব্ব-অগ্রে ধনঞ্জয় গোবিন্দ সারথি॥

কুরুসৈন্য সাজে সব সমরে দুর্জ্জয়।
সর্ব্ব-অগ্রে ভীষ্ম বীর অত্যন্ত নির্ভয়॥
তার পাছে পুত্রসহ দ্রোণ মহাবীর।
বাম ভাগে ভগদত্ত প্রকাণ্ড-শরীর॥
দক্ষিণেতে কৃতবর্ম্মা কৃপ বীরবর।
তার পাছে সুদক্ষিণ কম্বোজ-ঈশ্বর॥
জয়সেন মদ্রপতি আর বৃহদ্বল।
শত ভাই দুর্য্যোধন ভূপতি-মণ্ডল॥
পরস্পর দুই দলে হৈল মহারণ।
সুরাসুর-যুদ্ধ যেন ঘোর দরশন॥
তবে ভীষ্ম বলিলেন চাহিয়া সারথি।
অর্জ্জুন-সম্মুখে রথ লহ মহামতি॥
শুনিয়া সারথি বলে, শুন কুরুবর।
আজি অমঙ্গল বহু দেখি নিরন্তর॥
মহানাদে ডাকে কাক, ভয়ঙ্কর বাণী।
মহাবায়ু বহে, বিনা মেঘে বর্ষে পানি॥
গৃধিনী উড়িছে সব ধ্বজার উপর।
ঘোরনাদে শিবাগণ ডাকে নিরন্তর॥
অমঙ্গল দেখি আজি ভয় হয় মনে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবা আপনে॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন।
অজ্ঞান অবোধ, তেঁই জিজ্ঞাস কারণ॥
পার্থের সারথি হের নিজে নারায়ণ।
অমঙ্গল রহে কি করিলে দরশন॥
অশেষ পাপের পাপী যাঁর নামে তরে।
বিমানেতে চড়ি যায় বৈকুণ্ঠনগরে॥
নবঘনশ্যামরূপ সাক্ষাতে দেখিব।
এই সব অমঙ্গলে কেন বা ডরাব॥
এতেক বলিয়া বীর রথ চালাইল।
শঙ্খধ্বনি-সিংহনাদে মেদিনী কাঁপিল॥
মহাক্রোধে ধনুঃশর লইলেন হাতে।
বিনয় করিয়া বীর কহে জগন্নাথে॥
সাবধানে ওহে দেব, ধর অশ্ব-ডুরি।
অর্জ্জুনেরে রক্ষা আজি করহ মুরারি॥

এতেক বলিয়া বীর সন্ধান পূরিল।
সহস্রেক বাণ একেবারে প্রহারিল॥
শ্রীহরি-উপরে বীর মারে দশ বাণ।
আর বিশ বাণ মারে লক্ষি হনূমান্॥
আর চারিগোটা বাণ ধনুকে যুড়িল।
চারি অশ্বে বিন্ধি তাহা জর্জ্জর করিল॥
আর একাদশ বাণ সৈন্যোপরে মারে।
হয়-গজ-রথ-পত্তি অনেক সংহারে॥
পার্থ এড়িলেন অস্ত্র সন্ধান পূরিয়া।
ভীষ্মের যতেক অস্ত্র ফেলেন কাটিয়া॥
সন্ধান করেন দুই বীর হেনমতে।
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি পড়িল ভূমিতে॥
অর্জ্জুন-ভীষ্মের যুদ্ধ, কে করে বর্ণন।
রুধিলেন শূন্যপথ এড়ি অস্ত্রগণ॥
জল-স্থল পূর্ণ হয়, পূরিল আকাশ।
অস্ত্রেতে আচ্ছন্ন রবি, না হয় প্রকাশ॥
দুই দলে রথ বাহে বিচিত্র সে গতি।
শত শত বিমানেতে যেন সুরপতি॥
নানা বর্ণে ধ্বজ সব উড়িছে গগনে।
লাগিছে কর্ণেতে তালি অশ্বের গর্জ্জনে॥
সিংহনাদ করি ধায় যত যোদ্ধৃগণ।
সমানে সমানে যুদ্ধ তুল্য প্রহরণ॥
মহারথিগণ অস্ত্র ক্ষেপণ করিল।
ধ্বজছত্র-পতাকায় মেদিনী ঢাকিল॥
হস্তিগণে টোয়াইয়া দিলেক মাহুত।
ধাইল পর্ব্বত লক্ষ যেমন অদ্ভুত॥
ঈষা-সম গজদন্ত মহাভয়ঙ্কর।
শুণ্ডে-শুণ্ডে জড়াজড়ি যুঝে নিরন্তর॥
দুই দলে যুদ্ধ করে হইয়া বিহ্বল।
বিপরীত শব্দে উঠে মহা-কোলাহল॥
ভীমসেন মারিলেন যত যোদ্ধৃগণ।
রুধির বমন করি ত্যজিল জীবন॥
দেখিয়া ধাইল রণে দুঃশাসন বীর।
বিংশতি-বাণেতে বিন্ধে ভীমের শরীর॥

দেখি মহাক্রোধভরে পবননন্দন।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল তখন॥
মহাবেগে মারে গদা রথের উপর।
রথ-অশ্ব-সারথিরে নিল যম-ঘর॥
মর্ম্মব্যথা পাইলেক দুঃশাসন বীর।
অজ্ঞান হইল, অঙ্গে বহিল রুধির॥
আর বহু রথিগণে সংহারিয়া রণে।
নিজ রথে চড়ে বীর আনন্দিত-মনে॥
দেখি দ্রোণাচার্য্য বাণ পূরিল সন্ধান।
ভীম-অঙ্গে প্রহারিল এক শত বাণ॥
ব্যথিত হইল রণে ভীম বীরবর।
অশ্বসহ সারথিরে নিল যম-ঘর॥
তাহা দেখি আগু হৈল অর্জ্জুন-নন্দন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
পার্থদত্ত পঞ্চ বাণ এড়ে মহাবীর।
দ্রোণের কবচ কাটি ভেদিল শরীর॥
দুই বাণে চারি অশ্বে নিল যম-ঘর।
সারথির মাথা কাটি পাড়ে ভূমি 'পর॥
করিল বিরথ দ্রোণে অর্জ্জুন-নন্দন।
বিস্মিত হইয়া চাহে যত কুরুগণ॥
তবে দ্রোণ অন্য রথে চড়ি সেইক্ষণ।
অভিমন্যুসহ গুরু আরম্ভিল রণ॥
মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধ হৈল দুইজনে।
কারো পরাজয় নাহি হয় সেই রণে॥
পাঞ্চাল বিরাট ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবল।
ঘটোৎকচ মহাবীর রণেতে প্রবল॥
কৌরবের সেনাগণে করিল সংহার।
হইল কৌরবদলে মহা-হাহাকার॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিমন।
রাজগণে আশ্বাসিল করিবারে রণ॥
ভূরিশ্রবা কৃতবর্ম্মা শল্য জয়দ্রথ।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর রাজা ভগদত্ত॥
সাহস করিয়া সবে সমরে প্রবেশে।
শত-শত সেনা মারি নিল যম-পাশে॥

ঘটোৎকচ মহাবীর যুদ্ধেতে প্রচণ্ড।
যত রাজগণে বিন্ধি করে খণ্ড খণ্ড॥
কাহারো সারথি কাটে, কারো কাটে রথ।
ভঙ্গ দিল রাজগণ, নাহি চাহে পথ॥
মহাপরাক্রম করে পাণ্ডবের দল।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥
রাখিতে না পারে সৈন্য করিয়া শকতি।
ব্যগ্র হ'য়ে রণে ভঙ্গ দিল কুরুপতি॥
সিংহনাদ ছাড়ে যত পাণ্ডুসৈন্যগণ।
কৌরবের সৈন্যগণ করয়ে নিধন॥
পলায় সকল সৈন্য, রণে নহে স্থির।
তাহা দেখি বলে ভীষ্ম কুরু-মহাবীর॥
রাজারে আশ্বাসি বীর কহে বহুতর।
স্থির হও দুর্য্যোধন, না হও কাতর॥
যুদ্ধেতে নিয়ম নাহি জয়-পরাজয়।
সম্মুখ-সংগ্রাম, ইথে না করিহ ভয়॥
এতেক বলিয়া ভীষ্ম মহাক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
সহস্রেক বাণ বিন্ধে বীর ধনঞ্জয়ে।
দশ বাণ বিন্ধে বীর কৃষ্ণের হৃদয়ে॥
সহস্রেক বাণ মারে ধ্বজের উপরে।
চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে॥
আর লক্ষ বাণ বীর সৈন্যেরে প্রহারে।
পাণ্ডবের সেনা-সব সমরে সংহারে॥
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
পাণ্ডবের যোদ্ধৃগণে করিল অস্থির॥
কাহারো সারথি কাটে, কারো কাটে হয়।
মাথা কাটি কাহারে বা নিল যমালয়॥
কখন সন্ধান করে, কভু এড়ে বাণ।
কুমারের চক্র যেন হয় ঘূর্ণ্যমান॥
অদ্ভুত দেখিয়া সব যোদ্ধা ভঙ্গ দিল।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে মহাবিপত্তি পড়িল॥
তাহা দেখি রুষিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
গগন ছাইয়া বাণ করেন বর্ষণ॥

নাহি দিক্‌-বিদিক্‌, না হয় সুপ্রকাশ।
দশ দিক্‌ রুদ্ধ হয়, না চলে বাতাস॥
কোটি কোটি সেনা বীর হানিলেন বাণে।
মারিলেন বীর লক্ষ লক্ষ হস্তিগণে॥
ইন্দ্রদত্ত পঞ্চবাণ করিয়া ক্ষেপণ।
ভীষ্ম-বক্ষোপরে করিলেন নিপাতন॥
ব্যথিত হইল গঙ্গাপুত্র বীরবর।
অশ্বসহ সারথিরে নিল যম-ঘর॥
কালানল-সম বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৌরবের সৈন্যগণে নাশেন সত্বর॥
শ্রাবণ-ভাদ্রেতে যেন পাকা তাল পড়ে।
সেইমত কুরুসৈন্য পড়ে ঝোড়ে ঝাড়ে॥
অর্জ্জুন-বিক্রম নাহি সহে কুরুগণ।
বড় বড় যোদ্ধা পলাইল ত্যজি রণ॥
অশ্বত্থামা দ্রোণ কৃপ যুঝে প্রাণপণে।
পাণ্ডবগণেরে নারে নিবারিতে রণে॥
যুগান্ত-সময়ে যেন রবির উদয়।
তেমনি ছাড়েন পার্থ বাণ তেজোময়॥
যত অস্ত্র দিল ইন্দ্র-আদি দেবগণ।
সেই সব অস্ত্র পার্থ করেন ক্ষেপণ॥
ভীষ্মের শরীরে বিন্ধি করেন জর্জ্জর।
কোটি-কোটি সৈন্যগণে নিল যম-ঘর॥
ব্যাঘ্র দেখি মৃগগণ পলায় যেমন।
ভঙ্গ দিল কুরুগণ পরিহরি রণ॥
অর্জ্জুনের শরজালে ভাঙ্গে সব সৈন্য।
জ্বলন্ত-অনলে যেন দহিল অরণ্য॥
গরুড়ে দেখিয়া যেন ধায় নাগগণ।
অর্জ্জুনের ভয়ে সৈন্য পলায় তেমন॥
অশ্বত্থামা-প্রতি বলে দ্রোণ মহাশয়।
যুদ্ধেতে আমার আজি চিত্ত স্থির নয়॥
পক্ষী সব ঘন ডাকে অতি অলক্ষণ।
উখাড়িয়া পড়ে গুণ ধনুকে এখন॥
সন্ধান পূরিতে হাত হ'তে পড়ে শর।
প্রভাবন্ত নাহি দেখি দেব দিবাকর॥
দুর্য্যোধন-বাহিনীতে গৃধ্র-কঙ্ক বুলে।
শিবাগণ ঘোরনাদ করে কুতূহলে॥
গগনমণ্ডল হৈতে উল্কা পড়ে খসি।
স্থানে-স্থানে ভস্মবৃষ্টি হয় রাশি রাশি॥
সকল পৃথিবী কাঁপে, দেখি ভয়ঙ্কর।
রাহুগ্রহ অকারণে গ্রাসে দিবাকর॥
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের যে-প্রতিজ্ঞা ছিল।
তাহার সময় বুঝি বিধি নিয়োজিল॥
সে-কারণে উপদ্রব এত ঘনে ঘন।
এ-সব দেখিয়া মম স্থির নহে মন॥
বুঝিলাম আজি যুদ্ধ হৈল বিপরীত।
ভীষ্মের সমরে যথাশক্তি কর হিত॥
হেনকালে কৃপ-শল্য-ভগদত্ত-বীর।
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ নির্ভয়-শরীর॥
বিন্দ-অনুবিন্দ চিত্রসেন অনুগত।
দুর্ম্মুখ দুঃসহ আর মহারথী যত॥
সমরে ধাইয়া সবে পাণ্ডবে বেড়িল।
শিবাগণ যেইমত কেশরী ঘেরিল॥
বাছিয়া বাছিয়া সবে নানা অস্ত্র মারে।
হয় হস্তী আসোয়ারে সঘনে সংহারে॥
দেখিয়া রুষিল তবে বীর বৃকোদর।
গগন ছাইয়া শীঘ্র বরিষয়ে শর॥
সবাকার অস্ত্র নিবারিয়া বৃকোদর।
প্রত্যেক সবারে বিন্ধে চোখ-চোখ শর॥
বাছিয়া বাছিয়া বীর এড়ে অস্ত্র সব।
কৃপের ধনুক কাটি করে পরাভব॥
আর সব মহাবীর অজ্ঞান হইল।
একেশ্বর ভীমসেন সবে সংহারিল॥
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে দশ বীরবর।
চারিদিকে বেড়ি মারে, ভীম একেশ্বর॥
তাহা দেখি ভীমসেনে ক্রোধ উপজিল।
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে সমরে ধাইল॥
গদার বাড়িতে সব রথ করে চূর।
ভঙ্গ দিয়া দশ রথী পলাইল দূর॥

মহাক্রোধে বৃকোদর সৈন্যেরে সংহারে।
যারে পায়, তারে মারে, কিছু না বিচারে॥
পাণ্ডব-বিক্রমে কেহ রণে নহে স্থির।
রণ ত্যজি পলাইল বড় বড় বীর॥
ভীষ্মের সহিত পার্থ প্রবর্ত্তিয়া রণ।
অতুল-বিক্রমে সৈন্য করেন নিধন॥
যত অস্ত্র এড়ে ভীষ্ম কাটি ধনঞ্জয়।
নিজ অস্ত্রে বিন্ধিলেন তাঁহার হৃদয়॥
অস্ত্রের ঘাতন আর সৈন্যভঙ্গ দেখি।
মহাক্রোধে অর্জ্জুনেরে বলে ভীষ্ম ডাকি॥
মহাপরাক্রম আজি করিলে সমরে।
মম সহ যুদ্ধ করি মারিলে সৈন্যেরে॥
এখন আমার বীর্য্য দেখহ অর্জ্জুন।
নিজেরে রাখিতে পার, তবে জানি গুণ॥
এত বলি এড়ে বীর সহস্রেক শর।
অর্দ্ধ-পথে ধনঞ্জয় কাটেন সত্বর॥
দোঁহার উপরে দোঁহে নানা অস্ত্র মারে।
দোঁহাকার অস্ত্র দোঁহে সমরে সংহারে॥
কারো পরাজয় নহে, সমান বিক্রম।
অর্জ্জুন ভীষ্মের ধনু কাটেন বিষম॥
চক্ষু পালটিতে ভীষ্ম অন্য ধনু নিল।
গগন আবরি শর বর্ষণ করিল॥
সহস্রেক বাণ মারে অর্জ্জুন-উপর।
আশী শরে বিন্ধিলেক কৃষ্ণ-কলেবর॥
ষাটি শর মারে বীর ধ্বজের উপর।
চারি বাণে চারি অশ্বে করিল জর্জ্জর॥
আর লক্ষ শর মারে সেনার উপর।
কোটি কোটি যোদ্ধা মারি নিল যম-ঘর॥
হেনরূপে বাণবৃষ্টি করে নিরন্তর।
নিশ্বাস লইতে মাত্র নাহি অবসর॥
প্রাণপণে পার্থ এড়ে মহা অস্ত্রগণ।
বাণ কাটি সৈন্য বধে গঙ্গার নন্দন॥
জল-স্থল-শূন্যমার্গ ব্যাপিল আকাশ।
অস্ত্রে অন্ধকার হৈল, না চলে বাতাস॥
ভীষ্মের বিক্রম যেন কালান্তক যম।
বজ্রের সদৃশ অস্ত্র মারিল বিষম॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব শরে আবরিল।
দেখি যত যোদ্ধৃগণ রণে ভঙ্গ দিল॥
কাহারো কাটয়ে রথ, কারো ধনুর্গুণ।
কাহারো সারথি কাটে, কারো কাটে তূণ॥
মধ্যদেশ কাহার সে ফেলাইল কাটি।
বুকে বাজি কোন বীর কামড়ায় মাটি॥
অস্থির পাণ্ডবসৈন্য, রণে নাহি রয়।
রাখিতে নারেন সৈন্য ভীম-ধনঞ্জয়॥
বাণে বাণে কপিধ্বজ রথে আবরিল।
কুজ্ঝটিতে গিরিবরে যেন আচ্ছাদিল॥
অশ্বেরে চালান ক্রোধ করি নারায়ণ।
বাণে পথ রুদ্ধ, রোধে অশ্বের গমন॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনেরে বলে নারায়ণ।
সাবধানে যুঝ, নাহি চলে অশ্বগণ॥
ক্রোধে পার্থ যত অস্ত্র করে বরিষণ।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা গঙ্গার নন্দন॥
নিরন্তর মারে সৈন্য নাহি তার লেখা।
রণমধ্যে পড়ে অস্ত্র যেমন উলকা॥
দেখি সবিস্ময় হৈল অর্জ্জুনের মন।
ইন্দ্রদত্ত দিব্য-অস্ত্র করেন ক্ষেপণ॥
গঙ্গার নন্দন তাহা কাটেন ত্বরিতে।
দেখিয়া বিস্ময় পার্থ মানিলেন চিতে॥
কৌরবের যোদ্ধৃগণ মুদিত হইল।
পাণ্ডবের সেনা-সব প্রমাদ গণিল॥
অর্জ্জুন অস্থির রণে, শ্রীহরি সারথি।
মনে-মনে বিচার করেন যদুপতি॥
ত্রিভুবন মধ্যে হেন কেহ নাহি বীর।
ভীষ্মের সংগ্রামে কোন বীর হয় স্থির॥
নাহিক মরণ, নিজ ইচ্ছা হ'লে মরে।
হেন জনে কোন্ বীর জিনিবে সমরে॥
নিজ-মৃত্যু-উপায় যে কহে মহাশয়।
এইকালে শিখণ্ডীকে আনাইতে হয়॥

এত ভাবি শিখণ্ডীকে ডাকেন সত্বর।
হেনকালে বহে বায়ু গন্ধে মনোহর॥
আকাশে অমরগণ আসিল সকল।
গগনে দুন্দুভি বাজে মহাকোলাহল॥
শুনি ভীষ্ম মহাবীর চিন্তে মনে মন।
হেনকালে ডাকি বলে যত দেবগণ॥
ঋষিগণ মুনিগণ বসে সুরলোকে।
সপ্তবসু-সহ সবে আসিল কৌতুকে॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত ভীষ্ম, পরিহর রণ।
আকাশে থাকিয়া ডাকি বলে সর্ব্বজন॥
ঋষিগণে মুনিগণে গগন ভরিল।
করিয়া কুসুমবৃষ্টি ভীষ্মে আবরিল॥
এ-সব বৃত্তান্ত আর কেহ না জানিল।
শান্তনু-তনয় তাহা সকল শুনিল॥
ভাই সব বলে, আর বলে মুনিগণে।
দেবতার প্রিয় কর্ম্ম চিন্তিলেন মনে॥
এতেক চিন্তিয়া বীর ক্রোধ সংবরিল।
অর্জ্জুন-সম্মুখে তবে শিখণ্ডী আসিল॥
অর্জ্জুনের প্রতি হরি বলেন বচন।
শিখণ্ডীকে আগে রাখি মার অস্ত্রগণ॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন দেবকী-তনয়।
এমন কপট যুদ্ধ উচিত না হয়॥
শ্রীহরি বলেন, পার্থ, শুনহ উত্তর।
ভীষ্মে মারি পরাজিত কর কুরুবর॥
এত বলি শিখণ্ডীকে বসাইল রথে।
দেখি অস্ত্র ত্যাগ কৈল কৌরবের নাথে॥
অস্ত্র ত্যাগ করে ভীষ্ম হেঁটমুণ্ড হ'য়ে।
কহিতে লাগিল বীর কৃষ্ণেরে চাহিয়ে॥
ওহে প্রভু নারায়ণ যাদব-ঈশ্বর।
আমারে মারিবে করি কপট সমর॥
এতেক বলিয়া বীর নানা স্তুতি করে।
পুলকে সহস্র নাম বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
শিখণ্ডী ভীষ্মেরে বলে করি অহঙ্কার।
ক্ষত্রিয়-অন্তক তুমি বিদিত সবার॥
পরশুরামের সহ শুনিয়াছি রণ।
দেবের প্রতাপ তব কহে সর্ব্বজন॥
তোমার প্রতাপ সব জগতে বিদিত।
সে-কারণে তোমা-সহ যুঝিব নিশ্চিত॥
পাণ্ডব-সাহায্য হেতু করি মহারণ।
মারিব তোমারে, সবে করুক দর্শন॥
সত্য বলিলাম, নাহি নড়ে মম বোল।
আমার সমরে তব মৃত্যু দিল কোল॥
শিখণ্ডীকে কহে ভীষ্ম মনেতে কৌতুকী।
যদি মৃত্যু হয়, তবু তোমারে উপেক্ষি॥
স্ত্রীজাতি শিখণ্ডী তোরে বিধাতা সৃজিল।
দৈবের বিপাকে তোরে পাণ্ডব পাইল॥
শরীর কাটিয়া যদি পাড়ে ভূমিতলে।
তোরে দেখি অস্ত্র নাহি ধরি কোনকালে॥
শুনিয়া শিখণ্ডী ক্রোধে নিল ধনুর্ব্বাণ।
ভীষ্মের উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান॥
শত শত বাণ মারে বাছিয়া বাছিয়া।
অর্জ্জুন শিখান তারে বহু বুঝাইয়া॥
শিখণ্ডী এড়েন বাণ হইয়া নির্ভয়।
সহস্রেক বাণে বিন্ধে ভীষ্মের হৃদয়॥
নাহিক সম্ভ্রম তাঁর, না জানে বেদন।
মৃগীর প্রহারে যেন মৃগেন্দ্রের মন॥
হাসিয়া অর্জ্জুন হাতে লইলেন ধনু।
পঞ্চবিংশ বাণে তাঁর বিন্ধিলেন তনু॥
শত লক্ষ বাণ মারিলেন একেবারে।
ভীষ্মের কবচ ভেদি রক্ত পড়ে ধারে॥
অর্জ্জুনের বাণ সব অগ্নিসম ছুটে।
ভীষ্মের শরীরে যেন বজ্রসম ফুটে॥
গঙ্গার নন্দন বিচারেন মনে-মন।
এই অস্ত্র শিখণ্ডীর না হয় কখন॥
শিখণ্ডী-পশ্চাতে থাকি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আমারে মারিছে বীর তীক্ষ্ণ-তীক্ষ্ণ শর॥
এত চিন্তি হরিপদ হৃদে ধ্যান করি।
মুখেতে রটনা করে শ্রীহরি শ্রীহরি॥

বাণাঘাতে দেহ কাঁপে অতি ঘনে-ঘন।
শিশিরকালেতে যেন কাঁপয়ে গোধন॥
ধনঞ্জয় আপনার অস্ত্র-বরিষণে।
রোমে রোমে বিন্ধিলেন গঙ্গার নন্দনে॥
সর্ব্বাঙ্গ ভেদিল অস্ত্রে, স্থান নাহি আর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পড়ে শোণিতের ধার॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র নিলেন তখন।
পিতামহ-বক্ষঃস্থলে করেন ঘাতন॥
বাণাঘাতে মহাবীর হ'য়ে হীনবল।
রথের উপর হ'তে পড়ে ভূমিতল॥
শিয়র করিয়া পূর্ব্বে পড়িল সে-বীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির॥
ভূমি নাহি স্পর্শে, অঙ্গ শরের উপর।
হেনমতে শরশয্যা নিল বীরবর॥
দেখিয়া কৌরবগণ হাহাকার করে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে আসে দেখিবারে॥
দুর্য্যোধন মহারাজ শোকাকুল হ'য়ে।
রথ ত্যজি দ্রুতগতি আইল ধাইয়ে॥
দ্রোণ-কৃপ-অশ্বত্থামা আদি বীরগণ।
রণ ত্যজি ধায় সবে শোকাকুল-মন॥
বিলাপ করিয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
উঠ পিতামহ, পার্থ-সহ কর রণ॥
স্বয়ম্বরে জিনি ভ্রাতৃগণে বিভা দিলে।
পরশুরামেরে তুমি রণে পরাজিলে॥
বাহুবলে ক্ষত্রগণে কৈলে পরাজয়।
তোমার নামেতে সুরাসুরে কম্প হয়॥
আমার আছিল বড় সাধ মনে-মন।
পাণ্ডবে জিনিয়া সব লব রাজ্যধন॥
তাহে বিপরীত হেন বিধাতা করিল।
সুমেরু-পর্ব্বত যেন শৃগালে লঙ্ঘিল॥
তোমার পৌরুষ যত ত্রিভুবনে ঘোষে।
সমরে পড়িলে তুমি মম কর্ম্মদোষে॥
বিলাপ করয়ে হেনমতে কুরুরাজ।
শোকাকুলে কান্দে যত কৌরব-সমাজ॥
পার্থে কোলে করি ভীষ্ম মানুষ করিল।
ভীষ্মবধে অর্জ্জুনের কলঙ্ক রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, ভবসিন্ধু তরিবার তরী॥

শরশয্যায় ভীষ্মদেব

রথ হ'তে নামি তবে ধর্ম্মের নন্দন।
ভীষ্মে দেখিবারে যান সহ-জনার্দ্দন॥
ভীম ধনঞ্জয় আর মাদ্রীর তনয়।
সাত্যকি দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ মৎস্য-নরপতি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজার সংহতি॥
শরের শয্যায় যথা আছে ভীষ্ম-বীর।
প্রণাম করিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির॥
ওহে পিতামহ, তুমি বলে বীরবর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় মর্য্যাদাসাগর॥
ভৃগুরাম অভিশাপ দিলেন তোমারে।
দুর্য্যোধন-হেতু তাহা ফলিল সমরে॥
শিশুকালে পিতৃহীন হৈনু পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে॥
আজি পুনঃ বিধি তাহে হইলেন বাম।
এত দিনে মোরা সব অনাথ হলাম॥
ধিক্ ক্ষত্রধর্ম্মে, মায়া-মোহ নাহি ধরে।
হেন পিতামহ-দেবে নাশিনু সমরে॥
ওহে মহাশয়, এই উপস্থিত কালে।
নয়ন ভরিয়া দৃষ্টি করহ গোপালে॥
হাসি ভীষ্ম মহাবীর নয়ন মেলিল।
সাধু সাধু বলি ধর্ম্মপুত্রে প্রশংসিল॥
মধুর কোমল স্বর অতীব গভীর।
কহিতে লাগিল বীর চাহি যুধিষ্ঠির॥
এই যে দক্ষিণায়ন আছে যতদিন।
ততদিন শরীর না হবে প্রভাহীন॥

বল-পরাক্রম যত সব পরিহরি।
শরীর না ছাড়ি আমি, প্রাণমাত্র ধরি ॥
রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন।
জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন ॥
রবির উত্তরায়ণ না হয় যাবৎ।
শরের শয্যাতে আমি থাকিব তাবৎ ॥
এতেক বলিতে তথা হৈল দৈববাণী।
সাধু সাধু গঙ্গাপুত্র, কুরুকুলমণি ॥
সর্ব্বধর্ম্ম জান তুমি, সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত।
তোমার মহিমা-গুণ জগতে বিখ্যাত ॥
দৈববাণী শুনি বীর হরিষ-অন্তর।
রাজা দুর্য্যোধনে চাহি বলেন উত্তর ॥
শয্যায় আছয়ে মম সকল শরীর।
মাথা লুটি পড়িয়াছে, দেখ কুরুবীর ॥
কোন্ বীর আছে হেথা ক্ষত্রিয়-প্রধান।
মাথা যেন না লুটায়, দেহ উপাধান ॥
শুনি রাজা দুর্য্যোধন ধাইল আপনে।
দিব্য-উপাধান আনি দিল সেইক্ষণে ॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম, শয্যা মম শর।
হেন উপাধান কোন্ হেতু নৃপবর ॥
ক্ষত্র হ'য়ে আপনি না বুঝহ সময়।
এত বলি মাথা তুলি চাহে ধনঞ্জয় ॥
তবে ত অর্জ্জুন বীর ল'য়ে ধনুঃশর।
তিন বাণ মারি মাথা করেন সোসর ॥
মস্তক ভেদিয়া বাণ মৃত্তিকা ভেদিল।
হেনমতে ভীষ্ম শরশয্যাতে রহিল ॥
আনন্দিত হ'য়ে মনে ভীষ্ম মহাবীর।
দুর্য্যোধনে ডাকি কহে হইয়া সুস্থির ॥
শুন দুর্য্যোধন রাজা, আমার বচন।
জল আনি দেহ মোরে, তৃষ্ণা অনুক্ষণ ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা অতি ব্যস্ত হ'য়ে।
সুবাসিত জল আনে ভৃঙ্গার পূরিয়ে ॥
স্বর্ণের ভৃঙ্গার দেখি ভীষ্ম মহাবীর।
অর্জ্জুনেরে নিরখিল নির্ভয়-শরীর ॥
তবে ত অর্জ্জুন বীর গাণ্ডীব ধরিয়া।
মারেন পৃথ্বীতে বাণ আকর্ণ পূরিয়া ॥
পৃথিবী ভেদিয়া বাণ অধঃ প্রবেশিল।
ভোগবতী-গঙ্গাজল তথায় উঠিল ॥
দুগ্ধধারা-প্রায় পড়ে ভীষ্মের মুখেতে।
দেখি জল পান করে মহা-আনন্দেতে ॥
জলপান করি ভীষ্ম হ'য়ে তৃপ্তমন।
দুর্য্যোধন চাহি পুনঃ বলেন বচন ॥
ভাই-ভাই বিরোধ না কর কদাচিৎ।
যুধিষ্ঠিরে ভাগ দিয়া করহ সম্প্রীত ॥
দ্বন্দ্ব হৈলে বংশনাশ জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম-অনুসারে হয় জয়-পরাজয় ॥
পাণ্ডব-সহায় নিজে দেব নারায়ণ।
তাঁহার সহিত যুদ্ধ কর কি-কারণ ॥
দুর্য্যোধন বলে, মম প্রতিজ্ঞা না নড়ে।
বিনা-যুদ্ধে সূচ্যগ্র না দিব পাণ্ডবেরে ॥
শুনি ভীষ্ম ক্ষমা দিল আপন অন্তরে।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে ॥
দুর্য্যোধন না শুনিল ভীষ্ম-উপদেশ।
কাশী কহে, কুরুকুল এবে হবে শেষ ॥

——

● দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মের ভবিষ্যদ্‌বাণী

দুর্য্যোধনে বলে পুনঃ শান্তনু-নন্দন।
অর্জ্জুনবিক্রম কিবা দেখ দুর্য্যোধন ॥
বসুমতী ভেদী ঊর্দ্ধে তোলে জলধার।
কোন্ মানুষের হেন শক্তি আছে আর ॥
এক-এক অস্ত্রে পারে জিনিতে ভুবন।
সকরুণ যুদ্ধ করে পাণ্ডুর নন্দন ॥
শুন রাজা হিতবাক্য কর অবধান।
যাহার অধীন কৃষ্ণ পুরুষ-প্রধান ॥
ক্রোধ নাহি করে সেই রাজা যুধিষ্ঠির।
তাই ত তোমার সেনা রণে রহে স্থির ॥

যতগুলি সহোদর তোমরা সকলে।
সুখে রাজ্য কর সবে থাকি ভূমণ্ডলে॥
আমা-অন্তে যুদ্ধ ছাড় পরিহরি রোষ।
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি দেহ হইয়া সন্তোষ॥
সম্প্রীতে করিয়া দেহ পাণ্ডবের ভাগ।
স্বর্গে যাই আমি তবে করি প্রাণত্যাগ॥
ইহা যদি না কর, না শুন মোর বাণী।
ভবিষ্যতে যা ঘটিবে, শুনহ আপনি॥
যেইভাবে যুদ্ধ কর, কহি আমি সার।
দ্রোণ-কর্ণ পার্থ-বাণে হইবে সংহার॥
অন্যান্য সকলে শেষে হইবেক হত।
পাণ্ডবে মিলিবে, থাকে অবশিষ্ট যত॥
ইতিমধ্যে না থাকিবে তব একজন।
যুদ্ধ পরিহরি যাবে গুরুর নন্দন॥
কৃতবর্ম্মা কৃপাচার্য্য রণে ভঙ্গ দিবে।
অবশেষে বৃকোদর তোমারে মারিবে॥
পৃথিবীতে বধ্য নহে পাণ্ডুপুত্রগণ।
সমগ্র পৃথিবী ধর্ম্ম করিবে পালন॥
ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যজি হৈবে হস্তিনায় স্থিতি।
ধর্ম্ম-যশে পূরিবেক সব বসুমতী॥
গঙ্গার নন্দন যদি এতেক কহিল।
শুনি রাজা দুর্য্যোধন উত্তর না দিল॥
যুধিষ্ঠির-প্রতি কিছু কহিতে না পারে।
ধর্ম্মরাজ নিজে তবে লাগে কহিবারে॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

কুরু-পাণ্ডব সংবাদ

তবে ধর্ম্ম-নরপতি করিয়া বিনয়।
দুর্য্যোধনে কহিতে লাগিলা মহাশয়॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন, আমার বচন।
পিতামহ-বাক্য কভু না যায় খণ্ডন॥
কোনকালে আমি তব নাহি করি দোষ।
তবে কেন মোর প্রতি তোমার আক্রোশ॥
তব হিংসা আমি নাহি করি কোনকাল।
আজন্ম আমারে দুঃখ দিলে মহীপাল॥
জন্ম যবে, সেই কালে বিধি দিল শোক।
অল্পকালে জনকের হৈল পরলোক॥
কিছুদিন পিতামহ পিতার বিহনে।
পালিলেন আমা-সবে পরম-যতনে॥
নানাবিদ্যা শিখাইল অস্ত্র-শস্ত্র আদি।
তুমি নিজে হৈলে কিন্তু কপটী বিবাদী॥
বিষ খাওয়াইলে ভীমে মারিবার তরে।
বান্ধি ভাসাইয়া দিলে জাহ্নবীর নীরে॥
তাহাতে পাইল প্রাণ নিজ ভাগ্যোদয়ে।
জৌ-গৃহে দহিতে দিলে বারণা-আলয়ে॥
তাহে মুক্ত হৈনু মোরা বিদুর-সাহায্যে।
নানা স্থানে ভ্রমি যাই পাঞ্চালের রাজ্যে॥
লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদীরে পাইনু তথায়।
জ্যেষ্ঠতাত ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপিলা আমায়॥
পুণ্যবলে সহায়তা কৈল নারায়ণ।
পিতৃবাক্যে রাজসূয় করিনু সাধন॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া তুমি মম হিংসা কৈলে।
কপট পাশায় সব জিনিয়া লইলে॥
দ্বাদশ বৎসর বন, বৎসর অজ্ঞাত।
হারিলে যাইব বন, হৈল প্রতিশ্রুত॥
দ্বাদশ বৎসর মোরা বঞ্চি বনে-বনে।
অজ্ঞাতে বঞ্চিনু সবে নানা বিড়ম্বনে॥
আর শুন দুর্য্যোধন, কহি যে তোমারে।
যখন ছিলাম আমি অরণ্য-ভিতরে॥
শত্রুবুদ্ধি আমা 'পরে করি তোমা সব।
দেখাইতে লৈয়া গেলে আপন বৈভব॥
প্রভাসেতে স্নানহেতু গেলা সর্ব্বসাথে।
পরাজিত হৈলে সবে গন্ধর্ব্বের হাতে॥

এই যে আছয়ে তব মহা-মহা-রথী।
ছাড়ি পলাইল দেখি গন্ধর্ব্বের পতি ॥
দলবল-সহ তোমা লইল বান্ধিয়া।
চরমুখে আমি তবে পশ্চাতে শুনিয়া ॥
পার্থে পাঠাইয়া মুক্ত করি দিনু সবে।
পলাইল চিত্রসেন হারিয়া আহবে ॥
এত দুঃখ দিলা মোরে, না জান আপনে।
রুষ্ট যদি তব প্রতি মুক্ত কৈনু কেনে ॥
কখনই তব স্থানে আমি নহি দোষী।
কেন ভাই, তুমি মোর অনিষ্ট-প্রয়াসী ॥
ভাই-ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
কুলক্ষয় অপযশ অধর্ম্ম গণন ॥
সে-কারণে বলি ভাই, শুন মোর কথা।
মোর ভাগ ছাড়ি দেহ, থাকি যথা তথা ॥
পৃথিবীর রাজগণ সহিত বাহিনী।
নিঃশেষ না কর ভাই, রাখ মোর বাণী ॥
পড়িল যে পিতামহ পুরুষ-রতন।
আর যে পড়িল তব কত ভ্রাতৃগণ ॥
আর যে পড়িল রণে কত জ্ঞাতি-বন্ধু।
দু'দলে হইল নষ্ট, বহে শোকসিন্ধু ॥
যে হৈল, সে হৈল ভাই, ক্ষমহ এখন।
সবে এস, করি ভাই সম্প্রীতে মিলন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ ভগদত্ত।
সত্য ভূরিশ্রবা আর রাজা জয়দ্রথ ॥
বাসুদেব সহিত যাদব-বীরভাগে।
কৌরব-পাণ্ডব শংসা কৈল একযোগে ॥
সবে বলে, সাধু সাধু ধর্ম্ম নৃপমণি।
যতেক কহিলে, সব যেন বেদবাণী ॥
দুর্য্যোধনে যুধিষ্ঠির সকলি কহিল।
শুনি দুর্য্যোধন, কিছু উত্তর না দিল ॥
পুনরপি ধর্ম্মরাজ কহেন তখন।
কহ ভাই দুর্য্যোধন, কিবা তব মন ॥
মোরা পঞ্চভাই, রাজা, দেহ পঞ্চ গ্রাম।
সাগর-অবধি পৃথ্বী হোক তব ধাম ॥
ইহা না করিলে, মোর না শুনিলে বাণী।
নিশ্চয় মরিব সবে করি হানাহানি ॥
দুর্য্যোধন বলে, মোর সত্য এই পণ।
যুদ্ধে জিনিবেক যেই, সেই সে রাজন্ ॥
ইহা বলি দুর্য্যোধন উঠিয়া চলিল।
দেখি যত সাধুজন তারে নিন্দা কৈল ॥
কারো বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
রাজা সব চলি গেল যার যে ভবন ॥
কর্ণবীর ভীষ্মদেবে আসে দেখিবারে।
শরের শয্যায় যেন কার্ত্তিক-কুমারে ॥
দেখিয়া ভীষ্মের রূপ পড়ে জলধার।
চরণে পড়িয়া ভীষ্মে করে নমস্কার ॥
নিকটে আইলা তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
একহস্তে কোল দিল ভীষ্ম বীরবর ॥
শোক সংবরিয়া ভীষ্ম বলে কর্ণস্থান।
বিরোচন-পুত্র নহে তোমার সমান ॥
রণস্থলে করে সবে তোমার বাখান।
ব্রাহ্মণের ভক্ত তুমি, সর্ব্বশাস্ত্রে জ্ঞান ॥
তুমি হীনতেজ নাহি বলি কদাচিৎ।
বিপক্ষ জিনিতে তুমি পরম পণ্ডিত ॥
তোমা-প্রতি ক্রোধ কোন নাহিক আমার।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু আছে কহিবার ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই গুণের আকর।
একত্রে হইয়া সবে নিজরাজ্য কর ॥
শত্রু নহে, ভ্রাতা তব পাণ্ডুপুত্রগণ।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম, কুন্তীর নন্দন ॥
কর্ণ বলে, যত বল সত্য এ-বচন।
সূতপুত্র বলি মোরে ঘোষে ত্রিভুবন ॥
মাতা মোরে ত্যাগ কৈল, পোষে দুর্য্যোধন।
রাজ্য না করিব আমি, প্রতিজ্ঞা-বচন ॥
পাণ্ডব-সহায় কৃষ্ণ অজেয় সংসারে।
সকল জানিয়া আমি কহিনু তোমারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সহায় যাহাদের সর্ব্বক্ষণ।
তাহাদের দুঃখ নাহি কোথাও কখন ॥

কৌরবের পরাজয়, পাণ্ডবের জয়।
অবশ্য করিব যুদ্ধ সহ ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞা দেহ তুমি মোরে করিবারে রণ।
অপরাধ কৈনু যত ক্ষমহ এখন ॥
তবে ভীষ্ম বলিলেন বিষণ্ণ হইয়া।
যুদ্ধ কর গিয়া তুমি স্বর্গ উদ্দেশিয়া ॥
কর্ণ বলে, পিতামহ বলি যে তোমারে।
অর্জ্জুনের যুদ্ধে পড়ি যাব স্বর্গপুরে ॥
ভীষ্মকে প্রণাম করি রথেতে চড়িল।
দুর্য্যোধন-নিকটেতে কর্ণবীর গেল ॥
ভীষ্মবাক্য না শুনিল কর্ণ দুর্য্যোধন।
কেন বা শুনিবে, যার নিকটে শমন ॥
হইল কর্ণের কর্ণ বধির শ্রবণে।
চলিলেন কর্ণবীর সমর-প্রাঙ্গণে ॥
ব্রহ্মশাপ রহিয়াছে যাহার মাথায়।
বিপরীত দিকে তার বুদ্ধি সদা ধায় ॥
কৃষ্ণবাক্য, কুন্তীবাক্য, ভীষ্মবাক্য আর।
সকলি কর্ণের কর্ণে হইল অসার ॥
রণস্থলে গেলা কর্ণ হৈয়া হৃষ্টমনা।
কাশী কহে, কুরুকুল ক্ষয়ের সূচনা ॥
পাণ্ডব-বিজয়-কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, ভব-ভয়ে তরি ॥
সংগ্রামে বিজয় হয়, বাড়ে আয়ুঃ-যশ।
পুণ্যকথা ভারতের শুনিতে সরস ॥
পুণ্য হয়, ধন হয়, আয়ু বাড়ে তার।
শ্রদ্ধায় শুনিলে দুঃখ না থাকে তাহার ॥
অন্ধজন শুনিলে সে হয় চক্ষুষ্মান্।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া শুন ব্যাসের আখ্যান ॥
ব্যাস-বিরচিত এই ভারত-রতন।
ইহাতে অবজ্ঞা যার, তাহার মরণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

ভীষ্মকৃত শ্রীকৃষ্ণের স্তব

মুনি বলে, জন্মেজয় করহ শ্রবণ।
অতঃপর কৃষ্ণে ভীষ্ম করিল স্তবন ॥
শুন দেব নারায়ণ, মোর নিবেদন।
তোমার চরিত্র প্রভু জানে কোন্ জন ॥
দেবের দেবতা তুমি, সবার ঈশ্বর।
অনন্ত তোমার গুণ বেদে অগোচর ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালেতে আছে যত প্রাণী।
সকলি তোমার সৃষ্টি, সর্ব্বভূতে তুমি ॥
তুমি সিন্ধু, তুমি গিরি, তুমি সর্ব্ববীজ।
তুমি বৃক্ষ, তুমি ফল, তুমি জল নিজ ॥
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ, গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, ব্যাপ্ত চরাচর ॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি হও শিব।
তুমি দয়া, তুমি মায়া, তুমি সর্ব্বজীব ॥
তুমি বায়ু, তুমি অগ্নি, তুমি সর্ব্বময়।
তোমা হৈতে হয় প্রভু, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ॥
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তুমি, তুমি সর্ব্বসিদ্ধি।
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি সর্ব্ব-ঋদ্ধি ॥
কে জানে তোমার তত্ত্ব, কে চিনিতে পারে।
সুরগণে রক্ষা কর সংহারি অসুরে ॥
যে-জন তোমার ভক্ত, সে চিনে তোমারে।
বিপদে সম্পদে তুমি রক্ষা কর তারে ॥
আমারে করহ দয়া দেবকীনন্দন।
তোমার চরণে যেন দৃঢ় রহে মন ॥
অর্জ্জুনের রথে তুমি বসেছিলে সঙ্গে।
তাহারে হানিতে বাণ লাগে তব অঙ্গে ॥
এই মহাদোষ মোর ক্ষম নারায়ণ।
মৃত্যুকালে দেখি যেন তোমার চরণ ॥
তোমা-বিনা গতি মোর নাহিক সংসারে।
শ্রীচরণে স্থান দিয়া রাখিও আমারে ॥
এ-দীর্ঘ সংসার-পথে কত শত বার।
যাতায়াত করিলাম, শক্তি নাহি আর ॥

আর যেন যাতায়াত না করি কখন।
রক্ষা কর মোরে, ওহে শ্রীমধুসূদন॥
'কৃষ্ণ'নাম তুল্য আর নাহি কিছু ধন।
একবার-মাত্র তাহা যে করে স্মরণ॥
মাতৃগর্ভ-কারাবাস না করে সে-জন।
কিংবা যমপুরী নাহি করয়ে দর্শন॥
জীবের নিস্তার-হেতু ঘোর কলিকালে।
'হরি'নাম-বিনা গতি নাই ভূমণ্ডলে॥
শ্রীকৃষ্ণ যাদব বৃষ্ণি-বংশ-বিভূষণ।
ভক্ত-কল্পতরু তুমি রুক্মিণীরমণ॥
আশ্রিত-বৎসল তুমি শক্র-বিনাশন।
শৌরি পঞ্চ-পাণ্ডুপুত্র বিপদ-ভঞ্জন॥
নাশহ নরক-ভয় তুমি অনিবার।
তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম আমার॥
এই শেষ নিবেদন রহিল আমার।
অন্তে যেন শ্রীচরণ দেখি হে তোমার॥
ভক্তিভরে ভীষ্ম করে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি।
কাশী কহে, ইহা ভিন্ন নাহি অন্য গতি॥
শুনিয়া ভীষ্মের স্তব কমললোচন।
সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মে বলেন তখন॥
মনোবাঞ্ছা তব আমি করিব পূরণ।
এত বলি পার্থসহ করিলা গমন॥
বস্ত্রগৃহ রণভূমে নির্ম্মাইয়া দিল।
রক্ষাহেতু কত সৈন্যে তথায় রাখিল॥
গঙ্গাপুত্র মহাবীর নীরব হইল।
কৌরব-পাণ্ডব নিজ শিবিরে চলিল॥
বৈশম্পায়ন কহেন, জন্মেজয় শুনে।
সঞ্জয় কহেন কথা ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে॥
ভীষ্ম-পর্ব্বে দশদিনে যুদ্ধ-সমাধান।
শ্লোক ভাঙ্গি কাশীরাম করিল ব্যাখ্যান॥
পাণ্ডব-বিজয়কথা সুধার লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, ভব-ভয় তরি॥
ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণেতে মহাপুণ্য, যায় ভবক্ষুধা॥
শুন শুন সর্ব্বজন ভারত-পুরাণ।
ব্যাস-বিরচিত ইহা, কাশীরাম-গান॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব-কথন।
সর্ব্বযজ্ঞ-ফল লভে শুনে যেই জন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়, বৈকুণ্ঠে গমন।
কাশীদাস কহে, ইহা ব্যাসের বচন॥
পয়ার-ত্রিপদী-ছন্দে করিয়া রচন।
এতদিনে ভীষ্মপর্ব্ব করি সমাপণ॥

ইতি ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত।
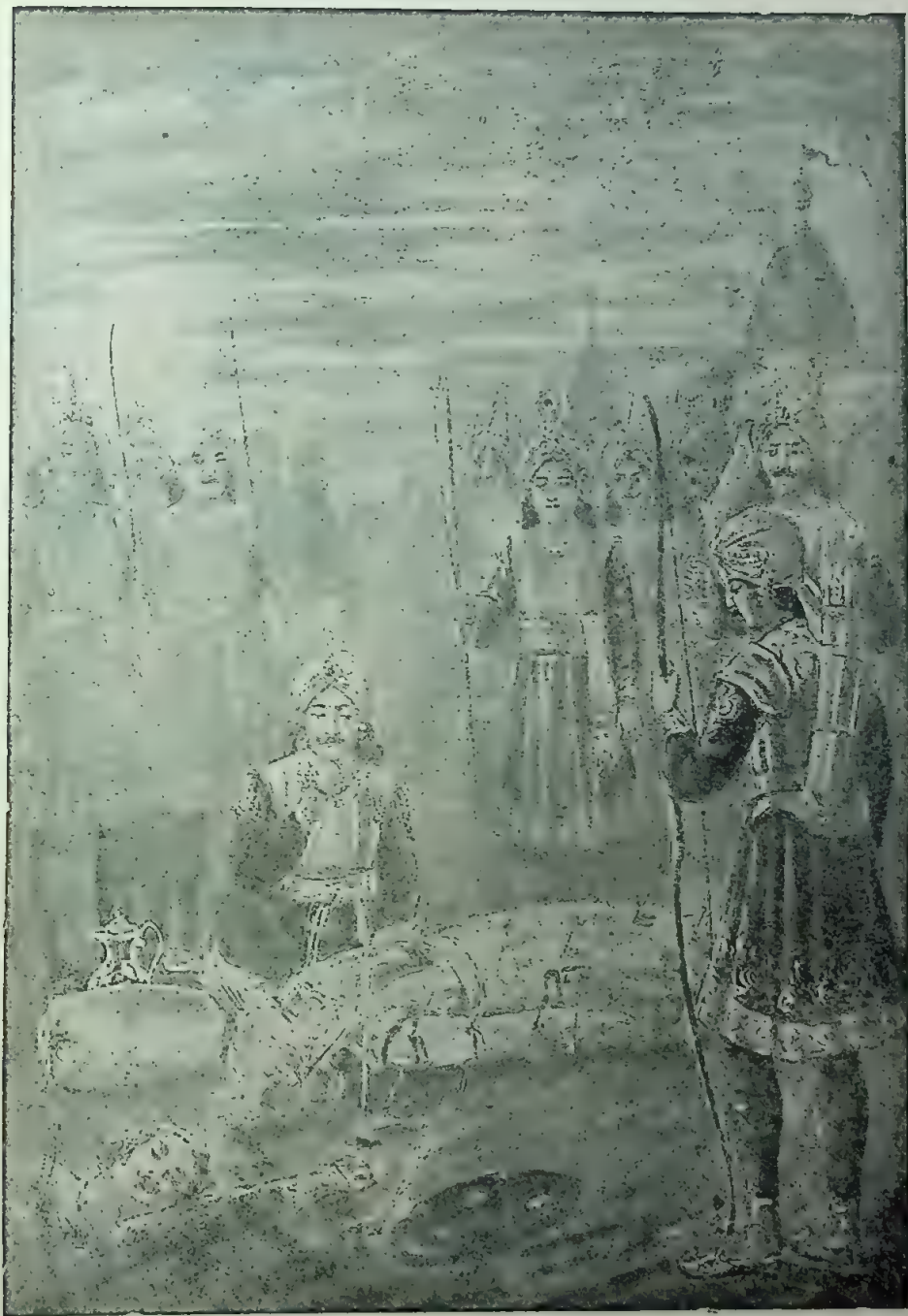
ভূমি নাহি স্পর্শে, অঙ্গ শরের উপর।
হেন মতে শরশয্যা নিল বীরবর॥

পৃষ্ঠা—৭৬৩

দ্রোণপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

দ্রোণাচার্য্যকে সৈনাপত্যে বরণ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয় ।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ ।
আপন ইচ্ছায় তেঁই হইল পতন ॥
ভীষ্ম যদি পড়ে, তবে ভাবে দুর্য্যোধন ।
হা হা ভীষ্ম শব্দ করি করেন রোদন ॥
রোদন করয়ে মহাশোকে সেনাগণ ।
কহিতে লাগিল কর্ণে চাহি দুর্য্যোধন ॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ, মনে পাই ত্রাস ।
যুদ্ধ করি প্রাণ দিবে, কহিলেন ব্যাস ॥
তোমারে জিজ্ঞাসি সখে, করহ বিচার ।
কারে সেনাপতি করি, কে করিবে পার ॥
তোমা-বিনা যোদ্ধৃপতি নাহিক আমার ।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার ॥
উপরোধ করি ভীষ্ম না করিল রণ ।
তুমি মোরে ধরি দেহ ধর্ম্মের নন্দন ॥
যদি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর কুমার ।
সত্য কহি, শুন বীর, সকলি তোমার ॥

এতেক শুনিয়া কহে কর্ণ মহাবীর।
দর্প করি কহে কথা নির্ভয়-শরীর॥
ওহে মহারাজ, চিন্তা না করিহ তুমি।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত-মন।
শীঘ্র উঠি কর্ণবীরে দিল আলিঙ্গন॥
হেনকালে কহে কৃপাচার্য্য মহামতি।
সার কথা কহি, শুন কুরু-অধিপতি॥
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ-বিদ্যমান।
পৃথিবীতে বীর নাহি দ্রোণের সমান॥
এক মহারথী দ্রোণ পৃথিবী-ভিতরে।
অর্দ্ধরথী বলি কহে কর্ণ-ধনুর্দ্ধরে॥
অতএব দ্রোণে তুমি কর সেনাপতি।
শুনি তুষ্ট হ'য়ে কহে গান্ধারী-সন্ততি॥
আজি সেনাপতি করি দ্রোণ মহারথী।
এত বলি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি॥
কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
শকুনি-দুর্ম্মুখ সঙ্গে চলিল সত্বর॥
হরিষেতে দুর্য্যোধন সবারে লইয়া।
দ্রোণের নিকটে তবে উত্তরিল গিয়া॥
প্রণাম করিয়া কহে রাজা দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু, মম নিবেদন॥
মহারথী দেখি ভীষ্মে কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহারথী॥
ভরসা কেবল, আমি তব ভুজাশ্রিত।
শরণ পালন কর হ'য়ে কৃপান্বিত॥
সেনাপতি-বিনা যুদ্ধ নাহি হয় জানি।
কৃপা করি সেনাপতি হউন আপনি॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দেহ, এই নিবেদন।
তোমা-ভিন্ন তারে ধরে, নাহি হেন জন॥
দুর্য্যোধনে সকাতর দেখি গুরু দ্রোণ।
আশ্বাস করিয়া কহে, শুন দুর্য্যোধন॥
সেনাপতি হব আমি, করিব সমর।
কিন্তু এক কথা কহি তোমার গোচর॥
আমি সেনাপতি যদি হইব সমরে।
তবে অস্ত্র না ধরিবে কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥
আমার নিয়ম এই শুন নরবর।
কহিলাম সত্য এই তোমার গোচর॥
যুধিষ্ঠিরে তবে আমি ধরিব নিশ্চয়।
কিন্তু যদি নাহি থাকে বীর ধনঞ্জয়॥
এতেক শুনিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
তোমার নিকটে কর্ণ না করিবে রণ॥
দ্রোণ বলে, শুন রাজা, আমার বচন।
চক্রব্যূহ করি তবে করিব যে রণ॥
দুর্য্যোধন শুনি হয় অতি-হৃষ্টমতি।
অভিষেক করি দ্রোণে করে সেনাপতি॥
জয় জয় শব্দ হৈল কটকে ঘোষণা।
মহাশব্দে নানাবিধ বাজয়ে বাজনা॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়-ঢোল।
মহাশব্দ হৈল, যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
শত শত দামা বাজে বাজে জগঝম্প।
কোটি কোটি সানি বাজে কোটি কোটি ডম্ফ॥
মৃদঙ্গের রোলে কম্প হয় বসুমতী।
থমক টমক বাদ্য বাজে নানাজাতি॥
মহানন্দে গরজন করে সেনাগণ।
দেখি আনন্দিত বড় হৈল দুর্য্যোধন॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণা

হেথায় ধর্ম্মের পুত্র সহ-ভ্রাতৃগণ।
কৃষ্ণসনে বসি সবে আনন্দিত-মন॥
দ্রুপদ বিরাট আর সাত্যকি-সংহতি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান যুযুৎসু প্রভৃতি॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ দ্রৌপদী-কুমার।
সভায় বসিয়া সবে করেন বিচার॥

হেনকালে দূত গিয়া কহিল সত্বর।
দ্রোণ সেনাপতি হৈল, শুন নৃপবর॥
তোমারে ধরিয়া দিতে কৌরব বলিল।
ধরিব বলিয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা করিল॥
ইহার বিধান শীঘ্র কর নৃপবর।
নিবেদন করি এই তোমার গোচর॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির মহা ভয় পেয়ে।
কৃষ্ণ-আগে সব কথা নিবেদিল গিয়ে॥
প্রতিজ্ঞা করিল দ্রোণ ধরিতে আমারে।
কিমতে পাইব রক্ষা, কহ কৃষ্ণ মোরে॥
ভুবনে দুর্জ্জয় দ্রোণ বীর মহারথী।
প্রতিজ্ঞা খণ্ডায় তাঁর, কেবা হয় কৃতী॥
হৃদয় কম্পিত মম নাহি খণ্ডে ভয়।
কি করি উপায়, কহ কৃষ্ণ মহাশয়॥
অশেষ সঙ্কটে পার করিয়াছ তুমি।
কার মনে ছিল, দেশে আসিব যে আমি॥
সভায় দ্রৌপদী-লজ্জা কর নিবারণ।
তোমা-বিনা পাণ্ডবের গতি কোন্ জন॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ, শুনহ বচন।
কি শক্তি তোমারে ধরি লইবেক দ্রোণ॥
শত দ্রোণ হয় যদি, আইসে সমরে।
তবু কি তাহার শক্তি, ধরিবে তোমারে॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা যদি করে রণ।
তথাপি তোমারে নাহি জিনিবে কখন॥
ভীম বলে, মহারাজ, কি ভয় তোমার।
তোমারে ধরিবে হেন শক্তি আছে কার॥
সহদেব-নকুলাদি যত যোদ্ধৃগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন॥
আমি একা যুদ্ধ করি কৌরবের দলে।
মারিব সমরে আজি দেখহ সকলে॥
কৃষ্ণ বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ভীমে সেনাপতি করি কর তুমি রণ॥
মহাযোদ্ধা ভীমসেন হবে সেনাপতি।
সমরে অজেয় শক্তি, অকাতর-মতি॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে।
ভীমেরে করেন অভিষেক সেইক্ষণে॥
ভীমে সেনাপতি করি ধর্ম্মের নন্দন।
হরষিত হৈল তবে যত যোদ্ধৃগণ॥
আনন্দিত যোদ্ধৃগণ করে জয়ধ্বনি।
বাদ্য-কোলাহল শব্দে কিছুই না শুনি॥
বাজিল দুন্দুভি শঙ্খ অতি সুললিত।
বীণা-বাঁশী বাজে, গায় সুমধুর গীত॥
ভীম বলে, মহারাজ, শুনহ বচন।
কালি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রে করিব নিধন॥
এত শুনি হৃষিত ধর্ম্মের নন্দন।
গর্জ্জন করয়ে মহানন্দে সেনাগণ॥
সৈন্য-কোলাহল, যেন সিন্ধু উথলিল।
গজ-অশ্ব-গর্জ্জনেতে কর্ণ রুদ্ধ হৈল॥
পাঞ্চজন্য-শঙ্খ কৃষ্ণ বাজান আপনে।
পৃথিবীর যত বাদ্য কৈল আচ্ছাদনে॥
হৃষ্টচিত্তে সর্ব্বজন বঞ্চিল রজনী।
প্রভাতে উঠিয়া সৈন্যে বলেন ফাল্গুনি॥
রাজারে রাখিবে সবে করিয়া যতন।
কোনমতে কুরু যেন না পায় রাজন্॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

ভীষ্ম ও দুর্য্যোধনের কথোপকথন

হেথায় প্রভাত-কালে রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণে আগে করি রণে আসিল তখন॥
রথ ছাড়ি গেল সবে ভীষ্মের সদন।
ভীষ্মেরে প্রণাম করে রাজা দুর্য্যোধন॥
শরশয্যা-শয়নেতে আছে মহাবীর।
দুর্য্যোধন কহে তাঁরে হ'য়ে অতি ধীর॥
আজ্ঞা কর পিতামহ, প্রসন্ন-বদনে।
সমর করিতে যাই পাণ্ডুপুত্র-সনে॥

সেনাপতি সমরেতে করিলাম গুরু।
কি ভয়, আশ্রয় যার হেন কল্পতরু ॥
শুনি দুর্য্যোধন-বাক্য কুরুবংশপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইল মধুর-ভারতী ॥
আমি যাহা কহি, তাহা শুন দুর্য্যোধন।
কদাচিৎ না লজ্ঘিবে আমার বচন ॥
সকল মঙ্গল হবে, পৌরুষ অপার।
পৃথ্বী-মধ্যে মহাযশঃ হইবে তোমার ॥
তোমা-সবাকার হিত চিন্তি অনুক্ষণ।
এ হেতু তোমারে বলি ওহে দুর্য্যোধন ॥
আমার বচন তুমি না করিও আন।
কি-কারণে ক্ষয় কর কৌরব-সন্তান ॥
সৈন্য-অপচয়-মাত্র হবে ধন-শেষ।
প্রজার পরম পীড়া, নষ্ট হবে দেশ ॥
রাজা যুধিষ্ঠির দেখ ধর্ম্ম-অবতার।
তার সহ কর তুমি প্রীতি-ব্যবহার ॥
রাজ্যধন কিছু তারে দেহ গিয়া তুমি।
বুঝায়ে সম্মত তারে করি দিব আমি ॥
আমার বচন কভু না কর অন্যথা।
বংশরক্ষা-হেতু তোমা কহি হেন কথা ॥
নিরর্থক জ্ঞাতিগণে করিবে সংহার।
আপনি না বুঝ কেন করিয়া বিচার ॥
বুদ্ধির সাগর তুমি, বলে মহাবল।
সসাগরা ধরা হের তব করতল ॥
কহ, আমি যুধিষ্ঠিরে আনি এইক্ষণ।
মম বাক্য না লজ্ঘিবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
ভীম-ধনঞ্জয় দেখ মহাধনুর্দ্ধর।
তার সহ কোন্ জন করিবে সমর ॥
পাণ্ডব-সহায় হন নিজে নারায়ণ।
তাঁর সহ বিরোধেতে জীবে কোন্ জন ॥
অতএব তাঁর সহ না করিও রণ।
বংশরক্ষা-হেতু কহি শুন দুর্য্যোধন ॥
প্রত্যয় না হয় যদি আমার বচনে।
আপনি জিজ্ঞাসা কর দ্রোণাচার্য্য-স্থানে ॥

দ্রোণাচার্য্য বলে, তুমি যে আজ্ঞা করিলে।
এমত করিলে থাকে সকলে কুশলে ॥
বেদতুল্য জানি আমি তোমার বচন।
যতেক কহিলে তুমি সবার কারণ ॥
দুর্য্যোধনে অনুক্ষণ বুঝাই বিস্তর।
নাহি শুনে দুর্য্যোধন করি অনাদর ॥
মৃত্যুকালে রোগী যেন ঔষধ না খায়।
সেইমত দুর্য্যোধন অজ্ঞানের প্রায় ॥
কি হইবে তস্করে কহিলে ধর্ম্মবাণী।
কভু নাহি হয় সতী অসতী রমণী ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন বলিল বচন।
অনুক্ষণ নিন্দা মোরে কর সর্ব্বজন ॥
অনুক্ষণ দোষ মম বল তোমা-সবে।
সবেমাত্র দেখিয়াছ নির্দ্দোষ পাণ্ডবে ॥
অবিরত কটু-কথা প্রাণে নাহি সহে।
গুরুজন-গঞ্জনাতে সদা তনু দহে ॥
বলে পারি, ছলে পারি, প্রকার-বিশেষে।
নাশিব আপন শত্রু, ভয় মোর কিসে ॥
মৃত্যু হ'তে কষ্ট ভাবি পাণ্ডবের বশ।
মরি যদি রণে, তবু রহিবেক যশ ॥
ক্ষোভ না করিয়া ক্ষিতি করিলাম ভোগ।
এখন যে হয় কর্ম্ম দৈবের সংযোগ ॥
পণ করিয়াছি রণ আপনি বিচারি।
কদাপি অন্যথা নাহি করিবারে পারি ॥
এত বলি দুর্য্যোধন হ'য়ে দুঃখ-মতি।
কর্ণ-দুঃশাসনে ল'য়ে চলে শীঘ্রগতি ॥
দেখিয়া গঙ্গার পুত্র হইল দুঃখিত।
দ্রোণেরে চাহিয়া তবে বলিল বিহিত ॥
কালপ্রাপ্ত হইলেক বুঝি দুর্য্যোধন।
অতএব নাহি শুনে কাহার বচন ॥
নিশ্চয় জানিনু, কুরুকুল হৈল অস্ত।
দিন-দুই চারি মধ্যে মজিবে সমস্ত ॥
এত বলি ভীষ্মবীর নিঃশব্দে রহিল।
সৈন্য ল'য়ে দুর্য্যোধন রণস্থলে গেল ॥

ভারতের দ্রোণপর্ব্ব অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সঙ্কুল-যুদ্ধ

চক্রব্যূহ করিলেন দ্রোণ মহাশয়।
ভেদিতে বিষম ব্যূহ দৈব্যে সাধ্য নয়॥
রথে আরোহণ করি আসিলেন বীর।
ভুবনবিজয়ী দ্রোণ নির্ভয়-শরীর॥
যুধিষ্ঠির দেখিলেন, আসে দুর্য্যোধন।
বাহির হইতে আজ্ঞা কৈল নারায়ণ॥
করিয়া মকর-ব্যূহ বীর ধনঞ্জয়।
রণে আসিলেন সহ-কৃষ্ণ-মহাশয়॥
দুই-সৈন্য-কোলাহলে হৈল গণ্ডগোল।
প্রলয়ের কালে যেন সমুদ্র-কল্লোল॥
বাদ্যশব্দে আর কিছু নাহি শুনি কাণে।
পৃথিবী কম্পিতা অশ্ব-গজের গর্জ্জনে॥
মুহুর্মুহু যোদ্ধৃগণ ছাড়ে হুহুঙ্কার।
বজ্রের সমান শুনি ধনুক-টঙ্কার॥
পদাতি-পদাতি আগে হইল সংগ্রাম।
গজে-গজে যুদ্ধ করে, না করে বিশ্রাম॥
রথী রথী যুদ্ধ হয়, বীর জনে জন।
সংগ্রাম হইল ঘোর, না যায় কথন॥
দ্রোণ-অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় অবিরাম।
সাত্যকি-সহিত কর্ণ করয়ে সংগ্রাম॥
ভীম-দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি যোদ্ধৃগণ সবে আশ্চর্য্য মানিল॥
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
শকুনির সহ করে সহদেব রণ॥
কৃপের সহিত যুঝে পাঞ্চাল রাজন্।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-সহ অশ্বত্থামা করে রণ॥
মদ্রপতি-সহ যুঝে চেকিতান বীর।
বিরাটের সহ যুঝে ভূপাল কাশীর॥
এইরূপে জনে জনে বাধিল সমর।
মানিল প্রমাদ দেখি স্বর্গের অমর॥
মহাবাতাঘাতে দেখি বৃক্ষ যেন পড়ে।
পড়িল অনেক সৈন্য রণস্থল যুড়ে॥
রুধিরে বহিল নদী, বহে পঞ্চ ধারে।
হইল প্রবল যুদ্ধ শেষেতে দ্বাপরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

দ্রোণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ

জন্মেজয় বলে, মুনি কহ আরবার।
সংক্ষেপে কহিলে, কহ করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেইমতে যুদ্ধ করে সব রাজগণ॥
দ্রোণ-অর্জ্জুনে যুদ্ধ কি দিব উপমা।
রাম-রাবণের যুদ্ধ নাহি হয় সীমা॥
গুরু দ্রোণে দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
করপুটে প্রণমেন করিয়া বিনয়॥
অর্জ্জুন বলেন, গুরু, কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে কহে দুর্য্যোধন॥
এমত প্রতিজ্ঞা কেন করিলে আপনে।
আমি জীতে ধরিতে না পারিবে রাজনে॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য সহাস্য-বদন।
অর্জ্জুনের প্রতি তবে বলেন বচন॥
যুধিষ্ঠিরে আমি আজি ধরিব সমরে।
দেখি, তুমি রক্ষা কর কেমন প্রকারে॥
রাজা দুর্য্যোধন হেতু করি মহারণ।
নিশ্চিত করিব আমি প্রতিজ্ঞা পালন॥
অর্জ্জুন বলেন, কহ শুনি আরবার।
যুধিষ্ঠিরে ধরে, হেন শক্তি আছে কার॥
এত শুনি হন গুরু ক্রোধে হুতাশন।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ॥

শিষ্যস্নেহ-উপরোধ আজি নাহি মনে।
সংবর, সংশয় আজি করাইব রণে॥
এত বলি এড়ে বাণ অগ্নি-অবতার।
হাসিয়া সংবরে তাহা ইন্দ্রের কুমার॥
দশ বাণ এড়ে গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে অতিশয়।
গগন ছাইল তবে করি অস্ত্রময়॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারেন আচার্য্যের বাণ॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ যেন যমদণ্ড।
দ্রোণের ধনুক কাটি করে খণ্ড খণ্ড॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন-উপরে এড়ে হুতাশন-বাণ॥
সংগ্রামের স্থলে হৈল সব অগ্নিময়।
পলায় সকল সৈন্য, রণে নাহি রয়॥
এড়িয়া বরুণবাণ ইন্দ্রের নন্দন।
নিমেষেকে নিবারেন ঘোর হুতাশন॥
প্রলয়কালেতে যেন মজাইতে সৃষ্টি।
মুষল-ধারায় বরিষয়ে ঘোর বৃষ্টি॥
জলেতে হইল পূর্ণ সংগ্রামের স্থল।
শোষকাস্ত্রে নিবারিল দ্রোণ মহাবল॥
বায়ু-অস্ত্রে সেনাগণে করিল অস্থির।
আকাশাস্ত্রে নিবারেন পার্থ মহাবীর॥
তবে অতি-ক্রোধাবিষ্ট বীর ধনঞ্জয়।
চারি বাণে কাটিলেন তাঁর চারি হয়॥
চারি বাণে ধ্বজ কাটি করিলেন খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
আর দশ বাণ তাঁর তারা-হেন ছুটে।
আচার্য্যের বুকে অর্জ্জুনের বাণ ফুটে॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হন অচেতন।
হাহাকার করি ধায় কুরুসৈন্যগণ॥
আর রথ আনি তবে দ্রোণেরে লইল।
সারথি লইয়া রথ শীঘ্র পলাইল॥
দ্রোণ-ভঙ্গ দেখি তবে পার্থ মহাবীর।
বাণবৃষ্টি করি সৈন্য করেন অস্থির॥
ভীম-দুর্য্যোধনে দোঁহে হইল সমর।
সব যোদ্ধৃগণ দেখে থাকিয়া অন্তর॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে দোঁহে গদাধর।
হুহুঙ্কার-শব্দ ছাড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
বায়ুর সমান গদা ফিরায় মস্তকে।
মহাক্রোধে দুইজন প্রহারে দোঁহাকে॥
দোঁহার প্রহারে কারো নাহি লাগে গায়।
কেবল হইল যুদ্ধ গদায় গদায়॥
রাশি রাশি পড়ে খসি তাহাতে অনল।
চমকিয়া চাহে কুরু-পাণ্ডবের দল॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত-উপর।
দুইজনে দেখা যায় দুই মহীধর॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে খাইয়া প্রহার।
নিস্তেজ হইল ধৃতরাষ্ট্রের কুমার॥
যুদ্ধ ত্যজি দুর্য্যোধন পলাইয়া যায়।
বৃকোদর বীর তার পাছে পাছে ধায়॥
দেখি তবে যত মহা মহা যোদ্ধৃগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
গদা ল'য়ে বৃকোদর বায়ুবেগে ধায়।
রথ গজ চূর্ণ করে, সম্মুখে যে পায়॥
তবে দুর্য্যোধন বীর হইয়া কাতর।
যুঝিবারে দিল দশ সহস্র কুঞ্জর॥
হস্তী ল'য়ে যায় সবে মাহুত প্রভৃতি।
ভীমের উপরে আসে অতি-শীঘ্রগতি॥
কুঞ্জর দেখিয়া বীর হরিষ-অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর॥
ছাগলের পাল দেখি ব্যাঘ্র যেন ধায়।
শত শত হস্তী বীর মারে এক ঘায়॥
প্রহারে-প্রহারে গদা হয় আধা খণ্ড।
তাহা ফেলাইয়া বীর ধরে করি-শুণ্ড॥
অন্তরীক্ষে ভ্রমাইয়া ফেলায় কুঞ্জরে।
স্থিরবায়ুমধ্যে রহে গগন-উপরে॥

ভগ্ন গদা ফেলাইয়া শূন্য হৈল কর।
শূন্যকরে যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর ॥
হস্তীর উপরে হস্তী মারে ফেলাইয়া।
হস্তী হস্তী চাপনেতে পড়ে চূর্ণ হৈয়া ॥
শুধু হাতে ভীম বীর যুঝে রণমাঝে।
হেন বীর নাহি কভু ভীমসেনে যুঝে ॥
মহাক্রোধে বৃকোদর হৈল ভয়ঙ্কর।
অবিলম্বে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর ॥
ভীমের নিকটে আর কেহ নাহি রয়।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধে আগু হয় ॥
নানা অস্ত্র প্রহারয়ে ভীমের উপর।
কর্ণেরে দেখিয়া ধায় বীর বৃকোদর ॥
মুষ্ট্যাঘাতে মারিল রথের চারি হয়।
এক চড়ে সারথিরে নিল যমালয় ॥
মহাক্রোধে লাথি মারে রথের উপর।
চূর্ণ হ'য়ে রথ পড়ে সংগ্রাম-ভিতর ॥
রথ চূর্ণ হৈল, কর্ণ পড়িল ভূতলে।
পলাইল কর্ণবীর ত্যজি রণস্থলে ॥
কর্ণভঙ্গ দেখি যত কুরু-মহাবীর।
ভীমের সম্মুখে আর কেহ নহে স্থির ॥
শূন্যহস্তে বৃকোদর সংগ্রাম-ভিতর।
রথ তুলি মারে অন্য-রথের উপর ॥
যেই দিকে বৃকোদর ক্রোধদৃষ্টে চায়।
হয় হস্তী রথ পত্তি সকল পলায় ॥
ভারত-যুদ্ধের কথা কে বর্ণিতে পারে।
অদ্ভুত দেখিয়া দেবগণ কাঁপে ডরে ॥
হেনকালে অস্ত গেল দেব-দিবাকর।
কৌরব-পাণ্ডব গেল আপনার ঘর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● অর্জ্জুনের সহিত দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ

পরদিন প্রভাতেতে যত বীরগণ।
সসৈন্য চলিল সবে করিবারে রণ ॥
যোদ্ধৃগণ চলিলেন দিব্য দিব্য রথে।
গজ বাজী পদাতিক চলে যূথে যূথে ॥
অশ্বে-অশ্বে গজে-গজে মহাযুদ্ধ করে।
অশ্বে আসোয়ার যুঝে নানা-অস্ত্র ধরে ॥
হেনকালে ধনঞ্জয় কৃষ্ণ আগে করি।
রণস্থলে আসিলেন হাতে ধনু ধরি ॥
গগন ছাইয়া বীর এড়িলেন বাণ।
কোটি-কোটি কুরুসেনা ত্যজিলেক প্রাণ ॥
ক্রোধেতে অর্জ্জুন যেন দীপ্ত হুতাশন।
প্রাণ ল'য়ে পলাইয়া যায় সেনাগণ ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে রাজা দুর্য্যোধন।
ক্রোধমনে রথে চড়ি করিল গমন ॥
অর্জ্জুন-উপরে মারে পূরিয়া সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল দশগোটা বাণ ॥
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় করে খান খান।
ছয় বাণ মারিলেন পূরিয়া সন্ধান ॥
দুই বাণে কাটিলেন ধ্বজা মনোহর।
চারি বাণে অশ্বগণ গেল যম-ঘর ॥
দুই বাণ এড়িলেন যেন যমদণ্ড।
সারথির মাথা করিলেন খণ্ড খণ্ড ॥
নিরখিয়া দুর্য্যোধন কুপিত-অন্তর।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥
গদা ফেলি মারিলেন অর্জ্জুনের রথে।
দারুণ প্রহারে রথ লাগিল কাঁপিতে ॥
কোপেতে অর্জ্জুন যেন অনল-সমান।
দুর্য্যোধনে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন মহাকম্পমান।
বেগে পলাইয়া যায় লইয়া পরাণ ॥
বাণাঘাতে সুব্যথিত হৈল দুর্য্যোধন।
সারথি যোগায় রথ ল'য়ে সেইক্ষণ ॥

রথে চড়ি পলাইয়া যায় দুর্য্যোধন।
দেখি ক্রোধে আগু সরে দ্রোণের নন্দন ॥
অশ্বত্থামা-ধনঞ্জয়ে হয় মহারণ।
বিস্ময় হইয়া চাহে যত যোদ্ধৃগণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
অর্দ্ধপথে পার্থ তাহা করে খান খান ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর ক্রোধে হুতাশন।
দ্রৌণির উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
বৃষ্টিধারাবৎ বাণ করেন ক্ষেপণ।
নিমেষেকে নিবারিল দ্রোণের নন্দন ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে বীর ধনঞ্জয়।
মহাকোপে পুনরপি করে অস্ত্রময় ॥
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা ব্যথিত হইল।
মূর্চ্ছিত হইয়া বীর রণেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল অশ্বত্থামা রথী ॥
তবে দুঃশাসন বীর দেখি বৃকোদরে।
হস্তীর উপরে চড়ি আসিল সত্বরে ॥
দুঃশাসনে দেখি কোপে বলে ভীম বীর।
গদাঘাতে আজি তোর লোটাব শরীর ॥
দ্রৌপদীর মনোরথ করিব যে পূর্ণ।
এত বলি গদা ল'য়ে ধায় অতি তূর্ণ ॥
হস্তীর উপরে গদা করিল ক্ষেপণ।
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ ॥
হস্তী যদি পড়িল পলায় দুঃশাসন।
সৈন্যের মধ্যেতে পশি রাখিল জীবন ॥
তবে বৃকোদর বীর ক্রোধে হুতাশন।
গদার প্রহারে মারে রথ-রথিগণ ॥
পুনঃ অশ্বত্থামা বীর ধায় শীঘ্রগতি।
যুদ্ধ করিবারে বাঞ্ছা ভীমের সংহতি ॥
অশ্বত্থামা দেখি বীর চড়ে নিজ রথে।
ভয়ঙ্কর ধনু তুলি নিল নিজ হাতে ॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
কোপে অশ্বত্থামা বীর পরিঘ লইয়া।
মারিলেক বৃকোদরে ক্রোধিত হইয়া ॥
অচেতন হৈল ভীম পরিঘের ঘায়।
রথের উপরে বীর পড়ি গেল ঠায় ॥
কতক্ষণে সংজ্ঞা পেয়ে বীর বৃকোদর।
মহাকোপে উঠিলেন কম্পিত-অধর ॥
গদা ফেলি মারিলেক রথের উপর।
চূর্ণ হৈল রথখান, দেখি লাগে ডর ॥
সেইক্ষণে আর রথ যোগায় সারথি।
তাহাতে চড়িল গুরুপুত্র মহামতি ॥
ভীমের উপরে বীর এড়ে যত বাণ।
কাটি পাড়ে ভীম তাহা করি খান খান ॥
অতিক্রোধে বৃকোদর জ্বলন্ত-অনল।
রথ এড়ি গদা ল'য়ে ধায় মহাবল ॥
রথের উপর মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
চূর্ণ হৈল রথখান, যায় গড়াগড়ি ॥
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা পলাইয়া যায়।
দেখি বৃকোদর বীর পাছে পাছে ধায় ॥
হেনকালে কর্ণবীর হৈল আগুয়ান।
ভীমের উপরে মারে চোখ-চোখ বাণ ॥
বাণেতে আচ্ছন্ন বীর করিল ভীমেরে।
কুজ্ঝটিতে আচ্ছাদিল যেন গিরিবরে ॥
বাণাঘাতে বৃকোদর হইল বিবর্ণ।
কর্ণেরে এড়য়ে বাণ পূরিয়া আকর্ণ ॥
যত বাণ এড়ে ভীম, কর্ণ ফেলে কাটি।
রথ এড়ি ধায় ভীম মহাক্রোধে ফাটি ॥
গদা হাতে করি ক্রোধে ধায় মহাশূর।
গদা মারি অশ্ব-রথ করিলেক চূর ॥
লাফ দিয়া কর্ণ বীর যায় পলাইয়া।
শীঘ্রগতি আর রথে চড়িলেক গিয়া ॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর ॥
বাণবৃষ্টি করে বীর সৈন্যের উপর।
বাণেতে সকল সৈন্যে করিল জর্জ্জর ॥

● দ্রোণের ক্রোধ

হেথায় সংগ্রাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কোটি কোটি সৈন্য কাটিলেন নিরন্তর॥
অর্জ্জুনের বাণে স্থির নহে সেনাগণ।
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল রাজা দুর্য্যোধন॥
দ্রোণেরে ডাকিয়া তবে বলিল বচন।
দেখ গুরু, সৈন্য সব হইল নিধন॥
সেনাপতি তোমা করিলাম করি আশ।
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিবে, করিলে আশ্বাস॥
আজিকার যুদ্ধে গুরু, না দেখি নিস্তার।
ভীম-ধনঞ্জয় করে সকল সংহার॥
সেনাপতি করিতাম যদ্যপি কর্ণেরে।
এতদিনে কর্ণ ধরি দিত যুধিষ্ঠিরে॥
মহারথী দেখি তোমা কৈনু সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝহ, বুঝি তব মতি॥
তোমার শিক্ষিত অস্ত্র অর্জ্জুন পাইয়ে।
তব অগ্রে মারে সেনা, দেখিছ দাণ্ডায়ে॥
এত শুনি ক্রোধে গুরু অরুণলোচন।
ডাকিয়া বলিল, তবে শুন দুর্য্যোধন॥
পূর্ব্বেতে তোমাকে আমি কহিনু আপনে।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আমি, কিবা কাজ রণে॥
সেনাপতি-যোগ্য আমি না হই কখন।
আমার এ-সব কার্য্যে নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি ডাকিলেন আপন নন্দনে।
ক্রোধ করি যায় দ্রোণ উপেক্ষিয়া রণে॥
তবে দুর্য্যোধন বীর শকুনি লইয়া।
আগু হ'য়ে গুরুপদে পড়িল আসিয়া॥
শকুনি বলিল, গুরু, কর অবধান।
প্রীতিভাবে দুর্য্যোধন করে অভিমান॥
তুমি যদি উপেক্ষিয়া চলিলে ভবনে।
আজ্ঞা কর, রাজা দুর্য্যোধন যাক্ বনে॥
তোমা-বিনা যুদ্ধ করে, নাহি হেন জন।
তোমার আশ্বাসে সদা থাকে দুর্য্যোধন॥
এত শুনি গুরু হাসি হ'লেন সদয়।
দুর্য্যোধন-দুঃখ দেখি ব্যথিত-হৃদয়॥
দ্রোণ বলে, কহিলাম পূর্ব্বেতে তোমারে।
পার্থ না থাকিলে ধরি দিব যুধিষ্ঠিরে॥
অর্জ্জুন-সম্মুখে যুঝে, নাহি হেন বীর।
যার বাণে যোদ্ধৃগণ কেহ নহে স্থির॥
এক যুক্তি ভাবিয়াছি, শুন দুর্য্যোধন।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের নন্দন॥
না থাকিবে পার্থ বীর হেন কাল পেয়ে।
তবে ধরি দিতে পারি রাজারে বান্ধিয়ে॥
এতেক কহিতে হৈল সন্ধ্যার সময়।
কৌরব-পাণ্ডব গেল আপন আলয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দ্রোণের প্রতি দুর্য্যোধনের খেদোক্তি

শিবিরেতে গেল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বিরস-বদন॥
দ্রোণ-গুরু অগ্রে কহে করিয়া রোদন।
কিরূপে আমার গুরু, হইবে তারণ॥
জিনিতে উপায় দেব, বল এবে তুমি।
তোমার ভরসা ভিন্ন নাহি জানি আমি॥
দ্রোণ বলে, শুন আমি কহি যে-বচন।
এবে যুধিষ্ঠিরে ধরি শুন দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা দেখ যুদ্ধে বড় কৃতী।
তাহার সহায় আছে সুশর্ম্মা নৃপতি॥
অর্জ্জুনের সহ তারা করুক সমর।
তবে সে ধরিতে পারি ধর্ম্মের কোঙর॥
এত শুনি আনন্দিত হইল রাজন্।
সেই ক্ষণে ডাকি আনে সংশপ্তকগণ॥
ত্রিগর্ত্ত রাজারে আনি বলিল বচন।
আমার বচন শুন সুশর্ম্মা রাজন্॥

নারায়ণী-সেনামধ্যে হও সেনাপতি।
অর্জ্জুনের সনে যুদ্ধ কর মহামতি ॥
সসৈন্যে উত্তর দিকে তুমি চলি যাহ।
অর্জ্জুনের সনে গিয়া সমর করহ ॥
সুশর্ম্মা বলেন, শুন আমার বচন।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি করিব নিধন ॥
নারায়ণী সেনা দেখ যমের সমান।
পৃথিবীর মাঝে যার অব্যর্থ সন্ধান ॥
এ সব লইয়া আমি করি গিয়া রণ।
জানিহ, পার্থের তবে নিশ্চয় মরণ ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে যত সেনাগণ
শুনি দুর্য্যোধন হৈল উল্লাসিত-মন ॥
নারায়ণী সেনামধ্যে শ্রেষ্ঠ সপ্তরথী।
সুশর্ম্মা তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥
আনন্দিত-মনে সবে রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে উঠিয়া কুরুক্ষেত্রেতে চলিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

——

● নারায়ণী সেনার যুদ্ধারম্ভ

অর্জ্জুনের রথে তবে সাজিলেন হরি।
আইল পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ আগে করি ॥
অর্জ্জুনের প্রতি বলে সংশপ্তকগণ।
আজি ধনঞ্জয়, তুমি মোরে দেহ রণ ॥
করিব তোমারে আমি অবশ্য সংহার।
এই করিলাম আজি সত্য অঙ্গীকার ॥
এতেক শুনিয়া হাসি ইন্দ্রের নন্দন।
সংশপ্তক-সহ যান করিবারে রণ ॥
রণেতে প্রচণ্ড বড় সংশপ্তকগণ।
অদ্ভুত করয়ে রণ, নাহি নিবারণ ॥
কর্ণ-দুর্য্যোধন দেখি আনন্দিত-মন।
হাসিয়া বলিল তবে রবির নন্দন ॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিধাতার ইচ্ছা।
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা, সে হইল মিছা ॥
অর্জ্জুনে বধিব আমি, আছে অঙ্গীকার।
পড়িয়া সংশপ্ত-হাতে হইবে সংহার ॥
হরষিত হ'য়ে বড় রাজা ত্বরা করি।
কহিতে লাগিল গিয়া গুরু-বরাবরি ॥
তোমার ভারতী গুরু, মস্তক-ভূষণ।
একান্ত আমার তুমি, জানিনু এখন ॥
দেখিলাম সংশপ্তকগণের সমর।
সংগ্রামে কেবল তারা যমের দোসর ॥
অর্জ্জুন বাহুড়ে রণে, না বুঝি এমন।
সংশপ্তক-হস্তে হবে নিশ্চয় নিধন ॥
আমার সহায় শত ভাই কর্ণ রথী।
দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা মাতুল সুমতি ॥
বেড়িয়া বধিব ভীমে, ভয় তার কিসে।
যুধিষ্ঠিরে গিয়া গুরু ধর অনায়াসে ॥
দ্রোণ বলে, কর আজি সকলে সংগ্রাম।
আজি ঘুচাইব রণে পাণ্ডবের নাম ॥
অদ্ভুত করিব ব্যূহ, অদ্ভুত মানুষে।
ব্যূহ করি সবাকারে করিব নিঃশেষে ॥
আজি সে ধরিব আমি ধর্ম্ম-নৃপবরে।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সবার গোচরে ॥
চক্রব্যূহ তবে করে অদ্ভুত মানুষে।
যন্ত্রেতে পূর্ণিত করি অস্ত্র চারি পাশে ॥
ব্যূহমুখে জয়দ্রথ রহে সাবধানে।
মহারথী-মধ্যে যারে করিয়া গণনে ॥
বহু রথ রথী হস্তী অশ্ব সেনাগণ।
চক্রব্যূহ-দ্বারদেশে রহে সর্ব্বজন ॥
তাহার পশ্চাতে রথে দ্রোণ মহাশয়।
দুই পার্শ্বে অশ্বত্থামা সূর্য্যের তনয় ॥
স্থানে স্থানে রাখে দ্রোণ মহাবীরগণ।
ব্যূহমধ্যে ভ্রাতৃসহ রাজা দুর্য্যোধন ॥
পশ্চাতে রহিল কৃপ শল্য ভগদত্ত।
সবে মহাপরাক্রমী, রণে মহামত্ত ॥

দেবের অজেয় ব্যূহ, সৈন্য-সমাবেশ।
সাহস না হয় কারো করিতে প্রবেশ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় গালাগালি।
সমর বাধিল সৈন্যে-সৈন্যে রণস্থলী॥
সৈন্যে-সৈন্যে মহাযুদ্ধ হৈল আগুয়ান।
গজে-গজে মহাযুদ্ধ আর পাছুয়ান॥
রথে-রথে যুদ্ধ হৈল অশ্বে আসোয়ার।
হুড়াহুড়ি রণস্থলে হৈল মারমার॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে যেন বরিষয়ে ঘন।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণবৃষ্টি হয় অগণন॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
নিমেষেকে নিপাতিল যত সৈন্যগণ॥
দ্রোণের বিক্রমে সেনাগণ নহে স্থির।
সম্মুখ হইয়া যুঝে, নাহি হেন বীর॥
সংশপ্তকে রহিলেন পার্থ মহামতি।
হেথা সেনা বিনাশয়ে দ্রোণ যোদ্ধৃপতি॥
একেশ্বর বৃকোদর করি প্রাণপণ।
নিবারণ করে আর যত যোদ্ধৃগণ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরিবারে যায় দ্রোণ বীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয়-শরীর॥
যুধিষ্ঠির-উপরেতে করে বাণবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হৈল নাহি চলে দৃষ্টি॥
মুহূর্ত্তেক যুধিষ্ঠির করিয়া সমর।
সহিতে না পারি বড় হ'লেন ফাঁফর॥
দশ বাণ এড়ে দ্রোণ রথের উপর।
দুই বাণে কাটি পাড়ে ধ্বজা মনোহর॥
চারি বাণে কাটি পাড়ে সারথির মুণ্ড।
চারি বাণে চারি অশ্বে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
অচল হইল রথ দেখি দ্রোণ-বীরে।
ধরিবারে যায় তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
দেখিয়া কৌরবগণ হরিষ-অন্তর।
ধন্য ধন্য করি দ্রোণে বাখানে বিস্তর॥
আজি ধৃত হৈল ধর্ম্মরাজ গুরুহাতে।
আজি মোর মনোরথ পূরে ভালমতে॥
রাজার সঙ্কট দেখি, ধৃষ্টদ্যুম্ন-বীর।
আগুলিল দ্রোণে আসি নির্ভয়-শরীর॥
দ্রোণের উপরে করে বাণ বরিষণ।
গগন ছাইল বাণে, না দেখি তপন॥
অস্ত্রাঘাতে যুধিষ্ঠির হইয়া কম্পিত।
নকুলের রথে গিয়া চড়েন ত্বরিত॥
দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্নে হয় অতিঘোর-রণ।
দূরেতে থাকিয়া তাহা দেখয়ে রাজন্॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে বাণ, তারা যেন ছুটে।
দ্রোণের ধনুক বীর চারি বাণে কাটে॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
ধনুক কাটিয়া ফেলে দ্রোণের অগ্রেতে॥
আর ধনু ল'য়ে দ্রোণ গুণ দিয়া টানে।
সেই ধনু ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে একবাণে॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন এড়ে দশ বাণ।
দ্রোণের কবচ কাটি করে খান খান॥
আর দশ বাণ বীর এড়িল ত্বরিত।
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত॥
দেখিয়া কৌরবগণ বিলাপ করিল।
পাণ্ডবের দলে বড় আনন্দ হইল॥
তবে কতক্ষণে দ্রোণ পাইয়া চেতন।
লাজে ভরদ্বাজপুত্র মলিন-বদন॥
ক্রোধে এক ধনু ল'য়ে দিলেন টঙ্কার।
শব্দেতে লাগিল তালি কর্ণে সবাকার॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে বাণে বাণে পাঞ্চাল-নন্দন॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ হন কম্পমান।
একেবারে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে বহিছে শোণিত॥
রথেতে পড়িল বীর হইয়া অজ্ঞান।
রথ ল'য়ে সারথি হইল পাছুয়ান॥
মূর্চ্ছা ত্যজি উঠি বীর দেখি পলায়ন।
সারথিরে নিন্দা করি বলয়ে বচন॥

সম্মুখ-সংগ্রামে মোর ফিরাইলি রথ।
দ্রোণ কি বলিষ্ঠ, আমি নহি কি তেমত॥
এইক্ষণে দ্রোণে আমি বিনাশিব রণে।
ঝাট রথ লহ শুন দ্রোণ-বিদ্যমানে॥
শুনিয়া সারথি রথ ফিরাইল বেগে।
অবিলম্বে নিল রথ দ্রোণাচার্য্য-আগে॥
পুনঃ মুখামুখি দোঁহে হইল সমর।
দোঁহাকার বাণ গিয়া ঢাকিল অম্বর॥
মহাপরাক্রম দ্রোণ নানা অস্ত্র জানে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-ধনু তবে কাটে দুই বাণে॥
ধনু যদি কাটা গেল, অন্য ধনু লয়।
সেই ধনু কাটি পাড়ে দ্রোণ মহাশয়॥
যত ধনু লয় বীর, কাটে পুনঃপুনঃ।
ক্রোধে শেল হাতে নিল দ্রুপদ-নন্দন॥
হাঁকারিয়া শেলপাট এড়ে বাহুবলে।
যত দূর যায় শেল, তত দূর জ্বলে॥
শেলপাট দেখি দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
পাঁচ বাণে শেলপাট করে দশখান॥
শেল যদি কাটা গেল, দ্রুপদ-কুমার।
চিন্তিয়া ভাবেন মনে সকলি অসার॥
লাফ দিয়া ভূমে পড়ি ল'য়ে অসি ঢাল।
সম্মুখে পড়িয়া তবে বলে ভাল ভাল॥
ভাঙরি কাটিয়া বীর ওঠে দ্রোণ-রথে।
চারি অশ্ব কাটিলেন অতি শীঘ্র হাতে॥
সারথি কাটিয়া দ্রোণে কাটিবারে যায়।
সবিস্ময়ে সর্ব্বলোকে একদৃষ্টে চায়॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ গুরু পূরিয়া সন্ধান।
অসি চর্ম্ম কাটি তার করে খান খান॥
আর দশ বাণ গুরু মারে বায়ুবেগে।
দশ বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন-হৃদয়েতে লাগে॥
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হইল মূর্চ্ছিত।
ভূমিতে পড়িল বীর, নাহিক সম্বিত॥
বিমুখ দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নে সর্ব্বজন।
দ্রোণের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ এড়ে দিব্য বাণ।
হয়-হস্তী রথ-রথী করে খান খান॥
এতেক দেখিয়া তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাভয়যুক্ত আর কম্পিত-শরীর॥
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
পার্থ-বিনা ব্যূহ ভাঙ্গে, নাহি হেন জন॥
হেনকালে মনেতে পড়িল আচম্বিত।
অভিমন্যু মহাবীরে ডাকেন ত্বরিত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যুধিষ্ঠির কর্তৃক অভিমন্যুকে যুদ্ধে বরণ

আসিলেন অভিমন্যু রাজার আদেশে।
ভূমিষ্ঠ হইয়া বীর রাজারে সম্ভাষে॥
যুধিষ্ঠির বলে, বাপু, শুনহ বচন।
ব্যূহ ভেদিবারে তুমি জান প্রকরণ॥
অভিমন্যু বলে, তবে শুন নরমণি।
প্রবেশ জানি যে আমি, নির্গম না জানি॥
যেইকালে ছিনু আমি জননী-জঠরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
পিতা মম জিজ্ঞাসিল গোবিন্দের স্থান।
ব্যূহ ভেদিবারে মোরে কহ যে বিধান॥
এত শুনি নারায়ণ ভূমিতে আঁকিয়া।
প্রত্যক্ষ বৃত্তান্ত সব দিলেন কহিয়া॥
জননী জিজ্ঞাসে হেনকালে সেইক্ষণ।
প্রবেশ জানিলে, কহ নির্গম-কারণ॥
এত যদি মাতা জিজ্ঞাসিলেন পিতারে।
নির্গম-কারণ নাহি কহিল মায়েরে॥
নির্গম না জানি আমি, জানাই তোমারে।
তবে করি, যাহা আজ্ঞা করিবে আমারে॥
শ্রীধর্ম্ম বলেন, পুত্র, শুনহ কারণ।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধৃগণ॥

ব্যূহ ভেদি মার পুত্র, দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
তোমার বিক্রম যত, আমাতে গোচর॥
বাপের সমান পুত্র, মহাধনুর্দ্ধর।
তোমার সহিত যাবে যত বীরবর॥
তোমার পশ্চাতে যাবে ভীম-আদি করি।
সত্বরে আইস পুত্র, দ্রোণেরে সংহারি॥
বংশের জীবন তুমি, নয়নের তারা।
না দেখিলে তোমা-ধনে ক্ষণে হই হারা॥
প্রাণ পাঠাইয়া রব সংশয়ের স্থানে।
তোমার পশ্চাতে যাবে যত যোদ্ধৃগণে॥
এত বলি শিরে রাজা করেন চুম্বন।
প্রশংসিয়া ঘন ঘন দেন আলিঙ্গন॥
কিশোর-বয়স সবে, নব্য-কলেবর।
রমণীমোহনরূপ অতি মনোহর॥
অগুরু চন্দন গায়, বায়ু বহে গন্ধ।
ভুবনবিজয়ী বীর, নহে নিরানন্দ॥
মণি-মরকত-আদি-আভরণ গায়।
হেরিলে যুড়ায় আঁখি, আপদ পলায়॥
পীতাম্বর পরিধান, হাতে শর ধনু।
সাহসে সিংহের প্রায়, দোষহীন তনু॥
রাজারে কহিল বীর, না করিহ ভয়।
করিব সমরে আজি রিপুগণ জয়॥
আজি যুদ্ধে বিনাশিব দ্রোণ ধনুর্দ্ধরে।
দ্রোণেরে না মারি আমি না আসিব ঘরে॥
এই সত্য কথা মম শুন নৃপবর।
ইহাতে আপনি কেন এমন কাতর॥
এত বলি যুঝিতে চলিল বীরবর।
সারথিরে বলে রথ সাজাহ সত্বর॥
সুমন্ত্র সারথি বলে করি যোড়কর।
এক নিবেদন মম, শুন ধনুর্দ্ধর॥
অত্যল্প বয়স তব, নবীন যৌবন।
তোমার উচিত নহে দ্রোণ-সহ রণ॥
সমানে সমানে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
শ্রেষ্ঠে-শ্রেষ্ঠে ক্ষত্রধর্ম্ম অনুমত কর্ম্ম॥
যমের সমান তুমি দেখ দ্রোণ বীর।
যার বাণে যোদ্ধৃগণ কেহ নহে স্থির॥
এতেক শুনিয়া বীর ক্রোধে হুতাশন।
সারথিরে চাহি বলে করিয়া তর্জ্জন॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি, অর্জ্জুন-তনয়।
ত্রিভুবন-মধ্যে কারে আছে মোর ভয়॥
দ্রোণের সহিত আজি করিব সমর।
একবাণে তাহারে পাঠাব যম-ঘর॥
আজি যদি দ্রোণে আমি মারিবারে পারি।
বড় তুষ্ট হইবেন মাতুল শ্রীহরি॥
জনকের ঠাঁই পাব বড় সম্মাননা।
জ্যেষ্ঠতাত-স্থানে হবে যশের ঘোষণা॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির করি কিছু হিত।
করিব সমর আজি, জানাই নিশ্চিত॥
এইক্ষণে রথ তুমি সাজাও সত্বর।
অবশ্য করিব যুদ্ধ, নাহি কিছু ডর॥
এতেক শুনিয়া তবে সুমন্ত্র সত্বর।
তুলিল বহুল অস্ত্র রথের উপর॥
জাঠি শেল ঝকড়া যে মুষল মুদ্গর।
শক্তি ভিন্দিপাল তোলে, অসংখ্য তোমর॥
মহাদর্প করি উঠে রথের উপর।
ব্যূহ ভেদিবারে যায় পার্থ-বংশধর॥
ভীম আদি করি তবে মহারথিগণ।
তাহার পশ্চাতে চলে করিবারে রণ॥
ব্যূহ প্রবেশিল বীর চক্ষুর নিমেষে।
নানা অস্ত্র সৈন্যগণ-উপরে বরিষে॥
প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে সৃষ্টি।
ততোধিক অভিমন্যু করে শরবৃষ্টি॥
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর।
মার মার বলি কাটে অর্জ্জুন-কোঙর॥
এক গোটা বাণ বীর তূণ হ'তে আনে।
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে॥
গমনে শতক হয়, সহস্র পতনে।
হেন মত পুনঃপুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে॥

পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে স্রোতস্বতী।
কুরুসৈন্য-রক্তে স্নান করে বসুমতী ॥
ভীম-আদি যত মহা মহা বীরগণ।
ব্যূহমুখে গিয়া সবে করে মহারণ ॥
জয়দ্রথ ব্যূহ-রক্ষা করে প্রাণপণে।
না দেয় দুয়ার ছাড়ি কোন বীরগণে ॥
যুধিষ্ঠির ভীম-আদি নকুল দুর্জ্জয়।
পার্থ-বিনা সবাকারে করিলেক জয় ॥
জয়দ্রথ যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।
বিমুখ করিল সর্ব্ব বীরে একেশ্বর ॥
এতেক শুনিয়া জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনি আরো শুনিবারে ইচ্ছা হৈল ॥
পাণ্ডবগণেরে জয়দ্রথ করে জয়।
ইহার কারণ মোরে কহ মহাশয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

——

● জয়দ্রথের নিকট পাণ্ডবদিগের পরাভবের পূর্ব্ববৃত্তান্ত

মুনি বলে, পূর্ব্বকথা শুনহ রাজন্।
যুধিষ্ঠির রাজা যবে প্রবেশেন বন ॥
কত দিনে জয়দ্রথ গেল সেই বনে।
দ্রৌপদীরে একা তবে দেখিল ভবনে ॥
দেখি সিন্ধু-নন্দনের দুর্ম্মতি ঘটিল।
দ্রৌপদীরে রথে তুলি গমন করিল ॥
লইয়া আপন দেশে চলিল দুর্ম্মতি।
হাহাকার শব্দ করি ডাকয়ে পার্ষতী ॥
ধৌম্য-আদি মুনিগণ আছিল বসিয়া।
শীঘ্রগতি যুধিষ্ঠিরে কহিলেন গিয়া ॥
শুনিয়া ধাইল তবে পার্থ-বৃকোদর।
দেখিল, দ্রৌপদী কান্দে রথের উপর ॥
তবে মহাক্রোধে পার্থ বরিষয়ে বাণ।
রথ-অশ্ব কাটিলেন করি খান খান ॥
তবে ভীম কোপে ধায় ভীম-পরাক্রম।
ক্রোধমূর্ত্তি দেখি, যেন যুগান্তের যম ॥
শীঘ্রগতি উপাড়িয়া দীর্ঘ তরুবর।
বৃক্ষ হস্তে করি ধায় বীর বৃকোদর ॥
নিমেষেকে নিপাতিল বহু সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া যায় সিন্ধুর নন্দন ॥
এক লাফে ধরি বীর তাহার চিকুর।
এক চড়ে দন্তপাটী করিলেক চূর ॥
ক্ষুরপা বাণেতে তার মাথা মুড়াইল।
বিধিমতে জয়দ্রথে দুর্দ্দশা করিল ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্যে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
দেশেতে না গেল বীর লজ্জায় কাতর ॥
অবশেষে আর যত ছিল সেনাগণ।
নিজ দেশে পাঠাইল সিন্ধুর নন্দন ॥
আপনি প্রবেশ করি বনের ভিতরে।
দ্বাদশ বৎসর সেবা করিল শঙ্করে ॥
বিবিধ-প্রকারে করে শিবের সেবন।
দর্শন দিলেন তথা আসি পঞ্চানন ॥
শিব বলে, বর মাগ সিন্ধুর তনয়।
এত শুনি জয়দ্রথ হয়ে প্রণময় ॥
অনেক করিয়া স্তুতি বলয়ে বচন।
অবধান কর প্রভো, মম নিবেদন ॥
এই বর দেহ মোরে দেব-শূলপাণি।
পাণ্ডবগণেরে যেন রণে আমি জিনি ॥
শিব বলিলেন, শুন সিন্ধুর তনয়।
জিনিবে সবারে কিন্তু বিনা ধনঞ্জয় ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল পঞ্চানন।
জয়দ্রথ নিজদেশে করিল গমন ॥
এইহেতু সবাকারে জিনিল সৈন্ধব।
ভীম-আদি পরাজিত যতেক পাণ্ডব ॥
হাতে ধনু ধরি বীর করে মহারণ।
একা জয়দ্রথ সবে করিল বারণ ॥
এক রথে জয়দ্রথ সিন্ধুর তনয়।
মহাগর্ব্ব করি বুলে নির্ভয়-হৃদয় ॥

ভীমেরে করিল দশ বাণে পরাজয়।
আর দশ বাণে বিন্ধে সাত্যকি-হৃদয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে নিবারিল মারি দশ বাণ।
দশ বাণে বিরাটেরে করিল অজ্ঞান॥
এইমত জয়দ্রথ করে ঘোর রণ।
ব্যূহে প্রবেশিতে নাহি পারে যোদ্ধৃগণ॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস অপূর্ব্ব-আখ্যান।
কাশী কহে, সাধুজন সদা করে পান॥

● অভিমন্যুর হাতে বালকবীরগণের মৃত্যু

ব্যূহে প্রবেশিল বলে অভিমন্যু বীর।
ভীম-আদি যোদ্ধা সব হইল অস্থির॥
নাহি দিল জয়দ্রথ প্রবেশিতে পথ।
চিন্তাকুল হৈল সবে, গণিল বিপদ॥
ব্যূহ ভেদি গেল পুত্র নিজ বীরপণে।
পূর্ব্বেতে কহিল সেই, নির্গম না জানে॥
জানিয়া সমূহসৈন্য মাঝে গেল রণে।
সঙ্কটে পড়িলে রক্ষা পাইবে কেমনে॥
হোথা না দেখিয়া বীর সৈন্য নিজপাশ।
জানিল, নিশ্চয় বিধি করিল বিনাশ॥
উপায় কি আছে আর, সিন্ধু এ অপার।
বিনা দিনবন্ধু আর কে করে উদ্ধার॥
সাহস করিল এত বলি মহাবীর।
বাণ-বৃষ্টি করি সৈন্যে করিল অস্থির॥
একা রণে অভিমন্যু করে মহামার।
দেখিয়া কৌরবগণে লাগে চমৎকার॥
চৌদিকে বেষ্টিত যত কুরুসৈন্যচয়।
পিঞ্জর-মধ্যেতে যেন পোষা পক্ষী রয়॥
না জানে বালক সেই নির্গমের সন্ধি।
মীন যেন পড়ে হায় জালে হ'য়ে বন্দী॥
তথাপি অভয়, ধনু হাতেতে লইয়া।
এক রথে ভ্রমে সৈন্য শাসিত করিয়া॥
জলদ বরিষে যেন কালে বরিষার।
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে, ক্ষমা নাহি তার॥
মাহুত মাতঙ্গ পড়ে, তুরঙ্গ বহুত।
কোটি কোটি সৈন্য মারে সংগ্রামে অদ্ভুত॥
অলস না হয় তনু, সাহসী বালক।
সৈন্যারণ্য দহে যেন হইয়া পাবক॥
প্রকাশে বিক্রম যত, নাহি তার সীমা।
বাখানয়ে বালকের বীরত্ব-মহিমা॥
একমাত্র ধনুকের গুণে পঞ্চবাণ।
না পারে সম্মুখে কেহ করিতে সন্ধান॥
কুমারের প্রতাপ দেখিয়া কুরুগণে।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদনে॥
সহসা উলূক দুঃশাসনের নন্দন।
অভিমন্যু-সহ গেল করিবারে রণ॥
আসিল সমর হেতু অভিমন্যু-সঙ্গ।
ইচ্ছিল পড়িতে যেন পাবকে পতঙ্গ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি কোপে অনল-সমান।
গালি দিয়া বলে, তুই বড়ই অজ্ঞান॥
কে দিল কুবুদ্ধি তোরে, হৈল ব্রহ্মশাপ।
এই দণ্ডে দেখাইব আমার প্রতাপ॥
ত্যজ আশা, কর বাসা শমনের ঘরে।
বিলম্ব নাহিক, এই পাঠাই তোমারে॥
এত বলি ইঙ্গিতেতে এড়ে মহা বাণ।
তাহার বিক্রমে উলূকের উড়ে প্রাণ॥
এক বাণে ধ্বজ কাটি করে খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
কাটিল রথের চারি বাণে চারি হয়।
দুই বাণে উলূকেরে দিল যমালয়॥
উলূক পড়িল যদি, লাগে চমৎকার।
কৌরবের যোদ্ধৃগণ করে হাহাকার॥
বহু বিলাপিয়া তবে কান্দে দুঃশাসন।
এক যোদ্ধৃপতি মোর উলূক-নন্দন॥
সর্ব্বশূন্য দেখি আমি তোমার বিহনে।
গৃহে না যাইব আমি, যাইব কাননে॥

তবে বৃষসেন বীর কর্ণের নন্দন।
আর্জ্জুনি-সহিত গেল করিবারে রণ॥
করিয়া অনেক দর্প বৃষসেন বীর।
এক রথে যায় তবে নির্ভয়-শরীর॥
দেখি অভিমন্যু বীর অগ্নিহেন জ্বলে।
বাণবৃষ্টি করে বীর অতি কোপানলে॥
কাটিল রথের ধ্বজা মারি দুই বাণ।
চারি বাণে চারি অশ্ব করে খান খান॥
আর দুই বাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুন-কুমার।
এক ঘায়ে বৃষসেন গেল যমাগার॥
পুত্রের মরণ দেখি কর্ণ মহাবীর।
ক্রোধেতে পূর্ণিত অঙ্গ হইল অস্থির॥
বহু বিলাপিয়া কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
মহাকোপে গেল বীর করিবারে রণ॥
পুত্রশোকে কর্ণ বীর এড়ে অস্ত্রগণ।
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করে অর্জ্জুন-নন্দন॥
যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ, দৃষ্টিমাত্র কাটে।
অরুণলোচন বীর চাহে কোপদৃষ্টে॥
তবে কোপে অভিমন্যু এড়ে দশ বাণ।
কর্ণের কবচ কাটি করে খান খান॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
পলাইয়া গেল তবে কর্ণ যোদ্ধৃপতি॥
তবে ত লক্ষ্মণ দুর্য্যোধনের নন্দন।
অভিমন্যু-সহ গেল করিবারে রণ॥
যেইক্ষণে আগু হৈল ভানুমতিসুত।
অভিমন্যু বীর তারে বলে ক্রোধযুত॥
হিতবাক্য কহি শুন ভাইরে লক্ষ্মণ।
এমত কুমতি তোরে দিল কোন্ জন॥
বাপের দুলাল তুই, বড় প্রিয়তর।
না করিহ রণ ভাই, মোর বাক্য ধর॥
অনেক যতনে লোক রক্ষা করে দেহ।
আপনি মরিলে সঙ্গে না যাইবে কেহ॥
এ-সুখ-সম্পদ্ আশা ছাড় কি-কারণ।
আমার বচন ধর, না করিহ রণ॥
জননী-জনক ইষ্ট-বন্ধু খুড়া ভাই।
মরিলে সম্বন্ধ আর কারো সঙ্গে নাই॥
ভালরূপে দেখ ভাই, সবার বদন।
মোর সঙ্গে রণে তোর অবশ্য মরণ॥
ক্ষমা চাহে আমারে যে হইয়া কাতর।
হইলে পরম শত্রু, নাহি তার ডর॥
অভয় দিলাম ভাই, বলিলাম তোরে।
সংবরি সমর চলি যাহ নিজ ঘরে॥
তোমারে বধিলে সিদ্ধ হবে কোন্ কাজ।
বরঞ্চ হবেন রুষ্ট শুনি ধর্ম্মরাজ॥
পড়িলে আমার ঠাঁই আজি রক্ষা নাই।
সাক্ষাতে দেখিলে যত কর্ণের বড়াই॥
পলাইয়া গেল নারি সহিতে সমর।
বাখানে কৌরবগণ যারে নিরন্তর॥
আমি তোরে বলি আজি অখণ্ডিত কথা।
কাটিয়া ফেলিব কর্ণ, শকুনির মাথা॥
বান্ধিয়া লইব আজি ধর্ম্মরাজ-আগে।
এত বলি রক্তবর্ণ চক্ষু হৈল রাগে॥
লক্ষ্মণ বলিল, আর না কর বড়াই।
বুঝিব, কেমনে এড়াইবে মোর ঠাঁই॥
শুনিয়া কুপিল তবে অর্জ্জুন-নন্দন।
ধনুকের গুণে বাণ যোড়ে সেইক্ষণ॥
দুই বাণে রথধ্বজ কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
আর বাণ এড়ে বীর কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে লক্ষ্মণের মাথা॥
দেখি দুর্য্যোধন হইল শোকে অচেতন।
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া করয়ে রোদন॥
প্রাণের নন্দন মোর অতি প্রিয়তর।
তোমার বিহনে আর নাহি যাব ঘর॥

ভ্রাতার মরণ দেখি পদ্ম বীর বেগে।
হাতে ধনু করি গেল অভিমন্যু-আগে ॥
যেই বেগে আগু হৈল পদ্ম বীরবর।
দুই বাণে কাটে তারে অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুর্য্যোধন দেখে, পুত্র হইল সংহার।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করে হাহাকার ॥
পুত্রশোকে দুর্য্যোধন হইল কাতর।
বংশনাশ কৈল মোর অর্জ্জুন-কোঙর ॥
দুই পুত্র শোকে রাজা শোকাকুল মন।
হাতে গদা করি ধায় করিবারে রণ ॥
আর্জ্জুনি বলিল, আর কারে নাহি চাই।
পাণ্ডুবংশ-শত্রু দুষ্ট, তার লাগ পাই ॥
তুমি দুঃখ দিলে পিতা-আদি পঞ্চজনে।
কপটে পাশায় জিনি পাঠাইলে বনে ॥
মোরা বনবাসী, তব সব অধিকার।
এত অবিচার, বিধি কত সবে আর ॥
পাছে নাহি পলাইও প্রাণে পেয়ে ভয়।
রহিয়া করহ যুদ্ধ কুরু মহাশয় ॥
না করিহ অবহেলা বলি শিশু মোরে।
ফিরিয়া যাইবে, সাধ না কর অন্তরে ॥
এত বলি বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
হাতের গদায় মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ ॥
দশ বাণে গদা কাটি সত্বরে ফেলিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গে প্রহারিল ॥
বাণাঘাতে দুর্য্যোধন ব্যথিত-অন্তর।
বেগে পলাইয়া যায় ত্যজিয়া সমর ॥
অভিমন্যু বলে, রাজা, বলি হে তোমায়।
পলাইয়া যাও কেন শৃগালের প্রায় ॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুদ্ধ কর মহাশয়।
আজি তোমা পাঠাইব শমন-আলয় ॥
এতেক বলিয়া গর্জ্জে অর্জ্জুন-তনয়।
পলাইল দুর্য্যোধন ব্যথিত-হৃদয় ॥
এক রথে ভ্রমে বীর অর্জ্জুন-কোঙর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু, নির্ভয়-অন্তর ॥
গগন ছাইয়া বীর করে অস্ত্রবৃষ্টি।
বাণে অন্ধকার হয়, নাহি চলে দৃষ্টি ॥
অমর্থ সমর্থ বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।
কৌশিক কপালী বাণ, আর রুদ্রকাল ॥
ক্ষুরপ্র তোমর অর্দ্ধচন্দ্র ভল্ল শর।
বারুণ হুতাশ বাণ সমরে দুষ্কর ॥
কোনখানে অগ্নিবাণে পোড়ে সেনাগণ।
কোনখানে মহাঝড়ে বহিছে পবন ॥
কোনখানে মেঘগণে আবরিল ভানু।
মুষলের ধারে বৃষ্টি, শীতে কাঁপে তনু ॥
ঢাকিল রবির তেজ, হৈল অন্ধকার।
চারিদিকে অস্ত্র পড়ে, না দেখি নিস্তার ॥
কুঞ্জর সারথি অশ্ব ফেলে কাটি কার।
ধনুসহ বাম-হস্ত কাটে আসোয়ার ॥
কাহারো কাটিল মুণ্ড কুণ্ডল-সহিত।
নাসা শ্রুতি কাটে কারো দেখিতে কুৎসিত ॥
বাণ বৃষ্টি করে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাহার কাটিয়া পাড়ে পদ দুইখান ॥
অস্ত্রাঘাতে কোন বীর করে ছট্‌ফটি।
কাটিয়া পাড়িল কারো দন্ত দুই পাটি ॥
দেখিয়া কৌরবগণ করে হাহাকার।
একা অভিমন্যু করিলেক মহামার ॥
এত শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
তাহা সবাকার যত আছিল নন্দন ॥
একে একে অভিমন্যু করিল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
ধৃতরাষ্ট্রে সব কথা শুনায় সঞ্জয় ॥
শুনহ নৃপতি, তুমি অনর্থের কথা।
হইল দৈবের বাম দারুণ বিধাতা ॥
অর্জ্জুন-নন্দন ষোল বৎসরের শিশু।
সৈন্যমধ্যে সিংহ যেন পেয়ে বন্য পশু ॥
সামন্ত অর্দ্ধেক অন্ত করে একা আসি।
দ্রোণ-কর্ণ রহে চাহি ভয় বড় বাসি ॥

অধোমুখ দুর্য্যোধন মানিয়া বিস্ময়।
চিন্তায় আকুল বড়, চমকিয়া রয় ॥
ঊনশত ভাই তারা হারাইল বোধ।
সমরে অশক্ত বড়, যেমন অবোধ ॥
শোণিতে বহিল নদী, স্রোতোধারে ধায়।
প্রলয়ের কালে সৃষ্টি নাশ হৈল প্রায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে, শুন সঞ্জয় সুমতি।
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাপতি ॥
একা অভিমন্যু করে মোর সেনাক্ষয়।
বড় বড় সেনাপতি পায় পরাজয় ॥
ষোড়শ-বৎসর শিশু পূর্ণ নাহি হয়।
কেহ না পারিল তারে করিতে বিজয় ॥
অদ্ভুত শুনিয়া মোর কাঁপিছে হৃদয়।
ধন্য ধন্য মহাবীর অর্জ্জুন-তনয় ॥
সঞ্জয় বলিল, রাজা, শুনহ কারণ।
অভিমন্যু-সহ যুঝে নাহি হেনজন ॥
পর্ব্বত কাটিয়া পাড়ে অভিমন্যু-বাণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর বাপের সমান ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, মোর হেন লয় মন।
সবারে মারিয়া যাবে অর্জ্জুন-নন্দন ॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

———

● অভিমন্যু বধ

মুনি বলে, অত্যাশ্চর্য্য শুন জন্মেজয়।
করে যে অদ্ভুত যুদ্ধ অর্জ্জুন-তনয় ॥
তিন কোটি রথ-বৃন্দ পড়িল সমরে।
ছয় বৃন্দ মদমত্ত পড়ে করিবরে ॥
সপ্ত পদ্ম অশ্ব পড়ে, রণে আসোয়ার।
পদাতিক সৈন্য পড়ে, সংখ্যা নাহি তার ॥
শোণিতে সাঁতার-নদী বহে, ভাসে সেনা।
তরঙ্গে আতঙ্ক হয়, রাশি-রাশি ফেনা ॥
কবন্ধ উঠিয়া কেলি করে তার রসে।
শোণিত-সাগর-মাঝে সাঁতারিয়া ভাসে ॥
অস্ত্র ঝনঝনি শুনি, অগ্নি উঠে বাণে।
কৌরবের সেনাগণ যুঝে প্রাণপণে ॥
এড়িল গন্ধর্ব্ব-অস্ত্র অর্জ্জুন-তনয়।
কৌরবের ঠাট কাটি করিলেন ক্ষয় ॥
পড়িল অনেক সৈন্য, রক্তে হৈল রাঙ্গা।
খরস্রোত বহে যেন ভাদ্র মাসে গঙ্গা ॥
শোণিত হইল নীর, নৌকা করিবর।
রথচয় ভাসে যেন রাজহংসবর ॥
অশ্ব সব ভাসি বুলে কচ্ছপের প্রায়।
মীনের সদৃশ নর ভাসিয়া বেড়ায় ॥
তৃণের সমান ভাসে ধনু-অস্ত্রগণ।
দেখিয়া শোণিত-নদী ভীত সর্ব্বজন ॥
এতেক দেখিয়া তবে শকুনি-নন্দন।
রথেতে চড়িয়া গেল করিবারে রণ ॥
দেখিয়া আর্জ্জুনি ক্রোধে অনল-সমান।
ধনুক কাটিয়া তার করে খান খান ॥
চারি বাণে কাটিল রথের অশ্ব চারি।
আর দুই বাণে তার সারথি সংহারি ॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
বিস্ময় মানিয়া চাহে কৌরবের দল ॥
পুনরপি অভিমন্যু এড়ে দুই বাণ।
শ্রবণ-নাসিকা কাটি করে খান খান ॥
কর্ণ নাসা গেল তার, দেখিতে কুৎসিত।
কাটিয়া পাড়িল মুণ্ড কুণ্ডল-সহিত ॥
শকুনি দেখিল, যুদ্ধে পড়িল নন্দন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥
আর্জ্জুনিরে দেখি কাল-শমন-সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান ॥
সংগ্রাম করয়ে বীর অর্জ্জুন-কোঙর।
কোটি কোটি রথিগণে দিল যম-ঘর ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়ে দিব্য বাণ।
শোণিতে বহিছে নদী অতি-খরশাণ ॥

দেখিয়া ব্যাকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
বলিতে লাগিল দ্রোণে চাহি সেইক্ষণ॥
আর্জ্জুনিরে তুষ্ট তুমি, বুঝিনু বিধানে।
সেইহেতু যুদ্ধ করে তব বিদ্যমানে॥
বালক হইয়া করে এত অপমান।
তোমা-সব মহারথী আছ বিদ্যমান॥
বুঝিলাম জয় মোর নাহিক সমরে।
একাকী মারিয়া আজি যাইবে সবারে॥
এতেক শুনিয়া দুর্য্যোধনের উত্তর।
ক্রোধমুখে কহে তারে দ্রোণ বীরবর॥
তব কর্ম্ম প্রাণপণে করি অনুক্ষণ।
তথাপিহ হেন ভাষা কহ দুর্য্যোধন॥
অভিমন্যু জিনে, হেন নাহি কোন জন।
তার ডরে পলাইলে লইয়া জীবন॥
বাপের সোসর বীর যমের সমান।
বজ্রের সমান যার অব্যর্থ সন্ধান॥
কর্ণ-হেন যোদ্ধা যারে নারিল সমরে।
আর কে আছয়ে হেন, জিনিবে তাহারে॥
রাজা বলে, বৃথা গুরু গঞ্জহ আমারে।
তোমা না বলিয়া আর বলিব কাহারে॥
না জান, জীয়ন্তে আমি হ'য়ে আছি মরা।
শোক-দুঃখ-অনুতাপে বিধি কৈল জরা॥
সংশয়ে আশ্রয়ী গিরি, সেহ নহে সার।
তবে কি উপায় এতে হইবেক আর॥
বিপক্ষের এক শিশু বধে নানা সেনা।
নিবারিতে নাহি ইথে হেন একজনা॥
এতকাল আশ্বাসে বিশ্বাস নাই যার।
আজি কেন হইল হীন-ভরসা তাহার॥
নামেতে বিখ্যাত যারা, বড় বড় বীর।
বিষাদে হইল সব দেখি নতশির॥
করুণ-বিষাদ-বাক্য নৃপতির শুনি।
কহিতে লাগিল দ্রোণ, শুন কুরুমণি॥
ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যু জিনিতে যে পারে।
কহিলাম, হেনজন নাহিক সংসারে॥
ভাগিনেয় কৃষ্ণের সে, অর্জ্জুনের সুত।
দেখিলে সাক্ষাতে যার সমর অদ্ভুত॥
তাহারে নারিব ন্যায়যুদ্ধে কদাচন।
কহিনু জানিহ মম স্বরূপ-বচন॥
দুর্য্যোধন বলে, শুন আমার বচন।
সপ্তরথী এককালে কর গিয়া রণ॥
এতেক শুনিয়া গুরু বিরস-বদন।
এমত অন্যায় নাহি করে কোনজন॥
কৃপাচার্য্য বলে, ইহা অদ্ভুত-কথন।
কিমত প্রকারে ইহা হয় দুর্য্যোধন॥
এমত অন্যায় যুদ্ধ কভু নাহি করি।
এত বলি কৃপাচার্য্য স্মরিল শ্রীহরি॥
দুর্য্যোধন বলে, যদি ইহা না করিবে।
সবারে মারিয়া আজি আর্জ্জুনি যাইবে॥
প্রধানের সর্ব্বদোষ, অন্যায়ে কি ভয়।
বধিতে রিপুকে মম এই বিধি হয়॥
ইহাতে করিলে হেলা বড় হবে দোষ।
বধিয়া বালকে কর আমারে সন্তোষ॥
মজিল সকল সৃষ্টি, ব্যাজ নাহি সয়।
সর্ব্বনাশ কৈল শিশু, শমন-উদয়॥
মম বাক্যে তোমা-সবে কর এই মতি।
এককালে অভিমন্যু বেড় সপ্তরথী॥
দুঃশাসন রাধেয় শকুনি মম মামা।
দ্রোণাচার্য্য কৃপাচার্য্য আর অশ্বত্থামা॥
আমিহ যাইব তোমা-সবার পশ্চাৎ।
এইরূপ করি তারে করহ নিপাত॥
এত শুনি কৃপাচার্য্য নিঃশ্বাস ছাড়িল।
দুর্নীতি রাজার হাতে বিধি নিয়োজিল॥
আমা-সবাকার ইথে কি করে বিলাপে।
মরিবেক দুর্য্যোধন এই মহাপাপে॥
অমঙ্গল হৈল তার, নাহিক অবধি।
শুকাইল সরোবর, স্রোত এড়ে নদী॥
আহার এড়িল সব পক্ষী যে প্রমাদে।
আকুল হইয়া বড় গ্রামসিংহ কাঁদে॥

অনাচার-কর্ম্ম বড় এ-রণে হইল।
মুহুর্মুহুঃ বসুমতী কাঁপিতে লাগিল ॥
রাজারে ছাড়িল রাজলক্ষ্মী অনুতাপে।
নিকট হইল মৃত্যু এই মহাপাপে ॥
বিবর্ণ বদন হৈল, অঙ্গ হৈল কালি।
সামর্থ্যবিহীন অঙ্গ, কর্ণে লাগে তালি ॥
দেবমায়া দেখে রাজা হইতে গগন।
উদয় হইল যেন দ্বাদশ তপন ॥
আচম্বিতে মাথার মুকুট গেল খসি।
অন্ধকার দেখে সদা মনে ভয় বাসি ॥
তথাপি বিষয়-মদে না জানি মরণ।
আজ্ঞা দিল, বধ ঝাট পার্থের নন্দন ॥
সপ্তরথী রথে চড়ে ভাবিয়া বিষাদ।
ভদ্র নাহি নৃপতির, হইল প্রমাদ ॥
বেড়িল বালকে গিয়া সপ্ত মহারথী।
হানাহানি মহাযুদ্ধ হয় অবিরতি ॥
হেনকালে সপ্তরথী হানে অস্ত্রচয়।
রবি আচ্ছাদিল বাণে, অন্ধকার হয় ॥
ভুশুণ্ডী তোমর শক্তি বাণ জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ মহা-অস্ত্র কোটি কোটি ॥
সূচীমুখ শেলমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
বিকট সঙ্কট শক্তি অগ্নির সমান ॥
কপালী কৌশিকী বাণ, বাণ ব্রহ্মজাল।
রুদ্রদ্যুতি রিপুচণ্ড অত্যন্ত বিশাল ॥
শ্রাবণের মেঘে যেন বৃষ্টি বার বার।
তপন ঢাকিল যেন তিমির-আকার ॥
একযোগে সপ্তরথী অস্ত্র বরষিল।
অমর ভুজঙ্গ নর চকিত হইল ॥
যেন সৃষ্টি মজাইতে ইচ্ছা বিধাতার।
বাণ-বৃষ্টি হয় যেন মুষলের ধার ॥
কৌরব-দলের এত অন্যায় দেখিয়া।
হইল পাবক-তুল্য আর্জ্জুনি কুপিয়া ॥
হাহাকার নভোমার্গে দেবগণ করে।
সপ্ত-মহারথী বেড়ে এক বালকেরে ॥
বিধি বিড়ম্বিল দুর্য্যোধন-দুরাচারে।
এমত অন্যায় যুদ্ধ সেকারণে করে ॥
কভু হেন বিপরীত না দেখি, না শুনি।
মরিবে নিশ্চয় পাপী, গরাসিল ফণী ॥
মহাবীর-তনুজ, তুলনা নাহি মহী।
সাধু সাধু শব্দ শুনি, ইহা বই নাহি ॥
অভিমন্যু মহাবীর, নাহি কোন ভয়।
প্রশংসা করয়ে যত দেবতানিচয় ॥
বন্ধনে সন্ধান পূরি শিশু এড়ে বাণ।
নিমেষে সকল অস্ত্র করে খান খান ॥
কাটিয়া সবার অস্ত্র অর্জ্জুন-তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয় ॥
বাণাঘাতে সপ্তরথী হতজ্ঞান হয়।
শমন-সমান বাণ; হেন মনে লয় ॥
দেখিয়া রথীর মূর্চ্ছা ল'য়ে তবে রথ।
পলায় সারথি শীঘ্র যোজনেক পথ ॥
সপ্তরথী এইরূপে যুঝে সাতবার।
সবাকারে পরাজিল অর্জ্জুন-কুমার ॥
অবসাদ নাহি, শিশু অস্ত্র এড়ে কত।
কোটি কোটি সেনা হয় সমরেতে হত ॥
হয় পড়ে নাহি সীমা, কুঞ্জরের দল।
রথে পথ ঢাকা পড়ে, নাহি রহে স্থল ॥
মড়ায় ঘোড়ায় ক্ষিতি পদাতিক গদা।
রুধিরে হইল হোড় বরিষার কাদা ॥
কতক্ষণে সপ্তরথী পাইল চেতন।
লজ্জায় সবার যেন হইল মরণ ॥
কারো মুখ কেহ নাহি চাহে অভিরোষে।
রথ এড়ি মহীতলে মাথা ধরি বসে ॥
কি হৈল, কি হবে, এই শিশু নহে, যম।
পলাইল অবসাদে বলে হ'য়ে কম ॥
চিন্তায় আকুল হ'য়ে কূল নাহি দেখে।
মজিলাম অবোধ রাজার হাতে ঠেকে ॥
বালকের ক্ষমা নাহি, আরো বাড়ে বল।
পতঙ্গের প্রায় দেখে কুরু-সৈন্যদল ॥

নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী।
নিপাতে নিমেষে লক্ষ লক্ষ সেনাপতি ॥
দুর্গতি দেখিয়া তবে দুর্য্যোধন ভূপ।
ছাড়িল জীবন-আশা, শুকাইল মুখ ॥
অধোমুখ বীরগণ, বুক নাহি বান্ধে।
নৃপতির পদদ্বয় ধরি সবে কান্দে ॥
কেশরী-সমান শিশু মৃগ যেন পেয়ে।
সংহার করিল সব, দেখ কিবা চেয়ে ॥
আকুল হইয়া রাজা রথী সপ্ত-জনে।
কহিতে লাগিল বড় বিনয়-বচনে ॥
দেখ গুরু মহাশয়, কর্ণ প্রাণসখা।
বিনাশিল সর্ব্বসৈন্য অভিমন্যু একা ॥
শুন শুন সপ্তরথী, আমার বচন।
পুনরপি পার্থ-সুতে বেড় সপ্ত-জন ॥
সাহসে না হও হীন, সতর্ক হইয়া।
মোরে রক্ষা কর এই বালকে বধিয়া ॥
সমরে বিজয়ী হ'য়ে পূরাইলে আশ।
কিনিয়া করিবে তবে মোরে নিজ-দাস ॥
রাজার বিনয় শুনি বল করে রথী।
পুনরপি যায় রণে সাত সেনাপতি ॥
রথে বৈসে বিক্রমেতে ইন্দ্রতেজ ধরি।
সারথি চালায় রথ শিশু-বরাবরি ॥
বালকে বেড়িয়া বাণ বরিষয়ে তারা।
বৃষ্টি যেন বরিষয়ে মুষলের ধারা ॥
প্রাণপণে করে রণ প্রাণে ছাড়ি আশা।
সাহসে বান্ধিয়া বুক করিল ভরসা ॥
অভিমন্যু-অস্ত্র কাটি সপ্তমহাবীর।
বাণে বিন্ধি খণ্ড খণ্ড করিল শরীর ॥
ধারায় রুধির বহে অবিরত গায়।
তথাপি তিলেক ভ্রম নাহি করে তায় ॥
তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়া বিস্ময়।
প্রমাদ দেখিয়া ডাকি ছয়জনে কয় ॥
অর্জ্জুন-অধিক শিশু মহাপরাক্রম।
অবসাদ বলি হৃদে তিলে নাহি ভ্রম ॥
সাবধান হ'য়ে এবে সবে কর রণ।
এককালে করহ সন্ধান সপ্তজন ॥
কেহ কাট ধনুখানি, কেহ কাট গুণ।
কেহ কাট রথ, কেহ কাট অস্ত্র-তূণ ॥
এই সে উপায়-বিনা নাহি দেখি আর।
কালাগ্নি-সমান শিশু দেখ চমৎকার ॥
তবে সপ্তরথী পুনঃ বেড়িল কুমারে।
এককালে সন্ধান করিল সাত বীরে ॥
তবে কর্ণ মহাবীর কোপে কাঁপে তনু।
অনেক সন্ধানে কাটি ফেলাইল ধনু ॥
আর ধনু নিল বীর চক্ষু পালটিতে।
সেই ধনু কাটে কর্ণ গুণ নাহি দিতে ॥
ধনুক ধরিয়া যতবার হাতে লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সূর্য্যের তনয় ॥
পুনর্ব্বার আর ধনু ল'য়ে গুণ দিল।
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিয়া পাড়িল ॥
কবচ কাটিল দ্রোণ, আর কাটে ধনু।
দুঃশাসন কাটে রথ, সারথির তনু ॥
কৃপাচার্য্য বাণে কাটি ফেলে শরাসন।
দুর্য্যোধন কাটে অশ্বে মারি অস্ত্রগণ ॥
অস্ত্র-ধনু কাটা গেল রথের সারথি।
শূন্য হাত হৈল যেন মদমত্ত হাতী ॥
খড়্গ ল'য়ে চর্ম্ম এড়ি রণ করে বীর।
তাহাতে কাটিল সৈন্য, কেহ নহে স্থির ॥
বড় বড় রথী মারে, পর্ব্বতের চূড়া।
খান খান করে রথ, হ'য়ে যায় গুঁড়া ॥
শত শত হস্তী মারে পর্ব্বতের কায়।
পদাতি পাইক মারে, ধরণী লোটায় ॥
পক্ষিরাজ নামে ঘোড়া যোড়া যোড়া মারে।
বিষম বালক বড় শমনে না ডরে ॥
আকর্ণ সন্ধানে তবে কর্ণ এড়ে শর।
সেই বাণে চর্ম্ম কাটি ফেলায় সত্বর ॥
কাটা চর্ম্ম আচ্ছাদন, নাহি তাহা আড়ে।
চতুর্দ্দিক হ'তে বাণ গায় আসি পড়ে ॥

শুধু অসি ল'য়ে রণ করে মহাবীর।
আশে পাশে কাটে যত সৈন্যগণ-শির ॥
বড় বড় বীর আর বড় রথী মারে।
কাহারো শকতি নাহি নিকটে নিবারে ॥
হস্তী মারে কত শত অতি তড়বড়ি।
অসংখ্য পদাতি পড়ি যায় গড়াগড়ি ॥
শিশুর সমর দেখি অগ্নি হ'য়ে কোপে।
অশ্বত্থামা মহাবীর বাণ যোড়ে চাপে ॥
তিন বাণে কাটি তার ফেলে খাণ্ডাখান।
অস্ত্রশূন্য হৈল, কিছু না দেখি বিধান ॥
চর্ম্ম কাটা গেল, অস্ত্র অবশেষ খাঁড়া।
তাহা যদি কাটা গেল, ফুরাইল ভাঁড়া ॥
কাহারো বিরাম নাই, বলবান্ অরি।
অসংখ্য রাজার সেনা গণিতে না পারি ॥
পঙ্গপাল পাতে জাল, চারিদিকে ছাঁকা।
পলাইতে পথ নাহি, কি করিবে একা ॥
অধর্ম্মী নৃপতি করি অন্যায় সমর।
করিয়া বালকে মারে পাপিষ্ঠ পামর ॥
নিরুপায় দেখি তার চিন্তা হৈল মনে।
বিপক্ষের হাতে আর রক্ষা নাহি রণে ॥
মুকুটেতে মারে সেনা কর-পদ-ঘায়।
কারে যমালয়ে চড়ে-চাপড়ে পাঠায় ॥
অস্ত্র-রথ দুই হীন একাকী কুমার।
চারিদিক হৈতে হয় অস্ত্র-অবতার ॥
অবসাদ পেয়ে বীর ছাড়িল নিঃশ্বাস।
আজি রক্ষা নাহি আর, অবশ্য বিনাশ ॥
অধর্ম্ম অন্যায় আচরিয়া কৈল রণ।
কেমতে ইহাতে রক্ষা পাইবে জীবন ॥
পিতা রণ করে, নারায়ণী সেনা যথা।
তিনি কিছু না জানেন এতেক বারতা ॥
কৃষ্ণ মোর মামা হন, পার্থ মোর বাপ।
মৃত্যুকালে না দেখিনু, এই মনস্তাপ ॥
আমার বৃত্তান্ত তাত গোবিন্দ মাতুল।
শুনিলে অবশ্য হইতেন অনুকূল ॥

এতেক চিন্তিয়া শিশু হইল নিরাশ।
উপদ্রব-অগ্নি যেন এড়িল নিঃশ্বাস ॥
হাতে করি ল'য়ে তবে রথচক্রদণ্ড।
যমচক্র-সম তেজ বড়ই প্রচণ্ড ॥
হেন চক্রদণ্ড বীর হাতে করি লৈয়া।
সর্ব্ব সৈন্যগণে বীর মারে খেদাড়িয়া ॥
চূর্ণ করে তবে হস্তী হাজার হাজার।
তুরঙ্গ মারিল কত, সংখ্যা নাহি তার ॥
সহস্র সহস্র বীরে বধিল বালক।
নিবারিতে নাহি শক্তি, জ্বলন্ত পাবক ॥
তবে কর্ণ পাঁচ বাণ পূরিয়া সন্ধান।
চক্রদণ্ড কাটি তার করে খান খান ॥
চক্রদণ্ড গেল যদি চক্র নিল হাতে।
দানবের যুদ্ধে যেন সহ জগন্নাথে ॥
তাহাতে অনেক সৈন্য শোয়াইল ক্ষিতি।
লেখাজোখা নাহি, মরে কত ঘোড়া হাতী ॥
চক্রহস্ত বিষ্ণু যেন অতি-জ্যোতির্ম্ময়।
তাহার সমান শোভা আর্জ্জুনির হয়।
তবে কর্ণ মহাবীর ধরিয়া ধনুক।
তিন বাণ প্রহারিল, যেন হুতভুক্ ॥
অভিমন্যু করে রণ রথচক্র-হাতে।
রথচক্র কাটে কর্ণ তিন বাণাঘাতে ॥
শূন্যহস্ত ব্যস্ত শিশু, তাহে রথহীন।
ভরসায় তবু যুঝে সংগ্রামে প্রবীণ ॥
পদাঘাতে করাঘাতে প্রহারয়ে যারে।
তখনি পাঠায় তারে শমনের ঘরে ॥
মদমত্ত হস্তী যেন মহাভয়ঙ্কর।
মুষ্ট্যাঘাতে রথ-রথী বিনাশে কুঞ্জর ॥
হয়-যূথ পড়ে, নাহি হয় পরিমাণ।
বড় বড় রথী যত হারায় পরাণ ॥
চারিদিকে বীরগণ বরিষয়ে বাণ।
বাণে অঙ্গ হইল যেন সজারু-সমান ॥
রক্তে তনু তোলবোল, বিকল শরীর।
ভূমিতে সহস্র ধারে বহিছে রুধির ॥

অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যু হৈল অচেতন।
পুনঃ সপ্তরথী করে অস্ত্র-বরিষণ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় মহাক্রুদ্ধ-মন॥
অরুণ জিনিয়া রক্ত ঘূর্ণিত-নয়ন।
দৈবে যাহা করে, তাহা কে করে খণ্ডন॥
আর্জ্জুনি-উপরে করে গদার প্রহার।
দেখিয়া অমরগণ করে হাহাকার॥
এমত অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
এই পাপে হইবেক সবংশে নিধন॥
গদার প্রহারে বীর পায় বড় মোহ।
নয়ন-যুগলে অভিমানে বহে লোহ॥
না দেখিল জনকেরে, মামা কৃষ্ণরূপে।
মৃত্যুকালে সেই নাম মনে-মনে জপে॥
সম্মুখ-সমরে বীর ছাড়িল জীবন।
গমন করিল চন্দ্রলোকে সেইক্ষণ॥
রোদন করয়ে পাণ্ডবের সেনাগণ।
শোকাকুল হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
দুর্য্যোধন হইলেক আনন্দিত-মন।
খমক টমক বাজাইল শত জন॥
দামামা দগড় বাজে শত শত বাঁশী।
বরঙ্গ মোহুরি বাজে, শত শত কাঁসি॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
পৃথিবী যুড়িয়া যেন হৈল গণ্ডগোল॥
বাজে শঙ্খ দুন্দুভি ও সুমধুর বীণা।
ভেউরি ঝাঝরি বাজে নাহিক গণনা॥
কুরুসৈন্যে হৈল মহাবাদ্য-কোলাহল।
ক্রন্দন করয়ে যত পাণ্ডবের দল॥
যুধিষ্ঠির রাজা হইলেন অচেতন।
রোদন করয়ে ভীম, আদি যোদ্ধৃগণ॥
হেনকালে অস্তগত হৈল দিবাকর।
কৌরব পাণ্ডব গেল যে যাহার ঘর॥
শ্রীকৃষ্ণ মাতুল যার, পিতা ধনঞ্জয়।
সেই অভিমন্যু দেখ, রণে হত হয়॥
যাহার নিয়তি যাহা, তাই ঘটে তার।
নিয়তিরে বাধা দেয়, হেন শক্তি কার॥
ষোল বৎসরের শিশু অভিমন্যু হায়।
সপ্তরথী মিলি বধ করিল তাহায়॥
মহাজ্ঞানী দ্রোণ-কৃপ বধে লিপ্ত ছিল।
বিষম-বিষাদ এই কাশীর রহিল॥
আর এক বড় দুঃখ রহিল কাশীর।
অভিমন্যু-বধে লিপ্ত রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রবেশ জানয়ে শিশু, নির্গম না জানে।
তবু তারে যুধিষ্ঠির পাঠালেন রণে॥
পুত্র গেল, আছে কিন্তু জনক দুর্ব্বার।
তাঁর হস্তে কুরুকুল হইবে সংহার॥
কাশী কহে, সুভদ্রার নিঃশ্বাস-পবন।
বাড়াইল অর্জ্জুনের ক্রোধ-হুতাশন॥
সেই হুতাসন তীব্র জ্বলিতে জ্বলিতে।
ভস্ম কৈল কুরুকুল দেখিতে-দেখিতে॥
কাশীর প্রাণের কথা যাহা কিছু ছিল।
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে সব নিবেদিল॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস অভিমন্যু-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে॥

● অভিমন্যুর জন্মবৃত্তান্ত

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শিবিরেতে গেল রাজা শোকাকুল-মন॥
বিলাপ করেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিতে বসিয়া সবে ত্যজিয়া আসন॥
হেনকালে আসি সত্যবতীর নন্দন।
দেখিল ধর্ম্মের পুত্রে শোকাকুল মন॥
ব্যাসে দেখি সর্ব্বজন বসিল উঠিয়া।
ধর্ম্মে জিজ্ঞাসেন ব্যাস আশীর্ব্বাদ দিয়া॥
কি-কারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ ত রাজন্॥

এত শুনি যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয়।
কান্দিয়া বলেন, শুন ব্যাস মহাশয়॥
মহালোভে নষ্টমতি আমি কুলাঙ্গার।
পৃথিবীতে আমা-সম পাপী নাহি আর॥
রাজ্যলোভে কার্য্যে বাধা, ধর্ম্মপথরোধ।
নহে কি উচিত জ্ঞাতি-সহিত বিরোধ॥
রাজ্যলোভে করিলাম বড় অপকর্ম্ম।
আচরিয়া বুঝিলাম করিনু অধর্ম্ম॥
পাঠাইনু বালকেরে বিপক্ষের মাঝে।
কহিতে ফাটিছে বুক, হেঁট হই লাজে॥
কহিল আমারে শিশু করিয়া সম্ভ্রম।
বূ্যহে প্রবেশিতে পারি, না জানি নির্গম॥
কহিল এ-কথা পুত্র মোরে বারে বারে।
তথাপিহ যত্ন করি পাঠাইনু তারে॥
সমরে অর্দ্ধেক সৈন্যে বধিয়াছে সুত।
করিল প্রলয় যুদ্ধ দেখিতে অদ্ভুত॥
অন্যায় করিয়া কুরু শিশু-বধ করে।
দ্রোণ-আদি সপ্তরথী বেড়ি তারে মারে॥
অন্যায়-সমরে মারে অভিমন্যু বীর।
নিবারিতে নারি শোক, হ'য়েছি অস্থির॥
এত বলি কান্দিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
অভিমন্যু মহাশোকে হইয়া অস্থির॥
ব্যাস বলিলেন, শোক ত্যজহ রাজন্।
খণ্ডাইতে নারে কেহ দৈবনির্ব্বন্ধন॥
মন স্থির কর, শুন আমার বচন।
আর্জ্জুনির পূর্ব্বকথা করহ শ্রবণ॥
মুনিশাপে চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
তাহার বৃত্তান্ত কহি তোমার গোচরে॥
চন্দ্রলোকে গেল গর্গ মহাতপোধন।
সঙ্গেতে আছিল তাঁর বহু শিষ্যগণ॥
চন্দ্রের নিকটে সবে উত্তরিল গিয়া।
সেইস্থানে মুনিগণ রহে দাণ্ডাইয়া॥
রোহিণী-সহিত চন্দ্র ক্রীড়ায় আছিল।
হেনকালে গর্গ মুনি তথাকারে গেল॥
মদনে মোহিত হ'য়ে ক্রীড়ায় আছিল।
গর্গ মুনি দেখি চন্দ্র পূজা না করিল॥
এতেক দেখিয়া মুনি কুপিত হইয়া।
চন্দ্রপ্রতি সেইক্ষণে বলিল ডাকিয়া॥
অহঙ্কারে মত্ত হ'য়ে না দেখ নয়নে।
অপমান কৈলে কেন বল মুনিগণে॥
ব্রাহ্মণে হেলন কর, মত্ত দুরাচার।
করিব ইহার আজি আমি প্রতীকার॥
মনুষ্যলোকেতে গিয়া জন্মহ সত্বর।
ক্রোধে শাপ দিল তারে গর্গ-মুনিবর॥
শুনিয়া মুনির শাপ রজনীর পতি।
অশেষে-বিশেষে করে মুনিবরে স্তুতি॥
অজ্ঞানে ছিলাম আমি, শুন মুনিবর।
যাইতে মনুষ্যলোকে বড় লাগে ডর॥
কৃপায় শাপান্ত মুনি আজ্ঞা কর মোরে।
কত দিনে মুক্ত হ'য়ে আসি হেথাকারে॥
তুষ্ট হ'য়ে বলে তবে গর্গ মুনিবর।
তোমার শাপান্ত এই, শুন শশধর॥
অর্জ্জুনের পুত্র হবে সুভদ্রা-উদরে।
করিয়া বীরের কর্ম্ম পড়িবে সমরে॥
সম্মুখ-সংগ্রামে পড়ি ত্যজিবে জীবন।
ষোড়শ-বৎসর-অন্তে পুনঃ-আগমন॥
এইহেতু চন্দ্র জন্মে সুভদ্রা-উদরে।
অভিমন্যু-জন্মকথা জানাই তোমারে॥
পূর্ব্বেতে হয়েছে এই রূপেতে নির্ণয়।
অতএব শোক নাহি কর মহাশয়॥
পুনশ্চ বলেন রাজা, শুন মুনিবর।
কেমনে কহিব ইহা পার্থের গোচর॥
কি বলিয়া প্রবোধিব ভাই ধনঞ্জয়।
শুনিয়া কি বলিবেন কৃষ্ণ মহাশয়॥
কি বলিয়া প্রবোধিব সুভদ্রার মন।
বিরাট-কন্যার দশা হইবে কেমন॥
রাজ্য-আশে হারালাম হেন রত্ননিধি।
না পারি ধরিতে বুক, বিড়ম্বিল বিধি॥

এতেক বলিয়া রাজা করেন রোদন।
ব্যাসের প্রবোধে স্থির তবু নহে মন॥
ব্যাস কন, শোক নাহি কর নৃপবর।
অমর না হয় কেহ সংসার-ভিতর॥
অকালে না মরে কেহ জানিহ রাজন্।
কালপ্রাপ্ত হৈলে নাহি রহে কদাচন॥
পার্থের সহিত আছে নিজে নারায়ণ।
অর্জ্জুনের শোক করিবেন নিবারণ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ত্যজেন রোদন।
নিরুৎসাহেতে তবে বসে যোদ্ধৃগণ॥
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধিয়া ব্যাস তপোধন।
করিলেন আপনার স্থানেতে গমন॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস॥

● অর্জ্জুনের শিবিরে আগমন ও অভিমন্যুর নিধন-শ্রবণ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
সমরেতে অভিমন্যু হইল নিধন॥
সংশপ্তকে থাকি করে পার্থ মহারণ।
উপদ্রব বহু দেখি করেন চিন্তন॥
করুণ ডাকিয়া কাক ধ্বজে আসি পড়ে।
দুর্ব্বল সমরে, গাণ্ডীবের গুণ ছিঁড়ে॥
বাম চক্ষু স্পন্দে ঘন, ঘন বাম কর।
উড়ু উড়ু করে প্রাণ, রণে নাহি ভর॥
গাণ্ডীব ধরিতে নারে, শর লাগে গুরু।
ঘন ঘন কর-পদ কাঁপে বক্ষ-উরু॥
কৃষ্ণেরে চাহিয়া তবে বলিল তখন।
অবধানে শুন কৃষ্ণ, আমার বচন॥
আজি কেন মম মন হয় উচাটন।
অবশ্য কারণ আছে দেব নারায়ণ॥
নাহি জানি কি করেন রাজা যুধিষ্ঠির।
হাহাকার করে শুন সর্ব্ব মহাবীর॥
হা হা অভিমন্যু বলি কান্দে যোদ্ধৃগণ।
সমরে হইল বুঝি তাহার নিধন॥
প্রাণ স্থির নহে মম, জানাই তোমারে।
না জানি কি হৈল আজি সমর-ভিতরে॥
কুরুসৈন্য-কোলাহল জয়শব্দ শুনি।
বাজিছে বিবিধ বাদ্য, জয় জয়ধ্বনি॥
রথ চালাইয়া দেহ অতি শীঘ্রতর।
রাজারে দেখিলে সুস্থ হইবে অন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে, না চিন্ত অরিষ্ট।
যোদ্ধৃমধ্যে অভিমন্যু সবাকার শ্রেষ্ঠ॥
বালক বলিয়া শত্রু না বধিবে রণে।
দ্রোণ-আদি করি যত মহাবীরগণে॥
তবে যদি অভিমন্যু বধে দুর্য্যোধন।
তার সম পাপী তবে নহে অন্য জন॥
অন্তর্য্যামী নারায়ণ জানেন সকলি।
পড়িয়াছে অভিমন্যু সমরের স্থলী॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ প্রবোধি অর্জ্জুনে।
রথ চালাইয়া দেন পবন-গমনে॥
শিবির-নিকটে উত্তরিলা ধনঞ্জয়।
বিপরীত দেখিলেন অমঙ্গলময়॥
অন্ধকার করি সবে বসেছে সভায়।
শোকাকুল সর্ব্বজনে দেখিয়া তথায়॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, দেখি বিপরীত।
মোরে দেখি লোক কেন হয় অতি ভীত॥
আজি যোদ্ধৃগণ কেন শোকাকুল মন।
ভূমিতে বসেছে সবে ত্যজিয়া আসন॥
এ-সব দেখিয়া মম স্থির নহে প্রাণ।
কিসের কারণে কৃষ্ণ, বলহ বিধান॥
এতেক বলিয়া গেল শিবির-ভিতর।
রোদন করেন দেখে ধর্ম্ম-নৃপবর॥
অধোমুখ করি বসিয়াছে যোদ্ধৃগণ।
একে একে পার্থ করিলেন নিরীক্ষণ॥
অভিমন্যু নাহি দেখি উচাটন-মন।
ভীমেরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন সেইক্ষণ॥

কোথা গেল অভিমন্যু, কহ বৃকোদর।
তারে না দেখিয়া মম বিদরে অন্তর ॥
এতেক শুনিয়া ভীম উত্তর না দিল।
অধোমুখ হ'য়ে বীর নিঃশব্দে রহিল ॥
উত্তর না পেয়ে পার্থ শোকেতে আকুল।
লোচনের জলে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
যারে চাহে, তারে দেখে অশ্রুপূর্ণ-আঁখি।
অজ্ঞান অর্জ্জুন অভিমন্যুরে না দেখি ॥
নকুল আকুল আর সহদেব শোকে।
অশ্রুধারে ভাসে ধরা, বৈসে অধোমুখে ॥
রোদন করিয়া ভীম কহিল তখন।
কেমনে কহিব অভিমন্যুর নিধন ॥
অন্যায় সমর করি দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সপ্তরথী বেড়ি পুত্রে করিল নিধন ॥
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ কৈল সিন্ধুর নন্দন।
না পারিল প্রবেশিতে ব্যূহে কোনজন ॥
এতেক শুনিয়া ধনঞ্জয় মহাবীর।
হইলেন অভিমন্যু-শোকেতে অস্থির ॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস অপূর্ব্ব কথন।
আয়ুঃ যশ পুণ্য বাড়ে, শুনে যেইজন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● অভিমন্যু-শোকে অর্জ্জুনের বিলাপ

পার্থ মহাবীর, হইয়া অস্থির,
তনয়-নিধন শুনি।
হা হা পুত্রবর, মহা ধনুর্দ্ধর,
বীরমধ্যে চূড়ামণি ॥
তোমা-বিনা মোর, ঘর হৈল ঘোর,
কি করিব রাজ্যধনে।
আমারে ছাড়িয়া, গেলে পলাইয়া,
দাগা দিয়ে মোর প্রাণে ॥
পুত্র মহাবীর, কন্দর্প-শরীর,
চন্দ্রমুখ-পরকাশ।
কটাক্ষ লাবণ্য, সবে বলে ধন্য,
অমৃত-সমান ভাষ ॥
কহ নারায়ণ, স্থির নহে মন,
করিব কোন্ উপায়।
বিনা অভিমন্যু, না রাখিব তনু,
দহিছে আমার কায় ॥
বলে ধনঞ্জয়, বিদরে হৃদয়,
বিনা পুত্র অভিমন্যু।
হেন-পুত্র-বিনে, রহিব কেমনে,
না রাখিব এই তনু ॥
অর্জ্জুনের বাণী, শুনি চক্রপাণি,
অনেক বিলাপ কৈল।
মধুর-বচনে, কহিয়া অর্জ্জুনে,
কৃষ্ণ তারে সান্ত্বাইল ॥
ভারত-চরিত, ব্যাস-বিরচিত,
শ্রবণে কলুষ-নাশ।
ভারত-সঙ্গীত, শ্রবণে ললিত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

● অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসের সান্ত্বনা

অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, করি নিবেদন।
অভিমন্যু-বিনা আর না রহে জীবন ॥
অভিমন্যু-সম নাহি দেখি ত্রিভুবনে।
কন্দর্প-সমান রূপ পূর্ণ সর্ব্বগুণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে, শুনহ বচন।
স্বর্গে গেল যেই, তার না কর শোচন ॥
বীরধর্ম্ম করিলেক অদ্ভুত ভুবনে।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধৃগণে বিনাশিল রণে ॥
সম্মুখ-সংগ্রাম করি গেল স্বর্গলোক।
বড় কার্য্য কৈল সেই, পরিহর শোক ॥

অনিত্য সংসার দেখ, নিত্য কিছু নয়।
স্বরূপে কহিনু এই, জানিহ নিশ্চয় ॥
যতেক দেখহ পুত্র-পৌত্র-পরিবার।
কেহ কারো নহে, শুন কুন্তীর কুমার ॥
এককথা সাবধানে করহ শ্রবণ।
বৃক্ষের উপরে দেখ থাকে পক্ষিগণ ॥
নিশাকালে থাকে সব বৃক্ষের উপর।
প্রভাতে উঠিয়া যায় দিগ্‌দিগন্তর ॥
তত্তুল্য সংসার এই, দেখ ধনঞ্জয়।
কুহকের প্রায় যেন কিছু সত্য নয় ॥
এমতে সান্ত্বনা পার্থে করে নারায়ণ।
হেনকালে তথা আসে ব্যাস তপোধন ॥
আসন দিলেন বসিবারে সেইক্ষণ।
উঠিয়া প্রণাম করিলেন সর্ব্বজন ॥
পার্থ বলিলেন, মুনি, কর অবধান।
অভিমন্যু-পুত্র-বিনা স্থির নহে প্রাণ ॥
ব্যাস বলিলেন, ইহা শুন সর্ব্বজন।
জীবন অসার, সার কেবল মরণ ॥
সৃজন করিল ব্রহ্মা এ-তিন-ভুবন।
পরিপূর্ণ হৈল পাপী, না হয় পতন ॥
পৃথিবী না সহে ভার, টলমল করে।
এত দেখি নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে ॥
নিঃশ্বাস ছাড়েন প্রভু ছাড়ি হুহুঙ্কার।
নাসাপথে কন্যা এক হৈল অবতার ॥
প্রভুর নিকটে কন্যা দাণ্ডাইয়া কয়।
কি কার্য্য করিব আজ্ঞা কর মহাশয় ॥
ব্রহ্মা বলিলেন তুমি মৃত্যুরূপা হও।
চতুর্দ্দশ পুরে গিয়া ভ্রমিয়া বেড়াও ॥
মৃত্যুরূপে জীবগণে বধ কাল পেয়ে।
প্রভুর আদেশে কন্যা হরষিতা হৈয়ে ॥
কালপ্রাপ্ত জীবগণে মৃত্যুরূপে হরে।
অনিত্য সংসার এই, জানাই তোমারে ॥
অভিমন্যু-হেতু সবে শোক কর কেনে।
কেবল প্রভুর নাম চিন্ত একমনে ॥

এত বলি ব্যাসদেব করেন গমন।
সবে মেলি করে তাঁর চরণ বন্দন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● জয়দ্রথবধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা

জন্মেজয় বলে, কহ শুনি মুনিবর।
অতঃপর কি করিল পার্থ-ধনুর্দ্ধর ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা ব্যাসের বচন ॥
তার পর বাসুদেব কমললোচন।
রাজা যুধিষ্ঠিরে চাহি বলেন বচন ॥
কহ শুনি অভিমন্যু-যুদ্ধ-বিবরণ।
কিরূপে কৌরবসহ করিলেক রণ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন বিবরণ।
চক্রব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ ॥
ব্যূহ ভেদি যুদ্ধ করে নাহি হেনজন।
অভিমন্যু-প্রতি কহিলাম সে-কারণ ॥
এতেক শুনিয়া পুত্র লাগিল কহিতে।
নির্গম না জানি ব্যূহে, জানি প্রবেশিতে ॥
তথাপিহ পাঠাইনু না করি বিচার।
প্রবেশিল ব্যূহে শিশু করি মহামার ॥
তার পাছু যাই সবে হেন করি মনে।
ব্যূহদ্বার রুদ্ধ করে সিন্ধুর নন্দনে ॥
জিনিতে নারিল জয়দ্রথে কোনজন।
সে-কারণে মারিলেক অর্জ্জুন-নন্দন ॥
কুরুবল বিনাশিল অভিমন্যু রথী।
তবে তারে বেড়িলেক সপ্ত-সেনাপতি ॥
এমন অন্যায় করে দুষ্ট দুর্য্যোধন।
সমরেতে বিনাশিল অভিমন্যু ধন ॥
এত শুনি কৃষ্ণ হয় ক্রোধে হুতাশন।
এমন অন্যায় যুদ্ধ করে দুষ্টজন ॥

জয়দ্রথ-হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
শুনি ধনঞ্জয় ক্রোধে হইল অস্থির ॥
মহাক্রোধে বলিলেন ইন্দ্রের নন্দন।
আমি যাহা বলি, তাহা শুন সর্ব্বজন ॥
জয়দ্রথ-হেতু মরে অভিমন্যু বীর।
এক বাণে নিপাতিব তাহার শরীর ॥
কালি যদি জয়দ্রথে নাহি মারি রণে।
পিতৃ-পিতামহ গতি না পায় কখনে ॥
গোবধে ব্রাহ্মণবধে যত পাপ হয়।
সে-সকল হবে মম কহিনু নিশ্চয় ॥
বিনা-জয়দ্রথ-বধে সূর্য্য অস্ত হয়।
করিব শরীর ত্যাগ জানিহ নিশ্চয় ॥
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিব ঘর।
আমার প্রতিজ্ঞা এই সভার ভিতর ॥
এত শুনি যোদ্ধৃগণ হরিষ-অন্তর।
মহানন্দে গর্জ্জি উঠে বীর বৃকোদর ॥
পাঞ্চজন্য আপনি বাজান নারায়ণ।
দেবদত্ত-শঙ্খ পার্থ পূরিল তখন ॥
নিজ নিজ শঙ্খশব্দ করে সর্ব্বজনে।
ত্রৈলোক্য কম্পিত হৈল শঙ্খের নিঃস্বনে ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল।
দামামা দগড় বাজে, উঠে মহারোল ॥
কোটি কোটি ডম্ফ বাজে মৃদঙ্গ বিশাল।
ভেঁউরি ঝাঁঝরি বাজে মুহুরী কাহাল ॥
নানাজাতি বাদ্য বাজে, কত লব নাম।
সুমধুর বীণা বাজে অতি অনুপাম ॥
মহাকোলাহল-শব্দে হইল গর্জ্জন।
শুনিয়া হইল ত্রস্ত কুরুসেনাগণ ॥
দূতমুখে শুনি তবে সিন্ধুর নন্দন।
শরীরে হইল কম্প, নহে নিবারণ ॥
শীঘ্রগতি গিয়া কহে যথা দুর্য্যোধন।
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ আমার কারণ ॥
কালি রণে মোরে পার্থ করিবেক ক্ষয়।
প্রতিজ্ঞা করিল এই, শুন মহাশয় ॥
যদি পার্থ কালি মোরে বধিবারে নারে।
আপনি মরিবে সেই পুড়ি বৈশ্বানরে ॥
এমত প্রতিজ্ঞা পার্থ করে পুনঃপুনঃ।
কালি সত্য যুদ্ধে মোরে মারিবে অর্জ্জুন ॥
ইহার উপায় কিছু না দেখি যে আমি।
নিজ দেশে যাই আমি, আজ্ঞা কর তুমি ॥
এত শুনি হরষিত রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে বলে, শুন আমার বচন ॥
কি শক্তি, অর্জ্জুন তোমা করিবে সংহার।
তোমারে রাখিবে যোদ্ধা যতেক আমার ॥
এত বলি দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লৈয়া।
যথা দ্রোণ-গুরু-গৃহ, উত্তরিল গিয়া ॥
প্রণাম করিয়া তবে বলে দুর্য্যোধন।
অবধান কর গুরু, মম নিবেদন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ কুন্তীর নন্দন।
কালি যুদ্ধে জয়দ্রথে করিবে নিধন ॥
জয়দ্রথ-বধ বিনা সূর্য্য-অস্ত হয়।
অগ্নিতে শরীর-ত্যাগ করিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি জয়দ্রথ মহাভয় পেয়ে।
আমারে কহিল, আমি যাইব পলায়ে ॥
সাক্ষাতে দেখহ ভয়ে কাঁপিছে শরীর।
তুমি ভয় ভাঙ্গিলে সে হয় ত সুস্থির ॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মারিতে না পারে।
অবশ্য মরিবে পার্থ, কহি যে তোমারে ॥
এত শুনি দ্রোণ জয়দ্রথে আশ্বাসিল।
নাহিক তোমার ভয়, বলিতে লাগিল ॥
কর্ণ আদি করি যত মহাযোদ্ধৃগণ।
তোমারে রাখিবে সবে করিয়া যতন ॥
কালি আমি এক ব্যূহ করিব রচন।
যাহা লঙ্ঘিবারে নাহি পারে দেবগণ ॥
তোমারে রাখিব ব্যূহ-মধ্যে লুকাইয়া।
দুর্য্যোধন-আদি সবে থাকিবে বেড়িয়া ॥
কর্ণ বলে, জয়দ্রথ, না করিহ ভয়।
অবশ্য মরিবে কালি বীর ধনঞ্জয় ॥

হেন বুঝি, অনুকূল হইলেক ধাতা।
অর্জ্জুন কহিল সে-কারণে হেন কথা॥
কালি যদি ধনঞ্জয় মরিবে নিশ্চয়।
জানিহ স্বরূপ, তবে হইবে বিজয়॥
এত শুনি জয়দ্রথ ত্যজিলেক ভয়।
অবশ্য হইবে কালি অর্জ্জুনের ক্ষয়॥
হরষিত দুর্য্যোধন জয়দ্রথে লৈয়া।
আপনার গৃহে গেল আনন্দিত হৈয়া॥
কৃপাচার্য্য বলে তবে দ্রোণাচার্য্য-প্রতি।
এক কথা কহি আমি, কর অবগতি॥
নিশ্চয় জানিল এই রাজা দুর্য্যোধন।
অবশ্য হইবে কালি পার্থের নিধন॥
ত্রিদশের নাথ কৃষ্ণ যাহার সহায়।
হেনজন নাহি পায় কদাচ অপায়॥
অবশ্য হইবে জয়দ্রথের নিধন।
কহিলাম, জান মম স্বরূপ-বচন॥
এত শুনি দ্রোণ কন হরষিত-মন।
যতেক কহিলে তুমি বেদের বচন॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস অপূর্ব্ব-কথন।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যজন॥

জয়দ্রথ বধের নিমিত্ত শিবের নিকট অর্জ্জুনের বরলাভ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
জয়দ্রথ-বধ-কথা অপূর্ব্ব কথন॥
অর্দ্ধগত নিশা, নিদ্রাগত বীরগণ।
অতি চিন্তান্বিত কৃষ্ণ অর্জ্জুন-কারণ॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ কমললোচন।
না বুঝি শপথ কেন করিলে এমন॥
জয়দ্রথহেতু তবে করি প্রাণপণ।
করিবে দারুণ যুদ্ধ, না হয় খণ্ডন॥
জয়দ্রথ বীরে তবে মারিবে কেমনে।
এই সে ভাবনা মোর হয় অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রভু, কর অবগতি।
কারে ভয়, তুমি যার থাকিবে সংহতি॥
সৃজন প্রলয় যার কটাক্ষেতে হয়।
হেন জন সহায়েতে, কিবা আছে ভয়॥
অর্জ্জুন বিনয় শুনি দেব জগন্নাথ।
উঠিলেন ধরি তবে অর্জ্জুনের হাত॥
কপিধ্বজ-রথে দোঁহে করি আরোহণ।
সঙ্গোপনে যান, যথা হরের ভবন॥
পার্ব্বতীর সনে একাসনে ভূতনাথ।
দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন করিলেন প্রণিপাত॥
করযোড়ে শ্রীনাথ কহেন স্তুতি-বাণী।
তুমি দেব লোকনাথ, তুমি শূলপাণি॥
সমুদ্র-মথনে ঘোর উঠিল গরল।
সে সর্ব্ব-সংসার দহে হইয়া অনল॥
সৃষ্টিনাশ দেখি দেবগণ স্তুতি করে।
সদয় হইয়া দেবদেব দয়াভরে॥
গণ্ডূষে করিয়া পান রাখিলে জগৎ।
ঘুষিতে রহিল যশঃ জগতে মহৎ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি আদি মূল।
নিবেদন করি নাথ, হও অনুকূল॥
গোবিন্দের স্তুতি শুনি দেব গঙ্গাধর।
ঈষৎ হাসিয়া করিলেন এ-উত্তর॥
আমার বিধাতা তুমি, বিশ্বের পালক।
যে না জানে, সেই বলে নন্দের বালক॥
ভূ-ভার নাশিতে ভূমে অবতার হ'য়ে।
করিছ বিহার কত ধনঞ্জয়ে ল'য়ে॥
যে হয় তোমার আজ্ঞা, করিব পালন।
করহ আদেশ এবে, দেব নারায়ণ॥
গোবিন্দ বলেন, দেব, কর অবধান।
কৌরব-পাণ্ডবে যুদ্ধ নহে সমাধান॥
অন্যায় সমর করি অভিমন্যু-বীরে।
বেড়িয়া কৌরবগণে মারিল তাহারে॥
প্রতিজ্ঞা করিল পার্থ বিপক্ষ নাশিতে।
না পারিলে নিজ দেহ ত্যজিবে অগ্নিতে॥

এইহেতু নিবেদি যে, শুন গঙ্গাধর।
জয়দ্রথ জিনি পার্থ জিনিবে সমর॥
হর বলিলেন, হরি, শুন অবধানে।
অর্জ্জুন বিজয়ী হবে জিনি শত্রুগণে॥
অর্জ্জুনের সহায় হইব আমি রণে।
রণে গিয়া নিধন করিব কুরুগণে॥
অনন্তর প্রণমিয়া দেবীর চরণে।
কৃষ্ণার্জ্জুন স্তুতি করে বিবিধ-বিধানে॥
শঙ্করী বলেন, শুন কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়।
মম বরে কর গিয়া সব-শত্রু-ক্ষয়॥
পাইয়া হরের বর কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়।
ধনলাভে দরিদ্র যেমন হৃষ্ট হয়॥
সেইমত মহানন্দে প্রফুল্ল-অন্তরে।
প্রণাম করিলা দোঁহে শঙ্করী-শঙ্করে॥
বিদায় হইয়া গিয়া আপন শিবিরে।
করিল শয়ন সকলের অগোচরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

——

অর্জ্জুনের যুদ্ধযাত্রা

প্রভাতে উঠিয়া সবে করি স্নান-দান।
সসজ্জ হইয়া যুদ্ধে করেন প্রয়াণ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে।
করিল অদ্ভুত ব্যূহ রণস্থলে গিয়ে॥
বারক্রোশ ব্যাপি রাখে যত সেনাগণ।
তার মধ্যে জয়দ্রথ রাজা দুর্য্যোধন॥
এরূপ করিয়া সবে রহিলেক-রণে।
বেড়িয়া রহিল সবে সিন্ধুর নন্দনে॥
হেথা সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
গোবিন্দেরে আগে করি হ'লেন বাহির॥
যাঁর নাম স্মরণেতে সর্ব্ববিঘ্ন নাশে।
সে প্রভু সারথি যার, তার ভয় কিসে॥
তবে ধনঞ্জয় ডাকিলেন যোদ্ধৃগণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আর ভীমসেনে॥
যুধিষ্ঠিরে সবা-প্রতি করি সমর্পণ।
কহেন তোমরা সবে কর গিয়া রণ॥
জয়দ্রথ-বধহেতু আমি যাই রণে।
যথায় পাইব আজি সিন্ধুর নন্দনে॥
ভীম বলে, তুমি যাহ জয়দ্রথ যথা।
যুধিষ্ঠির-হেতু কিছু নাহি মনোব্যথা॥
শুনি কৃষ্ণ বলিলেন, শুন ধনঞ্জয়।
এতেক প্রতিজ্ঞা তব উচিত না হয়॥
যদি জয়দ্রথ আজি না হয় নিধন।
তবে কি করিবে মোরে কহ ত তখন॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রভু, তোমার প্রসাদে।
আজি জয়দ্রথে আমি মারিব নির্ব্বাদে॥
তোমা-বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
যত কিছু করি আমি তোমারি কারণ॥
বহু সঙ্কটেতে তুমি করিলে তারণ।
যত বল-বুদ্ধি মম তুমি নারায়ণ॥
শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ হরিষ-অন্তর।
বড় বিচক্ষণ তুমি, মহাধনুর্দ্ধর॥
অচিরে হইবে তব প্রতিজ্ঞা-পূরণ।
আজি সে হইবে সর্ব্বশত্রুর নিধন॥
এত বলি নারায়ণ ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ॥
তবে কৃষ্ণ দারুকেরে কহেন তখন।
মম রথ-খানি আন করিয়া সাজন॥
শার্ঙ্গ ধনুকাদি সব তুলহ তাহাতে।
জয়দ্রথহেতু রণ করিব নিশ্চিতে॥
কদাচিৎ ধনঞ্জয় ন্যূন যদি হয়।
একাকী করিব আজি কৌরবের ক্ষয়॥
যেক্ষণে হইবে শঙ্খ-নিনাদ আমার।
শব্দ শুনি রথ ল'য়ে হবে আগুসার॥
এতেক বলিয়া কৃষ্ণ কমললোচন।
বায়ুবেগে চালাইয়া দেন অশ্বগণ॥

ব্যূহমুখে দ্রোণাচার্য্য আছেন আপনে।
তাঁহার পশ্চাতে যত কুরু-সেনাগণে ॥
হেনকালে দ্রোণাচার্য্য ব্যূহের দ্বারেতে।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
দ্রোণে দেখি ধনঞ্জয় করি নমস্কার।
করযোড়ে কহিতেছে কুন্তীর কুমার ॥
কিহেতু যুদ্ধের সজ্জা দেখি মহাশয়।
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার তনয় ॥
জয়দ্রথ-বধহেতু প্রতিজ্ঞা আমার।
তোমারে জানাই তাই কারণ তাহার ॥
দ্রোণ কহে, এই কথা না হয় উচিত।
কুরুসৈন্যগণ দেখ আমার রক্ষিত ॥
আমার অগ্রেতে তারে বধিবে জীবনে।
বলহ অর্জ্জুন, আমি দেখিব কেমনে ॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহেন পার্থেরে।
উপরোধ কেন তুমি করহ দ্রোণেরে ॥
সপ্তরথী বেড়ি মারে একাকী বালকে।
অতিশিশু অভিমন্যু, রণে মারে তাকে ॥
কোন্ উপরোধ গুরু করিল তোমারে।
তুমি কেন উপরোধ করহ উহারে ॥
সন্ধান পূরিয়া মার তীক্ষ্ণ-অস্ত্রগণ।
যেইমতে দ্রোণাচার্য্য হয় অচেতন ॥

——

● অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভ

এতেক শুনিয়া পার্থ অতি-ক্রুদ্ধমন।
দ্রোণে চাহি লাগিলেন বলিতে তখন ॥
বিলম্বে নাহিক তবে আর প্রয়োজন।
উপায় করহ, যাহে বাঁচে কুরুগণ ॥
আজি যুদ্ধে কৌরবেরে করিব সংহার।
দেখিব কেমনে সবে করহ উদ্ধার ॥
এতেক শুনিয়া গুরু অতি-ক্রুদ্ধমন।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন পার্থ আচার্য্যের বাণ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ ক্রোধে কম্পমান।
গগন ছাইয়া বীর বরিষয়ে বাণ ॥
শীঘ্র হস্তে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া পাড়েন যত আচার্য্যের বাণ ॥
দ্রোণ-ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর।
যত যোদ্ধৃগণ দেখে থাকিয়া অন্তর ॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ধনঞ্জয়-প্রতি।
আমি যাহা কহি, তাহা কর অবগতি ॥
জয়দ্রথ-বধ-হেতু আছে বড় ভার।
দ্রোণসহ যুদ্ধ কর, না বুঝি বিচার ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কহেন কৃষ্ণেরে।
কিমতে যাইব, দ্রোণ পথ রুদ্ধ করে ॥
কৃষ্ণ বলিলেন, শুন আমার বচন।
দ্রোণের দক্ষিণদিকে আছে সেনাগণ ॥
এই সেনাগণে বাণে কাটি পাড় তুমি।
সেইখান দিয়া রথ চালাইব আমি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় পূরেন সন্ধান।
নিমেষে করেন বহু সৈন্য খান খান ॥
তবে কৃষ্ণ সেই পথে রথ চালাইল।
দ্রোণেরে পশ্চাৎ করি সৈন্যে প্রবেশিল ॥
দ্রোণ বলে, ধনঞ্জয়, এ কোন্ বিচার।
পলাইয়া যাও তুমি অগ্রেতে আমার ॥
অর্জ্জুন বলেন, গুরু, করি নমস্কার।
তোমারে জিনিবে, হেন শক্তি আছে কার ॥
জয়দ্রথ-বধহেতু যাইব এখন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য হাসিতে লাগিল।
একভিতে রথ রাখি পথ ছাড়ি দিল ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অতিশয় ক্রোধে।
যারে পায়, তারে মারে, নাহি উপরোধে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ।
রথ-অশ্ব-পদাতিক করে খান খান ॥

পলায় সকল সৈন্য, রণে নাহি রয় ।
মহাক্রোধে আগু হৈল দ্রোণের তনয় ॥
ধনঞ্জয়-অশ্বত্থামা দোঁহে মহারণ ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত সেনাগণ ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন ।
অর্জ্জুন-উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
তবে ক্রোধে মহাবীর ইন্দ্রের নন্দন ।
দ্রৌণির হাতের ধনু কাটেন তখন ॥
আর ধনু ল'য়ে বীর দ্রোণের তনয় ।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয়-হৃদয় ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর অগ্নিহেন জ্বলে ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন ভূতলে ॥
এড়েন যুগল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন ।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হৈল অচেতন ॥
সেইক্ষণে সারথি আসিল এক আর ।
অচেতন রথে বীর দ্রোণের কুমার ॥
কতক্ষণে অশ্বত্থামা পাইয়া চেতন ।
ধনু ধরি পুনরপি করে মহারণ ॥
মহাপরাক্রম দোঁহে সমান-সমর ।
হইল তুমুল যুদ্ধ, নাহি অবসর ॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইয়া অস্থির ।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রৌণির শরীর ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
অচেতন হ'য়ে বীর রথেতে পড়িল ॥
রথেতে পড়িল বীর হৈয়া অচেতন ।
হাহাকার করি ধায় যত যোদ্ধৃগণ ॥
হেনকালে আগে হৈল মিহির-নন্দন ।
ধনুক ধরিয়া আসে করিবারে রণ ॥
গর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি ।
লেগেছে তোমারে মৃত্যু, তেঁই ছটফটি ॥
দ্রোণ-সেনাপতি বলে, মোর বধ্য নহে ।
সে-কারণে ভালে ভালে [illegible] রহে ॥
নিশ্চয় আমার হাতে তোমার মরণ ।
কহিলাম সত্য এই, বিধির ঘটন ॥
অর্জ্জুন বলেন হাসি, হতজ্ঞান তুমি ।
পশু-জ্ঞান করি তোমা বিনাশিব আমি ॥
কুপিয়া বলিছে কর্ণ, বুঝিব এখন ।
কেমনে সারিয়া আজি যাহ মোর রণ ॥
এত বলি সূর্য্যসুত সর্পবাণ এড়ে ।
সহস্র সহস্র নাগ পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন ।
ধরিয়া সকল সর্প করিল ভক্ষণ ॥
সর্পেরে গিলিয়া কর্ণে গিলিবারে আসে ।
অগ্নিবাণ কর্ণ তবে এড়িল তরাসে ॥
অগ্নিতে পক্ষীর পাখা পুড়িল সকল ।
হইল প্রলয়-অগ্নি সেই রণস্থল ॥
এড়েন বরুণ বাণ ইন্দ্রের নন্দন ।
জলেতে নিবৃত্ত হৈল যত হুতাশন ॥
হইল প্রলয়-নীর সেই রণস্থলে ।
হয়-হস্তী-পদাতিক ভাসি গেল জলে ॥
শোষক নামেতে বাণ এড়ে কর্ণ রোষে ।
শুষিল সকল নীর চক্ষুর নিমেষে ॥
কর্ণ-ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ নাহি পাঠান্তর ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর ॥
তবে পার্থ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান ।
একেবারে মারিলেন দশ গোটা বাণ ॥
কবচ কাটিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল ।
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি ।
রণে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণ যোদ্ধৃপতি ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর মহাক্রোধ-মনে ।
লক্ষ লক্ষ যোদ্ধৃগণে বিনাশিল রণে ॥
হেনমতে ছয় ক্রোশ পথ চলি গেল ।
গগনমণ্ডলে বেলা দ্বিপ্রহর হৈল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● অশ্বগণের জলপানার্থ অর্জ্জুনের
মায়া-সরোবর নির্ম্মাণ

হেনকালে কৃষ্ণ কন, শুন ধনঞ্জয়।
শ্রমযুক্ত হৈল যে রথের চারি হয়॥
বাণে বিদ্ধ হৈল বড়, চলিতে না পারে।
কিমতে যাইব তবে সংগ্রাম-ভিতরে॥
দিবা হৈল বহু, তৃণ-জল নাহি পায়।
হের দেখ, ঘন ঘন মম মুখ চায়॥
সমর করহ যদি নামি ভূমিতল।
তবে আমি খাওয়াই অশ্বে তৃণ-জল॥
এত শুনি কৃষ্ণ-প্রতি কহে গুড়াকেশ।
কেন অসম্ভব কথা কহ, হৃষীকেশ॥
সংগ্রামের স্থল, ইথে নাহি জলাশয়।
তৃণশূন্য এই স্থল, ধূলা উড়ে বায়॥
গোবিন্দ বলেন, ক্ষণ রহ হেথা তুমি।
যথা পাই, আনি জল খাওয়াইব আমি॥
অর্জ্জুন বলেন, বড় হইল বিস্ময়।
যে কহিলে নারায়ণ, শুনি ভয় হয়॥
ছল করি ছাড়িবারে চাহিতেছ হরি।
সিন্ধুমাঝে ডুবাইবে আমারে সংহারি॥
বুঝিলাম অপরাধ হইয়াছে পায়।
তুমি যদি ছাড়, তবে নাহিক উপায়॥
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি, পাণ্ডবের প্রাণ।
যার অনুগ্রহে পাই সঙ্কটেতে ত্রাণ॥
হৃদয় নিদয় এবে বুঝি দোষ দেখি।
অনাথের নাথ হ'য়ে কেন কর দুঃখী॥
আমার প্রতিজ্ঞা যত, সে হইল মিছা।
এ-ছার জীবনে তবে আর কিবা ইচ্ছা॥
কেমনে সমর-সিন্ধু তরিবারে পারি।
তরণী ফেলিয়া হরি, চলিলে কাণ্ডারী॥
কমল-নয়ন কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
করহ আক্ষেপ সখা, কিসের লাগিয়া॥
পঞ্চ ভাই তোমরা পাণ্ডব যাজ্ঞসেনী।
রেখেছ ভক্তিতে পার্থ, মোরে সদা কিনি॥
পলাইতে পারি কি যে পলাইতে চাই।
হৃদয়-নিগড়ে বন্দী, এড়াইতে নাই॥
কে জানে, কহি যে সত্য, তোমা-ছয়জনে।
নাহি পারি একদণ্ড পাসরিতে মনে॥
ভূমিতলে নামি যদি করহ সংগ্রাম।
তবে অশ্বগণে আমি করাই বিশ্রাম॥
এত শুনি ধনঞ্জয় নামিয়া ভূমিতে।
সংগ্রাম করেন বীর ধনুঃশর-হাতে॥
তবে কৃষ্ণ রথ হৈতে ভূমিতলে উলি।
ক্রমে ক্রমে ঘুচালেন যত কড়িয়ালি॥
তৃষিত হইল অশ্ব, গাত্র ক্ষত বাণে।
জানি নারায়ণ তবে বলেন অর্জ্জুনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পার্থ, দেখ অশ্বগণে।
তৃষ্ণার কারণে চাহে মম মুখপানে॥
বিনা জলপানে অশ্ব না পারে চলিতে।
তাহার বিধান তুমি কর যে ত্বরিতে॥
তবে ত করিহ যুদ্ধ কুরুসৈন্য সনে।
হউক ক্ষণেক যুদ্ধ মল্ল-মল্লগণে॥
এতেক কহিলে কৃষ্ণ কমললোচন।
মায়া-সরোবর পার্থ করিলা সৃজন॥
নানাজাতি পক্ষিগণ ক্রীড়া করে তাহে।
নানাপুষ্প ফোটে, তার গন্ধে মন মোহে॥
হংসগণ ক্রীড়া করে হংসীর সহিত।
সারস-সারসী ক্রীড়া করে আনন্দিত॥
পদ্মের সৌরভে গন্ধ চতুর্দ্দিকে যায়।
লাখে লাখে মত্ত অলি মধুলোভে ধায়॥
অমৃত-সমান হৈল সরোবর-নীর।
তাহাতে নামেন অশ্ব ল'য়ে যদুবীর॥
জলেতে ধোয়ান কৃষ্ণ অশ্বের শোণিত।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত॥
অর্জ্জুনেরে ভূমে দেখি যত যোদ্ধৃগণ।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র-বরিষণ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন তবে পূরেন সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দিব্য বাণ॥

শূন্যেতে দোঁহার বাণ একত্র হইল।
গ্রহের সদৃশ হ'য়ে শূন্যেতে রহিল ॥
আনন্দে গোবিন্দ তবে ল'য়ে অশ্বগণে।
জলপান করালেন হরষিত-মনে ॥
জলপানে অশ্বগণ হৈল বলবান্।
পূর্ব্বের সদৃশ হৈল করি জলপান ॥
তবে কৃষ্ণ অশ্বগণে লইয়া সংহতি।
রথেতে উঠেন গিয়া অতি শীঘ্রগতি ॥
অশ্বগণে রথে যুড়ি বলেন অর্জ্জুনে।
বলবান্ হৈল অশ্ব দেখ জলপানে ॥
অতঃপর রথে আসি চড় মহামতি।
রথ চালাইয়া আমি দিব শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় ধনুঃশর-হাতে।
এক লাফ দিয়া বীর উঠিলেন রথে ॥
কৃতাঞ্জলি ধনঞ্জয় বলে সবিনয়।
এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥
তোমার চরিত্র আমি বুঝিতে না পারি।
আপন বৃত্তান্ত মোরে কহ কৃপা করি ॥
নিরবধি অপরাধ করি তব স্থান।
চিনিতে না পারি, আমি বড়ই অজ্ঞান ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পার্থ, না কর বিস্ময়।
মম পরিচয় তোমা দিব ধনঞ্জয় ॥
এত বলি দেন কৃষ্ণ চালাইয়া হয়।
সমর করেন ধনু ধরি ধনঞ্জয় ॥
দ্রোণপর্ব্ব-সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

● ব্যূহমধ্যে কৌরবদিগের সহিত সাত্যকির যুদ্ধ

মুনি বলে, শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
করেন দারুণ যুদ্ধ বীর ধনঞ্জয় ॥
হোথায় ধর্ম্মের পুত্র না দেখি অর্জ্জুনে।
কৃষ্ণেরে না দেখি দুঃখ ভাবিলেন মনে ॥
বহুদূর গেল, রথধ্বজ নাহি দেখি।
চিন্তাকুল হ'য়ে রাজা ডাকেন সাত্যকি ॥
ডাক শুনি সাত্যকি আসিল সেইক্ষণ।
সাত্যকিরে বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
একেশ্বর গেল পার্থ কৌরব-ভিতর।
না জানি কিরূপ তথা করয়ে সমর ॥
রথধ্বজ নাহি দেখি কিসের কারণ।
এ-সকল ভাবি মোর স্থির নহে মন ॥
শীঘ্রগতি রথে চড়ি করহ গমন।
ডাকিলাম তোমারে যে, এই সে কারণ ॥
সাত্যকি বলিল, রাজা, করি নিবেদন।
তোমার রক্ষার্থ আমি নিযুক্ত এখন ॥
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব কিমতে।
এই নিবেদন মম তোমার অগ্রেতে ॥
শুনি যুধিষ্ঠির বলিলেন আরবার।
মম লাগি চিন্তা কিছু নাহিক তোমার ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর।
তবে সে সুস্থির হবে আমার অন্তর ॥
এত শুনি সাত্যকি কহেন ভীমসেনে।
সাবধান হ'য়ে তুমি থাকিবে আপনে ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব নিতে কহেন রাজন্।
অতএব তথা আমি করিব গমন ॥
যুধিষ্ঠিরে তব স্থানে করি সমর্পণ।
রাজার নিকটে রহ যত যোদ্ধৃগণ ॥
সাবধান হ'য়ে তুমি থাকিবে হেথাই।
পুনরপি আসি যেন যুধিষ্ঠিরে পাই ॥
ভীম বলে, তুমি যাহ অর্জ্জুনের তথা।
যুধিষ্ঠির-হেতু তব নাহি কোন ব্যথা ॥
সহদেব-নকুলাদি যত যোদ্ধৃগণে।
রাজারে রাখিবে সবে অতি সাবধানে ॥
সাত্যকি, তোমার মত নাহি কোনজন।
কি দিয়া শুধিব ঋণ তোমার এখন ॥
এত শুনি সাত্যকি উঠিল রথো'পরে।
একা রথে যায় বীর নির্ভয়-অন্তরে ॥

নিমেষেকে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর।
অর্জ্জুনের শিষ্য বীর মহাধনুর্দ্ধর ॥
সাত্যকিরে দেখি যত কৌরবের গণ।
ঝটিতি আসিল সবে করিবারে রণ ॥
নানা অস্ত্রে রথিগণ ছাইল গগন।
আষাঢ়-শ্রাবণে যেন মেঘ-বরিষণ ॥
পরিঘ মুষল শেল শূল জাঠাজাঠি।
ভূশুণ্ডী পরশু নানা অস্ত্র কোটি কোটি ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর সন্ধান পূরিল।
সবাকার অস্ত্র কাটি নিরস্ত্র করিল ॥
তবে ক্রোধে দুঃশাসন পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে দশগোটা বাণ ॥
সাত্যকি কাটিল সেই বাণ সেইক্ষণ।
মহাধনুর্দ্ধর বীর সত্যক-নন্দন ॥
দশগোটা বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
দুঃশাসন-ধনু কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু ধরি বীর ধৃতরাষ্ট্র-সুত।
সাত্যকি-উপরে বাণ মারেন অযুত ॥
কাটিল সকল বাণ সত্যক-তনয়।
সন্ধান পূরিয়া বীর করে অস্ত্রময় ॥
দশ বাণ মারে বীর ধৃতরাষ্ট্র-সুতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া দুঃশাসন পড়ে রথে ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া বীরে সারথি সত্বর।
আপনি পলায় রথ ল'য়ে অতঃপর ॥
সাত্যকি দেখিল, পলাইল দুঃশাসন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
ভাদ্রপদ মাসে যেন পাকা তাল পড়ে।
সেইমত সৈন্য-মুণ্ড কাটি ভূমে পাড়ে ॥
ধ্বজ-ছত্র-পতাকায় পৃথিবী ছাইল।
সাত্যকির বাণে সব উচ্ছিন্ন হইল ॥
সাত্যকি মথিল কুরুবল একেশ্বর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর ॥
আকাশে অমরবৃন্দ পুষ্পবৃষ্টি করে।
ধন্য ধন্য করি তবে বলে সাত্যকিরে ॥
এতেক দেখিয়া তবে সুবল-নন্দন।
হাতে ধনু করি আসে করিবারে রণ ॥
শকুনিরে দেখিয়া সাত্যকি ধনুর্দ্ধর।
সন্ধান পূরিয়া মারে চোখ-চোখ শর ॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র শকুনি-উপর।
বাণে কাটি পাড়ে তাহা সুবল-কোঙর ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কোপে কাঁপে তনু।
পুনরপি বাণ এড়ে টঙ্কারিয়া ধনু ॥
দশ বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খান খান ॥
চারি বাণে চারি অশ্বে কাটে বীরবর।
দুই বাণে সারথিরে নিল যম-ঘর ॥
আর দুই বাণে কাটে শকুনির ধনু।
দশ বাণ এড়ি বীর বিন্ধিলেক তনু ॥
শকুনি-সঙ্কট দেখি যত যোদ্ধৃগণ।
হাহাকার করি তবে ধায় সেইক্ষণ ॥
দুঃশাসন-রথে চড়ি সুবল-নন্দন।
রণ ছাড়ি শীঘ্রগতি করিল গমন ॥
অবহেলে সাত্যকি করয়ে শরবৃষ্টি।
বিপক্ষ জানিল, আজি মজিলেক সৃষ্টি ॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি যত সৈন্যগণ।
ভয়ে পলাইয়া গেল লইয়া জীবন ॥
সাত্যকির সারথি সে অতি বিচক্ষণ।
চালাইয়া দিল রথ পবন-গমন ॥
পঞ্চক্রোশ মহাবীর গেল মুহূর্ত্তেকে।
অর্জ্জুনের রথধ্বজ তথা হৈতে দেখে ॥
রথধ্বজ দেখি বীর আনন্দিত-মন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
সাত্যকিরে দেখি কৃষ্ণ বলেন অর্জ্জুনে।
আসিল সাত্যকি বীর, অই দেখ রণে ॥
সাত্যকি দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
তার যুদ্ধ দেখি তবে সানন্দ-হৃদয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● ভূরিশ্রবার হস্তে সাত্যকির লাঞ্ছনা

সাত্যকিরে দেখি ভূরিশ্রবা নরপতি।
রথে চড়ি ধনু ধরি আসিল ঝটিতি ॥
সাত্যকিরে দেখি বলে সোমদত্ত-সুত।
আমি আসিলাম তোর হ'য়ে যমদূত ॥
বহুদিনে পাইলাম তোর দরশন।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বড় গর্ব্ব তোর হইল এখন।
একা রথে আসিয়াছ করিবারে রণ ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে করিল উত্তর।
কি-কারণে এত গর্ব্ব করিস্ বর্ব্বর ॥
মরণ নিকট-প্রায় বুঝিনু এক্ষণে।
এমন বচন তোর তাহার কারণে ॥
অবশ্য তোমারে আমি করিব সংহার।
এক বাণে দেখাইব যমের দুয়ার ॥
এতেক শুনিয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি ॥
মহাক্রোধে ভূরিশ্রবা এড়ে দশ বাণ।
বাণে কাটি সাত্যকি করিল খান খান ॥
হেনমতে বাণবৃষ্টি করিল বিস্তর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
ভূরিশ্রবা-সাত্যকিতে হৈল ঘোর রণ।
বিস্ময় মানিয়া চাহে সব যোদ্ধৃগণ ॥
তবে ভূরিশ্রবা সাত্যকির প্রতি বলে।
তুমি আমি এস যুদ্ধ করি ভূমিতলে ॥
এত বলি ভূরিশ্রবা অসি-চর্ম্ম ল'য়ে।
রথ হ'তে ভূমে পড়ে এক লাফ দিয়ে ॥
হেরিয়া সাত্যকি তবে ত্যজে ধনুঃশর।
অসি-চর্ম্ম ল'য়ে বীর নামিল সত্বর ॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিতে।
সাত্যকির চর্ম্ম বীর কাটে আচম্বিতে ॥
শুধু খড়্গ ল'য়ে বীর করয়ে সংগ্রাম।
ন্যায়যুদ্ধ করে বীর অতি অনুপাম ॥
সাত্যকি হইল তবে ক্রোধে কম্পমান্।
ভূরিশ্রবা চর্ম্ম কাটি করে খান খান ॥
খড়্গহস্তে দুই বীর করয়ে সমর।
খড়্গের প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
জড়াজড়ি করি দোঁহে পড়ে ভূমিতলে।
সাত্যকিরে ধরে ভূরিশ্রবা মহাবলে ॥
বুকের উপরে উঠে ধরিয়া চিকুরে।
দেখিয়া সাত্যকি বীর বায়ুবেগে ঘুরে ॥
হাতে খড়্গ করি তবে সোমদত্ত-সুত।
সাত্যকিরে কাটিবারে হইল প্রস্তুত ॥
কুমারের চাক যেন ঘুরয়ে সাত্যকি।
অদ্ভুত ঘটনা সবে দেখে দূরে থাকি ॥
এতেক দেখিয়া তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন, হের ওহে ধনঞ্জয় ॥
ভূরিশ্রবা ধরিয়াছে সাত্যকির চুলে।
সাত্যকি ঘুরিছে মহাবেগে ভূমিতলে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হইলেন ব্যস্ত।
বাণে কাটি পাড়িলেন ভূরিশ্রবা-হস্ত ॥
এত শুনি রাজা জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল।
কহ মুনিবর, এ ত অদ্ভুত হইল ॥
অশ্বত্থামা-আদি করি যত যোদ্ধৃগণে।
একাকী সাত্যকি বীর জিনে সর্ব্বজনে ॥
সাত্যকিরে ভূরিশ্রবা করে পরাজয়।
আশ্চর্য্য শুনিয়া মম হইল বিস্ময় ॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

● ভূরিশ্রবা কর্তৃক সাত্যকির পরাজয়-বৃত্তান্ত বর্ণন

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
যেই হেতু সাত্যকির হৈল পরাজয় ॥
একদিন বসুদেব পিতৃশ্রাদ্ধ-কালে।
নিমন্ত্রণ করি যত কুটুম্ব আনিলে ॥

সোমদত্ত বাহ্লীক সে পাঞ্চাল রাজন্।
শাল্ব শিশুপাল আসে পেয়ে নিমন্ত্রণ॥
আসিল অনেক রাজা, না হয় বর্ণনা।
সবাকারে বসুদেব করে অভ্যর্থনা॥
বিচিত্র আসনোপরে বসে সর্ব্বজন।
সভা-মধ্যে সোমদত্ত করিল গমন॥
সভার মধ্যেতে যদি সোমদত্ত গেল।
সোমদত্তে দেখি শিনি ক্রোধেতে জ্বলিল॥
বসুদেব-খুড়া শিনি সত্যকের বাপ।
সোমদত্তে দেখি শিনি পাইলেন তাপ॥
ডাকিয়া বলিল শিনি, শুন সোমদত্ত।
সভামধ্যে বৈস তুমি, এ কোন্ মহত্ত্ব॥
আমা-সবা না মানিস্ কোন্ অহঙ্কারে।
পৃথিবীর মধ্যে কেবা না জানে তোমারে॥
মর্য্যাদা থাকিতে শীঘ্র যাহ পলাইয়া।
আপন-সদৃশ যোগ্যস্থানে বৈস গিয়া॥
এত শুনি সোমদত্ত ক্রোধেতে জ্বলিল।
অগ্নির উপরে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥
সোমদত্ত বলে, শিনি, না করিস্ গর্ব্ব।
তোমার মহত্ত্ব যত আমি জানি সর্ব্ব॥
এতেক উত্তর মোরে করিস্ বর্ব্বর।
কোন্ অর্থে ন্যূন আমি পৃথিবী-ভিতর॥
তোমা হ'তে ন্যূন কেবা আছয়ে ধরণী।
মোর অগোচর নহে, সব আমি জানি॥
এতেক শুনিয়া শিনি মহাকোপ-মন।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে, শুন সর্ব্বজন॥
এত অহঙ্কার তোর অরে কুলাঙ্গার।
পরে নিন্দ, ছিদ্র নাহি জান আপনার॥
ইহার উচিত ফল দিব আজি তোরে।
এত বলি মহাক্রোধে উঠিল সত্বরে॥
শিনি দেখি সোমদত্ত উঠি সেইক্ষণ।
হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ করে দুইজন॥
তবে শিনি মহাক্রোধে ধরে তার চুলে।
দেখিয়া উঠিল হাস্য যত সভাস্থলে॥
কেশে ধরি চড় মারে বজ্রের সমান।
এক চড়ে দন্তগুলা করে খান খান॥
তবে সবে উঠি দোঁহা বারণ করিল।
অভিমানে সোমদত্ত দেশে নাহি গেল॥
সভামধ্যে সোমদত্ত পেয়ে অপমান।
তপস্যা করিতে বনে করিল প্রয়াণ॥
দ্বাদশ বৎসর তপ করে অনাহারে।
একচিত্তে সোমদত্ত সেবিল শঙ্করে॥
তপস্যাতে বশ হইলেন মহেশ্বর।
বৃষেতে চড়িয়া আসে বনের ভিতর॥
হর বলিলেন, বর মাগহ রাজন্।
এত বলি সোমদত্তে ডাকে পঞ্চানন॥
ধ্যান ভাঙ্গি সোমদত্ত দেখিলেক হর।
বিভূতি-ভূষণ জটাধারী গঙ্গাধর॥
আনন্দিত সোমদত্ত দেখিয়া শঙ্করে।
বিবিধ-প্রকারে রাজা বহু স্তুতি করে॥
সোমদত্ত বলে, যদি হৈলে কৃপাবান্।
এক নিবেদন আমি করি তব স্থান॥
সভামধ্যে মোরে শিনি অপমান কৈল।
যতেক নৃপতিগণ বসিয়া দেখিল॥
অগ্নিবৎ দহে অঙ্গ সেই অপমানে।
এই নিবেদন আমি করি তব স্থানে॥
যদি মোরে বর দিবে, দেব পশুপতি।
মহাধনুর্দ্ধর মম হউক সন্ততি॥
তার পৌত্রে মোর পুত্র জিনিবে সমরে।
রাজগণ-মধ্যে যেন অপমান করে॥
ইহা বিনা আর বর নাহি চাহি আমি।
এই বর মহেশ্বর, আজ্ঞা কর তুমি॥
শঙ্কর বলেন, বর দিলাম তোমারে।
তোর পুত্র জিনিবেক সত্যক-কুমারে॥
প্রাণে মারিবারে তারে নহিবে শকতি।
এত বলি কৈলাসে গেলেন পশুপতি॥
শিবস্থানে হেন বর পেয়ে নরবর।
আনন্দিত হ'য়ে গেল আপনার ঘর॥

ভূরিশ্রবা সাত্যকিরে জিনে শিব-বরে।
তার উপাখ্যান এই জানাই তোমারে॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

ভূরিশ্রবা বধ

মুনি বলে, অত্যাশ্চর্য্য শুন জন্মেজয়।
শিব-বরে সাত্যকির হৈল পরাজয়॥
ভূরিশ্রবা-হস্ত যবে অর্জ্জুন কাটিল।
অচেতন হ'য়ে তবে ভূমিতে পড়িল॥
পুনরপি উঠি বৈসে সমরের স্থলে।
নিন্দা করি ভূরিশ্রবা অর্জ্জুনেরে বলে॥
ধিক্ ধনঞ্জয়, ধিক্ বীরপনা তোর।
অন্যায় করিয়া হস্ত কাটিলি যে মোর॥
সাত্যকি-সহিত রণ আছিল আমার।
কাটিলে আমার হস্ত তুমি কুলাঙ্গার॥
সম্মুখ-সংগ্রামে পড়ি স্বর্গে যাই আমি।
এই পাপে ধনঞ্জয়, হবি অধোগামী॥
এতেক শুনিয়া পার্থ হলেন লজ্জিত।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পার্থ, কেন হও ভীত॥
কৃষ্ণ ডাকি বলিলেন ভূরিশ্রবা-প্রতি।
একা অভিমন্যু বীরে বেড়ে সপ্তরথী॥
কোন্ ন্যায়যুদ্ধে অভিমন্যুরে মারিলে।
এবে বুঝি সে-সকল কথা পাসরিলে॥
মৃত্যুকালে ধর্ম্মবুদ্ধি হইল তোমার।
অর্জ্জুনেরে নিন্দা কর তুমি কুলাঙ্গার॥
কটুবাক্য শুনি ভূরিশ্রবা-নরপতি।
কহিতে লাগিল নিন্দা করি কৃষ্ণ-প্রতি॥
ভূরিশ্রবা বলে, কৃষ্ণ, কহিলে প্রমাণ।
তোমা হৈতে এই সব হৈল অপমান॥
কি-কারণে নিন্দা আমি করি অর্জ্জুনেরে।
তোমা-সম দুষ্ট নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
তোমার কুবুদ্ধে হৈল সকল সংহার।
নির্লজ্জ, তোমাকে আমি কহিব কি আর॥
এত বলি ভূরিশ্রবা হইল বিমন।
কি কর্ম্ম করিনু আমি নিন্দি নারায়ণ॥
আপনার কর্ম্মভোগ করি যে আপনে।
তবে কেন বড় হ'য়ে নিন্দি নারায়ণে॥
অন্তকালে যেই জন স্মরে নারায়ণ।
চতুর্ভুজরূপে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
এতেক ভাবিয়া ভূরিশ্রবা-নরপতি।
বিবিধ-প্রকারে করে গোবিন্দেরে স্তুতি॥
ডাকিয়া বলেন, কৃষ্ণ, তোমারে নিন্দিয়া।
কি গতি আমার হবে না পাই ভাবিয়া॥
অধম দেখিয়া মোরে হও কৃপাবান্।
নরক হইতে মোরে কর পরিত্রাণ॥
তোমা-বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
কায়মনোবাক্যে আমি নিলাম শরণ॥
সর্ব্বকাল তোমা-বিনা নাহি জানি আমি।
মৃত্যুকালে তোমা নিন্দি হই অধোগামী॥
আপনার গুণে নাথ, আমারে উদ্ধার।
নরক হইতে ত্রাণ করহ আমার॥
এত বলি ভূরিশ্রবা মৌনেতে রহিল।
হৃদয়-পঙ্কজে পদ ভাবিতে লাগিল॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, তুমি ত্যজ দুঃখ-মন।
স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাহ বৈকুণ্ঠ-ভুবন॥
সিদ্ধ ঋষি যোগী যেই স্থান নাহি পায়।
তথাকারে যাহ তুমি আমার আজ্ঞায়॥
বৈকুণ্ঠেতে আগে তুমি করহ গমন।
তথা গিয়া তোমা-সঙ্গে করিব মিলন॥
ভূরিশ্রবা-প্রতি কৃষ্ণ এতেক কহিল।
কৃষ্ণ-ধ্যান করি রাজা মৌনেতে রহিল॥
হেনকালে সাত্যকি উঠিল ভূমি হৈতে।
খড়্গ ল'য়ে ধায় ভূরিশ্রবারে কাটিতে॥
হাতে চুল জড়াইয়া খড়্গ ল'য়ে করে।
খণ্ড খণ্ড করি বীর কাটিল তাহারে॥

এতেক দেখিয়া কৌরবের সেনাগণ।
সাত্যকি-উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
এক লাফে সাত্যকি উঠিল গিয়া রথে।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া অস্ত্র নিল হাতে ॥
নিমেষেকে মারে লক্ষ লক্ষ সেনাগণ।
বাণবৃষ্টি করে বীর মহাকোপ মন ॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে ॥

ভীম কর্তৃক দুর্য্যোধনের দশ ভ্রাতার মৃত্যু

মুনি বলে, শুন রাজা, অপূর্ব্ব কথন।
হেনমতে শিনি-পৌত্র করে মহারণ ॥
হোথা রাজা যুধিষ্ঠির সচিন্তিত-মন।
অনুক্ষণ করিছেন পার্থের চিন্তন ॥
তৃতীয় প্রহর বেলা হৈল আসি প্রায়।
নাহি জানি, পার্থ করে কেমন উপায় ॥
প্রতিজ্ঞা করিল বীর বড়ই দুষ্কর।
জয়দ্রথে না মারিয়া না আসিবে ঘর ॥
অতএব গেল তার উদ্দেশ-কারণ।
নাহি জানি, কোথা গেল সিন্ধুর নন্দন ॥
তত্ত্ব জানিবারে তবে পাঠাই সাত্যকি।
প্রহর পর্য্যন্ত হৈল তারে নাহি দেখি ॥
এই সব ভাবি মম মন নহে স্থির।
এত বলি বৃকোদরে ডাকে যুধিষ্ঠির ॥
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা শুনি বীর বৃকোদর।
রণ ত্যজি সেইক্ষণে আসিল সত্বর ॥
রাজার অগ্রেতে রহে করি যোড়কর।
ভীমে দেখি কহিলেন ধর্ম্ম-নৃপবর ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্ব ভাই, নাহি পাওয়া গেল।
সাত্যকিরে পাঠাইনু সেহ নাহি এল ॥
একা বিপক্ষের মাঝে গেল পার্থবীর।
তারে না দেখিয়া মম বিকল শরীর ॥
এ-হেতু তোমারে ডাকি, ভাই বৃকোদর।
অর্জ্জুনের তত্ত্ব জানি আইস সত্বর ॥
ভীম বলে, মহারাজ, করি নিবেদন।
অর্জ্জুনের হেতু কেন করহ ভাবন ॥
ত্রিদশ-ঈশ্বর কৃষ্ণ যাহার সারথি।
তার জন্য চিন্তা কেন কর নরপতি ॥
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা যদি করে রণ।
তথাপিহ অর্জ্জুনেরে জিনে কদাচন ॥
যুধিষ্ঠির বলে, ভাই, কহিলে প্রমাণ।
জানি শুনি, তবু স্থির নহে মম প্রাণ ॥
পুনরপি কহে ভীম রাজারে চাহিয়া।
কিমতে যাইব আমি তোমারে ছাড়িয়া ॥
অনুক্ষণ দ্রোণ আসে তোমারে ধরিতে।
আমি গেলে কে যুঝিবে তাহার সহিতে ॥
রাজা বলিলেন, চিন্তা নাহিক তোমার।
তুমি গিয়া অর্জ্জুনের আন সমাচার ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্নে ডাকি বৃকোদর।
প্রত্যক্ষ কহিল যত রাজার উত্তর ॥
অর্জ্জুনের তত্ত্বে আমি যাইব ত্বরিত।
রাজারে রাখিবে সবে হ'য়ে অবহিত ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে, চিন্তা নাহিক তোমার।
রাজারে দেখিতে ভার রহিল আমার ॥
দ্রোণপুত্র আসুক, আপনি দ্রোণ আসে।
এক বাণে পাঠাইব যমের আবাসে ॥
এত শুনি ভীম হৈল হরিষ-অন্তর।
বিশোকে বলিল, রথ সাজাহ সত্বর ॥
বিশোক-সারথি সেই অতি বিচক্ষণ।
রথের উপরে তোলে নানা প্রহরণ ॥
শত শত ধনু তোলে, গদা বহুতর।
শেল শূল কোটি কোটি ভুশুণ্ডী তোমর ॥
শ্রীহরি স্মরিয়া বীর চড়ে গিয়া রথে।
মহান্ দুর্দ্ধর্ষ ধনু তুলি নিল হাতে ॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া ছাড়ে হুহুঙ্কার।
পর্ব্বত পড়য়ে শব্দে হইয়া বিদার ॥

প্রমত্ত কেশরী সম রণমত্ত বীর।
সংগ্রামে কাহার শক্তি, আগে হয় স্থির॥
সারথি সমীর জিনি চালাইল হয়।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবন-তনয়॥
বাণ হানে ক্ষিপ্রহস্তে, রিপু করে নাশ।
বিপক্ষ পড়য়ে লক্ষ হইয়া হুতাশ॥
সিংহ দেখি শিবা-প্রায় হৈল সৈন্যগণ।
ভয়েতে আকুল-মন, কম্পে ঘনে ঘন॥
কেহ বলে, কারো মুখ নাহি চাহে ভীমা।
মৃত্যুপতি-মূর্ত্তি হ'য়ে আসে কালনিমা॥
পলাইলে বধে প্রাণে গোড়াইয়া পাছে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর হেন কোথায় কে আছে॥
দন্তে কুটা করি যেবা মাগে পরিহার।
সকল এড়িয়া করে তাহারে সংহার॥
পলাইলে কি হইবে, না বাঁচিব তায়।
প্রাণপণে কর যুদ্ধ নিজ ভরসায়॥
মরিব ভীমের হাতে, নাহিক এড়ান।
যে থাকে কর্ম্মের ফল, কে করিবে আন॥
চিন্তিয়া সাহসে ভর করি সেনাগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি অস্ত্র করে বরিষণ॥
সিংহের সম্মুখে কিবা শিবার গণনা।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভীম, পড়য়ে ঝঞ্ঝনা॥
লক্ষ লক্ষ বিপক্ষ নাশয়ে বাণ-ঘায়।
বড় বড় হস্তী পাড়ে প্রহারি গদায়॥
একেরে মারিতে আর পড়ে মূর্চ্ছা হ'য়ে।
পলাইলে প্রাণ তার আগে বধে গিয়ে॥
পড়িল ভীমের রণে রথ অশ্ব হাতী।
ধ্বজছত্র-পতাকায় ঢাকে বসুমতী॥
ভীমের সমর দেখি দ্রোণবীর রোষে।
দ্বার আগুলিয়া বীর কহে ক্রোধাবেশে॥
মোরে না জিনিয়া ভীম, যাইবে কেমনে।
এত বলি বাণ যোড়ে ধনুকের গুণে॥
গর্জ্জিয়া কহিল ভীম যেন মেঘধ্বনি।
অপরাধ হয় পাছে, এই ভয় মানি॥
উপরোধ রক্ষা কর, দেহ পথ ছাড়ি।
নহে চূর্ণ করি দিব মারি গদাবাড়ি॥
শুনিয়া হইল গুরু ক্রোধে হুতাশন।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
বৃষ্টির পশলা যেন বরিষার কালে।
ঢাকিল ভীমের রথ-পথ শরজালে॥
কুপিল দারুণ ভীম যেন কাল-সাপ।
রথ হ'তে ভূমে পড়ে দিয়া এক লাফ॥
সাপটিয়া আচার্য্যের রথখান ধরে।
টান দিয়া ফেলে রথ যোজন-অন্তরে॥
তাহার চাপনে সৈন্য তল যায় কত।
সারথি হইল নাশ, অশ্বগণ হত॥
ধ্বজ ভাঙ্গে, রথ নেড়ামুড়া হ'য়ে রয়।
লাফ দিয়া পলাইল দ্রোণ মহাশয়॥
পশ্চাতে করিয়া দ্রোণে বীর বৃকোদর।
অতিবেগে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর॥
গদা হাতে গর্জ্জে বীর, গতি দীর্ঘপদে।
প্রকাণ্ড-পর্ব্বত-তনু, মত্ত বীরমদে॥
সমরে প্রচণ্ড শূর, চুর করে ঘায়।
গদাঘাতে রথ রথী পদাতি লোটায়॥
বিশোক চালায় বায়ুবেগে অশ্বগণ।
উত্তরিল ব্যূহমধ্যে পবননন্দন॥
দেখিয়া সৈন্যের ক্ষয় রবির নন্দন।
আগুলিল ভীমে আসি অতি ক্রুদ্ধমন॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম মহাক্রুদ্ধ হৈল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য-অস্ত্র নিল॥
কর্ণ বলে, ভীম, আজি দেহ মোরে রণ।
অবশ্য পাঠাব তোমা যমের সদন॥
এত শুনি বৃকোদর ক্রোধে হুতাশন।
কর্ণেরে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জ্জন॥
কৌরব-কিঙ্কর তোর গৌরব যে জানি।
জানিয়া তোমারে পাপ পোষে কালফণী॥
কুমন্ত্রণা দিয়া কুরু করিলি বিনাশ।
নিকট হইল মৃত্যু, বিফল প্রয়াস॥

ওরে মূঢ়মতি, এত গর্ব্ব যে তোমার।
এমত প্রতিজ্ঞা কর অগ্রেতে আমার॥
আজি তোরে বাণে আমি করিব সংহার।
কহিনু, জানিহ বাক্য স্বরূপ আমার॥
এত বলি বৃকোদর এড়ে অস্ত্রগণ।
গগন ছাইয়া করে বাণ-বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে ভীম, কাটে কর্ণবীর।
দেখি বৃকোদর বীর কম্পিত-শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর মারে দশ বাণ।
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করে খান খান॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল সত্বর।
চারি বাণে সারথিরে নিল যম-ঘর॥
সারথি পড়িল, রথ হইল অচল।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাবল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
মহাক্রোধে বাণ এড়ে সৈন্যের উপর॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে, রক্তে বহে নদী॥
দেখিয়া আকুল বড় রাজা দুর্য্যোধন।
সহোদরগণে ডাক দিল সেইক্ষণ॥
দশজন যুঝিবারে হৈল আগুয়ান।
অযুতেক হস্তী আসে মহাবলবান্॥
মুষল মুদ্গর বান্ধা শুণ্ডে সবাকার।
ঈশাদন্ত সব হস্তী পর্ব্বত-আকার॥
হস্তিগণে দেখি ভীম ত্যজে ধনুঃশর।
হাতে গদা করি নামে সংগ্রাম-ভিতর॥
শত মণ লৌহ দিয়া গড়া গদাখান।
মহাভয়ঙ্কর দেখি কালের সমান॥
হেন গদা ল'য়ে বীর ধাইল সত্বর।
নিমেষেকে মারে দশ সহস্র কুঞ্জর॥
গদার প্রহার যেন বজ্রের সোসর।
শত শত একবারে মারে বৃকোদর॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আসে দশ জন।
ভীমের উপরে করে অস্ত্র-বরিষণ॥
লাফ দিয়া লঙ্ঘে ভীম যোজনেক বাট।
পলাইতে কুরুর পড়িয়া মরে ঠাট॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর গদা ল'য়ে ধায়।
রথ-অশ্ব-সহ বীর চূর্ণ করি যায়॥
দশ জনে মারে বীর গদার প্রহারে।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হাহাকার করে॥
সঞ্জয় কহেন ধৃতরাষ্ট্রে সমাচার।
দশ পুত্র রাজা, তব হইল সংহার॥
গদার প্রহারে মারে বীর বৃকোদর।
অযুতেক হস্তী পড়ে মহাভয়ঙ্কর॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র হৈল অচেতন।
বহু বিলাপিয়া অন্ধ করয়ে রোদন॥
ক্ষণেক থাকিয়া বলে, শুনহ সঞ্জয়।
বড়ই দারুণ ভীম নির্দ্দয়-হৃদয়॥
একবারে দশ পুত্রে করিল সংহার।
এতেক বলিয়া অন্ধ করে হাহাকার॥
সঞ্জয় বলেন, কেন করহ রোদন।
পূর্ব্বে যত কহিলাম, না কৈলে শ্রবণ॥
অধর্ম্ম করিলে, নহে ভদ্র আপনার।
যতেক করিলে, জান সব সমাচার॥
অর্থলোভে রাজ্যলোভে করিলে তখনে।
কিংজিতং, কিংজিতং করি কহিলে আপনে॥
বিদুর প্রভৃতি করি বলিল তোমারে।
কার বাক্য না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ আমারে সঞ্জয়।
কভু না শুনিনু পাণ্ডবের পরাজয়॥
যতেক শুনি যে পড়ে মোর সেনাগণ।
বিশেষিয়া কহ মোরে ইহার কারণ॥
সঞ্জয় বলিল, রাজা, শুন সাবধানে।
পাণ্ডবের দলে কৃষ্ণ আছেন আপনে॥
যথা কৃষ্ণ, তথা ধর্ম্ম, জানিহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম, তথা জয় বেদের বচন॥
পুত্রসম স্নেহ নাহি, দৈবসম বল।
বিদ্যাসম বন্ধু নাহি, ব্যাধিসম খল॥

সর্ব্বকাল দৈববল আছে ধর্ম্মসুতে।
বিরোধ তাহার সঙ্গে আপনা খাইতে॥
দূত হ'য়ে ত্রিভুবন-পতি যার বোলে।
বিপদে করেন পার করি নিজ কোলে॥
জানিয়া না জানি যেই, শুনিয়া না শুনি।
ধরিয়া আনিল পাশাকালে যাজ্ঞসেনী॥
সভায় তাহার বস্ত্র হরে তব সুত।
আপনি তাহার কর্ম্ম শুনিলে অদ্ভুত॥
হরিতে বাড়িল বাস, নহে অবসান।
অনুকূল হ'য়ে লজ্জা রাখে ভগবান্॥
এখন পার্থের কৃষ্ণ হইল সারথি।
তাহারে জিনিতে, হেন কাহার শকতি॥
ভদ্র নাহি আর তব, শুন মহীপাল।
নিশ্চয় কুরুর বংশ গ্রাসিলেক কাল॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন, দৈব বলবান্।
নিরর্থক পুরুষার্থ করহ বাখান॥
দ্রোণপর্ব্বে পুণ্যকথা জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে॥

● ভীম-হস্তে দুর্য্যোধনের ত্রিশ ভ্রাতৃবধ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে বৃকোদর করে মহারণ॥
পুনরপি কর্ণবীর রথেতে চড়িয়া।
যুদ্ধ করিবারে আসে তর্জ্জন করিয়া॥
গদা হাতে বৃকোদর দেখি ভূমিতলে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর নানা অস্ত্র ফেলে॥
প্রলয়ের মেঘ যেন বরিষয়ে জল।
সেইমত অস্ত্র ফেলে কর্ণ মহাবল॥
দেখি বৃকোদর বীর ক্রোধে কম্পকায়।
বায়ুবেগে গদা বীর মস্তকে ফিরায়॥
গদায় ঠেলিয়া বাণ চূর্ণ হ'য়ে উড়ে।
এক লাফে ভীম তার রথে গিয়া চড়ে॥
চারি অশ্বে মারিলেক রথের উপর।
এক চড়ে সারথিরে নিল যম-ঘর॥
কর্ণে চুলে ধরি বীর অতি শীঘ্রগতি।
মারিতে উদ্যম কৈল ভীম মহামতি॥
হেনকালে আচম্বিতে মনেতে পড়িল।
কর্ণেরে মারিতে পার্থ প্রতিজ্ঞা করিল॥
আজি যদি যুদ্ধে আমি কর্ণে করি ক্ষয়।
হইবে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ পার্থের নিশ্চয়॥
এত বলি কর্ণে ছাড়ি দিল বৃকোদর।
আপনার রথে গিয়া চড়িল সত্বর॥
অপমান পেয়ে কর্ণ লজ্জিত-বদন।
আর রথে চড়ি বীর করিল গমন॥
কৃপাচার্য্য-প্রতি দ্রোণ কহিল তখন।
হের দেখ, ভীম করে কর্ণেরে নিধন॥
এতেক বলিয়া দোঁহে হাসিতে লাগিল।
হাস্য দেখি কর্ণবীর লজ্জিত হইল॥
কর্ণ পলাইল দেখি বীর বৃকোদর।
পুনরপি ধনু ধরি করয়ে সমর॥
সৈন্যের উপরে বীর বাণবৃষ্টি করে।
মারিল অসংখ্য সৈন্য গেল যম-ঘরে॥
ভীমের দেখিয়া কোপ অনল-সমান।
ভয়ে আর কোন বীর নহে আগুয়ান॥
এতেক দেখিয়া তবে দুঃশাসন বেগে।
হাতে ধনু করি গেল ভীমসেন-আগে॥
যেই বেগে আগে হৈল গান্ধারী-তনয়।
চারি বাণে কাটে তার চারিটি যে হয়॥
দুই বাণে ধ্বজ কাটি করিলেক খণ্ড।
আর দুই বাণে কাটে সারথির মুণ্ড॥
না করিতে যুদ্ধ এত অপমান পায়।
ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র কম্পমান্-কায়॥
রথ এড়ি দুঃশাসন পলায় সত্বর।
ক্রোধে ডাক দিয়া বলে বীর বৃকোদর॥
অরে মূঢ়মতি, কেন পলাইস রণে।
স্থির হ'য়ে যুদ্ধ কর, বুঝি বীরপনে॥

শৃগালের প্রায় যাস্, না করিয়া রণ।
ধিক্ ধিক্ দুঃশাসন তোমার জীবন॥
মনে কর, পলাইয়া পরাণ পাইব।
খুঁজিয়া ধরিব আমি যেখানে দেখিব॥
শোণিত খাইব তোর বিদারিয়া বুক।
তবে পাসরিব পূর্ব্বকার যত দুখ॥
যাহ যাহ নির্লজ্জ পামর, তুই পশু।
করিব তোমারে বধ কালি কি পরশু॥
এসেছিলি এই যুঝে করিতে সমর।
পলাইলি ভেকা হ'য়ে ভয়েতে পামর॥
বিষম বাক্যের বাণে দহে তার তনু।
শুষ্ক তৃণ পেয়ে যেন জ্বলয়ে কৃশানু॥
এত শুনি দুঃশাসন ক্রোধে নেউটিল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া দিব্য-অস্ত্র নিল॥
দেখি বৃকোদর বীর হরিষ-অন্তর।
কালদণ্ডসম হাতে নিল ধনুঃশর॥
সন্ধান পূরিয়া মারে দুঃশাসন-বুকে।
বাণাঘাতে দুঃশাসন ঘুরে ঘনপাকে॥
অচেতন হ'য়ে রথে পড়ে দুঃশাসন।
ঝলকে ঝলকে হয় শোণিত-বমন॥
দেখি ক্রোধে ধায় দিবাকর-সুত রোষে।
হারিয়া নাহিক লজ্জা, নির্লজ্জ বিশেষে॥
কর্ণে দেখি মহাক্রোধে বলে বৃকোদর।
ধিক্ ধিক্ অরে দুষ্ট নির্লজ্জ পামর॥
পুনঃপুনঃ পলাইস্ শৃগালের প্রায়।
বড়ই নির্লজ্জ তুই, দেখিনু সভায়॥
এত শুনি মহাক্রোধে কর্ণ এড়ে বাণ।
অর্দ্ধপথে ভীম তাহা করে খান খান॥
যত অস্ত্র এড়ে কর্ণ, কাটে বৃকোদর।
ক্রোধে শক্তি মারে বীর ভীমের উপর॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পূরিল সন্ধান।
দুই বাণে শক্তি কাটি করে খান খান॥
দিব্য ভল্ল দশ গোটা ক্রোধে এড়ে বীর।
কবচ কাটিয়া তার ভেদিল শরীর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া কর্ণ রথেতে পড়িল।
সারথি সত্বরে রথ ল'য়ে পলাইল॥
তবে আর আগুয়ান নহে কোন রথী।
সিংহনাদ করি বুলে ভীম মহামতি॥
একেশ্বর ভীম করে সৈন্য লণ্ডভণ্ড।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক করে খণ্ড খণ্ড॥
অশ্ব হস্তী কাটি পাড়ে, নাহি লেখাজোখা।
কত শত রথী পাড়ে ভীমসেন একা॥
ভীমের বিক্রমে আর কেহ নহে স্থির।
পলায় সকল সৈন্য বিকল শরীর॥
এতেক দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রবর।
যুদ্ধ করিবারে আসে ত্রিশ সহোদর॥
ভয়ঙ্কর ত্রিশ হস্তী আরোহণ করি।
ভীমের অগ্রেতে গেল হাতে ধনু ধরি॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে দেখি বৃকোদর।
হাতে গদা করি ধায় হরিষ-অন্তর॥
আট শিরা গদা গোটা মহাভয়ঙ্কর।
শত শত ঘণ্টা বাজে, দেখিতে সুন্দর॥
হেন গদা ভীম বীর হাতেতে করিয়া।
সিংহ যেন ক্ষুদ্র মৃগে যায় খেদাড়িয়া॥
আনন্দিত বৃকোদর নির্ভয়-শরীর।
ছাগপুঞ্জে দেখি যেন ব্যাঘ্র নহে স্থির॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে করিতে বিনাশ।
ক্রোধে ধায় বৃকোদর ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
করি-কুম্ভস্থলে মারে বজ্র-গদাবাড়ি।
ত্রিশ ঘায় ত্রিশ হস্তী যায় গড়াগড়ি॥
হস্তী সব চূর্ণ করি ধায় বৃকোদর।
নিমেষেকে বিনাশিল ত্রিশ সহোদর॥
ব্যাকুল হইয়া কান্দে রাজা দুর্য্যোধন।
আজিকার যুদ্ধে সব হইল নিধন॥
হেথায় সঞ্জয় বার্ত্তা কহে অন্ধ-স্থানে।
চল্লিশ কুমার তব পড়ি গেল রণে॥
শুনি ধৃতরাষ্ট্র শোকে হ'য়ে অচেতন।
সিংহাসন ছাড়ি রাজা করিছে রোদন॥

কতক্ষণ থাকি রাজা বলিল বচন।
একা ভীম মোর বংশ করিল নিধন॥
সঞ্জয় বলিল, কিবা হয়েছে এখন।
একা ভীম তব বংশ করিবে নিধন॥
যুধিষ্ঠির-ধর্ম্ম-হেতু সবে বলবান্।
আপনি সহায় কৃষ্ণ সদা তাঁর স্থান॥
যথা কৃষ্ণ, তথা সব দেবের আলয়।
দেবগণে কোন্ জন করে পরাজয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, সত্য কহিলে সঞ্জয়।
ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির, তেঁই হয় জয়॥
বৈশম্পায়ন বলেন, জন্মেজয় শুনে।
সূতমুনি কহে, যত শুনে মুনিগণে॥
পৃথিবীতে শুনে লোক হ'য়ে একমতি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পায় দিব্যগতি॥
ব্যাস-বিরচিত দিব্য ভারত-কথন।
একমন হ'য়ে শুন যত ভক্তজন॥
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ হয়।
ব্যাসের বচন ইথে নাহিক সংশয়॥
দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে॥

● ভীমহস্তে দুর্য্যোধনের পঞ্চাশ সহোদরের নিধন

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেনমতে ভীমসেন করে ঘোর রণ॥
ভীমের সংগ্রাম দেখি ভীত কুরু-দল।
হাহাকার মহাশব্দ হৈল কোলাহল॥
পুনরপি ভীম উঠে রথের উপর।
রথ চালাইয়া দিল বিশোক সত্বর॥
বিশোক চালায় রথ বায়ুসম গতি।
যুঝিতে যুঝিতে যান ভীম মহামতি॥
কত দূর গিয়া ভীম সাত্যকি দেখিল।
আনন্দিত হ'য়ে তারে বার্ত্তা জিজ্ঞাসিল॥

ভীম বলে, কহ অর্জ্জুনের সমাচার।
কি-কারণে রথধ্বজ নাহি দেখি তার॥
সাত্যকি কহিল, ওই দেখ বৃকোদর।
দ্রোণসহ ধনঞ্জয় করয়ে সমর॥
পুনরপি বলে ভীমে, কহ বিবরণ।
যুধিষ্ঠিরে ছাড়ি এলে হেথা কি-কারণ॥
ভীম বলে, যুধিষ্ঠির পাঠান আমারে।
অর্জ্জুনের সমাচার জানিবার তরে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-স্থানে তাঁরে করি সমর্পণ।
তত্ত্ব জানিবারে তব আসিনু এখন॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে আনন্দিত হৈল।
ভীমে দেখি কর্ণ বীর পুনশ্চ আইল॥
কর্ণেরে দেখিয়া ভীম বলে ডাক দিয়ে।
পুনঃপুনঃ আসি পুনঃ যাস্ পলাইয়ে॥
ক্ষণেক থাকিয়া যুঝ, তবে জানি কথা।
এক বাণে আজি তোর কাটি পাড়ি মাথা॥
এত বলি বৃকোদর নিল ধনুখান।
কর্ণের উপরে মারে তীক্ষ্ণ দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ব্যথান্বিত হৈল অঙ্গপতি।
পলাইল যুদ্ধ ছাড়ি কর্ণ শীঘ্রগতি॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর অনল-সমান।
আকর্ণ পূরিয়া বীর বরিষয়ে বাণ॥
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে, তার নাহি অন্ত।
গিরিসম হস্তী পড়ে ঈষা-সম দন্ত॥
ধ্বজছত্র-পতাকাদি পড়ে সারি সারি।
যতেক পড়িল সৈন্য, লিখিতে না পারি॥
আট অক্ষৌহিণী সেনা পড়ে সেই দিনে।
এতেক করিল ক্ষয় বীর তিনজনে॥
অর্জ্জুন সাত্যকি দোঁহে চারি অক্ষৌহিণী।
চারি অক্ষৌহিণী ভীম বধিল আপনি॥
ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র সব এতেক দেখিয়া।
আসিল পঞ্চাশ জন রথেতে চড়িয়া॥
সৈন্যসজ্জা কোলাহল হয়-হস্তী-রথ।
চারিদিকে ঘেরি বেড়ে আবরিয়া পথ॥

দেখিয়া ধাইল তবে বীর বৃকোদর।
পুনরপি গদা ল'য়ে সংগ্রাম-ভিতর॥
রথসহ চূর্ণ করি যায় বৃকোদর।
পঞ্চাশ ভ্রাতারে ক্রমে নিল যম-ঘর॥
নবতি সোদর পড়ে দেখি দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ-শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
সঞ্জয় বলিল, শুন অন্ধ নরবর।
পঞ্চাশৎ পুত্রে তব মারে বৃকোদর॥
পূর্ব্বে দশ, মধ্যে ত্রিশ, এখন পঞ্চাশ।
হইল নবতি-পুত্র ভীমহস্তে নাশ॥
কি বল, কি বল বলে অন্ধ নরপতি।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়ি গেল ক্ষিতি॥
শুনিয়া গান্ধারী দেবী হৈল অচেতন।
বংশনাশ করে মোর পাণ্ডুর নন্দন॥
অন্তঃপুরে উঠে রোদনের কোলাহল।
হাহাকার করে সবে, না বান্ধে কুন্তল॥
শত শত বধূগণ করয়ে রোদন।
টানিয়া ফেলিল নিজ বস্ত্র আভরণ॥
চুল ছিঁড়ে, বস্ত্র ছিঁড়ে, শিরে মারে ঘাত।
আমা-সবে ছাড়ি কোথা গেলে প্রাণনাথ॥
ইন্দ্র-বিদ্যাধরী জিনি রূপ সবাকার।
দিব্য-বস্ত্র পরিধান, রত্ন অলঙ্কার॥
কোমল শরীর সবে পরমাসুন্দরী।
ভূমে গড়াগড়ি যায় হাহাকার করি॥
ক্রন্দন শুনিয়া তবে অন্ধ নরবর।
বিলাপ করয়ে কত হইয়া কাতর॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়, ক্ষণেকে চেতন।
হা পুত্র, হা পুত্র বলি করয়ে রোদন॥
সোণার আগার মম শূন্যময় হৈল।
ভীমের সমরে পুত্র সকল মরিল॥
বড়ই নিষ্ঠুর ভীম, নাহি দয়ালেশ।
ভীম হ'তে হৈল আজি মম বংশ শেষ॥
সঞ্জয় বলিল, শুন অন্ধ নরবর।
এখন কি হবে রাজা, হইলে কাতর॥
এইহেতু পূর্ব্বে কত কহিনু তোমারে।
কারো কথা না শুনিলে তুমি অহঙ্কারে॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বিদুর সুমতি।
বিবিধ-প্রকারে বুঝাইল তোমা-প্রতি॥
বিদুর বলেন, কেন কান্দ নরবর।
তব হিতহেতু পূর্ব্বে কহিনু বিস্তর॥
ধনলোভে রাজ্যলোভে কৈলে অপকর্ম্ম।
আপনি করিলে রাজা, আপন অধর্ম্ম॥
তাহার অসাধ্য রাজা, ছিল কোন্ কর্ম্ম।
তবু যুধিষ্ঠির নাহি করিল অধর্ম্ম॥
মুহূর্ত্তেকে ভূমণ্ডল জিনিবারে পারে।
তথাপিহ যুধিষ্ঠির ক্ষমিল তোমারে॥
পঞ্চগ্রাম মাগিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
একখানি নাহি দিল দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
এখন সে-সব কথা হইল বিদিত।
অধর্ম্ম করিলে ভাল নহে কদাচিৎ॥
বিদুরে চাহিয়া তবে কহিল রাজন্।
পুনঃপুনঃ কটুবাক্য কহ কি-কারণ॥
পুত্রগণ-শোকে মোর দগ্ধ হৈল মন।
কটু ভাষা পুনঃপুনঃ কহ অনুক্ষণ॥
নিঃশব্দে রহিল এত বলি নরপতি।
পুত্রগণ-শোকে রাজা কান্দে দুঃখমতি॥
জন্মেজয় বলে, কহ শুনি তপোধন।
কিমতে হইল বধ আর দশ জন॥
পিতামহ-চরিত্র অপূর্ব্ব উপাখ্যান।
সুধা হইতেও সুধা, শুনি তব স্থান॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন বিনা অবশিষ্ট ভ্রাতাদের মৃত্যু

মুনি বলে, অবধান কর নরপতি।
হেনমতে যুদ্ধ করে ভীম মহামতি॥

ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণে বধিয়া সমরে।
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে॥
শোকেতে আকুল হইলেন দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ-মৃত্যু দেখি করয়ে রোদন॥
অবশিষ্ট ছিল আর দশ সহোদর।
সবা ল'য়ে দুর্য্যোধন চলিল সমর॥
দুর্য্যোধনে দেখি ধায় পবন-নন্দন।
গদা ফিরাইল যেন সাক্ষাৎ শমন॥
তর্জ্জন করিয়া ভীম কহে দুর্য্যোধনে।
ধৃতরাষ্ট্র-বংশনাশ হবে আজি রণে॥
এত বলি বৃকোদর গদা ল'য়ে ধায়।
মৃগ মারিবারে যেন মৃগপতি যায়॥
ভীমে দেখি দুর্য্যোধন গদা ল'য়ে করে।
রথ এড়ি মারিবারে ধাইল সত্বরে॥
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী-উপর।
হুহুঙ্কার শব্দে দোঁহে গর্জ্জে নিরন্তর॥
মহাক্রোধে বৃকোদর গদা প্রহারিল।
কবচ কাটিয়া তার মর্ম্মেতে ভেদিল॥
মূর্চ্ছিত হইল বীর সংগ্রাম-ভিতর।
দেখিয়া ধাইল তার নয় সহোদর॥
দুঃশাসনসহ আসে ভাই অষ্টজন।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিত হৈল পবন-নন্দন।
গদা হাতে করি ধায় পবন-গমন॥
রথসহ অষ্টজনে করিল নিধন।
দেখি ভয়ে পলাইয়া গেল দুঃশাসন॥
কেবল রহিল দুর্য্যোধন দুঃশাসন।
সমরে পড়িল আর সব ভ্রাতৃগণ॥
কান্দিতে কান্দিতে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি পলাইল লইয়া জীবন॥
পুনরপি কর্ণ বীর ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ।
ভীমের সম্মুখে গেল পূরিয়া সন্ধান॥
ক্রমে ক্রমে কর্ণ ছয় বার পলাইল।
পুনরপি ধনু ধরি যুঝিতে আসিল॥
গদা হাতে করি ধায় বীর বৃকোদর।
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে, অসংখ্য কুঞ্জর॥
তবে কর্ণ মহাবীর পূরিয়া সন্ধান।
দশ বাণে গদা কাটি করে খান খান॥
নিরস্ত্র হইল বীর সংগ্রাম-ভিতর।
কাটা হস্তী তুলি ফেলে রথের উপর॥
যত হস্তী ফেলে তাহা কাটে কর্ণ বীর।
বাণে খণ্ড খণ্ড কৈল ভীমের শরীর॥
কাটা অশ্ব গজ ছিল, সব ক্ষয় গেল।
দুই হাতে কাটা স্কন্ধ ফেলিতে লাগিল॥
কর্ণ বীর বাণ এড়ে সংগ্রামে প্রচণ্ড।
যত সব কাটা স্কন্ধ করে খণ্ড খণ্ড॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল ভীমের শরীর।
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া তার পড়িছে রুধির॥
অশক্ত হইল বীর সংগ্রাম-ভিতরে।
শীঘ্রগতি কর্ণবীর ধরিল ভীমেরে॥
গুণসহ ধনু ধরি দিল তার গলে।
হাতেতে ধরিয়া তবে কর্ণবীর বলে॥
এই বল ধরি তুই করিস্ সমর।
কি উপায়, এবে বল, আরে বৃকোদর॥
গুরুজনসহ তুমি না করিহ রণ।
সমানের সহ সদা কর ক্ষত্রপণ॥
এতেক কহিলে কর্ণ রবির নন্দন।
কুন্তীর বচন মনে হইল স্মরণ॥
পাছে এই কথা সব দুর্য্যোধন শুনে।
শীঘ্রগতি ছাড়ি দিল পবন-নন্দনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন বীর ধনঞ্জয়।
কর্ণবীর করিলেক ভীমের সংশয়॥
আজি বৃকোদর বড় পায় অপমান।
উপহাস করে কর্ণ দেখ বিদ্যমান॥
দেখি ধনঞ্জয় হৈল বিষণ্ণ-বদন।
ভীম গিয়া নিজ রথে চড়িল তখন॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
হয়-রথ-পদাতিরে করে খান খান॥

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস জয়দ্রথ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, স্মরি হরিপদে ॥

জয়দ্রথ-বধ

হেনমতে একাদশ ক্রোশ গেল রথ।
আর এক ক্রোশমধ্যে আছে জয়দ্রথ ॥
চারি দণ্ড বেলামাত্র আছয়ে গগনে।
দেখিয়া হইল চিন্তা প্রভু নারায়ণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, পার্থ, চল শীঘ্রগতি।
চারি দণ্ড আছে মাত্র দিনকর-স্থিতি ॥
এক ক্রোশ পথ যেতে হইবেক আর।
এথায় সংগ্রাম কর, না বুঝি বিচার ॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, করি নিবেদন।
সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি সিন্ধুর নন্দন ॥
ইহার উপায় কৃষ্ণ, কহ মম স্থানে।
কিমতে করিব বধ সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, চিন্তা নাহিক তোমার।
আজি জয়দ্রথ হবে অবশ্য সংহার ॥
এত বলি শ্রীকৃষ্ণ চালান অশ্বগণ।
সিংহনাদ করি যান ইন্দ্রের নন্দন ॥
নিকটেতে দেখি তবে অর্জ্জুনের রথ।
মহাভয়ে লুকাইল রাজা জয়দ্রথ ॥
জয়দ্রথে না দেখিয়া কৃষ্ণ মহাশয়।
অতিশয় হইলেন চিন্তিত-হৃদয় ॥
জয়দ্রথ লুকাইল জানি নারায়ণ।
ভাবেন, কেমন তার পাই দরশন ॥
ভাবিয়া ভুবনপতি কন অর্জ্জুনেরে।
বিপত্তি হইল বড় লইয়া তোমারে ॥
পলায়িত-জনে লভিবারে বড় দায়।
ভাবিয়া না পাই কিছু ইহার উপায় ॥
না ভাবি প্রতিজ্ঞা পার্থ, অগ্রে কৈলে দড়।
তোমা লৈয়া পড়িলাম সংশয়েতে বড় ॥
দিবা আছে চারি দণ্ড, অবহেলে যাবে।
ইহার উপায় তবে কেমনে হইবে ॥
অর্জ্জুন অঞ্জলি করি কন কৃষ্ণ-আগে।
একান্ত তোমারে পাণ্ডবের ভার লাগে ॥
যে কর, সে কর, কৃষ্ণ, তোমা-বিনা নাই।
পাণ্ডবের প্রভু বলি সংসারে বড়াই ॥
সেবক-পালক তুমি সংসারের সার।
সেবক রক্ষিতে প্রভু, তুমি অবতার ॥
তুমি বর্ত্তমানে হয় পাণ্ডবের ক্ষতি।
জগতে তোমার নিন্দা হইবে সম্প্রতি ॥
পাণ্ডবের রথে কৃষ্ণ সারথি আছিল।
তথাপি পাণ্ডবগণ সমরে হারিল ॥
এই নিন্দা অবনীতে হইবে তোমার।
এ-কারণে চিন্তা কিছু নাহিক আমার ॥
যাহা জান, তাহা কর, এ-ভার তোমার।
অভিমন্যু-শোকে মন পুড়িছে আমার ॥
তাহাতে মরণ ভাল, নিভিবে অনল।
রহিয়াছি তব ভাষা শুনিয়া শীতল ॥
পার্থের আক্ষেপ-বাক্য নারায়ণ শুনি।
সন্তুষ্ট হইয়া কহে দেব চক্রপাণি ॥
কি ভয় আছয়ে ইথে, উপায় সৃজিব।
জয়দ্রথে আজি সত্য নিধন করিব ॥
এত বলি সু-উপায় চিন্তি নারায়ণ।
সুদর্শনে করিলেন সূর্য্য-আচ্ছাদন ॥
আচম্বিতে দেখে সবে হইল রজনী।
কুরুসেনাগণে হৈল জয় জয় ধ্বনি ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানিয়া বিস্ময়।
ত্রাস পেয়ে কৃষ্ণ-প্রতি বলে সবিনয় ॥
পার্থ বলিলেন, কহ, কি করি বিধান।
কিরূপে হইবে আজি মম পরিত্রাণ ॥
জয়দ্রথ-বধহেতু প্রতিজ্ঞা হইল।
প্রতিজ্ঞা নহিল পূর্ণ, রজনী আসিল ॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কৈলে যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা, শুন মহাশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে, নাহি কিছু ভয়।
প্রতিজ্ঞা-পূরণ তব হইবে নিশ্চয় ॥
এতেক কহিতে তথা কুরু-বীরগণে।
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি আসিল সেখানে ॥
এখনি মরিবে পার্থ, হেন করি মনে।
আনন্দিত দুর্য্যোধন সহাস্য-বদনে ॥
তবে জয়দ্রথ দেখি সন্ধ্যার সময়।
সত্বরে আসিয়া অর্জ্জুনের প্রতি কয় ॥
জয়দ্রথ বলে, শুন বীর ধনঞ্জয়।
কি দেখ, হইল আসি সন্ধ্যার সময় ॥
আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করহ এখন।
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন-ভুবন ॥
অস্ত্র ধনু ত্যাগ করি যাহ ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি প্রবেশহ অগ্নির ভিতর ॥
মিছা মায়া, মিছা কায়া, জল-বিম্ববৎ।
এ-মহীমণ্ডল যাবে, পড়িবে পর্ব্বত ॥
যদি রিপু জিনি রাজ্য কর মহাশয়।
চিন্তিয়া দেখহ, তাহা চিরকাল নয় ॥
অধর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম যে করে সাধন।
অতিশীঘ্র হয় তার সবংশে পতন ॥
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমা বলে সর্ব্বজনে।
করিলে প্রতিজ্ঞা তাহা লঙ্ঘিবে কেমনে ॥
অর্জ্জুন উত্তর দেন, শুন জয়দ্রথ।
তুমি যে কহিলে কথা রাখি ধর্ম্মপথ ॥
ধর্ম্মেতে বিচার করি ধার্ম্মিকের সনে।
অধর্ম্মে জিনিতে দোষ নাহি দুষ্টজনে ॥
অন্যায় সমর করি শিশু কৈলে হত।
কহ দেখি, সেই কর্ম্ম ধর্ম্মের সম্মত ॥
এখনি বধিয়া তোমা আমিহ মরিব।
পাইয়া পরম শত্রু ছাড়িয়া না দিব ॥
শুনিয়া শুকায় মুখ জয়দ্রথ-বীরে।
ভয় নাই, আশ্বাসিয়া কহে পার্থ তারে ॥
বিশ্বাসঘাতক তব রাজাসম নহি।
কি করিব, নিজ কর্ম্ম লব ধর্ম্ম বহি ॥

শরীর ছাড়িব সত্য করিয়াছি পণ।
এত বলি আনি অগ্নি জ্বালিল তখন ॥
কৃষ্ণ সাজায়েন কাষ্ঠ দিয়া গন্ধসারে।
সৌরভসহিত ধূম উঠিল সত্বরে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন বীর ধনঞ্জয়।
বীরকর্ম্ম করি বধ কৈলে ক্ষত্রচয় ॥
এখন নিরস্ত্র হ'য়ে মরিবে কেমনে।
অস্ত্র-সহ প্রবেশহ জ্বলন্ত দহনে ॥
কৃষ্ণবাক্য-অভিপ্রায় বুঝিয়া অর্জ্জুন।
নিলেন গাণ্ডীব ধনু করিয়া সগুণ ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করি হুতাশন।
প্রসন্ন কৃষ্ণের মুখ চান ঘনে-ঘন ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির হৃদে বড় সুখ।
মরিল প্রধান রিপু, আর নাহি দুখ ॥
হাস্যমুখে কহে আগে চাহিয়া অর্জ্জুনে।
বিলম্বে বাড়িবে মায়া পুড়িতে আগুনে ॥
টান দিয়া কর হৈতে ফেল শর-চাপ।
চক্ষু মুদি দেহ শীঘ্র হুতাশনে ঝাঁপ ॥
অর্জ্জুন বলেন, এই ঝাঁপ দিয়া পড়ি।
জয়দ্রথ ল'য়ে তুমি সুখে যাহ বাড়ী ॥
জয়দ্রথে দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত-মন।
সেইক্ষণে ছাড়িলেন সূর্য্য-আচ্ছাদন ॥
দুই দণ্ড বেলা আছে গগনমণ্ডলে।
দেখিয়া পাইল ত্রাস কৌরবের দলে ॥
কৌরব জানিল তবে, নিতান্ত কপট।
বিষম কৃষ্ণের মায়া বুঝিতে সঙ্কট ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে, শুন সাবধানে।
জয়দ্রথে বধিবারে দেরী কর কেনে ॥
কাটহ উহার মুণ্ড, ভূমে না পড়িবে।
পশ্চাতে সে-সব কথা জানিতে পারিবে ॥
উহার জনক তপ কাম্যবনে করে।
ফেলাইবে মুণ্ড তার হস্তের উপরে ॥
বাণে বাণে মুণ্ড ল'য়ে ফেল তার হাতে।
তবে সে হইবে রক্ষা, জানহ ইহাতে ॥

কর্ণের কবচ দান
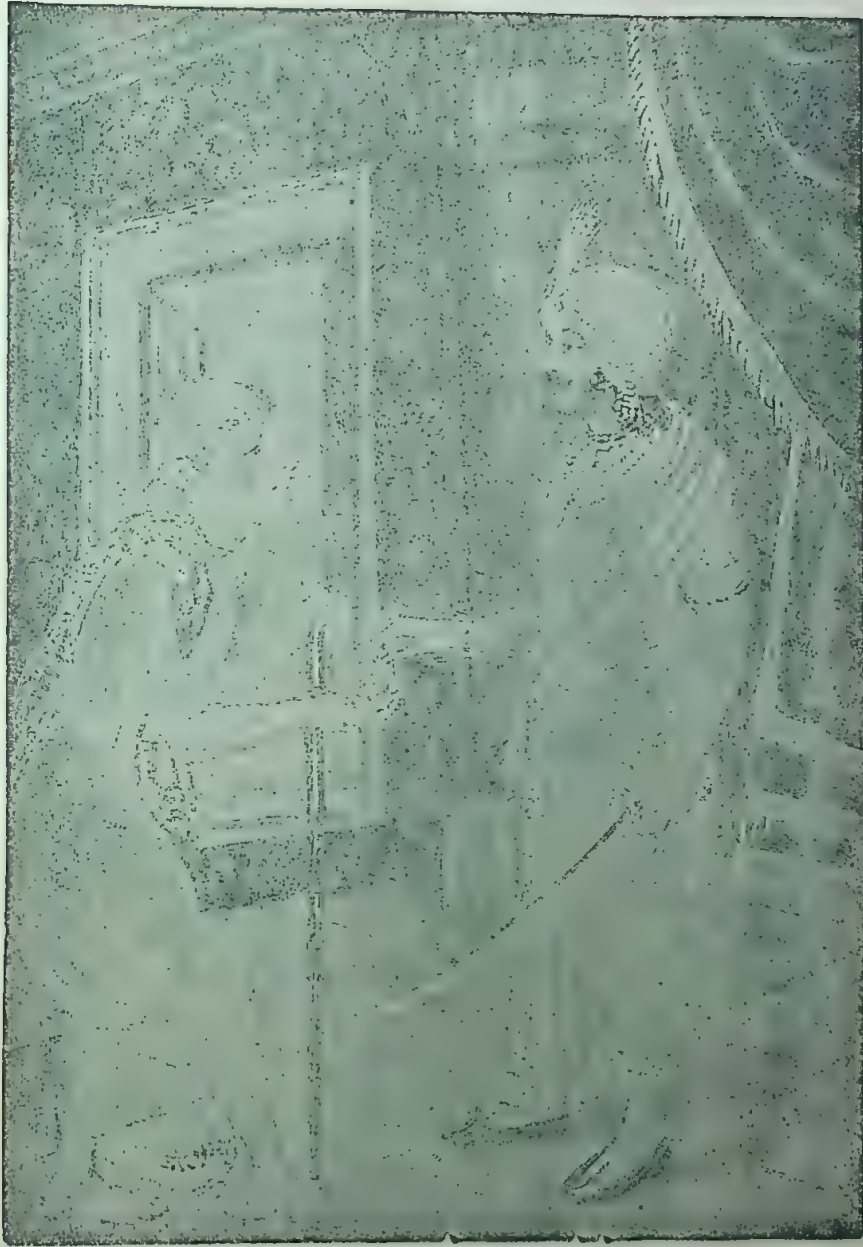
এত বলি কর্ণ বীর খড়গ লয়ে হাতে।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেন শচীনাথে॥ পৃষ্ঠা—৮২৮

এত শুনি ধনঞ্জয় পূরিয়া সন্ধান।
জয়দ্রথ ললাটেতে মারে এক বাণ ॥
শীঘ্রগতি মুণ্ড কাটি আর এক বাণে।
বাণে ল'য়ে গেল তার জনকের স্থানে ॥
সন্ধ্যা করে সিন্ধুরাজ দুই হাত কোলে।
হেনকালে মুণ্ড তার হস্তে ল'য়ে ফেলে ॥
ত্রাস পেয়ে মুণ্ডগোটা ভূমিতে ফেলিল।
সেইক্ষণে তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হৈল ॥
হেনমতে সিন্ধুরাজ হইল নিধন।
জয়দ্রথসহ গেল যমের সদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

জয়দ্রথের পূর্ব্ব বিবরণ

অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, কহিবে বিধান।
কৃপা করি কহ জয়দ্রথ-উপাখ্যান ॥
ভূমিতে ফেলিলে মুণ্ড মরিবে সেক্ষণে।
হেন বর কেবা দিল সিন্ধুর নন্দনে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথ হয় সিন্ধুরাজার তনয় ॥
বহুকাল জয়দ্রথ সেবিল শঙ্করে।
অনাহারে জপ করে বনের ভিতরে ॥
নানা উপহার দিয়া সেবিল মহেশ।
তুষ্ট হ'য়ে বর তারে যাচেন বিশেষ ॥
বর মাগ জয়দ্রথ, যেই মনোনীত।
এত শুনি জয়দ্রথ হৈল আনন্দিত ॥
জয়দ্রথ বলে, যদি মোরে দিবে বর।
এক নিবেদন করি তোমার গোচর ॥
মোর শির কাটি যেই ফেলিবে ধরণী।
তার মুণ্ড খণ্ড খণ্ড হইবে তখনি ॥
শঙ্কর বলেন, এই বর লহ তুমি।
সে মরিবে, তব মুণ্ড যে ফেলিবে ভূমি ॥

হরে প্রণমিয়া বীর আনন্দিত-মন।
আপনার দেশে গেল সিন্ধুর নন্দন ॥
সে-কারণে ধনঞ্জয় তোমা কহিলাম।
তব রক্ষাহেতু এইরূপ করিলাম ॥
ভূমে মুণ্ড ফেলি তার জনক মরিল।
নিশ্চয় জানিহ, ইহা যেরূপ হইল ॥
এত শুনি অর্জ্জুনের লাগে চমৎকার।
কৃষ্ণের চরণে বীর কৈল নমস্কার ॥
স্তুতি করিলেন পার্থ যোড় করি কর।
এক নিবেদন করি শুন গদাধর ॥
তোমা-বিনা গতি মম নাহি নারায়ণ।
এমত বিপদে মোরে করিলে তারণ ॥
তোমার কারণে হয় প্রতিজ্ঞা-পূরণ।
তোমার প্রসাদে আমি দেখি বন্ধুজন ॥
তোমার কৃপায় জয় হইল সকল।
তোমার ভরসা আমি করি হে কেবল ॥
শুন কৃষ্ণ, তুমি মম হও বুদ্ধিবল।
তোমার কারণে আমি পাইব সকল ॥
তোমার কারণে কত দিন রহি ক্ষিতি।
তোমার কৃপায় ভোগ করি বসুমতী ॥
তোমার দয়ায় কৃষ্ণ, করিব সমর।
তোমার কৃপায় তরি সঙ্কট-সাগর ॥
কাণ্ডারী করুণাময়, তরাইতে সিন্ধু।
অখিলের নাথ কৃষ্ণ, অনাথের বন্ধু ॥
দয়ার ঠাকুর, দয়া কর দীনজনে।
সদা মন রহে যেন তোমার চরণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে, তুমি বিচক্ষণ।
কিনিলে আমারে তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
তোমা হ'তে প্রিয় মম নাহিক সংসারে।
নিশ্চয় জানিহ, কহিলাম যে তোমারে ॥
তোমা পঞ্চজনে মম প্রীতি অতিশয়।
অতএব তব কার্য্য করি ধনঞ্জয় ॥
কায়মনোবাক্যে যেই চিন্তয়ে আমারে।
অনুক্ষণ তারে রক্ষি বিপদ-সাগরে ॥

অনুক্ষণ মম নাম লয় যেই জন।
তাহার নাহিক ভয় যমের সদন॥
জল ভেদি পদ্ম যেন উঠে ক্রমে ক্রমে।
সেইমত মুক্ত আমি করি ভক্তগণে॥
তুমি প্রিয় বন্ধু মম ইন্দ্রের নন্দন।
অতএব তব কার্য্যে করি প্রাণপণ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হ'য়ে পূর্ণকাম।
গোবিন্দের পদে বীর করেন প্রণাম॥
জয়দ্রথ-বধ-কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণার্জ্জুনের পরস্পর কথোপকথন

তবে জন্মেজয় মুনিবরে জিজ্ঞাসিল।
কহ শুনি, মুনিরাজ, কি কর্ম্ম হইল॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
হেনমতে জয়দ্রথ হইল নিধন॥
অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণ আনন্দিত-মন।
করে ধরি আলিঙ্গন করেন তখন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, শুন কহি ধনঞ্জয়।
তব হেতু চিন্তান্বিত ধর্ম্মের তনয়॥
অতএব শীঘ্রগতি চল তথাকারে।
না জানি, আছেন যুধিষ্ঠির কি-প্রকারে॥
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর।
সাত্যকি সহিত আর বীর বৃকোদর॥
পবন-গমনে রথ চালান সারথি।
বাহির হলেন ব্যূহ হৈতে তিন কৃতী॥
নিরখিয়া সবাকারে ধর্ম্মের নন্দন।
আলিঙ্গন করিলেন হরষিত-মন॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণ, কহ বিবরণ।
কিরূপে হইল জয়দ্রথের নিধন॥
প্রত্যক্ষে কহেন সব কৃষ্ণ মহাশয়।
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা সানন্দ-হৃদয়॥

হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন।
তাঁরে দেখি উঠি প্রণমিল সর্ব্বজন॥
আশীর্ব্বাদ করি বৈসে ব্যাস মহাশয়।
হেনকালে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়॥
এক নিবেদন করি শুন মুনিবর।
কহিবে বৃত্তান্ত সব আমার গোচর॥
যেকালে গেলাম আমি যুদ্ধ করিবারে।
ব্যূহমধ্যে প্রবেশিয়া কৌরব-ভিতরে॥
হেনকালে দেখি যুদ্ধ আরম্ভ করিতে।
এক মহাবীর আসে শূল করি হাতে॥
পর্ব্বত-আকার, অতি-দীর্ঘকলেবর।
হাতেতে ত্রিশূল যেন তাল-তরুবর॥
সূর্য্যের সদৃশ তেজঃ প্রকাণ্ড-শরীর।
আচম্বিতে রণস্থলে আসে মহাবীর॥
মম রথ-আগে করি ধায় বায়ুবেগে।
অশ্ব হস্তী রথ বিন্ধে ত্রিশূলের আগে॥
তিনি নাশিলেন যত কুরুসৈন্যগণ।
সমরে কেবল করি অস্ত্র-বরিষণ॥
ইহার যথার্থ তত্ত্ব কহ মুনিবর।
কেবা সেই মহাবীর দীর্ঘ-কলেবর॥
এত শুনি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সমুদ্র-সদৃশ বুদ্ধি, বড় বিচক্ষণ॥
বলিতেছি ধনঞ্জয় শুন সাবধানে।
ইহার বৃত্তান্ত আমি কহি তব স্থানে॥
পূর্ব্বেতে তোমারে কহিলেন পঞ্চানন।
তোমার সহায় আমি হব অনুক্ষণ॥
অতএব শিব আসি করেন সমর।
তোমারে জানাই, শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
রুদ্ররূপে সৃষ্টি তিনি করেন সংহার।
নিশ্চয় জানিহ এই, কুন্তীর কুমার॥
এত শুনি ধনঞ্জয় মানেন বিস্ময়।
এই কথা সত্য মনে জানিহ নিশ্চয়॥
এত বলি নিজস্থানে যান তপোধন।
মহা আনন্দিত হৈল সব যোদ্ধৃগণ॥

নানা বাদ্য বাজে, সবে ছাড়ে সিংহনাদ।
কৌরবের সেনাগণ গণিল প্রমাদ॥
জয় জয় শব্দ হৈল পাণ্ডবের দলে।
না শুনি শ্রবণে কিছু বাদ্য-কোলাহলে॥
শত শত শঙ্খ বাজে, তরঙ্গের রোল।
শত শত ঢাক বাজে, শত শত ঢোল॥
কোটি কোটি বীরকালী বাজে জগঝম্প।
বাদ্যের নিনাদে হৈল কৌরবের কম্প॥
মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার ছাড়ে বীরগণ।
মেঘের নিঃস্বন যেন রথের নিঃস্বন॥
গর্জ্জন করয়ে হয়-হস্তী অনুক্ষণ।
গর্জ্জিতে লাগিল মহাশব্দে সেনাগণ॥
মহানন্দে ভাসে সব পাণ্ডবের দল।
শুনি দুর্য্যোধন রাজা হইল বিকল॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশী কহে, পান কৈলে যায় ভব-ক্ষুধা॥

— —

● নিশাযুদ্ধ

দুর্য্যোধন বলে, শুন সর্ব্ব যোদ্ধৃগণ।
রাত্রিদিন যুদ্ধ কর, নাহি নিবারণ॥
উলুকা জ্বালিয়া আজি করহ সমর।
পুনঃপুনঃ বলে রাজা হইয়া কাতর॥
এত বলি শত শত উলুকা জ্বালিল।
উলুকা জ্বালিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল॥
এতেক দেখিয়া পাণ্ডবের সেনাগণ।
উলুকা জ্বালিল লক্ষ লক্ষ সেইক্ষণ॥
দুই দুই উল্কা ধরি রথের উপর।
হেনমতে যোদ্ধৃগণ করয়ে সমর॥
সংশপ্তকে চলিলেন পার্থ-নারায়ণ।
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল, না যায় লিখন॥
চক্রব্যূহ করে তথা দ্রোণ মহাবীর।
পাণ্ডবের সেনাগণে করিল অস্থির॥
নিবারিতে না পারিল বীর বৃকোদর।
রাজাকে ধরিতে যায় দ্রোণ ধনুর্দ্ধর॥
হেনকালে শীঘ্রগতি ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
হাতে ধনু ধরি যায় নির্ভয়-শরীর॥
বাণবৃষ্টি করে দ্রোণ তাহার উপর।
নিবারয়ে বাণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ধনুর্দ্ধর॥
তবে ক্রোধে দ্রোণাচার্য্য এড়ে পঞ্চ বাণ।
কবচ কাটিয়া তার করে খান খান॥
আর বাণ এড়ে দ্রোণ তারা-হেন ছুটে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন-অঙ্গে বাণ বজ্রসম ফুটে॥
রথেতে পড়িল বীর হ'য়ে অচেতন।
সারথি পলায় রথ ল'য়ে সেইক্ষণ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণবীর।
বাণে খণ্ড খণ্ড করে রাজার শরীর॥
রাজার সংশয় দেখি সাত্যকি সত্বর।
শত শত বাণ এড়ে দ্রোণের উপর॥
সন্ধান পূরিয়া করে বাণ-বরিষণ।
সাত্যকিরে দেখি দ্রোণ হৈল ক্রোধমন॥
সাত্যকি-উপরে গুরু পূরিল সন্ধান।
একেবারে প্রহারিল এক শত বাণ॥
দেখিয়া সাত্যকি বীর পূরিল সন্ধান।
খান খান করি কাটে আচার্য্যের বাণ॥
কাটিল সকল বাণ সত্যক-নন্দন।
দ্রোণের উপরে এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ॥
বাণাঘাতে দ্রোণাচার্য্য হৈল অচেতন।
খসিয়া পড়িল হাত হৈতে শরাসন॥
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল দ্রোণের শরীর।
মুষলের ধারে অঙ্গে বহিছে রুধির॥
সিংহনাদ করি যুঝে সত্যক-নন্দন।
মুহূর্ত্তেকে নিপাতিল সেনা অগণন॥
সাত্যকির যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের কুমার।
ধন্য ধন্য করি প্রশংসেন বহুবার॥
কতক্ষণে দ্রোণাচার্য্য পাইল চেতন।
হাতে ধনু করি বীর মহাক্রোধ-মন॥

ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া এড়ে দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান ॥
একেবারে প্রহারিল দশ গোটা বাণ।
রথে পড়ে শিনিপৌত্র হইয়া অজ্ঞান ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে ল'য়ে পলাইল শীঘ্রগতি ॥
তবে মহাক্রোধে দ্রোণ অস্ত্রবৃষ্টি করে।
লক্ষ লক্ষ সেনা পড়ে সংগ্রাম-ভিতরে ॥
দ্রোণের বিক্রম দেখি ধর্ম্মের তনয়।
সৈন্যগণ পড়ে বহু দেখি হৈল ভয় ॥
চিন্তাকুল যুধিষ্ঠির কুন্তীর নন্দন।
কি করিব, কি হইবে, কে করিবে রণ ॥
দুঃখিত হইয়া তবে ধর্ম্ম নরপতি।
রথ ছাড়ি সেইস্থলে বসিলেন ক্ষিতি ॥
রাজারে চিন্তিত দেখি হিড়িম্বা-নন্দন।
সত্বরে আসিল বীর, দেখিতে ভীষণ ॥
যুধিষ্ঠির-আগে কহে করি যোড়কর।
কিসের কারণে দুঃখ কর নরবর ॥
মোরে আজ্ঞা কর যদি, শুন নরনাথ।
একেশ্বর কৌরবেরে করিব নিপাত ॥
এত শুনি আনন্দিত ধর্ম্মের নন্দন।
শিরে চুম্ব দিয়া তারে কৈল আলিঙ্গন ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন মহাবীর।
তোমার বিক্রমে দেবগণ নহে স্থির ॥
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র, কুরুসেনাগণ।
মহাধনুর্দ্ধর তুমি ভীমের নন্দন ॥
ঘটোৎকচ বলিল, দেখহ নরপতি।
অবশ্য মারিব আমি দ্রোণ-সেনাপতি ॥
এত বলি মহাবীর গদা ল'য়ে করে।
শীঘ্রগতি প্রবেশিল ব্যূহের ভিতরে ॥
মহাশব্দ করি বীর ব্যূহে প্রবেশিল।
দেখিয়া পাণ্ডব-দল সানন্দ হইল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে আর বৃকোদর।
সহদেব নকুল ও পাঞ্চাল-ঈশ্বর ॥
শতানিক মদিরাক্ষ মৎস্য-নরবর।
জরাসন্ধ-সুত সহদেব ধনুর্দ্ধর ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির।
এক যোটে চলে যত লক্ষ লক্ষ বীর ॥
মার মার করি সবে ব্যূহে প্রবেশিল।
রথ-রথী গজে-গজে মহাযুদ্ধ হৈল ॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ মুনি আর।
কিরূপে করিল যুদ্ধ ভীমের কুমার ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহাশয়।
কৃপা করি মুনি, মোর খণ্ডাহ বিস্ময় ॥
দ্রোণপর্ব্বে সুধারস ঘটোৎকচ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

● ঘটোৎকচের মহাযুদ্ধ

মুনি বলে, শুন রাজা, অপূর্ব্ব কথন।
মহাপরাক্রম বীর হিড়িম্বা-নন্দন ॥
তালতরু-সম গদা-হাতে মহাবীর।
কুরুসৈন্য-মধ্যে যায় নির্ভয়-শরীর ॥
অতিবেগে ঘটোৎকচ গদা ল'য়ে ধায়।
রথ-গজ-পদাতিক চূর্ণ করি যায় ॥
সৃষ্টি নাশ করে যেন প্রচণ্ড তপন।
সেইমত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন ॥
পর্ব্বত-আকার কৈল দীর্ঘ কলেবর।
অভেদ্য শরীর কৈল বজ্রের সোসর ॥
কৈল দশ যোজন সুদীর্ঘ কলেবর।
মেঘের আকার বর্ণ মহাভয়ঙ্কর ॥
মুখখান যুড়ে পৃথ্বী-গগন-মণ্ডল।
মহানন্দে ঘটোৎকচ হাসে খল খল ॥
মুখ দেখি কুরুসৈন্য হারায় চেতন।
বিনা-যুদ্ধে শত শত ত্যজিল জীবন ॥
ঘটোৎকচে দেখি তবে কুরুসেনাগণ।
সত্বরে পলায় সবে লইয়া জীবন ॥

শিমূলের তুলা যেন উড়ায় পবন।
হেনমতে পলাইল সব সেনাগণ ॥
ঘটোৎকচ-অগ্রেতে না রহে কোন বীর।
সিংহনাদ করে বীর নির্ভয়-শরীর ॥
হেনকালে আসে দুঃশাসনের নন্দন।
দোষণ তাহার নাম রূপেতে মদন ॥
রথে চড়ি ধনু ধরি আসে শীঘ্রগতি।
শরজালে আবরিল ঘটোৎকচ রথী ॥
আনন্দিত ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
গদা ল'য়ে ধায় যেন কাল-হুতাশন ॥
ক্ষুধার্ত্ত গরুড় যেন পাইল ডুণ্ডুভ।
মহাক্রোধে ঘটোৎকচ ধায় সেইরূপ ॥
গদার প্রহার কৈল তাহার উপর।
রথ-অশ্ব-সারথিরে নিল যম-ঘর ॥
লাফ দিয়া যায় দুঃশাসনের নন্দন।
দেখি ঘটোৎকচ হৈল মহাক্রুদ্ধমন ॥
অষ্টশিরা গদা গোটা ল'য়ে বীর হাতে।
হাসিতে হাসিতে মারে দোষণের মাথে ॥
গদাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ হয়।
সেইমত পড়ে দুঃশাসনের তনয় ॥
দোষণ পড়িল দেখি কান্দে দুঃশাসন।
হাহাকার করি কান্দে যত যোদ্ধৃগণ ॥
পুত্রশোকে দুঃশাসন মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে।
হাতে ধনু ধরি আসে দিব্য অস্ত্র ল'য়ে ॥
সন্ধান পূরিয়া যোড়ে চোখ-চোখ শর।
দেখি ঘটোৎকচ বীর হরিষ-অন্তর ॥
দুঃশাসনে বলে তবে ঘটোৎকচ বীর।
আজি যুদ্ধ দেহ মোরে হইয়া সুস্থির ॥
কৌতুক দেখিবে আজি যত যোদ্ধৃগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন ॥
এত বলি দিব্য অস্ত্র নিল ঘটোৎকচ।
দশ বাণে বিপক্ষের কাটিল কবচ ॥
আর দশ বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
দুঃশাসন-অঙ্গ কাটি করে খান খান ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে দুঃশাসন বীর।
রথ ত্যজি পলাইল হইয়া অস্থির ॥
দুঃশাসন-ভঙ্গ দেখি হাসে মহাবীর।
সিংহনাদ করি যুঝে নির্ভয়-শরীর ॥
নানা মায়া করি বুলে ভীমের নন্দন।
রাক্ষসী মায়ায় বীর বড় বিচক্ষণ ॥
কোনখানে অগ্নিরূপে দহে সেনাগণ।
দাবানলে দগ্ধ যেন করে মহাবন ॥
সিংহরূপ ধরি কোথা হস্তী করে নাশ।
দেখিয়া কৌরবগণে গণিল তরাস ॥
ঘটোৎকচ-যুদ্ধ দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
ধন্য ধন্য করি তারে প্রশংসে তখন ॥
কৌরবের দলে হৈল রোদন অপার।
একা ঘটোৎকচ করে আজি মহামার ॥
সৈন্যগণ পড়ে দেখি কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে আসে কর্ণ রবির নন্দন ॥
ক্রোধে ধনু ধরি বীর চলে সেইক্ষণ।
ঘটোৎকচসহ করিবারে মহারণ ॥
দেখি তারে ঘটোৎকচ ধাইল সত্বর।
গদা তুলি মারে বীর কর্ণের উপর ॥
অশ্বসহ সারথিরে করিলেক চূর।
লাফ দিয়া পলাইল কর্ণ মহাশূর ॥
কর্ণ পলাইল দেখি ভীমের নন্দন।
মহাকোপে বহু সৈন্য করিল নিধন ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক নিমেষে সংহারে ॥
শত শত রথ পড়ে হ'য়ে খান খান।
দেখিয়া কৌরব-বল হৈল কম্পমান ॥
হাহাকার শব্দ করে যত যোদ্ধগণ।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা শোকাকুল মন ॥
ঘটোৎকচ-যুদ্ধ দেখি দ্রোণের নন্দন।
সিংহনাদ করি গেল করিবারে রণ ॥
সন্ধান পূরিয়া অশ্বত্থামা এড়ে বাণ।
দেখি ঘটোৎকচ বীর ক্রোধে কম্পমান ॥

এক লাফে নিজ রথে চড়ে বীরবর।
গদা এড়ি ধনুঃশর লইল সত্বর ॥
হাতে তুলি নিল বীর সুবিশাল ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে দ্রোণপুত্র-তনু ॥
শীঘ্রহস্তে অশ্বত্থামা পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেতে নিবারিল ঘটোৎকচ-বাণ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর সন্ধান পূরিল।
তীক্ষ্ণ ভল্ল দশ গোটা অঙ্গেতে মারিল ॥
মোহ গেল ঘটোৎকচ রথের উপর।
সিংহনাদ করি যুঝে দ্রোণের কোঙর ॥
ক্ষণেকেতে ঘটোৎকচ পাইল চেতন।
ক্রোধমূর্ত্তি, দেখি যেন কাল-হুতাশন ॥
ধনু এড়ি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর ॥
গদার প্রহারে রথ খণ্ড খণ্ড হৈল।
লাফ দিয়া অশ্বত্থামা বেগে পলাইল ॥
ভয়ে কম্পমান হৈল দ্রোণের নন্দন।
শীঘ্রগতি পলাইল লইয়া জীবন ॥
তবে ঘটোৎকচ হৈল কুপিত-অন্তরে।
হাতে গদা করি বীর ভ্রময়ে সমরে ॥
লেখাজোখা নাহি যত পড়ে সেনাবর।
পলাইয়া যায় সবে ত্যজিয়া সমর ॥
বায়ুবেগে ধায় যত অশ্ব-আসোয়ার।
পলায় পদাতিগণ, লেখা নাহি তার ॥
এইরূপে ঘটোৎকচ করে মহামার।
কৌরবের দলে উঠে শব্দ হাহাকার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● অলম্বুষ-বধ

হেনকালে অলম্বুষ আসিল রাক্ষস।
মহাপরাক্রম বীর, অসম-সাহস ॥
রাক্ষসের সেনা ল'য়ে ধাইল সত্বর।
পর্ব্বত-আকার বীর মহাভয়ঙ্কর ॥
রাক্ষস দেখিয়া ধায় ঘটোৎকচ বীর।
মহাগদা হাতে করি নির্ভয়-শরীর ॥
গদার প্রহার করে রাক্ষস-উপর।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতর ॥
অশ্ব হস্তী পদাতিক সম্মুখে যে পায়।
গদার প্রহারে বীর চূর্ণ করি যায় ॥
কোটি কোটি সৈন্য পড়ে, না যায় লিখন।
দেখি পলাইয়া যায় যত যোদ্ধৃগণ ॥
অতিক্রোধে অলম্বুষ রাক্ষস-ঈশ্বর।
গদা ল'য়ে ধায় বীর সংগ্রাম-ভিতর ॥
অতিক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের কোঙর।
গদা প্রহারিল অলম্বুষের উপর ॥
গদার প্রহারে বীর হইল জর্জ্জর।
ত্রাসে পলাইয়া গেল আকাশ-উপর ॥
অন্তরীক্ষে থাকি বীর করে ঘোর রণ।
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা-নন্দন ॥
শূন্যোপরি ঘটোৎকচ উঠিল সত্বর।
মহাযুদ্ধ করে দোঁহে শূন্যের উপর ॥
ত্রাস পেয়ে অলম্বুষ মেঘে লুকাইল।
দেখি তবে ঘটোৎকচ কুপিত হইল ॥
মায়া করি লুকাইল হিড়িম্বা-নন্দন।
দেখি ভয়ে অলম্বুষ পলায় তখন ॥
তথা হৈতে অলম্বুষ নামে রণস্থল।
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবল ॥
পুনরপি দুইজনে হইল সংগ্রাম।
নানা মায়া করে বীর অতি অনুপাম ॥
দিব্য রথে অলম্বুষ করি আরোহণ।
ভীমের নন্দনে করে বাণ-বরিষণ ॥
তখন সে ঘটোৎকচ গদা লৈয়া ধায়।
রথ অশ্ব চূর্ণ বীর করে এক ঘায় ॥
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস-ঈশ্বর।
পুনরপি গদা ল'য়ে ধাইল সত্বর ॥

গদাযুদ্ধ করে দোঁহে অবনী-উপর।
গদার প্রহারে দোঁহে হইল জর্জ্জর॥
পুনরপি রাক্ষস হইল লুকি-কায়।
কোথায় আছয়ে, কেহ দেখিতে না পায়॥
কতক্ষণে রাক্ষস আসিল আরবার।
সৈন্যের উপরে করে গদার প্রহার॥
দেখিয়া ধাইল বীর হিড়িম্বা-নন্দন।
পুনরপি দুইজনে করে মহারণ॥
দিব্য রথে চড়ি দোঁহে করয়ে সমর।
বাণেতে দোঁহার অঙ্গ হইল জর্জ্জর॥
কোপে বাণ এড়ে ঘটোৎকচ মহাবীর।
বাণে বিন্ধি অলম্বুষে করিল অস্থির॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল শীঘ্রগতি।
পুনরপি লুকাইল রাক্ষসের পতি॥
মায়া করি গিরিরূপ হৈল নিশাচর।
শত শৃঙ্গ ধরে গিরি মহাভয়ঙ্কর॥
তার এক শৃঙ্গে রহে রাক্ষসের পতি।
রণস্থলে গিরি এক হৈল শীঘ্রগতি॥
মহাশব্দ করি পড়ে রাক্ষস-উপর।
রথ ধ্বজ চূর্ণ করে সংগ্রাম-ভিতর॥
দেখি তারে ঘটোৎকচ ধাইল সত্বর।
এক লাফে চড়ে গিয়া পর্ব্বত-উপর॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গে দেখে বসেছে রাক্ষস।
গদা হাতে করি ধায় অসম-সাহস॥
এক গদাঘাতে সব মায়া কৈল চুর।
অলম্বুষ পলাইয়া গেল অতি দূর॥
পুনরপি অলম্বুষ আসে আচম্বিত।
দেখি তারে ঘটোৎকচ নহে কিছু ভীত॥
এক লাফে চড়ে তার রথের উপর।
অলম্বুষ-রাক্ষসেরে ধরিল সত্বর॥
চুলে ধরি রাক্ষসেরে ভূমিতে পাড়িল।
মুকুটির ঘায়ে তার মস্তক ভাঙ্গিল॥
রাক্ষস পড়িল দেখি ভীত কুরুবল।
মহামার ভীম-পুত্র করে রণস্থল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

● ঘটোৎকচ সমরে কৌরবের ত্রাস

ভ্রাতার বিনাশ দেখি অলায়ুধ বীর।
সিংহনাদ করি আসে নির্ভয়-শরীর॥
হস্তীর উপরে বীর আরোহণ করি।
নানা মায়া করে বীর হাতে ধনু ধরি॥
দেখিয়া ধাইল ঘটোৎকচ মহাবলে।
গদার প্রহার করে করিকুম্ভস্থলে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া পলাইল রাক্ষস দুর্জ্জন॥
পুনরপি অলায়ুধ চড়ি দিব্য রথে।
সংগ্রামের স্থলে আসে ধনুঃশর-হাতে॥
সন্ধান্ পূরিয়া বিন্ধে ঘটোৎকচ-বীরে।
সর্ব্ব-অঙ্গ রক্তবর্ণ হইল রুধিরে॥
সেইক্ষণে ঘটোৎকচ ক্রোধে ভয়ঙ্কর।
গদা ফেলি মারে তার রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ চূর্ণ হ'য়ে গেল।
লাফ দিয়া অলায়ুধ ভূমিতে পড়িল॥
ধনু অস্ত্র এড়ি তবে গদা নিল করে।
গদাযুদ্ধ করে দোঁহে সংগ্রাম-ভিতরে॥
মহাকোপে ডাক ছাড়ে, করে মার মার।
দোঁহে দোঁহাকারে করে গদার প্রহার॥
মণ্ডলী করিয়া দোঁহে ফিরে চারিভিত।
কোপে হুহুঙ্কার ছাড়ে অতি-বিপরীত॥
তবে ঘটোৎকচ বীর করে মহামার।
অলায়ুধ-হস্তে করে গদার প্রহার॥
দারুণ প্রহারে হস্ত খণ্ড খণ্ড হৈল।
মর্ম্মব্যথা পেয়ে বীর ভূমিতে পড়িল॥
লম্ফেতে ধরিল ঘটোৎকচ মহাবল।
এক চড়ে ভাঙ্গে তার দীর্ঘ বক্ষঃস্থল॥

দারুণ রাক্ষস যদি পড়ে ভূমিতলে।
দেখিয়া হইল ভয় কৌরবের দলে ॥
অলায়ুধ পড়ে যদি দেখি যোদ্ধৃগণ।
ভয়ে কোন বীর আর নহে আগুয়ান ॥
গদা ল'য়ে ধায় ঘটোৎকচ মহাবীর।
গদার প্রহারে সৈন্য করিল অস্থির ॥
অতি কোপে ঘটোৎকচ বায়ুবেগে ধায়।
রথ সৈন্য অশ্বগণে চূর্ণ করি যায় ॥
লক্ষ লক্ষ পদাতিক হইল সংহার।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করে হাহাকার ॥
আজি ঘটোৎকচ সব করিল সংহার।
মোর সৈন্যে বীর নাহি সমান ইহার ॥
অভিমন্যু-ঘটোৎকচ সম দুই জনা।
অন্য বীর নাহি এই দোঁহার তুলনা ॥
ভীমের সমান বীর মহাপরাক্রম।
গদা হাতে করি ধায়, যেন কাল যম ॥
হেনকালে পাণ্ড্য রাজা রথেতে আসিল।
দুর্য্যোধন-প্রতি তবে ডাকিয়া বলিল ॥
কি-কারণে মহারাজ, চিন্তা কর তুমি।
দেখ, এই ঘটোৎকচে বিনাশিব আমি ॥
এত বলি ধনু ধরি যায় নৃপবর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ-অন্তর ॥
ঘটোৎকচে দেখিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
আজি তোর ঘুচাইব সংগ্রামের সাধ ॥
স্থির হ'য়ে ভীম-পুত্র, দেহ মোরে রণ।
এই বাণে পাঠাইব যমের সদন ॥
শুনি তবে ঘটোৎকচ মহাক্রুদ্ধ হৈল।
হাতে গদা করি বীর সত্বরে ধাইল ॥
সন্ধান পূরিয়া পাণ্ড্য রাজা এড়ে বাণ।
গদায় ঠেকিয়া বাণ হৈল খান খান ॥
তবে পাণ্ড্য রাজা কোপে এড়ে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণে গদা কাটি করে খান খান ॥
গদা যদি কাটা গেল, অস্ত্র নাহি আর।
চড়-চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥
অতি ক্রোধে ঘটোৎকচ ভীমের নন্দন।
রথখান সাপটিয়া ধরে সেইক্ষণ ॥
এক টানে ফেলে বীর দ্বাদশ যোজন।
হেনমতে পাণ্ড্য রাজা ত্যজিল জীবন ॥
এতেক দেখিয়া সবে চমৎকৃত হৈল।
কৌরবের সেনাগণ প্রমাদ গণিল ॥
দুর্য্যোধন বলে, শুন যত যোদ্ধৃগণ।
সবে মিলি ভীম-পুত্রে করহ নিধন ॥
সর্ব্বনাশ কৈল মোর ভীমের নন্দন।
কোন্‌মতে জয় হবে আজিকার রণ ॥
ইহার বিধান সবে কহ ত আমারে।
ঘটোৎকচ বধি আজি কিমত প্রকারে ॥
দুর্য্যোধনে সকাতর দেখি যোদ্ধৃগণ।
রথে চড়ি ধায় সবে করিবারে রণ ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করয়ে সমর।
নানা অস্ত্র ফেলে ঘটোৎকচের উপর ॥
ভুশুণ্ডী তোমর শক্তি শেল জাঠা জাঠি।
ত্রিশূল পট্টিশ নানা অস্ত্র কোটি কোটি ॥
মুষলের ধারে মেঘ যেন বর্ষে নীর।
হেনমতে অস্ত্র ফেলে সব মহাবীর ॥
দেখিয়া কুপিল বীর হিড়িম্বা-নন্দন।
কোপেতে লোহিত-নেত্র, সাক্ষাৎ শমন ॥
শীঘ্রগতি ধনু ধরি করিল সন্ধান।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে সবাকার বাণ ॥
কাটিয়া সকল অস্ত্র ভীমের তনয়।
দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার হৃদয় ॥
বাণাঘাতে যোদ্ধৃগণ হৈল অচেতন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় সর্ব্বজন ॥
তবে ক্রোধে ভীম-পুত্র যমের সমান।
নিমেষেকে হরিলেক লক্ষ সেনাপ্রাণ ॥
দেখিয়া ব্যাকুল বড় হৈল দুর্য্যোধন।
রোদন করিয়া যায় যত যোদ্ধৃগণ ॥
রথ এড়ি পথ বহে, হয় ছাড়ি ধায়।
আতঙ্কেতে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া যায় ॥

ঘোররণে বহু সেনা করিল নিধন।
বিমানে বসিয়া দেখে যত দেবগণ॥
শোকাকুল দুর্য্যোধন হইল মূর্চ্ছিত।
জ্ঞানহীন হৈল, যেন নাহিক সম্বিত॥
কি করিব, কি হইবে ইহার উপায়।
ভাবিতে ভাবিতে তার হৃদয় শুকায়॥
উপজিল চিন্তাজ্বর, থর থর কাঁপে।
আগুন ছুটিল গায় মহা-অনুতাপে॥

কর্ণকর্ত্তৃক একাঘ্নীবাণে ঘটোৎকচ নিধন

হেনকালে অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
কর্ণেরে কহিল, শুন আমার বচন॥
রয়েছে একাঘ্নী শক্তি তোমার সদনে।
বজ্রের সমান কেহ নারে নিবারণে॥
সেই অস্ত্র এড়ি মার ভীমের নন্দন।
অবশ্য সংহার হবে, না যায় খণ্ডন॥
ইহা বিনা আর কিছু না দেখি উপায়।
সেই বাণে হবে ক্ষয় কহিনু তোমায়॥
কর্ণ বলে, সেই বাণে বধিব অর্জ্জুনে।
যতনে রাখিনু আমি তাহার কারণে॥
কবচ বিতরি পাই সেই মহাবাণ।
যাহাতে অর্জ্জুন-বীর না ধরিবে টান॥
এই অস্ত্রাঘাতে যদি ভীম-পুত্রে বধি।
নিশ্চয় লিখিল মম মৃত্যু তবে বিধি॥
অর্জ্জুনের হাতে মম অবশ্য মরণ।
করিল বিধাতা এই তার সংঘটন॥
বধিতাম অর্জ্জুনে অবশ্য এই বাণে।
যত্ন করি রাখিয়াছি তাহার কারণে॥
অশ্বত্থামা বলে, ভাল বলিলে বিধান।
আজি ঘটোৎকচে তুমি কর সমাধান॥
ইহার হাতেতে রক্ষা যদি পাও রণে।
তবে অর্জ্জুনেরে তুমি বধিও জীবনে॥
এত শুনি কর্ণ কহে আনন্দিত-মন।
ভাল যুক্তি কহিলে হে গুরুর নন্দন॥
দুর্য্যোধন বলে, শুন কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
এই অস্ত্রে রাক্ষসেরে বধহ সত্বর॥
হেন অস্ত্র আছে যদি তোমার সদনে।
তবে চিন্তা কর তুমি কিসের কারণে॥
অর্জ্জুনে বধিবে বলি রাখিয়াছ বাণ।
যে হয় পশ্চাৎ, তার করিব বিধান॥
আজি রক্ষা কর শীঘ্র রাক্ষসের হাতে।
কেমনে দেখহ, সেনা সংহারে সাক্ষাতে॥
এইকালে শীঘ্র কর রাক্ষস-সংহার।
কোটি কোটি সৈন্য দেখ মারিল আমার॥
এত শুনি কর্ণবীর চলিল সত্বর।
হাতে ধনু করি উঠে রথের উপর॥
মহাদম্ভ করি যায় রবির নন্দন।
দেখি দুর্য্যোধন হৈল আনন্দিত-মন॥
তবে কর্ণ মহাবীর সন্ধান পূরিয়া।
ঘটোৎকচ-নিকটেতে উত্তরিল গিয়া॥
অতিক্রোধে ঘটোৎকচ গদা ল'য়ে করে।
হুহুঙ্কার করি যায় সংগ্রাম-ভিতরে॥
গদার প্রহারে মারে বড় বড় রথী।
নলবন দলে যেন মদমত্ত হাতী॥
গদা ধরি ঘোড়া মারে, করি-কুম্ভে গদা।
গর্জ্জিয়া গজেন্দ্র পড়ে, পাড়ে রণে পদা॥
রাহু-সম রাক্ষস রোষেতে হুতাশন।
পদের চালন যার যুড়িয়া যোজন॥
পসারিলে মুখখান যেন সরোবর।
রবি যেন রাঙ্গা চক্ষু, দেখি লাগে ডর॥
চরণের দপদপে বসুমতী কাঁপে।
সাগর লঙ্ঘিতে যার শক্তি একলাফে॥
বাণ নাহি বিন্ধে গায়, উখাড়িয়া পড়ে।
ঘন-ঘন সংগ্রামেতে সিংহনাদ ছাড়ে॥
বিপরীত রাক্ষসের মহাবক্রগতি।
দেখি মহাকোপে ধায় অঙ্গদেশ-পতি॥

লইয়া একাঘ্নী অস্ত্র রবির তনয়।
সন্ধান পূরিয়া মারে তাহার হৃদয় ॥
অনল-সমান চলে একঘাতী বাণ।
দেখি তারে ঘটোৎকচ ভাবে গেল প্রাণ ॥
অস্ত্র যেন আসিতেছে গিরি-সম হ'য়ে।
পড়িছে অনল-কণা তাহে বরষিয়ে ॥
বাণ দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ।
নিতান্ত ইহার ঠাঁই নাহিক এড়ান ॥
নানা অস্ত্র এড়ে বীর বাণ কাটিবারে।
মুষল মুদ্গর মারে অস্ত্রের উপরে ॥
সর্ব্ব অস্ত্র ব্যর্থ করি ধায় বাণপতি।
ঘটোৎকচ-বক্ষোদেশে বিন্ধিল ঝটিতি ॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া বীরবর।
ডাকিয়া বলিল, শুন বাপ বৃকোদর ॥
হের বুঝি, অন্তকাল হইল আমার।
মৃত্যুকালে কি করিব তব উপকার ॥
এত শুনি বৃকোদর শোকেতে আকুল।
ডাকিয়া বলিল, চাপি পড় কুরুকুল ॥
বীরকর্ম্ম কৈলে পুত্র, অতুল সংসারে।
সম্মুখ-সংগ্রামে পড়ি যাহ স্বর্গপুরে ॥
শুনি তাহা ঘটোৎকচ হৈল ভয়ঙ্কর।
দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ কৈল কলেবর ॥
কুরুবল চাপি পড়ে সেই মহাশূর।
লক্ষ লক্ষ রথ অশ্ব করিলেক চূর ॥
শত শত হস্তী পড়ে দীর্ঘ দীর্ঘ দন্ত।
পদাতিক পড়ে যত, নাহি তার অন্ত ॥
কুরুবল ক্ষয় করে ভীমের নন্দন।
দেখি শোকাকুল হৈল যত বন্ধুজন ॥
ক্রন্দনের কোলাহল হইল দুইদলে।
সমুদ্র-কল্লোল যেন প্রলয়ের কালে ॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঘোর অন্ধকার।
এইকালে ঘটোৎকচ হইল সংহার ॥
রোদন করয়ে যত পাণ্ডবের সেনা।
কুরুকুলে জয় জয় বাজিছে বাজনা ॥

দ্রোণপর্ব্বে সুধারস ঘটোৎকচ-বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

● কর্ণের নিকটে কপটে ইন্দ্রের কবচ গ্রহণ

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এই মতে ঘটোৎকচ হইল নিধন ॥
পুত্রে হত দেখি ভীম করয়ে রোদন।
হাতে গদা করি ধায় মহারুষ্টমন ॥
সৃষ্টি-নাশ-হেতু যেন দীপ্তিমান্ চণ্ড।
সেইমত করে বীর সৈন্য লণ্ডভণ্ড ॥
শত শত হস্তী পাড়ে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ পদাতিকে নিল যম-ঘরে ॥
ভীমকে দেখিয়া কালশমন-সমান।
ভয়েতে পলায় সবে লইয়া পরাণ ॥
সমস্ত রজনী যুদ্ধ করি সেনাগণ।
গদাঘাতে খণ্ড খণ্ড হৈল সর্ব্বজন ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন কলেবর।
রথিগণ সেনাগণ নিদ্রায় কাতর ॥
দুর্য্যোধন-ভয়ে কেহ না পারে যাইতে।
রথী পড়ি যায় রথে অস্ত্র করি হাতে ॥
এতেক দেখিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
সৈন্যের দুর্গতি দেখি ব্যথিত-হৃদয় ॥
ডাকিয়া বলেন পার্থ, শুন সর্ব্বজন।
আজিকার মত যুদ্ধ কর নিবারণ ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সবে হইল পীড়িত।
এত শুনি সর্ব্বজন হৈল আনন্দিত ॥
ধন্য ধন্য বলি পার্থে বলে সর্ব্বজন।
মহাধর্ম্মশীল তুমি ইন্দ্রের নন্দন ॥
দয়াশীল ধর্ম্মশীল তুমি মহাশয়।
অচিরে হইবে পার্থ, তোমার বিজয় ॥
এত বলি আনন্দিত হৈল সেনাগণ।
নিদ্রাযুক্ত হ'য়ে সবে পড়ে সেইক্ষণ ॥

রণস্থলে পড়ে সবে হইয়া কাতর।
রথিগণ পড়ি গেল রথের উপর ॥
গজেতে মাহুত পড়ে, অশ্বে আসোয়ার।
ভূমিতলে সৈন্য পড়ে শবের আকার ॥
নিদ্রাযুক্ত হ'য়ে সবে পড়ে রণস্থলে।
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণীর তলে ॥
রাজগণ রথে পড়ে মৃতপ্রায় হৈয়া।
রতন-মুকুট সব পড়িল খসিয়া ॥
কন্দর্প-সমান রূপ, কোমল শরীর।
রূপবন্ত বলবন্ত সবে মহাবীর ॥
বিহনে পালঙ্ক-খাট নিদ্রা নাহি হয়।
রাজচক্রবর্ত্তী-সবে রাজার তনয় ॥
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহ-মাঝ।
কুসুমশয্যায় নিদ্রা যান মহারাজ ॥
মনোহর নারীগণ করয়ে সেবন।
এমত করিলে নিদ্রা যায় কদাচন ॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন-যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন ॥
সৈন্যের শোণিতে সব হইল কর্দ্দম।
হেনরূপ রণস্থলে দেখি হয় ভ্রম ॥
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বিপরীত ডাকে।
ভূত-প্রেত-পিশাচাদি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥
দুর্গন্ধ-কারণে লোক পথে নাহি চলে।
দেবগণ ভয় করে সেই রণস্থলে ॥
নিদ্রা যায় রাজগণ হ'য়ে অচেতন।
শবের উপরে সবে করিল শয়ন ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ কুন্তীর নন্দন।
দুর্য্যোধনে নিন্দা করি বলিছে বচন ॥
ধিক্ ধিক্ দুর্য্যোধন, তোমার জীবনে।
এতেক দুর্গতি দুষ্ট, কৈলে জ্ঞাতিগণে ॥
এতেক বলিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন।
শিবিরেতে চলিলেন ল'য়ে নারায়ণ ॥
ঘটোৎকচ-শোকেতে কান্দয়ে বৃকোদর।
বিলাপ করেন পার্থ বিষণ্ণ-অন্তর ॥
অভিমন্যু-শোকে মম বিকল শরীর।
মহাশোক দিয়া গেল ঘটোৎকচ বীর ॥
বলেন কৃষ্ণেরে চাহি বীর ধনঞ্জয়।
কি করিব, আজ্ঞা মোরে কহ মহাশয় ॥
দুই পুত্র শোকে মম পুড়িছে শরীর।
কি কর্ম্ম করিব, আজ্ঞা কর যদুবীর ॥
এমত শুনিয়া কহিছেন ভগবান্।
বড় কর্ম্ম কৈল তব ভীমের সন্তান ॥
তাহার কারণে মৃত্যু নহিল তোমার।
শুনহ, কহি যে তার পূর্ব্ব-সমাচার ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন অর্জ্জুন, বৃত্তান্ত।
তোমার লাগিয়া সেই আসে শচীকান্ত ॥
অক্ষয় কবচ ধরে কর্ণ মহাবীর।
শ্রবণে কুণ্ডল-যুগ্ম সমান মিহির ॥
কর্ণের সমান দাতা নাহিক ভুবনে।
যে যাহা মাগয়ে, তাহা দেয় সেইক্ষণে ॥
তব হিতহেতু আসে সহস্রলোচন।
উত্তরিল ইন্দ্র, যথা রবির নন্দন ॥
দ্বিজরূপে যান ইন্দ্র কর্ণের নিকটে।
দ্বিজ দেখি কর্ণ প্রণমিল করপুটে ॥
প্রণাম করিয়া কহে রবির তনয়।
কোন্ দেশে ঘর তব, কহ মহাশয় ॥
কি-কারণে আগমন হেথায় তোমার।
বিবরিয়া কহ মোরে সব সমাচার ॥
আশীর্ব্বাদ করি কহে সহস্রলোচন।
এক দান দেহ মোরে সূর্য্যের নন্দন ॥
এত শুনি কর্ণ বলে, কহ দ্বিজবর।
কোন্ দ্রব্যে অভিলাষ মাগহ সত্বর ॥
ইন্দ্র বলে, সত্য আগে কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে মাগিব আমি তোমার গোচর ॥
এতেক শুনিয়া কর্ণ ভাবে মনে মনে।
নাহি জানি, দ্বিজরূপে এল কোন্ জনে ॥
যাহা হৌক, সত্য মম এই অঙ্গীকার।
যেই যাহা মাগে, দিব, প্রতিজ্ঞা আমার ॥

এত বলি কহে কর্ণ, শুন দ্বিজবর।
দিব ত সর্ব্বথা আমি, কহিনু সত্বর॥
জানহ আমার এই সত্য-অঙ্গীকার।
যদি প্রাণ চাহ, দিব না করি বিচার॥
এত শুনি কহে ইন্দ্র কর্ণের গোচর।
কবচ-কুণ্ডল দান করহ সত্বর॥
বিস্মিত হইয়া কর্ণ ভাবে মনে-মন।
হেনকালে সূর্য্যবাক্য হইল স্মরণ॥
যোড়হাতে কর্ণ বলে, করি নিবেদন।
জানিনু, আপনি তুমি সহস্রলোচন॥
অর্জ্জুনের হেতু তুমি আসিয়াছ হেথা।
কুণ্ডল-কবচ দিব, কত বড় কথা॥
প্রাণ যদি চাহ, তবু না করিব আন।
এত বলি কর্ণবীর করিল প্রণাম॥
পুনরপি কর্ণ বলে, শুন মহাশয়।
অর্জ্জুনের হেতু তুমি কেন কর ভয়॥
অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহারে মারিবে, হেন আছে কোন্ জন॥
আমারে মারিবে পার্থ, না যায় খণ্ডন।
যখন হইবে কুরুক্ষেত্রে মহারণ॥
এত বলি কর্ণবীর খড়্গ ল'য়ে হাতে।
অঙ্গ কাটি কবচ দিলেন শচীনাথে॥
কর্ণের সাহস দেখি দেব পুরন্দর।
তুষ্ট হ'য়ে বলিলেন, মাগি লহ বর॥
কর্ণ বলে, বর যদি দিবে মঘবান্।
একঘাতী অস্ত্র দেব, মোরে দেহ দান॥
কর্ণেরে একাঘ্নী অস্ত্র দিয়া পুরন্দর।
কবচ-কুণ্ডল ল'য়ে গেল নিজ ঘর॥
বজ্রসম বাণ সেই, নহে নিবারণ।
যাহারে প্রহারে তার অবশ্য মরণ॥
তোমারে মারিতে কর্ণ রাখিল যতনে।
বহুদিন গুপ্ত রাখে, কেহ নাহি জানে॥
ঘটোৎকচ-হস্তে দেখি সবার সংহার।
অতএব কর্ণ তারে করিল প্রহার॥
ঘটোৎকচ-হেতু মৃত্যু নহিল তোমার।
নিশ্চয় জানহ এই, কুন্তীর কুমার॥
অতএব শোক নাহি কর ধনঞ্জয়।
আপনার বীর্য্য জানি কর শত্রুক্ষয়॥
কৃষ্ণের বচনে সবে হরষিত-মন।
শিবিরেতে গিয়া সবে করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী।
সংসার-সাগর ঘোর তরিতে তরণী॥
অবহেলে যেই জন শুনে মন দিয়ে।
অন্তকালে স্বর্গে যায় চতুর্ভুজ হ'য়ে॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
দৃঢ় করি ভজ ভাই, গোবিন্দ-চরণে॥

● দ্রুপদ রাজার মৃত্যু

মুনি বলে, অনন্তর শুনহ রাজন্।
প্রভাতে আসিল সবে হ'য়ে একমন॥
সংশপ্তকে চলি যান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
দুইসৈন্য-কোলাহলে হইল প্রলয়॥
মহাকোপে যোদ্ধৃগণ করয়ে সমর।
বাণবৃষ্টি করে, যেন বর্ষে জলধর॥
ভীম-দুর্য্যোধনে যুদ্ধ হয় ঘোরতর।
সাত্যকি-সহিত কর্ণ করয়ে সমর॥
দ্রোণের সহিত যুঝে পাঞ্চাল-নন্দন।
বিরাটের সহ সোমদত্ত করে রণ॥
শকুনি করয়ে সহদেবসহ রণ।
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন॥
ভগদত্ত-সহ যুঝে পাঞ্চাল-রাজন্।
যুধিষ্ঠিরসহ মদ্রপতি করে রণ॥
শিখণ্ডী-সহিত যুঝে দ্রোণের নন্দন।
সমানে সমানে বাধে ঘোরতর রণ॥
প্রলয়-কালেতে যেন মেঘেতে গর্জ্জন।
সেইমত যোদ্ধৃগণ করয়ে তর্জ্জন॥

কৃপাচার্য্যসহ জরাসন্ধের তনয়।
কৃতবর্ম্মা-চেকিতানে মহাযুদ্ধ হয়॥
কাশীরাজসহ যুঝে সুমন্ত নৃপতি।
শতানীক করে যুদ্ধ পৌরব-সংহতি॥
হেনমতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধৃগণ।
মহাকোপে করে সবে অস্ত্র-বরিষণ॥
ভীমসহ গদাযুদ্ধ করে দুর্য্যোধন।
অদ্ভুত দেখিয়া সবে চমকিতমন॥
মহা বলবান্ দোঁহে করয়ে সমর।
তালবৃক্ষ-সম গদা অতি-ভয়ঙ্কর॥
ভীমের সদৃশ দুর্য্যোধন নহে বাণে।
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন সমান দুজনে॥
দোঁহে দোঁহাকারে গদা করয়ে প্রহার।
প্রহারের শব্দ শুনি লাগে চমৎকার॥
চারিভিতে ফিরে দোঁহে করিয়া মণ্ডলী।
ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে, দোঁহে মহাবলী॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবন-কোঙর।
গদা প্রহারিল দুর্য্যোধনের উপর॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হৈল কম্পমান।
মর্ম্মে ব্যথা পেয়ে বীর হইল অজ্ঞান॥
পুনশ্চ চেতন পেয়ে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমের উপরে গদা করিল ক্ষেপণ॥
মহাবলী বৃকোদর পবন-নন্দন।
লাফ দিয়া সেই গদা করিল হেলন॥
পুনঃ দুর্য্যোধন রাজা গদা ল'য়ে হাতে।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ভীমের মাথাতে॥
গদার প্রহারে ভীম হইল জর্জ্জর।
দেখি দুর্য্যোধন বীর হরিষ-অন্তর॥
ক্রোধে বৃকোদর বীর অনল-সমান।
দুর্য্যোধনে মারে গদা বজ্রের প্রমাণ॥
গদাঘাতে দুর্য্যোধন হইয়া কাতর।
বেগে পলাইয়া গেল সৈন্যের ভিতর॥
দুর্য্যোধন-ভঙ্গ দেখি যত যোদ্ধৃগণ।
ভীমের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
তবে ক্রোধে বৃকোদর পবন-নন্দন।
গদা হাতে করি বীর করে মহারণ॥
শত শত হস্তী মারে অশ্ব লক্ষ লক্ষ।
দেখি যত যোদ্ধৃগণ মানিল অশক্য॥
সাত্যকি সহিত কর্ণ করে মহারণ।
দোঁহাকারে দোঁহে বিন্ধে অতি-বিচক্ষণ॥
প্রাণপণে কর্ণ বীর এড়ে নানা বাণ।
কাটি পাড়ে সাত্যকি সে করি খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে রবির নন্দন।
সন্ধান পূরিয়া এড়ে নানা অস্ত্রগণ॥
এড়িল বিংশতি অস্ত্র কর্ণ মহাবীর।
বাণাঘাতে শিনিপৌত্র হইল অস্থির॥
পুনশ্চ সাত্যকি বীর হৈল সচেতন।
কর্ণের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া এড়ে তীক্ষ্ণ দশ বাণ।
বাণে কাটি কর্ণ তাহা করে খান খান॥
অস্ত্র ব্যর্থ করি কর্ণ এড়ে পঞ্চ বাণ।
সাত্যকির অঙ্গে ফুটে বজ্রের সমান॥
অঙ্গেতে ফুটিয়া বাণ বহিছে রুধির।
অজ্ঞান হইয়া রথে পড়ে মহাবীর॥
অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
সাত্যকিরে ল'য়ে পলাইল শীঘ্রগতি॥
ধৃষ্টদ্যুম্নসহ দ্রোণ করয়ে সমর।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যতেক অমর॥
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে নাহি লেখা-জোখা।
প্রাণপণে যুদ্ধ করে নাহিক উপেক্ষা॥
মহাকোপে দ্রোণ ভরদ্বাজের নন্দন।
গগন ছাইয়া করে বাণ-বরিষণ॥
শত শত বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর তাহা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি দ্রোণ কুপিত হইল।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া সন্ধান পূরিল॥
দশ গোটা বাণ গুরু রোষে প্রহারিল।
কবচ ভেদিয়া তার অঙ্গে প্রবেশিল॥

বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল কম্পমান।
খসিয়া পড়িল হাত হৈতে ধনুর্ব্বাণ ॥
অচেতন হ'য়ে বীর রথেতে পড়িল।
দেখি কুরুযোদ্ধৃগণ সানন্দ হইল ॥
পুনরপি ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল সচেতন।
ধনুর্গুণ টঙ্কারিয়া করে মহারণ ॥
সন্ধান পূরিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন অস্ত্র এড়ে।
খণ্ড খণ্ড করি দ্রোণ বাণে কাটি পাড়ে ॥
বাণ ব্যর্থ করি দ্রোণ পূরিল সন্ধান।
পুনরপি প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চবাণ ॥
নিবারিতে না পারিল পাঞ্চাল-নন্দন।
বাণাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন ॥
রথেতে পড়িল বীর নাহিক সম্বিত।
রথ ল'য়ে সারথি হইল একভিত ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পলাইল দেখি দ্রোণবীর।
বাণবৃষ্টি করে বীর নির্ভয়-শরীর ॥
শকুনিসহিত যুঝে সহদেব বীর।
কন্দর্পসমান রূপ, কোমল-শরীর ॥
শকুনি যতেক এড়ে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ।
নিবারয়ে সহদেব মাদ্রীর নন্দন ॥
তবে কোপে সহদেব পূরিল সন্ধান।
শকুনির ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
আর ধনু ধরি বীর গান্ধার-নন্দন।
সন্ধান পূরিয়া বিন্ধে তীক্ষ্ণ অস্ত্রগণ ॥
পুনরপি সহদেব পূরিয়া সন্ধান।
শকুনিরে প্রহারিল পঞ্চদশ বাণ ॥
দুইবাণে ধ্বজ কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড।
আর দুইবাণে কাটে সারথির মুণ্ড ॥
চারিবাণে চারি-অশ্বে করিলেক ক্ষয়।
সপ্তবাণে বিন্ধিলেক শকুনি-হৃদয় ॥
অচেতন হ'য়ে পড়ে গান্ধার-নন্দন।
দেখিয়া ধাইল তবে যত যোদ্ধৃগণ ॥
শকুনি অপর রথে করি আরোহণ।
পলাইয়া গেল শীঘ্র লইয়া জীবন ॥
নকুলেতে দুঃশাসনে হয় মহারণ।
কোপে দোঁহাকারে দোঁহে করে প্রহরণ ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর মদ্রসুতাসুত।
দুঃশাসন-অঙ্গে বাণ মারিল বহুত ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গে করিল প্রবেশ।
শোণিত পড়য়ে অঙ্গে, প্রাণমাত্র শেষ ॥
অজ্ঞান হইল বীর রথের উপর।
খসিয়া পড়িল হস্ত হৈতে ধনুঃশর ॥
তবে কতক্ষণে বীর পাইল চেতন।
ধনু ধরি দুঃশাসন এড়ে অস্ত্রগণ ॥
দুইজনে বাণ এড়ে দোঁহে ধনুর্দ্ধর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
নকুল এড়িল তবে কোপে দুইবাণ।
রথধ্বজ কাটি তার কৈল খান খান ॥
আর দুইবাণ বীর এড়ে আচম্বিতে।
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিতে ॥
সারথি পড়িল রথ হইল অচল।
দেখি দুঃশাসন ভয়ে হইল বিকল ॥
রথ ছাড়ি দুঃশাসন বেগে পলাইল।
দেখি যত যোদ্ধৃগণ হাসিতে লাগিল ॥
ভগদত্তসহ যুঝে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপর ॥
পর্ব্বত-আকার হস্তী করি আরোহণ।
দ্রুপদ সহিত যুঝে নরক-নন্দন ॥
প্রাণপণে দিব্য অস্ত্র এড়িল দ্রুপদ।
কাটি পাড়ে ভগদত্ত যেন তৃণবৎ ॥
বাণ ব্যর্থ দেখি তবে পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
ভগদত্তে প্রহারিল তীক্ষ্ণ পঞ্চশর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গে প্রবেশিল।
ভগদত্ত-অঙ্গ হ'তে শোণিত বহিল ॥
স্থির হ'য়ে ভগদত্ত পূরিল সন্ধান।
দ্রুপদের ধনু কাটি কৈল খান খান ॥
অন্য ধনু ল'য়ে তবে দ্রুপদ-রাজন্।
ভগদত্তোপরি করে বাণ-বরিষণ ॥

শীঘ্রগতি ভগদত্ত এড়ে অস্ত্রগণ।
সারথি তুরঙ্গ কাটি পাড়ে ততক্ষণ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে ভগদত্ত নৃপবর।
দুইখান করি কাটে পাঞ্চাল-ঈশ্বর॥
দ্রুপদ পড়িল দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
মহাশোকে হইলেন নিতান্ত অস্থির॥
হাহাকার শব্দ করে যত সেনাগণ।
পিতৃশোকে ধৃষ্টদ্যুম্ন হৈল অচেতন॥
আনন্দিত কুরুসৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের দলে বড় হইল বিষাদ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

চেকিতান, যুযুৎসু-আদি বীরগণের মৃত্যু

শিখণ্ডী-সহিত যুঝে অশ্বত্থামা বীর।
বাপের সদৃশ শিক্ষা সুন্দর-শরীর॥
শিখণ্ডী এড়য়ে বাণ পূরিয়া সন্ধান।
বাণে কাটি অশ্বত্থামা করে খান খান॥
বাণ ব্যর্থ দেখি বীর কুপিত-অন্তর।
পঞ্চবাণ এড়ে অশ্বত্থামার উপর॥
বক্ষঃস্থলে প্রহারিল তীক্ষ্ণ দশ বাণ।
রথে পড়ে অশ্বত্থামা হইয়া অজ্ঞান॥
চেতনা পাইয়া কতক্ষণে বীরবর।
হাতে ধনু করি বীর কুপিত-অন্তর॥
বিভীষণ নামে বাণ পূরিল সন্ধান।
দেখিয়া শিখণ্ডী ভয়ে হৈল কম্পমান॥
বায়ুগতি ছুটে বাণ কি কহিব কথা।
সকুণ্ডল কাটি পাড়ে সারথির মাথা॥
সারথি পড়িল দেখি লাগে চমৎকার।
পলাইয়া গেল ভয়ে দ্রুপদ-কুমার॥
কৃপাচার্য্য সহ যুঝে সহদেব রাজা।
জরাসন্ধ-পুত্র সেই বলে মহাতেজা॥
অনুপম যুদ্ধ করে সংগ্রাম-ভিতর।
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে বিস্তর॥
মহাকোপে কৃপাচার্য্য যত বাণ এড়ে।
তত অস্ত্র সহদেব বাণে কাটি পাড়ে॥
বাণ ব্যর্থ করি বীর পূরিল সন্ধান।
কৃপাচার্য্য-হৃদয়ে মারেন পঞ্চ বাণ॥
কবচ ভেদিয়া অঙ্গ করিল ছেদন।
শোণিত পড়য়ে ধারে, হরিল চেতন॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়ে বীরবর।
সারথি পলায় রথ ল'য়ে শীঘ্রতর॥
কৃপাচার্য্য-ভঙ্গ দেখি রবির নন্দন।
সহদেবসহ তবে করে মহারণ॥
কৃতবর্ম্মা-চেকিতানে মহাযুদ্ধ করে।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দোঁহার উপরে॥
দুইজনে বাণ এড়ে, যত শিক্ষা জানে।
দুইজনা বিন্ধে দোঁহে চোখ-চোখ বাণে॥
তবে কৃতবর্ম্মা বীর পূরিয়া সন্ধান।
রথধ্বজ কাটি তার করে খান খান॥
দুই বাণে ধনু কাটি পাড়ে সেইক্ষণ।
চারি বাণে চারি অশ্বে করিল ছেদন॥
দুই বাণ কৃতবর্ম্মা এড়ে আচম্বিতে।
চেকিতান-মাথা কাটি পাড়িল ত্বরিতে॥
চেকিতান পড়ে, সৈন্য ভয়ে পলাইল।
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র ব্যথিত হইল॥
কাশীরাজ সহ যুঝে যুযুৎসু নৃপতি।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে প্রাণের শকতি॥
যুযুৎসু নৃপতি এড়ে চোখ চোখ বাণ।
কাশীশ্বর-ধনু কাটি কৈল খান খান॥
আর ধনু ল'য়ে কাশীরাজ এড়ে বাণ।
সেই বাণ যুযুৎসু করিল খান খান॥
তবে কোপে কাশীরাজ কম্পমান হ'য়ে।
রথ এড়ি ধায় বীর খড়গ চর্ম্ম ল'য়ে॥
খড়েগর প্রহারে মারিলেক চারি হয়।
সারথির মাথা কাটি নিল যমালয়॥

এক লাফে রথে চড়ে কাশীর ঈশ্বর।
এক চোটে যুযুৎসুরে নিল যমঘর॥
যুযুৎসুরে মারি তবে কাশীরাজ গেল।
দেখিয়া পাণ্ডব-দল সশঙ্ক হইল॥
ত্রাস-যুক্ত হ'য়ে সৈন্য সকল পলায়।
দুর্য্যোধন রাজা দেখি মহানন্দ পায়॥
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা শোকাকুল-মন।
রথে চড়ি চলিলেন করিবারে রণ॥
হেনকালে রথে চড়ি আসে শল্যরাজা।
মুখামুখি হৈল রণে, দোঁহে মহাতেজা॥
কোপে যুধিষ্ঠির রাজা পূরিয়া সন্ধান।
দুইবাণে কাটিলেন তার ধনুখান॥
আর ধনু ল'য়ে শল্য গুণ দিয়া টানে।
কাটিলেন যুধিষ্ঠির তাহা সেইক্ষণে।
পুনঃপুনঃ শল্য রাজা যত ধনু লয়।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে ধর্ম্মের তনয়॥
দেখিয়া হইল শল্য কোপাবিষ্ট-মন।
হাতে গদা ল'য়ে তবে ধায় সেইক্ষণ॥
ত্রস্ত হ'য়ে যুধিষ্ঠির যুড়ি অস্ত্রগণ।
কবচ কাটিয়া অঙ্গ করেন ছেদন॥
বাণাঘাতে শল্যরাজা ব্যথিত-অন্তর।
দোহাতিয়া বাড়ি মারে রথের উপর॥
গদার প্রহারে রথ গেল চূর্ণ হ'য়ে।
ভূমিতে পড়েন যুধিষ্ঠির লাফ দিয়ে॥
ভয়ে পলাইয়া যায় পাণ্ডবের নাথ।
প্রাণপণে যান রাজা, না চান পশ্চাৎ॥
দেখি শল্য রাজা তবে কহিল হাসিয়ে।
ওহে মহারাজ, কেন যেতেছ পলায়ে॥
স্থির হ'য়ে যুদ্ধ আসি কর মহাশয়।
ক্ষত্র হ'য়ে কেন কর মরণের ভয়॥
এতেক বলিয়া শল্য গেল নিজ রথে।
গদা এড়ি পুনরপি ধনু নিল হাতে॥
তবে শতানীক-সহ পৌরব রাজন্।
করয়ে অতুল যুদ্ধ বাণ বরিষণ॥
দোঁহাকারে দোঁহে তবে অস্ত্র প্রহারিল।
বাণবৃষ্টি করি তবে সূর্য্য আচ্ছাদিল॥
তবে শতানীক বীর এড়ে দিব্য বাণ।
পৌরবের ধনু কাটি কৈল খান খান॥
চারি বাণে চারি অশ্ব কাটিল তাহার।
দুই বাণে সারথিরে করিল সংহার॥
দেখিয়া পৌরব বড় হইল ফাঁফর।
রথ এড়ি পলাইল হইয়া কাতর॥
তবে বৃকোদর বীর গদা ল'য়ে করে।
মহাকোপে প্রবেশিল সৈন্যের ভিতরে॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত যূথপতি।
সেইমত সৈন্য মারে পবনসন্ততি॥
শত শত রথ ভাঙ্গে গদার প্রহারে।
লক্ষ লক্ষ সৈন্যে বীর নিমেষে সংহারে॥
দেখি ভগদত্ত বীর কুপিত-অন্তরে।
হাতী টুয়াইয়া দিল ভীমের উপরে॥
বাণবৃষ্টি করে, যেন মেঘে ফেলে জল।
মহাকোপে ধায় তবে ভীম মহাবল॥
গদা ফিরাইয়া যায় যমের সমান।
দেখি ভগদত্ত বীর এড়ে দিব্য বাণ॥
দশ বাণে গদা কাটি কৈল খান খান।
কোপে ধায় বৃকোদর অনল-সমান॥
যোজনেক-পদ হস্তী মহাভয়ঙ্কর।
ঈষাসম দন্তগুলা, দেখি লাগে ডর॥
ভীমেরে ধরিতে যায় শুণ্ড পসারিয়া।
বেগে ধায় হস্তী গোটা তর্জ্জন করিয়া॥
তবে কোপে বৃকোদর ধরে দুই পায়।
অচলসমান করী স্থাবরের প্রায়॥
মহাকোপে ধরি টানে বীর বৃকোদর।
তুলিতে নারিল হস্তী, যেন গিরিবর॥
মহাকোপে হস্তী যদি টানে বৃকোদরে।
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত তার নাড়িতে না পারে॥
এড়িলে এড়ান নাহি, তুলি দেয় পদ।
বিপাকে ঠেকিয়া ভীম হৈল বুঝি বধ॥

সঙ্কটে পড়িয়া ভীম না পায় এড়ান।
হারিয়া গজের ঠাঁই মৃতের সমান॥
ভীমের সঙ্কট দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
হাহাকার করি ধায় সহ-যোদ্ধৃগণ॥
তবে কতক্ষণে বৃকোদর মহাবলে।
মুষ্টির প্রহার কৈল করি-কুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী বিকল-অন্তর।
পলাইয়া গেল শীঘ্র ছাড়ি বৃকোদর॥
তবে বৃকোদর বীর চড়ি নিজ রথে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ ধনু ল'য়ে হাতে॥
অতি ক্রোধে ভগদত্ত করয়ে সংগ্রাম।
লিখনে না যায় তার যুদ্ধ অনুপাম॥
লক্ষ লক্ষ সেনা মারে চক্ষের নিমেষে।
ভগদত্ত-যুদ্ধ দেখি দুর্য্যোধন হাসে॥
পাণ্ডবের সেনাগণ হইল অস্থির।
দেখি মহাভয় পান রাজা যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

বৈষ্ণবাস্ত্রের উপাখ্যান ও ভগদত্ত বধ

অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, কর অবধান।
হের দেখ, ভগদত্ত অনল-সমান॥
মোর সৈন্যগণ ক্ষয় করিল বিস্তর।
অতএব রথ তুমি চালাও সত্বর॥
আজি আমি রণে তারে করিব নিধন।
নিশ্চয় কহিনু, শুন দেব নারায়ণ॥
এত শুনি শ্রীগোবিন্দ হ'য়ে আনন্দিত।
ভগদত্ত-অগ্রে রথ চালান ত্বরিত॥
বায়ুবেগে চলে রথ পবন-গমন।
ভগদত্ত-সম্মুখেতে আসে সেইক্ষণ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ধায় ভগদত্তবীর।
বাণবৃষ্টি করে, যেন মেঘে ফেলে নীর॥
তর্জ্জন করিয়া বলে অর্জ্জুনের প্রতি।
আজি যুদ্ধ কর পার্থ, আমার সংহতি॥
অবশ্য করিব আজি তোমারে সংহার।
নিতান্ত প্রতিজ্ঞা এই জানিবে আমার॥
এত শুনি কোপবন্ত পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ডাকিয়া বলেন, গর্ব্ব ত্যজহ বর্ব্বর॥
কোন্ কর্ম্ম করি তোর এত অহঙ্কার।
আমার অগ্রেতে হেন প্রতিজ্ঞা তোমার॥
সাক্ষাতে দেখিবে এবে যত যোদ্ধৃগণ।
অবশ্য পাঠাব তোরে যমের সদন॥
অর্জ্জুনের কটুবাক্য শুনি ভগদত্ত।
মহাকোপে চালাইয়া দিল গজমত্ত॥
বায়ুবেগে হস্তী পড়ে রথের উপর।
দেখিয়া চিন্তিত হন দেব দামোদর॥
তথা হৈতে রাখিলেন রথ একভিত।
রাজা যুধিষ্ঠির হন অতি-আনন্দিত॥
পুনরপি দুইজনে হইল সমর।
তীক্ষ্ন অস্ত্র এড়ে দোঁহে দোঁহার উপর॥
কোপে ভগদত্ত বীর পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুনেরে প্রহারিল চোখ-চোখ বাণ॥
তবে ধনঞ্জয় বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্ত-বাণ করিলেন খান খান॥
কাটেন সকল অস্ত্র পার্থ কুতূহলে।
নারাচ মারিল বীর করি-কুম্ভস্থলে॥
দারুণ প্রহারে করী ভূমিতে পড়িল।
বজ্রাঘাতে যেন গিরিশৃঙ্গ বিদারিল॥
হস্তী যদি পড়ে দেখি ভগদত্ত বীর।
যোগাইল এক রথ সারথি সুধীর॥
মহাবল ষাটি হস্তী সেই রথ বহে।
বিস্ময় মানিয়া সব যোদ্ধৃগণ চাহে॥
হেন রথে ভগদত্ত চড়ি সেইক্ষণ।
অতিকোপে করে বীর বাণ-বরিষণ॥
যত বাণ এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষে করেন পার্থ তাহা খান খান

বাণ ব্যর্থ দেখি ভগদত্ত বীরবর।
অর্জ্জুন-উপরে মারে চৌষট্টি তোমর ॥
অন্ধকার করি পড়ে অর্জ্জুন-উপর।
নিবারিতে নাহি পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন অস্থির।
খরতর-স্রোতে বহে শরীরে রুধির ॥
অচেতন হ'য়ে পড়ে রথের উপর।
ক্রোধ করি কহে তবে দেব দামোদর ॥
কি-হেতু অশক্ত তোমা দেখি আজি রণে।
অন্য মন কর তুমি কিসের কারণে ॥
প্রতিজ্ঞা করিলে ভগদত্ত মারিবারে।
তবে কেন অচেতন হৈলে একেবারে ॥
ভগদত্তে বধ কর এড়ি দিব্য বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তুমি করহ সন্ধান ॥
আশা পেয়ে হাসে দেখ দুষ্ট দুর্য্যোধন।
দেখ, কুরুকুল সব প্রফুল্ল-বদন ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ লজ্জিত হইয়া।
দিব্য অস্ত্র যুড়িলেন ধনু টঙ্কারিয়া ॥
গগন ছাইয়া বাণ এড়েন তখন।
মুষলের ধারে যেন বর্ষে নবঘন ॥
অস্ত্রবিনা সৈন্যমধ্যে নাহি দেখি আর।
দিবসে হইল যেন ঘোর অন্ধকার ॥
শীঘ্রগতি ভগদত্ত পূরিয়া সন্ধান।
নিমেষেকে নিবারিল অর্জ্জুনের বাণ ॥
তবে কোপে ভগদত্ত কহে অর্জ্জুনেরে।
এই অস্ত্রে ধনঞ্জয় বিনাশিব তোরে ॥
দেখিব কেমনে অস্ত্র কর নিবারণ।
এত বলি ভগদত্ত করয়ে তর্জ্জন ॥
বৈষ্ণব-নামেতে বাণ নিয়োজিল চাপে।
অস্ত্র দেখি ইন্দ্র-আদি দেবগণ কাঁপে ॥
সন্ধান পূরিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
চলিল বৈষ্ণব-অস্ত্র অনল-সমান ॥
দেখিয়া বৈষ্ণব-অস্ত্র দেব নারায়ণ।
চিন্তান্বিত হইলেন অর্জ্জুন-কারণ ॥
অর্জ্জুনে পশ্চাৎ করি দেব নারায়ণ।
আপনি দিলেন বুক পাতি সেইক্ষণ ॥
কৃষ্ণের শরীরে আসি লীন হৈল বাণ।
দেখি যত যোদ্ধৃগণ হৈল কম্পমান ॥
এতেক দেখিয়া পার্থ লজ্জিত-বদন।
কৃতাঞ্জলি করি কৃষ্ণে করে নিবেদন ॥
নিবেদি তোমারে দেব, কর অবধান।
কি-হেতু হৃদয়ে তুমি ধরিলে এ-বাণ ॥
কোন্ কাজে ন্যূন মোরে দেখিলে কখন।
এবে অস্ত্র ধর তুমি কিসের কারণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, সখে কহিলে প্রমাণ।
তোমা হ'তে নিবারণ নহে এই বাণ ॥
বৈষ্ণব-অস্ত্রের তুমি না জান মহিমা।
মহাতেজোময় অস্ত্র, নাহি তার সীমা ॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, কহিবে আমারে।
হেনমত অস্ত্র কেবা দিলেক উহারে ॥
আমার অসাধ্য অস্ত্র কিসের কারণ।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন, পার্থ, কহি তব স্থান।
চারি মূর্ত্তি মম, তুমি জানহ প্রমাণ ॥
এক মূর্ত্তি তপশ্চর্য্যা করে অনুক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ত্রিভুবন করিছে পালন ॥
আর মূর্ত্তি ধরি সৃষ্টি করি যে সৃজন।
অন্তরূপে এক মূর্ত্তি সংহার-কারণ ॥
পৃথিবী পাইল অস্ত্র আমার সদনে।
তা হৈতে নরক পায়, সে দিল নন্দনে ॥
নরকের পুত্র ভগদত্ত মহারাজা।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিচক্ষণ, বলে মহাতেজা ॥
এই অস্ত্রবলে জিনে সর্ব্ব ভূমণ্ডল।
ভগদত্তসহ সখ্য কৈল আখণ্ডল ॥
জানি তোমা হ'তে অস্ত্র নহে নিবারণ।
আপনি ধরি যে আমি তাহার কারণ ॥
ত্রৈলোক্য-বিজয়ী বাণ বৈরী বিনাশিতে।
ব্রহ্মা-আদি রক্ষা নাহি পায় যাহা হ'তে ॥

কদাচিৎ ব্যর্থ যদি চক্র মম হয়।
অব্যর্থ বৈষ্ণব-বাণ, ব্যর্থ কভু নয় ॥
না পারিতে তুমি এই বাণ নিবারিতে।
অমর হইলে মৃত্যু তবু ইহা হ'তে ॥
এতেক শুনিয়া পার্থ লজ্জিত-অন্তর।
পুনরপি ধনঞ্জয়ে কহে গদাধর ॥
এড়িল বৈষ্ণব-অস্ত্র ভগদত্ত বীর।
এই কালে শীঘ্র কাটি পাড় তার শির ॥
না আছে প্রস্তুত বাণ নিক্ষেপ করিতে।
শত জন আসিলেও না পারে শক্তিতে ॥
তব ভাগ্যে রাজা বাণ করিল ক্ষেপণ।
বিনাক্লেশে বধ তারে করহ এখন ॥
আছিল বাণের তেজে বিষ্ণুর সমান।
সমরে হইত কার শক্তি আগুয়ান ॥
এবে চিন্তা কিছু নাহি কর ধনঞ্জয়।
এক্ষণে হইবে জয়, জানিবে নিশ্চয় ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় হরষিত-মন।
সন্ধান পূরিয়া এড়িলেন অস্ত্রগণ ॥
কোপে ধনঞ্জয় বীর এড়ে পঞ্চ বাণ।
ভগদত্ত-ধনু কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু ধরি ভগদত্ত করে রণ।
সেই ধনু ধনঞ্জয় কাটেন তখন ॥
পুনঃপুনঃ ভগদত্ত যত ধনু লয়।
ক্রমে ক্রমে কাটিলেন বীর ধনঞ্জয় ॥
কোপে ভগদত্ত বীর শক্তি নিল হাতে।
ফেলিয়া মারিল শক্তি অর্জ্জুনের মাথে ॥
ধনু টঙ্কারিয়া পার্থ মারিলেন বাণ।
কাটিলেন তার শক্তি হেন শক্তিমান্ ॥
অর্দ্ধচন্দ্র এড়ে বীর পূরিয়া সন্ধান।
ভগদত্তে মারিলেন কুলিশ-সমান ॥
দুই খান হ'য়ে পড়ে রথের উপর।
এক ঘায় ভগদত্ত গেল যম-ঘর ॥
রণেতে পড়িল ভগদত্ত মহাবীর।
দেখি দুর্য্যোধন রাজা হইল অস্থির ॥
ভগদত্ত-রথ ল'য়ে সারথি সত্বর।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সংগ্রাম-ভিতর ॥
শত শত সেনা পড়ে রথের চাপনে।
হেন বীর নাহি, নিবারয়ে রথখানে ॥
দেখি কোপে ধায় বীর পবন-নন্দন।
সাপটিয়া রথখান করিল ধারণ ॥
বায়ুবেগে বৃকোদর ফেলে রথখান।
দেখিয়া কৌরববল হৈল কম্পমান ॥
দ্রোণপর্ব্ব-পুণ্যকথা ভগদত্ত-বধে।
কাশীরাম দাস কহে, গোবিন্দের পদে ॥

● দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যু

মুনি বলে মহাশয়, শুন রাজা জন্মেজয়,
হেনমতে পড়ে ভগদত্ত।
দেখি রাজা দুর্য্যোধন, শোকেতে আকুলমন,
আরোহণ কৈল গজ মত্ত ॥
অশ্বত্থামা নামে হস্তী, তার তুল্য অন্য নাস্তি,
এমনি উত্তম গজবর।
বর্ণে জিনি জলধর, ঈষাসম দন্তবর,
দেখিতে বড়ই ভয়ঙ্কর ॥
তাহে আরোহণ করি, আসে কুরু-অধিকারী,
যথা আছে বীর বৃকোদর।
হাতে গদা ঘোরতর, রোষযুক্ত নৃপবর,
ভীমসনে করিতে সমর ॥
দেখি ধায় বৃকোদর, হাতে গদা ভয়ঙ্কর,
শমন-সমান মহাবীর।
মহাকোপে অঙ্গ কাঁপে, দশনে অধর চাপে,
বজ্রসম কঠিন শরীর ॥
গদা যেন কালদণ্ড, সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড,
এক ঘায় শত শত মারে।
হস্তী অশ্ব পড়ে যত, লিখিতে না পারি তত,
শত শত রথ চূর্ণ করে ॥

আনন্দিত বৃকোদর, যুদ্ধ করে ঘোরতর,
বায়ু জিনি গতি মহাবীর।
কোপে ভয়ঙ্কর-তনু, যেন প্রভাতের ভানু,
দেখি আনন্দিত যুধিষ্ঠির ॥
হেনকালে দুর্য্যোধন, করি গজে আরোহণ,
গদা ল'য়ে ধায় বীরবর।
দেখি যত যোদ্ধৃগণ, সবে সশঙ্কিত-মন,
সংগ্রাম হইল ঘোরতর ॥
তবে কোপে বায়ুসুত, যেন ঠিক যমদূত,
গদা প্রহারেণ করিমুণ্ডে।
বজ্রাঘাতে যেন গিরি, সেইমত পড়ে করী,
খণ্ড খণ্ড হয় সেই দণ্ডে ॥
ভয়েতে কম্পিত-মন, একলাফে দুর্য্যোধন,
হস্তী ত্যজি পড়িল ধরণী।
গদা ল'য়ে দুই করে, প্রহারিল বৃকোদরে,
বজ্রের সদৃশ শব্দ শুনি ॥
গদাঘাতে বৃকোদর, ক্রোধে কাঁপে থরথর,
নিজ গদা ধরে দৃঢ়মুষ্টি।
ভানুবর্ণ জিনি মূর্ত্তি, যুগান্তের সমবর্ত্তী,
সংহার করিতে যেন সৃষ্টি ॥
অতিক্রোধে বৃকোদর, মারে গদা খরতর,
দুর্য্যোধন রাজার উপর।
গদাঘাতে দুর্য্যোধন, অঙ্গ কাঁপে ঘনে ঘন,
পলাইল ত্যজিয়া সমর ॥
দুর্য্যোধন-ভঙ্গ দেখি, ভীমসেন হ'য়ে সুখী,
সংহারিল বহু সৈন্যগণ।
সৈন্য কেহ নহে স্থির, দেখি কোপে দ্রোণবীর,
দ্রুতগতি আসিল তখন ॥
আকর্ণ পূরিয়া দ্রোণ, এড়ি নানা অস্ত্রগণ,
বিন্ধিলেক ভীমের হৃদয়।
মূর্চ্ছিত হইল বীর, অঙ্গে বহিছে রুধির,
পলাইল পবন-তনয় ॥
পলাইল ভীমসেন, দেখি আনন্দিত দ্রোণ,
বাণবৃষ্টি করে মহাবীর।
শত শত সৈন্য পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে,
যোদ্ধৃগণ হইল অস্থির ॥
তবে কোপে ধনঞ্জয়, দেখি সৈন্য-অপচয়,
শীঘ্র আসে দ্রোণের সম্মুখে।
ক্রোধে করে বাণ-বৃষ্টি, যেন সংহারিতে সৃষ্টি,
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ॥
অর্জ্জুনেরে দশ বাণ, দ্রোণাচার্য্য বলবান্,
মারিলেক সমর-ভিতরে।
খাইয়া দ্রোণের বাণ, পার্থ হ'য়ে হতজ্ঞান,
পড়িলেন রথের উপরে ॥
অর্জ্জুনে বিমুখ করি, দ্রোণাচার্য্য গেল ফিরি,
সেনাগণে করিতে বিনাশ।
দারুণ দ্রোণের বাণে, স্থির নহে কোনজনে,
যুধিষ্ঠির গণেন হুতাশ ॥
যেই বীর রণে পশে, দ্রোণের সম্মুখে আসে,
তারে দ্রোণ করয়ে সংহার।
যেন যুগান্তের যম, দেখি দ্রোণ কালসম,
পাণ্ডবের নাহিক নিস্তার ॥
দেখি কৃষ্ণ সেনা-নাশ, কহেন মধুর ভাষ,
শুন দ্রোণ, আমার বচন।
অশ্বত্থামা পুত্র তব, আজি হ'য়ে পরাভব,
ভীম-হস্তে হইল নিধন ॥
শুনি দ্রোণাচার্য্য বীর, হ'লেন তাহে অস্থির,
মনেতে হইল বড় ত্রাস।
অশ্বত্থামা জন্ম যবে, শূন্যবাণী হৈল তবে,
চিরজীবী কহিলেন ব্যাস ॥
সুমেরু ভাঙ্গিয়া পড়ে, চন্দ্র-সূর্য্য স্থান ছাড়ে,
তবু মিথ্যা নাহি কহে মুনি।
অসম্ভব কথা হেন, কহিলেক নারায়ণ,
এ-কথা বিস্ময় বড় মানি ॥
এত ভাবি কহে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ,
তব মায়া বুঝিতে না পারি।
পূর্ব্বে ব্যাস দিল বর, চারি যুগে সে অমর,
এবে কেন হেন কহ হরি ॥

পুনঃ কন দামোদর, বিনাশিল বৃকোদর,
হয় নয়, পুছ ভীম-স্থানে।
মিথ্যা নাহি কহি আমি, নিশ্চয় জানিহ তুমি,
অশ্বত্থামা পড়িয়াছে রণে ॥
এত শুনি দ্রোণাচার্য্য, পুত্রশোকে হীনধৈর্য্য,
পুনরপি কহিল তখন।
তবে আমি সত্য মানি, যদি কহে নৃপমণি,
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে প্রভু নারায়ণ, কহিলেন সেইক্ষণ,
যুধিষ্ঠিরে ডাকি নিজ পাশ।
অশ্বত্থামা হত বাণী, দ্রোণে কহ নৃপমণি,
দ্রোণ যেন জানে সত্য ভাষ ॥
কৃষ্ণের শুনিয়া বাণী, কহেন পাণ্ডবমণি,
কিরূপে কহিব মিথ্যাবাণী।
আমাতে বিশ্বাস করি,দ্রোণ জিজ্ঞাসিবেহরি,
মম বাক্য সত্য হেন জানি ॥
কিরূপে কহিব মিথ্যা, যুক্ত নহে এই কথা,
যদি মম হয় সর্ব্বনাশ।
বিশ্বাসঘাতন করি, কিমতে কহিব হরি,
মহাপাপ নাশিলে বিশ্বাস ॥
পুনরপি নারায়ণ, কহিছেন বিজ্ঞাপন,
প্রকাশ করিয়া কহ দ্রোণে।
অশ্বত্থামা হত বাণী, আমি তাহা সত্য জানি,
ইতি গজ পড়ি গেল রণে ॥
পুনঃ কন যুধিষ্ঠির, শুন শুন যদুবীর,
তথাপিহ অধর্ম্ম বিস্তর।
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগামী,
উদ্ধারের বলহ উত্তর ॥
এত শুনি বৃকোদর, ক্রোধে কাঁপে কলেবর,
কহিতে লাগিল সেইক্ষণ।
হইয়া পাণ্ডবস্বামী, সকল নাশিলে তুমি,
তব সত্য না জানি কেমন ॥
অধর্ম্ম করিলে যদি, হয় লোকে অধোগতি,
কি করিল রাজা দুর্য্যোধন।

অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি সপ্তরথিগণে,
একা শিশু করিল নিধন ॥
সত্যবাদী সদা ধর্ম্ম, তুমি কি করিলে কর্ম্ম,
নাশিলে সকল রাজ্য-ধন।
আমার বচন শুনি, কহ তুমি নৃপমণি,
এই কথা স্বরূপ বচন ॥
মোরে যদি পুছে দ্রোণ, কহি আমি পুনঃপুনঃ,
পুনঃ কহি এক শত বার।
ইহা বলি বৃকোদর, কহিলেন দৃঢ়তর,
অশ্বত্থামা হত সারোদ্ধার ॥
শুন দ্রোণ কহি সার, সমরেতে আজিকার,
মম হাতে অশ্বত্থামা হত।
জানাই স্বরূপ আমি, নিশ্চয় জানহ তুমি,
এই কথা নহে অন্যমত ॥
এত শুনি কহে দ্রোণ, প্রত্যয় না হয় মন,
তোমার বচনে বৃকোদর।
হত যদি মোর পুত্র, কহ ধর্ম্ম সুচরিত্র,
নিজমুখে ধর্ম্মনৃপবর ॥
শুনি দেব নারায়ণ, হইল কুপিত-মন,
কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠিরে।
কহ তুমি নৃপমণি, এই কথা সত্যবাণী,
তবে বধ করিবে দ্রোণেরে ॥
তাহা শুনি ধর্ম্মসুত, হইয়া বিষাদযুত,
কহিলেন দ্রোণের গোচর।
অশ্বত্থামা হৈল নাশ, ইতি গজ সত্যভাষ,
জানহ স্বরূপ এ-উত্তর ॥
পুনরপি কহে দ্রোণ, সত্য কহ হে রাজন্,
অশ্বত্থামা হইল বিনাশ।
কহেন ধর্ম্মের সুত, অশ্বত্থামা হৈল হত,
ইতি গজ, সত্য এই ভাষ ॥
দ্রোণ পুছে যত বার, কহিলেন তত বার,
যুধিষ্ঠির সেমত উত্তর।
লঘুস্বরে নৃপমণি, কহে ইতি গজ বাণী,
পুনঃপুনঃ দ্রোণের গোচর ॥

যুধিষ্ঠির-মুখে শুনি, সত্য হেন দ্রোণ জানি,
পুত্রশোকে হ'লেন আকুল।
ধনু ধরি বাম করে, কান্দে দ্রোণ উচ্চৈঃস্বরে,
লোহে ভিজে অঙ্গের দুকূল ॥
পুত্রশোকে গুরু দ্রোণ, হইলেন অচেতন,
চেতন হারান দ্বিজবর।
কণ্ঠতলে ধনু রাখি, কান্দে দ্রোণ হ'য়ে দুখী,
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥
হেনকালে রমাপতি, বলেন অর্জ্জুন-প্রতি,
হের দেখ বীর ধনঞ্জয়।
কালসর্প দংশে দ্রোণে, শীঘ্র কাটি পাড় বাণে,
এই কালে কুন্তীর তনয় ॥
তবে পার্থ বীরবর, অস্ত্র মারি দৃঢ়তর,
সর্প বলি কাটে ধনুর্গুণ।
কণ্ঠতলে বিন্ধি ধনু অস্থির হইল তনু,
রথেতে পড়িয়া গেল দ্রোণ ॥
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন, রথে পড়ে দেখে দ্রোণ,
খড়্গ ল'য়ে ধাইল সত্বর।
যথা ধায় মৃগপতি, তথা ধায় শীঘ্রগতি,
উঠে গিয়া রথের উপর ॥
কাটিল দ্রোণের শির, দেখে যত কুরুবীর
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
লইয়া দ্রোণের শির, ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাবীর,
নিজরথে আসিল তখন ॥
দ্রোণের নিধন দেখি, দুর্য্যোধন হ'য়ে দুখী,
বিলাপ করয়ে বহুতর।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দে কুরু-অধিকারী,
পড়ি গেল ধরণী-উপর ॥
ব্যাস-বিরচিত গাথা, অপূর্ব্ব ভারতকথা,
শ্রবণেতে কলুষ-নাশন।
যজ্ঞ ব্রত হোম দান, নহে ইহার সমান,
মুক্ত হয়, শুনে যেই জন ॥
গোবিন্দের গুণকর্ম্ম, শুনিলে বাড়য়ে ধর্ম্ম,
ইহা বিনা সুখ নাহি আর।
রক্তপদ-কোকনদ, ভক্তজন সিদ্ধিপ্রদ,
অখিলের আপদ-সংহার ॥
নানারূপে অবতরি, দৈত্যগণে ক্ষয় করি,
পাতকীর পরিত্রাণ-হেতু।
এ-ঘোর-সাগর মাঝে, উদ্ধারিতে দেবরাজে,
নিজ নামে বান্ধি দিল সেতু ॥
অভয়চরণে মম, ভক্তি রহে ত্রিবিক্রম,
এইমাত্র করি নিবেদন।
সংসার-সাগর ঘোরে, উদ্ধার করিবে মোরে,
কাশীরাম দাস বিরচন ॥

● ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধে অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা

মুনি বলে, শুন জন্মেজয় নৃপবর।
দ্রোণাচার্য্য পড়ি গেল সংগ্রাম-ভিতর ॥
সন্ধ্যার সময় দ্রোণ পড়ি গেল রণে।
রোদন করয়ে তবে যত কুরুগণে ॥
দুর্য্যোধন রাজা কান্দে করি হাহাকার।
সৈন্যমধ্যে মহাশব্দ ক্রন্দন অপার ॥
দুর্য্যোধন কান্দি বলে, শুন যোদ্ধৃগণ।
কোন্ জন কোন্ রূপে করিবে তারণ ॥
এমন গুরুকে শত্রু সংহারিল রণে।
কে তারিবে, কে মারিবে পাণ্ডবের গণে ॥
পিতামহ বীর ছিল ভুবনে দুর্জ্জয়।
ইচ্ছামৃত্যু বলি যাঁর আছিল নির্ণয় ॥
যাঁহার বিক্রমে ভৃগুরাম নহে স্থির।
হেন পিতামহে মারে ধনঞ্জয় বীর ॥
অতি শোকাকুল হ'য়ে কান্দে দুর্য্যোধন।
হেনকালে তথা আসে সূর্য্যের নন্দন ॥
কর্ণে দেখি দুর্য্যোধন বলে অভিমানে।
ভীষ্ম দ্রোণ সেনাপতি পড়ি গেল রণে ॥
এখন বলহ সখে, আছে কি উপায়।
কর্ণ বলে, শুন রাজা, বলি হে তোমায় ॥
বড়ই দুর্ব্বল পুরাতন বৃদ্ধ ছিল।
বাণ-শিক্ষা ছিল, তাই সমর করিল ॥

দোঁহাহেতু শোক নাহি কর দুর্য্যোধন।
আমিই বান্ধিয়া দিব পাণ্ডুপুত্রগণ॥
যুধিষ্ঠিরে ধরি দিব সমর-ভিতর।
রণস্থলে শোক নাহি কর নৃপবর॥
হেনকালে তথা আসিলেন অশ্বত্থামা।
সঙ্গে কৃতবর্ম্মা আর কৃপাচার্য্য মামা॥
পিতার বিনাশ শুনি হ'লেন অস্থির।
শোকে অচেতন হৈল অশ্বত্থামা বীর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-হস্তে শুনি পিতার নিধন।
মহাকোপে কাঁপে বীর দ্রোণের নন্দন॥
দুর্য্যোধনে চাহি বলে দ্রোণের তনয়।
আমি যাহা কহি, তাহা শুন মহাশয়॥
বিনা ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধে ধনু যদি ধরি।
সর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হয়, নরকেতে পড়ি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন না মারিয়া না আসিব ঘরে।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি সবার গোচরে॥
গো-বধে ব্রাহ্মণ-বধে যত পাপ হয়।
সেই পাপ মোর, যদি না মারি নিশ্চয়॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব-কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থানে আপনার॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ-অপার।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার॥
বাদ্যের নিনাদ হৈল না যায় লিখন।
আনন্দেতে নৃত্য করে নট-নটীগণ॥
রত্নসিংহাসনে বৈসে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃগণসহ আনন্দিত যত বীর॥
ঋষিমুখে জন্মেজয় করেন শ্রবণ।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-বর্ণন

"গোবিন্দংগোকুলানন্দংদেবংবৃন্দাবনেশ্বরম্।
মূর্ত্তিমন্তং ত্রিলোকেশংনমামিবরদং হরিম্॥"
গোবিন্দ-চরণে মন, সমর্পিয়া অনুক্ষণ,
রচিলাম দ্রোণপর্ব্ব পুঁথি।
বিরচিল ব্যাসমুনি, অমৃত-সমান জানি,
শ্রবণে নাশয়ে অধোগতি॥
গোবিন্দের লীলা-রস, যাহাতে সংসার বশ,
ত্রিভুবনে এইমাত্র সার।
ভজ সাধু অনুক্ষণ, নিবিষ্ট করিয়া মন,
নাহি ভয় রবে যমদ্বার॥
পূর্ণ-হিমকর-সম, মুখচন্দ্র নিরুপম,
পদনখ যেন দশ বিধু।
কোকনদ জিনি পদ, ভুবনে অতুল্য পদ,
প্রেমরসে বৃষ্টি করে মধু॥
চতুর্ভুজ পীতাম্বর, বনমালা মনোহর,
কৌস্তুভ শোভিত বক্ষোদেশ।
মুকুট-কুণ্ডল-শোভা, দীপ্ত দিনকর-আভা,
বিচিত্র-আসন নাগ শেষ॥
ক্ষীরোদ-সাগর-জলে, নিদ্রা যান মায়াছলে,
নাভিপদ্মে সৃষ্টি করে ধাতা।
ত্রিভুবন করি সৃষ্টি, করেন পীযূষ-বৃষ্টি,
ব্রহ্মারে করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা॥
মুখচন্দ্র যাঁর দীপ্ত, ত্রিভুবন হৈল তৃপ্ত,
চন্দ্ররূপে ভুবন-প্রকাশ।
স্থিতি যাঁর অন্তরীক্ষে, শূন্যভরে দুইপক্ষে,
নিজগুণে হয় তমোনাশ॥
নানারূপ মূর্ত্তি ধরি, বিষ্ণুমায়া সৃষ্টি করি,
মোহিত করেন সর্ব্বজনে।
মায়াতে আচ্ছন্ন হ'য়ে, নানারূপে ক্লেশ পেয়ে,
যায় লোক যমের ভবনে॥
গোবিন্দ-সেবক যেই, সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই,
নাহি তার শমনের ভয়।
নিজ রথ আরোহণে, পাঠাইয়া ভক্তজনে,
ল'য়ে যান আপন আলয়॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত-আখ্যান।
দ্রোণপর্ব্ব সুধাভাষ, শুনিলে কলুষনাশ,
এত দূরে হৈল সমাধান॥

কর্ণপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● কর্ণকে সেনাপতিত্বে বরণ

বীর যোদ্ধা ক্রমে সবে পড়িল সমরে।
দৈবের বিপাকে হেন বিদিত সংসারে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈলে চিন্তে দুর্য্যোধন।
কারে সেনাপতি করি, কে করিবে রণ ॥
এতেক ভাবিয়া রাজা আকুল-পরাণ।
মন্ত্রিগণে আনি তবে করয়ে বিধান ॥
শকুনি কহিল, আছে কর্ণ মহামতি।
সেনাপতি-পদে তারে বর শীঘ্রগতি ॥
করুক সমর কর্ণ, বলে বীরগণ।
কি ছার পাণ্ডব, করে তার সহ রণ ॥
রণজয়ী হবে কর্ণ ভাবি দুর্য্যোধন।
সৈনাপত্যে অভিষেক করে সেইক্ষণ ॥
কর্ণে অভিষেক করি সানন্দ-হৃদয়।
অবশ্য জিনিবে কর্ণ, ভাবিল নিশ্চয় ॥
দুর্য্যোধন বলে, সখা, কহি যে তোমারে।
ভীষ্ম-দ্রোণ রণে মৈল উপেক্ষি সমরে ॥
ক্ষমা করি না যুঝিল, জানিনু তখন।
নৈলে কেন মোর সৈন্য হইবে নিধন ॥
এখন করহ সখা, মোর হিতকার্য্য।
যুধিষ্ঠিরে জিনি মোরে দেহ সব রাজ্য ॥
হেনমতে বহুরূপ করিল বিনয়।
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি সূর্য্যপুত্র কয় ॥

আমার প্রতাপ তুমি জান ভালমতে।
অবশ্য জিনিব আমি পাণ্ডবের নাথে॥
তোমার বিজয়-যশ করি দিব আমি।
সসাগরা পৃথিবীর তুমি হবে স্বামী॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
আনন্দে রজনী বঞ্চে ল'য়ে বীরগণ॥
পরদিন প্রভাতেতে কর্ণ-আজ্ঞা ধরি।
অস্ত্র ল'য়ে বীর সব গেল আগুসরি॥
গজ-বাজী ধ্বজছত্র শত শত যায়।
সাজিল কৌরবগণ সমুদ্রের প্রায়॥
নানা অস্ত্রে সাজি কর্ণ চড়ে গিয়া রথে।
চলিল সংগ্রাম-ভূমে ধনুঃশর-হাতে॥
কটক চলিল বহু, রথী হৈল কর্ণ।
বাসুকি জিনিতে যেন চলিল সুপর্ণ॥
দ্রোণের নন্দন চলে মহাধনুর্দ্ধর।
অস্ত্রধারী অশ্বত্থামা সমরে প্রখর॥
অবাশিষ্ট নৃপতির যত অনুচর।
চলিল সংগ্রাম-ভূমে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর॥
মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে প্রচণ্ড।
কৃতবর্ম্মা ও বাহ্লীক ধরে ছত্র-দণ্ড॥
নারায়ণী সেনা আর কৃপ দ্বিজবর।
রাজার দক্ষিণে আছে সংগ্রাম-ভিতর॥
ত্রিগর্ত্ত-সৌবল-আদি যত মহাবীর।
বামভাগে রহে সবে নির্ভয়-শরীর॥
সাজিল কৌরব-দল দেখি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনে কহেন তবে ধর্ম্মমতি ধীর॥
দেবাসুর নাহি সহে যাহার প্রতাপ।
সেই কর্ণ আসে রণে করি বীরদাপ॥
হের ওই আসে কর্ণ করিতে সংগ্রাম।
দেবাসুর ভয় করে শুনি যার নাম॥
কর্ণেরে জিনিয়া ভাই, শীঘ্র যশ লও।
ত্রিভুবনমধ্যে যদি মহাবীর হও॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধনঞ্জয় বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ করি সৈন্য করে স্থির॥
বাম শৃঙ্গে ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
দক্ষিণ শৃঙ্গেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয়॥
মধ্যবর্ত্তী ধনঞ্জয় মহা-ধনুর্দ্ধর।
পৃষ্ঠে যুধিষ্ঠিরসহ দুই সহোদর॥
যুদ্ধসাজে রহিলেন দুই মহাবীর।
অর্জ্জুনের কাছে রহে নির্ভয়-শরীর॥
ব্যূহমুখে বীর সব করে সিংহনাদ।
দুই দলে বাদ্য বাজে, নাহি অবসাদ॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরু করে গর্ব্ব।
দ্রোণের বীরত্ব যত করিলেক খর্ব্ব॥
দুই দলে যুদ্ধ হয় অতি অসম্ভব।
দুই দলে হানাহানি উঠে মহারব॥
রথে-রথে, গজে-গজে, পদাতি-পদাতি।
আসোয়ারে-আসোয়ারে, ধানুকী-সংহতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ আর ক্ষুর-তীক্ষ্ণ শর।
অক্ষয় সন্ধান করি এড়িছে তোমর॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অস্ত্র পড়ে ভরিয়া গগন।
পৃথিবী যুড়িয়া পড়ে যত যোদ্ধৃগণ॥
মহীতলে অবতীর্ণ যেন পূর্ণ ভানু।
যেমন পোড়ায় বন জ্বলন্ত কৃশানু॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শরজালে পূরিল ধরণী।
ধূলায় আঁধার, নাহি দেখি দিনমণি॥
ক্রোধ করি ভীমসেন ধরে ধনুঃশর।
লাফ দিয়া উঠে ভীম হস্তীর উপর॥
সাত্যকি নকুল ধৃষ্টদ্যুম্ন চেকিতান।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র বিক্রমে প্রধান॥
ভীমসেনে বেড়ে সবে সিংহনাদ করি।
রোষে বীর ধায় যেন হস্তীকে কেশরী॥
বাহিনী মথিয়া আসে বীর বৃকোদর।
দেখিয়া রুষিল ক্ষেমধূর্ত্তি নৃপবর॥
কুলুত দেশের রাজা ক্ষেমধূর্ত্তি নাম।
বিক্রমে সিংহের প্রায়, সমরে শ্রীরাম॥
মহাগজে আরোহিয়া আসে ক্রুদ্ধমনে।
প্রথমে তোমর বাণ মারে ভীমসেনে॥

শরেতে তোমর ভীম করে খণ্ড খণ্ড।
ছয় বাণে বিন্ধে ভীম সমরে প্রচণ্ড ॥
ক্রোধ করি ভীমসেন বরিষয়ে শর।
বাণ মারে ক্ষেমধূর্ত্তি-হস্তীর উপর ॥
শরাঘাতে ভঙ্গ দিল গজেন্দ্র বিশাল।
রাখিতে না পারে ক্ষেমধূর্ত্তি মহীপাল ॥
কতক্ষণে ক্ষেমধূর্ত্তি সুযোগ পাইল।
ভীমেরে বিন্ধিতে বীর সমরে ধাইল ॥
ক্ষুরপা-বাণেতে কাটে ভীম-শরাসন।
আর ধনু নিল হাতে ভীম বিচক্ষণ ॥
নারাচ মারিয়া কৈল হস্তীর নিধন।
লাফ দিয়া এড়াইল বীর বিচক্ষণ ॥
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে তখন।
ধন্য বীর ক্ষেমধূর্ত্তি, বলে কুরুগণ ॥
গদাঘাতে ভীমসেন পেয়ে বড় লাজ।
ক্ষেমধূর্ত্তি-নৃপতির মারে গজরাজ ॥
লাফ দিয়া ক্ষেমধূর্ত্তি হস্তী এড়াইল।
গদা মারি ভীম তারে ভূমিতে পাড়িল ॥
সিংহের প্রতাপে যেন পড়িল মাতঙ্গ।
ক্ষেমধূর্ত্তি পড়ে দেখি সৈন্য দিল ভঙ্গ ॥
তবে কর্ণ মহাবীর পাণ্ডবে ধাইল।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে মহাক্রোধে প্রবেশিল ॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বরিষয়ে কর্ণ।
সর্পের সভায় যেন পশিল সুপর্ণ ॥
সেনা ভঙ্গ দিল, আর পড়ে অশ্ব-গজ।
ছয় বাণে কাটি পাড়ে যত রথধ্বজ ॥
নিরন্তর কর্ণবীর বরিষয়ে বাণ।
লক্ষ লক্ষ বীর পড়ে ভীম-বিদ্যমান ॥
অশ্বত্থামা-বীর-সনে যুঝে বৃকোদর।
শ্রুতবর্ম্মা-সনে চিত্রসেন ধনুর্দ্ধর ॥
বিন্দ-অনুবিন্দ-সহ সাত্যকির রণ।
প্রতিবিন্ধ্য-সহ যুঝে চিত্র যশোধন ॥
দুর্য্যোধন-সহ যুঝে রাজা যুধিষ্ঠির।
নারায়ণী-সেনা-সহ পার্থ মহাবীর ॥
কৃপ আর ধৃষ্টদ্যুম্নে সমরে দুর্জ্জয়।
নকুল-সহিত কৃতবর্ম্মা মহাশয় ॥
মদ্রপতি-সহ শ্রুতকীর্ত্তির বিক্রম।
দুঃশাসন-সহ সহদেব যম-সম ॥
বিন্দ-অনুবিন্দ-সহ হইল সংগ্রাম।
সাত্যকি রণেতে পটু, অতি অনুপাম ॥
তিন বীরে হানাহানি ছাড়ে হুহুঙ্কার।
তিন বীরে মহাযুদ্ধ, বলে মার মার ॥
বিন্দ অনুবিন্দ বীর বাণ বরিষয়।
শত শত বাণ মারে, নাহি করে ভয় ॥
কাটিলেন সাত্যকির দিব্য শরাসন।
আর ধনু হাতে নিল বীর বিচক্ষণ ॥
ক্ষুরপা-বাণেতে তবে সাত্যকি প্রবীর।
তৃণবৎ কাটি পাড়ে অনুবিন্দ-শির ॥
অনুবিন্দ পড়ে দেখি তার সহোদর।
মহাকোপে বিন্দ বীর বরিষয়ে শর ॥
খরস্রোত রক্ত পড়ে সাত্যকি-শরীরে।
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে ॥
পরস্পর অশ্ব-রথ-সারথি কাটিল।
দোঁহে মহাবীর্য্যবান, কেহ না টলিল ॥
বিবর্ণ হইল দোঁহে করি বহু রণ।
পরস্পর মহাযুদ্ধ করে দুইজন ॥
বাণে বাণে হানাহানি করে দুই বীর।
বলহীন হৈল দোঁহে নিস্তেজ শরীর ॥
দুইজনে মিশামিশি দৃঢ় বাজে রণ।
বাণেতে জর্জ্জর-তনু হৈল অচেতন ॥
চিত্রসেন-সহ শ্রুতবর্ম্মা করে রণ।
দুইজনে মহাবীর যুদ্ধে বিচক্ষণ ॥
ধ্বজ কাটা গেল তবে পরস্পর-শরে।
দুই বীর মিশামিশি সংগ্রাম-ভিতরে ॥
তবে শ্রুতবর্ম্মা বীর মহাধনুর্দ্ধর।
চিত্রসেন-মাথা কাটি ফেলে ভূমি'পর ॥
পড়িলেক চিত্রসেন, কৌরবের ত্রাস।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর পাইল প্রকাশ ॥

পড়িলেক চিত্রসেন, চিত্র তবে রোষে।
তাহার বিক্রম দেখি প্রতিবিন্ধ্য হাসে॥
রথের কাটিল ধ্বজ, বিন্ধিল সারথি।
সংগ্রামে কাতর অতি চিত্র মহারথী॥
তবে চিত্র মারে শক্তি প্রতিবিন্ধ্য-মাথে।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর কাটে অর্দ্ধপথে॥
মহাগদা ল'য়ে চিত্র মারে আরবার।
রথের সারথি তার করিল সংহার॥
পুনঃ অন্য রথে চড়ে প্রতিবিন্ধ্য-বীর।
বিংশতি তোমর মারি ভেদিল শরীর॥
দুই বাহু বিস্তারিয়া পড়ে মহাবীর।
প্রতিবিন্ধ্য মহাবীর সমরে সুধীর॥
শরে শর নিবারিয়া মারে কুরুবল।
ক্রোধে আসে অশ্বত্থামা বলে মহাবল॥
সেইক্ষণে ভীমসেন হাতে নিল ধনু।
শরবৃষ্টি করি বিন্ধে দ্রোণপুত্র-তনু॥
বলি-সঙ্গে ইন্দ্র যেন করিল সংগ্রাম।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় অনুপাম॥
সন্ধান করয়ে দিব্য অস্ত্র দুই বীর।
নানা অস্ত্র বিন্ধে দোঁহে নির্ভয়-শরীর॥
সর্ব্বদিকে বিজলী চমকে, হেন দেখি।
তারা যেন গগনেতে ছুটয়ে নিরখি॥
অস্ত্রের মুখেতে ঘন বাহিরায় অগ্নি।
আকাশে উঠয়ে যেন বজ্র-ঝন্‌ঝনি॥
দশদিক্ আবরিল, নাহিক সঞ্চার।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ, হয় অন্ধকার॥
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে॥
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল সর্ব্বজন।
বিমানে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ॥
বহুক্ষণ পরে দুই বীর অচেতন।
কেহ কারে নাহি পারে, সম দুইজন॥
শ্রীকৃষ্ণ সারথি আর পার্থ-হাতে ধনু।
নবজলধর যেন ধরিলেক তনু॥
বরিষা-কালেতে যেন বর্ষে জলধর।
শরবৃষ্টি করে বীর পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
নারায়ণী-সেনা মারে ধনঞ্জয় রোষে।
খদ্যোতগণেরে যথা দিনকর নাশে॥
কত শত বীরমাথা কাটে ধনঞ্জয়।
ধনু দণ্ড ছাতা কাটে পার্থ মহাশয়॥
বাণেতে কাটিয়া বাণ করিলেন রাশি।
সারি সারি পড়ে মাথা গগন পরশি॥
গজ বাজী পড়ে সব, রথী সারি সারি।
পড়িল অনেক সৈন্য, লিখিতে না পারি॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
দিব্য অস্ত্র আরোপিয়া সৈন্য কৈল স্থির॥
তবে দুই মহাবীরে হৈল মহারণ।
শরে অন্ধকারাচ্ছন্ন নর-নারায়ণ॥
অতিক্রোধে ধনঞ্জয় বিন্ধে বহু শর।
দ্রোণ-নন্দনের তনু করেন জর্জ্জর॥
মগধের পতি আসে দণ্ডধার নাম।
হস্তী অশ্ব রথ সৈন্য ল'য়ে অনুপাম॥
মহাবীর দণ্ডধার করে মহারণ।
সেইক্ষণে অর্জ্জুন কাটেন হস্তিগণ॥
বজ্রাঘাত পড়ে যেন পর্ব্বত-উপর।
অর্জ্জুনের বাণে গজ পড়িল বিস্তর॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে তারে করেন সংহার।
হস্তী হৈতে ভূমিতলে পড়ে দণ্ডধার॥
অনিবার মহাযুদ্ধ করেন অর্জ্জুন।
যুগান্ত প্রলয় যেন, সংগ্রামে নিপুণ॥
পাণ্ডবের সেনা যত মহাবীরবর।
যুঝিতে লাগিল সবে নির্ভয়-অন্তর॥
অশ্বত্থামা বীর মারে পাণ্ডু-সেনাগণ।
ক্রোধ করি যুঝে পার্থ রণে বিচক্ষণ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ বাণ-বরিষণ।
কর্ণসহ কুরুবল আসিল তখন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● কর্ণের সহিত যুদ্ধে নকুলের পরাভব

দুঃশাসনে জিনি তবে নকুল প্রবীর।
কর্ণের অগ্রেতে গেল নির্ভয়-শরীর॥
বুভুক্ষু ভুজঙ্গ যেন নকুল প্রচণ্ড।
তীক্ষ্ণবাণে সৈন্যগণে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
তীক্ষ্ণবাণ এড়ে বীর কর্ণের উপরি।
সদর্পে নকুল কর্ণে বলে আগুসরি॥
যাহা ছিল কর্ণ, তুই করিলি প্রকাশ।
তোমা হ'তে ক্ষত্রকুল হইল বিনাশ॥
আজি রণমধ্যে তোরে করিব সংহার।
কৃতকৃত্য হইবেন ধর্ম্ম-অবতার॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ, তুই অল্পবুদ্ধি।
কিছু না জানিস তুই বচনের শুদ্ধি॥
কি কর্ম্ম করিয়া প্রশংসহ আপনাকে।
আজি ছন্ন হৈলে দেখি কর্ম্মের বিপাকে॥
নকুলে এতেক বলি রুষে কর্ণবীর।
পঞ্চশত শরে বিন্ধে তাহার শরীর॥
শর হানি কর্ণ তার কাটিলেক ধনু।
আর শত বাণে তার বিন্ধিলেক তনু॥
আর ধনু লয় বীর নকুল সুমতি।
ত্রিশ বাণ কর্ণ বীরে বিন্ধে শীঘ্রগতি॥
তিন বাণ সারথিরে মারিল প্রচণ্ড।
ক্ষুরবাণ মারি তারে কৈল খণ্ড খণ্ড॥
ঊনত্রিশ বাণ তারে মারিলেক কর্ণ।
সর্ব্বগাত্রে রক্ত পড়ে, দেখিতে বিবর্ণ॥
আশ্বস্ত হইয়া বাণ মারিল নকুল।
কর্ণের ধনুক কাটি করিল আকুল॥
আর ধনু নিল কর্ণ সংগ্রাম-ভিতর।
সেই ধনু কাটিলেক নকুল সুন্দর॥
আর ধনু ল'য়ে কর্ণ যুড়িলেক শর।
শরে সমাচ্ছন্ন নকুলের কলেবর॥
শরে শরে নিবারয়ে নকুল প্রচণ্ড।
মহাবীর কর্ণ-শর করে খণ্ড খণ্ড॥
কর্ণবাণে নভোমার্গ হৈল অন্ধকার।
সূর্য্যের কুমার বীর সূর্য্য-অবতার॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
সচিন্তিত হৈল তবে নকুল সুমতি॥
চারি ঘোড়া কাটে কর্ণ সমরে প্রচণ্ড।
তৃণবৎ করি রথ করে খণ্ড খণ্ড॥
ধ্বজ-পতাকাদি কাটে, কাটে অলঙ্কার।
শর হানি কর্ণবীর করে কদাকার॥
নকুল পরিঘ ল'য়ে ধাইল সত্বর।
পরিঘ কাটিল শরে কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
ভয় পেয়ে মাদ্রীপুত্র চাহে চারিভিত।
পরিহাস করে কর্ণ সংগ্রামে পণ্ডিত॥
গলায় ধনুক দিয়া বান্ধিয়া রাখিল।
মনে মনে নকুলের সঙ্কট হইল॥
হাসিয়া বলয়ে কর্ণ, শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিহ আর গুরুর সংহতি॥
আপনার সমকক্ষ-সহ কর রণ।
বলবান্-সহ নাহি যুঝ কদাচন॥
কভু না করিহ রণ চলি যাহ ঘরে।
কহ গিয়া এবে তব যত সহোদরে॥
এত বলি কর্ণ বীর নকুলে ছাড়িল।
কুন্তীর বচন মানি তারে না মারিল॥
লজ্জিত নকুল-বীর কর্ণের বচনে।
চলিল আপন দলে বিরসবদনে॥
পাঞ্চালে দেখিয়া তবে সূর্য্যের নন্দন।
হাতে যমদণ্ড, ধায় করিয়া গর্জ্জন॥
পাণ্ডবের সেনাপতি পাঞ্চাল নৃপতি।
কৌরবের সেনাপতি কর্ণ যে সুমতি॥
দুই দলে মহারণ করে দুইজন।
পশিল সমর মাঝে পাঞ্চাল রাজন্॥
তুমুল বাধিল রণ বীর দুই জনে।
সকল পাঞ্চালগণ ধায় একমনে॥
নিবারিল শরজাল কর্ণ বীরবর।
সন্ধান করিল বাণ নির্ভয়-অন্তর॥

একে একে করে কর্ণ বাণের প্রহার।
রথ-ধ্বজ-পতাকাদি কাটিল সবার॥
ভঙ্গ দিয়া সব দল চারিভিতে ধায়।
মৃগেন্দ্রে দেখিয়া যেন হরিণী পলায়॥
কেহ কারে নাহি চায় পলায় সত্বর।
রাখিবারে নাহি পারে পার্থ-ধনুর্দ্ধর॥
ক্রোধমুখে ধনঞ্জয় কর্ণপানে চায়।
ক্ষুধার্ত্ত যেমন সিংহ গজরাজে ধায়॥
কর্ণ বাণ বরিষয়ে, অর্জ্জুন নিবারে।
শিশির পাইয়া যেন শোষে সূর্য্য তারে॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ, উঠয়ে আকাশ।
অন্ধকার হৈল, নাহি সূর্য্যের প্রকাশ॥
কোথায় মুষল-বৃষ্টি, পরিঘ বিশাল।
কোথায় পড়িছে শেল, কোথা ভিন্দিপাল॥
অর্জ্জুনের বাণ পড়ে যমের সোসর।
ভয়ে চক্ষু মুদি রহে যত কুরুবর॥
নর অশ্ব গজ রথ পড়ে সারি সারি।
কুরুবল ভঙ্গ দিল সহিবারে নারি॥
যুগান্ত-কালেতে যেন প্রলয়-তরঙ্গ।
ত্রাস পেয়ে কুরুবল রণে দিল ভঙ্গ॥
দিন অবশেষ হৈল, রজনী প্রবেশে।
সকল কৌরব গেল আপনার বাসে॥
বিজয়-দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
শিবিরে চলিল রাজগণ কুতূহলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনি নর যায় ভবে তরি॥

কর্ণ-দুর্য্যোধন সংবাদ

শিবিরেতে গেল দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের সহ রণে পেয়ে বড় লাজ॥
কাহার বাহন নাহি, কারো নাহি ধনু।
অর্জ্জুনের বাণে সবে ছিন্ন-ভিন্ন-তনু॥
মুখে গদ্‌গদ বাণী, বদন বিবর্ণ।
অপমানে বসিলেক ভূমিতলে কর্ণ॥
দশন ভাঙ্গিয়া যেন বারণ পলাল।
মহাভুজঙ্গমে যেন চরণে পিষিল॥
সেমত কৌরবগণ মহা লজ্জা পায়।
মনোদুঃখে দুর্য্যোধন শিবিরেতে যায়॥
নিঃশ্বাস ছাড়িয়া রাজা দুর্য্যোধন বলে।
কি করিব, কি হইবে, বলহ সকলে॥
দুর্য্যোধন বলে, শুন সূর্য্যের তনয়।
তোমা হ'তে হৈল মম কুরুকুল-ক্ষয়॥
প্রতিজ্ঞা করিলে তুমি, জিনিব পাণ্ডবে।
সেনাপতি করিলাম বুঝি অনুভবে॥
তোমার বচনে আমি যুদ্ধ কৈনু পণ।
তুমি জয় করি দিবে পাণ্ডুর নন্দন॥
পুনঃপুনঃ কহিলে যে করি অহঙ্কার।
আমার সাক্ষাতে সেই পাণ্ডব কি ছার॥
তোমার সামর্থ্য যত, সব ব্যর্থ হৈল।
তব আগে পার্থ মোর সৈন্য নিপাতিল॥
যদ্যপি কহিতে আগে, জিনিতে নারিবে।
শরণ নিতাম আমি পাণ্ডবের তবে॥
অনেক নিন্দিয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
ভূমিতলে বসিলেন বিরস-বদন॥
দেখিয়া শুনিয়া বীর কর্ণ মহাবল।
ক্রোধেতে জ্বলয়ে যেন জ্বলন্ত-অনল॥
হাতে হাত কচালয়ে, ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর চাহিছে আকাশ॥
দুর্য্যোধন-মুখ চাহি ভাবে বীর কর্ণ।
দেবাসুর-মধ্যে যেন রুষিল সুপর্ণ॥
যোদ্ধৃমধ্যে বুদ্ধিমন্ত অর্জ্জুন বিশেষ।
শ্রীকৃষ্ণ সতত তারে দেন উপদেশ॥
করযোড়ে বলে কর্ণ, শুন মহাশয়।
আজি তার গর্ব্ব আমি খণ্ডাব নিশ্চয়॥
কর্ণের বচনে হৃষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
উল্লসিত হইলেক কৌরবের গণ॥

মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে অপমান গণি।
ফুকারি ফুকারি চিত্তে কাটায় রজনী॥
প্রভাতে চলিয়া গেল সভা-বিদ্যমানে।
মূর্ত্তিমন্ত সর্প যেন, আপনা বাখানে॥
মোর সম বীর নাহি ভুবন-ভিতরে।
কোন্ গুণে গুণী পার্থ, কিবা বল ধরে॥
আজি তারে পাঠাইব আমি যম-ঘরে।
কিংবা সে মারুক মোরে সংগ্রাম-ভিতরে॥
গাণ্ডীব নামেতে ধনু আছে তার করে।
বিজয় নামেতে ধনু রাম দিল মোরে॥
বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বিজয়-শরাসন।
ইন্দ্র যারে ধরি কৈল অসুর-নিধন॥
বাসবেরে আরাধিয়া পায় ভৃগুরাম।
রাম মোরে অর্পিলেন ধনু অনুপাম॥
দিব্য দিব্য অস্ত্র দিল রাম মহাবীর।
অক্ষয়-কবচ, যাহে অভেদ্য শরীর॥
অর্জ্জুনেরে মারি তোমা দিব আজি যশ।
সাগরান্ত বসুমতী করি দিব বশ॥
পার্থের সারথি নিজে সেই নারায়ণ।
আমা হ'তে অধিক সে সেই-সে কারণ॥
কৃষ্ণের সমান গুণ, বলেতে বিশাল।
আমার সারথি হোক শল্য মহীপাল॥
তবে সে নিমেষে আমি অর্জ্জুনে জিনিব।
অপর পাণ্ডবগণে বান্ধিয়া আনিব॥
পাঞ্চাল প্রভৃতি আর যত মহারাজে।
মুহূর্ত্তেকে জিনি দিব নিজ-ভুজতেজে॥
শল্যেরে সারথি যদি করি দেহ মোরে।
নিষ্পাণ্ডব করি রাজ্য দিব ত তোমারে॥
এত শুনি দুর্য্যোধন চলে শীঘ্রগতি।
যথা বসিয়াছে রাজা মদ্র-অধিপতি॥
রাজারে দেখিয়া শল্য জিজ্ঞাসে কারণ।
কহ মহারাজ, হেথা কেন আগমন॥
রাজা বলে, নিকটেতে আসিনু তোমার।
ভয়ার্ত্ত জনের তুমি হবে কর্ণধার॥
অবধান কর রাজা, করি নিবেদন।
পার্থ হ'তে বলাধিক রবির নন্দন॥
পার্থের সারথি যেই নিজে নারায়ণ।
মহাবুদ্ধি সেই রথে মন্ত্রী বিচক্ষণ॥
যথা কৃষ্ণ, তথা তুমি মহামতিমান্।
মহাতেজোবন্ত তুমি, ইথে নাহি আন॥
কর্ণরথে মন্ত্রী তুমি হও মহাশয়।
তবে পরাজিবে কর্ণ কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়॥
শল্য রাজা বলে, আমি বিদিত ভুবন।
কি ছার মনুষ্য কর্ণ, কহত রাজন্॥
রথেতে সারথি আমি হইব তাহার।
হেন অপমান আর না কর আমার॥
পৃথিবী সহিতে নারে মোর অস্ত্রবল।
প্রতাপে শুষিতে পারি সমুদ্রের জল॥
মোর অপমান নাহি কর দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা কর মহারাজ, যাই নিকেতন॥
এত বলি শল্য রাজা উঠিয়া চলিল।
স্তুতি করি দুর্য্যোধন কহিতে লাগিল॥
আপনা হইতে যার হয় শ্রেষ্ঠ গুণ।
তাহারে সারথি করে সংগ্রামে নিপুণ॥
ত্রিপুর দহিতে যবে যান শূলপাণি।
ব্রহ্মারে সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
জানি তুমি মহাবীর পুরুষ-প্রধান।
মোর দলে বীর নাহি তোমার সমান॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শকুনি সৌবল।
অশ্বত্থামা ভগদত্ত তুমি মহাবল॥
এই সব বীর ল'য়ে মোর অহঙ্কার।
ছল-যুদ্ধে তা-সবারে করিল সংহার॥
তুমি আর কর্ণবীর দুই অবশেষ।
অর্জ্জুনে মারিতে যত্ন করহ বিশেষ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শল্যের সারথ্য-স্বীকার ও কর্ণের আত্মশ্লাঘা

দুর্য্যোধন-নৃপতির শুনিয়া বচন।
সারথি হইতে শল্য করিল মনন॥
নানা-অস্ত্র-পরিপূর্ণ পতাকা-নিচয়।
চড়িল কর্ণের রথে শল্য মহাশয়॥
হাতেতে পাঁচনি লৈয়া হইল সারথি।
যুদ্ধ করিবারে যায় কর্ণ মহামতি॥
শল্যের অগ্রেতে কর্ণ আপনা বাখানে।
চিত্ররথ আসে যদি, বিনাশিব বাণে॥
যদি যম-আদি-সঙ্গে আসে দেবরাজ।
জিনিব সবারে আজি সংগ্রামের মাঝ॥
সবারে মারিয়া আজি মারিব অর্জ্জুন।
দুই দলে দেখিবেক আজি মোর গুণ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী বলে মদ্রপতি।
বিষম বীরত্ব তব, অহঙ্কার অতি॥
অশক্ত দুর্ব্বল তুমি, নহ পার্থসম।
ধনঞ্জয় মহাবীর, পুরুষ-উত্তম॥
যদুসেনা জিনি আনে সুভদ্রারে হরি।
শঙ্করে তুষিল হিমালয়ে যুদ্ধ করি॥
দহিল খাণ্ডব-বন জিনি দেবগণে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া রক্ষা করে দুর্য্যোধনে॥
আপনি হারিলে তুমি উত্তর-গোগৃহে।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-আদি প্রতাপ না সহে॥
প্রাণপণে পার্থসহ যদি কর রণ।
জানিবে নিশ্চয় আজি তোমার মরণ॥
শল্যেরে চাহিল অনাদরে কর্ণবীর।
জয় জয় করি চলে রণ-কর্ম্মে ধীর॥
রথ চালাইল বীর পবনের বেগে।
প্রবেশিল কর্ণ বীর সংগ্রামের আগে॥
পাণ্ডবের রথ-আদি পূর্ব্বভাগে দেখে।
অহঙ্কারে কর্ণ বীর বলয়ে কৌতুকে॥
যে মোরে দেখাবে আজি ধনঞ্জয় বীর।
সুবর্ণ-ভূষিত তার করিব শরীর॥
যে মোরে দেখাবে আজি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
এক শত গ্রাম দিব পরম-সুন্দর॥
যে মোরে দেখাবে পার্থে সংগ্রাম-ভিতর।
সুবর্ণে মণ্ডিত হস্তী দিব মনোহর॥
পঞ্চ শত অশ্ব দিব মণিতে মণ্ডিত।
চারি শত গাভী দিব বৎসের সহিত॥
ছয় শত রথ দিব রত্নে সুশোভিত।
এক শত দাসী দিব রত্নেতে ভূষিত॥
যে আমারে দেখাইবে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
যাহা চাহে, তাহা দিব, বলিনু নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন-সহিত কৃষ্ণে করিব সংহার।
যত ধন পাই আমি, সকলি তাহার॥
এত বলি কর্ণবীর করে সিংহনাদ।
সকল কৌরব করে জয়জয় বাদ॥
তুম্বুকী দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ বহুল।
সৈন্য করে সিংহনাদ, শব্দেতে তুমুল॥
পুনঃ বলে শল্যরাজ শুন কর্ণ বীর।
দেখিবে অর্জ্জুন বীরে না হও অস্থির॥
কি-কারণে দিবে ধন-অশ্ব-হস্তিগণে।
কৃষ্ণসহ ধনঞ্জয় দেখিবে এক্ষণে॥
কহ তুমি কৃষ্ণার্জ্জুনে করিবে সংহার।
হেন ছার বাক্য কহ করি অহঙ্কার॥
বন্ধুগণ তোমারে না করে নিবারণ।
কাল পরিপূর্ণ হৈল, তোমার মরণ॥
গলায় বান্ধিয়া শিলা সমুদ্র তরিতে।
একেশ্বর ইচ্ছা তুমি করিতেছ চিতে॥
একত্র হইয়া যুঝে সকল কৌরবে।
অর্জ্জুনের ঠাঁই তবু পরাভব পাবে॥
দুর্য্যোধন-আদি করি বলি সবাকারে।
শুন কর্ণ, যদি বাঞ্ছা আছে বাঁচিবারে॥
সবান্ধবে লহ গিয়া ধর্ম্মের শরণ।
তবে সে অর্জ্জুন-হস্তে এড়াবে মরণ॥
শল্যের বচনে কহে কর্ণবীর রোষে।
না বুঝিয়া জ্ঞানহীন মহাজনে দোষে॥

অর্জ্জুনে প্রশংসা করে, মোরে নাহি বলে।
আজি অর্জ্জুনেরে আমি মারিব সমূলে ॥
যদি বজ্রহস্তে আসে দেবের ঈশ্বর।
নিবারিতে নারে কেহ কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
শল্য বলে, কর্ণবীর, না করিহ দাপ।
আপনি জানহ মনে অর্জ্জুন-প্রতাপ ॥
দুই জনে বিসংবাদ হইল বিস্তর।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে কর্ণ যায় সংগ্রাম-ভিতর ॥
সৈন্যগণ-সঙ্গে গেল রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন ॥
দুঃশাসন কৃতবর্ম্মা উলূক নৃপতি।
সাজিয়া আসিল রণে সব নরপতি ॥
ব্যূহ করি কর্ণবীর হৈল আগুয়ান।
দুই পার্শ্বে দুই বীর কর্ণের সমান ॥
অর্জ্জুনে কহিল তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
সংগ্রামে সাজিয়া আসে কর্ণ মহাবীর ॥
প্রতিব্যূহ করি শীঘ্র কর নিবারণ।
সৈন্য যেন না লঙ্ঘয়ে রাধার নন্দন ॥
রাজার আদেশ পেয়ে বীর ধনঞ্জয়।
প্রতিব্যূহ করিলেন বিপক্ষ-বিজয় ॥
অগ্নিদত্ত রথে বীর আরোহণ করি।
কৃষ্ণ-সনে সাজিলেন নানা অস্ত্র ধরি ॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ বাজায়ে মাদল।
সিংহনাদ করি সৈন্য করে কোলাহল ॥
নারায়ণী সেনা আর সংশপ্তকগণ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি করে অস্ত্র বরিষণ ॥
মহাবলবান্ সেই সংশপ্তকগণ।
একেশ্বর যুঝে বীর ইন্দ্রের নন্দন ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া কর্ণ মহাহৃষ্ট হৈল।
সৈন্য সৈন্যে রথসহ বহু যুদ্ধ হৈল ॥
সৈন্য-সাগরের মধ্যে গেল ধনঞ্জয়।
সেই যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হয় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

কর্ণের সহিত যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভব

কর্ণের বচন শুনি শল্য বলে দাপে।
বিস্তর করিল রণ আপন-প্রতাপে ॥
এই দেখ রণে আসে যত সৈন্যগণ।
কাহার সামর্থ্য, করে পার্থে নিবারণ ॥
হের দেখ ভীমসেন পবন-কুমার।
সহদেব বীর দেখ পর্ব্বত-আকার ॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখ বিদ্যমান।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি অগ্নির সমান ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, কি দিব তুলনা।
ইহাদের পুরোভাগে যাবে কোন্ জনা ॥
শিখণ্ডী সাত্যকি দেখ নৃপ-আগুয়ান।
চলহ সমরে আজি হ'য়ে সাবধান ॥
সিদ্ধ হৈল মনোরথ, দেখ ধনঞ্জয়।
সংগ্রামে করহ আজি অর্জ্জুনের ক্ষয় ॥
বলিতে বলিতে মিশামিশি দুই দল।
মহাযুদ্ধ বাধে ক্রমে, মহা কোলাহল ॥
ক্রোধ করি কর্ণবীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন চলি যায় কুতূহল-মনে ॥
প্রবেশিয়া কর্ণবীর করে মহারণ।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বড় বীরগণ ॥
সংগ্রামেতে প্রবেশিল কর্ণের কুমার।
দশ বাণে ভীম তারে করিল সংহার ॥
পুত্রের কাটিল মাথা বীর বৃকোদরে।
সাক্ষাতে দেখিয়া কর্ণ আপনা পাসরে ॥
কর্ণপুত্রে নাশি কাটে কৃপাচার্য্য-ধনু।
তিন বাণে বিন্ধিলেক দুঃশাসন-তনু ॥
ছয় বাণে শকুনিরে কৈল জরজর।
রথ কাটি উলূকেরে বিন্ধে তার পর ॥
থাক থাক সুষেণ, কাটিব তোর শির।
এত বলি বাণ মারে ভীম মহাবীর ॥
তিন বাণে বিন্ধিলেক ভীম-বীর তাকে।
সুষেণ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥

নকুল-সহিত যুদ্ধ বাড়িল বহুল।
দুঃশাসন-সাত্যকিতে সংগ্রাম তুমুল॥
অতি ক্রোধে কর্ণ-বীর রণে প্রবেশিল।
দেবরাজ ইন্দ্র যেন সমরে আসিল॥
একে মহাবীর কর্ণ পেয়ে অপমান।
নিজ পুত্র পড়ি গেল নিজ বিদ্যমান॥
ক্রোধে পরিপূর্ণ কর্ণ কাঁপয়ে শরীর।
যুধিষ্ঠির-বধে যুক্তি কৈল কর্ণ বীর॥
একবার যুড়ি মারে শত শত বাণ।
পাণ্ডবের সৈন্য বিন্ধি করে খান খান॥
মহাধনুর্দ্ধর বীর বরিষয়ে শর।
বিচিত্র বিক্রম দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
মহারথিগণে বিন্ধে, নিবারিতে নারে।
একেশ্বর যুঝে কর্ণ পাণ্ডব-সমরে॥
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র রথ সারি সারি।
অযুত অযুত পাড়ে, লিখিতে না পারি॥
মুণ্ড কাটি পাড়ে কারো কুণ্ডল-সহিত।
অস্ত্রসহ হস্ত কাটি পাড়িল ত্বরিত॥
যুধিষ্ঠিরে রক্ষিবারে ধায় বহু দল।
দৃষ্টিমাত্র কাটি পাড়ে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির কর্ণে তবে কহে উচ্চৈঃস্বরে।
শুন কর্ণ, এক কথা বলি যে তোমারে॥
দুর্য্যোধন-বাক্যে কর মম সহ রণ।
যুদ্ধ-অভিলাষ তোর খণ্ডাব এখন॥
এত বলি ধর্ম্ম মারিলেন দশ বাণ।
তাঁর শরাসন কাটে কর্ণ ধনুষ্মান॥
ক্রোধভরে যুধিষ্ঠির যেন হুতাশন।
টঙ্কারিয়া লইলেন অন্য শরাসন॥
যমদণ্ডসম ধনু অতি ভয়ঙ্কর।
মহেশের শূল যেন, জ্বলে বৈশ্বানর॥
কর্ণের সমান সেই বাণে যুধিষ্ঠির।
কর্ণের দক্ষিণ ভাগে বিন্ধিলেন বীর॥
বেদনা পাইল তাহে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
অবশ হইল তনু, খসি পড়ে ধনু।
অশোক-কিংশুক-সম রক্তে বহে তনু॥
হাহাকার কুরুবলে তখনি উঠিল।
পাণ্ডবের সৈন্যে জয়ধ্বনি প্রকাশিল॥
মহাসিংহনাদ করে পাণ্ডবের দল।
চেতনা পাইয়া উঠে কর্ণ মহাবল॥
যুধিষ্ঠির-বধ কর্ণ চিন্তি মনে মন।
টঙ্কারিয়া হাতে নিল দিব্য শরাসন॥
বিজয়-নামেতে ধনু নিল আরবার।
দিব্য ধনু, যেন চন্দ্র-সূর্য্যের আকার॥
সত্যসেন সুষেণ কর্ণের দুই-সুত।
তিন বাণে ধর্ম্ম বিন্ধে বিক্রমে অদ্ভুত॥
বিন্ধেন নৃপতি সত্যসেনের শরীরে।
তিন বাণে বিন্ধিলেন কর্ণ মহাবীরে॥
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ একেশ্বর।
সপ্ত বাণে বিন্ধে যুধিষ্ঠির কলেবর॥
রাজারে রাখিতে আসে যত যোদ্ধৃগণ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীমসেন দ্রুপদ-নন্দন॥
শিখণ্ডী নকুল সহদেব কাশীপতি।
শিশুপাল-পুত্র আসে অতি শীঘ্রগতি॥
একেবারে অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপর।
সর্ব্ব অস্ত্র নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
পাণ্ডবের সৈন্য সবে করে পরাজয়।
কালান্তক যম যেন কর্ণ মহাশয়॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির কাটিলেন ধনু।
সন্ধান পূরিয়া বীর বিন্ধিলেক তনু॥
কবচ কাটিয়া পাড়ে ধরণী-উপরে।
রুধির পড়িছে ধারে ধর্ম্ম-কলেবরে॥
ক্রোধে শক্তি ফেলি মারে রাজা যুধিষ্ঠির।
শক্তিঘাতে ভেদিলেন কর্ণের শরীর॥
তবে ক্রোধে কর্ণবীর মারে তীক্ষ্ণশর।
সেই শর বিন্ধিলেক ধর্ম্ম-কলেবর॥
হৃদয়ে বিন্ধিল আর বিন্ধিল কপাল।
ধ্বজ ছত্র কাটে বীর বিক্রমে বিশাল॥

গজ অশ্ব কাটা গেল, ঘটিল প্রমাদ।
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে সৈন্য করে আর্ত্তনাদ॥
আর রথে চড়িলেক ধর্ম্ম নৃপবর।
রথ চালাইয়া দেন কর্ণের উপর॥
জিনিলেক কর্ণ বীর পাণ্ডবের নাথে।
উপহাস করে কর্ণ ধর্ম্মের সাক্ষাতে॥
ক্ষত্রকুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন।
বাণেতে কাতর হ'য়ে পরিহর রণ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে দক্ষ বলি তোমা নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম্মে বটে তোমাকে বাখানি॥
আর যুদ্ধ না করিও কর্ণবীর-সনে।
যদি প্রাণে রক্ষা চাহ, যাহ নিজ স্থানে॥
এত বলি কর্ণবীর এড়িল নৃপতি।
ক্ষমিল সকল বীরে কর্ণ সেনাপতি॥
ক্রোধেতে আসিল ভীম মহাবলধর।
রাজারে করিল পাছু দুই সহোদর॥
কর্ণ-ভীম-সমাগমে হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া দেখে যত দেবগণ॥
কালদণ্ডসম যেন বিজলি-ঝলক।
কর্ণেরে মারিল ভীম অস্ত্র অসংখ্যক॥
শরে কর্ণবীরবরে করে ছারখার।
মহাশব্দে ভীমসেন করে মহামার॥
হাতে ধনু ল'য়ে ভীম সমরে প্রচণ্ড।
শরেতে রাধার পুত্র করে খণ্ড খণ্ড॥
দুই বীরে শরবৃষ্টি, ছাইল প্রকাশ।
অন্ধকারময় শূন্য, না চলে বাতাস॥
আকর্ণ পূরিয়া কর্ণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু করে খান খান॥
গদাঘাত কর্ণবীরে করে বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ রথের উপর॥
রথ ফিরাইল তবে সারথি সত্বর।
ক্ষণেকে চেতন পায় কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
বাহুযুদ্ধ করে দোঁহে নির্ভয়-শরীর।
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবীর॥

অশ্বত্থামাবীর তবে প্রতিজ্ঞা করিল।
রাজার গোচরে গিয়া কহিতে লাগিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্নবীর বটে মোর পিতৃবৈরী।
তোমারে তুষিব আজি তাহারে সংহারি॥
বিনা-ধৃষ্টদ্যুম্ন-বধে যদি যুদ্ধ করি।
আজিকার যুদ্ধে আমি হব পিতৃবৈরী॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর আসিলেক রণে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপতি আসিল তখনে॥
হুহুঙ্কার করি যুঝে দ্রোণপুত্র-সনে।
অশ্বত্থামা মহাবীর মিলিল সমানে॥
মহাবীর অশ্বত্থামা সংগ্রামে নিপুণ।
ধৃষ্টদ্যুম্নবীরের যে কাটে ধনুর্গুণ॥
অশ্বসহ সারথিরে করিল সংহার।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু দ্রোণের কুমার॥
ক্রোধভরে আসে অশ্বত্থামা মহাবীর।
মনে ভাবি কাটিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন-শির॥
ভীমসেন করিলেন তারে পরিত্রাণ।
আকাশে অমরগণ করয়ে বাখান॥
মহাবীর কর্ণ তবে বরিষয়ে শর।
বরিষার মেঘ যেন বর্ষে নিরন্তর॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডবসৈন্য কর্ণ-বীর শরে।
রাখিতে নারেন সৈন্য ধর্ম্ম-নৃপবরে॥
পুনঃ যুধিষ্ঠিরে ধায় কর্ণ মহাবীর।
নারাচ বাণেতে বিন্ধে রাজার শরীর॥
যুধিষ্ঠির-হৃদয়েতে বিন্ধে সাত বাণ।
ধর্ম্মের শরীর বিন্ধি কৈল খান খান॥
রাখিবারে নৃপতিরে আসে যোদ্ধৃগণ।
কর্ণ-বীর বাণে তাহা করে নিবারণ॥
সহদেব ও নকুল ধর্ম্ম-পাশে থাকে।
দুই ভাই বিপক্ষেরে মারে লাখে লাখে॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি কর্ণের সোসর।
কাটিল রাজার ধনু কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
একবাণে শরাসন করিল কর্ত্তন।
শর-ধনু কাটি বীর পাড়ে সেইক্ষণ॥

অশ্ব-রথ কাটে শীঘ্র কর্ণ বীরবর।
নিরন্তর অস্ত্র মারে ধর্ম্মের উপর॥
দুই ভাই চড়িলেন সহদেব-রথে।
পুনরপি কর্ণবীর ধনু নিল হাতে॥
পাণ্ডবের মামা শল্য মদ্র-অধিপতি।
কর্ণের সারথি সেই বীর মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় আকুল।
বিস্তর বলিল হ'য়ে পাণ্ডবানুকূল॥
শুন কর্ণ মহাশয়, আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা কেন বিস্মর এখন॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির-সঙ্গে আরম্ভিলে॥
অস্ত্রহীন যুধিষ্ঠির কবচ-রহিত।
তাঁহাকে বিন্ধিতে কর্ণ, না হয় উচিত॥
পার্থে এড়ি যুধিষ্ঠিরে মারিবার আশ।
কৃষ্ণসনে পার্থ করিবেক উপহাস॥
শল্যের বচন শুনি ফিরে কর্ণবীর।
লজ্জা পেয়ে শিবিরেতে যান যুধিষ্ঠির॥
রথ হৈতে নামিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
সরক্ত-শরীর রাজা, সবিকল মতি॥
সহদেব-নকুলেরে পাঠান সত্বর।
যথা যুদ্ধ করে মহাবীর বৃকোদর॥
যুধিষ্ঠিরে এড়ি কর্ণ অন্যকে ধাইল।
মৃগযূথমধ্যে যেন গজেন্দ্র পড়িল॥
যত অস্ত্র ভৃগুরাম দিল মহাবীরে।
সেই অস্ত্র মারে কর্ণ নির্ভয়-অন্তরে॥
পাণ্ডবের সৈন্যমাঝে পড়ে হাহাকার।
যুগান্তের যম যেন করিছে সংহার॥
অর্জ্জুন-অর্জ্জুন করি মহানাদ করে।
ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর গেল কোথাকারে॥
সংশপ্তকগণ-সঙ্গে সংগ্রাম দুষ্কর।
আসিতে অর্জ্জুন নাহি পান অবসর॥
 শ্রীকৃষ্ণ বলেন, শুন ধনঞ্জয় বীর।
সংহার করিল সব সৈন্য কর্ণবীর॥
পরশুরামের অস্ত্র করিল সন্ধান।
লক্ষ কোটি বাণ মারে, দেখ বিদ্যমান॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হের দেখ, সৈন্যসব সংগ্রামে পলায়॥
কৌরবের সৈন্য সব করে সিংহনাদ।
পাণ্ডবের সৈন্য সব গণিল প্রমাদ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠিরে নাহি দেখি সংগ্রাম-ভিতর॥
শুনিয়া কহেন ধনঞ্জয় গদাধরে।
সত্বরে চালাহ রথ, দেখি যুধিষ্ঠিরে॥
সংশপ্তকগণ মম আছে অবশিষ্ট।
শীঘ্রগতি চল প্রভু দেখি মোর জ্যেষ্ঠ॥
 অর্জ্জুন-বচনে কৃষ্ণ দেন অনুমতি।
যুধিষ্ঠির-স্থানে তবে যান শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করি তবে যান ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনে ধাইল অশ্বত্থামা মহাশয়॥
দিব্য অস্ত্র দুই বীর করিল সন্ধান।
দেবাসুর-যুদ্ধ যেন নাহি অবসান॥
দ্রোণপুত্রে জিনি ত্বরা পার্থ মহাবীর।
ভীমের পশ্চাতে আসিলেন অতি ধীর॥
জিজ্ঞাসেন ভীমসেনে রাজার বৃত্তান্ত।
কর্ণযুদ্ধ-কথা ভীম কহে আদ্যোপান্ত॥
কর্ণশরে ছিন্নভিন্ন হৈল কলেবর।
গেলেন বিষাদে রাজা শিবির-ভিতর॥
দৈবে বাঁচিলেন ভাই, ধর্ম্ম নরপতি।
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে মহামতি॥
 শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ-অর্জ্জুন-দুর্জ্জয়।
ভীমেরে বলেন তবে বীর ধনঞ্জয়॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণপুত্র রাজা দুর্য্যোধন।
ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব এখন॥
আমি হেথা যুদ্ধ করি, তুমি যাও তথা।
বৃত্তান্ত কহিয়া এস, রাজা আছে যথা॥
তবে ভীমসেন বলে, আমি আছি রণে।
যুদ্ধ হইতেছে মোর কুরুসৈন্য-সনে॥

হেনকালে যদি আমি যাই ত্যজি রণ।
নিন্দিবে পলাল বলি যত কুরুগণ॥
যুদ্ধ ছাড়িবার এই নহে ত সময়।
দেখিয়া আইস যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
ভীমেরে রাখিয়া তবে সংগ্রাম-ভিতরে।
কৃষ্ণ পার্থ আসিলেন দেখিতে রাজারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

—

● যুধিষ্ঠিরের তিরস্কারে অর্জ্জুনের ক্রোধ

শয়ন করিয়া আছে রাজা যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দেন গিয়া ধনঞ্জয়বীর॥
উল্লাসেতে উঠি বসিলেন যুধিষ্ঠির।
মনে মনে ভাবে, পড়িয়াছে কর্ণবীর॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির চিন্তে মনে মনে।
কর্ণ মোরে মহাদুঃখ দিল ঘোর রণে॥
আনন্দে আসিল কৃষ্ণ-পার্থ দুইজন।
বিনা কর্ণে মারি নহে হেথা আগমন॥
এত চিন্তি যুধিষ্ঠির নিবারিয়া দুখ।
হরিষে দেখেন কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের মুখ॥
জিজ্ঞাসা করেন যুধিষ্ঠির বারবার।
কহ ভাই পার্থ, এবে যুদ্ধ-সমাচার॥
দেবাসুর-জয়ী বীর সূর্য্যের নন্দন।
সভামধ্যে যারে পূজে মানী দুর্য্যোধন॥
যাহারে পরশুরাম দিল দিব্য ধনু।
অভেদ্য কবচ যার আবরিল তনু॥
যার ভুজবীর্য্যে দগ্ধ হই রাত্রিদিনে।
ত্রয়োদশবর্ষ মোরা আছিনু কাননে॥
মন স্থির নহে মোর, না ঘুচে তরাস।
নিরন্তর দেখি কর্ণ আসে মোর পাশ॥
হেন কর্ণে আজি বুঝি মারিলে সমরে।
আনন্দ না ধরে আজি আমার অন্তরে॥

মহাবীর কর্ণে তুমি কেমনে মারিলে।
মহাসিন্ধু হৈতে তুমি কেমনে তরিলে॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি অতি ভয়ঙ্কর।
সশঙ্কিত ধনঞ্জয় দিলেন উত্তর॥
আমারে অরিষ্ট ছিল সংশপ্তকগণ।
তার সনে এতক্ষণ হ'তেছিল রণ॥
তাহে অশ্বত্থামা-সনে আছিল বিরোধ।
শরবৃষ্টি করি তারে করিয়া নিরোধ॥
কর্ণে মারিবারে যাই করিয়া সন্ধান।
ভীমমুখে শুনিলাম তব অপমান॥
তোমার কুশল জানি যাই আরবার।
অবশ্য করিব আমি কর্ণেরে সংহার॥
অক্ষয় আছয়ে কর্ণ শুনিয়া বচন।
মহাক্রুদ্ধ হইলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কর্ণশরে ত্রাসিত যে পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুনেরে ভর্ৎসি তবে বলে মহামতি॥
মোরে পরাজিয়া সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড।
মহাযুদ্ধ করে কর্ণ সমরে প্রচণ্ড॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে বীর বৃকোদর।
আসিলে তাহারে যুদ্ধে রাখিয়া সত্বর॥
কর্ণেরে মারিবে বলি করিয়াছ পণ।
তারে দেখি এবে কেন কর পলায়ন॥
তব জন্ম-দিবসেতে হৈল দৈববাণী।
পৃথিবী জিনিয়া মোরে দিবে রাজধানী॥
দৈবের বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি।
তোমা-পুত্রে পুত্রবতী কুন্তী কেন লিখি॥
কেন না পড়িলি গর্ভ হৈতে পঞ্চমাসে।
বিফলে ধরিল কুন্তী তোরে গর্ভবাসে॥
অগ্নি তোরে ধনু দিল, ইন্দ্র দিল শর।
ভুবন-সংহার-অস্ত্র দিল মহেশ্বর॥
মায়ারথ দিল তোরে গন্ধর্ব্বের পতি।
অশ্বসব আছে তোর পবনের গতি॥
রথধ্বজে হনূমান্ মহাবলবন্ত।
আপনি সারথি কৃষ্ণ প্রতাপে অনন্ত॥

গাণ্ডীব শোভিছে হাতে আর ধনুঃশর।
পলাইলে কর্ণ-ভয়ে প্রাণেতে কাতর॥
গাণ্ডীবের যোগ্য তুমি নহ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ, শুন রে বর্ব্বর॥
আগে কৃষ্ণে দিতে যদি গাণ্ডীব তোমার।
এতদিনে কুরুকুল হইত সংহার॥
কৃষ্ণেরে গাণ্ডীব দেহ, কৃষ্ণ হৌন রথী।
রথের উপরে তুমি হও ত সারথি॥
এতেক দুর্ব্বাণী শুনি পার্থ বারে বারে।
খড়্গ লৈয়া উঠিলেন নৃপে কাটিবারে॥
নিবারিয়া কৃষ্ণ তারে করেন ভর্ৎসন।
জ্যেষ্ঠ ভাই কাটিবারে চাহ কি-কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন, মম প্রতিজ্ঞা নিশ্চয়।
হেন বাক্য বলে যেই তারে করি ক্ষয়॥
গাণ্ডীব ছাড়িতে মোরে যেই জন কবে।
অবশ্য কাটিব তারে গুরু যদি হবে॥
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিলে হয় নরক অনন্ত।
গুরু বধ কৈলে হয় নরক দুরন্ত॥
দুই কর্ম্মে নরকেতে হইবে প্রয়াণ।
তুমি দেব জান সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
গুরুজনে না বধিও, আছয়ে উপায়॥
সবে গণে গুরুনিন্দা সমান নিধন।
শুনি পার্থ কহে ধর্ম্মে পরুষ বচন॥
দোষ না জানিয়া যেবা করে অপমান।
শাস্ত্রেতে আছয়ে তার মরণ বিধান॥
গোঁসাই রাখিল তেঁই রহিল পরাণ।
নিজে ভয় পেয়ে করে মোরে অপমান॥
আপনি ভয়ার্ত্ত হও কর্ণযুদ্ধ দেখি।
হারিয়া আসিলে তুমি সংগ্রাম উপেক্ষি॥
ভীম নাহি দেয় কারো মনে অনুতাপ।
দুর্নিবার রণে যার অতুল প্রতাপ॥
শত শত হস্তী মারে গদার প্রহারে।
যূথে যূথে অশ্ব বীর বৃকোদর মারে॥
করয়ে দুষ্কর কর্ম্ম ভাই বৃকোদর।
সে নাহি নিন্দয়ে মোরে বলিয়া বর্ব্বর॥
তুমি কর অপকর্ম্ম সভার ভিতর।
পাশাতে হারিয়া যত ধন রত্ন ঘর॥
তোমার কারণে মোরা চারি সহোদর।
নানা দুঃখ ভুঞ্জিলাম বনের ভিতর॥
তোমার কারণে নষ্ট হৈল বন্ধুজন।
তোমার কারণে নষ্ট হৈল ক্ষত্রগণ॥
বিপদের হেতু তুমি হৈলে জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোমার কারণে মোরা এত দুঃখ পাই॥
আপনা কাটিতে চান বীর ধনঞ্জয়।
হাত হ'তে খড়্গ লন কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জ্জুন বলেন, করিলাম কোন্ কর্ম্ম।
গুরুনিন্দা করিলাম, যাহাতে অধর্ম্ম॥
আপনারে বধ করি প্রায়শ্চিত্ত-বিধি।
আজ্ঞা দাও, নিষেধ না কর গুণনিধি॥

কর্ণবধে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা

হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ।
আপনা-প্রশংসা কর, মরণ-সমান॥
নিজের প্রশংসা তুমি কৈলে বার বার।
তবে ত প্রতিজ্ঞা হৈতে হইবে উদ্ধার॥
আপনা-প্রশংসা তবে করেন অর্জ্জুন।
আমার সমান কেবা কত ধরে গুণ॥
মম সম ধনুর্দ্ধর নাহিক সংসারে।
বাহুবলে চারিদিক্ জিনেছি সমরে॥
সংশপ্তকগণে আমি করেছি সংহার।
কর্ণবীর সঙ্গে যুদ্ধ করি বারবার॥
মম সম বীর নাই পৃথিবী-ভিতর।
ভুবন-বিখ্যাত আমি মহা ধনুর্দ্ধর॥
এত বলি ধনঞ্জয় যুড়ি দুই কর।
অপরাধ ক্ষমা চান ধর্ম্মের গোচর॥

লজ্জায় কহেন পার্থ পড়িয়া চরণে।
নিন্দা করিয়াছি আমি ধর্ম্মের কারণে॥
অপরাধ ক্ষমা কর হরষিত-মনে।
ক্ষমহ সকল দোষ প্রসন্নবদনে॥
বিস্তর বলেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
অর্জ্জুন উপরে তুষ্ট হ'লেন নৃপতি॥
প্রতিজ্ঞা করেন তবে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর॥
এই চাপ ধরি কর্ণে সংহারিব শরে।
কর্ণে না মারিয়া আমি না আসিব ঘরে॥
তব পদ পরশিয়া কহিলাম সার।
সত্যভ্রষ্ট হব যদি কর্ণে রাখি আর॥
ভক্তিভরে মন রাখি গোবিন্দ-চরণে।
রথে উঠিলেন পার্থ শ্রীকৃষ্ণের সনে॥
শ্রীকৃষ্ণেরে বলিলেন বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আমি লভিব বিজয়॥
আজি ধৃতরাষ্ট্র হবে পুত্র-পৌত্রে হীন।
আজি বসুমতী হবে ধর্ম্মের অধীন॥
আজি দুর্য্যোধন রাজা নিহত হইবে।
শকুনি-সহায়ে পাশা কভু না খেলিবে॥
আজি সুখে নিদ্রা যাইবেন যুধিষ্ঠির।
আজি যুদ্ধে পড়িবেক কর্ণ মহাবীর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান

হেনমতে চলিলেন সংগ্রাম-ভিতর।
কৃষ্ণের সহিত পার্থ মহাধনুর্দ্ধর॥
মাদ্রীপুত্রদ্বয়সহ বীর বৃকোদর।
নিরখিয়া কুরুবল বরিষয়ে শর॥
সারথি বিশোক-নামে, তারে ভীম পুছে।
আমার রথেতে দেখ, কত অস্ত্র আছে॥
সমরে মারিব আজি সব কুরুবর।
যাবৎ না আসে পার্থ মহাধনুর্দ্ধর॥
অথবা কর্ণেরে মারি সংগ্রাম-ভিতরে।
নিস্তেজ করিব আজি দুর্য্যোধনবীরে॥
ভীমের বচনে তবে বিশোক দেখিল।
ষাইট হাজার শর গণিয়া বলিল॥
তীক্ষ্ণ ক্ষুর-বাণ আছে অযুতে অযুত।
নারাচ সহস্র ত্রিশ আছয়ে প্রস্তুত॥
অযুতেক বাণ আছে, বজ্রের সমান।
আর যত বাণ আছে, কে করে সংখ্যান॥
অবশিষ্ট কত বাণ রথোপরি রহে।
বিশোক সারথি তবে ভীম-প্রতি কহে॥
তবে ভীমসেনবীর প্রতিজ্ঞা করিল।
আজিকার রণে কৌরবেরা হত হৈল॥
যতক্ষণ না আইসে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়।
সসজ্জ করহ রথ লভিতে বিজয়॥
সহসা উত্তরদিকে হৈল কোলাহল।
ছাইল অর্জ্জুন বাণে গগনমণ্ডল॥
চতুরঙ্গ-সেনা পড়ে অর্জ্জুনের বাণে।
হাহাকার শব্দ করে যত কুরুগণে॥
সৌবল বলিল, শুন রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ, নাশে পার্থ সৈন্য অগণন॥
আমি আগুসরি করি ভীমেরে সংহার।
মজিল কৌরবসেনা, নাহিক নিস্তার॥
বলিষ্ঠ সৌবল দেখ ভীম প্রতি ধায়।
মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল তথায়॥
শক্তি হানিলেক ভীম, সৌবলের মাথে।
সৌবল ধরিল সেই শক্তি বামহাতে॥
সেই শক্তি ফেলি মারে ভীমের উপরে।
বাহু বিন্ধি রথোপরে পাড়িল ভীমেরে॥
পুনঃ উঠি ভীমসেন বিন্ধিল সৌবলে।
মূর্চ্ছিত সৌবল রাজা পড়িল ভূতলে॥
রথ ফিরাইয়া নিল রথের সারথি।
ভঙ্গ দিল কুরুদলে যত সেনাপতি॥

সৈন্য ভঙ্গ দিল তাহা দেখে দুর্য্যোধন।
যত সৈন্যগণ নিল কর্ণের শরণ ॥
যুদ্ধেতে আসিল কর্ণ দেখি সৈন্যভঙ্গ।
জ্বলন্ত অনল যেন, বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব বরিষয়ে শর।
বেড়িয়া মারয়ে সবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
বিংশতি শরেতে তবে বিন্ধে সাত্যকিরে।
শিখণ্ডীকে দশ বাণ, পঞ্চ বৃকোদরে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নে শত বাণ মারে বজ্রসার।
সপ্তদশ বাণ মারে দ্রুপদ-কুমার ॥
সংশপ্তকে সহদেব মারে দশ শর।
নকুল মারিল সাত বাণ ধনুর্দ্ধর ॥
ক্রমেতে বিন্ধিল ভীম ত্রিশ মহাশর।
সব শর নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাসিয়া বিজয়-ধনু লইলেক হাতে।
বাণাঘাতে সর্ব্বসৈন্য ধায় চতুর্ভিতে ॥
সাত্যকির ধ্বজ কাটি কাটে শরাসন।
হৃদয়ে বিন্ধিল তার বাণ সেইক্ষণ ॥
তিন বাণে সারথিরে করিল নিধন।
রথশূন্য হইলেক সাত্যকি তখন ॥
নিমেষে বিমুখ কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
ভীত হ'য়ে সব সৈন্য পলায় সত্বর ॥
ত্রাসেতে পাণ্ডব-সৈন্য পলায় সকল।
লণ্ডভণ্ড করিলেক পাণ্ডবের দল ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন দহে তূলারাশি।
রণভূমি চাপি যেন বিপক্ষ গরাসি ॥
দূরে থাকি দেখিলেন পার্থ মহাবীর।
দেবাসুর-যুদ্ধে যার নির্ভয়-শরীর ॥
কৃষ্ণেরে বলেন মহাবীর ধনঞ্জয়।
হের দেখ, কর্ণবীর যুঝয়ে নির্ভয় ॥
ভাঙ্গিল পাণ্ডব-দল, সৈন্য দিল ভঙ্গ।
পলাইয়া যায় যেন আকুল কুরঙ্গ ॥
ত্বরিত চালাহ রথ, কৃষ্ণ মহাবল।
সংগ্রামে মারিব আজি কৌরব সকল ॥

হাসিয়া চালান রথ গোবিন্দ সারথি।
দূরে থাকি রথ দেখে কুরু নরপতি ॥
কর্ণেরে বলিল তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হের দেখ, আসিতেছে নর-নারায়ণ ॥
ক্রোধভরে আসিতেছে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাহি সংগ্রাম-ভিতর ॥
সর্ব্বসৈন্যে আদেশিল কর্ণ মহামতি।
সবে মেলি বধ কর পার্থ মহারথী ॥
অশ্বত্থামা দুঃশাসন-বীর আদি করি।
অর্জ্জুনে বেড়িল আসি কর্ণ আগুসরি ॥
হইল দারুণ রণ দেবাসুর-তুল।
দুই দলে মহাযুদ্ধ বাধিল তুমুল ॥
অর্জ্জুনের বাণে সবে বিমুখ হইল।
হাতে অস্ত্র কর্ণবীর রণে প্রবেশিল ॥
সাত্যকি বিন্ধিল বাণ কর্ণ-বিদ্যমান।
কাটিয়া সকল সৈন্য করে খান খান ॥
গদা ল'য়ে ভীমসেন করে মহারণ।
সহস্র সহস্র পড়ে অশ্ব-গজগণ ॥
তবে দুঃশাসন বীর বাছি মারে শর।
তিন বাণে বিন্ধিলেক ভীম-কলেবর ॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
শরেতে জর্জ্জর হৈল ভীম মহামতি ॥
মত্তগজসম ভীম গদা ল'য়ে হাতে।
যম-সম আসিলেক সংগ্রাম করিতে ॥
গদা ফেলি মারিলেক দুঃশাসন-শিরে।
দুঃশাসন পড়ে শতধনুক-অন্তরে ॥
সারথি কবচ অশ্ব আর শরাসন।
গদার প্রহারে চূর্ণ কৈল সেইক্ষণ ॥
রণেতে পড়িল যদি বীর দুঃশাসন।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা ভীম করিল স্মরণ ॥
শীঘ্র গেল, যথা পড়ে দুষ্ট দুঃশাসন।
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে সেইক্ষণ ॥
দাণ্ডাইয়া দেখে যত কৌরব-কুমার।
বাহু আস্ফালিয়া ভীম বলে বার বার ॥

দুঃশাসন দুরাত্মার রক্ত করি পান।
কার শক্তি আজি এরে করে পরিত্রাণ ॥
ক্রোধমনে ভীমসেন কহে উচ্চৈঃস্বরে।
হইল রাক্ষস-মূর্ত্তি সংগ্রাম-ভিতরে ॥
অতিক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার।
খড়্গ ল'য়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥
বেগে রক্ত উঠে প্রস্রবণের সমান।
মহানন্দে ভীমসেন করে তাহা পান ॥
করিয়া শোণিত-পান কহে বৃকোদর।
অমৃত-পানেতে যেন ভরিল উদর ॥
ঘৃত-মধু-শর্করাতে নাহি পরিতোষ।
মায়ের দুগ্ধেতে যত না হয় সন্তোষ ॥
ততোধিক তৃপ্তি ইথে ঘুচে অবসাদ।
কি মধুর দুঃশাসন রুধির আস্বাদ ॥
দুর্য্যোধন কর্ণ বীর দেখে বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসন-রক্ত পান ॥
রক্ত পান করে ভীম সংগ্রাম-ভিতরে।
রাক্ষস বলিয়া লোকে পলাইল ডরে ॥
দেখিয়া আসিল বীর কর্ণ মহামতি।
ভীমের উপরে বাণ মারে শীঘ্রগতি ॥
যুধামন্যু মহাবীর যোড়া-শর মারে।
চিত্রসেন মহাবীর পড়িল সমরে ॥
দুঃখী হ'য়ে কর্ণবীর ভ্রাতার মরণে।
পাণ্ডব-সৈন্যেতে তবে আসিল আপনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত যেমন।
কাশী কহে, কর্ণপর্ব্বে মরে দুঃশাসন ॥

— —

● কর্ণপুত্র বৃষসেন বধ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় যুদ্ধ-বিবরণ।
ব্যক্ত করি যুদ্ধ-কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, দুর্য্যোধন কর্ণ বীরে কয়।
গাণ্ডীব লইয়া আসে বীর ধনঞ্জয় ॥
রক্তপান করি তবে বীর বৃকোদর।
দুঃশাসন-রুধিরেতে লেপে কলেবর ॥
দুর্য্যোধন যথা আছে সেনাগণ-সঙ্গে।
অস্ত্র ল'য়ে তথা ভীম ধায় মনোরঙ্গে ॥
দশ বাণ মারি ক্রমে কাটে পাঁচজন।
ভয়েতে পলায় সেই শোকে দুর্য্যোধন ॥
দেখি কর্ণ আসিলেক করিবারে রণ।
কর্ণে দেখি পলাইল পাণ্ডু-সৈন্যগণ ॥
সর্ব্বসৈন্য ভঙ্গ দিল, নাহি চায় পাছে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন-প্রাণ মাত্র আছে ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ণবীর খ্যাত ধনুর্দ্ধর।
মুখ্যবীর বৃষসেন হাতে নিল শর ॥
নকুলসহিত কর্ণ-পুত্র করে রণ।
নকুলের রথ কাটি ফেলে সেইক্ষণ ॥
ভীম-রথে চড়িলেক নকুল দুর্জ্জয়।
মহাবলবন্ত বীর সমরে নির্ভয় ॥
মাদ্রী-পুত্রদ্বয় আর ধৃষ্টদ্যুম্নবীর।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নির্ভয়-শরীর ॥
ভীম খেদাড়িয়া চলে বীর বৃষসেনে।
নাহিক কিঞ্চিৎ ভয় কর্ণের নন্দনে ॥
অশ্বত্থামা কৃপ দুর্য্যোধন নরপতি।
বৃষসেনে রক্ষিবারে আসে শীঘ্রগতি ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ অস্ত্রের নির্ঘাত।
চতুরঙ্গদলে হৈল বহুল নিপাত ॥
তবে বৃষসেনবীর কর্ণের নন্দন।
তিন বাণে অর্জ্জুনেরে বিন্ধে সেইক্ষণ ॥
মারিল দ্বাদশ শর কৃষ্ণ-কলেবরে।
মহাবীর বৃকোদর বিন্ধিলেক শরে ॥
সাত বাণে নকুলের নাশে অহঙ্কার।
মহাবীর বৃষসেন সমরে দুর্ব্বার ॥
রুষিয়া অর্জ্জুনবীর হাতে নিল শর।
তাহাতে বিন্ধেন বৃষসেন-কলেবর ॥
ক্ষুরবাণে ধনঞ্জয় কাটি ধনুর্ব্বাণ।
মাথা কাটি পাড়িলেন কর্ণবিদ্যমান ॥

পুত্রশোকে কর্ণের লোচনে জল ঝরে।
উল্কাপাত হয় যেন পৃথিবী-উপরে॥
পুত্রশোকে কর্ণবীর ধাইল সত্বর।
যুগান্তের যম যেন, হাতে ধনুঃশর॥
সিংহনাদ ছাড়ে বীর, বলে ধর ধর।
দেখিয়া পাণ্ডব-সৈন্য পলায় সত্বর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ

অর্জ্জুনে বলেন কৃষ্ণ, শুন মহামতি।
পুত্রশোকে ধায় দেখ কর্ণ সেনাপতি॥
দেবাসুর-জয়ী জান কর্ণ মহাবীর।
সাবধানে যুদ্ধ কর, না হও অস্থির॥
হের দেখ, শরজাল বর্ষে কর্ণ বীর।
বরিষার মেঘ যেন বরিষয়ে নীর॥
ইন্দ্রের ধনুক যেন দেখ বিদ্যমান।
কর্ণের হাতেতে শোভে যেই ধনুর্ব্বাণ॥
মহাবীর দুর্য্যোধন করে সিংহনাদ।
ধনুকে টঙ্কার শুনি, জয় জয় নাদ॥
রণ করি কর্ণবীরে করহ নিধন।
তোমার সমান বীর নাহি কোন জন॥
প্রসন্ন হইয়া বর দিল শূলপাণি।
কর্ণে সংহারিবে তুমি, ইহা আমি জানি॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, না হও বিস্ময়।
কর্ণেরে মারিব আজি, জানিহ নিশ্চয়॥
হেনকালে কর্ণ আসে সংগ্রাম-ভিতরে।
পুত্রশোকে অশ্রুধার নয়নেতে ঝরে॥
দুই বীরে দেখাদেখি হইল সত্বর।
রণেতে শোভিল যেন দুই দিবাকর॥
দুই রথে দীপ্তিমান্ উভয়ের ধ্বজ।
এক ধ্বজে কপি শোভে আর ধ্বজে গজ॥
কর্ণে বেড়ি কৌরবেরা করে সিংহনাদ।
শঙ্খ ভেরী বাজে, আর জয় জয় নাদ॥
অর্জ্জুনেরে বেড়ি নানাবিধ বাদ্য বাজে।
সিংহনাদ শব্দ করে পাণ্ডব-সমাজে॥
নানা অস্ত্র মারি সৈন্য করয়ে নিধন।
মহাবজ্রাঘাতে যেন পড়ে তরুগণ॥
অন্য গজ দেখি যেন গজেন্দ্র রুষিল।
ঊর্দ্ধমুখ করি সৈন্য সংগ্রামে পশিল॥
দুই দলে মিশামিশি চাহে কুতূহলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব আসে গগনমণ্ডলে॥
যতেক দানব যক্ষ পিশাচ রাক্ষস।
সকলে বাঞ্ছয়ে সদা রাধেয়ের যশ॥
ইচ্ছেন অর্জ্জুন-যশ সকল অমর।
অন্তরীক্ষে কর্ণ-যশ বাঞ্ছে দিবাকর॥
অর্জ্জুনের যশ চান ত্রিদশ-ঈশ্বর।
দুই বীরে যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
শল্যেরে জিজ্ঞাসে তবে কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
আমারে স্বরূপ কহ শল্য বীরবর॥
অর্জ্জুনের যুদ্ধে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে তুমি কিবা কর্ম্ম করিবে আপনে॥
হাসিয়া বলিল শল্য, আমি একেশ্বর।
কৃষ্ণসহ সংহারিব পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
গোবিন্দেরে জিজ্ঞাসেন বীর ধনঞ্জয়।
যদ্যপি আমারে কর্ণ করে পরাজয়॥
কি কার্য্য করিবে তুমি নিজে নারায়ণ।
কেমনে হইবে তবে কর্ণের নিধন॥
হাসিয়া বলেন তবে কৃষ্ণ মহাশয়।
শুন বীর ধনঞ্জয়, কহিব নিশ্চয়॥
শূন্য হ'তে ভ্রষ্ট হন মিহির প্রবল।
খণ্ড খণ্ড হয় যদি ধরণীমণ্ডল॥
অনল শীতল যদি হয় বিপরীত।
নারিবে জিনিতে তোমা কর্ণ কদাচিৎ॥
অর্জ্জুন বলেন তবে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণেরে সংহার॥

শঙ্খ-ভেরী-আদি করি ঘন ঘন বাজে।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় রণ-মাঝে॥
শরে শর নিবারিল দুই মহাবীরে।
চারিদিকে বীরগণ ছাইলেক শরে॥
অর্জ্জুনে বিন্ধিল দশ বাণে কর্ণবীর।
হাসেন অর্জ্জুন বীর অক্ষত-শরীর॥
আকর্ণ পূরিয়া তবে বীর ধনঞ্জয়।
দশ বাণ মারিলেক কর্ণের হৃদয়॥
এইমতে বাণযুদ্ধ হইল বিস্তর।
অক্ষয়-শরীর দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর॥
নারাচ বরিষে কত অতি-খরশাণ।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপ্রাদি আর নানা বাণ॥
অস্ত্রগণ পড়ে, যেন পক্ষী ঝাঁকে ঝাঁকে।
ভ্রূকুটি-কটাক্ষে যেন বিজুলি ঝলকে॥
কর্ণেরে পরশুরাম ব্রহ্ম-অস্ত্র দিল।
হেন অস্ত্র কর্ণবীর সন্ধান পূরিল॥
যুগান্তের যম যেন উড়ে যায় শর।
নিবারিতে নারিলেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সিংহবেগে পড়ে বাণ অর্জ্জুন-উপরে।
হেনকালে কৃষ্ণ তাহা ধরে দুই করে॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র নিবারণ কৈল নারায়ণ।
কৃষ্ণার্জ্জুনে ভীম তবে বলিল বচন॥
উপরোধ ছাড় ভাই, না করিহ হেলা।
কর্ণ বধ কর, অস্ত্র যোড় এই বেলা॥
সাবধানে মার অস্ত্র, না হও বিমন।
তব বিদ্যমানে পড়ে তব সৈন্যগণ॥
অযুত অযুত অস্ত্র এড়ে ধনঞ্জয়।
মহাসত্ত্ব কর্ণ বীর নাহি করে ভয়॥
বাণে অন্ধকার করিলেক কর্ণ বীর।
পাণ্ডবের সৈন্যগণ হইল অস্থির॥
নানা বাণে বিদ্ধ হৈল পার্থ-কলেবর।
সব বাণ কাটি ফেলে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
মারিল নারাচ বাণ কৃষ্ণের শরীরে।
আর যত বাণ পড়ে, কে বর্ণিতে পারে॥
সর্ব্বলোক চিন্তাযুক্ত চাহি দুই জনে।
কৃষ্ণার্জ্জুনে আবরিল কর্ণ মহাবাণে॥
সর্ব্বাঙ্গ হইল ক্ষত, পার্থ ধনুর্দ্ধর।
অজস্র এড়েন বাণ কর্ণের উপর॥
কর্ণ শল্য কুরুবল বাণে আবরিল।
অন্ধকার করি সবে বাণ বরষিল॥
শল্যকে বিন্ধেন পার্থ তীক্ষ্ণ সপ্ত-শরে।
বিন্ধেন দ্বাদশ বাণ কর্ণের শরীরে॥
রুধির পড়িছে ধারে কর্ণের শরীরে।
পুনঃ সপ্তবাণে বিন্ধে কর্ণ মহাবীরে॥
সহস্র সহস্র বাণ নিমেষে চলিল।
অন্ধকার করি অস্ত্র গগন ভরিল॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন বিজলি-তরঙ্গ।
নষ্ট হৈল কুরুবল, রণে দিল ভঙ্গ॥
ভঙ্গ দিল কুরুবল, কর্ণ একেশ্বর।
দুর্জ্জয় সারথি তাহে শল্য ধনুর্দ্ধর॥
জয়নাদ করে অস্ত্র ধরি করে বীর।
দেবাসুর-যুদ্ধে যার নির্ভয় শরীর॥
কর্ণ বীর অর্জ্জুনের বধ-বাঞ্ছা করি।
অর্জ্জুনে মারিতে এড়ে অস্ত্র সারি সারি॥
শরজালে কর্ণবীর পূরিল গগন।
কম্পমান হইল পাণ্ডব-সৈন্যগণ॥
সহসা ভুজঙ্গ এক রাক্ষস-সমান।
উঠিয়া পাতাল হ'তে হৈল আগুয়ান॥
যুদ্ধ করে কর্ণ বীর পার্থের সহিতে।
দাণ্ডাইয়া কহে সর্প কর্ণের সাক্ষাতে॥
মোর মাতৃবধ কৈল কুন্তীর কুমার।
এই কালে করি আমি পার্থেরে সংহার॥
কোনরূপে করি আজি অর্জ্জুনে সংহার।
অতি ক্রোধে সর্প তবে বলে বারবার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

মেদিনী-কর্তৃক কর্ণের রথচক্র গ্রাস

দহিতে খাণ্ডব-বন, মোর মায়ে বিনাশন,
করিলেক পাণ্ডুর নন্দন।
আজি প্রতিশোধ নিব, অর্জ্জুনেরে সংহারিব,
কর্ণসনে করিব মিলন॥
এতেক ভাবিয়া নাগ, মনেতে করিয়া রাগ,
আকাশে উঠিল সেইক্ষণ।
জননী-বৈরিতা শোধি, কিরূপে অর্জ্জুনে বধি,
এই যুক্তি ভাবে মনে মন॥
আপনি সুবুদ্ধি বীর, সঙ্কুচিয়া স্ব-শরীর,
রণমধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখেতে অনল জ্বলে, উল্কা যেন ভূমিতলে,
যোগবলে হৈল বাণ-বেশ॥
হেনকালে দিব্য বাণ, কর্ণ পূরিল সন্ধান,
অর্জ্জুনের বধ ইচ্ছা করি।
সুবিখ্যাত কর্ণবীর, ক্রোধভরে নহে স্থির,
রুদ্রবাণ নিল করে ধরি॥
রুদ্রবাণ ল'য়ে হাতে, মহাবীর অঙ্গনাথে,
অধিষ্ঠান তাহে হৈল সর্প।
সন্ধান পূরিল ধীর, বিনাশিতে পার্থবীর,
পরশুরামের যত দর্প॥
ভুবন কাঁপয়ে ডরে, উল্কাপাত মহী'পরে,
মহাশব্দ শুনিতে নির্ঘাত।
হাহাকার করে লোক, দিকপাল করে শোক,
আজি হৈল অর্জ্জুন-নিপাত।
বুঝিয়া বিষম কাজ, মানা করে শল্যরাজ,
ভাগিনারে করিবারে ত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর, পুনশ্চ সন্ধান কর,
শরাসন নহে পরিমাণ॥
ক্রোধমুখে কহে কর্ণ, নয়ন অরুণবর্ণ,
না করিব সেই শরবৃষ্টি।
মারে আর দুই শর, বিন্ধি করে জর জর,
উপদেশ না করে অনিষ্টি॥
মারিব অর্জ্জুন তোকে, দেখিবে সকল লোকে,
এত বলি কর্ণ এড়ে শর।
আকাশে আসিছে বাণ, অগ্নি যেন দীপ্তিমান্,
ব্যস্ত হৈল দেব দামোদর॥
পায়ে চাপি রথবর, বসায়েন ভূমি'পর,
হাঁটু গাড়ি তুরঙ্গ পশিল।
প্রশংসয়ে দেবগণ, সুশিক্ষিত জনার্দ্দন,
এক হস্তে পৃথিবী ধরিল॥
পার্থ মহাবীরবর, নাশিতে নারেন শর,
মাথার কিরীট কাটা গেল।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল, নানারত্ন শোভা ছিল,
যে কিরীট ইন্দ্র দিয়াছিল॥
যেন অস্ত গিরিবর, একা রহে দিনকর,
গিরি হ'তে চূড়া পড়ে খসি।
সে হেন কিরীট পড়ি, ভূমে যায় গড়াগড়ি,
প্রভা উঠে গগন পরশি॥
পুনঃ গেল সর্পবাণ, কর্ণ বীর বিদ্যমান,
বিনয়ে কহিল বহুতর।
না পাই সন্ধান যোগ, বিফল হইল ভোগ,
এড়ে পুনঃ উল্কাসম শর॥
পুছে কর্ণ মহাশয়, সর্প দিয়া পরিচয়,
কহে, পুনঃ করহ ক্ষেপণ।
পূর্ব্বের সংগ্রাম যত, সকলি হইল হত,
এবে কর অর্জ্জুনে নিধন॥
জানিয়া কর্ণের দর্প, পুনঃ গেল কালসর্প,
অর্জ্জুনেরে করিতে সংহার।
মুখেতে অনল বৃষ্টি, ধাইলেক ঊর্দ্ধদৃষ্টি,
সর্ব্বলোক দেখে ভয়ঙ্কর॥
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ কহেন সত্য,
সন্ধান করহ ধনঞ্জয়।
সত্বরে আসিছে সর্প, অগ্নি সম করি দর্প,
শীঘ্র তারে কর পরাজয়॥
ছয় বাণ যুড়ি বীর, কাটেন সর্পের শির,
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল।

সর্পে পরাজয় করি, কৃষ্ণ দুই হাতে ধরি,
ভূমি হৈতে রথ উদ্ধারিল ॥
পুনঃ কর্ণ ধরি ধনু, বিন্ধে অর্জ্জুনের তনু,
বাছিয়া বাছিয়া এড়ে বাণ।
বাণে নিবারিয়া বাণ, ধনঞ্জয় ধনুষ্মান,
নিজ বাণ করেন সন্ধান ॥
কর্ণের শরীর ভেদি, রক্তে যেন বহে নদী,
সর্ব্বগায়ে বহিছে রুধির।
কর্ণবীর অস্ত্র মারে, সব অস্ত্র নাশ করে,
পুনঃ অস্ত্র এড়ে মহাবীর ॥
ভেদিল দ্বাদশ শরে, দামোদর-কলেবরে,
আর বাণ মারে শীঘ্রগতি।
সন্ধান করিয়া শরে, বিন্ধিলেক পার্থ বীরে,
হাসে বীর কর্ণ যোদ্ধৃপতি ॥
ইন্দ্র যেন এড়ে শর, ক্রোধে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
কর্ণের বিন্ধেন কলেবর।
রুদ্র-পরাক্রমে বীর, সঘনে ছাড়েন তীর,
রবিসুত হইল কাতর ॥
ব্যথা পায় কর্ণবীর, তিল-অর্দ্ধ নহে স্থির,
মাথার মুকুট পড়ে খসি।
অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে, মুকুট ভূমিতে পড়ে,
প্রভা উঠে গগন পরশি ॥
দৃঢ়তর সুসন্ধানে, কবচ কাটেন বাণে,
নিবারিতে নারে কর্ণবীর।
বাছিয়া মারেন শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
পুনঃ পুনঃ মারিছেন তীর।
হৈল যেন বজ্রাঘাত, কম্পে যেন দিননাথ,
কর্ণবীর সহিতে না পারে।
বাছিয়া মারিয়া শর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
সত্বরে বিন্ধেন কর্ণবীরে ॥
অবশ হইল তনু, খসিল হাতের ধনু,
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণবীর।
কর্ণেরে মূর্চ্ছিত দেখি, কহেন শ্রীকৃষ্ণ ডাকি,
শুন ধনঞ্জয় মহাবীর ॥
সাবধানে কর রণ, আজি কর নিপাতন,
শীঘ্র বিন্ধ কর্ণের শরীর।
প্রকাশিয়া নিজ শৌর্য্য, কর কর্ণ-বধ-কার্য্য,
যাহা কহিলেন যুধিষ্ঠির ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য, নাশিতে বিপক্ষ-পক্ষ,
পার্থ মারিলেন বহু শর।
আবরিল অশ্ব রথ, ছাইল গগন-পথ,
অন্ধকার কৈল দিনকর ॥
যেন শত কুঞ্জতরু, জড়িত পর্ব্বতগুরু,
সেইরূপ কর্ণ মহাবল।
মহা অস্ত্র যত ছিল, সে-সকল পাসরিল,
গুরুশাপে হইল বিকল ॥
মহাসত্ত্ব কর্ণবীর, চৈতন্য পাইয়া ধীর,
নানা অস্ত্র করে বরিষণ ॥
খরতর সুসন্ধানে, অশ্ব হস্তী সেনাগণে
কর্ণবীর করিল নিধন ॥
তিন বাণে জনার্দ্দনে, বিন্ধিলেক সেইক্ষণে,
সাত বাণ মারে ধনঞ্জয়ে।
পুনর্ব্বার দশ বাণে, বিন্ধিলেক সেইক্ষণে,
মহাবীর পার্থ মহাশয়ে ॥
তবে তেজোময় বাণ, পার্থ করেন সন্ধান,
বিন্ধিলেক কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
অর্জ্জুনের অস্ত্র যত, নিবারিল শত শত,
শর ব্যর্থ, ভাবে পার্থ বীরে ॥
কাটা গেল ধনুর্গুণ, লজ্জিত হইয়া পুনঃ,
আর গুণ দিয়া যুড়ি শরে।
অর্জ্জুন মারেন শর, কাটে কর্ণ ধনুর্দ্ধর,
হাসি পুনঃ বাণ নিল করে ॥
ধরিয়া বিজয়-ধনু, বিন্ধিল অর্জ্জুন-তনু,
শরে কর্ণ করে অন্ধকার।
অর্জ্জুনে ফাঁফর দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কহেন ডাকি,
শীঘ্র কর কর্ণেরে সংহার ॥
কৃষ্ণবাক্যে রুদ্রবাণ, পার্থ করেন সন্ধান,
বজ্র যেন হাতে নিল শক্র।

ব্যক্ত হয় ব্রহ্মশাপ, কর্ণ পায় অনুতাপ,
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র ॥
ক্রন্দন করয়ে বীর, নয়নেতে বহে নীর,
অর্জ্জুনে কহিল উচ্চৈঃস্বরে।
মুহূর্ত্তেকে ক্ষমা কর, ওহে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
রথচক্র উদ্ধারিব করে ॥
যেই জন মুক্তকেশ, প্রহারে বিকল-বেশ,
শরণ মাগয়ে যদি রণে।
কবচ-রহিত জনে, না ধরয়ে অস্ত্রগণে,
তারে মারে কাপুরুষ জনে ॥
তুমি লোকে নরোত্তম, তব কীর্ত্তি অনুপম,
ধর্ম্মজ্ঞানে তোমারে বাখানি।
রথের উপরে তুমি, অভাগ্যেতে আমি ভূমি,
মুহূর্ত্তেক ক্ষমা কর জানি ॥
কৃষ্ণ হৈতে নাহি ভয়, তোমাকে সংশয় হয়,
সে-কারণে সাধি হে তোমাকে।
বিধি মোরে হৈল বক্র, পৃথিবী গ্রাসিল চক্র,
ক্ষমা করি উদ্ধার আমাকে ॥

——

কর্ণ-বধ

শুনিয়া কর্ণের বাণী, ক্রোধে কন চক্রপাণি,
বিপদকালেতে শুনি ধর্ম্ম।
একবস্ত্রা রজস্বলা, দ্রুপদ-নন্দিনী বালা,
সভা-মধ্যে কৈলে কোন্ কর্ম্ম ॥
শকুনি-সৌবল-সনে, নরাধম দুর্য্যোধনে,
কপটে রচিলে পাশা সারি।
ক্ষত্রধর্ম্ম ছাড়ি কার্য্য, কপটে লইলে রাজ্য,
কোন্ শাস্ত্রে পাইলে বিচারি ॥
সন্দেশ মিশ্রিত বিষে, ভীমে খাওয়াইলে শেষে,
বান্ধিয়া তাহার কলেবর।
ফেলাইয়ে দিলে জলে, রক্ষা পায় ধর্ম্মবলে,
সেই কথা কহিতে বিস্তর ॥
জৌগৃহ নির্ম্মাণ করি, তাহাতে পাণ্ডবে ভরি,
অগ্নি দিলে কি বিচার করি।
কোন্ শাস্ত্রে হেন ধর্ম্ম, বিচারিয়া কহ মর্ম্ম,
দৈবে তাহা আনিল উদ্ধারি ॥
দ্বাদশ বরষ বনে, বঞ্চিলেক পঞ্চজনে,
বৎসরেক যে রহে অজ্ঞাতে।
সভাতে মাগিল যবে, রাজ্য নাহি দিলে তবে,
হেন ধর্ম্ম বুঝাও কিমতে ॥
অভিমন্যু গেল রণে, বেড়ি মার সপ্তজনে,
দুগ্ধপোষ্য শিশু ত কুমার।
কোন্ ধর্ম্মে মার তারে, কহিবে স্বরূপ মোরে,
কোথা ছিল ধর্ম্মের বিচার ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা, অর্জ্জুনের বাড়ে ব্যথা,
পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথা মনে হয়।
বাড়িল পার্থের ক্রোধ, না মানেন উপরোধ,
রক্তচক্ষু ওষ্ঠ কম্পময় ॥
তবে কর্ণ মহাক্রোধে, নিতান্ত মরিব বোধে,
দিব্য অস্ত্র যোড়ে শরাসনে।
অর্জ্জুন ব্রহ্মাস্ত্র মারি, কর্ণ বাণ ব্যর্থ করি,
অগ্নিবাণ যোড়ে সেইক্ষণে ॥
পার্থ ছাড়ে অগ্নিবাণ, যেন অগ্নি দীপ্তিমান্,
কর্ণপানে চান একদৃষ্টি।
বরুণ-বাণেতে কর্ণ, জলে করে পরিপূর্ণ,
অনল নিবায় করি বৃষ্টি ॥
অর্জ্জুনের বায়ুবাণ, মেঘে করে খান খান,
পুনঃ কর্ণ যোড়ে মহাশর।
হাহাকার দেবগণে, ভূমিকম্প ক্ষণে ক্ষণে,
বাণ এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হৃদয়ে বিন্ধিল শর, রক্ত পড়ে নিরন্তর,
আপনা বিস্মৃত ধনঞ্জয়।
খসিল হাতের ধনু, স্তব্ধ হৈল সর্ব্ব তনু,
অতিব্যগ্র কৃষ্ণ মহাশয় ॥
পেয়ে তবে অবসর, কর্ণ মহাধনুর্দ্ধর,
রথ উদ্ধারিতে বীর চলে।

না পারিল দুই হাতে, শ্রম হৈল অঙ্গনাথে,
পুনঃ রথ পশিল ভূতলে ॥
সচেতন ধনঞ্জয়, দেখি কৃষ্ণ মহাশয়,
অর্জ্জুনে কহেন কুতূহলে।
আমার বচন ধর, ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর,
কাটি পাড় কর্ণ-মহাবলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি, অর্জ্জুন হৃদয়ে গণি,
গাণ্ডীবে যুড়েন ক্ষুরবাণ।
ক্ষুর প্রবেশিল চণ্ড, কাটি পাড়িলেক দণ্ড,
লজ্জা পায় কর্ণ বলবান্ ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে শৌর্য্যবান্, পার্থ ছাড়িলেন বাণ,
বজ্র যেন ছাড়ে পুরন্দর।
সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর, দেখি দিব্য মহাশর,
বেগে ধায় শব্দ ঘোরতর ॥
নিক্ষেপিয়া মহাশর, ভাবিলেন ধনুর্দ্ধর,
সর্ব্ব কথা আছয়ে স্মরণে।
যদি হই পার্থবীর, কাটি পাড়ি কর্ণ-শির,
নাশিব কর্ণেরে আজি রণে ॥
ছেদিব কর্ণের শির, এত বলি পার্থবীর
মহাশর মারেন কর্ণেরে।
সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর, দেখি যেন রুদ্র-শর,
বেগে পড়ে কর্ণের শরীরে ॥
সন্ধ্যাকালে পড়ে কর্ণ, গগন লোহিতবর্ণ,
সর্ব্বলোকে মানিল বিস্ময়।
উঠিয়া গগনোপরে, প্রবেশিল দিনকরে,
কর্ণের যতেক তেজশ্চয় ॥
কর্ণের হইল ক্ষয়, পৃথিবী কম্পিত হয়,
রথ ল'য়ে গেল মদ্রপতি।
কুরুবলে হাহাকার, সব হৈল অন্ধকার,
কর্ণবিনা কি হইবে গতি ॥
ভীম করে সিংহনাদ, শুনি জয় জয় বাদ,
বিজয়-দুন্দুভি বাজে দলে।
যত সেনাপতিগণ, আশ্বাসিয়া ঘনে-ঘন,
নাচে গায় সবে কুতূহলে ॥

সিংহ যেন মারে গজ, কর্ণ মারি কপিধ্বজ,
প্রতিজ্ঞা পূরেন বাহুবলে।
উৎসবাদি কোলাহল, প্রফুল্ল পাণ্ডব-দল,
নানাবাদ্য বাজে কুতূহলে ॥
হেথা শল্যমুখে শুনি, কর্ণের নিধন-বাণী,
দুর্য্যোধন করে অশ্রুপাত।
হা হা কর্ণ বীরবর, আমি হৈনু একেশ্বর,
সঘনে হৃদয়ে হানে ঘাত ॥
হা হা কর্ণ বীরবর, মোর প্রাণের দোসর,
হারাইনু ভুবন-দুর্জ্জয়ে।
এত বলি দুর্য্যোধন, শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন,
কুরুবল ভঙ্গ দিল ভয়ে ॥
ভাই মোর শত জন, সব হইল নিধন,
কত দুঃখ সহিব পরাণে।
ভ্রাতৃহেতু নাহি তাপ, আছিল পূর্ব্বের শাপ,
কর্ণ সদা আশ্বাসিত মনে ॥
কর্ণ বীর কৈল যত, সকলি হইল হত,
দ্রোণ-ভীষ্ম-স্বরূপ বচন।
গুরুবাক্য না শুনিনু, যথোচিত দুঃখ পেনু,
ধিক্, আমি ত্যজিব জীবন ॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন, আদেশিল সৈন্যগণ,
কর গিয়া পাণ্ডব-সংহার।
যুদ্ধ করি সর্ব্বজন, কৃষ্ণার্জ্জুন দুই জন,
বিনাশিতে করহ বিচার ॥
রাজার আদেশ পেয়ে, সৈন্যগণ গেল ধেয়ে,
সাগর-কল্লোল শব্দ করে।
গদা হস্তে বৃকোদর, ক্রোধে অতি ভয়ঙ্কর,
ক্ষণমাত্রে বহু সৈন্য মারে ॥
আপনি নৃপতি সাজে, নিষেধিল শল্যরাজে,
আজি ক্ষমা কর নৃপবর।
পড়ে মহাবীর কর্ণ, সৈন্য হৈল ছিন্নভিন্ন,
নাহি হয় যুদ্ধ-অবসর ॥
আক্রমিল কর্ণশোক, সান্ত্বাইল রাজলোক,
শিবিরে চলিল দুর্য্যোধন।

দেব-ঋষি গেল ঘর, হৃষ্ট পার্থ ধনুর্দ্ধর,
শিবিরেতে গেল সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুনেরে দিয়া কোল, গোবিন্দ বলেন বোল,
তোমারে সদয় পুরন্দর।
কাটিলে কর্ণের শির, ত্রিভুবন-মধ্যে বীর,
ধন্য তুমি ভুবন-ভিতর ॥
শিবিরেতে গেল সব, কর্ণ পেল পরাভব,
সবাই কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কর্ণের নিধন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
প্রশংসা করেন অর্জ্জুনেরে ॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির, দেখিলেন কর্ণবীর,
পুত্রসনে পড়িয়াছে রণে।
চন্দ্রসনে যেন ভানু, তেজে যেন বৃহদ্ভানু,
বার বার দেখেন নয়নে ॥
কৃষ্ণেরে করেন স্তুতি, যুধিষ্ঠির নরপতি,
আজি মোর সুস্থ হৈল মন।
তুমি যার সুসারথি, ভাগ্যবান সেই রথী,
জিনিতে পারয়ে ত্রিভুবন ॥
আজি আমি রাজ্য পাব, আজি নরপতি হব,
আজি সে সফল পরিশ্রম।
কর্ণবীর মহাবল, পড়িল অবনীতল,
সংগ্রামে সাক্ষাৎ ছিল যম ॥
হেনমতে নানারঙ্গে, রাজা যুধিষ্ঠির-সঙ্গে,
সর্ব্বলোক শিবিরে আসিল।
আনন্দিত পাণ্ডুদলে, নৃত্যগীত কুতূহলে,
যে যার শিবিরে প্রবেশিল ॥
ইহকালে শুভ যোগ, পরকালে স্বর্গভোগ,
ভারতের পুণ্যকথা শুনি।
শ্রবণেতে পাপক্ষয়, সংগ্রামে বিজয় হয়,
কাশীরাম বিরচিল গণি ॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি, একমনে ভাবি হরি,
রচিলাম ভারত-আখ্যান।
কর্ণপর্ব্ব-সুধারস, শুনিলে কলুষ-নাশ,
এত দূরে হৈল সমাধান ॥

ইতি কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত।

শল্যপর্ব্ব

—ঃ০ঃ—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● শল্যের সৈনাপত্য-স্বীকার

জন্মেজয় জিজ্ঞাসেন মুনির সদন ।
তদন্তরে কি করিল রাজা দুর্য্যোধন ॥
কর্ণ-হেন মহারথী হত হৈল রণে ।
তথাপি আশ্বাস নাহি টুটে দুর্য্যোধনে ॥
কিরূপে পাণ্ডবসহ পুনঃ হৈল রণ ।
সেনাপতি অতঃপর হৈল কোন্ জন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নৃপবর ।
সমরে পড়িল যদি কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
হাহাকার করি কান্দে রাজা দুর্য্যোধন ।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে হারায়ে চেতন ॥

হা হা কর্ণ প্রিয়সখা প্রাণের দোসর।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে রাজা হইয়া কাতর ॥
শকুনি সৌবল কৃপ দ্রোণের নন্দন।
রাজারে বুঝায়ে বলে প্রবোধ বচন ॥
স্থির হও মহারাজ, সন্তাপ না কর।
এতেক কাতর কেন, শোক পরিহর ॥
এখন কাতর হৈলে কি হইবে আর।
আপন-মঙ্গল রাজা, করহ বিচার ॥
এত বলি ধরি তুলে যত যোদ্ধৃগণ।
রাজারে চাহিয়া বলে দ্রোণের নন্দন ॥
অকারণে শোক কেন কর নরপতি।
এখনো আছয়ে কত মহা যোদ্ধৃপতি ॥
হিতবাক্য কহি আমি, শুন দুর্য্যোধন।
আমার বচনে রাজা স্থির কর মন ॥
কর্ণের মরণে রাজা না করিহ ভয়।
মহারথী আছে বহু তোমার সহায় ॥
মহারাজ শল্য আছে মদ্র-অধিপতি।
অর্জ্জুনে জিনিবে, হেন আছয়ে শকতি ॥
শল্যেরে সম্বোধি তবে কহে দুর্য্যোধন।
সেনাপতি হ'য়ে আজি কর তুমি রণ ॥
তোমা বিনা যোদ্ধৃপতি নাহিক আমার।
কেবল ভরসা আমি করি যে তোমার ॥
সেনাপতি-পদে তোমা করিনু বরণ।
তুমি মোরে ধরি দেহ কুন্তীর নন্দন ॥
পাণ্ডবে করিয়া ক্ষয় তুমি লহ জয়।
এতেক শুনিয়া কহে শল্য মহাশয় ॥
দর্প করি কহে শল্য নির্ভয়-শরীর।
কি ছার করম ইহা, মন কর স্থির ॥
ওহে মহাশয়, চিন্তা না করিহ তুমি।
একাকী পাণ্ডবগণে বিনাশিব আমি ॥
কোন্ কর্ম্মহেতু চিন্তা কর মহাশয়।
আমি সব বিনাশিব, জানিহ নিশ্চয় ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হরষিত-মন।
শল্যরাজে দিল বহু মান আর ধন ॥

বিজয়-দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ কাহাল।
ঝাঁঝরি মহুরি বাজে, কাংস্য করতাল ॥
ভেউরি মৃদঙ্গ বাজে, সানি জগঝম্প।
রবাব খমক বাজে কোটি কোটি ডম্ফ ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ গজের গর্জ্জন।
ধ্বজপতাকায় সব ঢাকিল গগন ॥
বাদ্যের নিনাদে ঘন কম্পে বসুমতী।
সর্ব্ব-সৈন্য-সমাবেশ করিল ভূপতি ॥
কর্ণের মরণ-দুঃখ সব গেল দূর।
সাজিল কৌরবসেনা সমরে অসুর ॥
প্রলয়-অনল যথা অতি তেজোময়।
ততোধিক সেনাগণ সমরে দুর্জ্জয় ॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ কহেন তখন।
সাজিল কৌরবসেনা সমুদ্র যেমন ॥
দেখ রাজা যুধিষ্ঠির, কুরুসৈন্য এল।
সৈন্য-সমাবেশ করি কুরুক্ষেত্রে গেল ॥
শল্য শীঘ্র সাজিল, না করিহ বিলম্ব।
কুরুক্ষেত্রে গিয়া কর যুদ্ধের আরম্ভ ॥
নিধন করহ শল্যে, নাহি কালাকাল।
সাহায্য করুক আসি বিরাট-পাঞ্চাল ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ আদি বিনাশিলে রণে।
কি করিতে পারে শল্য, যুঝ তার সনে ॥
শত্রুবধে আত্মীয়তা না করিহ মনে।
বিনাশ করহ শল্যে আজিকার রণে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মন।
তবে অর্জ্জুনেরে ডাকি কহেন রাজন্ ॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি কর যুদ্ধক্রম।
তবে ত জানিব আমি তোমার বিক্রম ॥
হেনমতে যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর কহেন তখন ॥
কি-কারণে চিন্তা তুমি কর মহাশয়।
কেবল ভরসা কৃষ্ণ, জয় সুনিশ্চয় ॥
এইমতে সর্ব্বজন রজনী বঞ্চিয়া।
সৈন্য-সমাবেশ করে প্রভাতে উঠিয়া ॥

যুধিষ্ঠির আজ্ঞা করিলেন যোদ্ধৃগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য, না যায় লিখনে ॥
ঢাক ঢোল কাড়া পড়া দুন্দুভি বিশাল।
খমক টমক বাজে কাংস্য করতাল ॥
বাদ্যের নিনাদে সৈন্যে হৈল কোলাহল।
শব্দ শুনি কাঁপে ঘন যত চলাচল ॥
দুই দলে মিশামিশি হৈল মহারোল।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র-কল্লোল।
করিল বিচিত্র ব্যূহ শল্য মহারাজ।
ভুজঙ্গমব্যূহ কৈল পাণ্ডব-সমাজ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● শল্যের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ

ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ সঞ্জয় বিশেষ।
উভয়দলেতে সৈন্য কিবা আছে শেষ ॥
শল্য-দুর্য্যোধন তবে কি কর্ম্ম করিল।
আপন বুদ্ধিতে পুত্র সব বিনাশিল ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি যে নাশিল রণে।
হেন-জন-সঙ্গে যুদ্ধ করে কি-কারণে ॥
সঞ্জয় বলেন, রাজা, ইথে দেহ মন।
আত্মশেষ সৈন্য ল'য়ে যুঝে দুর্য্যোধন ॥
একাদশ সহস্র অযুত আছে রথ।
তিন কোটি মত্ত হস্তী সমান পর্ব্বত ॥
দুই পদ্ম অশ্ব আছে রণে অনিবার।
পবন-গমন জিনি গমন যাহার ॥
তিন কোটি পদাতিক আছে যম-সম।
সৈন্যের সহিত যুঝে করিয়া বিক্রম ॥
পাণ্ডবের শেষ-সেনা আছে মহামতি।
আছয়ে গণনে রাজা সহস্রেক হাতী ॥
এক লক্ষ অশ্ব আছে, লক্ষ পদাতিক।
ন্যূন নয় ইহা হৈতে, বরঞ্চ অধিক ॥
যুধিষ্ঠির যোদ্ধৃপতি পাণ্ডব-বাহিনী।
দুই দলে মহাযুদ্ধ, শুন নৃপমণি ॥
যুধিষ্ঠির পরাক্রমে সৈন্য ভঙ্গ দিল।
দেখি শল্য নরপতি অগ্রসর হৈল ॥
দিব্য রথে চড়ি বীর আসে সেইক্ষণে।
শল্য বলে, সেনাগণ, যুঝ একমনে ॥
নকুলের যুদ্ধ কর্ণ-পুত্র চিত্রসেনে।
কাটিল নকুল-ধনু চিত্রসেন বাণে ॥
সারথি কাটিয়া রথ করিল বিরথী।
বাণে বিদ্ধ হ'য়ে চিন্তে নকুল সুমতি ॥
তবে খড়্গ চর্ম্ম হাতে তার রথে চড়ি।
চিত্রসেনে কাটি বীর ফেলে ভূমে পাড়ি ॥
নকুলের পরাক্রমে ধন্য ধন্য ধ্বনি।
সত্যসেন ও সুষেণ আসে বীরমণি ॥
নকুলের সহ যুদ্ধ করে বীরবর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতর ॥
সত্যসেন শক্তি মারে, সহিল নকুল।
নিজ শক্তি মারি তারে করিল আকুল ॥
সত্যসেন পড়িল, সুষেণ যুঝে বেগে।
নকুলের অশ্ব রথ কাটি পাড়ে আগে ॥
বিরথী হইয়া তবে মাদ্রীর নন্দন।
শীঘ্রগতি আর রথে কৈল আরোহণ ॥
সন্ধান পূরিয়া কাটে সুষেণের শির।
সিংহনাদ করি উঠে নকুল প্রবীর ॥
শুন মহারাজ, তব বাহিনীসকল।
দলিয়া চলিল সব পাণ্ডবের দল ॥
দেখি শল্য আগে হৈল ধরিয়া ধনুক।
পরাক্রম দেখি কেহ না রহে সম্মুখ ॥
রাজা যুধিষ্ঠির সহ হইল মিলন।
দোঁহে দোঁহা প্রতি করে বাণ-বরিষণ ॥
যুঝিল নকুল-ভীম রাজার পশ্চাতে।
যোদ্ধৃগণ আগে যুঝে রথ রথী সাথে ॥
কৃপাচার্য্য-কৃতবর্ম্মা-আদি মহাবীর।
শল্যের নিকটে যুঝে হইয়া সুস্থির ॥

গদা-হাতে ভীমসেন হৈল আগুসার।
মহাক্রোধে ধায় যেন অগ্নি-অবতার ॥
গদাহস্তে ভীমে শল্য নিবারিতে নারে।
রথের সারথি ভীম একঘাতে মারে ॥
লাফ দিয়া শল্য গিয়া চড়ে আর রথে।
অটল পর্ব্বত-প্রায় আছে গদা হাতে ॥
শল্য বলে, ভীম, তোর বড়ই সাহস।
অকস্মাৎ গদা হানি চাহ নিজ যশ ॥
সহ দেখি মম অস্ত্র, বুঝি পরাক্রম।
এত দিনে আজি তোরে লইবেক যম ॥
এত বলি শক্তি ছাড়ি দিল শল্যরাজ।
পড়িল নির্ভয়ে গিয়া ভীমবক্ষ-মাঝ ॥
বুক হইতে ভীম শক্তি নিলেক তুলিয়া।
শল্যপ্রতি মারে বেগে হুহুঙ্কার দিয়া ॥
আঘাতে মূর্চ্ছিত হয় মদ্র-অধিপতি।
অন্তর হইয়া রথ রাখিল সারথি ॥
কোপে শল্য রাজা গদা নিল তার পর।
আইস মাতুল, বলি ডাকে বৃকোদর ॥
আত্মপক্ষ ত্যাগ কৈলে পরপক্ষে গিয়া।
এই অপরাধে মৃত্যু হইল আসিয়া ॥
গদায় জানি যে তুমি বিক্রমে বিশাল।
তোমার সহিত যুদ্ধ বাঞ্ছি চিরকাল ॥
এত বলি দুই বীরে হৈল বোলচাল।
গদায় গদায় যুদ্ধ, বিক্রমে বিশাল ॥
কুম্ভকার-চক্র প্রায় ফেরে দুই গদা।
ঘূর্ণাকার দেখি সব লোকে লাগে ধাঁধা ॥
গদাযুদ্ধে বিশারদ দোঁহে মহাবীর।
বদন-ভ্রুকুটি-নাদে বাহিনী অস্থির ॥
গদাঘাতে কম্পমান দোঁহাকার অঙ্গ।
বজ্রাঘাতে ইন্দ্র যেন ভাঙ্গে গিরিশৃঙ্গ ॥
প্রথমে বিহ্বল দোঁহে, সম দেখি বল।
স্বর্গেতে প্রশংসা করে অমরসকল ॥
ধরণী কম্পিত হয় ভীম-সিংহনাদে।
কৃপ-আদি যোদ্ধৃগণ পড়িল প্রমাদে ॥
গদা এড়ি ধনু নিল মদ্রদেশ-রাজা।
মহাযুদ্ধ করে বীর ভীম মহাতেজা ॥
তবে বৃকোদর বীর রথে চড়ে গিয়া।
দেখি কৃপাচার্য্য বীর আসিল ধাইয়া ॥
হইল তুমুল যুদ্ধ, নাহি পরিমাণ।
দুর্য্যোধন শল্য আসে আর চেকিতান ॥
মহাঘোর যুদ্ধ হৈল, না যায় বর্ণনা।
রক্তে গজ অশ্ব ভাসে, দেখে সর্ব্বজনা ॥
শল্যসহ যুঝে পুনঃ প্রধান পাণ্ডব।
মহাযুদ্ধ হৈল যেন উথলে অর্ণব ॥
চন্দ্রসেন মদ্রসেন হৈল আগুয়ান।
যুধিষ্ঠির সহ যুঝে হ'য়ে সাবধান ॥
যুদ্ধ করি গেল তারা শমন-সদন।
ধনু ধরি শল্য আসি পুনঃ করে রণ ॥
ভীমসেন সাত্যকি সহিত পঞ্চসাথ।
শল্যের উপরে করে ঘন বাণাঘাত ॥
নিজ অস্ত্রে কাটি পাড়ে শল্য মহাবীর।
পুনঃ আসি উপস্থিত, যথা যুধিষ্ঠির ॥
উভয়েতে মহাযুদ্ধ বলে অপ্রমিত।
বৃষ্টিধারা পড়ে যেন, দেখি চতুর্ভিত ॥
কাটেন শল্যের ধ্বজ ধর্ম্ম নরপতি।
ধর্ম্মের ধনুক শল্য কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর ধনু ল'য়ে যুদ্ধ করে যুধিষ্ঠির।
নিবারিয়া করে যুদ্ধ শল্য মহাবীর ॥
ক্রোধে ধায় চতুর্ভিতে, বাহিনী বিনাশে।
দেখি যুধিষ্ঠির রাজা ভাবেন বিশেষে ॥
আপন ভাগিনা-বধ কৈল মদ্রপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ যাহে না হইল কৃতী ॥
ভীম সংহারিল দুর্য্যোধন-সহোদর।
মদ্রপতি বিনাশিতে হইল দুষ্কর ॥
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা আছে শল্যের নিধনে।
দুর্জ্জয় দেখি যে শল্যে আজিকার রণে ॥
হারিলে কি গতি হবে, পাব মহা লাজ।
এইমত ভাবি তবে কহে ধর্ম্মরাজ ॥

চক্রব্যূহ করি দোঁহে মোর বল রাখ।
সহদেব ও নকুল মম বামে থাক ॥
দক্ষিণেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন-সহিত সাত্যকি।
ভীমসেন ধনঞ্জয় প্রধান ধানুকী ॥
বিনাশিব শল্যে আজি মাতুল প্রবল।
শুনি চারিদিকে রহে হ'য়ে অনুবল ॥
হইল প্রলয় যুদ্ধ ধর্ম্মরাজ-ভাগে।
শল্যের সহায় দ্রৌণি রহিলেন আগে ॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল সর্ব্বজনে।
দক্ষিণে নিবারে ভীম কৌরব-প্রধানে ॥
কৃপাচার্য্য নিবারেন বীর ধনঞ্জয়।
এইরূপে মহাযুদ্ধ হইল প্রলয় ॥
যুধিষ্ঠির-শল্য-যুদ্ধ সমান-সন্ধান।
সর্ব্বাঙ্গে রুধির পড়ে দোঁহারি সমান ॥
যুধিষ্ঠির কম্পমান দেখি শল্য রণে।
চারিদিকে রণে সবে যুঝে সাবধানে ॥
গোবিন্দ সহায় পাছে বলেন ডাকিয়া।
মারহ মাতুলে, উপরোধ কি লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের বচনে যুধিষ্ঠির সাবধান।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ করেন সন্ধান ॥
ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মমতি যুদ্ধে ধর্ম্ম রাখে।
অন্যায় নাহিক দুই রথীর সম্মুখে ॥
অনুক্রমে মহাশর ছাড়ে মহীপতি।
সেইমত কাটে শল্য অতি ক্রুদ্ধমতি ॥
কাটেন শল্যের অস্ত্র মারি সাত বাণ।
রথধ্বজসহ ছত্র হয় খান খান ॥
রথ লণ্ডভণ্ড দেখি ক্রোধে মদ্রপতি।
সুসজ্জ করিয়া রথ আনে শীঘ্রগতি ॥
শল্য বলে, ভাগিনেয়, যুদ্ধে মহাবীর।
যুদ্ধেতে এমন কেন দেখি যুধিষ্ঠির ॥
আত্মমত বলে দেখি, বুদ্ধি যত যার।
এতক্ষণ যুবা তুমি অগ্রেতে আমার ॥
যুধিষ্ঠির বলে, মামা, করি উপরোধ।
সব জানি যুদ্ধশাস্ত্র, শুন মহাযোধ ॥
বিধিমত যুদ্ধ আজি তোমার সংহতি।
তোমারে জিনিলে জয় হইবে সম্প্রতি ॥
ক্ষত্রকুলে ধর্ম্মযুদ্ধ বিজয়-ঘোষণা।
যম সম শত্রু আর না করি গণনা ॥
মোর ভাগ্যহেতু তুমি হৈলে রিপুগত।
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখিবারে সব হৈল হত ॥
এক্ষণে মাতুল তব হইবে বিনাশ।
শমন-ভবনে যাহ হইয়া নিরাশ ॥
অপরাধ না লইবে অস্ত্রের ঘাতনে।
আশীর্ব্বাদ কর আমা জীবন-রক্ষণে ॥
শল্য বলে, ধর্ম্মাচারে তুমি সে প্রধান।
তোমার বিজয় সত্য, নাহিক এড়ান ॥
পূর্ব্বে তব পক্ষে যেতে ইচ্ছা মোর ছিল।
পথে পেয়ে দুর্য্যোধন আমারে বরিল ॥
তব আগে কৈল দূত সব বিবরণ।
দুর্য্যোধন-পক্ষে আমি তাই করি রণ ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম রাখি যদি নাহি তাহে দোষ।
সম্বন্ধের উপরোধে দূর কর রোষ ॥
কহিতে কহিতে দোঁহে করে বাণবৃষ্টি।
প্রলয়ের মেঘ যেন মজাইতে সৃষ্টি ॥
বরিষে অসংখ্য বাণ যেন জলধারা।
খসিয়া পড়য়ে যেন আকাশের তারা ॥
ধর্ম্মরাজ ডাকি তবে বলে যোদ্ধৃগণে।
শল্যেরে মারহ বাণ পূরিয়া সন্ধানে ॥
ন্যায়যুদ্ধ বিনা ধর্ম্মে নাহি অন্য মতি।
বাণে অন্ধকার হৈল, তুল্য দিবারাতি ॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
দোঁহে দোঁহা শরে বিন্ধি করে জরজর ॥
ধর্ম্মসুত এড়িলেন মহাবজ্র বাণ।
শল্যের ধনুক কাটি করে খান খান ॥
আর ধনু ল'য়ে শল্য হৈল আগুসার।
হইল প্রবল যুদ্ধ, বাণে অন্ধকার ॥
ধনু কাটাকাটি পুনঃ হৈল পরস্পর।
পুনঃ ধনু নিল দোঁহে, দোঁহে সমশর ॥

দোঁহে দোঁহা বাণবৃষ্টি সমর-ভিতর।
বাণে বাণ নিবারেন ধর্ম্ম নৃপবর ॥
সমান-সন্ধান দোঁহে পরম সন্ধানী।
দোঁহে দোঁহা বিনাশিব, এই মনে জানি ॥
অসিমুখ-বাণ শল্য এড়িলেক কোপে।
বুকে বাজি ধর্ম্ম রহিলেন মৃতরূপে ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছাভঙ্গ হৈয়া উঠে ধর্ম্মকারী।
বাণগুটি ফেলে কাটি নিজ করে ধরি ॥
ভীম ধনঞ্জয় আর সাত্যকি প্রভৃতি।
বিনাশে কৌরবসেনা করিয়া দুর্গতি ॥
যুধিষ্ঠিরে অবসন্ন দেখি ভীম বীর।
শল্যের সম্মুখে যুঝে হইয়া সুস্থির ॥
ভীমের কবচ কাটি পাড়ে শল্য বাণে।
শল্য অশ্ব কাটে ভীম করিয়া সন্ধানে ॥
তাহা দেখি শল্যবীর মহাক্রুদ্ধমনে।
পঞ্চবাণ ভীমসেনে মারিল সন্ধানে ॥
শল্য-বাণে ভীমসেন হইল জর্জ্জর।
নিবারিতে নাহি পারে পবন-কোঙর ॥
তাহা দেখি পুনঃ যুধিষ্ঠির মহারাজ।
সন্ধান পূরিয়া আসে সমরের মাঝ ॥
বাণেতে পীড়িত শল্যে দেখি যদুপতি।
ধর্ম্মরাজে ডাকি তবে বলে শীঘ্রগতি ॥
বিনাশ করহ শল্যে, কেন কর ব্যাজ।
যুদ্ধকালে উপরোধ নহে ধর্ম্মরাজ ॥
মহাভারতের কথা সুধার আধার।
কাশী কহে, শুনি নর যায় ভবপার ॥

শল্য-বধ

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মাতুল পীড়িত।
প্রহারের কাল কৃষ্ণ, নহে ত উচিত ॥
গোবিন্দ বলেন, রিপু পাই যবে পাশ।
কালাকাল নাহি চাহি, করি যে বিনাশ ॥
যাহার মরণে ভদ্র দেখি মহারাজ।
তাহা বিনাশিতে দোষ নাহি যুদ্ধমাঝ ॥
গোবিন্দ-বচনে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ডাকিয়া বলেন, সাবধান মদ্র-বীর ॥
শুনি শল্য ধনুকেতে বাণ যোড়ে বেগে।
ভীম-আদি বাণ কাটে রহি চারিদিকে ॥
হুঙ্কারে ছাড়েন শক্তি ধর্ম্মের নন্দন।
লক্ষ্মণেরে শক্তি যেন এড়িল রাবণ ॥
গোবিন্দ রহেন তার শক্তিশেল-মুখে।
গমনে আগুন উঠে ঝলকে ঝলকে ॥
তাহারে দেখিয়া শল্য বাণেতে তৎপর।
শক্তি নিবারিতে বাণ এড়িল সত্বর ॥
শক্তিতে ঠেকিয়া বাণ খণ্ড খণ্ড হয়।
শল্য বলে, মোর আজি জীবন-সংশয় ॥
পড়িলেক শক্তি আসি শল্যরাজ-বুকে।
শক্তিঘাতে পড়ে শল্য সংগ্রাম-সম্মুখে ॥
বিষম প্রহারে বাণ ছাড়িল সত্বর।
ভূমিতে পড়িল তবে শল্য নৃপবর ॥
বাহু প্রসারিয়া অধোমুখে শল্যরাজ।
ছিন্ন হ'য়ে বক যেন পড়ে ক্ষিতিমাঝ ॥
জীবন ছাড়িল শল্য পাইয়া বেদনা।
সমরে পড়িল শল্য কটকে ঘোষণা ॥
শল্যরাজানুজ আসি শোকেতে মিলিল।
ধর্ম্মরাজ সহ তবে রণে প্রবেশিল ॥
বাণবৃষ্টি করি ধর্ম্মরাজে আচ্ছাদিল।
চতুর্দ্দিকে বাণ বর্ষি অন্ধকার কৈল ॥
দোঁহাকার বাণ কাটে দোঁহে বলবান্।
বজ্রবাণ এড়ে দোঁহে পূরিয়া সন্ধান ॥
বাণ দেখি মনে মনে চিন্তিত হইয়া।
যুধিষ্ঠির বাণ এড়িলেন বিশেষিয়া ॥
নির্ভয়ে পড়িল গিয়া তাহার শরীরে।
শল্যের অনুজ বীর পড়ে ভূমি'পরে ॥
ধর্ম্মরাজসহ যুদ্ধে মদ্ররাজ মৈল।
সংগ্রামের স্থানে বহু কোলাহল হৈল ॥

সমরে পড়িল শল্য, হৈল কলরব।
কৌরববাহিনী-ভঙ্গ, সানন্দ পাণ্ডব॥
পাণ্ডব দলেতে সবে করে সিংহনাদ।
শুনি কুরুদলে হৈল বড়ই বিষাদ॥
মহাভারতের কথা সুধার ভাণ্ডার।
কাশী কহে, শুনি পাপী যায় ভবপার॥

—

● উভয় দলের পরস্পর যুদ্ধ

শল্য যদি পড়ে রণে, ভঙ্গ দিল কুরুগণে,
বিমুখ হইয়া রণ-মাঝ।
বিজয়-দুন্দুভি বাজে, আনন্দিত ধর্ম্মরাজে,
দেখি ক্রোধে বলে কুরুরাজ॥
রণে নাহি কর ক্ষমা, কৃপ আর অশ্বত্থামা,
কৃতবর্ম্মা কর গিয়া রণ।
শুনিয়া যতেক রথী, বেড়িল পাণ্ডবপতি,
আগুলিয়া রাখে যোদ্ধৃগণ॥
কৃতবর্ম্মা মহাবীর, রণে পেয়ে যুধিষ্ঠির,
ছিন্নভিন্ন করে বাণাঘাতে।
তবে যুধিষ্ঠির রণে, সন্ধান পূরিয়া হানে,
তার রথ কাটেন ত্বরিতে॥
কৃতবর্ম্মা অশ্ব ল'য়ে, ধর্ম্ম সহ যুঝাইয়ে,
বাণে বাণ কাটে ধর্ম্মরাজ।
দেখিয়া সমর দুর্গ, আসিল অমরবর্গ,
ধন্য ধন্য করি সভামাঝ॥
গুরুপুত্র অশ্বত্থামা, কৃপ আর কৃতবর্ম্মা,
সকলে বেড়িল যুধিষ্ঠিরে।
ভীম তাহা দরশনে, আসিল ধর্ম্মের স্থানে,
মহাদম্ভে বাণ এড়ে বীরে॥
দেখিয়া ভীমের বাণ, অশ্বত্থামা ক্রোধবান্,
বাণে বাণ কাটি করে ক্ষয়।
ভীমসেন তা দেখিয়া, ক্রোধে হুতাশন হৈয়া,
বাণ ছাড়ে বেগে অতিশয়॥
অন্য অন্য বীরগণ, করিল প্রলয় রণ,
যেন বৃষ্টি বর্ষে বিপরীত।
দেখি বড় বিসংবাদ, দুই দলে পরমাদ,
সকলে হইল চমকিত॥
অশ্বত্থামা মহাবীর, গম্ভীর সংগ্রামে ধীর,
বাণ এড়ে রাজার উপর।
তাহা দেখি ভীমসেন, ক্রোধে হৈলঅগ্নি-হেন,
বাণে বাণ কাটেন সত্বর॥
মধ্যাহ্নকালের বেলা, সৈন্য বিনাশিতেগেলা,
দুই দলে নাহি ছাড়ে রণ।
সঞ্জয় বলেন বাণী, শুন শুন নৃপমণি,
সব নষ্ট, তুমি সে কারণ॥
শল্য হৈল রণে হত, লইয়া সত্বর রথ,
কৌরবপ্রধান আগুয়ান।
চড়িয়া কুঞ্জরোপর, যেন শোভে পুরন্দর,
কৃপ-আদি চলে পাছুয়ান॥
যুধিষ্ঠিরে বেড়ে আসি, বাণবৃষ্টি অহর্নিশি,
অহঙ্কারে কিছু নাহি দেখি।
শকুনি হইল আগু, রহ রহ ডাকে লঘু,
আশ্বাসিয়া যোদ্ধৃগণে রাখি॥
কেহ নাহি শুনে বোল, সবে হৈল উতরোল,
আসি কহে রাজার নিকটে।
ভাঙ্গে সেনা প্রাণভয়, নিবারণ নাহি হয়,
কি করিব বিষম সঙ্কটে॥
শুনিয়া ত কুরুপতি, কহেন সঞ্জয়-প্রতি,
কোন্ কর্ম্ম কৈল দুর্য্যোধন।
সঞ্জয় কহেন বাণী, অবধান নৃপমণি,
পুনর্যুদ্ধ নহে নিবারণ॥
মহাভারতের কথা, বিচিত্র ভারত-গাথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
বিরচিল কাশীরামদাস॥

—

শকুনি-দুর্য্যোধন-সংবাদ

মাতুল-বচন শুনি দুর্য্যোধন রাজা।
সেনাভঙ্গ দেখি ধায় রণে মহাতেজা॥
মহাযত্ন করি সৈন্যে করিল আশ্বাস।
কি করিলে যায় সব সৈন্যের তরাস॥
মাতুল, বুঝাও তুমি যত সেনাগণে।
ত্যাগ করি কেন যায় অসমাপ্ত রণে॥
সমর করহ সবে, ভয় কিবা তায়।
সংগ্রামে মরিলে বীর শীঘ্র স্বর্গে যায়॥
জন্মিলে মরণ আছে, এড়াবার নয়।
রণে ভঙ্গ দিয়া কেন হও নিন্দাশ্রয়॥
পলাইয়া প্রাণ রাখ, লজ্জা-ভয় ছেড়ে।
স্থির হ'য়ে যুদ্ধ কর, যাহে যশ বাড়ে॥
সাহস করিয়া সবে যুদ্ধ কর সার।
মরণে লভিবে যশ, পাপে হবে পার॥
আপনি যুঝিয়া আজি মারহ পাণ্ডবে।
দেখিবে কৌতুক পরে দাঁড়াইয়া সবে॥
আশ্বাস পাইয়া সেনা হইল প্রবল।
কালপ্রাপ্ত মৃত্যু আসি হইল নিশ্চল॥
শুনিয়া শকুনি বলে, শুন কুরুরাজ।
ভদ্র না দেখি যে আমি, ছাড় যুদ্ধ-কাজ॥
আরম্ভ হইতে হৈল রণ যতদিন।
দিন দিন সেনাগণ হইতেছে ক্ষীণ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বাহিনী গণিত।
অধিক হইবে কত, না হয় লিখিত॥
সকলি বিনষ্ট হৈল, অল্পমাত্র শেষ।
দেখিয়া না দেখ রাজা, না বুঝ বিশেষ॥
অসাধ্য প্রয়াসে তাত নাহি প্রয়োজন।
অতঃপর যুদ্ধে ক্ষমা দেহ দুর্য্যোধন॥
দৈববলে কুন্তীপুত্র হইল বলিষ্ঠ।
যাহার গোবিন্দ সখা, সবাকার ইষ্ট॥
পাণ্ডবের তেজ দেখি সেনারা আকুল।
দিনে দিনে দেখ সেনা হইল নির্ম্মূল॥
নিষ্ফল আরম্ভ, দম্ভ আর নাহি সাজে।
অমাত্য-বান্ধব নষ্ট হৈল এই কাজে॥
দেখি ক্ষমা দেহ এবে, ওহে কুরুরাজ।
শেষ রক্ষা করি থাক, যুদ্ধে নাহি কাজ॥
কর্ণ-আদি করি দর্প কি করিল তব।
আগু-পাছু না গণিয়া নষ্ট কৈল সব॥
পাণ্ডবের মূল হরি সাত্যকি পাঞ্চাল।
কি কর্ম্ম সাধিলে তুমি হইয়া বিশাল॥
কত যত্ন কৈল গুরু, আর ভীষ্ম কত।
কি সাধিল তব কার্য্য, সব হৈল হত॥
বৃথা অভিলাষ কর, চেষ্টা বিধিমত।
কিছু না হইল কার্য্য, কাল বিপরীত॥
কৃষ্ণ-আদি করি সবে করিল বারণ।
না শুনিলে তাহা, বিধি ঘটাল তেমন॥
ভয়ে যারা পলাইয়া গেল নানা স্থান।
এবে সে পাণ্ডব হৈল সবার প্রধান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
অতঃপর ক্ষমা দেহ, নাহি কর রণ॥
ইন্দ্র-দেবরাজ-রিপু বলি মহাশয়।
কৃষ্ণ তারে কালক্রমে করিলেক ক্ষয়॥
তুমি যদি অনুমতি দেহ এইক্ষণ।
আসিয়া ভজিবে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
যে হইল, সে হইল, করহ বিচার।
আপনি রাখহ শেষ, না কর সংহার॥
মাতুল-বচন শুনি কহে কুরুরায়।
বুঝিনু মাতুল তুমি পাইয়াছ ভয়॥
এই যুদ্ধে মৃত্যু যদি না হয় তোমার।
তবে বুঝি, কদাচিৎ মৃত্যু নাহি আর॥
মরণের হেতু ভয় কিসের কারণ।
কালপ্রাপ্তে নিজবুদ্ধি হারায় সুজন॥
ভাবিয়া দেখহ মনে, কিসের শোচন।
সংগ্রামে দেখাও তুমি নিজ পরাক্রম॥
নিশ্চয় যদ্যপি থাকে এ-যুদ্ধে মরণ।
কি-মতে বাঁচিবে তবে গান্ধার-নন্দন॥

নীতি-অনুগামী হও, ছাড় মৃত্যুভয়।
সমর করিব, যেবা ভাগ্যে মোর হয় ॥
এতেক বলিল রাজা মাতুলের প্রতি।
শুনিয়া রহিল মৌনে গান্ধার-সন্ততি ॥
অনন্তর কহে রাজা সারথির প্রতি।
রথ সাজি আন, যুদ্ধে যাব শীঘ্রগতি ॥
শুনিয়া রাজার বাক্য সারথি সত্বর।
রথ সাজি আনে শীঘ্র রাজার গোচর ॥
আজ্ঞামাত্র সুসজ্জিত করে রথখান।
মণিময় রথখান বিচিত্র-নির্ম্মাণ ॥
রথে আরোহিল রাজা সংগ্রামের বেশে।
শকুনি জানিল, মৃত্যু হইল বিশেষে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

———

শকুনি-বধের উপক্রমে নানা যুদ্ধ

সেনাগণে আশ্বাসিয়া কহে দুর্য্যোধন।
আগু হ'য়ে যুঝ, শত্রু করিব নিধন ॥
জয়-পরাজয়-মৃত্যু দৈবের ঘটন।
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, বেদের বচন ॥
এত বলি কুরুপতি রথ-আরোহণে।
রণেতে ভেটিল আসি ভীমসেন-সনে ॥
দুই মত্তহস্তী যেন করিছে গর্জ্জন।
দুই সিংহে মিলি যেন করে মহারণ ॥
ভীম ডাকি বলে, এস কুরু-কুলাধম।
করিলে সকল নাশ করি পরাক্রম ॥
এবে বল-বুদ্ধি তব কর্ণ গেল কোথা।
দুঃশাসন দুরাচার মৈল দুষ্ট ভ্রাতা ॥
দেখিয়া না দেখ চক্ষে তুমি অন্ধ নর।
কুলান্তক তোমা করি সৃজিল ঈশ্বর ॥
রণে ক্ষমা দিয়া ভজ ধর্ম্মের নন্দনে।
জীবনের আশা যদি কর মনে মনে ॥
নতুবা চলহ, যথা ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ।
দুই পথ কহিলাম, যাহা কর মন ॥
দুর্য্যোধন বলে, ভীম, সহ-পরিবারে।
শমন-সদনে আজি পাঠাইব তোরে ॥
বারে বারে অপমান কৈলে নানামতে।
এখন পূরিল কাল, চল্ যম-পথে ॥
দ্রৌপদীর অপমান পাসরিলে কেনে।
কিরাত-সমান হ'য়ে ভ্রমিলে কাননে ॥
শুনি ভীম বলে, শক্তি জেনেছি তখন।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া তোরে লইল যখন ॥
নিজ-বল-পরাক্রম কি জানাব তোমা।
ভজ ধর্ম্মরাজে, তিনি করিবেন ক্ষমা ॥
আপনা রাখহ, রাখ অন্ধ-পিতা-মাতা।
হিতবাক্য কহিলাম, না কর অন্যথা ॥
শুনি দুর্য্যোধন রাজা ক্রোধে কটু কয়।
সমরে পাণ্ডবে আজি করিব বিজয় ॥
ঘোরতর মহাযুদ্ধ বাধে হেনকালে।
প্রলয়কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
বাণবৃষ্টি করি সৈন্যে করিল অস্থির।
আষাঢ়-শ্রাবণে যেন বরিষয়ে নীর ॥
ভীমের নারাচ বাজে দুর্য্যোধন-বুকে।
ব্যাকুল সারথি রথ ফিরায় বিমুখে ॥
গদাহাতে ভীমসেন ধায় শীঘ্রগতি।
ক্ষণমাত্রে সংহারিল যত যোদ্ধৃপতি ॥
আথালি পাথালি বীর করে গদাঘাত।
সহস্র সহস্র রথে করিল নিপাত ॥
গদাহাতে ধায় বীর সমরে প্রচণ্ড।
বজ্রহাতে ইন্দ্র যেন কাল-হস্তে দণ্ড ॥
সম্মুখ-বিমুখ নাহি মারে খেদাড়িয়ে।
পলায় সকল সৈন্য রণে ব্যস্ত হ'য়ে ॥
দূরে থাকি ধায় সবে পাইয়া তরাস।
পাছু পাছু ধায় বীর করিয়া বিনাশ ॥
যত যুদ্ধ করে বীর, তত বল বাড়ে।
তাহা দেখি কুরুসৈন্য ধায় উভরড়ে ॥

একা ভীম সংহারিল সহস্র পদাতি।
তুরঙ্গ সহস্র পঞ্চ, সহস্রেক হাতী ॥
সংবিত পাইয়া তবে রাজা দুর্য্যোধন।
আশ্বাসিয়া বলে, ভয় নাহি যোদ্ধৃগণ ॥
অর্জ্জুন-সহিত যুদ্ধে ধায় সেনাগণ।
কুঞ্জরে চড়িয়া আসে রাজা দুর্য্যোধন ॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ বাণ-বরিষণ।
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥
কৌরবের যোদ্ধৃপতি শাল্ব নৃপবর।
হস্তীতে চড়িয়া আসে সংগ্রাম-ভিতর ॥
হস্তীর বিনাশে বাণ পাঞ্চাল এড়িল।
বিষম প্রহারে হস্তী ভূমিতে পড়িল ॥
ক্রোধে শাল্ব লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল।
দেখিয়া সাত্যকি তবে অগ্রগামী হৈল ॥
কাটিল শাল্বের ধনু করি খণ্ড খণ্ড।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা হইল প্রচণ্ড ॥
দুই জনে বাণ মারি করে অন্ধকার।
মহাপ্রলয়েতে যেন সৃষ্টির সংহার ॥
সাত্যকি এড়িল বাণ কৃতবর্ম্মাবীরে।
সেই বাণ বাজে তার বক্ষের উপরে ॥
বাণে বাণে আচ্ছাদিল কৃতবর্ম্মাবীরে।
রথ ফিরাইল তবে সারথি সত্বরে ॥
পুনঃ শাল্ব-সাত্যকিতে বাধিল সমর।
দোঁহে দোঁহা বাণে বিন্ধি করে জরজর ॥
সাত্যকির বাণে শাল্ব ত্যজিল জীবন।
তাহা দেখি কৃতবর্ম্মা আসিল তখন ॥
শাল্ব বীরে নিপাতিত দেখি মহাবীর।
কৃতবর্ম্মা আসে রণে হইয়া সুস্থির ॥
পুনরপি কৃতবর্ম্মা-সাত্যকিতে রণ।
দোঁহাকার সংগ্রামের কি দিব তুলন ॥
উভয়ে হৈল রণ, নাহি পাঠান্তর।
রথে চড়ি আসে দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর ॥
ধ্বজ ছত্র কাটা গেল দেখি বিপরীত।
অশ্ব কাটা গেল, রথ গমন-রহিত ॥
ভূমে নামে কৃতবর্ম্মা হইয়া বিরথী।
দেখি কৃপ নিজ-রথে তোলে শীঘ্রগতি ॥

পুনরপি দুর্য্যোধন যুঝে ক্রোধ মনে।
শরাসনে করে রণ পাণ্ডবের সনে ॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল পাণ্ডব-বাহিনী।
যুধিষ্ঠিরসহ রণে মিলিল শকুনি ॥
মুহূর্ত্তেকে মহাযুদ্ধ বাধে ঘোরতর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে হইল জর্জ্জর ॥
ধর্ম্মের সারথি রথ কাটিল তখনি।
লাজ পেয়ে ধর্ম্মরাজ নামিল ধরণী ॥
হেনকালে সহদেব ত্বরিতে আসিয়া।
আপনার রথে ধর্ম্মে নিলেন তুলিয়া ॥
পুনঃ দিব্যরথ আনি যোগায় সারথি।
ধনু ধরি তাহে উঠে ধর্ম্ম নরপতি ॥
সসজ্জ হইয়া রাজা রহিয়া তথায়।
শকুনি বধিতে আজ্ঞা দিলেন ত্বরায় ॥
চতুর্দ্দিকে সেনাগণ রহ সাবধান।
শকুনিরে মারি কর যশের বাখান ॥
সামন্ত সহস্র পঞ্চ, সহস্র তুরঙ্গ।
সপ্ত শত মত্তকরী চলে তার সঙ্গ ॥
পদাতি সহস্র ত্রিশ চলিল প্রধান।
এ-সবার সহদেব কর্ত্তা আগুয়ান ॥

জানিয়া সমরে ধায় গান্ধার-নন্দন।
অনুবল পাছে পাছে দেয় দুর্য্যোধন ॥
ষষ্টিশত অশ্ব রথ আছয়ে বিভাগ।
পদাতি পঞ্চাশ কোটি সহস্রেক নাগ ॥
সকল যোদ্ধার মাঝে শকুনি প্রধান।
দুই দলে যুদ্ধ বাধে, যায় কত প্রাণ ॥
প্রতিজ্ঞা আছয়ে পূর্ব্বে শকুনি-বিনাশে।
সেই হ'তে সহদেব অধিক আক্রোশে ॥
সহদেব-শকুনিতে হৈল মিশামিশি।
বাণে অন্ধকার, নাহি জানি দিবানিশি ॥
অবিশ্রাম রণ করে বীর দুই জন।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে করিয়া গর্জ্জন ॥

রথে রথে, গজে গজে, তুরঙ্গে তুরঙ্গ।
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, নাহি যোদ্ধৃভঙ্গ॥
কেশাকেশি মুখোমুখি ভুজে যায় তাড়ি।
চরণে চরণ ছাঁদি যায় গড়াগড়ি॥
হেনমতে যোদ্ধৃগণ করে মহারণ।
মার মার শব্দ করি করয়ে গর্জ্জন॥
বাণে অন্ধকার হৈল সংগ্রামের স্থলী।
রথী রথী মহাযুদ্ধ, সবে মহাবলী॥
শোণিতের বহে নদী অতি-ভয়ঙ্কর।
হস্তী ঘোড়া ভাসি চলে সংগ্রাম-ভিতর॥
শ্বান-শিবা-কলরব, পিশাচের ঘটা।
নানাবর্ণ পক্ষী উড়ে, যেন মেঘচ্ছটা॥
বিষম সমরে বহু পড়িল বাহিনী।
সপ্তশত অশ্ব শেষ রহিল শকুনি॥
রাজার আজ্ঞায় যুঝে পরম সাহসে।
পাণ্ডববাহিনী ভঙ্গ দিল চারি পাশে॥
সাহসে শকুনি যুঝে ধরিয়া ধনুক।
বাণাঘাতে পাণ্ডুসেনা নাহি বান্ধে বুক॥
হস্ত পদ বক্ষ কার করে খণ্ড খণ্ড।
কুণ্ডল-সহিত কারো কাটি পাড়ে মুণ্ড॥
সমরে শকুনি বহু সেনা বিনাশিল।
তাহা দেখি সহদেব সত্বরে ধাইল॥
বাহিনী-দুর্গতি দেখি কৃষ্ণ মহাশয়।
ডাকিয়া বলেন, কেন সেনাভঙ্গ হয়॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি সমুদ্র তরিয়া।
শকুনি-গোষ্পদে কেন মজিলে আসিয়া॥
মারহ দুষ্টেরে আজি অনর্থের মূল।
তার দোষে ক্ষত্রকুল হইল নির্ম্মূল॥
শুনিয়া অর্জ্জুন ক্রোধে গাণ্ডীব ধরিয়া।
ক্ষুদ্র মৃগে ধায় যেন সিংহ খেদাড়িয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, সাধু, শুন কর্ণ ভরি॥

শকুনি-বধ

গাণ্ডীব ধরিয়া পার্থ যুঝেন তখন।
ছিন্নভিন্ন করিলেন কুরু সেনাগণ॥
কেহ ডাকে মাতা পিতা, কেহ চাহে জল।
সাহসে সকল যুঝে, বাহিনী বিকল॥
ধৃষ্টদ্যুম্নসহ যুঝে রাজা দুর্য্যোধন।
মহাঘোর যুদ্ধ হয় ঘোর-দরশন॥
বাণে কাটি পাড়ে বাণ রাজা দুর্য্যোধন।
সৈন্যের উপরে করে বাণ-বরিষণ॥
সন্ধান পূরিয়া আসে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটে সারথির শির॥
পঞ্চ বাণে ধনু কাটে ধ্বজ ছত্র আর।
বাণে খণ্ড খণ্ড রথ করিল রাজার॥
সহিতে না পারি ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন।
লাফ দিয়া সৈন্যমধ্যে পড়িল তখন॥
ভঙ্গ দিয়া অশ্বে চড়ি রাজা মহামতি।
পাছু নাহি ফিরি চাহে, ধায় শীঘ্রগতি॥
অপমান পেয়ে ধায় রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনির কাছে আসি দিল দরশন॥
তবে রাজা, কৃতবর্ম্মা মহাবলবান্।
ভীমসেনসহ যুঝে হ'য়ে সাবধান॥
ক্ষণেক রহিয়া তবে ভীম মহাবীর।
বাণেতে বিন্ধিল যোদ্ধৃগণের শরীর॥
বাণে বাণ কাটে কৃতবর্ম্মা ক্রুদ্ধমন।
মহাকোপে আসে বীর পবন-নন্দন॥
যুদ্ধ করে কৃতবর্ম্মা করিয়া বিক্রম।
সমরে প্রচণ্ড দোঁহে, নাহি পরিশ্রম॥
দুইজনে মহাযুদ্ধ করে বার বার।
তাহা দেখি যোদ্ধৃগণ হৈল আগুসার॥
ভীমসেন করে যুদ্ধ অশেষ-বিশেষ।
নির্ম্মূল হইল সেনা, অল্প অবশেষ॥
পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মদমত্ত হাতী।
কানন কাটিয়া যেন মুক্ত কৈল ক্ষিতি॥

একা ভীম সর্ব্বসৈন্যে করিল বিনাশ।
দেখিয়া কৌরবসৈন্য পাইল তরাস॥
সঞ্জয় বলেন, রাজা, শুন নিবেদন।
অশ্ব-আরোহণে রণে আসে দুর্য্যোধন॥
যোদ্ধৃগণ কতগুলি আছয়ে সংহতি।
দেখিয়া কহেন পার্থ গোবিন্দের প্রতি॥
হের দেখ, লজ্জাহীন দুষ্ট দুর্য্যোধন।
তবু ক্ষমা নাহি রণে বিনাশ-কারণ॥
গোবিন্দ বলেন, শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর।
আগু হ'য়ে মার শীঘ্র পাপী কুরুবর॥
অর্জ্জুন, দেখহ সেনা প্রায় ভঙ্গিয়ান।
ক্ষণেক করহ যুদ্ধ হ'য়ে সাবধান॥
সঞ্জয় বলেন, রাজা, কি কব বিশেষ।
সকল হইল নষ্ট কিছুমাত্র শেষ॥
অবশেষ আছে তব দুই শত রথ।
ত্রিসহস্র পদাতিক, অশ্ব পঞ্চশত॥
কৌরববাহিনী রাজা, এইমাত্র শেষ।
জানিয়া অর্জ্জুন-প্রতি কন হৃষীকেশ॥
মহাধনুর্দ্ধর পার্থ বাণে অনিবার।
তোমা হ'তে শত্রু সব হইল সংহার॥
আজি ভুজবলে ধর্ম্মরাজ্য-অধিকারী।
রহিল তোমার যশ ত্রিভুবন ভরি॥
আজি যুধিষ্ঠির 'পরে দিব রাজ্যভার।
আজি হৈল কুরুকুল সমূলে সংহার॥
অর্জ্জুন বলিল, প্রভু, তোমার কৃপায়।
সমরে বিজয়ী আমি হলেম ধরায়॥
কহিতে কহিতে যুদ্ধস্থলে ধনঞ্জয়।
বাণে বাণে করিলেক অন্ধকারময়॥
মহাপরাক্রম পার্থ, যেন ধনুর্ব্বেদ।
পঞ্চ বাণে সুশর্ম্মার করে শিরশ্ছেদ॥
তাহার তনয় কোপে রণে প্রবেশিল।
পার্থের নারাচ বাণে সেহ কাটা গেল॥
তবে ক্রোধে বীরবর ছাড়ে সিংহনাদ।
যুঝয়ে সমরে বীর নাহিক বিষাদ॥
দক্ষসেন বীর গেল সমরের মুখে।
তাহারে বধিল ভীম পরম কৌতুকে॥
তাহার অনুজ ছিল সমরে দুর্জ্জয়।
তাহারে মারিল বীর পবন-তনয়॥
শকুনি সহিত যুঝে সহদেব বীর।
দোঁহাকার বাণে দোঁহে জর্জ্জর-শরীর॥
শকুনি-নিকটে আসি সহদেব বীর।
বাণেতে জর্জ্জর কৈল শকুনি-শরীর॥
বাণাঘাতে শকুনি সে হারায় চেতনা।
সিংহনাদ করে বীর পড়য়ে ঝঞ্চনা॥
ভয়ে ভীত ভঙ্গিয়ান দেখি কুরুবলে।
দুর্য্যোধন আশ্বাসিয়া রাখিল সকলে॥
সংবিৎ পাইয়া পুনঃ শকুনি আইসে।
দেখি সহদেব রোষে বিশিখ বরিষে॥
শকুনির ধনু কাটি ফেলে অবহেলে।
অন্য ধনু ল'য়ে যুদ্ধ করে সেই বলে॥
উলুক শকুনি-পুত্র অতি বলধর।
পিতার সাহায্যহেতু আসিল সত্বর॥
ভীমের সহিত যুদ্ধ করে অনিবার।
ক্ষুরবাণে ভীম তারে করিল সংহার॥
পুত্রশোকে যুঝে বীর মরণ ভাবিয়া।
নির্ভয়েতে ধনুর্গুণ সন্ধান পূরিয়া॥
বাণে আচ্ছাদিত কৈল মাদ্রীর নন্দনে।
ঝরিল রুধির অঙ্গে, ভয় নাই মনে॥
মাদ্রীপুত্র মহাবীর মহাকোপভরে।
বাণে শকুনির ধনু খণ্ড খণ্ড করে॥
কোপে শক্তি লয় তুলি গান্ধার-কুমার।
নিক্ষেপ করিল তারে করিতে সংহার॥
দৃষ্টিমাত্র শক্তি কাটে সহদেব বীর।
শক্তি ব্যর্থ গেল দেখি শকুনি অস্থির॥
ভিন্দিপাল শক্তি ভল্ল পরশু তোমর।
শেল শূল জাঠি জাঠা মুষল মুদ্গর॥
সন্ধান পূরিয়া কত শকুনি মারিল।
মাদ্রীসুত সহদেব সকলি কাটিল॥

কাটিল সারথি রথ করি লণ্ডভণ্ড।
তীক্ষ্ণ বাণে কাটি পাড়ে তুরঙ্গের মুণ্ড॥
বিরথী হইয়া বীর রহিল দাঁড়ায়ে।
পরাক্রম গেল সব আতঙ্ক পাইয়ে॥
রথ হ'তে লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
বিমুখ সংগ্রামে বীর পৃষ্ঠ দিয়া চলে॥
চঞ্চল চরণ-গতি, নাহি বুদ্ধি বল।
করতালি দিয়া পাছু খেদাড়ে সকল॥
ধিক্ ধিক্, ক্ষত্র হ'য়ে ভঙ্গ কি-কারণ।
ইহার অধিক ভাল সংগ্রামে মরণ॥
অবলার প্রায় যাস্ ছাড়ি বীরপনা।
মরণ এড়াবি, হেন না কর ভাবনা॥
অপমান-বাক্য শুনি পুনঃ নেউটিল।
মরণ ভাবিয়া রণে আসিয়া পশিল॥
রণভূমে পড়েছিল যত অস্ত্র তাই।
প্রাণপণে করে যুদ্ধ লইয়া সবাই॥
যত অস্ত্র ফেলি মারে কাটে মহাবীর।
অবসন্ন হ'য়ে পড়ে গান্ধার সুধীর॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে মাদ্রীপুত্র চুলে ধরি আনে।
শকুনি দুঃখের মূল, সর্ব্বলোক জানে॥
পশুর সদৃশ করি শকুনিরে আনে।
কম্পমান কলেবর, আছে অচেতনে॥
সহদেব বলে, তুমি দুষ্টের প্রধান।
এইহেতু তোমা-প্রতি নহি ক্ষমবান্॥
পাশায় যতেক দুঃখ দিলে দুষ্টমতি।
উপহাস করিলে যে রাজার সংহতি॥
ভুঞ্জাব তাহার সুখ আজিকার রণে।
যে-হাতে ধরিলে পাশা কপট-বিধানে॥
সেই হাত অগ্রে কাটি, অন্য তার পরে।
আজি রণে নরাধম শিখাইব তোরে॥
শকুনি কহিল, মোরে মার দিব্য বাণ।
বধ কর, কিন্তু নাহি কর অপমান॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।
কাটি পাড় মুণ্ড, যদি ক্ষমা নাহি হয়॥
এত শুনি দর্প করি সহদেব বীর।
পূর্ব্ব-দুঃখ মনে করি হইল অস্থির॥
অঙ্গুলি পর্য্যন্ত কাটি পাড়ে বাহুমূল।
পূরিল প্রতিজ্ঞা আজি, শুন হে মাতুল॥
কাতর শকুনি বীর করে ছটফটি।
ক্রোধে সহদেব বীর ফেলে মুণ্ড কাটি॥
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল বলে সর্ব্বলোকে।
পূর্ব্বের বিধান ফল পাইল প্রত্যেকে॥
সময় পাইলে কর্ম্ম অবশ্য যে ফলে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল সব ভুঞ্জে এতকালে॥
শকুনি পড়িল রণে, হৈল সিংহনাদ।
কুরুসৈন্য ভঙ্গ দিল গণিয়া প্রমাদ॥
পলাইতে নারে সবে, যারে পড়ে চোখে।
প্রাণের সহিত মারে, যারে আগে দেখে॥
সৈন্যগণ ভঙ্গ দিল, যেবা ছিল শেষ।
একা দুর্য্যোধন মাত্র আছে অবশেষ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশি।
শোকে নৃপতির মুখে নাহি আর হাসি॥
হইল পৃথিবী শূন্য, জানি মহামতি।
অশ্ব ছাড়ি ভূমিতলে করিলেন গতি॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, কহ সঞ্জয় বিশেষ।
পাণ্ডবের সেনা কত আছে অবশেষ॥
সঞ্জয় বলেন, শুন কুরুবংশপতি।
আছে যে পাণ্ডবদলে দ্বিসহস্র রথী॥
তুরঙ্গ অযুত শত সহস্র মাতঙ্গ।
লক্ষ পদাতিক আছে পাণ্ডবের সঙ্গ॥
কৌরবের সৈন্য সব বিনষ্ট হইল।
কৌরবের শেষ যেই এখন রহিল॥
কৃপ অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধন।
শুনহ নৃপতি শেষ এই চারি জন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

দুর্য্যোধনের দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশ

সঞ্জয় বলেন, রাজা, কর অবগতি।
আপন সমর শেষ দেখি নরপতি ॥
কুরুবলে সিংহ যেন ছিল মহারাজ।
দাবানল দহে যেন শুষ্কবন-মাঝ ॥
অগাধ শুষিল যথা মহোদধি জল।
পাণ্ডবে শুষিল তথা কৌরবের দল ॥
অমাত্য-বান্ধব যত সব হৈল হত।
সমর-সমাজে অনুকূল ছিল যত ॥
শোকে লাজে অভিমানে না দেখি উপায়।
শূন্য হৈল বসুমতী জানিয়া নিশ্চয় ॥
জয়-পরাজয়-কর্ম্ম বিধির ঘটন।
আপনার শক্য নহে, কর্ম্ম-নিবন্ধন ॥
এত ভাবি দুর্য্যোধন চলিল সত্বর।
হাতে গদা ধায়, যেন মত্ত করিবর ॥
সর্ব্বশূন্য অবশেষে দেখিয়া বিমন।
দ্বিতীয় বান্ধব নাহি সঙ্গে একজন ॥
চিন্তাযুক্ত দুর্য্যোধন করিল গমন।
কেহ না দেখিল কোথা গেল দুর্য্যোধন ॥
দৈবাৎ সঞ্জয় রণে আসিয়া মিলিল।
দেখি ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকিরে আদেশিল ॥
দেখহ কৌরবপক্ষে আসিল সঞ্জয়।
রাখিয়া কি কার্য্য এরে, শীঘ্র কর ক্ষয় ॥
শুনিয়া সাত্যকি তবে খড়্গ নিল করে।
বিনাশিতে সঞ্জয়েরে যায় ক্রোধভরে ॥
অকস্মাৎ আসি সত্যবতীর নন্দন।
সাত্যকির ক্রোধ করিলেন নিবারণ ॥
তথা হৈতে আসিতেছে সঞ্জয় নগরে।
দেখিলেক পথে অতি দীন কুরুবরে ॥
গদাহাতে দুর্য্যোধন অতি দীনবেশ।
নেত্রে নীর ঝরে, মুখে নাহি বাক্যলেশ ॥
দেখিয়া সঞ্জয়ে জিজ্ঞাসিল কুরুরায়।
কে আছে জীবিত কহ আমার সহায় ॥

সঞ্জয় কহিল, আছে এই মাত্র সার।
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা দ্রোণের কুমার ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস।
অচেতন হৈল পুনঃ, মুখে নাহি ভাষ ॥
গদগদভাষে রাজা কহেন করুণে।
এমন করিবে বিধি, নাহি ছিল মনে ॥
জন্মিলে মরণ আছে, নাহিক অন্যথা।
অপমান যত কিছু, তাহে কাটা মাথা ॥
সঞ্জয়, সকলি জান, কি কহিব আর।
বিধি বিড়ম্বিল মোরে, মজিল সংসার ॥
সর্ব্বনাশ কৈল মোর দারুণ বিধাতা।
জনকের স্থানে সব কহিবে বারতা ॥
কিছু না রহিল সেনা আমার সমাজ।
ত্বরিতগমনে যাহ যথা অন্ধরাজ ॥
আমার দৈবের কথা কহিবে বিশেষ।
নিশ্চয় হইনু এবে সবংশে নিঃশেষ ॥
অন্ধ তাত শোক পাইলেন বৃদ্ধকালে।
যা থাকে পশ্চাতে এবে আমার কপালে ॥
কালপ্রাপ্ত হৈলে লোক না শুনে বচন।
কালেতে সংহার করে দৈবের কারণ ॥
সুখ-দুঃখ-কর্ম্মভোগ বিধাতার বশ।
অনিত্য সংসার, কিন্তু নিত্য কীর্ত্তি যশ ॥
আমার বাসনা তাত, ছাড়হ এখন।
পাত্র-মিত্র-জ্ঞাতি আর ইষ্ট-বন্ধুগণ ॥
সকল মরিল, আমি জীবিত কেবল।
বংশনাশ হৈল, মোর জীবন বিফল ॥
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসনা।
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই, না করি ভাবনা ॥
সঞ্জয়, সত্বর গিয়া কহ সমাচার।
ইহলোকে পুনঃ দেখা নাহি হবে আর ॥
এত বলি দুর্য্যোধন গমন করিল।
দ্বৈপায়ন-হ্রদজলে দুঃখে প্রবেশিল ॥
সঞ্জয় চলিল তবে হ'য়ে বিষাদিত।
হইল সাক্ষাৎ পথে তিনের সহিত ॥

কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা অশ্বত্থামা আর।
জিজ্ঞাসিল সঞ্জয়ে, কি কহ সমাচার॥
মহারাজ দুর্য্যোধন আছেন কোথায়।
কি করিব, মন দহে, না দেখি উপায়॥
শুষ্ক বন দহে যেন জ্বলন্ত আগুনে।
কহ ত সঞ্জয় কোথা পাব দুর্য্যোধনে॥
শুনিয়া সঞ্জয় কহে বচন-বিশেষ।
রাজা দুর্য্যোধন হ্রদে করিল প্রবেশ॥
এত শুনি তিন বীর করিল প্রয়াণ।
উপনীত হৈল আসি হ্রদ-সন্নিধান॥
উদ্দেশে চলিল তারা শুনিয়া বারতা।
ধর্ম্মরাজ না জানেন, দুর্য্যোধন কোথা॥
নানামতে ভাই সব করে অনুমান।
কোথা গেল দুর্য্যোধন, না জানি সন্ধান॥
দূত পাঠাইয়া দিল কৌরবের পুর।
আসি জিজ্ঞাসিল, যথা আছয়ে বিদুর॥
ক্ষত্তা বলে, নাহি জানি, রণ হৈল শেষ।
কোথা গেল কুরুরাজ না জানি বিশেষ॥
দূত বলে, রণ-শেষ হইলেক যবে।
গদা হাতে পূর্ব্বমুখে রাজা গেল তবে॥
ইহার অধিক আমি না জানি বারতা।
বিস্মিত বিদুর শুনি এইসব কথা॥
সমর জিনিয়া সবে চলিল শিবির।
দুর্য্যোধনহেতু চিন্তান্বিত যুধিষ্ঠির॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র-প্রতি কহে সঞ্জয় সুমতি॥

● দুর্য্যোধনের অদর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের শোক

শুনিয়া সঞ্জয়বাক্য অন্ধ নরপতি।
শোকেতে ব্যাকুল হ'য়ে ছন্ন হৈল মতি॥
হা হা পুত্র কোথা গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কেন প্রাণ আছে মোর, না জানি কারণ॥
জন্মে জন্মে কত পাপ করিনু বিস্তর।
সে-কারণে মম হৃদি ব্যথায় কাতর॥
দুর্য্যোধন বলি ডাকে, কোথা দুঃশাসন।
কভু কর্ণ বলি ডাকে, কভু ডাকে দ্রোণ॥
পুত্র-পৌত্র-বন্ধু আর অমাত্যসকল।
পড়িল সকল বীর রণে মহাবল॥
কতেক ডাকিব আর, কত পড়ে মনে।
সমুদ্রের ঢেউ যেন বহে সমীরণে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী-পতি দুর্য্যোধন।
তাহার এ গতি হৈল দৈবের কারণ॥
শোকে ধৃতরাষ্ট্র কান্দে পড়িয়া অবনী।
এমন করিবে বিধি মনে নাহি জানি॥
বৃদ্ধ অন্ধ মাতা-পিতা মনে না করিল।
নিষ্ঠুর হইয়া রাজা দুর্য্যোধন গেল॥
পুত্রহীন বৃদ্ধকালে জীবনে মরণ।
সহায় সম্পত্তি নাহি, কি করি এখন॥
অনাথ করিয়া গেল যত অবলারে।
অমাত্য-বান্ধব-পুত্র গেল সুরপুরে॥
পক্ষহীন পক্ষী যেন রহিল পড়িয়া।
জলহীন মীন যেন মরে আছাড়িয়া॥
পুণ্যহীন দেহ যেন, ফলহীন বৃক্ষ।
বিষহীন সর্প যেন, ধনশূন্য কক্ষ॥
হস্ত হৈতে রত্ন যেন গেল ছাড়াইয়া।
প্রাণহীন দেহ যেন রহিল পড়িয়া॥
রাজ্যভোগ তৃণসম ছাড়ি গেলে তুমি।
কি গতি হইবে, সদা এই চিন্তি আমি॥
কেন না লইলে মোরে সঙ্গেতে করিয়া।
বৃদ্ধ পিতা-মাতা কেন গেলে বিসর্জ্জিয়া॥
বধূগণ অনাথিনী হারাইয়া কূল।
কেমনে ধরিবে প্রাণ হইয়া আকুল॥
সুরাসুর-জয়ী যেই গঙ্গার নন্দন।
শিখণ্ডীর হাতে হৈল তাঁহার নিধন॥
ভগদত্ত বীর আদি যত যোদ্ধৃপতি।
কর্ণ মহাবীর, যেই রণে দক্ষ অতি॥

তাহারে মারিল পার্থ সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
শত পুত্র মারে মোর পবন-তনয়॥
যার যত পরাক্রম, করিল সকল।
ভাগ্যহীনহেতু মোর সকলি বিফল॥
কতেক কহিব দুঃখ, কহনে না যায়।
ভাবিতে চিন্তিতে মোর হৃদয় শুকায়॥
ভীমের বচন আর সহিতে না পারি।
শোকেতে কাতর হৈল গান্ধার-কুমারী॥
শুনহ সঞ্জয়, মোর এই দৃঢ় আশ।
অনলে পুড়িব, নহে যাব বনবাস॥
সঞ্জয় বলেন, রাজা, শুনহ বচন।
জয় পরাজয় দেখ বিধির ঘটন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয় সংবাদ

সঞ্জয় বলেন, শুন অন্ধ নরপতি।
কালবশে দুর্য্যোধন পাইল দুর্গতি॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি সমরে দুর্জ্জয়।
একে একে বিনাশিল বীর ধনঞ্জয়॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ কমললোচন।
তাহার সর্ব্বদা বশ এ তিন-ভুবন॥
দুর্য্যোধন কৈল কত পাণ্ডব-কারণ।
জতুগৃহ করিলেক বধিতে জীবন॥
তথা হৈতে নিজ দেশে আসি পুনর্ব্বার।
রাজসূয়যজ্ঞ কৈল পৃথিবীর সার॥
সম্পদ্ দেখিয়া তার দুঃখী হৈল মন।
পাশা খেলাইল পুনঃ হিংসার কারণ॥
হারিয়া পাণ্ডব পুনঃ গেল বনবাস।
ধন ছিল, রাজ্য ছিল, সবেতে নিরাশ॥
কাম্যবনে নিবসতি কৈল কত দিন।
দুঃখের নাহিক সীমা হ'য়ে ধনহীন॥
কত দিনে দুর্য্যোধন গেল সেই বনে।
ঘোষযাত্রা করি গেল প্রভাসের স্থানে॥
গন্ধর্ব্বের সনে তথা হইল সমর।
গন্ধর্ব্বে বান্ধিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
যুধিষ্ঠির-সন্নিধানে আসে যত রাণী।
বিনয়-বচনে তুষে সবে ধর্ম্মমণি॥
সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কহিল পার্থেরে।
গন্ধর্ব্বে জিনিয়া আন দুর্য্যোধনবীরে॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় গিয়া সেইক্ষণে।
গন্ধর্ব্বসহিত আনে রাজা দুর্য্যোধনে॥
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি বলিল বিস্তার।
হেন কর্ম্ম কদাচিৎ না করিহ আর॥
দোঁহারে বিদায় করি দিল যুধিষ্ঠির।
অভিমানে গেল সবে আপন মন্দির॥
তবে কত দিনান্তরে রাজা দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী-কারণ॥
শূন্যরথে জয়দ্রথ সদা ফিরে বনে।
রথ-আরোহণ করি সদা চিন্তে মনে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
শূন্য গৃহ দেখি দুষ্ট হরিল তখন॥
দ্রৌপদী হরিয়া ল'য়ে যায় দুষ্টমতি।
রথেতে ক্রন্দন করে কৃষ্ণা গুণবতী॥
হেনকালে আসে তথা পার্থ-বৃকোদর।
দূর হ'তে দ্রৌপদীর শুনিলেন স্বর॥
কৃষ্ণারে লইয়া যায় জয়দ্রথ বীর।
দেখি তবে দুই ভাই হইল অস্থির॥
কপিধ্বজ রথে চড়ি ধরিল তাহারে।
ভর্ৎসনা করিল বহু বিবিধ-প্রকারে॥
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, বেদের বচন।
যথা ধর্ম্ম, তথা কৃষ্ণ, আছে নিরূপণ॥
এরূপে সঞ্জয় কহে অনেক ভারতী।
শুনিয়া নিঃশব্দ হৈল অন্ধ নরপতি॥
এইরূপে শোকাকুল অন্তঃপুরে যত।
বিদুর প্রভৃতি কান্দে হ'য়ে মৌনব্রত॥

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা করেন ভাবনা।
দুর্য্যোধন কোথা গেল কহ সর্ব্বজনা॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি বিচারিল মনে।
কহে রাজা যুযুৎসুরে, মধুর-বচনে॥
হস্তিনানগরে তুমি হও আগুসার।
জ্যেষ্ঠতাতে বল গিয়া সব সমাচার॥
গান্ধারী বিদুর আর অম্বিকা-নন্দনে।
সমভাবে নমস্কার কর সর্ব্বজনে॥
শোকাকুল হ'য়ে সবে করেন ক্রন্দন।
আপনি সবারে যত্নে করিবে সান্ত্বন॥
কৃষ্ণ ভীমার্জ্জুন সবে দিল অনুমতি।
প্রণমি যুযুৎসু তবে চলে শীঘ্রগতি॥
শঙ্খনাদ করি যায় হস্তিনাভবন।
অন্তঃপুরে আসি সবে দিল দরশন॥
গান্ধারী বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের চরণে।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল সবা-বিদ্যমানে॥
সঞ্জয় বলিল, শুন অন্ধ নৃপবর।
যুযুৎসু আসিল এই তোমার কোঙর॥
শ্রুতমাত্র ধৃতরাষ্ট্র পুত্র কৈল কোলে।
স্নান করাইল তারে নয়নের জলে॥
গান্ধারী প্রভৃতি নারী কান্দিতে কান্দিতে।
আসিল সকলে শীঘ্র যুযুৎসু দেখিতে॥
বিপরীতবেশ সবে, মুক্ত কেশ বাস।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস॥
বিদুর সঞ্জয় আর যুযুৎসু তখন।
জনে জনে সবাকারে করিল সান্ত্বন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা দ্বৈপায়ন-হ্রদে।
কুলক্ষয় করি সেথা রহিল বিষাদে॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য মোর ছিল।
একে একে ভীম সব সংহার করিল॥
মুনি বলে, অবধান কর নরপতি।
পরিণামে ভাল বিনা হয় হেন গতি॥
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, জানিহ রাজন্।
যথা ধর্ম্ম, তথা কৃষ্ণ বেদের বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥
শ্রবণে কলুষ-নাশ, পুণ্যের সঞ্চয়।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-লাভ সুনিশ্চয়॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী লিখন।
এত দূরে শল্যপর্ব্ব করি সমাপন॥

ইতি শল্যপর্ব্ব সমাপ্ত

গদাপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● সসৈন্যে যুধিষ্ঠিরের দ্বৈপায়ন-হ্রদের নিকটে গমন

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন ।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে লুকাইল দুর্য্যোধন ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ খুঁজিয়া বেড়ায় ।
দুর্য্যোধন নৃপতিরে দেখিতে না পায় ॥
আপন শিবিরে যান ধর্ম্ম নরবর ।
দুর্য্যোধনে অন্বেষিতে পাঠালেন চর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল শ্রীজনমেজয় ।
কহিলে অপূর্ব্ব কথা মুনি-মহাশয় ॥
কুরুকুলপতি মহারাজ দুর্য্যোধন ।
হ্রদমধ্যে কি-প্রকারে রহিল তখন ॥
কি উপায় করিলেন পিতামহগণ ।
শুনিবারে বাঞ্ছা বড়, বল তপোধন ॥
মুনি বলে, অবধান কর নরপতি ।
যেই মতে হত দুর্য্যোধন দুষ্টমতি ॥
গদাপর্ব্ব-কথা কহি শুন নৃপবর ।
যেইরূপে পুনরপি হইল সমর ॥
সমর জিনিয়া যুধিষ্ঠির নরপতি ।
বিচিত্র মন্দিরে রহে নৃত্য-গীতে মাতি ॥

অপমানে মনে মনে হ'য়ে দুঃখী-মন।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন॥
গদার প্রহারে বীর সলিল বিদারি।
তাহাতে পশিল রাজা হাতে গদা করি॥
ভ্রাতৃবন্ধু সঙ্গে ল'য়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন অন্বেষণে যান বহু বীর॥
বন-উপবন খুঁজিলেন নানা দেশ।
না পাইয়া দুর্য্যোধনে ভাবেন বিশেষ॥
মারিয়া বিপক্ষ করিলাম কোন্ কার্য্য।
পুনরপি দুর্য্যোধন লইবেক রাজ্য॥
পুনর্ব্বার আসি দুষ্ট করিবেক রণ।
পলাইয়া আছে কোথা রাজা দুর্য্যোধন॥
এত ভাবি বসিয়া আছেন ধর্ম্মরায়।
হেথা তিন বীর দুর্য্যোধন-কাছে যায়॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ সুপণ্ডিত।
হ্রদের নিকটে গিয়া হৈল উপনীত॥
জলস্তম্ভে দুর্য্যোধন আছেন নির্জ্জনে।
হ্রদের উপরে থাকি ডাকে তিন জনে॥
উঠ উঠ রাজা, যুদ্ধে না হও বিমুখ।
যুধিষ্ঠিরে জিনি রণে ভুঞ্জ রাজ্যসুখ॥
পলাইয়া কেন তুমি পাও অধোগতি।
রণেতে কাতর নহে ক্ষত্রিয় এমতি॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করিব সংহার।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ সহায় তাহার॥
আমা-সবা সঙ্গে করি কর তুমি রণ।
তোমারে জিনিবে হেন আছে কোন্ জন॥
তা'সবার বাক্য শুনি বলে দুর্য্যোধন।
বড় ভাগ্যে রক্ষা পেলে তোমা-তিনজন॥
যে বলিলে, সে সম্ভবে তোমা সবাকায়।
যুদ্ধে জয়ী হব তোমা-সবার কৃপায়॥
পড়িল আমার সৈন্য, নাহি একজন।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে মহারণ॥
একেশ্বর রণ করা নহে সমুচিত।
বলবন্ত-সহ রণে নহে কভু হিত॥

তবে অশ্বত্থামা বহু দর্পের আধার।
প্রতিজ্ঞা করিল করি মহা অহঙ্কার॥
মারিব একাকী আমি সব শত্রুদল।
উঠ দুর্য্যোধন, নাহি হও হীনবল॥
পাঞ্চাল সোমকবংশ করিব সংহার।
আমার প্রতিজ্ঞা এই, শুন সারোদ্ধার॥
পাঞ্চালে না মারি যদি কবচ এড়িব।
ধিক্, অকারণ ব্যর্থ শরীর ধরিব॥
এ নহে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম, শুন মহারাজ।
প্রাণপণে যত্ন করি সাধিব স্বকাজ॥
শুন মহারাজ, তুমি না করিহ ভয়।
চারি বীরে বিনাশিব বিপক্ষ-নিচয়॥
মোরা তিন-বিদ্যমানে কেন তব ডর।
পুনরপি চারি বীরে করিব সমর॥
হয় ধনঞ্জয়ে জিনি পুনঃ রাজ্য পাব।
নতুবা সমরে পড়ি সদ্য স্বর্গে যাব॥
হেন জানি দুর্য্যোধন, রণে দেহ মন।
চারি মহাবীরে মোরা করিব যে রণ॥
হেন কথা শুনি বলে রাজা দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সব, আমার বচন॥
প্রাণেতে পীড়িত আমি শুন তিন বীর।
অস্ত্রাঘাতে ভগ্ন মোর সকল শরীর॥
রণ জিনিবারে যদি করিয়াছ মন।
আজি নিশি বঞ্চি কালি করিব যে রণ॥
দুর্য্যোধন-বাক্য শুনি তবে দ্রোণসুত।
আত্মশ্লাঘা দম্ভবাক্য বলিল বহুত॥
এইরূপে নানা কথা কহে চারি জন।
পক্ষী মারিবারে ব্যাধ গেল সেই বন॥
ভীমের তোষণ লাগি মৃগয়া করিয়া।
সেই হ্রদে জলপানে গেল মৃগ লৈয়া॥
সে ব্যাধ শুনিল তবে সব সমাচার।
ব্যাধ বলে, বড় কর্ম্ম হইল আমার॥
যাহারে খোঁজেন সদা রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদে পলাইয়া আছে সেই কুরুবীর॥

যুধিষ্ঠিরে কহিলে এ-সব বিবরণ।
আনন্দিত হইবেন পাণ্ডুর নন্দন॥
এত ভাবি ব্যাধ সেই হরষিত-মনে।
দ্রুত গিয়া নিবেদিল ভীমের চরণে॥
শুনি ভীমসেন হৈল হরষিত-চিত।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরে কহিল ত্বরিত॥
জলমধ্যে লুক্কায়িত আছে দুর্য্যোধন।
কুলের কলঙ্ক পাপ বড়ই দুর্জ্জন॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃবন্ধু সব সহ আনন্দে অস্থির॥
যথা আছে জলমধ্যে রাজা দুর্য্যোধন।
তথাকারে সর্ব্ব বীর করিল গমন॥
কৃষ্ণে আগু করি সবে তথা গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন সব বলে মহাবলী॥
লোকের জনতা মহারোল কোলাহল।
ডিম ডিম বাদ্য বাজে, বাড়ে কুতূহল॥
সৈন্যসহ চলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা জলমধ্যে আছে দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের শব্দ হৈল মহা বিপরীত।
শব্দ শুনি চারি বীর হৈল বড় ভীত॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা বলে, হইল অকাজ।
সৈন্য সহ আসিছেন হেথা ধর্ম্মরাজ॥
কি করিব মহারাজ, বলহ উপায়।
কোন্ আজ্ঞা হয় দুর্য্যোধন কুরুরায়॥
দুর্য্যোধন বলে, হও তোমরা অন্তর।
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর॥
রাত্রি-অবসানে সবে হব একস্থান।
যুধিষ্ঠিরে মারি পুনঃ লভিব সম্মান॥
রাজার বচনে চলি গেল তিন বীর।
নরপতি ডুবাইল সলিলে শরীর॥
তিন জন বনমধ্যে করিল নিবাস।
রাজারে স্মরিয়া ঘন ছাড়িল নিঃশ্বাস॥
নানামতে শোকদুঃখ করে তিন বীর।
হেনকালে আসিলেন তথা যুধিষ্ঠির॥
হ্রদতীরে জিজ্ঞাসেন কৃষ্ণে যুধিষ্ঠির।
জলমধ্যে কেমনে আছয়ে কুরুবীর॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি বলেন শ্রীহরি।
মায়াবন্ত দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মন্ত্রের প্রভাবে আছে সেই দুরাচার।
উপায়েতে রাজা দেখা পাইবে তাহার॥
মায়া করি ইন্দ্র সব দানবে দলিল।
বামন হইয়া হরি বলিরে ছলিল॥
উপায়েতে কার্য্য সিদ্ধ করে বিজ্ঞ জনে।
চিন্তহ উপায় রাজা, আমার বচনে॥
তোমা হ'তে অভিমানী বড় দুর্য্যোধন।
সহিতে না পারে কভু নিন্দিত বচন॥
মহাভারতের কথা রচিলেন ব্যাস।
কাশী কহে, শুনি হয় কলুষ-বিনাশ॥

দুর্য্যোধনের প্রতি যুধিষ্ঠিরের ভৎর্সনা

এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন রাজায়।
জলের ভিতর কেন রয়েছ মায়ায়॥
ভ্রাতৃ বন্ধুবান্ধবেরে মারিয়া পামর।
আপনার প্রাণ লাগি হইলি কাতর॥
উঠ উঠ দুষ্ট দুরাচার কুরুবর।
ভয় পরিহরি তুমি করহ সমর॥
দেশে দেশে গেল তোর পৌরুষ-সুখ্যাতি।
সব পরিহরি লুকাইলি দুষ্টমতি॥
নিজ বাহুবলে তুই শাসিলি সংসার।
এবে সে হইলি তুই কুলের অঙ্গার॥
তর্জ্জিস্ গর্জ্জিস্ সবাকারে বারে বার।
তবে কেন জলে লুকাইলি দুরাচার॥
আপনি পণ্ডিত বট, জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
নৃপতির যোগ্য নহে পলায়ন-কর্ম্ম॥
সমর-সাগরে যেই ক্ষত্র নহে পার।
মনে ভাবি দেখ, তার জীবন অসার॥

ইষ্ট বন্ধু সখা সব সম্বন্ধী মাতুল।
সবারে মারিয়া তুই করিলি নির্ম্মূল॥
মরে তোর মহাযোদ্ধা ঊনশত ভাই।
মিছা জীবনের আশা কর মোর ঠাঁই॥
রিপুরে দেখিয়া কেন পরিহর রণ।
যত দর্প করেছিলি, সব অকারণ॥
উঠিয়া পুনশ্চ রণ কর নৃপমণি।
নিজের বীরত্ব বুঝ নিজ মনে গণি॥
হইলি স্বধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্ম-আচারী।
প্রাণ ল'য়ে পলাইলি রণ পরিহরি॥
কর্ণ-শকুনির যত শুনিলি বচন।
তার ফল ভুঞ্জ এবে পাপী দুর্য্যোধন॥
এতেক কটূক্তি যদি করিলেন ধর্ম্ম।
শুনি কোপে জ্বলিলেক দুর্য্যোধন-মর্ম্ম॥
আমার বীরত্বে ধিক্, ধিক্ ভুজভার।
হেন নিন্দাবাক্য কাণে না সহে আমার॥
এত বলি দুর্য্যোধন কম্পিত-শরীর।
বলে, শুন মম বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির॥
দেব-দৈত্য-নর-মধ্যে সবে আছে ভয়।
স্বরূপ জানহ রাজা, নাহিক সংশয়॥
সংগ্রামে সারথি পদাতিক হৈল হত।
বন্ধুবান্ধবাদি সব পড়ে শত শত॥
যোদ্ধৃপতি বিনিপাত হৈল মিছা কাজে।
নাহিক এ-হেন সখা, রণে আসি যুঝে॥
আমার নাহিক কভু জীবনের আশ।
সংগ্রামে সকল গেল, বড়ই হুতাশ॥
সেইহেতু পশিলাম জলে মহারাজ।
সমর করিব পুনঃ লইয়া সমাজ॥
তুমি বা তোমার চারি অনুজ উদ্ধত।
আর যত রথিগণ যুঝিতে উদ্যত॥
যে যুঝিবে তারে আমি দিব ত সংগ্রাম।
মুহূর্ত্তেক মহারাজ, করহ বিশ্রাম॥
এত শুনি বলে যুধিষ্ঠির মহারাজ।
পাবে তুমি পাত্র মিত্র পদাতি সমাজ॥
যদ্যপি পাণ্ডবে রণে জিনিবে আপনি।
তবে পুনরপি তুমি লইবে ধরণী॥
সমরেতে হত যদি হও নরপতি।
তবে রাজা, চলি যাবে অমর-বসতি॥
এত শুনি বলে দুর্য্যোধন মহাবীর।
তুমি জ্যেষ্ঠ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্য যুধিষ্ঠির॥
শাসিলে তোমরা ধরা মিলি পঞ্চ ভাই।
গুণাগুণ বলাবল ইহাতে না চাই॥
ভাই হ'তে যুদ্ধে ভঙ্গ, নহে অন্য ঠাঁই।
পড়িল সমরে মোর ঊনশত ভাই॥
ধনে জনে পরিপূর্ণ হৈলে মহীতলে।
হত হৈল সব ক্ষত্র তোমাদের বলে॥
অশোভন ভূমি হৈল বিধবা-সদৃশ।
রাজ্য করিবারে মম নাহিক হরিষ॥
কিহেতু করিব রণ জিনিতে সকল।
পাণ্ডব পাঞ্চাল সোমকাদি যত বল॥
দ্রোণ সেনাপতি মোর রণে হৈল হত।
কর্ণের যতেক গুণ, কহিব বা কত॥
পাণ্ডব যতেক তারে মনে মনে ডরে।
হেন কর্ণে মারিলেন অন্যায় সমরে॥
তা'সবার শোকে কেন জীবন না যায়।
ছার রাজ্য-সুখ মোর, অরণ্যের প্রায়॥
অশ্ব-গজ-সৈন্য মৈল বান্ধবসকল।
ইহা দেখি মম হৃদে বাড়ে শোকানল॥
তপ সাধিবারে যাব ব্রত অনুসরি।
আপনি নৃপতি ভুঞ্জ, লইয়া সুন্দরী॥
এত শুনি হাস্য করিলেন যুধিষ্ঠির।
কহিলেন তারে বাক্য জলদগম্ভীর॥
এবে দুর্য্যোধন তোর চিত্তে ক্ষমা হৈল।
এমত বিবেক তোর আজি দেখা গেল॥
শৃগাল না পারে কভু মৃগেন্দ্রে ধরিতে।
না পারিলে চিরানন্দ লভিবারে চিতে॥
শকুনি-বাক্যতে পাশা খেলিলে তখন।
এখন ধরম-কথা কহ দুরাত্মন্॥

নিজ রাজ্য চাহিলাম বিনয়-বিশেষে।
নিজে হৃষীকেশ গেল তোমার সকাশে ॥
তবু এক গ্রাম নাহি দিলে কুলাধম।
এবে রাজ্য ছাড় দেখি নিকটেতে যম ॥
আপনি হইলে তুমি প্রাণেতে কাতর।
সসাগরা ধরা রায়, এবে পরিহর ॥
তোমার বচন শুনি হৈল মোর লাজ।
কতবার কর রাজা, হাস্যাস্পদ কাজ ॥
যবে বলিলাম রাজা, বুঝি কার্য্য কর।
না বুঝি প্রতিজ্ঞা কৈলে, ওহে নরবর ॥
তীক্ষ্ণ-সূচি-অগ্রে যতটুকু ভূমি ধরে।
তত ভূমি কদাচ না দিব পাণ্ডবেরে ॥
এত বলি প্রতিজ্ঞা যে কৈলে কতবার।
এবে কেন রাজা ধরা কৈলে পরিহার ॥
রাজা হ'য়ে বাঞ্ছিতেছ তপস্যার যোগ।
পুনরপি রণ জিনি কর রাজ্যভোগ ॥
জলে বাস কর যদি সহস্র বৎসর।
তথাপি মারিব তোরে, শুন রে পামর ॥
তোরে না মারিলে ক্ষমা নাহিক আমার।
হেন জানি যুদ্ধ আসি কর দুরাচার ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশী কহে, পান করি খণ্ডে ভব-ক্ষুধা ॥

● যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধন-সংবাদ

যুধিষ্ঠির বলিলেন যদি কুবচন।
নারিল সহিতে তাহা রাজা দুর্য্যোধন ॥
গর্ব্বিতস্বভাব রাজা, বলে মহাবল।
সহিতে নারিল নিন্দা-বচন-সকল ॥
পুনঃপুনঃ শ্বাস ছাড়ি বলে কোপমনে।
নিষ্পাণ্ডব ধরা আজি করিব যে রণে ॥
শুন যুধিষ্ঠির, তুমি সৈন্যেতে বেষ্টিত।
একেশ্বর আমি আছি পদাতি-রহিত ॥
একাকী করিব রণ, শুন ধর্ম্মরায়।
অনিয়ম রণ করিবারে না যুয়ায় ॥
একাকী সংগ্রাম করিবারে নাহি ভয়।
আসুক তোমার ভীম কিংবা ধনঞ্জয় ॥
অপর তোমার মত নৃপতিসকল।
একেশ্বর পেয়ে বিনাশিব শত্রুদল ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলেন বচন।
আপনি ত রাজনীতি জান দুর্য্যোধন ॥
তব ভুজ-পরাক্রম জানে সর্ব্বজন।
নৃপতি-লক্ষণ গুণ না যায় বর্ণন ॥
সাধু সাধু দুর্য্যোধন, বীর-শিরোমণি।
তোমার বীরত্ব-গুণে পূরিল মেদিনী ॥
একাকী উঠিয়া রণ কর দুর্য্যোধন।
দেখুন দেবতা-দৈত্য-নর-নৃপগণ ॥
পুনরপি বলে দুর্য্যোধন কুরুবীর।
শুন মোর বাক্য এবে, রাজা যুধিষ্ঠির ॥
হয়হস্তী রথরথী নাহি সৈন্য আর।
সবে মাত্র গদা আছে হাতেতে আমার ॥
গদাযুদ্ধ করিবারে কর নিরূপণ।
আমার সহিত তব কে করিবে রণ ॥
এত শুনি পুনরায় বলে যুধিষ্ঠির।
উঠিয়া করহ রণ দুর্য্যোধন বীর ॥
গদা ল'য়ে রাজা, তুমি করহ সমর।
যে-বীর সহিত রণ বুঝি পণ কর ॥
তারে যদি পরাজিবে, পুনঃ রাজ্য পাবে।
নহে রণে পড়ি রাজা স্বর্গমাঝে যাবে ॥
পুনঃ বলে দুর্য্যোধন পাইয়া প্রবোধ।
গদাযুদ্ধ দেহ মোরে ভীম মহাযোধ ॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির।
নারিবে সহিতে গদা এই সব বীর ॥
একাকী গদার যুদ্ধে ভীমেরে বধিব।
রিপুকে মারিয়া রণে শল্য উদ্ধারিব ॥
এত শুনি তারে পুনঃ বলে নৃপবর।
উঠ শীঘ্র, ভীমসনে গদাযুদ্ধ কর ॥

এত শুনি দুর্য্যোধন হরিষ-বদন।
হাতে গদা করি নাচে আনন্দিত-মন ॥
সুবর্ণে মণ্ডিত গদা নিজ করে ধরি।
দীপ্যমান কুরুরাজ যেন হেমগিরি ॥
ভুজবলে জল বিদারিয়া মহাশয়।
উঠিল মৈনাক যেন হৈতে জলাশ্রয় ॥
করে ধরি নিল রাজা গুরুতর গদা।
দেখি রিপুগণ ক্ষুব্ধ হ'য়ে রহে সদা ॥
কঠিন-কঠোর গদা লোহায় গঠিত।
স্থানে স্থানে শোভা করে কনক-খচিত ॥
হাতে গদা, দীপ্তি যেন সূর্য্যের উদয়।
পাণ্ডব দেখিয়া তারে গণিল প্রলয় ॥
যুধিষ্ঠির বলে, শুন দেব নারায়ণ।
অন্যায় সাহস দেখ করে দুর্য্যোধন ॥
যুঝিবে পুনশ্চ রাজা নাহি ছিল মনে।
কটূক্তি কহিনু কত তাহার কারণে ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, মানী দুর্য্যোধন রায়।
কটুবাক্য তার মনে সহ্য নাহি হয় ॥
ক্রোধেতে আসিল রাজা একাকী সমরে।
অন্যের কি সাধ্য, উহা-সহ যুদ্ধ করে ॥
অসম্ভব কথা রাজা, সাহসে কহিলে।
দুর্য্যোধনসহ যুদ্ধ একক ইচ্ছিলে ॥
তোমা-আদি করি যত আছে বীরচয়।
দুর্য্যোধনসহ যুঝে, নাহি মহাশয় ॥
অন্যসহ যুদ্ধ যদি চাহিত তখন।
তবে বল কি করিতে কহ ত রাজন্ ॥
ভাগ্যে ভীমসহ রণ ইচ্ছে দুর্য্যোধন।
তাই কিছু আশামাত্র রক্ষার কারণ ॥
ভীম-বিনা পাণ্ডবেতে নাহি কোন বীর।
দুর্য্যোধনসহ রণে হ'য়ে রবে স্থির ॥
মহাপরাক্রান্ত ভীম বিখ্যাত সংসারে।
সুরাসুর-গন্ধর্ব্বেরা কাঁপে যার ডরে ॥
তথাপি তাহার তেজ নহে ত সেরূপ।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে সরস যেরূপ ॥
যদি যথোচিত মনে করিবে সমর।
তবে জয় না পাইবে ধর্ম্ম-নৃপবর ॥
শুন ওহে ধর্ম্মরায় পাণ্ডুর কুমার।
বুঝিলাম রাজ্যভোগ না হয় তোমার ॥
গদাপর্ব্ব সুধারস ব্যাসের কাহিনী।
কাশী কহে, শুনিলে তারেন চক্রপাণি ॥

ভীমসেন-দুর্য্যোধন-সংবাদ

এতেক বলিল যদি দেব গদাধর।
বিনয় করিয়া বলে বীর বৃকোদর ॥
পাণ্ডবের দীক্ষা-শিক্ষা-বল-বুদ্ধি হরি।
বিপদ-সাগরে তুমি আছ মাত্র তরী ॥
তুমি যদি পাণ্ডবেরে প্রীত দয়াময়।
ভকতবৎসল, তবে না কর সংশয় ॥
বীরত্ব দেখহ আজি মোর বাসুদেব।
সমরে বধিব দুর্য্যোধন কুরুদেব ॥
দারুণ দুর্ব্বার মম গদার প্রহারে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সুরাসুর ভয় করে ॥
সমর করিব প্রভু, যাহে ঘুচে রিষ্ট।
এত শুনি নারায়ণ মনে হৈলা হৃষ্ট ॥
শ্লাঘা করি ভীমসেনে কহেন বচন।
রিপু পরাজিয়া রাজ্য করহ রক্ষণ ॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব পাণ্ডুসুত।
ভীমসেনে নানাকথা কহিল বহুত ॥
হরির চরণে নতি করি ভীমসেন।
যুধিষ্ঠির নৃপতিরে বিনয়ে কহেন ॥
হৃদয়ের শল্য উদ্ধারিব যুদ্ধমুখে।
ধর্ম্মরাজ, রাজ্য তুমি ভুঞ্জ মন-সুখে ॥
এত বলি ভীমসেন গদা ধরি ধায়।
বৃত্রাসুরে বধিবারে ইন্দ্র যেন যায় ॥
তাহা দেখি পুরোবর্ত্তী হন কুরুবীর।
মাথায় ফিরায় গদা, প্রকাণ্ড-শরীর ॥

গদা ধরি দুই বীর হইল সম্মুখ।
চাহিতে না পারে কেহ, ভয়ঙ্কর-মুখ॥
ভীমসেন বলে, অরে পাপী দুর্য্যোধন।
আজি দেখিলাম তোর নিকট মরণ॥
পতিব্রতা সতী সেই পাঞ্চাল-কুমারী।
তাহারে আনিলে সভামধ্যে পাপাচারী॥
শকুনির বাক্যে তুমি কৈলে যত কাজ।
তার ফল ভুঞ্জ এবে, শুন কুরুরাজ॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভূরিশ্রবা আর সোমদত্ত।
কর্ণ বীর যা বলিল, জান সেই তত্ত্ব॥
শুনিয়া কহিতে আরম্ভিল দুর্য্যোধন।
ভীমসেন, তুমি দর্প কর অকারণ॥
দেখ, রণে আজি তব প্রাণ যদি থাকে।
তবে ত করিহ দর্প, লোকে যেন দেখে॥
সম্মুখ-সংগ্রামে আছি প্রতিজ্ঞা করিয়া।
পাণ্ডব-বিনাশ-হেতু হাতে গদা লৈয়া॥
যদি তোর বল আছে কর্ আসি রণ।
নহে দর্প কর যত, হবে অকারণ॥
যথোচিত বাক্য তবে কহে দুর্য্যোধন।
শুনিয়া প্রশংসা করে যত রাজগণ॥
একেশ্বর দুর্য্যোধন মনে ক্রোধ করি।
ভীমসেন-অগ্রে দাণ্ডাইল গদা ধরি॥
সম্মুখ হইল ভীম রাজা দুর্য্যোধনে।
মহাক্রোধে দুই বীর গর্জ্জিছে সঘনে॥
নৃপগণে সুবেষ্টিত দেখে যুধিষ্ঠির।
দেখিতে লাগিল হরিষেতে যত বীর॥
গদাহস্তে দাণ্ডাইয়া আছে দুইজন।
হেনকালে শুন রাজা, অপূর্ব্ব কথন॥
মিলিল দেখিতে যুদ্ধ শূন্যে দেবগণ।
হেনকালে তথা আসে রেবতীরমণ॥
তীর্থযাত্রা করি রাম পৃথিবী ভ্রমিয়া।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে হন উপনীত গিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, সাধুগণ সদা করে পান॥

● বলরামের তীর্থযাত্রা-বিবরণ

শ্রীজনমেজয় কহে, কহ মুনিবর।
তীর্থযাত্রা করিলেন কেন হলধর॥
কহেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
তীর্থযাত্রা-কথা কহি, ইথে দেহ মন॥
নৈমিষ-কাননে শৌনকাদি মুনিগণ।
বসিয়া করেন মহাভারত-শ্রবণ॥
শ্রীসূত গোস্বামী গ্রন্থ করেন পঠন।
ষাইট হাজার মুনি করেন শ্রবণ॥
ব্যাসাসনে বসিয়া কথক সূতমুনি।
কহেন ভারত-কথা বিজ্ঞ-চূড়ামণি॥
সেখানে গেলেন এইকালে বলরাম।
মুনিগণে সাদরেতে করেন প্রণাম॥
মুনিগণ দিল তাঁরে দিব্য কুশাসন।
পরস্পর হৈল সবে শুভ জিজ্ঞাসন॥
সূতমুনি বসিয়াছে আসন-উপর।
রামে অভ্যর্থনা নাহি করে মুনিবর॥
মনে করে, সর্ব্ব মুনি নিত্য মোরে সেবে।
সবারে প্রণাম করে আসি বলদেবে॥
বিশেষে রয়েছি ব্যাস-আসন-উপর।
মম সমাদরযোগ্য নহে হলধর॥
এই বিবেচনা করি রহিল আসনে।
সমাদর না করিল রেবতীরমণে॥
বলরাম জানি তবে সূত-অহঙ্কার।
মনে মনে করিলেন এমত বিচার॥
কোন্ ছার সূত, নাহি করে সম্বর্দ্ধনা।
মারিব উহারে, দেখি রাখে কোন্ জনা॥
নীচ জাতি হ'য়ে নাহি সমাদর করে।
ডাকিয়া কহেন রাম অতি-ক্রোধভরে॥
আরে সূত নরাধম, অতি নীচ জাতি।
এবে জানিলাম আমি তোমার প্রকৃতি॥
সমাদর আমারে না কর অহঙ্কারে।
মনে কর, বসিয়াছ আসন-উপরে॥

এখনি মারিব তোরে সবার সাক্ষাতে।
ঠেকিলে আপন দোষে এবে মম হাতে ॥
সূত বলে, শুন প্রভু, বচন আমার।
অপরাধ কি করিনু অগ্রেতে তোমার ॥
ব্যাসের আসনে আমি আছি যে বসিয়া।
কিমতে উঠিব আমি তোমারে দেখিয়া ॥
ব্যাসাসনে থাকি যদি উঠি, তাহে দোষ।
এইহেতু মোরে নাথ, না কর আক্রোশ ॥
এতেক কহিল যদি সূত হলধরে।
কম্পমান হ'য়ে রাম উঠে ক্রোধভরে ॥
কাদম্বরী-পানে ঘুরে যুগল লোচন।
প্রভাতের ভানু যেন শোণিত-বরণ ॥
যুগল অধর কোপে কাঁপে থর থর।
কদম্ব-কুসুম যেন হৈল কলেবর ॥
বসিয়া ছিলেন রাম, দেন এক লম্ফ।
দেখিয়া রামের কার্য্য সবাকার কম্প ॥
প্রলয়ের মেঘ জিনি দারুণ গর্জ্জন।
ক্ষিতি টলমল করে, কাঁপে নাগগণ ॥
দিগ্‌গজ কাতর হৈল, সমুদ্র উথলে।
সকল পর্ব্বত নড়ে রাম-কোপানলে ॥
সঘনে উৎপাত হয়, রক্ত-বরিষণ।
অমর-সহিত কাঁপে সহস্রলোচন ॥
হলে আকর্ষিয়া সূতে আনিয়া নিকটে।
খড়্গ দিয়া শির তার কাটে একচোটে ॥
দেখি হাহাকার করে যত মুনিগণ।
কি হইল বলিয়া সবে করয়ে রোদন ॥
হায় হায় করে যত মুনির সমাজ।
সবে বলে, রাম, নাহি কৈলে ভাল কাজ ॥
ব্রহ্মবধ-পাপ আক্রমিল মহাশয়।
করিলে দারুণ কর্ম্ম, পাপে নাহি ভয় ॥
পরম পণ্ডিত সূত ধর্ম্মেতে তৎপর।
সকল-পুরাণ-পাঠে ব্যাসের সোসর ॥
ব্রাহ্মণ্য দিলেন ব্যাস দেখি জ্ঞানবান্।
হেন জনে বধ কর অযুক্ত বিধান ॥
তোমারে না শোভে হেন কর্ম্ম দুরাচার।
ব্রহ্মবধ কর রাম, কি বলিব আর ॥
সূতের কারণে মুনিগণ ভাবে দুঃখ।
লজ্জাতে মলিন রাম হন অধোমুখ ॥
অন্তর্য্যামী ব্যাস পরাশরের নন্দন।
অকস্মাৎ আসিলেন নৈমিষ-কানন ॥
তাঁরে দেখি শৌনকাদি মুনির সমাজ।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি দিয়া পূজে মুনিরাজ ॥
রাম আসি প্রণমেন মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি শান্তমনে ॥
দেখিয়া রামের কর্ম্ম ব্যাস তপোধন।
লাগিলেন কহিবারে করুণ-বচন ॥
সূত-বধ করি রাম, কি কার্য্য করিলে।
সূতের নিধনে রাম ব্রহ্মঘাতী হৈলে ॥
আঠার পুরাণ আমি বিরচিয়া সার।
দিলাম সে-সকলের পাঠে অধিকার ॥
চৌদ্দ শাস্ত্র, চারি বেদ, আর যত শাখা।
ব্রাহ্মণ্য সূতেরে দিয়া করিলাম দীক্ষা ॥
আগম প্রভৃতি আর আছে তন্ত্র যত।
আমার বরেতে সূত ছিল অবগত ॥
অকারণে বধ রাম, করিলে তাহারে।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ হৈল তোমার শরীরে ॥
রাম কন, না জানিয়া হৈল দুষ্টাচার।
এ-পাপ হইতে মোরে করহ উদ্ধার ॥
যেমনে হইব পার এ-পাপ হইতে।
মোরে আজ্ঞা কর, আমি করি সেইমতে ॥
ব্যাস কহিলেন যত তীর্থ পৃথিবীতে।
অনুক্রমে পার যদি ভ্রমণ করিতে ॥
যতি হ'য়ে ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ করিয়া।
চান্দ্রায়ণ করি তীর্থ আইস ভ্রমিয়া ॥
কর যজ্ঞ-হোম আর ব্রাহ্মণ-ভোজন।
নানা দান দিবে দ্বিজে, অতিথি-সেবন ॥
ইত্যাদি কহিয়া ব্যাস গেলেন স্বস্থান।
তীর্থযাত্রা-হেতু রাম করেন বিধান ॥

সূতের তনয় ছিল সৌতি নাম তার।
ডাকিয়া আনেন তারে রোহিণী-কুমার ॥
কহিলেন, কর পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণ।
শ্রাদ্ধ করি করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন ॥
পুনঃ তারে বলদেব করি আমন্ত্রণ।
পুরাণ-পাঠের হেতু করেন বরণ ॥
সৌতিরে বসান ব্যাসাসনে হলধর।
দেখি মুনিগণ হৈল সহর্ষ-অন্তর ॥
বিদায় হইয়া তবে দেব হলপাণি।
চলিলেন তীর্থযাত্রা করিতে আপনি ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
কহিব অপূর্ব্ব কথা অতি পুরাতন ॥
কৌরব-পাণ্ডবে পাশা খেলাইল যবে।
বলরাম তীর্থ-হেতু চলিলেন তবে ॥
জন্মেজয় বলিলেন, কহ বিবরিয়া।
কোন্ কোন্ তীর্থে রাম গেলেন ভ্রমিয়া ॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ ॥
মনেতে ভাবিয়া ব্যাসদেবের চরণ।
কাশীরাম দাস করে পয়ার রচন ॥

● বশিষ্ঠ-তীর্থ-বিবরণ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ নৃপতি।
যেই-যেই তীর্থে রাম করিলেন গতি ॥
একমনে শুন কথা, ওহে নরবর।
ইহার শ্রবণে পাপহীন হয় নর ॥
গেলেন বশিষ্ঠ-তীর্থে সরস্বতী-তীরে।
স্নান করি দান করিলেন ধনার্থীরে ॥
ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইল বলরাম।
অতিথি সেবিয়া পূর্ণ করিলেন কাম ॥
রাজা বলে, সেই তীর্থ হৈল কি-কারণ।
বশিষ্ঠ-তীর্থের কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, অবগতি কর মহারাজ।
যে-হেতু বশিষ্ঠ-তীর্থ, শুন তার কাজ ॥
বিশ্বামিত্রে বশিষ্ঠেতে বিবাদ সতত।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি, হ'য়েছ বিদিত ॥
বড়ই তেজস্বী ক্রোধী মুনি বিশ্বামিত্র।
যুক্তিতে মারিল বশিষ্ঠের শত পুত্র ॥
সৌদাস রাজারে ব্রহ্ম-রাক্ষস করিয়া।
বশিষ্ঠের পুত্রে মুনি দেখায় লইয়া ॥
শক্তিরে ধরিয়া রাজা করিল ভক্ষণ।
গর্ভমধ্যে আছিল যে শক্তির নন্দন ॥
পরাশর হইলেন বংশের রক্ষণ।
তাঁর পুত্র হইলেন ব্যাস তপোধন ॥
এই বিসংবাদে দোঁহে রাত্রি-দিবা আছে।
বশিষ্ঠ করেন স্থিতি সরস্বতী-কাছে ॥
পূর্ব্বকূলে বশিষ্ঠের আশ্রম সুন্দর।
তথা রহি তপশ্চর্য্যা করে মুনিবর ॥
বশিষ্ঠের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সতত করিতে।
বিশ্বামিত্র রহিলেন পশ্চিম-কূলেতে ॥
কিছুকাল দুইজনে রহে দুই পারে।
বশিষ্ঠের ইচ্ছা নাহি দ্বন্দ্ব করিবারে ॥
কলহে আসক্ত বড় বিশ্বামিত্র হয়।
নিরন্তর বশিষ্ঠের চাহে ছিদ্রচয় ॥
অগাধ সলিল বহে, নাহি পারাপার।
দুজনে দেখিতে পান আশ্রম দোঁহার ॥
বশিষ্ঠের মনে নাহি কলহ-বিবাদ।
বিশ্বামিত্র চাহে বশিষ্ঠের অপরাধ ॥
এক দিন বিশ্বামিত্র আশ্রমে বসিয়া।
সরস্বতী-নদীরে ডাকেন আশ্বাসিয়া ॥
বিশ্বামিত্র-ভয়ে ভীতা সদা সরস্বতী।
সাক্ষাৎ করিল গিয়া ধরিয়া আকৃতি ॥
পরম তেজস্বী মুনি একান্ত জানিয়া।
বিশ্বামিত্র-আগে গেল বুকে হাত দিয়া ॥
বিশ্বামিত্র কহে, শুন নদী সরস্বতী।
এক কথা কহি আমি, কর অবগতি ॥

বশিষ্ঠে আমাতে দ্বন্দ্ব আছে পূর্ব্বাপর।
বিশেষ জানহ তুমি সব অতঃপর॥
বশিষ্ঠ আছয়ে যোগে বসিয়া আসনে।
অন্তর্বাহ্য-জ্ঞান তার নাহিক এখনে॥
জলে একাকার করি ভাসাও মুনিরে।
অবিলম্বে বশিষ্ঠেরে আনহ এ-পারে॥
শুনি সরস্বতী ভয়ে করিল স্বীকার।
কি জানি, শাপিতে পারে মুনি দুরাচার॥
আপনার স্থানে যান নদী সরস্বতী।
নিশামধ্যে জল-পূর্ণা হইলেক অতি॥
বশিষ্ঠের তপোবন ভাসে স্রোতো-জলে।
বশিষ্ঠে আনিল ভাসাইয়া পর কূলে॥
বশিষ্ঠ আছেন ধ্যানে, কিছু নাহি জ্ঞান।
উপনীত করালেন বিশ্বামিত্র-স্থান॥
দেখি বিশ্বামিত্র বড় আনন্দ-হৃদয়ে।
সরস্বতী-প্রতি কহে আশ্বাস করিয়ে॥
বশিষ্ঠেরে নিজে তুমি রাখ এই খানে।
খড়্গ আনি গিয়া আমি ইহার নিধনে॥
ভয়ে সরস্বতী বড় হইল ফাঁফর।
অঙ্গীকার করিলেন করি যোড়কর॥
বিশ্বামিত্র খড়্গ আনিবারে গেল যদি।
সভয় হইয়া মনে ভাবে পুণ্য নদী॥
বড়ই দুর্ব্বার বিশ্বামিত্র মুনিরাজ।
বশিষ্ঠে আনিয়া নাহি হৈল ভাল কাজ॥
আপনি আশ্রমে মুনি আছিল বসিয়ে।
এ-পারে আনিনু আমি সলিলে ভাসায়ে॥
আমা হৈতে মুনিবর ত্যজিবে পরাণ।
ব্রহ্মবধী হব আমি, জানিনু বিধান॥
ব্রহ্মবধ-পাপ নাহি খণ্ডে কদাচন।
হেন মন্দ কর্ম্ম করিলাম কি-কারণ॥
বিশ্বামিত্র-শাপ-ভয়ে হৃদয় আকুল।
আপনার কর্ম্মদোষে হারানু দুকূল॥
বিশ্বামিত্র অভিশাপ যদি দেয় মোরে।
কৃপাবশে কোন দেব উদ্ধারিতে পারে॥
ব্রহ্মহত্যা-পাপ-ভয়ে কম্পিত অন্তর।
মুনিরে বাঁচাই আমি, যা করে ঈশ্বর॥
এত ভাবি বশিষ্ঠেরে পুনশ্চ ভাসায়ে।
নিজাশ্রমে পুনর্ব্বার স্থাপিল লইয়ে॥
মুনিরে রাখিয়া নদী ভয়েতে লুকাল।
খড়্গ ল'য়ে বিশ্বামিত্র সেথানে আসিল॥
দেখিল বশিষ্ঠ গেল আপন আশ্রমে।
সরস্বতী নদী আর নাহি সেইস্থানে॥
মহাক্রুদ্ধ হ'য়ে বলে বিশ্বামিত্র মুনি।
আমারে হেলন তুই করিলি পাপিনী॥
ইহার উচিত ফল দিব এবে তোরে।
তোরে শাপ দিব, তাহা কে খণ্ডাতে পারে॥
রজস্বলা হও তুমি, দিলাম এ শাপ।
শোণিত হউক সদা তব সব আপ॥
আজ্ঞামাত্রে সরস্বতী রজস্বলা হৈল।
দেখিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ পাইল॥
প্রেত-ভূত-পিশাচাদি আনন্দে মগন।
অনায়াসে রক্ত পান করে অনুক্ষণ॥
রক্ত-মাংসাহারী সব পৃথিবী ভ্রমিয়া।
রহিত শোণিত-বিনা উপোস করিয়া॥
বিশ্বামিত্র-অনুগ্রহে হর্ষ সবাকার।
শোণিত করয়ে পান, নাহিক নিবার॥
বিশ্বামিত্রে ধন্যবাদ দেয় সর্ব্বজন।
ধন্য ধন্য বিশ্বামিত্র মহাতপোধন॥
যাহার প্রসাদে মোরা করি রক্তপান।
সকল মুনির মধ্যে তুমি ভাগ্যবান্॥
তোমার চরিত্র যত না যায় বাখান।
রক্তাহারিগণে তুমি ঈশ্বর-সমান॥
রাক্ষস-আদির বড় হইল আনন্দ।
রাজঋষি দেবঋষিগণ নিরানন্দ॥
সরস্বতী-স্নান নাহি করে মুনিগণ।
হাহাকার করি সবে বলে অনুক্ষণ॥
ধর্ম্মপথ বিনাশিল বিশ্বামিত্র মুনি।
সংসারে হইল হেন কুযশ-কাহিনী॥

দেবর্ষি নারদ গিয়া ব্রহ্মারে কহিল।
সরস্বতী নদী বিশ্বামিত্র বিনাশিল॥
রজস্বলা হও বলি অভিশাপ দিল।
আদি-অন্ত সর্ব্ব স্থানে রক্তজল হৈল॥
স্নান-তর্পণাদি নাহি হৈল সবাকার।
শোণিত হইল জল রাক্ষস-আহার॥
ইহার উপায় প্রভু, করহ আপনি।
শুনিয়া নারদ-বাক্য কন পদ্মযোনি॥
করুক শিবের সেবা যত মুনিগণ।
উপায় না দেখি কিছু বিনা ত্রিলোচন॥
ত্রিলোচন তুষ্ট হৈলে সকল মঙ্গল।
রক্তজল দূর হ'য়ে হবে পূর্ব্বজল॥
এতেক শুনিয়া মুনি ব্রহ্মার বচন।
সরস্বতী-তীরে গেলা যথা মুনিগণ॥
ব্রহ্মার বচনে সবে কহিল সাদরে।
আজ্ঞা করিলেন ব্রহ্মা শিবে সেবিবারে॥
মহেশ সদয় হৈলে হইবেক জল।
আরাধনা কর সবে ভকতবৎসল॥
সেবাতে সন্তুষ্ট যদি হন পশুপতি।
তবে পূর্ব্বমত-জলা হবে সরস্বতী॥
ইহা কহি দেবঋষি করেন গমন।
যতেক ব্রাহ্মণ করে শিব-আরাধন॥
নীরাহারে নিরাহারে হরের চরণ।
করিয়া মৃন্ময় লিঙ্গ করেন পূজন॥
শর্করা তণ্ডুল ঘৃত মধু পুষ্প দিয়া।
শিব শিব বলি কেহ বেড়ায় নাচিয়া॥
মুখবাদ্য করতালি ডম্বুর-বাজন।
বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ বলে সর্ব্বজন॥
হর মহেশ্বর শিব অনাথের গতি।
শঙ্কর পিনাকী শূলপাণি পশুপতি॥
নীলকণ্ঠ উমাকান্ত ত্রিপুরনাশন।
পার্ব্বতীর প্রাণনাথ মদন-দলন॥
অনাদি-নিধন জ্ঞান-যোগের ঈশ্বর।
ধুস্তু র-কুসুম-প্রিয় দেব জটাধর॥
প্রমথ-ঈশ্বর হর প্রেত-ভূত-সঙ্গ।
হরিহর একতনু গৌরী অর্দ্ধঅঙ্গ॥
বৃষভবাহন ভূতনাথ ত্রিনয়ন।
সত্ত্বরজস্তমোগুণ তোমার ভূষণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব করে মুনিগণ।
প্রসন্ন হলেন তবে দেব পঞ্চানন॥
বলদ-বাহন, হাতে ত্রিশূল ডমরু।
ত্রিপত্র শিরেতে কিবা শোভিছে স্থচারু॥
রজত-পর্ব্বত জিনি শুভ্র কলেবর।
জটা-বিভূষণ, ভালে চারু শশধর॥
শুভ্রপদ্ম জিনি আভা, বেষ্টিত অমর।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, ভস্ম অঙ্গোপর॥
এইরূপে আবির্ভূত হন কৃত্তিবাস।
দেখি মুনিগণে বড় হইল উল্লাস॥
মহেশ কহেন, বর মাগ মুনিগণ।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, যেবা লয় মন॥
মুনিগণ বলে, প্রভু, যদি কর দয়া।
ইষ্টবর মাগি, দেহ ছাড়ি নিজ মায়া॥
রক্তজলা হইয়াছে সরস্বতী নদী।
পূর্ব্বমত জল হোক, আজ্ঞা কর যদি॥
তথাস্তু বলিয়া হর কহিলেন কথা।
অমনি হইল জল, পূর্ব্বে ছিল যথা॥
আদি-অন্ত হৈল জল অতি মনোহর।
তীর্থের মহিমা কহিলেন মহেশ্বর॥
এ বশিষ্ঠ-তীর্থ হৈল ইহার আখ্যান।
এই পুণ্য-জলে যেই করে স্নানদান॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন।
মিত্রদ্রোহ করে যেই, স্থাপিত-হরণ॥
গুরুদারা হরে যেই পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন কালে নাহি যার পরলোকে গতি॥
ইত্যাদি পাতকী যদি ইথে করে স্নান।
সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়, তাহে নাহি আন॥
কোটি কোটি জন্ম-পাপ খণ্ডয়ে প্রসঙ্গে।
ইহা বলি মহেশ্বর চলিলেন রঙ্গে॥

শুনিয়া নীরক্ত হৈল সরস্বতী-জল।
হাহাকার করি আসে রাক্ষসসকল ॥
মুনিগণে আসি সবে কহে ক্রোধবাণী।
আমা সবাকার ভক্ষ্যে কেন কৈলে হানি ॥
দুঃখ পাব মোরা সব আহার লাগিয়া।
তপোবনে তোমা সবে খাইব ধরিয়া ॥
নতুবা মোদের ভক্ষ্য করি দেহ মুনি।
অকার্য্য হইবে পাছু, কহি হিতবাণী ॥
রাক্ষসসকল শুন, কহে মুনিগণ।
আজি হৈতে ভক্ষ্য এই হৈল নিরূপণ ॥
যজ্ঞশেষ-দ্রব্য যত উদ্বৃত্ত হইবে।
সে-সকল দ্রব্যজাত তোমরা খাইবে ॥
পর্য্যুষিত অন্ন যাহা হাঁড়িমধ্যে রাখে।
সেই সব ভক্ষ্য হৈল, খাও গিয়া সুখে ॥
এত কহি মুনিগণ কৈল অন্তর্দ্ধান।
রাক্ষসসকল গেল আপনার স্থান ॥
তথা উত্তরিয়া রাম করিলেন স্নান।
দ্বিজগণে ভুঞ্জাইয়া করিলেন দান ॥
নানারূপে বিপ্রগণে করে পরিতোষ।
শুনিয়া জনমেজয় পাইল সন্তোষ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনে যেই তরে ভববারি ॥

—

● সোমতীর্থ-প্রস্তাবে কার্ত্তিকেয়ের জন্মকথা

কহেন বৈশম্পায়ন, শুন একমনে।
সোমতীর্থে রাম চলিলেন পর্য্যটনে ॥
তথা গিয়া স্নানদান করি বহুতর।
বসন-কাঞ্চন-গাভী দিলেন বিস্তর ॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন।
সোমতীর্থ নাম হৈল কিসের কারণ ॥
মুনি কহে, প্রকাশিব সেই ইতিহাস।
একমনে শুন রাজা, করিয়া বিশ্বাস ॥

পূর্ব্বকালে শিব-দুর্গা কৈলাস-শিখরে।
অত্যন্ত আকুলচিত্ত শয়ন-মন্দিরে ॥
বহুকাল দুই জনে হয় রতিরঙ্গ।
বিপরীত প্রেম বাড়ে, নাহি হয় ভঙ্গ ॥
মহেশের বীর্য্য তবে পড়ে যেইকালে।
অসহ্য দেখিয়া গৌরী ফেলে গঙ্গাজলে ॥
সহিতে নারিলা গঙ্গা শিব-বীর্য্যতাপ।
অকস্মাৎ তাঁর হৃদে হৈল মহা কাঁপ ॥
গঙ্গা ভাসাইয়া ল'য়ে শর-মূলে ফেলে।
ষণ্মুখ কুমার তাহে জন্মে শুভকালে ॥
কৃত্তিকা প্রভৃতি ছয় চন্দ্রমার নারী।
উত্তম কুমার দেখি নিল কোলে করি ॥
সমান ধারাতে স্তন দেয় ছয় মুখে।
কার্ত্তিকেয় বলি নাম রাখিলেন সুখে ॥
কৃত্তিকা তাঁহারে আগে কোলে করেছিল।
এ-হেতু তাঁহার নাম কার্ত্তিকেয় হৈল ॥
মহাবলবান্ শিশু শিবের কুমার।
দেবগণ আসিলেন তাঁরে দেখিবার ॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট হৈল যত দেবগণ।
হেনকালে শিবে কহে সহস্রলোচন ॥
দেবসেনা কন্যা আছে পরম সুন্দরী।
কার্ত্তিকে বিবাহ দিব, কহ ত্রিপুরারি ॥
দেবসেনাপতি নাম হইবে ইহার।
তারকাদি অসুরের করিবে সংহার ॥
অনুমতি দেন হর হ'য়ে হৃষ্টমনা।
কার্ত্তিকের হৈল বশ যত দেব-সেনা ॥
দেব-সেনাপতি করি করিল বরণ।
নানা অস্ত্র তারে আনি দিল দেবগণ ॥
কার্ত্তিক হইল যদি দেব-সেনাপতি।
দেবগণ সবে হৈল আনন্দিত-মতি ॥
তারকের যুদ্ধে ইন্দ্র হারিয়া আপনি।
কার্ত্তিক-শরণাগত হৈল বজ্রপাণি ॥
কার্ত্তিকে বিনয়ে কহে দেব সহস্রাক্ষ।
আপনি নিধন কর দৈত্য-তারকাখ্য ॥

ইন্দ্রবাক্যে কার্ত্তিকেয় করে অঙ্গীকার।
সমরে তারকে আমি করিব সংহার॥
এতেক কহিল যদি দেব ষড়ানন।
তাঁর পরাক্রম সব জানি দেবগণ॥
সবে মেলি অস্ত্র আনি দিল কার্ত্তিকেরে।
সহস্রলোচন বজ্র দিল তাঁর করে॥
শঙ্কর দিলেন শূল, বিষ্ণু চক্র-বাণ।
যাহার প্রতাপে দৈত্য নাহি ধরে টান॥
শমন দিলেন শক্তি উৎক্রান্তিদা নাম।
বরুণ দিলেন পাশ লোকে অনুপাম॥
সর্ব্ববলে যুক্ত হ'য়ে যত দেবগণ।
কার্ত্তিকের সঙ্গে রণে করেন গমন॥
নানাবাদ্য বাজাইছে যত দেবগণ।
শুনিয়া তারকাসুর কোপাবিষ্ট-মন॥
আপনার সেনাগণে সজ্জিত করিয়া।
যুদ্ধ করিবার হেতু আসিল ধাইয়া॥
মহাকোলাহল হৈল নাহিক অবধি।
অসুর হইল দেবগণের বিরোধী॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর।
ভয়ে পলাইয়া গেল সকল অমর॥
যুঝেন কার্ত্তিক একা, মনে নাহি ভয়।
চারিদিকে দৈত্যগণ নিঃশঙ্ক-হৃদয়॥
আগে বাগ্‌যুদ্ধ, শেষে করে অস্ত্রাঘাত।
সংগ্রামে তারকাসুর যুঝে দৈত্যনাথ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে নিবারয়ে, যার যত শিক্ষা।
গুরুস্থানে যত অস্ত্র পাইলেক দীক্ষা॥
কার্ত্তিকের বাণে কারো নাহিক নিস্তার।
দৈত্যের সকল সেনা হইল সংহার॥
মন্ত্রপূত করি শক্তি লইলেন করে।
কার্ত্তিক মারেন তাহা তারক-অসুরে॥
শক্তির আঘাতে দৈত্য চূর্ণ হৈল ঠায়।
শেষ সেনাপতি যত, সকলে পলায়॥
বাণ-নামে সেনাপতি তারকের ছিল।
ভয়ে পলাইয়া ক্রৌঞ্চ-পর্ব্বতে রহিল॥
পর্ব্বতের মধ্যে ছিল অতল গহ্বর।
গোপনে রহিল দৈত্য তাহার ভিতর॥
বাণ না মরিল দেবগণের হুতাশ।
অঞ্জলি করিয়া কহে কার্ত্তিকের পাশ॥
বাণ যদি না মরিল, নহে ভাল কার্য্য।
কোন্ দিন দেবে মারি লবে দেবরাজ্য॥
এতেক কহিল যদি যত দেবগণ।
বাণেরে মারিতে চলিলেন ষড়ানন॥
বাণ ছিল ক্রৌঞ্চ-গিরিগহ্বরে পশিয়া।
শরে শক্তিধর গিরি ফেলেন ভেদিয়া॥
বাণাঘাতভয়ে বাণ-দৈত্য পলাইল।
কার্ত্তিকের নাম ক্রৌঞ্চদারণ হইল॥
ব্রহ্মার বচনে সেই স্থান তীর্থ হয়।
স্নানদানে সেই স্থানে বহু পাপক্ষয়॥
মুনি বলে, এই কার্ত্তিকের জন্মকথা।
হলধর হইলেন উপনীত তথা॥
স্নান যজ্ঞ করিলেন, দান নাহি শেষ।
ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন বিশেষ॥
বদর-পাচন তীর্থে গেলেন লাঙ্গলী।
স্নানদান করিলেন হয়ে কুতূহলী॥
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন।
কেন হৈল তীর্থ নাম বদর-পাচন॥
ভারতের পুণ্যকথা পীযূষ সমান।
যাহার শ্রবণে নর হয় পুণ্যবান্॥

● বদর-পাচন-তীর্থের কথা

বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
একমন হ'য়ে রাজা, করহ শ্রবণ॥
ভরদ্বাজ ঋষিকন্যা, নাম শ্রুবাবতী।
পরম সুন্দরী কন্যা, যেন রম্ভাবতী॥
তাহার সমান রূপ তিন লোকে নাই।
মন স্থির করি তারে গঠিল গোঁসাই॥

যার পানে চাহে কন্যা, হরে তার প্রাণ।
আপনার মনে কন্যা করে অনুমান ॥
আমার সমান রূপ নাহি ত্রিজগতে।
মনুষ্য কি ছার হয় আমারে বরিতে ॥
দেবের দুর্লভ এই আমার যৌবন।
স্বামি-পদে ইন্দ্রে আমি করিব বরণ ॥
এই বিবেচনা করি মুনির তনয়া।
শক্রের তপস্যা করে একান্তে বসিয়া ॥
গ্রীষ্মকালে চতুর্দ্দিকে জ্বালিয়া আগুনি।
অধঃশিরে ঊর্দ্ধপদে থাকয়ে ভামিনী ॥
বরিষাতে তৃণগুলি আসন করিয়া।
জপয়ে ইন্দ্রের নাম বৃষ্টিতে বসিয়া ॥
শরতের সূর্য্যতাপ না করে বারণ।
অবিরত জপে নাম সহস্রলোচন ॥
প্রবল শীতের কালে জলে রহে ডুবি।
কেবল ইন্দ্রের নাম মানসেতে ভাবি ॥
জলাহার বাতাহার নিরম্বু করিয়া।
অস্থিচর্ম্মসার হৈল তপ আচরিয়া ॥
শচীপতি এই সব জানি নিজ মনে।
বশিষ্ঠের মূর্ত্তি ধরি আসিল সেখানে ॥
পাঁচটী বদর হাতে করিয়া লইল।
শ্রুবাবতী-কাছে আসি উপনীত হৈল ॥
মুনিরে দেখিয়া কন্যা করে সমাদর।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি দিয়া পূজে বহুতর ॥
মুনি বলে, শ্রুবাবতী, কেন কর ক্লেশ।
করিলে যৌবন নষ্ট প্রথম বয়েস ॥
এ-নব-যৌবনে কেন না কর বিবাহ।
কি-প্রকারে বয়ঃক্রম করিবে নির্ব্বাহ ॥
কন্যা বলে, নিবেদন শুনহ গোঁসাই।
মনুষ্য-লোকেতে মম যোগ্য বর নাই ॥
ইন্দ্রকে বরিব, করি মনে অভিলাষ।
এইহেতু তাঁর তপ করি বারমাস ॥
ছদ্মরূপী ইন্দ্র বলে, শুন শ্রুবাবতী।
কদাচিৎ তব স্বামী হয় সুরপতি ॥
যাহা তব মনে লয়, করহ আপনি।
আমি এক কথা কহি, শুন সুবদনি ॥
পাক করি দেহ মোরে পাঁচটি বদর।
স্নান-সন্ধ্যা করি আমি আসিব সত্বর ॥
বদর দিলেন তারে দেবতার নাথ।
শ্রুবাবতী লইলেন যুড়ি দুই হাত ॥
স্নানে যাই বলি ইন্দ্র করেন প্রয়াণ।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে যান আপনার স্থান ॥
হেথা শ্রুবাবতী বনে কাষ্ঠ আহরিয়া।
বদর করেন পাক তপস্যা ত্যজিয়া ॥
বনেতে যতেক শুষ্ক কাষ্ঠপত্র ছিল।
একে একে শ্রুবাবতী সব পোড়াইল ॥
দ্বাদশ বরষ পাক এইরূপে করে।
পাক না হইল, কন্যা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
বদরী আমাকে দিয়া মুনি গেল স্নানে।
না হয় বদরী পাক, বৃথা এ-জীবনে ॥
দ্বাদশ বরষ গেল, না হইল পাক।
হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ, বলি ছাড়ে ডাক ॥
বহুকাল গেল বিপ্র, কেন না আসিল।
এক-দ্বিজ-আরাধনে শক্তি নাহি হৈল ॥
বৃথায় জীবন ধরি, কি কার্য্য জীবনে।
কাষ্ঠাভাবে দুই পদ দিলেক আগুনে ॥
ক্রমেতে জঘন-পদ সকলই পোড়ে।
অমনি আছয়ে কন্যা, পদ নাহি নাড়ে ॥
পদ হৈতে ক্রমে নাভি পর্য্যন্ত পুড়িল।
জানি শচীপতি তথা ত্বরায় আসিল ॥
নিজবেশ ধরি আসে দেব শচীনাথ।
দেখি কন্যা প্রণমিল করি যোড়হাত ॥
ইন্দ্র বলে, শ্রুবাবতী, কি কর্ম্ম করহ।
ছাড়িয়া বদর-পাক এখানে এসহ ॥
কন্যা বলে, মুনি দিল পাঁচটী বদর।
করিতে না পারি পাক দ্বাদশ বৎসর ॥
ইতিমধ্যে মুনি যদি এখানে আসিয়া।
বদর না পায়, যাবে অভিশাপ দিয়া ॥

না দেখি উপায় আর নারায়ণ-বিনে।
মুনি-কোপানলে পার হইব কেমনে॥
ইন্দ্র বলে, শুন কন্যা, আমার বচন।
বশিষ্ঠের বেশে সেই মম আগমন॥
সে-ভয় করহ দূর, শুন বরাননে।
আপন বাঞ্ছিত বর মাগহ এখনে॥
দুই পদ পোড়া গিয়া হইল সংহার।
ইন্দ্রের কৃপায় পদ হৈল পুনর্ব্বার॥
শ্রুবাবতী বলে, শুন ত্রিদশ-ঈশ্বর।
আমারে বিবাহ কর, এই মাগি বর॥
ইন্দ্র বলে, জন্মান্তরে হব তব পতি।
শচীর সমান প্রেম হবে তোমা-প্রতি॥
বৃথা আর ক্লেশ কর এ-নব যৌবনে।
তপস্যায় ক্ষমা দেহ আমার বচনে॥
কন্যা বলে, এই জন্মে না হইলে স্বামী।
কি কর্ম্ম করিব, মোরে আজ্ঞা দেহ তুমি॥
এইস্থানে তপশ্চর্য্যা আমার হইল।
মম কর্ম্মাধীন ফল তেমনি ফলিল॥
মোরে বর দেহ এই, দেব সুরেশ্বর।
এই স্থানে তপে মুক্ত হয় যেন নর॥
ইন্দ্র বলে, শ্রুবাবতী, কর অবধান।
এই মহাতীর্থে যদি করে স্নান-দান॥
অনন্ত জন্মের পাপ থাকে যার যত।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্বপাপ হইবেক হত॥
বদর-পাচন নাম হইল ইহার।
জন্মান্তরে স্বামী আমি হইব তোমার॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান কৈল সুরপতি।
সে-শরীর ত্যাগ করিলেন শ্রুবাবতী॥
শুনিলেন জন্মেজয় কথা পুরাতন।
এই হেতু নাম হইল বদর-পাচন॥
কামপাল সেই তীর্থে করিলেন স্নান।
ব্রাহ্মণেরে বহুবিধ করিলেন দান॥
তার পরে যান রাম দেবল-তীর্থেতে।
দেবল মুনির স্থানে ঘোষে ত্রিজগতে॥
দেবল হইল সিদ্ধ তপস্যা করিয়া।
সেই তীর্থে বলরাম পৌঁছিলেন গিয়া॥
রাজা বলে, কোন্ রূপে সিদ্ধ হৈল মুনি।
বিস্তার করিয়া মোরে বলহ আপনি॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কহে, করহ শ্রবণ॥

দেবল-তীর্থের কথা

বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
ভারত-শ্রবণে নর মোক্ষের ভাজন॥
দেবল করেন তপ থাকি নিরাহার।
তাঁর তপে মুনিগণ করে হাহাকার॥
একাহারী কত দিন সেই তপোধন।
কত দিন বৃক্ষ-পত্র করেন ভক্ষণ॥
কত কাল জলাহারে তপ-আচরণ।
বাতাহারে কত কাল শরীর-ধারণ॥
কত দিন উপবাসে যায় দুই পক্ষ।
মাসান্তেতে ফল-মূল করিলেক ভক্ষ্য॥
এক মাস ফল-মূল করি আহরণ।
এক দিন মুনি করে শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
অতিথি-ব্রাহ্মণে ফল-মূল দিয়া দান।
শেষ ফল-মূলে তাঁর হয় জলপান॥
এইরূপে কত দিন নির্ব্বাহেন মুনি।
তার পর শুন রাজা, অপূর্ব্ব কাহিনী॥
একদা করেন মুনি শ্রাদ্ধ ফলে-মূলে।
তারপর দ্বিজসেবা, অতিথি সেবিলে॥
শেষ ফল-মূল মুনি করিতে ভক্ষণ।
তথায় আসিল জৈগীষব্য সেইক্ষণ॥
ডাকিয়া দেবলে কহে, শুন মুনিবর।
ক্ষুধানলে দগ্ধ হয় আমার উদর॥
কিছু যদি পার মোরে ভক্ষ্য আনি দিতে।
তবে প্রাণ বাঁচে মম, জানহ নিশ্চিতে॥

জৈগীষব্য-বাক্য শুনি তবে মহামুনি।
নিজ ভক্ষণের ফল-মূল দেন আনি॥
ভক্ষণ করিয়া জৈগীষব্য মহাশয়।
আশীর্ব্বাদ করি গেল আপন আলয়॥
পুনঃ মাস অন্তে আসি সেই জৈগীষব্য।
ভক্ষণ করয়ে দেবলের ভক্ষ্য দ্রব্য॥
মুনিবর তপশ্চর্য্যা করে অনাহারে।
জানেন, আসিবে জৈগীষব্য মম ঘরে॥
ফল-মূল যত কিছু প্রস্তুত করিয়ে।
জৈগীষব্যহেতু মুনি রহেন দাঁড়ায়ে॥
বিলম্ব হইল বহু, না আসেন তিনি।
তাঁহার উদ্দেশে চলিলেন মহামুনি॥
সমুদ্রের কূলে গেল, যথায় আলয়।
তথায় নাহিক জৈগীষব্য মহাশয়॥
সপ্তম পাতাল মুনি করেন ভ্রমণ।
কোথাও না পাইলেন তাঁর দরশন॥
ভূর্লোক ও ভুবর্লোক স্বর্গলোক আর।
অন্বেষণ করি ভ্রমে মুনির কুমার॥
তপোলোক সত্যলোক আর জনলোক।
গোলোক পর্য্যন্ত গেল অঙ্গিরার তোক॥
তথা না দেখিল জৈগীষব্য মুনিবরে।
ফিরিয়া আসেন মুনি আপনার ঘরে॥
পুনরপি জনলোকে আসে দ্রুতগতি।
তথায় দেখিল জৈগীষব্যে মহামতি॥
তারপর সত্যলোকে আসে ক্রমে ক্রমে।
জৈগীষব্যে মুনি তথা দেখিল সম্ভ্রমে॥
তার পর ভুবর্লোক করিল গমন।
দেখিল তথায় জৈগীষব্যে মহাজন॥
তপলোকে আসি মুনি হ'য়ে ত্বরান্বিত।
দেখিল সেখানে জৈগীষব্যে অধিষ্ঠিত॥
ভূর্লোক আসিল পুনঃ অঙ্গিরার সুত।
তথা দেখে জৈগীষব্য আছেন প্রস্তুত॥
তারপর মুনিবর অতলেতে যান।
দেখেন তথায় জৈগীষব্য-অধিষ্ঠান॥
তারপরে বিতলেতে করিল গমন।
তথায় পাইল জৈগীষব্য-দরশন॥
গমন করেন পরে যথায় সুতল।
তথায় দেখেন জৈগীষব্য মহাবল॥
তার পর মহামুনি গেল মহাতল।
জৈগীষব্যে সেখানেতে দেখেন দেবল॥
তলাতল মহামুনি করে আগুসার।
জৈগীষব্যে তথা দেখে অঙ্গিরাকুমার॥
গেলেন দেবল রসাতলে তার পর।
তথা জৈগীষব্যে দেখে মহাতেজস্কর॥
পাতালে প্রবেশ করে তার পরে মুনি।
জৈগীষব্য তথা আছে বসিয়া আপনি॥
তার পর আসিলেন সমুদ্রের তীরে।
জৈগীষব্য আছে তথা আপনার ঘরে॥
তবে মুনি আসিলেন নিজ নিকেতন।
তথা পাইলেন জৈগীষব্য-দরশন॥
দিব্য কুশাসনে জৈগীষব্য বসি আছে।
সম্ভ্রমে দেবল মুনি গেল তাঁর কাছে॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
কহিল দেবল মুনি সব বিবরণ॥
দেবল বলেন, মুনি, তোমারে খুঁজিয়া।
ভ্রমিলাম চতুর্দ্দশ ভুবন ঘুরিয়া॥
সর্ব্বত্র তোমারে দেখিলাম মহাশয়।
অচিন্ত্য তোমার রূপ, না হয় নির্ণয়॥
জৈগীষব্য বলে, বাপু, নাহি যাই কোথা।
ভক্ষণ-কারণে আমি বসি আছি হেথা॥
যে কিছু সামগ্রী আছে, আন শীঘ্রতর।
জঠর-অনলে মম কাঁপে কলেবর॥
দেবল আনিল নানাবিধ ফল-মূল।
জৈগীষব্য তার পরে হৈল অনুকূল॥
জৈগীষব্য প্রিয়ভাষে বলেন বচন।
তোমার সমান কেহ নাহি তপোধন॥
বহুকাল তপ কৈলে করি অনাহার।
বর মাগ দেবল, যা বাঞ্ছিত তোমার॥

দেবল বলেন, প্রভু, করি হে প্রার্থনা।
মম মনে নাহি কিছু সংসার-বাসনা॥
ব্রহ্মজ্ঞান দেহ মোরে, ওহে মহাশয়।
অন্তে যেন ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মে হয় লয়॥
জৈগীষব্য বলে, তুমি তার যোগ্য হও।
ব্রহ্মজ্ঞান দিব, তুমি এইক্ষণে লও॥
জৈগীষব্য দেবলেরে দেন ব্রহ্মজ্ঞান।
যত জীব আসিলেক জৈগীষব্য-স্থান॥
রোদন করিয়া সবে করে কাকুবাদ।
মো-সবার বধভাগী হ'লে অচিরাৎ॥
দেবলেরে তুমি দিলে ব্রহ্মজ্ঞান-নিধি।
আমা সবাকার মৃত্যু ঘটাইল বিধি॥
পরম সরল চিত্ত দেবল মুনির।
সর্ব্বজীবে দয়া করে, অতীব সুধীর॥
দেবল-সমান দয়া কেহ নাহি করে।
তত্ত্বজ্ঞান যদি পায় এই মুনিবরে॥
অন্তর্বাহ্য-জ্ঞান নাহি রহিবে ইহার।
আমা সবে দয়া করে, কেহ নাহি আর॥
রোদন করয়ে প্রাণী হইয়া কাতর।
দেবলেরে জৈগীষব্য কহেন তৎপর॥
শুনহ দেবল মুনি, কহি একমনে।
এ চারি আশ্রম ধাতা সৃজিল যতনে॥
উদাসীন অবধূত গৃহী বানপ্রস্থ।
এ চারি আশ্রমমধ্যে মহৎ গৃহস্থ॥
পুরাণ ভারত স্মৃতি বেদের বচন।
গৃহস্থের সর্ব্ব ধর্ম্ম, শুন তপোধন॥
পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধ আর অতিথি-সেবন।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দুঃখী করাবে ভোজন॥
নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিবে সংযত।
কুটুম্ব-বান্ধবে স্নেহ করিবে নিয়ত॥
অতিথি আসিলে আগে দিবে পীঠ জল।
বিনয়-বচনে কবে হইয়া সরল॥
পাদ্য-অর্ঘ্যে পূজিবেক করিয়া বিনয়।
গৃহমধ্যে যেই দ্রব্য উপস্থিত রয়॥
আনিবে অতিথি-পাশে হ'য়ে ত্বরান্বিত।
বিধিমতে সেবা করিবেক যথোচিত॥
গৃহে যদি কিছু নাহি অতিথি-সেবনে।
ভিক্ষা করিবেক গিয়া প্রতিবাসিজনে॥
ভিক্ষা করি যদি তাহে কিছু নাহি পায়।
অতিথি-নিকটে পুনঃ আসিবে ত্বরায়॥
রোদন করিবে আসি অতিথি-নিকটে।
বিনয় বচন কহিবেক করপুটে॥
তবে ধর্ম্ম রক্ষা পায়, পাপ নাহি থাকে।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে যায় স্বর্গলোকে॥
এতেক কহিল জৈগীষব্য মহাশয়।
শুনিয়া দেবল মুনি মানিল বিস্ময়॥
জৈগীষব্য কহে, শুন দেবল সুধীর।
গৃহস্থ আশ্রম শ্রেষ্ঠ, জান তুমি স্থির॥
জৈগীষব্য বলে, বর মাগ মুনিবর।
বিদায় হইয়া আমি যাইব সত্বর॥
দেবল বলেন, প্রভু, কর অবধান।
এই ইষ্ট বর আমি চাহি তব স্থান॥
এই স্থানে তপ করিলাম বহুতর।
পুণ্যতীর্থ হবে এই, মোরে আজ্ঞা কর॥
জৈগীষব্য বলে, সিদ্ধ হইলে দেবল।
পরম দুর্লভ তীর্থ হৈল এই স্থল॥
ইহাতে আসিয়া যদি করে স্নানদান।
যজ্ঞ ব্রত করি বিপ্রে যদি করে দান॥
অসংখ্য জন্মের পাপ হইবেক ক্ষয়।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য জানহ নিশ্চয়॥
এত কহি জৈগীষব্য কৈল অন্তর্দ্ধান।
দেবল আপন গৃহে করিল প্রয়াণ॥
সেই মহাতীর্থে তবে যান হলধর।
স্নান দান করিলেন যজ্ঞ নিরন্তর॥
অনেক ব্রাহ্মণ তথা করান ভোজন।
বস্ত্র-অলঙ্কার দিয়া করেন পূজন॥
দিলেন গো অশ্ব হস্তী স্বর্ণ রৌপ্য দান।
নমুচি-তীর্থেতে রাম করেন প্রয়াণ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

নমুচি-তীর্থের কথা

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, শুন তপোধন।
নমুচি-তীর্থের যত কহ বিবরণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন কুরুরায়।
নমুচি-তীর্থের কথা কহিব তোমায়॥
নমুচি দানব ছিল কশ্যপ-তনয়।
বাল্যকালে ছিল সেই অতি তেজোময়॥
ব্রহ্মার তপস্যা আরম্ভিল দৈত্যবর।
অনাহারে তপ করে সহস্র বৎসর॥
তুষ্ট হ'য়ে প্রজাপতি দিতে আসে বর।
কহিলেন, মাগ বর দানব-ঈশ্বর॥
নমুচি বলিল, শুন দেব পিতামহ।
বর দিয়া মোরে তুমি অমর করহ॥
ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, মাগ অন্য বর।
অমর নাহিক কেহ ভুবন-ভিতর॥
সৃষ্টির কারণ আমি, সর্ব্ব সৃষ্টি মোর।
আমার আয়ুর দেখ আছে অন্ত-ওর॥
অষ্টাদশ নিমেষেতে এক কাষ্ঠা হয়।
ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে কলা জানহ নিশ্চয়॥
ত্রিংশৎ কলায় হয় জান এক ক্ষণ।
দ্বাদশ ক্ষণেতে হয় মুহূর্ত্ত গণন॥
ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে হয় এক অহোরাত্র।
পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ মাত্র॥
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ নিরূপণ তার।
দুই পক্ষে এক মাস সৃজন ধাতার॥
বার মাসে মনুষ্যের একটি বৎসর।
মনুষ্যের মাসে পিতৃলোকের বাসর॥
পিতৃলোক-বর্ষে দেবতার এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস শুনহ প্রবীণ॥
হেন বার মাসে দিব্য বর্ষের কল্পনা।
দিব্য বার বর্ষে এক যুগের গণনা॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি যে যুগ চারি।
এক মন্বন্তর হয় যুগ একাত্তরি॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর মম এক দিন।
ত্রিশ দিনে এক মাস ইথে নহে হীন॥
দ্বাদশ মাসেতে বর্ষ ইথে নাহি আন।
যাইট সহস্র বর্ষে আয়ু-পরিমাণ॥
তার পর হইবেক আমার পতন।
আমার পতন আছে, তুমি কোন্ জন॥
শরীর ধরিলে মৃত্যু অবশ্য হইবে।
অমর নাহিক কেহ বিধি-সৃষ্ট ভবে॥
অন্য বর মাগ তুমি, সম্ভব যে হয়।
আপন অভীষ্ট মাগ, মনে যেবা লয়॥
নমুচি বলিল, প্রভু, শুনহ বচন।
যুদ্ধস্থলে মম যেন না হয় মরণ॥
যুদ্ধে যেন জিনিতে না পারে মোরে কেহ।
মম মনোনীত এই বর প্রভু, দেহ॥
কপট করিয়া যদি কেহ আসি মারে।
মম মুণ্ড দুঃখ দিবে প্রচুর তাহারে॥
মোরে পিতামহ, তুমি দেহ এই বর।
তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মা গেল নিজঘর॥
নমুচি আপন গৃহে দিল দরশন।
সর্ব্বদেবে জিনি সেই হইল রাজন্॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ হইয়া বিকল।
মনুষ্য-আকার হ'য়ে ভ্রমে মহীতল॥
এইরূপে তথা দেখ দীর্ঘকাল যায়।
বিচার করিল নিজ মনে দেবরায়॥
নমুচি থাকিতে মম নাহিক কল্যাণ।
ছল করি দুরাত্মার বধিব পরাণ॥
নমুচি-সহিত প্রীতি করে পুরন্দর।
বহু প্রীতি দুই জনে এক কলেবর॥
এইরূপে কত কাল উভয়ে যাপিল।
দৈবে ইন্দ্র এক দিন একাকী পাইল॥

পথ-মাঝে মুণ্ড কাটি করে দুইখান।
স্কন্ধ পড়ে, মুণ্ড ধায় অগ্নির সমান॥
মুখ প্রসারিয়া মুণ্ড যায় গিলিবারে।
প্রাণভয়ে দেবরাজ পলায় সত্বরে॥
ভ্রমিল পাতাল-সপ্ত ভয়ে পুরন্দর।
পাছে পাছে খেদাড়িয়া যায় মুণ্ডবর॥
সপ্ত স্বর্গ ক্রমে ক্রমে করিল ভ্রমণ।
ধেয়ে গিয়া ইন্দ্র কহে ব্রহ্মার সদন॥
রক্ষা কর পিতামহ, লইনু শরণ।
ত্বরায় করহ রক্ষা দেব-বেদানন॥
ছল করি করিলাম বধ নমুচিরে।
নমুচির মুণ্ড ধায় গিলিবারে মোরে॥
ভ্রমি সপ্ত স্বর্গ আর পাতাল বেড়াই।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে রক্ষা নাহি পাই॥
কিরূপে পাইব রক্ষা, কহ মহাশয়।
নমুচির মুণ্ড মোরে গিলিবে নিশ্চয়॥
অতএব কর প্রভু, ইহার উচিত।
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র, যাও ত্বরান্বিত॥
সরস্বতী-স্নান গিয়া কর সুরপতি।
পতন হইবে মুণ্ড, ঘুচিবে দুর্গতি॥
এই কথা ইন্দ্রে কহিছেন পদ্মাসন।
হেনকালে মুণ্ড তথা আসিল তখন॥
বিকৃত-আকার মুণ্ড, মুখ পরিসর।
প্রলয়কালেতে যেন দীপ্ত বৈশ্বানর॥
দেখিয়া পলায় ইন্দ্র, নাহি বান্ধে কেশ।
ইন্দ্রের দুর্গতি দেখি দুঃখী সর্ব্বদেশ॥
বেগে ধায় ইন্দ্র, নাহি পাছু-পানে চায়।
নমুচি দৈত্যের মুণ্ড পশ্চাতে গোড়ায়॥
কতক্ষণে উত্তরিল সরস্বতীতীরে।
অতি বেগে উপনীত মুণ্ড তথাকারে॥
মুণ্ড দেখি দেবরাজ জলে ডুব দিল।
ডুব দিবামাত্র মুণ্ড ভূমিতে পড়িল॥
নিস্তার পাইল ইন্দ্র মহাপাপ হ'তে।
মুনিগণে সম্বোধিয়া লাগিল কহিতে॥
শুনহ তোমরা যত মহামুনিগণ।
এই তীর্থবর আমি করিনু সৃজন॥
বলিবে নমুচি-তীর্থ এবে সর্ব্বজন।
ইহার স্নানের কথা শুন দিয়া মন॥
কোটি কোটি জন্মে যত মহাপাপ হয়।
ইহার স্নানেতে সর্ব্ব খণ্ডিবে নিশ্চয়॥
তীর্থ-নিরূপণ করিলেন দেবরায়।
নমুচি-তীর্থের কথা কহিনু তোমায়॥
তথা উপনীত হন রোহিণী-নন্দন।
স্নান করি তুষিলেন ভোজনে ব্রাহ্মণ॥
যজ্ঞ হোম করি বিপ্রে দিয়া নানা দান।
তথা হ'তে করিলেন মুষলী প্রয়াণ॥
বৃদ্ধকন্যা-আশ্রমেতে হৈল উপনীত।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিরে ত্বরিত॥
বৃদ্ধ বলি বলিতেছ, অথচ সে কন্যে।
আশ্চর্য্য হইল মম এই কথা জন্যে॥
বিস্তারিয়া সব কথা কহ তপোধন।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার কারণ॥
মহাভারতের কথা সমান-পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্বে তীর্থযাত্রা অপূর্ব্ব কথন।
পাঁচালী-প্রবন্ধে কাশীরাম-বিরচন॥

● বৃদ্ধকন্যা-তীর্থ বিবরণ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নৃপবর।
বৃদ্ধকন্যা-উপাখ্যান অতি মনোহর॥
গর্গের নন্দিনী হৈল অতি রূপবতী।
তার তুল্য রূপবতী না দেখি সম্প্রতি॥
যৌবন-সময়ে কন্যা ভাবিল হৃদয়ে।
তপ করি দেব-ভর্ত্তা লভিব নিশ্চয়ে॥
এত চিন্তি প্রতিদিন করি অনাহার।
বহুকাল তপ করে অস্থিচর্ম্মসার॥

করিল কঠোর তপ, নাহি পরিমাণ।
দেখিয়া তাহার তপ সবে কম্পমান ॥
যুবাকাল গেল তার, বার্দ্ধক্য-সময়।
তথাপিহ তপ করে, ক্ষান্ত নাহি হয় ॥
আসিল নারদ সেই কন্যার নিকটে।
দেখি কন্যা মুনিবরে নমে করপুটে ॥
নারদ বলেন, কন্যে, কি কর্ম্ম করিলে।
তপস্যা করিয়া রূপ-লাবণ্য নাশিলে ॥
বৃথা এ-যৌবন বিনাশিলে কি-কারণ।
তপ করি না হইলে মোক্ষের ভাজন ॥
বৃদ্ধা হ'লে, যুবকাল গেল নিবড়িয়া।
এ-সময়ে কে তোমারে করিবেক বিয়া ॥
বিবাহ নহিলে তার নহে কোন গতি।
বিবাহ হইলে হয় স্বর্গেতে বসতি ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য কন্যা বিধুমুখী।
মুনির চরণে ধরে উপায় না দেখি ॥
আমার উপায় মুনি, করহ আপনি।
বিবাহ না হ'লে আমি নহি স্বর্গগামী ॥
বিবাহ করিবে মোরে কেবা মহাশয়।
আপনি নির্ব্বাচি তাহা বলহ নিশ্চয় ॥
নারদ কহেন, কন্যে, আর কিবা বল।
বিবাহ করিবে কেবা, যুবকাল গেল ॥
তপোবনে আছে বহু মুনির সন্তান।
বর গিয়া, পাও যদি করিয়া সন্ধান ॥
এত বলি দেব-ঋষি গেল নিজ ঘর।
বিবাহ-কারণে কন্যা অন্বেষয়ে বর ॥
তপোবনে ছিল মুনি, নাম শৃঙ্গবান্।
তাহার নিকটে কন্যা করিল প্রস্থান ॥
অনেক বিনয় স্তুতি করে শৃঙ্গবানে।
কহিতে লাগিল কন্যা করুণ-বচনে ॥
বৃথা যায় মম জন্ম, শুন তপোধন।
আমারে বিবাহ কর মুনির নন্দন ॥
শৃঙ্গবান্ বলে, কন্যা, না কহিলে ভাল।
বার্দ্ধক্য হইল তব, গেল যুবাকাল ॥
বিবাহ করয়ে যুবা যুবতী দেখিয়া।
তোমারে বিবাহ করি কিসের লাগিয়া ॥
যৌবন থাকিলে স্বামী করয়ে আদর।
যৌবন-বিহনে নারী হয় হতাদর ॥
বিবাহ কিমতে আমি করিব তোমাকে।
করি যদি, পিতৃলোক পড়িবে নরকে ॥
বিবাহ না হ'তে তুমি হৈলে ঋতুমতী।
রজস্বলা-বিবাহতে কুযশ অখ্যাতি ॥
ঋতুমতী-দারা-গ্রহ করে যেই জন।
কন্যা-পিতা তার পিতা নরকে গমন ॥
বিশেষ কন্যার যদি থাকে যুব-দশা।
পুরুষ বিবাহ করে যৌবনের আশা ॥
কদাচিৎ শৃঙ্গবান্ না হয় সম্মত।
পুনঃপুনঃ কন্যা তার হয় পদানত ॥
সম্মত না হয় মুনি, কহে কটুভাষে।
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে ॥
দৈববশে দৈববাণী কেহ নাহি শুনে।
দেবগণ ডাকি তবে কহে শৃঙ্গবানে ॥
শুন শৃঙ্গবান্ মুনি, আকাশ-ভারতী।
পরম পবিত্র কন্যা পতিব্রতা সতী ॥
তপস্যাতে সিদ্ধা হৈল, নাহি কোন দোষ।
বিবাহ করিয়া এরে করহ সন্তোষ ॥
এত শুনি শৃঙ্গবান্ ভাবিল হৃদয়।
অঙ্গীকার করি কহে, করি পরিণয় ॥
কিন্তু এক রাত্রি আমি তোমার সংহতি।
বঞ্চিব বাসর, এই শুন রসবতী ॥
ইথে যদি অভিলাষ থাকয়ে তোমার।
করহ আমার অগ্রে সত্য-অঙ্গীকার ॥
কন্যা বলে, যেই আজ্ঞা কৈলে মহাশয়।
মম নিরূপণ এই শুনহ নিশ্চয় ॥
পুনঃ তথা আসিলেন নারদ আপনি।
দোঁহার বিবাহ দিল সেই মহামুনি ॥
নারদ গেলেন শেষে আপন আগার।
বৃদ্ধকন্যা শৃঙ্গবান্ করেন বিহার ॥

তপোবলে হৈল কন্যা পরম রূপসী।
বদন সুন্দর, যেন শরতের শশী॥
নয়ন হেরিয়া হারে কুরঙ্গ-বালক।
ভুরুযুগধনু ধরে কুসুমসায়ক॥
চামর জিনিয়া কেশ, শুকচঞ্চু নাসা।
গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ, পিক জিনি ভাষা॥
সুপক্ব দাড়িম্ববীজ জিনিয়া দশন।
কম্বু জিনি কণ্ঠ, স্কন্ধ দিব্য দরশন॥
মৃণাল জিনিয়া দুই ভুজ মনোহর।
কমলকোরক জিনি দুই পয়োধর॥
কূপ নিন্দি নাভি, মাজা মৃগপতি জিনি।
কনক কলস দুই নিতম্বধারিণী॥
করিকর জিনি উরু অতি অনুপম।
কিবা চারু পদযুগ কোকনদ-সম॥
দশ নখে দ্বিতীয়ার চন্দ্র বিরাজিত।
রূপের নাহিক সীমা মদন-মোহিত॥
নানা অলঙ্কার অঙ্গে অনঙ্গমোহিনী।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, যেন ইন্দ্রের নর্ত্তনী॥
বিচিত্র কুসুম-শয্যা করিয়া রচন।
দম্পতী দোঁহাতে তাতে করিল শয়ন॥
নানা ভক্ষ্য রাখে দোঁহে শয়ন-মন্দিরে।
বঞ্চেন সুরতি-সুখ কুসুম-বাসরে॥
ভ্রমর ভ্রমরী গায় মধুর সঙ্গীত।
এক ফুলে মধু পিয়ে নহে বিচলিত॥
কোকিল সঘনে ডাকে মধুর সুস্বর।
সুশীতল সমীরণ বহে নিরন্তর॥
ষড়্ঋতু এককালে হৈল উপনীত।
ডাহুক ডাহুকী ধ্বনি করে সুললিত॥
চাতক চাতকী ডাকে জলের আশ্বাসে।
মেঘগণ মন্দ মন্দ গরজে আকাশে॥
মাতিল দোঁহার মন অনঙ্গ-আবেশে।
আবেশে আকুল চিত্ত মন্দ মন্দ হাসে॥
এরূপে প্রভাতা ক্রমে হৈল বিভাবরী।
পূর্ব্বমত বৃদ্ধরূপা হইলেক নারী॥

প্রতিজ্ঞা করিয়া শেষে ভাবে শৃঙ্গবান্।
কেমনে করিব আমি প্রতিশ্রুতি আন॥
যদি কন্যা মোরে এবে করে অনুমতি।
একত্র নিবাস করি ইহার সংহতি॥
কন্যারে জিজ্ঞাসে শৃঙ্গবান্ মুনিবর।
কি কর্ম্ম করিব প্রিয়ে, কহ অতঃপর॥
কন্যা বলে, শুন প্রভু, তপের গোঁসাই।
তোমার সহিত মম আর দায় নাই॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া বিভা করিলে আমারে।
আমার কি শক্তি আছে রাখিতে তোমারে॥
আমার প্রতিজ্ঞা জান তোমার সাক্ষাতে।
হইবে প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ, রাখিব কিমতে॥
তোমারে বিদায় করিলাম মহামতি।
তোমারে রাখিলে হবে কুযশ-অখ্যাতি॥
বিদায় হইয়া ঋষি যায় তপোবনে।
নারদ আগত শেষে কন্যার সদনে॥
তুষ্ট হ'য়ে কহে তবে দেব তপোধন।
ইষ্টবর মাগ কন্যা, যাহা লয় মন॥
বৃদ্ধকন্যা বলে, অবধান মুনিবর।
এই বর মাগি আমি তোমার গোচর॥
বহুকাল তপ করিলাম এই স্থানে।
বৃদ্ধকন্যা-তপোবন বলে যেন জনে॥
পুণ্যতীর্থ বলি এই থাকুক ঘোষণা।
ইথে আসি করিবেক স্নান যেই জনা॥
অসংখ্য জন্মের পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে।
আজ্ঞা কর, এই বর চাহি তব স্থানে॥
তথাস্তু বলিয়া মুনি হৈল অন্তর্দ্ধান।
যোগবলে বৃদ্ধকন্যা ত্যজিলেক প্রাণ॥
বিষ্ণুলোকে গেল বৃদ্ধকন্যা গুণবতী।
সেই তীর্থে উপনীত রেবতীর পতি॥
স্নান-দান করিলেন তথা বহুতর।
ব্রাহ্মণ-ভোজন তবে করান বিস্তর॥
ভিক্ষুকেরে বহু দান করিয়া লাঙ্গলী।
তথা হৈতে যান রাম দধীচির স্থলী॥

শুনিয়া জনমেজয় বলে সেইক্ষণ।
দধীচি-তীর্থের কথা কহ তপোধন॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের এ পয়ার রচন॥

—

দধীচি-তীর্থের বিবরণ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন কুরুরায়।
দধীচি-তীর্থের কথা জানাই তোমায়॥
ত্বষ্টা নামে মুনি এক বিরিঞ্চি-নন্দন।
মহাতেজোময় ছিল তপে তপোধন॥
অসুরের এক কন্যা বিবাহ করিল।
ত্রিশিরা নামেতে পুত্র তাহাতে জন্মিল॥
তিন মুণ্ড হৈল তার দেখিতে সুন্দর।
এক মুখে বেদ-পাঠ করে নিরন্তর॥
আর মুখে রাম-নাম করে অহর্নিশি।
অন্য মুখে মদ্যপান করে মহাঋষি॥
মুনিপুত্র যজ্ঞ করে যখন যেখানে।
লুকাইয়া যজ্ঞ-ভাগ দেয় দৈত্যগণে॥
মাতামহকুলে তার বড়ই আদর।
জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর॥
ইন্দ্রেরে কহিল, শুন দেবতার পতি।
দেখ ত্বষ্টামুনিপুত্র করিছে অনীতি॥
লুকাইয়া যজ্ঞভাগ দেয় মাতামহে।
এতেক বচন ইন্দ্রে দেবগণ কহে॥
শুনিয়া কুপিল ইন্দ্র অগ্নির সমান।
দেবগণবাক্যে শান্ত নহে মরুত্বান্॥
খড়্গ দিয়া ত্রিশিরার কাটিলেন মাথা।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল সকল দেবতা॥
ত্বষ্টামুনি পায় ক্রমে এই সমাচার।
শচীপতি-প্রতি কোপ করিল অপার॥
যজ্ঞ করে ত্বষ্টামুনি ইন্দ্রে কোপ করি।
সঘনে অমরগণ কাঁপে থরহরি॥
যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে জন্মিল নন্দন।
বৃত্রাসুর নামে তার, অতি অলক্ষণ॥
পরম তেজস্বী হৈল বৃত্র মহাশয়।
ত্রিভুবনে কোন জনে নাহি করে ভয়॥
বিষ্ণুপরায়ণ হৈল পরম বৈষ্ণব।
তার কর্ম্ম দেখি ভয়ে কাঁপয়ে বাসব॥
মিলিল অনেক সেনা বৃত্রের সংহতি।
ইন্দ্রত্ব লইল খেদাড়িয়া সুরপতি॥
সকল অমরগণে লণ্ডভণ্ড কৈল।
স্বর্গের দেবতাগণ ভয়েতে লুকাল॥
পলাইয়া গেল সব ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মারে কহিল গিয়া সব বিবরণ॥
বৃত্রাসুর কাড়ি নিল সব অধিকার।
আপনি ইহার প্রভু, কর প্রতীকার॥
প্রজাপতি বলে, শুন ওহে দেবগণ।
দেবের অবধ্য ত্বষ্টামুনির নন্দন॥
নারায়ণ-স্থানে সবে করহ গমন।
নিজ নিজ দুঃখ-কথা কর নিবেদন॥
এত বলি দেবগণে লইয়া সংহতি।
নারায়ণ-পাশে যান দেব প্রজাপতি॥
গোলাক-ধামেতে যথা দেব-নারায়ণ।
উপনীত হইলেন সহ দেবগণ॥
প্রণাম করেন গিয়া অমর-নিকর।
বসিতে আদেশ করিলেন বিশ্বম্ভর॥
আদেশ পাইয়া সবে বৈসে সন্নিধানে।
কহেন চতুরানন বিনয়বচনে॥
শুন প্রভু নারায়ণ, আমার বচন।
তোমার চরণে করি এই নিবেদন॥
গদাপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাসের পয়ার বিরচন॥

—

● বিষ্ণুর নিকটে দেবগণের দুঃখ-নিবেদন

ব্রহ্মা-আদি সুরগণ, একান্ত একাগ্রমন,
স্তুতি করে হরির চরণে।
শুন প্রভু নারায়ণ, যতেক দেবতাগণ,
নিবেদন করে একমনে॥
শুনহ কৈটভশত্রু, বাড়িল পরম শত্রু,
বৃত্রাসুর নিল অধিকার।
বসে ইন্দ্র-সিংহাসনে, খেদাড়িল দেবগণে;
অমরের নাহিক নিস্তার॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল, ভয়ে ইন্দ্র পলাইল,
অমরের নিল রাজ্যখণ্ড।
দেবতা ছাড়িল ধর্ম্ম, লইল অগ্নির কর্ম্ম,
বরুণে করিল লণ্ডভণ্ড॥
পবনের অধিকার, লইলেক দুরাচার,
চন্দ্রার্কের কি কব দুর্গতি।
বৃত্র করে পরাভব, এখানে দেবতা সব,
মনুষ্য-সমান ভ্রমে ক্ষিতি॥
দারুণ দৈত্যের ভয়, প্রাণ নাহি স্থির রয়,
দেবতার নাহিক নিস্তার।
তুমি ত্রিলোকের পতি, সকল দেবের গতি,
চিন্তহ ইহার প্রতীকার॥
দুর্ব্বল দেবতা সবে, তুমি না রাখিলে তবে,
কে করিবে বিপদে উদ্ধার।
করি কৃপা-বিতরণ, শুন শ্রীমধুসূদন,
বধ তারে করিয়া প্রকার॥
রজোগুণে দিয়া দৃষ্টি, আপনি করিলে সৃষ্টি,
সত্ত্বগুণে করহ পালন।
সৃজন-পালন-নাশ, তব কর্ম্ম সুপ্রকাশ,
তমোগুণে কর সংহরণ॥
ইত্যাদি অনেক স্তব, করিল দেবতা সব,
শুনিয়া দুঃখিত ভগবান্।
সম্বোধিয়া দেবগণে, কহেন সরস মনে,
দেবগণ, কর অবধান॥

ভারত-মঙ্গল-কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
সকলের কলুষ-বিনাশ।
গদাপর্ব্ব সুধাধার, ব্যাসের বচন সার,
পাঁচালী রচিল কাশীদাস॥

● দধীচি মুনির পূর্ব্বকাহিনী

গোবিন্দ কহেন, শুন সকল দেবতা।
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, দূর হবে ব্যথা॥
আমার অবধ্য বৃত্র, শুন দেবগণ।
আমার পরম ভক্ত দৈত্যের রাজন্॥
দধীচি মুনির অস্থি আন সর্ব্বজন।
তাহাতে করহ বজ্র-অস্ত্র সুগঠন॥
সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর হইবে পতন।
এই তার বধোপায় আছে নিরূপণ॥
শুনি ইন্দ্র কহে তবে করি যোড়কর।
দধীচি ছাড়িবে কেন নিজ কলেবর॥
অনেক পুণ্যেতে হয় মনুষ্যের কায়।
কেমনে ছাড়িবে কায় সেই মুনিরায়॥
তাহাতে ব্রাহ্মণ-অঙ্গ শ্রেষ্ঠতম গণি।
ব্রাহ্মণ-শরীর হৈলে মুক্ত হয় প্রাণী॥
চৌরাশী সহস্র যোনি ভ্রমণ করিয়া।
পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ-অঙ্গ লভয়ে আসিয়া॥
কর্ম্মক্রমে পারে যদি সাবধান হ'তে।
দুই জন্মে মুক্ত হয়, কহে বেদমতে॥
তপস্যাতে মহাতেজা দেবের সমান।
মোদের লাগিয়া কেন ছাড়িবেন প্রাণ॥
ইহার বিধান প্রভু, বলহ আমারে।
নিধন করিব কিবারূপে বৃত্রাসুরে॥
গোবিন্দ কহেন, শুন সকল দেবতা।
দধীচির পূর্ব্বকার কহি এক কথা॥
পরম দয়ালু মুনি উপকারে রত।
পর-উপকারে প্রাণ ত্যজে অতি দ্রুত॥

অশ্বিনী-কুমার স্বর্গ-বৈদ্য দুই জন।
উপাসনাহেতু গেল দধীচি-সদন ॥
অনেক বিনয়ে স্তব কৈল মুনিবরে।
সদয় হইয়া মুনি জিজ্ঞাসে দোঁহারে ॥
কিহেতু আসিলে দোঁহে আমার সদন।
কি কার্য্য সাধিব, শীঘ্র কহ দুই জন ॥
প্রাণ দিলে যদি কিছু হিতকার্য্য হয়।
অবশ্য করিব তাহা, কহিনু নিশ্চয় ॥
অশ্বিনী-কুমার বলে, শুন মুনিবর।
তোমার হইব শিষ্য দুই সহোদর ॥
শুনিয়া কহেন মুনি করিব অবশ্য।
উপদেশ দিয়া দোঁহে করি লব শিষ্য ॥
অঙ্গীকার করি আমি নাহিক সন্দেহ।
আজি দিন ভাল নহে, যাহ নিজ গৃহ ॥
এই বাক্য শুনি দোঁহে প্রণাম করিয়া।
আপনার গৃহে গেল বিদায় হইয়া ॥
এ-কথা শুনিয়া ইন্দ্র নারদের স্থানে।
তখনি গেলেন দধীচির সন্নিধানে ॥
ইন্দ্রেরে দেখিয়া মুনি করিল আদর।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আসনেতে পূজিল বিস্তর ॥
সন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র বসেন আসনে।
দধীচি জিজ্ঞাসে তাঁরে মধুর-বচনে ॥
কিবা হেতু আগমন হৈল সুরেশ্বর।
কি-কার্য্য সাধিব, আজ্ঞা করহ সত্বর ॥
পুরন্দর কহে, শুন মুনি মহাশয়।
হেথায় আসিয়াছিল অশ্বিনী-তনয় ॥
শুনিনু করাবে দোঁহাকারে উপাসনা।
এইহেতু আসিলাম করিবারে মানা ॥
কোন্ ছার দুই বেটা অশ্বিনী-কুমার।
স্বর্গ-বৈদ্য হ'য়ে ইচ্ছা সমান আমার ॥
যদ্যপি নিতান্ত তারে কর তুমি শিষ্য।
তোমার মস্তক আমি কাটিব অবশ্য ॥
মুনিবর আখণ্ডলে নিষেধ করিল।
না করিব সেই কর্ম্ম, নিশ্চয় কহিল ॥
শুনিয়া বিদায় হ'য়ে গেল সুরপতি।
জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনিবর-প্রতি ॥
ইহার কারণ মুনি, বলহ আমারে।
নিষেধ করিল ইন্দ্র কেন দধীচিরে ॥
কোন্ শাস্ত্রে বড় ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমারে।
বিশেষ করিয়া মুনি, কহিবে আমারে ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
যেহেতু নিষেধ করে সহস্রলোচন ॥
ইন্দ্র-উপাসিতা যেই বিদ্যা সারাৎসার।
মুনিরে মাগিল তাহা অশ্বিনী-কুমার ॥
সেই বিদ্যাবলে ইন্দ্র স্বর্গ-অধিপতি।
ভাবিল, লইবে মম বিদ্যা মূঢ়মতি ॥
সে-বিদ্যা-গ্রহণে হবে সমান আমার।
মন্ত্রবলে নিতে পারে মম অধিকার ॥
নিষেধ করিল ইন্দ্র ভাবিয়া এতেক।
শুন রাজা, পূর্ব্বকার বৃত্তান্ত যতেক ॥
শুনি জন্মেজয় কহে হ'য়ে হৃষ্টমন।
অতঃপর কি হইল কহ তপোধন ॥
বিদায় হইয়া যদি আখণ্ডল গেল।
দোঁহে মুনি-সন্নিধানে প্রভাতে আসিল ॥
মুনিবরে প্রণমিয়া দুই সহোদর।
নিকটে বসিল দোঁহে হরিষ-অন্তর ॥
কথোপকথন বহু হৈল মুনি সনে।
ইন্দ্রের সংবাদ মুনি কহে দুইজনে ॥
তোমা-দোঁহে উপদেশ যদি দেই আমি।
মস্তক ছেদিবে মম দেব সুরস্বামী ॥
মন্ত্র দিয়ে আমি কি হে হারাইব প্রাণ।
বুঝি দুইজনে যাহা করহ বিধান ॥
অশ্বিনী-কুমার বলে, শুন মহাশয়।
এই বাক্যে মুনিবর, না করিহ ভয় ॥
অনেক ঔষধ মোরা জানি মুনিবর।
ক্ষণে জীয়াইতে পারি মৃত কলেবর ॥
অশ্বিনী-কুমার স্বর্গ-বৈদ্য দুই ভাই।
যতেক ঔষধ, কিছু অগোচর নাই ॥

প্রতিজ্ঞা করিল ইন্দ্র, কাটিবে তোমায়।
নিবেদন করি শুন, ওহে মহাশয় ॥
কাটিয়া তোমার মুণ্ড রাখি গুপ্তস্থানে।
গুপ্তমুণ্ড-কথা যেন ইন্দ্র নাহি শুনে ॥
অশ্বমুণ্ড তব স্কন্ধে করিয়া যোজন।
সেই মুণ্ডে মন্ত্র মোরা লব দুই জন ॥
মন্ত্র দিলে দেবরাজ কুপিত হইয়া।
তোমার অশ্বের মুণ্ড যাবেক কাটিয়া ॥
তোমার স্বকীয় মুণ্ড মোরা দুই জন।
পুনরপি তব স্কন্ধে করিব যোজন ॥
শুনিয়া দধীচি মুনি করিল স্বীকার।
মুনি-শির কাটিলেক অশ্বিনী-কুমার ॥
অশ্বমুণ্ড যোড়া দিল মুনিবর-স্কন্ধে।
পরাণ পাইল মুনি, নাহি কোন সন্দে ॥
অশ্বমুণ্ড পরিগ্রহ করি মুনিবরে।
উপাসনা করাইল অশ্বিনী-কুমারে ॥
বিদায় হইয়া দোঁহে গেল নিকেতন।
নারদ জানিয়া গেল সব বিবরণ ॥
সকল সংবাদ কহিলেক পুরন্দরে।
খড়্গ হাতে করি ইন্দ্র ধায় ক্রোধভরে ॥
যোগে যথা আছে বসি সে দধীচি মুনি।
তথা গিয়া উপনীত হৈল বজ্রপাণি ॥
দেখিল ধেয়ানে মুনি আছেন বসিয়া।
মুনির অশ্বের মুণ্ড ফেলিল কাটিয়া ॥
অশ্বমুণ্ড ল'য়ে ইন্দ্র করিল গমন।
দধীচি মুনির স্কন্ধ আছয়ে তেমন ॥
অশ্বিনী-কুমার-চর ছিল সেইখানে।
দ্রুতগতি বার্ত্তা গিয়া দিল দুই জানে ॥
অশ্বিনী-কুমার তথা গেল শীঘ্রতর।
মুনিমুণ্ড যুড়িলেক স্কন্ধের উপর ॥
ঔষধ-পরশে মুনি পাইল পরাণ।
অশ্বিনী-কুমারে বহু করিল বাখান ॥
শুন সবে দধীচির এই অবান্তর।
পরকার্য্যে দিল মুনি নিজ কলেবর ॥
পর-উপকারে যদি যায় নিজ প্রাণ।
মোক্ষের ভাজন সেই, ইথে নাহি আন ॥
সকলে চলিয়া যাহ দধীচির স্থান।
দেবের কারণে মুনি ছাড়িবে পরাণ ॥
এতেক কহেন যদি দেব নারায়ণ।
বিদায় হইল তবে যত দেবগণ ॥

● দধীচির আত্মদান

প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বরে।
সঙ্গেতে করিয়া নিল অশ্বিনী-কুমারে ॥
উপনীত হৈল, যথা মুনি মহাশয়।
প্রণাম করিল গিয়া দেবতানিচয় ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়া মুনি পূজিল সবারে।
বসিল সকল দেব আসন-উপরে ॥
জিজ্ঞাসিল মুনি সবে, কেন আগমন।
কহিতে লাগিল তবে সহস্রলোচন ॥
অবধান কর মুনি তপের গোঁসাই।
আগমনহেতু তোমা কহিতে ডরাই ॥
বৃত্রাসুর হৈল এবে স্বর্গ-অধিকারী।
নারায়ণ-স্থানে সব করিনু গোহারি ॥
কহিলেন কৃষ্ণ বৃত্র-বধের কারণ।
সকল দেবতা যাহ দধীচি-সদন ॥
দেব-উপকারহেতু মুনির কুমার।
দয়া করি ছাড়িবেন প্রাণ আপনার ॥
তাঁর অস্থি ল'য়ে বজ্র রচ আখণ্ডল।
বজ্রাঘাতে মার বৃত্র দৈত্য মহাবল ॥
শুন মুনি, রক্ষা হয়, নাহিক অন্যথা।
আপনার প্রাণ যদি ছাড়হ সর্ব্বথা ॥
মুনি বলে, হেন বাক্য নাহি শুনি কাণে।
পরের লাগিয়া কেহ ছাড়ে নিজ প্রাণে ॥
অনেক পুণ্যেতে প্রাণী নরযোনি পায়।
কেমনে ছাড়িতে তাহা বল দেবরায় ॥

অতীব দুর্লভ এই মনুষ্য-জনম।
আর যত দেহ দেখ, সকলি অধম॥
শূকর জনম হ'য়ে বিষ্ঠা-মূত্র খায়।
শরীর ছাড়িতে সেই মনে ব্যথা পায়॥
মারিতে উদ্যম যদি কেহ করে তায়।
শরীরে মমতাহেতু সঘনে পলায়॥
কাক গৃধ্র শিবা শ্বান খচর গর্দ্দভ।
পিপীলিকা সর্প ভেক দেখ যত সব॥
অধম যোনির মধ্যে যেই প্রাণ ধরে।
ইচ্ছাবশে কোন্ জন ছাড়ে কলেবরে॥
সকল প্রাণীর মধ্যে মনুষ্য প্রধান।
বহু পুণ্যে পাইয়াছি, দেখ বিদ্যমান॥
বিশেষ ব্রাহ্মণ-দেহ হয়েছে আমার।
বহুপুণ্যে দ্বিজতনু পাইনু এবার॥
সকল প্রাণীতে জ্ঞান আছয়ে নিশ্চয়।
আহার মৈথুন নিদ্রা আর আছে ভয়॥
মনুষ্য-সমান জ্ঞানী নাহি কোন জন।
এ-দেহ অনেক কর্ম্ম ভজন-ভাজন॥
হেন দেহ ছাড়িবারে কহ দেবরাজ।
আমি যদি মরি, তবে সিদ্ধ হবে কাজ॥
না হৈল তব কার্য্য, মম কিবা দায়।
না বুঝি আদেশ কেন কর দেবরায়॥
না ছাড়িব প্রাণ আমি, শুনহ বিচার।
শুনিয়া সবার মনে লাগে চমৎকার॥
ইন্দ্র-আদি দেবগণ অধোমুখ হ'য়ে।
ক্ষিতি বিলিখন করে মৌনেতে বসিয়ে॥
ভয়ে কারো মুখে নাহি বচন নিঃসরে।
সদয়-হৃদয় মুনি জানিল অন্তরে॥
কহিতে লাগিল পুনঃ সদয়-বচন।
ভয় ত্যজি মম বাক্য শুন দেবগণ॥
আমি মৈলে রক্ষা পায় দেবের সমাজ।
এ-ছার শরীরে মম তবে কিবা কাজ॥
অবশ্য মরিব আমি দেবের কারণ।
মম অস্থি ল'য়ে ইন্দ্র, সাধ প্রয়োজন॥
যত-যত কর্ম্ম করিলাম বহু পুণ্য।
আমার সার্থক জন্ম, হৈল ধন্য ধন্য॥
আশ্বাস পাইয়া ইন্দ্র কহে যুড়ি কর।
কত কল্প অমর হইলে মুনিবর॥
তোমার অস্থিতে হবে অস্ত্র বলবান্।
এ তোমার মৃত্যু নহে, জীবন-সমান॥
এতেক শুনিয়া মুনি করিল স্বীকার।
যোগাসনে বসি প্রাণ ত্যজে আপনার॥
ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হৈল আনন্দিত।
পুষ্পবৃষ্টি মুনি 'পরে করে অপ্রমিত॥
নাচিতে লাগিল দেবগণ উর্দ্ধবাহু।
কার্য্য-সিদ্ধি হেরি সবে হর্ষ করে বহু॥
বাজায় দুন্দুভি ভেরী, শঙ্খ সুবিশাল।
বীণা ডম্ফ, ঘন ঘন ফুকারে কাহাল॥
তেঘাই কাঁসর শানি বাজে মধুরিম।
মৃদঙ্গ পটহ ঢাক বাজয়ে ডিণ্ডিম॥
মধুর সুনাদ বাঁশি বাজে শত শত।
উৎসব করয়ে আসি অপ্সরাদি যত॥
মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা আর তিলোত্তমা।
জানপদী সহজন্যা রূপে অনুপমা॥
নানা রঙ্গে যত বরাঙ্গনা নৃত্য করে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর গায় হরিষ-অন্তরে॥
মহোৎসব হৈল কত না পারি বর্ণিতে।
ডাক দিয়া দেবরাজ লাগিল কহিতে॥
হরিষ-বিধানে কহে দেব আখণ্ডল।
আজি হৈতে পুণ্যতীর্থ হৈল এই স্থল॥
দধীচি তীর্থের নাম করি নিরূপণ।
আমার ভারতী এই, শুন দেবগণ॥
অনন্ত জন্মের পাপ খণ্ডিবে ইহাতে।
স্নান দান করে যেই দধীচি তীর্থেতে॥
তথাস্তু বলিয়া বলিলেন দেবগণ।
দধীচির অস্থি ল'য়ে সহস্রলোচন॥
বিশ্বকর্ম্মা-দেবে ডাকি কহে শীঘ্রগতি।
বজ্র নির্ম্মাইয়া মোরে দেহ মহামতি॥

আজ্ঞা পেয়ে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নিরমিল।
সকল অস্ত্রের তেজ তাহে সমর্পিল॥
হইল অব্যর্থ অস্ত্র বিশ্বকর্ম্মা দেখি।
বাসবেরে সমর্পিল হইয়া কৌতুকী॥
ব্রহ্মার নিকটে ল'য়ে গেলেন মঘবা।
প্রণাম করিল ইন্দ্র হ'য়ে নতগ্রীবা॥
বজ্র দেখি হরষিত হ'য়ে পদ্মযোনি।
ব্রহ্মমন্ত্রে অভিষেক করেন তখনি॥
জীবন্যাস দিয়া ইন্দ্রে বলেন বচন।
এই অস্ত্র ল'য়ে কর দানব মর্দ্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

বৃত্রাসুর-সংহার

বজ্র লভি দেবরাজ মহা-আনন্দিত।
ব্রহ্মারে প্রণাম করি চলিল ত্বরিত॥
দেবসৈন্য-আদি সব করি সমাবেশ।
নিজরাজ্য-প্রাপ্তিহেতু উদ্যোগী সুরেশ॥
যুঝিতে চলিল বৃত্রাসুরের সংহতি।
ইন্দ্রের নিনাদ পাইলেক দৈত্যপতি॥
নিজসৈন্য-সহ সাজি চলে দৈত্যবর।
দুই দলে মহাযুদ্ধ হয় ঘোরতর॥
রথরথী মহাযুদ্ধ হৈল বাণে বাণে।
পদাতি-পদাতি যুদ্ধ হইল সঘনে॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুদ্ধ, হয় মহামার।
বাণে বাণে নভোমার্গ হৈল অন্ধকার॥
অনল বায়ব্য-বাণ দোঁহে এড়ে রণে।
দুই বাণ নষ্ট হয় দোঁহাকার বাণে॥
মুখ মেলি দৈত্য ইন্দ্রে গিলিবারে যায়।
দেখিয়া বৃত্রের বল বাসব পলায়॥
ইন্দ্র পলাইল দূরে ল'য়ে সব দেবে।
বিষ্ণুর শরণ লইলেন গিয়া সবে॥
যুদ্ধ-সমাচার কহে দেব-নারায়ণে।
বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র, শুন সাবধানে॥
বিষ্ণুতেজ নাহি কিছু তোমার শরীরে।
এই ধর মম তেজ দিলাম তোমারে॥
বিষ্ণুতেজ লভি ইন্দ্র হৈল বলবান্।
পুনঃ যুদ্ধ করিবারে গেল মরুত্বান্॥
মহাযুদ্ধ সুরাসুরে হয় ঘোরতর।
পড়িল অনেক সেনা সংগ্রাম-ভিতর॥
যুদ্ধকালে বৃত্রাসুর ইন্দ্রে বলে বাণী।
আমারে করহ বধ দেব বজ্রপাণি॥
ধর্ম্মপরায়ণ বৃত্র পরম-বৈষ্ণব।
নানারূপে বৃত্রাসুর শক্রে করে স্তব॥
সুরপতি বলে, বৃত্র, তুমি বলবান্।
তোমারে ক্ষমিয়া আমি সংবরিনু বাণ॥
বৃত্র বলে, কার্য্যসিদ্ধ নহিল আমার।
ইন্দ্র মোরে ক্ষমা কৈল করি পরিহার॥
শুন মূর্খ, রণে পড়ি যাব স্বর্গলোক।
এ-কর্ম্ম না করি আমি বৃথা করি শোক॥
এত বলি বৃত্রাসুর ইন্দ্রে দেয় গালি।
শুন রে পামর ইন্দ্র, তোর প্রতি বলি॥
হরিলি গুরুর দারা, কৈলি মহাপাপ।
তোরে মারি গৌতমের খণ্ডাব সন্তাপ॥
এতেক কুবাক্য বৃত্র বাসবেরে বলে।
শুনি সুরপতি কোপে অগ্নি-হেন জ্বলে॥
কুলিশ ধরিয়া ইন্দ্র বৃত্রাসুরে মারে।
চূর্ণ হৈল বৃত্রাসুর বজ্রের প্রহারে॥
অপর সকল দৈত্য পলাইল রণে।
ইন্দ্র পুনঃ রাজা হৈল অমর-ভুবনে॥
যার যেই কার্য্য, সেই লভিল সত্বর।
সকল অমর হৈল সুস্থির-অন্তর॥
শুনহ ভূপাল কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কহিলাম দধীচির তীর্থের কাহিনী॥
সেই তীর্থে বলরাম হ'য়ে উপনীত।
করিলেন স্নান দান যজ্ঞ নিয়মিত॥

মহাভারতের কথা পীযূষ-সমান।
কাশী কহে, ভক্তজন সদা করে পান॥

———

● শাণ্ডিল্য-আশ্রমে নারদ-বলরামের সংবাদ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ মুনিবর।
পুনঃ কোন্ তীর্থে চলিলেন হলধর॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
হইয়া একাগ্রমনা করহ শ্রবণ॥
পৃথিবীর যত তীর্থ ভ্রমণ করিয়া।
শাণ্ডিল্য-আশ্রমে রাম উত্তরেন গিয়া॥
শাণ্ডিল্য-আশ্রমে সেই যমুনার তীরে।
তথায় দেখেন রাম নারদ মুনিরে॥
তথা স্নান-দান করি মনের হরিষে।
ব্রাহ্মণ-ভোজন-আদি করান বিশেষে॥
নারদ-সহিত তথা হইল দর্শন।
বলদেবে মুনিবর কহেন বচন॥
তীর্থযাত্রাহেতু তুমি গেলে দেশান্তর।
কৌরব-পাণ্ডবে যুদ্ধ হৈল ঘোরতর॥
একাদশ-অক্ষৌহিণী দুর্য্যোধন-সেনা।
মরিল নৃপতি বহু, কে করে গণনা॥
সপ্ত-অক্ষৌহিণীপতি রাজা যুধিষ্ঠির।
তাহার সহায় হৈল মহা-মহা বীর॥
আপনি হলেন কৃষ্ণ অর্জ্জুন-সারথি।
সেই যুদ্ধে নষ্ট হয় সকল নৃপতি॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি পড়িল সমরে।
আরো তব ভাগিনেয় অভিমন্যু মরে॥
দুর্য্যোধন কৃতবর্ম্মা কৃপ অশ্বথামা।
অবশেষ এইমাত্র, কহিলাম সীমা॥
পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই কৃষ্ণা-পঞ্চসুত।
অবশেষে আর কিছু নাহিক প্রস্তুত॥
সেনা হত দেখি পলাইল দুর্য্যোধন।
দ্বৈপায়ন-হ্রদে গিয়া পশিল রাজন্॥
তথাপি কৃষ্ণের মনে না হইল দয়া।
হ্রদ হ'তে উঠাইল সেইস্থানে গিয়া॥
ভীম-দুর্য্যোধনে হবে গদার সমর।
দেখিতে বাসনা যদি থাকে হলধর॥
দ্রুতগতি বলদেব, যাহ সেইস্থানে।
বাঁচাইতে পার যদি রাজা দুর্য্যোধনে॥
চক্র করি চক্রী তারে করিবেন নাশ।
চক্রীর চক্রেতে পড়ি কার থাকে শ্বাস॥
শুনিয়া নারদ-বাক্য দেব বলরাম।
সেখানে গেলেন দ্রুত না করি বিশ্রাম॥
দ্বৈপায়ন-হ্রদে হইলেন উপনীত।
দেখিয়া গোবিন্দ উঠিলেন ত্বরান্বিত॥
যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
সম্ভ্রমে করিল সবে চরণ-বন্দন॥
গোবিন্দেরে আলিঙ্গন দেন বলরাম।
কৃষ্ণ-বলরাম-শোভা দেখি অনুপাম॥
প্রেম-অশ্রুজলে দোঁহে করিলেন স্নান।
প্রীতিবাক্যে জিজ্ঞাসেন সবার কল্যাণ॥
যুধিষ্ঠির-পঞ্চজনে করি আশীর্ব্বাদ।
শুন জিজ্ঞাসেন রাম হরিষ-বিষাদ॥
গোবিন্দে কহেন রাম শুন জগন্নাথ।
পৃথিবীর রাজগণে করিলে নিপাত॥
যতেক নৃপতিগণ হইল সংহার।
ক্ষিতি-ভার বিনাশিতে তব অবতার॥
উত্তম করিলে ভাই, ইথে নাহি দোষ।
এই কর্ম্মে সবাকার হইল সন্তোষ॥
রামের বচন শুনি কৃষ্ণ-মহাশয়।
নিবেদিতে সব কথা করে অভিপ্রায়॥
হেনকালে দুর্য্যোধন কান্দিতে কান্দিতে।
প্রণাম করিল রামে ব্যাকুল-মনেতে॥
দুর্য্যোধন কোলে নিয়া বহে নেত্রজল।
বলরাম জিজ্ঞাসেন তাহারে কুশল॥
কহিল সকল দুর্য্যোধন-নৃপমণি।
শুনিয়া ভর্ৎসেন কৃষ্ণে দেব হলপানি॥

তুমি বিদ্যমানে হেন কভু না যুয়ায়।
সামঞ্জস্য কেন নাহি করিলে দোঁহায় ॥

বলরামের মধ্যস্থতা ও ব্যর্থতা

জগন্নাথ কহে রামে করি যোড়হাত।
নিবেদন করি, শুন রেবতীর নাথ ॥
শিশুকালে পাণ্ডবে যে কৈল দুরাচার।
সকল আছয়ে দেব, গোচর তোমার ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ নাহি ছিলে তুমি দেশে।
যতেক করিল দুষ্ট, শুনহ বিশেষে ॥
কপটে খেলিয়া পাশা নিল রাজ্যধন।
কপট-পাশাতে কৈল দ্রৌপদীরে পণ ॥
শকুনির বশে ছিল সেই পাশা-সারি।
যুধিষ্ঠির রাজা হারিলেন নিজ নারী ॥
দুঃশাসন দ্রৌপদীরে আনে সভামাঝ।
তাহারে আদেশ কৈল দুর্য্যোধন-রাজ ॥
দ্রৌপদী হইল দাসী নাহিক বিচার।
শীঘ্রগতি আন যত বস্ত্র-অলঙ্কার ॥
সভামাঝে দ্রৌপদীর বস্ত্র কাড়ি লয়।
কুলবধূ-প্রতি হেন যুক্তি কভু নয় ॥
তবে অন্ধ বর দিয়া কৈল পরিত্রাণ।
পুনঃ পাশা খেলিবার করিল বিধান ॥
হারিলে দ্বাদশ বর্ষ সেই যাবে বন।
অজ্ঞাত বৎসর এক কৈল নিরূপণ ॥
আজ্ঞাকারী পাশা যেই ছিল শকুনির।
সেই পণে হারিলেন রাজা যুধিষ্ঠির ॥
দ্বাদশ-বৎসর বনে ভ্রমিয়া পাণ্ডব।
যত দুঃখ লভে বনে, কি কহিব সব ॥
অজ্ঞাত-বৎসর বঞ্চিলেন মৎস্যদেশে।
অজ্ঞাতে উদ্ধার হৈল উপায়বিশেষে ॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন স্বীয় রাজ্যভার।
কদাচিৎ রাজ্য নাহি দিল দুরাচার ॥
যুধিষ্ঠির চাহিলেন গ্রাম পঞ্চখানি।
নাহি দিল দুর্য্যোধন, হেন অভিমানী ॥
দূত হ'য়ে আসিলাম যথা দুর্য্যোধন।
আমারে রাখিতে চাহে করিয়া বন্ধন ॥
কটুবাক্য মোরে কত কহে দুর্য্যোধন।
বিনা-যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
তবে সে হইল নাথ, যুদ্ধ-সমাবেশ।
যুদ্ধে রাজগণ সব হৈল অবশেষ ॥
মম অপরাধ এতে কি হৈল গোঁসাই।
দুর্য্যোধনতুল্য দুষ্ট পৃথিবীতে নাই ॥
আমারে দিতেছ দোষ না জানি কারণ।
সকল করিল নষ্ট দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
উহারে করহ শান্ত রেবতীরমণ।
তব প্রিয়শিষ্য হয় রাজা দুর্য্যোধন ॥
এখনো পাণ্ডব চাহে মাত্র পঞ্চগ্রাম।
সামঞ্জস্য করি তুমি দেহ তাহা রাম ॥
তব আজ্ঞা যুধিষ্ঠির না করে লঙ্ঘন।
ইহারে কহিয়া দ্বন্দ্ব কর নিবারণ ॥
সকল গিয়াছে, একা আছে দুর্য্যোধন।
তবু পঞ্চগ্রাম মাগে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাক্য রোহিণী-নন্দন।
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া বলেন বচন ॥
শুন ভাই দুর্য্যোধন, মম হিতকথা।
যুদ্ধ পরিহার তুমি করহ সর্ব্বথা ॥
সর্ব্বসৃষ্টি নাশ হৈল, আর নাহি কেহ।
যুদ্ধে কিছু কার্য্য নাহি চিত্তে ক্ষমা দেহ ॥
হৃদ্যতা করাই তোমা পাণ্ডব-সহিতে।
অর্দ্ধরাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডবে সম্প্রীতে ॥
এতেক কহিল যদি দেব হলধর।
কতক্ষণে দুর্য্যোধন করিল উত্তর ॥
মোরে আর হিতবাণী না বল গোঁসাই।
পাণ্ডবের সহ আর মম প্রীতি নাই ॥
যত দুঃখ দিনু আমি পাণ্ডুপুত্রগণে।
ভগ্নস্নেহে প্রীতি পুনঃ হইবে কেমনে ॥

সব দুঃখ পাণ্ডবেরা পারে পাসরিতে।
অভিমন্যু-শোক নাহি ভুলিবেক চিতে ॥
একত্র হইয়া সপ্তরথী আসি রণে।
মারিনু অন্যায়-যুদ্ধে সুভদ্রা-নন্দনে ॥
এবে মম রাজ্য-চিন্তা কিছু নাহি মনে।
সৌহৃদ্য করিতে দেব, বল অকারণে ॥
পূর্ব্বে পণ করিয়াছি সভার ভিতরে।
বিনা-যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব পাণ্ডবেরে ॥
সূচিকাগ্রে যতখানি উঠিবেক ভূমি।
বিনা-যুদ্ধে ততখানি নাহি দিব আমি ॥
সমরে আমারে ভীম করিবে সংহার।
যুধিষ্ঠির পাইবেন সর্ব্ব-রাজ্যভার ॥
সসাগরা ধরা শাসিলাম বাহুবলে।
সকল নৃপতি ছিল মম করতলে ॥
সবার ঈশ্বর হ'য়ে ভুঞ্জিলাম ক্ষিতি।
যুদ্ধে মরি স্বর্গে গিয়া করিব বসতি ॥
রাজত্ব আমারে শোভা নাহি পায় আর।
যুদ্ধে মম প্রাণপণ করিয়াছি সার ॥'
এত যদি দুর্য্যোধন কহিল ভারতী।
তাহারে কহেন তবে রেবতীর পতি ॥
যাহা ইচ্ছা মনে লয়, তাহা কর তুমি।
যুদ্ধ কর দোঁহে, দ্বারাবতী যাই আমি ॥
গোবিন্দ বলেন, দেব, ওহে হলপানি।
পাণ্ডবের অপরাধ শুনিলে এখনি ॥
এইক্ষণে দ্বারকায় যেতে যুক্তি নয়।
দোঁহাকার গদাযুদ্ধ দেখ মহাশয় ॥
বলরাম কহে, শুন ওহে দামোদর।
দেখিতে হইল তবে গদার সমর ॥
যুধিষ্ঠিরে চাহি তবে বলে বলরাম।
এ-ভূমিতে না করাহ দোঁহার সংগ্রাম ॥
সমন্তপঞ্চক নাম কুরুক্ষেত্রে জানি।
মহামুনিগণ-মুখে শুনি সে-কাহিনী ॥
সেইখানে হয় যার সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয় তার স্বর্গেতে নিবাস ॥
হ্রদ-তীর নহে শুন সংগ্রামের স্থান।
এরূপ ধর্ম্মেরে কহে রাম ভগবান্ ॥
সাধুবাদ করি তবে সবে হলধরে।
তখনি গেলেন কুরুক্ষেত্র-তীর্থবরে ॥
সমর আরম্ভ হৈল ভীম-দুর্য্যোধনে।
বসিল সকল লোক যথাযোগ্য স্থানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্।

● কুরুক্ষেত্রের বিবরণ

জিজ্ঞাসে বৈশম্পায়নে শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্র-মাহাত্ম্যাদি বল মহাশয় ॥
পুণ্যক্ষেত্র কি-প্রকারে হৈল সেইস্থান।
আমারে বলহ মুনি, করিয়া ব্যাখ্যান ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্র-বিবরণ ॥
তব পূর্ব্ব-পুরুষ আছিল কুরুরাজা।
পালিত পুত্রের সম যত সব প্রজা ॥
প্রতাপে আছিল রাজা মহাধনুর্দ্ধর।
সসাগরা পৃথিবীর হইল ঈশ্বর ॥
দানেতে সমান কেহ না ছিল রাজার।
অদরিদ্র হৈল দ্বিজ দানেতে যাঁহার ॥
বিপক্ষ-দলন মহারাজ চক্রবর্ত্তী।
পৃথিবী পূরিল যাঁর যশ আর কীর্ত্তি ॥
ধনুকে অভ্যাস ভৃগুরামের সমান।
পরম যোগীন্দ্র, শুকদেব-সম জ্ঞান ॥
প্রভাতে উঠিয়া নিত্য করি স্নানপূজা।
বৃহৎ লাঙ্গল এক স্কন্ধে ল'য়ে রাজা ॥
নীল দুই-বৃষ নিজ যুড়িয়া লাঙ্গলে।
প্রহর পর্য্যন্ত চষে মহাকুতূহলে ॥
প্রহর পর্য্যন্ত বৃষ যতদূর যায়।
সেইক্ষণে চাষে ক্ষমা দেন কুরুরায় ॥

তারপরে রাজকার্য্য করে নৃপবর।
দরিদ্র দুঃখীকে দান করে নিরন্তর॥
প্রতিদিন এইমতে চষেন ভূপতি।
সহস্র বৎসরাবধি চষে সেই ক্ষিতি॥
একদিন চষে রাজা আপনার মনে।
ছদ্মবেশে সহস্রাক্ষ গেলেন সেখানে॥
রাজারে জিজ্ঞাসে ইন্দ্র চাতুরী করিয়া।
এই ক্ষেত্র নৃপবর, চষ কি লাগিয়া॥
রাজা হ'য়ে কর কেন কৃষকের কর্ম্ম।
ইহার কি মর্ম্ম রাজা, ইথে কোন্ ধর্ম্ম॥
রাজা বলে, স্বর্গমধ্যে ইন্দ্রের শাসন।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করে ভূমে যত রাজগণ॥
যজ্ঞ-অগ্রভাগ আগে পান সুরপতি।
তাঁর অংশে যত রাজা বসে বসুমতী॥
পুরন্দর তুষ্ট হৈলে সর্ব্বধর্ম্ম হয়।
চারি বেদে এই কথা বিদিত নিশ্চয়॥
স্বর্গেতে অধিক হৈল কশ্যপের মত।
তাঁর অংশে রাজগণ ভূমি-পুরুহূত॥
যত কর্ম্ম করিবেক ক্ষিতির রাজন্।
তার ধর্ম্মাধর্ম্মভোগী সহস্রলোচন॥
আমি যজ্ঞ করিব যে এই ক্ষেত্রমাঝে।
অগ্রভাগে সন্তোষিব দেব দেবরাজে॥
রাজার এতেক শুনি ধার্ম্মিক বচন।
তুষ্ট হ'য়ে কহিলেন সহস্রলোচন॥
আমি ইন্দ্র, শুন রাজা, কহি পরিচয়।
বর মাগি লহ রাজা, যেবা মনে লয়॥
লাঙ্গল ছাড়িয়া রাজা, গলে বস্ত্র দিয়া।
ইন্দ্রের চরণযুগে পড়িল লুটিয়া॥
কহে, ছদ্মরূপধারী তুমি সুরপতি।
চর্ম্মচক্ষে চিনিতে না পারি মূঢ়মতি॥
কত দোষ করিলাম তোমার চরণে।
অপরাধ ক্ষমা কর জ্ঞানহীন জনে॥
ইন্দ্র বলে, রাজা, তব নাহি কিছু পাপ।
কাকুবাদ করি কেন বাড়াহ সন্তাপ॥
বর মাগ রাজা, তব যেবা লয় মন।
মনোনীত বর দিব, শুনহ রাজন্॥
রাজা বলে, সুরপতি, কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু, কর সমাধান॥
সহস্র বৎসর আমি চাষ দিনু ভূমে।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম হউক ভুবনে॥
এ-ক্ষেত্রের ধূলি উড়ি লাগে যার গায়।
অসংখ্য-জন্মের পাপ সে জন এড়ায়॥
অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় মরিলে এ-স্থানে।
নির্ব্বাণ-মুকতি যেন পায় সেইক্ষণে॥
পৃথিবীতে যত যত রহে তীর্থগণ।
তীর্থ-চূড়ামণি-নামে ইহার গণন॥
এই বর দেহ মোরে দেব দৈত্যভেদী।
এই তীর্থ রহিবেক চন্দ্র-সূর্য্যাবধি॥
তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র কৈল অন্তর্দ্ধান।
কুরুরাজ নিজগৃহে করিল প্রয়াণ॥
এইহেতু কুরুক্ষেত্র, শুন নৃপমণি।
তোমারে জানানু কুরুক্ষেত্রের কাহিনী॥
শ্রীজনমেজয় বলে, কহ তপোধন।
তারপর কি করিল ভীম-দুর্য্যোধন॥
মুনি বলে, শুন তবে অপূর্ব্ব কথন।
দুই জনে যুদ্ধ হয়, শুনহ রাজন্॥
হেথায় সঞ্জয় কহে অন্ধ নৃপতিরে।
দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পড়িল সমরে॥
শুনি হাহাকার করি করয়ে ক্রন্দন।
মহাশোকাকুল রাজা হয় অচেতন॥
সঞ্জয় বলেন, রাজা, কেন কান্দ আর।
সর্ব্বনাশ হৈল রাজা, কপটে তোমার॥
কহ রাজা, কি হইবে এখন কান্দিলে।
কিংজিতং কিংজিতং বলি তুমি জিজ্ঞাসিলে॥
পাণ্ডবেরে যত তুমি কৈলে ভিন্ন ভাব।
সে-সব কর্ম্মেতে এবে হৈল এই লাভ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, শুন সূতের নন্দন।
কিমতে করিল যুদ্ধ ভীম-দুর্য্যোধন॥

সঞ্জয় বলেন, রাজা, শুন মন দিয়া।
ভীম-দুর্য্যোধন-যুদ্ধ কহি বিস্তারিয়া॥
মহাভারতের কথা সমান পীযূষ।
যাহার শ্রবণে নর হয় নিষ্কলুষ॥
ব্যাসের বচন শিরে করিয়া ধারণ।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে সাধুজন॥

● দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ

ভীম দুর্য্যোধন, করে মহারণ,
দেখে সবে কুতূহলে।
দেখিতে সমর, লইয়া অমর,
আসিলেন আখণ্ডলে॥
চড়িয়া বাহন, করে আগমন,
তেত্রিশ কোটি অমর।
যার যেই বেশ, করিয়া বিশেষ,
বসিল যুড়ি অম্বর॥
অপ্সরী অপ্সর, কিন্নরী কিন্নর,
গন্ধর্ব্ব পিশাচ রক্ষ।
ভূত প্রেতগণ, না যায় গণন,
আসিলেক লক্ষ লক্ষ॥
হংসে পদ্মাসন, বৃষে পঞ্চানন,
পার্ব্বতী কেশরী-যানে।
দেব জলেশ্বর, আসিল সত্বর,
চড়িয়া নিজ বাহনে॥
হরিণে পবন, নরে বৈশ্রবণ,
মূষিকে বিঘ্ননাশন।
হইয়া কৌতুকী চাপি মত্ত শিখী,
আসিলেন ষড়ানন॥
শমন মহিষে, পরম হরিষে,
আসিল দেখিতে রণ।
অষ্টলোকপাল, সজ্জা করি ভাল,
করিলেন আগমন॥
দিবা-নিশা-পতি, রমণী-সংহতি,
আসে রথ-আরোহণে।
যত সিদ্ধগণ, না যায় গণন,
আসে যুদ্ধ-দরশনে॥
দেব-ঋষি-আদি নাহিক অবধি,
নারদাদি মুনি আর।
ঊর্দ্ধরেতা যত, হ'য়ে উল্লাসিত,
করিলেন আগুসার॥
সবে স্থানে স্থানে, বসিলেন যানে,
দেখেন সমর-রঙ্গ।
ভীম-দুর্য্যোধন, দোঁহে করে রণ,
উঠিল রণতরঙ্গ॥
দুই মহাবলী, গদা স্কন্ধে তুলি,
ফিরায় মণ্ডলী করি।
সঘনে গর্জ্জন, করে দুইজন,
যেমন দুই কেশরী॥
যেন দুই হাতী, ধায় দ্রুতগতি,
পদভরে কাঁপে ক্ষিতি।
দুই বৃষে যেন, করয়ে গর্জ্জন,
কম্পিত শেষাহিপতি॥
ভীম বামাবর্ত্তে, ফিরে মহাসত্বে,
দক্ষিণে কৌরবপতি।
পর্ব্বত-সমান, দোঁহে বলবান্,
ফিরিছে পবনগতি॥
বাক্যযুদ্ধ আগে, করে দোঁহে রাগে,
কেহ কারো নহে ঊন।
ভীম মহাযোদ্ধা, ফিরাইছে গদা,
দুর্য্যোধন পুনঃপুনঃ॥
শন্ শন্ ডাকে, গদা ঘনপাকে,
দুজনে ভ্রময়ে কোপে।
দোঁহা-পদভরে, থর থর করে,
সঘনে অবনী কাঁপে॥
পূরিয়া সন্ধান, কৌরব-প্রধান,
ভীমেরে মারিল গদা।

পুষ্পমালা-প্রায়, বৃকোদর তায়,
নাহি পায় কিছু ব্যথা ॥
দুই গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
ঠন্‌ঠনি শব্দ শুনি।
দুর্য্যোধন-অঙ্গে, ভীম মহারঙ্গে,
করে গদার ঘাতনি ॥
মহা গদাঘাত, খেয়ে কুরুনাথ,
পড়িল ধরণীতলে।
পড়ি ক্ষণমাত্র, ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র,
সেইক্ষণে উঠে বলে ॥
পুনঃ দুই বীরে, গদা ল'য়ে করে,
মণ্ডলী করিয়া ফিরে।
গদার প্রহার, করে মহামার,
দুজনে নারে দোঁহারে ॥
রাজা দুর্য্যোধন, হ'য়ে ক্রুদ্ধমন,
গদা প্রহারিল ভীমে।
বীর বৃকোদর, কাঁপি থর থর,
সঘনে পড়িল ভূমে ॥
হ'য়ে অচেতন, পবন-নন্দন,
ভূতলে পড়িল ঠায়।
দেখি নারায়ণে, বিনয়-বচনে,
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায় ॥
কহ দামোদর, কৌরব-ঈশ্বর,
ভীমে গদা প্রহারিল।
ভীম মহাবল, হইয়া বিকল,
যুদ্ধে অচেতন হৈল ॥
মহাবলবন্ত, কৌরব দুরন্ত,
ভীম হৈতে বলবান্।
প্রলয় সংগ্রাম, করে অবিরাম,
কহ হেতু ভগবান্ ॥
কহে জনার্দ্দন, করহ শ্রবণ,
দুর্য্যোধন রণে কৃতী।
জানাই সাক্ষাতে, ভীমসেন হৈতে,
বলাধিক কুরুপতি ॥

শুনি যুধিষ্ঠির, হইয়া অস্থির,
জিজ্ঞাসেন হরিস্থানে।
দুর্য্যোধন কৃতী, বলিলে শ্রীপতি,
বুঝি, জয় নাহি রণে ॥
কহেন শ্রীকান্ত, হও রাজা, শান্ত,
ভয় না করিহ মনে।
উপায় ইহার, আছে সারোদ্ধার,
দেখাব, দেখ নয়নে ॥
গোবিন্দ-বচনে, স্থির হ'য়ে মনে,
রহিলেন ধর্ম্মসুত।
পবন-নন্দন, পাইয়া চেতন,
উঠিলেন অতিদ্রুত ॥
পুনঃ গদা তুলি, করিয়া মণ্ডলী,
ভ্রমে ভীম-দুর্য্যোধন।
নিজ ঊরুতলে, করাঘাত-ছলে,
মারিলেন নারায়ণ ॥
পবন-নন্দন, ছিল বিস্মরণ,
আপন-প্রতিজ্ঞা-কথা।
কৃষ্ণের সঙ্কেতে, স্মৃতি হৈল চিতে,
হইলেন সব জ্ঞাতা ॥
বলরাম কাছে, যুদ্ধস্থলে আছে,
নাহিক অন্যায় রণ।
নাভির নীচেতে, গদা প্রহারিতে,
শাস্ত্রে নাহি কদাচন ॥
এই ভয় মনে, পবন-নন্দনে,
অন্যায় করিতে নারে।
হলধর-ভয়, ভাবিল হৃদয়,
রাম যদি ক্রোধ করে ॥
সাত-পাঁচ-মনে, ভাবে ক্ষণে ক্ষণে,
যে করুন হলধর।
প্রতিজ্ঞা-পালন, করিব আপন,
প্রহারিব ঊরু'পর ॥
এইরূপে দোঁহে, গদা ল'য়ে তাহে,
মণ্ডলী করিয়া ভ্রমে।

দুর্য্যোধন গদা, মারিতে সর্ব্বদা,
উদ্যম করিল ভীমে ॥
উরুর উপর, বীর বৃকোদর,
মারিবে না ভাবি মন।
মস্তক-উপর, মারিতে সত্বর,
ভাবিলেক দুর্য্যোধন ॥
এক লাফ দিয়া, শূন্যেতে উঠিয়া,
মারিব ভীমেরে গদা।
এই অনুমানি, কুরু-নৃপমণি,
লাফ দিয়া উঠে তদা ॥
দৈবের লিখন, না যায় খণ্ডন,
দুর্য্যোধন লাফ দিতে।
ভীম-গদাঘাত, যেন বজ্রপাত,
বাজে তাহার উরুতে ॥
লোক দেখে রঙ্গে, দুই উরু ভঙ্গে,
ভূমে পড়ে দুর্য্যোধন।
দেখি দেবগণ, হয় হৃষ্ট মন,
ভীম করে আস্ফালন ॥
ব্যাসের বচন, ভাবি অনুক্ষণ,
পাঁচালী কৈল রচন।
গদাপর্ব্ব-বাণী, অপূর্ব্ব কাহিনী,
কাশীদাসের কথন ॥

● দুর্য্যোধনকে ভীমের পদাঘাত ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

ইন্দ্র যথা গিরিভেদ করে বজ্রাঘাতে।
উরু ভঙ্গে কুরুবীর পড়িল তেমতে ॥
কুরুপতি উরুযুগ দেখিয়া নয়নে।
কামের অধীন হ'য়ে ভজে নারীগণে ॥
হেন উরু ভঙ্গ হ'য়ে পড়ে কুরুপতি।
কাঁপে ঘন দুর দুর শব্দে বসুমতী ॥
অন্যায় সমরে পড়ে যদি কুরুসুত।
উৎপাত হৈল তবে দেখিয়া অদ্ভুত ॥
বিপরীত বাত বহে নির্ঘাত-সদৃশ।
শিবাগণ কান্দে, রক্তবৃষ্টি অসদৃশ ॥
দুর্য্যোধনে চাহি ভীম বলিল বচন।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন ॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীর কৈলে অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান ॥
এত বলি তার মাথে মারিলেক লাথি।
উরুভঙ্গে মানভঙ্গে স্তব্ধ কুরুপতি ॥
রাজার মুকুট-মণি ভাঙ্গিল চরণে।
পাষাণ-হৃদয় ভীম, দয়া নাহি মনে ॥
হেঁট মাথা করি আছে কুরু মহামতি।
ভীম বামপদে মারিলেক শিরে লাথি ॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির সাধুজন।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কন ॥
ওরে ভীম, কি করিলি কর্ম্ম বিগর্হিত।
এত অপমান করা অতি অনুচিত ॥
সমস্ত পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র রাজার নন্দন ॥
চরণ-আঘাত কৈলি তারে কুলাধম।
মারিলি কুরুর রাজে করি অনিয়ম ॥
সসাগরা পৃথিবীর রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার এমন কেন করিলি দুর্গতি ॥
সুগন্ধ-চন্দন-মৃগমদ-সুবাসিত।
পদ্মমালা শোভে শিরে কাঞ্চন-রচিত ॥
ভাস্কর মুকুট মণি দিনকর-প্রায়।
দুর্য্যোধন-শিরোমণি ভূমিতে লোটায় ॥
ওরে দুষ্ট ভীমসেন, বড় দুরাচার।
কেমনে করিলি বামপদের প্রহার ॥
কৃপাবন্ত যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল যত সভাজন ॥
আপনি মরিলে ভাই, বান্ধবে মারিলে।
নিজ কর্ম্ম-দোষে ভাই, সাম্রাজ্য হারালে ॥
সসাগরা পৃথিবীর ছিলে অধিকারী।
ভূমিতলে পড়িয়াছ রথ পরিহরি ॥

ইন্দ্রের সমান তব প্রচণ্ড প্রতাপ।
সিংহাসন ছাড়ি ভূমি, এই বড় তাপ॥
মহারাজগণ নাহি পায় দরশন।
রাজ্যেশ্বর হ'য়ে এবে ভূমিতে শয়ন॥
সহস্রেক বিদ্যাধরী তব সেবা করে।
মোহন পুরুষ তুমি সংসার-ভিতরে॥
এখন লোটাহ তুমি পড়ি ভূমিতলে।
পৃথিবী শাসিলে ভাই, নিজ বাহুবলে॥
মাগিলাম পঞ্চগ্রাম কৃষ্ণে পাঠাইয়া।
পাপিষ্ঠ-শকুনি-বাক্যে না দিলে ছাড়িয়া॥
চণ্ডাল-সমান তুমি ভাই হ'য়ে হ'লে।
এতেক করিয়া ভাই, কি কাম সাধিলে॥
রাজার বচন শুনি সকল সমাজ।
পাঞ্চাল সোমক আর যত মহারাজ॥
কান্দয়ে সকল লোক যুধিষ্ঠিরসনে।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রাজা দুর্য্যোধনে॥
কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির শোকে মনোদুঃখে।
জানু'পরে শির দিয়া কান্দে অধোমুখে॥
ভ্রাতৃবধ-তাপে ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়।
ভাই ভাই বলি রাজা কান্দে উভরায়॥
খাট পাট সিংহাসন সকল ত্যজিয়া।
ভূমিতে লোটাহ ভাই, জ্ঞান হারাইয়া॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই, না শুনিলে বোল।
গুরুবাক্য না শুনিয়া যমে দিলে কোল॥
রাজার লক্ষণ ভাই, আছিল তোমাতে।
তোমা-হেন সত্যবন্ত নাহি পৃথিবীতে॥
সমর-সাগর ঘোর, দেখি লাগে ভয়।
একাকী করিলে রণ তুমি মহাশয়॥
তব যশ ঘুষিবেক এ তিন ভুবনে।
পুত্রশোক ধৃতরাষ্ট্র সহিবে কেমনে॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া আশ্বাসিব যতেক রমণী॥
এতেক বিলাপ করে ধর্ম্ম-নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধেন আপনি শ্রীপতি॥
ক্রন্দন করহ কেন, ওহে গুণনিধি।
এই দুর্য্যোধন রাজা দুষ্টতা-জলধি॥
সেকালে এ-দুষ্ট কারো না ধরিল বোল।
এখন সে মহাপাপে যমে দিল কোল॥
একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রুপদ কন্যারে।
সভামধ্যে আনি করে উপহাস তারে॥
জতুগৃহে পোড়াইল তোমাপঞ্চজনে।
ভীমে বিষ দিল দুষ্ট নিধন-কারণে॥
মারিল কত যে বন্ধু মিত্র কুরুরায়।
ইহার চরিত্র-কথা বলা নাহি যায়॥
অনেক পাপেতে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছারে বল ধর্ম্ম, ভাই মহাবল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দুর্য্যোধনের কোপ

এতেক বলেন যদি দেব নারায়ণ।
শুনি দুর্য্যোধন হৈল অতি-ক্রুদ্ধমন॥
বাহুযুগ পৃথিবীতে পাতি দিল ভর।
হাঁটু আরোপিয়া বসি বলে নৃপবর॥
কহিতে লাগিল চাহি কৃষ্ণের বদন।
বুঝিনু আপনি মন্ত্রী তুমি নারায়ণ॥
কহিলে অর্জ্জুনে তুমি উপদেশ-বাণী।
ভীমে জানাইল পার্থ চক্ষুকোণ হানি॥
তোমার বচনে দুরাচার পাণ্ডুসুত।
অন্যায় সমরে বীর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা সোমদত্ত গুরু দ্রোণ।
মারিলে অন্যায় যুদ্ধে তুমি নারায়ণ॥
তোমার চরিত্র আমি ভালমতে জানি।
পাণ্ডবের পক্ষ তুমি, চিন্ত মম হানি॥
ধিক্ ধিক্, তোমার জীবন অকারণ।
যেন আমি, তথা তব পাণ্ডুরনন্দন॥

তুমি সে মারিলে মোর সকল-সমাজ।
আমারে মারিয়া তুমি সাধিলে কি-কাজ ॥
এত শুনি রোষবশে কহে দামোদর।
শুন দুষ্ট দুরাশয় গান্ধারী-কোঙর ॥
আপনি মরিলে তুমি অধর্ম্মের ফলে।
দ্রৌপদী সতীরে চাহ করিবারে কোলে ॥
মরিল তোমার পাপে যত রাজগণ।
ভূরিশ্রবা দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ মহাজন ॥
করিলে অধর্ম্ম যত, পড়ে কি তা' মনে।
সপ্তরথী মিলি মার সুভদ্রা-নন্দনে ॥
আপনি তোমার কাছে গেলাম যখন।
যুধিষ্ঠির-লাগি পঞ্চগ্রামের কারণ ॥
সূচ্যগ্র প্রমাণ নাহি দিলে বসুমতী।
এখন বান্ধব হৈল ধর্ম্ম-নরপতি ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি বলে দুর্য্যোধন।
না জানি মাধব, তোর বীরত্ব কেমন ॥
জানিনু পুরাণ বেদ শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম।
জগতে করিল কেবা মম সম কর্ম্ম ॥
করিলাম নানা যজ্ঞ আর বহু দান।
সসাগরা ধরা শাসিলাম বিদ্যমান ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম করিনু পালন।
এবে চলিলাম সঙ্গে ল'য়ে রাজগণ ॥
লইয়া বিধবা-ক্ষিতি পাল যুধিষ্ঠির।
স্বর্গেতে লইয়া যাই যত সব বীর ॥
খ্যাত মম বাহুবল, লোকে করে পূজা।
এত বলি মৌনভাব ধরে কুরুরাজা ॥
শুনি কিছু না বলেন কেশব প্রভৃতি।
লজ্জিত হলেন বড় ধর্ম্ম-নরপতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
অবহেলে শুনে যদি, বাড়ে দিব্যজ্ঞান ॥

● বলদেবের রোষাপনয়ন

দুর্য্যোধন নৃপতির শুনিয়া উত্তর।
মহাকোপে বলিলেন দেব হলধর ॥
অন্যায় সমরে আজি করি আকর্ষণ।
দুর্য্যোধন মহারাজে করিল নিধন ॥
এত বলি ক্রোধে কম্পে রাম মতিমান্।
লাঙ্গল ধরেন হাতে সুমেরু-সমান ॥
দারুণ প্রহারে মারে ভীম দুরাচার।
অনিয়ম-যুদ্ধ করে অগ্রেতে আমার ॥
এত বলি হল ল'য়ে যুড়ে হলধর।
দেখিয়া পাইল ভয় যত চরাচর ॥
সশঙ্ক হইয়া কহিলেন নারায়ণ।
কোপ দূর কর প্রভু, করি নিবেদন ॥
পাণ্ডব কিসের বন্ধু হয়েন আমার।
কি করিব দুর্য্যোধন দুষ্ট দুরাচার ॥
একবস্ত্রা রজঃস্বলা দ্রৌপদী সুন্দরী।
তাহারে আনিল সভামধ্যে কেশে ধরি ॥
আনিয়া বসাবে বলি নিজ উরু'পর।
সে-দিনে প্রতিজ্ঞা করে বীর বৃকোদর ॥
হেন কর্ম্ম করে রাজা গোচরে আমার।
সেই হেতু ভীম উরু ভাঙ্গিল ইহার ॥
পাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইল উচিত।
আপনি এ-সব কথা না আছ বিদিত ॥
আর কিছু পূর্ব্বকথা শুন হলধর।
মৈত্রেয়-নামেতে এক ছিল ঋষিবর ॥
তার স্থানে অপরাধী ছিল দুর্য্যোধন।
মৈত্রেয় ঋষির ছিল তাহে ক্রুদ্ধমন ॥
তেজস্বী মৈত্রেয় ঋষি দিল তারে শাপ।
ভীম তোর উরু ভাঙ্গি ঘুচাইবে তাপ ॥
সত্য অঙ্গীকার ভীম কৈল সে-কারণ।
কুরুপতি-উরু ভাঙ্গি করিল নিধন ॥
ক্ষত্র হ'য়ে ক্ষত্রধর্ম্ম রাখে আপনার।
ইহাতে করিতে ক্রোধ না হয় তোমার ॥

এতেক শুনিয়া ক্রোধ সংবরেন রাম।
দুর্য্যোধনে ধন্যবাদ দেন অবিশ্রাম ॥
নিন্দা করি বৃকোদরে বলে বারবার।
ধিক্ ধিক্ ভীমসেন, জীবনে তোমার ॥
বীরত্ব দেখালি তুই আজি ভালমতে।
অন্যায়-সমরে খ্যাতি রাখিলি জগতে ॥
আছিলেন দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
মারিলি তাহারে তুই অনিয়ম করি ॥
হেন ছার সভাতলে বসা না যুয়ায়।
এত বলি রথে ছড়ি যান যদুরায় ॥
নিন্দা করি বৃকোদরে যান হলধর।
একেশ্বর যান রাম দ্বারকানগর ॥
দুর্য্যোধন-রণ দেখি লভিয়া সন্তুষ্টি।
হরিষে দেবতাগণ করে পুষ্পবৃষ্টি ॥
নৃপগণে সঙ্গে ল'য়ে তবে ধর্ম্মরাজ।
বিষণ্ণ-বদনে যান শিবিরের মাঝ ॥
যার যেই শিবিরেতে যায় সর্ব্বজন।
বেলা অবসান, অস্ত গেলেন তপন ॥
পাণ্ডব-বিজয়-কথা অমৃত-সমান।
অবহেলে শুনে যদি, বাড়ে দিব্যজ্ঞান ॥
যতেক আছয়ে তীর্থ পৃথিবীমণ্ডলে।
তার ফল লভে মহাভারত শুনিলে ॥
সকল আপদ খণ্ডে, জন্মে দিব্যজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ ॥
অমৃত-অর্ণব যেই নিগূঢ়-রতন।
ইহলোকে সুখে, অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
ইহা জানি শুন সবে, না করিহ হেলা।
কলি-ঘোর সাগর তরিতে এই বেলা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥
শ্লোক-ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥

———

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত

সৌপ্তিকপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● অশ্বত্থামার পাণ্ডব-নাশার্থ প্রতিজ্ঞা

জন্মেজয় বলে, কহ, শুনি মুনিবর ।
কোন্ জন কোন্ কর্ম্ম কৈল অতঃপর ॥
মুনি বলে, নরপতি, শুন সাবধানে ।
দুর্য্যোধন ভূমে পড়ি রহে রণস্থানে ॥
বিষাদে বিকল রাজা ভাবে মনে মন ।
চতুর্দ্দিকে শব্দ করে যত শিবাগণ ॥
হেনকালে কৃতবর্ম্মা কৃপ অশ্বত্থামা ।
নৃপতির কাছে রাত্রে আসে তিনজনা ॥
শোকদুঃখে দ্রোণপুত্র রাজার সাক্ষাতে ।
মহা-অহঙ্কার করি লাগিল বলিতে ॥

অবধানে শুন রাজা কৌরব-ঈশ্বর।
এক কথা কহি আমি তোমার গোচর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আর শল্য-আদি বীরে।
সেনাপতি করি সবে পূজিলে সাদরে॥
সাধিল কি-কর্ম্ম বল তারা কোন্ জন।
সবে পাণ্ডবের পক্ষ, জানিহ রাজন্॥
সে-কারণে তোমার না কৈল কিছু হিত।
মম ইচ্ছা হয় কিছু করিব বিহিত॥
তব অপমান আমি সহিতে না পারি।
সেনাপতি কর মোরে কুরু-অধিকারী॥
মোরে যদি সেনাপতি করিতে সমরে।
সবংশে সংহার করিতাম পাণ্ডবেরে॥
মোর বীরপণা তুমি জান ভালমতে।
কোন্ জন যুঝিবেক আমার অগ্রেতে॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের হুতাশন।
আমা-সহ রণে যুঝিবেক কোন্ জন॥
একদিন যুক্তি নাহি কৈলে মম সনে।
আপন বৈভব তুমি নাশিলে আপনে॥
জনম-অবধি আমি তোমার পালিত।
সে-কারণে করিবারে চাহি তব হিত॥
এখনহ সেনাপতি কর যদি মোরে।
পাণ্ডবে পাঠাব আমি শমনের ঘরে॥
পাঞ্চাল-পাণ্ডবে আমি করিব নিপাত।
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ॥
দ্রৌণির বচন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলি তাঁরে করে নিবেদন॥
যে-সব কহিলে মোরে গুরুর নন্দন।
পাণ্ডবের প্রিয় সবে, বুঝিনু এখন॥
আর কেহ নাহি মম শুন মহাত্মন্।
আপনি যদ্যপি মম নাশহ বেদন॥
তোমারে সেনার পতি করিব যে আমি।
যদবধি আছি কিছু হিত কর তুমি॥
রাজার বিনয় শুনি দ্রোণের নন্দন।
গর্ব্ব করি কহে বিনাশিব সর্ব্বজন॥

কৌরবের পতি শুনি এতেক বচন।
কৃপেরে চাহিয়া তবে বলিছে তখন॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ মহামতি।
আজি গুরুপুত্রে দেখ করি সেনাপতি॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
দুই বীর চলিলেক জলের কারণ॥
কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা চলিল তখনি।
জল অন্বেষিতে, ঘোর আঁধার রজনী॥
স্থানে স্থানে ভ্রমে জল খুঁজিয়া না পায়।
একত্র হইয়া দোঁহে ভাবেন উপায়॥
রাজার বচনে আসি জল-অন্বেষণে।
কি করিব জল নাহি পাই দুই জনে॥
কৃপাচার্য্য বলে, শুন আমার বচন।
যুদ্ধকালে এনেছিল জল সৈন্যগণ॥
সেই জল বিনা আর না দেখি উপায়।
এত বলি দুই জন চলিল তথায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে অভিষেক

হেম-কলসেতে বারি ল'য়ে দুই জন।
রাজার নিকটে যায় আনন্দিত-মন॥
বারি দেখি আনন্দিত কৌরবের পতি।
অভিষেকহেতু রাজা উঠে শীঘ্রগতি॥
উরু ভাঙ্গি পড়িয়াছে, উঠিতে না পারে।
স্পর্শ করি বারি দিল অশ্বত্থামা-করে॥
আপনি লইয়া বারি ঢালিলেন শিরে।
এইরূপে সেনাপতি করিল দ্রৌণিরে॥
বিদায় হইয়া তবে বীর তিন জন।
পাণ্ডব-শিবিরে যায় সত্বর-গমন॥
ঘোর অন্ধকার নিশা, পথ নাহি চিনি।
ধীরে ধীরে চলি যায়, শব্দ নাহি শুনি॥

হেনমতে কত দূর যায় তিন জন।
বৃক্ষতলে বসি করে কথোপকথন॥
হেনকালে তারা সেই বৃক্ষের উপরে।
দারুণ পেচক পক্ষী পায় দেখিবারে॥
বৃক্ষোপরে অবস্থিতি করে মৌনভাবে।
ভাবে, কতক্ষণে সবে নিদ্রিত হইবে॥
দেখিতে দেখিতে যত বায়সাদিগণ।
ঘোরনিদ্রাবশে সবে হয় অচেতন॥
অমনি পেচক দুষ্ট হ'য়ে অগ্রসর।
মারিয়া ফেলিল যত বিহগনিকর॥
দেখিয়া উপায় পেয়ে বলে অশ্বত্থামা।
এক বুদ্ধি পাইলাম কৃপাচার্য্য মামা॥
কহিতে লাগিল বীর দ্রোণের কুমার।
পাঞ্চাল-পাণ্ডবে আজি করিব সংহার॥
এইমত অশ্বত্থামা কহি দুই বীরে।
হরষিত হ'য়ে যায় পাণ্ডব-শিবিরে॥
সমরে বিজয়ী হ'য়ে আনন্দিত-মন।
সুখে নিদ্রা যায় সব পাণ্ডুর নন্দন॥
এইকালে তিন জন উত্তরিল তথা।
বীরদর্প করি অশ্বত্থামা কহে কথা॥
সবংশে পাণ্ডবে আজি মারিব সমূলে।
একজন না রাখিব পাণ্ডবের কুলে॥
কৃপ বলে, হেন কর্ম্ম না হয় উচিত।
নিদ্রিত জনেরে নাহি মারি কদাচিৎ॥
ভয়ার্ত্ত শরণাগত নিদ্রিত যে-জন।
কখন না হেন জনে করি প্রহরণ॥
নিষেধ না মানি ইহা যেই জন করে।
পঞ্চম-পাতক-মধ্যে গণি যে তাহারে॥
আমার বচন তুমি শুন সাবধানে।
হেন কর্ম্ম বাঞ্ছা নাহি কর কভু মনে॥
আপন কুকর্ম্মে মজিলেক দুর্য্যোধন।
ধার্ম্মিক পাণ্ডবে হিংসা কৈল অনুক্ষণ॥
সহায় সম্পদ পাণ্ডবের নারায়ণ।
তাহার অহিত করি জীবে কোন্ জন॥
দুর্য্যোধনহিত-হেতু বিচারিয়া মনে।
যুঝিলে সামর্থ্যমত করি প্রাণপণে॥
তখন নারিলে, যুদ্ধ করিবে এখন।
নির্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া তাত স্থির কর মন॥
যদি চাহ পিতৃ-বৈরী করিতে নিধন।
রণমধ্যে ধরি বাপু, কর নিপাতন॥
সৎকর্ম্ম করহ তাত সদা সযতনে।
মন্দ পথে পদার্পণ কর কি-কারণে॥
সৎকর্ম্ম সাধন তাত করহ যতনে।
করিতে অসৎ কর্ম্ম ইচ্ছ কেন মনে॥
এখন যে কহি আমি, শুন সাবধানে।
তিন জন চল যাই ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে॥
সবাকার অধিকারী হয় অন্ধরাজ।
যেমত কহিবে অন্ধ, করিব সে-কাজ॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, যদি শুনে, যায় ভব-পার॥
শুনিলে আপদ খণ্ডে জন্মে দিব্য জ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥

● শিবির-দ্বারে অশ্বত্থামার শিব-দর্শন

কৃপের বচন শুনি দ্রোণের নন্দন।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, কহিছে বচন॥
করেছি প্রতিজ্ঞা আজ রাজা-বিদ্যমানে।
সকল করিব নষ্ট তোমার বচনে॥
ক্ষত্রধর্ম্মে আছে হেন, কহে জ্ঞানী জন।
ক্ষত্র হ'য়ে করিবেক প্রতিজ্ঞা-পালন॥
শত্রুরে করিবে ক্ষয় অশেষ-প্রকারে।
ছলে বলে কৌশলেতে নাশিবে তাহারে॥
ক্ষত্রধর্ম্ম লইয়াছি ব্রাহ্মণ হইয়া।
রাখিব ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম রিপু সংহারিয়া॥
আমারে মন্ত্রণা দিলে নিজ শক্তিমত।
কেবা হেন হতজ্ঞান, করিবে সেমত॥

শিবির দ্বারে অশ্বত্থামার শিব দর্শন

শুনিয়া কুপিল দ্রৌণি, মারে নানা বাণ।
মুখ মেলি সেইসব গিলে ভগবান॥

পৃষ্ঠা - ৯২১

দুরাচার রিপু মম দ্রুপদ-নন্দন।
অন্যায়ে আমার তাতে করিল নিধন ॥
সেই কোপে অদ্যাবধি মম তনু জ্বলে।
নিশ্চয় বধিব তারে নিজ বাহুবলে ॥
তাহে যেই জন তার হইবে সহায়।
তাহারে পাঠাব আজি শমন-আলয় ॥
যেইদিন ধৃষ্টদ্যুম্ন নাশিলেক তাতে।
প্রতিজ্ঞা করেছি আমি সবার সাক্ষাতে ॥
ব্রহ্মবধী মহাপাপী দুষ্ট দুরাচার।
তাহাকে মারিতে হেন উত্তর তোমার ॥
পাঞ্চাল-পাণ্ডবে আজি করিব নিধন।
পরিতুষ্ট হবে তাহে রাজা দুর্য্যোধন ॥
হর্ত্তাকর্ত্তা অন্নদাতা জনম-অবধি।
প্রাণপণ করি তার হিতকার্য্য সাধি ॥
গৃহমধ্যে যেই জন হয় অন্নদাতা।
তাহারে তুষিতে পাপ নাহিক সর্ব্বথা ॥
দুর্য্যোধনে তুষিবারে মারিব যে অরি।
সন্তুষ্ট হইবে তাহে কুরু-অধিকারী ॥
এত বলি গর্জ্জে বীর দ্রোণের নন্দন।
নিঃশব্দে রহিল কৃপ, না কহে বচন ॥
মহাবেগে চলে দ্রৌণি অতি-ক্রুদ্ধমনে।
পাছু পাছু দুই জনে চলে তার সনে ॥
শিবির-নিকটে উত্তরিল তিন জন।
পশিতে বিরোধী হৈল নর একজন ॥
বিভূতি ভূষণ তাঁর, অঙ্গে ফণিহার।
চতুর্ভুজ ত্রিলোচন শিরে জটাভার ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, করেতে ডম্বুর।
দিব্যরূপ দ্বারে বসি আছে মহাশূর ॥
এইরূপে দ্বার রক্ষা করেন শঙ্কর।
নিষেধ করেন তারে যাইতে ভিতর ॥
দ্রৌণি বলে, যাব আমি শিবির ভিতর।
দ্বার ছাড়ি দেহ, যদি প্রাণে থাকে ডর ॥
শুনিয়া কহেন শিব ছদ্মবেশধারী।
পুরী রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী ॥
একেশ্বর আছি আমি দ্বারের রক্ষণে।
আমা না জিনিয়া পুরে যাইবে কেমনে ॥
শুনিয়া কুপিল দ্রৌণি, মারে নানা বাণ।
মুখ মেলি সেই সব গিলে ভগবান্ ॥
যত বাণ এড়ে দ্রৌণি, খান ত্রিলোচন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে দ্রোণের নন্দন ॥
শূন্য হৈল তূণ, আর অস্ত্র নাহি তাতে।
বিস্ময় মানিয়া দ্রৌণি লাগিল ভাবিতে ॥
সামান্য মনুষ্য নাহি হবে এই জন।
বাণ গিলে নর হ'য়ে না দেখি এমন ॥
জিজ্ঞাসা করিল তবে দ্রোণের নন্দন।
এক নিবেদন মম শুন মহাজন ॥
দারুণ আমার অস্ত্র আপনি গিলিলে।
এত বাণ খেয়ে কিছু ব্যথিত না হৈলে ॥
শূন্য হৈল তূণ মম, বাণ নাহি আর।
তোমার চরিত্র দেখি লাগে চমৎকার ॥
কোন্ দেব হও তুমি, কহ মহাশয়।
অনুগ্রহ করি নাশ করহ সংশয় ॥
এতেক বলিল যদি দ্রোণের নন্দন।
প্রবোধিয়া তারে তবে কহে ত্রিলোচন ॥
নাহি জান দ্রোণপুত্র, আমি কোন্ জন।
বিশ্বনাথ নাম মম জানে বিশ্বজন ॥
এত শুনি কহে দ্রৌণি যোড় করি হাত।
কৃপা করি মোরে দ্বার ছাড় বিশ্বনাথ ॥
ধূর্জ্জটি বলেন, ইহা কেমনে পারিব।
পাণ্ডবের আজ্ঞা বিনা ছাড়িতে নারিব ॥
চিন্তিত হইল দ্রৌণি শুনিয়া বচন।
ভাবে মনে, উপায় কি করিব এখন ॥
কি করিব, কি হইবে ভাবি দ্রৌণি বীর।
করিব শিবের পূজা, মনে করে স্থির ॥
এত বলি গড়ে লিঙ্গ মৃত্তিকা লইয়া।
শিবের অর্চ্চনা করে বিল্বপত্র দিয়া ॥
গঙ্গাজলে পুষ্প দিয়া করেন অর্চ্চন।
পূজা সারি স্তব করে দ্রোণের নন্দন ॥

কাশীরাম দাস কহে, শুন সর্ব্বজন।
যেরূপে করিল স্তব দ্রোণের নন্দন॥

অশ্বত্থামা কর্তৃক শিবের স্তব

শুন প্রভু দিগম্বর, বাঞ্ছা পূর্ণ কর হর,
আমি দীন-হীন অভাজন।
ক্ষমা কর দোষ যত, আমি তব অনুগত,
নাহি জানি ভজন-পূজন॥
আকাশ পাতাল ভূমি, স্থাবর জঙ্গম তুমি,
দশদিক্ অষ্ট কুলাচল।
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ ব্যোম, পবন ভাস্কর সোম,
তব মূর্ত্তি-বিশেষ সকল॥
কি কব তোমার তত্ত্ব, তুমি রজঃ, তুমি সত্ত্ব,
তমোগুণে করহ সংহার।
পড়িয়াছি এই দায়, উদ্ধার করহ তায়,
তোমা-বিনা কেবা আছে আর॥
ভজন-বিহীন জনে, হের প্রভু ত্রিনয়নে,
লজ্জা-রক্ষা কর এই বার।
কাতর এ-দীনে জানি, কৃপা কর শূলপাণি,
তোমা-বিনা গতি কি আমার॥
সুমতি-কুমতি-দাতা, তুমি সবাকার ধাতা,
পাষণ্ড কি জানিবে মহিমা।
ভক্তজনে জানে তত্ত্ব, ও-চরণে সদা মত্ত,
গুণাতীত গুণের যে সীমা॥
তব ভক্ত যেই জন, তার নহে দুঃখী মন,
মহা-সুখে বঞ্চে চিরকাল।
অভক্ত তোমার যেই, সদা দুঃখে মরে সেই,
বদ্ধভাবে দুঃখে কাটে কাল॥
জ্ঞানোদয় নাহি হয়, সদা অন্ধকারময়,
বৃথা সেই ভ্রমে অবিরত।
না বুঝে ধর্ম্মের কর্ম্ম, যেমত আপন কর্ম্ম,
ফল পায় সেই সেইমত॥
যদি জ্ঞান হয় তার, তবে ঘুচে অন্ধকার,
তব পদে আশ্রয় লইলে।
দিনে দিনে বাড়ে মান, পুনঃ হয় পুণ্যবান্,
ভক্তিতে কেবল ইহা মিলে॥
এমন নামের গুণ, নির্গুণের জন্মে গুণ,
গুণিগণে অধিক বাহুল্য।
অনায়াসে মুক্ত হয়, যেইজন নাম লয়,
পৃথিবীতে নাহি তার তুল্য॥
এত বলি দ্রোণসুত, স্তব করি শুদ্ধচিত,
মহেশের ভুলাইল মন।
সদয় হইয়া হর, তাহারে যাচেন বর,
কি বাসনা বলহ এখন॥
দ্রৌণি বলে, এই বর, দেহ দেব দিগম্বর,
বাঞ্ছা পূর্ণ যেন মম হয়।
করি গিয়া শত্রুনাশ, দ্বার ছাড় কৃত্তিবাস,
এই বর দেহ মহাশয়॥
সৌপ্তিকপর্ব্বের কথা, ব্যাস-বিরচিত গাথা,
সাধুগণ, শুন দিয়া মন।
শ্রবণে পাপের নাশ, কহে কাশীরাম দাস,
পয়ারে করিয়া বিরচন॥

অশ্বত্থামার শিবিরে প্রবেশ ও ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বধ

মহেশ বলেন, ইহা করিতে না পারি।
পুরী-রক্ষা করি আমি হইয়া দুয়ারী॥
এই বর ছাড়ি মাগ যাহা লয় মন।
দ্রৌণি বলে, অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥
যদি কদাচিৎ এই বর নাহি দিবে।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ পরিগ্রহ কর তবে॥
এত বলি দিব্য অস্ত্রে জ্বালিয়া অনল।
পুড়িয়া মরিতে যায় দ্রৌণি মহাবল॥
বহু স্তব করিতে সে না করিল ত্রুটি।
বর মাগ, নিবারিয়া বলেন ধূর্জ্জটি॥

দ্রৌণি বলে, যদি বর দিবে ত্রিলোচন।
কৃপায় করহ মম প্রতিজ্ঞা পূরণ॥
স্তবে বশ হ'য়ে হর দিল সেই বর।
পুনরপি বলে দ্রৌণি যুড়ি দুই কর॥
আর এক অনুগ্রহ কর শূলপাণি।
কৃপা করি দেহ মোরে তব খড়গখানি॥
খড়গ দিয়া অন্তর্দ্ধান হৈল পশুপতি।
কৃপেরে চাহিয়া বলে দ্রৌণি মহামতি॥
দ্বার আগুলিয়া দোঁহে রহ এইখানে।
কাটিহ তাহার মাথা আসিবে যে-জনে॥
খড়গহস্তে শিবিরেতে পশে বীরবর।
নিদ্রাগত ধৃষ্টদ্যুম্ন খট্বার উপর॥
পিতৃবৈরী পেয়ে বীর মহাক্রুদ্ধমনে।
হাসিয়া ধরিল তবে পাঞ্চাল-নন্দনে॥
দুই হস্ত ধরি তার বক্ষেতে বসিল।
পশুবৎ করি তারে মারিতে ইচ্ছিল॥
দ্রৌণিরে দেখিয়া বীর বিষণ্ণ-বদন।
গদগদ-স্বরে বলে পাঞ্চাল-নন্দন॥
খড়্গে মুণ্ড কাটি মোর না কর নিধন।
যুদ্ধ করি কর বীর, স্বকার্য্য সাধন॥
দ্রৌণি বলে, ব্রহ্মঘাতী দুষ্ট দুরাচার।
পশুবৎ করি তোরে করিব সংহার॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহে আর বার।
বিনা-যুদ্ধে না মারহ দ্রোণের কুমার॥
যুদ্ধেতে হইলে মৃত্যু স্বর্গেতে গমন।
এই কার্য্য কর বীর দ্রোণের নন্দন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন যত বলে, দ্রৌণি নাহি শুনে।
বজ্রমুষ্টি প্রহারিল অতি ক্রুদ্ধমনে॥
হস্তপদ উদরেতে করিল প্রবেশ।
পশুবৎ করি তার ভাঙ্গে মধ্যদেশ॥
ভীম যেন কীচকেরে করিল সংহার।
সেইমত করিলেক কুষ্মাণ্ড-আকার॥
একেশ্বর দ্রোণপুত্র মারে সবাকারে।
নিশাযোগে ঘোর রণ শিবির-ভিতরে॥
হাহাকার মহাশব্দ উঠে আচম্বিতে।
প্রাণভয়ে পলাইতে চাহে দ্বারপথে॥
খড়গহস্তে দুই জন রক্ষা করে দ্বার।
বাহির হইতে তারা করয়ে সংহার॥
বিপাকে পড়িয়া তারা না দেখে নিষ্কৃতি।
ঘোর রণ করে তারা দ্রৌণির সংহতি॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা রণেতে প্রচণ্ড।
কাটিল সকল সেনা করি খণ্ড খণ্ড॥
দাবানলে বন যেন করয়ে দহন।
সেইমত কাটে সেনা দ্রোণের নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিধন

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ছিল এক ঘরে।
এক ঠাঁই শুয়েছিল পঞ্চ-সহোদরে॥
হাত বুলাইয়া দেখে দ্রোণের নন্দন।
ভাবিল পাণ্ডব এই ভাই পঞ্চজন॥
মুখে বস্ত্র বান্ধি কাটে সবাকার শির।
একে একে পঞ্চ মুণ্ড কাটে দ্রৌণি বীর॥
পঞ্চ মুণ্ড বস্ত্রে বান্ধি তবে দ্রোণসুত।
পাণ্ডব জানিয়া মনে বড় হর্ষযুত॥
জাগিয়া শিখণ্ডী ধনুর্ব্বাণ নিল হাতে।
করয়ে দারুণ যুদ্ধ দ্রৌণির সহিতে॥
বাণে বাণ নিবারয়ে দ্রোণের নন্দন।
এইরূপে বহু যুদ্ধ করে দুই জন॥
তীক্ষ্ণ খড়গ ল'য়ে বীর দ্রোণের কুমার।
মণ্ডলী করিয়া যুঝে বীর অবতার॥
ধরাধরি করি দোঁহে করে মহারণ।
মুণ্ডে মুণ্ডে বুকে বুকে চরণে চরণ॥
মল্লযুদ্ধ করে দোঁহে ক্ষিতিতলে পড়ি।
করিয়া অতুল যুদ্ধ যায় গড়াগড়ি॥

কখন উপরে দ্রৌণি, শিখণ্ডী কখন।
দোঁহারে প্রহার করে দোঁহে ক্রুদ্ধমন॥
শিখণ্ডী সামর্থ্যমত মারে দ্রোণসুতে।
নাহি ফুটে অঙ্গে তার দৈববল হ'তে॥
বজ্রমুষ্ট্যাঘাত মারে শিখণ্ডীর মাথে।
ভাঙ্গিল মস্তকখান বজ্রমুষ্ট্যাঘাতে॥
এইমত শিখণ্ডীকে করিল সংহার।
এক জন অবশেষ না রাখিল আর॥
পঞ্চমুণ্ড ল'য়ে দ্রৌণি চলে হরষেতে।
দোঁহাকার সঙ্গে আসি মিলিল দ্বারেতে॥
দ্রৌণি বলে, হৈল মম প্রতিজ্ঞা-পূরণ।
পাণ্ডব প্রভৃতি আর নাহি একজন॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
দুর্য্যোধনে ল'য়ে দিব, চলহ ত্বরিতে॥
শুনিয়া হইল সবে আনন্দিত-মন।
নির্ভয়-হৃদয়ে তবে করিল গমন॥
মহানন্দে মগ্ন হ'য়ে দ্রোণের নন্দন।
দুর্য্যোধনে অন্বেষিয়া ভ্রমে বহুক্ষণ॥
রাজা দুর্য্যোধন বলি ডাকে রণস্থলে।
ঘোর অন্ধকার নিশা, দৃষ্টি নাহি চলে॥
রাজা রাজা বলি ডাকে, খোঁজে বহুতর।
শব্দ শুনি কুরুবর দিলেন উত্তর॥
রাজার নিকটে আসি বীর তিন জন।
দর্প করি কহে কথা দ্রোণের নন্দন॥
অবধানে কথা শুন রাজা দুর্য্যোধন।
মারিলাম তব শত্রু পাণ্ডুর নন্দন॥
পাঞ্চাল-বিরাট-আদি যত বীর ছিল।
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল॥
যে-প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার।
আজি আমি করিলাম পালন তাহার॥
পঞ্চ পাণ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে।
এক জন না রাখিনু পাণ্ডব-সৈন্যেতে॥
এত শুনি হরষিত হৈল দুর্য্যোধন।
সাধু সাধু বলি রাজা বলিল বচন॥
মহাভারতের কথা সুধার আধার।
কাশী কহে, শুনি নর যায় ভবপার॥

হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যু

পড়িয়া আছিল রাজা ভূমির উপর।
বাহু-যুগে ভর দিয়া উঠিল সত্বর॥
রিপু-নাশ শুনি রাজা তুষ্ট হৈল চিতে।
পাণ্ডবের মুণ্ড রাজা চাহিল দেখিতে॥
ধন্য মহাবীর তুমি গুরুর নন্দন।
আমার পরম কার্য্য করিলে সাধন॥
পঞ্চ মুণ্ড দেহ আমি দেখিব নয়নে।
ভীমের মস্তক আমি ভাঙ্গিব চরণে॥
শুনি পঞ্চ মুণ্ড দ্রৌণি দিল সেইক্ষণ।
হাত বুলাইয়া দেখে রাজা দুর্য্যোধন॥
কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্র ভীমের আকৃতি।
ভীম-বোধে সেই মুণ্ড নিল কুরুপতি॥
দুই করে সেই মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
তিলবৎ মুণ্ড গোটা গুঁড়া হ'য়ে গেল॥
দেখিয়া কৌরবপতি মানিল বিস্ময়।
পাণ্ডবের মুণ্ড নহে, জানিল নিশ্চয়॥
একে একে পঞ্চ মুণ্ড ভাঙ্গে দুর্য্যোধন।
জানিল পাণ্ডব নহে এই পঞ্চ জন॥
পর্ব্বত-সদৃশ মম গদা গুরুতর।
কত প্রহারিনু ভীম-মস্তক-উপর॥
পর্ব্বত ভাঙ্গিতে পারে করিয়া আঘাত।
দুরন্ত রাক্ষসগণে করিল নিপাত॥
মারিল হিড়িম্ব বক কির্ম্মীর দুর্দ্ধর।
জটাসুর কীচক ও শত সহোদর॥
হেন ভীমে কাটিতে কি দ্রৌণির শকতি।
এত বলি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কুরুপতি॥
বিষাদ ভাবিয়া কহে দ্রোণের নন্দনে।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চজনে॥

শিশুগণে সংহারিয়া কি-কার্য্য সাধিলে।
কুরুকুলে জল-পিণ্ড দিতে না রাখিলে ॥
পাণ্ডবে মারিতে পারে কাহার শকতি।
যাহার সহায় হরি কমলার পতি ॥
নির্ব্বংশ করিলে তুমি ভাই পঞ্চজনে।
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥
এত বলি অনুতাপ করে বহুতর।
হরিষ-বিষাদে রাজা ত্যজে কলেবর ॥
দেখিয়া ব্যাকুল হৈল বীর তিন জন।
হাহাকার করি বহু করিল রোদন ॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহামতি।
কি-কর্ম্ম সাধিলে তুমি বধি কুরুপতি ॥
হা হা দুর্য্যোধন রাজা বীর-শিরোমণি।
তোমা-হেন মহারাজ লোটায় ধরণী ॥
সুগন্ধি-চন্দনে বিভূষিত কলেবর।
হেন তনু দেখি এবে ধূলায় ধূসর ॥
উঠ উঠ দুর্য্যোধন কুরুকুলপতি।
পাণ্ডবে জিনিয়া রণে ভুঞ্জ বসুমতী ॥
উঠিয়া সমর কর, রাজা দুর্য্যোধন।
নিঃশব্দ হইয়া তুমি আছ কি-কারণ ॥
পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা কৈলে, পাসরিলে কেনে।
করিবে যে রাজসূয় শত্রু জিনি রণে ॥
প্রতিজ্ঞা-পালন কর, উঠ দুর্য্যোধন।
সমরে মারহ আজি পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
সূচ্যগ্রে যতেক ভূমি পারে বিন্ধিবারে।
ততখানি ভূমি নাহি দিলে পাণ্ডবেরে ॥
সমস্ত পৃথিবী ত্যাগ করিলে এখন।
ভূমিতে লোটাও ত্যজি রত্ন-সিংহাসন ॥
সহস্র সহস্র নৃপে বেষ্টিত হইয়ে।
বসিতে সভার মাঝে সানন্দ-হৃদয়ে ॥
যত যত মহারাজ মুখ্য-মন্ত্রিগণ।
ইহকালে অনুগত ছিল সর্ব্বজন ॥
অন্তকালে তা'-সবারে সংহতি লইলে।
তোমা-সম রাজা নাহি হয় ক্ষিতিতলে ॥

তোমার জনক অন্ধ অম্বিকানন্দন।
তোমা-বিনা কি-প্রকারে ধরিবে জীবন ॥
কি বলিব গিয়া মোরা তাঁহার গোচরে।
শুনি কি বলিবে অন্ধ আমা-সবাকারে ॥
গান্ধারী জননী তব, ভানুমতী-নারী।
অপর যতেক শত শত বিদ্যাধরী ॥
তারা কি করিবে বল তোমার বিহনে।
কোন্ মুখে যাব মোরা তোমার ভবনে ॥
বিনয় করিব আমি ধর্ম্মের নন্দনে।
তোমা দোঁহে রক্ষা করি মরিব আপনে ॥
এইমত কৃপাচার্য্য করিয়া বিচার।
ভাবে, রণসিন্ধু-মধ্যে কিসে হব পার ॥
মতিচ্ছন্ন হ'য়ে তুমি দুষ্কর্ম্ম করিলে।
পাণ্ডবের পুত্র-বন্ধু সবারে নাশিলে ॥
গোবিন্দ সাত্যকি আর পাণ্ডুপুত্রগণ।
না জানি কোথায় আছে তারা সপ্তজন ॥
শিবিরে থাকিত যদি তার এক জন।
তবে কি হইত রক্ষা তোমার জীবন ॥
সবারে রাখিয়া সেই শিবির-ভিতর।
পাণ্ডবেরা গেছে বুঝি হস্তিনানগর ॥
এ-সকল কথা তারা শুনিয়া শ্রবণে।
পৃথিবী খুঁজিয়া তোমা বধিবে পরাণে ॥
তব দোষে দোঁহে মোরা সঙ্কটে পড়িব।
পাণ্ডবের হাতে আজি জীবন হারাব ॥
দারুণ দুরন্ত ভীম মহাভীমকায়।
নিশ্চয় মারিবে সেই এক গদাঘায় ॥
ঘোর রণ হৈতে মোরা পাইনু উদ্ধার।
পুনর্জ্জন্ম বলি মনে করিনু বিচার ॥
তব দোষে মরিলাম, ত্রাণ নাহি আর।
দুরন্ত ভীমের হাতে নাহিক নিস্তার ॥
কাহার শরণ লব, কে করিবে ত্রাণ।
তব কর্ম্মদোষে আজি হারাইব প্রাণ ॥
এইরূপে খেদ করি করয়ে বিচার।
দম্ভ করি বলে তবে দ্রোণের কুমার ॥

না বুঝি ভয়ার্ত্ত কেন হও অতিশয়।
পাণ্ডবের হেতু কিছু না করিহ ভয়॥
যদি পাণ্ডবের সহ হয় দরশন।
মোর সহ বিরোধিতে শক্ত কোন্ জন॥
রণ করি পাণ্ডবেরে লব যমালয়।
মারিব সবারে আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র আছে যাহা নিকটে আমার।
নিবারিতে পারে তাহা, হেন শক্তি কার॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র সন্ধানিয়া মারিব পাণ্ডবে।
যদি রক্ষা করে তাহা দামোদর দেবে॥
হায় বিধি কোন্ কর্ম্ম করিব এখন।
এইরূপে বহু খেদ করে তিন জন॥
দ্রৌণিরে চাহিয়া বলে কৃপ মহাশয়।
আমি যাহা কহি, তাহা শুন দুরাশয়॥
অভয়-পঙ্কজ-পদ চিন্ত মনে মন।
সুমতি-কুমতি-দাতা সেই নারায়ণ॥
এইরূপে তিন জন ভাবিতে লাগিল।
ইতিমধ্যে বিভাবরী প্রভাতা হইল॥
প্রাণভয়ে তিন জন তথা নাহি রয়।
চলিল নগরমুখে সশঙ্ক-হৃদয়॥
ভারতে সৌপ্তিকপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশী করে বিরচন॥
শুনিলে আপদ খণ্ডে, জন্মে দিব্যজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
বিরচিল কাশীদাস দেবরাজানুজ॥

ইতি সৌপ্তিকপর্ব্ব সমাপ্ত।

ঐষীকপর্ব্ব

—ঃ০ঃ—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রবধ-শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের খেদ

শ্রীজনমেজয় বলে, কহ তপোধন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বধি গেল দ্রোণের নন্দন ॥
শুনিয়া কি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ তপোধন ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সর্ব্ব সৈন্য বধি গেল রজনী-সময় ॥
শোকে দুঃখে ক্রমে হৈল রজনী-প্রভাত।
ডাকে কাক-কোকিলাদি, উঠে দিননাথ ॥
পৃথিবী পূর্ণিত রক্তে, বহে যেন নদী।
উড়ি বুলে কাক চিল গৃধ্র কঙ্ক আদি ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথি যে সেই নিশাকালে।
জীবন রাখিয়াছিল মড়ার মিশালে ॥
প্রলয় মানিয়া মনে পাইল তরাস।
দেখিল নিভৃতে রহি সকল-বিনাশ ॥
রবির প্রকাশে নিশা প্রসন্ন দেখিয়া।
যুধিষ্ঠিরে বার্ত্তা দিতে চলিল ধাইয়া ॥
আছে বা না আছে ধর্ম্ম, মনের ভাবনা।
উরুতে চাপড়, মুখে রোদন, বিমনা ॥
কান্দিয়া কান্দিয়া গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
উপনীত হ'য়ে তবে কহে সভামাঝ ॥
অবধান কর রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
নিশাকালে বধি গেল সব সেনাগণ ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি করি যত বীর ছিল।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সহিত মারিল ॥
নিশাতে আসিয়া দুষ্ট দ্রোণের নন্দন।
অকস্মাৎ গৃহমধ্যে করিল গমন ॥
নিদ্রায় কাতর ছিল যত সেনাগণ।
একে একে বধিলেক, নাহি এক জন ॥
মৃত-সঙ্গে ছিনু আমি করিয়া প্রকার।
বার্ত্তা দিতে আসিয়াছি অগ্রে আপনার ॥

শুনিয়া করেন খেদ ধর্ম্মের নন্দন।
সকল করিল নষ্ট দ্রৌণি দুষ্ট জন॥
কিরূপে এমত যুদ্ধ হৈল, কহ শুনি।
সূতপুত্র বলে, অবধান নৃপমণি॥
ইহার বৃত্তান্ত রাজা, কি বলিব আর।
আজি নিশাকালে সৈন্য করিল সংহার॥
কোন্ দেবতারে রাত্রে সহায় পাইল।
কোন্ দেবতারে সাধি এ-বর লভিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আদি বীরবর।
সংগ্রামের পরিশ্রমে শ্রান্ত-কলেবর॥
শিবিরে নিশায় সবে আছিল শয়ান।
আসিয়া দ্রোণের পুত্র বধিল পরাণ॥
যার যত সেনা ছিল, সুহৃদ্ বান্ধব।
একাকী বধিয়া গেল একি অসম্ভব॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সবার জীবন।
নিদ্রায় কাটিল শির দ্রোণের নন্দন॥
সংহতি বাহিনী যত ছিল সম্বোধিতে।
সকল মারিল, শেষ জান নরপতে॥
রমণী আছিল যত যাহার সংহতি।
ভগ্ন-অঙ্গ করিয়াছে মারি সবে লাথি॥
মূর্চ্ছাপন্ন কেহ, কেহ ভয়েতে বিনাশ।
প্রহারে পড়িয়া কেহ, ঘন বহে শ্বাস॥
অশ্বত্থামা দুষ্টমতি, দয়া নাহি প্রাণে।
কাতরে চরণে পড়ে, তবু শিরে হানে॥
অস্ত্রশস্ত্র-বিবর্জ্জিত ছিল যত সেনা।
কেহ বা শয়নে ছিল, না ছিল চেতনা॥
কেশে ধরি আনি সবে শির ফেলে কাটি।
নিদ্রায় কাতর অতি করে ছট্‌ফটি॥
তোমারে কহিতে বিধি রাখিল আমায়।
যে ছিল, মরিল সবে শুন ধর্ম্মরায়॥
শুনি রাজা ভূমিতলে পড়ে অচেতনে।
যেমন পড়য়ে বৃক্ষ মূলের ছেদনে॥
সম্বিত পাইয়া রাজা করেন বিলাপ।
কি করিতে কি হইল, কত ছিল পাপ॥
এখন কি করি আর লইয়া ভুবন।
সর্ব্বশূন্য দেখি এবে, সব অকারণ॥
কি করিতে কি হইল, জানিব কেমনে।
সম্পদে বিপদ ঘটিলেক দিনে দিনে॥
মুনিগণসহ ভাল ছিলাম কাননে।
পাপ ভোগ মম হয় রাজ্যের কারণে॥
জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যত শ্বশুর-মাতুল।
মায়া-হেতু হয় সবে ঘোর অনুকূল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি হেন সহায় আমার।
কোথায় শিখণ্ডী সখা, না দেখিব আর॥
কুটুম্ব-প্রধান মম হিতকারী জন।
বলিষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ছিল, দুষ্টের দমন॥
পুত্র-পৌত্র সঙ্গে করি পরম-উল্লাস।
আসিয়া আমার কার্য্যে হইল বিনাশ॥
বুদ্ধিমন্ত মহারাজ পৌরুষে অতুল।
ক্ষিতিতে প্রধান গণি ইন্দ্র-সমতুল॥
সাধিয়া আপন কার্য্য স্বচ্ছন্দ-শয়নে।
গুরুপুত্র আসি নাশে, ধর্ম্ম নাহি মনে॥
নাম ধরি ধর্ম্ম কত করেন বিলাপ।
স্বকার্য্য-সাধনে মম হৈল মনস্তাপ॥
অভিমন্যু মরে রণে মহাযুদ্ধ করি।
সেই মহাশোক আমি পাসরিতে নারি॥
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিদ্রায় আছিল।
মূঢ়মতি অশ্বত্থামা সবারে মারিল॥
আমার হিতের হেতু ছিল যত জন।
গৃহেতে না গেল সবে, হইল নিধন॥
জননী রমণী যারা আছে মমাগারে।
কান্দিয়া কতেক নিন্দা করিবে আমারে॥
এই সব ভাবি মম স্থির নহে মন।
এমন হইল দশা দৈবের ঘটন॥
বীরশূন্য হইলাম, কিছু নাহি সেনা।
বৃথা রাজ্যে কার্য্য নাহি সংসার-বাসনা॥
বাঞ্ছা করি, পুনঃ গিয়া বনবাস করি।
তপ আচরণ করি হ'য়ে ব্রহ্মচারী॥

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ মদ্রপতি আদি।
এক এক বীর জিনে পৃথিবী-অবধি ॥
সবারে করিনু জয় কৃষ্ণ-সহকারে।
কে জানে দুর্দ্দশা শেষে ঘটিবে আমারে ॥

——

দ্রৌপদীর ক্ষোভ প্রকাশ

রাজার বিলাপ শুনি কান্দে সর্ব্বজন।
দ্রৌপদী কান্দিয়া বলে করুণ-বচন ॥
পিতৃ মাতৃ আদি করি যত বন্ধুগণ।
এককালে অকস্মাৎ হইল নিধন ॥
শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্য হরিল চেতনা।
মস্তক-উপরে যেন পড়িল ঝঞ্চনা ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে দেবী, পড়ে অশ্রুজল।
ভাই ভাই বলি কান্দে হইয়া বিকল ॥
জয় হেন মানি চিত্তে আনন্দ বিশাল।
তাহে বিপরীত আজি ঘটাইল কাল ॥
যেমন আনন্দ হৈল, তথা নিরানন্দ।
ভাবিয়া কি হবে এবে, বিধি কৈল মন্দ ॥
এমত করিবে বিধি, জানিব কেমনে।
কৌরবের সহ দ্বন্দ্ব হইল যখনে ॥
সকল করিয়া নাশ আপনি বিনাশ।
পাপরাজ্যে কার্য্য নাহি, যাব বনবাস ॥
উজ্জ্বল হইয়া দীপ হইল নির্ব্বাণ।
আমার বৈভব-লাভ তাহারি সমান ॥
যেমন নক্ষত্র-চন্দ্র-আদি নিশাযোগে।
আকাশে প্রকাশ করে, দেখি চতুর্দ্দিকে ॥
সেইরূপ সৈন্য ছিল যামিনী শোভনে।
সকল বিনাশ হৈল, নাহি দেখি দিনে ॥
এককালে নানা শোক উপস্থিত আসি।
শোকের সাগরে আমি তৃণ-হেন ভাসি ॥
দুঃখী-ভাগ্যে কষ্ট হয়, নাহি হয় দুর।
স্বয়ম্বরে পাই দুঃখ জনকের পুর ॥
লক্ষ রাজা স্বয়ম্বরে করিল গমন।
লক্ষ্য বিন্ধি প্রাপ্ত হৈল ইন্দ্রের নন্দন ॥
তাহাতে অনেক কষ্ট পাইনু অপার।
কৃষ্ণের কৃপায় তাহে হইল নিস্তার ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলেন ধর্ম্মরাজ।
ভুবন-বিখ্যাত হৈল রাজসূয়-কাজ ॥
ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ করিল সবারে।
কত শত রাজা আসি রহিল দুয়ারে ॥
কুবের-সম্পদ্ জিনি হইল বৈভব।
পৃথিবীকে একচ্ছত্রা করিল পাণ্ডব ॥
জনে জনে বিষয়াদি দিল যুধিষ্ঠির।
সম্পদের সংখ্যা নাহি আনন্দ-মন্দির ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা করিল মন্ত্রণা।
শকুনি-পাপিষ্ঠে আনি দিলেক যন্ত্রণা ॥
পাশা খেলি রাজ্য-ধন হরিয়া লইল।
সভামধ্যে আমার যে চুলেতে ধরিল ॥
বস্ত্রহরণের কষ্ট দিল দুঃশাসন।
কতেক কহিব, তাহা না যায় কথন ॥
আকর্ষণ করি কেশ টানে পুনঃপুনঃ।
কেহ কিছু নাহি বলে, সকলি বিগুণ ॥
পাপমতি দুর্য্যোধন দেখাইল উরু।
একারণে ভাঙ্গে ভীম মারি গদা গুরু ॥
দুষ্ট কর্ণ মোরে কত বলে কুবচন।
মরণ-অধিক হৈল, না যায় কথন ॥
যে কষ্ট হইল, তাহা নারি কহিবারে।
অমঙ্গল দেখি অন্ধ চিন্তিল অন্তরে ॥
আমাকে ডাকিয়া অন্ধ দিল বরদান।
ধনরাজ্য দিয়া পুনঃ করিল সন্মান ॥
ধন পেয়ে নিজ রাজ্যে করিনু গমন।
পুনঃ পাশা খেলি দুষ্ট পাঠাল কানন ॥
পঞ্চ স্বামী সঙ্গে করি গেলাম সে-বনে।
কি করিব, রহিলাম কাম্যক-কাননে ॥
বনবাসে নানা কষ্ট হইল ভুগিতে।
কতদিনে দুর্য্যোধন বিচারিল চিতে ॥

দুর্ব্বাসা মুনিরে পাঠাইল সেই বন।
ষাইট হাজার শিষ্য আনে তপোধন ॥
তবে কত দিনে জয়দ্রথে পাঠাইল।
আসিয়া আমার বাসে অতিথি হইল ॥
শূন্য ঘর দেখি দুষ্ট হরিল আমায়।
ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন আমারে সে দায় ॥
অনন্তরে গিয়া আমি বিরাট-আলয়।
সৈরিন্ধ্রী হইয়া দুঃখ ভুগিনু তথায় ॥
তবে কত দিনে দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
আমারে দিলেক দুঃখ অতি-পাপমতি ॥
প্রকারে মারিল ভীম রজনী সময়।
তাহে পাইলাম রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায় ॥
না জানি কি আছে আর বিধাতার মনে।
জটাসুর দিল দুঃখ কাম্যক-কাননে ॥
বলে ল'য়ে যায় দুষ্ট পৃষ্ঠেতে করিয়া।
তাহাকে মারিল ভীম গদা আস্ফালিয়া ॥
তাহাতে পাইনু রক্ষা কৃষ্ণের কৃপায়।
কত দুঃখ কব আর, কহনে না যায় ॥
এই সব দুঃখ স্মরি জ্বলে বহ্নিজ্বালা।
কত আর নিবাইব হইয়া অবলা ॥
এবে শত্রু বিনাশিয়া মনে হৈল আশ।
যামিনীতে হায় একি হৈল সর্ব্বনাশ ॥
এখনো জীবন ধরে এই পাপতনু।
আমার উচিত হয় পশিতে কৃশানু ॥
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পুত্র-শোকে জ্বলে কলেবর।
যেমন গরল-জ্বালা দহিছে অন্তর ॥
কান্দিয়া শত্রুর নারী মনে পায় ব্যথা।
তাহার অধিক মোরে করিল বিধাতা ॥
দ্রৌপদী-ক্রন্দন শুনি ভীম-ধনঞ্জয়।
অবসন্ন হ'য়ে দেখে সব শূন্যময় ॥
বিহ্বল হইয়া পড়ে মাদ্রীর নন্দন।
দ্রৌপদী হইতে করে অধিক ক্রন্দন ॥
শোকেতে আকুল হ'য়ে ধর্ম্মের নন্দন।
শিবির দেখিতে রাজা করেন গমন ॥
কাক চিল উড়ে পড়ে শিবা কঙ্ক আদি।
খরস্রোতে বহিতেছে শোণিতের নদী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

অশ্বত্থামার মুণ্ড-ছেদনার্থ ভীমের যাত্রা

শিবির দেখিয়া রাজা দুঃখী অসম্ভব।
অশ্রু বহে নেত্রে, কান্দে যতেক পাণ্ডব ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি হত দেখি যুধিষ্ঠির।
বিলাপ করেন কত, নেত্রে বহে নীর ॥
সকল মরিল, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন।
বৃথা করিলাম এত অসাধ্য-সাধন ॥
ভীম বলে, রাজা, শোক কর অনুচিত।
আপনার কর্ম্মভোগ কে করে খণ্ডিত ॥
আপনি থাকিলে সর্ব্ব পাবে মহাশয়।
অকারণে কর শোক উচিত না হয় ॥
পুনঃপুনঃ জন্ম-মৃত্যু হয় কর্ম্মবশে।
নাহি জান কোথা ছিলে, যাবে কোন্ দেশে ॥
কর্ম্মবশে আসি মিলে, কেহ নহে কার।
জন্মিলে মরণ আছে, নহে খণ্ডিবার ॥
যে মরিল, সে চলিল যথা কর্ম্মভোগ।
কেবল শরীর ছাড়ে দৈবের সংযোগ ॥
কালপূর্ণ হ'লে আর কে রাখিতে পারে।
কত শত মহারাজ পুনঃপুনঃ মরে ॥
অষ্টাদশ দিন যুদ্ধ করিয়া সকলে।
বিপক্ষে জিনিয়া মৃত্যু লভে নিশাকালে ॥
কালপূর্ণ হৈলে মরে বিধির নির্ব্বন্ধ।
কালেতে সংহার করে, ইথে নাহি সন্ধ ॥
ইথে শোক অনুচিত, ভাবিয়া কি কাজ।
শাস্ত্রবিজ্ঞ হ'য়ে কেন চিন্ত মহারাজ ॥
অতঃপর কৃষ্ণা কন অতি-শোকবশে।
অশ্বত্থামা-মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে ॥

দ্রৌণির মস্তকে বদ্ধ আছে এক মণি।
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দেহ আনি॥
তবে শোক-নিবারণ হইবে আমার।
নহে ভ্রাতৃ-পুত্র-শোকে না বাঁচিব আর॥
শুন ভীম মহাবীর, তোমা সম নাই।
বিক্রমে বিশাল তোমা করিল গোঁসাই॥
সুগন্ধিক পুষ্পোদ্যানে জিনি যক্ষরাজে।
হিড়িম্বে মারিলে তুমি অরণ্যের মাঝে॥
ব্রাহ্মণ-রক্ষণে বকে করিলে বিনাশ।
কির্ম্মীরে বধিয়া কৈলে কাননে নিবাস॥
জয়দ্রথ-ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
কীচকে বধিয়া মান রাখিলে আমার॥
এখন এ-শোকসিন্ধু-মধ্যে ডুবি মরি।
রক্ষা কর আমারে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি॥
দুঃশাসন-রক্তপান কৈলে রণ-মাঝে।
ঊরু ভাঙ্গি ভূমিতে পাড়িলে কুরুরাজে॥
প্রতিজ্ঞা-পূরণে পদাঘাত কৈলে শিরে।
সমুদ্র তরিয়া মরি গোষ্পদের নীরে॥
আমার বচন ধর, মার অশ্বত্থামা।
নতুবা নিষ্ফল হবে তোমার মহিমা॥
এখন উচিত এই, শুন মোর কথা।
শীঘ্র মোরে আনি দেহ দ্রোণপুত্র-মাথা॥
ব্রাহ্মণ হইয়া রাক্ষসের কর্ম্ম করে।
নিদ্রাগত পেয়ে দুষ্ট সবারে সংহারে॥
তাহার বিনাশে নাহি ব্রহ্মবধ-ভয়।
অধর্ম্ম করিল, সেই দুষ্ট দুরাশয়॥
কান্দিতে কান্দিতে এত দ্রৌপদী কহিল।
অনুমতিহেতু ভীম ধর্ম্মে জানাইল॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, এই সে উচিত।
কর্ম্ম-অনুসারে শাস্তি, শাস্ত্রের বিহিত॥
এত শুনি ভীম বীর রথে আরোহিয়া।
নকুলে সারথি করি চলিল ধাইয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ সংবাদ

ভীমের এতেক সজ্জা আরম্ভ দেখিয়া।
গোবিন্দ বলেন, ধর্ম্মরাজে সম্বোধিয়া॥
অশ্বত্থামা-বধে পাঠাতেছ বৃকোদরে।
সুযুক্তি নহে ত ইহা, জানিহ বিচারে॥
অসাধ্য-সাধন সেই, সিদ্ধি অসম্ভব।
সংসারে বিজয়ী সে, কে করে পরাভব॥
পরাক্রম তাহার কি না আছে বিদিত।
না বুঝিয়া হেন কর্ম্ম কর বিপরীত॥
ত্রিভুবনে এক বীর মহাধনুর্দ্ধর।
পরাক্রম করি জিনে সব চরাচর॥
কি করিবে ভীম তার করি মহারণ।
ভীম হৈতে নাহি হবে তাহার দমন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি, যবে ছিলা বনে।
অশ্বত্থামা নিরবধি ভ্রমিত কাননে॥
দৈবে এক দিন গেল দ্বারকাভুবন।
দেখিয়া যাদবগণে হরষিত-মন॥
বিক্রম করিয়া বলে আমার সাক্ষাতে।
ব্রহ্মশির-অস্ত্র আমি জানি ভালমতে॥
তাহা ল'য়ে চক্র মোরে দেহ চক্রপাণি।
ত্রিলোক জিনিতে পারি, হেন অস্ত্র জানি॥
অব্যর্থ আমার অস্ত্র, জানে ত্রিভুবন।
ইহা ল'য়ে চক্র মোরে দেহ নারায়ণ॥
উপরোধ-হেতু আর দেরী না করিয়া।
দ্রৌণিকে দিলাম চক্র তখনি আনিয়া॥
তুলিতে নহিল শক্তি, রাখি চক্রবর।
কহিল, না লব চক্র, রাখ চক্রধর॥
ইহার অধিক মোর আছে ব্রহ্মশির।
বজ্রদণ্ডে জিনি আমি শুন যদুবীর॥
পৃথিবী সংহার দেব, করে এই বাণে।
কাহারে না দিয়া অস্ত্র দিল মোর স্থানে॥
করিলাম জিজ্ঞাসা যে দ্রোণের নন্দনে।
তবে চক্র চাহ কেন আমার সদনে॥

অশ্বত্থামা বলে, তোমা জিনিবার মনে।
অস্ত্র হৈতে শ্রেষ্ঠ চক্র জানিনু এক্ষণে॥
কার্য্য নাহি তোমা-সহ বিবাদে আমার।
এত বলি তথা হৈতে কৈল আগুসার॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত রাজা কহিনু তোমায়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য, যেবা মনে লয়॥
দ্রোণপুত্র দুরাত্মা সে ক্রোধন চঞ্চল।
ব্রহ্মশির-অস্ত্র তার সদা করতল॥
আমার বচনে তুমি রাখ ভীমবীরে।
শুনিয়া চিন্তিত রাজা হলেন অন্তরে॥
সকল মজিল রাজ্য, কি কার্য্য বিশেষ।
নিশ্চয় মরিব আমি, শুন হৃষীকেশ॥
আগে ভীম চলি গেল না শুনি বারণ।
এখন উচিত যাহা, কর নারায়ণ॥
তোমা-বিনা গতি আর নাহি ত্রিভুবনে।
বল-বুদ্ধি-পরাক্রম নাহি তোমা-বিনে॥
যে হয় উপায়, এবে করহ উচিত।
তোমা-বিনা পাণ্ডবের অন্য-নাহি হিত॥
গোবিন্দ বলেন, চল ভীমের পশ্চাৎ।
বিলম্ব না কর আর, শুন নরনাথ॥
অর্জ্জুন-সহিত হরি করেন গমন।
তাহার পশ্চাতে যান ধর্ম্মের নন্দন॥
রথরথী পদাতিক চলিল অপার।
নানাবাদ্য-কোলাহলে কৈল আগুসার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

অশ্বত্থামার ব্রহ্মশিরাস্ত্র পরিত্যাগ

অশ্বত্থামা সর্ব্বসৈন্য করিয়া বিনাশ।
ভয়ে পলাইয়া রহে, যথা মুনি ব্যাস॥
তথা উপনীত হৈল ভীম মহাবাহু।
অশ্বত্থামা দেখি ধায়, যেন চন্দ্রে রাহু॥
বাদ্যশব্দে অশ্বত্থামা কম্পিত হইল।
ভীমের গর্জ্জন শুনি বিস্ময় মানিল॥
ভীমে দেখি অশ্বত্থামা করিল সাহস।
মরণ চিন্তিল মনে রাখিবারে যশ॥
অশ্বত্থামা-অস্ত্র ধনু নাহি করে ধরে।
মুষ্টি করি লইল ঈষিকা সব্যকরে॥
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুঙ্কার।
নিষ্পাণ্ডবা ক্ষিতি হোক, প্রতিজ্ঞা আমার॥
ক্রোধ করি অস্ত্র ছাড়ে করিয়া গর্জ্জন।
বাণের মুখেতে অগ্নি হয় বরিষণ॥
হেনকালে তথা পার্থ, গোবিন্দ আসিয়া।
প্রলয়-অনল উঠে সম্মুখে দেখিয়া॥
অর্জ্জুনে কহেন কৃষ্ণ, কি দেখহ আর।
ক্ষণেক থাকিলে তোমা করিবে সংহার॥
সংবরণ-অস্ত্র জান দ্রোণ-উপদেশে।
সত্বরে সন্ধান পূর অস্ত্রের বিনাশে॥
ক্ষণেক থাকিলে হবে অসাধ্য হে সখা।
প্রলয়-অনল উঠে, নাহি যাবে রাখা॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি তরে ভব-পারাবার॥

অর্জ্জুনের অস্ত্র-পরিত্যাগ

অর্জ্জুন শুনিয়া উঠিলেন ক্রোধভরে।
করতলে ধরি অস্ত্র সাহসী অন্তরে॥
আগু হ'য়ে রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
দাণ্ডাইয়া রহিলেন, কারে নাহি ভয়॥
যোড়হাতে গুরুপদে করি নমস্কার।
ধনুকে টঙ্কার দেন, লোকে চমৎকার॥
এড়িলেন এক বাণ, উঠিল আকাশে।
গর্জ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র-নাশে॥
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়িলেন ধনঞ্জয়।
হইল প্রলয়-যুদ্ধ দোঁহাতে দুর্জ্জয়॥

শব্দে কাঁপে তিন লোক, কাঁপে চরাচর।
যেন কালদণ্ড বাণ, জ্বলে বৈশ্বানর ॥
উল্কাপাত নির্ঘাত সে বাণ হৈতে খসে।
হইল প্রলয়-ঝড়, পৃথিবী বিনাশে ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে অগ্নিবৃষ্টি হয় ঘনে-ঘন।
প্রলয় দেখিয়া স্থান ছাড়ে দেবগণ ॥
সর্ব্বলোক স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁপে রসাতল।
মহাশব্দে বন যেন পোড়ায় অনল ॥
দুই অস্ত্র সম দেখি, কেহ নহে ঊন।
মহাবীর দুই জন, কেহ নহে ন্যূন ॥
গিরি-বৃক্ষ পোড়ে তাহে, প্রাণী কিসে গণি।
অকালে প্রলয় হয়, মানে সর্ব্ব প্রাণী ॥
মহাশব্দে পুড়ি যায়, সব অগ্নিময়।
সমুদ্র-মন্থনে যেন বিষের উদয় ॥
দ্বাদশ সূর্য্যের দীপ্তি প্রলয়ের কালে।
সেইমত শত শত দোঁহে অস্ত্র ফেলে ॥
জলস্থল পুড়ি যায়, যেমত ঝঞ্চনা।
মহা-অস্ত্র দোঁহে নাহি সংবরে আপনা ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, ভক্ত শুনে কর্ণ ভরি ॥

● উত্তরার গর্ভে ব্রহ্মশিরাস্ত্রের প্রবেশ

সর্ব্বসৃষ্টি নাশ হয়, দেখি লাগে ত্রাস।
হেনকালে আসে তথা নারদ ও ব্যাস ॥
দুইবাণ-মধ্যে রহিলেন দুই মুনি।
বিশ্বের নিতান্ত নাশ মনে অনুমানি ॥
দোঁহারে বলেন ডাকি দুই তপোধন।
সৃষ্টি নাশ কর কেন, কর সংবরণ ॥
উভয়ে বিবাদে কেন সৃষ্টি কর নাশ।
কিবা মনে করিয়াছ, কহ এক ভাষ ॥
শুনিয়া দোঁহার বাক্য অর্জ্জুন তখন।
করিলেন আপনার অস্ত্র সংবরণ ॥
দ্রৌণি ডাকি কহে, শক্য নহি নিবারণে।
ক্রোধে অস্ত্র ছাড়িলাম কি করি এখনে ॥
উপরোধ রাখি যদি তোমা দোঁহাকার।
পাণ্ডবে মারিয়া অস্ত্র আসুক আমার ॥
তবে যদি ক্ষমা করি দোঁহা-উপরোধে।
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবাসে।
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥
অর্জ্জুন বলেন, কাটি দ্রোণপুত্র-শির।
নহিলে নাহিক ক্ষমা জান ফাল্গুনির ॥
ব্যাস বলিলেন, শুন বীর অশ্বত্থামা।
শিরোমণি দিয়া পার্থে তুমি কর ক্ষমা ॥
তব বাণে মরে যদি থাকে গর্ভবাসে।
তারে জিয়াইব আমি চক্ষুর নিমেষে ॥
মণি দিলে শির ক্ষত হইবে তোমার।
সহস্র বৎসর তৈলে নাহি প্রতীকার ॥
শিরের পীড়ায় তুমি করিবে ভ্রমণ।
যেমন তোমার কর্ম্ম, হইল তেমন ॥
এত শুনি অশ্বত্থামা করিয়া ছেদন।
শিরোমণি ধনঞ্জয়ে করে সমর্পণ ॥
হেথা দ্রৌণি-বাণ বেগে উঠিল আকাশে।
বায়ুবেগে উত্তরার গর্ভেতে প্রবেশে ॥
গর্ভে প্রবেশিয়া গর্ভ করিল নিধন।
প্রবেশ করেন গর্ভে কৃষ্ণ সেইক্ষণ ॥
গর্ভ বিনাশিয়া বাণ হইল বাহির।
পুনঃ গর্ভ সঞ্জীবিত করে যদুবীর ॥
এইমতে শান্ত হৈল অস্ত্র-বরিষণ।
জলেতে নিবৃত্ত যেন হয় হুতাশন ॥
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
কাশী কহে, শুনি ভবসিন্ধু হবে পার ॥

অশ্বত্থামার শিরোমণি-প্রাপ্তিতে দ্রৌপদীর সন্তোষ

মস্তক-জ্বলনে দুঃখ অশ্বত্থামা পায়।
দেখি মুনি ব্যাসদেব কহিলেন তায়॥
যাবৎ তোমার দেহে থাকিবে জীবন।
শিরোমণি তোমার না হবে কদাচন॥
পৃথিবীতে নর তৈল মাখিবার কালে।
তব নামে তিনবার অগ্রে দিবে ফেলে॥
সেই তৈল পড়িবেক পৃথিবী-উপরে।
তোমার মস্তকে পড়িবেক মম বরে॥
তাহাতে নিবৃত্তি হবে তোমার জ্বলনি।
নিজ স্থানে যাহ, ভয় না করিহ দ্রৌণি॥
তব নামে অগ্রে তৈল যে-জন না দিবে।
ব্রহ্মবধ-মহাপাপ তারে পরশিবে॥
এইরূপে অশ্বত্থামা দিয়া মণিবর।
বিমনা হইয়া গেল আপনার ঘর॥
ব্যাস নারদেরে ল'য়ে পাণ্ডুপুত্রগণ।
কৃষ্ণসহ করিলেন শিবিরে গমন॥
পুনর্জ্জন্ম হৈল, মনে করে ভীম বীর।
গোবিন্দের দয়াবশে সুস্থ যুধিষ্ঠির॥
জানিলেন, হরি হ'তে তরিনু সঙ্কটে।
সতত রাখেন কৃষ্ণ, বিঘ্ন যদি ঘটে॥
দ্রৌণির মস্তক-মণি লইয়া সত্বর।
কৃষ্ণার নিকটে যান বীর বৃকোদর॥
অগ্রে শিরোমণি রাখি কহেন বৃত্তান্ত।
ভাগ্যে রক্ষা পাইলাম এবার নিতান্ত॥
দ্রৌপদী বলেন, মম গেল পরিতাপ।
দুঃখের কারণ মম ছিল পূর্ব্বপাপ॥
মণি আনি দিয়া তুষ্ট করিলে আমারে।
আমা-প্রতি মন আছে জানিনু তোমারে॥
এই মণি মহারাজ করুন ধারণ।
তবে ভীম, আরো মম তুষ্ট হয় মন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

কৃষ্ণার অভীষ্ট তবে জানি ধর্ম্মরায়।
করিলেন স্ব-মস্তক ভূষিত তাহায়॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসিল দেব-নারায়ণে।
অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানহ আপনে॥
না হইল, না হইবে এমন মন্ত্রণা।
তোমার রক্ষিত আমি, জানে সর্ব্বজনা॥
কার বরে দ্রোণপুত্র রাত্রিতে আসিয়া।
একাকী সকল সৈন্য গেল বিনাশিয়া॥
পূর্ব্বে যদি এইরূপ হৈত জনার্দ্দন।
সংহার করিত দ্রৌণি যত সৈন্যগণ॥
কহ শুনি জগন্নাথ, ইহার কারণ।
কি-কারণে অশ্বত্থামা করিল এমন॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন, রাজা, জানিলে কি হয়।
কাল করে, কাল হরে, কাল সর্ব্বময়॥
পরাক্রমে দ্রোণপুত্র পারে কি তোমায়।
সাধিল দুষ্কর-কার্য্য শিবের কৃপায়॥
ভক্তি হেতু মহাদেব অর্জ্জুনের বশ।
সব রক্ষা করিলেন দিন অষ্টাদশ॥
ক্ষয়কালে উপনীত দ্রোণের নন্দন।
পাইল শিবির-দ্বারে শিব-দরশন॥
ভক্তিভাবে স্তব ক'রে দেব মহেশেরে।
বর পাইলেক দ্রৌণি, যা ছিল অন্তরে॥
দয়ার সাগর হর না ভাবি বিষাদ।
দ্রৌণিরে আপন খড়্গ দিলেন প্রসাদ॥
বর দিয়া মহেশ্বর যান নিজালয়।
বধিল সকল সেনা দ্রোণের তনয়॥
পরম কৃপালু হর, দেবের দেবতা।
সংহার-কারণে রুদ্র প্রলয়-বিধাতা॥
পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিল মহেশ।
পুনঃ বর দেন হৃষ্ট হ'য়ে ব্যোমকেশ॥
ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু অগ্নি আদি দেবগণ।
শিব সেবি সব কার্য্য করিল সাধন॥

যাঁহার আজ্ঞায় জয় হয় ত্রিভুবনে।
ভক্ষণ করিল বিষ সমুদ্র-মন্থনে॥
শিববরে দ্রৌণি সব করিল বিনাশ।
নহিলে কাহার শক্তি, হেন করে আশ॥
সৃষ্টির সংহার-কর্ত্তা যেই যোগিরাজ।
তাঁর আজ্ঞা বিনা কেহ নাহি করে কাজ॥
জন্মাইয়া ত্রিজগৎ করেন পালন।
কাল পরিপূর্ণ হৈলে আপনি নিধন॥
আগুদেব মহাগুরু সর্ব্ব-দেবগুরু।
ভক্তের অধীন সদা বাঞ্ছাকল্পতরু॥
এতেক মহত্ত্ব তব শিব-প্রসাদাৎ।
অর্জ্জুনে তোষেন দেব হইয়া কিরাত॥
যত বীর মরিলেক ভারত-সমরে।
কুরুক্ষেত্রে পড়ি সব গেল স্বর্গপুরে॥
তুমি আমি যথাকালে যাব অনায়াসে।
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রেতে বিশেষে॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন বচন।
বুঝিলে না বুঝে মন মায়ার কারণ॥
তোমা-বিনা নাহি গতি, শুন পরমেশ।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি, না পাই উদ্দেশ॥
দৈবহেতু সব হয়, কে খণ্ডাতে পারে।
কর্ম্মদোষে গতায়াত সদা প্রাণী করে॥
তথাপি তোমারে কহি মনের মানসে।
জয়-পরাজয় হয় স্ব-স্ব-কর্ম্মবশে॥
দেখহ গোবিন্দ, মম অতি অমঙ্গল।
গেল বন্ধু-বান্ধবাদি তনয়-সকল॥
বিলাপ করুণা ব্রত কি করি এখন।
উদ্ভব-প্রলয়-স্থিতি বিধির লিখন॥
তোমার চরণে মতি রহে অনিবার।
জীবন যৌবন ধন মিথ্যা পরিবার॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, ত্যজ শোক মন।
রাজধর্ম্ম সদাচার কর অনুক্ষণ॥
যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রকুলে প্রধান এ-কাজ।
প্রজার পালন কর পৃথিবীর মাঝ॥
জয়-পরাজয় হয়, নাহিক এড়ান।
পূর্ব্বাপর সংসারেতে আছে এ-বিধান॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা স্থির করে মন।
দ্রৌপদী সুস্থিরা হ'য়ে চিন্তে নারায়ণ॥
গোবিন্দ-মায়াতে সবে সুস্থির হইল।
অনুক্ষণ কৃষ্ণ-নাম জপিতে লাগিল॥
সকল আপদ খণ্ডে, জন্মে দিব্য জ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ॥
অমৃত অর্ণব যেই নিগূঢ় রতন।
ইহলোক সুখ অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন॥
ইহা জানি শুন সবে, না করিহ হেলা।
কলি ঘোর সাগর তরিতে এই ভেলা॥
মহাভারতের কথা কাশী বিরচিল।
এখানে ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত হইল॥

ইতি ঐষীকপর্ব্ব সমাপ্ত

স্ত্রীপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● বৈশম্পায়নের প্রতি জনমেজয়ের প্রশ্ন

শ্রীজনমেজয় বলে, কহ মহাশয় ।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ শুনি ঘুচিল সংশয় ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সমরে পড়িল ।
তিন জন মাত্র তাহে রক্ষা যে পাইল ॥
পরে কি হইল মুনি, বলহ আমারে ।
আদ্যোপান্ত যত কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
কি করিল শুনি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রশোকে ।
সান্ত্বনা করিল কহ কোন্ কোন্ লোকে ॥
দুর্য্যোধন-হেন পুত্র মরিল যাহার ।
কেমনে শোকেতে প্রাণ রহিল তাহার ॥
গান্ধারী কেমনে বাঁচিলেক পুত্রশোকে ।
বিবরিয়া সেই সব বলহ আমাকে ॥
মৃত-তনু কোন্ মতে হইল সৎকার ।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয়-সংহার ॥
শুনিতে আমার চিত্তে পরম আনন্দ ।
তব মুখে শুনিয়া ঘুচুক মম ধন্দ ॥
মুনি বলে, শুন রাজা, সে-সব কথন ।
যে-কর্ম্ম করিল শোকে কৌরব-নন্দন ॥
কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র আর নারীগণ ।
যেরূপে করিল সব শ্রাদ্ধাদি তর্পণ ॥
সঞ্জয় কহিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবরে ।
সেই সব বিবরণ কহিব তোমারে ॥

ভারতে বিচিত্র কথা সুধার ভাণ্ডার।
শুনিলে পাতকী তরে ভব-পারাবার ॥

● শতপুত্র-নাশে ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও তাঁহার সান্ত্বনা

দুর্য্যোধন-মৃত্যুকথা, সঞ্জয় কহিল তথা,
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
যেন হৈল বজ্রাঘাত, আকাশে চন্দ্রপাত,
কর্ণ যেন রুদ্ধ হৈল বাতে ॥
সকল পৃথিবীপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
বলে ইন্দ্র না হয় সোসর।
হেন পুত্র যার মরে, সে কেমনে প্রাণ ধরে,
শোকেতে হইল জরজর ॥
পুত্রশোকে নরপতি, বিহ্বলে পড়িল ক্ষিতি,
নয়নে বরষে জলধার।
বায়ুভগ্ন যেন তরু, শোকে হৈল অতি গুরু,
পড়িয়া করয়ে হাহাকার ॥
এত শত পুত্র আর, মরিলেক পরিবার,
সঞ্জয় কহিল নৃপবরে।
হা পুত্র, হা পুত্র করি, পড়ে কুরু-অধিকারী,
বজ্রাঘাত পড়ে যেন শিরে ॥
বিধি কৈল হেন দশা, মনে ছিল যত আশা,
দূর হৈল দৈবের ঘটন।
শত পুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ-শান্তি করিতে তর্পণ ॥
হা হা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
শোকে মোর না রহে শরীর।
আমারে সঞ্জয় কহ, কোথা তার পিতামহ,
কোথা গেল দ্রোণ মহাবীর ॥
কোথা কর্ণ মহাশূর, রিপুদর্প করি দূর,
কোথা গেল শকুনি দুর্ম্মতি।
কুমন্ত্রণা দিল মোরে, সে-কারণে পুত্র মরে,
না শুনিল সুহৃদ্-ভারতী ॥
এত বলি কুরুপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
দুই চক্ষু পূর্ণ জলধারে।
যতেক দুঃসহ শূল, নাহি শোক-সমতুল,
এত শোক কে সহিতে পারে ॥
বিধাতা পাষাণ দিয়া, গঠিল আমার হিয়া,
সে-কারণে বিদীর্ণ না হয়।
রাখিতে এ পাপ-প্রাণ, নাহি হয় সংবিধান,
কি করিব, বলহ সঞ্জয় ॥
আর্ত্তনাদ করে বীর, ভূমিতে লোটায় শির,
হা হা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজপাট, মাণিক মন্দির খাট,
কি করিল কুরু-অধিকারী ॥
বৃদ্ধকালে পুত্রশোক, পড়িল অমাত্যলোক,
মরিল সুহৃদ্ বন্ধু-জন।
করপুটে ভিক্ষা করি, হইব যে দেশান্তরী,
পৃথিবী করিব পর্য্যটন ॥
আমার ললাট-তটে, এ-লিখন ছিল বটে,
কুরুকুল হইবে সংহার।
সকল পৃথিবী শাসি, ভুঞ্জিয়া বিভব-রাশি,
পরিচর্য্যা করিব কাহার ॥
হইলাম অতি দীন, যেন পক্ষী পক্ষহীন,
জরাতে হারাই রাজ্যসুখ।
নয়ন-বিহীন তনু, যেন তেজোহীন ভানু,
কেমনে সহিব এত দুঃখ ॥
আমারে সে হিতকাম, প্রবোধ দিলেন রাম,
তাহা আমি না ধরিনু মনে।
ভূপতি-সভাতে আসি, কহিল নারদ ঋষি,
তাঁর বাক্য না শুনিনু কাণে ॥
ভীষ্মদেব কুরু-গুরু, মহামন্ত্রী কল্পতরু,
হিত-কথা কহিল বিস্তর।
না শুনি তাঁহার বোল, বিপদে দিলাম কোল,
হাতে হাতে ফল পাই তার ॥
দুর্য্যোধন-বধ-ধ্বনি, দুঃশাসন-মৃত্যুবাণী,
কর্ণবধ কর্ণে নাহি সয়।

হৈল দ্রোণ-বিনাশন, দগ্ধ হয় মম মন,
মোর বাক্য শুনহ সঞ্জয় ॥
পূর্ব্বে করিয়াছি পাপ, সে-কারণে পাই তাপ,
বিচারিয়া বল তুমি মোরে।
আপনার কর্ম্ম-ভোগ, সুত-বন্ধু-বিপ্রয়োগ,
কর্ম্মবন্ধে সবে ভোগ করে ॥
শুনহ সঞ্জয় তুমি, ইহা নাহি জানি আমি,
কখন ভীষ্মের পরাজয়।
সে-জনে অর্জ্জুন মারে, একথা কহিব কারে,
মনে বড় জন্মিল বিস্ময় ॥
যাঁর সনে ভৃগুরাম, করি রণ অবিশ্রাম,
প্রশংসা করিয়া গেল ঘরে।
তাঁহার হইল নাশ, শুনি মনে পাই ত্রাস,
সঞ্জয় কহিল আসি মোরে ॥
দ্রোণ মহাবলবান্, পৃথিবী না ধরে টান,
তাঁহারে মারিল ধনঞ্জয়।
এ-বড় আশ্চর্য্য কথা, কাটিল কর্ণের মাথা,
অর্জ্জুন করিল কুলক্ষয় ॥
আমা-হেন দুঃখীজন, নাহি দেখি ত্রিভুবন,
আমার মরণ সমুচিত।
শীঘ্র মোরে লহ রণে, দেখাহ পাণ্ডবগণে,
আমি সবে মারিব নিশ্চিত ॥
যুড়িয়া ধনুকে বাণ, বধিব ভীমের প্রাণ,
পুত্রশোক সহিতে না পারি।
অর্জ্জুনের কাটি মাথা, ঘুচাইব মনোব্যথা,
ধর্ম্মে দিব হস্তিনানগরী ॥
রাজার বচন শুনি, সঞ্জয় মনেতে গণি,
যোড়হাতে করে নিবেদন।
শুন শুন মহারাজ, সকলি বিধির কাজ,
বুঝিয়া না বুঝ কি-কারণ ॥
বেদশাস্ত্রে মহাজ্ঞান, আগমেতে অবধান,
আর যত পুরাণ আছয়ে।
সকল জানহ তুমি, কি নীতি বুঝাব আমি,
বিচারহ আপন হৃদয়ে ॥

তোমার সমান গুণী, পৃথিবীতে নাহি শুনি,
সংসারেতে তোমার ব্যাখ্যান।
বৃদ্ধ হৈতে বৃদ্ধতম, নাহি কেহ তোমা-সম,
শোকে কেন হও হতজ্ঞান ॥
নরপতি পুণ্যবান্, সঞ্জয় তাহার নাম,
পুত্রশোকে ছিল সে পীড়িত।
নারদের উপদেশ, পাইল সে সবিশেষ,
তাহে তার হৈল সুস্থ চিত ॥
আপনি সে সব কথা, অবশ্য আছেন জ্ঞাতা,
তবে কেন শোকে দেহ মতি।
জীবন-মরণ-যোগ, সুখ-দুঃখ-ভোগাভোগ,
কর্ম্মফলে হয় সে সঙ্গতি ॥
সহজে দুর্ম্মতি জন, রাজা হ'য়ে দুর্য্যোধন,
সাধুজন-বচন না শুনে।
দুঃশাসন মহাবীর, শকুনি পাপেতে ধীর,
বুদ্ধি দিল তোমার নন্দনে ॥
কর্ণ বলিলেক যত, তাহে মাত্র অবিরত,
কারো বোল না শুনিল কাণে।
ভীষ্মদেব বুঝাইল, কর্ণে তাহা না শুনিল,
গান্ধারীর বাক্য নাহি শুনে ॥
গুরুজন বলে যত, উপহাস করে তত,
এ-জনের কল্যাণ কেমন।
দ্রোণ কৃপ বিধিমত, বুঝাল বিদুর কত,
ভৃগুরাম দিলা প্রবোধন ॥
পাণ্ডব মাগিল গ্রাম, আসিলেন ঘনশ্যাম,
নীতি বুঝাইল নারায়ণ।
অসম্মত দুর্য্যোধন, কেবল মাগয়ে রণ,
কেহ নাহি ত্যজিবে জীবন ॥
না শুনে ব্যাসের বাণী, অহঙ্কার মনে গণি,
ধর্ম্মপথ পরিহরে দূরে।
আপনি মধ্যস্থ হৈলে, কত তারে বুঝাইলে,
যাবে বলি, শমনের পুরে ॥
পাশা খেলাইল যবে, শকুনি কহিল তবে,
সর্ব্বধন হারিল পাণ্ডব।

কিংজিতংকিংজিতং বলি,হইলেযেকুতুহলী,
কেন তাহা না ভাব কৌরব ॥
করিয়া ক্ষিতির ক্ষয়, শত্রুর করালে জয়,
পুত্রগণ মরিল অকালে।
তুমি কেন শোক কর, আমার বচন ধর,
কি-কারণে লোটাও ভূতলে ॥
জানিয়া করিলে পাপ, শেষে পাও মনস্তাপ,
অনুশোচ না কর তাহাতে।
আপনার কর্ম্ম যত, ফল হয় অনুগত,
বিজ্ঞজন মুগ্ধ নহে তাতে ॥
জ্বলন্ত-অনল কেন, বসনে বান্ধিয়া আন,
সে-অগ্নিতে দহিবে শরীর।
এসব আপন দোষে, কহি রাজা, তব পাশে,
তাহে দোষ নাহিক বিধির ॥
পুত্র তব মহাবলী, সুহৃদ্-বচন ঠেলি,
রাজ্য-লোভ করিল দুর্জ্জয়।
পূর্ব্বাপর না ভাবিল, অগ্নিতে পতঙ্গ হৈল,
তাহাতে হইল বংশক্ষয় ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হ'য়ে নৃপমনি,
অতিদীর্ঘ ছাড়িল নিশ্বাস।
বিদুর পণ্ডিত-গুরু, উপদেশ-কল্পতরু,
নৃপতিরে করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ, সকল বিধির কাজ,
সবার মরণ মাত্র গতি।
যে-দিন নিয়তি যার, সেইদিন মৃত্যু তার,
তাহা নাহি ঘুচে মহামতি ॥
মহা মহা বীর মরে, নিত্য যায় যম-ঘরে,
মৃত্যুবশ সব চরাচরে।
সব সংহারয়ে কাল, নাহি তার কালাকাল,
অনুশোচ করহ অন্তরে ॥
পূর্ব্বকথা মনে কর, শুন ওহে নৃপবর,
শকুনি খেলিল যবে পাশা।
সেই অনর্থের মূল, বিনাশিল কুরুকুল,
হাসি তুমি করিলে জিজ্ঞাসা ॥

পাসরিলে সেই বাণী, শুন অন্ধ নৃপমণি,
সে-কথা নাহিক তব মনে।
এখন ভাবহ শোক, নিন্দিবেক সর্ব্বলোক,
এই দশা হইল এখনে ॥
ক্ষত্রিয়-নিধন করি, সম্মুখ-সংগ্রামে মরি,
সবে গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
এখন ধরহ ধৈর্য্য, না কর এমন কার্য্য,
দুঃখ-ভাব কিসের কারণে ॥
যেমন কদলী-তরু, প্রবেশে দেখিয়া গুরু,
সংসারেতে কিছু নাহি সার।
নব নব স্তম্ভ ঘর, দেখি অতি মনোহর,
জন্ম-জন্ম শরীর-সঞ্চার ॥
জীর্ণ-বস্ত্র পরিহরে, যেন নববস্ত্র পরে,
তেমতি শরীর-পরিবর্ত্ত।
কেহ মরে গর্ভবাসে, কেহ মরে দশ মাসে,
পৃথিবী পরশ করি মাত্র ॥
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি ধর্ম্মের ফলে,
কেহ কারে মারিতে না পারে।
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি,
শোক আর না কর অন্তরে ॥
বিদুরের বাক্য শুনি, স্তব্ধ হৈল নৃপমণি,
কিন্তু শোকে দহয়ে শরীর।
না শুনে বচন-হিত, ধরিতে না পারে চিত,
ধৈর্য্য না ধরিতে পারে ধীর ॥
তবে আসি ব্যাস মুনি, বিদুর সঞ্জয় গুণী,
আর যত সুহৃদ্ সকলে।
শীতল সলিল সেচি, তালের বিউনি বিচি,
চেতন করায় মহীপালে ॥
সংবিত পাইয়া পুনঃ, শোক করে চতুর্গুণ,
ধিক্ ধিক্ মনুষ্য-জনমে।
পাই এত দুঃখ সব, পুত্রশোকে পরাভব,
ছার তনু নাহি যায় কেনে ॥
শতপুত্র বিনাশিল, এক জন না রহিল,
শ্রাদ্ধ শান্তি করিতে তর্পণ।

অনিত্য এ-সব দেহ, চিরজীবী নহে কেহ,
প্রাণ রাখি কিসের কারণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি, বিলাপ করয়ে অতি,
পুত্রশোক সহিতে না পারে।
ভাবয়ে বান্ধবশোক, ক্ষণে ভাবে পরলোক,
নির্ণয় করিতে কিছু নারে ॥
আহা পুত্র দুর্য্যোধন, কোথা গেল দুঃশাসন,
দুর্ম্মুখ প্রভৃতি শতপুত্র।
ধরিতে না পারি হিয়া, লহ মোরে উদ্ধারিয়া,
শোকেতে দহিছে মোর গাত্র ॥
শকুনি পাপিষ্ঠ-মতি, দুঃখ মোরে দিল অতি,
বংশ না রহিল পৃথিবীতে।
কাহার আশ্রয়ে রব, আমি কোন্ দেশে যাব,
যুক্তি নহে জীবন রাখিতে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
গোবিন্দ-চরণে মন, নিবেদিয়া অনুক্ষণ,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

● ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্যাসের হিতোপদেশ

বিষাদ করয়ে নরপতি পুত্রশোকে।
রাজারে বেড়িয়া কান্দে যত পুরলোকে ॥
তবে ব্যাস কহিলেন, শুন নৃপবর।
গত-জীব-হেতু কেন শোকেতে কাতর ॥
আর শোক না করিহ, শুনহ রাজন্।
মন দিয়া শুন দুর্য্যোধনের কথন ॥
একদা গেলাম আমি ব্রহ্মার সভায়।
নারদাদি মুনিগণ আছিল তথায় ॥
হেনকালে ধরা-দেবী করে নিবেদন।
পরিত্রাণ কর মোরে, ওহে পদ্মাসন ॥
হরি করিলেন যত দানব-সংহার।
ক্ষত্রকুলে জন্ম তারা নিল পুনর্ব্বার ॥
অনীতি করয়ে যত, কত কব আর।
সহিতে না পারি ভার তাহা সবাকার ॥
গিরি-আদি যত দেখ হয় মহাভার।
না পারি সহিতে বেদ-নিন্দুকের ভার ॥
পাপ-অত্যাচার-ভার না পারি সহিতে।
এই নিবেদন প্রভু, কহিনু তোমাতে ॥
পৃথিবী কহিল যদি এতেক ভারতী।
আশ্বাস করিয়া তাঁরে কহে প্রজাপতি ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির পুত্র দুর্য্যোধন।
কুরুবংশে জন্মিবে সে বড়ই দুর্জ্জন ॥
সে তোমার খণ্ডাইবে ভার গুরুতর।
শুন বসুমতী, তুমি আমার উত্তর ॥
শুনিয়া কাশ্যপী স্তুতি অনেক করিল।
যোড়হাত করি পুনঃ বলিতে লাগিল ॥
কেমন প্রকারে মোর ঘুচিবেক ভার।
কহ পিতামহ, তাহা করিয়া বিস্তার ॥
ব্রহ্মা কন, কুরু পাণ্ডু ভাই দুইজন।
চন্দ্রবংশে সমুৎপন্ন হবে বিচক্ষণ ॥
পাণ্ডুর তনয় পঞ্চজন তুল্য দেব।
ধর্ম্ম ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির হইবে নন্দন।
দুর্য্যোধন-দুঃশাসন-আদি শত জন ॥
বিবাদ হইবে রাজ্যহেতু দুই জনে।
পাণ্ডুর নন্দনে আর ধার্ত্তরাষ্ট্র-সনে ॥
পাণ্ডব-সহায় হবে বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
কুরুক্ষেত্রে হইবেক ঘোর মারামারি ॥
কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্র যত হইবে সংহার।
শুন বসুমতী তব না থাকিবে ভার ॥
যাহ যাহ বসুমতী, আপনার স্থান।
দুর্য্যোধন হৈতে তব হবে পরিত্রাণ ॥
এত বলি পৃথিবীরে করিল বিদায়।
এই-সব বিবরণ শুনিনু তথায় ॥
সেই দুর্য্যোধন হৈল তোমার তনয়।
কলি-প্রবেশের অগ্রে, শুন মহাশয় ॥

মহা-মহীপাল হৈল মহাক্রোধশালী।
গান্ধারী-উদরে জন্মে মূর্ত্তিমান কলি॥
সবে হৈল দুর্নিবার শত সহোদর।
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি বর্ব্বর॥
ক্ষত্রিয়-বিনাশ-হেতু অনর্থ-অঙ্কুর।
শুন মহারাজ, সব শোক কর দূর॥
কৌরবে পাণ্ডবে হৈল ঘোরতর রণ।
কুরুক্ষেত্রে সর্ব্বজন হইল নিধন॥
এই পূর্ব্বকথা আমি জানাই তোমারে।
এত বলি ব্যাসমুনি বুঝালেন তাঁরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

ধৃতরাষ্ট্রাদির কুরুক্ষেত্রে যাত্রা

সঞ্জয় কহিল তবে করি যোড়হাত।
এক নিবেদন করি, শুন নরনাথ॥
নানা দেশ হৈতে বহুসংখ্য নরপতি।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেক তোমার সন্ততি॥
সবান্ধবে কুরুক্ষেত্রে হইল নিধন।
তা'সবার প্রেতকর্ম্ম করহ রাজন্॥
সঞ্জয়ের বাক্যে রাজা নিঃশ্বাস ছাড়িল।
মৃতবৎ হ'য়ে ভূমিতলেতে পড়িল॥
বিস্তর প্রবোধ তারে দেয় বারবার।
রথ-সজ্জা করে কুরুক্ষেত্রে যাইবার॥
রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরে কহিল বিদুরে।
স্ত্রীগণে আনহ শীঘ্র গিয়া অন্তঃপুরে॥
এত বলি ধৃতরাষ্ট্র রথেতে চড়িল।
স্ত্রীগণে আনিতে তবে বিদুর চলিল॥
বিদুর বলিল, শুন গান্ধার-নন্দিনি।
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন নৃপমণি॥
শত ভাই দুর্য্যোধন ত্যজিল জীবন।
ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য আর কর্ণ মহাজন॥
একাদশ অক্ষৌহিণী ত্যজিল পরাণ।
প্রেতকর্ম্মহেতু রাজা করিল প্রস্থান॥
রাজার আদেশে আসি তোমা-সবা নিতে।
কুরুক্ষেত্রে চল বধূগণে ল'য়ে সাথে॥
পুত্রশোক স্মরি দেবী হইল বিমনা।
অন্তঃপুরে কান্দি উঠে ছিল যত জনা॥
অন্দরে উঠিল ক্রন্দনের কোলাহল।
হার ছিঁড়ে, বস্ত্র ছিঁড়ে, লোটায় ভূতল॥
কপালে কঙ্কণাঘাত, শুনি গণ্ডগোল।
প্রলয়-কালেতে যেন জলের কল্লোল॥
বিদুর বলেন, ইহা উচিত না হয়।
কুরুক্ষেত্রে চল সবে রাজার আজ্ঞায়॥
বিদুরের বাক্য শুনি গান্ধারী তখন।
বধূগণ-সঙ্গে করে রথে আরোহণ॥
ঘরে ঘরে মহাশব্দ উঠিল ক্রন্দন।
বাল-বৃদ্ধ-যুবা-আদি কান্দে সর্ব্বজন॥
দেবগণে নাহি দেখে যে-সব-সুন্দরী।
রণস্থলে যায় তারা এক বস্ত্র পরি॥
সাধারণ জন সব দেখয়ে সবাকে।
এড়াইতে নারে কেহ দৈবের বিপাকে॥
সমান সমান দিন নাহি যায় কার।
দেখিয়া শুনিয়া লোক না করে বিচার॥
হ্রাস-বৃদ্ধি-কৌতুকাদি সৃজে নারায়ণ।
দেখিয়া না মানে তাহা অতি মূঢ় জন॥
এক বস্ত্র পরে নৃপতির পাটেশ্বরী।
পুত্রগণ-শোকে মুক্ত হইল কবরী॥
শত শত দাসীগণ যার সেবা করে।
সে-জন পড়িয়া কান্দে ভূমির উপরে॥
গলাগলি করি কান্দে যতেক সতিনী।
আহা মরি কোথা গেল কুরু-নৃপমণি॥
ধৃতরাষ্ট্র-সম্মুখেতে কান্দে সর্ব্বজন।
শোকেতে কাতর হ'য়ে ফেলে আভরণ॥
কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশু ফেলাইয়া দূরে।
হা নাথ, হা নাথ বলি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

মুক্তকেশে কান্দে কেহ শ্বশুরের আগে।
যোড়হাত করি কেহ স্বামি-দান মাগে॥
কেহ বলে, রাজ্য দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
কেহ বলে, কৃষ্ণ আসে তোমা-বিদ্যমানে॥
কেহ বলে, মিথ্যা কথা, নাহিক সংগ্রাম।
কৌরবে পাণ্ডবে প্রীতি হৈল পরিণাম॥
মিথ্যা কথা কে কহিল রাজার গোচরে।
কুশলে আছয়ে কুরু সংগ্রাম-ভিতরে॥
এত বলি নারীগণে করয়ে করুণা।
তা' শুনি রাজার মনে লাগিল বেদনা॥
চারিভিতে বেড়ি কান্দে যত সব নারী।
নগর-বাহির হৈল কুরু-অধিকারী॥
গান্ধারী চড়িল রথে যত বধূ সঙ্গে।
শোকাকুলা সবে, কারো বস্ত্র নাহি অঙ্গে॥
বিচার নাহিক আর, শোকে অচেতনা।
হতপতি নারীগণ হইল উন্মনা॥
পরিল বসন কেহ করিয়া যতন।
অঙ্গেতে তুলিয়া দিল নানা আভরণ॥
চরণে নূপুর পরে দোসারি মুকুতা।
সিন্দূর পরিল কেহ করি পূর্ণ সিঁথা॥
চন্দনের বিন্দু তার চারিদিকে দিল।
সুন্দর অলকা তাহে বেষ্টিত করিল॥
তাম্বূল চর্ব্বণ করে, নানা গীত গায়।
চরণে নূপুর কেহ নাচিয়া বেড়ায়॥
কেহ অসি চর্ম্ম করে বীরবেশ ধরি।
ধেয়ে যায় কুরুক্ষেত্রে পতি অনুসরি॥
মুক্তকেশে আম্রশাখা ল'য়ে কত জন।
কেহ পথে পড়ে, কেহ শোকে অচেতন॥
অনেক চলিল নারী পতি-পুত্রশোকে।
প্রবোধ করিতে সবে নারে কোন লোকে॥
হস্তিনা হইল শূন্য, কেহ না রহিল।
রাজার সঙ্গেতে রাজবধূরা চলিল॥
প্রথমবয়সা কেহ দেখিতে উত্তমা।
মুক্তকেশে যায় যেন সোনার প্রতিমা॥

হেনমতে কুরুক্ষেত্রে যায় নরপতি।
সঙ্গেতে নাহিক রথ-সৈন্য-ঘোড়াহাতী॥
যুবতী-সমূহ সঙ্গে চলিল রাজন্।
শূন্য হৈতে কৌতুকাদি দেখে দেবগণ॥
শোকাকুল হ'য়ে পথে যায় নরপতি।
হেনকালে অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি॥
কৃতবর্ম্মা-সহ পথে হৈল দরশন।
নিরখি রাজাকে তারা আসে তিন জন॥
পরিচয় নৃপতিকে দিল আপনার।
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে, কহ সমাচার॥
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বলে সেই তিন জন।
অবধানে শুন রাজা, সব বিবরণ॥
মুখে না আসিছে বাক্য, কহিতে ডরাই।
কহিবার যোগ্য নহে, মনে দুঃখ পাই॥
কেমনে সে-সব কথা কহিব তোমারে।
বিধাতা দিলেক দুঃখ বিবিধ-প্রকারে॥
শুন মহারাজ, কহি সব সমাচার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যত ক্ষত্রিয়-সংহার॥
একাদশ অক্ষৌহিণী সকলি মরিল।
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ এড়াইল॥
দৈবে না হইল তিনজনের মরণ।
শত-ভাই-সহ রণে পড়ে দুর্য্যোধন॥
করিল দুষ্কর কর্ম্ম ভীম দুরাচার।
একাকী মারিল তব শতেক কুমার॥
শুনহ গান্ধারী দেবী, করি নিবেদন।
ভীম করিলেক কুরুবংশের নিধন॥
যত কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
যত কর্ম্ম করিলেক দুঃশাসন ধীর॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেমন আছিল মাতা, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম॥
পরাক্রম করি প্রাণ ত্যজিলেক রণে।
সুরপুরী গেল সবে চড়িয়া বিমানে॥
শোক পরিহর দেবি, না কর বিলাপ।
দুর্য্যোধন প্রাণপণে করিল প্রতাপ॥

অন্যায় করিয়া ভীম ভাঙ্গিলেক উরু।
সেই ক্রোধে করিলাম মোরা কর্ম্ম গুরু॥
সবান্ধবে পাঞ্চালেরে করিনু সংহার।
বধিলাম দ্রৌপদীর পাঁচটি কুমার॥
পাণ্ডবের রণে অবশেষ সাত জন।
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ সকল কথা, না করিহ ভয়।
অবিলম্বে কুরুক্ষেত্রে চল মহাশয়॥
আজ্ঞা দেহ, মোরা নিজ নিজ স্থানে যাই।
কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবেরা আছে পঞ্চভাই॥
এত বলি নৃপতির নিল অনুমতি।
প্রদক্ষিণ করি সবে চলে শীঘ্রগতি॥
হস্তিনাপুরেতে গেল কৃপ মহাশয়।
কৃতবর্ম্মা চলি গেল আপন আলয়॥
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে গেল ওথা অন্ধক রাজন্॥
ধৃতরাষ্ট্র-আগমন শুনি পঞ্চভাই।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্তি করেন সবাই॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন যদুনাথ।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন দেখ জ্যেষ্ঠতাত॥
কেমনে তাঁহারে আমি মুখ দেখাইব।
জিজ্ঞাসিলে সমাচার কি কথা কহিব॥
গান্ধারীর ক্রোধে আজি নাহিক নিস্তার।
কি উপায় করি কৃষ্ণ, বল এইবার॥
শত পুত্র মরিলেক ভীমের প্রহারে।
এ-শোক কেমনে সহে মায়ের অন্তরে॥
সতীর অব্যর্থ বাক্য, শুন নারায়ণ।
আজি প্রাণ হারাইব ভাই পঞ্চজন॥
বৃথা যুদ্ধ করিলাম, বৃথা পরাক্রম।
বৃথা গুরুহত্যা, আর জ্ঞাতির নিধন॥
বৃথা বধিলাম পুত্র সুহৃদ্ বান্ধব।
বৃথা যুদ্ধ করিলাম শুন শ্রীমাধব॥
আজি গান্ধারীর ক্রোধে নাহিক নিস্তার।
অপাণ্ডব হইবেক সকল সংসার॥
শুন কৃষ্ণ, তব পাশে এই নিবেদন।
প্রাণ ল'য়ে পলাউক ভাই চারি জন॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল-কুমার।
পলাইয়া প্রাণরক্ষা করুক এবার॥
আমি যাব ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-গোচরে।
শাপ দিয়া ভস্মরাশি করুন আমারে॥
আমার জীবনে কৃষ্ণ, নাহি প্রয়োজন।
লোকের সাক্ষাতে নাহি দেখাব বদন॥
ধর্ম্মের বচন শুনি দেব চক্রপাণি।
বলিলেন তাঁরে যত সুমধুর বাণী॥
শুন রাজা, ভয় তুমি কর কি-কারণে।
রাখিতে মারিতে কেহ নাহি আমা-বিনে॥
সবাকার আত্মা আমি পুরুষ-প্রধান।
রাখিতে মারিতে আমা-বিনা নারে আন॥
সবে মেলি চল, যাব নৃপতির স্থানে।
দূর কর ভয় তুমি আমার বচনে॥
গান্ধারী না দিবে শাপ, আমি ইহা জানি।
হরষিত-চিত্তে তুমি চল নৃপমণি॥
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
হাসিয়া বলেন তবে, শুন যদুবীর॥
তোমার আজ্ঞাতে তবে সবে চলি যাব।
দ্রুতগতি চল, নাহি বিলম্ব করিব॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ রাজার বচনে।
হরিষেতে চলে সবে রাজ-সম্ভাষণে॥
পঞ্চভাই কৃষ্ণসহ যান শীঘ্রগতি।
রাজার চরণে সবে করিল প্রণতি॥
আমি যুধিষ্ঠির বলি পরিচয় দিতে।
রথ হৈতে ধৃতরাষ্ট্র নামিল ভূমিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি নর যায় ভবপার॥

● ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক লৌহভীম চূর্ণকরণ

সঞ্জয় রাজারে ধরি বসায় আসনে।
বসিলেক পঞ্চভাই রাজা-বিদ্যমানে ॥
সাত্যকি-সহিত কৃষ্ণ বসেন আপনি।
হেনকালে বলে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
কোথা ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য, কহ নারায়ণ।
কোথা কর্ণ মহাবীর, পুত্র দুর্য্যোধন ॥
গান্ধার-তনয় কোথা দুরাত্মা শকুনি।
কোথা শল্যরাজ-আদি, কহ চক্রপাণি ॥
এই ত অদ্ভুত কথা, বড়ই বিস্ময়।
তোমার সাক্ষাতে কেন অবিচার হয় ॥
ধর্ম্মের সপক্ষ তুমি আপদ-ভঞ্জন।
অন্যায় করিল তবে কেন পঞ্চজন ॥
গুরু লঘু নাহি মানে পাণ্ডুর নন্দন।
এমত অন্যায় কর্ম্ম করে কোন্ জন ॥
বলিবে, ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আছয়ে সংসারে।
তথাপি চাহিবে লোক ধর্ম্ম পালিবারে ॥
ধর্ম্মবান্ পাণ্ডুপুত্র, বলে সর্ব্বজনে।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতিবধ করিল কেমনে ॥
কহ দেখি, হেন কর্ম্ম করে কোন্ জন।
একটি না রাখে মোর করিতে তর্পণ ॥
মহাগুরু পিতামহ গঙ্গার নন্দন।
পিতৃশোক নাহি জানে যাঁহার কারণ ॥
তাঁহারে করিল বধ রাজ্যলুব্ধ হ'য়ে।
কহ দেখি মায়াধর, শাস্ত্র বিচারিয়ে ॥
সবে বলে, ধর্ম্মপুত্র বড় ধর্ম্মবন্ত।
এতদিনে পাইলাম তাহার তদন্ত ॥
অস্ত্র-গুরু দ্রোণাচার্য্য বিখ্যাত ভুবনে।
অস্ত্রশিক্ষা কৈল গিয়া তাঁহার সদনে ॥
মিথ্যা অপভাষা কহি কহিলে বচন।
অশ্বত্থামা হত হৈল, বলে সর্ব্বজন ॥
এই অপভাষা হৈল সমর-ভিতরে।
পুত্রশোক পেয়ে গুরু ভাবেন অন্তরে ॥
অমর করিয়া বর দিল প্রজাপতি।
অকালে মরিল পুত্র, হইল অনীতি ॥
সত্য-মিথ্যা জানিবারে চাহি এই হরি।
এই কথা কহে যদি ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
তবে সে প্রতীতি মোর হইবে অন্তরে।
নতুবা যাইব আমি ব্রহ্মার গোচরে ॥
তাহাতে মন্ত্রণা দিলে দেব চক্রপাণি।
আপনি বলিল মিথ্যা ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
'অশ্বত্থামা হত' এই বাক্যমাত্র শুনি।
হেনকালে বাদ্যভাণ্ডে হৈল মহাধ্বনি ॥
নিশ্চয় জানিয়া গুরু পুত্রের মরণ।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে বীর হ'য়ে দুঃখিমন ॥
ধনুর্গুণ কণ্ঠদেশে করিয়া স্থাপন।
তাহাতে শরীর নিজ করিল ধারণ ॥
হেনকালে ধনঞ্জয়ে কহিলে চাহিয়ে।
সর্পে খায় বীর দ্রোণে কি দেখ দাঁড়ায়ে ॥
শশব্যস্তে ধনঞ্জয় যুড়িলেন শর।
সর্পভ্রমে কাটিলেন দ্রোণ-কলেবর ॥
তোমার সাক্ষাতে যদি হেন কর্ম্ম হয়।
কাহারে কহিব তবে আর মহাশয় ॥
এতেক কহিল যদি অম্বিকা-নন্দন।
শুনিয়া লজ্জিত হৈল কমললোচন ॥
গোবিন্দ বলেন, শুন কুরু-নৃপমণি।
মর্য্যাদা-সাগর তুমি, জ্ঞানে মহাজ্ঞানী ॥
বেদশাস্ত্র কহি কিছু, তাহে দেহ মন।
আমি কি কহিব, ইহা বিধির ঘটন ॥
কালেতে জনমে প্রাণী, কালেতে বিহরে।
কালপ্রাপ্তে মরে প্রাণী, কে রাখিতে পারে ॥
অবশ্য আছয়ে পাপ-পুণ্যের উদয়।
আপনি জানহ তাহা, ওহে মহাশয় ॥
শকুনির বাক্যে দুর্য্যোধন নরপতি
নানামতে হিংসিলেক পাণ্ডুর সন্ততি ॥
আপনি নিষেধ কৈলে, তাহা না শুনিল।
পাণ্ডুর নন্দনে নানামতে কষ্ট দিল ॥

আমি মাগিলাম গিয়া পঞ্চখানি গ্রাম।
নাহি দিয়া নিরূপণ করিল সংগ্রাম ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম পালিলেন পাণ্ডুর কুমার।
সংগ্রামে মারিল শত তনয় তোমার ॥
এই কহিলাম রাজা, যত বিবরণ।
সম্মুখে আছয়ে তব পাণ্ডুর নন্দন ॥
এত যদি কহিলেন দেব চক্রপাণি।
আশ্বাসিয়া কহে ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
কোথা ভীম, আইসহ দিব আলিঙ্গন।
তুমি মোর ঘুচাইলে পিণ্ড-প্রয়োজন ॥
ঊরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিলে নিধন।
একে একে সংহারিলে শতেক নন্দন ॥
শুনিয়া আমার হৈল হরিষ-বিষাদ।
এস, আলিঙ্গন দিয়া করিব প্রসাদ ॥
এতেক বলিয়া রাজা বাড়াইল হাত।
নৃপতির অভিপ্রায় জানি রমানাথ ॥
আছিল লোহার ভীম, দিলেন গোচরে।
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি সানন্দ-অন্তরে ॥
ধরিয়া লোহার ভীম চাপিল কোলেতে।
অযুত হস্তীর বল রাজার দেহেতে ॥
ভাঙ্গিল লোহার ভীম, শব্দমাত্র শুনি।
চূর্ণ হ'য়ে পৃথিবীতে পড়িল তখনি ॥
শোকেতে নিঃশ্বাস ছাড়ি পাইলেক সুখ।
পড়িল ভূমিতে রাজা মনে পেয়ে দুখ ॥
কপটে কান্দয়ে রাজা, হৃদয়ে উল্লাস।
মনেতে জানিল, ভীম হইল বিনাশ ॥
পুত্রশোকে নরপতি নাহি শুনে কাণে।
ভীম মরিলেক বলি হরষিত মনে ॥
নৃপতির দশা তবে দেখি নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন সুধামধুর-বচন ॥
শুন বৃদ্ধ নরপতি, না কান্দিহ আর।
কুশলে আছেন ভীম পাণ্ডুর কুমার ॥
তোমার জন্মিবে ক্রোধ, ইহা অনুমানি।
গঠিত লোহার ভীম দিনু নৃপমণি ॥
বিষাদ না কর তুমি, শান্ত কর মন।
ভীমেরে মারিলে নাহি পাবে দুর্য্যোধন ॥
আর কেন অপযশ রাখিবে সংসারে।
শুদ্ধচিত্ত হও রাজা, জানাই তোমারে ॥
আপনি কহিলে পূর্ব্বে, শুনহ রাজন্।
আপন তনয়-সম পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে কেন হেন কর্ম্ম কর নরপতি।
বুঝিনু খলের কভু নহে শুদ্ধমতি ॥
কোন অংশে পাণ্ডবের নাহি অপরাধ।
আপনি করিলে তুমি নিজ কর্ম্মে বাদ ॥
বিষ দিল ভীম বীরে রাজা দুর্য্যোধন।
জতুগৃহে রাখিলেক পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে শকুনিরে আজ্ঞা দিল নরপতি।
পাশা খেলাইল যুধিষ্ঠিরের সংহতি ॥
প্রতিজ্ঞা করিল ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব হারিল।
দুঃশাসন দ্রৌপদীর চুলেতে ধরিল ॥
আপনি অনীতি করিলেক দুর্য্যোধন।
জয়দ্রথে দিয়া করে দ্রৌপদী-হরণ ॥
তথাপিহ পাণ্ডবের ক্রোধ না জন্মিল।
তবে দুর্য্যোধন দুর্ব্বাসারে পাঠাইল ॥
আপনি সকল জান তুমি মহাশয়।
কিছু দোষ নাহি করে পাণ্ডুর তনয় ॥
করিল অন্যায় যুদ্ধ তোমার নন্দন।
অভিমন্যুপুত্রে বেড়ি মারে সপ্তজন ॥
পশ্চাতে পাণ্ডব পরাক্রম প্রকাশিল।
প্রতিজ্ঞা-কারণ সব কৌরবে মারিল ॥
বেদশাস্ত্র জান তুমি আগম-পুরাণ।
জ্ঞানবান্ নাহি কেহ তোমার সমান ॥
আপনি জানহ কৌরবের যত দোষ।
তবে কি লাগিয়া কর এ-সব আক্রোশ ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুরাদি যতেক বুঝাল।
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কিছু না শুনিল ॥
অধিক সকল গুণে হয় পঞ্চভাই।
আপনি সকল জান, কি-হেতু বুঝাই ॥

জানিয়া না জান তুমি, আছিলে উদার।
কি-কারণে নাহি বুঝ উচিত বিচার॥
কেবল পুত্ত্রেরে চাহি কর অপকর্ম্ম।
ভীমেরে মারিয়া কেন বিনাশিবে ধর্ম্ম॥
কি দোষ করিল ভীম, বলহ রাজন্।
না বুঝিয়া কেন কর হেন আচরণ॥
কদাচিৎ পাণ্ডবেরে ক্রোধ না করহ।
অধর্ম্ম হইবে, মম বচন পালহ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধ নরপতি।
দুঃখিত-অন্তরে কহে, শুন মহামতি॥
ভাগ্যে রক্ষা হৈল ভীম তোমার কারণে।
আর না করিব ক্রোধ পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত বলি অন্ধরাজ হাত বাড়াইল।
একে একে আলিঙ্গিয়া আশীর্ব্বাদ কৈল॥
তবে কৃষ্ণ-আদি-সহ পাণ্ডুর নন্দন।
গান্ধারীর কাছে যায় অতিভীত-মন॥
গান্ধারীর মন আছে শাপিব পাণ্ডবে।
হেনকালে বলিলেন ব্যাসদেব তবে॥
শুন বধূ, কেন পাশরিলে পূর্ব্বকথা।
সতীর বচন কভু না হয় অন্যথা॥
যাত্রাকালে তোমা জিজ্ঞাসিল দুর্য্যোধন।
জিনিবেক কুরুক্ষেত্রে-যুদ্ধে কোন্ জন॥
পাণ্ডবের সঙ্গে যাই যুদ্ধ করিবারে।
জয় পরাজয় কার, বলহ আমারে॥
তবে তুমি সত্য কথা কহিলে তখন।
যথা ধর্ম্ম, তথা জয়, শুন দুর্য্যোধন॥
তোমার বচন যদি অন্যথা হইবে।
তবে কেন চন্দ্র-সূর্য্য আকাশে রহিবে॥
সে-সব বচন সত্য, মম মনে লয়।
এ-হেতু যুদ্ধেতে জিনে পাণ্ডুর তনয়॥
ত্যজহ সকল ক্রোধ আমার বচনে।
পুত্ত্রভাবে ভাব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
এত যদি ব্যাসদেব কহিলেন বাণী।
যোড়হাতে বলে তবে অন্ধরাজ-রাণী॥
যত কিছু মহাশয়, বলিলে বচন।
বেদের সমান তাহা করিনু গ্রহণ॥
কিন্তু হৃদয়ের তাপ সহিতে না পারি।
এক শত পুত্ত্র মোর গেল যমপুরী॥
ত্যজিলাম সব ক্রোধ তোমার বচনে।
পুত্ত্রসম স্নেহ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● গান্ধারী ও পাণ্ডবদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি

বসিলেন পঞ্চভাই গোবিন্দে লইয়া।
পুনশ্চ গান্ধারী বলে করুণা করিয়া॥
মনোযোগ কর ভীম, আমার বচনে।
মারিলে অন্যায় করি পুত্ত্র দুর্য্যোধনে॥
নাভি-নিম্নে অনুচিত করিতে প্রহার।
কি-হেতু করিলে তবে হেন অবিচার॥
ভয়ে কম্পে ভীমসেন শুনিয়া বচন।
আগে থাকি যোড়হস্তে করে নিবেদন॥
প্রতিজ্ঞা আমার ছিল, শুন গো জননী।
সে-কারণে হেন কর্ম্ম করিয়াছি আমি॥
যুদ্ধে তারে জিনিতে না পারি মোরা সবে।
অন্যায় করিয়া যুদ্ধে মারিয়াছি তবে॥
দেশ ধন যত মম নিল দুর্য্যোধন।
কদাচিৎ না রাখিল সুহৃদ্-বচন॥
পঞ্চগ্রাম আমি মাগিলাম দুর্য্যোধনে।
সে-কথা তোমার পুত্ত্র না শুনিল কাণে॥
আপনি মধ্যস্থ হ'য়ে গিয়া নারায়ণ।
দুর্য্যোধনে কহিলেন করিয়া যতন॥
না শুনিল কৃষ্ণবাক্য তনয় তোমার।
যুদ্ধ-বিনা নাহি দিব, বলে আরবার॥
কৃষ্ণকে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন।
বল দেখি, হেন কার্য্য করে কোন্ জন॥

তবে বুঝাইল ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি।
না শুনিল দুর্য্যোধন কাহারো ভারতী॥
নিজে বুঝাইলে তুমি কত দুর্য্যোধনে।
পাসরিলে সেই কথা, না পড়িল মনে॥
কৃষ্ণমুখে সে-সকল শুনিয়াছি আমি।
পঞ্চগ্রাম নাহি দিল, দুরন্ত এমনি॥
আমরা প্রতিজ্ঞা তবে করিলাম রণে।
বঞ্চিনু অজ্ঞাত-বাস বিরাট-ভবনে॥
দ্বাদশ বৎসর বনে পাই নানা-দুখ।
সে-কথা কহিতে মাতা, বিদরিছে বুক॥
অপরাধ করেছিল অনেক-প্রকারে।
সে-কারণে মারিলাম রণেতে তাহারে॥
তোমার চরণে মাতা, কহিব কতেক।
দুর্য্যোধন দুষ্টকর্ম্ম করিল যতেক॥
যখন ছিলাম মোরা কাম্যক-কাননে।
জয়দ্রথে পাঠাইল দ্রৌপদী-হরণে॥
অনন্তর দুর্ব্বাসারে পাঠাইয়া দিল।
গোবিন্দ-প্রসাদে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হৈল॥
তুমি থাক অন্তঃপুরে, না জান বারতা।
দুর্য্যোধন করিলেক যতেক দুষ্টতা॥
অনেক হিংসিতে লজ্জা পাইলাম আমি।
লোকমুখে সে-সকল শুনিয়াছ তুমি॥
দুর্য্যোধনে না মারিলে রাজ্য নাহি পাই।
তারে না মারিলে আমি সকল হারাই॥
শুন মাতা, দুঃখ-লাভে নাহি কারো মন।
সুখের লাগিয়া লোক করে পর্য্যটন॥
এই তত্ত্ব বলিলাম তোমার গোচরে।
যেমত বুঝহ দেবী, আপন অন্তরে॥
সে-কারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম না করি বিচার।
পারিলাম যেইমতে, করিনু সংহার॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীরে দেখাইল উরু।
সে-কারণে ক্রোধ মম উপজিল গুরু॥
এইহেতু দুই উরু ভাঙ্গিয়া গদায়।
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম রাখিলাম তায়॥
বড় দুষ্ট বলবন্ত রাজা দুর্য্যোধন।
কহিতে না পারি মাতা, তাহার লক্ষণ॥
শিশুকালে করিতাম খেলা তার সনে।
বিষ দিল মোরে মাতা মারিবার মনে॥
জতুগৃহ সজ্জা করি অগ্নি তাহে দিল।
পরমায়ু ছিল, তেঁই তাহে রক্ষা হৈল॥
অনেক দিলেক দুঃখ, ছিল মম মনে।
সে-কারণে আমি মারিলাম দুর্য্যোধনে॥
তোমার চরণে মাতা, করিয়া গোচর।
আজি সে হইল মম হরিষ অন্তর॥

গান্ধারী এতেক শুনি নিঃশ্বাস ছাড়িল।
মহাসতী পতিব্রতা ভীমেরে কহিল॥
যতেক কহিলে বাপু, সব কথা সার।
আপনার দোষে হৈল মরণ তাহার॥
সকল মারিলে বাপু, করি মহারণ।
কি দোষে করিলে দুঃশাসনেরে নিধন॥
মারিয়া করিলে তুমি তার রক্ত পান।
বিশেষ কনিষ্ঠ ভাই, জ্ঞাতি বিদ্যমান॥

ভীম বলে, শুন মাতা করি নিবেদন।
যতেক তোমার গর্ভে, সব অভাজন॥
দ্রৌপদীর চুলে সেই ধরিল যখন।
সভাতে প্রতিজ্ঞা করিলাম সেইক্ষণ॥
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে হয় বড় দোষ।
তেঁই দুঃশাসনে মারি, পরিহর রোষ॥
ভার্য্যার শরীর হয় আপন শরীর।
শুন মাতা, সেই দুঃখে পিলাম রুধির॥
অমৃত-সমান রক্ত করিয়াছি পান।
অপরাধ ক্ষমা মাগি তব বিদ্যমান॥
সভাতে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বে আছিল আমার।
সে-কারণে মারি তব শতেক কুমার॥
ভীমের বচন শুনি পুনঃ বলে দেবী।
বিষম পুত্রের শোকে মনে-মনে ভাবি॥
শুন ভীমসেন তুমি আমার বচন।
পুত্রশোকে আর মোর না রহে জীবন॥

কুপুত্র সুপুত্র হৌক, মায়ের সমান।
পাসরিতে নাহি পারে মায়ের পরাণ ॥
গান্ধারীর বাক্য এত শুনি যুধিষ্ঠির।
কহেন পুনশ্চ তাঁরে ধার্ম্মিক সুধীর ॥
পুত্র সব তব মাতঃ, হৈল দুরাচার।
আপনার পাপে তারা হইল সংহার ॥
আপনার দোষে সবে মরিল আপনি।
নিমিত্তের ভাগী মাত্র হইলাম আমি ॥
আপনার কর্ম্ম-দোষে প্রাণী সব মরে।
বধের নিমিত্ত মাত্র অন্য জনে করে ॥
কেহ সর্পাঘাতে, কেহ জলেতে ডুবিয়া।
শার্দ্দূল-ভক্ষণে কেহ, গলে দড়ি দিয়া ॥
আত্মঘাতী হয় কেহ, মরে নানা পাকে।
ইহার নিমিত্ত-ভাগী অন্যে হ'য়ে থাকে ॥
সেইমত অপযশ হইল আমার।
নিজ দোষে পুত্র শত মরিল তোমার ॥
শিশুকালে মরে পিতা, হইলাম ছণ্ড।
কৃপা করি জ্যেষ্ঠতাত দিয়া রাজ্যখণ্ড ॥
সুশিক্ষা দিলেন রাজ্যখণ্ড পালিবার।
শুন গো জননি, সব গোচর তোমার ॥
যদি লোক বিষবৃক্ষ করয়ে রোপণ।
আপনি কাটিলে দোষ কহে মুনিগণ ॥
এ-সব শাস্ত্রের কথা না শুনিল কাণে।
দুর্য্যোধন মোরে হিংসা কৈল প্রাণে-প্রাণে ॥
অবশ্য সে-সব কথা শুনিয়াছ তুমি।
কৌরবে কুযুক্তি যত দিলেক শকুনি ॥
পাশা খেলাইয়া মম নিল দেশ ধন।
তথাপি সে-সব কথা না করি মনন ॥
প্রতিজ্ঞায় বনবাসে বঞ্চিলাম আমি।
অবশ্য সে-সব কথা শুনিয়াছ তুমি ॥
তবে পুরোহিতে পাঠাইয়া তার স্থানে।
চাহিলাম নিজ রাজ্য সৌজন্য-বিধানে ॥
নাহি দিল রাজ্য, আরো করিল বঞ্চনা।
সে-কথা শুনিয়া আমি হইনু উন্মনা ॥
চিত্তে করিলাম, ভাই নাহি দিল রাজ্য।
ভাই-ভাই-বিসংবাদে নাহি কোন কার্য্য ॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত প্রবোধ না মানে।
তবে আমি যুক্তি করি গোবিন্দের সনে ॥
বিবাদে নাহিক কার্য্য, কহি তাঁর পাশে।
পঞ্চগ্রাম গিয়া মাগ রাজার সকাশে ॥
পঞ্চগ্রাম বিনা আমি কিছু নাহি চাই।
লউক সকল রাজ্য দুর্য্যোধন ভাই ॥
আমি পাঠালাম এইরূপে ভগবানে।
সে-কথা তোমার পুত্র না শুনিল কাণে ॥
তবে ভীষ্ম বুঝাইল বিবিধ-প্রকারে।
সব যত বুঝাইল, নাহি কাণে ধরে ॥
বুঝাল নারদ ঋষি আর ভৃগুরাম।
বুঝাল বিদুর কত, নাহিক বিরাম ॥
এ-সকল বার্ত্তা বলিলেন চক্রপাণি।
লোকমুখে সর্ব্বতত্ত্ব শুনেছ আপনি ॥
যুদ্ধ-যুক্তি করে নিজে রাজা দুর্য্যোধন।
যত যত মহারাজে করি আবাহন ॥
ভীমার্জ্জুন শুনি তাহা হৈল ভীতমন।
অবশেষে অল্পসৈন্য করিল বরণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী বড় বড় বীর।
লইল তোমার পুত্র সমরে সুধীর ॥
ভীষ্মদেব দ্রোণাচার্য্য কর্ণ মহাবলী।
সমরে পাণ্ডব-সখা মাত্র বনমালী ॥
সপ্ত-অক্ষৌহিণী সেনা হইল আমার।
ভীমার্জ্জুন সংগ্রামের নিল মুখ্য ভার ॥
ক্ষত্রিয়-প্রতিজ্ঞা-ধর্ম্ম বিদিত তোমারে।
ভীম আচরিল তাহা সংগ্রাম-ভিতরে ॥
এই কহিলাম আমি আদ্যন্ত-কথন।
দোষ নাহি করি কিছু মোরা পঞ্চজন ॥
তবে যদি এত দুঃখ হইল অন্তরে।
শুন গো জননি, অভিশাপ দেহ মোরে ॥
আমি অভিশাপ-যোগ্য করেছি অকর্ম্ম।
স্বগোত্র বিনাশ করি হইল অধর্ম্ম ॥

জ্ঞাতিবধ করি রাজ্যে অভিলাষ বড়।
আমাধিক পাপী নাহি, কহিলাম দৃঢ় ॥
নিন্দিত এ-সব কর্ম্ম, শুন গো জননি।
ভাল হৈল, মোরে অভিশাপ দেহ তুমি ॥
ভাই মারি রাজ্য-সুখ চিন্তিলাম মনে।
অভিশাপ দেহ মোরে, কি কাজ জীবনে ॥
এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির।
তাহা শুনি গান্ধারীর পুলক-শরীর ॥
কিছু নাহি বলি দেবী ছাড়িল নিঃশ্বাস।
হৃদয়ে রাখিল দেবী না করি প্রকাশ ॥
পলাইয়া যান পার্থ গোবিন্দের পাশে।
মাদ্রীর তনয় দুই পলাইল ত্রাসে ॥
গান্ধারী ত্যজিয়া ক্রোধ বলিল বচন।
আপন-তনয় যেন পাণ্ডুর নন্দন ॥
আর ভয় নাহি, শুন পাণ্ডুর কুমার।
সে-কর্ম্ম করহ, হবে যে যুক্তি তোমার ॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশী কহে, পান করি যায় ভবক্ষুধা ॥

● কুন্তীর পুত্র-দর্শন

এত সব কথা যদি গান্ধারী কহিল।
গুরুশাপ হৈতে সবে উদ্ধার পাইল ॥
আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীরে দেখিবারে।
প্রণমিয়া পঞ্চভাই যান তথাকারে ॥
শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি সঙ্গে করেন গমন।
আসিয়া বন্দেন সবে মায়ের চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া কুন্তী করিলেন কোলে।
পঞ্চভাই তিতিলেক নয়নের জলে ॥
চিরদিনে কুন্তী দেবী দেখি পুত্রমুখ।
বদনে চুম্বন দিয়া পাসরিল দুঃখ ॥
হেনকালে বাসুদেব দেন দরশন।
আশীর্ব্বাদ দিয়া রাণী মুছিল বদন ॥
হরিষে বহিছে দুই-নয়নের নীর।
ফুকারি ফুকারি কান্দে, না হয় সুস্থির ॥
সতত বহিছে তাঁর নয়নের জল।
বস্ত্রেতে মুছিল তাহা ভকতবৎসল ॥
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া কহেন আপনি।
কি লাগি ক্রন্দন কর, ওগো ঠাকুরাণি ॥
রাজা হবে যুধিষ্ঠির হস্তিনানগরে।
কৌরব-নন্দন সব গেল যম-ঘরে ॥
পাণ্ডবের শত্রু আর নাহি কোন জন।
হৃষ্টচিত্তে থাক তুমি, না কর ক্রন্দন ॥
আমি যত কহিলাম, হইল প্রমাণ।
শুন শুন মহাদেবী, যুদ্ধের বিধান ॥
দ্রোণ ভীষ্ম কর্ণ আদি যত কুরুসেনা।
অর্জ্জুনের শরে রণে পড়ে সর্ব্বজনা ॥
ভীম মারে গান্ধারীর শতেক নন্দন।
আর ভয় নাহি মাতা, না কর ক্রন্দন ॥
আমি যত কহিলাম, হইল প্রমাণ।
এই দেখ, ধৃতরাষ্ট্র শোকেতে অজ্ঞান ॥
ঐ দেখ, গান্ধারী দেবী কান্দে পুত্রশোকে।
দুর্য্যোধন-নারী দেখ কান্দে অধোমুখে ॥
বিধবা যুবতী দেখ কান্দে শোকানলে।
পড়িয়া লোটায় দেখ এই ভূমিতলে ॥
কৌরব-বনিতা যত, গণিতে না পারি।
আসিয়াছে কুরুক্ষেত্রে নানা বেশ ধরি ॥
ঘরের বাহিরে যারা না যায় কখন।
দেখ, কুরুক্ষেত্রে তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
নানা আভরণ অঙ্গে, আম্রশাখা হাতে।
কাঁখে স্বর্ণকুম্ভ, আসে অনুমৃতা হ'তে ॥
বীরবেশ ধরি পতিহীনা কত নারী।
অই দেখ, নৃত্য করে হাতে অস্ত্র ধরি ॥
গান করে পতিহীনা নারীগণ কত।
আপনি চাহিয়া দেখ, নহে অন্যমত ॥
যখন গেলাম আমি হস্তিনানগরে।
পঞ্চগ্রামহেতু ধৃতরাষ্ট্রের গোচরে ॥

মোর আগমন তুমি শুনিয়া শ্রবণে।
কুপুত্র বলিয়া গালি দিলে পঞ্চজনে ॥
তাহাতে আশ্বাস আমি করিনু তোমারে।
সে-সব এখন দেখ নয়ন-গোচরে ॥
আর না করিহ ভয়, শুন গো জননী।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠির হবে নৃপমণি ॥
যাহা কহিলাম মাতা, দেখিলে নয়নে।
বিষাদ করহ দূর হরষিত-মনে ॥
এত বলি তুষিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীকে।
কিন্তু তাঁর মুখ ম্লান পুত্র-কর্ণ-শোকে ॥
একে একে পুত্রগণে কৈল নিরীক্ষণ।
দেখিয়া স্বগণে মৃত ব্যাকুলিত-মন ॥
বাণাঘাত পুত্র-অঙ্গে দেখিল বিস্তর।
হস্ত বুলাইল দেবী অঙ্গের উপর ॥
তবে কুন্তী বলে, শুন দেব নারায়ণ।
কোথা অভিমন্যু মোর সুভদ্রানন্দন ॥
অর্জ্জুনের প্রিয়পুত্র সমরে সুধীর।
কোথা অভিমন্যু মোর, কহ যদুবীর ॥
পুত্রবধ করিয়াছ রাজ্যলুব্ধ হ'য়ে।
এ-কথা শুনিয়া মোর বিদরয়ে হিয়ে ॥
শুন কৃষ্ণ, এক কথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
পাণ্ডবের সখা তুমি, বিদিত সংসারে ॥
তোমার মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানে।
জনম প্রলয় স্থিতি তোমার বচনে ॥
তোমার আজ্ঞায় চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়।
তুমি এক, তুমি বহু, ওহে মহাশয় ॥
নিরীহ নির্গুণ তুমি, সবাকার 'পর।
বিহার-কারণ তুমি ধর কলেবর ॥
তুমি যন্ত্রী, প্রাণী যন্ত্র, ইথে নাহি আন।
জীবের জীবন তুমি, দেব ভগবান্ ॥
এ-সকল কথা শুনিয়াছি ব্যাস-মুখে।
তবে কেন নারায়ণ, ভাণ্ডাহ আমাকে ॥
প্রধান পুরুষ তুমি, বিদিত পুরাণে।
তবে কেন অভিমন্যু হত হৈল রণে ॥
প্রাণ মোর বাহিরায় অভিমন্যু-বিনে।
হেন বুঝি, ত্যাগ কৈলে আমার নন্দনে ॥
অভিমন্যু-মরণেতে হইনু উন্মনা।
শুন কৃষ্ণ, সেই হয় তোমার ভাগিনা ॥
তোমার ভাগিনা মরে, আশ্চর্য্য কথন।
সন্দেহ আমার চিত্তে হৈল নারায়ণ ॥
মোহেতে ব্যাকুলা কুন্তী, দেখিয়া শ্রীহরি।
প্রবোধ করেন তাঁরে যোড় হাত করি ॥
বিষম কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
করুণা-সাগর কৃষ্ণ কন ধীরে ধীরে ॥
শুন পিসি, হেন কথা না বলিহ আর।
বিধিলিপি ঘুচাইতে নাহি অধিকার ॥
কর্ম্ম-অনুরূপ ফল লিখিলেন ধাতা।
আমা হৈতে সে-সবের না হয় অন্যথা ॥
যাতায়াত করে প্রাণী আপন কর্ম্মেতে।
কাহার শকতি, তাহা পারে ঘুচাইতে ॥
জনম মরণ ভোগ নিজ কর্ম্মে হয়।
না ঘুচে অন্যের বাক্যে, এ-কথা নিশ্চয় ॥
চিরজীবী হয় প্রাণী নিজ কর্ম্ম-ফলে।
আপনার কর্ম্ম-ফলে মরে অল্পকালে ॥
কালপ্রাপ্তে মরে প্রাণী, ইথে নাহি আন।
সত্য কথা কহিলাম তব বিদ্যমান ॥
পাপেতে না মরে লোক, পুণ্যে নাহি জীয়ে।
যশ-অপযশ-মাত্র সংসারে ঘোষয়ে ॥
প্রবোধ পাইয়া কুন্তী কিছু নাহি বলে।
দ্রৌপদী প্রণাম করে আসি হেনকালে ॥
উত্তরা প্রণাম করে কৃষ্ণের চরণে।
অভিমন্যু-শোকে সেই কান্দে রাত্রিদিনে
দ্রৌপদী বলিল, দুঃখ শুন ঠাকুরাণী।
দ্রৌণি বধিলেক মম পুত্রের পরাণী ॥
শয়নে আছিল পুত্র শিবির-ভিতরে।
নিশাকালে অশ্বত্থামা মারিল সবারে ॥
পরম সুন্দর মম পুত্র পঞ্চজন।
দ্রোণের নন্দন সবে করিল নিধন ॥

গুরুপুত্র বলি তাঁরে করিলাম ক্ষমা।
পুত্রশোকে জর-জর করিলেক আমা ॥
মহাবলবন্ত পুত্র মরিল আমার।
শুন ঠাকুরাণি, পদে নিবেদি তোমার ॥
বরঞ্চ পুত্রের শোক নিবারণ হয়।
পাসরিতে নারি দুঃশাসনের দুর্ণয় ॥
শল্য-হেন তার বাক্য আছয়ে অন্তরে।
সত্য কথা কহিলাম তোমার গোচরে ॥
ছিল মুক্ত কেশ মোর দ্বাদশ বৎসর।
প্রতিজ্ঞা করেছি পূর্ব্বে সভার ভিতর ॥
দুঃশাসন-রক্ত আনি দিবে ভীমসেন।
তবে ত করিব আমি কবরী-বন্ধন ॥
দুঃশাসনে বধি আসিলেক বৃকোদর।
তার রক্ত আনিলেক আমার গোচর ॥
তৈলসনে রক্ত ঢালি দিল মোর কেশে।
আমি ভাবিলাম, তবে যাই স্বর্গবাসে ॥
রুধির পাইয়া আমি আনন্দিত-মন।
তবে করিলাম আমি কবরী-বন্ধন ॥
পূর্ব্বকথা কহিলাম, শুন মহাদেবি।
বহু দিন তব পদযুগল না সেবি ॥
যে-পাপ হইল তাহে, ক্ষম মহারাণী।
আমি তব পুত্রবধূ, তুমি ঠাকুরাণী ॥
হেনমতে সম্ভাষণ করি সর্ব্বজনে।
গান্ধারী চলেন রণভূমে দুঃখীমনে ॥
বধূগণ-সঙ্গে দেবী লাগিল কান্দিতে।
কৃষ্ণসহ পঞ্চভাই চলিল পশ্চাতে ॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ করিল গমন।
সঞ্জয় রাজারে ধরি লইল তখন ॥
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন রাজার পশ্চাতে।
উপনীত হইল গিয়া সমর-ভূমিতে ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, পিয়ে সাধু নর ॥

● যুদ্ধস্থলে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের গমন ও স্ব স্ব পতিপুত্রের মৃতদেহ দর্শনে খেদ

মহাভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
শকুনি-গৃধিনী-শিবা করে কোলাহল ॥
হাতে মুণ্ড করি নাচে যত ভূতগণ।
কুক্কুর করিছে মাংস-শোণিত ভক্ষণ ॥
রক্তের কর্দ্দমে শীঘ্র চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ যায় ধীরে ধীরে ॥
কেহ কেহ নাহি পেয়ে পতি-দরশন।
ভূতলে পড়িয়া তারা করয়ে ক্রন্দন ॥
আভরণ ফেলে কেহ শোকাকুল হ'য়ে।
পতি-অন্বেষণে কেহ ভ্রময়ে ধাইয়ে ॥
ভ্রময়ে সমর-স্থলে যত কুরুনারী।
শিবা-শ্বান-পক্ষিগণে ভয় নাহি করি ॥
অনেক যতনে কেহ নিজ পতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া দিতে মহাব্যগ্র হয় ॥
দুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ।
বিলাপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন ॥
পাসরিলে পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
হাস্য-পরিহাস, তাহা স্মরাইব কত ॥
সমর করিতে গেলে কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হইল দেখা অভাগিনী-সনে ॥
হেনমতে পতি ল'য়ে যতেক সুন্দরী।
বিলাপ করয়ে সব নানামত করি ॥
তা' দেখি গান্ধারী প্রাণ ধরিতে না পারে।
পতিশোকে বধূগণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
রণভূমি দেখি দেবী অতি ভয়ঙ্কর।
কপালে কঙ্কণ মারি কান্দিল বিস্তর ॥
হেন কেহ নাহি তথা প্রবোধ অর্পিতে।
সবে শোকে অচেতন পড়িয়া ভূমিতে ॥
কে কোথা পড়িয়া আছে নাহিক উদ্দেশ।
রণভূমি দেখি দেবে লাগে ভয়াবেশ ॥
শবের উপরে শব, লেখা নাহি তার।
দেখিয়া গান্ধারী চিত্তে ভাবে চমৎকার ॥

গজ বাজি পড়িয়াছে রথ বহুতর।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র অস্ত্র মনোহর ॥
মাথার মুকুট পড়িয়াছে রণভূমে।
মকরকুণ্ডল পড়িয়াছে নানাক্রমে ॥
ধ্বজছত্র-আদি পড়িয়াছে রণস্থলী।
ডাকিনী-যোগিনীগণ করে নানা কেলি ॥
স্বামী পুত্র পৌত্র আর বন্ধু সহোদর।
পড়িয়া আছয়ে যত মৃত কলেবর ॥
দুর্য্যোধন-অন্বেষণে ভ্রময়ে গান্ধারী।
কত দূরে দেখে হত কুরু-অধিকারী ॥
ধূলায় পড়িয়া আছে রাজা দুর্য্যোধন।
গান্ধারী দেখিল সঙ্গে ল'য়ে বধূগণ ॥
পুত্র-দরশনে দেবী মূর্চ্ছিতা হইল।
গান্ধারী মরিল বলি সকলে ভাবিল ॥
পঞ্চ-পাণ্ডবেতে তাঁরে তুলিয়া ধরিল।
শ্রীকৃষ্ণ-সাত্যকি-আদি বহু প্রবোধিল ॥
গান্ধার-তনয়া তবে সংবিত পাইয়া।
চাহিয়া কৃষ্ণেরে বলে শোকাকুল হৈয়া ॥
দেখ কৃষ্ণ, পড়িয়াছে রাজা দুর্য্যোধন।
সঙ্গেতে নাহিক কেন কর্ণ-দুঃশাসন ॥
শকুনির সঙ্গে কেন না দেখি রাজন্।
কোথা ভীষ্ম মহাশয় শান্তনু-নন্দন ॥
কোথা দ্রোণাচার্য্য, কোথা কৃপ মহাশয়।
একাকী পড়িয়া কেন আমার তনয় ॥
কোথা সে কুণ্ডল, কোথা মণি-মুক্তাস্রজ।
কোথা গেল হস্তী ঘোড়া, কোথা রথধ্বজ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যার সঙ্গে যায়।
হেন দুর্য্যোধন রাজা ধূলায় লোটায় ॥
সুবর্ণের খাটে যার সতত শয়ন।
হেন তনু ধূলি-'পরে কেন নারায়ণ ॥
জাতী যূথী পুষ্প আর চাঁপা-নাগেশ্বর।
বকুল মালতী আর মল্লিকা সুন্দর ॥
এ-সকল পুষ্পে পুত্র থাকিত শুইয়া।
হেন তনু লোটে ভূমে, দেখ না চাহিয়া ॥
অগুরু-চন্দন-গন্ধ কুঙ্কুম-কস্তুরী।
লেপন করিত সদা অঙ্গের উপরি ॥
শোণিতে সে-তনু আজি হইল শোভন।
আহা মরি কোথা গেল বাছা দুর্য্যোধন ॥
ত্যজহ আলস্য, কেন না দেহ উত্তর।
যুদ্ধহেতু দেখ তোমা ডাকে বৃকোদর ॥
উঠ পুত্র, ত্যজ নিদ্রা, অস্ত্র লহ হাতে।
গদাযুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন ডাকে তোমা যুদ্ধের কারণ।
প্রত্যুত্তর কেন নাহি দেহ দুর্য্যোধন ॥
গান্ধারী এতেক বলি হৈল অচেতনা।
প্রিয়ভাষে কৃষ্ণচন্দ্র করেন সান্ত্বনা ॥
শোক না করিহ আর, শুন কুরুরাণি।
সকল দৈবের ক্রিয়া, জানহ আপনি ॥
দৈবের অধীন দেখ সকল সংসার।
অন্যের নাহিক তাহে কোন অধিকার ॥
দেব-দ্বিজ-গুরুনিন্দা এ-সব কুকর্ম্ম।
বেদে বুঝাইল ইহা, না করিলে ধর্ম্ম ॥
দুষ্কর্ম্ম দুঃসঙ্গ ত্যজি থাকিলে সুপথে।
ইহ সুখভোগী, অন্তে যায় সে স্বর্গেতে ॥
না জানি কুকর্ম্ম করে যেই মূঢ়জন।
পরিণামে দুঃখ পায়, বেদের বচন ॥
অহঙ্কারে পাপকর্ম্ম করে নিরন্তর।
অবশেষে কর্ম্ম তার হয় ত দুষ্কর ॥
না শুনে সুজন-বাক্য, মত্ত অহঙ্কারে।
অবশেষে সেই জন যায় ছারখারে ॥
কিন্তু এ-সকল ঘটে নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক দূর কর দেবী, কান্দ অকারণে ॥
শুভাশুভ কর্ম্ম যত, বিধির ঘটন।
ভোগ-বিনা ক্ষয় নহে, শাস্ত্রের লিখন ॥
কালে আসি জন্মে প্রাণী, কালেতেই মরে।
কালবশ এই সব, জানাই তোমারে ॥
বিচার করিয়া দেখ, শুন নৃপ-নারী।
অজ্ঞলোক বৃথা শোক করে না বিচারি ॥

না কর রোদন তুমি, শুন নৃপজায়া।
বুঝিতে না পারে কেহ বিধাতার মায়া॥
কাশীরাম দাসের সদাই এই মন।
নিরবধি রচে মহাভারত-কথন॥

মৃত পতি-পুত্রাদি দর্শনে গান্ধারী প্রভৃতি স্ত্রীগণের বিলাপ

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন মহামুনি।
গান্ধারী কি কর্ম্ম করিলেন, কহ শুনি॥
কেমনে ধরিল প্রাণ শতপুত্র-শোকে।
ক্রোধ করি কোন্ কথা কহিল কৃষ্ণকে॥
পূর্ণব্রহ্ম-অবতার দেব নারায়ণ।
জানিয়া শাপিল দেবী কিসের কারণ॥
এইত আশ্চর্য্য অতি মম মনে লয়।
বিস্তারিয়া এই কথা কহ মহাশয়॥
কহেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
একচিত্ত হ'য়ে শুন ভারত-কথন॥
কৃষ্ণের প্রবোধ-বাক্য মনেতে বুঝিয়া।
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া॥
কহে কিছু কৃষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা।
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার বনিতা॥
দেখ কৃষ্ণ, এক শত পুত্র মহাবল।
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল॥
দেখ কৃষ্ণ, বধূগণ উচ্চৈঃস্বরে কান্দে।
দেখিতে না পায় যারে কভু সূর্য্য-চান্দে॥
শিরীষ-কুসুম জিনি সুকোমল তনু।
দেখিয়া যাহার রূপ রথ রাখে ভানু॥
হেন সব বধূগণ দেখ কুরুক্ষেত্রে।
ছিন্নকেশ মত্তবেশ দেখ তুমি নেত্রে॥
অই দেখ, নৃত্য করে পতিহীনা বধূ।
মুখ অতি-সুশোভন অকলঙ্ক-বিধু॥
অই দেখ গান করে, নারী পতিহীনা।
কণ্ঠশব্দ শুনি যেন নারদের বীণা॥
পতিহীনা কত নারী বীরবেশ ধরি।
অই দেখ, নৃত্য করে হাতে অস্ত্র করি॥
সহিতে না পারি শোক, শান্ত নহে মন।
আমা ত্যজি কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
ওহে কৃষ্ণ, দেখ মোর পুত্রের অবস্থা।
যাহার মস্তকে ছিল সুবর্ণের ছাতা॥
নানা-আভরণে যার তনু সুশোভন।
সে-তনু ধূলায় লুটে, দেখ নারায়ণ॥
সহজে কাতর বড় মায়ের পরাণ।
সুপুত্র কুপুত্র তার একই সমান॥
এককালে এত শোক সহিতে না পারি।
বুঝাবে কিরূপে মোরে, বলহ মুরারি॥
পুত্রশোক শেলসম বাজিছে হৃদয়ে।
দেখাবার হ'লে দেখাতাম মহাশয়ে॥
সংসারের মধ্যে শোক আছে যত আর।
পুত্রশোকতুল্য শোক নহে এক তার॥
গর্ভধারী হ'য়ে যেই ক'রেছে পালন।
সেই সে বুঝিতে পারে পুত্রের বেদন॥
এ-শোক সহিতে কেবা আছয়ে সংসারে।
বিবরিয়া বাসুদেব, কহ দেখি মোরে॥
সহিতে না পারি আমি হৃদয়ের তাপ।
ভাবিতে ভাবিতে উঠে মহা মনস্তাপ॥
মহাবলবন্ত মোর শতেক নন্দন।
কি দিয়া বুঝাবে মোরে, বল নারায়ণ॥
মহারাজ দুর্য্যোধন লোটায় ভূতলে।
চরণ পূজিত যার নৃপতি-মণ্ডলে॥
ময়ূরের পাখা যারে করিত ব্যজন।
কুক্কুর-শৃগাল তারে করয়ে ভক্ষণ॥
দেখিতে না পারি আমি এ সব যন্ত্রণা।
শকুনি দিলেক যুক্তি খাইয়া আপনা॥
যাত্রাকালে পুত্র মোরে জিজ্ঞাসিল জয়।
যে-কথা কহিনু, তাহা শুন মহাশয়॥
যথা ধর্ম্ম, তথা কৃষ্ণ, জয় সেইখানে।
এই কথা কহিলাম আমি দুর্য্যোধনে॥

না শুনিল মোর বাক্য করি অনাদর।
রাখিল ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম করিয়া সমর॥
কাতর না হৈল রণে আমার নন্দন।
সমর করিয়া সবে ত্যজিল জীবন॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম মৃত্যু সম্মুখ-সংগ্রামে।
তাহাতে না ভাবি দুঃখ, খেদ কোনক্রমে॥
হৃদয়ে রহিল কিন্তু বড় এক ব্যথা।
সংগ্রামে আসিল দুর্য্যোধনের বনিতা॥
এই দুঃখ নারায়ণ, না পারি সহিতে।
অই দেখ বধূগণ আম্রশাখা-হাতে॥
অতএব ব্যথা বড় পাইয়াছি আমি।
আর এক নিবেদন শুন অন্তর্য্যামী॥
দুর্য্যোধন না মানিল হিত-উপদেশ।
তাহার উচিত ফল পাইল বিশেষ॥
শকুনি আমার ভাই বড় দুরাচার।
তার বুদ্ধে হৈল মোর বংশের সংহার॥
এক শত পুত্র মৈল নাহিক সন্ততি।
বৃদ্ধকালে নৃপতির হবে কিবা গতি॥
পাণ্ডুর নন্দন রাজ্য লবে আপনার।
পুত্র নাহি, কেবা আর যোগাবে আহার॥
জলাঞ্জলি দিতে কেহ নাহি পিতৃগণে।
এ-হেতু ক্রন্দন করি দুঃখে রাত্রি দিনে॥
গান্ধারী এতেক বলি হৈল অচেতনা।
করুণাসাগর কৃষ্ণ করেন সান্ত্বনা॥
কৌরব-বনিতা কান্দে পতি-পুত্রশোকে।
তা' দেখি পাণ্ডবগণ রহে অধোমুখে॥
মৃতপতি কোলে করি করয়ে বিলাপ।
যুধিষ্ঠির-নৃপতির বাড়ে মনস্তাপ॥
এমন সময়ে আসি দ্রৌপদী সুন্দরী।
পুত্রশোকে কান্দে শিরে করাঘাত করি॥
বিরাট-নন্দিনী কান্দে, শোকে অচেতনা।
তাহা দেখি হইলেন অর্জ্জুন বিমনা॥
উত্তরা ধরিয়া অভিমন্যুর চরণ।
লাজ-ভয় ত্যাগ করি যুড়িল ক্রন্দন॥
উত্তরা বলিল, মোরে বিধি প্রতিকূল।
হেনজন মরে, যার গোবিন্দ মাতুল॥
ধনঞ্জয় যার পিতা হেনজন মরে।
এ-বড় দারুণ শোক রহিল অন্তরে॥
মোহেতে আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির।
বিলপিয়া ভূমিতলে পড়ে ভীমবীর॥
শোকেতে অর্জ্জুনবীর করেন রোদন।
বিলপিয়া কান্দে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
কুন্তী-যাজ্ঞসেনী দোঁহে শোকে অচেতনা।
মহাশোকসিন্ধু-মাঝে পড়ে সর্ব্বজনা॥
ফুকারিয়া কুন্তীদেবী না পারে কান্দিতে।
অন্তরে হইল দগ্ধ কর্ণের শোকেতে॥
বিলপি উত্তরা কান্দি যায় গড়াগড়ি।
ওহে প্রাণনাথ, কোথা গেলে আমা ছাড়ি॥
গোবিন্দ মাতুল তব, পিতা ধনঞ্জয়।
আহা মরি, কোথা গেলে অর্জ্জুন-তনয়॥
মরিব তোমার সঙ্গে, ইথে নাহি আন।
তোমার বিহনে মোর না রবে পরাণ॥
অস্থির পাণ্ডবগণে দেখি নারায়ণ।
শান্ত করিলেন কহি মধুর বচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অনুযোগ

কুরুক্ষেত্রে উঠে ক্রন্দনের কোলাহল।
অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্থল॥
না হয় শোকের অন্ত, পুনঃপুনঃ বাড়ে।
হা নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে॥
গান্ধারী পড়িয়া আছে অতিশয় শোকে।
দুর্য্যোধন-বিনা অন্য শব্দ নাহি মুখে॥
কি বলিব, ওহে কৃষ্ণ মুকুন্দ-মুরারি।
আজি হ'তে শূন্য হৈল হস্তিনানগরী॥

না ধরিল মম বাক্য রাজা দুর্য্যোধন।
তাহার কারণে শত পুত্রের নিধন॥
শান্তনু-তনয় কত বুঝাইল নীত।
দ্রোণ কত বুঝাইল শাস্ত্রের বিহিত॥
বিদুর কহিল কত বিবিধ-প্রকারে।
না শুনিল কদাচিৎ মহা অহঙ্কারে॥
না শুনিল কারো কথা, যুদ্ধ কৈল পণ।
সকল জীবের গতি তুমি নারায়ণ॥
সকল শুনেছি আমি সঞ্জয়ের মুখে।
আর কত অনুযোগ করিব তোমাকে॥
প্রবোধিলে তুমি হরি কর্ম্মভোগ বলি।
ইহার সিদ্ধান্ত নাহি, শুন বনমালী॥
কহিতে কহিতে ক্রোধ হৈল অতিশয়।
পুনরপি শোক ত্যজি গোবিন্দেরে কয়॥
ওহে কৃষ্ণ জনার্দ্দন দৈবকী-কুমার।
তোমা হ'তে হৈল মোর বংশের সংহার॥
অনর্থের মূল তুমি দেব নারায়ণ।
কর্ম্মভোগ বলি কর দোষ বিদূরণ॥
তোমাতে সংহার হয়, মিলন তোমাতে।
জীবের কর্ত্তৃত্ব আর রহে কোথা হ'তে॥
সকলি তোমার মায়া, তুমিই প্রধান।
গুণ-দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান্॥
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যা' বলাও যারে।
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম, দোষ কেন তারে॥
অসাধুর মনে কোথা ধর্ম্মের বাসনা।
সাধু-ব্যক্তি তব পদ করয়ে ভাবনা॥
সাধুমত প্রশংসা করয়ে চক্রপাণি।
সংসারে যতেক দেখি, তোমা মূল গণি॥
অতএব কহি নাথ, করহ শ্রবণ।
কৌরবে পাণ্ডবসহ করালেক রণ॥
ভেদ জন্মাইলে তুমি, ওহে নরপতি।
না পারি কহিতে দেব, তোমার প্রকৃতি॥
কৌরব-পাণ্ডব তব উভয়-সমান।
তাহে ভেদযুক্তি নহে, শুন ভগবান্॥

ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির কিছু নাহি জানে।
সংগ্রামে প্রবৃত্ত ধর্ম্ম তোমার বচনে॥
হিংসার নাহিক লেশ ধর্ম্মের শরীরে।
ভেদ জন্মাইলে তুমি কহিয়া তাহারে॥
যদি বিসংবাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার কর্ত্তব্য ছিল নাহি থাকা রণে॥
তারে বন্ধু বলি, যেই করায় সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা॥
কহিতে তোমার কথা দুঃখ উঠে মনে।
সমান-সম্বন্ধ তব কুরু-পাণ্ডু-সনে॥
বরণ করিতে তোমা গেল দুর্য্যোধন।
পালঙ্কে আছিলে তুমি করিয়া শয়ন॥
জাগিয়া আছিলে তুমি, দেখি দুর্য্যোধনে।
কপটে মুদিয়া আঁখি নিদ্রা গেলে কেনে॥
পশ্চাতে অর্জ্জুন আসে সে-কথা শুনিয়া।
উঠিয়া বসিলে মায়ানিদ্রা তেয়াগিয়া॥
ছলিতে অর্জ্জুন-বাক্য শুনিলে প্রথমে।
নারায়ণী সেনা দিলে আমার নন্দনে॥
অর্জ্জুনের রথে তুমি সারথি হইলে।
সমান সম্বন্ধ আর কিমতে রাখিলে॥
তাহে এক যুক্তি ছিল, শুন যদুপতি।
সৈন্য নাহি দিতে যদি, না হ'তে সারথি॥
তবে সে হইত ব্যক্ত সম্বন্ধ উচিত।
ইহা নহে কৃষ্ণচন্দ্র তব সমুচিত॥
তার পর এক কথা শুনহ অচ্যুত।
করিলে দারুণ কর্ম্ম, শুনিতে অদ্ভুত॥
মধ্যস্থ হইয়া যবে গিয়াছিলে তুমি।
চাহিলে যে পঞ্চগ্রাম, শ্রুত আছি আমি॥
না দিলেক পুত্র মোর কি ভাবিয়া মনে।
আসিয়া কহিলে তুমি পাণ্ডুর নন্দনে॥
সদাচারী ধর্ম্ম, রাজ্যলিপ্সা নাহি মনে।
তাহে তুমি ভেদ করি কহিলে বচনে॥
আপনি করিলে ভেদ কৌরব-পাণ্ডবে।
নহিলে প্রবৃত্ত হৈল রণে কেন তবে॥

সেকালে আপন ঘরে যেতে যদি তুমি।
সমস্নেহ বলি তবে জানিতাম আমি॥
যুদ্ধ-যুক্তি দিলে তুমি পাণ্ডুর কুমারে।
প্রবঞ্চনা করি কৃষ্ণ, ভাণ্ডিলে আমারে॥
জানিলাম তুমি সব অনর্থের মূল।
করিলে বিনাশ তুমি যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কর্ম্ম বিদরিছে প্রাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয় সমান॥
আমি সব শুনিয়াছি সঞ্জয়ের মুখে।
না কহিলে সুস্থ নহি, জানাই তোমাকে॥
কি কহিতে পারি আমি তোমার সম্মুখ।
উচিত কহিলে পাছে মনে ভাব দুখ॥
দুঃখ-সুখ কহিবেক সবাকার স্থান।
আর কিছু কহি, তাহা শুন ভগবান্॥
অনাদি পুরুষ তুমি, দেব ভগবান্।
বিশ্বেশ্বর হও তুমি, পুরুষ-প্রধান॥
সবাকার মূল তুমি দেব জগন্নাথ।
সহজে অবলা আমি, কি কব সাক্ষাৎ॥
কর্ণের আছিল শক্তি অর্জ্জুন-নিধনে।
তাহা দিয়া বিনাশিলে ভীমের নন্দনে॥
যুধিষ্ঠির-সহ যুক্তি করি যদুপতি।
যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত করাইলে তুমি রাতি॥
ভীমসুত ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ কৈল।
ক্রোধে কর্ণ সেই অস্ত্র ভৈমেরে মারিল॥
ওহে কৃষ্ণ, এ-সকল তব ষড়যন্ত্র।
কর্ম্ম সর্ব্বমূল বলি দিলে মহামন্ত্র॥
তোমার যতেক কর্ম্ম, না পারি কহিতে।
কুরু-পাণ্ডু সম বলি বলহ সভাতে॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য রচন করিল।
চক্রব্যূহ-যুদ্ধ মাত্র অর্জ্জুন জানিল॥
আর কেহ নাহি জানে পাণ্ডব-সভাতে।
অভিমন্যু শুনেছিল থাকিয়া গর্ভেতে॥
নির্গম শুনিতে নাহি পাইল তখন।
নিদ্রায় জননী তার ছিল অচেতন॥
ভারতে হরির লীলা বুঝা বড় ভার।
কাশী কহে, কৃষ্ণপদ একমাত্র সার॥

অভিমন্যুর ব্যূহমধ্যে প্রবেশ কথন

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় মুনির গোচরে।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহিবে আমারে॥
প্রবেশ জানয়ে বীর, না জানে নির্গম।
শুনিতে আশ্চর্য্য বড়, কহ তপোধন॥
মুনি বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শুন সারোদ্ধার॥
গান্ধারী কহিল যেই কথা কৃষ্ণ-প্রতি।
সেই কথা কহি রাজা, কর অবগতি॥
একদিন নিজ গৃহে সুভদ্রাসুন্দরী।
পার্থের অগ্রেতে কহে করযোড় করি॥
চক্রব্যূহ-কথা কহ, কি তাহার ক্রম।
কেমনে প্রবেশ হয়, কিমতে নির্গম॥
পার্থ কহিলেন, দেবি, শুন সাবধানে।
গর্ভেতে থাকিয়া তাহা অভিমন্যু শুনে॥
কহেন প্রবেশ-কথা সুভদ্রা-গোচরে।
হেনকালে নিদ্রা আসি ধরিল তাহারে॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডনে।
না শুনিল শেষ কথা নিদ্রা-আকর্ষণে॥
অর্জ্জুন-নন্দন বীর মহাপরাক্রম।
জননীর দোষে নাহি শুনিল নির্গম॥
চক্রব্যূহ দ্রোণাচার্য্য করিল রচনা।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ হইল উন্মনা॥
নারায়ণী-সেনাসহ যুঝে ধনঞ্জয়।
বিশ্রাম মুহূর্ত্তমাত্র কদাচ না পায়॥
শুনি দুঃখী হইলেন ধর্ম্ম-নৃপমণি।
এ-বার সঙ্কটে রক্ষা কর চক্রপাণি॥
অভিমন্যু বলে কথা করি যোড়হাত।
কোন্ হেতু চিন্তাকুল দেখি জ্যেষ্ঠতাত॥

যখন ছিলাম আমি মায়ের গর্ভেতে।
শুনেছি প্রবেশ-কথা পিতার মুখেতে ॥
এত শুনি ধর্ম্ম হইলেন হৃষ্টমন।
আলিঙ্গন দিয়া দেন বদনে চুম্বন ॥
ভীম বলে, যদি পার প্রবেশ করিতে।
কদাচিৎ নাহি পার নির্গম হইতে ॥
তবে ত উপায় আমি করিব পশ্চাতে।
ভাঙ্গিব সকল ব্যূহ গদার আঘাতে ॥
এত বলি সান্ত্বাইল ভীম মহাবীর।
চলিল সুভদ্রাসুত প্রফুল্ল-শরীর ॥
ব্যূহেতে প্রবেশ করে অর্জ্জুন-কুমার।
এক রথে জয়দ্রথ আবরিল দ্বার ॥
পাণ্ডবের সৈন্য নাহি পারে প্রবেশিতে।
অভিমন্যু মহারণ করে সাহসেতে ॥
বিক্রমে বিশাল বীর মহাধনুর্দ্ধর।
সপ্তরথী বিন্ধি তারে করে জরজর ॥
মহা-আস্ফালন করি ছাড়ে সিংহনাদ।
শুনিয়া কৌরবগণ গণিল প্রমাদ ॥
মহাবল ধরে বীর সুভদ্রা-কুমার।
দেখিয়া হইল ভয় অন্তরে সবার ॥
কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্য গুরুর নন্দন।
জয়দ্রথ কর্ণবীর রাজা দুর্য্যোধন ॥
ব্যূহমধ্যে ছয় জন ছিল দ্বারে দ্বারে।
বিন্ধিয়া জর্জ্জর কৈল সুভদ্রা-কুমারে ॥
কাহারো কাটিল চক্র, কাহারো সারথি।
কাহারো কাটিল অশ্ব, কাহারো পদাতি ॥
কাহারো কাটিল ধনু, কাহারো কবচ।
এইমত যুদ্ধ করে সুভদ্রা-অঙ্গজ ॥
হইল বিক্ষত-ক্ষত সবার শরীর।
ভেদিয়া কবচ অঙ্গে বহিছে রুধির ॥
ধনঞ্জয় পিতা যার, মাতুল মাধব।
একে-একে সবাকারে কৈল পরাভব ॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রা-নন্দন ॥

এইরূপে মহাবীর কৈল মহামার।
নির্গত হইতে বীর নাহি পায় দ্বার ॥
জ্যেষ্ঠতাত জ্যেষ্ঠতাত বলি করে শব্দ।
শুনিয়া বায়ুর সুত হৈল মহাস্তব্ধ ॥
পরাক্রম করি বীর গদা ল'য়ে যায়।
হেনকালে জয়দ্রথে দেখিবারে পায় ॥
যমের সমান বীর, হাতে ধনুঃশর।
দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে রথের উপর ॥
শমন-সমান তারে দেখি বৃকোদর।
হাত হৈতে গদা খসি পড়িল সত্বর ॥
দুর্ব্বল হইল বীর, অঙ্গে হৈল জ্বর।
মুখেতে নাহিক বাক্য, ভয়েতে কাতর ॥
না পারে সহিতে বীর, দৈবের ঘটন।
আছয়ে শিবের আজ্ঞা, কে করে লঙ্ঘন ॥
হেথায় সুভদ্রা-সুত পথ না পাইল।
ফাঁফর হইয়া বীর ভয়েতে চিন্তিল ॥
দ্রোণাচার্য্য ডাকি বলে, কি দেখহ আর
মহাযুদ্ধ করে বীর সুভদ্রা-কুমার ॥
সহজে বালক বটে, মহাতেজ ধরে।
বুঝি প্রায় সবাকারে লবে যম-ঘরে ॥
কোমল-শরীর বীর সহজে সুন্দর।
সদা স্নেহ যার প্রতি করে দামোদর ॥
না করে কাহারে ভয়, প্রকাণ্ড-শরীর।
ইহার অগ্রেতে কোন্ জন হবে স্থির ॥
শুনিয়া গুরুর বাক্য সবে জ্বলে কোপে।
অরুণ-সদৃশ বাণ বসাইল চাপে ॥
মুষল মুদ্গর শল্য পরিঘ তোমর।
আষাঢ়-শ্রাবণে যেন বর্ষে জলধর ॥
এইমত সপ্ত রথী বর্ষে শরজাল।
অভিমন্যু-ভাগ্যে ঘটে বিষম জঞ্জাল ॥
যেই দিকে যায় বীর, সেই দিকে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর ॥
কবচ ভেদিয়া পড়ে রুধিরের ধার।
রক্ষা কর জগন্নাথ, বলে বার বার ॥

অনাথের নাথ তুমি আপদ-ভঞ্জন।
তোমা-বিনা ত্রাণকর্ত্তা নাহি কোন জন॥
দেবের দেবতা তুমি, অখিলের পতি।
কৃপা করি হৈলে তুমি পিতার সারথি॥
এই বড় মনে দুঃখ রহিল আমার।
পুনরপি না দেখিনু চরণ তোমার॥
না দেখিনু জ্যেষ্ঠতাতে, পিতার বদন।
আর নাহি দেখিলাম মাতার চরণ॥
এত বলি পুনরপি ল'য়ে শরাসন।
করিল দারুণ যুদ্ধ ঘোর-দরশন॥
সপ্তরথী এককালে বরিষয়ে শর।
একাকী সমরে শিশু হইল ফাঁফর॥
ব্যাকুলিত কেশপাশ, রথেতে পড়িল।
গোবিন্দ গোবিন্দ বলি শরীর ত্যজিল॥
সাধু সাধু ধন্যবাদ দেয় দেবগণ।
ধন্য ধন্য মহাবীর সুভদ্রা-নন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● জয়দ্রথের বধোপাখ্যান ও
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর শাপ

চক্রব্যূহে অভিমন্যু হইল সংহার।
শুনিয়া পাণ্ডবগণ করে হাহাকার॥
অর্জ্জুন সংবাদ পেয়ে দূতের মুখেতে।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথেতে॥
শোকেতে গোবিন্দ অতি-নিরানন্দ-মন।
কহেন চেতন পেয়ে কুন্তীর নন্দন॥
অভিমন্যু মহাবীর আমার নন্দন।
হেন মহাবীরে বধিলেক কোন্ জন॥
দূত বলে, মহাশয়, করি নিবেদন।
তব পুত্রে জয়দ্রথ করিল নিধন॥
অর্জ্জুন বলেন, পাপী এ-কর্ম্ম করিল।
অন্যায় করিয়া মম পুত্রেরে মারিল॥
আজি তারে বিনাশিব, করিলাম পণ।
অবশ্য পাঠায়ে দিব যমের সদন॥
শুন কৃষ্ণ, নিবেদন চরণে তোমার।
দিবসের মধ্যে তারে করিব সংহার॥
জয়দ্রথে বিনাশিব থাকিতে ভাস্কর।
না ধরিব রাত্রি হ'লে আর ধনুঃশর॥
তাহারে না বধি যদি অস্ত যায় ভানু।
অগ্নিতে পোড়াব তবে আপনার তনু॥
এই ত প্রতিজ্ঞা করি আসিলেন রণে।
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথে রাখিল গোপনে॥
বায়ুর শকতি নাহি, দেখে জয়দ্রথে।
করেন বীরত্ব হেথা পার্থ নানামতে॥
তৃতীয়-প্রহর বেলা করেন সংগ্রাম।
তথাপি না হয় জয়দ্রথের সন্ধান॥
চারি দণ্ড বেলা আছে, হবে শেষ দিন।
ভাবিয়া অর্জ্জুনবীর হইলেন ক্ষীণ॥
তুমি কৃষ্ণ পরামর্শ কৈলে সেইকালে।
জয়দ্রথ-বধ-হেতু চক্র আরোপিলে॥
তাহাতে সূর্য্যের তেজ হৈল আচ্ছাদন।
সন্ধ্যাকাল হৈল, হেন মানে সর্ব্বজন॥
পার্থ দেখিলেন, হৈল দিবা অবসান।
ভূমিতে নামেন বীর ত্যজিয়া বিমান॥
অগ্নিকুণ্ড করিলেন মরিবার তরে।
তাহা দেখি জয়দ্রথ আসে দেখিবারে॥
চক্র ঘুচাইলে, দীপ্ত হইল ভাস্কর।
অর্জ্জুন আসিল তবে হাতে ধনুঃশর॥
সন্ধান পূরিয়া তারে করিল সংহার।
কহ দেখি বাসুদেব, এ-দোষ কাহার॥
সঞ্জয়ের মুখে আমি শুনিয়াছি সব।
উপকার যত তুমি ক'রেছ মাধব॥
না ঘুচে মনের দুঃখ, কহিব সে কথা।
প্রবোধিলে আমা, জন্ম-মৃত্যু লিখে ধাতা॥
বিধির বিধাতা তুমি, সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভাণ্ডিতে নারিবে মোরে, শুন দয়াময়॥

যত উপকার কৈলে আমার নন্দনে।
এক মুখে সেই কথা কহিব কেমনে ॥
তবে কেন বল তুমি দুকুল সমান।
তোমার এ যুক্তি নহে, শুন ভগবান্ ॥
কেবল পাণ্ডব-পক্ষ তুমি নারায়ণ।
এইহেতু যুদ্ধে জয়ী ভাই পঞ্চজন ॥
আপনি করিলে তুমি কুরুকুল ক্ষয়।
ত্রিভুবনে নৈলে কেবা করে পরাজয় ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ দুইজন মহাধনুর্দ্ধর।
শমন সভয়ে যারে মানে নিরন্তর ॥
কি করিবে পাণ্ডুপুত্র অগ্রেতে তাহার।
আপনি করিলে নষ্ট, দৈবকী-কুমার ॥
এক শত পুত্র মম বলে মহাবলী।
কপটে সবারে নাশ কৈলে বনমালী ॥
বুঝেছি, তোমার মন লোহাতে গঠিল।
তিল-অর্দ্ধ তব হৃদে দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীতি করিয়া যেবা করায় মিলন।
তাহারে সুহৃদ্ বলি, শুন নারায়ণ ॥
তুমি দেব নারায়ণ সবার উপর।
তোমাতে আচ্ছন্ন এই যত চরাচর ॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ আছে যত প্রাণী।
সম স্নেহ সবাকারে কর চক্রপাণি ॥
তোমা হ'তে আসে প্রাণী, তোমাতে মিলায়।
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায় ॥
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার।
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার ॥
তুমি সৃষ্টি, তুমি স্থিতি-প্রলয়-কারণ।
তুমি ধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি পঞ্চানন ॥
সুমতি, কুমতি তুমি, সুযুক্তি-মন্ত্রণা।
তোমা হ'তে ভিন্ন নাহি ভবে কোনজনা ॥
যত জীব, তত শিব ঘটেতে তোমার।
বসিয়া প্রাণীর ঘটে করহ বিহার ॥
তুমি যা করিবে, দেব সেই কর্ম্ম হয়।
তুমি বল, কালে করে, এ বড় বিস্ময় ॥
সেই কাল নিজে তুমি হ'লে নারায়ণ।
কালেতে নিযুক্ত করি করাও নিধন ॥
যত-কিছু দেখি নাথ, তোমার তরঙ্গ।
সংহার করিয়া সব বসি দেখ রঙ্গ ॥
তুমি বল, দুর্য্যোধন ধর্ম্ম নাহি জানে।
কর্ম্মেতে হইয়া বদ্ধ কারে নাহি মানে ॥
আপনার দোষে সেই হইল নিধন।
মিছা-অনুযোগ মোরে দেহ অকারণ ॥
তুমি কর্ম্ম, তুমি ক্রিয়া, তুমি ধ্যান-যোগ।
যেমন যাহারে তুমি করাইলে ভোগ ॥
সেইমত দুর্য্যোধন কৈল আচরণ।
তবে কেন দোষ তারে দেহ নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির ধর্ম্মপুত্র কিছুই না জানে।
ভ্রাতৃভেদ শিখাইলে পরম-যতনে ॥
শুন দেব নারায়ণ, কহিব নিশ্চিত।
এমত করিতে তব না হয় উচিত ॥
তুমি বল, আমি নহি, কালে সব করে।
ইহা বলি কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডাইলে মোরে ॥
তার আগে কহ যেই জন নাহি জানে।
আপনি নিমিত্ত-ভাগী হইলে এক্ষণে ॥
তুমি সে সবার 'পর, তব 'পর নাই।
ব্যাসের মুখেতে সব শুনেছি গোঁসাই ॥
ভাল হৈল দূত হ'য়ে গিয়াছিলে তুমি।
দুইকুলহিত হ'য়ে মাগিবারে ভূমি ॥
তাহাতে সম্মত নাহি হৈল দুর্য্যোধন।
তুমি কেন নিজ দেশে না কৈলে গমন ॥
প্রকার করিয়া তুমি কহিলে ধর্ম্মেরে।
তাহাতে হইল ভেদ উভয়-অন্তরে ॥
সুহৃদ্ হইয়া যেবা হেন কর্ম্ম করে।
তোমাকে না দিয়া দোষ দিব আর কারে ॥
যদি বিসম্বাদ হৈল ভাই দুইজনে।
তোমার উচিত নহে রহিবারে রণে ॥
তবে বন্ধু বলিতাম করিতে সমতা।
তুমি শিখাইয়া দিলে বিবাদের কথা ॥

এখন জানিনু, তুমি অনর্থের মূল।
বিনাশিলে তুমি মম যত কুরুকুল॥
কহিতে তোমার কথা বিদরে পরাণ।
তবে কেন বল তুমি উভয়ে সমান॥
যাবৎ শরীরে মোর রহিবেক প্রাণ।
তাবৎ জ্বলিবে দেহ অনল-সমান॥
ক্ষত্রধর্ম্মে যদি যুদ্ধ করিয়া মরিত।
শুন কৃষ্ণ, তাহে এত দুঃখ না হইত॥
তা হ'লে হৃদয়ে নাহি রাখিতাম কথা।
অনুযোগ তোমাকে না করিতাম হেথা॥
কুরুকুল বিনাশিলে বসুদেব-সুত।
কহিতে অনল উঠে, কি কব অচ্যুত॥
পুত্রশোকে কলেবর জ্বলিছে আমার।
বল দেখি, হেন শোক হয়েছে কাহার॥
শুন কৃষ্ণ, আজি শাপ দিব হে তোমারে।
তবে পুত্রশোক মোর ঘুচিবে অন্তরে॥
অলঙ্ঘ্য আমার বাক্য, না হবে লঙ্ঘন।
জ্ঞাতিগণ তব কৃষ্ণ হইবে নিধন॥
পুত্রগণ-শোকে আমি যত পাই তাপ।
এরূপ যন্ত্রণা পাবে, দিনু অভিশাপ॥
মোর বধূ যেই-মত করিছে ক্রন্দন।
এই মত কান্দিবেক তব বধূগণ॥
তুমি যেন ভেদ কৈলে কুরু-পাণ্ডবেতে।
যদুবংশ তথা হবে, আমার শাপেতে॥
কৌরবের বংশ হৈল যেমন সংহার।
শুন কৃষ্ণ, এইমত হইবে তোমার॥
গোবিন্দেরে শাপ দিলা কুপিয়া গান্ধারী।
শুনি কম্পমান হন ধর্ম্ম-অধিকারী॥
অন্তর্য্যামী হরি জানিলেন এ-কারণ।
সতীর অলঙ্ঘ্য বাক্য না হবে লঙ্ঘন॥
আমি জন্মিলাম ভূমিভার-নিবারণে।
পৃথিবীর ভার ঘুচি গেল এতদিনে॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন।
মম জ্ঞাতি মারিবারে পারে কোন্ জন॥
উঠহ গান্ধারী, নাহি করহ ক্রন্দন।
শাপ দিলে, তথাপি না কর সংবরণ॥
দুর্য্যোধন-দোষে হৈল বংশের নিধন।
না শুনিয়া মোরে শাপ দিলে অকারণ॥
আমি যদি দোষে থাকি, ফলিবেক শাপ।
আপনার দোষে আমি পাব মনস্তাপ॥
এতেক বলিয়া মায়া করি নারায়ণ।
পুত্রশোক গান্ধারীর করেন মোচন॥
মহাভারতের কথা সুধার ভাণ্ডার।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার॥

যুধিষ্ঠিরাদি কর্ত্তৃক স্বজনগণের দেহ-সৎকার

কৃষ্ণের বচনে ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া বলে মহামতি॥
মন দিয়া শুন পুত্র, আমার বচন।
কুরুক্ষেত্র-রণে মরিয়াছে যত জন॥
রাজরাজেশ্বর রাজা কুমার রাজার।
গণনা করিতে নারি, কতেক হাজার॥
সুহৃদ্ বান্ধব কারো নাহি সহোদর।
সবাকার অগ্নিকার্য্য করহ সত্বর॥
অগ্নিকার্য্য সবাকার করহ এখন।
নিমন্ত্রি আনিল যাহাদিগে দুর্য্যোধন॥
তব আমন্ত্রণে আসিলেক যত রাজ।
না করিলে প্রেতকার্য্য হইবেক লাজ॥
শ্রীধৌম্য-সঞ্জয় আর বিদুর সুমতি।
ইন্দ্রসেন জয়সেন যুযুৎসু প্রভৃতি॥
ইহারা সকলে যাক তোমার সহিত।
করুক অন্ত্যেষ্টি-কর্ম্ম, যে যার উচিত॥
কেকয় প্রভৃতি যোদ্ধা ঘটোৎকচ বীর।
অলম্বুষ রাক্ষসের পোড়াও শরীর॥
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যত এসেছিল প্রাণী।
সকল সৎকার কর ধর্ম্ম-নৃপমণি॥

ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞা পেয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার করিল গগন॥
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজার আজ্ঞায়।
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির আছেন সহায়॥
জ্ঞাতিগণে অগ্নি দিল ধর্ম্মের নন্দন।
চিতাধূমে অন্ধকার হইল গগন॥
অপর যতেক রাজা মৃত কুরুক্ষেত্রে।
যুযুৎসু দিলেন অগ্নি রাজ-আজ্ঞামাত্রে॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হইল দাহন।
অনুমৃতা হৈল তাহে কত নারীগণ॥
উত্তরা পুড়িতে চাহে অভিমন্যুসনে।
তাহারে বুঝান কৃষ্ণ বিবিধ-বিধানে॥
শুন বধূ, না মরিও অভিমন্যুসাথে।
উত্তম পুরুষ আছে তোমার গর্ভেতে॥
পরীক্ষিৎ-নামে হবে মহা তেজীয়ান্।
মহা-ধর্ম্মশীল হবে পুরুষ-প্রধান॥
এত বলি শান্ত তারে করিল শ্রীহরি।
কুন্তী আসি উত্তরারে নিল হাতে ধরি॥
বিষাদ পাইয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ করেন তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে।
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে॥
বিশ্বাস করয়ে লোক এ-সব বচনে।
বিশ্বরূপ যশোমতী দেখে বিদ্যমানে॥
চারি ভায়ে সঙ্গে ল'য়ে ধর্ম্মের কুমার।
গেলেন তর্পণ-স্নানহেতু যত আর॥
গঙ্গায় চলিল সবে গোবিন্দ-সংহতি।
পঞ্চ পাণ্ডবাদি ধৃতরাষ্ট্র নরপতি॥
গান্ধারী প্রভৃতি কুন্তী দ্রুপদ-নন্দিনী।
উত্তরা প্রভৃতি আর যতেক রমণী॥
স্নান-আদি কৈল সবে জাহ্নবীর জলে।
ধৌম্য পুরোহিত বাক্য বলায় সকলে॥
দুর্য্যোধন-আদি করি শত সহোদর।
সবার তর্পণ করিলেক নৃপবর॥
আর যত রাজগণ সংগ্রামে মরিল।
একে একে সবাকার তর্পণ করিল॥
ক্ষত্রমত নিত্যকর্ম্ম ছিল পূর্ব্বাপর।
সেইমত করিল পাণ্ডুর সহোদর॥
নর-নারী কৈল যত পারত্রিক কর্ম্ম।
যেমত বিধান ছিল শাস্ত্রমত ধর্ম্ম॥

কুন্তীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের অভিশাপ

হেনকালে কুন্তীদেবী গিয়া সেইখানে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর-বচনে॥
কর্ণ মহাবীর হয় আমার নন্দন।
সূতপুত্র বলি যারে বলিলে বচন॥
কন্যাকালে জন্ম হৈল আমার উদরে।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম, জানাই তোমারে॥
অসময়ে জাত বলি করি বিসর্জ্জন।
মঞ্জুষা করিয়া তারে ভাসাই তখন॥
তবে সূত পেয়ে তারে করিল পালন।
প্রসিদ্ধ হইল সেই রাধার নন্দন॥
বলবান্ বলি দুর্য্যোধন নিল তারে।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমারে॥
জ্যেষ্ঠ সহোদর তব কর্ণ অঙ্গপতি।
তাহার তর্পণ কর ধর্ম্ম নরপতি॥
মায়ের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
বরিষয়ে দুই ধারে নয়নের নীর॥
বিষাদ করিয়া ধর্ম্ম করেন রোদন।
প্রবোধ অর্পেণ তাঁরে শ্রীমধুসূদন॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন কুন্তীরে তখন।
পুনশ্চ কহিল কর্ণ-জন্ম-বিবরণ॥
দুর্ব্বাসার মন্ত্র পায় যেমন প্রকারে।
কহিল সকল কথা রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এতেক শুনিয়া ধর্ম্ম মায়ের বচন।
মলিন-বদনে পুনঃ করেন রোদন॥

এতদিনে হেন কথা কহিলে জননি।
কর্ণ মোর সহোদর, এতদিনে শুনি॥
ভ্রাতৃবধ করি আমি পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
কর্ণ মোর সহোদর বিক্রমে বিশাল॥
হাহাকার ধ্বনি করি কান্দে সর্ব্বজন।
পুনশ্চ প্রবোধ দেন দৈবকী-নন্দন॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির শোকেতে জর্জ্জর।
যোড়হাত করি কহে জননী-গোচর॥
শুন গো জননি, আমি করি নিবেদন।
জানিলে না হ'ত কভু কর্ণের নিধন॥
গুপ্ত করি রাখিলে, না কহিলে আমারে।
সে-কারণে বধিলাম জ্যেষ্ঠ সহোদরে॥
এ-সকল কথা যদি কহিতে জননি।
তবে কেন বিনাশিব কর্ণ মহাজ্ঞানী॥
তবে কেন বিনাশিব রাজা দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখাদি ভাই শত জনে॥
তবে কেন ভীষ্মবীর ঈদৃশ হইবে।
অভিমন্যু পুত্র কেন রণেতে পড়িবে॥
তবে কেন হইবেক দ্রোণের নিধন।
পূর্ব্বেতে এ-সব যদি কহিতে বচন॥
রাজাধিক ছিল কর্ণ হস্তিনানগরে।
দুর্য্যোধন তাঁর বাক্য অন্যথা না করে॥
কর্ণ-আজ্ঞাকারী ছিল যত কুরুগণ।
যুদ্ধ না হইত মাতা, জানিলে এমন॥
হেন ভাই বধিলাম রাজ্যের লাগিয়া।
ধিক্ ধিক্ প্রাণ মম, যাক্ বাহিরিয়া॥
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে বলে।
এ-কলঙ্ক রাখিলাম আপনার কুলে॥
এ বড় দারুণ শল্য রহিল অন্তরে।
এত দিনে সব কথা কহিলে আমারে॥
মা হইয়া পুত্র-প্রতি এমন আচার।
শুন গো জননি, তাপ বাড়িল আমার॥
শাপ দিব আমি, বড় দুঃখ পাই মনে।
গুপ্তকথা না থাকিবে নারীর বদনে॥
নারীর উদরে আর কথা না রহিবে।
অতি গুপ্ত কথা হ'লে প্রকাশ হইবে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

গান্ধারীর রোদন

এত বলি যুধিষ্ঠির অতি শোকাকুল।
পুনঃ প্রবোধেন কৃষ্ণ হ'য়ে অনুকূল॥
কৃষ্ণবাক্যে প্রীতি পেয়ে পাণ্ডুর নন্দন।
শাস্ত্রমত করিলেন কর্ণের তর্পণ॥
পরে করিলেন ঘটোৎকচের তর্পণ।
পুনঃ স্নান করি কূলে উঠেন তখন॥
কূলে রহিলেন ধর্ম্ম হইয়া অসুখী।
ভীমার্জ্জুন সহদেব কেহ নহে সুখী॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে বিস্তর কান্দিল।
পতিহীনা নারীগণ যত সঙ্গে ছিল॥
শান্ত করি যুধিষ্ঠির আনেন শিবিরে।
ধৃতরাষ্ট্র-আদি সবে রহে অনাহারে॥
শিবিরে রহিল সবে বিষাদিত-মনে।
গান্ধারী পুত্রের শোকে কান্দে রাত্রিদিনে॥
অনাহারে তিন রাত্রি করিল যাপন।
নিশিযোগে ফলাহার কৈল সর্ব্বজন॥
গান্ধারী পুত্রের শোকে করেন রোদন।
আহা মরি, কোথা গেল পুত্র দুর্য্যোধন॥
আজি তিন দিন হৈল, পুত্র নাহি দেখি।
কোথা দুর্য্যোধন, কোথা দুর্ম্মুখ ধানুকী॥
গান্ধারী কৃষ্ণেরে কন করিয়া রোদন।
আজি শূন্য হৈল মম সকল ভুবন॥
কোথা গেল দুর্য্যোধন, কহ যদুমণি।
অকারণে প্রাণ ধরি আমি অভাগিনী॥
সকল সংসার শূন্য পুত্রের বিহনে।
শুন কৃষ্ণ, কত দুঃখ উঠে মম মনে॥

শত পুত্র যেন মম পূর্ণ শশধর।
কি হৈল, কোথা গেল কহ যদুবর॥
সে-হেন সুন্দর মুখ অনলে পুড়িল।
নানা আভরণ অঙ্গে, কেবা কাড়ি নিল॥
অগুরু চন্দনে লিপ্ত ছিল নিরন্তর।
কেমনে পোড়ালে বল হেন কলেবর॥
নানা ভোগে নানা রসে থাকিত সকলে।
হেন তনু ছারখার করিলে অনলে॥
স্বপ্নবৎ দেখি আমি সকল সংসার।
কহ, কোথা গেল মম শতেক কুমার॥
সুবর্ণ-রচিত পুরী নিল কোন্ জন।
কহ কৃষ্ণ, কোথা গেল আমার নন্দন॥
কনক-বরণ দেহ অতি সুকুমার।
দুঃশাসন-আদি পুত্র কোথা সে আমার॥
শোক-দুঃখভরে আমি হ'লেম বিমন।
কোথা শত পুত্র মোর খঞ্জন-নয়ন॥
স্মরণ করিতে মোর বিদরে পরাণ।
হস্তিনা হইল শূন্য, শুন ভগবান্॥
এ বড় অন্তরে দুঃখ রহিল আমার।
বৃদ্ধকালে কিবা গতি হইবে রাজার॥
মরিলে পুত্রের হাতে না পাবে আগুন।
ইহা ভাবি আরো দুঃখ বাড়ে চতুর্গুণ॥
কি বুঝিয়া বিধি হেন করিল আমারে।
শুন হে করুণাময়, নিবেদি তোমারে॥
এত জ্বালা আগেতে না জানি গদাধর।
পুত্রশোকে আজি মম দহে কলেবর॥
ওহে ভীমসেন, শুন আমার বচন।
আর বিষ তোমারে না দিবে দুর্য্যোধন॥
আর কেবা জতুগৃহ করিবে নির্ম্মাণ।
ঘুচাইল সব ভয় প্রভু ভগবান্॥
শকুনি আমার ভাই গেল কোথাকারে।
আর কে মন্ত্রণা দিবে আমার পুত্রেরে॥
ওহে যুধিষ্ঠির, তব হৈল শুভদশা।
আর কে তোমার সঙ্গে খেলাইবে পাশা॥
গান্ধারের নাথ কোথা অভাগা শকুনি।
তোমা সবাকার ভয় ঘুচিল এখনি॥
গান্ধারী এতেক বলি পড়ে ভূমিতলে।
যুধিষ্ঠির ধরি তুলিলেন সেইকালে॥
সান্ত্বনা করেন কৃষ্ণ বিবিধপ্রকারে।
নানাবিধ শাস্ত্রবাক্যে বুঝালেন তাঁরে॥
শুন গো গান্ধারি, শুন পূর্ব্ব বিবরণ।
ভূমিষ্ঠ হইল যবে রাজা দুর্য্যোধন॥
এ শোকে সে-সব কথা নহে ত বিধান।
বিদুর কহিল যত, সকলি প্রমাণ॥
দুর্য্যোধন-লাগি শোক কেন কর বৃথা।
অনিত্য সংসার এই, আমি আছি কোথা॥
অদ্য বা শতান্তে হবে অবশ্য মরণ।
শুন গো গান্ধারি, শোক কর অকারণ॥
পাণ্ডব বিজয় কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম-খণ্ডে, পরলোকে তরি॥
শুন শুন সাধুগণ হ'য়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত-কথন॥

হস্তিনায় রাজত্ব গ্রহণার্থ যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আগ্রহ

বলেন জনমেজয়, শুন মুনিবর।
গান্ধারী-শোকের কথা শুনিনু বিস্তর॥
পতিহীনা নারী যত পাইল যাতনা।
কৃষ্ণ তাহে করিলেন কিরূপে সান্ত্বনা॥
সে-সব বৃত্তান্ত মুনি, বলহ আমায়।
যুধিষ্ঠির কিরূপেতে আসে হস্তিনায়॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
সংক্ষেপে কহিব তোমা সে-সব ভারতী॥
পুনঃপুনঃ বাড়ে শোক, নহে নিবারণ।
তাহা দেখি মৃদু হাসি দেব নারায়ণ॥
বিচারিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির-স্থানে।
হস্তিনানগরে তুমি চল এইক্ষণে॥

শূন্য আছে রাজপাট যাইতে উচিত।
শোক সংবরণ করি চলহ ত্বরিত ॥
সিংহাসনে বসি কর প্রজার পালন।
অনুকূল তোমা-প্রতি যত প্রজাগণ ॥
হস্তিনার লোক দুঃখী তোমা-অদর্শনে।
অযোধ্যার লোক যেন রাম গেলে বনে ॥
রাবণ মারিয়া রাম আসিলেন দেশে।
প্রজার পালন করিলেন যে বিশেষে ॥
সেইমত কর তুমি হস্তিনানগরে।
পালহ সকল প্রজা প্রসন্ন-অন্তরে ॥
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু সেবনেতে বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা, লক্ষ্মী তারে ছাড়ে ॥
রামায়ণ শুনিয়াছ, শুনিতে কৌতুক।
সুগ্রীব বালীকে মারি পাইলেক সুখ ॥
রাবণ মারিয়া রাজ্য নিল বিভীষণ।
পূর্ব্বাপর নীতি এই, শুন বিচক্ষণ ॥
দেবাসুর-যুদ্ধ-কথা শুনিয়াছ তুমি।
পুনঃপুনঃ সেই কথা কত কব আমি ॥
বিলম্ব না কর আর, শত্রু হৈল ক্ষয়।
সুখে রাজ্য কর গিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
পূর্ব্বে কহিলাম যত, পাইলে প্রমাণ।
এখন করহ শোক, নহে ত বিধান ॥

———

যুধিষ্ঠিরের রাজ্য গ্রহণে আপত্তি

এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ।
খেদেতে কহেন পুনঃ ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন কৃষ্ণ, আর আমি হস্তিনা না যাব।
মরণ-পর্য্যন্ত কুরুক্ষেত্রেতে রহিব ॥
রাজ্য ধনে আর মম নাহি প্রয়োজন।
সহিতে না পারি আমি নারীর ক্রন্দন ॥
পতিহীনা যুবতীর শোক নিরন্তর।
শুন কৃষ্ণ, গালি মোরে দিবেক বিস্তর ॥
শুনিতে না পারি আমি, নিন্দিবেক লোকে।
অতএব ক্ষমা কর যাইতে আমাকে ॥
এই সব পাপে আমি না পাব নিস্তার।
হস্তিনা যাইতে কভু না বলিহ আর ॥
বড়ই নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছি আমি।
হস্তিনা যাইতে কৃষ্ণ না বলিহ তুমি ॥
আমা-সম পাপী নাহি, শুন গদাধর।
রাজ্য-লাগি বধিলাম জ্ঞাতি সহোদর ॥
ভীমার্জ্জুনে ল’য়ে তুমি যাও হস্তিনায়।
আমার সুযুক্তি এই জানাই তোমায় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে ল’য়ে নারায়ণ।
ভীমার্জ্জুনে ল’য়ে কর হস্তিনা-গমন ॥
কুন্তীদেবী ল’য়ে আর দ্রুপদ-নন্দিনী।
বিরাট-তনয়া ল’য়ে যাহ চক্রপাণি ॥
হস্তিনাতে যাহ তুমি সবাকে লইয়া।
কুরুক্ষেত্র-তীর্থে আমি থাকিব বসিয়া ॥
অনাহারে তেয়াগিব দেহ আপনার।
শুন কৃষ্ণ, জ্ঞাত করি গোচরে তোমার ॥
যে আছে আমার মনে, করিব সে-কর্ম্ম।
রাজ্যভোগ নাহি চাহি করিয়া অধর্ম্ম ॥
বান্ধব নাহিক মম, কি-কাজে রাজত্ব।
ভাই বন্ধু বিনাশিয়া কিসের বীরত্ব ॥
পিতামহ-গুরুবধে নাহিক নিষ্কৃতি।
কেমনে হস্তিনা যাই, বল যদুপতি ॥
গান্ধারীর শোক নিত্য পুত্রের মরণে।
কেমন করিয়া তাহা দেখিব নয়নে ॥
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র ছাড়িবে নিঃশ্বাস।
সহিতে নারিব তাহা, শুন শ্রীনিবাস ॥
উত্তরা কান্দিবে নিত্য অভিমন্যু-শোকে।
অন্যের বনিতা যত নিন্দিবেক মোকে ॥
কর্ণশোকে মাতা মম কান্দিবে বিস্তর।
দেখিতে নারিব তাহা, শুন গদাধর ॥
নিত্য নিত্য পাব দুঃখ হস্তিনাতে গিয়া।
ক্ষমা দেহ কৃষ্ণ, বলি বিনয় করিয়া ॥

পুনঃ কিছু না বলিহ, শুন যদুরায়।
হস্তিনাতে যাহ তুমি, দিলাম বিদায়॥
ভীমার্জ্জুনে ল'য়ে দেশে করহ গমন।
যত্ন না করিহ মোর লাগি নারায়ণ॥
শুনহ অর্জ্জুন ভাই আমার ভারতী।
রাজা হ'য়ে পাল গিয়া এই বসুমতী॥
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞা ল'য়ে করিবে করম।
তবে সে রহিবে ভাই, আপন ধরম॥
সেবিবে গান্ধারী-পদ কুন্তীর সমান।
তবে সে হইবে ভাই, সবার কল্যাণ॥
যাহ ভীম, রাজ্যভোগ কর হস্তিনায়।
আমি যাব, দুর্য্যোধন গিয়াছে যথায়॥
যথা কর্ণ সহোদর দ্রোণ মহাবীর।
সেবা-হেতু সেইখানে যাব আমি স্থির॥
বিরাট দ্রুপদ আর শিখণ্ডী শকুনি।
অর্জ্জুন-নন্দন অভিমন্যু গুণমণি॥
আর যত মরিলেক আমার কারণে।
তাহা সবা ত্যজি আমি যাইব কেমনে॥
বীরশূন্য করিলাম আমি বসুমতী।
এ-সব নিন্দিত কর্ম্মে ভয় হয় অতি॥
এত যদি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
বুঝায়ে পুনশ্চ তারে কন নারায়ণ॥
ভুবন-বিখ্যাত মহামুনি বেদব্যাস।
কৃষ্ণ-গুণান্বিত কথা যাঁহার প্রকাশ॥
তাঁহার রচিত এই ভারত মহান্॥
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের নানাপ্রকার পূর্ব্বাপর ইতিহাস বর্ণন

ধর্ম্মের বচন শুনি, বিচারিয়া চক্রপাণি,
পূর্ব্বকথা কহেন রাজারে।
ভ্রাতৃবধ বলি তুমি, ভয় কর নৃপমণি,
যুদ্ধ নিত্য হয় দেবাসুরে॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির, নিজ মন কর স্থির,
শুন কহি পূর্ব্বের কথন।
পরাশর-সুত ব্যাস, করিলেক যে প্রকাশ,
শ্রবণে কলুষ-বিনাশন॥
দিতির হইল সুত, কশ্যপ-ঔরসে জাত,
স্বর্গে ইন্দ্র দেবতার রাজা।
অমরাবতীর নাথ, পুষ্প যার পারিজাত,
রমণী যাহার পুলোমজা॥
দৈত্যগণ মহীতলে, রাজ্য করে বাহুবলে,
কত নাম লইব তাহার।
কোটি কোটি সৈন্যসঙ্গে, সুরপুরে যায় রঙ্গে,
লইতে ইন্দ্রের অধিকার॥
কুলিশ করিয়া হাতে, আরোহিয়া ঐরাবতে,
শচীপতি করেন সংগ্রাম।
যুদ্ধ হৈল দুই জনে, বিবুধ দুঃসহ রণে,
কত দিন না করে বিশ্রাম॥
যুদ্ধ হয় দিবানিশি, নাহি উদে রবি-শশী,
কোটি কোটি মরে রণস্থলে।
সে-কথা কহিব কত, শুন ওহে ধর্ম্মসুত,
পুরাণ-শাস্ত্রেতে হেন বলে॥
নমুচি শম্বর নাম, দৈত্য ছিল বলবান্,
বৃষপর্ব্বা দৈত্যের ঈশ্বর।
যার যশ পৃথিবীতে, লোকে গায় হরষেতে,
যুদ্ধ কৈল সহস্র বৎসর॥
অগ্নি মন্দানল হৈল, শাস্ত্রে হেন বুঝাইল,
সে-কথা কহিব কত আমি।
ভ্রাতা মারি কতজন, নিল রাজ্য-সিংহাসন,
মুখে-মুখে শুনিয়াছ তুমি॥
হিরণ্যকশিপু নাম, দৈত্য ছিল বলবান্,
হিরণ্যাক্ষ তার সহোদর।
উদ্যম করিল কত, বিনাশিল শত শত,
যুদ্ধ পাঁচ হাজার বৎসর॥
ইন্দ্র বজ্র ধরি করে, বিনাশিলে দানবেরে,
ইহা বলি না দিলেক ক্ষমা।

নীতি আছে পূর্ব্বাপর, আচরহ নৃপবর,
ইথে কেহ না নিন্দিবে তোমা ॥
গরুড় কশ্যপ-সুত, বিনতা উদরজাত,
কদ্রুর তনয় নাগগণ ।
সর্প গরুড়েরে দেখে, দায়াদ বলিয়া লখে,
নাগ খগেশ্বরের ভক্ষণ ॥
তুমি কর মনে ভয়, শুন ধর্ম্ম মহাশয়,
কিন্তু হইয়াছে পূর্ব্বাপরে ।
আমার বচন শুনি, শোক ত্যজি নৃপমণি,
হস্তিনাতে চলহ সত্বরে ॥
শুনিলে পুরাণ-কথা, দূর কর মনোব্যথা,
রামায়ণ শুন নরপতি ।
বালী বাসবের সুত, রূপে গুণে বিভূষিত,
সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব সুমতি ॥
বসতি কিষ্কিন্ধ্যাপুরে, সমভাবে কার্য্য করে,
কতদিনে বিবাদ জন্মিল ।
মায়াবী দুন্দুভি নাম, দুই দৈত্য বলবান্,
বালী-সঙ্গে যুঝিতে আসিল ॥
সহিতে না পারি রঙ্গ, মায়াবী দিলেক ভঙ্গ,
দুন্দুভি যে পড়িল সমরে ।
দৈত্যের দেখিয়া ভঙ্গ, বালীর বাড়িল রঙ্গ,
পিছে তার চলিল সত্বরে ॥
দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথ, বালীরাজা মনোমত,
সুগ্রীবে রাখিল সেইখানে ।
আপনার বাহুবলে, চলি গেল রসাতলে,
যুদ্ধ হৈল দানবের সনে ॥
বৎসরেক গত হ'ল, বালী রাজা না আইল,
সুগ্রীব তা মনে বিচারিয়া ।
শোণিত সুড়ঙ্গদ্বারে, সুগ্রীব কাঁপিল ডরে,
দ্বার রুদ্ধ কৈল শিলা দিয়া ॥
বালী মৈল রসাতলে, সুগ্রীব পাত্রেরে ব'লে,
বসিলেক রাজ-সিংহাসনে ।
তারা-রুমা সঙ্গে করি, সুগ্রীব করেন কেলি,
বালী রাজা আসে কত দিনে ॥
বালী যায় মনস্তাপে, সুগ্রীবে কাটিতে কোপে,
পাত্র-মিত্র নীতি বুঝাইল ।
সুগ্রীব পাইয়া ভয়, কিষ্কিন্ধ্যায় নাহি রয়,
প্রাণভয়ে পলাইয়া গেল ॥
ভ্রমণ করিল যত, তাহা বা কহিব কত,
শ্রীরামের সঙ্গে কৈল মিতা ।
সুগ্রীব বলেন বন্ধু, শুন কথা দীনবন্ধু,
বালী নিল আমার বনিতা ॥
শুনি সুগ্রীবের কথা, শ্রীরাম পাইল ব্যথা,
বালীবধে করেন স্বীকার ।
শ্রীরামের বাণে বালী, লোটায়ে পড়িল ধূলি,
তনু ত্যজি গেল স্বর্গদ্বার ॥
সুগ্রীব হইল রাজা, পেয়ে রাজ্য পালে প্রজা,
তারা-রুমা ল'য়ে করে কেলি ।
রামের সাহায্য-হেতু, সাগরে বান্ধিল সেতু,
সকল বানর-সেনা মিলি ॥
করি আয়োজন নানা, লঙ্কায় করিয়া থানা,
অবস্থিত শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
সঙ্গে তার সৈন্য যত, তাহা বা কহিব কত,
রাবণের বধিতে জীবন ॥
হেনকালে নিশাচর, রাবণের সহোদর,
বিভীষণ রামের গোচরে ।
রাম সিন্ধুতটে বসি, শরণ লইল আসি,
কহিল সকল রঘুবীরে ॥
রাক্ষস বলিয়া তাতে, ঘৃণা নাহি রঘুনাথে,
মিত্র বলি দেন আলিঙ্গন ।
বহুদিন যুদ্ধ হয়, হইল রাবণ-ক্ষয়,
লঙ্কারাজ্য নিল বিভীষণ ॥
এ-সকল বিষ্ণু-অংশ, ভ্রাতৃগণে করি ধ্বংস,
নানাভোগ করিল কৌতুকে ।
তুমি মিথ্যা কর ভয়, যুধিষ্ঠির মহাশয়,
শীঘ্র তুমি লও হস্তিনাকে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শুনিলে ঘুচিবে ব্যথা,
ভবভয় হ'য়ে থাকে যত ।

কাশীদাস দেব বলে, সুগন্ধি পাইবে কালে,
ভজ কৃষ্ণ-চরণ সতত ॥

———

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
যুধিষ্ঠিরে বহুবিধ কহে নারায়ণ ॥
অঙ্গীকার তথাপি না করেন রাজন্।
পুনশ্চ কহেন কৃষ্ণ মধুর-বচন ॥
শুন ওহে ধর্ম্মরাজ, ধৈর্য্য ধর মনে।
হস্তিনানগরে চল আমার বচনে ॥
পৃথিবী পালহ রাজা, সিংহাসনে বসি।
ধর্ম্মের নন্দন তুমি হবে রাজ্যবাসী ॥
যে-দুঃখ পাইলে তুমি ভ্রমি বনে-বনে।
সে-সকল কথা কেন নাহি কর মনে ॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীর কেশেতে ধরিল।
সভামধ্যে দুঃশাসন টানিয়া আনিল ॥
দ্রৌপদীরে ঊরু দেখাইল দুর্য্যোধন।
তাহা সব পাসরিলে ধর্ম্মের নন্দন ॥
তথাপি এতেক ভয় বুঝিতে না পারি।
বিলম্ব না কর, চল হস্তিনানগরী ॥
এত যদি কহিলেন দৈবকী-নন্দন।
দিলেন পাণ্ডব-জ্যেষ্ঠ উত্তর বচন ॥
যতেক কহিলে কথা কৃষ্ণ মহাশয়।
কিন্তু মম মনে তাহা কিছুই না লয় ॥
দুর্য্যোধন লভিলেন নিজ কর্ম্ম-ফল।
আমাকে উচিত নহে ভকতবৎসল ॥
রাজ্যভোগ কভু আর নাহি মম মনে।
নিরবধি পড়ে মনে ভাই-দুর্য্যোধনে ॥
যুক্তি নয় সে-সকল বচন শুনিতে।
ভীমার্জ্জুনে ল'য়ে তুমি যাহ হস্তিনাতে ॥
গোবিন্দ বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
পুনঃপুনঃ বাক্য মম না কর লঙ্ঘন ॥
না শোভে তোমাকে হেন দিতে অনুমতি।
তুমি রাজা হ'লে আমি পাইব পীরিতি ॥
এমত কৃষ্ণের লীলা, কেহ নাহি জানে।
অনুমতি দেন ধর্ম্ম কৃষ্ণের বচনে ॥
হস্তিনা যাইব, চল দেব গদাধর।
শুনিয়া সানন্দ হৈল বীর বৃকোদর ॥
যুধিষ্ঠির হইবেন রাজা হস্তিনার।
শুনি আনন্দিত হৈল মাদ্রীর কুমার ॥
অর্জ্জুন প্রফুল্ল হন ধর্ম্মের বচনে।
ত্বরা করিলেন অতি হস্তিনা-গমনে ॥
হেনকালে ধৃতরাষ্ট্র করেন ক্রন্দন।
কোথায় ছাড়িয়া যাও পুত্র দুর্য্যোধন ॥
দুঃশাসন-দুর্ম্মুখাদি যত যত জন।
স্মরিয়া আমাকে লহ, শুন বাছাধন ॥
দেশেতে দেখিব গিয়া আমি কার মুখ।
পাণ্ডব নিলেক রাজ্য ধন-জন-সুখ ॥
সকরুণে হেন কথা কহিল রাজন্।
শুনি যুধিষ্ঠির হইলেন অচেতন ॥
পড়েন ভূমিতে ধর্ম্ম হইয়া মূর্চ্ছিত।
কৃষ্ণার্জ্জুন সহদেব দেখি হন ভীত ॥
তুলিয়া রাজাকে তবে বসান শ্রীহরি।
বসিয়া কহেন রাজা কৃতাঞ্জলি করি ॥
কি আর প্রবোধ দেহ, ওহে দেব হরি।
জ্যেষ্ঠতাত-শোক আর সহিতে না পারি ॥
কেমনে এ-সব কথা শুনিব শ্রবণে।
শুন কৃষ্ণ, কার্য্য নাহি মম রাজ্য-ধনে ॥
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চপুত্র-বিবর্জ্জিতা।
অভিমন্যু-শোকে কান্দে বিরাট-দুহিতা ॥
ভাই-বন্ধু গেল, আমি ক্ষত্রিয়-নাশক।
বলিতে না পারি, যত আমার পাতক ॥
প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় ইহার।
আর কিছু না বলিহ দৈবকী-কুমার ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-বিরাটাদি দ্রুপদ রাজন্।
রাজ্যহেতু নাশিলাম, শুন নারায়ণ ॥

পৃথিবীতে ছিল যত যত নরপতি।
মম-হেতু সবাকার হইল দুর্গতি ॥
কেন পাপ-আশা আমি বাড়াইনু মনে।
নাশ হৈল কুরুকুল আমার কারণে ॥
রাজ্যলুব্ধ হ'য়ে আমি হইনু দুরন্ত।
ভীষ্ম-হেন পিতামহে করিলাম অন্ত ॥
অর্জ্জুনের বাণে পিতামহ ম্রিয়মাণ।
শিখণ্ডী সম্মুখে গিয়া কৈল অপমান ॥
রথ হৈতে যবে পড়ে ভীষ্ম মহাবীর।
আকাশ হইতে যেন খসিল মিহির ॥
পালিয়া পুষিয়া মোরে শিখাইল নীত।
হেন পিতামহে মারি, না হয় উচিত ॥
কহিতে অধিক দুঃখ উঠে নারায়ণ।
রাজ্যে কার্য্য নাহি মম, পুন যাব বন ॥

ব্যাসদেবের উপদেশদান

তবে ব্যাসদেব প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
শুন শুন, শোক কেন ভাবহ অন্তরে ॥
আমি যাহা কহি, শুন বিলাপ সংবরি।
গতজীবে শোক বৃথা মিছা মায়া ধরি ॥
যথায় সংযোগ, তথা বিয়োগ অবশ্য।
জলবিম্ব-সম জেনো সংসার-রহস্য ॥
জন্মিলে মরণ আছে, জানে সব লোক।
দেহ ধরি না করিহ জন্ম-মৃত্যু-শোক ॥
এ-সব ঈশ্বর-লীলা, শুন নরপতি।
সেই সে বুঝিতে পারে, কৃষ্ণে যার মতি ॥
চিরজীবী কেহ নহে, শুন যুধিষ্ঠির।
কালেতে বিনাশ পায় ভৌতিক শরীর ॥
ইহাতে বিষাদ কেন, শুনহ রাজন্।
পুনঃপুনঃ কহিছেন নিজে নারায়ণ ॥
এত বলি কহিলেন বহু ইতিহাস।
প্রবোধ দিলেন যুধিষ্ঠিরে মুনি ব্যাস ॥

সংসার-প্রসঙ্গে যেই-কথা মুনিগণে।
সনকেরে জিজ্ঞাসা করিল তপোবনে ॥
শুনিল মুনিরা যাহা সনকের স্থানে।
সে-কথা কহেন ব্যাস ধর্ম্মের নন্দনে ॥
অনিত্য শরীর এই, শুনহ রাজন্।
নানামত ব্যাধিহেতু প্রাণীর নিধন ॥
বিধাতা লিখিল যারে যেমত প্রকারে।
খণ্ডন না যায় তাহা, জনমিলে মরে ॥
আপনার কর্ম্ম-হেতু মরয়ে আপনি।
চিরজীবী কেহ নহে, শুন নৃপমণি ॥
প্রথম বয়সে কেহ, কেহ মধ্যকালে।
শেষকালে মরে কেহ বার্দ্ধক্য হইলে ॥
বড় ছোট নাহি জানি, মরে সর্ব্বজন।
কর্ম্ম-অনুরূপ জান পাণ্ডুর নন্দন ॥
অস্ত্রাঘাতে মরে কেহ, জলেতে ডুবিয়া।
আত্মঘাতী হয় কেহ গরল খাইয়া ॥
সর্পাঘাতে মরে কেহ, মরে সন্নিপাতে।
শার্দ্দূল-ভক্ষণে কেহ, মাতঙ্গ হইতে ॥
নানামত ব্যাধি আছে, কেহ মরে তাতে।
কর্ম্ম-অনুরূপ ব্যাধি জন্মে শাস্ত্রমতে ॥
যাহার যেমত কর্ম্ম, তার সেই গতি।
হেতুমাত্র মৃত্যু হয়, শুন নরপতি ॥
মহাধনবান্ রাজা নানাভোগ করে।
শুন যুধিষ্ঠির, সেও কালবশে মরে ॥
ভিক্ষা মাগি যেই জন খায় প্রতিদিন।
কালবশে সেও মরে শুনহ প্রবীণ ॥
নানা শাস্ত্র বিচারিয়া করয়ে বিচার।
ভোগ হৈলে অন্তে মৃত্যু হয় যে তাহার ॥
অতিদুঃখী মরে, চিরজীবী কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির, এই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
এ-সব ঈশ্বর-আজ্ঞা, কালে মরে প্রাণী।
তুমি জ্ঞানবান্, কত বুঝাইব আমি ॥
নিত্য শত স্বর্ণ কেহ দ্বিজে দেয় দান।
কালে তার মৃত্যু হয়, না হয় এড়ান ॥

কোন কোন জন নিত্য নিত্য পাপ করে।
শুন নরপতি সেই কাল হ'লে মরে॥
কিন্তু ধর্ম্মপথে প্রাণী করিবে যতন।
কদাচিৎ পাপপথে নাহি দিবে মন॥
ধর্ম্মপথ আচরিতে বেদের বিধান।
এ-সব ঈশ্বর-লীলা, শুন মতিমান্॥
আশার কৌতুক দেখ সকল সংসার।
কালেতে হরিবে সব ধর্ম্মের কুমার॥
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা যথা হয় পরিবর্ত্ত।
সেইমত দুঃখ-সুখ কালের বিবর্ত্ত॥
কেহ কারো বধকর্ত্তা নহে কোনকালে।
অগাধ সলিলে মৎস্য বন্দী হয় জালে॥
বনে চরে মৃগ, কারো না করে হিংসন।
দেখহ ঈশ্বর-লীলা, তাহার মরণ॥
ঔষধে না করে ত্রাণ, জানাই তোমারে।
কর্ম্মক্ষয় হৈলে প্রাণী অকস্মাৎ মরে॥
শিশু কর্ম্মহীন থাকে, বাক্য নাহি সরে।
ভোগ না সমাপ্তি হ'তে কেন সেই মরে॥
ইথে বল আর শোক কর কেন বৃথা।
মনে বিচারিয়া দেখ, তব পিতা কোথা॥
কোথা সে মান্ধাতা পৃথু দিলীপ সগর।
যযাতি নহুষ কোথা শিবি নৃপবর॥
হরিশ্চন্দ্র রুক্মাঙ্গদ ধর্ম্মশীল দাতা।
কালেতে মরিল তারা, বল আছে কোথা॥
দুইখানি কাষ্ঠ স্রোতে একত্র মিলয়।
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হয়, কে কোথায় রয়॥
সেমত জানিবে ধর্ম্ম, বন্ধু-সমাগম।
জ্ঞানবান্ লোকে তাহে নাহি করে ভ্রম॥
নারীগণ গীত-বাদ্য করে অনুক্ষণ।
লজ্জাহীন হ'য়ে শেষে করয়ে ক্রন্দন॥
পিতা মাতা আর দেখ যত পরিবার।
মনে বিচারিয়া দেখ, কেহ নয় কার॥
কার পুত্র কোন্ জন, কেবা কার পিতা।
কে কার জননী, কেবা কাহার বনিতা॥
কত জন্ম, কত মৃত্যু, স্থির নাহি জানি।
জননী রমণী হয়, রমণী জননী॥
পুত্র হ'য়ে পিতা হয়, পিতা হয় পুত্র।
অপূর্ব্ব ঈশ্বর-লীলা, কর্ম্মমাত্র সূত্র॥
পথিক-সহিত যেন পরিচয় পথে।
সেইমত দিন কত থাকে একসাথে॥
তাহাতে বিচ্ছেদ হয় নিজ কর্ম্মগুণে।
শোক ত্যজ যুধিষ্ঠির, কিবা ভাব মনে॥
কালে আসে, কালে যায়, কেহ নাহি দেখে।
কোথা হ'তে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে॥
ক্ষণিক সংযোগ হয়, সদা বিভিন্নতা।
শুন যুধিষ্ঠির, তুমি শোক কর বৃথা॥
কোথা আছিলাম পূর্ব্বে, কোথা চলি যাব।
কে বুঝে ঈশ্বর-লীলা, কাহারে কহিব॥
কুম্ভকার-চক্র যেন দিবা-নিশি ভ্রমে।
সেমত জানিহ ধর্ম্ম, বন্ধু-সমাগমে॥
ভাস্করের গতায়াতে দিন আসে যায়।
সংসার-কর্ম্মেতে লোক চৈতন্য হারায়॥
জন্ম জরা মৃত্যু দেখিতেছে সদা হয়।
তথাপি লোকের মনে নাহি হয় ভয়॥
যখন জন্ময়ে লোক এ-ভব-সংসারে।
তখনি আইসে প্রাণী যম-অধিকারে॥
রসিক জনেতে যেন সেবে মহারস।
জরাজীর্ণ সুখে থাকে, নহে মৃত্যুবশ॥
ধ্যানে নিরবধি থাকে তপস্বীর সনে।
শুন যুধিষ্ঠির, যম হরে সেই জনে॥
আপন শরীর রাখিবারে নাহি পারি।
কি-হেতু পরের লাগি শোক করি মরি॥
এত সব তত্ত্ব-কথা সনক কহিল।
অস্ত্র নামে ব্রাহ্মণের সন্দেহ ভাঙ্গিল॥
শোক ত্যজ, শুন যুধিষ্ঠির নরপতি।
মহাসুখে ভুঞ্জ সসাগরা বসুমতী॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

নারদের উপদেশ দান

ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্ম নৃপবর।
মৌনেতে রহেন, কিছু না দেন উত্তর॥
কৃষ্ণেরে কহেন তবে বীর ধনঞ্জয়।
কত ক্লেশ পান রাজা, কহিতে সংশয়॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
বিশেষ আকুল বড় ভীম মহাবীর॥
কহ ভগবান্, রাজ্য পাইবে কেমনে।
বৃথা করিলাম তবে হত্যা জ্ঞাতিগণে॥
আপনি নিশ্চয় কহ রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তবে রাজ্য পাই প্রভু, জানাই তোমারে॥
রাজ্যহেতু পঞ্চ ভাই মহাদুঃখ পাই।
রাজ্যের লাগিয়া মোরা নীচকর্ম্মে যাই॥
দেশান্তরী হ'য়েছিনু রাজ্যের কারণে।
স্মরিয়া সে-সব কথা দুঃখ উঠে মনে॥
বিরাটনগরে বঞ্চিলাম বৎসরেক।
হীনকর্ম্ম করিলাম, কহিব কতেক॥
হেন রাজ্য ত্যজিবারে চান যুধিষ্ঠির।
আপনি বুঝাহ পুনঃ, শুন যদুবীর॥
রাজ্যহেতু জ্ঞাতিগণ হইল বিনাশ।
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধহ, ওহে শ্রীনিবাস॥
বিক্রম ক'রেছি যত, শুনহ শ্রীহরি।
বুঝাহ ধর্ম্মেরে তুমি মায়া দূর করি॥
সকল তোমার সাধ্য, শুন যদুপতি।
রাজ্য লাগি করিলাম যতেক শকতি॥
রাজ্য করিবেন প্রভু, বড় ইচ্ছা হয়।
আপনি বিশেষ তাহা জান মহাশয়॥
রাজ্য-ধন নাহি চান ধর্ম্ম নৃপমণি।
আমাকে চাহিয়া নৃপে বুঝাহ আপনি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠেন গোবিন্দ।
নয়ন প্রসন্ন, যেন ফুল্ল অরবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিয়া আপনি।
যুধিষ্ঠির-হাতে ধরি কহেন তখনি॥
শোক ত্যজ মহারাজ, শান্ত কর মন।
কেন নাহি শুন রাজা, ব্যাসের বচন॥
সামান্য লোকের প্রায় নাহি শুন কথা।
আপনিই বটহ তুমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা॥
যে-সব মরিল রণে জ্ঞাতি-বন্ধু-জন।
শোক কৈলে পাবে, হেন না হয় রাজন্॥
বৃথা শোকে আপনার বুদ্ধি ক্ষয় হয়।
শাস্ত্রকথা কেন নাহি শুন মহাশয়॥
উদ্বেগ কলহ কণ্ডু সেবিলে যে বাড়ে।
শোকে মন দিলে রাজা, লক্ষ্মী তারে ছাড়ে॥
আপনি নারদ পুনঃ সৃঞ্জয়ে কহিল।
তবে ত সৃঞ্জয় রাজা শোক পাসরিল॥
তিন কথা কহিলেন ব্যাস মুনিবর।
তাহাতে আপনি কেন না দেহ উত্তর॥
এতেক কহেন যদি কমললোচন।
কিছু না কহেন তবে ধর্ম্মের নন্দন॥
পুনঃ ব্যাসমুনি তাঁরে বুঝান বিস্তর।
মৌনভাবে রহে, তবু না দেন উত্তর॥
কহিল নারদ মুনি নানা উপদেশ।
না করিহ শোক রাজা, কহিনু বিশেষ॥
জ্ঞাতিবধ-পাপ ভয় নাহি কর চিতে।
শোক নিবর্ত্তিয়া রাজা, চল হস্তিনাতে॥
শ্রাদ্ধ-শান্তি কর দুর্য্যোধন-আদি করি।
দূর কর ভ্রাতৃশোক, হও দণ্ডধারী॥
ধর্ম্মকথা নিরবধি করহ শ্রবণ।
তবে শোকহীন হবে, শান্ত কর মন॥
গঙ্গা হ'তে জাত ভীষ্ম শান্তনু-তনয়।
তাঁর দরশনে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
মহাবলবান্ ভীষ্ম শান্তনু-নন্দন।
তাঁর দরশনে হবে পাপ বিমোচন॥
শ্রবণ করিতে বেদ অভ্যাস করিল।
ব্রহ্মার তনয় হৈতে সুশিক্ষা পাইল॥
মার্কণ্ডেয় মুনি হৈতে ধর্ম্মের কথন।
পরশুরামের পাশে পান অস্ত্রগণ॥

ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত তাঁহার সম্পদ্।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মার যিনি ছিলা সভাসদ্॥
মহাধর্ম্মশীল ভীষ্ম, মহাতেজোময়।
তিনি ঘুচাবেন সব মনের সংশয়॥
তাঁর দরশনে দূর হবে অমঙ্গল।
শুনিলে জ্ঞানের কথা হইবে নির্ম্মল॥
বুঝায়ে নারদ কহে আর দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ, শুন নৃপবর॥
শোক ত্যজ মহারাজ, শান্ত কর মন।
হস্তিনাতে কর গিয়া প্রজার পালন॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব চাহেন তোমাকে।
তোমার কারণে নিত্য কান্দে প্রজালোকে॥
অবশেষে যত আছে পৃথিবীর পতি।
উপাসনা-হেতু আছে, শুন নরপতি॥

———

যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাগমন ও রাজ্যাভিষেক

এত শুনি যুধিষ্ঠির করেন সম্মতি।
হস্তিনা যাইতে তবে দেন অনুমতি॥
ধৃতরাষ্ট্রে আগে করি পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরীতে শীঘ্র করেন গমন॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির যান হস্তিনায়।
তাহা দেখি ভীমার্জ্জুন আনন্দিত-কায়॥
দিব্য রথে চড়িলেন পাণ্ডবের পতি।
তাহাতে সারথি হৈল ভীম মহামতি॥
কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য রথে চড়ে দুই জন।
মাদ্রীসুত দোঁহে করে রথে আরোহণ॥
ধৃতরাষ্ট্র নরপতি চড়িল বিমানে।
সঞ্জয়-যুযুৎসু-আদি চলে সর্ব্বজনে॥
গান্ধারী-সহিত ল'য়ে যত নারীগণ।
করিলেন কুন্তীদেবী রথে আরোহণ॥
শোকেতে গান্ধারীদেবী নেউটিয়া যায়।
দুর্য্যোধন বলি দেবী কান্দে উভরায়॥
থাক কুরুক্ষেত্রে মম শতেক নন্দন।
আমি অভাগিনী যাই আপন ভবন॥
দারুণ বিধাতা এত করিল আমাকে।
কোথায় ত্যজিয়া আমি যাইরে সবাকে॥
এত বলি মহাদেবী বিলাপ করিল।
সারথি সুজন রথ শীঘ্র চালাইল॥
সাত্যকি চলিল রথে হরষিত-চিতে।
কোলাহল করি সবে চলে হস্তিনাতে॥
ভীম করে সিংহনাদ হ'য়ে মনে প্রীত।
তাহা শুনি গান্ধারীর হৃদয় দুঃখিত॥
শীঘ্রগতি দ্বারী গেল হস্তিনানগরে।
ধর্ম্ম-আগমন জানাইল সবাকারে॥
দূতমুখে সুসংবাদ পেয়ে পাত্রগণ।
সবে মিলি করে তবে নগর-সাজন॥
চান্দোয়া-চামর আনি টাঙ্গাইল পথে।
প্রবাল মুকুতাদাম শোভে চারিভিতে॥
বান্ধিল তোরণ সব অতি উচ্চ করি।
কদলী রোপণ করিলেক সারি সারি॥
পুষ্পমালা বনমালা নগরে নগরে।
সুবর্ণের ঘট শোভে দুয়ারে দুয়ারে॥
রাজমার্গ সুসংস্কার করিল যতনে।
সুবাসিত কৈল পথ অগুরু চন্দনে॥
হস্তিনানগরে যত আছয়ে ব্রাহ্মণ।
ধর্ম্ম-আগমন শুনি আনন্দিত-মন॥
কুসুম-চন্দন সব হাতেতে করিল।
আগুসরি দ্বিজগণ আশীর্ব্বাদ দিল॥
আনন্দেতে নানা বাদ্য সবে বাজাইল।
শুভক্ষণে ধর্ম্মরাজ পুরে প্রবেশিল॥
গান্ধারী বলেন তবে যত মুনিগণে।
যুধিষ্ঠিরে রাজা কর হস্তিনা-ভুবনে॥
এত বলি চাহিলেন ধর্ম্মরাজ-পানে।
বসি আছে যুধিষ্ঠির আনত বদনে॥
কি-কারণে দুঃখ কর ধর্ম্মের নন্দন।
তোমা হ'তে বসুমতী হইবে শোভন॥

নিজ দোষে হত হৈল মোর পুত্ত্রগণ।
ক্রন্দন করি যে আমি মায়ার কারণ॥
তোমারে কি নীতি আর বুঝাইব আমি।
সকলের মুল কৃষ্ণ আছেন আপনি॥
সকলের কর্ত্তা আছে দেব যদুবীর।
ধর্ম্মপুত্ত্র হও তুমি ধার্ম্মিক সুধীর॥
নিবেদন করি, শুন প্রভু চক্রপাণি।
হস্তিনাতে যুধিষ্ঠিরে রাজা কর তুমি॥

এত যদি কহিলেন গান্ধার-নন্দিনী।
অধিবাসে মুনিগণ কৈল বেদধ্বনি॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাদ্য বাজে, সপ্তস্বরা বীণা।
অতঃপর যুধিষ্ঠির পাইল হস্তিনা॥
হস্তিনা নগরে প্রজা হৈল হরষিত।
এতদূরে নারীপর্ব্ব হৈল সমাপিত॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ইতি স্ত্রীপর্ব্ব সমাপ্ত

শান্তিপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● যুধিষ্ঠিরের প্রতি ব্যাসের উপদেশ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন ।
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ ॥
কিরূপে বৈভব-ভোগ কৈল পঞ্চজন ।
কিবা ধর্ম্ম উপার্জ্জিল পালি প্রজাগণ ॥
শর-শয্যাগত ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন ।
কি-হেতু উত্তরায়ণে ত্যজেন জীবন ॥
কিবা যোগধর্ম্ম কহিলেন যুধিষ্ঠিরে ।
বিস্তার করিয়া মুনি, বলহ আমারে ॥
মুনি বলে, অবধান করহ রাজন্ ।
হস্তিনানগর-মাঝে ধর্ম্মের নন্দন ॥
মহা-ধর্ম্মশীল রাজা, প্রতাপে তপন ।
শীলতায় চন্দ্র যেন, তেজে বৈশ্রবণ ॥
সর্ব্বত্র সমান-ভাব, গুণে গুণধাম ।
প্রজার পালনে যেন পূর্ব্বে ছিল রাম ॥

নানা বাদ্য বাজে সদা, শুনিতে কৌতুক।
হস্তিনা-নগরবাসী সবাকার সুখ॥
জ্ঞাতি-বন্ধুজন সবে সতত সানন্দ।
মহারাজ ধর্ম্মশীল, সকলি স্বচ্ছন্দ॥
রাজার প্রসাদে রাজ্যে সর্ব্বলোকে সুখী।
মৌন হ'য়ে মহারাজ রহে অধোমুখী॥
নাহি রুচে অন্ন জল, কান্দিয়া ব্যাকুল।
পাত্র-মিত্র-ভ্রাতৃ-আদি ভাবিয়া আকুল॥
নৃপতির শোকে শোকাতুর সর্ব্বজন।
একদিন ভীম পার্থ মাদ্রীর নন্দন॥
পাত্র-মিত্র-বন্ধু আর ধৌম্য তপোধন।
নানামতে নৃপে করে প্রবোধ-অর্পণ॥
অনেক-প্রকারে সবে বুঝায় রাজারে।
যোগমার্গ-কথা কহি অনেক প্রকারে॥
না শুনেন কারো বাক্য রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীষ্ম-পিতামহ-শোকে আপনি অস্থির॥
জলহীন হয় যেন কমলের বন।
বৃহস্পতি-বিনা যেন সহস্রলোচন॥
সূর্য্যের অভাবে যথা কমলের দল।
ভীষ্ম-দ্রোণ-বিনা তথা নৃপতিসকল॥
নিরবধি এই চিত্তে চিন্তেন রাজন্।
চাহেন আপন দেহ করিতে নিধন॥
অনাহারে বিষাদিত, ক্ষীণ কলেবর।
জানিয়া রাজার কষ্ট ব্যাস মুনিবর॥
অতি শীঘ্র আসিলেন রাজার সদন।
উচিত বিধানে পূজা করেন রাজন্॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দেন বসিবারে সিংহাসন।
সুবাসিত জলে করে পাদ-প্রক্ষালন॥
সুস্থ হ'য়ে আসনেতে বসি মহামুনি।
রাজারে বিমনা দেখি জিজ্ঞাসে কাহিনী॥
কি-হেতু চিন্তিত রাজা, নেহারি তোমারে।
কোন্ সুখে হীন তুমি এই চরাচরে॥
ইন্দ্রের সমান তব চারি সহোদর।
সর্ব্বগুণান্বিত, রণে মহাধনুর্দ্ধর॥
বাহুবলে শত্রুগণে করিয়া সংহার।
হস্তিনাতে অভিষেক করিল তোমার॥
সবে অনুগত তব ভ্রাতৃবন্ধুগণ।
কিঙ্কর-সদৃশ সবে করয়ে সেবন॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব-বিশ্বপতি।
আজ্ঞাকারী তব সদা, খ্যাত বসুমতী॥
তেজে যশে বলে ধর্ম্মে প্রজাপালনেতে॥
তোমার সদৃশ রাজা নাহি পৃথিবীতে॥
এত শুনি প্রণমিয়া কহেন ভূপতি।
আমার দুঃখের কথা শুন মহামতি॥
জগতে না জন্মে পাপী সদৃশ আমার।
রাজ্যলোভে জ্ঞাতি-বন্ধু ক'রেছি সংহার॥
কল্পতরু পিতামহ ভীষ্ম কুরুনাথ।
রাজ্যভোগহেতু তাঁরে ক'রেছি নিপাত॥
দ্রোণগুরু-আদি যত সুহৃদ্ সুজন।
সংহার করিনু আমি রাজ্যের কারণ॥
এ-তনু রাখিয়া আর কিবা প্রয়োজন।
মহাপাপ করিলাম ভোগের কারণ॥
এই হেতু অনাহারে আপনার কায়।
করিব নিপাত আমি, আছি এ-আশায়॥
মুনি বলে, অবধান কর জন্মেজয়।
এত শুনি হাসি বলে ব্যাস-মহাশয়॥
ধর্ম্মশাস্ত্র-জ্ঞাতা তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
জ্ঞানবান্ হ'য়ে হেন কহ কি কারণ॥
অনন্ত-প্রকার জ্ঞান বেদের বচন।
তাহা পাসরিলে কেন, না বুঝি কারণ॥
জ্ঞান হ'তে লভে ধর্ম্ম, জ্ঞানে পাপ খণ্ডে।
জ্ঞানের প্রতাপে সবে তরে যমদণ্ডে॥
অনন্ত-লোচন জ্ঞান শুন মহাজন।
তোমাতে সে দিব্য জ্ঞান আছে হে রাজন্॥
কহিলে যে, মহাপাপ কৈনু উপার্জ্জন।
জ্ঞাতিবধ-মহাপাপ কহে সর্ব্বজন॥
তার হেতু কহি রাজা, শুন দিয়া মন।
ধার্ম্মিকজনের পাপ নহে কদাচন॥

তুলারাশিসম পাপ, শুনহ রাজন্।
ধর্ম্মের প্রতাপে ভস্ম হয় সেইক্ষণ ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যাঁর নাম নিলে পাপহীন হয় নর ॥
যাঁর নাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে, দরশনে।
অশেষ পাপীর পাপ খণ্ডে সেইক্ষণে ॥
সদাকাল সঙ্গে রাজা, সেই নারায়ণ।
কোন্ জ্ঞাতিবধ-পাপ চিন্তহ রাজন্ ॥
কি-হেতু আপন প্রাণ চাহ ছাড়িবারে।
আত্মহত্যাসম পাপ নাহিক সংসারে ॥
ব্রহ্মবধ নারীবধ গোহত্যাকরণ।
ইহাতে নিষ্কৃতি আছে, বেদের বচন ॥
আত্মহত্যা-পাপে রাজা, নাহিক নিষ্কৃতি।
আগম-পুরাণ-মত, বেদের ভারতী ॥
জানিয়া শুনিয়া হেন চিন্তহ রাজন্।
যদি বা আছয়ে রাজা, ভ্রান্ত তব মন ॥
মন দিয়া শুন তবে আমার বচন।
ঘুচিবেক ভ্রম শুনি ভীষ্মের কথন ॥
শীঘ্রগতি ভীষ্মস্থানে করহ গমন।
এত বলি নিজ স্থানে যান তপোধন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি ॥

ভীষ্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের গমন

মুনি বলে, অবধানে, শুন রাজা এক মনে,
যোগমার্গ-পুরাণ-কথন।
ব্যাসের বচন শুনি, আনন্দিত নৃপমণি,
হস্তিনার যত পুরজন ॥
ভ্রাতা মন্ত্রী অনুচর, সহ ধর্ম্ম-নরবর,
দিব্যরথে করি আরোহণ।
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র, কি মহৎ, কিবা ক্ষুদ্র,
হস্তিনার যত প্রজাগণ ॥
চলিল রাজার সঙ্গে, বাদ্য-কোলাহল-রঙ্গে,
দেখিবারে গঙ্গার নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি, চলে গান্ধারী দ্রৌপদী,
কুন্তী আদি যত নারীগণে ॥
আরোহিয়া চতুর্দ্দোলে, নানাবাদ্য-কোলাহলে
চলি গেল যথা গঙ্গাসুত।
রাহুত মাহুত রাণা, সঙ্গে ল'য়ে নানা সেনা,
মহাহস্তী সব যূথে-যূথ ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন আর, সঙ্গে ল'য়ে পরিবার,
বাদ্য-কোলাহলে যদুপতি।
গেলেন ভীষ্মের স্থান, দেখি ভীষ্ম মতিমান্,
আদর করেন সবা-প্রতি ॥
যার যেই যোগ্যাসনে, বসিলেন ক্ষত্রগণে,
প্রণমিয়া ভীষ্মের চরণে।
একভিতে দ্বিজগণ, পাতি দিব্য কুশাসন,
আনন্দে বসিল সেই স্থানে ॥
যুধিষ্ঠির নরপতি, চিত্তে দুঃখী হ'য়ে অতি,
ভ্রাতৃগণ-সহ শোকমনে।
লোটায় ধরণী 'পরে, মুখে নাহি বাক্য সরে,
বসিলেন বিষণ্ণ-বদনে ॥
যথাযোগ্য সম্ভাষণ, করে ভীষ্ম মহাজন,
দ্বিজ-ক্ষত্র-বৈশ্য-সর্ব্বজনে।
দেখিয়া অমরগণ, প্রশংসিল সর্ব্বজন,
সাধুবাদে গঙ্গার নন্দনে ॥
ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
পুণ্যবৃদ্ধি, পাপের বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্মের যোগকথন

ভীষ্মেরে কহেন তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
তোমার বিয়োগে চিত্ত নহে মোর স্থির ॥

আমা-সম পাপ-আত্মা নাহিক সংসারে।
রাজ্যহেতু পিতামহ, নাশিনু তোমারে॥
পাপী আমি নরাধম অতি-দুরাচার।
জ্ঞাতি-বধ করি পাপ করিলাম সার॥
রাজ্যহেতু জ্ঞাতি-বন্ধু সবারে বধিয়া।
করিলাম বেদশাস্ত্র-বহির্ভূত ক্রিয়া॥
কল্পতরু পিতামহ, তোমার বিনাশ।
করিলাম মনে করি ধন-অভিলাষ॥
দ্রোণাচার্য্য-গুরু-আদি সুহৃদ্ সুজন।
জ্ঞাতি-বন্ধু-পরিবার যত রাজগণ॥
কর্ণ-সোমদত্ত আদি বাহ্লীক নৃপতি।
দ্রুপদ সুশর্ম্মা আর বিরাট প্রভৃতি॥
কর্ণ হেন ভাই মম, দ্রোণ হেন গুরু।
অভিমন্যু-ঘটোৎকচ-আদি পুত্র চারু॥
আমার কারণে সবে পড়িল সমরে।
আমা-সম পাপী নাহি এ-ঘোর সংসারে॥
কিবা ছার রাজ্য-লোভে করি হেন পাপ।
তোমারে মারিয়া আমি পাই বড় তাপ॥
রাজ্যপদ ছাড়ি আমি যাব দেশান্তর।
অনশনে রহি তেয়াগিব কলেবর॥
রাজ্যপদে আর মম নাহি প্রয়োজন।
ভীমে রাজ্য দিয়া আমি প্রবেশিব বন॥
তপস্যা করিয়া কায় করিব শোধন।
যোগবলে আত্মা আমি করিব নিধন॥
এত বলি অধোমুখে কান্দেন রাজন।
প্রবোধ-বচনে ভীষ্ম বলেন তখন॥
শোক দূর কর রাজা, স্থির কর মন।
ইতিহাস কহি এক, করহ শ্রবণ॥
সহস্রেক ফল শান্তিপর্ব্বের কথন।
শান্তিকথা কহি, শান্ত হইবে রাজন্॥
জ্ঞাতিবধ-পাপ-আদি সব হবে ক্ষয়।
মহাযোগ-ফল পাবে, নাহিক সংশয়॥
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে, সর্ব্বত্র বিজয়।
হৃদয় সুস্থির হবে, শুন মহাশয়॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব-নিরঞ্জন।
সৃজন-পালন তিনি করেন নিধন॥
কে কারে মারিতে পারে, কার কি শকতি।
কর্ম্মবন্ধে ভোগ যত করে কর্ম্মগতি॥
কর্ম্মবন্ধে গতায়াত করে সংসারেতে।
পুনঃপুনঃ জন্মে মরে পাপ পুণ্য হ'তে॥
পাপেতে পাপীর পাপ নিত্য বৃদ্ধি হয়।
যত পাপ, তত ভোগ দুর্গতি নিশ্চয়॥
মিথ্যা বলি চুরি করি কলুষ অর্জ্জয়।
কালদণ্ডে যমরাজ তাহারে পীড়য়॥
সহস্র-শতেক আছে যমের যাতনা।
তাহাতে মরয়ে লোক না বুঝি আপনা॥
অনিত্য শরীর রাজা, অনিত্য ভাবনা।
নিত্য বস্তু না জানিয়া পাসরে আপনা॥
ধন হ'তে অতিশয় বাড়ে অহঙ্কার।
আত্মস্তুতি পরনিন্দা পাপী দুরাচার॥
ধনমদে মত্ত হ'য়ে বস্তু নাহি মানে।
নিকটে অন্তকপুর দুর্জ্জনে না জানে॥
পাপ করি ধন অর্জ্জে, চুরি হিংসা বাদ।
না জানে দুর্জ্জন জন আপন প্রমাদ॥
সর্ব্বত্র সমান মৃত্যু, না জানে দুর্ম্মতি।
ধর্ম্মশাস্ত্র মানে, যার ধর্ম্মে আছে মতি॥
অন্তকালে পাপভোগ না হয় এড়ান।
যাহা করে, তাহা ভুঞ্জে পাপিষ্ঠ অজ্ঞান॥
অসার সংসার এই, শুনহ রাজন্।
অনিত্য শরীর, নিত্য নহে ধন-জন॥
আছয়ে ইহাতে এক বেদের বচন।
অসার সংসার এই, শুন বিবরণ॥
নিত্য বস্তু নারায়ণ এক সনাতন।
তাঁহার ভক্তিতে হয় পাপ-বিমোচন॥
যখন জনম হয়, মরণ অবশ্য।
ইন্দ্র-আদি দেবতার এই ত রহস্য॥
জন্মিলে মরণ পায় অবশ্যই লোক।
মহাজন তাহাতে না করে কোন শোক।

অসার সংসার দেখ, রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক পরিহরি রাজা, মন কর স্থির ॥
এত শুনি সবিস্ময় ধর্ম্মের তনয়।
করযোড়ে জিজ্ঞাসেন, কহ মহাশয় ॥
মৃত্যুহেন বস্তু কেবা করিল সৃজন।
পূর্ব্বাপর আছে কিবা ব্যাপিত ভুবন ॥
মৃত্যু বলি কোন্ জন এ-তিনভুবনে।
ছোট বড় সর্ব্বজীবে ফেলয়ে নিধনে ॥
কে সৃষ্টি করিল মৃত্যু, হৈল কি-কারণে।
মৃত্যুতে সংহার করে বড় বড় জনে ॥
যম বলে কারে, তার হয় কোন্ বেশ।
কিবা ব্যবসায় করে, থাকে কোন্ দেশ ॥
ভীষ্ম বলিলেন, বলি, শুনহ রাজন্।
মৃত্যুর বৃত্তান্ত-কথা অদ্ভুত কথন ॥
যবে করিলেন ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
মৃত্যু-হেন বস্তু নাহি হইল সৃজন ॥
সংসার ব্যাপিল জীবে, কেহ নাহি মরে।
পৃথ্বী যায় রসাতলে অতি গুরুভারে ॥
শুনিয়া সকল তত্ত্ব চিন্তি প্রজাপতি।
স্বায়ম্ভুব-নামে পুত্রে করিল উৎপত্তি ॥
স্বায়ম্ভুব পুত্র হৈল রুচি মহাশয়।
ভরতাদি হৈল সপ্ত তাহার তনয় ॥
সপ্তপুত্রে সপ্তদ্বীপে দিল অধিকার।
জম্বুদ্বীপ মাগিলেন ভরতকুমার ॥
জ্যেষ্ঠপুত্রে জম্বুদ্বীপে দিল অধিকার।
নাহি দিল ভরতেরে করি সুবিচার ॥
প্লক্ষদ্বীপে অধিকার দিলেন ভরতে।
নাহি নিল অধিকার ভরত কোপেতে ॥
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধে হইল বাহির।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত মিহির ॥
মহাতপ আরম্ভিল রুচির নন্দন।
অনাহারে বাতাহারে মুদিত লোচন ॥
এইরূপে রহে ষাটি সহস্র বৎসর।
তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা দিতে আসিলেন বর ॥
না লইল বর সেহ, রহিল মৌনতে।
পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা কহিলেন বহুমতে ॥
দেখি মহাক্রুদ্ধ হইলেন সৃষ্টিধর।
নেত্রানলে জনমিল দৈত্য ভয়ঙ্কর ॥
সেই ত অসুর জম্বুদ্বীপেতে রহিল।
সহিতে না পারি ভার পৃথিবী কাঁপিল ॥
ব্রহ্মার সদনে পৃথ্বী বিনয় করিল।
পৃথ্বীরে সান্ত্বায়ে তাঁর ভাবনা হইল ॥
চিন্তিয়া গেলেন ব্রহ্মা যথা ভগবতী।
ললাট হইতে ঘর্ম্ম উপজিল অতি ॥
সেই ঘর্ম্ম মৃত্যু-নামে লভিল জনম।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বড়ই বিষম ॥
ব্রহ্মারে চাহিয়া মৃত্যু বলিল বচন।
আজি সর্ব্বজীবে আমি করিব নিধন ॥
এক জন না রাখিব পৃথিবীতে আর।
ছোট বড় সর্ব্ব জীবে করিব সংহার ॥
এতেক বলিয়া মৃত্যু কাঁপে থরথর।
হাসিয়া মৃত্যুকে কহিলেন সৃষ্টিধর ॥
ক্রোধ সংবরহ মৃত্যু, শুনহ বচন।
জম্বুদ্বীপে শীঘ্রগতি করহ গমন ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝি দণ্ড কর সর্ব্বজনে।
ব্যাধিরূপে বধ কর যত জীবগণে ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক হও বরেতে আমার।
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে কর অধিকার ॥
চতুঃষষ্টি ব্যাধি সৃজি' দেন তার সনে।
প্রেতপুরে যম রাজা চলিল তখনে ॥
পুরী-চতুর্দ্দিকে তার অপূর্ব্ব রচন।
তার কথা কহি, শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
দেব-ঋষি-সন্ন্যাসীরা মরিলে রাজন্।
উত্তর দুয়ারে যায় যমের সদন ॥
পশ্চিম দুয়ারখানি অতি রম্যস্থল।
নানা দ্রব্য ভোগ্য আছে অমৃতসকল ॥
সম্মুখ যুদ্ধেতে পড়ে যেই যোদ্ধৃগণ।
পশ্চিম দুয়ারে যায় যমের সদন ॥

পূর্ব্বদ্বারখানি দেখ পরম সুন্দর।
দধি দুগ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য রম্য সরোবর ॥
স্বামীর সহিত মরে যত নারীগণ।
স্বামী ল'য়ে পূর্ব্বদ্বারে করয়ে গমন ॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা কহনে না যায়।
শুনিলে লোমাঞ্চ হয় সকলের কায় ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বহে বৈতরণী নদী।
পাপীর শরীর দহে, পরশয়ে যদি ॥
মস্তকে করয়ে দূত মুষল-প্রহার।
সাঁতারিয়া পাপী সব তাহে হয় পার ॥
পার হ'তে আছে যত শুনহ কাহিনী।
কৃমিতে মাথার খুলি খায়, ইহা জানি ॥
ঠাঁই ঠাঁই একেশ্বর হ'তে হয় পার।
শৃগাল-কুক্কুরে খায়, ঘোর অন্ধকার ॥
চৌরাশী নরককুণ্ড তাহার দক্ষিণে।
তাহার সকল কথা শুন অবধানে ॥
বজ্রকীট পোকা আছে তাহার ভিতর।
গ্রাসে গ্রাসে পাপী বেড়ি খায় নিরন্তর ॥
স্বামিবাক্য নাহি মানে, স্থাপিত-হরণ।
দেবতারে নিন্দে, আর নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ ॥
তাহারে ফেলায়ে ঘোর নরক-ভিতরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেচনা চিত্রগুপ্ত করে ॥
মহাকুণ্ড নাম ধরে পূরিত-শোণিত।
শতেক যোজন তাহা কণ্টকে পূরিত ॥
সে নরকে গোবধ-স্ত্রীবধকারী যায়।
সর্ব্বাঙ্গ পোড়য়ে তাহে নরক-পীড়ায় ॥
কুম্ভীপাক নরকের শুনহ কারণ।
শুনি পরিমাণ তার সপ্তক যোজন ॥
তাহে ভাজা হয় পাপী আপনার তৈলে।
ব্রহ্মবধ করে কিংবা সুবর্ণ হরিলে ॥
মিথ্যা কথা কহে যেবা, হরয়ে শাসন।
কুম্ভীপাক-নরকেতে তাহার গমন ॥
যে মহারৌরব নাম নরক-বিশেষ।
শুনহ তাহার কথা বলিব অশেষ ॥

তনয়া বিক্রয় যেবা করে মূঢ় জন।
সে মহারৌরবে হয় তাহার গমন ॥
আর যেবা মহাপাপ করে মহীতলে।
নরক ভুঞ্জয়ে যত ক্রমে বহুকালে ॥
সংক্ষেপে জানহ যম-পুরীর কথন।
কহিব ধর্ম্মের ফল, শুনহ রাজন্ ॥
যার যেবা ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া বিচার।
ছোট বড় সবাকার কহিব বিস্তার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মফল লভে নাহিক সংশয়।
সর্ব্বত্র অভীষ্ট লাভ সর্ব্বত্র বিজয় ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের সুধা হৈতে সুধা।
কাশী কহে, পান করি যায় ভব-ক্ষুধা ॥

● ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রস্তাবে হরিনামের মাহাত্ম্য-কথন

জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির করিয়া বিনয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম-কথা কহ, শুনি মহাশয় ॥
কিরূপে অধর্ম্ম ভোগ করে পাপিগণে।
ধর্ম্মী লোক ধর্ম্মভোগ করয়ে কেমনে ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার তনয়।
কহিব সকল কথা শুনহ নিশ্চয় ॥
যমরাজ-পুরী নাম বিখ্যাত ভুবনে।
অদ্ভুত যমের পুরী, না হয় বর্ণনে ॥
ষোল-শ যোজন হয় তার পরিমাণ।
যমের অপূর্ব্ব পুরী, বিচিত্র-নির্ম্মাণ ॥
দান যজ্ঞ করে যেই, ভজে নারায়ণে।
পুণ্যবান্ জন করে গমন সেখানে ॥
ব্রাহ্মণেরে গাভী দান করে যেই জন।
বিষ্ণুতুল্য জানি বিপ্রে করয়ে সেবন ॥

সর্ব্বদ্বার দিয়া যায় যমের সদন।
যমের বিচিত্র পুরী করে নিরীক্ষণ॥
নবঘনশ্যাম-অঙ্গ, মোহন মুরারি।
দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা, যেন চক্রধারী॥
সম্ভাষা করিয়া যম চিত্রগুপ্তে বলে।
পাপ-পুণ্য-বিচারাদি করে সেই কালে॥
যোগধর্ম্ম সাধি যেবা ভজে নারায়ণ।
বিধিমতে ভক্তিভাবে করয়ে পূজন॥
পুষ্পক-রথেতে সেই করি আরোহণ।
বিষ্ণুরূপে ধর্ম্মরাজ করে নিরীক্ষণ॥
সেইক্ষণে ধর্ম্মরাজ বিবিধ-প্রকারে।
বিষ্ণুতুল্য করি পূজা করয়ে তাহারে॥
বৈকুণ্ঠ হইতে তবে দেব নারায়ণ।
দিব্যরথ পাঠাইয়া দেন সেইক্ষণ॥
যমেরে প্রণমি রথে করি আরোহণ।
দেবতুল্য হ'য়ে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥
জলদান অন্নদান করে যেই জন।
আত্মতুল্য অতিথিরে করে আরাধন॥
রথে চড়ি যায় সেই বৈকুণ্ঠভুবন।
কোন কালে তাহার না হইবে পতন॥
তাম্বুল-গুবাক-দান করে যেই জন।
দিব্য রথে যায় সেই যমের ভবন॥
করে অন্নব্রত, দ্বিজে ঘৃত দান করে।
আরোহিয়া রথে যায় যমের নগরে॥
ধান্যদান ব্রাহ্মণেরে দেয় যেই জন।
বৃত্তিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ॥
বিচিত্র বিমানে যায় যমের নগরে।
নানা উপভোগ সেই ভুঞ্জয়ে সত্বরে॥
ভূমিদান দিয়া যেই তোষয়ে ব্রাহ্মণ।
পিতৃ-অঙ্গ দেব-অঙ্গ করে নিরীক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের সেবা যেই করে অনুব্রতে।
ইন্দ্র আদি দেবে পূজা করে শুদ্ধচিতে॥
পথে পথে ক্ষীর দান করিতে করিতে।
দিব্য রথে চড়ি যায় যমের পুরীতে॥

ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলাফল কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহি যে কিছু, শুন সারোদ্ধার॥
ভুঞ্জায় ধরমাধর্ম্ম নিজে যমরাজে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা তাঁহার সমাজে॥
যে যেমন ধর্ম্ম করে, সে তেমন পায়।
সর্ব্বসুখে পূর্ণ হ'য়ে যমপুরে যায়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারিতে কর্ত্তা ধর্ম্মরাজ।
অন্তকালে যায় জীব যমের সমাজ॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
যাঁর নামে নাশে যত পাতক-নিকর॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম-স্মরণ বন্দন।
সখ্যভাব দাস্যভাব আত্ম-নিবেদন॥
বিবিধ বিষ্ণুর ভক্তি, বেদের বচন।
কি-কারণে তাহা নর না করে সাধন॥
শুনহ, গোবিন্দ-তত্ত্ব কঠিন না হয়।
কি-কারণে তাহে লোক মানে পরাজয়॥
পরদ্রব্য হরে, করে হিংসা পরদার।
চুরি-হিংসা করি তোষে আত্মপরিবার॥
বিপ্রে দান দেয়, কিন্তু মনে অহঙ্কারে।
অতিথির পূজা নাহি করে পুরস্কারে॥
ব্রাহ্মণী হরণ করে কামে মত্ত হ'য়ে।
প্রকার প্রবঞ্চ করে মন্দ মিথ্যা ক'য়ে॥
এইরূপে যত পাপ করয়ে অর্জ্জন।
বিষ্ঠাকুণ্ডে পড়ি বিষ্ঠা করয়ে ভক্ষণ॥
কান্দয়ে যতেক পাপী করি হাহাকার।
মস্তকউপরে করে মুদ্গর-প্রহার॥
এইরূপে পাপভোগ করে পাপিগণ।
ইতিহাস-কথা এক শুনহ রাজন্॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব দামোদর।
তাঁর রূপ তাঁর গুণ বেদ-অগোচর॥
ভাবিয়া এতেক চিত্তে ব্রহ্মার নন্দন।
শীঘ্রগতি চলিলেন, যথা পদ্মাসন॥
করযোড়ে স্তুতি-নতি অনেক করেন।
তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্মা নারদেরে জিজ্ঞাসেন॥

কি-হেতু এ সত্যলোকে তব আগমন।
অসন্তুষ্ট চিত্ত তব দেখি কি-কারণ॥
সুরলোকে কিবা পরমাদ হইয়াছে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কিবা অসুরে হয়েছে॥
অসুর-পীড়ন কি হয়েছে দেবলোকে।
কি-হেতু তোমার চিত্ত মগ্ন দেখি দুখে॥
এত শুনি করযোড়ে কহে তপোধন।
আমার চিত্তের দুঃখ না হয় কথন॥
যত ভাবিলাম চিত্তে, দিতে নাহি সীমা।
জানিতে নারিনু হরিনামের মহিমা॥
বেদশাস্ত্র-বহির্ভূত মন-অগোচর।
এ-হেতু ভাবিয়া হৈনু চিন্তিত-অন্তর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা তুমি সনাতন।
তোমাতে জনম হয়, তোমাতে নিধন॥
সংসারের পতি তুমি, সবার ঈশ্বর।
সংসারের আদি-অন্ত তোমাতে গোচর॥
সে-কারণে আসিলাম ত্বরিত এখানে।
নামের মহিমা বল আমার সদনে॥
তোমা-বিনা অন্য জন কে কহিতে পারে।
কৃপা করি শীঘ্রগতি কহিবে আমারে॥
এত শুনি হাসি ব্রহ্মা কহিলা বচন।
জগতের এক আত্মা সেই নিরঞ্জন॥
কে করিতে পারে তাঁর নাম-নিরূপণ।
আমি নাহি জানি হরিনামের কথন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন বেদের উত্তর।
নামের মহিমা কিছু জানেন শঙ্কর॥
শিবের সদনে তুমি করহ গমন।
নামের মহিমা কহিবেন ত্রিলোচন॥
এত শুনি আনন্দিত হ'য়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলি গেলা হরের সদন॥
দণ্ডবৎ করি হরে কৈলা বহু স্তুতি।
জয় জয় বিরূপাক্ষ কাত্যায়নী-পতি॥
সনাতন পূর্ণব্রহ্ম সিদ্ধ-অবতার।
তোমার মহিমা প্রভু, কি বলিব আর॥
কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্যের নারি দিতে সীমা।
তুমি সে জানিতে পার নামের মহিমা॥
সে-কারণে আসিলাম তোমার সদন।
কহিবে আমারে তুমি নাম-নিরূপণ॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে ত্রিলোচন।
কে কহিতে পারে হরিনামের কথন॥
সমুদ্রলহরী যেবা গণিবারে পারে।
পৃথিবীর রেণু যেবা গণে এ-সংসারে॥
আকাশের তারা গণি করে নিরূপণ।
শীঘ্রগতি তার স্থানে করহ গমন॥
এত শুনি হর্ষচিত্তে করিয়া প্রণতি।
ত্বরিত গেলেন যথা ত্রিদশের পতি॥
দেবর্ষি নারদ, যিনি খ্যাত তপোধন॥
বৈকুণ্ঠের দ্বারে তাঁরে না করে বারণ॥
গেলেন সত্বর, যথা লক্ষ্মী-নারায়ণ।
করযোড়ে প্রণমিয়া করেন স্তবন॥
জয়-জয় জগন্নাথ ত্রিদশ-ঈশ্বর।
জগৎ-নিবাসী জয়-জগতের পর॥
অপার মহিমা তব, দিতে নাহি সীমা।
শিষ্টের পালন, দুষ্ট-দমন-গরিমা॥
সৃজক, পালক, পরে সংহার-মূরতি।
অখিলকারণ অজ, অখিলের পতি॥
নমো নমঃ দিব্য মৎস্য-কূর্ম্ম-অবতার।
সপ্তবিংশ জ্ঞানদাতা, বেদের উদ্ধার॥
নমো নমঃ অবতার, পৃথ্বী-উদ্ধারক।
নমঃ অসিমুখ, হিরণ্যাক্ষ-বিদারক॥
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার পর্ব্বত-ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমস্তে মুকুন্দ, নমো নমো মধুহারী।
নমস্তে বামনরূপ, নমস্তে মুরারি॥
নমো রঘুকুলনাথ রাবণ-অন্তক।
নমস্তে মাধব, নমঃ সংসার-পালক॥
এইরূপে দেবঋষি করে বহু স্তুতি।
তুষ্ট হ'য়ে তাঁরে তবে কহে লক্ষ্মীপতি॥

ধন্য ধন্য মহামুনি ব্রহ্মার কুমার।
কোন্ হেতু এই স্থানে কৈলে আগুসার ॥
ভকত-অধীন আমি, ভকত-জীবন।
ভকতের ধন আমি, ভকতের মন॥
মনোহর-রূপ আমি মন-অগোচর।
কাহাতে নির্লিপ্ত আমি, কাহে ভিন্ন পর ॥
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে আমার প্রকাশ।
সে-কারণে খ্যাত আমি বলি শ্রীনিবাস ॥
আত্মারূপে আমি প্রতিভাত সর্ব্বভূতে।
অন্যজন চিত্তে মোরে না পারে রাখিতে ॥
ভকত-অধীন, থাকি ভকতের সাথে।
ভক্তিতে কেবল ভক্ত পারয়ে রাখিতে ॥
ভকতের বাঞ্ছা পূর্ণ করি অনুক্ষণ।
কহ মহামুনি, হেথা কিবা প্রয়োজন ॥
কহেন নারদ তবে করি যোড়হাত।
নিবেদন করি কিছু, শুন জগন্নাথ ॥
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি আপন কিঙ্কর।
সে-কারণে শ্রীগোবিন্দ নাহি চাহি বর ॥
যদি বর দিবে, এই দেহ নারায়ণ।
তব গুণ গেয়ে যেন ভ্রমি অনুক্ষণ ॥
এক নিবেদন দেব, শুনহ আমার।
তোমার দুর্লভ নাম জগৎ-বিস্তার ॥
ইহার মহিমা দেব, বলহ আমারে।
শুনিলে মনের ভ্রান্তি সব যাবে দূরে ॥
এত শুনি মৃদু হাসি কহে নারায়ণ।
সঞ্জীবনী-পুরে তুমি করহ গমন ॥
মম মূর্ত্তি তথা আছে যম ধর্ম্মরাজ।
ত্বরিতে-গমনে যাহ তাঁহার সমাজ ॥
নামের মহিমা সেই কহিবে আমার।
তাহা শ্রুতমাত্রে ভ্রম খণ্ডিবে তোমার ॥
এত শুনি আনন্দিত হ'য়ে তপোধন।
প্রণমিয়া চলিলেন কৃতান্ত-ভবন ॥
যমের বিচিত্র সভা, না হয় বর্ণন।
নিবাস করিছে তথা যত পুণ্যজন ॥
চতুর্ভুজ দিব্যমূর্ত্তি শ্যাম-কলেবর।
খঞ্জন-গঞ্জন নেত্র, সুরঙ্গ-অধর ॥
পীতবাস-পরিধান, রাজীবলোচন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
কনক-মুকুট মাথে শোভে অতিশয়।
মেঘের উপর যেন সূর্য্যের উদয় ॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন মুনিবর।
প্রণাম করিয়া স্তুতি করেন বিস্তর ॥
স্তুতিবশে তুষ্ট হইলেন মৃত্যুপতি।
জিজ্ঞাসেন কি-কারণে হেথা মহামতি ॥
নারদ বলেন, শুন হেথা যে-কারণ।
কহিবে আমারে কৃষ্ণ-নাম-নিরূপণ ॥
এত শুনি মৃদু হাসি বলে মৃত্যুপতি।
পুরীর পশ্চিমে মম যাহ মহামতি ॥
নামের মহিমা তুমি পাবে সেইখানে।
তব সে মনের ভ্রান্তি হইবে খণ্ডনে ॥
এত শুনি দ্রুতগতি যায় তপোধন।
পুরীর পশ্চিমদিকে করেন গমন ॥
দেখেন যমের পুরী পাপীর তাড়ন।
কৃমিহ্রদ সারি-সারি অদ্ভুত গঠন ॥
অসিপত্র-মহাবন দেখি ভয়ঙ্কর।
উষ্ণজল-বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর ॥
কণ্টকের বন কোথা বিপুল-বিস্তার।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দে অনিবার ॥
কোনখানে দেখে সবে পাশেতে বন্ধন।
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আছে পাপিগণ ॥
কোনখানে বিষ্ঠাকুণ্ডে ফেলে পাপিগণে।
মস্তকে মুদ্গরাঘাত করে দূতগণে ॥
কোনখানে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ঘনে-ঘন।
অস্ত্রাঘাতে ব্যাকুলিত কান্দে পাপিগণ ॥
এরূপ প্রহারে ব্যাকুলিত পাপিজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন ॥
গোবিন্দ মাধব হরে রাম দামোদর।
এত বলি কর্ণে হস্ত দেন মুনিবর ॥

সেই শব্দ যত-যত পাতকী শুনিল।
শ্রুতমাত্র সবাকার পাপ মুক্ত হৈল॥
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি সবে হৈল দিব্যকায়।
দিব্য বিমানেতে চড়ি স্বর্গপুরে যায়॥
অশেষ-বিশেষে স্তুতি করে মুনিবরে।
অসংখ্য অসংখ্য পাপী চলিল সত্বরে॥
দেখিয়া বিস্ময় মানিলেন তপোধন।
অপার মহিমা হরিনামের কথন॥
জয় জয় নামরূপ, জয় জগদীশ।
অপার মহিমা জয়, জয় অজ ঈশ॥
নমো নমঃ স্বপ্রকাশ সর্ব্ব কামনায়।
নমো নারায়ণ, জন্ম-বন্ধন খণ্ডায়॥
এইরূপে বহু স্তুতি করি তপোধন।
আনন্দেতে যথাস্থানে করেন গমন॥
ভীষ্ম বলিলেন, পুনঃ শুনহ রাজন্।
উত্তর দ্বারের কথা কহিব এখন॥
পরিসর পঞ্চদশ যোজন হাজার।
উত্তরে অতীব রম্য যমের দুয়ার॥
স্থানে স্থানে উপবন অতি-মনোহর।
নানাবিধ দ্রব্য সব শোভে থরে-থর॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ ক্ষীর নানা উপহার।
সুগন্ধি শীতল জল সুবাসিত আর॥
পথে পথে স্থানে স্থানে দেব-দ্বিজগণ।
সম্মুখ-সমর করি মরে যত জন॥
যোগাসনে নিজদেহ ত্যজে যেই জন।
উত্তর দুয়ারে করে সে-জন গমন॥
দিব্য ভোগবান্ হয় পরম-আনন্দে।
ধর্ম্মরাজ যমে গিয়া ভূমি লুটি বন্দে॥
সেইক্ষণে যম আজ্ঞা দেন দূতগণে।
পত্নীসঙ্গে করি সদা থাকিয়া বিমানে॥
তিনকোটি বর্ষ রহি দেব-পরিমাণে।
অমৃতাদি নানা ভোগ করে দিনে দিনে॥
অনন্তর মহীতলে লভয়ে জনম।
সেই নারী, সেই পতি, ইথে নাহি ভ্রম॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে তরে যেন সকল সংসার॥

● ভদ্রশীল ও ধনুর্ধ্বজের উপাখ্যান

ভীষ্মদেব বলে, শুন ওহে কুন্তীসুত।
যমের দক্ষিণদ্বার বড়ই অদ্ভুত॥
পূর্ব্বে যাহা শুনিলাম দেবলের মুখে।
সাবহিত হ'য়ে শুন, বলিব তোমাকে॥
ভদ্রশীল-নামে ঋষি, অযোধ্যায় স্থিতি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, গুণে মহামতি॥
যজন-যাজন করে বেদ-অধ্যয়ন।
নানামতে উপার্জ্জন করে বহু ধন॥
ধনুর্ধ্বজ-নামে এক শ্বপচকুমারে।
গোধন-রক্ষণহেতু রাখিল আগারে॥
পূর্ব্বেতে অবন্তি-নামে ব্রাহ্মণ সে ছিল।
ভ্রাতৃশাপে চণ্ডালের কুলেতে জন্মিল॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
চণ্ডাল হইল কেন হইয়া ব্রাহ্মণ॥
ভীষ্ম বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ইক্ষ্বাকু-বংশের গুরু শান্তি তপোধন॥
সুবন্তি অবন্তি তার দুইটি নন্দন।
স্বধর্ম্ম অধর্ম্ম তারা করে দুই জন॥
মহাধর্ম্মশীল হৈল সুবন্তি কুমার।
দুরাত্মা অবন্তি হৈল মহাপাপাচার॥
নিজ ধর্ম্ম ছাড়ি সদা করে কদাচার।
চুরি হিংসা পাপ করে, হরে পরদার॥
পিতার সঞ্চিত ধন যতেক আছিল।
বেশ্যাতে আসক্ত হ'য়ে সকলি নাশিল॥
বহুমতে ভ্রাতা তারে করে নিবারণ।
না শুনিল ভ্রাতৃবাক্য পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥

ক্রুদ্ধ হ'য়ে জ্যেষ্ঠভ্রাতা শাপিল তখন।
না শুনিলে মম বাক্য করিয়া হেলন॥
এই পাপে জন্মান্তরে চণ্ডালত্ব পাবে।
অনন্তর যমদূত হইয়া জন্মিবে॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনঃ হইবে মোচন।
শুনিয়া অবন্তি হৈল অতি-ক্রুদ্ধমন॥
দণ্ডক-অরণ্যে প্রবেশিল সেইক্ষণ।
তপস্যা করিল তবে শান্তির নন্দন॥
অনাহারে তপ করি ত্যজে কলেবর।
সেই ত অবন্তি হৈল শ্বপচ-কোঙর॥
ভদ্রশীল ব্রাহ্মণের হইল রাখাল।
যতন-পূর্ব্বক রাখে গোধনের পাল॥
তাহার পালনে গবী ব্যাধি নাহি জানে।
ভদ্রশীল-বিপ্রে তুষ্ট করে নিজ গুণে॥
সর্পের দংশনে শেষে জীবন ত্যজিল।
শুনি ভদ্রশীল বড় শোকার্ত্ত হইল॥
পুত্রশোকে পিতা যথা করয়ে রোদন।
সেইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন॥
খণ্ডন না যায় কভু মুনির উত্তর।
সেই ধনুর্ধ্বজ হৈল যমের কিঙ্কর॥
একদিন ধনুর্ধ্বজ যমের আজ্ঞায়।
সুশীল-নামেতে বৈশ্যে আনিবারে যায়॥
পথে ভদ্রশীল সহ হৈল দরশন।
দেখিয়া বিস্ময়-চিত্ত হৈল তপোধন॥
জিজ্ঞাসিল, কহ তুমি, আছিলে কোথায়।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ আসিলে ধরায়॥
মরিলে কি জীয়ে লোক, ব্রহ্মার সৃজন।
মরিয়া কিরূপে পুনঃ পাইলে জীবন॥
সেই হস্ত, সেই পদ, সেই কলেবর।
আকৃতি-প্রকৃতি সেই পরম-সুন্দর॥
এত শুনি প্রণমিয়া বলিল বচন।
সেই ধনুর্ধ্বজ আমি শ্বপচ-নন্দন॥
নিজ কর্ম্মফলে হৈনু যমের কিঙ্কর।
আমারে পালিলে তুমি পূর্ব্বে বহুতর॥
নমো জগদ্‌গুরু ব্রহ্ম প্রণত-পালন।
নমস্তে ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি পতিততারণ॥
কৃপায় রাখিলে মোরে গোধন-রক্ষণে।
পুনর্জন্ম-খণ্ডন না হৈল সে-কারণে॥
যমের যন্ত্রণা-ভোগ কহনে যা যায়।
ধর্ম্মমুখে শুনি শঙ্কা জন্মিল আমায়॥
এত শুনি সবিস্ময় হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল, কহ, শুনি যমের কথন॥
কিরূপেতে জন্মে জীব মায়ের উদরে।
কিরূপেতে তনু ত্যাগ করে আরবারে॥
জন্মেতে যতেক ধর্ম্ম, অধর্ম্ম-আচার।
কিরূপেতে কর্ম্মভোগ করয়ে তাহার॥
দূত বলে, সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শুন সারোদ্ধার॥
মায়ের উদরে জীব শৃঙ্গার-পরশে।
ঋতুর সংযোগে জন্মে জনক-ঔরসে॥
পঞ্চরাত্রি-গতে হয় বুদ্বুদ-প্রমাণ।
পক্ষান্তরে হয় জীব বদরী-সমান॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে বাড়ে অতিশয়।
দিনে দিনে চন্দ্রকলা যেমন বাড়য়॥
মাসেক অন্তরে হয় অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ।
হস্তপদ নাহি, মাংসপিণ্ডের সমান॥
দ্বিতীয় মাসেতে হয় মস্তক-উৎপত্তি।
তৃতীয় মাসেতে হয় হস্তপদাকৃতি॥
চতুর্থ মাসেতে কেশ-লোমের জনম।
পঞ্চম মাসেতে তনু বাড়ে ক্রমে-ক্রম॥
ষষ্ঠ মাসে ভ্রমে জীব মায়ের উদরে।
চতুর্দ্দিকে ঘোর-অগ্নি দহে কলেবরে॥
সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়।
ক্ষণেক চৈতন্য পেয়ে উদরে ভ্রময়॥
মায়ের ভোজন-রসে বাড়ে দিনে দিনে।
অষ্ট মাসে দিব্যজ্ঞান আপনারে জানে॥
জন্ম-জন্মান্তরে যত করেছিল পাপ।
তাহার স্মরণে চিত্তে জন্ময়ে সন্তাপ॥

স্মরিয়া সে-সব পাপ করয়ে ক্রন্দন।
আপনারে নিন্দা করি বলয়ে বচন ॥
অধম পাপিষ্ঠ আমি, বড় দুরাচার।
কেন না ভজিনু কৃষ্ণ সংসারের সার ॥
এইবার জন্মি প্রভু, ভজিব তোমায়।
জ্ঞানদাতা-জ্ঞান মম যেন না হারায় ॥
এইরূপে দশমাস, অবধি নির্ণয়।
জন্মমাত্রে মহামায়া জ্ঞান হরি লয় ॥
জ্ঞানহত হৈবামাত্র করয়ে রোদন।
জননীর স্তনপানে বাড়ে অপঘন ॥
যুগধর্ম্মে যথা আয়ু বিধির নির্ণয়।
তাহাতে অধর্ম্ম হৈলে আয়ু পায় ক্ষয় ॥
অধর্ম্মের ফলে লোক মরে বাল্যকালে।
যৌবনে মরয়ে কেহ অধর্ম্মের ফলে ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মফলে মরে অর্দ্ধেক বয়সে।
বৃদ্ধকালে মরে লোক অদৃষ্টের বশে ॥
সর্ব্বকালে আছে মৃত্যু, নাহিক এড়ান।
ছোট-বড় সর্ব্বজীব একই সমান ॥
চুরি-হিংসা মিথ্যা কহি পোষে সুত-দার।
মৃত্যুকালে বেড়ি তারে কান্দে পরিবার ॥
জানিয়া তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম-আচরণ।
বিচারিয়া ধর্ম্মরাজ করেন তাড়ন ॥
কীট-পতঙ্গাদি জীব চৌরাশী-যোনিতে।
ক্রমে ক্রমে জন্মে মরে কর্ম্মফল হ'তে ॥
যাহা করে, তাহা ভোগে, নাহিক এড়ান।
সংক্ষেপে কহিনু জীবকর্ম্মের বাখান ॥
এত শুনি মৃদু হাসি বলে দ্বিজবর।
এক সত্য কর তুমি আমার গোচর ॥
কেমন যমের পুরী, দেখাবে আমারে।
এত শুনি ভাবি দূত কহিছে তাহারে ॥
যমের বিষম পুরী বিপুল বিস্তার।
দেখিবারে ইচ্ছা যদি হৈল আপনার ॥
যত পিতৃ-পিতামহ-ঋণে বদ্ধ আছ।
আপনি লোকের যত ঋণ করিয়াছ ॥
ক্রমে-ক্রমে সব ঋণ করহ শোধন।
তবে সে লইতে পারি যমের সদন ॥
ঋণগ্রস্ত মানবের নাহি তথা গতি।
যদি বা তথায় যায়, ভুঞ্জয়ে দুর্গতি ॥
এত শুনি ভাবি দ্বিজ বলেন বচন।
আজি আমি সব ঋণ করিব শোধন ॥
অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।
পুনশ্চ তোমারে পাব বল কোন্‌খানে ॥
দূত বলে, দ্বিজ তুমি হইলে নির্ঋণী।
খট্বাতে গৃহের মধ্যে শুইবে আপনি ॥
দুয়ারেতে খিল দিয়া করিবে শয়ন।
দারা-সুত সর্ব্ব জনে করিবে বারণ ॥
সবারে কহিবে পুনঃপুনঃ হিতবাণী।
তিনদিন বহির্ভূতে ঘুচাবে খিলনী ॥
ইতিমধ্যে কেহ যদি ঘুচায় দুয়ার।
নিশ্চয় হইবে তবে আমার সংহার ॥
এইরূপে সবাকারে কহিবে বচন।
সত্য কহি, দেখাইব যমের সদন ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে গৃহে দ্বিজ করিল গমন ॥
পিতৃ-পিতামহ হৈতে যত ঋণ ছিল।
ক্রমে-ক্রমে ভদ্রশীল সকলি শুধিল ॥
আপনিহ যত ঋণ লয়েছিল লোকে।
সর্ব্বলোকে বলে দ্বিজ মনের কৌতুকে ॥
যার ধারি, লহ ঋণ, যেবা ধার, দেহ।
এই ভিক্ষা মাগি আমি, কর অনুগ্রহ ॥
এইরূপে সর্ব্বলোকে কহিয়া বচন।
ক্রমে ক্রমে যত ঋণ করিল শোধন ॥
নির্ঋণী হইল দ্বিজ, আনন্দিত মন।
দারা-সুত-সবাকারে কহিল বচন ॥
তিনদিবসের মত শুইব গৃহেতে।
কদাচিৎ কেহ মোরে না যাবে তুলিতে ॥
যদ্যপি আমার বাক্য করহ অন্যথা।
তবে ত আমার মৃত্যু না ঘুচে সর্ব্বথা ॥

এতেক বচন দ্বিজ কহি সুত-দারে।
আনন্দেতে নিদ্রা গেল ঘরের ভিতরে॥
দ্বিজে সত্য করি দূত সুস্থ নহে মনে।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের সদনে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিরূপেতে যম তারে করিল তাড়ন॥
আচম্বিতে মৃত্যু তার হৈল কি-প্রকারে।
ইহার বিধান দেব, কহিবে আমারে॥
শুনিয়া কহেন হাসি ভীষ্ম মহাশয়।
কীর্ত্তিমন্ত-নামে এক বৈশ্যের তনয়॥
সুশীল তাহার পুত্র বিখ্যাত জগতে।
তার সম ধনে বৈশ্য নাহি পৃথিবীতে॥
কুলে-শীলে ধনে-জনে বলে বলবান্।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় বাখান॥
তড়াগ পুকুর কূপ দিল শত শত।
লিখনে না যায়, দ্বিজে দান দিল যত॥
ক্রোধের সমান রিপু নাহি সংসারেতে।
দানকালে এক দ্বিজে চাহিল ক্রোধেতে॥
জগতের গুরু দ্বিজ চিনিয়া না চিনে।
ধনে মত্ত হ'য়ে চাহে কটাক্ষ-নয়নে॥
ক্রোধে দ্বিজ তার দান কিছু না লইল।
ক্রোধে দ্বিজ তারে শাপ সেইক্ষণে দিল॥
দান দিয়া ক্রোধ মোরে কর পুনর্ব্বার।
এই পাপে অপমৃত্যু হইবে তোমার॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল তপোধন।
বিরসবদন হৈল বৈশ্যের নন্দন॥
একদিন নিত্যকৃত্যহেতু সন্ধ্যাকালে।
গোষ্ঠ দিয়া যায় বৈশ্য রেবানদী-কূলে॥
দৈবযোগে এক বৃষ বিক্রম করিয়া।
বৈশ্যের হরিল প্রাণ শৃঙ্গেতে চিরিয়া॥
যমের আজ্ঞায় তবে যমের কিঙ্কর।
বৈশ্যেরে লইয়া গেল যমের গোচর॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা-হেন পুণ্য কেহ না করে সংসারে॥
তুমি পুণ্যবান্, দান করিলে বিস্তর।
তড়াগ পুকুর কূপ দিলে বহুতর॥
দেবঋণে পিতৃঋণে হইলে মোচন।
নানা-যজ্ঞ করি আরাধিলে পদ্মাসন॥
কিছুমাত্র তব পাপ আছে হৃদি-মাঝে।
ক্রোধদৃষ্টে তুমি চাহিছিলে এক দ্বিজে॥
যাহা অর্জ্জি, তাহা ভুঞ্জি, বেদের বচন।
পাপ-পুণ্য দুই ভোগ, নাহিক মোচন॥
আগে পাপ কিংবা পুণ্য করিবে ভুঞ্জন।
নির্ণয় করিয়া তুমি বলহ বচন॥
এত শুনি বৈশ্য বলে বিনয়-বচন।
অল্প আছে যদি পাপ, করিব ভুঞ্জন॥
যম বলিলেন, পড় হ্রদের ভিতরে।
চিরকাল থাক তথা কুম্ভীর-শরীরে॥
দেবল ঋষির সঙ্গে হৈলে দরশন।
তবে পাপ-ভোগ তব হইবে খণ্ডন॥
এত শুনি হ্রদমধ্যে সেখানে পড়িল।
গ্রাহরূপে বৈশ্য কত দিবস বঞ্চিল॥
রাম-হ্রদ নামে সেই পুণ্য-তীর্থবর।
কুম্ভীর-শরীর তাহে হৈল ভয়ঙ্কর॥
নর-নারী পশু-পক্ষী আদি যত জন।
সলিল-স্পর্শন-মাত্র করয়ে ভক্ষণ॥
তার ভয়ে কেহ নাহি হ্রদ পরশয়।
একদা দেবল আসে বিপ্র মহাশয়॥
স্নান করি হ্রদে তপ করে তপোধন।
হেনকালে গ্রাহ আসি ধরিল চরণ॥
মুনির পরশ মাত্র দিব্যমূর্ত্তি হৈল।
দেব-পূজ্যমান হ'য়ে স্বর্গেতে চলিল॥
এত শুনি আনন্দিত হন নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন করি যোড়পাণি॥
অতঃপর কহ দেব, দ্বিজের কথন।
কিরূপে যমের সভা করিল দর্শন॥
ভীষ্ম কন, কহি, শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
যতেক দেখিল তথা, না হয় বর্ণন॥

দক্ষিণ দুয়ারে ল'য়ে গেল দ্বিজবরে।
দেখিয়া যমের পুরী বিস্মিত অন্তরে॥
পুরীষের হ্রদ কোথা দেখে শত শত।
লিখনে না যায়, পাপী তাহে আছে কত॥
কোথায় প্রহারে পাপী করয়ে ক্রন্দন।
মারয়ে লোহার বাড়ি করিয়া তাড়ন॥
কোনখানে উষ্ণজল বর্ষে জলধর।
তপ্তৈতল-বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোনখানে স্নিগ্ধ জল আছে থরে-থর।
তাহাতে পড়িয়া পাপী কান্দয়ে বিস্তর॥
কৃমি-হ্রদ কোনখানে দেখি ভয়ঙ্কর।
ক্ষার-জল-বৃষ্টি কোথা হয় নিরন্তর॥
কোনখানে বৃষ্টি-শীতে কাঁপে কলেবর।
কোনখানে অগ্নি-বৃষ্টি হয় ভয়ঙ্কর॥
কোনখানে বজ্রকীট অতি ভয়ঙ্কর।
খণ্ড খণ্ড করি কাটে পাপি-কলেবর॥
কোনখানে দূতগণ ভয়ঙ্কর-কায়।
যতেক দুর্গতি করে, বলা নাহি যায়॥
হাতে-পায়ে বান্ধি আনে কোন কোন জনে।
প্রহারে পীড়িত তনু, কাতর রোদনে॥
এইরূপে শত শত অসংখ্য যাতনা।
ভুঞ্জায়েন ধর্ম্মরাজ না হয় বর্ণনা॥
দেখি সবিস্ময় হইলেন তপোধন।
পুরীর দুয়ারে তবে করিল গমন॥
দ্বার পার হ'য়ে চলে মহা তপোধন।
মনে করে যমরাজে করিব দর্শন॥
কোন্ মূর্ত্তি ধরে যম, কেমন বরণ।
হেনকালে ডোমনীর সঙ্গে দরশন॥
কেশিনী তাহার নাম জন্মান্তরে ছিল।
মরিয়া সে শমনের কিঙ্করী হইল॥
দশ গণ্ডা কড়ি দাম কুলা একখানি।
হাটে তার ঠাঁই ল'য়েছিল দ্বিজমণি॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি দিয়া কুলা লয়েছিল।
বাকী পাঁচ গণ্ডা ধার শুধিতে নারিল॥
দুইবার তিনবার গেল দ্বিজস্থানে।
ধারিয়া না দিল তারে পাসরিয়া মনে॥
দৈবযোগে দেখা তার ডোমনী পাইল।
ধাইয়া সত্বরে আসি বসনে ধরিল॥
ক্রোধেতে ব্রাহ্মণে চাহি বলয়ে বচন।
সেই ভদ্রশীল তুই পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন॥
পাঁচ গণ্ডা কড়ি মোর ধারিয়া না দিলে।
তাহার উচিত ফল হাতে হাতে পেলে॥
ভাল চাহ যদি, তবে যাহ কড়ি দিয়া।
নতুবা তোমার আত্মা লইব কাড়িয়া॥
দ্বিজ বলে, এথা আমি কড়ি কোথা পাব।
ছাড়ি দেহ, কড়ি ঘর হ'তে আনি দিব॥
হাসিয়া ডোমনী বলে, নাহিক এড়ান।
কড়ি দেহ, নহে তব লইব পরাণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল ফাঁফর।
ক্রোধে ধনুর্ধ্বজ-দূত করিল উত্তর॥
সেইকালে দ্বিজবর কহিনু তোমায়।
যেকালে আসিতে তুমি ইচ্ছিলে হেথায়॥
পাঁচ গণ্ডা ধার যদি ধারহ কাহার।
তবে সে প্রমাদ দ্বিজ, হইবে তোমার॥
অঙ্গীকার করি তুমি বলিলে তখন।
যত ধার আছে, তাহা করিবে শোধন॥
ব্রাহ্মণ জগদ্‌গুরু, পুরাণে বাখানে।
এমত তোমার আছে, জানিব কেমনে॥
নাহিক এড়ান তব, হইল প্রলয়।
ব্রহ্মহত্যা-পাপ মোরে ফলিল নিশ্চয়॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ বলয়ে করুণে।
পাসরিয়া ছিনু এত জানিব কেমনে॥
তবে ধনুর্ধ্বজ দূত ভাবে মনে-মন।
ডোমনীরে চাহি বলে বিনয়-বচন॥
না করিহ বধ, ছাড়ি দেহ ত ব্রাহ্মণে।
দ্বিজ-বধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে ভণে॥
দূতের বচনে হাসি বলয়ে ডোমনী।
তবে সে ছাড়িয়া আমি দিব দ্বিজমণি॥

কুলার প্রমাণ বক্ষচর্ম্ম কাটি ক্ষুরে।
এইখানে দ্বিজবর দিউক আমারে॥
নহে আপনার অঙ্গ করিয়া ছেদন।
কুলার প্রমাণ দেহ মোরে এইক্ষণ॥
নতুবা দ্বিজের ধার ধারে যেই জনে।
তাহারে আনিতে পার আমার সদনে॥
তবে এই ধার আমি লই তার স্থান।
ইহা ভিন্ন দ্বিজ আর নাহিক এড়ান॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল সত্বর।
দূতের সহিত তথা ভ্রমিল বিস্তর॥
আপনার ধারগ্রস্ত না দেখি কাহারে।
চিত্তেতে আকুল হ'য়ে চিন্তিল অন্তরে॥
নেত্র মুদি দিব্যজ্ঞানে করিলেন ধ্যান।
জনার্দ্দন-বিনা ইথে নাহি পরিত্রাণ॥
বিধিমতে নানা স্তুতি করিল বিস্তর।
ত্রাণ কর জগন্নাথ, ওহে দামোদর॥
জয় জয় জগন্নাথ, পতিতপাবন।
জয় জগদীশ, জয় জগততারণ॥
জয় জয় আদি প্রভু, মীন-অবতার।
জয় জয় যজ্ঞরূপ, বরাহ-আকার॥
নমস্তে বামনরূপ, নমস্তে মুরারি।
নমো হয়গ্রীবরূপ, নমো মধুহারী॥
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার পর্ব্বত-ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর-মোহন॥
নমো রঘুকুলবর রাম অবতার।
এক অংশে চারি-রূপ দেব-নিরাকার॥
ক্ষত্রকুলান্তক নমো নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণ নমো, নমো বিশ্বপতি॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিতরূপ, সর্ব্বদেহে স্থিতি।
অভক্তের শাস্তিদাতা, ভক্তকুলগতি॥
তুমি ব্রহ্মা, তব মুখে ব্রাহ্মণ-উৎপত্তি।
বাহুযুগে ক্ষত্র, উরে হৈল বৈশ্যজাতি॥
উৎপন্ন চরণযুগে যত শূদ্রগণ।
তোমার সৃজন যত চরাচর-জন॥
না জানিয়া পাপ করিলাম অকারণ।
এ-মহাবিপদে প্রভু, করহ তারণ॥
এইরূপে স্তুতি কৈল করি যোড় হাত।
বৈকুণ্ঠে অস্থির তথা বৈকুণ্ঠের নাথ॥
ভক্তের অধীন সদা দেব-নারায়ণ।
প্রত্যক্ষ হইয়া দ্বিজে দিলেন দর্শন॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-ভূষণ।
পীতবাস-পরিধান, শ্রীবৎসলাঞ্ছন॥
কনক-কুণ্ডল কর্ণে সূর্য্যদীপ্তি করে।
কেয়ূর-কঙ্কণ-আদি নানা-অলঙ্কারে॥
ত্রিভঙ্গ-ললিত রূপ দেব-সনাতন।
দেখি ভদ্রশীল হৈল সবিস্ময়-মন॥
আনন্দে অশ্রুর জলে ভাসে কলেবর।
দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়ে চরণ-উপর॥
করে ধরি বিপ্রবরে তুলি নারায়ণ।
আলিঙ্গন দিয়া হাসি বলেন বচন॥
ব্রাহ্মণে-আমাতে কিছু নাহি ভেদলেশ।
সে-কারণে নাম আমি ধরি হৃষীকেশ॥
ভক্তের অধীন আমি, শুনহ বচন।
ভক্তের মানস পূর্ণ করি সর্ব্বক্ষণ॥
বর মাগ দ্বিজবর, যেই প্রয়োজন।
এত শুনি প্রণমিয়া বলয়ে বচন॥
বরেতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন।
বর দিয়া ভাণ্ড তুমি ভকতের মন॥
যদি বর দিবে প্রভু, দেহ ত আমায়।
জন্মে-জন্মে ভক্তি যেন থাকয়ে তোমায়॥
কীট-পতঙ্গাদি যত যোনিতে জনম।
ইতিমধ্যে প্রভু, যেন না হয় সম্ভ্রম॥
কর্ম্মদোষে যথা-তথা জন্মি পুনর্ব্বার।
অচলা তোমাতে ভক্তি রহুক আমার॥
আর এক বর মোরে দেহ নারায়ণ।
এই ধনুর্ধ্বজ-দূতে করহ তারণ॥
কেশিনী-ডোমিনী দেব, বড়ই পাপিনী।
তার ঠাঁই রক্ষা মোরে কর চক্রপাণি॥

এত শুনি হাসি প্রভু করেন উত্তর।
ভক্তের অধীন দ্বিজ, মম কলেবর॥
ভক্তে যাহা মাগে, নারি অন্য করিবারে।
আপনার অঙ্গ কাটি অর্পিব তাহারে॥
তবে রক্ষা পাবে দ্বিজ, তোমার পরাণী।
এত বলি দ্বিজরূপ ধরে চক্রপাণি॥
ভদ্রশীল যেইরূপ, সেরূপ ধরিল।
ধনুর্দ্ধ্বজ-দূতে চাহি তবে সে কহিল॥
যাহ শীঘ্র ল'য়ে দ্বিজে, রাখ নিজস্থানে।
ডোমনীর ঋণ-শোধ করিব এখনে॥
এত শুনি ধনুর্দ্ধ্বজ চলিল সত্বরে।
শীঘ্রগতি গৃহে রাখি আসে দ্বিজবরে॥
ধনুর্দ্ধ্বজ-সহ তবে দেব-নারায়ণ।
ডোমনী স্থানে পুনঃ করেন গমন॥
কেশিনীরে চাহি বলে দেব নারায়ণ।
ঋণগ্রস্ত আমার না পাই এক জন॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেবা খণ্ডাইতে পারে।
আপনার অঙ্গ কাটি অর্পিব তোমারে॥
এত বলি বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া সত্বরে।
কুলার প্রমাণ প্রভু দিলেন তাহারে॥
নিজমূর্ত্তি ধরি প্রভু চলেন সত্বর।
দেখিয়া কেশিনী হৈল বিস্মিত-অন্তর॥
স্তুতি করে ডোমনী করিয়া যোড়কর।
কি-হেতু করিলে হেন কর্ম্ম গদাধর॥
ব্রাহ্মণ-কারণে প্রভু, নিজ চর্ম্ম দিলে।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকলে॥
কেশিনীর প্রতি প্রভু বলেন বচন।
ইহার বৃত্তান্ত কহি, শুন দিয়া মন॥
ব্রাহ্মণ অশ্বত্থ-বৃক্ষ করিয়া রোপণ।
বিধিমতে সুপ্রতিষ্ঠা কৈল সেইক্ষণ॥
বৃক্ষেতে অশ্বত্থ আমি, জান সারোদ্ধার।
সেকারণে সঙ্কটেতে করিনু উদ্ধার॥
ইহা শুনি বহু স্তুতি ডোমনী করিল।
হেনকালে শূন্য হৈতে বিমান আসিল॥
দোঁহাকারে রথে তুলি নিল সেইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ-প্রসাদে হৈল বৈকুণ্ঠে গমন॥
তিন দিন বাদে তথা দ্বিজ ভদ্রশীল।
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে দ্বারে ঘুচাইল খিল॥
হাতেতে ভৃঙ্গার করি বহির্দ্দেশে যায়।
সেকালে অশ্বত্থ-বৃক্ষে নয়ন ফিরায়॥
কুলার প্রমাণ ছাল ছেদিত দেখিয়া।
নাকে হাত দিয়া রহে নিঃশব্দ হইয়া॥
জানিল অশ্বত্থ-বৃক্ষ দেব নারায়ণ।
শীঘ্রগতি পঙ্কে তাহা করিল পূরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন॥
তাহার পাপের ভয় নাহি কোনকালে।
যতেক সৌভাগ্য তার হয় কর্ম্মফলে॥
পুত্রার্থী লভয়ে পুত্র, ধনার্থী যে ধন।
নাহিক সংশয় ইথে, ব্যাসের বচন॥
মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড়-পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালি॥

পাপ-বিশেষে নরক-বিশেষ

যুধিষ্ঠির বলিলেন, কর অবধান।
সংক্ষেপে যমের পুরী করিলে বাখান॥
কি পাপ করিলে জীব পায় কিবা ফল।
বিস্তার করিয়া কহ শুনি সে সকল॥
ভীষ্ম বলিলেন, তাহা শুনহ রাজন্।
ব্রাহ্মণেরে বৃত্তি দিয়া হরে যেই জন॥
অন্তে তারে ল'য়ে যায় যমের কিঙ্কর।
ঊর্দ্ধবাহু করি বান্ধে স্তম্ভের উপর॥
তলেতে তুষের ধূম দেয় ভয়ঙ্কর।
ধূম পান করে এক শতেক বৎসর॥

তার পরে জন্মে পুনঃ সেই নরাধম।
কীট-পতঙ্গাদি হয় চৌরাশী-জনম॥
অনন্তরে নরজন্ম পায় দুরাচার।
পুনঃপুনঃ তাহা ভোগ করয়ে অপার॥
কোপদৃষ্টে ব্রাহ্মণেরে চাহে যেই জন।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন॥
সহস্র সহস্র সূচি করিয়া দহন।
তাহার নয়ন-দুই বিন্ধে দূতগণ॥
মহতের নিন্দা শুনি হাসে যেই জন।
তপ্ততৈল তার কর্ণে করয়ে সেচন॥
মন্ত্র বেচি খায় যেবা ভোগে বদ্ধ হ'য়ে।
তার পাপ কহি রাজা, শুন মন দিয়ে॥
সহস্র সহস্র কল্প কোটি শত শত।
লিখিতে না পারি বিষ্ঠাভোগ করে যত॥
পুরুষ-সহস্র-দশ-সহ সম্বলিত।
কুম্ভীপাকে ভুঞ্জে পাপ জন্ম শত শত॥
অনন্তর পায় গিয়া স্থাবর-জনম।
কৃমি-জন্ম হয় তার, না ঘুচে সম্ভ্রম॥
তবে যুগ-সহস্র জন্ময়ে ম্লেচ্ছজাতি।
অনন্তরে পশু হ'য়ে জনমে দুর্ম্মতি॥
অনন্তরে বিপ্রজন্ম পায় অকিঞ্চন।
প্রতিগ্রহ-হেতু হয় দরিদ্র-লক্ষণ॥
প্রতিগ্রহ-পাপে হয় নরকেতে গতি।
নামের বিক্রয়ে পাপ শুনহ নৃপতি॥
শতবংশ-সহ সেই নরকে পড়য়।
তদন্তরে গিয়া পুনঃ রৌরবে ভ্রময়॥
তদন্তরে সপ্তজন্ম হয় ত গর্দ্দভ।
তদন্তরে সপ্তজন্ম কুক্কুর-সম্ভব॥
তদন্তরে শত শত শূকর-জনম।
বিষ্ঠা-মধ্যে কৃমি হয়, না ঘুচে সম্ভ্রম॥
তদন্তরে লক্ষ লক্ষ মূষা-জন্ম হয়।
তদন্তরে সপ্ত জন্ম চণ্ডালত্ব পায়॥
তদন্তরে সপ্ত জন্ম হয় হীনজাতি।
এইরূপে ভ্রমে সেই শুনহ নৃপতি॥

এইরূপে পুনঃপুনঃ জনমে ভূতলে।
ক্রমেতে যাতনা ভোগ করে কালে কালে॥
বল করি অনাথের ধন যেবা হরে।
অন্তকালে পড়ে সেই নরক-ভিতরে॥
পরেতে সহস্র জন্ম হয় পক্ষিজাতি।
অশেষ-যাতনা ভোগ করে নিতি নিতি॥
দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
কিছুমাত্র নিবেদিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
অসিপত্রবনে তার অন্তিমে গমন।
অনন্তর হয় তার রাক্ষস-জনম॥
বিপ্রে দান দিতে বিঘ্ন করে যেই জন।
তার পাপ-ভোগ কহি, শুন দিয়া মন॥
অন্তকালে যমদূত ল'য়ে সেই জনে।
অধোমুখ করি ফেলে নরক-দারুণে॥
তদন্তরে কালানল মহাভয়ঙ্কর।
হাতে পায়ে বান্ধি ফেলে তাহার ভিতর॥
তদন্তরে অগ্নি হ'তে তুলি দূতগণ।
তপ্তক্ষার তার অঙ্গে করয়ে সেচন॥
তদন্তরে ফেলে কৃমি-হ্রদের ভিতর।
মাথার উপরে মারে লোহার মুদ্গর॥
এইরূপে শত শত বিষম যাতনা।
ভুঞ্জায়েন যম তারে, না হয় বর্ণনা॥
পরনারী হরে যেবা ছল-বল করি।
তার পাপ কহি, শুন ধর্ম্ম-অধিকারী॥
লৌহময় দিব্যনারী করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
স্বামী ছাড়ি যেই নারী ভজে অন্যপতি।
যতেক তাহার শাস্তি, শুন মহীপতি॥
লোহার পুরুষ এক করিয়া রচন।
তপ্ত করি তার সঙ্গে করায় রমণ॥
কটাক্ষমাত্রেতে তারে রতি করাইয়া।
কুম্ভীপাকে ফেলে তারে বন্ধন করিয়া॥
দেবতা-প্রমাণে শত সহস্র বৎসর।
তাবৎ থাকয়ে কুম্ভীপাকের ভিতর॥

তদন্তরে মর্ত্ত্যলোকে হয় পশুযোনি।
পুনঃপুনঃ পাপভোগ করয়ে পাপিনী ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে যেই বিপ্রে কটু ভাষে।
তাহার পাপের কথা শুনহ বিশেষে ॥
মৃত্যুকালে ধরি তারে যমের কিঙ্কর।
বন্ধন করিয়া তোলে পর্ব্বত-উপর ॥
অধোমুখে আছাড়িয়া ফেলে ভূমিতলে।
হস্তপদ চূর্ণ হ'য়ে কান্দে সর্ব্বকালে ॥
তদন্তরে ঘৃতে অঙ্গ করিয়া মর্দ্দন।
অগ্নি দিয়া সর্ব্ব-অঙ্গ করায় দহন ॥
পরাণে না মরে কেহ কাতর হইয়া।
অসিপত্রবনে তারে ফেলায় বান্ধিয়া ॥
তদন্তরে মর্ত্ত্যপুরে হয় পশুযোনি।
শৃগাল-কুক্কুর-আদি নকুল-শকুনি ॥
তদন্তরে জন্ম হয় চণ্ডালের কুলে।
পুনঃপুনঃ পাপভোগ করয়ে বহুলে ॥
পুষ্পোদ্যানে পুষ্প যেই করয়ে হরণ।
তাহার পাপের কথা শুন দিয়া মন ॥
শ্যাকুল-কণ্টক-বন অতি ভয়ঙ্কর।
ঊর্দ্ধমুখ করি ফেলে তাহার উপর ॥
এইরূপে শত শত অশেষ যাতনা।
যথা পাপ, তথা ভোগ, না হয় বর্ণনা ॥
স্বহস্তে ব্রাহ্মণ-বধ করে যেই জন।
অসংখ্য যাতনা তারে ভুঞ্জায় শমন ॥
যাহার যেমন পাপ, ভোগে সে তেমন।
সংক্ষেপে জানাই পাপভোগের কথন ॥
বিস্তারিয়া কহি যদি শতেক বৎসর।
তবু শেষ নাহি হয় ধর্ম্ম নৃপবর ॥
অতঃপর শুন ধর্ম্মফলের লক্ষণ।
যাহা হৈতে পাপভোগ হয় ত খণ্ডন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি ॥

ধর্ম্মফল-কথন

বৃত্তিদান দিয়া যেই স্থাপয়ে ব্রাহ্মণে।
তার পুণ্যফল কত কহিব বদনে ॥
বরঞ্চ ভূমির রেণু গণিবারে পারি।
কলসীতে ভরি সারা-সমুদ্রের বারি ॥
তথাপি তাহার পুণ্য না হয় বর্ণন।
ইতিহাস কহি এক, শুনহ রাজন্ ॥
সুঘোষ-নামেতে এক বিপ্রের নন্দন।
কুণ্ডিন-নগরে বাস মহাতপোধন ॥
অষ্টভার্য্যা শতপুত্র কন্যা শত জন।
সম্পদ্-বিহীন দ্বিজ অদৃষ্ট-কারণ ॥
নানা দুঃখ ক্লেশ দ্বিজ করে অনিবার।
তথাপি ভরণ নাহি হয় সুত-দার ॥
অন্ন-বিনা শিশুপুত্র শিশু-কন্যাগণ।
দ্বারে দ্বারে ভ্রমে তারা করিয়া ক্রন্দন ॥
দুঃখীর সন্তান জানি যত পুরজন।
ঘৃণাবোধে ক্রোধে সবে করয়ে তাড়ন ॥
যার স্থানে ভিক্ষা কিছু মাগে দ্বিজবর।
নাহি দেয় দুঃখী জানি, বলে কটূত্তর ॥
এরূপে কাটায় কাল দুঃখে তপোধন।
একদিন গৃহে বসি ভাবে মনে-মন ॥
পৃথিবীতে বৃথা জন্মে ধনহীন জনে।
সর্ব্বসুখে হীন নর সম্পদ্-বিহনে ॥
কুলীন পণ্ডিত কিংবা জন্ম মহাকুলে।
নৃপতি হউক কিংবা মহাবল বলে ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিংবা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
ধনহীন হ'লে মান্য নাহিক সর্ব্বথা ॥
ধনহীন পুরুষে না মানে কোন জন।
ধন যদি থাকে, হয় সর্ব্বত্র পূজন ॥
যে-জনের ধন নাহি, বিফল জীবন।
ফলহীন বৃক্ষ যথা ছাড়ে পক্ষিগণ ॥
জ্ঞাতি বন্ধু ভ্রাতা-মিত্র আদি পরিবার।
অন্যের থাকুক কথা, ছাড়ে সুত-দার ॥

জলহীন নদী যথা না হয় শোভন।
পৃথিবীতে ধনহীন মনুষ্য তেমন॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যথা সব অন্ধকার।
ধনহীনে তেমন না শোভে পরিবার॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য কিংবা জন্মে শূদ্রকুলে।
চণ্ডালাদি জন্ম কিংবা হউক ভূতলে॥
ধনবান্ হৈলে হয় সর্ব্বত্র পূজিত।
ধনের সর্ব্বত্র মান, বিধি-নিয়োজিত॥
পাপী কিবা চোর হৌক কিংবা দুষ্টজন।
ধন যদি থাকে, হয় সর্ব্বত্র পূজন॥
সুখ-দুঃখ ফল দুই অদৃষ্ট-কারণ।
বিধির লিখিত যাহা, না হয় খণ্ডন॥
কেহ কেহ বলে দুঃখ স্থান হৈতে পায়।
স্বস্থান ছাড়িয়া যদি অন্য স্থানে যায়॥
স্থানদোষে দুঃখ পায়, স্থানে শোক হয়।
অদৃষ্ট হইতে, তাহা শাস্ত্রমত নয়॥
এইরূপে দ্বিজবর অনেক চিন্তিল।
সে-স্থান ছাড়িয়া শীঘ্র গমন করিল॥
কোশল-নগরে রাজা কৌশল-নামেতে।
তথায় চলিল দ্বিজ পরিবার-সাথে॥
বৃত্তিদান মাগিলেন নৃপতির স্থান।
নৃপতি করেন যথাযোগ্য বৃত্তিদান॥
আনন্দে রহিল দ্বিজ কোশলনগরে।
পরিবারসহ থাকি সুখভোগ করে॥
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণেরে স্থাপে নরবর।
সেই পুণ্যে স্থিতি হৈল স্বর্গের উপর॥
শতেক বংশের সহ আনন্দ-কৌতুকে।
দুই কোটি যুগ রাজা স্বর্গ ভুঞ্জে সুখে॥
অনন্তর ব্রহ্মলোকে হইল গমন।
এক লক্ষ যুগ তথা করিল যাপন॥
অনন্তর হৈল তার বৈকুণ্ঠেতে স্থিতি।
দুই কোটি কল্প তথা করিল বসতি॥
বিপ্রের মহিমা সদা বেদে অগোচর।
ব্রাহ্মণ হইতে তরে পতিত পামর॥

বিষ্ণুর শরীর দ্বিজ, বিষ্ণু-অবতার।
যাহারে গোবিন্দ করিলেন পরিহার॥
পদাঘাত খেয়ে স্তুতি করেন সে-কালে।
অদ্যাপিহ পদচিহ্ন আছে বক্ষঃস্থলে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
স্বয়ং বিষ্ণু সর্ব্বকর্ত্তা জানি সনাতন॥
তাঁরে পদাঘাত কেন করিল ব্রাহ্মণ।
কহ পিতামহ, শুনি সর্ব্ববিবরণ॥
শুনিয়া কহেন হাসি গঙ্গার নন্দন।
অবধানে শুন রাজা হ'য়ে একমন॥
পূর্ব্বে ভৃগু মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
ব্রহ্মসত্র কৈল ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ॥
পুলস্ত্য পুলহ-ক্রতু আদি তপোধন।
বশিষ্ঠ নারদ বিষ্ণু যত মুনিগণ॥
একত্র হইয়া সবে যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে ভৃগুচিত্তে বিতর্ক উঠিল॥
দেখি সব মুনিগণে বিস্ময় জন্মিল।
কেবা সে ঈশ্বর বলি জানিতে নারিল॥
অতি শীঘ্র মহামুনি ব্রহ্মার নন্দন।
জানিবার তরে গেল হরের সদন॥
মহাদেব কপটে না করিল প্রণতি।
দেখি মহাক্রোধ করিলেন পশুপতি॥
ক্রোধ সংবরিয়া হর কহেন বচন।
কি-হেতু আসিলে হেথা ভৃগু তপোধন॥
চিত্তেতে অক্রোধ কেন সক্রোধ-বদন।
কি-হেতু তোমাকে আমি দেখি যে বিমন॥
শুনিয়া উত্তর কিছু না দিল তাঁহারে।
মহাক্রোধে মহেশ্বর বলে আরবারে॥
অহঙ্কার করি তুমি না মান আমারে।
অবহেলা কর কেন, জিজ্ঞাসি তোমারে॥
অহঙ্কারে উত্তর না দেহ দুরাচার।
এইহেতু তোরে আজি করিব সংহার॥
এত বলি শূল তুলি নিল অকস্মাৎ।
ভৃগুরে মারিতে ক্রোধে যান ভূতনাথ॥

হাতে ধরি মহেশ্বরে রাখে ত্রিলোচনা।
তথা হৈতে গেল ভৃগু হইয়া বিমনা॥
শীঘ্রগতি ব্রহ্মলোকে উত্তরিল গিয়া।
ব্রহ্মারে না বলে কিছু চিত্তে দুঃখী হৈয়া॥
কপটে না সম্ভাষণ কৈল জনকেরে।
দেখি ক্রোধ করিলেন বিরিঞ্চি অন্তরে॥
পুত্র বলি করিলেন ক্রোধ-সংবরণ।
তথা হৈতে বৈকুণ্ঠেতে গেল তপোধন॥
তথায় দেখিল হরি খট্বাঙ্গ উপরে।
শয়নে আছেন, লক্ষ্মী পদসেবা করে॥
দেখি ভৃগু মুনিবর না ভাবি অন্তরে।
দ্রুত তাঁর বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করে॥
ক্রুদ্ধা হইলেন দেখি লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী।
নিদ্রা ভঙ্গে উঠিলেন দেব চক্রপাণি॥
ভৃগুমুনি দেখি প্রভু উঠিয়া সত্বরে।
তাঁর পদসেবা করে নিজ পদ্মকরে॥
আমার কঠিন দেহ বজ্রের তুলনা।
চরণ-কমলে তব হইল বেদনা॥
শুনি মহামুনি ভৃগু লজ্জিত-বদন।
নানাবিধ প্রকারেতে করিল স্তবন॥
নমঃ প্রভু ভগবান্, অখিলের পতি।
নমস্তে ব্রহ্মণ্যদেব, নমো বিশ্বপতি॥
জানহ তুমি হে প্রভু, ব্রাহ্মণ-সম্মান।
সবার ঈশ্বর তুমি, ভক্ত-পরিত্রাণ॥
করিলাম এই দোষ হইয়া অজ্ঞান।
অপরাধ ক্ষমা মম কর ভগবান্॥
অপকর্ম্ম করিয়াছি, ক্ষম দামোদর।
এত বলি নানা স্তুতি করে মুনিবর॥
যোড়হাত করি তাঁরে কহে দামোদর।
কদাচিৎ চিত্তান্তর নহ দ্বিজবর॥
পদাঘাত নহে, মম হইল ভূষণ।
এত শুনি আনন্দিত হৈল তপোধন॥
নানামত স্তুতি করি প্রভু-নারায়ণে।
গমন করিল পুনঃ নিজ যজ্ঞস্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি॥
চন্দ্রচূড়-পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীদাস দেব করে পয়ার রচনা॥

● একাদশী-মাহাত্ম্য

ভীষ্ম বলিলেন, রাজা, করহ শ্রবণ।
পৃথিবীতে জন্মি পুণ্য আচরে যে-জন॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত সেই নিষ্পাপ-শরীর।
অন্তে মোক্ষগতি লভে, শুন যুধিষ্ঠির॥
অষ্টমীর উপবাস করে যেই জন।
শুদ্ধচিত্তে শিব-দুর্গা করে আরাধন॥
ভূমিদান রত্নদান করিয়া ব্রাহ্মণে।
অতিথি অথর্ব্বে পূজা করে অন্নদানে॥
দিব্য-অন্ন-উপচার করিয়া রন্ধন।
কুটুম্বেরে দিয়া পাছে করয়ে পারণ॥
এইমতে মাসে মাসে অষ্টমীর ক্ষণে।
শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করে সাবধানে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে শিবলোকে যায়।
যমের তাড়না নাহি কদাচিৎ পায়॥
নারায়ণ-নামে ব্রত বিখ্যাত জগতে।
নারায়ণব্রত যেই করে শুদ্ধচিতে॥
তাহার পুণ্যের কথা না যায় ব্যাখ্যান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু, কর অবধান॥
গৃহধর্ম্মে থাকি ইহা করিবে যে-জন।
সর্ব্বভূতে দয়া করি করিবে পূজন॥
যেমন বৈভব, তথা করিবেক ব্যয়।
ব্রাহ্মণেরে দিবে দান হ'য়ে শুদ্ধাশয়॥
চন্দনাদি নানাবিধ বহু উপহার।
নিবেদিবে গোবিন্দেরে করি উপহার॥
মূলমন্ত্র তিনবার করিবে চিন্তন।
উপহার-বৈভব করিবে নিবেদন॥

অবশেষে প্রণমিয়া পড়িবে ধরণী।
ভক্তিভাবে কহিবেক নানা স্তুতিবাণী॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ জয় জগৎ-জীবন।
নমস্তে গোবিন্দ জয়, জয় নারায়ণ॥
এইরূপে ভক্তি করি লক্ষ্মী-নারায়ণে।
অবশেষে করি আবাহন বিসর্জ্জনে॥
ভূমিদান দিবে আর অন্নদান-আদি।
অতিথি-ব্রাহ্মণ-পূজা আছে যথাবিধি॥
দ্বিজ-গুরু-আজ্ঞা তবে মস্তকে ধরিয়া।
পশ্চাতে ভুঞ্জিবে সুখে নিয়ম করিয়া॥
এইমত নারায়ণ-ব্রত যে আচরে।
কুটুম্বের সহ যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
কুটুম্বাদি পরিবার যত জ্ঞাতিগণ।
বিধিমতে সবাকারে করাবে ভোজন॥
একাদশী মহাব্রত বাখানে পুরাণে।
তার কথা কহি রাজা, শুন অবধানে॥
গালব-নামেতে মুনি মহাতপোধন।
ভদ্রশীল নাম ধরে তাহার নন্দন॥
সর্ব্ব-ধর্ম্ম তেয়াগিয়া সেবে নারায়ণ।
তাহার পুণ্যের কথা করিব বর্ণন॥
যেন ধ্রুব মহাশয় স্বয়ম্ভু-নন্দন।
শিশুকাল হ'তে সেই সেবে নারায়ণ॥
সেইরূপে ভদ্রশীল গালব-নন্দন।
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেয়াগিয়া সেবে নারায়ণ॥
বেদপাঠ তপ জপ শাস্ত্র-অধ্যয়ন।
সর্ব্ব ত্যজি করে হরিমন্দির-মার্জ্জন॥
মাসে মাসে কৃষ্ণা শুক্লা দুই একাদশী।
শুদ্ধচিত্তে আরাধয়ে পরম তপস্বী॥
দেখিয়া পুত্রের কর্ম্ম সবিস্ময়-মন।
জিজ্ঞাসিল, কহ তাত, ইহার কারণ॥
নানামত বিষ্ণুভক্তি আছে শাস্ত্রমতে।
তপ জপ পূজা ধর্ম্ম বিখ্যাত জগতে॥
ব্রাহ্মণের তপ জপ ধর্ম্ম-আচরণ।
ইহার কি ফল কহ, শুনি হে নন্দন॥

এত শুনি ভদ্রশীল বলেন বচন।
এই যে ব্রতের ফল না যায় কথন॥
আকাশের তারা যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের জল যদি কলসীতে ভরি॥
পৃথিবীতে রেণু যদি গণিবারে পারি।
তথাপি এ ব্রত-পুণ্য কহিবারে নারি॥
সংক্ষেপে কহিব কিছু, শুন সারোদ্ধার।
সোমবংশে পূর্ব্বে জন্ম আছিল আমার॥
ধর্ম্মকীর্ত্তি-নাম ছিল বিখ্যাত জগতে।
দুষ্টমার্গে রত বড় ছিলাম মর্ত্ত্যেতে॥
একচ্ছত্র নরপতি ছিনু জম্বুদ্বীপে।
অধর্ম্মে ছিলাম রত ধর্ম্মের বিরূপে॥
প্রজাগণে পীড়িতাম আর শান্তজন।
এইরূপে বহু পাপ কৈনু আচরণ॥
একদিন দৈবযোগে সৈন্যের সহিতে।
মৃগয়া করিতে গেনু চড়িয়া রথেতে॥
বিপিনে যাইয়া এক ঘেরিনু হরিণে।
ডাক দিয়া বলিলাম যত সৈন্যগণে॥
যার দিক্ দিয়া এই হরিণী যাইবে।
কদাচিৎ তারে যদি মারিতে নারিবে॥
বংশের সহিত তারে করিব সংহার।
এই বাক্য সকলেরে বলি বারবার॥
শুনিয়া সজাগ হৈল যত সৈন্যগণ।
সশঙ্কিত হ'য়ে মৃগ ভাবে মনে-মন॥
যদ্যপি পলাই এই সৈন্য-দিক্ দিয়া।
সবংশে তাহারে রাজা ফেলিবে কাটিয়া॥
এক প্রাণি-রক্ষা-হেতু মরিবে অনেক।
শুভদিন আজি একাদশী অতিরেক॥
যদ্যপি আমার মৃত্যু ইতিমধ্যে হয়।
পশুত্ব খণ্ডিবে, মোক্ষ লভিব নিশ্চয়॥
যে হোক, সে হোক, মম যাউক পরাণ।
নৃপতির দিক্ দিয়া করিব প্রয়াণ॥
যদি বা আমারে রাজা করিবে নিধন।
মোক্ষগতি হবে, পাপ পশুত্ব-খণ্ডন॥

যদি কদাচিৎ প্রাণ রহিবে আমার।
নৃপতি পাইবে লজ্জা, সৈন্যের নিস্তার॥
এতেক ভাবিয়া মৃগ সেইরূপ করে।
মোর দিক্ দিয়া মৃগ চলিল সত্বরে॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারি শীঘ্রগতি।
না বাজিল মৃগে বাণ, এমতি নিয়তি॥
লজ্জাভয়ে আর ক্রোধে চড়িয়া অশ্বেতে।
ঘোরবনে গেনু, মৃগ না পাই দেখিতে॥
দণ্ডক-অরণ্যে বহু করিয়া ভ্রমণ।
নাহি পাইলাম মৃগ দৈব-নির্ব্বন্ধন॥
অশ্ব হত হৈল, শ্রম হইল বহুল।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিত্ত হইল আকুল॥
সৈন্যগণ করে মোর বহু অন্বেষণ।
না পাইয়া গৃহে গেল হ'য়ে দুঃখী মন॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুত আমি হইয়া বিশেষ।
বৃক্ষতলে রহিলাম, দিবা অবশেষ॥
রাত্রি-শেষে হৈল মোর দৈবে লোকান্তর।
দুই যমদূত আসে মহাভয়ঙ্কর॥
মহাপাশ দিয়া মোরে করিল বন্ধন।
সত্বরে লইয়া গেল যমের সদন॥
দেখি ধর্ম্মরাজ বড় গর্জ্জিল দূতেরে।
অকারণে কেন হেথা আনিলে ইহারে॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে এই নরবর।
একাদশী-উপবাসে হৈল লোকান্তর॥
শুন কহি দূতগণ, আমার বচন।
একাদশী-ব্রত আচরিবে যেই জন॥
দাস্যভাবে করে হরিমন্দির-মার্জ্জন।
তারে হেথা তোরা নাহি আনিবি কখন॥
গোবিন্দের নাম যেই করয়ে স্মরণ।
সর্ব্বভূতে সমভাবে ভজে নারায়ণ॥
কদাচ তাহারে তোরা হেথা না আনিবি।
সাবধান, বিস্মরণ কভু না হইবি॥
দেবতুল্য পিতামাতা যে করে সেবন।
অতিথি সেবয়ে আর তীর্থ-পর্য্যটন॥
ভূমিদান গো-দানাদি করে দ্বিজগণে।
দুঃখী-দরিদ্রেকে তৃপ্ত করে অন্নধনে॥
দাস্যভাবে দ্বিজ-সেবা করে যেইজন।
যথোচিত বৃত্তি দিয়া স্থাপয়ে ব্রাহ্মণ॥
সভামধ্যে মুখে যার মিথ্যা নাহি খসে।
দৈবযজ্ঞ করে যেই ব্রাহ্মণ-উদ্দেশে॥
গোধন পালন করে, সর্ব্বজীবে দয়া।
সন্ন্যাস গ্রহণ করে ত্যজি গৃহ-মায়া॥
যোগ সাধি মৃত্যুঞ্জয়ে ভজে যেই জন।
শুদ্ধভাবে যেই আরাধয়ে নারায়ণ॥
সাবহিত হ'য়ে করে পুরাণ-শ্রবণ।
পুরাণ পড়য়ে যেই হ'য়ে শুদ্ধমন॥
ধর্ম্মকথা কহি লওয়ায় অধর্ম্মীরে।
কদাচিৎ তাহারে না আন হেথাকারে॥
ব্রাহ্মণেরে নিন্দা যেই করে অনুক্ষণ।
পিতামাতা নিন্দে সদা বেশ্যা-পরায়ণ॥
বিষ্ণুভক্তি সমাশ্রয় করি যেই জন।
পরনারী-সঙ্গে সদা করয়ে রমণ॥
তাহারে আনিবি তোরা প্রহার করিয়া।
নাসিকা ছেদন করি পাশেতে বান্ধিয়া॥
পরনারী হরে যেবা হইয়া অজ্ঞান।
সভামধ্যে গুরুজনে করে অপমান॥
গুরু-লঘু নাহি মানে যৌবনের মদে।
মিথ্যা বলি অন্য জনে ফেলয়ে বিপদে॥
তাহারে আনিবি তোরা আমার সদন।
হাতে গলে মহাপাশে করিয়া বন্ধন॥
দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য আনি যেই জন।
দেবতারে নাহি দিয়া করয়ে ভক্ষণ॥
লৌহপাশে বান্ধি তারে আনিবি হেথায়।
লোহার মুদ্গর তার মারিয়া মাথায়॥
ধর্ম্মবিঘ্নকর আর বিদ্বেষী যে-জন।
উপহাস করে দ্বিজে হ'য়ে হৃষ্টমন॥
পরবৃত্তি হরে যেবা জন্মিয়া সংসারে।
হেথায় বান্ধিয়া তোরা আনিবি তাহারে॥

পরনারী হরে যেবা বলাৎকার করি।
অজ্ঞান হইয়া যেবা হরয়ে কুমারী ॥
এইরূপে পাপ আচরিবে যেই জন।
তাহারে আনিবি তোরা করিয়া বন্ধন ॥
এত শুনি সবিস্ময় মানে দূতগণ।
করযোড়ে ধর্ম্মরাজে করয়ে স্তবন ॥
এ-সকল কথা পিতা করিয়া শ্রবণ।
অবশেষ পাপ মোর হইল খণ্ডন ॥
বিধিমতে যম মোরে করিল পূজন।
স্বর্গ হৈতে দিব্য রথ আসিল তখন ॥
অজ্ঞানে হইল একাদশী-আচরণ।
সেই পুণ্যে হৈল মোর স্বর্গে আরোহণ ॥
কোটি কোটি বর্ষ তাত, স্বর্গে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কোটি যুগ ব্রহ্মলোকে করিয়া বঞ্চন।
তোমার ঔরসে জন্ম করিনু গ্রহণ ॥
দিব্যজ্ঞানে পাপ মোর হইল খণ্ডন।
সে-কারণে একাদশী করিনু সাধন ॥
ইহার বৃত্তান্ত এই কহিলাম পিতঃ।
শুনিয়া গালব মুনি হইল বিস্মিত ॥
আনন্দিত হ'য়ে পুত্রে করিল চুম্বন।
সেই হৈতে হৈল মুনি হরি-পরায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
একচিত্তে শুনে যদি, তরে ভববারি ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব-কথন।
অবহিত হ'য়ে ইহা শুনে যেই জন ॥
মনোভীষ্ট-ফল লভে, নাহিক সংশয়।
ব্যাসের বচন ইথে কভু মিথ্যা নয় ॥

———

● হরিমন্দির মার্জ্জনের ফল

ভীষ্ম বলিলেন, শুন রাজা ধর্ম্মরায়।
আর কিছু ধর্ম্মকথা কহিব তোমায় ॥
গোবিন্দের স্তুতি যেই করে আচরণ।
নানা উপহার দিয়া করয়ে পূজন ॥
সোমবার দ্বাদশী-দিবস শুভক্ষণে।
ক্ষীরজলে যে করায় স্নান নারায়ণে ॥
বংশের সহিত যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবন।
কদাচ না পায় সেই যমের তাড়ন ॥
ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী রোহিণী-লক্ষণে।
ক্ষীরজলে যে করায় স্নান নারায়ণে ॥
উপবাস করি হরি করয়ে চিন্তন।
ত্রিভঙ্গ-ললিত-দিব্যমূর্ত্তি নারায়ণ ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাজন।
বংশের সহিত করে বৈকুণ্ঠে গমন ॥
গোবিন্দ-মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় কথন ॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে করে, নাহিক বিচার।
সর্ব্বধর্ম্ম লভে সেই, সর্ব্বপাপে পার ॥
পূর্ব্বে শুনিলাম আমি দেবলের মুখে।
সেই হেতু মহারাজ, কহিব তোমাকে ॥
সাবধান হ'য়ে রাজা, শুন একচিতে।
যজ্ঞধ্বজ-নামে ছিল ইক্ষ্বাকুবংশেতে ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সংসার।
একচ্ছত্র জম্বুদ্বীপ যার অধিকার ॥
রাজধর্ম্ম যত সব ত্যজিয়া রাজন্।
স্বহস্তে করেন হরিমন্দির-মার্জ্জন ॥
বীতিহোত্র-নামে তাঁর কুল-পুরোহিত।
এ সব দেখিয়া যজ্ঞধ্বজের চরিত ॥
চিন্তিতহৃদয় হ'য়ে মহাতপোধন।
একদিন নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ ॥
কহ শুনি রাজা, তুমি সর্ব্বধর্ম্মান্বিত।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি বিচারে পণ্ডিত ॥
কি-কর্ম্ম অসাধ্য তব আছে পৃথিবীতে।
যাহা ইচ্ছা করিবারে, পারহ করিতে ॥
ভ্রাতা পত্নী-আদি কত আছে পরিজন।
আপনি করহ কেন মন্দির-মার্জ্জন ॥

এত শুনি হাসি হাসি বলে নরপতি।
পূর্ব্বের কাহিনী মোর শুন মহামতি॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের কুমার।
যজ্ঞমালি-নাম খ্যাত আছিল আমার॥
মহাদুষ্ট ছিনু আমি, মহাপাপাচার।
পরদ্রব্য-চুরি হিংসা করেছি অপার॥
বৃষলী-আসক্ত আমি হ'য়ে একেবারে।
গৃহের যতেক ধন দিলাম তাহারে॥
মোর কর্ম্ম দেখি পিতা-মাতা-ভ্রাতৃগণ।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে সবে মোরে করিল তাড়ন॥
সবাকার বাক্য আমি করি অবহেলা।
রাহু যেন নিঃশঙ্কেতে গ্রাসে চন্দ্রকলা॥
তেমতি আসক্ত সদা হ'য়ে বৃষলীতে।
সর্ব্বস্ব দিলাম আমি তাহার পীরিতে॥
মহাক্রুদ্ধ হৈল তবে যত ভ্রাতৃগণ।
প্রহার করিয়া মোরে করিল বন্ধন॥
নিবারিতে না পারিল অশেষ-বিশেষে।
গৃহ হ'তে দূর করি দিল অবশেষে॥
ক্রোধে গৃহ হৈতে আমি হইয়া তাড়িত।
মহাঘোর বনে গিয়া পশিনু ত্বরিত॥
অনাহারে অবসন্ন হইল শরীর।
ঘোর বনে পাই এক বিষ্ণুর মন্দির॥
বৃষ্টিজলে পঙ্ক যত ছিল মন্দিরেতে।
পরিষ্কার করি শেষে শুইনু তাহাতে॥
দৈবযোগে এক সর্প তাহাতে আছিল।
নিদ্রার আবেশে মোর চরণে দংশিল॥
সেইক্ষণে কালধর্ম্ম হইল আমার।
দুই যমদূত আসে বিকৃত-আকার॥
মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত আসে দুইজন॥
ক্রোধে যমদূতে চাহি অত্যন্ত গর্জ্জিল।
পাশ হৈতে মুক্ত মোরে ত্বরিত করিল॥
দেখি সবিস্ময় হৈল যমদূতগণ।
করযোড়ে বিষ্ণুদূতে করে নিবেদন॥
মোরা দোঁহে হই ধর্ম্মরাজ-অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা ধরি মোরা মস্তক-উপর॥
সংসারের মধ্যে যত মরে জীবগণ।
পশু-পক্ষী-মনুষ্যাদি জন্তু অগণন॥
সবারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ-পুণ্য বুঝি যম করেন তাড়ন॥
এই যজ্ঞমালী পাপী বিখ্যাত জগতে।
ইহার পাপের কথা না পারি কহিতে॥
কি কারণে পাশমুক্ত করিলে ইহারে।
কেবা দোঁহে পরিচয় দেহ ত আমারে॥
এত শুনি হাসি দোঁহে করিল উত্তর।
মোরা দুই জন হই বিষ্ণুর কিঙ্কর॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞা মাথে ধরি করি যে ভ্রমণ॥
হরিনাম হৃদিমাঝে স্মরে যেই জন।
হরিপূজা করে হরিমন্দির-মার্জ্জন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন নাম, করয়ে বন্দন।
দাস্যভাব সখ্যভাব আত্ম-নিবেদন॥
তারে অধিকার তব নাহি কদাচন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত আছে সেই মহাজন॥
গোবিন্দ-মন্দির এই করিল মার্জ্জন।
ইথে অধিকার তব নাহি কদাচন॥
এতেক বলিয়া দুই হরির কিঙ্কর।
লৈয়া গেল শীঘ্র মোরে বৈকুণ্ঠ-নগর॥
সহস্র শতেক যুগ তথা হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি॥
শতকল্প ব্রহ্মলোকে করিনু বিহার।
তদন্তরে ইন্দ্রলোকে কৈনু আগুসার॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর কাল পরিমাণ।
যত ভোগ স্বর্গে কৈনু, না হয় ব্যাখ্যান॥
তদন্তরে এই মহা ইক্ষ্বাকুবংশেতে।
সে পুণ্যে আসিয়া জন্মিলাম পৃথিবীতে॥
অজ্ঞানে করিনু হরিমন্দির-মার্জ্জন।
তাহাতে এ গতি হৈল, শুন তপোধন॥

জ্ঞানে যেবা করে হরিমন্দির মার্জ্জন।
শুদ্ধভাব হ'য়ে পূজা করে নারায়ণ ॥
পৃথিবীর রেণু যদি পারি যে গণিতে।
তাহার পুণ্যের কথা না পারি কহিতে ॥
ভীষ্ম বলিলেন, রাজা, করহ শ্রবণ।
এত শুনি বীতিহোত্র হৈল তুষ্টমন ॥
করযোড়ে নৃপতিরে করিল বন্দন।
সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি নিল গোবিন্দ শরণ ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন ॥
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই, নাহিক সংশয়।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশীদাস দেব কয় ॥

দানধর্ম্ম

ভীষ্ম বলিলেন, শুন অপূর্ব্ব কথন।
অপার মহিমা রাজা, গোবিন্দ-সেবন ॥
লিঙ্গরূপী জনার্দ্দন শিলা-অবতার।
শ্রদ্ধা করি পূজা যেই করয়ে তাঁহার ॥
শুভলগ্ন শুভতিথি শুভদিন ক্ষণে।
মধুপর্কে যে করায় স্নান নারায়ণে ॥
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাশয়।
শত বংশ-সহ যায় বিষ্ণুর আলয় ॥
নারিকেল-জলেতে স্নাপয়ে পশুপতি।
শ্রদ্ধাভক্তি-সহ করে নানাবিধ স্তুতি ॥
শতবংশ-সহ সেই নিষ্পাপ হইয়া।
শিবের সদনে যায় বিমানে চড়িয়া ॥
দেবতা-উদ্দেশে যেই পুষ্পোদ্যান করি।
ভক্তি করি পূজা করে শিব কিংবা হরি ॥
অন্তকালে স্বর্গপুরে হয় তার গতি।
ইহলোকে পরলোকে না পায় দুর্গতি ॥
তুলসী-আরাম যেই করিয়া রোপণ।
ত্রিসন্ধ্যা স্তবন করে, ত্রিসন্ধ্যা বন্দন ॥
তারে তুষ্ট হন প্রভু দেব বিশ্বপতি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহামতি ॥
বিস্তর বৈভব ভোগ করয়ে সংসারে।
তার সে বৈভব হয় অশেষ-প্রকারে ॥
অল্প কি বিস্তর পুণ্য গণি যে সমান।
তার কথা কহি রাজা, শুন সাবধান ॥
চতুষ্পাদ পুণ্য পূর্ণ কোথায় গণন।
ত্রিপাদেতে পূর্ণ কোথা শুনহ রাজন্ ॥
দ্বিপাদেতে পূর্ণ পুণ্য মধ্যমেতে গণে।
নিকৃষ্টে পাদৈক পূর্ণ বেদের বচনে ॥
ইতিমধ্যে করে পুণ্য যত শক্তি যার।
সমান গণি যে পুণ্য শ্রদ্ধা-অনুসার ॥
তড়াগ পুকুর দেয় ধনাঢ্য পুরুষে।
ব্রাহ্মণে করয়ে দান অশেষ-বিশেষে ॥
ধেনু-রত্ন-তণ্ডুলাদি বস্ত্র-আভরণ।
অশ্রদ্ধায় করে যেই দ্রব্য-নিবেদন ॥
অঙ্গহীন হয়, পুণ্য না হয় উহাতে।
নিশ্চয় ধর্ম্মের পুত্র, জানিবেক চিতে ॥
কিঞ্চিৎ দরিদ্রে যদি দেয় শ্রদ্ধান্বিতে।
চতুষ্পাদ পুণ্য তার হয় যে নিশ্চিতে ॥
যেমন বৈভব, তথা বিপ্রে দেয় দান।
শ্রদ্ধাভক্তি-সহ পূজা করে ভগবান্ ॥
নাহিক সংশয় ইথে, বেদের ব্যাখ্যান।
তড়াগ কূপেতে পুণ্য গণি যে সমান ॥
ধনিক পুরুষে দেয় পুষ্পের আরাম।
ভূমি যুড়ি নানা দ্রোণী শোভে অনুপাম ॥
এক বীজ রোপে মাত্র যেই দুঃখী জন।
সমান ইহাতে পুণ্য করি যে গণন ॥
কোটি কোটি ব্রাহ্মণে ভুঞ্জায় ধনিগণ।
দরিদ্র করায় এক ব্রাহ্মণে ভোজন ॥
লক্ষ ধেনু ধনিজন করে বিপ্রে দান।
দরিদ্রের এক গবী তাহার সমান ॥
কোটি কোটি নরগণে পালে ধনিজন।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-আদি, আর শূদ্রগণ ॥

দরিদ্র পুরুষ করে একেরে পালন।
সমান লভয়ে ফল, বেদের বচন ॥
ধনিক পূজয়ে কৃষ্ণে দিয়া উপহার।
ঘৃত দুগ্ধ রত্ন বস্ত্র তণ্ডুল অপার ॥
দরিদ্র পূজয়ে জল দিয়া নারায়ণ।
তার সম সেই হয় ভক্তির কারণ ॥
ধনাঢ্য পুরুষ দেয় দিব্য দেবালয়।
ইষ্টক পাষাণ হেম মণি রৌপ্যময় ॥
মুকুতার ঝারা স্তম্ভ প্রবাল পাথর।
নানাবিধ দ্রব্য রত্নে অতি মনোহর ॥
শুভতিথি শুভক্ষণ করি নিরূপণ।
শ্রদ্ধান্বিতে গোবিন্দেরে করে সমর্পণ ॥
অন্নদান ভূমিদান ধেনুদান-আদি।
ভুঞ্জায় অসংখ্য বিপ্রে, নাহিক অবধি ॥
মৃত্তিকার গৃহ এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপয়ে হরি ধনহীন জন ॥
দুই এক বিপ্র-করে করে অন্নদান।
সমান লভয়ে পুণ্য, বেদেতে ব্যাখ্যান ॥
সংক্ষেপে কহিনু দান-ধর্ম্মের কথন।
শোক দূর করি রাজা, স্থির কর মন ॥
বিধির লিখনে ফল ভুঞ্জয়ে সংসারে।
যথা ধর্ম্ম তথা ফল বেদের বিচারে ॥
অধর্ম্মেতে কেহ ধর্ম্ম লভে কর্ম্মফলে।
ধর্ম্ম হৈতে পাপ কেহ লভয়ে ভূতলে ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির সবিস্ময়-মন।
জিজ্ঞাসেন, কহ দেব, ইহার কারণ ॥
অধর্ম্মেতে কেবা ধর্ম্ম পাইল সংসারে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড়, বলহ আমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধর-দাসাগ্রজ ॥

● প্রয়াগমাহাত্ম্যে ব্যাধ ও সুমতির উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন, ওহে পাণ্ডুর নন্দন।
পূর্ব্ব-ইতিহাস কথা শুন দিয়া মন ॥
ধনপতি-নামে বৈশ্য অযোধ্যায় ধাম।
সর্ব্বধনে ধনী বৈশ্য গুণে অনুপাম ॥
সুমতি-নামেতে তার ভার্য্যা গুণবতী।
পরম সুন্দরী সেই যেন কামরতি ॥
সর্ব্বসুখে পূর্ণ বৈশ্য মহাধনবান্।
পুত্রহীন হৈয়া দুঃখী সদা মতিমান্ ॥
নানামতে নানা যজ্ঞ করে বহুতর।
ভার্য্যাসহ ব্রত আচরিল বৈশ্যবর ॥
অদৃষ্টের বশে তার না হৈল নন্দন।
এই হেতু সদা বৈশ্য রহে দুঃখী-মন ॥
একদিন নিরজনে বসি বৈশ্যবর।
আপনারে তিরস্কার করিল বিস্তর ॥
পুত্রহীন বৃথা জন্ম সংসার-ভিতরে।
পুত্রবিনা নাহি পার নরক দুস্তরে ॥
এইরূপে বৈশ্য বহু করিল চিন্তন।
দূরদেশে গেল চলি বাণিজ্য-কারণ ॥
একদিন বৈশ্যপত্নী দাসীগণ-সঙ্গে।
সরোবরে স্নানহেতু চলিলেন রঙ্গে ॥
উপবন-মধ্যে আছে রাম-সরোবর।
স্নানে পুণ্যফল তাহে লভয়ে বিস্তর ॥
সেই সরোবরে গেল স্নান করিবারে।
হেনকালে এক ব্যাধ আসে তথাকারে ॥
লুব্ধক তাহার নাম বিখ্যাত ভুবন।
দেখিয়া কন্যার রূপ হৈল অচেতন ॥
পীতবর্ণ অঙ্গ কিবা জিনিয়া কাঞ্চন।
রক্তবাস রবিত্রাস দেখিয়া পিন্ধন ॥
কুচযুগ যিনি পূগ কিবা রসায়ন।
করিকর ভুজবর মধ্য পঞ্চানন ॥
মুখজ্যোতি দেখি শশী নিন্দে আপনারে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ব্যাধ হইল অন্তরে ॥

ক্ষণেকে চৈতন্য পেয়ে বলয়ে বচন।
শুন আজি, সুবদনি, মম নিবেদন॥
তোমা সম রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে।
এ রূপ-যৌবন ব্যর্থ কর অকারণে॥
দূরদেশে গেল পতি বাণিজ্য-কারণে।
রতিসুখে হীনা হ'য়ে আছহ কেমনে॥
তোমাতে মজিয়া মন কাঁপিল আমার।
স্মর-শরে অঙ্গ মোর হৈল ছারখার॥
দয়া করি রামা মোরে করাহ রমণ।
নহে এইক্ষণে আমি ত্যজিব জীবন॥
নরহত্যা মহাপাপ জানহ আপনি।
এত শুনি ক্রোধচিত্তে বলে নিতম্বিনী॥
অধর্ম্মী পাপিষ্ঠ তুই, মহাহীন জাতি।
কোন্ লাজে হেন কথা বল রে দুর্ম্মতি॥
স্পর্শ কৈলে তোরে হয় স্নান করিবারে।
লজ্জা নাহি তেঁই হেন বলহ আমারে॥
ভৃত্যের সমান মোর নহ দুরাচার।
এইরূপে নানামতে করে তিরস্কার॥
শুনিয়া হইল ব্যাধ দুঃখিত অন্তরে।
স্নান করি বৈশ্যপত্নী যায় নিজ ঘরে॥
মনে মনে ব্যাধ তবে অনেক ভাবিয়া।
নিবেদিল দাসীগণে বিনয় করিয়া॥
কিরূপে এ কন্যা লাভ হইবে আমার।
বিচার করিয়া তোরা কহ সারোদ্ধার॥
এত শুনি উপহাস করে দাসীগণ।
কোন্ লাজে হেন কথা কহ রে দুর্জ্জন॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে।
পতঙ্গ হইয়া চাহ অগ্নি নিবারিতে॥
চণ্ডাল হইয়া চাহ ধরিতে ব্রাহ্মণী।
লজ্জা নাহি, তেঁই হেন বল দুষ্টবাণী॥
না শুনে ভৎর্সনা-কথা কামেতে পীড়িত।
দেখিয়া কন্যার রূপ হইল মোহিত॥
পুনরপি বলে ব্যাধ বিনয় করিয়া।
কহ সত্য, কিবা রূপে পাব এই জায়া॥
ইহ জন্মে পাব, কিংবা পাব জন্মান্তরে।
নির্ণয় করিয়া সত্য কহিবে আমারে॥
মালিনী নামেতে দাসী বলে হাসি হাসি।
প্রয়াগে করহ তপ হইয়া সন্ন্যাসী॥
ত্রিসন্ধ্যা করিয়া স্নান প্রয়াগের নীরে।
একক্রমে তিন দিন রহ গঙ্গাতীরে॥
তথা বাস করি মনে স্মরি নারায়ণ।
তিন দিন তিন রাত করিবে বঞ্চন॥
তবে এই কন্যা তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি দাসীগণ গেল নিজালয়॥
শুনিয়া আনন্দে ব্যাধ চলিল ত্বরিত।
প্রয়াগের তীরে গিয়া হৈল উপনীত॥
একাসন করি তিন দিবস রজনী।
একচিত্তে স্মরে হৃদে দেব চক্রপাণি॥
ভকত-বৎসল হরি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
ব্যাধে ডাকি বলিলেন শূন্যরূপ হৈয়া॥
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ব্যাধ হইবে তোমার।
এই ত প্রয়াগে স্নান কর পুনর্ব্বার॥
এতেক শুনিয়া ব্যাধ আনন্দিত মন।
প্রয়াগে করিয়া স্নান করিল তর্পণ॥
পাপতনু খণ্ডি তার হৈল দিব্যগতি।
রূপে গুণে হৈল সেই বৈশ্যের আকৃতি॥
শীঘ্রগতি অযোধ্যায় করিল গমন।
উপনীত হৈল গিয়া বৈশ্যের ভবন॥
নিজ পতিপ্রায় ব্যাধে বৈশ্যপত্নী দেখি।
নিরখিয়া প্রণমিল আসি শশিমুখী॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া বসাইল সিংহাসনে।
ঈষৎ হাসিয়া কহে মধুর বচনে॥
যতদিন প্রাণনাথ, নাহি ছিলে ঘরে।
ততদিন অসন্তোষ আছিল অন্তরে॥
সুখলেশ নাহি চিত্তে আমি বিরহিণী।
চন্দ্রের অভাবে যেন ম্লান কুমুদিনী॥
ব্যাধ বলে, বড় ভাগ্য তোমার আছিল।
তেঁই সে সঙ্কটে মোর প্রাণরক্ষা হৈল॥

বহু দূর গিয়াছিনু বাণিজ্য-কারণ।
ধন জন সব বিধি করিল হরণ॥
রাক্ষসের হস্তে বড় সঙ্কট হইল।
সকল মজিল, প্রাণ দৈবেতে বাঁচিল॥
শুনি কহে বৈশ্যপত্নী সজলনয়ন।
ধন যাক, প্রাণনাথ, আসিলে ভবন॥
কত ধন পাবে তুমি থাকিলে জীবন।
এইরূপ কহিতেছে প্রবোধ-বচন॥
এইরূপে আছে দোঁহে কথোপকথনে।
হেনকালে আসে বৈশ্য আপন ভবনে॥
বলদে শকটে পূরি শত শত ধন।
নিজ গৃহে আসি উত্তরিল সেইক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্মিতচিত্ত হইল সুমতি।
একরূপ দুইজন একই আকৃতি॥
তুল্য নাসা, তুল্য ভাষা, তুল্য দুইজন।
দুই জন দোঁহাকারে করে নিরীক্ষণ॥
দেখিয়া বিস্ময়ে ভাবে বৈশ্যের নন্দন।
কার সঙ্গে ভার্য্যা মোর কহিছে কথন॥
পতিব্রতা ভার্য্যা মোর অন্যে নাহি জানে।
কোন্ দেব আসিয়াছে ছল আচরণে॥
এতেক ভাবিয়া বৈশ্য জিজ্ঞাসে পত্নীরে।
হলেম বিস্মিত প্রিয়ে তব ব্যবহারে॥
পতিব্রতা বলি তোমা জানে জগজ্জন।
পরপুরুষের সঙ্গে কর আলাপন॥
শুনিয়া সে-বৈশ্যপত্নী বলিতে লাগিল।
তব রূপে এইরূপে বিধি নিরমিল॥
আকৃতি প্রকৃতি রূপ তুল্য দোঁহাকার।
কেমনে জানিব চিত্তে কে স্বামী আমার॥
এক গর্ভে জন্ম যেন হয়েছে দোঁহার।
ভিন্নজ্ঞান নাহি, যেন অশ্বিনী-কুমার॥
দেখিয়া সুমতি তবে ভাবে মনে মনে।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি-কারণে॥
পাপ বস্তু বলি হেন মনে নাহি জানি।
বুঝি করিলেন মোরে মায়া চক্রপাণি॥

এতেক ভাবিয়া দেবী বিস্ময়-অন্তরে।
পুটাঞ্জলি করি স্তুতি করে দামোদরে॥
জয় জয় বিশ্বপতি, জয় নারায়ণ।
নমস্তে মাধব, নমো নমো জনার্দ্দন॥
নমো নমো দিব্য মৎস্য আদি অবতার।
নমো হয়গ্রীবরূপ দেবতা-উদ্ধার॥
নমস্তে বরাহরূপ নমস্তে বামন।
বলির মত্ততা হেতু তাহার বন্ধন॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমো নারায়ণ মধুকৈটভ-মর্দ্দন॥
নমো ধন্বন্তরিরূপ দেবতার হিতে।
জগৎ-উদ্ধার নাম জগতের প্রীতে॥
সত্ত্বরজস্তমোরূপ জয় বিশ্বপতি।
নমো নরসিংহরূপ ভক্তজন-গতি॥
নমঃ ক্ষত্রকুলান্তক নমো ভৃগুপতি।
নমো রামকৃষ্ণরূপ নমো বিশ্বপতি॥
অখিল-ধারণ-রূপ অখিল-কারণ।
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ॥
আকাশ মস্তক তব তপন নয়ন।
বিরাট রূপেতে ব্যাপি আছ ত্রিভুবন॥
চরাচর দেব নাগ তোমার বিভূতি।
কি বর্ণিতে পারি দেব আমি নারীজাতি॥
অবলা স্ত্রীজাতি হেন বলে জ্ঞানীজন।
তোমার মহিমা কিবা করিব বর্ণন॥
তব মায়াবেশে সমাচ্ছন্ন জগজ্জন।
কৃপা করি দেব মোর ঘুচাও বন্ধন॥
তব পাদপদ্ম বিনা না জানি মুরারি।
যদি আমি হই সতী পতিব্রতা নারী॥
দাসী বলে কৃপা যদি কর নারায়ণ।
এ মহালজ্জাতে মোরে করহ তারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন, শুন শ্রীধর্ম্মরাজন্।
এইমতে বৈশ্যপত্নী করিল স্তবন॥
বৈকুণ্ঠের পতি তবে বৈকুণ্ঠ হইতে।
যথা বৈশ্যপত্নী তথা আসেন ত্বরিতে॥

ত্রিভঙ্গ-ললিত-রূপ শ্যাম কলেবর।
কনক কিরীট দিব্য মস্তক-উপর ॥
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
তুলসী কোমলদল বিচিত্র ভূষণ।
মকর কুণ্ডল আদি বলয় কঙ্কণ ॥
চারু চতুর্ভুজ রূপ মোহন মূরতি।
ধন্য ধন্য মহাপ্রভু ধন্য বিশ্বপতি ॥
অঙ্গের দুকূল ভাসে আনন্দ অশ্রুতে।
দণ্ডবৎ হ'য়ে কন্যা পড়িল ভূমিতে ॥
হাতে ধরি শীঘ্রগতি তুলিলেন তারে।
দামোদর দিব্য জ্ঞান দিলেন সবারে ॥
দিব্যজ্ঞান দিব্যমূর্ত্তি হৈল তিন জন।
বৈশ্যপত্নী বৈশ্য আর ব্যাধের নন্দন ॥
তিন জনে নানা স্তুতি করে নারায়ণে।
করযোড়ে বৈশ্যপত্নী কহে সেইক্ষণে ॥
অবধান কর দেব, মোর নিবেদন।
দুই স্বামী একরূপ দেখি কি-কারণ ॥
মায়ার নিদান তুমি, বিখ্যাত ভুবনে।
মায়া করি ভাণ্ড তুমি নিজ ভক্তগণে ॥
বৃষ্টিবিন্দু কেহ যদি পারে গণিবারে।
তথাপি তোমার মায়া বুঝিতে না পারে ॥
কার শক্তি তব মায়া করিবে বর্ণন।
কিবা মায়াচ্ছন্ন মোরে করিলে এখন ॥
দুই স্বামী একরূপ চিন্তা বড় মনে।
আজ্ঞা কর মহাপ্রভু, চিনিব কেমনে ॥
কৃপা কর, পদে ধরি, ওহে বিশ্বপতি।
যেই স্বামী, সেই হৌক, এই যে মিনতি ॥
দ্বিচারিণী বলি মোরে কবে সর্ব্বজন।
এই কর প্রভু, মোর হউক মরণ ॥
না করিবে যদি শুন আমার বচন।
তোমার উপরে হত্যা দিব এইক্ষণ ॥
এত শুনি হাসি হাসি বলে নারায়ণ।
দৈবের নির্ব্বন্ধ কন্যে, না হয় খণ্ডন ॥
দুই স্বামী, এই তব অদৃষ্টে লিখিত।
আমার শক্তিতে ইহা না হয় খণ্ডিত ॥
এত শুনি বৈশ্যপত্নী করে নিবেদন।
যদি মোরে আজ্ঞা প্রভু, হইল এমন ॥
কৃপা যদি কৈলে প্রভু, আমা তিন জনে।
সশরীরে লহ প্রভু, বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥
মর্ত্ত্যেতে থাকিলে হবে লোকে উপহাস।
হাসিয়া গোবিন্দ তারে করেন আশ্বাস ॥
ভকত-বৎসল হরি ঠেকিলেন দায়।
বৈকুণ্ঠ হইতে রথ আনেন ত্বরায় ॥
এক রথে আরোহিয়া চলে চারি জন।
শূন্যে ভর করি রথ চলে সেইক্ষণ ॥
হেনকালে দুইজন হরির কিঙ্কর।
চতুর্ভুজ রূপ দোঁহে শ্যাম কলেবর ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আর শার্ঙ্গধনু।
নানা-অলঙ্কারে দোঁহে বিভূষিত-তনু ॥
মোহন মূরতি রূপ, রাজীবলোচন।
চলি যায় বিমানেতে চড়ি দুই জন ॥
সেই রথে স্ত্রীপুরুষ আর দুই জন।
চারি জন এক রথে হরষিত মন ॥
দেখিয়া সুমতি অতি কৌতুহল-মনে।
করযোড়ে নিবেদন করে জনার্দ্দনে ॥
কহ দেব, কেবা হয় এই দুই জন।
তোমার সদৃশ রূপ দেখি কি-কারণ ॥
আর দুই জন দোঁহাকার বামপাশে।
একরথে চারিজন কৌতুক বিশেষে ॥
কৃষ্ণ কন, জিজ্ঞাসহ উহা সবাকারে।
আপনার পরিচয় কহিবে তোমারে ॥
শুনিয়া সুমতি জিজ্ঞাসিল সেইক্ষণ।
কহ শুনি, তোমরা কে হও দুইজন ॥
বাম পাশে কেবা আর দেখি দুই জন।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ ॥
এত শুনি হাসি দোঁহে বলয়ে বচন।
হরির কিঙ্কর মোরা হই দুইজন ॥

এই দুইজন কেবা জিজ্ঞাসিলে মোরে।
এ-দোঁহার কথা শুন কহিব তোমারে॥
এই ত পুরুষ, নামে কলিক আছিল।
ক্ষত্রকুলে জন্মি বড় কুক্রিয়া করিল॥
এই ত রমণী বড় আছিল পাপিনী।
নামেতে কলিঙ্কা-বেশ্যা, বড় দ্বিচারিণী॥
কিন্তু অজ্ঞানেতে এক করিল সাধন।
শুকপক্ষী এক এই করিল পালন॥
শুকমুখে হরিনাম করিত শ্রবণ।
অসংখ্য পুরুষসহ করিত রমণ॥
সুমালী গন্ধর্ব্ব ছিল অতি ভয়ঙ্কর।
তার সনে রতি শেষে করে বহুতর॥
একদিন বেশ-হেতু পুষ্প তুলিবারে।
একাকিনী গেল এক কানন-ভিতরে॥
কলিক ক্ষত্রিয় সেই মৃগয়া-কারণে।
রথে চড়ি গিয়াছিল গহন কাননে॥
বেশ্যার রূপেতে মগ্ন হইল দুর্ম্মতি।
হরিয়া রথেতে লৈয়া চলিল ঝটিতি॥
শীঘ্র রথ চালাইয়া দিল দুরাচার।
গন্ধর্ব্ব সহসা আসি করে আগুসার॥
ক্রোধেতে কলিক বড় কৈল মহামার।
প্রাণপণে বাণ বিন্ধে দোঁহে দোঁহাকার॥
দোঁহে দোঁহা বাণ বিন্ধে কেহ নহে ঊন।
ক্রোধেতে গন্ধর্ব্ব-বল বাড়িল দ্বিগুণ॥
গন্ধর্ব্ব এড়িল বায়ু-অস্ত্র ক্রোধভরে।
ফাঁফর কলিক নাহি নিবারিতে পারে॥
মহাবায়ুবেগে রথ উড়ায় সত্বরে।
প্রয়াগের জলে ফেলাইল দুরাচারে॥
প্রয়াগে ডুবিয়া মরে এই দুই জন।
জন্মজন্মান্তর পাপ হইল মোচন॥
বৈকুণ্ঠেতে ল'য়ে যাই এই সে-কারণ।
এত শুনি হৈল কন্যা সবিস্ময়-মন॥
দাসীগণ যে বলিল, হইল নিশ্চয়।
জানিতাম পতি এই ব্যাধের তনয়॥
প্রয়াগে কামনা করি ডুবিয়া মরিল।
মম পতি-সম রূপ সেজন্য হইল॥
দুই পতি হৈল মোর কর্ম্ম-নিবন্ধন।
প্রয়াগ-মহিমা কিছু না যায় কথন॥
এইরূপে মনে মনে করিল চিন্তন।
বৈকুণ্ঠেতে দ্বারী হ'য়ে রহে তিন জন॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে তাহা শুনিলে রাজন্।
শোক দূর করি এবে স্থির কর মন॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের সুধার আধার।
কাশী কহে, শুনি নর যায় ভবপার॥

● পরশুরামের তীর্থ-পর্য্যটন

ভীষ্ম বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন॥
কৌণ্ডিন্য নামেতে মুনি বিখ্যাত ভুবন।
তীর্থযাত্রা করি তিনি করেন ভ্রমণ॥
ভাগীরথী বারাণসী প্রভাস পুষ্কর।
বিন্দুক্ষেত্র বিন্দুহ্রদ বিরজা দুষ্কর॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর সরযূ কেদার।
মান-সরোবর আদি-তীর্থ হরিদ্বার॥
একে একে সর্ব্বতীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
ব্রহ্মহ্রদ-ক্ষেত্রে তবে করিল গমন॥
বিপুল বিস্তার হ্রদ, দেখিতে সুন্দর।
বৃহৎ কুম্ভীর থাকে তাহার ভিতর॥
পূর্ব্বেতে পরশুরাম ভৃগুবংশপতি।
টাঙ্গিতে হ্রদের দ্বার কাটেন ঝটিতি॥
খণ্ডিত হইয়া জল হইল বাহির।
হরিদ্বার দিয়া বহে মহাস্রোত-নীর॥
দ্বার মুক্ত করি স্নান করি তপোধন।
মাতৃবধ-পাপে রাম হ'লেন মোচন॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ, সবিস্ময় মন॥

মহাধর্ম্মশীল রাম ভৃগুবংশমণি।
কি-কারণে মাতৃবধ করিলেন তিনি॥
সর্ব্বগুরু হৈতে শ্রেষ্ঠ গণি যে জননী।
হেন কর্ম্ম কি-কারণে করিলেন মুনি॥
ভীষ্ম বলিলেন, তাহা শুনহ রাজন্।
ভুবনে বিখ্যাত জমদগ্নি তপোধন॥
রেণুকা-নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি স্বামী-সেবা করে অতি॥
ক্রমে ক্রমে পঞ্চ তার জন্মিল নন্দন।
কনিষ্ঠ তাহার রাম, প্রতাপে তপন॥
ধনুর্ব্বেদ শিখিলেন বশিষ্ঠের স্থানে।
রামের সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
একদিন জমদগ্নি ছলিতে কুমারে।
গৃহিণীকে বলিলেন জল আনিবারে॥
শীঘ্রগতি জল আনি দেহ ত আমারে।
তর্পণ করিব আমি, জানাই তোমারে॥
শুনিয়া কলসী লৈয়া অতি শীঘ্রতর।
জল আনিবারে যায় বিন্দু সরোবর॥
হেনকালে চলি যায় ঘৃতাচী অপ্সরী।
তার রূপে মুগ্ধা হয় গাধির কুমারী॥
মুহূর্ত্তেকে তার রূপ করে নিরীক্ষণ।
যতক্ষণ তার প্রতি চলিল নয়ন॥
সে-হেতু বিলম্ব তার হৈল কতক্ষণ।
জল লৈয়া শীঘ্রগতি করিল গমন॥
বিলম্ব দেখিয়া মুনি ক্রোধিত হইল।
জ্যেষ্ঠপুত্রে চাহি শীঘ্র ডাকিয়া কহিল॥
জননীর মাথা কাটি আনহ ত্বরিত।
এত শুনি জ্যেষ্ঠ পুত্র হইল ভাবিত॥
মাতৃবধ-পাপ চিন্তি না শুনিল বাণী।
আর তিন পুত্রে ডাকি বলে মহামুনি॥
কেহ না শুনিল বাক্য, ক্রোধে মুনিবর।
কনিষ্ঠ নন্দন রামে বলিল সত্বর॥
জননী-সহিত কাটি চারি সহোদর।
আমার আজ্ঞায় তাত ফেলাহ সত্বর॥

এতেক শুনিয়া রাম বিলম্ব না করি।
মাতৃসহ কাটিলেন সহোদর চারি॥
দেখিয়া পুত্রের কার্য্য সবিস্ময়-মন।
তুষ্ট হ'য়ে জমদগ্নি বলেন বচন॥
চিরজীবী তাত তুমি হও মোর বরে।
তোমাসম বীর কেহ না হবে সংসারে॥
আর যেই বর ইচ্ছা, মাগ মম স্থানে।
শুনিয়া কহেন রাম পিতার চরণে॥
যদ্যপি আমারে পিতা, তুমি দিবে বর।
জীউক আমার মাতা চারি সহোদর॥
এত শুনি সৌম্যদৃষ্টে চাহে তপোধন।
ভার্য্যাসহ জীয়াইল চারিটি নন্দন॥
মাতৃবধ সঞ্চারিল রামের শরীরে।
না খসে হাতের টাঙ্গি, পড়িল ফাঁফরে॥
কহ তাত, কি হইবে উপায় ইহার।
হাত হ'তে টাঙ্গি কেন না খসে আমার॥
আয়ুধের ভরে আত্মা ধড়ফড় করে।
সংশয় জীবন তাত, দেখহ আমারে॥
এত শুনি ধ্যানযোগে দেখি তপোধন।
ক্ষণেক চিন্তিয়া বলে, শুনহ নন্দন॥
মাতৃবধ-পাপ তাত, দুষ্কর সংসারে।
দৈবযোগে সঞ্চারিল তোমার শরীরে॥
নিরাহারী ব্রতী হ'য়ে এক সংবৎসর।
মান-অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটা ধর॥
সংসারের যত তীর্থ করহ ভ্রমণ।
তবে ত তোমার পাপ হইবে মোচন॥
পৃথিবীর যত তীর্থ করিয়া ভ্রমণ।
তবে ত যাইবে তাত, কোশল-ভুবন॥
বিষ্ণুযশা-নামে দ্বিজ জগতে বিদিত।
তাহার বাটীতে গিয়া হবে উপনীত॥
জিজ্ঞাসা করিবে তাঁরে ইহার প্রকার।
তবে ত হাতের টাঙ্গি খসিবে তোমার॥
শুনিয়া বিলম্ব আর কিছু না করিল।
তীর্থপর্য্যটনহেতু সত্বরে চলিল॥

গয়া-গঙ্গা-বারাণসী করিল ভ্রমণ।
তদন্তরে প্রভাসেতে করিল গমন॥
তদন্তরে হরিদ্বারে গেল মহামতি।
বদরিকাশ্রমে উত্তরিল শীঘ্রগতি॥
তদন্তরে মান-সরে করিল গমন।
বিন্দুক্ষেত্রে বিন্দুসর করিল ভ্রমণ॥
উত্তর-পথেতে যত যত তীর্থ ছিল।
একে একে ভৃগুরাম সকলি ভ্রমিল॥
পশ্চিমে দ্বারকা-আদি যত তীর্থগণ।
প্রদক্ষিণ করি সব করিল ভ্রমণ॥
দক্ষিণ দিকেতে আসি হৈল উপনীত।
যত তীর্থ দক্ষিণেতে, না হয় বর্ণিত॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর কুশারিকা সার।
গোদাবরী বৈতরণী রেবানদী আর॥
একে একে সর্ব্বতীর্থ করিল ভ্রমণ।
জনকের বাক্য তাঁর হইল স্মরণ॥
সত্বরে চলিয়া গেল কোশল-নগরে।
উপনীত হৈল গিয়া বিষ্ণুযশা-ঘরে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি রামে দেখি দ্বিজবর।
জিজ্ঞাসা করেন আসি রামের গোচর॥
হাতেতে আয়ুধ কেন ভয়ঙ্কর-কায়।
অতি-চিন্তাকুল কেন দেখি যে তোমায়॥
বিশীর্ণ-শরীর কেন, মলিন-বদন।
মেঘেতে আচ্ছন্ন যেন রবির কিরণ॥
এত শুনি রাম সব করে নিবেদন।
শুনিয়া হইল দ্বিজ সবিস্ময়-মন॥
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিল বচন।
খসিবে হাতের টাঙ্গি, শুন দিয়া মন॥
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া স্নান করহ ত্বরিত।
তবে ত হাতের টাঙ্গি হইবে স্খলিত॥
সেই ত হ্রদের কথা শুন দিয়া মন।
ব্রহ্মার সৃজিত সেই অদ্ভুত-গঠন॥
চক্রাকারে ঘুরে জল ঘূর্ণ্যমান-বায়।
সেই হ্রদে যেই স্নান করিবারে যায়॥
দৃষ্টিমাত্রে জল তার উঠে উথলিয়া।
ডুবায়ে মারিতে বারি যায় খেদাড়িয়া॥
পুণ্য-আত্মা হয় যদি পায় সে জীবন।
সে-কারণে তথায় না যায় কোন জন॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত আছে ব্রহ্মার নিয়ম।
নারদের মুখে শুনি বাড়িল সম্ভ্রম॥
ব্রহ্মর্ষি সুতপা-নামে ছিল তপোধন।
ব্রহ্মলোকে গিয়া ঋষি দিল দরশন॥
বসিয়াছে প্রজাপতি সভার ভিতর।
মেনকা অপ্সরা যায় শূন্যে করি ভর॥
পরম-সুন্দরী কন্যা মোহে ত্রিভুবন।
দেখি হেঁটমুখ কৈল প্রজাপতিগণ॥
সেকালে সুতপা কামবশে মত্ত হ'য়ে।
কন্যার বদন-কুচ চাহে নেহারিয়ে॥
দেখিয়া সক্রোধচিত্ত হৈল পদ্মাসন।
সুতপারে কহিছেন সক্রোধ-বচন॥
মম লোকে আসি হেন কর অনাচার।
এই পাপে কুম্ভীরত্ব হইবে তোমার॥
এইক্ষণে মম হ্রদে হইবে পতন।
কত দিন পরে তব হইবে মোচন॥
রাম যাবে মাতৃবধ-পাপ খণ্ডাবারে।
তাবৎ থাকিবে সেই হ্রদের ভিতরে॥
টাঙ্গির প্রহারে হ্রদদ্বার করি চীর।
স্নান করিবেন তথা যবে ভৃগুবীর॥
সেইক্ষণে গ্রাহরূপ ত্যজি শীঘ্রগতি।
তদন্তরে জীব-অংশে হইবে উৎপত্তি॥
যুগল-নয়ন অন্ধ হবে কর্ম্মদোষে।
শৃঙ্গারেতে রত হবে পশুর সদৃশে॥
এতেক বলিতে শীঘ্র হইল পতন।
গ্রাহরূপে সেই তীর্থে আছে তপোধন॥
শীঘ্রগতি তথাকারে করহ গমন।
তবে সে তোমার পাপ হইবে মোচন॥
এত শুনি ভৃগুরাম চলিল ত্বরিত।
ব্রহ্মহ্রদ-কূলে গিয়া হৈল উপনীত॥

দেখি ভৃগুবরে জল উথলি উঠিল।
পর্ব্বত-প্রমাণ নীর ধাইয়া আসিল ॥
শোষক-মন্ত্রেতে নিবারিল ঘোরপানি।
হ্রদদ্বার মুক্ত কৈল টাঙ্গিঘাত হানি ॥
হ্রদে স্নান করি তবে করিল তর্পণ।
খসিল হাতের টাঙ্গি আনন্দিত-মন ॥
সহসা কুম্ভীর সেই অতি-ভয়ঙ্কর।
রামের চরণে আসি ধরিল সত্বর ॥
ধরিয়া কুম্ভীরে কূলে তোলে ভৃগুমণি।
শাপে মুক্ত হ'য়ে গ্রাহ ছাড়িল পরাণী ॥
মৃতদেহ দেখি রাম সবিস্ময়-মন।
নিজ গৃহে গেল তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ ॥

গয়াক্ষেত্রের উপাখ্যান

রাজা বলে, কহ শুনি গঙ্গার নন্দন।
কি করিল পরেতে কৌণ্ডিন্য তপোধন ॥
ভীষ্ম বলিলেন, গয়া গেল মুনিবর।
মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই, বাখানে অমর ॥
গয়াসুর-নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার সৃজিত ক্ষেত্র, খ্যাত তিন পুর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ, ইহার কারণ ॥
পশ্চাৎ শুনিব কৌণ্ডিন্যের উপাখ্যান।
আগে কহ, শুনি দেব, ইহার ব্যাখ্যান ॥
অসুর-সৃজিত ক্ষেত্র পূজ্য কি-কারণ।
ভীষ্ম বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
তমোগুণে জন্ম লৈল অসুর-কুমার।
ত্রিপুর-নামেতে দৈত্য বিখ্যাত সংসার ॥
দেব-দ্বিজে হিংসা দুষ্ট করে নিরন্তর।
তার ভয়ে পলাইল যতেক অমর ॥
শিবের নিকটে গিয়া করিলেক স্তুতি।
প্রকারেতে ত্রিপুরেরে মারে পশুপতি ॥
ত্রিপুরে মারিয়া নাম হৈল ত্রিপুরারি।
ত্রিপুরের ভার্য্যা শুক-দৈত্যের কুমারী ॥
সতী গুণবতী কন্যা-রূপে অনুপাম।
ত্রিপুরের প্রিয়ভার্য্যা প্রভাবতী নাম ॥
গর্ভবতী সেইকালে আছিল সুন্দরী।
নারদ কহিল আসি দৈত্য-বরাবরি ॥
এই তব ভার্য্যা-গর্ভে আছে তব সুত।
তার কর্ম্ম ভবিষ্যতে হইবে অদ্ভুত ॥
একচ্ছত্র ত্রিভুবনে হইবে রাজন্।
মহাপুণ্য-ক্ষেত্রবর করিবে সৃজন ॥
শীঘ্রগতি রাখ ল'য়ে জনকের ঘরে।
তবে শিবসহ তুমি প্রবেশ সমরে ॥
এত বলি অন্তর্দ্ধান কৈল তপোধন।
পিতৃগৃহে ল'য়ে তারে রাখে সেইক্ষণ ॥
তার পর শিবসঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভিল।
শিবের বাণেতে দৈত্য পরাণ ত্যজিল ॥
পিতৃগৃহে কন্যা প্রসবিল যে নন্দন।
গয়াসুর-নাম হৈল বিখ্যাত-ভুবন ॥
সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হৈল মহাবীর।
তাহার সমরে দেবগণ নহে স্থির ॥
একদিন গয়াসুর কি মনে ভাবিয়া।
জননীরে জিজ্ঞাসিল বিরলেতে গিয়া ॥
শুন গো জননী, মম এক নিবেদন।
বিবরিয়া কহ মোরে ইহার কথন ॥
যখন পড়িতে আমি যাই শুক্রস্থানে।
পিতৃহীন বলি মোরে বলে সর্ব্বজনে ॥
শুনিয়া সে-কথা আমি দুঃখিত অন্তরে।
পিতৃহীন কেন বিধি করিল আমারে ॥
বলহ জননী, শুনি পূর্ব্বের কথন।
কোন্ বংশে জন্ম মোর, কাহার নন্দন

পিতৃহীন তনয়ের সদা দুঃখী মন।
জলহীন নদী যথা নহে সুশোভন ॥
চন্দ্রহীন রাত্রি যথা, পদ্মহীন সর।
পিতৃহীন সন্তানের তেমতি অন্তর ॥
এত শুনি কহে মাতা রোদন করিয়া।
পিতৃহীন বাপু, তুমি বড় অভাগিয়া ॥
ধন্দ-অসুরের বংশে ত্রিপুর-নামেতে।
তোমার জনক সেই বিখ্যাত জগতে ॥
আমার গর্ভেতে তুমি আছিলে যখন।
নারদ আসিয়া দৈত্যে কহিল তখন ॥
শিব-সহ হবে তব মহাঘোর-রণ।
অতএব আসিলাম তোমার সদন ॥
এই গর্ভবতী যেই তোমার রমণী।
ইহাতে জন্মিবে এক বীরচূড়ামণি ॥
জনকের ঘরে ল'য়ে রাখ এইক্ষণে।
তবে সে করিবে রণ ধূর্জ্জটীর সনে ॥
এত শুনি তব পিতা আনিয়া এখানে।
রাখিয়া করিল যুদ্ধ মহাদেব-সনে ॥
কপট প্রবন্ধ করি সব দেবগণ।
শিব-হাতে তব বাপে করাল নিধন ॥
ভ্রাতা বন্ধু-আদি যত ছিল দৈত্যগণ।
সবাকারে দেবগণ করিল নিধন ॥
ত্রিপুরের বংশে তুমি এক বংশধর।
এত বলি তার মাতা কান্দিল বিস্তর ॥
এত শুনি গয়াসুর সক্রোধ-অন্তর।
মায়ে প্রবোধিয়া গেল শুক্রের গোচর ॥
করযোড়ে প্রণমিল শুক্রের চরণে।
নিজ পরিচয় দৈত্য দিল সেইক্ষণে ॥
শুনি শুক্র দৈত্যগুরু আশ্বাস করিল।
অস্ত্রশস্ত্র নানাবিদ্যা সব পড়াইল ॥
ত্রিভুবনে যত বিদ্যা, নাহি কিছু শেষ।
গুরুরে প্রণমি দৈত্য আসে নিজ দেশ ॥
আসিয়া মায়ের পায়ে দণ্ডবৎ কৈল।
জননী বিস্তর তারে আশীর্ব্বাদ দিল ॥

অবশেষে যত দৈত্য ত্রিভুবনে ছিল।
গয়াসুরে আসি সবে সত্বরে মিলিল ॥
তবে গয়াসুর বীর মহাকোপভরে।
বহু সৈন্যে সাজি গেল সুমেরু-শিখরে ॥
ইন্দ্র-আদি দেব যত অদিতি-তনয়।
বাহুবলে সবাকারে কৈল পরাজয় ॥
তদন্তরে শিবসহ কৈল মহারণ।
একে একে পরাভূত হৈল দেবগণ ॥
একচ্ছত্রে দৈত্য রাজা হৈল ত্রিভুবনে।
উদাসীন হ'য়ে ফিরে যত দেবগণে ॥
ইন্দ্রসহ যুক্তি করি যত দেবগণ।
ক্ষীরোদ-উত্তরদিকে করিল গমন ॥
জগৎ-ঈশ্বর বিষ্ণু আদি সনাতন।
করযোড় করি সবে করিল স্তবন ॥
জয় জয় জনার্দ্দন, জগতের পতি।
ত্রিভুবন-চরাচর তোমার বিভূতি ॥
তুমি সৃজ, তুমি পাল, করহ সংহার।
এ-মহাবিপদে দেব, করহ নিস্তার ॥
তোমার স্থাপিত নাথ, যত দেবগণ।
আপনি স্থাপিয়া কর আপনি নিধন ॥
এইরূপে স্তুতিবাদ করে দেবগণ।
সেইক্ষণে প্রত্যক্ষ হইলা নারায়ণ ॥
নবঘনশ্যাম-তনু গরুড়-বাহন।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-কিরীট-ভূষণ ॥
চারু চতুর্ভুজ, পীতবাস-পরিধান।
ডাকিয়া বলেন দেবগণে ভগবান্ ॥
দৈত্যের ভয়েতে ভীত আছ দেবগণ।
নির্ভয় হইয়া যাহ আপন ভবন ॥
আজি আমি গয়াসুরে করিব সংহার।
রহিবে অদ্ভুত কীর্ত্তি পৃথিবী-মাঝার ॥
এত শুনি আনন্দিত যত দেবগণ।
প্রণমিয়া গেল সবে যে যার ভবন ॥
সত্বর গেলেন প্রভু যথা গয়াসুর।
সাজিল মহেশ যেন মারিতে ত্রিপুর ॥

নানাবিধ দিব্য-অস্ত্র লইল প্রচুর।
সংগ্রাম চাহিল গিয়া, যথা গয়াসুর ॥
শুনি গয়াসুর ক্রোধে হইল বাহির।
গোবিন্দেরে সম্বোধিয়া বলে মহাবীর ॥
জগতের নাথ তুমি ঘোষে সুরাসুর।
দেবতার বিবাদেতে মজিল ত্রিপুর ॥
ত্রিপুরের পুত্র আমি বিখ্যাত জগতে।
সহজে বাপের বৈরী দেবতা বধিতে ॥
সমতায় মোরসহ যুঝিবে আপনি।
মোর কীর্ত্তি রহে যেন যাবৎ ধরণী ॥
এত বলি দিব্য-অস্ত্র করিল বাছনি।
হাসিয়া নিলেন অস্ত্র দেব-চক্রপাণি ॥
দুই জনে অস্ত্রে অস্ত্রে হৈল মহারণ।
দোঁহাকার অস্ত্রবৃষ্টি না হয় বর্ণন ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু-ভুশুণ্ডি-গদা-আদি অস্ত্রবর ॥
নিরন্তর ফেলে দোঁহে দোঁহার উপর।
এইরূপে হৈল যুদ্ধ শতেক বৎসর ॥
কেহ পরাজিত নহে, সম দুইজনে।
ভাবিয়া ডাকিয়া দৈত্য বলে নারায়ণে ॥
তোমার সংগ্রামে তুষ্ট হইলাম আমি।
বর ইচ্ছা আছে যদি মাগি লহ তুমি ॥
হাসিয়া বলেন হরি, শুন দৈত্যেশ্বর।
যদি ইচ্ছা কৈলে তুমি মোরে দিতে বর ॥
এই বর দেহ মোরে দৈত্যের ঈশ্বর।
কভু হিংসা না করিবে দেব আর নর ॥
পাষাণ-শরীর হ'য়ে থাকহ শুইয়া।
অঙ্গীকার কৈল দৈত্য প্রাক্তন স্মরিয়া ॥
শুনি আনন্দিত হইলেন নারায়ণ।
মোরে বর দিলে তুমি দৈত্যের নন্দন ॥
মোক্ষবর মাগিয়া ত লহ মোর স্থানে।
তব কীর্ত্তি রহে যেন এ তিন-ভুবনে ॥
এত শুনি হৃদিমাঝে ভাবি দৈত্যবর।
প্রণমিয়া গোবিন্দেরে করিল উত্তর ॥
যদি কৃপা আমা-প্রতি কৈলে চক্রপাণি।
ভক্তজন-বাক্য তুমি পালিবে আপনি ॥
পূর্ব্বেতে নারদ যাহা দিল উপদেশ।
সেই বর দেহ মোরে দেব-হৃষীকেশ ॥
এই ক্ষেত্রমধ্যে মোর যাউক পরাণী।
শিলারূপ হ'য়ে থাকি যাবৎ ধরণী ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ নারায়ণ।
মোর নামে ক্ষেত্র এই হউক সৃজন ॥
গয়াক্ষেত্র-নাম খ্যাত হউক ইহার।
সুখে ত্রিভুবন-লোক করুক বিহার ॥
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-আদি জগতের জন।
আমার উপরে যেবা করিবে তর্পণ ॥
পিতৃলোকে পিণ্ডদান করিবে যে-জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে তার পিতৃগণ ॥
চিরকাল রহে যেন অমর-নগর।
এই বর দেহ মোরে দেব-দামোদর ॥
যেই দিন মুক্ত নাহি হবে পিণ্ডদানে।
সংসার নাশিব আমি উঠি সেই দিনে ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া বর দিয়া নারায়ণ।
দৈত্যের মস্তকে পদ করেন স্থাপন ॥
অসুরের প্রাণত্যাগ হৈল সেইক্ষণ।
আনন্দেতে নিজস্থানে যান নারায়ণ ॥
শিলারূপ হ'য়ে দৈত্য আছে চিরকাল।
অতঃপর কহি যাহা, শুন মহীপাল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, তাহা শুনি ভবসিন্ধু তরি ॥

● পঞ্চ-প্রেতোপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
গয়াক্ষেত্রে ভ্রমিল কৌণ্ডিন্য তপোধন ॥
আর যত ক্ষেত্র-তীর্থ পৃথিবীতে ছিল।
একে-একে মুনি তাহা সকল ভ্রমিল ॥

কুরুক্ষেত্র-উত্তরেতে আসে তপোধন।
লক্ষ লক্ষ শব তথা হতেছে দাহন॥
শ্মশানের নিকটেতে আসি তপোধন।
দেখিলেন বসি আছে প্রেত পঞ্চজন॥
বিকৃত-আকার সব বিকৃত-বদন।
লম্ব-ওষ্ঠ লম্ব-কেশ লম্বিত-দশন॥
স্থূল-নাসা কূপবর-সদৃশ নয়ন।
বিষ্ঠা-মূত্র-আদি যত অঙ্গেতে ভূষণ॥
দেখিয়া বিস্ময়-চিত্ত হৈল তপোধন।
জিজ্ঞাসিল, কে তোমরা হও পঞ্চজন॥
এতেক শুনিয়া তবে মুনির বচন।
কহিতে লাগিল তারা হ'য়ে হৃষ্টমন॥
প্রেতকুলে জন্ম মোরা অদৃষ্ট-কারণ।
তার কথা কহি মুনি, শুন দিয়া মন॥
নিজ কর্ম্মদোষে মোরা হইনু এরূপ।
তুমি কেবা মহাশয় কহিবে স্বরূপ॥
রবি-চন্দ্র জিনি কান্তি দেহের বরণ।
শিরেতে পিঙ্গলজটা মহা-সুলক্ষণ॥
মোহন-মূরতি, তনু জিনি নবঘন।
মুখরুচি পূর্ণ-শশী জিনিয়া শোভন॥
করিকর ভুজবর, পঙ্কজ নয়ন।
মধ্যদেশ মৃগ জিনি অতি সুগঠন॥
কণ্ঠ কম্বু জিনি শম্ভু, রক্ত গণ্ডস্থল।
রক্তকোকনদ-পদ অতি সুকোমল॥
চামরের পুচ্ছ জিনি দেখি গোঁপ-দাড়ি।
পিঙ্গল বসন অঙ্গে, নখ সব বেড়ি॥
দ্বিজ বলে, হই আমি ব্রাহ্মণ-নন্দন।
কৌণ্ডিন্য আমার নাম বিখ্যাত ভুবন॥
তীর্থযাত্রা করি আমি ভ্রমি যে সংসার।
গয়া-গঙ্গা-আদি তীর্থ ভ্রমিনু অপার॥
জগতের হিত চিন্তি জগৎ-নিস্তার।
কহ সত্য পঞ্চজন, কাহার কুমার॥
কোথায় নিবাস, কিবা নাম সবাকার।
কি-হেতু দেখি যে মূর্ত্তি বিকৃত-আকার॥

এত শুনি পঞ্চপ্রেত বলয়ে বচন।
অরণ্যে নিবাস করি, শুন তপোধন॥
সূচিমুখ নাম মোর, কর অবগতি।
শীঘ্রক ইহার নাম, শুন মহামতি॥
পর্য্যুষিত-খ্যাত নাম ধরে এই জন।
লেখক পাঠক নাম ধরে দুই জন॥
এই পঞ্চ জন মোরা অরণ্যেতে বসি।
এত শুনি পুনরপি জিজ্ঞাসিল ঋষি॥
এহেন কুৎসিত নাম হৈল কি-কারণ।
কোথায় আছিলে, কিবা করহ ভক্ষণ॥
সত্য করি কহ ভাষা, না ভাণ্ডিহ মোরে।
এত শুনি একে একে কহিল মুনিরে॥
সূচিমুখ বলে, মুনি, কর অবধান।
আমার পাপের কথা না হয় ব্যাখ্যান॥
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি বৈশ্যের নন্দন।
মহাধনবান্ ছিনু, শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
ধর্ম্মকর্ম্মে রত ছিনু প্রফুল্ল-শরীর।
অতি-উগ্র ছিনু, কিন্তু না ছিনু সুস্থির॥
একদা অতিথি এক আসে মোর ঘরে।
সম্ভাষণ তাহারে না করি অহঙ্কারে॥
দিব্য-অন্ন উপচারে ভার্য্যা-পুত্র ল'য়ে।
করিনু ভক্ষণ অতিথিরে নাহি দিয়ে॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সেই আকুল হইল।
মোর অদৃষ্টের বশে উঠিয়া সে গেল॥
এইহেতু সূচিমুখ নাম যে আমার।
প্রেতযোনি হইলাম, বিখ্যাত সংসার॥
পরেতে শীঘ্রক করে আত্ম নিবেদন
আমার পাপের কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ব্যাধকুলে জনম আমার।
হীন শূদ্রজাতি ছিনু বড় দুরাচার॥
পরদ্রব্য পরধন কৈনু অপহার।
চুরি-হিংসা করি পুষিলাম সুত-দার॥
এইরূপে কতদিন কৈনু নির্ব্বাহন।
অতিথি আসিল দৈবে আমার সদন॥

ক্ষুধাতুর হ'য়ে অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু-তিরস্কার করিলাম তারে॥
পাপিষ্ঠ অধম তুমি, বড় দুরাচার।
ভিক্ষা মাগি খাও তুমি এ কোন্ আচার॥
নিজ পরাক্রমে ধন করিয়া অর্জ্জন।
উদর পূরিতে নার, জীয় অকারণ॥
এত বলি জ্যেষ্ঠপুত্রে কহিনু ক্রোধেতে।
ঢেকা মারি দেহ দুষ্টে, মোর বাড়ি হ'তে॥
শুনিয়া অতিথি কহে হ'য়ে ক্রুদ্ধমন।
অন্ন নাহি দিয়া দুষ্ট, করহ তাড়ন॥
মোরে অপমান যথা কৈলি দুরাচার।
প্রেতযোনি-জন্ম দুষ্ট হইবে তোমার॥
ক্ষুধার্ত্ত অতিথি-জনে করিলি বঞ্চন।
বিষ্ঠামূত্র হইবেক তোমার ভক্ষণ॥
এত বলি দুঃখচিত্তে করিল গমন।
'শীঘ্রক' আমার নাম হৈল সে-কারণ॥
তদন্তরে আর প্রেত কহিল বচন।
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি দ্বিজের নন্দন॥
অযাজ্য-যাজক ছিনু, লুব্ধ অতিশয়।
ধর্ম্মাধর্ম্ম করি অর্জ্জিলাম ধনচয়॥
সুত-দার-পরিবার করিনু পোষণ।
ক্রূরমতি ছিনু, আর অত্যন্ত কৃপণ॥
একদিন বসি শাস্ত্র করিতে লিখন।
হেনকালে আসে এক অতিথি-ব্রাহ্মণ॥
ক্ষুধাতুর আসি অন্ন মাগিল আমারে।
ক্রোধে বহু তিরস্কার করিনু তাহারে॥
সে-পাপে 'লেখক' প্রেত হৈল মোর নাম।
শয়ন-আসন মোর অমঙ্গল-ধাম॥
তদন্তরে অন্য প্রেত বলয়ে বচন।
কহিব আমার কথা শুন তপোধন॥
পূর্ব্বজন্মে ছিনু আমি বৈশ্যের নন্দন।
অতিথি আসিল মোর ঘরে একজন॥
ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিল আমারে।
কপট করিয়া আমি পুছিনু তাহারে॥
তিরস্কার করি আনি অন্ন পর্য্যুষিত।
অল্প অন্ন দিনু, নহে উদর পূরিত॥
সেই পাপে 'পর্য্যুষিত' নাম যে থুইল।
অদৃষ্টের ফলে মোর প্রেতত্ব হইল॥
অন্য প্রেত বলে, দ্বিজ শুনহ বচন।
অল্পদোষে হৈল মোর দুর্গতি লক্ষণ॥
সঙ্গদোষে অল্পপাপে পাপ বাড়ে নিতি।
মো-সবার বিবরণ শুন মহামতি॥
বিষ্ঠামূত্র শ্লেচ্ছোদক করি যে ভক্ষণ।
শ্মশানে-মশানে নিত্য করি যে শয়ন॥
বিশেষে মোদের বাস শুন তপোধন।
সন্ধ্যা-বীজমন্ত্রহীন যেই ত ব্রাহ্মণ॥
তাহার শরীরে নিত্য করি হে বিহার।
আর যাহা কহি, তাহা শুন সারোদ্ধার॥
সন্ধ্যা বহে যেই গৃহে তৈলের বিহনে।
বিহীন যাহার বাড়ী তুলসী-কাননে॥
সেই ত বাড়ীতে মোরা বসি অনুক্ষণ।
ঐশ্বর্য্য-সম্পদ্ সেথা না রহে কখন॥
যে যুবতী নিজ পতি করে পরিহার।
অন্য পুরুষের সঙ্গে করে কদাচার॥
বাসি-বস্ত্র প্রক্ষালন আলস্যে না করে।
বাসি-ঘরে শোয়, আর থাকে অনাচারে॥
তাহার শরীরে মোরা থাকি অনুক্ষণ।
পূর্ব্ব জনমের কথা শুন দিয়া মন॥
শূদ্রের কুলেতে জন্ম আছিল আমার।
এক দিন কর্ম্ম আমি কৈনু দুরাচার॥
আলস্য করিয়া গৃহে করিনু শয়ন।
সহসা অতিথি এক করে আগমন॥
ক্ষুধায় আকুল হ'য়ে ডাকিল আমারে।
জাগিয়া উত্তর আমি না দিনু তাহারে॥
উত্তর না পেয়ে শাপ দিল অতিশয়।
জন্মান্তরে প্রেত-তনু হইবি নিশ্চয়॥
এত বলি অন্য স্থানে করিল গমন।
'পাঠক' আমার নাম হৈল সে কারণ॥

এত শুনি হন মুনি সবিস্ময়-মন।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল কহ প্রেতগণ॥
কোন্ কর্ম্মে খণ্ডে হেন দুর্গতি-লক্ষণ।
প্রেতগণ বলে, শুন কহি তপোধন॥
পৃথিবীতে নরযোনি জন্মিয়া যে-জন।
নিজ জাতিমত কর্ম্ম করে আচরণ॥
জাতি-জ্ঞাতি-বন্ধুগণে করি আবাহন।
মিষ্ট-অন্ন-পান দিয়া করায় ভোজন॥
পিতৃযজ্ঞ দেবযজ্ঞ করে অনুক্ষণ।
নানা-রত্ন-দান দিয়া তোষয়ে ব্রাহ্মণ॥
দরিদ্র-ভিক্ষুকে যেই করে অন্নদান।
তাহার পুণ্যের কথা না হয় ব্যাখ্যান॥
ব্রত-উপবাস করে গোবিন্দ-উদ্দেশে।
অনন্ত-গোবিন্দ-ব্রত আচরে বিশেষে॥
আলস্য শয়ন নিদ্রা করিয়া বর্জ্জন।
স্বহস্তে করয়ে হরিমন্দির-মার্জ্জন॥
গোবিন্দ-উদ্দেশে করে নানা পুষ্পোদ্যান।
গোবিন্দের নাম যেই স্মরে মতিমান্॥
গৃহধর্ম্মচর্য্যা যেই জন পরিহরি।
একেশ্বর ভ্রমে তীর্থ-পর্য্যটন করি॥
সর্ব্বভূতে সমভাব করে যেই জন।
শত্রুতে মিত্রেতে যার সম-আচরণ॥
মৃত্তিকাদি দিয়া গৃহ করিয়া নির্ম্মাণ।
লিঙ্গরূপে যেই জন স্থাপে ভগবান্॥
এই সব নর প্রেতযোনি নাহি পায়।
সংসারে জন্মিয়া করে দুষ্কর্ম্ম-নিচয়॥
পিতামাতা নিন্দে যেবা নিন্দয়ে ব্রাহ্মণ।
অতিথিরে যেই জন না করে তোষণ॥
পিতৃযজ্ঞে দেবযজ্ঞে বিমুখ যে-জন।
প্রেতযোনি পায় মুনি, সেইসব জন॥
বহু ছল করি যেই পরবৃত্তি হরে।
ব্রাহ্মণেরে প্রণাম না করে অহঙ্কারে॥
ব্রত-যজ্ঞে উপহাস করে যেই জন।
ছলে বলে পরধন যে করে হরণ॥
দেবতা-উদ্দেশে দ্রব্য আনিয়া যে জন।
লোভার্ত্ত হইয়া করে আপনি ভক্ষণ॥
হেলায় না করে যেই তীর্থ-পর্য্যটন।
এ-সব পাতকী হয় প্রেতত্ব-কারণ॥
গুরু-নিন্দা করে যেই, বেশ্যাপরায়ণ।
প্রেতযোনিগত হয় সেই সব জন॥
ভীষ্ম বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ধর্ম্মকর্ম্ম প্রসঙ্গেতে প্রেত পঞ্চজন॥
পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ যত ভস্ম হ'য়ে গেল।
প্রেতমূর্ত্তি ত্যজি পরে দিব্যমূর্ত্তি হৈল॥
স্বর্গ হ'তে পঞ্চ রথ আসিল তখন।
মুনিরে প্রণমি রথে কৈল আরোহণ॥
ইন্দ্রের নগরে শীঘ্র করিল গমন।
দেখিয়া বিস্ময়-চিত্ত হন তপোধন॥
পৃথিবীতে যত তীর্থ করিল ভ্রমণ।
বিখ্যাত কৌণ্ডিন্য ঋষি এ তিন-ভুবন॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অমৃত-লহরী।
আমার কি শক্তি, তাহা বর্ণিবারে পারি॥
মস্তকে ধরিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরাম দাস গদাধরাগ্রজ॥

শিবচতুর্দ্দশী-মাহাত্ম্য

যুধিষ্ঠির বলে, দেব, কর অবধান।
ব্রতের মাহাত্ম্য কিছু করহ ব্যাখ্যান॥
ভীষ্ম বলিলেন, তাহা কহিতে কে পারে।
সংক্ষেপেতে কিছু রাজা, কহিব তোমারে॥
ইক্ষ্বাকুবংশেতে রাজা চিত্রভানু-নাম।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ, রণে অনুপাম॥
জম্বুদ্বীপে একচ্ছত্র হৈল নরপতি।
কুবের-সদৃশ তার ঐশ্বর্য্য-বিভূতি॥
শীলতায় চন্দ্র যেন, তেজে দিবাকর।
প্রজার পালনে যেন রাম রঘুবর॥

দ্বিজসেবা-বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
যেই যাহা মাগে, তাহা দেয় শীঘ্রগতি॥
শিবব্রতে রত সদা শিব-পরায়ণ।
শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত করে আচরণ॥
ভার্য্যার সহিত রাজা উপবাস করি।
দান-ধ্যান করি বসিয়াছে অন্তঃপুরী॥
হেনকালে অষ্টাবক্র সঙ্গে শিষ্যগণ।
সত্বরে আসিল তারা রাজার সদন॥
দেখি শশব্যস্তে উঠিলেন নরপতি।
দণ্ডবৎ নমস্কার করে শীঘ্রগতি॥
বসিবারে আনি দিল দিব্য-কুশাসন।
একে একে বসে তাহে যত মুনিগণ॥
সূপকারগণে আজ্ঞা কৈল নরবর।
নানা-উপচার-দ্রব্য আনিল সত্বর॥
যথাযোগ্য সবাকারে করান ভোজন।
ভোজনান্তে দ্বিজগণ কৈল আচমন॥
তাম্বূল-কর্পূর-আদি করিয়া ভক্ষণ।
নৃপে চাহি অষ্টাবক্র বলিল বচন॥
ভ্রাতা মিত্র-আদি সবে করিল ভোজন।
ভার্য্যাসহ উপবাস কর কি-কারণ॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা, দুর্দৃশ্য ভাস্কর।
কোন্ হেতু উপবাসী আছ নরবর॥
কিবা চিত্তে দুঃখ রাজা, না জানি কারণ।
আত্মাকে দিতেছ দুঃখ কোন্ প্রয়োজন॥
এক আত্মা জগতের হন নারায়ণ।
আত্মা তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন॥
ব্রত-উপবাস লোক করে অকারণ।
আত্মাকে দুঃখিত করা অধর্ম্ম-লক্ষণ॥
ষট্-চক্র কথা রাজা, শুন দিয়া মন।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে স্থিত নারায়ণ॥
চতুর্থ অদ্ভুত দল প্রথমে গণন।
দ্বিতীয়েতে অষ্টদল উপরে বর্ণন॥
তৃতীয়েতে শতদল তাহার উপরে।
সূক্ষ্মরূপে বসে জীব তাহার ভিতরে॥
মাঝেতে কেশর, চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার।
জীব-আত্মা স্থিত তথা পদ্মের আকার॥
তদন্তে অদ্ভুত চক্র চতুর্থ-উপর।
অষ্টোত্তর-শত-দল তাহার ভিতর॥
পঞ্চশত দলমধ্যে জীব কর্ণিকার।
কহিব তাহার কথা করিয়া বিস্তার॥
তদন্তর শতচক্র-দলের নির্ম্মাণ।
দেব-মুনিগণ করে যাহার ব্যাখ্যান॥
চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপে দলের গাঁথনি।
স্বহস্তে বিধাতা তাহা নির্ম্মিলা আপনি॥
চতুর্দ্দিকে কর্ণিকার, মধ্যেতে কেশর।
সূক্ষ্মরূপে তাহে উপবিষ্ট দামোদর॥
আর তিন ভাগ মধ্যে বৈসে নারায়ণ।
সুসিদ্ধ সজ্ঞান ভক্তি লভে সেইজন॥
শরীরেতে আত্মারূপে বৈসে জনার্দ্দন।
তপোব্রতফলে তার কোন্ প্রয়োজন॥
রাজা বলে, মুনিবর, কহিলে প্রমাণ।
মম পূর্ব্ব-জন্ম-কথা কর অবধান॥
চতুর্দ্দশী-মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
তাহার পুণ্যের কথা কে বলিতে পারে॥
অজ্ঞানে সজ্ঞানে নর উপবাস করি।
সমাহিত হ'য়ে পূজা করে ত্রিপুরারি॥
বিল্বপত্র ধুস্তুরাদি পুষ্প রাশি-রাশি।
রক্তচন্দনাদি নানা-গন্ধে বস্ত্রে ভুষি॥
ভক্তি করি পূজা-স্তব করে পঞ্চাননে।
তাহার পুণ্যের কথা কি কব বদনে॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারে।
সাগরের জল সব কলসীতে ভরে॥
বৃষ্টি-জলবিন্দু যদি গণিবারে পারি।
তথাপি তাহার পুণ্য কহিবারে নারি॥
পূর্ব্বে ব্যাধকুলে জন্ম আছিল আমার।
সুস্বর আছিল নাম মহাদুরাচার॥
পরদ্রব্য পরবৃত্তি করি অপহার।
অধর্ম্মেতে রত ছিনু, বিখ্যাত সংসার॥

মৃগ-ব্যাঘ্র-আদি পশু নানা-পক্ষিগণ।
যতেক করিনু বধ, না যায় লিখন॥
সেইরূপে নির্ব্বাহিনু কতেক দিবস।
একদা গেলাম বনমাঝে দৈববশ॥
কুজ্ঝটিতে অন্ধকার, দেখিতে না পাই।
একেশ্বর ঘোরবনে ভ্রমিয়া বেড়াই॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে হৈল দিবা-অবসান।
আসিতে না পারি গৃহে, হইনু অজ্ঞান॥
ঘোর-অন্ধকার নিশি চতুর্দ্দশী দিনে।
ক্ষুধা-তৃষ্ণাযুত আমি ভ্রমি একা বনে॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হৈল ঘোরনিশি।
বিল্ববৃক্ষে আরোহিনু মনে ভয় বাসি॥
প্রত্যহ মৃগয়া করি ফিরি যাই ঘরে।
নগরে বেচিয়া আনি দেই পরিবারে॥
তবে ত ভক্ষণ করে ভার্য্যা-পুত্রগণ।
উপবাসী রহি আজি দৈবের কারণ॥
মোর মুখ চাহি আছে ভার্য্যা-পুত্রগণ।
ধনহীন নর-জন্ম হয় অকারণ॥
ধনহীন হৈলে কোথা গৌরব না রয়।
ভিক্ষা মাগি খায় কিন্তু ভিক্ষা নাহি পায়॥
জলহীন নদী যথা, ফলহীন তরু।
ধনহীন তেমন না মানে লঘু গুরু॥
ভ্রাতা বন্ধু-আদি বহু আছে জ্ঞাতিগণ।
সবে ধনবান, আমি দরিদ্র দুর্জ্জন॥
উপবাসী গৃহে আছে ভার্য্যা-পুত্রগণ।
কেহ না চাহিবে ধনহীনের কারণ॥
এইরূপ হৃদয়েতে করিয়া চিন্তন।
আকুল হইয়া বহু করিনু ক্রন্দন॥
অশ্রুজল পড়ি মোর ভাসে কলেবর।
পক্কপত্র ছিল এক বৃক্ষের উপর॥
পত্র পড়ে মোর অশ্রুজলের সহিত।
আচম্বিতে এক পত্র পড়িল ত্বরিত॥
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল দেব পঞ্চানন।
নিরাহারে সেই রাত্রি করিনু বঞ্চন॥
প্রাতঃকালে মৃগ মারি লইয়া ত্বরিত।
নিজ গৃহে গিয়া আমি হৈনু উপনীত॥
আমার বিহনে সবে দুঃখিত আছিল।
মোরে দেখি সবে ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল॥
নগরেতে মৃগমাংস শীঘ্রগতি লৈয়া।
বেচিয়া ভক্ষণ দ্রব্য আনিনু কিনিয়া॥
শীঘ্রগতি ভার্য্যা গিয়া করিল রন্ধন।
সহসা অতিথি এক করে আগমন॥
সেই অতিথিরে আমি করানু ভোজন।
পারণার মহাফল পাই সে-কারণ॥
এইরূপে কতদিন দুঃখে মোর গেল।
আয়ুঃশেষে মৃত্যু আসি উপস্থিত হৈল॥
মহাভয়ঙ্কর দুই যমের কিঙ্কর।
মহাপাশে আসি মোরে বান্ধিল সত্বর॥
যমের এ-সব কর্ম্ম জানি পঞ্চানন।
শীঘ্রগতি পাঠাইল দূত দুইজন॥
জটা ভস্ম-কলেবর বৃষভ-বাহন।
ব্যাঘ্রছাল-পরিধান ভুজঙ্গ-বন্ধন॥
কপালেতে অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিশূল হস্তেতে।
বিভূতি-ভূষণ অঙ্গে শোভিত দেখিতে॥
রজত-পর্ব্বত জিনি অতি-মনোহর।
উর্দ্ধপথে এল দুই শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আকৃতি দোঁহে পরম-সুন্দর।
অকপটে মোর পাশ খুলিল সত্বর॥
দেখিয়া বিস্মিত যমদূত দুইজন।
জিজ্ঞাসিল, কে তোমরা, কহ বিবরণ॥
এতেক শুনিয়া তারা করিল উত্তর।
শিবের নিকটে থাকি, শিবের কিঙ্কর॥
শিবের আজ্ঞায় পাশ করিনু মোচন।
কহ শুনি, কে তোমরা হও দুইজন॥
বিকৃত-আকার মূর্ত্তি লোহিত-নয়ন।
কোথায় নিবাস, কহ কাহার নন্দন॥
কি-হেতু এ-ব্যাধপুত্রে করিলে বন্ধন।
এত শুনি যমদূত বলয়ে বচন॥

মোরা দুইজন ধর্ম্মরাজ-অনুচর।
তাঁর আজ্ঞা বহি ফিরি যত চরাচর॥
গন্ধর্ব্ব চারণ যক্ষ রক্ষ নরগণ।
সংসারের মধ্যে মরে যত যত জন॥
তাহারে লইয়া যাই যমের সদন।
পাপ-পুণ্য বুঝি দণ্ড করেন শমন॥
এই ব্যাধ মহাপাপী অধম দুর্জ্জন।
ইহার পাপের কথা না যায় কথন॥
যমপুরে গেলে পাপ হইবে খণ্ডন।
কি-কারণে এই দুষ্টে করিলে মোচন॥
অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মের বাক্য করিলে লঙ্ঘন।
না কর মোচন, ছাড় এই ত দুর্জ্জন॥
এত শুনি পুনঃ কহে শিবের কিঙ্কর।
তোমার ঈশ্বরে গিয়া কহ রে বর্ব্বর॥
শিবের যে আজ্ঞা মোরা লঙ্ঘিতে না পারি।
এই ব্যাধপুত্রে ল'য়ে যাব শিবপুরী॥
সর্ব্বপাপে এই ব্যাধ হইল মোচন।
শিব-চতুর্দ্দশী-ব্রত কৈল আচরণ॥
তোর অধিকার কিছু নাহিক ইহাতে।
এই বলি মোরে নিল শিবের সভাতে॥
তিনলক্ষ-বর্ষ মোর তথা হৈল স্থিতি।
দেবতুল্য নানা-ভোগ ভুঞ্জি নিতি-নিতি॥
অনন্তরে ইন্দ্রলোকে হইল গমন।
তিন-কল্প তথা সুখে করিনু বঞ্চন॥
অনন্তরে হৈল মোর ব্রহ্মলোকে স্থিতি।
চৌদ্দ-মন্বন্তর তথা করিনু বসতি॥
অনন্তরে বৈকুণ্ঠেতে করিনু প্রয়াণ।
লক্ষ্মীসহ বিরাজিত যথা ভগবান্॥
তিনকোটি-বর্ষ তথা সুখেতে বঞ্চিনু।
তার পর এই রাজবংশেতে জন্মিনু॥
অজ্ঞানেতে শিবচতুর্দ্দশী মহাব্রত।
আচরিনু হীনজাতি হ'য়ে ব্যাধসুত॥
সেই পুণ্যে হেন গতি হইল আমার।
ইক্ষ্বাকুবংশেতে জন্ম, বৈভব অপার॥

শুদ্ধচিত্তে এই ব্রত করি আচরণ।
সে-কারণে উপবাসী আছি তপোধন॥
এত শুনি সবিস্ময়ে মহাতপোধন।
পুনরপি নৃপতিরে জিজ্ঞাসে কারণ॥
অপমান পেয়ে দুই যমের কিঙ্কর।
ধর্ম্মরাজে গিয়া কিবা করিল উত্তর॥
রাজা বলে, মুনিবর, কর অবধান।
বিস্মিত হইলা দূত পেয়ে অপমান॥
ক্রোধে থর থর অঙ্গ সঘনে কম্পিত।
যমের সাক্ষাতে গিয়া হৈল উপনীত॥
দূতগণে ভীতমন দেখিয়া শমন।
জিজ্ঞাসিল, কহ দূত, কেন দুঃখী মন॥
আমার কিঙ্কর তোরা নির্ভয় অন্তরে।
কার শক্তি তো-সবারে হিংসিবারে পারে
তবে কেন দুঃখচিত্ত দেখি সবাকারে।
বিশেষ করিয়া কথা বলহ আমারে॥
দূতগণ বলে, আর কি কহিব কথা।
তব দণ্ড ভগ্ন আজি হইল সর্ব্বথা॥
আজি হ'তে জগতের হইল নিস্তার।
পাপ-পুণ্য-বিচারাদি ঘুচিল সবার॥
সুস্বর-নামেতে ব্যাধ মহাপাপাচার।
আজি দৈবে পরলোক হইল তাহার॥
তাহারে আনিতে মোরা করিনু গমন।
পাশে বান্ধি ল'য়ে আসি করিয়া তাড়ন॥
হেনকালে আসে দুই শিবের কিঙ্কর।
পাশ হৈতে মুক্ত তারে করিল সত্বর॥
নানা কটূত্তর বলি আমা দুইজনে।
রথে তুলি তারে ল'য়ে গেল দূতগণে॥
এই হেতু চিত্তে দুঃখ হৈল দোঁহাকার।
আজি হৈতে নাথ, তব গেল অধিকার॥
এত শুনি হাসি যম বলেন বচন।
হেন কর্ম্ম আর নাহি করিহ কখন॥
শিবনামে রত যেই, বিষ্ণুপরায়ণ।
বিষ্ণুশিব সমরূপে ভাবে যেইজন॥

ব্রত আচরিয়া যেবা পূজে পঞ্চানন।
চতুর্দ্দশী মহাব্রত যে করে সাধন ॥
অনন্ত-নামেতে ব্রত গোবিন্দ-উদ্দেশে।
উপবাস করি পূজে দেব হৃষীকেশে ॥
ভূমিদান অন্নদান করে যেইজন।
বিষ্ণুবুদ্ধি করি যেবা পূজয়ে ব্রাহ্মণ ॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ পূর্ণিমাদি ব্রত।
সংসারের মধ্যে নর ইহাতে যে রত ॥
তীর্থ-পর্য্যটন করি পূজে দেবরাজে।
বারাণসী-ক্ষেত্রে গিয়া যেবা প্রাণ ত্যজে ॥
তার'পরে অধিকার নাহিক আমার।
কদাচ না যাবি তোরা তারে আনিবার ॥
এত শুনি হৈল দূত সবিস্ময়-মন।
কহিনু তোমারে আমি কথা পুরাতন ॥
এত শুনি অষ্টাবক্র হৈল হৃষ্টমন।
আশিস করিয়া নৃপে গেল তপোধন ॥
সেই হ'তে হৈল ঋষি শিবপরায়ণ।
শিবব্রতে রত হৈল কহোড়-নন্দন ॥
বসন্ত ঋতুর আদ্য চতুর্দ্দশী দিনে।
এই উপবাস যেবা করে একমনে ॥
সর্ব্বপুণ্য-ফল লভে, নাহিক সংশয়।
শিবচতুর্দ্দশী ব্রতে মহাফল হয় ॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অপূর্ব্ব কথনে।
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দ-চরণে ॥

— —

অনন্তব্রতের উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন, শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
শোক দূর করি এবে চিত্ত কর স্থির ॥
আর কিছু ইতিহাস শুন দিয়া মন।
অনন্ত-নামেতে ব্রত-অপূর্ব্ব কথন ॥
নারদের মুখে পূর্ব্বে করিনু শ্রবণ।
সেই ইতিহাস কহি, শুন দিয়া মন ॥

চিত্রাঙ্গদ-নামে রাজা কোশলের পতি।
সোমবংশ-চূড়ামণি অতি ধর্ম্মমতি ॥
শীলতায় চন্দ্র যেন, তেজে বৈশ্রবণ।
কীর্ত্তি ভগীরথ-সম, মহা-বিচক্ষণ ॥
মন্ত্রণাতে বৃহস্পতি, গুণে গুণধাম।
প্রজার পালনে যেন ছিলেন শ্রীরাম ॥
চিত্ররেখা-নামে তার মুখ্যা পাটেশ্বরী।
মহাসাধ্বী পতিব্রতা সূতের কুমারী ॥
অনন্ত-নামেতে ব্রত গোবিন্দ-উদ্দেশে
ভার্য্যাসহ নরবর আচরে বিশেষে ॥
বিচিত্র-মন্দির এক করিয়া রচন।
তাহাতে স্থাপিলা শিলারূপী নারায়ণ ॥
রাজধর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম ত্যজিয়া রাজন্।
আপন-হস্তেতে করে মন্দির-মার্জ্জন ॥
অনন্তর স্নান-দান করি নরবর।
নানা উপচারে পূজে দেব-দামোদর ॥
পূজা শেষে করাইল ব্রাহ্মণ-ভোজন।
অবশেষে ল'য়ে কুটুম্বাদি পরিজন ॥
আনন্দিত হ'য়ে সবে করয়ে ভোজন।
এইরূপে নিত্য-নিত্য পূজে নারায়ণ ॥
বাদ্য বাজাইয়া এই জানায় নগরে।
অনন্ত-নামেতে ব্রত বিখ্যাত সংসারে ॥
দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধ জন।
এই ব্রত যে না করিবেক আচরণ ॥
সবংশে পাঠাব তারে শমনের ঘরে।
এইরূপে নগরে ঘোষণা নিত্য করে ॥
রাজভয়ে সর্ব্বলোক প্রাণপণ করে।
নিয়ম করিয়া শুভব্রত যে আচরে ॥
ব্রতপুণ্যফলে সবে নিষ্পাপ হইল।
যত দূর নৃপতির অধিকার ছিল ॥
যত লোক ছিল নৃপতির অধিকারে।
ব্রতপুণ্যফলে যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে ॥
সত্যকালে যথা লোক পুণ্যবান্ ছিল।
রাজার প্রতাপে তথা দ্বাপরে হইল ॥

জানিয়া দ্বাপর যুগ এ-সব কারণ।
চিন্তাকুল হ'য়ে চিন্তা করে মনে-মন॥
পূর্ব্বে প্রজাপতি হেন করিল বিচার।
সংসার-উপরে দিল মোর অধিকার॥
কোটি-লোক-মধ্যে কেহ মোর অধিকারে।
নিয়ম করিয়া ভজিবেক দামোদরে॥
সহস্রেক-মধ্যে কেহ হবে মহাজন।
মহাব্রত আচরি ভজিবে নারায়ণ॥
যতেক সংসারে প্রজা হয় পাপাচারী।
অল্প-আয়ু হ'য়ে যাবে যমের নগরী॥
এরূপ নিয়ম করি বিধি সৃষ্টিধর।
অধিকার দিল মোরে সংসার-উপর॥
মহাধর্ম্মশীল এই দেখি নৃপমণি।
ব্রহ্মার নিয়ম ভঙ্গ করে, হেন জানি॥
কোনমতে ব্রতভঙ্গ হইলে রাজার।
তবে সে নিয়ম-রক্ষা হয় ত ব্রহ্মার॥
এরূপে দ্বাপর ভাবি নিজ মনে-মন।
বিশ্বকর্ম্মা শিল্পিবরে করিল স্মরণ॥
সেইখানে বিশ্বকর্ম্মা আসিল তখন।
করযোড়ে দ্বাপরেরে করে নিবেদন॥
কি-হেতু আমারে দেব, করিলে আহ্বান।
কোন্ ধর্ম্ম সাধি দিব কহ মতিমান্॥
দ্বাপর বলিল, মোর কর এই কার্য্য।
অনুগ্রহ করি এক করহ সাহায্য॥
দিব্য এক কন্যা দেহ করিয়া রচনা।
পৃথিবীর মধ্যে যেন হয় সুলক্ষণা॥
তার রূপে-গুণে যেন মোহে সর্ব্বজন।
এত শুনি বিশ্বকর্ম্মা করিল রচন॥
ধরায় যাবৎ রূপে করিয়া মোহন।
মোহিনী-নামেতে কন্যা করিলা সৃজন॥
দ্বাপরেরে কন্যা দিয়া হৈল অন্তর্দ্ধান।
দেখিয়া দ্বাপর হৈল অতি-হর্ষবান্॥
দ্বাপরের অগ্রে কন্যা কর যুড়ি কয়।
কি কর্ম্ম করিব, আজ্ঞা কর মহাশয়॥
তুমি পিতা, মাতা মোর, তুমি বন্ধুজন।
আজ্ঞা কর, সাধি দিব কোন্ প্রয়োজন॥
শুনিয়া দ্বাপর হৈল আনন্দিত-মন।
কহে, মর্ত্ত্যলোকে তুমি করহ গমন॥
চিত্রাঙ্গদ-নামে রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
আমার আজ্ঞায় তারে ভজিবে আপনে॥
দিব্য-পর্ব্বতেতে শীঘ্র করহ গমন।
এই ত নিয়ম চিত্তে রাখিবে স্মরণ॥
অনন্ত-নামেতে ব্রত আচরে যে-জন।
প্রকারেতে ব্রত তার করিবে ভঞ্জন॥
বিধির নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।
মোহিনী আদেশমাত্র চলে সেইক্ষণ॥
মৃগয়া-কারণ রাজা গেল সেই গিরি।
দেখিল অনূঢ়া কন্যা পর্ব্বত-উপরি॥
একদৃষ্টে রাজা করে কন্যা নিরীক্ষণ।
ভুবনমোহন রূপ, না হয় বর্ণন॥
মুখরুচি কত শশী করয়ে গঞ্জন।
কামধেনু জিনি ভুরু অলক-অঞ্জন॥
তিলফুল জিনি নাসা, ভুজ করিকর।
সুতপ্ত-কাঞ্চন জিনি গৌর কলেবর॥
কুচযুগ সম-পূগ নয়ন-রঞ্জন।
কণ্ঠকম্বু জিনি শম্ভু অতি সুলক্ষণ॥
রক্তবস্ত্র-পরিধানা অরুণ-উদিত।
দেখি স্মরশরে রাজা হইল মোহিত॥
ক্ষণেকে চৈতন্য তবে পাইয়া নৃপতি।
নিকটেতে গিয়া জিজ্ঞাসিল কন্যা-প্রতি॥
কি নাম ধরহ তুমি, কোথায় বসতি।
সত্য করি কহ মোরে, না ভাণ্ডহ সতী॥
তোমার রূপের কথা না পারি কহিতে।
ইন্দ্র-আদি দেবগণে পারহ মোহিতে॥
নিজ পরিচয় মম শুন গুণবতী।
সোমবংশে জন্ম চিত্রাঙ্গদ নরপতি॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার।
মোর ভার্য্যা হবে তুমি কর অঙ্গীকার॥

কুমারী বলিল, আমি অযোনি-উৎপত্তি।
এই ত পর্ব্বতমধ্যে আমার বসতি॥
অনূঢ়া যে আছি আমি, বিবাহ না হয়।
মোহিনী আমার নাম বিধির নির্ণয়॥
এক সত্য কর রাজা, আমার গোচরে।
তবে আমি পরিগ্রহ করিব তোমারে॥
ইচ্ছামত তোমা আমি কহিব যে-কথা।
আমার সে-কথা কভু না হবে অন্যথা॥
যদি বা দুষ্কর হয় এ তিন-ভুবন।
মম বাক্য কভু নাহি করিবে খণ্ডন॥
রাজা বলে, সত্য সত্য করি অঙ্গীকার।
কভু না খণ্ডিব কন্যা, বচন তোমার॥
এত শুনি কন্যা তবে কৈল অনুমতি।
পুরোহিত ব্রাহ্মণেরে স্মরে নরপতি॥
কঙ্কায়ন-নামে মুনি বিখ্যাত জগতে।
পুরাতন পুরোহিত সোমক-বংশেতে॥
রাজার স্মরণে দ্বিজ আসিল তখন।
প্রণমিয়া নরপতি কহে বিবরণ॥
পুরোহিত দুইজনে বিভা করাইল।
সেই রাত্রি নরপতি তথা নির্ব্বাহিল॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা স্বসৈন্য-সহিত।
কন্যা ল'য়ে নিজ গৃহে আসিল ত্বরিত॥
মোহিনীরে কৈল রাজা মুখ্যা পাটেশ্বরী।
ইন্দ্রের রমণী যথা পুলোম-কুমারী॥
এইরূপে কত দিন রাজা বিহরয়।
অনন্ত-ব্রতের আসি হইল সময়॥
চিত্ররেখা-সহ রাজা ব্রত আচরিল।
উপবাস করি ব্রত-নিয়মে রহিল॥
ভূমিদান ধেনুদান করে দ্বিজগণে।
অন্নদানে তুষিলেক যত দুঃখীজনে॥
দৈবের লিখন কভু না হয় খণ্ডন।
যুগবাক্য মোহিনীর হইল স্মরণ॥
নৃপতিরে চাহি কন্যা বলয়ে বচন।
উপবাসে কি-কারণে রয়েছ রাজন্॥
এমত দুষ্কর-ব্রতে কিবা প্রয়োজন।
আমার বচনে রাজা, করহ ভোজন॥
আমার বচন রাজা, কহ সবাকারে।
হেন পাপব্রত যেন কেহ না আচরে॥
কন্যা-বাক্যে নৃপশিরে হৈল বজ্রাঘাত।
ক্রোধানলে নেত্রযুগে হৈল অশ্রুপাত॥
ক্ষণে ক্রোধ সংবরিয়া বলেন বচন।
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি, না বুঝ কারণ॥
এই ত অনন্তব্রত বিখ্যাত সংসারে।
হেন ব্রত বল মোরে ভঙ্গ করিবারে॥
অবলা স্ত্রীজাতি, কিবা বলিব তোমারে।
এই ব্রত আচরিলে সর্ব্বদুঃখে তরে॥
স্বর্গভোগ মহাফল অবহেলে পায়।
কখন যমের পুরী সেই নাহি যায়॥
পূর্ব্বজন্মকথা মম করহ শ্রবণ।
যেই-হেতু এই ব্রত করি আচরণ॥
সত্যযুগে ছিনু আমি শ্বপচের বংশে।
সুষেণ আছিল নাম, শূদ্র-অবতংসে॥
বড়ই পাপিষ্ঠ আমি, অধম দুর্জ্জন।
পরধন চুরি, হিংসা কৈনু সর্ব্বক্ষণ॥
বেশ্যাতে ছিলাম মত্ত, মদ্যপানে রত।
পশু-পক্ষী মৃগ বধ কৈনু শত শত॥
মোর দুষ্টাচার দেখি ভ্রাতৃ-বন্ধুগণ।
দূর করি দিল মোরে হ'য়ে কোপমন॥
ক্রোধচিত্তে ঘোর বনে করিনু প্রবেশ।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হ'য়ে আকুল বিশেষ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে পাই কেশব-মন্দির।
তাহাতে আশ্রয় করি হইয়া অস্থির॥
অনন্তব্রতের সেই দিন শুভক্ষণ।
উপবাসী রহিলাম করিয়া শয়ন॥
নিশা-শেষে দৈবে এক সর্প ভয়ঙ্কর।
চরণে আমার আসি দংশিল সত্বর॥
বিষের জ্বলনে মৃত্যু হইল আমার।
দুই যমদূত আসি বিকৃত-আকার॥

মহাপাশে শীঘ্র মোরে করিল বন্ধন।
হেনকালে বিষ্ণুদূত এল দুইজন ॥
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, কিরীট-ভূষণ।
গলে বনমালা দোলে, অরুণ লোচন ॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম আদি শার্ঙ্গ ধনু।
চূড়াতে ময়ূরপুচ্ছ দীপ্ত যেন ভানু ॥
বিশেষ দেখিনু পীতবাস পরিধান।
আকৃতি প্রকৃতি দোঁহা কৃষ্ণের সমান ॥
যমদূতে নানামতে করি তিরস্কার।
ত্বরায় বন্ধনমুক্ত করিল আমার ॥
রথে করি নিল মোরে বৈকুণ্ঠভুবন।
অপমান পেয়ে গেল যমদূতগণ ॥
দুইলক্ষ-বর্ষ বিষ্ণুলোকে হৈল স্থিতি।
তদন্তরে ব্রহ্মলোকে করিনু বসতি ॥
কতদিন ব্রহ্মলোকে সুখেতে বঞ্চিনু।
তারপর পুনরপি মর্ত্ত্যেতে আসিনু ॥
দুই মন্বন্তর তথা করিনু বিহার।
সেই পুণ্যে রাজবংশে জনম আমার ॥
কিবা ফল তব হেন ব্রত নিবারণে।
এ হেন কুৎসিত বাক্য না বল কখনে ॥
কন্যা বলে, রাজা তুমি করিলে স্বীকার।
না খণ্ডিবে কোনকালে বচন আমার ॥
এবে মিথ্যাবাদী তুমি, জানিনু রাজন্।
মিথ্যাসম পাপ নাহি, বেদের বচন ॥
আপনার সত্য রাজা, করহ পালন।
মম বাক্যে এই ব্রত করহ ভঞ্জন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা হৈল ভীতমন।
কন্যারে চাহিয়া তবে বলেন বচন ॥
যা বলিলে কন্যা, সত্য, কভু নহে আন।
ত্যজিবারে পারি আমি আপনার প্রাণ ॥
তথাপি এ-ব্রত আমি না পারি ত্যজিতে।
সে-কারণে কহি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥
এতক্ষণে নিজ দেহ করিব নিধন।
এত বলি জ্যেষ্ঠ পুত্রে আনে সেইক্ষণ ॥
ছত্রদণ্ড দিয়া তারে বলিল বচন।
প্রাণত্যাগ করি আমি সত্যের কারণ ॥
রাজ্যখণ্ড যত দেখ, সকলি তোমার।
দেব-দ্বিজে ভক্তি-পূজা করিবে সবার ॥
এত বলি যোগাসনে বসিল রাজন্।
দেহ ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন ॥
রাজার মরণে সবে করয়ে ক্রন্দন।
অনেক কান্দিল পুরে পাত্র-মন্ত্রিগণ ॥
রাজার শরীর ল'য়ে করিল দাহন।
নৃপতি-বিচ্ছেদে সবে নিরানন্দ-মন ॥
শ্রাদ্ধ-শান্তি করিলেক শাস্ত্রের বিধানে।
ভূমিদান ধেনুদান করে দ্বিজগণে ॥
ইহা দেখি কন্যা তবে স্বস্থানে চলিল।
বাদ্য বাজাইয়া সবে নগরে ঘোষিল ॥
স্ত্রীর সহ সত্য নাহি করিবে কখন।
স্ত্রীর বাক্য কদাচিৎ না কর গ্রহণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● চন্দ্র কর্ত্তৃক গুরুপত্নী-হরণ ও বুধের জন্ম বৃত্তান্ত

ভীষ্ম বলিলেন, রাজা, করহ শ্রবণ।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব এখন ॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত বিখ্যাত সংসারে।
শ্রদ্ধা-ভক্তি করি ব্রত যে-জন আচরে ॥
সর্ব্বকাম-ফল লভে, নাহিক সংশয়।
পূর্ব্বে কহিয়াছি আমি এ-সব নির্ণয় ॥
ইতিহাস কহি এক, শুন দিয়া মন।
চন্দ্রকেতু রাজা ছিল ইক্ষ্বাকু-নন্দন ॥
চন্দ্রের নন্দিনী সেই পতিব্রতা সতী।
চন্দ্রাবতী-নামে কন্যা তাহার যুবতী ॥
শাপহেতু জন্ম নিল নীলধ্বজ-ঘরে।
চন্দ্রাবতী-নাম হৈল, বিখ্যাত সংসারে ॥

এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ, ইহার কারণ॥
চন্দ্রের কন্যারে শাপ দিল কোন্ জন।
মর্ত্ত্যলোকে জন্মে সেই কিসের কারণ॥
ভীষ্ম বলিলেন, রাজা, কর অবধান।
পড়িবারে যায় চন্দ্র বৃহস্পতি-স্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ দ্বিজ অঙ্গিরা-তনয়।
নানাশাস্ত্র চন্দ্রেরে পড়ান অতিশয়।
ব্যাকরণ-শ্রুতি-স্মৃতি-আদি শাস্ত্রগণ।
কতদিন জীবস্থানে করিল পঠন॥
জীবের রমণী যেই তারকা নামেতে।
মোহিত হইল চন্দ্র তাহার রূপেতে॥
কামে বশ হ'য়ে গুরু-পত্নী না মানিল।
প্রবন্ধ-মায়ায় তারে হরিয়া লইল॥
তাহারে লইয়া গেল আপন ভবন।
চিরকাল তারা-সহ করিল রমণ॥
সত্যলোকে গিয়াছিল গুরু বৃহস্পতি।
যজ্ঞ সাঙ্গ করি গৃহে আসে মহামতি॥
পুরলোক-স্থানে শুনি এ-সব কথন।
সুধাকর গুরুপত্নী করিল হরণ॥
ক্রুদ্ধ হ'য়ে গেল গুরু চন্দ্রের সদন।
বলিল, পাপিষ্ঠ, তুই বড়ই দুর্জ্জন॥
বৃথা শাস্ত্র মম স্থানে করিলি পঠন।
গুরুপত্নী হরি পাপ করিলি অর্জ্জন॥
মদগর্ব্বে নাহি দেখ আপন অপায়।
কলঙ্ক হইবে আজি হৈতে তোর গায়॥
আর মম বাক্য এক শুনরে অধম।
মম শাপে মর্ত্ত্যলোকে হইবে জনম॥
কুরুবংশে ধনঞ্জয় পাণ্ডুর কুমার।
তাহার ঔরসে জন্ম হইবে তোমার॥
কৃষ্ণের ভাগিনা হবে সুভদ্রা-গর্ভেতে।
অল্পদিনে শাপমুক্ত হইবে তাহাতে॥
এত শুনি চন্দ্র তবে হৈল ক্রুদ্ধমন।
গুরুরে শাপিল মহাক্রোধে সেইক্ষণ॥
নিজ-বশ নহে আত্মা, পরবশ হয়।
জানিয়া আমারে শাপ দিলে মহাশয়॥
তোমারে ত আমি শাপ দিব সে-কারণ।
পক্ষিযোনি-মধ্যে জন্ম লভিবে এখন॥
গৃধিনী-নামেতে পক্ষী অবশ্য হইবে।
চিরদিন ভোগ ভুঞ্জি শাপে মুক্ত হবে॥
এত শুনি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্ম নরপতি।
কিরূপেতে পক্ষিযোনি পায় বৃহস্পতি॥
কত দিন গতে হৈল শাপ-বিমোচন।
কহ শুনি পিতামহ, সব বিবরণ॥
গাঙ্গেয় বলেন, ভূপ, করহ শ্রবণ।
চন্দ্রের বচন কভু না হয় খণ্ডন॥
গৃধ্র-পতগেতে জন্ম হৈল বৃহস্পতি।
বৃন্দারক-গিরি-তটে করিল বসতি॥
পরম কৌতুকে রহে ভার্য্যার সংহতি।
কতদিনে বিহগিনী হৈল গর্ভবতী॥
চারিগুটি ডিম্ব কত দিনে প্রসবিল।
ডিম্ব ফুটি চারি শিশু তাহাতে জন্মিল॥
দুইগুটি পুত্র হৈল দুইগুটি সুতা।
স্বামীসহ বিহঙ্গিনী হৈল আনন্দিতা॥
সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিশু দেখি চারি জন।
বাৎসল্য করিয়া দোঁহে করয়ে পালন॥
ক্ষণেক না ছাড়ে দোঁহে শিশুর সংহতি।
নানা-উপচার-ভোগে পালে নিতি নিতি॥
এইরূপে কত-দিন আনন্দ-কৌতুকে।
ভার্য্যা-পুত্র-সহ পক্ষী বঞ্চে নানা সুখে॥
একদিন দৈববশে আহার-কারণে।
একেশ্বর পক্ষিবর যায় ঘোর বনে॥
ভার্য্যারে রাখিয়া ঘরে শিশুর রক্ষণে।
আহার-কারণে গেল দণ্ডক-কাননে॥
হেনকালে এক ব্যাধ আসিল সে-স্থান।
পক্ষীরে দেখিয়া অস্ত্র করিল সন্ধান॥
অল্পমাত্র অস্ত্রক্ষত হইল শরীরে।
উড়িয়া পড়িল পক্ষী রেবানদী-তীরে॥

শূন্য এক দেবালয় ছিল সেইস্থলে।
তাহার ভিতরে গেল, ক্ষতে অঙ্গ জ্বলে ॥
পশ্চাতে দেখিল ব্যাধ আসিল সত্বর।
শীঘ্রগতি পশে দেবালয়ের ভিতর ॥
বাণেতে পীড়িত পক্ষী, উড়িবারে নারে।
ফিরি ফিরি ভ্রমে পক্ষী, ধরিতে না পারে ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ করে দেবালয়।
তবে মহাক্রুদ্ধ ব্যাধ হৈল অতিশয় ॥
পুনরপি দিব্য অস্ত্র করিল প্রহার।
বাণাঘাতে তনুত্যাগ হইল তাহার ॥
পক্ষী ল'য়ে গৃহে ব্যাধ গেল হৃষ্টচিত্তে।
বিষ্ণু-প্রদক্ষিণ-ফল লভিল তাহাতে ॥
সেই পুণ্যে শাপে মুক্ত হৈল সেইক্ষণ।
দিব্যমূৰ্ত্তি ধরি চলে বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা, কহিনু তোমারে।
গুরুশিষ্যে দোঁহে শাপ দিলেন দোঁহারে ॥
গর্ভবতী ভার্য্যারে দেখিয়া বৃহস্পতি।
ক্রুদ্ধচিত্তে তার প্রতি বলে মহামতি ॥
অবলা স্ত্রীজাতি তুমি, কি বলিব আর।
মম বাক্যে এই গর্ভ করহ সংহার ॥
তবে সে লইব তোমা আপন ভবনে।
শীঘ্রগতি গর্ভত্যাগ কর এই ক্ষণে ॥
ভয়েতে আকুল প্রসবিল সেইক্ষণ।
এক গুটি সুতা হৈল, একটি নন্দন ॥
দেখি হরষিত জীব কহেন তখন।
মম কন্যা-পুত্র এই, বিধির সৃজন ॥
চন্দ্র বলে, মম পুত্র-কন্যা এ হইল।
আমার ঔরসে জন্ম সকলে জানিল ॥
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করে দুই জন।
জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব পদ্মাসন ॥
শীঘ্রগতি সেই স্থলে করিয়া গমন।
দ্বন্দ্ব-নিবারণ-হেতু কহেন বচন ॥
আমার বচনে দ্বন্দ্ব কর নিবারণ।
কন্যাপুত্র-দ্বয়ে জিজ্ঞাসহ বিবরণ ॥
যাহার ঔরসে জন্ম, কহিবে কাহিনী।
এত শুনি জিজ্ঞাসা করেন নিশামণি ॥
কাহার ঔরসে জন্ম নিলে দুইজন।
মিথ্যা না কহিবে, সত্য কহিবে বচন ॥
নন্দিনী কহিল, দেব কর অবধান।
যার ক্ষেত্র, তার পুত্র, শাস্ত্রের বিধান ॥
এত শুনি ক্রোধ করি বলে শশধর।
মম শাপে নরলোকে হও লোকান্তর ॥
নরলোকে গিয়া জন্ম লভহ আপনি।
নীলধ্বজ-ঔরসেতে জন্মিবে নন্দিনী ॥
সেইক্ষণে লোকান্তর হইল তাহার।
তবে চন্দ্র জিজ্ঞাসিল চাহিয়া কুমার ॥
কহ সত্য, জন্ম তব কাহার ঔরসে।
মিথ্যা না কহিবে, সত্য কহিবে বিশেষে ॥
এত শুনি করযোড়ে বলয়ে বচন।
তোমার ঔরসে জন্ম, তোমার নন্দন ॥
এত শুনি পুত্রে চন্দ্র করিল চুম্বন।
কোলে করি নিজ গৃহে লইল নন্দন ॥
বুধ বলি নাম তার ঘোষয়ে জগতে।
তারারে লইয়া গুরু গেল সুস্থচিত্তে ॥
সত্যলোকে প্রজাপতি করিল গমন।
খণ্ডন না যায় কভু চন্দ্রের বচন ॥
নীলধ্বজ-গৃহে কন্যা জন্ম আসি নিল।
চন্দ্রাবতী নাম তার নৃপতি রাখিল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনি নর তরে ভববারি ॥

● চান্দ্রায়ণ ব্রতোপলক্ষে চন্দ্রকেতু রাজার উপাখ্যান

ভীষ্মদেব বলে, শুন, ওহে নরপতি।
যুবতী হইল ক্রমে চন্দ্রাবতী সতী ॥
ভুবনে বিখ্যাত নীলধ্বজ নরবর।
কন্যার যৌবন দেখি কৈল স্বয়ম্বর ॥

পৃথিবীর রাজগণে বরিয়া আনিল।
ইন্দ্রের সদৃশ সভা শোভিত হইল॥
একে একে কন্যা নিরখিল রাজগণে।
চন্দ্রকেতু-ভূপে দেখি পীড়িল মদনে॥
গলে মাল্য দিয়া তারে করিল বরণ।
কন্যা ল'য়ে গেল রাজা আপন ভবন॥
গুণে মহাগুণী রাজা, প্রতাপে তপন।
শীলতায় চন্দ্র যেন তেজে বৈশ্রবণ॥
এক ভার্য্যা বিনা রাজা অন্য নাহি জানে।
উর্ব্বশী সহিত যেন বুধের নন্দনে॥
চান্দ্রায়ণ মহাব্রত আচরে নৃপতি।
নিরাহারে এক মাস ভার্য্যার সংহতি॥
যেই দিনে ব্রত সাঙ্গ হবে সমাধান।
সেইদিনে চন্দ্রাবতী করে ঋতুস্নান॥
চন্দ্রাবতী-রূপে দীপ্ত করে ত্রিভুবন।
দেখিয়া নৃপতি-মন পীড়িল মদন॥
ব্রতভঙ্গ করি রাজা করিল রমণ।
বহুমতে চন্দ্রাবতী করিল বারণ॥
কামে বশ হ'য়ে রাজা না শুনিল বাণী।
পঞ্চত্ব পাইল সেই পাপে নৃপমণি॥
স্বামীর মরণে কন্যা কান্দিল অপার।
ধর্ম্মকেতু-নামে তার হইল কুমার॥
পাত্র-মিত্রগণ যত করিয়া যুকতি।
ছত্র-দণ্ড দিয়া তারে করিল নৃপতি॥
ভীষ্ম বলিলেন, শুন, ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু রাজা যদি ত্যজিল জীবন॥
দুই যমদূত আসি করিল বন্ধন।
চন্দ্রকেতু নৃপে নিল যমের ভুবন॥
কপট করিয়া যম জিজ্ঞাসিল তারে।
তোমা-সম নাহি কেহ ধার্ম্মিক সংসারে॥
কিছুমাত্র অল্প পাপ আছয়ে তোমার।
ব্রত সাঙ্গ দিনে তুমি করিলে শৃঙ্গার॥
আগে পাপভোগ কিবা করিবে আপন।
কিংবা পুণ্যভোগ তুমি করিবে রাজন্॥

এত শুনি কহে রাজা ভাবি নিজ চিতে।
অল্প পাপ থাকে যদি, ভুঞ্জিব অগ্রেতে॥
ধর্ম্মরাজ বলে, জন্ম গৃধ্রের যোনিতে।
হীনপক্ষী হ'য়ে থাক কৌণ্ডিন্য-পুরেতে॥
গৃধ্রপক্ষী হ'য়ে জন্ম লভিল রাজন্।
চন্দ্রাবতী শুনিলেন এ-সব কথন॥
বাপের বাড়ীতে কন্যা গেল দুঃখমন।
জনকেরে নিবেদিল সর্ব্ব বিবরণ॥
শুনি নীলধ্বজ রাজা হৈল সচিন্তিত।
যুক্তি কৈল রাজ-পুরোহিতের সহিত॥
যুক্তি করি চাহি তবে বলিল কন্যারে।
স্বয়ম্বর করি পুনঃ বর অন্য বরে॥
কন্যা বলে, হেন বাক্য না বলিহ আর।
আপনার দেহ আমি করিব সংহার॥
কৌণ্ডিন্য-নগরে যদি না পাঠাও মোরে।
নারীহত্যা দিব তবে তোমার উপরে॥
শুনি রাজা ভৃত্যগণ দিলেন সংহতি।
কৌণ্ডিন্য-নগরে পুনঃ গেল চন্দ্রাবতী॥
গৃধ্ররূপে দেখি কন্যা আপন স্বামীরে।
বিলাপ করিয়া কান্দে অনেক-প্রকারে॥
ক্রন্দন নিবর্ত্তি তবে বলয়ে বচন।
কি-কারণে ব্রতভঙ্গ করিলে রাজন্॥
তার ফল ভুঞ্জ তুমি, নাহিক এড়ান।
কেমনে তোমারে আমি পাব মতিমান্॥
ধর্ম্মরাজ তব হেন করিলেক গতি।
আজি আমি শাপ দিব ধর্ম্মরাজ-প্রতি॥
এতেক বলিয়া জল লইলেক হাতে।
শাপভয়ে ধর্ম্ম তথা আসিল সাক্ষাতে॥
করযোড়ে কন্যা-প্রতি বলয়ে বচন।
আমারে শাপিতে মাতা, চাহ কি-কারণ॥
তব স্বামী চন্দ্রকেতু হেন কৈল মন।
ব্রতসাঙ্গদিনে তোমা করিল রমণ॥
সে-কারণে পাপ তার হৈল অতিশয়।
যাহা করি, তাহা ভুঞ্জি, নাহিক সংশয়॥

আমার বচনে কোপ কর নিবারণ।
পাপে মুক্ত তব স্বামী হইবে এখন ॥
গৃধ্র-মূর্ত্তি ত্যজি এবে নিজ-মূর্ত্তি হবে।
নাহিক সংশয়, আজি নিজ স্বামী পাবে ॥
এতেক বলিতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল।
গৃধ্ররূপ ত্যজি রাজা দিব্য-মূর্ত্তি হৈল ॥
দেবের আকৃতি হৈল কন্যা চন্দ্রাবতী।
দেবরথ পাঠাইল দেব-শচীপতি ॥
রথে চড়ি স্বর্গে দোঁহে করিল গমন।
কহিনু পুরাণ-কথা ধর্ম্মের নন্দন।
চন্দ্রকেতু-উপাখ্যান শুনে যেই জন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়, ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্ ॥

অষ্টমী ব্রত-মাহাত্ম্যে সুবাহু রাজার উপাখ্যান

ভীষ্ম বলিলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
আর কিছু ব্রতকথা শুন দিয়া মন ॥
অষ্টমী-নামেতে ব্রত পার্ব্বতী-সেবনে।
জন্ময়ে অক্ষয় পুণ্য, বেদেতে বাখানে ॥
আশ্বিনের শুক্লপক্ষ অষ্টমীর দিনে।
শিব-দুর্গা-আরাধনা করে যেই জনে ॥
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই, নাহিক সংশয়।
ইতিহাস-কথা কহি, শুন মহাশয় ॥
কহিলেন পূর্ব্বে যাহা ব্যাস মুনিবর।
শুনিয়া বিস্মিত মম হইল অন্তর ॥
সেই কথা কহি রাজা, কর অবগতি।
সুবাহু-নামেতে এক আছিল নৃপতি ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
ব্রাহ্মণেরে নানা দান দেয় অবিরত ॥
ভূমিদান রত্নদান গোধন কাঞ্চন।
যেই যাহা মাগে, তাহা দেয় অনুক্ষণ ॥
বিচিত্র আরাম এক করিয়া রচন।
বিপ্রে পূজে দিয়া মাল্য অগুরু চন্দন ॥
এই মতে বহুদিন পূজিল ব্রাহ্মণে।
দৈববশে কতকালে পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে ॥
কোটি কোটি বিপ্রগণে করি নিমন্ত্রণ।
দিব্যভোগে সবাকারে করিল তোষণ ॥
দক্ষিণা দিলেন যথোচিত দ্বিজগণে।
আশীর্ব্বাদ করি সবে গেল নিজস্থানে ॥
অন্তঃপুরে যান রাজা ভোজন-কারণ।
হেনকালে দেখ এক দৈবের ঘটন ॥
সেইকালে এক দ্বিজ সুদেব-নামেতে।
আসিয়া করিল যাচ্ঞা সুবাহু সাক্ষাতে ॥
যথোচিত দান মোরে দেহ নরবর।
কালবশে হৈল রাজা ক্রোধিত-অন্তর ॥
কালে যাহা করে, তাহা কে খণ্ডিতে পারে।
অন্ন-বস্ত্র-আদি দান দিল ব্রাহ্মণেরে ॥
তাহা পেয়ে তুষ্ট হ'য়ে চলে দ্বিজ ঘরে।
ক্রোধচিত্তে নরপতি গেল অন্তঃপুরে ॥
এই হেতু মহাপাপ ফলিল রাজনে।
কতদিনে নরপতি দেখে পুষ্পবনে ॥
প্রত্যহ গন্ধর্ব্ব আসি পুষ্প হরি লয়।
ক্রোধচিত্ত নরপতি, পুষ্প নাহি পায় ॥
অল্প পুষ্প বিকসিত হয় ত কানন।
পুষ্পমাল্যে নারে দ্বিজে করিতে তোষণ ॥
ভাবিয়া নৃপতি তবে রক্ষক রাখিল।
কোন্ জন তোলে পুষ্প, লক্ষিতে নারিল ॥
মনুষ্যের শক্তি নহে, জানিল কারণে।
আপনি রহিল রাজা পুষ্পের রক্ষণে ॥
পুষ্প তুলিবারে আসে গন্ধর্ব্বের পতি।
পুষ্পবনে অন্ন-বৃষ্টি বরিষয়ে অতি ॥
অন্ন-বৃষ্টি দেখি রাজা সচিন্তিত-মন।
সেই রাত্রি রহে তথা জানিতে কারণ ॥
প্রাতঃকালে নরপতি দেখে গন্ধর্ব্বেরে।
নিকটে আসিয়া রাজা জিজ্ঞাসিল তারে ॥

কি নাম ধরহ তুমি, কোথায় বসতি।
কোন্ হেতু পুষ্প আসি হর নিতি নিতি ॥
আমাকে সম্ভ্রম কিছু নাহি কর মনে।
আজি সে উচিত শাস্তি পাবে মম স্থানে ॥
গন্ধর্ব্ব বলিল, মম স্বর্গেতে বসতি।
পুষ্পধর নাম মম, বিদ্যাধর-জাতি ॥
সুবেশ করিব যত বিদ্যাধরীগণ।
এইহেতু পুষ্প আমি করি যে হরণ ॥
আজি হৈতে মিত্র তুমি হইলে আমার।
কোন্ কার্য্য সাধি দিব কহত তোমার ॥
এক যে বিস্ময় বড় হৈল মোর মনে।
নিত্য নিত্য পুষ্প হরি আমি এ-কাননে ॥
এক অপরূপ বড় দেখি হে রাজন্।
কালি হ'তে অন্ন কেন হয় বরিষণ ॥
এখনহ অন্নবৃষ্টি হয় ঘনে-ঘন।
রাত্রি বঞ্চিলাম আমি জানিতে কারণ ॥
হেতু যদি জান রাজা, বলহ আমারে।
এত শুনি নরপতি কহিছে তাহারে ॥
কোথা অন্নবৃষ্টি হয়, না পাই দেখিতে।
মিথ্যা বলি কেন তুমি ভাণ্ডাহ আমাতে ॥
বিদ্যাধর বলে, মিথ্যা হইবে কেমনে।
দিব্যচক্ষু দিয়া তুমি দেখহ নয়নে ॥
এত শুনি দিব্যচক্ষে চাহে নরনাথ।
অন্ন-বরিষণ দেখে করি দৃষ্টিপাত ॥
পূর্ব্বের কারণ তার হইল স্মরণ।
গন্ধর্ব্বে চাহিয়া বলে, শুন বিবরণ ॥
এককালে দৈবে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে।
অন্ন-বস্ত্র-আদি দান দিলাম ব্রাহ্মণে ॥
সেই হ'তে অন্নবৃষ্টি হয় ত কাননে।
যাহা দেই, তাহা পাই, এ নহে এড়ানে ॥
ইহলোকে হেনরূপ দেখিনু সাক্ষাতে।
পরলোকে ততোধিক হইবে নিশ্চিতে ॥
তারপর বিদ্যাধর, শুনহ এক্ষণে।
যে-কালেতে অন্নদান দিলাম ব্রাহ্মণে ॥
ক্রোধ-মনে ব্রাহ্মণেরে দিনু অন্নদান।
এ-পাপ নরক হৈতে নাহিক এড়ান ॥
এক নিবেদন করি শুনহ আমার।
এ-পাপে যেমতে তরি, করিবে প্রকার ॥
এত শুনি বিদ্যাধর গেল সুরপুরে।
কহিল রাজার বার্ত্তা ইন্দ্রের গোচরে ॥
শুনিয়া হাসিয়া ইন্দ্র বলয়ে বচন।
যত পুণ্য করিল সে, না হয় কথন ॥
পুণ্যফলে আসিবেক স্বর্গে মতিমান্।
আগে হ'তে তার তরে ক'রেছি উদ্যান ॥
কনক-প্রাচীর দেখ, সুবর্ণের ঘর।
সুবর্ণ-পালঙ্ক-শয্যা দেখ মনোহর ॥
পুরীর সম্মুখে গিরি দেখ বিদ্যমান।
ভক্ষণ-সামগ্রী দেখ অদ্ভুত-বিধান ॥
এত শুনি বিদ্যাধর হেতু জিজ্ঞাসিল।
রাজভোগ-হেন দ্রব্য কি-হেতু হইল ॥
ইন্দ্র বলে, শুন বলি পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাপাপ অর্জ্জিল সুবাহু নৃপমণি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ-দিনে এক ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণে।
অন্নদান করিলেক অত্যন্ত যতনে ॥
একগুণ দিলে এথা হয় সপ্তগুণ।
অন্নদান-হেতু এই, শুনহ নিপুণ ॥
যাহা দেয়, তাহা ভুঞ্জে, নাহিক এড়ান।
তার ভক্ষ্য-হেতু সব রাখি মতিমান্ ॥
কিন্তু আর এককথা শুন বিদ্যাধর।
যখন ব্রাহ্মণে দান দিল নৃপবর ॥
ক্রোধ করি অন্নদান দিলেক ব্রাহ্মণে।
সে-পাপ ভুঞ্জিতে হবে যমের সদনে ॥
এত শুনি সবিস্ময় হৈল বিদ্যাধর।
করযোড়ে কহে পুনঃ ইন্দ্রের গোচর ॥
সুবাহুর সঙ্গে মম মিত্রতা হইল।
বিনয় করিয়া রাজা আমারে কহিল ॥
এই পাপভোগ তুমি খণ্ডাবে আমার।
তাহার অগ্রেতে আমি কৈনু অঙ্গীকার ॥

হেন পাপভোগ সখা ভুঞ্জিবে আপনে।
সাক্ষাতে কেমনে আমি দেখিব নয়নে ॥
ইহার প্রকার মোরে কহ মহাশয়।
ইথে মুক্ত নরপতি কোন্ মতে হয় ॥
ইন্দ্র বলে, তার এক আছয়ে উপায়।
শীঘ্রগতি গিয়া তুমি কহিবে রাজায় ॥
অষ্টমীর উপবাস পার্ব্বতী-সেবনে।
রাজার নগরে করি থাকে যেই জনে ॥
তার অঙ্গ সেইদিন পরশ করিবে।
স্নান করি ব্রতী হ'য়ে তপ আরম্ভিবে ॥
কাটিয়া অঙ্গের মাংস রাখিবে রুধিরে।
শিব-দুর্গা পূজিবেক এক-সংবৎসরে ॥
বৎসর হইলে পূর্ণ ব্রত সাঙ্গ করি।
বেদবিজ্ঞ-দ্বিজগণে আনিবে আদরি ॥
অন্নদান ভূমিদান দ্বিজগণে দিবে।
আজ্ঞা ল'য়ে পশ্চাতে সে ভোজন করিবে ॥
তবে ত তাহার পাপ হইবে খণ্ডন।
গন্ধর্ব্ব এতেক শুনি হৈল হৃষ্টমন ॥
কহিল এ-সব গিয়া রাজার গোচরে।
শুনি নরপতি তবে ভ্রমিল নগরে ॥
অষ্টমীর উপবাসী কারে না দেখিল।
অনেক ভ্রমিয়া রাজা চিন্তিত হইল ॥
নগর-বাহিরে এক বেশ্যার মন্দিরে।
স্ত্রী-পুরুষে কোন্দল করিছে বহুতরে ॥
নিরাহারা আছে তারা অষ্টমী-দিবসে।
রাজা গিয়া তার অঙ্গ তখনি পরশে ॥
ব্রতী হ'য়ে বৎসরেক পার্ব্বতী পূজিল।
মহাপাপভোগ হৈতে নৃপতি তরিল ॥
দান ধ্যান বহুতর করিল রাজন্।
অন্তে তনু ত্যজি গেল বৈকুণ্ঠ-ভুবন ॥
অষ্টমীর উপবাস পুণ্যব্রত গণি।
কহিনু পুরাণ-কথা, শুন নৃপমণি ॥
শোক দূর করি রাজা, স্থির কর মন।
স্বধর্ম্মেতে রাজকর্ম্ম করহ পালন ॥
অষ্টমীর ব্রতকথা শুনে যেইজন।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই, ব্যাসের বচন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি ॥

——

একাদশীর ব্রতোপলক্ষে যজ্ঞমালীর উপাখ্যান

কহেন গঙ্গার পুত্র কুন্তীর কুমারে।
আর কিছু ব্রতকথা কহিব তোমারে ॥
একাদশী-ব্রতকথা সর্ব্বব্রত-সার।
অবহিত হ'য়ে শুন ধর্ম্মের কুমার ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি একাদশী-অনুষ্ঠানে।
পারণাদি অতঃপর শুন এক মনে ॥
শুদ্ধচিত্তে এ-ব্রত যে করে আচরণ।
সর্ব্বদুঃখে তরে সেই, পাপ-বিমোচন ॥
প্রাতঃকালে স্নান করি একাদশী-দিনে।
ধৌতবস্ত্র পরি তৈলগ্রহণ-বর্জ্জনে ॥
সেইরূপে জনার্দ্দনে করিয়া স্থাপন।
ত্রিকোণ করিয়া করি আসন-রচন ॥
পূর্ব্বমুখ হ'য়ে ব্রতী বসিবে আসনে।
শুদ্ধচিত্তে আরাধিয়া দেব-নারায়ণে ॥
ন্যাস-মন্ত্র পড়ি স্নান, জপ নমস্কার।
মূলমন্ত্র জপি ধ্যান করি আরবার ॥
তদন্তরে নানা পুষ্পে পূজিবে বিধানে।
হৃদয়-কমলোপরি রাখি নারায়ণে ॥
তদন্তরে নৈবেদ্যাদি নানা উপচারে।
ভক্তিভরে পুনরপি পূজিবে আচারে ॥
নৈবেদ্য তুলসী দিয়া করি নিবেদন।
পূজা-অনুসারে তবে করি বিসর্জ্জন ॥
বাঁটিয়া দিবেক অবশেষে ভক্তগণে।
শিরে কর ধরি করি পূজা-সমাধানে ॥
পরদিন প্রাতঃকালে স্নান-দান করি।
নানাবিধ উপচারে পূজিবে শ্রীহরি ॥

পূজা সমাধান করি দিয়া বিসর্জ্জন।
তদন্তরে দ্বিজগণে করাবে ভোজন ॥
নিজবন্ধুবান্ধবাদি যত জ্ঞাতিগণ।
সবাকারে আনিবেক করি নিমন্ত্রণ ॥
পারণা করিবে যত বন্ধুগণ ল'য়ে।
ব্রত সমাপিবে তবে সাবধান হ'য়ে ॥
এইরূপে পূজা করি যে সেবে শ্রীহরি।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হ'য়ে যায় বিষ্ণুপুরী ॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস-কথা কহিনু তোমাতে।
একাদশী-দিনে উপবাস হৈল যাতে ॥
গালব মুনির পিতা-পুত্রের সংবাদ।
একাদশী করি তার ঘুচিল প্রমাদ ॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
পুরাণ-সম্মত কথা, ব্যাসের বচন ॥
মুনি বলে, অবধানে শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্মের তনয় ॥
চিত্তগত-ভ্রান্তি গেল, শান্ত হৈল তনু।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন কুন্তী-অঙ্গজনু ॥
কোন্ প্রকারেতে ভক্তি সাধি দামোদরে।
কিবা ভক্তি সাধিলে কি ফল পায় নরে ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন পূজা আত্ম-নিবেদন।
দাস্যভাব সখ্যভাব চরণ-বন্দন ॥
বিষ্ণুর মন্দির যেবা করয়ে মার্জ্জন।
দাস্যভাব করিয়া যে ভজে নারায়ণ ॥
তাহার কি ফল হয়, কহ মহাশয়।
নিতান্ত উদ্বেগ চিত্তে, খণ্ডাহ সংশয় ॥
ভীষ্ম কন, ভাল জিজ্ঞাসিলে নৃপমণি।
অবধান কর, কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দেবমালী নামে বিপ্র ছিল শান্তিপুরে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ, বিদিত সংসারে ॥
যজন-যাজন-কৃষি বাণিজ্য-ব্যাপারে।
সঞ্চয় করিল ধন বিবিধ-প্রকারে ॥
এইরূপে নানাসুখে বঞ্চে তপোধন।
অপত্য-বিহীন দ্বিজ, সদা দুঃখীমন ॥
একদিন ভার্য্যাসহ বসি তপোধন।
পুত্রাভাবে নানাবিধ করয়ে শোচন ॥
পুত্রহীন জন্ম বৃথা বেদের বচন।
ইহকালে দুঃখ, অন্তে নরকে গমন ॥
দুগ্ধহীন গাভী-সম পুত্রহীন জন।
এইরূপে দ্বিজ বহু করিল শোচন ॥
ভাবিতে ভাবিতে তার যুবাকাল গেল।
তথাপি তাহার ভাগ্যে অপত্য না হৈল ॥
চিন্তায় আকুল পুত্রহীন তপোধন।
নারদ জানিয়া দেখা দিলেন তখন ॥
নারদে দেখিয়া মুনি কৈল আবাহন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কৈল চরণ-বন্দন ॥
দেবমালী দ্বিজবরে পুছে তপোধন।
কহ মুনিবর, কেন বিরস-বদন ॥
করযোড় করি দ্বিজ করে নিবেদন।
সর্ব্বতত্ত্ব-জ্ঞাত তুমি মহাতপোধন ॥
চরাচরে হইয়াছে, যেবা হইবেক।
ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, জানহ প্রত্যেক ॥
নারদ কহেন মন বুঝিয়া তাহার।
সন্দেহ না কর দ্বিজ, হইবে কুমার ॥
অচিরে হইবে তব দুইটি নন্দন।
এত বলি নিজস্থানে যান তপোধন ॥
দেবমালী মহাযজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
যজ্ঞ ভেদি উঠে তবে দুইটি নন্দন ॥
পরম-সুন্দর শিশু অতি-সুলক্ষণ।
দেখি আনন্দিত মনে ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥
যজ্ঞে জন্মহেতু নাম যজ্ঞমালী হৈল।
সুমালী বলিয়া নাম কনিষ্ঠে রাখিল ॥
যজ্ঞমালী জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মশীল হৈল।
সুমালী কনিষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ জন্মিল ॥
কত দিনে যোগ্য হৈল দুইটি নন্দন।
তদন্তরে দেবমালী দৃঢ় করি মন ॥
সংসার-বাসনা-সুখ ছাড়িতে ইচ্ছিল।
আপন অর্জ্জিত ধন যতেক আছিল ॥

সমান করিয়া ভাগ দিল দুই সুতে।
অরণ্যে প্রবেশ কৈল ভার্য্যার সহিতে ॥
জটাচীর পরিধান হইয়া তপস্বী।
নর্ম্মদার তীরে গিয়া উত্তরিল ঋষি ॥
জানন্তি-নামেতে তথা রহে তপোধন।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ, ত্রিকালজ্ঞ বিচক্ষণ ॥
বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ, হরিনামে রত।
চতুর্দ্দিকে শিষ্যগণ শোভে অগণিত ॥
তার কাছে আসি উত্তরিল তপোধন।
দেখিয়া জানন্তি-মুনি কৈল অভ্যর্থন ॥
অতিথি-বিধানে পূজা করিয়া সাদরে।
জানন্তি জিজ্ঞাসে সেই অভ্যাগত নরে ॥
কোথা হৈতে আগমন, কোথায় নিবাস।
কোন্ প্রয়োজনে আসিয়াছ মম পাশ ॥
এত শুনি বলে ঋষি করিয়া প্রণাম।
ভৃগুবংশে জন্ম মম দেবমালী নাম ॥
যোগ সাধিবারে আসিলাম তব স্থান।
কৃপা করি মোরে দেব, দেহ তত্ত্বজ্ঞান ॥
কিরূপে তরিব আমি এ-ঘোর সংসার।
কাহা হৈতে সংসার-বন্ধনে হব পার ॥
কহ, কি আশ্রয় করি ভবেতে তরিব।
কিরূপেতে পুনর্জন্ম-দোষ খণ্ডাইব ॥
কহ মুনিবর, মোরে যদি কর দয়া।
তোমার প্রসাদে যেন তরি ভবমায়া ॥
এতেক বচন শুনি কহে তপোধন।
ত্রিদশের নাথ বিষ্ণু নিত্য-সনাতন ॥
তাঁহার আশ্রয় কৈলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
সংসার হইতে তরে ঘোর যমদণ্ডে ॥
তাঁহার আশ্রয়-বিনা গতি নাহি আর।
সেই ব্রহ্মসনাতন সংসারের সার ॥
তাঁরে ভজ, তাঁরে পূজ, তাঁরে কর স্তুতি।
তাঁরে সেবা কর, তাঁরে করহ ভকতি ॥
নাম-গুণ-শ্রবণাদি কর অনুক্ষণ।
সংসার তরিতে এই কহিনু লক্ষণ ॥

এত শুনি আনন্দিত হৈল দেবমালী।
প্রদক্ষিণ করি বিপ্র তথা হৈতে চলি ॥
ভার্য্যাসহ উত্তরিল যমুনার তীরে।
স্তুতিভক্তি হৃদে করি পূজে দামোদরে ॥
একান্ত ভকতি করি কৃষ্ণে আরাধিল।
যোগে তনু ছাড়ি বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল ॥
চিতা করি তার ভার্য্যা জ্বালিল আগুনি।
পতিসঙ্গে বিষ্ণুলোকে গেল সুবদনী ॥
যজ্ঞমালী সুমালী যে পুত্রদ্বয় তার।
মহামতি যজ্ঞমালী ধর্ম্ম-অবতার ॥
পিতার যতেক ধন সঞ্চিত আছিল।
নানাবিধ দান দিয়া পুণ্যকর্ম্ম কৈল ॥
তড়াগ পুকুর কূপ দিল স্থানে স্থানে।
বিচিত্র মন্দির ঘর দিল নারায়ণে ॥
নানাবিধ ধ্যানযোগে দেবে আরাধিল।
দাস্যভাব করি কৃষ্ণচরণ সেবিল ॥
দেখিয়া সকল জীব সমান আপন।
নিজ হস্তে কৈল হরিমন্দির-মার্জ্জন ॥
এইরূপে যজ্ঞমালী পুণ্য উপার্জ্জিল।
পুত্র-পৌত্র বৃদ্ধি হ'য়ে আনন্দে রহিল ॥
সুমালী পাপিষ্ঠ বড় কৈল অনাচার।
পিতার সঞ্চিত ধন যত ছিল তার ॥
অসতে মজাল সব, সতে নাহি দিল।
বৃষলীর বশ হ'য়ে সব নষ্ট কৈল ॥
অবশেষে চুরি-হিংসা-পরিবাদ কৈল।
যত ধন ছিল, এইরূপে মজাইল ॥
যার পায়, তার ধন চুরি করি আনে।
পশুহিংসা জীবহিংসা করে অনুক্ষণে ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি বিষণ্ণ-বদন।
জ্যেষ্ঠ ভাই যজ্ঞমালী সহ-জ্ঞাতিগণ ॥
একদিন যজ্ঞমালী নিভৃতে বসিয়া।
বিধিমতে বুঝাইল অনেক কহিয়া ॥
না শুনিল তার বাক্য, ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
চুলে ধরি সহোদরে মারিল সঘনে ॥

হাহাকার শব্দ হৈল পুরীর ভিতরে।
যতেক নগরবাসী আসিল সত্বরে ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি সবে ক্রুদ্ধ হৈল।
মহাপাশে সুমালীরে বান্ধিয়া ফেলিল ॥
তর্জ্জন-গর্জ্জন বহু করিল তাড়ন।
অনেক-প্রকার কৈল নগরের জন ॥
দয়াশীল যজ্ঞমালী দয়া উপজিল।
ভ্রাতৃস্নেহ-হেতু তারে মুক্ত করি দিল ॥
দুঃখিত দেখিয়া তারে ক্ষমা দিল চিত্তে।
কুলের বাহির তবে করিল দুর্ব্বৃত্তে ॥
এইরূপে কতকাল করিল যাপন।
হেনকালে দোঁহাকার হইল মরণ ॥
ধর্ম্ম-আত্মা যজ্ঞমালী ধর্ম্মপরায়ণ।
বিমান দিলেন পাঠাইয়া নারায়ণ ॥
দুই দূত আসিলেক দেখিতে সুন্দর।
বিমান লইয়া তারা আসিল সত্বর ॥
রথে তুলি যজ্ঞমালী নিল সেইক্ষণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত করে নর্ত্তকে নর্ত্তন ॥
এইরূপে বৈকুণ্ঠেতে করিল গমন।
পথে সুমালীর সঙ্গে হৈল দরশন ॥
ভয়ঙ্কর যমদূত বিকৃত-আকার।
পাশে বান্ধি ল'য়ে যায় করিয়া প্রহার ॥
পূর্ব্বজন্মে যত পাপ করিল অর্জ্জন।
সে-সব স্মরিয়া যায় করিয়া ক্রন্দন ॥
দেখি সবিস্ময়-চিত্ত যজ্ঞমালী হৈয়া।
দূতগণে নিবেদিল বিনয় করিয়া ॥
কহ দূত-দোঁহে, এরা কাহার কিঙ্কর।
কাহারে প্রহার করে, কেবা এই নর ॥
কোথাকারে ল'য়ে যায় কিসের কারণে।
বান্ধিয়া লইয়া যায় কোন্ প্রয়োজনে ॥
যদি দূত, জান, তবে কহিবে আমারে।
এত শুনি বিষ্ণুদূত কহিছে তাহারে ॥
এই দুইজন হয় যমের কিঙ্কর।
এই দুষ্ট পাপী দেখ তব সহোদর ॥
যতেক অর্জ্জিল পাপ, না হয় এড়ান।
বান্ধিয়া লইয়া যায় যম-বিদ্যমান ॥
এত শুনি যজ্ঞমালী মানিল বিস্ময়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয় ॥
যদি জান দূতগণ, কহ বিবরণ।
কিরূপে ইহার হয় দুর্গতি-মোচন ॥
দূতগণ বলে, এই পাপী দুরাচার।
আছয়ে উপায় এক মুক্ত করিবার ॥
তোমার সদনে আছে, যদি কর দান।
পূর্ব্বের কাহিনী কহি, কর অবধান ॥
কোশলনগরে পূর্ব্বে কালিনা-নামেতে।
বৈশ্যকুলে জন্ম, এক ছিল দুষ্টচিত্তে ॥
গো-ব্রাহ্মণ বিনাশিল সেই দুরাচার।
তাহার পাপের কথা নারি কহিবার ॥
চুরি হিংসা, পরদারী বেশ্যাপরায়ণ।
জন্মে জন্মে কুকর্ম্মেতে আসক্ত দুর্জ্জন ॥
তার দুষ্টকর্ম্ম দেখি যত বন্ধুগণ।
নগর-বাহির করি দিল সেইক্ষণ ॥
বন্ধুগণ-তাড়নাতে ভয় পেয়ে মনে।
ক্ষুধাতৃষ্ণাযুক্ত হ'য়ে প্রবেশিল বনে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শ্রান্ত হইল শরীর।
দৈবেতে পাইল এক কেশব-মন্দির ॥
মন্দির-সমীপে এক সরোবর ছিল।
স্নান-দান নিত্যকর্ম্ম তাহাতে করিল ॥
শ্রম দূরে গেল, শান্ত হৈল কলেবর।
আশ্রয় করিল সেই মন্দির-ভিতর ॥
বৃষ্টিজলে কর্দ্দম আছিল ভাঙ্গা ঘরে।
হস্ত দিয়া তাহা সব পরিষ্কার করে ॥
শ্রমযুক্ত হ'য়ে তাহে শয়ন করিল।
আয়ুঃশেষে আসি কাল উপনীত হৈল ॥
গৃহের ভিতরে মহা-কালসর্প ছিল।
দংশিয়া বৈশ্যেরে সেই বনান্তরে গেল ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডে শকতি কাহার।
সর্পের দংশনে মৃত্যু হইল তাহার ॥

দুই দুত সেইখানে আসি সেইক্ষণ।
মহাপাশে বৈশ্যপুত্রে করিল বন্ধন ॥
জানিয়া যমের দুষ্টকর্ম্ম গদাধর।
আমা-দোঁহে পাঠাইয়া দিলেন সত্বর ॥
সেইক্ষণে করিলাম মোচন তাহার।
যমদূতে করিলাম বহু তিরস্কার ॥
সেই পুণ্যে বিষ্ণু পাশে মুক্তি সেই পায়।
পূর্ব্বের কাহিনী এই জানাই তোমায় ॥
গোচর্ম্ম-প্রমাণ বিষ্ণুমন্দির-মার্জ্জনে।
উদ্ধারহ নিজ ভ্রাতা দিয়া পুণ্য-দানে ॥
এত শুনি যজ্ঞমালী আনন্দিত-মনে।
সুমালীরে পুণ্য-দান দিল সেইক্ষণে ॥
দয়া করি পুণ্য তারে যজ্ঞমালী দিল।
পুণ্যের প্রভাবে সব পাপ নষ্ট হৈল ॥
সুমালী হইল পুণ্যবন্ত মহাশয়।
বিষ্ণুদূত এই কথা যমদূতে কয় ॥
ভ্রাতৃ-পুণ্যফলে এই পাইল নিস্তার।
ছাড়হ ইহারে তোরা ওরে দুরাচার ॥
ইহার উপরে তোর নাহিক শাসন।
এত বলি মুক্ত করি দিল সেইক্ষণ ॥
যজ্ঞমালী শুনি রহে স্তব্ধচিত্ত হৈয়া।
উভয়ে বৈকুণ্ঠে গেল বিমানে চড়িয়া ॥
সুমালীর কথা দূত যমে নিবেদিল।
শুনিয়া দূতেরে যম প্রবোধ করিল ॥
সেইক্ষণে যজ্ঞমালী নির্ব্বাণ পাইল।
বিষ্ণুর সাযুজ্য-মুক্তি সুমালী লভিল ॥
সেই-পুণ্যফলে সেই গেল স্বর্গবাস।
ধর্ম্মপুত্রে গঙ্গাপুত্র কন ইতিহাস ॥
ভক্তিযুত হ'য়ে যেই দাস্যভাব করি।
মন্দির-মার্জ্জনা করি ভজয়ে শ্রীহরি ॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
অবহেলে তরে সেই এ-ভব-সংসারে ॥
কহিলাম তোমারে হে ধর্ম্মের নন্দন।
পূর্ব্বের কাহিনী এই, ব্যাসের বচন ॥
একচিত্তে একমনে শুনে যেই জন।
তাহার পুণ্যের কথা না যায় কথন ॥
এ-ভব-সংসার সুখে তরে অবহেলে।
তাহার পাপের পীড়া নহে কোনকালে ॥
নাহিক সংশয় ইথে, ব্যাসের বচন।
কাশীদাস কহে ভাবি গোবিন্দচরণ ॥

● বিষ্ণু প্রদক্ষিণ প্রস্তাবে বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সংবাদ

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম-নৃপবর।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়কর ॥
প্রদক্ষিণ করে যেই দেব-নারায়ণে।
প্রণিপাত আর স্তব করে দৃঢ়মনে ॥
তাহার কি পুণ্যফল, কহ মহাশয়।
চিত্তের সন্দেহ মম ঘুচাহ নিশ্চয় ॥
ভীষ্ম বলিলেন, ভাল জিজ্ঞাসা তোমার
গোবিন্দে প্রণাম যেই করে অনিবার ॥
তাহার পুণ্যের কথা কে কহিতে পারে।
পূর্ব্বের কাহিনী রাজা, কহিব তোমারে ॥
ব্রহ্মার প্রপৌত্র জীব অঙ্গিরা-কুমার।
দেবের পরমগুরু বিখ্যাত সংসার ॥
শক্রের নগরে তার পুরীর নির্ম্মাণ।
কাঞ্চনে পূর্ণিত পুর নানা ভোগবান্ ॥
লীলারূপে তাহে প্রকাশিত দামোদর।
তার মধ্যে দিব্য এক মন্দির সুন্দর ॥
প্রাতঃ-সন্ধ্যাকালে তবে গুরু বৃহস্পতি।
প্রদক্ষিণ করি কৃষ্ণে করে নানাস্তুতি ॥
এইরূপে নিত্য নিত্য করেন বন্দন।
এক দিন গেল ইন্দ্র গুরুর ভবন ॥
প্রদক্ষিণ করে গুরু দেব জনার্দ্দনে।
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করে হৃষ্টমনে ॥
চক্রাবর্ত্তে সপ্তবার মন্দির ফিরিয়া।
প্রণাম করয়ে কৃষ্ণে প্রদক্ষিণ হৈয়া ॥

হেনকালে আসে ইন্দ্র গুরুর সাক্ষাৎ।
বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে করি প্রণিপাত ॥
নানাবিধ ভক্তি কৃষ্ণে করে মুনিগণ।
স্তুতি-পূজা-ধ্যান-আদি অর্চ্চন-বন্দন ॥
এ-সব ছাড়িয়া তুমি প্রদক্ষিণ করি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পূজ হরি ॥
ইহাতে কি ফল হয়, কহিবে আমারে।
এত শুনি বৃহস্পতি কহিল তাহারে ॥
সম্যক-প্রকারে ফল কহিতে না জানি।
অবধানে কহি শুন পূর্ব্বের কাহিনী ॥
একদিন গিয়া পিতামহ-বিদ্যমানে।
দেখিলাম যোগে বসি আছেন মননে ॥
ধ্যান-অবশেষে তবে প্রদক্ষিণ হ'য়ে।
প্রণিপাত করিলেন শিরে হাত দিয়ে ॥
দেখিয়া বিস্ময় মম হইল অন্তরে।
ইহার বৃত্তান্ত আমি জিজ্ঞাসি ব্রহ্মারে ॥
কৃপা করি পদ্মাসন কহিলেন মোরে।
সেই কথা শুন ইন্দ্র, কহি যে তোমারে ॥
পূর্ব্বে সত্যযুগে দ্বিজ সুদেব-নামেতে।
দুষ্টাচার পাপবুদ্ধি আছিল জগতে ॥
বেশ্যাপরায়ণ লুব্ধ পাপী দুরাচার।
নিরন্তর পরদ্রব্য করে অপহার ॥
তার কর্ম্ম দেখি সবে ধিক্কার করিল।
নগর হইতে তারে বাহির করিল ॥
মহাবনে প্রবেশিল সেই ত ব্রাহ্মণ।
নর্ম্মদার তীরে আসি দিল দরশন ॥
তথায় দেখিল তপ করে এক মুনি।
তারে বিড়ম্বনা কৈল তত্ত্ব নাহি জানি ॥
গৃধ্র-পতগের পাখা করেতে আছিল।
মুনির জটায় সেই পাখা নিয়োজিল ॥
হাস্য-পরিহাস করি অনেক কহিল।
গৃধিনীর পুচ্ছ তার শিরে আরোপিল ॥
অতি অশোভন দেখি জটার উপর।
এত দেখি হৈল মুনি সক্রোধ-অন্তর ॥
না জানি আমারে দুষ্ট কর বিড়ম্বন।
ইহার উচিত শাপ দিব এইক্ষণ ॥
গৃধ্র-পতগের পাখা মম শিরে দিলে।
হইয়া গৃধিনী-পক্ষী জন্মাহ ভূতলে ॥
এত শুনি তবে দ্বিজ বলিল বচন।
স্মৃতিভঙ্গ মোর যেন না হয় কখন ॥
এত শুনি দুঃখচিত্ত হৈল তপোধন।
সেইক্ষণে পঞ্চত্ব সে পাইল ব্রাহ্মণ ॥
শরীর ত্যজিয়া দ্বিজ গৃধ্ররূপ হৈল।
নিবাস করিয়া সেই বনেতে রহিল ॥
এইরূপে কতদিন আছয়ে বনেতে।
একদিন ব্যাধ তারে দেখে আচম্বিতে ॥
আকর্ণ পূরিয়া বাণ পক্ষীরে মারিল।
অত্যল্প বাজিল বাণ, কিছু না হইল ॥
উড়িয়া সঘনে পক্ষী যায় পলাইয়া।
পাছে পাছে ব্যাধপুত্র চলিল ধাইয়া ॥
কত দূরে গিয়া পক্ষী নির্জীব হইয়া।
উড়িয়া পড়িল এক দেবালয়ে গিয়া ॥
ধেয়ে গিয়া ব্যাধ সেই পক্ষীরে ধরিল।
প্রদক্ষিণ করি শীঘ্র শরীর ত্যজিল ॥
সাতবার প্রদক্ষিণ দেবালয় করি।
পঞ্চত্ব পাইল পক্ষী, দিব্যমূর্ত্তি ধরি ॥
বিষ্ণুপুরে প্রবেশিল বিমানে চড়িয়া।
নিজগৃহে গেল ব্যাধ মরা পক্ষী লৈয়া ॥
পাইল সাযুজ্য-মুক্তি কৃষ্ণের উপায়।
প্রদক্ষিণ মহিমা যে কহনে না যায় ॥
ব্রহ্মার বচনে আমি হৈনু নিঃসংশয়।
সেই হৈতে প্রদক্ষিণ করি দেবালয় ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করি করি বহু স্তুতি।
জানাই তোমারে ইন্দ্র পূর্ব্বের ভারতী ॥
ভীষ্ম কন, অবধান করহ রাজন্।
এত শুনি সবিস্ময় সহস্রলোচন ॥
সেই হৈতে হৈল ইন্দ্র রত প্রদক্ষিণে।
কহিনু তোমারে যাহা লিখিত পুরাণে ॥

মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
শুনিলে পবিত্র হয়, জন্ম নাহি আর॥
ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
শান্তিপৰ্ব্ব-কথা কাশীরাম বিরচয়॥

——

সাধুসঙ্গ-প্রশংসার উপলক্ষে উতঙ্কের উপাখ্যান

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
এতেক শুনিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
মায়া-মোহ তেয়াগিয়া হ'লেন সুস্থির।
পুনরপি ভীষ্মে জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির॥
কিরূপে এ-ঘোর মায়া ত্যজে জ্ঞানিজন।
কিরূপে জনম সেই করয়ে খণ্ডন॥
কিরূপেতে সাধুসঙ্গ করে জীবগণ।
সংসারের মায়াজাল করয়ে খণ্ডন॥
সাধুসঙ্গ করি কিবা ভক্তি পায় নর।
ইহার বৃত্তান্ত কহ, ওহে কুরুবর॥
ভীষ্ম বলিলেন, ভাল জিজ্ঞাস রাজন্।
ঈশ্বরের মায়া খণ্ডে, আছে কোন্ জন॥
সর্ব্বত্র ঈশ্বর স্থিত সমভাব করি।
ছোট-বড় যত জীব আত্মভাবে স্মরি॥
সকলের আত্মা হন এক ভগবান্।
শত্রু-মিত্র বলি নাহি কর ভিন্ন জ্ঞান॥
মায়ার প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মোহয়।
জ্ঞানিজন মায়াজাল জ্ঞানেতে ছেদয়॥
জ্ঞানরূপ ভগবান্ মায়ার নিধান।
কহিব তাঁহার কথা, শুন মতিমান্॥
ঈশ্বর-মায়ায় বিমোহিত চরাচর।
মায়া অবলম্বি অবস্থিত দামোদর॥
মায়াতে হইয়া বন্দী রহে মূঢ় জন।
মম ঘর, মম বাড়ী, মম পরিজন॥
এ-সব সম্পত্তি মম, মম ভ্রাতৃগণ।
এই সব চিন্তা করে মায়ার কারণ॥
মায়ার প্রভাবে কাম বাড়ে অতিশয়।
চুরি হিংসা পরিবাদ ক্রোধ লজ্জা ভয়॥
কখন মরিব বলি চিত্তে নাহি করে।
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে ভ্রময়ে সংসারে॥
ঈশ্বর-লিখিত সব, না জানে অজ্ঞানে।
আমার-আমার করি মরে অকারণে॥
পুত্র মিত্র ভার্য্যা কেহ সঙ্গে সাথী নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি কারো সাথে রয়॥
হরিনাম হরিগুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
মায়াতে হইয়া বদ্ধ না করে স্মরণ॥
এইরূপ ঈশ্বরের মায়ার নিধান।
তরিবে ইহাতে যেই, হয় মতিমান্॥
গৃহধর্ম্মে থাকি করিবেক সাধুসঙ্গ।
হরিনাম হরিগুণ কীর্ত্তন-প্রসঙ্গ॥
সাধুসঙ্গ-কৃষ্ণজ্ঞান-অস্ত্র করে ধরি।
মায়াজাল-বন্ধন কাটহ ত্বরা করি॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে সাধু-দরশন।
ঈশ্বরের মায়া তরে সেই মহাজন॥
অজ্ঞানে বা জ্ঞানে করে অমৃত-ভক্ষণ।
তথাপি অমর হয়, বেদের লিখন॥
সংসার-সাগর অবহেলে হয় পার।
সাধুসঙ্গ হৈলে পুনর্জন্ম নাহি তার॥
পূর্ব্ব-ইতিহাস-কথা কহিব ইহাতে।
সাবধান হ'য়ে রাজা, শুন একচিতে॥
কলিক-নামেতে ব্যাধ ছিল শান্তিপুরে।
বহু পাপ দুরাচার করিল সংসারে॥
চুরি হিংসা, পরদ্রোহী বেশ্যাপরায়ণ।
পরদ্রব্যে লোভ সেই করে অনুক্ষণ॥
গো-ব্রাহ্মণ-মিত্র হিংসা করে সর্ব্বক্ষণ।
তাহার পাপের কথা না যায় কথন॥
অনুক্ষণ পরদ্রব্য অপহার করে।
একদিন গেল ব্যাধ সৌভরি-নগরে॥
নগর ভিতর গিয়া পশিল সত্বর।
বিচিত্র কাননে দেখে রম্য সরোবর॥

তথা গিয়া ব্যাধ ক্রমে হৈল উপনীত।
দেবালয় তথা গিয়া দেখে আচম্বিত ॥
নানাধাতু-বিরচিত বিচিত্র-গঠন।
উপরেতে সুশোভন কলস কাঞ্চন ॥
দেখিয়া হইল ব্যাধ আনন্দিত-মন।
মন্দির-নিকটে তবে করিল গমন ॥
দেখিল ব্রাহ্মণ এক আছয়ে বসিয়া।
জিজ্ঞাসিল, কহ দ্বিজ আছ কি লাগিয়া ॥
উতঙ্ক-নামেতে দ্বিজ সর্ব্বগুণান্বিত।
বেদশাস্ত্রে বিজ্ঞ সাধু, সর্ব্বত্র বিদিত ॥
নানাবিধ অলঙ্কার স্বর্ণ-পাত্রাসন।
লিঙ্গরূপী মূর্ত্তি তথা দেব-জনার্দ্দন ॥
স্বর্ণপাত্রে নানাবিধ সামগ্রী পূজার।
নিজ চিত্তে ভাবে ব্যাধ আনন্দে অপার ॥
ভাবিলেক নিশাযোগে এই ব্রাহ্মণেরে।
মারিয়া লইয়া যাব দ্রব্য নিজ ঘরে ॥
এতেক ভাবিয়া মনে নিশ্চয় করিল।
মন্দির-সমীপ বনে লুকায়ে রহিল ॥
দিন অবসান, নিশা হইল তথাতে।
হাতে খড়্গ নিল ব্যাধ মুনিরে মারিতে ॥
বুকে জানু দিয়া তাঁরে ধরে সেইক্ষণ।
খড়্গ ঊর্দ্ধ করি হানিবারে কৈল মন ॥
হস্তে খড়্গ দেখি মুনি বলয়ে ব্যাধেরে।
কি-হেতু আমারে তুমি চাহ মারিবারে ॥
কিছু অপরাধ নাহি করি তব স্থানে।
নির্ব্বিরোধ আমি, মোরে মার কি-কারণে ॥
একাকী দেখি যে তোমা, নিস্পৃহ-লক্ষণ।
তবে কোন্ হেতু বুদ্ধি দেখি কুলক্ষণ ॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম, বেদেতে বাখানে।
সাধু নাহি হিংসা করে অহিংসক জনে ॥
কালেতে কুবুদ্ধি যদি ঘটে কদাচিৎ।
তথাপিহ হিত করে, না করে অহিত ॥
কালরূপী ভগবান্ এক সনাতন।
সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তিনি করেন সৃজন ॥
সেই-হেতু দেখিতেছি তোমা কুলক্ষণ।
প্রায় বুঝি, দুরমতি দিল নারায়ণ ॥
অখিল-পতির মায়া অখিলে মোহয়।
ঈশ্বরের মায়াজাল কেহ না বুঝয় ॥
মায়াতে করিয়া বদ্ধ যত জীবগণে।
কালরূপী জনার্দ্দন ভ্রমেণ ভুবনে ॥
কলত্র বান্ধব পুত্র মিত্র পরিজন।
ভৃত্য-আদি ধনজন এ-সব কারণ ॥
ব্যস্ত হ'য়ে লোক করে নানা পর্য্যটন।
নানা দুঃখ পেয়ে করে বিত্ত-উপার্জ্জন ॥
নানা-দুঃখ-ভোগ পেয়ে পোষে পরিবারে।
মোর ঘর-দ্বার বলি অকারণে মরে ॥
মরিলে সম্বন্ধ নাহি, না বুঝে পামর।
একা হ'য়ে জন্মে জীব, যায় একেশ্বর ॥
পুত্র-মিত্র-পরিবার না যায় সঙ্গেতে।
আপনা না ভাবে জীব ঈশ্বর-মায়াতে ॥
সাধুসঙ্গ-বিবর্জ্জিত লুব্ধক হইয়া।
না জানে ঈশ্বর-মায়া তত্ত্ব না বুঝিয়া ॥
সেই ত কৃষ্ণের মায়া, কি বলিব আর।
ব্রহ্মা-ইন্দ্র নাহি বুঝে প্রভাব যাঁহার ॥
যাঁহার নামের গুণ হয় অবর্ণিত।
কেবা সে বুঝিবে তত্ত্ব, জগতে বিস্তৃত ॥
শঙ্কর যাঁহার মায়া-তত্ত্ব নাহি জানে।
মনুষ্য হইয়া কেবা জানিবে কি জ্ঞানে ॥
জ্ঞানরূপী ভগবান্ পৃথিবী-ঈশ্বর।
জ্ঞানে মাত্র জানে জ্ঞানী জ্ঞানের উপর ॥
চরণারবিন্দ তাঁর যেই করে সার।
আপনাকে দিয়া প্রভু বশ হন তার ॥
যে জন পদারবিন্দ চিন্তে নিরন্তর।
দুঃসহ-সঙ্কটে তারে রাখেন শ্রীধর ॥
স্মরণে যাঁহার নাম যত পাপ হরে।
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥
বহু ক্লেশে করে লোক ধন-উপার্জ্জন।
ধন দিয়া রক্ষা করে বন্ধু-পরিজন ॥

ঈশ্বরের কর্ম্মে কিছু নাহি করে ব্যয়।
অধর্ম্ম-সঙ্গেতে অসৎ-পাত্রেতে মজয়॥
পরলোকে কি হইবে চিত্তে নাহি ধরে।
ঈশ্বরের নাম-গুণ স্মরণ না করে॥
অন্তকালে হয় তার নরকে বসতি।
আপনাকে নাহি জানে ঘোর মূঢ়মতি॥
দেহমদে মাতি করে যত অহঙ্কার।
সাধু-জন নিন্দা করে, দুষ্ট ব্যবহার॥
গো-ব্রাহ্মণ-হিংসা করে, হিংসে সাধুজন।
অধোগতি হয় তার, নরকে গমন॥
এইরূপে শাস্ত্রকথা অনেক কহিল।
শুনিয়া কলিক মনে বিস্ময় মানিল॥
সাধু-পরশন-মাত্র পাপ দূরে গেল।
করযোড় করি তবে উতঙ্কে কহিল॥
অপরাধ কৈনু, ক্ষম মুনি মহাশয়।
তোমার পরশে মম পাপ হৈল ক্ষয়॥
নমো নমঃ তব পদে করি নমস্কার।
যাঁহার প্রসাদে তরি এ-ভবসংসার॥
পূর্ব্বজন্মে যত পাপ কৈনু উপার্জ্জন।
এই জন্মে যত পাপ, না হয় গণন॥
সব দূরে গেল মোর তোমার পরশে।
জন্মিল যে নিত্যানন্দ-ভক্তি হৃষীকেশে॥
তুমি হে পরম গুরু হইলে আমার।
তোমার প্রসাদে হইলাম ভবপার॥
নমো নমো নারায়ণ, অনাদি কারণ।
জয় জগন্নাথ, নমঃ পতিতপাবন॥
সাধু-সমাগম-মাত্রে দুর্ব্বুদ্ধি খণ্ডিল।
তোমার চরণে দেব, ভক্তি জনমিল॥
মোহজ্ঞান দূরে গেল, শুদ্ধ হৈল চিত্ত।
তোমার চরণে অর্পিলাম চিত্ত-বিত্ত॥
এইরূপে বহুস্তুতি কৈল নারায়ণে।
হৃদয়ে ভাবিয়া যুক্তি করিলেক মনে॥
এ-দেহ রাখিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
পুনরপি পাপে পাছে ধায় মম মন॥
ত্রিগুণে উদ্ভূত দেহ ক্ষণেকে চঞ্চল।
সে-কারণে ছার দেহ রাখি নাহি ফল॥
এতেক ভাবিয়া ব্যাধ নিন্দে আপনাকে।
আমাকে রাখিলে ওহে বিধি, কোন্ পাকে॥
আমার সমান নাহি পাপী দুরাচার।
কেমনে পৃথিবী ভার সহিছে আমার॥
আমার যতেক পাপ, আছে বল কার।
এইক্ষণে আয়ুঃক্ষয় হউক আমার॥
অন্তরে ভাবিতে দীপ্ত হইল নয়ন।
অতি শীঘ্র দেহত্যাগ করিল তখন॥
উতঙ্ক উঠিল ব্যস্ত হ'য়ে সেইক্ষণ।
বিষ্ণু-পাদোদক অঙ্গে করেন সেচন॥
বিষ্ণু-পাদোদক-স্পর্শে, সাধু-সমাগমে।
সর্ব্বপাপ দেহ হৈতে গেল অনুক্রমে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া উতঙ্কে করে স্তুতি।
দিব্য রথ পাঠাইয়া দেন বিশ্বপতি॥
চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি হৈল সেইক্ষণে।
প্রভু-অনুক্রমে গেল বৈকুণ্ঠভুবনে॥
দেখিয়া উতঙ্ক হৈল সবিস্ময়-মতি।
নানাবিধ রূপে কৃষ্ণে করিলেন স্তুতি॥
তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ দেন দরশন।
বর দিয়া যান কৃষ্ণ আপন ভুবন॥
কহিনু তোমারে রাজা ধর্ম্মের কুমার।
ঈশ্বরের মায়া বুঝে শকতি কাহার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোকে তরি॥
কাশীদাস দেব কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

● উতঙ্ক মুনি-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব

এতেক শুনিয়া কথা ধর্ম্ম-নৃপমণি।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করি যোড়পাণি॥

উতঙ্ক কিরূপে কৃষ্ণে করিল স্তবন।
কোন্ মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণ দেন দরশন॥
কি বর দিলেন কৃষ্ণ তুষ্ট হ'য়ে তায়।
বলহ সকল কথা বিশেষি আমায়॥
ভীষ্ম কন, অবধান করহ রাজন্।
ধরাধামে বিখ্যাত উতঙ্ক তপোধন॥
শিশুকাল হৈতে কৃষ্ণে উপাসনা করে।
বেদশাস্ত্রে নিষ্ঠাবান্ সর্ব্বগুণ ধরে॥
পাইল পরম গতি শ্রীকৃষ্ণে দেখিয়া।
করিল গোবিন্দে স্তুতি প্রণত হইয়া॥
জয় জয় নারায়ণ জগৎ-কারণ।
জয় জগন্নাথ প্রভু ব্রহ্ম-সনাতন॥
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার মন্দর-ধারক।
নমো ভৃগুপতি রাম ক্ষত্র কুলান্তক॥
নমো রাম-অবতার রাবণনাশন।
বলিমদহর নমো নমস্তে বামন॥
নমো ধন্বন্তরিকায় অমৃতধারক।
নমো যজ্ঞকায় হিরণ্যাক্ষ-বিদারক॥
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন।
নমস্তে নৃসিংহ মহাদৈত্য-বিনাশন॥
নমো রামকৃষ্ণরূপ গোকুল-বিহার।
নমো নমো নমো জয় বুদ্ধ-অবতার॥
ভবিষ্যৎ-অবতার নমঃ কল্কিরূপ।
নমো হরি-অবতার, নমো বিশ্বরূপ॥
সচ্চিদানন্দ নমো বিশ্ব-পরায়ণ।
নমো নমো বিশ্বপতি ব্রহ্মসনাতন॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি পশুপতি।
ত্রিলোকের নাথ তুমি, ত্রিভুবন-পতি॥
তুমি সূর্য্য বরুণ পবন-কলেবর।
কুবের শমন তুমি, পৃথিবী-ঈশ্বর॥
তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর।
ত্রিগুণ-ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর॥
তুমি যক্ষ, তুমি রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর।
তুমি জল, তুমি স্থল, তুমি চরাচর॥
অনন্ত তোমার রূপ, গুণজাতিহীন।
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি, গুণেতে প্রবীণ॥
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি, তুমি মায়াধর।
নির্ম্মায় নির্ম্মোহ তুমি, মায়ার ঈশ্বর॥
তোমা-বিনা নাহি কিছু সংসারেতে আর।
আত্মরূপে সর্ব্বভূতে করহ বিহার॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব, পাতাল চরণ।
আকাশ মস্তক তব, অরুণ লোচন॥
দশদিক্ শ্রোত্র তব, শশী বামেক্ষণ।
তোমার শরীরে ব্যাপ্ত চরাচরগণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গ আদি ধারী।
নানা অলঙ্কারে তনু ভূষিত মুরারি॥
পীতবাস-পরিধান, রাজীবলোচন।
বনমালা-বিভূষিত-গরুড়বাহন॥
ত্রিভঙ্গ-ললিত-রূপ, বেশ মনোহর।
নবদূর্ব্বাদল-কান্তি শ্যাম-কলেবর॥
দেখিয়া উতঙ্ক মুনি হইল ব্যাকুল।
আনন্দ-অশ্রুতে ভাসে অঙ্গের দুকূল॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে।
দেখিয়া উতঙ্কে কৃষ্ণ করিলেন কোলে॥
আলিঙ্গন দিয়া মিষ্ট কহেন বচন।
তব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক তপোধন॥
একান্ত ভকতি করি আমারে যে ভজে।
অনুক্ষণ থাকি তার হৃদয়ের মাঝে॥
মনোগত মাগে যেই, দেই আমি তারে।
সে-কারণে শুন দ্বিজ, কহি যে তোমারে
যেই বর ইচ্ছা তব, মাগ মম স্থানে।
অদেয় হইলে তবু দিব এইক্ষণে॥
এত শুনি কহে দ্বিজ করি যোড়পাণি
অবধানে নিবেদন শুন চক্রপাণি॥
নিষ্কাম-ভকত আমি, বরে নাহি কাজ।
যদি বর দিবে, তবে দেহ দেবরাজ॥
কর্ম্মদোষে জন্ম মোর যথা তথা হয়।
একান্ত ভকতি যেন তব পদে রয়॥

কীটজন্ম হয়, কিংবা মনুষ্য-কিন্নরে।
গন্ধর্ব্ব-চারণ-আদি যত চরাচরে॥
পিশাচ পন্নগ যক্ষ রক্ষ পক্ষিগণ।
মৃগ-পতঙ্গাদি যত বিধির সৃজন॥
পর্ব্বত-স্থাবর-আদি ভূত-প্রেতগণ।
যথা-তথা জন্ম হয় অদৃষ্ট-কারণ॥
তোমাতে নিতান্ত ভক্তি যেন মম রয়।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর কৃপাময়॥
অকারণে কর মোরে মায়াতে মোহিত।
নির্ম্মোহ করহ মোরে মায়া-বিবর্জ্জিত॥
তোমার মায়াতে বদ্ধ সব চরাচর।
কেবল বর্জ্জিত-মায়া তোমার কিঙ্কর॥
ঈশ্বরের মায়া-তত্ত্ব কি বুঝিতে পারি।
মায়া-বিবর্জ্জিত বর দেহ শ্রীমুরারি॥
এত বলি সাষ্টাঙ্গেতে করে প্রণিপাত।
দিলেন তাহারে ভক্তিজ্ঞান জগন্নাথ॥
পুনরপি উতঙ্কেরে কন শ্রীনিবাস।
সর্ব্বত্র মঙ্গল হবে, পূরিবেক আশ॥
নর-নারায়ণ-স্থানে করহ গমন।
তপোযোগ সাধি কর মম আরাধন॥
নর-নারায়ণ-স্থানে লহ উপদেশ।
একান্ত আমাতে ভক্তি করহ বিশেষ॥
অন্তেতে আমারে তুমি পাইবে নিশ্চয়।
এত বলি নিজস্থানে যান কৃপাময়॥
অতঃপর চলে মুনি করিয়া প্রণাম।
নর-নারায়ণ যথা বদরিকাশ্রম॥
তত্ত্ব-উপদেশ ল'য়ে ভজিল শ্রীহরি।
অন্তকালে তনু ত্যজি গেল বিষ্ণুপুরী॥
কহিলাম তোমারে যে পুরাণ-কথন।
ঈশ্বর-নির্ণয়-তত্ত্ব জানে কোন্ জন॥
পৃথিবীর রেণু যদি গণিবারে পারি।
সমুদ্রের বারি যদি কলসীতে ভরি॥
আকাশের তারা পারি যদিও গণিতে।
ঈশ্বরের তত্ত্ব তবু না পারি কহিতে॥
করেন করান তিনি আপনি ঈশ্বর।
অন্যবৃত্তি অন্যে দিয়া হরে দামোদর॥
অন্যহাতে অন্যজনে সংহারেন হরি।
তাঁহার প্রপঞ্চ-মায়া কি বুঝিতে পারি॥
কহিতে না জানে তত্ত্ব এ-তিন-ভুবনে।
শোক ত্যাগ কর রাজা, কৃষ্ণে স্মর মনে॥
পিতা মাতা পুত্র বন্ধু কেহ কারো নয়।
মরিলে সম্বন্ধ নাহি, শুন মহাশয়॥
একাকী আসয়ে জীব, একা যায় চ'লে।
আমার আমার বলি মরয়ে বিফলে॥
সে-কারণে কহি, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
কৃষ্ণে চিত্ত রাখি শোক কর নিবারণ॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র নিঃশব্দ হইল।
ধ্যানযোগে কৃষ্ণে মনে ধরিয়া রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীদাস কহে, সদা শুনে পুণ্যবান্॥

ভীষ্ম-কর্তৃক কৃষ্ণের স্তব

সূত বলে, অবধান কর মুনিগণ।
এতেক শুনিয়া পরীক্ষিতের নন্দন॥
যোগমার্গ কথা শুনি সানন্দ-হৃদয়।
পুনরপি জিজ্ঞাসিল করিয়া বিনয়॥
যোগমার্গ-কথা যত ভীষ্মমুখে শুনি।
কোন্ কর্ম্ম করিলেন ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
কিরূপে করেন ভীষ্ম স্বর্গে আরোহণ।
ইচ্ছা হয় শুনিবারে ইহার কথন॥
মুনি বলে, অবধান কর নরপতি।
তদন্তরে গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম মহামতি॥
যোগমার্গ-ইতিহাস পুরাণের সার।
কহিলেক ধর্ম্মেরে করিয়া সুবিস্তার॥
পুনশ্চ বলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর হস্তিনাভুবন॥

মহাযজ্ঞ করি ভজ হরি দয়াময়।
জ্ঞাতিবধ-পাপ-আদি সব হবে ক্ষয়॥
মাঘমাসে সীতাষ্টমী আজি শুভদিনে।
শরীর ছাড়িব আমি ভজি নারায়ণে॥
শুন কৃষ্ণ, তব হস্তে করি সমর্পণ।
পঞ্চভাই দ্রৌপদীরে করিবে পালন॥
ইন্দ্রের ভবনে আমি করিব প্রস্থান।
এত বলি নিঃশব্দ হইল মতিমান্॥
নিগূঢ় করিয়া ধ্যানযোগ চিত্তে ধরি।
করেন কৃষ্ণের স্তব ভীষ্ম ভক্তি করি॥
নমো নমো নারায়ণ ব্রহ্ম-সনাতন।
সংসারের হেতু রূপ দেব-নারায়ণ॥
তুমি আদি, তুমি মধ্য, তুমি অন্তরূপ।
সকল ভুবন এই তব লোমকূপ॥
নমো নমো মৎস্য, সে বরাহ-অবতার।
নমঃ নরসিংহ ভক্ত-প্রহ্লাদ-নিস্তার॥
নমঃ কূর্ম্ম-অবতার, নমস্তে বামন।
নমো ভৃগুপতি ক্ষত্রকুল-বিনাশন॥
নমো রাম-অবতার রাবণনাশক।
নমো রাম-অবতার রেবতীনায়ক॥
নমো হরি-অবতার গজেন্দ্রমোক্ষণ।
নমো বুদ্ধ-অবতার ভুবনপালন॥
নমস্তে ঋষভ যোগমার্গ-বিচারণ।
নমঃ পৃথু কলেবর পৃথিবীধারণ॥
নমো ধন্বন্তরি-কায় অমৃত-ধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥
নমঃ কৃষ্ণ-অবতার গোকুল-বিহার।
নমো নমঃ সঙ্কর্ষণ দিব্য-অবতার॥
নমঃ কল্কি-অবতার ম্লেচ্ছবিনাশন।
নমো নমো জয় জয় আদি নারায়ণ॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর।
আকাশ-পাতাল তুমি, দীর্ঘ কলেবর॥
আত্মারূপে চরাচর-জীবে তব স্থিতি।
তব তত্ত্ব জানিবারে কাহার শকতি॥
এ-ভব-সংসারে পার কর নারায়ণ।
এত স্তুতি করি ভীষ্ম ধ্যানে দেয় মন॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের সুধা হৈতে সুধা।
কাশী কহে, পান কৈলে নাশে ভব-ক্ষুধা॥

● ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ

ধ্যানযোগে সম্মুখেতে দেখে নারায়ণ।
নবজলধর-তনু অরুণ-লোচন॥
পীতবাস-পরিধান, বনমালাধারী।
নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত মুরারি॥
চারু চতুর্ভুজ-রূপ মোহন-মুরতি।
দেখি ভীষ্ম মনে মনে করিলেন স্তুতি॥
সাক্ষাতে পদারবিন্দ দেখিয়া নয়নে।
শরীর ত্যজেন ভীষ্ম, দেখে দেবগণে॥
জয় জয় শব্দ হৈল ইন্দ্রের নগরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল দেবে ভীষ্মের উপরে॥
দিব্যরথ পাঠাইয়া দিল সুরপতি।
পবনের গতি রথ, মাতলি সারথি॥
রথেতে তুলিয়া স্বর্গে করিল গমন।
বসুগণসহ গিয়া হইল মিলন॥
চিরদিন বন্ধুসনে হৈল দরশন।
এতদিনে ঋষিশাপ হইল মোচন॥
মুনি বলে, অবধান কর জন্মেজয়।
স্বর্গেতে চলিল ভীষ্ম গঙ্গার তনয়॥
মাঘমাস শুক্লাষ্টমী তিথি শুভদিনে।
ত্যজিলেন ভীষ্ম তনু চিন্তি নারায়ণে॥
শরীর ছাড়েন ভীষ্ম দেখি যুধিষ্ঠির।
রোদন করেন ভূমে লোটায়ে শরীর॥
ভীমার্জ্জুনসহ কান্দে মাদ্রীর নন্দন।
অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্নাদি যত বন্ধুগণ॥
দ্বিজ-ক্ষত্র-আদি যত নগরের প্রজা।
রণ-অবশেষে আর যত ছিল রাজা॥

ভীষ্মের মরণে সবে অনেক কান্দিল।
প্রলয়ের কালে যেন সিন্ধু উথলিল॥
ক্রন্দনের শব্দ-বিনা কিছু নাহি শুনি।
যত নারীগণ কান্দে দ্রুপদ-নন্দিনী॥
যুধিষ্ঠির-আদি পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
ভীষ্মের উদ্দেশে কান্দে করি হাহাকার॥
কোথা গেলে পিতামহ, ছাড়িয়া আমারে।
তোমার বিচ্ছেদে আত্মা ধরি কি-প্রকারে॥
দুর্য্যোধন পাতকাদি কৈল অকারণ।
তাহার কারণে হৈল তোমার নিধন॥
আপনি মরিল দুষ্ট, জ্ঞাতি বিনাশিল।
শোকসিন্ধু-মধ্যে আমা-সবা ডুবাইল॥
এত বলি কান্দে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
তথা আসিলেন ব্যাস জানি সমাচার॥
ব্যাসে দেখি সসম্ভ্রমে উঠি পঞ্চজন।
সম্ভ্রমে করেন তাঁর চরণ-বন্দন॥
ধূলাতে ধূসর-তনু, নেত্রে ঝরে বারি।
সান্ত্বনা করেন ব্যাস সবারে নিবারি॥
নিষ্ফল তোমরা সবে করহ ক্রন্দন।
কত না বুঝান ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
যোগমার্গ-ইতিহাস পুরাণের সার।
তবু ভ্রম না ঘুচিল তোমা-সবাকার॥
ভ্রম দূর কর রাজা, তত্ত্বে দেহ মন।
অকারণে কর শোক ভীষ্মের কারণ॥
পুণ্য-আত্মা ভীষ্মবীর বসু-অবতার।
শাপে ভ্রষ্ট হ'য়ে কুরুবংশে জন্ম তাঁর॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে ভীষ্ম গেলেন স্বস্থানে।
তাঁর হেতু শোক রাজা, কর অকারণে॥
দুর্য্যোধন-আদি যত কৌরব আছিল।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কুরুবংশে জনমিল॥
ব্রহ্মার মানস পূর্ণ, পৃথিবীর হিতে।
হত হৈল যত ক্ষত্র ভারত-যুদ্ধেতে॥
ব্রহ্মার কথায় কৃষ্ণ হ'য়ে অবতার।
পৃথিবীর ভার সবে করেন সংহার॥
কিছুমাত্র অবশেষ আছে বিষ্ণু-অংশ।
অল্পদিনে কৃষ্ণ তাহা করিবেন ধ্বংস॥
তত দিন রাজ্যভোগ কর নৃপমণি।
শোক ত্যাগ কর রাজা, শুন মম বাণী॥
যদি বা সংশয়চিত্ত আছয়ে তোমার।
উপদেশ কহি রাজা, শুন সারোদ্ধার॥
অগনি-সংস্কার কর গঙ্গার নন্দনে।
অদাহন ভূমি তুমি দেখ যেইখানে॥
যদি তুমি কোথা পাও অ-পোড়া ভুবন।
নিশ্চয় জানিহ মিথ্যা আমার বচন॥
কত কত রাজা জনমিল এ সংসারে।
কেহ নাহি, গেল সবে শমনের দ্বারে॥
চতুর্দ্দশ-ভুবনের মধ্যে এ-ধরায়।
অ-পোড়া কোথাও নাহি কহিনু তোমায়॥
এত বলি নিজ স্থানে যান ব্যাস মুনি।
বিস্ময় মানেন রাজা ব্যাসবাক্য শুনি॥
অর্জ্জুনেরে করিলেন আদেশ রাজন্।
শীঘ্র কপিধ্বজে তুমি কর আরোহণ॥
পৃথিবী বুঝিতে চাহি ব্যাসের বচনে।
ভ্রমিয়া দেখহ সব এ চৌদ্দ ভুবনে॥
অ-দাহন ভূমণ্ডল আছে যেইখানে।
তথা ল'য়ে দাহ কর গঙ্গার সন্তানে॥
জানিয়া আইস ভাই, অতি-শীঘ্রতর।
এত শুনি ধনঞ্জয় চলেন সত্বর॥
কপিধ্বজ রথে আরোহিয়া সেইক্ষণে।
আগে উপনীত হৈল ইন্দ্রের ভুবনে॥
কোনখানে স্বর্গেতে নাহিক অ-দাহন।
একে-একে বিচরেন ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্ত স্বর্গে পুনরপি করেন ভ্রমণ।
পাতালে গেলেন তবে ইন্দ্রের নন্দন॥
সপ্ত-পাতালেতে সব দেখেন বিচরি।
অ-দাহন ভূমি কিছু সেথাও না হেরি॥
অনন্তর মর্ত্ত্যে আসিলেন ধনঞ্জয়।
সপ্তদ্বীপ বিচরিয়া করেন নির্ণয়॥

অ-দাহন পৃথিবী না দেখি কোনখানে।
সবিস্ময় হ'য়ে আসি কহেন রাজনে॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র মানেন বিস্ময়।
ব্যাসের বচনে পূর্ব্বভ্রম দূর হয়॥
শোক ত্যাগ করি রাজা কার্য্যে দেন মন।
ভীমার্জ্জুনে আজ্ঞা তবে করেন রাজন্॥
নানা কাষ্ঠ চন্দনাদি আনহ এবার।
এক লক্ষ ঘৃতকুম্ভ ইত্যাদি সম্ভার॥
কুরুক্ষেত্র-মধ্যে শীঘ্র করহ সঞ্জয়।
চতুর্দ্দোলে করি আন গঙ্গার তনয়॥
আজ্ঞামাত্রে ধনঞ্জয় মাদ্রীর কোঙর।
গ্নি-সংস্কারের দ্রব্য আনেন সত্বর॥
শত ঘৃতকুম্ভ, কাষ্ঠ রাশি রাশি।
নিল ক্ষত্রিয়গণ পৃথিবী-নিবাসী॥
দোলে তুলি নিল ভীষ্মের শরীর।
মেতে অগ্নি দেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চজন।
গঙ্গাস্নান করি তথা করেন তর্পণ॥
শ্রাদ্ধশান্তি করিলেন ক্ষত্রিয়-বিধানে।
নানারত্ন-অলঙ্কার দিলেন ব্রাহ্মণে॥
অন্নদান ভূমিদান অনেক করিল।
লিখনে না যায়, যত দরিদ্রে তুষিল॥
অতুল দক্ষিণা দিয়া তুষিল ব্রাহ্মণে।
শোকচিত্তে রহে রাজা হস্তিনাভুবনে॥
ভীষ্মের ভাবনা-বিনা অন্য নাহি মনে।
অন্ন-জল নাহি রুচে দুঃখিত রাজনে॥
মুনি বলে, জন্মেজয় কর অবধান।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান॥
শান্তিপর্ব্ব ভারতের অমৃতের ধার।
কাশী কহে, শুনি তরে ভব-পারাবার॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।

অশ্বমেধপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ তপোধন ।
কি-কি কর্ম্ম করিলেন পিতামহগণ ॥
মুনি বলে, শুন তবে শ্রীজনমেজয় ।
রাজ্যে রাজা হইলেন ধর্ম্মের তনয় ॥
বহু উপরোধে রাজ্য ল'য়ে যুধিষ্ঠির ।
প্রজায় পালেন সদা ধার্ম্মিক সুধীর ॥
রামের পালনে যথা অযোধ্যার প্রজা ।
সেইমত প্রজার পালক মহাতেজা ॥
নির্ধন নাহিক কেহ, বলে প্রজাগণ ।
ধর্ম্মবন্ত রাজা বটে, বলে সর্ব্বজন ॥
রাজ্যভোগ যুধিষ্ঠির না চাহেন মনে ।
সদাই থাকেন ধর্ম্ম বিরস-বদনে ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি ।
লইয়া করেন যুক্তি ধর্ম্ম-নরপতি ॥
শুন ভাইগণ, সবে আমার বচন ।
স্থির নহে চিত্ত মম কিসের কারণ ॥
রাজ্যধন দেখি মোর মনে নাহি প্রীতি ।
সতত চঞ্চল চিত্ত, সদা হয় ভীতি ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি, জিজ্ঞাসিব কায়
সর্ব্বদা ব্যাকুল মন, না দেখি উপায় ॥
না হেরি নয়নে মোর কৃষ্ণ-কালাচাঁদে ।
চঞ্চল চকোর চিত্ত, প্রাণ সদা কাঁদে ॥

দ্বারকানগরে তিনি গেলেন সম্প্রতি।
কে আর করিবে দয়া পাণ্ডবের প্রতি ॥
অতএব উঠে চিত্তে অনেক জঞ্জাল।
সর্ব্ব শূন্য দেখি আমি না হেরি গোপাল ॥
অর্জ্জুন বলেন, চিন্তা না কর রাজন্।
আসিবেক কৃষ্ণ তুমি করিলে স্মরণ ॥
যুধিষ্ঠির স্থির হন তাঁর সেই বোলে।
মহামুনি ব্যাসদেব এল হেনকালে ॥
ব্যাসে দেখি উঠিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁর বন্দেন চরণ ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল মুনি রাজা যুধিষ্ঠিরে।
জানিয়া সকল তত্ত্ব জিজ্ঞাসেন তাঁরে ॥
কহ রাজা, কি-কারণে বিরস-বদন।
তোমারে দেখি যে কেন বিচলিত মন ॥
অকৌরবা পৃথিবী করিলে বাহুবলে।
তোমা হেন রাজা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥
অনুজ অর্জ্জুন তব ভীম মহাবলী।
আর তাহে সহায় আপনি বনমালী ॥
তোমা বিষাদিত দেখি দুঃখী মোর মন।
কহ দেখি, মনস্তাপ কিসের কারণ ॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
সবিনয়ে কহে তবে ধর্ম্মের নন্দন ॥
শুন মুনি, না করিহ আমার প্রশংসা।
বড়ই নিন্দিত আমি, বড় হীনদশা ॥
অপকর্ম্ম করিয়াছি রাজ্যের কারণে।
আমার সমান পাপী নাহি ত্রিভুবনে ॥
লোভের কারণে ধর্ম্মপথ পরিহরি।
করিনু অন্যায় যত, কহিতে না পারি ॥
পিতামহ ভীষ্মদেবে করিনু সংহার।
আমার সমান কেবা পাপী আছে আর ॥
শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য হয়েন ব্রাহ্মণ।
বিনাশ করিনু তাঁরে, শুন তপোধন ॥
সহোদর কর্ণবীরে অর্পিনু শমনে।
বধিলাম শতভ্রাতৃসহ দুর্য্যোধনে ॥
আর যত সুহৃদ্-বান্ধবগণ ছিল।
রাজ্যলোভে আমা হৈতে যমদ্বারে গেল ॥
অভিমন্যু দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রগণ।
রাজ্যহেতু বিনাশিনু, শুন তপোধন ॥
এমন নিন্দিত কর্ম্ম কেহ নাহি করে।
কি বলিয়া মহামুনি, প্রশংস আমারে ॥
ব্যাস বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
শুনিলাম আমি যত তোমার কথন ॥
জ্ঞাতি গুরু ভ্রাতা বন্ধু মারিয়াছ তুমি।
কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম শুন নৃপমণি ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্রজাতি।
এ-সব ব্রহ্মার দেহে হইল উৎপত্তি ॥
যথাযোগ্য ধর্ম্মে নিয়োজিল চারি জনে।
সংগ্রাম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, লিখিত পুরাণে ॥
তুমি বল, মন্দ কর্ম্ম করিলাম আমি।
কিন্তু ইহা স্মরণেতে মুক্ত হয় প্রাণী ॥
যুধিষ্ঠির পুনঃ কহে, ওহে মতিমান্।
সত্য ক্ষত্রধর্ম্ম এই, কহিলে প্রমাণ ॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে মম কান্দিতেছে প্রাণ।
কি করিব, কহ মুনি, ইহার বিধান ॥
কি-কর্ম্ম করিলে পাপ যাইবেক দূরে।
অনুকূল হ'য়ে মুনি, কহিবে আমারে ॥
কোন্ মন্ত্র জপিব, করিব কোন্ ধ্যান।
কোন্ যজ্ঞ করি কহ মুনি মতিমান্ ॥
কিসে পাপ ক্ষয় হবে, কহ মহামুনি।
ক্ষত্রধর্ম্ম পালি পাপ করিয়াছি আমি ॥
দ্রোণ জিজ্ঞাসিল করি আমাতে বিশ্বাস।
শুন মুনি, তাঁরে আমি কহি মিথ্যা-ভাষ ॥
কি-মতে এ-সব পাপে পাব পরিত্রাণ।
এ নহে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম, শুন মতিমান্ ॥
ব্যাস বলিলেন, রাজা, দুঃখ ভাব কেনে।
ক্ষত্রিয়-প্রধান-ধর্ম্ম বিদিত পুরাণে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন মহাশয়।
পুণ্যকর্ম্ম-ব্যতিরেকে পাপ নহে ক্ষয় ॥

জ্ঞাতিবধে পাপ ভয় মম নিরন্তর।
কি উপায় করি বল, ওহে মুনিবর॥

——

● ব্যাসদেব-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সংশয় খণ্ডন

তবে ব্যাস কহিলেন, শুনহ রাজন্।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞে হয় পাপের বিনাশ।
মন দিয়া শুন রাজা, কহি ইতিহাস॥
মহাবীর ছিল জমদগ্নির কুমার।
নিঃক্ষত্রা করিল ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
পিতার আজ্ঞায় তেঁহ বধিল জননী।
বনপর্ব্বে সেই-কথা শুনিয়াছ তুমি॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞে তাঁর পাপ গেল দূরে।
এ-সব শাস্ত্রের কথা কহি যে তোমারে॥
ত্রেতাযুগে প্রভু হইলেন অবতার।
আপনি শ্রীরাম দশরথের কুমার॥
পালিতে পিতার সত্য চলিলেন বনে।
বনে ভ্রমিলেন সীতা-লক্ষ্মণের সনে॥
আদ্যোপান্ত রামায়ণ শুনিয়াছ তুমি।
অশ্বমেধ করিলেন শ্রীরাম আপনি॥
আর অশ্বমেধ কৈল দেব-পুরন্দর।
ব্রহ্মবধ-পাপে মুক্ত তাঁর কলেবর॥
তুমিও করহ রাজা অশ্বমেধ-ক্রতু।
জ্ঞাতিবধ-মহাপাপ এড়াবার হেতু॥
এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড়হস্তে বলিছেন ধর্ম্মের নন্দন॥
অশ্বমেধ পাপ দূর, কহিলে আপনি।
যজ্ঞ কৈল যত জন, শুনিলাম আমি॥
তা'সবার সম নহে আমার ক্ষমতা।
শুন মহামুনি, ইহা না হয় সর্ব্বথা॥
নির্ধন-পুরুষ আমি, নাহি এত ধন।
কি-মতে হইবে মুনি, যজ্ঞ সমাপন॥
দুর্য্যোধন-বিবাদেতে অর্থ হৈল ক্ষয়।
কি-মতে হইবে যজ্ঞ, মুনি মহাশয়॥
অশ্বমেধ হবে হেন না দেখি উপায়।
বিবরিয়া মহামুনি, কহিবে আমায়॥
ফলহীন বৃক্ষ যথা ত্যজে পক্ষিগণ।
অর্থহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥
নির্ধন হইলে তারে কেহ না আদরে।
কি-মতে হইবে যজ্ঞ, কহ না আমারে॥
ধনহীন পুরুষের ধর্ম্ম নাহি হয়।
ধন হৈতে ধর্ম্ম হয়, মুনিগণ কয়॥
হেন ধন নাহি মম, কিসে হবে যজ্ঞ।
কি-মতে তরিব পাপে, কহ মহাবিজ্ঞ॥
ব্যাস বলে, শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
ক্রিয়াকর্ম্মে লিপ্ত হৈলে ধনে প্রয়োজন॥
ধন হৈতে ধর্ম্ম হয়, ইথে নাহি আন।
শুন রাজা, কহি আমি ধনের সন্ধান॥
মরুত্ত-নামেতে এক ছিল নরবর।
তার যজ্ঞ কথা কহি তোমার গোচর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কৈল মরুত্ত নৃপতি।
অদ্যাপি তাহার যশ ঘোষে বসুমতী॥
বিংশতি সহস্র বিপ্রে যজ্ঞেতে ধরিল।
সুবর্ণ-আসনে সব দ্বিজে বসাইল॥
স্বর্ণ-বাটি স্বর্ণ-থাল স্বর্ণময় ঝারি।
কাঞ্চনে নির্ম্মিত পাত্রে দেন অন্ন-বারি॥
হেনমতে মরুত্ত ব্রাহ্মণে সেবা করে।
প্রত্যহ নূতন পাত্র দিল দ্বিজবরে॥
হেনমতে যজ্ঞ কৈল শতেক বৎসর।
মরুত্ত-সমান ধনী নাহি নৃপবর॥
বহু ধন লইতে না পারি দ্বিজগণ।
হিমালয়-পার্শ্বদেশে রাখে সর্ব্বজন॥
তথা হৈতে সেই ধন আনহ সত্বর।
অশ্বমেধ হইবেক, শুন নরবর॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
যোড়হাত করি করে এই নিবেদন॥

শুন মহাশয়, আমি যজ্ঞ না করিব।
সে-ধন ব্রহ্মস্ব, আমি কেমনে আনিব॥
পাপ বিনাশিতে চাহি যজ্ঞ করিবারে।
আনিতে বিপ্রের ধন বল কি-প্রকারে॥
শুন মহামুনি, মম যজ্ঞে নাহি কাজ।
শুনিলে হাসিবে সব নৃপতি-সমাজ॥
ব্রহ্মস্বেতে বংশনাশ, নাহি পরিত্রাণ।
কি-মতে সে-ধন আমি করিব গ্রহণ॥
যজ্ঞে মম কাজ নাহি, নিবেদি তোমারে।
তবে না তরিব আমি পাপ পারাবারে॥
হাসিয়া বলেন ব্যাস, শুনহ রাজন্।
দোষ নাহি নৃপতি, আনিতে সেই ধন॥
সে-ধন ব্রাহ্মণগণ করিলেন ত্যাগ।
ইথে দোষ না পরশে, শুন মহাভাগ॥
ভয় না করিহ তুমি ধর্ম্মের তনয়।
অগ্নি জল পৃথিবী ও ধন কারো নয়॥
শত শত রাজা পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল।
তদন্তরে কত শত আরো রাজা হৈল॥
বাহুবলে পৃথিবীর করিল পালন।
নানা যজ্ঞ করিলেক পেয়ে নানা ধন॥
সেই ধন জল অগ্নি হ্রাস নাহি হয়।
ইথে কেন ভয় কর, ধর্ম্মের তনয়॥
পূর্ব্বেতে দেবতাসুর ছিল দুই ভাই।
এ-ধন ধরণী যত অসুরেতে পাই॥
তবে দেব অসুরে মারিল বাহুবলে।
এই ধন নিতে আজ্ঞা কৈল কুতূহলে॥
এই ধনে যজ্ঞ-দান করে বহুতর।
তবে সূর্য্যবংশে হৈল এক নরবর॥
সাবর্ণি-নামেতে হৈল সূর্য্যের নন্দন।
পৃথিবী পাইল রাজা তপের কারণ॥
বশ করি বসুমতী পালিলেক প্রজা।
হেনমতে সূর্য্যবংশে হৈল কত রাজা॥
তা'সবার দান-যজ্ঞ বিদিত সংসারে।
এ-সব তপের তেজ, জানাই তোমারে॥

হরিশ্চন্দ্র মহারাজ খ্যাত ত্রিভুবনে।
সকল পৃথিবী দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥
ব্রহ্মস্ব হইল তবে এই বসুমতী।
তবে কেন হৈল ইথে ক্ষত্র নরপতি॥
ব্রহ্মস্ব বলিয়া তার ভয় নাহি ছিল।
ইহার কারণে কেবা রাজ্য না করিল॥
তবে বিরোচন-সুত বলি হৈল রাজা।
ব্রাহ্মণেরে সপ্তদ্বীপ দিয়া কৈল পূজা॥
আপনি পাতালে গেল না পাইয়া স্থান।
দুষ্ট দেখি তারে বিড়ম্বিল ভগবান্॥
তবে জমদগ্নি-সুত ভৃগুবংশপতি।
শুনেছ তাঁহার কথা ধর্ম্ম-নরপতি॥
পৃথিবী জিনিয়া তিনি আনন্দিত-মনে।
পৃথিবী দিলেন দান মরীচি-নন্দনে॥
কশ্যপ পাইল তবে সব বসুমতী।
আপন নন্দনে দিল করিয়া পীরিতি॥
ধন ধরা অগ্নি জল এই কারো নয়।
শুন যুধিষ্ঠির রাজা, শাস্ত্রে হেন কয়॥
পৃথিবী পালিয়া তার হয় নানা ধন।
ভয় না করহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন॥
সে-ধন আনিয়া রাজা, যজ্ঞ কর সুখে।
ইথে দোষ নাহি, আমি কহিনু তোমাকে॥
আনন্দ পাইল রাজা ব্যাসের বচনে।
পুনরপি জিজ্ঞাসেন আনন্দিত-মনে॥
হইল ধনের তত্ত্ব, শুন মহামুনি।
যজ্ঞহেতু হয়বর কোথা পাব শুনি॥
মুনি কন, আছে অশ্ব যুবনাশ্বপুরে।
আনিতে করহ যত্ন সেই অশ্ববরে॥
যজ্ঞহেতু অশ্ব পালিতেছে নরপতি।
শতকোটি সেনা আছে তাহার সংহতি॥
যতনে পালয়ে হয়, যজ্ঞ নাহি করে।
সেই ঘোড়া আন রাজা, জানাই তোমারে॥
পরাজিয়া যুবনাশ্বে হয় আন তুমি।
তবে যজ্ঞ সিদ্ধ হবে কহিলাম আমি॥

যুধিষ্ঠির বলে, মুনি, কর অবধান।
হয়-হেতু নৃপ-সহ হইবে সংগ্রাম ॥
কে আর করিবে যুদ্ধ নৃপতির সাথে।
মহারাজ যুবনাশ্ব খ্যাত পৃথিবীতে ॥
ব্যাস বলিলেন, রাজা, চিন্তা কর কেনে।
হয় আনিবারে আজ্ঞা কর ভীমসেনে ॥
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া শকতি।
আপনি ভীমেরে আজ্ঞা দেহ নরপতি ॥
বক হিড়িম্বক আর কির্ম্মীক দুর্ব্বার।
কৈলাস মর্দ্দিয়া কৈল যক্ষের সংহার ॥
কীচকে মারিল ভীম বিরাট-নগরে।
শতভাই-দুর্য্যোধনে বধিল সমরে ॥
ভীম হৈতে সিদ্ধ হবে তব প্রয়োজন।
ভীম আনিবেক ঘোড়া করিয়া যতন ॥
আমি জানি ভীমের অসাধ্য নহে কর্ম্ম।
হয়-হেতু চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্ম ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কর অবধান।
বড় ক্লান্ত আছে ভীম করিয়া সংগ্রাম ॥
জর্জ্জর ভীমের অঙ্গ কৌরবের বাণে।
তুরঙ্গ আনিতে তারে কহিব কেমনে ॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ দুই ত বালক।
বিশেষ বাপের শোকে দহিছে পাবক ॥
কিমতে বলিব তারে তুরঙ্গ আনিতে।
শুন মহামুনি, বড় ভয় পাই চিতে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● যজ্ঞাশ্ব আনিতে ভীমের সম্মতি

এত যদি বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
তাহা শুনি আনন্দিত বীর বৃকোদর ॥
ভীম বলে, মহারাজ, করহ শ্রবণ।
তুরঙ্গ আনিতে কহিলেন তপোধন ॥
আনিব তুরঙ্গ আমি, এ নহে আশ্চর্য্য।
পরাজিব যুবনাশ্বে, কত বড় কার্য্য ॥
ধন আনিবারে তুমি পাঠাও অর্জ্জুনে।
আমি আনি অশ্ববরে জিনিয়া রাজনে ॥
একেশ্বর যাব আমি ভদ্রাবতীপুরে।
আনিব যজ্ঞের হয় জিনিয়া রাজারে ॥
সবান্ধবে রাজারে পাঠাব যমঘরে।
অবশ্য আনিব ঘোড়া, কারে ভীম ডরে ॥
ইহা ভিন্ন আর নাহি আমার বিশ্রাম।
শতেক বৎসর পারি করিতে সংগ্রাম ॥
কহিলেন যুধিষ্ঠির ভীমের বচনে।
একাকী দুর্গমে তুমি যাইবে কেমনে ॥
বৃষকেতু-মুখপানে চান যুধিষ্ঠির।
রাজার ইঙ্গিতে তার পুলক-শরীর ॥
যোড়হাতে কহে বীর ধর্ম্মের গোচরে।
ভীম-সঙ্গে যাব আমি, আজ্ঞা দেহ মোরে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন প্রিয়বর।
আছিল তোমার পিতা মহা-ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন বধিল তারে করিয়া বিক্রম।
তার বধে পাইয়াছি আমি মনোভ্রম ॥
পরিচয় নাহি ছিল কর্ণের সংহতি।
সবাই বলিত তারে রাধার সন্ততি ॥
সূতপুত্র বলি তারে বলে সর্ব্বজনে।
না চিনিয়া সহোদরে বধিলাম রণে ॥
বিনাশিল কর্ণবীরে অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
চাহিতে তোমার মুখ মনে পাই ভয় ॥
বৃষকেতু বলে, শুন পাণ্ডব-ঈশ্বর।
ক্ষত্রিয়-প্রধান-ধর্ম্ম করিতে সমর ॥
তাহে মৃত্যু হৈলে হয় স্বর্গেতে বসতি।
বিষাদ নাহিক তাহে, শুন নরপতি ॥
বিপক্ষ হইল পিতা ত্যজি সহোদর।
কৌরব-সহিত কৈল মন্ত্রণা বিস্তর ॥
দ্রৌপদীরে উপহাসি হিংসিল তোমারে।
সেই পাপে পিতা মম গেল যমঘরে ॥

তার লাগি অনুতাপ কর কি-কারণে।
সে-সকল কথা মম কিছু নাহি মনে॥
আজ্ঞা দেহ যাই আমি খুড়ার সংহতি।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া শুন নরপতি॥
বৃষকেতু-বাক্যে যুধিষ্ঠির হরষিত।
আজ্ঞা দেন ভীম-সঙ্গে যাইতে ত্বরিত॥
বৃষকেতু কথা শুনি ভীম হরষিত।
আলিঙ্গন দিল তারে মনে পেয়ে প্রীত॥
তবে ঘটোৎকচ-সুত মেঘবর্ণ-নাম।
যুধিষ্ঠির-আগে কহে করিয়া প্রণাম॥
যদি আজ্ঞা কর তুমি ধর্ম্ম-নরপতি।
পিতামহ সঙ্গে যাব পুরী ভদ্রাবতী॥
আনিব তুরঙ্গে আমি, শুনহ রাজন্।
অন্তরীক্ষে গতি মম ধর্ম্মের নন্দন॥
বুঝিতে আমার মায়া অমর না পারে।
আনিব তুরঙ্গ আমি হস্তিনা-নগরে॥
বৃষকেতু পিতামহে করিবে সমর।
তুরঙ্গ আনিব আমি, শুন নৃপবর॥
এত যদি মেঘবর্ণ বলিল বচন।
অনুমতি করিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
যাহ পুত্র, তুরঙ্গ আনহ বাহুবলে।
মম আশীর্ব্বাদে ঘোড়া আনিবে কুশলে॥
তিন জন মিলিয়া করিবে মহারণ।
তবে সে জিনিবে তারে শুনহ নন্দন॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে তিন জন।
প্রণমিয়া ধর্ম্মপদে করিল গমন॥
সাজিলেন তিন বীর তুরঙ্গ আনিতে।
ব্যাস কহিলেন কথা রাজার সাক্ষাতে॥
অর্জ্জুনে পাঠাও রাজা, আনিবারে ধন।
তবে সে কহিব আমি যজ্ঞ-বিবরণ॥
মুনিবাক্যে ধনঞ্জয়ে কন নরপতি।
কিরীটী চাপিয়া রথে যান শীঘ্রগতি॥
হিমালয়-পার্শ্বে যান পাণ্ডুর নন্দন।
রথেতে তুলিয়া আনিলেন সব ধন॥
ধন দেখি যুধিষ্ঠির সানন্দ-অন্তর।
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ মুনির গোচর॥
যজ্ঞ-বিবরণ তবে কহ মহামুনি।
আয়োজন কত চাহি, কহ দেখি শুনি॥
কতেক ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করিব বরণ।
সে-সকল কথা শীঘ্র কহ তপোধন॥
গব্য-হব্য কত চাহি, কহ মহামুনি।
ঘোড়ার কিমত রূপ কহ দেখি শুনি॥
আদ্যোপান্ত যজ্ঞ-কথা জানাও আমারে।
স্থির নহে চিত্ত মম, কহি যে তোমারে॥

● ব্যাস কর্ত্তৃক অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিবরণ বর্ণন

ব্যাস বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ কৈলে স্থির হবে মন॥
যজ্ঞ-বিবরণ-কথা কহি যে তোমারে।
আদ্যোপান্ত অন্ন-জল দিবে সবাকারে॥
বিংশতি-সহস্র বিপ্র যজ্ঞেতে বরিবে।
নানা আভরণ দিয়া সবারে তুষিবে॥
আসন-ভূষণ দিবে কনক-রচিত।
আদরে পূজিবে সবে হ'য়ে হরষিত॥
লক্ষ কুম্ভ ঘৃত নিত্য ঢালিবে আগুনে।
করিবে দেবতা-পূজা কুসুম-চন্দনে॥
পাঁচ কুম্ভ ঘৃত এক ব্রাহ্মণে ঢালিবে।
হেনমতে লক্ষ কুম্ভ প্রতিদিন দিবে॥
যথাযোগ্য আহারাদি দিবসে দিবসে।
যজ্ঞ-আরম্ভন কর মধু-চৈত্র মাসে॥
ঘোড়ার লক্ষণ শুন ধর্ম্ম নরপতি।
চন্দ্রমা জিনিয়া ঘোড়া দেহের মুরতি॥
পীতপুচ্ছ শ্যামবর্ণ অশ্ব মনোহর।
সর্ব্বসুলক্ষণ হয় অতি নরবর॥
ভূষিত করিবে ঘোড়া দিয়া আভরণ।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া অশ্বে করিবে পূজন॥

জয়পত্র অশ্বভালে করিয়া বন্ধন।
আপনার নাম তাহে করিবে লিখন॥
তাহাতে লিখিবে পত্র, যেই ঘোড়া ধরে।
নিজ বাহুবলে আমি জিনিব তাহারে॥
তুরঙ্গ ছাড়িবে মধু-পূর্ণিমা-দিবসে।
পৃথিবী ভ্রমিবে অশ্ব মনের হরিষে॥
আপনি থাকিবে রাজা, যজ্ঞে হ'য়ে ব্রতী।
অসিপত্র-ব্রত আচরিবে মহামতি॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন, করি নিবেদন।
অসিপত্র-ব্রত-কথা কহ তপোধন॥
অসিপত্র-ব্রত সেই কেমন প্রকারে।
কি নিয়মে থাকে, তাহে বলহ আমারে॥
ব্যাস বলিলেন, রাজা, কর অবগতি।
অসিপত্র-ব্রত-কথা শুন নরপতি॥
যাবৎ না আসে ঘোড়া নিবৃত্ত হইয়া।
থাকিবে যে একাসনে দ্রৌপদী লইয়া॥
তার মাঝে খড়্গ এক থোবে নরপতি।
কদাচিৎ অন্যমত না করিবে তথি॥
মদন-আবেশে যদি মজে তব মন।
সেই খড়্গে কাটিয়া ফেলিবে সেইক্ষণ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ তবে কৈল সুরপতি।
অসিপত্র-ব্রত না করিল মহামতি॥
শতক্রতু নাম ইন্দ্র ঘোষে ত্রিজগতে।
অসিপত্র-ব্রত সেই নারিল করিতে॥
সেই ব্রত কর রাজা, আমার বচনে।
তোমা-বিনা করিতে নারিবে অন্যজনে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞে না থাকিবে পাপলেশ।
অসিপত্র আচরহ অশেষ বিশেষ॥
ঘুচিবে তোমার যত উচাটন-মতি।
দূর হবে পাপ যত, মনে পাবে প্রীতি॥
শুনিয়া বলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
আচরিতে না পারিল সহস্রলোচন॥
হেন ব্রত আচরিব আমি কোন্ মতে।
শুন মহামুনি, বড় ভয় পাই চিতে॥
ব্যাস কন, তোমার সহায় নারায়ণ।
তোমার অসাধ্য ইহা নহে ত রাজন্॥
হরি-বিনা কেহ নাহি করিতে তারণ।
চিন্তা না করিহ তুমি ধর্ম্মের নন্দন॥
এত বলি ব্যাস চলিলেন নিকেতনে।
কৃষ্ণের করেন স্তব রাজা দৃঢ়-মনে॥
অশ্বমেধ-পর্ব্বকথা ব্যাসের লিখন।
পয়ারেতে কাশীরাম করিল রচন॥

● যুধিষ্ঠিরের নিকট শ্রীকৃষ্ণের আগমন

হা কৃষ্ণ দ্বারকানাথ কাসি যাদবনন্দন।
মথুরেশ হৃষীকেশ ত্রাতা ভব জনার্দ্দন॥
হে কৃষ্ণ দ্বারকানাথ যাদব-নন্দন।
মথুরেশ হৃষীকেশ কোথা জনার্দ্দন॥
পাণ্ডবের নাথ তুমি, ভব-ভয়হারি।
আকুল হইয়া ডাকি, এস হে মুরারি॥
এই নাম যুধিষ্ঠির স্মরণ করিতে।
করুণাসাগর তথা আসিল ত্বরিতে॥
একেশ্বর আসিলেন কমললোচন।
যুধিষ্ঠির-দ্বারে আসি দিল দরশন॥
হের দেখ, ভক্তের অধীন যদুরায়।
শিবব্রহ্মা ধ্যানে যাঁরে দেখিতে না পায়॥
অনাহারে অহর্নিশি যত যোগিগণ।
সমাধি-যোগেতে ভাবে যেই নারায়ণ॥
দেখিতে না পায় যাঁরে নানা ক্লেশ করি।
যুধিষ্ঠির-স্মরণেতে এল সেই হরি॥
দ্বারী গিয়া জানাইল ধর্ম্মের গোচরে।
শুন রাজা, হৃষীকেশ আসিলেন দ্বারে॥
শুনি হরষিত হ'য়ে পাণ্ডুর নন্দন।
আগুসরি আনিবারে করেন গমন॥
দ্রৌপদী-সহিত রাজা ভ্রাতৃগণ ল'য়ে।
ত্বরিত গেলেন রাজা আনন্দিত হ'য়ে॥

যুধিষ্ঠিরে প্রণমেন দেব নারায়ণ।
হরষিত হ'য়ে রাজা দেন আলিঙ্গন॥
সবা-সনে সম্ভাষণ করি যদুপতি।
সভাতে বসেন আসি কৃষ্ণ মহামতি॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
বৃষকেতু-আদি যত বসিল অপার॥
সভা সুশোভিত করিলেন নারায়ণ।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে কৃষ্ণ-আগমন॥
শুন রাজা জন্মেজয়, কহি যে তোমারে।
পাণ্ডব-সমান কেহ নাহিক সংসারে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে আসিলেন হরি।
পাণ্ডবের কত ভাগ্য, বলিতে না পারি॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠির হ'য়ে যোড়হাত।
নিবেদন কৈল, শুন দেব জগন্নাথ॥
অভিষেক করি মোরে দিলে সিংহাসন।
তোমার আজ্ঞায় করি প্রজার পালন॥
কিন্তু মম চিত্ত স্থির না হয় শ্রীহরি।
অন্তরে উদ্বেগ উঠে, বলিতে না পারি॥
গুরু-জ্ঞাতি নাশিলাম সংগ্রাম-ভিতরে।
সে-কারণে সুখ মোর নাহিক অন্তরে॥
বিষাদিত হ'য়ে আমি মনে মনে গণি।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস মহামুনি॥
যত দুঃখ নিবেদন করিলাম আমি।
কহিলেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞ কর তুমি॥
বলিলাম, নিঃস্ব আমি, করিব কেমনে।
ধনের সন্ধান মুনি কহিল যতনে॥
অর্জ্জুন আনিবে ধন হিমালয় হ'তে।
উপদেশ করিলেন তুরঙ্গ আনিতে॥
যুবনাশ্বপুরে আছে অশ্ব মনোহর।
ভীম আনিবেক অশ্ব করিয়া সমর॥
প্রতিজ্ঞা করিল তবে সভা-বিদ্যমানে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ আর ভীমসেনে॥
তবে যজ্ঞ-বিবরণ কহিলেন মুনি।
অসিপত্র-ব্রত শুনি মনে ভয় গণি॥
সে-কারণে স্তুতি আমি করিনু তোমারে।
ত্বরায় আসিলে কৃষ্ণ, আমার গোচরে॥
পাণ্ডবে আছয়ে কৃপা শুন যদুরায়।
যজ্ঞসিদ্ধি-হেতু আমি জিজ্ঞাসি তোমায়॥
পারি কি না পারি আমি যজ্ঞ করিবারে।
বিচারিয়া কৃষ্ণচন্দ্র, বলহ আমারে॥
শুনিয়া বলেন হাসি দেব নারায়ণ।
জলদ-গম্ভীর-স্বরে মধুর-বচন॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির, আমার ভারতী।
ঘোটক আনিবে ভীম, হেন নহে কৃতী॥
যুবনাশ্ব মহারাজ মহাবলবান্।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করা সঙ্কটের স্থান॥
সংগ্রামে জিনিতে না পারিবে বৃকোদর।
ভীম হ'তে কর্ম্ম-সিদ্ধি নহে নৃপবর॥
অপকর্ম্মান্বিত ভীম, সর্ব্বলোকে জানে।
কামাতুর হ'য়ে মজে রাক্ষসীর সনে॥
রাক্ষস-আকার তার রাক্ষস-আচার।
মনুষ্যের রক্ত খায়, রাক্ষস-আহার॥
কোন গুণ নাহি দেখি ভীমের শরীরে।
হেন জনে বল তুমি অশ্ব আনিবারে॥
ভীম হৈতে না হইবে সিদ্ধ প্রয়োজন।
নিশ্চয় জানিহ ইহা ধর্ম্মের নন্দন॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করিলেন রঘুনাথ।
ব্রহ্মবধ ক'রেছিল পূর্ব্বে তাঁর তাত॥
নিয়োজিল লক্ষ্মণেরে অশ্ব রাখিবারে।
আনন্দে ভ্রময়ে অশ্ব পৃথিবী উপরে॥
অক্ষৌহিণী সঙ্গে করি সুমিত্রা-নন্দন।
অশ্ব ল'য়ে করিলেক পৃথিবী-ভ্রমণ॥
দৈবযোগে গেল অশ্ব বিষ্ণুপদীপুরে।
লব কুশ দুই ভাই ধরিল অশ্বেরে॥
আনিতে নারিল অশ্ব সুমিত্রা-নন্দন।
আপনি গেলেন তথা কমললোচন॥
শ্রীরাম আনেন অশ্ব, যজ্ঞ সাঙ্গ হয়।
এই সব কথা রাজা, জানিহ নিশ্চয়॥

এত যদি কহিলেন দেব গদাধর।
তাহা শুনি কহিতে লাগিল বৃকোদর॥
নিবেদন করি, শুন দেব নারায়ণ।
কহিলে আমারে তুমি গর্হিত বচন॥
তুমি যদি বল, আমি কি করিতে পারি।
কিন্তু আপনার ছিদ্র নাহি জান হরি॥
ডাগর উদর মম দেখ নারায়ণ।
তোমার উদরে কৃষ্ণ, এ তিন-ভুবন॥
আমা-সম কামাতুর না দেখ আপনি।
ষোল শত অষ্ট হয় তোমার রমণী॥
তাহা ল'য়ে ক্রীড়া কর দিবস-রজনী।
আমি কিসে কামাতুর, বল গুণমণি॥
নিন্দিলে আমার কাছে রাক্ষসী-বনিতা।
তোমার গৃহেতে আছে ভল্লুক-দুহিতা॥
আপনা না জানি কৃষ্ণ নিন্দহ অন্যেরে।
কত কীর্ত্তি রাখিয়াছ গোকুল-নগরে॥
পাসরিলে সেই কথা রাধার জীবন।
আমারে নিন্দিয়া কহ কুৎসিত বচন॥
ভয় নাহি করি আমি যুবনাশ্ব-বীরে।
তুরঙ্গ আনিব আমি জিনিয়া তাঁহারে॥
তুমি যারে প্রসন্ন আছহ যদুরায়।
ইন্দ্র পরাজিতে পারি, এবা কোন্ দায়॥
মোদের সবার নাথ তুমি নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা জানে সর্ব্বজন॥
আমার অসাধ্য নাহি এই চরাচরে।
শুন কৃষ্ণ, কহিলাম তোমার গোচরে॥
ভীমের বচনে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মধুর-বচন॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ সিদ্ধ হইবে তোমার।
অসিপত্র আচরিবে ধর্ম্মের কুমার॥
অন্যমত না হইবে, বলিলাম আমি।
তুরঙ্গ আনিবে ভীম, স্থির জান তুমি॥
কৃষ্ণের বচনে হরষিত যুধিষ্ঠির।
পুনরপি কহিতে লাগিল ভীমবীর॥
শুনহ অর্জ্জুন-বীর, আমার বচন।
সতত করিবে তুমি রাজার রক্ষণ॥
পালিহ হস্তিনাপুরী প্রজার সহিতে।
তিন জন যাই মোরা তুরঙ্গ আনিতে॥
এতেক কহিল যদি পবন-কুমার।
শুনিয়া অর্জ্জুন তাহা করেন স্বীকার॥
যুধিষ্ঠির-পদে ভীম করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ দেন তারে ধর্ম্ম গুণধাম॥
যাহ ভীম, অশ্ব তুমি আনহ ত্বরিতে।
বিলম্ব না কর ভাই, ইহা রাখ চিতে॥
এত শুনি ভীমবীর চলিল সত্বরে।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ লইয়া দোঁহারে॥
পাণ্ডব বিজয়-কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

অশ্ব আনিতে ভীম, বৃষকেতু ও মেঘবর্ণের যাত্রা

শ্রীজনমেজয় বলে, কহ মহামুনি।
অপূর্ব্ব প্রস্তাব আমি তোমা হৈতে শুনি॥
কেমনে আনিল অশ্ব বীর বৃকোদর।
বিবরিয়া সেই কথা কহ মুনিবর॥
যত কথা শুনি মুনি, তত বাড়ে সুখ।
অমৃত করিতে পান কে হয় বিমুখ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
ভীম আনিবারে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বৃষকেতু-মেঘবর্ণে করিয়া সংহতি।
গোবর্দ্ধন-গিরিবরে গেল শীঘ্রগতি॥
সেই গোবর্দ্ধন গিরি সহস্র-শিখর।
তাহে আরোহণ কৈল তিন বীরবর॥
পর্ব্বতে বসিল বীর হরষিত হ'য়ে।
দেখিল রাজার পুরী দূরেতে থাকিয়ে॥
সুবর্ণ-রচিত পুরী মণি-মুক্তাময়।
পুরী-দরশনে ভীম মানিল বিস্ময়॥

ভীম বলে, বৃষকেতু, শুনহ বচন।
জিনিয়া কনক-লঙ্কা পুরীর গঠন ॥
মনোহর রাজপুরী অতি অনুপম।
কতেক বসতি পুরে, নাহিক নিয়ম ॥
পুরীর বাহিরে দেখি রম্য সরোবর।
সলিলে করিছে শোভা অমর নগর ॥
নানা বৃক্ষ শোভান্বিত সরোবর-পাশে।
চম্পক মালতী যূথী মল্লিকা বিকাশে ॥
মধু-লোভে অলিগণ ভ্রমিয়া বেড়ায়।
দেখহ কোকিলগণ কুহুস্বরে গায় ॥
কলকণ্ঠ-বিহঙ্গম নানা শব্দ করে।
মনোহর উপবন সরোবর-তীরে ॥
হের দেখ, বিটপীর তলে দিব্যছায়।
বসিয়া রমণীগণ নানা গীত গায় ॥
কাঁখে হেমকুম্ভ করি যতেক অবলা।
সরোবর-তীরে আসে যেন চন্দ্রকলা ॥
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর যেন দেবের রমণী।
উর্ব্বশী জিনিয়া রূপ, মনে মনে গণি ॥
একে আসে, আর যায় সরোবর-তীরে।
দৃষ্টি করি বৃষকেতু, দেখহ অন্তরে ॥
অমর-নগর জিনি যুবনাশ্বপুরী।
প্রবেশিব কোন্ পথে, মনে ভয় করি ॥
গড়ের পরিখা দুই যোজন বিস্তার।
ভয় লাগে দেখিয়া রাজার সিংহদ্বার ॥
রক্ষক-সকল দেখ নানা-অস্ত্র-হাতে।
অগম্য রাজার পুরী, যাইব কিমতে ॥
পুরীর ভিতরে আছে অশ্ব মনোহর।
কেমনে আনিব অশ্ব, অনন্ত দুষ্কর ॥
ভীমের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাত হ'য়ে ভীমে করে নিবেদন ॥
রাজবাড়ী অনুপম অতি মনোহর।
পুরীর সুঠাম জিনি অমর-নগর ॥
প্রবেশিতে না পারিব যুবনাশ্বপুরে।
আসিবে যজ্ঞের অশ্ব এই সরোবরে ॥
আসিবে অনেক সৈন্য অশ্বের সংহতি।
ধরিয়া লইব অশ্ব করিয়া শকতি ॥
ভীম বলে, বৃষকেতু, কহিলে প্রমাণ।
নিতান্ত ধরিতে ঘোড়া করহ সন্ধান ॥
তুরঙ্গ ধরিতে যুদ্ধ হইবে বিস্তর।
কি কর্ম্ম করিব বল কর্ণের কোঙর ॥
বৃষকেতু বলে, আমি করিব সমর।
আমা নিবারিতে পারে, নাহি হেন নর ॥
তবে মেঘবর্ণ বলে, শুন পিতামহ।
ধরিয়া আনিব অশ্ব, আজ্ঞা যদি দেহ ॥
অশ্ব ল'য়ে থাকিব সে পর্ব্বত-উপরে।
তোমরা প্রবৃত্ত দোঁহে হইবে সমরে ॥
মেঘবর্ণ-বাক্য শুনি ভীম হৈল প্রীত।
পর্ব্বতে রহিল সবে হ'য়ে হরষিত ॥
শিখরে বসিয়া তিনে করে নিরীক্ষণ।
জলপান করিতে আসিল অশ্বগণ ॥
অযুত অযুত ঘোড়া আসে সরোবরে।
আপনার সুখে ঘোড়া জলপান করে ॥
জলপান করিয়া চলিল অশ্বগণ।
তাহে না দেখিল অশ্ব সর্ব্বসুলক্ষণ ॥
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছ তাহে না দেখিয়ে।
পর্ব্বতে আছেন তিনে পথপানে চেয়ে ॥
ভীম বলে, বৃষকেতু, হেন লয় মনে।
অন্তঃপুরে আছে অশ্ব, না এল এখানে ॥
বাহির না করে অশ্বে, ইহা জান স্থির।
আইল অনেক অশ্ব খাইবারে নীর ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলাম প্রতিজ্ঞা করিয়া।
হস্তিনাতে যাব আমি কি বোল বলিয়া ॥
অব্যর্থ প্রতিজ্ঞা মম, সর্ব্বলোকে জানে।
ঘোড়া না পাইয়া ঘোর দুঃখ বাড়ে মনে ॥
বৃষকেতু বলে, খুড়া, শুন অবধানে।
এখনি আসিবে ঘোড়া দেখ জলপানে ॥
শ্রীকৃষ্ণ দিলেন আজ্ঞা তুরঙ্গ আনিতে।
কার্য্যসিদ্ধি হবে, কেন দুঃখ কর চিতে ॥

ঐ দেখ, নগরেতে নানা বাদ্য শুনি।
বরাক খঞ্জরি বাজে, আর বাজে বেণী॥
খমক ঠমক বাজে, বাজিছে ঝাঁঝরি।
বরঙ্গ মধুর বাজে বিশাল ধূসরি॥
জয়ঢাক বীরঢাক কাংস্য করতাল।
দগড়ি দগড় বাজে দামামা বিশাল॥
কোলাহল শুনি বড় গড়ের বাহিরে।
অভিপ্রায় বুঝি, ঘোড়া আসে সরোবরে॥
রাজার গমনে যেন বাজে বাদ্যচয়।
শুন খুড়া, জলপানে আসে সেই হয়॥
এক দৃষ্টি করি তুমি চাহ হয়-পানে।
শব্দে কোলাহলে কিছু নাহি শুনি কাণে॥
আগে পাছে গজ-বাজী কত শোভা করে।
সর্ব্বসুলক্ষণ অশ্ব দেখহ মাঝারে॥
চামর চাঁদোয়া দেখ ঘোড়ার দু'-পাশে।
পদধূলি অন্ধকার করিল আকাশে॥
অশ্ব দেখি ভীম অতি আনন্দিত-মনে।
ঘটোৎকচ-সুতে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণে॥
মেঘবর্ণ বলে, তুমি দেখ না আসিয়া।
সৈন্যের মাঝারে ঘোড়া আনিব ধরিয়া॥
এত বলি মেঘবর্ণ হইল বিদায়।
চন্দ্রকে ধরিতে যেন রাহুগণ ধায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● মেঘবর্ণ কর্ত্তৃক যুবনাশ্ব রাজার অশ্ব হরণ

মেঘবর্ণ মহাবলী, হ'য়ে মহাকুতূহলী,
প্রণমিল ভীমের চরণে।
ভীম বড় কুতূহলে, তাহারে করিল কোলে,
আশীর্ব্বাদে হরষিত-মনে॥
প্রণমিয়া কর্ণসুতে, মেঘবর্ণ আনন্দেতে,
অন্তরীক্ষে করিল গমন।
প্রকাশি রাক্ষস-মায়া, দূর কৈল রবিচ্ছায়া,
অন্ধকারে না চলে নয়ন॥
আকাশে খেচর সব, করে মহা-কলরব,
বরিষে মুষলধারে জল।
প্রচণ্ড মরুৎ বয়, ঘন শিলাবৃষ্টি হয়,
পূর্ণিত হইল রসাতল॥
বাত হৈল অতিগুরু, ভাঙ্গিল অনেক তরু,
পত্র-পুষ্প পড়িল ভূতলে।
তাহা দেখি নৃপসেনা, হইলেক অন্যমনা,
অশ্ব নিতে না পারিল শালে॥
মারুতি রুধিল বাট, ত্রাসিত হইয়া ঠাট,
পরস্পর কহে নানা কথা।
কিবা হৈল দুরদৃষ্ট, অকস্মাৎ ঝড়বৃষ্ট,
মায়া কৈল এ কোন্ দেবতা॥
মনে উপজিল ভয়, এ-কর্ম্ম অন্যের নয়,
ঘোড়া নিতে আসে পুরন্দর।
শ্যামবর্ণ পীতপুচ্ছে, হেন ঘোড়া কোথা আছে,
শিলাঘাতে শরীর জর্জ্জর॥
নৃপসেনা হেনমতে, বিষাদ করিয়া চিতে,
অন্ধকারে না দেখি নয়নে।
চান্দোয়া চামর কোথা, খণ্ড খণ্ড হৈল ছাতা,
হাত হ'তে দণ্ড পড়ে ভূমে॥
মেঘবর্ণ হেনকালে, ঘোটক লইয়া কোলে,
ল'য়ে গেল পর্ব্বত-উপরে।
বৃষকেতু-বৃকোদর, আনন্দিত বহুতর,
আলিঙ্গন করিল তাহারে॥
ভারতের পুণ্য কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ-বিনাশন।
সেবি কৃষ্ণ-পদাম্বুজ, কহে কৃষ্ণ-দাসানুজ,
কৃষ্ণপদে বাহুড়ক মন॥

● বৃষকেতু ও যুবনাশ্বের যুদ্ধ

রাক্ষসের মায়া যত, সব দূর হৈল।
শিলাবৃষ্টি-বরিষণ ঝড় কোথা গেল ॥
দূর হৈল অন্ধকার, সুপ্রকাশ ভানু।
পরস্পর নিরীখয়ে নিজ-নিজ তনু ॥
কেহ বলে, আরে ভাই, অনর্থ হইল।
রাজার যজ্ঞের ঘোড়া কেবা ল'য়ে গেল ॥
কেহ বলে, অশ্বকে ধরিয়া একজন।
দেখিনু, আকাশপথে করিল গমন ॥
কি বলিয়া যাব মোরা নৃপ-সন্নিধানে।
ঘোড়া না দেখিয়া রাজা বধিবেক প্রাণে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর কিবা ঘোড়া নিল হরি।
ধেয়ে যায় নৃপসৈন্য হাতে ধনুঃ ধরি ॥
আকাশ-পথেতে কেহ করে নিরীক্ষণ।
কেহ বলে, অশ্ব নিল সহস্রলোচন ॥
কোলাহল করি সৈন্য ধাইল পর্ব্বতে।
আগু হৈল ভীমসেন ধনুর্ব্বাণ-হাতে ॥
মেঘবর্ণ বলে, শুন বীর বৃকোদর।
ঘোড়া ল'য়ে যাই চল হস্তিনানগর ॥
অগোচরে যাই, যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন।
তত্ত্ব নাহি পায় যেন নৃপ-সৈন্যগণ ॥
ভীম বলে, মেঘবর্ণ, কি কর বিচার।
শুনিলে হাসিবে কৃষ্ণ সংসারের সার ॥
উপহাস করিবেক মোরে ধনঞ্জয়।
চুরি করি বৃকোদর আনিলেক হয় ॥
এ-সব নিন্দিত কর্ম্ম আমি না করিব।
বাহুবলে নৃপ-সৈন্যে সব পরাজিব ॥
বক হিড়িম্বক মৈল কিম্মীর দুর্ব্বার।
শত ভাই কীচকেরে করিনু সংহার ॥
বিনাশ করিনু শত ভাই দুর্য্যোধনে।
অশ্ব লুকাইয়া লব, এ বল কেমনে ॥
অপযশ থাকিবেক অবনী-মণ্ডলে।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সর্ব্বলোকে বলে ॥

এত যদি বলিলেন বীর বৃকোদর।
মেঘবর্ণ বলে তবে যুড়ি দুই কর ॥
অশ্ব ল'য়ে থাকহ তোমরা দুই জন।
আজ্ঞা কর, যাই আমি করিবারে রণ ॥
এত বলি ভীমসেনে করিয়া প্রণাম।
মেঘবর্ণ বীর যায় করিতে সংগ্রাম ॥
উপাড়ি পাথর-খণ্ড নিল বাম হাতে।
সিংহনাদ করি যায় সংগ্রাম করিতে ॥
এড়িল পাথরখান দিয়া হুহুঙ্কার।
পাথর-চাপনে হৈল সৈন্যের সংহার ॥
চারি শত সেনাপতি গেল যমঘরে।
দুইশত হস্তী মরে শিলার প্রহারে ॥
বৃক্ষ শিলা আঘাতে পড়িল সেনাচয়।
একেলা করিছে যুদ্ধ রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥
পরস্পর নৃপসেনা মনে বিচারিল।
সঙ্কট-সংগ্রাম দেখি রণে ভঙ্গ দিল ॥
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল পুরীর ভিতরে।
যোড়হাতে বার্ত্তা কহে নৃপতি-গোচরে ॥
শুন রাজা, অশ্ব নিল সহস্রলোচন।
শিলাবৃষ্টি ঘোরতর হৈল বরিষণ ॥
অন্ধকারে কেহ নাহি চিনি আত্মপর।
ধরিয়া যজ্ঞের অশ্ব নিল পুরন্দর ॥
অশ্ব ল'য়ে পর্ব্বতে গেলেন সুরপতি।
কুবের বরুণ যম আছেন সংহতি ॥
তাঁর সহ যুদ্ধ করিলাম প্রাণপণে।
শরীর জর্জ্জর হৈল দেবতার বাণে ॥
গজ বাজী পড়িল বিস্তর সেনাগণ।
পলাইল প্রাণ ল'য়ে পরিহরি রণ ॥
শুনিয়া কুপিল যুবনাশ্ব নৃপবর।
সাজ সাজ বলি ঘন ডাকে নরেশ্বর ॥
নৃপ-আজ্ঞা পাইয়া যতেক সেনাগণ।
হরিষেতে গেল সবে করিবারে রণ ॥
গজ-বাজী-বিমানেতে আরোহণ করি।
পদাতিকগণ যায় হাতে খড়্গ ধরি ॥

ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে হাতে সাজে যত জন।
কোলাহল করি যায় নৃপ-সেনাগণ॥
যুঝিতে চলিল যুবনাশ্ব মহাবল।
ভুজঙ্গনাথের ফণা করে টলমল॥
আপনি নৃপতি এল যুদ্ধ করিবারে।
বৃষকেতু কহে কথা ভীমের গোচরে॥
আজ্ঞা কর খুড়া, আমি করি গিয়া রণ।
আজি যুবনাশ্বে আমি করিব নিধন॥
অনুমতি দিল ভীম বৃষকেতু-বীরে।
কর্ণের নন্দন যায় ধনুঃশর করে॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর টঙ্কারিল ধনু।
সিংহনাদে কম্পমান নৃপতির তনু॥
সিংহনাদে নৃপতির মন উচাটন।
ডাক দিয়া বলে রাজা, শুন সেনাগণ॥
একেশ্বর আসে মোর সৈন্যের ভিতরে।
অসম-সাহস বীর শঙ্কা নাহি করে॥
কিবা ইন্দ্রদেব কিবা শমন-পবন।
মানুষের রূপে এল করিবারে রণ॥
সাহস করিয়া সব কর গিয়া রণ।
নৃপাদেশে সাহস করিল সেনাগণ॥
মার-মার শব্দে সবে আরম্ভিল রণ।
নানা অস্ত্র বরিষয়ে, না হয় গণন॥
রাজপুত্র সুবেগ সে বড় বীরবর।
করিপৃষ্ঠে আসে সেই করিতে সমর॥
হংসব্যূহ করি সেই আরম্ভিল রণ।
ব্যূহ ভেদি বৃষকেতু মারে সেনাগণ॥
একত্র হইয়া যত নৃপতির সেনা।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে, নাহিক গণনা॥
বৃষকেতু-শিরে পড়ে লক্ষ লক্ষ বাণ।
তথাপি সে নহে ভীত, হেন বলবান্॥
কাতর হইল বীর বাণের প্রহারে।
তাহা দেখি ভীম বীর কুপিল অন্তরে॥
ভীম বলে, মেঘবর্ণ, শুনহ বচন।
একা গেল বৃষকেতু করিবারে রণ॥
পর্ব্বতে থাকহ তুমি ঘোটক লইয়া।
যুদ্ধ করিবারে আমি যাইব সাজিয়া॥
এত বলি ভীমসেন করিল গমন।
বৃষকেতু-সম্মুখে আসিল সেইক্ষণ॥
ভীমে দেখি বৃষকেতু হরিষ-অন্তরে।
যোড়হাত করি বীর নিবেদন করে॥
আপনি আসিলে কেন সংগ্রাম-ভিতর।
আমি যুদ্ধ জিনিতে পারিব একেশ্বর॥
ভীম বলে, নৃপতির বহুতর সেনা।
দরশনে হইলাম আমি যে উন্মনা॥
একলা করিছ যুদ্ধ, ভয় করি মনে।
বিনাশিব নৃপসেনা মোরা দুইজনে॥
এত বলি দুই জনে করেন সন্ধান।
ঈষৎ হাসিয়া এড়ে শত শত বাণ॥
বৃষকেতু দেখিয়া বলিছে নৃপবর।
কাহার তনয় তুমি মহাধনুর্দ্ধর॥
কিবা নাম ধর তুমি, এলে কি-কারণ।
পরিচয় দেহ আগে তোমরা দুজন॥
যুবনাশ্ব-বচনেতে বৃষকেতুবীর।
পরিচয় দিল নৃপে প্রফুল্ল-শরীর॥
রবির তনয় কর্ণ জানে এ জগতে।
জনম হইল তাঁর কুন্তীর গর্ভেতে॥
কর্ণের তনয় আমি, নাম বৃষকেতু।
তুরঙ্গ লইনু যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ-হেতু॥
তাহা শুনি যুবনাশ্ব আনন্দিত-মন।
ধন্য ধন্য মহাবীর কর্ণের নন্দন॥
এ নহে উচিত, শুন কর্ণের নন্দন।
আমার বচনে কর রথে আরোহণ॥
তবে সে করিব দুইজনে ঘোর রণ।
এত শুনি ডাকি বলে কর্ণের নন্দন॥
শুন রাজা, মম রথে নাহি কোন কাজ।
তুমি রথে যুদ্ধ কর, শুন মহারাজ॥
বৃষকেতু-বাক্যে রাজা দুঃখিত-অন্তরে।
রথ ত্যজি নামিলেন ধরণী-উপরে॥

দোঁহে যুদ্ধ-বিশারদ কেহ নহে ঊন।
দোঁহে দোঁহাকার কাটি পাড়ে ধনুর্গুণ ॥
পুনরপি ধনুক লইল দুই জন।
বাণ-বরিষণে দোঁহে পূরিল তখন ॥
বাণে বাণে দোঁহে কৈল অনেক সংগ্রাম।
কেহ কারো ঊন নহে, দোঁহে অনুপাম ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা ক্রোধযুক্ত হৈয়া।
অগ্নিবাণ এড়িলেক আকর্ণ পূরিয়া ॥
এড়িল বরুণ বাণ কর্ণের তনয়।
নির্ব্বাপিত হৈল অগ্নি, নাহি আর ভয় ॥
বায়ু-অস্ত্র নরপতি এড়িলেক রণে।
পর্ব্বতাস্ত্রে নিবারয় কর্ণের নন্দনে ॥
সর্পবাণ যুবনাশ্ব কৈল অবতার।
গরুড়াস্ত্রে কর্ণসুত করিল সংহার ॥
হেন মতে দোঁহে কৈল অনেক সংগ্রাম।
বাণের উপরে বাণ করিল সন্ধান ॥
তবে বৃষকেতু-বীর কর্ণের নন্দন।
কোপযুক্ত হ'য়ে করে বাণ-বরিষণ ॥
নিবারয়ে যুবনাশ্ব ধনুঃশর-হাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন দুঃখ ভাবে চিতে ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মারে দশ বাণ।
বৃষকেতু-উপরে সে করিয়া সন্ধান ॥
মহাকোপে ভীমসেন গদা নিল হাতে।
গজ-বাজী-রথ মারিলেক যূথে যূথে ॥
ভীম-গদাঘাতে সেনা হইল চঞ্চল।
রণে ভঙ্গ দেয় সবে করি কোলাহল ॥
সৈন্যভঙ্গ দেখি তবে সুবেগ আইল।
ভীমের সহিত আসি যুদ্ধ আরম্ভিল ॥
বুভুক্ষিত সিংহ যেন গজেন্দ্রে পাইল।
গদা-হাতে ভীমসেন রণে প্রবেশিল ॥
তা দেখি সুবেগ-বীর গদা নিল হাতে।
আরম্ভিল গদাযুদ্ধ ভীমের সহিতে ॥
সুবেগ মারিল গদা ভীমের উপরে।
গদাঘাতে ভীমসেন সিংহনাদ করে ॥

সুবেগ-উপরে ভীম করে গদাঘাত।
হাহাকার করে সৈন্য, সুবেগ নিপাত ॥
চৈতন্য পাইল নৃপ-সুত কতক্ষণে।
পুনঃ গদাযুদ্ধ করে বৃকোদর-সনে ॥
যুবনাশ্বসনে যোঝে কর্ণের নন্দন।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর, করে মহারণ ॥
এড়িল পঞ্চাশ বাণ বীর বৃষকেতু।
যুবনাশ্ব নৃপতির বিনাশের হেতু ॥
অচেতন হ'য়ে রাজা পড়িল ভূমেতে।
তাহা দেখি বৃষকেতু দুঃখ পায় চিতে ॥
ধনুর্ব্বাণ ভূমে রাখি কর্ণের নন্দন।
যোড়হাতে নারায়ণে করেন স্তবন ॥
পাণ্ডবে প্রসন্ন যদি হও চক্রপাণি।
তবে যুবনাশ্ব রাজা বাঁচিবে এখনি ॥
যদি কিছু কর্ণের থাকয়ে পুণ্যবল।
নৃপতিরে তবে রক্ষ ভকতবৎসল ॥
এত বলি বৃষকেতু মাগিলেক বর।
চৈতন্য পাইল রাজা উঠিল সত্বর ॥
নৃপতি চৈতন্য পায়, হরষিত সেনা।
মহাকোলাহল করি বাজায় বাজনা ॥
যুবনাশ্ব বলে, শুন কর্ণের তনয়।
তুমি মোর পিতাসম আমি ত তনয় ॥
বাপের সমান তুমি হও মহামতি।
বৃকোদরসহ মোর করাহ পীরিতি ॥
আর যুদ্ধে কাজ নাহি কর্ণের নন্দন।
আমি হইলাম এবে পাণ্ডব-শরণ ॥
মারিয়া জীবন দিলে, কি আশ্চর্য্য কথা।
মহাধর্ম্মবন্ত ছিল কর্ণ তব পিতা ॥
তেমতি দেখিনু ধর্ম্ম তোমার শরীরে।
আমা ল'য়ে চল তুমি ভীমের গোচরে ॥
ভীম-সুবেগের যুদ্ধ অপূর্ব্ব কথন।
গদাযুদ্ধে বিশারদ রাজার নন্দন ॥
বাহুবলে ভীম তারে তুলিল উপরে।
আছাড়িয়া ফেলিলেক নৃপতি-কুমারে ॥

নৃপতি-নন্দন তাহে ভয় না পাইল।
সিংহনাদ করি পুনঃ গদা হাতে নিল ॥
পুত্রের বিক্রম দেখি সুখী নরপতি।
ডাক দিয়া বলে রাজা আনন্দিত-মতি ॥
শুন পুত্র, যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন।
প্রাণপণে লইলাম পাণ্ডব-শরণ ॥
ত্যজহ সংগ্রাহ পুত্র, আমার বচনে।
যুদ্ধযোগ্য নহ তুমি ভীমসেন-সনে ॥
ভীমের বিক্রম আমি ক'রেছি শ্রবণ।
পাণ্ডবের সহায় আপনি নারায়ণ ॥
পরাজয় পাণ্ডবের নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ পুত্র, আমার বচনে ॥
বাপের বচন শুনি সুবেগ কুমার।
আনন্দিত হইয়া ত্যজিল মহামার ॥
তবে বৃষকেতু বলে ভীমের সাক্ষাতে।
যুবনাশ্ব পরিবার ভজিল তোমাতে ॥
এই দেখ, নৃপতি মাগিল পরাজয়।
অভয় প্রসাদ দেহ পাণ্ডুর তনয় ॥
বৃষকেতু-বচনেতে ভীম মহাবলী।
ত্যজিলেন সংগ্রাম হইয়া কুতূহলী ॥
তবে রাজা যুবনাশ্ব আনন্দ পাইয়া।
ভীমেরে প্রণাম কৈল সাষ্টাঙ্গ হইয়া ॥
রাজারে তুষিল ভীম আলিঙ্গন-দানে।
সুবেগ প্রণাম কৈল ভীমের চরণে ॥
বৃষকেতু-সহিত করিয়া সম্ভাষণ।
যোড়হাতে যুবনাশ্ব করে নিবেদন ॥
নিবেদন করি, শুন ভীম মহাশয়।
আজি সে হইল মোর পুণ্যের উদয় ॥
পূর্ব্বপুণ্য মানিলাম তোমা-দরশনে।
পবিত্র হইল পুরী তব আগমনে ॥
ধন্য ধন্য বৃষকেতু কর্ণের কুমার।
নয়নে দেখিনু আজি চরণ তোমার ॥
কতেক আমার ভাগ্য, বলিতে না পারি।
পবিত্র হইল আজি ভদ্রাবতীপুরী ॥
আমার পুরেতে তুমি চল এইক্ষণে।
অশ্ব ল'য়ে যাব আমি ধর্ম্ম-বিদ্যমানে ॥
অনুমতি দিল ভীম রাজার বচনে।
প্রীতি পেয়ে যুবনাশ্ব গেল নিকেতনে ॥
সুবেগ রাখিয়া এল বৃকোদর-সনে।
ঘরে গিয়া নৃপতি ডাকিল পাত্রগণে ॥
পূর্ব্বে সুরাসুর বলি ছিল অনুমান।
ভীম-আগমন কহে প্রভাবতী-স্থান ॥
মঙ্গল সামগ্রী শীঘ্র কর প্রভাবতী।
মম পুরে আসিবেন ভীম মহামতি ॥
পাণ্ডুর নন্দন তাঁরা ভাই পঞ্চজন।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন কুন্তীর নন্দন ॥
সহদেব নকুল দু' মাদ্রীর তনয়।
কৃষ্ণহেতু পাণ্ডবের নাহি পরাজয় ॥
যুদ্ধ বিবরণ যত, সকলি কহিল।
তাহা শুনি রাজরাণী অদ্ভুত মানিল ॥
মঙ্গলায়োজন সবে করিল হরিষে।
মেঘবর্ণ এল তথা বৃকোদর-পাশে ॥
ঘোড়া ল'য়ে ঘটোৎকচ-সুত মহাবলী।
দাণ্ডাইয়া ভীম-পাশে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি ॥
গজপৃষ্ঠে চাপিলেন ভীম কর্ণসুত।
ভদ্রাবতীপুরে যান আনন্দে বহুত ॥
আগে যায় মেঘবর্ণ অশ্ব-বাগ ধরি।
পিছে সেনাগণ যায় সিংহনাদ করি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● যুবনাশ্বগৃহে ভীমের গমন

নৃপ হরষিত, অমাত্য-সহিত,
করিলেক বিবেচনা।
আমার বৈভব, আর কত কব,
বিধি করিল ঘটনা ॥

পাণ্ডুর তনয়, ভীম মহাশয়,
আসিবে আমার পুরে।
নগর-শোভন, কর প্রজাগণ,
আনন্দ করি অন্তরে॥
পেয়ে নৃপাদেশ, ঘুচে সর্ব্বক্লেশ,
করে পুরীর সংস্কার।
ছড়াইল জল, করি সমস্থল,
ঘটে শোভে আম্রসার॥
নগর শোভন, কৈল প্রজাগণ,
চামর-চান্দোয়া দোলে।
রাগ-তাল-ধরা, নাচিছে অপ্সরা,
শত শত কুতূহলে॥
কুসুম চন্দন, ল'য়ে দ্বিজগণ,
দাণ্ডাইল রাজপথে।
শঙ্খ-বীণা বেণী, কাঁসী ঘণ্টা সানী,
বাজায় লইয়া সাথে॥
ভূষা শোভে গায়, দেখিবারে ধায়,
বৃদ্ধ শিশু আর যুবা।
ভট্ট রায়বার, পড়িছে সুধার,
অমর-নগর কিবা॥
পথেতে অম্বর, পাতি নরবর,
ভীম-আগমন-আশে।
ঘট বহুতর, রাখিল সত্বর,
পথের উভয়-পাশে॥
মূর্ত্তি যেন বিধু, যত কুলবধূ,
রহিল গবাক্ষদ্বারে।
দেখি বৃকোদর, হরিষ-অন্তর,
আর বৃষকেতু-বীরে॥
হেথা নৃপজায়া, হর্ষে পূর্ণকায়া,
ডাকি সহচরীগণে।
সবাই সুবেশা, করি বেশভূষা,
চলে ভীম-দরশনে॥
হাতে হেমথালা, নৃপতি-মহিলা,
শুভসজ্জা তদুপরি।
পুরনারী যত, চৌদিকে বেষ্টিত,
ত্যজি যায় অন্তঃপুরী॥
রহি সিংহদ্বারে, শুভসজ্জা করে,
হেথা আসে বৃকোদর।
প্রবেশি পুরেতে, আনন্দিত-চিতে,
দেখে পুরী মনোহর॥
আগে দ্বিজগণ, অগুরু চন্দন,
দিল ভীম মহাবীরে।
জিনি রতিপতি, ভীমের মূরতি,
চারু গতি ধীরে ধীরে॥
নগরের রামা, দেখি তিন জনা,
দূর করে যত শোক।
রাম-আগমনে, হরষিত-মনে,
যেন অযোধ্যার লোক॥
এল রাজদ্বারে, তিন মহাবীরে,
বাজায় পটহ-ধ্বনি।
মঙ্গলায়োজন, করি নির্মঞ্ছন,
আনন্দ করিল রাণী॥
আপনি রাজন্, আনি সিংহাসন,
বসাইল বৃকোদরে।
চামর-ব্যজন, করে সখীগণ,
ভীমসেন-কলেবরে॥
কর্ণের নন্দনে, বসায়ে আসনে,
নির্মঞ্ছ করিল সুখে।
ঘটোৎকচসুতে, হ'য়ে হরষিতে,
বসায় ভীম-সম্মুখে॥
পূজিল পাণ্ডবে, পরম গৌরবে,
যুবনাশ্ব নৃপবর।
কহে কাশীদাস, কৃষ্ণপদে আশ,
উক্ত কথা মনোহর॥

● যুবনাশ্ব রাজার হস্তিনাগমন ও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন

বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ নৃপতি।
এই বিবরণ কহিলাম তোমা-প্রতি॥
শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
এবে কহ যুবনাশ্ব রাজার কথন॥
ভীমেরে পূজিল রাজা অতি-সমাদরে।
কহ, সে কেমনে গেল হস্তিনানগরে॥
কি কহিল নরপতি যুধিষ্ঠির-স্থানে।
সে-কথা শুনিব প্রভু তোমার বদনে॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
সিংহাসনে বসিলেন ভীম মহাশয়॥
নানা উপহারে রাজা ভীমেরে তুষিল।
মহাসুখে বৃকোদর ভোজন করিল॥
যথাযোগ্য-আসনেতে বসে তিন জন।
কর্পূর-তাম্বূল শেষে করিল ভক্ষণ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
ভীমের সম্মুখে কহে যোড়হাত হৈয়া॥
অবধানে শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
না বুঝিয়া করিলাম তোমা-সহ রণ॥
এই অপরাধ তুমি ক্ষমা দেহ মোরে।
আমা ল'য়ে চল তুমি হস্তিনানগরে॥
তোমার প্রসাদে দেখি গোবিন্দ-চরণ।
যুধিষ্ঠির-দরশনে পাপ-বিমোচন॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিব নারায়ণ।
শুন ভীমসেন, এই মম নিবেদন॥
ভীম বলে, চল রাজা, আমার সংহতি।
যুধিষ্ঠির-সহিত দেখিবে যদুপতি॥
অপরাধ কিছু তোমা নাহিক রাজন্।
ক্ষত্রের প্রধান কর্ম্ম করিলে পালন॥
ভীমের বচনে হরষিত নৃপমণি।
মহানন্দে যুবনাশ্ব বঞ্চিল রজনী॥
প্রভাতে নগরে রাজা দিলেন ঘোষণা।
কৃষ্ণ-দরশনে সবে যাইব হস্তিনা॥
আনন্দিত পাত্র-মিত্র রাজার বচনে।
ভূষিত করিল অঙ্গ নানা আভরণে॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা আনন্দিত হৈয়া।
মায়ের নিকটে বলে প্রণাম করিয়া॥
চলহ জননী, যাব হস্তিনানগরী।
গঙ্গাস্নান করি মোরা দেখিব শ্রীহরি॥
ঘুচিবে সকল পাপ কৃষ্ণ-দরশনে।
বিলম্ব না কর মাতা, চল ভীম-সনে॥
এত যদি কহিলেন যুবনাশ্ব-রাজ।
কহিতে লাগিল মাতা বুঝিয়া অকাজ॥
রাজার নন্দিনী আমি, হই রাজরাণী।
দেশান্তরে যাব আমি, কভু নাহি শুনি॥
ঘরের বাহির আমি না হই কখন।
কি বুঝিয়া বল বাপু, এমত বচন॥
তবে যুবনাশ্ব বলে, শুন গো জননী।
থাকিলে অনেক ভাগ্য দেখে চক্রপাণি॥
অনাহারে অহর্নিশি যত ঋষিগণ।
নানা ধ্যান করে দেখিবারে নারায়ণ॥
দেখিব এমন প্রভু পাণ্ডব-মিলনে।
শুন গো জননী শীঘ্র এস মম সনে॥
শিব-শুক-সনকাদি নাহি পায় ধ্যানে।
চল গো জননী, কৃষ্ণচন্দ্র দরশনে॥
যে-চরণ হইতে আইল ভাগীরথী।
যে-চরণ-পরশে সানন্দ বসুমতী॥
দেখিব সে-পদ গিয়া যুধিষ্ঠির-পাশে।
শুন গো জননী, কাজ নাহি গৃহবাসে॥
কত জন্ম-ফলেতে করয়ে গঙ্গাস্নান।
মরিলে গঙ্গার জলে পাইবে নির্ব্বাণ॥
বধূগণ সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর।
দেখিব পরমানন্দে হস্তিনানগর॥
শুভক্ষণে অশ্বের পালন কৈনু আমি।
দেখিব তুরঙ্গ হৈতে অখিলের স্বামী॥
শুনিয়া পুত্রের কথা বলে আরবার।
এত ধর্ম্ম না করিল জনক তোমার॥

একচ্ছত্র ভুঞ্জিলেক ভদ্রাবতীপুরী।
নানা-যজ্ঞ-দান কৈল বলিতে না পারি॥
আমা সবা ল'য়ে কভু না গেল বিদেশে।
কৃষ্ণনাম না শুনিনু থাকি গৃহবাসে॥
এ-ধন-সম্পত্তি বাপু, রাখি যাব কোথা।
তোমার বচনে মনে বড় পাই ব্যথা॥
কৃষ্ণ-দরশনে বাপু, কিছু নাহি কাজ।
পুরীর বাহির হ'লে হবে বড় লাজ॥
কৃষ্ণ-দরশনে বাপু, না যাইব আমি।
লোকমুখে গঙ্গা-কথা শ্রবণেতে শুনি॥
অধোমুখে রহে রাজা মায়ের বচনে।
পাত্রেরে বলিল, লহ করিয়া যতনে॥
নৃপাদেশে পাত্র তারে বন্ধন করিল।
দিব্য চতুর্দ্দোলে করি তাহারে লইল॥
শীঘ্র চতুর্দ্দোল তবে করিলেক স্কন্ধে।
মহাপাপে রাজমাতা উচ্চৈঃস্বরে কান্দে॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা হরষিত হৈয়া।
চলিল হস্তিনাপুরী গোবিন্দ ভাবিয়া॥
কৃষ্ণ-দরশনে বড় আনন্দ জন্মিল।
রাজ্য-ধন-মায়া-মোহ দূরে তেয়াগিল॥
কত অনুচর রাজা নিয়োজিল পুরে।
কৃষ্ণ-দরশনে যায় হস্তিনানগরে॥
গজ-বাজী ত্যজি আর অপূর্ব্ব বিমান।
পদব্রজে যুবনাশ্ব করিল প্রয়াণ॥
অক্ষৌহিণী সেনাপতি করিয়া সংহতি।
হস্তিনানগরে যায় আনন্দিত-মতি॥
দেখিয়া রাজার ভক্তি বীর বৃকোদর।
ধন্য ধন্য প্রশংসা করিল বহুতর॥
সেই অশ্ব ল'য়ে রাজা চলিল আপনি।
অগ্রে অগ্রে চলে ভীম বড় অভিমানী॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ রাজার সহিতে।
প্রবেশ করিল গিয়া হস্তিনাপুরেতে॥
ধর্ম্ম-দরশনে যায় বীর বৃকোদর।
ভীমে দেখি যুধিষ্ঠির হরিষ-অন্তর॥
একা ভীমে দেখি কহে ধর্ম্ম-নরপতি।
কোথা বৃষকেতু কহ ভীম মহামতি॥
কোথা মেঘবর্ণ বীর, কহ সমাচার।
কোথা সে যজ্ঞের অশ্ব না দেখি আমার॥
ভীম বলে, মহারাজ, কর অবধান।
অশ্বহেতু নৃপ-সঙ্গে হইল সংগ্রাম॥
পরাভব পেয়ে রাজা লইল শরণ।
আমারে লইল পুরে করিয়া যতন॥
উৎসব করিল রাজা আমার গমনে।
মঙ্গল-বিধান যত, কে কহিতে জানে॥
অশ্ব ল'য়ে যুবনাশ্ব আসিছে আপনি।
কৃষ্ণ-দরশন-হেতু শুন নৃপমণি॥
পরিবারসহ আসে সেই নরপতি।
বৃষকেতু-মেঘবর্ণে লইয়া সংহতি॥
ভীমের বচনে আনন্দিত যুধিষ্ঠির।
কোল দেন ভীমসেনে চিত্তে হ'য়ে স্থির
তবে যুধিষ্ঠির কহিলেন ভীমসেনে।
কহ গিয়া এই কথা দ্রৌপদীর স্থানে॥
যুবনাশ্বে পূজা করি আনহ মন্দিরে।
শুন ভীম, এই ভার দিলাম তোমারে॥
আজ্ঞা পেয়ে চলে ত্বরা বীর বৃকোদর।
কহিল সকল কথা দ্রৌপদী-গোচর॥
কুন্তী-যাজ্ঞসেনী আদি যত নারীগণ।
স্বর্ণথালে করিল মঙ্গল-আয়োজন॥
ধূপ-দীপ-শঙ্খ-ঘণ্টা-আদি যত দ্রব্য।
কুসুম-চন্দন আর নিল হব্য গব্য॥
নৃপতির অভিলাষ বুঝি নারায়ণ।
দিব্যাসনে বসিলেন প্রফুল্ল-বদন॥
নানামত বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
ভীমসেন গেল তবে রাজা আনিবারে॥
আপনি চলিল আর অনেক ব্রাহ্মণ।
রথ গজ বাজী আর নিল সৈন্যগণ॥
হেনকালে যুবনাশ্ব আইল নগরে।
ভীম তারে আনিলেক বহু সমাদরে॥

আগে হৈল দ্রৌপদী করিতে নির্ম্মঞ্ছন।
কুঙ্কুম-চন্দন নিল নানা আয়োজন॥
রথ-পদাতিক সব রাখিল দুয়ারে।
যুবনাশ্ব রাজা গেল পুরীর ভিতরে॥
পরিবারসহ প্রবেশিয়া নরপতি।
যুধিষ্ঠির-চরণেতে করিল প্রণতি॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা করেন স্তবন।
দেখিলাম তোমা হ'তে দেব নারায়ণ॥
নানা-দান-যজ্ঞ করে যাঁর দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণ তোমার মিলনে॥
ধন্য ধন্য যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর নন্দন।
তোমা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ॥
এত বলি যুবনাশ্ব গলে বস্ত্র দিয়া।
পড়িল গোবিন্দ-পদে ভূমে লোটাইয়া॥
লক্ষ দণ্ডবৎ কৈল গোবিন্দ-চরণে।
আনন্দেতে অশ্রু বহে রাজার লোচনে॥
রাজপুত্র সুবেগ সে ভূমিষ্ঠ হইয়া।
কৃষ্ণপদ পরশিল দুই হস্ত দিয়া॥
পরে নৃপনারী আসি করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ সবারে দিলেন ভগবান্॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা মাতারে লইয়া।
কৃষ্ণস্থানে কহে গিয়া বিনয় করিয়া॥
আমার মায়ের দোষ ক্ষম চক্রপাণি।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
জীবের জীবন তুমি, সংসারের সার।
তুমি না করিলে কৃপা কে করিবে আর॥
পরম-কারণ তুমি পতিতপাবন।
তোমা-দরশনে মার পাপ বিমোচন॥
উদ্ধারিলে অজামিলে শুনেছি পুরাণে।
পাতকী তারিতে কেবা আছে তোমা বিনে॥
হিংসা করি পাইলেক পূতনা তোমারে।
স্নেহহেতু পাইলেক তোমা যুধিষ্ঠিরে॥
কামভাবে ব্রজবধূ পাইল তোমারে।
এ-সকল কথা প্রভু বিদিত সংসারে॥
মহাপাপকারী হয় আমার জননী।
আপনার গুণে কৃপা করহ আপনি॥
তবে কৃপাদৃষ্টে চাহিলেন নারায়ণ।
তাহার যতেক পাপ হইল মোচন॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সম্প্রীতি পাইয়া।
কৃষ্ণকে স্তবন করে যোড়হাত হৈয়া॥
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর।
শমন, কুবের, ইন্দ্র, তুমি জলেশ্বর॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি সে পাতাল।
তুমি জল, তুমি স্থল, দশদিক্‌পাল॥
তুমি দিবা, তুমি রাত্রি, পর্ব্বত সাগর।
তুমি যোগ, তুমি ভোগ, তুমি চরাচর॥
মাস তুমি, বার তুমি, তিথি পঞ্চদশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর তুমি, তুমি সে তাপস॥
তোমার মহিমা প্রভু, কে বুঝিতে পারে।
এই তত্ত্ব জানি আমি, বিদিত সংসারে॥
এক সুবর্ণেতে হয় নানা-অলঙ্কার।
একেলা ধরিলে কত শত অবতার॥
তোমার সকল সৃষ্টি, সর্ব্ব-স্রষ্টা তুমি।
ব্রহ্মাদি না পায় তত্ত্ব, কি বলিব আমি॥
ধন্য যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দেখিলাম তাঁহা হৈতে অভয় চরণ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
যাহা হৈতে দেখিলাম গোবিন্দ-চরণ॥
আমার যতেক ভাগ্য, বলিতে না পারি।
অভয় তোমার পদ দেখিনু শ্রীহরি॥
এত বলি বাজি-বাগ ধরি নৃপবর।
আনিল যজ্ঞের ঘোড়া কৃষ্ণের গোচর॥
আজি যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল, শুন ভগবান্।
অশ্ব আনিলাম আমি তোমা-বিদ্যমান॥
এত বলি যুবনাশ্ব করিল প্রণতি।
তারে আলিঙ্গন দেন ভক্তপ্রিয় অতি॥
ঘোড়া ল'য়ে বৃষকেতু রাখিল যতনে।
যুবনাশ্বে তুষিল বিবিধ আয়োজনে॥

পরিবারসহ রাজা হস্তিনানগরে।
রহিল পাণ্ডব-বাসে যজ্ঞ দেখিবারে॥
অশ্ব দেখি বড় সুখী পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ হবে বলি ঘোষে সর্ব্বজন॥
হরিষে আছেন যুধিষ্ঠির নৃপবর।
দ্বারকায় চলিলেন দেব দামোদর॥
দ্বারকা গেলেন না কহিয়া পাণ্ডবেরে।
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের উদ্বেগ ও শ্রীকৃষ্ণের আগমন

হেথা যুধিষ্ঠির রাজা রজনী-প্রভাতে।
ডাক দিয়া অর্জ্জুনেরে আনান সাক্ষাতে॥
একেলা অর্জ্জুনে দেখি কহেন রাজন্।
শুনহ কিরীটী, কোথা বিপদ্‌ভঞ্জন॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ ছিলেন সভায়।
তত্ত্ব নাহি জানি আমি, গেলেন কোথায়॥
ধর্ম্ম বলিলেন, কৃষ্ণ তোমার মন্দিরে।
সতত থাকেন, ইহা বিদিত সংসারে॥
না বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গেল নিজালয়ে।
আশঙ্কা জন্মিল ভাই, আমার হৃদয়ে॥
কি-কারণে গেলেন আমারে না বলিয়া।
কেমনে রহিব আমি তাঁরে না দেখিয়া॥
এত বলি অধোমুখে আছেন নৃপতি।
ভীম সহদেব তথা আসিল ঝটিতি॥
ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর আসে দুই জন।
হেনকালে আসিলেন ব্যাস তপোধন॥
ব্যাসে দেখি যুধিষ্ঠির করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেন ব্যাস মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি যত সভাজন।
সবাই বন্দিল তবে মুনির চরণ॥
দিব্যাসনে বসিলেন ব্যাস তপোধন।
যোড়হস্তে কহিছেন ধর্ম্মের নন্দন॥
অবধান করি, শুন মুনি মহামতি।
অশ্ব আনিলেক ভীম করিয়া শকতি॥
বৃষকেতু মেঘবর্ণ বিক্রম করিল।
পরিবারসহ রাজা আমারে ভজিল॥
আপনি আইল রাজা তুরঙ্গ লইয়া।
সম্প্রীতি পাইল রাজা আমারে দেখিয়া॥
মুনি কন, যুধিষ্ঠির, শুনহ বচন।
আর ভয় নাহি, কর যজ্ঞ আরম্ভন॥
আমন্ত্রিয়া আন যত মুনি-ঋষিগণে।
যজ্ঞ আরম্ভন কর আজি শুভক্ষণে॥
উত্তম-মধ্যমাধম ত্রিবিধ প্রকার।
সবাই পালিবে ধর্ম্ম যথাশক্তি যার॥
না করিলে স্ববর্ম্মের হইবে ব্যাঘাত।
পরিণামে দুঃখ পাবে, শুন নরনাথ॥
উত্তম যে লোক তার শুন ব্যবহার।
অহিংসা পরম ধর্ম্ম ধর্ম্মের কুমার॥
লোভ মোহ ক্রোধ ত্যজি হরিতে ভকতি।
উত্তম সে ভাগবত, শুনে নরপতি॥
শত্রুমিত্র বলি তত্ত্ব যেইজন জানে।
ভাগবত মধ্যম বলিয়া তারে গণে॥
পরনারী পরদ্রব্য হরিবারে মন।
অধম বলিয়া তারে জানহ রাজন্॥
চণ্ডাল করয়ে যদি ব্রাহ্মণের কাজ।
মহাজান বলিয়া জানিবে মহারাজ॥
ব্রাহ্মণ করয়ে যদি চণ্ডালের কর্ম্ম।
চণ্ডাল বলিয়া তারে জানিহ হে ধর্ম্ম॥
যার যেই নিজ বৃত্তি, করে যেই জন।
ধর্ম্মবন্ত বলি তারে জানিবে রাজন্॥
নিজ বৃত্তি ছাড়ি যেবা পরবৃত্তি করে।
সেই সে অধম বলি জানাই তোমারে॥
পিতৃকার্য্য দেবকার্য্য অতিথি-সেবন।
যে-জন করয়ে, সেই হয় মহাজন॥

শুচি আর সত্যবাদী পালে নিজধর্ম্ম।
ইহার সমান আর নাহি কোন কর্ম্ম॥
কহিলাম সংক্ষেপেতে, শুন নরপতি।
কৃষ্ণে আনি যজ্ঞ কর, রাজা মহামতি॥
এ বড় বিস্ময় মম উপজিল মনে।
তোমার সংহতি কৃষ্ণে নাহি দেখি কেনে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, ছিল চক্রপাণি।
দ্বারকা গেলেন কেন, তত্ত্ব নাহি জানি॥
কৃষ্ণে না দেখিয়া মম মন উচাটন।
না কহিয়া আমারে গেলেন নারায়ণ॥
সেই-হেতু আমি বড় ভয় পাই মনে।
না বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গেল কি-কারণে॥
ব্যাস বলিলেন, রাজা, শুনহ বচন।
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ, আছে প্রয়োজন॥
ভীমে পাঠাইয়া তুমি আনহ কৃষ্ণেরে।
আমি তপোবনে যাই তপ করিবারে॥
এত বলি ব্যাসদেব করিল গমন।
ভীমেরে ডাকিয়া কহে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুন ভাই বৃকোদর, আমার ভারতী।
কৃষ্ণকে আনিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া মম উচাটন মন।
কৃষ্ণ-বিনা বাঁচে না যে আমার জীবন॥
ভীম বলে, যাই আমি কৃষ্ণ আনিবারে।
কি-কারণে দুঃখ তুমি ভাবহ অন্তরে॥
এখনি আনিব কৃষ্ণে, শুনহ রাজন্।
এত বলি ভীমসেন করিল গমন॥
রথ আরোহিয়া গেল দ্বারকানগরে।
দূত জানাইল গিয়া গোবিন্দ-গোচরে॥
ভীম-আগমন শুনি দেব নারায়ণ।
আনন্দে কহেন, আন করিয়া যতন॥
ভোজন করিতে সুখে বসেন শ্রীহরি।
ভীমে আনিলেক দূত সমাদর করি॥
ভোজন করেন বসি সুখে নারায়ণ।
হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন॥
এস এস বলি কৃষ্ণ ডাকেন ভীমেরে।
দাসীগণ পাদ্য-অর্ঘ্য যোগাইল তারে॥
গোবিন্দ বলেন, ভাই, করহ ভোজন।
রুক্মিণী আনিয়া দিল ওদন-ব্যঞ্জন॥
ভোজন করেন ভীম মনের হরিষে।
যত দেন, তত খান আঁখির নিমেষে॥
ভীমের ভোজন দেখি হাসে সত্যভামা।
ধন্য সে উদর তব, দিতে নারি সীমা॥
লজ্জিত হইয়া ভীম গোবিন্দ-মায়ায়।
শুনি সেই সব কথা আচমনে যায়॥
কর্পূর তাম্বূল শেষে করিল ভক্ষণ।
বিচিত্র পালঙ্কোপরে করিল শয়ন॥
ভীম বলে, কৃষ্ণচন্দ্র, নিবেদি তোমারে।
দ্বারকায় এলে তুমি না কহি রাজারে॥
তোমা না দেখিয়া রাজা দুঃখ পান মনে।
ব্যাসদেব কহিলেন যজ্ঞ-আরম্ভণে॥
আপনি তথায় চল যজ্ঞ দেখিবারে।
আমারে পাঠান রাজা লইতে তোমারে॥
গোবিন্দ বলেন, ভাই, বঞ্চহ রজনী।
প্রভাতে ভেটিব গিয়া ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
এত বলি নারায়ণ শয়ন করিল।
নানাকথা-কুতূহলে রজনী বঞ্চিল॥
রজনী-প্রভাতে কৃষ্ণ বিচারি অন্তরে।
ডাক দিয়া আনিলেন দেব-হলধরে॥
অক্রূর উদ্ধব আর আসে সর্ব্বজন।
গদ-শাম্ব-প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ॥
কৃষ্ণে প্রণমিয়া সবে বসিল আসনে।
গোবিন্দ বলেন কথা সবা-বিদ্যমানে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
আমারে লইতে এল ভীম মহাবীর॥
যজ্ঞ দেখিবারে আমি করিব গমন।
করিবে সকলে মেলি দ্বারকা-রক্ষণ॥
রাখিবে দ্বারকাপুরী যতন করিয়া।
আমি যাব কৃতবর্ম্মা উদ্ধবে লইয়া॥

অনুমতি দিল সবে কৃষ্ণের বচনে।
ত্বরাত্বরি চলিলেন হস্তিনাভুবনে॥
দারুক আনিল রথ সাজায়ে সত্বর।
শুভক্ষণে চাপিলেন কৃষ্ণ তদুপর॥
কৃষ্ণের আদেশে হৈল সকলের ত্বরা।
তেলিনী মালিনী যায় লইয়া পসরা॥
গোপিকা সাজিল রথে দধি-দুগ্ধ লৈয়া।
হস্তিনা চলিল সবে সুবেশা হইয়া॥
কিঙ্কিণী, কঙ্কণ, কণ্ঠে মালা মনোহর।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ, দেখিতে সুন্দর॥
কটিতটে ক্ষুদ্র ঘুন্টি সুমধুর বাজে।
নানাবেশ করি কত নারীগণ সাজে॥
বাজন-নূপুর পায় সুমধুর ধ্বনি।
চলিতে না পারে সবে চারু-নিতম্বিনী॥
যন্ত্র সাজাইয়া সঙ্গে সাজে যত গুণী।
নর্ত্তকী চলিল সঙ্গে, লেখা নাহি জানি॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষুক ভট্ট কত গোড়াইল।
গজ বাজী পদাতিক সাজিয়া চলিল॥
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি অষ্টরাণী।
সঙ্গে করি লইলেন দেব চক্রপাণি॥
ভীমের সহিত কৃষ্ণ চড়িলেন রথে।
নানা বাদ্য বাজায় যাইতে রাজপথে॥
অধিক অবলা সঙ্গে দেখি বৃকোদর।
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে কৃষ্ণের গোচর॥
বুঝিতে তোমার মন নারি যদুপতি।
তেলিনী মালিনী কেন তোমার সংহতি॥
অষ্টোত্তর শত ষোল সহস্র-রমণী।
ব্রজের বনিতা আমি লেখা নাহি জানি॥
তথাপিহ তেলিনী মালিনী নিলে সাথে।
আমি মনে ভয় পাই তোমার চরিতে॥
বলেন ঈষৎ হাসি কমললোচন।
পরনারী-রতিসুখ না জান কখন॥
এত বলি কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন স্ত্রীগণে।
তেলিনী মালিনী গেল ভীম-বিদ্যমানে॥

অনেক সুন্দরী গিয়া ভীমেরে বেড়িল।
বিলাস-কটাক্ষ-হাস অনেক করিল॥
তাহা দেখি ভীমসেন বলে সবাকারে।
মরিতে আইলে কেন আমার গোচরে॥
হিড়িম্বা আমার নারী, বিদিত সংসারে।
সতিনী বলিয়া ক্রোধে খাবে সবাকারে॥
প্রীতি না পাইবে কেহ আমার মিলনে।
সত্বরে চলিয়া যাহ কৃষ্ণ-বিদ্যমানে॥
কৃষ্ণ-বিনা এত নারী কাহারে না শোভে।
আমারে ভজিলে মনে সুখ নাহি পাবে॥
ভীমের বচনে সবে ঈষৎ হাসিয়া।
গোবিন্দের স্থানে সব কহিলেক গিয়া॥
তাহা শুনি হাসিলেক সংসারের সার।
বিশ্রাম করিয়া কৈল অনেক বিহার॥
অবশেষে বিদায় দিলেন সবাকারে।
তেলিনী মালিনী গোপী গেল নিজ ঘরে॥
এ-সব কৃষ্ণের লীলা, শুন নরপতি।
হস্তিনাতে এল কৃষ্ণ ভীমের সংহতি॥
আগে হ'য়ে ভীমসেন আইল সত্বরে।
কৃষ্ণ-আগমন কথা কহিল রাজারে॥
শুনিয়া সানন্দ বড় ধর্ম্ম নরপতি।
কৃষ্ণেরে আনিতে চলিলেন শীঘ্রগতি॥
সহদেব নকুল অর্জ্জুন মহামতি।
বিদুরাদি সর্ব্বজন চলিল সংহতি॥
যুবনাশ্ব নরপতি যায় তাঁর সঙ্গে।
কৃষ্ণ আনিবারে চলে অতি বড় রঙ্গে॥
নানাবাদ্য-উৎসব করিয়া নরপতি।
বনমালা নগরে বান্ধিল শীঘ্রগতি॥
চান্দোয়া চামর টাঙ্গাইল কত জন।
স্বর্ণঘট দ্বারে কেহ করিল স্থাপন॥
বান্ধিল পুষ্পের ঝারা আনন্দিত-চিতে।
দিব্যবস্ত্র পাতিয়া রাখিল রাজপথে॥
অগুরু-চন্দন মাল্য রাখে দুই সারি।
সবে বলে, এই পথে আসিবেন হরি॥

হেনমতে আনন্দিত নগরের জনা।
কৃষ্ণ-দরশনে যায় সকলে হস্তিনা॥
অগ্রগামী যুধিষ্ঠির কৃষ্ণে আনিবারে।
হেনকালে আসিলেন শ্রীকান্ত নগরে॥
পদব্রজে আসিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
দেখিয়া ত্যজেন রথ কৃষ্ণ মহামতি॥
কি কব, তুলনা যাঁর দিতে নারে বেদে।
সে হরি প্রণাম করে যুধিষ্ঠির-পদে॥
আলিঙ্গন কৃষ্ণকে দিলেন নরপতি।
হরিষে চলেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সংহতি॥
পদব্রজে যান কৃষ্ণ নগর-ভিতরে।
কৃষ্ণ দেখি লোক সব সানন্দ অন্তরে॥
যুধিষ্ঠির-পুরে প্রবেশিলেন শ্রীজানি।
রাজসভা সুসজ্জিত করে নৃপমণি॥
সভাসদ্‌গণ সব বসিল সভাতে।
হেনকালে ব্যাস আসিলেন ইচ্ছামতে॥
কৃষ্ণে দেখি মহামুনি সানন্দ অপার।
প্রশংসা করেন, ধন্য পাণ্ডুর কুমার॥
যজ্ঞ-দান-ধ্যানে যাঁরে না পাই দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম তোমার সভাতে॥
এত বলি সভাতে বসেন মহামুনি।
হেনকালে প্রসঙ্গ করেন চক্রপাণি॥
শুন রাজা যুধিষ্ঠির, আমার বচন।
উপস্থিত কর যত যজ্ঞ-আয়োজন॥
গ্রামে দূত পাঠাইয়া আন হব্য-গব্য।
যজ্ঞ করিবারে চাহি ভাল ভাল দ্রব্য॥
বিলম্ব না কর, আন দূত পাঠাইয়া।
যতনে রাখিবে দ্রব্য ভাণ্ডারে পূরিয়া॥
রাজারে কহেন তবে ব্যাস তপোধন।
অতি শীঘ্র কর রাজা, যজ্ঞ-আয়োজন॥
আমার বচন তুমি শুন নরনাথ।
অশ্বমেধ-যজ্ঞে বহু হইবে উৎপাত॥
সাধুকর্ম্মে আছয়ে বাধক বহুতর।
কিন্তু তব সখা এই দেব দামোদর॥
অতএব উদ্বিগ্ন না হবে নরপতি।
তোমারে জিনিতে কারো নাহিক শকতি॥
দূত পাঠাইয়া শীঘ্র আন নৃপগণ।
আমন্ত্রণ করি আন যত মুনিগণ॥
ব্যাসের বচনে রাজা অর্জ্জুনে ডাকিল।
যজ্ঞ-আয়োজন-হেতু যতনে কহিল॥
অর্জ্জুন নিযুক্ত করিলেন যদুগণে।
নানাদ্রব্য আনে তারা পরম-যতনে॥
নগর সংস্কার করে কত শত জন।
যজ্ঞের মণ্ডপ কেহ করয়ে গঠন॥
দধিকুল্যা ঘৃতকুল্যা দুগ্ধ-সরোবর।
ত্রিবিধ করিল কোথা দেখিতে সুন্দর॥
ক্ষীর-দধি-পুষ্করিণী করে সুবিস্তার।
আয়োজনে পূর্ণ কৈল সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ যাহে তুষ্ট, তাহা হইল আপনি।
কত দ্রব্য এল, তার সংখ্যা নাহি জানি॥
নানামতে বাদ্য বাজে হস্তিনানগরে।
মহানন্দে লোক সব আপনা পাসরে॥
কৃষ্ণসঙ্গে যুধিষ্ঠির আছেন সভাতে।
হেনকালে উৎপাত হইল আচম্বিতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

● অনুশাল্বের যুদ্ধ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, ওহে মহামুনি।
উৎপাত বলহ কিবা, তব মুখে শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
আরম্ভ না হ'তে যজ্ঞ যুদ্ধের পত্তন॥
অনুশাল্ব-নামে এক দৈত্যের ঈশ্বর।
কৃষ্ণের উদ্দেশে আসে হস্তিনানগর॥
গজ-বাজী রথ-রথী সেনাদল ল'য়ে।
বহু সৈন্যে অনুশাল্ব আইল সাজিয়ে॥

বেড়িল হস্তিনাপুরী, শঙ্কা নাহি করে।
হাট-বাট বেড়িল পদাতি থরে-থরে॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে দৈত্য, কোথা গদাধর।
পলায়ে আইলে মারি মোর সহোদর॥
আজি তোমা বিনাশিব, ইথে নাহি আন।
পাণ্ডবে শরণ নিলে রাখিবারে প্রাণ॥
পলাইয়া এলে হেথা দ্বারকা ছাড়িয়া।
হস্তিনা আইনু আমি তোমার লাগিয়া॥
এত বলি অনুশাল্ব কহে সৈন্যগণে।
কৃষ্ণকে মারিব আমি আজিকার রণে॥
ভয় না করিহ কেহ করিতে সংগ্রাম।
আমার বিপক্ষ বড় দেব-ভগবান্॥
আজি কৃষ্ণে আমি যদি দেখিবারে পাই।
ক্ষণমাত্রে বিনাশিব, শুনহ সবাই॥
যতনে করহ সবে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।
লুকাইল মোর ডরে যাদব-নন্দন॥
যে মোরে দেখাবে কৃষ্ণ সংগ্রাম-ভিতরে।
নানা ধন দিয়া তুষ্ট করিব তাহারে॥
কৃষ্ণকে জিনিয়া আমি যত ধন পাব।
সত্য করি কহিলাম, সব তারে দিব॥
যে আমারে দেখাইবে গোপের নন্দনে।
সেই সে পরম-বন্ধু, শুন সর্ব্বজনে॥
এত অহঙ্কার করি প্রবেশিল পুরে।
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে॥
অনুশাল্ব-দৈত্য আসি বেড়িল নগর।
অহঙ্কারে আসিতেছে করিতে সমর॥
কুবচন কহিলেক কত নারায়ণে।
সে-সকল কথা রাজা, না শুনি শ্রবণে॥
দূতের বচনে যুধিষ্ঠির নরপতি।
সংগ্রাম করিতে আজ্ঞা দেন শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণ-নিন্দা শুনি ক্রোধে পাণ্ডু-পুত্রগণ।
দৈত্যের সহিত যায় করিবারে রণ॥
বৃকোদর, সহদেব নকুল দুর্জ্জয়।
গাণ্ডীব লইয়া করে সাজে ধনঞ্জয়॥
মেঘবর্ণ আর সাজে সুবেগ-কুমার।
নানা অস্ত্র লইয়া যতেক পরিবার॥
নানা অস্ত্র ল'য়ে তবে পাণ্ডবেয়গণ।
দৈত্যের সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
সৈন্য দেখি অনুশাল্ব বলে উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ, সৈন্য সব দেখাহ আমারে॥
কোথা গেল গোপ উগ্রসেন-অনুচর।
আইস আমার সঙ্গে করিতে সমর॥
পাণ্ডব-সহিত আমি যুদ্ধ নাহি করি।
প্রতিজ্ঞা আমার আছে মারিব শ্রীহরি॥
এত যদি অনুশাল্ব বলিল বচন।
তাহা শুনি কুপিত হইল সর্ব্বজন॥
রণে প্রবেশিল সবে ধনু টঙ্কারিয়া।
দৈত্যকে বিন্ধিল বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥
ভীম-সহদেব দোঁহে ধনুক পাতিল।
দেখি অনুশাল্ব-দৈত্য গর্জ্জিতে লাগিল॥
কুপিত হইয়া তবে দৈত্যের ঈশ্বর।
ভীম-সহদেবে বিন্ধি করিল জর্জ্জর॥
দৈত্য-শরে অচেতন হৈল দুই বীর।
সহিতে নারিল রণ, হইল অস্থির॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল দোঁহে পরিহরি রণ।
মার মার ডাক ছাড়ে দৈত্য-সেনাগণ॥
দৈত্যের বিক্রম দেখি বীর ধনঞ্জয়।
লোহিত-লোচন অতি কুপিত-হৃদয়॥
মহাক্রোধে পার্থ বীর করেন সমর।
তাহা দেখি ডাকি বলে দৈত্যের ঈশ্বর॥
শুনহ অর্জ্জুন, তুমি আমার বচন।
তোমার প্রতিজ্ঞা যত জগতে ঘোষণ॥
আমারে জিনিতে তব নাহিক শকতি।
সংগ্রাম করিব আমি কৃষ্ণের সংহতি॥
আমার বিবাদ-যোগ্য দেব-নারায়ণ।
তোমার সহিত আমি কি করিব রণ॥
অশক্ত জনের সনে না করি সংগ্রাম।
তুলারাশি-সম দেখি তব যত বাণ॥

এত যদি ডাকিয়া বলিল দৈত্যেশ্বর।
কহিলেন কুপিয়া গাণ্ডীব-ধনুর্দ্ধর॥
কি বলিলি ওরে মূঢ়, নাহি তোর জ্ঞান।
আমি কি সংগ্রামে নহি তোমার সমান॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু অনলে।
নিবাত-কবচগণে জিনিনু পাতালে॥
আমার সংগ্রামে তুষ্ট হইল ঈশান।
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কৈনু অপমান॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি যত কুরুসেনা।
সবারে জিনিয়া আমি রাখিনু ঘোষণা॥
তোর সম নাহি পাপী, শুন রে বর্ব্বর।
কৃষ্ণের সহিত চাহ করিতে সমর॥
বামন হইয়া চাহ চন্দ্রমা ধরিতে।
আমি তোমা বিনাশিব আজি সমরেতে॥
যদ্যপি আমার হাতে, পাও অব্যাহতি।
তবে সে করিহ যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-সংহতি॥
এত বলি অর্জ্জুন গাণ্ডীব ল'য়ে করে।
অগ্নিবাণ মারিলেন দৈত্যের উপরে॥
ক্রুদ্ধ হৈল অনুশাল্ব অর্জ্জুনের বাণে।
সংগ্রাম করয়ে বীর কঠোর সন্ধানে॥
অর্জ্জুনের যত বাণ নিবারিল শরে।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে॥
বরুণাস্ত্র সন্ধানিল বীর ধনঞ্জয়।
বায়ু-বাণে নিবারিল দৈত্য দুরাশয়॥
মারেন বরুণ-বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
গিরিবাণে দৈত্যবীর করে নিবারণ॥
সর্পবাণ এড়িল অর্জ্জুন মহামতি।
গরুড়াস্ত্রে সংহার করিল দৈত্যপতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অর্জ্জুন তখন।
ক্ষুরপ্র-বাণেতে দৈত্য করে নিবারণ॥
হেন মতে অর্জ্জুনের যত অস্ত্র ছিল।
অনুশাল্ব দৈত্য তাহা বাণে নিবারিল॥
জিনিতে না পারিলেন ইন্দ্রের তনয়।
দৈত্যের সমরে বড় উপজিল ভয়॥

তবে অনুশাল্ব দৈত্য বিচারিয়া মনে।
অর্জ্জুনে বিন্ধিল বীর এক লক্ষ বাণে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া রথে পড়েন কিরীটী।
তাহা দেখি ভঙ্গ দিল সেনা কোটি কোটি॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সুবেগ ধনুর্দ্ধর।
অনুশাল্বসহ গেল করিতে সমর॥
বাণাঘাতে বীরসব অচেতন হৈল।
সংগ্রাম ত্যজিয়া সবে রণে ভঙ্গ দিল॥
যুবনাশ্ব রাজা তবে প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম কৈল অনুশাল্ব-সনে॥
দৈত্য-বাণে নরপতি হইল জর্জ্জর।
প্রাণভয়ে পলাইল ত্যজিয়া সমর॥
গদ-শাম্ব-আদি করি যত বীর ছিল।
অনুশাল্ব দৈত্যসহ অনেক যুঝিল॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধে প্রাণপণ করি।
ভয়ে পলাইল সবে রণ পরিহরি॥
চিন্তিত পাণ্ডব-সৈন্য দৈত্যের প্রহারে।
প্রাণ ল'য়ে গেল সবে কৃষ্ণের গোচরে॥
সংগ্রাম-বৃত্তান্ত যত কৃষ্ণেরে কহিল।
তাহা শুনি শ্রীকৃষ্ণের হাস্য উপজিল॥
দৈত্য-যুদ্ধে পার্থ-বীর হইল কাতর।
শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন গদাধর॥
হাতে পান ল'য়ে বলে দেব নারায়ণ।
অনুশাল্ব দৈত্যে ধরি দিবে যেইজন॥
আসিয়া লউক পান আমার গোচরে।
ঘুষিবে তাহার যশ জগৎ-ভিতরে॥
বীরপুঞ্জ-সমক্ষেতে কহিলাম আমি।
ঘুষিবে পৃথিবী তার যশের কাহিনী॥
এত শুনি প্রদ্যুম্ন সাহসে করি ভর।
লইতে কৃষ্ণের পান সবার ভিতর॥
অঙ্গীকার করিলেক কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
সাজিল মকরধ্বজ দৈত্যকে ধরিতে॥
ধনুর্ব্বাণ নানা-অস্ত্র নিল যুদ্ধহেতু।
সুসজ্জ হইয়া রথে চড়ে মীনকেতু॥

অনুশাল্ব দৈত্য যথা আছয়ে সমরে।
তথাকারে গেল বীর যুদ্ধ করিবারে॥
সৈন্যেতে বেষ্টিত হ'য়ে আইল অনঙ্গ।
দুই বীর দেখাদেখি হৈল বড় রঙ্গ॥
আকর্ণ পূরিয়া কাম পূরিল সন্ধান।
অনুশাল্ব-হৃদয়ে মারিল দশ বাণ॥
বাণাঘাতে ক্রুদ্ধ হৈল দৈত্য-অধিপতি।
ডাক দিয়া প্রদ্যুম্নেরে বলে শীঘ্রগতি॥
যুঝিতে আইলে তুমি ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ।
দেখিলে না সংগ্রামে বীরের ভঙ্গিয়ান॥
সম্মুখ হইয়া যদি যুঝ মোর সনে।
তবে পাঠাইব তোমা যমের সদনে॥
চোরবংশে জন্ম তোর, জানহ চাতুরী।
গোপ-ঘরে তোর বাপ ননী কৈল চুরি॥
উদূখলে নন্দজায়া বান্ধিল তাহারে।
মিথ্যা নহে এই কথা, বিদিত সংসারে॥
গোপিকার বসন হরিল যে শ্রীহরি।
রুক্মিণীরে তোর বাপ আনে চুরি করি॥
কপট করিয়া সে মারিল যত জনে।
না বুঝি অবোধ লোক তাহারে বাখানে॥
কিন্তু সে-সকল কর্ম্ম নারিবে করিতে।
আমি তোরে যম-ঘরে পাঠাব নিশ্চিতে॥
এতেক বচনে কাম ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল সহস্র বাণ ধনুকের গুণে॥
আকর্ণ পূরিয়া মারে দৈত্যের উপরে।
অনুশাল্ব দৈত্য তাহা নিবারিল শরে॥
তবে দৈত্য শত বাণ পূরিল সন্ধান।
আকর্ণ পূরিয়া কামে মারিলেক বাণ॥
বাণেতে কাটিল সব কৃষ্ণের কুমার।
তাহা দেখি দৈত্য-কোপ বাড়িল অপার॥
দিব্য অস্ত্র ধনুকে যুড়িল দৈত্যপতি।
প্রদ্যুম্নে মারিল বাণ করিয়া শকতি॥
সারথি-সহিত উড়াইল রথখান।
পড়িল প্রদ্যুম্ন গিয়া কৃষ্ণ-বিদ্যমান॥

কামদেবে দেখি ক্রোধ হৈল গদাধরে।
লাথি মারিলেন তার মস্তক-উপরে॥
দৈত্য-বাণে অচেতন ছিল শম্বরারি।
চেতন পাইল বীর পরশিতে হরি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন প্রদ্যুম্নে চাহিয়া।
রণে ভঙ্গ দিলে তুমি মম পুত্র হৈয়া॥
শুন রে পামর পুত্র, তুমি কুলাধম।
তোমা হৈতে কলঙ্ক হইল আজি মম॥
প্রাণভয়ে পলাইলে ত্যজি তুমি রণে।
রাখহ পরাণ হেন কিসের কারণে॥
আমার সম্মুখে গেলে করি অহঙ্কার।
রণভঙ্গ-অপযশ ঘুষিবে সংসার॥
এত যদি নারায়ণ কহিলেন ক্রোধে।
অধোমুখে রহে কাম মনের বিষাদে॥
পুত্র-অপমান দেখি দুঃখিনী রুক্মিণী।
চিন্তিত হ'লেন যুধিষ্ঠির নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আসিয়া তবে প্রদ্যুম্নে তুলিল।
এ-কর্ম্ম উচিত নহে, শ্রীকৃষ্ণে কহিল॥
যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে সবাকার।
আপনি জানহ কৃষ্ণ, সংসারের সার॥
গরুড়ে চাপিয়া তবে গেলেন শ্রীহরি।
প্রবেশ করেন রণে গদা-চক্র ধরি॥
কৃষ্ণে দেখি হরষিত হৈল দৈত্যপতি।
নানা অস্ত্র ল'য়ে যুঝে কৃষ্ণের সংহতি॥
শত শত বাণ দৈত্য কৈল অবতার।
চক্রে নাশিলেন তাহা দৈবকীকুমার॥
তবে গদা সন্ধান করিল নারায়ণ।
প্রাণভয়ে পলাইল দৈত্য-সেনাগণ॥
সৈন্য-ভঙ্গ দেখিয়া কুপিল দৈত্যেশ্বর।
ধনু ধরি যুদ্ধ করে কৃষ্ণের গোচর॥
অপার মহিমা তাঁর, বুঝে কোন্ জন।
দৈত্যসহ করিলেন ঘোরতর রণ॥
দৈত্য-শরে জর্জ্জরিত হ'য়ে দেব হরি।
রহিতে না পারিলেন, গরুড়-উপরি॥

জর্জ্জর হইল বাণে বিনতা-নন্দন।
দৈত্যশরে অচেতন হৈলা নারায়ণ॥
ক্রোধে অনুশাল্ব দৈত্য গদা ল’য়ে হাতে।
সক্রোধে মারিল গদা গরুড়ের মাথে॥
মোহ গেল পক্ষিরাজ পলায় সত্বরে।
কৃষ্ণেরে লইয়া গেল ধর্ম্মের গোচরে॥
অচেতন নারায়ণ গরুড়-উপরে।
তা’ দেখি জন্মিল ভয় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
চিন্তাকুল হৈল বড় পাণ্ডবেয়-গণ।
রণে ভঙ্গ দিয়া আইলেন নারায়ণ॥
এই অমঙ্গল-কথা শুনিয়া রুক্মিণী।
কৃষ্ণের সম্মুখে আসি কহে প্রিয়বাণী॥
বুঝিতে পরের দুঃখ কেহ নাহি জানে।
ফলিলে আপন-অঙ্গে জ্ঞান হয় মনে॥
যুদ্ধ করি কামদেব হৈল হীনবল।
পলাইল সারথি, পাইলে তুমি ছল॥
চরণ-প্রহারে তারে কৈলে অপমান।
তুমি কেন ভয়ে ভঙ্গ দিলে ভগবান্॥
দৈত্যযুদ্ধ সহিবারে না পারিলে তুমি।
প্রদ্যুম্নে মারিলে লাথি, কি বলিব আমি॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ রুক্মিণী-বচনে।
হেনকালে ভীমসেন বলে নারায়ণে॥
মম এক নিবেদন শুন চক্রপাণি।
হাসিয়া কলঙ্ক ঘুচাইতে চাহ তুমি॥
না বুঝিয়া প্রদ্যুম্নে করিলে তিরস্কার।
রণ-ভঙ্গ-কথা আমি শুনিনু তোমার॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ব্যাসে জিজ্ঞাসিল।
দৈত্যযুদ্ধে নারায়ণ কেন ভঙ্গ দিল॥
ব্যাস বলিলেন, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা, বুঝে কোন্ জন॥
ব্রাহ্মণের বাক্য কৃষ্ণ সত্য করিবারে।
রণে ভঙ্গ দিয়া যান পুরীর ভিতরে॥
গর্গমুনি অভিশাপ দিল নারায়ণে।
অপমান পাবে তুমি অনুশাল্ব রণে॥
সে-কারণে রণে ভঙ্গ দিলেন শ্রীহরি।
শুন রাজা, তোমারে কহিনু সত্য করি॥
নহে কিবা শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গ আছে রণে।
জনম-প্রলয় হয় যাঁহার বচনে॥
যন্ত্রের আকার প্রাণী, শুনহ রাজন্।
বেদশাস্ত্রে বাখানিল যন্ত্রী নারায়ণ॥
ব্যাসের বচনে তাঁর বিস্ময় ঘুচিল।
দৈত্য-সিংহনাদে মনে ভয় উপজিল॥
হেনকালে বৃষকেতু রাজার সাক্ষাতে।
অহঙ্কার করি বীর বলে যোড়হাতে॥
আজ্ঞা দেহ, যাব আমি করিতে সমর।
দৈত্যকে বান্ধিয়া আনি তোমার গোচর॥
কৃষ্ণের প্রসাদে আমি জিনিব সমর।
ভয় নাই, আজ্ঞা দেহ, শুন নৃপবর॥
দৈত্য-সিংহনাদ আর না পারি সহিতে।
আজ্ঞা দেহ, যাই আমি সংগ্রাম করিতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কর্ণের নন্দন।
তোমারে পাঠাই হেন নাহি লয় মন॥
রণে ভঙ্গ দিল যবে নিজে যদুপতি।
কি মতে জিনিবে তুমি সে দুষ্ট-দুর্ম্মতি॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব কামদেব আর।
না পারিল সহিবারে পরাক্রম যার॥
শিশু হ’য়ে তুমি যুদ্ধ করিবে কেমনে।
তাই বৃষকেতু, আমি ভয় পাই মনে॥
কর্ণশোক পাসরিনু তোমারে দেখিয়া।
যুদ্ধেতে নাহিক কাজ, থাকহ বসিয়া॥
বৃষকেতু বলে, মোর ভয় নাহি মনে।
আজ্ঞা দেহ, যুদ্ধ আমি করি তার সনে॥
তবে অনুমতি দেন রাজা যুধিষ্ঠির।
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি যায় মহাবীর॥
সিংহনাদ করি সাজে বীর বৃষকেতু।
গোবিন্দে প্রণমি চলে যুঝিবার হেতু॥
ধর্ম্মরাজে প্রণমিল আর চারি জনে।
সিংহনাদ করি বীর প্রবেশিল রণে॥

ধনুর্ব্বাণ হাতে করি কর্ণের কুমার।
দৈত্যের সম্মুখে যায় বলি মার মার॥
শত শত বাণ বীর এড়ে একেবারে।
অগ্নি-হেন বাণ বিন্ধে দৈত্যের শরীরে॥
বাণে বাণ নিবারিল দৈত্য মহামতি।
হেনমতে দোঁহে কৈল অনেক শকতি॥
তবে বৃষকেতু বীর কর্ণের নন্দন।
হৃদয়ে ভাবনা কৈল অভয়চরণ॥
কৃষ্ণপদ ধ্যান করি যুড়িলেক শর।
বাণাঘাতে মূর্চ্ছাপন্ন দৈত্যের ঈশ্বর॥
মূর্চ্ছাগত অনুশাল্বে দেখিয়া তখন।
ধাইয়া ধরিল তারে কর্ণের নন্দন॥
অনুশাল্ব দৈত্যেশ্বরে ধরিয়া ত্বরিতে।
আনিয়া দিলেক শীঘ্র ধর্ম্মের অগ্রেতে॥
ধন্য ধন্য বৃষকেতু, করিয়া ব্যাখ্যান।
ধর্ম্মপুত্র দেন তারে আলিঙ্গন-দান॥
জগতে রাখিলে তুমি আপনার যশ।
বৃষকেতু-গুণে কৃষ্ণ হইলেক বশ॥
ভীমার্জ্জুন-নকুলাদি প্রীতি পায় মনে।
আলিঙ্গন দিল সবে কর্ণের নন্দনে॥
তবে অনুশাল্ব দৈত্য পাইল চেতন।
মায়া ঘুচাইল তার কমললোচন॥
দিব্যজ্ঞান দেন তবে দৈত্যের ঈশ্বরে।
কৃষ্ণ দেখি দৈত্যরাজ দণ্ডবৎ করে॥
প্রণমিয়া কহে দৈত্য যোড় করি হাত।
প্রসন্ন হইলা মোরে দেব জগন্নাথ॥
ধন্য ধন্য বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
ধরিয়া আনিল মোরে করিয়া যতন॥
সে-কারণে দেখিলাম চরণ তোমার।
সফল জনম আজি হইল আমার॥
যে-চরণ হইতে আইল ভাগীরথী।
যে-চরণ-পরশে সানন্দা বসুমতী॥
যে-চরণ সতত ভাবয়ে যোগিগণ।
সে-পদ দেখিনু, মোর সফল জীবন॥
ধন্য যুধিষ্ঠির, তুমি ধর্ম্মের কুমার।
কৃষ্ণ-দরশন পাই মিলনে তোমার॥
আমার অনেক ভাগ্য জন্মে-জন্মে ছিল।
সে-কারণে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম দেখা গেল॥
মদে মত্ত হ'য়ে আমি করিলাম রণ।
অপরাধ না লইবে ধর্ম্মের নন্দন॥
তুমি দোষ ক্ষমা কৈলে আর নাহি ভয়।
প্রসন্ন হবেন মোরে কৃষ্ণ কৃপাময়॥
দৈত্যের বচনে কহিলেন ধর্ম্মরাজ।
শুন দৈত্য, ক্ষমিলাম তোমার অকাজ॥
এত বলি প্রসাদ দিলেন নরপতি।
ধর্ম্মরাজে দৈত্যরাজ করিল প্রণতি॥
দৈত্যকে কহেন ধর্ম্ম মধুর-বচনে।
বিদায় দিলাম, তুমি যাহ নিকেতনে॥
তবে অনুশাল্ব বলে করি যোড়হাত।
দেশে না যাইব আমি পাণ্ডবের নাথ॥
থাকিব তোমার সঙ্গে হস্তিনানগরে।
সতত দেখিতে পাব দেব গদাধরে॥
রাজ্যধনে কিছু মম নাহি প্রয়োজন।
আজ্ঞা কর কি করিব ধর্ম্মের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন দৈত্যেশ্বর।
অর্জ্জুন-সহিত তুমি যাইবে সত্বর॥
রাখিবে যজ্ঞের অশ্ব করিয়া শকতি।
এই ভার তোমারে দিলাম দৈত্যপতি॥
তুমি আর যুবনাশ্ব অর্জ্জুন-সহিত।
রাখিবে যজ্ঞের ঘোড়া হ'য়ে অবহিত॥
তাহা শুনি অনুশাল্ব আনন্দিত-মন।
নিজ সৈন্য আনিলেক করিয়া সাজন॥
অশ্ব রাখিবারে দৈত্য কৈল অঙ্গীকার।
তাহা শুনি প্রীতি পান ধর্ম্মের কুমার॥
এই বিবরণ কহি তোমার গোচর।
আর কি শুনিতে ইচ্ছা কহ নৃপবর॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান॥

● অশ্বমেধ-যজ্ঞের উদ্যোগ

শ্রীজনমেজয় বলে, কহ মহামুনি।
যজ্ঞের আরম্ভ-কথা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
অর্জ্জুন গেলেন যদি অশ্ব রক্ষিবারে।
ভ্রমণ করিল ঘোড়া পৃথিবী-ভিতরে ॥
কোন্ বলবান্ অশ্বে ধরিয়া রাখিল।
কার সহ কি-প্রকার সংগ্রাম হইল ॥
আমারে সে-সব কথা কহ তপোধন।
তোমার প্রসাদে শুনি পূর্ব্ব-বিবরণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
অশ্বমেধ-শ্রবণেতে পাপক্ষয় হয় ॥
ব্যাস বলিলেন তবে ধর্ম্মরাজ-প্রতি।
ঋষি-মুনি আমন্ত্রিয়া আন শীঘ্রগতি ॥
আরম্ভ করহ যজ্ঞ মধু-পূর্ণিমাতে।
যজ্ঞের সামগ্রী তুমি আনহ ত্বরিতে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমে পাঠাইল।
ঋষি-মুনি ব্রাহ্মণেরে নিমন্ত্রণ দিল ॥
পাণ্ডবের আমন্ত্রণ পেয়ে মুনিগণ।
হস্তিনানগরে আসি দিল দরশন ॥
পাদ্য-অর্ঘ্যে যুধিষ্ঠির করিয়া পূজন।
প্রণাম করিয়া সবে দিলেন আসন ॥
বসিল আসনে যত ঋষি-মুনিগণ।
যোগেন্দ্র জটিল বহু আইল ব্রাহ্মণ ॥
বসিলেন যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে স্মরিয়া।
ভীমার্জ্জুন-সহদেব-নকুলে লইয়া ॥
নানা আয়োজন অনুচরে যোগাইল।
যজ্ঞের মণ্ডপে সব যতনে থুইল ॥
বেদের বিধানে কুণ্ড করিল নির্ম্মাণ।
দেখিতে সুঠাম, আশী হাত পরিমাণ ॥
শাস্ত্রমত কুণ্ড শত হস্ত-পরিসর।
নির্ম্মাইল যজ্ঞকুণ্ড পরম সুন্দর ॥
সুবর্ণ-রচিত ঘট আরোপিল তাতে।
পুষ্পঝারা বান্ধিল চান্দোয়া চারিভিতে ॥
দ্রৌপদী-সহিত ধর্ম্মরাজ করি স্নান।
বসিলেন দোঁহে শুক্লবস্ত্র-পরিধান ॥
বেদধ্বনি করিল যতেক মুনিগণ।
ধৌম্য পুরোহিত করে বেদ-উচ্চারণ ॥
সঙ্কল্প করেন শুভক্ষণে নরপতি।
তবে ব্যাসদেব নৃপে দেন অনুমতি ॥
ব্রাহ্মণে বরণ কর বসন-ভূষণে।
ত্বরায় আনহ অশ্ব যজ্ঞ-সন্নিধানে ॥
ব্যাসের বচনে রাজা সানন্দ হইয়া।
আনিলেন তুরঙ্গেরে যজ্ঞে সাজাইয়া ॥
আসন-বসন সব কনকে রচিত।
সুবর্ণের থাল-ঝারি মণিতে খচিত ॥
বিংশতি-সহস্র বিপ্রে করিয়া বরণ।
প্রত্যক্ষে সবারে দেন আসন ভূষণ ॥
বরণ পাইয়া মনে আনন্দিত-চিতে।
বসিল সকল দ্বিজ যজ্ঞ আরম্ভিতে ॥
দ্রৌপদী সহিত ব্রতী হলেন রাজন্।
মধু-পূর্ণিমাতে হৈল যজ্ঞ-আরম্ভন ॥
সর্ব্ব-সুলক্ষণ অশ্বে আনিয়া সত্বর।
প্রক্ষালেন দুই পদ ধর্ম্ম নৃপবর ॥
কুসুম-চন্দনে অশ্বে করিয়া পূজন।
বান্ধিলেন অশ্বভালে সোণার দর্পণ ॥
যুধিষ্ঠির নিজ নাম লিখেন দর্পণে।
পৃথিবী ভ্রমিবে ঘোড়া আপনার মনে ॥
যদি কেহ বীর থাকে পৃথিবী-ভিতরে।
ধরিবে যজ্ঞের ঘোড়া, জিনিব তাহারে ॥
নিজ বলে ছাড়াইয়া তুরগে আনিব।
তবে অশ্বমেধ-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিব ॥
অশ্বভালে দর্পণেতে এ-সব লিখিল।
ঘোটক-অঙ্গেতে নানা অলঙ্কার দিল ॥
সোণার নূপুর দিল অশ্বের চরণে।
অশ্ব-অঙ্গ আচ্ছাদিল রতন কাঞ্চনে ॥
কুন্তী আর গান্ধারী প্রভৃতি যত নারী।
হুলাহুলি মঙ্গল করিল আগুসরি ॥

সত্যভামা আদি যত কৃষ্ণের রমণী।
মঙ্গল-বিধানে অশ্বে পূজিল তখনি॥
ধনঞ্জয়ে ডাকিয়া বলেন নরবর।
অশ্ব-রক্ষা-হেতু ভাই, সাজহ সত্বর॥
আমি ব্রতী হইয়া রহিব যজ্ঞস্থানে।
দিবানিশি দ্রৌপদী-সহিত একাসনে॥
অসিপত্র-ব্রত-আচরণে দিব মন।
যতনে করহ ভাই, ঘোটক-রক্ষণ॥
অশ্ব চুরি হৈলে যজ্ঞসাঙ্গ না হইবে।
ব্রত নষ্ট হবে, আর কলঙ্ক রটিবে॥
শুনিয়াছি মুনি-মুখে এ-সব কথন।
অশ্বহারা হ'য়ে দুঃখ পায় কতজন॥
যতনে রাখিবে অশ্ব বীর ধনঞ্জয়।
পৃথিবী ভ্রমিলে ঘোড়া কার্য্যসিদ্ধ হয়॥
নকুল থাকিবে মাত্র আমার সংহতি।
সঙ্গেতে লইয়া যাহ যত সেনাপতি॥
তোমার প্রতিজ্ঞা যত জগতে ঘোষণ।
কিরাত-শঙ্কর-সনে কৈলে মহারণ॥
খাণ্ডব দহিয়া তুমি তুষিলে অনলে।
নিবাতকবচ বিনাশিলে বাহুবলে॥
চিত্ররথ-গন্ধর্ব্বে করিলে অপমান।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ সহ করিলে সংগ্রাম॥
সংগ্রাম করিয়া তুমি জয় দিলে মোরে।
অশ্ব-রক্ষা-হেতু ভার দিলাম তোমারে॥
অর্জ্জুন বলেন, রাজা, চিন্ত অকারণে।
আমারে জিনিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
পৃথিবী ভ্রমিয়া আমি তুরগে আনিব।
যদি কেহ অশ্বে ধরে, তারে নিপাতিব॥
কৃষ্ণের প্রসাদে ভয় না করি কাহারে।
সত্য কহিলাম আমি তোমার গোচরে॥
এত বলি ধনঞ্জয় হ'লেন বিদায়।
ঋষি-মুনিগণ সব জয়-জয় দেয়॥
অশ্ব-পিছে ধনঞ্জয় করেন প্রয়াণ।
বাজায় দামামা ভেরী খমক বিষাণ॥
মৃদঙ্গ মাদল বাজে পটহ ঝাঝরি।
ডম্বুর রসাল বাজে ধূসরি মোহরি॥
জয়ঢাক বীরঢাক বড় বড় দামা।
কাঁসর পিনাক বাজে অনেক বাজনা॥
বাজে শঙ্খ জয় জয় ভেরী ভয়ানক।
অশ্ব-আগে-পিছে বাদ্য বাজে অসংখ্যক॥
নর্ত্তক নাচয়ে, গায় কত শত গুণী।
অশ্ব-সঙ্গে সৈন্য কত, লেখা নাহি জানি॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন ভীম মহাবীরে।
অর্জ্জুন-সঙ্গেতে যাহ অশ্ব রাখিবারে॥
প্রদ্যুম্নে ডাকিয়া বলিলেন নারায়ণ।
অশ্ব রাখিবারে পুত্র, করহ গমন॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি যতেক ধনুর্দ্ধর।
গদ-শাম্বে সঙ্গে ল'য়ে চলহ সত্বর॥
রাখিব তুরঙ্গ সবে মন্ত্রণা করিয়া।
যুঝিবে সমর-মধ্যে সাবধান হৈয়া॥
এত বলি প্রত্যেকেরে করেন বিদায়।
প্রণমিয়া নারায়ণে সর্ব্বসৈন্য যায়॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেশ কুমার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যায় অশ্ব রাখিবার॥
বৃষকেতু বীর চলে কর্ণের নন্দন।
অশ্ব-সঙ্গে চলে সৈন্য, না যায় গণন॥
দৈবযোগে তুরঙ্গ চলিল শুভক্ষণে।
প্রথমে যজ্ঞের অশ্ব চলিল দক্ষিণে॥
শুন ভাই, ভারতের অপূর্ব্ব কথন।
কাশীরাম দাস কৈল পয়ারে রচন॥

● নীলধ্বজ রাজার সহিত যুদ্ধ

কহেন বৈশম্পায়ন, শুন জনমেজয়।
দক্ষিণ-দিকেতে গেল পাণ্ডবের হয়॥
পশ্চাতে চলিল সৈন্য নানা-অস্ত্র ধরি।
প্রবেশ করিল গিয়া মাহিষ্মতী-পুরী॥

মাহিষ্মতী-পুরে রাজা নীলধ্বজ নাম।
অস্ত্র-শস্ত্র-বিশারদ বীর গুণধাম॥
ধর্ম্মেতে পৃথিবী পালে নীলধ্বজ রায়।
নানা সুখে আছে প্রজা, ক্লেশ নাহি পায়॥
আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করে সর্ব্বজনে।
নৃপতি-পালনে ধন বাড়ে প্রজাগণে॥
প্রবীর-নামেতে তার প্রধান তনয়।
যৌবনে হইয়া মত্ত ত্যজে ধর্ম্মভয়॥
যুবতী লইয়া সেই কেলি করে জলে।
নানারঙ্গে রস-ক্রীড়া করে কুতূহলে॥
হেনকালে সেই অশ্ব যায় সেই পথে।
প্রবীর-বনিতা তাহা পাইল দেখিতে॥
মদনমঞ্জরী-নামে প্রধান বনিতা।
যোড়হাত হ'য়ে স্বামী-আগে কহে কথা॥
হের দেখ, অশ্ব আসে সর্ব্ব-সুলক্ষণ।
ঘোড়ার অঙ্গেতে কত মুকুতা-রতন॥
সোনার নূপুর বাজে অশ্বের চরণে।
ভুলিল আমার মন অশ্ব-দরশনে॥
অশ্ব ধরি দেহ মোরে প্রাণের ঈশ্বর।
নহিলে মরিব আমি তোমার গোচর॥
বনিতার বাক্য শুনি রাজার নন্দন।
ধাইয়া ধরিল ঘোড়া সর্ব্ব-সুলক্ষণ॥
অশ্ব-ভালে লিখন পড়িল নৃপসুত।
পত্র পড়ি অহঙ্কার বাড়িল বহুত॥
অশ্ব ধরি কুমার কহিল নারীগণে।
অশ্ব ল'য়ে তোমরা চলহ নিকেতনে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে রাজা যুধিষ্ঠির।
তুরগ-রক্ষণে এল ধনঞ্জয় বীর॥
অহঙ্কারে অশ্ব-ভালে ক'রেছে লিখন।
ধরিতে আমার অশ্ব আছে কোন্ জন॥
যদি কেহ অশ্ব ধরে, বিনাশিব তারে।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া হস্তিনানগরে॥
অশ্ব-ভালে এই পত্র আছয়ে লিখন।
অবশ্য সংগ্রাম হবে অশ্বের কারণ॥
কদাচিৎ অশ্ব আমি না দিব পাণ্ডবে।
ঘোড়া না পাইলে আসি সংগ্রাম করিবে॥
অতএব তোমা-সবা যাহ অন্তঃপুরে।
বান্ধিয়া রাখহ ঘোড়া ল'য়ে পাক-ঘরে॥
এত বলি অনুচরে সেই অশ্ব দিল।
প্রবীর-বনিতাগণ পুরে প্রবেশিল॥
হেথা অশ্ব না দেখিয়া পাণ্ডবেয়গণ।
নানা অস্ত্র ল'য়ে ধায় করিবারে রণ॥
আগে আসে পার্থ বীর ধনুঃশর-হাতে।
সাক্ষাৎ হইল তাঁর প্রবীরের সাথে॥
কত সৈন্য-সঙ্গে আসে রাজার তনয়।
জিজ্ঞাসা করেন তারে বীর ধনঞ্জয়॥
পরিচয় দেহ তুমি, কাহার নন্দন।
ধরিলে যজ্ঞের অশ্ব কিসের কারণ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিছেন যুধিষ্ঠির।
অশ্ব ধরে পৃথিবীতে আছে কোন্ বীর॥
প্রবীর বলিল, না করিহ অহঙ্কার।
ঘোড়া ধরি আমি নীলধ্বজের কুমার॥
বুঝিব তোমার বল পাণ্ডুর নন্দন।
কেমনে লইবে অশ্ব করি তুমি রণ॥
অর্জ্জুন বলেন, যুদ্ধ নহে তোর সনে।
এ-কথা শুনিলে হাসিবেক ক্ষত্রগণে॥
বিবাদ না করি আমি বালক-সংহতি।
যুঝিবে তোমার সঙ্গে যত সেনাপতি॥
অর্জ্জুনের বাক্যে রোষে রাজার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া দিল ধনুকে টঙ্কার॥
তাহা শুনি বৃষকেতু প্রবেশিল রণে।
নানা অস্ত্র লৈয়া করে বাণ বরিষণে॥
বৃষকেতু-সনে বড় বাধিল সমর।
যুদ্ধবার্ত্তা শোনে নীলধ্বজ নৃপবর॥
সসৈন্যে সাজিয়া আসে করিতে সমর।
আগে পিছে গজ বাজী শোভিছে বিস্তর॥
প্রবেশিল সংগ্রামে নীলধ্বজ রায়।
যুদ্ধ করিবারে সৈন্য চারিদিকে ধায়॥

রথি-রথী গজে-গজে পদাতি-পদাতি।
সমানে সমানে যুদ্ধ বাধে ঘোর অতি ॥
বৃষকেতু যুদ্ধ করে প্রবীরের সনে।
রবিতেজ আচ্ছাদিল বাণ-বরিষণে ॥
প্রবীরের বাণে মোহ পায় বৃষকেতু।
অনুশাল্ব দৈত্য আসে যুঝিবার হেতু ॥
আকর্ণ পূরিয়া দৈত্য এড়ে নানা শর।
বাণাঘাতে নৃপসুত হইল জর্জ্জর ॥
চেতন পাইয়া পরে কর্ণের নন্দন।
প্রবীর-উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥
অনুশাল্ব-বৃষকেতু করেন সংগ্রাম।
প্রবীর-উপরে বর্ষে বাণ অবিরাম ॥
নিবারয়ে নরপতি-পুত্র একেশ্বর।
তিন বীরে মিশামিশি বাধিল সমর ॥
বৃষকেতু দশ বাণ সন্ধান করিল।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ প্রবীরে মারিল ॥
বাণাঘাতে নৃপপুত্র হৈল অচেতন।
রথ লৈয়া সারথি যে কৈল পলায়ন ॥
পুত্রে রণে ভঙ্গ দেখি নীলধ্বজ রায়।
ভয় পেয়ে নরপতি চারিদিতে চায় ॥
আপনার পরাভব বুঝিয়া রাজন্।
সারথিরে বলে শীঘ্র কর পলায়ন ॥
ভঙ্গ দিয়া নীলধ্বজ পলাইয়া যায়।
পলায় নৃপতি-সৈন্য পাছু নাহি চায় ॥
ধর ধর বলি ধায় ধনঞ্জয় বীর।
তাহা শুনি নীলধ্বজ কম্পিত শরীর ॥
আগু হৈয়া পার্থ কৈল বাণের সন্ধান।
সারথি ও রথধ্বজ কাটে ধনুর্ব্বাণ ॥
কাটিল হাতের ধনু পাঁচ গোটা বাণে।
তাহা দেখি নীলধ্বজ ভীত হৈল মনে ॥
পলাইতে নারে রাজা মনে পায় ডর।
সঙ্কট-সমর দেখি এল বৈশ্বানর ॥
আশ্বাসিয়া ফিরাইল নৃপ-সৈন্যগণে।
পুত্রসহ রাজা পুনঃ প্রবেশিল রণে ॥

নৃপের জামাতা অগ্নি নিজরূপ ধরি।
অর্জ্জুনকটক দহে ছারখার করি ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন কহিছেন বৈশ্বানরে।
ক্ষমা কর অগ্নি হও সদয় অন্তরে ॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু তোমারে।
অক্ষয় কবচ তুমি দিয়াছ আমারে ॥
এখন অকাজ কর কিসের লাগিয়া।
যোড় মাত হ'য়ে বলি যাহ নিবর্ত্তিয়া ॥
অশ্বমেধ করিবেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহাতে করিবে তুমি আহুতি ভক্ষণ ॥
অর্জ্জুন-বচনে অগ্নি সম্প্রীতি পাইল।
তেজ-নিবারণ-হেতু অর্জ্জুনে কহিল ॥
অগ্নির পাইয়া আজ্ঞা বীর ধনঞ্জয়।
এড়িলেন বরুণাস্ত্র হইয়া নির্ভয় ॥
নির্ব্বাপিত হৈল অগ্নি সলিল-পরশে।
মন্দানল হ'য়ে গেল নৃপতির পাশে ॥
ভয়ে ভঙ্গ দিল যত নৃপসেনাগণ।
আপনি পলায় রাজা পরিহরি রণ ॥
প্রবীর রাজার পুত্র আছিল পশ্চাতে।
দেখিয়া অর্জ্জুনে সেই আইল ত্বরিতে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণে তার মুণ্ড কাটা গেল।
প্রবীর রাজার পুত্র ভূমিতে পড়িল ॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ বিরস বদন।
ভঙ্গ দিল মনোদুঃখ পাইয়া রাজন্ ॥
নীলধ্বজে কহে অগ্নি মধুর-ভারতী।
অর্জ্জুনে জিনিতে নাহি তোমার শকতি।
আমার বচনে তুমি পরিহর রণ।
মনুষ্য না হয় পার্থ, নর-নারায়ণ ॥
আমি অগ্নি শুন রাজা পাণ্ডবের পক্ষ।
পাণ্ডবের সখ্য করি, না করি অসখ্য ॥
তুরগ অর্পিয়া তুমি দ্রুত কর প্রীতি।
রাজ্যে প্রজা রক্ষা পাবে, শুন নরপতি ॥
নহে অবশেষে বড় হইবে দুষ্কর।
রাখিতে নারিব আমি, শুন নৃপবর ॥

জামাতার বাক্য শুনি নীলধ্বজ রায়।
অশ্ব আনিবার তরে অন্তঃপুরে যায়॥
পুত্রশোকে নৃপতির অন্তর জর্জ্জর।
নয়নে সলিল-ধারা বহে নিরন্তর॥
বিরস-বদনে রাজা গেল অন্তঃপুরে।
কহিল সকল কথা প্রিয়ার গোচরে॥
সংগ্রামে পড়িল পুত্র, সমাচার পেয়ে।
ক্রন্দন করেন রাণী অচেতন হ'য়ে॥
কোথা সে প্রবীর বলি কান্দে নরপতি।
পুত্রশোকে অচেতন জনা গুণবতী॥
নৃপতি বলেন, তুমি না কান্দিহ আর।
অশ্ব দিয়া রাজ্য আমি রাখি আপনার॥
ছিলাম পুরুষ, এবে হইলাম নারী।
এ-সব ঈশ্বরলীলা বুঝিতে না পারি॥
সম্প্রীতি করিব আমি অর্জ্জুনের সনে।
সংগ্রামে পড়িল পুত্র, কার্য্য নাহি রণে॥
জনা বলে, কি কথা কহিলে নরপতি।
শত্রু-সঙ্গে কেমনেতে করিবে পীরিতি॥
প্রবীরে মারিয়া পার্থ হৈল মোর অরি।
তার সঙ্গে প্রীতি কর, সহিতে না পারি॥
সাহস করিয়া তুমি কর গিয়া রণ।
অর্জ্জুন-নিধনে মোর শোক-নিবারণ॥
নীলধ্বজ রাজা বলে, শুন রূপবতী।
জামাতা হারিল রণে অর্জ্জুন-সংহতি॥
যার বাহুবলে আমি জিনি সবাকারে।
স্থির হৈতে নারে সেই অর্জ্জুনের শরে॥
তুমি কি বুঝাবে নীতি, সব আমি জানি।
পাণ্ডবের সহায় আপনি চক্রপাণি॥
প্রীতি করি তাঁর সনে অশ্ব সমর্পিয়া।
অশ্বরক্ষা-হেতু প্রিয়ে যাব গোড়াইয়া॥
তাহা শুনি জনা বলে, ধিক্ বীরপণা।
রহিল ঘুষিতে অপযশের ঘোষণা॥
ক্ষত্রকুলে জনমিয়া ত্যজিলে সংগ্রাম।
শত্রুর আশ্রয় ল'য়ে, বৃথা ধর নাম॥
তোমা-বিদ্যমানে মৈল কোলের কোঙর।
পুত্রশোকে মরি এই তোমার গোচর॥
এত বলি রাজরাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অশ্ব ল'য়ে নরপতি আইল বাহিরে॥
অর্জ্জুনেরে অশ্ব দিল নীলধ্বজ রায়।
যোড়হাতে বলে, ক্ষমা করহ আমায়॥
না জানিয়া মোর পুত্র তুরঙ্গ ধরিল।
বিধাতা তাহার ফল হাতে হাতে দিল॥
এত বলি নীলধ্বজ অর্জ্জুনের সঙ্গে।
তুরঙ্গ রাখিতে রাজা গেল অতিরঙ্গে॥
তাহা শুনি রাণী অতি ক্রুদ্ধা হ'য়ে মনে।
অন্তঃপুর ত্যজি গেল ভ্রাতার সদনে॥
যে-জন ভারত-কথা শুনে ভক্তি করি।
কাশী কহে, সে না দেখে শমনের পুরী॥

● পুত্রশোকে জনার ভ্রাতৃগৃহে গমন

তবে জনা বীরনারী, অন্তরেতে ক্রোধ করি,
ত্যজিয়া আলয় ধন জন।
পুত্রশোকে অধোমুখ, মনেতে ভাবিছে দুখ,
স্বামী নিল বিপক্ষ-শরণ॥
পথে যেতে যুক্তি করে, বিনাশিব অর্জ্জুনেরে
সহোদরে সহায় করিয়া।
না পূরিল মনোরথ, দৈবে মোর এই পথ,
কি করিব ঘরেতে বসিয়া॥
বিনাশিলে অর্জ্জুনেরে, তবে মোর আশা পূরে,
নহে আমি ত্যজিব শরীর।
কাতর হইল রাজ, দুঃখেতে নাহিক লাজ,
কোথা গেল পুত্র সে প্রবীর॥
লাজে অধোমুখ হৈয়া, মনে যুক্তি বিচারিয়া,
ভ্রাতার ভবনে গেল চলি।
উলুকের বিদ্যমানে, জনা কান্দে সকরুণে,
পুনঃপুনঃ লোটাইয়া ধূলি॥

ভগিনীর দশা দেখি, উলূক হইল দুঃখী,
হাতে ধরি তুলিল তাহারে।
না কহিয়া বিবরণ, কান্দ কেন অকারণ,
কোন্ জন দুঃখ দিল তোরে ॥
জনা বলে, ওহে ভাই, কহিবারে চাহি তাই,
প্রবীর-বিনাশ হৈল রণে।
অর্জ্জুন আইল পুরে, অশ্ব রাখিবার তরে,
যে-হেতু সংগ্রাম তার সনে ॥
যুদ্ধ করে ধনঞ্জয়, জামাতা পাইল ভয়,
পরাজয় পাইল নৃপতি।
পুত্রশোক না ভাবিয়া, তুরগ দিলেন লৈয়া,
পার্থসহ করিলেক প্রীতি ॥
শুনিয়া পাইনু তাপ, না ঘুচিল মনস্তাপ,
স্বামী নিল শত্রুর শরণ।
বিনাশিয়া অর্জ্জুনেরে, যদি রাজ্য দেহ মোরে,
তবে শোক হয় নিবারণ ॥
এ বড় অধিক লাজ, নীলধ্বজ মহারাজ,
পুত্রশোক না করিল মনে।
জনমিয়া ক্ষত্রকুলে, অশ্ব রাখিবার ছলে,
ভয়ে গেল অর্জ্জুনের সনে ॥
ধরিনু চরণ তোর, প্রতিজ্ঞা রাখহ মোর,
অর্জ্জুনের বধিয়া জীবন।
আমি সে অবলা জাতি, কলঙ্কে আছয়ে ভীতি,
নহে আমি করিতাম রণ ॥
ভাই যে উলুক নাম, ধর্ম্ম বুদ্ধি অনুপাম,
লজ্জাতে করিল হেঁটমাথা।
অবলা প্রবলা হ'য়ে, নিজপুরী তেয়াগিয়ে,
কি-কারণে আসিয়াছ হেথা ॥
পার্থ নর-নারায়ণ, কহে যত মুনিগণ,
রণে কেহ জিনিতে না পারে।
পাণ্ডবের সখা-গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
কেহ তাঁর কি করিতে পারে ॥
আপনার ভাল চাহ, নিজালয়ে চলি যাহ,
তবে সে আমার ক্রোধ নাই।
কি-কর্ম্ম করিলে তুমি, কভু নাহি শুনি আমি,
প্রতিফল পাবে মোর ঠাঁই ॥
রহিবেক দুষ্টভাষা, নহে কাটিতাম নাসা,
অবলার এত অহঙ্কার।
ভ্রাতৃমুখে কথা শুনি, জনা অপমান গণি,
নাহি গেল পুরে আপনার ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে খণ্ডয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ-বিনাশন।
গোবিন্দ-চরণে মন, নিয়োজিয়া অনুক্ষণ,
কাশীরাম করিল রচন ॥

● জনার দেহত্যাগ ও অর্জ্জুনের প্রতি গঙ্গার শাপ

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
কি যুক্তি করিল জনা, কহ বিবরণ ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
দুর্ব্বাক্য শুনিল বহু জনা গুণবতী ॥
ভ্রাতার নিকট বড় পেয়ে অপমান।
মনেতে করিল যুক্তি, ত্যজিব পরাণ ॥
ভাগীরথী-তীরে জনা গেল শীঘ্রগতি।
যোড়হাত হ'য়ে বলে আপন ভারতী ॥
শুন গঙ্গাদেবী, আমি করি নিবেদন।
তোমার সলিলে আমি ত্যজিব জীবন ॥
বধিলেক অর্জ্জুন আমার পুত্র-প্রাণ।
আপনি করিও মাতা, ইহার বিধান ॥
সেইহেতু চিত্তে বড় হৈল অভিমান।
কাতর হইয়া বলি তোমা-বিদ্যমান ॥
এত বলি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিল।
পুত্রশোক পেয়ে জনা শরীর ত্যজিল ॥
জনার মরণে শোক পেয়ে ভাগীরথী।
ক্রোধে অভিশাপ দিল অর্জ্জুনের প্রতি ॥
সতীকন্যা মরে পার্থ, তোমার কারণে।
সে-সকল ভয় তোর নাহি হয় মনে ॥

ভীষ্মে নিপাতিলে তুমি কপট করিয়া।
ভয় না করিলে পিতামহ যে বলিয়া॥
কৃষ্ণ-সখা বলি তোর বাড়ে অহঙ্কার।
না বুঝ দেবের মায়া পাণ্ডুর কুমার॥
পৌত্র-হস্তে ভীষ্মবীর ত্যজিল পরাণ।
তুমিহ পুত্রের হস্তে হারাইবে প্রাণ॥
শাপিলেন গঙ্গাদেবী অর্জ্জুনের তরে।
তাহা শুনি নারায়ণ চিন্তিত অন্তরে॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ পাণ্ডব-সভায়।
ব্যাসদেব বুঝিলেন তাঁর অভিপ্রায়॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠির দেব নারায়ণে।
কহ কৃষ্ণচন্দ্র, তুমি হাস্য কৈলে কেনে॥
গোবিন্দ বলেন, শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অভিশাপগ্রস্ত হৈল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখ পেয়ে মনে।
পার্থ-মৃত্যু হবে বভ্রুবাহনের রণে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, হইল কেমন।
অভিশাপ দেন গঙ্গা কিসের কারণ॥
কর অবধান, কৃষ্ণ বলেন রাজারে।
নীলধ্বজ-নামে রাজা মাহিষ্মতী-পুরে॥
ধরিল যজ্ঞের অশ্ব তাহার নন্দন।
অশ্বহেতু অর্জ্জুনের সঙ্গে হৈল রণ॥
প্রবীর তাহার পুত্র হত হৈল রণে।
রাজরাণী তনুত্যাগ কৈল অভিমানে॥
গঙ্গাতে মরিল সেই পুত্র-শোক পেয়ে।
গঙ্গা অভিশাপ দেন দুঃখিত হইয়ে॥
নীলধ্বজ অশ্ব দিল ধনঞ্জয়বীরে।
আপনি চলিল বীর অশ্ব রাখিবারে॥
অর্জ্জুন-কারণে ভয় না করিহ তুমি।
সঙ্কট হইলে রক্ষা করিব সে আমি॥
এত বলি কৃষ্ণ প্রবোধেন যুধিষ্ঠিরে।
এই বিবরণ রাজা কহিনু তোমারে॥
অমৃত-সমান এই ভারত-কাহিনী।
আর কি কহিব, আমি বল নৃপমণি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● নীলধ্বজের জামাতা অগ্নির বিবরণ

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
এই আমি তোমারে করি যে নিবেদন॥
রাজার জামাতা অগ্নি হইল কেমনে।
এই কথা কৃপা করি কহিবে আপনে॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
এবে কহি নীলধ্বজ রাজার ভারতী॥
জনা নাম ধরে নীলধ্বজের মহিষী।
রতি জিনি রূপ তার পরম রূপসী॥
জনা-সঙ্গে নীলধ্বজ নানা কেলি করে।
দৈবযোগে গর্ভ তার হইল উদরে॥
লক্ষ্মী-শাপে সেই গর্ভে এল বসুমতী।
স্বাহা নাম হৈল তার, শুন নরপতি॥
পরমা সুন্দরী কন্যা বাড়ে দিনে দিনে।
চন্দ্রমার শোভা যেন পৌর্ণমাসী-দিনে॥
কন্যা দেখি নৃপতির আনন্দ অপার।
স্বাহা বলি নাম রাজা রাখিল তাহার॥
হইল বিবাহ-কাল, ভাবে মনে মনে।
অনুক্ষণ যুক্তি করে পাত্রমিত্র-সনে॥
কারে কন্যা দান দিব, কোথা পাব বর।
কালাতীত হৈলে হবে অতি মন্দতর॥
কন্যা বলে, শুন পিতা, আমার বচন।
মনুষ্য-লোকেতে মম নাহি লয় মন॥
দেবপত্নী হৈব আমি, ইথে নাহি আন।
সত্য কহিলাম পিতা, তোমা বিদ্যমান॥
স্বাহাবাক্যে পুছে রাজা হরিষ-অন্তরে।
কাহারে বরিবা তুমি, বলহ আমারে॥
কিবা ইন্দ্র চন্দ্র কিবা শমন পবন।
কুবের বরুণ অগ্নি, কারে তব মন॥

শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু আর যত দেবগণ।
কার পত্নী হবে তুমি, বলহ বচন॥
আমার অনেক ভাগ্য, ইথে নাহি আন।
দেবপত্নী হৈলে তুমি আমার সম্মান॥
স্বাহা বলে, শুন পিতা, আমার বচন।
জীবনে-মরণে অগ্নি বলে সর্ব্বজন॥
শিশুকাল হৈতে মোর অনলে ভকতি।
শুন পিতা, অগ্নি-পূজা করি নিতি নিতি॥
অনল আমার স্বামী, কহিনু তোমারে।
তাঁহাকে আনিয়া দেহ বিবাহ আমারে॥
রাজা বলে, কোথা পাব তাঁর দরশন।
স্বাহা বলে, আসিবেন করিলে স্মরণ॥
এত বলি রাজকন্যা পূজে বৈশ্বানরে।
স্তুতি করে স্বাহাদেবী যুড়ি দুই করে॥
স্বাহার স্তবেতে বশ হৈল বৈশ্বানর।
রহিতে না পারি আসি কহেন সত্বর॥
নিজ অভিলাষ মোরে কহ গুণবতী।
কিসের কারণে মোরে পূজ নিতি নিতি॥
স্বাহা বলে, তুমি মোরে করহ গ্রহণ।
তব পত্নী হব আমি, এই নিবেদন॥
এই হেতু স্তব করি পূজি যে তোমারে।
এই অভিলাষ, বর দেহ ত আমারে॥
'এবমস্তু' বলি অগ্নি সেই বর দিল।
বর পেয়ে স্বাহা মনে সম্প্রীতি পাইল॥
জানাইল পিতৃদেবে অগ্নি-আগমন।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত-মন॥
যোড়হাতে বিনয় করেন নরপতি।
কন্যাদান অগ্নিদেবে করে শীঘ্রগতি॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলিল অগ্নিরে।
স্বাহা-নামে কন্যা মোর দিলাম তোমারে॥
আপনি করিবে তুমি আমার রক্ষণ।
ধন-জন-রাজ্য তোমা কৈনু সমর্পণ॥
বিপক্ষ না আসে যেন আমার নগরে।
সতত থাকিবে তুমি আমার মন্দিরে॥
'তথাস্তু' বলিয়া অগ্নি সেই বর দিল।
স্বাহার সহিত তাঁর বিবাহ হইল॥
বিপক্ষ না যায় কেহ নীলধ্বজ-পুরে।
ওহে রাজা, কহি শুন অনলের ডরে॥
কন্যা দিয়া অগ্নিদেবে রাখে নরপতি।
কহিনু তোমারে আমি পূর্ব্বের ভারতী॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্মীর শাপ

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন মহামুনি।
পূর্ব্ব-বিবরণ-কথা তোমা হৈতে শুনি॥
লক্ষ্মী কেন পৃথিবীকে অভিশাপ দিল।
কহ দেখি, পৃথিবীর কি পাপ আছিল॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুনহ রাজন্।
সংক্ষেপে তোমারে কহি সে-সব কথন॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত।
নানা কেলি-কলারস করেন বহুত॥
অপার মহিমা তাঁর কে বুঝিতে পারে।
অবিরত কমলা থাকেন বক্ষোপরে॥
তাহা দেখি বসুমতী কহেন লক্ষ্মীরে।
তোমার সমান তপ কেহ নাহি করে॥
না দেখি এমন তপ, না শুনি শ্রবণে।
নারায়ণ-সনে তুমি থাক রাত্রি-দিনে॥
বক্ষঃস্থলে তোমারে ধরেন যদুপতি।
তোমার সমান কেহ নহে ভাগ্যবতী॥
কিন্তু কৃষ্ণ-সঙ্গে তোমা বিচ্ছেদ করাব।
নারায়ণ-সঙ্গে আমি সতত থাকিব॥
মহীবাক্য শুনি দেবী ক্রোধেতে জ্বলিল।
মনোদুঃখ পেয়ে তাঁরে অভিশাপ দিল॥
জন্মিবে জনার গর্ভে, হবে স্বাহা নাম।
অনল হইবে স্বামী, ইথে নাহি আন॥

পৃথিবী বলেন, তুমি শাপ দিলে মোরে।
নারায়ণ-সহ দেখা নহিবে তোমারে ॥
পৃথিবী পালিতে জন্মিবেন নারায়ণ।
সতত পাইব আমি তাঁর দরশন ॥
অনুক্ষণ থাকিবেন গোবিন্দ আমাতে।
এত বলি বসুমতী গেলেন ত্বরিতে ॥
শাপে বর গণি তুষ্টা হইল ধরণী।
স্বাহা-নামে হৈল নীলধ্বজের নন্দিনী ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

পাষাণ হইতে অশ্ব উদ্ধার

যোড়হাতে জিজ্ঞাসেন শ্রীজনমেজয়।
তার পরে কোথা গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মুনি বলে, অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
দক্ষিণ মুখেতে যায় আনন্দিত-মনে ॥
সম্মুখে দেখিল শিলা বনের ভিতরে।
নিজাঙ্গ ঘর্ষিল অশ্ব পাষাণ-উপরে ॥
অপরূপ কথা শুন রাজা জন্মেজয়।
পাষাণে ধরিয়া রাখিলেক সেই হয় ॥
যাইতে না পারে অশ্ব হইয়া পাষাণ।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর করে অনুমান ॥
বিরস-বদন হৈল কৃষ্ণের নন্দন।
ভীমসহ বিরস হইল সর্ব্বজন ॥
অর্জ্জুন বলেন, কি হইবে পরিণাম।
ধরিল যজ্ঞের ঘোড়া নির্জীব পাষাণ ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি, কার ঠাঁই যাব।
কহ দেখি, কোন্ মতে অশ্ব উদ্ধারিব ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ঐ দেখ সম্মুখে অপূর্ব্ব তপোবন ॥
তপোবনে মুনিস্থানে করহ প্রয়াণ।
দুঃখ না ভাবিহ তুমি, শুন মতিমান্ ॥

প্রদ্যুম্ন অর্জ্জুন আর কত রথিগণে।
মুনি সম্ভাষিতে সবে গেল তপোবনে ॥
সৌভরি বসিয়া আছে আপন-আশ্রমে।
শিষ্যগণ বসিয়াছে তাঁর বিদ্যমানে ॥
বেদ-শাস্ত্র পাঠ দেন হরষিত-মনে।
ধনঞ্জয় কামদেব গিয়া সেইখানে ॥
প্রণিপাত করিলেন ভূমিষ্ঠ হইয়া।
নিজ পরিচয় দেন বিনয় করিয়া ॥
পাণ্ডুর তনয় যুধিষ্ঠির নরপতি।
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সংহতি ॥
আমরা আইনু অশ্ব করিতে রক্ষণ।
অর্জ্জুন আমার নাম, শুন তপোধন ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্ব আইল কানন।
পাষাণে ধরিল অশ্ব, না জানি কারণ ॥
ভয় পেয়ে নিবেদি যে চরণে তোমার।
কহ কহ মহামুনি, কি হবে আমার ॥
জ্ঞাতিবধ পাপে রাজা উৎকণ্ঠিত-মন।
না হইল যজ্ঞসাঙ্গ, শুন তপোধন ॥
অর্জ্জুন কহেন যদি এতেক উত্তর।
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কহে মুনিবর ॥
শুন শুন পার্থ, তুমি বচন আমার।
চিত্তের সন্দেহ কেন না ঘুচে তোমার ॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি তোমার সারথি।
তথাপিহ পাপ বলি মনে ভাব ভীতি ॥
কোটি ব্রহ্মহত্যা যায় যাঁহার স্মরণে।
হেন কৃষ্ণনাম তুমি নাহি লও কেনে ॥
না দেখি যে ভক্তি কিছু তোমার অন্তরে।
সখা বলি জান তুমি দেব গদাধরে ॥
হিংসাতে পূতনা পায় কৃষ্ণের শরীর।
জ্ঞাতিবধ-পাপে কেন চিন্তে যুধিষ্ঠির ॥
সতত সম্মুখে যেই দেখে নারায়ণ।
পাপ না থাকয়ে তার পাণ্ডুর নন্দন ॥
তবে যদি অশ্বমেধে করিয়াছ মতি।
পাইবে যজ্ঞের হয়, না করিহ ভীতি ॥

ব্রহ্মশাপে শিলাতনু হইল ব্রাহ্মণী।
চণ্ডী-নামে উদ্দালক-মুনির রমণী॥
তুমি পরশিলে তার হইবে মুকতি।
পাইবে পূর্ব্বের তনু, শুন মহামতি॥
মুক্ত হইবেক অশ্ব, শুন ধনঞ্জয়।
গোবিন্দ-বান্ধব তুমি, না করিহ ভয়॥
শুনিয়া এ-সব কথা সৌভরি-বদনে।
অশ্ব-পাশে আসে বীর আনন্দিত-মনে॥
মুনির বচনে তাঁর সানন্দ অন্তর।
শিলা পরশিয়া উদ্ধারেন অশ্ববর॥
পরশেন অর্জ্জুন শিলাকে দুই করে।
শিলারূপ পরিহরি নারীরূপ ধরে॥
বহুমতে অর্জ্জুনেরে করিল স্তবন।
তোমার পরশে হৈল এ পাপ-মোচন॥
তুমি নর-নারায়ণ, ইথে নাহি আন।
শাপ হৈতে আমারে করিলে পরিত্রাণ॥
মুক্ত হ'য়ে নিজালয়ে গেলেন ব্রাহ্মণী।
পাণ্ডবের সৈন্য দিল জয় জয় ধ্বনি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

—

● ব্রাহ্মণীর পাষাণ হওনের বৃত্তান্ত

জনমেজয় রাজা বলে, শুন তপোধন।
ব্রাহ্মণী পাষাণ হৈল কিসের কারণ॥
অভিশাপ কেন মুনি দিলেন তাহাকে।
কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমাকে॥
তোমার অপূর্ব্ব মুখ পদ্মের সমান।
তাহে কত মধু স্রবে, নাহি পরিমাণ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ কহ মহামুনি, করিয়া বিস্তার॥
প্রত্যহ নূতন কৃষ্ণকথা মনোহর।
কৃপা করি সেই কথা কহ মুনিবর॥

বলেন বৈশম্পায়ন, ওহে নরপতি।
মন দিয়া শুন, কহি ব্যাসের ভারতী॥
উদ্দালক-নামে মুনি ছিল তপোবনে।
চণ্ডী-নামে ভার্য্যা তাঁর বিদিত ভুবনে॥
চণ্ডী-নামে কন্যা সেই মুনি-ঘরে ছিল।
বাল্যকালে উদ্দালক তারে বিভা কৈল॥
বিবাহ করিয়া মুনি ছিল নিকেতনে।
চণ্ডীকে বুঝান মুনি বিবিধ-বিধানে॥
আমি তব স্বামী বটে, হই গুরুজন।
যতনে পালিবে তুমি আমার বচন॥
চণ্ডী বলে তব বাক্য আমি না শুনিব।
তুমি যাহা বল, তাহা আমি না করিব॥
দুঃখ পেয়ে উদ্দালক তাহার বচনে।
কহিল সকল কথা, মুনিপত্নীগণে॥
তারা বলে বাল্যকালে কত বড় জ্ঞান।
পালিবে তোমার বাক্য হৈলে বুদ্ধিমান্॥
হেনমতে কত কাল বঞ্চিলেন মুনি।
চণ্ডী সে না শুনে কিছু উদ্দালক-বাণী॥
দুঃখ পায় উদ্দালক তাহার মিলনে।
স্বামীর বচন সে কদাচ নাহি শুনে॥
কমণ্ডলু আনিবারে বলে মুনিবর।
দেবতা পূজিব আমি, শুনহ উত্তর॥
যজ্ঞ করি মনোনীত বর মাগি লব।
চণ্ডী বলে, কমণ্ডলু আমি না আনিব॥
না আনিব কমণ্ডলু, যজ্ঞে নাহি কাজ।
কি হবে সেবিলে শ্রীগোবিন্দ দেবরাজ॥
বরে প্রয়োজন নাহি, প্রাক্তন যে মূল।
বৃথা উপদেশ দেহ, অন্য সব ভুল॥
চণ্ডীর বচনে মুনি যন্ত্রণা পাইল।
বাক্য নাহি শুনে, নানামতে বুঝাইল॥
তীর্থ হেতু আসিল কৌণ্ডিন্য মুনিবর।
উদ্দালক-আশ্রমেতে আইল তৎপর॥
শিষ্যসহ আইল কৌণ্ডিন্য মহামুনি।
প্রীতি পায় উদ্দালক সেই কথা শুনি॥

চণ্ডীকে ডাকিয়া কহিলেন মুনিবর।
না আনিব কৌণ্ডিন্যেরে করি সমাদর ॥
কোথা পাব ফল-মূল, নাহি তপোবনে।
না করিব সম্প্রীতি যে কৌণ্ডিন্যের সনে ॥
চণ্ডী বলে, মুনিরে করিব সমাদর।
ফল-মূল-আদি আমি দিব ত সত্বর ॥
কমণ্ডলু নিয়া দেহ পদ-প্রক্ষালনে।
ঈষৎ হাসিল মুনি চণ্ডীর বচনে ॥
সমাদর করি মুনি কৌণ্ডিন্যে আনিল।
পাদ্য-অর্ঘ্য যথাযোগ্য কুশাসন দিল ॥
ফল-মূল আনি দিল করিতে ভক্ষণ।
উদ্দালক-সঙ্গেতে বসিল তপোধন ॥

কৌণ্ডিন্য বলেন, শুন উদ্দালক মুনি।
কহ কহ কৃষ্ণ-কথা, তোমা হ'তে শুনি ॥
উদ্দালক বলে, মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
আশ্রমে রহিতে আমি না পাই পীরিতি ॥
পিতৃশ্রাদ্ধ আসি এবে হৈল উপনীত।
বাক্য নাহি শুনে চণ্ডী, মনে হই ভীত ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন, শ্রাদ্ধ করিবে প্রভাতে।
দেখি, চণ্ডী বাক্য নাহি শুনয়ে কিমতে ॥
রজনী বঞ্চিয়া মুনি প্রত্যুষ-বিহানে।
জিজ্ঞাসিল চণ্ডীরে মুনির বিদ্যমানে ॥
আজি মম পিতৃশ্রাদ্ধ, শুনহ বচন।
চণ্ডিকা বলিল, শ্রাদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥
তাহা শুনি কৌণ্ডিন্যের ক্রোধ উপজিল।
আরক্ত লোচন করি চণ্ডীরে কহিল ॥
স্বামীর বচন পাপী, নাহি শুন কাণে।
শিলারূপ হও গিয়া আমার বচনে ॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য হৃদয়ে ভাবিয়া।
যোড়হাতে বলে চণ্ডী বিনয় করিয়া ॥
অব্যর্থ তোমার বাক্য শুন তপোধন।
কতকালে হবে মম শাপ-বিমোচন ॥
দোষ-অনুরূপ দণ্ড তুমি দিলে মোরে।
শাপান্ত করহ প্রভু, নিবেদি তোমারে ॥
কৌণ্ডিন্য বলেন, তুমি থাক গিয়া বনে।
অভিশাপমুক্ত হবে পার্থ-পরশনে ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবেন যুধিষ্ঠির।
রক্ষিতে আসিবে অশ্ব ধনঞ্জয় বীর ॥
ধরিয়া রাখিবা ঘোড়া তুমি বাহুবলে।
অর্জ্জুন পরশে পাপ ঘুচিবে সকলে ॥
এত বলি নিজালয়ে গেল তপোধন।
চণ্ডিকা পাষাণরূপা হৈলা সেইক্ষণ ॥
চিরকাল শিলা হ'য়ে আছিল কাননে।
শাপমুক্তি হৈল তার পার্থ-পরশনে ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞকথা শুন জনমেজয়।
ভদ্রাবতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞকথা পাপ-বিনাশন।
কাশীরাম বলে, শুন হৈয়া একমন ॥

হংসধ্বজ রাজার নগরে অশ্বের গমন ও তদুপলক্ষে নানা সংবাদ

সেই দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
বড়ই ধার্ম্মিক রাজা, ধর্ম্মেতে তৎপর ॥
সুরথ সুধন্বা তাঁর দুই ত নন্দন।
বিষ্ণুভক্ত দুই ভাই বিষ্ণুপরায়ণ ॥
হংসধ্বজ মহারাজ ধার্ম্মিক বৈষ্ণব।
অতিথির সেবা করে করিয়া গৌরব ॥
নিরন্তর বিষ্ণুপূজা করে নরপতি।
সতত থাকেন সাধু জনের সংহতি ॥
পাষণ্ড জনের মুখ না দেখে রাজন্।
আলাপ পাষণ্ড সনে না করে কখন ॥
কায়মনোবাক্যে রাজা বিষ্ণুতে ভকতি।
সগোষ্ঠী বৈষ্ণব রাজা, অন্যে নাহি মতি ॥
যত প্রজাগণ আছে রাজার নগরে।
বিষ্ণুপূজা সর্ব্বলোক নিত্যনিত্য করে ॥
পুণ্যকথা আশ্রয় করয়ে সর্ব্বজন।
পাপপথে কদাচিৎ নাহি দেয় মন ॥

এ-হেন ধার্ম্মিক রাজা হংসধ্বজ নাম।
ধর্ম্মপথে ধর্ম্ম করে, পাপপথে বাম ॥
মহাবলবান্ রাজা বিক্রমে গভীর।
সুরথ সুধন্বা তাঁরা দোঁহে মহাবীর ॥
অশ্ব উপনীত হৈল তাঁহার নগরে।
দূত গিয়া সমাচার কহিল রাজারে ॥
যুধিষ্ঠির রাজা করে অশ্বমেধক্রতু।
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রক্ষিবার হেতু ॥
নগরে আইল অশ্ব শুনহ রাজন্।
সঙ্গেতে আইল তাঁর বহু সেনাগণ ॥
দূত-মুখে কথা শুনি রাজা আনন্দিত।
দূতে আলিঙ্গন দিল মনে পেয়ে প্রীত ॥
কি কহিলে আরে দূত, শুভ সমাচার।
আইল আমার পুরে পাণ্ডুর কুমার ॥
আজি যে আমার জন্ম হইল সফল।
অর্জ্জুন আগত পুরে, বড়ই মঙ্গল ॥
যেখানে অর্জ্জুন, তথা দেব নারায়ণ।
অতি সত্য এই কথা, কহে সর্ব্বজন ॥
দেখিব মাধবে আমি পাণ্ডব-মিলনে।
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ-দরশনে ॥
ধরিয়া যজ্ঞের অশ্ব আনহ সত্বরে।
এত বলি নরপতি ডাকে অনুচরে ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা অনুচরগণ।
ধরিল যজ্ঞের অশ্ব করিয়া যতন ॥
অশ্ব ল'য়ে দিল হংসধ্বজের গোচরে।
মহানন্দে নরপতি আপনা পাসরে ॥
যতন করিয়া অশ্ব রাখিল রাজন্।
অর্জ্জুনে ধরিতে পুনঃ করিলেন মন ॥
হংসধ্বজ বলে, শুন ওহে বীরগণ।
অর্জ্জুনে ধরিবে সবে করিয়া যতন ॥
তবে সে পাইব আমি কৃষ্ণ-দরশন।
সবান্ধবে পরশিব তাঁহার চরণ ॥
এ বড় আছয়ে সাধ আমার অন্তরে।
দেখিব সে নারায়ণে আপনার ঘরে ॥

আমার তপের ফল হইল উদয়।
সে-কারণে এল হেথা পাণ্ডুর তনয় ॥
সাজহ সকল সৈন্য করিতে সংগ্রাম।
অর্জ্জুনেরে ধরিলে পূরিবে মনস্কাম ॥
বান্ধহ যজ্ঞের ঘোড়া, আর নাহি ডর।
এখনি অর্জ্জুনসহ হইবে সমর ॥
ঘোড়া বান্ধা গেলে পার্থ কোথা নাহি যাবে।
অর্জ্জুন হইতে সবে গোবিন্দ দেখিবে ॥
সাজহ আমার যত আছে সেনাগণ।
এত বলি হংসধ্বজ দিলেন ঘোষণ ॥
দামামা মৃদঙ্গ ভেরী বাজে রাজপুরে।
তাহা শুনি বীরগণ সানন্দ অন্তরে ॥
নানা বেশ করি সবে পরে আভরণ।
গলায় পুষ্পের মালা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ॥
বীরবেশ ধরে কেহ, পরে বীরবস্ত্র।
ঢাল খাঁড়া হাতে করি নিল নানা অস্ত্র ॥
কেহ ধনুর্ব্বাণ নিল, দিব্য অস্ত্র সাথে।
কবচ পরিয়া কেহ চাপে গিয়া রথে ॥
গজোপরি আরোহণ কৈল কোন বীর।
হয়-পৃষ্ঠে কেহ রহে হইয়া সুস্থির ॥
পাণ্ডবের সৈন্যগণ প্রবেশে নগরে।
যত্ন করি নৃপ-সৈন্য নিবারিতে নারে ॥
মহাকোলাহল হৈল শুনে হংসধ্বজ।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব সাজে, লক্ষ লক্ষ গজ ॥
হংসধ্বজ চন্দ্রদেব আর চন্দ্রকেতু।
হয়-গজে চড়ি সবে যায় যুদ্ধহেতু ॥
হংসধ্বজ রাজা বলে, শুন পুরোহিত।
আপনি জানহ তুমি, মোর যত নীত ॥
আজি সে জানিনু মোর সফল জীবন।
আসিবেন মম পুরে দেব নারায়ণ ॥
অর্জ্জুনে ধরিলে তবে আসিবেন হরি।
অন্যথা নাহিক ইথে, কহি সত্য করি ॥
বহু পুণ্য হ'লে তাঁর দরশন পাই।
পুণ্যবন্তে দেখা দেন গোবিন্দ গোঁসাই ॥

না আসিবে যেই আজি পার্থের সমরে।
তাহাকে ফেলিবে তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
আত্মপর ইথে কিছু নাহিক বিচার।
শুন প্রভু, নিবেদিনু চরণে তোমার॥
উত্তপ্ত করহ তৈল তাম্রের কুণ্ডেতে।
শীঘ্র রণে না আসিলে ফেলিবে তাহাতে॥
এত বলি রাজা দিল দামামা-ঘোষণ।
পরস্পর সেই কথা শুনে সর্ব্বজন॥
রাজার আদেশ পেয়ে রাজ-পুরোহিত।
তাম্রের কুণ্ডেতে তৈল করিল পূর্ণিত॥
তৈল তপ্ত যতনে করিল মুনিবর।
তাহা শুনি ভয় পায় যত ধনুর্দ্ধর॥
সত্বরে আইল সবে নানা অস্ত্র ধরি।
বিমানে চড়িয়া কেহ, তুরগ-উপরি॥
নৃপতি-তনয় সে সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
শীঘ্রগতি আসে সেই করিতে সমর॥
এ-হেন সময়ে ভবে সুধন্বার নারী।
যোড়হাত করি বলে লজ্জা পরিহরি॥
শুন প্রাণনাথ, তব কোথায় গমন।
নানা অস্ত্র বান্ধিয়াছ কিসের কারণ॥
সুধন্বা বলেন, তত্ত্ব নাহি জান তুমি।
যুদ্ধহেতু আদেশ করেন নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আইল পুরে তুরগ লইয়া।
অশ্বে ধরিলেন পিতা দূত পাঠাইয়া॥
অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণ শুনিয়া শ্রবণে।
যুদ্ধ-অভিলাষ পিতা কৈল সে-কারণে॥
চিরদিন আছে সাধ কৃষ্ণ-দরশনে।
অর্জ্জুন ধরিতে আজ্ঞা দেন সে-কারণে॥
সেই হেতু দিল রাজা নগরে ঘোষণা।
সাজিয়া চলিল যুদ্ধে যত রাজসেনা॥
যুদ্ধ করি পিতার পূরাব অভিলাষ।
আনিয়া দেখাব তাঁরে দেব-শ্রীনিবাস॥
যাত্রা করি যাই আমি করিবারে রণ।
জয়ধ্বনি দিয়া গৃহে করহ গমন॥

প্রভাবতী বলে, নাথ, শুন সাবধানে।
আজি ঋতুভোগ তুমি কর মম সনে॥
একে পতিব্রতা আমি, শুন প্রাণেশ্বর।
প্রভাতে যাইবে কালি করিতে সমর॥
ঋতুস্নান করিয়াছি, নিবেদি তোমারে।
পুত্রদান দিয়া যাহ যুদ্ধ করিবারে॥
পুত্র-আশা সফল করিয়া যেই যায়।
সর্ব্বত্র তাহার জয় কহিনু তোমায়॥
অর্জ্জুন-সহিত যাহ করিবারে রণ।
এ-কথা শুনিয়া মম চমকিত মন॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ, বিদিত সংসারে।
কেমন করিয়া তুমি জিনিবে তাহারে॥
প্রত্যয় না হয় মনে, শুন গুণমণি।
নারায়ণ-দরশনে মুক্ত হয় প্রাণী॥
ছাড়িল সংসার-আশা কত মুনিগণে।
বিবেক জন্মিবে তব দেখি নারায়ণে॥
পুত্র নাহি, আমারে পুষিবে কোন্ জনে।
বিশেষ আমার ঋতু আজিকার দিনে॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে দেহ পুত্রদান।
কৃষ্ণ-দরশনে ঘর ত্যজে পুণ্যবান্॥
পুত্র পৌত্র ইত্যাদি করিয়া বিসর্জ্জন।
কর্ম্ম নাই ইথে প্রভু, শুনহ বচন॥
এ-সব ঈশ্বর-লীলা শুনিয়াছি আমি।
নারায়ণ-দরশনে মুক্ত হবে তুমি॥
সতত তোমার মন কৃষ্ণ-দরশনে।
ছাড়িবে সংসার কৃষ্ণে দেখিলে নয়নে॥
আমি সে অবলা জাতি, তাহে কুলনারী।
পুত্র নাহি আমার যে, কোনরূপে তরি॥
তোমার ঔরসে মম হইবে তনয়।
ঋতুরক্ষা কর তুমি, শুন মহাশয়॥
শুন প্রাণনাথ, মোরে না কর নিরাশ।
পিতৃলোকে রাখ জল-গণ্ডূষের আশ॥
সংসার অসার দেখ, সার নারায়ণ।
পুত্রদান দিয়া মোরে করহ গমন॥

সুধন্বা বলিল তবে, শুনহ সুন্দরি।
মিথ্যা পুত্রে কোন্ কার্য্য, যদি তুষ্ট হরি॥
প্রভাবতী বলে, নাথ, এ নহে বিচার।
জনম বিফল, অঙ্কে পুত্র নাহি যার॥
পুন্নাম-নরকে তার নাহিক নিষ্কৃতি।
এ-সব শাস্ত্রের কথা, শুন প্রাণপতি॥
ব্যাস বশিষ্ঠাদি যত মুনি-ঋষিগণ।
পুত্র জন্মাইলা সবে, শুন নিবেদন॥
ইথে দোষ নাহি, মোরে দেহ পুত্রদান।
তবে গিয়া সংগ্রামে দেখিবে ভগবান্॥
সুধন্বা বলেন, শুন আমার বচন।
করিল আমার পিতা নিদারুণ পণ॥
না আসিবে যেই জন ত্বরায় সমরে।
তাহাকে ফেলিবে তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
তপ্ত তৈলে ফেলাইবে, বলে নরপতি।
প্রাণভয়ে সর্ব্বজন গেল শীঘ্রগতি॥
পশ্চাৎ যাইব আমি, ভাল নহে কাজ।
ক্রোধ করি তৈলেতে ফেলিবে মহারাজ॥
শুন প্রভাবতী, তুমি আজি থাক ঘরে।
সংগ্রামে জিনিয়া আমি তুষিব তোমারে॥
প্রভাবতী বলে, কথা শুন প্রাণেশ্বর।
অর্জ্জুনে জিনিবে তুমি, অতি সে দুষ্কর॥
সখা যার নারায়ণ সংসারের সার।
এ তিন-ভুবনে নাহি পরাজয় তাঁর॥
ভকত-বৎসল হরি রাখেন অর্জ্জুনে।
পূর্ণ করি মম আশা যাহ তুমি রণে॥
পঞ্চশরে জরজর হৈল কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোরে তোষহ সত্বর॥
ঋতুভঙ্গ কৈলে নাথ, যত পাপ হয়।
আপনি জানহ তাহা, শুন মহাশয়॥
ঋতুর রক্ষণে নাহি দিনের বিচার।
এ-সকল যত কথা গোচর তোমার॥
ভার্য্যার বচন বীর নারিল লঙ্ঘিতে।
হাসিয়া যুদ্ধের সাজ এড়িল ভূমিতে॥
সুধন্বা শয়ন কৈল খট্টার উপরে।
ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার তুষ্ট করিল ভার্য্যারে॥
প্রভাবতী গর্ভ ধরে, বীর কৈল স্নান।
যুঝিতে সুধন্বা-বীর করিল প্রয়াণ॥
কুবলয়া নামে তাঁর আইল ভগিনী।
সুধন্বা-গমনে দেয় জয় জয় ধ্বনি॥
যাহ যাহ সাধু ভাই, অর্জ্জুনের রণে।
তোমা হ'তে কৃষ্ণ আমি দেখিব নয়নে॥
সুধন্বা-জননী তবে পেয়ে সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে আসে আনন্দে অপার॥
শীঘ্র যাহ আরে পুত্র, করিবারে রণ।
তোমা হ'তে আজি সে দেখিব নারায়ণ॥
যেখানে অর্জ্জুন, তথা দেব নারায়ণ।
সত্য বলি এই কথা বলে সর্ব্বজন॥
বিলম্ব না কর পুত্র, চলহ সত্বরে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে ঘোড়া আইল নগরে॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ-দরশনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন-মিলনে॥
জননীর বচনে সুধন্বা হরষিত।
প্রণাম করিয়া মায়ে চলিল ত্বরিত॥
হেথা দেখি সর্ব্বসৈন্য সাজিয়া আইল।
হংসধ্বজ মহারাজ সবারে দেখিল॥
সুধন্বারে না দেখিয়া বলে নরপতি।
কেন দিল নারায়ণ এমত সন্ততি॥
কোপে হংসধ্বজ কহিলেন পুরোহিতে।
অদ্য সুধন্বাকে তৈলে ফেলহ নিশ্চিতে॥
পুত্র হ'য়ে না পালে যে পিতার বচন।
হেন ছার পুত্রে মম নাহি প্রয়োজন॥
পুরোহিত-সঙ্গে রাজা এ-কথা কহিতে।
সুধন্বা আইল তথা পিতার সাক্ষাতে॥
প্রণাম করিয়া পুরোহিতের চরণে।
রাজারে প্রণাম করে রাজ-সম্ভাষণে॥
সুধন্বারে দেখি রাজা বলে কুবচন।
আদেশ অমান্য দুষ্ট, কৈলি কি-কারণ॥

অশ্ব রাখিবারে পার্থ এল মম পুরে।
যত্ন করিলাম তারে ধরিবার তরে॥
অর্জ্জুনে ধরিলে পাব কৃষ্ণ-দরশন।
বুঝিয়া করিনু আমি নিদারুণ পণ॥
শীঘ্রগতি যেই জন না আসে সমরে।
তাহারে ফেলিব তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভয়েতে সাজিয়া এল যত সেনাগণ।
সে ভয় তোমার মনে নহে কি-কারণ॥
প্রলয় দামামাধ্বনি না শুনিলে কাণে।
কহ দেখি, গৃহমধ্যে রহিলে কেমনে॥
 সুধন্বা বলেন, পিতা, কর অবধান।
অশ্ব ল'য়ে আসি আমি করিতে সংগ্রাম॥
হেনকালে প্রভাবতী সম্মুখে আইল।
ঋতুর রক্ষণ হেতু আমারে কহিল॥
মহাপাপ হয় ঋতু না কৈলে রক্ষণ।
অতএব বিলম্ব যে হইল রাজন্॥
ইহা শুনি বলে হংসধ্বজ নরপতি।
জন্মিলে আমার কুলে তুমি পাপমতি॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীতে যতন।
আরে দুষ্ট, দেখিব কেমনে নারায়ণ॥
তুমি সে আমার কুলে বঞ্চিত হইলে।
ছাড়িয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কামে মন দিলে॥
কৃষ্ণেতে বিমুখ হ'লে, যাহ তৈলপাশে।
উচিত যে শাস্তি, তাহা ভুঞ্জহ বিশেষে॥
 পাত্রমিত্র বলে, রাজা, এ নহে বিচার।
ধর্ম্মরক্ষা করিলেক তোমার কুমার॥
না করিলে ঋতুরক্ষা হয় মহাপাপ।
কি বুঝিয়া সুধন্বারে দেহ মনস্তাপ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড়, জানহ আপনি।
লঘু-পাপে গুরুদণ্ড নহে নৃপমণি॥
পাত্রের বচনে রাজা বলে পুরোহিতে।
সুধন্বা আমার পুত্র আসিল পশ্চাতে॥
ঋতুরক্ষা-হেতু যে বিলম্ব হৈল তার।
কহ প্রভু, কি করিব ইহার বিচার॥

ক্রুদ্ধ হৈল পুরোহিত রাজার বচনে।
পাকল করিয়া চক্ষু চাহে রাজপানে॥
সর্ব্বগুণে গুণী তুমি, ওহে নরপতি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিতে চাহ দেখিয়া সন্ততি॥
ক্ষত্রের প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম, ঘোষে সর্ব্বজন।
পুত্রস্নেহে ধর্ম্মপথ করহ হেলন॥
এত বলি সভা হৈতে যায় পুরোহিত।
মহাক্রোধভরে বলে, অধর কম্পিত॥
না থাকিব তব দেশে শুন নরপতি।
দেখিনু তোমায় রাজা, এবে পাপমতি॥
 হংসধ্বজ রাজা তবে কহিল পাত্রেরে।
আমি যাই পুরোহিত আনিবার তরে॥
তপ্ত তৈলে সুধন্বারে ফেলাইবে তুমি।
সুধন্বারে পুনঃ যেন নাহি দেখি আমি॥
না আসিবে পুরোহিত অন্যের বচনে।
আনি গিয়া তবে আমি তাঁরে সযতনে॥
এত বলি হংসধ্বজ চলিল সত্বরে।
সুমতি পাত্রের পুত্র বলে সুধন্বারে॥
আপনি শুনিলে তব পিতার বচন।
তৈলপাশে শীঘ্র যাহ রাজার নন্দন॥
সুধন্বা বলেন, তৈলে ত্যজিব জীবন।
বড় দুঃখ, না দেখিনু কমললোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

—

সুধন্বাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ

এত শুনি সুধন্বা আইল তৈলপাশে।
ভয় পেয়ে লোক সব দেখিতে না আসে॥
তপ্ত তৈল দেখি বীর নাহি করে ভয়।
গোবিন্দ-চরণ ভাবে রাজার তনয়॥
জয় জয় নারায়ণ, পরম-কারণ।
আমি মূঢ় না দেখিনু তোমার চরণ॥

এ বড় অধিক দুঃখ রহিল অন্তরে।
অর্জ্জুন-সহিত কৃষ্ণে না দেখি সমরে॥
অহে কৃষ্ণ, রক্ষা কর অকাল মরণ।
তপ্ত তৈলে মোরে রক্ষা কর নারায়ণ॥
উচ্চৈঃস্বরে সুধন্বা সে ডাকে নারায়ণে।
সঙ্কটে রাখিতে কেহ নাহি তোমা-বিনে॥
এত বলি সুধন্বা জপিছে কৃষ্ণনাম।
ইহা শুনি শোকে লোক হইল অজ্ঞান॥
সুমতি পাত্রের পুত্র ধরি সুধন্বারে।
ফেলিয়া দিলেক তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভক্ত বুঝি তাহারে রাখেন নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হৈতে তার নহিল মরণ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
তৈলে বসি কৃষ্ণনাম ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
ঘন ঘন কৃষ্ণনাম ডাকিছে সুধন্বা।
নৃপতি-সভায় হেথা উঠিল যে কান্না॥
শুন রাজা জন্মেজয়, কহিনু তোমারে।
পড়িল সুধন্বা তপ্ত তৈলের ভিতরে॥
ভক্ত বুঝি নৃপ-সুতে রাখে নারায়ণ।
তপ্ত তৈল হৈতে তেঁই নহিল মরণ॥
নামের মহিমা আমি কহিনু তোমারে।
পুরজন এল সুধন্বারে দেখিবারে॥
শ্রীজনমেজয় বলে, কহ মহামুনি।
কি-কর্ম্ম সুধন্বা কৈল, কহ দেখি শুনি॥
মহাভারতের কথা পাতক-নাশন।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশী করিল রচন॥

— —

● তপ্ত তৈলে সুধন্বার পতনে রাজা ও রাণীর শোক

না দেখিয়া সুধন্বারে, কান্দিতেছে উচ্চৈঃস্বরে
ভূমিতে লোটায়ে সর্ব্বজন।
কেহ মনে দুঃখ পেয়ে, রাজার সম্মুখে গিয়ে,
কহিলেন সুধন্বা-নিধন॥
তাহা শুনি পুরোহিতে, রাজা কহে দুঃখচিতে,
সুধন্বা মরিল তৈলে পশে।
রক্ষা পায় ধর্ম্মপথ, রহিল শাস্ত্রের মত,
দেখিবারে চলহ হরিষে॥
তবে হংসধ্বজ রায়, ধরি পুরোহিত-পায়,
তৈলপাশে আনিল সত্বরে।
তাহারে বেড়িয়া লোক, করে নানাবিধ শোক,
না দেখি বৈষ্ণব সুধন্বারে॥
হংসধ্বজ নরপতি, বিহ্বল পড়িয়া ক্ষিতি,
পুত্রশোকে হরিল চেতন।
কেহ জল দেয় মুখে, কর্ণমূলে কেহ ডাকে,
পুত্রশোকে মূর্চ্ছিত রাজন্॥
নগরে বনিতা ধেয়ে, সমাচার দিল গিয়ে,
সুধন্বার জননী যেখানে।
শুন শুন ঠাকুরাণি, সুধন্বা ত্যজিল প্রাণী,
অগ্নিতপ্ত-তৈল প্রবেশনে॥
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া, দেখিলাম দাণ্ডাইয়া,
তৈলে মরে তোমার নন্দন।
পুত্রশোকে নরপতি, লোটাইয়া পড়ে ক্ষিতি,
দেখিবারে করহ গমন॥
এত অমঙ্গল কথা, শুনি সুধন্বার মাতা,
ত্যজিয়া চলিল অন্তঃপুরী।
বধূগণ চলে সাথে, শোকাকুল হ'য়ে চিতে,
প্রভাবতী সুধন্বার নারী॥
লজ্জা ভয় নাহি করে, কান্দে রামা উচ্চৈঃস্বরে,
কোথা প্রভু বৈষ্ণব সুধন্বা।
আরোহিয়া রথোপরে, কে ধরিবে অর্জ্জুনেরে,
কৃষ্ণকে দেখাবে কোন্ জনা॥
ধরিয়া রাজার পায়, কান্দে রাণী উভরায়,
কেন কৈলে নিদারুণ পণ।
রণস্থলে প্রবেশিবে, অর্জ্জুনেরে পরাজিবে,
মিছা তুমি করিলে ভাবন॥
রাজা বলে, উঠ পুত্র, লহ তুমি নানা অস্ত্র,
পরাভব করহ অর্জ্জুনে।

প্রতিজ্ঞা আমার আছে, দেখিবারে শ্রীনিবাসে,
আনিয়া দেখাও নারায়ণে ॥
এত বলি সে রাজন্, পুত্রশোকে অচেতন,
প্রবোধ করয়ে রাজরাণী।
শোকসিন্ধু তেয়াগিয়া, অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া,
আনিয়া দেখাও চক্রপাণি ॥
জন্মিলে মরণ হয়, আছে হেন মহাশয়,
অদ্য কিবা শতেক বৎসরে।
কেহ চিরজীবী নহে, বেদশাস্ত্রে হেন কহে,
আনিয়া দেখাও গদাধরে ॥
পুনঃপুনঃ বাড়ে শোক, চমকিত সর্ব্বলোক,
তৈলদ্রোণী দেখে কোন জন।
সুধন্বা বসিয়া আছে, যেন পদ্ম হ্রদমাঝে,
কৃষ্ণনাম করিছে স্মরণ ॥
পুলকে পূর্ণিতকায়, নৃপ-আগে পাত্র কয়,
অবধানে শুন মহারাজ।
সুধন্বা না মরে তৈলে, বসি আছে কুতূহলে,
যেন ফুল্ল-পঙ্কজ-বিরাজ ॥
মহাভারতের কথা, শ্রবণে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপূত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

● তপ্ত তৈল হইতে সুধন্বার উত্থান ও
পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ

সুমতি পাত্রের মুখে শুনিয়া বচন।
সুধন্বা দেখিতে রাজা করিল গমন ॥
সুধন্বা বসিয়া আছে তৈলের ভিতরে।
কাঞ্চন-প্রতিমা-হেন দেখে মহাবীরে ॥
নাহি মরে সুধন্বা, দেখিল নৃপমণি।
হরিষে করয়ে লোক জয় জয় ধ্বনি ॥
শঙ্খ ও লিখিত বলে, শুন নরপতি।
তপ্ত নহে তৈল, তেঞি হরষিত-মতি ॥
পুত্রস্নেহ-হেতু তুমি ভাণ্ডহ আমারে।
তপ্ত নাহি হয় তৈল, কহিনু তোমারে ॥
পরীক্ষা করিয়া তৈল জানিব সকল।
আমারে আনিয়া দেহ নারিকেল ফল ॥
অনুচর নারিকেল আনিল সত্বর।
পুরোহিত ফেলে তাহা তৈলের ভিতর ॥
তৈল পরশিতে সেই শতখান হৈল।
শঙ্খ ও লিখিত-ভালে আসিয়া বাজিল ॥
অচেতন হ'য়ে দোঁহে পড়িল ধরণী।
ভয় পেয়ে দোঁহারে তুলিল নৃপমণি ॥
কতক্ষণে দুই জনে পাইল চেতন।
সুমতি-পাত্রেরে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ ॥
তৈল পরশিতে শিশু কি বাক্য বলিল।
অপূর্ব্ব ঔষধ কিছু মুখে দিয়াছিল ॥
পাত্র বলে, অবধান কর দ্বিজবর।
নারায়ণে সুধন্বা ডাকিল বহুতর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি মুখে তৈলেতে পড়িল।
সর্ব্ব সভাজন ইহা নয়নে দেখিল ॥
রক্ষা করিলেন হরি এই সুধন্বারে।
ঔষধ না জানে কিছু, কহিনু তোমারে ॥
পাত্র দুইজনে তবে হ'য়ে হরষিত।
ঝাঁপ দিতে তৈলকুণ্ডে চলিল ত্বরিত ॥
আমরা পাষণ্ড বড়, হিংসিনু বৈষ্ণব
রাখিলে এ পাপ-তনু নরকে ডুবিব ॥
এত বলি তৈলেতে পড়িল দুইজন।
সুধন্বার অঙ্গ-স্পর্শে এড়ায় মরণ ॥
শঙ্খ-লিখিতেরে ল'য়ে রাজার কুমার।
তৈল হৈতে উঠিলেন আনন্দে অপার ॥
হরষিত হংসধ্বজ পুত্র-দরশনে।
সুধন্বা প্রণাম কৈল বাপের চরণে ॥
তবে দুই পুরোহিত কহিল রাজারে।
সুধন্বা-সমান ভক্ত নাহিক সংসারে ॥
বৈষ্ণবে হিংসিয়া মোরা পাইনু যন্ত্রণা।
শুন হংসধ্বজ, বড় বৈষ্ণব সুধন্বা ॥

সুধন্বা জিনিবে রণ, ইথে নাহি আন।
আনিয়া তোমারে দেখাইবে ভগবান্॥
কৃষ্ণ-দরশন পাবে, শুন নরপতি।
সফল তপস্যা কৈলে তুমি মহামতি॥
পুরোহিত-মুখে রাজা শুনিয়া বচন।
সুধন্বারে তুলিলেন দিয়া আলিঙ্গন॥
হেনকালে রাজরাণী কহে সুধন্বারে।
শুভক্ষণে তোমা আমি ধরিনু উদরে॥
শুন পুত্র, শীঘ্র যাহ করিবারে রণ।
আনিয়া দেখাও মোরে কমললোচন॥
এত বলি রাজরাণী গেল নিজ ঘরে।
হরিষে সুধন্বা যায় যুদ্ধ করিবারে॥
দুই দলে দেখাদেখি বাজিল সমর।
সিংহনাদ ছাড়ি ঘন বরিষয়ে শর॥
রবির কিরণ রুদ্ধ হৈল শরজালে।
অন্ধকার চারিদিকে হয় সেইকালে॥
গজ বাজী পদাতিক পড়িল বিস্তর।
রক্তেতে বহিছে নদী সংগ্রাম-ভিতর॥
সুধন্বা সংগ্রাম করে হাতে ধনুর্ব্বাণ।
চঞ্চল পাণ্ডব সৈন্য, নাহি ধরে টান॥
তবে বৃষকেতু-বীর কর্ণের তনয়।
রথ-আরোহণে আসে সমরে নির্ভয়॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রবেশিল রণে।
যুদ্ধ আরম্ভিল তবে সুধন্বার সনে॥
দোঁহাকার শরজালে ছাইল গগন।
দোঁহাকার বাণ দোঁহে করে নিবারণ॥
বৃষকেতু যত বাণ পূরিল সন্ধান।
সুধন্বা কাটিয়া তাহা কৈল খান খান॥
পঞ্চশত বাণ এড়ে রাজার নন্দন।
বাণাঘাতে বৃষকেতু হৈল অচেতন॥
সুধন্বা বিন্ধয়ে তবে কৃষ্ণের নন্দনে।
আগু হৈল কামদেব ক্রোধ করি মনে॥
চেতন পাইয়া উঠে কর্ণের কুমার।
ধনুক পাতিল বীর আসি পুনর্ব্বার॥
সুধন্বারে ডাকি বলে ক্রোধ করি মনে।
আমার সহিত যুদ্ধে বিন্ধ অন্য জনে॥
এ নহে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, শুনহ সুধন্বা।
আজি তোমা বধি আমি রাখিব ঘোষণা॥
এত বলি বৃষকেতু বাণ বৃষ্টি করে।
নিবারে সুধন্বা তাহা চোখ চোখ শরে॥
বৃষকেতু-রথধ্বজ সুধন্বা কাটিল।
সারথির মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
বাণ গুণ ধনু তার কাটিলেক শরে।
মারিল সহস্র বাণ বৃষকেতু বীরে॥
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া গেল কর্ণের নন্দন।
প্রদ্যুম্ন আইল তবে করিবারে রণ॥
মহা ক্রোধভরে সেই আইল সমরে।
বাণাঘাতে পাড়িল যতেক মহাবীরে॥
তাহা দেখি সুধন্বার ক্রোধ উপজিল।
একবারে শতবাণ সন্ধান পূরিল॥
প্রদ্যুম্নে বিন্ধিল বীর করিয়া যতন।
শোণিত ভূষিত তনু রুক্মিণী-নন্দন॥
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে পুনঃ পুনঃ বাণ।
বাণাঘাতে ক্লান্ত হৈল সুধন্বার প্রাণ॥
সুধন্বা-সহিত রণ কৈল বহুতর।
কেহ পরাভূত নহে, দোঁহাতে সোসর॥
হেনমতে দোঁহে ঘোর হইল সমর।
কৃতবর্ম্মা আইলেন ল'য়ে ধনুঃশর॥
সুধন্বা-সহিত রণ কৈল বহুতর।
সহিতে না পারি যুদ্ধে হইল ফাঁফর॥
বাণাঘাতে কৃতবর্ম্মা পড়ে গিয়া দূরে।
অনুশাল্ব-দৈত্য আসে যুদ্ধ করিবারে॥
ধনুক পাতিল সুধন্বার সন্নিধানে।
আবরে আকাশ দোঁহে বাণ-বরিষণে॥
ডাক দিয়া অনুশাল্ব বলে ক্রোধবাণী।
আজি শেলাঘাতে তোর বধিব পরাণী॥
এত বলি শেলপাট এড়ে দৈত্যেশ্বর।
সুধন্বা কাটিল শেল মারি পঞ্চশর॥

ভয় পায় দৈত্যেশ্বর সুধন্বার রণে।
জিনিতে না পারে বীর বাণের সন্ধানে॥
পরশু পট্টিশ গদা এড়ে দৈত্যপতি।
সুধন্বা নিবারে তাহা করিয়া শকতি॥
শিলীমুখ সূচিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র বাণ।
সুধন্বা-উপরে দৈত্য পূরিল সন্ধান॥
নিবারয়ে রাজসুত বাণের আঘাতে।
তাহা দেখি অনুশাল্ব ভীত হৈল চিতে॥
তবে সে সুধন্বা কৈল বাণের সন্ধান।
শরজালে দৈত্যের কাটিল ধনুর্ব্বাণ॥
কাটিল রথের ঘোড়া, সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
মারিল সহস্র বাণ দৈত্যের উপরে।
মূর্চ্ছা হ'য়ে অনুশাল্ব পড়ে গিয়া দূরে॥
আগু হৈল যুবনাশ্ব পুত্রের সংহতি।
বাণ-বৃষ্টি করে দোঁহে যতেক শকতি॥
সুধন্বা নিবারে বাণ হাতে ধরি চাপ।
বাণবৃষ্টি করে দোঁহে দুর্জ্জয়-প্রতাপ॥
সুধন্বার বাণ যেন অগ্নির সমান।
সহিতে না পারে রাজা, কাতর পরাণ॥
সুবেগ সাহস করি প্রবেশিল রণে।
পিতা-পুত্রে অচেতন সুধন্বার বাণে॥
রথ হৈতে দূরে গিয়া পড়ে দুইজন।
সাত্যকি আইল তবে করিবারে রণ॥
সাত্যকি-সহিত তবে যুঝয়ে সুধন্বা।
ভয়েতে কাতর হৈল পাণ্ডবের সেনা॥
যুঝিতে নারিল কেহ সুধন্বার সাথে।
পলায় পাণ্ডবসেনা ভয় পেয়ে চিতে॥
বিমুখ হইল তবে যত সেনাপতি।
তাহা দেখি আইলেন পার্থ মহামতি॥
ডাকিয়া অর্জ্জুন-বীর বলে সুধন্বারে।
ভঙ্গ দিল সৈন্য মম তোমার সমরে॥
পরাক্রম যত তোর দেখিলাম আমি।
সাহস করিয়া যুঝ মম সঙ্গে তুমি॥

সুধন্বা বলেন, শুন বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিব তোমার সনে, নাহি মোর ভয়॥
কিন্তু এক কথা আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
কৃষ্ণেরে না দেখি কেন তব রথোপরে॥
সারথি তোমার রথে নাহি নারায়ণ।
কেমনে করিবে তুমি মম সনে রণ॥
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে তুমি জিনিলে সবায়।
তব রথে সারথি ছিলেন যদুরায়॥
এবে কৃষ্ণহীন তুমি কিসের লাগিয়া।
নারিবে জিতিতে যুদ্ধে, যাহ ত ফিরিয়া॥
তোমার প্রতিষ্ঠা আমি শুনি লোকমুখে।
খাণ্ডব-দাহন তুমি করিলে কৌতুকে॥
কিরাত-শঙ্কর-সঙ্গে করিলে সমর।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সোসর॥
কিন্তু সে-সকল যশ গোবিন্দ হইতে।
হেন কৃষ্ণ নাহি কেন তোমার রথেতে॥
শুনহ অর্জ্জুন, তোমা করি নিবেদন।
কোন্ খানে কৃষ্ণ-বিনা জিনিয়াছ রণ॥
সংগ্রাম জিনিয়া তব প্রকাশিল যশ।
হারিলে আমার যুদ্ধে হবে অপযশ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি আছে তব মন।
আপন সারথি লহ দেব নারায়ণ॥
সুধন্বার বচনে অর্জ্জুন ক্রোধবান্।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে পূরেন সন্ধান॥
আকর্ণ পূরিয়া মারিলেন সুধন্বারে।
হংসধ্বজ-সুত তাহা নিবারিল শরে॥
মহাক্রোধে বাণ মারে রাজার নন্দন।
বাণের উপরে বাণ করে বরিষণ॥
অর্জ্জুনের বাণবৃষ্টি আকাশ ছাইল।
ঘোরতর অন্ধকারে রবি আচ্ছাদিল॥
ভয়েতে পলায় যত নৃপসেনাগণ।
অর্জ্জুনের বাণে কেহ নহে স্থিরমন॥
গজ বাজী রথ পড়ে, গণিতে না পারি।
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি, দেখি ভয় করি॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধ দেখি কম্পমান সেনা।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করিছে সুধন্বা॥
কাটিল সকল অস্ত্র চক্ষুর নিমিষে।
সুধন্বা-বিক্রম দেখি অর্জ্জুন প্রশংসে॥
সুধন্বা সাহস করি করিছে সংগ্রাম।
অর্জ্জুন-উপরে মারে শত শত বাণ॥
অর্জ্জুনের রথ বীর করে নিরীক্ষণ।
সারথি চালায় রথ, নাহি নারায়ণ॥
  নৃপতি-তনয় তবে বিচারিল মনে।
অর্জ্জুনের সারথিরে কাটি এক বাণে॥
তবে আসিবেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে।
এত বলি দশ বাণ যুড়িল ত্বরিতে॥
সুধন্বা এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সারথির মাথা কাটি কৈল দুইখান॥
সারথি পড়িল, রথ থাকে ধনঞ্জয়।
সুধন্বা বিন্ধিল বাণ হইয়া নির্ভয়॥
জর্জ্জর অর্জ্জুন-তনু সুধন্বার বাণে।
রথ নাহি চলে, বীর যুঝিবে কেমনে॥
ফাঁফর হইল বীর পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণ করিতে এল দেব নারায়ণ॥
সুধন্বা দেখিল, হরি রথের উপরে।
যোড়হাত হ'য়ে বীর নানা স্তুতি করে॥
আমার জনম হৈল সফল এখন।
একত্র দেখিনু আজি নর-নারায়ণ॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে না পায় দেখিতে।
হেন কৃষ্ণে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন, তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
স্মরণে আনিলে তুমি দেব নারায়ণ॥
চিরদিন যোগাসনে ভাবে যোগিগণ।
বহু তপ করি নাহি পায় দরশন॥
হেন কৃষ্ণ আইলেন স্মরণ করিতে।
হাতেতে পাঁচনি ধরি রথ চালাইতে॥
ধন্য হে অর্জ্জুন তুমি পাণ্ডুর কুমার।
এ তিন-ভুবনে নাহি তুলনা তোমার॥
এখন যুঝিব আমি তোমার সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করহ তুমি পার্থ মহামতি॥
অর্জ্জুন বলেন, তোরে পরাজিব রণে।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৃষ্ণ-বিদ্যমানে॥
এই তিন বাণ দেখ যম-অবতার।
ইহাতে করিব আমি তোমারে সংহার॥
সুধন্বা বলেন, শুন বীর ধনঞ্জয়।
আমি তব তিনবাণ কাটিব নিশ্চয়॥
কাটিয়া তোমার বাণ ফেলাব ভূমিতে।
সত্য করি কহিলাম কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
  সুধন্বার বাক্য শুনি দেব নারায়ণ।
প্রবোধ করিয়া পার্থে কহেন বচন॥
এমত প্রতিজ্ঞা তুমি কর কি-কারণ।
এমত প্রতিজ্ঞা কভু না হয় শোভন॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড়, শুন ধনঞ্জয়।
কাটিবে তোমার অস্ত্র, কহিনু নিশ্চয়॥
তিন বাণে সুধন্বাকে কাটিবে কেমনে।
তৃণতুল্য নহ তুমি সুধন্বার রণে॥
মহাবলবান্ হংসধ্বজের নন্দন।
শুন সখা, প্রতিজ্ঞা করিলে কি-কারণ॥
অর্জ্জুন বলেন, কৃষ্ণ, তুমি যার নাথ।
কখন কি হয় তার প্রতিজ্ঞা-ব্যাঘাত॥
কখন প্রতিজ্ঞা মম ব্যর্থ নাহি হয়।
তোমার প্রসাদে মম সর্ব্বত্রেতে জয়॥
ঈষৎ হাসেন কৃষ্ণ অর্জ্জুনের বোলে।
সুধন্বা ধনুক হাতে নিল সেই কালে॥
অর্জ্জুন গাণ্ডীব ধরিলেন হৃষ্টমনে।
সাহস করিয়া যুদ্ধ করে দুইজনে॥
সুধন্বা শতেক বাণ পূরিল সন্ধান।
বাণেতে অর্জ্জুন বীর করে খান খান॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ সুধন্বা-উপরে।
নৃপতি-তনয় তাহা নিবারিল শরে॥
হেনমতে করিলেন দোঁহে যুদ্ধ নানা।
দেবাসুরে দিতে নাহি তাহার তুলনা॥

অগ্নিবাণ সুধন্বা করিল অবতার।
বরুণাস্ত্রে নিবারেন ইন্দ্রের কুমার ॥
এড়িল বায়ব্য অস্ত্র পাণ্ডুর কুমার।
সুধন্বা পর্ব্বত-অস্ত্রে করিল সংহার ॥
দোঁহে মহাবলবন্ত, বিক্রমে বিশাল।
দুইজনে যুঝে যেন প্রলয়ের কাল ॥
কোপেতে সুধন্বা দিব্য-অস্ত্র নিল হাতে।
আকর্ণ পূরিয়া মারে অর্জ্জুনের মাথে ॥
বাণাঘাতে হইলেন অর্জ্জুন কাঁফর।
পড়িলেন কৃষ্ণ-কোলে হইয়া কাতর ॥
হাত বুলায়েন কৃষ্ণ পার্থের শরীরে।
শ্রম দূর হৈল, ধনুর্ব্বাণ নিল করে ॥
অর্জ্জুন মারেন বাণ দিয়া হুহুঙ্কার।
হটিল যোজন-দশ রাজার কুমার ॥
কতক্ষণে সুধন্বা আইল পুনর্ব্বারে।
মহাক্রোধে বাণ মারে অর্জ্জুন-উপরে ॥
সেই বাণে রথ গেল উভয় যোজন।
দেখিয়া কহেন কৃষ্ণে পাণ্ডুর নন্দন ॥
হে কৃষ্ণ, দেখিয়া কিবা কৈলে নিরূপণ।
দোঁহা-মধ্যে বলবান্ হয় কোন্ জন ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন-বাক্যে কহেন শ্রীহরি।
তোমা হৈতে সুধন্বারে আমি ব্যাখ্যা করি ॥
আমি রথে বিশ্বম্ভর, ধ্বজে হনূমান্।
দোঁহে ঠেলি গেল দুই যোজন-প্রমাণ ॥
আমি নামি রথ হৈতে, দেখ বীরবর।
কিমতে রাখহ রথ আমার গোচর ॥
এত বলি নামিলেন হরি বিশ্বসার।
মহাক্রোধে বাণ মারে রাজার কুমার ॥
সেই বাণে রথ গেল চল্লিশ যোজন।
দেখিয়া বিস্ময় মানে অর্জ্জুনের মন ॥
কতক্ষণে আইলেন ইন্দ্রের নন্দন।
কহিলেন বন্দি, প্রভু কমললোচন ॥
তোমার মায়ায় মুগ্ধ আছে সর্ব্বজন।
তোমার মহিমা প্রভু, জানে কোন্ জন ॥
অনেক সঙ্কটে প্রভু, করেছ তারণ।
এবার করহ রক্ষা শ্রীমধুসূদন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

সুধন্বার মুণ্ড-ছেদন ও ঐ মুণ্ড প্রয়াগে নিক্ষেপ

শেলপাট হাতে ল'য়ে পাণ্ডুর কুমার।
সুধন্বারে মারিলেন দিয়া হুহুঙ্কার ॥
সুধন্বা কাটিল শেল দিয়া দশ শর।
অর্জ্জুন চিন্তিত তবে দেখিয়া সমর ॥
পাঁচ সাত বাণ ধরি ধনুকে যুড়িয়া।
সুধন্বারে মারিলেন সন্ধান পূরিয়া ॥
সুধন্বারে জিনিতে নারিল ধনঞ্জয়।
তিন বাণ লইলেন হইয়া নির্ভয় ॥
সন্ধান করেন পার্থ ধনুকের গুণে।
সুধন্বা দেখিয়া তাহা ভীত হৈল মনে ॥
অর্জ্জুন বলেন, তুমি ভাব অবসান।
মরিবে আমার বাণে, নাহি পরিত্রাণ ॥
সুধন্বা বলেন, মম যদি ভাগ্য থাকে।
শরীর ত্যজিব আমি কৃষ্ণের সম্মুখে ॥
চিরদিন সাধ আছে কৃষ্ণ-দরশনে।
দেখিনু সে নারায়ণে আপন নয়নে ॥
ক্ষত্রের প্রধান ধর্ম্ম সম্মুখ-সংগ্রাম।
মরিলে পাইব আমি অক্ষয় নির্ব্বাণ ॥
কাটিব তোমার বাণ শুন ধনঞ্জয়।
রাখিতে নারিবে কৃষ্ণ, কহিনু নিশ্চয় ॥
এত বলি সুধন্বা করিল অহঙ্কার।
ক্রোধে বাণ এড়িলেন পাণ্ডুর কুমার ॥
বাণ-শব্দে চমকিত এ তিন-ভুবন্।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ কাঁপে দেবগণ ॥
অনন্তের ভয় হৈল, চঞ্চলা ধরণী।
বাণ দেখি সুধন্বা জপিছে চক্রপাণি ॥

হুহুঙ্কার দিয়া অস্ত্র অর্জ্জুন এড়িল।
সুধন্বা সে-তিনবাণ তখনি কাটিল ॥
তাহা দেখি পার্থ পাইলেন অপমান।
হেঁট মাথা করিলেন ব্যর্থ দেখি বাণ ॥
মনোহর কৃষ্ণলীলা কে বুঝিতে পারে।
ভূমিতে পড়িয়া বাণ উঠিল সত্বরে ॥
মহাবেগে অর্দ্ধশর শীঘ্রগতি যায়।
ভগ্নবাণে সুধন্বাকে কাটিয়া ফেলায় ॥
মহাশব্দে হাহাকার করে সেনাগণে।
পড়িল সুধন্বা বীর অর্জ্জুনের বাণে ॥
অর্জ্জুন কাটেন দেখ সুধন্বার মাথা।
কাটামুণ্ড ডাকি বলে, প্রাণকৃষ্ণ কোথা ॥
বিষ্ণু-অনুগত সেই সুধন্বা বৈষ্ণব।
হাসিয়া তাহার তেজ নিলেন মাধব ॥
সুধন্বা প্রবেশ করে হরি-কলেবরে।
তাহা দেখি পার্থবীর বিস্মিত অন্তরে ॥
কৃষ্ণ-পদতলে তার পড়িলেক শির।
সেই শির তুলি নিল দেব যদুবীর ॥
ভক্তের মস্তক দেখি দয়া হৈল মনে।
গরুড়েরে নারায়ণ ডাকেন তখনে ॥
বিনতা-নন্দন রহে যোড় হাত হৈয়া।
কহিলেন তারে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া ॥
সুধন্বার মুণ্ড ল'য়ে চলহ সত্বরে।
ফেলিয়া আইস মুণ্ড প্রয়াগের নীরে ॥
প্রয়াগ পবিত্র হবে মস্তক-পরশে।
শুনহ গরুড়, যাহ আমার আদেশে ॥
পাইয়া কৃষ্ণের আজ্ঞা কশ্যপ-নন্দন।
সুধন্বার শির ল'য়ে করিল গমন ॥
হিমালয়ে থাকি দেখে দেব পশুপতি।
বৃষকে ডাকিয়া তবে বলেন ঝটিতি ॥
শুনহ বৃষভ, তুমি আমার বচন।
গরুড়ের স্থানে তুমি করহ গমন ॥
সুধন্বার মুণ্ড তুমি আনহ সত্বরে।
ফেলিতে না পারে যেন প্রয়াগের নীরে ॥
বৈষ্ণব-মস্তকে মোর আছে প্রয়োজন।
বিলম্ব না কর তুমি, করহ গমন ॥
তাহা শুনি শঙ্করে বলেন ভগবতী।
আনিতে নারিবে মুণ্ড বৃষ অল্পমতি ॥
গরুড়ের স্থানে মুণ্ড কে আনিতে পারে।
অপমান পাবে প্রভু, কহিনু তোমারে ॥
প্রয়াগে ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন শ্রীহরি।
বৃষভ অশক্ত, তাহা আনিবে কি করি ॥
শিবের হইল ক্রোধ শিবার বচনে।
ত্বরায় বৃষভ গেল গরুড়ের স্থানে ॥
বিনতা-নন্দন জিজ্ঞাসিল বৃষভেরে।
শিবের বাহন, তুমি যাহ কোথাকারে ॥
বৃষভ বলিল, শুন বিনতা-নন্দন।
সুধন্বার মুণ্ডেতে শিবের প্রয়োজন ॥
আমারে পাঠাইলেন মস্তক লইতে।
এইহেতু আইলাম তোমার সাক্ষাতে ॥
গরুড় বলিল, মুণ্ড দিতে নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিতে মুণ্ড কহিলেন হরি ॥
তাঁর বাক্য লঙ্ঘিবারে আমি নাহি পারি।
প্রয়াগে ফেলিব মুণ্ড, শুন সত্য করি ॥
বৃষভ বলেন, মুণ্ড নারিবে ফেলিতে।
সুধন্বার মুণ্ড আমি লইব বলেতে ॥
হাসিয়া গরুড় বলে, নাহি তোর লাজ।
শুন নাই শিব-মুখে, আমি পক্ষিরাজ ॥
গরুড়ের বাক্যে বৃষভের ক্রোধ হৈল।
মস্তক-কারণে দোঁহে যুদ্ধ উপজিল ॥
দোঁহার বিক্রম আমি কি বর্ণিতে পারি।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল কাঁপে তিন পুরী ॥
গরুড়ের সনে বৃষ যুঝিতে নারিয়া।
ভাবিতে লাগিল বৃষ সংগ্রামে হারিয়া ॥
পাকসাটে বৈনতেয় ফেলাইল তারে।
বৃষভ পড়িল গিয়া শিবের গোচরে ॥
বৃষভেরে অচেতন দেখিয়া ভবানী।
মুখে জল দিয়া তার রাখিল পরাণী ॥

শঙ্করে কহেন ক্রোধে দেবী ভগবতী।
যতেক ভাঙ্গড়গণ তোমার সংহতি ॥
বিষ্ণুর বাহন-পক্ষী মহাবল ধরে।
বৃষভে পাঠাও তুমি মুণ্ড আনিবারে ॥
খাইলে মাদক-দ্রব্য নাহি থাকে জ্ঞান।
বিষ্ণুর বাহন সঙ্গে যুদ্ধে বৃষ যান ॥
সে-মুণ্ড আনিতে তুমি কর অভিলাষ।
না লয় আমার মনে, শুন কৃত্তিবাস ॥
গৌরীর বচনে ক্রুদ্ধ হ'য়ে গঙ্গাধর।
নন্দীরে বলেন, তুমি যাহ ত সত্বর ॥
গরুড়ে জিনিয়া মুণ্ড আনহ সত্বরে।
হিমালয়-নন্দিনী আমারে তুচ্ছ করে ॥
এত বলি শূল দেন দেব পঞ্চানন।
নন্দী মহাবীর তবে করিল গমন ॥
গরুড় দেখিল তবে শিবের কিঙ্কর।
মহাবলবান্ নন্দী শিবের সোসর ॥
শীঘ্রগতি পক্ষিরাজ আকাশে উঠিল।
দেখিয়া শিবের শূল ভয় উপজিল ॥
গরুড় ফেলিল মুণ্ড প্রয়াগের জলে।
হাত পাতি নন্দী মুণ্ড ধরিল সে-কালে ॥
আনিয়া মস্তক দিল শঙ্করের হাতে।
তাহা দেখি পার্ব্বতী রহিল হেঁট মাথে ॥
সুধন্বার মস্তক পাইয়া শূলপাণি।
মালাতে সুমেরু করিলেন মহাজ্ঞানী ॥
সুধন্বা বৈষ্ণব বড়, আমি তাহা জানি।
সেই কথা শিবারে কহেন শূলপাণি ॥
পবিত্র হইল মালা সে-মুণ্ড-পরশে।
সত্য কথা আমি কহিলাম তব পাশে ॥
শুন রাজা জন্মেজয় কহিনু তোমারে।
সুধন্বা নিপাত হৈল অর্জ্জুনের শরে ॥
হংসধ্বজ শুনিলে এ-সব বিবরণ।
কোথায় সুধন্বা বলি করিল রোদন ॥
অর্জ্জুন-সারথিরে না দেখাইয়া মোরে।
আমারে এড়িয়া পুত্র, গেলে কোথাকারে ॥
শুনেছি দূতের মুখে যে-সব হইল।
সুধন্বার মাথা কৃষ্ণ-চরণে পড়িল ॥
হেন পুত্র মরে মম অর্জ্জুনের বাণে।
কে মোরে আনিয়া দেখাইবে নারায়ণে ॥
এ বড় আমার খেদ রহিল যে মনে।
অর্জ্জুন-সারথি কৃষ্ণে না দেখি নয়নে ॥
পিতার ক্রন্দন দেখি সুরথ সত্বরে।
যোড়হাত হ'য়ে বলে পিতার গোচরে ॥
শুন পিতা, আর তুমি না কর ক্রন্দন।
আমি তোমা আনিয়া দেখাব নারায়ণ ॥
আশীর্ব্বাদ করি মোরে করহ বিদায়।
অনুমতি দিল হংসধ্বজ নৃপরায় ॥
সাজিয়া সুরথ চলে করিতে সমর।
দেবাসুর-নাগ-নর কাঁপে থরথর ॥
সেনাগণ ল'য়ে বীর প্রবেশিল রণে।
কামদেব আইলেন করি বীরপণে ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব নীলধ্বজ রায়।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ শীঘ্রগতি ধায় ॥
সুরথ-উপরে সবে বরিষয়ে বাণ।
নিবারয়ে নরপতি-সুত সাবধান ॥
বাণে বাণে নিবারয়ে সুরথ প্রচণ্ড।
বিন্ধিয়া পাণ্ডব-সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড ॥
সুরথ সংগ্রাম করে ভয় নাহি মনে।
শরীর জর্জ্জর কৈল বাণ-বরিষণে ॥
পট্টিশ তোমর গদা মুষল মুদ্গর।
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ যে ক্ষুরপ্র মনোহর ॥
রথ-ধ্বজ-সারথি কাটিয়া খরশরে।
তূণ গুণ শর ধনু কাটে পরে পরে ॥
সুরথ সংগ্রাম করে হাতে শর ধনু।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণে প্রদ্যুম্নের তনু ॥
মোহ গেল কামদেব বাণের আঘাতে।
সারথি লইয়া রথ পলায় ত্বরিতে ॥
বৃষকেতু বীরে মারে একশত বাণ।
ভঙ্গ দিল বৃষকেতু লইয়া পরাণ ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সুরথের মৃত্যু ও হংসধ্বজ রাজার শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন মুনিবর।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা শুনিতে সুন্দর॥
মুনি বলে, শুন রাজা হ'য়ে একমন।
অপূর্ব্ব ভারত-কথা ব্যাসের বচন॥
হংসধ্বজ রাজ-সুত সে সুরথ বীর।
যুদ্ধে বহু হতাহত করিল সুধীর॥
দুই বাণে যুবনাশ্ব হৈল হতজ্ঞান।
রথ লৈয়া সারথি সে হৈল পাছুয়ান॥
সুবেগে বিন্ধিল বীর ষাটিগোটা বাণে।
ভঙ্গ দিল নৃপসেনা ভয় পেয়ে মনে॥
কেশরী ভয়েতে যেন ধায় পশুগণ।
সুরথের যুদ্ধে সবে হইল তেমন॥
সৈন্যভঙ্গ দেখিয়া কুপিত ধনঞ্জয়।
জিজ্ঞাসেন নারায়ণে করিয়া বিনয়॥
সংগ্রাম করিতে এল কোন্ মহারথী।
ভয়ে ভঙ্গ দিল মম যত সেনাপতি॥
কামদেব-আদি কেহ না রহে সমরে।
কহ কৃষ্ণ, কে আইল যুঝিবার তরে॥
গোবিন্দ বলেন, সখা শুনহ বচন।
যুঝিতে আইল হংসধ্বজের নন্দন॥
সুরথ উহার নাম বড় বলবান্।
সংগ্রামে না হয় কেহ উহার সমান॥
শমন পবন যে কুবের দিক্‌পাল।
এ-সবে জিনিতে পারে, বিক্রমে বিশাল॥
সুধন্বার সহোদর সুরথ প্রচণ্ড।
বিন্ধিয়া তোমার সৈন্য কৈল লণ্ডভণ্ড॥
অর্জ্জুন বলেন, রথ চালাহ শ্রীহরি।
আজি সুরথেরে পাঠাইব যমপুরী॥
অর্জ্জুনের বাক্যে কৃষ্ণ চালালেন রথ।
কিরীটী আইল যথা যুঝয়ে সুরথ॥
পার্থে দেখি সুরথ করয়ে অহঙ্কার।
পড়িলে আমার হাতে, নাহিক নিস্তার॥
সুরথের বাক্যে পার্থ মহা ক্রুদ্ধ হৈয়া।
একশত বাণ বীর ধনুকে যুড়িয়া॥
মারেন আকর্ণ পূরি সুরথ-উপরে।
নৃপতি-তনয় তাহা নিবারিল শরে॥
তবে ত সুরথ হংসধ্বজের কোঙর।
হুহুঙ্কারে এড়ে অস্ত্র অর্জ্জুন-উপর॥
আচ্ছাদিল রবিকর, হৈল অন্ধকার।
দিব্য-অস্ত্রে সংগ্রাম করয়ে বার বার॥
জর্জ্জর হইল দোঁহে দোঁহাকার বাণে।
দোঁহে মহাধনুর্দ্ধর একই সমানে॥
নানা-অস্ত্র দুইজনে করে অবতার।
সংগ্রাম-ভিতরে নাহি পরাজয় কার॥
হেনমতে দুইজনে করিল সমর।
সংক্ষেপে কহিনু ইহা, কহিতে বিস্তর॥
জিনিতে নারিল যুদ্ধে, সুরথ চিন্তিত।
চঞ্চল-নয়নে বীর চাহে চারিভিত॥
কপিধ্বজ রথখানা সম্মুখে দেখিয়া।
ধরিল তাহাকে দুই হাতে সাপটিয়া॥
সুরথ তুলিল রথ নিজ বাহুবলে।
ফেলাইয়া দিতে চাহে সমুদ্রের জলে॥
তাহা দেখি ঈষৎ হাসিলেন গদাধর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরিলেন রথোপর॥
তুলিতে নারিল রথ, ভূমিতে পড়িল।
আপনার রথে গিয়া আরোহণ কৈল॥
সুরথের পরাক্রম দেখি ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব নিলেন হাতে মনে পেয়ে ভয়॥
অর্জ্জুন এড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
সুরথের মাথা কাটি করে দুইখান॥
পড়িল সুরথ হংসধ্বজের নন্দন।
মুণ্ড ল'য়ে শিবদূত করিল গমন॥

বৈষ্ণবের মুণ্ড বলি নিলেন শঙ্কর।
সুরথ পড়িল, বার্ত্তা পায় নৃপবর ॥
পুত্রশোকে হংসধ্বজ করেন রোদন।
প্রবোধ করয়ে নৃপে পাত্র-মিত্রগণ ॥
জন্মিলে মরণ আছে কান্দ কি লাগিয়া।
কেহ কারো নহে, দেখ মনেতে ভাবিয়া ॥
রাজা বলে, পুত্রশোকে না করি ক্রন্দন।
দেখিতে না পাইলাম কৃষ্ণের চরণ ॥
সুধন্বা আনিয়া কৃষ্ণে দেখাইবে মোরে।
আছিল এ বড় সাধ মনের ভিতরে ॥
আপনি তরিয়া গেল পুত্র দুই জন।
অর্জ্জুনের রথে দেখি দেব নারায়ণ ॥
বুঝিলাম, কারো পুণ্য কেহ নাহি পায়।
শুভাশুভ কর্ম্মভোগ-বিনা নাহি যায় ॥
কেমনে দেখিব কৃষ্ণ, বল না আমারে।
পাত্র বলে, মহারাজ, চলহ সমরে ॥
রথ পদাতিক ল'য়ে করহ গমন।
অর্জ্জুনের সারথি দেখিবে নারায়ণ ॥
আপনি যজ্ঞের অশ্ব লহ নরপতি।
কৃষ্ণের সম্মুখে রাখি করিবে প্রণতি ॥
পাত্রের বচনে সুখী হইল রাজন্।
যজ্ঞ অশ্ব ল'য়ে রাজা করিল গমন ॥
আগে পাছে গজ বাজী অপূর্ব্ব বিমান।
লক্ষ লক্ষ পদাতিক করিল যোগান ॥
নানা উপহার ল'য়ে চলে নরপতি।
দূত গিয়া কৃষ্ণস্থানে কহিল ভারতী ॥
অশ্ব ল'য়ে আসে হংসধ্বজ নৃপবর।
শরণ লইবে তব, শুন গদাধর ॥
নৃপতির অভিপ্রায় বুঝি যদুবর।
বারণ করেন পার্থে করিতে সমর ॥
হেনকালে হংসধ্বজ আইল ত্বরিতে।
দেখিলেন নারায়ণে অর্জ্জুনের রথে ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ লীলা।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, গলে বনমালা ॥
নবজলধর জিনি শ্রীঅঙ্গের আভা।
দক্ষিণ-বামেতে লক্ষ্মী-সরস্বতী শোভা ॥
পারিষদগণে তাঁর সঙ্গেতে দেখিল।
রথ হৈতে হংসধ্বজ ভূমিতে নামিল ॥
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি পড়িল ভূমিতে।
গোবিন্দ-চরণে রাজা লাগিল লুটিতে ॥
যোড়হাত হ'য়ে রাজা করিল স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি ত্রিলোচন ॥
কুবের বরুণ তুমি, দেব পুরন্দর।
তুমি সূর্য্য, তুমি চন্দ্র, তুমি বৈশ্বানর ॥
তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি দিবারাতি।
সলিল সাগর তুমি, সকলের গতি ॥
অয়ন বছর মাস তিথি পঞ্চদশ।
তুমি যোগ, তুমি ভোগ, তুমি সে তাপস ॥
সবাকার মূল তুমি দেব নারায়ণ।
তোমা হৈতে সর্ব্ব-সৃষ্টি হইল সৃজন ॥
অপার মহিমা তব কেহ নাহি জানে।
বলিতে না পারে ব্রহ্মা সহস্র-বদনে ॥
আমার মনেতে প্রভু ছিল এই সাধ।
পার্থ-সহ তোমারে দেখিব কালাচাঁদ ॥
সে-সাধ সম্পূর্ণ আজি হইল আমার।
দয়াময়, দয়া করি করহ নিস্তার ॥
ধন্য এ অর্জ্জুন-বীর পাণ্ডুর নন্দন।
যাঁর রথে আছ তুমি ব্রহ্ম-সনাতন ॥
সফল জনম মোর হৈল এত দিনে।
দেখিলাম তব রূপ আপন নয়নে ॥
এত যদি হংসধ্বজ স্তবন করিল।
ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণ তারে নিজ কোল দিল ॥
কৃষ্ণের প্রসাদ পেয়ে সুখী নরপতি।
অর্জ্জুন-চরণে রাজা করিল প্রণতি ॥
আলিঙ্গনে নৃপবরে তুষে ধনঞ্জয়।
হেনকালে অনুচরে আনিলেক হয় ॥
হংসধ্বজ বলে, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
অশ্ব ধরিলাম দেখিবারে নারায়ণ ॥

পূর্ণ হৈল অভিলাষ কৃষ্ণকে দেখিয়া।
শুনহ অর্জ্জুন, তুমি যাহ অশ্ব লৈয়া॥
কিন্তু এক ভিক্ষা আমি মাগি যে তোমারে।
আজি তুমি বিশ্রাম করহ মম পুরে॥
সম্মত হইল পার্থ রাজার বচনে।
কৃষ্ণ-সঙ্গে চলে সবে রাজ-নিকেতনে॥
সবান্ধবে নরপতি দেখি নারায়ণে।
যতেক আনন্দ হৈল, না যায় লিখনে॥
যথাযোগ্য আহারে তুষিল সবাকারে।
রজনী বঞ্চেন কৃষ্ণ হংসধ্বজ-পুরে॥
প্রভাতে লইয়া অশ্বে পাণ্ডুর নন্দন।
হংসধ্বজ-নৃপ-সঙ্গে করেন গমন॥
নিজপুরে যথাযোগ্য বন্ধু নিয়োজিয়া।
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল সাজিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যজ্ঞাশ্বের ব্যাঘ্ররূপ-ধারণের কথা

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
শুনিলাম হংসধ্বজ-রাজার কথন॥
সগোষ্ঠী বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুতে ভকতি।
তেমতি তাঁহারে কৃপা করেন শ্রীপতি॥
বিবরিয়া কহ, শুনি মুনি মহাশয়।
অশ্ব সঙ্গে কোথা গেল বীর ধনঞ্জয়॥
মুনি বলে, অশ্ব গিয়া প্রবেশিল বনে।
হরিষেতে যান কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে॥
বনের ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান দেখিতে সুন্দর॥
মল্লিকা মাধবীলতা মালতী চম্পক।
কেতকী কুসুম কুরুণ্টক কুরুবক॥
কিংশুক কদম্ব আর কপিত্থ কমলা।
জাতী-যূথী পলাশ যে বরুণ আমলা॥
পারিজাত শোভা করে সরোবর-পাশে।
শাল তাল তমাল পিয়াল সুপ্রকাশে॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ টাবা জম্বীর রসাল।
কামরাঙ্গা কেন্দু আর করঞ্জ কাঁঠাল॥
রামরম্ভা আছে কত সরোবর তটে।
দৈবযোগে অশ্ববর গেল সেই ঘাটে॥
জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল॥
ঘোটকীর রূপে অশ্ব সত্বরে চলিল।
দৈবযোগে এক হ্রদ সম্মুখে দেখিল॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
তা' দেখি রহেন পার্থ অধোমুখ হৈয়া॥
গোবিন্দ বলেন, সখা চিন্তা কর কেনে।
এখনি পাইবে তত্ত্ব মুনি-বিদ্যমানে॥
এই দেখ তপোবনে মুনির কুটীর।
কি লাগি বিষাদ কর ধনঞ্জয় বীর॥
পাইবে ইহার তত্ত্ব মুনিবর-স্থানে।
ব্যাঘ্ররূপ হৈল ঘোড়া কিসের কারণে॥
এত বলি অর্জ্জুনে তুষিয়া বনমালী।
মুনির আশ্রমে যান হ'য়ে কৃতাঞ্জলি॥
কৌণ্ডিন্য-নামেতে মুনি আছে সেইস্থানে।
নর-নারায়ণ যান মুনি-বিদ্যমানে॥
মুনির চরণে দোঁহে করেন প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিলেন মুনি গুণধাম॥
কৃষ্ণ-দরশনে মুনি সানন্দ অন্তরে।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আসনাদি দিলেন সত্বরে॥
অর্জ্জুন-সহিত হরি বসেন আসনে।
অপার মহিমা তাঁর কেহ নাহি জানে॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুন তপোধন।
আইলাম তব স্থানে, আছে প্রয়োজন॥
অশ্বমেধ আরম্ভিল রাজা যুধিষ্ঠির।
অশ্ব-রক্ষা-হেতু আইলেন পার্থবীর॥
দৈবে এই বনে অশ্ব প্রবেশ করিল।
জল পরশিয়া অশ্ব তুরগী হইল॥

কার অভিশাপ ছিল এই সরোবরে।
পূর্ব্বকথা মহামুনি, জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কৌণ্ডিন্য কহেন, শুন দেব নারায়ণ।
তুমি শ্রোতা আমি বক্তা, এ নহে শোভন॥
তবে যদি জানিয়া জিজ্ঞাসা কর তুমি।
সরোবর-বিবরণ শুন, কহি আমি॥
বড় রম্য এই স্থান দেখিয়া পার্ব্বতী।
তপস্যা করিলা আরাধিতে পশুপতি॥
তপস্যা করেন গৌরী সরোবর-তীরে।
সমাধি করিয়া মনে ভাবেন শঙ্করে॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
দেখিয়া গৌরীর রূপ মূর্চ্ছিত হইল॥
কামে মত্ত হৈল পাপী দেখি অভয়ারে।
বাহু প্রসারিয়া তাঁরে যায় ধরিবারে॥
বুঝিয়া তাহার মন নগেন্দ্র-নন্দিনী।
তপোভঙ্গহেতু দেন অভিশাপ বাণী॥
পুরুষ হইয়া যেই আসে সরোবরে।
নারীরূপ হবে সেই, শাপিলাম তারে॥
নারীরূপ হৈল সেই পার্ব্বতীর শাপে।
ঘরে নাহি গেল দৈত্য সেই মনস্তাপে॥
সরোবরে অভিশাপ দিলেন ভবানী।
পুরুষ হইবে নারী পরশিলে পানি॥
শাপান্ত নাহিক জানি, শুন দয়াময়।
প্রতিকার হবে কিসে কহ মহাশয়॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুন মহামুনি।
আর এক কথা তোমা জিজ্ঞাসি যে আমি॥
অশ্বারূপ হ'য়ে অশ্ব চলিল সত্বরে।
জলপানহেতু প্রবেশিল সরোবরে॥
ব্যাঘ্ররূপ হৈল তার জল পরশিয়া।
কারণ জিজ্ঞাসি আমি, কহ বিবরিয়া॥
কৌণ্ডিন্য বলেন, কৃষ্ণ, কর অবগতি।
কহিব তোমারে আমি যথার্থ ভারতী॥
মিত্রসেন নামে মুনি ছিল এই বনে।
তার কথা কহিঁ আমি তব বিদ্যমানে॥
তীর্থ করি সে মুনি পাইল বড় ক্লেশ।
চিরদিন পরে আইলেক নিজ দেশ॥
স্নানের কারণে মুনি হ্রদে প্রবেশিল।
স্নানাদি তর্পণ সন্ধ্যা জলেতে করিল॥
হেনকালে এক দৈত্য তথায় আইল।
ভয়ঙ্কর বেশ ধরি মুনিরে ধরিল॥
দৈত্যের দেখিয়া মূর্ত্তি মুনি বলে তারে।
ব্যাঘ্র রূপ হও দৈত্য, শাপিনু তোমারে॥
মুনি শাপে সেই দৈত্য ব্যাঘ্ররূপ হয়।
শুনহ শ্রীকৃষ্ণ, এই হ্রদের বিষয়॥
অভিশাপ হ্রদকে দিলেন মহামুনি।
ব্যাঘ্ররূপ হবে তোর পরশিলে পানি॥
অভিশাপ দিয়া মুনি গেল নিজ স্থান।
সেই হৈতে হ্রদে নাহি করে জলপান॥
শাপান্ত নাহিক জানি, শুন চক্রপাণি।
তুমি পরশিলে অশ্ব হইবে এখনি॥
শুন মহাশয়, তুমি জগৎ-ঈশ্বর।
যাহা জানি, কহিলাম তোমার গোচর॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুন মুনিবর।
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য রাখিব সত্বর॥
ব্যাঘ্রে পরশিব আমি তোমার বচনে।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুচায় ব্রাহ্মণে॥
এত বলি ব্যাঘ্রে পরশেন গদাধর।
ব্যাঘ্ররূপ ত্যজি অশ্ব হইল সত্বর॥
প্রণমিয়া মুনিবরে চলে দুইজন।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন দেব নারায়ণ॥
অশ্ব রাখিবার হেতু ভ্রম চরাচর।
আমি শীঘ্রগতি যাই হস্তিনানগর॥
সঙ্কটে পড়িলে মোরে করিহ স্মরণ।
এত বলি বিদায় হলেন নারায়ণ॥
ভ্রমণ করয়ে অশ্ব আপনার সুখে।
সর্ব্বসৈন্য-সঙ্গে পার্থ চলেন কৌতুকে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

প্রমীলার দেশে অর্জ্জুনের গমন ও প্রমীলার কথা

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জনমেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
মহাবনে আছয়ে প্রমীলা-নামে নারী।
পদ্মিনী তাহার সঙ্গে আছে লক্ষ চারি ॥
আর কত রমণী বিরাজে তার পাশে।
পুরুষ নাহিক তথা, কহিনু বিশেষে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে অশ্ব গেল তার পুরে।
ধরিল রমণীগণ পাইয়া অশ্বেরে ॥
মহাবলবতী তারা, শুন নরপতি।
ধরিল যজ্ঞের অশ্ব করিয়া শকতি ॥
প্রমীলার বাক্যে ঘোড়া রাখিল বান্ধিয়া।
প্রবেশ করেন পুরে পার্থ পাছু গিয়া ॥
বনিতা ধরিল ঘোড়া, শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডুর নন্দন ভীত হইলেন মনে ॥
পুরে প্রবেশিয়া দেখে বহু কন্যাগণ।
বিমান দেখেন কত তুরগ-বারণ ॥
অর্জ্জুন প্রভৃতি মনে ভাবেন বিষাদ।
এমন না দেখি কভু, হইল প্রমাদ ॥
অশ্বে নাহি দেখি পথে, চৌদিকে রমণী।
পুরুষ না দেখি পথে, অমঙ্গল গণি ॥
অবলা প্রবলা হ'য়ে ধরে ধনুঃশর।
কি বুঝি ইহার সঙ্গে করিব সমর ॥
দরশনে ভয় পাই, যুঝিব-কেমনে।
পরাজয়ে অপযশ থাকিবে ভুবনে ॥
প্রদ্যুম্ন বলেন, ঘোড়া আইল সঙ্কটে।
যুদ্ধে কাজ নাই, চল প্রমীলা-নিকটে ॥
অবলা-সহিত রণ, এ বড় নিন্দিত।
লইব যজ্ঞের ঘোড়া করিয়া সম্প্রীত ॥
প্রদ্যুম্নের বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
প্রবেশ করেন পুরে মনে পেয়ে ভয় ॥
বৃষকেতু-বীর দিল ধনুকে টঙ্কার।
তাহা শুনি নারীগণে আনন্দ অপার ॥
নানা বাদ্য বাজাইয়া চলিল রূপসী।
নানা অস্ত্র হাতে নিল যুদ্ধ-অভিলাষী ॥
ইহা শুনি অর্জ্জুনের ভয় উপজিল।
যুদ্ধ না করিয়া বীর ডাকিয়া বলিল ॥
প্রয়োজন আছে মম প্রমীলার সনে।
তাহা শুনি নিবৃত্ত হইল নারীগণে ॥
যুবতীগণের চিত্তে বাড়িল মদন।
সম্মুখে আছেন কাম কৃষ্ণের নন্দন ॥
মদনে হইয়া মত্ত যতেক বনিতা।
ত্যজিল ধনুক-বাণ, আর যুদ্ধ-কথা ॥
বিলাস-কটাক্ষ হাস্য করে কোন জন।
ধাইয়া প্রমীলা আগে কহিছে বচন ॥
অর্জ্জুন আইল হেথা অশ্বের কারণে।
শীঘ্রগতি ঠাকুরাণী, চল দরশনে ॥
প্রমীলা উন্মত্তা হৈল দাসীর বচনে।
আপনি সাজিয়া আসে অর্জ্জুনের স্থানে ॥
স্বর্ণথালে পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া সুন্দরী।
অর্জ্জুন-সম্মুখে এল নানা বেশ করি ॥
প্রমীলা প্রণাম করে অর্জ্জুন-চরণে।
পাদ্য-অর্ঘ্য ল'য়ে দাণ্ডাইল বিদ্যমানে ॥
পদ্মিনী-সমান রূপ দেখি ধনঞ্জয়।
বসিতে বলেন তারে মনে পেয়ে ভয় ॥
প্রমীলা বসিল সঙ্গে লইয়া পদ্মিনী।
জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয় বলি প্রিয়-বাণী ॥
শুনহ প্রমীলা, আমি জিজ্ঞাসি তোমারে।
পুরুষ না দেখি কেন তোমার নগরে ॥
সকল সুন্দরী দেখি ভয় পাই মনে।
তোমারে জিজ্ঞাসি আমি এই সে-কারণে ॥
প্রমীলা বলিল, শুন পাণ্ডুর নন্দন।
ভাগ্যে আমি পাইলাম তব দরশন ॥
প্রসন্ন আমার চিত্ত তব দরশনে।
দূর হবে মনস্তাপ তোমার মিলনে ॥
এ-দেশে পুরুষ নাহি, সবাই রমণী।
মন দিয়া শুন, কহি তাহার কাহিনী ॥

পূর্ব্ব-কথা কহি আমি তোমার গোচরে।
রমণী হইনু মোরা যেমত প্রকারে॥
দিলীপ-নামেতে রাজা সর্ব্বভূমিপতি।
শুন হে অর্জ্জুন, আমি তাহার সন্ততি॥
মৃগয়া করিতে পিতা প্রবেশিল বনে।
গজ বাজী পদাতিক চলে তাঁর সনে॥
দৈবেতে আইনু আমি মৃগয়া করিতে।
এই বনে উপনীত জনক-সহিতে॥
পার্ব্বতী-সহিত শিব ছিলেন এ-বনে।
বিহার করেন দোঁহে আনন্দিত-মনে॥
হেনকালে পিতারে যে দেখিলেন গৌরী।
কোপেতে দিলেন শাপ লজ্জা মনে ধরি॥
সসৈন্যে রমণী হও আমার বচনে।
যুবতী হইয়া সবে থাক এই বনে॥
অব্যর্থ দেবীর বাক্য না হয় লঙ্ঘন।
সসৈন্যে রমণী-রূপ হইনু তখন॥
এই পূর্ব্ব-কথা আমি কহিনু তোমারে।
পুরুষের নাহি রক্ষা আমার নগরে॥
গর্ব্ভেতে পুরুষ যদি জন্মে কোন পাকে।
বার বৎসরের পরে যায় যমলোকে॥
শুনহ অর্জ্জুন, আমি কহিনু সকল।
অবশেষে কহি আমি আপনার বল॥
আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভুবনে।
মোর ভয়ে কাঁপয়ে যতেক দেবগণে॥
পার্ব্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি।
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী॥
যতেক অবলা দেখ বিক্রমে বিশাল।
আমার ভয়েতে কাঁপে অষ্টলোকপাল॥
আইল তোমার অশ্ব আমার নগরে।
রমণী সকলে মেলি ধরিল তাহারে॥
বান্ধিয়া রাখিল ঘোড়া করিয়া যতন।
না রহ এ-দেশে আর পাণ্ডুর নন্দন॥
পদ্মিনী-সহিত আমি ভজিব তোমারে।
সংহতি করিয়া পার্থ, ল'য়ে চল মোরে॥
কৃষ্ণসখা-হেতু প্রিয় সকলের তুমি।
বিবাহ করহ মোরে, বলিলাম আমি॥
অর্জ্জুন বলেন, শুন প্রমীলা সুন্দরী।
এখন বিবাহ তোমা করিতে না পারি॥
যজ্ঞহেতু যুধিষ্ঠির হয়েছেন ব্রতী।
অশ্ব-সঙ্গে আমি বেড়াইব বসুমতী॥
হস্তিনানগরে যাহ সকল সুন্দরী।
পুরাব তোমার আশা যজ্ঞসাঙ্গ করি॥
অর্জ্জুনের বচনে প্রমীলা প্রীতি পায়।
সকল সুন্দরী মেলি গেল হস্তিনায়॥
মুক্ত হ'য়ে যজ্ঞ-অশ্ব যায় বনে বনে।
সর্ব্বসৈন্য ল'য়ে পার্থ চলে অশ্ব-সনে॥
এই বিবরণ আমি কহিনু তোমারে।
আর কি কহিব রাজা, বলহ আমারে॥

● ভীষণ নামক রাক্ষস-বধ ও যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
অমৃত-সমান এই ভারত-কথন॥
তোমার সুন্দর মুখ পদ্মের সমান।
তাতে কত মধু ঝরে, নাহি পরিমাণ॥
পান করি তৃষ্ণা দূর না হয় আমার।
কহ কহ মহামুনি, করিয়া বিস্তার॥
অশ্ব-সঙ্গে অর্জ্জুন গেলেন কোন্ দেশে।
কহ দেখি, সেই কথা, জানিব বিশেষে॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জনমেজয়।
বৃক্ষদেশে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয়॥
বৃক্ষ-নামে সেই দেশ, মহা ভয়ঙ্কর।
ভীষণ-নামেতে তথা আছে নিশাচর॥
ত্রিকোটি রাক্ষস আছে তাহার সংহতি।
দেবতা-গন্ধর্ব্ব-লোকে নাহি করে ভীতি॥
হরগৌরী-বরে সেই মহাবলবান্।
অমর-অসুরগণে করে তৃণজ্ঞান॥

তপে তুষ্ট হইলেন উমা-মহেশ্বর।
ভোগ ভুঞ্জিবারে তারে দিয়াছেন বর॥
অরুণ-উদয়কালে যত বৃক্ষগণে।
সুবাসিত পুষ্প তাহে ফুটে দিনে দিনে॥
মধ্যাহ্ন-সময়ে নররূপ ফল ধরে।
আনন্দে রাক্ষসগণ তাহা ভোগ করে॥
এইহেতু বৃক্ষদেশ নাম মহীতলে।
নিবসে রাক্ষসগণ তথা কুতূহলে॥
তাহা দেখি সবিস্মিত হন ধনঞ্জয়।
প্রবেশিল সেই দেশে পাণ্ডবের হয়॥
কামদেব-বৃষকেতু-আদি বীরগণে।
চমকিত হৈল সবে রাক্ষস-দর্শনে॥
আশ্বাস করেন তবে পার্থ অনুচরে।
ভয় না করিহ কেহ দুষ্ট নিশাচরে॥
গজ বাজী পদাতিক দেখিয়া নয়নে।
রাক্ষসের পুরোহিত আনন্দিত মনে॥
ভীষণে কহিব বলি মনে হরষিত।
নানা বেশ করিয়া চলিল পুরোহিত॥
মনুষ্য-নাড়ীতে নবগুণ পৈতা ধরে।
মনুষ্যের মুণ্ড গলে ভাল শোভা করে॥
নর-বানরের মুণ্ড কুণ্ডল কর্ণেতে।
পাদ্য-অর্ঘ্য-আদি দিয়া পূজে পুরোহিতে॥
যোড়হাতে ভীষণ জিজ্ঞাসে সমাচার।
কি-কারণে আগমন হইল তোমার॥
পুরোহিত বলে, শুন রাক্ষসের পতি।
আজি বড় হৈল মোর আনন্দিত মতি॥
স্মরণ হইল এক পূর্ব্বের কথন।
নরমেধ যজ্ঞ কৈল রাজা দশানন॥
তাহাতে মনুষ্য-মাংস খাইনু বিস্তর।
স্ত্রী-পুত্রের সবাকার পূরিল উদর॥
সেই হৈতে নরমাংস না পাই দেখিতে।
দুঃখ পেয়ে আসিলাম তোমার সাক্ষাতে॥
তুমিহ করহ আজি যজ্ঞ নরমেধ।
তোমার প্রসাদে ঘোচে নরমাংস-খেদ॥
গজ বাজী পদাতিক বহু সৈন্যগণ।
সাজিয়া আসিল কোন্ রাজার নন্দন॥
প্রবেশ করিল আসি তোমার নগরে।
তা' দেখি আনন্দ বড় আমার অন্তরে॥
তোমার তপের কথা কহিতে না পারি।
ভাল বর তোমারে দিলেন ত্রিপুরারি॥
ভীষণ বলেন, শুন কুলপুরোহিত।
যজ্ঞের মণ্ডপ-সজ্জা করহ ত্বরিত॥
কাহার আসন্নকাল করিল বিধাতা।
আমার আহার-হেতু মিলাইল হেথা॥
জানিতে উচিত হয় এল কোন্ জন।
তবে ত করিবে তুমি যজ্ঞ-আরম্ভন॥
লম্বোদরী নিশাচরী সম্মুখে দেখিল।
ভীষণ-রাক্ষস তারে পাঠাইয়া দিল॥
নরবেশে গিয়া তুমি সৈন্যের ভিতরে।
জেনে এস, প্রবেশিল কেবা মোর পুরে॥
ভীষণের আজ্ঞা পেয়ে হইল মানুষী।
সৈন্যেতে প্রবেশ গিয়া করিল রাক্ষসী॥
একে একে সবাকারে কৈল নিরীক্ষণ।
সম্মুখে দেখিল হনূ পবন-নন্দন॥
হনূমানে দেখি ভয় জন্মিল অন্তরে।
তত্ত্ব ল'য়ে শীঘ্র গেল ভীষণ-গোচরে॥
লম্বোদরী বলে, শুন রাক্ষসের পতি।
কটক চর্চ্চিয়া এনু যেমত শকতি॥
তুরগ কুঞ্জর কত দেখিলাম নর।
বড় বড় রাজগণ আইল বিস্তর॥
অর্জ্জুন প্রধান তাহে পাণ্ডুর নন্দন।
আইল যজ্ঞের অশ্ব করিতে রক্ষণ॥
মহা-মহা বীরগণ দেখিলাম তাতে।
হনূমানে দেখিলাম অর্জ্জুনের রথে॥
ঘটোৎকচসুত মেঘবর্ণ মহাবলী।
পাণ্ডব-মিলনে আছে হ'য়ে কুতূহলী॥
তোমার পিতার বৈরী বীর বৃকোদর।
অশ্ব রাখিবারে এল ল'য়ে সহোদর॥

কিন্তু হনূমানে দেখি উপজিল ভয়।
সংগ্রামেতে কাজ নাই, জানাই তোমায় ॥
হনূমানে দেখি মনে হয় বড় শঙ্কা।
হনূমান্ হৈতে প্রভু, নষ্ট হৈল লঙ্কা ॥
হেন হনূমান্ হৈল পাণ্ডব-সহায়।
বুঝিনু, নারিবে তুমি জিনিতে তাহায় ॥
পলাইয়া যাহ তুমি আমার বচনে।
প্রাণ হারাইবে তুমি ভক্ষণ-কারণে ॥
এত যদি লম্বোদরী বলিল ভারতী।
তাহা শুনি কুপিল ভীষণ দুষ্টমতি ॥
দেবের অগম্য ভূমি, নাম বৃক্ষদেশ।
মরিতে অর্জ্জুন কৈল ইহাতে প্রবেশ ॥
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি।
নিশ্চয় বধিব আজি তাহার পরাণী ॥
বক বটে মোর পিতা বিদিত সংসারে।
ভীমার্জ্জুন মোর শত্রু, বিনাশিব তারে ॥
রাক্ষসের বৈরী বটে বীর হনূমান্।
নিশ্চয় বধিব আজি তাহার পরাণ ॥
সাজ-সাজ বলি ডাকে ভীষণ-রাক্ষস।
যুদ্ধ-হেতু নিশাচর করিল সাহস ॥
শূকরে মহিষে কেহ, সর্পের বাহনে।
গজে হয়ে চাপি কেহ, আইল বিমানে ॥
নানা মায়া ধরিয়া চলিল নিশাচর।
মত্ত হৈল ভীমসেন পাইয়া সমর ॥
গদা হাতে রাক্ষসের বধিতে পরাণ।
মহা-বলবান্ ভীম যমের সমান ॥
বৃষকেতু কামদেব বরিষয়ে শর।
বিন্ধিয়া রাক্ষসগণে করিল জর্জ্জর ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বরিষয়ে বাণ।
নীলধ্বজ হংসধ্বজ করয়ে সংগ্রাম ॥
মেঘবর্ণ সহদেব সু্বেগ-সহিত।
যুঝয়ে রাক্ষসগণে, মনে নহে ভীত ॥
অর্জ্জুন যুড়েন বাণ পূরিয়া সন্ধান।
নানা মায়া করে সেই রাক্ষস-প্রধান ॥
মেঘরূপ হ'য়ে করে বাণ বরিষণ।
বাণেতে অর্জ্জুন তাহা করে নিবারণ ॥
শিলাবৃষ্টি করে সেই, মহাবৃষ্টি হয়।
বাণে নিবারেণ তাহা বীর ধনঞ্জয় ॥
বৃক্ষ-শিলা-পর্ব্বত বরিষে নিশাচর।
বৃষকেতু বাণ এড়ি কাটয়ে সত্বর ॥
ক্রুদ্ধ হৈল ভীমসেন রাক্ষসের রণে।
গদা হাতে ধায় বীর, মরণ না গণে ॥
কালদণ্ড-সম গদা হাতেতে ধরিয়া।
ভীষণের মাথে মারে সাহস করিয়া ॥
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
মূর্চ্ছাগত নিশাচর দারুণ প্রহারে ॥
হেনমতে মহাযুদ্ধ হৈল ঘোরতর।
পড়িল বিষম রণে কত নিশাচর ॥
ভীষণ রাক্ষস তবে সাহস করিয়া।
অর্জ্জুন-মস্তকে মারে মুষল ফেলিয়া ॥
মোহ যান ধনঞ্জয় মুষলের ঘাতে।
তাহা দেখি ভীমসেন ধায় গদা-হাতে ॥
মারিল গদার বাড়ি ভীষণ রাক্ষসে।
দৈবে প্রাণ পায় সেই, পলায় তরাসে ॥
যুদ্ধ দেখি হনূমানে আনন্দ বাড়িল।
জড়াইয়া লাঙ্গুলেতে রাক্ষসে মারিল ॥
হনূমানে দেখিয়া পলায় নিশাচর।
শরীর ত্যজিয়া কেহ গেল যম-ঘর ॥
ভঙ্গ দিল নিশাচর রাজ্য পরিহরি।
প্রাণভয়ে কেহ গেল রসাতল-পুরী ॥
নয় লক্ষ রাক্ষস যে ছিল শেষ রণে।
প্রাণভয়ে পলাইল সবে ঘোর-বনে ॥
কত সৈন্য সঙ্গে ল'য়ে ভীষণ দুর্ম্মতি।
মায়াতে হইল সেই মুনির মুরতি ॥
মায়া পাতি সৃজিল মধুর ফুল-ফল।
মায়াতে নির্ম্মাণ কৈল সরোবর-জল ॥
সঙ্গে নিশাচর যত শিষ্যরূপ হৈল।
অধ্যয়ন-হেতু তারা চৌদিকে বসিল ॥

হেনমতে মায়া করি আছে নিশাচর।
রাক্ষস জিনিয়া যান পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কত দূর বনেতে দেখেন তপোধন।
মুনিরূপে ব'সে আছে লৈয়া শিষ্যজন ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া ভয়ে আদর করিল।
অতিথি বলিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য যোগাইল ॥
দীর্ঘ-নখ জটাভার দেখি ধনঞ্জয়।
মুনিজ্ঞানে তাহারে কহেন সবিনয় ॥
শুন প্রভু, তব স্থানে চাহি আশীর্ব্বাদ।
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈলে পূরে মন-সাধ ॥
মুনি বলে, শুন তুমি পাণ্ডুর নন্দন।
যজ্ঞ সাঙ্গ তোমার করিবে নারায়ণ ॥
কিন্তু আজি বিশ্রাম করহ এই স্থানে।
আমার অতিথি হও দিন-অবসানে ॥
পার্থ ধনুর্দ্ধর তবে মনেতে চিন্তিল।
রাক্ষস বলিয়া তারে কেহ না জানিল ॥
পশ্চাৎ আইল মেঘবর্ণ মহাবলী।
তপস্বীর বেশ দেখি বড় কুতূহলী ॥
মেঘবর্ণ বলে, মায়া না করিহ তুমি।
মুনিবেশ ধরিয়াছ, জানিয়াছি আমি ॥
কিন্তু আজ মম স্থানে নাহিক নিস্তার।
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥
প্রাণভয়ে তপস্বী হইলি নিশাচর।
বিদিত হইল মায়া আমার গোচর ॥
এত বলি মেঘবর্ণ ধনুর্ব্বাণ নিল।
ভয়েতে রাক্ষস নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিল ॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীবে টঙ্কার দেন হইয়া নির্ভয় ॥
গাণ্ডীব-টঙ্কার শুনি এল সর্ব্বজন।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব কর্ণের নন্দন ॥
ভীম-হংসধ্বজ-আদি যত বীরগণ।
ত্বরায় আইল সবে করিবারে রণ ॥
বৃক্ষ-শিলা অর্জ্জুনেরে মারে নিশাচর।
বাণে নিবারেন তাহা পার্থ-ধনুর্দ্ধর ॥
বহু যুদ্ধ করিলেন ভীষণ-সংহতি।
তবে গদাঘাত করে ভীম মহামতি ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পার্থ এড়েন ত্বরিতে।
ভীষণের মাথা কাটি পাড়েন ভূমিতে ॥
পড়িল ভীষণ বীর, গেল যম-ঘরে।
স্বর্গে থাকি দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব বীর ধনঞ্জয়।
ছাড়িয়া দিলেক অশ্বে হইয়া নির্ভয় ॥
তবে আসি কাম বীর কহিয়া অর্জ্জুনে।
এক লক্ষ ধেনু দান কৈল সেই স্থানে ॥
শুন রাজা জন্মেজয়, কহিনু তোমারে।
পাণ্ডবের হয় প্রবেশিল মণিপুরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● মণিপুরে বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের পরিচয়

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের তনয়।
মণিপুরে প্রবেশিল পাণ্ডবের হয় ॥
তথা বভ্রুবাহন-নামেতে নৃপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার, নব লক্ষ হাতী ॥
এক লক্ষ নরপতি নৃপে সেবা করে।
নানা রত্ন আনে তারা নৃপতি-গোচরে ॥
চিত্রাঙ্গদাসুত সেই অর্জ্জুন-নন্দন।
নব লক্ষ রথ যার আছে সুশোভন ॥
ষাটি কোটি অশ্ব আছে রণেতে যাহার।
রাজা বভ্রুবাহন সে বীর অবতার ॥
তীর্থযাত্রা যেইকালে কৈল ধনঞ্জয়।
সেকালে গন্ধর্ব্বকন্যা করে পরিণয় ॥
তার গর্ভে উপজিল এ-বভ্রুবাহন।
অর্জ্জুন-সমান তারে বলে সর্ব্বজন ॥
নাগকন্যা উলুপী আছেন তার ঘরে।
ইরাবান্ তার পুত্র পড়িল সমরে ॥

কুরুক্ষেত্র-রণে ইরাবান্ হৈল ক্ষয়।
শুনিয়াছ সেই কথা শ্রীজনমেজয়॥
লব-কুশ-রামে রণ হইল যেমন।
শুন রাজা জন্মেজয়, হইবে তেমন॥
সংক্ষেপে কহি যে আমি সে-সব কথন।
অর্জ্জুন-সহিত বভ্রুবাহনের রণ॥
মণিপুরে অশ্ব গিয়া প্রবেশ করিল।
ধেয়ে অনুচরগণ রাজারে কহিল॥
সর্ব্ব-সুলক্ষণ অশ্ব আইল নগরে।
অশ্ব ধরি আনি যদি আজ্ঞা দেহ মোরে॥
দূত-বাক্য শুনি কহে সেই নরপতি।
ধরিয়া আনহ অশ্ব করিয়া শকতি॥
আজ্ঞা পেয়ে অনুচর চলিল সত্বরে।
দশ কোটি বীর গিয়া ধরিল অশ্বেরে॥
তুরগ আনিয়া দিল বভ্রুবাহনেরে।
ঘোড়া দেখি নরপতি সানন্দ অন্তরে॥
অশ্বভালে লেখা পড়ি তত্ত্ব যে পাইল।
মহারাজ যুধিষ্ঠির যজ্ঞ আরম্ভিল॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
পত্র পড়ি বভ্রুবাহ হরিষ অন্তরে॥
ঘোড়া ল'য়ে অন্তঃপুরে করিল গমন।
কহিল মায়ের আগে যত বিবরণ॥
প্রণাম করিয়া বলে শুন গো জননি।
যজ্ঞ আরম্ভিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি॥
অর্জ্জুন আইল অশ্ব রাখিবার তরে।
দৈবে আসি অশ্ব প্রবেশিল মণিপুরে॥
তত্ত্ব না পাইয়া আমি তুরঙ্গ ধরিনু।
অবশেষে অশ্বভালে লিখন পড়িনু॥
তুমি বল, মোর পিতা পাণ্ডুর নন্দন।
মণিপুরে আসে তিনি দৈবের ঘটন॥
জন্মদাতা-সঙ্গে মোর নাহি পরিচয়।
চরণ পূজিব তাঁর, করিনু নিশ্চয়॥
না জানিয়া যজ্ঞ-অশ্ব ধরিলাম আমি।
কি করি উপায় এবে, কহ মাতা তুমি॥

চিত্রাঙ্গদা বলে, শুন সুবুদ্ধি কুমার।
যতনে পালন কর বচন আমার॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি জনকের স্থানে।
অপরাধ-ক্ষমা মাগ তাঁহার চরণে॥
নানারত্ন আগে থুয়ে করিবে প্রণতি।
পশ্চাতে কহিবে পুত্র, আপন ভারতী॥
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে জন্ম কহিবে তাঁহারে।
তনয় বলিয়া তিনি তুষিবেন তোরে॥
বভ্রুবাহ বলে, মাতা, করি নিবেদন।
শুনিলাম যত আমি তোমার বচন॥
এ রীতি ক্ষত্রের নহে, শুন মাতা তুমি।
যুদ্ধ করি পরিচয় তাঁরে দিব আমি॥
পদানত হৈলে ঘৃণা করিবে আমারে।
শুন গো জননি, আগে না জানাব তাঁরে॥
চিত্রাঙ্গদা বলে, পুত্র, না হয় যুকতি।
কেমন যুঝিবে তুমি পিতার সংহতি॥
না শুন লোকের মুখে ইতিহাস-কথা।
পূজা কৈলে পিতৃলোকে প্রসন্ন দেবতা॥
তারে পুত্র বলি, যে পিতার সেবা করে।
সুপুত্র সে-জন, যে পিতার বাক্য ধরে॥
তুমি চাহ তাত-সঙ্গে করিবারে রণ।
কিমতে এ-হেন লাজে ধরিবে জীবন॥
অশ্ব ল'য়ে যাহ তুমি পাণ্ডব-গোচরে।
লোক-ধর্ম্মকথা আমি কহিনু তোমারে॥
আপন স্বধর্ম্ম-রক্ষা করে যেই জন।
সর্ব্বত্র কল্যাণ তার, বলে মুনিগণ॥
জননীর বাক্যে বভ্রুবাহ নরপতি।
নানারত্ন নিল সঙ্গে সুশোভন অতি॥
অগুরু চন্দন গন্ধ লইল কস্তুরী।
পুষ্পমালা স্বর্ণথালে নিল যত্ন করি॥
অশ্বে আগে করি চলে পার্থের নন্দন।
অর্জ্জুনে ভেটিতে যায় আনন্দিত-মন॥
দূত গিয়া কহিলেক ধনঞ্জয় বীরে।
বভ্রুবাহ রাজা আসে তোমা ভেটিবারে॥

পদাতিক আসে সঙ্গে পাত্রমিত্রগণ।
অভিপ্রায় বুঝি তব লইবে শরণ॥
তাহা শুনি সম্মতি দিলেক ধনঞ্জয়।
দিব্যাসনে বসিলেন সানন্দ-হৃদয়॥
কামদেব বৃষকেতু যুবনাশ্ব রায়।
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব বৃকোদর সুবেগ-সহিত।
অর্জ্জুন-সমাজ কৈল মনে হৈয়া প্রীত॥
হেনকালে বভ্রুবাহ পাত্রমিত্র-সনে।
গলে বস্ত্র দিয়া এল অর্জ্জুনের স্থানে॥
কুসুম-চন্দন অর্জ্জুনের পদে দিয়া।
প্রণাম করিল রাজা ভূমিষ্ঠ হইয়া॥
পঞ্চরত্ন সম্মুখে রাখিয়া নরপতি।
অর্জ্জুন-চরণে রাজা করিল প্রণতি॥
সম্মুখে রাখিয়া অশ্ব কহে নরপতি।
অবধান করি শুন পাণ্ডুর সন্ততি॥
অর্জ্জুন-চরণোপান্তে বসিয়া রাজন।
আপনার কথা যত করে নিবেদন॥
তোমার তনয় আমি, শুন মহাশয়।
চিত্রাঙ্গদা গর্ব্ভেতে আমার জন্ম হয়॥
যখন করিলে তুমি তীর্থ-পর্য্যটন।
করিলে গন্ধর্ব্বসুতা বিবাহ তখন॥
তোমার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার উদরে।
হইল আমার জন্ম, কহিনু তোমারে॥
না জানি ধরিনু ঘোড়া ক্ষমা দেহ মোরে।
বভ্রুবাহ বলি নাম জানহ আমারে॥
এত বলি পুনরূপি ধরিল চরণে।
জানিয়া জন্মিল ক্রোধ অর্জ্জুনের মনে॥
কাহারে বলিস্ পিতা নটীর তনয়।
অভিপ্রায়ে বুঝি তব নাহি লজ্জা-ভয়॥
নটী চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্ব-দুহিতা।
তুমি যার পুত্র, তার শুনিয়াছি কথা॥
এত বলি করিলেন চরণ-প্রহার।
ভূমিতে পড়িল চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
পাত্র-মিত্র ধরি সবে তুলে নৃপবরে।
তথাপি দাণ্ডায়ে রহি বলে যোড়করে॥
না করিহ তিরস্কার পাণ্ডব-তনয়।
আমি ত তোমার পুত্র, কহিনু নিশ্চয়॥
তবে হংসধ্বজ আর নীলধ্বজ রায়।
অর্জ্জুনে কহিল, ইহা তব যোগ্য নয়॥
মহারাজ বভ্রুবাহ বিদিত সংসারে।
কুসুম-চন্দন দিয়া পূজিল তোমারে॥
চরণ-প্রহার করা না হয় উচিত।
তোমার তনয় হয়, এ-কথা নিশ্চিত॥
আপনি আসিয়া বলে তোমার তনয়।
অন্যে পিতা কহিতে অন্যের লজ্জা হয়॥
ইহা শুনি ধনঞ্জয় কহেন বচন।
অভিমন্যু-বীর ছিল আমার নন্দন॥
সুভদ্রা-তনয় বীর বিদিত ভুবনে।
চক্রব্যূহ ভেদি যুঝিলেক দ্রোণ-সনে॥
দ্রোণ-দ্রৌণি-কৃপ-কর্ণে সংগ্রামে তুষিয়া।
স্বর্গে গেল মহাবীর শরীর ত্যজিয়া॥
সেই পুত্র হয় মম কুলের ভূষণ।
এই বভ্রুবাহ দেখ নটীর নন্দন॥
আগে গর্ব্ব করি মোর ধরিলেক হয়।
ভয় পেয়ে শেষে বলে তোমার তনয়॥
এ যদি হইত মম ঔরস-নন্দন।
যুদ্ধ-বিনা অশ্ব না করিত সমর্পণ॥
কাতর হইল, নহে আমার নন্দন।
অঙ্কুর জানয়ে বীজে, বলে সর্ব্বজন॥
পিতা হৈতে পুত্র শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে।
শাস্ত্রের এ-সব কথা কহে মুনিগণে॥
এতেক বলেন যদি বীর ধনঞ্জয়।
বভ্রুবাহ রাজা তবে অধোমুখে রয়॥
মহাকোপ উপজিল বভ্রুবাহ-চিত্তে।
সম্মুখে দাণ্ডায়ে বীর কহে যোড়হাতে॥
শুন মহাশয়, তুমি কহিলে বিস্তর।
শুনিবারে মন্দ, কিন্তু ধর্ম্মেতে গোচর॥

আপন জন্মের কিছু জান সমাচার।
সে-কথা কহিতে হৈল মধ্যেতে সবার॥
জারজ বলিয়া তুমি গালি দিলে মোরে।
যে-জন জারজ, তাহা বিদিত সংসারে॥
আমার মাতাকে নটী বলিলে আপনি।
কোন্ কর্ম্ম কৈল কুন্তী তোমার জননী॥
কুমারী-কালেতে কর্ণে করিল প্রসব।
না জানিয়া নিজ কথা করহ গৌরব॥
কাহার ঔরসে জন্ম, বাপ বল কারে।
পঞ্চভাই-পঞ্চপিতা, বিদিত সংসারে॥
ধিক্ ধিক্, জীবন রাখিয়া নাহি কাজ।
এ-কথা কহিতে তব মুখে নাহি লাজ॥
ভয় নাহি পাই আমি তোমারে দেখিয়া।
জননীর বাক্যে অশ্ব দিলাম আনিয়া॥
সে-কারণে অপমান করিলে আমারে।
আজি নিজ পরাক্রম দেখাব তোমারে॥
এত বলি অনুচরে কহিল নৃপতি।
বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব করিয়া শকতি॥
এত বলি অশ্ব দিল অনুচরগণে।
ঘোড়া ল'য়ে গেল তারা পরম যতনে॥
যে-আজ্ঞা বলিয়া বীর প্রবেশিল ঘরে।
সেনাগণে আজ্ঞা দিল যুদ্ধ করিবারে॥
নৃপাদেশে সৈন্যগণ করিল সাজন।
আনন্দেতে দেয় কেহ দামামা-নিস্বন॥
মৃদঙ্গ মাদল শঙ্খ খমক ঝাঁঝরি।
কাংস্য-করতাল বাজে পিনাক ধূসরি॥
সাজ্র সাজ বলি পুরে উঠিল ঘোষণা।
নানা অস্ত্র লইয়া চলিল সর্ব্বজনা॥
হয়-গজ-বিমানেতে করি আরোহণ।
ধনুর্ব্বাণ হাতে নিল করিবারে রণ॥
তোমর পট্টিশ গদা মুষল মুদ্গার।
শেল টাঙ্গি হাতে নিল করিতে সমর॥
চিত্রাঙ্গদা পাইলেক যুদ্ধ-সমাচার।
পুত্রের সম্মুখে এল করি হাহাকার॥
কেন পুত্র, যুদ্ধহেতু করহ সাজন।
কি কহিল প্রাণনাথ পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনিয়া মাতার কথা বভ্রুবাহ কয়।
বিলক্ষণ পাইলাম পিতৃ-পরিচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশী কহে, শুনিলে বাড়য়ে দিব্যজ্ঞান॥

● জননীর স্থানে বভ্রুবাহনের নিবেদন

শুন গো জননী, কহি সত্য বাণী,
পাইনু যে অপমান।
কহিতে সে কথা, মনে পাই ব্যথা,
সাক্ষী তার ভগবান্॥
ল'য়ে অশ্ববর, গেলাম সত্বর,
প্রণমিনু তাঁর পায়।
করিয়া স্তবন, অনেক যতন,
যোড়হাতে কহি তাঁয়॥
তোমার তনয়, শুন মহাশয়,
বভ্রুবাহ মোর নাম।
গন্ধর্ব্ব-দুহিতা, নাম চিত্রাঙ্গদা,
তাঁর গর্ভে মোর ধাম॥
তোমার ঔরসে, জন্মিনু বিশেষে,
পরিচয় দিনু আমি।
না জানিয়া হয়, ধরিনু নিশ্চয়,
সে-দোষ ক্ষমিবে তুমি॥
শুনিয়া বচন, পাণ্ডুর নন্দন,
জারজ বলিল মোরে।
নটী চিত্রাঙ্গদা, আর যত কথা,
না শুনাও তুমি মোরে॥
ওরে মহাপাপ, কারে বল বাপ,
কেবা বটে তোর পিতা।
কেমন সাহসে, পরের পুরুষে,
ভজিল তোমার মাতা॥

কোপে কাঁপে কায়, কি বলিব তাঁয়,
পদাঘাত মোরে করে।
হংসধ্বজ-আদি, যত নরপতি,
সবে দোষ দিল তাঁরে ॥
হেন অপমান, কর অবধান,
সমাজে পাইনু আমি।
তবু যোড় হাতে, পাণ্ডবের নাথে,
কহিনু মধুর বাণী ॥
না শুনিল বাপ, পেয়ে মনস্তাপ,
অশ্ব ল'য়ে এনু ঘরে।
কহি সত্য কথা, জানাব যোগ্যতা,
তবে সে চিনিবে মোরে ॥
শুন গো জননী, কহিনু তখনি,
তুমি না শুনিলে কাণে।
করিয়া সংগ্রাম, আমি নিজ নাম,
জানাব পার্থের স্থানে ॥
না শুনিল কথা, কৈল অক্ষমতা,
অভিমন্যুরে বাখানে।
ধরেছিলি হয়, মনে পেয়ে ভয়,
সমর্পিছ যুদ্ধ বিনে ॥
হৈলে মম সুত, না করে এমত,
ত্রিভুবনে আমি খ্যাত।
অঙ্কুর-উদ্ভবে, বীজে জানে সবে,
কহিল পাণ্ডবনাথ ॥
পেয়ে অপমান, সংগ্রাম-সন্ধান,
অবশেষে কৈনু আমি।
ক্রোধের অধীন, বচন কঠিন,
না সহে আমার প্রাণী ॥
আশ্বাসি আমারে, যাও তুমি ঘরে,
জানাব আপন বল।
ধন্য লব-কুশ, রাখিল পৌরুষ,
জিনি ভকতবৎসল ॥
সে সব ভারতী, মনে হৈল সতী,
যুঝিব জনক-সনে।
না করিহ ভয়, দিয়া জয় জয়,
তুমি যাহ নিকেতনে ॥
শুন শুন মাতা, জানাব শূরতা,
অর্জ্জুন নিন্দিল তোমা।
শুনিয়া শ্রবণে, রহিব কেমনে,
সবাই নিন্দিবে আমা ॥
পুত্রের বচন, শুনিয়া তখন,
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে।
অপমান পেয়ে, বাতুল হইয়ে,
যাহ চন্দ্রে ধরিবারে ॥
যুদ্ধে নাহি কাজ, থাকিবেক লাজ,
অর্জ্জুন দুর্জ্জয় রণে।
করিয়া সমর, তুষিল শঙ্কর,
অগ্নি তুষ্ট যাঁর বাণে ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-সনে, কুরুক্ষেত্র-রণে,
একেলা জিনিল রণে।
হেনজন-সাথে, যুঝিবে কিমতে,
সখা যাঁর নারায়ণে ॥
বলে বভ্রুবাহ, তুমি ঘরে যাহ,
ভয় না করিহ মনে।
তোমার আশীষে, চক্ষুর নিমিষে,
পরাজিব সর্ব্বজনে ॥
ভারত-কথন, শুন সর্ব্বজন,
ভব-ভয় হবে নাশ।
কৃষ্ণ দাসানুজ, কৃষ্ণ-পদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

— —

● বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুনের মৃত্যু

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
বভ্রুবাহ-অর্জ্জুনে কেমন হৈল রণ ॥
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মহামুনি।
তোমার প্রসাদে আমি পূর্ব্বকথা শুনি ॥

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
যুদ্ধকথা কহি আমি, কর অবগতি ॥
অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদা গেল ঘরে।
বভ্রুবাহ রাজা গেল যুদ্ধ করিবারে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ এই, কে ইহা খণ্ডায়।
এইহেতু ধনঞ্জয় নিন্দিলেক তায় ॥
শাপ দিয়াছেন গঙ্গা অর্জ্জুন-নিধনে।
এ সব ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি জানে ॥
হয় গজ বিমানেতে সাজন করিয়া।
বভ্রুবাহ রাজা রণে প্রবেশিল গিয়া ॥
সিংহনাদ বাদ্যরব শুনিয়া শ্রবণে।
পাণ্ডবের সেনা যত প্রবেশিল রণে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি বীর বৃষকেতু।
অগ্রে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
অস্ত্রে অস্ত্রে দুইজনে করেন সমর।
বাণবৃষ্টি দুইজনে করে ধনুর্দ্ধর ॥
বৃষকেতু বাণ তবে পূরিল সন্ধান।
অর্জ্জুন-তনয় তাহা করে খান খান ॥
হেনমতে দুইজনে অনেক যুঝিল।
গগনমণ্ডল দোঁহে বাণে আচ্ছাদিল ॥
অন্ধকার হৈল সব, না দেখি নয়নে।
পরিচয় নাহি, যুদ্ধ করে কার সনে ॥
তবে বভ্রুবাহ কৈল বাণ-অবতার।
রবিকর আচ্ছাদিল, হৈল অন্ধকার ॥
দুই বাণ এড়ে বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতু-রথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি ॥
পঞ্চবাণ দিয়া কাটে সারথির মুণ্ড।
বাণ গুণ ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড ॥
ফাঁফর হইল তবে কর্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহনের রণে হৈল অচেতন ॥

তাহা দেখি শাম্ব-বীর প্রবেশিল রণে।
অনেক সংগ্রাম করে বভ্রুবাহ-সনে ॥
ক্রমে ক্রমে তাহা আমি কতেক কহিব।
ভারত-সমুদ্র-কথা কতেক লিখিব ॥
বভ্রুবাহ-রণে কারো নাহিক নিস্তার।
হইল অস্থির জাম্ববতীর কুমার ॥
জর্জ্জর হইল তনু, রক্ত বহে স্রোতে।
কিংশুক-কুসুম যেন শোভে বসন্তেতে ॥
প্রাণভয়ে পদাতিক নাহি রহে রণে।
অচেতন হৈল বভ্রুবাহনের বাণে ॥
ভীম আর সাত্যকি যে সাহস করিল।
বভ্রুবাহনের সনে অনেক যুঝিল ॥
গজ-বাজী পড়ে রণে, লেখা নাহি জানি।
রুধির করয়ে পান শকুনি গৃধিনী ॥
রুধিরে কর্দ্দম ভূমি দেখিয়া নয়নে।
ভীম-আদি মহাবীর ভয় পায় মনে ॥
তবে বভ্রুবাহ করে বাণের সন্ধান।
পলায় পাণ্ডব-সৈন্য লইয়া পরাণ ॥
অন্যের থাকুক কার্য্য, ভীম ভঙ্গ দিল।
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সবে পলাইল ॥
নীলধ্বজ হংসধ্বজ পরাভয় পেয়ে।
অর্জ্জুন-সম্মুখে সব উত্তরিল গিয়ে ॥
অপমান পেলে সব বভ্রুবাহ-রণে।
তা' দেখি অর্জ্জুন-বীর কুপিলেন মনে ॥
গাণ্ডীব লইয়া হাতে বীর ধনঞ্জয়।
যুঝিতে গেলেন বীর অত্যন্ত নির্ভয় ॥

হেনকালে বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে।
রণে প্রবেশিল পুনঃ সাহস করিয়ে ॥
বৃষকেতু-বীর করে বাণ বরিষণ।
বাণে বাণ নিবারয়ে অর্জ্জুন-নন্দন ॥
ধ্বজ ছত্র কাটি বাণে আচ্ছাদিল তনু।
এক বাণে কাটিল সে বৃষকেতু-ধনু ॥
বভ্রুবাহ সৈন্য তবে বিন্ধিলেক বহু।
কুপিত অর্জ্জুন বীর যেন গ্রহ রাহু ॥
গাণ্ডীব ধরিয়া বীর করেন সমর।
কেশপাশ নাহি বান্ধি বরিষেণ শর ॥
ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-কুবের-দত্ত বাণ।
কোপান্বিত ধনঞ্জয় করেন সন্ধান ॥

বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারিল শরে।
দেখিয়া অর্জ্জুন-বীর ক্রোধিত অন্তরে॥
পিতাপুত্র উভয়ে যে সংগ্রাম হইল।
বাহুল্য-কারণ সব নাহি লেখা গেল॥
অক্ষয় যুগল-তূণ রণে হৈল ক্ষয়।
তা দেখি চিন্তিত হইলা ধনঞ্জয়॥
বভ্রুবাহ বলে, শুন ইন্দ্রের নন্দন।
পাণ্ডুর তনয় তোমা বলে সর্ব্বজন॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বড় ভাগ্যবান্।
পবন-নন্দন ভীম পবন-সমান॥
সহদেব-নকুল দু' অশ্বিনী-কুমার।
ভাল চন্দ্রবংশে জন্ম হইল তোমার॥
আপন জন্মের কথা মনে না করিলে।
তুমি মোরে জারজ বলিয়া গালি দিলে॥
সম্মুখ-সংগ্রামে আমি পাইনু তোমারে।
স্মরণ করহ তুমি দেব গদাধরে॥
আজি কৃষ্ণ-সহ তোমা পরাজয় করি।
প্রবেশ করিব আমি আপনার পুরী॥
শুনেছি প্রতিষ্ঠা তব জননীর স্থানে।
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে॥
কিন্তু আজি যশোলোপ হইবে তোমার।
ফিরিয়া না যাবে তুমি বাণেতে আমার॥
বভ্রুবাহ-বাক্য শুনি কহে ধনঞ্জয়।
অহঙ্কার না করিহ বেশ্যার তনয়॥
তাহা শুনি বভ্রুবাহ ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
বাণেতে জর্জ্জর বীর করিল অর্জ্জুনে॥
চঞ্চল হইল রণে বীর ধনঞ্জয়।
নর-নারায়ণ মনে পাইলেন ভয়॥
মঙ্গল না দেখিলেন সংগ্রাম-ভিতরে।
ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে শিবা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
মুণ্ডহীন ছায়া বীর দেখি আপনার।
চিন্তান্বিত হইলেন পাণ্ডুর কুমার॥
অমঙ্গল দেখে পার্থ, ধ্বজে পড়ে কাক।
হইলেন ব্যাকুলিত, মুখে নাহি বাক্॥

বৃষকেতু সম্বোধিয়া বলে ধনঞ্জয়।
হস্তিনানগরে যাহ কর্ণের তনয়॥
ইহার সমরে মম নাহি পরিত্রাণ।
হস্তিনানগরে যাহ লইয়া পরাণ॥
তোমা-বিনা বংশে আর নাহিক সন্তান।
তুমি জীলে পিতৃলোকে পাবে পিণ্ডদান॥
যুবনাশ্ব সুবেগ প্রভৃতি সৈন্যগণ।
বভ্রুবাহনের রণে না পাবে রক্ষণ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কর্ণের কুমার।
কহিতে লাগিল বীর করি অহঙ্কার॥
অমঙ্গল-কথা তুমি কহ কি-কারণে।
বভ্রুবাহনেরে আমি পরাজিব রণে॥
এতবলি ধনুর্ব্বাণ লইয়া সত্বরে।
বিন্ধিল পঞ্চাশ বাণ বভ্রুবাহনেরে॥
বভ্রুবাহ বলে, শুন কর্ণের নন্দন।
পুনঃপুনঃ এস তুমি করিবারে রণ॥
বুঝিনু মরিবে তুমি আমার সমরে।
রাখে তোরে, হেন বীর নাহি এ সংসারে॥
কৃষ্ণে স্তুতি কর তুমি মরণ-সময়।
পরকালে দিব্যগতি দিবেন তোমায়॥
এত বলি বভ্রুবাহ হাতে নিল বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া তাহা করিল সন্ধান॥
অর্দ্ধচন্দ্র-বাণ তবে সত্বরে এড়িল।
বৃষকেতু-মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল॥
তাহা দেখি প্রদ্যুম্নাদি যত বীরগণ।
সাহসে আইল সবে করিবারে রণ॥
অর্জ্জুন-তনয় পরাজিল সবাকারে।
পড়িয়া রহিল সবে ভূমির উপরে॥
তাহা দেখি ধনঞ্জয় বিষণ্ণ-বদন।
বৃষকেতু-শোকে কান্দি কহেন বচন॥
মহাবীর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
অহঙ্কার করি পুত্র হারায় জীবন॥
নিষেধ করিনু যত, না শুনিল কাণে।
শরীর ত্যজিল বভ্রুবাহনের বাণে॥

কি বলি যাইব আমি হস্তিনানগরে।
কি বোল বলিব গিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয়।
এই শোকে কি বলিবে কৃষ্ণ-মহাশয় ॥
বৃষকেতু-মুণ্ডগোটা হৃদয়েতে ধরি।
বিলাপ করেন পার্থ উচ্চৈঃস্বর করি ॥
কান্দেন বিষাদ করি ইন্দ্রের নন্দন।
তাহা দেখি হাসি কহে সে বভ্রুবাহন ॥
ক্ষত্রের এ ধর্ম্ম নহে, শুন মহাশয়।
এখনি দেখিবে তুমি আপন সংশয় ॥
হাসিবে নৃপতিগণ দেখিয়া তোমারে।
ক্রন্দন উচিত নহে সমর-ভিতরে ॥
যুদ্ধ করি বৃষকেতু গেল স্বর্গলোকে।
গতজীব-হেতু শোক না শোভে তোমাকে ॥
আপনি তরিতে তুমি করহ উপায়।
সমরে বিষাদ করিবারে না যুয়ায় ॥
কি-কারণ বিলাপ করহ তুমি শোকে।
স্মরণ করিয়া শীঘ্র আনহ কৃষ্ণকে ॥
হরিগত প্রাণ তব, আমি ভাল জানি।
কৃষ্ণহীন হ'য়ে কেন হারাবে পরাণী ॥
যদি বাঞ্ছা করহ কুশল আপনার।
স্মরণ করহ শীঘ্র দৈবকী-কুমার ॥
চিন্তহ গোবিন্দ-পদ, ওহে ধনঞ্জয়।
নহিলে আমার বাণে যাবে যমালয় ॥
এত যদি বভ্রুবাহ বলে ডাক দিয়া।
অর্জ্জুন চিন্তেন হরি সঙ্কটে পড়িয়া ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো বিশ্বপতে।
গোপেশ গোপিকানাথ রাধাকান্ত নমস্ততে ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো ওহে ভগবান্।
বিষম সংসার ঘোরে কর প্রভু ত্রাণ ॥
আইস কমলাপ্রিয়, শীঘ্র মণিপুরে।
বভ্রুবাহনের যুদ্ধে রক্ষা কর মোরে ॥
গজেন্দ্রে করুণা করি উদ্ধারিলে হরি।
অপার মহিমা তব, বলিতে কি পারি ॥

দ্রৌপদীর লজ্জা তুমি কৈলে নিবারণ।
জতুগৃহে রক্ষা কৈলে আমা-পঞ্চজন ॥
দুর্ব্বাসার অভিশাপে রাখিলে আমারে।
আপনি করিলে ত্রাণ বিরাট-নগরে ॥
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে মুক্ত করিয়াছ তুমি।
সংসারে বিদিত তাহা, কি বলিব আমি ॥
সুরথ-সুধন্বা-যুদ্ধে রাখিলে আমারে।
এবার আসিয়া রক্ষা কর মণিপুরে ॥
গঙ্গার-বচন সত্য করিতে মুরারি।
অর্জ্জুনে রাখিতে না গেলেন ত্বরা করি ॥
আপনার রথপানে চাহে ধনঞ্জয়।
কৃষ্ণে না দেখিয়া পার্থ মনে পান ভয় ॥
বভ্রুবাহ বলে, তুমি কি ভাবহ মনে।
না পাবে নিস্তার তুমি আমার এ-রণে ॥
এত বলি করে বীর বাণ-বরিষণ।
নিবারিতে না পারেন নর-নারায়ণ ॥
জর্জ্জর হইল বীর বাণের প্রহারে।
ফুটিল অর্জ্জুনবীরে, রক্ত বহে ধারে ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র-পাশুপত-আদি যত বাণ।
ভয়েতে অর্জ্জুন সব করেন সন্ধান ॥
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নিবারে শরেতে।
প্রাণপণে অর্জ্জুন না পারেন জিনিতে ॥
বাণবেশে গঙ্গাদেবী আসিয়া সেখানে।
কহেন সকল কথা বভ্রুবাহ-কাণে ॥
তাহা শুনি আনন্দিত হৈল নরপতি।
রাখিলেন গঙ্গা-অস্ত্র করিয়া শকতি ॥
তবে সেই অস্ত্র রাজা যুড়িলেন চাপে।
বাণ দেখি ইন্দ্র-আদি দেবগণ কাঁপে ॥
মহাবেগে গঙ্গাবাণ আকাশে উঠিল।
অর্জ্জুনের মাথা কাটি ভূমিতে পাড়িল ॥
পড়িলেন অর্জ্জুন তা' দেখিল রাজন্।
জয় জয় শব্দে দিল দুন্দুভি-ঘোষণ ॥
পাণ্ডবের দলে যত শেষ সৈন্য ছিল।
অর্জ্জুন-নিধন-হেতু আতঙ্ক পাইল ॥

সংগ্রাম জিনিয়া বভ্রুবাহ কুতূহলে।
পুরে প্রবেশিল বীর জয় জয় ব'লে॥
নানাবাদ্য নৃত্যগীত হরিষ-ঘোষণ।
মায়ের সম্মুখে গেল সে বভ্রুবাহন॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া মায়ে করিল প্রণাম।
হাসিয়া বলেন আমি জিনিনু সংগ্রাম॥
নাশিলাম ধনঞ্জয় সংগ্রামের স্থলে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য জিনিলাম হেলে॥
পুত্রের মুখেতে কথা শুনিয়া এমন।
ভয় পেয়ে চিত্রাঙ্গদা করয়ে রোদন॥
ওরে পুত্র কি কহিলি অমঙ্গল কথা।
কেমনে কাটিলি তুই জনকের মাথা॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই মহাপাপকারী।
এত বলি অচেতন হইল সুন্দরী॥
ভূমিতে পড়িয়া চিত্রাঙ্গদা মহাশোকে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ, ঘন ঘন ডাকে॥
অনেক বিলাপ করি কান্দয়ে বিস্তর।
শুনিয়া উলুপী ধেয়ে আইল সত্বর॥
মুখে জল দিয়া তারে তোলে হাত ধরি।
না জানি বিষাদ কেন করহ সুন্দরী॥
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের নাহিক মরণ।
বভ্রুবাহনের বাণে হইল অচেতন॥
পূর্ব্বকথা কহি আমি তোমার গোচরে।
আপন মরণ তেঁই কহিল আমারে॥
রোপিল দাড়িম্ব বৃক্ষ করিয়া যতন।
আমাকে কহিল কথা পাণ্ডুর নন্দন॥
শুনহ উলুপী, আমি যাই নিজ দেশে।
ভদ্রাভদ্র-কথা তুমি জানিবে বিশেষে॥
দাড়িম্ব-নিধনে মম জানিহ মরণ।
এত বলি নিজ দেশে করিল গমন॥
ক্রন্দন ত্যজহ তুমি আমার বচনে।
দাড়িম্বের বৃক্ষ গিয়া দেখি দুইজনে॥
উলূপীর বোলে চিত্রাঙ্গদা হরষিত।
দাড়িম্ববৃক্ষের তলে গেলেন ত্বরিত॥
মৃততরু দেখি দোঁহে হৈল অচেতন।
হা হা প্রাণনাথ বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পতি-দরশনে দোঁহে করিল গমন।
আগে-পাছে কান্দিয়া চলিল দাসীগণ॥
হেথা বভ্রুবাহ রাজা পেয়ে অপমান।
বিনাশিয়া জনকেরে ভাবয়ে নিদান॥
পাত্র-মিত্রে পাঠাইল জননীর স্থানে।
প্রবোধিতে তারা যায় পরম-যতনে॥
উলুপী বলেন, হেদে শুন চিত্রাঙ্গদা।
আচম্বিতে স্মরণ হইল এক কথা॥
অনন্ত-দুহিতা আমি, শুন গো সুন্দরী।
আমা বিভা করি পার্থ গেল মম পুরী॥
অর্জ্জুনেরে ভক্তি করি অনন্ত পূজিল।
নানা ধন দিয়া মোরে অর্জ্জুনেরে দিল॥
অর্জ্জুনে দিলেন আমা হইয়া কৌতুক।
অমৃত নামেতে মণি দিলেন যৌতুক॥
পুণ্ডরীক নাগ দিল আমার সেবনে।
তাহাকে আনিব আমি করিয়া যতনে॥
মণির কারণে তারে পাতালে পাঠাব।
আনিয়া অমৃত-মণি পার্থে জীয়াইব॥
এত যদি চিত্রাঙ্গদা শুনিল বচন।
উলূপীরে বলে, মণি আনহ এখন॥
অর্জ্জুনের শোকে তনু না পারি ধরিতে।
শুন গো ভগিনী, মণি আনহ ত্বরিতে॥
উলূপী বলেন, তুমি স্থির কর মতি।
এখনি পরাণ পাবে পাণ্ডবের পতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● অর্জ্জুনের জীবনার্থ মণি আনিবার কথা

শ্রীজনমেজয় বলে, শুনহ মহামুনি।
অর্জ্জুন-নিপাত-কথা কহ, আমি শুনি॥

কিমতে আইল মণি পাতাল হইতে।
পাণ্ডুর নন্দন প্রাণ পাইল কিমতে॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
একে-একে কহি, শুন সে-সব ভারতী॥
উলূপী স্মরণ কৈল নাগ পুণ্ডরীকে।
ত্বরায় আইল নাগ উলূপী-সম্মুখে॥
স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী বিচারিয়া মনে।
আইল সে বভ্রুবাহ জননীর স্থানে॥
অধোমুখে রহে রাজা মায়ের সদনে।
চিত্রাঙ্গদা বলে তারে করুণ-বচনে॥
পিতৃহত্যা কৈলি তুই পাপিষ্ঠ চণ্ডাল।
মারিলি আমার বুকে এই বড় শাল॥
হস্তিনায় যাব মনে ছিল অভিলাষ।
দেখিব যে যজ্ঞাগার, দেব-শ্রীনিবাস॥
দেখিব শাশুড়ী, কুন্তী, সুভদ্রা সতিনী।
রাজা যুধিষ্ঠির, আর দ্রুপদ-নন্দিনী॥
রুক্মিণী দেখিব বড় সাধ ছিল মনে।
সত্যভামা বলরাম দেব-নারায়ণে॥
সকল করিলি নষ্ট, আরে দুরাচার।
আর কি দেখিব সেই পুরী হস্তিনার॥
এতেক বিষাদ করি কান্দে সুলোচনে।
মোর মাথা খেয়ে তুই মারিলি অর্জ্জুনে॥
কি বলে উলূপী, এবে শোন্ রে শ্রবণে।
পার্থে সে জীয়াতে চাহে মণির মিলনে॥
পাতালে আছয়ে মণি অনন্ত-সমীপে।
সত্বরে আনিয়া মণি রক্ষ মনস্তাপে॥
বভ্রুবাহ রাজা বলে, শুন গো জননী।
পুণ্ডরীক-নাগ যাক্ আনিবারে মণি॥
পরিচয় নাহি মম মাতামহ-সনে।
মণি নাহি দিবে নাগ আমার বচনে॥
পুণ্ডরীক গেলে যদি নাহি দেয় মণি।
সংগ্রাম করিব আমি শুন গো জননী॥
বাণের আগুনে সব নাগ বিনাশিয়া।
আনিব অমৃতমণি পাতালেতে গিয়া॥

উলূপী বলিল, পুত্র, প্রমাণ কহিলে।
করিবে সংগ্রাম, মণি সম্প্রীতে না দিলে॥
পুণ্ডরীক-নাগে তবে কহিল সুন্দরী।
মণি-হেতু নাগ গেল রসাতল-পুরী॥
অনন্তের স্থানে গিয়া কহিল সকল।
তাহা শুনি নাগরাজ হইল বিকল॥
সর্পগণ-আগে কহে নাগ-অধীশ্বরে।
উলূপী মাগিল মণি অর্জ্জুনের তরে॥
বভ্রুবাহ-সমরেতে মরে ধনঞ্জয়।
মণি নিয়া গেলে জীয়ে পাণ্ডুর তনয়॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ সংসারে বিদিত।
বিলম্ব না কর, মণি পাঠাও ত্বরিত॥
অনন্তের কথা শুনি ধৃতরাষ্ট্র কহে।
এ-সব অগ্রাহ্য কথা, মোরে নাহি সহে॥
আপন মঙ্গল রাজা না কর চিন্তন।
গরুড়ের ভয়ে মণি সর্পের রক্ষণ॥
হেন মণি পাঠাইতে চাহ নরলোকে।
শুন সর্পরাজ, আমি বলি যে তোমাকে॥
ভাল হৈল, বভ্রুবাহ মারিল অর্জ্জুনে।
আমার আনন্দ বড় উপজিল মনে॥
মিত্র মোর ধৃতরাষ্ট্র কৌরবের পতি।
অর্জ্জুন মারিল তার শতেক সন্ততি॥
এ-কথা শুনিয়া চিত্তে দুঃখ উপজিল।
অর্জ্জুন-নিধনে মম আনন্দ হইল॥
না দিব অমৃতমণি, কহিনু তোমারে।
বভ্রুবাহনের শক্তি কি করিতে পারে॥
মারিল বান্ধব-বন্ধু-গুরু ধনঞ্জয়।
সেই পাপে নষ্ট হৈল পাণ্ডুর তনয়॥
নরলোকে মণি আমি কদাচ না দিব।
কত জীব জীবে বলি এ-মণি রাখিব॥
গরুড়ের ভয়ে মোরা না পাব নিস্তার।
মণি নাহি দিব, শুন বচন আমার॥
আমার সম্মতি নহে, শুন নাগরায়।
তবে সে তোমার চিত্তে যেমত যুয়ায়॥

আমরা যতেক নাগ না দিব সম্মতি।
সত্য কহিলাম আমি, শুন নাগপতি॥
অনন্ত বলেন, কথা শুন নাগগণ।
ধর্ম্মপথ আচরিব, শুনহ কথন॥
উত্তম কর্ম্মেতে মন্দ কখন না হয়।
পাপে মতি দিলে নহে ধর্ম্মের উদয়॥
অর্জ্জুন পাইবে প্রাণ মণির মিলনে।
সুখী হবে নারায়ণ, এ-কথা-শ্রবণে॥
কৃষ্ণে প্রীতি যে না করে, সে-জন অসুর।
শরীর ধরিয়া ক্লেশ পাইবে প্রচুর॥
কৃষ্ণ-প্রীতে সুখ-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পায়।
মণি দিয়া রক্ষা কর পাণ্ডুর তনয়॥
শুন ধৃতরাষ্ট্র, তুমি আমার বচন।
না দিলেও মণি পার্থ পাইবে জীবন॥
সখা যার নারায়ণ, মৃত্যু নাহি তার।
মণি দিয়া যশ তুমি রাখ আপনার॥
নহে বভ্রুবাহ-হাতে পাবে অপমান।
সত্য কহিলাম আমি তোমা-বিদ্যমান॥
নাগমন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্র মণি নাহি দিল।
পুণ্ডরীক-মুখে বভ্রুবাহন শুনিল॥
উলূপী বলেন, পুত্র কি হবে উপায়।
মণি আনিবারে তুমি চলহ তথায়॥
বভ্রুবাহ বলে, মণি সম্প্রীতে না পাব।
বিক্রম করিয়া মণি শেষেতে আনিব॥
পিতৃহত্যা-পাপ মোর হইল যখন।
এবে মাতামহ-হত্যা হবে অকারণ॥
এত বলি বভ্রুবাহ সাজন করিল।
রথ আরোহিয়া বীর পাতালে চলিল॥
অনন্ত না দিল মণি জানিয়া রাজন্।
মণি না পাইয়া রাজা হৈল ক্রুদ্ধমন॥
প্রবেশিল পাতালেতে যুদ্ধের কারণে।
তাহা দেখি দূত কহে রাজ-বিদ্যমানে॥
দূত-মুখে অনন্ত পাইল সমাচার।
যুদ্ধহেতু আসে চিত্রাঙ্গদার কুমার॥
অর্জ্জুন-নন্দন বীর জানে নানা শিক্ষা।
অপার বিক্রম তার, নাহি কার রক্ষা॥
ধৃতরাষ্ট্রে ডাকিয়া বলিল নাগপতি।
বভ্রুবাহ হেথা এল, কি করি যুকতি॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
পাতালে আইল সেই যুদ্ধের কারণে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, মোর কি ভয় মানুষে।
বিনাশিব নৃপতিরে আঁখির নিমিষে॥
কিসের কারণে তুমি চিন্তা কর মনে।
আমি যুদ্ধ করি রাজা বভ্রুবাহ সনে॥
এত বলি বাসুকিরে দিল সমাচার।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা হইল তাহার॥
স্মরণে আসিল যত ছিল নাগগণ।
বভ্রুবাহনের সনে আরম্ভিল রণ॥
ভীষণ-সংগ্রাম-কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব আমি, শুন নৃপবর॥
গজ বাজী পদাতিক করিয়া সংহতি।
রণে প্রবেশিল বভ্রুবাহ-নরপতি॥
অনল-সমান বাণ বরিষে রাজন্।
আগু হ'তে নাহি পারে যত নাগগণ॥
বিষদন্তে নাগগণ দংশয়ে যাহারে।
চক্ষুর নিমিষে সেই যায় যম-ঘরে॥
অশ্ব হাতী পদাতিক অনেক পড়িল।
তাহা দেখি বভ্রুবাহনের ক্রোধ হইল॥
ধনুক ধরিয়া করে বাণ বরিষণ।
অগ্নিবাণে পুড়িয়া মরিল কত জন॥
সর্প-মানুষেতে রণ অপূর্ব্ব কথন।
বড় বড় নাগগণ হারায় জীবন॥
বাসুকি সংগ্রামে এল ক্রোধ করি চিতে।
অনেক যুঝিল বভ্রুবাহন-সহিতে॥
নিবারিতে না পারিল অর্জ্জুন-নন্দনে।
ধৃতরাষ্ট্র গর্জ্জিলেন দুঃখ পেয়ে মনে॥
দুই পুত্র ল'য়ে ধৃতরাষ্ট্র করে রণ।
বিংশতি-সহস্র সৈন্য করিল নিধন॥

মহাক্রোধ উপজিল অর্জ্জুন-নন্দনে।
যুড়িল গরুড় বাণ ধনুকের গুণে॥
হইল গরুড়-মূর্ত্তি দেখি ভয়ঙ্কর।
প্রাণভয়ে নাগ সব পলায় সত্বর॥
প্রমাদে পড়িল নাগ, দেখিয়া নয়নে।
ভয়েতে গেলেন নাগ অনন্ত-সদনে॥
অনন্ত বলেন, কেন পলাহ এখন।
শুন ধৃতরাষ্ট্র, তুমি কর গিয়া রণ॥
মণি নাহি দিলে তুমি আমার বচনে।
এখন করহ যুদ্ধ বভ্রুবাহ-সনে॥
বিনাশ হইবে নাগ তোমার বিচারে।
অর্জ্জুন-নন্দনে কেবা জিনিবারে পারে॥
অনন্তের বাক্য শুনি বলে নাগগণ।
সে-কোপে করিবে তুমি নাগের নিধন॥
আপনি বিদায় কর এ-বভ্রুবাহনে।
আর যুদ্ধে কাজ নাই মণির কারণে॥
এত বলি মন্ত্রী দিল অনন্তেরে মণি।
মণি ল'য়ে নাগরাজ চলিল আপনি॥
অনন্ত বলেন, শুন হে বভ্রুবাহন।
মণি লহ, যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি বভ্রুবাহনেরে মণি দিল।
অর্জ্জুন-নন্দন তবে বাণ সংবরিল॥
মণি পেয়ে চিত্রাঙ্গদা-সুত তুষ্ট হৈল।
মণির প্রভাবে মৃতসৈন্যে জীয়াইল॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র নাগ মনে বিচারিল।
আপনার দুই পুত্রে ডাকিয়া কহিল॥
শুন পুত্র, আমি বড় পেনু অপমান।
মণি ল'য়ে বভ্রুবাহ করিল প্রয়াণ॥
তোমরা করহ যদি কলঙ্ক-ভঞ্জন।
তবে সে রাখিব আমি আপন জীবন॥
আন গিয়া বৃষকেতু-অর্জ্জুনের মাথা।
তবে মোর দূর হয় যত মনোব্যথা॥
বাপের বচনে দুই ভাই কুতূহলে।
মণিপুরে গেল শীঘ্র সংগ্রামের স্থলে॥
বৃষকেতু অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
প্রবেশিল পাতালেতে হরষিত হৈয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের মণিপুরে গমন

শুন রাজা জন্মেজয়, অপূর্ব্ব ভারতী।
কদাচিৎ খলজন নহে শুদ্ধমতি॥
মণি ল'য়ে বভ্রুবাহ গেল নিজ পুরে।
উপনীত হৈল গিয়া মায়ের গোচরে॥
উলূপী কহিল, পুত্র, কহ বিবরণ।
আনিলে কি রত্নমণি অর্জ্জুন-নন্দন॥
বভ্রুবাহ রাজা বলে, আনিলাম মণি।
কিন্তু অর্জ্জুনের মাথা না দেখি জননী॥
বৃষকেতু-মুণ্ড নাহি, কেবা ল'য়ে গেল।
তাহা শুনি চিত্রাঙ্গদা কান্দিতে লাগিল॥
কুণ্ডলে মণ্ডিত মুণ্ড নিল কোন্ জন।
বিলাপিয়া ভূমে পড়ে অর্জ্জুন-নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী কান্দেন দুইজনে।
তা' দেখিয়া পাত্রমিত্র দুঃখ পায় মনে॥
অন্বেষণ করি মুণ্ড কোথা না পাইল।
ভূমে পড়ি সর্ব্বজন কান্দিতে লাগিল॥
পাত্রমিত্র প্রবোধয়ে সে-বভ্রুবাহনে।
চিত্রাঙ্গদা উলূপীরে সান্ত্বা'ল দুজনে॥
অধোমুখে বিলাপ করয়ে নরপতি।
পিতৃহত্যা কৈনু আমি হইয়া সন্ততি॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
আত্মঘাতী হব আমি, শুন মাতা তুমি॥
বীরবংশে হইলাম হীন কুলাঙ্গার।
এতে প্রায়শ্চিত্ত কিছু নাহিক আমার॥
শরীর ত্যজিব আমি এই পিতৃশোকে।
কৃমি হ'য়ে দুঃখ-ভোগ করিব নরকে॥

বুঝিনু আমার সম পাপী নাহি আর।
বিনা দোষে বিনাশিনু পিতা আপনার॥
নাগগণ জিনি আমি আনিলাম মণি।
কেবা ল'য়ে গেল মুণ্ড, কি হবে জননি॥
উলূপী বলিল, তুমি না কর ক্রন্দন।
প্রতীকার ইহার করিবে নারায়ণ॥
এ-কর্ম্ম অন্যের সাধ্য নহে কদাচন।
কৃষ্ণ-বিনা আনিতে নারিবে কোন জন॥
ভকত-বৎসল প্রভু আসিবে নিশ্চয়।
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের নাহি কিছু ভয়॥
এত বলি প্রবোধিল সে বভ্রুবাহনে।
চৌদিকে বেড়িয়া সবে রহিল অর্জ্জুনে॥
অধোমুখে চিত্রাঙ্গদা উলূপী সুন্দরী।
বিষাদে রহিল সর্ব্ব সুখ পরিহরি॥
শুন রাজা জন্মেজয়, কহি যে তোমারে।
কুন্তীদেবী দেখে স্বপ্ন হস্তিনানগরে॥
স্বপ্নেতে দেখিল বভ্রুবাহনের বাণে।
বৃষকেতু অর্জ্জুন নিহত হৈল রণে॥
ভয়ে কুন্তীদেবী শীঘ্র গোবিন্দে ডাকিল।
শুন নারায়ণ, মম অমঙ্গল হৈল॥
উচাটন চিত্ত মম, শুন নারায়ণ।
বৃষকেতু-অর্জ্জুনের হইল নিধন॥
মণিপুরে বভ্রুবাহ নামে নরপতি।
মহাবলবান্ সেই অর্জ্জুন-সন্ততি॥
ঘোড়া রাখিবারে পার্থ গেল তার পুরে।
বভ্রুবাহ সে-অশ্ব ধরিল অহঙ্কারে॥
অশ্বভালে লিখন পড়িয়া নরপতি।
অর্জ্জুন ভেটিতে সে আইল শীঘ্রগতি॥
নানারত্ন অগ্রে রাখি প্রণাম করিল।
ক্রোধ করি পার্থ তার পূজা না লইল॥
চরণ-প্রহার কৈল মস্তক-উপরে।
জারজ বলিয়া গালি দিলেক তাহারে॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে পেয়ে অপমান।
অর্জ্জুনের সঙ্গে আসি করয়ে সংগ্রাম॥
ভীম-যুবনাশ্ব আদি যত সেনাগণ।
বভ্রুবাহনের হাতে হৈল অচেতন॥
বৃষকেতু-অর্জ্জুনের কাটিলেক মাথা।
তোমায় জানাই কৃষ্ণ বিপদের কথা॥
স্বপ্নেতে দেখিনু আমি, শুন নারায়ণ।
তুমি গেলে দূর হবে চিত্ত-উচাটন॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কুন্তীর বচন।
অন্তরে হলেন দুঃখী কমললোচন॥
অমঙ্গল-কথা পিসি, কহ কি-কারণে।
অর্জ্জুনে জিনিবে, হেন নাহি ত্রিভুবনে॥
কুন্তীরে প্রবোধ দিয়া মুকুন্দমুরারি।
গরুড়ে স্মরণ করিলেন দেব হরি॥
কৃষ্ণের স্মরণে এল বিনতা-নন্দন।
আজ্ঞা কর, কোন্ কর্ম্ম করিব এখন॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুনহ গরুড়।
আমা ল'য়ে চল তুমি শীঘ্র মণিপুর॥
তবে কৃষ্ণ গরুড়েতে করি আরোহণ।
অতি শীঘ্র যান প্রভু অর্জ্জুন-কারণ॥
উপনীত হইলেন হরি মণিপুরে।
সেইখানে চিত্রাঙ্গদা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
উলূপী কান্দয়ে আর সে বভ্রুবাহন।
উপনীত সেইখানে হন নারায়ণ॥
কৃষ্ণ-দরশনে সব চেতন পাইল।
রাজা বভ্রুবাহন সে উঠি দাণ্ডাইল॥
পাণ্ডব-বিজয়-কথা অমৃত-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে, পরলোক তরি॥

● শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বভ্রুবাহনের বিনয়

বভ্রুবাহ নরনাথ, যোড় করি দুই-হাত,
নিবেদয়ে কৃষ্ণের চরণে।
আমি অতি দুরাশয়, শুন কৃষ্ণ মহাশয়,
জানিয়া প্রবৃত্ত হই রণে॥
অশ্ব এল মণিপুরে, কহিলেক অনুচরে,
অহঙ্কারে ধরিলাম আমি।

অশ্বভালে লেখা যত, পড়িয়া হইনু জ্ঞাত,
শুন শুন দেব চক্রপাণি ॥
পরিচয় পিতা-সনে, ইচ্ছা করিলাম মনে,
জননী যে কহিল বিশেষ।
অশ্ব নিনু আগে ধরি, কুসুম চন্দন পূরি,
আপন মর্য্যাদা করি শেষ ॥
নানা রত্ন স্বর্ণথালে, দিয়া পার্থ পদতলে,
যথাযোগ্য করিনু প্রণাম।
জারজ বলিয়া মোরে, লাথি মারিলেন শিরে,
সভাতে পাইনু অপমান ॥
তবু দুঃখ নাহি ধরি, আমি কৃতাঞ্জলি করি,
করিলাম অনেক বিনয়।
শুন শুন চক্রপাণি, নটীর তনয় আমি,
কহিলেন পার্থ-মহাশয় ॥
এ-পঞ্চভৌতিকদেহ, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ,
সংবরিতে না পারিনু আমি।
অবশেষে যুদ্ধকার্য্য, করিলাম শুন আর্য্য,
বুঝিয়া করহ দণ্ড তুমি ॥
অহঙ্কারে হ'য়ে মত্ত, না বুঝিনু ধর্ম্মতত্ত্ব,
বিনাশ করিনু জন্মদাতা।
প্রবেশিয়া রসাতলে, নাগগণে জিনি বলে,
মণি আনি না দেখিনু মাথা ॥
আদি-অন্ত-বিবরণ, করিলাম নিবেদন,
কে লইল হরি পার্থ-শির।
আমি আপনার প্রাণ, না রাখিব ভগবান্,
ভাল হৈল এলে যদুবীর ॥
এত বলি বভ্রুবাহ, ত্যজিল সকল মোহ,
দিব্য অস্ত্র লইল তখন।
নৃপতির হাতে ধরি, বারণ করেন হরি,
না মরিহ অর্জ্জুন-নন্দন ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

● মণিস্পর্শে অর্জ্জুনাদির জীবন প্রাপ্তি

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
কিমতে অর্জ্জুন বীর পাইল জীবন ॥
সে-সকল কথা এবে কহ মহাশয়।
তোমার প্রসাদে শুনি খণ্ডুক সংশয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
কহি যে তোমারে আমি সে-সব ভারতী ॥
নিজ পরিচয় দিল শ্রীবভ্রুবাহন।
করিলেন আশ্বাস তাহারে নারায়ণ ॥
গোবিন্দ বলেন, মুণ্ড লইল যে জন।
তাহার মস্তক খসি পড়ুক এখন ॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড আসি স্কন্ধেতে লাগুক।
ইহা কহিলেন কৃষ্ণ হ'য়ে সকৌতুক ॥
তবে সেই দু'নাগের মস্তক খসিল।
বভ্রুবাহ রাজা তাহা নয়নে দেখিল ॥
বৃষকেতু-অর্জ্জুনের মস্তক লইয়া।
অনন্ত আপনি এল সানন্দ হইয়া ॥
দোঁহাকার স্কন্ধে মুণ্ড করিল যোজন।
অমৃত আপনি ছড়ায়েন নারায়ণ ॥
প্রাণদান পায় সবে মণির পরশে।
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার পাশে ॥
হস্তী-অশ্ব-আদি আর যত মৃতলোক।
মণি হৈতে প্রাণ পেল, দূর হৈল শোক ॥
উঠিয়া বসিল যত নৃপতি-কুমার।
মহাশব্দে সৈন্য সব বলে মার মার ॥
আশ্বাসিয়া সবাকারে দেব নারায়ণ।
ধনঞ্জয়ে কহিলেন সকল কথন ॥
যদুমণি মণি দেন অনন্তের স্থানে।
মণি ল'য়ে গেল নাগ আপন ভুবনে ॥
গোবিন্দ বলেন, শুন অর্জ্জুন-তনয়।
ক্ষত্রধর্ম্ম আচরিলে, নাহি পাপভয় ॥
অপরাধ বলি তুমি না ভাবিহ চিতে।
ক্ষত্রিয়-প্রধান-কর্ম্ম সম্মুখ-যুদ্ধেতে ॥

অর্জ্জুনেরে বুঝাইয়া কহিলেন হরি।
বভ্রুবাহনেরে তোষ আলিঙ্গন করি॥
কৃষ্ণবাক্যে ধনঞ্জয় সম্প্রীতি পাইয়া।
বভ্রুবাহে তুষিলেন আলিঙ্গন দিয়া॥
আমার নন্দন তুমি বড় বলবান্।
ত্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান॥
সম্প্রীতি পাইয়া সবে দিল আলিঙ্গন।
সবে বলে, যোদ্ধা বড় শ্রীবভ্রুবাহন॥
প্রণমিয়া বভ্রুবাহ রহে যোড়হাতে।
এক দৃষ্টে নিরীক্ষয়ে পাণ্ডবের নাথে॥
অনুশাল্ব-দৈত্য-সঙ্গে কৈল আলিঙ্গন।
সবে বলে, ধন্য ধন্য অর্জ্জুন-নন্দন॥
চিত্রাঙ্গদা উলূপী গেলেন অন্তঃপুরে।
কৃষ্ণ হেথা কহিলেন বভ্রুবাহনেরে॥
তুরঙ্গ রাখিতে যাহ অর্জ্জুন-সংহতি।
সঙ্গে লহ সেনাগণ ঘোড়া আর হাতী॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে হরষিত-চিতে।
তুরগ রাখিতে গেল অর্জ্জুনের সাথে॥
লক্ষ ধেনু সেখানে ব্রাহ্মণে দিল দান।
তুরগ লইয়া বীর করিল প্রয়াণ॥
এই বিবরণ রাজা, কহিনু তোমারে।
আর কি বলিব রাজা, বলহ আমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● তাম্রধ্বজের সহিত অর্জ্জুনাদির যুদ্ধ

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন তপোধন।
অশ্ব-সঙ্গে কোথা গেল পাণ্ডুর-নন্দন॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
রত্নাবতী-পুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
রত্নাবতী-পুরে রাজা শিখিধ্বজ নাম।
বড়ই ধার্ম্মিক সেই সর্ব্বগুণধাম॥
সংগ্রামে নাহিক কেহ তাহার সমান।
তার নামে বীরগণ হয় কম্পমান॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবেন নরপতি।
অশ্বরক্ষা করে তাম্রধ্বজ মহামতি॥
অশ্ব ল'য়ে আছে সেই নর্ম্মদার তীরে।
দৈবে অর্জ্জুনের অশ্ব গেল সেই পুরে॥
অশ্ব দেখি তাম্রধ্বজ আনন্দিত-মন।
অশ্বকে ধরিল বীর করিয়া যতন॥
লিখন পড়িয়া তার হৈল অহঙ্কার।
পাণ্ডবসমান বীর কেহ নাহি আর॥
বীরবেশে অহঙ্কারে কাঁপে কলেবরে।
ডাক দিয়া বলিল যতেক অনুচরে॥
বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব করিয়া যতন।
দেখি, কি করিতে পারে পাণ্ডুর নন্দন॥
অহঙ্কারে অশ্বভালে ক'রেছে লিখন।
ধরিতে আমার অশ্ব পারে কোন্‌জন॥
এ-লিপি দেখিয়া ক্রোধ হইল আমার।
যুদ্ধের কারণে আমি হই আগুসার॥
শীঘ্র লহ সেনাগণ, ধনুর্ব্বাণ হাতে।
সকলে সসজ্জ হও সংগ্রাম করিতে॥
নৃপাদেশে অনুচরে অশ্ব ল'য়ে গেল।
তাম্রধ্বজ যুদ্ধহেতু সসজ্জ হইল॥
শিখিধ্বজ-সুত অশ্ব ধরিলেক বলে।
অর্জ্জুন শুনিয়া আজ্ঞা করেন সকলে॥
আগে হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে।
তাম্রধ্বজসহ আসি সংগ্রাম করয়ে॥
ডাক দিয়া বৃষকেতু বলে উচ্চৈঃস্বরে।
কে ধরিল যজ্ঞঘোড়া মরিবার তরে॥
যুধিষ্ঠির-সহায় আপনি নারায়ণ।
পাণ্ডবে জিনিতে নারে এ তিন-ভুবন॥
তাম্রধ্বজ বলে, কৃষ্ণ সবাকার পতি।
না বুঝিয়া কহ কেন এরূপ ভারতী
ভক্তের অধীন কৃষ্ণ, ভজনেতে পাই।
এ তিন-ভুবনে তার শত্রু কেহ নাই॥

পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি কর অহঙ্কার।
শুন বৃষকেতু, জ্ঞান নাহিক তোমার ॥
দেখিব, কেমনে আজি জিনিবে সে রণ।
অশ্ব দিয়া নিজ দেশ করহ প্রয়াণ ॥
মম পিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভিল।
অশ্ব রাখিবার তরে মোরে পাঠাইল ॥
ভাল হৈল, এই অশ্ব দৈবে দিল আনি।
মোর ঠাঁই যজ্ঞ হয়, না পাবে এখনি ॥
বৃষকেতু বলে, শুন নৃপতি-নন্দন।
জিনিয়া আনিল সঙ্গে যত রাজগণ ॥
যুবনাশ্ব নীলধ্বজ হংসধ্বজ সবে।
পরাভব পেয়ে তারা আইল ত তবে ॥
বৃথা অহঙ্কার কর, মরিবে এখন।
নহে অশ্ব অর্জ্জুনেরে কর সমর্পণ ॥
বৃষকেতু-বাক্যে বীর ক্রুদ্ধ হৈল মনে।
যুড়িল পঞ্চাশ বাণ ধনুকের গুণে ॥
কর্ণের নন্দন নিবারিতে না পারিল।
তাম্রধ্বজ-বাণে বীর জর্জ্জর হইল ॥
দোঁহে মহাবলবন্ত নাহিক সোসর।
প্রাণপণে কৈল দোঁহে অনেক সমর ॥
তবে তাম্রধ্বজ বীর পাঁচ বাণ দিয়া।
বৃষকেতু-রথধ্বজ ফেলিল কাটিয়া ॥
গুণ ধনু কাটিলেক রথের সারথি।
বিরথী হইল বৃষকেতু মহামতি ॥
দশ বাণে তাম্রধ্বজ তাহাকে বিন্ধিল।
কর্ণের নন্দন রণে মূর্চ্ছাগত হৈল ॥
তবে যুবনাশ্ব রাজা সুবেগের সনে।
তাম্রধ্বজ-সহ যুদ্ধ করে বহুক্ষণে ॥
পিতা-পুত্রে মূর্চ্ছিত হৈল দুইজনে।
তবে অনুশাল্ব আসি প্রবেশিল রণে ॥
তাম্রধ্বজ-সহ কৈল অনেক সংগ্রাম।
ভূমিতে পড়িল দৈত্য হইয়া অজ্ঞান ॥
তবে হংসধ্বজ আর সে বভ্রুবাহন।
প্রাণপণে দুইজনে কৈল বহু রণ ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
জিনিতে নারিল কেহ তাম্রধ্বজ-বীরে ॥
প্রাণপণে যুঝে সবে অনেক প্রকারে।
অচেতন পড়ি গেল রথের উপরে ॥
কেহ ভূমে পড়ি গেল হ'য়ে অচেতন।
তবে রণে প্রবেশিল কৃষ্ণের নন্দন ॥
তাম্রধ্বজ-সনে তেঁই অনেক যুঝিল।
বাহুল্য-কারণ তাহা নাহি লেখা গেল ॥
তাম্রধ্বজ-বাণে তাঁর শেষ হৈল তনু।
অচেতন হ'য়ে রণে পড়ে ফুলধনু ॥
আইল সাত্যকি-ভীম করিতে সমর।
ছাইল গগন দোঁহে এড়ি নানা শর ॥
মহাবীর তাম্রধ্বজ ভয় নাহি করে।
কাটিল ভীমের গদা দিব্য পঞ্চ-শরে ॥
ধনুর্ব্বাণ হাতে ল'য়ে বীর বৃকোদর।
তাম্রধ্বজ-সহ কৈল অনেক সমর ॥
সাত্যকি সাহস করি এড়ে নানা বাণ।
নৃপতি-তনয় তাহা করে খান খান ॥
তবে তাম্রধ্বজ-বীর আশী বাণ দিয়া।
বিন্ধিলেক ভীমসেনে জর্জ্জর করিয়া ॥
পড়িলেক রথে বীর অচেতন হ'য়ে।
সারথি পলায়ে গেল চিতে ভয় পেয়ে ॥
সাত্যকি-সহিত তবে বাধে মহারণ।
তারে পরাজিল সেই রাজার নন্দন ॥
এ-সব ঈশ্বর-লীলা কেহ নাহি জানে।
যতেক পাণ্ডবসৈন্য পরাজিল রণে ॥
তাহা দেখি অর্জ্জুনের ক্রোধ হৈল মনে।
গাণ্ডীব লইয়া বীর প্রবেশেন রণে ॥
অর্জ্জুনে দেখিয়া তবে তাম্রধ্বজ-বীর।
তীক্ষ্ণবাণ দিয়া তাঁর বিন্ধিল শরীর ॥
অর্জ্জুন যতেক বাণ যুড়েন ধনুকে।
তাম্রধ্বজ নিবারিল বাণ দিয়া তাকে ॥
নিবারিতে না পারিয়া তাম্রধ্বজ-শরে।
অর্জ্জুন জর্জ্জর-অঙ্গ, রক্ত বহে ধারে ॥

মহাকোপ উপজিল পাণ্ডুর নন্দনে।
ভয় পেয়ে জিজ্ঞাসেন দেব-নারায়ণে ॥
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র, আমি না পারি বুঝিতে।
রণে শক্ত নহি তাম্রধ্বজের সহিতে ॥
পরাজিনু ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ বীরবর।
নিবাত-কবচে বিনাশিনু চক্রধর ॥
খাণ্ডব দহিয়া আমি তুষিনু অনলে।
কালকেতু-নিপাত করিনু বাহুবলে ॥
সংগ্রাম করিয়া আমি তুষিনু শঙ্করে।
জিনিনু কৌরবগণে বিরাট-নগরে ॥
চিত্ররথ-গন্ধর্ব্বের কৈনু অপমান।
আমার সংগ্রাম তুমি জান ভগবান্ ॥
সুরথ সুধন্বা আমি নিপাতিনু রণে।
যুঝিতে না পারি আমি তাম্রধ্বজ-সনে ॥
বীর নাহি দেখি তাম্রধ্বজের সমান।
শুন কৃষ্ণ, পাইলাম বড় অপমান ॥
গোবিন্দ বলেন, সখা, ত্যজহ সমর।
মহাবলবান্ এই রাজার কোঙর ॥
জিনিতে নারিবে তুমি তাম্রধ্বজ-বীরে।
বৈষ্ণব উহার পিতা, বিদিত সংসারে ॥
গোবিন্দ বলেন, সখা, কর অবধান।
তুমি কিবা আমি হারি, একই সমান ॥
তোমাতে আমাতে সখা, কিছু ভেদ নাই।
ভক্তের মর্য্যাদা আমি রাখিবারে চাই ॥
রাজার সাহস আমি দেখাব তোমারে।
চল দুইজনে যাই পুরের ভিতরে ॥
শিখিধ্বজ সম দাতা নাহি ত্রিভুবনে।
সংগ্রাম ত্যজহ তুমি আমার বচনে ॥
দ্বিজবেশে যাব আমি শিষ্য করি তোমা।
সাক্ষাতে দেখাব তোমা তাহার মহিমা ॥
অশ্ব পাবে, ভয় তুমি না করিহ মনে।
সংগ্রাম ত্যজিয়া তুমি এস মোর সনে ॥
এত শুনি ধনঞ্জয় কৃষ্ণের উত্তর।
ঈষৎ হাসিয়া বীর ত্যজেন সমর ॥
সংসারের সার তুমি দেব চক্রপাণি।
তোমার মহিমা আমি বলিতে না জানি ॥
পাণ্ডবের কৃষ্ণ বলি জানে সর্ব্বজন।
তব পদে ভক্তি মোর নাহি নারায়ণ ॥
দর্পহারী তব নাম বিদিত সংসারে।
সাক্ষাতে সে-সব তুমি দেখাও আমারে ॥
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র হাস্যমুখে কন।
তোমা-বিনা সখা মম আছে কোন্ জন ॥
রণ জিনি তাম্রধ্বজ ছাড়ে সিংহনাদ।
চলিল পিতার ঠাঁই লইতে প্রসাদ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

যুদ্ধ জিনিয়া তাম্রধ্বজের পিতৃ-সমীপে গমন

সংগ্রাম জিনিয়া রঙ্গে, নিজসৈন্য ল'য়ে সঙ্গে,
তাম্রধ্বজ গেল নিকেতনে।
বসন বাঁধিয়া গলে, জনকের পদতলে,
প্রণমিল আনন্দিত-মনে ॥
তাম্রধ্বজ যোড়হাতে, নিবেদন করে তাতে,
শুন পিতা, মম নিবেদন।
নর্ম্মদা-নদীর কূলে, অশ্ব রাখি কুতূহলে,
সঙ্গে ল'য়ে নিজ-সৈন্যগণ ॥
অশ্ব এক হেনকালে, উপনীত নদীকূলে,
অনুচরে তাহাকে ধরিল।
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞ-হয়, সঙ্গে এল ধনঞ্জয়,
পত্র পড়ি সব জানা গেল ॥
নিয়োজিয়া অনুচরে, অশ্ব পাঠাইনু ঘরে,
যুদ্ধ-আশে রহিলাম আমি।
হয়-গজ-চারুরথে, নানা অস্ত্র ল'য়ে হাতে,
সৈন্য এল, আর অশ্বস্বামী ॥
ডাক দিয়া উচ্চৈঃস্বরে, বলে মোরে কটূত্তরে,
বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।

এ তিন ভুবনমাঝে, হেন কেবা বীর আছে,
অর্জ্জুন-সহিত করে রণ ॥
পাঁচনি লইয়া হাতে, কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর রথে,
বাহে রথ হইয়া সারথি।
আর যত আছে বীর, সংগ্রামেতে অতি-ধীর,
জিনিতে না পারে সুরপতি ॥
শুনি তার বাক্যজাল, হৃদয়ে বাজিল শাল,
উদয় হইল বীররস।
বাণের অনল-ভয়, স্বর্গে দেব স্থির নয়,
তপোবনে কম্পিত তাপস ॥
খাইয়া আমার বাণ, বৃষকেতু হতজ্ঞান,
পড়িয়া লোটায় ভূমিতলে।
আরোহিয়া মত্তহাতী, অনুশাল্ব দৈত্যপতি,
সংগ্রামে আইল হেনকালে ॥
নানা অস্ত্র ল'য়ে হাতে, যুঝিল আমার সাথে,
নিজ মায়া করিল বিস্তর।
বাণাঘাতে জরজর, কৈনু তার কলেবর,
ভঙ্গ দিল দৈত্যের ঈশ্বর ॥
যুবনাশ্ব পুত্র সাথে, মহাপাশ ল'য়ে হাতে,
অতিশীঘ্র প্রবেশিল রণে।
খাইয়া আমার বাণ, পিতাপুত্রে হতজ্ঞান,
ভূমিতে পড়িল অচেতনে ॥
হংসধ্বজ নরপতি, সাহস করিয়া অতি,
সংগ্রাম করিল বহুতর।
গুণ ধনু তার বাণ, কাটি করি খান খান,
অচেতন হৈল নরবর ॥
নীলধ্বজ রাজা এল, তাহার দুর্গতি হৈল,
ভূমিতে পড়িল অচেতন।
আরোহিয়া দিব্যরথে, ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে হাতে,
রণে এল শ্রীবভ্রুবাহন ॥
বড় বলবান্ রাজা, অনল-সমান তেজা,
সংগ্রাম করিল নানামত।
দুইজনে সুসন্ধান, করিলাম নানা বাণ,
সে-কথা কহিতে পারি কত ॥
অচেতন হ'য়ে রণে, পড়িল আমার বাণে,
ভীম এল করিতে সংগ্রাম।
সাত্যকি তাহার সাথে, নানা অস্ত্র ল'য়ে হাতে,
দুই জনে মহাবলবান্ ॥
অনেক যুঝিল ভীম, প্রতাপেতে সে অসীম,
আগে ভয় জন্মিল অন্তরে।
শেষে ভঙ্গ দিয়া বীরে, পলাইল দিগন্তরে,
কহিলাম তোমার গোচরে ॥
তবে এল কৃষ্ণ-সুত, মনে বড় হরষিত,
কামদেব মহাবলবান্।
যুঝিল আমার সাথে, ধনুর্ব্বাণ ল'য়ে হাতে,
কি কহিব সে-সব ব্যাখ্যান ॥
অবধান কর তাত, পরাজিনু রতিনাথ,
অচেতনে লোটায় ধরণী।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে, অর্জ্জুন আইল রথে,
সারথি তাহাতে চক্রপাণি ॥
যুঝিনু তাহার সনে, ভয় না করিনু মনে,
পরাভব পাইল কিরীটী।
পার্থ হৈল অচেতন, আশ্বাসেন নারায়ণ,
পদাতিক পড়ে কোটি-কোটি ॥
এই যুদ্ধ-বিবরণ, কহিলাম নিবেদন,
অশ্ব আনি দেখায় পিতারে।
শিখিধ্বজ হরষিত, মনেতে হইয়া প্রীত,
আলিঙ্গনে তুষিল পুত্রেরে ॥
মহাভারতের কথা, শুনিলে ঘুচয়ে ব্যথা,
কলির কলুষ-বিনাশন।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
কাশীরাম করিল রচন ॥

—

● ব্রাহ্মণবেশে শিখিধ্বজ-রাজের সভায় কৃষ্ণার্জ্জুনের গমন

পুত্রের বচন শুনি আনন্দ পাইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পুত্রেরে তুষিল ॥

শুভ সমাচার পুত্র, কহিলে আমারে।
আইলেন নারায়ণ রত্নাবতীপুরে ॥
সার্থক তপস্যা মম হৈল এত দিনে।
দেখিব পরমানন্দে অর্জ্জুন-মিলনে ॥
বান্ধিয়া রাখহ অশ্ব, মিলাইল বিধি।
সবান্ধবে পরশিব কৃষ্ণ গুণনিধি ॥
শিব-ব্রহ্মা ধ্যানে যাঁরে দেখিতে না পায়।
হেন প্রভু আসিলেন আমার সভায় ॥
যাঁর পাদপদ্ম হৈতে গঙ্গা জনময়ে।
সেই নারায়ণ আইলেন মমালয়ে ॥
যাঁর পদ-পরশনে ধন্যা বসুমতী।
মুনিগণ যাঁর পদ ভাবে দিবারাতি ॥
হেন যাদবেন্দ্র আইলেন মম পুরে।
পূর্ব্বতপঃ ফলে আমি দেখিব তাঁহারে ॥
তুমি পুত্র আমার জন্মিলে শুভক্ষণে।
কৃষ্ণ-দরশন পাব অর্জ্জুন-মিলনে ॥
শুনিলাম তব মুখে যুদ্ধ-বিবরণ।
বাহুবলে পরাজিলে শ্রীবভ্রুবাহন ॥
এক লক্ষ রাজা যার খাটে ছত্রতলে।
তাহাকে জিনিলে তুমি নিজ বাহুবলে ॥
অনুশাল্ব যুবনাশ্ব বড় বীরবর।
সে-সবে জিনিলে তুমি করিয়া সমর ॥
হংসধ্বজ-নীলধ্বজে পরাভব করি।
বিক্রমে জিনিলে তুমি বক-হিড়িম্বারি ॥
সাত্যকি ও বৃষকেতু বড় বলবান্।
তাহাকে জিনিলে তুমি, বিক্রমে প্রধান ॥
পরাজিলে রতিনাথে আশ্চর্য্য কথন।
অর্জ্জুন তোমার বাণে হৈল অচেতন ॥
এ-সব আশ্চর্য্য কথা, শুনে লাগে ভয়।
একাকী করিলে তুমি সবাকারে জয় ॥
পাণ্ডব-বান্ধব করিবেন আগমন।
অশ্বহেতু গোবিন্দের দেখিব চরণ ॥
এত বলি সানন্দ হইয়া নরপতি।
সমাজ করিল পাত্র-মিত্রের সংহতি ॥
পুনঃ আলিঙ্গনে পুত্রে তোষে নৃপবর।
সিংহাসনে বসিলেন সভার ভিতর ॥
হেথা জনার্দ্দন যুক্তি বিচারিয়া মনে।
দ্বিজরূপ হইলেন অর্জ্জুনের সনে ॥
বৃদ্ধ বিপ্ররূপ হইলেন নারায়ণ।
রাজারে করিতে কৃপা করেন গমন ॥
খুঙ্গি-পুঁথি কাঁখে, শিষ্যরূপে ধনঞ্জয়।
নৃপতির স্থানে যান হইয়া নির্ভয় ॥
সমাজ করিয়া রাজা আছেন যেখানে।
তথা উপনীত কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সনে ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা উঠিল সত্বরে।
প্রণমিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিল দ্বিজবরে।
যোড়হাত হ'য়ে রাজা বলেন বচনে।
কিহেতু আইলে তুমি, কহ বিবরণ ॥
রাজার বচন শুনি দেব-নারায়ণ।
কপট করিয়া কৃষ্ণ বলেন বচন ॥
শুনহ নৃপতি, মম দুঃখের কাহিনী।
কহিতে বদনে মম নাহি সরে বাণী ॥
কৃষ্ণশর্ম্মা-নামে দ্বিজ তোমার নগরে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি কৈনু তার ঘরে ॥
বিবাহ-দিবস দৈবে নিকট হইল।
নিমন্ত্রণে ইষ্ট-বন্ধু-কুটুম্ব আইল ॥
বর ল'য়ে আসিছিনু অতি হরষেতে।
দৈবে এক সিংহ আসি আগুলিল পথে ॥
মম পুত্রে খাইবারে চাহিল কেশরী।
ভয়ে আমি জিজ্ঞাসিনু যোড়হাত করি ॥
আমারে ভক্ষণ কর ছাড়িয়া পুত্রেরে।
এক পুত্র বিনা আর নাহিক সংসারে ॥
পুত্রশোক সহিবারে না পারিব আমি।
শুন সিংহ, আমারে ভক্ষণ কর তুমি ॥
সিংহ বলে, তোমা খেয়ে প্রীতি না পাইব।
নবীন-মাংসেতে আমি উদর পূরিব ॥
তপস্যায় শুষ্ক মাংস তোমার শরীরে।
খাইতে নারিব আমি, কহিনু তোমারে ॥

পুত্রের নিমিত্তে মম হৈল বড় মায়া।
পুনঃ সিংহে কহিলাম যোড়হাত হৈয়া॥
কি বস্তু পাইলে ছাড় আমার কুমারে।
আজ্ঞা কর, সেই দ্রব্য দিব যে তোমারে॥
তবে সিংহ কহিলেক নিদারুণ বাণী।
সে-কথা কহিতে মনে বড় ভয় গণি॥
রাজা বলে, কহ দ্বিজ, সেই ত কথন।
কি কহিল কেশরী, শুনিব বিবরণ॥
বিপ্র বলে, সেই কথা কহিতে না পারি।
যে নিষ্ঠুর বাক্য মোরে কহিল কেশরী॥
শুন বিপ্র, পুত্রের বাঞ্ছহ যদি প্রাণ।
শিখিধ্বজ-অঙ্গ-মাংস শীঘ্র কাটি আন॥
নানাভোগযুক্ত সেই রাজ-কলেবর।
খাইতে আমার বাঞ্ছা আছয়ে বিস্তর॥
তবে সে ছাড়িব আমি তোমার নন্দনে।
এত বলি আজ্ঞা দিল কঠিন বচনে॥
নির্ব্বন্ধ করিয়া আইলাম তব স্থান।
তুমি অঙ্গ দিলে রহে তনয়ের প্রাণ॥
এই ভিক্ষা মাগি আমি তোমার গোচরে।
আইলাম হেথা ইহা করিয়া অন্তরে॥
এতেক বচন বিপ্র বলে বারে বারে।
নিজ তনু দিয়া তুমি রাখহ কুমারে॥
দ্বিজের শুনিয়া কথা হরিষ রাজন্।
দিব বলি অঙ্গীকার করিল তখন॥
তাহা শুনি পাত্রমিত্র করে হাহাকার।
যোড়হাত করি বলে রাজার কুমার॥
তাম্রধ্বজ বলে, পিতা, শুন নিবেদন।
তুমি গেলে শূন্য হবে রাজসিংহাসন॥
আমি যাই, দ্বিজসঙ্গে সিংহের সম্মুখে।
পরম-হরিষে সিংহ খাইবে আমাকে॥
রাজা বলে, যদি লয় তোমারে ব্রাহ্মণ।
তবে সত্য হয় পুত্র, আমার বচন॥
তবে তাম্রধ্বজ বড় সম্প্রীতি পাইয়া।
দ্বিজ-কাছে কহে কথা যোড়হাত হৈয়া॥
শুন দ্বিজ, আপনাকে করি নিবেদন।
যেই পিতা, সেই পুত্র, শাস্ত্রের কথন॥
আমার নবীন মাংসে তুষ্ট হবে হরি।
পুত্র ল'য়ে যাবে তুমি আপনার পুরী॥
সিংহাসন শূন্য হবে রাজার বিহনে।
আমি শিশুমতি, প্রজা পালিব কেমনে॥
অনুমতি দেহ, আমি যাই সিংহ-পাশে।
নিজপুত্র ল'য়ে তুমি যাহ গৃহবাসে॥
এত যদি কহিলেন নৃপতি-নন্দন।
তাহা শুনি হাসি বলে কপট ব্রাহ্মণ॥
যেই পুত্র, সেই পিতা, কহিলে প্রমাণ।
সমান শরীর, ইথে কিছু নাহি আন॥
কিন্তু সে সিংহের কথা কহি যে তোমারে।
নৃপতির অর্দ্ধ-অঙ্গ মাগিল আমারে॥
নৃপতির অর্দ্ধ-অঙ্গ যদি পাই ভিক্ষা।
তবে সে আমার পুত্র হইবেক রক্ষা॥
শুন রাজা, শিখিধ্বজ, আমার বচন।
সমস্ত শরীরে মম নাহি প্রয়োজন॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ দিবে যদি বলহ আমারে।
পুত্রহেতু ভিক্ষা আমি মাগিনু তোমারে॥
রাজা বলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ দিব আপনার।
ইহাতে তিলেক দুঃখ নাহিক আমার॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ ব্রাহ্মণে দিবেন নরপতি।
সমাচার পায় পুরে রাণী কুমুদ্বতী॥
দুই চারি দাসী-সঙ্গে আইল সেখানে।
যোড়হাত করি বলে দ্বিজ-সন্নিধানে॥
নৃপতির অর্দ্ধ-অঙ্গ গণি যে আমাকে।
মোরে সিংহে দিয়া রাখ আপন বালকে॥
কেন সিংহাসন শূন্য কর দ্বিজবর।
আজ্ঞা দেহ, আমি যাই সিংহের গোচর॥
আমা দরশনে তুষ্ট হইবে কেশরী।
পুত্র ল'য়ে যাহ তুমি আপনার পুরী॥
এত যদি রাজরাণী করিল সাহস।
গোবিন্দে নিন্দেন পার্থ হইয়া বিরস॥

তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুনহ রাজন্।
নারী-বাম-অঙ্গ, মোর নাহি প্রয়োজন॥
দক্ষিণাঙ্গ-হেতু সিংহ কহিল আমারে।
যাচিঞা করিনু আমি তোমার গোচরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দেহ মোরে, শুন নরপতি।
মন দিয়া শুন তুমি সিংহের ভারতী॥
স্ত্রী-পুত্রে করাত দিয়া তোমারে চিরিবে।
তবে তব অর্দ্ধ অঙ্গ কেশরী লইবে॥
কেশরী কহিল এই নিষ্ঠুর বচন।
তবে সে পাইব আমি আপন নন্দন॥
পরকালে তরিবারে এত যত্ন করি।
পুত্র-বিনে পুন্নাম-নরকে ঘুরে মরি॥
অতএব এই ভিক্ষা মাগিনু তোমারে।
কাতর না হও, অর্দ্ধ-অঙ্গ দেহ মোরে॥
দক্ষিণাঙ্গ দিয়া হে পূরাহ অভিলাষ।
পরিণামে তোমার হইবে স্বর্গবাস॥
শিখিধ্বজ বলে, অর্দ্ধ-অঙ্গ দিব আমি।
ক্ষণেক বিলম্ব কর দ্বিজবর, তুমি॥
রাজা বলে, তাম্রধ্বজ, আর রহ কেনে।
করাতে চিরহ আমা সবা-বিদ্যমানে॥
এত বলি স্নানদান করিয়া নৃপতি।
সভাতে বসিল রাজা দিব্যাসন পাতি॥
বসিলেন শিখিধ্বজ পূর্ব্বমুখ হৈয়া।
নবীন তুলসী-মালা গলায় পরিয়া॥
স্নান করি তাম্রধ্বজ জননীর সনে।
হাতেতে করাত নিল আনন্দিত-মনে॥
ব্রাহ্মণের আজ্ঞা পুনঃ ল'য়ে যোড়হাতে।
করাত দিলেন তবে জনকের মাথে॥
অর্দ্ধ-অঙ্গ দেয় রাজা, উঠিল ঘোষণা।
দেখিতে আইল যত নগরের জনা॥
শিশু বৃদ্ধ যুবা কেহ না রহিল ঘরে।
স্ত্রী-পুরুষ উপনীত নৃপতির পুরে॥
পথে যেতে পরস্পর কহে কোন জন।
আপনাকে নাশে রাজা ধর্ম্মের কারণ॥
কেহ বলে, ধন্য-ধন্য শিখিধ্বজ রায়।
নিজ তনু দিয়া রাজা স্বর্গপুরী যায়॥
কেহ বলে, ক্লেশ-বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম।
কেহ বলে, নরপতি কৈল বড় কর্ম্ম॥
অনিত্য শরীর এই, বিচারিয়া মনে।
আপনার অঙ্গ কাটি দিলেন ব্রাহ্মণে॥
চল চল দেখি গিয়া নৃপতি-সাহস।
ভুবন ভরিয়া রাজা রাখিলেন যশ॥
দূর হবে যত পাপ রাজ-দরশনে।
দেখিলে সাহস হয়, সত্য জানি মনে॥
এত বলি সর্ব্বজন তথায় চলিল।
নৃপতির পুত্র, পত্নী করাত ধরিল॥
রাজা শিখিধ্বজ বলে, শুন কুমুদ্বতি।
আমাকে চিরিতে নাহি হবে দুঃখমতি॥
করাত ধরহ, আমি ভয় নাহি করি।
চিরহ মস্তক মম শুদ্ধচিত্ত করি॥
মাতা-পুত্রে আনন্দিত রাজার বচনে।
চিরিছে মস্তক তার কৃষ্ণ-বিদ্যমানে॥
নৃপতির পুরেতে উঠিল হাহাকার।
বামচ'ক্ষে রাজার পড়িল জলাধার॥
অন্তর্য্যামী ভগবান্ জানেন সকল।
বলেন ঈষৎ হাসি ভকত-বৎসল॥
আর অর্দ্ধ-অঙ্গে মম নাহি প্রয়োজন।
অশ্রদ্ধায় দান আমি না করি গ্রহণ॥
কান্দিয়া অর্দ্ধেক অঙ্গ তুমি দিলে মোরে।
এ-দান লইয়া আমি নারি তরিবারে॥
না চিরিহ নৃপতিরে, শুন রাজজায়া।
দান নাহি লই আমি করে যদি মায়া॥
এত বলি নারায়ণ ধনঞ্জয়-সাথে।
সভা ত্যজি উঠিলেন আপনি ত্বরিতে॥
কুমুদ্বতী বলে নৃপে যোড়হাত হৈয়া।
না নিলেন দান দ্বিজ কিসের লাগিয়া॥
শুনিয়া কহিল রাজা প্রিয়ারে বচন।
কাতর দেখিয়া দান না নিল ব্রাহ্মণ॥

এত বলি রাজা বামনেত্রে জল ত্যজে।
যোড়হাত হ'য়ে বলে ছদ্মবেশী দ্বিজে॥
বাম নয়নেতে মম দেখি জলধার।
কাতর হইনু, মনে হইল তোমার॥
তোমার সাক্ষাতে সত্যকথা কহি আমি।
করাতের ব্যথা নয়, শুন দ্বিজ তুমি॥
যে-কারণে অশ্রুপাত বাম নয়নেতে।
তাহার কারণ আমি কহি যে তোমাতে॥
দক্ষিণাঙ্গ তুমি মম করিলে গ্রহণ।
অভিমানে বাম চক্ষু করয়ে ক্রন্দন॥
এই আপনার দোষ কহি যে তোমারে।
দক্ষিণাঙ্গ ল'য়ে তুমি যাহ ত সত্বরে॥
এই বাক্য বলে যদি কৃষ্ণ-বিদ্যমানে।
তাহা শুনি শ্রীহরির দয়া হৈল মনে॥
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ, শুন নরপতি।
আমি তোমা পরীক্ষিনু অর্জ্জুন-সংহতি॥
তাম্রধ্বজ-যুদ্ধে বড় সম্প্রীতি পাইয়া।
আইলাম পার্থ-সঙ্গে কপট করিয়া॥
তোমার সাহস যত দেখিলাম আমি।
ঘুষিতে রাখিলে যশ, ধন্য রাজা তুমি॥
এত বলি বিপ্ররূপ ত্যজিয়া মুরারি।
সেইক্ষণে হইলেন শঙ্খচক্রধারী॥
গদাপদ্ম চতুর্ভুজ, বনমালা গলে।
ঝলমল করে কর্ণ মকরকুণ্ডলে॥
ভকত-বৎসল হরি জানে নানা মায়া।
মুগ্ধ করিলেন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশিয়া॥
তবে রাজা শিখিধ্বজ হরষিত হৈয়া।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া॥
পরশিল নৃপ-শির দেব বিশ্বপতি।
রাজা শিখিধ্বজ হৈল সুন্দর মূরতি॥
তা' দেখি উঠিল পুরে জয়-জয়কার।
প্রণমিল কৃষ্ণপদে রাজার কুমার॥
কৃষ্ণপদ পরশিল রাজার রমণী।
আশীর্ব্বাদ সবাকারে দিল চক্রপাণি॥
যোড়হাতে নরপতি করেন স্তবন।
পরম কারণ তুমি দেব নিরঞ্জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনরূপ তুমি।
তোমার মহিমা প্রভু, কি বলিব আমি॥
করে পরশিলে তুমি আমারে শ্রীহরি।
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি॥
সিদ্ধ হৈল অশ্বমেধ, শুন নারায়ণ।
অশ্ব লহ, যজ্ঞে মম নাহি প্রয়োজন॥
এত বলি দুই অশ্ব সেখানে আনিল।
কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্ব অর্জ্জুনেরে দিল॥
অর্জ্জুনের হাতে ধরি করিল প্রবোধ।
ক্ষম অপরাধ মম, তুমি মহাযোধ॥
তাম্রধ্বজ যুদ্ধ কৈল তোমার সংহতি।
ক্ষমহ সকল দোষ পাণ্ডবের পতি॥
অর্জ্জুন বলেন, রাজা, নহে অবিচার।
আচরিল ক্ষত্রধর্ম্ম তনয় তোমার॥
তবে কৃষ্ণ কহিলেন, শুন নৃপবর।
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে যাবে হস্তিনানগর॥
আমন্ত্রণ তোমারে দিলেন নরপতি।
কহিলাম তোমারে যে, কর অবগতি॥
নরপতি বলে, আমি অর্জ্জুনের সাথে।
আজ্ঞা দেহ, যাই দেব, তুরগ রাখিতে॥
তাম্রধ্বজ পুত্রে ডাকি সকলি কহিল।
পুরী রাখিবারে সেই অঙ্গীকার কৈল॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রাজা চলিল আপনি।
সঙ্গেতে কতেক সৈন্য, লেখা নাহি জানি॥
মূর্চ্ছাগত সৈন্য যত আছিল সমরে।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে সবে উঠিল সত্বরে॥
কোলাহলে চলে পাণ্ডবের সেনাগণ।
অর্জ্জুনাদি অশ্ব-পিছে করিল গমন॥
কাশীরাম দাসের প্রণাম সাধুজনে।
সদা যেন রহে মতি গোবিন্দ-চরণে॥

● সরস্বতীপুরে অর্জ্জুনাদির প্রবেশ ও যমের সহিত যুদ্ধ

শ্রীজনমেজয় বলে, শুন মহামুনি।
কোন্ দেশে গেল অশ্ব, কহ দেখি শুনি॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
সরস্বতীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥
বীরব্রহ্ম-নামে রাজা তার অধিকারী।
সেই দেশে যান পার্থ সহিত শ্রীহরি॥
বীরব্রহ্ম নৃপতির পুত্র পঞ্চজন।
মহাবলবান্ তারা, গুণে বিচক্ষণ॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে তারা আছিল নগরে।
দৈবে দুই অশ্বে তারা দেখিল গোচরে॥
বীর্য্যমদে অহঙ্কারে তুরগ ধরিল।
অনুচরে নিয়োজিয়া পুরে পাঠাইল॥
ধনুর্ব্বাণ হস্তে নিল পঞ্চ সহোদর।
সৈন্যেতে বেষ্টিত রহে করিতে সমর॥
তুরগ ধরিল বীরব্রহ্মের নন্দন।
তাহা শুনি অর্জ্জুনের বিষণ্ণ বদন॥
আগু হৈল বৃষকেতু ধনুর্ব্বাণ-করে।
বৃষকেতু ডাক দিয়া বলয়ে তাহারে॥
কে ধরিল যজ্ঞ-হয়, দেহ পরিচয়।
আয়ুশেষ হৈল কার, যাবে যমালয়॥
বৃষকেতু-বচনেতে কহে পঞ্চজন।
মোরা অশ্ব ধরি বীরব্রহ্মের নন্দন॥
যজ্ঞহেতু জনকের আছে অভিলাষ।
অশ্বমেধযজ্ঞ করি যাবে স্বর্গবাস॥
দৈবে আসি দুই অশ্ব মিলিল নগরে।
কে তোমরা পরিচয় দেহ আমাদেরে॥
বৃষকেতু বলে, আমি কর্ণের নন্দন।
পরিচয়ে তব সঙ্গে কোন্ প্রয়োজন॥
বাক্যজালে দোঁহাকার ক্রোধ উপজিল।
বৃষকেতু দশ বাণ ধনুকে যুড়িল॥
বীরব্রহ্ম-পুত্র তাহা নিবারিল বাণে।
মারিল বিংশতি বাণ কর্ণের নন্দনে॥
বাণাঘাতে বৃষকেতু মনে পায় ভয়।
হাতে বাণ, আগু হৈল অর্জ্জুন-তনয়॥
চিত্রাঙ্গদাসুত বীর বরিষয়ে বাণ।
পঞ্চজনে বিন্ধিয়া করিল খান খান॥
বৃষকেতু-বভ্রুবাহ বরিষয়ে শর।
বাণাঘাতে ভঙ্গ দিল পঞ্চ সহোদর॥
গজ বাজী পদাতিক ক্ষয় হৈল রণে।
নিবেদয়ে পঞ্চ ভাই জনকের স্থানে॥
যুদ্ধ-বিবরণ যত পিতারে কহিল।
তাহা শুনি বীরব্রহ্মে ক্রোধ উপজিল॥
জামাতার প্রতি তবে কহিল নৃপতি।
রাখহ আমার দেশ করিয়া শকতি॥
পরাভব পায় মম পুত্র পঞ্চজন।
আপনি সাজিয়া যাহ করিবারে রণ॥
তোমার সাহসে কারে ভয় নাহি করি।
বাহুবলে তুমি রক্ষা কর মম পুরী॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি সূর্য্যের নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষে করয়ে আরোহণ॥
সংগ্রামে শমন এল দণ্ড ল'য়ে হাতে।
দরশনে সৈন্যগণ ভয় পায় চিতে॥
বভ্রুবাহ-আদি করি যত বীরগণ।
প্রাণপণে কৈল সবে বাণ-বরিষণ॥
শেল টাঙ্গি নানা অস্ত্র মুষল মুদ্গর।
ভিন্দিপাল-ক্ষুরপ্রাদি বাণ প্রাণহর॥
সাহসে যুঝিছে যত পাণ্ডবেরগণ।
শমন দণ্ডেতে সব করে নিবারণ॥
যুবনাশ্ব অনুশাল্ব সুবেগ-কুমার।
ধনুক ধরিয়া সবে করে মহামার॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ বরিষয়ে বাণ।
সাত্যকি ধনুক ধরি করয়ে সংগ্রাম॥
গদাহাতে ভীমসেন প্রবেশিল রণে।
যমের সংগ্রাম দেখি ভয় পায় মনে॥
প্রদ্যুম্ন সে বীরবর অনেক যুঝিল।
যমের সংগ্রামে সবে বিষণ্ণ হইল॥

ভয়ে ভঙ্গ দিল সবে রণ পরিহরি।
যুঝিতে অর্জ্জুন আইলেন ধনু ধরি॥
সাহস করিয়া করিলেন বহু রণ।
দণ্ডহস্তে যম সব করে নিবারণ॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র পাশুপত পূরেন সন্ধান।
সংগ্রামে সমর্থ নহে, মনে ভয় পান॥
যুদ্ধ ত্যজি পার্থ জিজ্ঞাসেন নারায়ণে।
সংগ্রামে আইল যম কিসের কারণে॥
কৃষ্ণ কহিলেন আদি-অন্তের কথন।
শুনিয়া প্রবোধ পান কুন্তীর নন্দন॥
সেই কথা কহি আমি, শুন নরপতি।
শুনি ভারতের কথা কৃষ্ণে হয় মতি॥
শুন রাজা জন্মেজয়, অপূর্ব্ব কাহিনী।
বীরব্রহ্ম-কন্যা এক নামেতে মালিনী॥
পরম সুন্দরী কন্যা রতি জিনি রূপ।
দুহিতা দেখিয়া বড় আনন্দিত ভূপ॥
দিনে দিনে সেই কন্যা বাড়িতে লাগিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন কলাতে পূরিল॥
বিবাহের যোগ্যা কন্যা দেখিয়া তখনে।
বীরব্রহ্ম মহারাজ বিচারিল মনে॥
বিবাহের যোগ্যা হৈল, ভাল নহে কাজ।
কালাতীত হ'লে কন্যা হয় লোকলাজ॥
স্বয়ম্বরহেতু রাজা বিচারিল মনে।
ডাকিয়া বলিল যত পাত্র-মিত্রগণে॥
স্বয়ম্বর-উদ্যোগ শুনিয়া রূপবতী।
যোড়হাতে জনকেরে বলিল ভারতী॥
কিসের লাগিয়া তুমি কর স্বয়ম্বর।
যমে আমি বরিয়াছি মনের ভিতর॥
যমে আনি বিভা দেহ, শুন নরপতি।
ত্রিভুবনে মম যোগ্য দেখি সেই পতি॥
মরিলে সকলে যায় যমের নগরী।
কাহাকে বরিব আর তাঁরে পরিহরি॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীরব্রহ্ম রায়।
মহামুনি নারদেরে আনিল সভায়॥
নৃপ-আমন্ত্রণ পেয়ে এল তপোধন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ॥
কহিল আপন কথা করিয়া বিনয়।
মহামুনি নারদ গেলেন যমালয়॥
নারদে দেখিয়া যম করিল আদর।
যোগাইল পাদ্য-অর্ঘ্য আসন সত্বর॥
যম বলে, কি হেতু আইলে তপোধন।
মম ভাগ্যে তোমার হইল আগমন॥
নারদ বলেন, যম, শুন মন দিয়া।
বীরব্রহ্ম রাজা মোরে দিল পাঠাইয়া॥
মালিনী নামেতে তার কন্যা সুলোচনা।
তুমি স্বামী হবে, তার আছয়ে বাসনা॥
এইহেতু আগমন তোমার গোচরে।
আমার বচনে চল সরস্বতীপুরে॥
অলঙ্ঘ্য মুনির বাক্য লঙ্ঘিতে নারিয়া।
রবিসুত যাত্রা কৈল ব্যাধিগণ লৈয়া॥
যম-আগমনে ব্যাধি লোকেরে পীড়িল।
ব্যাধি ভয়ে লোক সব দুঃখিত হইল॥
তবে নারদেরে জিজ্ঞাসিল নরপতি।
ব্যাধিহেতু প্রজা-নাশ, কি করি যুকতি॥
মুনি বলে, রাজা, ধর্ম্ম-পথে দেহ মন।
ব্যাধি না করিবে বল শুনহ বচন॥
নারদের বাক্যে বীরব্রহ্ম নরপতি।
পাত্রমিত্রপ্রজা সবে ধর্ম্মে দিল মতি॥
তবে রাজা জিজ্ঞাসিল নারদের স্থানে।
যমের বিলম্ব প্রভু, কিসের কারণে॥
মুনি বলে, আসিবেন সূর্য্যের নন্দন।
নিশ্চয় তোমার কন্যা করিবে গ্রহণ॥
মালিনীর অভিলাষ বুঝিয়া অন্তরে।
শমন আইল বীরব্রহ্মের গোচরে॥
পরিচয় আপনার কহিল রাজনে।
হরষিত বীরব্রহ্ম যম-আগমনে॥
শুভক্ষণ করি কন্যা দিল নরপতি।
মালিনীর সঙ্গে হৈল পরম পীরিতি॥

তবে বীরব্রহ্ম বলে যমের গোচরে।
কৃপা করি আপনি থাকিবে মম পুরে ॥
যম বলে, শুন রাজা, আমার বচন।
কতদিন পুরে তব করিব বঞ্চন ॥
নর-নারায়ণ দোঁহে না দেখি যাবৎ।
সত্য কহিলাম, আমি থাকিব তাবৎ ॥
রাজা বলে, হবে মম কৃষ্ণ-দরশন।
নিশ্চয় কহিলে তুমি এ-সব বচন ॥
আমি যবে নারায়ণে দেখিব নয়নে।
সেই কালে যাবে তুমি আপন ভুবনে ॥
যমের বচন তবে না হইল আন।
অর্জ্জুন-সহিত পুরে যান ভগবান্ ॥
জামাতার সঙ্গে যুদ্ধে আইল রাজন্।
আপনি অর্জ্জুনে কহিলেন নারায়ণ ॥
শুন রাজা জন্মেজয়, কহিনু তোমারে।
বীরব্রহ্ম রাজা গেল, সংগ্রাম-ভিতরে ॥
দু'জনে করিল রণ অর্জ্জুনের সনে।
জর্জ্জর হ'লেন পার্থ দোঁহাকার বাণে ॥
যুদ্ধকালে ক্রোধ করি পাণ্ডুর কুমার।
এড়েন বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষ্ণু অবতার ॥
দেখিয়া পলায় বীরব্রহ্ম নৃপমণি।
হাতে দণ্ড করি যম যুঝেন আপনি ॥
যমে দেখি কুপিত হইল হনূমান্।
লাঙ্গুলে জড়ায় তার সর্ব্বপুরীখান ॥
সাগরে ফেলিব বলি কৈল হেন মনে।
দণ্ড ত্যজি যম বলে গোবিন্দ-চরণে ॥
হনূমানে আমার নাহিক অধিকার।
আপনি রাখহ পুরী সংসারের সার ॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি বল হনূমানে।
রাখিবে রাজার পুরী তোমার বচনে ॥
তবে হনূমানে যম করিল বিনয়।
মহাবলবান্ তুমি পবন-তনয় ॥
তোমার সমান বীর নাহি ত্রিভুবনে।
বিনাশিলে লঙ্কাপুরী আপন বিক্রমে ॥
সরস্বতী পুরীখান মোরে দেহ দান।
আমার বচন রাখ বীর হনূমান্ ॥
তুলিল লাঙ্গুল বীর ঈষৎ হাসিয়া।
কৃষ্ণপাশে গেল যম যোড়হাত হৈয়া ॥
প্রণমিয়া কহিলেন দেব-নারায়ণে।
রাজারে সদয় হও মম নিবেদনে ॥
অনুমতি দেন কৃষ্ণ যমের উত্তরে।
বীরব্রহ্ম রাজা গেল কৃষ্ণের গোচরে ॥
তুরঙ্গে থুইয়া আগে করিল প্রণতি।
নর-নারায়ণ দেখি আনন্দিত-মতি ॥
যোড়হাতে বীরব্রহ্ম করিল স্তবন।
হইলেন সুপ্রসন্ন নৃপে নারায়ণ ॥
বিদায় হইয়া যম গেল নিজ পুরী।
তবে নৃপতিরে আজ্ঞা করেন শ্রীহরি ॥
যুধিষ্ঠির-যজ্ঞে তুমি করহ গমন।
শুন বীরব্রহ্ম, তোমা কৈনু নিমন্ত্রণ ॥
বীরব্রহ্ম বলে, আমি ত্যজিলাম পুর।
অর্জ্জুন-সঙ্গেতে যাব, শুনহ ঠাকুর ॥
পুত্রে সিংহাসন দিয়া বীরব্রহ্ম রায়।
অর্জ্জুন-সহিত অশ্ব রাখিবারে যায় ॥
কহিনু তোমারে আমি এই বিবরণ।
অশ্বসঙ্গে আপনি চলেন নারায়ণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম কহে, শুনি বাড়ে দিব্যজ্ঞান ॥

কৌণ্ডিন্যপুরে অর্জ্জুনাদির প্রবেশ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
কৌণ্ডিন্য-নগরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
সেই দেশে চন্দ্রহংস-নামে নরপতি।
পরম ধার্ম্মিক রাজা, বিষ্ণুতে ভকতি ॥
প্রবেশ করিল ঘোড়া কৌণ্ডিন্য-নগরে।
দূত গিয়া সমাচার দিলেক রাজারে ॥

অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
যোড়হাতে চন্দ্রহংস রহে দণ্ডাইয়া॥ পৃষ্ঠা—১১২৭

তাহা শুনি চন্দ্রহংস অশ্বকে ধরিল।
লিখন পড়িয়া সব বৃত্তান্ত জানিল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে।
অনুজ অর্জ্জুন এল অশ্ব রাখিবারে ॥
তাহা শুনি সানন্দ অন্তরে নরপতি।
দেখিব গোবিন্দে পার্থ-রথের সারথি ॥
অর্জ্জুনের মিলনে দেখিব নারায়ণে।
সফল আমার জন্ম হৈল এতদিনে ॥
এত বলি দুই অশ্ব ধরিয়া সত্বরে।
বান্ধিয়া রাখিল ল'য়ে নিজ অন্তঃপুরে ॥
সেই পুরে প্রবেশিতে বায়ু নাহি পারে।
শুনি অর্জ্জুনের চিন্তা হইল অন্তরে ॥
হেনকালে আইলেন নারদ সেখানে।
অর্জ্জুন প্রণাম কৈল মুনির চরণে ॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মুনি বসিল আসনে।
পাইলেন বহু প্রীতি কৃষ্ণ-দরশনে ॥
অর্জ্জুন বলেন, প্রভু, শুন নিবেদন।
কোথা গেল দুই অশ্ব সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
অশ্ব না দেখিয়া আছি দুঃখিত অন্তরে।
কৃপা করি তার তত্ত্ব বলহ আমারে ॥
নারদ বলেন, শুন পাণ্ডুর তনয়।
চন্দ্রহংস-পুরে দেখিলাম দুই হয় ॥
অর্জ্জুন বলেন, রাজা কাহার সন্ততি।
ধরিল আমার অশ্বে, কেমন শকতি ॥
নারদ বলেন, শুন তাহার কথন।
চন্দ্রহংস মহারাজ বিষ্ণুপরায়ণ ॥
তাঁর দুই পুত্র আছে অতি অনুপাম।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ এ উভয়ের নাম ॥
ধরিল তোমার ঘোড়া নিজ অহঙ্কারে।
চন্দ্রহংস-কথা যত কহিব তোমারে ॥
আদ্যোপান্ত যাবৎ কহেন মুনিবর।
তাহা শুনি ধনঞ্জয় সম্প্রীত-অন্তর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● চন্দ্রহংস রাজার কথা

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, শুন তপোধন।
বিস্তারিয়া কহ চন্দ্রহংসের কথন ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন নরপতি।
আদ্যোপান্ত কহি চন্দ্রহংসের ভারতী ॥
বড় দুঃখী ছিল চন্দ্রহংস শিশুকালে।
ধার্ম্মিক তাহার সম নাহি ভূমণ্ডলে ॥
দধিমুখ তার পিতা বিষ্ণুপরায়ণ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিনা আর না জানে রাজন্ ॥
অপুত্রক হ'য়ে রাজা আছে চিরকাল।
পুত্রের কারণে যজ্ঞ কৈল মহীপাল ॥
কত দিনে চন্দ্রহংস জনম লভিল।
পুত্র-দরশনে রাজা প্রফুল্ল হইল ॥
পুত্রের নিমিত্তে রাজা কৈল নানা দান।
গজ-বাজী বিলাইল বিচিত্র বিমান ॥
পরকূটে মৈল দধিমুখ নরপতি।
স্বামীর মরণে মৈল রাজার যুবতী ॥
তিন দিবসের শিশু, কিছু নাহি জানে।
ধাত্রীতে পালিল তারে পরম-যতনে ॥
রক্তশূল-রোগে ধাত্রী মরণ লভিল।
মাতামহ আসিয়া শিশুরে ল'য়ে গেল ॥
পরম-যতনে তারে করয়ে পালন।
রাখিলেন চন্দ্রহংসে দেব নারায়ণ ॥
দিনে দিনে রাজপুত্র বাড়িতে লাগিল।
চন্দ্রহংস বলিয়া শিশুর নাম দিল ॥
পঞ্চবৎসরের হৈল কুমার সুন্দর।
মাতামহ-গৃহে আছে হরিষ-অন্তর ॥
শুনহ জনমেজয় অপূর্ব্ব কাহিনী।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন চক্রপাণি ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি-নামেতে রাজার পাত্র ছিল।
খাদ্যে কালকূট দিয়া রাজারে মারিল ॥
আপনি করয়ে রাজ্য বসি সিংহাসনে।
জন্মিয়াছে চন্দ্রহংস, ইহা নাহি জানে ॥

প্রতিদিন মন্ত্রী করে পুরাণ-শ্রবণ।
প্রজাকে পীড়য়ে, ধর্ম্মপথে নাহি মন ॥
হের দেখ, দেবমায়া কে বুঝিতে পারে।
নগর-নিবাসী যত যায় রাজপুরে ॥
শুনয়ে পুরাণ-পাঠ করিয়া যতন।
শিশু সঙ্গে চন্দ্রহংস করয়ে গমন ॥
বসিয়া সমাজে শিশু শাস্ত্রকথা শুনে।
ভক্তির উদয় হৈল পুরাণ-শ্রবণে ॥
শিশু দেখি আনন্দিত যত দ্বিজগণ।
মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসে, এই কাহার নন্দন ॥
নৃপতি লক্ষণ দেখি এর কলেবরে।
রাজা হইবেক এই কৌণ্ডিন্য-নগরে ॥
অন্যথা ইহাতে নাহি, শুন মন্ত্রিবর।
কহিনু ভবিষ্যকথা তোমার গোচর ॥
মন্ত্রী বলে, নাহি জানি কাহার নন্দন।
অকস্মাৎ কি-কথা কহিল দ্বিজগণ ॥
বিপ্র বলে, এ-শিশুর নিরখিয়া মূর্ত্তি।
লক্ষণে জানিনু, হবে রাজচক্রবর্তী ॥
জন্মিল তোমার রিপু, ইথে নাহি আন।
শুন মন্ত্রীবর, তুমি হও সাবধান ॥
বিপ্রের বচনে মন্ত্রী বিস্মিত হইল।
শিশুর বৃত্তান্ত লোক-মুখেতে শুনিল ॥
দধিমুখ-পুত্র চন্দ্রহংস শিশুমতি।
শুনিল লোকের মুখে নিশ্চয় ভারতী ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি দ্বিজ-সঙ্গে করিল বিচার।
মনেতে লাগিল প্রভু, বচন তোমার ॥
এই শিশু বিনাশিতে করিব যতন।
বিপ্র বলে, এ-শিশুর নাহিক মরণ ॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি গেল নিজপুরে।
বিরলে বসিয়া একা মনেতে বিচারে ॥
ব্যাধি-ঋণ-রিপু-শেষ থাকিলে বিষম।
মিথ্যা নহে এই কথা, কহে সর্ব্বজন ॥
এইকালে বিনাশিব নৃপতি-কুমারে।
নহে অবশেষে দুঃখ দিবেক আমারে ॥

ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী তবে মনে বিচারিয়া।
আদেশিল চণ্ডালেরে হরষিত হৈয়া ॥
চন্দ্রহংসে মার শীঘ্র করিয়া যতন।
তো' সবে তুষিব আমি দিয়া নানা ধন ॥
মন্ত্রীর বচনে তারা করিল স্বীকার।
শিশু বিনাশিব প্রভু, কত বড় ভার ॥
মন্ত্রী বলে, তত্ত্ব যেন কেহ নাহি জানে।
ছল করি তারে ল'য়ে যাবে ঘোর বনে ॥
আজ্ঞায় চণ্ডালগণ চলিল ত্বরিতে।
বনে প্রবেশিল চন্দ্রহংসে ল'য়ে সাথে ॥
দূরে গেল যথা নাহি মনুষ্য-সঞ্চার।
বন দেখি ভয় পান নৃপতি-কুমার ॥
বুঝিতে ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি পারে।
দয়া উপজিল দেখ চণ্ডাল-শরীরে ॥
চণ্ডাল-সকলে মেলি করিল যুকতি।
নয়নে না দেখি মোরা এমত মুরতি ॥
কিমতে বধিব এই শিশুর জীবন।
কেহ বলে, না মারিব শিশু সুলক্ষণ ॥
কনিষ্ঠ অঙ্গুলি বাম পদের কাটিল।
কুক্কুর কাটিয়া রক্ত নৃপে দেখাইল ॥
খলমতি ধৃষ্টবুদ্ধি হরিষ-অন্তরে।
সম্প্রীতি পাইয়া তবে সুখে রাজ্য করে ॥
কলিঙ্গ-নামেতে মন্ত্রী তার এক জন।
মৃগয়া করিতে সেই করিল গমন ॥
শুনিল বনের মধ্যে শিশুর ক্রন্দন।
কলিঙ্গ শিশুকে দেখি আনন্দিত-মন ॥
অপুত্রক ছিল, শিশু দেখিয়া নয়নে।
হরিষেতে ল'য়ে গেল নিজ নিকেতনে ॥
চন্দ্রহংস আপনার পরিচয় দিল।
শুনিয়া কলিঙ্গ মনে সম্প্রীতি পাইল ॥
দিনকত পরে দিল নগরে ঘোষণা।
কলিঙ্গের পুত্র হৈল বলে সর্ব্বজনা ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি শুনিলেক এ-সব কাহিনী।
যাচকে দিলেক দান নানা ধন মণি ॥

অপুত্রক ছিল পাত্র, হইল সন্ততি।
শুনিয়া পাইল মনে অতিশয় প্রীতি॥
হেথা চন্দ্রহংস শিশু বাড়ে দিনে দিনে।
অস্ত্রশস্ত্রে নানা বিদ্যা জানিলেক ধ্যানে॥
ষোড়শ বৎসর হৈল শিশু বলবান্।
শয়নে-স্বপনে ভাবে দেব ভগবান্॥
একাদশী-ব্রত করি পূজে গদাধর।
তাহা দেখি কলিঙ্গ যে হরিষ-অন্তর॥
বৈষ্ণব হইল পুত্র, বিষ্ণুতে ভকতি।
হের দেখ, সংসর্গের গুণ নরপতি॥
কলিঙ্গ-নগরে ছিল যত প্রজাগণ।
চন্দ্রহংস ডাকি সবে বলয়ে বচন॥
একাদশী করি সবে পূজ নারায়ণ।
অন্যথা না কর, বাক্য শুন প্রজাগণ॥
যদ্যপি করিবে মোর নগরে বিশ্রাম।
শুদ্ধচিত্ত হ'য়ে সবে কর হরিনাম॥
পাষণ্ড-জনের মুখ দেখিতে না চাই।
ব্রত করি হর্ষে পূজ গোবিন্দে সবাই॥
একাদশী-ব্রত যেই জন না করিবে।
সত্য কহিলাম সেই দেশে না থাকিবে॥
জীবহিংসা না করিবে আমার সংসারে।
এই নিরূপণ আমি কহিনু সবারে॥
স্বধর্ম্মে থাকিয়া পূজ দেব নারায়ণ।
অন্তেতে পাইবে স্বর্গ, শাস্ত্রের লিখন॥
কৃষ্ণপদে যেইজন হইবেক বাম।
কলিঙ্গনগরে তার নাহি রাখি নাম॥
এত যদি চন্দ্রহংস বলিল বচন।
সমাদরে নিল আজ্ঞা যত প্রজাগণ॥
একাদশী করে চন্দ্রহংসের সংহতি।
কলিঙ্গ কহিছে ধৃষ্টবুদ্ধির ভারতী॥
ধৃষ্টবুদ্ধি হৈতে মম যত ধন জন।
ধৃষ্টবুদ্ধি হৈতে মম তুরগ বারণ॥
কর যত বাকী আছে, চাহি পাঠাইতে।
কর নাহি দিলে রাজা দুঃখী হবে চিতে॥
চন্দ্রহংস বলে, করে নাহি প্রয়োজন।
ভেটের সামগ্রী দেহ করি সুশোভন॥
তাহা শুনি কলিঙ্গের হরিষ-অন্তর।
ভেটের সামগ্রী করি দিলেক সত্বর॥
অনুচরগণে তবে কলিঙ্গ ডাকিল।
রাজ-সম্ভাষণে সবে মোর সঙ্গে চল॥
ভেটদ্রব্য যত অনুচর-স্কন্ধে দিয়া।
কলিঙ্গ পাঠায় সব হরষিত হৈয়া॥
সামগ্রী আনিয়া দিল মন্ত্রীর গোচরে।
আয়োজন দেখি মন্ত্রী হরিষ অন্তরে॥
দৈবে একাদশী সেইদিন উপনীত।
স্নান আচরিতে সবে চলিল ত্বরিত॥
মন্ত্রী বলে, কোথা যাহ অনুচরগণ।
রন্ধন-ভোজন হেতু কর আয়োজন॥
অনুচর বলে, প্রভু, আজি একাদশী।
কিছু নাহি খাই মোরা, থাকি উপবাসী॥
স্নান করি আমরা পূজিব নারায়ণ।
কৃষ্ণনামে রজনী করিব জাগরণ॥
একাদশী-প্রভাতে আচরি স্নান-দান।
খাইব প্রসাদ-অন্ন পূজি ভগবান্॥
মন্ত্রী বলে, আরে বেটা, তোরা অল্পমতি।
আমি নাহি জানি, তোরা কবে হৈলি ব্রতী॥
কে দিলেক এই শিক্ষা, বলহ আমারে।
শৌচ-আচমন-জ্ঞান নাহি তো'-সবারে॥
অনুচরগণ বলে, শুন নৃপবর।
শুভক্ষণে জন্মিলেন কলিঙ্গ-কোঙর॥
শিখাইল সেই ব্রত বিষ্ণুর পূজন।
পাষণ্ড নাহিক দেশে তাঁহার কারণ॥
সর্ব্বজন বিষ্ণুভক্ত তাঁহার মিলনে।
কহিনু সকল কথা তোমা-বিদ্যমানে॥
অনুচর-বাক্যে মন্ত্রী বিস্ময় মানিল।
চড়িয়া অপূর্ব্ব ঘোড়া কৌণ্ডিন্যতে গেল॥
মন্ত্রী আগমন শুনি কৌণ্ডিন্য-ঈশ্বর।
আগু হৈয়া আনিলেক করিয়া আদর॥

বসাইল দিব্যাসনে পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া।
পিতাপুত্রে সম্মুখে রহিল দাণ্ডাইয়া॥
কলিঙ্গ বলিল, এই আমার নন্দন।
তোমার প্রসাদে শিশু সর্ব্ব-সুলক্ষণ॥
চন্দ্রহংস-নাম রাখি সুন্দর দেখিয়া।
কহিনু তোমারে আমি নিষ্কপট হৈয়া॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে, কহ আশ্চর্য্য কথন।
আমি বলি, এই নহে তোমার নন্দন॥
গর্ভে ইহা না ধরিল তোমার রমণী।
কিমতে পাইলে তুমি, বল দেখি শুনি॥
মিথ্যা কথা না কহিও আমার গোচরে।
সত্য বাক্য কহ, আমি জিজ্ঞাসি তোমারে॥
কলিঙ্গ বলিল, মন্ত্রী কর অবধান।
মৃগয়া করিতে আমি করিনু প্রয়াণ॥
দৈবেতে পাইনু শিশু বনের ভিতরে।
পালন করিনু আমি আনি নিজ ঘরে॥
এই ত আমার পুত্র ভাগ্যেতে মিলিল।
এ কথা শুনিয়া তার পূর্ব্ব-স্মৃতি হৈল॥
ভাণ্ডিল চণ্ডালগণ শিশুকে রাখিয়া।
কলিঙ্গ-ভবনে এল সঙ্কটে তরিয়া॥
কেমনে ইহারে আমি করিব নিধন।
মনে মনে ধৃষ্টবুদ্ধি করিল ভাবন॥
কপট করিয়া পত্র লিখিব নন্দনে।
চন্দ্রহংসে বিনাশিব বিষের ভক্ষণে॥
এই যুক্তি ধৃষ্টবুদ্ধি মনে বিচারিল।
ইহা-বিনা যুক্তি কিছু মনে না আসিল॥
এইমত বিচার করয়ে খলমতি।
কলিঙ্গে বলয়ে, শুন আমার ভারতী॥
মদনের স্থানে মোর আছে প্রয়োজন।
পত্র ল'য়ে যাক তথা তোমার নন্দন॥
দূতে না পাঠাব আমি এ কার্য্য-সাধনে।
মোর পত্র ল'য়ে যাক তোমার নন্দনে॥
কলিঙ্গ কহিল, ভাল করহ লিখন।
পালিবে তোমার আজ্ঞা আমার নন্দন॥

তবে ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিরলে বসিয়া।
মদনে লিখিল পত্র যতন করিয়া॥
শুন রাজা জন্মেজয়, পত্রের লিখন।
খলের নির্ম্মল মতি নহে কদাচন॥
স্বস্তি আগে লিখিয়া লিখিল আশীর্ব্বাদ।
শুনহ মদন, তুমি আমার সংবাদ॥
চন্দ্রহংসে পাঠাইনু তব বিদ্যমানে।
যাবামাত্র বিষ-দান করিবে যতনে॥
তোমার মঙ্গল হবে এ-কর্ম্ম করিলে।
নহে পুত্র, দুঃখ পাবে অবশেষ কালে॥
কদাচিৎ না লঙ্ঘিবে আমার বচন।
পশ্চাতে যাইব আমি নিজ নিকেতন॥
আমার অপেক্ষা কদাচিৎ না করিবে।
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষ-দান দিবে॥
পত্র লিখি পরে তাতে চিহ্ন এক দিল।
চন্দ্রহংস-হাতে দিয়া বিশেষ কহিল॥
শুন চন্দ্রহংস, তুমি বিষ্ণুপরায়ণ।
মদনে লিখিনু আমি বিশেষ কথন॥
না পড়িবে এই পত্র, নিষেধিনু আমি।
মদনেরে পত্র দিয়া তত্ত্ব আন তুমি॥
শিব-বিষ্ণু ভেদ কৈলে যত পাপ হয়।
এ-পত্র পড়িলে হবে, কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি পত্র দিল চন্দ্রহংস হাতে।
কলিঙ্গ-নন্দন তাহা রাখিলেন মাথে॥
চন্দ্রহংস যাত্রা করিলেন শুভক্ষণে।
মন্ত্রীর নগরে এল আনন্দিত মনে॥
নিদাঘ সময় সে প্রথম জ্যৈষ্ঠমাসে।
দেখিলেন উপবন নগর-প্রবেশে॥
চারিদিকে পুষ্পোদ্যান, মধ্যে সরোবর।
বকুলের বৃক্ষ শোভে ঘাটের উপর॥
চন্দ্রহংস রম্যস্থান দেখি হরষিত।
বসিল বকুল-মূলে মনে হ'য়ে প্রীত॥
পথশ্রমে চন্দ্রহংস বসিল সেখানে।
নিদ্রা আকর্ষিল আসি তাহার নয়নে॥

শুনহ জনমেজয়, অপূর্ব্ব কথন।
দৈবমায়া বুঝিতে না পারে কোন জন॥
ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার দুহিতা রূপবতী।
সখী-সঙ্গে উপবনে আইল ঝটিতি॥
পুষ্প তুলি সেই কন্যা শিবপূজা করে।
স্নানহেতু উপনীত হৈল সরোবরে॥
কত দূরে পুষ্প ল'য়ে আছে সখীগণ।
একাকিনী এল কন্যা স্নানের কারণ॥
বৃক্ষতলে নিদ্রা যায় পুরুষ সুন্দর।
কন্দর্প জিনিয়া রূপ অতি মনোহর॥
কামাতুর হৈল কন্যা তাহারে দেখিয়া।
মস্তক-উপরে পত্র দেখিতে পাইয়া॥
পত্র ল'য়ে পড়িল বিষয়া রূপবতী।
বাপের লিখন দেখে মদনের প্রতি॥
যাবামাত্র চন্দ্রহংসে বিষ-দান দিবে।
কদাচিৎ ইহাতে না বিলম্ব করিবে॥
লিখন পড়িয়া কন্যা করে মনস্তাপ।
বিষয়া ভাবেন, বড় নিদারুণ বাপ॥
দেখিয়া এহেন রূপ দয়া না জন্মিল।
বিষ-দান দিয়া এরে মারিতে লিখিল॥
বিষয়া ভাবিল, মোরে মিলাইল ধাতা।
নিশ্চয় হইব আমি ইহার বনিতা॥
পূজিলাম শিবপদ ইহার কারণে।
চন্দ্রহংস হবে পতি, বিচারিল মনে॥
বিষ-দান দিতে পিতা লিখিল মদনে।
কেমনে পাইবে রক্ষা, ভাবি তাহা মনে॥
নয়ন-কজ্জল নিল নখেতে করিয়া।
বিষয়া লিখিয়া দিল হরষিত হৈয়া॥
মুদ্রিত করিয়া পত্র রাখিল সেখানে।
বিষয়া গেলেন ঘরে আনন্দিত-মনে॥
স্নান করি কন্যাগণ শিবপূজা কৈল।
হেথা চন্দ্রহংসে তবে নিদ্রাভঙ্গ হৈল॥
দিবাশেষে উত্তরিল মদনের স্থানে।
দিলেন মন্ত্রীর পত্র পরম-যতনে॥
মদন পড়িয়া পত্র সকল জানিল।
বিষয়াকে দান দিতে লিপি পাঠাইল॥
চন্দ্রহংসে সমর্পিব বিষয়া-সুন্দরী।
পিতার বচন আমি লঙ্ঘিতে না পারি॥
আদেশিল দ্বিজগণে, বান্ধিল ছাঁদলা।
অধিবাসে বসিলেন শুভক্ষণ বেলা॥
নানা বাদ্য হরিষে বাজায় রাজপুরে।
বিষয়াকে সমর্পিল চন্দ্রহংস-করে॥
নানা-ধন-যৌতুকে তুষিল তার মন।
ক্ষীরভোগ অবশেষে কৈল দুইজন॥
কুসুম-শয্যাতে দোঁহে রহিল শয়ন।
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী বিচারিয়া মন॥
কলিঙ্গে করিল বন্দী, নিল সর্ব্বধন।
প্রজাগণে মহাপাপী করিল তর্জ্জন॥
রজনী-প্রভাতে হেথা মদন উঠিয়া।
বাদ্যোদ্যম করিলেক আনন্দিত হৈয়া॥
যাচক আইল যত ভিক্ষার কারণে।
তা'-সবারে মদন তুষিল নানা ধনে॥
কারে দিল পাগ-যোড়া বসন ভূষণ।
কেহ কেহ দান পায় তুরগ-বারণ॥
পথেতে যতেক যায় হরষিত হৈয়া।
মদন-প্রতিষ্ঠা যত কহিয়া কহিয়া॥
হেনকালে মন্ত্রী আসে কৌণ্ডিন্য হইতে।
নানা রত্ন গজ বাজী লইয়া সঙ্গেতে॥
মন্ত্রী দেখি আশীর্ব্বাদ কৈল দ্বিজগণ।
শুভক্ষণে তব পুত্র জন্মিল মদন॥
বিষয়া দিলেন দান চন্দ্রহংস-করে।
তা'-সম সুন্দর নাহি সংসার-ভিতরে॥
চক্ষু আছে মদনের বুঝি অভিপ্রায়।
তুষিলেন নানা ধনে আমা-সবাকায়॥
তাহা শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি অতিকোপে জ্বলে।
আরক্ত করিয়া আঁখি কটুবাক্য বলে॥
আরে মোর কুলে তুই কুপুত্র জন্মিলি।
কার বাক্যে চন্দ্রহংসে মোর কন্যা দিলি॥

মদন বলিল, তব পাইয়া লিখন।
চন্দ্রহংসে বিষয়া করেছি সমর্পণ॥
মন্ত্রী বলে, কোথা পত্র, শীঘ্র আন দেখি।
মদন যোগান পত্র হইয়া কৌতুকী॥
ধৃষ্টবুদ্ধি সেই পত্র করে নিরীক্ষণ।
চন্দ্রহংসে অবিশ্বাস জন্মিল তখন॥
মদনের দোষ নাহি, বিচারিল মনে।
চন্দ্রহংসে আনিতে কহিল সেইক্ষণে॥
চন্দ্রহংসে আনিবারে দাসী পাঠাইল।
ধৃষ্টবুদ্ধি অনুচরে ডাকিয়া আনিল॥
শুন অনুচরগণ, আমার ভারতী।
চণ্ডিকা-আলয়ে তোরা যাহ শীঘ্রগতি॥
নিশিতে দেখিবে যারে চণ্ডিকার ঘরে।
যদি মোর পুত্র হয়, কাটিবে তাহারে॥
ছাড়িয়া না দিবে তারে, কহিলাম আমি।
এত বলি অনুচরে দিলেক মেলানি॥
তীক্ষ্ণ অস্ত্র ল'য়ে তারা চলিল সত্বরে।
চন্দ্রহংস এল হেথা মন্ত্রীর গোচরে॥
বিষয়া-সহিত চন্দ্রহংস মহামতি।
মন্ত্রীর চরণে আসি করিল প্রণতি॥
আশীর্ব্বাদ না করিল মনে দুঃখ পেয়ে।
চন্দ্রহংসে মন্ত্রী কহে অধোমুখ হ'য়ে॥
যদ্যপি করিলে মোর দুহিতা গ্রহণ।
শুনিলাম, নাহি পূজ চণ্ডীর চরণ॥
কুলের দেবতা মোর হন ভগবতী।
তাঁহারে পূজিতে তুমি যাহ শীঘ্রগতি॥
নানা উপহার গন্ধ-চন্দন লইয়া।
চণ্ডিকা পূজিতে যাহ একাকী হইয়া॥
চন্দ্রহংস বলিল, যেমন আজ্ঞা হয়।
পূজিব চণ্ডিকা-পদ জানিহ নিশ্চয়॥
তাহা শুনি মন্ত্রী দাসীগণে আজ্ঞা দিল।
নৈবেদ্য লইয়া চন্দ্রহংসে যোগাইল॥
স্বর্ণথালে ধূপ-দীপ চন্দন-কস্তূরী।
সুবাসিত জল দিল ভৃঙ্গারেতে পূরি॥
চন্দ্রহংস-সম্মুখে আনিল দাসীগণ।
চণ্ডিকা পূজিতে তবে করিল গমন॥
ভৃঙ্গারে পূরিয়া জল সব্য করে নিল।
স্বর্ণপাত্র বামহাতে গমন করিল॥
শুন রাজা জন্মেজয়, অপূর্ব্ব কথন।
চন্দ্রহংসে যেমতে রাখেন নারায়ণ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে পারে বুঝিতে।
পথে দেখা হৈল তার মদনের সাথে॥
মদন বলিল, তুমি যাহ কোথাকারে।
চন্দ্রহংস বলে, যাই দেবী পূজিবারে॥
কুলদেবী নাহি পূজি, মন্ত্রী দোষ দিল।
আয়োজন দিয়া মোরে হেথা পাঠাইল॥
মদন বলিল, তুমি যাহ নিকেতন।
আমি গিয়া চণ্ডিকারে করিব পূজন॥
এত বলি চন্দ্রহংসে পাঠাইল পুরে।
মদন চলিল হেথা দেবী পূজিবারে॥
দেবী পূজে মদন হইয়া কৃতাঞ্জলি।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ দেয় কুতূহলী॥
শঙ্খ-ঘণ্টা মদন বাজায় কুতূহলে।
শব্দ পেয়ে রাজদূত এল হেনকালে॥
মন্ত্রীর আদেশে তারা বিচার না কৈল।
তীক্ষ্ণ-অস্ত্র দিয়া দূত মদনে কাটিল॥
রাজপুত্র দেখি শেষে মনে পায় ভয়।
অকস্মাৎ সেইখানে হৈল জয় জয়॥
চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপে হেথা বলে।
চণ্ডিকা পূজিতে তুমি কেন নাহি গেলে॥
চন্দ্রহংস বলে, শুন মোর নিবেদন।
আমাকে যাইতে তথা না দিল মদন॥
আপনি গেলেন তথা দেবী পূজিবারে।
তাঁহার বচনে আমি আইলাম পুরে॥
চন্দ্রহংস-মুখে শুনি এতেক ভারতী।
হা পুত্র বলিয়া তবে ধায় খলমতি॥
চণ্ডিকা-মণ্ডপে গিয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
কাটা-স্কন্ধ মদন ভূতলে পড়ে রয়॥

মুণ্ড হাতে ল'য়ে মন্ত্রী করয়ে রোদন।
আহা মরি, কোথা গেলে পুত্র রে মদন ॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি আত্মঘাতী হৈল।
পুত্রশোকে আপনার মস্তক কাটিল ॥
প্রমাদ দেখিয়া তবে অনুচরগণ।
চন্দ্রহংসে আসিয়া করিল নিবেদন ॥
মদন-সহিত রাজা লোটায় ভূতলে।
তত্ত্ব নাহি জানি, কেবা তাঁ-দোঁহে কাটিলে ॥
শুনিয়া দূতের মুখে প্রমাদ বচন।
চন্দ্রহংস গেল শীঘ্র চণ্ডিকা-ভবন ॥
বিচ্ছিন্ন-মস্তক দোঁহে আছয়ে পড়িয়া।
ভয় পায় চন্দ্রহংস দোঁহাকে দেখিয়া ॥
যোড়হাতে চণ্ডিকারে করেন স্তবন।
বিষ্ণুরূপী বর্ণময়ী, শুন নিবেদন ॥
বিষ্ণুজায়া বৈষ্ণবী যে ব্রাহ্মণী কমলা।
হরপ্রিয়া হৈমবতী, হও অনুকূলা ॥
তোমার মহিমা মাতা, কেহ নাহি জানে।
নিদ্রারূপা হও তুমি, বিষ্ণুর নয়নে ॥
এত বলি চন্দ্রহংস নানা স্তুতি কৈল।
তথাপিহ অভয়ার কৃপা না হইল ॥
ভক্ত চন্দ্রহংস তবে বিচারিয়া মনে।
আপনা কাটিতে খড়্গ লইল তখনে ॥
বৈষ্ণব-বিনাশ দেখি নগেন্দ্রনন্দিনী।
আসি চন্দ্রহংস-হস্ত ধরেন তখনি ॥
তবে চন্দ্রহংস বলে চরণে ধরিয়া।
পিতা-পুত্রে দুইজনে দেহ জীয়াইয়া ॥
চন্দ্রহংস-বাক্যে দেবী দোঁহে বাঁচাইল।
মদন-সহিত মন্ত্রী উঠিয়া বসিল ॥
চন্দ্রহংস-তপোবল দেখিয়া নয়নে।
মন্ত্রিবর তুষিলেক তাঁরে আলিঙ্গনে ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে, মোর রাজ্যে নাহি কাজ।
আজি হৈতে চন্দ্রহংস হৈল মহারাজ ॥
মন্ত্রী বলে, যাই আমি যোগ সাধিবারে।
হিংসিনু বৈষ্ণবজনে, কি কাজ শরীরে ॥
এত বলি বিবেকী হইল ধৃষ্টবুদ্ধি।
মন্ত্রী গেল বনেতে করিতে যোগসিদ্ধি ॥
হেথা চন্দ্রহংস তবে কহিল মদনে।
রাজত্ব করহ তুমি বসি সিংহাসনে ॥
মদন বলিল, রাজ্যে নাহি প্রয়োজন।
শুন চন্দ্রহংস, তুমি লহ সিংহাসন ॥
মন্ত্রী হ'য়ে থাকি আমি তোমার গোচরে।
রাজ্য-ধন-হস্তী-অশ্ব দিলাম তোমারে ॥
মদন হইল মন্ত্রী, চন্দ্রহংস রাজা।
তাহা দেখি আনন্দিত যত সব প্রজা ॥
কলিঙ্গে আনিল চন্দ্রহংস নরপতি।
নানা সুখভোগে তার জন্মিল পীরিতি ॥
বিষয়ার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ যে দোঁহে বিচক্ষণ ॥
পুনশ্চ কলিঙ্গ গেল আপন নগরে।
চন্দ্রহংস রাজ্য-ধন সব দিল তারে ॥
শুন রাজা জন্মেজয়, অপূর্ব্ব কাহিনী।
চন্দ্রহংসে রাখিলেন দেব চক্রপাণি ॥
অর্জ্জুন শুনিয়া কথা নারদের মুখে।
প্রবেশ করেন পুরে পরম-কৌতুকে ॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস পার্থ-আগমনে।
কৃষ্ণ-দরশন পাবে অর্জ্জুন-মিলনে ॥
চন্দ্রহংস বলে, শুন পুত্র দুই জন।
রাখহ যজ্ঞের অশ্ব করিয়া যতন ॥
অশ্ব ল'য়ে এল রাজা হরষিত-মতি।
রাখিলেন দুই অশ্ব, যথা বিশ্বপতি ॥
প্রণমিল চন্দ্রহংস লোটাইয়া ক্ষিতি।
পুলকে আকুল তনু, করিয়া ভকতি
অভয় চরণে শত দণ্ডবৎ হৈয়া।
যোড়হাতে চন্দ্রহংস রহে দাণ্ডাইয়া ॥
চন্দ্রহংসে আশ্বাসেন দেব নারায়ণ।
অর্জ্জুন তুষেন তাঁরে দিয়া আলিঙ্গন ॥
সবান্ধবে কৈল রাজা কৃষ্ণ-দরশন।
নিজালয়ে ল'য়ে গেল করিয়া যতন ॥

নানা উপচারে সবে সন্তুষ্ট করিল।
কৌণ্ডিন্যনগরে দুই দিবস বঞ্চিল ॥
কহিলাম তোমা চন্দ্রহংসের ভারতী।
যেই জন শুনে ইহা, কৃষ্ণে হয় মতি ॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে ভক্ত নর ॥

— —

● মণিভদ্র-রাজার দেশে অর্জ্জুনের গমন

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
দুই গোটা অশ্ব গেল উত্তর-সাগরে।
প্রবেশিল দুই অশ্ব সলিল-ভিতরে ॥
তাহা দেখি ভয় পায় যত সেনাগণ।
অর্জ্জুন বলেন কিবা হৈবে নারায়ণ ॥
সলিলেতে দুই অশ্ব করিল প্রবেশ।
কেমনে পাইব অশ্ব, বল হৃষীকেশ ॥
গোবিন্দ বলেন, তুমি চিন্তা কর কেনে।
আপনি যাইব জলে অশ্ব-অন্বেষণে ॥
এত বলি পার্থে ল'য়ে যান বিশ্বপতি।
বভ্রুবাহ রাজা গেল দোঁহার সংহতি ॥
ভীম-আদি সৈন্য সব রহিলেন কূলে।
বভ্রুবাহ কৃষ্ণার্জ্জুন প্রবেশিল জলে ॥
বাগ্দাল্ভ্য মুনির নিকটে গেল চলি।
জানেন সকল তত্ত্ব দেব বনমালী ॥
দ্বীপেতে আছেন মুনি বটপত্র শিরে।
উপনীত তিন জন মুনির গোচরে ॥
প্রণমিয়া মুনিবরে বসে তিন জন।
নারায়ণে দেখি মুনি আনন্দিত-মন ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে জিজ্ঞাসেন হরি।
দ্বীপমধ্যে আছ বটপত্র শিরে ধরি ॥
আশ্রম না কর তুমি কিসের কারণে।
কতদিন মুনিবর আছ এই খানে ॥
বাগ্দাল্ভ্য মুনি তবে বলেন হাসিয়া।
কি-কারণে দুঃখ পাব আশ্রম করিয়া ॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ।
আজি কালি মরি, গৃহে কোন্ প্রয়োজন ॥
মুনির বচনে জিজ্ঞাসেন ধনঞ্জয়।
কতদিন এখানেতে আছ মহাশয় ॥
মুনি বলে, এক কল্প আমার জীবন।
শত-মন্বন্তর বটপত্র-আচ্ছাদন ॥
পার্থ বলে, মন্বন্তর কত দিনে হয়।
এক কল্প কারে বলে, কহ মহাশয় ॥
বাগ্দাল্ভ্য বলে, শুন ইন্দ্রের নন্দন।
একাত্তর যুগে মন্বন্তরের গণন ॥
চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়।
এই পরমায়ু মোর পাণ্ডুর তনয় ॥
এত অল্পদিনে কিবা কার্য্য আশ্রমেতে।
অতএব আছি আমি বটপত্র-মাথে ॥
কোথা যাহ তিন জন, বলহ আমারে।
কি-কারণে আসিয়াছ আমার গোচরে ॥
অর্জ্জুন বলেন, যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির।
অশ্ব রাখি আমি যে, সঙ্গেতে যদুবীর ॥
না জানি যজ্ঞের অশ্ব গেল কোন্ খানে।
অশ্ব-তত্ত্বে আইলাম তোমা-বিদ্যমানে ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়া তাঁরে দিলেন উত্তর ॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর, ভক্তি নাহি মনে।
অনুক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিছ নয়নে ॥
তথাপি করহ যজ্ঞ, কি বলিব আমি।
সত্য বলি অর্জ্জুন, জানহ চক্রপাণি ॥
কে বুঝিবে কৃষ্ণলীলা পাণ্ডুর নন্দন।
শিব-ব্রহ্মা নারিল করিতে নিরূপণ ॥
এত বলি, মুনিবর যোড়হস্ত হৈয়া।
কৃষ্ণেরে করিল স্তব বিনয় করিয়া ॥
তোমার মায়ায় স্থির নহে সুরগণ।
কিসেতে গণনা করি পাণ্ডুর নন্দন ॥

পূর্ব্ব-তপফলে তব দেখিনু চরণ।
হইল পবিত্র আজি আমার জীবন॥
এত বলি তুষিলেন দেব নারায়ণে।
সে-দ্বীপ ভ্রমিয়া অশ্ব এল সেইখানে॥
সলিল ত্যজিয়া অশ্ব কূলেতে উঠিল।
তাহা দেখি অর্জ্জুনের আনন্দ হইল॥
মুনি প্রণমিয়া চলিলেন তিনজন।
অশ্ব-আগমনে সুখী যত রাজগণ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
সিন্ধুপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয়॥
তার অধিপতি মণিভদ্র নরপতি।
দুঃশলার গর্ভে জয়দ্রথের সন্ততি॥
কুরুক্ষেত্রে পার্থ-হস্তে জয়দ্রথ মৈল।
তার পুত্র মণিভদ্র রাজ্যে রাজা হৈল॥
দূতমুখে শুনে অর্জ্জুনের আগমন।
সসৈন্যে আসেন তিনি করিবারে রণ॥
ভয়ে পলাইয়া গেল রাজ্য পরিহরি।
অর্জ্জুন দেখেন তবে অরাজক পুরী॥
পাণ্ডবের সৈন্য যত প্রবেশিল পুরে।
তাহা দেখি প্রজাগণ কম্পিত অন্তরে॥
অর্জ্জুন বলেন, এই কাহার নগর।
প্রজাগণ বলে, শুন সে-সব উত্তর॥
জয়দ্রথ রাজা ছিল এর অধিকারী।
কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে যেই গেল স্বর্গপুরী॥
তাহার তনয় মণিভদ্র নরবর।
শুনিয়া তোমার নাম পলায় সত্বর॥
পরিবারসহ রাজা গেল পলাইয়া।
কহিনু তোমার ঠাঁই বিনয় করিয়া॥
হাসিলেন ধনঞ্জয় এ-কথা-শ্রবণে।
সাত্যকিরে পাঠায়েন আশ্বাস কারণে॥
সাত্যকি সন্ধান করি করিল গমন।
দুঃশলারে কহিলেন মধুর বচন॥
প্রবোধ করিয়া তবে সাত্যকি আনিল।
পুত্রসহ দুঃশলা অর্জ্জুন-কাছে গেল॥

অর্জ্জুন বলেন, ভগ্নী কিসের কারণ।
তুমি কেন ভয় পেয়ে করিলে গমন॥
পূর্ব্ব-বিবরণ তুমি মনেতে করিয়া।
ভয়ে পলাইলে ধন-রাজ্য তেয়াগিয়া॥
সে-ভয় নাহিক আর কহিলাম আমি।
হস্তিনানগরে মম সঙ্গে চল তুমি॥
তবে মণিভদ্র আসি বন্দিল অর্জ্জুনে।
অনেক প্রণাম কৈল লোটাইয়া ভূমে॥
আলিঙ্গনে তাহারে তুষেন ধনঞ্জয়।
নির্ভয় হইল জয়দ্রথের তনয়॥
আমার বচন শুন দুঃশলা ভগিনী।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ করে ধর্ম্ম নৃপমণি॥
তুরগ রাখিতে আমি আইলাম হেথা।
শুন স্বসা, পুত্র-সঙ্গে তুমি চল তথা॥
যজ্ঞেতে যাইতে তোমা হয় যে উচিত।
আইস আমার সঙ্গে, নাহি হও ভীত॥
পিতামাতা দোঁহাকার বন্দিবে চরণ।
যজ্ঞ সাঙ্গ হ'লে তুমি আসিবে ভবন॥
এত যদি পার্থবীর আশ্বাস করিল।
জননী-সহিত মণিভদ্র যাত্রা কৈল॥
পাত্রমিত্র সবাকারে নিয়োজিয়া পুরে।
মণিভদ্র যাত্রা কৈল হস্তিনানগরে॥
সঙ্গে ল'য়ে কত অনুচর অশ্ব হাতী।
হস্তিনানগরে যায় আনন্দিত মতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

● হস্তিনায়-অর্জ্জুনাদির পুনঃপ্রবেশ ও অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সমাপন

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
পৃথিবী ভ্রমণ কৈল পাণ্ডবের হয়॥
পুনশ্চ আইল অশ্ব হস্তিনানগরে।
এই বিবরণ রাজা, কহিনু তোমারে॥

শুন, বলি, যজ্ঞসাঙ্গ হইল যেমনে।
নিবৃত্ত হইল সবে হরষিত মনে॥
তুরগ ধরিয়া ভীম নিজ বাহুবলে।
হস্তিনা প্রবেশ সবে করে কুতূহলে॥
দূত গিয়া সমাচার কহে যুধিষ্ঠিরে।
অশ্ব ল'য়ে ধনঞ্জয় আইলেন পুরে॥
তাহা শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত-মতি।
বলিলেন, অর্জ্জুনেরে আন শীঘ্রগতি॥
নৃপাদেশে অর্জ্জুন-সহিত নারায়ণ।
যুধিষ্ঠির-সম্মুখেতে করে আগমন॥
অসিপত্রব্রত পালি পেয়ে বড় দুঃখ।
কৌতুকে চাহেন রাজা অর্জ্জুনের মুখ॥
প্রণাম করেন দোঁহে রাজার চরণে।
আশীর্ব্বাদ দেন রাজা আনন্দিত-মনে॥
মুনিগণে প্রণাম করেন ধনঞ্জয়।
বসিলেন ধর্ম্মপাশে হইয়া নির্ভয়॥
ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনের স্থানে।
আদ্যোপান্ত কথা ভাই, কহ সাবধানে॥
অর্জ্জুন কহেন কথা করিয়া বিনয়।
যথা যথা ভ্রমণ করিল যজ্ঞ-হয়॥
যত রাজগণ-সহ সংগ্রাম বাধিল।
অর্জ্জুনের মুখে সব বিবৃত হইল॥
শুনিয়া পুলক হৈল রাজার শরীরে।
যুধিষ্ঠির কহিলেন, আন সবাকারে॥
তবে কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় করিয়া গমন।
যজ্ঞস্থানে আনিলেন যত রাজগণ॥
নিজ পরিচয় দিল যতেক নৃপতি।
সমাজে বসিল ধর্ম্মে করিয়া প্রণতি॥
হস্তিনানগরে বড় আনন্দ হইল।
নানাবিধ আয়োজনে সবারে তুষিল॥
রজনী বঞ্চিল সবে অতি-কুতূহলে।
সমাজ করেন কৃষ্ণ অতি-ঊষাকালে॥
অর্জ্জুন বিদুর ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
যুধিষ্ঠির-পাশে সবে বসিলেন তথি॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ শিখিধ্বজ রায়।
যুবনাশ্ব বীরব্রহ্ম বসিল সভায়॥
অনুশাল্ব-বভ্রুবাহ-চন্দ্রহংস আদি।
আর কত নাম লব, যতেক নৃপাদি॥
বসিলেন যজ্ঞস্থানে দিব্যাসন লৈয়া।
যন্ত্রিগণ গান করে যন্ত্র বাজাইয়া॥
ত্রিকোটি পদ্মিনী-সঙ্গে প্রমিলা-সুন্দরী।
সভাতে বসিল সবে নানাবেশ করি॥
গান্ধারী প্রভৃতি রাণী আর যে রমণী।
বসিল উত্তম স্থানে সঙ্গেতে রুক্মিণী॥
হস্তিনানগর-মধ্যে যত রাজা ছিল।
যজ্ঞ দেখিবারে তবে সত্বরে চলিল॥
পরিহাস অর্জ্জুনে করেন নারায়ণ।
প্রমীলা সহিত, সখা, ভাল কৈলা রণ॥
তিনকোটি পদ্মিনীর সঙ্গেতে বঞ্চিলা।
আমি মনে ভয় পাই, কেমনে তুষিলা॥
অর্জ্জুন বলেন, দেব, নাহি জান তুমি।
বহুশত নারী তব আছে জানি আমি॥
কৃষ্ণ-অর্জ্জুনের কথা অনেক আছিল।
বাহুল্য-কারণে তাহা নাহি লেখা গেল॥
শেষেতে কহিব আমি এ-সব কথন।
এবে যজ্ঞসাঙ্গ-কথা শুনহ রাজন্॥
ব্যাসে জিজ্ঞাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
যজ্ঞশেষে কত দেরী, কহ তপোধন॥
ব্যাস বলিলেন, শুন ধর্ম্মের তনয়।
যজ্ঞ-অবশেষ কিছু পূর্ণ নাহি হয়॥
যজ্ঞশেষ-আয়োজন করহ নৃপতি।
তুরগ আনহ শীঘ্র, শুন মহামতি॥
ব্যাসের বচনে রাজা মনে প্রীতি পায়।
অষ্টগোটা দ্বার করি মণ্ডপ সাজায়॥
কস্তূরী চন্দন চুয়া মধ্যেতে লেপিত।
পতাকা চামর কত তাহাতে বেষ্টিত॥
অষ্টগোটা কুণ্ড স্থাপিলেন সেইখানে।
ধ্বজদণ্ড-পতাকা শোভিত স্থানে স্থানে॥

যজ্ঞ উপচার যত সেখানে আনিল।
ধৌম্য-পুরোহিত আসি সভাতে বসিল॥
ব্যাস বলিলেন, শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
ভীমে স্নান করিবারে আজ্ঞা দেহ তুমি॥
অশ্বহন্তারক ভীম-বিনা কেহ নয়।
শুন যুধিষ্ঠির, আমি কহিনু নিশ্চয়॥
ব্যাসের বচনে রাজা ভীমেরে কহিল।
আজ্ঞা পেয়ে ভীমসেন স্নান আচরিল॥
প্রস্তুত হইয়া ভীম রহিল সেখানে।
অশ্ব আনিলেন পার্থ পরম-যতনে॥
নানা তীর্থ-জলে অশ্বে স্নান করাইল।
শাস্ত্রমত ক্রিয়া যত মুনিরা করিল॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা।
শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি আর অশেষ বাজনা॥
মুনিসব ঘৃত ঢালে অগ্নির উপর।
অশ্ব-গলে মালা দেন ধর্ম্ম-নৃপবর॥
ব্যাস বলে, নিষ্পাপ হইল অশ্ববর।
অতঃপর খড়্গ লহ বীর বৃকোদর॥
হাতে খড়্গ নিল ভীম মুনির বচনে।
কাটিল অশ্বের মুণ্ড সবা-বিদ্যমানে॥
অশ্বমুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে।
জয়ধ্বনি সভামধ্যে হইল হরিষে॥
অশ্ববর-স্কন্ধ হৈতে দুগ্ধ নিঃসরিল।
রক্ত না পড়িল, সবে নয়নে দেখিল॥
সুবাসিত কর্পূর তাম্বূল পুষ্প নিয়া।
যজ্ঞপূর্ণ করে ধৌম্য বেদ উচ্চারিয়া॥
ইন্দ্র-যম-বরুণেরে দিলেন আহুতি।
নৈঋ৺ত-কুবের-আদি যত দিক্‌পতি॥
ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবারে আহুতি দেন ধর্ম্ম-নৃপবর॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা চাহিল্।
রজত-কাঞ্চন-ধন বিবিধ পাইল॥
রাজা শিখিধ্বজ তবে নিজ অশ্ব ল'য়ে।
যজ্ঞ করিলেন যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা পেয়ে॥
যত আয়োজন ধর্ম্ম হইতে পাইল।
তুষ্ট হইয়া শিখিধ্বজ যজ্ঞ সমাপিল॥
ঋষি-মুনিগণ সব যজ্ঞ সমাপিয়ে।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন মনে প্রীতি পেয়ে॥
না হইল, না হইবে সংসার-ভিতর।
কৃষ্ণ-সখা-হেতু তব মহিমা বিস্তর॥
যজ্ঞেতে কি কার্য্য তব, শুন নৃপবর।
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণের গোচর॥
নারায়ণ-উদ্দেশেতে নানা যজ্ঞ করে।
হেন কৃষ্ণ অবিরত তোমার গোচরে॥
এত বলি মুনিগণ প্রশংসা করিয়া।
সবে গেল তপোবনে বিদায় লইয়া॥
নিজালয়ে নৃপগণ বিদায় হইল।
তুরগ বারণ ধন সম্মান পাইল॥
বিদায় দিলেন যুধিষ্ঠির সবাকারে।
বভ্রুবাহ রাজা তবে গেল মণিপুরে॥
যুবনাশ্ব নরপতি বিদায় হইয়া।
নিজালয়ে গেল মনে সম্প্রীতি পাইয়া॥
নিলধ্বজ নিজদেশে করিল গমন।
চন্দ্রহংস রাজা গেল আপন ভবন॥
শিখিধ্বজ বীরব্রহ্ম গেল নিজ পুরে।
মণিভদ্র চলিলেন আপন নগরে॥
আপনার দেশে সবে করিল প্রয়াণ।
যুধিষ্ঠিরে কহিলেন দেব ভগবান্॥
চিরদিন আছি আমি হস্তিনানগরে।
অনুমতি দেহ যাই দ্বারাবতীপুরে॥
যুধিষ্ঠির কন, আমি কহিব কেমনে।
দ্বারকায় যাহ, বাক্য না আসে বদনে॥
ভীম বলে, অনুমতি দেহ নৃপবর।
সম্প্রীতে যাউক কৃষ্ণ দ্বারকানগর॥
অনুজ্ঞা দিলেন রাজা ভীমের বচনে।
ত্বরান্বিত নারায়ণ দ্বারকা-গমনে॥
শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লন সবাকার স্থানে।
প্রণাম করেন কৃষ্ণ কুন্তীর চরণে॥

যুধিষ্ঠিরে প্রণাম করেন মহামতি।
আলিঙ্গন ভীমার্জ্জুন-নকুল-সংহতি॥
সহদেবে আলিঙ্গন দিয়া অকপটে।
নিলেন বিদায় দেব দ্রৌপদী-নিকটে॥
দারুক আনিয়া রথ যোগায় সত্বরে।
আরোহণ করিলেন কৃষ্ণ রথোপরে॥
ভীষ্মক-দুহিতা-আদি কৃষ্ণের রমণী।
দৈবকী প্রভৃতি করি কৃষ্ণের জননী॥
সারথি-সংযুক্ত রথে কৃষ্ণের সহিতে।
বিদায় হইয়া সবে গেল দ্বারকাতে॥
রহিলেন পঞ্চভাই হস্তিনানগরে।
রাজ্যসুখ ভোগ করে পঞ্চ সহোদরে॥
শুন শ্রীজনমেজয়, কহিনু তোমারে।
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কথা পূর্ণ এত দূরে॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-কথা শুনে যেইজন।
তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ॥
অচলা কমলা থাকে তাহার ভবনে।
আয়ুর্যশ-বৃদ্ধি হয় এ-কথা-শ্রবণে॥
কিছু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তেতে স্বর্গেতে যায়, ব্যাসের ভারতী॥
স্বরূপ বচন, ইথে নাহিক অন্যথা।
সকল গ্রন্থের সার ভারতের কথা॥
পাণ্ডব বিজয় কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে, শুনিলে তরয়ে ভববারি॥
কাশীদাস রচিলেন পাঁচালীর গাথা।
সমাপ্ত হইল অশ্বমেধ পর্ব্ব কথা॥

ইতি অশ্বমেধপর্ব্ব সমাপ্ত।

আশ্রমিকপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

ধৃতরাষ্ট্রের বৈরাগ্য ও বিদুরের সহিত কথোপকথন

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ মহামুনি ।
তদন্তরে কি কর্ম্ম হইল, কহ শুনি ॥
পিতামহ-উপাখ্যান অপূর্ব্ব-চরিত্র ।
তোমার প্রসাদে শুনি হইব পবিত্র ॥
অশ্বমেধ-যজ্ঞ-শেষে পিতামহগণ ।
কি কি কর্ম্ম করিলেন, কহ তপোধন ॥
কি করিল অন্ধরাজ, সুবল-নন্দিনী ।
নারীগণ কি করিল, কহ মহামুনি ॥
শুনিতে আনন্দ বড় জন্মায় অন্তরে ।
মুনিরাজ কৃপা করি, বলহ আমারে ॥
মুনি বলে, নরপতি কর অবধান ।
অতঃপর শুন পিতামহ-উপাখ্যান ॥
যজ্ঞ-কর্ম্ম সমাপিয়া ভাই পঞ্চজন ।
দিলেন ব্রাহ্মণগণে বহুবিধ ধন ॥
বান্ধব-কুটুম্ব এসেছিল যতজন ।
বিদায় হইয়া সবে গেল নিকেতন ॥
হেনমতে পঞ্চভাই হরিষ-অন্তর ।
নানাদান-উৎসব করয়ে নিরন্তর ॥
যজ্ঞ-বিনা সে-সবার অন্যে নাহি মতি ।
ভ্রাতৃসহ বঞ্চে সুখে ধর্ম্ম নরপতি ॥
সত্য ধর্ম্মশাস্ত্র আর প্রজার পালন ।
দুষ্ট চোর দণ্ডে, খণ্ডে বৈরীর মর্দ্দন ॥

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
অনুক্ষণ ধর্ম্ম-বিনা গতি নাহি আর॥
দাস-দাসী প্রজা-আদি অনুগত জন।
রাজার পালনে সবে সদা হৃষ্টমন॥
ভ্রাতৃগণ-সহ তথা ধর্ম্মের নন্দন।
ইষ্টতুল্য ধৃতরাষ্ট্রে করেন সেবন॥
ভীমার্জ্জুন-সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
সতত রহেন ধৃতরাষ্ট্রের সদন॥
যখন যা চাহে বৃদ্ধ দেন সেইক্ষণে।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞামত সদা সাবধানে॥
মহাবীর ভীমসেন পবন-নন্দন।
পূর্ব্ব-দুঃখ অন্তরে না হয় পাসরণ॥
স্মরিয়া সে-সব দুঃখ ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস।
ক্রোধ করি অন্ধরাজে কহে কটুভাষ॥
কোনো কর্ম্মহেতু ভীমে কৈলে অন্ধরায়।
কর্ম্ম না করিয়া ভীম কটু কহে তায়॥
পূর্ব্বকথা বুঝি প্রায় হ'লে পাসরণ।
জতুগৃহে পোড়াইলে আমা পঞ্চজন॥
খলমতি কদাচারী তুমি কুরুকুলে।
আমা সবে হিংসা করি সবংশে মজিলে॥
শত পুত্র তব আমি করিনু সংহার।
তবু দুঃখ-পাসরণ নহে ত আমার॥
এত বলি দুই বাহু করে আস্ফালন।
দন্ত কড়মড় করে, অরুণ-লোচন॥
ভীম-বাক্যে ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বদা অস্থির।
অন্তরে অনল দহে কুরু-মহাবীর॥
অর্জ্জুন-সহিত দুই মাদ্রীর নন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র-আজ্ঞাতে চলেন অনুক্ষণ॥
ভীম-বাক্যজালে দহে নৃপ-কলেবর।
দ্বিগুণ পূর্ব্বের শোক দহয়ে অন্তর॥
পুত্রগণে স্মরি রাজা করেন রোদন।
হায় বিধি, হেন গতি করিলে এখন॥
কোথা পুত্র দুর্য্যোধন বীর-চূড়ামণি।
তোমার বিরহে রহে এ-পাপ পরাণী॥
এক পুত্র হৈলে লোকে আনন্দ অপার।
তোমা-হেন শত পুত্র মরিল আমার॥
আজ্ঞাতে করিলে বশ পৃথিবীর রাজা।
ভৃত্যবৎ তোমার চরণ কৈল পূজা॥
ইন্দ্রের বৈভব কৈলে পৃথিবী-ভিতর।
তোমার জনক হেন হইল কাতর॥
এইরূপে অনুতাপ করে অনুক্ষণ।
দুই-একদিন রাজা না করে ভোজন॥
গান্ধারী প্রবোধ বহু করেন রাজারে।
সত্য ধর্ম্ম বিচারিয়া বিবিধ-প্রকারে॥
অকারণে তাপ কেন কর নরপতি।
কর্ম্ম-অনুরূপ রাজা, শুভাশুভ গতি॥
আপন কর্ম্মের ভোগ নাহিক এড়ান।
জানি অনুশোচন না করে জ্ঞানবান্॥
আমারে যেরূপ ভাবে হৃদয় তোমার।
সেইরূপ তোমা প্রতি হৃদয় আমার॥
ভীম-প্রতি যেইরূপ তোমার হৃদয়।
সেইরূপ ভাবে ভীম, শুন মহাশয়॥
শিশুকাল হৈতে তুমি ভীমেরে হিংসিলে।
মন্ত্রণা অনেক করি নানা দুঃখ দিলে॥
তুমি দুষ্টভাব চিন্ত পবন-নন্দনে।
তোমারে সদয় ভীম হইবে কেমনে॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, ভীম বড় দুরাচার।
একেশ্বর শত পুত্র মারিল আমার॥
তাহারে দেখিলে মম সর্ব্ব-অঙ্গ দহে।
দ্বিগুণ বাড়য়ে অগ্নি, হৃদয়ে না সহে॥
যুধিষ্ঠির-গুণ-কথা না যায় বর্ণন।
সাধুপুত্র গুণবন্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীমের এমত ভাব সে কিছু না জানে।
না রহে জীবন মম ভীমের বচনে॥
এইরূপে অন্ধ কহে গান্ধারী-সহিত।
হেনকালে বিদুর হইল উপনীত॥
প্রণমিয়া অন্ধেরে বিদুর মহামতি।
জিজ্ঞাসিল, উচাটন কেন নরপতি॥

কোন্ দুঃখে দুঃখী তুমি, কহ ত আমারে।
ইষ্টদেব-তুল্য তোমা সেবে যুধিষ্ঠিরে ॥
ভ্রাতৃগণে নিয়োজিল তোমার সেবনে।
অপর আছয়ে যত দাস-দাসীগণে ॥
ধর্ম্মপথে যুধিষ্ঠির নহে বিচলিত।
আর চারি সহোদর তার মনোনীত ॥
রাজ্য-অর্থ-ধন-আদি সকলি তোমার।
পিতৃতুল্য ভাবে তোমা ধর্ম্মের কুমার ॥
আপন-ইচ্ছায় তব যেই মনে লয়।
যত ইচ্ছা দান-ভোগ কর মহাশয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, তুমি কহিলে প্রমাণ।
বেদতুল্য তব বাক্য, কভু নহে আন ॥
মম হিত-উপদেশ যতেক কহিলা।
তোমার বচন না শুনিনু করি হেলা ॥
সেই হৈতে এই গতি হইল আমার।
তবে সুখ-দুঃখ-কথা কি আর বিচার ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব্বগুণাধার।
কোনো দোষে দোষী নহে ধর্ম্মের কুমার ॥
পুত্রের অধিক মম করয়ে সেবন।
তার গুণে হৈল মোর শোক-নিবারণ ॥
কোনো দোষে দোষী নহে রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীম দুরাচার মম দহয়ে শরীর ॥
কোন কর্ম্ম-হেতু আমি যদি কহি তারে।
কর্ম্ম না করিয়া সেই দহে কটূত্তরে ॥
শত পুত্র মারি নহে দুঃখ নিবারণ।
দন্ত কড়মড় করে, বাহু-আস্ফালন ॥
ভীমের চরিত্র দেখি দহে মম কায়।
কি করিব, কহ মোরে ইহার উপায় ॥
বিদুর বলেন, রাজা, স্থির কর মন।
ভীমের বচনে নাহি হও উচাটন ॥
যদি যুধিষ্ঠির তোমা করে অনাদর।
তবে যেই চিত্তে লয়, কর নরবর ॥
তুমি যেই ভাব কর বৃকোদর প্রতি।
তোমারেও দুষ্টভাব করয়ে মারুতি ॥
অন্য অন্য সমভাব জানহ রাজন্।
আমারে যেমন ভাব, আমিহ তেমন ॥
ইহা জানি ভীম-প্রতি ত্যজহ আক্রোশ।
যুধিষ্ঠির-প্রতি তুমি নহ অসন্তোষ ॥
তোমারে বিমনা যদি শুনে ধর্ম্মরায়।
এইক্ষণে আসিয়া পড়িবে তব পায় ॥
তুমি যদি অসন্তুষ্ট হও নরপতি।
রাজ্য ত্যজি বনে যাবে পাণ্ডুবংশপতি ॥
তাহারে প্রসন্নভাব হও নরনাথ।
এত বলি বিদুর করিল প্রণিপাত ॥
পুনরপি ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কয়।
যুধিষ্ঠিরে ক্রোধ মম কদাচিৎ নয় ॥
আমি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিখ্যাত ভুবনে।
মহাধনুর্দ্ধর মোর পুত্র শত জনে ॥
সকল সংহার মোর করে যেই জন।
তাহার পালিত হ'য়ে রাখিব জীবন ॥
ধিক্ ধিক্ এমন জীবনে ছার আশ।
সংসার যুড়িয়া লজ্জা, লোকে উপহাস ॥
দ্বিতীয় বাসব মম পুত্র দুর্য্যোধন।
তাহা বিনা পাপ প্রাণ রহে এতক্ষণ ॥
এইরূপে অনুতাপ করি বহুতর।
পুনঃ বিদুরের প্রতি করিল উত্তর ॥
অবধান কর ভাই, বচন আমার।
যে বিধান চিত্তে আমি ক'রেছি বিচার ॥
রাজ্যসুখ নানাভোগ করিনু বিস্তর।
মম সম সুখ নাহি ভুঞ্জে কোন নর ॥
অতঃপর চিত্তে সে-সকল ক্ষমা দিব।
বনেতে পশিয়া আমি যোগ আচরিব ॥
রাজনীতি-ধর্ম্ম হেন আছে পূর্ব্বাপর।
শেষকালে প্রবেশিবে অরণ্য-ভিতর ॥
যোগ-তপ আচরিয়া লভিবে সদ্গতি।
বেদের সম্মত আর ক্ষত্রিয়ের নীতি ॥
অন্তিম-সময় মম হৈল উপনীত।
যোগ-ধর্ম্ম আচরণ হয় যে উচিত ॥

সত্য সত্য বনে যাব, নাহিক সংশয়।
যোগ আচরিব গিয়া, কহিনু নিশ্চয়॥
বিদুর বলেন, রাজা, কর অবধান।
যতেক কহিলে, সত্য, কভু নহে আন॥
রাজা হ'য়ে শেষকালে যাবে বনবাস।
যোগ আচরিবে গিয়া করিয়া সন্ন্যাস॥
বেদের বচন, ইথে নাহিক সংশয়।
কিন্তু এক কথা কহি, শুন মহাশয়॥
আপনি ত বৃদ্ধ অতি, শরীর দুর্ব্বল।
শোকাতুর, অন্ধ তব নয়ন-যুগল॥
অন্যত্র যাইতে তব নাহিক শকতি।
ঘোর বনে কিমতে পশিবে নরপতি॥
ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু সিংহব্যাঘ্রগণ।
প্রলয় মহিষ গজ ঘোর-দরশন॥
কিমতে রহিবে তথা, তাহা মোরে কহ।
আর তাহে মহারাজ, চক্ষে না দেখহ॥
অপমৃত্যু হয় পাছে, এই বড় ভয়।
এই হেতু ইথে মোর চিত্ত নাহি লয়॥
সে-কারণে কহি আমি, শুন মহারাজ।
গৃহাশ্রমে থাকিয়া না হয় কোন্ কাজ॥
দ্বিজগণে দান দেহ নানাবিধ ধন।
প্রবাল মুকুতা মণি রজত কাঞ্চন॥
ভূমিদান অন্নদান কর নানা দান।
পৃথিবীতে নাহি রাজা দানের সমান॥
যাহা ইচ্ছা, দান কর আপনার মনে।
অভয় কৃষ্ণের পদ ভাব একমনে॥
সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ তবে হবে এইমতে।
পাইবে উত্তম গতি, শুন নরপতে॥
ধর্ম্মের নন্দন দেব রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃ-মন্ত্রী-বন্ধুশোকে আকুল শরীর॥
তোমার সেবার তরে করে গৃহবাস।
তোমার এ মতি শুনি হইবে নিরাশ॥
তোমা-বিনা ত্যজিবে সকল ধর্ম্মরায়।
ব্রহ্মচর্য্য আচরি কাননে পাছে যায়॥
এই হেতু রাজা, আমি কহি যে তোমায়।
গৃহাশ্রমে রহি যোগ-চিন্তা কর রায়॥
সকল যোগের মূল গোবিন্দের নাম।
সাবধানচিত্ত হ'য়ে চিন্ত অবিরাম॥
ইহা বিনা উপায় নাহিক দেখি আর।
মম চিত্তে লয় রাজা, এই ত বিচার॥
ধৃতরাষ্ট্র কহে, তুমি পরম পণ্ডিত।
তোমার বচন সাধু, বেদের বিদিত॥
যতেক কহিলে, কিছু না হয় বিধান।
কিন্তু এক কথা কহি, কর অবধান॥
করুণানিদান সেই নন্দের কুমার।
এক মনে ভজিলে সে করয়ে উদ্ধার॥
যতেক ইন্দ্রিয়গণে করিয়ে দমন।
কায়মনোবাক্যেতে চিন্তিত নারায়ণ॥
গৃহাশ্রমে হেন শক্তি নহিবে আমার।
সে-কারণে বনে যেতে ক'রেছি বিচার॥
বন্যজন্তুগণ-হেতু কহিলে প্রমাণ।
আপন-অদৃষ্ট-ফল নাহিক এড়ান॥
যা থাকে অদৃষ্টে, তাহা অবশ্য ঘটিবে।
পূর্ব্বার্জ্জিত ফল যাহা, তাহা কে খণ্ডিবে।
অভয়-পদারবিন্দ করিয়া চিন্তন।
সর্ব্ব ভয় হইতে হইব বিমোচন॥
ইহা-ভিন্ন অন্য চিত্তে না লয় আমার।
বনবাসে যাইব কহিনু সারোদ্ধার॥
ধৃতরাষ্ট্র-মন বুঝি বিদুর সুমতি।
আশ্বাসিয়া বলে পুনঃ, শুন নরপতি॥
তুমি যদি বনবাসে যাইবে নিশ্চয়।
আমিহ সংহতি তব যাব মহাশয়॥
আমি তব ভৃত্য, তুমি আমার ঈশ্বর।
ঈশ্বর-বিহনে কিবা করিবে কিঙ্কর॥
যথায় যাইবে তুমি, যাইব সংহতি।
তোমার যে গতি রাজা, আমার সে গতি
যুধিষ্ঠিরে প্রবোধ করিব বিধিমতে।
তার অনুমতি-বিনা না পারি যাইতে॥

ধৃতরাষ্ট্র বলে, তুমি কহ যুধিষ্ঠিরে।
বুঝায়ে সান্ত্বনা দিবে বিবিধ-প্রকারে॥
তুমি আমি গান্ধারী সঞ্জয়-আদি করি।
নানামতে প্রবোধিব ধর্ম্ম-অধিকারী॥
তাতে যদি যুধিষ্ঠির সম্মত না হয়।
গুপ্তভাবে যাব তবে, কহিনু নিশ্চয়॥
এত শুনি বিদুর চলিল ধর্ম্মস্থানে।
বসিয়া আছেন ধর্ম্ম রত্ন-সিংহাসনে॥
পাত্র-মিত্র-ভ্রাতৃগণ চৌদিকে বেষ্টিত।
ব্রাহ্মণমণ্ডলী সঙ্গে ধৌম্য-পুরোহিত॥
স্বধর্ম্মে করেন রাজ্য ধর্ম্মের নন্দন।
পুত্রবৎ পালেন যতেক প্রজাগণ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব দয়ার শরীর।
ধর্ম্ম-অবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির॥
যুধিষ্ঠির-গুণে বশ হৈল সর্ব্বজন।
শোক-দুঃখ সকল হইল বিস্মরণ॥
প্রাতঃকালে উঠি রাজা করি স্নানদান।
পাত্র-মিত্র-ভ্রাতৃগণে করেন সম্মান॥
তদন্তরে দ্বিজগণে করিয়া সম্মান।
বিবিধ রতন দেন, নাহি পরিমাণ॥
অশ্ব গবী বৃষ আদি আর নানা ধন।
ভূমিদান অন্নদান বিবিধ বসন॥
হেনমতে দানকর্ম্ম করি সমাপন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে করি সম্ভাষণ॥
সেবায় নিযুক্ত করি ভ্রাতৃ-বন্ধুগণে।
আজ্ঞা মাগি রাজকার্য্যে যান সেইক্ষণে॥
সিংহাসনে বসিয়া করেন রাজকাজ।
পাত্র-মিত্র-ভ্রাতৃ-বন্ধু-সহিত সমাজ॥
রাজকার্য্য অবসানে আসিয়া মন্দিরে।
ব্রাহ্মণে করেন পূজা নানা-উপচারে॥
যাহাতে যাহার প্রীতি, ভক্ষ্য-দ্রব্য-আদি।
সবারে করেন দান সহিত দ্রৌপদী॥
হেনমতে সবাকারে করিয়া সান্ত্বন।
পুনঃ ধৃতরাষ্ট্র-স্থানে করেন গমন॥
যথোচিত তৃপ্ত করি অন্ধ নরবরে।
সেইমতে গান্ধারীকে পূজেন সাদরে॥
দোঁহা-অনুমতি ল'য়ে বিদায় হইয়া।
ভোজন করেন রাজা বন্ধুগণে লৈয়া॥
এইমত নিত্যকর্ম্ম করে ধর্ম্মরায়।
সাধু সর্ব্ব-গুণান্বিত অপ্রমত্ত-কায়॥
ভারতে আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ধৃতরাষ্ট্রের বনগমনেচ্ছা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের খেদ

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয়, কহ মুনিবর।
কহ শুনি, কি কর্ম্ম হইল তার পর॥
মুনি বলে, শুন কুরুকুল-অধিকারী।
বিদুর আইল যুধিষ্ঠির বরাবরি॥
রাজার নিকটে বসি বলেন বচন।
অবধানে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
পরম-সুজন তুমি, সাধু সুপণ্ডিত।
তব গুণে বসুমতী হইল পূর্ণিত॥
তোমা হৈতে কুরুকুল পবিত্র হইল।
তোমার সমান রাজা না হবে, নহিল॥
যত রাজধর্ম্ম-নীতি শাস্ত্রেতে বাখানে।
সকল তোমাতে পূর্ণ, তুমি পূর্ণ গুণে॥
যেই কৃষ্ণ অনাদি-পুরুষ সনাতন।
যাঁর তত্ত্ব না পায় স্বয়ম্ভূ পঞ্চানন॥
আগমে না পায় তত্ত্ব কিঞ্চিৎ যাঁহার।
হেন প্রভু বশ হৈল গুণেতে তোমার॥
ব্রাহ্মণ-সেবার গুণ কে বলিতে পারে।
সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ সংসার-ভিতরে॥
ব্রাহ্মণের প্রীতে প্রীত দেব নারায়ণ।
এইহেতু দ্বিজ-সেবা কর অনুক্ষণ॥
পাত্র মিত্র প্রজা বন্ধু সুহৃৎ সুজন।
সদয়-হৃদয়ে কর সবার পালন॥

এইমত বিধিমত কহিয়া রাজারে।
অবশেষে কহে ধৃতরাষ্ট্রের উত্তরে ॥
ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল তোমার সদনে।
এই ভিক্ষা দেহ মোরে প্রসন্নবদনে ॥
রাজার নিয়ম এই আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রধর্ম্ম বিধিনীতি, বেদের উত্তর ॥
রাজা হ'য়ে করিবেক প্রজার পালন।
দান যজ্ঞ ব্রত নানা-ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ॥
শেষকালে তনয়েরে রাজ্যভার দিয়া।
বনবাস করিবেক যোগ আচরিয়া ॥
ফলমূলাহারী হ'য়ে করিবে বসতি।
সমাধি সাধিয়া লভিবেক দিব্যগতি ॥
সেকারণে ধৃতরাষ্ট্র পাঠাইল মোরে।
সান্ত্বনাপূর্ব্বক তোমা কহিবার তরে ॥
অন্তকাল দেখ আসি হইল আমার।
কুলধর্ম্মমত আমি করিব আচার ॥
যথাশক্তি বিধিমাত্র যোগ আচরিব।
তব অনুমতি হৈলে কাননে পশিব ॥
প্রসন্ন হৃদয় হ'য়ে কর অনুমতি।
এই ভিক্ষা তব স্থানে মাগে কুরুপতি ॥
বিদুর-বচন শুনি যেন বজ্রাঘাত।
পড়েন অস্থির হ'য়ে পাণ্ডুবংশনাথ ॥
কি বলিলে খুল্লতাত, নিষ্ঠুর বচন।
কোন্ দোষে জ্যেষ্ঠতাত করেন বর্জ্জন ॥
জ্যেষ্ঠতাত মোরে যদি ত্যজেন নিশ্চয়।
তবে আর কিসের আমার গৃহাশ্রয় ॥
আমিহ সন্ন্যাসী হ'য়ে যাব বনবাসে।
কি করিব ধন-জন-বন্ধু-গ্রাম-দেশে ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির আকুল-হৃদয়।
বিদুর-সহিত যান অন্ধের আলয় ॥
কান্দেন অন্ধের পদ ধরি ধর্ম্মরায়।
কোন্ দোষে তাত, তুমি ত্যজহ আমায় ॥
রাজ্য-দেশ-ধন-জন সকলি তোমার।
তোমা-বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর ॥
কোন্ দোষে দোষী আমি হৈনু তব পদে।
বালকেরে ত্যাগ কর কোন্ অপরাধে ॥
আমি রাজা হৈতে যদি দুঃখ তব মনে।
আজি অভিষেক করি তোমার নন্দনে ॥
যুযুৎসুরে অভিষেক করিব এখনি।
হস্তিনার রাজপাট দিব রাজধানী ॥
তোমার কিঙ্কর আমি, তুমি মম প্রভু।
তব আজ্ঞা লঙ্ঘন না করি আমি কভু ॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই তোমার নন্দন।
বৈশ্যার কুমার তারে জানে সর্ব্বজন ॥
তথাপি তাহারে আমি রাজ্যভার দিব।
যে-আজ্ঞা করিবে তুমি, এখনি করিব ॥
এইক্ষণে প্রাণ আমি ছাড়িবারে পারি।
তোমার বচন আমি লঙ্ঘিবারে নারি ॥
ক্ষমা কর অপরাধ হ'য়ে সুপ্রসন্ন।
নহে আমি এইক্ষণে হই অবসন্ন ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির-সহ ভ্রাতৃগণ।
লোটাইয়া ধরিলেন অন্ধের চরণ ॥
তুষ্ট হ'য়ে ধৃতরাষ্ট্র কহে যুধিষ্ঠিরে।
আলিঙ্গন করি কহে মধুর-উত্তরে ॥
কোন দোষে দোষী তুমি নহ মম স্থানে।
পরম সন্তুষ্ট আমি হই তব গুণে ॥
ইষ্টদেব-তুল্য তুমি করহ সেবন।
তব গুণে হৈল সব-শোক-পাসরণ ॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত, স্থির কর মন।
তোমার অপ্রিয় আমি নহি কদাচন ॥
সর্ব্বসুখ ভুঞ্জিলাম তোমার কল্যাণে।
শেষকাল আসি মোর হৈল এইক্ষণে ॥
পরকাল চিন্তিবারে হয়ত উচিত।
ইথে অসম্মত তাত, না হও ক্বচিৎ ॥
রাজধর্ম্ম-নীতি যাহা বেদের উত্তর।
শেষকালে পশিবেক অরণ্য-ভিতর ॥
যথাশক্তি যোগ করিবেক আচরণ।
যতেক ইন্দ্রিয়গণে করি নিবারণ ॥

হইল যতেক রাজা এ-মহীমণ্ডলে।
এই অনুসারে কর্ম্ম করিল সকলে॥
আমিহ সাধিব যোগ শক্তি-অনুসারে।
প্রসন্ন হইয়া তাত, বলহ আমারে॥
তুমি সাধু শুদ্ধমতি, তুমি গুণবান্।
পৃথিবীর মধ্যে তাত, তোমার বাখান॥
আমা হৈতে দুঃখ পাইয়াছ বহুতর।
সে-সব-স্মরণে মম বিদরে অন্তর॥
ধর্ম্মবলে সকল সঙ্কটে হৈলে পার।
শত্রু জিনি উদ্ধারিলে নিজ রাজ্যভার॥
স্বচ্ছন্দে ভুঞ্জহ রাজ্য, আমার পীরিতি।
নানা ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর রাজনীতি॥
বন্ধুগণ পালহ, পালহ প্রজাগণ।
উদ্বেগ ছাড়িয়া রাজকার্য্যে দেহ মন॥
যুযুৎসু আছয়ে যেই আমার নন্দন।
বৈশ্যার উদরে জন্ম, বিখ্যাত ভুবন॥
রাজযোগ্য সেইজন নহে কদাচন।
আপনি করিবে তুমি তাহারে পালন॥
এই ভিক্ষা মাগি আমি, শুন ধর্ম্মরায়।
মায়া-মোহ ছাড়ি মোরে করহ বিদায়॥
এত বলি করিলেন মস্তক-চুম্বন।
বহু আশীর্ব্বাদ কৈল অম্বিকা-নন্দন॥
কান্দেন চরণে ধরি ধর্ম্মের তনয়।
বালকের প্রতি তাত, না হও নির্দ্দয়॥
যত ইচ্ছা ধন-রত্ন দ্বিজে দেহ দান।
গৃহাশ্রমে থাকি কর যোগ-জপ-ধ্যান॥
গৃহাশ্রমে সর্ব্ব ধর্ম্ম পাই নরনাথ।
হোম যজ্ঞ ব্রত ধর্ম্ম দান কর তাত॥
দারুণ ভারত-যুদ্ধে হৈল কুলক্ষয়।
সেই তাপে সদা মম দহিছে হৃদয়॥
তোমা-দরশনে মম স্থির হেন মন।
সর্ব্ব তাপ সংবরিনু তোমার কারণ॥
তোমার কারণে আমি করি গৃহবাস।
পূর্ব্বেতে যাইতেছিনু লইয়া সন্ন্যাস॥
রাজ্যধন-অর্থ আর কোন্ প্রয়োজন।
সকল সম্পদ্ মম তোমার সেবন॥
তোমার বিহনে মোর না রহিবে প্রাণ।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা-বিদ্যমান॥
এইমত ধর্ম্মরাজ করেন মিনতি।
সান্ত্বাইতে না হইল কাহার শকতি॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুমত।
একমনে সাধু সব পিয়ে অবিরত॥

● ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর কথোপকথন

এইরূপে অন্ধরাজ ভাবিতে চিন্তিতে।
কাটালেন পঞ্চদশ বর্ষ হস্তিনাতে॥
ভোজনে না রুচে অন্ন, নিদ্রা নাহি হয়।
নিরন্তর অন্ধরাজ চিন্তিত-হৃদয়॥
কি করিব, কি হইবে, চিন্তা অনুক্ষণ।
গৃহবাস হৈল মোর নিগড়-বন্ধন॥
যুধিষ্ঠির কদাচিৎ না ছাড়িবে মোরে।
কি কর্ম্ম করিব সিদ্ধ গৃহকারাগারে॥
কিমতে যাইব বনে, না দেখি উপায়।
দুইচক্ষুহীন বিধি করিল আমায়॥
হায় বিধি, কোন্ বুদ্ধি করিব এখন।
কিরূপে হইবে মোর কারা-বিমোচন॥
কোন্‌রূপে পরলোকে পাইব সদ্গতি।
কোন্‌রূপে ধর্ম্মপথে মজিবেক মতি॥
এই অনুশোচ করে দিবস-রজনী।
গান্ধারীরে চাহি বলে কুরু-নৃপমণি॥
অবধান কর দেবি, বচন আমার।
গৃহবাস হৈল মোর মহা-কারাগার॥
মহাপাশে বান্ধিয়া রাখয়ে যথা লোকে।
তেমতি বন্ধনি আছে দৈবের বিপাকে॥
বিধি মোরে বিড়ম্বিল করি নানা-পাকে।
মহামায়া-জালে বন্দী করিল আমাকে॥

পরবশবর্ত্তী হ'য়ে আজন্ম বঞ্চিনু।
আপনার বংশ আমি আপনি নাশিনু ॥
পাপ-চেষ্টা করি জন্ম গেল মিথ্যা কাজে।
কিরূপে পাইব ত্রাণ ভবসিন্ধু-মাঝে ॥
না দেখি উপায়, ভবসিন্ধু ঘোরতর।
কিরূপে হইব পার দুস্তর সাগর ॥
এখন না চিন্তি যদি ইহার উপায়
নিশ্চয় ঠেকিব ঘোর শমনের দায় ॥
সে-ভয়ে তারণকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ।
ভক্তি-বিনা বশ প্রভু নহে কদাচন ॥
দান যজ্ঞ ব্রত হোম করে অনুব্রতে।
হরিভক্তি-সমান নাহিক ত্রিজগতে ॥
অভয়-পদারবিন্দে ভক্তি আছে যার।
হেলায় তরিবে সেই এ-ভবসংসার ॥
হেন প্রভুভক্তি আমি করিব কেমনে।
উপায় নাহিক মম এ-ছার জীবনে ॥
গান্ধারী বলয়ে, রাজা, কহি সারোদ্ধার।
নিজ কর্ম্ম সাধিবারে হয় ত বিচার ॥
ব্রহ্মচর্য্য-আচরণ হয় ত বিধান।
হরিভক্তি-বিনা রাজা, কর্ম্ম নাহি আন ॥
যুধিষ্ঠির ছাড়িয়া না দিবে কদাচিৎ।
না মানিব উপরোধ, যাইব নিশ্চিত ॥
তপোবনে প্রবেশিয়া তপ আচরিব।
যোগ আচরিয়া ভবসিন্ধু পার হব ॥
ইহা বিনা কিবা আর আছয়ে উপায়।
ইথে অসম্মত কেন হয় ধর্ম্মরায় ॥
এইরূপে বিচার করয়ে দুইজন।
নিশ্চয় যাইব বনে, নহে নিবারণ ॥
ভারতে আশ্রমপর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচন ॥

● ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও বিদুরের অরণ্যযাত্রা-শ্রবণে কুন্তীর আগমন

রজনী প্রভাত, উঠি নরনাথ,
বিদুরে ডাকিয়া আনি।
গদগদ স্বরে, কহে বিদুরেরে,
ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
এস ভাই মোর, প্রাণের দোসর,
সাধু সর্ব্ব-গুণাশ্রয়।
দেবগুরু জিনি, বুদ্ধিমন্ত গণি,
ক্ষিতিসম ক্ষমাময় ॥
তুমি মোর মন, আত্মা প্রাণ ধন,
হিত-উপদেশ কহ।
অতঃপর আমি, হব বনগামী,
এই যুক্তি ভাই, দেহ ॥
তোমার কল্যাণে, পশিব কাননে,
সাধিব আপন কাজ।
সাধি যোগ-ভক্তি, পাব অব্যাহতি,
এ-ভবসংসার-মাঝ ॥
ধর্ম্মের নন্দন, শুনিলে এমন,
যাইতে না দিবে মোরে।
আপন ইচ্ছায়, যাব সর্ব্বথায়,
উপরোধে কিবা করে ॥
ঘোর তপোবনে, পশিব কেমনে,
যুক্তি দেহ তুমি মোরে।
এত শুনি কথা, নোয়াইয়া মাথা,
ক্ষত্তা কহে যোড়করে ॥
আমি তব ভৃত্য, আজন্ম পালিত,
আমার ঈশ্বর তুমি।
তুমি যদি বন, করিবে গমন,
কি আর করিব আমি ॥
সংহতি যাইব, বনে প্রবেশিব,
তথায় করিব সেবা।
যে-গতি তোমার, সে-গতি আমার,
স্বামী পরিহারে কেবা ॥

বিদুর-বচন, শুনিয়া রাজন্,
প্রশংসিল বহুতর।
ত্যজিয়া বসন, বাকল পিন্ধন,
করিলেন নৃপবর॥
গান্ধারী সুন্দরী, পতি অনুসরি,
বাকল কৈল পিন্ধন।
জটা করি কেশে, তপস্বীর বেশে,
বসিয়াছে তিনজন॥
এ-হেন সময়, আইল সঞ্জয়,
ধৃতরাষ্ট্র-সম্ভাষণে।
করি প্রণিপাত, যুড়ি দুই হাত,
নিবেদয়ে সকরুণে॥
হের নরপতি, কর অবগতি,
তোমার কিঙ্কর আমি।
তোমার বিহনে, কি কাজ জীবনে,
সঙ্গে লহ মোরে তুমি॥
বিদুর সঞ্জয়, অম্বিকা-তনয়,
সুবল-নন্দিনী আর।
শুভক্ষণ করি, গৃহ পরিহরি,
বনে কৈল আগুসার॥
হেনকালে তথা, ভোজের দুহিতা,
পাইয়া সে-সমাচার।
ত্যজিয়া মন্দির, হইল বাহির,
ত্যজি পুত্র-পরিবার॥
তপস্বিনীবেশে, আসি অন্ধপাশে,
প্রণমিয়া কহে বাণী।
ওহে কুরুপতি, তোমার সংহতি,
কাননে যাইব আমি॥
সঙ্গে লহ মোরে, যাহ যথাকারে,
আমি অনুগত জনা।
তোমার প্রসাদে, তরিব আপদে,
করিব কৃষ্ণ-ভজনা॥
শুনিয়া রাজন্, আশ্বাস-বচন,
দিলেন কুন্তীর তরে।
শুনি ভোজসুতা, হৈল হরষিতা,
গান্ধারী হৃষ্টা অন্তরে॥
ভারত-শ্রবণ, তারণ-কারণ,
এই মনে মোর আশ।
কৃষ্ণদাসানুজ, কৃষ্ণপদাম্বুজ,
বন্দি কহে কাশীদাস॥

● ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর ও সঞ্জয়ের অরণ্যযাত্রা

ধৃতরাষ্ট্র রাজা যায় গহন কানন।
শুনিয়া ব্যাকুল-চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণা-সহ আসি দৌড়াদৌড়ি।
ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী-কুন্তীর পায় পড়ি॥
ধূলায় ধূসর হ'য়ে করয়ে ক্রন্দন।
আজি সে অনাথ হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
কোন্ অপরাধে তাত, ত্যজহ আমারে।
আর মোর কেবা আছে সংসার-ভিতরে॥
পিতৃশোক না জানিনু তোমার কারণে।
সর্ব্বশোক পাসরিনু তোমা-দরশনে॥
তোমার বিহনে সব হৈল অন্ধকার।
কোন্ সুখে গৃহেতে রহিব মোরা আর॥
কি দেখি ধরিব প্রাণ, উপায় কি হবে।
তোমার সহিত তাত, বনে যাব সবে॥
ওহে খুল্লতাত, তুমি যাহ কোথাকারে।
কি হেতু নির্দ্দয় তাত, হইলে আমারে॥
পাণ্ডবের প্রাণদাতা, কৃপার সাগর।
তোমার প্রসাদে জীয়ে পঞ্চসহোদর॥
তোমা-বিনা পাণ্ডবের কি হবে উপায়।
কোন্ অপরাধে তাত ছাড়িবে আমায়॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির কান্দিয়া অপার।
প্রবোধ করেন সবে অশেষ-প্রকার॥
বিদুর সঞ্জয় দোঁহে বিচারিয়া মনে।
ডাকিয়া নিভৃতে কহে মাদ্রীর নন্দনে॥

রাজার নন্দিনী কুন্তী, রাজার গৃহিণী।
জনম দুঃখেতে গেল, হেন অনুমানি ॥
এতদিনে নিষ্কণ্টক হৈল বসুমতী।
কতদিন সুখ ভুঞ্জ সবার সংহতি ॥
তোমরা উভয়ে তাঁর অতি প্রিয়তর।
কুন্তীরে প্রবোধ দেহ দুই সহোদর ॥
তোমা দোঁহাকার স্নেহ নারিবে ছাড়িতে।
যাইতে নারিবে কুন্তী, হেন লয় চিতে ॥
এত শুনি দুই ভাই চলে সেইক্ষণ।
জননীর গলে ধরি কান্দে দুইজন ॥
কোথাকারে যাহ মাতা, নিষ্ঠুরা হইয়া।
কিমতে বঞ্চিব মোরা তোমা না দেখিয়া ॥
তোমা-বিনা তিলেক রহিতে নাহি পারি।
ক্ষণেক না জীব মোরা তোমা পরিহরি ॥
যদি আমা-দোঁহে ছাড়ি যাইবে কাননে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমা-বিদ্যমানে ॥
এত বলি কান্দে দোঁহে উচ্চৈঃস্বর করি।
ব্যাকুলা হইল চিত্তে ভোজের কুমারী ॥
কি করিব, ইহার উপায় নাহি দেখি।
কহিতে লাগিল কুন্তী দ্রৌপদীরে ডাকি ॥
তুমি সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী-অবতার।
এই বাক্য মান্য তুমি করিবে আমার ॥
এই দুই পুত্র মোর প্রাণের সমান।
এ-দোঁহে পালিবে তুমি সদা সাবধান ॥
আমারে পাসরে যেন তোমার পালনে।
অনুমতি কর মাতা, যাই আমি বনে ॥
এত বলি শিরোদেশে করিল চুম্বন।
প্রণমিয়া যাজ্ঞসেনী করয়ে রোদন ॥
পঞ্চ পুত্র কোলে করি ভোজের নন্দিনী।
শিরে চুম্ব দিয়া কহে আশীর্ব্বাদ-বাণী ॥
বিবিধ-প্রকারে প্রবোধিয়া পঞ্চজনে।
চলিলেন কুন্তীদেবী ধৃতরাষ্ট্র-সনে ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে প্রবোধ না মানে।
শোকের নাহিক অন্ত ভাই পঞ্চজনে ॥
তিলেক না বঞ্চে কেহ কুন্তীর বিচ্ছেদে।
প্রজাগণ বিলাপ করিছে মন-খেদে ॥
আজি সে হইল শূন্য হস্তিনানগরী।
প্রবল তিমিরে আচ্ছাদিল আজি পুরী ॥
আজি সে অনাথ হৈল রাজা-প্রজাগণ।
পুরবাসী যত আছে হস্তিনাভুবন ॥
যুধিষ্ঠির কান্দিছেন করি হায় হায়।
ললাটে হানেন ঘাত, লোটান ধূলায় ॥
মা মা বলি যুধিষ্ঠির ডাকেন সঘন।
নির্দ্দয়া নিষ্ঠুরা মাতা, হৈলে কি-কারণ ॥
সহদেব নকুল এ ভাই দুই জনে।
তিলেক না জীবে মাতা, তোমার বিহনে ॥
পূর্ব্বে যবে বনে পাঠাইল দুর্য্যোধন।
মম সঙ্গে বনে গেল ভাই চারিজন ॥
ঝরিত নয়ন সদা তোমার বিহনে।
তোমার ভাবনা-বিনা অন্য নাহি মনে ॥
তদন্তরে তোমার পাইয়া দরশন।
তিলেক বিচ্ছেদ নহে ভাই দুইজন ॥
তারা না ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে।
কেমন প্রকারে আমি প্রবোধিব দোঁহে ॥
কেমনে চলিলা মাতা, নির্দ্দয়া হইয়া।
এই দুই বালকেরে না দেখ চাহিয়া ॥
আমা-সম হতভাগ্য নাহি পৃথিবীতে।
জনম-অবধি কত দুঃখ পাই চিতে ॥
ছার রাজ্য-ধন মম, ছার গৃহবাস।
তোমা-বিনা হৈল মম সকল নৈরাশ ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির করেন ক্রন্দন।
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী করিল চুম্বন ॥
শোকেতে কাতর অতি হও অকারণে।
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত, জানহ আপনে ॥
প্রসন্ন হইয়া মোরে করহ আদেশ।
সুকর্ম্ম করিতে তাত, কেন ভাব ক্লেশ ॥
বড়ই প্রবল তাত, এ-ভবসাগর।
ইহাতে হইতে পার বড়ই দুষ্কর ॥

ভবার্ণবে কর্ণধার দেব ভগবান্।
তাঁহারে ভজিলে ইথে পাই পরিত্রাণ ॥
অকারণে গেল কাল সংসারের দায়।
এখন সে করিলাম ইহার উপায় ॥
ভক্তি-বিনা ভগবান্ কভু বশ নয়।
কেমনে তরিব ঘোর শমনের ভয় ॥
পরকালে তিনি-বিনা বন্ধু নাহি আর।
ভকত-বৎসল হরি করেন উদ্ধার ॥
মায়া-মোহ ত্যজ তাত, তত্ত্বে দেহ মন।
ধর্ম্মপথে বিচলিত নহ কদাচন ॥
পুত্রবৎ পালন করহ প্রজাগণ।
ব্রাহ্মণের সেবা তুমি কর অনুক্ষণ ॥
প্রাণতুল্য ভ্রাতৃগণে দেখিবে সদায়।
পাত্রমিত্র-দাসদাসী আর সমুদায় ॥
যতনে করিবে তাত, সবার পালন।
অনুমতি কর তাত, যাই আমি বন ॥
এত বলি সহদেব-নকুলে লইয়া।
দ্রৌপদীর হাতে-হাতে দিল সমর্পিয়া ॥
সবারে বিদায় করি ভোজের কুমারী।
দাঁড়াইল গিয়া ধৃতরাষ্ট্র-বরাবরি ॥
ধৃতরাষ্ট্র-নৃপতির যত বধূগণ।
দুঃশলা-সুন্দরী-আদি কান্দে সর্ব্বজন ॥
হাহাকার করি সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বর।
আমা-সবে ছাড়ি কোথা যাহ নৃপবর ॥
হা হা বিধি, কি উপায় করিব এখন।
এত ক্লেশে পাপপ্রাণ রহে কি-কারণ ॥
পাষাণে রচিত দেহ আমা-সবাকার।
এতেক আঘাতে তনু না হয় বিদার ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সবে শিরে মারে ঘাত।
তোমা-বিনা আজি মোরা হইনু অনাথ ॥
গড়াগড়ি যায় সবে ধূলায় ধূসর।
চিত্রের পুত্তলী-প্রায় ভূমির উপর ॥
দেখিয়া ব্যথিত হৈল বিদুর সুমতি।
ডাক দিয়া কহিলেন যুধিষ্ঠির-প্রতি ॥
শোক ত্যজ, শুন রাজা, আমার বচন।
আমা-সবাকার শোক কর নিবারণ ॥
ইহা সবাকার প্রতি করহ আশ্বাস।
প্রবোধিয়া সবাকারে লহ গৃহবাস ॥
ধর্ম্মের নন্দন তুমি, ধর্ম্ম-অবতার।
তোমার এতেক মোহ, অতি অবিচার ॥
সবারে সান্ত্বনা দিয়া স্থির কর মন।
তোমারে বুঝায় হেন, আছে কোন্ জন ॥
এইরূপে বহুতর বিদুর কহিল।
অনেক সান্ত্বনা পঞ্চ-সহোদরে দিল ॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র কহে বিদুরের প্রতি।
হের অবধান কর বিদুর সুমতি ॥
এ-সময় ব্রাহ্মণেরে দিব কিছু দান।
কিছু ধন মাগি আন ধর্ম্মরাজ-স্থান ॥
অন্ধের বচনে ক্ষত্তা কহে যুধিষ্ঠিরে।
কিছু ভিক্ষা চাহে তোমা অন্ধ-নৃপবরে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, ভিক্ষা কিসের কারণ।
তাঁহারি সকল রাজ্য প্রজা ধন জন ॥
আমা-আদি সকল বিক্রীত তাঁর পায়।
হেন বাক্য কহিবারে তাঁরে না যুয়ায় ॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ডাকি ভ্রাতৃগণে।
ধন আনিবারে আজ্ঞা দিলেন তখনে ॥
ধর্ম্মরাজ-আজ্ঞা পেয়ে চারি সহোদর।
ভাণ্ডার হইতে ধন আনে বহুতর ॥
প্রবাল মুকুতা স্বর্ণ মণি মরকত।
বিবিধ রতন-রাশি আনে শত শত ॥
হরিষেতে অন্ধরাজ গান্ধারী-সহিত।
দ্বিজগণে ধনদান কৈল অপ্রমিত ॥
ভূমিদান অন্নদান করিল বিস্তর।
হস্তী অশ্ব ধেনু আদি রত্ন বহুতর ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-আদি রাজা দুর্য্যোধন।
সবাকার নাম ধরি দ্বিজে দিল ধন ॥
বিবিধ বসন দান করিল অপার।
রত্ন-সিংহাসন শয্যা বিবিধ-প্রকার ॥

দানেতে তুষিয়া সব ব্রাহ্মণমণ্ডল।
বনে যেতে অন্ধরাজ হইল চঞ্চল॥
বহু আশীর্ব্বাদ ভাই পঞ্চজনে কৈল।
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ চুম্বন করিল॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই কান্দে উভরায়।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিল গান্ধারীর পায়॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্ন-বদনে।
অঙ্গে হাত বুলাইল ভাই পঞ্চজনে॥
একে-একে সবাকারে করিয়া বিদায়।
বনবাস যাত্রা করিলেন কুরুরায়॥
গান্ধারীর স্কন্ধে আরোপিয়া যাম্যহাত।
ধীরে ধীরে চলিলেন কুরুকুলনাথ॥
গান্ধারীর যাম্য-ভাগে চলিল সঞ্জয়।
আগে আগে চলিলেন ক্ষত্তা মহাশয়॥
হেনমতে অন্ধরাজ চলিল কানন।
দেখিবারে আইল যতেক প্রজাগণ॥
বাল বৃদ্ধ যুবা ধায় কুলবধূগণে।
ধৃতরাষ্ট্র-বেশ দেখি কান্দে সর্ব্বজনে॥
ওহে অন্ধরাজ, তুমি যাও কোথাকারে।
কিহেতু তপস্বীবেশ ধ'রেছ শরীরে॥
দুই চক্ষু অন্ধ তব, অথর্ব্ব শরীর।
কিমতে ছাড়েন তোমা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বাহুড় বাহুড় রাজা, না যাও কাননে।
তোমার বিহনে আর জীবে কোন্ জনে॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
সেবিবে তোমায় তেঁই ধর্ম্মের আচার॥
এইরূপে চতুর্দ্দিকে কান্দে সর্ব্বজন।
প্রবোধিয়া ধৃতরাষ্ট্র চলিল কানন॥
পথ দেখাইয়া ক্ষত্তা আগে-আগে ধায়।
কুরুক্ষেত্র-সন্নিকটে এল কুরুরায়॥
তথা হৈতে চলি গেল জাহ্নবীর কূলে।
স্নানদান করিলেন নামি গঙ্গাজলে॥
হরিষেতে স্নান করি করিল তর্পণ।
তদন্তরে কূলেতে উঠিল পঞ্চ জন॥
বসিয়া গঙ্গার তীরে কথোপকথনে।
সেই নিশা বঞ্চিল জাহ্নবী-জলপানে॥
রজনী প্রভাত হৈল, সূর্য্যের উদয়।
প্রভাতে উঠিয়া তবে বিদুর-সঞ্জয়॥
গঙ্গার পশ্চিমে বন নাম দ্বৈপায়ন।
নানাবিধ-বৃক্ষলতা-শোভিত কানন॥
অশোক চম্পক-বৃক্ষ পলাশ কাঞ্চন।
অর্জ্জুন খর্জ্জুর আম্র জম্বুতরু বন॥
রাজ-বৃক্ষ শাল তাল আর আমলকী।
কণ্টকী দাড়িম্ব নারিকেল হরীতকী॥
শিরীষ কদম্ব ঝাঁটি বদরী খদির।
তিন্তিড়ী বহড়া আর নারঙ্গী জম্বীর॥
দেবদারু ভদ্রদারু নিম্ব তরুবর।
বিচিত্র কদলী বৃক্ষ দেখিতে সুন্দর॥
নানা-পুষ্প-সৌরভে শোভিত বনস্থলী।
ভ্রমর গুঞ্জরে তাহে কোকিল-কাকলী॥
বিচিত্র তুলসী বৃক্ষ অতি-সুশোভন।
বিচিত্র মঞ্জরী তাহে, নব দলগণ॥
আমোদে পূর্ণিত হয় সকল কানন।
পুষ্পভরে অবনত যত তরুগণ॥
মল্লিকা মালতী যূথী জাতি নাগেশ্বর।
করবী বকুল জবা রঙ্গন টগর॥
সেঁউতি মাধবীলতা কুটজ কিংশুক।
শেফালিকা সারি-সারি দেখিতে কৌতুক॥
নব নব দলেতে পূর্ণিত ফল-ফুল।
তার গন্ধে মকরন্দে ধায় অলিকুল॥
কোকিলেরা মধুস্বরে করে কুহুরব।
মন্দ সমীরণ বহে, মধুর সৌরভ॥
বন দেখি আনন্দিত বিদুর সঞ্জয়।
হেথায় বঞ্চিব, হেন চিন্তিল হৃদয়॥
দুইখানি কুটীর রচিল সেইখানে।
মুনিগণ নিবসয়ে তার সন্নিধানে॥
সম্ভাষিয়া মুনিগণে করিয়া বিনয়।
অন্ধের নিকটে গেল বিদুর-সঞ্জয়॥

ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী-সহিত ভোজসুতা।
সবে ল'য়ে কুটীরে আইল পুনঃ ক্ষত্তা॥
এক গৃহে কুন্তী-সঙ্গে সুবলনন্দিনী।
আর গৃহে বিদুর সঞ্জয় নৃপমণি॥
কানন-নিবাসী যত ঋষি-মুনিগণ।
আইল করিতে ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষণ॥
যথাবিধি পূজিয়া সাদরে সবাকারে।
নিজ অভিলাষ রাজা জানায় সবারে॥
মহামুনি ঋষিগণ ধৃতরাষ্ট্র-প্রীতে।
আশ্রম করিয়া রহিলেন চতুর্ভিতে॥
দেখিয়া পাইল প্রীতি অন্ধ-নৃপবর।
ব্রহ্মচর্য্য আচরিল শুদ্ধ কলেবর॥
নিকটে জাহ্নবী-নীরে স্নান-দান করি।
হোমকর্ম্ম সমাপিল কুরু-অধিকারী॥
গৃহমধ্যে কুশাসন করিয়া স্থাপন।
পূর্ব্বমুখে বসে রাজা করি যোগাসন॥
হৃদয়ে পরম পদ চিন্তিয়া সাদরে।
মন্ত্র জপ করে অন্ধ ভক্তি-পুরঃসরে॥
নিকটে বিদুর আর সঞ্জয় সুমতি।
যোগাসন করি দোঁহে করিলেন স্থিতি॥
এইরূপে সকলে বসিল যোগাসনে।
মন্ত্র-ধ্যান করিয়া জপেন সুলক্ষণে॥
দিনশেষে বিদুর-সঞ্জয় দুইজন।
ফল-মূল আনি সবে করিল ভক্ষণ॥
পুণ্যকথা আলাপনে বঞ্চিয়া রজনী।
হেনমতে কাননে রহিল নৃপমণি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদির আগমন

মুনি বলে, শুন জন্মেজয় নরপতি।
গৃহে যান ধর্ম্মরাজ শোকাকুল-মতি॥
ভীমার্জ্জুন মাদ্রীসুত পাঞ্চাল-কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা-সুন্দরী॥
শোকাকুল হ'য়ে তবে কান্দে সর্ব্বজন।
দিবস-রজনী শোক নহে নিবারণ॥
না রুচে আহার জল, সদা ঝরে আঁখি।
শোকাকুল-মন সবে হৈল বড় দুঃখী॥
ধর্ম্ম-আগে কান্দি কহে মাদ্রীর তনয়।
এতদিনে মৃত্যুকাল হইল নিশ্চয়॥
ধরিতে না পারি প্রাণ জননী-বিহনে।
দশদিক্ অন্ধকার লাগে রাত্রিদিনে॥
ভোজনে না রুচে অন্ন, শুন মহাশয়।
দিবস-রজনী নিদ্রা চক্ষে নাহি হয়॥
এইক্ষণে যদি মোরা নাহি দেখি মায়।
অবশ্য মরিব দোঁহে, কহিনু নিশ্চয়॥
এত বলি দুই ভাই কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
অস্থির হইয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
দেখিয়া আকুল-চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রবোধিতে না পারিয়া হ'লেন অস্থির॥
ভীমসেন অর্জ্জুন কান্দেন দুইজন।
দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা কান্দে অনুক্ষণ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ করে হাহাকার।
রাত্রি দিন শোক-বিনা অন্য নাহি আর॥
কান্দিয়া রাজার প্রতি কহে সর্ব্বজন।
নিশ্চয় না রহে প্রাণ, শুনহ রাজন্॥
কুরুকুল-নাথ অন্ধ সুবল-নন্দিনী।
বিদুর সঞ্জয় আর কুন্তী ঠাকুরাণী॥
তাঁহা সব-বিহনে জীবন নাহি রয়।
ইহার বিধান শীঘ্র কর মহাশয়॥
এ-শোক-সাগরে কেহ তিলেক না জীবে।
যথা গেল অন্ধরাজ, তথা যাব সবে॥
এইরূপে নৃপতিরে কহে সর্ব্বজন।
শুনিয়া ভাবিত-চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন॥
দিবস রজনী কান্দে মাদ্রীর তনয়।
ত্যজিবে শরীর দোঁহে, হেন মনে লয়॥

কোনমতে প্রবোধ না মানে দুই ভাই।
পুরজন-আদি শোকে কাতর সবাই ॥
অন্যমতে নহে এই শোক-নিবারণ।
জ্যেষ্ঠতাত-নিকটেতে যাইব কানন ॥
সবারে কাতর দেখি হবেন সদয়।
বাহুড়িয়া আসিবেন, হেন মনে লয় ॥
কদাচিৎ বাহুড়িয়া যদি নাহি আসে।
সেইরূপে সবাই রহিব তাঁর পাশে ॥
এইরূপ অনুমানি ধর্ম্মের নন্দন।
সবারে আশ্বাস করি প্রবোধিয়া কন ॥
শোক-দুঃখ ছাড়ি সবে স্থির কর মন।
সেই বনে সবে মোরা করিব গমন ॥
রাজার বচনে সবে হৃষ্ট হইল মনে।
সেইক্ষণে বহির্গত হৈল সর্ব্বজনে ॥
যুধিষ্ঠির-পঞ্চভাই দ্রৌপদী-সহিত।
উগ্রসেনী সুভদ্রা উত্তরা পরীক্ষিৎ ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা-সুন্দরী।
লিখনে না যায়, যত চলে পুরনারী ॥
বিবিধ-বাহনে চলে আর পদব্রজে।
সপ্তস্বরে সঘনে বিবিধ বাদ্য বাজে ॥
বাদ্যে হৃষ্টমতি নহে, শোকাকুল-মন।
চলিল অনেক রাজা, না যায় গণন ॥
পূর্ব্বেতে ভারতযুদ্ধে সৈন্যের সাজনী।
তেমন সাজিল অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী ॥
তাহা-সবাকার যত ছিল নারীগণ।
চলিল করিতে ধৃতরাষ্ট্র-দরশন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী, হেন অনুমানি।
মহারোল-কম্পমান হইল মেদিনী ॥
হেনমতে ধর্ম্মরাজ চলেন ত্বরিত।
দ্বৈপায়ন-বনে আসি হৈল উপনীত ॥
গঙ্গাজলে স্নান করি প্রবেশি কাননে।
চলিলেন পঞ্চ ভাই সহ-নারীগণে ॥
বসিয়াছে ধৃতরাষ্ট্র কুটীর-ভিতর।
মৌনভাবে একাসনে যুড়ি দুই কর ॥
প্রণমিয়া পঞ্চ ভাই অন্ধের চরণে।
জ্যেষ্ঠতাত বলিয়া ডাকেন পঞ্চ জনে ॥
সমাধি ভাঙ্গিয়া অন্ধ শুনিবারে পায়।
কে তুমি বলিয়া জিজ্ঞাসিল কুরুরায় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির কহিলেন সবিনয়।
তব ভৃত্য যুধিষ্ঠির, শুন মহাশয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠিরে অন্ধ কোলে নিল।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া শুভ জিজ্ঞাসিল ॥
কহ তাত, পুরের কুশল-সমাচার।
কুশলে আছে ত সব বন্ধু-পরিবার ॥
যুধিষ্ঠির বলেন, যে কি কহিব আর।
তোমার সাক্ষাতে এই সব পরিবার ॥
আপনি রহিলে আসি কানন-ভিতরে।
তোমা না দেখিয়া সবা-হৃদয় বিদরে ॥
কহ তাত, কোথা মম গান্ধারী জননী।
কোথা কুন্তী মাতা মম ভোজের নন্দিনী ॥
খুল্লতাত কোথা সে বিদুর-মহাশয়।
তাঁ-সবারে না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায় ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কুরুপতি।
ও কুটীরে তব মাতা গান্ধারী-সংহতি ॥
বিদুরের সমাচার নিশ্চয় না জানি।
জীয়ে কী না জীয়ে ভাই ক্ষত্তা গুণমণি ॥
অনশন-ব্রত করি ত্যজিয়া আহার।
একেশ্বর গেল ক্ষত্তা নিকটে গঙ্গার ॥
চারি দিন আমা-সহ নাহি দরশন।
জীয়ে কি না জীয়ে ভাই, কর অন্বেষণ ॥
শুনিয়া আকুল ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
চলিলেন গঙ্গাতীরে অন্তরে অস্থির ॥
গঙ্গাতীরে বটমূলে দেখে একেশ্বর।
দীর্ঘ জটাভার পড়িয়াছে পৃষ্ঠোপর ॥
করপুটে বসিয়া আছেন মহাশয়।
প্রণাম করেন গিয়া ধর্ম্মের তনয় ॥
আছে কি না আছে প্রাণ, না জানি নিশ্চয়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয় ॥

ওহে খুল্লতাত, বলি ডাকে ঘনে ঘন।
কৃতাঞ্জলি করি ডাকে ভাই পঞ্চজন॥
ওহে মহাশয়, পাণ্ডবের প্রাণদাতা।
ভৃত্যগণ ডাকে তোমা, উঠি কহ কথা॥
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কৈলে পুনঃ পুনঃ।
যুধিষ্ঠির ডাকেন, উত্তর নাহি কেন॥
তোমা-বিনা পাণ্ডবের কেবা আছে আর।
সদয় হইয়া তাত, চাহ একবার॥
ওহে খুল্লতাত, কেন না শুন শ্রবণে।
কোন্ অপরাধে এত কোপ কৈলে মনে॥
এইরূপে পঞ্চ ভাই করেন রোদন।
আকাশ বিমানে থাকি দেখে দেবগণ॥
দুই আঁখি নিয়োজিল যুধিষ্ঠির-পানে।
বিদুরের তেজ নিঃসরিল সেইক্ষণে॥
দ্বিতীয় দেখায় যেন রবির কিরণ।
যুধিষ্ঠির-অঙ্গে লিপ্ত হইল তখন॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি করে।
জয় জয় শব্দ হৈল অমর-নগরে॥
ভ্রাতৃগণে কহিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্বিগুণ হইল তেজ আমার শরীর॥
পূর্ব্বের যতেক তেজ অঙ্গে মম ছিল।
অকস্মাৎ এখন দ্বিগুণ তেজ হৈল॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বিদুরের দেহত্যাগে সকলের বিলাপ
ও ব্যাসের সান্ত্বনা

বিদুরে লইয়া কান্দিছেন পঞ্চজন।
হেনকালে আইলেন মুনি দ্বৈপায়ন॥
মুনি দেখি প্রণমিল পঞ্চ-সহোদর।
খুল্লতাত বলি কান্দে অতি-উচ্চৈঃস্বর॥
প্রবোধিয়া মুনিবর কহেন বচন।
অকারণে শোক কর ধর্ম্মের নন্দন॥

আপনি কি নাহি জান রাজা যুধিষ্ঠির।
তুমি ও বিদুর হও একই শরীর॥
মাণ্ডব্য-মুনির শাপে ধর্ম্ম-মহাশয়।
বিদুর-রূপেতে তাঁর ক্ষিতিতে উদয়॥
তুমিহ আপনি ধর্ম্ম, জানিহ নিশ্চয়।
ধর্ম্ম-অংশ হও তুমি, ধর্ম্মের তনয়॥
বিদুরের তেজ যেই হইল বাহির।
সেইক্ষণে প্রবেশিল তোমার শরীর॥
কহিলাম তোমারে এ তত্ত্ব সমাচার।
শোক-তাপ দূর কর ধর্ম্মের কুমার॥
ব্যাসের বচনে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
বিধিমতে বিদুরেরে করেন সৎকার॥
ধৃতরাষ্ট্রে আসিয়া কহেন সমাচার।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে অম্বিকা-কুমার॥
আপনি ধরেন তাঁরে ব্যাস মহামুনি।
নানারূপে প্রবোধিয়া কহে তত্ত্ববাণী॥
অন্ধ বলে, বিদুর ছাড়িয়া গেল মোরে।
তথাপি রহিল প্রাণ পাপ-কলেবরে॥
দুর্য্যোধন-শোক মম হৈল পাসরণ।
কিরূপে বিদুর-শোকে বাঁচিব এখন॥
এত বলি কান্দে রাজা অম্বিকা-নন্দন।
পাণ্ডব প্রভৃতি কান্দে আর সর্ব্বজন॥
বিপরীত শব্দ হৈল পুনঃ সেইস্থলে।
দেখিতে কানন-বাসী আইল সকলে॥
ধৃতরাষ্ট্র-পাশে বসি ব্যাস মহামুনি।
প্রবোধ করিয়া কহিছেন তত্ত্ববাণী॥
অবধান কর রাজা, পূর্ব্বের কাহিনী।
দৈত্যভারে পীড়াযুক্ত হইল মেদিনী॥
ধেনুরূপ ধরি গেল ব্রহ্মার সদন।
কান্দিতে কান্দিতে ক্ষিতি করে নিবেদন॥
দৈত্যভার আর আমি সহিতে না পারি।
কি করিব, আজ্ঞা দেহ সৃষ্টি-অধিকারী॥
শুনি ব্রহ্মা আশ্বাসিয়া ক্ষিতিরে তখন।
ক্ষীরোদের তীরে গিয়া সহ-দেবগণ॥

প্রণমিয়া করপুটে করিলেন স্তুতি।
তুষ্ট হ'য়ে হইলেন প্রত্যক্ষ শ্রীপতি ॥
দৈত্য বিনাশিতে যুক্তি করি নিরূপণ।
দেবগণে আদেশেন কমললোচন ॥
নিজ নিজ অংশে সবে হও অবতার।
লীলায় করিব ক্ষয় পৃথিবীর ভার ॥
আপনি জন্মিব আমি বসুদেব-ঘরে।
নাশিব পৃথিবী-ভার কহি সবাকারে ॥
এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
দেবগণ-সহ ব্রহ্মা গেলেন ভবন ॥
দৈবকীর গর্ভে জন্মিলেন নারায়ণ।
অনন্ত অগ্রজ তাঁর রেবতী-রমণ ॥
ধর্ম্ম-অংশে যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম-অবতার।
বায়ু-অংশে বৃকোদর পবন-কুমার ॥
ইন্দ্র-অংশে জন্মিলেন বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বিনীকুমার অংশে মাদ্রীপুত্রদ্বয় ॥
অগ্নি-অংশে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চালনন্দন।
লক্ষ্মী-অংশে পাঞ্চালী যে বিখ্যাত ভুবন ॥
আপনি আছিলা তুমি গন্ধর্ব্বের পতি।
তব পুত্র দুর্য্যোধন কলির আকৃতি ॥
অপর তোমার পুত্র রাক্ষস সকল।
সূর্য্য-অংশে জন্মে বীর কর্ণ মহাবল ॥
বসু-অবতার ভীষ্ম তব জ্যেষ্ঠতাত।
বিদুর আপনি ধর্ম্ম, শুন নরনাথ ॥
বৃহস্পতি-অংশে জন্ম দ্রোণ মহাশয়।
রুদ্র-অংশে অশ্বত্থামা, জানহ নিশ্চয় ॥
চন্দ্র-অংশে অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার।
কহিনু তোমারে রাজা, সর্ব্ব সমাচার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

ব্যাসদেবের নিকটে গান্ধারী প্রভৃতির দুর্য্যোধনাদির দর্শন-কামনা

এইরূপে অন্ধরাজে কন মুনিবর।
মায়ের নিকটে যান পঞ্চ সহোদর ॥
গান্ধারীরে প্রণাম করেন পঞ্চজনে।
আশীর্ব্বাদ কৈল দেবী প্রসন্নবদনে ॥
কুন্তীরে প্রণাম কৈল পঞ্চ সহোদর।
বসেন কুন্তীর কোলে মাদ্রীর কোঙর ॥
পুত্র কোলে করি কুন্তী করেন চুম্বন।
প্রণাম করিল আসি যত বধূগণ ॥
এইমতে সর্ব্বজনে পূরিল কানন।
হেনকালে কহিলেন মুনি দ্বৈপায়ন ॥
দ্বারকানগরে আমি যাব শীঘ্রগতি।
বরে কার্য্য থাকে যদি, মাগ নরপতি ॥
গান্ধারী সুবলসুতা শুনি হেন কথা।
করযোড় করি বলে সতী পতিব্রতা ॥
কৃপার সাগর তুমি মুনি-মহাশয়।
তোমার মহিমা যত মুনিগণে কয় ॥
তোমার অসাধ্য দেব, নাহি ত্রিজগতে।
সে-কারণে এই বর মাগি যে তোমাতে ॥
পুত্রশোক-সম আর নাহি ত্রিভুবনে।
শত পুত্র আমার সংহার হৈল রণে ॥
সেই শোকে দহে মোর সকল শরীর।
তিলেক নাহিক ছাড়ে নয়নের নীর ॥
শোকের সাগরে ভাসি, নাহিক উপায়।
সে-কারণে মুনিরাজ, নিবেদি তোমায় ॥
বারেক তাদের যদি পাই দরশন।
এ-শোক-সাগর তবে হইবে মোচন ॥
প্রসবিয়া আমি না দেখিনু পুত্রমুখ।
এই মোর হৃদয়ে আছয়ে বড় দুখ ॥
এই বর মাগি দেব, তব পদতলে।
কৃপায় দেখাহ মোরে তনয় সকলে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলে, মম এই মনোনীত।
কৃপা কর মুনিরাজ, কহিনু নিশ্চিত ॥

তবে কুন্তীদেবী কয় যুড়ি দুই কর।
মম মনস্কাম-সিদ্ধি কর মুনিবর ॥
পুত্র কর্ণে নয়নে দেখিব একবার।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ পঞ্চপৌত্র আর ॥
কৃপা করি দেখাও যদ্যপি মহাশয়।
হৃদয়ের শেল মোর তবে দূর হয় ॥
অনন্তরে পাঞ্চালী পাঞ্চাল-রাজসুতা।
প্রণাম করিয়া কহে মনোদুঃখযুতা ॥
মোর সম হতভাগ্য নাহি তিনলোকে।
পিতৃকুল-ক্ষয়-হেতু সৃজিল আমাকে ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ।
সবংশে মজিল পিতা পাঞ্চাল রাজন্ ॥
মোর পঞ্চ-পুত্র মৈল দৈবের বিপাকে।
শোকসিন্ধু-মধ্যে বিধি ডুবাইল মোকে ॥
যদি পুনঃ তা'সবারে করি দরশন।
এ-শোক-সাগর তবে হইবে মোচন ॥
কান্দিয়া সুভদ্রা কহে যুড়ি দুই-কর।
মোর নিবেদন শুন, ওহে মুনিবর ॥
আমা-হেন হতভাগ্য নাহি ত্রিভুবনে।
অভিমন্যু-হেন পুত্র হত হৈল রণে ॥
দ্বিতীয় কুমুদবন্ধু রূপের বর্ণনা।
ধনুর্দ্ধর-মধ্যে কেহ নাহিক তুলনা ॥
জনক অর্জ্জুন যার, মাতুল শ্রীহরি।
জ্যেষ্ঠতাত ভীমসেন, ধর্ম্ম-অধিকারী ॥
সবা-বিদ্যমানে পুত্র হইল সংহার।
আমা-সম অভাগিনী কেবা আছে আর ॥
মৎস্যদেশে গেল পুত্র বিবাহ-কারণ।
পুনঃ পুত্রসহ মম নাহি দরশন ॥
সকলে নিরাশ বিধি করিল আমারে।
কেমনে ধরিব প্রাণ এ-পাপ শরীরে ॥
কৃপার সাগর মুনি, কর প্রতিকার।
অভিমন্যু আমারে দেখাও একবার ॥
ধৃতরাষ্ট্র-বধূগণ দুঃশলা-সুন্দরী।
প্রণমিয়া কহে কথা মুনি-বরাবরি ॥
কম্পিতবদনা রামা পরিহরি লাজ।
করযোড়ে কহে, অবধান মুনিরাজ ॥
আমা-সবাকার তাপ কর বিমোচন।
স্বামী-পুত্র-সহিত করাও দরশন ॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন মুনি-মহাশয়।
খণ্ডাহ সন্তাপ মম হইয়া সদয় ॥
ইষ্ট বন্ধু বান্ধব কুটুম্ব মিত্রগণ।
ভারত-যুদ্ধেতে হত হৈল যতজন ॥
যদি পুনঃ তা'সবারে দেখিব নয়নে।
শোকসিন্ধু হৈতে পার হইব আপনে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য রাজা দুর্য্যোধন।
বিরাট-দ্রুপদ-আদি যত বন্ধুগণ ॥
সবার সহিত দেখা করাহ আমার।
তোমা-বিনা এ কর্ম্ম করিতে শক্তি কার ॥
পূর্ব্বে পিতামহ-মুখে শুনিয়াছি আমি।
বেদশাস্ত্র প্রকাশিতে নারায়ণ তুমি ॥
এত বলি নিবর্ত্তিল ধর্ম্মের নন্দন।
নিজ নিজ কামনা করিল সর্ব্বজন ॥
ক্ষণেক চিন্তিয়া তবে ব্যাস তপোধন।
আশ্বাসিয়া সবাকারে বলেন বচন ॥
যে বাসনা করিলে আমার কাছে সবে।
আজি নিশাযোগে পূর্ণ সে বাসনা হবে ॥
হৃষ্টচিত্ত হৈল সবে মুনির বচনে।
নিশ্চয় হইবে দেখা, করিলেক মনে ॥
কতক্ষণে দিন যাবে, হইবে রজনী।
ভাবিতে ভাবিতে অস্ত গেল দিনমণি ॥
হেনমতে দিন গেল, রজনী প্রবেশে।
কুতূহলী সর্ব্বজন হরিষ-বিশেষে ॥
করযোড়ে স্তব করে মুনির গোচর।
মনের বাসনা পূর্ণ কর মুনিবর ॥
তবে সত্যবতীসুত ব্যাস মহামুনি।
অদ্ভুত যাঁহার কর্ম্ম, কি দিব নিছনি ॥
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি ডাকি কহে মুনিরাজ।
দুই হস্ত তুলি ডাকে যতেক সমাজ ॥

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বলি ডাকে মুনিবর।
দুর্য্যোধন-শল্য-আদি যত ধনুর্দ্ধর॥
কৌরব-পাণ্ডবে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
ধনুর্ব্বাণ-গদা-খড়্গ-সহিত বাহিনী॥
সত্বরে আইস সবে আমার বচনে।
বিলম্ব না করি এস আমার এখানে॥
ধ্যান করি মুনিবর ডাকে ঘনে-ঘন।
কার শক্তি লঙ্ঘিবেক ব্যাসের বচন॥
ইন্দ্রপুরে নিবাস করয়ে যত বীর।
দেব-সঙ্গে বৈসে সবে দেবতা-শরীর॥
ব্যাসমুনি স্মরে সবে জানিয়া কারণ।
সত্বরে মুনির আগে চলে সর্ব্বজন॥
কৌরব-পাণ্ডবে যত ছিল বীরগণ।
ব্যাসমুনি-অগ্রেতে চলিল সর্ব্বজন॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুমত।
পাঁচালী প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচিত॥

● ব্যাসের আজ্ঞায় স্বর্গ হইতে দুর্য্যোধনাদির আগমন ও ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত সাক্ষাৎ

মুনি বলে, অবধান করহ রাজন্।
মুনি-স্থানে স্বর্গ হৈতে এল সর্ব্বজন॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একত্র মিলিয়া।
মুনির সদনে সবে মিলিল আসিয়া॥
দেখিয়া সন্তুষ্ট-চিত্ত হ'য়ে মুনিবর।
সবাকারে কহিলেন ডাকিয়া সত্বর॥
মনের বাসনা পূর্ণ হৈল সবাকার।
ইষ্ট-মিত্র-বন্ধু সবে দেখ আপনার॥
মুনির বচনে সবে একদৃষ্টে চায়।
দেখিল অদ্ভুত কর্ম্ম, লিখনে না যায়॥
দিব্য রথে আরোহিয়া সারথি-সহিত।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম সংগ্রামে পণ্ডিত॥
দিব্য শরাসন হাতে দিব্য শর-তূণ।
মালতীর মালা গলে শোভে চতুর্গুণ॥
দিব্য শঙ্খ-রবে পূরে গগনমণ্ডলী।
এইরূপে দেখা দেন ভীষ্ম মহাবলী॥
দিব্য ধনুর্ব্বাণ করে দ্রোণ-মহাশয়।
দিব্যরথ-সজ্জা রক্তবর্ণ চারি হয়॥
সপ্ত-কুম্ভ-কমণ্ডলু-ধ্বজ মনোহর।
দিব্য-শঙ্খ-শব্দেতে পূরিত চরাচর॥
শুক্লবস্ত্র পিন্ধন-ভূষণ মলয়জ।
স্কন্ধেতে উত্তরী, অঙ্গে ভূষিত কবচ॥
দিব্য রথে আরোহিয়া কর্ণ মহাবল।
অক্ষয় কবচ অঙ্গে, মকর কুণ্ডল॥
অগুরু চন্দন অঙ্গে, পদ্ম-পুষ্পমাল।
আজানুলম্বিত ভুজ, বিক্রমে বিশাল॥
দিব্য রথে সারথি, বিজয়-ধনুর্ব্বাণ।
অখণ্ডমণ্ডল-বিধু জিনিয়া বয়ান॥
সিংহনাদ-শঙ্খনাদে পূরে রণস্থলী।
প্রফুল্লবদনে সবে আশ্বাসয়ে বলী॥
ভগদত্ত জয়সেন জয়দ্রথ রাজা।
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহাতেজা॥
শত ভাই-সহিত নৃপতি দুর্য্যোধন।
শকুনি মাতুল সঙ্গে, তনয় লক্ষ্মণ॥
নারায়ণী সেনাগণ,সুশর্ম্মা সংহতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা শল্য মহারথী॥
প্রতিবিন্দ অনুবিন্দ আর জরাসন্ধ।
কাশীরাজ কাম্বোজ সহিত নৃপবৃন্দ॥
দণ্ড-ধনুর্ব্বাণ করে সুষেণ নৃপতি।
কলিঙ্গ-ঈশ্বর শত অনুজ-সংহতি॥
অলম্বুষ অলায়ুধ রাক্ষস-সকল
বিপরীত গর্জ্জনে পূরিছে রণস্থল॥
দিব্য রথে চড়িয়া ঘটোৎকচ বীর।
মকর-কুণ্ডল কর্ণে, প্রকাণ্ড শরীর॥
মহাবীর অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন।
দিব্য রথে আরোহিয়া হাতে শরাসন॥
বিচিত্র মুকুটমণি মকর-কুণ্ডল।
কবচ-ভূষিত অঙ্গ অতি সুকোমল॥

দ্রুপদ নৃপতি পুত্রগণ সংবলিত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী সহিত সত্রাজিত॥
সপুত্র বিরাট রাজা সহ-দুইভাই।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেখে এক ঠাঁই॥
জরাসন্ধসুত সহদেব ধনুর্দ্ধর।
শিশুপাল-তনয় চেদির নৃপবর॥
পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রে সবে ভারত-সমরে।
মহাযুদ্ধ করিলেন যেমন প্রকারে॥
সেই ধনুর্ব্বাণ, সেই রথ-আরোহণ।
সেই সব সারথি মাতঙ্গ অশ্বগণ॥
রথ রথী অশ্বের উপরে আসোয়ার।
গজেতে মাহুতগণ পর্ব্বত-আকার॥
ধানুকি ধনুক-হাতে, অসি-চর্ম্ম ঢালী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী একঠাঁই মেলি॥
নিজ নিজ বান্ধবের লভি দরশন।
আনন্দ-সাগরে ভাসিলেন সর্ব্বজন॥
ধৃতরাষ্ট্রে দিব্যচক্ষু দিল মুনিবর।
আত্মীয় সকলে দেখে অন্ধ নৃপবর॥
আনন্দসাগরে ভাসে কুরু-নরপতি।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতে বসুমতী॥
দুর্য্যোধন-আদি একশত সহোদর।
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল অন্ধের গোচর॥
পুত্রগণে কোলে করি অম্বিকা-নন্দন।
অনিমিষ-নয়নে করয়ে নিরীক্ষণ॥
দূরে গেল শোক দুঃখ, আনন্দ অপার।
কোলে করি ধৃতরাষ্ট্র শতেক কুমার॥
আলিঙ্গন শিরোঘ্রাণ বদন-চুম্বন।
মনের মানসে করে কথোপকথন॥
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত শল্য নরপতি।
কর্ণ ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ মহামতি॥
ধৃতরাষ্ট্র-নিকটে বসিল সর্ব্বজন।
কানন-ভিতরে হৈল হস্তিনা-ভবন॥
পূর্ব্বমত সভা করি বসে অন্ধরাজ।
পাত্র মিত্র ইষ্ট বন্ধু সকল সমাজ॥

ব্যস্ত হ'য়ে গান্ধারী ধরিল পুত্রগণে।
প্রণমিল শত পুত্র মায়ের চরণে॥
শত পুত্র কোলে করি সুবল-নন্দিনী।
হরিষে চক্ষুর জলে তিতিল মেদিনী॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন পুত্রগণ-মুখে।
অনিমেষ-নয়নে পুত্রের মুখ দেখে॥
আনন্দসাগরে সবে হইল পূর্ণিত।
অন্য অন্য কয়ে কথা মনের পীরিত॥
পুলকে পূর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
খণ্ডিল সকল তাপ, আনন্দিত মন॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-চরণে করিল নমস্কার।
মদ্ররাজে সম্ভাষে মাতুল আপনার॥
কর্ণেরে প্রণাম করে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে চক্ষুর জল বহে খরতর॥
ভ্রাতৃগণ-সঙ্গে কর্ণ করে আলিঙ্গন।
কুন্তীর নিকটে যান ভাই ছয়জন॥
প্রণাম করেন কর্ণ কুন্তী-পদতলে।
আনন্দে ভাসিল কুন্তী, পুত্রে নিল কোলে॥
ঘন ঘন চুম্ব দেন বদন-কমলে।
বার বার অনিমেষ-নয়নে নেহালে॥
খণ্ডিল সকল তাপ, আনন্দিত-মনে।
কোলে করি বসে কুন্তী পুত্র ছয়জনে॥
কথোপকথন করে মনের হরিষে।
সব পাসরিল, যত দুঃখ-শোক-ক্লেশে॥
বৃষসেন-আদি যত কর্ণের কুমার।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু পঞ্চ-পৌত্র আর॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
পাঞ্চাল বিরাট বন্ধুগণের সহিত॥
পুত্রগণে পেয়ে কুন্তী হৃদয়ে লইল।
হরিষে নয়নজলে স্নান করাইল॥
ঘটোৎকচে পেয়ে তবে ভীমসেন বীর।
আলিঙ্গন করিলেক পুলক-শরীর॥
অভিমন্যু কোলে করে বীর ধনঞ্জয়।
আসিয়া সুভদ্রাদেবী পুত্র কোলে লয়॥

মাতা-পিতা সম্ভাষিয়া অভিমন্যু-রথী।
পুত্র পরীক্ষিতে কোলে নিল শীঘ্রগতি॥
বসিল উত্তরাদেবী অভিমন্যু-পাশে।
নানাকথা আলাপন করে পরিতোষে॥
দুর্য্যোধন-আদি করি ভাই শত জন।
পঞ্চভাই পাণ্ডবে করিল সম্ভাষণ॥
পূর্ব্বমত শত্রুভাব নাহিক এখন।
পরস্পর সম্ভাষণ করে হৃষ্টমন॥
পঞ্চপুত্র পেয়ে তবে দ্রুপদকুমারী।
আনন্দে পূর্ণিতা হৈল পুত্রে কোলে করি॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী দ্রুপদ নরপতি।
ভ্রাতা পিতা দেখি কৃষ্ণা আনন্দিত-মতি॥
করযোড়ে প্রণমিল পিতার চরণে।
যথাবিধি সম্ভাষণ কৈল ভ্রাতৃগণে॥
ধরিয়া পিতার হস্ত দ্রৌপদী সুন্দরী।
শোক-দুঃখ সম্বরি বিলাপ বহু করি॥
আনন্দে পূর্ণিত, মনস্তাপ গেল দূরে।
নানা কথা আলাপন হরিষ-অন্তরে॥
দ্রুপদ-বিরাট-আদি যত বন্ধুগণ।
পঞ্চভাই পাণ্ডব করিল সম্ভাষণ॥
অতিহৃষ্টচিত্ত হ'য়ে ভাই পঞ্চজন।
সম্ভাষিয়া তোষেন যতেক বন্ধুগণ॥
নিজ নিজ পতি দেখি যত নারীগণ।
সম্ভ্রমে পতির পাশে আইল তখন॥
হরষিত হ'য়ে স্বামী বসাইল পাশে।
ইষ্টকথা-আলাপনে সবারে সম্ভাষে॥
নিজ নিজ পতি পুত্রে পেয়ে দরশন।
আনন্দসাগরে মগ্ন হৈল সর্ব্বজন॥
দুর্য্যোধন-পাশে বসে ভানুমতী নারী।
তনয়-লক্ষ্মণে কোলে করিল সুন্দরী॥
দুঃশাসন-সহ ঊনশত ভাই আর।
নিজ নিজ পত্নী ল'য়ে বসে যে যাহার॥
এমত প্রকারে সবে বঞ্চিল রজনী।
নহিল, নহিবে হেন অপূর্ব্ব কাহিনী॥

এইরূপে হৈল সব তাপ-বিমোচন।
সাধু সাধু মুনিবর, কহে সর্ব্বজন॥
মনোগত নারীগণে মনেতে ভাবয়।
এমত রজনী যেন প্রভাত না হয়॥
পাছে পুনঃ স্বামী-সনে হয় বা বিচ্ছেদ।
এইহেতু সবার হৃদয়ে বাড়ে খেদ॥
চরণ চাপিয়া ধরে নিজ নিজ পতি।
দেখিয়া ব্যথিত হৈল ব্যাস মহামতি॥
ডাকিয়া বলেন মুনি, শুন বধূগণ।
সতী পতিব্রতা ইথে হও যেই জন॥
স্বামীর সহিত সবে করহ প্রয়াণ।
সর্ব্ব-শোক-দুঃখ তার হৈবে অবসান॥
মুনিবাক্য শুনি সবে আনন্দ অপার।
দৃঢ় করি স্বামী-পদ ধরে আপনার॥
তবে ধৃতরাষ্ট্র-পাশে বসি সর্ব্বজনে।
বিদায় মাগিল সবে অন্ধের চরণে॥
শোক করি কান্দে অন্ধ গান্ধারী-সহিত।
বিচ্ছেদ করিতে আর নাহি চায় চিত॥
দেখিয়া সকলে তবে প্রবোধিয়া কয়।
অকারণে শোক কেন কর মহাশয়॥
কতদিন বনে যোগ কর আচরণ।
অচিরে পাইবে আমা-সবার দর্শন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় ভোজসুতা।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডুপুত্র দ্রুপদ-দুহিতা॥
সবারে প্রবোধ করি মাগিল বিদায়।
নিজ-নিজ পত্নীগণে ল'য়ে সবে যায়॥
উত্তরা-সুন্দরী যায় অভিমন্যু-সাথে।
দেখি যুধিষ্ঠির হন চিন্তান্বিত তাতে॥
ব্যাসের চরণে কন করিয়া প্রণতি।
উত্তরা চলিল অভিমন্যুর সংহতি॥
মাতৃহীন হইবেক রাজা পরীক্ষিৎ।
উত্তরারে যাইবারে নহে ত উচিত॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি চিন্তিয়া হৃদয়।
উত্তরারে রাখিলেন মুনি মহাশয়॥

অপর সকল নারী স্বামীর সংহতি।
স্বর্গপুরে চলে সবে পতিব্রতা সতী॥
সংসারের মায়া কেহ না করিল আর।
মুনির প্রসাদে ভবসিন্ধু হৈল পার॥
হেনমতে অবশেষ হইল রজনী।
দশদিক্ প্রসন্ন, প্রকাশে দিনমণি॥
বিচিত্র ভারত-কথা ব্যাসের বচন।
সকল আপদে তরে, শুনে যেইজন॥
দিব্যজ্ঞান জন্মে সব পাপের বিনাশ।
আশ্রমিকপর্ব্ব-কথা কহে কাশীদাস॥

যুধিষ্ঠিরাদির হস্তিনায় প্রত্যাগমন ও তপোবনে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী এবং সঞ্জয়ের যজ্ঞাগ্নিতে দাহ

মুনি বলে, শুন জন্মেজয় নরনাথ।
এইরূপে হৈল সেই রজনী প্রভাত॥
যুধিষ্ঠির-প্রতি কন ব্যাস তপোধন।
হস্তিনানগরে রাজা, করহ গমন॥
না ভাবিহ শোক-দুঃখ হৃষ্টচিত্ত হৈয়া।
ভ্রাতৃসঙ্গে রাজ্যের পালন কর গিয়া॥
ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী আর গান্ধারী সঞ্জয়।
সবার বিদায় লয় মুনি মহাশয়॥
প্রদক্ষিণ করি সবে মুনিরে বন্দিল।
সন্তুষ্ট হইয়া মুনি নিজ স্থানে গেল॥
তবে ধর্ম্ম নরপতি সঙ্গে ভ্রাতৃগণ।
ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বন্দেন চরণ॥
আশীর্ব্বাদ কৈল দোঁহে প্রসন্নবদন।
ওহে তাত, নিজ রাজ্যে করহ গমন॥
কুরুকুলে তোমা-বিনা কেহ নাহি আর।
তুমি পিণ্ড দিবে, আশা আছে সবাকার॥
ভুবনে অপূর্ব্ব তাত, তোমার চরিত্র।
তোমা হৈতে কুরুকুল হইবে পবিত্র॥
দুঃখ না ভাবিহ তাত, থাক হৃষ্ট মন।
রাজ্যদেশ পাল গিয়া ভাই পঞ্চজন॥
পঞ্চ ভাই বন্দিলেন মায়ের চরণে।
ছাড়িয়া যাইতে তারা নাহি চাহে মনে॥
আশীর্ব্বাদ করি কুন্তী তনয়-সকলে।
সহদেব-নকুলেরে লইলেন কোলে॥
দ্রৌপদীরে চাহি কুন্তী বলয়ে বচন।
এই দুই পুত্রে তুমি করিবে যতন॥
লক্ষ্মী-অবতার তুমি সতী পতিব্রতা।
মহিমাতে তুমি হ'লে জগতে পূজিতা॥
তব কীর্ত্তি ঘুষিবেক যাবৎ ধরণী।
এত বলি আশীর্ব্বাদ কৈল সুবদনী॥
প্রণমিয়া পঞ্চভাই পাঞ্চালী সহিত।
সুভদ্রা উত্তরা আর রাজা পরীক্ষিৎ॥
সকলে মেলানি করি আরোহিয়া রথে।
মলিন-বদনে সবে চলে হস্তিনাতে॥
বহু-সৈন্যগণ-সঙ্গে, বিবিধ বাজন।
সুগন্ধি-সহিত বয় মন্দ সমীরণ॥
জাহ্নবী-সলিলে স্নান করিয়া তর্পণ।
চলেন হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর নন্দন॥
নানা বাদ্য বাজে, নাচে গায় বিদ্যাধরী।
পঞ্চ ভাই প্রবেশ করেন নিজপুরী॥
পাত্র-মিত্র-ভ্রাতৃসঙ্গে করে রাজকাজ।
পুত্রবৎ প্রজাগণে পালে ধর্ম্মরাজ॥
অনুক্ষণ ধর্ম্ম-বিনা অন্যে নাহি মনে।
সর্ব্বদা করেন রাজা অন্ধের ভাবনে॥
জননী আমার কুন্তী, গান্ধারী জননী।
সঞ্জয়-সহিত বনে অন্ধ নৃপমণি॥
অনাথের প্রায় বনে আছে চারি জন।
নাহি জানি, কোন্ কর্ম্ম হইবে এখন॥
এইমত ভাবে ধর্ম্ম দিবস-রজনী।
দৈবযোগে আইল নারদ মহামুনি॥
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া প্রণমেন পঞ্চজন।
করযোড়ে দাঁড়ালেন বিষণ্ণ-বদন॥
বসিতে করিল আজ্ঞা মুনি-মহাশয়।
নিকটে বসেন পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥

মুনি বলে, রাজা, কহ ভদ্র আপনার।
অসন্তুষ্ট চিত্ত কেন দেখি যে তোমার॥
করযোড়ে কন রাজা, শুন মুনিবর।
জনক-জননী মম অরণ্য-ভিতর॥
অনাথের প্রায় নিবসে ঘোরবনে।
এই গতি হৈল আমা-পুত্র-বিদ্যমানে॥
মুনি বলে, নৃপতি, শুনহ সাবধানে।
ধৃতরাষ্ট্র রাজা যজ্ঞ কৈল একদিনে॥
অগ্নির নির্ব্বাণ নাহি করিল রাজন্।
সেই অগ্নি লাগিয়া দহিল তপোবন॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী সঞ্জয় তব মাতা।
চারিজনে যোগাসনে আছিলেন তথা॥
অগ্নি দেখি অন্তর না হৈল চারিজন।
সেই সে অগ্নিতে সবে হইল দাহন॥
নিজ-কৃত অগ্নিতে পুড়িল অন্ধরাজ।
শ্রাদ্ধ-আদি কর রাজা, না করিহ ব্যাজ॥

এত শুনি পঞ্চ ভাই লোটান ধরণী।
হাহাকার করি কান্দে ধর্ম্ম-নৃপমণি॥
দ্রৌপদী-সহিত পুরে কান্দে সর্ব্বজন।
বহু অনুতাপ করি করিল রোদন॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা আনি দ্বিজগণে।
শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম সমাপিয়া তুষিলেন ধনে॥
নানা-দ্রব্য দান দেন, না যায় লিখন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দ্বিজে দেন সর্ব্বধন॥
হস্তী অশ্ব গবী দেন দেশ আর গ্রাম।
পৃথিবী পূর্ণিত হৈল ধর্ম্মরাজ-নাম॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
যাহার শ্রবণে হয় নর পুণ্যবান্॥
সকল আপদ খণ্ডে, জন্মে দিব্যজ্ঞান।
ব্যাসের রচিত দিব্য-ভারত-পুরাণ॥
কাশীদাস করিলেক পাঁচালী-রকম।
আশ্রমিকপর্ব্ব-কথা হৈল সমাপন॥

ইতি আশ্রমিকপর্ব্ব সমাপ্ত

মুষলপর্ব্ব

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

যদু বালকদিগের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শাম্বের মুষল-প্রসব

শ্রীজনমেজয় বলে, কহ তপোধন ।
কি-কি কর্ম্ম করিলেন রুক্মিণীরমণ ॥
ভার-নিবারণ-হেতু হ'য়ে অবতার ।
একে একে নাশিলেন পৃথিবীর ভার ॥
তবে কোন্ কর্ম্ম করিলেন যদুমণি ।
বিবরিয়া কহ তাহা, শুনি মহামুনি ॥
ভারত শুনিতে রাজা বড় হৃষ্ট মন ।
পরাগে করয়ে যেন ষট্পদ ভ্রমণ ॥
প্রশ্ন করি তত্ত্ব রাজা লয় মুনিস্থানে ।
সাধু-সত্ত্বগুণে রাজা পূর্ণ সর্ব্বগুণে ॥
নহিল নহিবে হেন সাধু ক্ষিতিতলে ।
যার যশ প্রচারিল এ-মহীমণ্ডলে ॥
নৃপতির প্রশ্ন শুনি মুনি-মহাশয় ।
সাধু সাধু বলিয়া রাজারে প্রশংসয় ॥
বলেন বৈশম্পায়ন, শুন কুরুপতি ।
দ্বারকায় বিহরয়ে কমলার পতি ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া কৃষ্ণ অবনীমণ্ডলে ।
নীলাম্বর-সহিত লীলায় কুতূহলে ॥
এক দিন বেদী'পরে বসি নারায়ণ ।
রুক্মিণী প্রভৃতি নারী সেবয়ে চরণ ॥
সত্যভামা নাগ্নজিতী ভদ্রা জাম্ববতী ।
মিত্রবিন্দা লক্ষ্মণা ও কালিন্দী শ্রীমতী ॥

এই অষ্ট পাটরাণী শ্রীকৃষ্ণমোহিনী।
ষোড়শ সহস্র আর কৃষ্ণের রমণী॥
নিজ মনোরথে সবে সেবয়ে শ্রীহরি।
চামর ব্যজন করে নিজ হস্তে করি॥
তাম্বুল যোগায় কেহ মনের হরিষে।
রাতুল-চরণ কেহ চাপে পরিতোষে॥
হেনমতে সবে সেবে প্রভুর চরণ।
বিবিধ সুখেতে লিপ্ত কমলারমণ॥
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ একত্র হইয়া।
এক দিন সবে যুক্তি করেন বসিয়া॥
ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠনাথ বৈকুণ্ঠ-বসতি।
পৃথিবীতে রহিলেন, না করেন স্মৃতি॥
নরদেহ ধরি নিবারিতে ক্ষিতিভার।
মহা-মহা দৈত্যগণে করিলা সংহার॥
করিলেন বহু কর্ম্ম কেলি-অনুসারে।
যাহা স্মরি পাপীলোক যায় ভবপারে॥
চিরদিন পৃথিবীতে করেন বিহার।
বৈকুণ্ঠে আসিতে এবে হয় সুবিচার॥
বৈকুণ্ঠ কুণ্ঠিত অতি বৈকুণ্ঠ-বিহনে।
সলিল-বিহনে যেন জলচরগণে॥
হেনমতে দেবগণ করয়ে ভাবন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
বেদী'পরে বসি কৃষ্ণ তুলিয়া নয়ন।
দ্বারকার বসতি করেন নিরীক্ষণ॥
স্থানে স্থানে বসতি লোকেতে পূর্ণ সব।
নগর-ভিতরে সব লোক-কলরব॥
ঠেলাঠেলি গতায়াত, পথ নাহি পাই।
পথ-ঘাট লোকেতে পূর্ণিত সব ঠাঁই॥
দেখিয়া চিন্তিত হন দেব নারায়ণ।
কি উপায় করিবেন ভাবেন তখন॥
পৃথিবীর ভার আমি করিব সংহার।
আমা হৈতে হৈল আরো চতুর্গুণ ভার॥
অদ্ভুত বর্দ্ধিত হৈল যদুবংশগণ।
কাহা হৈতে এ-সব হইবে নিবারণ॥
মম বংশ ক্ষয় করে, কাহার ক্ষমতা।
কিরূপে হইবে ক্ষয় এ-মহাজনতা॥
গান্ধারীর শাপ তবে হইল স্মরণ।
যদুবংশ-শেষ না রহিবে একজন॥
এত চিন্তি নারায়ণ করিল উপায়।
মাতা-পিতা-স্থানে যান লইতে বিদায়॥
প্রণমিয়া করপুটে কহেন বচন।
অবধান কর পিতা, করি নিবেদন॥
ধন-জন অতুল-অসীম পরাক্রম।
তিন-লোক-মধ্যে কেবা আছে তব সম॥
দান যজ্ঞ ধর্ম্ম তাত, কর আচরণ।
দান দিয়া পরিতুষ্ট কর দ্বিজগণ॥
যজ্ঞারম্ভ কর তাত, আমার বচনে।
ধর্ম্ম-বিনা ধন-জন ব্যর্থ ভাবি মনে॥
কৃষ্ণবাক্যে বসুদেব করিয়া স্বীকার।
যজ্ঞারম্ভ করিলেন করিয়া বিস্তার॥
দ্বিজগণে নৃপগণে কৈল নিমন্ত্রণ।
চতুর্দ্দিক্ হৈতে আসে যত মুনিগণ॥
শিষ্যসহ এল মার্কণ্ডেয় তপোধন।
লোমশ বশিষ্ঠ পরাশর দ্বৈপায়ন॥
নারদ পর্ব্বত আর ঋষি ধনঞ্জয়।
পৌলস্ত্য অঙ্গিরা ক্রতু ভৃগু-মহাশয়॥
সন্দীপন শান্তিপন জয়ন্ত তপন।
বাহ্লীক অগস্ত্য বিশ্বামিত্র তপোধন॥
ইত্যাদি অনেক মুনি শিষ্যের সহিত।
দ্বারকানগরে আসি হৈল উপনীত॥
প্রণমিয়া বসুদেব পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া।
পূজা করিলেন সবে আদর করিয়া॥
মুনিগণ নৃপগণ আইল সকল।
দেশ হৈতে আসিলেক কুটুম্বমণ্ডল॥
ধ্বজছত্র পতাকায় ছাইল আকাশ।
দিনকর আচ্ছাদিল, না হয় প্রকাশ॥
সবাকারে বসুদেব পূজিয়া বিধানে।
রহিবারে দিব্য গৃহ দেন প্রতি জনে॥

চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ প্রকারে।
পূজিলেন সবাকারে নানা উপচারে ॥
খাও-খাও লও-লও হৈল মহারব।
পাইল পরম প্রীতি নিমন্ত্রিত সব ॥
নানা ধনে বসুদেব পূজেন সবারে।
ধন রত্ন বসন বিবিধ-পুরস্কারে ॥
সর্ব্ব রাজগণ গেল যে যাহার দেশ।
মুনিগণ গেল, যথা দেব হৃষীকেশ ॥
মুনিগণে দেখি উঠি দেব নারায়ণ।
কহেন মধুর-বাক্যে, শুন মুনিগণ ॥
আমার বালকগণ খেলে যেই ভিতে।
তোমরা গমন কর সবে সেই পথে ॥
এত বলি মুনিগণে করেন মেলানি।
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাইয়া চলিল সব মুনি ॥
কত দূরে যাইতে পাইল দরশন।
কেলি-রসে আছে যত কৃষ্ণের নন্দন ॥
কামদেব-শাম্ব-আদি কুমার-সকল।
নানা ক্রীড়ারসে ভাসে, করে কুতুহল ॥
মুনিগণে দেখি যত যদুশিশুগণ।
পরস্পর বিচার করয়ে সর্ব্বজন ॥
শুন শুন ওরে ভাই, অপূর্ব্ব কথন।
সবে বলে, জ্ঞানী বড় যত মুনিগণ ॥
সর্ব্বজন জানে ভূত ভাবি বর্ত্তমান।
ইহার পরীক্ষা লহ করিয়া বিধান ॥
এত বলি শিশু সব একত্র হইয়া।
জাম্ববতীসুত শাম্বে আনিল ডাকিয়া ॥
অনুপম রূপ জাম্ববতীর নন্দন।
শাম্বসম রূপবন্ত নাহি কোন জন ॥
তাহারে লইয়া যত যাদবকুমার।
স্ত্রীবেশ করিয়া সাজাইল চমৎকার ॥
দুই করে শঙ্খ দিল অতি মনোহর।
নানা অলঙ্কারে সাজাইল কলেবর ॥
দিব্য পট্টবস্ত্র করাইল পরিধান।
অলকা-তিলকা দিল বিবিধ-বিধান ॥
কবরী বান্ধিল মনোহর নানা ফুলে।
কটাক্ষেতে চাহিলে মুনির মন ভুলে ॥
বিচিত্র কাঁচলি দিয়া সাজাইল স্তন।
হইল রমণী-বেশ ভুবনমোহন ॥
লৌহপাত্র দিয়া কৈল গর্ভের আকার।
দেখি সব মুনিগণে লাগে চমৎকার ॥
করযোড়ে কহে যত কৃষ্ণের নন্দন।
হের অবগতি কর যত মুনিগণ ॥
চিরদিন গর্ভবতী এই ত অঙ্গনা।
না হয় প্রসব, বড় পাইছে যন্ত্রণা ॥
কতদিনে প্রসবিবে, কি হবে অপত্য।
আপনারা মহাজ্ঞানী, কহিবেন সত্য ॥
এত শুনি মুনিগণ কুমারের বাণী।
ধ্যানস্থ হইয়া জানি কহিল তখনি ॥
জানিলাম, শুন ওহে কৃষ্ণের কুমার।
লৌহপাত্রে করিয়াছ গর্ভের আকার ॥
অবজ্ঞা জানিয়া ক্রোধ হৈল মুনিগণে।
ক্রোধমুখে কহিতে লাগিল ততক্ষণে ॥
কৃষ্ণের নন্দন তোরা যদুকুলোদ্ভব।
ব্রাহ্মণেরে উপহাস কর তোমা সব ॥
যেই লৌহপাত্রে কৈলে গর্ভের আকৃতি।
উত্তম সন্তান তাহে লভিবে উৎপত্তি ॥
তাহা হৈতে তোরা সবে পাবি বড় ভয়।
যদুকুল ধ্বংস হবে, কহিনু নিশ্চয় ॥
এত বলি ক্রোধ করি মুনিগণ যায়।
শুনিয়া কুমারগণ কম্পিত-হৃদয় ॥
এ-হেন সময়ে সেই জাম্ববতীসুত।
মুষল প্রসব এক কৈল আচম্বিত ॥
চিন্তিত হইল দেখি যতেক কুমার।
কি করিব, কি হইবে, করেন বিচার ॥
মুষল দেখিয়া সবে বিষাদিত মন।
সকল কুমার হৈল মলিন-বদন ॥
আপনার দোষে হৈল কুলের নিধন।
কুল-অন্ত হবে, হেন বুঝায় কারণ ॥

অজ্ঞান হইয়া কৈনু দ্বিজে উপহাস।
রক্ষা নাহি, নিশ্চয় হইবে সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া কি বলিবেন দেব গদাধর।
না জানি কি কহিবেন দেব-হলধর॥
কিহেতু কুবুদ্ধি আজি হৈল মো'সবার।
কোন্ মতে হইবে ইহার প্রতিকার॥
কোন্ লাজে লোকে আর দেখাব বদন।
শুনিলে এখনি ক্রুদ্ধ হবে নারায়ণ॥
বড় লজ্জা-ভয় আজি হৈল মো'সবার।
বাহুড়িয়া গৃহে পুনঃ না যাইব আর॥
এত অনুতাপ করে যত শিশুগণ।
জানিলেন সব অন্তর্য্যামী নারায়ণ॥
পুত্রগণ সন্নিকটে আসি গদাধর।
কহেন সবার প্রতি মধুর-উত্তর॥
কি-কারণে মৌনভাব দেখি পুত্রগণ।
কোন্ দুঃখে দুঃখী হৈলে, কহ ত কারণ॥
কৃষ্ণের বচনে কহে যতেক কুমার।
দৈবেতে কুবুদ্ধি তাত, হৈল মো'সবার॥
কুকর্ম্ম হইল আজি, বুদ্ধি হৈল হ্রাস।
মুনিগণে দেখি মোরা কৈনু উপহাস॥
তার প্রতিফল এই হইল মুষল।
কোপে শাপ দিয়া গেল ব্রাহ্মণসকল॥
ইহা হৈতে যদুবংশ হইবেক ক্ষয়।
এই হেতু মো'সবার হৈল বড় ভয়॥
লজ্জা-ভয়ে হইয়াছে আকুল পরাণ।
বুঝিয়া যা হয় দেব, করহ বিধান॥
কুমারগণের কথা শুনিয়া শ্রীহরি।
শিশুগণে আশ্বাসিয়া কহেন চাতুরি॥
এইহেতু চিন্তা কেন কর সর্ব্বজন।
যাহা কহি, তাহা শুন, যদি লয় মন॥
মুষল লইয়া যাহ প্রভাসের তীরে।
ঘষিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ-উপরে॥
ঘর্ষণে করিলে ক্ষয় ভয় কিবা আর।
সত্বর-গমনে যাহ যতেক কুমার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সানন্দ হইয়া।
চলিল কুমার-সব মুষল লইয়া॥
আসিয়া প্রভাসজলে করি স্নান দান।
পাষাণে ঘর্ষয়ে সবে আনন্দ-বিধান॥
ঘর্ষণে করয়ে ক্ষয় কুমার-সকল।
ঘষিতে ঘষিতে ক্ষয় হইল মুষল॥
অবশেষে অল্পমাত্র রহিল কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া কুমার-সব হইল বিস্মিত॥
হাতে ধরি ঘষিতে আয়ত্ত নাহি হয়।
কেমনে করিব ইহা পাষাণেতে ক্ষয়॥
খণ্ডিল মনের ত্রাস কৃষ্ণ-উপদেশে।
কি আর করিব ভয়, অল্প অবশেষে॥
এতেক বালক-সব মনে অনুমানি।
শেষ-লৌহ প্রভাস-সলিলে ফেলে টানি॥
হরিষেতে স্নান করি প্রভাসের জলে।
দ্বারাবতী চলি গেল বালক-সকলে॥
গোবিন্দের আগে আসি কহিল কাহিনী।
শিশুগণে আশ্বাসেন দেব-চক্রপাণি॥
ভারতের মুষলপর্ব্ব অপূর্ব্ব-আখ্যান।
কাশীদাস দেব কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যদুকুল-ক্ষয়ার্থ কৃষ্ণ-বলরামের যুক্তি

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
মুষলের হেতু কহি, শুন দিয়া মন॥
মুষল ঘষিয়া ক্ষয় কৈল শিশুগণ।
সেই হ্রদে হৈল নল-খাগ্ড়ার বন॥
শেষ-লৌহ জলে যেই টানিয়া ফেলিল।
জলে ছিল মীনরাজ তাহারে গিলিল॥
ধীবর আইল মীন ধরিতে ধারণ।
জালে বদ্ধ হৈল মীন দৈবের কারণ॥
লৌহ-শেষ পায় মীন কাটিবার কালে।
জরা নামে আখেটিক এল সেই স্থলে॥

মাগিয়া লইল লৌহ ধীবরের স্থানে।
কর্ম্মিগৃহে ফলা গড়াইয়া নিল বাণে ॥
এথানে দ্বারকাপুরে দেব নরহরি।
যদুবংশ বিনাশিতে হৃদয়ে বিচারি ॥
বলভদ্রে ডাকি আনি বসি নিজ ভিতে।
বিশেষ বৃত্তান্ত সব লাগিল কহিতে ॥
অবধান কর দেব-রেবতীরমণ।
ভারাবতরণে আইলাম এ-ভুবন ॥
দুষ্ট দৈত্য মারিয়া খণ্ডিনু পৃথ্বীভার।
তত্তোধিক যদুকুল হইল আমার ॥
ইহা-সবা-বিদ্যমানে নহে ভার-শেষ।
অধিক যাতনা ক্ষিতি পায় ত বিশেষ ॥
ইহার উপায় দেব, চিন্তিয়াছি আমি।
যদুকুল-ক্ষয় করি হব স্বর্গগামী ॥
মোর বংশক্ষয় করে, আছে কোন্ জন।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি করিব নিধন ॥
প্রভাসে যাইব চল স্নান করিবারে।
সঙ্গে করি লহ যদুবংশ সবাকারে ॥
এইমতে দুই ভাই উঠিয়া ত্বরায়।
মাতাপিতা-আগে যান লইতে বিদায় ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
ভূমিকম্প উল্কাপাত অতি-বিপরীত ॥
সঘনে নির্ঘাত-শব্দ দশদিকে হয়।
দিবসেতে ধূমকেতু হইল উদয় ॥
দ্বারকায় জলচর হয় মূর্ত্তিমান্।
টলমল করয়ে দ্বারকা-পুরীখান ॥
কাষ্ঠ-শিলা-মৃত্তিকা-প্রতিমা যত ছিল।
কেহ অট্ট হাসে, কেহ বিদারি পড়িল ॥
নৃত্য করি বুলে কেহ নগর-ভিতরে।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে দেউল-মন্দিরে ॥
বিনা-অগ্নি নর সব হয় ত দাহন।
চালে বসে কপোত-পেচক-পক্ষিগণ ॥
শৃগাল-কুক্কুর ডাকে বিপরীত-স্বরে।
প্রিয়-প্রিয়া দ্বন্দ্ব হয় নগরে নগরে ॥
অকালে উদয় হৈল দেব-রবি-শশী।
সিংহিকা-তনয় তাহে অপূর্ব্ব গরাসী ॥
হাহাকার-শব্দ করে নগরের লোক।
স্বর্গের দেবতাগণ করে মহাশোক ॥
এইরূপে উৎপাত হৈল সুবিস্তর।
দেবগণ-সংহতি আইল সৃষ্টিধর ॥
অন্তরীক্ষে থাকিয়া যতেক দেবগণ।
বিবিধ-প্রকারে করে প্রভুরে স্তবন ॥
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ হরি।
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি ॥
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন।
অনন্ত-আকার বিশ্বরূপ সনাতন ॥
সত্ত্ব-রজস্তমোগুণ এ তিন-প্রকার।
লীলায় করহ সৃষ্টি, লীলায় সংহার ॥
চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি।
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ-নদী ॥
সকল তোমার অঙ্গ, কেহ ভিন্ন নহে।
অন্তরূপে তোমার বিলাস সর্ব্বদেহে ॥
অপার তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব-সংহারে ॥
ভারহেতু ক্ষিতি পূর্ব্বে করিলা গোহারি।
সেইহেতু পৃথিবীতে এল ত্বরাত্বরি ॥
অসুর বধিয়া খণ্ডাইলা পৃথ্বীভার।
ধর্ম্ম-সংস্থাপন আর অসুর-সংহার ॥
চিরদিন শূন্য আছে বৈকুণ্ঠভুবন।
সবাই প্রার্থনা করে তব আগমন ॥
তুমি নিজ স্থানে এলে সবে হই সুখী।
জলহীন মীন-হেন আছি মহাদুঃখী ॥
নররূপ ধরিয়া রহিলা ক্ষিতিতলে।
কৃপায় অবনীলোক কৃতার্থ করিলে ॥
দারুণ দুরন্ত দৈত্যগণ দুষ্টমতি।
লীলায় সংহারি ভার খণ্ডাইলা ক্ষিতি ॥
অপার তোমার লীলা, কহে বেদশ্রুতি।
রিপুভাবে দৈত্যগণে দিলা ঊর্দ্ধগতি ॥

এমত তোমার কৃপা, কে বুঝিতে পারে।
মিত্রামিত্র-ভাব নাহি তোমার বিচারে ॥
কৃপায় করিলা পার কত পাপিগণে।
পতিতপাবন নাম এই সে কারণে ॥
এইরূপে বিধাতা কহিল স্তববাণী।
হাসিয়া উত্তর দেন দেব-চক্রপাণি ॥
অচিরে বৈকুণ্ঠে যাব, শুন বিধিবর।
আপন আলয়ে যাহ যতেক অমর ॥
ভার নিবারিতে আমি আইনু ক্ষিতিতে।
ততোধিক ক্ষিতি-ভার হৈল আমা হ'তে ॥
যদুবংশ-বৃদ্ধি হৈল আমার কারণ।
অস্ত্ররূপে নাহি হয় সব নিবারণ ॥
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি সংহারিব ভার।
অচিরে যাইব আমি স্থানে আপনার ॥
অতএব নিজস্থানে করহ গমন।
যথা সুখে বিহার করহ দেবগণ ॥
শুনিয়া সানন্দ ব্রহ্মা-আদি দেবগণ।
প্রদক্ষিণ করি বন্দে কৃষ্ণের চরণ ॥
তবে যত দেবগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন বিদায় হ'য়ে দেব প্রজাপতি ॥
বলভদ্র-সহ কৃষ্ণ করিয়া বিধান।
পুত্রগণে ডাকি করিলেন আজ্ঞাদান ॥
বিবিধ উৎপাত দেখ হৈল বারেবার।
সবে মেলি করহ ইহার প্রতীকার ॥
প্রভাস-তীর্থেতে সবে করহ প্রয়াণ।
আপদ্ খণ্ডিবে তাহে কৈলে স্নানদান ॥
শীঘ্রগতি সজ্জা কর যত পুত্রগণ।
সবে চল, যদুবংশে আছ যতজন ॥
স্ত্রীগণ কেবলমাত্র রহিবেক ঘরে।
কৃষ্ণের আদেশে সবে চলিল সত্বরে ॥
প্রভুর আদেশ পেয়ে যত যদুগণ।
প্রভাসে যাইতে সজ্জা করে সর্ব্বজন ॥
পুত্রগণে আদেশ করিয়া দুই ভাই।
শীঘ্রগতি আইলেন মাতাপিতা-ঠাঁই ॥
তত্ত্বকথা নিভৃতে কহেন দুইজন।
মায়াজাল ছাড়ি দেহ, শুনহ বচন ॥
পুত্র পরিবার বন্ধু দেখ যত জন।
মহামায়া-ফাঁস এই নিগূঢ় বন্ধন ॥
হেন মায়াজাল ছাড়ি তত্ত্বে দেহ মন।
সংসারের মায়া-মোহ ত্যজ দুই জন ॥
নিজ কর্ম্মার্জ্জিত ফল ভুঞ্জে জীবদলে।
সুখ দুঃখ আপন-অর্জ্জিত-কর্ম্মফলে ॥
ইহা জানি ব্রহ্মজ্ঞান কর আচরণ।
পাইবে উত্তমগতি, শুন দুই জন ॥
এত বলি প্রবোধিয়া জনক-জননী।
প্রভাসেতে যাত্রা কৈল দেব-চক্রপাণি ॥
উগ্রসেনে সম্বোধিয়া দেব-দামোদর।
দারুকে বলেন, রথ সাজাহ সত্বর ॥
আজ্ঞা-মাত্র আনিল সে রথ সজ্জা করি।
শুভক্ষণে আরোহণ করেন শ্রীহরি ॥
মুষলপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

সপরিবারে শ্রীকৃষ্ণের প্রভাস-তীর্থে গমন

কৃষ্ণ-সঙ্গে চলিল যতেক যদুগণ।
বলভদ্র কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সারণ ॥
কামদেব চারুদেষ্ণ সুদেষ্ণ সুচারু।
চারুদেহ চারুগুপ্ত ভদ্রচারু চারু ॥
চারুচন্দ্র বিচারু, এ দশটী নন্দন।
রুক্মিণীর গর্ভে জন্ম করিল গ্রহণ ॥
সুভানু স্বর্ভানু আর চন্দ্রভানু ভানু।
প্রভানু বিভানু বৃহদ্ভানু প্রতিভানু ॥
ভানুমান্ অবিভানু, এই পুত্র দশ।
সত্যভামা-গর্ভে জন্মে কৃষ্ণের ঔরস ॥
শ্রীশাম্ব সুমিত্র শতজিৎ চিত্রকেতু।
পুরুজিৎ বিজয় সহস্রজিৎ ক্রতু ॥

বসুমান্ নবম যে দ্রবিণ দশম।
জাম্ববতী-নন্দনের জান এই ক্রম ॥
বীরচন্দ্র অশ্বসেন বৃষ বেগবান্।
আম শঙ্কু বসু কুন্তি চিত্রগু আখ্যান ॥
নাগ্নজিতী-উদরে হইল এই দশ।
কৃষ্ণের সন্তান ধরে কৃষ্ণের সাহস ॥
শুক কবি বৃষ বীর সুবাহু-নামক।
ভদ্র শান্তি দশ পূর্ণমান্ শ্রীসোমক ॥
কালিন্দী-দেবীর পুত্র এই দশ জন।
শ্রীকৃষ্ণের পুত্র এরা বিখ্যাত ভুবন ॥
শ্রীঘোষ ওজস সিংহ উর্দ্ধগ প্রবল।
গাত্রবান্ মহাশক্তি সহ আর বল ॥
আর সে অপরাজিত, এই দশ জন।
লক্ষ্মণার গর্ভে জাত শ্রীকৃষ্ণ-নন্দন ॥
বৃষ হর্ষ গৃধ্র বহ্নি অনল পবন।
বহ্বন্ন অন্নাদ ক্ষুধি এই নয় জন ॥
দশম মহাংশ, এই গোবিন্দ-নন্দন।
মিত্রবিন্দা-দেবীর আনন্দ-বিবর্দ্ধন ॥
বৃহৎসেন প্রহরণ শূল অরিজিৎ।
সুভদ্র সত্যক রাম শ্রীসংগ্রামজিৎ ॥
আয়ু আর জয়, এই দশটী সন্তান।
ভদ্রার সহিত কৃষ্ণ সদা সুখবান্ ॥
অষ্ট মহিষীর পুত্র করিল গমন।
সবার প্রধান এই কৃষ্ণের নন্দন ॥
গোবিন্দের নারী ষোল সহস্রেক আর।
জনে জনে দশ পুত্র হৈল সবাকার ॥
এক লক্ষ-আটাইশ-সহস্র নন্দন।
অষ্ট মহিষীর পুত্র আর আশী জন ॥
কৃষ্ণের নন্দন এই করিনু লিখন।
তা-সবার পুত্র-পৌত্র কে করে গণন ॥
অপর যাদব-বংশ গণিতে অপার।
বলিয়া ছাপ্পান্ন-কোটি করয়ে বিচার ॥
সুসজ্জা করিয়া রথে কৈল আরোহণ।
নানা-অস্ত্র-ধনুর্ব্বাণ করিল ধারণ ॥
শঙ্খনাদ সিংহনাদ ধনুক-নির্ঘোষ।
চলিল যাদবকুল পরম-সন্তোষ ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের মায়া, কে বুঝিতে পারে।
নগর-বাহির হৈলা হরি অতঃপরে ॥
দ্বারকা ত্যজিয়া হৈল কৃষ্ণের গমন।
দিবসে আঁধার হৈল দ্বারকাভুবন ॥
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় রহে সব নারী।
মৌনভাবে নিস্পন্দে নিস্যন্দে নেত্রবারি ॥
হেনমতে দ্বারকা ত্যজিয়া নারায়ণ।
করেন প্রভাস-তীরে সত্বরে গমন ॥
মুষলপর্ব্বের কথা ব্যাস-বিরচিত।
কাশীরাম দেব কহে রচিয়া সঙ্গীত ॥

● যদুবালকগণের জলক্রীড়া

আসিয়া প্রভাস-তীরে যাদবমণ্ডলী।
জলে নামি স্নানদান করে কুতূহলী ॥
পরম-আনন্দে জলে করেন বিহার।
সলিলেতে কেলি করে সকল কুমার ॥
কূপ হৈতে ঝাঁপ দিয়া কেহ পড়ে জলে।
অন্য কেহ জল সিঞ্চে অতি কুতূহলে ॥
জলেতে সাঁতারি কেহ যায় দূরাদূর।
বহুক্ষণ জলে ডুবি রহে কোন শূর ॥
নানামতে ক্রীড়া করে যাদব সকলে।
হিল্লোলে কল্লোল তোলে প্রভাসের জলে ॥
স্বর্গে থাকি কৌতুক দেখেন দেবগণ।
বিধি শিব ইন্দ্র যম সূর্য্য হুতাশন ॥
অষ্টবসু নবগ্রহ অশ্বিনীকুমার।
কুবের বরুণ যম যত দেব আর ॥
জয় জয় শব্দেতে অমরগণ ডাকে।
সকল যাদব মিলি খেলয়ে কৌতুকে ॥
টান মারি গেঁড়ু কেহ ফেলে বহুদূরে।
সাঁতারিয়া গিয়া কেহ আনয়ে সত্বরে ॥

পুনঃ সেই গেঁড়ু ল'য়ে খেলে শিশুসব।
পরস্পর হাতাহাতি সকল যাদব ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব ক্রীড়া সবে পায় প্রীতি।
রামকৃষ্ণ সাত্যকি দেখিয়া হৃষ্টমতি ॥
হেনমতে বহুক্ষণ বিহরিয়া জলে।
স্নানকর্ম্ম সমাপিয়া যাদবসকলে ॥
হরষিতে কূলে উঠি পরিল বসন।
চিনিয়া পরিল নিজ-বস্ত্র-আভরণ ॥
একত্র বসিল সব যাদব-মণ্ডলী।
নানা-উপচার-দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলী ॥
অন্যের অন্যের মুখে দেয় জনে-জন।
পরম-হরিষে সব করেন ভোজন ॥
ষড়রস ভুঞ্জিয়া মনের পরিতোষে।
যার যাহে অভিলাষ, ভুঞ্জিলেক শেষে ॥
বারুণী-মদিরা-ভাঁড় লৈয়া হলধর।
হরষিতে তুলে ধরে শুণ্ডের উপর ॥
পরম সানন্দ সবে বারুণীর পানে।
শত শত কলসী ভুঞ্জয়ে হৃষ্টমনে ॥
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি প্রভৃতি যদুবীর।
আনন্দে বসিয়া সবে প্রভাসের তীর ॥
কৃষ্ণ বেড়ি বসিলেন যাদবসকল।
ইন্দ্রেরে বেষ্টিত যেন অমর-মণ্ডল ॥
আসন করিয়া সেই প্রভাসের তীরে।
সেই ঠাঁই বসিলেন যত যদুবীরে ॥
হরিষে বসিয়া সবে কথোপকথনে।
নানা কথা বিচার করয়ে সর্ব্বজনে ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব সভা ধরণীমণ্ডলে।
বিস্ময় মানিয়া চাহে অমর সকলে ॥
বসিয়া যাদবগণ নিজ মনোরথে।
যাহার যেমন বীর্য্য, কহে সেইমতে ॥
পরস্পর সমর হইল যথা-যথা।
কুরুক্ষেত্র-আদি যত সমরের কথা ॥
এইসব-আলাপনে আছে সর্ব্বজন।
হেনকালে শুন তথা দৈবের ঘটন ॥

অপূর্ব্ব প্রভুর মায়া বুঝিতে না পারি।
সাত্যকি সম্বোধি কিছু কহেন শ্রীহরি ॥
কহ কহ সাত্যকি, সবার বরাবর।
কোন্‌মতে কুরুক্ষেত্রে করিলে সমর ॥
বহু বিদ্যা জান তুমি, বলে মহাবল।
তোমার প্রশংসা করে যাদবসকল ॥
তোমার বীরত্ব-গুণ জানিয়া বিশেষে।
পাণ্ডব বরিল তোমা যুদ্ধ-অভিলাষে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কর্ণ দুর্য্যোধন।
কৌরবের দলে যত মহারথিগণ ॥
ইতিমধ্যে কার সনে করিলে বিরোধ।
রণ করি কার সনে করিলে প্রবোধ ॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব অতুল পরাক্রম।
এ তিন-ভুবন জিনিবারে হয় ক্ষম ॥
তাহার সহায় তুমি পাঞ্চাল-ঈশ্বর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী বিরাট-নৃপবর ॥
অপর যতেক রাজা স্বসৈন্য-সহিত।
পাণ্ডবের পক্ষে রণ কৈল অপ্রমিত ॥
যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাণ্ডব-কারণে।
কহ তুমি কবে যুদ্ধ কৈলে কার সনে ॥
কৃষ্ণের বচনে শিনিপৌত্র বলে বাণী।
আমার যুদ্ধের কথা শুন চক্রপাণি ॥
পাণ্ডবের কার্য্য আমি কৈনু প্রাণপণে।
শক্তিমত করিলাম সমর যতনে ॥
ভীষ্ম-দ্রোণ-আদি সবে প্রহারিল মোরে।
যথাশক্তি প্রবোধিনু রণে তা' সবারে ॥
বহুসৈন্য-ক্ষয় হৈল কৌরবের দলে।
ভূরিশ্রবা নৃপতিরে আনিলাম বলে ॥
প্রাণপণে যুঝিলাম, নাহি নিবারণ।
আপনা-জ্ঞানতঃ কার্য্য না করি হেলন ॥
আর আর কত বীরে করিনু সংহার।
না পারিনু, করিনু পাণ্ডব-উপকার ॥
আপনিহ তখন সে-স্থানেতে আছিলা।
মম যত পরাক্রম সাক্ষাতে দেখিলা ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাদানুবাদ

সাত্যকির বচনে হাসেন নারায়ণ।
পুনরপি সাত্যকিরে বলেন বচন॥
জানি আমি সাত্যকি তোমার বীরপণা।
কুরু-পাণ্ডবের দলে জানে সর্ব্বজনা॥
কর্ণের সহিত রণ কৈলে একবার।
প্রাণ ল'য়ে পলাইলে করি পরিহার॥
দ্রোণ-সঙ্গে যুঝিয়া পাইলে পরাভব।
কেহ কেহ না যুঝিল করিয়া গৌরব॥
সিংহনাদ করিয়া যুঝিলে রণস্থলে।
হীনশক্তি জনে পেয়ে সংহার করিলে॥
ভয়ান্বিত হীনশক্তি হীন-অস্ত্র-জন।
তোমার যুদ্ধের যোগ্য এই লোকগণ॥
সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা-নরপতি :
যুঝিতে আসিয়াছিল তোমার সংহতি॥
নিজশক্তি না জানিয়া যুদ্ধে দিলে মন।
যে গতি করিল তব, হয় কি স্মরণ॥
হীন-অস্ত্র কৈল তোমা সংগ্রাম-ভিতরে।
কেশে ধরি উদ্যম করিল কাটিবারে॥
হেনকালে কহিলাম অর্জ্জুন-নিকটে।
হের দেখ, শিনিপৌত্র পড়িল সঙ্কটে॥
ভূরিশ্রবা কাটে দেখ, সাত্যকির শির।
ত্বরিতে করহ রক্ষা ধনঞ্জয় বীর॥
আমার বচনে তবে কুন্তীর কুমার।
খড়্গসহ হস্ত কাটি পাড়িলেক তার॥
হস্ত কাটা গেল তার অর্জ্জুনের বাণে।
ভূমে লোটাইয়া বীর পড়ে সেইক্ষণে॥
ভূমিতে পড়িল, প্রায় ত্যজিল জীবন।
খড়্গ ল'য়ে তুমি তারে কাটিলে তখন॥
এই বীরপণা, তুমি করিলে সমরে।
দর্প করি কথা কহ সভার ভিতরে॥
কোন্ পরাক্রমে ভূরিশ্রবারে মারিলে।
বড় কর্ম্ম কৈলে বলি মনে বিচারিলে॥
কোন্ পরাক্রমে দর্প কর লোক-মাঝে।
ইহার অধিক পাপ আর কিবা আছে॥
পাপীর সংসর্গে পাপ বাড়ে নিতি-নিতি।
এখানে উচিত নহে তোমার বসতি॥
মর্য্যাদা থাকিতে উঠি করহ গমন।
অন্য ঠাঁই বৈস তুমি, যথা লয় মন॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক বচন।
বিস্ময় মানিয়া চাহে যত যদুগণ॥
মনে মনে শিশু সব করে অনুভব।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় সাত্যকি-উদ্ধব॥
এত দিনে সাত্যকি-বিচ্ছেদ হৈল প্রায়।
নহে কটূত্তর কেন কহে যদুরায়॥
কৃষ্ণের উত্তর শুনি সত্যক-নন্দন।
মহাকোপে গর্জ্জিয়া উঠিল সেইক্ষণ॥
বারুণী-মদিরা-পানে ঘূর্ণিত-লোচন।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে বীর মহাকোপ-মন॥
কর পদ কম্পয়ে, কম্পয়ে ওষ্ঠাধর।
কড়মড় দশন, কচালে করে কর॥
গর্জ্জন করিয়া বলে গোবিন্দের প্রতি।
আমারে এমন বাক্য কহ রে দুর্ম্মতি॥
তোমার দুষ্কর্ম্ম যত, কেবা নাহি জানে।
কপটে নাশিলে পাণ্ডবের বন্ধুগণে॥
অবোধ পাণ্ডব সব তোমার উত্তরে।
রণজয় করিয়া রহিল স্থানান্তরে॥
যদি সবে এক-ঠাঁই বঞ্চিত রজনী।
তবে কেন সর্ব্বনাশ করিবেক দ্রৌণি॥
তুমি আমি পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন।
তব বাক্যে স্থানান্তরে রহি সপ্তজন॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন-আদি পঞ্চ দ্রৌপদীকুমার।
রহিল শিবিরে গিয়া অনাথ-আকার॥

নিশাযোগে ছিল সবে নিদ্রায় বিহ্বলে।
তোমার আদেশে তিনজন গেল সেইকালে ॥
কৃপ কৃতবর্ম্মা আর দ্রৌণি দুষ্টমতি।
নিদ্রিত জনেরে মারে দুর্জ্জন-প্রকৃতি ॥
যদি আমি থাকিতাম কিংবা পাণ্ডুসুতে।
কার শক্তি দ্রৌপদীর পুত্র বিনাশিতে ॥
তোমার কপটে হৈল পাণ্ডুবংশ-ক্ষয়।
তোমা-সম কপটী কে আছে দুরাশয় ॥
কৃতবর্ম্মা কৃপ দ্রৌণি তিন-দুরাচার।
ইহা হৈতে পাপকারী কেবা আছে আর ॥
না বলিয়া অস্ত্র যদি প্রহারয়ে প্রাণে।
অস্ত্রহীন জনে আর হীনশক্তি জনে ॥
অবিরোধী জনে যেই করয়ে প্রহার।
তাহা-সম পাপী নাহি, বেদের বিচার ॥
সকল অধর্ম্মপথ যে-জন সৃজিল।
সে-জন ধার্ম্মিক হ'য়ে সভাতে বসিল ॥
তোমা-সম কপটী কে পাপী দুরাচারী।
সকলি করিল নষ্ট তোমার চাতুরী ॥
কপট তোমার যত ধর্ম্মের বিচার।
কোন ঠাঁই বীরপণা না দেখি তোমার ॥
জরাসন্ধ-ভয়েতে ত্যজিয়া মধুপুরী।
সমুদ্র-ভিতরে বৈস দ্বারকানগরী ॥
ক্ষুদ্র জন, বড় জন, কেবা নাহি জানে।
নন্দের নন্দন তুমি, বাস বৃন্দাবনে ॥
গোপ-অন্ন খাইয়া বঞ্চিলে গোপ-গৃহে।
রাখাল বলিয়া নাম তেঁই লোকে কহে ॥
জন্মের নির্ণয় তব কেহ নাহি জানে।
বসুদেব-দৈবকীর পশিলা স্মরণে ॥
পিতা বসুদেব হৈল, দৈবকী জননী।
বসুদেব-তনয় বলিয়া সবে জানি ॥
বাসুদেব নাম দিল করিয়া আদর।
সভা-মধ্যে কৈল তোমা যাদব-ঈশ্বর ॥
বসুদেব-পুত্র বলি মান্য করি সবে।
দোষাদোষ নাহি লই তাঁহারি গৌরবে ॥

এই-হেতু হৈল তব বড় অহঙ্কার।
আমারে করহ নিন্দা, আরে দুরাচার ॥
পৃথিবীতে যত মহারাজগণ ছিল।
ক্ষত্র-সভা-মধ্যে তোরে বসিতে না দিল ॥
যুধিষ্ঠির রাজা যবে রাজসূয় কৈল।
এক লক্ষ নৃপতিরে ধরিয়া আনিল ॥
গৌরব করিয়া ভীষ্ম কহিল তাহাতে।
রাজগণ-মধ্যে আগে তোমারে পূজিতে ॥
ভীষ্মের বচনে ধর্ম্ম পূজিল তোমারে।
সেইহেতু রুষিল যতেক নৃপবরে ॥
বলিল সকল রাজা যত কুবচন।
সে-সকল কথা তব হয় কি স্মরণ ॥
দৈবেতে কহিলে তুমি কটুবাক্যচয়।
তোমার সভায় বসা মোর যোগ্য হয় ॥
পরম কপটী তুমি, শুন দুরাচার।
তোমার চাতুরী কেহ নারে বুঝিবার ॥
নিষ্কলঙ্কী নির্দ্দোষী নিষ্পাপ সত্যবতী।
হেন জনে নিন্দে যেই, সেই দুষ্টমতি ॥
আপনি নিন্দিত হৈলে নিন্দে সবাকারে।
সাধু হৈলে সকলে আপনা-সম করে ॥
তোমার জনক পূর্ব্বে, কেবা নাহি জানে।
গিয়াছিল দৈবকীর স্বয়ম্বর-স্থানে ॥
দেবক-রাজার কন্যা তোমার জননী।
পরম রূপসী বিদ্যাধরী রূপ জিনি ॥
দেখিয়া মোহিত হৈল জনক তোমার।
কন্যা লইবার হেতু করয়ে বিচার ॥
বহু রাজা আসিয়াছে স্বয়ম্বর-স্থানে।
রথে তুলি লয় কন্যা সবা-বিদ্যমানে ॥
সত্বর-গমনে যায় কন্যারে লইয়া।
চৌদিকে নৃপতিগণ বেড়িল আসিয়া ॥
দেখিয়া হইল বসু ভয়ে কম্পমান্।
কি করিব, কেমনে পাইব পরিত্রাণ ॥
কন্যার কারণে আজি জীবন-সংশয়।
পলাইতে নাহি শক্তি, মরিমু নিশ্চয় ॥

তৃষার্ত্ত জানিয়া যত সাধু-রাজগণ।
ক্রোধ সংবরিয়া গেল, না করিল রণ॥
দুষ্ট-রাজগণ-সঙ্গে বাহ্লীক-নন্দন।
বস্থর উপরে করে অস্ত্র-বরিষণ॥
দেখিয়া কুপিল শিনি পিতামহ মোর।
সোমদত্তসনে করিল রণ ঘোর॥
রথ-অশ্ব-সারথি কাটিল ধনুর্গুণে।
হাতাহাতি সমর হইল দুই জনে॥
কোপে পিতামহ মম ধরে তার চুল।
চড় মারি দন্ত ভাঙ্গি করিল নির্ম্মূল॥
যতেক নৃপতিগণ কৈল উপরোধ।
সোমদত্তে ছাড়ি পিতা সংবরেণ ক্রোধ॥
ভয়েতে সকল রাজা নিবৃত্ত হইল।
আপন-আপন দেশে সবে চলি গেল॥
পিতামহ-স্থানে সোমদত্ত লাজ পেয়ে।
শিব-আরাধনা করে ঘোর বনে গিয়ে॥
স্তবে তুষ্ট হ'য়ে বর যাচে পশুপতি।
বর মাগে সোমদত্ত হরে করি স্তুতি॥
শিনির প্রহারে মম দহে কলেবর।
বড় অপমান কৈল সভার ভিতর॥
তেমতি আমার পুত্র হ'ক বলবান্।
শিনিপৌত্রে মম পুত্র করে অপমান॥
সোমদত্ত-বচনে শঙ্কর দিল বর।
সেই হেতু ভূরিশ্রবা হৈল বলধর॥
অপমান আমার করিল সভা-মাঝে।
আমি কি কহিব, ইহা জানে সর্ব্বরাজে॥
এইহেতু করিল আমার অপমান।
না হইল ক্ষম তবু বধিতে পরাণ॥
যে কালে আমার কেশ ধরিল দুর্ম্মতি।
কুমারের চক্র-হেন ফিরিলাম তথি॥
কত শক্তি ধরে সেই সোমদত্তসুত।
দৈববলে এই কর্ম্ম করিল অদ্ভুত॥
যেইজন করিল এতেক অপমান।
ছলে-বলে-প্রকারে লইব তার প্রাণ॥
আমার সাহায্যে পার্থ কাটে তার হাত।
আমি তার মুণ্ড কাটি করিনু নিপাত॥
ইহাতে পাতকী বড় হইলাম আমি।
বড় ধার্ম্মিকেরে ল'য়ে বসিয়াছ তুমি॥
পাণ্ডব তোমার প্রিয়বন্ধু, বলি জানে।
তার সর্ব্বনাশ করিলেক যেই জনে॥
পুত্র-মিত্র-বন্ধু নাশিলেক যেইজন।
নিদ্রিত জনেরে গিয়া করিল নিধন॥
হেনজন হৈল তব পরম বান্ধব।
জানিনু, তোমার প্রিয় যেমন পাণ্ডব॥
কপট করিয়া মজাইলে পাণ্ডবেরে।
পরম কুটিল তুমি, কে জানে তোমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশীরাম কহে, শুনি ভবভয়ে তরি॥

যদুবংশধ্বংস

এইরূপে বলাবলি হইল বিস্তর।
গর্জ্জিয়া উঠিয়া কৃতবর্ম্মা ধনুর্দ্ধর॥
হাতে খড়্গ করি ধায় কাটিবার আশে।
গর্জ্জন করিয়া বলে বচন কর্কশে॥
আরে দুরাচার পাপী সত্যক নন্দন।
এতেক করিস্ গর্ব্ব না বুঝি কারণ॥
গোবিন্দের নিন্দা কর দুষ্ট-অধোগামী।
ইহার উচিত ফল তোরে দিব আমি॥
ভূরিশ্রবা ঢাল-খাঁড়া ল'য়ে বীরদাপে।
উদ্যম করিল তোরে কাটিতে প্রতাপে॥
নৃপতি-সমূহ-মধ্যে কৈল অপমান।
কোন্ লাজে ধর দুষ্ট, এ পাপ পরাণ॥
অপমান হৈতে মৃত্যু শ্রেষ্ঠ শতগুণে।
ধিক্ ধিক্ আরে দুষ্ট, নির্লজ্জ জীবনে॥
আমারে নিন্দহ দুষ্ট, না বুঝি কারণ।
পাণ্ডবের সর্ব্বনাশ কৈল কোন্ জন॥

দ্রোণপুত্র প্রবেশিল শিবির-ভিতরে।
সকল করিল ক্ষয় দ্রৌণি একেশ্বরে ॥
মোরা দোঁহে আছিলাম দাণ্ডাইয়া দ্বারে।
রে দুষ্ট, আমারে গালি দেহ অহঙ্কারে ॥
এত বলি খড়্গ ল'য়ে কাটিবারে যায়।
গর্জ্জিয়া সাত্যকি বলে জ্বলদগ্নি-প্রায় ॥
উচিত কহিতে ক্রোধ হইল তোমার।
আমারে মারিতে এস আরে দুরাচার ॥
তোর দর্প ঘুচাব কাটিয়া তোর শির।
এত বলি খড়্গ ল'য়ে ধায় মহাবীর ॥
খড়্গের প্রহারে বীর কাটে তার শির।
ভূমেতে লোটায় কৃতবর্ম্মার শরীর ॥
হাহাকার-শব্দে ডাকে যতেক যাদব।
মার-মার বলিয়া ধাইল যত সব ॥
দেখিয়া অদ্ভুত কর্ম্ম সবিস্ময়-মন।
আত্ম-আত্ম-বিবাদী হইল সর্ব্বজন ॥
কৃতবর্ম্মা-বধ হৈল দেখিয়া নয়নে।
সাত্যকিরে মারিবারে যায় যদুগণে ॥
নানা অস্ত্র ফেলি মারে সাত্যকি-উপর।
মুষলধারায় যেন বর্ষে জলধর ॥
স্নেহ করি কেহ হৈল সাত্যকির ভিত।
অস্ত্রবৃষ্টি করে কেহ অতি-ক্রোধচিত ॥
সহোদরে সহোদরে হইল দু'দল।
মার-মার-শব্দেতে হইল কোলাহল ॥
প্রলয়-সময়ে যেন উথলে সাগর।
দেবাসুরে হয় যেন যুদ্ধ ঘোরতর ॥
পূর্ব্বে যেন যুদ্ধ হৈল শ্রীরাম-রাবণে।
কুরুক্ষেত্রে যেমন পাণ্ডব-দুর্য্যোধনে ॥
ঘোরতর গর্জ্জন, সঘনে সিংহনাদ।
ঝাঁকে ঝাঁকে বাণবৃষ্টি, নাহি অবসাদ ॥
ধনুকে যুড়িতে বাণ বিলম্ব না কার।
হাতে অস্ত্র বীর সব করয়ে প্রহার ॥
অস্ত্রে-অস্ত্রে নিবারণ করে জনে জনে।
সর্ব্ব অস্ত্র ক্ষয় হৈল, অস্ত্র নাহি তূণে ॥
ক্রোধমনে যুদ্ধ করে, নাহি অবসান।
দাণ্ডাইয়া কৌতুক দেখেন ভগবান্ ॥
অদ্ভুত দেখিয়া রাম বিষণ্ণ-বদন।
বৃত্তান্ত জানিয়া স্থির হ'লেন তখন ॥
যুঝয়ে যাদব সব আপনা-আপনি।
খড়্গ ল'য়ে কেহ কেহ করে হানাহানি ॥
ধনুকে ধনুকে যুদ্ধ-অস্ত্র-বরিষণ।
ঝঞ্ঝনা পড়য়ে যেন ভীষণ দর্শন ॥
ধনুক-টঙ্কার-শব্দে পূরিল গগন।
ভয়ে ভীত তিনলোক শুনিয়া গর্জ্জন ॥
রণস্থলে গালাগালি করে ভাই ভাই।
ইষ্ট বন্ধু কারো পানে কেহ নাহি চাই ॥
শক্তি তুলি হানে কেহ কাহারো উপর।
শেল শক্তি জাঠা মারে ভুশুণ্ডি তোমর ॥
আপনা পাসরি সবে কোপে অচেতন।
পাথর তুলিয়া মারে ঘোর-দরশন ॥
মুদ্গর তুলিয়া কেহ মারে কারো মাথে।
রথ অশ্ব সারথি মারয়ে এক ঘাতে ॥
আকাড়ি করিয়া কেহ ধরে রথখান।
সিংহনাদ ছাড়ি ফেলে দিয়া এক টান ॥
ধনুক ধরিয়া মারে দোহাতিয়া বাড়ি।
একজন হাত হ'তে অন্যে লয় কাড়ি ॥
প্রহারে না করে ভয়, অভেদ্য শরীর।
অতুল-সাহস সবে, রণে মহাবীর ॥
হেনমতে যুঝে যত যাদব-কুমার।
শূন্য-কর হৈল, কারো অস্ত্র নাহি আর ॥
যতেক বিক্রম কৈল, কিছু না হইল।
যাদবগণের অঙ্গ তিল না ভেদিল ॥
উপায় করেন তবে দেব ভগবান্।
নিকটে খাগ্ড়ার বন দেখি বিদ্যমান্ ॥
মুষল-ঘর্ষণে পূর্ব্বে সলিলে মিশিল।
নল-খাগ্ড়ার বন তাহে উপজিল ॥
যদুগণে দেখাইয়া কন দামোদর।
নলবৃক্ষ ফেলি মার সবে পরস্পর ॥

এই উপদেশ যদি যদুগণে পায়।
তাড়াতাড়ি নল উপাড়িতে সবে যায়॥
নল-খাগড়ার গাছি ধরি যদুগণ।
অন্যে অন্যে প্রহার করয়ে জনে জন॥
অস্ত্রেতে না ভেদে যেই যাদব-শরীর।
নল-খাগ্‌ড়ার ঘায়ে পড়ে সব বীর॥
অঙ্গে পরশিবামাত্র পড়ে সেইক্ষণ।
ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হয় যত যদুগণ॥
জনে জনে মারামারি অতিশয় ক্রোধ।
ভাই ভাই খুড়া জেঠা, নাহি উপরোধ॥
হেনমতে যদুগণে হয় মহারণ।
দারুকে ডাকিয়া কন শ্রীমধুসূদন॥
সত্বরে দারুক, যাহ মথুরানগরে।
মম রথে করি লহ বজ্রমহাবীরে॥
মথুরায় ল'য়ে রাখ প্রপৌত্র আমার।
অস্ত গেল যদুকুল, কিবা দেখ আর॥
সে-কারণে বজ্রে ল'য়ে যাহ মথুরায়।
স্ত্রীগণ লইয়া পিছে যাইবে তথায়॥
আমিহ পৃথিবী ছাড়ি যাব নিজ স্থানে।
আজ হৈতে সপ্তম-দিবস-পরিমাণে॥
কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা হবে কৃত্তিকা-নক্ষত্রে।
সেই দিনে দ্বারাবতী গ্রাসিবে সমুদ্রে॥
এইসব বিবরণ কহিবে সবারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইবে শোক নাশিবারে॥
তথা হৈতে হেথায় আসিবে শীঘ্রগতি।
পুনরপি যেতে হবে হস্তিনা-বসতি॥
পাণ্ডবগণেরে দিয়া মম সমাচার।
আনিবে হে প্রিয়সখা অর্জ্জুনে আমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● বলরামের দেহত্যাগ

এত বলি দারুকেরে দিলেন বিদায়।
বজ্রে ল'য়ে দারুক গেলেন মথুরায়॥
প্রদ্যুম্নের পৌত্র, অনিরুদ্ধের তনয়।
ঊষার উদরে জন্ম বজ্র-মহাশয়॥
মধুপুরে রাখি তারে প্রভুর আদেশে।
সবাকারে সমাচার দিলেক বিশেষে॥
দারুক-বচনে সবে লাগে চমৎকার।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে শিরে সবাকার॥
অস্থির হইয়া সবে ভূমিতলে পড়ি।
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় যায় গড়াগড়ি॥
আছে কিনা আছে প্রাণ দেহের ভিতর।
বদনে নাহিক ভাষা, শুষ্ক কলেবর॥
সচেতন করিয়া দারুক সবাকারে।
ব্রহ্মশাস্ত্র বুঝাইল বিবিধ-প্রকারে॥
ব্রহ্মে মন নিযুক্ত করিয়া সবাকার।
প্রভুর নিকটে চলি গেল পুনর্ব্বার॥
আসিয়া দেখিল সেই প্রভাসের তীর।
ভূমিতলে পড়িয়াছে যত যদুবীর॥
একজন নাহি কেহ, বৃষ্ণি-যদুকুল।
পরস্পর যুঝি সবে হইল নির্ম্মূল॥
ধূলায় ধূসর তনু, লোটায় ভূতল।
রামকৃষ্ণ দুই-ভাই আছেন কেবল॥
শোকেতে আকুল হৈল দারুক-সারথি।
মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পড়ি গেল ক্ষিতি॥
প্রবোধিয়া গোবিন্দ কহেন দারুকেরে।
সত্বরে দারুক, যাহ হস্তিনা-নগরে॥
আমার পরম বন্ধু পাণ্ডুর নন্দন।
অর্জ্জুনে আনিতে শীঘ্র করহ গমন॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পেয়ে পুনঃ দারুক সারথি।
হস্তিনা-নগরে গেল বিষাদিত-মতি॥
বলভদ্রে কহিলেন দেব নারায়ণ।
অবধান কর দেব, করি নিবেদন॥

এইখানে আপনি থাকহ একেশ্বর।
দ্বারকা হইতে আমি আসি ত্বরাপর॥
মাতা-পিতা-পুরজন না পায় বারতা।
সবা সম্বোধিতে আমি শীঘ্র যাই তথা॥
যাবৎ না আসি আমি দ্বারকা হইতে।
তাবৎ আপনি হেথা থাকুন এমতে॥
কৃষ্ণবাক্যে নলভদ্র করেন স্বীকার।
তোমা-বিনা গতি ভাই, কে আছে আমার॥
রামেরে রাখিয়া কৃষ্ণ করেন গমন।
দ্বারকা-নগরে আসি দেন দরশন॥
জনক-জননী-পুরনারীগণ যত।
সবাকারে প্রবোধ করেন সমুচিত॥
পূর্ব্বে যত অমঙ্গল হইল অপার।
প্রভাসে গেলাম করিবারে প্রতীকার॥
স্নান করি একত্রে বসিল সর্ব্বজন।
কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করিল সৃজন॥
সেই দ্বন্দ্বে মহাকোপ হৈল সবাকার।
আত্ম-আত্ম যুদ্ধ করি হইল সংহার॥
একজন যদুকুলে আর কেহ নাই।
কেবল আছি যে রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই॥
শোকেতে আকুল রাম, না আইসে ঘরে।
তপ আচরেন তিনি প্রভাসের তীরে॥
আমিহ শোকেতে প্রাণ ধরিতে না পারি।
গৃহবাস ছাড়িলাম, হব তপশ্চারী॥
সংসার অসার মাত্র, সব মায়াজাল।
ইহাতে মোহিত হৈলে বৃথা যায় কাল॥
এমতি সংসার-ধন্ধ, দেখ ভাবি মনে।
স্থিরমতি হ'য়ে সবে দেহ তত্ত্বজ্ঞানে॥
বিষাদ ত্যজিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
এত বলি মেলানি মাগেন নারায়ণ॥
সবার জীবন হরি নিল নারায়ণ।
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় রহে সর্ব্বজন॥
শ্বাসমাত্র শরীরে আছয়ে সবাকার।
অবনী লোটায় লোক শবের আকার॥

রামের নিকটে আসি শ্রীমধুসূদন।
দুই ভায়ে মিলিয়া করেন আলিঙ্গন॥
প্রভাসের তীরে রাম করি যোগাসন।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্ম জপে একমন॥
যুগল নয়নে হেরি কৃষ্ণের বদন।
যোগে তনু ত্যজিলেন রোহিণীনন্দন॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ

জয় দৈবকীনন্দন, অখিল জীবনধন,
কৌতুকেতে অবনীবিহারী।
যাঁহার কটাক্ষে হয়, সৃজন-পালন-লয়,
ভকতবৎসল চক্রধারী॥
যাঁর নাম-গুণ গাই, সর্ব্বপাপে ত্রাণ পাই,
নাহি রহে শমনের ভয়।
ক্ষিতিভার ত্রাণ করি, ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি,
নিজ বংশ সব করি ক্ষয়॥
একজন নাহি শেষ, হৃদে চিন্তি হৃষীকেশ,
নিজ দেহ ত্যজিতে বিচারি।
প্রভাস-তীর্থের তীরে, উঠিলেন শাখি'পরে,
বসিলেন শাখায় শ্রীহরি॥
বৃক্ষের উপরে চড়ি' চিন্তিলেন দেব হরি,
নিজদেহ ত্যাগের কারণ।
একপদ তরু'পর, আরোপিয়া গদাধর,
নম্র করি দ্বিতীয় চরণ॥
আপনা চিন্তিয়া মনে, বসি বৃক্ষশাখাসনে,
মৌনেতে আছেন গদাধর।
হেনকালে দৈবগতি, ব্যাধ এক এল তথি,
মৃগয়ার ছলে একেশ্বর॥
জরা ব্যাধ ধরে নাম, ধনুর্ব্বেদ অনুপাম,
হাতে ধরি দিব্য শরাসন।

মৃগ মারিবার ছলে, ব্যাধ এল সেইস্থলে,
দেখিলেক কৃষ্ণের চরণ ॥
ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-পদ, রবিবিম্ব-কোকনদ,
শতপত্র যেন সুশোভন।
রাতুল চরণ দেখি, ব্যাধসুত হৈল সুখী,
মৃগকর্ণ-হেন নিল মন ॥
মুষলের শেষ পাই, যেই বাণ নিরমাই,
দৈবে সেই বাণ নিল হাতে।
টানিয়া ধনুকখান, সন্ধানিয়া মারে বাণ,
চরণ ভেদিল জগন্নাথে ॥
বাণ মারি ব্যাধসুত, বৃক্ষতলে এল দ্রুত,
অপূর্ব্ব দেখিয়া হৈল ভীত।
কিরীট-কুণ্ডল-হার, নানা-রত্ন-অলঙ্কার,
হৃদয়ে কৌস্তুভ সুশোভিত ॥
পাঞ্চজন্য-সুদর্শন, গদাপদ্ম-সুশোভন,
চতুর্ভুজ, গলে বনমালা।
শ্রীবৎসলাঞ্ছন দেহে, মণি, বিভূষণ তাহে,
নব মেঘে যেমন চপলা ॥
আজানু-তুলসীমাল, আকর্ণ-লোচন ভাল,
অলকা-তিলকা ভালে সাজে।
পরিধান পীতবাস, মুখচন্দ্র-সুপ্রকাশ,
শোভা কত শত দ্বিজরাজে ॥
ভয়ার্ত্ত হইয়া ব্যাধ, কহে, ক্ষম অপরাধ,
প্রণমিয়া প্রভুর চরণে।
কৃপাময়-অবতার, অনাদি পুরুষ সার,
তুমি হরি, এ তিন-ভুবনে ॥
আমি পাপী দুরাশয়, অজ্ঞানেতে মূর্ত্তিময়,
অপরাধ করিনু গোঁসাই।
শুন প্রভু চক্রপাণি, যে-কর্ম্ম করিনু আমি,
আমার নিষ্কৃতি কভু নাই ॥
শুনিয়া ব্যাধের বাণী, আশ্বাসেন চক্রপাণি,
শুন ব্যাধ, না করিহ ভয়।
মম দেহত্যাগ-কালে, নয়নেতে নিরখিলে,
স্বর্গে যাবে, কহিনু নিশ্চয় ॥

রামচন্দ্র-অবতারে, পিতৃসত্য পালিবারে,
প্রবেশিনু অরণ্য-ভিতর।
সীতা-নামে মম নারী, রাবণ লইল হরি,
অন্বেষিতে দুই সহোদর ॥
সাক্ষাৎ হইল বনে, আর চারি কপিসনে,
সখ্য হৈল সহিত আমার।
বধ করি বালি রাজা, সুগ্রীবে করিনু রাজা,
ছিলে তুমি বালির কোঙর ॥
মারিয়া লঙ্কার পতি, উদ্ধারিনু সীতাসতী,
দিতে বর যাচিনু তোমারে।
পিতৃবৈরী মারিবারে, বর মাগিলেক মোরে,
আমিহ করিনু অঙ্গীকারে ॥
সেই প্রয়োজন-ফলে, জন্ম হৈল ব্যাধকুলে,
মুক্ত হ'য়ে যাহ স্বর্গপুরে।
হেনকালে আচম্বিত, পুষ্পবৃষ্টি অপ্রমিত,
রথ এল ব্যাধের গোচরে ॥
চাহিয়া গোবিন্দপদ, রথ আরোহিয়া ব্যাধ,
স্বর্গপুরে করিল গমন।
শ্রীমধুসূদন হরি, হৃদয়ে ভাবনা করি,
নিজ দেহ ত্যজেন তখন ॥
জ্যোতির্ম্ময় নিজ-অঙ্গে, প্রবেশি পরম রঙ্গে,
দেবগণে করে স্তুতিবাণী।
স্বরগে দুন্দুভি বাজে, অপ্সরী-কিন্নরী নাচে,
উলু দেয় অমর রমণী ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে, পারিষদ্‌গণ সেবে,
স্তুতি করে সুর-মুনিগণ।
চতুর্ম্মুখে সৃষ্টিধর, পঞ্চমুখে মহেশ্বর,
করপুটে করয়ে স্তবন ॥
অখিল হইল দীপ্ত, ভুবন হইল তৃপ্ত,
আনন্দিত যত দেবগণ।
শুন রে ভকত ভাই, স্মরণে মুকতি পাই,
এড়াই শমন-দরশন ॥
ভক্তবশ গুণনিধি, ভক্তবাঞ্ছা করে সিদ্ধি,
নাহি আর ভক্তির সমান।

কাশীদাস বলে, যদি, তরিবে এ ভবনদী,
ভজ ভাই, দেব ভগবান্ ॥

অর্জ্জুনের দ্বারকায় আগমন এবং প্রভাসে রামকৃষ্ণের মৃতশরীর-দর্শন

হস্তিনানগরে এল দারুক সারথি।
করযোড়ে কহে কথা ধর্ম্মরাজ-প্রতি ॥
অবধান কর রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
শ্রীকৃষ্ণ পাঠান মোরে তোমার সদন ॥
গোবিন্দের প্রিয় বন্ধু তোমা পঞ্চভাই।
তোমাদের চিন্তা-বিনা অন্য মনে নাই ॥
সে-কারণে তিনি মোরে পাঠালেন হেথা।
দ্বারকা লইয়া যেতে পার্থ মহারথা ॥
চিরদিন তাঁর সহ নাহি দরশন।
সেইহেতু লইতে কহেন নারায়ণ ॥
তিলেক বিলম্ব রাজা, না হয় বিচার।
শীঘ্রগতি অর্জ্জুন করুন আগুসার ॥
কৃষ্ণের বারতা শুনি পঞ্চসহোদর।
দারুকেরে বসালেন করিয়া আদর ॥
বসিয়া সুস্থির-চিত্ত না হয় দারুক।
হৃদয় দহিছে শোকে, বৈসে হেঁটমুখ ॥
দারুকের চিত্ত রাজা দেখি উচাটন।
বিস্ময় ভাবিয়া মানিছেন মনে-মন ॥
এই ত দারুক হয় কৃষ্ণের সারথি।
যেই কৃষ্ণ অনাদি-পুরুষ লক্ষ্মীপতি ॥
তাঁহার আশ্রিত জন কি দুঃখে দুঃখিত।
ইহার কারণ কিছু না হয় বিদিত ॥
এত চিন্তি জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মের নন্দন।
কিহেতু দারুক, তব চিত্ত উচাটন ॥
কেন কর শোক তুমি কৃষ্ণের আশ্রিত।
কহ ত দারুক, হ'লে কি দুঃখে ত্রাসিত ॥
সাত্যকি প্রদ্যুম্ন শাম্ব যাদবসকল।
কেমনে আছেন অনিরুদ্ধ মহাবল ॥
কেমনে আছেন সবে, কহ সত্যবাণী।
কহ দেখি, কৃষ্ণের কুশল-বার্ত্তা শুনি ॥
তব উচাটন-চিত্ত দেখিয়া নয়নে।
প্রাণাধিক ভ্রাতা মম ধৈর্য্য নাহি মানে ॥
কৃষ্ণের কুশল কহ দারুক-সারথি।
কেমনে আছেন প্রিয়বন্ধু যদুপতি ॥
শুনিয়া দারুক কহে, শুন নরনাথ।
সে-সকল অবগত হইবে পশ্চাৎ ॥
ত্বরিতে অর্জ্জুনে রাজা, করহ বিদায়।
বন্ধুজন দেখিতে চাহেন যদুরায় ॥
শুনি অনুমতি দেন পাণ্ডুবংশপতি।
সুসজ্জ হইয়া পার্থ যান শীঘ্রগতি ॥
ত্বরিতগমনে আসি দ্বারকানগরী।
বিস্ময় মানেন পার্থ দ্বারাবতী হেরি ॥
পূর্ব্ব রূপ শোভা কিছু না দেখেন আর।
শূন্যাকার পুরীখণ্ড, দিবসে আঁধার ॥
পুরেতে পুরুষ নাহি, কেবল রমণী।
চিত্রের পুত্তলী প্রায়, সবে অনাথিনী ॥
শুষ্ক ওষ্ঠ, শুষ্ক মুখ, শুষ্ক সর্ব্ব-অঙ্গ।
নাহিক আনন্দ-বাদ্য নৃত্য-গীত রঙ্গ ॥
মনুষ্যের শব্দ নাহি দ্বারকানগরে।
কপোত পেচক শিবা চৌদিকে বিহরে ॥
গৃধ্র কঙ্ক নানা পক্ষী উড়ে পালে পালে।
ঘোরতর শব্দ করি উড়ি বসি চালে ॥
এই সব দেখি পার্থ হ'লেন চিন্তিত।
চক্ষুতে পড়য়ে জল, প্রাণ বিকলিত ॥
বসুদেব দৈবকী রোহিণী তিনজন।
প্রাণহীন-জন-হেন ভূমিতে শয়ন ॥
প্রণমিয়া জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুন বারতা।
শুষ্ক তনু সবার, বদনে নাহি কথা ॥
পুনঃপুনঃ পার্থ বীর করেন জিজ্ঞাসা।
হরি বলি কান্দে সবে, নাহি অন্য ভাষা ॥
কৃষ্ণ-বিনা প্রাণ নাহি, বলে সর্ব্বজন।
চিন্তান্বিত হইলেন কুন্তীর নন্দন ॥

দারুক বলেন, পার্থ, কি কর ভাবনা।
প্রভুরে দেখিবে যদি, চল সর্ব্বজনা॥
প্রভাসের তীরেতে আছেন দুই ভাই।
সকল যাদবগণ আছেন তথাই॥
এত শুনি সত্বরে চলিল দুই জন।
শূন্যময় হইল পুরী দ্বারকা-ভুবন॥
পথ-বিহরণে সবে যায় ধীরে ধীরে।
আসিয়া মিলিল সবে প্রভাসের তীরে॥
তথায় দেখিল যদুকুলের সংহার।
ভূমে গড়াগড়ি যায় অঙ্গ সবাকার॥
হাহা রবে কান্দিছেন ইন্দ্রের নন্দন।
করেন বিলাপ বহু মহাশোক-মন॥
রামের শরীর দেখি প্রভাসের তীরে।
বিলাপ করেন পার্থ লুণ্ঠিত-শরীরে॥
হায় যদুকুলপতি বীর হলধর।
মুষল লাঙ্গল কেন ভূমির উপর॥
সকল ত্যজিয়া প্রভু, যোগে দিলে মন।
দুষ্ট-দৈত্য-বিনাশ করিবে কোন্ জন॥
ভারাবতরণ-হেতু আসি ক্ষিতিতলে।
পৃথিবীর ভার হরি যোগ আচরিলে॥
বারেক উত্তর দেহ রেবতীরমণ।
কান্দিয়া আকুল তব বন্ধুপরিজন॥
তবে ধনঞ্জয় যান বৃক্ষের তলায়।
প্রাণনাথ-কৃষ্ণদেহ দেখেন তথায়॥
কৃষ্ণদেহ কোলে করি কান্দিছেন বীর।
পৃথিবী পূরিল তাঁর নয়নের নীর॥
মুষলপর্ব্বের কথা অতীব করুণ।
কাশী কহে, অবিরত কান্দেন অর্জ্জুন॥

—

● অর্জ্জুনের বিলাপ

হায় কৃষ্ণ প্রাণধন, বন্ধুরূপে নারায়ণ,
করুণাসাগর অবতার।
পাণ্ডবের প্রাণধন, সব হৈল অকারণ,
তোমা-বিনা দিবসে আঁধার॥
করুণানিধান হরি, বৃষ্ণিকুলে অবতরি,
দুষ্ট নাশি শিষ্টের পালন।
নীলাম্বরসহ লীলা, করিলে অনেক খেলা,
দেবকার্য্য করিলে সাধন॥
ধরণীর ভার হরি, ধর্ম্মেরে স্থাপন করি,
বসুমতী করিলে তোষণ।
অনাথ-পাণ্ডবগণে, কৃপা কৈলে নিজগুণে,
বন্ধুগণে করিলে পালন॥
আমি সখা প্রিয়তম, সারথ্য করিলে মম,
নাম হৈল অর্জ্জুন-সারথি।
ওহে প্রভু কৃপাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
দ্বারকানিবাসী যদুপতি॥
পূর্ব্বে যে কহিলে তুমি, একআত্মা তুমি-আমি,
কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়ে নাহি ভেদ।
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চজনে, ভেদ নাহি মম সনে,
অজ শিব জানে চারিবেদ॥
নিজ চন্দ্রানন-বাণী, বিস্মরিলে যদুমণি,
ভ্রাতৃগণে না কর স্মরণ।
চারিবেদে গায় তোমা, গুণের নাহিক সীমা,
কৃপাসিন্ধু ভক্তের জীবন॥
অনাথ-দুর্ব্বল-জনে, তুমি নাথ, অনুক্ষণে,
বিষম সঙ্কটে কর পার।
যেই ভক্তজন হয়, চরণে শরণ লয়,
তিন লোক সম নাহি তার॥
মোরা সবে অল্পমতি, না করিনু ভক্তিস্তুতি,
না ভজিনু তোমার চরণ।
তোমা হেন ধন পেয়ে, ভক্তিচক্ষে নাহি চেয়ে,
বন্ধুরূপে কৈনু সম্ভাষণ॥
কৃপায় আপন গুণে, আমা ভাই পঞ্চজনে,
সঙ্কটে রাখিলে বারে-বার।
অনাথ-পাণ্ডবগণে, কি করিবে তোমা-বিনে
বন্ধুরূপে কে রাখিবে আর॥

রাজ্য ধন বন্ধু জায়া, ত্যজিয়া সকল মায়া,
নিজ স্থানে করিলে গমন।
এমত করিবে যদি, মো-সবার গুণনিধি,
না কহিলে কিসের কারণ ॥
মুষলপর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত-গাথা,
সর্ব্বদুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস ॥

● অর্জ্জুন-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য-সম্পাদন

কৃষ্ণের শরীর পার্থ কোলেতে করিয়া।
বিলাপ করেন বহু কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ নাথ, কৃষ্ণ ধন জন।
কৃষ্ণ-বিনা পাণ্ডবের আছে কোন্ জন ॥
এতদিনে পাণ্ডবেরে বঞ্চিলেক বিধি।
কোন্ দোষে হারাইনু কৃষ্ণ-গুণনিধি ॥
আসিতাম পূর্ব্বে যদি এই দ্বারাবতী।
মোরে পেলে হৈতে কত আনন্দিত-মতি ॥
সখা সখা বলি মোরে করি সম্বোধন।
ভুজ প্রসারিয়া আসি দিতে আলিঙ্গন ॥
পূর্ব্বেতে কহিলে তুমি সভার ভিতর।
কৃষ্ণার্জ্জুন এক-তনু, নহে ভিন্ন-পর ॥
পাণ্ডুপুত্রগণ মোর প্রাণের সমান।
পাণ্ডবের কার্য্যেতে বিক্রীত মম প্রাণ ॥
সারথিত্ব করিয়া সঙ্কটে কৈলে পার।
দুর্য্যোধন-ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার ॥
আমি তব সখা, প্রাণসখী যাজ্ঞসেনী।
পরমবান্ধবরূপে রাখিলে আপনি ॥
পক্ষ যেন রক্ষা করে পক্ষীর জীবন।
সলিল-রক্ষিত যেন জলচরগণ ॥
সেইরূপে পাণ্ডবে রক্ষিতে নারায়ণ।
তোমা বিনা কোন্ মতে রহিবে জীবন ॥
ওহে প্রভু যদুনাথ, নাহি শুন কেনে।
কোন্ দোষে দোষী হৈনু তোমার চরণে ॥
তব প্রিয়সখা আমি সেই ধনঞ্জয়।
সখারে বিমুখ কেন হৈলে মহাশয় ॥
একবার চাহ প্রভু, মেলিয়া নয়ন।
সখা বলি করহ বারেক সম্বোধন ॥
বারেক দেখাও চাঁদমুখের সুহাস।
বারেক বদনচাঁদে কহ সুধাভাষ ॥
রত্ন-সিংহাসন ত্যজি ভূমিতে শয়নে।
চাঁদমুখ শুখাইল রবির কিরণে ॥
কোন্ মুখে যাব আমি হস্তিনানগরে।
কি বলিব গিয়া আমি রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
ভাইগণে কি বলিব দ্রৌপদীরে আর।
কেমনে ধরিবে প্রাণ ধর্ম্মের কুমার ॥
হায় বিধি এত দিনে করিলে নিরাশ।
কোন্ দোষে হারাইনু বন্ধু শ্রীনিবাস ॥
বিস্মরিলে সব কথা স্বীকার করিয়া।
সঙ্গে নিলে নিজ জনে পাণ্ডবে ত্যজিয়া ॥
ভাগ্যবন্ত যদুকুল, নাহি পুণ্যসীমা।
ইহলোকে পরলোকে পাইলেন তোমা ॥
মোরা সব হতভাগ্য পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কোন্ গুণে হবে সেই কৃষ্ণপদে মতি ॥
হা কৃষ্ণ কমলাকান্ত করুণানিধান।
তোমা-বিনা রহে মম হৃদয় পাষাণ ॥
কি বুদ্ধি করিব আমি, কোথাকারে যাব।
সে-চাঁদবদন আর কোথা দেখা পাব ॥
শিরেতে হানিয়া ঘাত কান্দি উচ্চৈঃস্বরে
গড়াগড়ি যান পার্থ ভূমির উপরে ॥
দারুক সারথি বোধ করায় অর্জ্জুনে।
স্থির হও ধনঞ্জয়, শোক ত্যজ মনে ॥
অকারণে শোক কৈলে কি হইবে আর।
আমি যাহা কহি, তাহা শুন সারোদ্ধার ॥
বিধিমত আছে যেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম।
আপনি সবার তুমি কর প্রেতকর্ম্ম ॥

পূর্ব্বেতে আমারে কহিলেন গদাধর।
সবা হৈতে বড় প্রিয় পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
যোগ আচরিয়া পিছে পাইবে আমারে।
এই কথা দারুক, কহিবে প্লাগুবেরে॥
সে-কারণে এই কর্ম্ম হয় ত বিহিত।
সবার সৎকার কর্ম্ম কর যথোচিত॥
বহুমতে সান্ত্বনা সে দিলেক অর্জ্জুনে।
সৎকার করিতে পার্থ করিলেন মনে॥
চন্দনের কাষ্ঠ তথা আনি রাশি রাশি।
জ্বালিলেন চিতা-অগ্নি গগন পরশি॥
দৈবকী রোহিণী বসুদেবের সহিত।
অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিল হরষিত॥
রেবতী রামের সঙ্গে পশে হুতাশন।
অগ্নিকার্য্য করিলেন অর্জ্জুন তখন॥
সবাকার অগ্নিকার্য্য করি সমাপন।
বিধিমতে করিলেন শ্রাদ্ধাদি তর্পণ॥
মুষলপর্ব্বতে যদুবংশের বিনাশ।
ব্যাস-বিরচিত গাথা গায় কাশীদাস॥

দস্যুগণ কর্তৃক যদুস্ত্রীদের হরণ ও পাষাণ হইবার কথা

দারুক পুনশ্চ কহে অর্জ্জুনের প্রতি।
অর্জ্জুন, বন্ধুর কর্ম্ম করহ সম্প্রতি॥
স্ত্রীগণ লইয়া যাহ হস্তিনানগরে।
প্রভুর রমণীগণ বিদিত সংসারে॥
তোমা-বিনা কার শক্তি রক্ষিবারে পারে।
সমুদ্র গ্রাসিবে এই দ্বারকাপুরীরে॥
আজ্ঞা কর, আমি বনে যাই মহাশয়।
শুনিয়া স্বীকার করিলেন ধনঞ্জয়॥
এতেক বৃত্তান্ত পার্থে কহি মহামতি।
দারুক চলিল, যথা বনের নিভৃতি॥
কৃষ্ণের রমণীগণে লইয়া সংহতি।
গেলেন হস্তিনা-পথে পার্থ মহামতি॥
দ্বারকা গ্রাসিল আসি সমুদ্রের জল।
প্রভুর মন্দিরমাত্র জাগয়ে কেবল॥
একশত পঞ্চবর্ষ শ্রীমধুসূদন।
মর্ত্ত্যপুরে নিবসেন দ্বারকা-ভুবন॥
স্ত্রীগণে লইয়া পার্থ করেন গমন।
হাতে ধরি অক্ষয় গাণ্ডীব-শরাসন॥
হেনকালে দস্যুগণ আছিল কোথায়।
কৃষ্ণের রমণীগণে দেখিবারে পায়॥
একত্র হইয়া যুক্তি করে সর্ব্বজন।
কৃষ্ণের রমণীগণে হরিব এখন॥
অর্জ্জুন লইয়া যায় যতেক সুন্দরী।
কাড়িয়া লইব, হেন হৃদয়ে বিচারি॥
পার্থে আগুলিল আর সকল রমণী।
হাতে ধরি স্ত্রীগণেরে করে টানাটানি॥
দেখিয়া কুপিল অতি বীর ধনঞ্জয়।
গাণ্ডীব ধরেন বীর ক্রোধে অতিশয়॥
অগ্নিদত্ত অক্ষয় গাণ্ডীব শরাসন।
যাহাতে করেন পার্থ ত্রৈলোক্য-শাসন॥
দেবের বাঞ্ছিত ধনু অতি-মনোহর।
খাণ্ডব-দাহনে যাহা দিলা বৈশ্বানর॥
ধনু ধরি হেলায়ে হেলায় দিত গুণ।
এবে গুণ দিতে শক্ত নহেন অর্জ্জুন॥
মহাভার হৈল ধনু, তুলিতে না পারে।
কত কষ্টে গুণ দেন বহু শক্তি ক'রে॥
টানিতে না পারে ধনু আকর্ণ পূরিয়া।
অল্প কিছু টানি বাণ দিলেন ছাড়িয়া॥
মহাকোপে এড়িলেন বজ্রসম বাণ।
দস্যু-অঙ্গে ঠেকি পড়ে তৃণের সমান॥
বাছিয়া বাছিয়া বাণ বিন্ধে প্রাণপণে।
ছাট দিয়া অস্ত্র ব্যর্থ করে দস্যুগণে॥
এড়েন অক্ষয় অগ্নিবাণ ধনঞ্জয়।
অস্ত্র যত এড়িলেন, সব ব্যর্থ হয়॥
যত বিদ্যা পাইলেন দ্রোণ-গুরুস্থানে।
যত বিদ্যা পাইলেন অমর-ভুবনে॥

এ তিন-ভুবনে যারে মাগে পরাজয়।
দস্যুসহ রণে সর্ব্ব-অস্ত্র ব্যর্থ হয়॥
ব্রহ্ম-অস্ত্র অর্জ্জুনের হৈল পাসরণ।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তিলেন মনে-মন॥
গাণ্ডীব ধনুক বীর ধরি দুই করে।
প্রহার করেন দস্যুগণের উপরে॥
ইতর মনুষ্য যেন করে ধরি বাড়ি।
দস্যুগণে অর্জ্জুন করেন তাড়াহুড়ি॥
দস্যুগণ অর্জ্জুনেরে পরাজিয়া রণে।
স্ত্রীগণ লইয়া যায় স্বচ্ছন্দগমনে॥
দস্যুগণ-পরশে প্রভুর নারীগণ।
পাষাণ পুতলী হৈল ত্যজিয়া জীবন॥
পরাজয় পেয়ে পার্থ পরম চিন্তিত।
কান্দিতে কান্দিতে যান পরম দুঃখিত॥
বদরিকাশ্রমে গিয়া ব্যাসের নিকটে।
দণ্ডবৎ প্রণাম করেন করপুটে॥
অর্জ্জুনেরে মলিন দেখিয়া অতিশয়।
জিজ্ঞাসা করেন তাঁরে ব্যাস মহাশয়॥
কি-হেতু হইলে দুঃখী কুন্তীর নন্দন।
আজি কেন দেখি তব মলিন বদন॥
দুষ্কর্ম্ম করিলে কিবা, কহ ত আমারে।
পরাজিত হৈলে কিবা সংগ্রাম-ভিতরে॥
দেব দৈত্যে হিংসিলে, কি সুজনে পীড়িলে।
দুর্জ্জন-সেবনে কিংবা হীনতা পাইলে॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মুনি মহাশয়।
করে ধরি বসায়েন বীর ধনঞ্জয়॥
কান্দিয়া কহেন পার্থ মহাধনুর্দ্ধর।
কি কহিব মুনি, সব তোমাতে গোচর॥
এত দিনে পাণ্ডবেরে বিধি হৈল বাম।
গোলোক-নিবাসী হইলেন কৃষ্ণ-রাম॥
যাঁর অনুগ্রহে আমি বিজয়ী সংসারে।
হেলায় গাণ্ডীব-ধনু ধরি বাম করে॥
যমসম বৈরীগণে না করিনু ভয়।
পরাক্রমে করিলাম তিন লোক জয়॥
মম পরাক্রম দেব, সব জান তুমি।
একরথে চড়িয়া জিনিনু মর্ত্ত্যভূমি॥
সেই তূণ, সেই ধনু, সেই ধনঞ্জয়।
সকলি নিষ্ফল হৈল, শুন মহাশয়॥
দস্যুগণ আসি মোরে পরাজিল রণে।
কৃষ্ণের স্ত্রীগণে কাড়ি নিল মম স্থানে॥
প্রভু-বিনা এই গতি হইল এখন।
এ পাপ-জীবনে মম কোন্ প্রয়োজন॥
বিক্রম বিজয় মম সব দামোদর।
তাহার অভাবে ধরি পাপ-কলেবর॥
কহ মুনি, কি উপায় করিব এখন।
কেমনে পাইব আমি শ্রীমধুসূদন॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দেন, সঘনে বহে শ্বাস।
অর্জ্জুনেরে আশ্বাসিয়া কহেন শ্রীব্যাস॥
স্থির হও ধনঞ্জয়, শোক পরিহর।
আমি যাহা কহি, তাহা শুন বীরবর॥
যা' কহিলে ধনঞ্জয়, সব আমি জানি।
বল-বুদ্ধি-পরাক্রম দেব চক্রপাণি॥
অনাদি-পুরুষ তিনি ব্রহ্ম-সনাতন।
জনম-প্রলয়-স্থিতি সেই নারায়ণ॥
নির্লেপ নির্গুণ নিরঞ্জন নির্ব্বিকার।
অক্ষয় অব্যয় তিনি, অনন্ত-আকার॥
জল স্থল শূন্য তিনি, সকল সংসার।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে নিবাস তাঁহার॥
আত্ম-পর নাহি তাঁর, সর্ব্ব সমজ্ঞান।
কীট-পক্ষী-মনুষ্যাদি সকলি সমান॥
তিনি ব্রহ্মা, তিনি বিষ্ণু, তিনি পঞ্চানন।
ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য তিনি পবন-শমন॥
চরাচর বিশ্বে সর্ব্বভূতে যেইজন।
পরমাত্মারূপে সেই ব্রহ্ম-সনাতন॥
কে জানিতে পারে সেই প্রভুর মহিমা।
চারি বেদে কিছু নাহি পায় যাঁর সীমা॥
শত কোটি-কল্প যোগী ধ্যানেতে মগন।
তবু নাহি পায় সেই প্রভু-দরশন॥

কত পুণ্যফল পেলে সে-হেন বান্ধব।
কৃষ্ণ-বিনা অন্য নাহি, জান তুমি সব॥
ভক্তের অধীন সেই প্রভু নারায়ণ।
ভক্তিযোগে পাই সেই প্রভুর দর্শন॥
ত্যজিয়া মনের ধন্ধ ভজ গিয়া তাঁহে।
ভক্তিবশে ভকতের দূরে হরি নহে॥
অচিরে অর্জ্জুন, সেই কৃষ্ণকে পাইবে।
প্রিয়জন মনে করি সতত চিন্তিবে॥
নিকটে থাকিলে তাঁরে যত ভক্তি ধরে।
দশকোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে॥
জানিয়া অর্জ্জুন, তুমি স্থির কর মন।
যাহ চলি নিজ গৃহে জানিয়া কারণ॥
পুনশ্চ বলেন পার্থ, শুন মহাশয়।
এক কথা কহি আর খণ্ডাহ বিস্ময়॥
দস্যু কেন নিল হরি যদুনারীগণ।
ইহার কারণ মোরে কহ তপোধন॥
পূর্ব্ব-পুণ্যে কৃষ্ণে পতি পাইল স্ত্রীগণ।
সদাকাল সেবিলেক প্রভুর চরণ॥
তাঁহা সবাকার কেন হৈল হেন গতি।
কহিবে ইহার হেতু মুনি মহামতি॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি কহে মহামুনি।
কার শক্তি হরিবেক হরির রমণী॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কহি শুন ধনঞ্জয়।
বিদ্যাধরীগণ ছিল ইন্দ্রের আলয়॥
প্রভুর প্রকাশ যবে হইল অবনী।
তাহা-সবাকারে আজ্ঞা কৈল পদ্মযোনি॥
পৃথিবীতে জন্ম তোরা লহ গিয়া সবে।
ভাগ্য-পুণ্যবশে সবে কৃষ্ণে পতি পাবে॥
লক্ষ্মী-অংশ পেয়ে হবে লক্ষ্মীর সোসর।
ভক্তিতে করিবে বশ জগৎ-ঈশ্বর॥
বিধির আদেশ সব কন্যাগণ লৈয়া।
পৃথ্বীতে চলিল সব হৃষ্টমতি হৈয়া॥
স্নান করিবারে গেল পুণ্যনদী তীরে।
অষ্টাবক্র-নামে মুনি তথা তপ করে॥
ভক্তি করি কন্যাগণ প্রণতি করিল।
তুষ্ট হ'য়ে মুনিবর আশীর্ব্বাদ দিল॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে পাবে কৃষ্ণে পতি।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক সর্ব্বগুণবতী॥
আশীর্ব্বাদ পেয়ে চলে যতেক রমণী।
হেনকালে জল হৈতে উঠে মহামুনি॥
অষ্ট ঠাঁই কুব্জ বক্র, খর্ব্ব কলেবর।
পদযুগ বঙ্কিম, বঙ্কিম দুই কর॥
শ্রবণ নাসিকা কর্ণ সব বিপরীত।
দেখিয়া অপূর্ব্ব সবে হইল বিস্মিত॥
মুনিরূপ দেখি সবে উপহাস কৈল।
তাহা দেখি মুনিবর কুপিয়া কহিল॥
আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ।
সে-কারণে দিব শাপ, শুন সর্ব্বজন॥
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণপতি পাবে।
এই অপরাধে সবে দস্যু হরি লবে॥
মুনির বচনে সবে কম্পিত-শরীর।
নিবেদন করে তবে চরণে মুনির॥
অবলা স্ত্রীজাতি মোরা, সহজে চঞ্চলা।
অপরাধ ক্ষম মুনি, দেখিয়া অবলা॥
প্রসন্ন হইয়া কর শাপ-বিমোচন।
ধর্ম্মে মতি রহে, আজ্ঞা কর তপোধন॥
তুষ্ট হ'য়ে পুনরপি মুনিবর কহে।
কহিলাম যে কথা, সে কভু ব্যর্থ নহে॥
অবশ্য হরিবে দস্যু, না হবে এড়ান।
দস্যুর পরশে সবে হইবে পাষাণ॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই জানাই তোমায়।
কন্যাগণে দস্যু হরে এই অভিপ্রায়॥
পাষাণ হইল তারা দস্যুর পরশে।
প্রভুর রমণীগণ গেল তাঁর পাশে॥
না ভাবিহ চিত্তে দুঃখ, যাহ নিজঘরে।
ভোগ-অভিলাষ ত্যজি ভজহ কৃষ্ণেরে॥
এত বলি অর্জ্জুনেরে দিলেন বিদায়।
প্রণমিয়া ধনঞ্জয় যান হস্তিনায়॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্‌ ॥

———

অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট যদুবংশ-ধ্বংস-কীর্ত্তন

শ্রীজনমেজয় কহে, শুন তপোধন।
অতঃপর কি হইল, কহ বিবরণ ॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই কৃষ্ণের বিয়োগে।
কিমতে ধরিল প্রাণ এত বড় শোকে ॥
বিশেষিয়া কহ মোরে মুনি মহাশয়।
খণ্ডাহ মনের মোর সকল সংশয় ॥
তব মুখে শ্রুতবাক্য সুধা হৈতে সুধা।
শ্রবণেতে আমার খণ্ডিল ভব-ক্ষুধা ॥
পিতামহ-উপাখ্যান অপূর্ব্ব-আখ্যান।
তব মুখে শুনিলে জন্মিবে দিব্যজ্ঞান ॥
বিখ্যাত বৈশম্পায়ন মহাতপোধন।
ব্যাস-উপদেশে শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ ॥
নৃপতির বাক্য শুনি আনন্দিত-মনে।
কহিতে লাগিল মুনি জন্মেজয়-স্থানে ॥
মুনি বলে, শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
অনন্তরে কহি পিতামহের কাহিনী ॥
বসিলেন ধর্ম্মরাজ রত্ন-সিংহাসনে।
শিরেতে ধরিল ছত্র পবননন্দনে ॥
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়।
পাত্র মিত্র অমাত্য চৌদিকে বেড়ি রয় ॥
সভায় বসিয়া রাজা ধর্ম্ম-অবতার।
হরষেতে বসি সবে করেন বিচার ॥
হেনকালে অমঙ্গল দেখে বিপরীত।
দিবসেতে শিবাগণ ডাকে চারিভিত ॥
অন্তরীক্ষে গৃধ্র পক্ষী উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
বিপরীত শব্দ করি ঘন ডাকে কাকে ॥
বিনা-মেঘে হয় ঘন ভীষণ গর্জ্জন।
বিপরীত বাত বহে ভস্ম-বরিষণ ॥
প্রবল প্রলয়, যেন অগ্নি-বরিষণ।
ঘোরতর শব্দে ডাকে পশুপক্ষিগণ ॥
ঘরে ঘরে নগরে লোকের কলরব।
অন্যে অন্যে কোন্দল করয়ে লোক-সব ॥
পিতাপুত্রে বিরোধ শাশুড়ী-বধূ সনে।
ব্রাহ্মণ-সহিত দ্বন্দ্ব করে শূদ্রগণে ॥
জনকের কেশে ধরি মারয়ে তনয়।
ভালমন্দ নাহি, মুখে যাহা আসে, কয় ॥
দেউল প্রাচীর ভাঙ্গে, দেবের দহর।
প্রতিমাসকল নাচে গায় মনোহর ॥
অবিশ্রান্ত ক্ষণে ক্ষণে কম্পে বসুমতী।
ত্রিবিধ উৎপাত বহু, হৈল অনীতি ॥
দেখিয়া বিস্মিত-চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তাযুক্ত হ'য়ে মনে করেন ভাবন ॥
না জানি, কিহেতু হয় এত অমঙ্গল।
মন স্থির নহে মম, হৃদয় বিকল ॥
দ্বারকানগরে গেল পার্থ মহারথা।
তার ভদ্রাভদ্র কিছু না পাই বারতা ॥
না জানি কি বিরোধ করিল কার সনে।
নাহি জানি, কি কর্ম্ম করিল সেইখানে ॥
কিংবা পার্থ সমরে পাইল পরাজয়।
এত অমঙ্গল দেখি, অকারণ নয় ॥
কিরূপে ত্বরিতে পাই পার্থের বারতা।
শীঘ্রগতি দূত পাঠাইয়া দেহ তথা ॥
কি-কারণে আজি মম আকুল পরাণ।
বাম-আঁখি নাচে ইহা বড় অকল্যাণ ॥
এইরূপে যুধিষ্ঠির করেন ভাবন।
বিষাদ করেন রাজা, চিন্তাকুল মন ॥
পার্থ আইলেন তবে দ্বারকা হইতে।
হস্তিনায় প্রবেশেন কান্দিতে কান্দিতে ॥
হায় কৃষ্ণ বলিয়া কান্দেন ঘনে-ঘন।
কিমতে যাইব আমি হস্তিনাভুবন ॥
কি বলিব গিয়া আমি ধর্ম্ম নৃপবরে।
হায় প্রভু, তোমা-বিনা কি হবে আমারে ॥

নয়ন-যুগলে বারি বহে অনিবার।
শুষ্কমুখে কৃষ্ণ বলি করে হাহাকার॥
গাণ্ডীব ধরিতে নাহি হইলেন ক্ষম।
কৃষ্ণের সহিত গেল বীরত্ব-বিক্রম॥
রথেতে গাণ্ডীব রাখি বীর ধনঞ্জয়।
পদব্রজে চলিলেন অতি-দীনপ্রায়॥
দূরে দেখি ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন বৃকোদরে।
হের দেখ, পার্থ বুঝি আসিছেন দূরে॥
অর্জ্জুনের রথ যেন পাই দরশন।
অর্জ্জুন আইসে, হেন লয় মম মন॥
কিহেতু এতেক ধীরে চলে রথবর।
বিষাদ-গমন, হেন বুঝি যে অন্তর॥
অর্জ্জুনেরে দেখি আজি বড়ই মলিন।
কৃষ্ণবর্ণ শুষ্কমুখ, যেন অতি দীন॥
দারুক আইল পূর্ব্বে কৃষ্ণের আদেশে।
অর্জ্জুনে লইয়া গেল গোবিন্দের পাশে॥
কতবার যায় পার্থ দ্বারকা-ভুবন।
আনন্দ-সাগরে ভাসি আসে নিকেতন॥
আজি কেন অমঙ্গল দেখি অপ্রমিত।
কলহ করিল বুঝি কাহার সহিত॥
কিংবা কোন অপরাধ কৈল প্রভু-স্থানে।
সেই দোষে বিষাদিত কৃষ্ণের ভর্ৎসনে॥
বলভদ্র-সহ কিংবা করিল বিবাদ।
না জানি ঘটিল আজি কেমন প্রমাদ॥
যদি পার্থ হ'য়ে থাকে কৃষ্ণের বর্জ্জিত।
নিরাশ হইল তবে পাণ্ডব নিশ্চিত॥
কৃষ্ণ-বিনা পাণ্ডবের কে আছয়ে আর।
সকল সম্পদ্ মম চরণ তাঁহার॥
তাঁহার বর্জ্জিত হৈলে কে ধরিবে দেহ।
কি করিব রাজ্য-ধন, কি করিব গেহ॥
এইমতে যুধিষ্ঠির করেন চিন্তন।
নিকটে আইল পার্থ ইন্দ্রের নন্দন॥
চিত্রপুত্তলিকা-প্রায় মুখে নাহি বোল।
ধরণীতে পড়িলেন হইয়া বিহ্বল॥
হা কৃষ্ণ বলিয়া বীর লোটান ধরণী।
অর্জ্জুনের নেত্রজলে ভিজিল অবনী॥
রাজা জিজ্ঞাসেন, কহ কুশল-সংবাদ।
পাণ্ডবের ভাগ্যে কিবা ঘটিল প্রমাদ॥
কি দোষ করিলে তুমি কৃষ্ণের চরণে।
গোবিন্দ-বর্জ্জিত কিবা হৈলে এতদিনে॥
স্বরূপেতে বলহ কুশল-সমাচার।
কি-কারণে এত দুঃখ হইল তোমার॥
উঠ উঠ ধনঞ্জয়, কহ বিবরণ।
কি-প্রকার আছেন সে শ্রীমধুসূদন॥
কি-কারণে ত্বরিত দারুক এসেছিল।
ভাল-মন্দ সমাচার কিছু না কহিল॥
তোমাকে লইয়া গেল দ্বারকানগরী।
কহ তুমি, কিরূপে ভেটিলে দেব হরি॥
জগতের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
এক লোমকূপে তাঁর বৈসে ত্রিভুবন॥
কত শিব ইন্দ্র যাঁর এক লোমকূপে।
তাঁহারে সম্ভাষ তুমি করিলে কিরূপে॥
মাতুল-নন্দন হেন বিচারিলে মনে।
সেই দোষে কৃষ্ণ কি না চাহিলা নয়নে॥
কিংবা বলভদ্র-সহ কৈলে অবিনয়।
কি দোষ করিলে তুমি ভাই ধনঞ্জয়॥
চারিভিতে চারি ভাই মলিন বদন।
ধূলায় লোটান বীর ইন্দ্রের নন্দন॥
অর্জ্জুন কহেন, রাজা, কি কহিব আর।
এতদিনে কৃষ্ণহীন হইল সংসার॥
পাণ্ডবের বন্ধুরূপী সেই নারায়ণ।
তাহাতে বঞ্চিত হৈলে, শুনহ রাজন্॥
ব্রহ্মশাপে যদুবংশ সব হৈল ক্ষয়।
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করি সবে করিল প্রলয়॥
কামদেব-আদি যত কৃষ্ণের নন্দন।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি প্রভৃতি যদুগণ॥
পরস্পর যুদ্ধ করি হইল সংহার।
যদুকুলে একজন না রহিল আর॥

যোগে তনু ত্যজিলেন রেবতীরমণ।
নিম্ববৃক্ষে আরূঢ় ছিলেন নারায়ণ॥
এক ব্যাধ আসি বাণে বিন্ধিল চরণ।
তাহে ত্যজিলেন দেহ শ্রীমধুসূদন॥
পাণ্ডবকুলের নাথ শ্রীমধুসূদন।
তাঁহার বিয়োগে হৈল সবার মরণ॥
কি করিব রাজ্যধনে, কি কাজ জীবনে।
সকলে নিরাশ হৈল গোবিন্দ-বিহনে॥
গাণ্ডীব ধরিতে মম শক্তি নাহি আর।
দশদিক্ শূন্য দেখি, সকলি আঁধার॥
মুষলপর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব ঘটন।
পয়ার-প্রবন্ধে কাশীদাস-বিরচন॥

● যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
পড়িলেন ধরণী-উপর।
ভীমসেন মাদ্রীসুত, ভদ্রা কৃষ্ণা পরীক্ষিৎ,
লোটাইয়া ধূলায় ধূসর॥
চিত্রের পুত্তলি-প্রায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
প্রাণধন-গোবিন্দ-বিহনে।
হাহাকার শব্দ করি, কান্দি ধর্ম্ম-অধিকারী,
পড়িলেন ভূমে অচেতনে॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু, পাণ্ডবগণের বন্ধু,
পার্থরূপ-পক্ষীর জীবন।
বিবিধসঙ্কটে ঘোরে, রক্ষা কৈলে বারে বারে,
কুরুক্ষেত্র-আদি মহারণ॥
খাণ্ডব-দাহন-কালে, ইন্দ্র-আদি দিক্‌পালে,
তোমার কৃপায় হৈল জয়।
নিবাতকবচ-আদি, যত দেবগণ-বাদী,
একেলা জিনিল ধনঞ্জয়॥
উত্তর-গোগৃহ-রণে, ভীষ্ম-আদি-বীরগণে,
একেশ্বর জিনিল ফাল্গুনি।
দুর্য্যোধন-ভয় হ'তে, রক্ষা কৈলে কুরুক্ষেতে,
সারথিত্ব করিলে আপনি॥
পূর্ব্বেতে পাশায় জিনি, সভামধ্যে যাজ্ঞসেনী,
ধরিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
বিবস্ত্রা করিতে তারে, দুষ্ট দুঃশাসন ধরে,
বস্ত্র ধরি টানে ঘনে-ঘন॥
পঞ্চস্বামী বিদ্যমান, কিছুতে না দেখি ত্রাণ,
ডাকিল তোমার নাম ধরি।
অনাথের নাথ তুমি, তখনি জানিনু আমি,
রক্ষা কৈলে দ্রুপদকুমারী॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, আইল দুর্ব্বাসা ঋষি,
ঘোরতর অরণ্য-ভিতর।
সে-সমুদ্রে পাণ্ডুসুতে, ফেলাইল কুরুনাথে,
তাহাতে রাখিলে দামোদর॥
বিরাটনগর হৈতে, দুর্য্যোধন-কুরুসুতে,
হস্তিনা আইলে দূতপনে।
তোমার মুখের বাণী, না শুনিল কুরুমণি,
মজিলেক ঘোরতর রণে॥
কৃপাসিন্ধু-অবতার, সঙ্কটে করিলে পার,
বন্ধুরূপে পাণ্ডুর নন্দনে।
পুনঃ আমি শোকান্তরে, অরণ্যে যাবার তরে,
সত্য চিন্তিলাম নিজ মনে॥
প্রবোধিয়া বিধিমতে, আমারে রাখিলে তাতে,
বুঝাইয়া অশেষ-প্রকার।
হায় দুঃখ-বিমোচন, পাণ্ডবের প্রাণধন,
তোমা-বিনা কে আছে আমার॥
যুধিষ্ঠির নৃপবর, ধনঞ্জয় বৃকোদর,
সহ দুই মাদ্রীর নন্দন।
শোকসিন্ধুমধ্যে পড়ি, ধরণীতে গড়াগড়ি,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে ঘনে-ঘন॥
ভারত-অমৃত-কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের প্রীতিযুত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

● দ্রৌপদীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান

রাজা কন, ভাই সব, কি ভাবহ আর।
ব্রাহ্মণে আনিয়া দেহ সকল ভাণ্ডার॥
কৃষ্ণ-বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন।
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব, নিশ্চয় বচন॥
সকল সম্পদ্ মম সেই বিশ্বপতি।
তাঁহা-বিনা তিলেক উচিত নহে স্থিতি॥
যথায় পাইব দেখা শ্রীনন্দ-নন্দনে।
কৃষ্ণ-অনুসারে আমি যাইব আপনে॥
বুঝিয়া রাজার মন ভাই চারিজন।
করপুট হইয়া করেন নিবেদন॥
পাণ্ডবের গতি তুমি, পাণ্ডবের পতি।
তুমি যেই পথে যাবে, সবে সেই গতি॥
তোমা-বিনা কে আর করিবে কোন্ কাজ।
কৃপায় সংহতি করি লহ ধর্ম্মরাজ॥
আজন্ম তোমার পায়ে আছি অবস্থিত।
আমা-সবা ত্যজিবারে নহে ত উচিত॥
এত শুনি আশ্বাসেন ধর্ম্ম-নরপতি।
প্রণমিয়া করপুটে কহেন পার্ষতী॥
আমি ধর্ম্মপত্নী তব ভাই পঞ্চজনে।
আমারে ছাড়িয়া সবে যাইবে কেমনে॥
তোমা-সবা-সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়।
অনুগত জনে নাহি ত্যজ কৃপাময়॥
তোমার যে গতি রাজা, আমার সে গতি।
অনুগত জনে রাজা, করহ সংহতি॥
শুনি আশ্বাসেন তবে ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রুপদ-নন্দিনী হৈল হরষিত-মন॥
নানা রত্ন সবারে বিলান অপ্রমিত।
মথুরানগরে দূত পাঠান ত্বরিত॥
ঊষা-অনিরুদ্ধসুত বজ্রনাম-ধর।
যদুবংশ-শেষ মাত্র তিনি একেশ্বর॥
সত্বরে এলেন তিনি হস্তিনানগরে।
ধর্ম্মের সংবাদ জ্ঞাত কৈল বজ্রবীরে॥
যুধিষ্ঠির-আশয় বুঝিয়া বজ্রবীর।
সত্বরে আইল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
বজ্রবীরে পেয়ে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
আলিঙ্গন করি হৈল সানন্দ অপার॥
ইন্দ্রপ্রস্থপাটে তারে অভিষেক করি।
ছত্র দণ্ড অর্পিলেন ধর্ম্ম-অধিকারী॥
তাহারে কহেন তবে ধর্ম্ম নৃপবর।
কৃষ্ণের প্রপৌত্র তুমি বৃষ্ণিবংশধর॥
এই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি কর অধিকার।
হস্তিনাতে পরীক্ষিৎ পাবে রাজ্যভার॥
তোমার প্রপিতামহ শ্রীমধুসূদন।
করিলেন বন্ধুরূপে আমার পালন॥
এত কহি যুধিষ্ঠির সত্বর হইয়া।
বজ্রহস্তে ইন্দ্রপ্রস্থ দেন সমর্পিয়া॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা হস্তিনাভুবনে।
পরীক্ষিতে বসায়েন রাজ-সিংহাসনে॥
পঞ্চতীর্থ-জল আনি করি অভিষেক।
সমর্পিল পাত্র-মিত্র-অমাত্য যতেক॥
চতুর্দ্দিকে ঘন-ঘন হয় হরিধ্বনি।
হস্তিনায় পরীক্ষিৎ হৈল নৃপমণি॥
শুভক্ষণ করিয়া পাণ্ডব পঞ্চবীর।
পাঞ্চালনন্দিনী-সঙ্গে হ'লেন বাহির॥
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
বিদায় দিলেন যত বন্ধুবান্ধবেরে॥
কৃপাচার্য্য-গুরুপদে প্রণাম করিয়া।
ধৌম্য-পুরোহিত-স্থানে বিদায় লইয়া॥
চলিল পাণ্ডব-সহ দ্রুপদ-নন্দিনী।
হৃদয়ে ভাবিয়া সেই দেব-চক্রপাণি॥
চতুর্দ্দিকে লোক সব করে হাহাকার।
নাগরিক পুরবাসী যত পরিবার॥
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনে-ঘন।
কোথা যাও পঞ্চভাই পাণ্ডুর নন্দন॥
ওহে মহারাজ, তুমি যাহ কোথাকারে।
কোথা যাও ভীমসেন, পার্থ মহাবীরে॥

কোথা যাও মাদ্রীসুত, দ্রুপদ-দুহিতা।
কোন্ দোষে মোরা সব হইনু বঞ্চিতা॥
জনকজননী-রূপে করিলে পালন।
তোমা-সবা বিহনে মরিব সর্ব্বজন॥
রাজ্যের যতেক লোক ল'য়ে পরিবার।
চতুর্দ্দিকে ধায় সব পেয়ে সমাচার॥
পাণ্ডুপুত্র ছাড়ি যায় দ্রৌপদী-সহিত।
শুনিয়া সকল লোক চিতে বিষাদিত॥
ঘর হৈতে বাহির হইল কুলনারী।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাক ছাড়ি হাহাকার করি॥
রত্ন ধন ত্যজে কেহ আসন শয়নে।
কেহ স্বামিসেবা ত্যজে, কেহ শিশুগণে॥
কেহ গৃহ-মধ্যেতে আছিল নানা কাজে।
আলাপনে ছিল কেহ বন্ধুজন-মাঝে॥
আচম্বিতে সমাচার শুনিল দুরন্ত।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, শোক নাহি অন্ত॥
ঘোরসিন্ধু-মধ্যে যেন ডুবিল তরণী।
ঘোরবনমধ্যে যেন বেড়িল আগুনি॥
পলায়ে যাইতে যেন চোর ধর্ম্মহাতে।
পিছলে আছাড়ে যেন পাষাণের পথে॥
সেই মত নিরাশ হইল প্রজাগণ।
ঊর্দ্ধশ্বাসে চারিভিতে ধায় সর্ব্বজন॥
আপনা পাসরে লোক, উভরড়ে ধায়।
ধায় সবে উভরড়ে, পথ নাহি পায়॥
শ্বশুরে এড়িয়া পাছে বধূ ধায় আগে।
লাজভয় ত্যজিয়া ধাইল বায়ুবেগে॥
রমণী-পুরুষ সব ধায় রড়ারড়ি।
চতুর্দ্দিকে কান্দে লোক পাণ্ডবেরে বেড়ি॥
মহাভারতের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● প্রজাগণের খেদোক্তি

হায় ধর্ম্ম-বৃকোদর, ধনঞ্জয় বীরবর,
সহদেব নকুল কুমার।
দ্রৌপদী পাঞ্চালসুতা, সতীসাধ্বী পতিব্রতা,
স্বরূপে লক্ষ্মীর অবতার॥
দ্রুপদ তোমার তাত, পাঞ্চাল-নগর নাথ,
তোমা কন্যা হৈতে হৈল সুখী।
তব স্বয়ম্বর-কালে, পৃথিবীর মহীপালে,
তোমারে দেখিল শশিমুখী॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহোদর, অতুল-বিক্রমধর,
যজ্ঞেতে জন্মিলা দুই জন।
সবে বলে মহাতেজা, এল একলক্ষ রাজা,
দ্রুপদ ভাবেন মনে মন॥
এ-কন্যার যোগ্যপতি, অন্য নাহি দেখি ক্ষিতি,
পাণ্ডুর তনয় বিনা আর।
অপূর্ব্ব ভাগ্যের বশে, উপনীত সেই দেশে,
কুন্তীসহ পাণ্ডুর কুমার॥
সভামধ্যে লক্ষ্য হানি, লইল তোমারে জিনি,
দ্বিজরূপে ইন্দ্রের নন্দন।
অনাথ দেখিয়া তারে, যত দুষ্ট নৃপবরে,
বেড়িল যতেক বিপ্রগণ॥
একলক্ষ নরপতি, সবে হৈল একমতি,
প্রহারয়ে নানা-অস্ত্রগণ।
ভীম-পার্থ দুই বীরে, জিনিলেক সবাকারে,
তোমা ল'য়ে করিল গমন॥
তুমি এলে পাণ্ডুকুলে, তোমারে আশ্রয়ফলে,
পাণ্ডবের সম্পদ্ অপার।
জিনিল সকল পৃথ্বী, রাখিল অনেক কীর্ত্তি,
সখ্য-বল করিয়া তোমার॥
দুর্য্যোধন-নরপতি, পাশায় জিনিল তথি,
সভামধ্যে আনিল তোমায়।
তাহে লজ্জা-নিবারণ, করিলেন নারায়ণ,
সর্ব্বজন দেখিল সভায়॥

সেই অপরাধে যত, গান্ধারী-তনয় শত,
একে একে হইল সংহার।
তুমি সর্ব্ব-গুণবতী, সাধ্বী-পতিব্রতা সতী,
জননী-সমান মো' সবার॥
প্রত্যক্ষ সকলে জানে, তোমার এ-সুলক্ষণে,
দয়াময়ী জননী-রূপিণী।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, স্বাহা স্বধা শচী রতি,
সাবিত্রী পার্ব্বতী কাত্যায়নী॥
তুমি ত জগৎ-মাতা, সবে জানে তব কথা,
বিষ্ণুর প্রেয়সী সহচরী।
স্বামিগণে সঙ্গে করি, ত্যজিয়া হস্তিনাপুরী,
কোন্ স্থানে চলেছ সুন্দরী॥
প্রায় হেন লয় মন, পুনরপি দুর্য্যোধন,
কপটে আনিয়া পাশা-সারি।
জিনিলেক রাজ্যধন, তোমা-সবে যাহ বন,
আমা-সবাকারে পরিহরি॥
না ত্যজ না ত্যজ মাই, তোমা-বিনা গতি নাই,
আমরা চলিব সর্ব্বজন।
ওহে ধর্ম্ম মহারাজা, ভীম-পার্থ মহাতেজা,
ওহে দুই মাদ্রীর নন্দন॥
তোমা-বিনা গৃহবাস, আর যত অভিলাষ,
ছাড়ি পাপ জীবনের সাধ।
মহারাজ, তোমা হৈতে, সদা সুখ পৃথিবীতে,
আজি কেন এতেক প্রমাদ॥
বাহড় বাহড় রায়, তোমারে এ না যুয়ায়,
নির্দ্দয় হইতে কদাচিৎ।
তুমি ধর্ম্ম-পারাবার, কৃপাময় অবতার,
তুমি সর্ব্বজগতে বিদিত॥
তোমার এমন কাজ, যুক্তি নহে মহারাজ,
শোকবশে ত্যজহ সংসার।
পূর্ব্বে মহাশোক করি, তপস্বীর বেশ ধরি,
বনে যেতে করিলে বিচার॥
মহাদেব চক্রপাণি, ভীষ্মদেব ব্যাসমুনি,
প্রবোধ দিলেন যে-প্রকার।
এবে শোক-নিবারণ, করাইবে কোন্ জন,
কেহ আর নাহিক তোমার॥
ওহে ভীম-ধনঞ্জয়, মাদ্রীর তনয়দ্বয়,
প্রবোধ করহ নৃপবরে।
সবে হৈলে শোকান্তর, শুন বীর বৃকোদর,
শোক ত্যজ, বুঝাহ অন্তরে॥
এইমত প্রজাগণে, পাত্র-মিত্র-পুরজনে,
সর্ব্বলোক কান্দিয়া কাতর।
দেখিয়া এমন কাজ, সদয় পাণ্ডবরাজ,
প্রবোধেন বাক্যে বহুতর॥
ক্ষমা দেহ সর্ব্বলোক, আর না করহ শোক,
মায়াময় এই ত সংসার।
বুঝিয়া কার্য্যের গতি, সবে স্থির কর মতি,
অসার সংসার, কৃষ্ণ সার॥
পাণ্ডবের ইষ্ট-বন্ধু, সেই কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
ত্যজিলেন দ্বারকা-নিবাস।
সে-হেন বান্ধব-বিনু, নিষ্ফল হইল তনু,
বিফল সকল অভিলাষ॥
মহাভারতের কথা, ব্যাসের রচিত গাথা,
শ্রবণে কলুষ-বিনাশন।
শিরেতে বন্দিয়া নিজ, দ্বিজগণ-পদরজঃ,
কাশীরাম করিল রচন॥

● প্রজালোকের প্রতি যুধিষ্ঠিরের প্রবোধবাক্য এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীর পরিত্যাগ

ধর্ম্ম বলিলেন, শুন আমার বচন।
শোক না করহ, সবে যাহ নিকেতন॥
এই পরীক্ষিৎ হৈল রাজ্যেতে রাজন্।
আমা-সম তোমা-সবে করিবে পালন॥
মম বাক্য অন্যথা না কর সর্ব্বজন।
নিজ-নিজালয়ে সবে করহ গমন॥

সংসার অসার, সার নন্দের নন্দন।
মনেতে চিন্তহ সেই কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ চিন্ত, কৃষ্ণ কর সার।
ভেবে দেখ, কৃষ্ণ-বিনা গতি নাহি আর॥
কি বলিব কৃষ্ণগুণ, কি কব মহিমা।
চতুর্ব্বেদে ব্যাসমুনি দিতে নারে সীমা॥
হা কৃষ্ণ যো কৃষ্ণ বলি কাটায় যে-জন।
অক্লেশে বৈকুণ্ঠে যায়, ব্যাসের বচন॥
পরকালে বন্ধু তেঁহ নন্দের নন্দন।
তেঁহ-বিনা বন্ধু আর নাহি কোনজন॥
সদা কৃষ্ণপদে মতি রাখে যেই জন।
অনায়াসে তরি যায় এ-ভববন্ধন॥
এইরূপে প্রবোধ করিয়া বহুতর।
কৃষ্ণা-সহ চলিলেন, পঞ্চসহোদর॥
জাহ্নবীর জলে স্নান করিয়া তর্পণ।
বহুমতে খেদ করিলেন পঞ্চজন॥
হেনমতে পঞ্চভাই যান পূর্ব্বমুখে।
হেনকালে বৈশ্বানরে দেখেন সম্মুখে॥
প্রচণ্ড-শরীর, দীপ্ত নয়ন-যুগল।
কনক মুকুট শোভে, মকর কুণ্ডল॥
ধনঞ্জয়ে চাহিয়া বলেন বৈশ্বানর।
আমার বচন শুন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
আমি হুতাশন, শুন ইন্দ্রের নন্দন।
মম হেতু করিয়াছ খাণ্ডব-দাহন॥
তোমা পঞ্চ-সহোদর দেব-অবতার।
বিষ্ণু-সহ পৃথিবীতে করিলে বিহার॥
করিলে অনেক কর্ম্ম, বিনাশিলে ভার।
পাইল পৃথিবী ইথে সন্তোষ অপার॥
অতঃপর কিছু আর নাহি প্রয়োজন।
স্বর্গবাসে চলিলে তোমরা পঞ্চজন॥
অক্ষয় যুগল-তূণ গাণ্ডীব-ধনুক।
দেহ ত আমারে তবে, এ নহে কৌতুক॥
এত শুনি পঞ্চভাই পাঞ্চালী-সহিত।
প্রণিপাত করিলেন হ'য়ে হরষিত॥
গাণ্ডীব-ধনুক আর তূণ-পূর্ণ শর।
অগ্নি-বিদ্যমানে দেন পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
ধনুক লইয়া অগ্নি অন্তর্দ্ধান হৈল।
করপুটে পঞ্চজন প্রণাম করিল॥
তবে পূর্ব্বমুখ হ'য়ে যান ছয়জন।
বনে বনে চলিলেন ভাই পঞ্চজন॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ॥
এক মনে যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ।
সর্ব্বদুঃখ হরে তার, পাপ-বিমোচন॥

কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্।
এখানে মুষলপর্ব্ব হৈল সমাধান॥

ইতি মুষলপর্ব্ব সমাপ্ত

স্বর্গারোহণপর্ব্ব
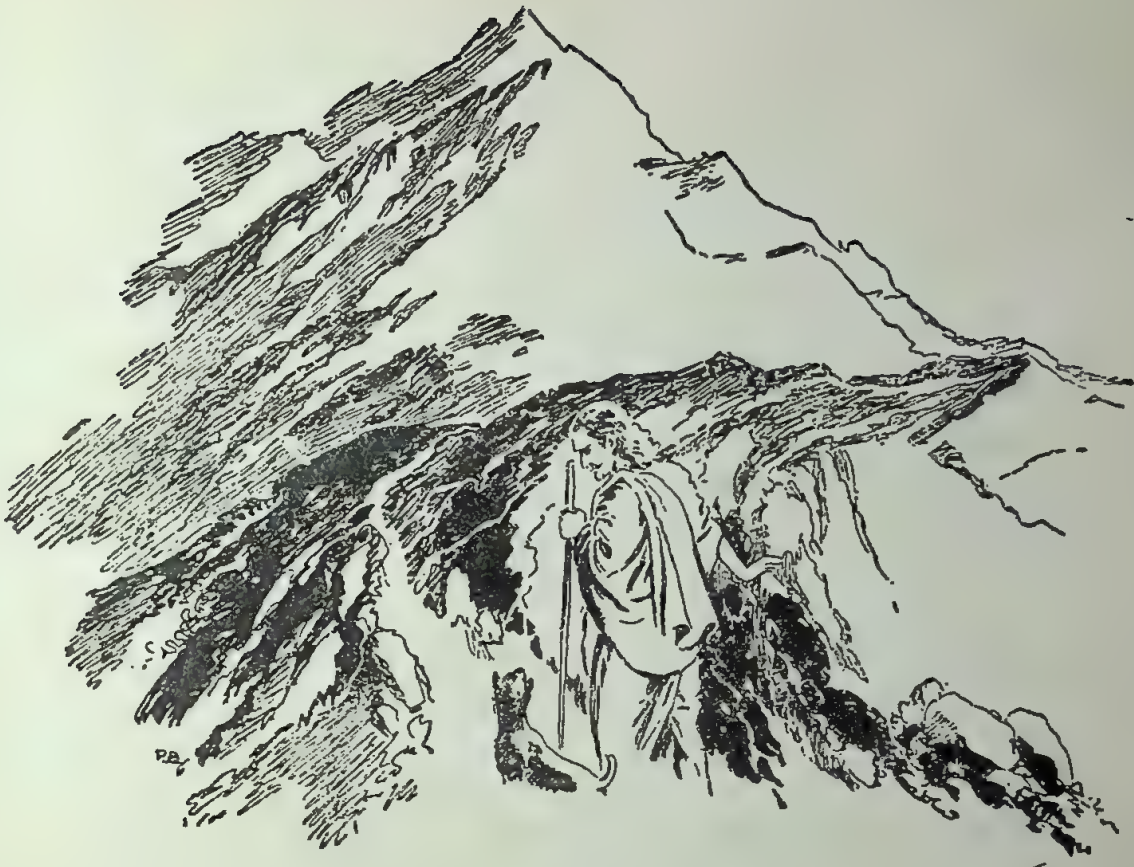
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্ ।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

● পাণ্ডবগণের মেঘনাদ পর্ব্বতারোহণ

জন্মেজয় বলে, মোরে কহ তপোধন ।
কোন্ পথে স্বর্গে গেল পিতামহগণ ॥
কোন্ কোন্ পর্ব্বতে পড়িল কোন্ বীর ।
কিরূপে সকায় স্বর্গে গেল যুধিষ্ঠির ॥
তব মুখে শুনিবারে বড়ই আনন্দ ।
পিতামহ-স্বর্গ-কথা যেন মকরন্দ ॥
কেমনে দারুণ-বনে করিল প্রবেশ ।
কৃপা করি বিবরিয়া কহ ত বিশেষ ॥

স্বগোত্র-সহিত মোরে করিলে নিস্তার ।
অবনীমণ্ডলে খ্যাতি রহিল তোমার ॥
মুনি বলে, শুন রাজা শ্রীজনমেজয় ।
ধৌম্যেরে বিদায় দিয়া পাণ্ডুর তনয় ॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ ক্ষান্ত করি মন ।
হ'লেন কেবল শ্রীগোবিন্দ-পরায়ণ ॥
পুণ্য-ভাগীরথী-জলে করি স্নানদান ।
সূর্য্য-অর্ঘ্য দিলেন হইয়া সাবধান ॥
গঙ্গা-মৃত্তিকায় অঙ্গ করিয়া ভূষিত ।
শুক্লবস্ত্র-পরিধান উত্তরী-সহিত ॥

হরি স্মরি করিলেন গঙ্গাজল-পান।
শুচি হ'য়ে স্বর্গ-পথে করেন প্রয়াণ ॥
পার হৈয়া বহু বন অনেক পর্ব্বত।
দিবানিশি যান হরি চিন্তি অবিরত ॥
কত শত মুনি-ঋষি দেখি নানা স্থানে।
মেঘনাদ-পর্ব্বতে গেলেন কত দিনে ॥
পরম সুন্দর গিরি সুরপুরী-সম।
অনেক তপস্বী-ঋষি মুনির আশ্রম ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দেখে জম্বুদ্বীপ।
ভয়ঙ্কর নদনদী দেখেন সমীপ ॥
অনেক তপস্বী-ঋষি আছে গিরিবরে।
পর্ব্বত-গহ্বরে কেহ বৃক্ষের কোটরে ॥
কেহ তরঙ্গিণীতীরে, কেহ গঙ্গাতীরে।
ফলাহার নিরাহার পরম-আহারে ॥
তাম্রজটা, গালে পাটা, তেজে গ্রহরাজ।
তপজপ সাধে নিত্য আপনার কাজ ॥
মেঘবর্ণ মেঘনাদ-গিরি মনোহর।
দ্বিতীয় সুমেরুসম সুন্দর শিখর ॥
অতিশয় উজ্জ্বল পর্ব্বত সুশোভন।
দানব-ঈশ্বর বৈসে, নাম পঞ্চানন ॥
দানব-নৃপতি-দেশে দানব রক্ষক।
পঞ্চজনে দেখে যেন জ্বলন্ত-পাবক ॥
মনুষ্য আইল দেশে, এ-সব দেখিয়া।
রাজার সাক্ষাতে সবে জানাইল গিয়া ॥
পঞ্চজন নর আসে, সঙ্গে এক নারী।
তব যোগ্য হয় রাজা, পরম সুন্দরী ॥
আইসে লইতে রাজ্য, হেন লয় চিতে।
শুনি মেঘনাদ-দৈত্য সাজিল ত্বরিতে ॥
সৈন্যের সহিত সাজি আইল বাহির।
তিন লক্ষ কিরাত ধনুকে যুড়ি তীর ॥
দানবের রূপ যেন কন্দর্প-আকার।
নীলবর্ণে সাজিয়া করিল অন্ধকার ॥
কেহ গদা ধরে, কেহ মুষল মুদ্গর।
বাম-হাতে ধনুক, দক্ষিণ-হাতে শর ॥
যেই পথে পঞ্চভাই আইসে পাণ্ডব
সেই পথ আগুলিয়া রহিল দানব ॥
অন্ধকার করিলেক বাণ-বরিষণে।
দেবতা বরিষে যেন আষাঢ়-শ্রাবণে ॥
নানা বাণবৃষ্টি করে প্রচণ্ড কিরাত।
পবন রুধিল, নাহি দেখি দিননাথ ॥
মহাসিংহনাদ করে, শব্দ বিপরীত।
দেখিয়া পাণ্ডবগণ হ'লেন বিস্মিত ॥
মেঘনাদ-দৈত্য জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে।
কে তোমরা পঞ্চজন, যাবে কোথাকারে ॥
যুধিষ্ঠির বলে, শুন দানব-প্রধান।
চন্দ্রবংশ-সমুদ্ভব পাণ্ডুর নন্দন ॥
ভ্রাতৃভেদে বংশ মম হইল সংহার।
অতএব স্বর্গপথে করি আগুসার ॥
আশীর্ব্বাদ কর রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
তোমার প্রসাদে দেখি প্রভু ভগবান্ ॥
তবে মেঘনাদ বলে, শুন যুধিষ্ঠির।
যুদ্ধ কর পঞ্চভাই, না হও অস্থির ॥
যুদ্ধ নাহি দিয়া যদি করিবে গমন।
যাইতে নারিবে স্বর্গে, শুনহ রাজন্ ॥
আমার সহিত যুদ্ধে যদি পাও প্রাণ।
তবে স্বর্গপুরে তুমি করিবে প্রয়াণ ॥
মো'সবার অস্ত্রে তব না দেখি নিস্তার।
এইখানে দেখাইব স্বর্গের দুয়ার ॥
শুনিয়াছি পৃথিবীতে সোমবংশ হৈতে।
নিক্ষত্রা হইল পৃথ্বী ভীমার্জ্জুন-হাতে ॥
তিন কোটি কিরাত, দানব তিন কোটি।
ভীমার্জ্জুন, কর দেখি যুদ্ধ পরিপাটী ॥
দানবের বচনেতে হৈল মনে দুখ।
পঞ্চভাই যান করি উত্তরেতে মুখ ॥
দেখিল পাণ্ডবগণ করিল প্রয়াণ।
কুপিয়া দানব হৈল অগ্নির সমান ॥
হাতে অস্ত্র করি বেড়ে সবে চতুর্ভিত।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী হৈল চমকিত ॥

মেঘনাদ দৈত্য বলে, যাক্ পঞ্চভাই।
ইহা-সবাকার ভার্য্যা আন মোর ঠাঁই ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ কিছু না বলিল।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ ধরিয়া লইল ॥
দেখি বৃকোদর ধর্ম্মে বলে ডাক দিয়া।
দ্রৌপদীরে দৈত্যগণ লইল ধরিয়া ॥
শুনিয়া চাহেন রাজা পাঞ্চালীর ভিতে।
ক্রুদ্ধ হৈল বৃকোদর, নারিল সহিতে ॥
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃতযোগে বাড়ে।
অশেষ-প্রকারে দৈত্যগণে গালি পাড়ে ॥
গদা নাহি, শালবৃক্ষ দেখি বিদ্যমান।
উপাড়িল বৃক্ষবর দিয়া এক টান ॥
নাড়া দিয়া পাতা ঝাড়ি হাতে নিল ডাল।
ক্রোধ করি ধায় বীর যেন মহাকাল ॥
প্রহার করিয়া বৃক্ষ ডাকে হান হান।
দেখি মেঘনাদ দৈত্য হৈল কম্পমান ॥
ভীম বলে, শুনরে কিরাত-দৈত্যগণ।
দ্রৌপদীরে ছাড়, যদি পাইবে জীবন ॥
ইহা বলি প্রহারিল দৈত্যের উপর।
অসংখ্য কিরাত-দৈত্য গেল যমঘর ॥
অবশেষে পলাইল লইয়া জীবন।
মস্তক ভাঙ্গিল কারো, ভাঙ্গিল দশন ॥
খেদাড়িয়া যায় বীর দানব-কিঙ্করে।
মুণ্ডে মুণ্ডে টুঁসাইয়া মারে কত বীরে ॥
দেখি মেঘনাদ বলে মনে ভয় পেয়ে।
তুমি রাজ্য কর ইথে নরপতি হ'য়ে ॥
প্রাণ রক্ষা কর হের লহ তব নারী।
এত বলি দৈত্য দিল দ্রৌপদীরে ছাড়ি ॥
দেখি চিত্তে ক্ষমা দিল বীর বৃকোদর।
দ্রৌপদীরে ল'য়ে গেল ধর্ম্মের গোচর ॥
তুষ্ট হৈয়া যুধিষ্ঠির ভীমে দেন কোল।
স্বর্গপথে যান রাজা, মুখে হরিবোল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● দানবেশ্বর শিব দর্শনাদি

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
দানব-ঈশ্বর শিব রচিত সুবর্ণে।
নানা ধাতু বিদ্যমান, শোভে প্রতিবর্ণে ॥
মস্তকে শোভিত মণি-মুকুতার পাঁতি।
অন্ধকারে দীপ্ত করে, যেন দিনপতি ॥
দিব্য সরোবর তথা, সুবাসিত জল।
হংস চক্রবাক শোভে, প্রফুল্ল-কমল ॥
তাহা দেখি পঞ্চভাই জলেতে নামিয়া।
করেন তর্পণ স্নান পিতৃ উদ্দেশিয়া ॥
স্নান করি কুণ্ড হৈতে উঠে ছয়জন।
দানব-ঈশ্বরে আসি করিল পূজন ॥
কেহ স্তব করে, কেহ শিব সেবা করে।
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কেহ করে লুঠি শিরে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগে এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর ॥
এত বলি প্রণমিয়া করি জলপান।
উত্তর মুখেতে পুনঃ করেন প্রয়াণ ॥
কত দূরে যাইতে দেখেন সরোবর।
জল দেখি তুষ্ট হন পঞ্চ সহোদর ॥
জলপান করি স্নিগ্ধ হৈল পঞ্চজন।
ত্যজিলেন মেঘনাদ পর্ব্বতের বন ॥
কেদার পর্ব্বতে তবে করি আরোহণ।
বড় সুখ পাইলেন দেখি উপবন ॥
কেদার পর্ব্বত সেই অতি-সুশোভন।
যাহাতে শুনেন কর্ণে স্বর্গের বাজন ॥
পর্ব্বতে উঠিয়া ভাবিলেন হৃষীকেশ।
পৃথিবীর পানে চাহি না পান উদ্দেশ ॥
অতিশয় উচ্চ গিরি বড় ভয়ঙ্কর।
লক্ষ গজ পরিমাণ বিস্তার উপর ॥
পর্ব্বতের চারি পাশে শোভে নানা বৃক্ষ।
কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-কন্যা আছে লক্ষ লক্ষ ॥

জিনিয়া সাবিত্রী সতী সুন্দরী কামিনী।
ভ্রমর গুঞ্জরে, যেন প্রফুল্ল-পদ্মিনী ॥
পাণ্ডবের রূপ দেখি মোহে নারীগণ।
কহিতে লাগিল সবে মধুর বচন ॥
কোথা হৈতে আগমন, যাবে কোথাকারে।
কিবা নাম, কোন্ বর্ণ, কহিবে আমারে ॥
ধর্ম্ম বলিলেন, চন্দ্রবংশেতে উৎপত্তি।
যুধিষ্ঠির নাম মম, পাণ্ডুর সন্ততি ॥
জ্ঞাতিবধ-পাতকে অস্থির মম মন।
স্বর্গে যাব, কৃষ্ণ আজ্ঞা দিলেন যেমন ॥
অতএব রাজ্য ছাড়ি যাই স্বর্গপুরে।
এই পরিচয় কন্থে, জানাই তোমারে ॥
এত শুনি পুনরপি বলে কন্যাগণ।
পৃথিবী ছাড়িয়া যদি আইলে রাজন্ ॥
কিহেতু পাইয়া দুঃখ যাহ সুরপুর।
এই দেশে থাক হ'য়ে রাজ্যের ঠাকুর ॥
দেখহ আমার পুরী পরম সুন্দর।
শোক রোগ জরা ব্যাধি নাহি নৃপবর ॥
চন্দ্র-সূর্য্য জিনি শোভা আবাস-উদ্যান।
কিন্নর নগরে রাজা হও মতিমান্ ॥
তিন লক্ষ কন্যা মোরা হ'ব তব দাসী।
করিব চামর সেবা চারিপাশে বসি ॥
কিছুকাল এই দেশে স্বর্গভোগ কর।
আমরা ভেটাব ল'য়ে প্রভু গদাধর ॥
এত শুনি ধর্ম্মরাজ বলেন তখন।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় যাই অমর-ভুবন ॥
বান্ধব-কুটুম্ব-জ্ঞাতি বধিনু বিস্তর।
সে-পাপ নাশিতে যাই বিষ্ণুর গোচর ॥
দ্বাপর হইল শেষ, কলি-আগমন।
যদুবংশ লইয়া গেলেন নারায়ণ ॥
তাঁর দরশন-বিনা রহিতে না পারি।
অতএব স্বর্গে যাই দেখিতে মুরারি ॥
করিলাম সঙ্কল্প, যাবৎ প্রাণ থাকে।
না করিব রাজ্যভোগ, যাব স্বর্গলোকে ॥

শুনি কন্যাগণ পুনঃ কহে যুধিষ্ঠিরে।
কেমনে যাইবে স্বর্গে মানব-শরীরে ॥
মনুষ্য-দুর্গম স্বর্গ, শুন নরপতি।
ত্যজিয়া শরীর স্বর্গে গেলা যদুপতি ॥
এই দেশে গঙ্গাতীরে থাকি কতকাল।
দেবদেহ পেয়ে স্বর্গে যাবে মহীপাল ॥
আমা-সবাকার সঙ্গে হাস্য-রঙ্গ-রসে।
কতক দিবস কাল কাট অনায়াসে ॥
রাজা বলিলেন যে, তোমরা মাতৃসম।
তোমা-সবাকার মায়া বুঝি বা অগম্য ॥
কুন্তী মাদ্রী হ'তে তোমা-সবে গুরুতর।
আশীর্ব্বাদ কর মাতা, পাই গদাধর ॥
নিষ্ঠুর বচন শুনি গেল কন্যাগণ।
চলেন উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন ॥
পর্ব্বতে দেখেন বীর অতি মনোহর।
বিরাজিত অর্দ্ধ-অঙ্গ শঙ্করী-শঙ্কর ॥
নানা-রত্ন-বিভূষিতা আসীনা গম্ভীরা।
অন্ধকার আলো করে যেন চন্দ্র-তারা ॥
তাহে বিরাজিত কুণ্ড ত্রিভুবন-সার।
স্ফটিক-সমান শুভ্র, চন্দ্রের আকার ॥
কুণ্ডে নামি স্নান-দান করি ছয় জন।
দুই-কুলে কৌরবের করেন তর্পণ ॥
স্নান করি তিনবার প্রদক্ষিণ কৈল।
মণিময় মহেশে দেখিয়া তুষ্ট হৈল ॥
বিমল ঈশ্বর শিব সাক্ষাতে দেখিয়া।
প্রণাম করেন সবে অঙ্গ লোটাইয়া ॥
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা করে শিবের মস্তকে।
ধর্ম্মরাজ বিধিমতে পূজেন তাঁহাকে ॥
কৃমি কীট পশু পক্ষী তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ ধরি তারা যায় রুদ্রপুরে ॥
এ-সকল তত্ত্ব শুনি লোকের বদনে।
পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন ছয়জনে ॥
ভক্তিভাবে ভোলানাথে মাগিলেন বর।
ভূতনাথ ভূতাধীশ, তুমি ভূতেশ্বর ॥

কৃত্তিবাস কালীকান্ত দেহ এই বর।
তোমার প্রসাদে যেন দেখি দামোদর॥
বর মাগি ছয়জন চলে তথা হ'তে।
কেদার পর্ব্বত পার হৈল মহাশীতে॥
যাইতে উত্তরমুখে পাণ্ডুর নন্দন।
দুই জলাশয় দেখিলেন সুশোভন॥
ধর্ম্মের নির্ম্মাণ, তাহে প্রফুল্ল কমল।
হংস-চক্রবাক ক্রীড়া করয়ে সকল॥
অপ্সরী-কিন্নরীগণ নৃত্য-গীত করে।
মুনিগণ তপ করে তার চারি তীরে॥
খেলয়ে মর্কটগণ পেয়ে দিব্য শাখী।
বিবিধ-বিধানে সুখ করে পশু-পাখী॥
ভ্রমর ঝঙ্কার, আর কোকিলের গান।
আনন্দিত দেখি সবে মনোহর স্থান॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তার তীরে।
জল হেতু ভীমেরে পাঠান সরোবরে॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
তাঁহার আজ্ঞায় রচে কাশীরাম দাস॥

———

● ধর্ম্ম কর্তৃক ছলনা

মুনি বলে, শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তর মুখেতে যান পাণ্ডুর তনয়॥
যুধিষ্ঠির প্রভৃতি আইসে স্বর্গপথে।
সমাচার জানি ধর্ম্ম আসিল ছলিতে॥
জলচর পক্ষী হ'য়ে রন সরোবরে।
বসিলেন যুধিষ্ঠির পর্ব্বত-উপরে॥
পথশ্রমে তৃষ্ণাযুক্ত রাজা যুধিষ্ঠির।
জলহেতু চলিলেন বৃকোদর বীর॥
আজ্ঞা পেয়ে সরোবরে গেল বৃকোদর।
তারে দেখি বলে তবে পক্ষী জলচর॥
কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য কিবা সার বস্তু।
কেবা সদা সুখে থাকে কহ চারি তত্ত্ব॥
পক্ষীর বচন ভীম না শুনিল কাণে।
শিলারূপ হইলেন জলপরশনে॥
এইরূপে অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
প্রশ্ন না কহিতে পারি শিলা হয় সবে॥
তদন্তরে যাজ্ঞসেনী-দেবী যদি গেল।
জলের পরশমাত্র শিলারূপ হৈল॥
অবশেষে আপনি চলেন ধর্ম্মভূপ।
তাঁরে ধর্ম্ম জিজ্ঞাসেন মায়া-পক্ষিরূপ॥
কি বার্ত্তা, আশ্চর্য্য পথ, কেবা সদা সুখী।
জল খাবে পাছে, আগে তত্ত্ব কহ দেখি॥
ধর্ম্ম বলিলেন, বার্ত্তা এই আমি জানি।
মাস-বর্ষরূপে কাল পাক করে প্রাণী।
দিনে দিনে যমালয় যায় জীবগণ।
শেষের জীবন-আশা আশ্চর্য্য লক্ষণ॥
শ্রুতি-স্মৃতি-আগম অশেষ ধর্ম্মপথ।
সেই পথ সার, যেই সজ্জনের মত॥
ফল-মূল-শাক যেবা খায় দিবা-শেষে।
অপ্রবাসী অঋণী সে সদা সুখে বৈসে॥
এই চারি তত্ত্ব আমি জানি মহাশয়।
শুনিয়া সন্তুষ্ট ধর্ম্ম দেন পরিচয়॥
চমৎকার হ'য়ে রাজা পড়িলেন পায়।
ভ্রাতৃগণে উদ্ধারিয়া আনন্দিত-কায়॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম বলিলেন তবে।
সর্ব্ব-ধর্ম্ম-শ্রেষ্ঠ তুমি একা স্বর্গে যাবে॥
আর সব জন পথে পড়িবে নিশ্চয়।
এত বলি অন্তর্হিত ধর্ম্ম-মহাশয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

———

● মেঘবর্ণ পর্ব্বতে পাণ্ডবগণের গমন ও ভীমের হস্তে ভীষণা রাক্ষসীর মৃত্যু

মুনি বলে, শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
গেলেন উত্তর-মুখে পাণ্ডুর তনয়॥

মেঘবর্ণ-নামে গিরি অতি ভয়ঙ্কর।
আরোহেন পাণ্ডবেরা তাহার উপর॥
ছত্রিশ যোজন সেই পর্ব্বত প্রস্তর।
অতি অনুপম যেন সুমেরু শিখর॥
তথায় থাকিয়া মেঘ বর্ষে চারি-মাস।
নানা শব্দে কোলাহল, শুনিতে তরাস॥
সেই ত পর্ব্বত রক্ষা করে দেবগণ।
পূর্ণচন্দ্র সদা তথা করে সুশোভন॥
মেঘগণ আছে তথা অতি-ভয়ঙ্কর।
দিবারাত্রি নাহি জানি পর্ব্বত-উপর॥
গুবাক কাঁটাল তাল তমাল পিয়াল।
করঞ্জা জম্বীর টাবা নারঙ্গ রসাল॥
ছোলঙ্গ চন্দন গিলা জাতী জায়ফল।
হরীতকী রম্ভা আম্র কদম্ব শ্রীফল॥
পাকড়ি সেহড়া বট বহেড়া গাম্ভারী।
শিউলি শিরীষ চাঁপা কামরাঙ্গা গিরি॥
নাগেশ্বর নারঙ্গ কেশর সুশোভন।
কুসুম কিংশুক আর পাটলি কাঞ্চন॥
বৃক্ষ-মূল লতা-গুল্ম অতি ভীম ডাল।
ভ্রমর গুঞ্জরে, ডাকে কোকিল রসাল॥
মেঘবর্ণ-গিরিবর মেঘের আকার।
বৃক্ষচ্ছায়া-বিরাজিত, দিবসে আঁধার॥
পঞ্চ নারী বৈসে তথা সুবর্ণের পুরে।
কিন্নরী জিনিয়া শোভা করে অলঙ্কারে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখি বলে, নারী পঞ্চজন।
কোথা হৈতে আসিয়াছ তুমি বিচক্ষণ॥
মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ তুমি, বুঝিনু কারণে।
বহু দুঃখ পাইয়াছ, হেন লয় মনে॥
নব কোটি কন্যা ল'য়ে থাক এই ভূমি।
আপন-ইচ্ছায় স্বামী করিলাম আমি॥
আমার নগর দেখ অতি রম্যপুরী।
তুমি স্বামী হইলে সেবিবে কোটি নারী॥
দ্বিতীয় স্বর্গের সুখ পাইবে হেথায়।
রাজ্য কর, যত দিন চন্দ্র, সূর্য্য রয়॥

কন্যার বচন শুনি ধর্ম্মের তনয়।
যোড়হাতে কহিছেন অতি-সবিনয়॥
সঙ্কল্প করিনু আমি সবার সাক্ষাতে।
স্বর্গপুরী যাইব, দেখিব জগন্নাথে॥
কলি-আগমন হয়, ইহার কারণ।
স্বর্গে যাই, অনুজ্ঞা দিলেন নারায়ণ।
দয়া করি মোরে বর দেহ কন্যাগণ।
স্বর্গে গিয়া দেখি যেন বিষ্ণুর চরণ॥
এত বলি তথা হৈতে করিয়া গমন।
উত্তর-মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
হেনকালে সেই পথে ভীষণা রাক্ষসী।
মুখ মেলি পর্ব্বত-শিখরে আছে বসি॥
স্বর্গমর্ত্ত্য যুড়ি কায় অতি-ভয়ঙ্কর।
বদন দেখিয়া ভয় করে দিবাকর॥
বিশাল রাক্ষসী পথ আগুলিয়া রহে।
মনুষ্য আগত দেখি খাইবারে চাহে॥
ধর্ম্ম বলিলেন, দেখ ভাই বৃকোদর।
মুখ মেলি খেতে চায় দুষ্ট নিশাচর॥
অতি-ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি, দেখি লাগে ডর।
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি দীর্ঘ-কলেবর॥
কিরূপে যাইব পথে, করিল আটক।
দীপ্তিমান্ তেজ, যেন জ্বলন্ত পাবক॥
কিরূপে পাইব রক্ষা, কহ বিবরণ।
দেখি যে না হৈল বুঝি স্বর্গ-আরোহণ॥
দ্রৌপদীর ভয় হৈল রাক্ষসী দেখিয়া।
ভয়েতে অর্জ্জুন-বীরে ধরিল চাপিয়া॥
শঙ্খপাণি-নামে মুনি বৈসে সেই বনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন তাঁর স্থানে॥
কি-হেতু রাক্ষসী বাস করে স্বর্গপথে।
সর্ব্বকাল আছে, কি-বা এল কোথা হ'তে
শুনি মুনিবর বলে, বচন গম্ভীর।
রাক্ষসীর বিবরণ শুন যুধিষ্ঠির॥
চিত্রা-নামে স্বর্গপুরে আছিল অপ্সরী।
দুর্ব্বাসা মুনির শাপে হৈল নিশাচরী॥

ক্ষুধায় না রাখে এই মায়াবী রাক্ষসী।
যারে পায়, তারে খায়, কিবা যোগী ঋষি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী মুনি মৃগ প্রক্ষী নরে।
পাইলে সানন্দ-মন, সদা গ্রাস করে॥
ক্ষণেকে অপ্সরা হয়, সুর-মন মোহে।
নররূপ, পক্ষিরূপ, ইচ্ছা হয় যাহে॥
বকাসুর নামে ছিল রাক্ষস দুরন্ত।
তাহার ভগিনী এই, শুনহ তদন্ত॥
শক্তি যদি থাকে, দুষ্টে করহ সংহার।
নহে ধরি নিশাচরী করিবে আহার॥
এত শুনি বৃকোদর হৈল আগুয়ান।
দম্ভ করি কহিল রাক্ষসী-বিদ্যমান॥
বকাসুর নামে যেই তোর জ্যেষ্ঠ ভাই।
তারে মারিয়াছি আমি, তোরে না ডরাই॥
এত বলি মহাক্রোধে বীর-বৃকোদর।
পর্ব্বতের দুই শৃঙ্গ ভাঙ্গিল সত্বর॥
টান দিয়া একখান মারে রাক্ষসীরে।
মুখ মেলি রাক্ষসী গিলিল কোপভরে॥
দেখি কোপে আর শৃঙ্গ মারে বৃকোদর।
লুফিয়া রাক্ষসী ধরে পর্ব্বত-শিখর॥
রক্তাক্ষী রাক্ষসী কোপে চাহে চারিপাশে।
বড় বড় বৃক্ষ ভাঙ্গে নাসার নিঃশ্বাসে॥
ভীমের সাক্ষাতে শব্দ করে ভয়ঙ্কর।
কম্পমান দেবাসুর সিন্ধু ধরাধর॥
রাক্ষসীর ঘোর শব্দ ঘন হুহুঙ্কার।
কোপে থরহর-অঙ্গ পবনকুমার॥
সম্মুখে দেখিল দীর্ঘ শাল তরুবর।
তিন শত গজ উচ্চ, সরল সুন্দর॥
উপাড়িল সেই বৃক্ষ দিয়া এক টান।
পদভরে পর্ব্বত হইল কম্পমান॥
ভীম বলে, নিশাচরী, দেখ এই বৃক্ষ।
বজ্রসম প্রহারে ভাঙ্গিব তোর বক্ষ॥
এত বলি এড়ে গাছ, আসে বায়ুবেগে।
রাক্ষসী কাটিয়া পাড়ে দশনের আগে॥
না মরে রাক্ষসী সেই, নাহি পথ ছাড়ে।
সচিন্তিত ধর্ম্মরাজ হন দেখি তারে॥
বীর-বৃকোদর পুনঃ গোবিন্দে ভাবিয়া।
সুররাজ পর্ব্বতে আনিল টান দিয়া॥
ভীম বলে, নিশাচরী শুনহ ভীষণা।
মনে না করিহ আর বাঁচিতে বাসনা॥
মুনি-ঋষি খেয়ে তোর বেড়েছে রসনা।
আজি যুদ্ধে দেখাইব যমের যাতনা॥
এত বলি দুই হাতে পর্ব্বত ধরিয়া।
রাক্ষসীরে প্রহারিল হুঙ্কার ছাড়িয়া॥
আইসে পর্ব্বত দেখি গগনের পথে।
লাফ দিয়া রাক্ষসী ধরিল বাম হাতে॥
বলবতী নিশাচরী শঙ্করের বরে।
ফেলাইয়া দিল গিরি দক্ষিণ-সাগরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল ভীম বীর।
কি করিব, চিন্তা করিলেন যুধিষ্ঠির॥
তবে বৃকোদর বড় বিষণ্ণ বদনে।
আকুল হইল বীর রাক্ষসীর রণে॥
নাহি মানে পরাজয়, নাহি ছাড়ে পথ।
মুখ মেলি খেতে চাহে আদিত্যের রথ॥
মনে ভাবি ভীমসেন মানিল বিস্ময়।
জনক পবনে চিন্তে সঙ্কট-সময়॥
পুত্রে পার কর পথে পিতা প্রভঞ্জন।
তোমার প্রসাদে তবে দেখি নারায়ণ॥
এত বলি বৃকোদর ডাকিল পবনে।
ডাক দিয়া পবন বলিল ভীমসেনে॥
শুন পুত্র বৃকোদর, না হও ভাবিত।
কি কার্য্য তোমার রণে করিব বিহিত॥
যোড়হাতে বলে ভীম বন্দিয়া চরণ।
রাক্ষসী মারিলে হয় স্বর্গ-আরোহণ॥
এই কর্ম্ম কর পিতা, হর তার বল।
ঘুষিবে তোমার যশ অবনীমণ্ডল॥
এত শুনি হাসি তবে বলিল পবন।
তব তেজ হ'ক পুত্র, আমার মতন॥

বাহুবলে রাক্ষসীরে করহ সংহার।
মহাসুখে সুরপুরে কর আগুসার॥
এত বলি নিজ তেজ দিল বৃকোদরে।
মহাবলবন্ত ভীম পবনের বরে॥
ক্রোধ করি উপাড়িল দিব্য এক শাল।
রাক্ষসীরে মারে বাড়ি যেন দণ্ডকাল॥
মহাভয়ঙ্কর শব্দ হৈল তুমুল।
সসাগরা-মহী-শৈল হৈল হুলস্থূল॥
নাসার নিঃশ্বাসে বৃক্ষ ভাঙ্গে মড়মড়।
মহাপ্রলয়ের কালে বহে যেন ঝড়॥
তৃতীয় প্রহর যুদ্ধ হৈল হেনমতে।
সর্ব্বাঙ্গেতে ক্ষত হৈল নখের আঘাতে॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা পর্ব্বত-মণ্ডলে।
অশোক-কিংশুক যেন বসন্তের কালে॥
বৃক্ষ ল'য়ে বৃকোদর মারে মালসাট।
চালাইয়া দিল বৃক্ষ নাসিকার বাট॥
রাক্ষসী নিস্তেজ হৈল ভীমের প্রহারে।
লোটাইয়া পড়ি ভূমে ছট্‌ফট্‌ করে॥
দেখিয়া হইল ভীম প্রফুল্ল-অন্তর।
লম্ফ দিয়া উঠে তার বুকের উপর॥
নাসাপরে উঠে বৃক্ষ ভেদি তার মুণ্ড।
হস্তপদ ছিঁড়িয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
আকর্ষণ করি করে উপাড়িল স্তন।
বজ্রমুষ্টি মারি ভাঙ্গে দুপাটি দশন॥
মস্তক ঢুকায় তার পেটের ভিতরে।
গলা চাপি ধরিয়া বধিল রাক্ষসীরে॥
মাংসপিণ্ড-সম কৈল কচ্ছপের হেন।
পূর্ব্বেতে কীচক-বীরে বিনাশিল যেন॥
কুষ্মাণ্ড-সমান কৈল রাক্ষসীর কায়।
মহাকোপে পদাঘাত করে তার গায়॥
ঘোর শব্দ করিয়া মরিল নিশাচরী।
আনন্দিত বৃকোদর বিক্রমে কেশরী॥
অন্তরীক্ষে তোলে তারে বৃক্ষে জড়াইয়া।
ঘন পাক দিয়া ফেলে ভূমে আছাড়িয়া॥
দেবাসুর-নাগ-নর দেখি বিদ্যমান।
গন্ধমাদন যেমন লুফে হনুমান্‌॥
অন্তরীক্ষে শতপাক দিয়া রাক্ষসীরে।
ফেলাইয়া দিল তারে দক্ষিণ সাগরে॥
যেন মহাপর্ব্বত সাগরে দিল ঝম্প।
ধ্যানভঙ্গ মুনিগণে হৈল মহাকম্প॥
দেব-দৈত্য দেখি হৈল হরিষ-অন্তর।
রহিল যাবৎ কীর্ত্তি চন্দ্র-দিবাকর॥
ভীষণা রাক্ষসী মারি ভীম মহাবীর।
শীঘ্রগতি গেল যথা রাজা যুধিষ্ঠির॥
ভাইসব মিলিয়া করেন আলিঙ্গন।
প্রণাম করিল ভীম ধর্ম্মের চরণ॥
আনন্দিত হৈয়া কহে শঙ্খপাণি মুনি।
শুন যুধিষ্ঠির, এই রাক্ষসী-কাহিনী॥
পর্ব্বতের জীবজন্তু সকলি খাইয়া।
সূর্য্যরথ গিলিবারে যায় ত ধাইয়া॥
আকাশ-পাতাল মুখ রোধে শূন্যপথ।
নাসার নিঃশ্বাসে উড়ে চন্দ্র-সূর্য্য-রথ॥
লক্ষৈক যোজন দিয়া ভয়ে সূর্য্য যায়।
তজ্জন্য রাক্ষসী সূর্য্য গিলিতে না পায়॥
মঙ্গল হউক তব পবন-তনয়।
এ-হেন রাক্ষসী মারি খণ্ডাইলে ভয়॥
আশীর্ব্বাদ করি তবে গেল তপোধন।
পাণ্ডব উত্তর মুখে করেন গমন॥
স্বর্গ-আরোহণ শুনি সর্ব্বপাপ হরে।
ইহকালে পরকালে দুই কালে তরে॥
পাণ্ডব-বিজয় কথা অমৃতের ধার।
একমনে শুনিলে বিপদে হয় পার॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

● ভদ্রকালী পর্ব্বতে পাণ্ডবদের গমন ও হরিপর্ব্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু

মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
চলেন উত্তরমুখে ভাই-পঞ্চজন॥
দেখেন অপূর্ব্ব এক পর্ব্বত-উপর।
অতি-অপরূপ শিবলিঙ্গ মনোহর॥
চন্দ্র-সূর্য্য-স্ফটিক জিনিয়া শুভ্রকায়।
স্তব করিলেন রাজা মহেশের পায়॥
তোমার প্রসাদে করি স্বর্গে আরোহণ।
এত বলি প্রণমিয়া করেন গমন॥
বহু কষ্টে রাক্ষস-আলয় এড়াইয়া।
ভদ্রকালী-নামে গিরি আরোহেন গিয়া॥
দেখেন পর্ব্বতে উঠি পাণ্ডুর নন্দন।
সপ্তরথে সূর্য্য-আদি গ্রহদেবগণ॥
তাহা দেখি ছয় জন হরিষ-অন্তরে।
ভদ্রকালী দেবী দেখিলেন গিরি'পরে॥
বিচিত্র সুন্দর ঘর কাঞ্চনে রচিত।
সুচারু চন্দনকাষ্ঠে-পাটী চারিভিত॥
নানা-পুষ্প-কানন-উদ্যান জল-স্থল।
ভদ্রকালী পূজে তথা দেবতাসকল॥
করালবদনা কালী, গলে মুণ্ডমালা।
পদক পাশুলী শঙ্খ কুণ্ডল মেখলা॥
চাঁচর চিকুর যেন জলধর-ঘটা।
জবামালা গলে দোলে, রক্তবর্ণ ফোঁটা॥
উজ্জ্বল দশন, জিহ্বা করে লহলহ।
খর খাণ্ডা করে ধরে, শুষ্ক সর্ব্বদেহ॥
সরস্বতী গীত গান সুযন্ত্রে সুস্বর।
দেখিয়া সানন্দ বড় পঞ্চ সহোদর॥
প্রণাম করিয়া বর মাগেন যতনে।
এই বর দেহ মাতা, মাগি তব স্থানে॥
যুধিষ্ঠির কন, দেবী কর মোরে দয়া।
কলিকালে জাগ্রতী থাকিবে মহামায়া॥
রাজা-প্রজা অন্যায় যে করে অবিচারে।
খণ্ড খণ্ড হবে তারা তোমার খর্পরে॥
এই বর মাগি যান ধর্ম্ম নৃপবর।
নানা-জাতি বৃক্ষ দেখে পর্ব্বত উপর॥
বিশাল প্রশস্ত গিরি লক্ষৈক যোজন।
নানাপুষ্প-লতা-বৃক্ষ চন্দন-কানন॥
কাঁটাল গুবাক তাল কদম্ব কেশর।
পারিজাত চম্পকাদি জাতী নাগেশ্বর॥
আমলকী ধাত্রী যূথা পাচনী পারণী।
লবঙ্গ অশোক গিলা কর্কটী ব্রাহ্মণী॥
কত শত বৃক্ষ শোভে নানা ফলফুলে।
পুষ্পগন্ধে অলিবৃন্দ মকরন্দে বুলে॥
পাণ্ডবেরা করিলেন তথা আরোহণ।
পর্ব্বত-উপরে গেল দেব-দৈত্যগণ॥
বিচিত্র-উদ্যান বন, সুবর্ণের পুরী।
সূর্য্যের কিরণ যেন, চাহিতে না পারি॥
সুবর্ণের পুরীখান সুবর্ণের থাম।
বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত অতি অনুপাম॥
অমর-নগর-সম সুন্দর শোভন।
বিদ্যাধরী অপ্সরী জিনিয়া কন্যাগণ॥
লীলাবতী-নামে কন্যা ভূপতি তাহাতে।
পাট অধিকার করে পুরুষ-বর্জ্জিতে॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবে দেখিয়া নিজ পুরে।
আগু হ'য়ে কহে কিছু সবার গোচরে॥
রাজ্য নিতে এল কিবা কোন্ নরপতি।
আমার পর্ব্বতে এল, অপরূপ-গতি॥
সর্ব্বকাল এই রাজ্যে মোর অধিকার।
যে হউক সমরে করিব মহামার॥
এত বলি হাতে অস্ত্র ধনুক লইয়া।
যুধিষ্ঠিরে রাখিল পর্ব্বতে বসাইয়া॥
কোন নারী জিজ্ঞাসা করয়ে পাণ্ডবেরে।
কেবা তুমি, কোথা যাবে, কেন এই পুরে॥
রাজা বলে, কন্যাগণ, না হও অস্থির।
পৃথিবীর রাজা আমি, নাম যুধিষ্ঠির॥
কি-কারণে তোমা-সবে ভাব অন্য কথা।
রাজ্য-দেশ লইতে না আসি আমি হেথা॥

কলি-আগমন হবে এ মর্ত্ত্যভুবনে।
স্বর্গপুরে যাই মোরা তথির কারণে॥
এত শুনি কন্যাগণ চলিল ধাইয়া।
লীলাবতী-রাণীকে বারতা দিল গিয়া॥
শুনি লীলাবতী কন্যা ত্যজি ধনুর্ব্বাণ।
লক্ষ নারী সঙ্গে করি বিবিধ-বিধান॥
বিচিত্র কুসুম-মাল্যে বান্ধিল কবরী।
অগুরু-চন্দন-চুয়া অঙ্গভূষা করি॥
চন্দ্র-সূর্য্য-আভা জিনি অষ্ট-অলঙ্কার।
কণ্ঠমালা কুণ্ডল অমূল্য-রত্নহার॥
নানা অলঙ্কারে অঙ্গে সাজন করিয়া।
যুধিষ্ঠির-আগে কহে হাসিয়া হাসিয়া॥
অঙ্গভঙ্গী দেখায় বক্ষের বস্ত্র তুলে।
কটাক্ষের চাহনিতে মুনি মন ভুলে॥
জিতেন্দ্রিয় রাজা, তুমি মহাপুণ্যবান্।
অতএব এত দূরে করিলে প্রয়াণ॥
মোর ভাগ্যে এলে রাজা, আমার নগরে।
আমি দাসী হ'ব তুমি থাক এই পুরে॥
ভদ্রকালী পর্ব্বতের আমি অধিকারী।
হীরা-মণি-মাণিক্যে মণ্ডিত মম পুরী॥
যাবৎ থাকিবে ভদ্রকালীর পর্ব্বতে।
তাবৎ থাকিব মোরা তোমার সেবাতে॥
জরা-মৃত্যু-ব্যাধি ভয় নাহি কোন পীড়া।
স্বর্গ হৈতে এখানে আনন্দ পাবে বাড়া॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন লীলাবতী।
নিঃশত্রু করিয়া আমি ছাড়িলাম ক্ষিতি॥
কলি-আগমনে আজ্ঞা দেন নারায়ণ।
রাজ্য ত্যজি কর গিয়া স্বর্গ-আরোহণ॥
সংকল্প করিনু আমি তথির কারণ।
রাজ্য না করিব, যাব অমর-ভুবন॥
অতএব ক্ষমা মোরে দেহ কন্যাগণ।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেখি নারায়ণ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির চরিত্র দেখিয়া।
পুনরপি কহে কন্যা ঈষৎ হাসিয়া॥
বুদ্ধি নাহি কিছু তব ধর্ম্মের নন্দন।
কি-সুখ পাইবে স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
মো'সবার সঙ্গে তুমি থাক নরবর।
স্বর্গের অধিক সুখ পাবে নিরন্তর॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, কৃষ্ণসঙ্গ হৈতে।
অন্য সুখ নাহি মম ভাল লাগে চিতে॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে মরি, শুন কন্যাগণ।
অতএব যাব আমি অমরভুবন॥
রাজার বিনয়বাক্য শুনি নারীগণ।
নিবর্ত্তিয়া গেল সবে যে যার ভবন॥
লীলাবতী কন্যা গেল পেয়ে মনোদুখ।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখ॥
কত দূরে দেখিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
ভদ্রেশ্বর নামে লিঙ্গ অতি সুশোভন॥
ত্রৈলোক্য-বিখ্যাত শিব অতি মনোহর।
নানা-রত্নে বিরচিত প্রবাল পাথর॥
তাহা দেখি পাণ্ডবের হরষিত-মন।
পঞ্চভাই করিলেন প্রণাম-স্তবন॥
স্নান দান করি সবে ফল পুষ্প লৈয়া।
পূজা করি স্তব করে চৌদিকে বেড়িয়া॥
বর মাগিলেন অতি মনের কৌতুকে।
যাত্রা করিলেন তবে উত্তরাভিমুখে॥
হরি নামে পর্ব্বতে করেন আরোহণ।
দেখেন পর্ব্বতে মণি-মাণিক্য-রতন॥
নানা বৃক্ষ লতা শোভে বন-উপবন।
লক্ষ্মীর সমান রূপ যত নারীগণ॥
দেবের দুর্লভ স্থান, নাহি মৃত্যু জরা।
বীণা-বংশী বাজে গায় নাচয়ে অপ্সরা॥
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গীত।
দেখিয়া বনের শোভা পাণ্ডব বিস্মিত॥
পৃথিবীর মধ্যে নাহি দেখি হেন পুরী।
স্বর্গের অধিক এই অপূর্ব্ব নগরী॥
বহুবিধ প্রশংসিয়া যান ছয়জন।
পর্ব্বতের শোভা দেখি আনন্দিত-মন॥

ঐরাবত-নামে হস্তী ফিরে পালে পালে।
দেব যক্ষ মরে অঙ্গ হিমেতে ভেদিলে॥
মহাহিমে শীত ভেদি যান কত দূর।
পাছে পড়ি দ্রৌপদীর অঙ্গ হৈল চূর॥
বিষম-দারুণ-হিমে শীর্ণ কলেবর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে পর্ব্বত-উপর॥
অন্তকাল জানি দেবী চিন্তে নারায়ণ।
স্বামিগণ-মুখ চাহি ত্যজিল জীবন॥
পাঞ্চালীর পতন পর্ব্বত হরিনামে।
অগ্রগামী রাজা না জানে কোনক্রমে॥
পাছে বৃকোদর-পার্থ দেখে বিপরীত।
ডাক দিয়া যুধিষ্ঠিরে বলেন ত্বরিত॥
পাঞ্চালী পড়িয়া পথে ত্যজিল শরীর।
শুনিয়া আকুল বড় রাজা যুধিষ্ঠির॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

——

● দ্রৌপদীর শোকে পাণ্ডবদের বিলাপ

যুধিষ্ঠির নৃপমণি, কোলে ল'য়ে যাজ্ঞসেনী,
কান্দিছেন সকরুণ-ভাষে।
শোকদুঃখে অচেতন, আর ভাই চারিজন,
অশ্রুমুখে বসে চারিপাশে॥
দ্রৌপদীর মুখ চেয়ে, কান্দে সবে বিলাপিয়ে,
কোথা গেল দ্রুপদনন্দিনী।
অজ্ঞাতে তোমার তরে, বধিনু কীচকবীরে,
তুমি পাণ্ডবের ধন মানি॥
তব স্বয়ম্বর-কালে, জিনি লক্ষ মহীপালে,
পঞ্চজনে করিলাম বিভা।
তোমার সহায়হেতু, হৈল রাজসূয় ক্রতু,
তুমি লক্ষ্মী পাণ্ডবের শোভা॥
যেকালে দ্রুপদরাজে, পণ কৈল সভামাঝে,
রাধাচক্র বিন্ধিতে যে পারে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা, ত্রিভুবনে সেই ধন্যা,
সম্প্রদান করিব তাহারে॥
প্রতিজ্ঞা-বচন শুনি, এক লক্ষ নৃপমণি,
হুড়াহুড়ি বিন্ধিবার তরে।
দুর্জ্জয় ধনুক ধ'রে, গুণ দিতে নাহি পারে,
তবু বাঞ্ছা পাইতে তোমারে॥
রক্ত উঠে কারো মুখে, কারো হস্ত ঘাড় বাঁকে,
না পারিয়া ক্ষমা দিল সবে।
চারিবর্ণে যে বিন্ধিবে, তারে রাজকন্যা দিবে,
দ্রুপদ ডাকিয়া কৈল তবে॥
তোমা জিনি পঞ্চভাই, গেলাম জননী ঠাঁই,
ভিক্ষা বলি কৈনু, মাতৃস্থানে।
না দেখিয়া না শুনিয়া, জননী হরিষ হৈয়া,
কৈল, 'বাঁটি লও পঞ্চজনে'॥
আজ্ঞা দিল মুনিগণে, বিভা কৈনু পঞ্চজনে,
লক্ষ্মীরূপা সুন্দরী পাঞ্চালী।
দ্বাদশ বৎসর বনে, পুষিলা ব্রাহ্মণগণে,
পর্ব্বতে পড়িলা অঙ্গ ঢালি॥
মর্ত্ত্যে করিলাম পাপ, তেঁই এত পাই তাপ,
কেন তুমি পড়িলে পর্ব্বতে।
কেমনে যাইব পথে, কান্দেন ভূপতি চিতে,
নাহি কেহ প্রবোধ করিতে॥
কান্দে ভীম-ধনঞ্জয়, যমজ সোদরদ্বয়,
শোকাকুল করে হাহাকার।
বিস্তর বিলাপ করি, বলে পুনঃ হরিহরি,
আগে হৈল মরণ তোমার॥
মো'সবার সঙ্গ ছাড়ি, পর্ব্বতে রহিলে পড়ি,
তোমা এড়ি যাইব কিমতে।
এতেক ভাবিয়া সবে, কিছু শান্ত হ'য়ে তবে,
প্রিয়বাক্য কহে ধর্ম্মসুতে॥
এইহেতু দেশে পূর্ব্বে, রহিতে বলিনু সর্ব্বে,
দৃঢ় করি না ছাড়িলে সঙ্গ।
তোমা হেন নারী-বিনে, শূন্য দেখি রাত্রি দিনে
বিধাতা করিল সুখ-ভঙ্গ॥

ভারতের পুণ্যকথা, শ্রবণে বিনাশে ব্যথা,
হয় দিব্য-জ্ঞানের প্রকাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

——

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমের প্রশ্ন

মুনি বলে, শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
তবে শোকে ক্ষমা দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
দ্রৌপদীরে বেড়িয়া বসেন পঞ্চজন।
ধর্ম্মরাজ বলিছেন গদ্গদ বচন॥
মো'সবার সঙ্গে এলে ছাড়ি মর্ত্ত্যলোক।
এখন পাণ্ডবগণে দিলে বহু শোক॥
তোমার বিচ্ছেদ প্রাণে সহিতে না পারি।
হায় প্রিয়ে, মোরে ছাড়ি গেলেকোন্ পুরী॥
পড়িয়া রহিলে কেন পর্ব্বত-উপরে।
তোমার শয়নে মম পরাণ বিদরে॥
উত্তর না দেহ কেন স্বামী পঞ্চজনে।
সঙ্গ ছাড়ি কেন বা রহিলে মহাবনে॥
কপট পাশায় আমি করিলাম পণ।
তব অপমান কৈল দুষ্ট দুঃশাসন॥
তোমার কারণে ভীম প্রতিজ্ঞা করিল।
দুঃশাসন-বক্ষ চিরি রক্ত পান কৈল॥
ঊরু ভাঙ্গি মারিল নৃপতি দুর্য্যোধনে।
নিঃক্ষত্রা হইল ক্ষিতি তোমার কারণে॥
তোমা-হেতু জয়দ্রথ পায় অপমান।
গোবিন্দের প্রিয়া তুমি, পাণ্ডবের প্রাণ॥
তোমার বিহনে দিনে দেখি অন্ধকার।
এত বলি কান্দে রাজা, চক্ষে জলধার॥
বৃকোদর কহে, শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
কোন্ পাপে পর্ব্বতে পড়িল যাজ্ঞসেনী॥
পতিব্রতা হ'য়ে স্বর্গে নাহি গেল কেনে।
এত শুনি ধর্ম্মরাজ কহে ভীমসেনে॥
দ্রৌপদীর পাপ শুন, কহি যে তোমারে।
সবা হৈতে অনুরাগ ছিল পার্থ বীরে॥
এই পাপে দ্রৌপদী রহিল এই ঠাঁই।
জানাই বৃত্তান্ত, শুন বৃকোদর ভাই॥
এত বলি ক্ষমা দিয়া যত দুঃখ-শোকে।
পঞ্চভাই চলিলেন উত্তরাভিমুখে॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে সদা জ্বলিছে আগুনি।
ঘৃতের আহুতি তাহে হৈল যাজ্ঞসেনী॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কর্ণপথে পান কৈলে খণ্ডে ভব-ক্ষুধা॥
কাশীরাম-দাস-প্রভু নীল-শৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ, সম্মুখে গরুড়॥

——

পাণ্ডবদিগের বদরিকাশ্রমে গমন

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
দ্রৌপদীরে তেয়াগিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
শোক মোহ কাম ক্রোধ লোভ মদ ছাড়ি।
পঞ্চভাই গঙ্গাতীরে যান স্বর্গপুরী॥
যাইতে উত্তর-মুখে পাণ্ডুর নন্দন।
করিলেন তাম্রচূড় গিরি আরোহণ॥
পর্ব্বত দেখিয়া সুখী পাণ্ডুর তনয়।
শঙ্খনাদে পূরিল সর্ব্বত্র জয় জয়॥
আকাশ পরশে চূড়া অতি-ভয়ঙ্কর।
সপ্ত-অশ্ব-রথে যায় দেবতা ভাস্কর॥
কালচক্র ফিরে সদা আপনার কাজে।
বৃক্ষলতা নাহি তথা ভাস্করের তেজে॥
জীব জন্তু পক্ষী পশু নাহি এক জনা।
সদাই বিচরে দন্দশূক কত জনা॥
পাপিষ্ঠ পরাণী যদি যায় তথাকারে।
আরোহণমাত্র সেই জ্বলি পুড়ে মরে॥
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ভাই পঞ্চ জন।
কালাগ্নি রুদ্রের পুরী ভয়ঙ্কর বন॥

অতিশয় প্রচণ্ড প্রতাপ তেজ তাঁর।
নিকটে যাইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
আছেন ঈশ্বর তথা দশ মূর্ত্তি ধরি।
দ্বারে থাকি পঞ্চভাই নমস্কার করি॥
স্তব করি বর পেয়ে করেন গমন।
ক্রৌঞ্চ-নামে পর্ব্বতে করেন আরোহণ॥
ক্রৌঞ্চের নির্ম্মিত পুরী অতিশয় শোভা।
ইন্দ্রের খাণ্ডব জিনি কাননের প্রভা॥
স্বর্গ হৈতে নামে তাহে গঙ্গা-সরস্বতী।
হংস-চক্রবাক জলে চরে হৃষ্টমতি॥
স্বর্ণপক্ষ-যুত পক্ষী আছে বহুতর।
জল স্থল আবাস উদ্যান মনোহর॥
নির্ম্মল উজ্জ্বল জল স্ফটিক-আকার।
তীরে তপ করে মুনি জ্ঞান-অনুসার॥
দেখিয়া সানন্দ বড় পাণ্ডু-পুত্রগণ।
স্বর্গের মণ্ডপ তথা দেখে সুশোভন॥
অতি অপরূপ পুরী প্রাসাদ-মন্দির।
অন্ধকার আলো করে জিনিয়া মিহির॥
পুষ্করাক্ষ-নামে শিব মণ্ডপ-ভিতর।
তাঁর পূজা করে দেব-দানব-ঈশ্বর॥
কিন্নরের রাজ্য পুরী অতি অনুপাম।
স্থাপিয়াছে দেব-দেব মহাদেব নাম॥
বীণা-বংশী বাজে, কেহ গায় শিবগীত।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-যক্ষ সবে আনন্দিত॥
চারি পাশে নানা-ছাঁদে নাচয়ে নর্ত্তনী।
নাহি অন্য-জাতি নারী, সকলি ব্রাহ্মণী॥
কেহ গন্ধ-চূয়া দেয় পুষ্প-পারিজাত।
বিল্বপত্রে গাল-বাদ্যে পূজে বিশ্বনাথ॥
স্তব-পাঠ করে কেহ শিবের সাক্ষাতে।
এক-পদে স্তব কেহ করে যোড়হাতে॥
সেবিলে সকল পাপ হয় তার ক্ষয়।
অনেক তপস্বী-ঋষি করয়ে আশ্রয়॥
নিরবধি সেবে সবে শিবের চরণ।
অন্তরীক্ষে আছে কেহ যোগ-পরায়ণ॥
হেঁটমুণ্ডে ঊর্দ্ধপদে কেহ আছে তথা।
এইরূপে বামদেবে সেবয়ে দেবতা॥
দেখি পঞ্চভাই করিলেন স্নান-দান।
লোভ-মোহ ছাড়ি পাইলেন দিব্যজ্ঞান॥
স্নান করি পাণ্ডবেরা হৈল কুতূহলী।
পিতৃলোক উদ্দেশিয়া দেন জলাঞ্জলি॥
প্রবেশ করেন সবে মণ্ডপ-ভিতরে।
বিধিমতে পঞ্চভাই পূজেন শঙ্করে॥
করযোড়ে প্রভু-রুদ্রে মাগিলেন বর।
পুনর্জ্জন্ম নাহি হয় মর্ত্ত্যের ভিতর॥
এত বলি প্রণমিয়া যান তথা হ'তে।
দেবপুষ্প পড়ে আসি নৃপতির মাথে॥
দেখিয়া তপস্বিগণ প্রফুল্ল অন্তরে।
আদর করিল বড় রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
এই তীর্থে থাক রাজা, মো'সবার সাথে।
কোথাকারে কোন্ হেতু যাবে কোন্ পথে॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির কহেন হাসিয়া।
নিষ্কণ্টক নিজ রাজ্য সকলি ত্যজিয়া॥
সঙ্কল্প ক'রেছি আমি মর্ত্ত্যের ভিতর।
স্বর্গপুরে যাইব, দেখিব দামোদর॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে যত মুনিগণ।
স্বর্গে যেন দেখি গিয়া দেব নারায়ণ॥
এত শুনি বলে তাঁরে ক্রৌঞ্চ মুনিবর।
পৃথিবীতে রাজা নাহি তোমার সোসর॥
সকলি ত্যজিয়া যাহ স্বর্গের বসতি।
দেখিবে গোবিন্দ-পদ, পাবে দিব্য-গতি॥
তাঁরে নমস্কার করি ধর্ম্মের নন্দন।
উত্তরমুখেতে যাত্রা করেন তখন॥
বদরিকাশ্রম দেখে জাহ্নবীর কূলে।
বদরিকা-বৃক্ষ তথা শোভে ফলফুলে॥
অমৃত জিনিয়া স্বাদু, পিক নাদে ডালে।
জরা-মৃত্যু-ভয় নাহি তথায় থাকিলে॥
দুর্ব্বাসার বরে বৃক্ষ অক্ষয় অব্যয়।
নানা বর্ণে নানা স্থানে দিব্য দেবালয়॥

করয়ে তপস্যা তীরে শত শত মুনি।
তরঙ্গ নির্ম্মল, বহে গঙ্গা-মন্দাকিনী॥
দুর্ব্বাসা গৌতম ভরদ্বাজ পরাশর।
অশ্বত্থামা আঙ্গিরস আর সোমেশ্বর॥
বিশ্বামিত্র মাণ্ডব্য মার্কণ্ড মুনিবর।
জপতপে রত সবে আছে নিরন্তর॥
ঋষিগণ বলে তবে রাজাকে দেখিয়া।
হেথায় থাকহ রাজা আমা-সবে লৈয়া॥
দেবতা-গন্ধর্ব্ব হেথা আছে শত শত।
পঞ্চভাই থাক সুখে সবার সহিত॥
অশ্বত্থামা আসিয়া মিলিল পঞ্চজনে।
পূর্ব্বশোক স্মরিয়া কান্দয়ে দুঃখমনে॥
অশ্বত্থামা বলে, থাক বদরিকাশ্রমে।
পাপমুক্ত হ'য়ে হরি পাবে পরিণামে॥
এতেক শুনিয়া বলিলেন যুধিষ্ঠির।
না করিব স্থিতি মোরা থাকিতে শরীর॥
সঙ্কল্প করিনু আমি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
যাইব অমরপুরী সুমেরু পর্ব্বতে॥
সঙ্কল্প লঙ্ঘিলে হয় ব্রহ্মবধ-ভয়।
অতএব কহি, শুন তপস্বিতনয়॥
যে হ'ক সে হ'ক, থাকে যায় বা জীবন।
যাইব বৈকুণ্ঠপুরী যথা নারায়ণ॥
অশ্বত্থামা বলে, কোথা দ্রুপদনন্দিনী।
যুধিষ্ঠির কন, পথে ত্যজিল পরাণী॥
শুনি হাহাকার করি কান্দে দ্রোণসুত।
হা হা কৃষ্ণা, সুবদনি রূপ-গুণযুত॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● সহদেবের মৃত্যু

তবে গুরুপুত্রে বন্দিলেন সর্ব্বজন।
উত্তর-মুখেতে যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কত দূরে গঙ্গাতীরে দেখে নৃপবর।
পর্ব্বত বৈরত নামে অতি-মনোহর॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্যে দুর্লভ বিচিত্র উপবন।
সেই সে পর্ব্বতে আরোহেন পঞ্চজন॥
রেবা নামে পুণ্যবতী পর্ব্বত-উপর।
অতি-সুনির্ম্মল জল শোভে মনোহর॥
তীরে রেবানাথ বিষ্ণুমূর্ত্তি চতুর্ভুজ।
প্রণমেন যুধিষ্ঠির সহিত-অনুজ॥
মণি-মরকতে পুরী অতি শোভা করে।
চৌরাশী-যোজন তার বিস্তার উপরে॥
বৃক্ষে অন্ধকার, নাহি জানি দিবা-রাতি।
তিন লক্ষ কিরাত কুরূপ-মূর্ত্তি অতি॥
নানাবর্ণ অস্ত্র ধরে, প্রচণ্ড-কিরণ।
মণি-রত্নে বিভূষিত লোহিত-বরণ॥
পিন্ধন গাছের ছাল, তাম্রবর্ণ কেশ।
কর্ণে রাম-কড়ি বাজে, ভয়ঙ্কর বেশ॥
ধনুর্ব্বাণ ধরি শীঘ্র ধাইল গর্জ্জিয়া।
পাণ্ডবে মারিতে আসে মহাক্রুদ্ধ হৈয়া॥
কেহ মালসাট মারে, কেহ দেয় লম্ফ।
কেহ অন্তরীক্ষে, কেহ জলে দেয় ঝম্প॥
বাণবৃষ্টি করি করিলেক অন্ধকার।
ভাবেন, না দেখি পথ পাণ্ডুর কুমার॥
মহা হিমে কাঁপে তনু, পায়ে বাজে শিলা।
বিষণ্ণ হইয়া সবে ভাবিতে লাগিলা॥
তিন লক্ষ কিরাত করিল বাণবৃষ্টি।
প্রলয়-কালেতে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
সত্যবাদী পাণ্ডুপুত্র, গোবিন্দ সহায়।
একগুটি বাণ তার না লাগিল গায়॥
দেখিয়া কিরাতগণ অদ্ভুত মানিল।
ত্যজিয়া ধনুক-বাণ চরণে পড়িল॥
জিজ্ঞাসিল, তোমা-সবে কোন্ মহাজন।
কিবা নাম, কোথা ধাম, কোথায় গমন॥
যুধিষ্ঠির বলেন, শুনহ পরিচয়।
চন্দ্রবংশে জন্ম মম, পাণ্ডুর তনয়॥

দ্বাপর হইল শেষ, কলি-আগমন।
স্বর্গপুরী যাই মোরা তথির কারণ॥
রাজার বচনে বলে কিরাত প্রধান।
এই দেশে রাজা হও তুমি পুণ্যবান্॥
স্বর্গসুখ পাবে ইথে, শুনহ রাজন্।
নিরন্তর তোমারে সেবিবে দেবগণ॥
তা'সবারে মৃদুভাষে বিদায় করিয়া।
স্বর্গ পথে যান রাজা গোবিন্দ ভাবিয়া॥
যাইতে পর্ব্বত-মধ্যে দেখেন রাজন্।
করয়ে শিবের সেবা কিরাত ব্রাহ্মণ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া ভাবিলেন মনে-মন।
বর মাগি নিলেন শঙ্করে পঞ্চজন॥
মহাশীতে হিমে ভেদি যান কতদূর।
সহদেব বীর পড়ি হাড় হৈল চুর॥
অন্তকাল জানিয়া চিন্তিল নারায়ণ।
অজ্ঞান হইয়া পড়ি ছাড়িল জীবন॥
যুধিষ্ঠিরে জানাইল বৃকোদর বীর।
পর্ব্বতে ত্যজিল প্রাণ সহদেব ধীর॥
পড়িল কনিষ্ঠ ভাই, শুনহ রাজন্।
দেখি শোকে কান্দিছেন ধর্ম্মের নন্দন॥
কোথাকারে গেলে ভাই, পরাণ আমার।
জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গুরু, বুদ্ধির আধার॥
মো'সবারে ছাড়ি ভাই, গেলে কোথাকারে।
বিপদে পড়িলে বুদ্ধি জিজ্ঞাসিব কারে॥
পরম-পণ্ডিত ভাই মন্ত্রিচূড়ামণি।
যার বুদ্ধে রাজ্য পাই কুরুগণে জিনি॥
হেন ভাই চলে গেল ত্যজিয়া আমারে।
স্বর্গ না যাইব, প্রাণ ছাড়ি শোকভরে॥
এত বলি পড়ে রাজা আছাড় খাইয়া।
হায় সহদেব বলি ভূমে লোটাইয়া॥
ভারত-সমরে জয় কৈলে কুরুগণে।
শকুনিরে সংহারিলে সবা-বিদ্যমানে॥
দিগ্বিজয় করিয়া করিলে মহাক্রতু।
মোরে ছাড়ি পর্ব্বতে পড়িলে কোন্ হেতু॥
বিষম সঙ্কটে বনে পাইয়াছ ত্রাণ।
পর্ব্বতে পড়িয়া ভাই, হারাইলে প্রাণ॥
জননী কুন্তীর তুমি বড় প্রিয়তর।
হেন ভাই পর্ব্বতে রহিলে একেশ্বর॥
ধবল পর্ব্বতে কৃষ্ণা, কৃষ্ণ বিষ্ণুলোকে।
কে জানিবে মম দুঃখ, কহিব কাহাকে॥
দশ দিক্ অন্ধকার দেখেন নয়নে।
স্থিরচিত্ত হ'লেন নৃপতি কতক্ষণে॥
বৃকোদর বলে, রাজা, কহিবে আমাতে
কোন্ পাপে সহদেব পড়িল পর্ব্বতে॥
যুধিষ্ঠির বলেন, যে, শুন সাবধান।
সহদেব জ্ঞাত ভূত-ভাবী-বর্ত্তমান॥
পাশাতে আমারে আহ্বানিল দুর্য্যোধন।
বিদ্যমান ছিল ভাই মাদ্রীর নন্দন॥
হারিব জিনিব কিবা, ভাই তাহা জানে।
জানিয়া আমারে না করিল নিবারণে॥
বারণাবতেতে যবে দিল পাঠাইয়া।
মো'সবারে কপটে মারিতে পোড়াইয়া॥
জানি না বলিল ভাই কুলের বিনাশ।
অধর্ম্ম হইল তেঁই, পাপের প্রকাশ॥
এই পাপে যাইতে নারিল স্বর্গপুরে।
শুন ভাই বৃকোদর, জানাই তোমারে॥
এত বলি যান রাজা করিয়া ক্রন্দন।
ভীমার্জ্জুন নকুল পশ্চাতে তিন জন॥
পথমধ্যে সরোবর দেখি বিদ্যমান।
যুধিষ্ঠির তাতে করিলেন স্নান দান॥
দেব-ঋষি-পিতৃলোকে করিয়া তর্পণ।
শুচি হ'য়ে স্বর্গপথে করেন গমন॥
সহদেব দ্রৌপদী চলিল স্বর্গপুরে।
ভেটিল গোবিন্দ-পদ সানন্দ-অন্তরে॥
জ্ঞাতি-গোত্রগণ সঙ্গে হইল মিলন।
যুধিষ্ঠির-পথ চাহি আছে সর্ব্বজন॥
ভারত-পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

● চন্দ্রকালী পর্ব্বতে নকুলের এবং নন্দিঘোষ পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দেহত্যাগ

মুনি বলে, শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
চলেন উত্তর-মুখে পাণ্ডুর তনয়॥
যাইতে উত্তর-মুখে দেখেন রাজন্।
সরোবর-তীরে লিঙ্গ অতি-সুশোভন॥
গঙ্গার সদৃশ দেখি সুনির্ম্মল-জল।
প্রফুল্ল সহস্র কোকনদ শতদল॥
সরোবর আছে শত যোজন-বিস্তার।
জল দেখি নৃপতির আনন্দ অপার॥
মৃগ পক্ষী হংস চক্র বিহরে বিস্তর।
ভ্রমর ঝঙ্কারে বনে, জলে জলচর॥
অপরূপ দেবের দুর্ল্লভ সেই স্থান।
বসন্ত-পবন-মত্ত কোকিলের গান॥
পদ্মে আচ্ছাদিত সর, নাহি দেখি নীর।
নিত্যস্নান হয় যাতে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীর॥
সেই সরোবরে স্নান করি চারি জন।
শোক দুঃখ ছাড়ি কিছু স্থির কৈলা মন॥
তাহার পশ্চিমে গিরি চন্দ্রকালী নাম।
স্ফটিক জিনিয়া দীপ্ত চন্দ্রের সমান॥
ভুবনের সার সে-পর্ব্বত সুশোভন।
তাহাতে পাণ্ডব চারি কৈলা আরোহণ॥
হিমে অঙ্গ জর জর গিয়া হিমালয়।
তাতে উঠি চারি ভাই দিল জয় জয়॥
ধীরে ধীরে যান হিমে পদ নাহি চলে।
ঋষি-মুনি-তপস্বী দেখেন গঙ্গাকূলে॥
ষোড়শ সহস্র লিঙ্গ দেখি পঞ্চানন।
ভক্তিভাবে প্রণাম করেন চারি জন॥
বিচিত্র মণ্ডপ, নানা দেবের আবাস।
ঋষি-মুনি জপ তপ করে চারি পাশ॥
নৃসিংহের মূর্ত্তি দেখে পর্ব্বত-উপরে।
দেবকন্যাগণ তাঁরে নিত্য পূজা করে॥
চারি ভাই প্রণাম করেন তাঁর পায়।
নৃসিংহ, উদ্ধার কর, ঘন বলে রায়॥
হিরণ্যকশিপু মারি রাখিলে প্রহ্লাদে।
স্বর্গপথে পাণ্ডবে রাখিবে অপ্রমাদে॥
অভয় নৃসিংহ-নাম যে করে স্মরণ।
জলে স্থলে ভয় তার নাহি কদাচন॥
এত বলি বর মাগি নৃসিংহের ঠাঁই।
বিষাদ-সন্তাপ-শোকে যান চারি ভাই॥
কত দূরে দেখিলেন গিরি মনোহর।
নানা-ধাতু-বিরচিত প্রবাল-পাথর॥
পশ্চাৎ করিয়া গিরি চলেন উত্তরে।
হিমেতে মন্থর-পদ, চলিতে না পারে॥
নকুলের অঙ্গে পড়ে শোণিত বহিয়া।
পর্ব্বতে পড়িল বীর আছাড় খাইয়া॥
গোবিন্দে চিন্তিয়া চিতে ত্যজিল পরাণ।
স্বর্গপুরে প্রবেশিল কৃষ্ণ-বিদ্যমান॥
ধর্ম্মেরে কহিল তবে ভীম মহামতি।
পড়িল নকুল বীর, শুন নরপতি॥
পাছে দেখি ধর্ম্মরাজ ভাবিলেন চিতে।
ছয়জন-মধ্যে তিন রহিল পর্ব্বতে॥
তিনলোকে দুর্জ্জয় নকুল মহাবীর।
যাহার সংগ্রামে দেবাসুর নহে স্থির॥
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত-উপরে।
কোন্ সুখে কি বলিয়া যাব স্বর্গপুরে॥
কৌরব-সহিত যুদ্ধ করিল অপার।
হেন ভাই ছাড়ি গেল, না দেখিব আর॥
তাপের উপরে তাপ, শোকে মহাশোক।
কাহারে কহিব দুঃখ, হরি পরলোক॥
যে-ভাই পশ্চিমদিক্ জিনিয়া সবলে।
ধন আনি দিল যজ্ঞ করিবার কালে॥
স্বর্গে নাহি গেলে ভাই, পড়িলে পর্ব্বতে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কিমতে॥
কান্দিয়া জিজ্ঞাসে ভীম নৃপতির স্থানে।
কোন্ পাপে নকুল পড়িল এইখানে॥
যুধিষ্ঠির কন, শুন ভাই বৃকোদর।
কুরুক্ষেত্রে হৈল যবে ভারত-সমর॥

সমর হইল মোর কর্ণের সহিতে।
সেইকালে নকুল আছিল মম ভিতে॥
কর্ণের সংগ্রামে যবে মোর বল টুটে।
সহায় না হৈল সেই বিষম সঙ্কটে॥
যুদ্ধ না করিল ভাই আমার রক্ষণে।
এই পাপে পর্ব্বতে পড়িল পরিণামে॥
এত বলি যুধিষ্ঠির কান্দিতে কান্দিতে।
চলেন উত্তরমুখে ভাবিতে ভাবিতে॥
মহাহিমে কতদূর যান তিন জন।
নন্দিঘোষ গিরি করিলেন আরোহণ॥
পদ্মরাগে বিরাজিত গিরি মনোহর।
নানাজাতি নরনারী পরম সুন্দর॥
মণি-বিভূষিত যত দেবের বসতি।
সেবা কৈলে অক্ষয়-অব্যয় হয় গতি॥
তিন ভাই করি তথা গোবিন্দ-পূজন।
যোড়হাতে করিলেন কৃষ্ণের স্তবন॥
ভক্তিভাবে স্তুতি করে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি।
জলপান করি যান হ'য়ে কুতূহলী॥
ভয়ঙ্কর নন্দিঘোষ-পর্ব্বত বিশাল।
হিমাগমে মহাশীত বহে সর্ব্বকাল॥
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা নাহি সেই দেশে।
হিমের প্রতাপে নাশ হ'য়েছে বিশেষে॥
হিম ভেদি অর্জ্জুনের হরিলেক জ্ঞান।
গোবিন্দ ভাবিয়া চিত্তে ত্যজেন পরাণ॥
দেবাসুরে দুর্জ্জয় যে পার্থ মহাবীর।
পতনে পর্ব্বত কম্পে, পৃথিবী অস্থির॥
উল্কাপাত হয়, বহে প্রলয়ের ঝড়।
ভল্লুক বরাহ গণ্ডা দেয় সবে রড়॥
ভীমসেন বলে, শুন ধর্ম্মের নন্দন।
পর্ব্বতে পড়িয়া পার্থ ত্যজিল জীবন॥
যার পরাক্রমে যক্ষ-নর নহে স্থির।
হেন ভাই পড়ে, শুন রাজা যুধিষ্ঠির॥
প্রাণ দিল নন্দিঘোষ-পর্ব্বত-উপরে।
এত বলি বৃকোদর কান্দে হাহাকারে॥
শোকান্বিত চিত্ত হ'য়ে যান ধর্ম্মরায়।
না চলে চরণ, চক্ষে নীর বহি যায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

ভীমের বচন শুনি, শোকে ধর্ম্ম নৃপমণি,
কান্দিছেন বিলাপ করিয়া।
ঘন হাহাকার মুখে, চাপড় মারিয়া বুকে,
পর্ব্বতে পড়েন লোটাইয়া॥
হায় পার্থ মহাবল, পাণ্ডবের বুদ্ধি-বল,
পর্ব্বতে পড়িলে কি কারণে।
স্বর্গপুরে আরোহণ, না হইল কদাচন,
প্রাণ দিব তোমার বিহনে॥
ত্রিভুবন কৈলে জয়, মহাবীর ধনঞ্জয়,
নররূপে বিষ্ণু-অবতার।
অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী, কৌরব-বাহিনী জিনি,
মোরে দিলে রাজ্য-অধিকার॥
রাজসূয়-যজ্ঞকালে, জিনি নিজ বাহুবলে,
করিলে উত্তরদিক্ জয়।
শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা নিয়া, সুরাসুরপুরী গিয়া,
নিমন্ত্রিয়া আনিলে সভায়॥
স্বর্গে যত দেবগণ, হইয়া সদয়-মন,
দিল অস্ত্র মন্ত্রের সহিতে।
তাহাতে সর্ব্বত্র জয়, করিলে শত্রুর ক্ষয়,
তব তুল্য নাহি পৃথিবীতে॥
(লঘু ত্রিপদী)
প্রবেশি কাননে, দেব পঞ্চাননে,
তুষিলে বাহু-যুদ্ধেতে।
মারিলে অজস্র, কিরাত সহস্র,
একা তুমি কাননেতে॥
অমর সোসর, জিনিলে শঙ্কর,
ম্লেচ্ছ-কিরাতের দেশ।

হ'য়ে হৃষ্টচিত, অস্ত্র পাশুপত,
দিল প্রভু, ব্যোমকেশ ॥
কালকেয় আদি, যত সুরবাদী,
হেলায় করিলে নাশ।
যত দেবচয়, করিলে অভয়,
পূরাইয়া অভিলাষ ॥
তাহে দেব-অস্ত্র, পাইলে সমস্ত,
তোমার অজেয় নাই।
দিব্য ধনুঃশর, দিল বৈশ্বানর,
খাণ্ডব দহিলে ভাই ॥
জিনি দেবগণ, দৈত্য অগণন,
অগ্নিরে সন্তোষ কৈলে।
ছাড়ি যাও তুমি, কিসে জীব আমি,
প্রাণ দিব শোকানলে ॥
প্রাণাধিক বীর, ত্যজিলে শরীর,
নন্দিঘোষ-গিরিবরে।
আমি পুনর্ব্বার, না দেখিব আর,
পড়িনু শোকসাগরে ॥
ভারত-সমরে, কর্ণ-মহাবীরে,
বিনাশিলে ভীষ্ম-দ্রোণে।
যাহার সহায়, যার ভরসায়,
প্রবল কৌরবগণে ॥
তুমি মম প্রাণ, বীরের প্রধান,
সব শূন্য তোমা-বিনে।
মহাবীর তুমি, ঘন ডাকি আমি,
উত্তর না দেহ কেনে ॥
নিদ্রা যাহ সুখে, আমি মরি শোকে,
উঠিয়া উত্তর দেহ।
কুরুগণে জিনি, লহ রাজধানী,
তাহার যুকতি কহ ॥
রাজা ভূমে পড়ি, যান গড়াগড়ি,
না বান্ধেন কেশপাশ।
ভারত-সঙ্গীত, শ্রবণে অমৃত,
বিরচিল কাশীদাস ॥

সোমেশ্বর পর্ব্বতে ভীমের তনুত্যাগ ও যুধিষ্ঠিরের বিলাপ

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন কুরুবীর।
অর্জ্জুনের শোকে কান্দে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বৃকোদর বলে, শুন ধর্ম্ম অধিপতি।
কোন্ পাপে পড়িল অর্জ্জুন মহামতি ॥
ভূপতি বলেন, শুন পবন-তনয়।
আমা হ'তে দ্রৌপদীর বশ ধনঞ্জয় ॥
সবে হেয়জ্ঞান তার ছিল মনোগতে।
এই হেতু পার্থবীর পড়িল পর্ব্বতে ॥
এত বলি দুই জন বিষণ্ণবদনে।
চলেন উত্তর-মুখে চিন্তি নারায়ণে ॥
বৃকোদর বলে তবে করিয়া ক্রন্দন।
সুরপুরে চল যাই মোরা দুই জন ॥
এত বলি গঙ্গাতীরে যান দুই জন।
তথা হৈতে শুনা যায় স্বর্গের বাজন ॥
উঠেন পর্ব্বতে দুই পাণ্ডুর নন্দন।
ছয়জন-মধ্যেতে আছেন দুই জন ॥
শতেক যোজন সেই প্রমাণে উত্থিত।
বিবিধ বৃক্ষের মূল রতনে মণ্ডিত ॥
হিমাগমে সুশীতল অতীব সুশ্যাম।
তার তলে দুই ভাই করেন বিশ্রাম ॥
কতক্ষণ বসি পুনঃ করেন গমন।
যাইতে দেখেন রাজা নদী সুশোভন ॥
রেবা নামে নদী সেই পাপ-বিনাশিনী।
স্বর্গ হ'তে নামে তাহে ত্রিপথগামিনী ॥
নানারত্নে বিরচিত দুই কূল তার।
দেখিতে সুন্দর নদী, মহিমা অপার ॥
স্নানদান কৈলা ধর্ম্ম-ভীম মহাবল।
ভ্রাতৃগণ-উদ্দেশে দিলেন কুশ-জল ॥
স্বর্গপথ-গমনে দুর্গমে হৈয়া পার।
সোমেশ্বর নামে গিরি উত্তরে তাহার ॥
নানা রত্নময় গিরি দেখিতে সুন্দর।
সুবর্ণের শৃঙ্গ, মণি-মাণিক্য-পাথর ॥

অতিশয়-উচ্চ গিরি অতি-সুশোভন।
চন্দ্র-সূর্য্য-সমাগম গ্রহ-তারাগণ॥
সঙ্কল্প করিয়া রাজা যান একচিতে।
না জানেন ভূমণ্ডল আছে কোন্ ভিতে॥
তার জলে নরপতি করেন তর্পণ।
তুষ্টমনে পঞ্চাননে পূজেন রাজন্॥
পুণ্যহেতু চলিলেন স্বর্গের উপর।
দর্শন করেন রাজা শিব-সোমেশ্বর॥
কীট পক্ষী কৃমি আদি তথা যদি মরে।
রুদ্ররূপ হ'য়ে তারা যায় স্বর্গপুরে॥
কিন্নর গন্ধর্ব্ব তথা গান করে নিত্য।
সহস্রেক সোমকন্যা করে বাদ্য-নৃত্য॥
সোমেশ্বরে পূজি রাজা কৈল নমস্কার।
বর মাগে, মর্ত্ত্যে জন্ম না হ'ক আমার॥
এত বলি স্তুতি করি আর প্রণিপাত।
শিবের প্রসাদে পান মাল্য-পারিজাত॥
দিব্যমাল্য অঙ্গে শোভা পাইল রাজার।
হরষেতে নারী দেয় জয় জয়কার॥
প্রশংসা করিয়া কহে সোমকন্যাগণ।
সুললিত-স্বরে কহে মধুর-বচন॥
পুণ্যহেতু ভূপতি, আইলে এত দূরে।
এক বোল বলি রাজা, শিবের মন্দিরে॥
সোমেশ্বর রাজ্যে তুমি হও দণ্ডধর।
যাবৎ থাকিবে পৃথ্বীচন্দ্র-দিবাকর॥
মো'সবার স্বামী হ'য়ে থাকহ আনন্দে।
স্বর্গসুখ পাবে, অন্তে দেখিবে গোবিন্দে॥
মর্ত্ত্যে রাজা হ'য়ে তুমি পেলে বড় দুঃখ।
সোমেশ্বর-পুরে থাকি পাবে স্বর্গসুখ॥
ছয়জন-মধ্যে মাত্র আছ দুই জন।
যাইতে হইবে পথে ভীমের মরণ॥
একক যাইবে স্বর্গে কোন্ সুখহেতু।
যে বিচারে আসে আজ্ঞা কর ধর্ম্মসেতু।
কন্যাগণ-বচনে বিস্মিত যুধিষ্ঠির।
করযোড়ে বলেন বচন সুগম্ভীর॥
কি-কারণে অনুচিত বল কন্যাগণ।
আশীর্ব্বাদ কর, যেন দেখি নারায়ণ॥
যেমন জননী কুন্তী তথা তোমা-সবে।
অধার্ম্মিক বলে মনে না জান পাণ্ডবে॥
শুনিয়া রাজার মুখে নিষ্ঠুর ভারতী।
কন্যাগণ গেল তবে যে যার বসতি॥
সোমেশ্বরে বন্দি রাজা চলেন উত্তরে।
মহাহিম ভেদিলেক বীর-বৃকোদরে॥
সোমেশ্বর পার হৈতে নারে প্রাণপণে।
ভেদিল শরীর, বীর পড়িল অজ্ঞানে॥
পর্ব্বত পড়িল যেন পর্ব্বত-উপর।
ভীমসেন পড়ে, ঘন কম্পে ধরাধর॥
সমুদ্রে সুমেরু গিরি যেন দিল ঝম্প।
কূর্ম্মপৃষ্ঠে থাকি বাসুকীর হৈল কম্প॥
পড়িলেন বৃকোদর পর্ব্বত-বিশালে।
চলাচল কম্পমান, সাগর উথলে॥
বাসুকী এড়িল বিষ, যোদ্ধা এড়ে বাণ।
চমকিত পশু পক্ষী, ছাড়িল পরাণ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে লাগিল চমৎকার।
চারিদিকে সাট লাগে লঙ্কার দুয়ার॥
ইন্দ্র শঙ্কা পান স্বর্গে বিষম-আস্ফালে।
ভূমিকম্প উল্কাপাত গগনমণ্ডলে॥
প্রচণ্ড পবন বহে নির্ঘাত দুর্ব্বার।
শব্দে সেতুবন্ধে হৈল তরঙ্গ অপার॥
ঋষি-মুনি-তপস্বীর ভাঙ্গিলেক ধ্যান।
বন এড়ি ধায় পশু লইয়া পরাণ॥
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে লাগয়ে চমৎকার।
বৃকোদর পড়ে খণ্ডাইয়া ক্ষিতিভার॥
যুধিষ্ঠির দেখিল, পড়িল ভীম ভাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়েন তথাই॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া নৃপবর।
হাহাকার করিয়া ডাকেন বৃকোদর॥
মরিবারে কৈলে ভাই, স্বর্গ-আরোহণ।
প্রাণের অধিক ভাই, অতুল বিক্রম॥

সংসার হৈল শূন্য তোমার বিহনে।
শুনি বড় ভয় পায় গিরিবাসিগণে ॥
যার পরাক্রমে তিন লক্ষ হাতী মরে।
হেন ভাই পড়ে মম পর্ব্বত-উপরে ॥
কারে ল’য়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারি।
কেবা জিজ্ঞাসিবে বনে বচন চাতুরী ॥
কে আর তারিবে বনে দুষ্ট-দৈত্য-হাতে।
কে আর করিবে গর্ব্ব কৌরব মারিতে ॥
কিবা ল’য়ে যাব স্বর্গে দেখিতে মুরারি।
ভাই সব মরে মম, বৃথা প্রাণ ধরি ॥
যবে জতুগৃহ কৈল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পাপ পুরোচন পুরী করিল দাহন ॥
চলিতে না পারি সুড়ঙ্গের পথ ঘোরে।
পঞ্চ জনে কাঁধে ল’য়ে গেলে একেশ্বরে ॥
হিড়িম্বেরে মারিয়া হিড়িম্বা কৈলে বিভা।
কত দৈত্য পলাইল দেখি তব প্রভা ॥
ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কৈলে বিনাশিয়া বকে।
লক্ষ রাজা জিনিয়া লভিলে দ্রৌপদীকে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈনু তোমার প্রতাপে।
মরিল কীচক বীর তব বীরদাপে ॥
বিরাটেরে মুক্ত কৈলে সুশর্ম্মার ঠাঁই।
মম বাক্য-বিনা কিছু না জানিতে ভাই ॥
জরাসন্ধে বধ কৈলে মগধ-প্রধান।
জটাসুরে মারি বলে কৈলে পরিত্রাণ ॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ক্ষিতি ভারত-সমরে।
উরু ভাঙ্গি বিনাশিলে কৌরব-বর্ব্বরে ॥
দুঃশাসন-বক্ষ চিরি রক্ত কৈলে পান।
আর যত কর্ম্ম, তাহা কে করে ব্যাখ্যান ॥
তবে কেন ত্যজি মোরে পড়িলে পর্ব্বতে।
উত্তর না দেহ কেন, ডাকি স্নেহমতে ॥
পর্ব্বতে পড়িলে ভাই, ছাড়িয়া আমারে।
কে পথ-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবে বারে বারে ॥
বনবাসে বঞ্চিলাম তোমার সাহসে।
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ ভুঞ্জে মৃগমাংসে ॥
কির্ম্মীরাদি বিনাশ করিলে ঘোর বনে।
যুদ্ধ দেখি দ্রৌপদী সন্তুষ্টা হৈল মনে ॥
আমরা নিদ্রিত হৈলে থাকিতে জাগিয়া।
আমারে ত্যজিয়া কেন রহিলে শুইয়া ॥
আমার অন্তরে বড় দুঃখ দিয়া গেলে।
উঠহ প্রাণের ভাই, এস করি কোলে ॥
মম বাক্যবশ ভাই, মম বাক্যে স্থিত।
তোমা-সবা-বিনা ভাই, জীতে মৃত্যুবত ॥
যে-কালে আইনু ধৃতরাষ্ট্রে ভেটিবারে।
অন্ধের আছিল ক্রোধ তোমা মারিবারে ॥
গোবিন্দ রাখেন তোমা লৌহভীম দিয়া।
হেন ভাই নিদ্রা যায় পর্ব্বতে পড়িয়া ॥

এত বলি ভূপতি কান্দেন উচ্চৈঃস্বরে।
চারিভাই-ভার্য্যা ভাবি আকুল অন্তরে ॥
লক্ষ্মণ পড়িল যবে রাবণের শেলে।
ক্রন্দন করেন রাম ভাই ল’য়ে কোলে ॥
সেইমত কান্দিলেন ভীমে ল’য়ে কোলে।
হিমে তনু কাঁপে, কান্দিছেন উতরোলে ॥
প্রবোধ করিবে, আর নাহি হেন জন।
ধর্ম্মরাজ করিলেন অরণ্যে রোদন ॥
জননীরে স্মরিয়া কহেন শোক পাই।
এ-হেন দুঃখীরে কেন গর্ভে দিলে ঠাঁই ॥
শৈশবে মরিল পিতা, না পড়ি সে শোকে।
পিতামহ ভীষ্মদেব পালিল সবাকে ॥
হিংসাহেতু বিষলাড়ু ভীমে খাওয়াইয়া।
পাপী দুর্য্যোধন শেষে দিল ভাসাইয়া ॥
উদ্দেশ না পেয়ে কান্দে জননী আমার।
সাত দিন মাতা মোর না কৈল আহার ॥
বাসুকী করিয়া কৃপা দিল প্রাণদান।
তাহে না মরিলে ভাই পেলে পরিত্রাণ ॥
দেখিবারে গোবিন্দে আইলে স্বর্গপুরী।
না পাইলে দেখিতে সে প্রসন্ন শ্রীহরি ॥

হায় বীর পার্থ কৃষ্ণা সুন্দর নকুল।
হায় সহদেববীর বিক্রমে অতুল ॥

তোমা-সবা-বিনা প্রাণ না রহে আমার।
তোমা সবাকারে চক্ষে না দেখিব আর॥
হায় বিধি, মম ভাগ্যে কি আছে, না জানি।
মম ভালে এত দুঃখ লিখিলে আপনি॥
কোন্ জন্মে আছিল আমার কোন পাপ।
সে-কারণে দহে তনু, শোকের সন্তাপ॥
কি করিনু, কি হইল, আর কিবা হয়।
এত বলি কান্দিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
হায় কুন্তী, পিতা পাণ্ডু কোথা গেলে ছাড়ি।
হায় দুর্য্যোধন অন্ধ বিদুর গান্ধারী॥
হায় ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পাঞ্চাল-কুমারী।
তোমা সবাকার শোক সহিতে না পারি॥
হায় ভীমার্জ্জুন, মাদ্রীপুত্র দুই ভাই।
হায় কৃষ্ণা প্রাণপ্রিয়া, গেলে কোন্ ঠাঁই॥
একদণ্ড কোথা না যাইতে আজ্ঞা বিনে।
তবে মোরে একা রাখি ছাড়ি গেলে কেনে॥
সব দুঃখ যায়, যদি পাপ-আত্মা ছাড়ি।
এত বলি কান্দিছেন ভূমিতলে পড়ি॥
কতক্ষণে স্থির হ'য়ে ধর্ম্মের তনয়।
ক্রন্দন সম্বরি রাজা ভাবেন হৃদয়॥
কোন্ পাপে বৃকোদর স্বর্গে নাহি গেল।
এই কথা যুধিষ্ঠির মনেতে ভাবিল॥
বৃকোদর ভাই মোর ছিল লুব্ধমতি।
ভক্ষণে আছিল তার বড়ই পিরীতি॥
ভক্ষ্য দ্রব্য দেখিলে না থাকে স্থিরমন।
দৃষ্টিমাত্র ইচ্ছা হয় করিতে ভোজন॥
এইহেতু পাপ হইল বীর বৃকোদরে।
নারিল সকায়ে যেতে স্বর্গের উপরে॥
এই চিন্তা করি রাজা দুঃখিত অন্তরে।
একান্তে গোবিন্দে চিন্তি চলেন উত্তরে॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
যাহার চরিত্র তিন ভুবনে প্রকাশ॥
ভীমের প্রয়াণ যেবা শুনে শুদ্ধভাবে।
কৃষ্ণের পরম-পদ সেইজন পাবে॥
কাশীদাস দেব কহে গোবিন্দে ভাবিয়া।
তরিবে শমন-দায়, শুন মন দিয়া॥

● যুধিষ্ঠিরের সহিত বিপ্ররূপী ইন্দ্রের ও কুক্কুররূপী ধর্ম্মের ছলনা।

মুনি বলে, শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
উত্তরাস্যে চলিলেন ধর্ম্মের তনয়॥
কত দূরে দেখি গন্ধমাদন পর্ব্বত।
যাহার সৌরভ যায় যোজনের পথ॥
তাহে উঠি শুনিলেন স্বর্গের বাজনা।
ভূপতি করেন মনে, পূরিল কামনা॥
স্বর্গের দুর্লভ ভোগ সেই গিরিবরে।
আরোহণ করিলেন হরিষ-অন্তরে॥
পর্ব্বতে দেখেন তবে ধর্ম্মের তনয়।
অপূর্ব্ব মহেশলিঙ্গ মরকতময়॥
অত্যন্ত নির্জ্জন স্থান, লোক-মনোহর।
কোটি চন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল-মহেশ্বর॥
হীরা-মণি-মাণিক্যে মন্দির অনুপাম।
দেখি রাজা ভক্তিভাবে করেন প্রণাম॥
ভ্রাতা-ভার্য্যা জ্ঞাতি পুত্র সকলের শোকে।
করযোড়ে স্তব-স্তোত্র করেন সম্মুখে॥
হরিহর এক-তনু, ভিন্ন কভু নয়।
হরিভক্ত মোরে হর হবেন সদয়॥
এত বলি বর মাগি যান ধীরে ধীরে।
কতকালে পার হব দুঃখের সাগরে॥
বিষাদ ভাবেন মনে ধর্ম্মের নন্দন।
কারে ল'য়ে যাব আমি ত্রিদিব-ভুবন॥
কে মোরে করাবে দেখা কৃষ্ণের সহিতে।
হিমে যদি যায় তনু, তরি দুঃখ হ'তে॥
বংশক্ষয় করিলাম স্বর্গে আরোহিয়া।
চারিভাই-ভার্য্যা রহে পর্ব্বতে পড়িয়া॥
পৃথিবীতে আমি কত করিলাম পাপ।
কোন্ মুনি দেব ঋষি দিল মোরে শাপ॥

কান্দেন নৃপতি স্মরি দ্রৌপদী সুন্দরী।
হেনকালে এল যত গন্ধর্ব্বের নারী॥
কন্যাগণ বলে, রাজা, কান্দ কি-কারণ।
দ্বিতীয় স্বর্গের সম এ-গন্ধমাদন॥
স্বর্গে আসি কান্দ কেন, কহ বিবরণ।
এ-স্থানে না হয় কেহ দুঃখের ভাজন॥
কন্যাগণ-বাক্য শুনি কন নৃপবর।
চারি-ভাই-ভার্য্যা ম'ল পর্ব্বত-উপর॥
ছয়জন-মধ্যে আমি আছি একজন।
মহাহিমে স্বর্গপথে মৈল পঞ্চজন॥
মহাবীর-ভাই ভার্য্যা না দেখিব আর।
এই হেতু কান্দি কষ্টে, শুন সমাচার॥
রাজার বচন শুনি কন্যাগণ হাসে।
প্রবোধ-বচন কিছু কহে মৃদুভাষে॥
ভাবিত না হও রাজা, ভার্য্যা-ভ্রাতৃশোকে।
তব অগ্রে তারা সব গেছে স্বর্গলোকে॥
কি-কারণে কান্দ রাজা হ'য়ে বিচক্ষণ।
স্বর্গেতে সবার সঙ্গে হইবে মিলন॥
স্বর্গপথে আসিতে পড়িল যারা সব।
তারা সবে আগে গেল, শুনহ পাণ্ডব॥
উপেন্দ্র জলেন্দ্র ইন্দ্র যোগেন্দ্রের প্রায়।
তুমি মহারাজ তেঁই আইলে হেথায়॥
আর এক বাক্য রাজা, শুন সাবধানে।
এত দূরে এলে তুমি পুণ্যের কারণে॥
মনুষ্যের শক্তি নাই, এত দূরে আসে।
অতএব এক বাক্য বলি যে বিশেষে॥
রাজা হ'য়ে থাক গন্ধমাদন-পর্ব্বতে।
স্বর্গের অধিক সুখ ভুঞ্জ আনন্দেতে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন, শুন কন্যাগণ।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় করি স্বর্গ-আরোহণ॥
সংকল্প করিনু আমি অবনী-ভিতরে।
রাজ্য না করিব, যাব অমর-নগরে॥
প্রাণতুল্য ভাই-ভার্য্যা পড়িল বিষাদে।
কি কার্য্য রাজ্যেতে মম বিপুল সম্পদে॥
এত শুনি নিবৃত্ত হইল কন্যাগণে।
যুধিষ্ঠির চলিলেন স্বর্গ-আরোহণে॥
কত দূরে দেখিলেন কিন্নরের পুরী।
পদ্মিনী-রমণীগণ আর বিদ্যাধরী॥
যুধিষ্ঠিরে বলে, তুমি কোন্ পুণ্যবান্।
আলিঙ্গন দিয়া রাখ মো'সবার প্রাণ॥
আমা সবাকার স্বামী হও মহামতি।
যাচিকা হইয়া বলে যতেক যুবতী॥
পুরুষ নাহিক রাজা, রাজ্যেতে আমার।
তুমি রাজা হও, দাসী হইব তোমার॥
অকাল মরণ নাহি, জরা-মৃত্যু-ভয়।
নানা সুখ পাবে রাজা, জানিহ নিশ্চয়॥
অবশেষে মহামন্ত্র শিখাব তোমারে।
শীত ভেদি অনায়াসে যাবে সুরপুরে॥
শুনি কন্যাগণ-বাক্য বলেন রাজন্।
সুখ-অভিলাষ নাহি করে মম মন॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে দেবকন্যাগণ।
স্বর্গপুরে গিয়া যেন দেখি নারায়ণ॥
দ্বাপরের শেষ হৈল, কলি-অবতার।
সত্যধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, অতি অনাচার॥
সে-কারণে যাই স্বর্গে ইন্দ্রের ভুবন।
করিলেন শ্রীমুখে অনুজ্ঞা নারায়ণ॥
করিয়াছি সংকল্প, যাইব স্বর্গপুরী।
ইহা জানি ক্ষমা মোরে কর সব নারী॥
কন্যাগণ বলে, রাজা, তুমি মূঢ় জন।
কি ফল পাইবে স্বর্গে দেখি নারায়ণ॥
হেথা ফল কত পাবে, কি কব তোমারে।
না শুনিয়া নরপতি চলেন উত্তরে॥
পাইলেন হিমালয় গিরি মনোহর।
নারীগণ আসে তথা পূজিতে শঙ্কর॥
ত্রিভুবন-সার বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত।
চতুর্দ্দশ সহস্র শিবের লিঙ্গ স্থিত॥
পরম সুন্দর গিরি, কি কহিতে পারি।
সুমেরু কৈলাস জিনি মহেশ্বর-পুরী॥

বিচিত্র নগর-ঘর অতি-মনোরম।
কন্যাগণ আসে নিত্য শিবের আশ্রম॥
শুক্ল বস্ত্র পরিধানে, চন্দ্রসম কান্তি।
রূপ দেখি মুনির মানসে হয় ভ্রান্তি॥
নানা অলঙ্কার শোভা, ত্রৈলোক্য-মোহিনী।
মুখপদ্ম করপদ্ম সকল পদ্মিনী॥
বিচিত্র চম্পক-দাম শোভিত গলায়।
কেহ কেহ নৃত্য করে, কেহ গীত গায়॥
যুধিষ্ঠির নরপতি আসে সেই পথে।
পাদ্য অর্ঘ্য ল'য়ে এল তাঁহার সাক্ষাতে॥
ঋষি-মুনিগণ শুনি ধর্ম্মের প্রয়াণ।
দেখিবারে এল সবে আনন্দ-বিধান॥
পৃথিবীর রাজা হেথা এল পুণ্যভাগে।
ঝটিতি আইল সবে যুধিষ্ঠির-আগে॥
দেব-ঋষিগণ আসি করিল সম্ভাষ।
অন্ধকার ঘুচিল, হইল সুপ্রকাশ॥
প্রণাম করেন রাজা ঋষি-মুনিগণে।
নৃপতিরে আশীর্ব্বাদ কৈল সর্ব্বজনে॥
শোভা পায় বৈতরণী পার্ব্বত্য-সরিৎ।
অতি-অপরূপ তীর, নীর সুললিত॥
পর্ব্বতে বেষ্টিত জল অতি সুশোভন।
অষ্টাশী সহস্র মুনি জপে অনুক্ষণ॥
ক্রীড়া করে জলেতে বিবিধ জলচর।
সুন্দর কনকপদ্ম ফুটে নিরন্তর॥
অষ্টাশী সহস্র ঋষি দেখি অনুপাম।
যোড়হাতে নরপতি করেন প্রণাম॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া প্রশংসে মুনিগণ।
ধন্য ধন্য রাজা, তুমি হরিপরায়ণ॥
তোমা-সম পুণ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
সকায় চলিয়া এলে অমর ভুবনে॥
এই বৈতরণী নদী পরম নির্ম্মল।
উত্তর হইতে বহে দক্ষিণ-মণ্ডল॥
দক্ষিণ শমনপুরে বড়ই তরঙ্গ।
পাপী পার হৈতে নারে, দেখি দেয় ভঙ্গ॥
মর্ত্ত্যেতে গো-দান করে যেই পুণ্যজনে।
সুখে পার হ'য়ে যায় নৌকা-আরোহণে॥
ভূপতি বলেন, আমি পাপী নরাধম।
মুনিগণ বলে, তুমি মহাপুণ্যতম॥
এত বলি মুনিগণ কৈবর্ত্তে ডাকিয়া।
নৃপতিরে পার কৈল নৌকাতে করিয়া॥
ঋষিগণে বন্দি রাজা, হ'য়ে নদী পার।
পুণ্যহেতু দেখিলেন স্বর্গের দুয়ার॥
চন্দ্রসূর্য্য দেবগণে দেখেন প্রত্যেক।
স্বর্গ-আরোহণ হৈতে আছে যোজনেক॥
পার হ'য়ে বৃক্ষতলে বৈসে নরেশ্বর।
স্বর্গ দেখি হইলেন চিন্তিত-অন্তর॥
অদ্ভুত স্বর্গের দ্বার দেখি বিদ্যমান।
নানাধাতু বিরাজিত প্রবাল পাষাণ॥
হাতে অস্ত্র দ্বারপাল চৌদিকে বেষ্টিত।
কত লক্ষ পুণ্যবান্ র'য়েছে বারিত॥
ইন্দ্র-আজ্ঞা-বিনা দ্বারী দ্বার নাহি ছাড়ে।
বুকে বুকে দাণ্ডাইয়া আছে করযোড়ে॥
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া লইল আগুসরি।
দ্বারপালগণ কহে করযোড় করি॥
তোমার জনক পূর্ব্বে পাণ্ডু নরপতি।
মৃগঋষি-শাপে তাঁর না হৈল সন্ততি॥
বিমুখ হইয়া রাজা সংসারের সুখে।
কুন্তী-মাদ্রী-ভার্য্যা-সহ আইল হেথাকে॥
অপুত্রক-হেতু ইন্দ্র আজ্ঞা নাহি দিল।
হেথা হৈতে পুনঃ তেঁহ মর্ত্ত্যপুরে গেল॥
দেব হৈতে জন্ম হৈল তোমা পঞ্চভাই।
পুত্রবান্ হইয়া বৈকুণ্ঠে পাইল ঠাঁই॥
তাঁর ক্ষেত্রে জন্ম তব ধর্ম্মের ঔরসে।
মহাধর্ম্মশীল তুমি জানি সবিশেষে॥
মুহূর্ত্তেক বৈস রাজা, শূন্য সিংহাসনে।
ইন্দ্রে জানাইয়া স্বর্গে লব এইক্ষণে॥
দ্বারপাল গিয়া বার্ত্তা দিল পুরন্দরে।
যুধিষ্ঠির আইলেন স্বর্গের দুয়ারে॥

শুনিয়া দেবতা সবে কহে ইন্দ্র-প্রতি।
রথে করি যুধিষ্ঠিরে আন শীঘ্রগতি ॥
এত শুনি দেবরাজ বিপ্ররূপ ধরি।
যুধিষ্ঠিরে ছলিবারে এল শীঘ্র করি ॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়া রাজা করেন প্রণতি।
আশীর্ব্বাদ করিলেক কপট দ্বিজাতি ॥
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাহ্মণ।
বড় পুণ্যবান্ তুমি এলে কোন্ জন ॥
কোন্ দ্বীপে রাজা ছিলে, কৈলে কত দান।
কোন্ পুণ্যে সদেহে আইলে দেবস্থান ॥
এত শুনি নৃপতি কহেন যোড়করে।
পরিচয় মহাশয়, কহিব তোমারে ॥
জম্বুদ্বীপ নামে স্থান আছে পৃথিবীতে।
যাহে জন্মিলেন ব্রহ্ম ভার নিবারিতে ॥
চন্দ্রবংশে দেব-অংশে হস্তিনায় ধাম।
পাণ্ডুপুত্র ঋষিগোত্র যুধিষ্ঠির নাম ॥
রাজ্য-লোভে সবান্ধবে বধিলাম রণে।
লোভে পাপ, পাছে তাপ হৈল মম মনে ॥
জ্যেষ্ঠতাত-সহ মাতা গেল তপোবনে।
পঞ্চ ভাই দুঃখ পাই ভ্রমি নানাস্থানে॥
আমার বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ।
আজ্ঞা দেন, কর রাজা, স্বর্গ আরোহণ ॥
কলি অবতীর্ণ হবে, দ্বাপরের শেষ।
এত বলি স্বস্থানে গেলেন হৃষীকেশ ॥
যদুবংশ করি ধ্বংস ব্রহ্মশাপ-ছলে।
আপনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু গেলেন কৌশলে ॥
তবে মোরা পঞ্চভাই করিয়া বিচার।
পৌত্রে সমর্পণ করি রাজ্য-অধিকার ॥
পঞ্চভাই ভার্য্যা-সহ আসি স্বর্গপথে।
হিমশীতে পঞ্চজন পড়িল পর্ব্বতে ॥
শোক-দুঃখ-সন্তাপে তাপিত মম মন।
এই নিজ তত্ত্ব দ্বিজ, করি নিবেদন ॥
একেশ্বর দ্বিজবর, যাব স্বর্গপুরী।
সুমেরু পর্ব্বতে গিয়া দেখিব মুরারি ॥
কিবা প্রাণ যাক, কিংবা যাই স্বর্গপুরে।
করিয়া সংকল্প এই আসি এত দূরে ॥
কত দূরে আছে স্বর্গ, কহ দ্বিজবর।
যাইতে পারিব, কিংবা যাবে কলেবর ॥
ব্রাহ্মণ বলেন, শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
এখনি দেখিবে রাজা পঞ্চ-সহোদর ॥
কুরুক্ষেত্রে ছিল যে আঠার অক্ষৌহিণী।
সবাকারে ক্ষণেকে দেখিবে নৃপমণি ॥
এড়াইয়া এলে দুঃখ, আর চিন্তা নাই।
আমি ল'য়ে যাব তোমা ঈশ্বরের ঠাঁই ॥
নিকটে হইল স্বর্গ, যাবে মুহূর্ত্তেকে।
শোক-দুঃখে ক্ষমা দেহ, জানাই তোমাকে ॥
ইন্দ্র-যুধিষ্ঠিরে কথা হয় এইমতে।
তথা ধর্ম্ম আইলেন কুক্কুর রূপেতে ॥
শব্দ করি ব্রাহ্মণে খাইতে শ্বান যায়।
দণ্ড ল'য়ে ব্রাহ্মণ প্রহারে তার গায় ॥
নির্ঘাত প্রহার করে কুক্কুরের দেহে।
পরিত্রাহি ডাকি শ্বান যুধিষ্ঠিরে কহে ॥
ওহে পৃথিবীর রাজা মহা পুণ্যবান্।
নির্দ্দয় ব্রাহ্মণ বধে, কর পরিত্রাণ ॥
দণ্ডের প্রহারে মোর কম্পমান তনু।
উদ্ধার করিতে কেহ নাহি তোমা বিনু ॥
কুক্কুরের বাক্যে রাজা উঠি যোড়হাতে।
বলেন বিনয় করি বিপ্রের সাক্ষাতে ॥
নাহি মার কুক্কুরেরে, শুন দ্বিজবর।
শুনিয়া বিপ্রের ক্রোধ বাড়িল বিস্তর ॥
হাতে দণ্ড করি বলে নৃপতির প্রতি।
মোর হাতে কুক্কুরের নাহি অব্যাহতি ॥
পুণ্যহীন কুক্কুরের নাহি পরিত্রাণ।
পুণ্য-বিনা স্বর্গে বাস নহে মতিমান্ ॥
ভূপতি বলেন, রাখ কুক্কুরের প্রাণ।
মর্ত্ত্যের অর্দ্ধেক পুণ্য আমি দিব দান ॥
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ধর্ম্ম হাসি মনে।
ধরিলেন নিজ মূর্ত্তি রাজ-বিদ্যমানে ॥

তদন্তরে দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি হৈয়া।
পরিচয় কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া॥
ধর্ম্মে ইন্দ্রে দেখি রাজা আপন নয়নে।
লোটাইয়া অষ্ট-অঙ্গ পড়েন চরণে॥
কোলে করি ধর্ম্ম সাধু বলেন তাঁহাকে।
তুমি পুত্র যুধিষ্ঠির, না চিন আমাকে॥
ধর্ম্ম বলি মর্ত্ত্যলোকে বলয়ে তোমারে।
তোমা জন্মাইনু আমি কুন্তীর উদরে॥
ইনি ইন্দ্র দেবরাজ স্বর্গ-অধিপতি।
এস পুত্র, কোলে করি, কেন দুঃখমতি॥
তোমার চরিত্র প্রচারিল ত্রিভুবনে।
স্বর্গপুরে চল চড়ি পুষ্পক-বিমানে॥
পদব্রজে পর্ব্বতে পেয়েছ বহু পীড়া।
একে সুকোমল তনু, শোক-চিন্তা-বেড়া॥
সর্ব্ব দুঃখ হৈল দূর, চল স্বর্গপুরে।
দেখিতে পাইবে পিতামাতা সহোদরে॥
এতেক কহেন যদি ধর্ম্ম মহাশয়।
আনন্দিত হইলেন ধর্ম্মের তনয়॥
ভারতে অপূর্ব্ব কথা স্বর্গ-আরোহণে।
যুধিষ্ঠির স্বর্গে যান, কাশীরাম ভণে॥

● যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরী দর্শন

ধর্ম্ম-আদি দেবচয়, দেখি রাজা সবিস্ময়,
প্রণাম করেন সবাকারে।
মাতলি ইঙ্গিত পেয়ে, দিব্য পুষ্পরথ ল'য়ে,
যোগাইল রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
ধর্ম্ম-ইন্দ্র দুইজনে, গন্ধমাল্য-আভরণে,
যুধিষ্ঠিরে করেন ভূষিত।
বিবিধ-বন্ধন-ছান্দে, মস্তকে মুকুট বান্ধে,
কিন্নর-গন্ধর্ব্ব গায় গীত॥
পারিজাত পুষ্পমালা, শোভিত রাজার গলা,
বাজে শঙ্খ-মৃদঙ্গ-কাহাল।
উর্ব্বশী প্রভৃতি নাচে, কেহ আগে কেহ পাছে,
জয় শব্দ কাংস্য-করতাল॥
মাতলি সারথি রথে, ধর্ম্ম ইন্দ্র আদি সাথে,
বায়ু চন্দ্র বরুণ হুতাশ।
কেহ ছত্র শিরে ধরে, হুলাহুলি-জয়স্বরে,
কেহ করে চামর-বাতাস॥
কেহ আগে যায় ধেয়ে, পঞ্চবাদ্য বাজাইয়ে,
পুষ্পবৃষ্টি আনন্দে প্রচুর।
মুনিগণ বেদ গান, ধর্ম্মপুত্র স্বর্গে যান,
মুহূর্ত্তে গেলেন সুরপুর॥
প্রথমে দেখেন চারু, পারিজাত পুষ্পতরু,
নানাবর্ণে দেবের নগর।
চারি পাশে সারি সারি, অতি-মনোহর পুরী,
হাট-বাট নাহি পাঠান্তর॥
দেখে রাজা পুণ্যকারী, সকল সুবর্ণপুরী,
সর্ব্বগৃহে কিন্নরের গান।
সদা মহানন্দময়, নাহি জরা-মৃত্যু-ভয়,
কৌতুকে বিহারে পুণ্যবান্॥
স্বর্গগত নরবর, তারে দেখি পুরন্দর,
বসাইল স্বর্ণ-সিংহাসনে।
পদ প্রক্ষালিতে বারি, পূরিয়া সুবর্ণঝারি,
যোগাইল কত দাসগণে॥
ইন্দ্র-আজ্ঞা পেয়ে পরে, নানাদ্রব্য উপচারে,
ভোজন করায় নরনাথে।
কর্পূর-তাম্বুল দিয়া, পালঙ্কেতে বসাইয়া,
ইন্দ্র আশ্বাসিল ধর্ম্মসুতে॥
বিদ্যাধরী শত শত, স্বর্গে বৈসে যত যত,
নৃত্য করে রাজার সমীপে।
তুম্বুরু গন্ধর্ব্ব-আদি, গায় গীত স্বর সাধি,
সুরপুরী মোহিত আলাপে॥
ইন্দ্র বলে, যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্য-আত্মা ধীর,
নরদেহে এলে স্বর্গপুরে।
এ-পুরী অমরাবতী, হও তুমি অধিপতি,
যুক্তি আসে আমার বিচারে॥

শুনিয়া ইন্দ্রের বাণী, যুধিষ্ঠির নৃপমণি,
বলিলেন বিনয়-বচন।
তব বাক্যে পাই ত্রাস, কেন কর উপহাস,
আমি মূঢ়মতি অকিঞ্চন॥
সত্য কৈনু মর্ত্ত্যপুরী, বৈকুণ্ঠে দেখিব হরি,
তুমি মোর সব দুঃখ জান।
তুমি পিতা দেব আর্য্য, কর মম এই কার্য্য,
স্বর্গসুখে নাহি মম মন॥
শুনি ইন্দ্র বলে বাণী, অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী,
পঞ্চ ভাই শতেক কৌরবে।
জেঠাখুল্লতাত পিতা, জ্ঞাতিগোত্রমাতাভ্রাতা,
সবা-সঙ্গে বৈকুণ্ঠে মিলিবে॥
এত বলি সেইক্ষণে, পুষ্পরথ আরোহণে,
পাঠাইল স্বর্গ-পরকাশ।
পবিত্র-ভারত-গীত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

——

● যুধিষ্ঠিরের বৈকুণ্ঠে গমন ও শ্রীকৃষ্ণ দর্শন

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
নিজপুণ্যে স্বর্গে যান ধর্ম্মের তনয়॥
পুষ্পরথে আরোহিয়া যান বিষ্ণুপুরে।
আগে-পাছে মুনিগণ জয় শব্দ করে॥
রম্ভাবতী-তিলোত্তমা-আদি বিদ্যাধরী।
কেহ গীত গায়, কেহ নাচে তাল ধরি॥
কেহ ছত্র ধরে, কেহ চামর-বাতাস।
দুই দিকে সারি সারি দেবের আবাস॥
ব্রহ্মলোকে দেখি রাজা ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে।
প্রণমিয়া সম্ভাষণ করিলা কৌতুকে॥
সমাদর করি ব্রহ্মা করি আলিঙ্গন।
চারি-মুখে প্রশংসেন ধর্ম্মের নন্দন॥
তথা হৈতে নরপতি নানা স্বর্গ দেখে।
অপূর্ব্ব কৈলাসপুরী দেখিলা কৌতুকে॥
ইন্দ্রখণ্ড জিনি পুরী পরম-উজ্জ্বল।
দিবারাত্রি জ্ঞান নাহি, সদা ঝলমল॥
গণেশ কার্ত্তিক নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল।
সবা দেখি আনন্দিত ধর্ম্ম-মহীপাল॥
হরগৌরী দোঁহে দেখি অজিন আসনে।
ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ করেন চরণে॥
আইসহ নৃপতি, বলেন শূলপাণি।
ভাল হৈল, এলে স্বর্গে ত্যজিয়া অবনী॥
তোমা-হেন পুণ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।
সকায়ে চলিয়া এলে অমর-ভুবনে॥
এত বলি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
প্রণাম করিয়া যান পাণ্ডুর নন্দন॥
কতক্ষণে বৈকুণ্ঠে হইয়া উপনীত।
পুরী দেখি নরপতি হ'লেন বিস্মিত॥
কিরূপে নির্ম্মাণ করিলেন নারায়ণ।
ত্রিভুবনে নাহি পুরী ইহার মতন॥
রত্নের মন্দির ঘর শত-সূর্য্য-তেজে।
কলস-পতাকা-নেত চামর বিরাজে॥
সকল আলয় মণি-মরকতময়।
চারু-চক্র বিরাজিত সকল সময়॥
প্রবেশ করেন পুরী জয় জয় দিয়া।
রত্নাসনে নারায়ণে দেখিলেন গিয়া॥
রথ হৈতে নামি পুরে যান পদব্রজে।
প্রণাম করেন গিয়া বিষ্ণু চতুর্ভুজে॥
বিদ্যমানে নারায়ণে দেখিয়া নৃপতি।
চমৎকৃত হৈল দেখি অঙ্গের বিভূতি॥
হস্ত-পদ সুশোভিত, করে শতদল।
মকরকুণ্ডল কর্ণে করে ঝলমল॥
শ্যাম-অঙ্গে পীতাম্বর হাটক-নিছনি।
নবজলধর-মাঝে যেন সৌদামিনী॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি হাতে।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভমণি শোভয়ে বক্ষেতে॥
বামদিকে কমলা, দক্ষিণে সরস্বতী।
এই বেশে হৃষীকেশে দেখেন নৃপতি॥

সাষ্টাঙ্গে লোটায়ে রাজা পড়েন চরণে।
বলিছেন নারায়ণ আনন্দিত-মনে॥
আইসহ নরপতি ধর্ম্মপুত্র ধর্ম্ম।
বহুকাল না দেখিয়া সন্তাপিত মর্ম্ম॥
আগুসরি উঠিয়া করেন আলিঙ্গন।
বসিবারে দেন দিব্য কনক-আসন॥
পদ প্রক্ষালিতে বারি যোগায় দেবতা।
চামর বাতাস করে ইন্দ্র-চন্দ্র-ধাতা॥
কেহ পদ প্রক্ষালয়ে, কেহ পদ মুছে।
গন্ধর্ব্ব-কিন্নরী গায়, বিদ্যাধরী নাচে॥
সুখাসনে দুই জনে বসিলা কৌতুকে।
গোবিন্দ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসেন হাস্যমুখে॥
যুধিষ্ঠির কহিলেন সব সমাচার।
পরীক্ষিতে সমর্পণ করি রাজ্যভার॥
দ্রৌপদীসহিত পঞ্চ আসি স্বর্গ-পথে।
মহাহিমে পঞ্চজনে পড়িল পর্ব্বতে॥
শোকে দুঃখে একাকী আইনু স্বর্গলোকে।
নয়ন সার্থক হৈল দেখিয়া তোমাকে॥
রাজার বচন শুনি কন নারায়ণ।
আগে আসিয়াছে তারা আমার সদন॥
শুনি করযোড়ে কন ধর্ম্মের তনয়।
নয়নে দেখিলে তবে হয় সে প্রত্যয়॥
শুনি নারায়ণ তবে সঙ্গেতে লইয়া।
চলেন দক্ষিণ-মুখে দ্বার খসাইয়া॥
দক্ষিণেতে শমনের হয় অধিকার।
চর্ম্মচক্ষে দেখে তথা সব অন্ধকার॥
সেই পুরে প্রবেশিয়া ধর্ম্ম-নরপতি।
দেখিতে না পান রাজা কেবা আছে কথি॥
যুধিষ্ঠিরে পেয়ে তবে জ্ঞাতি-গোত্রগণ।
চতুর্দ্দিকে ডাকে সবে হরষিত-মন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শত ভাই দুর্য্যোধন।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর শকুনি দুঃশাসন॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুন্দর।
ঘটোৎকচ জয়দ্রথ বিরাট উত্তর॥
অভিমন্যু বিকর্ণ পাঞ্চালী-পুত্রগণে।
কুন্তী মাদ্রী দুই দেখি পাণ্ডুরাজ-সনে॥
দ্রৌপদী-গান্ধারী-আদি যত কুরুনারী।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী আছে সেই পুরী॥
সবে বলে, যুধিষ্ঠির, তুমি পুণ্যবান্।
সকায়ে দেখিলে স্বর্গে দেব ভগবান্॥
অল্প-পাপ-হেতু মোরা পাই বড় ক্লেশ।
সবাকারে উদ্ধারিয়া লহ নিজ দেশ॥
তোমা দরশনে দুঃখ হইল বিনাশ।
চন্দ্রের সদৃশ যেন তোমার প্রকাশ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির চান চারি পানে।
দেখিতে না পান, মাত্র শুনেন শ্রবণে॥
নরক দেখিয়া রাজা মনে পেয়ে ভয়।
অনুমানে বুঝিলেন, এই যমালয়॥
ভাবিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন কৃষ্ণেরে।
কেন কৃষ্ণ নাহি দেখি জ্ঞাতি-বান্ধবেরে॥
কেন বা হইল মম নরক-দর্শন।
বিশেষ কহিয়া কৃষ্ণ, শান্ত কর মন॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, করহ শ্রবণ।
অল্প-পাপ-হেতু হৈল নরক-দর্শন॥
জ্ঞাতি-গোত্র নাহি দেখ তথির কারণে।
পাপক্ষয় হৈল এবে ভয় ত্যজ মনে॥
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল, কহ মুনিবর।
কোন্ পাপ করিলেন ধর্ম্ম নৃপবর॥
আজন্ম তপস্বী জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী।
দান-ধর্ম্মে মতি সদা, পাতক-বিবাদী॥
তাঁহার হইল পাপ কেমন প্রকারে।
মুনিবর, বিস্তারিয়া কহিবে আমারে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্॥

● যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনের হেতু ও শ্বেতদ্বীপে গিয়া স্বজনাদি-দর্শন

মুনি বলে, জন্মেজয়, শুন সাবধানে।
যুধিষ্ঠির-পাপ হৈল যাহার কারণে ॥
ভারত-সমরে যবে হৈল মহারণ।
পার্থের সারথি হইলেন নারায়ণ ॥
মারিলেন বহু সৈন্য উপায় করিয়া।
ভীষ্ম বীরে মারিলেন শিখণ্ডী রাখিয়া ॥
তবে সেনাপতি হৈল দ্রোণ মহাশয়।
অশ্বত্থামা তাঁর পুত্র সমরে দুর্জ্জয় ॥
অনেক-প্রকারে দ্রোণ না হয় বিনাশ।
দেখিয়া উপায় করিলেন শ্রীনিবাস ॥
কপটে মারেন হস্তী অশ্বত্থামা-নামে।
'অশ্বত্থামা হত' শব্দ হইল সংগ্রামে ॥
শুনিয়া বিস্ময় লাগে দ্রোণের অন্তরে।
'অশ্বত্থামা হত' হরি কহেন সমরে ॥
প্রত্যয় না যান দ্রোণ কৃষ্ণের উত্তরে।
সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসিল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
দ্রোণবাক্য শুনিয়া চিন্তিত নৃপমণি।
কিরূপে কহিব আমি এ অসত্য বাণী ॥
কৃষ্ণ বলিলেন, রাজা, না বলিলে নয়।
মিথ্যা না কহিলে দ্রোণ নাহি হয় ক্ষয় ॥
পুনঃপুনঃ দম্ভ করি বলে বৃকোদর।
'অশ্বত্থামা হত' দ্রোণে কহ নৃপবর ॥
মিথ্যা বাক্যে ভয় যদি কর নৃপবর।
'ইতি গজ' লঘুস্বরে বল তারপর ॥
সঙ্কটে পড়িয়া রাজা, না কহিলে নয়।
ডাকিয়া দ্রোণেরে বলিলেন মহাশয় ॥
অশ্বত্থামা হত হৈল, ইহা আমি জানি।
লঘু স্বরে 'ইতি গজ' বলেন আপনি ॥
অশ্বত্থামা হত শুনি ধর্ম্মের বদনে।
দ্রোণাচার্য্য পুত্রশোকে প্রাণ দিল রণে ॥
এই পাপ করিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমারে জানাই এই পূর্ব্বের কথন ॥

জন্মেজয় বলে, তবে কহ মুনিবর।
পিতামহে ল'য়ে কিবা করিলা শ্রীধর ॥
মুনি বলে, শুন পরীক্ষিতের কুমার।
এইরূপে যুধিষ্ঠির দেখি অন্ধকার ॥
শ্রীগোবিন্দে জিজ্ঞাসেন পাপের কারণ।
কপট করিয়া কহিলেন নারায়ণ ॥
কৌরব-সহিত যবে হইল সমর।
চক্রব্যূহ করি যুঝে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
তীক্ষ্ণ-অস্ত্রে জর্জ্জরিত করিল তোমারে।
অভিমন্যু-বীরে ডাকি কহিলে তাহারে ॥
পিতার সমান তুমি মহা-যোদ্ধৃপতি।
ব্যূহ ভেদি মার পুত্র, দ্রোণ মহারথী ॥
গুরুবধে আজ্ঞা দিলে হ'য়ে ক্রোধমন।
দ্বিতীয় অবধ্য জাতি হয় সে ব্রাহ্মণ ॥
গুরুবধ মহাপাপ, শুন নরপতি।
সেই মহাপাপ তব হৈল মহামতি ॥
পাপেতে নরক রাজা, দেখ অন্ধকার।
রাজা বলিলেন, কর সঙ্কটে উদ্ধার ॥

তবে হরি অনুজ্ঞা দিলেন খগেশ্বরে।
শ্বেতদ্বীপ-সরোবরে লহ নৃপবরে ॥
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিব আপনি।
দেখাইব ধর্ম্মে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
বিষ্ণুর বচন শুনি খগ মহাবীর।
যুধিষ্ঠিরে ল'য়ে গেল সরোবর-তীর ॥
পাখসাটে পর্ব্বত উড়িয়া যায় দূরে।
মুহূর্ত্তেকে সেই দ্বীপে গেল খগেশ্বরে ॥
সরোবরে দেখিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥
জলে জলচরগণ নানা ক্রীড়া করে।
ঋষি মুনি মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র চারি তীরে ॥
বিচিত্র উদ্যান বন নগর চত্বর।
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী অতি-মনোহর ॥
বিহরে দেবতা তথা দেবকন্যা লৈয়া।
কেহ হর হরি পূজে হরষিত হৈয়া ॥

অনেক ঈশ্বর-মূর্ত্তি সর্ব্বদেব-স্থান।
ভ্রমর ঝঙ্কারে, মত্ত কোকিলের গান॥
মনুষ্য হইয়া যদি তাহে স্নান করে।
দেব দেহ পেয়ে যায় বৈকুণ্ঠ-নগরে॥
হেন সরোবর দেখি ধর্ম্মের নন্দন।
মহা জলে স্নান করি করেন তর্পণ॥
মানব-শরীর ছাড়ি দেব-দেহ পান।
দুঃখ-শোক পাসরিয়া সর্ব্ব-সিদ্ধ হন॥
নর-দেহ ত্যজি রাজা দেব-দেহ ধরে।
পৃষ্ঠে করি গরুড় উড়িল বায়ুভরে॥
মুহূর্ত্তেকে গেল, যথা দেব নারায়ণ।
ধর্ম্মরাজে চতুর্ভুজে কৈল সমর্পণ॥
রাজারে দেখিয়া কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
নিমেষ নাহিক আর, নাহি অঙ্গছায়া॥
কিরূপ আছিলে রাজা, হইলে কিরূপ।
বিচারিয়া মনে ভাব আপন স্বরূপ॥
ভূপতি বলেন, শুন অনাদি গোঁসাই।
তোমার প্রসাদে মম পূর্ব্বরূপ নাই॥
দেবত্ব পাইনু, মম হেন হয় জ্ঞান।
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ভগবান্॥
মর্ত্ত্যেতে রাখিলে হরি, অশেষ সঙ্কটে।
নিজ পুরী ছাড়ি ছিলে ভক্তের নিকটে॥
রাজসূয় করাইলে দিয়া বন্ধুবল।
শিশুপাল দন্তবক্রে দিলে প্রতিফল॥
রাখিলে দ্রৌপদী-লজ্জা কৌরব-সমাজে।
দ্বাদশ বৎসর রক্ষা কৈলে বন-মাঝে॥
দুর্ব্বাসারে দুর্য্যোধন পাঠাইল যবে।
সেই দিন সমাধান করিত পাণ্ডবে॥
নিশাকালে রক্ষা কৈলে কাননেতে গিয়া।
মোহিলে মুনির মন বিষ্ণুমায়া দিয়া॥
তদন্তরে সন্দীপন মুনির আশ্রমে।
আত্রহেতু সঙ্কটে তারিলে পথশ্রমে॥
অজ্ঞাত বৎসর এক বিরাট ভবনে।
শত্রু হৈতে রক্ষা কৈলে চক্র-আচ্ছাদনে॥
তাহার অন্তরে মম রাজ্যের লাগিয়া।
আপনি হস্তিনাপুরে গেলে দূত হৈয়া॥
আমারে বিভাগ দুর্য্যোধন নাহি দিল।
বান্ধিয়া রাখিতে তোমা মনে বিচারিল॥
আপনি বিরাটমূর্ত্তি দেখাইলে তারে।
সমূলে করিলে ক্ষয় ভারত-সমরে॥
জ্ঞাতিবধ-পাপে মম শরীর বিকল।
অশ্বমেধ করাইলে হৈয়া মম বল॥
পুত্র-হস্তে মণিপুরে অর্জ্জুন মরিলে।
প্রাণ দিয়া গদাধর, যজ্ঞ পূর্ণ কৈলে॥
তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাহিক গোঁসাই।
কত দৈত্য-দানব নাশিলে কত ঠাঁই॥
কংস কেশী অঘ বক ধেনুক বারণ।
তৃণাবর্ত্ত পূতনার হরিলে জীবন॥
নরকে মারিয়া খণ্ডাইলে ক্ষিতিভার।
অনন্ত তোমার নাম অনন্তাবতার॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ হৈয়া খর্ব্ব-রূপে।
পাতালে রাখিলে তুমি ছলি বলি-ভূপে॥
ভৃগুরাম রামচন্দ্র কামপাল রাম।
বুদ্ধ কল্কী নারায়ণ নরসিংহ শ্যাম॥
বারে বারে জন্ম লহ দুষ্ট বিনাশিতে।
যুগে যুগে অবতার দেবতার হিতে॥
তোমার চরিত্র চারি বেদে না নিরখি।
জ্ঞাতি-গোত্র দেখাইয়া কর মোরে সুখী॥
রাজার বিনয় বাক্য শুনি নারায়ণ।
আশ্বাসিয়া কহিলেন মধুর বচন॥
সর্ব্ব দুঃখ গেল রাজা, না কর সন্তাপ।
সবন্ধু-কুটুম্ব-গোত্র দেখহ মা-বাপ॥
এত বলি যান হরি ভূপতিরে লৈয়া।
কুরুপুরে প্রবেশেন দ্বার ঘুচাইয়া॥
রাজারে কহেন হরি, শুন ধর্ম্মপুত্র।
অনুপম দেখহ দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র॥
হস্তী ঘোড়া রথ রথী পত্তি পরিকর।
একে একে প্রত্যক্ষ দেখহ নরেশ্বর॥

দেখ রাজা, পিতা পাণ্ডু জননী কুন্তীকে।
শ্বেতচ্ছত্র বিরাজিত রাজার মস্তকে ॥
বামে বসিয়াছে মাদ্রী মদ্রের কুমারী।
ধৃতরাষ্ট্র বসিয়াছে সহিত-গান্ধারী ॥
দেখহ বিকর্ণ কর্ণ কৌরব-কুমার।
দুর্য্যোধন শতভাই-সহ-পরিবার ॥
ভগদত্ত শল্য মদ্ররাজ জয়দ্রথ।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ ভরত সুরথ ॥
বিরাট দ্রুপদ দেখ স্বপুত্র-সহিতে।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্রে দেখহ সাক্ষাতে ॥
শিশুপাল সুশর্ম্মা-মগধ নৃপমণি।
একে একে দেখ অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ॥
শকুনি উত্তর পুণ্ড্র দ্রোণাচার্য্য গুরু।
কুরু পিতামহ ভীষ্ম শাল্ব ভীম উরু ॥
পঞ্চ জন পড়িল আসিতে স্বর্গপথে।
চারি ভাই দেখ রাজা দ্রৌপদী-সহিতে ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা কৃষ্ণের বচনে।
চিত্রের পুত্তলি-প্রায় চান চারি-পানে ॥
পাসরিয়া সকল মর্ত্ত্যের শত্রু-কার্য্য।
যথাযোগ্য সম্ভাষণ কৈলা ধরি ধৈর্য্য ॥
আনন্দ সাগরে মত্ত হৈল তনু মন।
যুধিষ্ঠিরে দেখিয়া সানন্দ জ্ঞাতিগণ ॥
কেহ আশীর্ব্বাদ করে, কেহ প্রণিপাত।
পিতা মাতা জ্যেষ্ঠতাতে বন্দে নরনাথ ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ বীরে কৈল দণ্ড-নতি।
মহা-আনন্দিত রাজা দেখি গোত্র-জ্ঞাতি ॥

● দশ অবতার বর্ণন

কৃষ্ণপদে পড়ি রাজা করেন স্তবন।
তব মায়া কে বুঝিতে পারে নারায়ণ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি হর্ত্তা কর্ত্তা।
প্রধান পুরুষ তিন ভুবনের ভর্ত্তা ॥
মীনরূপে বেদ উদ্ধারিলে তুমি জলে।
কূর্ম্মরূপে ধরণী ধরিলে অবহেলে ॥
ধরিয়া বরাহ-কায় দন্তে কৈলে ক্ষিতি।
হিরণ্যকশিপু-হন্তা নৃসিংহ-মূরতি ॥
বামন-আকারে বলি নিলে রসাতলে।
তিনপদে ত্রিভুবন ব্যাপিলে সকলে ॥
নিঃক্ষত্রা করিলে ভৃগুরাম-অবতারে।
রামরূপে বিনাশিলে রাবণ-রাজারে ॥
বলরামরূপে সূর্য্যসুতা আকর্ষিলে।
বুদ্ধরূপে আপন কারুণ্য প্রকাশিলে ॥
কল্কীরূপে বিনাশ করিলে ম্লেচ্ছ-ভূপে।
প্রতিকল্পে অবতার হৈলে এইরূপে ॥
ঋষি-মুনি-যোগী যাঁর না পায় তদন্ত।
চারি বেদে যাঁহার ক্রিয়ার নাহি অন্ত ॥
মোরে উদ্ধারিলে মহাবিপদ-তরণী।
রহিল অদ্ভুত-কীর্ত্তি, যাবৎ ধরণী ॥
এইরূপে স্তুতি রাজা করে নারায়ণে।
সন্তুষ্ট করেন হরি তাঁরে আলিঙ্গনে ॥
গোবিন্দ বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান্।
সশরীরে আইলে আমার বিদ্যমান ॥
অভেদ শরীর আমা-সহিতে তোমারে।
সঙ্কটে তারিয়া আনিলাম সুরপুরে ॥
কৃষ্ণের আদেশে রাজা পরিজন ল'য়ে।
রহেন হরির পুরে হরষিত হ'য়ে ॥
অশ্বমেধ সাঙ্গ হৈল স্বর্গ-আরোহণ।
পাইল পরম পদ পাণ্ডু-পুত্রগণ ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে, শুনে পুণ্যবান্ ॥

● মহাভারত শ্রবণে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে রাজা জন্মেজয়ের মুক্তি

বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব-বিজয় ॥

ব্রহ্মবধ-পাপে মুক্ত হৈলে অতঃপরে।
দান কর, দ্বিজে সেব, পূজ বৈশ্বানরে॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া দেখহ বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হৈল ভারত-শ্রবণে॥
দেখি সব সভাসদ্ হরিষ-বিস্ময়।
ব্রহ্মহত্যা-পাপে মুক্ত হৈলে জন্মেজয়॥
সাধু শব্দ জয় শব্দ হৈল দশদিকে।
আকাশে কুসুম-বৃষ্টি করে দেবলোকে॥
সুগন্ধি পবন বহে, ঝরে মকরন্দ।
ভারত সম্পূর্ণ হৈল দেবের আনন্দ॥
প্রশংসিয়া জন্মেজয়ে গেল দেবগণ।
কিন্নর গন্ধর্ব্ব গায় নাচে হৃষ্টমন॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ কাংস্য করতাল।
ঝাঁঝরি মহুরী বাজে, শুনিতে রসাল॥
পটহ ডিমক ঢক্কা শানি বীণা বেণু।
চন্দনের ছড়া দিয়া নিবারিল রেণু॥
তবে জন্মেজয় রাজা পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া।
মুনির চরণে পড়ি কহে লোটাইয়া॥
নিস্তার করিলে মোরে মহাপাপ হৈতে।
বিখ্যাত তোমার কীর্ত্তি রহিল জগতে॥
লক্ষ শ্লোক ভারত রাখিলে কলি-যুগে।
কত পাপী পার হবে এই পাপভোগে॥
এত বলি পদে পূজা কৈল কায়মনে।
বস্ত্র অলঙ্কার মালা কুঙ্কুম চন্দনে॥
পাদোদক পান কৈল গোষ্ঠীর সহিত।
সভাখণ্ড মুনিরে পূজিল যথোচিত॥
বিদায় হইয়া গেল যত মুনিগণ।
তপোবনে চলিলেন শ্রীবৈশম্পায়ন॥
মুক্ত হ'য়ে কৈল রাজা পঞ্চতীর্থে স্নান।
দ্বিজগণে দিল স্বর্ণ-গবী-ভূমি-দান॥
অনলে ঢালিল ঘৃত সহস্র-কলস।
মিষ্টান্ন ভুঞ্জয়ে বিপ্রগণে কৈল বশ॥
দিলেন অপূর্ব্ব-বস্ত্র দিব্য-আভরণ।
দক্ষিণা পাইয়া গৃহে গেল দ্বিজগণ॥
করাইল জ্ঞাতি-গোত্র সবারে ভোজন।
রাম-নাম-মহামন্ত্র করিল কীর্ত্তন॥
দুন্দুভি-শব্দেতে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
ভারত সম্পূর্ণ হৈল, বল হরি হরি॥
নিষ্পাপ-শরীর রাজা পাত্র-মিত্র লৈয়া।
রাজ্য করে জন্মেজয় হরষিত হৈয়া॥
অধিকারে চোর-দস্যু নাহি একজন।
পাণ্ডবের রাজ্যে সবে হরি-পরায়ণ॥
সদা সাধু সঙ্গ করে, হরিকথা শুনে।
সকল হইল বশ নৃপতির গুণে॥

● গ্রন্থসমাপ্তি ও ফলশ্রুতি

অষ্টাদশ-পর্ব্ব সাঙ্গ হৈল এত দূরে।
যাহার শ্রবণে পঞ্চমহাপাপে তরে॥
শুদ্ধমতি হ'য়ে যেবা এক পর্ব্ব শুনে।
অশ্বমেধ-ফল পায় ব্যাসের বচনে॥
যার গৃহে থাকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ ভারত।
লক্ষ্মী-সঙ্গে নারায়ণ থাকেন সতত॥
অগ্নিভয় জ্বর আর চোর-মৃত্যুভয়।
পাপ তাপ শোক দুঃখ সব হয় ক্ষয়॥
রাজদণ্ড যমদণ্ড অকালে মরণ।
প্রেত ভূত মারী যক্ষ গন্ধর্ব্ব চারণ॥
সম্পূর্ণ ভারত গ্রন্থ থাকে যার ঘরে।
এ-সকল পীড়া তারে কভু নাহি ধরে॥
বন্ধ্যানারী পুত্র পায় একাগ্রে শুনিলে।
জ্ঞানবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি, তরে পরকালে॥
বিপ্রের বিজ্ঞান বাড়ে, নৃপতির রাজ্য।
আর যার যেই বাঞ্ছা, সিদ্ধ সর্ব্বকার্য্য॥
বৈশ্য-শূদ্র শুনিলে বাড়য়ে ধন-ধান্যে।
পাপিজন শুনি স্বর্গে যায় মহাপুণ্যে॥
রাজা যেই বাঞ্ছা করে শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ণ তাঁর মনোরথ॥

ব্যাসের বচন, ইথে নাহিক অন্যথা।
সকল গ্রন্থের সার ভারতের কথা॥
শুচি হ'য়ে শুদ্ধচিত্তে শুনে যেই জন।
অন্তকালে স্বর্গপুরে দেখে নারায়ণ॥
শ্লোকচ্ছন্দে বিরচিল মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী-প্রবন্ধে আমি করিনু প্রকাশ॥

——

গ্রন্থকারের পরিচয়

ইন্দ্রাণী-নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর-স্থিতি।
দ্বাদশতীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম, বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্কর-দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসাত্মজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥

হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে॥
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরি নাম দ্বি-অক্ষর।
আদি-অন্ত নাহি যার, বেদে অগোচর॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা নাহিক সন্দেহ॥
পাঁচালী বলিয়া মনে না করিহ হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা॥
নীচগৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।
শুনিলে পাতক হয় অনায়াসে নষ্ট॥
সম্পূর্ণ হইল, হরি বল সর্ব্বজন।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল স্বর্গ-আরোহণ॥
কাশীদাস বিরচিল গোবিন্দ ভাবিয়া।
পাইবে পরম সুখ, শুন মন দিয়া॥

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত

কাশীদাসী

মহাভারত

পরিশিষ্ট

ভূমিকা

একনিঃশ্বাসে তাবৎ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির নাম উচ্চারণ করিলে নিঃসন্দেহে তাহাতে দুইখানি ভারতীয় গ্রন্থের নাম শোনা যাইবে—মহাভারত ও রামায়ণ।

পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ চারিখানি মহাকাব্যের মধ্যেও এই দুইখানি অন্যতম। বস্তুতঃ মহাকাব্যের ব্যাপকতম কিংবা সঙ্কীর্ণতম সংজ্ঞায়ও যে এই দুইখানি ভারতীয় গ্রন্থ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার এই দুইখানি গ্রন্থের মধ্যে আকারে এবং প্রকারে মহাভারতই প্রথম স্থানীয়।

মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই মহাভারত বা ভারত-কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। এই মহাকাব্যের পরিধি বিরাট্, বিস্তৃতি অপরিসীম। মূলতঃ ইহা একটি গৃহযুদ্ধের কাহিনী বলিয়া প্রচারিত হইলেও আসমুদ্রহিমাচল গোটা ভারতবর্ষই ইহার পটভূমি। এই কারণেই বাংলায় একটি প্রবাদ সুপ্রচলিত হইয়া রহিয়াছে: 'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।'

মহাকাব্য

সাহিত্যদর্পণকার মহাকাব্যের নিম্নোক্ত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ।
সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতঃ॥
একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবোঽপি বা।
শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকোঽঙ্গী রস ইষ্যতে॥
অঙ্গানি সর্ব্বেঽপি রসাঃ সর্ব্বে নাটকসন্ধয়ঃ।
ইতিহাসোদ্ভবং বৃত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম্॥
চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যুস্তেষ্বেকঞ্চ ফলঃ ভবেৎ।
আদৌ নমস্ক্রিয়াশীর্ব্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা॥
ক্বচিন্নিন্দা খলাদীনাং সতাঞ্চ গুণকীর্ত্তনম্।
একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈরব সানেঽন্যবৃত্তকৈঃ॥
নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।
নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে॥
সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেৎ।
সন্ধ্যাসূর্য্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ॥
প্রাতর্মধ্যাহ্নমৃগয়াশৈলতু´বনসাগরাঃ।
সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ॥

রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।
বর্ণনীয়া যথাযোগং সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ ॥
কবেবৃর্ত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।
নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু ॥"

কোন পুরাণান্তর্গত প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত, ইন্দ্রাদি প্রধান দেবতা, কোন সৎকুলজাত যশস্বী ক্ষত্রিয় নৃপতি অথবা চন্দ্র-সূর্য্যবংশের ন্যায় কোন উচ্চরাজবংশচরিত অবলম্বনে রচিত কাব্য মহাকাব্য-পদবাচ্য। ইহাতে শৈল-সাগর, নগর-প্রান্তর, চন্দ্র-সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রভৃতি স্বভাবের শোভা, রাজা বা সেনাদিগের মন্ত্রণা, সৈন্য-চালনা ও যুদ্ধ, জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ, বিরহ ও মিলন, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ও উৎসব, পার্ব্বণ, ঋতুবর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে সমুদয় অথবা কোন কোন বিষয় অবলম্বনে মূল আখ্যানবস্তু গ্রথিত হয়। গ্রন্থ আট সর্গের অন্যূন সংখ্যায় বিভক্ত হয়, সর্গগুলি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ্রস্ব হয়, কবি স্বীয় ইষ্টদেবতার স্তুতি, বন্দনা, সাধারণের মঙ্গল কামনা বা গ্রন্থের বিষয়বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া কাব্য আরম্ভ করেন। প্রত্যেক সর্গে পরবর্ত্তী সর্গের বর্ণিত বিষয়ের আভাষ প্রদত্ত হয় এবং সর্গগুলি একরূপ ছন্দে অথবা বিবিধ ছন্দে রচিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক সর্গের শেষে কয়েক পংক্তি ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। কোন সর্গে বর্ণিত বিষয়ের প্রধানতম বিষয়বোধক নামে সেই সর্গের নামকরণ হয়। মহাকাব্যে বীর, আদ্য ও শান্ত—এই তিনটির কোন একটি রসের প্রাধান্য থাকে এবং অন্য রসগুলি অপ্রধান ও অস্থায়িভাবে বিদ্যমান থাকে। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয় অথবা নায়ক-নায়িকার নামে মহা-কাব্যের নামকরণ হয়। প্রতিনায়কের গুণের উৎকর্ষ যত অধিক হয়, নায়কের পক্ষে ততই তাহা গৌরবজনক হয়।

এই বিচিত্র লক্ষণ মানিয়া লইয়া মহাকাব্য রচনা করা দুঃসাধ্য সন্দেহ নাই। তৎসত্ত্বেও ভারতীয় আর্য্যভাষায় অনেকগুলি সার্থক মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। কালিদাস-কৃত কুমারসম্ভব, রঘুবংশ; ভর্ত্তৃহরি-কৃত ভট্টিকাব্য; ভারবি-কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়; শ্রীহর্ষ-কৃত নৈষধ-চরিত; মাঘ কৃত শিশুপালবধ—এই সবগুলিই সাহিত্যদর্পণোক্ত লক্ষণানুসারে মহাকাব্য-শ্রেণীভুক্ত।

বস্তুতঃ আলঙ্কারিকগণ মহাভারত এবং রামায়ণকে মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই—ইহারা কোন সংজ্ঞা দ্বারাই সীমাবদ্ধ নহে। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং কাব্য—ইহাদের সমষ্টিগত গুণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে Epic বলিতে যে বিরাট্ বিস্তৃতিযুক্ত কাব্য বুঝাইয়া থাকে, সেই অর্থে রামায়ণ-মহাভারত Epic, অথবা মহৎ কাব্য অর্থাৎ এক কথায় মহাকাব্য।

মহাভারত-পরিচয়

সাধারণ ভাবে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকাহিনী-অবলম্বনে মহাভারত রচিত হইলেও প্রকৃত-পক্ষে ইহা শুধু ইতিহাসই নহে। ধর্ম্মজ্ঞ হিন্দু ইহাকে অতি পবিত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা দান করিয়া থাকেন। মহাভারতকে 'পঞ্চম বেদ' নামে অভিহিত করিয়া হিন্দুরা ইহার যথাযোগ্য সম্মান দিয়াছেন।

মহাভারতের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

"ব্যাসদেব ব্রহ্মাকে কহিলেন, 'হে ভগবান্! আমি এইরূপ এক পরম পবিত্র কাব্য রচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি, যাহাতে বেদের নিগূঢ় তত্ত্ব ; বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদের ব্যাখ্যা ; ইতিহাস ও পুরাণের প্রকাশ ; বর্ত্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ—এই কালত্রয়ের নিরূপণ ; জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব ও অভাবের নির্ণয় ; বিবিধ ধর্ম্মের ও বিবিধ আশ্রমের লক্ষণ ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই বর্ণ চতুষ্টয়ের নানা পুরাণোক্ত আচার ; বিধি, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ও যুগ চতুষ্টয়ের প্রমাণ ; ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, আত্মতত্ত্বনিরূপণ, ন্যায়, শিক্ষা, চিকিৎসা, দানধর্ম্ম, পাশুপত ধর্ম্ম এবং যিনি যে কারণে দিব্য বা মানব যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিবরণ ; পবিত্র তীর্থ, দেশ, নদী, পর্ব্বত, বন, সমুদ্র, দিব্যপুরী, দুর্গ, সেনার বূ্যহ-রচনাদি-কৌশল ; বাক্যবিশেষ, জাতিবিশেষ, লোকযাত্রা-বিধান কথিত হইবে, অথচ যিনি অখিল সংসার ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরব্রহ্মই প্রতিবাদিত হইবেন।"

বস্তুতঃ মহাভারতের বিস্তৃতি এত ব্যাপক যে, ইহাতে কোন ভাবেরই অভাব নেই।

ব্যাস-কথিত বিষয়গুলি ব্যতীতও মহাভারতে অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতকার সমসাময়িক যুগে পুরাণেতিহাসাদির যে সমস্ত কাহিনী শুনিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ প্রসঙ্গক্রমে তাহাদের সব কিছুই স্ব-রচিত মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উদাহরণ-স্বরূপ শকুন্তলা-কাহিনী, রামায়ণের কাহিনী, নল-দময়ন্তী ও সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনীর নাম উল্লেখ করা যায়। এই সব কাহিনীর প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করিয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থও অনেক রচিত হইয়াছে।

মহাভারতের এই ব্যাপকতার জন্যই বলা হয়—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।"

মহাভারতকার স্বয়ং কিন্তু পুনঃ পুনঃ ইহাকে ইতিহাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জগতের তাবৎ শ্রেষ্ঠ বস্তুর সঙ্গে ইহার তুলনা করিয়া বলা হইয়াছে : 'মহত্ত্বাদ্ ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।'

মহাভারত ষাট লক্ষ শ্লোকে রচিত বলিয়া কথিত হয়—অথচ মাত্র এক লক্ষ শ্লোক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহার কারণস্বরূপ মহাভারতেই বলা হইয়াছে : "ত্রিংশচ্ছতসহস্রঞ্চ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্॥ পিত্রে পঞ্চদশ প্রোক্তং রক্ষোযক্ষে চতুর্দ্দশ। একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥"—অর্থাৎ ষাট লক্ষ শ্লোকপূর্ণ মহাভারতের ত্রিশ লক্ষ দেবলোকে, পনের লক্ষ পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ রক্ষোযক্ষ লোকে এবং অবশিষ্ট এক লক্ষ মাত্র নরলোকে স্থান পাইয়াছে। অবশ্য বাস্তবে মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা আরও কম।

মহাভারত-রচনা

মহাভারতের রচয়িতা মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ব্যাসদেব প্রথমে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে পাণ্ডবের তথা সত্যের ও ধর্ম্মের জয়সূচক 'জয়'-নামক এক ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করেন। বৈশম্পায়ন তাহাকে বাড়াইয়া তাহার নাম রাখেন 'ভারত'। শেষে সৌতি আরও অনেক কথার সমাবেশ ঘটাইয়া ইহাকে বর্ত্তমান আকার দান করেন এবং 'মহাভারত' নামকরণ করেন।

মহাভারত রচনার কাহিনী অতি বিচিত্র। পরীক্ষিৎ-নন্দন জনমেজয় একবার ব্রহ্মহত্যা করিলে :—

"দ্বিজ ক্ষত্র বৈশ্য শূদ্র ছিল যত জন।
সবে গেল একমাত্র রহিল রাজন্ ॥"

তখন রাজা জনমেজয় বড় অনুতপ্ত হইলেন। এই সময় মুনিশ্রেষ্ঠ ব্যাসদেব তাঁহার সভায় আগমন করিয়া বলিলেন :—

"ব্রহ্মবধ-আদি পাপ সব হৈবে ক্ষয়।
অশ্বমেধ ফল পাবে নাহিক সংশয় ॥
এক লক্ষ শ্লোকে মহাভারত-রচন।
শুচি হৈয়া একমনে করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বান্ধহ উপর।
তার তলে ভারতেরে শোন নৃপবর ॥
মহাভারতের কথা কীর্ত্তন করিতে।
কৃষ্ণবর্ণ ত্যজি শুক্ল হইবে নিশ্চিতে ॥"

ব্যাসদেব আরও বলিলেন :—

"মুনিশ্রেষ্ঠ শিষ্যশ্রেষ্ঠ এই তপোধন।
ভারতে আমার সম শ্রীবৈশম্পায়ন ॥
শুনহ ইহার মুখে ভারত-আখ্যান।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজা করেন সম্মান ॥"

অতঃপর রাজা জনমেজয় কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করিয়া সপারিষদ তাহার নীচে বসিয়া মহাভারত শুনিতে লাগিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন মহাভারত-কাহিনী কীর্ত্তন করিলেন।

মহাভারত-কাহিনী শেষ হইলে :—

"বলেন বৈশম্পায়ন, শুন জন্মেজয়।
অষ্টাদশ পর্ব্ব সাঙ্গ পাণ্ডব-বিজয় ॥
ব্রহ্মবধ-পাপে মুক্ত হৈলে অতঃপরে।
দান কর, দ্বিজে সেব, পূজ বৈশ্বানরে ॥
শুক্লবর্ণ চান্দোয়া যে দেখ বিদ্যমানে।
কৃষ্ণবর্ণ দূর হৈল ভারত-শ্রবণে ॥"

জনমেজয়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন লোমহর্ষণ মুনির পুত্র সৌতি। তিনিও বৈশম্পায়ন-প্রমুখাৎ মহাভারত-কাহিনী শ্রবণ করিলেন।

নৈমিষারণ্যে সৌনকাদি মুনিগণ যজ্ঞরত ছিলেন—ঘুরিতে ঘুরিতে সৌতি মুনি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সমবেত মুনিদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সৌতি মুনি পরীক্ষিৎ-

রাজসভায় শ্রুত এবং বৈশম্পায়ন-কথিত মহাভারত-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। এইভাবেই জনসাধারণ্যে মহাভারত প্রচার লাভ করিল।

অতএব মহাভারতের আদি রচয়িতা ব্যাসদেব হইলেও ইহার প্রবক্তা বৈশম্পায়ন এবং প্রচারক সৌতি মুনি। বলা বাহুল্য—ইঁহারাও মহাভারতের কলেবরবৃদ্ধি করিয়াছেন।

মহাভারত অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত :—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ।

মহাভারত-রচনাকাল

সাল-তারিখ উল্লেখ করিয়া আমাদের দেশে গ্রন্থ রচিত হইত না। মধ্যযুগ হইতে অবশ্য কোন কোন গ্রন্থে সন-তারিখের উল্লেখ দেখা যায়—কিন্তু তৎপূর্ব্বে ইহা মোটেই প্রচলিত ছিল না। এই কারণে প্রাচীন কোন গ্রন্থের রচনা-কাল-সম্বন্ধে আমাদিগকে বহু ক্ষেত্রেই অন্ধকারে থাকিয়া যাইতে হয়। কোন গ্রন্থের রচনাকাল কিংবা লিপিকাল সম্বন্ধে তাই কোনপ্রকার সুনির্দ্দিষ্ট কিংবা প্রামাণিক মত উল্লেখ করা কঠিন। গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ লক্ষণ এবং বহির্লক্ষণ দেখিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার রচনাকাল-সম্বন্ধে একটা আনুমানিক মত উপস্থাপন করা যায় মাত্র।

কোন কোন ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এবং বহিঃ-প্রমাণ উভয়ই দুর্লভ হইয়া যায়—তবে আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহাভারত সম্বন্ধে কাল-নির্দ্ধারণের কয়েকটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে :—

(১) দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

(২) সম্ভবতঃ কলির প্রারম্ভে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যলাভ ঘটিয়াছিল।

(৩) ভীষ্মদেবের দেহত্যাগ দিবসের জ্যোতিষিক লক্ষণ।

(৪) পরীক্ষিতের সিংহাসনারোহণকাল হইতে পরবর্ত্তী কালে মহাপদ্মনন্দের সিংহাসনারোহণকালের পার্থক্য ১০১৫ বৎসর, অথবা ১০৫০ বৎসর।

মোটামুটি এই সমস্ত লক্ষণ (উপাত্ত বা data) বিচার করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৪৪৯ অব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আবার আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় এবং অন্যান্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতক। এই পরবর্ত্তী মতই বহুজনগ্রাহ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আমরাও যদি খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতককেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকাল বলিয়া মানিয়া লই, তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ইহার স্বল্পকাল পরেই মহাভারত রচিত হইয়াছিল।

অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা মহাপ্রস্থান করেন। পরীক্ষিৎও যে দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না—তিনি অল্প বয়সে ব্রহ্মশাপে সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপুত্র জনমেজয়ের রাজসভায়ই বৈশম্পায়ন-কর্ত্তৃক মহাভারত-কাহিনী কীর্ত্তিত হয়। অতএব কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কাল এবং মহাভারতের রচনা-কালের মধ্যে দীর্ঘ পার্থক্য থাকিবার কথা নহে।

আমরা অনুমান করি, খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেই মহাভারত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

অবশ্য পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতগণ প্রাচ্যদেশীয় কীর্ত্তিকে স্বাভাবিক ভাবেই হীন এবং অর্ব্বাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে একটু আনন্দ লাভ করেন। তাই তাঁহারা মহাভারতের রচনা-কালকে কখন কখন ঠেলিয়া খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্য্যন্তও আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের মত মহাভারতের দেহেও কালক্রমে অনেক হস্তাবলেপ ঘটিয়াছে। মূলগ্রন্থের অনেক অংশই যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বর্ত্তমান। মহাভারতে লক্ষ শ্লোক থাকিবার কথা—কিন্তু বস্তুতঃ বর্ত্তমান মহাভারতে প্রাপ্তব্য শ্লোক-সংখ্যা সত্তর হাজারের অধিক নহে।

আবার মহাভারতের তিনটি পৃথক্ সংস্করণ পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতীয়, উত্তর-ভারতীয় এবং মালাবারী। মালাবারের মহাভারত বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পরিপূর্ণতা লাভ করে। উত্তর-ভারতীয় এবং দক্ষিণ-ভারতীয় মহাভারত সম্ভবতঃ আরও পরবর্ত্তী কালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক রূপ লাভ করিয়াছে।

যে গ্রন্থ যত বেশি প্রচার লাভ করে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সেই সমস্ত গ্রন্থ বিভিন্ন কালে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে পরিবর্ত্তন লাভ করে। বস্তুতঃ ব্যাস-কথিত মহাভারতের আদি রূপটি বর্ত্তমান গ্রন্থেও অক্ষুণ্ণ নাই। কালধর্ম্মে ইহাতেও নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

মহাভারতের বাংলা অনুবাদ

মধ্যযুগেও আমাদের দেশে শাস্ত্রের শাসনে মাতৃভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থাদি শ্রবণ নিষিদ্ধ ছিল ঃ

> "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ ।
> ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"

অষ্টাদশ পুরাণ অথবা রাম-চরিতাদি গ্রন্থ ভাষায় (মাতৃভাষায়) শ্রবণ করিলে রৌরব-নামক নরক ভোগ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, শাস্ত্রের নির্দ্দেশে মাতৃভাষায় সাহিত্য-রচনা-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইয়াছিল ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শাস্ত্রবাণী সদ্যোজাগ্রৎ গণচেতনাকে একেবারে চাপিয়া দিতে পারে নাই। তাই দেখি, পাঁচশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই একদিকে যেমন অনুবাদচর্চ্চা সুরু হইয়াছিল, তেমনি স্বাধীন মৌলিক রচনাও ঐ যুগে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

অনুবাদ-গ্রন্থগুলির মধ্যে রামায়ণ প্রথমভাগে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, ঐ যুগে রামায়ণ এবং ভাগবতের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় স্বতঃই মনে হয়—রামায়ণ-মহাভারত দুইটি গ্রন্থের নাম একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, অথচ রামায়ণের অনুবাদ হইল, কিন্তু মহাভারতের অনুবাদ হইল না কেন? উত্তরও সহজেই অনুমান করা যায়—সম্ভবতঃ রামায়ণের মতই মহাভারতেরও অনুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কালধর্ম্মে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক, অনুমান করা যায় যে, চৈতন্য-পূর্ব্বযুগেই আমাদের দেশে মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও বর্ত্তমান ছিল। অনুবাদকগণ প্রায় কেহই অন্ধভাবে মূল অনুসরণ করেন নাই—এমন কি, কেহ কেহ মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন বলিয়াও মনে হয় না। সম্ভবতঃ কিছুটা এই কারণে, কিছুটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই অনুবাদকগণ অনুবাদে যথেষ্ট স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে যেমন মূল গ্রন্থের কাহিনী কিছু কিছু বর্জ্জিত হইয়াছে, তেমনি গ্রন্থাতিরিক্ত বিষয়ও কিছু কিছু সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অনেকাংশে গ্রন্থও তাই কিয়ৎপরিমাণে মৌলিক গ্রন্থের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে।

মহাভারতের অনুবাদকগণ

বাংলাভাষায় কে সর্ব্বপ্রথম মহাভারত অনুবাদ করেন, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে যে প্রাচীনতম কবি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ভাবেই কিছু বলা যায়, তিনি 'পরাগলী' মহাভারতের কবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক সুলতান হুসেন শাহের অধীনে পরাগল খান ছিলেন চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তা। এই পরাগল খানের অনুরোধেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করেন—এই গ্রন্থই 'পরাগলী মহাভারত' বা 'পাণ্ডববিজয়-পাঞ্চালিকা'।

'সঞ্জয়' নামে এক কবি-সম্বন্ধে পূর্ব্বে বহু লোকই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সঞ্জয়-নামক কোন কবির অস্তিত্ব অনেকেই স্বীকার করেন না। তবে বিভিন্ন যুক্তি পরম্পরা অনুসরণ করিয়া অনুমান করা চলে যে, 'সঞ্জয়' ছদ্মনামে হরিনারায়ণ দেব নামে কোন ব্যক্তি হয়ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

"হরিনারায়ণ দেব দীন হীন-মতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্ব ভারতী ॥
ব্যাসদেব হৈতে মহাভারত প্রচার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালী পয়ার ॥"

পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানও পিতার মতই মহাভারত রচনা-চেষ্টায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারত হইতে অশ্বমেধ পর্ব্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে রামচন্দ্র খান এবং দ্বিজ-রঘুনাথ দুইটি অনুবাদগ্রন্থ রচনা করেন।

কুচবিহার-রাজ নরনারায়ণের ভ্রাতার পৃষ্ঠপোষকতায় কবি অনিরুদ্ধ ভারত-পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, জানা যায়।

এই শতাব্দীতে ষষ্ঠীবর সেন এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেনও মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস সপ্তদশ শতকে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। বাংলাভাষায় সর্ব্বাধিক পঠিত গ্রন্থের মধ্যে কাশীরাম দাস-রচিত মহাভারত অন্যতম।

কাশীরাম দাসের পরিচয়

কাশীরাম দাস ছিলেন দেব-উপাধিধারী কায়স্থ। কোন কোন কাশীদাসী মহাভারতে আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক নিম্নোক্ত পুষ্পিকাটি পাওয়া যায় ঃ—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাসপুত্র সুধাকর নাম ॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অলি হৈব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ ॥"

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অধীন ইন্দ্রাণী বা ইন্দ্রাবনী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গী (সিঙ্গি) গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরামের পিতা কমলাকান্ত; কাশীরামের আরও দুই ভাই ছিলেন—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠ গদাধর। তাঁহারা তিন ভাই-ই ছিলেন কবিত্ব-শক্তির অধিকারী।

কাশীরামের কনিষ্ঠ গদাধর তাঁহার রচিত 'জগন্নাথমঙ্গল' কাব্যে আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ—

"ভাগীরথী-তটে বাটী ইন্দ্রাবণী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম ॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ রায়-পদতলে।
নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥
তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্রে দেব যে দৈত্যারি।
দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি ॥
ধ্রুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন।
ধ্রুবরাজ পুত্র হৈল মীনকেতন ॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়।
তাহা হৈতে হৈল এই তিনটি তনয় ॥
রঘুপতি, ধনপতি দেব, নরপতি।
রঘুপতি-পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত-মতি ॥
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেশব সুন্দর।
চতুর্থে শ্রীমুখদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥
প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব।
যদু সুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব ॥

সুধাকর নন্দন এ তিন পরকাশ।
শ্রীমন্ত কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস ॥
দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস।
জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস ॥
কমলাকান্তের হৈল এ তিন কোঙর।
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর ॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান্।
রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারত-পুরাণ ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দ্বিজ গদাধর দাস।
জগৎ-মঙ্গল-কথা করিল প্রকাশ ॥"

পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সহজেই প্রমাণ করা চলে যে, কাশীরাম যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই বংশে অনেকেই কবিখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন কাশীরামের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণদাস শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' কাব্য রচনা করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর 'জগন্নাথমঙ্গল' বা 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

কাশীরামের কাল

১৭৬৪ খ্রীঃ অনুলিখিত একটি পুঁথির আদি পর্ব্বে একটি পুষ্পিকা পাওয়া যাইতেছে ঃ—

"শকাব্দ বিধুমুখ রহিলা তিনগুণে।
রুক্মিণী-নন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে ॥"

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র ইহা ১৫২৪ শকাব্দ বা ১৬০২-০৩ খ্রীঃ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আবার কোন পুঁথিতে বিরাট পর্ব্বের একটি পুষ্পিকায় পাওয়া যায় ঃ—

"চন্দ্রবাণ পক্ষ ঋতু শকসমুচ্চয় (বা সুনিশ্চয়)।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীরাম কয় ॥"

ইহা হইতে বিরাট পর্ব্বের রচনাকাল ১৫২৬ শকাব্দ, কিংবা ১৬০৪ খ্রীঃ পাওয়া যাইতেছে। আদিপর্ব্ব ১৬০২-০৩ খ্রীঃ রচিত হইলে বিরাট পর্ব্ব ১৬০৪ খ্রীঃ রচিত হইতে পারে।

কাশীরামের কনিষ্ঠ গদাধর 'জগৎ-মঙ্গল' কাব্য শেষ করিয়াছিলেন ১৬৪৩ খ্রীঃ। এই 'জগৎ-মঙ্গলে' কাশীরামের ভারত-পুরাণ-সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে – অতএব এখানেও অস্বাভাবিক কিছু দেখা যাইতেছে না।

কাশীরাম দাস ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতকের প্রথমভাগেই মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন— এই মতই আমরা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি।

কাশীরাম কি মহাভারত সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন ?

সাধারণ বাঙ্গালী যে কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা কাশীরাম দাস-কর্তৃক রচিত হইয়াছে—এই বিশ্বাস এবং তৃপ্তি তাঁহাদের মনে অক্ষুণ্ণ। তাঁহারা অনেকেই স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না যে, এই বিরাট্ গ্রন্থের বৃহত্তর অংশই হয়ত অপর কেহ রচনা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পণ্ডিত-সমাজে সাধারণভাবে এই মতই গৃহীত হইয়া থাকে যে, কাশীরাম তাঁহার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

একটি সুপ্রচলিত প্রবাদ—

"আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
এত রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর ॥"

এখানে স্বর্গপুরকে 'নীলাচল' বলিয়া কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিলেও বিভিন্ন প্রমাণ হইতে অনুমান করা যায়—কাশীরামের মৃত্যুই হইয়াছিল।

নন্দরাম নামে কাশীরামের এক ভ্রাতুষ্পুত্র লিখিয়াছেন ঃ—

নন্দরাম দাসে বলে শুন শ্যামরায়।
আমারে অভয় প্রভু দেহ যম-দায় ॥
জ্যেষ্ঠতাত কাশীদাস পরলোক-কালে।
আমারে ডাকিয়া বলিলেন করি কোলে ॥
শুন বাপু নন্দরাম আমার বচন।
ভারত অকৃত তুমি করহ রচন ॥"

নন্দরাম দাসের উক্তি হইতে মনে হয়, মৃত্যুকালে কাশীরাম তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামকে মহাভারত সম্পূর্ণ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন।

নন্দরাম অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ—

"কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা ॥
ভ্রাতুষ্পুত্র হই আমি তিঁহ খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ ॥
আত্মত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক ॥

ত্রিপথগা যাই আমি কহিয়া তোমারে।
রচিবে পাণ্ডব-কথা পরম সাদরে॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া মোরে গেলা সেইজন।
অবিরত ভাবি আমি শ্যামের চরণ॥
কাশীদাস মহাশয় আশীর্ব্বাদ দিল।
তাহার প্রসাদে আমি পুরাণ রচিল॥"

পূর্ব্বকথিত প্রবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া নন্দরামের উক্তি হইতে সিদ্ধান্ত করা চলে যে, আদি, সভা, বন ও বিরাট পর্ব্বের অংশ-বিশেষ রচনা করিয়া কাশীরাম দাস পরলোকগমন করিলে পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম দাস গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

কিন্তু বিভিন্ন লক্ষণ দেখিয়া সমালোচকগণ এই বিষয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কৃষ্ণানন্দ বসু এবং জয়ন্ত দাসও এই গ্রন্থ-রচনায় অংশগ্রহণ করিয়াছেন।

কাশীরামের শিক্ষাদীক্ষা

কাশীরাম দাস মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আওয়াসগড়ের রাজার শাসনাধীন কোন স্থানে এক পাঠশালা স্থাপন করিয়া স্বয়ং শিক্ষকতা করিতেন। সেকালে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং কাব্যশাস্ত্রাদি অবলম্বনেই শিক্ষার্থীর প্রথম পাঠ শুরু হইত বলিয়া অনুমান করা চলে এবং সেকালে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাহা প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। সেই দিক হইতে বিচার করিলে কাশীরামও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা মনে না করিবার কোন হেতু নাই।

কিন্তু গ্রন্থমধ্যস্থ দুই-একটি শ্লোক দেখিয়া অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়া ভাবিতেছেন—কাশীরাম সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না।

"শ্রুতমাত্র কহি আমি পাঁচালীর ছন্দ।
রসিক সুজন পিয়ে সুধামকরন্দ॥"

কথকের মুখ হইতে শুনিয়া কাশীরাম এই "অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত" রচনা করিয়াছেন, তাহা ভাবিতেও বিস্ময় বোধ হয়। 'শ্রুতমাত্র' কথাটি তো বিনয়বশতঃও ব্যবহৃত হইতে পারে!

আবার, গ্রন্থটি মূলগ্রন্থের অনুসারী নয়—এই যুক্তিদ্বারাও কাশীরামের পাণ্ডিত্য অথবা সংস্কৃতজ্ঞানকে খর্ব্ব করা যায় না। কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণও সংস্কৃত রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কৃত্তিবাসকে অপণ্ডিত আখ্যা দিবার মত ধৃষ্টতা কাহার আছে?

কাশীরাম তো ইহাও বলিয়াছেন—

"যা-কিছু কহিনু আমি, সাধু মহাশয়।
ব্যাসবাক্য ইহা, ইথে নাহিক সংশয়॥"

গ্রন্থের আভ্যন্তরীণ লক্ষণ বিচার করিয়াও ইহাকে অপণ্ডিতের রচনা বলিতে সাহস পাই না। যিনি লিখিয়াছেন :

"হের দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি ॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি ধরিয়াছে শোভা ॥
সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল ॥
দেখ চারু যুগ্মভুরু ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর ॥"

তিনি যদি সংস্কৃত না জানেন, তিনি যদি অপণ্ডিত হইয়া থাকেন, তবে জগতে পণ্ডিতই বা কে? আর সংস্কৃতই বা কে জানেন?

বস্তুতঃ কাশীদাসী মহাভারত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, কাশীরাম অথবা যিনিই এই মহাভারত রচনা করিয়াছেন, তিনি যেমন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি মূল সংস্কৃত মহাভারতের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন। তবে যে তিনি মহাভারতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, তাহার কারণ অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে।

কাশীরামের কাব্য-বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কাশীরাম দাস মূল সংস্কৃত মহাভারতের আক্ষরিক কিংবা হুবহু অনুবাদ করেন নাই। ইহাকে কেহ কেহ কাব্যের দোষ, কেহ বা গুণ বলিয়া বিবেচনা করেন।

কাশীরামের অনুবাদ যদি মূলানুগ হইত, তবে আমরা পাঁচহাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজচিত্র পাইতাম। কিন্তু কাশীরাম যাহা করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা আনুমানিক তিনশত বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজচিত্র দেখিতে পাইতেছি।

বস্তুতঃ অনুবাদ করিতে গিয়াও কাশীরাম যে মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে যুগ-চেতনাকে অস্বীকার করিয়া গতানুগতিকতার পথ বাহিয়া চলেন নাই, তাহা তাঁহার কৃতিত্বেরই পরিচায়ক। কাশীদাস যদি মহাভারতের হুবহু অনুবাদ করিতেন, তবে আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাহা মূল্যবান্ চামড়ায় বাঁধাইয়া তাহাতে সোনার জলে নাম লিখিয়া আলমারীতে তুলিয়া রাখিতেন—শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্ব্বিশেষে ধনি-দরিদ্র সর্ব্বশ্রেণীর বাঙ্গালী অমৃত-সমান মহাভারত পাঠ করিয়া আনন্দ-স্বাদ লাভ করিতে পারিত না।

কাশীরাম নিজে বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই তাঁহার রচনায় ভক্তিবাদের প্রাধান্য দেখা যায়। এই ভক্তি দেবতা-নির্ব্বিশেষ হইয়া দেখা দিয়াছে। কৃষ্ণের বর্ণনায় যেমন, শিবের বর্ণনায়ও তেমনি—লেখক সর্ব্বত্র ভক্তির প্লাবন ঘটাইয়াছেন। স্বভাবভক্ত বাঙ্গালীও তাই কাশীরামের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে।

মহাভারতের রচনার যে অংশ কাশীরামের বলিয়া কথিত হয়, সেই অংশ রচনা-মাধুর্য্যে অনুপম। ছন্দঃ অলঙ্কারাদির প্রয়োগ-পারিপাট্যও তাহাতে লক্ষণীয়। বিশেষতঃ, উপমা এবং রূপ-বর্ণনায় অনেক অংশই উল্লেখ করিবার মত।

গোটা মহাভারতখানাই প্রধানতঃ পয়ার ছন্দে রচিত তবে বহু স্থলেই যতিস্থাপনে গোলযোগ দেখা যায়। ফলে ছন্দঃপতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ৮+৬-এর পরিবর্ত্তে অক্ষরবিন্যাস বহু স্থলেই ৭+৭ দেখা যায়। আবার সর্ব্বত্র চতুর্দ্দশ অক্ষরও রক্ষিত হয় নাই। সম্ভবতঃ গানের আকারে কিংবা কথকতার সুরে তৎকালে মহাভারত পাঠ করা হইত বলিয়াই ছন্দের উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই।

গ্রন্থের স্থলে স্থলে লঘুত্রিপদী এবং দীর্ঘত্রিপদী ছন্দেরও ব্যবহার রহিয়াছে। একটি মাত্র স্থলে পয়ার এবং ত্রিপদী বাদ দিয়া লেখক অষ্টাক্ষরা ভৃঙ্গাবলী ছন্দের প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"মুনিমুখে বার্ত্তা শুনি।
চিন্তান্বিত নৃপমণি ॥
অন্য নাহি লয় মনে।
কহে ভ্রাতৃ-মন্ত্রিগণে ॥
নারদ বলেন যত।
পিতৃ-আজ্ঞা এইমত ॥" ইত্যাদি—

বস্তুতঃ কালে কালে কাশীরাম-লিখিত বলিয়া কথিত মহাভারতে যে কত প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকিয়াছে এবং ঢুকিতেছে, কতজন যে ইহার কত অংশ অদল-বদল করিয়াছেন, তাহার সন্ধান করিয়া মূল উদ্ধার করা আর সম্ভবপর নহে। অতএব যাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়া আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই রচনাকেই আমরা কাশীরামের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়া তৃপ্ত থাকিব।

কাশীরামের প্রভাব

"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেষে—এই তিন সর্ব্বনেশে ॥"

জানি না, কে কোন্ উদ্দেশ্যে এই প্রবাদ-বাক্যটির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যখনই ইহার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কাশীদাসের প্রভাব যে তখন সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে।

বামুন ঘেষের সন্ধান পাওয়া যায় না—কিন্তু কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস যে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে, প্রতি বাঙ্গালীর মনে আসন লাভ করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা চলে না।

বস্তুতঃ সুদীর্ঘকাল যাবৎ যে দুইখানি গ্রন্থ আপামর বাঙ্গালী সাধারণের ধর্ম্মজ্ঞান ও কাব্য-রসপিপাসায় তৃপ্তি দান করিয়াছে, তাহা এই দুইখানি গ্রন্থই।

ভাবুক বাঙ্গালী, ভক্ত বাঙ্গালী রামায়ণ এবং মহাভারত হইতে জীবনের বহু উপাদান গ্রহণ করিয়াছেন। বহু লেখক কৃত্তিবাস আর কাশীরামের গ্রন্থ হইতে বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

এই দুইখানি গ্রন্থ, বিশেষতঃ কাশীদাসী মহাভারতকে জাতীয় জীবনের কোষগ্রন্থের মর্য্যাদা দান করা যায়।

যাত্রা, কথকতা ইত্যাদির মধ্য দিয়া চিরকাল মহাভারত লোকশিক্ষা-দানের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্ম্মজ্ঞান প্রধানতঃ মহাভারতের উপরই নির্ভরশীল।

বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে কোন্ গ্রন্থ সর্ব্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে,—এই প্রশ্নের উত্তরে নিঃসংশয়ে মহাভারতের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করা চলে।

অতএব মহাভারত-লেখক পুণ্যশ্লোক কাশীরাম দাসের নামে জয় উচ্চারণ করি—

‘হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।’

দুরূহ শব্দের অর্থ

অ

অকৌশল—বিবাদ।
অধোক্ষজ—বিষ্ণু।
অনুব্রতে—সর্ব্বদা।
অনুভবে—অধীনে।
অপঘন—দেহ।
অপায়—বিপদ্; অমঙ্গল।
অপ্রমাদে—অনায়াসে।
অবতংস—ভূষণ।
অভিরোষ—অভিমানজনিত ক্রোধ।
অম্বরি—কাপড় দিয়া ঢাকিয়া।

আ

আঁটি—ভর্ৎসনা করিয়া।
আউদর-চুলি—এলোকেশী।
আখণ্ডল—ইন্দ্র।
আখেটিক—ব্যাধ।
আগুলি—প্রধানা।
আড়ারি—নদীর উঁচু পাড়।
আধান—পাত্র।
আম্রাতক—আমড়া।
আরতি—আদেশ।
আরুণি—কর্ণ।
আর্ত্তা—কামপীড়িতা।
আহড়—আড়াল।

ই

ইন্দ্রজালে—কৌশলে।
ইষ্টা—প্রিয়া।

ঈ

ঈষদক্ষে—কটাক্ষে।
ঈহিত—চেষ্টিত।

উ

উখাড়িয়া—খুলিয়া।
উৎকচ—কেশশূন্য।
উত্তর—বাক্য; আদেশ।
উপরমে—শেষে।
উপরান্তে—পরে।
উভলেজ—লেজ তুলিয়া।
উর্ব্বী—পৃথিবী।
উলামুল—উলুখড়ের শিকড়।

ঊ

ঊঢ়—বিবাহিত।

ঋ

ঋষ্টি—অশুভ।

এ

এষণা—ইচ্ছা।

ঐ

ঐকাহিক—এক দিনের।

ও

ওর—ইয়ত্তা।

ঔ

ঔদনিক—পাচক।

ক

কড়িয়ালী—লাগাম।
কথি—কোথায়।
করণি—প্রণালী।
কর্কট—শ্রাবণ।
কর্ম্মিগৃহে—কামারের বাড়ীতে।
কাতি—কাটারি।
কাদম্বরী—মদ্যবিশেষ।
কামরূপী—ইচ্ছামত রূপধারণে সমর্থ।
কামাচার—স্বেচ্ছাগতি।
কাসর—মহিষ।
কুম্ভযোনি—অগস্ত্য ঋষি।
কুম্ভিদন্ত—হাতির দাঁত।
কৃষ্ণবর্ত্ম—অগ্নি।
কোড়াগণ—যাহারা গর্ত্ত খোঁড়ে।
কোল—শূকর।
ক্ষমা—পৃথিবী।

খ

খগরাজ—গরুড়।
খর্পর—মড়ার মাথার খুলি।

গ

গাড়র—মেষ।
গারুড়ি—সাপুড়ে; সর্পমন্ত্র।
গুটি—একটি।
গুড়াকেশ—অর্জ্জুন।
গোড়াইল—নিকটবর্ত্তী হইল।
গোহারি—কাতর প্রার্থনা।
গ্রামসিংহ—কুকুর।
গ্রাহ—কুমীর।

ঘ

ঘাটি—পতিতা।
ঘৃষ্টি—শূকর।

চ

চক্রধর—বিষ্ণু।
চক্রবর—সুদর্শনচক্র।
চিত্রকথা—বিচিত্র উপাখ্যান
চিরদিনে—দীর্ঘদিন পরে।

ছ

ছলগ্রাহী—ছিদ্রান্বেষী।

জ

জম্ভভেদী—ইন্দ্র।
জলরুহ—পদ্ম।
জলোদ্ভব—অগ্নি।
জুখি—ওজন করিয়া।
জোহারে—অভিবাদন করে

ঝ

ঝল্লরী—করতাল।

ট

টুসি—টোকা।

ঠ

ঠাট—সৈন্যদল।

ড

ডুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ।

ঢ

ঢেকা—ধাক্কা।

ত

তবকী—বন্দুকধারী।
তাপত্য—অর্জ্জুন।
তীর্থ—ঘাট।
তূর্ণ—শীঘ্র।
তোক—পুত্র।
তোলবাজ—আপ্লুত।

থ

থারি—ছোট থালা।

দ

দন্তাবল—হস্তী।
দন্দশূক—রাক্ষস।
দাপ—দর্প।
দুঃখিত—দরিদ্র।
দিক্‌পাশ—সকল দিক্।
দেহর—দেবমন্দির।
দ্বিজরাজ—চন্দ্র।
দ্রোণী—কলস।
দ্রৌণী—অশ্বত্থামা।

ধ

ধড়া—বস্ত্র।
ধার্ত্তরাষ্ট্র—দুর্য্যোধন।

ন

নিছনি—তুলনা।
নিবর্ত্তিয়া—থামাইয়া, আশ্বস্ত করিয়া।
নিয়ড়—নিকটে।
নির্ব্বন্ধ—বন্দোবস্ত।
নির্ব্বাদে—যুদ্ধে।
নিষঙ্গ—বাণাধার।
নেউটে—ফেরে।
নেহালে—দেখে।

প

পক্ষতি—ডানা।
পঞ্চাস্য—সিংহ।
পদা—পদাতিক সৈন্য।
পদ্মযোনি—ব্রহ্মা।
পরকুটে—শত্রুর চক্রান্তে।
পরশে—পরিবেষণ করে।
পরিচ্ছদ—যানবাহনাদি।
পরিহার—প্রার্থনা ; পরাজয়।
পাঁচ—সাজাও।
পাকে—জন্য।
পাঠান্তর—তুলনা, উপমা।
পারিভদ্র—পারিজাত।
পাশুলী—পায়ের আঙ্গুলের গহনাবিশেষ।
পুরুহূত—ইন্দ্র।
পুষ্পাকর—বসন্তকাল।
প্রবোধ—চাবুক।
প্রমাণ—নিয়ম।
প্রেষিণী—দূতী।

ফ

ফলদর্শী—পরিণামদর্শী।

ব

বন—অরণ্য ; জল।
বন্ধুজীব—বাঁধুলি ফুল।
বরঙ্গ—ঘণ্টা।
বরা—শ্রেষ্ঠা।
বরাক—নীচ, হীন।
বাঘছড়ি—ব্যাঘ্রচর্ম্ম।
বারে—নিবারণ করে।
বার্হদ্রথ—জরাসন্ধ।
বাসি—মনে করি।
বাহুড়িল—ফিরিয়া গেল।
বিগুণ—অমঙ্গল।
বুলাইয়া—ঘুরাইয়া।
বুলে—গড়াগড়ি দেয়।
বৃহদ্ভানু—অগ্নি।
বৈকর্ত্তন—কর্ণ।
বৈশ্রবণ—কুবের।
ব্যঙ্গ—বিকৃতদেহ।
ব্যাখ্যা—প্রশংসা।
ব্যাল—সাপ।

ভ

ভঙ্গিয়ান—বিমুখ।
ভাড়া—সম্বল।
ভাণ্ডিহ—ভাঁড়াইও না।
ভার্গবী—লক্ষ্মী।
ভাসপক্ষী—পানকৌড়ি বা শকুনি।
ভেউরি—ভেরী।
ভেকা—হতভম্ব।
ভেদ—গুপ্তকথা।

ম

মথান—মন্থনদণ্ড।
মরুত্বান্—ইন্দ্র।
মরুবক—বাঘ।
মহাবাই—ভীষণ ঝড়।
মারুতি—ভীম।
মুকুটি—মুষ্টি।
মৃগনাথ—সিংহ।
মেলানি—বিদায়।
মেষ—বৈশাখমাস।

য

যজ্ঞকায়—বরাহশরীর।
যাম্যদিকে—দক্ষিণদিকে।
যুয়ায়—উচিত হয়।

র

রড়—বেগে পলায়ন।
রড়ারড়ি—দৌড়াদৌড়ি।
রণরঙ্গ—যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র।
রতনসেতু—রত্নরাজি।
রথযন্তা—সারথি।

ল

লাগ—নাগাল।
লোহ—অশ্রু।

শ

শকুল—শোলমাছ।
শক্র—ইন্দ্র।
শতপুর—শতভাঁজ।
শল্লকী—শজারু।
শাকট—সেগুনগাছ।
শাতকুম্ভ—সোনা।
শুনী—কুক্কুরী।
শেষ—বাসুকি।
শোণ—রক্তবর্ণ।

ষ

ষড়ানন—কার্ত্তিকেয়।

স

সংবলিত—সহিত।
সংযমনীপুর—যমপুর।
সমাহিত—সংস্থাপিত।
সাট—ঝাপটা।
সিংহ—ভাদ্র।
সিচিকা-বাড়ি—ঝাঁটা।
সিন্ধুজ—ঘোটক।
সুপর্ণ—গরুড়।
সোঙরি—স্মরণ করিয়া।
সোসর—সমান।

হ

হব্যবাহ—অগ্নি।
হয়গ্রীব—নারায়ণ।
হরি—সিংহ।
হাটক নিছনি—স্বর্ণতুল্য।
হাপুতির—পুত্রহীনার।
হাবাস—নিরুদ্দেশ।

বিবাহে উৎসবে উপহার দেবার মত কয়েকখানি ভাল উপন্যাস

যৌতুক সিরিজ ! যৌতুক সিরিজ !! যৌতুক সিরিজ !!!

● প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ●

পথের শেষে

পল্লীগ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণ উপেন্দ্রনাথের দুই পুত্র। বড় জিতেন্দ্র, ছোট সত্য। জিতেন বিলেত ফেরত, বড় চাকুরে ও শহরবাসী। পিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে নি। সত্য পিতার কাছেই ছিল। পিতা অনেক কষ্টে এম. এ. পর্যন্ত পড়িয়েছেন এবং গ্রাম্য সরলা কন্যার সহিত সত্যের বিয়ে দিলেন। পরে সত্যও কিন্তু উচ্চ-শিক্ষার জন্য দাদার পথ অনুসরণ করলে...একখানা বেদনা বিরহ ভরা উপন্যাস।

● সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ●

তারা ভরা রাত

পল্লীগ্রামের সাধারণ ঘরের পিতৃমাতৃহীন অসামান্য রূপসী মেয়ে ইরাবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, রঞ্জন, অক্ষয় এবং নীলধ্বজ এই তিন যুবক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে রত্নলাভ ঘটল......রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

● ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের ●

নবীন মাষ্টার

নবীন মাস্টার বি. এ. ফেল করে গ্রামে একটা হাইস্কুল করলেন। স্কুল ছিল তাঁর জীবনের সব কিছু। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। কিন্তু তিনিও যে ছাত্রাবস্থায় তড়িৎ নামক মেয়েকে ভালবেসেছিলেন কিন্তু আর্থিক-দুর্গতির জন্য বিয়ে করতে সাহস হয় নি। কিন্তু তড়িৎ শেষদিন পর্যন্ত তার ভালবাসার নিদর্শন রেখে গেছে......একখানা সত্যিকারের প্রেমের কাহিনী।

● সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ●

সোনার কমল

দশ বছরের বিনোদ মিত্রকে নিজের পুত্রের অধিকার দিয়ে মানুষ করলেন জমিদার হরিদাস রায়। বিনোদ বড় হয়ে তার সাহায্যে কি করে নিজের বাবাকে জঘন্য খুনীর কবল থেকে উদ্ধার করলে......লোমহর্ষক উপন্যাস।

● ডাঃ নরেন্দ্রলাল পালের ●

দেওয়ালী রাতে

ডাক্তারী পড়বার সময় প্রদীপ কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরে সুন্দরী জুলিয়াকে দেখে এবং উভয় উভয়কে ভালবাসে। দেওয়ালী রাতে প্রদীপ বিশ্বনাথকে সাক্ষী রেখে জুলিয়াকে বিয়ে করে। কিন্তু পিতামাতার অগোচরে। পরে প্রদীপ পিতামাতার নির্বাচিত কন্যাকেও বিয়ে করে .....কিন্তু জুলিয়ার গর্ভের ছেলে প্রেম কি পেল পুত্রের অধিকার...জুলিয়ার কি হোল? রোমাঞ্চকর উপন্যাস।

● বিধায়ক ভট্টাচার্যের ●

রামধনুর রঙ

পিতৃমাতৃহীন শৈবাল ভাগ্যক্রমে এবং নিজের প্রচেষ্টায় ফিল্মে ডাইরেক্টর হয়েছিল......বিয়ে করেছিল সতীসাধ্বী স্বাতীকে......কিন্তু প্রৌঢ় শৈবাল হঠাৎ গোপা নামে এক দজ্জাল সুন্দরীর প্রেমের প্রলোভনে পড়ে। একটা গোটা সংসার কি করে ধ্বংস হ'ল দেখুন....

● তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ●

কাঞ্চনী বিলের ধারে মালঞ্চার চর

কাঞ্চনীর হাটু হাজরার অপরূপ সুন্দরী মেয়ে বিমলার বিয়ে দিয়েছিল ঐ গ্রামের ষাট বছরের বৃদ্ধ ধনী অমৃত দাসের সঙ্গে। বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে বিমলা বিধবা হল। দেহের ক্ষুধা বিমলার মিটলো না, তাই অলক্ষ্যে ভালবাসলে পাশের গাঁয়ের জোয়ান ভৈরবকে। কিন্তু সমাজ কি তা মেনে নিল? বিমলার কি হ'ল...পড়ুন।

● সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের ●

তোমায় আমি ভালবাসি

সুন্দরী পরীরানীকে ভালবাসলে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু প্রভাত ও অনন্ত। এদিকে নার্স বিনতাও ভালবাসলে প্রভাতকে......কিন্তু কি হ'ল তাদের পরিণাম পড়ুন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ ● ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিঃ—৯